তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড
(সূরা ১ ঃ ফাতিহা এবং সূরা ২ ঃ বাকারাহ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০/- মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন‘আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু’মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্‌ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্‌ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। ‘ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।’ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ‘ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ’ অর্থাৎ ‘প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) জীবনী

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফসীর শাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, ফাকীহ, ধর্মীয় জ্ঞান, তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল পারদর্শিতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই মর-জগতের বুকে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং যেসব মনীষী পবিত্র কুরআন, হাদীস তথা শাশ্বত সুন্নাহ্‌র বিজয় নিকেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তন্মধ্যে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তাঁর প্রকৃত নাম ইসমাঈল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম এবং ইমাদুদ্দীন (ধর্মের স্তম্ভ) তাঁর উপাধি। সুতরাং তাঁর 'শাজরা-ই-নাসাব' বা কুলজীনামাসহ পূরা নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে ঃ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন যার আল-কারশী, আল-বাসরী, আদ্ দিমাশকী।

কিন্তু সাধারণ্যে তিনি ইব্‌ন কাসীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ 'আল-বাসরী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে জন্মস্থান বাচক উপাধি এবং 'আদ্ দিমাশকী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তা'লীম ও তারবি'য়াত বাচক উপাধি।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ঃ

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) সিরীয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বাসরার অধীন মাজদাল নামক মহল্লায় ৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন কাসীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চার বছর বয়সে শিশু ইব্‌ন কাসীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৫ হিজরী মুতাবিক ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আবদুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) শিক্ষকবৃন্দ

তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রাহমান ফাযারী (মৃত্যু ৭২৯ হিজরী/১৩২৮ খৃষ্টাব্দ) এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌ন কাযী শুহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন।

মুহাদ্দিস হাজ্জার ছাড়া তাঁর সমসাময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইব্‌ন কাসীর একাগ্র চিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

১) বাহাউদ্দীন ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুযাফ্‌ফর ইব্‌ন আসাকির (মৃত্যু ৭২৩ হিজরী/১৩২৩ খৃষ্টাব্দ)

২) শাইখুয্‌ যাহিরিয়া আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃত্যু ৭২৫ হিজরী/১৩২৪খৃষ্টাব্দ)

৩) ঈসা ইবনুল মুত্‌ইম।

৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যারাদ।

৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুয়াইদী (মৃত্যু ৭১১ হিজরী/১৩১১ খৃষ্টাব্দ)

৬) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইব্‌ন তাইমীয়া আল হাররানী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী/ ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ)।

৭) ইব্‌নুর রাযী।

৮) আহমাদ ইব্‌ন আবী তালিব (ইবনুশ শাহনাহ) (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

৯) ইবনুল হাযযার (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

১০) আলী ইব্‌ন উমার আস সুওয়াইনী

১১) আবূ মূসা আল কারাফাই

১২) আবুল ফাত্‌হ আল দাব্বুসী

১৩) ইব্‌নুর রাযী।

১৪) হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মযযী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ)।

১৫) আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩২৭ খৃষ্টাব্দ।

১৬) আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশ-শীরাযী (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী/১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

হাফিয ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে ‘তাহযীবুল কামাল’ প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের প্রতি সমসাময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

হাফিয শামসুদ্দীন যাআবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁর ‘আল-মুজামুল মুখতাস’ এবং ‘তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায’ নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে বলেন ঃ

'ইব্ন কাসীর একজন খ্যাতনামা মুফ্তী (ফাতওয়া প্রদানে বিশেষজ্ঞ), বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরকার এবং রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। হাদীসের মতন (মূল অংশ) সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য।

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইব্ন কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তিনি হাদীসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম, বক্তৃতায় সুনিপুণ এবং বহু গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী।'

আল্লামা শাইখ ইব্ন ইমাদ হাম্বালী (মৃত্যু ১০৮৯ হিজরী/১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) ইমাম ইব্ন কাসীরকে (রহঃ) 'আল হাফিযুল কাবীর' বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর বলে আখ্যায়িত করেন।

অনুরূপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইব্ন হজ্জি (মৃত্যু ৮১৬ হিজরী/১৪১৩ খৃষ্টাব্দ) স্বীয় শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদ (ইব্ন কাসীর) সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেন ঃ

'আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি (ইব্ন কাসীর) হাদীসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে, হাদীস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ-দুর্বল হাদীস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সমসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমাতে গিয়ে উপনীত হয়েছি, প্রতিবারই কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। আল্লামা হাফিয ইব্ন নাসিরুদ্দীন আদ্-দিমাশকী (মৃত্যু ৮৪২ হিজরী/১৪৩৮ খৃষ্টাব্দ) তাঁর (ইব্ন কাসীরের) প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের নির্ভর, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা'। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (৮৫২ হিজরী) তাঁর 'আদ্দুরারুল কামীনা' গ্রন্থে বলেন ঃ

'হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত-অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি

ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, আর তিনি রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজি চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে'।

তিনি যেমন ছিলেন লিখা-পড়ায় অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর, তেমনি তার ছিল ক্ষুরধার লেখনী। ফিক্‌হ, তাফসীর এবং হাদীস শাস্ত্রে তার ছিল পূর্ণ দখল। পড়ালেখার সাথে সাথে তিনি বই পুস্ত ক লিখা ও দীনের প্রচার কাজে নিজকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণও ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) সর্বতোমুখী প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন ইমাদ (মৃত্যু ১০৯৮ হিজরী/ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) বলেন ঃ

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বিষয়কে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হত। আর তিনি মেধাবীও কম ছিলেননা। আরাবী সাহিত্যেও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতাও তিনি রচনা করতেন'।

আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ঃ

ইব্‌ন কাসীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিড় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্‌তাদের প্রভাববিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ়ভাবে। ইব্‌ন কাসীর অধিকাংশ মাস্‌য়ালায় হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন কাযী শাহাবা স্বীয় 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরণ করতেন। তিন তালাকের মাস্‌য়ালাতেও তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন। এ কারণে তাঁকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) রচিত গ্রন্থমালা ঃ

১। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِـــيْم 'তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম'

যা 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' নামেই বেশি পরিচিত। পবিত্র কুরআনের এই সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ **لَمْ يُؤَلَّفْ عَلَى نَمْطِهِ مِثْلُـــهُ** অর্থাৎ এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধই হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ ইব্‌ন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন **هُوَ مِنْ اَفْيَدِ كُتُبِ التَّفْســـيْرِ بِالرِّوَايَـــةِ** 'রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী'।

২। **التَّكْمِيْلُ فِىْ مَعْرِفَةِ الثِّقَاتِ وَالضُّعَـــفَاءِ وَالْمَجَاهِيْلِ** আত্‌তাক্‌মিলাহ্‌ ফী মা'রিফাতিস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফায়ে ওয়াল মাজাহীল'। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্‌পী তাঁর অমর গ্রন্থ 'কাশফুয যুনূনে' এই গ্রন্থখানির 'আত্‌তাক্‌মিলাহ্‌ ফী আসমাইস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের (চরিত-অভিধান শাস্ত্র বা রাবীদের জীবনী সংগ্রহ বিজ্ঞান) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা 'হুসাইনী' দিমাশকীর আলোচনা মতে এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যীর 'তাহযীবুল কামাল' এবং হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هُوَ اَنْفَعُ شَيْئًا لِلْفَقِيْهِ الْبَارِعِ وَكَذَلِكَ لِلْمُحَدِّثِ

'আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষেও উপকারী।

৩। **اَلْبِدَايَـــةُ وَالنِّهَايَـــةُ** 'আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া। ইব্‌ন কাসীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক ১৪ খন্ডের এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির

প্রাথমিককাল থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। প্রথমে নাবী-রাসূলগণ ও পরে প্রাচীন জাতির তথা বিগত উম্মাতদের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষে সীরাতে নবভীর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর খিলাফাতে রাশেদা থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে এই পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি তথা রোয কিয়ামাতের আলামতসমূহ এবং আখিরাত বা পরজগতের অবস্থার কথাও ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাশফুয্ যুনূন' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অবধারিত মৃত্যুর দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সীরাতুন্নাবী অংশকে বেশ চমৎকার ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৪। **اَلْهَدْىُ وَالسُّنَنُ فِىْ اَحَادِيْثِ الْمَسَانِيْدِ وَالسُّنَنِ** 'আল-হাদয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান'। এই গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসানীদ' নামেও প্রসিদ্ধ। এতে 'মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল', 'মুসনাদ বায্যার, 'মুসনাদ আবূ ইয়ালা', 'মুসনাদ ইব্‌ন আবী শাইবা' এবং সাহিহায়িন এবং সুনান চতুষ্টয়ের রিওয়ায়াতগুলিকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৫। **طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ** তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ। এই গ্রন্থে শাফিঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

৬। **شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ** 'শারহু সাহীহিল বুখারী'। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর বুখারীর এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ কিছুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

৭। **اَلاَحْكَامُ الْكَبِيْرُ** 'আল-আহ্‌কামুল কাবীর'। এ গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহ্‌কাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলিকে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু 'কিতাবুল হাজ্জ' পর্যন্ত পৌঁছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

৮। **اخْتِصَارُ عُلُوْمِ الْحَدِيْث** 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর 'মিনহাযুল উসূল ফী ইসতিলাহি আহাদীসির্ রাসূল' গ্রন্থে এর নাম **اَلْبَاعِثُ الْحَدِيْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَـــدِيْث** 'আল বা'ইসুল হাদীস 'আলা মা'রিফাতে উলূমিল হাদীস' বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইব্নস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরী) লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসূলুল হাদীসের কিতাব 'উলূমিল হাসীস' ওরফে 'মুকাদ্দিমা ইব্নুস সালাহ' **مُقَدَّمَـــةُ ابنُ الصَّـــلاَحِ** গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ইব্ন কাসীর এর স্থানে স্থানে বহু সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে সংযোজন করেছেন।

৯। **مُسْنَدُ الشَّيْخَيْنِ** 'মুসনাদুস শাইখাইন'। এতে আবূ বাকর (রাঃ) এবং 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইব্ন কাসীর (রহঃ) তাঁর 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে আর একখানি 'মুসনাদে উমর' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না কি উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড তা সঠিকভাবে জানা যায়না।

১০। **اَلسِّيْرَةُ النَّبُوِيَّـــةُ** 'আসসীরাতুন নাবভীয়াহ'। এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ।

১১। **تَخْرِيجُ اَحَادِيْـــثِ اَدِلَّـــةِ التَّنْبِيْـــةِ** 'তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাত তামবীহ'।

১২। **مُخْتَصَرُ كِتَابِ الْمَدْخَلِ لِلاِمَـــامِ الْبَيْهَقِـــىْ** 'মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লিল ইমাম বাইহাকী'। এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল বাইহাকী (৪৫৮ হিজরী) কৃত 'কিতাবুল মাদখালের' সংক্ষিপ্ত সার।

১৩। **رِسَالَةُ الاجْتِهَادِ فِىْ طَلَـــبِ الْجِهَـــادِ** 'রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ'। খৃষ্টানরা যখন 'আয়াস' দূর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকাখানি আমীর মনজাকের উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

মোট কথা, তার লিখিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীসে রাসূল (সঃ), সীরাতুন্নবী (সঃ), ইতিহাস, ফিক্‌হ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দলমত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারগণ তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন।

ইব্ন কাসীরের মৃত্যু

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষভাগে হাফিয ইব্ন কাসীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরীর ২৬ শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার এই মহামনীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অনুবাদক পরিচিতি

১৯৩৬ সালে বাবলাবোনা নামক এক ছায়া ঢাকা নিভৃত গ্রামে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান এর জন্ম। পিতা অধ্যাপক মওঃ আবদুল গণী সাহেবের কাছেই তার প্রথম হাতে খড়ি। প্রথমে রাজশাহী নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং পরে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ও. এল ডিগ্রী নিয়ে তিনি দাদনচকে প্রথম স্তরের ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তার পিতা আবদুল গণী সাহেবও এককালে ওখানে অধ্যাপনা করতেন।

সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রভাষক হন। পরবর্তীতে আরাবী বিভাগের সভাপতি, সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ তিনি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও তিনি কিছু দিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৮১ সালের শুরুতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক শহরে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক।

গতিশীল প্রবন্ধকার হিসাবে ঢাকার ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন ভাষায় তার প্রবন্ধমালা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নয়াদিল্লী, বেনারস ও ইসলামাবাদ থেকে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমানের সাহিত্য কর্ম ও রচনা শৈলীর অধিকাংশই ইসলামী সাহিত্যকে নিয়ে অনুবর্তিত। এ নিয়েই তার নশ্বর জীবন হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেশ-বিদেশের বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং উচ্চতম বিদ্যাপীঠের ম্যাগাজিনে বহু মৌলিক এবং ভাষান্তরিত প্রবন্ধাবলী, নাটিকা, ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশ পায়। বিগত রাষ্ট্র-বিপ্লব ও গণ-

আন্দোলন জনিত ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়ে তার বেশ কিছু পান্ডুলিপি বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে।

একাধারে ৪-৫টি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের প্রায় সবটাতেই তার কিছু না কিছু বই পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শিশু সাহিত্যেরও চর্চা করে থাকেন। তার লিখা "বটগাছের ভূত", "মৃত্যুর ভয়", ছোটদের ইব্‌ন বতুতা প্রভৃতি লিখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তার বইগুলির মধ্যে "মাযামীনে মুজীব" (নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশ) 'ইমাম বুখারী' 'ইমাম মুসলিম' 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ' 'হযরত ইবরাহীম' 'আল্লামা জারুল্লাহ' 'মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা' 'ইসলামী সাহিত্যে তসলিমুদ্দীন', 'মিসরের ছোট গল্প' 'মার্গারেট', 'স্মৃতিময় শৈশব' 'কুরআন কণিকা' 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস' 'মাদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইউব আনসারী', 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা' 'বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা' 'মওঃ মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ), 'নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায', 'ইদ্রিস মিয়া', 'মুহাদ্দিস আযীমাবাদী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবীদার। উপরোক্ত বিষয়বস্তুই হচ্ছে তার রচনাশৈলী ও সাহিত্য চর্চার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

স্বীয় মাতৃভাষা বাংলায় রচিত তার অধিকাংশ রচনাশৈলীর মাধ্যমে এই ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী ধারাটিকে সুসমৃদ্ধ ও সরস করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এভাবে মুসলিম মানস ও ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুগুলিকে নতুন আঙ্গিকে প্রথম বারের মতো তিনি বিদগ্ধ পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এসব রচনাশৈলী ও সাহিত্যধারা প্রকৃত প্রস্তাবে তার অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা মূলক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এ সবের মাধ্যমে বহু অজ্ঞাত ইতিহাস এবং দূর্লভ ও অপ্রাপ্তব্য তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটেছে।

একান্তই নিঃস্ব, রিক্ত ও নিঃসহায়দের যুগ যন্ত্রণা বুকের মাঝে পুষে রেখে এক মাত্র আল্লাহর আশীষ ধারাকে রক্ষাকবজ করে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার এই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। প্রায় তিন যুগ ধরে নিরলস

শিক্ষাদান ও লাগাতার সাহিত্য সেবাই তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে তথ্যানুসন্ধানের আজন্ম প্রবণতাই তার সম্মুখ পানে হাজির করেছে পরিশীলিত বাণী আর তার সাহিত্য সৃষ্টিতে যুগিয়েছে বিচিত্র ধরণের মাল-মসলা এবং উপাদান উপকরণ। নিরন্তর সাহিত্য সৃষ্টিতে তার বিচিত্র অর্ন্তদৃষ্টি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটেছে উপর্যুপরি প্রকাশিত গ্রন্থমালায়। অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি প্রথমে উপনীত হয়েছেন গন্ড-গ্রাম-গঞ্জের নিভৃত কোণ থেকে শহরে বন্দরে এবং পরে রাজধানী নগরে, আর সর্বশেষ এসেছেন সুদূর আমেরিকার মাটিতে তথা নিউইয়র্ক নগরীতে। বর্তমানে তিনি এই শহরে এই উচ্চাঙ্গের শিক্ষা কেন্দ্রের (এডুকেশন সেন্টার) পরিচালক।

কিন্তু এই সুদূর প্রবাসের অতি ব্যস্ত এবং সংগ্রাম মুখর জীবনেও তার লেখনী কিংবা সাহিত্য চর্চায় কোন রূপ ছেদ বা ভাটা পড়েনি, বরং তার বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে তা পূর্বের মতোই রয়েছে চির চলমান এবং সদা আগুয়ান।

সূচনা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় কিতাব কুরআন মাজীদকে **الْحَمْدُ** দ্বারা শুরু করেছেন এবং বলছেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ. مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

অন্য স্থানে বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার; এ সত্ত্বেও যারা কাফির হয়েছে তারা অপর কিছুকে তাদের রবের সমকক্ষ নিরূপণ করেছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১) এরূপভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের সমাপ্তিও স্বীয় প্রশংসার মাধ্যমে করেছেন। জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীর পরিণাম সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ.

এবং তুমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে। বলা হবে ঃ প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর প্রাপ্য। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭৫) এজন্যই আল্লাহ তা’আলার ফরমান রয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই আয়ত্ত্বাধীন; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০)

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। এ প্রসংঙ্গে তিনি বলেন ঃ

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৫)

ঐ সকল রাসূলের ক্রম পরম্পরা এমন নিরক্ষর আরাবী নাবী দ্বারা শেষ করেছেন যিনি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর সময় থেকে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত জিন ও মানবের কাছে তিনি নাবী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) আরও এক জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) সুতরাং আরাব, অনারাব, কালো ও সাদা যে মানুষের নিকট এই কুরআনের উদাত্ত বাণী পৌঁছেছে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলের জন্যই ভয় প্রদর্শক। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এই কুরআন অমান্য করবে, তাহলে জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্যত্র পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমার পয়গাম্বরী এত ব্যাপক যে, আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর প্রতি নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।’ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ‘অর্থাৎ প্রত্যেক দানব এবং মানবের প্রতি।’ (আহমাদ ৫/১৪৫) সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর বার্তাবাহক, সকলের নিকট তিনি মহিমান্বিত আল্লাহর বাণী ও মর্যাদাপূর্ণ কুরআন ঠিকভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪২) সুতরাং আলেম সমাজের প্রধান কর্তব্য হল সবার কাছে আল্লাহর এই পবিত্র বাণীর ভাব ও মর্ম প্রকাশ করে দেয়া, এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা, যথা নিয়মে এর পঠন পাঠন নিজে শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

আর যখন আল্লাহ, যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৭) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই এবং উত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেননা এবং পরিশুদ্ধও করবেননা। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭৭)

সুতরাং আমাদের পূর্বে যেসব উম্মাতকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়া লাভের কাজে মগ্ন হয়েছিল ও আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ জিনিসের পিছনে পড়ে মহান আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের জঘন্য কাজের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমাদের মুসলিম সমাজের উচিত যে, আমরা যেন এমন কাজ না করি যা নিন্দার কারণ হয়, বরং আল্লাহর নির্দেশাবলীকে মনঃপ্রাণ দিয়ে অবনত মাথায় পালন করা এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকাই হবে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ. ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। জেনে রেখ, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৬-১৭)

এই দুই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কি সুন্দরভাবে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এভাবে বৃষ্টির সাহায্যে শুষ্ক ভূমি সতেজ হয়ে উঠে, ঠিক তেমনিভাবে যে অন্তর অবাধ্যতা ও পাপের কারণে শক্ত হয়ে গেছে, ঈমান ও হিদায়াতের ফলে তা নরম ও দ্রবীভূত হয়ে থাকে। পরম দাতা ও দয়ালু বিশ্ব-প্রভুর কবূলের প্রতি আশা-ভরসা রেখে আমরাও আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরকেও নরম করে দেন। আমীন!

কিভাবে কুরআনের তাফসীর করতে হবে

তাফসীরের ব্যাপারে উত্তম ও সঠিক নিয়ম এই যে, কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারাই হবে। কারণ কুরআন মাজীদের বর্ণনা এক স্থানে সংক্ষিপ্ত হলেও অন্য স্থানে তার বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যাও রয়েছে। তারপর কোন অসুবিধার ক্ষেত্রে কুরআনের তাফসীর সাধারণতঃ হাদীস দ্বারাই হয়ে থাকে। কারণ হাদীস কুরআন কারীমেরই ব্যাখ্যা ও তাফসীর। বরং ইমাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইদরীস শাফিঈ (রহঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমস্ত নির্দেশ প্রদান করেন কুরআন মাজীদ থেকেই অনুধাবন করার পর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি তদনুযায়ী মানুষদেরকে আদেশ প্রদান কর, যা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়োনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৫) আরও এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আমি তো তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৪) অন্য একস্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

তাদের প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমাকে কুরআন কারীম দেয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে তারই মত আরও একটি জিনিস দেয়া হয়েছে।' (আহমাদ ৪/১৩১)

এর ভাবার্থ হচ্ছে সুন্নাত। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, হাদীসসমূহও আল্লাহরই প্রত্যাদেশ। কুরআন মাজীদ যেমন ওয়াহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসও আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী। কিন্তু কুরআন ওয়াহী মাতলু'[1] এবং হাদীসসমূহ ওয়াহী গায়ের মাতলু'। সুতরাং এরই উপর ভিত্তি করে যখন কোন আয়াতের তাফসীর কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পাওয়া না যাবে তখন সাহাবীগণের (রাঃ) কথার দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। তাঁরা কুরআনের তাফসীর খুব ভাল জানতেন, কারণ যে ইঙ্গিত ও অবস্থা তখন ছিল তার সম্যক জ্ঞান তাঁদের থাকতে পারে যাঁরা সেই সময়ে স্বশরীরে বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া পূর্ণ বিবেক, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎ আমল তাঁরাই লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে ঐ সব মহামানব যাঁরা তাঁদের মধ্যেও বড় মর্যাদাসম্পন্ন এবং বিদগ্ধ আলেম ও চিন্তাবিদ ছিলেন, যেমন চারজন খলীফা যাঁরা অত্যন্ত সৎ ও হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলেন, অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ)। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ 'সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহর কিতাবের এমন কোন আয়াত নেই যার সম্পর্কে আমার বিলক্ষণ জানা নেই যে, তা কি ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যদি আমি জানতাম যে, আল্লাহর এই পবিত্র কিতাবের জ্ঞান আমার চেয়ে আর কারও বেশি আছে এবং সেখানে কোনও প্রকারে পৌঁছা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে হাযির হয়ে তাঁর অনুগত বাধ্য ছাত্র হিসাবে আমি নিজেকে পেশ করতাম।' এ ছাড়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তাঁদেরই মধ্যে কুরআনের একজন বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত

[1] ওয়াহী মাতলু' -কুরআন হাকীম যা সালাতে পাঠ করলে সালাত আদায় হয়ে থাকে। আর ওয়াহী গায়ের মাতুল' হাদীসসমূহ যা সালাতে পাঠ করলে সালাত আদায় হয়না।

ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই এবং কুরআন মাজীদের একজন প্রথিতযশা ব্যাখ্যাতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁর জ্ঞানের প্রাচুর্যের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ

হে আল্লাহ! আপনি তাকে ধর্মের প্রকৃত প্রজ্ঞা দান করুন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীরেরও জ্ঞান দান করুন। (ফাতহুল বারী ১/২০৫) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)।' (তাবারী ১/৯০) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদের (রাঃ) এই কথাকে সামনে রেখে চিন্তা করুন যে, তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল হিজরী ৩২ সনে, আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তাঁর পরেও সুদীর্ঘ ৩৬ বছর জীবিত ছিলেন, তাহলে সেই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে কত না উন্নতি লাভ করে থাকবেন! আবূ অয়েল (রহঃ) বলেন ঃ 'আলীর (রাঃ) যুগে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হাজ্জের দলপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ভাষণে সূরা বাকারাহ পাঠ করেন এবং এমন সুন্দরভাবে তাফসীর করেন যে, যদি তুরস্ক, রোম ও দহিলামের কাফিররা তা শুনত তাহলে তারাও তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে মুসলিম হয়ে যেত।' (তাবারী ১/৮১) কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি উক্ত ভাষণে সূরা নূরের তাফসীর করেছিলেন।

এ কারণেই ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রাহমান সুদ্দী কাবীর স্বীয় তাফসীরে ঐ দুই মহান ব্যক্তির অধিকাংশ তাফসীর নকল করে থাকেন। কিন্তু আহলে কিতাব থেকে এই সম্মানিত ব্যক্তি মাঝে মাঝে যে বর্ণনা নিয়ে থাকেন তাতেও তিনি ব্যক্ত করেন যে, বানী ইসরাঈল থেকে রেওয়ায়িত গ্রহণ করা বৈধ। সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'একটি আয়াত হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দিবে। বানী ইসরাঈল হতে বর্ণনা নেয়ায়ও কোন দোষ নেই। ইচ্ছাপূর্বক আমার পক্ষ হতে মিথ্যা কথা প্রচারকারী সরাসরি জাহান্নামী।' ইয়ারমুকের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কিতাবদ্বয়ের দু'টি পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। এই হাদীসটিকে লক্ষ্যবস্তু করে ঐ পুস্তকদ্বয়ের কথাগুলোকেও তিনি নকল করতেন।

ইসরাঈলী বর্ণনা ও কিচ্ছা-কাহিনী

স্মরণ রাখা দরকার যে, বানী ইসরাঈলের বর্ণনাগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতির পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করা যায়, তা থেকে ধর্মীয় নীতি সাব্যস্ত হতে পারেনা। বানী ইসরাঈলের বর্ণনাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) যেগুলির সত্যতা স্বয়ং আমাদের এখানেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ যদি পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীসের অনুরূপ কোন বর্ণনা বানী ইসরাঈলের কিতাবেও পাওয়া, তার সত্যতায় কোন মতবিরোধ নেই।

(২) যেগুলো মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ আমাদের নিকটেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ ওটা কোন আয়াত বা হাদীসের উল্টো। ওটা অসত্য হওয়ায় কোন সন্দেহ নেই।

(৩) যেগুলোকে আমরা না পারি মিথ্যা বলতে, আর না পারি সত্য বলতে। যেহেতু আমাদের নিকট এমন কোন বর্ণনা নেই যা অনুরূপ হওয়ার কারণে আমরা তাকে সঠিক বলতে পারি বা এমন কোন বর্ণনা নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা ওকে মিথ্যা বা ভুল বলতে পারি। এই বর্ণনাগুলোও এরূপ যে, ওতে আমাদের ধর্মের কোন উপকার নেই। যেমন গুহাবাসীগণের নাম, ইবরাহীম (আঃ) যে পাখীগুলিকে খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, অতঃপর আল্লাহর আদেশে ওরা জীবিত হয়েছিল ঐ পাখীগুলির নাম কি ছিল, যে নিহত ব্যক্তিকে মূসার (আঃ) যুগে গাভী যবাহ করে ওর একটি গোশত খণ্ড দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এবং যার ফলে আল্লাহর আদেশে সে পুনর্জীবিত হয়েছিল, ওটা কোন্ খণ্ড ছিল এবং কোন্ জায়গায় ছিল, আর সেটি কোন্ বৃক্ষ ছিল যার উপর মূসা (আঃ) আলো দেখেছিলেন এবং যেখান থেকে আল্লাহর কথা শুনেছিলেন ইত্যাদি। সুতরাং ওগুলি এমনই জিনিস যার উপর আল্লাহ তা'আলা যবনিকা নিক্ষেপ করেছেন, আর ঐগুলো জানায় বা না জানায় কোন লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত রয়েছি এবং তাতে নিয়োজিত থাকলে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন উপকারও নেই।

তাবেঈগণের তাফসীর প্রসঙ্গ

কোন আয়াতের তাফসীর কুরআন, হাদীস এবং সাহাবীবৃন্দের কথার মধ্যে পাওয়া না গেলে ধর্মীয় ইমামগণের অধিকাংশের অভিমত এই যে, এরূপ স্থলে তাবেঈগণের তাফসীর নেয়া হবে। যেমন মুজাহিদ ইব্‌ন জাবর (রহঃ) যিনি তাফসীরের ব্যাপারে আল্লাহর একটি নিদর্শন ছিলেন। তিনি স্বয়ং বলেন ঃ 'আমি তিনবার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট শিখেছি ও বুঝেছি। একটি আয়াতকে জিজ্ঞেস করে করে এবং বুঝে বুঝে পড়েছি।

ইমাম ইব্ন জারির বর্ণনা করেন, ইব্ন আবী মুলাইকাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি স্বয়ং মুজাহিদকে (রহঃ) দেখেছি যে, তিনি কিতাব, কলম নিয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট যেতেন এবং কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস করে করে তাতে নিরন্তর লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি এভাবেই সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর নকল করেন।' সুফইয়ান শাউরী (রহঃ) বলতেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) কোন আয়াতের তাফসীর করে দিলে তার সত্যাসত্য যাচাই করা বাহুল্য মাত্র। তার তাফসীরই যথেষ্ট।

মুজাহিদের (রহঃ) মত সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ক্রীতদাস ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ্ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মাসরূক ইব্ন আজদা' (রহঃ), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) প্রভৃতি তাবেঈ ও তাবে'তাবেঈগণের এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের তাফসীর বিশ্বাসযোগ্যরূপে গণ্য করা হবে। কখনও এরূপও হয়ে থাকে যে, কোন আয়াতের তাফসীরের মধ্যে যখন ঐ সব আলেমগনের কথা বর্ণনা করা হয় এবং তাঁদের শব্দের মধ্যে বাহ্যত মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তখন বিদ্যাহীন ব্যক্তিরা সেটিকে মৌলিক মতভেদ মনে করে বলে থাকে যে, এই আয়াতের তাফসীরে মতভেদ রয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয়না। বরং একটি জিনিসের ব্যাখ্যা কেহ হয়ত সংক্ষেপ করেছেন, কেহ হয়ত করেছেন ওর দৃষ্টান্তের দ্বারা, আবার কেহ হয়ত স্বয়ং ঐ জিনিসকেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এমতাবস্থায় শব্দের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলেও অর্থ একই থাকে। এসব স্থলে জ্ঞানীদের সন্দেহে পতিত না হওয়াই উচিত। আল্লাহই সবার জন্য সঠিক পথের পরিচালক।

কারও মতামতের উপর ভিত্তি করে তাফসীর করা

শুধুমাত্র স্বীয় অভিমত দ্বারা তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি কুরআনের মধ্যে স্বীয় মত ঢুকিয়ে দিল কিংবা না জেনে -শুনে কিছু বলে দিল, সে জাহান্নামের মধ্যে স্বীয় স্থান নির্দিষ্ট করে নিল।' তিরমিযী, নাসাঈ এবং আবূ দাঊদে এই হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জানা থাকলে বর্ণনা করতে হবে, অন্যথায় চুপ থাকতে হবে

এ কারণেই পূর্ব যুগের সালাফগণের একটি বড় দল না জেনে-শুনে তাফসীর করতে খুব ভয় করতেন, বরং তাঁদের সর্ব অবয়ব কেঁপে উঠত। আবূ বাকর সিদ্দীকের (রাঃ) উক্তি আছে ঃ 'যদি কুরআনের মধ্যে এমন কথা বলি যা আমার

জানা নেই তাহলে কোন্ মাটি আমাকে উঠাবে ও কোন্ আকাশ আমাকে ছায়া দিবে? একবার উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) وَ فَاكِهَةً وَّ اَبًا আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন ঃ فَاكِهَةٌ কে তো আমি জানি, কিন্তু এই اَبٌ কি জিনিস?' তিনি নিজে নিজেই বলেন ঃ 'এই কষ্টের তোমার প্রয়োজন কি?' ভাবার্থ এই যে, اَبٌ এর অর্থ তো জানা আছে অর্থাৎ ভূমি হতে উৎপাদিত শস্য। কিন্ত ওর অবস্থা ও গুণ সম্পর্কে জানা নেই। স্বয়ং এই আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে,

فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضۡبًا

আমি যমীনের মধ্য হতে ফসল এবং আঙ্গুর উৎপাদন করেছি। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ২৭-২৮) তাফসীর-ই- ইব্ন জারীরে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আবী মুলাইকাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ 'ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) কোন এক ব্যক্তি একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুই বর্ণনা করলেননা। অথচ যদি ওর তাফসীর আপনাদের মধ্যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করা হত তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে দিতেন।' অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ

'কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এক হাজার বছরের সমান একটি দিন উল্লেখ আছে, ওটা কি? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ঐ দিনটি হবে পৃথিবীর ৫০ হাজার বছরের সমান' এর অর্থ কী? লোকটি বলল ঃ আমি আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর কিতাবে এ ধরণের দু'টি দিনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনিই এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। যার কুরআনের কোন বিষয়ের জ্ঞান নেই সেই ব্যাপারে মন্তব্য করা আল্লাহ পছন্দ করেননা।

আল-লাইস (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) কুরআন থেকে তার জানা বিভিন্ন বিষয়ে লোকদেরকে তা'লিম দিতেন। এ ছাড়া আইউব ইব্ন আউন (রহঃ) এবং হিসাম আদ-দাস্তআই (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি উবাইদাহকে (আস-সালমানী) কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কুরআন নাযিলের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যারা জানতেন তারা তো দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক পথের অনুসন্ধান কর। শা'বি (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মাসরুক (রহঃ) বলেছেন ঃ

তাফসীর করা থেকে সাবধান থেক, কারণ ইহা এমন বর্ণনা যার সাথে আল্লাহ তা'আলা জড়িত আছেন। (তাবারী)

মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলতেন ঃ 'কুরআনের তাফসীর করার সময় তোমরা আগে পিছে দেখে নিও। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ সম্বন্ধ রেখে কথা বলা হচ্ছে।' মাসরুক (রহঃ) উক্তি করেন ঃ 'তাফসীরের ব্যাপারে তোমরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন কর, কেননা এতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হতে বর্ণনা করা হয়। (তাবারী ১/৮৬) এই সমুদয় উক্তি যা অতীতের মহান ব্যক্তিগণ হতে করা হয়েছে তাতে এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে যে, ঐ সমস্ত আলেম কখনও না জেনে কুরআনের ভাবার্থের ব্যাপারে মুখ খুলতেননা।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, ঐসব সম্মানিত জ্ঞানী ব্যক্তি যখন কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে তা হতে বিরত থাকতেন, তাহলে তাঁদের হতে তাফসীর কেন নকল করা হয়েছে? এর উত্তরে বলা যাবে যে, যা তাঁরা জানতেননা শুধু সেখানেই নীরব থাকতেন এবং যা জানতেন তা বর্ণনা করতেন। সুতরাং না জানা অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করা এবং জ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করাই সকলের উচিত। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ

আর যখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে আল্লাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৭) হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

'যাকে ধর্মনীতি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা জানা সত্ত্বেও গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।' (আহমাদ, তিরমিযী ইত্যাদি)

মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহ

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'সূরা বাকারাহ (২), আলে ইমরান (৩), নিসা (৪), মায়িদাহ (৫), বারাআত ((৯), রা'দ (১৩), নাহল (১৬), হাজ্জ (২২), নূর (২৪), আহযাব (৩৩), মুহাম্মাদ (৪৭), ফাতহ্ (৪৮), হুযুরাত (৪৯), আর-রাহমান (৫৫), হাদীদ (৫৭), মুজাদালাহ (৫৮), হাশ্‌র (৫৯), মুমতাহানাহ (৬০), সাফ (৬১), জুমুআ (৬২), মুনাফিকূন (৬৩), তাগাবুন ৬৪), তালাক (৬৫), তাহরীম (৬৬), যিলযাল (৯৯) এবং নাসর (১১০) সূরাসমূহ মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য সমুদয় সূরা মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআনের আয়াত সংখ্যা

কুরআনুল হাকীমের মোট আয়াত ৬ (ছয়) হাজার। এর চেয়ে বেশি আছে কিনা সে বিষয়ে কুরআন বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে এর চেয়ে বেশি নেই। কেহ কেহ বলেন যে, ছয় হাজারের চেয়ে আরও দু'শ চারটি আয়াত বেশি রয়েছে। কেহ কেহ মোট ছয় হাজার দু'শ চৌদ্দটির কথা উল্লেখ করেছেন। আবার কেহ দু'শ ঊনিশটি, কেহ দু'শ পঁচিশটি এবং কেহ দু'শ ছাব্বিশটির বেশীর কথা উল্লেখ করেছেন। আবূ আমর দানী 'কিতাবুল বায়ানের' মধ্যে এসব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কুরআনের মোট শব্দ ও অক্ষর

কুরআন মাজীদের শব্দ সম্পর্কে 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, সাতাত্তর হাজার চারশ' উনচল্লিশটি শব্দ রয়েছে। অক্ষরের সংখ্যা সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সম্পূর্ণ কুরআনুল হাকীমের মোট অক্ষর হল তিন লক্ষ একুশ হাজার একশ' আশিটি। ফযল ইব্‌ন 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, মোট অক্ষর হল তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনেরটি। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ স্বীয় শাসনামলে কারী, হাফিয ও লেখকদের একত্রিত করে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন কুরআনুল হাকীমের অক্ষরগুলি গণনা করে তাকে অবহিত করেন। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হিসাব করে বলেন যে, কুরআনে মোট তিন লক্ষ সাতশ' চল্লিশটি অক্ষর রয়েছে।

কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ বলেন ঃ 'অক্ষর হিসাবে কুরআনের অর্ধাংশ কোথায় হবে আমাকে বলুন?' গণনা করে জানা গেল যে, সূরা কাহফ' এর وَلْيَتَلَطَّفْ. পর্যন্ত (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৯) কুরআনের ঠিক অর্ধাংশ হবে। আর সূরা বারাআতের (৯) একশ আয়াত পর্যন্ত কুরআনুল কারীমের এক তৃতীয়াংশ হবে। সূরা শু'আরা (২৬) এর একশ' আয়াতের সূচনার উপর বা একশ' এক আয়াতের সূচনার উপর কুরআন মাজীদের দুই-তৃতীয়াংশ হয় এবং সেখান হতে শেষ পর্যন্ত শেষ তৃতীয়াংশ। আর যদি কুরআন মাজীদের মানযিল গণনা করা যায়, অর্থাৎ যদি কুরআন কারীমকে সাত ভাগ করা হয় তাহলে প্রথম মানযিল صَدَّ এর ১ এর উপর শেষ হবে (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৫) যা নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ

দ্বিতীয় মানযিল শেষ হবে সূরা আ'রাফের যেখানে حَبِطَتْ (৭ ঃ ১৪৭) রয়েছে। তৃতীয় মানযিল শেষ হবে أُكُلُهَا (১৩ ঃ ৩৫) এর উপর গিয়ে যা সূরা রাদের মধ্যে বিদ্যমান। চতুর্থ মানযিল শেষ হবে সূরা হাজ্জের আয়াত جَعَلْنَا مَنسَكًا (২২ ঃ ৩৪) (আলিফ) এর উপর। পঞ্চম মানযিল শেষ হবে সূরা আহযাবের আয়াত وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ (৩৩ ঃ ৩৬) এর উপর। ষষ্ঠ মানযিল শেষ হবে সূরা ফাত্‌হ এর الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ (৪৮ ঃ ৬) এর উপর এবং সপ্তম মানযিল হল কুরআনুল হাকীমের শেষাংশ।

সালাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ হামানী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উপর্যুপরি চার মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি জানতে পারেন এবং তা সমসাময়িক শাসনকর্তা হাজ্জাজের কাছে বর্ণনা করেন। কেহ কেহ বলেন যে, হাজ্জাজ প্রতি রাতে নিয়মিতভাবে এক চতুর্থাংশ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কুরআনের প্রথম চতুর্থাংশ শেষ হয় সূরা আন'আম (৬) এর শেষ আয়াতে, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ সূরা কাহফের وَلْيَتَلَطَّفْ (১৮ ঃ ১৯) শব্দের উপর হয় যা সমগ্র কুরআনের অর্ধাংশ। তিন চতুর্থাংশ হয় সূরা যুমার (৩৯) এর শেষের উপর এবং সম্পূর্ণ হয় কুরআনের শেষ সূরায় (সূরা নাস ঃ ১১৪)।

শাইখ আবূ আমরদানী স্বীয় পুস্তক 'কিতাবুল বায়ানে' এসব কথার মধ্যে যে ইখ্‌তিলাফ বা মতবিরোধ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে উত্তম জ্ঞাতা।

কুরআনুম মাজীদের অংশ বা খন্ড

কুরআন মাজীদের খণ্ড বা অংশসমূহ হচ্ছে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিশটি পারা। সাহাবীগণ যে কুরআন মাজীদকে সাত মানযিলে বিভক্ত করে পড়তেন, এরূপ একটি বর্ণনাও হাদীসে রয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাঊদ এবং সুনান ইব্‌ন মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ 'আপনারা কুরআনের ওযীফা কিভাবে করেন'? উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন ঃ ১ম তিন সূরায় এক মানযিল,

পরবর্তী পাঁচটি সূরায় ২য় মানযিল, এর পরবর্তী ৭টি সূরায় ৩য় মানযিল, পরবর্তী ৯টি সূরায় ৪র্থ মানযিল, এর পরবর্তী ১১টি সূরায় পঞ্চম মানযিল, পরবর্তী ১৩টি সূরায় ৬ষ্ঠ মানযিল এবং মুফাস্‌সালের অর্থাৎ সূরা কাফ হতে সূরা নাস অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সপ্তম মানযিল। (আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইব্‌ন মাজাহ) এভাবেই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) সাত মানযিলে বিভক্ত করে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতেন।

'সূরা' শব্দের বিশ্লেষণ

سُوْرَةٌ শব্দের শাব্দিক আলোচনা করতে গিয়ে কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ পৃথকীকরণ ও উচ্চতা। জাহেলী যুগের প্রখ্যাত কবি নাবিগার নিম্নের কবিতার মধ্যে سُوْرَةٌ শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَعْطَاكَ سُوْرَةً * تَرَى كُلَّ مَلَكٍ دُوْنَهَا يَتَذَبْذَبُ

'তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ তোমাকে এমন মহান মর্যাদা দান করেছেন যা নিম্ন স্তর দিয়ে প্রতিটি রাজা-বাদশাহ ইতস্ততঃ আনাগোনা করে।' তবে কুরআনের সূরাসমূহের সঙ্গে এই অর্থের সম্পর্ক এভাবে হবে যে, যেন কুরআনের পাঠক এক সূরা বা উচ্চ মর্যাদা হতে আরও উচ্চতম মর্যাদার দিকে পৃথক পৃথকভাবে যেতে পারে বা আরোহণ করতে পারে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হল উচ্চতা বা দেয়াল। এ জন্যই দূর্গ বা নগর প্রাকারকে আরাবী ভাষায় 'سُوَرٌ' বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, লোটা বা বর্তনের মধ্যে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে আরাবী ভাষায় 'سُوْرَةٌ' বলা হয়। যেহেতু সূরাও পবিত্র কুরআনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই একে সূরা নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর 'হামযাহ'কে হালকা করে দিয়ে তাকে 'واؤ' এর সঙ্গে পরিবর্তন করা হয়েছে। একটি মত এটাও আছে যে, সূরার অর্থ হল সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা। পূর্ণ উষ্ট্রীকে আরাবী ভাষায় 'سُوْرَةٌ' বলে। সম্ভবতঃ দূর্গকে 'سُوَرٌ' বলার কারণ এই যে, ওটা যেমন প্রাসাদকে ঘিরে থাকে ও একত্রিত করে থাকে ঠিক তেমনই সূরাও আয়াতসমূহকে জমা করে থাকে। কাজেই ওকে সূরা বলা হয়েছে। 'سُوْرَةٌ'

শব্দের বহুবচন 'سُوَرٌ' হয়, আবার কখনও কখনও 'سَوْرَاتٌ' এবং سَوَارَاتٌও হয়ে থাকে।

'আয়াত' শব্দের অর্থ

'আয়াত' এর শাব্দিক অর্থ হল চিহ্ন বা নিদর্শন। যেহেতু আয়াতের উপর বাক্য শেষ হয় এবং পূর্ববর্তী বাক্যটি পরবর্তী বাক্য হতে পৃথক হয় সেজন্য তাকে آيت বলা হয়। কুরআনুল হাকীমে آيت শব্দটি চিহ্ন বা নিদর্শনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ إِنَّ آيَةَ مُلْكِه অর্থাৎ তাঁর (তালূত (আঃ) এর) বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন বা চিহ্ন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৮)

أية এর অর্থ বিস্ময়করও হয়ে থাকে। যেহেতু এটা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর জিনিস এবং অলৌকিক বিষয়, কোন মানুষই এ ধরনের কথা বলতে পারেনা, এজন্য একেও আয়াত বলা হয়। اَيَةٌ শব্দের বহুবচন اَىِ, آيَاىِ এবং آيَاتٌ হয়ে থাকে।

'কালেমাহ' শব্দের অর্থ

আরাবীতে একটি শব্দকে 'কালিমাহ' বলা হয়। কখনও কখনও ওতে দু'টি মাত্র অক্ষর থাকে। যেমন ما' لا' له ইত্যাদি। আবার কখনও বেশীও থাকে। খুব বেশি হলে 'কালিমাহ' এর মধ্যে দশটি অক্ষর আসে। যেমন لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم (২৪ ঃ ৫৫), أَنُلْزِمُكُمُوهَا (১১ ঃ ২৮) এবং فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ (১৫ ঃ ২২)। আবার কখনও একটি কালিমাহ দ্বারাই একটি আয়াত হয়। যেমন وَالْفَجْرِ (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ১), وَالضُّحَى (৯৩ ঃ ১) এবং وَالْعَصْرِ (১০৩ ঃ ১)। অনুরূপভাবে কুফাবাসীদের নিকট الم' طه' يس' حم প্রমুখ সূরাসমূহের প্রাথমিক শব্দগুলিও এক একটি আয়াত এবং حم عسق তাদের মতে দু'টি কালিমাহ এবং তারা ছাড়া অন্যেরা বলে যে, এইগুলি আয়াত নয়, বরং সূরাসমূহেরই প্রারম্ভিক শব্দ। আবূ

আমর আদ-দানী বলেন যে, 'সূরা আর-রাহমানের مُدْهَامَّتَانِ (৫৫ ঃ ৬৪) শব্দটি ব্যতীত কুরআনের মধ্যে একটি কালিমাহ এর আয়াত আর নেই।

কুরআনে আরাবী শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ আছে কি?

কুরতুবী বলেন, 'জামহুর উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের মধ্যে আরাবী ভাষা ছাড়া আজমী বা অনারাব ভাষার গঠন প্রণালী ও আঙ্গিক আদৌ নেই, তবে মাঝে মাঝে অনারাব নাম রয়েছে মাত্র; যেমন, ইবরাহীম, নূহ, লূত। এ ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ রয়েছে যে, এগুলি ছাড়া কুরআনের মধ্যে অনারাবদের অন্য কিছু আছে কি না। ইমাম বাকিল্লানী এবং তাবারী তো পরিষ্কারভাবে এ কথা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, আজমিয়াত বা অনারাবের সঙ্গে যেটুকু সাদৃশ্য রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আরাবীই বটে, শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাষায় কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

সূরা ১ ঃ ফাতিহা, মাক্কী

سُوْرَةُ الْفَاتِحَة مَاكِّ

(আয়াত ঃ ৭, রুকূ' ঃ ১)

(اَيَاتُهَا : ٧. رُكُوْعَاتُهَا : ١)

'ফাতিহা' শব্দের অর্থ এবং এর বিভিন্ন নাম

এই সূরাটির নাম 'সূরা আল্ ফাতিহা। কোন কিছু আরম্ভ করার নাম 'ফাতিহা' বা উদ্‌ঘাটিকা। কুরআনুল হাকীমের প্রথমে এই সূরাটি লিখিত হয়েছে বলে একে 'সূরা আল ফাতিহা বলা হয়। তাছাড়া সালাতের মধ্যে এর দ্বারাই কিরা'আত আরম্ভ করা হয় বলেও একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'উম্মুল কিতাব'ও এর অপর একটি নাম। জামহুর বা অধিকাংশ ইমামগণ এ মতই পোষণ করে থাকেন। তিরমিযীর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

এই সূরাটি হল উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবআ' মাসানী এবং কুরআন আযীম'। এই সূরাটির নাম 'সূরাতুল হামদ' এবং 'সূরাতুস্ সালাত'ও বটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি সালাতকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার মধ্যে এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি। যখন বান্দা বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।' (তিরমিযী ৮/২৮৩) এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরা ফাতিহার নাম সূরা-ই-সালাতও বটে। কেননা এই সূরাটি সালাতের মধ্যে পাঠ করা শর্ত রয়েছে। এই সূরার আর একটি নাম সূরাতুশ্ শিফা। এর আর একটি নাম 'সূরাতুর রুকিয়্যাহ'। আবূ সাঈদ (রাঃ) সাপে কাটা রুগীর উপর ফুঁ দিলে সে ভাল হয়ে যায়। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

'এটা যে রুকিয়্যাহ (অর্থাৎ পড়ে ফুঁক দেয়ার সূরা) তা তুমি কেমন করে জানলে?' (ফাতহুল বারী ৪/৫২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, এই সূরাটি মাক্কী। কেননা এক আয়াতে আছে ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ

আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮৭) আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ফাতিহায় আয়াত, শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা

এ সূরার আয়াত সম্পর্কে সবাই একমত যে ওগুলি ৭টি। **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـــَنِ الرَّحِيمِ** এই সূরাটির পৃথক আয়াত কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। সমস্ত কারী, সাহাবী (রাঃ) এবং তাবেঈর (রহঃ) একটি বিরাট দল এবং পরবর্তী যুগের অনেক বয়োবৃদ্ধ মুরব্বী একে সূরা ফাতিহার প্রথম, পূর্ণ একটি পৃথক আয়াত বলে থাকেন। এই সূরাটির শব্দ হল পঁচিশটি এবং অক্ষর হল একশো তেরটি।

সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলার কারণ

ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীর 'কিতাবুত্ তাফসীরে' লিখেছেন ঃ 'এই সূরাটির নাম উম্মুল কিতাব' রাখার কারণ এই যে, কুরআন মাজীদের লিখন এ সূরা হতেই আরম্ভ হয়ে থাকে এবং সালাতের কিরা'আতও এ থেকেই শুরু হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৬)

একটি অভিমত এও আছে যে, যেহেতু পূর্ণ কুরআনুল হাকীমের বিষয়াবলী সংক্ষিপ্তভাবে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেহেতু এর নাম উম্মুল কিতাব হয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আরাব দেশের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে যে, তারা একটি ব্যাপক কাজ বা কাজের মূলকে ওর অধীনস্থ শাখাগুলির 'উম্ম' বা 'মা' বলে থাকে। যেমন **أُمُّ الرَّاسِ** তারা ঐ চামড়াকে বলে যা সম্পূর্ণ মাথাকে ঘিরে রয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর পতাকাকেও তারা **أُمٌّ** বলে থাকে যার নীচে জনগণ একত্রিত হয়। মাক্কাকেও উম্মুল কুরা বলার কারণ এই যে, ওটাই সারা বিশ্ব জাহানের প্রথম ঘর। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবী সেখান হতেই ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করেছে। (তাবারী ১/১০৭) মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উম্মুল কুরা' সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'এটাই 'উম্মুল কুরআন' এটাই 'সাবআ' মাসানী' এবং এটাই কুরআনুল আযীম।' (আহমাদ ২/৪৪৮) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইহাই 'উম্মুল কুরআন,' ইহাই 'ফাতিহাতুল কিতাব' এবং ইহাই 'সাবআ' মাসানী।' (তাবারী ১/১০৭)

সূরা ফাতিহার ফাযীলাত

মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাক দিলেন, আমি কোন উত্তর দিলাম না। সালাত শেষ করে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ এতক্ষণ তুমি কি কাজ করছিলে?' আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সালাত আদায় করছিলাম।' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ কি তুমি শুননি?

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারের দিকে আহ্বান করেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪) মাসজিদ হতে যাবার পূর্বেই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরা কোন্‌টি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মাসজিদ হতে চলে যাবার ইচ্ছা করলে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ 'ঐ সূরাটি হল 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। এটাই সাবআ' মাসানী এবং এটাই কুরআন আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।' (আহমাদ ৪/২১১) এভাবেই এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং ইব্‌ন মাজাহয়ও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ৮/৬, ২৭১; ২/১৫০, ২/১৩৯ এবং ২/১২৪৪) মুসনাদ আহমাদে আরও রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্‌ন কা'বের (রাঃ) নিকট যান যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে উবাই (রাঃ)! এতে তিনি (তাঁর ডাকের প্রতি) মনোযোগ দেন কিন্তু কোন উত্তর দেননি। আবার তিনি বলেন ঃ 'হে উবাই!' তিনি বলেন ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'ওয়া আলাইকাস সালাম।' তারপর বলেন ঃ 'হে উবাই! আমি তোমাকে ডাক দিলে উত্তর দাওনি কেন?' তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সালাত আদায় করছিলাম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করে বলেন ঃ

'তুমি কি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ এই আয়াতটি শুননি?'

তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ (আমি শুনেছি), এরূপ কাজ আর আমার দ্বারা হবেনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ

'তুমি কি চাও যে, তোমাকে আমি এমন একটি সূরার কথা বলি যার মত কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনে নেই? তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ অবশ্যই বলুন।' তিনি বলেন ঃ এখান থেকে যাবার পূর্বেই আমি তোমাকে তা বলে দিব।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে চলতে চলতে অন্য কথা বলতে থাকেন, আর আমি ধীর গতিতে চলতে থাকি। এই ভয়ে যে না জানি কথা বলা বাকি থেকে যায়, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীতে পৌঁছে যান। অবশেষে দরজার নিকট পৌঁছে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেই।' তিনি বললেন ঃ 'সালাতে কি পাঠ কর?' আমি উম্মুল কুরা' পাঠ করে শুনিয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ

'সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এরূপ কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুরের মধ্যে নেই যা কুরআনে রয়েছে। এটাই হল 'সাবআ' মাসানী'। (আহমাদ ২/৪১২, তিরমিযী ৮/২৮৩, হাকিম ১/৫৬০) জামে'উত তিরমিযীতে আরও একটু বেশি বর্ণিত আছে। তা হল এই ঃ

'এটাই মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে।' এই হাদীসটি সংজ্ঞা ও পরিভাষা অনুযায়ী হাসান ও সহীহ। আনাস (রাঃ) হতেও এ অধ্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মুসনাদ আহমাদেও এভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে পরিভাষার প্রেক্ষিতে হাসান গারীব বলে থাকেন। মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। সে সময় সবেমাত্র তিনি সৌচক্রিয়া সম্পাদন করেছেন। আমি তিনবার সালাম দেই, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেননা। তিনি বাড়ীর মধ্যেই চলে গেলেন। আমি দুঃখিত ও মর্মাহত অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করি। অল্পক্ষণ পরেই পবিত্র হয়ে তিনি আগমন করেন এবং তিনবার সালামের জবাব দেন। অতঃপর বলেন, 'হে আবদুল্লাহ ইব্ন যাবির! জেনে রেখ, সম্পূর্ণ কুরআনের মধ্যে সর্বোত্তম সূরা হল الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এই সূরাটি। (আহমাদ ৪/১৭৭, মুআত্তা ১/৮৪) এর ইসনাদ খুব চমৎকার।

সূরা ফাতিহার মর্যাদার ব্যাপারে উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ছাড়াও আরও হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'একবার আমরা সফরে ছিলাম। এক স্থানে আমরা অবতরণ করি। হঠাৎ একটি দাসী এসে বলল ঃ 'এ এলাকার গোত্রের নেতাকে সাপে কেটেছে। আমাদের লোকেরা এখন সবাই অনুপস্থিত। ঝাড় ফুঁক দিতে পারে এমন কেহ আপনাদের মধ্যে আছে কি? আমাদের মধ্য হতে একটি লোক তার সাথে গেল। সে যে ঝাড় ফুঁকও জানত তা আমরা জানতামনা। সেখানে গিয়ে সে কিছু ঝাড় ফুঁক করল। আল্লাহর অপার মহিমায় তৎক্ষণাৎ সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করল। অতঃপর সে ৩০টি ছাগী দিল এবং আমাদের আতিথেয়তার জন্য অনেক দুধও পাঠিয়ে দিল। সে ফিরে এলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমার কি এ বিদ্যা জানা ছিল?' সে বলল ঃ 'আমিতো শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছি।' আমরা বললাম ঃ 'তাহলে এ প্রাপ্ত মাল এখনই স্পর্শ করনা। প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নেই।' মাদীনায় এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ 'এটা যে ফুঁক দেয়ার সূরা তা সে কি করে জানল? এ মাল ভাগ কর। আমার জন্যও এক ভাগ রেখ।' (ফাতহুল বারী ৮/৬৭১)

সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে আছে যে, একদা জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলেন, এমন সময় উপর হতে এক বিকট শব্দ এলো। জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতোপূর্বে কখনও খুলেনি। অতঃপর সেখান হতে একজন মালাক/ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'আপনি খুশি হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হল যা ইতোপূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। তা হল সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতগুলি। ওর এক একটি অক্ষরের উপর নূর রয়েছে।' এটি সুনান নাসাঈর শব্দ।

সূরা ফাতিহা ও সালাত আদায় প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি সালাতে উম্মুল কুরআন পড়ল না তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, পূর্ণ নয়।' আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'আমরা যদি

ইমামের পিছনে থাকি তাহলে? তিনি বললেন ঃ 'তাহলেও চুপে চুপে পড়ে নিও।' আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ

'আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ 'আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধ অর্ধ করে ভাগ করেছি এবং আমার বান্দা আমার কাছে যা চায় তা আমি তাকে দিয়ে থাকি। যখন বান্দা বলে, الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' বান্দা যখন বলে, الرَّحْمَـــنِ الرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, مَـــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করল।' কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার উপর (সবকিছু) সর্মপণ করল।' যখন বান্দা বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের কথা এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা চাবে আমি তাকে তাই দিব' অতঃপর বান্দা যখন اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'এসব আমার বান্দার জন্য এবং সে যা কিছু চাইল তা সবই তার জন্য।' (মুসলিম ১/২৯৬, নাসাঈ ৫/১১, ১২) কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় শব্দগুলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা

এখন এই হাদীসের উপকারিতা ও লাভালাভ লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রথমতঃ এই হাদীসের মধ্যে صَلٰوةٌ অর্থাৎ সালাতের সংযোজন রয়েছে এবং তার তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছে কিরা'আত। যেমন কুরআনের মধ্যে অন্যান্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা; এই দুই এর মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০) এর তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'সালাওয়াত' শব্দের

অর্থ হল কিরা'আত বা কুরআন পঠন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫৭) এভাবে উপরোক্ত হাদীসে কিরা'আতকে 'সালাত' বলা হয়েছে। এতে সালাতের মধ্যে কিরা'আতের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বিলক্ষণ জানা যাচ্ছে। আরও প্রকাশ থাকে যে, কিরা'আত সালাতের একটি মস্তবড় স্তম্ভ। এ জন্যই এককভাবে ইবাদাতের নাম নিয়ে ওর একটি অংশ অর্থাৎ কিরা'আতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অপর পক্ষে এমনও হয়েছে যে, এককভাবে কিরা'আতের নাম নিয়ে তার অর্থ সালাত নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা ঃ

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

কারণ ফাজরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৭৮) এখানে কুরআনের ভাবার্থ হল সালাত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, ফাজরের সালাতের সময় রাত্রি ও দিনের মালাইকা/ফেরেশতাগণ একত্রিত হন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫১, মুসলিম ১/৪৩৯)

প্রতি রাক'আতে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, সালাতে কিরা'আত পাঠ খুবই যরুরী এবং আলেমগণও এ বিষয়ে একমত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে যে, সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যরুরী এবং অপরিহার্য এবং তা পড়া ছাড়া সালাত আদায় হয়না। অন্যান্য সমস্ত ইমামের এটাই মত। এই হাদীসটি তাঁদের দলীল যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করলনা, ঐ সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ; পূর্ণ নয়'। (আহমাদ ২/২৫০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা তার সালাত হয়না।' (ফাতহুল বারী ২/২৭৬, মুসলিম ১/২৯৫) সহীহ ইব্ন খুযাইমাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বানে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ সালাত হয়না যার মধ্যে উম্মুল কুরআন পড়া না হয়।" (হাদীস নং ১/২৪৮ ও ৩/১৩৯) এ ছাড়া আরও বহু হাদীস রয়েছে যে, প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

ইসতি'আযাহ বা আ'উযুবিল্লাহ প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআনে রয়েছে ঃ

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯৯-২০০) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

মন্দকে প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৪-৩৬)

এ মর্মে এই তিনটিই আয়াত আছে এবং এই অর্থের অন্য কোন আয়াত নেই। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মানুষের শত্রুতার সবচেয়ে ভাল ঔষধ হল প্রতিদানে তাদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা।

এরূপ করলে তারা তখন শত্রুতা করা থেকেই বিরত থাকবেননা, বরং অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হবে। আর শাইতানদের শত্রুতা হতে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে বলেন। কারণ সে মানুষের বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পায়। তার পুরাতন শত্রুতা হাওয়া ও আদমের (আঃ) সময় হতেই অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ

'হে আদমসন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কার করেছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৭) অন্য স্থানে বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬)

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০) এতো সেই শাইতান যে আমাদের আদি পিতা আদমকে (আঃ) বলেছিল ঃ 'আমি তোমার একান্ত শুভাকাংখী।' তাহলে চিন্তার বিষয় যে, আমাদের সঙ্গে তার চালচলন কি হতে পারে? আমাদের জন্যই তো সে শপথ করে বলেছিল ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

সে বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮২-৮৩) এ জন্য মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ. إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَـٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৮-১০০) ঈমানদারগণ ও প্রভুর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের উপর তার কোন ক্ষমতাই নেই। তার ক্ষমতা তো শুধু তাদের উপরই রয়েছে যারা তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শির্ক করে।

কুরআন তিলাওয়াত করার আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৮) তিনি আরও বলেন ঃ

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলিকে ধুয়ে নাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬)

জামহুর উলামার প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, কুরআন পাঠের পূর্বে আ'উযুবিল্লাহ' পাঠ করা উচিত, তাহলে কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। সুতরাং ঐ বুযুর্গদের নিকট আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ 'যখন তুমি পড়বে' অর্থাৎ তুমি পড়ার ইচ্ছা করবে। যেমন নিম্নের আয়াতটি ঃ

'যখন তুমি সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াও' (তাহলে ওযূ করে নাও) এর অর্থ হল ঃ 'যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়ানোর ইচ্ছা কর।' হাদীসগুলির ধারা অনুসারেও এই অর্থটিই সঠিক বলে মনে হয়। মুসনাদ আহমাদের হাদীসে আছে

যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সালাত আরম্ভ করতেন, অতঃপর

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

তিনবার পড়ে **لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله** পড়তেন। তারপর পড়তেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْــثِهِ.

সুনান আরবায়ও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এই অধ্যায়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস এটাই। (আহমাদ ৩/৬৯, আবূ দাঊদ ১/৪৯০, তিরমিযী ২/৪৭, নাসাঈ ২/১৩২) ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) স্বীয় সুনানে এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন মাজাহ ১/২৬৫) আবূ দাঊদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে প্রবেশ করেই তিনবার ‘আল্লাহু আকবার কাবীরা’ তিনবার ‘আলহামদুলিল্লাহ কাসীরা’ এবং তিনবার ‘সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা’ পাঠ করতেন। অতঃপর পড়তেন। **للَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْــثِهِ.** (আবূ দাঊদ ১/৪৮৬)

সুনান ইব্ন মাজাহয়ও অন্য সনদে এই হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। (হাদীস নং ১/২৬৬)

রাগান্বিত হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে

মুসনাদ আবি ইয়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দু’টি লোকের ঝগড়া বেধে যায়। ক্রোধে একজনের নাসারন্ধ্র ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘লোকটি যদি **أَعُوْذُ بِاللَّه مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** পড়ে নেয় তাহলে তার ক্রোধ এখনই ঠাণ্ডা ও স্তিমিত হয়ে যাবে।’ ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় কিতাব **اَلْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ** এর মধ্যেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, সুলাইমান ইব্ন সূরার বলেছেন ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় দুই লোক তর্ক করছিল। তাদের একজন অপরজনকে গালাগালি করছিল এবং রাগে তার মুখমন্ডল রক্তিমাভ হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা এখন উচ্চারণ করে তাহলে তার রাগান্বিত অবস্থা চলে যাবে। তা হল আ’উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বলা। তখন ঐ লোককে অন্যরা বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা কি তুমি শুনতে পাওনি? লোকটি বলল ঃ আমি পাগল নই। (ফাতহুল বারী ৬/৩৮৮, মুসলিম ৪/২০১৫, আবূ দাঊদ ৫/১৪০, নাসাঈ ১০২৩৩)

সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ এবং সুনান নাসাঈতেও বিভিন্ন সনদে এবং বিভিন্ন শব্দে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও হাদীস রয়েছে। এ সবের বর্ণনার জন্য যিক্‌র, ওযীফা এবং আমলের বহু কিতাব রয়েছে।

ইসতি‘আযাহ কি যরুরী

জামহুর উলামার মতে ‘ইসতি‘আযাহ্’ বা ‘আঊযুবিল্লাহ’ পড়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। সুতরাং তা না পড়লে পাপ হবেনা। ‘আতা ইব্‌ন আবী রিবাহের (রহঃ) অভিমত এই যে, কুরআন পাঠের সময় আ’ঊযু পড়া ওয়াজিব, তা সালাতের মধ্যেই হোক বা সালাতের বাইরেই হোক। ইমাম রাযী (রহঃ) এই কথাটি নকল করেছেন। ‘আতার (রহঃ) কথার দলীল প্রমাণ হল আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলি। কেননা এতে فَاسْتَعِذْ শব্দটি ‘আমর’ বা নির্দেশ সূচক ক্রিয়াপদ। ঠিক তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সদা সর্বদা এর উপর আমলও তা অবশ্য করণীয় হওয়ার দলীল। এর দ্বারা শাইতানের দুষ্টামি ও দুস্কৃতি দূর হয় এবং তা দূর করাও এক রূপ ওয়াজিব। আর যা দ্বারা ওয়াজিব পূর্ণ হয় সেটাও ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়।

আ‘উযুবিল্লাহ বলার ফাযীলাত

আ’ঊযুবিল্লাহির মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর উপকার ও মাহাত্ম্য। আজে বাজে কথা বলার ফলে মুখে যে অপবিত্রতা আসে তা বিদূরিত হয়। ঠিক তদ্রূপ এর দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁর ব্যাপক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয়। আর আধ্যাত্মিক প্রকাশ্য শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় দুর্বলতা ও অপারগতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়। কেননা মানুষ শত্রুর

মুকাবিলা করা যায়। অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা তার শত্রুতা দূর করা যায়। যেমন পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতগুলিতে রয়েছে যেগুলি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً

নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৬৫)' যে মুসলিম কাফিরের হাতে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি শহীদ হন। যে সেই গোপনীয় শত্রু শাইতানের হাতে মারা পড়ে সে আল্লাহর দরবার থেকে হবে বহিষ্কৃত, বিতাড়িত। মুসলিমের উপর কাফিরেরা জয়যুক্ত হলে মুসলিম প্রতিদান পেয়ে থাকেন। কিন্তু যার উপর শাইতান জয়যুক্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। শাইতান মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ শাইতানকে দেখতে পায়না বলে কুরআনুল হাকীমের শিক্ষা হল ঃ 'তোমরা তার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর যিনি তাকে (শাইতানকে) দেখতে পান, কিন্তু সে তাঁকে দেখতে পায়না।

আ'উযুবিল্লাহর নিগূঢ় তত্ত্ব

আ'উযুবিল্লাহ পড়া হল আল্লাহ তা'আলার নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা করা এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া। **عَيَاذُه** এর অর্থ হল অনিষ্টতা দূর করা, আর **اَيَاذُه** এর অর্থ হল মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করা।

'আ'উযু' এর অর্থ হল এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যেন বিতাড়িত শাইতান ইহজগতে ও পরজগতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে। যে নির্দেশাবলী পালনের জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি তা পালনে যেন আমি বিরত না হয়ে পড়ি। আবার যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন আমি না করি। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, শাইতানের অনিষ্টতা হতে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কেহ রক্ষা করতে পারেনা। এ জন্য বিশ্ব প্রভু আল্লাহ মানুষরূপী শাইতানের দুষ্কার্য ও অন্যায় হতে নিরাপত্তা লাভ করার যে পন্থা শিখালেন তা হল তাদের সঙ্গে সদাচরণ। কিন্তু জিন রূপী শাইতানের দুষ্টামি ও দুষ্কৃতি হতে রক্ষা পাওয়ার যে উপায় তিনি বলে দিলেন তা হল তাঁর স্মরণে আশ্রয় প্রার্থনা। কেননা না তাকে ঘুষ দেয়া যায়, না তার সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে সে দুষ্টামি হতে বিরত হয়। তার অনিষ্টতা হতে তো বাঁচাতে পারেন একমাত্র

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত। প্রাথমিক তিনটি আয়াতে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। সূরা আরাফে আছে ঃ

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯৯) ইহা হল মানুষের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত। অতঃপর একই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০০) সূরা মু'মিনূনে রয়েছে ঃ

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَۚ نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنۡ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮)

এই তিনটি আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা ও অনুবাদ ইতোপূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তির আর তেমন প্রয়োজন নেই। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয়

শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৪-৩৬)

শাইতান শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ

আরাবী ভাষার অভিধানে **شَيْطَان** শব্দটি **شَطَنٌ** থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হল দূরত্ব। যেহেতু এই মারদুদ ও অভিশপ্ত শাইতান প্রকৃতগতভাবে মানব প্রকৃতি হতে দূরে রয়েছে, বরং নিজের দুষ্কৃতির কারণে প্রত্যেক মঙ্গল ও কল্যাণ হতে দূরে আছে, তাই তাকে শাইতান বলা হয়। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা **شَاطَ** হতে গঠিত হয়েছে। কেননা সে আগুন হতে সৃষ্টি হয়েছে এবং **شَاطَ** এর অর্থ এটাই। কেহ কেহ বলেন যে, অর্থের দিক দিয়ে দুটোই ঠিক। কিন্তু প্রথমটিই বিশুদ্ধতর। আরাব কবিদের কবিতার মধ্যে এর সত্যতা প্রমাণিত হয় সর্বতোভাবে।

কবি সীবাওয়াইর উক্তি আছে যে, যখন কেহ শাইতানী কাজ করে তখন আরাবেরা বলে ঃ **تَشَيْطَنَ فُلَانٌ** কিন্তু **تَشَيَّطَ فُلَانٌ** বলেনা। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ শব্দটি **شَاطَ** হতে নয়, বরং **شَطَنٌ** হতেই নেয়া হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে দূরত্ব। কোন জিন, মানুষ বা চতুস্পদ প্রাণী দুষ্টামি করলে তাকে শাইতান বলা হয়। কুরআনুম মাজীদে রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণামূলক কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১২) মুসনাদ আহমাদে আবূ যার (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ

'হে আবূ যার! দানব ও মানব শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।' আমি বলি, মানুষের মধ্যেও কি শাইতান আছে? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ'। (আহমাদ ৫/১৭৮) সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মহিলা, গাধা এবং কালো কুকুর সালাত নষ্ট করে দেয়।' তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! লাল, হলদে কুকুর হতে কালো কুকুরকে স্বতন্ত্র করার কারণ কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কালো কুকুর শাইতান।' (মুসলিম ১/৩৬৫)

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ 'উমার (রাঃ) একবার তুর্কী ঘোড়ার উপরে আরোহণ করেন। ঘোড়াটি সগর্বে চলতে থাকে। উমার (রাঃ) ঘোড়াটিকে মারপিটও করতে থাকেন। কিন্তু ওর সদর্প চাল আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি নেমে পড়েন এবং বলেন ঃ 'আমার আরোহণের জন্য তুমি কোন্ শাইতানকে ধরে এনেছ! আমার মনে অহংকারের ভাব এসে গেছে। সুতরাং আমি ওর পৃষ্ঠ হতে নেমে পড়াই ভাল মনে করলাম।' (তাবারী ১/১১১)

رَجِيْم শব্দের অর্থ

رَجِيْم শব্দটি **فَعِيْل** এর ওজনে **اِسم مَفْعُوْل** এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে মারদুদ বা বিতাড়িত। অর্থাৎ প্রত্যেক মঙ্গল হতে সে দূরে আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلْنَـٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَـٰطِينِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ৫)

إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ مَّارِدٍ. لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ. دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র রাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু

শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬-১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ. وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ. إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ

আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য। প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৬-১৮)

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ কি সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـٰـنِ الرَّحِيمِ

অতীব মেহেরবান পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

সকল সাহাবী (রাঃ) আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদকে বিসমিল্লাহর দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা ‘নামল’ এর এটি একটি আয়াত। তবে এটি প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে একটি পৃথক আয়াত কিনা, অথবা প্রত্যেক সূরার একটি আয়াতের অংশ বিশেষ কিনা, কিংবা এটি কি শুধুমাত্র সূরা ফাতিহারই আয়াত, অন্য সূরার নয়, কিংবা এক সূরাকে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্যই কি একে লিখা হয়েছে এবং এটি আদৌ আয়াত নয়, এ সব বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) আলী (রাঃ), ‘আতা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ) এবং যুহরীর (রহঃ) এটাই নীতি ও অভিমত যে, ‘বিসমিল্লাহ’ ‘সূরা বারাআত’ ছাড়া কুরআনের প্রত্যেক সূরারই একটা পৃথক আয়াত। এসব সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রহঃ) ছাড়াও আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদের (রহঃ) একটি কাওলে এবং ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ (রহঃ) ও আবূ উবাইদ কাসিম ইব্ন সালামেরও (রহঃ) এটাই অভিমত। তবে ইমাম মালিক (রহঃ) এবং

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও তাঁদের সহচরগণ বলেন যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহারও আয়াত নয় বা অন্য কোন সূরারও আয়াত নয়।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করা প্রসঙ্গ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে নাকি নিম্নস্বরে এ নিয়েও মতভেদের অবকাশ রয়েছে। যারা একে সূরা ফাতিহার পৃথক একটি আয়াত মনে করেননা তারা একে নিম্নস্বরে পড়ার পক্ষপাতি। এখন অবশিষ্ট রইলেন শুধু ঐ সব লোক যারা বলেন যে, এটি প্রত্যেক সূরার প্রথম আয়াত। তাদের মধ্যেও আবার মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈর (রহঃ) অভিমত এই যে, সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য প্রত্যেক সূরার পূর্বে একে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন (রহঃ) এবং মুসলিমদের পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণের এটাই মাযহাব। সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে একে উচ্চস্বরে পড়ার পক্ষপাতি হলেন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মু'আবিয়া (রাঃ), উমার (রাঃ), আবূ বাকর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)। আবূ বাকর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) হতেও গারীব বা দুর্বল সনদে ইমাম খতীব (রহঃ) এটা নকল করেছেন। বাইহাকী (রহঃ) ও ইব্‌ন আবদুল বার্ (রহঃ) উমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হতেও এটি বর্ণনা করেছেন। তাবেঈগণের মধ্যে সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ কালাবাহ্ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), আলী ইব্‌ন হাসান (রহঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), 'আতা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সা'লিম (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব কারাজী (রহঃ), আবূ বাকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র (রহঃ) ইব্‌ন হাযম, আবূ ওয়ায়েল (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ), আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রহঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ, ইব্‌ন উমারের (রাঃ) গোলাম নাফি, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ), আরযাক ইব্‌ন কায়েস (রহঃ), হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত (রহঃ), আবূ শা'শা' (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল ইব্‌ন মাকরান (রহঃ), এবং বাইহাকীর বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানাফিয়্যাহ (রহঃ) এবং আবদুল বারের বর্ণনায় আমর ইব্‌ন দীনার (রহঃ)। এরা সবাই সালাতের যেখানে কিরা'আত উচ্চস্বরে পড়া হয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকেও উচ্চ শব্দে পড়তেন।

এর একটি প্রধান দলীল এই যে, এটি যখন সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত তখন পূর্ণ সূরার ন্যায় একে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। তাছাড়া সুনান নাসাঈ, সহীহ

ইব্ন খুযাইমা, সহীহ ইব্ন হিব্বান, মুসতাদরাক হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সালাত আদায় করলেন এবং কিরা'আতে উচ্চ শব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন এবং সালাত শেষে বললেন ঃ 'তোমাদের সবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের সঙ্গে আমার সালাতেরই সামঞ্জস্য বেশী।' দারাকুতনী, খাতীব এবং বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নাসাঈ ২/১৩৪, ইব্ন খুযাইমাহ ১/২৫১, ইব্ন হিব্বান ৩/১৪৩, হাকিম ১/২৩২,দারাকুতনী ১/৩০৫ এবং বাইহাকী ২/৪৬)

সহীহ বুখারীতে আছে যে, আনাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরা'আত কিরূপ ছিল?' তিনি বললেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক খাড়া শব্দকে লম্বা করে পড়তেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৭০৯) তিনি **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـــَنِ الرَّحِيمِ** পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন **بِسْمِ اللّٰهِ** কে মদ্ (লম্বা) করেছেন **الرَّحْمـــَنِ** এর উপর মদ্ করেছেন ও **رَحِيمِ** এর উপর মদ্ করেছেন। মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাঊদ, সহীহ ইব্ন খুযাইমাহ এবং মুসতাদরাক হাকিমে উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আয়াত শেষে থামতেন এবং তাঁর কিরা'আত পৃথক পৃথক হত। যেমন **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـــَنِ الرَّحِيمِ** পড়ে থামতেন, তারপর **الْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** পড়তেন, পুনরায় থেমে **الرَّحْمـــَنِ الرَّحِيمِ** পড়তেন। দারাকুতনী (রহঃ) এ হাদীসটিকে সঠিক বলেছেন। (আহমাদ ৬/৩০২, আবূ দাঊদ ৪/২৯৪, ইব্ন খুযাইমাহ ১/২৪৮, হাকিম২/২৩১, দারাকুতনী ১/৩০৭) ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ও ইমাম হাকিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মু'আবিয়াহ (রাঃ) মাদীনায় সালাত আদায় করালেন এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়লেননা। সে সময় যেসব মুহাজির সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এতে আপত্তি জানালেন। সুতরাং তিনি পুনরায় যখন সালাত আদায় করানোর জন্য দাঁড়ালেন তখন উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করলেন। (হাকিম ১/২৩৩, মুসনাদ আশ শাফিঈ ১/৮০) প্রায় নিশ্চিতরূপেই উল্লিখিত সংখ্যক হাদীস এ মাযহাবের দলীলের জন্য যথেষ্ট। এখন বাকী থাকল তাঁদের বিপক্ষের হাদীস, বর্ণনা, সনদ, দুর্বলতা ইত্যাদি। ওগুলির জন্য অন্য জায়গা রয়েছে।

দ্বিতীয় মতামত এই যে, 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তে হবেনা। খলীফা চতুষ্টয়, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল, তাবেঈন ও পরবর্তী যুগের দলসমূহ হতে এটা সাব্যস্ত আছে। আবূ হানীফা (রহঃ), সাওরী (রহঃ) এবং আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (রহঃ) এটাই মাযহাব। ইমাম মালিকের (রহঃ) মাযহাব এই যে, 'বিসমিল্লাহ' পড়তেই হবেনা, জোরেও নয়, আস্তেও নয়। তাঁর প্রথম দলীল তো সহীহ মুসলিমের আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি যাতে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতকে তাকবীর ও কিরা'আতকে اَلْحَمْدُ للّٰه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা শুরু করতেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) পিছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সবাই اَلْحَمْدُ للّٰه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা সালাত আরম্ভ করতেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, বিসমিল্লাহ পাঠ করতেননা। কিরা'আতের প্রথমেও না, শেষেও না। (ফাতহুল বারী ২/২৬৫, মুসলিম ১/২৯৯) সুনানে আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। (তিরমিযী ২৪৪) এ হল ঐসব ইমামের 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার দলীল। এ প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, এ কোন বড় রকমের মতভেদ নয়। প্রত্যেক দলই অন্য দলের সালাতকে শুদ্ধ বলে থাকেন।

'বিসমিল্লাহ'র ফাযীলাত

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোয়ারীর উপর তাঁর পিছনে যে সাহাবী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর বর্ণনাটি এই ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীটির কিছু পদস্খলন ঘটলে আমি বললাম যে শাইতানের সর্বনাশ হোক। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

তোমরা ইহা (অভিশপ্ত শাইতান) বলনা, কারণ এতে সে গর্বে বড় হয়ে যায়, এমনকি একটি বড় ঘর হয়ে যায়। বরং বিসমিল্লাহ বল, কারণ এতে শাইতান ছোট হতে হতে মাছির মত হয়ে যায়। (আহমাদ ৫/৫৯)

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' এর মধ্যে এবং ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সাহাবীর (রাঃ) নাম বলেছেন উসামা ইব্ন উমায়ের (রাঃ)। (নাসাঈ ৬/১৪২) আর তাতেই আছে ঃ এটা একমাত্র বিসমিল্লাহরই বারাকাত।'

প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে

প্রত্যেক কাজ ও কথার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। খুৎবার শুরুতেও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। হাদীসে আছে যে, বিসমিল্লাহ দ্বারা যে কাজ আরম্ভ করা না হয় তা কল্যাণহীন ও বারাকাতশূন্য থাকে। মুসনাদ আহমাদ এবং সুনানে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি অযূর সময় বিসমিল্লাহ বলেনা তার উযূ হয়না।' (আহমাদ ৩/৪১, আবূ দাঊদ ১/৭৫, তিরমিযী ১/১১৫, নাসাঈ ১/৬১, ইব্ন মাজাহ ১/১৪০) এ হাদীসটি হাসান বা উত্তম। কোন কোন আলেম তো উযূর সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। খাওয়ার সময়েও বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার ইব্ন আবী সালামাহকে (রাঃ) (যিনি তাঁর সহধর্মিনী উম্মে সালামাহর (রাঃ) পূর্ব স্বামীর পুত্র ছিলেন) বলেন ঃ

'বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খেতে থাক।' (মুসলিম ২/১৬০০) কোন কোন আলেম এ সময়েও বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা করলে যেন সে এটা পাঠ করে ঃ

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামের সঙ্গে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং যা আমাদেরকে দান করবেন তাকেও শাইতানের কবল হতে রক্ষা করুন।

তিনি আরও বলেন যে, এই মিলনের ফলে যদি সে গর্ভধারণ করে তাহলে শাইতান সেই সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। (ফাতহুল বারী ৯/১৩৬, মুসলিম ২/১০৫৮)

'আল্লাহ' শব্দের অর্থ

اَللَّهُ বারাকাত বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহান প্রভুর একটি বিশিষ্ট নাম। বলা হয় যে, এটাই اِسْمِ اَعْظَم কেননা সমুদয় উত্তম গুণের সঙ্গে এটাই গুণান্বিত হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে ঃ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২২-২৪)

এ আয়াতসমূহে 'আল্লাহ' ছাড়া অন্যান্য সবগুলিই গুণবাচক নাম এবং ওগুলি 'আল্লাহ' শব্দেরই বিশেষণ। সুতরাং মূল ও প্রকৃত নাম 'আল্লাহ'। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا

আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮০)

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। এক শতের একটা কম। যে ওগুলি গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ফাতহুল বারী ১১/২১৮, মুসলিম ৪/২০৬২) ‘জামে‘উত তিরমিযী ও সুনান ইব্ন মাজাহও নামগুলি এসেছে। (তিরমিযী ৯/৪৮০, ইব্ন মাজাহ ২/২১৬৯) ঐ দুই হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় শব্দের কিছু পার্থক্য আছে এবং সংখ্যায় কিছু কম-বেশি রয়েছে।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (আর রাহমানির রাহীম) এর অর্থ

اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ শব্দ দু’টিকে رَحْمَتْ থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে দু’টির মধ্যেই ‘মুবালাগাহ’ বা আধিক্য রয়েছে, তবে ‘রাহীমের’ চেয়ে ‘রাহমানের’ মধ্যে আধিক্য বেশি আছে। আল্লামা ইব্ন জারীরের (রহঃ) কথা অনুযায়ী জানা যায় যে, এতে প্রায় সবাই একমত। সহীহ তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

আমিই আর-রাহমান, আমি রাহেম সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকেই রাহেম নামের সৃষ্টি। অতএব যে এর হিফাযাত করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখি এবং যে ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (তিরমিযী ৬/৩৩)

ইতোপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাহমানের অর্থ হল দুনিয়া ও আখিরাতে দয়া প্রদর্শনকারী এবং রাহীমের অর্থ শুধু আখিরাতে রহমকারী। কেহ কেহ বলেন যে, رَحْمَن শব্দটি مُشْتَق নয়। কারণ যদি তা এ রকমই হত তাহলে مَرْحُوْم এর সঙ্গে মিলে যেত। অথচ কুরআনুল হাকীমের মধ্যে

وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

এবং তিনি মু’মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৩) এসেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই দু’টি নামই করুণা ও দয়া বিশিষ্ট। একের মধ্যে অন্যের তুলনায় দয়া ও করুণা বেশি আছে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, রাহমানের অর্থ হল যিনি সমুদয় সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণা বর্ষণকারী। আর রাহীমের অর্থ হল যিনি মু’মিনদের উপর দয়া বর্ষণকারী। যেমন কুরআনুল হাকীমের নিম্নের দু’টি আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَـٰنُ

অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৯) আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلرَّحۡمَـٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ

দয়াময় আরশে সমাসীন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫)

আল্লাহ সুবহানাহু বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর 'আর-রাহমান' নামসহ আরশে অবস্থান করছেন এবং তার সকল সৃষ্টিকে তাঁর দয়া ও রাহমাত ঘিরে রেখেছে। তিনি বলেন ঃ **وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا** *'এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।* (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৩)

সুতরাং জানা গেল যে, **رَحْمَن** এর মধ্যে **رَحِيْم** এর তুলনায় **مُبَالَغَة** অনেক গুণ বেশি আছে। (কুরতুবী ১/১০৫) কিন্তু হাদীসের একটি দু'আর মধ্যে **يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا** এভাবেও এসেছে। 'রাহমান' নামটি আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত। তিনি ছাড়া আর কারও এ নাম হতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে ঃ

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعۡبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) মুসাইলামা কায্যাব যখন নাবুওয়াতের দাবী করে এবং নিজেকে 'রাহমানুল ইয়ামামা' নামে অভিহিত করে, আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত করেন এবং চরম মিথ্যাবাদী নামে সে সারা দেশে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। আজও তাকে মুসাইলামা কায্যাব বলা হয় এবং প্রত্যেক মিথ্যা দাবীদারকে তার সাথে তুলনা করা হয়। আজ প্রত্যেক পল্লীবাসী ও শহরবাসী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ সবাই তাকে মিথ্যাবাদী বলে বিলক্ষণ চেনে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০)

মুসাইলামা কায্যাব এ জঘন্যতম স্পর্ধা দেখালেও সে সমূলে ধ্বংস হয়েছিল এবং তার ভ্রষ্ট সঙ্গীদের ছাড়া এটা অন্যের উপর চালু হয়নি। 'রাহীম' বিশেষণটির সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকেও বিশেষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে رَحِيْمٌ বলেছেন। এভাবেই তিনি স্বীয় কতগুলি নাম দ্বারা অন্যদেরকেও স্মরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (সূরা ইনসান/দাহ্র, ৭৬ ঃ ২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে سَمِيْعٌ ও بَصِيْرٌ বলেছেন। মোট কথা এই যে, আল্লাহর কতগুলি নাম এমন রয়েছে যেগুলির প্রয়োগ ও ব্যবহার অন্য অর্থে অন্যের উপরও হতে পারে এবং কতগুলি নাম আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ব্যবহৃত হতেই পারেনা। যেমন আল্লাহ, রাহমান, খালেক, রাযেক ইত্যাদি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রথম নাম নিয়েছেন 'আল্লাহ', অতঃপর ওর বিশেষণ রূপে 'রাহমান' এনেছেন। কেননা 'রাহীমের' তুলনায় এর বিশেষত্ব ও প্রসিদ্ধি অনেক গুণে বেশী। আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট নাম নিয়েছেন, কেননা নিয়ম রয়েছে সর্বপ্রথম সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নাম নেয়া।

রাহমান ও রাহীম শুধু আল্লাহ তা‘আলারই নাম। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ কথাটি নকল করেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করার পূর্বে কুরাইশ কাফিরেরা রাহমানের সঙ্গে পরিচিতিই ছিলনা।

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তাদের ধারণা খণ্ডন করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখ।’ কাফির কুরাইশরা তখন বলেছিল আমরা রাহমান ও রাহীমকে চিনিনা। সহীহ বুখারীতে এ বর্ণনাটি রয়েছে।

উম্মে সালমার (রাঃ) হাদীসটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আয়াতে থামতেন এবং এভাবেই একটা দল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের উপর আয়াত করে তাকে আলাদাভাবে তিলাওয়াত করে থাকেন। আবার কেহ কেহ মিলিয়েও পড়েন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব।	١. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

حمد শব্দের অর্থ

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহর জন্য, তিনি ছাড়া আর কেহ এর যোগ্য নয়, তা সে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে কেহ হোক না কেন। কেননা সমুদয় দান যা আমরা গণনা করতে পারিনা এবং তার মালিক ছাড়া কারও সেই সংখ্যা জানা নেই, সবই তাঁর কাছ থেকেই আগত। তিনিই তাঁর আনুগত্যের সমুদয় মালমসলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা যেন তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে পারি সেজন্য তিনি আমাদেরকে শারীরিক সমুদয় নি‘আমাত দান করেছেন। অতঃপর ইহলৌকিক অসংখ্য নি‘আমাত এবং জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আমাদের অধিকার ছাড়াই তিনি

আমাদের নিকট না চাইতেই পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সদা বিরাজমান অনুকম্পা এবং তাঁর প্রস্তুতকৃত পবিত্র সুখের স্থান, সেই অবিনশ্বর জান্নাত আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি তাও তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এসবের যিনি মালিক, প্রথম ও শেষ সমুদয় কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য। (তাবারী ১/১৩৫) এটা একটি প্রশংসামূলক বাক্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গেই তিনি যেন বলে দিলেন ঃ তোমরা বল **اَلْحَمْدُ لِلّٰه** অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' কেহ কেহ বলেন যে, 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম ও বড় বড় গুণাবলীর দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা হয়। (তাবারী ১/১৩৭)

'হাম্দ' ও 'শোক্র' এর মধ্যে পার্থক্য

আরাবী ভাষায় যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাঁরা এ বিষয়ে এক মত যে, **شُكْر** এর স্থলে **حَمْد** ও **حَمْد** এর স্থলে **شُكْر** ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কথা হল **اَلْحَمْدُ لِلّٰه**

'হাম্দ' শব্দের তাফসীর ও সালাফগণের অভিমত

উমার (রাঃ) একবার বলেছিলেন ঃ **سُبْحَانَ اللّٰه** ও **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ** এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, **اَللّٰهُ اَكْبَرْ** কে আমরা জানি, কিন্তু **اَلْحَمْدُ لِلّٰه** এর ভাবার্থ কি?' আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা এ কথাটিকে নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। (তাবারী ১/১৫) এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা বললে আল্লাহকে খুবই ভাল লাগে।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। (তাবারী ১/১৩)

'আল-হাম্দ' শব্দের ফাযীলাত

আসওয়াদ ইব্ন সারী' (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করেন ঃ 'আমি মহান আল্লাহর প্রশংসামূলক কয়েকটি কবিতা রচনা করেছি। অনুমতি পেলে শুনিয়ে দিব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ

করেন।' (আহমাদ ৩/৪৩৫, নাসাঈ ৪/৪১৬) মুসনাদ আহমাদ, সুনান নাসাঈ, জামে'উত তিরমিযী এবং সুনান ইব্‌ন মাজাহ্য় যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম প্রার্থনা হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ।' (তিরমিযী ৯/৩২৪, নাসাঈ ৬/২০৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে পরিভাষা অনুযায়ী 'হাসান গারীব' বলেছেন। সুনান ইব্‌ন মাজাহ্য় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কিছু দান করার পর যদি সে তার জন্য 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে তাহলে তার প্রদত্ত বস্তুই গৃহিত বস্তু হতে উত্তম হবে।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৫০)

সুনান ইব্‌ন মাজাহয় ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করল ঃ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ.

হে আমার রাব্ব! তোমার বিশাল ক্ষমতা এবং মহান সত্ত্বার মর্যাদানুসারে তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এতে মালাইকা সাওয়াব লিখার ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা আল্লাহ সুবহানুর নিকট আরয করলেন ঃ আপনার এক বান্দা এমন একটি কালেমা পাঠ করেছে যার সাওয়াব আমরা কি লিখব বুঝতে পারছিনা।' বিশ্বপ্রভু সব কিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সে কী কথা বলেছে?' তাঁরা বললেন যে, সে এই কালেমা বলেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ 'সে যা বলেছে তোমরা হুবহু তাই লিখে নাও। আমি তার সাথে সাক্ষাতের সময়ে নিজেই তার যোগ্য প্রতিদান দিব।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪৯)

'হাম্‌দ' শব্দের পূর্বে 'আল' শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব

'আল হামদু'র আলিফ লাম 'ইসতিগরাকের' জন্য ব্যবহৃত অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের 'হামদ' বা স্তুতিবাদ একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ.

'হে আল্লাহ! সমুদয় প্রশংসা তোমারই জন্য, সারা দেশ তোমারই, তোমারই হাতে সামগ্রিক মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং সমস্ত কিছু তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।' (আত তাগরীব ওয়াত তাহরীব ২/২৫৩)

'রাব্ব' শব্দের অর্থ

সর্বময় কর্তাকে 'রাব্ব' বলা হয় এবং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং সঠিকভাবে সজ্জিত ও সংশোধনকারী। এসব অর্থ হিসাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য এ পবিত্র নামটিই শোভনীয় হয়েছে। 'রাব্ব' শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ব্যবহৃত হতে পারেনা। তবে সম্বন্ধ পদ রূপে ব্যবহৃত হলে সে অন্য কথা। যেমন رَبُّ الدَّارِ বা গৃহস্বামী ইত্যাদি। বলা হয়েছে যে, রাব্ব হল আল্লাহর মহান নামসমূহের অন্যতম নাম।

'আলামীন' শব্দের অর্থ

عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ শব্দের বহু বচন। আল্লাহ ছাড়া সমুদয় সৃষ্টবস্তুকে عَالَم বলা হয়। عَالَم শব্দটিও বহু বচন এবং এ শব্দের এক বচনই হয়না। আকাশের সৃষ্টজীব এবং পানি ও স্থলের সৃষ্টজীবকেও عَوَالِم অর্থাৎ কয়েকটি عَالَم বলা হয়। অনুরূপভাবে এক একটি যুগ-কাল ও এক একটি সময়কেও عَالَم বলা হয়।

ফার্রা (রহঃ) ও আবূ উবাইদার (রহঃ) মতে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন প্রাণীকে 'আলাম বলা হয়। দানব, মানব ও শাইতানকে 'আলাম বলা হবে। জন্তুকে 'আলাম বলা হবেনা। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আবূ মুহাইসীন (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই 'আলাম বলা হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক শ্রেণীকে একটা 'আলাম বলা হয়।

জায্যায (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহজগত ও পরজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই 'আলাম। কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, এ মতটিই সত্য। কেননা এর মধ্যে সমস্ত 'আলামাই জড়িত রয়েছে। যেমন

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ

ফির'আউন বলল ঃ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? মূসা বলল ঃ তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৩-২৪)

সৃষ্টবস্তুকে 'আলাম' বলার কারণ

عَلَم শব্দটি **عَلَامَت** শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। কেননা 'আলাম সৃষ্ট বস্তু তার সৃষ্টিকারীর অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে এবং তাঁর একাত্মবাদের চিহ্নরূপে কাজ করে থাকে। (কুরতুবী ১/১৩৯)

২। যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়।	٢. ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

এর তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির আর কোন প্রয়োজন নেই। কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ **رَبِّ الْعَلَمِيْنَ** এর বিশেষণের পর **اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ** নামক বিশেষণটি ভয় প্রদর্শনের পর আশা ভরসার উদ্রেক কল্পে আনয়ন করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০) (কুরতুবী ১/১৩৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ.

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫)

'রাব্ব' শব্দটির মধ্যে ভয় প্রদর্শন রয়েছে এবং 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ দু'টির মধ্যে আশা ভরসা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যদি ঈমানদারগণ আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হত তাহলে তাদের অন্তর হতে জান্নাতের নন্দন কাননের লোভ লালসা সরে যেত এবং কাফিরেরা যদি আল্লাহ তা'আলার দান ও দয়া দাক্ষিণ্য সম্পর্কে

পূর্ণ জ্ঞান রাখত তাহলে তারা কখনও নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতনা।’ (মুসলিম ৪/২১০৯)

৩। **যিনি বিচার দিনের মালিক।**	٣. مَـٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

বিচার দিনে আল্লাহই একক ক্ষমতার মালিক

মহান আল্লাহর এ উক্তি অনুসারে কিয়ামাত দিবসের সঙ্গে তাঁর অধিকারকে নির্দিষ্ট করার অর্থ এই নয় যে, কিয়ামাত ছাড়া অন্যান্য জিনিসের অধিকারী হতে তিনি অস্বীকার করছেন, কেননা ইতোপূর্বে তিনি স্বীয় বিশেষণ ‘রাব্বূল আলামীন’ রূপে বর্ণনা করেছেন এবং ওর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই জড়িত রয়েছে। কিয়ামাত দিবসের সঙ্গে অধিকারকে নির্দিষ্টকরণের কারণ এই যে, সেই দিন তো আর কেহ সার্বিক অধিকারের দাবীদারই হবেনা। বরং সেই প্রকৃত অধিকারী আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেহ মুখ পর্যন্ত খুলতে পারবেনা। এমনকি টুঁ শব্দটিও করতে পারবেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রূহ্ ও মালাইকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَوۡمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوۡلاً

দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৯) তিনি আরও বলেন ঃ

يَوۡمَ يَأۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ ۚ فَمِنۡهُمۡ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ

যখন সেই দিন (কিয়ামাত) আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা, অনন্তর তাদের মধ্যে কতক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৫)

'ইয়াওমিদ্দীন' এর অর্থ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ **يَوْمِ الدِّيْنِ** এর ভাবার্থ হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জীবের হিসাব দেয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের ন্যায্য ও চুলচেরা প্রতিদান দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ, যদি মহান আল্লাহ কোন কাজ নিজ গুণে মার্জনা করেন তাহলে তা হবে তাঁর ইচ্ছা ভিত্তিক কাজ। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৯) সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন (রহঃ) এবং পূর্ব যুগীয় সৎ ব্যক্তিগণ হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক

কেননা মহান আল্লাহই সব কিছুরই প্রকৃত মালিক। যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২৩)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এই মারফূ' হাদীসটি বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তির নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট যাকে শাহান শাহ বা রাজাধিরাজ বলা হয়। কারণ সব কিছুরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নেই।' (ফাতহুল বারী ১/৬০৪, মুসলিম ৩/১৬৮৮) উক্ত সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে এসেছে ঃ

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেদিন সমগ্র যমীনকে স্বীয় মুষ্ঠির মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং আকাশ তাঁর ডান হাতে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে জড়িয়ে থাকবে, অতঃপর তিনি বলবেন ঃ 'আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ, যমীনের সেই প্রতাপশালী বাদশাহরা কোথায় গেল? কোথায় রয়েছে সেই মদমত্ত অহংকারীরা?' (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪, মুসলিম ৪/২১৪৮) কুরআন কারীমে আরও রয়েছে ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৬) অন্যকে তাই শুধু রূপক অর্থে মালিক বলা হয়েছে। ঃ কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজা রূপে নির্বাচিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৭) এখানে তালুতকে মালিক বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ *কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা।* (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৭৯) কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে আছে ঃ

إِذۡ جَعَلَ فِيكُمۡ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا

তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করেছেন, রাজ্যাধিপতি করেছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীসে আছে ঃ **مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرَّةِ** 'সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহদের ন্যায়।' (ফাতহুল বারী ৬/৮৯, মুসলিম ৩/১৫১৮)

'দীন' শব্দের অর্থ

دِيْن শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদান, প্রতিফল এবং হিসাব নিকাশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমে বলেন ঃ **يَوْمَئِذ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ**

সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ২৫)

পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় আছে ঃ **أَئِنَّا لَمَدِيْنُونَ**

আমাদেরকে কি প্রতিফল দেয়া হবে? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৫৩) হাদীসে আছে ঃ বিজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের কাছে প্রতিদান নেয় এবং এমন কার্যাবলী সম্পাদন করে যা অবধারিত মৃত্যুর পরে কাজে লাগে।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪২৩) অর্থাৎ নিজের আত্মার কাছে নিজেই হিসাব নিকাশ নিয়ে থাকে। যেমন ফারুকে আযম (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের হিসাব নিকাশ গৃহীত হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর এবং তোমাদের কার্যাবলী দাঁড়ি পাল্লায় ওযন হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেরাই ওযন কর এবং তোমরা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সেই বড় উপস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেদিন তোমাদের কোন কাজ গোপন থাকবেনা।' যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৮)

৪। আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি।	٤. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'ইবাদাত' শব্দের ধর্মীয় তত্ত্ব

'ইবাদাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সার্বিক অপমান ও নীচতা। যেমন 'তারীকে মোয়াব্বাদ' সাধারণ ঐ পথকে বলে যা সবচেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ রকমই بَعِيْرٌ مُعَبَّدٌ ঐ উটকে বলা হয় যা হীনতা ও দুর্বলতার চরম সীমায় পদার্পণ করে। শারীয়াতের পরিভাষায় প্রেম, বিনয়, নম্রতা এবং ভীতির সমষ্টির নাম 'ইবাদাত'।

কিছু করার পূর্বে আল্লাহর উপর নির্ভর করার উপকারিতা

চতুর্থ আয়াতটির অর্থ এ দাঁড়ায় ঃ 'আমরা আপনার ছাড়া আর কারও ইবাদাত করিনা এবং আপনার ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করিনা।' আর এটাই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস। সালাফে সালেহীন বা পূর্বযুগীয় প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞজনদের কেহ কেহ এ মত পোষণ করেন যে, সম্পূর্ণ কুরআনের গোপন তথ্য রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে এবং এ পূর্ণ সূরাটির গোপন তথ্য إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এই আয়াতটিতে রয়েছে ঃ

আয়াতটির প্রথমাংশে রয়েছে শির্কের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে স্বীয় ক্ষমতার উপর অনাস্থা ও মহাশক্তিশালী আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা। এ সম্পর্কীয় আরও বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্‌যাম্মিল,৭৩ ঃ ৯)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এই আয়াতেও এই বিষয়টিই রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে সম্মুখস্ত কেহকে লক্ষ্য করে সম্বোধন ছিলনা। কিন্তু এ আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এতে বেশ সুন্দর পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করল তখন সে যেন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সম্মুখে হাযির হয়ে গেল। এখন সে মালিককে সম্বোধন করে স্বীয় দীনতা, হীনতা ও দারিদ্রতা প্রকাশ করল এবং বলতে লাগল ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তো আপনার হীন ও দুর্বল দাস মাত্র এবং আমরা সব কাজে, সর্বাবস্থায় ও সাধনায় একমাত্র আপনারই মুখাপেক্ষী। এ আয়াতে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী সমস্ত বাক্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ খবর দেয়া হয়েছিল।

সূরা ফাতিহা আল্লাহর প্রশংসা শিক্ষা দেয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উত্তম গুণাবলীর জন্য নিজের প্রশংসা নিজেই করেছিলেন এবং বান্দাদেরকে ঐ শব্দগুলি দিয়েই তাঁর প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যই যে ব্যক্তি এ সূরাটি জানা সত্ত্বেও সালাতে তা পাঠ করেনা তার সালাত হয়না। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে উবাদাহ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তির সালাতকে সালাত বলা যায়না যে সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা।' (ফাতহুল বারী ২/২৭৬, মুসলিম ১/২৯৫) সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি সালাতকে আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে

অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি। অর্ধেক অংশ আমার ও বাকী অর্ধেক অংশ আমার বান্দার। বান্দা যা চাবে তাকে তাই দেয়া হবে।

বান্দা যখন اَلْحَمْدُ للّٰه رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে, তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' বান্দা যখন বলে الرَّحْمــــنِ الرَّحِيمِ তখন তিনি বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার গুণগান করল।' যখন সে বলে مَـــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ তখন তিনি বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করল।' সে যখন বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেকার কথা এবং আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চাবে।' অতঃপর বান্দা যখন اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এ সবই তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাবে তার জন্য তাই রয়েছে।' (মুসলিম ১/২৯৭)

তাওহীদ আল উলুহিয়া

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমরা বিশেষভাবে একাত্মবাদে বিশ্বাসী, আমরা ভয় করি এবং মহান সত্ত্বায় সকল সময়ে আশা রাখি। আপনি ছাড়া আর কারও আমরা ইবাদাতও করিনা, কেহকে ভয়ও করিনা এবং কারও উপর আশাও রাখিনা।' আর وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্য বরণ করি ও আমাদের সকল কাজে একমাত্র আপনারই কাছে সহায়তা প্রার্থনা করি।

তাওহীদ আর রুবুবিয়াহ

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা কর এবং তোমাদের সকল কাজে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।' إِيَّاكَ نَعْبُدُকে পূর্বে আনার কারণ এই যে, ইবাদাতই হচ্ছে মূল ঈপ্সিত বিষয়, আর সাহায্য চাওয়া ইবাদাতেরই মাধ্যম ও

ব্যবস্থা। আর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পূর্বে বর্ণনা করা এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরে বর্ণনা করা। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেছেন 'দাস'

যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় দানের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই শুধু তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম **عَبْد** বা দাস নিয়েছেন। বড় বড় নি'আমাত যেমন কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা, সালাতে দাঁড়ানো, মিরাজ করানো ইত্যাদি। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১) আরও বলেন ঃ

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ

আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল। (সূরা জিন,৭২ ঃ ১৯) অন্যত্র বলেন ঃ

سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১)

বিপদাপদে আল্লাহর কাছে সাজদাবনত হতে হবে

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ 'হে নাবী! বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাসের ফলে যখন তোমার মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন তুমি আমার ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে যাও।' তাই নির্দেশ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّـٰجِدِينَ. وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ.

আমি তো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর

এবং সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৭-৯৯)

৫। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।	٥. ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ

প্রশংসামূলক বাক্য আগে উল্লেখ করার কারণ

যেহেতু বান্দা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, সেহেতু এখন তার কর্তব্য হবে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। যেমন পূর্বেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা চাবে তা সে পাবে।'

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, اهدِنَـــا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ এর মধ্যে কি পরিমাণ সূক্ষ্মতা ও প্রকৃষ্টতা রয়েছে! প্রথমে বিশ্বপ্রভুর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান, অতঃপর নিজের ও মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আকুল প্রার্থনা। প্রার্থিত বস্তু লাভের এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা। এ উত্তম পন্থা নিজে পছন্দ করেই মহান আল্লাহ এ পন্থা স্বীয় বান্দাদের বাতলে দিলেন। কখনও কখনও প্রার্থনার সময় প্রার্থী স্বীয় অবস্থা ও প্রয়োজন প্রকাশ করে থাকে। যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٍ فَقِيرٌ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৪) ইউনুস (আঃ) দু'আ করার সময় বলেছিলেন ঃ

لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَـٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমা লংঘনকারী। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৭) কোন কোন প্রার্থনায় প্রার্থী শুধুমাত্র প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেই নীরব থাকে।

সূরায় হিদায়াত শব্দের বিশ্লেষণ

এখানে হিদায়াতের অর্থ ইরশাদ ও তাওফীক অর্থাৎ সুপথ প্রদর্শন ও সক্ষমতা প্রদান। ' অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

এবং আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১০) কখনও 'হিদায়াত' শব্দটি اِلَى এর সঙ্গে مُتَعَدِّىْ বা সকর্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন বলেন ঃ

ٱجْتَبَٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২১) এবং অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ

তাদেরকে ত্বারিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৩) এখানে হিদায়াতের অর্থ পথ প্রদর্শন ও রাস্তা বাতলে দেয়া। এইরূপ ঘোষণা রয়েছে ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তুমি তো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২) জিন বা দানবের কথা কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) (অর্থাৎ অনুগ্রহ পূর্বক সৎপথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন)

'সিরাতাল মুস্তাকীম' এর বিশ্লেষণ

صِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ এর কয়েকটি অর্থ আছে। ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন তাবারী বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট, সরল ও পরিষ্কার রাস্তা যার কোন জায়গা বা কোন অংশই বাঁকা নয়। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত যে, *সিরাতাল মুস্তাকীম* হল ঐ সরল-সঠিক পথ যার কোন শাখা-প্রশাখা নেই। উদাহরণ স্বরূপ, জারীর ইব্ন আতীয়া আল-খাতাফীর একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ বিশ্বাসীদের নেতা রয়েছেন সেই পথে যা সব সময়েই সরল-সঠিক এবং অন্যান্য পথে রয়েছে বক্রতা। তাবারী (রহঃ) বলেছেন, এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আরাবরা *সিরাত* শব্দটি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে

ব্যবহার করে থাকে, তা সৎ কাজের জন্য হোক অথবা অসৎ কাজের জন্য হোক। কিন্তু সৎ ব্যক্তির জন্য সঠিক এবং অসৎ ব্যক্তির বেলায় বক্র শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। কুরআনে যে সরল-সঠিক পথের কথা বলা হয়েছে তা হল ইসলাম। (তাবারী ১/১৭০)

মুসনাদ আহমাদে একটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা صِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। (তা এই যে) সীরাতে মুস্তাকীমের দুই দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে। তাতে কয়েকটি খোলা দরজা আছে। দরজাগুলির উপর পর্দা লটকানো রয়েছে। সীরাতে মুস্ত াকীমের প্রবেশ দ্বারে সব সময়ের জন্য একজন আহ্বানকারী নিযুক্ত রয়েছে। সে বলছে ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা সবাই এই সোজা পথ ধরে চলে যাও, আঁকা বাঁকা পথে যেওনা।' ঐ রাস্তার উপরে একজন আহ্বানকারী রয়েছে। যে কেহ এ দরজাগুলির কোন একটি খুলতে চাচ্ছে সে বলছে ঃ সাবধান, তা খুলনা, যদি খুলে ফেল তাহলে সোজা পথ থেকে সরে পড়বে।' সীরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে ইসলাম, প্রাচীরগুলি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, প্রবেশ দ্বারে আহ্বানকারী হচ্ছে কুরআন কারীম এবং রাস্তার উপরের আহ্বানকারী হচ্ছে আল্লাহর ভয় যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপদেষ্টা রূপে অবস্থান করে থাকে।' (আহমাদ ৪/১৮২) এ হাদীসটি মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিম, তাফসীর ইব্ন জারীর, জামে' তিরমিযী এবং সুনান নাসাঈতেও রয়েছে এবং এর ইসনাদ হাসান সহীহ। আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'হক বা সত্য'। তাঁর এ কথাটিই সবচেয়ে ব্যাপক এবং এসব কথার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই।

মু'মিনরাই হিদায়াতের আবেদন জানায়

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মু'মিনের তো পূর্বেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ হয়ে গেছে, সুতরাং সালাতে বা বাইরে হিদায়াত চাওয়ার আর প্রয়োজন কি? তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে হিদায়াতের উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাওয়া। কেননা বান্দা প্রতিটি মুহূর্তে ও সর্বাবস্থায় প্রতিনিয়তই আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশাবাদী ও মুখাপেক্ষী। সে নিজে স্বীয় জীবনের লাভ ক্ষতির মালিক নয়। বরং নিশিদিন সে আল্লাহরই প্রত্যাশী ও মুখাপেক্ষী। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে শিখিয়েছেন যে, সে

যেন সর্বদা হিদায়াত প্রার্থনা করে এবং তার উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাইতে থাকে। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর দরজায় ভিক্ষুক করে নিয়েছেন। সে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার আকুল প্রার্থনা মঞ্জুর করার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছেন। বিশেষ করে অসহায় ও মুহতাজ ব্যক্তি যখন দিনরাত আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ তখন তার সেই আকুল প্রার্থনা কবূলের জিম্মাদার হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ

হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৬) এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া এমনই, যেমন হিদায়াত প্রাপ্তগণকে হিদায়াত চাওয়ার নির্দেশ দেয়া। এই দুই স্থানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে তার উপরে অটল, অনড় ও দ্বিধাহীনচিত্তে স্থির থাকা। আর এমন কার্যাবলী সদা সম্পাদন করা যা উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করে। দেখুন মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাগণকে নিম্নের এ প্রার্থনা করারও নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেননা এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮)

সুতরাং **اهدنــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ** এর অর্থ দাঁড়ালো ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল ও সোজা পথের উপর অটল ও স্থির রাখুন এবং তা হতে আমাদেরকে দূরে অপসারিত করবেননা।'

৬। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন;	٦. صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৭। তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।	٧. غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

এর বর্ণনা পূর্বেই গত হয়েছে যে, বান্দার এ কথার উপর মহান আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য ঐ সব কিছুই রয়েছে যা সে চাবে।' এ আয়াতটি সীরাতে মুস্তাকীমের তাফসীর এবং ব্যাকারণবিদ বা নাহ্‌বীদের নিকট এটা 'সীরাতে মুস্তাকীম' হতে বদল হয়েছে এবং আতফ্ বায়ানও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। আর যারা আল্লাহর পুরস্কার লাভ করেছে তাদের বর্ণনা সূরা নিসার মধ্যে এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا. ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا

আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৯-৭০)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐ সব মালাক/ফেরেশতা, নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎলোকের পথে পরিচালিত করুন যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদাতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন।'

বলা হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করুন, ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন, যারা হিদায়াত বা সুপথ প্রাপ্ত এবং অটল অবিচল ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত ছিলেন। যারা আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী ও নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে-বহুদূরে অবস্থানকারী ছিলেন। আর ঐ সব লোকের পথ হতে রক্ষা করুন যাদের উপর আপনার ধূমায়িত ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত

হয়েছে, যারা সত্যকে জেনে শুনেও তা থেকে দূরে সরে গেছে এবং পথভ্রষ্ট লোকদের পথ হতেও আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন যাদের সঠিক পথ সম্পর্কে কোন ধারণা ও জ্ঞানই নেই, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং তাদেরকে সরল, সঠিক সাওয়াবের পথ দেখানো হয়না।

ঈমানদারদের পন্থা তো এটাই যে, সত্যের জ্ঞানও থাকতে হবে এবং তার আমলও থাকতে হবে। ইয়াহুদীদের আমল নেই এবং খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই। এ জন্যই ইয়াহুদীরা অভিশপ্ত হল এবং খৃষ্টানরা হল পথভ্রষ্ট। কেননা জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল পরিত্যাগ করা লা'নত বা অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَن لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

যাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬০)

খৃষ্টানরা যদিও একটা জিনিসের ইচ্ছা করে, কিন্তু তার সঠিক পথ তারা পায়না। কেননা তাদের কর্মপন্থা ভুল এবং তারা সত্যের অনুসরণ হতে দূরে সরে পড়েছে। অভিশাপ ও পথভ্রষ্টতা এই দুই দলের তো রয়েছেই, কিন্তু ইয়াহুদীরা অভিশাপের অংশে একধাপ এগিয়ে রয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

যারা (খৃষ্টানরা) অতীতে নিজেরা ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকেও ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৭)

এ কথার সমর্থনে বহু হাদীস ও বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে। মুসনাদ আহমাদে আছে যে, আদী ইব্‌ন আবী হাতিম (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনী একদা আমার ফুফুকে এবং কতকগুলো লোককে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করেন। আমার ফুফু তখন বলেন ঃ 'আমাকে দেখা-শোনা করার লোক দূরে সরে রয়েছে এবং আমি একজন অধিক বয়স্কা অচলা বৃদ্ধা। আমি কোন খিদমাতের যোগ্য নই। সুতরাং দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আল্লাহ আপনার উপরও দয়া করবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'যে তোমার খবরাখবর নিয়ে থাকে সে ব্যক্তিটি কে?' তিনি বললেন ঃ 'আদী ইব্‌ন আবী হাতিম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে কি ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে?' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে আর একটি লোক ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি আলীই (রাঃ) ছিলেন। তিনি আমার ফুফুকে বললেন ঃ 'যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাওয়ারীর প্রার্থনা কর।' আমার ফুফু তার কাছে প্রার্থনা জানালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করেন এবং তিনি সাওয়ারী পেয়ে যান। তিনি ওখান হতে মুক্তি লাভ করে সোজা আমার নিকট চলে আসেন এবং বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানশীলতা তোমার পিতা হাতিমকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর কাছে একবার কেহ গেলে আর শূন্য হাতে ফিরে আসেনা।' এ কথা শুনে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই। আমি দেখি যে, ছোট ছেলে ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে অবাধে যাতায়াত করছে এবং তিনি তাদের সাথে অকুণ্ঠচিত্তে অকৃত্রিমভাবে আলাপ আলোচনা করছেন। এ দেখে আমার বিশ্বাস হল যে, তিনি কাইসার ও কিসরার মত বিশাল রাজত্ব ও সম্মানের অভিলাষী নন। তিনি আমাকে দেখে বলেন ঃ 'আদী! *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলা হতে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ উপাসনার যোগ্য আছে কি? *'আল্লাহু আকবার'* বলা হতে এখন তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? মহাসম্মানিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে বড় আর কেহ আছে কি?' (তাঁর এই কথাগুলি এবং তাঁর সরলতা ও অকৃত্রিমতা আমার উপর এমনভাবে দাগ কাটলো ও ক্রিয়াশীল হল যে) তৎক্ষণাত আমি ইসলাম কবূল করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল আনন্দে রক্তিমাভ বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি বললেন ঃ

'যারা (আল্লাহর) ক্রোধ অর্জন করেছে তারা হল ইয়াহুদী এবং যারা ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তারা হল খৃষ্টান।' এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান গারীব বলেছেন। (আহমাদ ৪/৩৭৮, তিরমিযী ৮/২৮৯)

مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ইয়াহুদকে বুঝানো হয়েছে এবং **ضَالِّيْنَ** দ্বারা খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।' আরও একটি হাদীসে আছে যে, আদীর (রাঃ) প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তাফসীরই করেছিলেন। এ হাদীসের অনেক সনদ আছে এবং বিভিন্ন শব্দে সে সব বর্ণিত হয়েছে।

ইতিহাসের পুস্তকসমূহে বর্ণিত আছে যে, যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়িল যখন খাঁটি ধর্মের অনুসন্ধানে স্বীয় বন্ধুবান্ধব ও সাথী-সঙ্গীসহ বেরিয়ে পড়েন এবং এদিক

ওদিক বিচরণের পর শেষে সিরিয়ায় এলেন। তখন ইয়াহুদীরা তাঁদেরকে বলল ঃ 'আল্লাহর অভিশাপের কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মে আসতেই পারবেননা।' তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ 'তা হতে বাঁচার উদ্দেশেই তো আমরা সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে বের হয়েছি, কাজেই কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি?' তাঁরা খৃষ্টানদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা বলল ঃ 'আল্লাহ তা'আলার লা'নত ও অসন্তুষ্টির কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মেও আসতে পারবেননা।'

তাঁরা বললেন ঃ 'আমরা এটাও করতে পারিনা।' তারপর যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল স্বাভাবিক ধর্মের উপরই রয়ে গেলেন। তিনি মূর্তি পূজা ও স্বগোত্রীয় ধর্মত্যাগ করলেন, কিন্তু ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম কোনক্রমেই গ্রহণ করলেননা। তবে তাঁর সঙ্গী সাথীরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করল, কেননা ইয়াহুদীদের ধর্মের সঙ্গে এর অনেক মিল ছিল। যায়িদের ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অরাকা ইব্ন নাওফিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওতের যুগ পেয়েছিলেন এবং আল্লাহর হিদায়াত তাঁকে সুপথ প্রদর্শন করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিলেন ও সেই সময় পর্যন্ত যে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

সূরা ফাতিহার সার সংক্ষেপ

এই কল্যাণময় ও বারাকাতপূর্ণ সূরাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সমষ্টি। এই সাতটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার যোগ্য প্রশংসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্র নামসমূহ এবং উচ্চতম বিশেষণের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই রোজ কিয়ামাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং বান্দাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেন সেই মহান প্রভুর নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে যাঞ্চা করে, যেন তাঁর কাছে নিজের দারিদ্রতা ও অসহায়ত্বের কথা অকপটে স্বীকার করে, তাঁকে সব সময় অংশীবিহীন ও তুলনাবিহীন মনে করে, খাঁটি অন্তরে তাঁর ইবাদাত; তাঁর আহদানিয়াত বা একাত্মবাদে বিশ্বাস করে, তাঁর কাছে সরল সোজা পথ ও তার উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকার জন্য নিশিদিন আকুল প্রার্থনা জানায়। এই অবিসম্বাদিত পথই একদিন তাকে রোজ কিয়ামাতের পুলসিরাতও পার করাবে এবং নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ লোকদের পাশে জান্নাতুল ফিরদাউসের নন্দন কাননে স্থান দিবে। সাথে সাথে আলোচ্য সূরাটির মধ্যে যাবতীয় সৎকার্যাবলী সম্পাদনের প্রতি নিরন্তর উৎসাহ দেয়া হয়েছে যাতে কিয়ামাতের দিন বান্দা আত্মকৃত সাওয়াবসমূহ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া

মিথ্যা ও অন্যায় পথে চলার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে কিয়ামাত দিবসেও সে বাতিলপন্থীদের দল থেকে দূরে থাকতে পারে।

নি'আমাত হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে দান

ধীরস্থির ও সূক্ষ্মভাবে জাগ্রত মস্তিষ্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণনারীতি কি সুন্দর! আলোচ্য সূরায় **اَنْعَمْتَ** নামক বাক্যাংশে দানের ইসনাদ বা সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে এবং **اَنْعَمْتَ** বলা হয়েছে। কিন্তু **غَضَبْ** এর ইসনাদ করা হয়নি; বরং এখানে কর্তাকেই লোপ করা হয়েছে এবং **مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ** বলা হয়েছে। এখানে বিশ্ব প্রভুর মহান মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে মূল কর্তা আল্লাহ তা'আলাই। যেমন অন্যস্থানে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৪) এরূপভাবেই ভ্রষ্টতার পরিণতি পথভ্রষ্টের দিকেই করা হয়েছে। অথচ অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭) অন্যত্র আছে ঃ

مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) এ রকমই আরও বহু আয়াত রয়েছে যদ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পথ প্রদর্শনকারী ও পথ বিভ্রান্তকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।

কাদরিয়্যাহ দল, যারা কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াতকে দলীলরূপে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, বান্দা তার ইচ্ছাধীন ও মুক্ত স্বাধীন, সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই সম্পাদন করে। কিন্তু তাদের এ কথা ভ্রমাত্মক ও প্রমাদপূর্ণ। এটা খণ্ডনের

জন্য ভূরি ভূরি স্পষ্ট আয়াতসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বাতিল পন্থীদের এটাই রীতি যে, তারা স্পষ্ট আয়াতকে পরিহার করে অস্পষ্ট আয়াতের পিছনে লেগে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে আছে ঃ

'যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে লেগে থাকে তখন বুঝে নিবে যে, তারা ওরাই যাদের নাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন এবং স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৭) এ নির্দেশনামায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিত এই আয়াতের প্রতি রয়েছে ঃ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦ

অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশে অস্পষ্টের অনুসরণ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭)

সুতরাং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, বিদ'আতীদের অনুকূলে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সঠিক ও অকাট্য দলীল একটিও নেই। কুরআন মাজীদের আগমন সূচিত হয়েছে সত্য ও মিথ্যা, হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই। বৈপরীত্য ও মতবিরোধের জন্য আসেনি বা তার অবকাশও এতে নেই। এতো মহাবিজ্ঞ ও প্রশংসিত আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ হয়েছে।

আমীন বলা প্রসঙ্গ

সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলা মুস্তাহাব। **اَمِيْن** শব্দটি **يَاسِيْن** শব্দটির মত এবং এটা **اَمِيْن** ও পড়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি কবূল করুন।' আমীন বলা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল হল ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ আহমাদ, আবূ দাউদ এবং তিরমিযীতে অ'য়েল ইব্‌ন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে **غَيرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ** পড়ে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি স্বর দীর্ঘ করতেন।' (আহমাদ ৪/৩১৫, আবূ দাউদ ১/৪৭৪, তিরমিযী ২/৬৭) সুনান আবূ দাউদে আছে যে, তিনি স্বর উচ্চ করতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ

হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বশব্দ আমীন তাঁর নিকটবর্তী প্রথম সারির লোকেরা স্পষ্টতঃই শুনতে পেতেন। (আবূ দাঊদ ১/৫৭৫) সুনান আবূ দাঊদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় এও আছে যে, ‘আমীনের শব্দে মাসজিদ প্রতিধ্বনিত হয়ে বেজে উঠত।’ (আবূ দাঊদ ১/৫৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/২৭৯) ইমাম দারাকুতনীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে ‘হাসান’ বলে মন্তব্য করেছেন। আরও বর্ণিত আছে যে, বিলাল (রাঃ) বললেন ঃ

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাতে যোগ দেয়ার পূর্বে ‘আমীন’ বলা শেষ করবেননা।’ (আবূ দাঊদ ১/৫৭৬, দারাকুতনী ১/৩৩৫) সালাতের বাইরে থাকলেও ‘আমীন’ বলতে হবে। তবে যে ব্যক্তি সালাতে থাকবে তার জন্য বেশি জোর দেয়া হয়েছে। সালাত আদায়কারী একাকী হোক বা মুক্তাদী হোক বা ইমাম হোক, সর্বাবস্থায় তাকে আমীন বলতেই হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘তোমাদের কেহ যদি সালাতে ‘আমীন’ বলে, তা যদি মালাইকার আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।’ (ফাতহুল বারী ১১/২০৩, মুসলিম ১/৩০৭) সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘ইমাম যখন আমীন বলেন এবং অন্যরাও আমীন বলে তখন মালাইকার আমীন বলার সাথে যাদের আমীন বলা মিলে যাবে তাদের পিছনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।’ (মুসলিম ১/৩০৭) এর ভাবার্থ এই যে, তার ‘আমীন’ ও মালাইকার ‘আমীন’ বলার সময় একই হয় বা কবূল হওয়া হিসাবে অনুরূপ হয় অথবা আন্ত রিকতায় অনুরূপ হয়। সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে মারফূ রূপে বর্ণিত আছে ঃ ‘ইমাম যখন وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলেন তখন তোমরা ‘আমীন’ বল, আল্লাহ দু‘আ কবূল করবেন।’ (মুসলিম ১/৩০৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ ‘আমাদের আশা ভঙ্গ করবেননা।’ অধিকাংশ আলেম বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রার্থনা কবূল করুন।’

মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইয়াহুদীদের আলোচনা হলে তিনি বলেন ঃ

‘আমাদের তিনটি জিনিসের উপর ইয়াহুদীদের যতটা হিংসা বিদ্বেষ আছে ততটা হিংসা অন্য কোন কিছুর উপর নেই। (১) জুমু‘আ, আল্লাহ আমাদেরকে

তার প্রতি হিদায়াত করেছেন ও পথ দেখিয়েছেন এবং তারা এ থেকে ভ্রষ্ট রয়েছে। (২) কিবলাহ এবং (৩) ইমামের পিছনে আমাদের আমীন বলা।' (আহমাদ ৬/১৩৪)

ইব্‌ন মাজাহর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে ঃ 'সালাম' ও 'আমীন' ইয়াহুদীদের যতটা বিরক্তি উৎপাদন করে অন্য কোন জিনিস তা করেনা। (ইব্‌ন মাজাহ ২/২৭৮)

সূরা ফাতিহার তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২ ঃ বাকারাহ মাদানী

سُوْرَةُ الْبَكَرَهْ مَادَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ২৮৬, রুকূ' ঃ ৪০)

(اَيَاتُهَا : ٢٨٦. رُكُوْعَاتُهَا : ٤٠)

সূরা বাকারাহ মাদীনায় অবতীর্ণ

সূরা বাকারাহর সম্পূর্ণ অংশই মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাদীনায় প্রথম যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, এটিও তার একটি। তবে অবশ্যই এর وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّٰه (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮১) এই আয়াতটি সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে এ কথা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভবতঃ তা শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে সুদের নিষিদ্ধতার আয়াতগুলিও শেষের দিকে নাযিল হয়েছে। খালিদ ইব্ন মি‘দান সূরা বাকারাহকে فُسْطَاطُ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআনের শিবির বলতেন। কিছু সংখ্যক আলেমের উক্তি আছে যে, এর মধ্যে এক হাজার সংবাদ, এক হাজার অনুজ্ঞা এবং এক হাজার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে দু’শ’ সাতাশিটি আয়াত আছে। এর শব্দ হচ্ছে ছ’হাজার দুশ’ একুশটি এবং এতে অক্ষর আছে পঁচিশ হাজার পাঁচশ’টি।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মাদানী। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) এবং বহু ইমাম, আলেম এবং মুফাস্সির হতে সর্বসম্মতভাবে এটাই বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ‘বাত্নে ও’য়াদীতে শাইতানের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। বাইতুল্লাহ তাঁর বাম দিকে ছিল এবং মিনা ছিল ডান দিকে এবং তিনি বলছিলেন, ‘এ স্থান হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন যাঁর উপর সূরা বাকারাহ অবতীর্ণ হয়েছিল।’

ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে কিছু শিথিলতা লক্ষ্য করলেন তখন তিনি তাঁদেরকে يَا اَصْحَابَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ বলে ডাক দিলেন। খুব সম্ভব এটা হুনায়েনের যুদ্ধের ঘটনা হবে। যখন মুসলিম সৈন্যদের পদস্খলন ঘটেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে

আব্বাস (রাঃ) তাদেরকে 'হে গাছওয়ালাগণ!' অর্থাৎ 'হে বাইয়া'তে রিযওয়ানকারীগণ' এবং 'হে সূরা বাকারাহ ওয়ালাগণ' বলে ডাক দিয়েছিলেন। যেন তাঁদের মধ্যে আনন্দ ও বীরত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সেই ডাক শোনা মাত্রই সাহাবীগণ (রাঃ) চতুর্দিক থেকে বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়ে এলেন। মুসাইলামা, যে মিথ্যা নাবুওয়াতের দাবী করেছিল, তার সাথে যুদ্ধ করার সময়েও ইয়ামামার রণ প্রান্তরে বানু হানীফার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মুসলিমদেরকে বেশ বিচলিত ও সন্ত্রস্ত করেছিল এবং তাঁদের পা টলমল করে উঠেছিল, তখন সাহাবীগণ (রাঃ) এভাবেই লোকদেরকে **يَا اَصْحَابَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ** বলে ডাক দিয়েছিলেন। সেই শব্দ শুনে সবাই ফিরে এসে একত্রিত হয়েছিলেন, আর এমন শৌর্য ও বীরত্বের সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা সেই ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকেই জয়ী করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সব সময় সন্তুষ্ট থাকুন। (আল মাজমা' ৬/১৮০)

সূরা বাকারাহর মাহাত্ম্য ও গুণাবলী

মুসনাদ আহমাদ, সহীহ মুসলিম, জামে' তিরমিযী এবং সুনান নাসাঈতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরে পরিণত করনা, যে ঘরে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয় সেখানে শাইতান প্রবেশ করতে পারেনা।' (আহমাদ ২/২৮৪, মুসলিম ১/৫৩৯, তিরমিযী ৮/১৮০ নাসাঈ ৫/১৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয় সেখান হতে শাইতান পলায়ন করে। হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাঁর 'আল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাতু' নামক পুস্তকে এবং ইমাম হাকিম স্বীয় গ্রন্থ 'মুসতাদরাক' এ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৫/১৩ ও ২/২৬০)

মুসনাদ দারিমীতে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয় সেই ঘর থেকে শাইতান গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পলায়ন করে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদের (রাঃ) উক্তি আছে যে, যে ঘরে সূরা বাকারাহর প্রথম চারটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, তার পরবর্তী দু'টি আয়াত এবং সব শেষের তিনটি আয়াত, একুনে দশটি আয়াত পাঠ করা হয়, শাইতান সেই ঘরে ঐ রাতে যেতে পারেনা এবং সেইদিন ঐ বাড়ীর লোকদের শাইতান অথবা কোন

খারাপ জিনিস কোন ক্ষতি করতে পারেনা। (দারিমী ২/৩২২) এ আয়াতগুলি পাগলের উপর পড়লে তার পাগলামীও দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যেমন প্রত্যেক জিনিসের উচ্চতা থাকে তেমনই কুরআনের উচ্চতা হচ্ছে সূরা বাকারাহ। যে ব্যক্তি রাত্রিকালের নীরব ক্ষণে নিজের নিভৃত কক্ষে তা পাঠ করে, তিন রাত্রি পর্যন্ত শাইতান সেই ঘরে যেতে পারেনা। আর দিনের বেলায় যদি পড়ে তাহলে তিন দিন পর্যন্ত সেই ঘরে শাইতান পা দিতে পারেনা। (তাবারানী ৬/১৬৩, ইব্ন হিব্বান ২/৭৮)

জামে' তিরমিযী, সুনান নাসাঈ এবং সুনান ইব্ন মাজাহয় রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা ছোট্ট সেনাবাহিনী এক জায়গায় পাঠালেন এবং তিনি তার নেতৃত্বভার এমন ব্যক্তির উপর অর্পণ করলেন যিনি বলেছিলেন ঃ 'আমার সূরা বাকারাহ মুখস্থ আছে।' সে সময় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বললেন ঃ 'আমিও তা মুখস্ত করতাম। কিন্তু পরে আমি এই ভয় করেছিলাম যে, না জানি আমি তার উপর আমল করতে পারব কি না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'কুরআন শিক্ষা কর, কুরআন পাঠ কর। যে ব্যক্তি তা শিখে ও পাঠ করে, অতঃপর তার উপর আমলও করে, তার উপমা এ রকম যেমন মিশ্ক পরিপূর্ণ পাত্র, যার সুগন্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করল, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ল তার দৃষ্টান্ত সেই পাত্রের মত যার মধ্যে মিশ্ক তো ভরা রয়েছে, কিন্তু উপর হতে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।' ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন এবং মুরসাল বর্ণনাও রয়েছে। আল্লাহই এ সম্পর্কে ভাল জানেন। (তিরমিযী ৮/১৮৬, নাসাঈ ৫/২২৭ এবং ইব্ন মাজাহ ১/৭৮)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, উসাইদ ইব্ন হুজাইর (রাঃ) একদা রাতে সূরা বাকারাহর পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁর ঘোড়াটি, যা তাঁর পার্শ্বেই বাঁধা ছিল, হঠাৎ করে লাফাতে শুরু করে। তিনি পাঠ বন্ধ করলে ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আবার তিনি পড়তে আরম্ভ করলে ঘোড়াও লাফাতে শুরু করে। তিনি পুনরায় পড়া বন্ধ করেন এবং ঘোড়াটিও স্তব্ধ হয়ে থেমে যায়। তৃতীয় বারও এরূপই ঘটে। তাঁর শিশু পুত্র ইয়াহ্ইয়া ঘোড়ার পাশেই শুইয়ে ছিল। কাজেই তিনি ভয় করলেন যে, না জানি ছেলের আঘাত লেগে যায়। সুতরাং তিনি পড়া বন্ধ করে ছেলেকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন যে, ঘোড়ার চমকে উঠার কারণ কি? সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। তিনি শুনতে

থাকেন ও বলতে থাকেন ঃ 'উসাইদ! তুমি পড়েই যেতে!' উসাইদ (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! তৃতীয় বারের পরে প্রিয় পুত্র ইয়াহইয়ার কারণে আমি পড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি মাথা আকাশের দিকে উঠালে ছায়ার ন্যায় একটি জ্যোতির্ময় জিনিস দেখতে পাই এবং দেখতে দেখতেই তা উপরের দিকে উত্থিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ

'তুমি কি জান সেটা কি ছিল? তাঁরা ছিলেন গগন বিহারী অগণিত জ্যোতির্ময় মালাক/ফেরেশতা। তোমার (পড়ার) শব্দ শুনে তাঁরা ত্রস্তপদে নিকটে এসেছিলেন। যদি তুমি পাঠ বন্ধ না করতে তাহলে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এরকমই থাকতেন এবং মাদীনার সকল লোক তা দেখে চক্ষু জুড়াতো। একটি মালাক/ফেরেশতাও তাদের দৃষ্টির অন্তরাল হতেননা।' (ফাতহুল বারী ৮/৬৮০) এ হাদীসটি ইমাম কাসিম ইব্ন সালাম স্বীয় কিতাব 'কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন' এ রিওয়ায়াত করেছেন।

সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানের বৈশিষ্ট্য

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ নাঈম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা অভিনিবেশ সহকারে সূরা বাকারাহ শিক্ষা কর। কারণ এর শিক্ষা অতি কল্যাণকর এবং এ শিক্ষার বর্জন অতি বেদনাদায়ক। বাতিলপন্থী যাদুকরও এর মুখস্ত করার ক্ষমতা রাখেনা।' অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন ঃ

'সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান শিক্ষা কর। এ দু'টি হচ্ছে জ্যোতির্ময় নূর বিশিষ্ট সূরা। কিয়ামাতের দিন এরা এদের পাঠকের উপর সামিয়ানা, মেঘমালা অথবা পাখির ঝাঁকের ন্যায় ছায়া বিস্তার করবে। কুরআনের পাঠক কাবর থেকে উঠে দেখতে পাবে যে, এক জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট সুন্দর যুবক তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ 'তুমি আমাকে চিন কি?' এ বলবে ঃ 'না'। সে বলবে ঃ 'আমি সেই কুরআন যে তোমাকে দিনে ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত রেখেছিল এবং রাতে বিছানা হতে দূরে সরিয়ে সদা জাগ্রত রেখেছিল। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পিছনে রয়েছে; কিন্তু আজ সমুদয় ব্যবসা তোমার পিছনে আছে।' আজ তার ডান হাতে রাজ্য এবং অনন্তকালের জন্য বাম হাতে চির অবস্থান দেয়া হবে। তার মাথায় সার্বিক সম্মান ও অনন্ত মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার বাপ-মাকে এমন দু'টি সুন্দর মূল্যবান পরিধেয় বস্ত্র পরানো হবে যার মূল্যের সামনে সারা দুনিয়াও অতি নগণ্য মনে হবে। তারা বিচলিত হয়ে বলবে ঃ 'এ দয়া ও অনুগ্রহ, এ পুরস্কার ও অবদানের কারণ

কি?’ তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ ‘তোমাদের ছেলেদের কুরআন পাঠের কারণে তোমাদেরকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে।’ অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ ‘পড়ে যাও এবং ধীরে ধীরে জান্নাতের সোপানে আরোহণ কর।’ সুতরাং তারা পড়তে থাকবে ও উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করবে। সে ধীরে ধীরেই পাঠ করুক বা তাড়াতাড়ি পাঠ করুক।’ (আহমাদ ৫/৩৫২) সুনান ইব্ন মাজাহয় এ হাদীসটি আংশিকভাবে বর্ণিত আছে। (হাদীস নং ২/১২৪২) এর ইসনাদ হাসান এবং মুসলিমের শর্ত বিদ্যমান। এর বর্ণনাকারী ইব্ন মুহাজির হতে ইমাম মুসলিমও (রহঃ) বর্ণনা নিয়েছেন এবং ইমাম ইব্ন মুঈনও তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসাঈর (রহঃ) মতে এতে কোন দোষ নেই। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘কুরআন পাঠ করতে থাক, কারণ তা তার পাঠকের জন্য কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবে। দু’টি জ্যোতির্ময় সূরা, সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান পড়তে থাক। এ দু’টি সূরা কিয়ামাতের দিন এমনভাবে আসবে যেমন দু’টি সামিয়ানা, দু’টি মেঘ খণ্ড অথবা পাখির দু’টি বিরাট ঝাঁক। তাছাড়া সে তার পাঠকদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সুপারিশ করবে।’ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

‘সূরা বাকারাহ পাঠ করতে থাক; কেননা এর পাঠে বারাকাত আছে এবং তা বর্জন বা পরিত্যাগ করায় খুবই আফসোস রয়েছে। এর মুখস্ত করার শক্তি বাতিলপন্থীদের নেই।’ সহীহ মুসলিমেও অনুরূপ হাদীস আছে। (আহমাদ ৫/২৪৯, মুসলিম ১/৫৫৩) মুসনাদ আহমাদের আর একটি হাদীসে আছে ঃ

‘কিয়ামাতের দিন কুরআন ও কুরআন পাঠকদের আহ্বান করা হবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান অগ্রে অগ্রে চলবে। মেঘমালা অথবা পাখির ঝাঁকের মত (চলতে থাকবে) এবং বিশ্ব-রবের নিকট সুপারিশ করবে। সহীহ মুসলিম ও জামে’ তিরমিযীতেও এ হাদীসটি আছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সূরা দু’টি (রাতের সালাতে) এক রাক‘আতে পাঠ করতেন। (আহমাদ ৪/১৮৩, মুসলিম ১/৫৫৪, তিরমিযী ৮/১৯১)

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। আলীফ-লাম-মীম।	١. الٓمٓ

একক অক্ষরসমূহের আলোচনা

الٓمٓ। এর মত مُقَطَّعَة বা খণ্ডকৃত অক্ষরগুলি যা অনেক সূরার প্রথমে এসেছে, এগুলির তাফসীরের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, ওগুলির মর্মার্থ শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সম্যক অবহিত। অন্য কেহ এগুলির অর্থ জানেনা। এ জন্য তারা এ অক্ষরগুলির কোন তাফসীর করেননা। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এ কথা আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে নকল করেছেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূরাসমূহের প্রথমে যে অক্ষরগুলি আছে যেমন الر، طسم، حم، ص، ق ইত্যাদি এ সবগুলিই حُرُوْف هِجَا, কোন কোন আরাবী ভাষাবিদ বলেন যে, এই অক্ষরগুলি যা পৃথক পৃথকভাবে ২৮টি আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করে বাকীগুলিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন কেহ বলে থাকে ঃ 'আমার পুত্র ا، ب، ت، ث লিখে, তখন ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে, তার পুত্র এ ধরনের ২৮টি অক্ষর লিখে। কিন্তু প্রথম কয়েকটির নাম উল্লেখ করে বাকীগুলি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১/২০৮)

একক অক্ষর দিয়ে বিভিন্ন সূরার শুরু

পুনরুক্ত অক্ষরগুলিকে বাদ দিয়ে সূরাসমূহের প্রথমে এ প্রকারের চৌদ্দটি অক্ষর এসেছে। অক্ষরগুলি হচ্ছে ঃ

ا، ل، م، ص، ر، ك، ه، ى، ع، ط، س، ح، ق، ن

এসব একত্রিত করলে نَصٌّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لَهُ سَرٌّ গঠিত হয়। সংখ্যা হিসাবে এ অক্ষরগুলি হয় চৌদ্দটি এবং মোট অক্ষর হল আটাশটি। সুতরাং এগুলি পূরা অর্ধেক হচ্ছে এবং এগুলি পরিত্যক্ত অক্ষরগুলি হতে বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

এটা সুনিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ তা'আলার কথা কখনও বাজে ও অর্থহীন হতে পারেনা। তাঁর কথা এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কিন্তু কতকগুলো নির্বোধ বলে থাকে যে, এসব অক্ষরের কোন তাৎপর্য বা অর্থই নেই। তারা সম্পূর্ণ ভুলের উপর রয়েছে। ওগুলির কোন না কোন অর্থ অবশ্যই রয়েছে। যদি নিস্পাপ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তার কোন অর্থ সাব্যস্ত হয় তাহলে আমরা সেই অর্থ করব ও বুঝবো। আর যদি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন

অর্থ না করে থাকেন তাহলে আমরাও কোন অর্থ করবনা, বরং বিশ্বাস করব যে, তা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে।

ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে সমাগত। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দান করেননি এবং আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে অত্যধিক মতভেদ রয়েছে। যদি কারও কোন কথার দলীল জানা থাকে তাহলে ভাল কথা, সে তা মেনে নিবে। নতুবা মঙ্গল এই যে, এগুলি আল্লাহ তা'আলার কথা তা বিশ্বাস করবে এবং এও বিশ্বাস করবে যে, এগুলির অর্থ অবশ্যই আছে, যা একমাত্র আল্লাহই জানেন, আমাদের নিকট তা প্রকাশ পায়নি।

একক অক্ষরগুলি মুজিযা প্রকাশ করছে

এবার আর একটি হিকমাত বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, এগুলি উল্লেখ করায় কুরআন মাজীদের একটি মুজিযা বা অলৌকিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যা আনয়ন করতে সমস্ত সৃষ্টজীব অপারগ হয়েছে। অক্ষরগুলি দৈনন্দিন ব্যবহৃত অক্ষর দ্বারা বিন্যস্ত হলেও তা সৃষ্টজীবের কথা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। মুবার্রাদ (রহঃ) এবং মুহাক্কিক আলেমগণের একটি দল ফার্রা (রহঃ) ও কাতরাব (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

যামাখ্শারী (রহঃ) তাফসীরী কাশ্শাফের মধ্যে এ কথার সমর্থনে অনেক কিছু বলেছেন। শায়খ ইমাম আল্লামা আবূ আব্বাস ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) এবং হাফিয মুজতাহিদ আবুল আজ্জাজ মিজ্জীও (রহঃ) ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার বরাতে হিকমাতটি বর্ণনা করেছেন। যামাখ্শারী (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত অক্ষর একত্রিতভাবে না আসার এটাই কারণ। তবে হ্যাঁ, ঐ অক্ষরগুলিকে বার বার আনার কারণ হচ্ছে মুশরিকদের বার বার অপারগ ও লা-জবাব করে দেয়া, তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। যেমনভাবে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অধিকাংশ কাহিনী ও ঘটনা কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার স্পষ্ট ভাষায় কুরআনের অনুরূপ কিতাব আনার ব্যাপারে তাদের অপারগতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কোন স্থানে শুধুমাত্র একটি অক্ষর এসেছে। যেমন ق‘ ن‘ ص কোন কোন স্থানে এসেছে দু’টি অক্ষর, যেমন حم, কোন জায়গায় তিনটি অক্ষর এসেছে, যেমন الم, কোন কোন স্থানে চারটি অক্ষর এসেছে, যেমন المر ও المص এবং কোন কোন জায়গায় এসেছে পাঁচটি অক্ষর যেমন كهيعص এবং حم عسق কেননা আরাবদের শব্দগুলি সমস্তই এরকমই এক অক্ষর বিশিষ্ট, দুই অক্ষর বিশিষ্ট, তিন অক্ষর বিশিষ্ট, চার অক্ষর বিশিষ্ট এবং পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট। তাদের পাঁচ অক্ষরের বেশি শব্দ নেই।

যখন এ কথাই সাব্যস্ত হল যে, এ অক্ষরগুলি কুরআন মাজীদের মধ্যে মুজিযা বা অলৌকিক স্বরূপ আনা হয়েছে তখন যে সূরাগুলির প্রথমে এ অক্ষরগুলি এসেছে সেখানে কুরআনেরও আলোচনা হওয়া এবং এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা হওয়া উচিত। হয়েছেও তাই। উনিত্রিশটি সূরায় এগুলি এসেছে। যেমন ঃ

الم (২ ঃ ১), المر (১৩ ঃ ১), المص (৭ ঃ ১), كهسعص (১৯ ঃ ১), ‘حم عسق (৪২ ঃ ১-২),

এখানেও এ অক্ষরগুলির পরে বর্ণনা আছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

الٓمٓ. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَىُّ ٱلۡقَيُّومُ. نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ

আলিফ, লাম, মীম। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১-৩) এখানেও এ অক্ষরগুলির পরে কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

الٓمٓصٓ. كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيۡكَ فَلَا يَكُن فِى صَدۡرِكَ حَرَجٌ

আলিফ লাম-মিম-সাদ। ‘এ একটি কিতাব যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তোমার অন্তরে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১-২) অন্যত্র আছে ঃ

الٓر ۚ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

আলিফ লাম রা। এই কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১-২) আবার ইরশাদ হচ্ছে ঃ

الٓمٓ. تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

আলিফ লাম মীম। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১-২) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

حمٓ. تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

হা মীম। ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১-২) আরও এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

حمٓ. عٓسٓقٓ. كَذَٰلِكَ يُوحِىٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

হা, মীম। আইন, সীন, কাফ। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই তোমার পূর্ববর্তীদের মতই তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১-৩) এরকমই অন্যান্য সূরার সূচনাংশের প্রতি চিন্তা করলে জানা যাবে যে, এসব অক্ষরের পরে পবিত্র কালামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে, যদ্বারা এ কথা ভালভাবে জানা যায় যে, এ অক্ষরগুলি মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপারগতা প্রমাণ করার জন্যই আনা হয়েছে।

২। ইহা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্মভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ পথ নির্দেশ।	٢. ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

কুরআনে সন্দেহের কোন কিছু নেই

كِتَٰبٌ এর অর্থ কুরআনুল কারীম। رَيْبَ এর অর্থ হচ্ছে সংশয় ও সন্দেহ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে

এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ১/২২৮) আবূ দারদা (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক নাফি' (রহঃ), যিনি ইব্ন উমারের কৃতদাস, 'আতা (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। আদী ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, মুফাস্সিরগণের মধ্যে এতে কোন মতভেদ নেই। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩১) **رَيْبَ** শব্দটি আরাবদের কবিতায় অপবাদের অর্থেও এসেছে।

لاَ رَيْبَ فِيْهِ এর অর্থ হল এই যে, এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন সূরা সাজদাহয় বলা হয়েছে ঃ

الٓمٓ. تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

আলিফ লাম মীম। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১-২) কেহ কেহ বলেছেন যে, এটা **خَبَر** হলেও **نَهِيْ** এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ **لاَ تَرْتَابُوْا فِيْهِ** 'তোমরা এতে আদৌ সন্দেহ করনা।' কোন কোন কারী **لاَ رَيْبَ** এর উপরে **وَقْف** করে থাকেন এবং **فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ** কে পৃথক বাক্য রূপে পাঠ করেন। কিন্তু **لاَ رَيْبَ فِيْهِ** এর উপর **وَقْف** করা বা না থামা খুবই উত্তম। কেননা একই বিষয় এভাবেই সূরা সাজদাহর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে এবং এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে **فِيْهِ هُدًى** এর চেয়ে বেশি **مُبَالَغَة** হয়।

হিদায়াত তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া

এ স্থানে হিদায়াতকে মুত্তাকীনের সঙ্গে বিশিষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৮২) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং এগুলির ভাবার্থ এই যে, যদিও কুরআন কারীম সকলের জন্যই হিদায়াত স্বরূপ, তথাপি শুধু সৎ লোকেরাই এর দ্বারা উপকার পেয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(হে মানব জাতি!) তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ হতে এমন বিষয় সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নাসীহাত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য ওটা পথ প্রদর্শক ও রাহমাত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হিদায়াতের অর্থ হচ্ছে আলো।

কারা মুত্তাকী

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মুত্তাকীন তারাই যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে শির্ক হতে দূরে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী মেনে চলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মুত্তাকীন তারাই যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে হিদায়াতকে পরিত্যাগ করেননা এবং তাঁর রাহমাতের আশা রেখে তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করে থাকেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুত্তাকীন তারাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের পরে বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

যারা অদৃশ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করে এবং যথা নিয়মে সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে সব রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩-৪)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এসব গুণ মুত্তাকীনদের মধ্যে একত্রে জমা হয়। জামে' তিরমিযী ও সুনান ইব্ন মাজাহয় আতীয়াহ সা'দী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'বান্দা প্রকৃত মুত্তাকী হতে পারেনা যে পর্যন্ত না সে ঐ সমুদয় জিনিস ছেড়ে দেয় যাতে কোন দোষ নেই এই ভয়ে যে, দোষের মধ্যে যেন না পড়ে। (তিরমিযী ৭/১৪৭, ইবন মাজাহ ২/১৪০৯)

দুই ধরনের হিদায়াত রয়েছে

কখনও কখনও হিদায়াতের অর্থ হয় অন্তরের মধ্যে ঈমানের স্থিতিশীলতা। বান্দার অন্তরে এই হিদায়াতের উপর মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেহ ক্ষমতা রাখেনা। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

إِنَّكَ لَا تَهۡدِى مَنۡ أَحۡبَبۡتَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য স্থানে তিনি বলেন ঃ

مَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ

যাদেরকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

مَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِ ۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرۡشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭)

কখনও কখনও হিদায়াতের অর্থ হয়ে থাকে সত্য, সত্যকে প্রকাশ করা এবং সত্য পথ প্রদর্শন করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তুমি তো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

তুমি তো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৭) পবিত্র কুরআনের অন্য স্থানে আছে ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৭) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১০)

তাকওয়া কী

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) উবাই ইব্ন কা'বকে (রাঃ) প্রশ্ন করেন ঃ তাক্ওয়া কি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ

'কাঁটাযুক্ত দুর্গম পথে চলার আপনার কোন দিন সুযোগ ঘটেছে কি?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ'। তখন উবাই (রাঃ) বলেন ঃ 'সেখানে আপনি কি করেন?'

উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'কাপড় ও শরীরকে কাঁটা হতে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করি।' তখন উবাই (রাঃ) বলেন ঃ تَقْوَى ও ঐ রকমই নিজেকে রক্ষা করার নাম।

৩। যারা অদৃশ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে	٣. ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ

ঈমান কী

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, সত্য বলে স্বীকার করাকে ঈমান বলে। ইব্‌ন আব্বাসও (রাঃ) এটাই বলেন। যুহরী (রহঃ) বলেন যে, 'আমলকে ঈমান বলা হয়। রাবী' ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে 'অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা'। (তাবারী ১/২৩৫) ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এসব মতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এগুলির একই অর্থ। ভাবার্থ এই যে, তারা মুখের দ্বারা, অন্তর দ্বারা ও আমল দ্বারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভয় রাখে। 'ঈমান' শব্দটি আল্লাহর উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের (আঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা-এ কয়টির সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকে। আমি বলি যে, আভিধানিক অর্থে শুধু সত্য বলে স্বীকার করাকেই ঈমান বলে। কুরআন মাজীদেও এ অর্থের ব্যবহার এসেছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর মু'মিনদের বিশ্বাস করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৬১) ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাদের পিতাকে বলেছিল ঃ

وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَـٰدِقِينَ

কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেননা, যদিও আমরা সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১৭)

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

কিন্তু তাদের নয়, যারা মু'মিন ও সৎ কর্মপরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৬)

যা হোক, ঈমানের যথেচ্ছ ব্যবহার হতে পারে বিশ্বাস, আমল এবং প্রচারের মাধ্যমে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৫) এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, ঈমানের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এ বিষয়ে সহীহ বুখারীর প্রথম অংশে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ), ইমাম আবূ উবাইদাহ (রহঃ) প্রভৃতি ইমামগণ একমত হয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মুখে উচ্চারণ করা ও কার্যসাধন করার নাম হচ্ছে ঈমান এবং ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। বহু হাদীসে এর প্রমাণ আছে যা আমরা বুখারীর শরাহয় বর্ণনা করেছি।

কেহ কেহ ঈমানের অর্থ করেছেন ‘আল্লাহর ভয়।’ যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ১২) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

مَّنۡ خَشِيَ ٱلرَّحۡمَـٰنَ بِٱلۡغَيۡبِ وَجَآءَ بِقَلۡبٍ مُّنِيبٍ

যারা না দেখেই দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৩) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে ঈমান ও ইল্মের সারাংশ। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৮)

‘গাইব’ বলতে কি বুঝায়

غَيْبٌ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মুফাস্সিরগণের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ঐ সবগুলিই সঠিক এবং সব অর্থই নেয়া যেতে পারে। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উপর, মালাইকার উপর, কিতাবসমূহের উপর, কিয়ামাতের উপর, জান্নাতের উপর, জাহান্নামের উপর, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কাতাদাহ ইব্ন দিয়ামাহরও (রহঃ) ইহাই অভিমত। (তাবারী ১/২৩৬)

একদা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদের (রাঃ) মাজলিসে সাহাবীগণের (রাঃ) গুণাবলীর আলোচনা চলছিল। তিনি বলেন ঃ যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন তাদের তো কর্তব্যই হল তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা; কিন্তু আল্লাহর শপথ! ঈমানী মর্যাদার দিক দিয়ে তারাই উত্তম যারা না দেখেই তাঁকে বিশ্বাস করে থাকেন। অতঃপর তিনি الم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ পর্যন্ত পাঠ করলেন’। (মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৪, হাকিম ২/২৬০) ইমাম হাকিম (রহঃ) এই বর্ণনাটিকে সঠিক বলে থাকেন। মুসনাদ আহমাদেও এ বিষয়ের একটি হাদীস আছে। ইব্ন মুহাইরীজ (রহঃ) আবূ জুমু‘আ (রাঃ) নামক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘এমন

একটি হাদীস আমাকে শুনিয়ে দিন যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ ‘আচ্ছা, আমি আপনাকে খুবই ভাল একটা হাদীস শুনাচ্ছি। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নাশ্‌তা করছিলাম। আমাদের সঙ্গে আবূ উবাইদাহ ইব্‌ন জাররাহ্‌ও (রাঃ) ছিলেন। তিনি বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের চেয়েও উত্তম আর কেহ আছে কি? আমরা আপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সঙ্গে ধর্ম যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।’ তিনি বললেন ঃ

‘হ্যাঁ,আছে। ঐ সমুদয় লোক তোমাদের চেয়ে উত্তম যারা তোমাদের পরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা আমাকে দেখতেও পাবেনা।’ (আহমাদ ৪/১০৬)

তাফসীর ইব্‌ন মিরদুওয়াই-এ রয়েছে সা’লিহ ইব্‌ন জুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ আবূ জুমু‘আ আনসারী (রাঃ) বাইতুল মুকাদ্দাসে আমাদের নিকট আগমন করেন। রিযা ইব্‌ন হাইঅহ্‌ও (রাঃ) আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি ফিরে যেতে থাকলে আমরা তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলি। তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় বলেন ঃ ‘আপনাদের এই অনুগ্রহের প্রতিদান ও হক আমার আদায় করা উচিত। শুনে রাখুন! আমি আপনাদেরকে এমন একটা হাদীস শুনাবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি।’ আমরা বলি ঃ ‘আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন! আমাদেরকে তা অবশ্যই বলুন’। তিনি বললেন ঃ ‘শুনুন! আমরা দশজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মুআয’ ইব্‌ন জাবালও (রাঃ) ছিলেন। আমরা বললাম ঃ

‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের চেয়েও কি বড় সাওয়াবের অধিকারী আর কেহ হবে? আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার অনুসরণ করেছি। তিনি বললেন ঃ

‘তোমরা কেন করবেনা? আল্লাহর রাসূল তো স্বয়ং তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। আকাশ হতে আল্লাহর ওয়াহী তোমাদের সামনেই বার বার অবতীর্ণ হচ্ছে। ঈমান তো ঐ সব লোকের যারা তোমাদের পরে আসবে, তারা দুই জিলদের মধ্যে কিতাব পাবে এবং তার উপরেই ঈমান এনে আমল করবে। তারাই তোমাদের দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী।’ (ইব্‌ন আসাকীর ৬/৩৬৮)

এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা	وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا

প্রদান করেছি তা হতে দান করে থাকে।	رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ

‘ইকামাতে সালাত’ এর অর্থ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘তারা ফার্‌য সালাত আদায় করে, রুকূ সাজদাহ, তিলাওয়াত, নম্রতা এবং মনযোগ প্রতিষ্ঠিত করে।’ (তাবারী ১/২৪১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সালাত প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হচ্ছে সালাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ভালভাবে উযূ করা এবং রুকূ’ ও সাজদাহ যথাযথভাবে আদায় করা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৭) মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, সময়ের হিফাযাত করা, পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা, ‘রুকূ ও সাজদাহ ধীর-স্থিরভাবে আদায় করা, ভালভাবে কুরআন পাঠ করা, আত্তাহিয়্যাতু এবং দুরূদ পাঠ করার নাম হচ্ছে ইকামাতে সালাত। (ইবন আবী হাতিম ১/৩৭)

‘ব্যয় করতে হবে’ কোথায়

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ এর অর্থ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। (তাবারী ১/২৪৩) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মানুষের তার সন্তান সন্ততিকে পানাহার করানো। এটা যাকাতের হুকুমের পূর্বেকার আয়াত। যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন যে, সূরা বারা‘আতে যাকাতের যে সাতটি আয়াত আছে তা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই নির্দেশ ছিল যে, বান্দা যেন নিজ সাধ্য অনুসারে কমবেশী কিছু দান করতে থাকে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ‘এই মাল তোমাদের নিকট আল্লাহর আমানাত, অতি সত্বরই এটা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় কর।’

কুরআনুল হাকীমের অধিকাংশ জায়গায় সালাত ও মাল খরচ করার বর্ণনা মিলিতভাবে এসেছে। এ জন্য সালাত হচ্ছে আল্লাহর হক এবং তাঁর ইবাদাত, যা তাঁর একাত্মবাদ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর উপর ভরসা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করার নাম। আর খরচ করা হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা, যার দ্বারা তাদের উপকার হয়। এর সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং দাসদাসী। অতঃপর দূরের লোক এবং অপরিচিত ব্যক্তিরা তার হকদার। সুতরাং অবশ্য করণীয় সমস্ত ব্যয় ও ফার্‌য যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। (১) আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিতত্বের সাক্ষ্য প্রদান। (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) রামাযানে সিয়াম পালন করা এবং (৫) বাইতুল্লাহর হাজ্জ সম্পাদন করা। (ফাতহুল বারী ১/৬৪, মুসলিম ১/৪৫) এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে।

'সালাত' কী

আরাবী ভাষায় সালাতের অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা। আরাব কবিদের কবিতা এর সাক্ষ্য দেয়। সালাতের প্রয়োগ হয়েছে সালাতের উপর যা রুকূ সাজদাহ এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজের নাম এবং যা নির্দিষ্ট সময়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত, সিফাত ও পদ্ধতির মাধ্যমে পালিত হয়।

৪। এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে	٤. وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'তুমি তোমার রাব্ব আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছ এবং তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণ যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছিল তারা ঐ সমুদয়ের সত্যতা স্বীকার করে। এ নয় যে, কোনটা মানে ও কোনটা মানেনা, বরং রবের সমস্ত কথাই বিশ্বাস করে এবং পরকালের উপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' (তাবারী ১/২৪৪) অর্থাৎ পুনরুত্থান, কিয়ামাত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মীযান ইত্যাদি সমস্তই পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৯) কিয়ামাত দুনিয়া ধ্বংসের পরে হবে বলে তাকে আখিরাত বলা হয়েছে।

ঈমানদারদের বর্ণনা

এখানে ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে যাদের পূর্ণ বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে ঃ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩) ঈমানদার আরাবেরই হোক অথবা আহলে কিতাব হোক কিংবা অন্য যে কোন ধরণের লোক হোক। মুজাহিদ

(রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) এটাই মত।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ 'সূরা বাকারাহর প্রথম চারটি আয়াতে মু'মিনদের আলোচনা রয়েছে, এবং তার পরবর্তী তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।' (তাবারী ১/২৩৯) সুতরাং এ চারটি আয়াত প্রত্যেক মু'মিনের জন্য সাধারণ বা সমভাবে প্রযোজ্য। সে আরাবী হোক, আযমী হোক, কিতাবী হোক, মানবের মধ্যে হোক বা দানবের মধ্যেই হোক না কেন। কারণ এর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ অন্যের ক্ষেত্রেই একেবারে যরুরী শর্ত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা হতেই পারেনা। অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত দেয়া শুদ্ধ নয়, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর ঈমান আনবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। যেমন প্রথম তিনটি পরবর্তী তিনটি ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। তদ্রূপ পরবর্তী তিনটিও পূর্ববর্তী তিনটি ছাড়া পরিশুদ্ধ হয়না। এ জন্য ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ

হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُجَـٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمْ وَٰحِدٌ

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী এবং বল ঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের

মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ তো একই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৬) পবিত্র কুরআনের আর এক স্থানে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم

হে গ্রন্থপ্রাপ্তরা! তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৭) অন্য জায়গায় আছে ঃ

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

বল ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৮) অন্য জায়গায় সমস্ত ঈমানদারকে সংবাদ প্রদান করে কুরআন মাজীদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ

রাসূল তার রাব্ব হতে তৎপ্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৫) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫২)

এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে যাতে প্রত্যেক মুসলিমের আল্লাহর উপর, তাঁর সমস্ত রাসূলের উপর এবং সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনার কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা হয়েছে। আহলে কিতাবের ঈমানদারগণের যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অবশ্য ভিন্ন কথা। কেননা তাদের কিতাবের উপর

তাদের ঈমান হয় পূর্ণ পরিণত। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তখন কুরআনুল হাকীমের উপরও তাদের ঈমান পূর্ণ পরিণত হয়ে থাকে। এ জন্যই তারা দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হয়। এই উম্মাতের লোকেরও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনে বটে, কিন্তু তাদের ঈমান হয় সংক্ষিপ্ত আকারে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আহলে কিতাব তোমার নিকট কোন সংবাদ প্রচার করলে তোমরা তাকে সত্যও বলনা আর মিথ্যাও বলনা, বরং বলে দাও - যা কিছু আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস করি এবং যা কিছু তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপরও আমরা বিশ্বাস রাখি।’ (আবূ দাঊদ ৪/৫৯) কখনও কখনও এমনও হয়ে থাকে যে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনে, তুলনামূলকভাবে আহলে কিতাব অপেক্ষা তাদের ঈমানই বেশি পূর্ণ ও দৃঢ় হয়। এই হিসাবে তারা হয়তো আহলে কিতাব অপেক্ষা বেশি সাওয়াব লাভ করবে; যদিও তারা তাদের নাবীর (আঃ) উপর এবং শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার কারণে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী। কিন্তু এরা ঈমানের পরিপক্কতার কারণে সাওয়াবে তাদের সমান। আল্লাহ তা’আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

৫। এরাই তাদের রবের পক্ষ হতে প্রাপ্ত হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এরাই পূর্ণ সফলকাম।	٥. أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

হিদায়াত ও সফলতা শুধু ঈমানদারদের জন্য

ঐ সব লোক, যাদের গুণাবলী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যেমন অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, আল্লাহর দেয়া বস্তু হতে দান করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনা, তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা, পরকালের প্রতি বিশ্বাস রেখে সেখানে উপকার দেয় এরূপ কাজ করা এবং মন্দ ও হারাম কাজ থেকে

বেঁচে থাকা। এসব লোকই হিদায়াত প্রাপ্ত, এদেরকেই আল্লাহর নূর ও তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর এ সমুদয় লোকের জন্যই ইহকালে ও পরকালে সফলতা রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 'হিদায়াতের' তাফসীর করেছেন নূর ও দৃঢ়তা দ্বারা এবং 'ফালাহ' এর তাফসীর করেছেন প্রয়োজন মিটে যাওয়া ও পাপ এবং দুষ্কার্য থেকে বেঁচে যাওয়া ইত্যাদি দ্বারা।

৬। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করছে তাদের জন্য উভয়ই সমান; তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেনা।	٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

যারা সত্যকে গোপন করতে অভ্যস্ত এবং তাদের ভাগ্যে এই রয়েছে যে, তারা কখনও সেই ওয়াহীকে বিশ্বাস করবেনা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা কখনো ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা দুষ্টমতি আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَئِنۡ أَتَيۡتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبۡلَتَكَ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর তবুও তারা তোমার কিবলাহকে গ্রহণ করবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৫)

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ যাদের জন্য দুর্ভোগ লিখে রেখেছেন তারা তাদেরকে শান্তির পথ দেখানোর জন্য কোন পথ প্রদর্শক পাবেনা এবং আল্লাহ যাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেন তারা কখনো সৎপথ প্রদর্শক খুঁজে পাবেনা। তিনি বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদের জন্য দুঃখ করনা, তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে থাক। তাদের মধ্যে যারা তোমার দা'ওয়াত কবূল করবে,

নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর যারা অস্বীকার করে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাদের জন্য তুমি বিমর্ষ হয়োনা কিংবা তাদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করনা। কারণ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ

তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২)

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ছিল যে, সবাই যেন ঈমানদার হয়ে যায় এবং হিদায়াত কবূল করে নেয়। কিন্তু মহান রাব্ব বলে দিলেন যে, এ সৌভাগ্য প্রত্যেকের জন্য নয়। এ দান ভাগ করে দেয়া হয়েছে। যার ভাগ্যে এর অংশ পড়েছে আপনা আপনি তোমার কথা মেনে নিবে, আর যে হতভাগা সে কখনও মানবেনা। (তাবারী ১/২৫২)

৭। আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।	٧. خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'খাতামা' শব্দের অর্থ

মুফাস্সির সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, خَتَمَ এর অর্থ মোহর করে দেয়া। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'শাইতান তাদের উপর বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং তারা তারই আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তরে ও কানে আল্লাহর মোহর লেগে গেছে এবং চোখের উপর পর্দা পড়ে গেছে। সুতরাং তারা হিদায়াতকে দেখতেও পাচ্ছেনা, শুনতেও পাচ্ছেনা এবং তা

বুঝতেও পারছেনা!' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'পাপ মানুষের অন্তরে চেপে বসে এবং তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নেয়। এটাই হচ্ছে মোহর। অন্তর ও কানের জন্য প্রচলিত অর্থে মোহর। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪৪) মুজাহিদ (রহঃ) তাঁর হাতটি দেখিয়ে বলেন ঃ 'অন্তর হচ্ছে হাতের তালুর মত। বান্দার পাপের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। বান্দা একটা পাপ করলে তখন তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি বন্ধ হয়ে যায়। যখন দু'টি পাপ করল তখন তার দ্বিতীয় আঙ্গুলও বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। এখন মুষ্টি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল এবং ওর ভিতর কোন কিছু প্রবেশ করতে পারবেনা। এভাবেই নিরন্তর পাপের ফলে অন্তরের উপর কালো পর্দা পড়ে যায় এবং মোহর লেগে যায়। তখন আর সত্য তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়না। (তাবারী ১/২৫৮)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ 'উম্মাতের ইজমা আছে যে, মহান আল্লাহ মোহর করাকেও নিজের একটি বিশেষ গুণ রূপে বর্ণনা করেছেন যে, মোহর কাফিরদের কুফরীর প্রতিদান স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

বরং তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ ওদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৫) (কুরতুবী ১/১৮৭) হাদীসেও আছে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে পরিবর্তন করে থাকেন। প্রার্থনায় আছে ঃ

يَا مُقَـــلِّبَ الْقُـــلُوْبِ ثَـــبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْـــنِكَ.

'হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমাদের অন্তরকে দীনের উপর অটল রাখুন।' হুজাইফা (রাঃ) হতে ফিতনার অধ্যায়ে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অন্তরের মধ্যে ফিতনা এমনভাবে উপস্থিত হয় যেমন ছেঁড়া মাদুরের একটা খড়কুটা। যে অন্তর তা গ্রহণ করে নেয় তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায় এবং যে অন্তরের মধ্যে এই ফিতনা ক্রিয়াশীল হয়না তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে যায়, আর সেই শুভ্রতা বাড়তে বাড়তে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়ে সমস্ত অন্তরকে আলোকে উদ্ভাসিত করে দেয়। অতঃপর ফিতনা এই অন্তরের কোন ক্ষতি করতে পারেনা। পক্ষান্তরে, অন্য অন্তরে কৃষ্ণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায় এবং শেষে সমস্ত অন্তরকে কালিমাময় করে দেয়। তখন তা উল্টানো কলসের মত হয়ে যায়, ভাল কথাও তার ভাল লাগেনা এবং মন্দ কথাও খারাপ লাগেনা।' (মুসলিম ১/১২৮) ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) ফাইসালা এই যে, সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ

'মু'মিন যখন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ হয়ে যায়। যদি সে পাপকাজ হতে ফিরে আসে ও বিরত হয় তাহলে ঐ দাগটি আপনি সরে যায় এবং তার অন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর যদি সে পাপ করতেই থাকে তাহলে সেই পাপও ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত অন্তরকে ছেয়ে ফেলে।' এটাই সেই মরিচা যার বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ১৪) (সুনান নাসাঈ ৬/৫০৯, তিরমিযী ৯/২৫৪, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে জানা গেল যে, পাপের প্রাচুর্য অন্তরের উপর পর্দা ফেলে দেয় এবং এর পরে আল্লাহর মোহর হয়ে যায়। একেই বলে খাত্‌ম এবং তবা'। এরূপ অন্তরের মধ্যে ঈমান প্রবেশ করার ও কুফর বের হওয়ার আর কোন পথ থাকেনা। এই মোহরের বর্ণনাই এই আলোচ্য আয়াতে করা হয়েছে।

'গিসাওয়াতু' কী

এটা আমাদের চোখের দেখা যে, যখন কোন জিনিসের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়, তখন যে পর্যন্ত মোহর ভেঙ্গে না যায় সে পর্যন্ত তার ভিতর কিছু যেতেও পারেনা এবং তা থেকে কিছু বেরও হতে পারেনা। এ রকমই কাফিরদের অন্তরে ও কানে আল্লাহর মোহর লেগে গেছে, সেই মোহর সরে না যাওয়া পর্যন্ত তার ভিতরে হিদায়াত প্রবেশ করতে পারবেনা এবং তা থেকে কুফরও বেরিয়ে আসতে পারবেনা। কারণ তাদের অন্তর সীল করে দেয়া হয়েছে; শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। এর তাফসীরে সুদ্দী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হল তারা না বুঝতে পারে, আর না শুনতে পায়। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, তাদের দৃষ্টির উপর একটি আবরণ এটে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা দেখতে পায়না। (তাবারী ১/২৬৬) পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَـٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? যদি তা'ই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৪) অন্য স্থানে আছে ঃ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَـٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তুমি কি লক্ষ্য করছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৩)

'মুনাফিক' কারা

সূরার প্রথম চারটি আয়াতে মু'মিনদের বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এই দু'টি আয়াতে কাফিরদের বর্ণনা দেয়া হল। এখন কপটচারী মুনাফিকদের বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে যারা বাহ্যতঃ ঈমানদাররূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ও গোপনে গোপনে তারা কাফির। সাধারণতঃ তাদের চতুরতা গোপন থেকে যায় বলে তাদের আলোচনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে হয়েছে এবং তাদের অনেক নিদর্শনও বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরই সম্বন্ধে সূরা বারাআত অবতীর্ণ হয়েছে এবং সূরা নূর ইত্যাদিতে তাদের সম্বন্ধেই আলোচনা রয়েছে যাতে তাদের থেকে পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মুসলিমরা তাদের জঘন্য ও নিন্দনীয় স্বভাব থেকে দূরে সরে থাকতে পারে। তাই মহান আল্লাহ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

৮। আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর এবং শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।	٨. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

٩. يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ	**৯। তারা আল্লাহ ও মু'মিনদের সঙ্গে ধোঁকাবাজী করে। প্রকৃত পক্ষে তারা নিজেদের ব্যতীত আর কারও সাথে ধোঁকাবাজী করেনা, অথচ তারা এ সম্বন্ধে অনুভব করতে পারেনা।**

'নিফাক' কী

'নিফাক' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ভাল গুণগুলির প্রকাশ ও মন্দ গোপন করা। 'নিফাক' দু' প্রকার ঃ (১) বিশ্বাস জনিত ও (২) কাজ জনিত। প্রথম প্রকারের মুনাফিক তো চির জাহান্নামী এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিক জঘন্যতম পাপী। ইনশাআল্লাহ সঠিক স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হবে।

ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে, মুনাফিকের কথা তার কাজের উল্টা, তার গোপনীয়তা তার প্রকাশ্যের বিপরীত। তার আগমন তার প্রস্থানের উল্টা এবং উপস্থিতি অনুপস্থিতির বিপরীত হয়ে থাকে। (তাবারী ১/২৭০)

মুনাফিকীর গোড়াপত্তন

নিফাক ও কপটতা মাক্কায় তো ছিলইনা, বরং সেখানে ছিল তার বিপরীত। কিছু লোক এমন ছিলেন যাঁরা বাহ্যতঃ ও আপাতঃ দৃষ্টিতে কাফিরদের সঙ্গে থাকতেন, কিন্তু অন্তরে ছিলেন মুসলিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় হিজরাত করেন তখন ওখানকার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আনসার উপাধি লাভ করে তাঁর সঙ্গী হলেন ও অন্ধকার যুগের মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে মুসলিম হলেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা তখনও যেই তিমিরের সেই তিমিরেই থেকে মহান আল্লাহর এ দান হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকল। তাদের মধ্যে শুধু আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম এই সত্য ধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত মুনাফিকদের জঘন্যতম দল সৃষ্টি হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব ইয়াহুদী ও আরাবের অন্যান্য কতকগুলি গোত্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই দল সৃষ্টির সূচনা এভাবে হয় যে, মাদীনায় ইয়াহুদীদের ছিল তিনটি গোত্র ঃ (১) বানূ কাইনুকা, (২) বানূ নাযীর এবং (৩) বানু কুরাইযাহ। বানু কাইনুকা ছিল খাযরাজের মিত্র এবং বাকী দু'টি গোত্র ছিল

আউসের মিত্র। অল্প কিছু ইয়াহুদী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মাদীনায় কোন মুনাফিকের উপস্থিতি ছিলনা। কারণ তখন মুসলিমগণ এতখানি শক্তিশালী ছিলনা যে, কাফিরদের মনে কোন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হতে পারে। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলাম ও এর অনুসারীদের বিজয় দান করেন তখন মাদীনার এক নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল খাযরাজ গোত্রের লোক হলেও আউস ও খাযরাজ উভয় দলের লোকই তাকে খুব সম্মান করত। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বাদশাহ বলে ঘোষণা দেয়ার পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে এই গোত্রের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল। ফলে তার বাদশাহ হওয়ার আশার গুড়ে বালি পড়ল। এই দুঃখ, পরিতাপতো তার অন্তরে ছিলই, এদিকে ইসলামের অপ্রত্যাশিত ক্রমোন্নতি, আর ওদিকে যুদ্ধের উপর্যুপরি বিজয় দুন্দুভি তাকে একেবারে পাগল প্রায় করে তুললো। এখন সে চিন্তা করল যে, এমনিতে কাজ হবেনা। অতএব সে ঝট করে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে নিল এবং অন্তরে কাফির থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। দলের যে কিছু লোক তার অধীনে ছিল তাদেরকেও সে এই গোপন পন্থা বাতলে দিল এবং এভাবেই মাদীনা ও তার আশে পাশে কপটাচারীদের একটি দল রাতারাতি কায়েম হয়ে গেল। আল্লাহর ফযলে এই কপটদের মধ্যে মাক্কার মুহাজিরদের একজনও ছিলেননা। আর থাকবেনই বা কেন? এই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তো নিজেদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ সবকিছু আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এসেছিলেন! আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

২ ঃ ৮ নং আয়াতের তাফসীর

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এই কপটচারীরা আউস ও খাযরাজ গোত্রভুক্ত ছিল এবং কতক ইয়াহুদীও তাদের দলে ছিল। এই আয়াতে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের কপটতার বর্ণনা রয়েছে। (তাবারী ১/২৬৯) আবুল আলীয়া (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এটাই বর্ণনা করেছেন। বিশ্বপ্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে কপটাচারীদের অনেকগুলো বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন, যেন মুসলিমেরা তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রতারিত না হয় এবং তাদেরকে মুসলিম মনে করে অসতর্ক না থাকে, নচেৎ একটা বিরাট হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এটা

স্মরণ রাখা উচিত যে, অসৎকে সৎ মনে করার পরিণাম খুবই খারাপ ও ভয়াবহ। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা মুখে তো অবশ্যই স্বীকার করছে, কিন্তু অন্তরে ঈমান নেই। এভাবেই সূরা মুনাফিকূনেও বলা হয়েছে ঃ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ

মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের কথা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলনা বলেই তাদের জোরদার সাক্ষ্য দান সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَكَـٰذِبُونَ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১)

তিনি আরও বললেন **وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ** তারা ঈমানদার নয়। তারা ঈমানকে প্রকাশ করে ও কুফরীকে গোপন রেখে নিজেদের বোকামী দ্বারা আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে এবং মনে করছে যে, এটা তাদেরকে আল্লাহর কাছে উপকার ও সুযোগ সুবিধা দিবে এবং কতকগুলি মু'মিন তাদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ হবে। কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে আছে ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৮) এখানেও তাদের ভুল বিশ্বাসের পক্ষে তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কাজের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে অবহিতই নয়। এ ধোকা তো তারা নিজেদেরকেই দিচ্ছে। যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪২) অর্থাৎ ফলাফল দান করেন।

ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা মুখে প্রকাশ করে তারা জীবনের নিরাপত্তা কামনা করে। এই কালেমাটি তাদের অন্তরে স্থান পায়না। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের অবস্থা এই-ই ঃ তাদের মুখ পৃথক, অন্তর পৃথক, কাজ পৃথক, বিশ্বাস পৃথক, সকাল পৃথক, সন্ধ্যা পৃথক, তারা নৌকার মত যা বাতাসে কখনও এদিকে ঘুরে কখনও ওদিকে ঘুরে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪৭)

১০। তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, পরন্ত আল্লাহ তাদের পীড়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলত।	١٠. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ

'পীড়া' শব্দের অর্থ

পীড়ার অর্থ এখানে সংশয় ও সন্দেহ। (তাবারী ১/২৮০) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহরও (রহঃ) এটাই মত। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪৮) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং তাউস (রহঃ) এর তাফসীর করেছেন 'রিয়া' বা কৃত্রিমতা এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এর তাফসীর 'নিফাক' বা কপটতাও বর্ণিত হয়েছে। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় রোগ, শারীরিক রোগ নয়। ইসলাম সম্পর্কে তাদের সংশয় ও সন্দেহজনিত একটা বিশেষ রোগ ছিল, আল্লাহ তাদের সেই রোগ বাড়িয়ে দিলেন। (তাবারী ১/২৮০) যেমন কুরআন মাজীদে আছে ঃ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ

অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪-১২৫) অর্থাৎ তাদের পাপ ও গুমরাহী আরও বেড়ে যায় এবং এই প্রতিদান তাদের কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই তাফসীরই উত্তম। এই ফরমানও ঠিক এরই মত ঃ

وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدًى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৭) কারীগণ ইয়াকযিবূনকে ইউকায্যিবূনা -ও পড়েছেন। মুনাফিকদের মধ্যে এই বদ অভ্যাস ছিল যে, তারা মিথ্যা কথাও বলত এবং অবিশ্বাসও করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদেরকে চেনা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করেননি। এর কারণ এই যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গীগণকে হত্যা করে থাকেন এ চর্চা হওয়াটা আমি আদৌ পছন্দ করিনা।'

চৌদ্দজন প্রধান ও কুখ্যাত লোকের 'নিফাক' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত রূপেই জানতেন। এসব কলুষিত লোক তারাই ছিল যারা তাবূকের যুদ্ধে পরস্পরের সুপরিকল্পিত পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে প্রতারণা করবেই। তারা তাঁকে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এঁটেছিল যে, রাতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে যখন তিনি অমুক খাদের নিকটবর্তী হবেন তখন তাঁর উষ্ট্রিকে তারা তাড়া করবে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদের মধ্যে পড়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে ওয়াহীর মাধ্যমে এই মারাত্মক জঘন্য কপটতার কথা জানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজাইফাকে (রাঃ) ডেকে এ ঘটনার সংবাদ দেন, এমন কি এক এক করে ঐ কপটদের নাম পর্যন্তও তিনি বলে দেন। তথাপি তিনি উপরোক্ত কারণে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ জারী করলেননা। এরা ছাড়া অন্যান্য মুনাফিকদের নাম তাঁর জানা ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَـٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০১) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا. مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا

মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব; এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬০-৬১)

এই আয়াতগুলি থেকে জানা গেল যে, ঐ মুনাফিকরা কে কে ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতেননা। তবে তাদের নিন্দনীয় স্বভাবের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছিল তা যাদের মধ্যে পাওয়া যেত, তাদের উপর নিফাক প্রযোজ্য হত। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্পষ্টভাবেই বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَـٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَـٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারতে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩০)

এই কপটাচারী মুনাফিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) তার কপটতাপূর্ণ স্বভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সাক্ষ্য দানও করেছিলেন, যা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এ সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যখন সে মারা যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার

সালাত আদায় করেছেন। অন্যান্য মুসলিম সাহাবীগণের (রাঃ) মত তিনিও তার দাফন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এমন কি উমার (রাঃ) যখন একটু জোর দিয়ে তার কপটতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তখন তিনি বলছেন ঃ

'আরাবের লোক সমালোচনা করবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সহচরগণকে হত্যা করে থাকেন, এ আমি চাইনা।' (বুখারী ৪৯০৫, মুসলিম ২৫৮৪) সহীহ হাদীসের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বা না করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।' কিন্তু আমি ক্ষমা প্রার্থনা করাকেই পছন্দ করেছি।' অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি যদি জানতাম যে সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে মার্জনা করা হবে তাহলে আমি অবশ্যই তার অধিকই করতাম। (ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, মুসলিম ৪/২১৪১)

১১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করনা তখন তারা বলে ঃ আমরা তো শুধুই শান্তি স্থাপনকারী।	١١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
১২। সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝেনা।	١٢. أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

বিপর্যয় সৃষ্টি করা কী

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতেও মুনাফিকদের বর্ণনা রয়েছে এবং এই ধূলির ধরণীতে তাদের বিবাদ বিপর্যয় সৃষ্টি, কুফর এবং অবাধ্যতা সম্পর্কে মুসলিমদেরকে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করা হচ্ছে। এ দুনিয়ায় আল্লাহর অবাধ্য হওয়া এবং অপরকে নাফরমান ও অবাধ্য হওয়ার আদেশ করাই হচ্ছে দুনিয়ার বুকে

বিবাদ সৃষ্টি করা। আর যমীন ও আসমানের শান্তি রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যখন তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন তারা বলে 'আমরা তো সঠিক সনাতন পথের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।'

মুনাফিকদের বিপর্যয়ের ধরণ

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ঐ মুনাফিকদের বিবাদ ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে তারা ঐসব কাজ করত যা করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁর ফার্‌যগুলিও তারা হেলা করে নষ্ট করত। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তা'আলার সত্য ধর্মের প্রতি তারা সন্দেহ পোষণ করত এবং তাঁর সত্যতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতনা। মু'মিনদের কাছে এলে তাদের ঈমানের কথা তারা প্রচার করত, অথচ তাদের অন্তর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্বন্ধে সন্দেহে পরিপূর্ণ ছিল। তারা সুযোগ সুবিধা পেলেই আল্লাহর শত্রুদের সাহায্য ও সহায়তা করত এবং তাঁর সৎ বান্দাদের বিরুদ্ধাচরণ করত। আর এতসব করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে সঠিক আমলকারী মনে করত। (তাবারী ১/২৮৯) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাকেও কুরআন মাজীদে ফাসাদ বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৭৩) এই আয়াতটি মুসলিম ও কাফিরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৪) অর্থাৎ তোমাদের মুক্তির সনদ কেটে যাক এই কি তোমরা চাও? অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৫)

মুনাফিকদের বাহ্যিক আচরণ ভাল ছিল বলে মুসলিমদের নিকট তাদের প্রকৃত অবস্থা গোপন থেকে যায়। তারা মু'মিনগণকে মুখমিষ্টি অথচ অবাস্তব কথা দিয়ে ধোঁকা দেয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী ও কাফিরদের সাথে তাদের গোপন বন্ধুত্বের ফলে মুসলিমগণকে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং বিবাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী এই মুনাফিকরাই। অতএব যদি এরা কুফরের উপরেই কায়েম থাকত তাহলে তাদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও গভীর চতুরতা কখনও মুসলিমদের জন্য এত ক্ষতিকর হতনা। আর যদি তারা পূর্ণ মুসলিম হয়ে যেত এবং ভিতর ও বাহির তাদের এক হত তাহলে তারা এই নশ্বর দুনিয়ার নিরাপত্তা লাভের সাথে সাথে আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার অধিকারী হয়ে যেত। এত ভয়াবহ পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যখন তাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে ঃ আমরা তো শান্তি স্থাপনকারী,আমরা কারও সাথে বিবাদ করতে চাইনা। আমরা মু'মিন ও কাফির এই দুই দলের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে ঐক্য বজায় রাখতে চাই।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৫২) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা বলত ঃ 'আমরা দুই দল অর্থাৎ মুসলিম ও আহলে কিতাবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী।' কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এ শুধু তাদের মূর্খতা। যাকে তারা সন্ধি বলছে ওটাই তো প্রকৃত বিবাদ। কিন্তু তাদের বোধশক্তি নেই।

১৩। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ লোকে যেরূপ বিশ্বাস করেছে তোমরাও তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলে ঃ নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেইরূপ বিশ্বাস করব? সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই নির্বোধ, কিন্তু তা তারা অবগত নয়।

١٣. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

ভাবার্থ এই যে, যখন এই মুনাফিকদেরকে সাহাবীগণের (রাঃ) মত আল্লাহর উপর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণের উপর, কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের (আঃ) উপর ঈমান আনতে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং জান্নাত ও জাহান্নামের সত্যতা স্বীকার করতে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য বরণ করতে, ভাল কাজ করতে ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন এই অভিশপ্ত দলটি এরূপ ঈমান আনাকে নির্বোধদের ঈমান আনা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। (তাবারী ১/২৯৩) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামের (রহঃ) তাফসীরেও এ কথা বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ১/২৯৪) মুনাফিকরা বলত ঃ আমরা ও তারা একই মতাদর্শে রয়েছি এবং একই পথ অনুসরণ করছি তা কি করে হতে পারে, অথচ আমরাতো দেখছি যে, তারাতো নির্বোধের দল? এখানে নির্বোধ বলতে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, তারা অশিক্ষিত, সাধারণ মানের মানুষ যাদের ভাল-মন্দের জ্ঞান খুব কমই রয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞজনের মতে, নির্বোধ বা বোকা বলতে আল্লাহ তা'আলা শিশু/বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, যেমন কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا

আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারণ করেছেন তা অবোধদেরকে প্রদান করনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫) ঐ মুশরিকদের উপর এখানেও বিশ্বপ্রভু আল্লাহ জোর দিয়ে বলছেন যে, নির্বোধ তো এরাই, কিন্তু সাথে সাথে তারা এতই গণ্ডমূর্খ যে, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার অনুভূতিও রাখেনা এবং মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা অনুধাবনও করতে পারেনা। এর চেয়ে বেশি তাদের অন্ধত্ব, দৃষ্টিহীনতা এবং সুপথ থেকে দূরে সরে থাকা আর কি হতে পারে?

১৪। এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা	١٤. وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ

তো শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও প্রহসন করে থাকি।	
১৫। আল্লাহ তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছেন এবং তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।	١٥. ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

মুনাফিকদের ধূর্ততা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ॥ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ এসব মুনাফিকরা মুসলিমদের নিকট এসে নিজেদের ঈমান, বন্ধুত্ব ও মঙ্গল কামনার কথা প্রকাশ করে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে চায়, যাতে জান ও মালের নিরাপত্তা এসে যায় এবং যুদ্ধলব্ধ মালেও ভাগ পাওয়া যায়। আর যখন নিজেদের দলে থাকে তখন তাদের হয়েই কথা বলে।

মানব ও জিন শাইতান

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক পথভ্রষ্টকারী ও অবাধ্যকে **شَيْطَان** বলা হয়। তারা জিন বা দানব থেকেই হোক অথবা মানব থেকেই হোক। কুরআনুল হাকীমেও এসেছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর, ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১২)

হাদীসে এসেছে ঃ 'আমরা জিন ও মানুষের শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

উপহাস/তামাসা

আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষের মধ্যে কি শাইতান আছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ' যখন এই মুনাফিকরা মুসলিমদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে ঃ 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি, অর্থাৎ যেমন তোমরা, তেমনই আমরা, আমরা তো তাদেরকে উপহাস করছিলাম।' (তাবারী ১/৩০০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) তাফসীরও এটাই। (তাবারী ১/৩০০) মহান আল্লাহ শাইতানদেরকে উত্তর দিতে গিয়ে তাদের প্রতারণামূলক কাজের মুকাবিলায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে উপহাস করবেন এবং অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে দিবেন। যেমন কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আছে ঃ

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ

সেদিন (কিয়ামাতের দিন) মুনাফিক নর-নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা করেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا

অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবসর প্রদান করি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৮) অতঃপর

তিনি বলেন ঃ ইহা এবং এ ধরণের বিষয়ই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক এবং মুশরিকদের উপহাস বা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে উল্লেখ করেছেন। এরকমই আল্লাহ তা'আলার কথা ঃ

وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ

তারা (কাফিরেরা) ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল করলেন, আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৪)

মুনাফিকরা তাদের ষড়যন্ত্রের জন্য শাস্তি পাবে

মহান আল্লাহর সত্ত্বা প্রতারণা ও উপহাস থেকে পবিত্র। আল্লাহ কাফিরদের প্রতারণা ও বিদ্রূপের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন। কাজেই বিনিময়ে পূর্বোক্ত আয়াতের ঐ শব্দগুলিই ব্যবহার করা হয়েছে। দু'টি শব্দের অর্থ দুই জায়গায় পৃথক পৃথক হবে। যেমন কুরআনুম মাজীদে আছে ঃ

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ

অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪) এতে বুঝা গেল যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা অন্যায় নয়। বাড়াবাড়ির মুকাবিলায় প্রতিশোধ নেয়া বাড়াবাড়ি নয়। কিন্তু দুই স্থানে একই শব্দ আছে, অথচ প্রথম অন্যায় ও বাড়াবাড়ি হচ্ছে যুল্ম এবং দ্বিতীয় অন্যায় ও বাড়াবাড়ি হচ্ছে সুবিচার। আর একটি ভাবার্থ এই যে, মুনাফিকরা তাদের এই নাপাক নীতি দ্বারা মুসলিমদেরকে উপহাস ও বিদ্রূপ করত। মহান আল্লাহও তাদের সঙ্গে এইরূপই করলেন যে, দুনিয়ায় তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা দান করলেন, তারা এতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল, অথচ এটা অস্থায়ী নিরাপত্তা। কিয়ামাতের দিন তাদের কোন নিরাপত্তা নেই। এখানে যদিও তাদের জান ও মাল রক্ষা পেল, কিন্তু আল্লাহর নিকট তারা বেদনাদায়ক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে।

মুনাফিকদেরকে উদ্ভ্রান্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার অর্থ কী

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) উপরোক্ত কথাটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা বিনা কারণে যে ধোঁকা ও বিদ্রূপ হয়, আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তবে প্রতিশোধ হিসাবে আল্লাহ সুবহানুর দিকে এসব শব্দের সম্বন্ধ লাগানোয় কোন দোষ নেই।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসও (রাঃ) এ কথাই বলেন যে, এটা তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ও শাস্তি। **يَمُدُّهُمْ** এর অর্থ 'ঢিল দেয়া (তাবারী ১/৩১১) এবং বাড়ানো' (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৫৭) বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যাত আরও বলেন ঃ

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪)

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) (তাবারী ১/৩০৭) 'তুগিয়ান' শব্দটি এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সীমা লংঘন করা হিসাবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে 'আমাহ' শব্দটি প্রয়োগ করার অর্থ হচ্ছে পথচ্যুত হওয়া বা সরে যাওয়া। তিনি আরও বলেন যে, 'তুগইয়ানিহীম ইয়া মাহুন' হল তাদেরকে অবিশ্বাস এবং বিপথগামীতা ঘিরে রেখেছে যার ফলে তারা সন্দেহের ঘোরে নিপতিত রয়েছে এবং তা থেকে বের হয়ে আসার সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। কারণ আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং দৃষ্টিশক্তিকে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে তারা হিদায়াতের পথ খুঁজে পাচ্ছেনা এবং তাদের পথচ্যুতি থেকেও বেরিয়ে আসতে পারছেনা। (তাবারী ১/৩০৯)

তাহলে ভাবার্থ দাঁড়াল এই যে, এদিকে এরা পাপ করছে আর ওদিকে তাদের দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কাজেই এরা সুখী হচ্ছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাস্তিই বটে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১) পথভ্রষ্টতাকে عَمْهٌ বলা হয়।

১৬। এরা তারাই যারা সু-পথের পরিবর্তে কু-পথকে ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের বাণিজ্য লাভজনক হয়নি এবং তারা সরল সঠিক পথে চলেনি।	١٦. أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তারা হিদায়াতকে ছেড়ে গুমরাহীকে গ্রহণ করেছিল। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করেছিল।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা ঈমান আনার পরে কাফির হয়েছিল।' কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'তারা হিদায়াতের চেয়ে গুমরাহীকেই অধিক পছন্দ করেছিল।' যেমন অন্যস্থানে ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৭) ভাবার্থ এই যে, মুনাফিকরা হিদায়াত হতে সরে গিয়ে গুমরাহীর উপর এসে গেছে এবং হিদায়াতের পরিবর্তে গুমরাহীকেই গ্রহণ করেছে। তারা ঈমান এনে পুনরায় কাফির হয়েছে। হয়ত বা আসলেই ঈমান লাভের সৌভাগ্য হয়নি। যেমন কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৩) মুনাফিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লোক ছিল। আবার এমনও মুনাফিক ছিল যাদের ভাগ্যে ঈমান লাভই ঘটেনি। এ জন্যই আল্লাহ বলেন যে, এরা তারাই যারা সু-পথের পরিবর্তে কু-পথকে ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের বাণিজ্য লাভজনক হয়নি এবং তারা সরল সঠিক পথে চলেনি। সুতরাং এরা এই সওদায় কোন উপকারও লাভ করেনি এবং পথও প্রাপ্ত হয়নি, বরং হিদায়াতের বাগান হতে বের হয়ে কাঁটার জঙ্গলে পড়ে গেছে। (তাবারী ১/৩১৬) নিরাপত্তার প্রশস্ত মাঠ হতে বেরিয়ে ভীতিপ্রদ অন্ধকার ঘরে এবং সুন্নাতের পবিত্র বাগান হতে বের হয়ে বিদ‘আতের শুষ্ক জঙ্গলে এসে পড়েছে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৬০)

১৭। এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল, তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না।	١٧. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ
১৮। তারা বধির, মূক, অন্ধ। অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবেনা।	١٨. صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا

	يَرۡجِعُونَ

মুনাফিকদের ধরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৩) আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, যে মুনাফিকরা সঠিক পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ এবং দৃষ্টির পরিবর্তে দৃষ্টিহীনতাকে ক্রয় করে থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়েছে, তার ফলে আশে পাশের জিনিস তার চোখে পড়েছে। মনের উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে উপকার লাভের আশার সঞ্চার হয়েছে, এমন সময়ে হঠাৎ আগুন নিভে গেছে এবং চারিদিক ভীষণ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কাজেই সে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেনা। এছাড়া লোকটি বধির, সে কারও কথা শুনতে পায়না; সে বোবা, তার কথা রাস্তার কেহ শুনতে পায়না এবং সেও রাস্তার কোন লোককে জিজ্ঞেস করতে পারেনা; সে অন্ধ, আলোতেও সে কাজ চালাতে পারেনা। এখন তাহলে সে পথ পাবে কি করে? মুনাফিকরা ঠিক তারই মত। সঠিক পথ ছেড়ে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং ভাল ছেড়ে মন্দের কামনা করছে। এই উদাহরণে বুঝা যাচ্ছে যে, ঐসব লোক ঈমান কবূল করার পরে কুফরী করেছিল।

আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিয়েছেন, এর অর্থ এই যে, যে আলো তাদের জন্য উপকারী ছিল তা সরিয়ে নিয়েছেন এবং যেমনভাবে আগুন নিভে যাবার পর তা ধুঁয়া এবং অন্ধকার থেকে যায় তদ্রুপ তাদের কাছে ক্ষতিকর জিনিস যেমন সন্দেহ, কুফর এবং নিফাক রয়ে গেছে, সুতরাং তারা নিজেরাও পথ দেখতে পায়না, অন্যের ভাল কথাও শুনতে পায়না এবং কারও কাছে প্রশ্নও করতে পারেনা। এখন পুনরায় সঠিকপথে আসা অসম্ভব হয়ে গেছে। একই ধরণের বাক্য কুরআনের অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে ঃ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৬) এ কারণেই তারা পিছন ফিরে আলোর সন্ধান পাচ্ছেনা, যে আলোতে তারা বিরাজ করছিল। তারাতো বিপথে পরিচালিত হয়ে তা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে।

فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬)

১৯। অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায় - যাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ রয়েছে, তারা বজ্রধ্বনি বশতঃ মৃত্যুভয়ে তাদের কর্ণসমূহে স্ব স্ব অঙ্গুলী গুজে দেয়, এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টনকারী।	١٩. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ
২০। অচিরে বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টি হরণ করবে, যখন তাদের প্রতি আলোক প্রদীপ্ত হয় তখন তারা চলতে থাকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার আচ্ছন্ন হয় তখন তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন - নিশ্চয়ই তাদের শ্রবণশক্তি ও তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।	٢٠. يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

মুনাফিকদের আর এক পরিচয়

এটা দ্বিতীয় উদাহরণ যা দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিকদের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। এরা সেই সম্প্রদায় যাদের নিকট কখনও সত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং কখনও সন্দেহে পতিত হয়। সন্দেহের সময় তাদের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মত। صَيِّبٌ এর অর্থ হচ্ছে বৃষ্টিপাত। (তাবারী ১/৩৩৪) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস

(রাঃ) ও অন্যান্যরা ‘কাসাইব’ এর অর্থ করেছেন বৃষ্টি। (তাবারী) এ ছাড়া আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতীয়া আল আউফি (রহঃ), খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৬৬) যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, উহা হল মেঘ। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৬৭) যা হোক, অধিকাংশের মতে ইহা হল বৃষ্টি যা উপর হতে নেমে আসে। কিন্তু খুব প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি। **ظُلُمَاتٌ** এর ভাবার্থ হচ্ছে সন্দেহ, কুফর ও নিফাক। **رَعْدٌ** এর অর্থ হচ্ছে বজ্র, যা ভয়ংকর শব্দের দ্বারা অন্তর কাঁপিয়ে তোলে। মুনাফিকের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সব সময় তার মনে ভয়, ত্রাস ও উদ্বেগ থাকে। যেমন কুরআনুম মাজীদে আছে ঃ

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ

তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৪) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

আর তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান পেত তাহলে তারা অবশ্যই ক্ষিপ্র গতিতে সেদিকে ধাবিত হত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৬-৫৭) বিজলীর সঙ্গে সেই ঈমানের আলোর তুলনা করা হয়েছে যা কখনও কখনও তাদের অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সে সময়ে তারা মরণের ভয়ে তাদের আঙ্গুলগুলি কানের মধ্যে ভরে দেয়, কিন্তু ওটা মুনাফিকদের কোন উপকারে আসেনা। এরা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীন রয়েছে। সুতরাং এরা বাঁচতে পারেনা। আল্লাহ তা‘আলা এক জায়গায় বলেন ঃ ‘তোমাদের নিকট কি ঐ সেনাবাহিনীর কাহিনী পৌঁছেছে, অর্থাৎ ফির‘আউন ও ছামূদের? বরং কাফিরেরা অবিশ্বাস করার মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছেন।’

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡجُنُودِ. فِرۡعَوۡنَ وَثَمُودَ. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكۡذِيبٍ وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطُۢ

তোমার নিকট কি পৌঁছেছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত ফির'আউন ও ছামূদের? তবুও কাফিরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত, এবং আল্লাহ তাদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১৭-২০)

বিদ্যুতের চক্ষুকে কেড়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে তার শক্তি ও কাঠিন্য এবং ঐ মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তিতে দুর্বলতার অর্থ হচ্ছে তাদের ঈমানের দুর্বলতা।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, যখন ইসলামের বিজয় সাধিত হয়, তখন তাদের মনে কিছুটা স্থিরতা আসে, কিন্তু যখনই ওর বিপরীত পরিলক্ষিত হয় তখনই তারা কুফরীর দিকে ফিরে যায়। (তাবারী ১/৩৪৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٍۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১১)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের আলোতে চলার অর্থ হচ্ছে সত্যকে জেনে ইসলামের কালেমা পাঠ করা এবং অন্ধকারে থেমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া। (তাবারী ১/৩৪৬) আরও বহু মুফাস্‌সিরের এটাই মত, আর সবচেয়ে বেশি সঠিক ও স্পষ্টও হচ্ছে এটাই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৭৫)

কিয়ামাত দিবসেও তাদের এই অবস্থা হবে যে, যখন লোকদেরকে তাদের ঈমানের পরিমাপ অনুযায়ী আলো দেয়া হবে, কেহ পাবে বহু মাইল পর্যন্ত, কেহ কেহ তারও বেশী, কেহ তার চেয়ে কম, এমনকি শেষ পর্যন্ত কেহ এতটুকু আলো পাবে যে, কখনও আলোকিত হবে এবং কখনও অন্ধকার। কিছু লোক এমনও হবে যে, তারা একটু দূরে গিয়েই থেমে যাবে, আবার কিছু দূর পর্যন্ত আলো পাবে, আবার নিভে যাবে। আবার কতকগুলো লোক এমন দুর্ভাগাও হবে যে, তাদের আলো সম্পূর্ণ রূপে নিভে যাবে। এরাই হবে পূর্ণ মুনাফিক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফরমান রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا

সেদিন মুনাফিক নর-নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩) মু'মিন নারী ও পুরুষের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ

সেদিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

সেই দিন নাবী এবং তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে আল্লাহ অপদস্ত করবেননা। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে এবং ডান পাশে ধাবিত হবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ৮) এই আয়াতসমূহের পর নিম্নের এ বিষয়ের হাদীসগুলিও উল্লেখযোগ্য ঃ

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আমল অনুযায়ী তারা আলো পাবে, সেই আলোতে তারা পুলসিরাত অতিক্রম করবে। কোন কোন লোকের নূর পাহাড়ের সমান হবে, কারও হবে খেজুর গাছের সমান, আর সবচেয়ে ছোট নূর ঐ লোকের হবে, যার শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর থাকবে। ওটা কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। (তাবারী ২৩/৩১৭৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সমস্ত একাত্মবাদীকে নূর দেয়া হবে। যখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে তখন একাত্মবাদীরা ভয় পেয়ে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন। (মুসতাদরাক হাকিম ২/৪৯৫)। যাহ্হাক ইব্‌ন মুজাহিমেরও (রহঃ) এটাই মত। যাহ্হাক ইব্‌ন মুজাহিম (রহঃ) বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তিকে একটি করে নূর বা আলো দেয়া হবে। যখন তারা পুলসিরাতের কাছে পৌঁছবে তখন মুনাফিকের আলো নিভে যাবে। ঈমানদার ব্যক্তিরা তা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে দেয়া তোমার আলো অটুট রাখ।

ঈমানদার ও কাফিরের শ্রেণীবিভাগ

কিয়ামাতের দিন কয়েক প্রকারের লোক হবে ঃ (১) খাঁটি মু'মিন যাদের বর্ণনা পূর্বের চারটি আয়াতে হয়েছে। (২) খাঁটি কাফির, যার বর্ণনা তার পরবর্তী দু'টি আয়াতে হয়েছে। (৩) মুনাফিক, এদের আবার দু'টি ভাগ আছে। প্রথম হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক যাদের উপমা আগুনের আলো দিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই মুনাফিক যারা সন্দেহের মধ্যে আছে। কখনও ঈমানের আলো জ্বলে, কখনও নিভে যায়। তাদের উপমা বৃষ্টির সঙ্গে দেয়া হয়েছে। এরা প্রথম প্রকারের মুনাফিক হতে কিছু কম দোষী।

ঠিক এভাবেই সূরা নূরেও আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের ও তার অন্তরের আলোর উপমা সেই উজ্জ্বল প্রদীপের সঙ্গে দিয়েছেন যা উজ্জ্বল চিমনীর মধ্যে থাকে এবং স্বয়ং চিমনিও উজ্জ্বল তারকার মত হয়। যেহেতু একেতো স্বয়ং ঈমানদারের অন্তর উজ্জ্বল, দ্বিতীয়তঃ খাঁটি শারীয়াত দিয়ে তাকে সাহায্য করা হয়েছে। সুতরাং এ হচ্ছে নূরের উপর নূর। এভাবেই অন্য স্থানে কাফিরদের উপমাও তিনি বর্ণনা করেছেন যারা মূর্খতা বশতঃ নিজেদেরকে অন্য কিছু একটা মনে করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই নয়। তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু

নয়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) আল্লাহ সুবহানাহু ঐ কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যারা খাঁটি মূর্খতায় জড়িত হয়ে পড়েছে ঃ

أَوْ كَظُلُمَـٰتٍۢ فِى بَحْرٍۢ لُّجِّىٍّۢ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌۭ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌۭ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌۭ ۚ ظُلُمَـٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًۭا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০)

সুতরাং কাফিরদেরও দু'টি ভাগ হল। প্রথম হল ওরা যারা অন্যদেরকে কুফরীর দিকে আহ্বান করে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যারা তাদেরকে অনুকরণ করে। যেমন সূরা হাজ্জের প্রথমে রয়েছে ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّرِيدٍۢ

মানুষের কতক অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতানের। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩) অন্যত্র আছে ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَلَا هُدًۭى وَلَا كِتَـٰبٍۢ مُّنِيرٍۢ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৮) এ ছাড়া সূরা ওয়াকি'আহর প্রথমে ও শেষে এবং সূরা নিসায় মু'মিনদেরও দুই প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। তারা হচ্ছে সাবেকিন ও আসহাব-ই ইয়ামীন অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী এবং পরহেযগার ও সৎ ব্যক্তিগণ। সুতরাং এ আয়াতসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, মু'মিনদের দু'টি দল, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও সৎ। কাফিরদেরও দু'টি দল, কুফরের দিকে আহ্বানকারী ও তাদের অনুসরণকারী। মুনাফিকদেরও দু'টি ভাগ, খাঁটি ও পাক্কা মুনাফিক এবং সেই মুনাফিক যাদের মধ্যে নিফাকের এক আধটি শাখা আছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যার মধ্যে তিনটি অভ্যাস আছে সে নিশ্চিত মুনাফিক। আর যার মধ্যে ওর একটি আছে তার মধ্যে নিফাকের একটি অভ্যাস আছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। (তিনটি অভ্যাস হচ্ছে কথা বলার সময় মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা)। (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) এর দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, কখনও কখনও মানুষের মধ্যে নিফাকের কিছু অংশ থাকে তা কার্য সম্বন্ধীয়ই হোক অথবা বিশ্বাস সম্বন্ধীয়ই হোক। যেমন আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা গেল।

হৃদয়ের প্রকারভেদ

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অন্তর চার প্রকার ঃ (১) সেই পরিষ্কার অন্তর যা উজ্জ্বল প্রদীপের মত ঝলমল করে। (২) ঐ অন্তর যা পর্দায় ঢাকা থাকে। (৩) উল্টো অন্তর এবং (৪) মিশ্রিত অন্তর। প্রথমটি হচ্ছে মু'মিনের অন্তর যা পূর্ণভাবে উজ্জ্বল। দ্বিতীয়টা কাফিরের অন্তর যার উপর পর্দা পড়ে রয়েছে। তৃতীয়টা খাঁটি মুনাফিকের অন্তর যা জেনে শুনে অস্বীকার করে এবং চতুর্থটা হচ্ছে মুনাফিকের অন্তর যার মধ্যে ঈমান ও নিফাক এ দুটোর সংমিশ্রণ রয়েছে। ঈমানের দৃষ্টান্ত সেই সবুজ উদ্ভিদের মত যা নির্মল পানি দ্বারা বেড়ে ওঠে। নিফাকের উপমা ঐ ফোঁড়ার ন্যায় যার মধ্যে রক্ত ও পুঁজ বাড়তে থাকে। এখন যে জিনিসের মূল বেড়ে যায়, তার প্রভাব অন্যের উপর পড়ে থাকে। এই হাদীসটি সনদ হিসাবে খুবই মযবুত। (আহমাদ ৩/১৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও চক্ষু ধ্বংস করে দিবেন' এর ভাবার্থ এই যে, তারা যখন সত্যকে জেনে ছেড়ে দিয়েছে তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আরও বলেন ঃ কেহকে শাস্তি দেয়া কিংবা ক্ষমা করা সম্পূর্ণই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৭৬) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুনাফিকদের সাবধান করার জন্য এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুনাফিকসহ সবকিছুই তাঁর করায়ত্বে রয়েছে। যার কাছ থেকে খুশি তার শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি তিনি ছিনিয়ে নিতে পারেন, এতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই। (তাবারী ১/৩৬১)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَـٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٍ

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯)

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

অথবা (কাফিরদের কার্য) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০)

২১। হে মানববৃন্দ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও।	٢١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
২২। যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করনা এবং তোমরা এটা অবগত আছ।	٢٢. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তাওহীদ আল উলুহিয়াহ

এখান থেকে আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদ বা একাত্মবাদ ও তাঁর উলুহিয়াতের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের দিকে টেনে এনেছেন, তিনিই প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি‘আমাত দান করেছেন, তিনিই যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং আকাশকে ছাদ করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ

এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩২) আকাশ হতে বারিধারা বর্ষণ করার অর্থ হচ্ছে মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা এমন সময়ে যখন মানুষ ওর পূর্ণ মুখাপেক্ষী থাকে। অতঃপর ঐ পানি থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল উৎপন্ন করা, যা থেকে মানুষ এবং জীবজন্তু উপকৃত হয়, যেমন কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এর বর্ণনা এসেছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। এই তো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। কত মহান জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ!' (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪) উপরোক্ত আয়াতের মর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহই হলেন সবকিছুর স্রষ্টা, আহারদাতা, মালিক ও সংরক্ষণকারী; বর্তমানে, অতীতে এবং ভবিষ্যতেও। অতএব একমাত্র তিনিই ইবাদাত পাবার যোগ্য এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে কিংবা কোন কিছুকে শরীক করা যাবেনা। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন *'অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করনা'।* এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলার জন্য অংশীদার স্থাপন করনা, তোমরা তো বিলক্ষণ জান ও বুঝ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা।' ' (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) আর একটি হাদীসে আছে, মু'আযকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ

'বান্দার উপরে আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান? (তা হচ্ছে এই যে,) তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর ইবাদাতে অন্য কেহকেও অংশীদার করবেনা।' ' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৫৯, মুসলিম ১/৫৯)অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের মধ্যে যেন কেহ এ কথা না বলে যে, যা আল্লাহ একা চান ও অমুক চায়।' বরং যেন এই কথা বলে যে, যা কিছু আল্লাহ একাই চান অতঃপর অমুক চায়। (আহমাদ ৫/৩৮৪, ৩৯৪, ৩৯৮)

এ বিষয়ের হাদীসসমূহ

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হারিশ আল আসআরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়াকে (আঃ) পাঁচটি বিষয় বাস্তবায়িত করার আদেশ দেন এবং বানী ইসরাঈলকেও তা পালন করার জন্য তাগাদা দিতে আদেশ করেন। কিন্তু ইয়াহইয়া (আঃ) সেই আদেশ পালন করতে একটু দেরী করেন। ঈসা (আঃ) ইয়াহইয়াকে (আঃ) বলেন ঃ আপনাকে এবং বানী ইসরাঈলকে পাঁচটি বিষয় পালন করার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছিলেন, সুতরাং হয় আপনি তাদের আদেশ করুন, না হয় আমিই সেই আদেশ পালন করছি। ইয়াহইয়া (আঃ) বললেন ঃ হে আমার ভাই! আপনি যদি আমার আগে তা পালন করেন তাহলে আমি আশংকা করছি যে, আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন অথবা আমার পায়ের নিচের মাটি ধ্বসে যাবে। অতঃপর ইয়াহইয়া (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্রিত করলেন, যতক্ষণ না মাসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হল। তিনি মাসজিদের বারান্দায় এসে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে পাঁচটি বিষয় বাস্তবায়নের আদেশ করেছেন এবং তোমাদেরকেও তা পালন করতে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কেহকে শরীক করবেনা। এর উদাহরণ হল, যেমন কোন এক লোক তার নিজ উপার্জিত অর্থ দ্বারা একটি গোলাম ক্রয় করল, গোলামটি তার মালিকের জন্য কাজ করতে শুরু করল, কিন্তু পরিশ্রমের ফসল অন্য লোককে দিয়ে দিল। তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে তার গোলামের এরূপ কাজকে সমর্থন করবে? আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের আহার যোগান দিচ্ছেন। অতএব তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করনা। আর আমি তোমাদেরকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছি,

কারণ আল্লাহ তাঁর মুখমন্ডল তোমাদের মুখমন্ডলের দিকে ফিরিয়ে রেখেছেন, যতক্ষণ না তাঁর গোলাম/বান্দারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। অতএব যখন তোমরা সালাত আদায় করবে তখন তোমরা এদিক ওদিক তাকাবেনা। আমি তোমাদেরকে আরও নির্দেশ দিচ্ছি সিয়াম পালন করার। এর উদাহরণ হল এমন যে, একদল লোকের মাঝে এক লোকের কাছে একটি কাপড়ের টুকরায় মৃগ-নাভীর সুগন্ধি লাগানো ছিল, ফলে ঐ দলের সবাই সুগন্ধির ঘ্রাণ পাচ্ছিল। অবশ্যই আল্লাহর কাছে সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মৃগ-নাভীর সুগন্ধির চেয়ে উত্তম। আমি তোমাদেরকে আরও নির্দেশ দিচ্ছি যাকাত প্রদান করতে। এর উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত যে শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে, অতঃপর তার হাত দু'টি তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে তাদেরকে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এর পরিবর্তে মুক্তি-পণ দিতে পারি? সে তার মুক্তি-পণ বাবদ ছোট-বড় সবকিছু দিতে থাকল যতক্ষণ না তারা তাকে ছেড়ে দিল। আমি তোমাদেরকে আরও নির্দেশ দিচ্ছি যে, সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করবে। এর ফায়দা হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে তার শত্রু বিরামহীনভাবে পিছু ধাওয়া করছে, অবশেষে সে একটি পরিত্যক্ত দুর্গে আশ্রয় নিল। বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণে রাখে তখন সে সবচেয়ে উত্তম আশ্রয়প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর হারিস (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও বর্ণনা করেন ঃ আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নাসিহাত করছি। তোমরা সবাই মিলে জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে, তোমাদের নেতাদের কথা শুনবে এবং মান্য করবে, হিজরাত করবে এবং আল্লাহর উদ্দেশে জিহাদ করবে। যে এক হাত পরিমানও জামা'আত থেকে দূরে সরে যাবে সে যেন ইসলামী জামা'আতের বন্ধন থেকে সরে গেল, যতক্ষণ না সে জামা'আতের সাথে আবার মিলিত হল। যে জাহিলিয়াতের কোন বাক্য উচ্চারণ করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি তারা যাকাত প্রদান করে এবং সিয়াম পালন করে তবুও? তিনি বললেন ঃ যদিও তারা সালাত কায়েম করে, সিয়াম পালন করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে। সুতরাং মুসলিমদেরকে তাদের নামে ডাকবে যেমনটি আল্লাহ বলেন ঃ 'মুসলিম' - আল্লাহয় বিশ্বাসী বান্দা। (আহমাদ ৪/১৩০)

এ হাদীসটি হাসান। এই আয়াতের মধ্যেও এটাই বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন। সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর। তাঁর সঙ্গে কেহকেও অংশীদার করনা। এ আয়াত

দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদের পূর্ণ খেয়াল রাখা উচিত। সমগ্র ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

ইমাম রাযী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপরেও এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এবং প্রকৃত পক্ষে এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপরে খুব বড় দলীল। আকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রং, বিভিন্ন স্বভাব এবং বিভিন্ন উপকারের প্রাণীসমূহ, ওদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা ও নৈপুণ্য এবং তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

কোন এক বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ 'আল্লাহ যে আছে তার প্রমাণ কি?' সে উত্তরে বলেছিল ঃ 'সুবহানাল্লাহ! উটের বিষ্ঠা দেখে উট আছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, পায়ের চিহ্ন দেখে পথিকের পথ চলার প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহলে এই যে বড় বড় নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশ, বহু পথ বিশিষ্ট যমীন, বড় বড় ঢেউ বিশিষ্ট সমুদ্র কি সেই মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়না? (আর রাযী ২/৯১)

আবূ নুয়াস (রহঃ) এই জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন ঃ 'আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া ও তা হতে বৃক্ষরাজি সৃষ্টি হওয়া এবং তরতাজা শাখার উপর সুস্বাদু ফলের অবস্থান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং তাঁর একাত্মবাদের দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইব্ন মুআয (রহঃ) বলেন ঃ 'আফসোস! আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা এবং তাঁর সত্ত্বাকে অবিশ্বাস করার উপর মানুষ কি করে সাহসিকতা দেখাচ্ছে অথচ প্রত্যেক জিনিসই সেই বিশ্বরবের অস্তিত্ব এবং তাঁর অংশীবিহীন হওয়ার উপর সাক্ষ্য প্রদান করছে!' অতএব যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে উহার বিশালতা, প্রশস্ততা এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে, যার কিছু স্থির এবং কিছু চলনশীল, যারা সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে যার উভয় দিক ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার পাহাড়সমূহ ভূমিকে স্থির রাখার জন্য মাটিতে প্রোথিত তাদের জন্য এতে রয়েছে উপদেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের ফল - শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। এভাবে রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুস্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৭-২৮)

অন্যান্য বিজ্ঞজনের বাক্য হচ্ছে ঃ 'তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ওর উচ্চতা, প্রশস্ততা, ওর ছোট বড় উজ্জ্বল তারকারাজির প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক, ওদের আবর্তন ও স্থিরতা এবং ওদের প্রকাশ পাওয়া ও গোপন হওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ যার ঢেউ খেলতে রয়েছে ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। তারপর উঁচু নীচু পাহাড়গুলির দিকে দেখ যা যমীনের বুকে প্রোথিত রয়েছে এবং ওকে নড়তে দেয়না, ওদের রং ও আকৃতি বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, আবার ক্ষেত্র ও বাগানসমূহকে সবুজ সজীবকারী প্রবাহমান সুদৃশ্য নদীগুলির দিকে তাকাও, ক্ষেত্র ও বাগানের সবজীগুলি এবং ওদের নানা প্রকার ফল, ফুল এবং সুস্বাদু মেওয়াগুলির কথা চিন্তা কর যে, মাটিও এক এবং পানিও এক, কিন্তু আকৃতি, গন্ধ, রং, স্বাদ এবং উপকার দান পৃথক পৃথক। এসব কারিগরী কি তোমাদেরকে বলে দেয়না যে, ওদের একজন কারিগর আছেন? এসব আবিষ্কৃত জিনিস কি উচ্চরবে বলেনা যে, ওদের আবিষ্কারক কোন একজন আছেন? এ সমুদয় সৃষ্টজীব কি স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর সত্ত্বা ও একাত্মবাদের সাক্ষ্য প্রদান করেনা? এ হচ্ছে দলীল যা মহা সম্মানিত ও মহা মর্যাদাবান আল্লাহ স্বীয় সত্ত্বাকে স্বীকার করার জন্য প্রত্যেক চক্ষুর সামনে রেখে দিয়েছেন যা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা, পূর্ণ নৈপুণ্য, অদ্বিতীয় রাহমাত, অতুলনীয় দান এবং অফুরন্ত অনুগ্রহের উপর সাক্ষ্য দান করার জন্য যথেষ্ট। আমরা স্বীকার করছি যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষাকর্তা নেই। তিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্যও নেই এবং নিঃসন্দেহে তিনি ছাড়া সাজদাহর হকদারও আর কেহ নেই।

২৩। এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে তৎসদৃশ একটি 'সূরা' আনয়ন কর এবং তোমাদের সেই সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও	٢٣. وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟

শُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ	যারা আল্লাহ হতে পৃথক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!
٢٤. فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ	২৪। অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবেনা, তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর যার খোরাক মনুষ্য ও প্রস্তর খন্ড - যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

নাবী ও নাবুওয়াত সত্য

তাওহীদের পর এখন নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ 'আমি যে পবিত্র কুরআন আমার বিশিষ্ট বান্দা মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ করেছি তাকে যদি তোমরা আমার বাণী বলে বিশ্বাস না কর তাহলে তোমরা ও তোমাদের সাহায্যকারীরা সব মিলে পূর্ণ কুরআন তো নয়, বরং শুধুমাত্র ওর একটি সূরার মত সূরা আনয়ন কর। তোমরা তো তা করতে কখনও সক্ষম হবেনা, তাহলে ওটি যে আল্লাহর কালাম এতে সন্দেহ করছ কেন?' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, شُهَدَاءُ এর ভাবার্থ হচ্ছে সাহায্যকারী। (তাবারী ১/৩৭৬) আবূ মালিক (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অংশীদার, যারা তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করত। তাহলে ভাবার্থ হল এই ঃ 'যাদেরকে তোমরা পূজনীয়রূপে স্বীকার করছ তাদেরকেও ডাক এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় হলেও ওটির মত একটি সূরা রচনা কর।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৮৪)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তোমরা তোমাদের শাসনকর্তা এবং বাকপটু ও বাগ্মীদের নিকট হতেও সাহায্য নিয়ে নাও। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৮৫)

একটি চ্যালেঞ্চ

কুরআনুল হাকীমের এই মুজিযার প্রকাশ এবং এই রীতির বাণী কয়েক স্থানে আছে। সূরা কাসাসে আছে ঃ

قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

বল ঃ তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যে পথ নির্দেশ এতদুভয় (কুরআন ও তাওরাত) হতে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বল ঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবেনা। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৮৮) অন্য এক সূরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

আর এই কুরআন কল্পনা প্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এটা তো সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে (নাযিল) হয়েছে, এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, (এবং) এতে কোন সন্দেহ নেই (এটি) বিশ্বের রবের পক্ষ হতে (নাযিল) হয়েছে। তারা কি এরূপ বলে যে, এটি তার (নাবীর) স্বরচিত? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩৭-৩৮) এ সমস্ত আয়াত তো মাক্কা মুকার্‌রামায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাক্কাবাসীকে এর মুকাবিলায় অসমর্থ সাব্যস্ত করে মাদীনায়ও এ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যেমন উপরের আয়াত।

مِثْلِهِ এর 'ه' সর্বনামটিকে কেহ কেহ কুরআনের দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ এর (কুরআনের) মত কোন একটি সূরা রচনা কর। কেহ কেহ সর্বনামটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মত কোন নিরক্ষর লোক এরূপ হতেই পারেনা যে, লিখা-পড়া কিছু না জেনেও এমন বাণী রচনা করতে পারে যার মত বাণী কারও দ্বারা রচিত হতে পারেনা। কিন্তু প্রথম মতটিই সঠিক।

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অধিকাংশ চিন্তাবিদের এটাই মত। ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহঃ), যামাখ্‌শারী (রহঃ) এবং ইমাম রাযীও (রহঃ) এই মত পছন্দ করেছেন। এটিকে প্রাধান্য দেয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি এই যে, এতে সবারই প্রতি চ্যালেঞ্চ রয়েছে। একত্রিত করেও এবং পৃথক পৃথক করেও, সে নিরক্ষরই হোক বা আহলে কিতাব ও শিক্ষিত লোকই হোক, এতে এই মুজিযার পূর্ণতা রয়েছে এবং শুধুমাত্র অশিক্ষিত লোকদেরকে অপারগ করা অপেক্ষা এতে বেশি গুরুত্ব এসেছে। আবার দশটি সূরা আনতে বলা এবং ওটা আনতে না পারার ভবিষ্যদ্বাণী করাও এটাই প্রমাণ করছে যে, এর ভাবার্থ কুরআনই হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব নয়। সুতরাং এই সাধারণ ঘোষণা, যা বার বার করা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে যে, এরা এর উপর সক্ষম নয়। এ ঘোষণা একবার মাক্কায় করা হয়েছে এবং পরে মাদীনায়ও এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বিশেষ করে ঐসব লোক, যাদের মাতৃভাষা আরাবী ছিল এবং নিজেদের বাকপটুতা ও বাগ্মীতার জন্য গর্ববোধ করত তারা সবাই এর মুকাবিলা করতে অসমর্থ হয়েছিল। তারা পূর্ণ কুরআনের উত্তর দিতে পারেনি।' দশটি সূরাও নয়, এমনকি

একটি আয়াতেরও উত্তর দিতে সমর্থ হয়নি। সুতরাং পবিত্র কুরআনের একটি মুজিযা তো এই যে, তারা এর মত একটি ছোট সূরাও রচনা করতে পারেনি।

কুরআনুল হাকীমের দ্বিতীয় মুজিযা এই যে, তারা কখনও এর মত কিছুই রচনা করতে পারবেনা যদিও তারা সবাই একত্রিত হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সেই যুগেও কারও সাহস হয়নি, তার পরে আজ পর্যন্তও হয়নি এবং কিয়ামাত পর্যন্তও কারও সাহস হবেনা। আর এটা হবেই বা কিরূপে? যেভাবে আল্লাহর সত্ত্বা অতুলনীয়, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অতুলনীয়। যেহেতু কুরআন হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সৃষ্টি, তাই অন্যরা কিভাবে এরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যাদেরকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন? যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের বাক্য কি করে স্রষ্টার সমতুল্য হতে পারে?

কুরআনের মুজিযা

কুরআনুল কারীমকে এক নযর দেখলেই তার প্রকাশ্য ও গোপনীয়, শাব্দিক ও অর্থগত সব কিছু এমনভাবে প্রকাশ পায় যা সৃষ্টজীবের শক্তির বাইরে। স্বয়ং বিশ্বপ্রভু বলেন ঃ

الٓر كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১)

সুতরাং শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ বিশ্লেষিত কিংবা শব্দ বিশ্লেষিত এবং অর্থ সংক্ষিপ্ত। কাজেই কুরআন স্বীয় শব্দ ও রচনায় অতুলনীয়, এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সারা দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে অপারগ ও অসমর্থ। পূর্ব যুগের যেসব সংবাদ দুনিয়ার অজানা ছিল তা হুবহু এই পবিত্র কালামে বর্ণিত হয়েছে, আগামীতে যা ঘটবে তারও আলোচনা রয়েছে এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে সমস্ত ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেন ঃ

وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقًا وَعَدۡلاً

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) এই পবিত্র কুরআন সমস্তটাই সত্য, সত্যবাদিতা, সুবিচার এবং হিদায়াতে ভরপুর।

কুরআন কাব্য নয়

পবিত্র কুরআনে কোন আজে বাজে কথা, ক্রীড়া-কৌতুক এবং মিথ্যা অপবাদ নেই যা সাধারণতঃ কবিদের কবিতায় পাওয়া যায়। বরং তাদের কবিতার কদর ও মূল্য ওরই উপর নির্ভর করে। বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে যে, **اَعْذَبُه اَكْذَبَه** অর্থাৎ যা খুব বেশি মিথ্যা তা খুব বেশি সুস্বাদু। লম্বা চওড়া জোরালো প্রশংসামূলক কবিতাগুলিকে দেখা যায় যে, তা অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা মিশ্রিত। ওতে থাকবে নারীদের প্রশংসা ও সৌন্দর্য বর্ণনা, ঘোড়া ও মদের প্রশংসা, কোন মানুষের অতিরিক্ত প্রশংসা, উষ্ট্রীসমূহের ভূষণ ও সাজ-সজ্জা, বীরত্বের অতিরঞ্জিত গীত, যুদ্ধের চালবাজী কিংবা ডর–ভয়ের কাল্পনিক দৃশ্য। এতে না আছে কোন দুনিয়ার উপকার, না আছে কোন দীনের উপকার। এতে শুধু কবির বাকপটুতা ও কথা-শিল্প প্রকাশ পায়। চরিত্রের উপরেও ওর কোন ভাল প্রভাব পড়েনা, আমলের উপরেওনা। সম্পূর্ণ কবিতার মধ্যে দু' একটি ভাল ছন্দ হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু বাকী সবগুলোই আজে বাজে কথায় ভর্তি থাকে।

পক্ষান্তরে কুরআনুল হাকীমের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ওর এক একটি শব্দ ভাষা-মাধুর্যে, দীন ও দুনিয়ার উপকারে এবং মঙ্গল ও কল্যাণে ভরপুর। আবার বাক্যের বিন্যাস ও সৌন্দর্য, শব্দের গাঁথুনী, রচনার গঠন শৈলী অর্থের সুস্পষ্টতা এবং বিষয়ের পবিত্রতা যেন সোনায় সোহাগা। এর খবরের আস্বাদন, এর বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীর সরলতা মৃত সঞ্জীবনী, এর সংক্ষেপণ উচচ আদর্শ, এর বিশ্লেষণ মুজিযার প্রাণ। এর কোন কিছুর পুনরাবৃত্তি দ্বিগুণ স্বাদ দিয়ে থাকে। মনে হয় যেন খাঁটি মুক্তার বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। বার বার পড়লেও মনে বিরক্তি আসবেনা। স্বাদ গ্রহণ করতে থাকলে সব সময় নতুন স্বাদ পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে থাকলে শেষ হবেনা। এটা একমাত্র কুরআনুল হাকীমের বৈশিষ্ট্য। এর ভয় প্রদর্শন, ধমক এবং শাস্তির বর্ণনা মযবুত পাহাড়কেও নাড়িয়ে দেয়, মানুষের অন্তর তো কি ছার! এর অঙ্গীকার, সুসংবাদ, দান ও অনুগ্রহের বর্ণনা অন্তরের শুষ্ক কুঁড়ির মুখ খুলে দেয়। এটা ইচ্ছা ও আকাংখার প্রশমিত আবেগের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং জান্নাত ও আরামের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য চোখের সামনে উপস্থাপনকারী। এতে মন আনন্দিত হয় এবং চক্ষু খুলে যায়। এতে আগ্রহ উৎপাদক ঘোষণা হচ্ছে ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কেহই জানেনা, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৭) আরও বলা হচ্ছে ঃ

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭১)

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৬৮)

ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী! (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ১৬-১৭) আরও বলা হচ্ছে ঃ

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ

তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪০) উপদেশ দান রূপে বলা হয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ. مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ

তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২০৫-২০৭)

মোট কথা, এভাবে আল্লাহ কুরআনুল হাকীমে যখন যে বিষয় তুলে ধরেছেন তাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। আর একে বিভিন্ন প্রকারের বাকপটুতা,

ভাষালংকার এবং নিপুণতা দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক নির্দেশের মধ্যে মঙ্গল, সততা, লাভ এবং পবিত্রতার সমাবেশ ঘটেছে, আর প্রত্যেক নিষেধাজ্ঞা পাপ, হীনতা, নোংরামী এবং ভ্রষ্টতা কর্তনকারী। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ বলেছেন যে, যখন কুরআন মাজীদে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শুনতে পাও তখন তোমরা কান লাগিয়ে দাও, হয়ত কোন ভাল কাজের হুকুম দেয়া হবে, অথবা কোন মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ

সে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

কুরআনুল হাকীমে আছে কিয়ামাতের বর্ণনা, তথাকার ভয়াবহ দৃশ্য, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, দয়া ও কষ্টের পূর্ণ বিবরণের সাথে সাথে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের জন্য নানা প্রকার নি'আমাতের বর্ণনা ও তাঁর শত্রুদের জন্য নানা প্রকার শাস্তির বর্ণনা। কোথাও বা আছে সুসংবাদ এবং কোথায়ও আছে ভয় প্রদর্শন। কোন স্থানে আছে সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ উৎপাদন এবং কোন স্থানে আছে মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান। কোন জায়গায় আছে দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতার শিক্ষা এবং কোন জায়গায় আছে আখিরাতের প্রতি আগ্রহের তাগিদ। এ সমুদয় আয়াতই মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর পছন্দনীয় শারীয়াতের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, অন্তরের কালিমা দূর করে, শাইতানী পথগুলো বন্ধ করে এবং মন্দ ক্রিয়া নষ্ট করে।

রাসূলকে (সাঃ) সর্বোচ্চ মুজিযা দেয়া হয়েছে 'আল কুরআন'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) এমন মুজিযা দেয়া হয়েছিল যা দেখে মানুষ তাদের উপর ঈমান এনেছিল, কিন্তু আমার মুজিযা আল্লাহর ওয়াহী অর্থাৎ পবিত্র কুরআন। অতএব আমি আশা করি যে, কিয়ামাতের দিন অন্যান্য নাবীগণের (আঃ) অপেক্ষা আমার অনুসারী বেশি হবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯, মুসলিম ১/১৩৪) কেননা অন্যান্য নাবীগণের (আঃ) মুজিযা তাঁদের সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই মুজিযা কিয়ামাত পর্যন্ত জারী থাকবে। জনগণ ওটা দেখতে থাকবে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকবে। আল্লাহর জন্যই সমুদয় প্রশংসা।

কুরআনে বর্ণিত ‘পাথর’ কী

وَقُوْدُ এর অর্থ হচ্ছে জ্বালানী, যা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। যেমন গাছের ডাল, কাঠ, খড়ি ইত্যাদি। কুরআনুল হাকীমে আছে ঃ

وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

সীমা লংঘনকারীতো জাহান্নামেরই ইন্ধন। (সূরা জিন,৭২ ঃ ১৫) অন্য স্থানে আছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ. لَوْ كَانَ هَـٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা উপাস্য হত তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতনা; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮-৯৯)

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, খুব সম্ভবতঃ জাহান্নামের আগুনের দাহ্য হবে মানুষ এবং পাথর। আবার এও হতে পারে যে, ওর দাহ্য হবে পাথর। কিন্তু এ দুই মতামতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ ও দু’টি একে অপরের পরিপূরক। ‘তৈরী করে রাখা হয়েছে’ এর অর্থ হল ওটা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকারকারীদের অবশ্যই স্পর্শ করবে। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইকরিমাহ (রহঃ) অথবা সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা

করেন যে, ঐ শাস্তি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে সেই সব অবিশ্বাসীদের জন্য যারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করেছে। (তাবারী ১/৩৮৩)

এখানে এর অর্থ হচ্ছে গন্ধকের পাথর যা অত্যন্ত কালো, বড় এবং দুর্গন্ধময়, যার আগুনে অত্যন্ত তেজ থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন।

কেহ কেহ বলেছেন যে, এটা হতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ পাথরগুলো যেগুলোর ছবি ইত্যাদি বানানো হত, অতঃপর ঐগুলোকে পূঁজা করা হত। যেমন এক জায়গায় আছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮)

জাহান্নাম কী এখনও বর্তমান?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কুফরীর উপর রয়েছে তার জন্যও ঐ শাস্তি তৈরী আছে। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জাহান্নাম এখনও বিদ্যমান ও সৃষ্ট রয়েছে। কেননা أُعِدَّتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দলীল স্বরূপ বহু হাদীসও রয়েছে। একটি সুদীর্ঘ হাদীসে আছে, জান্নাত ও জাহান্নামে তর্ক হল। (মুসলিম ৪/২১৮৬) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ

'জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। সুতরাং তাকে শীতকালে একটি এবং গ্রীষ্মকালে একটি শ্বাস নেয়ার অনুমিত দেয়া হল।' (বুখারী ৫২৭, তিরমিযী ৭/৩১৭) তৃতীয় হাদীসে আছে, সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা একদিন একটি বড় শব্দ শুনতে পাই। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করি ঃ 'এটা কিসের শব্দ?' তিনি বলেন ঃ 'সত্তর বছর পূর্বে একটি পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আজ সেখানে পৌঁছেছে।' (মুসলিম ৪/২১৮৪) চতুর্থ হাদীস এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করা অবস্থায় জাহান্নামকে দেখেছিলেন। ৫ম হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাযের রাতে জাহান্নাম ও তার শাস্তি অবলোকন করেছিলেন। এরকমই আরও সহীহ মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِه *যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে তৎসদৃশ একটি "সূরা" আনয়ন কর।* এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমর ইব্ন আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে প্রতিনিধি হিসাবে মুসাইলামা কায্যাবের নিকট উপস্থিত হলে সে তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'তুমি তো মাক্কা থেকেই এসেছ, আচ্ছা বলত আজকাল কোন্ নতুন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে?' তিনি বললেন ঃ সম্প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা অত্যন্ত চারুবাক ও ভাষার সৌন্দর্য ও অলংকারে পরিপূর্ণ এবং খুবই ব্যাপক।' অতঃপর সূরা আল-আসর পড়ে শুনান। মুসাইলামা কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলে ঃ 'আমার উপরও এ রকমই একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।' তিনি বলেন ঃ 'ঠিক আছে, শুনাও তো দেখি।' সে বলে ঃ

'ওহে জংলী বিড়াল! তোমার অস্তিত্ব তো দু'টি কান ও বক্ষ ছাড়া কিছুই নয়, বাকী তো তোমার সবই নগণ্য।' অতঃপর সে বলে ঃ বল হে আমর! কেমন হয়েছে? তিনি (আমর রাঃ) বলেন ঃ 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কি? তুমি তো ভাল করেই জান যে, তোমার এ সবই মিথ্যা তা আমি জানি। কোথায় এই বাজে কথা, আর কোথায় সেই জ্ঞান ও দর্শনপূর্ণ বাণী।'

٢٥. وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ

২৫। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে; যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে ঃ আমাদের তো এটা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল, বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে, এবং তাদের

فِيهَا خَـٰلِدُونَ	জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ রয়েছে, এবং তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

মু'মিন ব্যক্তিদের প্রতিদান

কাফির ও ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়ার পর এখানে মু'মিন ও সৎলোকদের প্রতিদান, সাওয়াব ও সম্মানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কুরআনের **مَثَانِى** হওয়ার এটাও একটা অর্থ এবং সঠিক অর্থ এটাই যে, এতে প্রত্যেক বিষয় জোড়া জোড়া রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণও উপযুক্ত জায়গায় দেয়া হবে। ভাবার্থ এই যে, ঈমানের সঙ্গে কুফরের এবং কুফরের সঙ্গে ঈমানের, সাওয়াবের সঙ্গে পাপের ও পাপের সঙ্গে সাওয়াবের বর্ণনা অবশ্যই আসে। যে জিনিসের বর্ণনা দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত জিনিসেরও বর্ণনা দেয়া হয়। কোন জিনিসের বর্ণনা দিয়ে কোন জায়গায় তার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়। **مُتَشَابِه** এ রকমই।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণিত জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার বৃক্ষরাজী ও অট্টালিকার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেখানে নদী/ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, কিন্তু গর্ত নেই। অন্য হাদীসে আছে যে, কাওসার নদীর দু'ধারে খাঁটি মুক্তার গম্বুজ আছে, তার মাটি হচ্ছে খাঁটি মৃগনাভি, তার কুচি পাথরগুলি হচ্ছে মণি-মুক্তা ও অতি মূল্যবান পাথর। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে যেন আমাদেরকে ঐ নি'আমাত দান করেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। হাদীসে আছে ঃ

জান্নাতের নদীগুলি মুশ্কের পাহাড়ের নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (ইব্ন আবী হাতিম ১/৮৭)। মাশরুক ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৮৮)

জান্নাতের ফল-মূলের সাথে সাযুজ্য

জান্নাতবাসীদের এই কথা 'ইতোপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল' এর ভাবার্থ এই যে, দুনিয়ায়ও তাদেরকে এই ফলগুলি দেয়া হয়েছিল। তাদের এটা বলার কারণ এই যে, বাহ্যিক আকারে এটি সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, জান্নাতের ঘাস হচ্ছে জাফরান এবং পাহাড়গুলো হচ্ছে মুশকের। ছোট ছোট সুন্দর চেহারা পরিবর্তনহীন ছেলেরা ফল এনে হাযির করবে এবং তারা খাবে। আবার আনলে তারা বলবে ঃ ওটা এখনই তো খেলাম। তারা উত্তর দিবে ঃ জনাব! রং ও রূপ তো এক, কিন্তু স্বাদ পৃথক; খেয়ে দেখুন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৯০) খেয়েই তারা আরও সুস্বাদু অনুভব করবে। সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার এটাই অর্থ। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার ফলের সঙ্গে এবং নামে ও আকারে সাদৃশ্য থাকবে, কিন্তু স্বাদ হবে পৃথক। (তাবারী) ১/৩৯১)

জান্নাতের স্ত্রীগণ হবেন পুতঃ পবিত্র

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ এবং তাদের জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ রয়েছে। ইব্ন আবূ তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তারা অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র। (তাবারী ১/২৯৫) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তা হল মাসিক, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়া, প্রস্রাব, বীর্য, থুথু এবং গর্ভ ধারণ থেকে পবিত্র। (তাবারী ১/৩৯৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, তা হল অশুচি এবং পাপ। তিনি অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, তা হল মাসিক এবং গর্ভ ধারণ থেকে পবিত্র। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৯১) 'আতা (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিআহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৯২)

'তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে' অর্থাৎ চূড়ান্ত ও স্থায়ী শান্তি একমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিই লাভ করবে, তারা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করবেনা এবং অফুরন্ত নি'আমাত লাভ করবে যা কখনো নিঃশেষ হবেনা কিংবা ছিনিয়ে নেয়া হবেনা। আমরাও আল্লাহর কাছে এরূপ নি'আমাতের প্রার্থনা করছি, তিনিতো অত্যন্ত অনুগ্রহকারী, দয়ালু ও মহানুভব।

২৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেননা। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো বিশ্বাস	٢٦. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا

فَوۡقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ	করবে যে, এ উপমা তাদের রবের পক্ষ হতে খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে, আর যারা কাফির সর্বাবস্থায় তারা এটাই বলবে যে, এ সব নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করে থাকেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই বিপথগামী করে থাকেন।
٢٧. ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ	২৭। যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ঐ সব সম্বন্ধ ছিন্ন করে যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা ভূপৃষ্ঠে বিবাদ সৃষ্টি করে তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন উপরের তিনটি আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হল অর্থাৎ আগুন ও পানি, তখন তারা বলতে লাগল যে, এরকম ছোট ছোট দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা কখনও বর্ণনা করেননা। তার প্রতিবাদে আল্লাহ

তা‘আলা এই আয়াত দু’টি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১/৩৯৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যখন কুরআনুল হাকীমে মাকড়সা ও মাছির দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয় তখন মুশরিকরা বলতে থাকে যে, কুরআনের মত আল্লাহর কিতাবে এরকম নিকৃষ্ট প্রাণীর বর্ণনা দেয়ার কি প্রয়োজন? তাদের এ কথার উত্তরে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, সত্যের বর্ণনা দিতে আল্লাহ আদৌ লজ্জাবোধ করেননা, তা কমই হোক বা বেশীই হোক। (তাবারী ১/৩৯৯)

পৃথিবীর জীবন যাপনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা

রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, এটা একটা মযবুত দৃষ্টান্ত যা দুনিয়ার দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মশা ক্ষুধার্ত থাকা পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং মোটা তাজা হলেই মারা যায়। এ রকমই এ লোকেরাও যখন ইহলৌকিক সুখ সম্ভোগ প্রাণভরে ভোগ করে তখনই আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَىۡءٍ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৪৪) (তাবারী ১/৩৯৮) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং আদী ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এইরূপ বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমে আছে ঃ

যদি কোন মুসলিমের পায়ে কাঁটা ফুঁড়ে অথবা এর চেয়েও বেশি কিছু হয় তাহলে তার জন্যও তার মর্যাদা বেড়ে যায় এবং পাপ মোচন হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯১) এ হাদীসেও فَمَافَوْقَهَا শব্দটি আছে। ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যেমন এ ছোট-বড় জিনিসগুলি সৃষ্টি করতে আল্লাহ তা‘আলা লজ্জাবোধ করেননা, তেমনই ওগুলিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণনা করতেও তাঁর কোন দ্বিধা ও সংকোচ নেই। কুরআনুল হাকীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এক জায়গায় বলেন ঃ হে লোকসকল! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তোমরা কান লাগিয়ে শোন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـًٔا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেনা; পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল! (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৩) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

আল্লাহর পরিবর্তে যারা অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে; এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ. تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ. يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ

তুমি কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে তার রবের অনুমতিক্রমে, এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কু-বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৪-২৭) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা সেই ক্রীতদাসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ঃ

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ

আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখেনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৫) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ

আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন দু' ব্যক্তির; ওদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখেনা এবং সে তার মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারেনা; সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির মত যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়? (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৬) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ

(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৮)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ মু'মিনগণ এ কথায় বিশ্বাসী যে, তারা ছোট-বড় যে বিষয়েরই সম্মুখীন হয় তা আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের সুপথ প্রদর্শন করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৯৩)

সুদ্দী (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন যে, 'এভাবে সে অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে' এর অর্থ হল মুনাফিক। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং আয়াত অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দেন, যদিও তারা জানে যে, আল্লাহর আয়াত সত্য। ইহাই হল আল্লাহর বিপথে চালিত করা। (তাবারী ১/৪০৮)

أَنَّهُ এর **ضَمِيْر**টির **مَرْجَعْ** হচ্ছে **مِثَال** অর্থাৎ মু'মিন এ দৃষ্টান্তকে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য মনে করে, আর কাফিরেরা কথা বানিয়ে থাকে। যেমন সূরা মুদ্দাসসিরে আছে ঃ 'এবং জাহান্নামের কর্মচারী আমি শুধু ফেরেস্তাদেরকেই নিযুক্ত করেছি, আর আমি তাদের সংখ্যা শুধু এরূপ রেখেছি যা কাফিরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, এজন্য যে, কিতাবীগণ যেন বিশ্বস্ত হয় এবং ঈমানদারদের ঈমান আরও বর্ধিত হয়, আর কিতাবীগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ না করে, আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা এবং কাফিরেরা যেন বলে যে, এ বিস্ময়কর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এরূপেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করে থাকেন; আর তোমার প্রভুর সৈন্যবাহিনীকে তিনি ছাড়া কেহই জানেনা, আর এটা শুধু মানুষের উপদেশের জন্য।' এখানেও হিদায়াত ও গুমরাহীর বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীগণ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুনাফিক পথভ্রষ্ট হয় এবং মু'মিন সুপথ প্রাপ্ত হয়। মুনাফিকরা ভ্রান্তির মধ্যে বেড়েই চলে, কেননা এ দৃষ্টান্ত যে সত্য তা জানা সত্ত্বেও তারা একে অবিশ্বাস করে, আর মু'মিন এটা বিশ্বাস করে ঈমান আরও বাড়িয়ে নেয়।

فَاسِقِيْنَ এর ভাবার্থ হচ্ছে 'মুনাফিক'। কেহ কেহ এর অর্থ নিয়েছেন 'কাফির'–যারা জেনে শুনে অস্বীকার করে। সা'দ (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা খারেজীদেরকে বুঝান হয়েছে।

যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে বেরিয়ে যায়, আরাবী পরিভাষায় তাকে ফাসিক বলা হয়। খোলস সরিয়ে খেজুরের শীষ বের হলে আরাবেরা **فَسَقَتْ** বলে থাকে। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে ক্ষতি সাধন করতে থাকে বলে ওকেও **فُوَاسِقَةْ** বলা হয়। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'পাঁচটি প্রাণী 'ফাসিক'। কা'বা ঘরের মধ্যে এবং ওর বাইরে এদেরকে হত্যা করা হবে। এগুলো হচ্ছে ঃ ১। কাক, ২। চিল, ৩। বিচ্ছু, ৪। ইঁদুর এবং ৫। কালো কুকুর। (ফাতহুল বারী ৬/৪০৮, মুসলিম ২/৮৫৬) সুতরাং কাফির এবং প্রত্যেক অবাধ্যই ফাসিকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাফিরদের ফাসিকী সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে খারাপ। আর এ আয়াতে ফাসিকের ভাবার্থ হচ্ছে কাফির। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

এর বড় দলীল এই যে, পরে তাদের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, তাঁর নির্দেশ অমান্য করা, যমীনে ঝগড়া-বিবাদ করা, আর কাফিরেরাই এসব দোষে জড়িত রয়েছে, মু'মিনদের বিশেষণতো এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই। যারা আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা, আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৯-২১) একটু পরেই বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৫) অঙ্গীকার হচ্ছে ওটাই যা তাওরাতে তাদের কাছে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তারা ওর সমস্ত কথা মেনে চলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর নাবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য মনে করবে। আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এই যে, জেনে-শুনে তারা তাঁর নাবুওয়াত ও আনুগত্য অস্বীকার করেছে এবং অঙ্গীকার সত্ত্বেও ওকে গোপন করেছে, আর পার্থিব স্বার্থের কারণে ওর উল্টা করেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থে কোন নির্দিষ্ট দলকে বুঝায়না, বরং সমস্ত কাফির, মুশরিক ও মুনাফিককে বুঝায়। অঙ্গীকারের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর

একাত্মবাদ এবং তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে স্বীকার করা, যার প্রমাণে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও বড় বড় মুজিযা বিদ্যমান রয়েছে। আর ওটা ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ ও সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং অস্বীকার করা। এই কথাটিই বেশি মযবুত ও যুক্তিসঙ্গত। ইমাম যামাখ্শারীর (রহঃ) মতামতও এদিকেই। তিনি বলেন যে, অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাস করা, যা মানবীয় প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছিলেন ঃ ‘আমি কি তোমাদের প্রভু নই?’ তখন সবাই উত্তর দিয়েছিল ঃ ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু।’ অতঃপর যেসব কিতাব দেয়া হয়েছে তাতেও অঙ্গীকার করানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরা কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরা করব।’ কেহ কেহ বলেন যে, অঙ্গীকারের ভাবার্থ হচ্ছে সেই অঙ্গীকার যা আত্মাসমূহের নিকট হতে নেয়া হয়েছিল, যখন তাদেরকে আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে বের করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমাদের প্রভু যখন আদমের (আঃ) সন্তানদের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমিই তোমাদের প্রভু এবং তারা সবাই স্বীকার করেছিল।’ আর একে ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে একে ছেড়ে দেয়া। এ সমুদয় কথা তাফসীর ইব্‌ন জারীরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

মুনাফিকের লক্ষণ

আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ ‘আল্লাহর অঙ্গীকার ভেঙ্গে দেয়া যা মুনাফিকদের কাজ ছিল, তা হচ্ছে এই ছয়টি অভ্যাস ঃ (১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলা, (২) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, (৩) গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করা, (৪) আল্লাহর অঙ্গীকার দৃঢ় করণের পর তা ভঙ্গ করা (৫) যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন করা এবং (৬) পৃথিবীতে বিবাদের সৃষ্টি করা। তাদের এই ছয়টি অভ্যাস তখনই প্রকাশ পায় যখন তারা জয়যুক্ত হয়। আর যখন তারা পরাজিত হয় তখন তারা প্রথম তিনটি কাজ করে থাকে।’ সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, কুরআনের আদেশ ও নিষেধাবলী পড়া, সত্য বলে জানা, অতঃপর না মানাও ছিল অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আল্লাহ যা মিলিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন–এর ভাবার্থ হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখা এবং আত্মীয়দের হক আদায় করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে এক জায়গায় আছে ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২২) (তাবারী ১/৪১৬) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) একেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতটি সাধারণ। যা মিলিত রাখার ও আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা তারা ছিন্ন করেছিল এবং আদায় করেনি। خَاسِرُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে আখিরাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ "তাদের উপর হবে লা'নত এবং তাদের পরিণাম হবে খারাপ।"

'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া' কী

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, কুরআন মাজীদে মুসলিম ছাড়া অন্যদেরকে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে সেখানে ভাবার্থ হবে কাফির এবং যেখানে মুসলিমকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে সেখানে অর্থ হবে পাপী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৫)

خَاسِرُوْنَ শব্দটি خَاسِرٌ এর বহুবচন। জনগণ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহর রাহমাত হতে সরে গেছে বলে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে। মুনাফিক ও কাফির ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মতই। যখন আল্লাহর দয়া/অনুগ্রহের খুবই প্রয়োজন হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। সেই দিন এরা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত থাকবে।

২৮। কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে	٢٨. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ

প্রত্যাগমন করতে হবে।	تُرْجَعُونَ

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দলীলসমূহ

আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান রয়েছেন, তিনি ব্যাপক ক্ষমতবান এবং তিনিই সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি প্রমাণ করার পর এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'কেমন করে তোমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী তো একমাত্র তিনিই।' যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ. أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ

তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩৫-৩৬) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا

কাল-প্রবাহ মানুষের উপর এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা। (সূরা ইনসান/দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ১) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে। কুরআনুম মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রেখেছেন এবং দুইবার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ এবং এই আয়াতের ভাবার্থ একই যে, তোমরা তোমাদের পিতার পৃষ্ঠে মৃত ছিলে। অর্থাৎ কিছুই ছিলনা। তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, আবার তোমাদেরকে মৃত করবেন। অর্থাৎ মৃত্যু একদিন অবশ্যই আসবে। আবার তিনি তোমাদেরকে কাবর হতে উঠাবেন। এভাবেই মরণ দু'বার এবং জীবন দু'বার।

২৯। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	٢٩. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর ক্ষমতা সম্বন্ধে দলীল

পূর্বের আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ দলীলসমূহ বর্ণনা করেছেন যা স্বয়ং মানুষের মধ্যে রয়েছে। এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পবিত্র আয়াতে ঐ দলীলসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যা দৈনন্দিন মানুষের চোখের সামনে ভাসছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, প্রত্যেক জিনিস সম্বন্ধে তাঁর জানা আছে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৪)

সৃষ্টির সূচনা

এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে সূরা ফুচ্ছিলাতে (হা মীম সাজদাহ)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ. ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ. فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ فِى

يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

বল ঃ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের রাব্ব। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে এসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৯-১২)

এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অট্টালিকা নির্মাণের এটাই নিয়ম যে, প্রথমে নির্মাণ করা হয় নীচের অংশ এবং পরে উপরের অংশ। মুফাস্সিরগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা ইনশাআল্লাহ এখনই আসছে। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য স্থানে বলেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا. وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ. أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا. وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا. مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, নাকি আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলির ভোগের জন্য। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৭-৩৩) এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, তিনি আকাশের পরে যমীন সৃষ্টি করেছেন।'

কেহ কেহ বলেছেন যে, পরবর্তী আয়াতটিতে আসমানের সৃষ্টির পরে যমীন বিছিয়ে দেয়া ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে, সৃষ্টি করা নয়। তাহলে ঠিক আছে যে, প্রথমে যমীন সৃষ্টি করেছেন, পরে আসমান। অতঃপর যমীনকে ঠিকভাবে সাজিয়েছেন। এতে আয়াত দু'টি পরস্পর বিরোধী আর থাকলনা। এ দোষ হতে মহান আল্লাহর কালাম সম্পূর্ণ মুক্ত।

আসমানের পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً *পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন* - এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আকাশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ওর থেকে ধূম্রের সৃষ্টি। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার আরশ পানির উপরে ছিল। এর পূর্বে তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর যখন তিনি অন্যান্য জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি পানি হতে ধূম্র বের করেন এবং সেই ধূম্র উপরে উঠে যায়। তা হতে তিনি আকাশ সৃষ্টি করেন। তারপর পানি শুকিয়ে যায় এবং ওকে তিনি যমীনে পরিণত করেন। এবং পরে পৃথক পৃথকভাবে সাতটি যমীন সৃষ্টি করেন। যমীন কাঁপতে থাকলে আল্লাহ তার উপর পাহাড় স্থাপন করেন, তখন তা থেমে যায়। আল্লাহ তা'আলার এ কথার অর্থ এটাই ঃ 'আমি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে। পাহাড়, যমীনে উৎপাদিত শস্য এবং যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস মঙ্গল ও বুধ এই দু'দিনে সৃষ্টি করেন। এরই বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত আয়াতটিতে রয়েছে। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১১) এরপর বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ *অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন।* অর্থাৎ এক একটি আকাশের উপর আর একটি আকাশ এবং এক একটি যমীনের নীচে যমীন সৃষ্টি করে মোট সাতটি আকাশ ও সাতটি যমীন সৃষ্টি করেন।

আকাশে তিনি মালাইকাকে সৃষ্টি করেন, যার জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারও নেই। দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন এবং ওগুলিকে শাইতান হতে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেন। এসব সৃষ্টি করার পর বিশ্বপ্রভু আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। এ আয়াত ঐ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা সূরা সাজদায় (৪১ ঃ ১১) বর্ণিত হয়েছে।

জগত সৃষ্টির মোট সময়

তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, রোববার হতে মাখলূকের সৃষ্টিকাজ আরম্ভ হয়। দু'দিনে সৃষ্টি করা হয় যমীন, দু'দিনে যমীনের সমস্ত জিনিস এবং দু'দিনে আসমান সৃষ্টি করা হয়। শুক্রবারের শেষাংশে আসমানের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ঐ সময়েই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ সময়েই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। ওটা হতে যে ধোঁয়া উপরের দিকে উঠেছে তা হতে আকাশ নির্মাণ করেন যা একটির উপর আর একটি এভাবে সাতটি এবং যমীনও একটির নীচে আরেকটি এভাবে সাতটি। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন সূরা সাজদাহয় রয়েছে। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত। সহীহ বুখারীতে আছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, যমীন তো আকাশসমূহের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বিছানো হয়েছে পরে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৭) সাধারণ আলেমদেরও উত্তর এটাই। অতীতের এবং বর্তমানের অনেক তাফসীরকারক একই রকম বর্ণনা করেছেন যা সূরা নাযি'আত এর তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে 'দুহা' শব্দটিরও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ. أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا. وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا

এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩০-৩২)

কুরআন মাজীদে دَحَىٰهَا শব্দটি আছে এবং এর পরে পানি, চারা, পাহাড় ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এ শব্দটির ব্যাখ্যা যেন নিম্নরূপ ঃ মহান আল্লাহ যে যে

জিনিসের বৃদ্ধির ক্ষমতা এই যমীনে রেখেছিলেন, ঐ সবকে প্রকাশ করে দিলেন এবং এর ফলে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপাদন বেরিয়ে এলো। এভাবেই আকাশেও স্থির ও গতিশীল তারকারাজি ইত্যাদি নির্মাণ করলেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাতা।

৩০। এবং যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব; তারা বলল ঃ আপনি কি যমীনে এমন কেহকে সৃষ্টি করবেন যারা তন্মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? এবং আমরাই তো আপনার গুণগান করছি এবং আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি। তিনি বললেন ঃ তোমরা যা অবগত নও নিশ্চয়ই আমি তা জ্ঞাত আছি।	٣٠. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আদম-সন্তান বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে বসবাস করছে

মহান আল্লাহর এই অনুগ্রহের কথা চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, তিনি আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার পূর্বে মালাইকার মধ্যে ওর আলোচনা করেন, যার বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন যে, হে মুহাম্মাদ! তুমি মানব সৃষ্টির ঘটনাটি স্মরণ কর এবং তোমার উম্মাতকে জানিয়ে দাও।

خَلِيْفَةٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে পরস্পর স্থলাভিষিক্ত হওয়া। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ

আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِ

এবং তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬২)

وَلَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِي ٱلۡأَرۡضِ يَخۡلُفُونَ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬০) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ

অতঃপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৯) একটি অপ্রচলিত পঠনে **خَلِيْفَة** খালাইফাহ্ও পড়া হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, খালীফা শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র আদমকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা বিবেচনার বিষয়। 'তাফসীর রাযী' প্রভৃতি কিতাবে এই মতভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, ভাবার্থ এটা নয়। এর প্রমাণ তো মালাইকার নিম্নের উক্তিটি ঃ **أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء** *আপনি কি যমীনে এমন কেহকে সৃষ্টি করবেন যারা তন্মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে।* এটা স্পষ্ট কথা যে, তারা এটা আদমের (আঃ) সন্তানদের সম্পর্কে বলেছিলেন, খাস করে তাঁর সম্পর্কে নয়।

মালাইকা এটা কি করে জেনেছিলেন সেটা অন্য কথা। হয়ত মানব প্রকৃতির চাহিদা লক্ষ্য করেই তাঁরা এটা বলেছিলেন। কেননা এটা বলে দেয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হবে। কিংবা হয়ত 'খলীফা' শব্দের ভাবার্থ জেনেই তারা এটা বুঝেছিলেন যে, মানুষ হবে ন্যায় অন্যায়ের ফাইসালাকারী, অনাচারকে প্রতিহতকারী। এবং অবৈধ ও পাপের কাজে বাধাদানকারী। অথবা তারা যমীনের প্রথম সৃষ্টজীবকে দেখেছিলেন বলেই মানুষকেও তাদের মাপকাঠিতে ফেলেছিলেন। এটা মনে রাখা দরকার যে, মালাইকার এই আরয প্রতিবাদমূলক ছিলনা বা তাঁরা যে এটা বানী আদমের প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে বলেছিলেন তাও নয়। মালাইকার মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা হয়েছে ঃ 'যে কথা বলার

তাদের অনুমতি নেই, তাতে তারা মুখ খুলেনা।' (এটাও স্পষ্ট কথা যে, মালাইকার স্বভাব হিংসা হতে পবিত্র) বরং সঠিক ভাবার্থ এই যে তাদের এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র এর হিকমাত জানার ও এর রহস্য প্রকাশ করার, যা তাদের বোধশক্তির উর্ধ্বে ছিল। আল্লাহ তো জানতেনই যে, এ শ্রেষ্ঠ জীব বিবাদ ও ঝগড়াটে হবে। কাজেই ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ রকম মাখলূক সৃষ্টি করার মধ্যে বিশ্বপ্রভুর কি নিপুণতা রয়েছে? যদি ইবাদাতেরই উদ্দেশে হয় তাহলে ইবাদাত তো আমরাই করছি। আমাদের মুখেই তো সদা তাঁর তাস্বীহ ও প্রশংসাগীত উচ্চারিত হচ্ছে এবং আমরা ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি হতেও পবিত্র। তথাপি এরূপ বিবাদী মাখলূক সৃষ্টি করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা রয়েছে?'

মহান আল্লাহ তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তারা দুনিয়ায় ঝগড়া-বিবাদ, কাটাকাটি, মারামারি ইত্যাদি করবে এই জ্ঞান তাঁর আছে। তথাপি তাদেরকে সৃষ্টি করার মধ্যে যে নিপুণতা ও দূরদর্শিতা রয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি জানেন যে, তাদের মধ্যে নাবী রাসূল; সত্যবাদী, শহীদ, সত্যের উপাসক, ওয়ালী, সৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী, আলেম, আল্লাহভীরু, প্রভৃতি মহা-মানবদের জন্ম লাভ ঘটবে, যারা তাঁর নির্দেশাবলী যথারীতি মান্য করবে এবং তারা তাঁর বার্তাবাহকদের ডাকে সাড়া দিবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, দিনের মালাইকা সুবহি সাদিকের সময় আসেন এবং আসরের সময় চলে যান। সে সময় রাতের মালাইকা আগমন করেন, তারা আবার সকালে চলে যান। আগমনকারীগণ যখন আগমন করেন তখন অন্যেরা চলে যান। অতএব তারা ফাজর ও আসরে জনগণকে পেয়ে থাকেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে দুই দলই এ কথা বলেন ঃ 'আমরা যাবার সময় আপনার বান্দাদেরকে সালাতে পেয়ে ছিলাম এবং আসার সময়ও তাদেরকে সালাতে ছেড়ে এসেছি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৬) এটাই হল মানব সৃষ্টির যৌক্তিকতা যার সম্বন্ধে মহান আল্লাহ মালাইকাকে বলেছিলেন ঃ 'নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জাননা।' ঐ মালাইকাকে তা দেখার জন্যও পাঠানো হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দিনের আমলগুলি রাতের পূর্বে এবং রাতের আমলগুলি দিনের পূর্বে আল্লাহর নিকট উঠে যায়।' (মুসলিম ১৭৯) মোট কথা, মানব সৃষ্টির মধ্যে যে ব্যাপক দূরদর্শিতা নিহিত ছিল সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন যে, এটা তাদের 'আমরাই তো আপনার তাস্বীহ পাঠ করি' এ কথার উত্তরে বলা হয়েছে যে,

আল্লাহই সব জানেন অর্থাৎ মালাইকা নিজেদের দলের সবাইকে সমান মনে করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেননা তাদের মধ্যে ইবলিসও একজন।

খালীফা/প্রতিনিধি নিয়োগ করার বাধ্য-বাধকতা

ইমাম কুরতবী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এই আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, খলীফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব। তিনি মতবিরোধের মীমাংসা করবেন, ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দিবেন, অত্যাচারী হতে অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রতিশোধ নিবেন, 'হুদুদ' কায়েম করবেন, অন্যায় ও পাপের কাজ হতে জনগণকে বিরত রাখবেন ইত্যাদি বড় বড় কাজগুলি যার সমাধান ইমাম ছাড়া হতে পারেনা। এসব কাজ ওয়াজিব এবং এগুলি ইমাম ছাড়া সম্পন্ন হতে পারেনা, আর যা ছাড়া কোন ওয়াজিব সম্পন্ন হয়না ওটাও ওয়াজিব। সুতরাং খালীফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হল।

ইমামতি হয়ত বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট শব্দের দ্বারা লাভ করা যাবে। যেমন আহলে সুন্নাতের একটি জামা'আতের আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খিলাফাতের জন্য তাঁর নাম নিয়েছিলেন। কিংবা কুরআন ও হাদীসে ওর দিকে ইঙ্গিত আছে। যেমন আহলে সুন্নাতেরই অপর একটি দলের প্রথম খালীফার ব্যাপারে ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে খিলাফাতের জন্য তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন। অথবা হয়ত একজন খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফার নাম বলে যাবেন। যেমন আবূ বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) তাঁর স্থলবর্তী করে গিয়েছিলেন। কিংবা তিনি হয়ত সৎলোকদের একটি কমিটি গঠন করে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্বভার তাদের উপর অর্পণ করে যাবেন যেমন উমার (রাঃ) এরূপ করেছিলেন। অথবা আহলে হিল্লওয়াল আক্দ (অর্থাৎ প্রভাবশালী সেনাপতিগণ, আলেমগণ, সৎলোকগণ ইত্যাদি) একত্রিতভাবে তার হাতে বাইআত করবেন, তাদের কেহ কেহ বাইআত করে নিলে অধিকাংশের মতে তাকে মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ইমাম হওয়ার জন্য পুরুষ লোক হওয়া, আযাদ হওয়া, বালিগ হওয়া, বিবেক সম্পন্ন হওয়া, মুসলিম হওয়া, সুবিচারক হওয়া, ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া, সাধারণ অভিমত সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং কুরাইশী হওয়া ওয়াজিব।

তবে হ্যাঁ, হাশিমী হওয়া ও দোষমুক্ত হওয়া শর্ত নয়। গালী রাফেযী এ শর্ত দু'টি আরোপ করে থাকে। ইমাম যদি ফাসিক হয়ে যায় তাহলে তাকে পদচ্যুত করা উচিত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সঠিক মত এই যে, তাকে পদচ্যুত করা হবেনা। কেননা হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে পর্যন্ত না তোমরা এমন খোলাখুলি কুফরী লক্ষ্য কর যার কুফরী হওয়ার প্রকাশ্য দলীল আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট বিদ্যমান থাকে।' (বুখারী ৭০৫৬, তাবারী ১/৪৭৭) অনুরূপভাবে ইমাম নিজেই পদত্যাগ করতে পারে কিনা সে বিষয়েও মতবিরোধ রয়েছে। হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) নিজে নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন এবং ইমামের দায়িত্ব মু'আবিয়াকে (রাঃ) অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এটা ওজরের কারণে ছিল এবং যার জন্য তার প্রশংসা করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে একাধিক ইমাম একই সময়ে হতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের মধ্যে কোন কাজ সম্মিলিতভাবে হতে যাচ্ছে এমন সময় কেহ যদি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তাহলে তাকে হত্যা কর, সে যে কেহই হোক না কেন।' (মুসলিম ৩/১৪৭০) জমহুরের এটাই মাযহাব এবং বহু বিজ্ঞজনও এর উপর ইজমা নকল করেছেন, যাদের মধ্যে ইমামুল হারামাইনও (রহঃ) একজন।

৩১। এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, অনন্তর তৎসমূদয় মালাইকার সামনে উপস্থাপিত করলেন, অতঃপর বললেন ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে এ সব বস্তুর নামসমূহ বর্ণনা কর।	٣١. وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
৩২। তারা বলেছিল ঃ আপনি পরম পবিত্র! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের	٣٢. قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ

আরবি	বাংলা
ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ	কোনই জ্ঞান নেই, নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।
٣٣. قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ	৩৩। তিনি বলেছিলেন ঃ হে আদম! তুমি তাদেরকে ঐ সকলের নামসমূহ বর্ণনা কর; অতঃপর যখন সে তাদেরকে ঐগুলির নামসমূহ বলেছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তাও পরিজ্ঞাত আছি?

মালাইকার উপরে আদমের (আঃ) সম্মান

এখানে এ কথারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটা বিশেষ জ্ঞানে আদমকে (আঃ) মালাইকার উপর মর্যাদা দান করেছেন।

এটা মালাইকার আদমকে (আঃ) সাজদাহ করার পরের ঘটনা। কিন্তু তাঁকে সৃষ্টি করার মধ্যে মহান আল্লাহর যে হিকমাত নিহিত ছিল এবং যা মালাইকা জানতেননা, তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে এ ঘটনাকেই পূর্বে বর্ণনা করেছেন এবং মালাইকার সাজদাহ করার ঘটনা, যা পূর্বে ঘটেছিল তা পরে বর্ণনা করেছেন, যেন খলীফা সৃষ্টি করার যৌক্তিকতা ও নিপুণতা প্রকাশ পায় এবং জানা যায় যে, আদমের (আঃ) মর্যাদা ও সম্মান লাভ হয়েছে এমন এক বিদ্যার কারণে যে বিদ্যা মালাইকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি আদমকে (আঃ) সমুদয় বস্তুর নাম শিখিয়ে দেন, অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের নাম, সমস্ত জীব জন্তুর নাম, যমীন, আসমান, পাহাড় পর্বত, নৌ-স্থল, ঘোড়া, গাধা, বরতন, পশু-পাখী, মালাক/ফেরেশতা ও তারকারাজি ইত্যাদি সমুদয় ছোট বড় জিনিসের নাম। (তাবারী ১/৪৫৮)

আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সমস্ত জিনিসের নামই শিখিয়েছিলেন। প্রজাতিগত নাম, গুণগত নাম এবং ক্রিয়াগত নামও শিখিয়েছিলেন। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আসীম ইব্ন কুরাইব (রহঃ) সা'দ ইব্ন মা'বাদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ আল্লাহ কি তাকে (আদম আঃ) বিভিন্ন পাত্রের কথা শিখিয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, এমনকি কিভাবে বায়ু ত্যাগ করতে হবে। (তাবারী ১/৪৭৫)

একটি সুদীর্ঘ হাদীস

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি এনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন ঈমানদারগণ একত্রিত হয়ে বলবে, 'আমরা যদি কোন একজনকে সুপারিশকারীরূপে আল্লাহর নিকট পাঠাতাম তাহলে কতই না ভাল হত।' সুতরাং তারা সবাই মিলে আদমের (আঃ) নিকট আসবে এবং তাঁকে বলবে, 'আপনি আমাদের সবারই পিতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় মালাইকার দ্বারা আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন, আপনাকে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন যেন আমরা আমাদের এই স্থানে শান্তি লাভ করতে পারি।' এ কথা শুনে তিনি উত্তরে বলবেন ঃ 'আমার এ যোগ্যতা নেই।' তাঁর স্বীয় পাপের কথা স্মরণ হয়ে যাবে, সুতরাং তিনি লজ্জিত হবেন। তিনি বলবেন ঃ 'তোমরা নূহের (আঃ) কাছে যাও। তিনি প্রথম রাসূল যাঁকে আল্লাহ পৃথিবীবাসীর নিকট পাঠিয়েছিলেন।' তারা এ উত্তর শুনে নূহের (আঃ) নিকট আসবে। তিনিও এ উত্তরই দিবেন এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্রের জন্য প্রার্থনার কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হবেন এবং বলবেন ঃ 'তোমরা রাহমানের (আল্লাহর) বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) নিকট যাও।' তারা সবাই তাঁর কাছে আসবে, কিন্তু এখানেও ঐ উত্তরই পাবে। তিনি বলবেন ঃ 'তোমরা মূসার (আঃ) কাছে যাও, তাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে তাওরাত দান করেছিলেন।' এ কথা শুনে সবাই মূসার (আঃ) নিকট আসবে এবং তাঁর নিকট এ প্রার্থনাই জানাবে। কিন্তু এখানেও একই উত্তর পাবে। প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই একটি লোককে মেরে ফেলার কথা তাঁর স্মরণ হবে এবং তিনি লজ্জাবোধ করবেন ও বলবেন ঃ 'তোমরা ঈসার (আঃ) কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর কালেমা এবং তাঁর রূহ্।' এরা সবাই এখানে

আসবে, কিন্তু এখানেও ঐ উত্তরই পাবে। তিনি বলবেন ঃ 'তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাও। তাঁর পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ মার্জনা করা হয়েছে।' তারা সবাই আমার নিকট আসবে। আমি অগ্রসর হব। আমার প্রভুকে দেখা মাত্রই আমি সাজদাহয় পড়ে যাব। যে পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মঞ্জুর না হবে ততক্ষণ আমি সাজদাহয় পড়েই থাকব। অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ 'মাথা উঠাও, যাঞ্চা কর দেয়া হবে; বল, শোনা হবে এবং সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি আমার মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহর প্রশংসা করব যা তিনি আমাকে ঐ সময়েই শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করব। আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। তাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পুনরায় তাঁর নিকট ফিরে আসব। আবার আমার রাব্বকে দেখে এ রকমই সাজদাহয় পড়ে যাব। পুনরায় সুপারিশ করব। আমার জন্য সীমা নির্ধারিত হবে। তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তৃতীয়বার আসব। আবার চতুর্থবার আসব। শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে শুধুমাত্র ওরাই থাকবে যাদেরকে কুরআন মাজীদ বন্দী রেখেছে এবং যাদের জন্য জাহান্নামে চির অবস্থান ওয়াজিব হয়ে গেছে (অর্থাৎ মুশরিক ও কাফির)।' সহীহ মুসলিম, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্ন মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থে শাফা'আতের এই হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১০, মুসলিম ১/১৮১, নাসাঈ ৬/২৮৪, ৩৬৪; ইব্ন মাজাহ ২/১৪৪২)

এখানে এই হাদীসটি আনার উদ্দেশ্য এই যে, এই হাদীসটিতে এ কথাটিও আছে ঃ লোকেরা আদমকে (আঃ) বলবে 'আল্লাহ আপনাকে সব জিনিষের নাম শিখিয়েছেন।' অতঃপর ঐ জিনিষগুলি মালাইকার সামনে পেশ করেন এবং তাদেরকে বলেন, 'তোমরা যদি তোমাদের এ কথায় সত্যবাদী হও যে, সমস্ত মাখলূক অপেক্ষা তোমরাই বেশি জ্ঞানী বা এ কথাই সঠিক যে, যমীনে আল্লাহ খলীফা বানাবেননা তাহলে এসব জিনিসের নাম বল। এটাও বর্ণিত আছে যে, যদি তোমরা এ কথায় সত্যবাদী হও যে, 'বানী আদম বিবাদ বিসম্বাদ ও রক্তারক্তি করবে' তাহলে এ গুলোর নাম বল। কিন্তু প্রথমটিই বেশি সঠিক মত। যেন এতে এ ধমক রয়েছে যে, আচ্ছা! তোমরা যে বলছ 'যমীনে খলীফা হওয়ার যোগ্য আমরাই, মানুষ নয়,' যদি তোমরা এতে সত্যবাদী হও তাহলে যেসব জিনিষ তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির নাম বলতো? আর যদি তোমরা তা বলতে না পার তাহলে তোমাদের এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, যা

তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির নামইতো তোমরা বলতে পারলেনা, তাহলে ভবিষ্যতে আগত জিনিষের জ্ঞান তোমাদের কিরূপে হতে পারে?

মালাইকা ইহা শোনা মাত্রই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে এবং তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা বর্ণনা করতে আরম্ভ করে বললেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, আমরা ততটুকুই জানি। সমস্ত জিনিসকে পরিবেষ্টনকারী জ্ঞান তো একমাত্র আপনারই আছে। আপনিই সমুদয় জিনিসের সংবাদ রাখেন। আপনার সমুদয় আদেশ-নিষেধ হিকমাতে পরিপূর্ণ। যাকে কিছু শিখিয়ে দেন তাও হিকমাত এবং যাকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত রাখেন তাও হিকমাত। আপনি মহা প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক।

'সুবহানাল্লাহ' এর অর্থ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'সুবহানাল্লাহ' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতা, অর্থাৎ তিনি সমস্ত অশ্লীলতা থেকে পবিত্র। উমার (রাঃ) একদা আলী (রাঃ) এবং তাঁর পাশে উপবিষ্ট অন্য কয়েকজন সাহাবীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো জানি, কিন্তু 'সুবহানাল্লাহ' কি কালেমা?' আলী (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'এ কালেমাটি মহান আল্লাহ নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং এতে তিনি খুব খুশি হন, আর এটা বলা তাঁর নিকট খুবই প্রিয়।' মাইমুন ইব্ন মাহরান (রহঃ) বলেন যে, ওতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত অশ্লীলতা হতে পবিত্র হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

আদমের (আঃ) জ্ঞানের পরিচয় প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ** *হে আদম! তুমি তাদেরকে ঐ সকলের নামসমূহ বর্ণনা কর; অতঃপর যখন সে তাদেরকে ঐগুলির নামসমূহ বলেছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তাও পরিজ্ঞাত আছি?*

আদম (আঃ) এভাবে নাম বলেছেন ঃ আপনার নাম জিবরাইল (আঃ), আপনার নাম মিকাঈল (আঃ), আপনার নাম ইসরাফীল (আঃ) এমন কি তাঁকে চিল, কাক ইত্যাদি সব কিছুর নাম জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সবই বলে দেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১১৮, ১১৯) মালাইকা যখন আদমের (আঃ) মর্যাদার কথা বুঝতে পারলেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে বললেন ঃ 'দেখ, আমি তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আমি প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় জানি।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى

তুমি যদি উচ্চ কণ্ঠে বল, তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭) আরেক জায়গায় আছে ঃ

أَلَّا يَسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخۡرِجُ ٱلۡخَبۡءَ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُخۡفُونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ

তারা নিবৃত্ত রয়েছে আল্লাহকে সাজদাহ করা হতে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি মহাআরশের অধিপতি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২৫-২৬)

আরও বলা হয়েছে ঃ তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ আমি তা জানি। ভাবার্থ এই যে, ইবলীসের অন্তরে যে ফখর ও অহংকার লুকায়িত ছিল আল্লাহ তা জানতেন। আর মালাইকা যা বলেছিলেন তাতো ছিল প্রকাশ্য কথা। তাহলে আল্লাহ তা'আলা যে বললেন ঃ 'তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ, আমি সবই জানি' এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, মালাইকা যা প্রকাশ করেছিলেন তা আল্লাহ জানেন এবং ইবলীস তার অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সেটাও তিনি জানতেন। (তাবারী ১/৪৯৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) ও সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং সাওরীরও (রহঃ) এটাই অভিমত। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটাকে পছন্দ করেছেন। আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) কথা এই যে, মালাইকার গোপনীয় কথা ছিল ঃ যে মাখলূকই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি করুন না কেন, আমরাই তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ও মর্যাদাবান

হব।' কিন্তু পরে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং তারাও জানতে পারলেন যে, জ্ঞান ও মর্যাদা দু'টিতেই আদম (আঃ) তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন।

٣٤. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ

৩৪। এবং যখন আমি মালাইকাকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সাজদাহ কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সাজদাহ করেছিল; সে অগ্রাহ্য করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্ত র্ভুক্ত হয়ে গেল।

মালাইকার সাজদাহ দ্বারা আদমকে (আঃ) মর্যাদা দান

আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) এই বড় মর্যাদার কথা বর্ণনা করে মানুষের উপর তাঁর বড় অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে আদমের (আঃ) সামনে মালাইকাকে সাজদাহ করার নির্দেশ দেয়ার সংবাদ দিয়েছেন। আদমের (আঃ) সম্মানে আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে সাজদাহ করতে বললে ইবলিস/শাইতান ছাড়া সবাই সাজদাহ করে। সে ছিল জীন জাতির অন্তর্ভুক্ত।

إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ

সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

এর প্রমাণ স্বরূপ বহু হাদীসও রয়েছে। একটি তো শাফা'য়াতের হাদীস যা একটু আগেই বর্ণিত হল। একটি হাদীসে আছে যে, মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেন ঃ 'আমাকে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন যিনি নিজেও জান্নাত হতে বের হয়েছিলেন এবং আমাদেরকেও বের করেছিলেন।' দুই নাবী একত্রিত হলে মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'আপনি কি সেই আদম (আঃ) যাকে আল্লাহ স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় রূহ তাঁর মধ্যে ফুঁকেছেন এবং তাঁর সামনে মালাইকাকে সাজদাহ করিয়েছেন।' (আবূ দাঊদ ৫/২৮) পূর্ণ হাদীস ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই বর্ণিত হবে।

আদমকে (আঃ) সাজদাহ করতে বলা হয়েছিল, যদিও তিনি মালাক/ফেরেশতা ছিলেননা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবলীস মালাইকার একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে জীন বলা হয়। তারা অগ্নিশিখা হতে সৃষ্ট ছিল।

হাকিম (রহঃ) তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এরূপ বহু বর্ণনা এনেছেন এবং ওগুলির সনদকে বুখারীর (রহঃ) শর্তের উপর সহীহ বলেছেন। ভাবার্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে বললেন ঃ 'তোমরা আদমকে (আঃ) সাজদাহ কর।' ইবলীসও এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা যদিও সে তাদের অন্ত র্ভুক্ত ছিলনা, কিন্তু সে তাদের মতই ছিল এবং তাদের মতই কাজ করত। সুতরাং সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত সেও ছিল। আর এজন্যই অমান্য করার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়েছে। এর ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ كَانَ مِنَ الْجِنِّ এর তাফসীরে আসবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, সে অবাধ্যতার পূর্বে যে মালাইকার মধ্যে ছিল, তার নাম আযাযীল। ভূ-পৃষ্ঠে ছিল তার বাসস্থান। বিদ্যা ও জ্ঞানে সে খুব বড় ছিল। এ জন্যই তার মস্তিষ্ক অহংকারে ভরপুর ছিল। তার ও তার দলের সম্পর্ক ছিল জীনদের সঙ্গে। (তাবারী ১/৫০২)

আল্লাহরই জন্য ছিল আনুগত্য, আদমকে (আঃ) সাজদাহ করার মাধ্যমে

সাজদাহ করার নির্দেশ পালন ছিল আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার ও আদমের (আঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সম্মানিত করেছিলেন এবং মালাইকাকে আদমকে (আঃ) তাঁর সামনে সাজদাহ করতে আদেশ করেন। (তাবারী ১/৫১২) কেহ কেহ বলেন যে, এই সাজদাহ ছিল অভিনন্দন, শান্তি স্থাপন এবং সম্মান প্রদর্শনমূলক। যেমন নাবী ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে রয়েছে যে, তিনি তার পিতাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং সবাই সাজদাহয় পড়ে যায়। তখন ইউসুফ (আঃ) বলেন ঃ

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا

হে পিতা! এটাই আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা আমার রাব্ব সত্যরূপে দেখিয়েছেন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০০) পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্য সাজদাহ্ বৈধ ছিল, কিন্তু আমাদের ধর্মে এটা রহিত হয়ে গেছে। মু'আয (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি সিরিয়াবাসীকে তাদের নেতৃবর্গ এবং আলেমদের সামনে সাজদাহ করতে দেখেছিলাম। অতএব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলি ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সাজদাহ পাবার বেশি হকদার।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

আমি যদি কোন মানুষকে কোন মানুষের সামনে সাজদাহ করার অনুমতি দিতে পারতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সাজদাহ করে। কেননা তার উপর তার (স্বামীর) শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (তিরমিযী ১১০৯, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৪/৩১০)

আল রাযীও (রহঃ) এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর দুশমন ইবলিসের আদমকে (আঃ) হিংসা করার কারণ ছিল আদমকে (আঃ) আল্লাহর মর্যাদা প্রদান। ইবলিস বলেছিল ঃ আমি আগুন থেকে সৃষ্টি, আর আদমকে তৈরী করা হয়েছে মাটি থেকে। অতএব ইবলিসের প্রথম ভুল ছিল তার ঔদ্ধ্যততা, যে কারণে আল্লাহর শত্রু ইবলিস আদমকে (আঃ) সাজদাহ করতে অস্বীকার করেছিল। আমরা লক্ষ্য করলে পরবর্তী হাদীসে দেখতে পাব। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই অহংকারের পাপই ছিল সর্বপ্রথম পাপ যা আদমকে (আঃ) সাজদাহ করা হতে ইবলীসকে বিরত রেখেছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১২৩) বিশুদ্ধ হাদীসে আছে ঃ

যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেনা। (মুসলিম ১/৯৩) এই অহংকার, কুফর এবং অবাধ্যতার কারণেই ইবলীসের গলদেশে অভিসম্পাতের গলাবন্ধ লেগে গেছে এবং মহান আল্লাহর রাহমাত হতে নিরাশ হয়ে তাঁর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে।

৩৫। এবং আমি বললাম ঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে	٣٥. وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا

حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ	তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
٣٦. فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيۡطَـٰنُ عَنۡهَا فَأَخۡرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرٌّ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ	৩৬। অনন্তর শাইতান তাদের উভয়কে তথা হতে বিচ্যুত করল, অতঃপর তারা উভয়ে যেখানে ছিল তথা হতে তাদেরকে বহিৃগত করল; এবং আমি বললাম ঃ তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং পৃথিবীতেই রয়েছে তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কালের অবস্থিতি ও ভোগ সম্পদ।

আদমকে (আঃ) পুনরায় সম্মানিত করা হয়

আদমের (আঃ) এটি অনন্য মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনা। মালাইকাকে দ্বারা সাজদাহ করানোর পর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের স্বামী-স্ত্রীকে জান্নাতে স্থান দিলেন এবং সব জিনিসের উপর অধিকার দিয়ে দিলেন। তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই এর হাদীসে রয়েছে যে, আবূ যার (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আদম (আঃ) কি নাবী ছিলেন?' তিনি বলেন ঃ 'তিনি নাবীও ছিলেন এবং রাসূলও ছিলেন। এমন কি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে কথাবার্তা বলেছেন এবং তাঁকে বলেছেন, 'তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর।'

আদমের (আঃ) জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়

কুরআনুল হাকীমের বাকরীতি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, জান্নাতে অবস্থানের পূর্বে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে,

আহলে কিতাব ইত্যাদি আলেমগণ হতে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা অনুসারে জানা যাচ্ছে যে, ইবলীসকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের পর আদমের (আঃ) জ্ঞান প্রকাশ করে তাঁর উপর তন্দ্রা চাপিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর বাম পাঁজর হতে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। চোখ খোলামাত্র আদম (আঃ) তাঁকে দেখতে পান এবং রক্ত ও গোশতের কারণে অন্তরে তাঁর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিশ্বপ্রভু উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং জান্নাতে বাস করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন ঃ *আমি বললাম ঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।* (তাবারী ১/৫১৪)

আল্লাহ আদমকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন

আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) বলেন ঃ 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতের মধ্যে সুখে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান কর এবং মনে যা ইচ্ছা তা খাও ও পান কর, আর এই বৃক্ষের নিকট যেওনা।"

এই বিশেষ বৃক্ষ হতে নিষেধ করা একটা পরীক্ষা ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, এটা আঙ্গুর গাছ ছিল। আবার কেহ বলেন যে, এটা ছিল গমের গাছ। কেহ বলেছেন শীষ, কেহ বলেছেন খেজুর এবং কেহ কেহ ডুমুরও বলেছেন। ঐ গাছের ফল খেয়ে মানবীয় প্রয়োজন (পায়খানা-প্রস্রাব) দেখা দিত এবং ওটা জান্নাতের যোগ্য নয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ গাছের ফল খেয়ে মালাইকা চিরজীবন লাভ করতেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ওটা কোন একটি গাছ ছিল যা থেকে খেতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিষেধ করেছিলেন। ওটা যে কোন নির্দিষ্ট গাছ ছিল তা কুরআন কারীম বা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়না। তাছাড়া এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে খুবই মতভেদ রয়েছে। এটা জানলেও আমাদের কোন লাভ নেই এবং না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং এ জন্য মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই বা কি? মহান আল্লাহই এটা খুব ভাল জানেন। (তাবারী ১/৫২০) ইমাম রাযীও (রহঃ) এই ফাইসালাই দিয়েছেন। এবং সঠিক কথাও এটাই বটে।

عَنْهَا এর **هَا** সর্বনামটি কেহ কেহ **جَنَّت** এর দিকে ফিরিয়েছেন, আবার কেহ কেহ **شَجَرَ** এর দিকে ফিরিয়েছেন। একটি কিরা'আতে **فَازَلَّهُمَا** এরূপও রয়েছে। তবে অর্থ হবে ঃ 'শাইতান তাদের দু'জনকে জান্নাত হতে পৃথক করে দেয়।' আর

দ্বিতীয়টির অর্থ হবে ঃ ‘ঐ গাছের কারণেই শাইতান তাদের দু’জনকে ভুলিয়ে দেয়।’ عَنْ শব্দটি سَبَبِ এর কারণেও এসে থাকে। যেমন يُؤْفَكُ عَنْهُ এর মধ্যে এসেছে। ঐ অবাধ্যতার কারণে তাঁদের জান্নাতী পোশাক, সেই পবিত্র স্থান, ঐ উত্তম আহার্য ইত্যাদি সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের বলা হয় ঃ ‘এখন পৃথিবীতেই তোমাদের আহার্য ইত্যাদি রয়েছে। কিয়ামাত পর্যন্ত তোমরা সেখানেই পড়ে থাকবে এবং সেখানে উপকার লাভ করবে।’

আদম (আঃ) ছিলেন অনেক লম্বা

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আদমকে (আঃ) অনেক লম্বা করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর চুল ছিল ঝাকরা ঘন যেন খেঁজুর গাছের ছড়ানো শাখা। আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ গাছ থেকে আহার করলেন তখন তাঁর শরীর বস্ত্রমুক্ত হয়ে যায় এবং শরীরের আবৃত অংশ দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ে। তিনি তা লক্ষ্য করে জান্নাতের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর চুল একটি গাছের সাথে আটকে যায়। তিনি তা থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন। তখন আল্লাহ আর-রাহমান তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ ওহে আদম! তুমি কি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আর-রাহমানের (আল্লাহ) বাণী শুনে আদম (আঃ) বললেন ঃ হে আমার রাব্ব! তা নয়, বরং আমি লজ্জিত। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১২৯)

আদম (আঃ) মাত্র এক ঘন্টা জান্নাতে ছিলেন

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) আসরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জান্নাতে ছিলেন। (হাকিম ২/৫৪২) ইব্‌ন আবী হাতিমও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আদমকে (আঃ) পৃথিবীতে প্রেরণ করেন মাক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান ‘দাহনা’ নামক জায়গায়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৩১) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ আদমকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল ভারতে এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল জিদ্দা নগরীতে। ইবলিসকে পাঠানো হয়েছিল ‘দাস্তামিসান’ নামক স্থানে যা বাসরা থেকে কয়েক মাইল দূরে। এ ছাড়া সাপকে পাঠানো হয়েছিল ‘আসবাহানে’। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৩২)

সহীহ মুসলিম ও নাসাঈতে আছে যে, সমস্ত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে শুক্রবার। ঐ দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়, ঐ দিনই জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং ঐ দিনই জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়। (মুসলিম ২/৫৮৫, নাসাঈ ৩/৯০)

একটি সন্দেহের নিরসন

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, আদম (আঃ) যখন আসমানী জান্নাতে ছিলেন, তখন শাইতান আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছিল। তাহলে আবার সেখানে কিভাবে পৌঁছল? এর প্রথম উত্তর তো এই হবে যে, ঐ জান্নাত যমীনে ছিলনা। এ ছাড়া অধিকাংশ আলেমের মতামত এই যে, সম্মানিত অবস্থায়ও শাইতানের জান্নাতে প্রবেশ করায় নিষেধ ছিল। কিন্তু কখনও কখনও সে চুরি করে জান্নাতে প্রবেশ করত, যেহেতু তাওরাতে আছে যে, সে সাপের মুখে আড়াল করে বসে জান্নাতে গিয়েছিল। এও একটি উত্তর যে, সে জান্নাতে যায়নি, বরং চলতি পথে জান্নাতের বাহির থেকেই কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। আবার জামাখশারী (রহঃ) বলেন যে, যমীনে থেকেই সে তাঁর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। কুরতুবী (রহঃ) এখানে সর্প সম্পর্কীয় এবং তাকে মেরে ফেলার হুকুমের হাদীসগুলিও এনেছেন, যা খুবই উত্তম ও উপকারী হয়েছে।

৩৭। অতঃপর আদম স্বীয় রাব্ব হতে কতিপয় বাণী শিক্ষা লাভ করল, আল্লাহ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিলেন; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়!	٣٧. فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

আদম (আঃ) অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান

যে কথাগুলি আদম (আঃ) শিখেছিলেন তা কুরআন মাজীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৩) অধিকাংশ লোকের এটাই অভিমত।

মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাজী (রহঃ), খালিদ ইব্ন মাদান (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৩৬, তাবারী ১/৫৪৩, ৫৪৬)

ইমাম সুদ্দী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন, আদম (আঃ) বললেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনিই কি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি? আল্লাহ বলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আপনি কি আমার ভিতর রূহ ফুঁকে দেননি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি (আদম (আঃ)) বললেন ঃ যখন আমি হাঁচি দিই তখন কি আপনি বলেননি যে, তোমার আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হউন? আপনার রাহমাত কি আপনার ক্রোধের উপর অগ্রগামী নয়? উত্তরে আল্লাহ বলেন ঃ হ্যাঁ। আদম (আঃ) বললেন ঃ এবং আপনি আমার ভাগ্যে এরূপ খারাপ কাজ লিপিবদ্ধ করেছিলেন? বলা হল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যদি আমি অনুতপ্ত হই তাহলে আপনি কি আমাকে জান্নাতে ফেরত নিবেন? আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ। (তাবারী ১/৫৪৩) আল আউফী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মা'বাদ (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১/৫৪২) ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এবং ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে হাকিম (রহঃ) তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/৫৪৫) হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** যে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন? (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) অন্যত্র আছে ঃ

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا

যে ব্যক্তি তাওবাহ করে ও সৎ কাজ করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭১) এসব আয়াতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবূল করে থাকেন। ঐ রকমই এখানেও রয়েছে যে, সেই আল্লাহ তাওবাহকারীদের তাওবাহ কবূলকারী এবং অত্যন্ত দয়ালু। আল্লাহ তা'আলার করুণা ও দয়া এত সাধারণ ও ব্যাপক যে, তিনি তাঁর পাপী বান্দাদেরকেও স্বীয় রাহমাতের দরজা হতে ফিরিয়ে দেননা। সত্যিই তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি বান্দাদের অনুতাপ গ্রহণকারী এবং পরম দয়ালু।

৩৮। আমি বললাম ঃ তোমরা সবাই এখান থেকে নীচে নেমে যাও; অনন্তর আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট যে উপদেশ উপস্থিত হবে - যারা আমার সেই উপদেশ অনুসরণ করবে বস্তুতঃ তাদের কোনই ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।	٣٨. قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
৩৯। আর যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী - তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে।	٣٩. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

জগতের চিত্র

জান্নাত হতে বের করার সময় আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও অভিশপ্ত ইবলীসকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছিল তারই বর্ণনা হচ্ছে যে, জগতে কিতাবাদি ও নাবী রাসূলগণকে পাঠান হবে, অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করা হবে, দলীল প্রমাণাদি বর্ণিত হবে, সত্যপথ প্রকাশ করে দেয়া হবে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৩৯) সূরা তা-হা'য় এটাই বলা হয়েছে ঃ

قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবেনা ও দুঃখ কষ্ট পাবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, সে কখনো বিপথগামী হবেনা এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা। (তাবারী ১৮/৩৮৯) নিম্নের আয়াতটি এ কথারই প্রমাণ বহন করে ঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ

যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামাত দিবসে উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৪)

৪০। হে ইসরাঈলী বংশধর! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর - আমিও তোমাদের প্রতি কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।	٤٠. يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ
৪১। এবং আমি যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, ইহা কুরআন। তোমাদের কাছে যা আছে উহারই সত্যতা প্রনয়নকারী এবং এতে তোমরাই প্রথম অবিশ্বাসী	٤١. وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا

تَشْتَرُواْ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلاً وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ	**হয়োনা এবং আমার আয়াতের পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করনা এবং তোমরা বরং আমাকেই ভয় কর।**

বানী ইসরাঈলকে ইসলামের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে ইসলাম কবূল করতে আদেশ করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করতে বলেছেন। বানী ইসরাঈলীদের নাবী ইয়াকূবের (আঃ) বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যিনি তার অনুসারীদেরকে বলেছিলেন ঃ ওহে ধর্মভীরুগণ যারা আল্লাহকে মান্য করছ! তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের মত সত্য ধর্মকে অনুসরণ কর। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ হে অমুক ধার্মিক ব্যক্তির সন্তান! ইহা কর অথবা উহা কর, অথবা হে সাহসী ব্যক্তির সন্তান! জিহাদে অংশ নিয়ে জীবন-পণ যুদ্ধ কর, অথবা হে অমুক জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান! জ্ঞানের অন্বেষন কর। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৩)

ইয়াকূবের (আঃ) নাম ছিল ইসরাঈল

আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি জান যে, ইয়াকূবের (আঃ) অপর নাম ছিল ইসরাঈল? তারা বলল ঃ আল্লাহ স্বাক্ষী! (তায়ালেসী ৩৫৬) অবশ্যই আমরা জানি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি স্বাক্ষী থেক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ইসরাঈল অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দাস বা বান্দা। (তাবারী ১/৫৫৩)

বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

তাদেরকে ঐ সব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যা ব্যাপক ক্ষমতার বড় বড় নিদর্শন ছিল। যেমন পাথর হতে ঝর্ণা/নদী প্রবাহিত করা, 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতরণ করা, ফির'আউনের দলবল হতে রক্ষা করা। (তাবারী ১/৫৫৬) আবুল আলীয়া (রহঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্য হতেই বিভিন্ন রাসূল প্রেরণ, তাদের জন্য ধর্মীয় পুস্তক অবতরণ ও রাজ্য শাসনের কথাও উল্লেখ করেছেন। (তাবারী ১/৫৫৬) আবুল আলীয়া (রহঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলার অর্থ হচ্ছে তাদের মাঝে নাবী ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা এবং কুরআন অবতরণ করা। এ ব্যাপারে মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে যেমনটি বলেছিলেন ঃ

يَـٰقَوۡمِ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَعَلَ فِيكُمۡ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمۡ يُؤۡتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেহকেও দান করেননি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০)

আল্লাহর সাথে বানী ইসরাঈলের ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ 'আমার অঙ্গীকার পূরা কর' অর্থাৎ তোমাদের কাছে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, যখন মুহাম্মাদ আগমন করবেন এবং তাঁর উপর আমার কিতাব অবতীর্ণ হবে তখন তোমরা তাঁর উপর ও কিতাবের উপর ঈমান আনবে। তিনি তোমাদের বোঝা হালকা করবেন, তোমাদের শৃংখল ভেঙ্গে দিবেন এবং গলাবন্ধ দূরে নিক্ষেপ করবেন। অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ কর যে, তোমাদের কাছে যখন আমার রাসূল আগমন করবে তখন তাঁকে মান্য করবে এবং আমিও তোমাদেরকে

তা প্রদান করব যার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। তোমাদের কারণে তোমাদের প্রতি যে আযাব আপতিত হয়েছে আমি তা দূর করে দিব। (তাবারী ১/৫৫৫, ৫৫৭) হাসান বাসরী (রহঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহর সাথে বানী ইসরাঈলীদের সাথে যে চুক্তির কথা বলা হয়েছে তা নিম্নের আয়াত থেকে জানা যায়। (তাবারী ১/১০৯)

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

আর আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্য হতে বারো জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; এবং আল্লাহ বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, যদি তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দিতে থাক এবং আমার রাসূলদের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপগুলি তোমাদের থেকে মুছে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অতঃপর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়ল। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১২)

ইমাম রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বড় বড় নাবীগণের ভবিষ্যদ্বানী উদ্ধৃত করেছেন। এও বর্ণিত আছে যে, বান্দার অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে ইসলামকে মান্য করা এবং তার উপর আমল করা। (তাবারী ১/৫৫৮) আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূরা করার অর্থ হচ্ছে, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জান্নাত দান করা। 'আমাকেই ভয় কর' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন যে, তাঁর বান্দাদের তাঁকে ভয় করা উচিত। কেননা যদি তারা তাঁকে ভয় না করে তাহলে তাদের উপরও এমন শাস্তি এসে পড়বে যে শাস্তি তাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৪৪)

বর্ণনা রীতি কি চমৎকার যে, উৎসাহ প্রদানের পরই ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শন একত্রিত করে সত্য গ্রহণ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামের অনুসরণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কুরআন মাজীদ হতে উপদেশ গ্রহণ করতে, তাতে বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করতে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এ জন্যই এর পরেই আল্লাহ তাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন সেই কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যা তাদের নিজস্ব কিতাবেরও সত্যতা স্বীকার করে। এটা এনেছেন এমন নাবী যিনি নিরক্ষর আরাবী, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী, আলোকময় প্রদীপ সদৃশ, যাঁর নাম মুহাম্মাদ, যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলকে সত্য প্রতিপন্নকারী এবং যিনি সত্যের বিস্তার সাধনকারী। তাওরাত ও ইঞ্জীলেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা ছিল বলে তাঁর আগমনই ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যতার প্রমাণ। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৪৫) আর এ জন্যই তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তিনি তাদের কিতাবের সত্যতার প্রমাণরূপে আগমন করেছেন। সুতরাং তাদের অবগতি সত্ত্বেও যেন তারা তাঁকে প্রথম অস্বীকার না করে বসে। কেহ কেহ বলেন যে, بِهٖ এর ه সর্বনামটি কুরআনের দিকে ফিরেছে। কেননা পূর্বে بِمَا اَنْزَلْتُ এসেছে। প্রকৃতপক্ষে দু'টি মতই সঠিক। কেননা কুরআনকে মান্য করার অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্য করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করে নেয়া। اَوَّلَ كَافِرٍ এর ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের প্রথম কাফির। কারণ কুরাইশ বংশীয় কাফিররাও তো কুফরী ও অস্বীকার করেছিল। কিন্তু বানী ইসরাঈলের কুফরী ছিল আহলে কিতাবের প্রথম দলের কুফরী। এ জন্যই তাদেরকে প্রথম কাফির বলা হয়েছে। তাদের সেই অবগতি ছিল যা অন্যদের ছিলনা। 'আমার আয়াতসমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করনা। এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, বানী ইসরাঈল যেন আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার ত্যাগ না করে। এর বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়াও তারা পেয়ে যায় তথাপি আখিরাতের তুলনায় ওটা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর এটা স্বয়ং তাদের কিতাবেও বিদ্যমান রয়েছে।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি কেহ দুনিয়া লাভের উদ্দেশে শিক্ষা করে তাহলে সে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবেনা।' (আবূ দাঊদ) নির্ধারণ না করে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার মজুরী নেয়া বৈধ। শিক্ষক যেন স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারেন এবং স্বীয় প্রয়োজনাদি

পূরা করতে পারেন সেজন্য বাইতুল মাল হতে গ্রহণ করাও তাঁর জন্য বৈধ। যদি বাইতুল মাল হতে কিছুই পাওয়া না যায় এবং বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার কারণে শিক্ষক অন্য কাজ করারও সুযোগ না পান তাহলে তার জন্য বেতন নির্ধারণ করাও বৈধ। ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং অধিকাংশ উলামার এটাই অভিমত।

সহীহ বুখারীর ঐ হাদীসটিও এর দলীল যা আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নির্ধারণ করে মজুরী নিয়েছেন এবং একটি সাপে কাটা রোগীর উপর কুরআন পড়ে ফুঁক দিয়েছেন। এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন ঃ 'যার উপরে তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাক তার সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।'

শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহর রাহমাতের আশায় তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্যে অটুট থাকতে হবে এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা ত্যাগ করতে হবে। এই দুই অবস্থায়ই স্বীয় রবের পক্ষ হতে সে একটি জ্যোতির উপর থাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৪৭) মোট কথা, তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, তারা যেন দুনিয়ার লোভে তাদের কিতাবে উল্লিখিত নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সত্যতা গোপন না করে এবং দুনিয়ার শাসন ক্ষমতার মোহে পড়ে বিরুদ্ধাচরণ না করে, বরং রাব্বকে ভয় করে সত্যকে প্রকাশ করতে থাকে।

৪২। এবং তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করনা এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করনা।	٤٢. وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
৪৩। আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।	٤٣. وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

সত্যকে আড়াল করা কিংবা সত্যকে পরিবর্তন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

ইয়াহুদীদেরকে এ বদ অভ্যাসের জন্য তিরস্কার করা হচ্ছে যে, তারা জানা সত্ত্বেও কখনও সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করত, আবার কখনও সত্যকে গোপন করত এবং মিথ্যাকে প্রকাশ করত। তাদেরকে এ কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে এবং উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সত্যকে প্রকাশ করে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। আর তারা যেন ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত না করে, আল্লাহর বান্দাদের মঙ্গল কামনা করে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিদ'আতকে ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে মিশ্রিত না করে। (তাবারী ১/৫৬৯) আর তারা তাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী পাচ্ছে তা যেন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে কার্পণ্য না করে।

অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, তাঁর উম্মাতের সাথে রুকু' ও সাজদায় অংশগ্রহণ করতে থাকে, তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তারা নিজেরাও যেন তাঁরই উম্মাত হয়ে যায়। আনুগত্য ও অন্তরঙ্গতাকেও যাকাত বলা হয়।

'রুকূকারীদের সাথে রুকু কর' এর অর্থ এই যে, তারা যেন ভাল কাজে মু'মিনদের সাথে অংশগ্রহণ করে। আর ঐ কাজগুলির মধ্যে সালাতই হল সর্বোত্তম। এ আয়াত দ্বারা অধিকাংশ আলিম জামা'আতের সাথে সালাত ফার্য হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। এখানে ইমাম কুরতবী (রহঃ) জামা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

৪৪। তোমরা কি লোকদেরকে সৎ কাজে আদেশ করছ এবং তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছ? অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর; তাহলে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছনা?	٤٤. أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অন্যকে উপদেশ দিয়ে নিজে তা না করার জন্য তিরস্কার

আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা ভাল কাজের আদেশ করেন তাদের উচিত প্রথমেই নিজেরা তা বাস্তবায়ন করে উদাহরণ সৃষ্টি করা। (তাবারী ২/৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর ভাবার্থ হল 'অথচ তোমরা নিজেরা তা কার্যকর করতে ভুলে যাও'। কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, যারা অন্যকে ভাল কাজের আদেশ করে থাকে, অথচ নিজেরা তা পালন করেনা। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, এটা জানা সত্ত্বেও যে কিতাবীরা এ কাজ করছে এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা অপরকে যেমন আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার কথা শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের নিজেদেরও তার উপর আমল করা উচিত। অপরকে সালাত-সিয়ামের নির্দেশ দেয়া, অথচ নিজে পালন না করা বড়ই লজ্জার কথা। জনগণকে বলার পূর্বে মানুষের উচিত নিজে আমলকারী হওয়া। অর্থ এও হচ্ছে যে, তারা অন্যদেরকে তো তাদের কিতাবকে অস্বীকার করতে নিষেধ করছে অথচ আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে নিজেরাই তাদের কিতাবকে অস্বীকার করছে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছে, অথচ ইহলৌকিক ভয়ের কারণে তারা নিজেরাই ইসলাম কবূল করছেনা।

একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য

এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়ার জন্য আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং তারা নিজেরা পালন না করার জন্য তিরস্কৃত হয়েছে। ভাল কথা বলা তো ভালই, বরং এটা তো ওয়াজিব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজেরও তার প্রতি 'আমল করা উচিত। যেমন শু'আইব (আঃ) বলেছেন ঃ

وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ

আর আমি এটা চাইনা যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে

হয়ে থাকে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৮) সুতরাং ভাল কাজ করতে বলা ওয়াজিব এবং নিজে করাও ওয়াজিব। একটি না করলে অন্যটিও ব্যর্থ হয়ে যাবে তা নয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের মত এটাই। যদিও কতকগুলো লোকের অভিমত এই যে, যারা নিজেরা খারাপ কাজ করে তারা যেন অপরকে ভাল কাজের কথা না বলে। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়।

আমলহীন উপদেশদাতার শাস্তি

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মিরাজের রাতে আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোকের ওষ্ঠ আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এরা কারা? তখন আমাকে বলা হল যে, এরা আপনার উম্মাতের বক্তা, উপদেশ দাতা ও আলেম। এরা মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা দিত কিন্তু নিজে আমল করতনা, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বুঝতনা।' অন্য হাদীসে আছে যে, তাদের জিহ্বা ও ওষ্ঠ উভয়ই কাটা হচ্ছিল। হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আদী ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ), ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) প্রমুখ মনীষীদের লিখিত কিতাবের মধ্যে এটা বিদ্যমান আছে।

আবূ অ'য়েল (রহঃ) বলেন যে, একদা উসামাকে (রাঃ) বলা হয় ঃ 'আপনি উসমানকে (রাঃ) কেন কিছু বলেননা?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আপনাদেরকে শুনিয়ে বললেই কি শুধু বলা হবে? আমি তো গোপনে তাঁকে সব সময়েই বলে আসছি। কিন্তু আমি কোন কথা ছড়াতে চাইনা। আল্লাহর শপথ! আমি কোন লোককে সর্বোত্তম বলবনা, যদিও সে আমার খুব নিকটেরও হয়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

কিয়ামাতের দিন একটি লোককে আনা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়ীভূঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং সে তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে। অন্যান্য জাহান্নামবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ 'জনাব আপনি তো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন, আপনার এ অবস্থা কেন?' সে বলবে ঃ 'আফসোস! আমি তোমাদেরকে বলতাম, কিন্তু নিজে আমল করতামনা। আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতামনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৮১, মুসলিম ৪/২২৯১, আহমাদ ৫/২০৫)

একটি ঘটনার বর্ণনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এক স্থানে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তোমরা জনগণকে ভাল কাজের আদেশ করছ, আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর রয়েছ। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন ঃ তিনটি সূরার আয়াতের কারণে আমি লোকদেরকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ি। তা হল আলোচ্য এ আয়াতটি এবং নিম্নের দু'টি সূরার আয়াতসমূহ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ. كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা সাফফ, ৬১ ঃ ২-৩) (কুরতুবী ১/৩৬৭) আল্লাহর নিকট এটা খুব অসন্তুষ্টির কারণ যে, তোমরা যা বলবে তা নিজেরা করবেনা।' অন্য আয়াতে শু'আইবের (আঃ) কথা ঃ

وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ

আর আমি এটা চাইনা যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৮) আচ্ছা বলতো! তুমি কি এই তিনটি আয়াত হতে নির্ভয় হয়ে রয়েছ? সে বলে ঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'তুমি স্বীয় নাফ্স হতেই আরম্ভ কর।'

৪৫। এবং তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও; অবশ্যই ওটা কঠিন, কিন্তু বিনীতদের পক্ষে নয় -	٤٥. وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ
৪৬। যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের	٤٦. ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ

رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	**সাথে সম্মিলিত হবে এবং তারা তাঁরই দিকে প্রতিগমন করবে।**

ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ হবে

এ আয়াতে মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহর বান্দাদেরকে কর্তব্য পালন করতে এবং সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। সিয়াম পালন করাও হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা। এ জন্যই রামাযান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৫৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সিয়াম অর্ধেক ধৈর্য।' ধৈর্যের ভাবার্থ পাপের কাজ হতে বিরত থাকাও বটে। এ আয়াতে যদি ধৈর্যের ভাবার্থ এটাই হয়ে থাকে তাহলে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা ও সাওয়াবের কাজ করা এ দু'টিরই বর্ণনা হয়ে গেছে। সাওয়াবের কার্যসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সালাত। উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'ধৈর্য দু'প্রকার। (১) বিপদের সময় ধৈর্য ও (২) পাপের কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য। দ্বিতীয় ধৈর্য প্রথম ধৈর্য হতে উত্তম।' সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রত্যেক জিনিস আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে মানুষের এটা স্বীকার করা, সাওয়াব প্রার্থনা করা এবং বিপদের প্রতিদানের ভাণ্ডার আল্লাহর নিকট আছে এ মনে করার নাম ধৈর্য।' আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ধৈর্যধারণ করলেও আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা হয়। সাওয়াবের কাজে সালাত দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৫) হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন কঠিন ও চিন্তাযুক্ত কাজের সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সম্ভবতঃ এখানে সর্বনাম প্রয়োগ করা

হয়েছে উপদেশ দানের উদ্দেশে, ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে, যেমনটি উল্লেখ পাওয়া যায় একই আয়াতে। অনুরূপ, কুরূন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেহ পাবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

খন্দকের যুদ্ধে রাতের বেলায় হুযাইফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলে তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখতে পান। অন্যত্র আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'বদর যুদ্ধের রাতে আমরা সবাই শুইয়ে গেছি, আর জেগে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত সালাত আদায়ে রত রয়েছেন। সকাল পর্যন্ত তিনি সালাত ও প্রার্থনায় ছিলেন।'

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *এবং তারা তাঁরই দিকে প্রতিগমন করবে।* অর্থাৎ তাদের বিষয় সম্পূর্ণই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তিনি তাঁর বান্দার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যেহেতু তারা জানে যে, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাদেরকে চেনা যাবে সেহেতু আল্লাহর নির্ধারিত আমলসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা সহজ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) সফরে তাঁর ভাই কাসামের (রাঃ) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে **إِنَّا لِلّٰه وَإِنَّـــا إِلَيْه رَاجِعونَ** (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫৬) পাঠ করে পথের এক ধারে সরে গিয়ে উটকে বসিয়ে দেন এবং সালাত শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায় করার পর সওয়ারীর নিকট আসেন এবং এই আয়াত দু'টি পাঠ করতে থাকেন। মোট কথা, ধৈর্য ও সালাত এ দু'টি দ্বারা আল্লাহর করুণা লাভ করা যায়।

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫৩)

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামাতের দিন এক পাপীকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'আমি কি তোমাকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দেইনি? তোমার প্রতি কি নানা প্রকারের অনুগ্রহ করিনি, ঘোড়া ও উটকে কি তোমার অধীনস্থ করিনি? তোমাকে কি শান্তি, আরাম, আহার্য ও পানীয় দেইনি?' সে বলবে, 'হ্যাঁ, হে প্রভু! এ সব কিছুই ছিল।' তখন আল্লাহ বলবেন ঃ 'তাহলে তোমার কি এই জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিলনা যে, তোমাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে?' সে বলবে ঃ 'হ্যাঁ, হে প্রভু! এর প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল।' আল্লাহ বলবেন ঃ 'তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তেমনই আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম।' (মুসলিম ৪/২২৭৯) এর আরও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ **نَسُواْ اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ** (৯ ঃ ৬৭) এর তাফসীরে আসবে।

৪৭। হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

٤٧. يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ

বানী ইসরাঈলকে অসংখ্য নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

বানী ইসরাঈলের বাপ-দাদার উপর মহান আল্লাহ যে নি‘আমাত দান করেছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে রাসূল এসেছেন, তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তাদের যুগের অন্যান্য লোকের উপর তাদেরকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَـٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ

আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৩২) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ

আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি’আমাতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেহকেও দান করেননি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০) সমস্ত লোকের উপর মর্যাদা লাভের অর্থ হচ্ছে সর্বযুগের সমস্ত লোকের উপর। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত নিশ্চিতরূপে তাদের চেয়ে উত্তম। এ উম্মাত সম্বন্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ‘তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে জনমণ্ডলীর জন্য প্রকাশ করা হয়েছে.. ..।

আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ অন্য জাতির উপর অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহ তাদের প্রতি রাজত্ব, নাবী/রাসূল এবং কিতাব নাযিল করেছিলেন। প্রতিটি যুগেই ছিল এক একটি জাতি। (তাবারী ২/২৪) মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৫৮)

মুহাম্মাদের (সাঃ) উম্মাত বানী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম

আয়াতের মর্ম এভাবেই অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে অন্যান্য উম্মাত থেকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে; আর যদি গ্রন্থপ্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ কেহ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই দুস্কার্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১০)

মুসনাদ এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে মুয়াবীয়া ইব্ন হাইদাহ আল কুসাইবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (মুসলিমরা) হলে সত্তর তম জাতি। কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমরা সর্বোত্তম এবং সম্মানিত। (আহমাদ ৫/৩, তিরমিযী ৮/৩৫২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩৩) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রয়েছে যা সূরা আলে ইমরানের ১১০ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

٤٨. وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

৪৮। এবং তোমরা সেই দিনের ভয় কর, যে দিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবেনা এবং কোন ব্যক্তি হতে কোন সুপারিশও গৃহীত হবেনা, কোন ব্যক্তি হতে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবেনা।

শাস্তি দানের ভয় প্রদর্শন

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً নি'আমাতসমূহের বর্ণনার পর এখন শাস্তি হতে ভয় দেখান হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, কেহ কারও কোন উপকার করবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

কেহ কারও বোঝা বহন করবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮) অন্যত্র বলেন ঃ

لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৭) অন্য স্থানে আছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবেনা তার পিতার। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৩)

কাফিরদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ, মুক্তিপণ কিংবা সাহায্য গ্রহণ করা হবেনা

বলা হয়েছে যে, না কোন কাফিরের জন্য কেহ সুপারিশ করবে, না তার সুপারিশ কবূল করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ

ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৪৮) অন্য এক জায়গায় জাহান্নামবাসীদের এ উক্তি নকল করা হয়েছে ঃ

فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই. কোন সুহৃদয় বন্ধুও নেই। ' (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০০-১০১)

আরও বলা হয়েছে, **وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ** তাদের থেকে মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবেনা।’ অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯১) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُواْ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমান আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবূল করা হবেনা, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৩৬)

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আরও বলেন ঃ

وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ

তারা দুনিয়ার সমস্ত কিছুর বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭০) অন্যত্র বলেন ঃ

فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ ۖ هِىَ مَوْلَىٰكُمْ

আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের মাওলা (যোগ্য স্থান)! (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৫) ভাবার্থ এই যে, ঈমান ছাড়া শুধুমাত্র সুপারিশের উপর নির্ভর করলে তা কিয়ামাতের দিন কোন কাজে আসবেনা। তাদের মুক্তিপণ হিসাবে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও প্রদান করা হয় তবুও তা গ্রহণ করা হবেনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ

সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৪) তিনি আরও বলেন ঃ

لَّا بَيۡعٌ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ

সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩১)

وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ 'তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা' এর অর্থ এই যে, তার কোন সাহায্যকারী থাকবেনা, আত্মীয়তার বন্ধন কেটে যাবে, তার জন্য কারও অন্তরে দয়া থাকবেনা এবং তার নিজেরও কোন শক্তি থাকবেনা। কুরআন মাজীদের অন্যত্র আছে ঃ

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ

তিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর পাকড়াও হতে আশ্রয়দাতা কেহ নেই। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৮৮) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَيَوۡمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ

সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করতে পারবেনা। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২৫-২৬) অন্যত্র আরও বর্ণিত আছে ঃ

مَا لَكُمۡ لَا تَنَاصَرُونَ. بَلۡ هُمُ ٱلۡيَوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছনা? বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৫-২৬) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَلَوۡلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرۡبَانًا ءَالِهَةَۢۖ بَلۡ ضَلُّواْ عَنۡهُمۡ

তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করলনা কেন? বস্তুতঃ তাদের মা'বূদগুলি তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৮) ভাবার্থ এই যে, প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে গেছে, ঘুষ প্রদানের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে, সুপারিশও বন্ধ হয়েছে, পরস্পরের সাহায্য সহানুভূতি দূর হয়ে গেছে। আজ মুকদ্দামা চলে গেছে

সেই ন্যায় বিচারক, মহাপ্রতাপান্বিত সারা জাহানের মালিক আল্লাহর হাতে, যাঁর বিচারালয়ে সুপারিশকারীদের সুপারিশ এবং সাহায্যকারীদের সাহায্য কোন কাজে আসবেনা, বরং সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। তবে বান্দার প্রতি তাঁর পরম করুণা ও দয়া এই যে, তাদেরকে তাদের পাপের প্রতিদান ঠিক পাপের সমানুপাতেই দেয়া হবে, আর সাওয়াবের প্রতিদান দেয়া হবে কমপক্ষে দশগুণ বাড়িয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মাজীদে এক জায়গায় বলেছেন ঃ

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে; তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছনা? বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৪-২৬) (তাবারী ২/৩৫)

৪৯। এবং যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের সম্প্রদায় হতে বিমুক্ত করেছিলাম - তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখত এবং এতে তোমাদের রাব্ব হতে তোমাদের জন্য মহাপরীক্ষা ছিল।	٤٩. وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ
৫০। এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফির'আউনের স্বজন-দেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে।	٥٠. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

ফির‘আউন ও তার সেনাবাহিনী হতে বানী ইসরাঈলকে রক্ষা করা হয়েছিল

এই আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ ইয়াকূবের (আঃ) সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা তাদের স্মরণ করা উচিত যে, তিনি তাদেরকে ফির‘আউনের জঘন্যতম শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। অভিশপ্ত ফির‘আউন স্বপ্নে দেখেছিল যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক হতে এক আগুন জ্বলে উঠে মিসরের প্রত্যেক কিবতীর ঘরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা বানী ইসরাঈলের ঘরে যায়নি। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল এই যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে তার অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার আল্লাহ দাবীর চরম শাস্তি তার হাতেই হবে। এ জন্যই সেই অভিশপ্ত ব্যক্তি চারদিকে এ নির্দেশ জারী করে দিল যে, বানী ইসরাঈলের ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সরকারী লোক যাচাই করে দেখবে। যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলা হবে। আর যদি মেয়ে সন্তান হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আরও ঘোষণা করল যে, বানী ইসরাঈলের দ্বারা কঠিন ও ভারী কাজ করিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের মাথার উপরে ভারী ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। এখানে শাস্তির তাফসীর পুত্র সন্তান হত্যার দ্বারা করা হয়েছে। সূরা ইবরাহীমে একের সংযোগ অন্যের উপর করা হয়েছে। يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ (১৪ ঃ ৬) এর পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা কাসাসের প্রথমে দেয়া হয়েছে।

يَسُومُونَكُمْ এর অর্থ হচ্ছে ‘লাগিয়ে দেয়া’ এবং ‘সর্বদা করতে থাকা’। অর্থাৎ তারা বরাবরই কষ্ট দিয়ে আসছিল, যেহেতু এই আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর পুরস্কার রূপে দেয়া নি‘আমাতের কথা স্মরণ করে। এ জন্য ফির‘আউনীদের শাস্তিকে ব্যাখ্যা হিসাবে পুত্র সন্তান হত্যা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর সূরা ইবরাহীমের প্রথমে (১৫ নং আয়াত) বলা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর নি‘আমাতকে স্মরণ করে। এ জন্য সেখানে সংযোগের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যাতে নি‘আমাতের সংখ্যা বেশি হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্তি হতে এবং পুত্র সন্তান হত্যা হতে তাদেরকে মূসার (আঃ) মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন।

মিসরের আমালীক কাফির বাদশাহদেরকে ফির‘আউন বলা হত। যেমন রোমের কাফির বাদশাহকে কাইসার। পারস্যে শাসকের উপাধি হল কিসরা,

ইয়ামানের রাজার উপাধি ছিল তুব্বা, আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) রাজার উপাধি ছিল নিগাস বা নাজাসী এবং ভারতের কাফির বাদশাহকে বলা হত বাতলীমুস।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হল, তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ফির‘আউনের কবল থেকে রক্ষা করা ছিল তোমাদের রবের তরফ থেকে রাহমাত। (তাবারী ২/৪৮) আমরা বলতে চাই যে, কষ্ট প্রদানের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করা দ্বারা তাদের প্রতি আল্লাহ রাহমাত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً

আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৫)

وَبَلَوْنَـٰهُم بِٱلْحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৮)

আশুরায় সিয়াম পালন করা প্রসঙ্গ

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় এসে যখন দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা আশুরার সিয়াম পালন করছে, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দিন তোমরা সিয়াম পালন কর কেন?’ তারা উত্তরে বলে ঃ ‘এ জন্য যে, এ কল্যাণময় দিনে বানী ইসরাঈল ফির‘আউনের হাত হতে মুক্তি পেয়েছিল এবং তাদের শত্রুরা ডুবে মরেছিল। তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপে মূসা (আঃ) এ সিয়াম পালন করেছিলেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমাদের অপেক্ষা মূসার (আঃ) ব্যাপারে আমিই বেশি হকদার।’ সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঐ দিন সিয়াম পালন করেন এবং জনগণকে সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দেন। (আহমাদ ১/২৯১, ফাতহুল বারী ৪/২৮৭, মুসলিম ২/৭৯৬, ইব্‌ন মাজাহ ১/৫৫৩, নাসাঈ ২/১৫৭)

৫১। এবং যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম, অনন্তর তোমরা	٥١. وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ

গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে অত্যাচারী।	أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ
৫২। এর পরেও আমি তোমাদেরকে মার্জনা করেছিলাম - যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	٥٢. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
৫৩। আর যখন আমি মূসাকে গ্রন্থ এবং সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও -	٥٣. وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বানী ইসরাঈলের গাভীর পূজা করা

এখানেও মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) যখন চল্লিশ দিনের অঙ্গীকারে বানী ইসরাঈলের নিকট হতে তূর পাহাড়ে চলে যান তখন তারা বাছুর পূজা আরম্ভ করে দেয়। অতঃপর মূসা (আঃ) তাদের নিকট ফিরে এলে তারা এ শির্ক হতে তাওবাহ করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এত বড় অপরাধের পরেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এটা বানী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর কম অনুগ্রহ নয়। কুরআন মাজীদে অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَقَطَّعْنَٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

যখন আমি মূসার সঙ্গে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম এবং আরও দশ বাড়িয়ে পূরা চল্লিশ করেছিলাম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৮) বলা হয় যে, এ ওয়াদার সময়কাল ছিল যিলকাদার পূরা মাস এবং যিলহাজ্জ মাসের দশ দিন। এটা ফির'আউনীদের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার পরের ঘটনা। 'কিতাব' এর ভাবার্থ তাওরাত এবং ফুরকান প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয় যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে

এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। এ কিতাবটিও উক্ত ঘটনার পরে পেয়েছিলেন, যেমন সূরা 'আরাফের এ ঘটনার বর্ণনা রীতি দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩)

٥٤. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

৫৪। আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে তোমাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ। অতএব তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও, তোমাদের রবের নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।

তাওবাহ কবূল হওয়ার জন্য বানী ইসরাঈলীদের একে অন্যকে হত্যা

এখানে তাদের তাওবাহর পন্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা বাছুরের পূজা করেছিল এবং তার প্রেম তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল। অতঃপর মূসার (আঃ)

বুঝানোর ফলে তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে এবং তারা লজ্জিত হয় ও নিজেদের পথভ্রষ্টতার কথা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তাদের হৃদয় বাছুরকে পূজা করার চিন্তা-ভাবনা করছিল তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا

আর যখন তারা লজ্জিত হল এবং দেখল যে, (প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৯) তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজা করেছে তাদেরকে যেন হত্যা করে ঐসব লোক যারা এতে যোগ দেয়নি। তারা তাই করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং হত্যাকারী ও নিহত সবাইকেই ক্ষমা করে দেন। এর পূর্ণ বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সূরা তা-হা'য় আসবে। (নাসাঈ ৬/৪০৪, তাবারী ১৮/৩০৬, ইব্ন আবী হাতিম ১/১৬৮)

একটি বর্ণনায় আছে যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে মহান আল্লাহর নির্দেশ শুনিয়ে দেন এবং যেসব লোক বাছুর পূজা করেছিল তাদেরকে বসিয়ে দেন এবং অন্যান্য লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে অন্ধকার ছেয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে বিরত রাখা হয়। তখন গণনা করে দেখা যায় যে, সত্তর হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যাদেরকে হত্যা করা হয় তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয় এবং যারা বেঁচে ছিল তাদেরকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তাবারী ২/৭৩)

৫৫। এবং যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা, তখন বজ্রপাত তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে।

٥٥. وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

৫৬। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	٥٦. ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

বানী ইসরাঈলের যারা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল তাদের প্রাণ হরণ এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলের সত্তরজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তূর পাহাড়ে যান এবং ঐ লোকগুলি আল্লাহর কথা শুনতে পায়, তখন তারা মূসাকে (আঃ) বলে যে, তারা আল্লাহকে সামনে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবেনা। (তাবারী ২/৮১) এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলার ফলে দেখতে দেখতেই তাদের উপর আকাশ হতে বিদ্যুতের গর্জনে এক ভয়াবহ উচ্চ শব্দ হয়, এর ফলে তারা সবাই মারা যায়। এদিকে মূসা (আঃ) বিলাপ করতে থাকেন এবং কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর নিকট আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি বানী ইসরাঈলকে কি উত্তর দিব! এরা তো তাদের মধ্যে উত্তম ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। হে প্রভু! আপনার এরূপ করার ইচ্ছা থাকলে ইতোপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে মেরে ফেলতেন। হে আল্লাহ! অজ্ঞ লোকদের অজ্ঞতার কারণে আমাকে ধরবেননা।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মূসাকে (আঃ) জানিয়ে দিলেন যে, ঐ সত্তর ব্যক্তিও তাদের মধ্যে ছিল যারা বাছুরের পূজা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ সাথে সাথেই এক ব্যক্তির জীবন ফিরিয়ে দেন এ জন্য যে, অন্যান্যদের জীবন কিভাবে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে তা যেন সে অবলোকন করতে পারে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৭৩)

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহর সাথে কথোপকথনের পর মূসা (আঃ) যে প্রস্তরখন্ডে তাওরাতের বাণী লিখিত হয়েছিল তা সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর অনুপস্থিতিতে বাছুরের পূজা করতে শুরু করেছে। এরপর তিনি আল্লাহর আদেশে তাদেরকে একে অপরকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। তারা তা পালনও করে এবং আল্লাহও তাদেরকে ক্ষমা করেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ এ পাথরখন্ডগুলিতে রয়েছে আল্লাহর বাণী, যাতে তিনি বলে দিয়েছেন যে, তোমরা কি পালন করবে এবং কি বর্জন করবে। তারা বলল ঃ 'তুমি বলেছ বলেই কি এ কথাগুলি বিশ্বাস করব? আল্লাহর শপথ! আমরা কখনই

বিশ্বাস করবনা, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজে এসে আমাদেরকে দেখা দেন এবং বলেন ঃ ইহা আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং তোমরা ইহা মেনে চল। হে মূসা! তিনি যেমন তোমার সাথে কথা বলেছেন তদ্রুপ কেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলছেননা?' অতঃপর আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) পাঠ করেন ঃ আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত আমরা তোমার কথায় ঈমান আনবইনা।

সুতরাং তাদের উপর গযব নিপতিত হল, এক বজ্র-নিনাদ তাদের উপর আপতিত হল। ফলে তারা সবাই মারা গেল। অতঃপর আল্লাহ সেই মৃত লোকদের আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এরপর আবদুর রাহমান (রহঃ) পাঠ করেন ঃ তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুর্নজীবিত করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এরপর বলেন, মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর এই কিতাব ধারণ কর। তারা বলল ঃ না, তা হবার নয়। মূসা (আঃ) বললেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ শাস্তি স্বরূপ আমাদেরকে তো মৃত্যু দেয়া হয়েছিল, এখন আমরা জীবন ফিরে পেয়েছি। তাদের অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ কয়েকজন মালাইকা পাঠালেন যারা তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরল। (তাবারী ২/৮৮)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বানী ইসরাঈলরা পুর্নজীবন লাভ করার পরেও আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত আদেশসমূহ পালন করা তাদের জন্য আবশ্যকীয় ছিল। অবশ্য মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন যে, এ বিষয়ে দু'টি মতামত রয়েছে। প্রথম মতামত এই যে, যেহেতু বানী ইসরাঈলরা মৃত্যু এবং জীবন দানের মুজিযা নিজেরাই অবলোকন করেছে, তাই তাদের আর আদেশ পালন করার দরকার নেই। দ্বিতীয় মতামত হচ্ছে তাদেরকেও আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস ও তা মেনে চলতে হবে যাতে অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্করাও তাদের দেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, এটাই সঠিক কথা। তিনি বলেন যে, বানী ইসরাঈলের যে দলটি মুজিযা প্রত্যক্ষ করেছে তার ফলে তাদের বিশ্বাস ও আমল করা বাতিল হয়ে যায়না। কারণ তারাইতো ঐ ঘটনা ও বিপদের জন্য দায়ী ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

৫৭। এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের	٥٧. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ

প্রতি ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করেছিলাম; আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি সেই পবিত্র জিনিস হতে আহার কর; এবং তারা আমার কোন অনিষ্ট করেনি, বরং তারা নিজেদের অনিষ্ট করেছিল।	وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আল্লাহর নি‘আমাত স্বরূপ মেঘের ছায়া, মান্না ও সালওয়া দান

উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ তাদেরকে অমুক অমুক বিপদ হতে রক্ষা করেছিলেন। এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অমুক অমুক সুখ সম্ভোগ দান করেছেন।

একটা সাদা রংয়ের মেঘ ছিল যা ‘তীহের’ মাঠে তাদের উপর ছায়া দান করেছিল যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে। (নাসাঈ ৬/৪০৫) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবূ মুযলিজ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এটাই বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৭৪) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। ইব্ন জারীর এবং অন্যান্য লোক বলেন যে, এ মেঘ সাধারণ মেঘ হতে বেশি ঠাণ্ডা ও উত্তম ছিল। (তাবারী ২/৯১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা ঐ মেঘ ছিল যার মধ্যে মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন আগমন করবেন। আবূ হুযাইফার (রহঃ) এটাই উক্তি।

‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ এর বিবরণ

যে ‘মান্না’ তাদেরকে দেয়া হত তা গাছের উপর অবতারণ করা হত। তারা সকালে গিয়ে তা জমা করত এবং ইচ্ছা মত খেয়ে নিত। হাসান বাসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, শিলার মত ‘মান্না’ তাদের ঘরে নেমে আসত, যা দুধের চেয়ে সাদা ও মধু অপেক্ষা বেশি মিষ্টি ছিল। সুবহি সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবতারিত হতে থাকত। প্রত্যেক লোক তার বাড়ীর জন্য ঐ পরিমাণ নিয়ে

নিত যা ঐ দিনের জন্য যথেষ্ট হত। কেহ বেশি নিলে তা পচে যেত। শুক্রবারে তারা শুক্র ও শনি এ দু'দিনের জন্য গ্রহণ করত। কেননা শনিবার ছিল তাদের জন্য সাপ্তাহিক খুশির দিন। সে দিন তারা জীবিকা অন্বেষণ করতনা। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, 'মান্না' ছিল মধু জাতীয় জিনিস যা তারা পানি দিয়ে মিশিয়ে পান করত। ইমাম বুখারীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

মান্না' ব্যাঙ-এর ছাতার অন্তর্গত এবং ওর পানি চক্ষু রোগের ঔষধ। (ফাতহুল বারী ৮/১৪, মুসলিম ৩/১৬১৯, তিরমিযী ৬/২৩৫, নাসাঈ ৪/৩৭০, ইব্ন মাজাহ ২/১১৪৩, আহমাদ ১/১৮৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। জামে'উত তিরমিযীতে আছে ঃ

আজওয়াহ নামক মাদীনার এক প্রকার খেজুর হচ্ছে জান্নাতী খাদ্য ও বিষক্রিয়া নষ্টকারী এবং ব্যাঙের ছাতা 'মান্না' এর অন্তর্গত ও চক্ষুরোগে আরোগ্যদানকারী। (তিরমিযী ৬/২৩৩, ২৩৫)

'সালওয়া' এক প্রকার পাখী, চড়ুই পাখি হতে কিছু বড়, রং অনেকটা লাল। দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত হত এবং ঐ পাখিগুলিকে জমা করে দিত। বানী ইসরাঈল নিজেদের প্রয়োজন মত ওগুলি ধরত এবং যবাহ করে খেত। একদিন খেয়ে বেশি হলে তা পচে যেত। শুক্রবার তারা দুই দিনের জন্য জমা করত। কেননা শনিবার তাদের জন্য সাপ্তাহিক খুশির দিন ছিল। সেই দিন তারা ইবাদাতে মশগুল থাকত এবং ঐদিন শিকার করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৭৯) কোন কোন লোক বলেছেন যে, ঐ পাখিগুলি কবুতরের সমান ছিল। দৈর্ঘ ও প্রস্থে এক মাইল জায়গা ব্যাপী ঐ পাখিগুলি বর্শা পরিমাণ উঁচু স্তুপ হয়ে জমা হত। ঐ তীহের মাঠে ঐ দু'টি জিনিস তাদের খাদ্যরূপে প্রেরিত হত, যেখানে তারা তাদের নাবীকে বলেছিল ঃ 'এ জঙ্গলে আমাদের আহারের ব্যবস্থা কিরূপে হবে?' তখন তাদের উপর 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতারিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ

তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র জীবিকা দান করা হয়েছে তা আহার কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬০) এ আয়াতে অতি সহজ সরল ভাষায় আদেশ করা হয়েছে যে, যা হালাল তা থেকে যেন মানুষ তাদের আহার্য গ্রহণ করে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, তারা আমার কোনই ক্ষতি করেনি, বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যে হালাল আহার্য দিয়েছেন তা থেকে খাদ্য গ্রহণ এবং তাঁর ইবাদাত

করার আদেশ করলে লোকেরা তা পালন না করে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেমনটি অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كُلُوا۟ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ

তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৫)

কিন্তু বানী ইসরাঈলরা অবাধ্য হল। তারা ঈমান আনলনা এবং নিজেদের প্রতি যুল্ম করল। তারা নিজেদের চোখে মুযিজা প্রত্যক্ষ করল এবং বিভিন্ন ঘটনার স্বাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান এনে ধন্য হতে পারলনা।

অন্যান্য নাবীর (আঃ) সহচর থেকে সাহাবীগণের (রাঃ) মর্যাদা

বানী ইসরাঈলের এ আচার-আচরণকে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা কঠিন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েও এবং সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের উপর ও আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাতের উপর অটল ছিলেন। না তারা মু‘জিযা দেখতে চেয়েছিলেন, না দুনিয়ার কোন আরাম চেয়েছিলেন। তাবূকের যুদ্ধে তারা ক্ষুধার জ্বালায় যখন কাতর হয়ে পড়েন, তখন যার কাছে যেটুকু খাবার ছিল সব জমা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের এ খাবারে বারাকাতের জন্য প্রার্থনা করুন।’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তা‘আলা সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাতে বারাকাত দান করেন। তারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হন এবং খাবারের পাত্র ভর্তি করে নেন। পিপাসায় তাদের প্রাণ শুকিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু‘আর বারাকাতে এক খণ্ড মেঘ এসে পানি বর্ষিয়ে দেয়। তারা নিজেরা পান করেন, পশুকে পান করান এবং মশক, কলস ইত্যাদি ভর্তি করে নেন। সুতরাং সাহাবীগণের এই অটলতা, দৃঢ়তাপূর্ণ আনুগত্য এবং খাঁটি একাত্মবাদীতা তাদেরকে মূসার (আঃ) সহচরদের উপর নিশ্চিতরূপে মর্যাদা দান করেছে।

৫৮। এবং যখন আমি বললাম ঃ তোমরা এই নগরে	٥٨. وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ

ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ	**প্রবেশ কর, অতঃপর যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর এবং সাজদাবনতভাবে দ্বারে প্রবেশ কর এবং তোমরা বল ঃ আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং অচিরেই সৎ কর্মশীলগণকে অধিকতর দান করব।**
৫৯. فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ	**৫৯। অনন্তর যারা অত্যাচার করেছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তৎপরিবর্তে তারা সেই কথার পরিবর্তন করল, পরে অত্যাচারীরা যে দুস্কর্ম করেছিল তজ্জন্য আমি তাদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলাম।**

সাহায্য প্রাপ্তির পর ইয়াহুদরা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহী হল

মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসরে আসেন এবং তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, যা ছিল তাদের পৈত্রিক ভূমি। সেখানে তাদেরকে আমালুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করে, যার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে তীহের মাঠে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন সূরা মায়িদায় বর্ণিত হয়েছে। قَرْيَةَ এর ভাবার্থ হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৮১) সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবূ মুসলিম (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এটাই বলেছেন। কুরআন মাজীদে রয়েছে যে, মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ

يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟

হে আমার সম্প্রদায়! এই পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেওনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২১) (আর রাযী ৩/৮২) কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা 'আরীহা' নামক জায়গাকে বুঝান হয়েছে। আবার কেহ কেহ মিসরের কথা বলেছেন। কিন্তু এর ভাবার্থ 'বাইতুল মুকাদ্দাস' হওয়াই সঠিক কথা। এটা 'তীহ্' হতে বের হওয়ার পরের ঘটনা। চল্লিশ বছর ধরে এভাবে উদ্ভ্রান্তের জীবন যাপন শেষে ইউসা ইব্ন নূনের (আঃ) নেতৃত্বে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে কোন এক শুক্রবার ঊষা লগ্নে পুন্যভূমি অধিকার করার আদেশ দেন। ঐ দিন সূর্যাস্তের সময়কাল কিছু বিলম্বিত করা হয় যাতে ঐ দিনই বিজয় লাভ সম্ভব হয়। শুক্রবার সন্ধ্যার সময় আল্লাহ তা'আলা স্থানটি মুসলিমদের দ্বারা বিজিত করান।

বিজয়ের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নতশিরে উক্ত শহরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) সাজদাহর অর্থ রুকু নিয়েছেন। (তাবারী ২/১১৩) বর্ণনাকারী বলেন যে, এখানে সাজদাহর অর্থ বিনয় ও নম্রতা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দরজাটি ছিল কিবলার দিকে। ওর নাম ছিল বাবুল হিত্তাহ্, যা ছিল জেরুযালেমে। ইমাম রাযী (রহঃ) এ কথাও বলেছেন যে, দরজার অর্থ হচ্ছে এখানে কিবলার দিক।

সাজদাহর পরিবর্তে তারা পার্শ্বদেশের ভরে প্রবেশ করতে থাকে। মাথা নত করার পরিবর্তে উঁচু করে। **حِطَّةٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষমা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এতে পাপের স্বীকারোক্তি রয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের ভুল ক্রুটিগুলো দূর করে দিন।'

অতঃপর তাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে যে, যদি তারা এটাই বলতে বলতে শহরে প্রবেশ করে এবং বিজয়ের সময়েও বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহর নি'আমাত ও নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে এটা তাঁর নিকট খুবই প্রিয় বলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর মধ্যেই এ নির্দেশ দেয়া হয় ঃ

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ. وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجًا. فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا.

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার রবের কৃতজ্ঞতা বাচক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর; তিনি তো সর্বাপেক্ষা অধিক অনুতাপ গ্রহণকারী। (সূরা নাস্‌র, ১১০ ঃ ১-৩) সহীহ বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘বানী ইসরাঈলকে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা যেন মাথা নত করে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা তাদের পিছন দিক বাঁকা করে এবং মাথাকে সোজা রেখে প্রবেশ করল। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ তোমরা *‘হিত্ত্বা’* বল (অর্থাৎ আমাদের ভুল ভ্রান্তি হওয়ায় ক্ষমা করুন)। কিন্তু তারা এ আদেশকে অগ্রাহ্য করল এবং বলল *‘হাব্বাতুন ফী সা’রাতিন’*। (ফাতহুল বারী ৮/১৪) ইহা ছিল তাদের চরম ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ। তাদের পাপ ও বিরোধীতার কারণে তারা আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয় এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। একটি মারফূ‘ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

মহামারী একটি শাস্তি। ওটা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৮৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা শুনবে যে, অমুক জায়গায় মহামারী আছে তখন তোমরা সেখানে যেওনা। (ফাতহুল বারী ১০/১৮৯, মুসলিম ৪/১৭৩৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ বিপদাপদ, দুঃখ, রোগ ইত্যাদি শাস্তি স্বরূপ, যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকেও দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ২/১১৬)

৬০। এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল তখন আমি বলেছিলাম ঃ তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর, অনন্তর তা হতে দ্বাদশ প্রস্রবন বিনিঃসৃত হল,

٦٠. وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	**প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থান জেনে নিল, তোমরা আল্লাহর উপজীবিকা হতে আহার কর ও পান কর এবং পৃথিবীতে শান্তি ভঙ্গকারী রূপে বিচরণ করনা।**

বারটি গোত্রের জন্য বারটি ঝর্ণা দান

এখানে বানী ইসরাঈলকে আর একটি নি'আমাতের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যে, যখন তাদের নাবী মূসা (আঃ) তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট পানির প্রার্থনা জানালেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বারটি প্রস্রবণ সেই পাথর হতে বের করলেন যা তাদের সাথে থাকত এবং তাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি এক একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেন যা প্রত্যেক গোত্র জেনে নেয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে বলেন যে, তারা যেন 'মান্না' ও 'সালওয়া' খেতে থাকে এবং ঐ ঝর্ণার পানি পান করতে থাকে, আর বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত ঐ আহার্য ও পানীয় খেয়ে ও পান করে যেন তারা তাঁর ইবাদাত করতে থাকে, আর তারা যেন তাঁর অবাধ্য হয়ে দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি না করে, নচেৎ সেই নি'আমাত তাদের নিকট হতে কেড়ে নেয়া হবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা একটা চার কোণ বিশিষ্ট পাথর ছিল যা তাদের সাথেই থাকত। আল্লাহর নির্দেশক্রমে মূসা (আঃ) ওর উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে চার কোণা হতে তিনটি করে বারোটি ঝর্ণা বেরিয়ে আসে। পাথরটি বলদের মাথার মত ছিল যা বলদের উপর চাপিয়ে দেয়া হত। তারা যেখানে যেখানে অবতরণ করত, ওটা নামিয়ে রাখত এবং লাঠির আঘাত করতেই ওটা হতে ঝর্ণা বেরিয়ে আসত। (তাবারী ২/১২০)

সূরা আ'রাফেও এ ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু ঐ সূরাটি 'মাক্কী' বলে সেখানে ওটির বর্ণনা নাম পুরুষের সর্বনাম দ্বারা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা যেসব অনুগ্রহ তাদের উপর করেছিলেন, স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তিনি তার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

আর এই সূরাটি 'মাদানী' বলে এখানে স্বয়ং তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আ'রাফে فَانْبَجَسَتْ বলেছেন এবং এখানে فَانْفَجَرَتْ বলেছেন। কেননা সেখানে প্রথম জারী হওয়ার অর্থ এবং এখানে শেষ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٦١. وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ

৬১। এবং যখন তোমরা বলেছিলে - হে মূসা! আমরা একইরূপ খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনা, অতএব তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের জন্মভূমিতে যা উৎপন্ন হয় তা হতে ওর শাক-শব্জি, ওর কাঁকুড়, ওর গম, ওর মসুর এবং ওর পিয়াজ উৎপাদন করেন। সে বলেছিল ঃ যা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তার সঙ্গে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও? কোন নগরে উপনীত হও, তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

বানী ইসরাঈলরা মান্না, সালওয়ার পরিবর্তে নিকৃষ্ট খাদ্য পছন্দ করল

এখানে বানী ইসরাঈলের অধৈর্য এবং আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতের অমর্যাদা করার কথা বর্ণিত হচ্ছে। তারা 'মান্না' ও সালওয়া'র মত পবিত্র আহার্যের উপরেও ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি এবং তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তুর জন্য প্রার্থনা জানায়। হাসান বাসরী (রহঃ) বানী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তাদেরকে যে খাদ্য প্রদান করেছিলেন তা খেতে খেতে তারা ক্লান্ত বোধ

করছিল এবং অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। পূর্বে তারা চাষাবাদ করে যে ডাল, রসুন, পিঁয়াজ এবং অন্যান্য শব্জি উৎপাদন করে আহার করত সেই কথা মনে পড়েছিল। তাই তারা বলল ঃ **وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ** *এবং যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা একইরূপ খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনা, অতএব তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের জন্মভূমিতে যা উৎপন্ন হয় তা হতে ওর শাক-শব্জি, ওর কাঁকুড়, ওর গম, ওর মসুর এবং ওর পিঁয়াজ উৎপাদন করেন। সে বলেছিল ঃ যা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তার সঙ্গে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও? কোন নগরে উপনীত হও, তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।*

আল্লাহ প্রদত্ত বিনা পরিশ্রমে পাওয়া খাদ্য-সম্ভারের পরিবর্তে ইয়াহুদীরা নিকৃষ্ট খাদ্যের আকাঙ্খা করায় তাদেরকে ধিক্কার দেয়া হয়েছে। বিনা পরিশ্রমে খাঁটি সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী তারা পরিহার করতে চাইল।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ ‘তোমরা কোন এক শহরে চলে যাও।’ উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রাঃ) এবং ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরা‘আতে **مِصْرَ** (মিস্‌রা)ও আছে এবং এর তাফসীরে মিসর শহর বুঝানো হয়েছে। **مِصْرًا** শব্দটি দ্বারাও নির্দিষ্ট ‘মিসর’ শহর ভাবার্থ নেয়া যেতে পারে। **مِصْر** এর অর্থ সাধারণ শহর নেয়াই উত্তম। তাহলে ভাবার্থ দাঁড়াবে এই ঃ ‘তোমরা যা চাচ্ছ তা খুব সহজ জিনিস। যে কোন শহরে গেলেই ওটা পেয়ে যাবে। দু‘আরই বা প্রয়োজন কি? তাদের এ কথা শুধুমাত্র অহংকার ও অবাধ্যতা হিসাবে ছিল বলে তাদেরকে কোন উত্তর দেয়া হয়নি। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

এবং তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা নিপতিত হল	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ

وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ	**এবং তারা আল্লাহর কোপে পতিত হল এই হেতু যে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাস করত এবং অন্যায়ভাবে নাবীগণকে হত্যা করত; এই হেতু যে, তারা অবাধ্যাচরণ করেছিল ও তারা সীমা অতিক্রম করেছিল।**

বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা গ্রাস করল

ভাবার্থ এই যে, তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা চিরস্থায়ী করে দেয়া হয়। অপমান ও হীনতা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদের নিকট হতে জিযিয়া কর আদায় করা হয়। তারা মুসলিমদের পদানত হয়। তাদেরকে উপবাস করতে হয় এবং ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিতে হয়। তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাদেরকে মুসলিমদের পদানত করেছেন। মাজুসী বা অগ্নি-উপাসকদেরকে যখন জিযিয়া কর দিতে হত তখন মুসলিমরা আর্বিভুত হন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৯৫, ১৯৬) এ ছাড়া আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে 'লাঞ্ছনা' অর্থ দারিদ্রতা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৯৬) আতিয়্যিয়াহ আল আউফি (রহঃ) বলেন, লাঞ্ছনা বলা হয়েছে জিযিয়া কর প্রদান করাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৯৬) এ ছাড়া যাহ্হাক (রহঃ) এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ তারা আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে। (তাবারী ২/১৩৮)

তাদের অহংকার, অবাধ্যতা, সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি, আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অবিশ্বাস এবং নাবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা ইত্যাদির কারণেই তাদের প্রতি এসব শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করা এবং তাঁর নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে?

‘তাকাব্বুর’ শব্দের অর্থ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, ‘তাকাব্বুরের’ অর্থ হচ্ছে সত্য গোপন করা এবং জনগণকে ঘৃণার চোখে দেখা। (মুসলিম ১/৯৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে যাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে তারা হল ঐ সকল ব্যক্তি যারা কোন রাসূলকে হত্যা করেছে অথবা কোন রাসূল তাদেরকে হত্যা করেছে, অন্যায় বিচারকারী শাসক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকলঙ্গকারী। (আহমাদ ১/৪০৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ বানী ইসরাঈলকে এভাবে শাস্তি দেয়ার আরও একটি কারণ ছিল এই যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং সীমা লঙ্ঘনকারী। তাদেরকে যে বিষয়ে নিষেধ করা হত তা তারা মেনে চলতনা এবং যে বিষয়ে তাদের কাজের সীমা বলে দেয়া হত সেই বিষয়ে তারা কম-বেশি করত। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন।

মালিক ইব্ন মারারাহ্ রাহভী (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি একজন সুশ্রী লোক। আমি চাইনা যে, কারও জুতার শুকতলাও আমার চেয়ে সুন্দর হয়। তাহলে কি এটাও অবাধ্যতা ও অহংকার হবে?’ তিনি বললেন ঃ ‘না, বরং অহংকার ও অবাধ্যতা হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং জনগণকে ঘৃণা করা।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘কিয়ামাতের দিন যাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তারা হচ্ছে ওরাই যাদেরকে নাবী হত্যা করেছেন অথবা তারা নাবীকে হত্যা করেছে, পথভ্রষ্ট শাসক এবং চিত্র শিল্পী।’

৬২। নিশ্চয়ই মুসলিম, ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়, (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভাল কাজ করে, তাদের জন্য তাদের রবের	٦٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	**নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।**

সৎ আমলকারীগণের জন্য সব সময়েই রয়েছে উত্তম প্রতিদান

এ আয়াতে পূর্বে অবাধ্যদের শাস্তির বর্ণনা ছিল। এখানে তাদের মধ্যে যারা ভাল লোক তাদের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। নাবীগণের অনুসারীদের জন্য এ সু-সংবাদ কিয়ামাত পর্যন্ত রয়েছে যে, তারা ভবিষ্যতের ভয় হতে নির্ভয় এবং অতীতের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া জিনিসের জন্য আফসোস করা হতে পবিত্র। অতএব যে নিরক্ষর নাবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে সে প্রাপ্ত হবে অন্তহীন শান্তি এবং ভবিষ্যতের কোন আশংকার জন্য সে ভীত হবেনা, আর অতীতে কোন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য সে দুঃখিতও হবেনা। অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

মনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬২) যে মালাইকা/ফেরেশতাগণ মুসলিমদের রুহ্ বের করার জন্য আগমন করেন তাঁদের কথা উদ্ধৃত করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে ঃ তোমার ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩০)

‘মু’মিন’ শব্দের অর্থ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের পর আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতটি (৩ ঃ ৮৫) অবতীর্ণ করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৯৮) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা কোন ব্যক্তির আমল কবূল করবেননা যদি ঐ আমল রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মত করা না হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে অন্যান্য নাবীর উম্মাতরা তাদের নাবীর মতাদর্শ অনুযায়ী আমল করলে তা ছিল গ্রহণযোগ্য, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) নির্দেশিত পথ ও আমল গ্রহণযোগ্য থাকলনা।

সালমান ফারাসী (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হওয়ার পূর্বে যেসব ধর্মপ্রাণ লোকের সাথে সাক্ষাৎ করি, তাদের সালাত, সিয়াম ইত্যাদির বর্ণনা দেই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিম)।’ আর একটি বর্ণনায় আছে যে, সালমান ফারাসী (রাঃ) তাঁদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ ‘তারা সালাত আদায়কারী, সিয়াম পালনকারী ও ঈমানদার ছিল এবং আপনি যে প্রেরিত পুরুষ এর উপরও তাদের বিশ্বাস ছিল।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তারা জাহান্নামী।’ এতে সালমান (রাঃ) দুঃখিত হলে তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তাওরাতের উপর ঈমান আনে এবং তা অনুযায়ী কাজ করে, কিন্তু যখন ঈসা (আঃ) আগমন করেন তখন তাঁরও অনুসরণ করে এবং তাঁর নাবুওয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তখনও যদি তাওরাতের উপর অটল থাকে এবং ঈসাকে (আঃ) অস্বীকার করে এবং তাঁর অনুসরণ না করে তাহলে সে বেদীন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, খৃষ্টানদের মধ্যে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে ইঞ্জীলকে আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করে, ঈসার (আঃ) শারীয়াত অনুযায়ী আমল করে এবং শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে ও তাঁর নাবুওয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তখনও যদি ইঞ্জীল ও ঈসার (আঃ) আনুগত্যের উপর স্থির থাকে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ না করে তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুদ্দীও (রহঃ) এটাই বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রহঃ) ইহাই বলেছেন। ভাবার্থ এই

যে, প্রত্যেক নাবীর অনুসারী, তাঁকে মান্যকারী হচ্ছেন ঈমানদার ও সৎলোক। সুতরাং সে আল্লাহ তা'আলার নিকট মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু তার জীবিতাবস্থায়ই যদি অন্য নাবী এসে যান এবং আগমনকারী নাবীকে সে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসন্ধান করে, তা কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই দু'টি আয়াতের মধ্যে আনুকূল্য এটাই। কোন ব্যক্তির কোন কাজ ও কোন পন্থা গ্রহণীয় নয় যে পর্যন্ত না শারীয়াতে মুহাম্মাদীর অনুসারী হয়। কিন্তু এটা সে সময় যে সময় তিনি প্রেরিত নাবী রূপে দুনিয়ায় এসে গেছেন। তাঁর পূর্বে যে নাবীর যুগ ছিল এবং যেসব লোক সে যুগে ছিল তাদের জন্য ঐ নাবীর অনুসরণ ও তাঁর শারীয়াতেরও অনুসরণ করা শর্ত।

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবেনা এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৫)

'ইয়াহুদ' এর ইতিহাস

ইয়াহুদীরা হল মূসার (আঃ) অনুসারী। তাদের ধর্মীয় আইন-কানূন তাওরাতের বাণী অনুযায়ী করা হয়েছে বলে তারা দাবী করে থাকে। ইয়াহুদ শব্দের অর্থ অনুশোচনা বা অনুতপ্ত হওয়া, যেমনটি মূসা (আঃ) বলেছিলেন 'ইন্না হুদনা ইলাইকা' অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা তোমার কাছে অনুশোচনাকারী। এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তাদেরকে এ জন্য ইয়াহুদ বলা হত যে, তারা ছিল অনুশোচনাকারী এবং একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, তারা ইয়াহুদের সন্তান ছিল বলে তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়েছে। ইয়াকূবের (আঃ) বড় ছেলের নাম ছিল ইয়াহুদ। একটি মত এও আছে যে, তারা তাওরাত পড়ার সময় নড়াচড়া করত বলে তাদেরকে ইয়াহুদ অর্থাৎ হরকতকারী বলা হয়েছে।

খৃষ্টানদের কেন 'নাসারা' বলা হয়

ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের যুগ এলে বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর নাবুওয়াতকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর অনুসারী হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তাদের নাম হয় 'নাসারা' অর্থাৎ সাহায্যকারী। কেননা তারা একে অপরের সাহায্য

করেছিল। তাদেরকে আনসারও বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঈসার (আঃ) কথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ

আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিল ঃ আমরাই তো আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। (সূরা সাফফ, ৬১ ঃ ১৪) কেহ কেহ বলেন যে, এসব লোক যেখানে অবতরণ করে ঐ জায়গার নাম ছিল 'নাসেরাহ', এ জন্য তাদেরকে 'নাসারা' বলা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন জুরাইজের (রহঃ) এটাই মত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। **نَصَرَى** শব্দটি **نَصْرَان** শব্দের বহুবচন।

অতঃপর যখন শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ এসে গেল এবং তিনি সারা দুনিয়ার জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন তাদের সবারই উপর তাঁর সত্যতা স্বীকার ও তাঁর অনুসরণ ওয়াজিব হয়ে গেল। আর তাঁর উম্মাতের ঈমান বা বিশ্বাসের পরিপক্কতার কারণে তাদের নাম রাখা হয় মু'মিন এবং এ জন্যও যে, পূর্বের নাবীগণের প্রতি ও ভবিষ্যতের সমস্ত কথার প্রতিও তাদের ঈমান রয়েছে।

সাবেঈ দল

صَابِئْ এর একটি অর্থ তো হচ্ছে বেদীন ও ধর্মহীন। এটা আহলে কিতাবের একটি দলেরও নাম ছিল যারা 'যাবূর' পড়তো।

সুফিয়ান শাওরীর (রহঃ) মতে ইয়াহুদ ও মাজুস ধর্মের মিশ্রণেই ছিল এ মাযহাবটি। (আর রাযী ৩/৯৭) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্ন আবী নাজীহর (রহঃ) এটাই ফাতওয়া। (তাবারী ২/১৪৬)

কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি যেটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছি যে, সাবেঈরা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তারকার ফলাফলের প্রতি এবং নক্ষত্রের প্রতিও তারা বিশ্বাসী ছিল। ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন যে, তারা ছিল তারকা পূজারী। তারা কাসরানীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের নিকট ইবরাহীম (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রকৃত অবস্থা তো আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যতঃ এ মতটিই সঠিক বলে মনে হচ্ছে যে, এসব লোক ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী বা মুশরিক ছিলনা। বরং তারা স্বভাব ধর্মের উপর ছিল। তারা কোন বিশেষ

মাযহাবের অনুসারী ছিলনা। এই অর্থেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে (রাঃ) ‘সাবী’ বলত, অর্থাৎ তাঁরা সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। কোন কোন আলেমের মত এই যে, ‘সাবী’ তারাই যাদের কাছে কোন নাবীর দা‘ওয়াত পৌঁছেনি। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

৬৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম যে, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ় রূপে ধারণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর - সম্ভবতঃ তোমরা নিস্কৃতি পাবে।	٦٣. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
৬৪। এরপর পুনরায় তোমরা ফিরে গেলে। অতএব যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর করুণা না থাকত তাহলে অবশ্যই তোমরা বিনাশ প্রাপ্ত হতে।	٦٤. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

ইয়াহুদীদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল

এ আয়াত দু’টিতে আল্লাহ তা‘আলা বানী ইসরাঈলকে আহাদ ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ ‘আমার ইবাদাত ও আমার নাবীর অনুসরণের অঙ্গীকার আমি তোমাদের কাছে নিয়েছিলাম এবং সেই অঙ্গীকার পূরা করার জন্য আমি তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর সমুচ্চ করেছিলাম।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُۥ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

যখন আমি বানী ইসরাঈলের উপর পাহাড়কে স্থাপন করি, ওটা ছিল কোন একটি ছায়ার ন্যায়, তারা তখন মনে করেছিল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে। (আমি বলেছিলাম) তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং ওতে যা রয়েছে তা স্মরণ রেখ। আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭১)

এখানে যে পাহাড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল 'তূর' পাহাড়, যার বর্ণনা পাওয়া যায় সূরা আরাফে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যদের তাফসীরে এরূপ জানা যায়। আর এটাই স্পষ্ট। ইব্‌ন অব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তূর' ঐ পাহাড়কে বলা হয় যার উপর গাছ পালা জন্মে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২০৩) ফিতনার হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হলে পাহাড়টি তাদের মাথার উপর উঠিয়ে দেয়া হয় যেন তারা আনুগত্য স্বীকারে সম্মত হতে বাধ্য হয়। (নাসাঈ ৬/৩৯৬)

'যা আমি দিয়েছি' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'তাওরাত'। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২০৪) قُوَّةٍ এর অর্থ হচ্ছে 'শক্তি।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা তাওরাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং রাবী (রহঃ) বলেন, উহা পাঠ কর এবং আমল করার অঙ্গীকার কর। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২০৫) আর 'এতে যা আছে তা স্মরণ কর অর্থাৎ তাওরাত পড়তে থাক। কিন্তু তারা এত বড় শক্ত অঙ্গীকারকেও গ্রাহ্য করলনা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করল।

৬৫। এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা অধম বানর হয়ে যাও।	٦٥. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ
৬৬। অনন্তর আমি এটা তাদের সমসাময়িক ও	٦٦. فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًا لِّمَا بَيْنَ

তাদের পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছিলাম।	يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

ইয়াহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং চেহারার পরিবর্তন

সূরা আ'রাফের ১৬৩ আয়াতে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এর তাফসীরও ইনশাআল্লাহ পূর্ণভাবে করা হবে। ঐলোকগুলো আইলা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল। শনিবার দিনের সম্মান করা তাদের উপর ফার্য করা হয়েছিল। ঐ দিন শিকার করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আর মহান আল্লাহর হুকুমে সেই দিনই নদীর তীরে মাছ খুব বেশি আসত। তারা একটা কৌশল অবলম্বন করত। একটা গর্ত খনন করে শনিবারে ওর মধ্যে জাল, রশি ও ঝোপ-ঝাড় ফেলে রাখত। শনিবার মাছসমূহ ঐ ফাঁদে পড়ত এবং রোববার রাতে তারা ওগুলি ধরে নিত। ঐ অপরাধের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের রূপ পাল্টে দেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যুবকেরা বানর হয়েছিল এবং বুড়োরা শূকর হয়েছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২১০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, নারী পুরুষ সবাই লেজযুক্ত বানর হয়ে গিয়েছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২০৯) আকাশ থেকে বাণী হয় ঃ 'তোমরা সব বানর হয়ে যাও।' আর তেমনই সব বানর হয়ে যায়। যেসব লোক তাদেরকে ঐ কৌশল অবলম্বন করতে নিষেধ করেছিল তারা তখন তাদের নিকট এসে বলতে থাকে ঃ 'আমরা কি তোমাদেরকে পূর্বেই নিষেধ করিনি?' তখন তারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়নি। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২০৯) দুনিয়ায় কোন আকার পরিবর্তিত বিকৃত গোত্র তিন দিনের বেশি বাঁচেনি। এরাও তিন দিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। নাক ঘসতে ঘসতে তারা সব মরে যায়। পানাহার ও বংশ বৃদ্ধি সবই বিদায় নেয়। যে বানরগুলো এখন আছে এবং তখনও ছিল, এরা তো জন্তু এবং এরা গতানুগতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা চান এবং যেভাবে চান সেভাবেই সৃষ্টি করেন। (তাবারী ২/১৬৭) তিনি মহান, ক্ষমতাবান।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শুক্রবারের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা তাদের উপর ফার্‌য করা হয়, কিন্তু তারা শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারকে পছন্দ করে। ঐ দিনের সম্মানার্থে তাদের জন্য ঐ দিন শিকার করা হারাম করা হয়। ওদিকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসাবে ঐদিনই সমস্ত মাছ নদীর ধারে চলে আসত এবং লাফ-ঝাঁপ দিত। অন্য দিন ওগুলি দেখাই যেতনা। কিছু দিন পর্যন্ত তো ঐসব লোক নীরবই থাকে এবং শিকার করা হতে বিরত থাকে। একদিন ওদের মধ্যে এক লোক এই ফন্দি বের করে যে, শনিবার মাছ ধরে জালের মধ্যে আঁটকে দেয় এবং তীরের কোন জিনিসের সঙ্গে বেঁধে রাখে। এরপর রোববার দিন গিয়ে ওগুলি বের করে নেয় এবং বাড়ীতে এনে রান্না করে খায়। মাছের সুঘ্রান পেয়ে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে ঃ 'আমি তো আজ রোববার মাছ শিকার করেছি।' অবশেষে এ রহস্য প্রকাশ হয়ে যায়। লোকেরাও ঐ কৌশল পছন্দ করে এবং ঐভাবে তারাও মাছ শিকার করতে থাকে। কেহ কেহ নদীর তীরে গর্ত খনন করে। শনিবার মাছগুলি ঐ গর্তের ভিতরে জমা হলে তারা ওর মুখ বন্ধ করে দিত। রোববার ধরে নিত। তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মু'মিন ছিল তারা তাদেরকে এ কাজে বাধা দিত এবং নিষেধ করত। কিন্তু তাদের উত্তর এই হত 'আমরা তো শনিবার শিকারই করিনা, শিকার করি আমরা রোববার।'

শিকারীরা ও নিষেধকারীদের ছাড়া আরও একটি দল সৃষ্টি হয়, যারা দুই দলকেই সন্তুষ্ট রাখত। তারা নিজেরা শিকার করত না বটে, কিন্তু যারা শিকার করত তাদেরকে নিষেধও করতনা। বরং নিষেধকারীগণকে বলত ঃ 'তোমরা এমন সম্প্রদায়কে উপদেশ কেন দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দিবেন? তোমরা তো তোমাদের কতর্ব্য পালন করেছ যেহেতু তাদেরকে নিষেধ করেছ। তারা যখন মানছে না তখন তাদেরকে তাদের কাজের উপর ছেড়ে দাও।' তখন নিষেধকারীগণ উত্তর দিত ঃ 'প্রথমতঃ এ জন্য যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ওজর পেশ করতে পারব। দ্বিতীয়তঃ এ জন্যও যে, তারা হয়ত আজ না হলে কাল কিংবা কাল না হলে পরশু আমাদের কথা মানতে পারে এবং আল্লাহর কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে।' অবশেষে এই মু'মিন দলটি সেই কৌশলীদল হতে সম্পূর্ণ রূপে সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর দিয়ে দিল। একটি দরজা দিয়ে এরা যাতায়াত করত এবং অপর দরজা দিয়ে ঐ ফাঁকিবাজেরা যাতায়াত করত। এভাবেই দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ এক বিস্ময়কর ঘটনা

ঘটে। একদা রাত্রি শেষে ভোর হয়েছে। মু'মিনরা সব জেগে উঠেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত ঐ ফন্দিবাজেরা তাদের দরজা খুলছেনা এবং কোন সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছেনা। মু'মিনরা বিস্মিত হলেন যে, ব্যাপার কি? অনেক বিলম্বের পরেও যখন তাদের কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা তখন তারা প্রাচীরের উপরে উঠে গেল। সেখানে এক বিস্ময়কর দৃশ্য তারা অবলোকন করল। তারা দেখল যে, ঐ ফন্দিবাজেরা নারী ও শিশুসহ সবাই বানর হয়ে গেছে। তাদের ঘরগুলি রাতে যেমন বন্ধ ছিল ঐরূপ বন্ধই আছে, আর ভিতরের সমস্ত মানুষ বানরের আকার বিশিষ্ট হয়ে গেছে এবং ওদের লেজও গজিয়েছে। শিশুরা ছোট বানর, পুরুষেরা বড় বানর এবং নারীরা বানরীতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেককেই চেনা যাচ্ছে যে, এ অমুক লোক সে অমুক নারী এবং এ অমুক শিশু ইত্যাদি।

এতে যে শুধু মাছ শিকারকারীরাই ধ্বংস হয়েছিল তা নয়, বরং যারা তাদেরকে শুধু নিষেধ করেই চুপচাপ বসে থাকত এবং তাদের সাথে মেলা-মেশা বন্ধ করতনা তারাও ধ্বংস হয়েছিল। এ শাস্তি থেকে শুধুমাত্র তারাই মুক্তি পেয়েছিল যারা তাদেরকে নিষেধ করে তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়েছিল।

যে ইয়াহুদীদের বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল তাদের বংশধর বর্তমানের বানর ও শুকর নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ

ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৫)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭)

যাহ্হাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বানী ইসরাঈলের পাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করা হয়। তারা পৃথিবীতে মাত্র তিন দিন জীবিত ছিল, কারণ রূপান্তরিত কোন ব্যক্তি তিন দিনের বেশি বাঁচেনা। তারা আহার করতনা, পান করতনা এবং তারা কোন বংশধরও রেখে যায়নি। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন, যাকে যেমনভাবে ইচ্ছা তেমনভাবে রূপান্তরিত

করেন। বানর, শুকর এবং অন্যান্য প্রাণী আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন যা তাঁর কিতাব থেকে জানা যায়। (তাবারী ২/১৬৭)

পবিত্রতা লংঘন করার কারণে সাব্বাদবাসীদের জন্যও আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ ফির'আউন সম্পর্কে বলেন ঃ

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ

ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ ঐ জনপদকে এর পার্শ্ববর্তী অন্যান্যদের জন্য উদাহরণ হিসাবে রেখে দিয়েছেন যাতে তারা এ থেকে শিক্ষা লাভ করে। তারা দেখুক যে, কেমন ছিল সেই শাস্তি! অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭)

অতএব আল্লাহর আযাবের নিদর্শন ও শিক্ষনীয় তাদের জন্যও যারা পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে আগমন করবে এবং কিতাবের মাধ্যমে ঘটনা জানতে পারবে। আয়াতের ভাবার্থ এও যে, গ্রামবাসী যে বিপর্যয় ও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল তার কারণ ছিল আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করা ও তাদের কপটতা। সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি রয়েছে তারা এ থেকে শিক্ষা লাভ করবে যাতে গ্রামবাসীদের প্রতি যে শাস্তি নেমে এসেছিল তা তাদের উপর পতিত না হয়। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাত্তাহ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তেমনটি করনা যা ইয়াহুদীরা করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ করেছিলেন তা তারা অমান্য করেছে ফন্দি করার মাধ্যমে। (ইরওয়া আল গালিল ৫/৩৭৫) এ হাদীসটি সম্পূর্ণ সহীহ, এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

৬৭। এবং যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা	٦٧. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً

قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ	**একটি গরু যবাহ কর। তারা বলেছিল ঃ তুমি কি আমাদেরকে উপহাস করছ? সে বলেছিল ঃ আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই।**

বানী ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তি ও গাভীর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে আর একটি নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি একটি গরুর মাধ্যমে একটি নিহত লোককে জীবিত করেন এবং তার হত্যাকারীর পরিচয় দান করেন। এটি একটি অলৌকিক ঘটনাই বটে।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এক ধনী বন্ধ্যা লোক ছিল, তার কোন ছেলে মেয়ে ছিলনা। তার উত্তরাধিকারী ছিল তার এক ভ্রাতুস্পুত্র। সত্বর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির আশায় সে তার পিতৃব্যকে হত্যা করে এবং রাতে তাদের গ্রামের একটি লোকের দরজার উপরে রেখে আসে। সকালে গিয়ে ঐ লোকটির উপর হত্যার অপবাদ দেয়। অবশেষে উভয় দলের লোকদের মধ্যে মারামারি ও খুনাখুনি হওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় তাদের জ্ঞানী লোকেরা তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (মূসা (আঃ)) বিদ্যমান থাকতে তোমরা কেন একে অপরকে হত্যা করবে?' সুতরাং তারা মূসার (আঃ) নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করে। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবাহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।' এ কথা শুনে তারা বলল ঃ 'আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করছেন?' তিনি বলেন ঃ 'মূর্খদের ন্যায় কাজ করা হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' তারা যদি কোন একটি গরু যবাহ করত তাহলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু তারা কাঠিন্য অবলম্বন করে, সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তা কঠিন করে দেন।

অতঃপর তারা আল্লাহর বর্ণিত নির্ধারিত গরু একটি লোকের নিকট প্রাপ্ত হয়। একমাত্র তার নিকট ছাড়া ঐ রূপ গরু আর কারও কাছে ছিলনা। লোকটি বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! এই গরুর চামড়া পূর্ণ স্বর্ণের কম মূল্যে আমি এটা বিক্রি করবনা।' সুতরাং তারা ঐ মূল্যেই তা কিনে নেয় এবং যবাহ করে। তারপর তারা

ওর এক খণ্ড মাংস দ্বারা নিহত ব্যক্তির উপর আঘাত করে। তখন মৃত লোকটি দাঁড়িয়ে যায়। লোকগুলো তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে বলে ঃ আমার এই ভ্রাতুস্পুত্র। এ কথা বলেই সে পুনরায় মরে যায়। সুতরাং ভ্রাতুস্পুত্রকে মৃত ব্যক্তির কোন মাল দেয়া হলনা। অতঃপর সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির সম্পদ লাভের অসৎ উদ্দেশে যদি কেহ তাকে হত্যা করে তাহলে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে ঐ হত্যাকারী কোন কিছুই প্রাপ্ত হবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১১৪) ইব্ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৮। তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি আমাদেরকে যেন ওটা কি কি গুণ বিশিষ্ট হওয়া দরকার তা বলে দেন। সে বলেছিল ঃ তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই সেই গরু বয়ঃবৃদ্ধ নয় এবং শাবকও নয়, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী; অতএব তোমরা যেরূপ আদিষ্ট হয়েছ তা করে ফেল।	٦٨. قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ
৬৯। তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন ওর বর্ণ কিরূপ তা আমাদেরকে বলে দেন। সে বলেছিল ঃ তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই সেই গরুর বর্ণ গাঢ় পীত, ওটা দর্শকদেরকে আনন্দ দান করে।	٦٩. قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّـٰظِرِينَ
৭০। তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের	٧٠. قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن

নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন ওটা কিরূপ তা আমাদের জন্য বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আমাদের নিকট সকল গরুই সমতুল্য এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা সুপথগামী হব।	لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ
৭১। সে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন যে, অবশ্যই সেই গরু সুস্থকায়, নিখুঁত, ওটা চাষাবাদের কাজে লাগানো হয়নি এবং ক্ষেতে পানি সেচনেও নিযুক্ত হয়নি। তারা বলেছিল ঃ এক্ষণে তুমি সত্য এনেছ, অতঃপর তারা ওটা যবাহ করল যা তাদের করার ইচ্ছা ছিলনা।	٧١. قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُواْ ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ

গাভীর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের একগুয়েমীর জন্য আল্লাহ তাদের কাজকে কঠিন করে দেন

এখানে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, দুষ্টামি ও আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে তাদের খুঁটিনাটি প্রশ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন। তাদের উচিত ছিল হুকুম পাওয়া মাত্রই তার উপর আমল করা। কিন্তু তা না করে তারা বার বার প্রশ্ন করতে থাকে। ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যদি তারা যে কোন গরু যবাহ করত তাহলে তাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকে এবং তার ফলে কাজে কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। এমন কি যদি তারা 'ইনশাআল্লাহ' না বলত তাহলে কখনও এ কাঠিন্য দূর হতনা এবং ওটা তাদের কাছে প্রকাশিত হতনা।'

তাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, ওটা বৃদ্ধও নয় বা একেবারে কম বয়সেরও নয়, বরং মধ্যম বয়সের। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ),

সুদ্দী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আতীয়া আল আউফী (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বীহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২১৬) যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ঐ গাভীটি না ছিল অধিক বয়স্কা, আর না অল্প বয়স্কা। বরং ওটি ছিল ঐ বয়সের যখন উহা থাকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী ও কর্মক্ষম। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২১৭)

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ওর রং বর্ণনা করা হয় যে, ওটা হলদে রংয়ের সুদৃশ্য একটি গরু। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) গরুটির রং হলদে বলেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২২১)

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বীহ (রহঃ) বলেন ঃ ‘ওর রং এত গাঢ় ছিল যে, মনে হত যেন ওটা থেকে সূর্যের কিরণ উত্থিত হচ্ছে।’ (তাবারী ২/২০২) তাওরাতে ওর রং লাল বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ যিনি ওকে আরাবীতে অনুবাদ করেছেন তিনিই ভুল করেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

এখন গরুটির বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ওটা জমি চাষাবাদ করা অথবা পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি। ওর শরীরে কোন দাগ নেই। ওটা একই রংয়ের, অন্য কোন রংয়ের মিশ্রণ মোটেই নেই। ওটা সুস্থ ও সবল। এখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা ওর কুরবানী দিতে এগিয়ে গেল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন যে, তারা ওটা যবাহ করবে বলে মনে হচ্ছিলনা। (তাবারী ২/২১৯) বরং যবাহ না করার জন্যই তারা টালবাহানা করছিল। এ ছাড়া উবাইদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বীহ (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াহুদীরা ঐ গরুটিকে অনেক মূল্য দিয়ে ক্রয় করেছিল। (তাবারী ২/২২১) অবশ্য এর বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন মতামতও রয়েছে।

৭২। এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পর তদ্বিষয়ে বিরোধ করছিলে এবং তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তার প্রকাশক হলেন।	٧٢. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ
৭৩। অতঃপর আমি বলেছিলাম ঃ ওর এক খন্ড	٧٣. فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ

كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ	**দ্বারা তাকে আঘাত কর, এই রূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।**

নিহত ব্যক্তিকে পুনরায় জীবন দান

সহীহ বুখারীতে اَلدَّارَءْتُمْ এর অর্থ করা হয়েছে 'তোমরা মতভেদ করলে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫০৬) মুজাহিদ (রহঃ) 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২২৯) মুসীব ইব্ন রাফে (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাতটি ঘরের মধ্যে লুকিয়েও কোন কাজ করে, আল্লাহ তার সাওয়াব প্রকাশ করে দিবেন। এ রকমই যদি কোন লোক সাতটি ঘরের মধ্যে ঢুকেও কোন খারাপ কাজ করে, আল্লাহ ওটাও প্রকাশ করে দিবেন। অতঃপর وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ এই আয়াতটি পাঠ করেন। এখানে ঐ চাচা ভাতিজারই ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যে কারণে গরু যবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বলা হচ্ছে যে, ওর কোন অংশ নিয়ে মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত কর, যদি বলা হয় যে ঐ অংশটি কোন অংশ ছিল তাহলে বলা হবে যে, ওর বর্ণনা না কুরআন মাজীদে আছে, আর না কোন সহীহ হাদীসে আছে। এটা জানায় না কোন উপকার আছে, আর না জানায় না কোন ক্ষতি আছে। যে জিনিসের কোন বর্ণনা নেই তার পিছনে না লেগে থাকার মধ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে।

কিন্তু আমাদের মঙ্গল ওতেই আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা গুপ্ত রেখেছেন আমরাও যেন তা গুপ্ত রাখি। ঐ অংশ দ্বারা স্পর্শ করা মাত্রই সে জীবিত হয়ে ওঠে এবং আল্লাহ তা'আলা সেই ঝগড়ার ফাইসালা ওর দ্বারাই করেন, আর কিয়ামাতের দিন মৃতরা যে জীবিত হয়ে উঠবে তার দলীলও এতেই করেন। এ সূরার মধ্যে পাঁচ জায়গায় মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। প্রথম হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْد مَوْتكُمْ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৬) দ্বিতীয় আলোচ্য ঘটনায়, তৃতীয় ঐ লোকদের ঘটনায় যারা হাজার হাজার সংখ্যায় বের হয়েছিল এবং একটি বিধ্বস্ত পল্লী তারা অতিক্রম করেছিল। চতুর্থ ইবরাহীমের (আঃ) চারটি পাখীকে মেরে ফেলার পর জীবিত হওয়ার মধ্যে এবং পঞ্চম হচ্ছে

যমীনের মরে যাওয়ার পর বৃষ্টির সাহায্যে পুনর্জীবন দান করাকে মরণ ও জীবনের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে।

আবূ দাঊদ তায়ালেসীর (রহঃ) একটি হাদীসে আছে যে, আবূ রাজীন আকিলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন?' তিনি বলেন ঃ 'তুমি কোন দিন বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছ কি?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আবার কখনও ওকে সবুজ ও সতেজ দেখেছ কি?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এভাবেই মৃত্যুর পর জীবন লাভ ঘটবে।' কুরআন মাজীদের অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّـٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَـٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবন, যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফলমূল হতে, অথচ তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩-৩৫)

৭৪। অনন্তর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং কঠিনতর হল এবং নিশ্চয়ই প্রস্তর হতেও প্রস্রবন নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ওগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা হতে পানি নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ঐগুলির মধ্যে কোনটি

٧٤. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ

مِنۡهَا لَمَا يَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ	**আল্লাহর ভয়ে পতিত হয় এবং তোমরা যা করছ তৎপ্রতি আল্লাহ অমনোযোগী নন।**

ইয়াহুদীদের কঠোরতা

এ আয়াতে বানী ইসরাঈলকে বলা হচ্ছে যে, এত বড় বড় মুজিযা এবং আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার নিদর্শনাবলী দেখার পরেও কিভাবে এত তাড়াতাড়ি তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল? এ জন্যই মু'মিনগণকে এরকম শক্তমনা হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ

أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنۡهُمۡ فَـٰسِقُونَ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৬)

আল-আউফি (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিটিকে গরুর গোস্তের টুকরা দ্বারা আঘাত করা হলে সে উঠে দাঁড়িয়ে যায় এবং জীবিত অবস্থায় সে যতখানি সুস্থ-সবল ছিল তারচেয়েও তাকে সতেজ মনে হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমাকে কে হত্যা করেছিল? সে উত্তরে বলল ঃ আমার ভাইয়ের ছেলে আমাকে হত্যা করেছে। এরপর সে আবার মারা যায়। লোকটি আবার মারা যাবার পর তার ভাইয়ের ছেলে বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমি তাকে হত্যা করিনি। এভাবে সে সত্যকে অস্বীকার করল, যদিও সবাই এ কথা জেনে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْد ذَلك فَهِيَ كَالْحجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً** *অতঃপর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং কঠিনতর।* (তাবারী ২/২৩৪)

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বানী ইসরাঈলের অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গিয়েছিল। কেননা পাথর হতেও তো ঝরণা প্রবাহিত হয়। কোন কোন পাথর ফেটে যায় এবং তা হতে পানি বের হয়, যদিও তা প্রবাহিত হওয়ার যোগ্য নয়। কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে উপর হতে নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ লোকদের অন্তর নাসীহাত বা উপদেশে কখনও নরম হয়না। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আয়াতের ভাবার্থ হল এমন কিছু পাথর রয়েছে যা তোমাদের হৃদয়ের চেয়ে কোমল। তারা সত্যকে স্বীকার করে যে সত্যের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২৩৩)

কঠিন বস্তু/পাথরের মধ্যে বোধশক্তি আছে

উপরের বর্ণনা থেকে এটাও জানা যাচ্ছে যে, পাথরের মধ্যেও জ্ঞান-বিবেক আছে। কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে আছে ঃ ‘সাত আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করে ও প্রশংসা করে। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

আমি তো আসমান, যমীন ও পবর্তমালার প্রতি এই আমানাত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হল। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৭২)

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৪৪) উপরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সমস্ত জিনিস আল্লাহর তাসবীহ্ বর্ণনা করে। অন্যস্থানে রয়েছে ঃ

وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

তারকা ও বৃক্ষ উভয়ে (আল্লাহকে) সাজদাহ করে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬)

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُا۟ ظِلَـٰلُهُۥ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয়? (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮) অন্যত্র আছে ঃ

قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ

তারা (যমীন ও আসমান) বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১১)

لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ

আমি যদি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمۡ لِمَ شَهِدتُّمۡ عَلَيۡنَاۖ قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ

(জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে ঃ আল্লাহ আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ২১) একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ পাহাড় সম্পর্কে বলেন ঃ

এ পাহাড়টি আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। (ফাতহুল বারী ৬/৯৮) আর একটি হাদীসে আছে, যে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর হেলান দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিতেন, যখন মিম্বর তৈরী হয় ও কাণ্ডটিকে সরিয়ে ফেলা হয় তখন কাণ্ডটি অঝোরে কাঁদতে থাকে। সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি মাক্কার ঐ পাথরকে চিনি যা আমার নাবুওয়াতের পূর্বে আমাকে সালাম করত।' (মুসলিম ৩/১৭৮২) 'হাজরে আসওয়াদ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

'যে ওকে সত্যের সঙ্গে চুম্বন করবে, কিয়ামাতের দিন ওটা তার ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করবে।' (আহমাদ ১/২৬৬) এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে যদ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এসব জিনিসের মধ্যে বিবেক ও অনুভূতি আছে এবং ওগুলি প্রকৃত অর্থেই আছে, রূপক অর্থে নয়।

أَوْ শব্দটি সম্পর্কে কুরতুবী (রহঃ) এবং ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন যে, এটা ইচ্ছার স্বাধীনতার জন্য এসেছে। কারও কারও মতে এটার ভাবার্থ এই যে, কতক অন্তর পাথরের মত শক্ত এবং কতক অন্তর তার চেয়েও বেশি শক্ত। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا

কোনো পাপী অথবা কাফিরের আনুগত্য করনা। (সূরা ইনসান/দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২৪)

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا

অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৬) অন্যান্য জ্ঞানীগণ বলেন যে, এখানে 'অথবা' শব্দটি 'বরং' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এখানে অর্থ হবে, তোমাদের হৃদয় পাথরের মত শক্ত, বরং ওর চেয়েও শক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করে, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭)

وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৯) কারও কারও মতে এর ভাবার্থ এই যে, তাদের হৃদয় পাথরের মত কিংবা কঠোরতায় তার চেয়েও বেশী। (তাবারী ২/২৩৬) ইহা নিম্নের আয়াতেরও অনুরূপ ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا

এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭)

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) এর পরের আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

أَوْ كَظُلُمَـٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

অথবা (কাফিরদের কার্য) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০)

৭৫। তোমরা কি আশা কর যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে এমন কতক লোক গত হয়েছে যারা আল্লাহর কালাম শুনত, অতঃপর উহা বুঝার পর উহাকে বিকৃত করত, অথচ তারা জানত।	٧٥. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
৭৬। যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি; আর যখন তাদের কেহ কারও (ইয়াহুদীর) নিকট গোপনে যায় তখন তারা বলে ঃ তোমরা কি মুসলিমদেরকে এমন কথা বলে দাও যা আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন? পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে (এই বলে) যে, এ বিষয়টি রবের নিকট	٧٦. وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

হতে তোমাদের কিতাবে রয়েছে, তোমরা কি বুঝনা?	
৭৭। তারা কি জানেনা যে, তারা যা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে, আল্লাহ সবই জানেন?	٧٧. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

রাসূলের (সাঃ) জীবদ্দশায় ইয়াহুদীদের ঈমান ছিলনা

এই পথভ্রষ্ট ইয়াহুদ সম্প্রদায়ের ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও সাহাবীগণকে (রাঃ) নিরাশ করে দিচ্ছেন যে, এসব লোক যখন এত বড় বড় নিদর্শন দেখেও তাদের অন্তরকে শক্ত করে ফেলেছে এবং আল্লাহর কালাম শুনে বুঝার পরেও ওকে পরিবর্তন করে ফেলেছে তখন তোমরা তাদের কাছে আর কিসের আশা করতে পার? ঠিক এরকমই আয়াত অন্য জায়গায় আছে ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ

বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুণই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৩)

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এরা হল ইয়াহুদী সম্প্রদায় যারা আল্লাহর আদেশ শোনার পর জেনে শুনে তা পরিবর্তন করত অথবা নতুন কিছু যোগ করত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৩৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা তাদের গ্রন্থে পরিবর্তন করত এবং কিছু কিছু গোপন রাখত, এরা ছিল তাদের ধর্মীয় আলেম সম্প্রদায়। (তাবারী ২/২৪৫) ইব্ন ওয়াহাব (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন জায়িদ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ 'তারা আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতের পরিবর্তন করেছে যেমন হালালকে হারাম সাব্যস্ত করেছে এবং হারামকে হালাল করেছে এবং সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করেছে। যখন কোন ব্যক্তি সঠিক মীমাংসার জন্য ঘুষসহ আগমন করত তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব অনুযায়ী ফাইসালা করত। কিন্ত যখন কোন ব্যক্তি

অন্যায় দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে আসত তখন তারা আল্লাহর কিতাবকে বাদ দিয়ে বানোয়াট কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ফাতওয়া দিত যে, সে সঠিক কাজই করেছে। যখন এমন কোন ব্যক্তি আসত যে সত্যের অনুসন্ধানকারী নয় এবং ঘুষও প্রদান করতনা তখন তাকে আল্লাহর কিতাব থেকে সঠিক কথা বলে ফাতওয়া দিত। এ কারণে আল্লাহ তাদের উদ্দেশে বলেন ঃ *তোমরা কি লোকদেরকে সৎ কাজে আদেশ করছ এবং তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছ? অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর; তাহলে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছনা?'* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৪) (তাবারী ২/২৪৬)

রাসূলকে (সাঃ) সত্য নাবী জানা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ** এর ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা বিশ্বাস করত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, কিন্তু তিনি শুধু আরাবদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। (তাবারী ২/২৫০) তারা মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে বলত ঃ ‘তোমাদের নাবী সত্য। তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল।’ কিন্তু যখন তারা পরস্পরে বসত তখন একে অপরকে বলত ঃ ‘তোমরা মুসলিমদেরকে এসব বললে তারা তোমাদেরকেও তাদের ধর্মে টেনে নিবে এবং আল্লাহর কাছেও তোমাদেরকে লা-জবাব করে দিবে। তোমরাতো আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করতে যে, তিনি যেন তোমাদের মাঝে সেই নাবীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁকেতো তোমাদের পরিবর্তে আরাবদের মাঝে প্রেরণ করেছেন।’ তাদেরকে এর উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, **أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ** এই নির্বোধদের কি এতটুকুও জ্ঞান নেই যে, আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথাই জানেন?

মহান আল্লাহ তাদের এই গোপন কথা মু’মিনদেরকে জানিয়ে দেন। তারা মুসলিমদের কাছে এসে ইসলাম ও ঈমানের কথা প্রকাশ করলে তাঁরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ ‘তোমাদের কিতাবে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন ইত্যাদির কথা নেই?’ তারা স্বীকার করত। অতঃপর যখন তারা তাদের বড়দের কাছে যেত তখন ঐ বড়রা তাদেরকে ধমক দিয়ে বলত ঃ ‘তোমরা

কি নিজেদের কথা মুসলিমদেরকে বলে তোমাদের অস্ত্র তাদেরকে দিয়ে দিতে চাও?' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু কুরাইযার উপর আক্রমণের দিন ইয়াহুদীদের দুর্গের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'ও বানর, শূকর ও শাইতানের পূজারীদের ভ্রাতৃমণ্ডলী!' তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে ঃ 'তিনি আমাদের ভিতরের কথা কি করে জানলেন। খবরদার! তোমাদের পরস্পরের সংবাদ তাদেরকে দিও না, নচেৎ ওটা আল্লাহর সামনে দলীল হয়ে যাবে।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৪০) তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা গোপন করলেও আমার কাছে কোন কথা গোপন থাকেনা।'

৭৮। এবং তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে যারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন গ্রন্থ অবগত নয় এবং তারা শুধু কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।	٧٨. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
৭৯। তাদের জন্য আক্ষেপ যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে, যারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত! এর দ্বারা তারা সামান্য মূল্য অর্জন করছে, তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্য তাদের প্রতি আক্ষেপ! এবং তারা যা উপার্জন করছে তজ্জন্যও তাদের প্রতি আক্ষেপ!	٧٩. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

'উম্মী' শব্দের অর্থ

اُمِّىْ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ভালভাবে লিখতে জানেনা। اُمِّيُّوْنَ ওর বহু বচন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিশেষণ হচ্ছে اُمِّىْ, কেননা তিনি ভাল লিখতে জানতেননা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ

তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি তো একজন 'উম্মী' ও নিরক্ষর লোক, আমি লিখতেও জানিনা এবং হিসাবও বুঝিনা, মাস কখনও এরকম হয় এবং কখনও ও রকম হয়।' (ফাতহুল বারী ৪/১৫১) প্রথমবারে তিনি তাঁর দু'হাতের সমস্ত আঙ্গুল তিনবার নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন অর্থাৎ ত্রিশ দিনে এবং দ্বিতীয় বারে দু'বার দু'হাতের সমস্ত অঙ্গুলি ঝুঁকান এবং তৃতীয়বার এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃত্ত করে রাখেন, অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে। ভাবার্থ এই যে, আমাদের ইবাদাত এবং ওর সময় হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করেনা। কুরআন মাজীদের এক স্থানে আছে ঃ

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূল রূপে। (সূরা জুমুআ'হ, ৬২ ঃ ২)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, اَمَانِىَّ–এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যা আশা ও মন ভুলানো কথা। (তাবারী ২/২৬১)

তারা শুধু ধারণার উপরই রয়েছে, অর্থাৎ তারা প্রকৃত ব্যাপার অবগত নয়; বরং নিরর্থক ধারণা করে থাকে। অতঃপর ইয়াহুদীদের অন্য এক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা লিখা পড়া জানতো ও জনগণকে ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বান করত, আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলত এবং শিষ্যদের নিকট হতে টাকা পয়সা আদায় করার উদ্দেশে ভুল পন্থা অবলম্বন করত।

সত্যত্যাগী ইয়াহুদীদের জন্য দুর্ভোগ

وَيْلٌ –এর অর্থ হচ্ছে ‘দুর্ভাগ্য’ ও ‘ক্ষতি’–এটা জাহান্নামের একটি গর্তের নামও বটে, যার আগুনের তাপ এত প্রচণ্ড যে, ওর ভিতর পাহাড় নিক্ষেপ করলেও তা গলে যাবে।

ইয়াহুদীরা তাওরাতের মধ্যে পরিবর্তন করেছিল। তাওরাতে উল্লেখ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম তা হতে মুছে ফেলেছিল। এ জন্য তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ বলেন ঃ ‘যা তারা হাত দ্বারা লিখেছে এবং যা কিছু উপার্জন করেছে তজ্জন্য তাদের সর্বনাশ হবে।’ ‘অয়েল’ এর অর্থ কঠিন শাস্তি, ভীষণ ক্ষতি, ধ্বংস, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিও হয়ে থাকে।

এখানে ইয়াহুদী আলেমদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের কথাকে আল্লাহর কালাম বলত এবং নিজেদের লোককে সন্তুষ্ট করে দুনিয়া কামাই করত। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ ‘তোমরা কিতাবীদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস কর কেন? তোমাদের কাছে তো নব প্রেরিত আল্লাহর কিতাবই বিদ্যমান আছে। কিতাবীরা তো আল্লাহর কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলেছে। নিজেদের হস্তলিখিত কথাকেই আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই তোমাদের নিজস্ব কিতাব বাদ দিয়ে তাদের পরিবর্তিত কিতাবের কি প্রয়োজন? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তারা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেনা, কিন্তু তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছ।’ (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৪৫, ফাতহুল বারী ৫/২৪৪, ১৩/৩৪৫, ৫৫৫)

‘অল্প মূল্যে’র অর্থ হচ্ছে আখিরাতের তুলনায় বর্তমান দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং এর সাথের নি‘আমাত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৪৭) অর্থাৎ ওর বিনিময়ে সারা দুনিয়া পেলেও আখিরাতের তুলনায় এটা অতি নগণ্য জিনিস। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ তারা যে এভাবে নিজেদের কথাকে আল্লাহর কথা বলে জনগণের কাছ থেকে স্বীকৃতি নিচ্ছে এবং ওর বিনিময়ে দুনিয়া কামাই করছে, এর ফলে তাদের সর্বনাশ হবে। (তাবারী ২/২৭৩)

৮০। এবং তারা বলে ঃ নির্ধারিত দিনসমূহ ব্যতীত আগুন আমাদেরকে স্পর্শ	٨٠. وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ

إِلَّآ أَيَّامًا مَّعۡدُودَةًۚ قُلۡ أَتَّخَذۡتُمۡ عِندَ ٱللَّهِ عَهۡدًا فَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ عَهۡدَهُۥٓۖ أَمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ	**করবেনা। তুমি বল ঃ তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ যে, পরে আল্লাহ কখনই স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করবেননা? অথবা আল্লাহ সম্বন্ধে যা জানোনা তোমরা তা'ই বলছ?**

ইয়াহুদীদের অলীক কল্পনা যে, তারা মাত্র কয়েক দিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা বলত ঃ 'পৃথিবীর মোট সময়কাল হচ্ছে সাত হাজার বছর। প্রতি হাজার বছরের পরিবর্তে আমাদের একদিন শাস্তি হবে। তাহলে আমাদেরকে মাত্র সাত দিন জাহান্নামে থাকতে হবে।' তাদের এ কথাকে খণ্ডন করতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কারও কারও মতে তারা চল্লিশ দিন জাহান্নামে থাকবে বলে ধারণা করত। (তাবারী ২/২৭৬) কেননা তাদের পূর্বপুরুষরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাছুরের পূজা করেছিল। কারও কারও মতে তাদের এই ধারণা হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাওরাতে আছে ঃ 'জাহান্নামের দুই তীরের 'যাক্কুম' নামক বৃক্ষ পর্যন্ত চল্লিশ দিনের পথ'। তাই তারা বলত যে, এ সময়ের পরে শাস্তি উঠে যাবে।

এ ছাড়া হাফিয আবূ বাকর ইব্ন মারদুয়াহ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ খাইবার যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষ মিশ্রিত একটি আস্ত ভেড়ার রোষ্ট উপহার হিসাবে পাঠায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করলেন ঃ এ এলাকায় যে ইয়াহুদীরা রয়েছে তাদের সকলকে সমবেত কর। ইয়াহুদীরা উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পিতা কে? তারা উত্তরে বলল ঃ অমুক, অমুক, অমুক। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা মিথ্যা বলছ, তোমাদের পিতা অমুক, অমুক এবং অমুক। তখন তারা বলল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলত, এবার যদি আমি তোমাদেরকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করি তাহলে সঠিক উত্তর দিবে কি? তারা উত্তরে বলল ঃ হ্যাঁ আবুল কাসেম! আমরা যদি মিথ্যা বলি তাহলে আপনি তো আমাদের পিতাদের নাম মিথ্যা বলার মত সত্য ঘটনা বুঝতেই পারবেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ বল তো জাহান্নামের অধিবাসী কারা? তারা উত্তরে বলল ঃ আমরা কিছু দিন জাহান্নামে অবস্থান করব এবং এরপর আপনার উম্মাত আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের ধ্বংস হোক এবং তোমরা অপমানিত হও! আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবনা। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি যদি আর একটি প্রশ্ন করি তাহলে তোমরা সঠিক উত্তর দিবে কি? তারা বলল ঃ হ্যাঁ আবুল কাসেম! তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি এই ভেড়ার গোস্তে বিষ মিশিয়েছ? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কোন্ উদ্দেশে তোমরা এটা করেছ? তারা বলল ঃ আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে, আপনি যদি মিথ্যা নাবীর দাবীদার হন তাহলে আমরা যেন আপনার কাছ থেকে পরিত্রান পাই, আর আপনি যদি সত্য নাবী হন তাহলে বিষ আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। (আহমাদ ২/৪৫১, ফাতহুল বারী ৬/৩১৪, নাসাঈ ৬/৪১৩, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/২৫৬)

৮১। হ্যাঁ, যারা অনিষ্ট অর্জন করেছে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা সদা অবস্থান করবে।	٨١. بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَـٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ
৮২। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করছে তারাই জান্নাতবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।	٨٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

ভাবার্থ এই যে, যার কর্ম সবই মন্দ, যার মধ্যে সাওয়াবের লেশ মাত্র নেই সে জাহান্নামী, পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং সুন্নাহ্ অনুযায়ী কাজ করেছে সে জান্নাতবাসী। যেমন অন্যস্থানে আছে ঃ

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কেহকে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হবেনা। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা খর্জুর দানার কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৩-১২৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কাজের অর্থ কুফরী। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবূ অয়েল (রহঃ), আবূল 'আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী 'বিন আনাস (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ **وَأَحَاطَتْ بِه خَطِيـــئَتُهُ** এর অর্থ করেছেন, শির্ক তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫২) রাবী' ইব্ন খুশাইয়াম (রহঃ) এর মতে এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে পাপের অবস্থায়ই মারা যায় এবং তাওবাহ করার সুযোগ লাভ করেনা। সুদ্দী (রহঃ) এবং আবূ রাজিনও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫৩) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে বড় পাপ অর্থাৎ কাবীরা গুনাহর কথা বলা হয়েছে, যা স্তুপীকৃত হয়ে অন্তরের অবস্থা খারাপ করে দেয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫৩) প্রতিটি বর্ণনাই আসলে একই অর্থ বহন করে। আল্লাহ তা'আলাই উত্তম জ্ঞানের অধিকারী।

ছোট ছোট পাপ আস্তে আস্তে বড় ও ধ্বংসাত্মক কাজে প্রবৃত্ত করে

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা পাপকে ছোট মনে করনা, এগুলো জমা হয়ে মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। তোমরা কি দেখনা যে, কতকগুলো লোক একটি করে খড়ি নিয়ে এলে খড়ির একটি স্তুপ হয়ে যায়। অতঃপর ওতে আগুন ধরিয়ে দিলে ওটা বড় বড় জিনিসকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়? (আহমাদ ১/২০৪) অতঃপর ঈমানদারগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা কুফরীর মুকাবিলায় ঈমান আনে এবং অসৎ কাজের মুকাবিলায় সৎকাজ করে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী আরাম ও শান্তি। তারা শান্তিদায়ক জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রদত্ত শান্তি ও শাস্তি উভয়ই চিরস্থায়ী।

٨٣. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

৮৩। আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, পিতৃহীনদের ও মিসকীনদের সঙ্গেও (সদ্ব্যবহার করবে), আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত প্রদান করবে; অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে, যেহেতু তোমরা ছিলে অগ্রাহ্যকারী।

আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট হতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন

বানী ইসরাঈলের উপর যে নির্দেশাবলী রয়েছে এবং তাদের নিকট হতে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আলোচনা করা হচ্ছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর একাত্মবাদ মেনে নেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত না করে। শুধুমাত্র বানী ইসরাঈলই নয়, বরং সমস্ত মাখলূকের প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) সবচয়ে বড় হক আল্লাহ তা'আলারই, এবং তাঁর যতগুলি হক আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই যে, তাঁরই ইবাদাত করতে হবে এবং তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যাবেনা।

আল্লাহ তা'আলার হকের পর এখন বান্দাদের হকের কথা বলা হচ্ছে। বান্দাদের মধ্যে মা-বাবার হক সবচেয়ে বড় বলে প্রথমে উহারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ২৩)

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ

আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও (মুসাফিরকেও)। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ২৬) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে ঃ

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সর্বোত্তম আমল কোন্টি? তিনি বলেন ঃ যথা সময়ে সালাত আদায় করা। জিজ্ঞেস করেন ঃ তারপর কোন্টি? তিনি বলেন ঃ মা-বাবার খিদমাত করা। জিজ্ঞেস করেন ঃ এরপর কোন্টি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (ফাতহুল বারী ৬/৫, মুসলিম ১/৮৯)

আর একটি সহীহ হাদীসে আছে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি কার সাথে সৎ ব্যবহার করব?' তিনি বলেন ঃ 'তোমার মায়ের সঙ্গে।' লোকটি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তারপর কার সঙ্গে?' তিনি বলেন ঃ 'তোমার মায়ের সঙ্গে।' আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তারপর কার সঙ্গে?' তিনি বলেন ঃ 'তোমার বাবার সঙ্গে এবং তারপরে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে।' সূরা নিসার নিম্ন আয়াতের তাফসীরে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৬)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ। আর সহনশীলতা, ক্ষমা করার নীতি গ্রহণ কর। এটাই উত্তম চরিত্র যা গ্রহণ করা উচিত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কোন ভাল জিনিসকে ঘৃণা করনা, কিছু করতে না পারলেও অন্ততঃ তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ কর। (আহমাদ ৫/১৭৩ মুসলিম ৪/২০২৬, তিরমিযী ৫/৫২৬)। সুতরাং আল্লাহ প্রথমে তাঁর ইবাদাতের নির্দেশ দেন, অতঃপর পিতা মাতার খিদমাত করা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি সুনজর দেয়া এবং জনসাধারণের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা ইত্যাদির নির্দেশ দেন। এরপর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও আলোচনা করেন। যেমন

বলেন ঃ 'সালাত আদায় কর, যাকাত দাও।' তারপর এ সংবাদ দেন যে, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং অল্প লোক ছাড়া তাদের অধিকাংশই অবাধ্য হয়ে যায়। এ উম্মাতকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

'এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৬)

এই উম্মাত অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় এ সব নির্দেশ মানার ব্যাপারে এবং এর উপর আমল করার ব্যাপারে অনেক বেশি দৃঢ় প্রমাণিত হয়েছে।

৮৪। এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, পরস্পর শোণিতপাত করবেনা এবং স্বীয় বাসস্থান হতে আপন ব্যক্তিদেরকে বহিস্কার করবেনা; অতঃপর তোমরা স্বীকৃত হয়েছিলে এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ছিলে।	٨٤. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ
৮৫। অনন্তর সেই তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক	٨٥. ثُمَّ أَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم

مِّن دِيَٰرِهِمۡ تَظَٰهَرُونَ عَلَيۡهِم
بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَإِن يَأۡتُوكُمۡ
أُسَرَىٰ تُفَدُوهُمۡ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
عَلَيۡكُمۡ إِخۡرَاجُهُمۡۚ أَفَتُؤۡمِنُونَ
بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ
بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ
ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ
يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ
بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ

দলকে তাদের গৃহ হতে বহিস্কার করে দিচ্ছ, তাদের প্রতি শত্রুতা বশতঃ অসৎ উদ্দেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য করছ এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আনীত হলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান কর, অথচ তাদেরকে বহিস্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ, তাহলে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই এবং উত্থান দিনে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছ, তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।

٨٦. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ
ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِۖ فَلَا
يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ

৮৬। এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে, অতএব তাদের দন্ড লঘু করা হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবেনা।

يُنصَرُونَ	

মাদীনার দু'টি বিখ্যাত গোত্রের শান্তি চুক্তি এবং তা ভঙ্গ করা

মাদীনার আনসারগণের দু'টি গোত্র ছিল ঃ (১) আউস ও (২) খাযরায। ইসলামের পূর্বে এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কখনও কোন মিল ছিলনা। পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। মাদীনার ইয়াহুদীদের তিনটি গোত্র ছিল ঃ (১) বানূ কাইনুকা, (২) বানু নাযীর এবং (৩) বানূ কুরাইযা। বানূ কাইনুকা ও বানূ নাযীর খাযরাজের পক্ষপাতী ছিল এবং তারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। আর বানূ কুরাইযার বন্ধুত্ব ছিল আউসের সঙ্গে। আউস ও খাযরাযের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হত তখন ইয়াহুদীদের তিনটি দল নিজ নিজ মিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। দুই পক্ষের ইয়াহুদী স্বয়ং তাদেরই হাতে মারাও যেত এবং সুযোগ পেলে একে অপরের ঘর বাড়ী ধ্বংস করত এবং দেশ থেকে তাড়িয়েও দিত। ধন-মালও দখল করে নিত। অতঃপর যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে পরাজিত দলের ইয়াহুদী বন্দীদেরকে ইয়াহুদীরা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিত এবং বলত ঃ 'আমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আছে যে, আমাদের মধ্যে যদি কেহ বন্দী হয় তাহলে আমরা যেন তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেই। তারই উত্তরে মহান আল্লাহ তাদেরকে বলছেন ঃ 'এর কারণ কি এই যে, আমার এ হুকুম মানছ? কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমরা পরস্পর কাটাকাটি করনা, একে অপরকে বাড়ী হতে বের করে দিওনা, তা মানছনা কেন? এক হুকুমের উপর ঈমান আনা এবং অন্য হুকুমকে অমান্য করা, এটা আবার কোন ঈমানদারী?' আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করনা, নিজেদের লোককে তাদের বাড়ী হতে বের করে দিওনা। কেননা তোমরা এক মাযহাবের লোক এবং সবাই এক আত্মার মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

সমস্ত মু'মিন পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া ও সাহায্য-সহানুভূতি করার ব্যাপারে একটি শরীরের মত। কোন একটি অঙ্গের ব্যথায় সমস্ত শরীর অস্থির হয়ে থাকে, শরীরে জ্বর চলে আসে এবং রাতে নিদ্রা হারিয়ে যায়। (মুসলিম ৪/১৯৯৯) এরকমই একজন সাধারণ মুসলিমের বিপদে সারা বিশ্ব জাহানের মুসলিমদের অস্থির হওয়া উচিত।

আব্দ খায়ের (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা সালমান ইব্ন রাবীর (রাঃ) নেতৃত্বে 'লালজারে' জিহাদ করছিলাম। ওটা অবরোধের পর আমরা ঐ শহরটি দখল

করি। ওর মধ্যে কিছু বন্দীও ছিল। এদের মধ্যে একটি ক্রীতদাসীকে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) সাতশ' তে কিনে নেন। *'রাসূল জালুতের'* নিকট পৌঁছে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) এক ইয়াহুদীর নিকট গমন করেন এবং তাকে বলেন ঃ 'দাসীটি তোমার ধর্মের নারী। আমি একে সাতশ'র বিনিময়ে কিনেছি। এখন তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও।' সে বলে ঃ 'খুব ভাল কথা, আমি চৌদ্দশ' দিচ্ছি।' তিনি বলেন ঃ 'আমি চার হাজারের কমে একে বিক্রি করবনা।' তখন সে বলে ঃ 'তাহলে আমার কেনার প্রয়োজন নেই।' তিনি বলেন ঃ 'একে ক্রয় কর, নতুবা তোমার ধর্ম চলে যাবে। তাওরাতে লিখিত আছে, বানী ইসরাঈলের কোন একটি লোকও যদি বন্দী হয় তাহলে তাকে কিনে আযাদ করে দাও। সে যদি বন্দী অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে তাহলে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নাও এবং বাস্তুহারা করনা। এখন হয় তাওরাতকে মেনে তাকে ক্রয় কর, আর না হয় তাওরাতকে অস্বীকার কর।' সে বুঝে নেয় এবং বলে ঃ 'তুমি কি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ'। সুতরাং সে চার হাজার নিয়ে আসে। তিনি দু'হাজার তাকে ফেরত দেন।

মোট কথা, কুরআনুম মাজীদের এ আয়াতটিতে ইয়াহুদীদেরকে নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশাবলী জানা সত্ত্বেও তাকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করেছে। আমানাতদারী ও ঈমানদারী তাদের মধ্যে লোপ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী, তাঁর নির্দেশাবলী, তাঁর জন্মস্থান, তাঁর হিজরাতের স্থান ইত্যাদি সব কিছুই তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এ সবকিছুই তারা গোপন করে রেখেছে। শুধু এটুকুই নয়, বরং তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এ কারণেই তাদের উপর ইহলৌকিক লাঞ্ছনা এসেছে এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তি।

৮৭। এবং অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি ও তৎপরে ক্রমান্বয়ে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, এবং আমি মারইয়াম নন্দন ঈসাকে নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম এবং পবিত্র আত্মাযোগে তাকে শক্তি সম্পন্ন করেছিলাম; কিন্তু	٨٧. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ

ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ	**পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল - তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছা করতনা তা নিয়ে উপস্থিত হল তখন তোমরা অহংকার করলে, অবশেষে এক দলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।**

বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা এবং নাবীদের হত্যা করা

এখানে বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, অহংকার এবং প্রবৃত্তি পূজার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা তাওরাতের পরিবর্তন সাধন করল, মূসার (আঃ) পরে তাঁর শারীয়াত নিয়ে অন্য যে সব নাবী (আঃ) এলেন তাঁদের তারা বিরোধিতা করল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। কারণ এই যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আবূ মালিক (রহঃ) বলেছেন যে, **قَفَّيْنَا** 'কাফফাইনা' শব্দের অর্থ হল সাফল্য লাভ। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৬৮) অন্যান্যরা বলেছেন 'অনুসরণ'। উভয় অর্থই যথার্থ বা যুক্তিগ্রাহ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৪)

মোট কথা, ক্রমান্বয়ে নাবীগণ (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে আসতে থাকেন এবং ঈসা (আঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। ঈসাকে (আঃ) ইঞ্জিল প্রদান করা হয়। এর মধ্যে কতকগুলি নির্দেশ তাওরাতের বিপরীতও ছিল। এ জন্যই তাঁকে নতুন নতুন মুজিযাও দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখী তৈরী করে ওর মধ্যে ফুঁ দিয়ে আল্লাহর হুকুমে তাকে উড়িয়ে দেয়া, আল্লাহর হুকুমে কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, তাঁর হুকুমে কতকগুলি ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা ইত্যাদি। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৬৮) অতঃপর মহান আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) সহায়তার জন্য 'রূহুল কুদুস' অর্থাৎ জিবরাঈলকে (আঃ) নিযুক্ত করেন। অথচ বানী ইসরাঈলরা তার প্রতি বেশি বিরুদ্ধাচরণ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে এবং তাওরাতে যে ঈসার (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে তা অস্বীকার করেছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

(আমি এসেছি) তোমাদের জন্য যা অবৈধ হয়েছে তার কতিপয় তোমাদের জন্য বৈধ করতে, আর তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫০)

অথচ বানী ইসরাঈলরা বিভিন্ন নাবীর (আঃ) সাথে অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার করেছে, তাদেরকে অস্বীকার করেছে এবং কেহ কেহকে হত্যা করেছে। এসব কিছুই ঘটেছিল এ জন্য যে বানী ইসরাঈলরা যা আশা করত অথবা বিশ্বাস করত তার বিপরীত কথাই নাবীগণের দা'ওয়াতের বিষয় ছিল। তাওরাতের যে সমস্ত বিষয় বানী ইসরাঈলরা পরিবর্তন করেছিল ঐ সমস্ত বিষয় নাবীগণ পুর্নবহাল করতে চাইলে তা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নাবীগণকে মেনে নেয়া তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তারা নাবীগণকে অস্বীকার করে এবং হত্যা করে। আল্লাহ বলেন ঃ *কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল - তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছা করতনা তা নিয়ে উপস্থিত হল তখন তোমরা অহংকার করলে, অবশেষে এক দলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৭)

জিবরাঈলের (আঃ) অপর নাম রূহুল কুদুস

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), ইসমাঈল ইব্ন খালিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আতিয়্যা আল আউফী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীবর্গের এটাই অভিমত যে, রূহুল কুদুসের ভাবার্থ হচ্ছে জিবরাঈল (আঃ)। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৭০) কুরআন মাজীদের এক স্থানে আছে ঃ

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৩-১৯৪)

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসসান কবির (রাঃ) জন্য মাসজিদে একটি মিম্বর রাখেন। তিনি মুশরিকদের ব্যাঙ্গ কবিতার উত্তর দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য প্রার্থনা করতেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি রূহুল কুদুস দ্বারা হাস্সানকে (রাঃ) সাহায্য করুন। সে আপনার নাবীর পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৬২, আবূ দাঊদ ৫/২৭৯, তিরমিযী ৮/১৩৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ফারূকের (রাঃ) খিলাফাত আমলে একদা হাস্সান (রাঃ) মাসজিদে নববীতে কবিতা পাঠ করছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বলেন ঃ 'আমি তো ঐ সময়েও এখানে এ কবিতাগুলো পাঠ করতাম, যখন এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকতেন।' অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! আল্লাহর শপথ করে বলুনতো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেননি? 'হাস্সান (রাঃ) মুশরিকদের কবিতার উত্তর দিয়ে থাকে, হে আল্লাহ! রূহুল কুদুস দ্বারা তাকে সাহায্য করুন?' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি শুনেছি।'

ইব্ন হিব্বানের (রহঃ) গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রুহুল কুদুস (জিবরাঈল (আঃ)) আমাকে জানালেন ঃ কোন লোকই স্বীয় আহার্য ও জীবন পূরা করা ছাড়া মারা যায়না। আল্লাহকে তোমরা ভয় কর এবং দুনিয়া কামানোর ব্যাপারে দীনের প্রতি লক্ষ্য রেখ।' (আস সুন্নাহ ১৪/৩০৪)

এই আয়াতের 'রূহুল কুদুস' দ্বারা সাহায্য করার বর্ণনার সাথে সাথে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখানোরও বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ওটা এক জিনিস এবং ওগুলি অন্য জিনিস। রচনা রীতিও এটার অনুকূলে রয়েছে। 'কুদুস' এর ভাবার্থ হচ্ছে মুকাদ্দাস, যেমন حَاتِم جُوْد এবং رَجُلِ صَادِقْ এর মধ্যে। رُوْحُ الْقُدُسِ ও رُوْحٌ مِّنْهُ বলার মধ্যে নৈকট্য ও মাহাত্মের একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে। এটা এ জন্যও বলা হয়েছে।

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) হত্যা করতে চেয়েছিল

যামাখশারী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, 'তারা হত্যা করেছিল'। কারণ ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। তারা বিষ প্রয়োগ করে ও যাদুর মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা করে। অসুস্থ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি বলেন ঃ খাইবারের যুদ্ধের সময় তারা (ইয়াহুদীরা) আমাকে যে খাদ্য খেতে দিয়েছিল (বিষ মিশ্রিত খাসীর গোস্ত) তার প্রতিক্রিয়া আমি এখনও উপলব্ধি করছি, এখনতো হৃদপিন্ডের মূল ধমনীর রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার পথে। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১২৩৯, ফাতহুল বারী ৭/৭৩৭)

৮৮। এবং তারা বলে, আমাদের হৃদয় আবৃত; এবং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন - যেহেতু তারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে।	٨٨. وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

ঈমান না আনার কারণে ইয়াহুদীদের অন্তর মোহরাচ্ছাদিত

ইয়াহুদীরা এ কথাও বলত, وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ তাদের অন্তরের উপর আচ্ছাদন রয়েছে। (তাবারী ২/৩২৬) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি এমনভাবে পাঠ করতেন যে, তাতে এর অর্থ হত ঃ আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে, সুতরাং হে মুহাম্মাদ! এখন

আর আপনার কাছ থেকে কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২৭৪) উত্তরে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এটা নয়, বরং তাদের অন্তরের উপর আল্লাহর লা'নতের মোহর লেগে গেছে। তাদের ঈমান লাভের সৌভাগ্যই হয়না। **غُلْفٌ** শব্দটিকে **غُلُوْفٌ** ও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ 'ইলমের বরতন।' কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় আছে ঃ

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٖ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ

তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৫) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ বরং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন, যেহেতু তারা খুব কমই বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তারা যে দাবী করছে তা সত্য নয়। বরং তাদের হৃদয় অভিশপ্ত এবং তা তালাবদ্ধ হয়ে গেছে। সূরা নিসায় তিনি যেমনটি উল্লেখ করেছেন ঃ

وَقَوۡلِهِمۡ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢۚ بَلۡ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيۡهَا بِكُفۡرِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً

এবং 'তাদের স্ব স্ব অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত" এই উক্তি করার জন্য; হ্যাঁ, তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ ওদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন, এ কারণে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৫)

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এ আয়াতে ধারণা পাওয়া যায় যে, তাদের অল্প সংখ্যক বিশ্বাস করত অথবা খুব অল্পই বিশ্বাস করত। যেমন কিয়ামাত দিবস, বিচারের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে মূসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এ সত্যেও তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা কোন ফায়দা প্রাপ্ত হবেনা, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করেছে। কিছু আলেম বলেন যে, ইয়াহুদীরা আসলে কোন কিছুতেই বিশ্বাসী ছিলনা, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *তারা বিশ্বাসী (ঈমানদার) নয়।* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৮)

অল্প ঈমান রাখার একটি অর্থ তো এই যে, তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই ঈমানদার ছিল। আর দ্বিতীয় অর্থ এটাও হয় যে, তাদের ঈমান খুবই অল্প। অর্থাৎ যারা মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছে তারা কিয়ামাত, সাওয়াব, শাস্তি ইত্যাদির উপর ঈমান রাখে, তাওরাতকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে থাকে। কিন্তু শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনে তাদের ঈমানকে পূর্ণ করেনা, বরং তাঁর সঙ্গে কুফরী করে ঐ অল্প ঈমানকেও নষ্ট করে থাকে।

তৃতীয় অর্থ এই যে, তারা সরাসরি বেঈমান। কেননা আরাবী ভাষায় এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ না হওয়ার অবস্থায়ও এ রকম শব্দ আনা হয়ে থাকে। যেমন 'আমি এরকম লোক খুব কমই দেখেছি, অর্থাৎ মোটেই দেখিনি। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

৮৯. وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

৮৯। এবং যখন আল্লাহর সন্নিধান হতে তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদক গ্রন্থ উপস্থিত হল এবং যা পূর্ব হতেই তারা কাফিরদের নিকট বর্ণনা করত; অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব এল তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। সুতরাং এরূপ কাফিরদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।

রাসূলের (সাঃ) আগমনের পর ইয়াহুদীরা অবিশ্বাস করল, যদিও তারা তাঁর অপেক্ষায় ছিল

যখন ইয়াহুদী ও আরাবের মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ বাধতো তখন ইয়াহুদীরা কাফিরদেরকে বলত ঃ 'অতি সত্তরই একজন বড় নাবী আল্লাহর সত্য কিতাবসহ আবির্ভূত হবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করব যে, তোমাদের নাম ও নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে।' তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে 'হে আল্লাহ! আপনি অতি সত্তরই ঐ নাবীকে পাঠিয়ে দিন যাঁর গুণাবলী আমরা তাওরাতে পাচ্ছি, যাতে আমরা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর সঙ্গ লাভ করে আমাদের বাহু মযবুত করে আপনার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারি।' তারা কাফিরদেরকে বলত যে, ঐ নাবীর আগমনের সময় খুবই নিকটবর্তী হয়েছে। এ ছাড়া মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের

পূর্বে ইয়াহুদীরা তাদের গোত্রে নাবীর আগমনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত, যাতে তাদের শত্রু আউস ও খাযরাজ গোত্রের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাবে প্রেরণ করেন তখন ইয়াহুদীরা তাঁকে অস্বীকার করল এবং তাঁর ব্যাপারে যে গুণাগুণ বর্ণনা করত তাও অস্বীকার করল। মুআয ইব্‌ন জাবল (রাঃ) এবং বানু সালামা গোত্রের বিশর ইব্‌ন বা'রা ইব্‌ন মারুর (রাঃ) বলেন ঃ ওহে ইয়াহুদীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম কবূল কর, আমরা যখন অবিশ্বাসী ছিলাম তখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন হয় এবং আমাদের কাছেও তা বর্ণনা করতে। বানী নাযর থেকে সালাম ইব্‌ন মুশকিম উত্তরে বলে ঃ তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমরা তা স্বীকার করিনা। আমরা যার কথা তোমাদেরকে বলতাম তিনি সেই নাবী নন। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ২/৩৩৩)

একদা মুআ'য ইব্‌ন জাবাল (রাঃ), বিশর ইব্‌ন বা'রা (রাঃ) এবং দাঊদ ইব্‌ন সালমাহ (রাঃ) মাদীনার ঐ ইয়াহুদীদেরকে বলেই ফেলেন ঃ 'তোমরাই তো আমাদের শির্‌কের অবস্থায় আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের আলোচনা করতে; বরং আমাদেরকে ভয়ও দেখাতে, তাঁর যে গুণাবলী তোমরা বর্ণনা করতে তা সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে। তাহলে এখন স্বয়ং তোমরাই ঈমান আনছ না কেন? তাঁর সঙ্গী হচ্ছ না কেন?' আবুল আলীয়া (রহঃ) হতেও বর্ণিত ঃ ইয়াহুদীরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত যে, তিনি যেন নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের গোত্রে প্রেরণ করেন যাতে আরাবের অন্যান্য মুশরিকদের মুকাবিলায় বিজয় লাভ করতে পারে। তারা বলত ঃ হে আল্লাহ! তাওরাতে আমরা যে নাবীর কথা জানতে পেরেছি তাকে তুমি আমাদের সম্প্রদায়ে প্রেরণ কর যাতে আমরা তাঁকেসহ যুদ্ধ করে অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে পারি।

৯০। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে তা খুবই মন্দ, যেহেতু তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অস্বীকার করেছে - এই হঠকারিতার জন্য যে, আল্লাহ	٩٠. بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ

اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ	**স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ অবতারণ করেন। অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।**

অভিশাপের উপর অভিশাপ

ভাবার্থ এই যে, ঐ ইয়াহুদীরা, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকারের পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে কুফরী করে, তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করে; আর এর কারণে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর যে রোষানলে নিক্ষেপ করেছে তা অত্যন্ত জঘন্য জিনিস, যা তারা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে গ্রহণ করেছে। ওর কারণ শুধুমাত্র হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার ও অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্য হতে না হয়ে আরাবদের মধ্য হতে হয়েছিলেন বলেই তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ আল্লাহর উপরে পরম বিচারক আর কেহ নেই। রিসালাতের হকদার কে তা তিনি ভালভাবেই জানেন। তিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই দিয়ে থাকেন। সুতরাং এক তো তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য না করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর গযব ছিলই, এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার কারণে তাদের উপর দ্বিতীয় গযব নেমে আসে।

তারা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং এ হিংসা বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ তাদের অংহকার। এ জন্যই তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছিল, যেন পাপের পূর্ণ প্রতিদান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কিয়ামাতের দিন অহংকারী লোকদেরকে মানুষের আকারে পিঁপড়ার ন্যায় উঠানো হবে, তাদেরকে সবাই দলিত মথিত করে চলে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের 'বূস' নামক কয়েদখানার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, যে স্থানের আগুন অন্য আগুন অপেক্ষা অধিক তাপ বিশিষ্ট হবে। আর তাদেরকে জাহান্নামের রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি পান করানো হবে। (আহমাদ ২/১৭৯)

৯১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় - আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বিশ্বাস কর তখন তারা বলে ঃ যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তা'ই বিশ্বাস করি এবং তা ছাড়া যা রয়েছে তা অবিশ্বাস করি; অথচ এ গ্রন্থটি সত্য, তাদের কাছে যা আছে এটা তারই সত্যতার প্রতিপাদক। তুমি বল ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে তাহলে ইতোপূর্বে কেন আল্লাহর নাবীগণকে হত্যা করেছিলে?	٩١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
৯২। এবং নিশ্চয়ই মূসা উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল; অনন্তর তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিলে, যেহেতু তোমরা অত্যাচারী ছিলে।	٩٢. وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ

ইসলাম কবূল না করেও ইয়াহুদরা ঈমানদার বলে মিথ্যা দাবী করে

যখন তাদেরকে কুরআনুল হাকীমের উপর ও শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনতে বলা হয় তখন তারা বলে, ‘তাওরাতের উপর ঈমান আনাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তারা তাদের এ কথায় মিথ্যাবাদী। কুরআন কারীম তো পূর্বের সমস্ত কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর স্বয়ং তাদের কিতাবেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ

যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে এরূপভাবে চিনে, যেমন চিনে তারা আপন সন্তানদেরকে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৬) সুতরাং তাঁকে অস্বীকার করার ফলে তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপরও তাদের ঈমান রইলনা। এ দলীল কায়েম করার পর অন্যভাবে দলীল কায়েম করা হচ্ছে যে, তারা যদি তাদের কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে যে সব নাবী নতুন কোন শারীয়াত ও কিতাব না এনে পূর্ব নাবীদেরই অনুসারী হয়ে তাঁদের নিকট এসেছিলেন, তারা তাঁদেরকে হত্যা করেছিল কেন, যদিও তোমরা তাদেরকে নাবী বলে জানতে? তারাতো নাবীদেরকে শুধুমাত্র হিংসা ও অহমিকার জন্য অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অতএব তারাতো শুধু লোভ-লালসা, ভ্রান্ত ধারনা এবং অলীক কল্পনার অনুসরণ করছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) হতে তো তারা বড় বড় মুজিযা প্রকাশ পেতে দেখেছে, যেমন তুফান/প্লাবন, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি তাঁর বদ দু‘আর কারণে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া লাঠির সাপ হওয়া, হাত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় হওয়া, নদীর দুই ভাগ হওয়া, মেঘের ছায়া দান করা, ‘মান্না ও সালওয়া’ অবতারিত হওয়া এবং পাথর হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি বড় বড় অলৌকিক ঘটনাবলী, যা মুসার (আঃ) নাবুওয়াতের ও আল্লাহর একাত্মবাদের জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল এবং ওগুলি তারা স্বচক্ষে দেখেছিল। অথচ মূসার (আঃ) তূর পাহাড়ে গমনের পর পরই তারা বাছুরকে তাদের উপাস্য বানিয়ে নেয়।

وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ

আর মূসার চলে যাবার পর অলংকার দ্বারা একটি বাছুরের (মত) পুতুল তৈরী করল, ওটা হতে গরুর মত শব্দ বের হত। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৮) তাহলে তাওরাতের উপর এবং মূসার (আঃ) উপর তাদের ঈমান থাকল কোথায়?

পরে তাদের মনে এ অনুভূতি হয়েছিল, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِىٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

আর যখন তারা লজ্জিত হল এবং দেখল যে, (প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৯)

٩٣. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ۖ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَـٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

৯৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আমি যা প্রদান করলাম তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর। তারা বলেছিল, আমরা শুনলাম ও অগ্রাহ্য করলাম, এবং তাদের অবিশ্বাসের নিমিত্ত তাদের অন্তরসমূহে গো-বৎস প্রিয়তা সিঞ্চিত হয়েছিল। তুমি বল ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যা কিছু আদেশ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতার কারণে তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরা হয়

মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের পাপ, বিরোধিতা, অবাধ্যতা এবং সত্য হতে ফিরে যাওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তূর পাহাড়কে যখন তারা তাদের মাথার উপর দেখল তখন সব কিছু স্বীকার করে নিল। কিন্তু যখনই পাহাড় সরে গেল তখনই তারা অস্বীকার করে বসল। এর তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে। বাছুরের প্রেম তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ 'কোন জিনিসের ভালবাসা মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়।' (আবদুর রায্যাক ১/৫২)

আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৮৩) বলা হয়েছে যে, তোমাদের যে কাজটি সবচেয়ে জঘন্যতম তা হল আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে তোমরা পূর্বেও এবং এখনও অস্বীকার করছ। তোমরা রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও অস্বীকার করছ যা হচ্ছে নিকৃষ্টতম ও জঘন্যতম পাপের কাজ। তোমাদের প্রতি যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানবতার কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে তাকেও তোমরা অস্বীকার করছ। তোমরা কিভাবে দাবী করছ যে, তোমরা ঈমান এনেছ, অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করছ, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করছ এবং বাছুরের পূজা করছ?

৯৪। তুমি বল ঃ যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٩٤. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৯৫। এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তজ্জন্য তারা কখনই তা	٩٥. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا

قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ	কামনা করবেনা এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন।
٩٦. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ	৯৬। এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু-আকাংখী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবেনা এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিদর্শক।

ইয়াহুদীদের আহ্বান করে বলতে বলা হয়, আল্লাহ যেন মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করেন

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব ইয়াহুদীদেরকে বলেন ঃ ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এসো, আমরা ও তোমরা মিলিত হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে ধ্বংস করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যদ্বাণী হয় যে, তারা কখনও এতে সম্মত হবেনা। আর হলও তাই। তারা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এলনা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৮৪) কারণ তারা অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও কুরআন মাজীদকে সত্য বলে জানত। যদি তারা এ ঘোষণা অনুযায়ী মুকাবিলায় আসত তাহলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত এবং দুনিয়ার বুকে একটি ইয়াহুদীও অবশিষ্ট থাকতনা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৮৪) এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ. قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَـٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

বল ঃ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠি নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। বল ঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে। (সূরা জুমুআ'হ, ৬২ ঃ ৬-৮) একটি মারফূ' হাদীসেও রয়েছে ঃ

যদি ইয়াহুদীরা মুকাবিলায় আসত এবং মিথ্যাবাদীদের জন্য মৃত্যুর প্রার্থনা জানাত তাহলে তারা সবাই মরে যেত এবং নিজ নিজ জায়গা তারা জাহান্নামে দেখে নিত এবং তারা যদি মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হত তাহলে তারা ফিরে গিয়ে তাদের পরিবারবর্গের এবং ধনসম্পদের নাম নিশানাও দেখতে পেতনা। (তাবারী ২/৩৬২) তাদের দাবী ছিল ঃ

نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৮) তারা আরও বলত ঃ

لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ

ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান ছাড়া কেহ কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১১১) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) বলেন ঃ 'এসো এর ফয়সালা আমরা এভাবে করি যে, আমরা দু'টি দল মাঠে বেরিয়ে যাই। অতঃপর আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন আমাদের মধ্যকার মিথ্যাবাদী দলকে ধ্বংস করে দেন।'

কিন্তু ইয়াহুদী দলটির নিজেদের মিথ্যাবাদীতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলে তারা এর জন্য প্রস্তুত হলনা। সুতরাং তাদের মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেল।

অনুরূপভাবে নাজরানের খৃষ্টানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। বহু তর্ক বিতর্কের পর তাদেরকেও বলা হয় ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ

এসো, আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি - অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬১) কিন্তু তারা পরস্পর বলতে থাকে ঃ ‘আল্লাহর শপথ! এ নাবীর সঙ্গে কখনও মুকাবিলা করনা, নতুবা এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে।’ সুতরাং তারা মুকাবিলা হতে বিরত হয় এবং জিযিয়া কর দিতে রাযী হয়ে সন্ধি করে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ উবাইদাহ ইব্‌ন জাররাহ্‌কে (রাঃ) আমীর করে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। এভাবেই আরাবের মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَـٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدًّا

বল ঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৫) এর পূর্ণ ব্যাখ্যা এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বর্ণিত হবে।

এখানে মুবাহালার অর্থ ‘আশা করা।’ কারণ প্রতিটি নির্দোষ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশা করে যে, আল্লাহ যেন তার বিরোধী লোকটিকে ধ্বংস করেন যে অনর্থক বিবাদ করছে। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি যখন এরূপ ধারনা করে যে, সে সত্যের উপর আছে তখন সে মুবাহালা করবে। এ ছাড়া অন্যায়কারীদের মৃত্যু কামনা করাও মুবাহালা। কারণ অন্যায়কারী/অবিশ্বাসীদের কাছে পার্থিব জীবনের মূল্য সর্বাধিক, যেহেতু তারা জানে যে, তাদের অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ পরকালে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে, তাই তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা।

কাফিরেরা চায় যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হোক

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের ইহলৌকিক জীবনের লালসা কাফিরদের চেয়েও বেশি থাকে। এই ইয়াহুদীরা তো এক হাজার বছরের আয়ু চায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ এক হাজার বছরের আয়ুও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারবেনা। কাফিরেরা তো পরকালকে বিশ্বাসই করেনা, কাজেই তাদের মরণের ভয় কম; কিন্তু ইয়াহুদীদের ওর প্রতি বিশ্বাস ছিল, আবার তারা খারাপ কাজও করত। এ জন্যই তারা মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করত। কিন্তু ইবলীসের সমান বয়স পেলেই কি হবে? শাস্তি হতে তো বাঁচতে পারবেনা। (তাবারী ২/৩৭৬) وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের কাজ হতে বে-খবর নন। সকল বান্দার ভাল মন্দ কাজের তিনি খবর রাখেন এবং প্রত্যেকের কর্ম অনুপাতেই প্রতিদান দিবেন।

৯৭। তুমি বল ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দিচ্ছে -	٩٧. قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
৯৮। যে ব্যক্তি আল্লাহর, তাঁর মালাইকার, তাঁর রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু।	٩٨. مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ

ইয়াহুদীরা জিবরাঈলের (আঃ) শত্রু

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহঃ) বলেন ঃ 'মুফাস্সিরগণ এতে একমত যে, যখন ইয়াহুদীরা জিবরাঈলকে (আঃ) তাদের শত্রু এবং মীকাঈলকে (আঃ) তাদের বন্ধু বলেছিল তখন তাদের এ কথার উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২/৩৭৭) কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, নাবুওয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাদের যে কথোপকথন হয়েছিল তার মধ্যে তারা এ কথা বলেছিল।

সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন সেই সময় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) স্বীয় বাগানে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি ইয়াহুদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সংবাদ শুনেই তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন ঃ 'জনাব, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি যার উত্তর নাবী ছাড়া কেহই জানেনা। বলুন, কিয়ামাতের প্রথম লক্ষণ কি? জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার কি? এবং কোন্ জিনিস সন্তানকে কখনও মায়ের দিকে আকৃষ্ট করে এবং কখনও বাপের দিকে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর এখনই জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলে গেলেন।' আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম বলেন ঃ 'জিবরাঈল তো আমাদের শত্রু।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'কিয়ামাতের প্রথম লক্ষণ এই যে, এক আগুন বের হবে যা জনগণকে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে নিয়ে একত্রিত করবে। জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা। যখন স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, আর যখন স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।'

এ উত্তর শুনেই আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) মুসলিম হয়ে যান এবং পাঠ করেন ঃ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইয়াহুদীরা খুবই নির্বোধ ও অস্থির প্রকৃতির লোক। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্বেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে নেয় তাহলে তারা আমার সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করবে (সুতরাং আপনি তাদেরকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করুন)।' অতঃপর ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম কেমন লোক?' তারা বলে ঃ তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম লোক ও উত্তম লোকের ছেলে, তিনি আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে তোমাদের মত কি?' তারা বলে ঃ 'আল্লাহ তাঁকে ওটা হতে রক্ষা করুন!' অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বের হয়ে আসেন (তিনি এতক্ষণ আড়ালে ছিলেন) এবং পাঠ করেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।' তখনই তারা বলে উঠে ঃ 'সে আমাদের মধ্যে খারাপ লোক এবং খারাপ লোকের ছেলে, সে অত্যন্ত নিম্ন স্তরের লোক।' আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এই ভয়ই করেছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৭/৩১৯, ৮/১৫) একমাত্র ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাসহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে আরও একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ৩৩২৯, ৩৯১১, ৩৯৩৮; মুসলিম ৩১৫)

কেহ কেহ বলেন, اِيْل শব্দের অর্থ 'দাস' এবং এর পূর্বের শব্দগুলি হচ্ছে আল্লাহর নাম। যেমন আরাবী ভাষায় **عَبْدُ اللّٰه ' عَبْدُ ارَّحْمَن ' عَبْدُ الْمَلك ' عَبْدُ الْقُدُّوْسِ ' عَبْدُ اسَّلاَمِ ' عَبْدُ الْكَافِىْ ' عَبْدُ الْجَلِيْلِ** ইত্যাদি। **عَبْد** শব্দটি সব জায়গায় একই থাকছে এবং আল্লাহর নাম পরিবর্তিত হচ্ছে। এরকমই اِيْل প্রত্যেকে স্থলে ঠিক আছে, আর আল্লাহর উত্তম নামগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে। আরাবী ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় **مُضَاف اِلَيْه** পূর্বে এবং **مُضَاف** পরে এসে থাকে। এ নিয়ম এখানেও রয়েছে। যেমন ঃ **جِبْرَائِيْل ' مِيْكَائِيْل ' اِسْرَافِيْل ' عَزْرَائِيْل** ইত্যাদি।

কোন মালাককে অন্য মালাইকার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, কোন নাবীকে অন্য নাবীগণের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার মতই ঈমান না আনার পর্যায়ভুক্ত

আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার একজন বিশ্বস্ত মালাক/ফেরেশতা। আল্লাহর নির্দেশক্রমে তিনি তাঁর বাণী নাবীগণের

(আঃ) নিকট পৌঁছানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মালাইকার মধ্যে তিনি আল্লাহর বার্তাবাহক। কোন একজন রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী সমস্ত রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী। যেমন একজন রাসূলের উপর ঈমান আনলেই সব রাসূলের উপর ঈমান আনা হয়, অনুরূপভাবে একজন রাসূলকে অস্বীকার করা মানেই সব রাসূলকেই অস্বীকার করা। যারা কোন কোন রাসূলকে অস্বীকার করে থাকে, স্বয়ং আল্লাহই তাদেরকে কাফির বলেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٍ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫০) এ সব আয়াতে ঐ ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে কাফির বলা হয়েছে, যে কোন একজন নাবীকে অমান্য করে থাকে। এরকমই জিবরাঈলের (আঃ) শত্রুও আল্লাহর শত্রু। কেননা তিনি স্বেচ্ছায় আসেননা। কুরআনুল হাকীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمۡرِ رَبِّكَ

আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৪) অন্যত্র আছে ঃ

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ. عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪) সহীহ বুখারীর ‘হাদীসে কুদসী’তে আছে ঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আমার বন্ধুদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী। (ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮) কুরআনুল হাকীমের এটিও একটি বিশেষত্ব যে, এটি পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং ঈমানদারগণের জন্য এটি হিদায়াত স্বরূপ, আর তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৮২) রাসূলগণের মধ্যে মানুষ রাসূল ও মালাক/ফেরেশতা রাসূল সবাই জড়িত রয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَصۡطَفِى مِنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ

আল্লাহ মালাইকা/*ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও।* (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৫) জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈল (আঃ) মালাইকারই অন্তর্ভুক্ত। তথাপি বিশেষভাবে তাঁদের নাম নেয়ার কারণ হচ্ছে যেন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যে জিবরাঈলের (আঃ) শত্রু সে মীকাঈলেরও (আঃ) শত্রু, এমনকি আল্লাহরও শত্রু।

মাঝে মাঝে মীকাঈলও (আঃ) নাবীগণের (আঃ) কাছে এসেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রথম প্রথম এসেছিলেন। কিন্তু ঐ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন জিবরাঈল (আঃ)। যেমন মীকাঈল (আঃ) নিযুক্ত রয়েছেন গাছপালা উৎপাদন ও বৃষ্টি বর্ষণ ইত্যাদি কাজে। আর ইসরাফীল (আঃ) নিযুক্ত রয়েছেন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়ার কাজে।

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ' فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ' أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ. فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ. اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ. فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ. إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

হে আল্লাহ, হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রাব্ব! হে আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়সমূহের জ্ঞাতা! আপনার বান্দাদের মতভেদের ফাইসালা আপনিই করে থাকেন। হে আল্লাহ! মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আপনার হুকুমে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আপনি যাকে চান তাকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। (মুসলিম ১/৫৩৪)

এরূপ বলা হচ্ছে ঃ 'যে আল্লাহর বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করল সে আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করল এবং যে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহও তার শত্রু। আর স্বয়ং আল্লাহ যার শত্রু তার কুফরী ও ধ্বংসের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? সহীহ

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতাকারীর বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করছি।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮)

৯৯। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতরণ করেছি এবং দুস্কর্মকারী ব্যতীত কেহই তা অবিশ্বাস করবেনা।	٩٩. وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ
১০০। কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করল। বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেনা।	١٠٠. أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُوا۟ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
১০১। এবং যখন আল্লাহর নিকট হতে, তাদের নিকট যা আছে তার সত্য প্রত্যয়নকারী রাসূল তাদের নিকট আগমন করল, তখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে নিজেদের পশ্চাদভাগে নিক্ষেপ করল, যেন তারা কিছুই জানেনা।	١٠١. وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
১০২। এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শাইতানরা যা আবৃত্তি করত, তারা ওরই অনুসরণ করছে, এবং	١٠٢. وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ

وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ
ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ
ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى
ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ
وَمَـٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ
حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٌ فَلَا
تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا
يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ
وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ
مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ
عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي
ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ وَلَبِئۡسَ
مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ

সুলাইমান অবিশ্বাসী হয়নি - কিন্তু শাইতানরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত মালাক/ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত, এবং তারা উভয়ে কেহকেও ওটা এ কথা না বলে শিক্ষা দিতনা যে, ‘আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা’। অনন্তর তারা যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তা তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। কিন্তু তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্দারা কারও অনিষ্ট করতে পারতনা, কিন্তু তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত না হয়; এবং নিশ্চয়ই তারা জ্ঞাত আছে - যে কেহ ওটা ক্রয় করেছে তার জন্য আখিরাতে সুখ লাভ নেই এবং তার বিনিময়ে তারা যে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট - যদি তারা তা জানত!

كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ	
١٠٣. وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ	**১০৩। এবং যদি তারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করত ও ধর্মভীরু হত তাহলে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ লাভ করত - যদি তারা এটা বুঝত।**

নাবী মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত প্রাপ্তির প্রমাণ

বলা হচ্ছে, ‘হে মুহাম্মাদ! আমি এমন এমন নিদর্শনাবলী তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি যা তোমার নাবুওয়াতের জন্য প্রকাশ্য দলীল। ইয়াহুদীদের বিশেষ জ্ঞান ভাণ্ডার তাওরাতের গোপনীয় কথা, তাদের পরিবর্তনকৃত আহ্কাম ইত্যাদি সব কিছুই আমি এই অলৌকিক কিতাব কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছি। ওটা শুনে প্রত্যেক জীবিত অন্তর তোমার নাবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে ইয়াহুদীরা যে হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ মানছেনা ওটা অন্য কথা। নতুবা প্রত্যেক লোকই এটা বুঝতে পারে যে, একজন নিরক্ষর লোক কখনও এরকম পবিত্র অলংকার ও নিপুণতাপূর্ণ কথা বানাতে পারেনা।’

ইয়াহুদীদের নিকট শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করার উপর অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তা তারা অস্বীকার করেছিল বলে আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা, এটা তো ইয়াহুদীদের চিরাচরিত অভ্যাস, বরং তাদের অধিকাংশের অন্তরই তো ঈমান শূন্য।

ইয়াহুদীরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল

যখন বলা হল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যখন ইয়াহুদীদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন তখন এই আয়াতের উত্তরে ইয়াহুদী পন্ডিত ও নেতা মালিক ইব্ন আস-সাঈফ বলে ঃ আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ সম্পর্কে আল্লাহর সাথে আমাদের কোন প্রতিশ্রুতি ছিলনা এবং তিনি আমাদের কাছ থেকে কোন ওয়াদাও গ্রহণ করেননি। তার এই বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা‘আলা এ

আয়াতে বলেন, যখনই তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করে। (তাবারী ২/৪০০)

نَبَذَ এর অর্থ হচ্ছে 'ফেলে দেয়া।' ইয়াহুদীরা আল্লাহর কিতাবকে এবং তাঁর অঙ্গীকারকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছিল যে, যেন তারা তা ফেলেই দিয়েছিল। এ জন্যই তাদের নিন্দার ব্যাপারে এ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, যখন তাদের একটি দল কিতাবের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ওকে এমনভাবে ছেড়ে দেয় যে, সে যেন জানেইনা। তাওরাতের মাধ্যমে তারা তাঁর মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। কেননা ওটা তো তাঁর সত্যতা প্রমাণকারী। সুতরাং ওটাকে তারা পরিত্যাগ করে অন্য কিতাব গ্রহণ করে ওর পিছনে লেগে যায়। আল্লাহর কিতাবকে তারা এমনভাবে ছেড়ে দেয়, যেন তারা ওর সম্বন্ধে কিছু জানতইনা। (তাবারী ২/২০৪) প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহর কিতাবকে তাদের পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে।

সুলাইমানের (আঃ) সময়েও যাদু ছিল

'সুলাইমানের (আঃ) রাজত্বকালে শাইতানরা যা আবৃত্তি করত, তারা ওরই অনুসরণ করছে' এর বর্ণনায় জানা যায় ঃ সুলাইমানের (আঃ) রাজত্বকালের পূর্বে শাইতানরা আকাশে উঠে যেত এবং পৃথিবীতে কার কখন মৃত্যু হবে, কোন্ ঘটনা সংঘটিত হবে ইত্যাদি অজানা গোপনীয় ব্যাপারে যখন মালাইকা আলাপ করত শাইতান তা তাদের কাছ থেকে চুরি করে শুনে নিত। পরে শাইতান ঐ বিষয় গনকদের কাছে বলে দিত এবং গনকরা আবার লোকদের কাছে বলে বেড়াত। লোকেরাও গনকদের কথা সত্য বলে মেনে নিত ও বিশ্বাস করত। গনকরা যখন শাইতানদের বিশ্বাস করত তখন শাইতানরা সত্য ঘটনার সাথে আরও নানা মিথ্যা কথা যোগ করে গনকদের কাছে বলত, এমন কি একটি সত্যের সাথে সত্তরটি মিথ্যা যোগ করত। লোকেরা এসব কথা তাদের বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। পরবর্তীতে বানী ইসরাঈলরা বলতে শুরু করে যে, জিনেরা গাইবের খবর জানে। সুলাইমান (আঃ) নাবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর ঐ সমস্ত বই সংগ্রহ করে একটি বাক্সে ভর্তি করে তাঁর সিংহাসনের নিচে মাটিতে পুঁতে রাখেন। যদি কোন শাইতান ঐ বাক্সের কাছে যেতে চেষ্টা করত তাহলে সে পুড়ে মৃত্যু বরণ করত। সুলাইমান (আঃ) বলতেন ঃ আমি যেন কারও কাছ থেকে না শুনি যে, জিন/শাইতানরা গাইবের খবর জানে; যে বলবে তার শিরচ্ছেদ করা হবে। সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর পর এবং যে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সুলাইমানের (আঃ) সঠিক

বাণী জানত তাদেরও মৃত্যুর পর নতুন এক প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। জিন শাইতান মানুষের বেশ ধারণ করে বানী ইসরাঈলের কাছে এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ধন-ভান্ডারের কথা জানাবনা যা প্রাপ্ত হয়ে কাজে লাগালে কখনো নিঃশেষ হবেনা? তারা বলল ঃ অবশ্যই বলবে! জিন শাইতান বলল ঃ সুলাইমানের (আঃ) সিংহাসনের নীচ দিকটি খনন কর। সে তাদেরকে সুলাইমানের (আঃ) সিংহাসনের জায়গাটি দেখিয়ে দিল। তারা বলল ঃ তুমিও আমাদের সাথে চল। সে বলল ঃ না, বরং তোমাদের জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করব, খনন করে তোমরা যদি ধন-ভান্ডার না পাও তখন আমাকে হত্যা কর। তারা মাটি খনন করে পুঁতে রাখা বইগুলি খুঁজে পেল। শাইতান তাদেরকে বলল ঃ এই বইগুলিতে যা লিখা আছে তা দিয়ে সুলাইমান (আঃ) মানুষ, জিন ও পাখিদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। এরপর লোকদের মাঝে এ কথা প্রচার লাভ করে যে, সুলাইমান (আঃ) যাদু জানতেন। বানী ইসরাঈলরা ঐ বইগুলি অনুসরণ করতে শুরু করল। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর ইয়াহুদীরা ঐ বইগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـــكِنَّ الشَّيَّاطِينَ كَفَرُواْ** *তারা ওরই অনুসরণ করছে, এবং সুলাইমান অবিশ্বাসী হয়নি।* (তাবারী ২/৪০৫)

হারূত-মারূতের ঘটনা

বলা হয়েছে ঃ **وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ** *তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত মালাক/ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত, এবং তারা উভয়ে কেহকেও ওটা এ কথা না বলে শিক্ষা দিতনা যে, ‘আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা’। অনন্তর তারা যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তা তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত।*

এ ঘটনার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ঐ দুই মালাইকার প্রতি যে কোন কিছুই অবতীর্ণ হয়নি সেই কথা এ

আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ তিনি কুরআনের এ আয়াতাংশটি উল্লেখ করেন, 'সুলাইমান অবিশ্বাসী (কাফির) ছিলনা'। এ বাক্যটি উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ 'কিন্তু শাইতানরা অবিশ্বাস করেছিল, তারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিত এবং বেবীলনে হারূত-মারূত এই দুই মালাইকার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত।

ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ) মালাকদ্বয় হারূত ও মারূত এই দুই মালাকের নিকট যাদু নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাদের মিথ্যা দাবী খন্ডন করেন। (কুরতুবী ২/৫০)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) আল-আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ যাদু অবতীর্ণ করে পাঠাননি। (তাবারী ২/৪১৯)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহ) বলেন, রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা দুই মালাককে যাদুসহ প্রেরণ করেননি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ এর এটাই সঠিক ব্যাখ্যা।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) আরও বলেন যে, وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে ঃ সুলাইমান (আঃ) অবিশ্বাসী ছিলেননা এবং আল্লাহও যাদুসহ হারূত ও মারূত নামের দুই মালাককে/ফেরেশতাকে সুলাইমানের (আঃ) কাছে প্রেরণ করেননি। বরং কাফির শাইতান বেবীলনের হারূত ও মারূতকে যাদু শিক্ষা দিত এবং বলত যে, জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ) ওটা শিক্ষা দিয়েছেন। অভিশপ্ত ইয়াহুদী যাদুকরেরাও এই দাবী করত যে, দাউদের (আঃ) পুত্র সুলাইমানকে (আঃ) জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈলের (আঃ) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাদু শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাদের এই মিথ্যা দাবী খন্ডন করে তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে, যাদুসহ জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ) মালাক/ফেরেশতাদ্বয়কে প্রেরণ করা হয়নি।

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকেও (আঃ) যাদু চর্চার অপবাদ থেকে মুক্ত করেন যে অপবাদে বলা হয়ে থাকে যে, 'আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) মালাকের

মাধ্যমে যে যাদু শিক্ষা দিয়েছেন ঐ যাদুই অভিশপ্ত শাইতান বেবীলনের দুই লোকের মাধ্যমে শিক্ষা দিত যাদের নাম ছিল হারূত ও মারূত'। অতএব জানা গেল যে, 'যাদু শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'জন মালাক পাঠিয়েছেন' বলে যা বলা হয়ে থাকে তাও সত্য নয়। যে যাদু দুই লোকের দ্বারা বেবীলনের লোকদেরকে শাইতান শিক্ষা দিত ঐ লোক দু'টির নাম ছিল হারূত ও মারূত। অতএব বুঝা গেল যে, হারূত এবং মারূত ছিল দু'জন সাধারণ লোক; তারা জিবরাঈল (আঃ), মিকাঈল (আঃ) কিংবা অন্য কোন মালাক ছিলেননা। (তাবারী ২/৪১৯)

সালফে সালেহীনদের অনেকে বলেন যে, হারূত ও মারূত উভয়ে মালাক/ফেরেশতা ছিলেন এবং তারা পৃথিবীতে অবতরণ করার পর আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের যা করার তা করেন। মালাইকা যে ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত এই মতামতের পিছনে তাদের যুক্তি দেয়া যেতে পারে এই যে, আল্লাহ তা'আলাও জানতেন যে, এই দুই মালাক কি করবেন যেমন তিনি জানতেন অন্যান্য মালাইকা আদমকে (আঃ) সাজদাহ করার সময় ইবলিসের আচরণ কিরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে মালাইকার অন্তর্ভুক্ত করে আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ

স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাকে বললাম ঃ আদমের প্রতি সাজদাহ কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল; সে অমান্য করল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১৬)

বলা হয়েছে, হারূত ও মারূত বলতেন ঃ 'আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছু নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা।' যা হোক, হারূত এবং মারূত যে অপরাধ করেছেন বলে বলা হয় তা ছিল অভিশপ্ত শাইতানের তুলনায় খুবই ছোট। কুরতুবী বলেন, আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), কাব আল আহবার (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আল কালবী (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (কুরতুবী ২/৫১)

যাদু শিক্ষা করা কুফরী

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ** কিন্তু তারা উভয়ে এ কথা না বলে শিক্ষা দিতনা, 'আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছু নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা।

আবূ জাফর আর-রাযী (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে, তিনি কায়েস ইব্ন আব্বাদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'যখন

কোন লোক ঐ মালাকদ্বয়ের কাছে যাদু শেখার জন্য যেত তখন তারা তাকে নিরুৎসাহিত করত এবং বলত ঃ আমরাতো পরীক্ষাধীন আছি, অতএব তোমরা কুফরীতে পতিত হয়োনা। তারা জানত যে, কোন্ কাজটি ভাল এবং কোন্ কাজটি মন্দ এবং কি কাজ করলে ঈমানদার হওয়া যায় ও কোন্ কাজ করলে মানুষ কুফরীতে পতিত হয়। এরপরও যখন কোন মানুষ যাদু শেখার জন্য তাদের কাছে যেত তখন তারা বলত, তোমরা অমুক অমুক জায়গায় যাও। সেখানে যাওয়ার পর শাইতান তার সাথে দেখা করত এবং যাদু শিক্ষা দিত। যখন কোন ব্যক্তি যাদু শিক্ষা করত তখন তার ঈমানের নূর অপসারিত হত এবং তা আকাশে ভেসে বেড়াতে দেখতে পেত। তখন সে বলত ঃ হায় আমার কপাল! আমিতো অভিশপ্ত হয়ে গেলাম! এখন আমার কি হবে? (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩১২) এ আয়াতের তাফসীরে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ মালাকদ্বয়কে যাদুসহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন পরীক্ষা হিসাবে যে, কে তাতে উত্তীর্ণ হয়। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে এ ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, যাদু শিক্ষা দেয়ার পূর্বে তারা প্রথমেই বলে নিবে 'আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ, অতএব তোমরা কুফরীতে পতিত হয়োনা।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩১০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, লোকদের কাছে এ কথা না বলে তারা যাদু শিক্ষা দিবেনা ঃ আমরা পরীক্ষাধীন, অতএব কুফরী করনা। (তাবারী ২/৪৪৩)

এ ছাড়া সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ঐ মালাকের কাছে যেত তখন তারা উপদেশ দিত ঃ তোমরা কুফরী করনা, আমরাতো পরীক্ষাধীন। যদি ঐ লোক তাদের উপদেশ মানতে রাযী না হত তাহলে তাকে বলা হত ঃ ঐ ছাইয়ের স্তুপের কাছে যাও এবং তাতে প্রস্রাব কর। ওর উপর প্রস্রাব করা হলে ওর আলো অর্থাৎ ঐ লোকটির ঈমান চলে যেত এবং আলো (ঈমান) বিচ্ছুরিত হতে হতে আকাশে মিলিয়ে যেত। অতঃপর কালো ধোয়া জাতীয় কিছু পৃথিবীতে নেমে এসে তার কানের ভিতর এবং শরীরের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করত। ঐ কালো ধোয়ার মত জিনিস হল আল্লাহর ক্রোধ। এ সমস্ত ঘটনা মালাকদ্বয়কে জানানোর পর তারা যাদু শিক্ষা দিত। তাই আল্লাহ বলেন, 'তারা উভয়ে কেহকেও ওটা শিক্ষা দিতনা এটা না বলে যে, আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছু নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা।' (তাবারী ২/৪৪৩)

হাজ্জাজ (রহঃ) থেকে সুনাইদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন যুরাইয (রহঃ) এই আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ বেঈমান ছাড়া কেহ যাদু শিক্ষা করেনা।

'ফিতনাহ' হল পরীক্ষা এবং পছন্দ করার স্বাধীনতা। (তাবারী ২/৪৪৩) যাদু শিক্ষা করাকে যারা কুফরী করা বলে থাকেন তারা এ আয়াতের আলোকেই বলেন। তারা ঐ হাদীসেরও উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন যা আবূ বাকর আল-বাজ্জার (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যত বক্তা কিংবা যাদুকরের কাছে গেল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।' (কাশাফ আল-আসতার ২/৪৪৩)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় যাদুর মাধ্যমে

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মানুষ হারূত ও মারূতের কাছে গিয়ে যাদু বিদ্যা শিক্ষা করত। ফলে তারা খারাপ কাজ করত এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যেত। সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

শাইতান তার সিংহাসনটি পানির উপর রাখে। অতঃপর মানুষকে বিপথে চালানোর জন্য সে তার সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দেয়। সে'ই তার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত যে হাঙ্গামা সৃষ্টির কাজে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যায়। এরা ফিরে এসে নিজেদের জঘন্যতম কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়। কেহ বলে ঃ 'আমি অমুককে এভাবে পথভ্রষ্ট করেছি।' কেহ বলে ঃ 'আমি অমুক ব্যক্তিকে এ পাপকাজ করিয়েছি।' শাইতান তাদেরকে বলে ঃ 'তোমরা কিছুই করনি। এতো সাধারণ কাজ।' অবশেষে একজন এসে বলে ঃ 'আমি একটি লোক ও তার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছি, এমনকি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।' শাইতান তখন তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলে ঃ 'হ্যাঁ, তুমি উত্তম কাজ করেছ।' (মুসলিম ৪/২১৬৭)

যাদুকরও তার যাদুর দ্বারা ঐ কাজই করে থাকে, যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। যেমন তার কাছে স্ত্রীর আকৃতি খারাপ মনে হবে কিংবা তার স্বভাব চরিত্রকে সে ঘৃণা করবে অথবা অন্তরে শত্রুতার ভাব জেগে যাবে ইত্যাদি। আস্তে আস্তে এসব বৃদ্ধি পাবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে।

আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটবেই

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ যাদু দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন ক্ষতি সাধিত হয়না। অর্থাৎ ক্ষতি সাধন করা তাদের ক্ষমতার মধ্যেই নেই। আল্লাহর ভাগ্য লিখন অনুযায়ী তার ক্ষতিও

হতে পারে, আবার তাঁর ইচ্ছা হলে যাদু নিষ্ক্রিয়ও হতে পারে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যাদু শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিরই ক্ষতি করে থাকে, যে ওটা লাভ করে ওর মধ্যে প্রবেশ করে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন **وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ** তারা এমন জিনিস শিক্ষা করে যা তাদের জন্য শুধুই ক্ষতিকারক, যার মধ্যে মোটেই উপকার নেই। ঐ ইয়াহুদীরা জানে যে, **وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ** যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ছেড়ে যাদুর পিছনে লেগে থাকে তাদের জন্য আখিরাতের কোনই অংশ নেই। তাদের না আছে আল্লাহর কাছে কোন সম্মান, আর না তাদেরকে ধর্মভীরু মনে করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যদি তাদের এ মন্দ কাজের অনুভূতি হত এবং ঈমান এনে আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করত তাহলে ওটা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। কিন্তু এরা অজ্ঞান ও নির্বোধ। অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ

যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! 'যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেহ পাবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও পূর্ব যুগীয় মনীষীদের একটি দল যাদু বিদ্যা শিক্ষার্থীকে কাফির বলেছেন। বাজালাহ ইব্ন উবাইদ (রহঃ) বলেন ঃ 'উমার (রাঃ) তাঁর এক নির্দেশ নামায় লিখেছিলেন ঃ 'যাদুকর পুরুষ বা স্ত্রীকে তোমরা হত্যা কর।' এ নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তিনজন যাদুকরের গর্দান উড়িয়েছি।' সহীহ বুখারীতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হাফসার (রাঃ) উপর তাঁর দাসী যাদু করেছিল বলে তাকে হত্যা করা হয়। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) যাদুকরের দ্বারা যাদু উঠিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীতে রয়েছে।

১০৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা 'রা'য়েনা' বলনা,	١٠٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْ ۗ وَلِلۡكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ	বরং 'উনযুরনা' বল এবং শুনে নাও - অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
١٠٥. مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٍ مِّن رَّبِّكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ	১০৫। আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারা) এবং মুশরিকরা মোটেই পছন্দ করেনা যে, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ বর্ষিত হোক, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর করুণার জন্য নির্দিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ মহা করুণাময়।

বক্তব্য পেশ করার আদব

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর মু'মিন বান্দাগণকে কাফিরদের কথা-বার্তা এবং তাদের কাজের সাদৃশ্য হতে বিরত রাখছেন। ইয়াহুদীরা কতকগুলো শব্দ জিহ্বা বাঁকা করে বলত এবং ওটা দ্বারা খারাপ অর্থ নিত। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলতেন ঃ 'আমার কথা শোন।' তখন তারা বলত ঃ رَاعِنَا অর্থাৎ বিদ্রুপ। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'ইয়াহুদীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা কথাকে প্রকৃত শব্দ হতে সরিয়ে দেয় এবং বলে আমরা শুনি, কিন্তু মানিনা। তারা ধর্মকে বিদ্রূপ করার জন্য জিহ্বাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে رَاعِنَا বলে। যদি তারা বলত ঃ আমরা শুনলাম এবং মানলাম, আমাদের

কথা শুনুন এবং আমাদের প্রতি মনোযোগ দিন তাহলে এটাই তাদের জন্য উত্তম ও উচিত হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, তাদের মধ্যে ঈমান খুব কমই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

ইয়াহুদীদের মধ্যে কেহ কেহ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও অগ্রহ্য করলাম; এবং বলে, শোন - না শোনার মত; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে 'রাইনা'; এবং যদি তারা বলত, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও' তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৬)

হাদীসসমূহে এটাও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এরা যখন সালাম করত তখন বলত *'আসসামু আলাইকুম'*। আর *'সামুন'* শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। সুতরাং তোমরা তার উত্তরে বল *'ওয়া আলাইকুম'*। তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ কবূল হবে কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাদের দু'আ কবূল হবেনা।' মোট কথা, কথা ও কাজে তাদের সাথে সাদৃশ্য নিষিদ্ধ। মুসনাদ আহমাদের হাদীসে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আমি কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে তরবারীর সঙ্গে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমার আহার্য আমার বর্শার ছায়ার নীচে রেখেছেন এবং লাঞ্ছনা ও হীনতা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার নির্দেশের উল্টা করে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের (অমুসলিমের) সঙ্গে সাদৃশ্য আনয়ন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আহমাদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪/৩১৪)

এই আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, কাফিরদের কথা, কাজ, পোশাক, ঈদ ও ইবাদাতের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা চরমভাবে নিষিদ্ধ। শারীয়াতে ওর ওপর শাস্তির ধমক রয়েছে এবং চরমভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

رَاعِنَا এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দাও।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'এর অর্থ হচ্ছে 'বিপরীত।' অর্থাৎ 'বিপরীত' এ কথা বলনা।' মুজাহিদ (রহঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আপনি আমাদের কথা শুনুন এবং আমরা আপনার কথা শুনি।' আনসারগণও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ কথাই বলতে আরম্ভ করেছিলেন, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, رَاعِنَا বলা হয় বিদ্রুপ ও উপহাসকে। অর্থাৎ 'তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে ও ইসলামকে বিদ্রূপ করনা।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, রিফাআ' ইব্ন ইয়াযীদ নামক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কথা বলার সময় *'গাইর মুসমা'ইন'* এ কথাটি বলত। মুসলিমরা এ কথাটি সম্মানজনক মনে করে এটাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এটা নিষেধ করেন। যেমন সূরা নিসার মধ্যেও আছে। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ কথাটিকে খারাপ জেনেছেন এবং মুসলিমদেরকে এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

আহলে কিতাব ও কাফিরেরা মুসলিমদের সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ

এখানে আল্লাহ তা'আলা বহু ঈশ্বরবাদী ও আহলে কিতাবীদের ঘোর শত্রুতার কথা মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং সাবধান করছেন যে, তারা যেন ঐ সমস্ত কাফিরদের অনুসরণ না করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করে। কারণ তারা কখনো মুসলিমদের কল্যাণ চায়না।

আল্লাহ তা'আলা মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকদের হিংসা ও বিদ্বেষ সম্পর্কে মুসলিমদেরকে বলছেন যে, তারা যে একজন পূর্ণাঙ্গ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শারীয়াত লাভ করেছে এ জন্য ওরা জ্বলে পুড়ে মরছে। ওদের এটা জানা উচিত যে, এটাতো আল্লাহ বারী তা'আলার অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তার উপরই অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

১০৬। আমি কোন আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকে বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি; তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান?	١٠٦. مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
১০৭। তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই?	١٠٧. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

'নাস্খ' এর মূল তত্ত্ব

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'নাসখ্' এর অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন। (তাবারী ২/৪৭৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সরিয়ে দেয়া, যা লিখার সময় (কখনও) অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩২১) ইব্ন মাসঊদের (রাঃ) ছাত্র আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযীও (রহঃ) এ রকমই বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩২২) যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ভুলিয়ে দেয়া। 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ ছেড়ে দেয়া। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ মুছে ফেলা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩২২)

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে থাকেন। হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, জায়িযকে নাজায়িয এবং নাজায়িযকে জায়িয ইত্যাদি নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা, বাধা ও অনুমতি এবং বৈধ ও অবৈধ কাজে 'নাসখ্' হয়ে থাকে। তবে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে বা যে ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রদবদল এবং নাসিখ্ ও মানসূখ হয়না। 'নাসখ্' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নকল করা। যেমন একটি পুস্তক থেকে আর একটি পুস্তক নকল করা হয়। এরকমই এখানেও যেহেতু একটি নির্দেশের পরিবর্তে আর একটি নির্দেশ দেয়া হয় এ জন্য একে নাসখ্ বলে, ওটা নির্দেশের পরিবর্তন অথবা শব্দেরই পরিবর্তন হোক।

'নাসখ্' এর মূলতত্ত্বের উপর মূলনীতির আলেমগণের অভিমত

এ জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ধর্মীয় মূলনীতির আলেমগণের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ হিসাবে সবগুলি প্রায় একই। 'নাসখ্' এর অর্থ হচ্ছে, কোন শরঈ নির্দেশ পরবর্তী দলীলের ভিত্তিতে সরে যাওয়া। কখনও সহজের পরিবর্তে কঠিন এবং কখনও কঠিনের পরিবর্তে সহজ হয়, আবার কখনও বা কোন পরিবর্তনই হয়না। তাবারানীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস আছে যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে একটি সূরা মুখস্থ করেছিলেন। সূরাটি তারা পড়তেই থাকেন। একদা রাতের সালাতে সূরাটি তারা পড়ার ইচ্ছা করেন কিন্তু কোনক্রমেই স্মরণ করতে পারেননা। হতবুদ্ধি হয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন এবং ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে বলেন ঃ 'এটা মানসূখ হয়ে গেছে এবং এর পরিবর্তে উত্তম দেয়া হয়েছে। তোমাদের অন্ত র হতে ওটা বের করে নেয়া হয়েছে। দুঃখ করনা, নিশ্চিন্ত থাক।'

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ 'অর্থাৎ আমি ওকে ছেড়ে দেই, মানসূখ করিনা।' ইব্‌ন মাসঊদের (রাঃ) ছাত্র বলেন ঃ 'অর্থাৎ আমি ওর শব্দ ঠিক রেখে হুকুম পরিবর্তন করে দেই।' আব্‌দ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে 'অর্থাৎ আমি ওকে পিছনে সরিয়ে দেই।' 'আতিয়া আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ 'অর্থাৎ মানসূখ করিনা।' সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) এটাই বলেন। যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন ঃ 'অর্থাৎ নাসিখকে মানসূখের পিছনে রাখি।' আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ 'অর্থাৎ

আমার নিকট ওটা টেনে নেই।’ উমার (রাঃ) খুৎবায় نَنْسَاهَا পড়েছেন এবং ওর অর্থ ‘পিছনে হওয়া’ বর্ণনা করেছেন। نُنْسِهَا পড়লে ওর ভাবার্থ হবে ‘আমি ওটা ভুলিয়ে দেই।’ আল্লাহ তা‘আলা যে হুকুম উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করতেন ওটি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভুলিয়ে দিতেন।

সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) نُنْسِهَا পড়তেন। এতে তাকে কাসিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) তো একে نَنْسَاهَا পড়তেন। তখন তিনি বলেন যে, সাঈদের (রহঃ) উপর কিংবা তার বংশের উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ

অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা। (সূরা আ’লা, ৮৭ ঃ ৬) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

যদি ভুলে যাও তাহলে তোমার রাব্বকে স্মরণ কর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৪)

উমারের (রাঃ) ঘোষণা রয়েছে ঃ ‘আলী (রাঃ) উত্তম ফাইসালাকারী এবং উবাই (রাঃ) সবচেয়ে বেশি কুরআনের পাঠক। আমরা উবাইর (রাঃ) কথা ছেড়ে দেই। কেননা তিনি বলেন, ‘আমি যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি তা ছাড়বনা, অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমি যা মানসূখ করি বা ভুলিয়ে দেই, তা হতে উত্তম বা তারই মত আনয়ন করি।’ (বুখারী, আহমাদ)

‘তা হতে উত্তম হয়’ অর্থাৎ বান্দাদের জন্য সহজ ও তাদের আরাম হিসাবে, কিংবা ‘তারই মত হয়’। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার দূরদর্শিতা তার পরেরটাতেই রয়েছে।

আল্লাহ তাঁর আয়াতের পরিবর্তন করেন, যদিও ইয়াহুদীরা তা অবিশ্বাস করে

আল্লাহ বলেন ঃ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ সৃষ্টজীবের পরিবর্তনকারী এবং সৃষ্টি ও হুকুমের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে

যেভাবে চান সেভাবেই গঠন করেন। তিনি যাকে চান ভাগ্যবান করেন এবং যাকে চান হতভাগ্য করেন। যাকে চান সুস্থতা দান করেন এবং যাকে চান রোগাক্রান্ত করেন। যাকে চান ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যাকে চান দুর্ভাগা করেন। বান্দাদের মধ্যে তিনি যে হুকুম জারী করতে চান তাই জারী করেন। যা চান হারাম করেন, যা চান হালাল করেন, যা চান অনুমতি দেন এবং যা চান নিষেধ করেন। তিনি ব্যাপক বিচারপতি। তিনি যা চান সেই আহকামই জারী করেন, তাঁর হুকুম কেহ অগ্রাহ্য করতে পারেনা। তিনি যা চান তাই করেন। কেহই তাঁকে বাধা দান করতে পারেনা। তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, তারা নাবী ও রাসূলদের কিরূপ অনুসারী হয়। তিনি কোন যৌক্তিকতার কারণে নির্দেশ দেন, আর কোন যৌক্তিকতার কারণে ঐ হুকুমকেই সরিয়ে দেন। তখন পরীক্ষা হয়ে যায়। ভাল লোকেরা তখনও আনুগত্যে প্রস্তুত ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু যাদের অন্তর খারাপ তারা সমালোচনা শুরু করে দেয় এবং নাক মুখ ঘুরিয়ে থাকে। অথচ সমস্ত সৃষ্টজীবের সৃষ্টিকর্তার সমস্ত কথাই মেনে নেয়া উচিত এবং সর্বাবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা উচিত। তিনি যা বলেন তা সত্য জেনে পালন করা এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদীদের মিথ্যা দাবী খন্ডন করে মুসলিমদের সুখবর দিচ্ছেন যে, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা সত্যের উপর নেই। ভাল-মন্দ উভয় বিষয় আল্লাহ তা‘আলার অধীন, তারা দাবী করত যে, তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের বাণীর কোন পরিবর্তন হবেনা। ইহা ছিল তাদের মূর্খতা ও অহমিকার কারণে।

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে মুহম্মাদ! তুমি কি জান যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আমি? তাদের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিকও আমিই। আমি যা ইচ্ছা তা বাতিল করি, পরিবর্তন করি অথবা সংশোধন করি; আমার আদেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার কেহ নেই।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা ইয়াহুদীদের কথার প্রতিবাদেই বলা হয়েছে। তারা ইঞ্জীল ও কুরআনকে মানতনা। কারণ এই যে, এ দু’টির মধ্যে তাওরাতের কতকগুলি হুকুম পরিবর্তন করা হয়েছে। আর এই একই কারণে তারা এই নাবীগণকেও স্বীকার করতনা। এটা শুধু অবাধ্যতা ও অহংকারই বটে। নচেৎ বিবেক হিসাবে তা ‘নাসখ্’ অসম্ভব নয়। কেননা মহান আল্লাহ স্বীয় কাজে

সর্বাধিকারী। তিনি যা চান ও যখন চান সৃষ্টি করে থাকেন। যা চান, যেভাবে চান সেভাবে রাখেন। এভাবেই যা চান এবং যখন চান হুকুম করেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, তাঁর হুকুমের উপর কারও হুকুম হতে পারেনা। (তাবারী ২/৪৮৮)

আদমের (আঃ) সন্তানেরা পরস্পর ভাই বোন হত। কিন্তু তাদের মধ্যে বিয়ে বৈধ ছিল। অতঃপর পরবর্তী যুগে এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে। নূহ (আঃ) যখন নৌকায় উঠেন তখন সমুদয় প্রাণীর গোশত বৈধ রাখা হয়। কিন্তু পরে কতকগুলোর গোশত অবৈধ ঘোষণা করা হয়। দুই বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করা ইসরাঈল (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের জন্য বৈধ ছিল। অতঃপর তাওরাতে এবং তার পরও অবৈধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই এই হুকুম মানসূখ করে দেয়া হয়। বানী ইসরাঈলকে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, যারা বাছুর পূজা করেছিল তাদেরকে যেন তারা হত্যা করে; অথচ অনেক বাকি থাকতেই এ হুকুম উঠিয়ে নেয়া হয়। এ রকম আরও বহু ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বয়ং ইয়াহুদীরাও ওটা স্বীকার করে।

এ ছাড়া আরও উদাহরণ রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা যে সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করত (তাওরাতের মাধ্যমে) সে সব সংঘটিত হওয়ার পর তারা তা অগ্রাহ্য করেছে। ইহাতো স্পষ্ট জানা কথা যে, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন এবং তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল এই যে, আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি তারা অনুসরণ না করে এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের আইন কানূন মেনে না চলে তাহলে তাদের কোন ভাল কাজই আল্লাহ কবূল করবেননা। তাওরাতের পরিবর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভিন্ন কিতাব কুরআনুল কারীমসহ প্রেরণ করা হয়েছে, যা সকলের জন্য আমল করার সর্বশেষ কিতাব।

১০৮। তোমরা কি চাও যে, তোমাদের রাসূলের নিকট আবেদন করবে যেমন ইতোপূর্বে মূসার নিকট (হঠকারিতা বশতঃ এইরূপ বহু নিরর্থক) আবেদন করা হয়েছিল? আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই সে	١٠٨. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ ضَلَّ

সঠিক পথ হতে দূরে সরে পড়ে।	سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ

অধিক জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

এ পবিত্র আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে কোন ঘটনা ঘটার পূর্বে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাজে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। এ অধিক প্রশ্নের অভ্যাস খুবই জঘন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞেস করনা, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর তাহলে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০১) কোন জিনিস ঘটে যাওয়ার পূর্বে ওটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ ভয় রয়েছে যে, প্রশ্ন করার দরুন না জানি ওটা হারাম হয়ে যায়। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি, যে এমন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করে যা হারাম ছিলনা, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৮, মুসলিম ৩/১৩৪১)

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদা কেহ জিজ্ঞেস করে যে, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর কাছে অপর কোন লোককে পায় তাহলে সে কি করবে? যদি জনগণকে সংবাদ দেয় তাহলে তো বড় লজ্জার কথা হবে, আর যদি চুপ থাকে তাহলে ওটাও নির্লজ্জের মত কাজ হবে। এ প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুবই খারাপ মনে হল। ঘটনাক্রমে ঐ লোকটিরই এ ঘটনা ঘটে গেল এবং লি'আনের হুকুম নাযিল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজে কথা, সম্পদ নষ্ট করা এবং বেশি প্রশ্ন করা হতে নিষেধ করেছেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আমি যতক্ষণ কিছু না বলি ততক্ষণ তোমরাও কিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করনা। তোমাদের পূর্ববর্তী লোককে এই বদঅভ্যাসই ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা খুব

বেশি প্রশ্ন করত এবং তাদের নাবীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করত। আমি যদি তোমাদেরকে কিছু নির্দেশ দেই তাহলে সাধ্যানুসারে তা পালন কর। (মুসলিম ২/৯৭৫) এ কথা তিনি ঐ সময় বলেছিলেন যখন তিনি জনগণকে বলেছিলেন ঃ ‘তোমাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা হাজ্জ ফার্‌য করেছেন।’ তখন কেহ বলেছিল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রতি বছরই কি? তিনি নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিল; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি। সে তৃতীয় বার এ প্রশ্নই করলে তিনি বলেছিলেন ঃ

‘প্রতি বছর নয়; কিন্তু যদি আমি ‘হ্যাঁ’ বলতাম তাহলে ওটা প্রতি বছরই ফার্‌য হয়ে যেত। অতঃপর তোমরা ওটা পালন করতে পারতেনা।’ (মুসলিম ২/৯৭৫)

আনাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘যখন থেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হতে বিরত রাখা হয় তখন থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন প্রশ্ন করতে খুবই ভয় করতাম। আমরা ইচ্ছা করতাম যে, কোন গ্রাম্য অশিক্ষিত বেদুঈন জিজ্ঞেস করলে আমরা শুনতে পেতাম।’(মুসলিম ১/৪১)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মুহাম্মাদ (রহঃ) তাকে বলেন যে, ইকরিমাহ (রহঃ) অথবা সাঈদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাফী ইব্‌ন হুরাইমালা অথবা ওয়াহাব ইব্‌ন যায়িদ বলেছিল ঃ হে মুহাম্মাদ! আকাশ থেকে আমাদের জন্য কিতাব নিয়ে আসুন যা আমরা পাঠ করব, অথবা আমাদের জন্য নদীসমূহ প্রবাহিত করুন। তাহলেই আমরা আপনার কথা শুনব এবং আপনার অনুসরণ করব। তাদের এ অন্যায় আব্দারে আল্লাহ সুবহানাহু ধমক দিয়ে বলেন ঃ তোমরা কি তোমাদের রাসূলের কাছে ঐ রূপ আবেদন করবে যেরূপ ইতোপূর্বে মূসার কাছে করা হয়েছিল? (তাবারী ২/৪৯০) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা‘ওয়াতের কাজকে অহেতুক কঠিন করার প্রয়াসকে নাকচ করে দেয়া হয়। কারণ ওগুলো হল ঈমান না আনার পিছনে বাহানা তৈরী করা যেমনটি করা হয়েছিল মূসার (আঃ) সাথে।

যে ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে এবং সহজের পরিবর্তে কঠিনকে গ্রহণ করে নেয়, সে সরল পথ থেকে সরে গিয়ে মূর্খতা ও ভ্রান্তির পথে পড়ে যায়। অনুরূপভাবে বিনা প্রয়োজনে যারা প্রশ্ন করে তাদের অবস্থাও তাই। কুরআনুল হাকীমে এক জায়গায় আছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ.

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয় জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল! (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮-২৯)

আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, তারা আরামের পরিবর্তে কষ্টকে গ্রহণ করে নিয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৩০)

১০৯। কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।	١٠٩. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
১১০। আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর; এবং তোমরা স্ব স্ব জীবনের জন্য যে সৎকাজ অগ্রে প্রেরণ করেছ তা আল্লাহর নিকট প্রাপ্ত হবে; তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিদর্শক।	١١٠. وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করা যাবেনা

এখানে আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবদেরকে অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কারণ তারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছে এবং ঘৃণা করছে। যখন তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসরণকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয় তখন তাদেরকে হিংসা করছে। আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমার চোখে দেখে এবং ধৈর্য ধারন করে যতক্ষণ না তাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে এবং বিজয় লাভ করে। আল্লাহ আরও আদেশ করছেন সালাত আদায় করতে, যাকাত প্রদান করতে এবং উত্তম আমল করতে।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা‘ব ইব্‌ন মালিক (রহঃ) বলেন যে, কা‘ব ইব্‌ন আশরাফ নামক এক ইয়াহুদী কবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সালামের খুবই সমালোচনা করত। এ কারণেই তাকে উদ্দেশ্য করে وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৩১) যাহহাক (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদিও ইয়াহুদীদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান ছিল এবং সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিল ও তাঁকে ভালভাবেই চিনত, আবার যদিও সে এও স্বচক্ষে দেখছিল যে, কুরআন মাজীদ তাদের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং এও লক্ষ্য করছিল যে, একজন নিরক্ষর লোক এ কিতাব পাঠ করছেন, যা সরাসরি মুজিযা তথাপি তিনি যে আরাবে প্রেরিত হয়েছিলেন শুধুমাত্র এ কারণেই হিংসার বশবর্তী হয়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে অস্বীকার করেছিল এবং জনগণকে পথভ্রষ্ট করতে আরম্ভ করেছিল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৩৫) সেই সময় গভীর পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ঐ সব ইয়াহুদীকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে এবং আল্লাহ তা‘আলার ফাইসালার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَتَسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَذٗى كَثِيرٗا

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর অন্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তার ফলে পূর্বের নির্দেশ উঠে যায়। এখন তাদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ

অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫)

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ

যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৯) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَهُمۡ صَٰغِرُونَ

যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৯)

উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ কাফির ও আহলে কিতাবীদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেন। ফলে কুরাইশদের যে সমস্ত শক্তিশালী নেতা ও যোদ্ধা ছিল তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর তরফ থেকে যাদের ধ্বংস হওয়া নির্ধারিত ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীর হাতে তারা নিহত হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৩৩)

আর বদর প্রান্তরে যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেই মুশরিকরা ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দের মৃতদেহে মাইদান পূর্ণ হয়ে যায়।

সৎ কাজের আদেশ দানে উৎসাহ প্রদান

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ এখন মু'মিনদেরকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যে, যদি তারা সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদাত সঠিকভাবে পালন করে তাহলে তাদের পরকালের শাস্তির

রক্ষাকবচ ছাড়াও দুনিয়ায়ও মুশরিক ও কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার কারণ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় এ আমল না করার কারণে পরকালের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

যেদিন যালিমদের কোন ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫২)

এরপর মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ তাদের ভাল কাজের প্রতিদান উভয় জগতেই দেয়া হবে। তাঁর নিকট ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয়, ভাল ও মন্দ কোন কাজই গোপন থাকেনা। মু'মিনদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে রক্ষার জন্যই মহান আল্লাহ এটা বলেছেন।

১১১। এবং তারা বলে ঃ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কেহই জান্নাতে প্রবেশ করবেনা; এটা তাদের মিথ্যা আশা। তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।	١١١. وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
১১২। অবশ্য যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সর্মপন করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, ফলতঃ তার জন্য তার রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন আশংকা নেই ও	١١٢. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

تَحْزَنُونَ	তারা চিন্তিত হবেনা।
١١٣. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ	১১৩। আর ইয়াহুদীরা বলে ঃ খৃষ্টানরা কোন বিষয়ের উপর নেই; এবং খৃষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীরাও কোন বিষয়ের উপর নেই - অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে। এরূপ যারা জানেনা, তারাও ওদের কথার অনুরূপ কথা বলে থাকে; অতএব যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল, উত্থান দিনে আল্লাহ তাদের মধ্যে তদ্বিষয়ে ফাইসালা করে দিবেন।

ইয়াহুদীদের প্রতারণা, আমিত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক বাণী

এখানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অহংকার ও আত্মম্ভরিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কেহকেও কিছুই মনে করতনা এবং স্পষ্টভাবে বলত যে, তারা ছাড়া অন্য কেহ জান্নাতে যাবেনা। সূরা মায়িদায় তাদের নিম্নরূপ একটা উক্তিও বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৮) তাদের এ কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'তাহলে কিয়ামাতের দিন তোমাদের উপর শাস্তি হবে কেন?' অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উক্তি নিম্নরূপও ছিল ঃ 'আমরা কয়েকটা দিন জাহান্নামে অবস্থান করব।' তাদের এ কথার উত্তরে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ** তাদের এই দাবীও দলীলবিহীন। এভাবেই এখানেও তিনি তাদের একটা দাবী খণ্ডন করে বলেন ঃ ‘দলীল উপস্থিত কর দেখি?’ তাদের অপারগতা সাব্যস্ত করে পুনরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘হ্যাঁ, যে কেহই আল্লাহ তা‘আলার অনুগত হয়ে ইখলাসের সাথে সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে, সে পূর্ণভাবে তার প্রতিদান লাভ করবে।’ যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ

তারা যদি তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল ঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০)

মোট কথা, দু’টি শর্তের উপর প্রত্যেক আমল গ্রহণযোগ্য। তা হল অন্তরের বিশুদ্ধতা ও সুন্নাতের অনুসরন। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই আমলকে গ্রহণযোগ্য করতে পারেনা যে পর্যন্ত না সে সুন্নাতের প্রতি অনুগত থাকে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা গ্রহণীয় নয়।’ (মুসলিম ৩/১৩৪৪) সুতরাং ‘সংসার ত্যাগ’ কাজটি বিশুদ্ধ অন্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সুন্নাতের উল্টা বলে গ্রহণীয় নয়। তদ্রূপ আমল সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ

সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে; কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে; তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে; তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২-৫)

এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, বাহ্যতঃ কোন কাজ সুন্নাতের অনুরূপ হলেও ঐ আমলে অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না থাকার কারণে উক্ত আমলও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। কপট ও মুনাফিকদের অবস্থাও এরূপই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দন্ডায়মান হয় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য অলসভরে দন্ডায়মান হয়ে থাকে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪২) তিনি আরো বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ. وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্যে ওটা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। (সূরা মাউ'ন, ১০৭ ঃ ৪-৭) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا.

সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কেহকেও শরীক না করে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১১০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 'তাদেরকে তাদের রাব্ব পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং ভয় ও সন্ত্রাস হতে রক্ষা করবেন। পরকালে তাদের কোন ভয় নেই এবং দুনিয়া ত্যাগ করতে তাদের কোন দুঃখ নেই।'

অহংকার ও বিদ্বেষ বশে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ আর ইয়াহুদীরা বলে ঃ খৃষ্টানরা কোন বিষয়ের উপর নেই; এবং খৃষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীরাও কোন বিষয়ের উপর নেই - অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে। নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে তখন ইয়াহুদী পণ্ডিতেরাও আসে। অতঃপর তারা একদল অপর দলকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। রাফী ইব্ন হুরাইমালা বলে ঃ তোমরাতো কোন কিছুরই অনুসরণ করনা। সে ঈসাকে (আঃ) এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিলকেও অস্বীকার করে। তখন নাজরান থেকে আগত খৃষ্টান লোকটি ইয়াহুদীকে বলল ঃ বরং তোমরাই কোন কিছুকে অনুসরণ করছনা। সেও ইয়াহুদী লোকটির মত মূসাকে (আঃ) অস্বীকার করল এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতকেও অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু এই আয়াত নাযিল করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৩৯)

আল্লাহ তা'আলা এখানে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তারা তাদের কিতাবে উভয়ে উভয়ের কিতাব ও নাবী সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও একে অপরকে অস্বীকার করে। ইয়াহুদীরা ঈসাকে (আঃ) অস্বীকার করছে, অথচ তাদের কিতাব তাওরাতে মূসার (আঃ) যবানে ঈসার (আঃ) আগমন এবং তাঁকে স্বীকৃতি দানের আদেশ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের কিতাব 'গসপেল' এ মূসা (আঃ) যে নাবী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি যে আল্লাহর তরফ থেকে তাওরাত নাযিল করা হয়েছিল সেই কথার সাক্ষ্য রয়েছে। তথাপি তারা একে অপরকে অস্বীকার করছে। অথচ উভয় দলই আহলে কিতাব। তাওরাতের মধ্যে ইঞ্জীলের এবং ইঞ্জীলের মধ্যে তাওরাতের সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাদের এসব কথা একেবারেই বাজে ও ভিত্তিহীন।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ তাদের মতবিরোধের ফাইসালা কিয়ামাতের দিন করবেন, যেদিন কোন অত্যাচার ও বল প্রয়োগ থাকবেনা।' এরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৭)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৬)

١١٤. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

১১৪। এবং যে আল্লাহর মাসজিদসমূহের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করছে এবং তা উজাড় করতে চেষ্টা করছে সে অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় যে, তারা শংকিত হওয়া ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ করে; তাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

এ আয়াতের তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এর দ্বারা খৃষ্টানকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় উক্তিতে ভাবার্থ হচ্ছে মুশরিক। খৃষ্টানরাও

বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে অপবিত্র জিনিস নিক্ষেপ করত এবং জনগণকে তার ভিতর সালাত আদায় করতে বাধা প্রদান করত। বাখতে নসর যখন বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ চালায় তখন খৃষ্টানরা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল।

সবচেয়ে বড় অন্যায় হল লোকদেরকে মাসজিদে আসায় বাঁধা দেয়া অথবা তাড়িয়ে দেয়া

হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর মুশরিকরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বা ঘরে যেতে বাধা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'যি তাওয়া' নামক স্থানে কুরবানী করতে হয়েছিল। অতঃপর তিনি মুশরিকদের সাথে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি বলেন ঃ এর পূর্বে কেহ অন্য কেহকে পবিত্র কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়নি। যদি কেহ তার পিতা কিংবা ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখতে পেত তবুও কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিতনা। মুশরিকরা বলল ঃ যারা আমাদের পিতা-ভাইদের বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছে তাদের কেহকে কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা, যতক্ষণ আমাদের একজনও বেঁচে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা وَسَعَى فِي خَرَابِهَا এ আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ২/৫২১)

وَسَعَى فِي خَرَابِهَا বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর ঘর মাসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদেরকে মাসজিদে প্রবেশ করতে কিংবা আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করতে অথবা হাজ্জ পালন করতে যারা বাঁধা দেয় তাদেরকে মুকাবিলা কর প্রাণপণ যুদ্ধ করে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরাইশরা মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করতে বাঁধা দিয়েছিল, এ কারণে আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৪১)

বাইতুল্লাহর বিধ্বস্ত হওয়ার বর্ণনাক্রমিক তালিকা

ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) 'মাক্কার মুশরিকেরা বাইতুল্লাহর বিধ্বস্তির চেষ্টা করেনি' এই উক্তির উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও

তাঁর সহচরবৃন্দকে (রাঃ) মাক্কা হতে বিতাড়িত করা এবং পবিত্র কা'বা ঘরে মূর্তি স্থাপন করার চেয়ে বড় ধ্বংস আর কি হতে পারে? স্বয়ং কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا۟ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়? আল্লাহভীরু লোকেরাই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৪) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এসব লোক মাসজিদুল হারাম হতে বাধা দিয়ে থাকে।' অন্যত্র বলেন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন তো হতে পারেনা। তারা এমন যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭-১৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তারাই তো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) সুতরাং ঐ সব মুসলিমকে যখন মাসজিদসমূহে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখা হয়েছে, যাদের দ্বারা মাসজিদসমূহ আবাদ হয়ে থাকে, তখন মাসজিদগুলি ধ্বংস করতে আর বাকি রাখলো কি? মাসজিদের আবাদ শুধুমাত্র বাহ্যিক রং ও চাকচিক্যের দ্বারা হয়না; বরং ওর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যিক্র হওয়া, শারীয়াতের কার্যাবলী চালু থাকা, শির্ক ও বাহ্যিক ময়লা হতে পবিত্র রাখাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মাসজিদকে আবাদ করা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবেই

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **أُوْلَـٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ** মাসজিদের মধ্যে নির্ভীকভাবে প্রবেশ করা মুশরিকদের জন্য মোটেই শোভা পায়না। ভাবার্থ এই যে, 'হে মুসলিমগণ! তোমরা মুশরিকদেরকে নির্ভীক চিত্তে আল্লাহর ঘরে (কা'বা ঘরে) প্রবেশ করতে দিবেনা, আমি যখন তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করব তখন তোমাদেরকে এ কাজই করতে হবে।' অতঃপর মাক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ 'এ বছরের পরে যেন কোনও মুশরিক হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহই যেন নগ্ন হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ না করে। যে সব লোকের মধ্যে সন্ধির সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে তা ঠিকই থাকবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৫৬৫) প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশ নিম্নের এই আয়াতেরই সত্যতা প্রমাণ করছে ও তার উপর আমল করছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا

হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৮) এর ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি অতি সত্বরই মু'মিনদেরকে মুশরিকদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং তার ফলে এই মুশরিকরা মাসজিদের দিকে মুখ করতেও থর থর করে কাঁপতে থাকবে, আর হলও তাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে উপদেশ দেন যে, আরাব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম থাকতে পারেনা এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে তথা হতে বের করে দেয়া হবে। এই উম্মাতের ঐ মহান ব্যক্তিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ উপদেশ কার্যে পরিণত করে দেখিয়ে দেন। এর দ্বারা মাসজিদসমূহের মর্যাদাও সাব্যস্ত হল। বিশেষ করে ঐ স্থানের মাসজিদের মর্যাদা সাব্যস্ত হল যেখানে দানব ও মানব সবারই জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।

ঐ কাফিরদের উপর দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও অপমানও এসে গেল এবং যেমন তারা মুসলিমদেরকে বাধা দিয়েছিল ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছিল, ঠিক তেমনই তাদের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়া হল। তাদেরকেও বাধা দেয়া হল, আর পরকালের শাস্তি তো অবশিষ্ট থাকলই।

দুনিয়ার অপমানের অর্থ হচ্ছে ইমাম মাহদীর (আঃ) যুগের অপমান এবং মুসলিমদেরকে জিযিয়া কর দিতে বাধ্য হওয়ার অপমানও বটে। হাদীসে একটি দু'আ এসেছে ঃ

اَللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَخِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاَخِرَةِ

'হে আল্লাহ! আমাদের সমস্ত কাজের পরিণাম ভাল করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার অপমান ও আখিরাতের শাস্তি হতে মুক্তি দান করুন।' (আহমাদ ৪/১৮১, হাসান)

১১৫। আল্লাহরই জন্য পূর্ব ও পশ্চিম; অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর দিক; কেননা আল্লাহ	١١٥. وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ

(সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।	إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

কিবলাহ্ নির্ধারণ

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাহাবীবর্গকে (রাঃ) সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, যাঁদেরকে মাক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ও তাঁর মাসজিদে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখা হয়েছে। মাক্কায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। তখন কা'বা ঘর তাদের মাঝখানে থাকত। মাদীনায় আগমনের পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই তাঁরা সালাত আদায় করেন। কিন্তু পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। এর পর এই আয়াতটি নাযিল হয়।

কুরআন মাজীদে সর্বপ্রথম রহিতকৃত (মানসূখ) হুকুম

ইমাম আবূ আবীদ কাসিম ইব্ন সালাম (রহঃ) স্বীয় পুস্তক 'নাসিখ ওয়াল মানসূখ' এর মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মানসূখ হুকুম হচ্ছে এই কিবলাহই অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতটিই। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে থাকেন। অতঃপর নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ

এবং তুমি যেখান হতেই বের হবে, তোমার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৯) তখন তিনি বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে থাকলে ইয়াহুদীরা খুবই খুশি হয়। যা হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহর (কা'বা ঘর) দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। এ জন্য তিনি মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাতেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। তখন আল্লাহ নাযিল করেন, *নিশ্চয়ই আমি*

আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৪)

যখন এই হুকুম মানসূখ হয়ে তাঁর আকাংখা ও প্রার্থনা অনুযায়ী বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার জন্য আদিষ্ট হন তখন ঐ ইয়াহুদীরাই তাঁকে বিদ্রুপ করে বলতে থাকে যে, কিবলাহ পরিবর্তিত হল কেন? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ইয়াহুদীদেরকে যেন বলা হচ্ছে যে, এ প্রতিবাদ কেন? যে দিকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হবে সে দিকেই ফিরে যেতে হবে। কারণ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহর মুখমন্ডল রয়েছে' এর অর্থ হল আল্লাহর অবস্থান পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গায়ই রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল তুমি যে দিকেই থাকনা কেন, তুমি কিবলাহর (কা'বার) দিকে মুখ ফিরাও। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৪৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে 'পূর্ব ও পশ্চিম যেখানেই থাক না কেন, কা'বার দিকে মুখ কর।' কয়েকজন মনীষীর বর্ণনা আছে যে, এ আয়াতটি কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ভাবার্থ এই যে, পূর্ব ও পশ্চিম যে দিকেই চাও মুখ ফিরিয়ে নাও যখন সফরে থাক অথবা ভয়ে কিংবা যুদ্ধ অবস্থায় থাক, সব দিকই আল্লাহ তা'আলার এবং সব দিকেই তিনি বিদ্যমান রয়েছেন। (তাবারী ২/৫৩০) আল্লাহ তা'আলা হতে কোন জায়গা শূন্য নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟

তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৭)

ইব্ন উমারের (রাঃ) উষ্ট্রীর মুখ যে দিকেই থাকত তিনি সেই দিকেই ফিরে সালাত আদায় করে নিতেন এবং বলতেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম এটাই ছিল। فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ এ আয়াতের ভাবার্থ এটাও হতে পারে।' (তাবারী ২/৫৩০) আয়াতের উল্লেখ ছাড়াই এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, জামে'উত তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিম,

মুসতাদরাক হাকিম ইত্যাদি কিতাবেও বর্ণিত আছে। (হাদীস নং ১/৪৮৬, ৮/২৯২, ১/২৪৪, ১/৩৪৪, ২/২৬৬) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্‌ন উমারকে (রাঃ) যখন ভয়ের সময়ের সালাত আদায় করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হত তখন ভয়ের সালাতের বর্ণনা করতেন এবং বলতেন ঃ 'এর চেয়েও বেশি ভয় হলে পায়ে চলা অবস্থায় এবং আরোহণের অবস্থায় দাঁড়িয়ে/বসে সালাত আদায় করে নিও, মুখ কিবলার দিকে হোক, আর নাই হোক।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৬)

এও বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধকার রাতে কিংবা আকাশ যখন মেঘে ঢাকা থাকে এবং কিবলার দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়না সেই সময়ের জন্য এ আয়াতটি প্রযোজ্য। তখন ভুল করে কিবলার পরিবর্তে যে দিক ফিরেই সালাত আদায় করা হোকনা কেন সালাত আদায় করা হয়ে যাবে।

মাদীনাবাসীদের কিবলাহ হল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে

তাফসীর ইব্‌ন মিরদুওয়াইয়ে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাদীনা, সিরিয়া এবং ইরাকবাসীদের কিবলাহ হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান। এ বর্ণনাটি জামে'উত তিরমিযীতেও অন্য শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। (আল উকাইলী ৪/৩০৯, তিরমিযী ২/৩১৭, ইব্‌ন মাজাহ ১/৩২৩)

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ এ আয়াতের ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন বলছেন ঃ 'প্রার্থনা জানানোর সময় তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল যে দিকেই করবে সে দিকেই আমাকে পাবে এবং আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করব।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি পরিবেষ্টনকারী ও পূর্ণ জ্ঞানবান, যাঁর দান, দয়া এবং অনুগ্রহ সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে রেখেছে, তিনি সমস্ত কিছু জানেনও বটে। কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।' (তাবারী ২/৫৩৭)

১১৬। এবং তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পরম পবিত্র! বরং যা কিছু আসমানে ও ভূমন্ডলে রয়েছে তা তাঁরই জন্য; সবই	١١٦. وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبۡحَـٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِي

ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ	তাঁর আজ্ঞাধীন।
١١٧. بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	**১১৭। তিনি গগণ ও ভূবনের সৃষ্টিকর্তা এবং যখন তিনি কোন কাজ সম্পাদন করতে ইচ্ছা করেন তখন তার জন্য শুধুমাত্র 'হও' বলেন, আর তাতেই তা হয়ে যায়।**

'মহান আল্লাহর সন্তান-সন্ততি রয়েছে' এ দাবীর খন্ডন

এ আয়াত দ্বারা এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলি দ্বারা খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও মুশরিকদের কথাকে বাতিল করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তান সাব্যস্ত করেছিল। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সমুদয়ের তিনি মালিক তো বটেই, ওগুলির সৃষ্টিকর্তা, আহার দাতা, তাদের ভাগ্য নির্ধারণকারী, তাদেরকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আনয়নকারী, তাদের মধ্যে পরিবর্তনকারী একমাত্র তিনিই। তাহলে তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে কেহ কেহ তাঁর সন্তান কিরূপে হতে পারে? ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র হতে পারেননা, যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা ধারণা করত। মালাইকাও আল্লাহ তা'আলার কন্যা হতে পারেননা, যেমন আরাবের মুশরিকরা মনে করত। কেননা পরস্পর সমান সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বস্তু থেকে সন্তান হতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো তুলনাবিহীন। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই। তিনিই তো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তাঁর সন্তান হবে কি রূপে? তাঁর কোন সহধর্মিনীও নেই। তিনি বলেন ঃ

بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনীই কেহ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস

সম্পর্কে তাঁর ভাল রূপে জ্ঞান রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَـٰنِ عَبۡدًا. لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدًّا. وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ فَرۡدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫) সুতরাং দাস সন্তান হতে পারেনা। মনিব ও সন্তান এ দু'টি বিপরীতমুখী ও পরস্পর বিরোধী। অন্য স্থানে একটি পূর্ণ সূরায় আল্লাহ তা'আলা একে নাকচ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ. ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ. لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ (٤) وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ.

বল ঃ তিনিই আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন, এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই। (সূরা ইখলাস, ১১২ ঃ১-৪) এই আয়াতসমূহে এবং এরকম আরও বহু আয়াতে সেই বিশ্ব প্রভু স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন, তিনি যে তুলনাহীন ও নযীরবিহীন এবং অংশীদারবিহীন তা সাব্যস্ত করেছেন, আর মুশরিকদের এ জঘন্য বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি তো সবারই সৃষ্টিকর্তা ও সবারই প্রভু। সুতরাং তাঁর সন্তান-সন্ততি ও ছেলে-মেয়ে হবে কিভাবে?

সূরা বাকারাহর এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীর একটি হাদীস-ই কুদুসীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে, অথচ এটা তাদের জন্য উচিত ছিলনা, তারা আমাকে গালি দেয়, তাদের জন্য এটা শোভনীয় ছিলনা। তাদের মিথ্যা প্রতিপাদন তো এটাই যে, তাদের ধারণায় আমি তাদেরকে মেরে ফেলার পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই; এবং তাদের গালি দেয়া এই যে, তারা আমার সন্তান গ্রহণ করা সাব্যস্ত করে, অথচ আমার স্ত্রী ও সন্তান হওয়া থেকে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র ও তা হতে বহু উর্ধ্বে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৮) এই হাদীসটিই অন্য সনদে এবং অন্যান্য কিতাবেও শব্দের বিভিন্নতার সাথে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মন্দ কথা শ্রবণ করে বেশি ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা আর কেহ নেই। মানুষ তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন এবং নিরাপদে রাখছেন।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৬০)

সবকিছু আল্লাহর আয়ত্বাধীন

উপরে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অনুগত, তাঁকে খাঁটি অন্তরে মেনে থাকে, কিয়ামাতের দিন সব কিছুই তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবে, দুনিয়ার সবাই তাঁর উপাসনায় রত আছে। যাকে তিনি বলেন 'এ রকম হও', 'এভাবে নির্মিত হও' তা ঐ রকমই হয়ে যায় এবং ঐভাবেই নির্মিত হয়। এরকমই প্রত্যেকে তাঁর সামনে বিনীত ও বাধ্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কাফিরদের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের ছায়া আল্লাহ তা'আলার সামনে ঝুঁকেই থাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৪৮) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন, যা ইব্ন জারীরও (রহঃ) সমর্থন করেছেন যে, আসলে এখানে সবই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কুনূত হল অনুগত হওয়া এবং আল্লাহর বাধ্য হওয়া। কুনূত দুই ধরনের, আইনগত এবং পূর্ব নির্ধারিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ

وَٱلْآصَالِ

আল্লাহর প্রতি সাজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায়। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৫)

পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিলনা

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ** পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিলনা, প্রথম বারই তিনি এই দুই এর সৃষ্টিকর্তা। **بِدْعَةٌ** এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'নতুন সৃষ্টি করা।' হাদীসে রয়েছে ঃ

'প্রত্যেক নব-সৃষ্টি হচ্ছে বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।' (মুসলিম ২/৫৯২) এতো হল শারীয়াতের পরিভাষায় বিদ'আত। কখনও কখনও **بِدْعَةٌ** শব্দের প্রয়োগ শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থেই হয়ে থাকে। তখন শারীয়াতের 'বিদ'আত' বুঝায়না। উমার (রাঃ) জনগণকে তারাবীহ সালাতে সকলকে এক জামা'আতে একত্রিত করে বলেন ঃ 'এটা ভাল বিদ'আত।'

বিদ'আত পন্থীদেরকে 'বিদ'আতী' বলার কারণও এই যে, তারাও আল্লাহ তা'আলার দীনের মধ্যে ঐ কাজ বা নিয়ম আবিষ্কার করে যা তার পূর্বে শারীয়াতের মধ্যে ছিলনা। অনুরূপভাবে কোন নতুন কথা উদ্ভাবনকারীকে আরাবের লোকেরা **مُبْدِعٌ** বলে থাকে।

ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) মতে উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ সন্তান হতে পবিত্র। তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছুর মালিক। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর একাত্মবাদের সাক্ষ্য বহন করে। সব কিছুই তাঁর অনুগত। সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা, স্থাপিত, মূল ও নমুনা ছাড়াই ঐ সবকিছু অস্তিত্বে আনয়নকারী একমাত্র সেই বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তা'আলাই, স্বয়ং ঈসাও (আঃ) এর সাক্ষী ও বর্ণনাকারী, যদিও কেহ কেহ তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে। যে প্রভু এসব জিনিস বিনা মূলে ও নমুনায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই ঈসাকে (আঃ) পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। (তাবারী ২/৫৫০) সেই আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি এতো বেশি যে, তিনি যে জিনিসকে যে প্রকারের সৃষ্টি ও নির্মাণ করতে চান তাকে বলেন– 'এভাবে হও এবং এরকম হও' আর তেমনই সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপার তো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি 'হও,' ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪০) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫০)

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ঈসাকেও (আঃ) আল্লাহ তা'আলা كُنْ শব্দের দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯)

১১৮। এবং মূর্খেরা বলে ঃ আল্লাহ আমাদের সাথে কেন কথা বলেননা, অথবা কেন আমাদের জন্য কোন নিদর্শন উপস্থিত হয়না? এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও এদের অনুরূপ কথা বলত; তাদের সবারই অন্তর পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ; নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য

١١٨. وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ

উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি।	يُوقِنُونَ

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাফে‘ ইব্‌ন হুরাইমালা নামক একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি সত্যই আল্লাহর রাসূল হন তাহলে আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং আমাদেরকে বলেন না কেন? তাহলে স্বয়ং আমরা তাঁর কথা শুনতে পাই।’ তখন **وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ** এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৫২) আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আসলে এ আয়াতটি ছিল মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে। এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও অনুরূপ কথা বলত। তিনি বলেন যে, তারা হল ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৫৩) আরাব মুশরিকরা আগেও যে কথা বলে আসছিল তা আল্লাহর ভাষায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا جَآءَتۡهُمۡ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤۡمِنَ حَتَّىٰ نُؤۡتَىٰ مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُواْ يَمۡكُرُونَ

তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা, রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন, এই অপরাধী লোকেরা অতি সত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২৪) অন্যত্র বলেছেন ঃ

قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّي هَلۡ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولاً

বল ঃ পবিত্র আমার মহান রাব্ব! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৯৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَوۡ نَرَىٰ رَبَّنَا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাইকা/ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করিনা কেন? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

بَلۡ يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِيٍٕ مِّنۡهُمۡ أَن يُؤۡتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً

বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উম্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৫২) এ সব আয়াত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, আরাবের মুশরিকরা শুধুমাত্র অহংকার ও অবাধ্যতার বশবর্তী হয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসব জিনিস চেয়েছিল। এভাবে এ দাবীও মুশরিকদেরই ছিল। তাদের পূর্বে আহলে কিতাবও এরকম বাজে প্রার্থনা জানিয়েছিল। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَسۡـَٔلُكَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيۡهِمۡ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِۚ فَقَدۡ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكۡبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةً

আহলে কিতাব তোমার নিকট আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন গ্রন্থ নাযিল কর, উপরন্ত তারা মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও বৃহত্তর দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهۡرَةً

এবং যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৫)

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ. أَتَوَاصَوۡاْ بِهِۦ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমি তো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২-৫৩)

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 'আমি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছি যেগুলি দ্বারা রাসূলের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ঈমান আনয়নের জন্য এই নিদর্শনগুলিই যথেষ্ট। তবে যাদের অন্তরের উপর মোহর লাগানো রয়েছে তাদের জন্য কোন আয়াতই ফলদায়ক হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

১১৯। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি এবং তুমি জাহান্নামবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবেনা।	١١٩. إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ '(হে নাবী)! জাহান্নামবাসী কাফিরদের সম্বন্ধে তুমি জিজ্ঞাসিত হবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

نَّحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ.

তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৪৫)

তাওরাতে রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আসকে (রাঃ) 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তাওরাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী ও প্রশংসা কি রয়েছে?' তখন তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ! তাঁর যে গুণাবলী কুরআন মাজীদে রয়েছে, ঐগুলিই তাওরাতেও রয়েছে। তাওরাতে আছে ঃ 'হে নাবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা, ভয় প্রদর্শক এবং মুর্খদের রক্ষক করে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' (ভরসাকারী) রেখেছি। তুমি কর্কশভাষীও নও, তোমার হৃদয় কঠোরও নয়। তুমি দুশ্চরিত্রও নও। তুমি বাজারে গঞ্জে গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীও নও। তিনি মন্দের বিনিময়ে মন্দ করেননা, বরং ক্ষমা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া হতে উঠাবেননা যে পর্যন্ত তিনি বক্র ধর্মকে তাঁর দ্বারা সরল সোজা না করেন, মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করে না নেয়, অন্ধ চক্ষু খুলে না যায়, তাদের বধির কর্ণ শুনতে না থাকে এবং মরিচা ধরা অন্তর পরিষ্কার হয়ে না যায়।' (আহমাদ ২/১৭৪, ফাতহুল বারী ৪/৪০২)

১২০। এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা - তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেনা; তুমি বল ঃ আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সুপথ; এবং জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ হতে তোমার জন্য	١٢٠. وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡ ۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم

কোনই অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।	بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ
১২১। আমি তাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, এবং যে কেহ এটা অবিশ্বাস করে ফলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	١٢١. ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) সান্ত্বনা প্রদান

উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ 'হে নাবী! এ সব ইয়াহুদী ও নাসারা কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেনা। সুতরাং তুমিও তাদের পরিত্যাগ কর এবং তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির অন্বেষণে লেগে থাক। তাদের প্রতি রিসালাতের দা'ওয়াত পৌঁছে দাও। সত্য ধর্ম ওটাই যা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রদান করেছেন। ওটাকে আঁকড়ে ধর।'

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অন্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকবে এবং বিজয় লাভ করবে। অবশেষে কিয়ামাত সংঘটিত হবে।' (মুসলিম ১৯২৪, ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৫৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, 'হে নাবী! কখনও তুমি তাদের সন্তুষ্টির জন্য ও তাদের সাথে সন্ধির উদ্দেশে স্বীয় ধর্মকে দুর্বল করে দিওনা, তাদের দিকে ঝুঁকে পড়না এবং তাদেরকে মেনে নিওনা।'

এ আয়াতে ঐ সমস্ত মুসলিমদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে, কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা লাভ করার পরও তারা যেন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কোন

মতাদর্শ কিংবা পথ অনুসরণ না করে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি সামর্থ্য দান করেন। যদিও আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে তথাপি এ আদেশ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য।

'সঠিক তিলাওয়াত' এর অর্থ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, **الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِه** *আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা সঠিকভাবে বুঝার মত করে পাঠ করে।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরবৃন্দকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। উমার (রাঃ) বলেন যে, সঠিকভাবে পাঠ করার অর্থ হচ্ছে জান্নাতের বর্ণনার সময় জান্নাতের প্রার্থনা এবং জাহান্নামের বর্ণনার সময় জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, স্পষ্ট আয়াতগুলির উপর আমল করা ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনা এবং কঠিন বিষয়গুলি আলেমদের কাছে পেশ করাই হচ্ছে তিলাওয়াতের হক আদায় করা। (তাবারী ২/৫৬৭) আবূ মালিক (রহঃ) থেকে সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ১২১ নং আয়াতটিতে ঐ লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে মানে এবং তারা কিতাবের কোন অংশ পরিবর্তন করেনা। (তাবারী ২/৫৬৭) উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, তারা হল ঐ লোক যাদের সামনে যখন আল্লাহর দয়া ও করুণার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা আল্লাহর কাছে ইহা কামনা করে এবং যখন কোন শাস্তির আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। (কুরতুবী ২/৯৫)

উমারের (রাঃ) তাফসীর অনুসারে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাহমাতের বর্ণনাযুক্ত কোন আয়াত পাঠ করতেন তখন থেমে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট রাহমাত চাইতেন, আর যখন কোন শাস্তির আয়াত পাঠ করতেন তখন থেমে গিয়ে তাঁর নিকট তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (ইব্‌ন মাজাহ ৪২৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **أُوْلَـــئِكَ يُؤْمِنُونَ بِه** এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ হে মুহাম্মাদ! আহলে কিতাবের যারা তাদের প্রতি

নাযিল করা কিতাবে বিশ্বাস করে তারা তোমার প্রতি আমি যে কুরআন নাযিল করেছি তাও বিশ্বাস করবে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم

আর যদি তারা তাওরাত ও ইন্‌জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি 'আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৬) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

তুমি বলে দাও ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৮) অর্থাৎ তোমাদের অবশ্য কর্তব্য এই যে, তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনুল হাকীমের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ওগুলির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবগুলিকেই সত্য বলে বিশ্বাস করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলীর বর্ণনা, তাঁর অনুসরণের নির্দেশ এবং তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার বর্ণনা ইত্যাদি সব কিছুই ঐ সব কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে, যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭) আর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

قُلْ ءَامِنُواْ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয়, তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১০৭-১০৮) অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ. أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫২-৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّۦنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে

প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, একে অমান্যকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্যে যে কেহ ইয়াহুদীই হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, আমার কথা শোনার পরেও যদি আমার উপর ঈমান না আনে তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম ১/১৩৪)

১২২। হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি এবং আমি পৃথিবীর উপর তোমাদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি - তোমরা তা স্মরণ কর।	١٢٢. يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ
১২৩। আর তোমরা ঐ দিনের ভয় কর যেদিন একজন অন্যজন হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবেনা এবং কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা।	١٢٣. وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

এরূপ আয়াত পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র গুরুত্ব আরোপের জন্যই বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে সেই নিরক্ষর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যার গুণাবলীর বিবরণ তারা তাদের কিতাবে পেয়েছে। তাঁর নাম ও

কার্যাবলীর বর্ণনাও তাতে রয়েছে। এমনকি তাঁর উম্মাতের বর্ণনাও তাতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং তাদেরকে তা গোপন করা হতে এবং অন্যান্য নি'আমাতের কথা ভুলে যাওয়া হতে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নি'আমাতসমূহ বর্ণনা করতে বলা হচ্ছে এবং আরাবের বংশ পরম্পরায় যিনি তাদের চাচাতো ভাই হচ্ছেন, তাঁকে যে শেষ নাবী করে পাঠান হয়েছে, এজন্য তারা যেন তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না করে এবং তাঁর বিরোধিতা না করে, তাদেরকে এরই উপদেশ দেয়া হচ্ছে।

১২৪। এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। সে বলেছিল ঃ আমার বংশধরগণ হতেও। তিনি বলেছিলেন ঃ আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবেনা।	١٢٤. وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন একজন মহান নেতা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে, যিনি তাওহীদের ব্যাপারে পৃথিবীর ইমাম পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যিনি বহু কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে অটলতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে নাবী! যেসব মুশরিক ও আহলে কিতাব ইবরাহীমের ধর্মের উপর থাকার দাবী করছে তাদেরকে ইবরাহীম কর্তৃক আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঘটনাবলী শুনিয়ে দাও, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে, একমুখী ধর্ম ও ইবরাহীমের আদর্শের উপর কারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তারা নাকি তুমি ও তোমার সহচরবৃন্দ?' কুরআন মাজীদের মধ্যে এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২৩)

قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন, ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬১) কুরআনুল হাকীমের অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী এবং (তাঁর সাথের) মু'মিনগণ; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৭-৬৮) اِبْتِلَاءٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আয্মায়েশ বা পরীক্ষা।

ইবরাহীমের (আঃ) পরীক্ষা, كَلِمَاتٌ শব্দের তাফসীর এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর কৃতকার্যতার সংবাদ

كَلِمَات শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শারীয়াত' 'আদেশ' 'নিষেধ' ইত্যাদি। **كَلِمَات** শব্দের ভাবার্থ **كَلِمَات تَقْدِيْرِيَة** ও হয়। যেমন মারইয়াম (আঃ) সম্বন্ধে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ.

এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল; সে ছিল অনুগতদের একজন। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ১২) আবার **كَلِمَات** এর ভাবার্থ **كَلِمَات شَرْعِيَة** ও হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

তোমার রবের 'আদেশ' সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) এই **كَلِمَاة** গুলি হয়ত বা সত্য সংবাদ, অথবা সুবিচার সন্ধান। মোট কথা, এই বাক্যগুলি পূরা করার প্রতিদান স্বরূপ ইবরাহীম (আঃ) ইমামতির পদ লাভ করেন।

কোন্ কথাগুলি দ্বারা ইবরাহীম (আঃ) পরীক্ষিত হয়েছিলেন

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) কিভাবে পরীক্ষা করেছিলেন সেই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতেও কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন আবদুর রায্যাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) ধর্মীয় আমল (হাজ্জ) দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। (তাবারী ৩/১৩) আবূ ইসহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(তাবারী ৩/১৩) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের রাব্ব কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন' এর অর্থ হল আল্লাহ তাঁকে *তাহারাত* (পবিত্রতা, উযূ) দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। পাঁচটি শরীরের উপরের অংশের এবং পাঁচটি শরীরের নিচের অংশের। উপরের অংশগুলি হল মোচ কাটা, চুল কাটা, কুলি করা, নাকে পানি দিয়ে তা ফেলে দেয়া এবং মিসওয়াক করা। আর নিচের অংশগুলি হল নখ কাটা, নাভীর নিচের অংশের লোম কাটা, খাতনা করা, বগলের লোম তুলে ফেলা এবং শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা। (মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক ১/৫৭) ইব্‌ন আবী হাতিম বলেন যে, একই বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বি (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), আবূ জাল্‌দ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৫৯)

সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দশটি কাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক ও ধর্মের মূল ঃ (১) গোঁফ ছাঁটা, (২) শ্মশ্রু লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেয়া, (৫) নখ কাটা (৬) আঙ্গুলের মাঝখানের অংশগুলি ধৌত করা, (৭) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা, (৮) নাভির নীচের লোম কেটে ফেলা, (৯) শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা; বর্ণনাকারী বলেন ঃ 'দশমটি আমি ভুলে গেছি। (১০) সম্ভবতঃ তা কুলি করা হবে।' (মুসলিম ১/২২৩) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'পাঁচটি কাজ প্রকৃতির অন্তর্গত। (১) খাৎনা করা, (২) নাভির নীচের লোম উঠিয়ে ফেলা, (৩) গোঁফ ছোট করা, (৪) নখ কাটা এবং (৫) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা।' (ফাতহুল বারী ১০/৩৪৭, মুসলিম ১/২২২)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) كَلِمَات এর মধ্যে তাঁর স্বীয় গোত্র হতে পৃথক হওয়া, তদানীন্তন বাদশাহ্‌ হতে নির্ভয় হয়ে থাকা ও তাবলীগ করা, অতঃপর আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যে বিপদ এসেছে তাতে ধৈর্য ধারণ করা, তারপর দেশ ও ঘর-বাড়ী আল্লাহ তা'আলার পথে ছেড়ে দিয়ে হিজরাত করা, অতিথির সেবা করা, ধন সম্পদের বিপদাপদ সহ্য করা এমনকি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের জীবন ও ছেলেকে আল্লাহ তা'আলার পথে কুরবানী করা। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা ইবরাহীম (আঃ) এই সমুদয় নির্দেশই পালন করেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির দ্বারাও তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। ইমামতি, আল্লাহ

তা'আলার ঘর নির্মাণের নির্দেশ, হাজ্জের নির্দেশাবলী, মাকামে ইবরাহীম, বাইতুল্লাহয় অবস্থানকারীদের আহার্য এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ধর্মের উপর প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমেও তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করার পর এবার এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখিন করেন। আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল, আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩১)

অন্যায় দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়না

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর ইমামতির সুসংবাদ শোনা মাত্রই তাঁর সন্তানদের জন্য এই প্রার্থনা জানান এবং তা গৃহীতও হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকে অবাধ্য হবে, তাদের উপর তাঁর অঙ্গীকার পৌঁছবেনা এবং তাদেরকে ইমাম করা হবেনা। সূরা 'আনকাবূতে এ আয়াতের ভাবার্থ পরিষ্কার হয়েছে। ইবরাহীমের (আঃ) এ প্রার্থনা গৃহীত হয়। সেখানে রয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭)

ইবরাহীমের (আঃ) পরে যত রাসূল (আঃ) এসেছেন সবাই তাঁর বংশধর ছিলেন এবং যত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সবই তাঁর সন্তানদের উপরই হয়েছে। এখানে এও সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকে অত্যাচারীও হবে।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, অত্যাচারীকে ইমাম নিযুক্ত করা যাবেনা। ইব্ন খুওয়াইয মান্দাদ আল মালিকী (রহঃ) বলেন যে, অত্যাচারী ব্যক্তি খলীফা, বিচারক, মুফতী, সাক্ষী এবং বর্ণনাকারী হতে পারেনা।

১২৫। এবং যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও পুণ্যধাম	١٢٥. وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً

لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ	**করেছিলাম, এবং মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম।**

আল্লাহর ঘরের (কা'বা ঘর) মর্যাদা

ওটা প্রথম আল্লাহর ঘর ঃ **مَثَابَةً** এর ভাবার্থ হচ্ছে বার বার আগমন করা। হাজ্জ পালন করে বাড়ী ফিরে গেলেও অন্তর তার সাথে লেগেই থাকে। প্রত্যেক জায়গা হতে লোক দলে দলে এ ঘরের দিকে এসে থাকে। এটাই একত্রিত হবার স্থান, অর্থাৎ সবারই মিলন কেন্দ্র। এটি নিরাপদ জায়গা। এখানে অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন করা হয়না। অজ্ঞতার যুগেও এর আশে-পাশে লুটতরাজ হত বটে; কিন্তু এখানে নিরাপত্তা বিরাজ করত। কেহকে কেহ গালিও দিতনা। এ স্থান সদা বারাকাতময় ও মর্যাদাপূর্ণ রয়েছে। সৎ আত্মাগুলি সদা এর দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। প্রতি বছর পরিদর্শন করলেও এর প্রতি লোকের আগ্রহ থেকেই যায়। এটি ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনারই ফল। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঃ

فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ

সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৭) এখানে কেহ তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখলেও নীরব থাকে। সূরা মায়িদায় রয়েছে যে, এটি মানুষের অবস্থান স্থল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মানুষ যদি হাজ্জ করা ছেড়ে দেয় তাহলে আকাশকে পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করা হবে। এ ঘরের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করলে এর প্রথম নির্মাতা ইবরাহীমের (আঃ) কথা স্মরণ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান। তখন বলেছিলাম ঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির করনা। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৬)

মাকামে ইবরাহীম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ. فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবস্থিত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬-৯৭)

মাকামে ইবরাহীম বলতে সম্পূর্ণ বাইতুল্লাহকেও বুঝায় বা ইবরাহীমের (আঃ) বিশিষ্ট স্থানও বুঝায়। আবার হাজ্জের সমুদয় করণীয় কাজের স্থানকেও বুঝায়। যেমন আরাফাহ, মাশ'আরে হারাম, মিনা, পাথর নিক্ষেপ, সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ ইত্যাদি। মাকামে ইবরাহীম প্রকৃতপক্ষে ঐ পাথরটি যার উপরে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণ করতেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, উহা হল ঐ পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) তার মাথা ধৌত করতেন এবং তাঁর স্ত্রী পায়ে পানি ঢেলে দিতেন। (তাবারী ৩/৩৫) জাবিরের (রাঃ) একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তওয়াফ করেন তখন উমার (রাঃ) মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) দিকে ইঙ্গিত করে বলেন 'এটাই কি আমাদের পিতা ইবরাহীমের (আঃ) মাকাম?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। তিনি বলেন ঃ 'তাহলে আমরা এটাকে কিবলাহ বানিয়ে নেই না কেন?' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উমারের (রাঃ) প্রশ্নের অল্প দিন পরেই এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, মাক্কা বিজয়ের দিন মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাই কি মাকামে ইবরাহীম? তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ' এটাই।' উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কি একে সালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করব? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযলি করেন ঃ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭০)

সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ 'তিনটি বিষয়ে আমি আমার রবের আনুকূল্য পেয়েছি, অথবা বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমার রাব্ব আমার আনুকূল্য করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ যা চেয়েছিলেন তাই তার (উমার (রাঃ) মুখ দিয়ে বের হয়েছিল। উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান করে নিতাম! তখন এই আয়াতটি (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫) অবতীর্ণ হয়। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সৎ ও অসৎ সবাই আপনার নিকট এসে থাকে, সুতরাং আপনি যদি মু'মিনদের জননীগণকে [নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীগণকে] পর্দার নির্দেশ দিতেন! তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। যখন আমি অবগত হই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোনও কোনও স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমি তখন তাঁদের নিকট গিয়ে বলি– যদি আপনারা বিরত না হন [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ দেয়া হতে] তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন। তখন মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পনকারিণী। (সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৫)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ কালো পাথরে চুমু দেয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের চারিদিকে তিনবার দ্রুত প্রদক্ষিণ করেন এবং চারবার আস্তে ধীরে প্রদক্ষিণ করেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে গিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করেন। (তাবারী ৩/৩৬) এটি একটি দীর্ঘ হাদীস যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ২/৯২০) অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম কা'বা ঘরের চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং মাকামা ইবরাহীমের পিছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। (ফাতহুল বারী ৩/৫৮৬)

এ হাদীসসমূহ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মাকামে ইবরাহীমের ভাবার্থ ঐ পাথরটি যার উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণ করতেন। ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর এনে দিতেন এবং তিনি কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে যেতেন।

যেখানে প্রাচীর উঁচু করার প্রয়োজন হত সেখানে পাথরটি সরিয়ে নিয়ে যেতেন। এভাবে কা'বার প্রাচীর গাঁথার কাজ সমাপ্ত করেন। এর পূর্ণ বিবরণ ইনশাআল্লাহ ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনায় আসবে। ঐ পাথরে ইবরাহীমের (আঃ) পদদ্বয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছিল। আরাবের অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তা জানত। আবূ তালিব তাঁর প্রশংসামূলক কবিতায় বলেছিলেন ঃ

'ঐ পাথরের উপর ইবরাহীমের (আঃ) পদদ্বয়ের চিহ্ন নতুন হয়ে রয়েছে, পদদ্বয় জুতাশূন্য ছিল।'

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি মাকামে ইবরাহীমের উপর ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) পায়ের আঙ্গুল ও পায়ের পাতার চিহ্ন দেখেছিলাম। অতঃপর জনগণের স্পর্শের কারণে তা মুছে গেছে।'

এই মাকামে ইবরাহীম পূর্বে কা'বার প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কা'বার দরজার দিকে 'হাজরে আসওয়াদ'এর পাশে দরজা দিয়ে যেতে ডান দিকে একটি স্থায়ী জায়গায় বিদ্যমান ছিল যা আজও লোকের জানা আছে। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) হয়তবা ওটাকে এখানেই রেখেছিলেন কিংবা বাইতুল্লাহ বানানো অবস্থায় শেষ অংশ হয়ত এটাই নির্মাণ করে থাকবেন এবং পাথরটি এখানেই থেকে গেছে। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের যুগে ওটিকে পিছনে সরিয়ে দেন। উমার (রাঃ) হলেন ঐ দুই ব্যক্তির একজন যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ আমার মৃত্যুর পর তোমরা দুই ব্যক্তির অনুসরণ করবে। তারা হল আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ)। (তিরমিযী ৫৬৯)

উমার (রাঃ) হলেন ঐ ব্যক্তি যার ইচ্ছার প্রতিফলন হিসাবে কুরআনে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে উমারের (রাঃ) এ কাজকে কোন সাহাবীই বাধা প্রদান করেননি।

আবদুর রায্যাক (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে এবং তিনি 'আতা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) মাকামে ইবরাহীমকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে আসেন। আবদুর রায্যাক (রহঃ) আরও বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ উমার (রাঃ) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মাকামে ইবরাহীমকে পিছনে সরিয়ে নেন, তা এখন যেখানে অবস্থিত আছে সেখানে। হাফিয আবূ বাকর (রহঃ), আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন আল বাইহাকী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবূ

বাকরের (রাঃ) সময়ে মাকামে ইবরাহীম ছিল কা'বার ডান দিকে। উমার (রাঃ) তার খিলাফাত আমলে বর্তমান জায়গায় তা স্থানান্তরিত করেন। এ হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা সহীহ।

এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রেখ।	وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ
১২৬। যখন ইবরাহীম বলল ঃ হে আমার রাব্ব! এ স্থানকে আপনি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে উপজীবিকার জন্য ফল-শষ্য প্রদান করুন। (আল্লাহ) বলেন ঃ যারা কুফরী করে তাদেরকে আমি অল্প কিছু দিন জীবনোপভোগ করতে দিব, অতঃপর তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, ঐ গন্তব্য স্থান নিকৃষ্টতম।	١٢٦. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
১২৭। যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বার ভিত্তি	١٢٧. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ

ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ	স্থাপন করল (তখন বলল) হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পক্ষ হতে এটি গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।
١٢٨. رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسۡلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ	১২৮। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত এক দল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হাজ্জের আহকাম বলে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।

আল্লাহর ঘর পরিস্কার রাখার নির্দেশ

এখানে **عَهْدٌ** এর অর্থ হচ্ছে নির্দেশ। অর্থাৎ 'আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছি।' 'পবিত্র রেখ' অর্থাৎ কা'বা ঘরকে ময়লা এবং জঘন্য জিনিস হতে পবিত্র রেখ। **عَهْدٌ** এর **تَعْدِيَة** যদি **اِلَى** দ্বারা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে 'আমি ওয়াহী অবতীর্ণ করেছি এবং প্রথমেই বলে দিয়েছি যে, তোমরা উভয়ে 'বাইতুল্লাহকে মূর্তী/প্রতিমা থেকে পবিত্র রাখবে, সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত হতে দিবেনা, বাজে কাজ, অপ্রয়োজনীয় ও মিথ্যা কথা, শির্ক, কুফরী, হাসি-রহস্য ইত্যাদি হতে ওকে রক্ষা করবে।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, 'বাইতুল্লাহ' তো খাস করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছে। ওর মধ্যে অন্যদের পূজা করা এবং খাঁটি আল্লাহর ইবাদাতকারীদেরকে ঐ ঘরে ইবাদাত করা হতে বিরত রাখা সরাসরি

অন্যায় ও অবিচারপূর্ণ কাজ। এ জন্যই কুরআন মাজীদে অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘এরূপ অত্যাচারীদেরকে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।’ এভাবে মুশরিকদের দাবীকে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করার সাথে সাথে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দাবীও খণ্ডন করা হয়ে গেল। কুরআন মাজীদের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ

সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৬)

মাসজিদকে পবিত্র রাখা এবং অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা থেকে পরিস্কার রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘মাসজিদ এ জন্যই তৈরী করা হয়, যে কারণে ইহা তৈরী করতে (ইবাদাতের জন্য) বলা হয়েছে।’ (মুসলিম ১/৩৯৭)

মাক্কা হল পবিত্রতম স্থান

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর আত-তাবারী (রহঃ) বলেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘ইবরাহীম (আঃ) মাক্কাকে হারাম বানিয়েছিলেন। আমি মাদীনাকে হারাম করলাম। এর শিকার খাওয়া হবেনা, এখানকার বৃক্ষ কর্তন করা হবেনা, এখানে অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন করা নিষেধ।’ (তাবারী ৩/৪৭, মুসলিম ২/৯৯২, নাসাঈ ৩/৪৮৭)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ

‘যখন হতে আল্লাহ তা‘আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেন তখন থেকেই এই শহরকে মর্যাদাপূর্ণরূপে বানিয়েছেন। এখন কিয়ামাত পর্যন্ত এর মর্যাদা অক্ষুণ্নই থাকবে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ কারও জন্য বৈধ নয়। আমার জন্যও শুধুমাত্র আজকের দিনে কিছুক্ষণের জন্য বৈধ ছিল। এর অবৈধতা রয়েই গেল। জেনে রেখ, এর কাঁটা কাটা যাবেনা, এর শিকার তাড়া করা যাবেনা, এখানে কারও পতিত হারানো জিনিস উঠিয়ে নেয়া যাবেনা, কিন্তু যে ওটা (মালিকের নিকট)

পৌঁছে দিবে তার জন্য জায়িয। এর ঘাস কেটে নেয়া হবেনা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি এ হাদীসটি খুৎবায় বর্ণনা করেছিলেন এবং আব্বাসের (রাঃ) প্রশ্নের কারণে তিনি 'ইয্খার' নামক ঘাস কাটার অনুমতি দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬)

আমর ইব্ন সাঈদ (রাঃ) যখন মাক্কার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন সেই সময় ইব্ন শুরাইহ্ আদভী (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ "হে আমীর! মাক্কা বিজয়ের দিন অতি প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে খুৎবা দেন তা আমি নিজ কানে শুনেছি, মনে রেখেছি এবং সেই সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বচক্ষে দেখেছি, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর তিনি বলেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলাই মাক্কাকে হারাম করেছেন, মানুষ করেনি। কোন মু'মিনের জন্য এখানে রক্ত প্রবাহিত করা এবং বৃক্ষাদি কেটে নেয়া বৈধ নয়। যদি কেহ আমার এই যুদ্ধকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে চায় তাহলে তাকে বলবে যে, আমার জন্য শুধুমাত্র আজকের দিন এই মুহুর্তের জন্যই যুদ্ধ বৈধ ছিল। অতঃপর পুনরায় এ শহরের মর্যাদা ফিরে এসেছে যেমন কাল ছিল। সাবধান! তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছ, তাদের নিকট অবশ্যই এ সংবাদ পৌঁছে দিবে যারা আজ এ জনসমাবেশে নেই।' কিন্তু আমার এ হাদীসটি শুনে তিনি পরিষ্কারভাবে উত্তর দেন ঃ 'আমি তোমার চেয়ে এ হাদীসটি বেশি জানি। 'মাক্কাতুল হারাম' অবাধ্য রক্ত পিপাসুকে এবং ধ্বংসকারীকে রক্ষা করেনা।" (ফাতহুল বারী ৪/৫০, মুসলিম ২/৯৮৭) কেহ যেন এ দু'টি হাদীসকে পরস্পর বিরোধী মনে না করেন। এ দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য এভাবে হবে যে, মাক্কা প্রথম দিন হতেই মর্যাদাপূর্ণ তো ছিলই, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) মাধ্যমে এর (মাক্কার) সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রচার করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তখন হতেই রাসূল ছিলেন যখন আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার জন্য খামির প্রস্তুত হয়েছিল; বরং সেই সময় হতেই তাঁর নাম শেষ নাবী রূপে লিখিত ছিল। কিন্তু তথাপিও ইবরাহীম (আঃ) তাঁর নাবুওয়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ

হে আমাদের রাব্ব! তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৯) এ প্রার্থনা আল্লাহ কবূল করেন এবং তাকদীরে লিখিত ঐ কথা প্রকাশিত হয়। একটি হাদীসে রয়েছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'আপনার নাবুওয়াতের সূত্রের কথা কিছু আলোচনা করুন।' তখন তিনি বলেন ঃ

'আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা, আমার সম্বন্ধে ঈসার (আঃ) সুসংবাদ দান এবং আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, তার মধ্য হতে যেন একটি আলো বেরিয়ে সিরিয়ার প্রাসাদগুলিকে আলোকিত করে দিল এবং তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকল।' (আহমাদ ৫/২৬২)

ইবরাহীম (আঃ) মাক্কাকে নিরাপত্তা ও উত্তম রিয্কের শহরের জন্য দু'আ করেছিলেন

ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছেন ঃ

رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا

হে আমার রাব্ব! এ স্থানকে আপনি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৬) অর্থাৎ এখানে অবস্থানকারীদেরকে ভীতিশূন্য রাখুন। আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنۡ حَوۡلِهِمۡ

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারাম নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭) এ প্রকারের আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, মাক্কায় যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম। যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'মাক্কায় অস্ত্র-শস্ত্র বহন করাও কারও জন্য বৈধ নয়।' (মুসলিম ২/৯৮৯) তাঁর এ প্রার্থনা কা'বা ঘর নির্মাণের পূর্বে ছিল। এ জন্যই বলেন ঃ

وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنًا

হে আমার রাব্ব! এই শহরকে নিরাপদ করুন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৫) সূরা ইবরাহীমে এ প্রার্থনাই এভাবে রয়েছে ঃ رَبِّ اجْعَلْ هَـــذَا بَلَدًا آمِنًا (সূরা

বাকারাহ, ২ ঃ ১২৬) সম্ভবতঃ এটি দ্বিতীয় বারের প্রার্থনা ছিল, যখন বাইতুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয় ও মাক্কা শহর হয়ে যায় এবং ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ইসমাঈলের (আঃ) চেয়ে তের বছরের ছোট ছিলেন। এ জন্যই এ প্রার্থনার শেষে তাঁর জন্ম লাভের জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দু'আর শেষে বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন; আমার রাব্ব অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৯)

ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর সন্তানদের জন্য ইমামতির প্রার্থনা জানালেন এবং অত্যাচারীদের বঞ্চিত হওয়ার ঘোষণা শুনলেন ও বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পরে আগমনকারীদের মধ্যে অনেকে অবাধ্যও হবে।

তখন তিনি ভয়ে শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্যই আহার্যের প্রার্থনা জানালেন ঃ **وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ** কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, **قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ** তিনি ইহলৌকিক সুখ সম্ভোগ কাফিরদেরকেও দিবেন। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلاًّ نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ২০) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

তুমি বল ঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আয়েশ আরাম মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) অন্যস্থানে বলেন ঃ

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

কেহ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৩-২৪) অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ. وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি যাতে তারা আরোহণ করে। এবং তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার রবের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ। (৪৩ ঃ ৩৩-৩৫) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

অতঃপর তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, ঐ গন্তব্য স্থান নিকৃষ্টতম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৬) এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা

তাদেরকে দেখছেন এবং অবকাশ দিচ্ছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৮) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে ঃ

'কষ্টদায়ক কথা শুনে আল্লাহ অপেক্ষা বেশি ধৈর্য ধারণকারী আর কেহই নেই। তারা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে আহার্যও দিচ্ছেন এবং নিরাপত্তাও দান করেছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৬০) অন্য সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে ঢিল দেন, অতঃপর হঠাৎ তাদেরকে ধরে ফেলেন এবং আর কখনো রেহাই দেননা। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

এরূপই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২)

কা'বা ঘর তৈরী এবং ইবরাহীমের (আঃ) আন্তরিক প্রার্থনা

ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) শুভ কাজ শুরু করেন এবং তা গৃহীত হয় কি না এ ভয়ও তাঁদের রয়েছে। এ জন্যই তাঁরা মহান আল্লাহর নিকট এটি কবূল করার প্রার্থনা জানাচ্ছেন ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ অহাব ইব্ন ওয়ার্দ (রহঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে খুব ক্রন্দন করতেন এবং বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বন্ধু এবং নাবী ইবরাহীম (আঃ)! আল্লাহর কাজ তাঁর হুকুমেই করেছেন, তাঁর হুকুমেই তাঁর ঘর নির্মাণ করছেন, তথাপি ভয় করছেন যে, না জানি আল্লাহর নিকট এটি না মঞ্জুর হয়।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৮৪) মহান আল্লাহ মু'মিনদের অবস্থা এরকমই বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ يُؤۡتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمۡ وَجِلَةٌ

এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৬০) সহীহ হাদীসে রয়েছে, যা আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, অতি সত্বরই তা যথা স্থানে আসছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর মাকে সাথে নিয়ে চলতে চলতে ইবরাহীম (আঃ) এমন এক জায়গায় একটি গাছের কাছে পৌঁছেন যে গাছের নিচে অবস্থিত ছিল যমযম কূপ এবং উপরের দিকে ছিল কা'বা ঘরের অবস্থান। তখন ইসমাঈল (আঃ) এতই ছোট ছিলেন যে, তাঁকে তাঁর মা'কেই দেখাশোনা করতে হত। মাক্কায় তখন কোন জনবসতি ছিলনা এবং পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিলনা। একটি ব্যাগে সামান্য কিছু খেজুর এবং একটি পানির পাত্রে সামান্য পরিমান পানিসহ ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে সেখানে রেখে চলে আসেন। ইবরাহীম (আঃ) যখন চলে আসছিলেন তখন ইসমাঈলের (আঃ) মা তাঁর পিছু পিছু আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে এই বিরানভূমিতে কার কাছে রেখে চলে যাচ্ছেন, যেখানে কোন লোকবসতি নেই? তিনি এ প্রশ্নটি বার বারই করছিলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) কোন উত্তরই দিচ্ছিলেননা। ইসমাঈলের (আঃ) মা তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ করতে বলেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে এতে আমি খুশি, কারণ আল্লাহ আমাদেরকে ত্যাগ করবেননা। এরপর ইবরাহীম (আঃ) ওখান থেকে চলে আসেন। কিছু দূর পথ অতিক্রম করার পর যখন তাদেরকে আর দেখা যাচ্ছিলনা তখন 'সানাইয়াহ' নামক স্থানে পৌঁছে কা'বার দিকে ফিরে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন ঃ

رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ

হে আমাদের রাব্ব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৭)

ইসমাঈলের (আঃ) মা অতঃপর শিশু ইসমাঈলের (আঃ) কাছে ফিরে আসেন, পানি পান করেন এবং ছেলের পরিচর্যা করতে থাকেন। এক সময় তাদের সাথে থাকা পানি ফুরিয়ে যায় এবং তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। মা তার ছেলের দিকে তাকিয়ে তাঁর তৃষ্ণার কথা বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁকে রেখে একটু দূরে সরে গেলেন। কারণ তিনি ছেলের তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করতে পারছিলেননা। তিনি

যেখানে অবস্থান করছিলেন তার কাছেই একটি পাহাড় দেখতে পেলেন যার নাম ছিল 'সাফা'। তিনি ওর উপর আরোহন করলেন এবং কেহকে দেখতে পাওয়ার আশায় এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। কিন্তু সব আশা বৃথা! অতঃপর তিনি ঐ পাহাড় থেকে নেমে, কাপড় উঁচিয়ে যেমনটি কোন লোক পরিশ্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌঁড়ায়, তেমনি দৌঁড়ে গিয়ে 'মারওয়া' পাহাড়ে আরোহন করেন। ওখানেও কেহকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেন। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌঁড়ালেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এ জন্যই হাজ্জ কিংবা উমরাহ করার সময় লোকদেরকে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌঁড়াতে হয়।

যখন ইসমাঈলের (আঃ) মা মারওয়া পৌঁছেন তখন তিনি যেন কারও আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি নিজে নিজে হিস্‌স ধ্বনি করলেন। তিনি আবার আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করলেন এবং পুনরায় শব্দ শোনার পর বললেন ঃ আমি আপনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, আপনার কাছে কি কোন খাদ্য আছে? তিনি দেখতে পেলেন যে, যে স্থানটিতে বর্তমান যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে মালাইকা/ফেরেস্তা তার পায়ের গোড়ালি দ্বারা (অথবা পাখা দ্বারা) মাটি খুঁড়ছেন এবং ঐ স্থান থেকে ফোয়ারা হয়ে পানি বের হয়ে আসছে। ইসমাঈলের (আঃ) মা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তিনিও মাটি খুঁড়ে তার দুই হাত দিয়ে পানি রাখার পাত্রে পানি ভর্তি করতে শুরু করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইসমাঈলের (আঃ) মায়ের প্রতি আল্লাহ রাহম করুন! তিনি যদি পানি-প্রবাহ বন্ধ করার জন্য কূপের চারিদিকে বাঁধ না দিতেন তাহলে যমযমের পানি-প্রবাহে সমস্ত পৃথিবী সায়লাব হয়ে যেত। ইসমাঈলের (আঃ) মা পেট ভরে যমযমের পানি পান করেন এবং এতে তার বুকের দুধও বৃদ্ধি পেল যা পান করে তার ছেলেও তৃষ্ণা মেটালেন। মালাক/ফেরেস্তা তাকে বললেন ঃ আপনি ভয় পাবেননা, এই বালক এবং তাঁর পিতা উভয়ে মিলে এখানে আল্লাহর ঘর তৈরী করবেন। আল্লাহর নাম স্মরণকারীকে আল্লাহ কখনো পরিত্যাগ করেননা। ঐ সময় ঘরের উচ্চতা ছিল সমতল ভূমির সমান। পানির প্রবাহ এর ডান ও বাম দিকের উচ্চতা পর্যন্ত উঠত।

জনহীন উপত্যকায় 'জারহাম' গোত্রের আগমন

কিছুদিন পর ঘটনাক্রমে 'জারহাম' গোত্রের লোক 'কিদার' পথে যাচ্ছিল। তারা কা'বা ঘরের নিম্নাংশে অবতরণ করে। কিছু পানিচর পাখির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'এটি পানির পাখি এবং

এখানে পানি ছিলনা আমরা কয়েকবার এখান দিয়ে যাতায়াত করেছি। এটাতো শুষ্ক জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর। এখানে পানি এলো কোথা থেকে?' প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য তারা লোক পাঠিয়ে দেয়। তারা ফিরে এসে সংবাদ দেয় যে, সেখানে বহু পানি রয়েছে। তখন তারা সবাই চলে আসে এবং ইসমাঈলের (আঃ) মায়ের নিকট আরয করে ঃ 'আপনি অনুমতি দিলে আমরাও এখানে অবস্থান করি। এটা পানির জায়গা।' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনারা স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করুন। কিন্তু পানির উপর অধিকার আমারই থাকবে।' তারা তার প্রস্তাবে রাযী হলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমাঈলের (আঃ) মা তখন চাচ্ছিলেন যে, সেখানে লোক-বসতি গড়ে উঠুক যাতে তাদের সাথে নিয়ে একত্রে বাস করা যায়। এভাবে ঐ লোকজন বসবাস করতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে তাদের আত্মীয় স্বজনও তাদের সাথে এসে যোগ দিতে থাকে। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) বড় হয়ে যৌবন প্রাপ্ত হন এবং তাদের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। তাদের কাছ থেকে তিনি আরাবী ভাষা শিখেন এবং তারাও ইসমাঈলের (আঃ) কথা মেনে চলতেন। ওখানেই ইসমাঈলের (আঃ) মা ইন্তেকাল করেন।

প্রিয় পুত্রের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ

এক সময় ইবরাহীমের (আঃ) মনে তাঁর পোষ্যদের দেখার ইচ্ছা জাগে এবং মাক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। তিনি যখন মাক্কা পৌঁছেন তখন তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আঃ) বাড়ীতে ছিলেননা। তিনি তাঁর পুত্রবধুকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'সে কোথায় রয়েছে?' উত্তর আসে ঃ 'তিনি পানাহারের খোঁজে বেরিয়েছেন। অর্থাৎ শিকারে গেছেন।' তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের অবস্থা কি?' সে বলে ঃ 'অবস্থা খারাপ, বড়ই দারিদ্রতা ও সংকীর্ণতার মধ্যে দিন যাপন করছি।' তিনি বলেন ঃ 'তোমার স্বামী বাড়ী এলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে যে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।' ইসমাঈল (আঃ) ফিরে এসে যেন কোন মানুষের আগমনের ইঙ্গিত পান। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে কোন লোকের আগমন ঘটেছিল কি?' স্ত্রী বলে ঃ 'হ্যাঁ, এরূপ এরূপ আকৃতির একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, তিনি শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছেন। তার পরে জিজ্ঞেস করেন, 'দিন যাপন কিভাবে হচ্ছে?' আমি বলি যে, আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও কঠিন অবস্থায় দিন যাপন করছি।' ইসমাঈল (আঃ) বলেন ঃ 'আমাকে কিছু বলতে বলেছেন কি?' স্ত্রী বলে ঃ 'হ্যাঁ, তিনি বলেছেন, যখন তোমার স্বামী আসবে তখন তাকে বলবে, সে

যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।' ইসমাঈল (আঃ) তখন বললেন ঃ 'হে আমার সহধর্মিনী! জেনে রেখ যে, উনি আমার পিতা। তিনি যা বলে গেছেন তার ভাবার্থ এই যে, (যেহেতু তুমি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ) আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। যাও, আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' তাকে তালাক দিয়ে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের চেষ্টা

কিছুদিন পর ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে পুনরায় এখানে আসেন। ঘটনাক্রমে এবারও ইসমাঈলের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, তিনি তাদের জন্য আহার্যের অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। পুত্রবধূ বলে ঃ 'আপনি বসুন যা কিছু হাযির রয়েছে তাই আহার করুন।' তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'বলতো! তোমাদের দিন যাপন কিভাবে হচ্ছে এবং তোমাদের অবস্থা কিরূপ?' উত্তর আসে ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ! আমরা ভালই আছি এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সুখে-স্বচ্ছন্দে আমাদের দিন যাপন হচ্ছে। এ জন্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের আহার্য কি?' উত্তর আসে ঃ 'গোশত।' জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমরা পান কর কি?' উত্তর হয় ঃ 'পানি।' তিনি প্রার্থনা করেন, 'হে প্রভু! আপনি তাদের গোশ্ত ও পানিতে বারাকাত দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যদি শস্য তাদের নিকট থাকত এবং তারা এটা বলত তাহলে ইবরাহীম (আঃ) তাদের জন্য শস্যেরও বারাকাত চাইতেন। এখন এই প্রার্থনার বারাকাতে মাক্কাবাসী শুধুমাত্র গোশত ও পানির উপরেই দিন যাপন করতে পারে, অন্য লোক পারেনা।' ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তোমার স্বামীকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে যে, সে যেন তার চৌকাঠ ঠিক রাখে।' এর পরে ইসমাঈল (আঃ) এসে সমস্ত সংবাদ অবগত হন। তিনি বলেন ঃ 'তিনি ছিলেন আমার সম্মানিত পিতা। আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, আমি যেন তোমাকে পৃথক না করি।

কা'বা ঘর নির্মাণ

আবার কিছু দিন পর ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি লাভ করে এখানে আসেন। ইসমাঈল (আঃ) যম্‌যম্ কূপের পাশে একটি পাহাড়ের উপর তীর সোজা করছিলেন। এমতাবস্থায় ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইসমাঈল (আঃ) পিতাকে দেখা মাত্রই তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পিতা-পুত্রের

মিলন হলে ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ ‘হে ইসমাঈল! আমার প্রতি আল্লাহ তা‘আলার একটি নির্দেশ হয়েছে।’ তিনি বলেন ঃ ‘যে নির্দেশ হয়েছে তা পালন করুন বাবা।’ তিনি বলেন ঃ ‘হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমাকেও আমার সাথে থাকতে হবে।’ তিনি আরয করেন ঃ ‘আমি হাযির আছি বাবা!’ তিনি বলেন ঃ ‘এ স্থানে আল্লাহ তা‘আলার একটি ঘর নির্মাণ করতে হবে।’ তিনি বলেন ঃ ‘খুব ভাল কথা, বাবা!, এরপর পিতা ও পুত্র মিলে বাইতুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং উঁচু করতে আরম্ভ করেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর এনে দিতেন এবং ইবরাহীম (আঃ) তা দিয়ে দেয়াল গাঁথতে থাকেন। দেয়াল কিছুটা উঁচু হলে ইসমাঈল (আঃ) এই পাথরটি (অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি) নিয়ে আসেন। ঐ উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা’বা ঘরের পাথর গাঁথতেন এবং পিতা-পুত্র উভয়ে এই দু‘আ করতেন ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ হে রাব্ব! আপনি আমাদের এই খিদমাত কবূল করুন, আপনি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। (ফাতহুল বারী ৬/৪৫৬)

কা’বা ঘর নতুন করে নির্মাণ

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) তার গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশরা নতুনভাবে কা’বা ঘর নির্মাণ করেছিল। এই নির্মাণ কাজে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অংশ নিয়েছিলেন। যখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর, সেই সময় কুরাইশরা কা’বা ঘরকে নতুনভাবে নির্মাণ করার ইচ্ছা করে। কারণ ছিল এই যে, এর দেয়াল ছিল খুব ছোট এবং ছাদও ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ, বাইতুল্লাহর ধনাগার চুরি হয়ে গিয়েছিল, যা ঐ ঘরের মধ্যে একটি গভীর গর্তে রক্ষিত ছিল। এই চোরাই মাল ‘খাযায়েমা’ গোত্রীয় বানী মালীহ্ ইব্‌ন আমরের ক্রীতদাস ‘দুয়ায়েক’ নামক ব্যক্তির নিকট পাওয়া গিয়েছিল। যা হোক, এই চুরির অপরাধে দুয়ায়েকের হাত কেটে দেয়া হয়। কিছু লোক দাবী করেন যে, যারা ঐ ধনভান্ডার চুরি করেছিল তারা তা ‘দুয়ায়েক’ এর কাছে রেখে গিয়েছিল।

তাছাড়া এই ঘর নির্মাণের ব্যাপারে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিরাট সুযোগ লাভ করেছিল। তা এই যে, রোম রাজ্যের বণিকদের একটি নৌকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জিদ্দায় এসে নোঙ্গর করে। ঐ নৌকায় বহু মূল্যবান কাঠ বোঝাই করা ছিল। এই কাঠগুলি কা’বা ঘরের ছাদের কাজে লাগতে পারে

এই চিন্তা করে কুরাইশরা ঐ কাঠগুলি কিনে নেয় এবং কিবতী গোত্রের একজন ছুতারকে কা'বার ছাদ নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আয়িশা! যদি তোমার সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার যুগ নিকটে না হত তাহলে আমি অবশ্যই কা'বার ধনাগারকে আল্লাহর পথে দান করে দিতাম, দরজাকে ভূমির সাথে লাগিয়ে দিতাম এবং 'হাতীম'কে বাইতুল্লাহর মধ্যে ভরে দিতাম।'

কা'বা ঘর নির্মাণের প্রস্তুতি চলছিল বটে, কিন্তু বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে দিতে তারা ভয় পাচ্ছিল। সর্বপ্রথম ইব্‌ন অহাব নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কা'বা ঘরের একটি পাথর নামিয়ে নেয়, কিন্ত পাথরটি তার হাত হতে উড়ে গিয়ে পুনরায় স্বস্থানে বসে যায়। সে সমস্ত কুরাইশকে সম্বোধন করে বলে ঃ 'শুনে রেখ! আল্লাহর ঘর নির্মাণ কাজে সবাই যেন নিজ নিজ উত্তম ও পবিত্র মালই খরচ করে। এতে ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত সম্পদ, সুদের টাকা এবং অত্যাচারের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ কাজে লাগানো যাবেনা।' ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এ পরামর্শ দিয়েছিল ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযুম নামক ব্যক্তি। (ইব্‌ন হিশাম ১/২০৪) ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এও উল্লেখ করেন যে, কুরাইশরা কা'বা ঘরকে পুনরায় নির্মাণ করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল, তাদের এক এক গোত্র কা'বা ঘরের এক এক অংশ নির্মাণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হল।

এরপর বাইতুল্লাহ নির্মাণের জন্য এর বিভিন্ন অংশ গোত্রসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় ঠিকই, কিন্তু কা'বা ঘর ভাঙ্গার জন্য প্রথমে আঘাত করতে কেহই সাহস করছিলনা। অবশেষে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা বলে ঃ 'আমিই আরম্ভ করছি।' এ বলে সে কোদাল নিয়ে উপরে উঠে যায় এবং বলে 'হে আল্লাহ! আপনি খুবই ভাল জানেন যে, আমাদের ইচ্ছা খারাপ নয়, আমরা আপনার ঘর ধ্বংস করতে চাইনা, বরং ওটিকে উন্নত করার চিন্তায়ই আছি।' এ কথা বলে সে দু'টি স্তম্ভের দু'ধারের কিছু অংশ ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর কুরাইশরা বলে ঃ 'আপাততঃ এ কাজ রেখে দাও, রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করি। যদি এ ব্যক্তির উপর কোন শাস্তি নেমে আসে তাহলে তো এ পাথর ঐ স্থানেই রেখে দেয়া হবে এবং আমাদেরকে একাজ হতে বিরত থাকতে হবে। আর যদি কোন শাস্তি না আসে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, এটা ভেঙ্গে দেয়া আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ নয়। সুতরাং আগামীকাল আমরা সবাই মিলে এ কাজ শুরু করব।' অতঃপর সকাল হয় এবং সবদিক দিয়েই মঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। তখন সবাই এসে বাইতুল্লাহর পূর্ব ইমারত ভেঙ্গে দেয়।' অবশেষে তারা পূর্ব ভিত্তি অর্থাৎ ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি পর্যন্ত

পৌঁছে যায়। এখানে সবুজ বর্ণের পাথর ছিল এবং যেন একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ ছিল। একটি লোক দু'টি পাথরকে পৃথক করার উদ্দেশে ওতে এত জোরে কোদাল চালায় যে, ওটি আন্দোলিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মাক্কা ভূমি আন্দোলিত হয়ে উঠে। তখন জনগণ বুঝতে পারে যে, পাথরগুলিকে পৃথক করে ওর স্থানে অন্য পাথর লাগানো আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত নয়। কাজেই ওটা তাদের শক্তির বাইরের কাজ। সুতরাং তারা ঐ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ঐ পাথরগুলিকে ঐভাবেই রেখে দেয়। (ইব্ন হিসাম ১/২০৭)

কালো পাথর স্থাপন করা নিয়ে বিরোধ

অবশেষে তারা 'হাজরে আসওয়াদ' রাখার স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখন প্রত্যেক গোত্রই এই মর্যাদায় অংশ নিতে চায়। সুতরাং তারা পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করতে থাকে, এমনকি যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। 'বানু আবদুদ্দার' এবং 'বানু আদী' রক্তপূর্ণ একটি পাত্রে হাত ডুবিয়ে শপথ করে বলে ঃ 'আমরা সবাই মারা যাব এটাও ভাল, তথাপি 'হাজরে আসওয়াদ' কেহকেও রাখতে দিবনা।' এভাবেই চার পাঁচ দিন কেটে যায়। অতঃপর কুরাইশরা পরস্পর পরামর্শের জন্য মাসজিদে একত্রিত হয়। আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা ছিল কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। সে সকলকে সম্বোধন করে বলে, 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা কোন একজনকে সালিশ নির্বাচিত কর এবং সে যা ফয়সালা করে তাই মেনে নাও। সালিশ নির্বাচনের ব্যাপারেও মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, সুতরাং তোমরা এক কাজ কর। আগামীকাল ফাজরে সর্বপ্রথম যে মাসজিদুল কা'বায় প্রবেশ করবে সেই আমাদের সালিশদার নির্বাচিত হবে।' এ প্রস্তাব সবাই সমর্থন করে। সর্বপ্রথম কে প্রবেশ করে এটি দেখার জন্য সবাই অপেক্ষমান থাকে।

পরদিন সর্বপ্রথম যিনি মাসজিদুল কা'বায় আগমন করেন তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখা মাত্রই এসব লোক খুশি হয়ে যায় এবং বলে ঃ 'তাঁর মধ্যস্থতা আমরা মেনে নিতে রাযী আছি। ইনি তো আমীন! ইনি তো মুহাম্মাদ! অতঃপর তারা সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। তিনি বলেন ঃ 'আপনারা একটি বড় ও মোটা চাদর নিয়ে আসুন।' তারা তা নিয়ে আসে। তিনি 'হাজরে আসওয়াদ' উঠিয়ে এনে স্বহস্তে ঐ চাদরে রেখে দেন এবং বলেন ঃ 'প্রত্যেক গোত্রের নেতা এসে এই চাদরের কোণা ধরুন এবং এভাবেই আপনারা সবাই 'হাজরে আসওয়াদ' উঠানোর কাজে শরীক হয়ে যান।' এ কথা শুনে সমস্ত লোক আনন্দ প্রকাশ করে এবং সমস্ত গোত্রপ্রধানরা চাদরটি উত্তোলন করে। যখন ওটা রাখার স্থানে পৌঁছে

তখন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটি স্বহস্তে উঠিয়ে নিয়ে ওর স্থানে রেখে দেন। এভাবে সেই ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ নিমিষেই মিটে যায়। আর এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তাঁর ঘরে ঐ বারাকাতময় পাথরটি স্থাপন করিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওয়াহী আসার পূর্বে কুরাইশরা তাঁকে 'আমীন' বলত। এরপর উপরের অংশ নির্মিত হয়। এভাবে মহান আল্লাহর ঘরের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়।

রাসূলের (সাঃ) ইচ্ছা অনুযায়ী যুবাইর (রাঃ) কা'বা ঘর পুর্ননির্মাণ করেন

ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কা'বা ঘর আঠারো হাত লম্বা ছিল। ইয়ামান দেশীয় 'কবা' পর্দা তার উপর চড়ান হত। পরে ওটির উপর চাদর আবৃত করা হয়। সর্বপ্রথম হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ তার উপর রেশমী পর্দা দ্বারা আবৃত করে। (ইব্ন হিশাম ১/২১১) কা'বা ঘরের ইমারত একই থাকে। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) খিলাফতের প্রাথমিক যুগে ষাট বছর পরে এখানে আগুন লেগে যায়। এর ফলে কা'বা ঘর পুড়ে যায়। এটা ছিল ইয়াযিদ ইব্ন মু'আবিয়ার রাজত্বের শেষ কাল এবং তখন ইব্ন যুবাইরকে (রাঃ) মাক্কায় অবরোধ করে রাখা হয়েছিল।

এই সময় মাক্কার খলীফা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) স্বীয় খালা আয়িশা সিদ্দিকার (রাঃ) নিকট যে হাদীসটি শুনেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনের কথা অনুযায়ী বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির উপর নির্মাণ করেন। 'হাতীম'কে ভিতরে নিয়ে নেন। পূর্ব ও পশ্চিমে দু'টি দরজা রাখেন। একটি ভিতরে আসার জন্য, অপরটি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। দরজা দু'টি মাটির সমান করে রাখেন। তাঁর শাসনামল পর্যন্ত কা'বা এরূপই থাকে। অবশেষে তিনি যালিম হাজ্জাজের হাতে শহীদ হন। তখন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নির্দেশক্রমে হাজ্জাজ কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে পুনরায় পূর্বের মত করে নির্মাণ করে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, 'আতা (রহঃ) বলেছেন ঃ ইয়াযিদ ইব্ন মু'আবিয়ার যুগে যখন সিরিয়াবাসী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করে এবং যা হবার তা হয়ে যায়, সেই সময় আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বাইতুল্লাহকে এরূপ অবস্থাতেই রেখে দেন যেন হাজ্জের মৌসুমে জনগণ একত্রিত হয়ে সব কিছু

স্বচক্ষে দেখে। এরপরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং জানতে চান ঃ কা'বা ঘরকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে কি নতুনভাবে নির্মাণ করব, না কি ভাঙ্গা যা আছে তাকেই মেরামত করব? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই, আপনি কা'বাঘরকে সেইভাবে পুর্ননির্মাণ করুন, মাক্কার লোকেরা মুসলিম হতে শুরু করার সময় কা'বাঘর যে অবস্থায় ছিল। কা'বাঘরের পাথরটিও ঐ অবস্থায় রেখে দিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সময় ওটা যে অবস্থায় ছিল এবং লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল।' আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ আপনাদের কারও ঘর যদি আগুনে পুড়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই সে উহা পুর্ননির্মাণ না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবেননা। তাহলে মহাসম্মানিত প্রভুর ঘর সম্পর্কে এরূপ মত পেশ করেন কেন? আচ্ছা তিন দিন পর্যন্ত আমি ইস্তেখারা (লক্ষণ দেখে শুভ বিচার) করব, তার পরে যা বুঝব তাই করব।' তিন দিন পরে তাঁর মত এই হল যে, অবশিষ্ট দেয়ালও ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করা হবে। সুতরাং তিনি এই নির্দেশ দিয়ে দেন।

কিন্তু কা'বা ঘর ভাঙ্গতে কেহই সাহস করছিলনা। তারা ভয় করছিল যে, যে ব্যক্তি ভাঙ্গার জন্য অগ্রসর হবে তার উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হবে। কিন্তু একজন সাহসী ব্যক্তি উপরে উঠে একটি পাথর ভেঙ্গে দেন। অন্যরা যখন দেখে যে, তার কোন ক্ষতি হলনা তখন তারা সবাই ভাঙ্গতে আরম্ভ করে এবং ভূমি পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দেয়। সে সময় আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) চারদিকে স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে দেন এবং ওর উপর পর্দা করে দেন। এবারে বাইতুল্লাহ নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) বলেন, 'আয়িশার (রাঃ) নিকট হতে আমি শুনেছি, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যদি লোকদের কুফরীর সময়টা নিকটে না হত এবং আমার নিকট নির্মাণের খরচ থাকত তাহলে আমি 'হাতীম' থেকে পাঁচ হাত পর্যন্ত বাইতুল্লাহর মধ্যে নিয়ে নিতাম এবং কা'বার দু'টি দরজা করতাম, একটা আসার দরজা এবং অপরটি বের হওয়ার দরজা।' আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন ঃ 'এখন আর জনগণের কুফরীর যুগ নিকটে নেই, তাদের ব্যাপারে ভয় দূর হয়ে গেছে এবং কোষাগারও পূর্ণ রয়েছে, আমার নিকট যথেষ্ট অর্থ রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোবাসনা পূর্ণ না করার

আমার আর কোন কারণ থাকতে পারেনা।' সুতরাং তিনি পাঁচ হাত 'হাতীম' ভিতরে নিয়ে নেন। তখন ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ তা স্বচক্ষে দেখে নেয়। এরই উপর দেয়াল গাঁথা হয়। বাইতুল্লাহর দৈর্ঘ্য ছিল আঠারো হাত। তিনি মনে করেছিলেন যে, কা'বা ঘরটি খুবই ছোট, তাই তিনি কা'বার সম্মুখভাগ আরও দশ ফুট প্রশস্ত করেন এবং দু'টি দরজার ব্যবস্থা করেন। একটি ছিল প্রবেশ পথ এবং অপরটি বের হওয়ার পথ।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) শাহাদাতের পর আবদুল মালিকের নিকট পত্র লিখে হাজ্জাজ তাঁর পরামর্শ চায় যে, এখন কি করা যায়? এটাও লিখে পাঠায় যে, ঠিক ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির উপর যে কা'বা নির্মিত হয়েছে এটা মাক্কার সুবিচারকগণ স্বচক্ষে দেখেছেন।' কিন্তু আবদুল মালিক উত্তর দেন ঃ 'আমরা যুবাইরের (রাঃ) কাজটির সাথে একমত পোষণ করছিনা। দৈর্ঘ্য ঠিক রাখ, কিন্তু 'হাতীম'কে কা'বা ঘরের বাইরে রেখে দাও এবং দ্বিতীয় দরজাটি বন্ধ করে দাও।' হাজ্জাজ আবদুল মালিকের এই নির্দেশক্রমে কা'বাকে ভেঙ্গে দিয়ে পূর্বের ভিত্তির উপরে নির্মাণ করে। (মুসলিম ২/৯৭০) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন সেখানে ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়নি। (হাদীস নং ৫/২১৮)

কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) ভিত্তিকে ঠিক রাখাই সুন্নাতের পন্থা ছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসনাতো এই ছিল। কিন্তু সেই সময় তাঁর এই ভয় ছিল যে, মানুষ হয়ত খারাপ ধারণা করবে। কারণ তারা সবেমাত্র মুসলিম হয়েছে। কিন্তু আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এ হাদীসটি জানতেননা। এ জন্যই তিনি ওটা ভাঙ্গিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি হাদীসটি জানতে পারেন তখন তিনি দুঃখ করে বলেন ঃ 'হায়! আমি যদি ওটিকে না ভেঙ্গে পূর্বাবস্থায়ই রেখে দিতাম!'

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, হারিস ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) যখন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফাতকালে তাঁর নিকট প্রতিনিধি রূপে গমন করেন তখন আবদুল মালিক তাঁকে বলেন ঃ 'আমি ধারণা করি যে, আবূ হাবীব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) এ হাদীসটি (তাঁর খালা) আয়িশা (রাঃ) হতে শুনেননি।' তখন হারিস ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'অবশ্যই তিনি শুনেছেন।' আয়িশা (রাঃ) হতে স্বয়ং আমিও শুনেছি।' আবদুল মালিক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কি শুনেছেন?' তিনি বলেন ঃ 'আমি শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ

'হে আয়িশা! তোমার 'কাওম' বাইতুল্লাহকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। যদি তোমার সম্প্রদায়ের শির্কের যুগ নিকটে না হত তাহলে নতুনভাবে আমি এর কমতি পূরণ করতাম। এসো, আমি তোমাকে এর প্রকৃত ভিত্তি দেখিয়ে দেই, হয়ত তোমার গোত্র আবার একে এর প্রকৃত ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারে। অতঃপর তিনি আয়িশা সিদ্দিকাকে (রাঃ) প্রায় সাত হাত দেখিয়ে দেন এবং বলেন ঃ

'আমি এর দু'টি দরজা নির্মাণ করতাম, একটি আগমনের ও অপরটি প্রস্থানের; এবং দরজা দু'টি মাটির সমান করে রাখতাম। একটি রাখতাম পূর্বমুখী এবং অপরটি রাখতাম পশ্চিমমুখী। তুমি কি জান যে, তোমার 'কাওম' দরজাকে এত উঁচু করে রেখেছে কেন?' আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'শুধুমাত্র নিজেদের মর্যাদা প্রকাশের জন্য; যাকে চাবে প্রবেশ করতে দিবে এবং যাকে চাবেনা প্রবেশ করতে দিবেনা। যখন লোক ভিতরে যেতে চাইত তখন তারা তাকে উপর হতে ধাক্কা দিত, ফলে সে পড়ে যেত। আর যাকে তারা প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করত তাকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যেত।' আবদুল মালিক তখন বলেন ঃ 'হে হারিস! আপনি কি স্বয়ং এই হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) হতে শুনেছেন?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ' আমি স্বয়ং শুনেছি।' তখন আবদুল মালিক কিছুক্ষণ ধরে লাঠির উপর ভর দিয়ে চিন্তা করেন। অতঃপর বলেন ঃ 'যদি আমি এটি ঐ রকমই রেখে দিতাম! (মুসলিম ২/৯৭১)

কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এক ইথিওপীয় দ্বারা কা'বা ঘর ধ্বংস হবে

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কা'বাকে দু'টি ছোট পা (পায়ের গোছা) বিশিষ্ট একজন হাবশী ধ্বংস করবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৫৩৮, মুসলিম ৪/২২৩২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, সেই কৃষ্ণবর্ণের (হাবশী) এক একটি পাথরকে পৃথক পৃথক করে দিবে, ওর আবরণ নিয়ে যাবে এবং ওর অর্থ সম্পদও ছিনিয়ে নিবে। সে বাঁকা হাত-পা বিশিষ্ট ও টেকো মাথাওয়ালা হবে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, সে কোদাল মেরে মেরে টুক্‌রো টুকরো করতে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৩/৫৩৮, আহমাদ ২/২২০) খুব সম্ভব এই দুঃখজনক ঘটনা ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার পরে ঘটবে। সহীহ বুখারীতে একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার পরও তোমরা বাইতুল্লাহয় হাজ্জ ও উমরাহ করবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৫৩১)

ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইবরাহীম ও ইসমাঈল প্রার্থনা করেন ঃ **رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** *হে আমাদের রাব্ব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত এক দল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হাজ্জের আহ্কাম বলে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।*

ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) যে দু'আ করেছিলেন ওর অনুরূপ দু'আ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে করতে শিখিয়েছেন ঃ

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

আর যারা প্রার্থনা করে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৪) এটাও আল্লাহ তা'আলার প্রেমের দলীল যে, মানুষ কামনা করবে তার মৃত্যুর পরে তার সন্তানরাও যেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে লিপ্ত থাকে। অন্য জায়গায় প্রার্থনার শব্দ রয়েছে ঃ

وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ

আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৫) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আদম সন্তান মারা যাওয়া মাত্র তার কার্যাবলী শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ অবশিষ্ট থাকে। (১) সাদাকাহ, (২) ইল্ম, যদ্বারা উপকার লাভ করা হয়, (৩) সৎ সন্তান, যারা প্রার্থনা করে।' (মুসলিম ৩/১২৫৫)

‘মানাসিক’ কী

সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (রহঃ) বলেন যে, আত্তাব ইব্‌ন বাশির (রহঃ) আমাদেরকে খাসিব (রহঃ) হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আঃ) দু‘আয় বলেছিলেন ‘ওয়া আরিনা মানাসিকানা’ অর্থাৎ আমাদেরকে হাজ্জের নিয়ম-কানূন শিখিয়ে দিন। কা’বা ঘরের ইমারাত পূর্ণ হওয়ার পর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে নিয়ে ‘সাফা’ পর্বতে আসেন, অতঃপর মারওয়া পর্বতে যান এবং বলেন যে, এগুলিই হচ্ছে আল্লাহর স্মৃতি নিদর্শন। অতঃপর তাঁকে মিনার দিকে নিয়ে যান। ‘আকাবাহ’র উপরে একটি গাছের পাশে শাইতানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিবরাঈল (আঃ) ইবরাহীমকে (আঃ) বলেন ঃ ‘তাকবীর’ পাঠ করে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করুন।’ ইবলিস ওখান হতে পালিয়ে গিয়ে ‘জামরা-ই-আকাবাহ’র পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ওখানেও তিনি তাকে পাথর মারেন। অতঃপর কলুষ শাইতান নিরাশ হয়ে চলে যায়। হাজ্জের আহকামের মধ্যে সে কিছু গোলমাল সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুযোগ পেলনা এবং সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেল। ওখান থেকে জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে ‘মাশ‘আরে হারাম’ নিয়ে যান। অতঃপর আরাফাহ মাইদানে পৌঁছে দেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে তিনবার জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘বলুন, বুঝেছেন?’ তিনি বললেন ঃ ‘হ্যাঁ’। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৮৭) অন্য বর্ণনায় শাইতানকে তিন জায়গায় পাথর মারার কথা বর্ণিত আছে। প্রত্যেক হাজী শাইতানকে সাতটি করে পাথর মারেন।

১২৯। হে আমাদের রাব্ব! সেই দলে তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদেরকে আপনার নিদর্শনাবলী পাঠ করে শোনাবেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করবেন ও তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	١٢٩. رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

সর্বশেষ নাবীর ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা

'হারাম' এলাকাবাসীর জন্য এটা আর একটি দু'আ যে তাঁর সন্তানদের মধ্য হতেই যেন একজন নাবী তাদের মধ্যে আগমন করেন। এ প্রার্থনাও গৃহীত হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি তখন থেকেই শেষ নাবী যখন আদম (আঃ) মাটির আকারে ছিলেন। আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক কথার সংবাদ দিচ্ছি। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা, ঈসার (আঃ) সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন।' নাবীগণের মায়েরা এরকমই স্বপ্ন দেখে থাকেন। আবূ উমামা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নাবুওয়াতের সূচনা কিরূপে হয়?' তিনি বললেন ঃ

'আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা, আমার সম্বন্ধে ঈসার (আঃ) সুসংবাদ দান। (আস সাহীফা ১৫৪৬ ও ১৯২৫) তিনি আরও বলেছেন ঃ আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, তার মধ্য হতে যেন একটি আলো বেরিয়ে সিরিয়ার প্রাসাদগুলিকে আলোকিত করে দিল এবং তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকল।' (আহমাদ ৫/২৬২) তাঁর মায়ের এ স্বপ্নের কথাও পূর্ব হতেই আরাবে ছড়িয়ে ছিল। তারা বলত যে, আমেনার গর্ভে কোন একজন মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন। বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে খুৎবা দেয়ার সময় পরিষ্কারভাবে তাঁর নামও বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ

আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদ দাতা। (সূরা সাফফ, ৬১ ঃ ৬) স্বপ্নের মধ্যে নূর দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদগুলি আলোকোজ্জ্বল হওয়া ঐ কথার দিকে ইঙ্গিত করছে যে, সেখানে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। বরং বর্ণনাসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, শেষ যামানায় সিরিয়া ইসলাম ও মুসলিমদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হবে। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর দামেশকেই ঈসা (আঃ) 'মিনারের' উপর অবতীর্ণ হবেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার হুকুম এসে যাবে। (ফাতহুল বারী ৬/৭৩১, মুসলিম ২/১৫২৪) সহীহ বুখারীতে 'ওটা সিরিয়ায় হবে' এতটুকু বেশি আছে।

'কিতাব ওয়াল হিকমাহ' এর অর্থ

'কিতাব' এর অর্থ হচ্ছে 'কুরআন' এবং 'হিকমাত' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সুন্নাহ'। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবূ মালিক (রহঃ) প্রমুখও এ কথাই বলেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৯০) 'হিকমাত' দ্বারা ধর্ম বোধও বুঝানো হয়েছে। 'পবিত্র করা' অর্থাৎ আনুগত্য ও আন্তরিকতা শিক্ষা দেয়া, ভাল কাজ করানো, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা, অবাধ্যতা হতে বিরত থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকা। আল্লাহ 'আযীয' অর্থাৎ যাঁকে কোন জিনিস অসামর্থ্য করতে পারেনা, যিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর বিজয়ী। তিনি 'হাকিম' অর্থাৎ তাঁর কোন কথা ও কাজ বিজ্ঞান এবং নৈপুণ্য হতে শূন্য নয়। তিনি প্রত্যেক জিনিসকেই তার আপন স্থানে জ্ঞান, ইনসাফ ও ইল্‌মের সঙ্গে রেখেছেন।

১৩০। এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	١٣٠. وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১৩১। যখন তার রাব্ব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল - আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।	١٣١. إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

১৩২। আর ইবরাহীম ও ইয়াকুব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল ঃ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।	١٣٢. وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَـٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

নির্বোধরাই ইবরাহীমের (আঃ) সরল পথ থেকে বিচ্যুত

এই আয়াতসমূহেও মুশরিকদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করত, অথচ তারা পূর্ণ মুশরিক ছিল। আর ইবরাহীম (আঃ) তো একাত্মবাদীদের ইমাম ছিলেন। তিনি তাওহীদকে শির্ক হতে পৃথককারী ছিলেন। সারা জীবনে চোখের পলক পরিমাণও আল্লাহ তা'আলার সাথে কেহকেও শরীক করেননি। বরং তিনি প্রত্যেক অংশীবাদীকে প্রত্যেক প্রকারের শির্ককে এবং কৃত্রিম মা'বূদকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ কারণেই তিনি স্বীয় সম্প্রদায় হতে পৃথক হয়ে যান, স্বদেশ ত্যাগ করেন, এমন কি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দেন ঃ

يَـٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত। আমার মুখমন্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্ত্বার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্ত ভুক্ত নই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭৮-৭৯) অন্যত্র ইবরাহীম (আঃ) স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ

স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬-২৭) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২২) এই আয়াতসমূহের ন্যায় এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচারকারী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মকে ত্যাগ করে থাকে। কেননা ইবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতের জন্য মনোনীত করেছিলেন। এবং বাল্যকাল হতেই তাঁকে সত্য অনুধাবনের তাওফীক দান করেছিলেন। 'খালীল' এর ন্যায় সম্মানিত উপাধি একমাত্র তাঁকেই দান করেছিলেন। আখিরাতেও তিনি ভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁর পথ ও ধর্মকে ছেড়ে যারা ভ্রান্ত পথ ধারণ করে, তাদের মত নির্বোধ ও অত্যাচারী আর কে হতে পারে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ *স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম।*

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে ইয়াহুদীদের দাবীকেও খণ্ডন করা হয়েছে যারা দীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করেছে এবং মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে দূরে সরে গেছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৯২) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী এবং (তাঁর সাথের) মু'মিনগণ; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৭-৬৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ *যখন তার প্রভু তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পন কর, তখন সে বলেছিল আমি বিশ্ব জগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম*। এই একাত্মবাদের মিল্লাতের উপদেশই ইবরাহীম (আঃ) ইয়াকূব (আঃ) তাদের সন্তানগণকে দিয়েছিল।' ইসলামের প্রতি তাঁদের প্রেম ও ভালবাসা কত বেশি ছিল যে, তাঁরা নিজেরা সারা জীবন তার উপর অটল ছিলেন এবং তাদের সন্তানদেরকেও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ

এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৮) কোন কোন মনীষী (**وَيَعْقُوْبُ**) এ রকমও পড়েছেন। তখন ওটার সংযোগ হবে **بَنِيْه** এর সঙ্গে। বলা হয় ঃ 'ইবরাহীম (আঃ) তার সন্তানদেরকে এবং সন্তানদের সন্তান ইয়াকূবকে (আঃ) ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন।' কুশাইরী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াকূব (আঃ)

ইবরাহীমের (আঃ) মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ দাবী ভিত্তিহীন, এর উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। বরং স্পষ্টতঃ জানা যাচ্ছে যে, ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায়ই ইয়াকূব (আঃ) ইসহাকের (আঃ) ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কেননা কুরআনুল হাকীমের আয়াতে রয়েছে ঃ

قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ

তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) তাহলে যদি ইয়াকূব (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায় বিদ্যমান না থাকতেন তাহলে তাঁর নাম নেয়ার কোন প্রয়োজন থাকতনা। সূরা 'আনকাবূতেও রয়েছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ

আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকূব। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭২) এই সব আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইয়াকুব (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ 'আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন মাসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়?' তিনি বলেন ঃ 'মাসজিদুল হারাম।' আমি বলি, 'তার পরে কোনটি?' তিনি বলেন ঃ 'বাইতুল মুকাদ্দাস।' আমি বলি, 'এ দু'টির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?' তিনি বলেন ঃ 'চল্লিশ বছর।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩৭০)

বর্ণিত আছে যে, সুলাইমান (আঃ) ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের মেরামতকারী, তিনি ওর নির্মাতা ছিলেননা। এ রকমই ইয়াকূব (আঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন, যেমন অতিসত্বরই এর আলোচনা আসছে।

আমৃত্যু তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে

এরপর বলা হয়েছে ঃ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ নাবীগণেরও (আঃ) অসিয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই ঃ 'তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় সৎ কর্মশীল হও এবং ওর উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাক, যেন মৃত্যুও ওর উপরেই হয়।' সাধারণতঃ সে ইহলৌকিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তার মৃত্যুও ওর উপরই হয়ে থাকে, এবং যার উপরে মৃত্যুবরণ করে ওর উপরেই কিয়ামাতের দিন তার উত্থান হবে। মহান আল্লাহর বিধান এই যে, যে ব্যক্তি ভাল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তিনি তাকে সেই কাজের তাওফীক প্রদান করেন এবং ঐ কাজ তার জন্য সহজ করে দেয়া হয় ও তাকে ওরই উপর অটল রাখা হয়। আবার কেহ কেহ জাহান্নামের কাজ করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে এক হাত কিংবা তারচেয়েও কম দূরত্ব থাকে। অতঃপর তার ভাগ্য তার উপর বিজয় লাভ করে। ফলে সে জান্নাতের কাজ করতে থাকে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করে। (ফাতহুল বারী ৬/১০৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ. وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ. وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ

সুতরাং কেহ দান করলে, সংযত হলে এবং সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করলে অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। পক্ষান্তরে কেহ কার্পন্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ৫-১০)

১৩৩। যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা	١٣٣. أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِى

قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ	বলেছিল ঃ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য - সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব, এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব।
١٣٤. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ	১৩৪। ওটি একটি দল ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য এবং তারা যা করে গেছে তজ্জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা।

ইয়াকূবের (আঃ) মৃত্যুর সময় নাসীহাত

আরাবের মুশরিকরা ছিল ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর এবং বানী ইসরাঈলেরা কাফির ছিল এবং তারা ছিল ইয়াকূবের (আঃ) বংশধর। তাদের উপর প্রমাণ উপস্থিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইয়াকূব (আঃ) অন্তিমকালে স্বীয় সন্তান-গণকে বলেছিলেন ঃ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ 'আমার পরে তোমরা কার 'ইবাদাত করবে?'

তারা সবাই উত্তরে বলেছিল ঃ 'আপনার ও আপনার মুরুব্বীগণের যিনি সত্য উপাস্য অর্থাৎ আল্লাহ, আমরা তাঁরই ইবাদাত করব।' ইয়াকূব (আঃ) ছিলেন ইসহাকের (আঃ) পুত্র এবং ইসহাক (আঃ) ছিলেন ইবরাহীমের (আঃ) পুত্র। ইসমাঈলের (আঃ) নাম বাপ দাদার আলোচনায় বহুল প্রচলন হিসাবে এসে গেছে। তিনি হচ্ছেন ইয়াকূবের (আঃ) চাচা। আরাবে এটা প্রচলিত আছে যে, তারা চাচাকে বাপ বলে থাকে। (কুরতুবী ২/১৩৮) এই আয়াতটিকে প্রমাণ রূপে দাঁড় করে দাদাকেও পিতার হুকুমে রেখে দাদার বিদ্যমানতায় মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা

ও ভগ্নিকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। আবূ বাকর সিদ্দীকীর (রাঃ) ফাইসালা এটাই। যেমন সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২/১৯) উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার (রাঃ) মতামত এটাই। হাসান বাসরী (রহঃ), তাঊস (রহঃ) এবং 'আতাও (রহঃ) এটাই'ই বলেন। উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একটি দলেরও একই অভিমত।

এ জিজ্ঞাস্য বিষয়কে পরিষ্কার করার জায়গা এটা নয় এবং তাফসীরের এটা আলোচ্য বিষয়ও নয়। ঐ সব ছেলেরা স্বীকার করে যে তারা একই উপাস্যের উপাসনা করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা এবং তাঁর আনুগত্যে, তাঁর আদেশ পালনে এবং বিনয় ও নম্রতায় সদা নিমগ্ন থাকবে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৩) আহকামের ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও সমস্ত নাবীর ধর্ম এই ইসলামই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং বহু হাদীসও এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমরা বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের একই ধর্ম।' (আহমাদ ২/৩১৯) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ** 'ওটা একটা দল ছিল যা অতীত হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমাদের কোন উপকার হবেনা। তাদের কৃতকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের জন্য। তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে

তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা।' এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ 'যার কাজ বিলম্বিত হবে তার বংশ তাকে ত্বরান্বিত করবেনা।' (মুসলিম ৪/২০৭৪) অর্থাৎ যে সৎকাজে বিলম্ব করবে তার বংশ মর্যাদা তার কোন উপকারে আসবেনা।

১৩৫। এবং তারা বলে যে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহলেই সুপথ প্রাপ্ত হবে; তুমি বল ঃ বরং আমরা ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মে আছি এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।	١٣٥. وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُواْ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

এক চক্ষু বিশিষ্ট আবদুল্লাহ ইব্ন সুরিয়া নামক একজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ 'আমরাই সঠিক পথে রয়েছি। তোমরা আমাদের অনুসারী হও তাহলে তোমরাও সুপথ প্রাপ্ত হবে।' খৃষ্টানরাও অনুরূপ কথা বলে বেড়াত। সুতরাং ওদের উভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ তারা বলে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হলে সুপথ প্রাপ্ত হবে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৯৭)

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরাইতো ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্মের অনুসারী। مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সঠিক ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন আল্লাহর অকৃত্রিম প্রেমিক, বাইতুল্লাহর দিকে মনঃসংযোগকারী, সক্ষম থাকা অবস্থায় হাজ্জকে অবশ্য কর্তব্যরূপে মান্যকারী, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী, সমস্ত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, 'আল্লাহ ছাড়া কেহই উপাস্য নেই' এ কথার সাক্ষ্যদানকারী এবং সমস্ত অবৈধ কাজ হতে দূরে অবস্থানকারী। বিভিন্ন মনীষী 'হানীফ' শব্দের এ সব অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১৩৬। তোমরা বল ঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা	١٣٦. قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ

أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ	আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নাবীগণকে তাদের রাব্ব হতে যা প্রদত্ত হয়েছিল, তদসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কেহকেও আমরা প্রভেদ করিনা, এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা এবং সমস্ত নাবীগণকে মুসলিমরা স্বীকার করে

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যা কিছু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর যেন তারা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যা তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ঐগুলির উপরেও যেন সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনে। ঐ পূর্ববর্তী নাবীগণের মধ্যে কারও কারও নামও নেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য নাবীগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহ এ কথাও বলেছেন যে, তারা যেন নাবীগণের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি না করে। যে বা যারা তাদের কোন একজনকে অবিশ্বাস করে ঐসব লোক নিশ্চিত রূপেই কাফির। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا. أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّا

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে ওরাই প্রকৃত অবিশ্বাসী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫০-১৫১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কিতাবীরা তাওরাতকে ইবরাণী ভাষায় পাঠ করত এবং আরাবী ভাষায় ওর তাফসীর করে মুসলিমদেরকে শোনাতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে বিশ্বাস করনা এবং অবিশ্বাসও করনা, বরং বল যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর এবং তাঁর অবতারিত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি।' (ফাতহুল বারী ৮/২০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক'আতে **آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا** (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৬) এই আয়াতটি সম্পূর্ণ পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে **آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ** (৩ ঃ ৫২) এই আয়াতটি পড়তেন। (মুসলিম ১/৫০২, আবূ দাঊদ ২/৪৬, নাসাঈ ৬/৩৩৯)

اَسْبَاطٌ ইয়াকূবের (আঃ) পুত্রগণকে বলা হত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৯৯) তাঁরা ছিলেন বারোজন। প্রত্যেকের বংশে বহু লোকের জন্ম হয়। বানী ইসমাঈলকে **قَبَاءِل** বলা হত এবং বানী ইসরাঈলকে **اَسْبَاطٌ** বলা হত। ইমাম যামাখশারী (রহঃ) 'তাফসীরে কাশ্শাফে' লিখেছেন যে, এরা ছিল ইয়াকূবের (আঃ) পৌত্র, যারা তাঁর বারোটি পুত্রের সন্তানাদি ছিল। বুখারীতে রয়েছে যে, **قَبَاءِل** এর ভাবার্থ হচ্ছে 'বানী ইসরাঈল।' তাদের মধ্যেও নাবী হয়েছিলেন, যাদের উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) উক্তি নকল করেন যা তিনি বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا

তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَطَّعْنَـٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا

আমি বানী ইসরাঈলকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬০)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দশজন নাবী ছাড়া সমস্ত নাবীই বানী ইসরাঈলের মধ্য হতে হয়েছেন। ঐ দশজন নাবী হচ্ছেন ঃ (১) নূহ (আঃ) (২) হুদ (আঃ) (৩) সালেহ্ (আঃ) (৪) শুয়াইব (আঃ) (৫) ইবরাহীম (আঃ) (৬) ইসহাক (আঃ) (৭) ইয়াকূব (আঃ) (৮) ইসমাঈল (আঃ) এবং (৯) মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (* মূল তাফসীরে দশম নাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি)

কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, 'সিবত' হল একদল লোক অথবা গোত্র যারা একই বংশ থেকে উদ্ভুত। (হাদীস নং ২/১৪১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু মু'মিনদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাঁর উপর ঈমান অটুট রাখে এবং তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন ও রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের উপরও ঈমান আনে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪০০) সুলাইমান ইব্‌ন হাবীব (রাঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা যেন মূল তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তা যেন অনুসরণ না করি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪০০)

১৩৭। অতঃপর তোমরা যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তারাও যদি তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি তারা ফিরে যায় তাহলে তারা শুধু বিরুদ্ধাচরণেই ফিরে যাবে; অতএব অচিরেই আল্লাহ তাদের প্রতিকূলে তোমাকেই যথেষ্ট করবেন এবং তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	١٣٧. فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
১৩৮। আমরা আল্লাহরই রংয়ে রঞ্জিত, আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম রঞ্জনকারী? এবং আমরা তাঁরই বান্দা।	١٣٨. صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُۥ عَـٰبِدُونَ

বলা হচ্ছে, ‘হে ঈমানদার সাহাবীগণ! এই সব কাফিরও যদি তোমাদের মত যাবতীয় কিতাব ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তারাও সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি দলীল ও প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনা হতে বিরত থাকে তাহলে নিশ্চিত রূপে তারা ন্যায় ও সত্যের উল্টা পথে রয়েছে। সেই সময় হে নাবী! তোমাকে তাদের উপর জয়যুক্ত করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য তোমাকেই যথেষ্ট করবেন।’

১৩৯। তুমি বল ঃ তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিরোধ করছ? অথচ তিনিই আমাদের রাব্ব ও তোমাদের রাব্ব, এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্যসমূহ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যসমূহ এবং আমরা তাঁরই প্রতি বিশ্বস্ত।

١٣٩. قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ

১৪০। তোমরা কি বলছ - ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদীয় বংশধরগণ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ছিল? তুমি বল ঃ তোমরাই সঠিক জ্ঞানী না আল্লাহ এবং আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে সে অপেক্ষা কে বেশি অত্যাচারী? এবং তোমরা যা করছ তা হতে আল্লাহ অমনোযোগী নন।

١٤٠. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

١٤١. تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

১৪১। ওটা একটি জামা‘আত ছিল যা বিগত হয়েছে; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য, এবং তারা যা করে গেছে তদ্বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা।

বিশ্বপ্রভু স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের ঝগড়া বিদুরিত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবীকে বলছেন ঃ ‘হে নাবী! তুমি মুশরিকদেরকে বল ঃ ‘হে মুশরিকের দল! তোমরা আমাদের সাথে আল্লাহ তা‘আলার একাত্মবাদ, অকৃত্রিমতা, আনুগত্য ইত্যাদির ব্যাপারে বিবাদ করছ কেন? তিনি তো শুধু আমাদের প্রভু নন, বরং তোমাদেরও প্রভু। তিনি তো আমাদের ও তোমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনি আমাদের সবারই ব্যবস্থাপক। আমাদের কাজের প্রতিদান আমাদেরকে দেয়া হবে। আমরা তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের শির্কের প্রতি অসন্তুষ্ট।’ কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمۡ عَمَلُكُمۡۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعۡمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَإِنۡ حَآجُّوكَ فَقُلۡ أَسۡلَمۡتُ وَجۡهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ

অনন্তর যদি তারা তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল ঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) ইবরাহীমও (আঃ) তাঁর গোত্রের লোককে এ কথাই বলেছিলেন ঃ

وَحَآجَّهُۥ قَوۡمُهُۥۚ قَالَ أَتُحَـٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ

আর তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبۡرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ

তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে ইবরাহীমের সাথে তার রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৮) সুতরাং এখানে ঐ বিবাদীদেরকে বলা হচ্ছে ঃ 'আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের হতে পৃথক হয়ে গেলাম। আমরা একাগ্র চিত্তে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে পড়ব।' অতঃপর ঐ সব লোকের দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদীও ছিলেননা এবং খৃষ্টানও ছিলেননা। অতএব হে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানের দল! তোমরা এসব কথা বানিয়ে বলছ কেন? বলা হচ্ছে যে, তোমাদের জ্ঞান কি আল্লাহ তা'আলার চেয়েও অধিক হয়ে গেল? আল্লাহ তা'আলা তো পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন ঃ

مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصۡرَانِيًّا وَلَـٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسۡلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৭) পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ

এবং আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে সে অপেক্ষা কে বেশি অত্যাচারী? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪০)

আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যকে গোপন করে তাদের বড় অত্যাচার করা ছিল এই যে, তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন তা তারা পড়েছিল এবং জানতে পেরেছিল যে, ইসলামই প্রকৃত ধর্ম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সত্য রাসূল। এটা জেনেও তারা তা গোপন করেছিল। ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকূব (আঃ) প্রমুখ সবাই ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিলেন। কিন্তু তারা তা স্বীকার করেনি। শুধু তাই নয়, বরং

এই কথাকেই তারা গোপন করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের কাজ তাঁর নিকট গোপন নেই। তাঁর 'ইল্‌ম' সব জিনিসকেই ঘিরে রয়েছে। তিনি প্রত্যেক ভাল ও মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

এই ধমক দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ঐ সব মহামানব তো তাঁর নিকট পৌঁছে গেছে। এখন যদি তোমরা তাঁদের পদাংক অনুসরণ না কর তাহলে তোমরা তাঁদের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের কোনই সম্মান নেই। আর তোমাদের অসৎ কাজের বোঝাও তাদেরকে বইতে হবেনা। তোমরা যখন এক নাবীকে অস্বীকার করছ তখন যেন সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করছ। বিশেষ করে তোমরা শেষ নাবী মুহাম্মাদের যুগে বাস করেও তাঁকে অস্বীকার করছ! যিনি হচ্ছেন সমস্ত নাবীর নেতা। যাঁকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট নাবী করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং তাঁর রিসালাতকে মেনে নেয়া প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। তাঁর উপর ও অন্যান্য সমস্ত নাবীর উপরও আল্লাহ তা'আলার দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

প্রথম পারা সমাপ্ত।

১৪২। মানবমন্ডলীর মধ্যস্থিত নির্বোধেরা অচিরেই বলবে, কিসে তাদেরকে সেই কিবলা হতে প্রত্যাবৃত্ত করল যার দিকে তারা ছিল? তুমি বলে দাও ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই জন্য, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।	١٤٢. سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
১৪৩। এভাবে আমি তোমাদেরকে আদর্শ সম্প্রদায় করেছি - যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূলও তোমাদের জন্য	١٤٣. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى

ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

সাক্ষী হয়; এবং তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তা আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায় আমি তা জেনে নিব এবং আল্লাহ যাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তারা ছাড়া অপরের জন্য এটি অবশ্যই কঠোরতর; এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়।

কিবলার পরিবর্তন ও সালাতের দিক নির্দেশনা

সহীহ বুখারীতে বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। কা'বা ঘর তাঁর কিবলাহ হোক এটাই তাঁর মনের বাসনা ছিল। হুকুম প্রাপ্তির পর তিনি ঐ দিকে মুখ করে প্রথম আসরের সালাত আদায় করেন। যেসব লোক তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের মধ্যের একটি লোক মাসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানকার লোকেরা রুকুর অবস্থায় ছিলেন। ঐ লোকটি বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মাক্কার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি।' এ কথা শুনামাত্রই ঐসব লোক ঐ অবস্থায়ই কা'বার দিকে মুখ করেন। কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বে যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু লোক শহীদও হয়েছিলেন। তাঁদের সালাত সম্বন্ধে কি বলা যায় তা জনগণের জানা ছিলনা। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) (ফাতহুল বারী ৮/২০)

সহীহ মুসলিমে এই বর্ণনাটি অন্যভাবে রয়েছে। বারা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন এবং অধিকাংশ সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে নির্দেশের অপেক্ষা করতেন। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কা'বা ঘর কিবলাহ রূপে নির্ধারিত হয়।

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলাহমুখীই করাচ্ছি যা তুমি কামনা করছ। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমন্ডল ফিরিয়ে দাও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৪) (মুসলিম, ১/৩৭৫)

এ সময় মুসলিমদের মধ্যে এক লোক বলেন ঃ 'কিবলাহ' পরিবর্তনের পূর্বে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের অবস্থা যদি আমরা জানতে পারতাম! সেই সময় আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) আহলে কিতাবের মধ্যে কয়েকজন নির্বোধ এই কিবলাহ পরিবর্তনের উপর আপত্তি আরোপ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঃ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (কুরতুবী ৩/১৩৩) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় হিজরাত করার পর আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় হিজরাত করেন তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করা তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল। এতে ইয়াহুদীরা খুবই খুশি হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের

(আঃ) কিবলাহকে পছন্দ করতেন। সুতরাং কিবলাহ পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হলে ইয়াহুদীরা হিংসা বশতঃ বহু আপত্তি উত্থাপন করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ *পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ*। (তাবারী ৩/১৩৮) এ ব্যাপারে অনেক হাদীসও রয়েছে।

মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় দুই 'রুকনের' মধ্যবর্তী সাখারা-ই বাইতুল মুকাদ্দাসকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি মাদীনায় হিজরাত করেন তখন ঐ দু'টিকে একত্রিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সালাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, নাকি অন্য কিছুর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, কিবলাহ পরিবর্তনের খবর যখন প্রচার করা হয় তখন কিছু আনসার বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন। এ খবর শোনার সাথে সাথে তারা কিবলাহ পরিবর্তন করে কা'বার দিকে ফিরে বাকী সালাত আদায় করেন। ঐ আনসারগণ ছিলেন বানু সালামা গোত্রের। (বুখারী ৩৯৯)

বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মানুষ 'কুবা' মাসজিদে ফাজরের সালাত আদায় করছিল, হঠাৎ কোন আগন্তুক বলে যে, রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন মাজীদের মাধ্যমে হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে এবং কা'বা ঘরের দিকে মুখ করার নির্দেশ হয়েছে। সুতরাং আমরাও সিরিয়ার দিক হতে মুখ সরিয়ে কা'বার দিকে মুখ করে নেই। (ফাতহুল বারী ৮/২৪, মুসলিম ১/৩৭৫) এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, কোন 'নাসিখের' হুকুম তখনই অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে যখন তা জানা যায়, যদিও তা পূর্বেই বলবত হয়ে গেছে। কেননা এই মহোদয়গণকে আসর, মাগরিব ও এ'শার সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

এখন অন্যায় পন্থী এবং দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিরা বলতে আরম্ভ করে যে, কখনও একে এবং কখনও ওকে কিবলাহ্ বানানোর কারণটা কি? তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় যে, হুকুম ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর দিক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১১৫)

لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৭)

এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে, উত্তম আমল হলো আল্লাহর আদেশকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরা। অতঃপর তিনি আমাদেরকে যা কিছু করতে বলবেন তার মুকাবিলা করা। তিনি যদি প্রতিদিন নতুন নতুন জায়গায় নতুন কিছুর মুকাবিলা করতে বলেন তাহলে তা বিনা বাক্য ব্যয়ে সময় ক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাত পালন করা। কারণ আমরা তাঁর বান্দা/দাস, আমাদের উপর তাঁরই কর্তৃত্ব, তিনি যা বলবেন তা পালন করাই আমাদের কর্তব্য। অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দার দিকে খেয়াল রাখেন এবং তাঁর বান্দা ও রাসূলের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ালু। আল্লাহ তাঁর বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহর দিকে মুসলিমদের কিবলাহ নির্ধারণ করে সরল পথে পরিচালিত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম ও সম্মানিত স্থান কা'বাকে কিবলাহ করার আদেশ দিয়ে মুসলিমদের সম্মানিত করেছেন। একটি মারফূ' 'হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এ ব্যাপারে আমাদের উপর ইয়াহুদীদের খুবই হিংসা রয়েছে যে, আমাদেরকে জুমু'আর দিনের তাওফীক প্রদান করা হয়েছে এবং তারা তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর এর উপর যে, আমাদের কিবলাহ এইটি এবং তারা এর থেকে ভ্রান্তি র মধ্যে রয়েছে। আমাদের সজোরে 'আমীন' বলার উপরেও তাদের বড়ই হিংসা রয়েছে, যা আমরা ইমামের পিছনে বলে থাকি।' (আহমাদ ৬/১৩৪)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! তোমাদেরকে এই পছন্দনীয় কিবলাহর দিকে ফিরানোর কারণ এই যে, তোমরা পছন্দনীয় উম্মাত। তোমরা কিয়ামাতের দিন অন্যান্য উম্মাতের উপর সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াবে।

কেননা তারা সবাই তোমাদের মর্যাদা স্বীকার করে। وَسَطٌ এর অর্থ এখানে ভাল ও উত্তম। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, কুরাইশ বংশ হিসাবে وَسَطُ عَرَبٍ অর্থাৎ আরাবের মধ্যে উত্তম। এটাও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গোত্রের মধ্যে وَسَط ছিলেন অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশ সম্পন্ন ছিলেন। صَلَوٰةٌ وُسْطَى অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সালাত, যেটি আসরের সালাত, এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সমস্ত উম্মাতের মধ্যে উম্মাতে মুহাম্মাদীই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ শারীয়াতও দেয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ সরল ও সঠিক পথও দেয়া হয়েছে এবং অতি স্পষ্ট ধর্মও দেয়া হয়েছে। এ জন্যই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত; তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা স্বাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৮) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কিয়ামাতের দিন নূহকে (আঃ) ডাকা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তুমি কি আমার বার্তা আমার বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলে?' তিনি বলবেন ঃ 'হ্যাঁ প্রভু! আমি পৌঁছে দিয়েছি।' অতঃপর তাঁর উম্মাতকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'নূহ কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছিল?' তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবে এবং বলবে ঃ আমাদের নিকট কোন ভয় প্রদর্শক আসেননি। তখন নূহকে (আঃ) বলা হবে ঃ তোমার উম্মাত তো অস্বীকার করছে, সুতরাং তুমি সাক্ষী হাযির কর। তিনি বলবেন ঃ 'হ্যাঁ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাত আমার সাক্ষী'। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا *তোমাদেরকে আমি সত্যনিষ্ঠ জাতি করেছি।* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ওয়াসাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে আদল বা ন্যায়নীতি সম্পন্ন। নূহ (আঃ) যে তাঁর প্রতি প্রেরিত বাণী যথাযথ পৌঁছিয়েছেন তার সাক্ষী হিসাবে তোমাদেরকে ডাকা হবে এবং তোমাদের সাক্ষ্যকে আমি প্রত্যায়ন করব। (আহমাদ ৩/৩২, ফাতহুল বারী ৮/২১, তিরমিযী ৮/২৯৭, নাসাঈ ৬/২৯২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩২) মুসনাদ আহমাদে আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কিয়ামাতের দিন কোন নাবী আসবেন তাঁর সাথে তাঁর উম্মাতের শুধুমাত্র দু'টি লোকই থাকবে কিংবা তার চেয়ে বেশী। তাঁর উম্মাতকে আহ্বান করা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'এই নাবী কি তোমাদের নিকট ধর্ম প্রচার করেছিলেন?' তারা অস্বীকার করবে। নাবীকে তখন জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি ধর্ম প্রচার করেছিলে কি? তিনি বলবেন, 'হ্যাঁ'। তাঁকে বলা হবে ঃ 'তোমার সাক্ষী কে আছে?' তিনি বলবেন, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাত।' অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাতকে ডাকা হবে। তাদেরকে এই প্রশ্নই করা হবে যে, এই নাবী প্রচার কাজ চালিয়ে ছিলেন কি? তারা বলবেন, 'হ্যাঁ'। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ 'তোমরা কি করে জানলে?' তারা উত্তর দিবে ঃ আমাদের নিকট নাবী আগমন করেছিলেন এবং তিনিই আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে, নাবীগণ তাঁদের উম্মাতের নিকট প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا এ কথার ভাবার্থ।' (আহমাদ ৩/৫৮)

'মুসনাদ আহমাদ' হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি একবার মাদীনায় আগমন করি। এখানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোক মারা যেতে থাকে। আমি উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) পাশে বসেছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা যেতে থাকে। জনগণ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল।' ইতোমধ্যে আর একটি জানাযা বের হয়। লোকেরা তার দুর্নাম করতে শুরু করে।' উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল'। আমি বলি ঃ হে আমিরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল?' তিনি বলেন ঃ 'আমি ঐ কথাই বললাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

'চারজন লোক যে মুসলিমের ভাল কাজের সাক্ষ্য প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' আমরা বলি ঃ যদি তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন ঃ 'তিন জন হলেও।' আমরা বললাম ঃ যদি দুই জনে সাক্ষ্য দেয়?' তিনি বললেন ঃ 'দুই জন হলেও।' অতঃপর আমরা আর একজনের ব্যাপারে প্রশ্ন করিনি। (আহমাদ ১/২১ ফাতহুল বারী ৩/২৭১, তিরমিযী ৪/১৬৬, নাসাঈ ৪/৫১)

কিবলা পরিবর্তনে গভীর বিচক্ষণতা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'প্রথম কিবলাহ শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক ছিল। অর্থাৎ প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ নির্ধারিত করে পরে কা'বা ঘরকে কিবলাহ রূপে নির্ধারণ করা শুধু এই জন্যই ছিল যে, এর দ্বারা সত্য অনুসারীর পরিচয় পাওয়া যায়। আর তাকেও চেনা যায় যে এর কারণে ধর্ম হতে ফিরে যায়। এটা বাস্তবিকই কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে ঈমানের দৃঢ়তা রয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যানুসারী, যারা বিশ্বাস রাখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন তা সত্য, যাদের এই বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন, তিনি বান্দাদের উপর যে নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছা করেন সেই নির্দেশই দিয়ে থাকেন এবং যে নির্দেশ উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করেন তা উঠিয়ে নেন, তাঁর প্রত্যেক কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ, তাদের জন্য এই নির্দেশ পালন মোটেই কঠিন নয়। তবে যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তাদের কাছে কোন নতুন নির্দেশ এলেই তো তাদের নতুন ব্যথা জেগে উঠে। কুরআন মাজীদে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। কিন্তু যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে

আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪-১২৫) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৮২) এটা সুবিদিত যে, যে সমস্ত সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের সাথে থেকে কোন দ্বিধা-সন্দেহ ছাড়াই সব আদেশকে পালন করেছেন তারাই ছিলেন অগ্রনায়ক। যেসব মুহাজির (রাঃ) ও আনসার (রাঃ) প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরা উভয় কিবলাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে ২ ঃ ১৪৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ লোকেরা যখন 'কুবা' মাসজিদে ফাজরের সালাত আদায় করছিলেন তখন এক লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতে থাকেন ঃ কা'বাকে কিবলাহ করার আদেশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আয়াত নাযিল হয়েছে। অতএব তোমরা কা'বার দিকে মুখ ফিরাও। তখন তারা সবাই কা'বামুখী হলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২২, মুসলিম ১/৩৭৫)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ বর্ণনার সাথে আরও যোগ করেন যে, ঐ সময় সাহাবীগণ রুকু অবস্থায় ছিলেন এবং এ খবর তাদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে ঐ রুকু অবস্থায়ই তারা কিবলাহ পরিবর্তন করে কা'বামুখী হন। (তিরমিযী ৮/৩০০) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বর্ণনাটি আনাস (রাঃ) হতে লিপিবদ্ধ করেছেন। (১/৩৭৫) এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং তাঁদের প্রতিটি আদেশ পালন করার জন্য তারা ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাযী খুশি থাকুন। আল্লাহ বলেন, **وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ** *এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন।* অর্থাৎ ইতোপূর্বে তোমরা যে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছ সেই জন্য তোমাদের ঐ আমল বিফলে যাবেনা। আবূ ইসহাক আশ শা'বি (রহঃ) বা'রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ লোকেরা জানতে চাইলেন, ইতোপূর্বে যারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে সালাত আদায় করেছেন এবং কা'বাকে কিবলাহ করে সালাত আদায় করার আদেশ প্রাপ্তির পূর্বেই মারা গেছেন তাদের ফাইসালা কি হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দেন **وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ** ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/২০, তিরমিযী ৮/৩০০)

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বিশ্বাসীরা সালাতের মধ্যেই তাঁরা কা'বার দিকে ফিরে গেছেন। মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা রুকুর অবস্থায় ছিলেন এবং ঐ অবস্থায়ই কা'বার দিকে ফিরে যান। এর দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পাচ্ছে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ *আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেননা।* অর্থাৎ তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে যেসব সালাত আদায় করেছ, ওর সাওয়াব থেকে আমি তোমাদেরকে বঞ্চিত করবনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বরং তাদের উচ্চ মানের ঈমানদারী সাব্যস্ত হয়েছে। তাদেরকে দুই কিবলাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার সাওয়াব দেয়া হবে। এর ভাবার্থ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাথে তোমাদের কিবলাহর দিকে মুখ করে ঘুরে যাওয়াকে নষ্ট করবেননা। এর পর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ *নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু।* সহীহ হাদীসে রয়েছে, একটি বন্দিনী মহিলার শিশু তার থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। ঐ মহিলাটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেন যে, সে উন্মাদিনীর মত শিশুকে খুঁজতে রয়েছে। তাকে খুঁজে না পেয়ে সে বন্দীদের মধ্যে

যে শিশুকেই দেখতে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরছে। অবশেষে সে তার শিশুকে পেয়ে যায়। ফলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং লাফিয়ে গিয়ে তাকে কোলে উঠিয়ে নেয়। অতঃপর তাকে বুকে জড়িয়ে আদর সোহাগ করতে থাকে এবং মুখে দুধ দেয়। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন ঃ

'আচ্ছা বলত এই মহিলাটি কি তার এই শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?' তাঁরা বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কখনই না।' তিনি তখন বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এই মা তার শিশুর উপর যতটা স্নেহশীল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর এর চেয়ে বহু গুণ বেশি স্নেহশীল ও দয়ালু।' (মুসলিম ৪/২১০৯)

১৪৪. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

১৪৪। নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলাহমুখীই করাচ্ছি যা তুমি কামনা করছ। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমন্ডল ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের আনন সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর; এবং নিশ্চয়ই যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই এটি তাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; এবং তারা যা করছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।

কুরআনের আয়াতের প্রথম রহিতকরণ হয় কিবলাহ পরিবর্তনের দ্বারা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে প্রথম 'নাস্খ' হচ্ছে কিবলাহর হুকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় হিজরাত করেন। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ইয়াহুদী। আল্লাহ তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। ইয়াহুদীরা এতে খুবই খুশি হয়। তিনি কয়েক মাস পর্যন্ত ঐ দিকেই সালাত আদায় করেন। কিন্তু স্বয়ং তাঁর মনের বাসনা ছিল ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহ। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাতেন। প্রায়ই তিনি আকাশের দিকে চক্ষু উত্তোলন করতেন। অবশেষে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে ইয়াহুদীরা বলতে থাকে ঃ **مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** *তিনি এই কিবলাহ হতে সরে গেলেন কেন?* (ইব্ন আবী হাতিম ১/১০৩) এর উত্তরে বলা হয় যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১১৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, **وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ** পূর্বের কিবলাহ ছিল পরীক্ষামূলক যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছন ফিরে চলে যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) 'মাসজিদে হারামে' 'মীযাবে'র সামনে বসে এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ 'মীযাব কা'বার দিকে রয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমুখ মনীষীরও উক্তি এটাই। 'হারাম' কিবলাহ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীবাসীর। পূর্বেই থাক বা পশ্চিমেই থাক, সমস্ত উম্মাতের কিবলাহ এটাই।

কা'বা ঘরই কি কিবলাহ, নাকি ইহা একটি ইশারা

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ *তোমরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যেখানেই থাকনা কেন, সালাতের সময় তোমরা কা'বার দিকে মুখ কর।*

ইমাম হাকিম বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কা'বাকে ইশারা করে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। (হাকিম ২/২৬৯) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আরও অনেকের এটিই অভিমত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১০৭-১০৯) তবে সফরে সোয়ারীর উপর যে ব্যক্তি নফল সালাত আদায় করে সে সোয়ারী যে দিকেই যাবে সেই দিকেই মুখ করে নফল সালাত আদায় করবে। তার মনের গতি কা'বার দিকে থাকলেই যথেষ্ট হবে। এ রকমই যে ব্যক্তি যুদ্ধের মাঠে সালাত আদায় করে সে যেভাবে পারে এবং যে দিকে আদায় করা তার জন্য সুবিধাজনক সেই দিকে ফিরেই আদায় করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কিবলাহর দিক ঠিক করতে পারছেনা সে অনুমান করে যে দিকেই কিবলাহ হওয়ার ধারণা তার বেশি হবে সেই দিকে ফিরেই সে সালাত আদায় করবে। অতঃপর যদি প্রকৃত পক্ষেই তার সালাত কিবলাহর দিকে না হয় তবুও তার সালাত আদায় করা হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা পেয়ে যাবে।

ইয়াহুদীরা জানত যে, পরে কিবলাহ পরিবর্তিত হবে

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, ইয়াহুদীরা কথা যতই বানিয়ে বলুক না কেন, তাদের মন বলে যে, কিবলাহর পরিবর্তন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়েছে এবং এটা সত্য। কেননা এটা স্বয়ং তাদের কিতাবেও রয়েছে। কিন্তু এরা একমাত্র কুফর, অবাধ্যতা, অহংকার এবং হিংসার বশবর্তী হয়েই এটা গোপন করছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম হতে উদাসীন নন।

১৪৫। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর তবুও তারা তোমার কিবলাহকে গ্রহণ করবেনা; এবং তুমিও তাদের	١٤٥. وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ

وَمَا بَعۡضُهُم بِتَابِعٍ قِبۡلَةَ بَعۡضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ	**কিবলাহ গ্রহণ করতে পারনা, আর তাদের কোন দলও অন্য দলের কিবলাহকে স্বীকার করেনি, এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে এর পরেও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।**

ইয়াহুদীদের একগুয়েমী এবং অবাধ্যতা

এখানে ইয়াহুদীদের কুফর, অবাধ্যতা, বিরোধিতা এবং দুষ্টামির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের নিকট সর্বপ্রকারের দলীল পেশ করা সত্ত্বেও তারা সত্যের অনুসরণ করছেনা। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অটলতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেমন তারা অসত্যের উপর স্থির ও অটল রয়েছে, তারা সেখান হতে সরতে চাচ্ছেনা, তেমনি তাদেরও বুঝে নেয়া উচিত যে, তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কখনও তাদের কথার উপরে আসতে পারেননা। তিনি তো তাঁরই আদেশের অনুসারী। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন তাই তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করে থাকেন। তিনি কখনও তাদের মিথ্যা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেননা। তাঁর দ্বারা এটা কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে যাওয়ার পর তাদের কিবলাহর দিকে মুখ করেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে প্রকৃতপক্ষে আলেমগণকেই যেন ধমক দিয়ে বলছেন যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর কারও পিছনে লেগে থাকা এবং নিজের অথবা অন্যদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা প্রকাশ্য অত্যাচারই বটে।

১৪৬। যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে এরূপভাবে চিনে, যেমন চিনে তারা আপন পুত্রদেরকে এবং নিশ্চয়ই তাদের এক দল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে।	١٤٦. ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
১৪৭। এই বাস্তব সত্য তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্ত র্ভুক্ত হয়োনা।	١٤٧. ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

ইয়াহুদীরা রাসূলের (সাঃ) আগমন সত্য জানত, কিন্তু তারা গোপন রাখে

ইরশাদ হচ্ছে যে, আহলে কিতাবের আলেমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে এমনই জ্ঞাত রয়েছে যেমন জ্ঞাত রয়েছে পিতা ছেলেদের সম্বন্ধে। এটা একটা দৃষ্টান্ত ছিল যা আরাবের লোকেরা পূর্ণ বিশ্বাসের সময় বলত। একটি হাদীসে রয়েছে ঃ একটি লোকের সঙ্গে ছোট একটি শিশু ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

'এটা কি তোমার ছেলে?'' সে বলে ঃ 'হ্যাঁ', হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও সাক্ষী থাকুন।' তিনি বলেন ঃ 'সেও তোমার উপর গোপন নেই এবং তুমিও তার উপর গোপন নও।' (আহমাদ ৪/১৬৩)

কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, উমার (রাঃ) ইয়াহুদীদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইব্ন সালামকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনই চিনেন, যেমন চিনেন আপনার সন্তানদেরকে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ', বরং তার চেয়েও বেশি চিনি। কেননা আকাশের বিশ্বস্ত মালাক/ফেরেশতা পৃথিবীর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হন এবং তিনি তাঁর সঠিক পরিচয় বলে দিয়েছেন এবং আমিও তাকে চিনতে পেরেছি, যদিও তার মায়ের ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। (কুরতুবী ২/১৬৩)

অতঃপর আল্লাহ বলেন যে, ইয়াহুদীরা লোকদের কাছ থেকে সত্যকে গোপন করত, যদিও তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে নাবী সম্পর্কে জানত। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদেরকে সত্যের উপর অটল ও স্থির থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা যেন সত্যের ব্যাপারে মোটেই সন্দেহ পোষণ না করে।

১৪৮। প্রত্যেকের জন্য এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে, ঐ দিকেই সে মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তিত করে, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও; তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।	١٤٨. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

প্রত্যেক জাতিরই কিবলাহ রয়েছে

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটি কিবলাহ রয়েছে, কিন্তু সত্য কিবলাহ ওটাই যার উপরে মুসলিমরা রয়েছে।' (তাবারী ৩/১৯৩) আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ 'ইয়াহুদীদেরও কিবলাহ রয়েছে, খৃষ্টানদেরও কিবলাহ রয়েছে এবং হে মুসলিমগণ! তোমাদেরও কিবলাহ রয়েছে, কিন্তু হিদায়াত বিশিষ্ট কিবলাহ ওটাই যার উপরে তোমরা (মুসলিমরা) রয়েছ।' মুজাহিদ (রহঃ) 'আতা (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই বর্ণনা করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১২১, ১২২)

মুজাহিদ (রহঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যেসব সম্প্রদায় কা'বাকে কিবলাহ রূপে মেনে নিয়েছে, সাওয়াবের কাজে তারা অগ্রগামী।

উল্লিখিত আয়াতটি নিম্নের আয়াতের সাথে মিল রয়েছে, যেমন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হলেও এবং তোমরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার বলে তোমাদের সকলকেই একদিন একত্রিত করবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১৪৯। এবং তুমি যেখান হতেই বের হবে- তোমার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর এবং নিশ্চয়ই এটাই তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।	١٤٩. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
১৫০। আর তুমি যেখান হতেই নিষ্ক্রান্ত হও - তোমার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে ফিরাও এবং যে যেখানে আছ তোমাদের মুখমন্ডল	١٥٠. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ	**তদ্দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর যেন অত্যাচারীরা ব্যতীত অপরে তোমাদের সাথে বির্তক করতে না পারে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করনা, বরং আমাকেই ভয় কর যেন আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি, এবং যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।**

কিবলাহ পরিবর্তনের কথা তিনবার বলার কারণ

কিবলাহ পরিবর্তনের কথা বলে তিনবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, সারা জগতের মুসলিমকে সালাতের সময় 'মাসজিদে হারামে'র দিকে মুখ করতে হবে। তিনবার বলে এই হুকুমের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কেননা এই পরিবর্তনের নির্দেশ এই প্রথমবারই ঘটেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, তিনটি নির্দেশের সম্পর্ক পূর্ব ও পরের রচনার সঙ্গে রয়েছে। প্রথম নির্দেশের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রার্থনা ও তা কবূল হওয়ার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় নির্দেশের মধ্যে এই কথার বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাহিদা আমাদের চাহিদারই অনুরূপ ছিল এবং সঠিক কাজও এটাই ছিল। তৃতীয় নির্দেশের মধ্যে ইয়াহুদীদের দলীলের উত্তর রয়েছে। কেননা তাদের গ্রন্থে প্রথম হতেই এটা বিদ্যমান ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিবলাহ হবে কা'বা ঘর। সুতরাং এই নির্দেশের ফলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হয়। সাথে সাথে ঐ মুশরিকদের যুক্তিও শেষ হয়ে যায়। কেননা তারা কা'বাকে বারাকাতময় ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করত আর এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোযোগও ওরই দিকে হয়ে গেল। ইমাম রাযী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষী এখানে এই হুকুমকে বার বার আনার হিকমাত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যেন তোমাদের উপর আহলে কিতাবের যুক্তি ও বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকে।' তারা জানত যে, এই উম্মাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কা'বার দিকে সালাত আদায় করা। যখন তারা এই বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে না পাবে তখন তাদের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কিবলাহর দিকে ফিরতে দেখলো তখন তাদের কোন প্রকারের সন্দেহ না থাকারই কথা।

পূর্বের কিবলাহ পরিবর্তনের বিচক্ষণতা

আর এটা একটা কারণ যে, যখন তারা মুসলিমদেরকে তাদের (ইয়াহুদীদের) কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করতে দেখবে তখন তারা একটা অজুহাত দেখানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলিমরা ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করবে তখন সেই সুযোগ তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াহুদীদের এই যুক্তি ছিল যে, আজ মুসলিমরা আমাদের কিবলাহর দিকে ফিরেছে, কাল তারা আমাদের ধর্মও মেনে নিবে। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে প্রকৃত কিবলাহ গ্রহণ করলেন তখন তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের মধ্যে যারা ঝগড়াটে ও অত্যাচারী রয়েছে তারা ব্যতীত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমালোচনা করে বলত যে, এই ব্যক্তি মিল্লাতে ইবরাহীমের (আঃ) দাবী করছেন অথচ তাঁর কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করেননা। এখানে যেন তাদেরকেই উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, এই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুসারী। তিনি স্বীয় পূর্ণ বিচক্ষণতা অনুসারে তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন, যা তিনি পালন করেন। অতঃপর তাঁকে ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহর দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যা তিনি সাগ্রহে পালন করেন। সুতরাং তিনি সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাধীন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, তারা যেন ঐসব অত্যাচারীর সন্দেহের মধ্যে পতিত না হয়। তারা যেন ঐ বিদ্রোহীদের বিদ্রোহকে ভয় না করে। তারা যেন ঐ যালিমদের অর্থহীন সমালোচনার প্রতি মোটেই দৃকপাত না করে। বরং তারা যেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করে। কিবলাহ পরিবর্তন করার মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল বাতিল পন্থীদের মুখ বন্ধ করা এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের উপর তাঁর নি'আমাত পূর্ণ করে দেয়া এবং কিবলাহর

মত তাদের শারীয়াতকেও পরিপূর্ণ করা। এর মধ্যে আর একটি রহস্য ছিল, যে কিবলাহ হতে পূর্ববর্তী উম্মাতেরা ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল মুসলিমরা যাতে ওটা থেকে সরে না পড়ে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে এই কিবলাহ বিশেষভাবে দান করে সমস্ত উম্মাতের উপর তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করেন।

১৫১। আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে।	١٥١. كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ
১৫২। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা।	١٥٢. فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ

রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) রিসালাত প্রদান মুসলিমদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নি'আমাত

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিরাট দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দান হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদের মধ্যে আমাদেরই শ্রেণীভুক্ত এমন একজন নাবী পাঠিয়েছেন যিনি আল্লাহ তা'আলার উজ্জ্বল গ্রন্থের নিদর্শনাবলী আমাদের সামনে পাঠ করে শোনাচ্ছেন, আমাদেরকে ঘৃণ্য অভ্যাস, আত্মার দুষ্টামি এবং বর্বরোচিত কাজ হতে বিরত রাখছেন। আর আমাদেরকে কুফরের অন্ধকার হতে বের করে ঈমানের আলোকের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আমাদের নিকট ঐ সব গুঢ় রহস্য

প্রকাশ করে দিচ্ছেন যা আজ পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রকাশ পায়নি। সুতরাং তাঁরই কারণে ঐ সমুদয় লোক, যাদের উপর অজ্ঞতা ছেয়ে ছিল, বহু শতাব্দী যাদেরকে অন্ধকার ঘিরে রেখেছিল, যাদের উপর দীর্ঘ দিন ধরে মঙ্গলের ছায়া পর্যন্ত পড়েনি, তারাই বড় বড় আলেমে পরিণত হয়েছে। তারা জ্ঞানের গভীরতায়, পবিত্রতম হৃদয় এবং কথার সত্যতায় তুলনাবিহীন খ্যাতি অর্জন করেছেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) যারা রাসূল নামের এই নি'আমাতকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেনা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সমালোচনা করে বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে 'আল্লাহর নি'আমাত'–এর ভাবার্থে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (বুখারী ৩৯৭৭) এ জন্যই এই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর নি'আমাতের বর্ণনা দিয়ে মু'মিনদেরকে তাঁর স্মরণের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫২) হাসান বাসরী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীর উক্তি এই যে, আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা যে স্মরণ করে আল্লাহও তাঁর প্রতিদানের ব্যাপারে তাকে স্মরণ করবেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৪১) তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীকে তিনি আরও বেশি দান করেন এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন।

একটি কুদুসী হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি এবং যে আমাকে কোন দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে ওর চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫) মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার দিকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমান স্থান অগ্রসর হও তাহলে আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যদি তুমি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হও তাহলে আমি তোমার দিকে দুই হাত অগ্রসর হব, আর যদি তুমি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আস তাহলে আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসব। সহীহ বুখারীতেও এ হাদীসটি কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। (আহমাদ ৩/১৩৮, ফাতহুল বারী ১৩/৫২১) তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার দয়া এর চেয়েও অধিক নিকটে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়োনা। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

যখন তোমাদের রাব্ব ঘোষনা করেন ঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৭) 'মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) একদা অতি মূল্যবান 'হুল্লা' অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে আসেন, যা আমরা পূর্বে অথবা পরে কখনো পরিধান করতে দেখিনি, তিনি বলেন ঃ

'যখন আল্লাহ তা'আলা কেহকে কোন পুরস্কার দেন তখন তিনি ওর চিহ্ন তার নিকট দেখতে চান।' (আহমাদ ৪/৪৩৮)

১৫৩। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন।	١٥٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ

ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ	
١٥٤. وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ	**১৫৪। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলনা, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা অবগত নও।**

ধৈর্য ও সালাতের মর্যাদা

'শোকরের' পর 'সাব্র' বা ধৈর্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং সাথে সাথেই সালাতের বর্ণনা দিয়ে এ সব সৎ কাজকে মুক্তি লাভের মাধ্যম করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষ যখন সুখে থাকে তখন সেটা হচ্ছে তার জন্য শোকরের সময়। হাদীসে রয়েছে ঃ

'মু'মিনের অবস্থা কতই না উত্তম যে, প্রত্যেক কাজে তার জন্য মঙ্গলই নিহিত রয়েছে। সে শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর ফলে সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। আর সে কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং এরও সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। (মুসলিম ৪/২২৯২) এই আয়াতের মধ্যে এরও বর্ণনা রয়েছে যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম ধৈর্য ও সালাত। যেমন এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিশ্চয়ই ওটা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন কাজ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৫)

يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১০)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, 'সাব্র' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দানকে স্বীকার করা, বিপদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকট পাওয়ার বিশ্বাস রেখে তার জন্য সাওয়াবের প্রার্থনা করা, প্রত্যেক ভয়, উদ্বেগ এবং কাঠিন্যের স্থলে ধৈর্য ধারণ করা এবং সাওয়াবের আশায় ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

'সাব্‌র' তিন প্রকার। প্রথম সাব্‌র হচ্ছে নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার উপর 'সাব্‌র'। দ্বিতীয় হচ্ছে আনুগত্য ও সাওয়াবের কাজ করার উপর 'সাব্‌র'। এ 'সাব্‌র' প্রথম 'সাব্‌র' হতে বড়। আরও এক প্রকারের ধৈর্য আছে, তা হচ্ছে বিপদ ও দুঃখের সময় ধৈর্য। এটাও ওয়াজিব। যেমন অপরাধ ও পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব।

আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, জীবনের উপর কঠিন হলেও, স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও এবং মনে না চাইলেও ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করা হচ্ছে এক ধরনের 'সাব্‌র।' দ্বিতীয় 'সাব্‌র' হচ্ছে প্রকৃতির ও মনের চাহিদা মোতাবেক হলেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ হতে বিরত থাকা। যারা ধৈর্য ধারণ করার গুণাগুণ অর্জন করেছে তারা হবে ঐ লোকদের দলভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অভিনন্দন জানাবেন (কিয়ামাত দিবসে)। (দেখুন সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৪) আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৪৪)

শহীদগণের রয়েছে নি'আমাতপূর্ণ জীবন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তিগণকে তোমরা মৃত বলনা। বরং তারা এমন জীবন লাভ করেছে যা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা। তারা 'বারযাখী' জীবন (মৃত্যু ও কিয়ামাতের মধ্যবর্তী অবকাশ) লাভ করেছে এবং সেখানে তারা আহার্য পাচ্ছে। বর্ণিত আছে ঃ

'শহীদগণের আত্মাগুলি সবুজ রংয়ের পাখীসমূহের দেহের ভিতর রয়েছে এবং তারা জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, অতঃপর তারা ঐসব প্রদীপের উপর এসে বসে যা 'আরশের নীচে ঝুলানো রয়েছে। তাদের প্রভু তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এখন তোমরা কি চাও?' তারা উত্তরে বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আপনি তো আমাদেরকে ঐসব জিনিস দিয়েছেন যা অন্য কেহকেও দেননি। সুতরাং এখন আর আমাদের কোন্ জিনিসের প্রয়োজন হবে?' তাদেরকে পুনরায় একই প্রশ্ন করা হয়। যখন তারা দেখে যে, অব্যাহতি হচ্ছেনা তখন তারা বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা আপনার পথে আবার যুদ্ধ করে পুনরায় শাহাদাৎ বরণ করে আপনার নিকট ফিরে আসব। এর ফলে আমরা শাহাদাতের দ্বিগুণ মর্যাদা লাভ করব।' প্রবল প্রতাপান্বিত রাব্ব তখন বলেন ঃ 'এটা হতে পারেনা। আমি তো এটা লিখেই দিয়েছি যে, কেহই মৃত্যুর পর দুনিয়ায় আর ফিরে যাবেনা।' (মুসলিম ৩/১৫০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনের রূহ একটি পাখী যা জান্নাতের গাছে অবস্থান করে এবং কিয়ামাতের দিন সে নিজের দেহে ফিরে আসবে। (আহমাদ ৩/৪৫৫) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মু'মিনের আত্মা সেখানে জীবিত রয়েছে। কিন্তু শহীদগণের আত্মার এক বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

১৫৫। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং ঐ সব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর -	١٥٥. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ
১৫৬। যাদের উপর কোন বিপদ নিপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।	١٥٦. ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ
১৫৭। এদের উপর তাদের রবের পক্ষ হতে শান্তি ও করুনা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।	١٥٧. أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ

মু'মিনগণ বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য প্রতিদান পেয়ে থাকেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অবশ্যই পরীক্ষা করে থাকেন। কখনও পরীক্ষা করেন উন্নতি ও মঙ্গলের দ্বারা, আবার কখনও পরীক্ষা করেন অবনতি ও অমঙ্গল দ্বারা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ

ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১২) এ সবের ভাবার্থ এই যে, সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা, কিছু ধন-মালের ঘাটতি, কিছু প্রাণের হ্রাস অর্থাৎ নিজের ও অপরের, আত্মীয়-স্বজনের এবং বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু, কখনও ফল এবং উৎপাদিত শস্যের ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। এতে ধৈর্যধারণকারীদের তিনি উত্তম প্রতিদান দেন এবং অসহিষ্ণু, তাড়াহুড়াকারী এবং নৈরাশ্যবাদীদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

বিপদাপদে 'আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভরশীল' বলায় উপকারিতা

এখন বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ধৈর্যশীলদের যে মর্যাদা রয়েছে তারা কোন্ প্রকারের লোক? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এরা তারাই যারা সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় اِنَّ لِلّٰه পড়ে থাকে এবং এই কথার দ্বারা নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেয় যে, ওটা আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে রয়েছে। বান্দার এই উক্তির কারণে তার উপর মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়, সে শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করে এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়।

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ 'সম্মানের দু'টি জিনিস صَلَوٰتٌ ও رَحْمَةٌ এবং একটি মধ্যবর্তী জিনিস রয়েছে অর্থাৎ 'হিদায়াত' এগুলি

ধৈর্যশীলরা লাভ করে থাকে।’ মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ ‘একদা আমার স্বামী আবূ সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আমার নিকট আসেন এবং অত্যন্ত খুশি মনে বলেন ঃ

‘আজ আমি এমন একটি হাদীস শুনেছি যা শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি’। ঐ হাদীসটি এই যে, যখন কোন মুসলিমের উপর কোন কষ্ট ও বিপদ পৌঁছে এবং সে নিম্নের দু‘আটি পাঠ করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে অবশ্যই বিনিময় ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِيْ مُصِيْــــبَتِي وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

‘হে আল্লাহ! আমাকে মুসীবাতের সময় ধৈর্য ধরার শক্তি দাও এবং উহার পরিবর্তে উত্তম কিছু দান কর।

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি এই দু‘আটি মুখস্থ করে নেই। অতঃপর আবূ সালমার (রাঃ) ইন্তেকাল হলে আমি إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করি এবং এই দু‘আটিও পড়ে নেই। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, আবূ সালমা (রাঃ) অপেক্ষা আর ভাল লোক আমি কাকে পাব? আমার ‘ইদ্দাত’ অতিক্রান্ত হলে একদিন আমি আমার একটি চামড়ায় রং করছিলাম।

এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চান। আমি চামড়াটি রেখে হাত ধুইয়ে নেই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘরের ভিতরে আসার জন্য বলি। তাঁকে একটি নরম আসনে বসতে দেই। তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাতো আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু প্রথমতঃ আমি একজন লজ্জাবতী নারী। না জানি হয়ত আপনার স্বভাবের উল্টা কোন কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায় এবং এ কারণে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আমার শাস্তিই হয় নাকি! দ্বিতীয়তঃ আমি একজন বয়স্কা নারী। তৃতীয়তঃ আমার ছেলে মেয়ে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘দেখ! আল্লাহ তা‘আলা তোমার এই অনর্থক লজ্জা দূর করে দিবেন। আর বয়স আমারও তো কম নয় এবং তোমার ছেলে মেয়ে যেন আমারই ছেলে মেয়ে।’ আমি এ কথা শুনে বললাম ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।’ অতঃপর আল্লাহর নাবীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং এই দু‘আর বারাকাতে আমার পূর্ব স্বামী অপেক্ষা উত্তম স্বামী অর্থাৎ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেন। (আহমাদ ৪/২৭, মুসলিম ২/৬৩৩)

১৫৮। নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহে 'হাজ্জ' অথবা 'উমরাহ' পালন' করে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত।	١٥٨. إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

'এতে কোন দোষ নেই' বাক্যটির অর্থ

উরওয়া (রাঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ এ আয়াত দ্বারা এরূপ জানা যাচ্ছে যে, 'তাওয়াফ' না করায় কোন দোষ নেই? তিনি বলেন ঃ 'হে প্রিয় ভাগ্নে! তুমি সঠিক বুঝতে পারনি। তুমি যা বুঝেছ, ভাবার্থ তা হলে أَنْ لَّا يَطُوْفَ بِهِمَا বলা হত। বরং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, 'মাশআল' নামক স্থানে 'মানাত' নামে একটি মূর্তি ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মাদীনার আনসারেরা উহার পূজা করত এবং যে উহার উপাসনায় দাঁড়াত সে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফকে দূষণীয় মনে করত। এখন ইসলাম গ্রহণের পর জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফের দোষ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا এই

আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে বলা হয় যে, এই তাওয়াফে কোন দোষ নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সাফা' ও 'মারওয়ায় তাওয়াফ করেন। এ জন্যই এটি সুন্নাত রূপে পরিগণিত হয়। এখন এই তাওয়াফকে ত্যাগ করা কারও জন্য উচিত নয়। (আহমাদ ৬/১৪৪) অন্য বর্ণনায় আছে, উরওয়া (রাঃ) পরবর্তী সময় আবূ বাকর ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিসামকে (রহঃ) এই বর্ণনাটি বললে তিনি বলেন ঃ 'আমি তো এর পূর্বে এটি শ্রবণই করিনি। তবে আয়িশা (রাঃ) যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা ছাড়া অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলেছেন যে, জাহিলিয়াত জামানায় আমরা সাফা মারওয়া তাওয়াফ করতাম। আনসারগণের অন্য এক দল (রাঃ) বলতেন ঃ 'আমাদের প্রতি বাইতুল্লাহকে তাওয়াফ করার নির্দেশ ছিল, 'সাফা ও 'মারওয়া'র তাওয়াফের নয়। সেই সময় إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّٰه এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আবূ বাকর ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেছেন ঃ এই আয়াতটি উভয় দলের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩/৫৮১, মুসলিম ২/৯২৯)

আশ শাবী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইসাফ' নামের মূর্তিটি ছিল 'সাফা' পাহাড়ের উপর এবং 'নায়েলা' নামের মূর্তিটি ছিল 'মারওয়া' পাহাড়ের উপর। মুশরিকরা ঐ দু'টোকে স্পর্শ করত ও চুমু দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার ফলে এখানকার তাওয়াফ সাব্যস্ত হয়।

সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোয় নিগুঢ়তা (হিকমাত)

সহীহ মুসলিমে একটি সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সমাপ্ত করার পর 'হাজরে আসওয়াদ'কে চুম্বন করেন। অতঃপর তিনি 'বাবুস্ সাফা' দিয়ে বের হন। ঐ সময় তিনি إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّٰه এ আয়াতটি পাঠ করেন। বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ 'আমিও ওটা থেকেই শুরু করব যা থেকে আল্লাহ তা'আলা শুরু করেছেন (অর্থাৎ সাফা পাহাড়ের বর্ণনা আগে শুরু করেছেন)।' (নাসাঈ ৫/২৩৯)

হাবীবা বিন্ত আবূ তাজবাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি 'সাফা' 'মারওয়া' তাওয়াফ করছিলেন। জনমণ্ডলী তাঁর আগে আগে ছিল এবং তিনি তাদের পিছনে ছিলেন। তিনি কিছুটা

দৌড়ে চলছিলেন এবং এ কারণে তাঁর লুঙ্গি তাঁর জানুর মধ্যে এদিক ওদিক হচ্ছিল। আর তিনি পবিত্র মুখে উচ্চারণ করছিলেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা দৌড়ে চল। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দৌড়ানো লিখে দিয়েছেন।' (আহমাদ ৬/৪২১) এ রকম অর্থেরই আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। এই হাদীসটি ঐসব লোকের দলীল যারা 'সাফা ও মারওয়া' দৌড়কে হাজ্জের রুকন মনে করেন।

ইবরাহীমকে (আঃ) হাজ্জ পালন করার জন্য এটি শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে হাজেরার (আঃ) সাত বার প্রদক্ষিণই হচ্ছে 'সাফা' 'মারওয়া'য় দৌড়ানোর মূল উৎস। যখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে তাঁর শিশুপুত্রসহ এখানে রেখে গিয়েছিলেন এবং তাঁর খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল ও শিশু ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়েছিল তখন হাজেরা (আঃ) অত্যন্ত উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনার সাথে এই পবিত্র পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্বীয় অঞ্চল ছড়িয়ে দিয়ে মহান আল্লাহর নিকট ভিক্ষা চাচ্ছিলেন। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট ও দুর্ভাবনা সব দূর করে দিয়েছিলেন। এখানে প্রদক্ষিণকারী হাজীগণেরও উচিত যে, তাঁরা যেন অত্যন্ত দারিদ্র ও বিনয়ের সাথে এখানে প্রদক্ষিণ করেন এবং মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের অভাব, প্রয়োজন এবং অসহায়তার কথা পেশ করেন ও মনের সংস্কার এবং সুপথ প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান, আর পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁদের দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা এবং অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত। তাঁদের কর্তব্য হবে এই যে, তাঁরা যেন স্থিরতা, সাওয়াব, মুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন ও আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন যে, তিনি যেন তাঁদেরকে অন্যায় ও পাপরূপ সংকীর্ণ পথ হতে সরিয়ে উৎকর্ষতা, ক্ষমা এবং সাওয়াবের তাওফীক প্রদান করেন, যেমন তিনি হাজেরার (আঃ) অবস্থাকে এদিক হতে ওদিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا *যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে* অর্থাৎ সাতবার প্রদক্ষিণের স্থলে আটবার বা নয়বার প্রদক্ষিণ করে কিংবা নফল হাজ্জ এবং উমরাহর মধ্যে 'সাফা-মারওয়া'র তাওয়াফ করে। আবার আল রাজী (রহঃ) প্রমুখ একে সাধারণ রেখেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক সাওয়াবের কাজই অতিরিক্তভাবে করে। (আর রাজী ৪/১৪৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অল্প কাজেই বড় সাওয়াব দান করেন এবং প্রতিদানের সঠিক পরিমাণ তাঁর জানা আছে। তিনি কারও সাওয়াব এতটুকুও কম করবেননা, আবার তিনি অণু পরিমাণ অত্যাচারও করবেননা। তবে তিনি সাওয়াবের প্রতিদান বৃদ্ধি করে থাকেন এবং নিজের নিকট হতে বিরাট প্রতিদান প্রদান করেন। সুতরাং 'হামদ' ও 'শোক্‌র' আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

১৫৯। আমি যে সব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, ঐগুলিকে সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে।	١٥٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّـٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَـٰبِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ
১৬০। কিন্তু যারা তাওবাহ করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, বস্তুতঃ আমি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদানকারী, করুণাময়।	١٦٠. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ
১৬১। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহর মালাক/ফেরেশতা এবং	١٦١. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ

মানবকূলের সবারই অভিসম্পাত।	ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ
১৬২। তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি প্রশমিত হবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা।	١٦٢. خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

ঐ সমস্ত লোকের উপর আল্লাহর অভিশাপ, যারা ধর্মীয় আদেশ নিষেধ গোপন করে

এখানে ঐ সব লোককে ভীষণভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কথাগুলি এবং শারীয়াতের বিষয়গুলি গোপন করত। কিতাবীরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা বিষয়ক কথাগুলি গোপন রাখত। এ জন্যই এরশাদ হচ্ছে যে, সত্যকে গোপনকারীরা অভিশপ্ত। যেমন প্রত্যেক জিনিস ঐ আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যিনি জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কথাগুলি প্রচার করেন। এমন কি পানির মাছ এবং আকাশের পাখিরাও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অনুরূপভাবে যারা সত্য কথা জেনে শুনে গোপন করে এবং বোকা ও বধির হওয়ার ভান করে তাদের প্রতি প্রত্যেক জিনিসই অভিশাপ দিয়ে থাকে। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি শারীয়াতের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।' (আহমাদ ২/৪৯৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি না থাকলে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতামনা। (ফাতহুল বারী ১/২৫৮) বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কাবরের মধ্যে কাফিরের কপালে এত জোরে হাতুড়ী মারা হয় যে, মানব ও দানব ছাড়া সমস্ত প্রাণী ওর শব্দ শুনতে পায় এবং ওরা সবাই তার প্রতি অভিশাপ দেয়। 'অভিসম্পাতকারীরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে, এ কথার অর্থ এটাই। অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর অভিশাপ তাদের উপর রয়েছে। 'আতা (রহঃ) বলেন

لَا عِنُوْنَ শব্দের ভাবার্থে সমুদয় জীবজন্তু এবং সমস্ত দানব ও মানবকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে বছর ভূমি শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তখন চতুস্পদ জন্তুরা বলে ঃ 'এটা বানী আদমের পাপেরই ফল, আল্লাহ তা'আলা বানী আদমের পাপীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৭৪) কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, এর দ্বারা মালাক/ফেরেশতা এবং মু'মিনগণকে বুঝানো হয়েছে।

হাদীসে রয়েছে যে, আলেমের জন্য প্রত্যেক জিনিসই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমন কি সমুদ্রের মাছও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে), এই আয়াতে রয়েছে যে, যারা 'ইল্ম'-কে গোপন করে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন এবং মালাইকা, সমস্ত মানুষ ও প্রত্যেক অভিসম্পাতকারী অভিসম্পাত করে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাকশক্তিহীন (জীব) অভিসম্পাত করে থাকে। সেটা ভাষার মাধ্যমেই হউক অথবা ইঙ্গিত দ্বারাই হউক। কিয়ামাত দিবসেও সমস্ত জিনিস তাকে অভিসম্পাত করতে থাকবে।

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সব মানুষকে অভিশপ্তদের মধ্য হতে বের করে নেন যারা তাদের এই কাজ হতে বিরত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়। আর পূর্বে যা গোপন করেছিল এখন তা প্রকাশ করে দেয়। فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ সেই 'তাওবাহ' কবূলকারী দয়ালু আল্লাহ এইসব মানুষের তাওবাহ কবূল করেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে সেও যদি খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করে তাহলে তার তাওবাহও গৃহীত হয়ে থাকে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, পূর্বের উম্মাতদের মধ্যে যারা এ রকম বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত তাদের তাওবাহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে গৃহীত হতনা। কিন্তু নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের উপর আল্লাহ তা'আলার এটি বিশেষ মেহেরবানী এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাহ শোনেন ও কবূল করেন।

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا

অতঃপর ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা কুফরী ও অন্যায় করেছে এবং তাওবাহ করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। এরা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং এদের উপর বর্ষিত হয়েছে আল্লাহর, তাঁর মালাইকার এবং সমস্ত মানুষের

অভিসম্পাত। এই অভিশাপ তাদের উপর জারী থাকে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকবে। অবশেষে এই অভিশাপ তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যাবে। তারা চিরকাল সেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ তাদের এই শাস্তি এতটুকুও হ্রাস করা হবেনা এবং কখনও তা বন্ধ করা হবেনা। বরং চিরকাল তাদের উপর ভীষণ শাস্তি হতেই থাকবে। আমরা করুণাময় আল্লাহর নিকট তাঁর এই শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ দেয়া যাবে

আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন কাফিরকে থামিয়ে রাখা হবে। অতঃপর তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করবেন এবং তারপরে মালাইকা/ফেরেশতাগণ ও মানুষ তাকে অভিশাপ দিবে। কাফিরদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণের ব্যাপারে কারও কোন মত বিরোধ নেই। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) এবং তাঁর পরের সম্মানিত ইমামগণ সবাই 'কুনূত' প্রভৃতির মাধ্যমে কাফিরদের উপর অভিশাপ দিতেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কাফিরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণের ব্যাপারে উলামা-ই কিরামের একটি দল বলেন যে, এটা জায়েয় নয়। কেননা তার পরিণাম কারও জানা নেই। 'কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু হল' এ কথাটি এ আয়াতের মধ্যে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিশাপ না দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার এই কথাটি দলীল রূপে পেশ করা যেতে পারে। আলেমদের অন্য একটি দলের মতে নির্দিষ্ট কাফিরের উপরও লান'ত বর্ষণ করা জায়িয। যেমন ধর্মশাস্ত্রবিদ আবূ বাকর ইব্ন আরাবী মালিকী (রহঃ) এই মত পোষণ করেন এবং এর দলীল রূপে তিনি একটি দুর্বল হাদীসও পেশ করেন। কোন নির্দিষ্ট কাফিরের উপর যে অভিসম্পাত বর্ষণ করা জায়িয নয় এর দলীল রূপে কেহ কেহ এই হাদীসটিও এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি লোককে বার বার মাতাল অবস্থায় আনা হয় এবং বার বারই তার উপরে 'হদ্দ' লাগানো হয়। এই সময় এক ব্যক্তি মন্তব্য করে ঃ 'তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। কেননা সে বার বার মদ্যপান করছে।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ

'তার উপর লা'নত বর্ষণ করনা। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।' (মুসনাদ আবদুর রাযযাক ৭/৩৮১, বুখারী ৬৭৮০) এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভালবাসা রাখেনা, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা জায়িয।

১৬৩। এবং তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্বদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নেই।	١٦٣. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ

অর্থাৎ উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর মত কেহই নেই। তিনি একক। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেহই নেই। তিনি দাতা ও দয়ালু। সূরা ফাতিহার প্রারম্ভে এর তাফসীর হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলার ইসমে আযম (বড় নাম) দু'টি আয়াতে রয়েছে। একটি এই আয়াতটি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিম্নের এই আয়াতটি ঃ

الٓمٓ. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

আলিফ, লাম, মীম। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১-২) (আবূ দাঊদ ২/১৬৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা একাত্মবাদের প্রমাণস্বরূপ ঘোষণা করছেন ঃ

১৬৪। নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, নৌ-পথে জাহাজ-সমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করণে, তাতে নানাবিধ জীবজন্তু সঞ্চারিত করার জন্য আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে সত্যি সত্যিই	١٦٤. إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ

জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।	وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তাওহীদের প্রমাণ

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মানব জাতি! আমি যে একক উপাস্য তার একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে এই আকাশ, যার উচ্চতা, সূক্ষ্মতা ও প্রশস্ততা তোমরা অবলোকন করছ এবং যার গতিহীন ও গতিশীল উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজী তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। আমার একাত্মবাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে পৃথিবীর সৃষ্টি। এটা একটা ঘন মোটা বস্তু যা তোমাদের পায়ের নীচে বিছানো রয়েছে। যার উপরে রয়েছে উঁচু উঁচু শিখর বিশিষ্ট গগণচুম্বী পর্বতসমূহ। তাতে রয়েছে বড় বড় তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র। আর যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর সুন্দর লতা ও গুল্ম। যার মধ্যে নানা প্রকারের শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। যার উপরে তোমরা অবস্থান করছ এবং নিজেদের ইচ্ছামত আরামদায়ক ঘর বাড়ী তৈরী করে সুখ শান্তিতে বসবাস করছ এবং যদ্বারা বহু প্রকারের উপকার লাভ করছ। আল্লাহর একাত্মবাদের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে দিন রাতের আগমন ও প্রস্থান। রাত যাচ্ছে দিন আসছে, আবার দিন যাচ্ছে রাত আসছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও হচ্ছেনা। বরং প্রত্যেকটি আপন আপন নির্ধারিত নিয়মে চলছে। কোন সময় দিন বড় হয়, আবার কোন সময় রাত বড় হয়। কোন সময় দিনের কিছু অংশ রাতের মধ্যে যায় এবং কোন সময় রাতের কিছু অংশ দিনের মধ্যে চলে আসে।

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০)

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৬)

তারপরে তোমরা নৌকাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর যা তোমাদেরকে ও তোমাদের সম্পদ, আসবাবপত্র এবং বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে এদিক ওদিক চলাচল করছে। এর মাধ্যমে এই দেশবাসী ঐ দেশবাসীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও লেন দেন করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণাঙ্গ করুণা ও দয়ার মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এর ফলে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন, আর এর দ্বারা জমি কর্ষণের ব্যবস্থা দান করে ওর থেকে উৎপাদন করেন নানা প্রকারের শস্য।

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩),

এরপর আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, ওদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, তাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন, তাদের জন্য তৈরি করেছেন শোয়া, বসা এবং চলাচল করার জায়গা।

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাওহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

বায়ুকে তিনি চালিত করেছেন পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে। কখনও ঠাণ্ডা, কখনও গরম এবং কখনও অল্প, কখনও বেশী। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে মেঘমালাকে কাজে লাগিয়েছেন। ওগুলি এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছেন, প্রয়োজনের সময় বর্ষণ করছেন। এগুলি সবই হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ, যদ্দারা জ্ঞানীরা স্বীয় প্রভুর অস্তিত্ব ও তাঁর একাত্মতা অনুধাবন করতে পারে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى

خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষনা করে এবং বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন! (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯০-১৯১)

১৬৫। এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে এরূপ আছে - যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবাসে। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি - তাদের প্রেম দৃঢ়তর এবং যারা অত্যাচার করেছে তারা যদি শাস্তি অবলোকন করত তাহলে দেখত, সমুদয় শক্তিই আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।	١٦٥. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ
১৬৬। যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের	١٦٦. إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ

সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।	وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ
১৬৭। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রুপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা অগ্নি হতে উদ্ধার পাবেনা।	١٦٧. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

দুনিয়া এবং আখিরাতে মুশরিকদের অবস্থা

এই আয়াতসমূহে মুশরিকদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা আল্লাহ তা'আলার অংশীদার স্থাপন করে এবং অন্যদেরকে তাঁর সদৃশ স্থির করে। অতঃপর তাদের সাথে এমন আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন করে যেমন ভালবাসা আল্লাহ তা'আলার সাথে হওয়া উচিত। কারণ তিনিই প্রকৃত উপাস্য এবং তিনি অংশীদার হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি জিজ্ঞেস করি ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বড় পাপ কি?' তিনি বললেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শির্ক করা, অথচ সৃষ্টি তিনি একাই করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৩, মুসলিম ১/৯০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোককে শাস্তির সংবাদ দিচ্ছেন যারা শির্কের মাধ্যমে তাদের আত্মার উপর অত্যাচার করছে। যদি তারা শাস্তি অবলোকন করত তাহলে তাদের অবশ্যই বিশ্বাস হত যে, মহা ক্ষমতাবান তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। সমস্ত জিনিস তাঁর অধীনস্থ এবং তাঁরই আজ্ঞাধীন। তাঁর শাস্তিও খুব কঠিন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'সেই দিন তাঁর শাস্তির মত কেহ শাস্তিও দিতে পারবেনা এবং তাঁর পাকড়াও এর মত কেহ পাকড়াও করতে পারবেনা।'

দ্বিতীয় ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যদি ঐ দৃশ্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকত তাহলে কখনও তারা 'শির্ক ও 'কুফর'কে আঁকড়ে থাকতনা। দুনিয়ায় যাদেরকে তারা তাদের নেতা মনে করেছিল, কিয়ামাতের দিন ঐ নেতারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তারা বলবে ঃ

تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ

আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা আমাদের ইবাদাত করতনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৩)

মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা এদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এরা আমাদের উপাসনা করতনা। হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং আপনিই আমাদের অভিভাবক। বরং এরা জিনদের উপাসনা করত। এদের অধিকাংশই ওদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল।'

سُبْحَـٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক আপনারই সাথে, তাদের সাথে নয়, তারা তো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪১)

অনুরূপভাবে জিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং পরিষ্কারভাবে তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكۡفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيۡهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) ইবরাহীম (আঃ) কাফিরদের প্রতি যে উক্তি করেছিলেন কুরআন মাজীদে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُم بِبَعۡضٍ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضًا وَمَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) এভাবেই অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوۡقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمۡ يَرۡجِعُ بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٍ ٱلۡقَوۡلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَـٰكُمۡ عَنِ ٱلۡهُدَىٰ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَكُم ۖ بَلۡ كُنتُم مُّجۡرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأۡمُرُونَنَآ أَن نَّكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَغۡلَـٰلَ فِيٓ أَعۡنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছেই। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, وَرَأَوُا۟

الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ তারা শাস্তি দেখে নিবে এবং সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, পালানোরও কোন জায়গা থাকবেনা এবং মুক্তিরও কোন পথ চোখে পড়বেনা। বন্ধুত্ব কেটে যাবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবে। বিনা প্রমাণে যারা তাদের পরিচালকদের কথামত চলত, তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখত এবং তাদের আনুগত্য স্বীকার করত, পূজা করত, তারা যখন তাদের পরিচালক ও নেতাদেরকে দেখবে যে, তারা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন তারা অত্যন্ত দুঃখ ও নৈরাশ্যের সাথে বলবে ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا যদি আমরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরাও ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম যেমন ওরা আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমরা ওদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করতামনা, ওদের কথা মানতামনা এবং ওদেরকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করতামনা। বরং খাঁটি অন্তরে এক আল্লাহর ইবাদাত করতাম। অথচ সত্যিই যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তবুও তারা পূর্বে যা করেছিল তাই করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ

যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৮) এ জন্যই বলা হয়েছে ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) অর্থাৎ তাদের ভাল কাজ যা কিছু ছিল সেগুলিও নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَـٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ

যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের উপমা হল, তাদের কাজসমূহ ছাই সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৮) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা জাহান্নামের অগ্নি হতে উদ্ধার পাবেনা। বরং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

১৬৮। হে মানবমন্ডলী! পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র, তা হতে আহার কর এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	١٦٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
১৬৯। সে এতদ্ব্যতীত তোমাদেরকে আদেশ করে শাইতানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জাননা তা বলতে।	١٦٩. إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

হালাল খাওয়া এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা

উপরে যেহেতু তাওহীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কাজেই এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের আহারদাতাও তিনিই। তিনি বলেন ঃ 'তোমরা আমার এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেওনা যে, আমি তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলি বৈধ করেছি যা তোমাদের কাছে খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তি দানকারী। ঐ খাদ্য তোমাদের শরীর, স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান বিবেকের কোন ক্ষতি করেনা। আমি তোমাদেরকে শাইতানের পদাংক অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। কেহ কেহ যেমন শাইতানের পথে চলে কতকগুলি হালাল বস্তু তাদের উপর হারাম করে নিয়েছে, শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তোমাদের অবস্থাও তদ্রুপই হবে।

যেমনটি ঘটেছিল 'বাহীরা' (যে উটনীর দুধ শুধুমাত্র মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং অন্যদের পান করা নিষিদ্ধ ছিল), অথবা 'সাইবা' (যে উটনীকে দেব-দেবীর নামে স্বাধীনভাবে চলাচলের জন্য ছেড়ে দেয়া হত এবং কোন বোঝা বহন করায় নিষেধাজ্ঞা ছিল) অথবা 'ওয়াসীলা' (ঐ উটনী যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রসবকালে উটনী-বাচ্চা প্রসব করত তাকে দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত) এবং অন্যান্য জাহিলিয়াতের কাজসমূহ পালন করার জন্য শাইতান তাদের কাছে অতি আকর্ষনীয় করে তুলে ধরত এবং তারাও আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তা পালন করত। ইমাম মুসলিম আইয়াদ ইব্ন হিমার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'আমি যে ধন-সম্পদ আমার বান্দাদেরকে প্রদান করেছি তা তার জন্য বৈধ করেছি। আমি আমার বান্দাদের একাত্মবাদী রূপে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শাইতান তাদেরকে এই সুদৃঢ় ধর্ম হতে সরিয়ে ফেলেছে এবং আমার বৈধকৃত বস্তুকে তাদের উপর অবৈধ করে দিয়েছে।' (মুসলিম ৪/২১৯৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এই আয়াতটি পঠিত হলে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমার প্রার্থনা কবূল করেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে সা'দ! পবিত্র জিনিস এবং হালাল খাদ্য আহার কর, তাহলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যে হারাম গ্রাস মানুষ তার পেটের ভিতরে নিক্ষেপ করে, ওরই কুফল স্বরূপ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন ইবাদাত গৃহীত হয়না। হারাম আহার্যের দ্বারা শরীরের যে গোশত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তা জাহান্নামী।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (ইবলিস) ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০) এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

শাইতান তোমাদেরকে অসৎ কাজ করতে প্ররোচিত করে। যেমন ব্যভিচার করতে এবং আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে এমন কথা বলতে প্ররোচিত করে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং প্রত্যেক কাফির ও বিদ'আতপন্থী এর অন্তর্ভুক্ত যারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে উৎসাহ প্রদান করে।

১৭০। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামীও ছিলনা।	١٧٠. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ
১৭১। আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনেনা, তারা বধির, মুক, অন্ধ; কাজেই তারা বুঝতে পারেনা।	١٧١. وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

মুশরিকরা অন্য মুশরিকদেরই অনুসরণ করে

কাফির ও মুশরিকদেরকে যখন বলা হয় যে, তারা যেন আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ এবং নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতাকে পরিত্যাগ করে তখন তারা বলে যে, তারা তাদের বড়দের পথ ধরে রয়েছে। তাদের পিতৃপুরুষ যাদের পূজা অর্চনা করত তারাও তাদের উপাসনা করছে এবং করতে থাকবে। তাদের উত্তরেই কুরআন ঘোষণা করছে যে, তাদের পিতৃপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামী ছিলনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াতটি ইয়াহুদীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম দীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তারা উত্তরে বলেছিল ঃ আমরা বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তাতেই স্থির থাকব। (তাবারী ৩/৩০৫)

অবিশ্বাসীরা পশুর চেয়েও অধম

আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের উদাহরণ দিয়ে বলেন ঃ

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির সদৃশ। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমুখ তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেছেন যে, মাঠে বিচরণকারী জন্তুগুলি যেমন রাখালের কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা, শুধুমাত্র শব্দই ওদের কানে পৌঁছে থাকে এবং ওরা কথার ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞাত থাকে, এইসব লোকের অবস্থা ঠিক তদ্রুপ। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২২৫, ২২৮) এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে এরা যাদের পূজা করে এবং তাদের প্রয়োজন ও মনস্কামনা পূর্ণ করার প্রার্থনা জানিয়ে থাকে তারা না এদের কথা শুনতে পায়, না জানতে পারে, আর না দেখতে পায়। তাদের মধ্যে না আছে জীবন, আর না আছে কোন অনুভূতি। কাফিরদের এই দলটি সত্য কথা শোনা হতে বধির, বলা হতে বোবা, সত্য পথে চলা হতে অন্ধ এবং সত্যের অনুধাবন হতেও এরা বহু দূরে রয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মুক ও বধির, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের সরল সহজ পথের সন্ধান দেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৯)

১৭২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করে থাক।	١٧٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
১৭৩। তিনি শুধু তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশে নিবেদিত - তদ্ব্যতীত অবৈধ করেননি; বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরূপায়, কিন্তু সীমা লংঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٧٣. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হালাল খাবার খাওয়া এবং হারাম খাদ্যের বিবরণ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেন, 'তোমরা পবিত্র ও উত্তম দ্রব্য আহার কর এবং আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কর।' হালাল খাদ্য দু'আ ও ইবাদাত গৃহীত হওয়ার কারণ এবং হারাম খাদ্য তা কবূল না হওয়ার কারণ। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। তিনি নাবীগণকে ও মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন পবিত্র জিনিস আহার করেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। (আহমাদ ৩/৩২৮) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কাজ কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫১) অন্য জায়গায় বলেন ঃ 'হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি, সেই পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এক লোক দীর্ঘ সফর করেছে, যার চুলগুলি বিক্ষিপ্ত এবং নিজেও ধূলাবালিতে জর্জরিত; সে তার দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে ঃ হে আমার রাব্ব! হে আমার রাব্ব! অথচ সে যে খাদ্য খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, সে যে পোশাক পরিধান করেছে তাও হারাম আয়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা তৈরী, তার শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে হারাম খাদ্য দ্বারা। সুতরাং কিভাবে তার প্রার্থনা কবূল হবে? (মুসলিম ২/৭০৩, তিরমিযী ৮/৩৩৩)

হালাল জিনিসের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হারাম জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে, যে হালাল প্রাণী আপনা আপনিই মরে গেছে এবং শারীয়াতের বিধান অনুসারে যবাহ করা হয়নি তা হারাম। হয় ওকে কেহ গলা টিপে মেরে ফেলুক, লাঠির আঘাতেই মরে যাক, কোথাও হতে পড়ে গিয়ে মারা যাক, অথবা অন্যান্য জন্তু তাকে শিংয়ের আঘাতে মেরে ফেলুক, এসবগুলোই মৃত এবং হারাম। কিন্তু পানির প্রাণীর ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। পানির প্রাণী নিজে নিজেই মরে গেলেও হালাল। এর পূর্ণ বর্ণনা أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৬) এই আয়াতের তাফসীরে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। সাহাবীগণের (রাঃ) 'আম্বার' নামক পানির প্রাণীটি (হাঙ্গর) মৃত অবস্থায় প্রাপ্তি, তাঁদের তা আহার করা, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যাওয়া এবং তাঁর একে জায়িয বলা ইত্যাদি সব কিছুই হাদীসে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১৫২) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সমুদ্রের পানি হালাল এবং ওর মৃত প্রাণীও হালাল।' (মুয়াত্তা ১/২২, আবূ দাঊদ ১/৬৪, তিরমিযী ১/২২৪, আহমাদ ৫/৩৬৫, নাসাঈ ১/৫০, ইব্ন মাজাহ ১/১৩৬) আরও একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দুই মৃত ও দুই রক্ত হালাল। মাছ, ফড়িং, কলিজা ও প্লীহা।' (আহমাদ ২/৯৭, ইব্ন মাজাহ ২/১০৭৩, দারাকুতনী ৪/২৭২) 'সূরা মায়িদা'য় ইনশাআল্লাহ এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

জিজ্ঞাস্য ঃ মৃত জন্তুর দুধ ও তার মধ্যস্থিত ডিম অপবিত্র। ইমাম শাফিঈর (রহঃ) এটাই অভিমত। কেননা ওগুলো মৃতেরই এক একটি অংশ বিশেষ। ইমাম মালিকের (রহঃ) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ওটা পবিত্র তো বটে; কিন্তু মৃতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে অপবিত্র হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মৃতের দাঁতও ঐ বিজ্ঞজনদের নিকট অপবিত্র। তবে তাতে মতভেদও রয়েছে। সাহাবীগণের (রাঃ) 'মাজুসদের ' পনীর ভক্ষণ এখানে প্রতিবাদ রূপে আসতে পারে; কিন্তু কুরতুবী (রহঃ) এর উত্তরে বলেছেন যে, দুধ খুবই কম হয়ে থাকে, আর এরূপ তরল জাতীয় কোন অপবিত্র জিনিস অল্প পরিমাণ যদি অধিক পরিমাণযুক্ত কোন পবিত্র জিনিসের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। (কুরতুবী ২/২২১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘি, পনীর এবং বন্য গাধা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ

'হালাল ঐ জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হালাল করেছেন এবং হারাম ঐ জিনিস যা তিনি স্বীয় কিতাবে হারাম করেছেন, আর যেগুলির বর্ণনা নেই সেগুলি ক্ষমার্হ। (ইব্ন মাজাহ ২/১১১৭)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, শূকরের মাংসও হারাম। তা যবাহ করা হোক কিংবা নিজে নিজেই মরে যাক। শূকরের চর্বিরও এটাই নির্দেশ। কেননা ওর অধিকাংশ মাংসই চর্বিযুক্ত এবং চর্বি মাংসের সাথেই থাকে। অতএব মাংস যখন হারাম তখন চর্বিও হারাম। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যা আল্লাহ ছাড়া অপরের উদ্দেশে নিবেদিত ওটাও হারাম। অজ্ঞতার যুগে কাফিরেরা তাদের বাতিল উপাস্যদের নামে পশু যবাহ করত। আল্লাহ তা'আলা ওটাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন। আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আযমী বা অনারাবরা তাদের ঈদে পশু যবাহ করে থাকে এবং তা হতে মুসলিমদের নিকটও হাদিয়া স্বরূপ যা কিছু পাঠিয়ে থাকে, তাদের দেয়া ঐ গোশ্ত খাওয়া যায় কি? তিনি বললেন ঃ 'ঐ দিনের সম্মানার্থে যে জীব যবাহ করা হয় তোমরা তা খেওনা। তবে তাদের গাছের ফল খেতে পার।' (কুরতুবী ২/২২৪)

বিশেষ অপারগ অবস্থায় নিষিদ্ধ ব্যবস্থা শিথিলযোগ্য

এর পরে অভাব ও প্রয়োজনের সময় যদি খাওয়ার জন্য অন্য কিছুই পাওয়া না যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ হারাম বস্তুগুলো খাওয়াও বৈধ করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যাবে এবং অবাধ্য-উচ্ছৃংখল ও সীমা অতিক্রমকারী না হবে তার জন্য এই সব জিনিস খাওয়ায় কোন পাপ নেই। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময়।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, কেহ যদি ঔদ্ধত্য কিংবা অবাধ্যতার উদ্দেশে না করে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য করতে বাধ্য হয় তা ভিন্ন কথা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ঃ যদি সে এটা না করে তাহলে তার দ্বারা ছিনতাই, রাহাযানী, প্রচলিত আইনের বিরোধীতা, শাসকের বিরোধীতা কিংবা এ ধরনের কোন কিছু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন তার জন্য এ বিষয়টি শিথিলযোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তাকে দেয়া শিথিলতার সুযোগ নিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করে সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতেই থাকে তাহলে তার জন্য আর এটি বিবেচ্য বিষয় হবেনা, তা সে যদি সত্যি সত্যি অপারগ হয় তবুও। সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। সাঈদ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেছেন যে, অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হল এটা মনে করা যে, ইহা অনুমোদনযোগ্য। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৩৬) এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে আয়াতের ভাবার্থে অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হল তা যে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মৃত প্রাণীর মাংস আহার করতে বাধ্য হওয়া এবং এর পুনরাবৃত্তি না করা, তবে এগুলো পেট পুরে না খাওয়া।

জিজ্ঞাস্য ঃ একটি লোক ক্ষুধার জ্বালায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছে। এমন সময় সে একটি মৃত জীব দেখতে পেয়েছে এবং তার সম্মুখে অপরের একটি হালাল বস্তুও রয়েছে। যেখানে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতারও ভয় নেই এবং কোন কষ্টও নেই, এই অবস্থায় তাকে অপরের জিনিসটিই খেয়ে নিতে হবে, মৃত জীবটি খেতে হবেনা। ইব্ন মাজাহয় একটি হাদীস রয়েছে, আব্বাদ ইব্ন শারজাবীল আনাযী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'এক বছর আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। আমি মাদীনা গমন করি এবং একটি ক্ষেতে ঢুকে কিছু শিষ ভেঙ্গে নেই ও ছিলে খেতে আরম্ভ করি। আর কিছু শিষ চাদরে বেঁধে নিয়ে চলতে থাকি। ক্ষেতের মালিক দেখতে পেয়ে আমাকে ধরে ফেলে এবং মার-পিট করে আমার চাদর কেড়ে নেয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে বললেন ঃ

'না তুমি এই ক্ষুধার্তকে খেতে দিলে, না তার জন্য অন্য কোন চেষ্টা করলে, আর না তুমি তাকে বুঝালে বা শেখালে! এই বেচারা তো ক্ষুধার্ত ও মূর্খ ছিল। যাও, তার কাপড় তাকে ফিরিয়ে দাও এবং এক ওয়াসাক বা অর্ধওয়াসাক (এক ওয়াসাকে প্রায় ১৮০ কেজি) শস্য দিয়ে দাও।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/৭৭০) আম্‌র ইব্‌ন শুয়াইব (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা শুনেছেন যে, গাছে লটকে থাকা খেজুর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ

'অভাবী লোক যদি ফসল থেকে কিছু খায়, কিন্তু বাড়ী নিয়ে না যায় তাহলে তার কোন অপরাধ নেই।' (তিরমিযী ৪/৫১০) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিশেষ যরুরী অবস্থায় বাধ্য হয়ে যা আহার করা হয়। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ অবৈধ কোন কিছু খেলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর বাধ্য হয়ে হারাম কোন কিছু খাওয়াকে তিনি যে অনুমোদন দিয়েছেন তা হল তাঁর করুণা বা দয়া। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২৪০) এও বর্ণিত আছে যে, তিন গ্রাসের চেয়ে যেন বেশি না খায়। মোট কথা, এই অবস্থায় আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর কারণেই তার জন্য এই হারামকে হালাল করা হয়েছে। মাসরূক (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যায় অথচ হারাম জিনিস ভক্ষণ বা পান করেনা, অতঃপর মারা যায়, সে জাহান্নামী। (সুনান-ই কুবরা ৯/৩৫৭) এ থেকে জানা গেল যে, এরূপ অবস্থায় এরকম জিনিস খাওয়া অবশ্য কর্তব্য, শুধু যে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা নয়, বরং খেতে হবে।

১৭৪। আল্লাহ যা গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই তারা অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করেনা; এবং উত্থান দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা, তাদেরকে পবিত্র করবেননা এবং তাদের জন্য	١٧٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَـٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلاً ۙ أُوْلَـٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ

إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	**রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।**
١٧٥. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ	**১৭৫। ওরাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতঃপর জাহান্নামের আগুন কিরূপে সহ্য করবে?**
١٧٦. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَـٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ	**১৭৬। এ জন্যই আল্লাহ সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরোধ করে বাস্তবিকই তারা বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী।**

আল্লাহর আয়াত গোপন করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কিত যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলি যেসব ইয়াহুদী তাদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে গোপন করে এবং সাধারণ আরাবদের নিকট হতে হাদিয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে তাদের আখিরাতকে খারাপ করে থাকে তাদেরকে এখানে ভয় দেখানো হয়েছে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সত্যতার আয়াতগুলি, যা তাওরাতের মধ্যে বিদ্যমান

রয়েছে, জনগণের মধ্যে প্রকাশ পায় তাহলে তারা তাঁর আয়ত্তাধীনে এসে যাবে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে, এই ভয়ে তারা হিদায়াত ও মাগফিরাতকে ছেড়ে পথভ্রষ্টতা ও শাস্তির উপরেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তাদের দুষ্ট আলেমরা যে আয়াতগুলি গোপন করত সেগুলিও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র মানুষকে তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতা স্বীকারের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। হাত ছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে যে দলটি হতে তারা আল্লাহর কালামকে গোপন রাখত শেষে ঐ দলটি তাদের হাত ছাড়া হয়েই যায়। ঐ দলের লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং মুসলিম হয়ে যায়।

অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হয়ে ঐ সত্য গোপনকারীদের প্রাণনাশ করতে থাকে এবং নিয়মিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ তাদের এই গোপনীয়তার কথা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এখানেও বর্ণনা করেছেন ঃ

أُولَـــئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ আল্লাহর কথা গোপন করে তারা যে অর্থ উপার্জন করছে তা প্রকৃতপক্ষে আগুনের অঙ্গার দ্বারা তারা তাদের পেট পূর্ণ করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০) সহীহ হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির পাত্রে পানাহার করে সে তার পেটের মধ্যে আগুন ভরে থাকে।' (বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদেরকে পবিত্র করবেননা, বরং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে জড়িত থাকবে।* কেননা তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অভিশাপ তাদের উপরে বর্ষিত

হয়েছে এবং আজ তাদের উপর হতে আল্লাহর করুণা দৃষ্টি অপসারিত হয়েছে। তারা আজ আর প্রশংসার যোগ্য হয়ে নেই, বরং তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছে এবং তারা ওর মধ্যেই জড়িত থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কথা বলবেননা, তাদের দিকে তাকাবেননা এবং তাদেরকে পবিত্র করবেননা, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (তারা হচ্ছে) বয়োঃবৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী ভিক্ষুক/ফাকীর।' (মুসলিম) এর পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى *তারা সুপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথকে গ্রহণ করেছে*। তাদের উচিত ছিল তাওরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে যেসব সংবাদ রয়েছে তা অজ্ঞদের নিকট পৌঁছে দেয়া। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা ওগুলি গোপন করেছে এবং তারা নিজেরাও তাঁকে অস্বীকার করেছে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং ওগুলি প্রকাশ করলে তারা যে নি'আমাত ও ক্ষমা প্রাপ্তির অধিকারী হত তার পরিবর্তে তারা কষ্ট ও শাস্তিকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদেরকে এমন বেদনাদায়ক ও বিস্ময়কর শাস্তি দেয়া হবে যা দেখে অবলোকনকারীরা হতভম্ব হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে আমরা এসব বেদনাদায়ক শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, এরা আল্লাহ তা'আলার কথাকে খেল-তামাশা মনে করেছে এবং আল্লাহর যে কিতাব সত্য প্রকাশ করার জন্য ও অসত্য দূর করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল তারা তার বিরোধিতা করেছে, প্রকাশ করার কথাকে গোপন করেছে। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী গোপন করেছে, এসব কারণেই তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই যারা এই কিতাবের ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তারা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণে বহু দূর এগিয়ে গেছে।

১৭৭। তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ,	١٧٧. لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ
وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ
ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ
وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى
ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى
ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى
ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ
أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

আখিরাত, মালাক/ ফেরেশতা, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তারাই সত্য পরায়ণ এবং তারাই ধর্মভীরু।

খাঁটি বিশ্বাস ও সঠিক পথের শিক্ষা

এই পবিত্র আয়াতে খাঁটি বিশ্বাস এবং সরল সঠিক পথের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। মু'মিনদেরকে প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরে তাদেরকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা কিতাবীদের উপর এবং কিছু মু'মিনের কাছে কঠিন মনে হয়। সুতরাং মহান আল্লাহ এর নিপুণতা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়াই হচ্ছে মূল

উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যে দিকে মুখ করার নির্দেশ দিবেন সেদিকেই তাদেরকে মুখ করতে হবে। প্রকৃত ধর্মভীরুতা, প্রকৃত সাওয়াব এবং পূর্ণ ঈমান এটাই যে, দাস তার মনিবের সমুদয় আদেশ ও নিষেধ শিরোধার্য করে নিবে। যদি কেহ পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে যায় এবং ওটা যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে না হয় তাহলে এর ফলে সে মু'মিন থাকবেনা। বরং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩৭)

পূর্ব ও পশ্চিমকে বিশিষ্ট করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়াহুদীরা পশ্চিম দিকে এবং খৃষ্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করত। সুতরাং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এটাতো শুধু ঈমানের বাক্য এবং প্রকৃত ঈমান হচ্ছে আমল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'সাওয়াব এই যে, আনুগত্যের মূল অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশ্য করণীয় কাজগুলি নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করা হয়।' সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের উপর আমল করেছে সে পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মন খুলে সে সাওয়াব সংগ্রহ করেছে। মহান আল্লাহর সত্ত্বার উপর তার ঈমান রয়েছে। সে জানে যে, প্রকৃত উপাস্য তিনিই। মালাইকার অস্তিত্ব এবং এরা যে আল্লাহর বাণী তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের নিকট পৌঁছে থাকেন এ কথা তারা বিশ্বাস করে। তারা সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে এবং এটাও বিশ্বাস করে যে, পবিত্র কুরআন শেষ আসমানী কিতাব যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে এবং ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সৌভাগ্য যার সাথে জড়িত রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবীর উপরও তাদের ঈমান রয়েছে, বিশেষ করে আখিরী নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরেও তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। মাল ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'উত্তম দান এই যে, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যখন তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও মালের প্রতি তোমার ভালবাসা ও লোভ থাকে, তুমি ধনী হওয়ারও আশা রাখ এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ারও ভয় কর।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৩৪, মুসলিম ২/৭১৬) কুরআন মাজীদেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়। (সূরা ইনসান/দাহ্র, ৭৬ ঃ ৮-৯) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯২) অন্যস্থানে বলেন ঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৯) সুতরাং এরা বড় মর্যাদার অধিকারী। কেননা প্রথম প্রকারের লোকেরাতো তাদের ভালবাসা ও পছন্দনীয় জিনিস অন্যদেরকে দান করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের লোকেরা এমন জিনিস অপরকে দিয়েছেন, যে জিনিসের তাঁরা নিজেরাই মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের প্রয়োজন অপেক্ষা অপরের প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসে রয়েছে ঃ

‘মিসকীনকে দান করার সাওয়াব একগুণ এবং আত্মীয় (মিসকীনকে) দান করার সাওয়াব দ্বিগুণ। একটি দানের সাওয়াব এবং দ্বিতীয়টি আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখার সাওয়াব। তোমাদের দান-খাইরাতের এরাই বেশি হকদার।’ (আহমাদ ৪/২১৪) কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় তাদের সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। ‘ইয়াতীম’ এর অর্থ হচ্ছে ঐ ছোট ছেলে যার পিতা মারা গেছে। তার অন্য কেহ উপার্জনকারী নেই। তার নিজের উপার্জন করারও ক্ষমতা নেই। হাদীসে রয়েছে যে, পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর সে আর ইয়াতীম থাকেনা। মিসকীন ওরা যাদের নিকট এই পরিমাণ জিনিস নেই যা তাদের খাওয়া-পরা ও বসবাসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তাদেরকেও দান করতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং তারা দারিদ্রতা, ক্ষুধা, সংকীর্ণতা এবং অবমাননাকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং দু'একটি খেজুর বা দু' এক গ্রাস খাবার দিয়ে তাকে বিদায় করা হয়, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার কাছে এ পরিমাণ জিনিস নেই যদ্বারা তার সমস্ত কাজ চলতে পারে এবং সে তার অবস্থা এমনভাবে প্রকাশ করেনা যদ্বারা মানুষ তার অবস্থা জেনে তাকে কিছু দান করতে পারে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯) 'ইব্নস্ সাবীল' মুসাফিরকে বলা হয়। এখানে ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে যার নিকট সফরের বাকী পথ-খরচ নেই। তাকে এই পরিমাণ দেয়া হবে যেন সে অনায়াসে তার দেশে পৌঁছতে পারে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে সফরে বেরিয়েছে তাকেও যাতায়াতের খরচ দিতে হবে। অতিথিও এই নির্দেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) অতিথিকেও 'ইব্নস্ সাবীলের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫৯) এছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ জাফর আল-বাকীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৬৪)

'সায়েলীন' ঐ সব লোকদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ করে মানুষের নিকট ভিক্ষা করে বেড়ায়। এদেরকেও সাদাকাহ ও যাকাত থেকে দিতে হবে। فِى الرِّقَابِ এর ভাবার্থ হচ্ছে ক্রীতদাসদেরকে দাসত্ব হতে মুক্ত করা। এরা ঐ ক্রীতদাস যাদেরকে তাদের মনিবেরা বলে দিয়েছে যে, যদি তারা তাদেরকে এত পরিমান অর্থ দিতে পারে তাহলে তারা মুক্ত হবে। এদেরকে সাহায্য করে মুক্ত করিয়ে নেয়া। এই প্রকারের এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের পূর্ণ বর্ণনা **اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ** এই আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা সালাতকে সময়মত পূর্ণ রুকু, সাজদাহ, খুশু-খুযু (স্থিরতা) এবং বিনয়ের সাথে আদায় করে। অর্থাৎ যে নিয়মে আদায় করার নির্দেশ শারীয়াতে রয়েছে ঠিক সেই নিয়মেই আদায় করে। আর তারা যাকাতও প্রদান করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অঙ্গীকার করলে যারা সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَـٰقَ

যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২০) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হচ্ছে মুনাফিকদের অভ্যাস। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ

'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখলে তা আত্মসাৎ করে।' (মুসলিম ১/৭৮) অন্য বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে ঃ 'ঝগড়ার সময় গালি উচ্চারণ করে।' অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণকারী। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), মুররাহ আল-হামদানী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন, এর অর্থ হল শত্রুর মুখোমুখী হওয়া অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৭০, ২৭১; তাবারী ৩/৩৫৫) এ সব কষ্ট ও বিপদের সময় ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করুন। তাঁরই উপর আমরা নির্ভর করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সব গুণবিশিষ্ট মানুষই সত্যপরায়ণ ও খাঁটি ঈমানদার। তাদের ভিতর ও বাহির, কথা ও কাজ একই রূপ। আর তারা ধর্মভীরুও বটে। কেননা তারা সদা আনুগত্যের উপরেই রয়েছে এবং নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বহু দূরে সরে আছে।

১৭৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! নিহতদের সম্বন্ধে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যদি কেহ তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয় তাহলে যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে পাওনা সাব্যস্ত করা হয় এবং সদ্ভাবে তা

١٧٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ

পরিশোধ করে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা; অতঃপর যে কেহ সীমা লংঘন করবে তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٌۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১৭৯। হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।	١٧٩. وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

‘সম-অধিকার’ আইন এবং এর তাৎপর্য

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে মুসলিমগণ! প্রতিশোধ গ্রহণের সময় ন্যায় পন্থা অবলম্বন করবে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারীকে হত্যা করবে। এ ব্যাপারে সীমালংঘন করবেনা। যেমন সীমা লংঘন করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা। তারা আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করে ফেলেছিল।’ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, অজ্ঞতার যুগে বানূ নাযীর ও বানূ কুরাইযা নামক ইয়াহুদীদের দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বানূ নাযীর জয়যুক্ত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে এই প্রথা চালু হয় যে, যখন বানূ নাযীরের কোন লোক বানূ কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করত তখন প্রতিশোধ রূপে বানূ নাযীরের ঐ লোকটিকে হত্যা করা হতনা। বরং রক্তপণ হিসাবে তার নিকট হতে এক ওয়াসাক (প্রায় ১৮০ কেজি) খেজুর আদায় করা হত। আর যখন বানূ কুরাইযার কোন লোক বানূ নাযীরের কোন লোককে হত্যা করত তখন প্রতিশোধ রূপে তাকেও হত্যা করা হত এবং রক্তপণ গ্রহণ করা হলে দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই ওয়াসাক খেজুর গ্রহণ করা হত। সুতরাং মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে অজ্ঞতা যুগের ঐ জঘন্য প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দেন।

যখনই কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করবে তখন তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। এরূপভাবে এই নির্দেশ দাস ও দাসীর মধ্যেও চালু থাকবে। যে কেহই প্রাণ নাশের ইচ্ছায় অন্যকে হত্যা করবে, প্রতিশোধ রূপে তাকেও হত্যা করা হবে। হত্যা ছাড়া জখম বা কোন অঙ্গহানীরও একই নির্দেশ। 'স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী' আয়াতাংশ সূরা বাকারাহর ৪৫ নং আয়াত দ্বারা রহিত হওয়ার ব্যাপারে বেশির ভাগ আলেমের সিদ্ধান্ত হল এই যে, একজন মুশরিককে হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারী মুসলিমকে হত্যা করা যাবেনা। ইমাম বুখারী (রহঃ) আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কাফিরকে হত্যা করার জন্য মুসলিমকে (হত্যাকারী) হত্যা করা যাবেনা।' (বুখারী ১১১) এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার কিংবা এর বিপরীত বর্ণনার কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়না। অবশ্য আবূ হানিফা উক্ত সূরা মায়িদার ৪৫ নং আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এ মত পোষণ করতেন যে, কাফিরকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারী মুসলিমকেও কতল করা যাবে।

চার ইমাম এবং জামহুর-ই উম্মাতের মতামত এই যে, কয়েকজন মিলে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে। উমারের (রাঃ) যুগে সাতজন মিলে একটি লোককে হত্যা করে। তিনি সাতজনকেই হত্যা করার আদেশ দেন এবং বলেন ঃ যদি 'সুনআ' পল্লীর সমস্ত লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করত তাহলে আমি প্রতিশোধ রূপে সকলকেই হত্যা করতাম।' কোন সাহাবীই তাঁর যুগে তাঁর এই ঘোষণার উল্টা করেননি। সুতরাং এ কথার উপর যেন 'ইজমা' হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, একজনের পরিবর্তে একটি দলকে হত্যা করা হবেনা, বরং একজনের পরিবর্তে একজনকেই হত্যা করা হবে। মুআয (রাঃ), ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ) এবং হাবীব ইব্ন আবী সাবিত (রহঃ) হতেও এই উক্তিটি বর্ণিত আছে। ইব্ন মুনযির (রহঃ) বলেন যে, এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক মত। অতঃপর বলা হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী যদি হত্যাকারীর কোন অংশ ক্ষমা করে দেয় তাহলে সেটা অন্য কথা। অর্থাৎ সে হয়ত হত্যার পরিবর্তে রক্তপণ স্বীকার করে কিংবা হয়ত তার অংশের রক্তপণ ছেড়ে দেয় এবং স্পষ্টভাবে ক্ষমা করে দেয়। যদি সে রক্তপণের উপর সম্মত হয়ে যায় তাহলে সে যেন হত্যাকারীর উপর জোর

জবরদস্তি না করে, বরং যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা আদায় করে। হত্যাকারীরও কর্তব্য এই যে, সে যেন তা সদ্ভাবে পরিশোধ করে, টাল-বাহানা না করে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় রক্তপণ গ্রহণ, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা। পূর্ববর্তী উম্মাতদের এই সুযোগ ছিলনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈলের উপর 'কিসাস' (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) ফার্‌য ছিল। 'কিসাস' ক্ষমা করে রক্তপণ গ্রহণের অনুমতি তাদের জন্য ছিলনা। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর আল্লাহ তা'আলার এটিও বড় অনুগ্রহ যে, রক্তপণ গ্রহণও তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তাহলে এখানে তিনটি জিনিস হচ্ছে (১) 'কিসাস', (২) রক্তপণ ও (৩) ক্ষমা। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে শুধুমাত্র 'কিসাস' ও 'ক্ষমা' ছিল, কিন্তু 'দিয়্যাতের' বিধান ছিলনা। তাওরাতধারীদের জন্য শুধু কিসাস ও ক্ষমার বিধান ছিল এবং ইঞ্জীলধারীদের জন্য শুধু ক্ষমাই ছিল। তারপরে বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ বা মেনে নেয়ার পরেও বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি।

কিসাসের উপকারিতা এবং এর অপরিহার্যতা

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ হে জ্ঞানীরা! তোমরা জেনে রেখ যে, *কিসাসে'র মধ্যে মানব গোষ্ঠীর অমরত্ব রয়েছে*। এর মধ্যে বড় দূরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং দু'জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তাহলে জানা যাবে যে, এটা জীবনেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা উচিত হবেনা। নতুবা তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যার কাজ হতে বিরত থাকবে। তাহলে দু'ব্যক্তি মৃত্যু হতে বেঁচে যাচ্ছে। পূর্বের গ্রন্থসমূহের মধ্যেও তো আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, اَلْقَتْلُ اَنْفَى الْقَتْلِ অর্থাৎ হত্যা হত্যাকে বাধা দেয়, কিন্তু কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষালঙ্কারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ 'এটা তোমাদের বেঁচে থাকার কারণ। প্রথমতঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়তঃ না কেহ কেহকে হত্যা করবে, আর না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি

বিরাজ করবে।' تَقْوَى হচ্ছে প্রত্যেক সাওয়াবের কাজ করা এবং প্রত্যেক পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার নাম।

১৮০। যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, তখন সে যদি ধন সম্পত্তি রেখে যায় তাহলে মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে অসীয়ত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ হল, ধর্ম-ভীরুদের এটা অবশ্য করণীয়।	١٨٠. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ
১৮১। অতঃপর যে ব্যক্তি শোনার পর তা পরিবর্তন করে, তাহলে এর পাপ তাদেরই হবে যারা একে পরিবর্তন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	١٨١. فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
১৮২। অনন্তর যদি কেহ অসীয়তকারীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব অথবা পাপের আশঙ্কা করে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাতে তার পাপ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٨٢. فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়াত বাতিল করা হয়েছে

এই আয়াতে মা-বাবা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য অসিয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার বিধানের পূর্বে এটা ওয়াজিব ছিল। সঠিক উক্তি এটাই। কিন্তু উত্তরাধিকারের নির্দেশাবলী এই অসিয়াতের হুকুমকে মানসূখ করে দিয়েছে। প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তার জন্য নির্ধারিত অংশ অসিয়াত ছাড়াই নিয়ে নিবে। 'সুনান' ইত্যাদির মধ্যে আমর ইব্ন খারিজাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুৎবার মধ্যে এ কথা বলতে শুনেছি ঃ

'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জন্য তার হক পৌঁছে দিয়েছেন। এখন উত্তরাধিকারীর জন্য কোন অসিয়াত নেই।' (তিরমিযী ৬/৩১৩, নাসাঈ ৬/২৪৭, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৫) মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) সূরা বাকারাহ পাঠ করে إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে বলেন ঃ 'এই আয়াতটি মানসূখ।' (হাকিম ২/২৭৩) তিনি এটাও বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বে মা-বাবার সাথে অন্য কেহ উত্তরাধিকারী ছিলনা, অন্যদের জন্য শুধু অসিয়াত করা হত। অতঃপর উত্তরাধিকারের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়াত করার স্বাধীনতা দেয়া হয়। এই আয়াতের হুকুম মানসূখকারী হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি।

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে- অল্প বা অধিক, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭)

ইব্ন উমার (রাঃ), আবূ মূসা (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), শুরাইহ্ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) এরা সবাই এই আয়াতটিকে মানসূখ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩০১-৩০৩, তাবারী ৩/৩৮৯, ৩৯১)

অসিয়াত তাদের জন্য যারা উত্তরাধিকারী আইনের আওতায় পড়েনা

কেহ কেহ বলেন যে, অসিয়াতের হুকুম উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে মানসূখ হয়েছে। কিন্তু যাদের 'মীরাস' নির্ধারিত নেই তাদের ব্যাপারে সাব্যস্ত রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) মাসরূক (রহঃ), তাঊস (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুসলিম ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) এবং আ'লা ইব্ন যিয়াদ (রহঃ) এরও মাযহাব এটাই। আমি বলি যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন। ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তির নিকট কিছু জিনিস রয়েছে এবং সে অসিয়াত করতে ইচ্ছা করে তার জন্য উচিত নয় যে, সে অসিয়াত লিখে না দিয়ে দু'টি রাতও অতিবাহিত করে।' হাদীসটির বর্ণনাকারী ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'এই নির্দেশ শোনার পর বিনা অসিয়াতে আমি একটি রাতও কাটাইনি।' (ফাতহুল বারী ৫/৪১৯, মুসলিম ৩/১২৪৯, ১২৫০) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা সম্বন্ধে বহু আয়াত এবং হাদীস এসেছে।

ন্যায়ানুগ অসিয়াত হওয়া উচিত

অসিয়াতের ব্যাপারে উত্তম পন্থা অবলম্বন করা উচিত, অন্যায় পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। যেন উত্তরাধিকারীদের কোন ক্ষতি না হয়। মাত্রাধিক্য ও বাজে খরচ মোটেই শোভনীয় নয়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, সা'দ (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ধনী লোক এবং আমার উত্তরাধিকারিণী শুধুমাত্র একটি মেয়ে। সুতরাং আপনি আমাকে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়াত করার অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না।' তিনি বললেন ঃ 'অর্ধেকের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'এক-তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়াত কর, তবে এটাও বেশী। তোমার উত্তরাধিকারিণীকে তুমি যে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের সামনে হাত পাতবে এর চেয়ে বরং তাদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাওয়াই উত্তম।' (ফাতহুল বারী ৫/৭২৪, মুসলিম ৩/১২৫০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'মানুষ যদি এক তৃতীয়াংশকে ছেড়ে

এক চতুর্থাংশের উপর আসত! কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক তৃতীয়াংশের অনুমতি প্রদান করে এটাও বলেছেন যে, এক-তৃতীয়াংশও বেশী।' (বুখারী ২৭৪৩) অতঃপর বলা হচ্ছে

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ যে ব্যক্তি অসিয়াতকে পরিবর্তন করবে, তাতে কম-বেশি করবে কিংবা গোপন করবে, এর পাপের বোঝা সেই পরিবর্তনকারীকেই বইতে হবে। অসিয়াতকারীর প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকট সাব্যস্ত হয়েই গেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অসিয়াতকারীর অসিয়াতের বিশুদ্ধতার কথাও জানেন এবং পরিবর্তনকারীর পরিবর্তনও জানেন। কোন কথা ও রহস্য তাঁর নিকট গোপন থাকেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) جَنَفٌ শব্দটির অর্থ করেছেন 'ভুল'। যেমন কোন উত্তরাধিকারীকে কোনও প্রকারে বেশি দেয়ার ব্যবস্থা করা। যেমন বলা হল যে, অমুক জিনিস অমুকের হাতে এত এত দামে বেচে দেয়া হোক ইত্যাদি। এটা ভুল বশতঃই হোক অথবা অত্যধিক ভালবাসার কারণে অনিচ্ছাকৃতই হোক কিংবা এই অপরাধের কারণে পরবর্তী সময়ে (আখিরাতে) শাস্তির কথা না জানার কারণেই হোক। এরূপ স্থলে অসিয়াতকারী যার নিকট অসিয়াতের কথা প্রকাশ করে গেল, সে যদি অসিয়াতকে রদবদল করে যেভাবে অসিয়াত করা উচিত সেইভাবে সম্পদের পুনঃ বন্টন করে দেয় তাহলে তাতে তার কোন পাপ হবেনা। অসিয়াতকে শারীয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী চালু করা উচিত, যেন মৃত ব্যক্তিও আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচতে পারে, হকদারগণও তাদের হক পেয়ে যায় এবং অসিয়াতও শারীয়াত অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। এ অবস্থায় পরিবর্তনকারীর কোন পাপ হবেনা।'

সঠিকভাবে/ন্যায়ানুগ অসিয়াত করার উপকারিতা

মুসনাদ আবদুর রায্যাকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মানুষ সত্তর বছর পর্যন্ত ভাল লোকের কাজের মত কাজ করতে থাকে, কিন্তু অসিয়াতের ব্যাপারে অত্যাচার করে, কাজেই পরিণাম খারাপ কাজের উপর হওয়ায় সে জাহান্নামী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ সত্তর বছর ধরে অসৎ কাজ

করতে থাকে কিন্তু অসিয়াতের ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসাফ করে, কাজেই তার শেষ আমল ভাল হওয়ায় সে জান্নাতী হয়ে যায়।' অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, 'যদি তোমরা চাও তাহলে কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতটি পাঠ করে নাও **تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا** অর্থাৎ 'এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তা অতিক্রম করনা। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ৯/৮৮)

১৮৩। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও সিয়ামকে অপরিহার্য কর্তব্য রূপে নির্ধারণ করা হল যেন তোমরা সংযমশীল হতে পার।	١٨٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
১৮৪। ওটা নির্দিষ্ট কয়েক দিন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত কিংবা প্রবাসী হয় তার জন্য অপর কোন দিন হতে গণনা করবে, আর যারা ওতে অক্ষম তারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহার্য দান করবে। অতএব যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করে তার জন্য কল্যাণ এবং তোমরা যদি বুঝে থাক তাহলে সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।	١٨٤. أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

সিয়াম পালন করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলেন যে, তারা যেন সিয়াম পালন করে। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনের খাঁটি নিয়াতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকা। এর উপকারিতা এই যে, এর ফলে মানবাত্মা পাপ ও কালিমা থেকে সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার ও পবিত্র হয়ে যায়। এর সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সিয়ামের হুকুম শুধুমাত্র তাদের উপরেই হচ্ছেনা, বরং তাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের প্রতিও সিয়ামের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য এটাও যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী যেন এই কর্তব্য পালনে পূর্বের উম্মাতদের পিছে না পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) এই বর্ণনাই এখানেও করা হচ্ছে যে এই সিয়াম তোমাদের উপর ঐ রকমই ফার্য, যেমন ফার্য ছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। সিয়াম পালনের দ্বারা শরীরের পবিত্রতা লাভ হয় এবং শাইতানের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হে যুবকবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য রয়েছে সে বিয়ে করবে, আর যার সামর্থ্য নেই সে সিয়াম পালন করবে। এটা তার জন্য রক্ষা কবচ হবে। (ফাতহুল বারী ৯/৮, মুসলিম ২/১০১৮) অতঃপর সিয়ামের জন্য দিনের সংখ্যা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এটি কয়েকটি দিন মাত্র যাতে কারও উপর বোঝা স্বরূপ না হয় এবং কেহ আদায়ে অসমর্থ হয়ে না পড়ে; বরং আগ্রহের সাথে তা পালন করে।

বিভিন্ন প্রকার সিয়ামের বর্ণনা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পূর্বে আশুরার সিয়াম পালন করা হত। যখন রামাযানের সিয়াম ফার্য করা হয় তখন আর আশুরার সিয়াম বাধ্যতামূলক থাকেনা; বরং যিনি ইচ্ছা করতেন পালন করতেন এবং যিনি চাইতেননা, পালন করতেননা। (ফাতহুল বারী ৮/২৬, মুসলিম ২/৭৯২)

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৪) এর ভাবার্থে মু'আয (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইচ্ছা করলে কেহ সিয়াম পালন করতেন আবার কেহ পালন করতেননা। বরং মিসকীনকে খাদ্য দান করতেন। সালমা ইব্ন আকও'য়া (রাঃ) হতে সহীহ বুখারীতে একটি বর্ণনা এসেছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে ব্যক্তি ইচ্ছা করত সিয়াম ছেড়ে দিয়ে 'ফিদইয়া' দিয়ে দিত। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াত وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ অবতীর্ণ হয় এবং এটি 'মানসূখ' (রহিত) হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৮/২৯) উমারও (রাঃ) এটিকে মানসূখ বলেছেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, এটা মানসূখ নয়, বরং এর ভাবার্থ হচ্ছে বৃদ্ধ পুরুষ বা বৃদ্ধা নারী, যারা সিয়াম পালন করার ক্ষমতা রাখেনা। (ফাতহুল বারী ৮/২৮)

অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির সিয়ামের পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদান

ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি 'আতার (রহঃ) নিকট রামাযান মাসে আগমন করি। আমি দেখতে পাই যে, তিনি খানা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বলেন ঃ 'ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি আছে যে, এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতটিকে মানসূখ করেনি, বরং এই হুকুম শুধুমাত্র শক্তিহীন, অচল বৃদ্ধদের জন্য রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৮) মোট কথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজ আবাসে আছে এবং সুস্থ ও সবল অবস্থায় রয়েছে তার জন্য এই নির্দেশ নয়। বরং তাকে সিয়ামই পালন করতে হবে। তবে হ্যাঁ, খুবই বয়স্ক, বৃদ্ধ এবং দুর্বল লোক যাদের সিয়াম পালন করার ক্ষমতা নেই, তারা সিয়াম পালন করবেনা এবং তাদের উপর সিয়াম কাযাও যরুরী নয়। কারণ তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই, ফলে ভবিষ্যতেও তারা সিয়াম পালন করতে সক্ষম হবেনা। এমতাবস্থায় তাদেরকে প্রতিটি ছুটে যাওয়া সিয়ামের জন্য ফিদইয়া বা কাফফারা আদায় করতে হবে। ইহাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং বিভিন্ন আলেমের অভিমত, যাদের মধ্যে সালফে সালিহীনগণও রয়েছেন। (তাবারী ৩/৪৩১)

ইমাম বুখারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দনীয় অভিমত। তিনি বলেন যে, খুব বেশি বয়স্ক বৃদ্ধ যার সিয়াম পালন করার শক্তি নেই সে 'ফিদইয়া'ই দিয়ে দিবে। যেমন আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) শেষ বয়সে অত্যন্ত বার্ধক্য অবস্থায় দু'বছর ধরে সিয়াম পালন করেননি এবং প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে গোশ্ত-রুটি আহার করাতেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৭৯)

'মুসনাদ আবূ ইয়ালা' গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন আনাস (রাঃ) সিয়াম পালন করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন তখন রুটি ও গোশত তৈরি করে ত্রিশ জন মিসকীনকে আহার করান। (আবূ ইয়ালা ৭/২০৪) অনুরূপভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলারা যখন তাদের নিজেদের ও সন্তানদের জীবনের ভয় করবে এদের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, তারা সিয়াম পালন করবেনা, বরং 'ফিদইয়া' দিবে এবং যখন ভয় দূর হয়ে যাবে তখন সিয়ামের কাযা করে নিবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শুধু ফিদইয়া যথেষ্ট, কাযা করার প্রয়োজন নেই। কেহ কেহ আবার বলেন যে, সিয়ামই পালন করবে, 'ফিদইয়া' বা কাযা নয়।

١٨٥. شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ

১৮৫। রামাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা প্রবাসী, তার জন্য অপর কোন দিন হতে গণনা করবে; তোমাদের পক্ষে যা সহজসাধ্য আল্লাহ তা'ই ইচ্ছা করেন ও তোমাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য

ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	**তা ইচ্ছা করেননা এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তজ্জন্য তোমরা আল্লাহকে মহিমান্বিত কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।**

রামাযান মাসের মর্যাদা এবং এ মাসে কুরআন নাযিল হওয়া

এখানে রামাযান মাসের সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই পবিত্র মাসেই কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ইবরাহীমের (আঃ) ‘সহীফা’ রামাযানের প্রথম রাতে, ‘তাওরাত’ ৬ তারিখে, ‘ইঞ্জীল’ ১৩ তারিখে এবং কুরআন কারীম ২৪ তারিখে অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৪/১০৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أُنزِلَ فِيهِ এবং إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ এবং إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ الْقُرْآنُ এর ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ কুরআনুল কারীমকে একই সাথে প্রথম আকাশের উপরে রামাযান মাসের ‘কাদরের’ রাতে অবতীর্ণ করা হয় এবং ঐ রাতকে لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ অর্থাৎ বারাকাতময় রাতও বলা হয়।

পবিত্র কুরআনের মর্যাদা

কুরআনুম মাজীদের প্রশংসায় বলা হচ্ছে যে, এটি বিশ্ব মানবের জন্য পথ প্রদর্শক এবং এতে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী রয়েছে। ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে সঠিক পথে পৌঁছতে পারেন। এটা সত্য ও মিথ্যা, হারাম ও হালালের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী। সুপথ ও কুপথ এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী।

রামযান মাসে সিয়াম পালন করা ফার্য

এই আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রামাযানের চন্দ্র উদয়ের সময় যে ব্যক্তি বাড়ীতে অবস্থান করবে, মুসাফির হবেনা এবং সুস্থ ও সবল থাকবে, তাকে বাধ্যতামূলকভাবেই সিয়াম পালন করতে হবে। পূর্বে এদের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি ছিল; কিন্তু এখন আর অনুমতি রইলনা। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতির কথা বর্ণনা করেন। এদের জন্য বলা হচ্ছে যে, এরা এই সময় সিয়াম পালন করবেনা এবং পরে আদায় করে নিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শারীরিক কোন কষ্ট রয়েছে যার ফলে তার পক্ষে সিয়াম পালন করা কষ্টকর হচ্ছে কিংবা সফরে রয়েছে সে সিয়াম ছেড়ে দিবে এবং এভাবে যে কয়টি সিয়াম ছুটে যাবে তা পরে আদায় করে নিবে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, এরূপ অবস্থায় সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণা প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের নির্দেশাবলী সহজ করে দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে কষ্ট হতে রক্ষা করেছেন। ইমাম বুখারীর (রহঃ) একটি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস রেখে ও সৎ নিয়্যাতে রামাযানের সিয়াম পালন করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

সফরে সিয়াম পালন সম্পর্কিত কতিপয় বিধি-বিধান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানুল মুবারক মাসে মাক্কা বিজয় অভিযানে সিয়াম পালন অবস্থায় রওয়ানা হন। 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছে সিয়াম ছেড়ে দেন এবং সাহাবীগণকেও সিয়াম ত্যাগ করার নির্দেশ দেন (ফাতহুল বারী ৩/২১৩, মুসলিম ২/৭৮৪)।

রামাযান মাসে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে বের হতেন। তাঁদের কেহ কেহ সিয়াম পালন করতেন আবার কেহ কেহ পালন করতেননা। এমতাবস্থায় সিয়াম পালনকারীগণ বে-সিয়াম পালনকারীগণের উপর এবং সিয়াম না পালনকারীগণ সিয়াম পালনকারীগণের উপর কোনরূপ দোষারোপ করতেননা। সুতরাং যদি সিয়াম ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব হত তাহলে সিয়াম পালনকারীগণকে অবশ্যই সিয়াম পালন করতে নিষেধ করা হত। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করা সাব্যস্ত আছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'রামাযানুল মুবারক মাসে কঠিন গরমের দিনে

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। কঠিন গরমের কারণে আমরা মাথায় হাত রেখে রেখে চলছিলাম। আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রাঃ) ছাড়া আর কেহই সিয়াম পালনকারী ছিলেননা। (ফাতহুল বারী ৩/২১৫, মুসলিম ২/৭৯০)

একটি দলের ধারণা এই যে, সিয়াম পালন না করাই উত্তম। কেননা এর দ্বারা 'রুখসাতের' (অবকাশের) উপর আমল করা হয়। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, সফরে সিয়াম পালন করা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ

'যে ব্যক্তি সিয়াম ত্যাগ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে ত্যাগ করেনা তারও কোন পাপ নেই।' (মুসলিম ২/৭৯০) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে অবকাশ দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর।' (মুসলিম ২/৭৮৬)

তৃতীয় দলের উক্তি এই যে, সিয়াম পালন করা ও না করা দু'টিই সমান। তাঁদের দলীল হচ্ছে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত নিম্নের এই হাদীসটি ঃ হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রায়ই সিয়াম পালন করে থাকি। সুতরাং সফরেও কি আমার সিয়াম পালন করার অনুমতি রয়েছে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'ইচ্ছা হলে পালন কর, না হলে ছেড়ে দাও।' (ফাতহুল বারী ৪/২১১, মুসলিম ২/৭৮৯) কোন কোন লোকের উক্তি এই যে, যদি সিয়াম পালন করা কঠিন হয় তাহলে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে দেখেন যে, তাকে ছায়া করা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'ব্যাপার কি?' জনগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! লোকটি সিয়াম পালনকারী'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ

'সফরে সিয়াম পালন করা সাওয়াবের কাজ নয়। (ফাতহুল বারী ৪/২১৬, মুসলিম ২/৭৮৬) এটা স্মরণীয় বিষয় যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সফর অবস্থায়ও সিয়াম ছেড়ে দেয়া মাকরূহ মনে করে, তার জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়া যরুরী এবং সিয়াম পালন করা হারাম।

কাযা সিয়ামসমূহ ক্রমাগত পালন করা কি যরুরী, নাকি পৃথক পৃথকভাবে পালন করায়ও কোন দোষ নেই? ক্রমাগত সিয়াম পালন করা ওয়াজিব নয়। এক সাথেও পালন করতে পারে, আবার পৃথক পৃথকভাবে অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছেড়ে ছেড়েও সিয়াম পালন করতে পারে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদেরও এই উক্তিই রয়েছে এবং দলীল প্রমাণাদি দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে। রামাযান মাসে ক্রমাগতভাবে এ জন্যই (সিয়াম) পালন করতে হয় যে, ওটা সম্পূর্ণ সিয়ামেরই মাস। আর রামাযানের মাস শেষ হওয়ার পর ওটা শুধুমাত্র গণনা করে পূরা করতে হয়। তা যে কোন দিনই হতে পারে।

সহজ, কোন কিছু কঠিন করা নয়

একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা সহজ কর, কঠিন করনা এবং সুখবর দাও, ঘৃণার উদ্রেক করনা।' (আহমাদ ৩/১৩১ ফাতহুল বারী ১০/৫৪১, মুসলিম ৩/১৩৫৯) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয (রাঃ) ও আবূ মূসাকে (রাঃ) ইয়ামান পাঠানোর সময় বলেন ঃ

'তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ প্রদান করবে, ঘৃণা করবেনা, পরস্পর এক মতের উপর থাকবে, মতভেদ সৃষ্টি করবেনা।'(ফাতহুল বারী ৭/৬৬০, মুসলিম ৩/১৫৮৭) সুনান ও মুসনাদসমূহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি সুদৃঢ় এবং নরম ও সহজ বিশিষ্ট ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।' (আহমাদ ৫/২৬৬)

বর্ণিত আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, রুগ্ন, মুসাফির প্রভৃতিকে অবকাশ দেয়া এবং তাদেরকে অপারগ মনে করার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তাঁর বান্দাদের প্রতি ওটাই যা তাদের জন্য সহজসাধ্য এবং তাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য তার ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা পোষণ করেননা। আর 'কাযার' নির্দেশ হচ্ছে গণনা পূরা করার জন্য। সুতরাং তাঁর বান্দাদের উচিত তাঁর এই দয়া, নি'আমাত এবং সুপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা।

ইবাদাত করতে হবে আল্লাহর যিক্‌র করার সাথে সাথে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ তোমাদেরকে হিদায়াত দানের জন্য আল্লাহর মহানত্ম ঘোষনা কর। এর অর্থ হল ইবাদাত বা

সালাত আদায়ের পর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর। একই ধরনের বাণী রয়েছে নিম্নের আয়াতটিতে ঃ

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَـٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের (হাজ্জের) অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে ফেল তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে তদ্রুপ আল্লাহকে স্মরণ কর, বরং তদপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে স্মরণ কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০০) অন্য জায়গায় তিনি জুমু'আর সালাত সম্বন্ধে বলেন ঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমুআ'হ, ৬২ ঃ ১০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ. وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَـٰرَ ٱلسُّجُودِ

এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাতের একাংশে এবং সালাতের পরেও। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৯-৪০) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণীয় পন্থা এই যে, প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের পর আল্লাহ তা'আলার হামদ, তাসবীহ এবং তাকবীর পাঠ করতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের সমাপ্তি শুধুমাত্র তাঁর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির মাধ্যমেই জানতে পারতাম। (বুখারী ৮৪২) এই আয়াতটি এই বিষয়ের দলীল যে, 'ঈদুল ফিতরেও তাকবীর পাঠ করা উচিত।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন করে তাঁর ফার্‌যগুলি আদায় করে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলি হতে

বিরত থেকে এবং তাঁর সীমারেখার হিফাযাত করে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।

১৮৬। এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে - তাহলেই তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।	١٨٦. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনতে পান

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ ‘আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা প্রত্যেকে উঁচু স্থানে উঠার সময় এবং উপত্যকায় অবতরণের সময়ে উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি করতে করতে যাচ্ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে বলেন ঃ

‘হে জনমণ্ডলী! নিজেদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তোমরা কোন কম শ্রবণকারী ও দূরে অবস্থানকারীকে ডাকছনা। যাঁকে তোমরা ডাকতে রয়েছ তিনি তোমাদের স্কন্ধ অপেক্ষাও নিকটে রয়েছেন। হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস! তোমাকে কি আমি জান্নাতের কোষাগারসমূহের সংবাদ দিবনা? তা হচ্ছে لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ এই কালেমাটি (আহমাদ ৪/৪০২, ফাতহুল বারী ২/৫০৯, মুসলিম ৪/২০৭৬) এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিমের হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহও (রহঃ) অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাসের (রাঃ) বরাবরে আরও বর্ণনা করেছেন

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারনা পোষণ করে আমি তদ্রুপ, যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। (আহমাদ ৩/২১০)

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনা কবূল করে থাকেন

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন প্রার্থনা করে যার মধ্যে পাপও নেই এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতাও নেই তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি দান করে থাকেন। হয়ত বা তার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ কবূল করে নিয়ে তার প্রার্থিত উদ্দেশ্য পূরা করেন, কিংবা তা জমা করে রেখে দেন, এবং পরকালে দান করেন কিংবা ওরই কারণে এমন কোন বিপদ কাটিয়ে দেন যে বিপদ তার প্রতি আপতিত হত।' এ কথা শুনে জনসাধারণ বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা যদি খুব বেশি বেশি করে প্রার্থনা করি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই বেশি রয়েছে। (আহমাদ ৩/১৮) উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ভূ-পৃষ্ঠের যে মুসলিম মহা সম্মানিত ও মর্যাদাবান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানায় তা আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করে থাকেন, হয় সে তার প্রার্থিত উদ্দেশ্য লাভ করে অথবা ঐ রকমই তার কোন বিপদ কেটে যায় যে পর্যন্ত না কোন পাপের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতার কাজে সে প্রার্থনা করে।' (আহমাদ ৫/৩২৯, তিরমিযী ১০/২৪) বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রার্থনায় তাড়াহুড়া না করে, তার প্রার্থনা অবশ্যই কবূল হয়। তাড়াতাড়ি করার অর্থ এই যে, সে বলতে আরম্ভ করে, 'আমি সদা প্রার্থনা করতে রয়েছি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কবূল করছেননা (আহমাদ ২/৩৯৬, ফাতহুল বারী ১১/১৪৫, মুসলিম ৪/২০৯৫) সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এটিও আছে যে, প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাত দান করা হয়।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল করেন যতক্ষণ তার দু'আয় পাপজনিত কোন কথা মিশ্রিত না থাকে অথবা নাড়ির (রক্তের) সম্পর্ক ছিন্ন না করে অথবা দু'আর ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে। তাঁকে

জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাড়াহুড়া করা কি? তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি বলে, আমি দু'আ করতেই রয়েছি, অথচ দু'আ কবূল হওয়ার কোন সুফল পাচ্ছিনা; এভাবে সে দু'আ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং আস্তে আস্তে দু'আ করা পরিত্যাগ করে। (মুসলিম ৪/২০৯৬)

সহীহ মুসলিমে এও রয়েছে যে, কবূল না হওয়ার ধারণা করে নৈরাশ্যের সাথে সে প্রার্থনা করা পরিত্যাগ করে, এটাই হচ্ছে তাড়াহুড়া করা।

তিন ব্যক্তির প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া হয়না

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদে এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তিন ব্যক্তির প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া হয়না (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক, (২) সিয়াম পালনকারী যতক্ষণ সিয়াম পালন করা অবস্থায় থাকে এবং (৩) নির্যাতিত ব্যক্তি। কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চাসনের মর্যাদা দিবেন। তাদের বদ দু'আর কারণে আকাশের দরজাসমূহ খুলে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমার ইয্যাতের শপথ! কিছুকাল পরে হলেও আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করব।' (আহমাদ ৩/৫৪৪, তিরমিযী ৭/২২৯, ইব্ন মাজাহ ১/৫৫৭)

১৮৭। রামাযানের রাতে আপন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের জন্য এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ, তোমরা যে নিজেদের ক্ষতি করছিলে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন, এ জন্য তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হলেন এবং তোমাদের (ভার) লাঘব করে দিলেন; অতএব এক্ষণে তোমরা (রামাযানের রাতেও)	١٨٧. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ

بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর এবং প্রত্যুষে কালো সূতা হতে সাদা সূতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আহার ও পান কর, অতঃপর রাত সমাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর; তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফ করার সময় (তোমাদের স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হবেনা; এটিই আল্লাহর সীমা। অতএব তোমরা উহার নিকটেও যাবেনা; এভাবে আল্লাহ মানবমন্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন, যেন তারা সংযত হয়।

রামাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী গমন করা যাবে

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইফতারের পরে ইশা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল। আর যদি কেহ ওর পূর্বেই শুইয়ে যেত তাহলে নিদ্রা এলেই তার জন্য ঐসব হারাম হয়ে যেত। এর ফলে সাহাবীগণ (রাঃ) কষ্ট অনুভব করছিলেন। ফলে এই 'রুখসাতে'র আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং তারা সহজেই নির্দেশ পেয়ে যান। رَفَثٌ এর অর্থ এখানে 'স্ত্রী সহবাস'। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), তাউস (রহঃ), সালেম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আমর ইব্‌ন দীনার (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) এটাই

বলেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৬৭-৩৭১) لِبَاسٌ এর ভাবার্থ হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা। রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এর অর্থ 'লেপ' নিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এত গাঢ় যার জন্য সিয়ামের রাতেও তাদেরকে মিলনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণের হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ইফতারের পূর্বে কেহ ঘুমিয়ে পড়ার পর রাতের মধ্যেই জেগে উঠলেও সে পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস করতে পারতনা। কারণ তখন এই নির্দেশই ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করে আগের নির্দেশ উঠিয়ে নেন। এখন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি মাগরিব থেকে সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতে পারবে। কায়েস ইব্‌ন সিরমা (রাঃ) সারাদিন জমিতে কাজ করে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, কিছু খাবার আছে কি? স্ত্রী বলেন ঃ 'কিছুই নেই। আমি যাচ্ছি এবং কোথাও হতে নিয়ে আসছি।' তিনি যান, আর এদিকে তাকে ঘুমে পেয়ে বসে। স্ত্রী ফিরে এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, এখন এই রাত এবং পরবর্তী সারাদিন কিভাবে কাটবে? অতঃপর দিনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হলে কায়েস (রাঃ) ক্ষুধার জ্বালায় চেতনা হারিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এর আলোচনা হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিমরা সন্তুষ্ট হয়ে যান। (তাবারী ৩/৪৯৫)

একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে, সাহাবীগণ (রাঃ) সারা রামাযানে স্ত্রীদের নিকট যেতেননা। কিন্তু কতক সাহাবী (রাঃ) ভুল করে বসতেন। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩০) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রামাযান মাসে মুসলিমগণ ইশা সালাত আদায় করার পর তারা আর স্ত্রী-গমন করতেননা এবং পরবর্তী রাত না আসা পর্যন্ত খাদ্যও খেতেননা। এমন কি উমার ইব্‌ন খাত্তাবসহ (রাঃ) কেহ কেহ তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেন এবং ইশা সালাত আদায় করার পর খাবারও খেয়ে ফেলেন। তারা এ বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। তখন আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৩/৪৯৬-৪৯৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ *অতএব আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর।* এর ভাবার্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস

(রাঃ), আনাস (রাঃ), শুরাহ আল কাযী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যাঈদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), হাকাম ইব্ন উদবাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ইহা হল সন্তান-সন্ততি। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭৭-৩৭৮, তাবারী ৩/৫০৬-৫০৭) কাতাদাহ (রহঃ) আরও বলেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তার জন্য অনুমতি চাওয়া। এসব উক্তির এভাবে সাদৃশ্য দান করা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে ভাবার্থ সবগুলিই হবে। সহবাসের অনুমতির পর পানাহারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, সুবহি সাদিক পর্যন্ত এর অনুমতি রয়েছে।

সাহরী খাওয়ার শেষ সময়

আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে রামাযান মাসে রাতের খাবার খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী-গমন করা হালাল করেছেন, যতক্ষণ না রাতের কালো আঁধার দূর হয়ে সুবহি সাদিকের আলো পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন, ‘যতক্ষণ না সাদা সূতা থেকে কালো সূতা পার্থক্য করা যায়।’ অতঃপর তিনি আরও পরিস্কার করে জানিয়ে দিলেন যে, উহা হল ঊষার লগ্ন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, সাহল ইব্ন সা’দ (রাঃ) বলেন ঃ ‘পূর্বে مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি অবতীর্ণ হয়নি। ‘এবং প্রত্যুষে কালো সূতা হতে সাদা সূতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আহার ও পান কর’ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক তাদের পায়ে সাদা ও কালো সূতা বেঁধে নেয় এবং যে পর্যন্ত না সাদা ও কালোর মধ্যে প্রভেদ করা যেত সে পর্যন্ত তারা পাহানার করত। অতঃপর ফাজ্র শব্দটি অবতীর্ণ হয়। ফলে জানা যায় যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে রাত ও দিন। (ফাতহুল বারী ৮/৩১) সহীহ বুখারীতে অন্য হাদীসে রয়েছে, আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমিও আমার বালিশের নীচে সাদা ও কালো দু’টি সূতা রেখেছিলাম এবং যে পর্যন্ত এই দুই রংয়ের মধ্যে পার্থক্য না করা যেত সেই পর্যন্ত পানাহার করতাম। সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ

‘তোমার বালিশ তো খুব লম্বা চওড়া’। বরং তা হচ্ছে রাতের অন্ধকার এবং দিনের শুভ্রতা। (ফাতহুল বারী ৮/৩১)

সাহরী খাওয়ার নির্দেশ

ঊষা পর্যন্ত খাওয়া এবং পান করার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সাহরী খাওয়াকে উৎসাহিত করেছেন, অর্থাৎ এটি তাঁর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ছাড় বা অনুমোদন। আল্লাহ চান যে, তাঁর বান্দারা তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ করুক এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করুক। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সাহরী খাওয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা সাহরী খাবে, তাতে বারাকাত রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৪/১৬৫, মুসলিম ২/৭৭০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

'আমাদের এবং আহলে কিতাবের মধ্যে পার্থক্যই সাহরী খাওয়া।' (মুসলিম ২/৭৭১) তিনি আরও বলেছেন ঃ

'সাহরী খাওয়ার মধ্যে বারাকাত রয়েছে। সুতরাং তোমরা ওটা পরিত্যাগ করনা। যদি কিছুই না থাকে তাহলে এক ঢোক পানিই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মালাইকা সাহরী ভোজনকারীদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন।' (আহমাদ ৩/৪৪) এই প্রকারের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সাহরী বিলম্বে খাওয়া উচিত, যেন সাহরীর খাওয়ার ক্ষণেক পরেই সুবহি সাদিক হয়ে যায়। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা সাহ্‌রী খাওয়া মাত্রই সালাতে দাঁড়িয়ে যেতাম। আনাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সাহরী খাওয়ার শেষ সময় ও ফাজরের আযানের শুরুর মাঝে কত সময়ের ব্যবধান থাকত। তিনি বলেন ঃ আযান ও সাহরীর মধ্যে শুধুমাত্র এটুকুই ব্যবধান থাকত যে, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ে নেয়া যায়।' (ফাতহুল বারী ৪/১৬৪, মুসলিম ২/৭৭১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে পর্যন্ত আমার উম্মাত ইফতারে তাড়াতাড়ি এবং সাহরীতে বিলম্ব করবে সে পর্যন্ত তারা মঙ্গলের মধ্যে থাকবে। (আহমাদ ৫/১৪৭)

হাদীস দ্বারা এটাও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম রেখেছেন বারাকাতময় খাদ্য। মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি হাদীসে রয়েছে, হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাহরী খেয়েছি এমন সময়ে যে, যেন সূর্য উদিতই হয়ে যাবে।' কিন্তু এই হাদীসের বর্ণনাকারী একজনই এবং তিনি হচ্ছেন আসেম ইব্‌ন আবূ নাজুদ। এর ভাবার্থ হচ্ছে দিন নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ সাহাবীর (রাঃ) বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং শেষ সময় পর্যন্ত খেতে থাকা সাব্যস্ত আছে। যেমন আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস

(রাঃ) ও যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ)। তাবেঈদেরও একটি বিরাট দল হতে সুবহি সাদিক হয়ে যাওয়ার একেবারে নিকটবর্তী সময়েই সাহরী খাওয়া বর্ণিত আছে। যেমন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ), আবূ মিযলাজ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবূয্যুহা (রহঃ) ও আবূ ওয়াইল (রহঃ) প্রমুখ ইব্ন মাসঊদের (রাঃ) ছাত্রগণ, 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), হাকিম ইব্ন উয়াইনা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবুশ্ শাশা (রহঃ) যাবির ইব্ন মামার ইব্ন রাশিদ (রহঃ), আ'মাশ (রহঃ) এবং যাবির ইব্ন রুশদেরও (রহঃ) এটাই মাযহাব। আল্লাহ তা'আলা এদের সবারই উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিলালের (রাঃ) আযান শুনে তোমরা সাহরী খাওয়া হতে বিরত হবেনা। কেননা তিনি রাত থাকতেই আযান দিয়ে থাকেন। তোমরা খেতে ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত না আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম আযান দেন। ফাজর প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দেননা।' (ফাতহুল বারী ৪/১৬২, মুসলিম ২/৭৬৮) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ওটা ফাজর নয় যা আকাশের দিগন্তে লম্বভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফাজর হল লাল রং বিশিষ্ট এবং দিগন্তে প্রকাশমান। (আহমাদ ৪/২৩) তিরমিযীতেও এই বর্ণনাটি রয়েছে। তাতে রয়েছে ঃ

'সেই প্রথম ফাজরকে দেখে নাও যা প্রকাশিত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। সেই সময় পানাহার থেকে বিরত হয়োনা, বরং খেতে ও পান করতেই থাক, যে পর্যন্ত না দিগন্তে লালিমা প্রকাশ পায়। (তিরমিযী ৩/৩৮৯)

'যুনুব' অবস্থায় সিয়াম পালন করা যাবে

জিজ্ঞাস্য ঃ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সিয়াম পালনকারীর জন্য স্ত্রী সহবাস ও পানাহারের শেষ সময় সুবহি সাদিক নির্ধারণ করেছেন, কাজেই এর দ্বারা এই মাসআলার উপর দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, সকালে যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় উঠল, অতঃপর গোসল করে তার সিয়াম পূরা করল, তার উপর কোন দোষ নেই। চার ইমাম এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনদের এটাই মাযহাব। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) এবং উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে সহবাস করে সকালে অপবিত্র অবস্থায় উঠতেন, অতঃপর গোসল করতেন এবং সিয়াম পালন করতেন। তাঁর এই অপবিত্রতা স্বপ্নদোষের কারণে হতনা। উম্মে সালামাহর (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে

যে, এর পরে তিনি সিয়াম ছেড়েও দিতেননা এবং কাযাও করতেননা। (ফাতহুল বারী ৪/১৮২, মুসলিম ২/৭৮১)

সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ফাজরের সালাতের সময় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপবিত্র থাকি, আমি সিয়াম পালন করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'এরূপ ঘটনা স্বয়ং আমারও ঘটে থাকে এবং আমি সিয়াম পালন করে থাকি।' লোকটি বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো আপনার মত নই। আপনার তো পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।' তখন তিনি বলেন ঃ

'আল্লাহর শপথ! আমি তো আশা রাখি যে, তোমাদের সবার অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় আমিই করি এবং তোমাদের সবার অপেক্ষা আল্লাহভীরুতার কথা আমিই বেশি জানি।' (মুসলিম ২/৭৮১)

সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর।' এর দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সূর্য অস্তমিত হওয়া মাত্রই ইফতার করা উচিত। আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যখন এদিক দিয়ে রাত্রি আগমন করে এবং ওদিক দিয়ে দিন বিদায় নেয় তখন যেন সিয়াম পালনকারী ইফতার করে।' (ফাতহুল বারী ৪/২৩১, মুসলিম ২/৭৭২) সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে পর্যন্ত মানুষ ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে সে পর্যন্ত মঙ্গল থাকবে।' (ফাতহুল বারী ৪/২৩৪, মুসলিম ২/৭৭১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার নিকট ঐ বান্দাগণ সবচেয়ে প্রিয় যারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করে।' (আহমাদ ২/২৩৭, তিরমিযী ৩/৩৮৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসটিকে 'হাসান গরীব' বলেছেন।

একাধিক্রমে সিয়াম পালন করা যাবেনা

তাফসীর আহমাদে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, বাশীর ইব্ন খাসাসিয়্যাহর (রাঃ) সহধর্মিনী লাইলা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি ইফতার ছাড়াই দু'টি সিয়ামকে মিলিত করতে ইচ্ছা করি। তখন আমার স্বামী আমাকে নিষেধ করেন এবং

বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটা করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা খৃষ্টানদের কাজ। তোমরা তো ঐভাবেই সিয়াম পালন করবে যেভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (তা হচ্ছে এই যে,) তোমরা রাতে ইফতার করে নাও। এক সিয়ামকে অন্য সিয়ামের সাথে মিলানো নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে আরও বহু হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা সিয়ামকে সিয়ামের সাথে মিলিত করনা।' তখন জনগণ বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! স্বয়ং আপনি তো মিলিয়ে থাকেন।' তিনি বললেন ঃ 'আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রি অতিবাহিত করি, আমার প্রভু আমাকে আহার করিয়ে ও পানি পান করিয়ে থাকেন।' কিন্তু কিছু লোক তবুও ঐ কাজ হতে বিরত হয়না। তখন তিনি তাদের সাথে দু'দিন ও দু'রাতের সিয়াম বরাবর রাখতে থাকেন। অতঃপর চাঁদ দেখা দেয়ায় তিনি বলেন ঃ 'যদি চাঁদ উদিত না হত তাহলে আমি এভাবেই সিয়ামকে মিলিয়ে যেতাম।' (আহমাদ ২/২৮১, ফাতহুল বারী ৪/২৩৮, মুসলিম ২/৭৭৪) ইফতার করা ছাড়াই এবং রাতে কিছু না খেয়েই অন্য সিয়ামের সাথে মিলিয়ে নেয়ার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) এবং আয়িশা (রাঃ) হতেও মারফু' হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, এটা উম্মাতের জন্য নিষিদ্ধ; কিন্তু তিনি স্বয়ং তাদের হতে বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর এর উপরে ক্ষমতা ছিল এবং এর উপরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্য করা হত। এটাও মনে রাখা উচিত যে, তিনি (নাবী সঃ) যে বলেছেন, 'আমার প্রভু আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন' এর ভাবার্থ প্রকৃত খাওয়ানো ও পান করানো নয়। কেননা এরূপ হলে তো এক সিয়ামের সাথে অন্য সিয়ামকে মিলানো হচ্ছেনা। কাজেই এটা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক সাহায্য।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিতে রয়েছে ঃ 'মিলিত করনা, যদি একান্তভাবে করতেই চাও তাহলে সাহরী পর্যন্ত কর।' জনগণ বলে ঃ 'আপনি তো মিলিয়ে থাকেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমি তোমাদের মত নই। আমাকে তো রাতেই আহারদাতা আহার করিয়ে থাকেন এবং পান করিয়ে থাকেন।' (ফাতহুল বারী ৪/৩৩৮)

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা দিনের সিয়াম ফার্য করে দিয়েছেন। এখন বাকি রইল রাত; তবে যে চায় খাবে এবং যার ইচ্ছা না হয় সে খাবেনা।'

ই'তিকাফ

ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মাসজিদে ই'তিকাফে বসেছে, তা রামাযান মাসেই হোক অথবা অন্য কোন মাসেই হোক, ই'তিকাফ পূরা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য দিন ও রাতে স্ত্রী সহবাস হারাম। (তাবারী ৩/৫৪০) যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন যে, পূর্বে মানুষ ই'তিকাফ অবস্থায়ও স্ত্রী সহবাস করত। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মাসজিদে ই'তিকাফের জন্য অবস্থানের সময় এটা হারাম করে দেয়া হয়। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ কথাই বলেন। সুতরাং আলেমগণের সর্বসম্মত ফাতওয়া এই যে, যদি ই'তিকাফকারী খুবই প্রয়োজন বশতঃ বাড়ী যায়, যেমন প্রস্রাব-পায়খানার জন্য বা খাদ্য খাবার জন্য, তাহলে ঐ কাজ শেষ করার পরেই তাকে মাসজিদে চলে আসতে হবে। সেখানে অবস্থান জায়িয নয়। স্ত্রীকে চুম্বন-আলিঙ্গন ইত্যাদিও বৈধ নয়। ই'তিকাফ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়াও জায়িয নয়। তবে হাঁটতে হাঁটতে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে নেয় সেটা অন্য কথা। ই'তিকাফের আরও অনেক আহকাম রয়েছে। কতকগুলি আহকামের মধ্যে মতভেদও রয়েছে। এগুলি আমি আমার (লেখক ইব্‌ন কাসীরের) পৃথক পুস্তক *কিতাবুস সিয়াম* এর শেষে বর্ণনা করেছি। এ জন্য অধিকাংশ গ্রন্থকারও নিজ নিজ পুস্তকে সিয়ামের পর পরই ই'তিকাফের নির্দেশাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। এতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ই'তিকাফ সিয়াম অবস্থায় করা কিংবা রামাযানের শেষ ভাগে করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন, যে পর্যন্ত না তিনি এই নশ্বর জগৎ হতে বিদায় গ্রহণ করেন। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরলোক গমনের পর তাঁর সহধর্মিণীগণ উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রাঃ) ই'তিকাফ করতেন।' (ফাতহুল বারী ৪/৩১৮, মুসলিম ২/৮৩১)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, সুফিয়া বিন্‌তে হুয়াই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই'তিকাফের অবস্থায় তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হতেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। একদা রাতে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে সাথে যান। কেননা তাঁর বাড়ী মাসজিদে নাববী হতে দূরে অবস্থিত ছিল। পথে দু'জন আনসারী সাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রীকে দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

‘তোমরা থাম এবং জেনে রেখ যে, ইনি আমার স্ত্রী সুফিয়া বিন্ত হুয়াই (রাঃ)।’ তখন তারা বলেন ঃ ‘সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা কি অন্য কোন ধারণা করতে পারি)!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ

‘শাইতান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার ধারণা হল যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে দেয় কি না!’ (ফাতহুল বারী ৪/৩২৬, মুসলিম ৪/১৭১২) ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই নিজস্ব ঘটনা হতে তাঁর উম্মাতবর্গকে শিক্ষা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তারা যেন অপবাদের স্থান থেকে দূরে থাকে। নতুবা এটা অসম্ভব কথা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান সাহাবীবর্গ তাঁর সম্বন্ধে কোন কু-ধারণা অন্তরে পোষণ করতে পারেন এবং এটাও অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা রাখতে পারেন।

উল্লিখিত আয়াতে **مُبَاشِرَت** এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে মিলন এবং তার কারণসমূহ। যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি। নচেৎ কোন জিনিস লেন-দেন ইত্যাদি সব কিছুই জায়িয। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই’তিকাফের অবস্থায় আমার দিকে মাথা নুইয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথার চুল আঁচড়ে দিতাম। অথচ আমি মাসিক বা ঋতুর অবস্থায় থাকতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন পূরা করার উদ্দেশ্য ছাড়া বাড়ীতে আসতেননা।’ (ফাতহুল বারী ৪/৩২০, মুসলিম ১/২৪৪) আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ ‘ই’তিকাফ অবস্থায় আমি তো চলতে চলতেই বাড়ীর রুগীকে পরিদর্শন করে থাকি।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘এই হচ্ছে আমার বর্ণনাকৃত কথা, ফার্যকৃত নির্দেশাবলী এবং নির্ধারিত সীমা। যেমন সিয়ামের নির্দেশাবলী ও তার জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ, তার মধ্যে যা কিছু বৈধ এবং যা কিছু অবৈধ ইত্যাদি। মোট কথা, এই সব হচ্ছে আমার সীমারেখা। সাবধান! তোমরা তার নিকটেও যাবেনা এবং তা অতিক্রম করবেনা। কেহ কেহ বলেন যে, এই সীমা হচ্ছে ই’তিকাফ অবস্থায় স্ত্রী-মিলন হতে দূরে থাকা। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াতগুলির মধ্যে চারটি নির্দেশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে (অতঃপর তিনি পাঠ করেন) ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ

রমাযানের রাতে আপন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।

ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

অতঃপর রাত সমাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর।

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ

এভাবে আল্লাহ মানবমন্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন।

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

যেন তারা সংযত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যেভাবে আমি সিয়াম ও তার নির্দেশাবলী, তার জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ এবং তার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি, অনুরূপভাবে অন্যান্য নির্দেশাবলীও আমি আমার বান্দা ও রাসূলের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য বর্ণনা করেছি যেন তারা জানতে পারে যে, হিদায়াত কি এবং আনুগত্য কাকে বলে এবং এর ফলে যেন তারা আল্লাহভীরু হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে আসার জন্য; আল্লাহতো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৯)

১৮৮. وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ

১৮৮। এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করনা এবং তা বিচারকের নিকট টোপ হিসাবে উপস্থাপন করনা যাতে

তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের সম্পদের অংশ অন্যায়ভাবে উদরস্থ করতে পার।	بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

ঘুষ নেয়া নিষেধ এবং ইহা জঘন্য অপরাধ (পাপ)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যার নিকট অপরের ধন-সম্পদ রয়েছে এবং ঐ হকদার ব্যক্তির নিকট কোন প্রমাণ নেই। তখন ঐ লোকটি অস্বীকার করে বিচারকের নিকট গিয়ে নিজেকে নির্দোষ রূপে সাব্যস্ত করছে, অথচ সে জানে যে, ঐ দাবীদারের মাল তার নিকট রয়েছে। সুতরাং সে হারাম খাচ্ছে এবং নিজেকে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। (তাবারী ৩/৫৫০) মুজাহিদ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), এবং আবদুর রাহমান ইব্ন জায়েদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) এই কথাই বলেন যে, ঐ ব্যক্তি যে অত্যাচারী এটা সে নিজে জানা সত্ত্বেও তার মোটেই বিবাদ করা উচিত নয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৯৩, ৩৯৪, তাবারী ৩/৫৫০/ ৫৫১)

কোন বিচারকের বিচারের ফলে নিষিদ্ধ বিষয় জায়িয হয়না

উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি একজন মানুষ। লোকেরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ একজন অপরজন অপেক্ষা বেশি যুক্তিবাদী। তার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি হয়ত তারই স্বপক্ষে ফাইসালা করে থাকি (অথচ ফাইসালা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত)। তবে জেনে রেখ, যে ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ফাইসালা করার ফলে কোন মুসলিমের হক আমি তাকে দিয়ে দেই, ওটা হচ্ছে আগুনের টুকরা। সুতরাং সে যেন ওটা না নেয়।' (ফাতহুল বারী ১৩/১৯০, মুসলিম ৩/১৩৭৩) আমি বলি যে, এই আয়াত এবং এই হাদীস এই বিষয়ের উপর দলীল যে, বিচারকের বিচার কোন মামলার মূল শারীয়াতকে পরিবর্তন করেনা। প্রকৃত পক্ষে যা হারাম তা কাযীর ফাইসালায় হালাল হয়ে যায়না এবং যা হালাল তাও হারাম হয়না।

কাযী বা বিচারকের ফাইসালা শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর হয়ে থাকে, অভ্যন্তরে তা পূর্ণ হয়না। বিচারকের ফাইসালা যদি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে মিলে যায় তাহলে তো ভালই। সাক্ষীর কারণে বিচার ভিন্নতর হলে বিচারক তো প্রতিদান পেয়ে যাবেন, কিন্তু ঐ মীমাংসার উপর ভিত্তি করে হককে না হক এবং না হককে হকে

পরিণতকারী সাক্ষ্যদানকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট অপরাধী বলে বিবেচিত হবে এবং তার উপর ঐ শাস্তি আপতিত হবে। বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ *তোমরা নিজেদের দাবীর অসারতা জেনে শুনে জনগণের মাল ভক্ষণের উদ্দেশে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়ে এবং মিথ্যা সাক্ষী ঠিক করে অবৈধ পন্থার মাধ্যমে বিচারককে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের দাবীকে সাব্যস্ত করনা।'*

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখ, বিচারকের মীমাংসা তোমার জন্য হারামকে হালাল এবং অন্যায়কে ন্যায় করতে পারেনা। কাযী তো নিজের বিবেকের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া তিনি তো মানুষ, সুতরাং তার দ্বারা ভুল হওয়াও সম্ভব এবং তার ভুল থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব। তাহলে জেনে নাও যে, বিচারকের ফাইসালা যদি সত্য ঘটনার উল্টা হয় তাহলে শুধুমাত্র বিচারকের মীমাংসা বলেই ওকে বৈধ মাল মনে করনা। এই বিবাদ থেকেই গেল। কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ দু'জনকেই একত্রিত করবেন এবং অন্যায়কারীদের উপর হকদারদেরকে বিজয়ী করে তাদের হক অন্যায়কারীদের নিকট হতে আদায় করিয়ে দিবেন এবং দুনিয়ায় যে মীমাংসা করা হয়েছিল তার বিপরীত মীমাংসা করে তার সাওয়াবসমূহ হতে হকদারকে ওর বিনিময় দিয়ে দিবেন। (তাবারী ৩/৫৫০)

১৮৯। তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এগুলি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য; আর (ঐ হাজ্জের চাঁদে) তোমরা যে পশ্চাৎ দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এটি পুণ্যের কাজ নয়, বরং পুণ্যের কাজ হল যে ব্যক্তি	١٨٩. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ

ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	**সংযমশীলতা অবলম্বন করল। এবং তোমরা গৃহসমূহে ওগুলির দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।**

প্রথম চাঁদ বা আল হেলাল

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নতুন চাঁদ (হেলাল) সম্পর্কে জানতে চায়। তখন আল্লাহ তা'আলা **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ** এ আয়াত নাযিল করেন এবং এতে বলা হয় যে, এর দ্বারা ইবাদাতের সময়কাল, মহিলাদের ইদ্দাতের এবং হাজ্জের সময় জানা যায়। (তাবারী ৩/৫৫৪) মুসলিমদের সিয়াম-ইফতারের সম্পর্কও এর সঙ্গে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা মানুষের সময় নিরূপণের জন্য চাঁদ তৈরী করেছেন। ওটা দেখে সিয়াম পালন কর, ওটা দেখে ঈদ পর্ব উদযাপন কর। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও তাহলে পূর্ণ ত্রিশ দিন গণনা করে নাও।' (মুসনাদ আবদুর রাযযাক ৪/১৫৬) এই বর্ণনাটিকে ইমাম হাকিম (রহঃ) সঠিক বলেছেন। এই হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। (হাকিম ১/৪২৩)

তাকওয়া সঠিক আমল করতে সাহায্য করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـــكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا** *তোমরা যে পশ্চাৎ দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এটি সাওয়াবের কাজ নয়, বরং সাওয়াবের কাজ হল যে ব্যক্তি সংযমশীলতা অবলম্বন করল। এবং তোমরা গৃহসমূহে ওগুলির দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।* সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ 'অজ্ঞতার যুগে প্রথা ছিল যে, মানুষ ইহরাম অবস্থায় থাকলে বাড়ীতে পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করত। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩১০)

আবূ দাঊদ তায়ালেসীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থেও এই বর্ণনাটি রয়েছে। মাদীনার আনসারগণের সাধারণ প্রথা এই ছিল যে, সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তারা বাড়ীতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতনা। (হাদীস নং ৯৮) প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতার যুগের কুরাইশরা নিজেদের জন্য এটাও একটা স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেছিল যে, তারা নিজেদের নাম 'হুমুস' রেখেছিল। ইহ্‌রাম অবস্থায় এরা সোজা পথে গৃহে প্রবেশ করতে পারত; কিন্তু বাকি লোকেরা এভাবে পারতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'অজ্ঞতা যুগে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল যে, যখন তারা সফরের উদ্দেশে বের হত তখন যদি কোন কারণবশতঃ সফরকে অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে ফিরে আসত তাহলে তারা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতনা, বরং পিছন দিক দিয়ে আসত। এই আয়াত দ্বারা তাদেরকে ঐ কুপ্রথা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪০১)

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে বিরত থাকা, অন্তরে তাঁর ভয় রাখা, এগুলি প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন কাজে আসবে যেদিন প্রত্যেকে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে এবং তাদেরকে পূর্ণভাবে প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

১৯০। এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেননা।	١٩٠. وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ
১৯১। তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে যেখান হতে বহিস্কার করেছে তোমরাও তাদেরকে সেখান হতে বহিস্কার কর এবং হত্যা	١٩١. وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ

مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ	অপেক্ষা অশান্তি (ফিতনা) গুরুতর এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য এটাই প্রতিফল।
١٩٢. فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	১৯২। অতঃপর যদি নিবৃত্ত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
١٩٣. وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ	১৯৩। অশান্তি দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই।

যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করতে আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ *এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর।* আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, মাদীনায় জিহাদের হুকুম এটাই প্রথম

অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতেন যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করত। যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতনা তিনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করতেননা। অবশেষে সূরা বারাআত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৩/৫৬১) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ কথা পর্যন্ত বলেন যে, এই আয়াতটি রহিত। এটিকে রহিত করার আয়াত হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

অতঃপর যেখানে পাবে তাদেরকে হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫) কিন্তু এটি বিবেচ্য বিষয়। কেননা এটিতো শুধু মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে উত্তেজিত করা যে, তারা তাদের শত্রুদের সাথে জিহাদ করছে না কেন যারা তাদের ও তাদের ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু? ঐ মুশরিকরা যেমন মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে তেমনি মুসলিমদেরও উচিত তাদের সাথে যুদ্ধ করা। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً

আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৬) এখানেও বলা হয়েছে ঃ 'তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা কর এবং তাদেরকে সেখান হতে বের করে দাও যেখান হতে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে।' ভাবার্থ এই যে, হে মুসলিমগণ! তাদের উদ্দেশ্য যেমন তোমাদেরকে হত্যা করা ও নির্বাসন দেয়া তেমনি এর প্রতিশোধ হিসাবে তোমাদেরও এরূপ উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

যুদ্ধে নিহতদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না কাটা এবং যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে চুরি না করার নির্দেশ

বলা হচ্ছে যে, সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেননা। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করনা। নাক, কান ইত্যাদি কেটো না, বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি করনা এবং শিশুদেরকে হত্যা করনা। ঐ বয়ঃবৃদ্ধদেরকেও হত্যা করনা যাদের যুদ্ধ করার যোগ্যতা নেই এবং যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনা। সংসার ত্যাগীদেরকেও হত্যা করনা। বিনা কারণে তাদের বৃক্ষাদি কেটে ফেলনা এবং তাদের জীব-জন্তুগুলো ধ্বংস করনা। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ), উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ এই আয়াতের তাফসীরে এ কথাই বলেছেন। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

'আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা, চুক্তি ভঙ্গ হতে বিরত থাকবে, নাক কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিবেনা, শিশুদেরকে ও সংসার বিরাগীদেরকে হত্যা করবেনা, আর যারা উপাসনা গৃহে পড়ে থাকে।' (মুসলিম ৩/১৩৫৭) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, একবার এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা অত্যন্ত খারাপ মনে করেন এবং মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। (ফাতহুল বারী ৬/১৭২, মুসলিম ৩/১৩৬৪)

ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও জঘন্য

আল্লাহ তা'আলা অত্যাচার ও সীমা অতিক্রমকে ভালবাসেননা এবং এই প্রকার লোকের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন। যেহেতু জিহাদের নির্দেশাবলীর মধ্যে বাহ্যত হত্যা ও রক্তারক্তি রয়েছে, এ জন্যই তিনি বলেন যে, এদিকে যদি খুনাখুনি ও কাটাকাটি হতে থাকে তাহলে ঐ দিকে রয়েছে শির্‌ক ও কুফর এবং সেই মালিকের পথ থেকে তাঁর সৃষ্টজীবকে বিরত রাখা এবং এটা হচ্ছে সরাসরি অশান্তি সৃষ্টি করা।

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ *হত্যা অপেক্ষা অশান্তি (ফিতনা) সৃষ্টি করা আরও গুরুতর।* এর অর্থ হল সাধারণ অবস্থায় যে সমস্ত পাপ কাজ করে কিংবা বাড়াবাড়ি করে তা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর খারাপ কাজ। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪১২) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, আলোচিত আয়াতে ফিতনা বলতে শির্‌ককে বুঝানো হয়েছে যা হত্যা অপেক্ষা আরও বেশি গুরুতর অপরাধ।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া 'হারাম এলাকায়' যুদ্ধ করা নিষেধ

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলার ঘরের মধ্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করনা।' যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এটি মর্যাদা সম্পন্ন শহর। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এটি সম্মানিত শহর হিসাবেই গণ্য হয়ে থাকবে। শুধু সামান্য সময়ের জন্য ওটিকে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য হালাল করেছিলেন। কিন্তু এটি আজ এ সময়েও মহাসম্মানিতই রয়েছে। আর কিয়ামাত পর্যন্ত এর এই সম্মান অবশিষ্ট থাকবে। এর বৃক্ষরাজি কাটা হবেনা, এর কাঁটাসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবেনা। যদি কোন ব্যক্তি এর মধ্যে যুদ্ধকে বৈধ বলে এবং আমার যুদ্ধকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে তাহলে তাকে বলে দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমাদের জন্য কোন অনুমতি নেই।' (ফাতহুল বারী ৬/৩২৭, মুসলিম ২/৯৮৬-৯৮৭) তাঁর এই নির্দেশের ভাবার্থ হচ্ছে মাক্কা বিজয়ের দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি তার দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ, যে মাসজিদে চলে যাবে সেও নিরাপদ, যে আবূ সুফিয়ানের গৃহে চলে যাবে সেও নিরাপদ। (আহমাদ ২/২৯২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

তারা যদি এখানে (বাইতুল্লাহয়) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে এ অত্যাচার দূর হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ায় স্বীয় সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট যুদ্ধের বায়'আত গ্রহণ করেন, যখন কুরাইশরা এবং তাদের সঙ্গীরা সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের উপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বৃক্ষের নীচে সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট বাইয়াত নিয়েছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ এই যুদ্ধ প্রতিহত করেন। এই নি'আমাতের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা নিম্নের এই আয়াতে দিয়েছেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৪) এবং বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَـٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যদি এই কাফিরেরা বাইতুল্লাহয় যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। যদিও তারা মুসলিমদেরকে 'হারাম' এলাকায় হত্যা করেছে তবুও আল্লাহ তা'আলা এত বড় পাপকেও ক্ষমা করে দিবেন, যেহেতু তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

ফিতনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে

এর পরে নির্দেশ হচ্ছে, ঐ মুশরিকদের সাথে জিহাদ চালু রাখতে যাতে শির্কের অশান্তি দূর হয় এবং আল্লাহ তা'আলার দীন জয়যুক্ত হয়ে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয় এবং সমস্ত ধর্মের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ মত পোষণ করতেন যে, 'ফিতনাহ দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর' এর অর্থ হল শির্ক। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪১৫-৪১৬)

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য ও জিদের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে এবং এক ব্যক্তি শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য জিহাদ করে, এদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদকারী শুধু ঐ ব্যক্তি যে, এ জন্যই যুদ্ধ করে যেন আল্লাহর কথা সুউচ্চ হয়।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪৫০, মুসলিম ৩/১৫১৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি যে পর্যন্ত না তারা *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলে। (ফাতহুল বারী ১/৫৯২, মুসলিম ১/৫৩) যখন তারা এটি বলবে তখন তারা ইসলামের হক ছাড়া তাদের রক্ত ও সম্পদ আমা হতে বাঁচিয়ে নিবে এবং তাদের (ভিতরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।' এর পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যদি এই কাফিরেরা শির্ক ও কুফর হতে এবং তোমাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে তাহলে তোমরা তাদের থেকে বিরত থাক। এরপর যে যুদ্ধ করবে সে অত্যাচারী হবে এবং অত্যাচারীদেরকে অত্যাচারের প্রতিদান দেয়া অবশ্য কর্তব্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'যে যুদ্ধ করে শুধু তার সাথেই যুদ্ধ করতে হবে' এই উক্তির ভাবার্থ এটাই। কিংবা ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যদি তারা এসব কাজ হতে বিরত থাকে তাহলে তো তারা যুল্ম ও শির্ক থেকে বিরত থাকল। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ করার আর কোন কারণ নেই। এখানে **عُدْوَانَ** শব্দটি শক্তি প্রয়োগের অর্থে এসেছে। তবে এটা শক্তি প্রয়োগের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় শক্তি প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে এটা শক্তি প্রয়োগ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪) অন্য জায়গায় আছে ঃ

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪০) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৬) সুতরাং এই তিন জায়গায় বাড়াবাড়ি, অন্যায় এবং শাস্তির কথা বিনিময় হিসাবে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ওটা বাড়াবাড়ি, অন্যায় এবং শাস্তি নয়। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং

কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, প্রকৃত অত্যাচারী ঐ ব্যক্তি যে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* কালেমাকে অস্বীকার করে। (তাবারী ৩/৫৭৩) যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের (রাঃ) উপর জনগণ আক্রমণ চালিয়েছিল সেই সময় দুই ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারের (রাঃ) নিকট আগমন করে বলেন ঃ 'মানুষতো কাটাকাটি মারামারি করতে রয়েছে। আপনি উমারের (রাঃ) পুত্র এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। আপনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন না কেন?' তিনি বলেন ঃ 'জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন।' তারা বলেন ঃ 'এই নির্দেশ কি আল্লাহ তা'আলার নয় যে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত অশান্তি অবশিষ্ট থাকে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমরা তো যুদ্ধ করতে থেকেছি, শেষ পর্যন্ত অশান্তি দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ধর্ম জয়যুক্ত হয়েছে। এখন তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে যেন আবার অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য ধর্মগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'

অন্য একটি বর্ণনায় উসমান ইব্‌ন সালিহ (রহঃ) আরও অতিরিক্ত যোগ করে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমারের (রাঃ) কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ আবদুর রাহমান! কি কারণে আপনি এক বছর হাজ্জ করছেন এবং অন্য বছর উমরাহ করছেন এবং কোন্ কারণে আপনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেন, অথচ এসব বিষয় পালন করার জন্য আল্লাহ যে তাঁর বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞাত আছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা (২) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রামাযানে সিয়াম পালন করা এবং (৫) আল্লাহর ঘরে গিয়ে হাজ্জ পালন করা। তখন লোকটি বলল ঃ আপনি কি আল্লাহ তা'আলার এ আদেশ শুনেননি ঃ

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ

মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। (সূরা

হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৯) এবং **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ** *অশান্তি দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর।* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৩)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা এর উপর আমল করেছি। তখন ইসলাম দুর্বল ছিল এবং মুসলিমদের সংখ্যা অল্প ছিল। যে ইসলাম গ্রহণ করত তার উপর অশান্তি এসে পড়ত। তাকে হয় হত্যা করা হত, না হয় কঠিন শাস্তি দেয়া হত। অবশেষে এই পবিত্র ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে এবং অনুসারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে ও অশান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছে।' লোকটি তখন বলেন, 'আচ্ছা তাহলে বলুন যে, আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?' তিনি বলেন ঃ ' উসমানকে (রাঃ) তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন যদিও তোমরা এটা পছন্দ করনা। আর আলী (রাঃ) রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাতো ভাই ও জামাতা ছিলেন। অতঃপর আঙ্গুলের ইশারায় বলেন, এই হচ্ছে তাঁর বাড়ী যা তোমাদের সামনে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/৩২)

١٩٤. ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

১৯৪। নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান; অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ সংযমশীলদের সঙ্গী।

আত্মরক্ষা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যাবেনা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মিকসাম (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন ঃ ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ (রাঃ) উমরাহ করার জন্য কা'বা ঘরের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু মুশরিকরা তাঁদেরকে 'হুদাইবিয়া' প্রান্তরে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। অবশেষে এই শর্তের উপর তাদের সাথে সন্ধি হয় যে, তাঁরা পরের বছর আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে উমরাহ করবেন। পরের বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে আল্লাহর ঘরে (কা'বা) প্রবেশ করেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুশরিকরা যে খারাপ আচরণ করেছিল তার বদলা নেয়ার অনুমতি দিয়ে الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ৩/৫৭৫-৫৭৭ ও ৫৭৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, নিষিদ্ধ মাসসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করতেননা। তবে যদি তাঁর উপর কেহ আক্রমণ করত তাহলে সেটা অন্য কথা। এমনকি যুদ্ধ করতে করতে নিষিদ্ধ মাস এসে পড়লে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিতেন। (আহমাদ ৩/৩৪৫) হুদাইবিয়ার প্রান্তরেও যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, উসমানকে (রাঃ) মুশরিকরা শহীদ করেছে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নিয়ে মাক্কায় গিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চৌদ্দশ' সাহাবীর (রাঃ) নিকট একটি গাছের নীচে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি যখন জানতে পারেন যে, ওটা ভুল সংবাদ তখন তিনি তাঁর ইচ্ছা স্থগিত রাখেন।

অনুরূপভাবে 'হাওয়াযিন' গোত্রের সাথে হুনাইনের যুদ্ধ হতে যখন তিনি অবকাশ লাভ করেন তখন মুশরিকরা তায়েফে গিয়ে দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ স্থায়ী হয়। অবশেষে কয়েকজন সাহাবীর (রাঃ) শাহাদাতের পর এই অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কার দিকে ফিরে যান। 'জিরানাহ' নামক স্থান হতে তিনি উমরাহর ইহরাম বাঁধেন। এখানে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য বন্টন করেন। তাঁর এই উমরাহ যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয়। এটা ছিল হিজরী অষ্টম সনের ঘটনা। (ফাতহুল বারী ৩/৭০১, মুসলিম ২/৯১৬) অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যারা তোমাদের প্রতি

অত্যাচার করে তোমরাও তাদের প্রতি ঐ পরিমাণই অত্যাচার কর। অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারেও ন্যায়ের প্রতি খেয়াল রেখ। এখানেও অত্যাচারের বিনিময় অত্যাচার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন অন্যান্য জায়গায় শাস্তির বিনিময়কেও 'শাস্তি' শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অন্যায়ের বিনিময়কে অন্যায় দ্বারাই বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৬)

অতঃপর বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার কর ও তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, এরূপ লোকের উপরই ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তা'আলার সহায়তা ও সাহায্য রয়েছে।

১৯৫। এবং তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করনা এবং কল্যাণ সাধন করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণ সাধনকারীদের ভালবাসেন।	١٩٥. وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার আদেশ

হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয়কারীদের সম্বন্ধে وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৩) মনীষীগণও এই আয়াতের তাফসীরে এ কথাই বলেছেন। ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করেছেন যে, একই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ)।

আয়াতের ‘ধ্বংসের দিকে হাত প্রসারিত করনা’ এর অর্থ হল পরিবার থেকে দূরে না থাকা, ধন-সম্পদ থেকে দূরে না থাকা এবং জিহাদ পরিত্যাগ করা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ), আব্দ ইব্ন হুমাইদ তার তাফসীরে, ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ), ইব্ন মারদুয়াহ (রহঃ), হাফিয আবূ ইয়ালা (রহঃ) তার মুসনাদে, ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং হাকিমও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৮/৩১১, নাসাঈ ৬/২৯৯, ইব্ন আবী হাতিম ১/৪২৪, তাবারী ৩/৫৯০, ইব্ন হিব্বান ৭/১০৫ এবং হাকিম ২/৭৭৫) তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। হাকিম (রহঃ) বলেন যে, দুই শায়খের (ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম(রহঃ)) শর্তাধীনে এটি সহীহ।

আবূ দাঊদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমরান (রহঃ) বলেন ঃ আমরা কনষ্টানটিনোপলের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। ঐ সময় উকবাহ ইব্ন আমির (রাঃ) মিসরের সৈন্যদের যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন এবং ফাযালা ইব্ন উবাইদ (রাঃ) যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন সিরীয় সৈন্যবাহিনী। অতঃপর প্রচুর সংখ্যক রোমান (বাইজান্টাইন) সৈন্য নগরী ত্যাগ করে চলে গেলে আমরা তাদের মুকাবিলা করার জন্য দৃঢ় অবস্থান নেই। আমাদের মাঝের এক মুসলিম সৈন্য হঠাৎ করে তাদের বুহ্যের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং তাদের রক্ষাবুহ্য তছনছ করে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসে। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! এ লোকটিতো নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তখন আবূ আইউব (রাঃ) বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করছ, এ আয়াততো আমাদের জন্য নাযিল হয়েছিল যখন আনসাররা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং আল্লাহ তাঁর দীনকে জয়যুক্ত করছিলেন এবং মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন আমরা নিজেরা বলাবলি করছিলাম, ‘এখন আমাদের উচিত নিজ নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে পরিবার ও ধন-সম্পত্তির দেখা-শোনা করা। আল্লাহ তখন এই আয়াত (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৫) নাযিল করেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৭)

আবূ বাকর ইব্ন আইয়াশ (রহঃ) আবূ ইসহাক আস সুবাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক বারা ইব্ন আযীবকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি যদি একাকী শত্রু সারির মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং সেখানে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ি ও নিহত হই তাহলে কি এই আয়াত অনুসারে আমি নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংসকারীরূপে পরিগণিত হব?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘না না; আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কোন ভার অর্পণ করা হয়নি। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৪) বরং ঐ আয়াতটি তো তাদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করা হতে বিরত রয়েছিল। (তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 'যুদ্ধের মধ্যে এইরূপ বীরত্ব দেখানো জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা নয়, বরং আল্লাহর পথে মাল খরচ না করাই হচ্ছে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হওয়া। আয়াতের মাধ্যমে (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৫) আদেশ করা হয়েছে যে, মুসলিমরা যেন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে জিহাদসহ সকল ধরনের কাজে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। বিশেষ করে এ আয়াতটি নাযিলের উদ্দেশ্য হল জিহাদের জন্য ব্যয় করা এবং শত্রুদের মুকাবিলায় মুসলিমদের শক্তি যাতে বৃদ্ধি পায় সেই লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা এ ব্যাপারে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে তারা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে।

এর সাথে সাথে যাদের কাছে কিছু রয়েছে তাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ তোমরা মানুষের হিতসাধন করতে থাক, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন। তোমরা সাওয়াবের প্রত্যেক কাজে খরচ করতে থাক। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় আল্লাহর পথে খরচ করা হতে বিরত থেকনা, এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ধ্বংস টেনে আনবে। সুতরাং হিতসাধন করা হচ্ছে বড় রকমের আনুগত্য যার নির্দেশ এখানে দেয়া হচ্ছে যে, হিতসাধনকারীগণ আল্লাহ তা'আলার বন্ধু।

১৯৬। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমারাহ সম্পূর্ণ কর; কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে যা সহজ প্রাপ্র তাই উৎসর্গ কর এবং কুরবানীর জন্তুগুলি স্বস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মাথা মুন্ডন করনা। কিন্তু কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়,

١٩٦. وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن

رَأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

অথবা তার মাথা যন্ত্রনাগ্রস্ত হয় তাহলে সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ্ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে, অতঃপর যখন তোমরা শান্তি তে থাক তখন যে ব্যক্তি উমারাহ ও হাজ্জ একত্রে কামনা করে তাহলে যা সহজ প্রাপ্য তা'ই উৎসর্গ করবে। কিন্তু কেহ যদি তা প্রাপ্ত না হয় তাহলে হাজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হও তখন সাত দিন - এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করবে; এটা তারই জন্য, যার পরিজন পবিত্রতম মাসজিদে উপস্থিত না থাকে এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

উমরাহ ও হাজ্জ করার নির্দেশ

পূর্বে সিয়ামের বর্ণনা করা হয়েছিল, অতঃপর জিহাদের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে হাজ্জের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, 'তোমরা হাজ্জ ও উমরাহকে পূর্ণ কর।' বাহ্যিক শব্দ দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হাজ্জ ও উমরাহ শুরু করার পর সেগুলি পূর্ণ করা উচিত। সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, হাজ্জ ও উমরাহ আরম্ভ করার পর ওগুলি পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। আলী (রাঃ) বলেন 'পূর্ণ করার অর্থ এই যে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধবে।' সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, এগুলি পূর্ণ করার অর্থ এই যে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী

হতে উমরাহ কিংবা হাজ্জ করার উদ্দেশে ইহরাম বাঁধবে এবং আল্লাহর ঘরের উমরাহ/হাজ্জ সম্পাদন করবে। (তাবারী ৪/৭) উত্তম হল, তোমাদের এই সফর হবে হাজ্জ ও উমরাহর উদ্দেশে। 'মীকাতে' (যেখান হতে ইহরাম বাঁধতে হয়) পৌঁছে উচ্চস্বরে 'লাব্বায়েক' পাঠ আরম্ভ করবে। তোমাদের অভিপ্রায় ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন ইহলৌকিক কাজ সাধনের জন্য হবেনা। তোমরা হয়ত বেরিয়েছ নিজের কাজে। মাক্কার নিকটবর্তী হয়ে তোমাদের খেয়াল হল যে, এবার আমরা হাজ্জ ও উমরাহ পালন করে নেই। এভাবেও হাজ্জ ও উমরাহ আদায় করা হয়ে যাবে, কিন্তু পূর্ণ হবেনা। পূর্ণ করা এই যে, শুধুমাত্র এই উদ্দেশেই বাড়ী হতে বের হবে।'

আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন, যুহরী (রহঃ) বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ ওগুলি পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে ও দু'টি পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা এবং উমরাহকে হাজ্জের মাসে আদায় না করা। কেননা কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ

'হাজ্জের মাসগুলি নির্দিষ্ট।' (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাজ্জ ও উমরাহর ইহ্রাম বাঁধার পর ও দু'টি পূর্ণ না করেই ছেড়ে দেয়া জায়িয নয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাজ্জ আ'রাফাহর' নাম এবং উমরাহ হচ্ছে তাওয়াফের নাম। আবদুল্লাহর (রাঃ) কিরা'আত হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْت *তোমরা হাজ্জ ও উমরাহকে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর।* সুতরাং বাইতুল্লাহ পর্যন্ত গেলেই উমরাহ পূর্ণ হয়ে যায়। সাঈদ ইব্ন যুবাইরের (রহঃ) নিকট এটি আলোচিত হলে তিনি বলেন 'ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কিরা'আতও এটাই ছিল।'

কেহ পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে সেখানেই পশু কুরবানী করবে, মাথা মুন্ডন করবে এবং ইহরাম ত্যাগ করবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ যদি তোমরা পথে বাধাপ্রাপ্ত হও এবং হাজ্জ/উমরাহ করতে অসমর্থ হও। মাকহুল (রহঃ) বলেন ঃ 'পূর্ণ কর' এর অর্থ হল 'মীকাত' (যেখান হতে ইহরাম বাঁধতে হয়) হতে শুরু করা। মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি হিজরী ষষ্ঠ

সনে হুদাইবিয়ার প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়, যখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা যেতে বাধা দিয়েছিল এবং ঐ সম্বন্ধেই পূর্ণ একটি সূরা আল ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাঃ) অনুমতি লাভ করেন যে, তাঁরা যেন সেখানেই তাঁদের কুরবানীর জন্তুগুলি যবাহ করেন। ফলে সত্তরটি উট যবাহ করা হয়, মাথা মুণ্ডন করা হয় এবং ইহরাম ত্যাগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) প্রথমে কিছুটা সংকোচবোধ করেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন যে, সম্ভবতঃ এই নির্দেশকে রহিতকারী কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বাইরে এসে মাথা মুণ্ডন করেন, তাঁর দেখাদেখি সবাই এ কাজে অগ্রসর হন। কিছু লোক মাথা মুণ্ডন করেন এবং কিছু লোক চুল ছেঁটে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা করুণা বর্ষণ করুন।' জনগণ বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যাঁরা চুল ছেঁটেছেন তাঁদের জন্যও প্রার্থনা করুন।' তিনি পুনরায় মুণ্ডনকারীদের জন্য প্রার্থনা করেন। তৃতীয়বার চুল ছোটকারীদের জন্যও তিনি প্রার্থনা করেন। (মুসলিম ২/৯৪৬) এক একটি উষ্ট্রিতে সাতজন করে লোক অংশীদার ছিলেন। সাহাবীগণের (রাঃ) মোট সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। তাঁরা হুদাইবিয়া প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন যা 'হারাম' সীমা বহির্ভূত ছিল। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, ওটা 'হারাম' সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, যারা শত্রু কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হবে শুধু তাদের জন্যই কি এই নির্দেশ, নাকি যারা রোগের কারণে বাধ্য হয়ে পড়েছে তাদের জন্যও এই অনুমতি রয়েছে যে, তারা ঐ জায়গায়ই ইহরাম ত্যাগ করবে, মাথা মুণ্ডন করবে এবং কুরবানী করবে? ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তো শুধুমাত্র প্রথম প্রকারের লোকদের জন্যই এই অনুমতি রয়েছে। ইব্ন উমার (রাঃ), তাঊস (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। কিন্তু একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, হাজ্জাজ ইব্ন আমর আল আনসারী (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

'যে ব্যক্তির হাত-পা ভেঙ্গে গেছে কিংবা রুগ্ন হয়ে পড়েছে অথবা খোঁড়া হয়ে গেছে সে হালাল হয়ে গেছে। সে পরের বছর হাজ্জ করে নিবে। (আহমাদ

৩/৪৫০) হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন ঃ 'আমি এটা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) নিকটও বর্ণনা করেছি। তাঁরাও বলেছেন, 'এটা সত্য।' সুনান-ই আরবা'আয়ও এ হাদীসটি রয়েছে। (আবূ দাঊদ ২/৪৩৪, তিরমিযী ৪/৮, নাসাঈ ৫/১৯৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০২৮) ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আলকামা (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), 'আতা (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, রুগ্ন হয়ে পড়া এবং খোঁড়া হয়ে যাওয়াও এ রকমই ওজর। সুফইয়ান সাওরী (রহঃ) প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টকেই এ রকমই ওজর বলে থাকেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪৪৪-৪৪৫)

একটি হাদীসে রয়েছে যে, যুবাইর ইব্‌ন আবদুল্লাহর (রাঃ) কন্যা যুবাআহ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার হাজ্জ করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি অসুস্থ থাকি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হাজ্জে চলে যাও এবং শর্ত কর যে, (তোমার) ইহরাম সমাপনের ওটাই স্থান হবে যেখানে তুমি রোগের কারণে থেমে যেতে বাধ্য হবে। (ফাতহুল বারী ৯/৩৪, মুসলিম ২/৮৬৮) এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন আলেম বলেন যে, হাজ্জে শর্ত করা জায়িয। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যার যে পশু যবাহ করার ক্ষমতা রয়েছে সে তাই যবাহ করবে। যদি ধনী হয় তাহলে উট, যদি এর চেয়ে কম ক্ষমতাবান হয় তাহলে গরু, এর চেয়েও কম ক্ষমতা রাখলে ছাগল যবাহ করবে। (তাবারী ৪/৩০) হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহও (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরবানীর পশু যবাহ করা নির্ভর করে ক্রয়-ক্ষমতার উপর। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪৫২)

জ্ঞানের সমুদ্র কুরআনুল হাকীমের ব্যাখ্যাতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃব্য পুত্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'যা সহজ প্রাপ্য হয় তাই কুরবানী করবে; তা উট, গরু, ছাগল, ভেড়া যা'ই হোকনা কেন।' আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কয়েকটি ভেড়া কুরবানী দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৩/৬৩৯, মুসলিম ২/৯৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ *যে পর্যন্ত কুরবানীর জন্তু তার স্বস্থানে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করনা।* এর সংযোগ **وَاَتِمُّوا الْحَجَّ** এর

সঙ্গে রয়েছে, فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ এর সঙ্গে নয়। ইব্ন জারিরের (রহঃ) এখানে ত্রুটি হয়ে গেছে। কারণ এই যে, হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর সহচরবৃন্দকে যখন মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা প্রদান করা হয় তখন তাঁরা সবাই হারামের বাইরেই মাথা মুণ্ডন এবং কুরবানীও করেন। কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার সময় এটা জায়িয নয়, যে পর্যন্ত না কুরবানীর প্রাণী যবাহর স্থানে পৌঁছে যায় এবং হাজীগণ তাঁদের হাজ্জ ও উমরাহর যাবতীয় কাজ হতে অবকাশ লাভ করেন, যদি তাঁরা একই সাথে উমরাহ ও হাজ্জ উভয়টির জন্য ইহরাম বেঁধে থাকেন। বর্ণিত আছে যে, হাফসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবাই তো ইহরাম ত্যাগ করেছে; কিন্তু আপনি যে ইহরাম অবস্থায়ই রয়েছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ

'হ্যাঁ, আমি আমার মাথাকে আঠাযুক্ত করেছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলদেশে চিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছি। সুতরাং যে পর্যন্ত না এটা যবাহ করার স্থানে পৌঁছে যায় সেই পর্যন্ত আমি ইহরাম ত্যাগ করবনা।' (ফাতহুল বারী ৩/৪৯৩, মুসলিম ২/৯০২)

ইহরাম অবস্থায় মাথা মুন্ডন করলে 'ফিদইয়া' দিতে হবে

এরপরে নির্দেশ হচ্ছে যে, রুগ্ন ও মাথার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি 'ফিদইয়া' দিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিল (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি কুফার মাসজিদে কা'ব ইব্ন আজরার (রাঃ) পাশে বসে ছিলাম। তাঁকে আমি এই আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, এই আয়াতটি আমারই সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং নির্দেশ হিসাবে এ রকম প্রত্যেক ওযরযুক্ত লোকের জন্যই প্রযোজ্য। 'আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সময় আমার মুখের উপর উকুন বয়ে চলছিল। আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার অবস্থা যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে আমি তা ধারণাই করিনি। তুমি কি একটি ছাগী যবাহ করারও ক্ষমতা রাখনা?' আমি বললাম ঃ আমি তো দরিদ্র লোক। তিনি বললেন ঃ

'যাও মাথা মুণ্ডন কর এবং তিনটি সিয়াম পালন কর অথবা ছয় জন মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় দেড় কেজি) করে খাদ্য দিয়ে দাও।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৪)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, কা'ব ইব্ন উজরা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি হাঁড়ির নীচে জ্বাল দিচ্ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় আমার মুখের উপর দিয়ে উকুন বয়ে চলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথার চুল কেটে ফেল এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন গরীবকে খাদ্য প্রদান কর অথবা একটি পশু কুরবানী কর। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আইউব (রহঃ) মন্তব্য করেন, আমি মনে করতে পারছিনা যে, কোন্ বিষয়টি আগে বলা হয়েছে। (আহমাদ ৪/২৪১) তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াইয়ের বর্ণনায় রয়েছে, 'অতঃপর আমি মাথা মুণ্ডন করি ও একটি ছাগী কুরবানী দেই।'

পরম করুণাময় আল্লাহ এখানে যেহেতু অবকাশ দিতেই চান, এ জন্যই কুরআনে সর্বপ্রথম সিয়ামের বর্ণনা দিয়েছেন, যা সর্বাপেক্ষা সহজ। অতঃপর সাদাকাহর কথা বলেছেন এবং সবশেষে কুরবানীর বর্ণনা দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেহেতু সর্বোত্তমের উপর আমল করার ইচ্ছা, তাই তিনি সর্বপ্রথম ছাগল কুরবানীর বর্ণনা দিয়েছেন, অতঃপর ছয় জন মিসকীনকে খাওয়ানোর কথা বলেছেন এবং সর্বশেষে তিনটি সিয়ামের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং শৃংখলা হিসাবে দু'টিরই অবস্থান অতি চমৎকার।

তামাত্তু হাজ্জ

এরপরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ **فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ** যে ব্যক্তি হাজ্জে তামাত্তু করতে চায় সে কুরবানী করবে, তা সে হাজ্জ ও উমরাহর ইহরাম এক সাথে বাঁধুক অথবা প্রথমে উমরাহর ইহরাম বেঁধে ওর কার্যাবলী শেষ করে হালাল হওয়ার পর পুনরায় হাজ্জের ইহরাম বাঁধুক। শেষেরটাই প্রকৃত 'তামাত্তু' এবং ধর্মশাস্ত্রবিদদের উক্তিতে এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তবে সাধারণ 'তামাত্তু' বলতে দু'টিকেই বুঝায়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনাকারী তো বলেন যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাজ্জে তামাত্তু করেছিলেন। অন্যান্যগণ বলেন যে, তিনি হাজ্জ ও উমরাহর ইহরাম এক সাথে বেঁধে ছিলেন। তাঁরা সবাই বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল। সুতরাং আয়াতটিতে এই নির্দেশ রয়েছে যে, হাজ্জে তামাত্তুকারী যে কুরবানীর উপর সক্ষম হবে তাই করবে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে

একটি ছাগল কুরবানী করা। গরুও কুরবানী করতে পারে। আওজায়ী (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছিলেন, তাঁরা সবাই হাজ্জে তামাত্তু করেছিলেন।' (আবূ দাঊদ ২/৩৬২) এর দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তামাত্তুর ব্যবস্থা শারীয়াতে রয়েছে।

ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) বলেন, 'কুরআন মাজীদে তামাত্তুর আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাজ্জে তামাত্তু করেছি। অতঃপর কুরআনুল হাকীমে এর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটা হতে বাধা দান করেননি। জনগণ নিজেদের মতানুসারে এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৪, মুসলিম ২/৯০০) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উমারকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের মতে ইমাম বুখারীর (রহঃ) এই কথা সম্পূর্ণরূপেই সঠিক। উমার (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে যে, তিনি জনগণকে এটা হতে বাধা দিতেন এবং বলতেন, 'আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কিতাবকে গ্রহণ করি তাহলে ওর মধ্যে হাজ্জ ও উমরাহকে পূরা করার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ

তোমরা হাজ্জ ও উমরাহকে আল্লাহর জন্য পূরা কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৬) তবে এটা মনে রাখা দরকার যে, উমারের (রাঃ) এই বাধা প্রদান হারাম হিসাবে ছিলনা। বরং এ জন্যই ছিল যে, মানুষ যেন খুব বেশি করে হাজ্জ ও উমরাহর উদ্দেশে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত করে।

তামাত্তু হাজ্জ পালনকারীর সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে ১০ দিন সিয়াম পালন করবে

এরপরে বলা হয়েছে ঃ **فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ** যে ব্যক্তির কাছে কুরবানীর পশু থাকবেনা সে হাজ্জের মধ্যে তিনটি সিয়াম পালন করবে এবং হাজ্জ সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তনের পর আরও সাতটি সিয়াম পালন করবে। (তাবারী ৪/৯৭) সুতরাং পূর্ণ দশটি সিয়াম হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরবানী করতে সক্ষম হবেনা, সে সিয়াম

পালন করবে। তিনটি সিয়াম হাজ্জের দিনগুলিতে পালন করবে। আলেমদের মতে এই সিয়ামগুলি আ'রাফাহর দিনের অর্থাৎ ৯ যিলহাজ্জ তারিখের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে রাখাই উত্তম। 'আতার (রহঃ) উক্তি এটাই। কিংবা ইহরাম বাঁধা মাত্রই সিয়াম পালন করবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষীর উক্তি এটাই।

যদি কোন ব্যক্তির এই তিনটি সিয়াম বা দু' একটি সিয়াম ছুটে যায় এবং 'আইয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ ঈদুল আয্‌হার পরবর্তী তিনদিন এসে পড়ে তাহলে আয়িশা (রাঃ) এবং ইব্‌ন উমারের (রাঃ) উক্তি এই যে, এই ব্যক্তি ঐ দিনগুলিতেও সিয়াম পালন করতে পারে। (তাবারী ৪/৯৫) আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। তাদের দলীল এই যে, اَلْحَجُّ শব্দটি সাধারণ। সুতরাং এই দিনগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

'আইয়্যামে তাশরীক' হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করার দিন। (মুসলিম ২/৮০০)

অতঃপর সাতটি সিয়াম পালন করতে হবে হাজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। (আবদুর রায্‌যাক ১/৭৬) এর ভাবার্থ এই যে, যখন স্বীয় অবস্থান স্থলে পৌঁছে যাবে। সুতরাং ফিরার সময় পথেও এই সিয়ামগুলি পালন করতে পারে। মুজাহিদ (রহঃ) ও 'আতা (রহঃ) এ কথাই বলেন। কিংবা এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বদেশে পৌঁছে যাওয়া। ইব্‌ন উমার (রাঃ) এটাই বলেন। একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইমাম যুহরী (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ)। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৯৮)

সহীহ বুখারীর একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, 'হাজ্জাতুল বিদা'য় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহর সাথে হাজ্জে তামাত্তু' করেন এবং 'যুলহুলাইফায়' কুরবানী করেন। তিনি কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন। তিনি উমরাহ করেন, অতঃপর হাজ্জ করেন। জনগণও তাঁর সাথে হাজ্জে তামাত্তু করেন। কিছু লোক কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়েছিলেন; কিন্তু কিছু লোকের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিলনা। মাক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ

'যাদের নিকট কুরবানীর পশু রয়েছে তারা হাজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইহরামের অবস্থায়ই থাকবে। আর যাদের কাছে কুরবানীর পশু নেই তারা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ে ইহরাম ত্যাগ

করবে। মাথা মুন্ডন করবে অথবা ছেঁটে ফেলবে। অতঃপর হাজ্জের ইহরাম বেঁধে নিবে। কুরবানী দেয়ার ক্ষমতা না থাকলে হাজ্জের মধ্যে তিনটি সিয়াম পালন করবে এবং সাতটি সিয়াম স্বদেশে ফিরে পালন করবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৬৩০, মুসলিম ২/৯০) এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, এই সাতটি সিয়াম স্বদেশে ফিরে পালন করতে হবে। অতঃপর বলা হচ্ছে, 'এই পূর্ণ দশ দিন।' এ কথাটি গুরুত্ব দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। যেমন আরাবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে, 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি এবং নিজ হাতে লিখেছি।' কুরআন মাজীদেও রয়েছে ঃ

وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ

আর না কোন পাখী, যে তার দু' পাখার সাহায্যে উড়ে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৮) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ

এবং তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে কোন কিতাব লিখনি। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৮) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَوَٰعَدۡنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيۡلَةً وَأَتۡمَمۡنَٰهَا بِعَشۡرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرۡبَعِينَ لَيۡلَةً

আমি মূসাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম ত্রিশ রাতের জন্য এবং আরো দশ দ্বারা ওটা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময়টি চল্লিশ রাত দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪২) অতএব এসব জায়গায় যেমন শুধু জোর দেয়ার জন্যই এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি এই বাক্যটিও জোর দেয়ার জন্যই আনা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে পূর্ণ করার নির্দেশ।

মাক্কাবাসীরা হাজ্জে তামাত্তু করবেনা

এরপরে বলা হচ্ছে যে, এই নির্দেশ ঐসব লোকের জন্য যাদের পরিবার পরিজন 'মাসজিদে হারামে' অবস্থানকারী নয়। হারামবাসী যে হাজ্জে তামাত্তু করতে পারেনা এর উপর তো ইজমা' রয়েছে। মুসনাদ আবদুর রায্যাকে বলা হয়েছে, তাউস (রহঃ) বলেছেন যে, তামাত্তু হাজ্জ পালন করতে পারবে শুধুমাত্র তারা যারা মাক্কার হারাম এলাকার মধ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেনা (Non-resident), কিন্তু যারা মাক্কায় অবস্থান করেন (Resident) তাদের জন্য প্রযোজ্য

নয়। যেমনটি আলোচিত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ইহা *তারই জন্য যার পরিজন পবিত্রতম মাসজিদে উপস্থিত থাকেনা।* ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) এ কথাই বলেছেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং যেসব কাজের উপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন তা থেকে বিরত থাক। জেনে রেখ যে, তাঁর অবাধ্যদেরকে তিনি কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন।

١٩٧. ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

১৯৭। হাজ্জের মাসগুলি সুবিদিত। কেহ যদি ঐ মাসগুলির মধ্যে হাজ্জের সংকল্প করে তাহলে সে হাজ্জের সময়ে সহবাস, দুস্কার্য ও কলহ করতে পারবেনা এবং তোমরা যে কোন সৎ কাজ করনা কেন আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। সুতরাং হে জ্ঞানবানগণ! আমাকে ভয় কর।

হাজ্জের জন্য কখন ইহরাম বাঁধতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ** আরাবী ভাষাবিদগণ বলেন যে, প্রথম বাক্যটির ভাবার্থ হচ্ছে, হাজ্জ হল ঐ মাসগুলির হাজ্জ যা সুবিদিত ও নির্দিষ্ট। সুতরাং হাজ্জের মাসগুলিতে ইহরাম বাঁধা অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধা হতে বেশি পূর্ণতা প্রদানকারী।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাবির (রাঃ), 'আতা (রহঃ) এবং মুজাহিদেরও (রহঃ) এটাই অভিমত যে, হাজ্জের ইহরাম হাজ্জের মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে বাঁধা সঠিক নয়। তাদের দলীল হচ্ছে **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ** এই আয়াতটি। আরাবী ভাষাবিদগণের আর একটি দলের মতে আয়াতটির এই শব্দগুলির ভাবার্থ এই যে,

হাজ্জের সময় হচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, এই মাসগুলির পূর্বে হাজ্জের ইহরাম বাঁধা ঠিক হবেনা, যেমন সালাতের সময়ের পূর্বে কেহ সালাত আদায় করলে সালাত ঠিক হয়না। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন, 'আমাকে মুসলিম ইব্ন খালিদ (রহঃ) সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ইব্ন জুরাইজের (রহঃ) নিকট হতে শুনেছেন, তাঁকে উমার ইব্ন 'আতা (রহঃ) বলেছেন, তাঁর কাছে ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 'কোন ব্যক্তির জন্য এটা উচিত নয় যে, সে হাজ্জের মাসগুলি ছাড়া অন্য মাসে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ** অর্থাৎ হাজ্জের মাসগুলি সুবিদিত।' (আল উম্ম ২/১৩২) এই বর্ণনাটির আরও বহু সনদ রয়েছে। একটি সনদে আছে যে, এটাই সুন্নাত। (ইব্ন খুজাইমা ৪/১৬২)

উসূলে'র গ্রন্থসমূহেও এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টির এভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে যে, এটা সাহাবীর (রাঃ) উক্তি এবং তিনি সেই সাহাবী যিনি কুরআনুল হাকীমের ব্যাখ্যাতা। সুতরাং এ উক্তি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই উক্তি। তাছাড়া তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াইয়ের একটি মারফু' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হাজ্জের মাস ছাড়া অন্য মাসে ইহরাম বাঁধা (হাজ্জের উদ্দেশে) কারও জন্য উচিত নয়।' এর ইসনাদও উত্তম। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ও ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ)। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হাজ্জের মাসগুলির পূর্বে হাজ্জের ইহরাম বাঁধা যেতে পারে কি? তিনি উত্তরে বলেন, 'না।' (আল উম্ম ২/১৩২, বাইহাকী ৪/৩৪৩) এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনার চেয়ে অধিক সঠিক। সংক্ষিপ্তসার হল এই যে, এই বর্ণনা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবীর এবং এর সমর্থন রয়েছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ঐ মন্তব্যে যে, তিনি বলেছেন ঃ ইহা হল সুন্নাতেরই একটি অংশ যে, যিলহাজ্জ মাস শুরু হওয়ার আগেই হাজ্জের উদ্দেশে ইহরামের কাপড় পড়িধান করা যাবেনা। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

হাজ্জের মাসসমূহ

أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ এর ভাবার্থে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'শাওয়াল, যিলকাদ এবং যিলহাজ্জ মাসের দশদিন।' (ফাতহুল বারী ৩/৪৯০) এই বর্ণনাটি তাফসীর ইব্ন জারীর এবং তাফসীর মুস্তাদরাক হাকিমেও রয়েছে।

ইব্ন উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। 'আতা (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক ইব্ন মাযাহিম (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৮৬-৪৮৮) ইব্ন জারীরও (রহঃ) একেই প্রাধান্য দিয়ে বলেন ঃ এটি একটি সাধারণ বিষয় যে, দুই মাস এবং তৃতীয় মাসের অংশকে মাসসমূহ বলা হয়ে থাকে। যেমন আরাবরা তাদের কথা বলার সময় বলে থাকে, আমি অমুক অমুক ব্যক্তির কাছে এ বছর কিংবা এই দিনেই গিয়েছি। অথচ সে শুধুমাত্র বছরের কোন এক মাসে অথবা দিনে যাতায়াত করেছিল।

কুরআনুম মাজীদেও রয়েছে فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০৩)। অর্থাৎ 'যে দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে।' অথচ ঐ তাড়াতাড়ি দেড় দিনের হয়ে থাকে। কিন্তু গণনায় দু'দিন বলা হয়েছে।'

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হাজ্জের মাসগুলিতে উমরাহ করা ঠিক নয়। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ উক্তিগুলির এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জের সময় তো মিনার দিন (দশই যিলহাজ্জ) অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই শেষ হয়ে যায়। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে হাজ্জের সংকল্প করে অর্থাৎ হাজ্জের ইহরাম বাঁধে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাজ্জের ইহরাম বাঁধা ও তা পূরা করা অবশ্য কর্তব্য। 'ফারাদা' শব্দের এখানে অর্থ হচ্ছে সংকল্প করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ওদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা হাজ্জ ও উমরাহর ইহরাম বেঁধেছে। 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এখানে *'ফারাদা'* এর ভাবার্থ হচ্ছে ইহরাম। ইবরাহীম (রহঃ) ও যাহ্হাকেরও (রহঃ) উক্তি এটাই। (তাবারী ৪/১২৩)

হাজ্জ পালন অবস্থায় স্ত্রী গমন করা যাবেনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইহরাম বেঁধে *'লাব্বাইক'* পাঠের পর কোন স্থানে থেমে যাওয়া উচিত নয়। অন্যান্য মনীষীদেরও এটাই উক্তি। কোন কোন মনীষী বলেন যে, *'ফারাদা'* শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে *'লাব্বাইক'* পাঠ। رَفَثٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে সহবাস। যেমন কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡ

রমাযানের রাতে আপন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। (২ ঃ ১৮৭) ইহরাম অবস্থায় সহবাস এবং ওর পূর্ববর্তী সমস্ত কাজই হারাম। যেমন প্রেমালাপ করা, চুমু দেয়া এবং স্ত্রীদের বিদ্যমানতায় এসব কথা আলোচনা করা। কেহ কেহ পুরুষদের মাজলিসেও এসব কথা আলোচনা করাকে رَفَثٌ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) নাফি (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন, *'রাফাশ'* শব্দের অর্থ হল সহবাস অথবা এ বিষয়ে কোন পুরুষ কিংবা মহিলার সাথে মুখে উচ্চারণ করা, বাক্যালাপ করা। (তাবারী ৪/১২৬) 'আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (রহঃ) বলেন যে, 'রাফাশ' অর্থ হল সহবাস অথবা অযথা বাক্যালাপ করা। (তাবারী ৪/১২৭) আমর ইব্‌ন দীনারও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর সাথে সাথে শিকার করার ব্যাপারেও আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (তাবারী ৪/১২৮) তাউস (রহঃ) বলেন, যদি কেহ বলে যে, 'ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে আমি তোমার সাথে সহবাস করব' তাহলে তাও 'রাফাশ' এর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ৪/১২৮) আবুল আলীয়া (রহঃ) থেকেও একই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'রাফাশ' হল স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা, তাকে চুমু দেয়া, তাকে আদর-সোহাগ করা, তার সাথে অশ্লীল কথা-বার্তা বলা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজসমূহ। (তাবারী ৪/১২৯) ইব্‌ন উমার (রাঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'রাফাশ' শব্দের অর্থ হল মহিলাদের সাথে সহবাস করা। (তাবারী ৪/১২৯) একই মত পোষণ করেছেন সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ) প্রমুখজন। তারা ইহা বর্ণনা করেছেন 'আতা (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), 'আতা আল-খুরাসানী (রহঃ), 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ), আতীয়া (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), যুহুরী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মালিক ইব্‌ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), আবদুল কারীম ইব্‌ন মালিক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে।

হাজ্জের সময় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে

فُسُوْقٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাধ্য হওয়া, শিকার করা, গালি দেয়া ইত্যাদি।

وَلاَ فُسُوْقَ এর অর্থ হল আর না পাপের কাজ। মিকসাম (রহঃ) এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইহা হল অবাধ্যতা। একই মতামত ব্যক্ত করেছেন 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ)। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৭-৫০০)

ইব্ন ওয়াহাব (রহঃ) নাফি (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন, 'ফুসুক' হল ঐ সমস্ত কাজ করা যা আল্লাহ তা'আলা হারাম এলাকায় করতে নিষেধ করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৭)

অন্যান্য অনেক আলেম বলেছেন যে, 'ফুসুক' হল কেহকে অভিশাপ দেয়া। তারা নিম্নের হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলেছেন ঃ কোন মুসলিমকে গালি দেয়া হল 'ফুসুক' এবং হত্যা করা হল কুফরী। (ফাতহুল বারী ১/১৩৫)

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য দেব-দেবীর নামে পশু যবাহ করাও হচ্ছে 'ফুসুক', যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

অথবা 'ফিস্ক' যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাহ করা হয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৫) খারাপ উপাধি দ্বারা ডাকাও ফিস্ক। যেমন কুরআনে ঘোষিত হয়েছে وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ *এবং তোমরা একে অপরের মন্দ নামে ডেকনা'* (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১১) সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক অবাধ্যতাই ফিস্কের অন্তর্গত। এটা সর্বদাই অবৈধ বটে; কিন্তু সম্মানিত মাসগুলিতে এর অবৈধতা আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৬) অনুরূপভাবে হারামের মধ্যে এর অবৈধতা বৃদ্ধি পায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমালংঘন করে, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৫)

বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি এই বাইতুল্লাহর হাজ্জ করে সে যেন ‘রাফাস’ এবং ‘ফিস্‌ক’ না করে। তাহলে সে পাপ হতে এমনই মুক্ত হয়ে যাবে যেমন তার জন্মের দিন ছিল।’ (ফাতহুল বারী ৪/২৫, মুসলিম ২/৯৮৩)

হাজ্জের সময় তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে

এর পরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ হাজ্জে কলহ নেই। অর্থাৎ হাজ্জের সময় এবং হাজ্জের আরকান ইত্যাদির মধ্যে তোমরা কলহ করনা। আবুল আলিয়া (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাবির ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), আমর ইব্‌ন দিনার (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ‘আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) প্রমুখ হতে ভাবার্থ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা হাজ্জের সফরে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করনা, একে অপরকে রাগান্বিত করনা এবং কেহ কেহকে গালি দিওনা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫০৩-৫০৫)

তাফসীর মুসনাদ আবদ ইব্‌ন হামীদে একটি হাদীস রয়েছে, যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় হাজ্জ পূর্ণ করল যে, কোন মুসলিম তার হাতের দ্বারা এবং মুখের দ্বারা কষ্ট পেলনা, তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে গেল।

হাজ্জের সময় আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকতে হবে এবং হাজ্জের পাথেয় থাকতে হবে

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ *তোমরা যে কোন সৎ কাজ কর না কেন আল্লাহ তা অবগত আছেন।* উপরে যেহেতু অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বাধা দেয়া হয়েছে, কাজেই এখানে সাওয়াবের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে,

তাদেরকে কিয়ামাতের দিন প্রতিটি সৎ কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى *তোমরা হাজ্জের সফরে নিজেদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জনগণ পাথেয় ছাড়াই হাজ্জের সফরে বেরিয়ে পড়ত। পরে তারা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়াত। এ জন্যই এই নিদের্শ দেয়া হয়েছে ঃ '*আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও।*' ইকরিমাহ (রহঃ) এবং উয়াইনাও (রহঃ) এ কথাই বলেন। সহীহ্ বুখারী, সুনান নাসাঈ প্রভৃতিতেও এই বর্ণনাগুলি রয়েছে। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, ইয়ামানবাসীরা এরূপ করত এবং বলত, 'আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল।' (ফাতহুল বারী ৩/৪৪৯, আবূ দাঊদ ২/৩০৯) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যখন তারা ইহরাম বাঁধতো তখন তাদের কাছে যে পাথেয় থাকত তা তারা ফেলে দিত এবং পুনরায় নতুনভাবে পাথেয় গ্রহণ করত। এ জন্যই তাদের উপর এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন এরূপ না করে এবং আটা, ছাতু ইত্যাদি খাদ্য যেন পাথেয় হিসাবে সাথে নেয়। (তাবারী ৪/১৫৬) ইব্ন উমার (রাঃ) তো এ কথাও বলেছেন যে, সফরে উত্তম পাথেয় রাখার মধ্যেই মানুষের মর্যাদা নিহিত রয়েছে। সাথীদের প্রতি মন খুলে খরচ করারও তিনি শর্ত আরোপ করতেন।

পরকালের পাথেয়

ইহলৌকিক পাথেয়র বর্ণনার সাথে আল্লাহ তা'আলা পারলৌকিক পাথেয়র প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ বান্দা যেন তার কাবর রূপ সফরে আল্লাহ তা'আলার ভয়কে পাথেয় হিসাবে সাথে নিয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে পোশাকের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৬) অর্থাৎ বান্দা যেন বিনয়, নম্রতা, আনুগত্য এবং আল্লাহ-ভীরুতার গোপনীয় পোশাক হতে শূন্য না থাকে। এমনকি এই গোপনীয় পোশাক বাহ্যিক পোশাক হতে বহু গুণে শ্রেয়।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পাথেয় গ্রহণ করে তা আখিরাতে তার উপকারে আসবে (তাবারানী)। এ

নির্দেশ শুনে একজন দরিদ্র সাহাবী (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার নিকট তো কিছুই নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এতটুকু তো রয়েছে যে, তোমাকে কারও কাছে ভিক্ষা করতে হয়না এবং উত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।' (ইব্‌ন আবী হাতিম) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। অর্থাৎ আমার শাস্তি ও পাকড়াওকে ভয় কর এবং তোমরা আমার নির্দেশকে অমান্য করনা। তাহলেই মুক্তি পেয়ে যাবে এবং এটাই হবে জ্ঞানের পরিচায়ক।

১৯৮। তোমরা স্বীয় রবের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নেই; অতঃপর যখন তোমরা আ'রাফাত হতে প্রত্যাবর্তিত হও তখন পবিত্র স্মৃতি-স্থানের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর; এবং তিনি তোমাদেরকে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তদ্রুপ তাঁকে স্মরণ কর; এবং নিশ্চয়ই তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।	١٩٨. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

হাজ্জের সময় আর্থিক লেন-দেন করা

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে উকায, মিজান্নাহ এবং যুলমাজায্ নামে বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হাজ্জের সময় সাহাবীগণ (রাঃ) ঐ বাজারগুলিতে ব্যবসা করার ব্যাপারে পাপ হওয়ার ভয় করেন। ফলে তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, হাজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করলে কোন পাপ নেই। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪,

আবূ দাঊদ ২/৩৫০) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মানসুর ইবনুল মুতামির (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন।

আবূ উমামা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি লোক হাজ্জ করতে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে ব্যবসাও করছে তার ব্যাপারে নির্দেশ কি? তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করে শোনান। (তাবারী ৪/১৬৫)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ উমামা তাইমী (রহঃ), ইব্‌ন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'হাজ্জে আমরা পশু ভাড়া দিয়ে থাকি, আমাদেরও হাজ্জ হয়ে যাবে কি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'তোমরা কি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করনা?' তোমরা কি আ'রাফায় অবস্থান করনা?' শাইতানকে কি তোমরা পাথর মারনা? তোমরা কি মাথা মুণ্ডন করনা?' তিনি বলেন, 'এইসব কাজতো আমরা করি।' তখন ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন, 'তাহলে জেনে রেখ যে, একটি লোক এই প্রশ্নই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও করেছিল এবং ওরই উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ এই আয়াতটি নিয়ে অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোকটিকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'তুমি হাজী, তোমার হাজ্জ হয়ে গেছে।' (আহমাদ ২/১৫৫) অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবূ সালিহ (রাঃ) আমিরুল মু'মিনীন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি হাজ্জের সময় আর্থিক লেন-দেন করে থাকেন ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হাজ্জের সময় কি খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়না ? (তাবাবী ৪/১৬৮)

আ'রাফাহ মাঠে অবস্থান

আ'রাফা ঐ জায়গার নাম যেখানে অবস্থান করা হাজ্জের একটি কাজ। মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইমার আদ দাইলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

'হাজ্জ হচ্ছে আ'রাফায়।' (এ কথা তিনি তিন বার বলেন) যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই আ'রাফায় পৌঁছে গেল সে হাজ্জ পেয়ে গেল। আর 'মিনা'য় হচ্ছে তিন দিন। যে ব্যক্তি দু'দিনে তাড়াতাড়ি করল তারও কোন পাপ নেই এবং যে বিলম্ব করল তারও কোন পাপ নেই।' (আহমাদ ৪/৩১০, আবূ দাঊদ ২/৪৮৫, তিরমিযী ৩/৬৩৩, নাসাঈ ৫/২৫৬, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০০৩) আ'রাফায় অবস্থানের সময় হচ্ছে ৯ যিলহাজ্জ তারিখে পশ্চিমে সূর্য হেলে যাওয়া থেকে নিয়ে ১০ যিলহাজ্জ তারিখের ফাজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জে যুহরের সালাতের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমার নিকট হতে তোমরা তোমাদের হাজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও।' (মুসলিম ২/৯৪৩) উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি ১০ যিলহাজ্জের ফাজরের পূর্বে আ'রাফার মাঠে উপস্থিত হতে পারল সে হাজ্জের নিয়ম পালন করল।

উরওয়া ইব্ন মুদাররিস ইব্ন হারিসা ইব্ন লাম আত-তা'য়ী (রাঃ) বলেন ঃ আমি মুজদালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম যখন ফাজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা'ইয়ের দু'টি পাহাড় থেকে এসেছি, আমি এবং আমাকে বহনকারী পশু উভয়েই ক্লান্ত। এমন কোন পাহাড় বাদ রাখিনি যেখানে আমি থামিনি। আমার হাজ্জ করা হয়েছে কি? তিনি বলেন ঃ

'যে ব্যক্তি এখানে আমাদের এই সালাত আদায়ের সময় পৌঁছে যাবে এবং চলার সময় পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করবে, আর এর পূর্বে সে আ'রাফায়ও অবস্থান করে থাকবে, রাতেই হোক বা দিনেই হোক, তাহলে তার হাজ্জ পূরা হয়ে যাবে এবং ফারযিয়াত হতে সে অবকাশ লাভ করবে। (আহমাদ ৪/২৬১, আবূ দাউদ ২/৪৮৬, তিরমিযী ৩/৬৩৩, নাসাঈ ৫/২৬৪, ইব্ন মাজাহ ২/১০০৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন।

আমীরুল মু'মিনীন আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীমের (আঃ) নিকট আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁকে হাজ্জ করিয়ে দেন। আ'রাফায় পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন عَرَفَةَ 'আপনি চিনতে পেরেছেন কি?' ইবরাহীম (আঃ) বলেন, আর্‌রাফতু অর্থাৎ 'আমি চিনতে পেরেছি।' কেননা এর পূর্বে আমি এখানে এসেছিলাম।' এ জন্যই এ স্থানের নাম আ'রাফাহ' হয়ে গেছে। (মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক ৫/৯৬) 'আতা (রহঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) এবং আবূ মিজলায (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১৯) আ'রাফাহর নাম 'মাশ'আরুল হারাম', 'মাশ'আরুল আকসা' এবং 'ইলাল'ও বটে। ঐ পাহাড়কেও আ'রাফাহ বলে যার মধ্যস্থলে 'জাবালুর রাহমাত' রয়েছে।

কখন আ'রাফাহ ও মুজদালিফা ত্যাগ করতে হবে

অজ্ঞতা-যুগের অধিবাসীরাও আ'রাফায় অবস্থান করত। যখন রোদ পর্বত চূড়ায় এরূপভাবে অবশিষ্ট থাকত যেরূপভাবে মানুষের মাথায় পাগড়ী থাকে, তখন

তারা সেখান হতে চলে যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যাস্তের পর সেখান হতে প্রস্থান করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১৭) অতঃপর তিনি মুযদালিফায় পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করেন এবং দুই ভিন্ন ইকামাতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন। প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতেই ওয়াক্তের প্রথমভাগে তিনি ফাজরের সালাত আদায় করেন। ফাজরের সময়ের শেষ ভাগে তিনি ওখান হতে যাত্রা করেন।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বিদায় হাজ্জের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত আ'রাফায় অবস্থান করেন। যখন সূর্য লুপ্ত হয় এবং কিঞ্চিৎ হলদে বর্ণ প্রকাশ পায় তখন তিনি নিজের সওয়ারীর উপর উসামা ইব্ন যায়িদকে (রাঃ) পিছনে বসিয়ে নেন। অতঃপর তিনি উষ্ট্রীর লাগাম টেনে ধরেন, ফলে উষ্ট্রীর মাথা গদির নিকটে পৌঁছে যায়। ডান হাতের ইশারায় তিনি জনগণকে বলতে থাকেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা ধীরে-সুস্থে ও আরাম-আয়েশের সাথে চল। যখনই তিনি কোন পাহাড়ের সম্মুখীন হন তখন তিনি লাগাম কিছুটা ঢিল দেন যাতে পশুটি সহজে উপরে উঠতে পারে। মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি এক আযান ও দুই ইকামাতের মাধ্যমে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন। মাগরিব ও ইশার ফার্য সালাতের মধ্যবর্তী সময় কোন সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর ঘুমানোর জন্য শুইয়ে পড়েন। সুবহি সাদিক প্রকাশিত হওয়ার পর আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে ফাজরের সালাত আদায় করেন। তারপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করে 'মাশ'আরে হারামে' আসেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'আ করায় লিপ্ত হন। আল্লাহু আকবার ও *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পাঠ করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একাত্মতা বর্ণনা করতে থাকেন। তারপর তিনি একটু ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি এখান হতে রওয়ানা হন। (মুসলিম ২/৮৮৬) উসামাকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখান হতে যাওয়ার সময় কোন্ গতিতে চলেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ মধ্যম গতিতে তিনি সওয়ারী চালনা করেন। তবে রাস্তা প্রশস্ত দেখলে কিছু দ্রুত গতিতেও চালাতেন। (ফাতহুল বারী ৩/৬০৫, মুসলিম ২/৯৩৬)

মাশ'আর আল হারামের বর্ণনা

আবদুর রায্যাক তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, মুজদালিফার সম্পূর্ণ অংশই মাশ'আরে হারামের অন্তর্ভুক্ত। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫২১) বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমারকে (রাঃ) মাশ'আরে হারাম (অত্র

আয়াতে উল্লিখিত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ইহা হল মুজদালিফার এই পাহাড় এবং এর চারিদিকের এলাকা। (তাবারী ৪/১৭৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, মুজদালিফার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা হল মাশ'আরে হারাম। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫২১, ৫২২)

যুবারই ইব্‌ন মুতঈম (রাঃ) হতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আ'রাফার সমস্ত জায়গাই অবস্থান স্থল, তবে 'উরানাহ' থেকে দূরে থাকবে। মুজদালিফার সমস্ত জায়গাই অবস্থান করার স্থল। তবে 'মুহাসসার' এর মধ্যভাগ থেকে দূরে থাকবে। মাক্কার সমস্ত জায়গাই হচ্ছে কূরবানী করার জায়গা এবং সমস্ত আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলি (১১-১৩ যিলহাজ্জ) হচ্ছে কূরবানী করার দিন। (আহমাদ ৪/৮২)

একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, আ'রাফাহর সমস্ত প্রান্তরই অবস্থান স্থল। আ'রাফাহ হতে উঠ এবং মুযদালিফার প্রত্যেক সীমাই থামার জায়গা। তবে মুহাস্‌সার উপত্যকাটি নয়। মুসনাদ আহমাদে এর পরে রয়েছে যে, মাক্কার সমস্ত গলিই কুরবানী করার জায়গা এবং 'আইয়ামে তাশরীকের' (১১-১৩ যিলহাজ্জ) প্রতিটি দিনই হচ্ছে কুরবানীর দিন। কিন্তু এই হাদীসটিও মুনকাতা'। কেননা সুলাইমান ইব্‌ন মূসা রাশদাক যুবাইর ইব্‌ন মুতঈমকে (রাঃ) পায়নি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর। কেননা তিনি তোমাদেরকে সুপথ দেখিয়েছেন। হাজ্জের আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ইবরাহীমের (আঃ) এই সুন্নাতকে প্রকাশ করেছেন। অথচ তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অর্থাৎ এই সুপথ প্রদর্শনের পূর্বে কিংবা এই কুরআনুল হাকীমের পূর্বে অথবা এই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে এই তিনটিরই পূর্বে দুনিয়া ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

১৯৯। অতঃপর অন্যান্যরা যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ	١٩٩. ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ

ক্ষমাশীল, করুণাময়।	إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আ'রাফাহ মাইদানে অবস্থানের পর ঐ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ

আ'রাফায় অবস্থানকারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা এখান থেকে মুযদালিফায় যাবে, যেন 'মাশ'আরে হারামের' নিকট আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে পারে। এটাও তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, কুরাইশরাও সমস্ত লোকের সাথে আ'রাফায় অবস্থান করবে, যেমন সর্বসাধারণ এখানে অবস্থান করত। পূর্বে কুরাইশরা তাদের গৌরব ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য মুজদালিফায় অবস্থান করত এবং অন্যরা আ'রাফাহ মাঠের সীমার বাইরে যেতনা।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, কুরাইশ ও তাদের মতানুসারী লোকেরা মুযদালিফায়ই থেমে যেত এবং নিজেদের নাম حَمَس রাখত। অবশিষ্ট সমস্ত আরাববাসী আ'রাফায় গিয়ে অবস্থান করত এবং ওখান হতে ফিরে আসত। এ জন্যই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, সর্বসাধারণ যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করত, তোমরা সেখান হতে প্রত্যাবর্তন কর। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটাই বলেন। (তাবারী ৪/১৮৬, ১৮৭) ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই তাফসীরই পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর উপর 'ইজমা' রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমার উট আ'রাফায় হারিয়ে যায়, আমি উটটি খুঁজতে বের হই। সেখানে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবস্থানরত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি বলি, 'এটা কেমন কথা যে, ইনি হচ্ছেন حَمَس, অথচ 'হারামের' বাইরে এসে অবস্থান করছেন।' (আহমাদ ৪/৮০, ফাতহুল বারী ৩/৬০২, মুসলিম ২/৮৯৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে اِفَاضَة শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশে মুযদালিফা হতে মিনায় যাওয়া। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫) আর اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা ইবরাহীমকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যার নির্দেশ সাধারণতঃ ইবাদাতের পরে দেয়া হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফার্‌য সালাত সমাপ্ত করার পর তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন (মুসলিম ১/৪১৪) তিনি জনসাধারণকে 'সুবহানাল্লাহি' 'আল হামদুলিল্লাহি' এবং 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশ বার করে পড়ার নির্দেশ দিতেন (ফাতহুল বারী ২/৩৭৮, মুসলিম ১/৪১৭) ইমাম বুখারী (রহ) ইব্‌ন মারদুআহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দাদ ইবন আউস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সমুদয় ক্ষমা প্রার্থনার নেতা হচ্ছে নিম্নের এই প্রার্থনাটি ঃ

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْـــتَـــنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْـــتَطَعْتُ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ! তুমি আমার রাব্ব, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পালনে বদ্ধ পরিকর। আমি যা করেছি তার খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যে সব নি'আমাত দান করেছ আমি তা স্বীকার করছি। আমি আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমা করার আর কেহ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই দু'আটি রাতে পাঠ করবে, যদি সে সেই রাতেই মারা যায় তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি এটি দিনে পাঠ করবে, যদি ঐ দিনই সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতী হবে। (ফাতহুল বারী ১১/১০০) আবূ বাকর (রাঃ) একদা বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কোন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি সালাতে পাঠ করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আপনি বলুন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

‘হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের নাফসের উপর অনেক যুল্ম করেছি। তুমি ছাড়া পাপ মোচনকারী আর কেহ নেই। অতএব হে আল্লাহ! অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু ও সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৪৮৪, মুসলিম ৪/২০৭৮)

২০০। অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের (হাজ্জের) অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে ফেল তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে তদ্রুপ আল্লাহকে স্মরণ কর, বরং তদপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে স্মরণ কর; কিন্তু মানবমন্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এরূপ আছে যারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালেই দান কর এবং তাদের জন্য আখিরাতে কোনই অংশ নেই।	٢٠٠. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ
২০১। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।	٢٠١. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
২০২। তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই	٢٠٢. أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا

كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ	**অংশ রয়েছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।**

হাজ্জের আহকামসমূহ পালন করার পর ইহকাল ও পরকালের ভালাইর জন্য প্রার্থনা করা

এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন ঃ **فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ** 'হাজ্জ সমাপনের পর খুব বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রথম বাক্যের একটি অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিশু যেমন তার পিতা-মাতাকে স্মরণ করে ঐরূপ তোমরাও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা হাজ্জের সময় অবস্থানের স্থানে অবস্থান করত। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ জাহিলিয়াতের আমলে লোকেরা হাজ্জের মাঠে উপস্থিত হত এবং তাদের একজন বলত ঃ আমার বাবা (গরীব লোকদেরকে) খাদ্য প্রদান করত, লোকদেরকে (টাকা-পয়সা দিয়ে) সাহায্য করত, রক্তপণ আদায় করত ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভাল ভাল কাজকে স্মরণ করে বলাবলি করাই ছিল তাদের যিক্‌র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করেন, 'তোমরা যেমন তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে অনুরূপ আল্লাহকে আরও বেশি স্মরণ কর।'

অতএব এভাবে আল্লাহর উচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর মহানত্ত্ব বেশি স্মরণ করার জন্য অধিক উৎসাহিত করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ যখন কোন আয়াতাংশে 'বরং' শব্দটি ব্যবহার করেন তখন ধরে নিতে হবে যে, তাঁর বান্দারা যেন ঐ কাজটি আরও বেশি করে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহে নিপতিত হওয়ার কারণ নেই যে, পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করার চেয়ে অবশ্যই আল্লাহকে বেশি স্মরণ করতে হবে। এ ধরণের তুলনামূলক কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

অনন্তর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৭৪)

تَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭)

وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৯) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا খুব বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করার পর তাঁর কাছে চাইতে থাক। কেননা এটা হচ্ছে প্রার্থনা কবূলের সময়।' সাথে সাথে ঐ সব লোকের অমঙ্গল কামনা করা হচ্ছে যারা আল্লাহর নিকট শুধু দুনিয়া লাভের জন্যই প্রার্থনা জানিয়ে থাকে এবং আখিরাতের দিকে ভ্রুক্ষেপই করেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের জন্য পরকালে কোনই অংশ নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, কতগুলি পল্লীবাসী এখানে অবস্থান করে শুধুমাত্র এই প্রার্থনা করত, 'হে আল্লাহ! এই বছর ভালভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করুন যেন ফসল ভাল জন্মে এবং বহু সন্তান দান করুন ইত্যাদি।' কিন্তু মু'মিনদের প্রার্থনা উভয় জগতের মঙ্গলের জন্যই হত। এ জন্যই তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রার্থনার মধ্যে ইহজগত ও পরজগতের সমুদয় মঙ্গল একত্রিত করা হয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল হতে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। কেননা দুনিয়ার মঙ্গলের মধ্যে নিরাপত্তা, শান্তি, সুস্থতা, পরিবার পরিজন, খাদ্য, শিক্ষা, যানবাহন, দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী এবং সম্মান ইত্যাদি সব কিছুই এসে গেল। আর আখিরাতের মঙ্গলের মধ্যে হিসাব সহজ হওয়া, ভয়, ত্রাস হতে মুক্তি পাওয়া, আমলনামা ডান হাতে পাওয়া এবং সম্মানের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করা ইত্যাদি সব কিছুই এসে গেল। এর পরে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি চাওয়া। এর ভাবার্থ এই যে, এরূপ কারণসমূহ আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত করে দিবেন। যেমন যারা অবৈধ কাজ করে থাকে তা থেকে তারা বিরত থাকবে এবং পাপ কাজ পরিত্যাগ করবে, সন্দেহমূলক কাজ থেকে দূরে থাকবে ইত্যাদি। কাসিম ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর, যিক্রকারী জিহ্বা এবং ধৈর্যধারণকারী দেহ লাভ করেছে সে দুনিয়া ও

আখিরাতের মঙ্গল পেয়ে গেছে এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করেছে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৪২)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আনাস ইব্ন মালিক (রহঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আল্লাহ, হে আমার রাব্ব! তুমি আমাকে তা দান কর যাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য মঙ্গল, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৫)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুসলিম রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যান। তিনি দেখতে পান যে, রুগ্ন ব্যক্তিটি ছোট পাখির মত একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেছেন এবং শুধু মাত্র অস্থির কাঠামো অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন প্রার্থনা জানাচ্ছিলে কি?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি এই প্রার্থনা করছিলাম ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দিতে চান সেই শাস্তি দুনিয়ায়ই দিয়ে দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! কারও মধ্যে ঐ শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে কি? তুমি নিম্নের দু'আটি পড়নি কেন?'

سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيْقُهُ أَوْ لاَ تَسْتَطِيْعُهُ' فَهَلاَّ قُلْتَ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

সুতরাং রুগ্ন ব্যক্তি তখন থেকে ঐ দু'আটিই পড়তে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন। (মুসলিম ৪/২০৬৮, আহমাদ ৩/১০৭)

এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ 'আমি একটি যাত্রী দলের সেবার কাজে এই পারিশ্রমিকের উপর নিযুক্ত হয়েছি যে, তারা আমাকে তাদের সোয়ারীর উপর উঠিয়ে নিবে এবং হাজ্জের সময় তারা আমাকে হাজ্জ করার অবকাশ দিবে ও অন্যান্য দিন আমি তাদের সেবার কাজে নিয়োজিত থাকব। তাহলে বলুন, এভাবে আমার হাজ্জ আদায় হবে কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, বরং তুমি তো ঐ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে কুরআনুম মাজীদে أُولَـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ *তারা যা অর্জন*

করেছে তাদের জন্য তারই অংশ রয়েছে এই আয়াতটি ঘোষিত হয়েছে। (মুসতাদরাক হাকিম ২/২৭৭) সহীহাইনের শর্তে এ হাদীসটি সহীহ।

٢٠٣. وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ	**২০৩। এবং নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর কেহ যদি দু' দিনের মধ্যে (মাক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াহুড়া করে তাহলে তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দু' দিন বিলম্ব করে তাহলে তার জন্যও পাপ নেই এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই সন্নিধানে সমবেত করা হবে।**

তাশরীকের দিনগুলিতে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করতে হবে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলি (১১-১৩ যিলহাজ্জ) হচ্ছে নির্দিষ্ট এবং (যিলহাজ্জের প্রথম) দশ দিন তো সকলেরই জানা আছে। (কুরতুবী ৩/৩) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, 'নির্ধারিত দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর' এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ফারয সালাত আদায় করার পর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৪৫)

উকবাহ ইব্ন আমীর (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আ'রাফার দিন (৯ যিলহাজ্জ), কুরবানীর দিন (১০ যিলহাজ্জ) এবং তাশরীকের দিনগুলি (১১-১৩ যিলহাজ্জ) হল আমাদের মুসলিমদের জন্য খুশির দিন। এ দিনগুলি হচ্ছে খাওয়া ও পান করার দিন। (আহমাদ ৪/১৫২) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আইয়ামে তাশরীক হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।' (আহমাদ ৫/৭৫, মুসলিম ২/৮০০) ইতোপূর্বে এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে ঃ

আ'রাফার সমস্ত জায়গাই হচ্ছে অবস্থানের জায়গা এবং আইয়ামে তাশরীক সবই হচ্ছে কুরবানীর দিন।' (আহমাদ ৪/৮২) এই হাদীসটিও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মিনার দিন হচ্ছে তিনটি। দু'দিনে তাড়াতাড়িকারী বা বিলম্বকারীর জন্য কোন পাপ নেই। (আবূ দাঊদ ২/৪৮৫) ইব্‌ন জারীরের একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'আইয়ামে তাশরীক হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার দিন।' ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাইফাকে (রাঃ) এই উদ্দেশে প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন মিনার চতুর্দিকে ঘুরে ঘোষণা করেন ঃ 'এই দিনগুলিতে কেহ যেন সিয়াম পালন না করে। এই দিনগুলি হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।' (তাবারী ৪/২১১)

'নির্দিষ্ট দিন' কী

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَت হচ্ছে اَيَّامِ تَشْرِيْق এবং এ হচ্ছে চার দিন। ১০ যিলহাজ্জ ও তার পরবর্তী তিন দিন। অর্থাৎ ১০ যিলহাজ্জ হতে ১৩ যিলহাজ্জ পর্যন্ত। (তাবারী ৪/২১৩) ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ), আবূ মূসা আশআরী (রাঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যুহরী (রহঃ), রাবী' ইব্‌ন আনাস (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটাই বলেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫৪৭-৫৪৯)

আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'এ হচ্ছে তিন দিন ১০, ১১, ও ১২ যিলহাজ্জ। এই তিন দিনের মধ্যে যে দিন ইচ্ছা কুরবানী কর। কিন্তু উত্তম হচ্ছে প্রথম দিন।' কিন্তু পূর্ব উক্তিটিই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের শব্দ দ্বারাও এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা বলা হয়েছে যে, দু'দিনের তাড়াতাড়ি ও বিলম্ব ক্ষমার্হ। কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈদের পরে তিন দিন হওয়াই উচিত এবং এই দিনগুলিতে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার সময় হচ্ছে কুরবানীর পশু যবাহ করার সময়।

অনুরূপভাবে ভাবার্থ এও হতে পারে যে, শাইতানদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে। তা হবে আইয়ামে তাশরীকের প্রত্যেক দিনেই। হাদীসে রয়েছে ঃ

'বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ায় দৌড়ান, শাইতানদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ ইত্যাদি সমস্ত কাজই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যিক্র প্রতিষ্ঠার জন্য।' (আবূ দাঊদ ২/৪৪৭) যেহেতু আল্লাহ তা'আলা হাজ্জের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করেন এবং পরে মানুষ এসব পবিত্র ভূমি ছেড়ে নিজ নিজ শহরে ও গ্রামে ফিরে যাবে, এজন্য ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, তোমাদেরকে তাঁরই সম্মুখে একত্রিত করা হবে। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার তিনিই তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৯)

২০৪। এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যার পার্থিব জীবন সংক্রান্ত কথা তোমাকে চমৎকৃত করে, আর সে নিজের (অন্তরস্থ সততা) সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী করে থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সে হচ্ছে কঠোর কলোহ পরায়ণ ব্যক্তি।	٢٠٤. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ
২০৫। যখন সে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তু বিনাশ করা; এবং আল্লাহ অশান্তি ভালবাসেননা।	٢٠٥. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ
২০৬। যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয়	٢٠٦. وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ

أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ	কর, তখন প্রতিপত্তির অহমিকা তাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করে। অতএব জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।
٢٠٧. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ	২০৭। পক্ষান্তরে কোন কোন লোক এরূপ আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য আত্মবির্সজন করে, এবং আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত বান্দার প্রতি স্নেহ-পরায়ণ।

মুনাফিকদের চরিত্র

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতগুলি আখনাস ইব্ন শারীক সাকাফীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এই লোকটি মুনাফিক ছিল। প্রকাশ্যে সে মুসলিম ছিল বটে, কিন্তু ভিতরে সে মুসলিমদের বিরোধী ছিল। (তাবারী ৪/২২৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّه আয়াতগুলি ঐ মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা খুবাইব (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্নাম করেছিল, যাঁদেরকে 'রাজী' নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। এই শহীদগণের প্রশংসায় শেষের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং পূর্বের আয়াতগুলি মুনাফিকদের নিন্দা করে অবতীর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, আয়াতগুলি সাধারণ। প্রথম তিনটি আয়াত সমস্ত মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং চতুর্থ আয়াতটি সমুদয় মুসলিমের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৫/২৩০) কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমুখ মনীষীর উক্তি এটাই এবং এটাই সঠিক। নাওফ বাককালী (রহঃ) যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলেরও পণ্ডিত ছিলেন, বলেন ঃ 'আমি এই উম্মাতের কতকগুলো লোকের মন্দ-গুণ আল্লাহ তা'আলার অবতারিত গ্রন্থের মধ্যেই পেয়েছি। বর্ণিত আছে যে, কতকগুলো লোক প্রতারণা করে দুনিয়া কামাচ্ছে। তাদের কথা তো মধুর চেয়েও মিষ্টি, কিন্তু তাদের অন্তর নিম অপেক্ষাও তিক্ত। মানুষকে দেখানোর জন্য তারা ছাগলের চামড়া

পরিধান করে, কিন্তু তাদের অন্তর নেকড়ে বাঘের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার উপর সে বীরত্ব প্রকাশ করে এবং আমার সাথে প্রতারণা করে। আমার সত্ত্বার শপথ! আমি তার প্রতি এমন পরীক্ষা পাঠাব যে, সহিষ্ণু লোকেরাও হতভম্ব হয়ে যাবে।''

কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'আমি খুব চিন্তা-গবেষণা করে বুঝতে পারলাম যে, এগুলো মুনাফিকদের বিশেষণ। কুরআনুল হাকীমেও এটা বিদ্যমান রয়েছে।' অতঃপর তিনি **وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ** (২ ঃ ২০৪) এই আয়াতগুলি পাঠ করেন। (তাবারী ৪/২৩২)

'তারা জনসাধারণের সামনে নিজেদের মনের দুষ্টামি গোপন করলেও আল্লাহর সামনে তাদের অন্তরের কুফরী প্রকাশমান'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ

তারা মানব হতে গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করতে পারেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ বর্ণনা করেন, 'মানুষের সামনে তারা ইসলাম প্রকাশ করে এবং আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা মুখে যা বলছে তাই তাদের অন্তরেও রয়েছে।' আয়াতের সঠিক অর্থ এটাই বটে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) হতেও এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ৪/২৩৩) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

যাতে তুমি ওটা দ্বারা বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা প্রমাণ স্থাপনে মিথ্যা বলে, সত্য হতে সরে যায়, সরল ও সঠিক কথা ছেড়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং গালি দিয়ে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে ঃ

'মুনাফিকদের অবস্থা তিনটি। (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে। (৩) কোন বিষয়ে বিবাদ হলে সে গালাগালি করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি মন্দ ঐ ব্যক্তি যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, এরা যেমন কটু ও কর্কশ ভাষী তেমনি এদের কার্যাবলীও অতি জঘন্য। তাদের কাজ তাদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আকীদা বা বিশ্বাস একেবারেই অসৎ। এখানে سَعٰى শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ইচ্ছা করা'। এ শব্দটি ফির'আউনের বেলায়ও ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ. فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ

অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করে বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২২-২৬) এ ছাড়াও এ শব্দটি নিম্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও। (সূরা জুমুআ'হ, ৬২ ঃ ৯) অর্থাৎ (সালাতের জন্য যখন আহ্বান করা হয় তখন) মন স্থির কর এবং জুমু'আর সালাত আদায় করার জন্য অগ্রসর হও। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, সালাত আদায় করার জন্য ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে (তাড়াহুড়া) হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে سَعِىْ শব্দটির অর্থ দৌড়ান নয়। কেননা সালাতের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। হাদীসে রয়েছে ঃ

'যখন তোমরা সালাতের জন্য আগমন কর তখন আরাম ও স্বস্তির সাথে এসো।' (মুসলিম ১/৪২০) অতএব অর্থ এই যে, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তু বিনষ্ট করা।

মুনাফিকরা পৃথিবীতে কিছুই করতে পারেনা একমাত্র ক্ষতির কারণ ছাড়া। তাদের কার্যাবলির জন্য ফসলের ক্ষতি হয় এবং মানব-সন্তান ও পশু-পাখি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ফলে মানুষ পশুর সাহায্যে যে সমস্ত খাদ্য প্রাপ্ত হয় তা থেকেও বঞ্চিত

হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, মুনাফিকরা যখন পৃথিবীতে অনাসৃষ্টি করে তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন, ফলে ফল-ফসল এবং মানব-সন্তান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মুজাহিদ (রহঃ) হতে এই অর্থও বর্ণিত আছে যে, ঐ মুনাফিকদের শঠতা ও অন্যায় কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, ফলে শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে মোটেই ভালবাসেননা।

মুনাফিকরা উপদেশ গ্রহণ করেনা

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, দুষ্ট ও অসদাচরণকারীদেরকে যখন উপদেশের মাধ্যমে বুঝানো হয় তখন তারা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং বিরোধিতার উত্তেজনায় পাপ কাজে আরও বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ে। অন্যত্র এ ধরনের আরও আয়াত রয়েছে ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমন্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে; যারা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তুমি বল ঃ তাহলে কি আমি তোমাদেরকে এটি অপেক্ষা অন্য কিছুর সংবাদ দিব? ওটা আগুন; এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল! (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭২) এখানেও বলা হচ্ছে যে, মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।

মু'মিনরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য উম্মুখ থাকে

মুনাফিকদের জঘন্য চরিত্রের বর্ণনা দেয়ার পর এখন মু'মিনদের প্রশংসা করা হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আনাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাঈব (রহঃ), আবূ উসমান আন নাহদী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি সুহাইব ইব্ন সিনান আর-রুমীর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মাক্কায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাদীনায় হিজরাত করতে চাইলে মাক্কার কাফিরেরা তাঁকে বলে, 'আমরা তোমাকে ধন-সম্পদ নিয়ে মাদীনা যেতে

দিবনা। তুমি ধন-সম্পদ ছেড়ে গেলে যেতে পার। তিনি সমস্ত সম্পদ পৃথক করেন এবং কাফিরেরা তাঁর ঐ সম্পদ অধিকার করে নেয়। সুতরাং তিনি ঐ সব সম্পদ ছেড়ে দিয়েই মাদীনায় হিজরাত করেন। উমার (রাঃ) ও সাহাবীগণের একটি বিরাট দল তাঁর অভ্যর্থনার জন্য 'হুররা' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন ঃ 'আপনি বড়ই উত্তম ও লাভজনক ব্যবসা করেছেন।' এ কথা শুনে তিনি বলেন ঃ 'আপনাদের ব্যবসায়েও যেন আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। আচ্ছা বলুন তো, এই অভিনন্দনের কারণ কি?' ঐ মহান ব্যক্তিগণ বলেন ঃ 'আপনার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।' তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনিও তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করে বলেন ঃ তোমার ব্যবসা সাফল্যমন্ডিত হয়েছে হে সুহাইব! (তাবারী ৪/২৪৮)

অধিকাংশ মুফাস্সিরের এও উক্তি রয়েছে যে, এই আয়াতটি সাধারণ প্রত্যেক মুজাহিদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১১) হিশাম ইব্ন আমর (রাঃ) যখন কাফিরদের দু'টি ব্যূহ ভেদ করে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং একাকীই তাদের উপর আক্রমণ চালান তখন কতকগুলি মুসলিম তাঁর এই আক্রমণকে শারীয়াত বিরোধী মনে করেন। কিন্তু উমার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ এর প্রতিবাদ

করেন এবং وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০৭) এই আয়াতটি পাঠ করে শোনান।

২০৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণ রূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শাইতানের পদাংক অনুসরণ করনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।	٢٠٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
২০৯। অতঃপর স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদি তোমাদের নিকট সমাগত হওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হয়ে যাও তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	٢٠٩. فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পুরাপুরি ইসলামে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণকে ও তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকারকারীগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকে ও পূর্ণ শারীয়াতের উপর আমল করে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, سِلْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলাম। (তাবারী ৪/২৫২, ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৮৪-৫৮৫) ভাবার্থ আনুগত্য ও সততাও হতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ),

মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহ্‌হাক (রহঃ) তাদের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, كَآفَّةً শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সব কিছু' ও 'পরিপূর্ণ।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫৮৬-৫৮৮) বিভিন্ন মহান ব্যক্তি যাঁরা ইয়াহুদী হতে মুসলিম হয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তারা আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তাদেরকে যেন শনিবার উৎসবের দিন হিসাবে পালন করার ও রাতে তাওরাতের উপর আমল করার অনুমতি দেয়া হয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে বলা হয়, ইসলামের নির্দেশাবলীর উপরেই আমল করতে হবে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

সে এতদ্ব্যতীত তোমাদেরকে আদেশ করে শাইতানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জাননা তা বলতে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৯) এবং

إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬) এবং إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ *সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'।* এর পরে বলা হচ্ছে, প্রমাণাদি জেনে নেয়ার পরেও যদি তোমরা সত্য হতে সরে পড় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত। না তাঁর থেকে কেহ পলায়ন করতে পারবে, আর না তাঁর উপর কেহ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তিনি তাঁর নির্দেশাবলী চালু করার ব্যাপারে মহা বিজ্ঞানময়। পাকড়াও করার কাজে তিনি মহান পরাক্রমশালী এবং নির্দেশ জারী করার কাজে তিনি মহা বিজ্ঞানময়। তিনি কাফিরদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী এবং তাদের ওজর ও প্রমাণ কর্তন করার ব্যাপারে তিনি নৈপুণ্যের অধিকারী।

২১০। তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ শুভ্র মেঘমালার ছায়াতলে মালাইকাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নিকট সমাগত হবেন ও সমস্ত কাজের নিস্পত্তি করবেন।	٢١٠. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى

ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ	**এবং আল্লাহরই নিকট সমস্ত কার্য প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।**

ঈমান আনার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়

এ আয়াতে মহান আল্লাহ কাফিরদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন যে, তারা কি কিয়ামাতেরই অপেক্ষা করছে যে দিন সত্যের সঙ্গে ফাইসালা হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফলভোগ করবে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.

وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

এটা সংগত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে, সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২১-২৩) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ

তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা (ফেরেশতা) আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন? অথবা তোমার রবের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৮)

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, **هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ** এর অর্থ হচ্ছে মালাইকাও মেঘপুঞ্জের ছায়াতলে আসবেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাতে চাবেন তাতেই আসবেন। (তাবারী ৪/২৬৪) কোন কোন পঠনে এও আছে ঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ وَالْمَلآئِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

অর্থাৎ তারা কি এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ তাদের নিকট আগমন করবেন এবং মালাইকা মেঘমালার ছায়াতলে আসবে? অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَـٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلاً

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৫)

২১১। ইসরাঈল বংশীয়দেরকে জিজ্ঞেস কর, আমি কত স্পষ্ট প্রমাণ তাদেরকে প্রদান করেছি। এবং যে কেহ তার নিকট আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ আসার পর তা পরিবর্তন করে তাহলে জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।	٢١١. سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَـٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
২১২। যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে উপহাস করে থাকে, এবং যারা ধর্মভীরু তাদেরকে উত্থান দিনে সমুন্নত করা হবে; এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।	٢١٢. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

‘আল্লাহর অনুগ্রহ’ ও ‘মু’মিনদের উপহাস’ করার শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তোমরা লক্ষ্য কর, বানী ইসরাঈলকে আমি বহু মুজিযা প্রদর্শন করেছি। মূসার (আঃ) হাতের লাঠি, তাঁর হাতের ঔজ্জ্বল্য, তাদের জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, কঠিন গরমের সময় তাদের উপর মেঘের ছায়া দান করা, তাদের উপর ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করা ইত্যাদি। এর দ্বারা আমার

যা ইচ্ছা করা এবং সব কিছুরই উপর ক্ষমতাবান হওয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এর দ্বারা আমার নাবী মূসার (আঃ) নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তবু বানী ইসরাঈল আমার নি'আমাতের উপর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর উপরই স্থির থেকেছে। কাজেই তারা আমার কঠিন শাস্তি হতে কিরূপে রক্ষা পাবে? কুরাইশ কাফিরদের সম্বন্ধেও এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয় জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল! (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮-২৯) অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এই কাফিরেরা শুধুমাত্র ইহলৌকিক জগতের উপরই সন্তুষ্ট রয়েছে। সম্পদ জমা করা এবং আল্লাহর পথে খরচ করতে কার্পণ্য করাই তাদের স্বভাব। বরং যেসব মু'মিন এই নশ্বর জগত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে তাদেরকে এরা উপহাস করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবানতো এই মু'মিনরাই। কিয়ামাতের দিন এই মু'মিনদের মর্যাদা দেখে কাফিরদের চক্ষু খুলে যাবে। সেদিন নিজেদের দুর্ভাগ্য ও মু'মিনদের সৌভাগ্য লক্ষ্য করে তারা অনুধাবন করতে পারবে যে, কারা উচ্চ পদস্থ ও কারা নিম্ন পদস্থ। মু'মিনগণ উচ্চতর স্তরের উচ্চতম স্থানে বসবাস করবে, অন্যদিকে কাফিরদের বাসস্থান হবে জাহন্নামের নিম্নতম স্তরের নিম্নতর স্থানে।

ইহকালে আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-সম্পদ দেয়ার ইচ্ছা করেন তাকে তিনি অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকেন। আবার তিনি যাকে ইচ্ছা করেন এখানেও দেন এবং পরকালেও দিবেন। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ

'(আল্লাহ তা'আলা বলেন) হে আদম সন্তান! তুমি আমার পথে খরচ কর আমি তোমাকে দিতেই থাকব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলালকে (রাঃ) বলেন ঃ

'হে বিলাল! তুমি আল্লাহর পথে খরচ করতে থাক এবং আরশের অধিকারী হতে সঙ্কীর্ণতার ভয় করনা।' (তাবারানী ১০/১৯২) কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ

এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯) সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

‘সকালে দু’জন মালাক অবতরণ করেন। একজন প্রার্থনা করেন, ‘হে আল্লাহ! আপনার পথে ব্যয়কারীকে আপনি বারাকাত দান করুন।’ অপর জন বলেন, ‘হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করুন।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৫৭) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ

‘মানুষ বলে, ‘আমার মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মাল তো ঐগুলিই যা তুমি খেয়ে ধ্বংস করেছ, আর যা তুমি দান করেছ। অন্য যত কিছু রয়েছে সেগুলি সবই তুমি অন্যদের জন্য ছেড়ে এখান হতে বিদায় গ্রহণ করবে।’ (মুসলিম ৪/২২৭৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘দুনিয়া তারই ঘর যার কোন ঘর নেই, দুনিয়া তারই সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই এবং দুনিয়া শুধু ঐ ব্যক্তি সংগ্রহ করে থাকে যার বিবেক নেই।’ (আহমাদ ৬/৭১)

٢١٣. كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ

২১৩। মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদ বাহক ও ভয় প্রদর্শক রূপে নাবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং তিনি তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যেন (ঐ কিতাব) তাদের মতভেদের বিষয়গুলি সম্বন্ধে মীমাংসা করে দেয়, অথচ যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট সমাগত হওয়ার পর, পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ বশতঃ তারা সেই কিতাবকে

فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	**নিয়ে মতভেদ ঘটিয়ে বসলো, বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করত আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে সেই বিষয়ে তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।**

স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও মতভেদ করা হল দীনকে অস্বীকার করা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ) ও আদমের (আঃ) মধ্যে দশটি যুগ ছিল। ঐ যুগসমূহের লোকেরা সত্য শারীয়াতের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা নাবীগণকে (আঃ) প্রেরণ করেন। তাঁর কিরা'আতও নিম্নরূপ ঃ

كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟

আর সমস্ত মানুষ (প্রথম) এক উম্মাতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১৯) আল হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সঠিক, কিন্তু দুই শায়খ (ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম) তাদের কিতাবে বর্ণনা করেননি। (হাকিম ২/৫৪৬) উবাই ইব্‌ন কা'বেরও (রাঃ) পঠন এটাই। কাতাদাহও (রহঃ) এর তাফসীর এরকমই করেছেন যে, যখন তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রথম রাসূল অর্থাৎ নূহকে (আঃ) প্রেরণ করেন। মুজাহিদও (রহঃ) এটাই বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমরা দুনিয়ায় আগমন হিসাবে সর্বশেষ বটে, কিন্তু কিয়ামাতের দিন জান্নাতে প্রবেশ লাভ হিসাবে আমরা সর্ব প্রথম হব। আহলে কিতাবকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে দেয়া হয়েছে পরে। কিন্তু তারা মতভেদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। জুমু'আ সম্বন্ধেও এদের মধ্যে মতবিরোধ রয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই

সৌভাগ্য লাভ হয় যে, এই দিক দিয়েও সমস্ত আহলে কিতাব আমাদের পিছনে পড়ে রয়েছে। শুক্রবার আমাদের, শনিবার ইয়াহুদীদের এবং রবিবার খৃষ্টানদের।' (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১/৮২)

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জুমু'আ ছাড়াও কিবলার ব্যাপারেও এটা ঘটেছে। খৃষ্টানরা পূর্ব দিককে কিবলা বানিয়েছে, ইয়াহুদীরা কিবলা করেছে বাইতুল মুকাদ্দাসকে, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণ কা'বাকে তাদের কিবলা রূপে নির্ধারিত করেছে। অনুরূপভাবে সালাতেও মুসলিমরা অগ্রে রয়েছে। আহলে কিতাবের কারও সালাতে রুকু আছে, কিন্তু সাজদাহ নেই, আবার কারও সাজদাহ আছে, কিন্তু রুকু নেই। আবার কেহ কেহ সালাতে কথা-বার্তা বলে থাকে, আবার কেহ কেহ সালাতে চলা-ফিরা করে থাকে। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের সালাত নীরবতা ও স্থিরতার সাথে পালিত হয়। এরা সালাতের মধ্যে না কথা বলবে, আর না চলা-ফিরা করবে। এ রকমই সিয়ামের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এতেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সুপথ প্রদর্শিত হয়েছে। পূর্বে উম্মাতবর্গের কেহ কেহ তো দিনের কিছু অংশে সিয়াম পালন করত, কোন দল কোন কোন প্রকারের খাদ্য পরিত্যাগ করত। কিন্তু আমাদের সিয়াম সব দিক দিয়েই পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং এর মধ্যে আমাদেরকে সত্য পথ সম্বন্ধে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবরাহীম (আঃ) সম্বন্ধে ইয়াহুদীরা বলেছিল যে, তিনি ইয়াহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানরা বলেছিল যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন খাঁটি মুসলিম ছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারেও উম্মাতে মুহাম্মাদী সুপথে রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ. فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ. فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ. إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

'হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের রাব্ব! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর তুমিই স্রষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্য সব বিষয়েই তুমি পরিজ্ঞাত। তোমার

বান্দারা যে সব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত তুমি তার সুমীমাংসা করে দাও। যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তন্মধ্যে তুমি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাক। (মুসলিম ১/৫৩৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের দু'আটিও নকল করা হয়েছে ঃ

اَللَّهُمَّ اَرِنَ الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهْ وَاَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ وَلاَ تَجْعَلْهُ مُتَلَبِّسًا عَلَيْنَا فَنَضِلُّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

'হে আল্লাহ! যা সত্য তা আমাদেরকে সত্য রূপে প্রদর্শন করুন এবং তার অনুসরণ করার আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে আমাদেরকে প্রদর্শন করুন এবং আমাদেরকে ওটা হতে বাঁচার তাওফীক দিন। আমাদের উপর সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করবেননা। যার কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সৎ ও আল্লাহভীরু লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।' (তাখরিজ আল ইয়াহইয়া ৩/১৪১৮)

٢١٤. أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِكُمۖ مَّسَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ

২১৪। তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

পরীক্ষার পর বিজয় লাভ

ভাবার্থ এই যে, পরীক্ষার পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের আশা করা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মাতেরই পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। তাদেরকেও রোগ ও বিপদাপদ স্পর্শ করেছিল। يَا سَاٰءُ শব্দটির অর্থ দারিদ্রতা এবং ضَرَّاءُ শব্দটির অর্থ রোগও বলা হয়েছে। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মাররাহ আল-হামাদানী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আর-রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, اَلبَأسَاءِ এর অর্থ হচ্ছে দারিদ্রতা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, وَالضَّرَّاءِ এর অর্থ হচ্ছে অসুস্থতা।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, একদা খাব্বাব ইব্‌ন আরাত (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমাদের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেননা?' তিনি বলেন ঃ

'এখনই ভীত হয়ে পড়লে? জেনে রেখ যে, পূর্ববর্তী একাত্মবাদীদের মাথার উপর করাত রেখে তাদেরকে পা পর্যন্ত ফেঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হত, কিন্তু তথাপি তারা তাওহীদ ও সুন্নাত হতে সরে পড়তনা। লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের দেহের গোশ্‌ত আঁচড়ানো হত, তথাপি তারা আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করতনা। আল্লাহর শপথ! আমার এই দীনকে আল্লাহ এমন পরিপূর্ণ করবেন যে, একজন অশ্বারোহী 'সানআ' হতে 'হাযারা মাওত' পর্যন্ত নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবেনা। তবে অন্তরে এই ধারণা হওয়া অন্য কথা যে, হয়ত তার বকরীর উপরে বাঘ এসে পড়বে। কিন্তু আফসোস! তোমরা তাড়াহুড়া করছ। (ফাতহুল বারী ৬/৭১৬) কুরআন মাজীদে ঠিক এই ভাবটিই অন্য জায়গায় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

الٓمٓ. أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ. وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ

আলিফ লাম মীম, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা

সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১-৩) পরিখার যুদ্ধে' সাহাবীগণেরও পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। যেমন, স্বয়ং পবিত্র কুরআনই এর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ঃ

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠. هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا. وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا

যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কন্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল এবং মুনাফিকরাও, যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১০-১২)

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে (রাঃ) তার কুফরীর অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই নাবুওয়াতের দাবীদারের (মুহাম্মাদ সাঃ) সাথে আপনাদের কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি'? আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, 'হ্যাঁ'। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? তিনি বলেন, 'কখনও আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম এবং কখনও তিনি।' হিরাক্লিয়াস বলেন, 'এভাবেই নাবীগণের (আঃ) পরীক্ষা হয়ে আসছে। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ্য বিজয় তাঁদেরই হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৯/২৫) **مَثَلُ** শব্দটির অর্থ এখানে রীতি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে **وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ** অর্থাৎ 'পূর্ববর্তীদের রীতি অতীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ

তাদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮)

পূর্ব যুগের মু'মিনগণ তাদের নাবীগণের (আঃ) সাথে এরকমই কঠিন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই সঠিক ও সংকীর্ণ অবস্থা হতে মুক্তি চেয়েছিলেন। উত্তরে তাঁদেরকে বলা হয়েছিল যে, সাহায্য অতি নিকটবর্তী। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

অতঃপর কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে. অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৫-৬) একটি হাদীসে রয়েছে যে, বান্দা যখন নিরাশ হতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হয়ে বলেন, আমার সাহায্য তো এসেই যাচ্ছে, অথচ তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছে।

২১৫। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বল ঃ তোমরা ধন সম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের ও পথিকবৃন্দের জন্য কর; এবং তোমরা যে সব সৎকাজ কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যক রূপে অবগত।

٢١٥. يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

দান-খাইরাত করা প্রসঙ্গ

মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি হচ্ছে নফল দান সম্বন্ধে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬১৯) আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, হে নাবী! মানুষ তোমাকে খরচ করার পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন ঐসব লোকের জন্য খরচ করে যাদের বর্ণনা আয়াতটিতে রয়েছে। হাদীসেও রয়েছে ঃ

'তোমরা মায়ের সাথে, পিতার সাথে, বোনের সাথে, ভাইয়ের সাথে, অতঃপর নিকটতম আত্মীয়দের সাথে আদান প্রদান কর।' (হাকিম ৩/৬১১) এই হাদীসটি বর্ণনা করে মাইমুন ইব্‌ন মাহরান (রহঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, 'এগুলিই হচ্ছে খরচ করার স্থান। ঢোল-তবলা, ছবি এবং দেয়ালে কাপড় পরানো, এগুলো খরচের স্থান নয়।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৬২০) অতঃপর বলা হচ্ছে, তোমরা যেসব সৎকাজ সম্পাদন করছ, আল্লাহ তা'আলা তা অবগত আছেন এবং তিনি তার জন্য উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তিনি অণু পরিমাণও অন্যায় করবেননা।

٢١٦. كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	**২১৬। জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও।**

মুসলিমদের জন্য জিহাদ ফার্‌য করা হয়েছে

দীন ইসলামকে রক্ষার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা ফার্‌য হওয়ার নির্দেশ এই আয়াতে দেয়া হয়েছে। যুহরী (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক লোকের উপরেই জিহাদ ফার্‌য, সে স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করুক বা বাড়ীতে বসেই থাক। যারা বাড়ীতে অবস্থান করবে তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হলে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনবোধে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদানের আহ্বান জানান হলে তাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধের মাঠে যোগ দিতে হবে। সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে না জিহাদে

অংশগ্রহণ করল, আর না মনে জিহাদের কথা বলল, সে অজ্ঞতা যুগের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম ৩/১৫১৭) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ

'মাক্কা বিজয়ের পর আর হিজরাত নেই। তবে রয়েছে জিহাদ ও নিয়্যাত। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দিবে তখন তোমরা তার জন্য বেরিয়ে পড়বে।' (ফাতহুল বারী ৪/৫৬) মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে, এই জিহাদের নির্দেশ তোমাদের নিকট কঠিন মনে হতে পারে। কেননা এতে কষ্ট ও বিপদ রয়েছে এবং তোমরা নিহত হতে পার কিংবা আহত হতে পার। তা ছাড়া সফরের কষ্ট, শত্রুদের আক্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু জেনে রেখ যে, যা তোমরা নিজেদের জন্য খারাপ মনে করছ তাই হয়ত তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা এতেই তোমাদের বিজয় এবং শত্রুদের ধ্বংস রয়েছে। তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সাম্রাজ্য, এমন কি তাদের সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত তোমাদের পায়ের উপর নিক্ষিপ্ত হবে। আবার এও হতে পারে যে, তোমরা যে জিনিসকে তোমাদের জন্য ভাল মনে করছ তাই তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। সব কাজের পরিণামের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনিই জানেন যে, পরিণাম হিসাবে তোমাদের জন্য কোন্ কাজটি ভাল ও কোন্ কাজটি মন্দ। তিনি তোমাদেরকে ঐ কাজেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন যার মধ্যে তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশসমূহ মনেপ্রাণে স্বীকার করে নাও এবং তাঁর প্রত্যেক নির্দেশকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে চল। ওরই মধ্যে তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

২১৭। তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়, আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মাসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কৃত করা আল্লাহর নিকট তদাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ;	٢١٧. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ

وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ	**এবং অশান্তি সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর এবং যদি তারা সক্ষম হয় তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত নিবৃত্ত হবেনা; আর তোমাদের মধ্যকার কেহ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফির অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তার ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে; তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।**
٢١٨. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**২১৮। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করেছে ও ধর্ম-যুদ্ধ করেছে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশী এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।**

নাখলাহয় সেনা অভিযান এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহকে (রাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি

বিদায়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছেদের দুঃখে ভীষণ ক্রন্দন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ফিরিয়ে নেন এবং তাঁর স্থলে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশকে (রাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাঁকে একটি পত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'বাতনে নাখলাহ' নামক স্থানে পৌঁছার পূর্বে এই পত্র পাঠ করবেনা। সেখানে পৌঁছে এর বিষয়বস্তু দেখার পর সঙ্গীদের কেহকেও তোমার সাথে যাবার জন্য বাধ্য করবেনা।' অতএব আবদুল্লাহ (রাঃ) এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই যাত্রা শুরু করেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনামা পাঠ করে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন এবং বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনামা পড়েছি এবং তাঁর নির্দেশ পালনে আমি প্রস্তুত রয়েছি।' অতঃপর তিনি চিঠিটি তার সঙ্গীদেরকে পাঠ করে শোনান এবং ঘটনাটি বর্ণনা করেন। সুতরাং দুই ব্যক্তি ফিরে যান, কিন্তু অন্যরা সবাই তার সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তারা ইব্ন হাযরামী নামক কাফিরকে দেখতে পান। ঐ দিনটি জমাদিউল আখিরের শেষ দিন ছিল নাকি রযবের প্রথম দিন ছিল এটা তাদের জানা ছিলনা। সুতরাং তারা ঐ দলটির উপর আক্রমণ চালান এবং ইব্ন হাযরামী মারা যায়। মুসলিমদের ঐ দলটি তথা হতে ফিরে আসেন। তখন মুশরিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলে ঃ 'দেখ! তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করেছে এবং হত্যাও করেছে।' এ ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬২৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী গ্রন্থের লেখক আবদুল মালিক ইব্ন হিসাম (রহঃ) বর্ণনা করেন, যায়িদ ইব্ন আবদুল্লাহ বাক্কাই (রহঃ) বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আল মাদানী (রহঃ) তার লিখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী গ্রন্থে বলেছেন ঃ মুশরিকদের সাথে প্রথম যুদ্ধ বদর প্রান্তর থেকে ফিরে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশকে (রাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত করে অভিযানে প্রেরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে আটজন লোক প্রেরণ করেন। তারা সবাই ছিলেন মুহাজির, আনসারগণের মধ্য থেকে কেহ ছিলেননা। তিনি তাকে কিছু লিখিত নির্দেশও দেন এবং আদেশ করেন যে, দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পর যেন ঐ লিখিত নির্দেশ আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) পাঠ করেন এবং তদনুযায়ী সামনের দিকে অগ্রসর হন। তবে লিখিত আদেশ অনুযায়ী তার সহযাত্রীদের কেহকে যেন তা মানতে বাধ্য করা না হয়।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের (রাঃ) সাথে মাক্কার মুহাজিরদের যারা ছিলেন তারা হলেন আবদ শামস ইব্‌ন আবদ মানাফ গোত্রের হুযাইফা ইব্‌ন উতবাহ ইব্‌ন রাবিয়াহ ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদ মানাফ (রাঃ), তাদের মিত্র গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) যিনি এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং আসাদ ইব্‌ন খুযাইমাহ গোত্রের উক্কাসাহ ইন মিহসান (রাঃ)। নাওফাল ইব্‌ন আবদ মানাফ গোত্রের উতবাহ ইব্‌ন গাজওয়ান ইব্‌ন যাবির (রাঃ), জুহরা ইব্‌ন কিলাব গোত্রের সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), কা'ব গোত্র এবং তাদের মিত্র থেকে আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রাবীয়া (রাঃ), তামীম গোত্রের ওয়াকিত ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদ মানাফ (রাঃ), ইব্‌ন আরীন ইব্‌ন সালাবাহ ইব্‌ন ইব্‌ন ইয়ারবু (রাঃ), সা'দ ইব্‌ন লাইস গোত্রের খালিদ ইব্‌ন বুকাইর (রাঃ), আল হারিস ইব্‌ন ফিহর গোত্রের সুহাইল ইব্‌ন বাইদাও (রাঃ) তাদের সাথে ছিলেন। অভিযানের দুই দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) নির্দেশিত চিঠিটি পাঠ করেন। তাতে লিখা ছিল ঃ এ চিঠি পাঠ করার পর তোমরা আরও অগ্রসর হবে এবং মাক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান 'নাখলাহ' নামক স্থানে তোমাদের ঘাঁটি স্থাপন করবে। ওখানে অবস্থান করে কুরাইশদের কাফিলার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবে এবং তা আমাদেরকে অবহিত করবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) চিঠিটি পাঠ করার পর বলেন ঃ আমি শুনলাম এবং মান্য করলাম। অতঃপর তিনি তার সহকর্মীদের বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন নাখলাহ অভিমুখে যাত্রা করি এবং ওখানে অবস্থান করে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য করে তাঁর কাছে খবর পৌঁছাই। তিনি আরও বলেছেন যে, আমার সাথে যেতে তোমাদের কেহকে যেন জোর-যবরদস্তি না করি। সুতরাং যার শহীদ হওয়ার আকাংখা রয়েছে সে যেন আমার সাথে অগ্রাভিযানে যোগ দেয়, আর যার এরূপ ইচ্ছা নেই সে ফিরে যেতে পারে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) এবং তার সহযোদ্ধাগণ পিছন ফিরে না গিয়ে অভিযানে অগ্রসর হন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) তার লোকজনসহ 'ফুরু' নামক স্থানের কাছে হিযাযের, বুহরান নামক স্থানে পৌঁছেন। ওখানে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং উতবাহ গাজওয়ান (রাঃ) তাদের উটটি হারিয়ে ফেলেন, যার উপর তারা পর্যায়ক্রমে আরোহন করতেন। তারা দু'জন তাদের উটটি খুঁজতে থাকেন এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) তার সঙ্গীদের নিয়ে নাখলাহ না পৌঁছা পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। তারা দেখতে পান যে, কুরাইশদের একটি কাফিলা

খাদ্য, কিসমিস ও অন্যান্য বানিজ্যিক দ্রব্যসহ তাদেরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। ঐ কাফিলায় আমর ইব্‌ন হাদরামী (যার অপর নাম ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাদ), মাখযুম গোত্রের উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরাহ এবং তার ভাই নাওফিল ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং হিসাম ইব্‌ন মুগীরার মুক্ত দাস হাকাম ইব্‌ন কাইসানও ছিল। তারা সাহাবীগণকে দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু যখন তাদের দলে উক্কাসাহ ইব্‌ন মিহসানকে দেখতে পেল তখন কাফিরদের ভয় দূর হয়ে গেল, যেহেতু তার মাথার চুল ছিল মুন্ডন করা। তারা নিজেরা বলাবলি করছিল ঃ এই লোকেরা উমরাহ করে এসেছে, অতএব তাদের ব্যাপারে ভয় পাবার কিছু নেই।

সাহাবীগণ নিজেদের মাঝে আলাপ আলোচনা করলেন। ঐ দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ দিন। তারা বলাবলি করছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাদেরকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দাও তাহলে তারা হারাম এলাকায় প্রবেশ করবে এবং তখন তোমাদের কিছুই করার থাকবেনা, আর তোমরা যদি তাদেরকে হত্যা কর তাহলে নিষিদ্ধ মাসে তাদেরকে হত্যা করা হবে। প্রথম দিকে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কাফিরদেরকে আক্রমণ করা অপছন্দ করে। অতঃপর তারা নিজেরাই আবার উদ্দীপ্ত হয়ে কাফিরদের যেখানে যাকে পাওয়া যায় তাকে হত্যা করতে এবং মালামাল আটক করতে প্রস্তুত হন। অতঃপর ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আত-তামিমী (রাঃ) কাফিরদের আমীর ইব্‌ন হাদরামীকে লক্ষ্য করে এমন তীর নিক্ষেপ করেন যে, ওতেই তার মৃত্যুর ফাইসালা হয়ে যায়। উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইব্‌ন কাইসানকে বন্দী করা হয়, আর নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) এবং তার সহযোদ্ধাগণ দুই বন্দী এবং তাদের সাথে থাকা মালামালসহ মাদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে যান।

পথেই সেনাপতি বলে দিয়েছিলেন যে, এই মালের এক পঞ্চমাংশ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই থাকবে। সুতরাং এই অংশটি তাঁরা পৃথক করে রেখে দেন এবং বাকী অংশ সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে বন্টন করে দেন। যুদ্ধ লব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ যে বের করে দিতে হবে এই নির্দেশ তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়নি। যখন তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন তখন তিনি এই ঘটনা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'নিষিদ্ধ মাসগুলিতে যুদ্ধ করতে আমি তোমাদেরকে কখন বলেছিলাম?' না তিনি সেই যাত্রী দলের কোন মাল গ্রহণ করলেন, আর না বন্দীদেরকে স্বীয়

অধিকারে নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথায় ও কাজে তাঁরা খুবই লজ্জিত হলেন এবং নিজেদের পাপকাজ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলিমরাও তাদের সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। যারা এ বিষয়টি ভ্রান্ত বলে দাবী করেন তারা বলেন যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল শা'বান মাসে, যে মাস নিষিদ্ধ মাস নয়। আর ওদিকে কুরাইশরা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহচরগণ নিষিদ্ধ মাসগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে বিরত হননা। অপর পক্ষে ইয়াহুদীরা একটা কুলক্ষণ বের করে। আমর ইব্‌ন হাযরামী নিহত হয়েছিল বলে ইয়াহুদীরা বলে عُمِرَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ 'দীর্ঘ দিন ধরে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকবে।' আমরের পিতার নাম ছিল হাযরামী। এ জন্যই তারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে বলে حَضَرَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়ে গেছে। হত্যাকারীর নাম ওয়াকিদ (রাঃ), কাজেই তারা বলে وَقَدَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ 'যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে।' কিন্তু মহান আল্লাহ এর বিপরীত করে দেন এবং পরিণাম সবই মুশরিকদের প্রতিকূলে হয়। তাদের প্রতিবাদের উত্তরে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, যুদ্ধ যদি নিষিদ্ধ মাসে হয়েই থাকে তাহলে তোমাদের কার্যাবলী এর চেয়েও জঘন্য। তোমাদের অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিমদেরকে আল্লাহর দীন হতে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করনি। এটা হত্যা অপেক্ষাও বেশি মারাত্মক। তোমরা এসব কাজ হতে না বিরত হচ্ছ, না তাওবাহ করছ, আর না লজ্জিত হচ্ছ। এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলিমগণ এই দুঃখ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত হন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলকে ও বন্দীদেরকে নিজের অধিকারে নিয়ে নেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে বলে, 'মুক্তিপণ নিয়ে উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইব্‌ন কাইসানকে ছেড়ে দিন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূতকে বলেন, 'আমার দু'জন সাহাবী সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং উৎবা ইব্‌ন গাযওয়ান (রাঃ) যখন এসে যাবেন তখন তোমরা এসো। আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিবে। অতএব তারা উভয়ে এসে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করে দেন। হাকাম ইব্‌ন কাইসান (রাঃ) তো মুসলিম হয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতেই রয়ে যান। তিনি 'বির এ মাউনা' যুদ্ধে অংশ

নিয়ে শহীদ হন (ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০ জন সাহাবীকে ইসলাম শিক্ষা দানের উদ্দেশে নাজ্‌দ প্রেরণ করেন, কিন্তু বানূ সালীমের লোকেরা ২ জন বাদে অন্য সবাইকে হত্যা করে)। উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ মাক্কায় ফিরে যায় এবং সেখানে সে কুফরী অবস্থায়ই মারা যায়। এই আয়াত শুনে ঐ বিজেতাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি, সাহাবীগণের (রাঃ) সমালোচনা ও কাফিরদের বিদ্রূপের কারণে তাঁদের অন্তরে যে দুঃখ ছিল, সবই দূর হয়ে যায়। কিন্তু এখন তাদের মনে এই চিন্তা হয় যে, এ যুদ্ধের ফলে তারা পারলৌকিক সাওয়াব লাভ করবেন কিনা এবং গাযীদের মধ্যে তাদেরকে গণ্য করা হবে কিনা! এ সম্বন্ধে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে ২১৮ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বড় বড় আশা প্রদান করেন। (ইব্‌ন হিসাম ২/২৫২-২৫৫)

২১৯। মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, কিন্তু ও দু'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর; তারা তোমাকে (আরও) জিজ্ঞেস করছে, তারা কি (পরিমান) ব্যয় করবে? তুমি বল ঃ যা তোমাদের উদ্বৃত্ত; এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর,	٢١٩. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
২২০। পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে। তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে	٢٢٠. فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ তাদের হিত সাধন করাই উত্তম; এবং যদি তোমরা তাদেরকে সম্মিলিত করে নাও তাহলে তারা তোমাদের ভাই; আর কে অনিষ্টকারী, কে হিতাকাংখী আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি তোমাদেরকে বিপদে ফেলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

মাদকদ্রব্য ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ করণ

যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন।' তখন সূরা বাকারাহর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উমারকে (রাঃ) ডাকা হয় এবং তাকে এই আয়াতটি পাঠ করে শোনানো হয়। কিন্তু উমার (রাঃ) পুনরায় এই দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ! এটা আপনি আমাদের জন্য আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করুন।' তখন সূরা নিসা'র এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ

হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের জন্য দাঁড়ায়মান হয়োনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩) প্রত্যেক সালাতের সময় ঘোষিত হতে থাকে যে, নেশাগ্রস্ত মানুষ যেন সালাতের নিকটেও না আসে। উমারকে (রাঃ) ডেকে এই আয়াতটিও পাঠ করে শোনানো হয়। উমার (রাঃ) পুনরায় এই প্রার্থনাই করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এটা আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করুন!' এবার সূরা মায়িদা'র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন উমারকে (রাঃ) এই আয়াতটিও পাঠ করে শুনানো হয় এবং তার কানে আয়াতটি فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ *'তোমরা কি বিরত হবেনা?* (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯১) এই শেষ কথাটি পৌঁছে তখন তিনি বলেন ঃ ٱنْتَهَيْنَا

اِنْتَهَيْنَا অর্থাৎ 'আমরা বিরত থাকলাম, আমরা দূরে থাকলাম।' (আহমাদ ১/৫৩১, আবূ দাঊদ ৪/৭৯, তিরমিযী ৮/৪১৫, নাসাঈ ৮/২৮৭)

ইমাম আলী ইব্ন মাদীনী (রহঃ) বলেন যে, এর ইসনাদ উত্তম ও সঠিক। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে সঠিক বলেছেন। মুসনাদ ইব্ন আবী হাতীম গ্রন্থে উমারের (রাঃ) **اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا** উক্তির পরে এই কথাগুলিও রয়েছে ঃ মদ সম্পদকে ধ্বংস করে এবং জ্ঞান লোপ করে।' এ বর্ণনাটি এবং এর সঙ্গে মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্যান্য বর্ণনাগুলি সূরা মায়িদায় মদ হারাম সম্বন্ধীয় আয়াতটির তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত বর্ণিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০)

উমার (রাঃ) বলেন ঃ **خَمْرٌ** মদ ঐ জিনিসের প্রত্যেকটিকে বলা হয় যা জ্ঞান লোপ করে। **مَيْسِرٌ** বলা হয় জুয়া খেলাকে। মদ এবং জুয়া ইসলামী কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করে। উহা থেকে যে উপকার হয় তা পার্থিব বা ইহলৌকিক। যেমন ইহা শারীরিক শক্তি (সাময়িক) বৃদ্ধি করে, হজমে সাহায্য করে, মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়, এক ধরনের শিহরণ অনুভূত হয় এবং কখনো কখনো আর্থিক লাভবান হওয়া যায়। হাসান ইব্ন সাবিত (রাঃ) জাহিলিয়াত যামানার কবিতায় লিখেছিলেন ঃ মদ পান করে আমরা বাদশাহ ও বীর পুরুষ হয়ে যাই।

অনুরূপভাবে ইহার ব্যবসায়ও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এরকমই জুয়া খেলায় বিজয় লাভের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি ও অপকারই বেশী। কেননা এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে ধর্মও ধ্বংস হয়ে থাকে। এই আয়াতে মদ হারাম হওয়ার পূর্বাভাষ থাকলেও স্পষ্টভাবে হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি। তাই উমার (রাঃ) চাচ্ছিলেন যে, স্পষ্ট ভাষায় মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হোক। অতএব সূরা মায়িদার আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয় ঃ 'মদ পান, জুয়া খেলা, পাশা খেলা এবং তীরের সাহায্যে পূর্ব লক্ষণ গ্রহণ করা সমস্তই হারাম ও শাইতানী কাজ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ

بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০-৯১) ইব্‌ন উমার (রাঃ), শা'বী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) রাবী ইব্‌ন আনাস (রাঃ) ও আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, মদের ব্যাপারে প্রথম সূরা বাকারাহর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় সূরা নিসার আয়াতটি। সর্বশেষে সূরা মায়িদার আয়াতটি অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করেন। (তাবারী ৪/৩৩১-৩৩৬)

সাধ্যমত দান করা উচিত

'কুলিল আ'ফওয়া' এর একটি পঠন *'কুলিল আ'ফউ'*ও রয়েছে এবং উভয় পঠনই বিশুদ্ধ। দু'টির অর্থ প্রায় একই। আল-হাকাম (রহঃ) মিকসাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের (তারা জানতে চায় তারা কি পরিমান ব্যয় করবে) ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের পরিবারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যয় করবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আল কাশিম (রহঃ), সালিম (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৬৫৬, ৬৫৭) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে একটি স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার কাজে লাগাও।' লোকটি বলল ঃ 'আমার নিকট আরও একটি রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর।' সে

বলল ঃ 'আরও একটি আছে।' তিনি বললেন ঃ 'তোমার ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে লাগাও।' সে বলল ঃ 'আমার নিকট আরও একটি রয়েছে।' তিনি বলেন, 'তাহলে এখন তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে পার।' (তাবারী ৪/৩৪০) সহীহ মুসলিমে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বললেন ঃ

'প্রথমে তুমি তোমার নিজ থেকে আরম্ভ কর। প্রথমে ওরই উপরে সাদাকাহ কর। অতিরিক্ত থাকলে ছেলেমেয়ের জন্য খরচ কর। এর পরেও থাকলে নিজের আত্মীয়-স্বজনের উপর সাদাকাহ কর। এর পরেও যদি থাকে তাহলে অন্যান্য অভাবগ্রস্তদের উপর সাদাকাহ কর।' (মুসলিম ২/৬৯২) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'হে আদম সন্তান! তোমার হাতে তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা রয়েছে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করাই তোমার জন্য মঙ্গলকর এবং তা ব্যয় না করা তোমার জন্য ক্ষতিকর। তবে হ্যাঁ, নিজের প্রয়োজন অনুপাতে খরচ করায় তোমার প্রতি কোন ভর্ৎসনা নেই।' (মুসলিম ১০৩৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ذَلكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَات لَعَلَّكُمْ تَتَفكَّرُونَ. في الدُّنْيَا وَالآخرَة অর্থাৎ আমি যেমন এই নির্দেশাবলী স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করেছি, তদ্রুপ অবশিষ্ট নির্দেশাবলীও আমি পরিষ্কার ও বিস্তারিত বর্ণনা করব। জান্নাতের অঙ্গীকার ও জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনের কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে, যেন তোমরা এই নশ্বর জগত হতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পারলৌকিক জগতের প্রতি আগ্রহী হতে পার, যা অনন্তকালের জন্য স্থায়ী হবে। (তাবারী ৪/৩৪৮)

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ

অতঃপর পিতৃহীনদের সম্পর্কে নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسدَ منَ الْمُصْلحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ** ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে এই নির্দেশ ছিল ঃ

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫২) এবং ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০) এই আয়াতগুলি শ্রবণ করে পিতৃহীনদের অভিভাবকগণ ইয়াতীমদের আহার্য ও পানীয় হতে নিজেদের আহার্য ও পানীয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেন। তখন ঐ পিতৃহীনদের জন্য রান্নাকৃত খাদ্য বেঁচে গেলে হয় ওরাই তা অন্য সময় খেয়ে নিত, না হয় নষ্ট হয়ে যেত। এর ফলে একদিকে যেমন ইয়াতীমদের ক্ষতি হতে থাকে, অপরদিকে তেমনি তাদের অভিভাবকগণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এই সম্বন্ধে আরয করেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সৎ উদ্দেশে ও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। (তাবারী ৪/৩৫০) আবূ দাঊদ, নাসাঈ, হাকিম ইত্যাদিতে এই বর্ণনাটি বিদ্যমান রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের একটি দল এর শান-ই নযুল এটাই বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/২৯১, ৬/২৫৬ ও ২/১০৩) মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), আশ শাবী (রহঃ), ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ৪/৩৫০-৩৫৩)

আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘ইয়াতীমদের খাদ্য ও পানীয় পৃথক করা ছাড়া খুঁটিনাটিভাবে তাদের মাল দেখাশুনা করা খুবই কঠিন।’ (তাবারী ৪/৩৫৫)

اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ এর ভাবার্থ এই পৃথক করণই বটে। কিন্তু **وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ** বলে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। কেননা তারাও তো ধর্মীয় ভাই। তবে নিয়াত সৎ হওয়া উচিত। ইয়াতীমদের ক্ষতি করার যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটাও আল্লাহ তা‘আলার নিকট অজানা নেই। আর যদি ইয়াতীমদের মঙ্গলের ও তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটাও আল্লাহ তা‘আলা খুব ভালই জানেন।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫২)

অতঃপর বলা হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে জড়িত করতে চাননা। পিতৃহীনদের আহার্য ও পানীয় পৃথক করণের ফলে তোমরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলে আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দিলেন। এখন একই হাঁড়িতে রান্না করা এবং মিলিতভাবে কাজ করা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহ বৈধ করলেন।

এমনকি পিতৃহীনের অভিভাবক যদি দরিদ্র হয় তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে সে নিজের কাজে ইয়াতীমের মাল খরচ করতে পারে। আর যদি কোন ধনী অভিভাবক প্রয়োজন বশতঃ ইয়াতীমের মাল নিজের কাজে লাগায় তাহলে সে পরে তা আদায় করে দিবে। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি সূরা নিসা'র তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে।

২২১। এবং মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করনা এবং নিশ্চয়ই মু'মিন কৃতদাসী মুশরিক মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে; এবং অংশীবাদীরা বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলিম নারীদের) বিয়ে দিওনা এবং নিশ্চয়ই অংশীবাদী তোমাদের মনঃপুত হলেও বিশ্বাসী দাস তদপেক্ষা শ্রেয়তর; এরাই জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন ও মানবমন্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন যেন

২২١. وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।	يَتَذَكَّرُونَ

মুশরিক নর-নারীকে বিয়ে করা অবৈধ

এখানে মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করার অবৈধতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতটি সাধারণ বলে প্রত্যেক মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হলেও অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ

আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরাও (তোমাদের বিয়ের জন্য হালাল), যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় (মহর) প্রদান কর, এ রূপে যে, তোমরা (তাদেরকে) পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫) ইব্ন আব্বাসেরও (রাঃ) উক্তি এটাই যে, ঐ মুশরিক মহিলাদের হতে কিতাবীদের মহিলাগণ বিশিষ্টা। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), হাসান ইব্ন সাবিত (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসেরও (রহঃ) উক্তি এটাই। কেহ কেহ বলেন যে, এই আয়াতটি শুধুমাত্র মূর্তিপূজক মুশরিকা নারীদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) কিতাবী মহিলাদেরকে বিয়ে করার বৈধতার উপর ইজমা‘ নকল করেছেন এবং উমারের (রাঃ) এই হাদীস সম্বন্ধে লিখেছেন যে, এটা শুধু রাজনৈতিক যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ছিল যেন মানুষ মুসলিম নারীগণের প্রতি অনাগ্রহী না হয় কিংবা অন্য কোন দূরদর্শিতা এই নির্দেশের মধ্যে নিহিত ছিল। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হুযাইফা (রাঃ) যখন এই নির্দেশনামা প্রাপ্ত হন তখন তিনি উত্তরে লিখেন ঃ 'আপনি কি এটাকে হারাম বলেন?' মুসলিমদের খলীফা উমার ফারূক (রাঃ), বলেন ঃ 'আমি হারাম তো বলিনা। কিন্তু আমার ভয় যে, তোমরা মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করছনা কেন?' এই বর্ণনাটির ইসনাদও বিশুদ্ধ। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ 'মুসলিম পুরুষ খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু মুসলিম মহিলার সাথে

খৃষ্টান পুরুষের বিয়ে হতে পারেনা।’ (তাবারী ৪/৩৬৬) এই বর্ণনাটির সনদ প্রথম বর্ণনাটি হতে সঠিকতর।

ইব্‌ন আবী হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, উমার (রাঃ) আহলে কিতাবের সাথে বিয়েকে অপছন্দ করে এই আয়াতটি পাঠ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) উমারের (রাঃ) এই উক্তিও নকল করেছেন ঃ ‘কোন মহিলা বলে যে, ঈসা (আঃ) তার প্রভু, এই শির্‌ক অপেক্ষা বড় শির্‌ক আমি জানিনা।’ (ফাতহুল বারী ৯/৩২৬) ইমাম আহমাদকে (রহঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ‘এর দ্বারা আরাবের ঐ মুশরিক মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মূর্তি পূজা করত।’

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘চারটি জিনিস দেখে নারীদেরকে বিয়ে করা হয়। প্রথম মাল, দ্বিতীয় বংশ, তৃতীয় সৌন্দর্য এবং চতুর্থ ধর্মপরায়ণতা। তোমরা ধর্মপরায়ণতাই অনুসন্ধান কর।’ (ফাতহুল বারী ৯/৩৫, মুসলিম ২/১০৮৭) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই একটি সম্পদ বিশেষ। দুনিয়ার সম্পদসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে সতী নারী।’

অতঃপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ ‘মুশরিক পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীদের বিয়ে দিওনা।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

তারা (মু’মিনা নারীরা) কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু’মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১০) এর পরে বলা হয়েছে, মু‘মিন পুরুষ যদি আবিসিনীয় ক্রীতদাসও হয় তথাপি সে স্বাধীন কাফির নেতা হতে উত্তম। ঐসব লোকের সাথে মেলামেশা, তাদের সাহচার্য, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া শিক্ষা দেয়। এর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামে অবস্থান। আর আল্লাহ তা‘আলার অনুগত বান্দাদের অনুসরণ, তাঁর নির্দেশ পালন জান্নাতের পথে চালিত করে এবং পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে। মানুষকে উপদেশ ও শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

২২২। এবং তারা তোমাকে (স্ত্রীলোকদের) ঋতু সম্বন্ধে	٢٢٢. وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ

ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ	জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ ওটা হচ্ছে অশুচি। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোকদেরকে অন্ত রাল কর এবং উত্তম রূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেওনা; অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশ মত তোমরা তাদের নিকট গমন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারীদেরকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।
٢٢٣. نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ	২২৩। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ; অতএব তোমরা যখন যেভাবে ইচ্ছা স্বীয় জীবনের জন্য ব্যবহার কর এবং নিজেদের আগামী দিনের জন্য ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ, একদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

ঋতুবতী মহিলাদের সাথে সহবাস করা যাবেনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদীরা ঋতুবতী মহিলাদেরকে তাদের সাথে খেতে দিতনা এবং তাদের পাশেও রাখতনা। সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তারই উত্তরে وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى

فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'সহবাস ছাড়া অন্যান্য সবকিছু বৈধ। এ কথা শুনে ইয়াহুদীরা বলে ঃ 'আমাদের বিরুদ্ধাচরণই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য।' উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ) এবং ইবাদ ইব্ন বিশর (রাঃ) ইয়াহুদীদের এই কথা নকল করে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে তাহলে ঋতুর সময়ও সহবাস করার অনুমতি দিন।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল (এর রং) পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) ধারণা করেন যে, তিনি তাঁদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর এই মহান ব্যক্তিদ্বয় চলে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোন এক ব্যক্তি উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দুধ নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পিছনে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং ঐ দুধ তাদেরকে পান করান। তখন জানা যায় যে, ঐ ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে। (আহমাদ ৩/১৩২)

সুতরাং 'ঋতু অবস্থায় স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সহবাস করনা, এ ছাড়া অন্যান্য সবকিছুই বৈধ।' (মুসলিম ১/২৪৬) অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, সহবাস বৈধ নয় বটে, কিন্তু প্রেমালাপ করা বৈধ। হাদীসসমূহেও রয়েছে যে, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্ত্রীদেরকে আদর-সোহাগ করতেন, কিন্তু তারা লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতেন। (আবূ দাঊদ ১/২৮৬)

মাসরূক (রহঃ) একদা আয়িশার (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং বলেন ঃ *'আসসালামু আলান নাবী ওয়া আহলিহি'* নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'মারহাবা, মারহাবা! অতঃপর তাঁকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। মাসরূক (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, কিন্তু লজ্জাবোধ করছি।' তিনি বলেন ঃ 'আমি তোমার মা এবং তুমি আমার ছেলে (সুতরাং যা জিজ্ঞেস করতে চাও কর)।' তিনি বলেন ঃ '(আচ্ছা বলুন তো) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর কি করা কর্তব্য?' তিনি বলেন 'লজ্জাস্থান ছাড়া সবই জায়িয। (তাবারী ৪/৩৭৮) অন্য সনদেও বিভিন্ন শব্দে আয়িশা (রাঃ) হতে এ উক্তি বর্ণিত আছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ)

এবং ইকরিমাহর (রহঃ) ফাতওয়া এটাই। ভাবার্থ এই যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে উঠা-বসা, খাওয়া ও পান করা ইত্যাদি সবই সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি ঋতু অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা ধৌত করতাম, তিনি আমার ক্রোড়ে হেলান দিয়ে শুইয়ে কুরআন মাজীদ পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ১/৪৭৯) অন্যত্র আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি হাড় চুষতাম এবং তিনিও ওখানেই মুখ দিয়ে চুষতেন। আমি পানি পান করে তাঁকে গ্লাস দিতাম এবং তিনিও ওখানেই মুখ দিয়ে ঐ গ্লাস হতে ঐ পানিই পান করতেন।' (মুসলিম ১/২৪৫)

হারিস হেলালিয়াহর (রাঃ) কন্যা মায়মুনা (রাঃ) বলেন ঃ 'নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কোন সহধর্মিণীর সাথে আদর-সোহাগের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাকে কাপড় বেঁধে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। (ফাতহুল বারী ১/৪৮৩, মুসলিম ১/২৪৩) এ রকমই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এই হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী ১/৪৮০, মুসলিম ১/২৪২) এ ছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ), আবূ দাঊদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহ (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ আল-আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

'আমার স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তার সাথে আমার কোন কিছু বৈধ আছে কি?' তিনি বলেন ঃ 'কাপড়ের উপরের সব কিছুই বৈধ। আহমাদ ৪/৩৪২, আবূ দাঊদ ১/১৪৫, তিরমিযী ১/৪১৫ এবং ইব্ন মাজাহ ১/২১৩) এরপরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের সাথে সহবাস কর। যখন হায়েযের রক্ত আসা বন্ধ হবে এবং সময় অতিক্রান্ত হবে, ওর পরেও স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস হালাল হবেনা যে পর্যন্ত না সে গোসল করবে। তবে হ্যাঁ, যদি তার কোন ওজর থাকে এবং গোসলের পরিবর্তে যদি তার জন্য তায়াম্মুম করা যায়েয হয় তাহলে তায়াম্মুম করার পর তার কাছে স্বামী আসতে পারবে। এতে সমস্ত আলেমের মতৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একবার তো **يَطْهُرْنَ** রয়েছে; এর ভাবার্থ হচ্ছে হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়া এবং *'তাতাহ্হারনা'* শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে গোসল করা। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিববান (রহঃ) লায়েস ইব্ন সা'দ (রহঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিগণও এটাই বলেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬৮২, ৬৮৩)

স্ত্রীদের মলদ্বার ব্যবহার করা নিষেধ

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ ... مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ তোমরা ঐ জায়গা দিয়ে এসো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যার নির্দেশ দিচ্ছেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে সম্মুখের স্থান। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ অনেক মুফাসসিরও এই অর্থই বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে শিশুদের জন্মগ্রহণের জায়গা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬৮৪) এছাড়া অন্য স্থান অর্থাৎ পায়খানার রাস্তায় সঙ্গম করা নিষেধ। এ রকম কাজ যারা করে তারা সীমা অতিক্রমকারী। সাহাবা (রাঃ) এবং তাবেঈন (রহঃ) হতে এর ভাবার্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ 'হায়েয অবস্থায় যে স্থান হতে তোমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছিল এখন ঐ স্থান তোমাদের জন্য হালাল হয়ে গেল। এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, পায়ু পথে অর্থাৎ পায়খানার জায়গায় সহবাস করা হারাম।

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ' এর অর্থ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ। অর্থাৎ সন্তান বের হওয়ার স্থানে তোমরা যেভাবেই চাও তোমাদের ক্ষেত্রে এসো। নিয়ম ও পদ্ধতি পৃথক হলেও স্থান একই। অর্থাৎ সম্মুখ দিক দিয়ে অথবা পিছন দিক দিয়ে। সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

'ইয়াহুদীরা বলত যে, স্ত্রীর সঙ্গে সম্মুখ দিক দিয়ে সহবাস না করলে, স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট সন্তান জন্মলাভ করবে।' তাদের এ কথার খণ্ডনে এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৪/৩৯৭, মুসলিম ২/১০৫৮, আবূ দাঊদ ২/৬১৮) এতে বলা হয় যে, স্বামীর এ ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। 'ইব্ন আবী হাতীম' গ্রন্থে রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা এই কথাটিই মুসলিমদেরকেও বলেছিল। ইব্ন জুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সম্মুখের দিক দিয়ে আসতে পারে এবং পিছনের দিক দিয়েও আসতে পারে। কিন্তু স্থান একটিই হবে। (ইব্ন আবী হাতীম ২/৬৯৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, আনসারগণের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'আমরা আমাদের স্ত্রীদের নিকট কিরূপে আসব এবং কিরূপে ছাড়ব?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'তারা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ, যেভাবেই চাও এসো; তবে তা অবশ্যই জননেন্দ্রিয় দ্বারাই হতে হবে। (আহমাদ ১/২৬৮)

বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাবিত (রাঃ) আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকরের (রাঃ) কন্যা হাফসার (রাঃ) নিকট এসে বলেন, 'আমি একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু লজ্জাবোধ করছি।' তিনি বলেন, 'হে ভ্রাতুস্পুত্র! লজ্জা করনা, যা জিজ্ঞেস করতে চাও জিজ্ঞেস কর।' তিনি বলেন, আচ্ছা বলুন তো, স্ত্রীদের সাথে পিছনের দিক দিয়ে সহবাস করা বৈধ কি?' তিনি বলেন, 'উম্মে সালামাহ (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, আনসারগণ (রাঃ) স্ত্রীদেরকে উল্টা করে শুইয়ে দিতেন এবং ইয়াহুদীরা বলত যে, এভাবে সহবাস করলে সন্তান টেরা হয়ে থাকে। অতঃপর যখন মুহাজিরগণ (রাঃ) মাদীনায় আগমন করেন এবং এখানকার মহিলাদের সাথে তাদের বিয়ে হয়, তখন তারাও এরূপ করতে চাইলে একজন মহিলা তার স্বামীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আপনার কথা মানতে পারিনা। সুতরাং তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) তাকে বসতে দিয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনই এসে যাবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলে ঐ আনসারী মহিলাটি তো লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে না পেরে ফিরে যান। কিন্তু উম্মে সালামাহ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আনসারী মহিলাটিকে ডেকে পাঠাও।' তিনি তাকে ডেকে আনলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পাঠ করে শোনান এবং বলেন, 'স্থান একটিই হবে।' (আহমাদ ৬/৩০৫, তিরমিযী ৮/৩২২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) কা'ব ইব্ন আলকামাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা নাফি'কে (রহঃ) আবূ নায্র (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ লোকেরা বলাবলি করছে যে, আপনি নাকি ইব্ন উমারের (রাঃ) বরাতে বলেছেন যে, মহিলাদের গুহ্যদ্বারে গমন করা জায়িয রয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ তারা আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলছে। তাহলে শোন! তোমাদেরকে আমি একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করছি। ইব্ন উমার (রাঃ) কুরআন পাঠ করছিলেন, এমতাবস্থায় আমি সেখানে উপস্থিত হই, যখন তিনি نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ *তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব তোমরা যখন যেভাবে ইচ্ছা ক্ষেত্রে গমণ কর* পাঠ করেন তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে

নাফি! তুমি কি জান, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে কি কারণ ছিল? আমি বললাম ঃ না জানিনা। তিনি বললেন ঃ আমরা মাক্কার কুরাইশরা কখনো কখনো স্ত্রীদের পিছন থেকে সহবাস করতাম। যখন আমরা মাদীনায় হিজরাত করি এবং সেখানকার আনসারী মহিলাদেরকে বিয়ে করি তখন তাদের সাথেও পিছন দিক থেকে সহবাস করার ইচ্ছা করি। কিন্তু এটি তারা অপছন্দ করে এবং এটি একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর আনসারী মহিলাগণ ইয়াহুদীদের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে পার্শ্বদেশ ফিরে শয়ন করে সহবাস কাজ সম্পন্ন করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। (নাসাঈ ৫/৩১৫) এ বর্ণনাটি ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে সঠিক।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযাইমা ইব্ন শাবি আল খাতামী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হে জনমণ্ডলী! তোমরা লজ্জাবোধ কর। আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেননা।' স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করনা'। (আহমাদ ৫/২১৫, নাসাঈ ৫/৩১৫, ইব্ন মাজাহ ১/৬১৯) আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ

'যে ব্যক্তি কোন স্ত্রী বা পুরুষের গুহ্যদ্বারে এ কাজ করে, তার দিকে আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেননা। (তিরমিযী ৪/৩২৯, নাসাঈ ৫/৩২০, ইব্ন হিব্বান ৬/২০২) এ ছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্ন তালাক (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেননা। (তিরমিযী ৪/২৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি হাসান।

আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (রহঃ) তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইব্ন ইয়াসার আবূ হুবাব (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি ইব্ন উমারকে (রাঃ) বললাম ঃ স্ত্রীদের পিছনদ্বারে গমন করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি জানতে চাইলেন ঃ তুমি কি বলতে চাচ্ছ? আমি বললাম ঃ গুহ্যদ্বারে সহবাস করা। তিনি বললেন ঃ কোন মুসলিম কি এটা করতে পারে? (দারিমী ১/২৭৭) এ হাদীসটির ধারা বর্ণনায় সঠিকতা রয়েছে এবং ইব্ন উমার (রাঃ) হতে মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করার বিষয়টি পরিস্কারভাবে নাকচ করা হয়েছে।

আবূ বাকর ইব্ন যায়িদ নিশাপুরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইসমাঈল ইব্ন রূহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি মালিক ইব্ন আনাসকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ মহিলাদের পিছন দিকে (গুহ্যদ্বারে) সহবাস করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন ঃ সে কি আরাব? যে জায়গা দিয়ে গর্ভ হয় তা ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে

কি সহবাস করা যায়? যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে (স্ত্রী-অঙ্গ) ব্যবহার কর। আমি তাকে বললাম ঃ 'জনাব! জনগণ তো এ কথাই বলে থাকে যে, আপনি এই কাজকে বৈধ বলেন।' তখন তিনি বলেন, 'তারা মিথ্যাবাদী। আমার উপর তারা অপবাদ দিচ্ছে।' সুতরাং ইমাম মালিক (রহঃ) হতেও এর অবৈধতা সাব্যস্ত হচ্ছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) এবং তাদের সমস্ত ছাত্র ও সহচর যেমন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), আবূ সালমা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), তাউস (রহঃ), 'আতা (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ সবাই এই কাজকে অবৈধ বলেছেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এমনকি তাদের মধ্যে কেহ কেহ এ কাজকে কুফরী পর্যন্ত বলেছেন। এর অবৈধতায় জামহুর উলামাদেরও ইজমা রয়েছে। যদিও কতকগুলি লোক মাদীনার ফকীহগণ হতে এমন কি ইমাম মালিক (রহঃ) হতেও এর বৈধতা নকল করেছেন, কিন্তু এগুলি সঠিক নয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ নিজেদের জন্য তোমরা আগেই কিছু পাঠিয়ে দাও। অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বিরত থাক এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন কর, যেন সাওয়াব আগে চলে যায়। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ আল্লাহকে ভয় কর এবং বিশ্বাস রেখ যে, তাঁর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তিনি পুংখানুপুংখরূপে তোমাদের হিসাব নিবেন। ঈমানদারগণ সদা আনন্দিত থাকবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'ভাবার্থ এও হতে পারে যে, সহবাসের ইচ্ছা করলে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। (তাবারী ৪/৪১৭) অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন ঃ কেহ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

'আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাও এবং আমাদের যে সন্তান দান করবে তাকেও শাইতান থেকে রক্ষা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি এই সহবাস দ্বারা শুক্র ধরে যায় তাহলে শাইতান ঐ সন্তানের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।' (ফাতহুল বারী ৯/১৩৬)

২২৪। এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে হিত সাধন, পরহেযগারী ও মীমাংসা করে দেয়ার ক্ষেত্রে তোমরা স্বীয় শপথসমূহের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিওনা। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।	٢٢٤. وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةً لِّأَيۡمَـٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
২২৫। তোমাদের নিরর্থক শপথসমূহের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহ ধরবেননা, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ সব শপথ সম্বন্ধে ধরবেন যেগুলি তোমাদের মনের সংকল্প অনুসারে সাধিত হয়েছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।	٢٢٥. لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

ভাল কাজ পরিত্যাগ করার শপথ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহর শপথ করে সাওয়াবের কাজ ও আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখা পরিত্যাগ করনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا يَأۡتَلِ أُوْلُواْ ٱلۡفَضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤۡتُوٓاْ أُوْلِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينَ وَٱلۡمُهَـٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡ

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা; তারা যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? (সূরা নূর, ২৪

ঃ ২২) পাপের কাজে কেহ যদি কেহ শপথ করে বসে তাহলে সে যেন শপথ ভেঙ্গে দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করে।'

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ' আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে শপথ করে এবং কাফ্ফারা আদায় করে তা ভঙ্গ না করে ওর উপরেই স্থির থাকে সে বড় পাপী।' (ফাতহুল বারী ১২/৪৪১, মুসলিম ৩/১২৭৬ আহমাদ ২/৩১৭) এই হাদীসটি আরও বহু সনদে অনেক কিতাবে বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ও (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ কোন ভাল কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করবেনা; এরূপ ক্ষেত্রে কাফফারা আদায় করে ভাল কাজ করবে। (তাবারী ৪/৪২২) একই মতামত ব্যক্ত করেছেন মাসরুক (রহঃ), শা'বি (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), যুহরী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখগণ। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৭০০-৭০২) জামহুর উলামার এই উক্তির সমর্থন এই হাদীস দ্বারাও পাওয়া যাচ্ছে যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহর শপথ! যদি আমি কোন শপথ করি এবং তা ভেঙ্গে দেয়ায় মঙ্গল বুঝতে পারি তাহলে আমি অবশ্যই তা ভেঙ্গে দিব এবং কাফ্ফারা আদায় করব।' (ফাতহুল বারী ১১/৫২৫, মুসলিম ৩/১২৬৮) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে, অতঃপর ওটা ছাড়া মঙ্গল কিছু চোখে পড়ে তাহলে কাফ্ফারা আদায় করে শপথ ভেঙ্গে দিয়ে ঐ সৎ কাজটি তার করা উচিত। (মুসলিম ৩/১২৭২)

অভ্যাসগত শপথের জন্য কোন কাফফারা নেই

বলা হচ্ছে ঃ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব শপথ তোমাদের মুখ দিয়ে অভ্যাসগতভাবে বেরিয়ে যায়, আল্লাহ সেই জন্য তোমাদেরকে দোষী করবেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি 'লাত' ও 'উয্যা'র নামে শপথ করে সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নেয়।' (ফাতহুল বারী ১১/৫৪৫, মুসলিম ২/১২৬৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ইরশাদ ঐ লোকদের উপর হয়েছিল যারা সবেমাত্র

ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং অজ্ঞতা যুগের শপথসমূহ তাদের মনের কোনে বিদ্যমানই ছিল। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, যদি অভ্যাসগতভাবে কখনও তাদের মুখ দিয়ে এরূপ শির্কের কালেমা বেরিয়েও যায় তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ কালেমা তাওহীদ পাঠ করলে এর বিনিময় হয়ে যাবে। এর পরে বলা হচ্ছে, যদি ঐসব শপথ মনের সংকল্প অনুসারে করা হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পাকড়াও করবেন। আয়িশা (রাঃ) হতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা অন্যান্য বর্ণনায় মাওকুফ রূপে এসেছে, তা এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অর্থহীন শপথ ঐগুলি যেগুলি মানুষ তাদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে করে থাকে। যেমন হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ বা না, আল্লাহর শপথ!' (আবূ দাঊদ ৩/৫৭২) মোট কথা, অভ্যাস হিসাবেই মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বের হয়, এতে মনের সংকল্প মোটেই থাকেনা।

ইব্ন আবী হাতিম বলেছেন যে, 'লাঘু' বা অর্থহীন শপথ হল ঐগুলি যা রাগের মাথায় বলা হয়। তিনি আরও বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ অর্থহীন শপথ হল তা যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সম্মতি রয়েছে। এ ধরনের শপথ বাস্তবায়ন না করার কারণে কাফফারা আদায় করতে হবেনা। সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৭১৫) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারী দুই ভাইয়ের মধ্যে মীরাসের কিছু মাল ছিল। একজন অপরজনকে বলেন ঃ 'আমাদের মধ্যে এই মাল বন্টন করা হোক।' তখন অপর জন বলেন ঃ 'যদি তুমি এই মাল বন্টন করতে বল তাহলে আমার অংশের সমস্ত মাল কা'বার জন্য দান করব।' উমার (রাঃ) এই ঘটনাটি শুনে বলেন ঃ 'কা'বা কোন সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়। তুমি তোমার শপথ ভেঙ্গে দাও এবং কাফ্ফারা আদায় কর এবং তোমার ভাইয়ের সাথে মীমাংসা করে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি ঃ 'তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করায় এবং যে জিনিসের উপর অধিকার নেই তাতে না আছে শপথ কিংবা না আছে 'নযর'। (আবূ দাঊদ ৩/৫৮১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা মনের সংকল্পের সাথে যে শপথ করবে তার জন্য তোমাদেরকে ধরা হবে। অর্থাৎ মিথ্যা জানা সত্ত্বেও যদি তুমি শপথ কর তাহলে এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পাকড়াও করবেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ

কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ শপথসমূহের জন্য পাকড়া করবেন যেগুলিকে তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৯) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ক্ষমাকারী এবং তিনি অত্যন্ত সহনশীল।

২২৬। যারা স্বীয় স্ত্রীগণ হতে পৃথক থাকার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে, অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	٢٢٦. لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
২২৭। পক্ষান্তরে যদি তারা তালাক দিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	٢٢٧. وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'ইলা' সম্পর্কে আলোচনা

যদি কোন লোক কিছুদিন পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাহলে এরূপ শপথকে ايلاء বলা হয়। এর দু'টি রূপ রয়েছে। এই সময় চার মাসের কম হবে বা বেশি হবে। যদি কম হয় তাহলে চার মাস পূরা করবে এবং এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীও ধৈর্যধারণ করবে। এর মধ্যে সে স্বামীর নিকট আবেদন জানাতে পারবেনা। এই চার মাস পূরা হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলিত হবে। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মাসের জন্য শপথ করেছিলেন এবং পূর্ণ ঊনত্রিশ দিন পৃথক থাকেন এবং বলেন, 'মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৮০, মুসলিম ২/১১১৩) উমার (রাঃ) হতে আরও একটি অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৪/১৪৩, মুসলিম ২/১১১০)

আর যদি চার মাসের বেশি সময়ের জন্য শপথ করে তাহলে চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর স্বামীর নিকট আবেদন জানানোর অধিকার স্ত্রীর রয়েছে যে, হয় মিলিত হবে, না হয় তালাক দিবে। চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদেরকে বাধ্য করা হবে যে, হয় তারা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবে, না হয় তালাক দিবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মাসরুক (রহঃ), আশ-শা'বি (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এরূপ তাফসীর করেছেন। (তাবারী ৪/৪৬৬-৪৬৭) এর দ্বারা বুঝা গেল যে, اِيْلاَء স্ত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, দাসীদের জন্য নয়। এটাই জামহুর উলামার মতামত।

অতঃপর ঘোষণা হচ্ছে 'চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি সে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করে' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, চার মাস অতিবাহিত হলেই তালাক হয়ে যায়না। নাফি (রহঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীর ব্যাপারে 'ইলা' (সহবাস না করার সংকল্প) করে তাহলে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আপনাআপনি স্ত্রী তালাক হয়ে যাবেনা, চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর হয় সে তালাক দিবে অথবা ফিরিয়ে নিবে। (মুয়াত্তা ২/৫৫৬, ফাতহুল বারী ৯/৩৩৫) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, সুহাইল ইব্‌ন আবূ সালিহ (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি ১২ জন সাহাবীকে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে 'ইলা' করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। তারা সবাই বলেছেন যে, চার মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই করতে হবেনা, এরপর হয় সে রেখে দিবে অথবা তালাক দিবে। (তাবারী ৪/৪৯৩) সুহাইল (রহঃ) থেকে দারাকুতনীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (৪/৬১)

উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) আবুদ দারদা (রাঃ), উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ) ও ইব্‌ন আব্বাসও (রাঃ) এটাই বলেছেন। তাবেঈগণের মধ্যে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাঊস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ) এবং কাসিমেরও (রহঃ) উক্তি এটাই।

২২৮। এবং তালাক প্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে; এবং যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাহলে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবেনা; এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে	٢٢٨. وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ

وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	**তাহলে তাদের স্বামীই তাদেরকে প্রতিগ্রহণ করতে সমধিক স্বত্ববান; আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামীর) উপর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে; এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।**

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত

যে সাবালিকা নারীদের সাথে তাদের স্বামীদের মিলন ঘটেছে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তালাকপ্রাপ্তির পর তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতঃপর ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

'আল-কুরু' এর অর্থ

যে তুহুরে তালাক দেয়া হয় ওটাও গণনার মধ্যে ধরা হয়। কাজেই জানা যাচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াতেও قُرُوْءٌ শব্দের ভাবার্থ তুহুর বা পবিত্রতাই নেয়া হয়েছে। আরাব কবিদের কবিতাতেও قُرُوْءٌ শব্দটি তুহুর বা পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। قُرُوْءٌ শব্দ সম্বন্ধে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ওর অর্থ হচ্ছে 'ঋতু'। তাহলে ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ এর অর্থ হবে তিন ঋতু। সুতরাং স্ত্রী যে পর্যন্ত না তৃতীয় ঋতু হতে পবিত্র হবে সে পর্যন্ত সে ইদ্দাতের মধ্যেই থাকবে। এর একটি দলীল হচ্ছে উমারের (রাঃ) এই ফাইসালাটি ঃ তাঁর নিকট একজন তালাকপ্রাপ্তা নারী এসে বলে ঃ আমার স্বামী আমাকে একটি বা দু'টি তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট সে সময় আগমন করেন যখন আমি কাপড় ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলাম (অর্থাৎ গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম)। তাহলে বলুন, এখন নির্দেশ কি? (অর্থাৎ 'রাজ'আত' হবে কি হবেনা?) উমার (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন

মাসঊদকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমার তো মনে হয় সে এখনো তার স্ত্রী, যেহেতু সে সালাত আদায় করা শুরু করতে পারেনি (তৃতীয় মাসিকের পর পবিত্র হওয়ার পূর্বেই যেহেতু তাকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে)। তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমারও এটাই অভিমত। (তাবারী ৪/৫০২)

আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), আবূ দারদা (রাঃ), উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) মু'য়ায (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রা), আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। সাইদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), আলকামাহ (রহঃ), আসওয়াদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন সীরিন (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), এবং 'আতা আল খুরাসানীও (রহঃ) এটাই বলেছেন।

একটি হাদীসেও রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা বিন্ত আবূ হুবাইশকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'তোমরা اَقْرَاء এর দিনে সালাত আদায় করবেনা।' (আবূ দাঊদ ১/১৯১, নাসাঈ ৬/২১১) সুতরাং জানা গেল যে, اَقْرَاءٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঋতু। কিন্তু এই হাদীসের মুনযির নামে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত বলে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন। তার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। তবে ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

ঋতু এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের বক্তব্য প্রাধান্য পাবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ তাদের গর্ভে যা রয়েছে তা গোপন করা বৈধ নয়। অর্থাৎ গর্ভবতী হলেও প্রকাশ করতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাকাম ইব্ন উতাইবাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ),

যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ তাফসীর করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৭৪৪, ৭৪৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ যদি তাদের আল্লাহর উপর ও কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস থাকে। এর দ্বারা মহিলাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে যে, তারা যেন মিথ্যা কথা না বলে। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সংবাদ প্রদানে তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা এর উপরে কোন বাহ্যিক সাক্ষ্য উপস্থিত করা যেতে পারেনা। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, 'ইদ্দাত' হতে তাড়াতাড়ি বের হওয়ার জন্য ঋতু না হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা 'ঋতু হয়ে গেছে' এ কথা না বলে। কিংবা 'ইদ্দাত'কে বাড়িয়ে দেয়ার জন্য ঋতু হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা 'ঋতু হয়নি' এ কথা না বলে।

ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রথম অধিকার স্বামীর

এর পরে বলা হচ্ছে ঃ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, 'ইদ্দাতে'র মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যদি 'তালাক-ই রাজঈ' হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক তালাক এবং দুই তালাকের পরে স্ত্রীকে ইদ্দাতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তালাক-ই বায়েন (তিন তালাক) ছিলইনা। বরং সে সময় পর্যন্ত শত তালাক দিলেও 'তালাক-ই রাজঈ' থাকত। ইসলামের নির্দেশাবলীর মধ্যে তালাক-ই বায়েন এসেছে যে, যদি তিন তালাক হয়ে যায় তাহলে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবেনা।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর রয়েছে উভয়ের অধিকার

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف স্ত্রীদের উপর যেমন স্বামীদের অধিকার রয়েছে তেমনই স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই অপরের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সহীহ মুসলিমে জাবীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

'হে জনমণ্ডলী! তোমরা স্ত্রীদের সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা আল্লাহর আমানাত হিসাবে তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমা দ্বারা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করে নিয়েছ। স্ত্রীদের উপর তোমাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কেহকে আসতে দিবেনা যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট। যদি তারা এই কাজ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে প্রহার কর। কিন্তু এমন প্রহার করনা যে, বাইরে তা প্রকাশ পায়। তোমাদের উপর তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে খাওয়াবে ও পরাবে।' (মুসলিম ২/৮৮৬)

বা'হয ইব্ন হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুয়াবীয়া ইব্ন হাইদাহ আল কুশাইরী (রহঃ) তার দাদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি কি অধিকার রয়েছে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ

'যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে। তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে। তাকে তার মুখের উপর মেরনা। তাকে গালি দিওনা এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিওনা বরং বাড়ীতেই রেখ।' (আবূ দাঊদ ২/৬০৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন, 'আমি পছন্দ করি যে, আমার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য আমি নিজেকে সুন্দর করে সাজাই, যেমন আমার স্ত্রী আমাকে খুশি করার জন্য নিজেকে সুন্দর সাজে সাজিয়ে থাকে।' (তাবারী ৪/৫৩২)

স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, স্ত্রীদের উপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অর্থাৎ দৈহিক, চারিত্রিক মর্যাদা, হুকুম, আনুগত্য, খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব দিক দিয়েই স্ত্রীদের উপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মোট কথা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মর্যাদা হিসাবে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

পুরুষরা নারীদের উপর তত্ত্বাবধানকারী ও ভরণপোষণকারী, যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এই হেতু যে, তারা স্বীয় ধন সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৪)

এরপরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অবাধ্য বান্দাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে মহাপরাক্রান্ত এবং স্বীয় নির্দেশাবলীর ব্যাপারে মহাবিজ্ঞ।

২২৯। তালাক দুইবার; অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিহিতভাবে রাখতে হবে অথবা সদ্ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে; আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়িয নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে, যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা স্থির রাখতে পারবেনা। অনন্তর তোমরা যদি আশংকা কর যে, আল্লাহর নির্দেশ ঠিক রাখতে পারবেনা, সেই অবস্থায় স্ত্রী নিজের মুক্তি লাভের জন্য কিছু বিনিময় দিলে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই; এগুলি হচ্ছে আল্লাহর সীমাসমূহ। অতএব তা অতিক্রম করনা এবং যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে বস্তুতঃ তারাই অত্যাচারী।	٢٢٩. ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
২৩০। অতঃপর যদি সে তালাক প্রদান করে তাহলে এরপরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য বৈধ হবেনা, অতঃপর সে তাকে তালাক প্রদান করলে	٢٣٠. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ	**যদি উভয়ে পরস্পর প্রত্যাবর্তিত হয় তাতে উভয়ের পক্ষে কোনই দোষ নেই, যদি আল্লাহর সীমারেখা বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। এবং এগুলিই আল্লাহর সীমাসমূহ, তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এগুলি ব্যক্ত করে থাকেন।**

তালাক দিতে হবে তিন মাসে তিনবার

ইসলামের পূর্বে প্রথা ছিল এই যে, স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিত এবং ইদ্দাতের মধ্যে ফিরিয়ে নিত। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছিল। স্বামী তাদেরকে তালাক দিত এবং ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার নিকটবর্তী হতেই ফিরিয়ে নিত। পুনরায় তালাক দিত। কাজেই স্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এভাবে মাত্র দু'টি তালাক দিতে পারবে। الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অধিকার থাকবেনা। আবূ দাঊদে রয়েছে যে, তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে গেছে। (আবূ দাঊদ ২/৬৪৪)

নাসাঈতেও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এটাই বলেন। (নাসাঈ ৬/২১২) মুসনাদ ইব্ন আবী হাতীম গ্রন্থে রয়েছে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে ঃ 'আমি তোমাকে রাখবওনা এবং ছেড়েও দিবনা।' স্ত্রী বলে ঃ 'কিরূপে?' সে বলে ঃ 'তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার সময় হলেই ফিরিয়ে নিব। আবার তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বেই পুনরায় ফিরিয়ে নিব। এরূপ করতেই থাকব।' ঐ মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার এই দুঃখের কথা বর্ণনা করে। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৭৫৪, তাবারী ৪/৫৩৯) তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার স্বামীর কোন অধিকার থাকলনা এবং তাদেরকে বলা হল দুই তালাক পর্যন্ত তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, সংশোধনের উদ্দেশে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নিবে যদি তারা ইদ্দাতের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের এও অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদের

ইদ্দাত অতিক্রান্ত হতে দিবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নিবেনা, যেন তারা নতুনভাবে বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়। আর যদি তৃতীয় তালাক দেয়ারই ইচ্ছা কর তাহলে সদ্ভাবে তালাক দিবে। তাদের কোন হক নষ্ট করবেনা, তাদের উপর অত্যাচার করবেনা এবং তাদের কোন ক্ষতি করবেনা।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন কেহ তার স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার তালাক দেয় সে যেন তৃতীয় তালাক প্রদানের সময় আল্লাহকে ভয় করে। হয় সে তাকে তার কাছে রেখে দিবে এবং তার প্রতি দয়ার্দ্র হবে, অন্যথায় তার প্রতি দয়া পরবশ হবে এবং তার কোন অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করবেনা। (তাবারী ৪/৫৪৩)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আয়াতে দুই তালাকের কথাতো বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায় রয়েছে?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ 'সদ্ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে' এর মধ্যে রয়েছে।' (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৯)

মোহর ফিরিয়ে নেয়া

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا যখন তৃতীয় তালাক দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন স্ত্রীকে তালাক গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশে তার জীবন সংকটময় করা এবং তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা স্বামীর জন্য হারাম। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ উহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৯) তবে স্ত্রী যদি খুশি মনে কিছু দিয়ে তালাক প্রার্থনা করে সেটা অন্য কথা। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে সঠিক বিবেচনা মতে তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪)

খোলা তালাক' এবং মোহর ফিরিয়ে দেয়া

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য বেড়ে যায় এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে ও তার হক আদায় না করে, এরূপ অবস্থায় যদি সে তার স্বামীকে কিছু প্রদান করে তালাক গ্রহণ করে তাহলে তার দেয়ায় এবং নেয়ায় কোন পাপ নেই। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, স্ত্রী যদি বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট 'খোলা' তালাক প্রার্থনা করে তাহলে সে অত্যন্ত পাপী হবে।

কখনও কখনও এমন হয় যে, মহিলারা কোন যথাযথ কারণ ছাড়াই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চায় এবং তালাকের জন্য বলতে থাকে। এ ব্যাপারে ইব্ন জারীর (রহঃ) শাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম। (তাবারী ৫/৫৬৯, তিরমিযী ৪/৩৬৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, মুয়াত্তা ইমাম মালিকে রয়েছে ঃ 'হাবীবা বিন্ত সাহল আনসারিয়া' (রাঃ) সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন শামাসের (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাতের জন্য অন্ধকার থাকতেই বের হন। দরজার উপর হাবীবা বিন্ত সাহলকে (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কে তুমি'? তিনি বলেন ঃ 'আমি সাহলের কন্যা হাবীবা'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'খবর কি'? তিনি বলেন ঃ 'আমি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) স্ত্রী রূপে থাকতে পারিনা।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব হয়ে যান। অতঃপর তার স্বামী সাবিত ইব্ন কায়েস (রাঃ) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'হাবীবা বিন্ত সাহল (রাঃ) কিছু বলেছে।' হাবীবা (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিতকে (রাঃ) বললেন, 'ঐগুলি গ্রহণ কর।' সাবিত ইব্ন কায়েস (রাঃ) তখন সেগুলি গ্রহণ করেন এবং হাবীবা (রাঃ) মুক্ত হয়ে যান।' (মুয়াত্তা মালিক ২/৫৬৪, আহমাদ ৬/৪৩৩, আবূ দাউদ ২/৬৬৭ এবং নাসাঈ ৬/১৬৯)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সাবিতের (রাঃ) স্ত্রী হাবীবা (রাঃ) এ কথাও বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে চরিত্র ও ধর্মভীরুতার ব্যাপারে

দোষারোপ করছিনা, কিন্তু আমি তাকে ইসলামের মধ্যে কুফরী করাকে (হাবীবার প্রতি সাবিতের দায়িত্ব পালন না করা) অপছন্দ করি।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি তোমাকে দেয়া তার বাগান তাকে ফেরত দিবে? মহিলাটি বলল ঃ হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিতকে (রাঃ) বললেন ঃ বাগানটি ফেরত নাও এবং তালাক দাও। (ফাতহুল বারী ৯/৩০৬, নাসাঈ ৬/১৬৯)

খোলা তালাকের ইদ্দাত

রুবাই বিনত মুওয়ায়িয ইব্ন আফরা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় খোলা তালাকের জন্য অনুরোধ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এক ঋতুকাল ইদ্দাত পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তিরমিযী ৪/৩৬৩)

আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করা হল অত্যাচার

এর পরে বলা হচ্ছে, 'এগুলি আল্লাহর সীমাসমূহ।' সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করনা, তাঁর ফার্‌যসমূহ বিনষ্ট করনা, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অসম্মান করনা, শারীয়াতে যেসব বিষয়ের উল্লেখ নেই, তোমরাও সেগুলি সম্পর্কে নীরব থাকবে। (দারাকুতনী ৪/২৯৮)

একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়া অবৈধ/হারাম

বর্ণিত এই আয়াত দ্বারা ঐসব মনীষীগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যারা বলেন যে, একই সময়ে তিন তালাক দেয়াই হারাম। ইমাম মালিক (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীদের এটাই মাযহাব। তাদের মতে সুন্নাত পন্থা এই যে, তালাক একটি একটি করে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ 'তালাক দু'বার। 'এগুলি আল্লাহর সীমা, অতএব সেগুলি অতিক্রম করনা।' আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে সুনান নাসাঈতে বর্ণিত নিম্নের হাদীস দ্বারা জোরদার করা হয়েছে।

হাদীসটি এই যে, কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন ঃ 'আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহর কিতাবের সাথে খেল-তামাশা শুরু করলে?'

তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি কি তাকে হত্যা করব?' (নাসাঈ ৬/১৪২)

তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবেনা

এরপরে বলা হচ্ছে ঃ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'তালাক দেয়ার পরে তৃতীয় তালাক দিয়ে ফেলবে তখন সে তার উপর হারাম হয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না অন্য কেহ নিয়মিতভাবে তাকে বিয়ে করে সহবাস করার পর তালাক দিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সে যদি কোন লোকের সাথে সহবাস করে থাকে অথবা সে যদি দাসী হয় এবং তার মালিকের সাথে যৌনমিলন করে থাকে তথাপি তার পূর্বস্বামীর সাথে (যে তাকে তিন তালাক দিয়েছে) বিবাহ বন্ধন আইনসিদ্ধ হবেনা। কারণ যার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়েছে সে তার বিয়ে করা স্বামী নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন ঃ দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর জন্য সে হালাল হবেনা। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'একটি লোক এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সহবাসের পূর্বেই (তিন) তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা হল, সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল। এখন কি তাকে বিয়ে করা তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'না, না। যে পর্যন্ত না তারা একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করে। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৪, মুসলিম ২/১০৫৭)

একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রিফা'আহ আল-কারাযীর (রাঃ) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয় যখন আমি এবং আবূ বাকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে বলতে লাগল ঃ আমি রিফা'আহর স্ত্রী ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে তালাক দেয় যা ছিল অপরিবর্তনযোগ্য (তিন তালাক)। অতঃপর আমি আবদুর রাহমান ইব্ন যুবাইরকে (রাঃ) বিয়ে করি। কিন্তু তার গোপনাঙ্গ যেন একটি ছোট রশি (তার স্ত্রীর আকাঙ্খা পূরণ করার ক্ষমতা নেই)। অতঃপর মহিলাটি তার কাপড়ের ভিতর থেকে একটি ছোট রশি বের করে দেখায় (এটা বুঝানোর জন্য সে কত অক্ষম)। খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ) পাশের দরজার কাছে ছিলেন, যাকে

ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি, তিনি বলেন ঃ হে আবূ বাকর! আপনি কেন ঐ মহিলাকে নিবৃত্ত করছেননা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ধরনের খোলামেলা কথা বলছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু মুচকি হাসলেন এবং মহিলাকে বললেন ঃ তুমি কি রিফা'আহকে আবার বিয়ে করতে চাও? কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করছ এবং সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করছে। (আহমাদ ৬/৩৪, ফাতহুল বারী ১০/৫১৮, মুসলিম ২/১০৫৭, নাসাঈ ৬/১৪৬)

হিলা বিয়েতে অংশগ্রহণকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ভাবার্থ হচ্ছে ঐ স্ত্রীর প্রতি দ্বিতীয় স্বামীর আগ্রহ থাকতে হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে তাকে স্ত্রী রূপে রাখার উদ্দেশে হতে হবে। যদি উদ্দেশ্য থাকে এই যে, দ্বিতীয় বিয়ে করা হবে শুধুমাত্র প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য, তাহলে এ ধরনের বিয়ে অবৈধ এবং হাদীসে এ ধরনের বিয়েতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া এ ধরনের কথা উল্লেখ করে যদি কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয় তাহলে সেই চুক্তিও বাতিল বলে অধিকাংশ আলেম মতামত ব্যক্ত করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, যে স্ত্রী লোক উলকী করে এবং যে স্ত্রী লোক উলকী করিয়ে নেয়, যে স্ত্রী লোক চুল মিলিয়ে দেয় এবং যে মিলিয়ে নেয়, যে 'হালালা' করে এবং যার জন্য 'হালালা' করা হয়, যে সুদ প্রদান করে এবং যে সুদ গ্রহণ করে এদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন। (আহমাদ ১/৪৪৮, তিরমিযী ৪/২৬৮, নাসাঈ ৬/১৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, সাহাবীগণের (রাঃ) আমল এর উপরেই রয়েছে। উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ) এবং ইব্ন উমারের (রাঃ) এটাই মাযহাব। তাবেঈ ধর্ম শাস্ত্রবিদগণও এটাই বলেন। আলী (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাসেরও (রাঃ) এটাই উক্তি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সুদের সাক্ষ্যদানকারী এবং লেখকের প্রতিও অভিসম্পাত। যারা যাকাত প্রদান করেনা এবং যারা যাকাত আদায় করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদের উপরও অভিসম্পাত।

একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধার করা ষাঁড় কে তা কি আমি তোমাদেরকে বলব?' জনগণ বলেন, 'হ্যাঁ বলুন।' তিনি বলেছেন, 'যে 'হালালা' করে অর্থাৎ যে তালাক প্রাপ্তা নারীকে এজন্য বিয়ে করে যেন সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়।' যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তার উপরও আল্লাহর লা'নত এবং যে ব্যক্তি নিজের জন্য এটা করিয়ে নেয় সেও

অভিশপ্ত।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ বিয়ে সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, 'এটা বিয়েই নয় যাতে উদ্দেশ্য থাকে এক এবং বাহ্যিক হয় অন্য এবং যাতে আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে খেল-তামাশা করা হয়। বিয়ে তো শুধুমাত্র ওটাই যা আগ্রহের সাথে হয়ে থাকে।'

মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'একটি লোক তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়। এরপর তার ভাই তাকে এই উদ্দেশে বিয়ে করে যে, সে যেন তার ভাইয়ের জন্য হালাল হয়ে যায়। এই বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'কখনও নয়। আমরা এটাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য করতাম। বিয়ে ওটাই যাতে আগ্রহ থাকে।' এ হাদীসটি মাওকুফ হলেও এর শেষের বাক্যটি একে মারফু'র পর্যায়ে এনে দিয়েছে। এমন কি অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ 'যদি কেহ এই কাজ করে বা করায় তাহলে আমি উভয়কে ব্যভিচারের শাস্তি দিব অর্থাৎ রজম করে দিব। (ইব্ন আবী শাইবাহ ৪/২৯৪)

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা
কখন তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে

ঘোষণা দেয়া হচ্ছে ঃ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا দ্বিতীয় স্বামী যদি বিয়ে ও সহবাসের পর তালাক দেয় তাহলে পূর্ব স্বামী পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করলে কোন পাপ নেই, إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ যদি তারা সদ্ভাবে বসবাস করে এবং এটাও জেনে নেয় যে, ঐ দ্বিতীয় বিয়ে শুধু প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ছিলনা, বরং প্রকৃতই বিয়ে ছিল। (তাবারী ৪/৫৯৮) এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন।

২৩১। এবং তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, আর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে নিয়মিতভাবে রাখতে পার অথবা নিয়মিতভাবে পরিত্যাগ	٢٣١. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ج

وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ	**করতে পার; এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্য আবদ্ধ করে রেখনা, তাহলে সীমা লংঘন করবে; আর যে ব্যক্তি এরূপ করে সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অবিচার করে থাকে। এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রুপাচ্ছলে গ্রহণ করনা, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে যা অবতীর্ণ করেছেন তা স্মরণ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।**

তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে

পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে এই তালাক প্রদানের পর যখন ইদ্দাত শেষ হবে তখন হয় তাদেরকে সদ্ভাবে ফিরিয়ে নিবে অর্থাৎ ফিরিয়ে নেয়ার উপর সাক্ষী রাখবে এবং সদ্ভাবে বসবাস করার নিয়াত করবে অথবা সদ্ভাবে পরিত্যাগ করবে। আর ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর কোন ঝগড়া-বিবাদ, মতবিরোধ এবং শত্রুতা না করেই বিদায় দিবে। অজ্ঞতা যুগের জঘন্য প্রথাকে ইসলাম উঠিয়ে দিয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাসরুক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেছেন যে, এক লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিত এবং যখন তার ইদ্দাতের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসত তখন সে আবার ফিরিয়ে নিত। তার এ রকম করার উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া এবং অন্য কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না দেয়া। এভাবে সে তালাক দিতে থাকল এবং ইদ্দাত শেষ

হওয়ার আগেই ফিরিয়ে নিতে লাগল। আল্লাহ তার এ আচরণকে নিষিদ্ধ করে আয়াত নাযিল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, যারা এরূপ করে তারা অত্যাচারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَتَّخِذُوٓاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলীকে বিদ্রুপ করনা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশআরী গোত্রের উপর অসন্তুষ্ট হন। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তোমাদের এক লোক কেন বলে ঃ আমি তালাক দিয়েছি, আবার ফিরিয়ে নিয়েছি? জেনে রেখ যে, এগুলো তালাক নয়। স্ত্রীদেরকে তাদের ইদ্দাত অনুযায়ী তালাক প্রদান কর।' (তাবারী ৫/১৪) মাসরুক (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত ঐ লোকদের উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে যারা তাদের স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেয় যাতে তাদের ইদ্দাতকাল দীর্ঘায়িত হয়। (তাবারী ৫/৮) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), রাবী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেছেন ঃ সে হল ঐ লোক যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং বলে ঃ আমিতো তোমার সাথে কৌতুক করছিলাম! অথবা যে তার দাসীকে মুক্ত করে অথবা বিয়ে করে এবং বলে ঃ আমি তো হাসি-ঠাট্টা করছিলাম মাত্র! আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ আল্লাহর নির্দেশাবলীকে বিদ্রুপাচ্ছলে গ্রহণ করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩১)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, হিদায়াত ও দলীল অবতীর্ণ করেছেন, কিতাব ও সুন্নাত শিখিয়েছেন, নির্দেশও দিয়েছেন এবং নিষেধও করেছেন ইত্যাদি। তোমরা যে কাজ কর এবং যে কাজ হতে বিরত থাক সব সময়েই আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় খুব ভালভাবেই জানেন।

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও, অতঃপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে,	٢٣٢. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا

تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	সেই অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাঁধা প্রদান করনা; তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে; তোমাদের জন্য এটি শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা। এবং আল্লাহ অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নও।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব-স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে অভিভাবকের বাধা দেয়া উচিত নয়

এই আয়াতে স্ত্রীদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীদেরকে বলা হচ্ছে যে, যখন কোন মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয় এবং ইদ্দাতও অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মত হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে ইচ্ছা করে তাহলে যেন তারা তাদেরকে বাধা না দেয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি ঐ লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যে তার স্ত্রীকে একবার অথবা দুইবার তালাক দিয়েছে এবং স্ত্রীও তার ইদ্দাত শেষ করেছে। এমতাবস্থায় সে তার স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করেছে এবং স্ত্রীও ফিরে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার পরিবার তার পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার পরিবারকে জানিয়ে দিলেন যে, এতে তাদের বাধা দেয়া উচিত নয়। মাসরূখ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, এটাই আসলে এই আয়াত (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩২) নাযিল হওয়ার কারণ। (তাবারী ৫/২২, ২৩)

অভিভাবক ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়

এই আয়াতটি এই বিষয়েরও দলীল যে, মহিলারা নিজেই বিয়ে করতে পারেনা এবং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হতে পারেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে এই হাদীসটি এনেছেন ঃ

‘এক মহিলা অন্য মহিলার বিয়ে দিতে পারেনা এবং সে নিজেও নিজের বিয়ে দিতে পারেনা। এই মহিলারা ব্যভিচারিণী যারা নিজেদের বিয়ে নিজেরাই দিয়ে দেয়।’ (ইব্‌ন মাজাহ ১/৬০৬) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলাকে তার অভিভাবক বিয়ে দেয়নি, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। আর একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

‘প্রাপ্ত বয়স্ক অভিভাবক ও দু’জন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বাসী লোক সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয়না।’ (মাজমা আয যাওয়ায়িদ ৪/২৮৬)

২ ঃ ২৩২ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য

এই আয়াতটি মা‘কীল ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) এবং তার বোন সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, মা‘কীল ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, ‘আমার নিকট আমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব এলে আমি তার বিয়ে দিয়ে দেই। তার স্বামী কিছুদিন পর তাকে তালাক দেয়। ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় সে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করে। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে মা‘কীল (রাঃ) ‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দিবনা’ এ শপথ সত্ত্বেও বলেন ঃ আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি।’ অতঃপর তিনি তার ভগ্নিপতিকে ডেকে পাঠিয়ে পুনরায় তার সাথে তার বোনের বিয়ে দেন এবং নিজের কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০, আবূ দাউদ ২/৫৬৯, তিরমিযী ৮/৩২৫, ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৭৭৮, তাবারী ৫/১৭-১৯, বাইহাকী ৭/১০৪)

অতঃপর বলা হচ্ছে, এসব উপদেশ ঐসব লোকের জন্য যাদের শারীয়াতের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে এবং আল্লাহ ও কিয়ামাতের ভয় রয়েছে। তাদের উচিত, তারা যেন তাদের অধীনস্থ নারীদেরকে এরূপ অবস্থায় বিয়ে হতে বিরত না রাখে, তারা যেন শারীয়াতের অনুসরণ করে এরূপ নারীদেরকে তাদের স্বামীদের হাতে সমর্পণ করে এবং শারীয়াতের পরিপন্থী নিজেদের মর্যাদাবোধ ও জিদকে শারীয়াতের পদানত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম।

২৩৩। এবং যদি কেহ স্তন্য পানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বছর স্বীয় সন্তানদেরকে	٢٣٣. وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ

أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	**স্তন্য দান করবে; আর সন্তানের জনকগণ বিহিতভাবে প্রসূতিদের খোরাক ও তাদের পোষাক দিতে বাধ্য; কেহকেও তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেয়া যাবেনা, নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবেনা, এবং পিতার জন্যও একই বিধান, কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে স্তন্য ত্যাগ করাতে ইচ্ছা করে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই; আর তোমরা যদি নিজ সন্তানদেরকে স্তন্য পানের জন্য সমর্পণ করে বিহিতভাবে কিছু প্রদান কর তাহলেও তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, তোমরা যা করছ আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।**

মাতৃদুগ্ধ পান করার সময়সীমা দুই বছর

এখানে আল্লাহ তা'আলা শিশুর জননীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, শিশুদেরকে দুধ পান করানোর পূর্ণ সময় হচ্ছে দু'বছর। এর পরে দুধ পান করলে তা ধর্তব্য নয় এবং এ সময়ে দু'টি শিশু একত্রে দুধ পান করলে তারা তাদের পরস্পরের দুধ ভাই বা দুধ বোন হওয়া সাব্যস্ত হবেনা। সুতরাং তাদের মধ্যে

বিয়ে হারাম হবেনা। অধিকাংশ ইমামের এটাই মাযহাব। জামেউত তিরমিযীতে এই অধ্যায় রয়েছে ঃ

'যে দুধ পান দ্বারা (বিয়ের) নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয় তা এই দু'বছরের পূর্বেই।' (তিরমিযী ৪/৩১৩) অতঃপর হাদীস আনা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঐ দুধ পান দ্বারাই নিষিদ্ধতা (পরস্পরের বিয়ের নিষিদ্ধতা) সাব্যস্ত হয়ে থাকে যে দুগ্ধ পাকস্থলীকে পূর্ণ করে দেয় এবং দুধ ছাড়ার পূর্বে হয়।' এই হাদীসটি হাসান সহীহ। অধিকাংশ জ্ঞানী, সাহাবীগণ (রাঃ) প্রমুখের এর উপরই আমল রয়েছে যে, দু'বছরের পূর্বের দুধ পানই বিয়ে হারাম করে থাকে। এর পরের সময়ের দুগ্ধ পান বিয়ে হারাম করেনা। এই হাদীসের বর্ণনাকারী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তের উপরে রয়েছে। (দারাকুতনী ৪/১৭৪) হাদীসের মধ্যে فِى الثَّدْى শব্দটির অর্থও হচ্ছে দুগ্ধ পানের সময় অর্থাৎ দু'বছর পূর্বের সময়। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিশু পুত্র ইবরাহীমের (রাঃ) মৃত্যু হয়েছিল সেই সময় তিনি বলেছিলেন ঃ

'আমার পুত্র দুগ্ধ পানের যুগে মারা গেল, তার জন্য দুগ্ধদানকারী জান্নাতে নির্দিষ্ট রয়েছে।' (উমদাতুত তাফসীর ১/১২৬) দারাকুতনীর হাদীসে দু'বছরের পরের দুগ্ধ পান ধর্তব্য না হওয়ার একটি হাদীস রয়েছে।

ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) বলেন যে, এই সময়ের পরে কিছুই নেই। (মুয়াত্তা ২/৬০২) সুনান আবূ দাঊদ তায়ালেসীর বর্ণনায় রয়েছে যে, দুধ ছুটে যাওয়ার পর দুধ পান কোন ধর্তব্য বিষয় নয় এবং সাবালক হওয়ার পর পিতৃহীনতার হুকুম প্রযোজ্য নয়। কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ দুধ ছাড়ার সময় হচ্ছে দু 'বছর। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا তাকে বহন করা ও তার দুধ ছাড়ার সময় হচ্ছে ত্রিশ মাস। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫) দু বছরের পরে দুগ্ধ পানের দ্বারা যে বিয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত হয়না এটা হচ্ছে নিম্নলিখিত মনীষীদের উক্তি ঃ আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), যাবির (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), উম্মে সালমা (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), 'আতা (রহঃ) এবং জামহুর উলামা।

দুই বছর পরেও স্তন্য দান প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) দু' বছরের পরেও, এমন কি বড় মানুষের দুধ পানকেও বিয়ে অবৈধকারী মনে করতেন। (মুসলিম ২/১০৭৭) 'আতা (রহঃ) ও লায়েসেরও (রহঃ) উক্তি এটাই। আয়িশা (রাঃ) যেখানে কোন পুরুষ লোকের যাতায়াত দরকার মনে করতেন সেখানে নির্দেশ দিতেন যে, স্ত্রীলোকেরা যেন তাকে তাদের দুধ পান করিয়ে দেয়। নিম্নের হাদীসটি তিনি দলীল রূপে পেশ করেন ঃ 'আবূ হুযাইফার (রাঃ) গোলাম সালিমকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন যে, সে যেন আবূ হুযাইফার (রাঃ) স্ত্রীর দুগ্ধ পান করে নেয়। অথচ সে বয়স্ক লোক ছিল এবং এই দুগ্ধ পানের কারণে সে বরাবরই আবূ হুযাইফার (রাঃ) বাড়ীতে যাতায়াত করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সহধর্মিণীগণ এটা অস্বীকার করতেন এবং বলতেন যে, এটা সালিমের (রাঃ) জন্য বিশিষ্ট ছিল। (আবূ দাঊদ ২/৫৪৯, ৫৫০) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই নির্দেশ নয়, এটাই জামহুরের মাযহাব এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) ছাড়া সমস্ত নাবী সহধর্মিণীগণেরও একই অভিমত। তাদের দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের ভাই কোন্‌টি তা দেখে নাও। দুধ পান সাব্যস্ত সেই সময় হয় যখন দুধ ক্ষুধা নিবারণ করে।'

অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করানো

অতঃপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف শিশুদের জননীগণের ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব তাদের জনকদের উপর রয়েছে। তারা তা শহরে প্রচলিত প্রথা হিসাবে আদায় করবে। কম বা বেশি না দিয়ে সাধ্যানুসারে তারা শিশুর জননীদের খরচ বহন করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٍ يُسۡرًا

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে, আল্লাহ যা তাকে দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য

দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেননা। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৭) যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিবে এবং তার সাথে তার শিশুও থাকবে তখন ঐ শিশুকে দুগ্ধ দানের সময় পর্যন্ত শিশুর মায়ের থাকা খাওয়া এবং মান সম্মত পরিধেয় বস্ত্রের খরচ বহন করা তার স্বামীর উপর ওয়াজিব। (তাবারী ৫/৩৯)

শিশুকে সংকটে নিপতিত না করা

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, মা যেন তার শিশুকে দুগ্ধ পান করাতে অস্বীকার করে শিশুর পিতাকে সংকটময় অবস্থায় নিক্ষেপ না করে, বরং শিশুকে যেন দুগ্ধ পান করাতে থাকে। কেননা এটা তার জীবন-যাপনের উপায়ও বটে। অতঃপর যখন শিশুর দুগ্ধের প্রয়োজন মিটে যাবে তখন তাকে তার পিতার নিকট ফিরিয়ে দিবে। কিন্তু তখনও যেন পিতার ক্ষতি করার ইচ্ছা না থাকে। অনুরূপভাবে পিতাও যেন বলপূর্বক শিশুকে তার মায়ের নিকট হতে ছিনিয়ে না নেয়। কেননা এতে তার মায়ের কষ্ট হবে। উত্তরাধিকারীদেরও উচিত, তারা যেন শিশুর মায়ের খরচ কমিয়ে না দেয় এবং তারা যেন তার প্রাপ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তার ক্ষতি না করে। **لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا** *নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্থ করা চলবেনা।* এর অর্থ হল শিশুর মাকে কষ্ট দেয়ার জন্য শিশুকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সাওরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এ আয়াতের ইহাই তাফসীর করেছেন। (তাবারী ৫/৪৯, ৫০) আবার এও বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ শিশুর অভিভাবক (পিতা) যেন শিশুর মায়ের জন্যও ব্যয় করে, যেমনভাবে সে পূর্বে ব্যয় করত এবং তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে অথবা কষ্ট না দেয়। এটাই অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতামত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইব্ন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দুই বছর পার হওয়ার পরেও শিশুকে তার মায়ের দুধ পান করানোর ফলে শিশুর শারীরিক কিংবা মানসিক ক্ষতি হতে পারে। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আলকামাহ (রহঃ) এক মহিলাকে তার শিশুকে দুই বছর বয়স হওয়ার পর আর বুকের দুধ পান না করানোর জন্য বলেন। (তাবারী ৫/৩৬)

দুই বছর পার হওয়ার আগেই দুগ্ধ দান বন্ধ করা প্রসঙ্গ

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে যদি দু'বছরের পূর্বেই দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তাদের কোন পাপ নেই। তবে যদি এতে কোন একজন অসম্মত থাকে তাহলে এই কাজ ঠিক হবেনা। কেননা এতে শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুণা যে, তিনি বাবা-মাকে এমন কাজ হতে বিরত রাখলেন যা শিশুর ধ্বংসের কারণ এবং তাদেরকে এমন কাজ করার নির্দেশ দিলেন যাতে একদিকে শিশুকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হল, অপরদিকে বাবা-মায়ের পক্ষেও তা হিতকর হল। সূরা তালাকে রয়েছে ঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৬) এখানেও বলা হচ্ছে ঃ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ যদি জনক-জননী পরস্পর সম্মত হয়ে কোন ওজর বশতঃ অন্য কারও দ্বারা দুধ পান করাতে আরম্ভ করে এবং পূর্বের পারিশ্রমিক পূর্ণভাবে জননীকে প্রদান করে তাহলেও উভয়ের কোন পাপ নেই। তখন অন্য কোন ধাত্রীর সাথে পারিশ্রমিকের চুক্তি করে দুধপান করিয়ে নিবে। وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমরা প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চল এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের কথা ও কাজ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

২৩৪। এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারা	٢٣٤. وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ

وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	**(বিধবাগণ) চার মাস ও দশ দিন প্রতীক্ষা করবে; অতঃপর যখন তারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয় তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে যা করবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ সম্যক খবর রাখেন।**

বিধবার ইদ্দাতের সময় সীমা

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের মৃত্যুর পর যেন চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করে। তাদের সাথে সহবাস করা হয়ে থাক আর নাই থাক। এর উপর আলেমদের ইজমা রয়েছে। এর একটি দলীল হচ্ছে এই আয়াতটি। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ আহমাদ ও সুনানে রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) ওটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হাদীসটি এই যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এক লোক এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার সাথে সহবাস করেনি। তার জন্য কোন মোহরও ধার্য ছিলনা। এ অবস্থায় লোকটি মারা যায়। তাহলে বলুন এর ফাতওয়া কি হবে?' তারা কয়েকবার তাঁর নিকট যাতায়াত করলে তিনি বলেন, 'আমি নিজের মতানুসারে ফাতওয়া দিচ্ছি। যদি আমার ফাতওয়া ঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে মনে করবে। আর যদি ভুল হয় তাহলে জানবে যে, এটা আমার ও শাইতানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আমার ফাতওয়া এই যে, ঐ স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে। এটা তার মৃত স্বামীর আর্থিক অবস্থার অনুপাতে হবে। এতে কম বেশি করা যাবেনা। আর স্ত্রীকে পূর্ণ ইদ্দাত পালন করতে হবে এবং সে মীরাসও পাবে।' এ কথা শুনে মা'কীল ইব্ন ইয়াসার আশযাঈ (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'বারওয়া বিন্ত ওয়াশিকের (রাঃ) সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ফাইসালাই করেছিলেন।' আবদুল্লাহ (রাঃ) এ কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হন।'

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, আশযাঈ গোত্রের কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারওয়া বিন্ত ওয়াশিকের (রাঃ) ব্যাপারে এ ধরণেরই একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। (আহমাদ ৩/৪৮০, আবূ দাঊদ ২/৫৮৮, তিরমিযী ৪/২৯৯, নাসাঈ ৬/১৯৮, ইব্ন মাজাহ ১/৬০৯)

স্বামীর মৃত্যুর সময় যে গর্ভবতী থাকবে তার জন্য ইদ্দাত হচ্ছে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

وَأُوْلَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৪)

বুখারী ও মুসলিমে এর বিপরীত স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যাতে রয়েছে যে, সুবা'আহ আসলামিয়াহর (রাঃ) স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, স্বামীর ইন্তেকালের কয়েকদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। নিফাস হতে পবিত্র হয়ে ভাল পোশাক পরিধান করেন। আবুস্ সানাবিল ইব্ন বাকাক (রাঃ) এটা দেখে তাকে বলেন, 'তোমাকে সাজতে দেখছি কেন, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারনা।' এ কথা শুনে সুবা'আহ (রাঃ) নীরব হয়ে যান এবং সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, 'সন্তান প্রসবের পর থেকেই তুমি ইদ্দাত হতে বেরিয়ে গেছ। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার।' (ফাতহুল বারী ৯/৩৭৯, মুসলিম ২/১১২২)

ইদ্দাত পালনের আদেশ দানের গুঢ় রহস্য

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) এবং আবুল আলীয়া (রহঃ) বর্ণনা করেন, বিধবাদের জন্য ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দাত পালন করার পিছনে বিচক্ষণতা রয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার সময় স্ত্রীর গর্ভাশয়ে ভ্রুণ থাকার সম্ভাবনা থাকলে ৪ মাস ১০ দিনেই তার গর্ভধারণের বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। এ বিষয়ে সহীহায়িনের একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। সুবা'আহ আসলামিয়াহর (রাঃ) স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, স্বামীর ইন্তেকালের কয়েকদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। নিফাস হতে পবিত্র হয়ে ভাল পোশাক পরিধান করেন। ... এর পরবর্তী বর্ণনা একটু আগেই করা হয়েছে।

দাসীদের ইদ্দাত পালন

আমরা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, একজন কৃতদাসীর ইদ্দাতকাল অনুরূপ হবে যেমনটি একজন স্বাধীনার জন্য প্রযোজ্য। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করনা। যখন কোন কৃতদাসী মায়ের মনিব মারা যায় তখন তার ইদ্দাতকাল হবে চার মাস দশ দিন। (আহমাদ ৪/৩০২, আবূ দাঊদ ২/৩৭০, ইব্ন মাজাহ ১/৬৭৩) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফু' হাদীসে রয়েছে ঃ

'মানব সৃষ্টির অবস্থা এই যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে মায়ের গর্ভাশয়ে বীর্যের আকারে থাকে। তার পরে জমাট রক্ত হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিণ্ড আকারে থাকে। তার পরে আল্লাহ তা'আলা মালাক/ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। উক্ত মালাক ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে আত্মা ভরে দেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৪৯, মুসলিম ৪/২০৩৬) তাহলে মোট একশ' বিশ দিন হয়। আর একশ' বিশ দিনে চার মাস হয়। সতর্কতার জন্য আরও দশ দিন রেখে দিয়েছেন। কেননা কোন কোন মাস ঊনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। ফুঁ দিয়ে যখন আত্মা ভরে দেয়া হয় তখন সন্তানের গতি অনুভূত হতে থাকে এবং গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ জন্যই ইদ্দাতকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

স্বামীর জন্য স্ত্রীর ইদ্দাত পালন করা ওয়াজিব

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف

وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইদ্দাতকালে মৃত স্বামীর জন্য শোক করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। উম্মে হাবীবা (রাঃ) এবং জাইনাব বিন্ত জাহাস (রাঃ) সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে মহিলা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশি বিলাপ করা বৈধ নয়, তবে হ্যাঁ, স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করবে।' (ফাতহুল বারী ৯/৩৯৪, মুসলিম ২/১১২৩) উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চক্ষু দুঃখ প্রকাশ

করছে। আমি তার চোখে সুরমা লাগিয়ে দিব কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না।' দু' তিনবার সে এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই উত্তর দেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ 'এটাতো মাত্র চার মাস দশদিন। অজ্ঞতার যুগে তো তোমরা বছর ধরে অপেক্ষা করতে।' (মুসলিম ২/১১২৪)

উম্মে সালমাহর (রাঃ) মেয়ে জাইনাব (রাঃ) (জাহিলিয়াত যামানার বর্ণনা দিয়ে) বলেন ঃ 'পূর্বে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তাকে কুঁড়ে ঘরে রেখে দেয়া হত, ব্যবহৃত পুরাতন বাজে কাপড় পরতে দেয়া হত এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা হতে দূরে রাখ হত। সারা বছর ধরে এরকম নিকৃষ্ট অবস্থায় কাটত। এক বছর পরে বের হত এবং উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে দেয়া হত। অতঃপর কোন প্রাণী যেমন গাধা, ছাগল অথবা পাখির শরীরের সাথে নিজের শরীরকে ঘর্ষণ করত। কোন কোন সময়ে সে মরেই যেত।' এই তো ছিল অজ্ঞতা যুগের প্রথা।

ভাবার্থ এই যে, এই সময়ে বিধবাদের জন্য সৌন্দর্য, সুগন্ধি, উত্তম কাপড় এবং অলংকার নিষিদ্ধ ছিল যাতে লোকদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী না করে। আর এই শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব। তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা বৃদ্ধাই হোক। তারা স্বাধীনা হোক অথবা দাসীই হোক। মুসলিম হোক কিংবা কাফিরই হোক। কেননা এই আয়াতের মধ্যে সাধারণ নির্দেশ রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف ইদ্দাতকাল পালনের পর যদি স্ত্রী লোকেরা সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিতা হয় বা বিয়ে করে তাহলে তাদের অভিভাবকদের কোন পাপ নেই। এগুলি তাদের জন্য বৈধ। হাসান বাসরী (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮১৪)

২৩৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদের প্রস্তাব সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে যা ব্যক্ত কর অথবা নিজেদের মনে গোপনে যা পোষণ কর তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; আল্লাহ অবগত আছেন যে,	٢٣٥. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ

ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ	**তোমরা তাদের বিষয় আলোচনা করবে, কিন্তু গোপনভাবে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করনা, বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বল; এবং নির্ধারিত সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করনা; এবং এটিও জেনে রেখ যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা অবগত। অতএব তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।**

ইদ্দাতের সময় পরোক্ষভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া

ভাবার্থ এই যে, স্পষ্টভাবে না বলে কেহ যদি কোন স্ত্রী লোককে তার ইদ্দাতের মধ্যে কোন উত্তম পন্থায় বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাতে কোন পাপ নেই। যেমন তাকে বলে ঃ 'আমি বিয়ে করতে চাই, আমি এরূপ এরূপ মহিলাকে পছন্দ করি; আমি চাই যে, আল্লাহ যেন আমার জোড়া মিলিয়ে দেন। আমি কোন সতী ও ধর্মভীরু স্ত্রী লোককে বিয়ে করতে চাই। (ফাতহুল বারী ৯/৮৪, তাবারী ৫/৯৫, ৯৬)

মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইয়াযীদ ইব্ন কুসাইদ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে ও ইমামগণ বলেছেন যে, যার স্বামী মারা গেছে তাকে পরোক্ষভাবে বিয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮১৭, ৮১৮)

অনুরূপভাবে তালাক-ই বায়েন প্রাপ্তা নারীকেও তার ইদ্দাতের মধ্যে এরূপ অস্পষ্ট শব্দগুলি বলা বৈধ। যেমন ফাতিমা বিন্ত কায়েস (রাঃ) নাম্নী মহিলাকে

যখন তার স্বামী আবূ আমর ইব্‌ন হাফস (রাঃ) তৃতীয় তালাক দেন সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন ঃ 'যখন তোমার ইদ্দাতকাল শেষ হবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে এবং তুমি ইদ্দাতকাল ইব্‌ন উম্মে মাকতুমের ওখানে অতিবাহিত করবে।' ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত হলে ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা ইব্‌ন যায়িদের (রাঃ) সাথে তাঁর বিয়ে দেন। (মুসলিম ২/১১১৪) তবে হ্যাঁ, যে স্ত্রীকে তালাক-ই রাজঈ দেয়া হয়েছে তাকে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারও অস্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাব (ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বে) দেয়ার অধিকার নেই। 'তোমরা নিজেদের মনে গোপনে যা পোষণ কর' এর ভাবার্থ এই যে, কোন মহিলাকে বিয়ে করার যে আকাংখা তোমাদের অন্তরে পোষণ করছ এতে তোমাদের কোন পাপ নেই। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

আর তোমার রাব্ব জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা ব্যক্ত করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ

তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা খুব ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর বান্দাগণ তাদের আকাংখিতা নারীদেরকে অন্তরে স্মরণ করবে। তাই তিনি সংকীর্ণতা সরিয়ে দিয়েছেন। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'কিন্তু তাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়োনা' এর অর্থ হল তাকে বলনা 'আমি তোমাকে ভালবাসি' অথবা এ কথা বলা যে, 'প্রতিজ্ঞা কর যে, অন্য কেহকে বিয়ে করবেনা' (ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর) ইত্যাদি ইত্যাদি। (তাবারী ৫/১০৭) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), শা'বি (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবুদ্‌দুহা (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ) (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮২১) মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল মহিলাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয়া যে, সে অন্য কেহকে বিয়ে করবেনা। (তাবারী ৫/১০৯) অতঃপর আল্লাহ বলেন, বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮২৪), সুদ্দী (রহঃ), সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন

যে, এর অর্থ হচ্ছে পরোক্ষভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া; যেমন বলা, আমি তোমার মত কেহকে বিয়ে করতে আগ্রহী। (তাবারী ৫/১১৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ আমি উবাইদাহকে (রহঃ) এই আয়াতাংশের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ সে তার অভিভাবককে বলতে পারে 'আমাকে প্রথম জিজ্ঞেস না করে তাকে কোথাও বিয়ে দিবেননা।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮২৬)

যে পর্যন্ত ইদ্দাতকাল শেষ না হবে সে পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেনা। আলেমদের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইদ্দাতের মধ্যে বিয়ে শুদ্ধ নয়। যদি কেহ ইদ্দাতের মধ্যে বিয়ে করে এবং সহবাসও হয়ে যায় তথাপি তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), যুহরী (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এবং যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেছেন যে, ইদ্দাতকাল শেষ হওয়ার পূর্বে বিয়ে করা যাবেনা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮২৮, ৮২৯) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের কথা অবগত আছেন। সুতরাং তোমরা এর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে সদা ভয় করে চল। স্ত্রীদের সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত চিন্তাও যেন স্থান না পায়। আল্লাহ ভীতির নির্দেশের সাথে সাথে মহান আল্লাহ স্বীয় দয়া ও করুণার প্রতি আগ্রহী হওয়ার জন্য বলেন যে, বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পাপসমূহ ক্ষমাকারী এবং তিনি সহিষ্ণু।

২৩৬। যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক প্রদান কর তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দিবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার সাধ্যানুসারে বিহিত	٢٣٦. لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ

وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ	**সংস্থান (করে দিবে); সৎ কর্মশীল লোকদের উপর ইহাই কর্তব্য।**

সহবাস হওয়ার আগেই তালাক দেয়া প্রসঙ্গ

বিবাহ বন্ধনের পর সহবাসের পূর্বেও তালাক দেয়ার বৈধতার কথা বলা হচ্ছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), তাউস (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এখানে مَسٌّ শব্দের অর্থ সহবাস। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮৩১) সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া, এমন কি মোহর নির্ধারিত না থাকলেও তালাক দেয়া বৈধ।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অর্থ প্রদান

স্ত্রীদের খুবই মনঃকষ্ট হবে বলে স্বামীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের অবস্থা অনুপাতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে কিছু অর্থ সাহায্য করে।

সাহল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) এবং আবূ উসাইদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইমাহ বিন্‌ত শুরাহবিলকে (রাঃ) বিয়ে করেন। যখন তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু সে তা পছন্দ করেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবূ উসাইদকে (রাঃ) আদেশ করেন যে, তিনি যেন ঐ মহিলাকে কিছু খাদ্য এবং দুই প্রস্থ কাপড় দিয়ে বিদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৯/২৬৯)

٢٣٧. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن	**২৩৭। আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে কিংবা যার হাতে বিবাহ**

সহবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মোহরের অর্ধেক পাবে

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ব আয়াতে যে সব নারীর জন্য 'মাতআ' নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তারা শুধুমাত্র ঐসব নারী যাদের বর্ণনা ঐ আয়াতে ছিল। কেননা এই আয়াতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, সহবাসের পূর্বে যখন তালাক দেয়া হবে এবং মোহর নির্দিষ্ট থাকবে, তখন তাদেরকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। যদি এখানেও এই অর্ধেক মোহর ছাড়া কোন 'মাতআ' ওয়াজিব হত তাহলে অবশ্যই তা বর্ণনা করা হত। কেননা দু'টি আয়াতের দু'টি অবস্থাকে একের পর এক বর্ণনা করা হচ্ছে। এই আয়াতে বর্ণিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে অর্ধমোহরের উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে। সুতরাং স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার আগেই তালাক দেয় তাহলে স্বামী মোহরের অর্ধেক টাকা প্রদান করবে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِلَّآ أَن يَعْفُونَ এই অবস্থায় যদি স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় তাদের অর্ধেক মোহর ক্ষমা করে দেয় তাহলে এটা ভিন্ন কথা। এই স্বামীর সবই ক্ষমা হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'সায়্যেবা' (যার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে) স্ত্রী যদি নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে এ অধিকার তার রয়েছে।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮৩৯) এ ছাড়া ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী হাতিম বলেন যে, শুরাইহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসায়িব (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), নাফী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাবির ইব্ন যায়িদ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান

(রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮৪০-৮৪২)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করবে যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে।' একটি হাদীসে রয়েছে যে, এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'এর দ্বারা কি স্ত্রীদের অভিভাবকগণকে বুঝানো হয়েছে?' তিনি বলেন ঃ 'না, বরং এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে।' আরও বহু মুফাস্‌সির হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে বিয়ে ঠিক রাখা বা ভেঙ্গে দেয়া ইত্যাদি সবকাজই স্বামীর অধিকারে রয়েছে। তা ছাড়া অভিভাবক যার অভিভাবকত্ব করছে তার সম্পদ কেহকে প্রদান করা যেমন তার জন্য বৈধ নয়, অনুরূপভাবে তার মোহর ক্ষমা করে দেয়ারও তার অধিকার নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى তোমাদের ক্ষমা করে দেয়াই ধর্মপরায়নতার অতি নিকটবর্তী। এর দ্বারা স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত বদান্যতার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীকে অর্ধেক মোহর দিয়ে দেয়া অথবা মোহরের সম্পূর্ণ অংশ দিয়ে দেয়া। (তাবারী ৫/১৬৫, ১৬৬) অর্থাৎ হয় স্ত্রীই তার অর্ধেক প্রাপ্য তার স্বামীকে ছেড়ে দিবে অথবা স্বামী তার স্ত্রীর প্রাপ্য অর্ধেক মোহরের পরিবর্তে পূর্ণ মোহরই দিয়ে দিবে। অতঃপর বলা হচ্ছে, 'তোমরা পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলে যেওনা।' অর্থাৎ তাকে অকর্মন্যরূপে ছেড়ে দিওনা, বরং তার কাজের সংস্থান করে দাও। এরপর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর কাছে তোমাদের কাজ ও তোমাদের অবস্থা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং অতি সত্ত্বরই তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

২৩৮। তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা	٢٣٨. حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ

বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও।	قَـٰنِتِينَ
২৩৯। তবে তোমরা যদি আশংকা কর, সেই অবস্থায় পদব্রজে বা যানবাহনের উপর সালাত সমাপন করে নিবে, পরে যখন নিরাপদ হও তখন তোমাদেরকে যেভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে সেইভাবে আল্লাহর প্রশংসা কর যা তোমরা ইতোপূর্বে জানতেনা।	٢٣٩. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে, 'তোমরা সালাতসমূহের সময়ের হিফাযাত কর, তাঁর সীমাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং সময়ের প্রথম অংশে সালাত আদায় করতে থাক।' আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ আমল উত্তম?' তিনি বলেন ঃ

'যথাসময়ে সালাত আদায় করা।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তার পরে কোনটি?' তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তার পরে কোন্টি?' তিনি বলেন ঃ 'পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।' আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'যদি আমি আরও কিছু জিজ্ঞেস করতাম তাহলে তিনি আরও উত্তর দিতেন।' (ফাতহুল বারী ২/১২, মুসলিম ১/৯০)

মধ্যবর্তী ওয়াক্ত কোন্টি

তিরমিযী (রহঃ) এবং বাগাবী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে মধ্যবর্তী সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন সেই ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবীগণের মতামত হচ্ছে আসর সালাত। আল কাযী আল মাওয়ারদী (রহঃ) বলেন যে, তাবেঈদের অধিকাংশ আলেমও একই মত পোষণ করেছেন। হাফিয আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার (রহঃ) বলেছেন যে, অধিকাংশ হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং সালাফগণেরও (আছার) একই অভিমত। তাছাড়া আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন আতিয়িয়া (রহঃ) বলেন যে, বেশির ভাগ আলেমগণই তাদের

তাফসীরে আসর সালাতকে মধ্যবর্তী সালাত বলে উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মু'মিন ইব্ন খালাফ আদদামাতী (রহঃ) তার কিতাবে আসর সালাতকে মধ্যবর্তী সালাত হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এ বিষয়ে উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আবূ আইউব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), সামুরা ইব্ন যুনদুব (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবূ সাঈদ (রাঃ), হাফসা (রাঃ), উম্মে হাবীবা (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আয়িশার (রাঃ) ইহাই তাফসীর। উবাইদাহ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), রাযীন (রহঃ), যির ইব্ন হুবাইস (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), কালবী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), উবাইদাহ ইব্ন আবূ মারিয়াম (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই তাফসীর করেছেন।

আসরের সালাত মধ্যবর্তী ওয়াক্তের সালাত হওয়ার দলীল

এই উক্তির দলীল এই যে, আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে বলেছিলেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অন্তর ও তাদের ঘরগুলি আগুন দ্বারা পূর্ণ করুন। তারা صَلَوةِ وُسْطَى আসরের সালাত হতে বিরত রেখেছে।' (আহমাদ ১/১১৩) আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা এর ভাবার্থ নিতাম ফাজর অথবা আসরের সালাত। অবশেষে খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে আমি এ কথা শুনতে পাই।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৪৩৭ ও ৬/৩০৩) এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ), আবূ দাঊদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহকারীগণও আলীর (রাঃ) বরাতে বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৬/১২৪, ৭/৪৬৭, ৮/৪৩, ১১/১৯৭; মুসলিম ১/৪৩৬, আবূ দাঊদ ১/২৮৭, তিরমিযী ৮/৩২৮, নাসাঈ ১/২৩৬, আহমাদ ১/১৩৭) আহযাবের যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে মুশরিকরা যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার ফলে তারা যে আসর সালাত আদায় করতে পারেননি এ কথা অন্যান্য সাহাবীগণ হতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) একই শব্দ প্রয়োগে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (হাদীস ১/৪৩৭, ৪৩৮) এ ছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ) সামুরাহ ইব্ন যুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মধ্যবর্তী সালাত হল আসর সালাত। (আহমাদ ৫/২২)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সালাতকে হিফাযাত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাত, এবং বর্ণিত হয়েছে যে, তা হল আসর সালাত। (আহমাদ ৫/৮) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইহা হল আসর সালাত। ইব্ন জাফর (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মধ্যবর্তী সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এ উত্তর দেন। (আহমাদ ৫/৭) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন। (হাদীস নং ৮/৩২৮) ইমাম মুসলিমের বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ ঃ তারা (মুশরিকরা) আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত আদায় করা থেকে ব্যস্ত (বিরত) রেখেছে, তা হল আসর সালাত। (মুসলিম ১/৪৩৭)

মোট কথা, صَلَوٰة وُسْطَى এর ভাবার্থ আসর সালাত হওয়া সম্বন্ধে বহু হাদীস এসেছে যেগুলির মধ্যে কোনটি হাসান, কোনটি সহীহ এবং কোনটি দুর্বল। জামেউত্ তিরমিযী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থেও এ হাদীসগুলি রয়েছে। তাছাড়া এই সালাতের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যারা এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে তাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। যেমন ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'যার আসরের সালাত ছুটে গেল তার যেন পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।' (মুসলিম ১/৪৩৬) বুরাইদাহ ইব্ন হুসাইব (রাঃ) হতে অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মেঘলা দিনে তোমরা আসরের সালাত সময়ের পূর্বভাগেই আদায় করে নাও। জেনে রেখ, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায়'। (ইব্ন মাজাহ ১/২২৪)

সালাত আদায়ের সময় কথা বলা যাবেনা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ তোমরা বিনয় ও হীনতার সাথে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। এর মধ্যে এটা অবশ্যই রয়েছে যে, সালাতের মধ্যে মানবীয় (পার্থিব) কোন কথা থাকবেনা। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের মধ্যে ইব্ন মাসঊদের (রাঃ) সালামের উত্তর দেননি এবং সালাত শেষে তাকে বলেন ঃ

'সালাত হচ্ছে নিমগ্নতার কাজ।' (মুসলিম ১/৪৩৬) মুআবিয়া ইব্‌ন হাকাম (রাঃ) সালাত আদায় করা অবস্থায় কথা বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন ঃ সালাতের মধ্যে মানবীয় কোন কথা বলা উচিতনা। এতো হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার কাজ।' (মুসলিম ১/৩৮১)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রাঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মানুষ সালাতের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলোও বলে ফেলতো। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মানুষকে সালাতের মধ্যে নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। (আহমাদ ৪/৩৬৮, ফাতহুল বারী ৩/৮৮, মুসলিম ১/৩৭৩, আবূ দাঊদ ১/৫৮৩, তিরমিযী ৮/৩৩০, নাসাঈ ৩/১৮)

ভয়-ভীতির সময় সালাত আদায়

فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ইতোপূর্বে যেহেতু সালাতের পুরাপূরি সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেহেতু এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেখানে পুরাপুরিভাবে সালাতের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয়না। যেমন যুদ্ধের মাঠে যখন শত্রু সৈন্য সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে সেই সময়ের জন্য নির্দেশ হচ্ছে, 'যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবেই তোমরা সালাত আদায় কর। অর্থাৎ তোমরা সোয়ারীর উপরই থাক বা পদব্রজেই চল, কিবলার দিকে মুখ করতে পার আর না'ই পার, তোমাদের সুবিধামত সালাত আদায় কর'।

ইব্‌ন উমার (রাঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন। এমনকি নাফি' (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি তো জানি যে, এটা মারফু' হাদীস।' (মুয়াত্তা ১/১৮৪, ফাতহুল বারী ৮/৪৬, মুসলিম ১/৫৭৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর মাধ্যমে সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা হল নিজ বাসস্থানে ৪ রাক'আত, সফরে থাকা অবস্থায় ২ রাক'আত এবং ভয়-ভীতির সময় ১ রাক'আত। (মুসলিম ১/৪৭৮, ৪৭৯, আবূ দাঊদ ২/৪০, নাসাঈ ৩/১৬৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/৩৩৯, তাবারী ৫/২৪৭) হাসান বাসরী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ৫/২৪০, ২৪১)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার কিতাবে 'দূর্গ বিজয়ের সময় ও শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় সালাত আদায় করা' নামে একটি অধ্যায় রেখেছেন। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন যে, যদি বিজয় লাভ আসন্ন হয়ে যায় এবং সালাত আদায় করার সাধ্য না হয় তাহলে প্রত্যেক লোক তার সামর্থ্য অনুসারে ইশারায় সালাত আদায় করে নিবে। যদি এটুকু সময় পাওয়া না যায় তাহলে বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয়। আর যদি নিরাপত্তা লাভ হয় তাহলে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে, অন্যথায় এক রাক'আতই যথেষ্ট। কিন্তু শুধু তাকবীর পাঠ করা যথেষ্ট নয়, বরং বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না নিরাপদ হয়। মাকহুলও (রহঃ) এটাই বলেছেন।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ 'তাসতার দূর্গের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। সুবহি সাদিকের সময় ভীষণ যুদ্ধ চলছিল। সালাত আদায় করার সময়ই আমরা পাইনি। অনেক বেলা হলে আমরা সেদিন আবূ মূসার (রাঃ) সাথে ফাজরের সালাত আদায় করি। ঐ সালাতের বিনিময়ে যদি আমি দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবও পেয়ে যাই, তবুও আমি সন্তুষ্ট নই। (ফাতহুল বারী ২/৫০৩)

স্বাভাবিক অবস্থায় খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ** *যখন নিরাপদে থাক তখন আল্লাহকে স্মরণ কর।* অর্থাৎ তোমাদেরকে যেভাবে সালাত আদায় করতে বলেছি যেমন রুকু, সাজদাহ, কিয়াম, তাশাহহুদ এবং খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় কর। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যা পালন করলে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে উপকৃত হওয়া যাবে সেইভাবে কাজ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ইবাদাত ও শুকরিয়া জানাতে হবে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ভয়-ভীতি অবস্থায় সালাত আদায় করার ব্যাপারে বলেন ঃ

فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوۡقُوتًا

অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৩) যেমন তিনি ভয়ের সালাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেন ঃ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ

এবং যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাক, অতঃপর সালাতে দন্ডায়মান হও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০২) সালাতকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা মু'মিনদের উপর ফার্য। **صَلٰوة خَوْف** এর পূর্ণ বর্ণনা সূরা নিসার **وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ** এর তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

২৪০। এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও স্ত্রীগণকে ছেড়ে যায় তারা যেন স্বীয় স্ত্রীগণকে বহিস্কৃত না করে এক বছর পর্যন্ত তাদেরকে ভরণ-পোষণ প্রদান করার জন্য অসীয়াত করে যায়, কিন্তু যদি তারা (স্বেচ্ছায়) বের হয়ে যায় তাহলে নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে তারা যে ব্যবস্থা করে তজ্জন্য তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	٢٤٠. وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
২৪১। আর তালাক প্রাপ্তদের জন্য বিহিতভাবে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা ধর্মভীরুগণের কর্তব্য।	٢٤١. وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

২৪২। এভাবে আল্লাহ স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন, যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।	٢٤٢. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

২ ঃ ২৪০ নং আয়াত বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের উক্তি এই যে, এই আয়াতটি (২৪০ নং আয়াত) এর পূর্ববর্তী আয়াত ((২৩৪ নং আয়াত, অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ইদ্দাত বিশিষ্ট আয়াত) দ্বারা রহিত হয়েছে। ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) উসমানকে (রাঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে, সুতরাং আপনি এটাকে আর কুরআন মাজীদের মধ্যে লিখিয়ে নিচ্ছেন কেন?' তিনি বলেন ঃ হে ভ্রাতুস্পুত্র! পূর্ববর্তী কুরআনে যেমন এটা বিদ্যমান রয়েছে তেমনই এখানেও থাকবে। আমি কোন হের ফের করতে পারিনা।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'পূর্বে এই নির্দেশই ছিল যে, পূর্ণ এক বছর ঐ বিধবা স্ত্রীদেরকে তাদের মৃত স্বামীদের সম্পদ হতে খাদ্য-পোশাক দিতে হবে এবং তাদেরকে ঐ বাড়ীতেই রাখতে হবে। অতঃপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত এটাকে রহিত করে এবং স্বামীর সন্তান থাকলে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রীর জন্য এক অষ্টমাংশ, আর সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করা হয়। আর স্ত্রীর ইদ্দাতকাল নির্ধারিত হয় চার মাস ও দশ দিন।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮৭১)

অধিকাংশ সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি রহিত হয়েছে। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন যে, সূরা আহযাবের يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (৩৩ ঃ ৪৯) এই আয়াত দ্বারা সূরা বাকারাহর এই আয়াতটিকে রহিত করা হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এক বছরের মধ্যে চার মাস দশ দিন তো হচ্ছে মূল ইদ্দাতকাল এবং এটা অতিবাহিত করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট সাত মাস ও বিশ দিন স্ত্রী তার মৃত স্বামীর বাড়ীতেও থাকতে পারে অথবা চলেও যেতে পারে। মীরাসের আয়াত এটাকেও মানসূখ করে দিয়েছে। সে যেখানে পারে সেখানে গিয়ে ইদ্দাত পালন করবে। বাড়ীর খরচ বহন স্বামীর দায়িত্বে নেই। সুতরাং এসব উক্তি দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই আয়াত তো এক বছরের ইদ্দাতকে ওয়াজিবই করেনি। সুতরাং রহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারেনা। এটা তো শুধুমাত্র স্বামীর অসীয়াত

এবং সেটাকেও স্ত্রী ইচ্ছা করলে পূরা করবে, আর ইচ্ছা না হলে করবেনা। তার উপর কোন বাধ্য বাধকতা নেই।

সুতরাং স্ত্রীরা যদি পূরা এক বছর তাদের মৃত স্বামীদের বাড়ীতেই থাকে তাহলে তাদেরকে বের করে দেয়া হবেনা। যদি তারা ইদ্দাতকাল কাটিয়ে সেচ্ছায় চলে যায় তাহলে তাদেরকে বাধা দেয়া হবেনা।

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াও (রহঃ) এই উক্তিকেই পছন্দ করেন। আরও বহু লোক এটাকেই গ্রহণ করে থাকেন। আর অবশিষ্ট দল এটাকে 'মানসূখ' বলে থাকেন। এখন যদি ইদ্দাতকালের পরবর্তী কাল 'মানসূখ' হওয়াই তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো ভাল কথা, নচেৎ এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীকে অবশ্যই মৃত স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দাতকাল অতিবাহিত করতে হবে। তাদের দলীল হচ্ছে মুআত্তা মালিকের এই হাদীসটি ঃ আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বোন ফারী'আহ বিন্ত মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ 'আমাদের ক্রীতদাসেরা পালিয়ে গিয়েছিল। আমার স্বামী তাদের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। 'কুদুম' নামক স্থানে তার সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তারা তাকে হত্যা করে। তার কোন ঘর-বাড়ী নেই যেখানে আমি ইদ্দাতকাল অতিবাহিত করব এবং কোন পানাহারের জিনিসও নেই। সুতরাং আপনার অনুমতি হলে আমি আমার পিত্রালয়ে চলে গিয়ে সেখানে আমার ইদ্দাতকাল কাটিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'অনুমতি দেয়া হল।' আমি ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় তিনি আমাকে ডেকে পাঠান বা নিজেই ডাক দেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কি বলছিলে?' আমি পুনরায় ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমার ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বাড়ীতেই থাক।' সুতরাং আমি সেখানেই আমার ইদ্দাতকাল চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করি।'

অতঃপর উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফাতকালে আমাকে ডেকে পাঠান এবং এই মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাইসালাসহ আমার ঘটনাটি বর্ণনা করি। উসমান (রাঃ) এরই অনুসরণ করেন এবং এটাই ফাইসালা দেন।' (মুয়াত্তা ২/৫৯১) আবূ দাউদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ), ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ২/৭৭৩, ৪/৩১৯ ও ৩৯০; ৬/২০০ ১/৬৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তালাক দেয়ার সময় অর্থ প্রদান করার যুক্তি

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে 'মাতআ' দেয়া সম্বন্ধে জনগণ বলত ঃ 'আমরা ইচ্ছা হলে দিব, না হলে না দিব।' তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতটিকে সামনে রেখেই কেহ কেহ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই, নির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা না থাকলেও কিংবা একত্রে বসবাস না করলেও, কিছু অর্থ দেয়া ওয়াজিব বলে থাকেন। আর কেহ কেহ ওটাকে শুধুমাত্র এইসব নারীর স্বার্থে নির্দিষ্ট মনে করেন যাদের বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐসব নারী যাদের সাথে সহবাস হয়নি এবং মোহরও নির্ধারিত হয়নি এমতাবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে। কিন্তু পূর্ব দলের উত্তর এই যে, সাধারণভাবে কোন নারীর বর্ণনা দেয়া ঐ অবস্থার সাথে ঐ নির্দেশকে নির্দিষ্ট করেনা। এটাই হচ্ছে প্রসিদ্ধ অভিমত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه এভাবেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিদর্শনাবলী হালাল, হারাম, ফারায়েয, হুদুদ এবং আদেশ ও নিষেধ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন কোন কিছু গুপ্ত ও অস্পষ্ট না থাকে এবং যেন তা সবার বোধগম্য হয়।

২৪৩। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, মৃত্যুর বিভীষিকাকে এড়ানোর জন্য যারা নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হয়েছিল? অথচ তারা ছিল বহু সহস্র; তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা মর; পুনরায় তিনি তাদেরকে জীবন দান করলেন; নিশ্চয়ই মানবগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনা।

٢٤٣. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

২৪৪। তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।	٢٤٤. وَقَـٰتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
২৪৫। কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ বা স্বচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	٢٤٥. مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

মৃত্যু ঘটানো লোকদের বর্ণনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই লোকগুলি সংখ্যায় চার হাজার ছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা ছিল আট হাজার। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আয়াতে যে লোকদের কথা বলা হয়েছে তারা 'দাওয়ারদান' নামক এক এলাকার বাসিন্দা ছিল। আলী ইব্ন আসীমও (রহঃ) বলেন যে, তারা 'দাওয়ারদান' এলাকার অধিবাসী ছিল যা ইরাকের ওয়াসিত নামক স্থান থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি গ্রাম।

ওয়াকী ইব্ন জাররাহ (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তারা সংখ্যায় ছিল চার হাজার। প্লেগের ভয়ে তারা নিজ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারা বলেছিল ঃ আমাদের এমন এক স্থানে চলে যাওয়া উচিত যেখানে গেলে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অতঃপর তারা এমন এক এলাকায় উপস্থিত হয় যেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মরে যাও' ফলে তারা সবাই সেখানেই মারা যায়। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন এক নাবী ঐ স্থান অতিক্রম করার সময় আল্লাহর কাছে দু'আ করলে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবূল করে তাদেরকে পুর্নজীবিত করেন। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৩) নাযিল করেন।

কেহ কেহ বলেন যে, তারা একটি জনশূন্য নির্মল বায়ুযুক্ত খোলা মাঠে অবস্থান করছিল। অতঃপর তারা দু'জন মালাইকার চীৎকারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অস্থিগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই জায়গায় জনবসতি গড়ে উঠে। একদা হিযকীল নামে বানী ইসরাঈলের একজন নাবী সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাদের পুনর্জীবনের জন্য প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন ঃ 'তুমি বল, 'হে গলিত অস্থিগুলি! আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও।' অতঃপর প্রত্যেক শরীরের অস্থির কাঠামো দাঁড়িয়ে গেল। এরপর তাঁর উপর আল্লাহর নির্দেশ হল ঃ 'তুমি বল, 'হে অস্থিগুলি! আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তোমরা গোশ্ত, শিরা ইত্যাদিও তোমাদের উপর মিলিয়ে নাও।' অতঃপর ঐ নাবীর (আঃ) চোখের সামনে এটাও হয়ে গেল। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে আত্মাগুলিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে আত্মাসমূহ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে পূর্বের নিজ নিজ দেহের ভিতর প্রবেশ কর।' সঙ্গে সঙ্গে যেমন তারা এক সাথে সব মরে গিয়েছিল তেমনই সবাই এক সাথে জীবিত হয়ে গেল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মুখে উচ্চারিত হল ঃ **سُبْحَانَكَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ** অর্থাৎ 'আপনি পবিত্র! আপনি ছাড়া কেহ উপাস্য নেই।' কিয়ামাতের দিন ঐ দেহের সঙ্গেই দ্বিতীয়বার আত্মার উত্থিত হওয়ার এটা দলীল। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি মহাশক্তির বড় বড় নিদর্শনাবলী তাদেরকে প্রদর্শন করছেন। কিন্তু **أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ** এটা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেনা।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রাণ রক্ষা ও আশ্রয় লাভের অন্য কোন উপায় নেই। ঐ লোকগুলি প্লেগের ভয়ে পলায়ন করেছিল এবং ইহলৌকিক জীবনের প্রতি লোভী ছিল, তাই তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে যায় এবং তারা ধ্বংস হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, যখন উমার (রাঃ) সিরিয়ার দিকে গমন করেন এবং *'সারাগ'* নামক স্থানে পৌঁছেন তখন আবূ ওবাইদাহ ইব্ন জাররাহ (রাঃ) প্রমুখ সেনাপতিদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তারা তাকে সংবাদ দেন যে, সিরিয়ায় প্লেগ রোগ রয়েছে। তখন তারাও সেখানে যাবেন নাকি

যাবেননা এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) এসে তাদের সাথে মিলিত হন এবং বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যখন এমন জায়গায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তোমরা অবস্থান করছ তখন তোমরা তার ভয়ে পলায়ন করনা। আর যখন তোমরা কোন জায়গায় বসে সেখানকার সংবাদ শুনতে পাও তখন তোমরা সেখানে যেওনা।' উমার (রাঃ) এ কথা শুনে আল্লাহর প্রশংসা করে সেখান হতে ফিরে যান। (আহমাদ ১/১৯৪, ফাতহুল বারী ১০/১৮৯, ১৯০ ১২/৩৬১, মুসলিম ৪/১৭৪০)

জিহাদ থেকে পলায়ন করলেই মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবেনা

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ঐ লোকদের পলায়ন যেমন তাদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারলনা, তদ্রূপ তোমাদেরও যুদ্ধ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বৃথা। মৃত্যু ও আহার্য দু'টোই ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নির্ধারিত আহার্য বাড়বেও না কমবেও না। তদ্রূপ মৃত্যুও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও আসবেনা অথবা পিছনেও সরে যাবেনা। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلْ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

ওরা তারা, যারা গৃহে বসে স্বীয় নিহত ভাইদের সম্বন্ধে বলে ঃ যদি তারা আমাদের কথা মান্য করত তাহলে নিহত হতনা। তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৮) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً. أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

এবং তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্য করলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল ঃ পার্থিব ফায়দা সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খর্জুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭-৭৮) এ স্থলে ইসলামী সৈনিকদের উদ্যমশীল নেতা, বীর পুরুষদের অগ্রগামী, আল্লাহর তরবারী এবং ইসলামের আশ্রয়স্থল আবূ সুলাইমান খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের (রাঃ) ঐ উক্তি উদ্ধৃত করা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হবে যা তিনি ঠিক মৃত্যুর সময় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'মৃত্যুকে ভয়কারী, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারী কাপুরুষের দল কোথায় রয়েছে? তারা দেখুক যে, আমার গ্রন্থীসমূহ আল্লাহর পথে আহত হয়েছে। দেহের কোন জায়গা এমন নেই যেখানে তীর, তরবারী, বর্শা ও বল্লমের আঘাত লাগেনি। অথচ দেখ যে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। (তাহযিব আত তাহযিব ৩/১২৪)

'উত্তম ঋণ' এবং উহার প্রতিদান

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا অতঃপর বিশ্বপ্রভু তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে খরচ করার উৎসাহ দিচ্ছেন। এরূপ উৎসাহ তিনি বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। হাদীস-ই নযুলেও রয়েছে ঃ 'কে এমন আছে যে, সেই আল্লাহকে ঋণ দিবে যিনি না দরিদ্র, আর না অত্যাচারী?' এই আয়াতটি (২ ঃ ২৪৫) শুনে আবুদ দাহ্দাহ আনসারী (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'আল্লাহ কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ'। আবুদ দাহ্দাহ তখন বলেন ঃ 'আমাকে আপনার হাতখানি দিন।' অতঃপর তিনি তার হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত নিয়ে বলেন ঃ 'আমি আমার ছয়শ' খেজুর গাছ বিশিষ্ট বাগানটি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত মহান প্রভুকে ঋণ প্রদান করলাম।' সেখান হতে সরাসরি তিনি বাগানে আগমন করেন এবং স্ত্রীকে ডাক দেন ঃ 'হে উম্মুদ দাহ্দাহ!' স্ত্রী উত্তরে বলেন ঃ আমি উপস্থিত রয়েছি।' তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'তুমি বেরিয়ে এসো। 'আমি এই বাগানটি আমার মহাসম্মানিত প্রভুকে ঋণ দিয়েছি।' (ইব্ন আবী হাতীম) *'করয-ই হাসানা'* এর ভাবার্থ আল্লাহ তা'আলার পথেও খরচ হবে, সন্তানদের জন্যও খরচ হবে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতাও বর্ণনা করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً 'আল্লাহ তা দ্বিগুণ/বহুগুণ করে দিবেন'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ

যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬১) এই আয়াতের তাফসীর ইনশাআল্লাহ অতি সত্ত্বরই আসছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আহার্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহর পথে খরচ করায় কার্পণ্য করনা। যাকে তিনি বেশি দিয়েছেন তার মধ্যেও যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে এবং যাকে দেননি তার মধ্যেও দূরদর্শিতা রয়েছে। তোমরা সবাই কিয়ামাতের দিন তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে।

২৪৬। তুমি কি মূসার পরে ইসরাঈল বংশীয় প্রধানদের প্রতি লক্ষ্য করনি? নিজেদের এক নাবীকে যখন তারা বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করে দাও (যেন) আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। সে বলেছিল ঃ এটা কি সম্ভবপর নয় যে, যখন তোমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হয়ে যাবে তখন তোমরা যুদ্ধ করবেনা? তারা বলেছিল ঃ আমরা যুদ্ধ করবনা এটা কিরূপে (সম্ভব), অথচ নিজেদের আবাস হতে ও

٢٤٦. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى

স্বজনদের নিকট হতে আমরা বহিস্কৃত হয়েছি? অনন্তর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হল তখন তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সবাই পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ল এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ সম্যক রূপে অবগত আছেন।	سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ

ঐ ইয়াহুদীদের বর্ণনা যারা তাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আবেদন জানিয়েছিল

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ২৪৬ নং আয়াতে যে বাদশাহর কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন নাবী শামভিল। (তাবারী ৫/২৯৩)

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, মূসার (আঃ) পরে কিছুদিন পর্যন্ত বানী ইসরাঈল সত্যের উপরেই ছিল। অতঃপর তারা শির্ক ও বিদ‘আতের মধ্যে পতিত হয়। তথাপি তাদের মধ্যে ক্রমাগত নাবী পাঠানো হয়। কিন্তু যখন তাদের অন্যায় কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের শত্রুদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করেন। সুতরাং তাদের শত্রুরা তাদের বহু লোককে হত্যা করল, বহু বন্দী করল এবং তাদের বহু শহর দখল করে নিল। পূর্বে তাদের নিকট তাওরাত ও শান্তিতে পরিপূর্ণ তাবূত (সিন্দুক) বিদ্যমান ছিল যা মূসা (আঃ) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল। এর ফলে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত। কিন্তু তাদের দুষ্টামি ও জঘন্য পাপের কারণে মহান আল্লাহর এই নি‘আমাত তাদের হাত হতে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের বংশের মধ্যে নাবুওয়াতও শেষ হয়ে যায়। ‘লাভী’ নামক ব্যক্তির বংশধরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে নাবুওয়াত চলে আসছিল, তারা সবাই বিভিন্ন যুদ্ধে মারা যায়। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক গর্ভবতী স্ত্রী লোক বেঁচে ছিল। তার স্বামীও নিহত হয়েছিল। এখন বানী ইসরাঈলের দৃষ্টি ঐ স্ত্রী লোকটির উপর ছিল। তাদের আশা ছিল যে, আল্লাহ তাকে পুত্রসন্তান দান করবেন এবং তিনি নাবী হবেন। দিন-রাত ঐ স্ত্রী লোকটিরও এই প্রার্থনাই ছিল। আল্লাহ তা‘আলা তার প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন। ছেলেটির নাম শামভিল বা শামউন রাখা হয়। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ‘আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবূল করেছেন।’

নাবুওয়াতের বয়স হলে তাঁকে নাবুওয়াত দেয়া হয়। যখন তিনি নাবুওয়াতের দা'ওয়াত দেন তখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট প্রার্থনা জানায় যে, তাদের উপর যেন একজন বাদশাহ্ নিযুক্ত করা হয় তাহলে তারা তাঁর নেতৃত্বে জিহাদ করবে। বাদশাহ তো প্রকাশিত হয়েই পড়েছিলেন। কিন্তু উক্ত নাবী (আঃ) তাঁর সন্দেহের কথা তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তাদের প্রতি জিহাদ ফার্‌য করা হলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে না তো? তারা উত্তরে বলে যে, তাদের সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হয়েছে তথাপি তারা কি এতই কাপুরুষ যে মৃত্যুর ভয়ে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে? তখন জিহাদ ফার্‌য করে দেয়া হল এবং তাদেরকে বাদশাহর সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করতে বলা হল। এই নির্দেশ শ্রবণমাত্র অল্প কয়েকজন ব্যতীত সবাই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তাদের এই অভ্যাস নতুন ছিলনা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এটা জানতেন।

২৪৭। এবং তাদের নাবী তাদেরকে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজা রূপে নির্বাচিত করেছেন; তারা বলল ঃ আমাদের উপর তালূতের রাজত্ব কি রূপে (সঙ্গত) হতে পারে? রাজত্বে তার অপেক্ষা আমাদেরই স্বত্ব অধিক, পক্ষান্তরে যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতাও তার নেই; তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাকেই মনোনীত করেছেন এবং তাকে প্রচুর জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দান করেছেন, আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন দানশীল, সর্বজ্ঞাতা।

٢٤٧. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

যখন বানী ইসরাঈলরা তাদের নাবীকে তাদের একজন বাদশাহ নিযুক্ত করতে বলল তখন নাবী (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তালূতকে তাদের সামনে বাদশাহরূপে পেশ করলেন। তিনি বাদশাহী বংশের ছিলেননা, বরং একজন সৈনিক ছিলেন। ইয়াহুদার সন্তানরা রাজ বংশের লোক এবং তালূত এদের মধ্যে ছিলেননা। তাই জনগণ প্রতিবাদ করে বলল যে, তালূত অপেক্ষা তারাই রাজত্বের দাবীদার বেশী। দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি দরিদ্র ব্যক্তি। তাঁর কোন ধন-সম্পদ নেই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ভিস্তী ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি চর্ম সংস্কারক ছিলেন। সুতরাং নাবীর আদেশের সামনে তাদের এই প্রতিবাদ ছিল প্রথম বিরোধিতা। নাবী (আঃ) উত্তর দিলেন ঃ 'এই নির্বাচন আমার পক্ষ হতে হয়নি যে, আমি পুনর্বিবেচনা করব। বরং এটা তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। সুতরাং এই নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া এটাতো প্রকাশমান যে, তিনি তোমাদের মধ্যে একজন বড় আলেম, তাঁর দেহ সুঠাম ও সবল, তিনি একজন বীর পুরুষ এবং যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা রয়েছে।' এর দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হচ্ছে যে, বাদশাহর মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন।

এরপরে বলা হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন মহাবিজ্ঞ এবং সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকর্তা তিনিই। সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই রাজত্ব প্রদান করে থাকেন। তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানময়। কার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তাঁর কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করবে? একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া সবার ব্যাপারেই প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি ব্যাপক দান ও অনুগ্রহের অধিকারী। তিনি যাকে চান নিজের নি'আমাত দ্বারা নির্দিষ্ট করে থাকেন, তিনি মহাজ্ঞানী। সুতরাং কে কোন্ জিনিসের যোগ্য এবং কোন্ জিনিসের অযোগ্য এটা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

২৪৮। এবং তাদের নাবী তাদের বলেছিল ঃ তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সিন্দুক সমাগত হবে, যাতে থাকবে তোমাদের রবের নিকট হতে শান্তি এবং মূসা ও হারুনের পরিবারের (পরিত্যক্ত) কিছু	٢٤٨. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ

مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحۡمِلُهُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأٓيَةً لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ	**সামগ্রী, মালাইকা/ফেরেশতা ওটা বহন করে আনবে, তোমরা যদি বিশ্বাস স্থাপনকারী হও তাহলে ওর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।**

তাদের নাবী তাদেরকে বলেন ঃ 'তালূতের রাজত্বের প্রথম বারাকাতের নিদর্শন এই যে, শান্তিতে পরিপূর্ণ হারানো তাবূত তোমরা ফিরে পাবে, যার ভিতর রয়েছে পদমর্যাদা, সম্মান, মহিমা, স্নেহ ও করুণা। তাতে আরও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শনাবলী যা তোমরা ভালভাবেই জান।' কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তা ছিল 'সাকীনা' বা শান্তি। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১/৯৮) অন্যরা বলেন যে, তা ছিল সোনার একটি বড় থালা যাতে নাবীগণের (আঃ) অন্তরসমূহ ধৌত করা হত। ওটা মূসা (আঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনি তাওরাতের তক্তা রাখতেন। (তাবারী ৫/৩৩১) একই তাফসীর করেছেন কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ)। আবদুর রায্যাক (রহঃ) বলেছেন যে, তিনি সুফিয়ান সাওরীকে (রহঃ) وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ 'এবং মূসা ও হারূনের অনুচরদের (পরিত্যক্ত) মঙ্গল বিশেষ' এর অর্থ জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ কেহ কেহ বলেন যে, ওতে ছিল 'মান্না' এর পাত্র, তাওরাতের তক্তা। অন্যরা বলেন যে, উহা ছিল মূসার (আঃ) কিছু কাপড় এবং জুতা। (দেখুন ২০ ঃ ১২) (তাবারী ৫/৩৩৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে যুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ 'মালাইকা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়ে ঐ তাবূতকে উঠিয়ে জনগণের সামনে নিয়ে আসেন এবং তালূত বাদশাহর সামনে রেখে দেন। তার নিকট তাবূতকে দেখে লোকদের শামউন নাবীর (আঃ) নাবুওয়াত ও তালূতের রাজত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস হয়। (তাবারী ৫/৩৩৫)

এরপর নাবী (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ 'আমার নাবুওয়াত ও তালূতের রাজত্বের এটাও একটি প্রমাণ। তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর, পরকালের উপর এবং তালূতের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।

২৪৯। অনন্তর যখন তালূত সৈন্যদলসহ বহির্গত হয়েছিল তখন সে বলেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, ওটা হতে যে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং যে স্বীয় হস্ত দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করে নিবে এবং তদ্ব্যতীত সে আর আস্বাদন করবেনা সে নিশ্চয়ই আমার লোক; কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত অন্য সবাই সেই নদীর পানি পান করল, অতঃপর যখন সে ও তার সঙ্গী বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ নদী অতিক্রম করে গেল তখন তারা বলল ঃ জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নেই; পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করত যে, তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে তারা বলল ঃ আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে; বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ!

٢٤٩. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ ۚ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

এখন ঐ ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যখন বানী ইসরাঈলের লোকেরা তালূতকে বাদশাহ বলে মেনে নিল, তখন তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন। সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। (তাবারী ৫/৩৩৯) পথে তালূত তাদেরকে বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন।' ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে ঐ নদীটি জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। ঐ নদীটির নাম ছিল 'নাহরুশ্ শারীআহ'। (তাবারী ৫/৩৪০) তালূত তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, কেহ যেন ঐ নদীর পানি পান না করে। যারা পান করবে তারা যেন আমার সাথে না যায়। এক আধ চুমুক যদি কেহ পান করে তাহলে কোন দোষ নেই। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। কাজেই তারা পেট পুরে পানি পান করে। কিন্তু অল্প কয়েকজন অত্যন্ত খাঁটি ঈমানদার লোক ছিলেন। তারা এক চুমুক ব্যতীত পান করলেননা।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুযায়ী ঐ এক চুমুকেই তাদের পিপাসা মিটে যায় এবং তারা জিহাদেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যারা পূর্ণভাবে পান করেছিল তাদের পিপাসাও নিবৃত্ত হয়নি এবং তারা জিহাদের উপযুক্ত বলেও গণ্য হয়নি। বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাঃ) প্রায়ই বলতেন ঃ 'বদরের যুদ্ধে আমাদের সংখ্যা ততজনই ছিল যতজন তালূতের অনুগত সৈন্যদের সংখ্যা ছিল যারা নদী পার হয়েছিল। অর্থাৎ তিনশ' তেরো জন।' (তাবারী ৫/৩৪৫-৩৪৭) ইমাম বুখারীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৯)

নদী পার হয়েই অবাধ্য লোকেরা প্রতারণা শুরু করে দিল এবং অত্যন্ত কাপুরুষতার সাথে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে বসল। শত্রু সৈন্যদের সংখ্যা বেশি শুনে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সুতরাং তারা স্পষ্টভাবে বলে ফেলল ঃ 'আজ তো আমরা জালূতের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের মধ্যে অনুভব করতে পারছিনা।' তাদের মধ্যে যাঁরা আলেম ছিলেন তারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বললেন ঃ 'বিজয় লাভ সৈন্যদের আধিক্যের উপর নির্ভর করেনা। ধৈর্যশীলদের উপর আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসে থাকে। বহুবার এরূপ ঘটেছে যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে। সুতরাং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। এই ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের সহায় হবেন।' কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তাদের মৃত অন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলনা এবং তাদের ভীরুতা দূর হলনা।

২৫০। এবং যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল, বলতে লাগল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পূর্ণ সহিষ্ণুতা দান করুন, আর আমাদের চরণগুলি অটল রাখুন এবং কাফির জাতির উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন!	٢٥٠. وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ
২৫১। তখন তারা আল্লাহর হুকুমে জালুতের সৈন্যদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। এবং আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দান করলেন; আর যদি আল্লাহ এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রদমিত না করতেন তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্ব জগতের প্রতি অনুগ্রহকারী।	٢٥١. فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ
২৫২। এগুলি আল্লাহর নিদর্শন - তোমার নিকট এগুলি সত্যরূপে উপস্থাপন করেছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।	٢٥٢. تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتۡلُوهَا عَلَيۡكَ بِٱلۡحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

তালুতের ঈমানদার ক্ষুদ্র সেনাদলটি যখন কাফিরদের কাপুরুষ সেনাদলকে দেখলেন তখন তারা মহান আল্লাহর নিকট করজোড় প্রার্থনা জানিয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধৈর্য ও অটলতার পাহাড় বানিয়ে দিন এবং যুদ্ধের সময় আমাদের পাগুলি অটল ও স্থির রাখুন! যুদ্ধের মাঠ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং শত্রুদের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।' তাদের এই বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন এবং তাদের প্রতি সাহায্য অবতীর্ণ করেন। ফলে এই ক্ষুদ্র দলটি কাফিরদের ঐ বিরাট দলটিকে তছনছ করে দেয় এবং দাঊদের (আঃ) হাতে বিরোধী দলের নেতা জালূত মারা যায়। তালূত অঙ্গীকার করেছিলেন, যদি কেহ জালূতকে হত্যা করতে পারে তাহলে তিনি তার সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিবেন এবং তার রাজত্বেরও অধিকারী করবেন। তালূত তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। অবশেষে দাঊদ (আঃ) একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে যান এবং বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হতে তাঁকে নাবুওয়াতও দান করা হয় এবং শামউনের (আঃ) পর তিনি নাবী ও বাদশাহ দুইই থাকেন। এখানে 'হিকমাত' এর ভাবার্থ নাবুওয়াত। মহান আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিদ্যাও শিক্ষা দেন।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, 'যেমন আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তালূতের মত সঠিক পরামর্শদাতা ও চিন্তাশীল বাদশাহ এবং দাঊদের (আঃ) মত মহাবীর সেনাপতি দান করে জালূত ও তার অধীনস্থদেরকে পরাজিত করেছেন, এভাবে যদি তিনি একদলকে অপর দল দ্বারা অপসারিত না করতেন তাহলে অবশ্যই মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٍ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا

আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান, সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থল, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'একজন সৎ ও ঈমানদারের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার আশে-পাশের শত শত পরিবার হতে বিপদসমূহ দূর করে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এটা আল্লাহ তা'আলার একটি নি'আমাত ও অনুগ্রহ যে, তিনি একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত করে থাকেন। তিনিই

প্রকৃত হাকিম। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর দলীলসমূহ বান্দাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করতে রয়েছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'হে নাবী! এই ঘটনাবলী এবং সমস্ত সত্য কথা আমি ওয়াহীর মাধ্যমে তোমাকে জানিয়েছি। তুমি আমার সত্য নাবী। আমার এই কথাগুলি এবং স্বয়ং তোমার নাবুওয়াতের সত্যতা সম্বন্ধেও ঐসব লোক পূর্ণভাবে অবগত রয়েছে, যাদের হাতে কিতাব রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় শপথ করে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করেন।

দ্বিতীয় পারা সমাপ্ত।

২৫৩। এই সকল রাসূল, আমি যাদের কারও উপর কেহকে মর্যাদা প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেহকে পদমর্যাদায় সমুন্নত করেছেন, আর মারইয়াম নন্দন ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মাযোগে সাহায্য করেছি, আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নাবীগণের পরবর্তী লোকেরা, তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ সমাগত হওয়ার পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতনা। কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছিল; ফলে তাদের কতক হল মু'মিন, আর কতক হল কাফির। বস্তুতঃ আল্লাহ ইচ্ছা	٢٥٣. تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم

مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ	**করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতনা, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা'ই সম্পন্ন করে থাকেন।**

আল্লাহ তা'আলা কোন কোন নাবীকে অন্য নাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, রাসূলগণের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

আমি তো নাবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; দাঊদকে আমি যাবুর দিয়েছি। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৫৫) এখানেও ওরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথা বলারও মর্যাদা লাভ করেছেন। যেমন মূসা (আঃ), মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আদম (আঃ)।

সহীহ ইব্‌ন হিব্বানে একটি হাদীস মিরাজের বর্ণনার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ আকাশে কোন্ নাবীকে (আঃ) পেয়েছিলেন তারও বর্ণনা রয়েছে। নাবীগণের (আঃ) মর্যাদা কম-বেশি হওয়ার এটাও একটা দলীল।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহুদীর মধ্যে কিছু বচসা হয়। ইয়াহুদী বলে ঃ 'সেই আল্লাহর শপথ যিনি মূসাকে (আঃ) সারা জগতের উপর মর্যাদা দান করেছেন।' মুসলিমটি এ কথা সহ্য করতে না পেরে তাকে এক চড় মারেন এবং বলেন ঃ 'ওরে খবীস! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও তিনি শ্রেষ্ঠ?' ইয়াহুদী সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলিমটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তিনি বলেন ঃ

'তোমরা আমাকে নাবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করনা। কিয়ামাতের দিন সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম আমার জ্ঞান ফিরবে। আমি দেখব যে, মূসা (আঃ) আল্লাহর আরশের পায়া ধরে রয়েছেন। আমার জানা নেই যে, আমার পূর্বে তাঁরই জ্ঞান ফিরেছে নাকি তিনি আসলে অজ্ঞানই হননি এবং তূর পাহাড়ের

অজ্ঞান হওয়ার বিনিময়ে আজ আল্লাহ তাঁকে অজ্ঞান হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা আমাকে নাবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৫০৮, মুসলিম ৪/১৮৪৪) এই হাদীসটি কুরআনের এই আয়াতটির বিপরীত বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দু'য়ের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা কিছু নেই।

এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের ফাইসালা তোমাদের অধিকারে নেই, বরং এ ফাইসালা হবে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। তিনি যাঁকে মর্যাদা দান করবেন তোমাদেরকে তা মেনে নিতে হবে। তোমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে মেনে নেয়া ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কোন নাবীকে অন্য কোন কোন নাবীর উপর প্রাধান্য দিবেনা। (ফাতহুল বারী ৬/৫১৯, মুসলিম ৪/১৮৪৪) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ঈসাকে (আঃ) তিনি এমন স্পষ্ট দলীলসমূহ প্রদান করেছেন যেগুলি দ্বারা বানী ইসরাঈলের উপর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁর রিসালাত সম্পূর্ণরূপে সত্য। আর সাথে সাথে এটাও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) অন্যান্য বান্দাদের মত আল্লাহর একজন শক্তিহীন ও অসহায় বান্দা ছাড়া আর কিছুই নন। আর তিনি পবিত্রাত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, পরবর্তীদের মতবিরোধও তাঁর ইচ্ছারই নমুনা। তাঁর মাহাত্ম্য এই যে, وَلَـــكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

২৫৪। হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি তা হতে সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী।	٢٥٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নিজেদের সম্পদ সৎ পথে খরচ করে। তাহলে আল্লাহর নিকট তার সাওয়াব জমা থাকবে। অতঃপর বলেন যে, তারা যেন তাদের জীবদ্দশাতেই কিছু দান-খাইরাত করে। কেননা কিয়ামাতের দিন না ক্রয়-বিক্রয় চলবে, আর না পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে জীবন রক্ষা করা যাবে। কারও বংশ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন কাজে আসবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) সেদিন সুপারিশকারীর সুপারিশ কোন কাজে আসবেনা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কাফিরেরাই অত্যাচারী। অর্থাৎ পূর্ণ অত্যাচারী তারাই যারা কুফরী অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। 'আতা ইব্‌ন দীনার (রহঃ) বলেন, 'আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি কাফিরদেরকে অত্যাচারী বলেছেন, কিন্তু অত্যাচারীদেরকে কাফির বলেননি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৩/৯৬৬)

২৫৫। আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত

২৫৫. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا

بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ	**জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আয়াতুল কুরসী)**

আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা

এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী। এটি অত্যন্ত মর্যাদা বিশিষ্ট আয়াত। উবাই ইব্‌ন কা‘বকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদা বিশিষ্ট আয়াত কোন্‌টি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সবচেয়ে ভাল জানেন।’ তিনি পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন। বারবার প্রশ্ন করায় তিনি বলেন ঃ ‘আয়াতুল কুরসী।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে বলেন ঃ

‘হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তোমার জ্ঞানে বারাকাত দান করুন! যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ করে আমি বলছি যে, এর জিহ্বা হবে, ওষ্ঠ হবে এবং এটি প্রকৃত বাদশাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে ও আরশের পায়ায় লেগে থাকবে। (আহমাদ ৫/১৪) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ‘যার হাতে আমার প্রাণ’ এ কথাটুকু উল্লেখ করেননি। (হাদীস নং ১/৫৫৬)

আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমার ধনাগার হতে জিনেরা খেজুর চুরি করে নিয়ে যেত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এজন্য অভিযোগ পেশ করি। তিনি বলেন, যখন তুমি তাকে দেখবে তখন بِسْمِ اللّٰه اَجِيْـــبِىْ رَسُوْلَ اللّٰه পাঠ করবে। যখন সে এলো তখন আমি এটি পাঠ করে তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল ঃ আমি আর আসবনা। সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ ‘তোমার বন্দী কি করেছিল? আমি বললাম ঃ তাকে আমি ধরে ফেলেছিলাম, কিন্তু সে আর না আসার অঙ্গীকার করায় তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

তিনি বললেন ঃ সে আবার আসবে। আমি তাকে এভাবে দু'তিন বার ধরে ফেলে অঙ্গীকার নিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেই। আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করি। তিনি বারবারই বলেন, সে আবার আসবে। শেষবার আমি তাকে বলি ঃ এবার আমি তোমাকে ছাড়বনা। সে বলল ঃ 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি যে, কোন জিন ও শাইতান আপনার কাছে আসতেই পারবেনা। আমি বললাম ঃ আচ্ছা, বলে দাও। সে বলল, ওটা 'আয়াতুল কুরসী।' আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি বললেন, সে মিথ্যাবাদী হলেও এটা সে সত্যই বলেছে।' (আহমাদ ৫/৪২২) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান গারীব বলেছেন। (হাদীস নং ৮/১৮৩)

সহীহ বুখারীতে كِتَابُ الْوَكَالَةِ 'كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ এবং صِفَةُ اِبْلِيْس এর বর্ণনায়ও এই হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রামাযানের যাকাতের উপর প্রহরী নিযুক্ত করেন। আমার নিকট একজন আগমনকারী আসে এবং ঐ মাল হতে কিছু কিছু উঠিয়ে নিয়ে সে তার চাদরে জমা করতে থাকে। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম ঃ 'তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে যাব। সে বলে ঃ আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অত্যন্ত অভাবী, আমার অনেক পোষ্য রয়েছে। আমি তখন তাকে ছেড়ে দেই। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার রাতের বন্দী কি করেছিল? আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে তার ভীষণ অভাবের অভিযোগ করে এবং বলে তার অনেক পোষ্য রয়েছে। তার প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হয়। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় বুঝলাম যে, সে সত্যিই আবার আসবে। আমি পাহারা দিতে থাকলাম। সে এলো এবং খাদ্য উঠাতে লাগল। আবার আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম ঃ 'তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাব। সে আবার ঐ কথাই বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আর চুরি করতে আসবনা।' তার প্রতি আমার দয়া হল। সুতরাং তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হে আবূ হুরাইরাহ! তোমার রাতের বন্দীটি কি করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে অভাবের অভিযোগ করায় আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে।' আবার আমি তৃতীয় রাতে পাহারা দেই। অতঃপর সে এসে খাদ্য উঠাতে থাকল। আমি তাকে বললাম ঃ 'এটাই তৃতীয় বার এবং এবারই শেষ। তুমি বার বার বলছ যে, আর আসবেনা, অথচ আবার এসেছ। সুতরাং আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাবই।' তখন সে বলল ঃ 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কতকগুলি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার সাধন করবেন।' আমি বললাম ঃ ঐগুলি কি? সে বলল ঃ 'যখন আপনি বিছানায় শয়ন করবেন তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে নিবেন। তাহলে আল্লাহ আপনার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করবেন এবং সকাল পর্যন্ত কোন শাইতান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবেনা। সুতরাং তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। পরদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ গত রাতে তোমার বন্দী কি করেছে? আমি উত্তরে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে কিছু কথা বলেছে যা করলে আল্লাহর তরফ থেকে আমি সাহায্য প্রাপ্ত হব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা কী? আমি বললাম ঃ সে আমাকে বলেছে যে, যখন তুমি ঘুমাতে বিছনায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করবেন যে তোমার কাছে অবস্থান করবে, ফলে ভোর পর্যন্ত শাইতান তোমার কাছে আসতে পারবেনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে চরম মিথ্যাবাদী হলেও এ ব্যাপারে সে সত্য কথাই বলেছে। হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! তিন রাত তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছ তা জান কি? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ সে শাইতান। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭২, ৪/৫৬৮, ৬/৩৮৬) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার 'আল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ' গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (দারিমী ৫৩২)

আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে আল্লাহর ইস্‌মে আযম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ইসমে আযম রয়েছে। একটিতো হচ্ছে আয়াতুল কুরসী ঃ

ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ

الٓمٓ. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَىُّ ٱلۡقَيُّومُ

আলিফ, লাম, মীম। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১-২) এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ঃ

وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ لِلۡحَىِّ ٱلۡقَيُّومِ ۖ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ حَمَلَ ظُلۡمًا

স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে যুল্‌মের ভার বহন করবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১১) (আহমাদ ৬/৪৬১) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ২/১৬৮, ৯/৪৪৭, ২/১২৬৭) তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

এ ছাড়া ইব্‌ন মারওদুয়াই (রহঃ) আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেহ আল্লাহর ইসমে আযমসহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তাহলে তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করেন। তা রয়েছে এই তিনটি সূরায়। সূরা বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা তাহা। (তাবারানী ৮/২৮২)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইসমে আযম তিনটি সূরায় রয়েছে। এই নামের বারাকাতে যে প্রার্থনাই আল্লাহ তা'আলার নিকট করা হয় তা গৃহীত হয়ে থাকে। ঐ সূরা তিনটি হচ্ছে সূরা বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা তা-হা। (তাফসীর ইব্‌ন মিরদুওয়াই)

দামেস্কের খাতিব হিশাম ইব্‌ন আম্মার (রহঃ) বলেন যে, সূরা বাকারাহর ইসমে আযমের আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াত ৩টি এবং সূরা তা-হার وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ এই আয়াতটি।

আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে ১০টি পূর্ণাঙ্গ বাক্য

এই আয়াতে পৃথক পৃথক অর্থ সম্বলিত দশটি বাক্য রয়েছে।

১। প্রথম বাক্যে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদের বর্ণনা রয়েছে যে, اللّٰهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ সৃষ্টজীবের তিনিই একমাত্র আল্লাহ।

২। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে যে, الْحَيُّ الْقَيُّومُ তিনি চির জীবন্ত, তাঁর উপর কখনও মৃত্যু আসবেনা। তিনি চির বিরাজমান। কাইউমুন শব্দটির দ্বিতীয় পঠন কাইয়্যামুনও রয়েছে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন লোকই কোন জিনিস প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

৩। তৃতীয় বাক্যটিতে বলা হচ্ছে ঃ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

‘না কোন ক্ষয়-ক্ষতি তাঁকে স্পর্শ করে, না কোনও সময় তিনি স্বীয় জীব হতে উদাসীন থাকেন। বরং প্রত্যেকের কাজের উপর তাঁর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। প্রত্যেকের অবস্থা তিনি দেখছেন। সৃষ্টজীবের কোন অণু-পরমাণুও তাঁর হিফাযাত ও জ্ঞানের বাইরে নেই। তন্দ্রা ও নিদ্রা কখনও তাঁকে স্পর্শ করেনা।’ সুতরাং তিনি ক্ষণিকের জন্যও সৃষ্টজীব হতে উদাসীন থাকেননা।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে সাহাবীগণকে (রাঃ) চারটি কথার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ তা‘আলা (১) কখনও ঘুমাননা আর পবিত্র সত্ত্বার জন্য নিদ্রা আদৌ শোভনীয় নয়। (২) তিনি দাঁড়ি-পাল্লার রক্ষক। যার জন্য চান ঝুঁকিয়ে দেন এবং যার জন্য চান উঁচু করে দেন। (৩) সমস্ত দিনের কার্যাবলী রাতের পূর্বে এবং রাতের আমল দিনের পূর্বে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়। (৪) তাঁর সামনে রয়েছে আলো বা আগুনের পর্দা। সেই পর্দা সরে গেলে যতদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত সমস্ত জিনিস তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। (মুসলিম ১/১৬১)

৪। চতুর্থ বাক্যটিতে আল্লাহ বলেন ঃ

لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন ঃ

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করছেন। এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৩-৯৫)

৫। পঞ্চম বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? এ ধরনের অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

আকাশে কত মালাইকা/ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬) এবং

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮)

কিন্তু তাদের সুপারিশও কোন কাজে আসবেনা। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি হিসাবে যদি কারও জন্য অনুমতি দেয়া হয় সেটা অন্য কথা। এখানেও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহা-মর্যাদার কথা বর্ণিত হচ্ছে। তাঁর অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া কারও সাহস নেই যে, সে কারও সুপারিশের জন্য মুখ খোলে। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি আল্লাহ তা'আলার আরশের নীচে গিয়ে সাজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যতক্ষণ চাবেন আমাকে এই অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর বলবেন ঃ 'মাথা উত্তোলন কর। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে, সুপারিশ

কর, তা গৃহীত হবে।’ তিনি বলেন ঃ ‘আমাকে সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আমি জান্নাতে নিয়ে যাব। (মুসলিম ১/১৮০)

৬। ষষ্ঠ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে।’ যেমন অন্য জায়গায় মালাইকার উক্তি নকল করা হয়েছে ঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা; যা আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এই দু’এর অর্ন্তবর্তী তা তাঁরই এবং আপনার রাব্ব কোনো কিছু ভুলেননা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৪)

৭। সপ্তম বাক্যে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। আল্লাহ তা‘আলা যে অসীম জ্ঞানের মালিক তা থেকে তিনি যদি কেহকে জানানোর ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তাকে তা জানান। আল্লাহ যাকে যে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করেন তার অধিক জ্ঞাত হওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। উহারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا

কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১০)

৮। অষ্টম বাক্যে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত। ওয়াকী (রহঃ) তার তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ কুরসী হল আল্লাহর পা রাখার স্থান এবং তাঁর সিংহাসন কি ধরনের তা চিন্তা করাও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। (তাবারানী ১২/৩৯) ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থেও ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (২/২৮২) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি সহীহায়িনের শর্তে সঠিক। যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যদি ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং সবাইকে মিলিত করে এক করে দেয়া হয় তাহলে তা কুরসীর তুলনায় ঐরূপ যেরূপ জনশূন্য মরু প্রান্তরে একটি বৃত্ত।' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/৯৮১)

৯। নবম বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا

এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না।

বরং এগুলি সংরক্ষণ তাঁর নিকট অতীব সহজ। তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবগত। সবকিছুর উপর তিনি রক্ষকরূপে রয়েছেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর সামনে অতি তুচ্ছ। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং সবাই তাঁর নিকট অতি দরিদ্র। তিনি ঐশ্বর্যশালী এবং অতীব প্রশংসিত। তিনি যা চান তাই করে থাকেন। তাঁকে হুকুম দাতা কেহ নেই এবং তাঁর কাজের হিসাব গ্রহণকারীও কেহ নেই।

১০। দশম বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ

তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ব্যাপক ক্ষমতাবান। সবকিছুরই মালিকানা তাঁর হাতে রয়েছে। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ

তিনি সমুন্নত ও মহীয়ান। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৯) এই আয়াতটিতে এবং এই প্রকারের আরও বহু আয়াতে ও সহীহ হাদীসসমূহে মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে এগুলির অবস্থা জানার চেষ্টা না করে এবং অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা না করে বরং ঐগুলির উপর বিশ্বাস রাখাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের পূর্ববর্তী মহা মনীষীগণ এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন।

২৫৬। দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়ই ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত	٢٥٦. لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن

يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	**হয়েছে। অতএব যে তাগুতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।**

ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'কেহকে জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করনা। ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে এবং ওর দলীল প্রমাণাদি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং জোর জবরদস্তির কি প্রয়োজন? যাকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করবেন, যার বক্ষ খুলে দিবেন, যার অন্তর উজ্জ্বল হবে এবং যার চক্ষু দৃষ্টিমান হবে সে আপনা আপনিই ইসলামের প্রেমে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু যার অন্তর-চক্ষু অন্ধ এবং কর্ণ বধির সে এর থেকে দূরে থাকবে। অতঃপর যদি তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা হয়, তাতেই বা লাভ কি? তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'কেহকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করনা।'

এ আয়াতটির শান-ই নুযুল এই যে, মাদীনার মুশরিকরা মহিলাদের সন্তান না হলে এই বলে 'নযর' মানত ঃ 'যদি আমাদের ছেলে-মেয়ে হয় তাহলে আমরা তাদেরকে ইয়াহুদী করে ইয়াহুদীদের নিকট সমর্পণ করব।' এভাবে তাদের বহু সন্তান ইয়াহুদীদের নিকট ছিল। অতঃপর এই লোকগুলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী রূপে গণ্য হয়। এদিকে ইয়াহুদীদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বাঁধে। অবশেষে তাদের আভ্যন্তরীণ যড়যন্ত্র ও প্রতারণা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেন। সেই সময় মাদীনার এই আনসার মুসলিমদের যেসব ছেলে ইয়াহুদীদের নিকট ছিল তাদেরকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে এনে মুসলিম করার উদ্দেশে তাঁরা ইয়াহুদীদের কাছ থেকে ফেরত চান। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলা হয় ঃ

'তোমরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করনা। নিশ্চয়ই বাতিল পথ হতে সৎ পথের পার্থক্য পরিস্কার হয়ে গেছে। (তাবারী ৫/৪০৭)

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৩/১৩২ ও ৬/৩০৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার হাদীসগ্রন্থে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ

'মুসলিম হয়ে যাও।' সে বলে ঃ আমার মন চায়না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ মন না চাইলেও মুসলিম হও। (আহমাদ ৩/১৮১) এই হাদীসটি *'সুলাসী'*। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এতে তিনজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা মনে করা উচিত হবেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাধ্য করেছিলেন। বরং তাঁর এই কথার ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তুমি কালেমা পড়ে নাও, একদিন হয়ত এমনও আসবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর খুলে দিবেন এবং তুমি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তুমি হয়ত উত্তম নিয়ম ও খাঁটি আমলের তাওফীক লাভ করবে।

তাওহীদ হল ঈমানের মূল স্তম্ভ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** যে ব্যক্তি প্রতিমা/মূর্তি, বাতিল উপাস্য ও শাইতানী কথা পরিত্যাগ করে আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয় এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে সে সঠিক পথের উপর রয়েছে। আবুল কাসিম আল বাগাবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ যে, **جِبْت** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে যাদু এবং **طَاغُوْت** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শাইতান। বীরত্ব ও ভীরুতা এ দু'টি হচ্ছে উটের দু'দিকের দু'টি সমান বোঝা যা মানুষের মধ্যে রয়েছে। একজন বীর পুরুষ এক অপরিচিত লোকের সাহায্যার্থে জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। পক্ষান্তরে একজন কাপুরুষ আপন মায়ের জন্যও সম্মুখে অগ্রসর হতে সাহসী হয়না। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা হচ্ছে তার ধর্ম। মানুষের সত্য বংশ হচ্ছে তার উত্তম চরিত্র, সে যে বংশেরই লোক হোক না কেন। উমারের (রাঃ) **طَاغُوْت** এর অর্থ 'শাইতান' লওয়া যথার্থই হয়েছে। কেননা সমস্ত মন্দ কাজই এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো অজ্ঞতা যুগের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন মূর্তি পূজা, তাদের কাছে অভাব

অভিযোগ পেশ করা এবং বিপদের সময় তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى তারা দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল। অর্থাৎ ধর্মের সুউচ্চ ও শক্ত ভিত্তিকে গ্রহণ করল যা কখনও ছিঁড়ে যাবেনা। সুতরাং এ ব্যক্তি সুদৃঢ় অবস্থানে অবস্থান করবে এবং সরল সঠিক পথে অগ্রসর হবে। **عُرْوَة وُثْقَى** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঈমান, ইসলাম, আল্লাহর একাত্মবাদ, কুরআন ও আল্লাহর পথের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা করা। এই রজ্জু তার জান্নাতে প্রবেশ লাভ পর্যন্ত ছিঁড়ে যাবেনা। অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ধারণ করার জন্য শক্ত হাতল হচ্ছে ঈমান বা বিশ্বাস। (তাবারী ৫/৪২১)

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে, কায়েস ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমি মাসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাঁর মুখমণ্ডলে আল্লাহভীতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি হালকাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। জনগণ তাকে দেখে মন্তব্য করেন ঃ এই লোকটি জান্নাতী। তিনি মাসজিদ হতে বের হলে আমিও তার পিছনে গমন করি। তার সাথে আমার কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলি ঃ 'আপনার আগমনকালে জনগণ আপনার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছিল। তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! কারও এইরূপ কথা বলা উচিত নয় যা তার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, এইরূপ কথা তো অবশ্যই রয়েছে যে, আমি একবার স্বপ্নে দেখি, আমি যেন একটি সবুজ শ্যামল ফুল বাগানে রয়েছি। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে একটি লোহার স্তম্ভ রয়েছে যা ভূমি হতে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে। ওর চুড়ায় একটি আংটা রয়েছে। আমাকে ওর উপরে যেতে বলা হল। আমি বলি যে, আমি তো উঠতে পারবনা। অতঃপর এক ব্যক্তি আমাকে ধরে থাকে এবং আমি অতি সহজেই উঠে যাই। তারপর আমি আংটাটিকে ধরে থাকি। লোকটি আমাকে বলে ঃ খুব শক্ত করে ধরে থাক। আংটাটি আমি ধরে রয়েছি এই অবস্থায়ই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি আমার এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ

'ফুলের বাগানটি হচ্ছে ইসলাম, স্তম্ভটি ধর্মের স্তম্ভ এবং আংটাটি হচ্ছে عُرْوَة وُثْقَى তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই লোকটি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ)। (আহমাদ ৫/৪৫২) এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/১৬১, ২/৪১৮; ৪/১৯৩০)

২৫৭। আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী - ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

٢٥٧. ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে তিনি শান্তির পথ প্রদর্শন করবেন এবং সন্দেহ, কুফর ও শির্কের অন্ধকার হতে বের করে সত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। শাইতানরা কাফিরদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, কুফর ও শির্ককে সুন্দর ও সজ্জিত আকারে প্রদর্শন করে ঈমান ও তাওহীদ হতে সরিয়ে রাখে এবং সত্যের আলো হতে সরিয়ে অসত্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এরাই কাফির এবং এরাই জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। نُوْرٌ শব্দটিকে এক বচন এবং ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহু বচন আনার কারণ এই যে, হক, ঈমান ও সত্যের পথ একটিই। কিন্তু কুফর কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। কুফরের অনেক শাখা রয়েছে ঐগুলো সবই বাতিল ও অসত্য। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৩)

وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ

এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১) এবং

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ

যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮)

অন্যত্র রয়েছে ঃ **وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ** এবং তিনি অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। এই প্রকারের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সত্যের একটিই পথ এবং বাতিলের রয়েছে বিভিন্ন পথ।

٢٥٨. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ

২৫৮। তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে, ইবরাহীমের সাথে তার রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। ইবরাহীম বলেছিল ঃ আমার রাব্ব তিনিই যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন; সে বলেছিল ঃ আমিই জীবন ও মৃত্যু দান করি; ইবরাহীম বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন করেন, কিন্তু তুমি ওকে পশ্চিম

ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ	**দিক হতে আনয়ন কর; এতে সেই অবিশ্বাসকারী হতবুদ্ধি হয়েছিল; এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।**

ইবরাহীম (আঃ) ও নামরূদ বাদশাহর সাথে তর্ক-বিতর্ক

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ঐ বাদশাহর নাম ছিল নামরূদ ইব্ন কিনআন ইব্ন কাউস ইব্ন সাম ইব্ন নূহ। তার রাজধানী ছিল বাবেল। তার বংশক্রমের মধ্যে কিছু মতভেদও রয়েছে। এও বর্ণিত হয়েছে যে, সে হল নামরূদ ইব্ন ফালিখ ইব্ন আবীর ইব্ন শালিখ ইব্ন আরফাখশান্দ ইব্ন শাম ইব্ন নূহ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধিপতি চারজন। তন্মধ্যে দু'জন মুসলিম ও দু'জন কাফির। মুসলিম দু'জন হচ্ছেন সুলাইমান ইব্ন দাঊদ (আঃ) ও যুলকারনাইন এবং কাফির দু'জন হচ্ছে নামরূদ ও বখতে নাসর। (তাবারী ৫/৪৩৩) ঘোষণা হচ্ছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّه হে নাবী! তুমি স্বচক্ষে ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সঙ্গে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? এই লোকটি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করেছিল। যেমন তারপরে ফির'আউনও তার নিজস্ব লোকদের মধ্যে এই দাবী করেছিল ঃ 'আমি ছাড়া তোমাদের যে অন্য কোন আল্লাহ আছে তা আমার জানা নেই' তার রাজত্ব দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিল বলে তার মস্তিস্কে ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করেছিল এবং তার স্বভাবের মধ্যে অবাধ্যতা, অহংকার এবং আত্মগরিমা ঢুকে পড়েছিল। কারও কারও মতে সে সুদীর্ঘ চারশ' বছর ধরে শাসন কাজ চালিয়ে আসছিল। সে ইবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহর অস্তিত্বের উপর প্রমাণ উপস্থিত করতে বললে তিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন এবং অস্তিত্ব হতে অস্তিত্বহীনতায় পরিণতকরণ এই দলীল পেশ করেন। এটা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দলীল ছিল। প্রাণীসমূহের পূর্বে কিছুই না থাকা এবং পুনরায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া; এই প্রাণীসমূহের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্পষ্ট দলীল এবং তিনিই আল্লাহ। নামরূদ উত্তরে বলে ঃ এটাতো আমিও করতে পারি। এই কথা বলে সে দু'জন লোককে

ডেকে পাঠায় যাদের উপর মৃত্যু দন্ডাদেশ জারী করা হয়েছিল। অতঃপর সে একজনকে হত্যা করে এবং অপরজনকে ছেড়ে দেয়। (তাবারী ৫/৪৩৩, ৪৩৬, ৪৩৭) এই উত্তর ও দাবী যে কত অবাস্তব ও বাজে ছিল তা বলাই বাহুল্য। ইবরাহীমতো (আঃ) আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ এই বর্ণনা করেন যে, তিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর ধ্বংস করেন। আর নামরূদ তো ঐ লোক দু'টিকে সৃষ্টি করেনি এবং তাদের অথবা তার নিজের জীবন ও মৃত্যুর উপর তার কোন ক্ষমতাই নেই। কিন্তু শুধু অজ্ঞদেরকে প্ররোচিত করার জন্য এবং বাজিমাত করার উদ্দেশে সে যে ভুল করছে ও তর্কের মূলনীতির উল্টো কাজ করছে এটা জানা সত্ত্বেও একটা কথা বানিয়ে নেয়। অতঃপর বাদশাহ নামরূদ ইবরাহীমের (আঃ) অনুবর্তীত হয়ে ঘোষণা করল ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮)

ইবরাহীমও (আঃ) তাকে বুঝে নেন এবং সেই নির্বোধের সামনে এমন প্রমাণ পেশ করেন যে, বাহ্যতঃ যেন সে ওর সাদৃশ্যমূলক কাজে অকৃতকার্য হয়। তাই তাকে বলেন ঃ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ তুমি যখন সৃষ্টি করা ও মৃত্যু দান করার ক্ষমতা রাখার দাবী করছ তখন সৃষ্ট বস্তুর উপরেও তোমার আধিপত্য থাকা উচিত। আমার প্রভু তো এই ক্ষমতা রাখেন যে, সূর্যকে তিনি পূর্ব গগনে উদিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে আমার প্রভুর আদেশ পালন করে পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে। এখন তুমি তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন পশ্চিম গগনে উদিত হয়। এবার সে বাহ্যতঃ কোন জোড়াতালি দেয়া উত্তরও দিতে পারলনা। বরং সে হতভম্ব হয়ে নিজের অপারগতা স্বীকার করতে বাধ্য হল এবং আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ তার উপর পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হল। কিন্তু সুপথ প্রাপ্তি তার ভাগ্যে ছিলনা বলে সে সুপথে আসতে পারলনা। এইরূপ বদ-স্বভাবের লোককে আল্লাহ তা'আলা কোন প্রমাণ বুঝার তাওফীক দেননা। ফলে তারা সত্যকে কখনও আলিঙ্গন করেনা। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এই জগতেও তাদের কঠিন শাস্তি হয়ে থাকে।

কোন কোন তর্কশাস্ত্রবিদ বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) এখানে একটি স্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বরং প্রথম দলীলটি ছিল দ্বিতীয় দলীলের ভূমিকা স্বরূপ। এ দু'টো দ্বারাই নামরূদের দাবীর

অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যুদানই হচ্ছে প্রকৃত দলীল। ঐ অজ্ঞান ও নির্বোধ এই দাবী করেছিল বলেই এ প্রমাণ পেশ করাও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র জন্ম ও মৃত্যুদানের উপরই সক্ষম নন, বরং দুনিয়ার বুকে যতগুলি সৃষ্ট বস্তু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। কাজেই নামরূদকেও বলা হচ্ছে যে, সেও যখন জন্ম ও মৃত্যু দানের দাবী করছে তখন সূর্যও তো একটি সৃষ্ট বস্তু, কাজেই সে তার নির্দেশমত কেন পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে উদিত হবেনা? এই যুক্তির ফলে ইবরাহীম (আঃ) খোলাখুলিভাবে নামরূদকে পরাস্ত করেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর করে দেন।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুন হতে বের হয়ে আসার পর নামরূদের সাথে তাঁর এই তর্ক হয়েছিল। এর পূর্বে ঐ অত্যাচারী রাজার সাথে ইবরাহীমের (আঃ) কোন সাক্ষাৎ হয়নি।

২৫৯। অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে কোন এক জনপদ অতিক্রম করছিল এবং তা ছিল শূণ্য - নিজ ভিত্তির উপর পতিত। সে বলল ঃ এই নগরের মৃত্যুর পর আল্লাহ আবার তাকে জীবন দান করবেন কিরূপে? অনন্তর আল্লাহ তাকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন, অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং বললেন ঃ এ অবস্থায় তুমি কতক্ষণ অতিবাহিত করেছ? সে বলল ঃ একদিন অথবা একদিনের কিয়দংশ। তিনি বললেন ঃ তা নয়, বরং তুমিতো এভাবে একশ বছর ছিলে। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর - ওটা

٢٥٩. أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا۟ئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ

يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	**বিকৃত হয়নি এবং তোমার গর্দভের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং যেহেতু আমি তোমাকে মানবের জন্য নিদর্শন বানাতে চাই; আরও দর্শন কর অস্থিপুঞ্জের দিকে, ওকে কিরূপে আমি সংযুক্ত করি; তৎপর ওকে মাংসাবৃত করি। অনন্তর যখন ওটা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল তখন সে বলল ঃ আমি জানি, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।**

উযায়েরের (আঃ) ঘটনা

উপরে ইবরাহীমের (আঃ) তর্কের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ওটার সাথে এর সংযোগ রয়েছে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন যে, আয়াতে (২ ঃ ২৫৯) বর্ণিত ব্যক্তি হলেন উযায়ের (আঃ)। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্‌ন হাতিম (রহঃ) এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং সুলাইমান ইব্‌ন বুরাইদাহর (রহঃ) বরাতে তাফসীর করেছেন। (তাবারী ৫/৪৩৯, ইব্‌ন আবী হাতিম ৩/১০০৯) মুজাহিদ ইব্‌ন যাবর (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত হল রাজা বাখতে নাসর কর্তৃক যেরুজালেমের একটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং জনগণকে হত্যার করার পর ওখানকার বানী ইসরাঈলের এক মহান লোক সম্পর্কিত।

রাজা বখতে নাসর যখন ঐ জনবসতি ধ্বংস করে এবং জনগণকে তরবারির নীচে নিক্ষেপ করে তখন ঐ জনবসতি একেবারে শশ্মানে পরিণত হয়। এরপর ঐ মহান ব্যক্তি সেখান দিয়ে গমন করেন। যখন তিনি দেখেন যে, জনপদটি একেবারে শশ্মান হয়ে গেছে, সেখানে না আছে কোন বাড়ীঘর, আর না আছে কোন মানুষ! সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন যে, এমন জাঁকজমকপূর্ণ শহর যেভাবে ধ্বংস হয়েছে এটা কি আর কোন দিন জনবসতিপূর্ণ হতে পারে! অতঃপর

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাকেই মৃত্যু দান করেন। ইনি তো ঐ অবস্থায়ই থাকেন। আর এদিকে সত্তর বছর পর বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনবসতিপূর্ণ হয়। পলাতক বানী ইসরাঈল আবার ফিরে আসে এবং নিমেষের মধ্যে শহর ভরপুর হয়ে যায়। পূর্বের সেই শোভা ও জাঁকজমক পুনরায় পরিলক্ষিত হয়। এবারে একশ' বছর পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করেন এবং সর্বপ্রথম চক্ষুর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করান যেন তিনি নিজের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন। অতঃপর যখন ফুঁ দিয়ে সারা দেহে আত্মা প্রবেশ করানো হয় তখন আল্লাহ তা'আলা মালাক/ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ 'তুমি কত দিন ধরে মরেছিলে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'এখনও তো একদিন পূরাই হয়নি।' এটা বলার কারণ ছিল এই যে, সকাল বেলা তার আত্মা বের হয়েছিল এবং একশ' বছর পর যখন তিনি জীবিত হন তখন ছিল সন্ধ্যা। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, ঐ দিনই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন ঃ

بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ তুমি পূর্ণ একশ' বছর মৃত অবস্থায় ছিলে। এখন আমার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, পাথেয় হিসাবে যে খাদ্য তোমার নিকট ছিল তা একশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও ঐরূপই রয়েছে, পচেওনি এবং সামান্য বিকৃতও হয়নি। ঐ খাদ্য ছিল আঙ্গুর, ডুমুর এবং ফলের নির্যাস। ঐ নির্যাস নষ্ট হয়নি, ডুমুর টক হয়নি এবং আঙ্গুরও খারাপ হয়নি। বরং প্রত্যেক জিনিসই স্বীয় আসল অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলেন ঃ

وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا তোমার গাধার যে গলিত অস্থি তোমার সামনে রয়েছে ওদিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমার চোখের সামনেই আমি তোমার গাধাকে জীবিত করছি। আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন করতে চাই, যেন কিয়ামাতের দিন পুনরুত্থানের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। অতঃপর তিনি দেখতে দেখতেই অস্থিগুলো স্ব-স্ব জায়গায় সংযুক্ত হয়ে যায়। মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঠন **نُنْشِزُهَا** এর সঙ্গেই রয়েছে এবং ওটাকে **نُنْشِرُهَا** এর সঙ্গেও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ 'আমি জীবিত করব।' মুজাহিদের

(রহঃ) পঠনও এটাই। সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, অস্থিগুলি ডানে-বামে ছড়িয়ে ছিল এবং পচে যাওয়ার ফলে ওগুলির শুভ্রতা চক্‌চক্‌ করছিল। বাতাসে ঐগুলি একত্রিত হয়ে যায়। পরে ওগুলি নিজ নিজ জায়গায় যুক্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণ কাঠামো রূপে দাঁড়িয়ে যায়। ওগুলিতে মোটেই গোশ্‌ত ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা ওগুলির উপর গোশ্‌ত, শিরা ইত্যাদি পরিয়ে দেন। অতঃপর মালাক/ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি তার নাসারন্ধ্রে ফুঁক দেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তৎক্ষণাৎ গাধাটি জীবিত হয়ে উঠে এবং শব্দ করতে থাকে। (তাবারী ৫/৪৬৮) উযায়ের (আঃ) দর্শন করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহর এই সব কারিগরী তাঁর চোখের সামনেই সংঘটিত হয়। এ সব কিছু দেখার পর তিনি বলেন ঃ 'আমার তো এটা বিশ্বাস ছিলই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু আজ আমি তা স্বচক্ষে দর্শন করলাম। সুতরাং আমি আমার যুগের সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশি জ্ঞান ও বিশ্বাসের অধিকারী।

٢٦٠. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ

২৬০। এবং যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করনা? সে বলল ঃ হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। তিনি বললেন ঃ তাহলে চারটি পাখী গ্রহণ কর, তারপর ওদেরকে টুকরো টুকরো করে মিশ্রিত কর, অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর ওদের এক এক খন্ড রেখে দাও, অতঃপর ওদেরকে আহ্বান কর, ওরা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে; এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

	أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে জানতে চাইলেন, আল্লাহ কিভাবে মৃতকে পুনরায় জীবন দেন

ইবরাহীমের (আঃ) প্রশ্ন করার অনেক কারণ ছিল। প্রথম এই যে, যেহেতু তিনি এই দলীলই পাপাচারী নামরূদের সামনে পেশ করেছিলেন, তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, প্রগাঢ় বিশ্বাস তো রয়েছেই, কিন্তু যেন প্রগাঢ়তম বিশ্বাস জন্মে। অর্থাৎ যেন তিনি চাচ্ছিলেন ঃ 'বিশ্বাস তো আছেই। কিন্তু দেখতেও চাই; সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরা সন্দেহ পোষণের ব্যাপারে বেশি দাবীদার। তিনি বলেছেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তুমি কি অবিশ্বাস করছ? ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ না, আমি বিশ্বাস করছি; তবে আমি আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করতে চাই। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯)

ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনায় আল্লাহর সাড়া দেয়া

ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনার কারণে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন মনে না করে যে, আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষণ সম্পর্কে ইবরাহীমের (আঃ) কোন সন্দেহ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ চারটি পাখী গ্রহণ কর। এই কথানুসারে ইবরাহীম (আঃ) যে কি কি পাখি গ্রহণ করেছিলেন সেই ব্যাপারে মুফাসসিরদের কয়েকটি উক্তি রয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই যে, এর জ্ঞান আমাদের কোন উপকার করতে পারেনা এবং তা না জানায় আমাদের কোন ক্ষতিও নেই। কুরআনও এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেনি। ইহাই হল ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), আবুল আসওয়াদ আদ-দিলি (রহঃ), ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) বিশ্লেষণ। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১০৩৯, ১০৪০)

অতঃপর যখন তিনি পাখীগুলি পেয়ে যান তখন ওগুলি জবাই করে খণ্ড খণ্ড করেন এবং ঐ চারটি পাখীর খণ্ডগুলি সব একত্রে মিলিয়ে দেন। এরপর ঐগুলি চারটি পাহাড়ের উপর বা সাতটি পাহাড়ের উপর রেখে দেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

বলেন ঃ ওগুলির মাথা নিজের হাতে রাখেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ওদেরকে আহ্বান করেন। তিনি যেই পাখীর নাম ধরে ডাক দিতেন। ওর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পালকগুলি এদিক ওদিক হতে উড়ে এসে পরস্পর মিলিত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে ওর রক্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যে সকল পাহাড়ে ছিল সবই পরস্পর মিলে যেত। অতঃপর ওটা পূর্ণ পাখী হয়ে তাঁর নিকট উড়ে আসত। তিনি ওর উপর অন্য পাখীর মাথা লাগালে তা সংযুক্ত হতনা। কিন্তু ওর নিজের মাথা লাগালে যুক্ত হয়ে যেত। অবশেষে ঐ চারটি পাখী জীবিত হয়ে উড়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা বলে মৃতের জীবিত হওয়ার এই বিশ্বাস উৎপাদক দৃশ্য ইবরাহীম (আঃ) স্বচক্ষে দর্শন করেন। (কুরতুবী ৩/৩০০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ হননা। তিনি যা চান তা কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে যায়। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অধিকারে রয়েছে। তিনি তাঁর সমুদয় কথা ও কাজে মহাবিজ্ঞানময়। অনুরূপভাবে নিয়ম-শৃংখলার ব্যাপারে এবং শারীয়াতের নির্ধারণের ব্যাপারেও তিনি মহাবিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে (আঃ) 'তুমি কি বিশ্বাস করনা?' এই প্রশ্ন করা এবং ইবরাহীমের (আঃ) 'হ্যাঁ, বিশ্বাস তো করি, কিন্তু অন্তরকে পরিতৃপ্ত করতে চাই' এই উত্তর দেয়া, এই আয়াতটি অন্যান্য সমস্ত আয়াত অপেক্ষা বেশি আশা প্রদানকারী বলে আমার মনে হয়।' (তাবারী ৫/৪৮৯) ভাবার্থ এই যে, কোন ঈমানদারের অন্তরে কোন সময় যদি কোন শাইতানী সংশয় ও সন্দেহ আসে তাহলে সেই জন্য আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেননা। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আসের (রাঃ) সাথে দেখা করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ কুরআনের কোন্ আয়াতের ব্যাপারে আপনি সর্বাপেক্ষা বেশি আশাবাদী? আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) আয়াতটি। যাতে বলা হয়েছে ঃ 'হে আমার পাপী বান্দারা! তোমরা নিরাশ

হয়োনা, আমি তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিব।' তখন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমার মতে তো সবচেয়ে বেশি আশা উৎপাদনকারী আয়াত হচ্ছে ইবরাহীমের (আঃ) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى 'হে আল্লাহ! তুমি কিরূপে মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে প্রদর্শন কর' এই উক্তি এবং আল্লাহর 'তুমি কি বিশ্বাস করনা?' এই প্রশ্ন ও তাঁর 'বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করতে চাই' এ আয়াতটি। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১০৩২)

২৬১। যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।	٢٦١. مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করার প্রতিদান

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে স্বীয় ধন-সম্পদ খরচ করে সে বড়ই বারাকাত ও সাওয়াব লাভ করে। তাকে ১০ থেকে ৭ শত গুণ প্রতিদান দেয়া হয়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল আল্লাহর বাধ্যতার প্রমাণস্বরূপ খরচ করা। মাকহুল (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া লালন-পালন করা, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে অন্যান্য কার্যাবলীসমূহ। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১০৪৭) এখানে সাত শতের উল্লেখ করা হয়েছে আপেক্ষিক হিসাবে, মূল বিষয় হচ্ছে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উত্তম আমলকারীর উদাহরণ দিচ্ছেন যে, তাদের আমল

হচ্ছে যেন এক একটি শস্য বীজ এবং প্রত্যেক বীজে উৎপন্ন হয়ে থাকে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হয় একশ' শস্যদানা। কি মনোমুগ্ধকর উপমা 'একের বিনিময়ে সাতশ' পাবে' সরাসরি এই কথার চেয়ে উপরোক্ত কথা ও উপমার মধ্যে খুব বেশি সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং ঐদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎ কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন বপনকৃত বীজ জমিতে বাড়তে থাকে।

তবে ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি সুসজ্জিত উট নিয়ে এসে বলেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটি আল্লাহর উদ্দেশে দিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিয়ামাত দিবসে তুমি এ জন্য সাত শতটি উট প্রাপ্ত হবে। (মুসলিম ৩/১৫০৫, নাসাঈ ৬/৪৯) ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা বানী আদমের প্রতিটি সাওয়াবকে দশটি সাওয়াবের সমান করে দিয়েছেন এবং ওটি বাড়তে বাড়তে সাতশ' পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওটি বিশেষ করে আমারই জন্য এবং আমি নিজেই ওর প্রতিদান দিব। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি খুশি রয়েছে। একটি খুশি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও বেশি পছন্দনীয়। সিয়াম ঢাল স্বরূপ, সিয়াম ঢাল স্বরূপ।' (আহমাদ ২/৪৪৩, মুসলিম ২/৮০৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء *এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন*। এ বিষয়টি নির্ভর করে বান্দার একাগ্রতা ও কার্যাবলীর উপর। অতঃপর বলা হয়েছে, **وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিপুল দাতা ও মহাজ্ঞানী অর্থাৎ তাঁর সাহায্য তাঁর সৃষ্টির সকলের জন্য ব্যাপ্ত, কে তাঁর সাহায্য পাবার যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় সেই বিষয়েও তিনিই জানেন। সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

২৬২। যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, এবং ব্যয় করার পর	٢٦٢. ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ

অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করেনা, কষ্টও দেয়না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার; বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবেনা।	فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنًّا وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
২৬৩। যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ, সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমাই উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহ মহা সম্পদশালী, সহিষ্ণু।	٢٦٣. قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ
২৬৪। হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি ব্যর্থ করে ফেলনা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করেনা; ফলতঃ তার উপমা, যেমন এক বৃহৎ মসৃন প্রস্তর খন্ড যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হল প্রবল বর্ষা, অনন্তর তা পরিষ্কার হয়ে গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে	٢٦٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ

عَلَىٰ شَىۡءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ‌ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَـٰفِرِينَ	**কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবেনা এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।**

দান করে তা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন ‘যারা দান-খাইরাত করে থাকেন; অতঃপর যাদেরকে দান করেন তাদের নিকট নিজেদের কৃপার কথা প্রকাশ করেনা এবং তাদের নিকট হতে কিছু উপকারেরও আশা করেনা। তারা তাদের কথা ও কাজ দ্বারা দান গ্রহীতাদেরকে কোন প্রকারের কষ্টও দেয়না। মহান আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদানের ওয়াদা করেছেন যে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ তা‘আলার দায়িত্বে রয়েছে। কিয়ামাতের দিন তাদের ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, মুখ দিয়ে উত্তম কথা বের করা, কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করা, দোষী ও অপরাধীদের ক্ষমা করা ঐ দান-খাইরাত হতে উত্তম যার পিছনে থাকে ক্লেশ ও কষ্ট প্রদান। ইব্‌ন আবী হাতিমের (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘উত্তম কথা হতে ভাল দান আর কিছু নেই। তোমরা কি মহান আল্লাহর এই ঘোষণা শুননি?

قَوۡلٌ مَّعۡرُوفٌ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتۡبَعُهَآ أَذًى

যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ দান সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর। (২ ঃ ২৬৩) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তিন প্রকার লোকের সঙ্গে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেননা ও তাদেরকে পবিত্র করবেননা; বরং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর কৃপা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে পায়জামা বা লুঙ্গী পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে। (মুসলিম ১/১০২) এই আয়াতেও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খাইরাত নষ্ট করনা। এ অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট

দেয়ার পাপ দানের সাওয়াব অবশিষ্ট রাখেনা। অতঃপর অনুগ্রহ প্রকাশকারী ও কষ্ট প্রদানকারীর সাদাকাহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপমা ঐ সাদাকাহর সাথে দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে দেখানোর জন্য দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষ তাকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করবে এবং তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য তার মোটেই থাকেনা এবং সে সাওয়াব লাভেরও আশা পোষণ করেনা। এ জন্যই এই বাক্যের পর বলেন ঃ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا যদি আল্লাহ তা'আলার উপর ও কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস না থাকে তাহলে ঐ লোক-দেখানো দান, অনুগ্রহ প্রকাশ করার দান এবং কষ্ট দেয়ার দানের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, যার উপরে কিছু মাটিও জমে গেছে। অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত ধুয়ে গেছে এবং কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই দু' প্রকার ব্যক্তির দানের অবস্থাও তদ্রূপ। লোকে মনে করে যে, সে দানের সাওয়াব অবশ্যই পেয়ে যাবে। যেভাবে এই পাথরের মাটি দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ মাটি দূর হয়ে গেছে, তেমনি এই ব্যক্তির অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও কষ্ট দেয়ার ফলে এবং ঐ ব্যক্তির রিয়াকারীর ফলে ঐ সব সাওয়াব বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছে তারা কোন প্রতিদান পাবেনা। **وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ** আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।

২৬৫। এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও স্বীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা - যেমন উর্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি উদ্যান, তাতে প্রবল বৃষ্টিধারা পতিত হয়, ফলে সেই উদ্যান দ্বিগুণ খাদ্যশস্য দান করে; কিন্তু যদি তাতে বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে শিশিরই যথেষ্ট এবং

٢٦٥. وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ

তোমরা যা করছ আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।	يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

এখানে মহান আল্লাহ ঐ মু'মিনদের দানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করে থাকেন এবং উত্তম প্রতিদান লাভেরও তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। যেমন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি (আল্লাহর উপর) বিশ্বাস রেখে ও সাওয়াব লাভের আশা রেখে রামাযানের সিয়াম পালন করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী ৪/৩০০) رَبْوَة বলা হয় উঁচু ভূমিকে যেখান দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। وَابِلٌ এর অর্থ হচ্ছে প্রবল বৃষ্টিপাত। বাগানটি দ্বিগুণ ফল দান করে। অনান্য বাগানসমূহের তুলনায় এই বাগানটি এইরূপ যে, ওটা উর্বর ভূ-ভাগে অবস্থিত বলে বৃষ্টিপাত না হলেও শিশির দ্বারাই তাতে ফুল-ফল হয়ে থাকে। কোন বছরই ফলশূন্য হয়না। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের আমল কখনও সাওয়াবহীন হয়না, তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হয়। তবে ঐ প্রতিদানের ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে যা ঈমানদারের খাঁটিত্ব ও সৎ কাজের গুরুত্ব হিসাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বান্দাদের কোন কাজ আল্লাহর নিকট গোপন নেই। বরং তিনি তাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত রয়েছেন।

২৬৬। তোমাদের কারও যদি এমন একটি খেজুর ও আঙ্গুর উদ্যান থাকে যার তলদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত, সেখানে সর্ব প্রকার ফলের সংস্থান তার রয়েছে, আর সে বার্ধক্যে উপনীত হল, অথচ তার কতকগুলি দুর্বল (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) সন্তান-সন্ততি রয়েছে, এ অবস্থায় সেই	٢٦٦. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ

বাগানে উপস্থিত হল অগ্নিসহ এক বাত্যাবর্ত, আর তা পুড়ে (ভস্মীভূত হয়ে) গেল; তোমরা কেহ এটা পছন্দ করবে কি? এ রূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।	ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحۡتَرَقَتۡ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأَيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ

অসৎ কাজ সৎ কাজকে মুছে দেয়

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ) একদা সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এই আয়াতটি কি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তা আপনারা জানেন কি?' তাঁরা বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলাই খুব ভাল জানেন।' তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ আপনারা জানেন কিনা স্পষ্টভাবে বলুন? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অন্তরে একটি কথা রয়েছে। তিনি বলেন ঃ হে ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি বল এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে করনা। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ একটি কাজের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কোন্ কাজ? আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক ধনী ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করতে রয়েছে। অতঃপর শাইতান তাকে বিভ্রান্ত করে, ফলে সে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয় সৎকার্যাবলী নষ্ট করে দেয়। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯) সুতরাং এই বর্ণনাটি এই আয়াতের পূর্ণ তাফসীর। এতে বর্ণিত হচ্ছে যে, একটি লোক প্রথমে ভাল কাজ করল। তারপর তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং সে অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ফলে সে তার পূর্বের সৎকার্যাবলী ধ্বংস করে দিল এবং শেষ অবস্থায় যখন সাওয়াবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে শূন্যহস্ত হয়ে গেল। যেমন একটি লোক একটি ফল বৃক্ষের বাগান তৈরী করল। বছরের পর বছর ধরে সে বৃক্ষটি হতে ফল আহরণ করতে থাকল। কিন্তু যখন বার্ধক্যে উপনীত হল তখন সে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ল। এখন তার জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র একটি বাগান। ঘটনাক্রমে একদিন অগ্নিবাহী এক ঘূর্ণিবাত্যা তার বাগানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাগানটি ভস্মীভূত করে দিল। ঐ রকমই এই লোকটি, সে প্রথমে তো সৎ কার্যাবলীই সম্পাদন করেছিল; কিন্তু পরে দুষ্কার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার পরিণাম

ভাল হলনা। এর ফলে, যখন ঐ সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান প্রদানের সময় এলো তখন সে শূন্যহস্ত হয়ে গেল। কাফিরও যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করবে তখন সেখানে তার কিছু করার ক্ষমতা থাকবেনা। যেমন ঐ বৃদ্ধ, সে যা কিছু করেছিল অগ্নিবাহী ঘুর্ণিবাত্যা তা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন পিছন হতেও কেহ তার কোন উপকার করতে পারবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১০৭৪) মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু'আটিও পাঠ করতেন ঃ

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِضَاءِ عُمْرِيْ

'হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যের সময় ও আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার সময় আমাকে অধিক পরিমাণে রিয্ক দান করুন।' (হাকিম ১/৫৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের সামনে এই নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা-গবেষণা কর এবং তা হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৩)

২৬৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করনা যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ করনা; এবং তোমরা জেনে রেখ, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।

٢٦٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ

	غَنِىٌّ حَمِيدٌ
২৬৮। শাইতান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অংগীকার করেন। আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।	٢٦٨. ٱلشَّيْطَـٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
২৬৯। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে; বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহই উপলব্ধি করতে পারেনা।	٢٦٩. يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ

হালাল আয় থেকে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ব্যবসার মাল, যা আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন এবং সোনা, রূপা, শস্য ইত্যাদি যা তাদেরকে ভূমি হতে বের করে দেয়া হয়েছে তা হতে উত্তম ও পছন্দনীয় জিনিস তাঁর পথে খরচ করে। তারা যেন পঁচা, গলা ও মন্দ জিনিস আল্লাহর পথে না দেয়। আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র, তিনি অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেননা। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ এমন জিনিস তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ইচ্ছা করনা যা তোমাদেরকে দেয়া হলে তোমরাও তা গ্রহণ করতে সম্মত

হতেনা। সুতরাং তোমরা এ রকম জিনিস কিরূপে আল্লাহকে দিতে চাও? আর তিনি তা গ্রহণই বা করবেন কেন? তবে তোমরা যদি সম্পদ হাত ছাড়া হতে দেখে নিজের অধিকারের বিনিময়ে কোন পঁচা-গলা জিনিস বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে নাও তাহলে অন্য কথা। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো তোমাদের মত বাধ্য ও দুর্বল নন যে, তিনি এই সব জঘন্য জিনিস গ্রহণ করবেন? তিনি কোন অবস্থায়ই এই সব জিনিস গ্রহণ করেননা।

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ খেজুরের মৌসুমে আনসারগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খেজুরের গুচ্ছ এনে মাসজিদে নববীর দু'টি স্তম্ভের মধ্যে রজ্জুতে ঝুলিয়ে দিতেন। ঐগুলি আসহাব-ই সুফ্ফা ও দরিদ্র মুহাজিরগণ ক্ষুধার সময় খেয়ে নিতেন। সাদাকাহর প্রতি আগ্রহ কম ছিল এরূপ একটি লোক ওতে খারাপ খেজুরের একটি গুচ্ছ এনে ঝুলিয়ে দেয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাতে বলা হয়, 'যদি তোমাদেরকে এই রকমই জিনিস উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা কখনও গ্রহণ করতেনা। (তাবারী ৫/৫৫৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, তোমরা কেহকে উত্তম মাল ধার দিয়েছ, কিন্তু পরিশোধ করার সময় সে নিকৃষ্ট মাল নিয়ে আসবে, এইরূপ অবস্থায় তোমরা কখনও ঐ মাল গ্রহণ করবেনা। আর যদি গ্রহণ করও তাহলে মূল্য কমিয়ে দিয়ে তা গ্রহণ করবে। তাই যে জিনিস তোমরা নিজেদের হকের বিনিময়েই গ্রহণ করছনা, তা তোমরা আল্লাহর হকের বিনিময়ে কেন দিবে? সুতরাং তোমরা উত্তম ও পছন্দনীয় মাল আল্লাহর পথে খরচ কর। এই অর্থই হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ আল্লাহ যে তোমাদেরকে তাঁর পথে উত্তম ও পছন্দনীয় মাল খরচ করার নির্দেশ প্রদান করলেন, এ জন্য তোমরা এই কথা মনে করনা যে, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী। না, না, তিনি তো সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত। তিনি কারও প্রত্যাশী নন। বরং তোমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর নির্দেশ শুধু এ জন্যই যে, দরিদ্র লোকেরাও যেন দুনিয়ার নি'আমাতসমূহ হতে বঞ্চিত না থাকে। যেমন অন্য জায়গায় কুরবানীর হুকুমের পরে বলেছেন ঃ

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩৭)। তিনি বিপুল দাতা। তাঁর ধনভাণ্ডারে কোন কিছুর স্বল্পতা নেই। হালাল ও পবিত্র মাল হতে সাদাকাহ বের করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও মহাদানের প্রতি লক্ষ্য কর। এর বহুগুণ বৃদ্ধি করে তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। তিনি দরিদ্রও নন, অত্যাচারীও নন। তিনি প্রশংসিত। সমস্ত কথায় ও কাজে তাঁরই প্রশংসা করা হয়। তিনি ছাড়া কেহ ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনি সারা জগতের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কেহ কারও পালনকর্তা নয়।

সৎ কাজের ব্যাপারে শাইতানী কুমন্ত্রণা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** *শাইতান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অংগীকার করেন। আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।* ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'বানী আদমের মনে শাইতান এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে এবং মালাক/ফেরেশতা এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে। শাইতান দুষ্টামি ও সত্যকে অবিশ্বাস করার প্রতি উত্তেজিত করে এবং মালাক সৎকাজের প্রতি এবং সত্যকে স্বীকার করার প্রতি উৎসাহিত করে। যার মনে ভাল ধারণা আসবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং জেনে নেয় যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে। আর যার মনে কু-ধারণা আসবে সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। শেষে এই আয়াতটি (২ ঃ ২৬৮) তিনি পাঠ করেন। (তিরমিযী ৮/৩৩২, নাসাঈ ৬/৩০৫, ইবন আবী হাতিম ৩/১০৯০)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ এ পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করতে শাইতান বাধা দেয় এবং মনে কু-ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, এভাবে খরচ করলে সে দরিদ্র হয়ে যাবে। এ কাজ হতে বিরত রাখার পর তাকে পাপের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে, অবৈধ কাজে এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণের কাজে উত্তেজিত করে।

‘হিকমাত’ এর বিশ্লেষণ

এখানে ‘হিকমাত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে কুরআন কারীম ও হাদীসের পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ, যার দ্বারা রহিতকৃত ও রহিতকারী, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, পূর্বের ও পরের, হালাল ও হারামের এবং উপমার আয়াতসমূহের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা। ভাল-মন্দ পড়তে সবাই পারে, কিন্তু ওর ব্যাখ্যা ও অনুধাবন হচ্ছে ঐ হিকমাত, যা মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। পৃথিবীতে এরূপ বহু লোক রয়েছে যারা ইহলৌকিক বিদ্যায় খুবই পারদর্শী। দুনিয়ার বিষয়সমূহে তারা পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা ধর্ম বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। আবার পৃথিবীতে বহু লোক এমনও রয়েছেন যারা ইহলৌকিক বিদ্যায় দুর্বল বটে, কিন্তু শারীয়াতের বিদ্যায় বড়ই পারদর্শী। সুতরাং এটাই ঐ হিকমাত যা আল্লাহ তা‘আলা এদেরকে দিয়েছেন এবং ওদেরকে বঞ্চিত রেখেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাতের ভাবার্থ হচ্ছে ‘নাবুওয়াত’। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, ‘হিকমাত’ শব্দটির মধ্যে এই সবগুলিই মিলিত রয়েছে। আর নাবুওয়াতও হচ্ছে ওর উঁচু ও বড় অংশ এবং এটি শুধু নাবীগণের (আঃ) জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। তাঁরা ছাড়া এটি কেহ লাভ করতে পারেনা। কিন্তু যাঁরা নাবীগণের (আঃ) অনুসারী তাঁদেরকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা হিকমাতের অন্যান্য অংশ হতে বঞ্চিত রাখেননি। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

‘দুই ব্যক্তি ছাড়া কারও প্রতি হিংসা করা যায়না। এক ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে ঐ মাল তাঁর পথে খরচ করার তাওফীক প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে সেই প্রজ্ঞা অনুযায়ী মীমাংসা করে এবং তা শিক্ষা দেয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী।’ (আহমাদ ১/৪৩২, ফাতহুল বারী ১/১৯৯, মুসলিম ১/৫৫৯, নাসাঈ ৩/৪২৬, ইব্‌ন মাজাহ২/১৪০৭) অর্থাৎ যারা আল্লাহর কালাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস পড়ে বুঝার চেষ্টা করে, কথা মনে রাখে এবং ভাবার্থের প্রতি মনোযোগ দেয় তারাই ভাবার্থ উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং উপদেশ দ্বারা তারাই উপকৃত হয়।

২৭০। এবং যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় করনা কেন, অথবা যে কোন প্রতিজ্ঞা	٢٧٠. وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ

أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ	(নযর) তোমরা গ্রহণ করনা কেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত হন; আর অত্যাচারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই।
٢٧١. إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	২৭১। যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তাহলে তা উৎকৃষ্ট এবং যদি তোমরা তা গোপন কর ও দরিদ্রদেরকে প্রদান কর তাহলে ওটাও তোমাদের জন্য উত্তম, এবং এর দ্বারা তোমাদের কিছু পাপ (এর কালিমা) বিদূরিত হবে; বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষ রূপে খবর রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি প্রত্যেকটি দান, প্রতিজ্ঞা (নযর) ও ভাল কাজের খবর রাখেন। তাঁর যেসব বান্দা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, স্বীয় সৎকাজের প্রতিদানের আশা রাখে, তাঁর ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে, তাদেরকে তিনি উত্তম প্রতিদান দিবেন। পক্ষান্তরে যারা তাঁর আদেশ ও নিষেধ অমান্য করবে, তাঁর সাথে অন্যদেরও উপাসনা করবে, তারা অত্যাচারী। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে এবং সেই দিন এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে ঐ শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারে বা কোন সাহায্য করতে পারে।

প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে দান করার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ প্রকাশ্যভাবে দান করাও ভাল এবং গোপনে

দরিদ্র ও মিসকীনদেরকে দেয়াও উত্তম। কেননা গোপন দানে রিয়াকারী বহু দূরে সরে থাকে। তবে যদি প্রকাশ্য দানের ব্যাপারে দাতার মহৎ কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটা অন্য কথা। যেমন তার উদ্দেশ্য এই যে, তার দেখাদেখি অন্যরাও দান করবে ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'প্রকাশ্যদানকারী উচ্চ শব্দে কুরআন পাঠকের ন্যায় এবং গোপনে দানকারী ধীরে ধীরে কুরআন পাঠকের ন্যায়। (আবূ দাঊদ ২/৮৩) কুরআন মাজীদের এই আয়াত দ্বারা গোপন দানের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হচ্ছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকারের লোককে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবেনা। (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ। (২) সেই নব-যুবক যে তার যৌবন আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত করেছে। (৩) ঐ দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই পরস্পর ভালবাসা রেখেছে, ঐ জন্যই তারা একত্রিত থাকে এবং ঐ জন্যই পৃথক হয় (৪) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদ হতে বের হওয়া থেকে পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত মাসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিক্‌র করে, অতঃপর তার নয়নযুগল হতে অশ্রুধারা নেমে আসে (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে একজন বংশ মর্যাদা ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী নারী (নির্লজ্জতার কাজে) আহ্বান করে তখন সে বলে, নিশ্চয়ই আমি সারা জগতের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি। (৭) ঐ ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৪৪, মুসলিম ২/৭১৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'দানের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের পাপ ও অন্যায় দূর করে দিবেন, বিশেষ করে যখন গোপনে দান করা হবে। এর বিনিময়ে তোমরা বহু সুফল প্রাপ্ত হবে। এর দ্বারা তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং পাপসমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে। 'য়ূকাফ্‌ফেরু' শব্দকে য়ূকাফ্‌ফের পড়া হয়েছে। এতে বাহ্যতঃ এটা শর্তের জবাবের স্থলে عَطْف হবে, যা হচ্ছে فَنِعِمَّا هِيَ শব্দটি। যেমন فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ এর মধ্যে اَكُنْ শব্দটি হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমাদের কোন পাপ ও সাওয়াবের কাজ, দানশীলতা ও কার্পণ্য, গোপনীয় ও প্রকাশ্য, সৎ উদ্দেশ্য ও দুনিয়া অনুসন্ধান প্রভৃতি কিছুই আল্লাহ তা'আলার অজানা নেই। সুতরাং তিনি পূর্ণভাবে প্রতিদান প্রদান করবেন।

٢٧٢. لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

২৭২। তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তোমরা ধনসম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ তা তোমাদের নিজেদের জন্য, আর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টা ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশে) অর্থ ব্যয় করনা; এবং তোমরা হালাল সম্পদ হতে যা ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবেনা।

٢٧٣. لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟

২৭৩। দান খাইরাত ঐ সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর কাছে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘুরাফিরা করতে সক্ষম নয়। তাদের সাবলিল চলাচলের জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবহীন মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে যাঞ্চা করেনা। এবং তোমরা বৈধ সম্পদ থেকে যা ব্যয় কর সে বিষয়ে আল্লাহ

সম্যকরূপে অবগত।	مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ
২৭৪। যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা।	٢٧٤. ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

মুশরিকদেরকে দান করা প্রসঙ্গ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলিম সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে আদান-প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন এই আয়াতটি (২৭২ নং) অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে লেন-দেন করার অনুমতি দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'সাদাকাহ শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে দেয়া হবে।' যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ভিক্ষুক যে কোন মতাবলম্বী হোক না কেন তোমরা তাদেরকে সাদাকাহ প্রদান কর। (ইব্‌ন আবী হাতিম)

আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ (৬০ ঃ ৮) এই আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ 'তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা নিজেদের উপকারের জন্যই করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৪)

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ

যে ব্যক্তি ভাল কাজ করল তা তার নিজের জন্যই করল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৬) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ** হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'মুসলিমের প্রত্যেক খরচ আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, যদিও সে নিজেই খায় ও পান করে।' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১১৫) 'আতা খুরাসানী (রহঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করবে তখন দান গ্রহীতা যে কেহ হোক না কেন এবং যে কোন কাজই করুক না কেন তুমি তার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে।' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১১৫) এই ভাবার্থটিও খুব উত্তম। মোট কথা এই যে, সৎ উদ্দেশে দানকারীর প্রতিদান যে আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে তা সাব্যস্ত হয়ে গেল। এখন সেই দান কোন সৎ লোকের হাতেই যাক বা কোন মন্দ লোকের হাতেই যাক এতে কিছু যায় আসেনা। সে তার সৎ উদ্দেশের কারণে প্রতিদান পেয়েই যাবে। যদিও সে দেখে-শুনে ও বিচার-বিবেচনা করে দান করে থাকে অতঃপর ভুল হয়ে যায় তাহলে তার দানের সাওয়াব নষ্ট হবেনা। এ জন্য আয়াতের শেষে প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এক ব্যক্তি ইচ্ছা করল ঃ 'আজ আমি রাতে দান করব।' অতঃপর সে দান নিয়ে বের হয় এবং একটি ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে দেয়। সকালে জনগণের মধ্যে এই কথা নিয়ে সমালোচনা হতে থাকে যে, এক ব্যভিচারিণীকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে লোকটি বলল ঃ 'হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা যে, আমার দান ব্যভিচারিণীর হাতে পড়েছে।' আবার সে বলল ঃ 'আজ রাতেও আমি অবশ্যই সাদাকাহ প্রদান করব। অতঃপর সে এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়। আবার সকালে জনগণ আলোচনা করতে থাকে যে, রাতে এক ধনী লোককে দান করা হয়েছে। সে বলল ঃ হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সমুদয় প্রশংসা যে, আমার দান একজন ধনী ব্যক্তির উপর পড়েছে।' আবার সে বলল ঃ 'আজ রাতেও আমি অবশ্যই দান করব।' অতঃপর সে এক চোরের হাতে দিয়ে দেয়। সকালে পুনরায় জনগণের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে যে, রাতে এক

চোরকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে। তখন সে বলল ঃ 'হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা যে, আমার দান ব্যভিচারিণী, ধনী ও চোরের হাতে পড়েছে।' অতঃপর সে স্বপ্নে দেখে যে, একজন মালাক/ফেরেশতা এসে বলছেন ঃ তোমার দানগুলি আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়েছে। সম্ভবতঃ দুশ্চরিত্রা নারীটি তোমার দান পেয়ে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, হয়ত ধনী লোকটি এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সেও দান করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, আর হতে পারে যে, মাল পেয়ে চোরটি চুরি করা ছেড়ে দিবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৪০, মুসলিম ২/৭০৯)

কে দান-সাদাকাহ পাবার যোগ্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ** সাদাকাহ ঐ মুহাজিরদের প্রাপ্য যারা ইহলৌকিক সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বদেশ পরিত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মাদীনায় উপস্থিত হয়েছে। তাদের জীবন যাপনের এমন কোন উপায় নেই যা তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং তারা সফরও করতে পারেনা যে, চলে-ফিরে নিজেদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পারে।' অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমন কর তখন সালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০১) অন্যত্র রয়েছে ঃ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ঃ ২০) তাদের অবস্থা যাদের জানা নেই তারা তাদের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে এবং কথা-বার্তা শুনে তাদেরকে ধনী মনে করে। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়, কোথায়ও হয়ত একটি খেজুর পেল, কোথায়ও হয়ত দু'এক গ্রাস খাবার পেল, আবার কোন জায়গায় হয়ত দু' একদিনের খাদ্য প্রাপ্ত হল। বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার নিকট ঐ

পরিমাণ খাদ্য নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে এবং সে তার অবস্থাও এমন করেনি যার ফলে মানুষ তার অভাব অনুভব করে তার প্রতি কিছু অনুগ্রহ করবে। আবার ভিক্ষা করার অভ্যাসও তার নেই।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/৩৮৪) কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাদের কাছে এদের অবস্থা গোপন থাকেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم

তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন থাকবে। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩০) অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا তারা কাকুতি মিনতি করে কারও কাছে প্রার্থনা করেনা অর্থাৎ তারা যাঞ্চার দ্বারা মানুষকে ত্যক্ত-বিরক্ত করেনা এবং তাদের কাছে সামান্য কিছু থাকা অবস্থায় তারা মানুষের কাছে হাত বাড়ায়না। প্রয়োজনের উপযোগী কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করেনা তাকেই পেশাগত ভিক্ষুক বলা হয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাবার উদ্দেশে তাঁর কাছে পাঠালেন। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যাওয়ার পর কিছু না চেয়ে ওখানে বসে পড়লাম। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন ঃ যে (অল্পতে) তুষ্টি লাভ করে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন, যে ব্যক্তি বিনয়ী হবে আল্লাহ তাকে সজ্জন হিসাবে চিহ্নিত করবেন, যে ব্যক্তি তার কাছে যা আছে তাতেই খুশি থাকে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করে দিবেন, যে ব্যক্তির সামান্য কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে যাঞ্চা করে বেড়ায় আল্লাহ তার ভিক্ষাবৃত্তি দূর করবেননা। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম ঃ আমার তো 'ইয়াকুতাহ' নামের একটি উষ্ট্রী রয়েছে যার মূল্য 'সামান্য কিছুর' চেয়ে অনেক বেশি, সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন কিছু না চেয়ে বরং সেখান থেকে চলে আসি। (আহমাদ ৩/৯, আবূ দাঊদ ২/২৭৯, নাসাঈ ৫/৯৫)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ তোমাদের সমস্ত দান সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা সম্যক অবগত রয়েছেন। যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে তখন তিনি তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

কুরআনে দান-সাদাকাকারীকে প্রশংসা করা হয়েছে

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঐ সব লোকের প্রশংসা করছেন যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করে। তাদেরকেও প্রতিদান দেয়া হবে এবং তারা যে কোন ভয় ও চিন্তা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। পরিবারের খরচ বহন করার কারণেও তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, মাক্কা বিজয়ের বছর এবং অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বিদায় হাজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসকে (রাঃ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে গিয়ে বলেন ঃ

‘তুমি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে যা খরচ করবে তিনি এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন, এমনকি তুমি স্বয়ং তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াবে তারও প্রতিদান তোমাকে দেয়া হবে।’ (ফাতহুল বারী ৩/১৯৬, মুসলিম ৪/১২৫০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে ঃ যে মুসলিম সাওয়াব লাভের উদ্দেশে নিজের ছেলে-মেয়ের জন্য যা খরচ করে তাও সাদাকাহ। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিমও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/১২২, ফাতহুল বারী ১/৫৫, মুসলিম ২/৬৯৫)

আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য লাভ করার উদ্দেশে যারা রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবেনা।

২৭৫। যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শাইতানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামাত দিনে দন্ডায়মান	٢٧٥. ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ

ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ	**হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়; অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয়, ফলে সে নিবৃত্ত হয়; সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম আল্লাহর উপর নির্ভর; এবং যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানেই চিরকাল অবস্থান করবে।**

সুদের সাথে জড়িতদের শাস্তিদান প্রসঙ্গ

এর পূর্বে ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা সৎ, দাতা, যাকাত প্রদানকারী, অভাবগ্রস্ত ও আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনাকারী এবং সদা-সর্বদা তাদের উপকার সাধনকারী। এবার ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা সুদ খায়, দুনিয়া লোভী, অত্যাচারী এবং অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঐ সব লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদেরকে কিয়ামাত দিবসে কাবর থেকে পুর্নজীবন দিয়ে উত্থিত করা হবে এবং বিচারের জন্য সমবেত করা হবে। তিনি বলেন ঃ *'যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শাইতানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় কিয়ামাত দিবসে দন্ডায়মান হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলে ঃ ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়।* ঐ সুদখোর লোকেরা তাদের কাবর থেকে অজ্ঞান অথবা পাগলের মত দিকভ্রান্ত হয়ে উত্থিত হবে। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যারা সুদ ভক্ষণ করে তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে শৃঙ্খলিত বন্দী হিসাবে কাবর থেকে তোলা হবে। (তাবারী ৬/৯) ইব্‌ন আবী হাতিমও (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, আউফ ইব্‌ন মালিক (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ তাফসীর করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৩/১১৩০, ১১৩১) ইমাম বুখারী (রহঃ) সামুরা ইব্‌ন যুনদুব (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যখন আমি লাল রং বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছি যার পানি রক্তের মত লাল ছিল, তখন আমি দেখি যে, এক লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন মালাক/ফেরেশতা বহু পাথর জমা করে বসে আছেন এবং তার পাশে আরও একজন মালাক রয়েছেন। নদীতে থাকা লোকটি সাতরে তীরের কাছে আসার সাথে সাথে একজন মালাক তার মুখ হা করে ধরছেন এবং অপর মালাক তার মুখে পাথর ভরে দিচ্ছেন। তখন সে ওখান থেকে পলায়ন করছে। অতঃপর পুনরায় এই রূপই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তার শাস্তির কারণ এই যে, সে সুদ খেত। (ফাতহুল বারী ৩/২৯৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا *এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়; অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।* এটা মনে রাখার বিষয় যে, তারা যে সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অনুমান করে করত তা নয়, কেননা মুশরিকরা পূর্ব হতেই ক্রয়-বিক্রয়কেও শারীয়াত সম্মত বলতনা। তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ বৈধতা ও অবৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা কাফিরদেরই উক্তি। তাহলে সূক্ষ্মতার সাথে একটি উত্তরও হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটিকে হারাম করেছেন এবং অপরটিকে হালাল করেছেন এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ কিসের? 'সর্বজ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিবাদ উত্থাপন করার তোমরা কে? তাঁর কাজের বিচার বিশ্লেষণ করার কার অধিকার রয়েছে? সমস্ত কাজের মূল তত্ত্ব তাঁরই জানা রয়েছে। তাঁর বান্দাদের জন্য প্রকৃত উপকার কোন্ জিনিসে রয়েছে এবং প্রকৃত ক্ষতি কোন বস্তুতে রয়েছে সেটাতো তিনিই ভাল জানেন। তিনি উপকারী বস্তু হালাল করেন এবং ক্ষতিকর বস্তু হারাম করেন।

মা তার দুগ্ধপায়ী শিশুর উপর ততো করুণাময়ী হতে পারেনা যতটা করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর। তিনি যা হতে নিষেধ করেন তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং যা করতে আদেশ করেন তার মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলার উপদেশ শ্রবণের পর যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ

(সে) অতীত (ত্রুটি) আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন ঃ

'অজ্ঞতাপূর্ণ যুগের সমস্ত সুদ আমার পদদ্বয়ের নীচে ধ্বংস হয়ে গেল। সর্বপ্রথম সুদ যা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তা হচ্ছে আব্বাসের (রাঃ) সুদ।' (আবূ দাউদ ৩/৬২৮) সুতরাং অন্ধকার যুগে যেসব সুদ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে ঃ **فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰه** *সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম আল্লাহর উপর নির্ভর।* অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ সুদের নিষিদ্ধতা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পরেও যদি সে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ না করে তাহলে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। চিরকাল সে জাহান্নামে অবস্থান করবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন *'যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শাইতানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামাত দিবসে দন্ডায়মান হবে'* নাযিল হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'যে ব্যক্তি এখন সুদ পরিত্যাগ করলনা, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। (আবূ দাউদ ৩/৬৯৫, হাকিম ২/২৮৫)

مُخَابِرَة শব্দের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ভূমিতে শস্যের বীজ বপন করল এবং চুক্তি করল ভূমির এই অংশে যা উৎপন্ন হবে তা আমার এবং অবশিষ্ট তোমার।' **مُزَابَنَة** শব্দের অর্থ এই যে, একটি লোক অপর একটি লোককে বলে ঃ 'তোমার এই গাছে যা খেজুর রয়েছে তা আমার এবং এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এই পরিমাণ খেজুর প্রদান করব।'' **مُحَاقَلَة** শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি

অপর এক ব্যক্তিকে বলে ঃ 'তোমার শস্য ক্ষেত্রে যে শস্য রয়েছে তা আমি ক্রয় করছি এবং ওর বিনিময়ে আমার নিকট হতে কিছু শস্য তোমাকে প্রদান করছি।' ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতিগুলিকে শারীয়াতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যেন সুদের মূল কর্তিত হয়। এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনায় আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেহ বলেছেন এক রকম এবং কেহ বলেছেন অন্য রকম। বিশ্বাসীদের নেতা দ্বিতীয় খলিফা উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলেছেন ঃ আমার খুবই আশা ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিবেন যাতে ঐ বিষয়সমূহে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তা হল (১) দাদার উত্তরাধিকার (তার নাতী-নাতনীদের সম্পদ থেকে), (২) 'কালালাহ'দের (যে মৃত ব্যক্তি সন্তান অথবা মাতা-পিতা রেখে যায়নি) উত্তরাধিকার এবং (৩) বিভিন্ন সুদের ফাইসালা সংক্রান্ত বিষয়। (ফাতহুল বারী ১০/৪৮, মুসলিম ৪/২৩২২) উমার (রাঃ) ঐ সমস্ত লেন-দেনের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন যে বিষয়ে পরিস্কারভাবে বলা হয়নি যে, তা সুদ বলে গন্য হবে, কি হবেনা। শারীয়াত বর্ণনা করছে, যে বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার সাথে যদি হালাল কোন কিছু যোগ করা হয় তাহলে তাও নিষিদ্ধ বা হারাম বলে গন্য হবে। কারণ হারাম কাজের সাথে মিশ্রিত হওয়ার ফলে হালাল জিনিসও আর হালাল থাকেনা। অনুরূপভাবে কোন কিছু করার জন্য যদি বাধ্য-বাধকতা থাকে এবং ঐ কাজের সাথে যদি কোন কিছু যোগ করা ছাড়া সম্পূর্ণ করা না যায় তাহলে ঐ জিনিসটিও বাধ্য-বাধকতার আওতায় আসবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলো জিনিস সন্দেহযুক্ত রয়েছে। এগুলো হতে দূরে অবস্থানকারীগণ নিজেদের ধর্ম ও সম্মান বাঁচালো। ঐ সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে পতিত ব্যক্তিরাই হচ্ছে হারামের মধ্যে পতিত ব্যক্তি। যেমন কোন রাখাল কোন এক ব্যক্তির রক্ষিত চারণ ভূমির আশে পাশে তার পশুপাল চরিয়ে থাকে। সেখানে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ঐ পশুপাল ঐ ব্যক্তির চারণ ভূমিতে ঢুকে পড়বে।' (ফাতহুল বারী ১/১৫৩, মুসলিম ৩/১২১৯) সুনানে হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে জিনিস তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা ছেড়ে দাও এবং যা পবিত্র তা গ্রহণ কর। (তিরমিযী ৭/২২১, নাসাঈ ৮/৩২৮) উমার (রাঃ) বলতেন

ঃ 'বড়ই আফসোস যে, আমি সুদের তাফসীর পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারিনি এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলেন। হে জনমণ্ডলী! তোমরা সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ কর এবং প্রত্যেকে ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর যার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে। (আহমাদ ১/৩৬, ইব্ন মাজাহ ২২৭৬)

একটি হাদীসে রয়েছে যে, সুদের সত্তরটি পাপ রয়েছে। সবচেয়ে হালকা পাপ হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যভিচার করা। (ইব্ন মাজাহ ২/৭৬৪, হাকিম ২/৩৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এমন যুগ আসবে যে, মানুষ সুদ গ্রহণ করবে।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'সবাই কি সুদ গ্রহণ করবে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'যে গ্রহণ করবেনা তার কাছেও তার ধূলি পৌঁছবে।' (আহমাদ) এই ধূলি হতে বাঁচার উদ্দেশে ঐ কারণগুলোর পাশেও যাওয়া উচিত নয় যেগুলো হারামের দিকে নিয়ে যায়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতটি সুদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে এসে তা পাঠ করেন এবং সুদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেন। (আহমাদ ৬/৪৬) এ ছাড়া ছয়টি হাদীস গ্রন্থের তিরমিযী বাদে অন্যান্য গ্রন্থে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫১, মুসলিম ৩/১২০৬, আবূ দাঊদ ৩/৭৫৯, নাসাঈ ৬/৩০৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০২২) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত করেছেন; কেননা যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয় তখন তারা কৌশল অবলম্বন করে ঐগুলো গলিয়ে বিক্রি করে এবং মূল্য গ্রহণ করে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৭২, মুসলিম ১২০৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্য দানকারী এবং লিখকদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।' (মুসলিম ৩/১২১৯)

তাহলে এটা স্পষ্ট কথা যে, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষ্যদাতাদের অযথা আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ স্কন্ধে বহন করার কি প্রয়োজন? ভাবার্থ এই যে, শারীয়াতের বন্ধনে এনে কৌশল অবলম্বন করে তারা ঐ সুদের লিখা-পড়া করে, এ জন্য তারাও অভিশপ্ত।

২৭৬। আল্লাহ সুদকে ক্ষয় করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি	٢٧٦. يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟

وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ	কৃতঘ্ন পাপাচারীদেরকে ভালবাসেননা।
٢٧٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	২৭৭। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, সালাতকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট পুরস্কার রয়েছে; এবং তাদের কোনো আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা।

সুদের মধ্যে আল্লাহর বারাকাত নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি সুদকে সমূলে ধ্বংস করেন। অর্থাৎ হয় ওটাকেই সরাসরি নষ্ট করেন, না হয় ওর বারাকাত নষ্ট করেন। দুনিয়ায়ও ওটা ধ্বংসের কারণ হয় এবং পরকালেও শাস্তির কারণ হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ

তুমি বলে দাও ঃ পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ

আর কু-জনদের সকলকে একজনের উপর অপর জনকে স্তূপীকৃত করবেন এবং অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ

মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায়না। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩৯) এ জন্যই আবদুল্লাহ

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, সুদ বেশি হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কমেই যায়। (আহমাদ ১/৩৯৫, তাবারী ৬/১৫) মুসনাদ আহমাদে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'জেনে রেখ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশে খাদ্য শস্য জমা করে রাখে, তাকে আল্লাহ দরিদ্র করে দিবেন অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করবেন।' সুনান ইব্ন মাজাহয় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে উচ্চ মূল্যের উদ্দেশে খাদ্য শস্য বিক্রি বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ তাকে দরিদ্র করবেন অথবা কুষ্ঠ রোগী করবেন।'

আল্লাহ দান-সাদাকাহকে বৃদ্ধি করেন

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনি দানকে বৃদ্ধি করেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরও দান করে, আল্লাহ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তিনি তা বর্ধিত করতে থাকেন যেমন তোমরা তোমাদের পশু লালন পালন করে থাক এবং এমন কি তিনি ওর সাওয়াব বড় পাহাড় সমান করে দেন। (ফাতহুল বারী ৩/৩২৬, ১৩/৪২৬, মুসলিম ২/৭০২)

অবিশ্বাসী পাপীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেননা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপাচারীদেরকে ভালবাসেননা। ভাবার্থ এই যে, যারা দান-খাইরাত করেনা, আল্লাহ তা'আলার বেশি দেয়ার প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে দুনিয়ায় সম্পদ জমা করতে থাকে, জঘন্য ও শারীয়াত পরিপন্থী উপায়ে উপার্জন করে এবং বাতিল ও অন্যায়ভাবে জনগণের মাল ভক্ষণ করে তারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু। এই কৃতঘ্ন ও পাপীদের প্রতি মহান আল্লাহর দয়া-ভালবাসা নেই।

আল্লাহ শোকর আদায়কারীর প্রশংসা করেন

অতঃপর যারা আল্লাহ তা'আলার রাবুবিয়াতে ঈমান আনে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং গরীব আত্মীয়-স্বজনদের হক

আদায় করে। তাদের জন্য কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার ও সম্মান এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা। তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবেনা।

২৭৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন কর।	٢٧٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
২৭৯। কিন্তু যদি না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে, তোমরা অত্যাচার করবেনা এবং তোমরাও অত্যাচারিত হবেনা।	٢٧٩. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
২৮০। আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা করবে এবং যদি তোমরা বুঝে থাক তাহলে তোমাদের জন্য দান করাই উত্তম।	٢٨٠. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
২৮১। আর তোমরা সেই দিনের ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন যে যা অর্জন করেছে তা সম্পূর্ণ	٢٨١. وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ

مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ	রূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা।

আল্লাহভীরুতা অর্জন এবং সুদ পরিহার করা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে ভয় করে ও ঐ কার্যাবলী হতে বিরত থাকে যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট। তাই তিনি বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ হে মু'মিনগণ! তোমরা সাবধান থেক, প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চল এবং মুসলিমদের উপর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, সাবধান! যদি তোমরা মুসলিম হও তাহলে তা নিবেনা! কেননা এখন তা হারাম হয়ে গেছে।

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), ইব্ন যুরাইয (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সাকিফ গোত্রের উপগোত্র আমর ইব্ন উমায়ির এবং মাখজুম গোত্রের বানী মুগীরাহর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদের উভয় গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়াত জামানা থেকে সুদের লেন-দেন চলে আসছিল। উভয় গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম কবূল করে তখন মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সাকিফ গোত্রের লোকদের সুদ বাবদ টাকা পাওনা ছিল। মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সুদের টাকা চাইতে গেলে তারা সাকিফ গোত্রের লোকদেরকে বলে ঃ ইসলাম কবূল করার পর আমরা আর সুদ প্রদান করতে পারিনা। অবশেষে তাদের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাক্কার প্রতিনিধি আত্তাব ইব্ন উসাইদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে একটি চিঠি লিখেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানু আমর তাওবাহ করে তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জানা সত্ত্বেও ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সুদের অপর নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) সাথে যুদ্ধ করা

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِه এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন সুদখোরকে বলা হবে, 'তোমরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।' (তাবারী ৬/২৬) তিনি বলেন ঃ 'যে সময়ে যিনি ইমাম থাকবেন তার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যারা সুদ পরিত্যাগ করবেনা তাদেরকে তাওবাহ করাবেন। যদি তারা তাওবাহ না করে তাহলে তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন।' (তাবারী ৬/২৫) হাসান বাসরী (রহঃ) ও ইব্‌ন সীরীনেরও (রহঃ) এটাই উক্তি। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ যদি তাওবাহ কর তাহলে তোমার আসল মাল যার নিকট রয়েছে তা তুমি অবশ্যই আদায় করবে। আরও বলা হয়েছে وَلاَ تُظْلَمُونَ বেশি নিয়ে তুমিও তার উপর অত্যাচার করবেনা এবং সেও তোমাকে কম দিয়ে অথবা মূলধন না দিয়ে তোমার উপর অত্যাচার করবেনা। বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অজ্ঞতার যুগের সমস্ত সুদ আমি ধ্বংস করে দিলাম। মূল সম্পদ গ্রহণ কর। বেশি নিয়ে তোমরা কারও উপর অত্যাচার করবেনা এবং কেহই তোমাদের মাল আত্মসাৎ করে তোমাদের উপরও অত্যাচার করবেনা। আমি প্রথমেই যার সুদ বাতিল ঘোষণা করছি তা হচ্ছে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের (রাঃ) পাওনা সমস্ত সুদ।' (ইবন আবী হাতিম ৩/১১৪৭)

আর্থিক অনটনে জর্জরিত দেনাদারের প্রতি দয়ার্দ্র থাকা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ যদি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার প্রাপ্য থাকে এবং সে তা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে তাহলে তাকে কিছুদিন অবকাশ দাও যে, সে আরও কিছুদিন পর তোমাকে তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে। সাবধান! দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে সুদ বৃদ্ধি করবেনা। বরং ঐ সব দরিদ্রের ঋণ ক্ষমা করে দেয়াই মহত্তম কাজ। তাবারানীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ কামনা করে সে যেন এই

প্রকারের দরিদ্রদেরকে অবকাশ দেয় বা ঋণ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র লোকের উপর স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা প্রকাশ করে এবং তাকে অবকাশ দেয়; অতঃপর যতদিন পর্যন্ত সে তার কাছে প্রাপ্য পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত সে প্রতিদিন সেই পরিমাণ দান করার সাওয়াব পেতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সে প্রতিদিন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব পেতে থাকবে।' এ কথা শুনে বুরাইদা (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পূর্বে আপনি ঐ পরিমাণ দানের সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। আর এখন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বললেন?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যে পর্যন্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত না হবে সেই পর্যন্ত ওর সমপরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে, এবং যখন মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে।' (আহমাদ ৫/৩৬০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল-কারাযী (রহঃ) বলেছেন যে, এক লোকের কাছে আবূ কাতাদাহর (রাঃ) কিছু টাকা পাওনা ছিল। তিনি ঐ ঋণ আদায়ের তাগাদায় তার বাড়ী যেতেন; কিন্তু সে লুকিয়ে থাকত এবং তার সাথে দেখা করতনা। একদা তিনি তার বাড়ী এলে একটি ছেলে বেরিয়ে আসে। তিনি তাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে ঃ 'হ্যাঁ, তিনি বাড়ীতেই আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন।' তখন আবূ কাতাদাহ (রাঃ) তাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'আমি জেনেছি যে, তুমি বাড়ীতেই আছ; সুতরাং বাইরে এসো এবং উত্তর দাও। ঐ বেচারা বাইরে এলে তিনি তাকে বললেন ঃ 'লুকিয়ে থাকছ কেন?' লোকটি বলল ঃ 'জনাব! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমি একজন দরিদ্র লোক। এখন আমার নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ নেই। তাই, লজ্জায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারিনা।' তিনি বলেন ঃ 'শপথ কর।' সে শপথ করল। এ দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।' (মুসলিম ৪/২০৮৪, আহমাদ ৫/৩০৮)

আবূ ইয়ালা (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন একটি লোককে আল্লাহ তা'আলার সামনে আনা হবে। তাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ

'বল, তুমি আমার জন্য কি সাওয়াব কামাই করেছ?' সে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমি এমন একটি অণু পরিমাণ সাওয়াবেরও কাজ করতে পারিনি যার প্রতিদান আমি আপনার নিকট যাঞ্চা করতে পারি।' আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করবেন এবং সে একই উত্তরই দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আবার জিজ্ঞেস করবেন। এবার লোকটি বলবে ঃ হে আল্লাহ! একটি সামান্য কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে কিছু মালও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ব্যবসায়ী লোক ছিলাম। লোকেরা আমার নিকট হতে ধার কর্জ নিত। আমি যখন দেখতাম যে, এই লোকটি দরিদ্র এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে সে কর্জ পরিশোধ করতে পারছেনা তখন আমি তাকে আরও কিছুদিন অবকাশ দিতাম। ধনীদের উপরও পীড়াপীড়ি করতামনা। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দিতাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তাহলে আমি তোমার পথ সহজ করবনা কেন? আমি তো সর্বাপেক্ষা বেশি সহজকারী। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি জান্নাতে চলে যাও।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৭০, মুসলিম ৩/১১৯৫, ইব্ন মাজাহ ২/৮০৮)

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার লয় ও ক্ষয়, মালের ধ্বংসশীলতা, পরকালের আগমন, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন, আল্লাহ তা'আলাকে নিজেদের কাজের হিসাব প্রদান এবং সমস্ত কাজের প্রতিদান প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ও তাঁর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, কুরআনুল হাকীমের এটাই সর্বশেষ আয়াত। (নাসাঈ ৬/৩০৭, তাবারী ৬/৪০)

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) একটি বর্ণনায় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একত্রিশ দিন জীবিত থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন জুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তী মনীষীদের উক্তি এই যে, এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয় দিন জীবিত ছিলেন। শনিবার হতে আরম্ভ হয় এবং তিনি সোমবারে ইন্তেকাল করেন। মোট কথা, কুরআন মাজীদে সর্বশেষ এই আয়াতটিই অবতীর্ণ হয়।

٢٨٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكۡتُبُوهُ ۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ ۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِ ۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ

২৮২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান করবে তখন তা লিখে নিবে; আর কোন একজন লেখক যেন ন্যায্যভাবে তোমাদের মধ্যে (ঐ আদান প্রদানের দলীল) লিখে দেয়, আর কোন লেখক যেন (দলীল) লিখে দিতে অস্বীকার না করে, আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া, এবং ঋণ গ্রহিতা যেন লিখার বিষয় বলে দেয় এবং তার উচিত স্বীয় রাব্ব আল্লাহকে ভয় করা এবং ওর মধ্যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করা; অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ বা অযোগ্য অথবা লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার অভিভাবকরা ন্যায় সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নিবে এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করবে; কিন্তু যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী

مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ
وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ
وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ
كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ
عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا
تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ
وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ
كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ
فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَيۡءٍ عَلِيمٞ

মনোনীত করবে, যদি নারীদ্বয়ের একজন ভুলে যায় তাহলে একজন অপর জনকে স্মরণ করিয়ে দিবে; এবং যখন আহ্বান করা হয় তখন সাক্ষীগণের অস্বীকার না করা উচিত, এবং ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিখে দিতে তোমরা অবহেলা করনা, এটা আল্লাহর নিকট অতি সঙ্গত এবং সাক্ষ্যের জন্য এটাই দৃঢ়তর ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু যদি তোমরা কারবারে পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান কর তাহলে তা লিপিবদ্ধ না করলে তোমাদের পক্ষে দোষ নেই; কিন্তু বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য সাক্ষী রেখ, যেন লেখক কিংবা সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি এরূপ কর (ক্ষতিগ্রস্ত) তাহলে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

লিখিত লেন-দেনে পরবর্তী সময়ে উপকার রয়েছে

কুরআনুল হাকীমে এই আয়াতটি সবচেয়ে বড় আয়াত। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন ঃ ‘আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, আরশ থেকে কুরআন মাজীদের জন্য সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছে তা হল ঋণের এই আয়াতটি। (তাবারী ৬/৪১) এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ তারা যেন আদান-প্রদান লিখে রাখে, তাহলে ঋণের পরিমাণ ও নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে কোন গণ্ডগোল সৃষ্টি হবেনা। এতে সাক্ষীরাও ভুল করবেনা। এর দ্বারা ঋণের জন্য একটি সময় নির্ধারিত করার বৈধতাও সাব্যস্ত হচ্ছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আসেন তখন এখানকার লোকদের মধ্যে এই রীতি ছিল যে, এক কিংবা দুই বছর আগেই তারা তাদের গাছের ফলের মূল্য বাবদ অগ্রীম টাকা নিয়ে নিত। তাদের এ ধরনের লেন-দেন দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা যারা অগ্রীম টাকা (খেজুর বিক্রি বাবদ) নিতে চাও তারা নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখসহ ওযন বা পরিমাপের কথা উল্লেখ করে নিবে। (ফাতহুল বারী ৪/১০৫, মুসলিম ৩/১২২৬) কুরআনুল কারীমে নির্দেশ হচ্ছে, ‘তোমরা লিখে রাখ।’ ইব্‌ন জুরাইজ (রহঃ) বলেছেন, যে ধার দিবে সে লিখে রাখবে এবং যে বিক্রি করবে সে সাক্ষী রাখবে। আবূ সাঈদ (রহঃ), শা‘বী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন জুরাইজ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখের উক্তি এই যে, এভাবে লিখে রাখার কাজটি প্রথমে অবশ্য করণীয় কাজ ছিল। কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে যায়। পরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ যদি তোমাদের একের অপরের প্রতি আস্থা থাকে তাহলে যার নিকট তার আমানাত রাখা হবে তা যেন সে আদায় করে দেয়। (২ ঃ ২৮৩) (তাবারী ৬/৪৭, ৪৯, ৫০) ওর দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি। এই ঘটনাটি পূর্ব যুগীয় উম্মাতের হলেও তাদের শারীয়াতই আমাদের শারীয়াত, যদি আমাদের শারীয়াত তা অস্বীকার না করে। যে ঘটনা আমরা এখন বর্ণনা করতে যাচ্ছি তাতে লিখা-পড়া না হওয়া এবং সাক্ষী ঠিক না রাখাকে আইন রচয়িতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্বীকার করেননি। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

বানী ইসরাঈলের এক লোক অন্য এক লোকের কাছে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ধার চায়। সে বলে ঃ 'সাক্ষী আন।' সে উত্তর দেয় ঃ 'আল্লাহ তা'আলাই আমার সাক্ষী।' সে বলে ঃ 'জামানত আন।' সে উত্তরে বলে ঃ 'আল্লাহ তা'আলার জামানতই যথেষ্ট।' তখন ঋণদাতা লোকটিকে বলে ঃ 'তুমি সত্যই বলছ।' অতঃপর ঋণ আদায়ের সময় নির্ধারিত হয় এবং সে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা গুনে দেয়। এরপর ঋণ গ্রহীতা লোকটি সামুদ্রিক ভ্রমণে বের হয় এবং নিজের কাজ হতে অবকাশ লাভ করে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে সে সমুদ্রের তীরে আগমন করে। তার ইচ্ছা এই যে, কোন জাহাজ এলে তাতে উঠে বাড়ী চলে আসবে এবং ঐ লোকটির ঋণ পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু সে কোন জাহাজ পেলনা। যখন সে দেখল যে, সে সময় মত পৌঁছতে পারবেনা। তখন সে একখানা কাঠ নিয়ে খোদাই করল এবং তাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে দিল এবং এক টুকরো কাগজও রাখল। অতঃপর ওর মুখ বন্ধ করে দিল এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল, হে প্রভু! আপনি খুব ভাল জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার করেছি। সে আমার নিকট জামানত চাইলে আমি আপনাকেই জামিন দেই এবং তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সে সাক্ষী উপস্থিত করতে বললে আমি আপনাকেই সাক্ষী রাখি। সে তাতেও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এখন সময় শেষ হতে চলেছে, আমি সদা নৌযান অনুসন্ধান করতে থাকছি যে নৌযানে চড়ে বাড়ী গিয়ে কর্জ পরিশোধ করব। কিন্তু কোন নৌযান পাওয়া যাচ্ছেনা। এখন আমি সেই পরিমান মুদ্রা আপনাকেই সমর্পণ করছি এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করছি ও প্রার্থনা করছি যেন আপনি এই মুদ্রা তার নিকট পৌঁছে দেন।' অতঃপর সে ঐ কাঠটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং নিজ অবস্থান স্থলে চলে আসে। কিন্তু তবুও সে নৌযানের খোঁজে রতই থাকে যাতে নৌযান পেলে সে চলে যাবে। এখানে তো এই অবস্থার উদ্ভব হল। আর ওখানে যে ব্যক্তি তাকে ঋণ দিয়েছিল সে যখন দেখল যে, ঋণ পরিশোধের সময় হয়ে গেছে এবং আজ তার যাওয়া উচিত। অতএব সেও সমুদ্রের তীরে গেল যে, হয়ত ঐ ঋণ গ্রহীতা ফিরে আসবে এবং তার ঋণ পরিশোধ করবে কিংবা কারও হাতে পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং সে এলোনা তখন সে ফিরে আসার মনঃস্থ করল। সমুদ্রের ধারে একটি কাঠ দেখে মনে করল, বাড়ী তো খালি হাতেই যাচ্ছি, কাঠটি নিয়ে যাই। একে ফেড়ে শুকিয়ে জ্বালানি কাঠ রূপে ব্যবহার করা যাবে। বাড়ী পৌঁছে কাঠটিকে ফাড়া মাত্রই ঝন ঝন করে বেজে উঠে স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে আসে। গণনা করে দেখে যে, পূরা এক হাজারই রয়েছে। তার কাগজ

খণ্ডের উপর দৃষ্টি পড়ে। ওটা উঠিয়ে পড়ে নেয়। অতঃপর একদিন ঐ লোকটিই এসে এক হাজার দীনার পেশ করে বলে, 'আপনার প্রাপ্য মুদ্রা গ্রহণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ না করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু নৌযান না পাওয়ার কারণে বিলম্ব করতে বাধ্য হয়েছি। আজ নৌযান পাওয়ায় মুদ্রা নিয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি।' তখন ঐ ঋণ দাতা লোকটি বলে 'আপনি আমার প্রাপ্য পাঠিয়েও দিয়েছিলেন কি? সে বলে, 'আমি তো বলেই দিয়েছি যে, আমি নৌকা পাইনি।' সে বলে, 'আপনি আপনার অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যান। আপনি মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে কাঠের মধ্যে ভরে যে মুদ্রা নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন তা আল্লাহ আমার নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমি আমার পূর্ণ প্রাপ্য পেয়েছি।' এই হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ সঠিক। সহীহ বুখারীতে সাত জায়গায় এই হাদীসটি এসেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ লেখক যেন ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে লিখে। লিখার ব্যাপারে যেন কোন দলের উপর অত্যাচার না করে, এদিক ওদিক কিছু কম বেশি না করে। বরং আদান-প্রদানকারী একমত হয়ে যা তাকে লিখতে বলবে ঠিক তাই যেন সে লিখে দেয়। যেমন তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি তাকে লিখা–পড়া শিখিয়েছেন, তেমনই যারা লিখা-পড়া জানেনা তাদের প্রতি সেও যেন অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাদের আদান প্রদান ঠিকভাবে লিখে দেয়। হাদীসে রয়েছে ঃ

'কোন কার্যরত ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং কোন অক্ষম ব্যক্তির কাজ করে দেয়াও সাদাকাহ।' (ফাতহুল বারী ৫/১৭৬) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে বিদ্যা জেনে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়ানো হবে।' (তাবারানী ৫/১১)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতের ধারা অনুসারে লিখে দেয়া লেখকের উপর ওয়াজিব।' লিখিয়ে নেয়ার দায়িত্ব যার উপর রয়েছে সে যেন হক ও সত্যের সঙ্গে লিখিয়ে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে যেন বেশী-কম না করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যদি এই লোকটি অবুঝ হয়, দুর্বল হয়, নাবালক হয়, জ্ঞান ঠিক না থাকে কিংবা নির্বুদ্ধিতার কারণে লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার অভিভাবক ও জ্ঞানী ব্যক্তি লিখিয়ে নিবে।

চুক্তি লিখার সময় সাক্ষীর উপস্থিত থাকতে হবে

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ **وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ** চুক্তি লিখার সাথে সাথে সাক্ষ্যও হতে হবে, যেন এই আদান-প্রদানের ব্যাপারটি খুবই শক্ত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। 'তোমরা দু'জন পুরুষ লোককে সাক্ষী করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী হলেও চলবে। এই নির্দেশ ধন-সম্পদের ব্যাপারে এবং সম্পদের উদ্দেশের ব্যাপারে রয়েছে। স্ত্রী লোকের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই দু'জন স্ত্রী লোককে একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হে মহিলারা! তোমরা দান-খাইরাত কর এবং খুব বেশি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি জাহান্নামে তোমাদেরই সংখ্যা বেশি দেখেছি।' এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর কারণ কি?' তিনি বললেন ঃ

'তোমরা খুব বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং তোমাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমাদের জ্ঞান ও দীনের স্বল্পতা সত্ত্বেও পুরুষদের জ্ঞান হরণকারিণী তোমাদের অপেক্ষা বেশি আর কেহ নেই।' সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, 'দীন ও জ্ঞানের স্বল্পতা কিরূপে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ

'জ্ঞানের স্বল্পতা তো এর দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে যে, দু'জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের সমান; আর দীনের স্বল্পতা এই যে, তোমাদের মাসিক অবস্থায় তোমরা সালাত আদায় করনা ও সিয়াম কাযা করে থাক।' (মুসলিম ১/৮৭) সাক্ষীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

তাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। যারা ন্যায়পরায়ণ নয় তাদের সাক্ষ্য যারা প্রত্যাখ্যান করেছেন, এই আয়াতটিই তাদের দলীল। তারা বলেন যে, সাক্ষীগণকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। দু'জন স্ত্রী লোক নির্ধারণ করারও দূরদর্শিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি একজন ভুলে যায় তাহলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। *ফাতুজাক্কিরা* শব্দটি অন্য পঠনে *ফাতুজাক্কিরু* রয়েছে।

যারা বলেন যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য যদি অন্য মহিলার সাক্ষ্যের সাথে মিলে যায় তখন তা পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের মতই হয়ে যায়, এটা তাদের মন

গড়া কথা। প্রথম উক্তিটিই সঠিক। বলা হচ্ছে, সাক্ষীদেরকে ডাকা হলে তারা যেন অস্বীকার না করে অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা এসো ও সাক্ষ্য প্রদান কর, তখন তারা যেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করে। যেমন লেখকদের ব্যাপারেও এটাই বলা হয়েছে। এখান থেকে এই উপকারও লাভ করা যাচ্ছে যে, সাক্ষী থাকা ফার্যে কিফায়া। 'জমহুরের মাযহাব এটাই' এ কথাও বলা হয়েছে। (তাবারী ৬/৬৮)

এই অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকা হবে অর্থাৎ যখন তাদেরকে ঘটনা জিজ্ঞেস করা হবে তখন যেন তারা সাক্ষ্য দেয়ার কাজ হতে বিরত না থাকে। আবূ মুজাল্লায (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, যখন সাক্ষী হওয়ার জন্য কেহকে ডাকা হবে তখন তার সাক্ষী হওয়ার বা না হওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সাক্ষী হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান করা হলে অবশ্যই যেতে হবে। (তাবারী ৬/৭১, ইবন আবী হাতিম ৩/১১৮১) সহীহ মুসলিম ও সুনানের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'উত্তম সাক্ষী তারাই যারা সাক্ষ্য না চাইতেই (সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে) সাক্ষ্য দেয়।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, 'জঘন্যতম সাক্ষী তারাই যাদের নিকট সাক্ষ্য না চাইতেই (মিথ্যা) সাক্ষ্য দেয়।' অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'এমন লোক আসবে যাদের শপথ সাক্ষ্যের উপর ও সাক্ষ্য শপথের উপর অগ্রে অগ্রে থাকবে। এতে জানা যাচ্ছে যে, এসব নিন্দাসূচক কথা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং উপরের ঐ প্রশংসামূলক কথা সত্য সাক্ষ্য প্রদানকারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এভাবেই এই পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলির মধ্যে অনুরূপতা দান করা হবে। এই হাদীসসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন, 'সাক্ষ্য দিতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা উচিত নয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِه বিষয় বড়ই হোক আর ছোটই হোক, সময়ের মেয়াদ ইত্যাদি লিখে নাও। আমার এই নির্দেশ ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী এবং সাক্ষ্যের সঠিকতা সাব্যস্তকারী।' কেননা নিজের লিখা দেখে বিস্মৃত কথাও স্মরণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে লিখা না থাকলে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়ে থাকে। লিখা থাকলে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। কেননা মতানৈক্যের সময় লিখা দেখে নিঃসন্দেহে মীমাংসা করা যেতে পারে। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا যদি নগদ ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহলে বিবাদের কোন সম্ভাবনা নেই বলে না লিখলেও কোন দোষ নেই। এখন রইলো সাক্ষ্য। এ ব্যাপারে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন যে, ধার হোক আর নগদই হোক সর্বাবস্থায়ই সাক্ষী রাখতে হবে। অন্যান্য মনীষী হতে বর্ণিত আছে, **فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ** এ কথা বলে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশও উঠিয়ে নিয়েছেন। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, জামহুরের মতে এই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য নয়, বরং এর মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে বলে মুস্তাহাব হিসাবে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি যা খুযাইমাহ ইব্‌ন সাবীত আল আনসারী (রহঃ) থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। উমারাহ ইব্‌ন খুযাইমাহ আল আনসারী (রহঃ) বলেন, তার চাচা যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বেদুঈনের সাথে একটি ঘোড়া কেনার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুঈনকে তাঁর পিছন পিছন চলে আসতে (বাড়ীতে) বলেন যাতে তিনি তার ঘোড়ার দাম দিয়ে দিতে পারেন। বেদুঈনটি মূল্য নেয়ার উদ্দেশে তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর বাড়ীর দিকে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দ্রুত চলছিলেন এবং বেদুঈনটি ধীরে ধীরে চলছিল। ঘোড়াটি যে বিক্রি হয়ে গেছে এ সংবাদ জনগণ জানতনা বলে তারা ঐ ঘোড়ার দাম করতে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘোড়াটি যে দামে বিক্রি করেছিল তার চেয়ে বেশি দাম উঠে যায়। বেদুঈন নিয়াত পরিবর্তন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাক দিয়ে বলে ঃ 'জনাব, আপনি হয় ঘোড়াটি ক্রয় করুন, না হয় আমি অন্যের হাতে বিক্রি করে দেই।' এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেমে যান এবং বলেন ঃ 'তুমি তো ঘোড়াটি আমার কাছে বিক্রি করেই ফেলেছ; সুতরাং এখন আবার কি বলছ?' বেদুঈনটি তখন বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি বিক্রি করিনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার ও আমার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে গেছে।' এখন এদিক ওদিক থেকে লোক এ কথা ও কথা বলতে থাকে। ঐ

নির্বোধ তখন বলে, আমি আপনার নিকট বিক্রি করেছি তার সাক্ষী নিয়ে আসুন। মুসলিমগণ তাকে বারবার বলে, ওরে হতভাগা! তিনি তো আল্লাহর রাসূল, তাঁর মুখ দিয়ে তো সত্য কথাই বের হয়। কিন্তু তার ঐ একই কথা, সাক্ষ্য নিয়ে আসুন। এ সময় খুযাইমা (রাঃ) এসে পড়েন এবং বেদুঈনের কথা শুনে বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঘোড়াটি বিক্রি করেছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, তুমি কি করে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তিনি বলেন, আপনার সত্যবাদিতার উপর ভিত্তি করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'আজ খুযাইমার (রাঃ) সাক্ষ্য দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান। (আহমাদ ৫/২১৫, আবূ দাঊদ ৪/৩১, নাসাঈ ৭/৩০১) সুতরাং এই হাদীস দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত হয়না। কিন্তু মঙ্গল ওর মধ্যেই রয়েছে যে, ব্যবসা বাণিজ্যেরও সাক্ষী রাখতে হবে। এর পর বলা হচ্ছে ঃ

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ যা লিখিয়ে নিচ্ছে লেখক যেন তার বিপরীত কথা না লিখে। অনুরূপভাবে সাক্ষীরও উচিত যে, সে যেন মূল ঘটনার উল্টা সাক্ষ্য না দেয় অথবা সাক্ষ্য প্রদানে কার্পণ্য না করে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীর এটাই উক্তি। (তাবারী ৬/৮৫, ৮৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ আমি যা করতে নিষেধ করি তা করা এবং যা করতে বলি তা হতে বিরত থাকা চরম অন্যায়। এর শাস্তি তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ তোমরা প্রতিটি কাজে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করে তাঁকে ভয় করে চল, তাঁর আদেশ পালন কর এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণায়ক শক্তি দান করবেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৯) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ কার্যসমূহের পরিণাম এবং গুঢ় রহস্য সম্পর্কে, ঐগুলির মঙ্গল ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই; তাঁর জ্ঞান সারা জগৎকে ঘিরে রয়েছে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই প্রকৃত জ্ঞান তাঁর রয়েছে।

٢٨٣. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

২৮৩। এবং যদি তোমরা প্রবাসে থাক ও লেখক না পাও তাহলে বন্ধকী বস্তু নিজের দখলে রাখ। অতঃপর কেহ যদি কেহকে বিশ্বাস করে তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার পক্ষে গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা উচিত এবং স্বীয় রাব্ব আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। সাক্ষ্য গোপন করনা; এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী; বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।

বন্ধক রাখার ব্যাপারে কুরআনের আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ সফর অবস্থায় যদি ধারের আদান-প্রদান হয় এবং কোন লেখক পাওয়া না যায় অথবা কলম, কালি, কাগজ ইত্যাদি না থাকে তাহলে বন্ধক রাখ এবং যে জিনিস বন্ধক রাখবে তা ঋণ দাতার অধিকারে দিয়ে দাও। مَقْبُوْضَةَ শব্দ দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, বন্ধক যে পর্যন্ত অধিকারে না আসবে সেই পর্যন্ত তা অপরিহার্য হবেনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁর লৌহ বর্মটি আবুশ শাহাম নামক একজন ইয়াহুদীর নিকট ত্রিশ ‘ওয়াসাক’ (প্রায় ১৮০ কেজি) বার্লির বিনিময়ে বন্ধক ছিল, যে যব তিনি স্বীয় পরিবারের খাবারের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ঐ ইয়াহুদীটি ছিল মাদীনায় অবস্থান করা এক ইয়াহুদী। (ফাতহুল বারী ৪/৩৫৪, মুসলিম ৩/১২২৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ যদি তোমাকে কেহ বিশ্বাস করে তাহলে তোমার উচিত সেই বিশ্বাসের মূল্য দেয়া। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ পাওনাদারের উচিত আল্লাহকে ভয় করা যে, তিনি সব কিছু জানেন ও লক্ষ্য করছেন যে, কে কি ধরণের আচরণ করছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং সুনানে বর্ণিত হয়েছে, কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, সামুরাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘ঋণ গ্রহীতা যে ঋণ নিয়ে থাকে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার হাত তা (ঋণের বোঝা) বহন করে বেড়াবে।’ (আহমাদ ৫১৩, আবূ দাঊদ ৩/৮২২, তিরমিযী ৪/৪৮২, নাসাঈ ৩/৪১১, ইব্ন মাজাহ ২/৮০২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ ‘সাক্ষ্য গোপন করনা, বিশ্বাস ভঙ্গ করনা এবং তা প্রকাশ করা হতে বিরত হয়োনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাক্ষ্যকে গোপন করা বড় পাপ (কবিরা পাপ)। সুদ্দী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে তার মনে পাপ পুষিয়ে রেখেছে। (তাবারী ৬/১০০) এখানেও বলা হচ্ছে যে, সাক্ষ্য গোপনকারীর মন পাপাচারী। অন্যস্থানে রয়েছে ঃ

وَلَا نَكْتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَـٰثِمِينَ

আল্লাহর সাক্ষ্যকে আমরা গোপন করবনা, (যদি এরূপ করি তাহলে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হব। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদি সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট; অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা, আর তোমরা যদি ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৫)

٢٨٤. لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

২৮৪। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন; অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

বান্দা যদি মনে মনে কিছু ভাবে সে জন্য কি সে দায়ী হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনিই হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি। ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয় বিষয়সমূহের হিসাব গ্রহণকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

‘*তুমি বল ঃ তোমাদের অন্তরসমূহে যা রয়েছে তা তোমরা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন।* (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৯) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ খুব ভাল জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭) এই অর্থ সম্বলিত আরও বহু আয়াত রয়েছে। এখানে ওর সাথে এটাও বলেছেন যে, তিনি তার হিসাব গ্রহণ করবেন। এই আয়াতটি (২ ঃ ২৮৪) অবতীর্ণ হলে সাহাবীগণের (রাঃ) উপর এটা খুব কঠিন বোধ হয় যে, ছোট বড় সমস্ত জিনিসের আল্লাহ তা‘আলা হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং তাদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তারা কম্পিত হন। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বসে পড়েন এবং বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে সালাত, সিয়াম, জিহাদ এবং দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা আমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে; কিন্তু এখন যে আয়াত অবতীর্ণ হল তা পালন করার শক্তি আমাদের নেই।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

‘তোমরা কি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মত বলতে চাও যে, আমরা শুনলাম ও মানলামনা? তোমাদের বলা উচিত, আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আল্লাহ, আমরা আপনার দয়া কামনা করছি। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে তো আপনার নিকটই ফিরে যেতে হবে।’ অতঃপর সাহাবীগণ (রাঃ) এ কথা মেনে নেন এবং তাদের মুখে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখিয়ে দেয়া কথাগুলি উচ্চারিত হতে থাকে। তখন আল্লাহ নিম্নের আয়াতাংশ নাযিল করেন ঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا ۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ

রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা, এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম; স্বীকার করলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ২৮৪ নং আয়াতটি বাতিল করেন এবং

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা; সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ২/৪১২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই কষ্ট উঠিয়ে দিয়ে উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। মুসলিমগণ যখন বলেন ঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হ্যাঁ, 'আমি এটাই করব।' মুসলিমগণ বলেন ঃ

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রুপ ভার অর্পণ করবেননা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এটা কবূল করা হল।' অতঃপর মুসলিমগণ বলেন ঃ

وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ ۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ

এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। এটাও আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন। (মুসলিম ১/১১৫) এই হাদীসটি আরও বহু পন্থায় বর্ণিত হয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট ঘটনা বর্ণনা করি যে, **وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ** এই আয়াতটি পাঠ করে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) খুবই ক্রন্দন করেছেন। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, **وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবীগণের (রাঃ) এই অবস্থাই হয়েছিল, তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা এই কথাও বলেছিলেন, 'অন্তরের মালিক তো আমরা নই। সুতরাং অন্তরের ধারণার জন্যও যদি আমাদেরকে ধরা হয় তাহলে তো খুব কঠিন ব্যাপার হবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** বল।' সাহাবীগণ এই কথাই বললেন। অতঃপর পরবর্তী আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতগুলি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কার্যাবলীর জন্য ধরা হবে বটে; কিন্তু মনের ধারণা ও সংশয়ের জন্য ধরা হবেনা।' অন্য ধারায় এই বর্ণনাটি ইব্‌ন মারজানা (রহঃ) হতেও এভাবে বর্ণিত আছে। তাতে এও রয়েছে, কুরআন ফাইসালা করে দিয়েছে যে, তোমাদেরকে তোমাদের সৎ ও অসৎ কাজের উপর ধরা হবে, তা মুখের দ্বারাই হোক অথবা অন্য অঙ্গের দ্বারাই হোক। কিন্তু মনের সংশয় ক্ষমা করে দেয়া হল। আরও বহু সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রহঃ) দ্বারা এর রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। (আহমাদ ১/৩৩২) সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের মনের ধারণা ও সংশয় ক্ষমা করেছেন। তারা যা বলবে বা করবে তার উপরেই তাদেরকে ধরা হবে। (ফাতহুল বারী ৯/৩০০, মুসলিম ১/১১৭, আবূ দাউদ ২/৬৫৭, তিরমিযী ৪/৩৬১, নাসাঈ

৬/১৫৬, ইবন মাজাহ ১/৬৫৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে বলেন ঃ

'যখন আমার বান্দা খারাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তখন তা লিখনা, যে পর্যন্ত না সে করে বসে। যদি করেই ফেলে তাহলে একটি পাপ লিখ। আর যখন সে সৎকাজের ইচ্ছা করে তখন শুধু ইচ্ছার জন্যই একটি সাওয়াব লিখ এবং যখন করে ফেলবে তখন একের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব লিখে নাও। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩, মুসলিম ১/১১৭)

২৮৫। রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও বিশ্বাস করে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে; আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা। এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং স্বীকার করলাম। হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন।	٢٨٥. ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا ۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ
২৮৬। কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা। সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি	٢٨٦. لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ

ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রুপ ভার অর্পণ করবেননা; হে আমাদের রাব্ব! যা আমাদের শক্তির বাইরে ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা, এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।	إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ ۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ.

হে আল্লাহ! ২ ঃ ২৮৫-২৮৬ আয়াতের বদৌলতে আমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন!

এই আয়াত দু'টির ফাযীলাতের বহু হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি এ আয়াত দু'টি রাতে পাঠ করবে তার জন্য এ দু'টিই যথেষ্ট। সহীহ বুখারী ছাড়াও অন্যান্য পাঁচটি হাদীস গ্রন্থেও একই শব্দ প্রয়োগে বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭২, মুসলিম ১/৫৫৫, আবূ দাউদ ২/১১৮, তিরমিযী ৮/১৮৮, নাসাঈ ৫/১৪, ইব্ন মাজাহ ১/৪৩৫) সহীহায়েনে বিভিন্ন বরাতের মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৯, ৮/৭১২, মুসলিম ১/৫৫৪, আহমাদ ৪/১১৮)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি সপ্তম আকাশে অবস্থিত সিদরাতুল মুনতাহায়

পৌঁছেন, যে জিনিস আকাশের দিকে উঠে যায় তা এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে থাকে ও এখান হতেই নিয়ে নেয়া হয় এবং যে জিনিস উপর থেকে নেমে আসে ওটাও এখান পর্যন্তই পৌঁছে থাকে। অতঃপর এখান হতেই নিয়ে নেয়া হয়। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি জিনিস দেয়া হয়। (১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। (২) সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতগুলি এবং (৩) একাত্মবাদীদের সমস্ত পাপের ক্ষমা। (মুসলিম ১/১৫৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বসেছিলাম এবং জিবরাঈলও (আঃ) তাঁর নিকট ছিলেন। এমন সময় আকাশ হতে এক ভয়াবহ শব্দ আসে। জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে চক্ষু উত্তোলন করেন এবং বলেন ঃ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেল যা আজ পর্যন্ত কোন দিন খুলেনি।' তথা হতে এক মালাক/ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ আপনি সন্তোষ প্রকাশ করুন! আপনাকে ঐ দু'টি নূর দেয়া হচ্ছে যা আপনার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারাহর শেষ আয়াত দু'টি। এগুলির প্রত্যেকটি অক্ষরের উপর আপনাকে নূর দেয়া হবে। (মুসলিম ১/৫৫৪, নাসাঈ ৫/১২) ইমাম নাসাঈর (রহঃ) বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

সূরা বাকারাহর শেষ দুই আয়াতের তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ তারা (প্রত্যেক মু'মিন) সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা' অর্থাৎ প্রত্যেক মু'মিন এ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ এক এবং একক, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

তিনি ছাড়া কেহ উপাসনার যোগ্য নেই এবং তিনি ছাড়া কেহ পালনকর্তাও নেই। এই মু'মিনরা সমস্ত নাবীকেই (আঃ) স্বীকার করে। তারা সমস্ত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, ঐ আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে যেগুলি নাবীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা নাবীগণের (আঃ) মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা। অর্থাৎ কেহকে মানবে এবং কেহকে মানবেনা তা নয়। বরং সকলকেই সত্য বলে স্বীকার করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, তাঁরা সবাই সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মানুষকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করতেন। তবে কোন কোন আহকাম প্রত্যেক নাবীর যুগে পরিবর্তিত হত বটে, এমনকি

শেষ পর্যন্ত শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত সকল শারীয়াতকে রহিতকারী হয়ে যায়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নাবী ও সর্বশেষ রাসূল। কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর শারীয়াত বাকী থাকবে এবং একটি দল তাঁর অনুসরণও করতে থাকবে। **وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** তারা স্বীকারও করে, আমরা আল্লাহর কালাম শুনলাম এবং তাঁর নির্দেশাবলী আমরা অবনত মাথায় স্বীকার করে নিলাম। তারা বলল ঃ **غُفْرَانَكَ رَبَّنَا** হে আমাদের প্রভু! আপনারই নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আপনারই নিকট আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখানে আপনার ও আপনার অনুসারী উম্মাতের প্রশংসা করা হচ্ছে। এই সুযোগে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন, তা গৃহীত হবে এবং তাঁর নিকট যাঞ্চা করুন যে, তিনি যেন সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট না দেন।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা। এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ।

সাহাবীগণের (রাঃ) মনে পূর্ববর্তী আয়াতের (২৮৪) জন্য যে চিন্তা জেগেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা মনের ধারণার জন্যও যে হিসাব নিবেন তা তাদের কাছে যে খুব কঠিন ঠেকেছিল, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত (২৮৫) দ্বারা তা নিরসন করেন। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণ করবেন বটে, কিন্তু সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের জন্য তিনি শাস্তি প্রদান করবেননা। কেননা মনে হঠাৎ কোন ধারণা এসে যাওয়াটা রোধ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বরং হাদীসে তো এটাও এসেছে যে, এরূপ ধারণাকে খারাপ মনে করাও ঈমানের পরিচায়ক।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ নিজ নিজ কর্মের ফল সকলকেই ভোগ করতে হবে। ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ হবে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে প্রার্থনা শিখিয়ে দিচ্ছেন এবং তা কবূল করারও তিনি অঙ্গীকার করছেন। বান্দা প্রার্থনা করছে ঃ **رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا** হে আমাদের রাব্ব! যদি আমাদের ভ্রম

অথবা ক্রুটি হয় তজ্জন্যে আমাদেরকে ধরবেননা। অর্থাৎ যদি ভুল বশতঃ কোন নির্দেশ পালনে আমরা ব্যর্থ হই অথবা কোন মন্দ কাজ করি কিংবা শারীয়াত বিরোধী কোন কাজ আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহলে আমাদেরকে তজ্জন্য পাকড়াও না করে দয়া করে ক্ষমা করুন। ’ইতোপূর্বে সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি এটা কবূল করেছি। (মুসলিম ১/১১৫) অন্য হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমার উম্মাতের ভুল-ক্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে এবং জোরপূর্বক যে কাজ করিয়ে নেয়া হয় তজ্জন্যও ক্ষমা রয়েছে।’ (মুসলিম ১/১১৬) আরও বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রূপ গুরুভার অর্পণ করবেননা। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এই প্রার্থনাও কবূল করেন। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমি শান্তিপূর্ণ ও সহজ ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।’ (আহমাদ ৫/২৬৬) رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ হে আমাদের রাব্ব! যা আমাদের সাধ্যের বাইরে এরূপ কার্যভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা। এই প্রার্থনার উত্তরেও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে মঞ্জুরী ঘোষিত হয়। (ইবন আবী হাতিম ৩১২৩৫) وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। অর্থাৎ আমাদের ক্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন, অমাদের পাপসমূহ মার্জনা করুন, আমাদের অসৎকার্যাবলী গোপন রাখুন এবং আমাদের উপর সদয় হউন যেন পুনরায় আমাদের দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টির কোন কাজ সাধিত না হয়। এ জন্য মনীষীদের উক্তি রয়েছে যে, পাপীদের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। (১) যে বিষয়টি আল্লাহ ও তাদের মাঝে সাব্যস্ত তা ক্ষমা করে দেয়া (২) তারা যে ভুল করেছে তা যেন অন্যান্য বান্দা থেকে আল্লাহ গোপন রাখেন এবং (৩) ভবিষ্যতে তারা যাতে আর পাপ কাজ না করে সেই জন্য আল্লাহ যেন তাদেরকে হিফাযাত করেন। এর উপরও আল্লাহ তা‘আলার মঞ্জুরী ঘোষিত হয়। أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ আপনিই আমাদের সাহায্যকারী, আপনার

উপরেই আমাদের ভরসা, আপনার নিকটই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনিই আমাদের আশ্রয়স্থল। আপনার সাহায্য ছাড়া না আমরা অন্য কারও সাহায্য পেতে পারি, না কোন মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে পারি। আপনি আমাদেরকে ঐ লোকদের উপর সাহায্য করুন যারা আপনার মনোনীত ধর্মের বিরোধী, যারা আপনার একাত্মবাদে বিশ্বাসী নয়, যারা আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করে, যারা আপনার ইবাদাতে অন্যদেরকে অংশীদার করে; আপনি আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন। আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরেও বলেন ঃ হ্যাঁ আমি করব। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হ্যাঁ, আমি এটাও করলাম। মু'আজ (রাঃ) এই আয়াতটি শেষ করে আমীন বলতেন। (তাবারী ৬/১৪৬)

সূরা বাকারাহর তাফসীর সমাপ্ত।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

(সূরা ৩ ঃ আলে ইমরান থেকে সূরা ৫ ঃ মায়িদাহ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা 'আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা'দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু'মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৭। সূরা 'আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাঊন, ৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ৩ ঃ আলে ইমরান, মাদানী

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ২০০, রুকু' ঃ ২০) (اٰيَاتُهَا : ٢٠٠. رُكُوْعَاتُهَا : ٢٠)

এ সূরাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর প্রাথমিক তিরাশিটি আয়াত নাজরানের খৃষ্টানদের দূত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যে দূত হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ 'মুবাহালা'র আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার ফাযীলাত সম্বন্ধে যে হাদীসসমূহ এসেছে ঐগুলি সূরা বাকারাহর তাফসীরের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। আলিফ, লাম, মীম।	١. الٓمٓ
২। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান।	٢. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ
৩। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। এবং এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন -	٣. نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ
৪। মানবমন্ডলীর জন্য সৎপথ প্রদর্শনের জন্য এবং তিনিই ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে নিশ্চয়ই	٤. مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ	**তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।**

ইতোপূর্বেই আয়াতুল কুরসীর **اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** তাফসীরের বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, ইস্‌ম-ই আযম এ আয়াতে রয়েছে। **الٓمٓ** এর তাফসীর সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে লিখা হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর সত্যের সঙ্গে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। বরং নিশ্চয়ই ওটি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, যা তিনি স্বীয় জ্ঞানের সাথে অবতীর্ণ করেছেন। মালাইকা এর উপর সাক্ষী রয়েছেন এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।' **مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ** কুরআন মাজীদ তার পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ঐ কিতাবগুলি এ কুরআনুল হাকীমের সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ। কেননা ঐগুলির মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন এবং এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার যে সংবাদ ছিল তা সত্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনিই মূসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) উপর তাওরাত এবং ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন। এ দু'টিও সে যুগীয় লোকদের জন্য পথ-প্রদর্শক ছিল।

তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যা সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী। ওর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীলগুলি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী' ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এখানে ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন। যদিও এটা **فُرْقَان** কিন্তু এর পূর্বে কুরআনের বর্ণনা হয়েছে বলে এখানে **مَصْدَرْ** বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা

মহাপরাক্রমশালী ও বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। যারা মহাসম্মানিত নাবী ও রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ণভাবে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই।	٥. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ
৬। তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রান্তশালী, বিজ্ঞানময়।	٦. هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁর নিকট লুকায়িত নেই, বরং সব কিছুরই তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের জরায়ুর মধ্যে আকৃতি বিশিষ্ট করেছেন। তিনি যেভাবেই আকৃতি গঠনের ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। একমাত্র তিনিই যখন তোমাদের আকৃতি গঠন করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমরা একমাত্র তাঁর ইবাদাত ছাড়া অন্যের ইবাদাত করবে কেন? তিনি নিঃশেষহীন সম্মান ও ধ্বংসহীন জ্ঞানের অধিকারী।' এতে ইঙ্গিত রয়েছে, এমন কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, ঈসাও (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁরই পদপ্রান্তে মস্তক অবনতকারী। সমস্ত মানুষের ন্যায় তিনিও একজন মানুষ। তাঁর আকৃতিও আল্লাহ তা'আলা তাঁর মায়ের জরায়ুর মধ্যে গঠন করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কিরূপে আল্লাহ হয়ে গেলেন, যেমন অভিশপ্ত খৃষ্টানরা মনে করে নিয়েছে? অথচ তিনিইতো তোমাদেরকে তোমাদের এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে ফিরিয়ে থাকেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍ

তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬)

৭। তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে - ওগুলি গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট; অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশে অস্পষ্টের অনুসরণ করে; এবং আল্লাহ ব্যতীত ওর অর্থ কেহই অবগত নয়, আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলে ঃ আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করেনা।	٧. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ
৮। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেননা এবং আমাদেরকে	٨. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ

رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ	**আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী।**
٩. رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوۡمٍ لَّا رَيۡبَ فِيهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ	**৯। হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আপনি সকল মানুষকে সমবেতকারী, ঐ দিনে মোটেই সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নন।**

কুরআনের মুতাশাবিহাত ও মুহকামাত আয়াত

এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে এমন আয়াতও রয়েছে যেগুলির বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সরল ও সহজ। প্রত্যেকেই ওগুলির ভাবার্থ অনুধাবন করতে পারে। আবার কতগুলি আয়াত এরূপও রয়েছে যেগুলির ভাবার্থ সাধারণতঃ বোধগম্য হয়না। এখন যারা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতগুলিকে প্রথম প্রকারের আয়াতসমূহের দিকে ফিরিয়ে থাকে, অর্থাৎ যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের স্পষ্টতা যে আয়াতের মধ্যে প্রাপ্ত হয় তাই গ্রহণ করে থাকে, তারাই সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যারা স্পষ্ট আয়াতগুলিকে ছেড়ে এমন আয়াতগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ করে যেগুলি তাদের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং ওগুলির মধ্যেই জড়িত হয়ে পড়ে, তারা ওরাই যারা মুখের ভরে পতিত হয়েছে।

اُمُّ الْكِتَٰبِ অর্থাৎ মূল ও ভিত্তি। ঐগুলি হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের পরিষ্কার ও স্পষ্ট আয়াতসমূহ। 'তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়োনা, বরং স্পষ্ট আয়াতসমূহের প্রতিই আমল কর, ঐগুলিকেই মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ কর।' 'কতগুলি আয়াত এমনও রয়েছে যে, ঐগুলির একটি অর্থ তো স্পষ্ট আয়াতসমূহের মতই। কিন্তু ঐ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে পড়না।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مُحْكَمَاتٌ হচ্ছে রহিতকারী আয়াতগুলি, যেগুলির মধ্যে হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ এবং আমলসমূহের বর্ণনা থাকে। مُتَشَابِهَاةٌ ঐ আয়াতগুলিকে বলা হয় যেগুলি রহিত হয়ে গেছে। যেগুলি পূর্বের ও পরের, যেগুলির মধ্যে রয়েছে দৃষ্টান্ত-

সমূহ এবং যেগুলি দ্বারা শপথ করা হয়েছে, ঐগুলির উপর শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমল করার জন্য ঐগুলি আহকাম নয়। ইব্‌ন আব্বাসেরও (রাঃ) উক্তি এটাই। ঐগুলির মধ্যে বান্দাদের রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিবাদ ও বাতিলের মীমাংসা রয়েছে। ঐগুলির প্রকৃত ভাবার্থ কেহ পরিবর্তন করতে পারেনা। **مُتَشَابِهَاةٌ** আয়াতগুলির সত্যতার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। ঐ আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়। ঐ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন, যেমন পরীক্ষা করে থাকেন হালাল ও হারাম দ্বারা। আয়াতগুলিকে সত্য হতে ফিরিয়ে দিয়ে অসত্যের দিকে মোটেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, অর্থাৎ যারা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রান্তির পথে গমন করে তারাই এ অস্পষ্ট আয়াতগুলির মাধ্যমে স্বীয় জঘণ্য উদ্দেশ্যাবলী পূরা করতে চায় এবং শাব্দিক অনৈক্য হতে অবৈধ উপকার গ্রহণ করে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়। স্পষ্ট আয়াতসমূহ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পূরা হয়না। কেননা ঐগুলির শব্দসমূহ সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং একেবারে খোলাখুলি। তারা ঐগুলি সরাতেও পারেনা এবং ওগুলির মধ্যে নিজেদের অনুকূলে কোন দলীলও প্রাপ্ত হয়না। এ জন্যই ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অশান্তি সৃষ্টি, যেন তারা স্বীয় অধীনস্থ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। তারা নিজেদের বিদ'আতের দলীল কুরআনুম মাজীদ থেকেই নিতে চায়, অথচ কুরআন মাজীদতো বিদ'আতকে খণ্ডন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র (নাউজুবিল্লাহ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের **رُوْحُ اللّٰهِ** শব্দকে দলীল রূপে গ্রহণ করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ অস্পষ্ট আয়াতটিকে গ্রহণ করে নিম্নলিখিত স্পষ্ট আয়াতগুলিকে পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

সে তো (ঈসা (আঃ)) ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৯) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯) এ প্রকারের আরও বহু স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। কিন্তু এ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অভিশপ্ত খৃষ্টানরা অস্পষ্ট আয়াত দ্বারা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পুত্র হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছে। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট, তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছনে লেগে থাকার তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ পরিবর্তন করা এবং ঐগুলিকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়া।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ

'যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলি নিয়ে ঝগড়া করে তখন তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর। (আহমাদ ৬/৪৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের (৩ ঃ ৭) তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থের 'কাদর' অংশে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবূ দাঊদও (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি যখন ঐ লোকদের দেখবে যে, কুরআনে যে ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি তা অনুসরণ করছে তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তাদের ব্যাপারেই বলেছেন, 'তাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৭, মুসলিম ৪/২০৫৩, আবূ দাঊদ ৫/৬)

মুতাশাবিহাত আয়াতের মর্ম একমাত্র আল্লাহই জানেন

অতঃপর বলা হচ্ছে, **وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ** ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন'। **اَللّٰه** শব্দের উপর বিরতি আছে কি নেই, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'চার প্রকারের তাফসীর রয়েছে। (১) প্রথম হচ্ছে ঐ তাফসীর যা সবাই বুঝতে পারে। (২) দ্বিতীয় ঐ তাফসীর যা আরাববাসী নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে। (৩) তৃতীয় ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র বড় বড় পণ্ডিতগণই বুঝে থাকেন। (৪) চতুর্থ ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র

আল্লাহই জানেন, অন্য কেহ জানেনা। (তাবারী ১/৭৫) এটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। আয়িশা (রাঃ) প্রমুখেরও এটাই উক্তি।

ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ 'জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি একজন।' (তাবারী ৬/২০৩) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

'হে আল্লাহ! তাকে আপনি ধর্মের বোধ এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন।' (ফাতহুল বারী ১/২০৫) কতক আলেম এখানে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, تَاوِيْلٌ শব্দটি কুরআন মাজীদের মধ্যে দু'টি অর্থে এসেছে। একটি অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের মূল তত্ত্ব ও যথার্থতা। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ

হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ

তারা কি এই অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হোক? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৩) সুতরাং এ দু' জায়গায় تَاْوِيْل শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে মূল তত্ত্ব বা যথার্থতা। যদি এ পবিত্র আয়াতের تَاْوِيْل শব্দের ভাবার্থ এটাই নেয়া হয় তাহলে الاَّ اللّٰه শব্দের উপর ওয়াক্‌ফ করা যরুরী। কেননা কোন কাজের মূল তত্ত্ব ও যথার্থতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানেনা। رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ উদ্দেশ্য হবে এবং يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا বিধেয় হবে আর এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হবে। تَاْوِيْل শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং একটি জিনিস দ্বারা অন্য জিনিসের ব্যাখ্যা করা। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে, نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِه অর্থাৎ, 'আমাদেরকে تَاْوِيْل বা ব্যাখ্যা বলুন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৩৬) যদি উপরোক্ত আয়াতে تَاْوِيْل শব্দের এ অর্থ নেয়া হয় তাহলে فِى الْعِلْمِ শব্দের উপর ওয়াক্‌ফ

করা উচিত। কেননা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ জানেন ও বুঝেন। আর সম্বোধনও তাদেরকেই করা হয়েছে, যদিও মূল তত্ত্বের জ্ঞান তাদের নেই। এরূপ হলে **اَمَنَّابِهِ** শব্দটি **حَال** হবে। আবার **مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ** ছাড়াই **مَعْطُوْفٌ** হতে পারে, যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ. وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ. وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا

এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৮-১০)। অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২২)। অর্থাৎ তোমার রাব্ব যখন উপস্থিত হবেন তখন মালাইকা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ সংবাদ প্রদান 'আমরা ওর উপর ঈমান এনেছি' এর অর্থ এই যে, তারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের উপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর তারা স্বীকার করেছেন যে, এ সবগুলিই অর্থাৎ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সবগুলিই সত্য এবং একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সমস্ত আয়াতই আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসেছে। ঐগুলির মধ্যে বৈপরীত্য কিছুই নেই। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًا كَثِيرًا

তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮২) এ জন্যই এখানেও বলেছেন, 'এটা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে থাকে, যারা এ সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে, যাদের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যারা স্থির মস্তিষ্ক সম্পন্ন।' এ ছাড়া ইব্নুল মুনযির (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, নাফি ইব্ন ইয়াযীদ (রহঃ) বলেছেন, তারাই বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত যারা আল্লাহর কারণে সংযত, আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিনয়ী, তারা বড়দের সাথে বাড়াবাড়ি করেনা এবং ছোটদেরকে হেয় চোখে দেখেনা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রার্থনা করে, **رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا** হে আমাদের প্রভু! সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে ওসব লোকের অন্তরের ন্যায় করবেননা যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে পড়ে বিপথগামী হয়ে থাকে। বরং আমাদেরকে সরল-সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, দৃঢ় ধর্মের উপর কায়েম রাখুন। **وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً** আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, আমাদের অন্তর ঠিক রাখুন, আমাদের মনের বিক্ষিপ্ততা দূর করুন এবং আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রচুর প্রদানকারী।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালমাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

يَا مُقَـلِّبَ الْقُـلُوْبِ ثَـبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْـنِكَ.

'হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।' অতঃপর তিনি رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ এ আয়াতটি (৩ ঃ ৮) পাঠ করতেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮৪, তাবারী ৬/২১৩) আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের অন্তরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আল্লাহ তা'আলা যেন তা বক্র না করেন এবং তিনি যেন আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন। তিনি প্রচুর প্রদানকারী।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা বলে ঃ

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষকে সমবেতকারী এবং তাদের মধ্যে হুকুম ও ফাইসালাকারী। আপনিই সকলকে তাদের ভাল-মন্দ কাজের বিনিময় প্রদানকারী। ঐ দিনের আগমনে এবং আপনার অঙ্গীকারের সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।'

১০। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ হবেনা এবং তারাই জাহান্নামের ইন্ধন।	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ
১১। ফির'আউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের প্রকৃতির ন্যায় তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অসত্যারোপ করেছে, এই হেতু আল্লাহ তাদের ধৃত করেছেন এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।	١١. كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ

وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	

কিয়ামাত দিবসে কোন সন্তান কিংবা সম্পদ কাজে আসবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অস্বীকারকারীরা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ হবে। সেদিন ঐ অত্যাচারীদের ওযর কৈফিয়ত কোন কাজে আসবেনা। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য জঘন্য বাসস্থান রয়েছে। সেদিন তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই উপকার করতে পারবেনা, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবেনা।

يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫২) যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ. مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৬-১৯৭) অনুরূপ এখানেও বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার কথা অস্বীকারকারী, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্যকারী, তাঁর কিতাবের বিরোধী, অহীর

অবাধ্য, তারা যেন তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা কোন মঙ্গলের আশা না করে। তারা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ, তাদের দ্বারা জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে।' যেমন অন্য জায়াগায় রয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ** ... যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'ফির'আউনের লোকদের মত ব্যবহার করা।' (তাবারী ৬/২২৪) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ তাফসীর করেছেন। অন্যান্য বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'ফির'আউনীদের অনুসারীদের মত আমল করা, আচার-আচরণ করা এবং তাদের পছন্দনীয় বিষয়কে পছন্দ করা।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৯২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ যেমন অবস্থা ফির'আউন সম্প্রদায়ের ছিল, যেমন তাদের কৃতকর্ম ছিল। ' **دَأْبٌ** শব্দটির **هَمْزَةَ** অক্ষরটি জযমের সঙ্গেও এসেছে এবং যবরের সঙ্গেও এসেছে। যেমন নাহরুন ও নাহার শব্দটি। **دَأْبٌ** শব্দটি জাঁকজমক, অভ্যাস, অবস্থা এবং পন্থা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসবেনা, যেমন ফির'আউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসেনি। **وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ** আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং তাঁর শাস্তি বড়ই বেদনাদায়ক। কেহ কোন ক্ষমতার বলে ঐ শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারেনা এবং তা সরিয়ে দিতেও পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা চান তাই করে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর বশীভূত। তিনি ব্যতীত কেহ মা'বূদ নেই।

১২। যারা অবিশ্বাস করেছে, তুমি তাদেরকে বল ঃ অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমরা জাহান্নামের দিকে একত্রিত হবে এবং ওটা নিকৃষ্টতর স্থান।	١٢. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ
১৩। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিল; তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্বীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে।	١٣. قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَـٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِى ٱلْأَبْصَـٰرِ

ইয়াহুদীদেরকে ভয় প্রদর্শন এবং বদরের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে নাবী! তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বলে দাও যে, তারা পৃথিবীতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং মুসলিমদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং কিয়ামাতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, আর ওটা হচ্ছে জঘন্যতম স্থান। 'সীরাত ইব্ন ইসহাক' গ্রন্থে আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর যখন মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি বানূ কাইনুকার বাজারে ইয়াহূদীদেরকে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে ইয়াহূদীর দল! কুরাইশদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়ার ন্যায় তোমরাও লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর।' এ কথা শুনে ঐ উদ্ধত ও অবাধ্য দলটি উত্তর দেয় ঃ 'যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কয়েকজন কুরাইশকে পরাজিত করেই বুঝি আপনি অহংকারে ফেটে পড়েছেন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে জানতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে! এখনও আমাদের সাথে আপনার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়, 'মাক্কা বিজয়ই এটা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্য, উত্তম ও পছন্দনীয় দীনকে এবং ঐ দীনধারীদেরকে সম্মান দানকারী। তিনি তাঁর রাসূলের ও তাঁর অনুসারীদের স্বয়ং সাহায্যকারী'।

দু'টি দল যুদ্ধে পরস্পর সম্মুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। সেদিন মুশরিকদের উপর (মুসলিমদের) এমন প্রভাব পড়ে এবং মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলিমরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা অনেক কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল। কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِيٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ

যখন দু'দল মুখোমুখী দন্ডায়মান হয়েছিল তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪৪) সুতরাং এ পবিত্র আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত সংখ্যার চেয়েও অল্প পরিলক্ষিত হয়। এটা এ জন্যই যে, যেন তারা নিজেদের দুর্বলতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, সমস্ত মনযোগ তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং তাঁরই নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা যখন কাফিরদের সেনাবাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই যে, তারা আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ। দ্বিতীয়বার যখন তাদের প্রতি দৃষ্টি দেই তখন মনে হয় যেন তারা আমাদের চেয়ে একজনও বেশি নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِيٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ

তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪৪) (তাবারী ৬/২৩৪)

যখন উভয় শিবিরের সৈন্যরা একে অপরের দিকে লক্ষ্য করছিল তখন মুসলিমদের কাছে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা তাদের প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ মনে হচ্ছিল। তা এ জন্য যে, মুসলিমরা যেন আল্লাহর উপর নির্ভর করে এবং জয়ী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর মদদ চায়। অপর দিকে কাফিরদের কাছে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ দেখানো হচ্ছিল যাতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত ও হত-বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। অতঃপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় অন্য দলের সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হয় যেন উভয় দলই উদ্যমের সাথে যুদ্ধ করে এবং

لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً

আল্লাহ তা‘আলা সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪২) যেন কুফর ও ঔদ্ধত্যের উপর ঈমানের বিজয় লাভ ঘটে এবং যেন মুসলিমরা সম্মানিত হয়, আর কাফিরেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১২৩) এ জন্যই এখানেও বলেন, ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তদীয় সাহায্যদানে শক্তিশালী করে থাকেন।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।’ অর্থাৎ যারা স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট তারা আল্লাহ তা‘আলার আদেশ পালনে অতি তৎপর হয়ে যাবে এবং বুঝে নিবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে এ ইহলৌকিক জগতেও সাহায্য করবেন এবং কিয়ামাতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

১৪। মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ	١٤. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ

مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَـٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَـٰمِ وَٱلۡحَرۡثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَـٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ	ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।
١٥. قُلۡ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيۡرٍ مِّن ذَٰلِكُمۡ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّـٰتٌ تَجۡرِى مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضۡوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ	১৫। তুমি বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষাও উত্তম বিষয়ের সংবাদ দিব? যারা ধর্মভীরু তাদের জন্য তাদের রবের নিকট জান্নাত রয়েছে - যার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং তথায় শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ ও আল্লাহর প্রসন্নতা রয়েছে এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।

পার্থিব জীবনের প্রকৃত মূল্য

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, পার্থিব জীবনকে বিভিন্ন প্রকারের উপভোগ্য (বস্তু) দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এ সমুদয় জিনিসের মধ্যে

সর্বপ্রথম নারীদের কথা বর্ণনা করেছেন, কেননা তাদের অনিষ্ট সবচেয়ে বড়। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি আমার পরে পুরুষদের উপর স্ত্রীদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ও ফিতনা ছেড়ে গেলামনা। (ফাতহুল বারী ৯/৪১) তবে হ্যাঁ, যখন বিবাহ দ্বারা কোন লোকের উদ্দেশ্য হবে ব্যভিচার হতে রক্ষা পাওয়া ও সন্তানাদির আধিক্য তখন নিঃসন্দেহে ওটা উত্তম কাজ হবে।' শারীয়াত বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে এবং বিয়ে করা এমনকি বহু বিয়ে করার ফাযীলাতের অনেক হাদীসও এসেছে এবং বলা হয়েছে ঃ

এ উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে অধিক স্ত্রীর অধিকারী। (ফাতহুল বারী ৯/১৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দুনিয়া একটি উপকারের বস্তু এবং ওর সর্বোত্তম উপকারী জিনিস হচ্ছে সতী সাধ্বী পত্নী। (মুসলিম ২/১০৯০) স্বামী যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহলে সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যদি নির্দেশ দেয় তাহলে পালন করে। আর যদি সে স্ত্রী হতে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে নিজের জীবনের ও স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে।' অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডাকারী হচ্ছে সালাত।' (নাসাঈ ৫/২৮০) আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল নারীগণ, তবে তিনি ঘোড়াও খুব পছন্দ করতেন। (নাসাঈ ৬/২১৭, ৭/৬১) আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর পছন্দের জিনিস ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা। তবে হ্যাঁ, নারীরাও ছিল। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদেরকে ভালবাসার মধ্যে মঙ্গলও রয়েছে এবং অমঙ্গলও রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যদের উপর অহংকার প্রকাশ করার জন্য যদি অধিক সন্তান লাভ কামনা করে তাহলে তা নিন্দনীয়। কিন্তু যদি এর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে একাত্মবাদী মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ভালবাসা স্থাপনকারিণী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা বিয়ে কর, কিয়ামাতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে অন্যান্য উম্মাতবর্গের উপর গর্ববোধ করব।' (ইব্ন হিব্বান ৬/১৩৪) ধন-সম্পদের

ব্যাপারেও একই কথা। যদি ওর প্রতি ভালবাসার উদ্দেশ্য হয় দুর্বলদের ঘৃণা করা ও দরিদ্রের উপর অহংকার প্রকাশ করা তাহলে তা অতি জঘন্য। আর যদি সম্পদের চাহিদার উদ্দেশ্য হয় নিকটের ও দূরের আত্মীয়দের উপর খরচ করা, সৎকার্যাবলী সম্পাদন করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা তাহলে তা শারীয়াত সম্মত ও খুবই উত্তম।

قِنْطَارٌ এর পরিমাণের ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মোট কথা এই যে, অত্যধিক সম্পদকে قِنْطَارٌ বলা হয়। যেমন যাহহাকের (রহঃ) উক্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'বারো হাজার উকিয়াহ'য় এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক আওকিয়া' পৃথিবী ও আকাশ হতে উত্তম।' (তাবারী ৬/২৫০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ রকমই একটি মাওকুফ হাদীসও বর্ণিত আছে এবং এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক। (তাবারী ৬/২৪৪)

ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা তিন প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐসব লোক যারা ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তা লালন-পালন করে। তাদের জন্য এ ঘোড়া সাওয়াবের কারণ। দ্বিতীয় হচ্ছে তারাই যারা গর্ব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশে ঘোড়ার পালন করে। এদের জন্য শাস্তি রয়েছে। তৃতীয় হচ্ছে ওরাই যারা চাহিদা পূরণ হওয়ার জন্য এবং ওর বংশ রক্ষার উদ্দেশে ঘোড়ার পালন করে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য বিস্মরণ হয়না। এ জন্যই এ ধরনের ঘোড়া লালন-পালন করা তাদের মালিকের জন্য আর্থিক সহায়তার রক্ষা বুহ্য হিসাবে কাজ করে যা একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে সূরা আনফালের ৬০ আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে।

مُسَوَّمَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত এবং কপালে ও পায়ে সুন্দর সাদা চিহ্নযুক্ত ঘোড়া ইত্যাদি। (তাবারী ৬/২৫২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবযা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবূ সিনান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/১২৩-১২৫) মাকহুল (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, 'মুসাওওয়ামাহ' বলা হয় ঐ ঘোড়াকে যার কপালে সাদা দাগ থাকে এবং পায়ের নিচের অংশও সাদা থাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/১২৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি আরাবীয়ান ঘোড়াকে প্রতিদিন ভোরে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ে দু'আ করার অনুমতি দেয়া হয়। ঐ দু'আ হল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আদম সন্তানের সেবার জন্য নিয়োজিত করেছ। অতএব তুমি আমাকে তার কাছে এবং তার গৃহের জন্য উপকারী জিনিসের অন্তর্ভুক্ত কর অথবা ... আমাকে তার জন্য এবং তার গৃহের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় হিসাবে গণ্য কর। (আহমাদ ৫/১৭০)

اَنْعَامٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে উট, ছাগল ও গরু। حَرْثٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ভূমি যা ফসলের বীজ বপন বা বৃক্ষ রোপণের জন্য তৈরী করা হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষের উত্তম সম্পদ হচ্ছে অধিক বংশ বৃদ্ধি করা ঘোড়া এবং অধিক ফলবান বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।' অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 'এগুলি পার্থিব জীবনের লোভনীয় সম্পদ।' অর্থাৎ এগুলি ইহলৌকিক জীবনের লোভনীয় বস্তু, এগুলি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠতম অবস্থান স্থল ও উত্তম বিনিময় প্রাপ্তির জায়গা মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।

আল্লাহভীরুতার পুরস্কার দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে উত্তম

এখানে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয় ঃ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ (হে নাবী)! তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উত্তম জিনিসের সংবাদ দিচ্ছি। এ পার্থিব জিনিসগুলি তো একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের কথা বলছি সেগুলি অস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী। لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট এমন সুখময় জান্নাত রয়েছে যার বিভিন্ন প্রান্তে ও যার বৃক্ষাদির মধ্যস্থলে বিভিন্ন প্রকারের স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। কোন স্থানে রয়েছে মধুর নদী, কোন জায়গায় রয়েছে দুধের নদী, কোথাও বা রয়েছে সুরার স্রোতস্বিনী এবং কোন স্থানে রয়েছে স্বচ্ছ পানির প্রস্রবণ। আরও এমন এমন সুখ-সম্পদ রয়েছে যা না শ্রবণ করেছে কোন কর্ণ, না দর্শন করেছে কোন চক্ষু, আর না ধারণা করেছে

কোন অন্তর। এরূপ সুখময় ও আরামদায়ক স্থানে মুত্তাকীরা চিরকাল অবস্থান করবে। তথা হতে তাদেরকে বের করে দেয়া হবেনা, তাদেরকে প্রদত্ত নি'আমাতরাজী কমে যাবেনা এবং ধ্বংসও হবেনা। وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ অতঃপর সেখানে এমন সহধর্মিণী থাকবে যারা ময়লা মালিন্য, অপবিত্রতা, ঋতু-রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রকারের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিরাজ করবে। وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰه সর্বোপরি খুশির কারণ এই যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এর পরেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন ভয় থাকবেনা। এ জন্যই সূরা বারাআতের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭২) অর্থাৎ নি'আমাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নি'আমাত হচ্ছে প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ। সমস্ত বান্দাই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কে তাঁর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় তা তিনিই ভাল জানেন।

১৬। যারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান।	١٦. ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
১৭। যারা সহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ, সেবানুগত, দানশীল এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।	١٧. ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ

মুত্তাকীদের বর্ণনা এবং তাদের প্রার্থনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সংযমী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করেন যে, তারা বলে ঃ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সুতরাং এ ঈমানের উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন।' এ সংযমী লোকেরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সমস্ত আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে এবং অবৈধ জিনিস হতে দূরে থাকে। তারা প্রতিটি কাজে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। তারা ঈমানের দাবীতেও সত্যবাদী।

জীবনের উপর কঠিন ও কষ্টকর হলেও তারা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। তারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে তাঁর নির্দেশ মত ব্যয় করে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং তাদের দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে। তারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দানে পরিতুষ্ট করে এবং ভোর রাতে উঠে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ সময় ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব অত্যধিক। এও বলা হয়েছে যে, ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন ঃ

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ

আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৯৮) ওটার ভাবার্থ ঊষাকালই বটে। অর্থাৎ ইয়াকূব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেন ঃ 'প্রাতঃকালে তোমাদের জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতে এক তৃতীয়াংশ রাত অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন ঃ 'কোন যাঞ্চাকারী আছে কি যাকে আমি দান করব? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা আমি কবূল করব? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করব?' (ফাতহুল বারী ১১/১৩৩, মুসলিম ১/৫২১, আবূ দাঊদ ২/৭৭, তিরমিযী ৯/৪৭১, নাসাঈ ৬/১২৩, ইব্ন মাজাহ ১/৪৩৫, আহমাদ ২/৪৮৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বিত্‌র সালাত আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্‌র সালাত আদায়ের সর্বশেষ সময় ছিল ঊষার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। (ফাতহুল বারী ২/৫৬৪, মুসলিম ১/৫১২) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার জন্য নাফিকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করতেন ঃ ‘হে নাফি! ইহা কি রাতের শেষ অংশ? নাফি (রাঃ) ‘হ্যাঁ’ না বলা পর্যন্ত অর্থাৎ সুবহি সাদিক হওয়া পর্যন্ত দু‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকতেন। (ইবন আবী হাতিম ২/১৪৫)

১৮। আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কেহ ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মালাক/ফেরেশতা, জ্ঞানবানগণ ও সুবিচারে আস্থা স্থাপনকারীগণও সাক্ষ্য দেয় যে, এই মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নেই।	١٨. شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
১৯। নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।	١٩. إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَـٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

২০। অনন্তর যদি তারা তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল ঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।	٢٠. فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ

তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন, لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী সাক্ষী এবং তাঁরই কথা সবচেয়ে সত্য। তিনি বলেন যে, সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর দাস এবং একমাত্র তাঁরই সৃষ্ট। সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। মা'বূদ ও আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি একাই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া আর কেহ ইবাদাতের যোগ্য নয়। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় সাক্ষ্যের সাথে মালাইকা/ফেরেশতাদের ও জ্ঞানীদের সাক্ষ্যকেও মিলিয়ে নিচ্ছেন। এখান হতে আলেমদের বড় মর্যাদা

সাব্যস্ত হচ্ছে। **قَائِمًا** শব্দটি এখানে **حَال** হয়েছে বলে তার উপর **نَصَب** দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সদা-সর্বাবস্থায় এ রকমই। অতঃপর আরও বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য দ্বিতীয়বার ইরশাদ হচ্ছে যে, প্রকৃত মা'বূদ একমাত্র তিনিই। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং কথা ও কাজে বিজ্ঞানময়।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফায় এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং **اَلْحَكِيْم** পর্যন্ত পড়ে বলেন ঃ

وَاَنَّا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدَيْنَ يَا رَبِّ

'হে আমার রাব্ব! আমিও ওর উপর সাক্ষীগণের মধ্যে একজন।' মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ পাঠ করেন ঃ **وَاَنَا اَشْهَدُ يَا رَبِّ** অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি'।

আল্লাহর মনোনীত দীন একমাত্র ইসলাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّٰه الإِسْلاَمُ** ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ/ধর্ম কোনো লোকের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা কবূল করবেননা। ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নাবী/রাসূল আগমন করেছেন তাদেরকে স্বীকার করা, যারা তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

সর্বযুগীয় নাবীগণের (আঃ) অহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সর্বশেষ এবং সমস্ত নাবীর (আঃ) সমাপ্তকারী হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর নাবুওয়াতের সমাপ্তির সাথে সাথে অহী নাযিলের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যে কেহ তাঁর শারীয়াত ছাড়া অন্য কিছুর উপর আমল করবে সে মহান আল্লাহর নিকট ধার্মিক বলে গণ্য হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৫) অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতেও ধর্মকে ইসলামের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ॥

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা মহান আল্লাহর নাবীগণের (আঃ) আগমনের পর ও তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর মতভেদ করেছিল এবং এরই কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল। একজন এক কথা বললে তা সত্য হলেও, অন্যজন তার বিরোধিতা করত।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যারা ঐগুলি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও অমান্য করে, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ হে নাবী! তারা যদি তোমার সাথে আল্লাহর একাত্মের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে বলে দাও, 'আমি তো নির্ভেজালভাবে সেই আল্লাহরই ইবাদাত করব যাঁর কোন অংশী নেই, যিনি অতুলনীয়, যাঁর না আছে কোন সন্তান এবং না রয়েছে কোন পত্নী। আর যারা আমার অনুসারী, যারা আমার ধর্মের উপর রয়েছে তাদেরও এই একই কথা।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

তুমি বল ঃ এটাই আমার পথ (আল্লাহর প্রতি) মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৮)

ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম এবং রাসূলকে (সাঃ) পাঠানো হয়েছিল মানব কল্যাণের জন্য

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে, وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ হে নাবী! কিতাবধারী ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে এবং নিরক্ষর মুশরিকদেরকে বলে দাও, তোমাদের সবারই সুপথ প্রাপ্তি ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। যদি তারা অমান্য করে তাহলে কোন কথা নেই। তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা এবং তুমি তোমার এই কর্তব্য পালন করেছ। আল্লাহ তাদেরকে দেখে নিবেন। তাদের সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। তিনি যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে চান

পথভ্রষ্ট করেন। স্বীয় নৈপুণ্য তাঁরই ভাল জানা আছে। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে ভ্রান্তপথের পথিক তা তিনিই ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) এ আয়াতে এবং এরই মত বহু আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টজীবের নিকট রাসূল হয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর ধর্মের নির্দেশাবলী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিতাব ও সুন্নাহয় এ বিষয়ের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কুরআনুল হাকীমে এক জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই জন্য আল্লাহর রাসূল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا

সেই আল্লাহ কল্যাণময় যিনি স্বীয় বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য ভয় প্রদর্শক হয়ে যায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে কয়েকটি ঘটনা ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুস্পার্শ্বের সমস্ত বাদশাহর নিকট এবং অন্যান্য লোকদের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঐ পত্রগুলির মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। তারা আরাবই হোক অথবা অনারাবই হোক, কিতাবধারীই হোক অথবা অন্য কোন ধর্মের লোক হোক না কেন। এভাবে তিনি প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। (ফাতহুল বারী ১/৪২, মুসলিম ৪/১৯৯৩) মুসনাদ আবদুর রাজ্জাকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ উম্মাতের মধ্যে ইয়াহুদই হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, যারই কানে আমার নাবুওয়াতের সংবাদ পৌঁছবে এবং আমার আনীত জিনিসের উপর সে বিশ্বাস স্থাপন করবেনা, আর ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।' (মুসলিম ১/১৩৪) সহীহ মুসলিমের হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের

উক্তিও রয়েছে ঃ 'আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর নিকট নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।' (মুসলিম ৩৭১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) শুধুমাত্র তাঁর গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষের নিকট নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।' (বুখারী ৩৩৫)

মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ইয়াহুদীর ছেলে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর পানি রাখত এবং তাঁর জুতা এনে দিত, সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেলেটিকে বলেন ঃ 'হে অমুক! তুমি **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ** পাঠ কর।' সে তখন তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং পিতাকে নীরব থাকতে দেখে সেও নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার এ কথাই বলেন। সে পুনরায় তার পিতার দিকে তাকায়। তার পিতা বলে ঃ 'আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নাও।' ছেলেটি তখন বলে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ.

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে যাবার সময় বলেন ঃ 'সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার কারণে তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করলেন।' এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এনেছেন। এগুলি ছাড়াও আরও বহু বিশুদ্ধ হাদীস এবং কুরআনুল হাকীমের বহু আয়াত এ সম্বন্ধে রয়েছে।

২১। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে ও অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে এবং হত্যা করে তাদের যারা মানবমন্ডলীর মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

٢١. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ حَقٍّ وَيَقۡتُلُونَ ٱلَّذِينَ

	يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
২২। এদের কৃতকর্মসমূহ ইহকাল ও আখিরাতে ব্যর্থ হবে এবং তাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী নেই।	٢٢. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ

ঈমান না আনা এবং নাবীগণকে হত্যা করার জন্য ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার

এখানে কিতাবধারীদের জঘন্য কাজের নিন্দা করা হচ্ছে। তারা পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকত এবং মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীগণের (আঃ) মাধ্যমে যেসব কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। শুধু তাই নয়, বরং তারা নাবীদেরকে হত্যা করত। তাদের অবাধ্যতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, যারা তাদেরকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করত তাদেরকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করত। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সত্যকে অস্বীকার করা ও ন্যায় পন্থীদেরকে লাঞ্ছিত করাই হচ্ছে অহংকারের শেষ সীমা।' (মুসলিম ১/৯৩)

সুতরাং তাদের এ অবাধ্যতা, অহংকার এবং দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন এবং পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদের সমস্ত কৃতকর্ম ইহকালেও ব্যর্থ হয়ে গেল এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবেনা।'

২৩। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের	٢٣. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟

২৪। এটা এ জন্য যে, তারা বলে ঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা; এবং তারা যা স্থির করেছে, তাদের ধর্ম বিষয়ে ওটা তাদেরকে প্রতারিত করেছে।	٢٤. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ
২৫। অতঃপর যে দিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তাদের কি দশা হবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা সম্যক রূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা।	٢٥. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার না করার জন্য আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের এ দাবীতেও মিথ্যাবাদী যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা ঐ কিতাবগুলির নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এর দ্বারা তাদের বড় রকমের অবাধ্যতা, অহংকার এবং বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে। সত্যের এ বিরোধিতা ও বৃথা অবাধ্যতার উপর এ বিশ্বাসই তাদের সাহস যুগিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে না থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়ে বলে ঃ

لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَات আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র জাহান্নামে অবস্থান করব।' অর্থাৎ মাত্র সাত দিন। দুনিয়ার হিসাবে প্রতি হাজার বছর হবে একদিন। এর বিস্তারিত তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এ বাজে ও অলীক কল্পনা তাদেরকে এ বাতিল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। অথচ এটা স্বয়ং তাদেরও জানা আছে যে, না আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন, আর না তাদের নিকট কোন কিতাবী দলীল রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ কিয়ামাতের দিন তাদের কি অবস্থা হবে? তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, নাবীদেরকে এবং হক পন্থী আলেমদেরকে হত্যা করেছে।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের হিসাব দিতে হবে এবং প্রতিটি পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। ঐ দিনের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। ঐ দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারও উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবেনা।'

২৬। তুমি বল ঃ হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা	٢٦. قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ

ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ	রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে রয়েছে কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।
٢٧. تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ ۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ ۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ	২৭। আপনি রাতকে দিনে পরিবর্তিত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, এবং জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করেন ও মৃতকে জীবিত হতে বহির্গত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার প্রভুর সম্মানার্থে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ও সমস্ত কাজ তাঁর নিকট সমর্পণের উদ্দেশে তাঁর পবিত্র সত্তার উপর নির্ভর করে উপরোক্ত শব্দগুলি দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর।

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء হে আল্লাহ! আপনি পৃথিবীর অধিপতি। সমস্ত পৃথিবী আপনারই অধিকারে রয়েছে। আপনি যাকে ইচ্ছা সাম্রাজ্য প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন। আপনিই প্রদানকারী। আপনি যা চাননা তা হতে পারেনা। এ আয়াতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে এবং ঐ নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের উম্মাতকে দান করা হয়েছে। তা এই যে, বানী ইসরাঈল হতে নাবুওয়াত ছিনিয়ে নিয়ে মাক্কার নিরক্ষর, কুরাইশী আরাবী নাবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁকে সাধারণভাবে নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সমস্ত মানব ও দানবের রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। পূর্বের সমস্ত নাবীর (আঃ) গুণাবলী তাঁর মধ্যে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে এবং তাঁকে ঐসব ফাযীলাত দান করা হয়েছে যা হতে অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) বঞ্চিত ছিলেন। ঐ ফাযীলাত আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞান সম্বন্ধেই হোক বা ঐ মহান প্রভুর শারীয়াতের ব্যাপারেই হোক অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ সম্পর্কেই হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর উপর পরকালের সমস্ত রহস্য খুলে দিয়েছেন, তাঁর উম্মাতকে পূর্ব হতে পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর দীন ও শারীয়াতকে সমস্ত দীন ও সমস্ত মাযহাবের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার দুরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক, আজ হতে কিয়ামাত পর্যন্ত যতদিন দিন-রাতের আবর্তন চালু থাকবে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর যেন স্বীয় করুণা সদাসর্বদার জন্য বর্ষণ করতে থাকেন। আমীন!

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে নাবী! তুমি বল ঃ হে আল্লাহ! আপনিই স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে আবর্তন বিবর্তন এনে থাকেন। আপনি যা চান তাই করেন। যারা বলেছিল ঃ ‘দু’টি গ্রামের কোন একজন বড়লোকের উপর কেন আল্লাহ তা‘আলা এ কুরআন অবতীর্ণ করেননি’ তাদের এ কথা খণ্ডন করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১-৩২) অর্থাৎ ‘আমি যখন তাদের আহার্যেরও মালিক, যাকে চাই কম দেই এবং যাকে চাই বেশি দেই, তখন এরা আমার উপর হুকুম করার কে যে, আমি অমুককে কেন নাবী করলাম? নাবুওয়াতও আমারই অধিকারের বিষয়। নাবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য কোন্ ব্যক্তি তা আমিই জানি।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ আপনিই রাতের অতিরিক্ত অংশ দিনের কমতির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দিন-রাত সমান করে থাকেন। আবার এদিকের অংশ ওদিকে দিয়ে ঐ দু’টিকেই ছোট বড় করেন এবং পুনরায় সমান সমান করে থাকেন। আকাশ ও পৃথিবীর উপর এবং সূর্য ও চন্দ্রের উপর পূর্ণ আধিপত্য আপনারই রয়েছে। অনুরূপভাবে গ্রীষ্মকে শীতের সাথে পরিবর্তন করারও পূর্ণ ক্ষমতা আপনারই আছে। বসন্তকাল ও শরৎকালের উপর আপনিই ক্ষমতাবান।

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ আপনিই জীবিত হতে মৃতকে এবং মৃত হতে জীবিতকে বের করেন। ক্ষেত্র শস্য হতে এবং শস্য ক্ষেত্র হতে বের করারও ক্ষমতা আপনারই। খেজুর গাছ আঁটি হতে এবং আঁটি খেজুর হতে আপনিই সৃষ্টি করে থাকেন। মু’মিনকে কাফিরের ঔরষে এবং কাফিরকে মু’মিনের ঔরষে আপনিই জন্ম দানের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং মুরগী ডিম হতে এবং ডিম মুরগী হতে সৃষ্টি করাও আপনারই কাজ। এ রকমই সমস্ত জিনিসই আপনার অধিকারে রয়েছে।

وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ আপনি যাকে ইচ্ছা করেন এত ধন-সম্পদ প্রদান করেন যা গণনা করে ও পরিমাপ করে শেষ করা যায়না। আবার যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষুধা নিবারণের আহার্য পর্যন্ত প্রদান করেননা। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনার এ সমস্ত কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ এবং সবকিছুই আপনারই ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে’।

২৮। মু’মিনগণ যেন মু’মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা	٢٨. لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ	**হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে।**

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন না করে, বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ও ভালবাসা থাকা উচিত। অতঃপর তিনি সতর্ক করে বলছেন যে, وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَلَيْسَ منَ اللّه في شَيْءٍ যে ব্যক্তি এরূপ করবে অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের সাথে মিত্রতা করবে তার প্রতি তিনি রাগান্বিত হবেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ 'হে মু'মিনগণ! এই ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা পরস্পর বন্ধু, তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৪)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে।(সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৭৩)

إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَاةً অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ লোকদেরকে অনুমতি দেন যারা কোন শহরে কোন সময় অবিশ্বাসীদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে সাময়িকভাবে মৌখিক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে, কিন্তু তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখেনা। যেমন সহীহ বুখারীতে আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'কোন কোন গোত্রের সাথে আমরা প্রশস্ত বদনে মিলিত হই, কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়।' (ফাতহুল বারী ১০/৫৪৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'শুধু মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু কাজে-কর্মে কখনও তাদের সহযোগিতা করা যাবেনা।'

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'কিয়ামাত পর্যন্তই এ নির্দেশ।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন।' অর্থাৎ তিনি ঐ লোকদেরকে স্বীয় শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং তাঁর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।' প্রত্যেকেই তাঁর কাছে স্বীয় কাজের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

২৯। তুমি বল ঃ তোমাদের অন্তর -সমূহে যা রয়েছে তা যদি তোমরা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।	٢٩. قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
৩০। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকাজ হতে যা করেছে ও দুস্কর্ম হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে; তখন সে ইচ্ছা করবে - যদি তার মধ্যে এবং ঐ দুস্কর্মের মধ্যে সুদূর ব্যবধান হত! আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তি ত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।	٣٠. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

আল্লাহ্ জানেন তাঁর বান্দা যা গোপন রাখে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথা ভালই জানেন। কোন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কথাও তাঁর নিকট লুকায়িত থাকেনা। তাঁর জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে প্রতি মুহূর্তে বেষ্টন করে রয়েছে। পৃথিবীর প্রান্তে, পর্বতে, সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে, ছিদ্রে, মোট কথা, যেখানে যা কিছু আছে সবই তাঁর

গোচরে রয়েছে। সব কিছুর উপরেই তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান। তিনি যেভাবেই চান রাখেন, যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। সুতরাং এত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ও এত বড় ক্ষমতাবান হতে সকলেরই সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা, সদা-সর্বদা তাঁর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকা এবং অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা উচিত। তিনি সব জান্তাও বটে এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারীও তিনি। সম্ভবতঃ তিনি কেহকে ঢিল দিয়ে রাখবেন, কিন্তু যখন ধরবেন তখন এমন কঠিনভাবে ধরবেন যে, পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকবেনা। এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের হিসাব সামনে রেখে দেয়া হবে। সাওয়াবের কাজ দেখে আনন্দ লাভ হবে এবং মন্দ কাজ দেখে দাঁত কামড়াতে থাকবে ও হা-হুতাশ করবে। সেদিন তারা ইচ্ছা পোষণ করবে যে, যদি তার মধ্যে ও ঐ মন্দ কাজের মধ্যে বহু দূরের ব্যবধান থাকত তাহলে কতই না চমৎকার হত!

দুনিয়ায় যে শাইতান তার সঙ্গে থাকত এবং তাকে অন্যায় কাজে উত্তেজিত করত সেদিন তার উপরও সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং বলবে ঃ

يَـٰلَيۡتَ بَيۡنِي وَبَيۡنَكَ بُعۡدَ ٱلۡمَشۡرِقَيۡنِ فَبِئۡسَ ٱلۡقَرِينُ

(ওহে শাইতান) 'হায়! আমার ও তোর মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্ব হতে অর্থাৎ স্বীয় শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। **وَاللّٰهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ** অতঃপর তিনি স্বীয় সৎ বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর দয়া ও স্নেহ হতে নিরাশ না হয়। কেননা তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'এটাও তাঁর সরাসরি দয়া ও ভালবাসা যে, তিনি স্বীয় অস্তিত্ব হতে বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন।' এও ভাবার্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং বান্দাদেরও উচিত, তারা যেন সরল-সঠিক পথ হতে সরে না পড়ে, পবিত্র ধর্মকে পরিত্যাগ না করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (তাবারী ৬/২০২)

৩১। তুমি বল ঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে	**٣١. قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ**

فَٱتَّبِعُونِى يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	ভালবাসেন ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
٣٢. قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ	৩২। তুমি বল ঃ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর; কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেননা।

রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে

এ পবিত্র আয়াতটি মীমাংসা করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু তার 'আমল ও বিশ্বাস যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের অনুরূপ না হয় এবং সে তাঁর সুন্নাতের অনুসারী না হয়, তাহলে সে তার এ দাবীতে মিথ্যাবাদী। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা অগ্রাহ্য।' (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫) এ জন্যই এখানেও ইরশাদ হচ্ছে, ঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে ভালবাসা রাখার দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে আমার সুন্নাতের উপর আমল কর। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের চাহিদা অপেক্ষা বেশি দান করবেন অর্থাৎ স্বয়ং তিনিই তোমাদেরকে চাইবেন'। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সালাফগণের অন্যান্য বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন ঃ কিছু লোক এ দাবী করত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু নাযিল করেন ঃ বল, তোমরা যদি (সত্যিই) আল্লাহকে ভালবাস তাহলে

আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ...। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/২০৫) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ হাদীসের উপর চলার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন।' এরপর সর্বসাধারণের উপর নির্দেশ হচ্ছে যে, তারা যেন সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করে। যারা এরপর ফিরে যাবে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে সরে পড়বে তারা কাফির এবং আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে ভালবাসেননা। যদিও তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ তা'আলার সত্যবাদী, নিরক্ষর, রাসূলগণের (আঃ) সমাপ্তি আনয়নকারী এবং মানুষ ও জিনের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ না করবে সেই পর্যন্ত তারা তাদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই রাসূল যে, আজ যদি অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) এমনকি স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলগণও (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁদেরও এ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর শারীয়াতকে মান্য করা ছাড়া উপায় থাকতনা। এর বিস্তারিত বিবরণ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮১) এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

৩৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের সন্তানগণকে বিশ্ব জগতের উপর মনোনীত করেছেন।	٣٣. إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ
৩৪। তারা একে অপরের বংশধর এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	٣٤. ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আল্লাহ্ যাকে চান তাঁর দীনের জন্য মনোনীত করেন

মহামানবগণকে আল্লাহ তা‘আলা সারা বিশ্বের উপর মনোনীত করেছেন। যেমন আদমকে (আঃ) তিনি স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ প্রবেশ করিয়েছেন, তাঁকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিয়েছেন, তাঁকে জান্নাতে বাস করিয়েছেন এবং স্বীয় নৈপুণ্য প্রকাশের উদ্দেশে তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন। যখন সারা জগত মূর্তি পূজায় ছেয়ে যায় তখন নূহকে (আঃ) প্রথম রাসূল রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন তাঁর গোত্র তাঁর অবাধ্য হয়ে যায় এবং তাঁর হিদায়াতের উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন তিনি রাত-দিন প্রকাশ্য ও গোপনে তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার দিকে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তারা কোনমতেই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। তখন আল্লাহ তা‘আলা নূহের (আঃ) অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অনুসারীগণ ছাড়া অন্য সকলকে স্বীয় পানির শাস্তি অর্থাৎ বিখ্যাত ‘নূহের তুফানে’ ডুবিয়ে দেন। ইবরাহীমের (আঃ) বংশকে আল্লাহ তা‘আলা মনোনয়ন দান করেন। তাঁর বংশেই মানব জাতির নেতা এবং নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। ইমরানের (আঃ) বংশকেও তিনি মনোনীত করেন। ইমরান (আঃ) ঈসার (আঃ) জননী মারইয়ামের (আঃ) পিতার নাম। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি অনুসারে তাঁর বংশক্রম নিম্নরূপ ঃ ইমরান ইব্ন হাশিম ইব্ন মীশা ইব্ন হিযকিয়া ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন গারইয়া ইব্ন নাওশ ইব্ন আযর ইব্ন বাহওয়া ইব্ন মুকাসিত ইব্ন আয়শা ইব্ন আইয়াম ইব্ন সুলায়মান (আঃ) ইব্ন দাঊদ (আঃ)। সুতরাং ঈসা (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর। এর বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আন‘আমের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

৩৫। যখন ইমরান-পত্নী নিবেদন করল, হে আমার রাব্ব! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	٣٥. إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

٣٦. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ	**৩৬। অতঃপর যখন সে তা প্রসব করল তখন বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি; এবং সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন, এবং কোনো পুত্র এই কন্যার সমকক্ষ নয়! আর আমি কন্যার নাম রাখলাম 'মারইয়াম' এবং আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করলাম।**

মারইয়ামের (আঃ) জন্ম বৃত্তান্ত

ইমরানের (আঃ) যে স্ত্রী মারইয়ামের (আঃ) মা ছিলেন তাঁর নাম ছিল হান্না বিন্‌ত ফাকুয। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ 'তাঁর সন্তান হতনা। একদা তিনি একটি পাখীকে দেখেন যে, সে তার বাচ্চাগুলিকে আদর করছে। এতে তাঁর অন্তরে সন্তানের বাসনা জেগে উঠে। ঐ সময়েই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আন্তরিকতার সাথে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন; ঐ রাতেই তিনি গর্ভবতী হন।' গর্ভ ধারণের পূর্ণ নিশ্চিত হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন (নযর মানেন)ঃ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সন্তান দান করলে তিনি তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খিদমাতের উদ্দেশে আল্লাহর নামে অর্পণ করবেন। তখন পুত্র সন্তান হবে কি কন্যা সন্তান হবে তাতো আর জানা ছিলনা। কাজেই সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা গেল যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। আর বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবা কাজ পরিচালনার যোগ্যতা কন্যা সন্তানের থাকতে পারেনা। ওর জন্য তো পুত্র সন্ত

ানের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বীয় দুর্বলতার কথা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রকাশ করে বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তো তাকে আপনার নামে অর্পণ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যে কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। সে যে কি সন্তান প্রসব করেছে তা আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন।' হান্না বলেন ঃ 'নর ও নারী সমান নয়। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জন্মের দিনও শিশুর নাম রাখা বৈধ। কেননা পূর্ববর্তীদের শারীয়াতও আমাদের শারীয়াত। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) নামানুসারে ইবরাহীম রেখেছি'। (ফাতহুল বারী ৩/৩০৬, মুসলিম ৪/১০৮০৭)

আনাসের (রাঃ) একটি ভাই জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে তার মুখে খাবার পুরে দেন এবং তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। (ফাতহুল বারী ৯/৫০১) আরও অনেক নবজাতক শিশুকে তাদের জন্মের দিন নামকরণ করা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সামুরা ইব্ন যুন্দুব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি নবজাতক শিশুর নিরাপত্তা লাভ স্থগিত থাকে যতক্ষণ না তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকার পশু কুরবানী দেয়া হয়, নাম রাখা হয় এবং তার মাথার চুল চেঁছে ফেলা হয়। (আহমাদ ৫/৭, আবূ দাউদ ৩/২৫৯, তিরমিযী ৫/১১৫, নাসাঈ ৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০৫৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। এখানে আরও একটি বর্ণনার উল্লেখ করতে চাই যাতে বলা হয়েছে 'এবং তার (শিশুর) পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হয়।' এ বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ ও মাশহুর বলে পরিচিত।

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ মারইয়ামের (আঃ) মা স্বীয় শিশু কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতানের অনিষ্টতা হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনাটি কবূল করেন। 'মুসনাদ আবদুর রাযযাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'শাইতান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত করে। ওরই কারণে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কিন্তু মারইয়াম (আঃ) ও ঈসা

(আঃ) এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।' এ হাদীসটি বর্ণনা করে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৬) পড়ে নাও।' (আবদুর রাযযাক ১/১১৯, ফাতহুল বারী ৮/৬০, মুসলিম ৪/১৮৩৮)

৩৭। অতঃপর তার রাব্ব তাকে উত্তম রূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন এবং যাকারিয়াকে তার ভারার্পন করলেন; যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত তখন তার নিকট খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে বলত ঃ হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে বলত ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

٣٧. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزۡقًا ۖ قَالَ يَـٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ

মারইয়ামের (আঃ) বয়স বৃদ্ধি এবং তাঁকে মর্যাদা প্রদান

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হান্নার 'নযর' তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে বর্ধিত করেন। তাঁকে তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সৌন্দর্যই দান করেন এবং সৎ বান্দাদের মধ্যে তাঁর লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন যেন তিনি চরিত্রবান লোকদের সংস্পর্শে থেকে তাঁদের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا যাকারিয়াকে (আঃ) তিনি মারইয়ামের (আঃ) দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ যাকারিয়াকে (আঃ) মারইয়ামের (আঃ) লালন-পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীর বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, যাকারিয়া (আঃ)

মারইয়ামের (আঃ) খালু ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন। যেমন মিরাজ সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যাঁরা পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৩৯৬০) ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি অনুসারে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। কেননা আরাবের পরিভাষায় মায়ের খালার ছেলেকেও খালাতো ভাই বলা হয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, মারইয়াম (আঃ) স্বীয় খালার নিকট লালিত-পালিত হন। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযার (রাঃ) পিতৃহীনা কন্যা উমরাকে (রাঃ) তাঁর খালা জাফর ইব্ন আবূ তালিবের (রাঃ) স্ত্রীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ ‘খালা হচ্ছেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত।’ (ফাতহুল বারী ৭/৫৭১)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা মারইয়ামের (আঃ) মাহাত্ম্য ও অলৌকিকতা বর্ণনা করছেন, **كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً** যাকারিয়া (আঃ) যখনই মারইয়ামের (আঃ) প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন তখনই তাঁর নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেতেন। মুজাহিদ (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ আশ শা’শা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আতিয়া আল আউফী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তিনি গ্রীষ্মকালে শীতকালিন ফল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালিন ফল মওজুদ দেখতে পেতেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২২৭-২২৯) যাকারিয়া (আঃ) একদিন জিজ্ঞেস করেন ঃ

يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا হে মারইয়াম! তোমার নিকট এ আহার্যগুলি কোথা হতে আসে?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘এগুলি আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এসে থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।’

৩৮। তখন যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করেছিল, সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন, নিশ্চয়ই	٣٨. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن

আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।	لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ
৩৯। অতঃপর যখন সে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল তখন মালাইকা/ ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন - তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নাবী হবে।	٣٩. فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
৪০। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? নিশ্চয়ই আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; তিনি বললেন ঃ এইরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা'ই করে থাকেন।	٤٠. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِى عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ
৪১। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জন্য	٤١. قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةً ۖ

قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ	**কোন নিদর্শন নির্দিষ্ট করুন; তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেনা; এবং স্বীয় রাব্বকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা কর।**

যাকারিয়ার (আঃ) দু'আ এবং ইয়াহইয়ার (আঃ) জন্মের সুখবর

যাকারিয়া (আঃ) দেখেন যে, আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে (আঃ) অসময়ের ফল দান করছেন। শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফল তাঁর নিকট বিদ্যমান থাকছে। সুতরাং তিনিও স্বীয় বার্ধক্য ও স্বীয় সহধর্মিণীর বন্ধ্যাত্ব জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিকট অসময়ে ফল অর্থাৎ সুসন্তান লাভের প্রার্থনা জানাতে থাকেন।

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء আর যেহেতু এটা বাহ্যতঃ অসম্ভব ছিল, তাই তিনি অতি সন্তর্পণে এ প্রার্থনা জানান। তিনি তাঁর ইবাদাতখানায়ই ছিলেন, এমন সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ **أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى** আপনার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার নাম ইয়াহইয়া রাখতে হবে।' সাথে সাথে তাঁরা এ কথাও বলে দেন ঃ 'এ সুসংবাদ আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে।' ইয়াহইয়া নাম রাখার কারণ এই যে, তাঁর জীবন হবে ঈমানের সাথে। (ইবন আবী হাতিম ২/২৩৫) তিনি আল্লাহর কালেমা অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) সত্যতা প্রকাশ করবেন। রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন ঃ 'ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের প্রথম স্বীকারকারীও হচ্ছেন ইয়াহইয়া (আঃ)'। কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, ইয়াহইয়া (আঃ) ঠিক ঈসার (আঃ) পথের উপর ছিলেন।

سَيِّد শব্দের অর্থ হচ্ছে ধৈর্যশীল, বিদ্যা ও ইবাদাতে অগ্রবর্তী, মুত্তাকী, ধর্ম শাস্ত্রবিদ, চরিত্রে ও ধর্মে সর্বাপেক্ষা উত্তম, ক্রোধকে দমনকারী এবং **حَصُوْر** শব্দের অর্থ হচ্ছে যে মহিলাদের নিকট আসতে পারেনা, যার সন্তানাদি হয়না এবং যার মধ্যে কোন কামভাব থাকেনা। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি বিয়ে করেননা এবং তাদের সাথে রাত্রি যাপন করেননা। জাকারিয়া (আঃ) ইয়াহইয়ার (আঃ) ব্যাপারে দু'আ করেছিলেন, 'আমাকে আপনার তরফ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন।'

এরপর যাকারিয়াকে (আঃ) দ্বিতীয় শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর পুত্র নাবী হবেন। এ সুসংবাদ পূর্বের সুসংবাদ হতেও অগ্রগণ্য। আল্লাহ তা'আলা যেমন মূসার (আঃ) মাকে বললেন ঃ

إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭)

এ সুসংবাদ প্রাপ্তির পর যাকারিয়ার (আঃ) ধারণা হয় যে, এর বাহ্যিক কারণগুলি তো অসম্ভব, তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন, **رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً** হে আমার প্রভু! আমি তো বার্ধক্যে পদার্পণ করেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, কাজেই আমার সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব? মালাইকা/ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন ঃ

قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا আল্লাহর নির্দেশই সবচেয়ে বড়। তাঁর নিকট কোন কিছু অসম্ভবও নয় এবং কঠিনও নয়। তিনি কোন কাজে অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করে থাকেন।' তখন যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন যাঞ্চা করলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় ঃ 'নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেনা। তুমি সুস্থ সবল থাকবে বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হবেনা। শুধুমাত্র ইশারায়-ইঙ্গিতে কাজ চালাতে হবে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

সুস্থতার সাথে তিন রাত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ১০) এরপর বলা হচ্ছে— 'এ অবস্থায় খুব বেশি আল্লাহ তা'আলার যিক্র করা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও

পবিত্রতা বর্ণনা করা তোমার উচিত। সকাল-সন্ধ্যায় ঐ কাজেই লেগে থাকবে।' এর দ্বিতীয় অংশ এবং পূর্ণ বর্ণনা সূরা মারইয়ামের মধ্যে বিস্ত ারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪২। এবং যখন মালাইকা/ ফেরেশতা বলেছিল ঃ ওহে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন।	٤٢. وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَٰلَمِينَ
৪৩। হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সাজদাহ কর ও রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর।	٤٣. يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ
৪৪। এটা সেই অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি; এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলেনা।	٤٤. ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

মাইয়ামের (আঃ) মর্যাদা

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) তাঁর অত্যধিক ইবাদাত, দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব, ভদ্রতা এবং শাইতানী কুধারণা হতে দূরে থাকার কারণে স্বীয় নৈকট্য লাভের যে মর্যাদা দান করেছেন এবং সারা জগতের নারীদের উপর যে মনোনীত করেছেন তারই সুসংবাদ দিচ্ছেন। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'মহিলাদের মধ্যে (ঐ সময়ের) উত্তম হচ্ছেন মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং (আমার সময়ে) খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)।' (তিরমিযী ১০/৩৮৮ ফাতহুল বারী ৬/৫৪২, মুসলিম ৪/১৮৮৬)

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে বহু পুরুষ কামিয়াবী হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া ঐ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন। (তাবারী ৬/৩৯৭, ফাতহুল বারী ৬/৫৪৩, মুসলিম ৪/১৮৮৬, তিরমিযী ৫/৫৬৩, নাসাঈ ৫/৯৩, ইব্ন মাজাহ ২/১০৯১)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে বহু পুরুষ কামিয়াবী হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) ঐ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন। আর আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত নারীদের উপর এরূপ যেরূপ সারীদ এর (গোশতের ঝোলে ভিজানো রুটির) ফাযীলাত সমস্ত আহার্যের উপর।' (ফাতহুল বারী ৭/১৩৩) আমি এ হাদীসের সমস্ত সনদ এবং প্রত্যেক সনদের শব্দগুলি স্বীয় 'কিতাবুল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে ঈসার (আঃ) বর্ণনায় জমা করেছি। মালাইকা বলেন ঃ

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ হে মারইয়াম! আপনি বিনয় প্রকাশ এবং রুকূ' ও সাজদায় আপনার সময় কাটিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় ক্ষমতার এক বিরাট নিদর্শন বানাতে চান। সুতরাং মহান আল্লাহর দিকে আপনার পূর্ণ মনঃসংযোগ করা উচিত। قُنُوْتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৬) মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমের একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কুরআনুল হাকীমে যেখানেই **قُنُوْتٌ** শব্দটি রয়েছে তারই ভাবার্থ হচ্ছে আনুগত্য স্বীকার।' ইব্ন জারীরও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'মারইয়াম (আঃ) সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর জানুদ্বয় ফুলে যেত। **قُنُوْتٌ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সালাতে এভাবেই লম্বা লম্বা রুকূ করা।' হাসান বাসরীর (রহঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তোমার রবের ইবাদাতে লিপ্ত থাক এবং যারা রুকূ ও সাজদাহ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।' আওযায়ী (রহঃ) বলেন, মারইয়াম (আঃ) স্বীয় ইবাদাত কক্ষে এত বেশি পরিমাণে ও এত বিনয়ের সাথে সুদীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদদ্বয়ে হলদে পানি নেমে আসত। এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ হে নাবী! এ সব ঘটনা তুমি জানতেনা। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম। আমি তোমাকে না জানালে তুমি জনগণের নিকট এসব ঘটনা কি করে পৌঁছাতে? কারণ যখন এসব ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তুমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলেনা। কিন্তু আমি ঐগুলি তোমাকে এমনভাবে জানিয়ে দিলাম যেন তুমি স্বয়ং সেখানে ছিলে।

যখন মারইয়ামের লালন-পালনের ব্যাপার নিয়ে একে অপরের উপর অগ্রাধিকার লাভের চেষ্টা করছিল, সবাই ঐ সাওয়াব লাভের আকাংখী ছিল, সেই সময় তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে সুলাইমানের (আঃ) মাসজিদে উপস্থিত হন। সে সময় সেখানের সেবক ছিলেন মূসার (আঃ) ভাই হারূনের (আঃ) বংশের লোকগণ। মারইয়ামের (আঃ) মা তাদেরকে বলেন ঃ 'আমি আমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমার এ মেয়েকে আল্লাহ তা'আলার নামে আযাদ করে দিয়েছি। সুতরাং আপনারা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন। এটা তো স্পষ্ট যে, সে একটি মেয়ে এবং ঋতুবতী মেয়েদের মাসজিদে প্রবেশ যে নিষিদ্ধ এটাও কারও অজানা নেই। সুতরাং এর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা আপনারাই করুন।

আমি কিন্তু একে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারিনা।' ইমরান (আঃ) সেখানের সালাতের ইমাম ও কুরবানীর পরিচালক ছিলেন। আর মারইয়াম (আঃ) ছিলেন তাঁরই কন্যা। অতএব সবাই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ দিকে যাকারিয়া (আঃ) তাঁর অগ্রাধিকার প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, 'এর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আমি তার খালু। সুতরাং মেয়েটির দায়িত্ব আমারই পাওয়া উচিত'। কিন্তু অন্যেরা তাতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে 'নির্বাচনের গুটি' নিক্ষেপ করা হয় এবং তাতে তারা ঐসব লেখনী নিক্ষেপ করেন যা দিয়ে তাওরাত লিখতেন। এতে যাকারিয়ার (আঃ) নামই উঠে। কাজেই তিনি ঐ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। (তাবারী ৬/৩৫১)

ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন বর্ণনা করেন যে, ধর্ম যাজকরা জর্দান নদীতে গিয়ে তাদের কলমগুলি পানিতে নিক্ষেপ করেন। কথা হয় যে, স্রোতের মুখে যাদের কলম চলতে থাকবে তারা নয়, বরং যার কলম স্থির থাকবে সেই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা কলমগুলি পানিতে নিক্ষেপ করলে সবারই কলম চলতে থাকে, শুধুমাত্র যাকারিয়ার (আঃ) কলম স্থির থাকে। বরং ওটা স্রোতের বিপরীত দিকে চলতে থাকে। কাজেই একে তো গুটিকায় তাঁর নাম উঠেছিল, দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর আত্মীয় ছিলেন। তাছাড়া তিনি সবারই নেতা, ইমাম, আলেম এবং সর্বোপরি নাবী ছিলেন। অতএব তাঁরই উপর মারইয়ামের (আঃ) দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৬৭, ২৬৮)

৪৫। যখন মালাইকা/ ফেরেশতারা বলেছিল ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট হতে একটি বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নন্দন ঈসা মসীহ - সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত।	٤٥. إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

৪৬। আর সে দোলনা হতে ও পরিণত বয়সে লোকের সাথে কথা বলবে এবং সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٤٦. وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
৪৭। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? কোন পুরুষ মানুষ তো আমাকে স্পর্শ করেনি; তিনি বললেন ঃ এরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করে থাকেন, যখন তিনি কোন কাজের মনস্থ করেন তখন তিনি ওকে 'হও' বলেন, ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।	٤٧. قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

ঈসার (আঃ) জন্ম সম্পর্কে মারইয়ামকে (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর গর্ভে একজন বড় খ্যাতিসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার كُنْ অর্থাৎ 'হও' শব্দ দ্বারা সৃষ্ট হবেন এবং مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰه (৩ ঃ ৩৯) এর দা'ওয়াত এটাই। যেমন প্রসিদ্ধ বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে। তাঁর নাম হবে মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ (আঃ)। প্রত্যেক মু'মিন তাঁকে এ নামেই চিনবে। তাঁর নাম মাসীহ হওয়ার কারণ এই যে, তিনি জন্মান্ধকে ভাল করবেন, পৃথিবীতে ভ্রমণ করবেন। মায়ের দিকে সম্বন্ধ করার কারণ এই যে, তাঁর কোন পিতা ছিলনা। ইহকালে ও পরকালে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট মহা সম্মানিত ও তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার শারীয়াত ও কিতাব অবতীর্ণ হবে। দুনিয়ায় তাঁর উপর বড় বড় অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং

পরকালেও তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের মত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করবেন এবং সেই সুপারিশও গৃহীত হবে।

ঈসা (আঃ) মাতৃ ক্রোড়ে কথা বলেছেন

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً সে স্বীয় দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে লোকদের সাথে কথা বলবে।' অর্থাৎ তিনি শৈশবকালেই লোকদেরকে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করবেন যা তাঁর একটি অলৌকিক ঘটনারূপে গণ্য হবে। আর পরিণত বয়সেও যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করবেন তখন তিনি স্বীয় কথায় ও কাজে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদনকারী হবেন। একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'শৈশবাবস্থায় কথা বলেছিলেন শুধুমাত্র ঈসা (আঃ) এবং জুরায়েজের সঙ্গী। (ইবন আবী হাতিম ২/২৭২, ২৭৩) অন্য একটি হাদীসে অন্য একটি শিশুর কথাও বর্ণিত আছে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি নবজাতক শিশু ব্যতীত আর কেহই দোলনায় কথা বলেনি। তারা হলেন ঈসা (আঃ), যুরাইজের সময়ের শিশুটি এবং আর একটি বালক।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৭২, ফাতহুল বারী ৩৪৩৬, মুসলিম ২৫৫০)

ঈসা (আঃ) পিতাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিলেন

মারইয়াম (আঃ) এ সুসংবাদ শুনে স্বীয় প্রার্থনার মধ্যেই বলেন ঃ

رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ হে আমার প্রভু! আমার সন্তান কিরূপে হতে পারে? আমি তো বিয়ে করিনি এবং আমার বিয়ে করার ইচ্ছাও নেই। তাছাড়া আমি দুশ্চরিত্রা মেয়েও নই।' আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মালাইকা/ফেরেশতাগণ উত্তর দেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশই খুব বড় জিনিস। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই চান সৃষ্টি করে থাকেন। এ সূক্ষ্মতার বিষয় চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, যাকারিয়ার (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে يَفْعَلُ শব্দ ছিল, আর এখানে يَخْلُقُ রয়েছে, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেন। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেন বাতিল পন্থীদের কোন সন্দেহ করার সুযোগ না থাকে এবং পরিষ্কার ভাষায় বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। অতঃপর ওর উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ

كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

তিনি যে কোন কাজ যখনই করার ইচ্ছা করেন তখন শুধুমাত্র বলেন, ‘হও’ আর তেমনই হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশের পর কার্য সংঘটিত হতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়না। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

৪৮। তিনি তাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিবেন।	٤٨. وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ
৪৯। আর তাকে ইসরাঈল বংশীয়দের জন্য রাসূল করবেন। নিশ্চয়ই আমি (ঈসা) তোমাদের রবের নিকট হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছি; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মাটি হতে পাখির আকার গঠন করব, অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দিব, অনন্তর আল্লাহর আদেশে ওটা পাখি হয়ে যাবে, এবং জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমরা যা আহার কর ও তোমরা যা স্বীয় গৃহের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখ তদ্বিষয়ে	٤٩. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ

আরবি	অনুবাদ
وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	সংবাদ দিচ্ছি - যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
٥٠. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ	৫০। এবং আমি এসেছি আমার পূর্বে তাওরাতে যা ছিল তার সত্যতা প্রদান করতে এবং তোমাদের জন্য যা অবৈধ হয়েছে তার কতিপয় তোমাদের জন্য বৈধ করতে, আর তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে; অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও।
٥١. إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۗ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ	৫১। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব; অতএব তাঁর ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ।

ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মু‘জিযা প্রদর্শন

মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) বলেন ঃ ‘আপনার ছেলেকে অর্থাৎ ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন’। حِكْمَتْ শব্দের তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁকে তাওরাত শিক্ষা দিবেন যা মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁকে ইঞ্জীল

শিক্ষা দিবেন যা তাঁর নিজের উপর অবতীর্ণ হবে। এ দু'টি কিতাব ঈসার (আঃ) মুখস্থ ছিল। وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বানী ইসরাঈলের নিকট নাবী করে পাঠাবেন, যেন তিনি তাদেরকে স্বীয় অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেন যে, তিনি মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতি গঠন করেন। অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দেন, আর তেমনই ওটা বাস্তব পাখী হয়ে তাদের সামনে উড়তে থাকে। এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমেই হয়েছিল। ঈসার (আঃ) নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিলনা। বরং এটা তাঁর জন্য একটা মু'জিযা ছিল। اَكْمَهُ ঐ অন্ধকে বলা হয় যে মায়ের গর্ভ হতেই অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এখানে এ অনুবাদই যথোপযুক্ত হবে। কেননা এর দ্বারাই অলৌকিকতার পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং বিরুদ্ধবাদীকে অসমর্থ করার জন্য এটাই উত্তম পন্থা। اَبْرَصَ শ্বেত কুষ্ঠকে বলা হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঈসা (আঃ) এ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকেও নিরাময় করে দিতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুমে তিনি মৃতকেও জীবিত করতেন। অধিকাংশ আলেমের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগের নাবীকে যুগোপযোগী বিশেষ বিশেষ মু'জিযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মূসার (আঃ) যুগে যাদুর খুব প্রচলন ছিল এবং যাদুকরদেরকে অত্যন্ত সম্মান করা হত। তাই আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) এমন মু'জিযা দান করেন যে, যাদুকরেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এটা কখনও যাদু হতে পারেনা, বরং এটা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর একটা বড় দান। অতএব তারা অবনত মস্তকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবশেষে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়। ঈসার (আঃ) যুগ ছিল চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের যুগ। সেখানে তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিদ্যমান ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) এমন মু'জিযা দান করেন যার সামনে ঐ বড় বড় চিকিৎসকগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। জন্মান্ধকে চক্ষু দান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণ দেয়া এবং সমাধিস্থ ব্যক্তিকে জীবিত করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির কি রয়েছে? একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মু'জিযা রূপে তাঁর দ্বারা এ সমুদয় কাজ সাধিত হয়। অনুরূপভাবে যে যুগে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটে সেটা ছিল সাহিত্য, কবিতা ও বাকপটুতার যুগ। এসব বিষয়ে খ্যাতনামা কবিগণ এমন পূর্ণতা অর্জন করেছিল যে, সারা দুনিয়া তাদের

সামনে মাথা নত করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক গ্রন্থ দান করলেন যার ঔজ্জ্বল্যের সামনে তাদের সমস্ত দীপ্তি ম্লান হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, এটা মানুষের কথা নয়।

অতঃপর ঈসার (আঃ) আরও মু'জিয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তিনি বলেছিলেন এবং করেও দেখিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ তোমাদের মধ্যে যে কেহ বাড়ীতে যা কিছু খেয়ে এসেছে এবং আগামীকালের জন্য সে যা কিছু জমা করে রেখেছে, আল্লাহর হুকুমে আমি তা বলে দিতে পারব। এতে আমার সত্যবাদীতার দলীল রয়েছে, আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা অতীব সত্য। তবে তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানই না থাকে তাহলে আর কি হবে? আমি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে স্বীকার করছি এবং দুনিয়ায় ওর সত্যতার কথা ঘোষণা করছি। আমি তোমাদের জন্য এমন কতগুলি জিনিস বৈধ করতে এসেছি যেগুলি আমার পূর্বে তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈসা (আঃ) তাওরাতের কতগুলি বিধান রহিত করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ

আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬৩) অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ আমার নিকট আমার সত্যবাদিতার উপর আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। **فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ** তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, আমার কথা মান্য কর এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর। **هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ** আর এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ।

৫২। অতঃপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ করল তখন সে বলল ঃ আল্লাহর উদ্দেশে কে আমার	৫২. فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ

সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ বলল ঃ আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, এবং সাক্ষী থেক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।	مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
৫৩। হে আমাদের রাব্ব! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি, অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন।	٥٣. رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ
৫৪। আর তারা (কাফিরেরা) ষড়যন্ত্র করেছিল ও আল্লাহও কৌশল করলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।	٥٤. وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ

হাওয়ারীগণ ঈসার (আঃ) সাহায্যকারী হন

যখন ঈসা (আঃ) তাদের একগুঁয়েমী ও বিবাদ প্রত্যক্ষ করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তারা হঠকারিতা হতে ফিরে আসবেনা তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর উপর আমার আনুগত্য স্বীকারকারী কেহ আছে কি?' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/২৯০) আবার ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, 'এমন কেহ আছে কি যে আল্লাহর সাথে আমার সাহায্যকারী হতে পারে?' কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে আহ্বানের কাজে কেহ আমার হাত শক্তকারী আছে কি?' যেমন

আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা হতে মাদীনায় হিজরাত করার পূর্বে হাজ্জের মৌসুমে বলেছিলেন ঃ

‘কুরাইশরা তো আমাকে আল্লাহর কালাম প্রচারের কাজে বাধা দিচ্ছে, এমতাবস্থায় এ কাজের জন্য আমাকে জায়গা দিতে পারে এমন কেহ আছে কি?’ (আহমাদ ৩/৩২২) মাদীনাবাসী আনসারগণ এ সেবার কাজে এগিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জায়গা দান করেন। তারা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্যও করেন এবং যখন তিনি তাদের নিকট গমন করেন তখন তারা পূরাপুরি তাঁর সহযোগিতা করেন এবং তাঁর প্রতি তুলনাবিহীন সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। দুনিয়ার সাথে মুকাবিলায় তারা নিজেদের বক্ষকে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ঢাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিফাযাতে, মঙ্গল কামনায় ও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কাজে তাদের আপাদমস্তক নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। অনুরূপভাবে ঈসার (আঃ) এ আহ্বানেও কতক বানী ইসরাঈল সাড়া দেয়, তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে পূর্ণভাবে সাহায্য করে। আর তারা ঐ আলোকের অনুসরণ করে যা আল্লাহ তা‘আলা ঈসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করেছিলেন, অর্থাৎ ইঞ্জীল। সাহায্যকারীকে ‘হাওয়ারী’ বলা হয়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ ‘আমার জন্য স্বীয় বক্ষকে ঢাল করতে পারে এরূপ কেহ আছে কি?’ এ শব্দ শোনামাত্রই যুবায়ের (রাঃ) প্রস্তুত হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বার এ কথাই বলেন, এবারেও যুবায়ের (রাঃ) অগ্রসর হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীরই ‘হাওয়ারী’ (সাহায্যকারী) থাকে এবং আমার ‘হাওয়ারী’ হচ্ছে যুবায়ের! (ফাতহুল বারী ৬/৬৩, মুসলিম ৪/১৮৭৯) এ লোকগুলি তাদের প্রার্থনায় বলে ঃ

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ হে আমাদের রাব্ব! সাক্ষীগণের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিন।’ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে নাম লিখে নেয়া। এ তাফসীরের বর্ণনা সনদ হিসাবে খুবই উৎকৃষ্ট।

ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার ইয়াহুদী চক্রান্ত

অতঃপর বানী ইসরাঈলের ঐ অপবিত্র দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা ঈসার (আঃ) প্রাণের শত্রু ছিল। তারা তাঁকে হত্যা করার ও শূলে চড়ানোর ইচ্ছা

করেছিল। সেই যুগের বাদশাহর কাছে তারা তাঁর দুর্নাম করত। তারা বাদশাহকে বলত, 'এ লোকটি জনগণকে পথভ্রষ্ট করছে, দেশের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে, মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করছে।' বরং তারা তাঁকে দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, প্রতারক প্রভৃতি বলে অপবাদ দিয়েছিল। এমনকি তাঁকে ব্যভিচারিণীর পুত্র বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। অবশেষে বাদশাহও তাঁর জীবনের শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বলে, 'তাকে ধরে এনে ভীষণ শাস্তি প্রদান করে ফাঁসি দাও।'

অতঃপর তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করার উদ্দেশে সেই বাড়ী পরিবেষ্টন করে রাতের অন্ধকারে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের হাত হতে বাঁচিয়ে নেন এবং তাঁকে ঐ ঘরের ছিদ্র দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেন। আর তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি লোককে সেখানে নিক্ষেপ করেন, যে সে ঘরেই অবস্থান করছিল। ঐ লোকগুলো রাতের অন্ধকারে তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে তারা কঠিন শাস্তি দেয় এবং তার মাথার ভিতর পেরেক ঢুকিয়ে শূলে চড়িয়ে দেয়। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৯৪) এটাই ছিল তাদের সাথে মহান আল্লাহর কৌশল যে, তাদের ধারণায় তারা আল্লাহ তা'আলার নাবীকে (আঃ) ফাঁসি দিয়েছে, অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবীকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ দুষ্কার্যের ফল তারা এই প্রাপ্ত হয়েছিল যে, চিরদিনের মত তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তারা মিথ্যা ও অন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়ায়ও তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয় এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। ওরই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা ষড়যন্ত্র করলে হবে কি? আল্লাহ তা'আলার কৌশলের কাছে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাবে। তিনিই সবচেয়ে বড় কৌশলী।

৫৫। যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব এবং অবিশ্বাসকারীদের হতে	٥٥. إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ

তোমাকে পবিত্র করব, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিন পর্যন্ত সমুন্নত করব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব।	كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوۡقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ
৫৬। অতঃপর যারা কুফরী করেছে (অবিশ্বাসী হয়েছে), বস্তুতঃ তাদেরকে ইহকাল ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী নেই।	٥٦. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ
৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করেছে ফলতঃ তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা।	٥٧. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ
৫৮। আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও	٥٨. ذَٰلِكَ نَتۡلُوهُ عَلَيۡكَ مِنَ

নিদর্শনাবলী হতে এটা আবৃত্তি করছি।	ٱلۡأٓيَـٰتِ وَٱلذِّكۡرِ ٱلۡحَكِيمِ

‘তোমাকে নিয়ে নিব’ কথার ভাবার্থ

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ ব্যাখ্যা দানকারীগণের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিব, অতঃপর তোমাকে মৃত্যুদান করব।

মাতরুল ওয়ারাক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘আমি তোমাকে দুনিয়া হতে উত্তোলনকারী।’ এখানে **وَفاتْ** শব্দের ভাবার্থ মৃত্যু নয়।’ অনুরূপভাবে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এখানে **تَوَفِّىْ** শব্দের অর্থ হচ্ছে উঠিয়ে নেয়া। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে **وَفاتْ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নিদ্রা। যেমন কুরআন হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيۡلِ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬০) আর এক স্থানে রয়েছে ঃ

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِى لَمۡ تَمُتۡ فِى مَنَامِهَا

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ للَّه الَّذي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْه النُّشُوْرُ.

‘সেই আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর পুনরায় জীবিত করলেন’। (ফাতহুল বারী ১১/১৩৪) আল্লাহ তা‘আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

وَبِكُفۡرِهِمۡ وَقَوۡلِهِمۡ عَلَىٰ مَرۡيَمَ بُهۡتَـٰنًا عَظِيمًا. وَقَوۡلِهِمۡ إِنَّا قَتَلۡنَا ٱلۡمَسِيحَ عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمۡ ۚ وَإِنَّ

ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنۡهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا. بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦ ۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدًا ...

এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য এবং "আল্লাহর রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি" বলার জন্য। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শুলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধাঁয় পতিত হয়েছিল। তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি। পরন্ত আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিনে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৬-১৫৯)

مَوْتِه শব্দের **'ه'** সর্বনামটি ঈসার (আঃ) দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন কিতাবী সবাই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই আসছে। সেই সময় সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনবে। কেননা না তিনি জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন, আর না ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু সমর্থন করবেন। মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে হাসান বাসরী (রহঃ) হতে **اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ** এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, ঈসার (আঃ) উপর ঘুম চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সে অবস্থায়ই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৯৬)

ঈসার (আঃ) ধর্মকে পরিবর্তন করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিয়ে কাফিরদের হাত হতে পবিত্র করব এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তোমার অনুসারীদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করব।

বাস্তবে হয়েছিলও তাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর সঙ্গী সাথীদের কয়েকটি দল হয়ে যায়। একটি দল ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলে স্বীকার করে, আর তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, তিনি মহান আল্লাহর এক দাসীর পুত্র।

তাদের মধ্যে আর একটি দল সীমা অতিক্রম করে বসে এবং তারা বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) অন্য একটি দল স্বয়ং তাঁকেই আল্লাহ বলে। আবার একদল তিন আল্লাহর মধ্যে তাঁকে এক আল্লাহ বলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বিশ্বাসের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা খণ্ডনও করেছেন। তিনশ' বছর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকে। তারপর গ্রীক রাজাদের মধ্যে কুসতুনতান নামক এক রাজা, যে একজন দার্শনিক ছিল; বলা হয় যে, শুধুমাত্র ঈসার (আঃ) দীনকে পরিবর্তন করার উদ্দেশেই এক কৌশল অবলম্বন করে কপটতার আশ্রয় নিয়ে এ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। সে ঈসার (আঃ) ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সে ওর ভিতর হ্রাস বৃদ্ধিও করেছিল। সে বহু আইন কানূন আবিষ্কার করেছিল। 'আমান-ই-কুবরা'ও তারই আবিষ্কার, যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম বিশ্বাস ভঙ্গতা। সে তার যুগে শূকরকে বৈধ করে নিয়েছিল। তারই আদেশে খৃষ্টানগণ পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে থাকে। সে'ই গীর্জা, উপাসনালয় প্রভৃতির মধ্যে ছবি বানিয়ে নেয় এবং নিজের এক পাপের কারণে সিয়ামের মধ্যে দশটি সিয়াম বেশি করে। মোট কথা, তার যুগে ঈসার (আঃ) ধর্ম ঈসায়ী ধর্মরূপে অবশিষ্ট ছিলনা, বরং ওটা 'দীন-ই কুসতুনতীন' -এ পরিণত হয়েছিল। সে বাহ্যিক যথেষ্ট জাঁকজমক এনেছিল, যেমন সে বারো হাজারেরও বেশি উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল এবং নিজের নামে একটি শহরের নাম রেখেছিল কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল)। মালিকিয়্যাহ দলটি তার সমস্ত কথা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এসব জঘন্য কাজ সত্ত্বেও তারা ইয়াহুদীদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই কাফির হলেও তুলনামূলকভাবে ঐ খৃষ্টানরাই সত্য ও ন্যায়ের বেশি নিকটবর্তী ছিল। তাদের সবারই উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মনোনীত রাসূল করে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন জনগণ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের ঈমান ছিল আল্লাহর সত্তার উপর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের উপর। সুতরাং

প্রকৃতপক্ষে নাবীগণের (আঃ) সত্যানুসারী এরাই অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা এরা নিরক্ষর, আরাবী, সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল যিনি ছিলেন বানী আদমের নেতা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ছিল সমস্ত সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার শিক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নাবীর সত্যানুসারীদেরকে 'আমার উম্মাত' বলার দাবীদার ছিলেন তিনিই। কারণ যারা নিজেদেরকে ঈসার (আঃ) উম্মাত বলে দাবী করত তারা ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছিল। তা ছাড়া শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মও ছিল পূর্বের সমস্ত শারীয়াতকে রহিতকারী। এ ধর্ম কিয়ামাত পর্যন্ত রক্ষিত থাকবে এবং একটি ক্ষুদ্র অংশও পরিবর্তিত হবেনা। এ জন্যই এ আয়াতের অঙ্গীকার অনুসারে মহান আল্লাহ এ উম্মাতকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেন এবং এরা পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এ 'উম্মাতে মুহাম্মাদী'ই বহু দেশ পদদলিত করে, বড় বড় অত্যাচারী ও শক্তিশালী কাফিরদের মস্তক ছিন্ন করে। অর্থ-সম্পদ তাদের পদতলে গড়িয়ে পড়ে। বিজয় ও গানীমাত তাদের পদ-চুম্বন করে। বহু যুগের পুরাতন সাম্রাজ্যের সিংহাসনগুলো এরা পরিবর্তন করে দেয়। পারস্য সম্রাট কিসরার জাঁকজমক পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং তার সুন্দর সুন্দর উপাসনাগারগুলি এদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রোমান সম্রাট কাইসারের মুকুট ও সিংহাসন এ মুসলিমবাহিনীর আক্রমণে ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে। তাদের ধন-ভাণ্ডার মুসলিমরা দখল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সত্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে প্রাণ খুলে খরচ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অঙ্গীকার লোকেরা উদীয়মান সূর্য ও পূর্ণিমার চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবেনা। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৫৫) ঈসার (আঃ) দুর্নামকারীরা এবং তাঁর নামে শাইতানের পূজারীরা বাধ্য হয়ে সিরিয়ার শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং কোলাহলময় শরহগুলো এক আল্লাহর বন্দেগীকারীদের হাতে সমপর্ণ করে অসহায় অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে রোম সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পরে সেখান হতে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে বের করে দেয়া হয় এবং অবশেষে তারা স্বীয় বাদশাহর বিশেষ শহর কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছে। অতঃপর সেখান হতেও তাদেরকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং ইনশাআল্লাহ মুসলিমরা কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের উপর বিজয়ীই থাকবে। সমস্ত সত্যবাদীর নেতা যাঁর সত্যবাদিতার উপর মহান আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েই দিয়েছেন যা চিরদিন অটল থাকবে, তিনি বলেন যে, তাঁর উম্মাত কনস্টান্টিনোপল জয় করবে এবং তথাকার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তাদের অধিকারে আসবে। (ইবন কাসীরের (রহঃ) মৃত্যুর পর তা অধিকারে এসেছিল)

অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ইহকাল ও পরকালের ভীতি প্রদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

(নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব এবং অবিশ্বাসকারীদের হতে তোমাকে পবিত্র করব, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিন পর্যন্ত সমুন্নত করব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে

বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব।) যেসব ইয়াহুদী ঈসাকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং যেসব খৃষ্টান তাঁর সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলেছিল, দুনিয়ায় তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয়েছে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আর পরকালে তাদের জন্য যেসব শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধেও তাদের চিন্তা করা উচিত। যেখানে তাদেরকে না কেহ রক্ষা করতে পারবে, না কেহ কোন সাহায্য করতে পারবে। তাই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে ঃ

وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৪) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে নাবী! ঈসা এবং তাঁর জন্মের প্রাথমিক অবস্থার প্রকৃত রহস্য এটাই ছিল যা আল্লাহ তা'আলা লাউহে মাহফুয হতে অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই। যেমন সূরা মারইয়ামে বলেন ঃ

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ. مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন ঃ 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৪-৩৫)

৫৯। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল।	٥٩. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ
৬০। এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্ত	٦٠. ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن

ভুক্ত হয়োনা।	مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ
৬১। অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে - তারপরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল ঃ এসো, আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি - অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।	٦١. فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ
৬২। নিশ্চয়ই এটাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, নিশ্চয়ই সেই আল্লাহ বিজ্ঞানময়, মহাপরাক্রান্ত।	٦٢. إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
৬৩। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ দুস্কার্যকারীদের জ্ঞাত আছেন।	٦٣. فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُفْسِدِينَ

আদম (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সৃষ্টি একই রকমের

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّه كَمَثَلِ آدَمَ ঈসাকে (আঃ) আমি বিনা পিতায় সৃষ্টি করেছি বলেই কি তোমরা খুব বিস্ময়বোধ করছ? তার পূর্বে তো আমি আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি, অথচ তার বাবাও ছিলনা, মা'ও ছিলনা। বরং তাকে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, 'হে আদম! তুমি 'হও', আর তেমনি সে হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যখন বিনা বাবা-মায়ে সৃষ্টি করতে পেরেছি তখন শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা আমার কাছে কি কোন কঠিন কাজ? সুতরাং শুধু বাবা না হওয়ার কারণে যদি ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখতে পারে, তাহলে তো আদম আল্লাহ তা'আলার পুত্র হওয়ার আরও বেশি দাবীদার। (নাউজুবিল্লাহ) কিন্তু স্বয়ং তোমরাও তো তা স্বীকার করনা। অতএব ঈসাকে (আঃ) এ মর্যাদা হতে সরিয়ে ফেলা আরও উত্তম। কেননা পুত্রত্বের দাবীর অসারতা ওখানের চেয়ে এখানেই বেশি স্পষ্ট। কারণ এখানে তো মা আছে, কিন্তু ওখানে মা ও বাবা কেহ ছিলনা। এগুলি প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আদমকে (আঃ) নারী-পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হাওয়াকে (আঃ) শুধু পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং ঈসাকে (আঃ) শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন'। যেমন 'সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ

এবং তাকে (ঈসাকে (আঃ)) আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২১) আর এখানে বলেন, **الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ** *(এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা)* ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা এটাই। এটা ছাড়া কম বেশীর কোন স্থানই নেই।

মুবাহালার চ্যালেঞ্জ

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ এরূপ স্পষ্ট বর্ণনার পরেও

যদি কোন লোক ঈসার ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তুমি তাদেরকে 'মুবাহালার' (পরস্পর বদ দু'আ করার) জন্য আহ্বান করে বল ঃ 'এসো আমরা উভয় দল আমাদের পুত্রদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে নিয়ে মুবাহালার জন্য বেরিয়ে যাই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী তার উপর আপনি আপনার অভিসম্পাত বর্ষণ করুন'।

'মুবাহালা'য় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম হতে এ পর্যন্ত এ সমুদয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ। ঐ লোকেরা এখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার এবং তাঁর পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) কাজেই তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন ও তাদের কথার উত্তরে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব 'সীরাতে' লিখেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও নিজ নিজ পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের খৃষ্টানরা প্রতিনিধি হিসাবে ষাটজন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করে, যাদের মধ্যে চৌদ্দজন তাদের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ (১) আকিব, যার নাম ছিল আবদুল মাসীহ, (২) সায়্যিদ, যার নাম ছিল আইহাম, (৩) আবূ হারিসা ইব্ন আলকামা, যে ছিল বাকর ইব্ন অয়েলের ভাই, (৪) ওয়ায়িস ইব্ন হারিস, (৫) যায়িদ, (৬) কায়িস, (৭) ইয়াযীদ, (৮) নাবিহ ও (৯) তার দু'টি পুত্র (১০) খুয়াইলিদ, (১১) আমর, (১২) খালিদ, (১৩) আবদুল্লাহ এবং (১৪) ইউহান্না।

এ চৌদ্দজন ছিল তাদের নেতা এবং এদের মধ্যে আবার তিনজন বড় নেতা ছিল। তারা হচ্ছে ঃ (১) আকিব, এ লোকটি ছিল কাওমের আমীর এবং তাকে জ্ঞানী ও পরামর্শদাতা হিসাবে গণ্য করা হত, আর তার অভিমতের উপরেই জনগণ নিশ্চিন্ত থাকত। (২) সায়্যিদ, এ লোকটি ছিল তাদের একজন বড় পাদরী ও উঁচু দরের শিক্ষক। সে বানূ বাকর ইব্ন ওয়েলের আরাব গোত্রভুক্ত ছিল। কিন্তু সে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল। রোমকদের নিকট তার খুব সম্মান ছিল। তারা তার জন্য বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করেছিল। তার ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা দেখে তারা অত্যন্ত খাতির সম্মান করত এবং অনেক আর্থিক সাহায্য করত। (ইব্ন হিশাম ২/২২২) সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিল।

কারণ সে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে তাঁর বিশেষণ সম্বন্ধে পড়েছিল। অন্তরে সে তাঁর নাবুওয়াতকে স্বীকার করত। কিন্তু খৃষ্টানদের নিকট তাঁর যে খাতির-সম্মান ছিল তা লোপ পেয়ে যাওয়ার ভয়ে সে সুপথের দিকে আসতনা এবং (৩) হারিসা ইব্‌ন আলকামা। মোট কথা, এ প্রতিনিধি দল মাসজিদে নাববীতে উপস্থিত হয় এবং সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় করে মাসজিদে বসা ছিলেন। এ লোকগুলো মূল্যবান পোশাক পরিহিত ছিল এবং তাদের গায়ে ছিল সুন্দর ও নরম চাদরসমূহ। তাদেরকে দেখে বানূ হারিস ইব্‌ন কা'বের বংশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, ওদের পরে ঐরকম জাঁকজমকপূর্ণ আর কোন প্রতিনিধি কখনও আসেনি।

মুখপাত্র হিসাবে নিম্নের তিনজনই কথা বলছিল ঃ (১) হারেসা ইব্‌ন আলকামা, (২) আকিব অর্থাৎ আবদুল মাসীহ এবং (৩) সায়্যিদ অর্থাৎ আইহাম। এরা শাহী মাযহাবের লোক ছিল বটে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ রাখত। ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাদের তিনটি ধারণা ছিল। অর্থাৎ তিনি নিজেই আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র এবং তিন আল্লাহর মধ্যে এক আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপবিত্র কথা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায় সমস্ত খৃষ্টানেরই এ বিশ্বাস। ঈসার (আঃ) আল্লাহ হওয়ার দলীল তাদের নিকট এই ছিল যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন, অন্ধদেরকে দৃষ্টি দান করতেন, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন, ভবিষ্যতের সংবাদ দিতেন এবং মাটি দিয়ে পাখী তৈরী করে ওতে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। এর উত্তর এই যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই এ সমস্ত কাজ তাঁর দ্বারা প্রকাশ পেত। কারণ এই যে, যেন তাঁর কথা সত্য হওয়ার উপর এবং ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের উপর তাঁর নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

যারা তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলত তাদের দলীল এই যে, তাঁর পিতা ছিলনা এবং তিনি দোলনা হতে কথা বলেছেন, যা তাঁর পূর্বে কখনও ঘটেনি। আর তিন আল্লাহর তৃতীয় আল্লাহ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামে বলেন ঃ 'আমরা করেছি, আমাদের নির্দেশ, আমাদের সৃষ্ট, আমরা মীমাংসা করেছি ইত্যাদি।" সুতরাং যদি আল্লাহ একজনই হতেন তাহলে এরূপ না বলে বরং বলতেন ঃ 'আমি করেছি, আমার নির্দেশ, আমার সৃষ্ট, আমি মীমাংসা করেছি। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, আল্লাহ তিনজন। একজন স্বয়ং আল্লাহ, দ্বিতীয় জন মারইয়াম এবং তৃতীয় জন ঈসা (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা ঐ অত্যাচারী কাফিরদের কথা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এ তিনজন পাদরীর সাথে আলোচনা

শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা মুসলিম হয়ে যাও।' তখন তারা বলে ঃ 'আমরা তো স্বীকারকারী রয়েছিই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, না, তোমাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছি।' তারা বলে, 'আমরা তো আপনার পূর্বেকার মুসলিম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, তোমাদের এ ইসলাম গ্রহণীয় নয়। কেননা তোমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তান সাব্যস্ত করে থাক, ক্রুশের পূজা কর এবং শূকর খেয়ে থাক।' তারা বলে, 'আচ্ছা, তাহলে বলুন তো ঈসার (আঃ) পিতা কে ছিলেন?' এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকেন এবং প্রথম হতে আশিটিরও বেশি আয়াত তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এগুলির সংক্ষিপ্ত তাফসীর বর্ণনা করার পর লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলি পাঠ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। মুবাহালার আয়াতটি পাঠ করে তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা যদি স্বীকার না কর তাহলে এসো আমরা 'মুবাহালা'য় বের হই। এ কথা শুনে তারা বলে, 'হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে কিছুদিন সময় দিন। আমরা পরস্পর পরামর্শ করে আপনাকে এর উত্তর দিব।'

এরপর তারা নির্জনে বসে আকিবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে যাকে তাদের মধ্যে বড় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মনে করা হত। সে তার শেষ সিদ্ধান্তের কথা নিম্ন লিখিত ভাষায় স্বীয় সঙ্গীদেরকে শুনিয়ে দেয়, 'হে খৃষ্টানের দল! তোমরা নিশ্চিতরূপে এটা জেনেছ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সত্য রাসূল। তোমরা এটাও জান যে, ঈসার (আঃ) মূলতত্ত্ব তাই যা তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছো। আর তোমরা এটাও খুব ভাল জান যে, যে সম্প্রদায় নাবীর সাথে পরস্পর অভিসম্পাত দেয়ার কাজে অংশ নেয় সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় কেহ বাকি থাকেনা, বরং সবাই সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। যদি তোমরা 'মুবাহালা'র জন্য অগ্রসর হও তাহলে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করে নাও। আর যদি তোমরা কোনক্রমেই এ ধর্ম গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হও এবং ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণা রয়েছে ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করে স্বদেশে ফিরে যাও। অতএব তারা এ পরামর্শ করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে ঃ 'হে আবুল কাসিম! আমরা আপনার সাথে 'মুবাহালা' করতে প্রস্তুত নই। আপনি আপনার ধর্মের উপর থাকুন এবং আমরা আমাদের ধারণার উপর

রয়েছি। আপনি আমাদের সাথে আপনার সহচরদের মধ্য হতে এমন একজনকে প্রেরণ করুন যাঁর উপর আপনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি আমাদের আর্থিক বিবাদের মীমাংসা করে দিবেন। আপনারা আমাদের দৃষ্টিতে খুবই পছন্দনীয়।' (ইব্ন হিশাম ২/২২৩)

সহীহ বুখারীতে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের দু'জন নেতা আ'কিব ও সায়্যিদ 'মুবাহালা'র জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। কিন্তু একজন অপরজনকে বলে ঃ 'এ কাজ করনা। আল্লাহর শপথ! যদি ইনি নাবী হন আর আমরা তাঁর সাথে 'মুবাহালা' করি তাহলে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিসহ ধ্বংস হয়ে যাব।' সুতরাং তারা একমত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ 'জনাব! আপনি আমাদের নিকট যা চাবেন আমরা তা প্রদান করব। আপনি আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করুন এবং অবশ্যই বিশ্বস্ত লোককেই পাঠাতে হবে।' তিনি বলেন ঃ

'তোমাদের সাথে আমি বিশ্বস্ত লোককেই প্রেরণ করব, যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ত লোকই বটে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকে নির্বাচন করেন এটা দেখার জন্য তাঁর সহচরবর্গ এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেন ঃ 'হে আবূ উবাইদাহ! তুমি দাঁড়িয়ে যাও।' তিনি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এ লোকটিই এ উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। (ফাতহুল বারী ৭/৬৯৫)

সহীহ বুখারীর অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক থাকে এবং এ উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক হচ্ছে আবূ উবাইদাহ্ ইব্নুল জাররাহ (রাঃ)। (ফাতহুল বারী ৭/৬৯৬) মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল বলেছিল ঃ 'আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বায় সালাত আদায় করতে দেখতাম তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।' বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'সে যদি এরূপ করত তাহলে সবাই দেখতে পেত যে, মালাইকা তারই গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন এবং যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যুর আকাংখা করত তাহলে অবশ্যই তাদের মৃত্যু এসে যেত, আর তারা তাদের স্থান জাহান্নামের আগুনের মধ্যে দেখে নিত। যেসব খৃষ্টানকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, যদি তারা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুবাহালার জন্য বের হত তাহলে তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ ও ছেলে/মেয়েকে পেতনা। (আহমাদ ১/২৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৯৫, তিরমিযী ৯/৭৭, নাসাঈ ৬/৫১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ هَـــذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ঈসা সম্বন্ধে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তা অতীব সত্য। এতে চুল পরিমাণও কম/বেশি নেই। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই ইবাদাতের যোগ্য, অন্য কেহ নয়। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহান বিজ্ঞানময়। কিন্তু এখনও যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্য কিছু মানতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা‘আলা বাতিলপন্থী ও বিবাদীদেরকে ভাল করেই জানেন। তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি পবিত্র ও প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাঁর শাস্তি হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

٦٤. قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

৬৪। তুমি বল ঃ হে আহলে কিতাব! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত না করি এবং তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কেহকে রাব্ব রূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে বল ঃ সাক্ষী থেকো যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পনকারী)।

সকলের জানা উচিত 'তাওহীদ' কী

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ *(তুমি বল ঃ হে আহলে কিতাব! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো)* ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং ঐ প্রকারের লোকদেরকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। **كَلِمَةٌ** শব্দের প্রয়োগ **جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ** -এর উপর হয়ে থাকে। যেমন এখানে **كَلِمَةٌ** বলার পর **سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم** বলে ওর বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে। **سَوَاءٍ** শব্দের অর্থ হচ্ছে সমান। অর্থাৎ যাতে মুসলিম ও ইয়াহুদ-খৃষ্টান সবাই সমান। অতঃপর ওর তাফসীর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ওটা এই যে, মানুষ এক আল্লাহরই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে না কোন মূর্তি/প্রতিমার উপাসনা করবে, না ক্রুশের পূজা করবে, আর না পূজা করবে কোন ছবির। না আল্লাহ ছাড়া আগুনের পূজা করবে, আর না অন্য কোন জিনিসের উপাসনা করবে। বরং তারা এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদাত করবে। সমস্ত নাবী (আঃ) মানুষকে এ আহ্বানই জানিয়েছিলেন। ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّٰهِ 'আল্লাহকে ছেড়ে পরস্পর আমরা একে অপরকে প্রভু বানিয়ে নিবনা।' ইব্ন জুরায়েজের (রহঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের অনুসরণ করবনা।' ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'আমরা আল্লাহ ছাড়া আর

কেহকেও সাজদাহ করবনা।' فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ অতঃপর তারা যদি এ ন্যায় ভিত্তিক আহ্বানেও সাড়া না দেয় তাহলে 'হে মুসলিমগণ! তোমরা যে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করছ ঐ লোকদেরকে তার সাক্ষী বানিয়ে নাও।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিরাক্লিয়াসের কাছে যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা ছিল ঃ পরম করুণাময় ও অসীম কৃপানিধান আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের কাছ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে শান্তি লাভ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে সমস্ত প্রজাদের পাপ আপনার উপর আপতিত হবে।' অতঃপর এ আয়াতটিই লিখেছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ মনীষী লিখেছেন যে, এ সূরা অর্থাৎ সূরা আলে ইমরানের প্রথম হতে শুরু করে কিছু কম/বেশি আশি পর্যন্ত আয়াতগুলি নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম এ লোকগুলোই জিযিয়া কর প্রদান করে এবং এ বিষয়ে মোটেই মতবিরোধ নেই যে, জিযিয়ার আয়াতটি মাক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এ আয়াতটি কি মাক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি করে এ আয়াতটি হিরাক্লিয়াসের পত্রে লিখলেন? এর উত্তর কয়েক প্রকারের দেয়া যেতে পারে। প্রথম এই যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি দু'বার অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ একবার হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার মাক্কা বিজয়ের পর। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হয়তো সূরার প্রথম হতে এ আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত আয়াতগুলি নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এ আয়াতটি পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এ অবস্থায় ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) 'আশির উপর আরও কিছু আয়াত' এ উক্তি রক্ষিত হয়না। কেননা আবূ সুফইয়ান (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ উল্টা। তৃতীয় উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ নাজরানের প্রতিনিধিদল হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে এসেছিল এবং তারা যা কিছু দিতে সম্মত হয়েছিল তা হয়ত মুবাহালা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্ধি হিসাবেই দিয়েছিল, জিযিয়া হিসাবে নয়। আর এটাইতো সর্বসম্মত কথা যে, জিযিয়ার আয়াত এ ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে ওর সাদৃশ্য এসে যায়। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) বদরের পূর্বেকার যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন এবং এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকী অংশ

সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন। অতঃপর গানীমাতের মাল বন্টনের আয়াতগুলিও ওর অনুরূপই অবতীর্ণ হয় এবং এ নির্দেশই দেয়া হয়। চতুর্থ উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পত্র হিরাক্লিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এ কথাগুলো নিজের পক্ষ হতেই লিখেছিলেন, অতঃপর তাঁর ভাষায়ই অহী অবতীর্ণ হয়। যেমন উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) পর্দার নির্দেশের ব্যাপারে ঐ রকমই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির বন্দী হয়েছিল তাদের ব্যাপারেও উমারের (রাঃ) মতের অনুরূপই আয়াত নাযিল হয়। মুনাফিকদের জানাযার সালাত না আদায় করার ব্যাপারেও তার মতের অনুরূপ নির্দেশ জারী করা হয়।

وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى

এবং মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫)

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ৫) মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানানোর ব্যাপারেও এরূপই অহী অবতীর্ণ হয়।

৬৫। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন বির্তক করছ? অথচ তার পরে ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়নি, তবুও কি তোমরা বুঝছনা?	٦٥. يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوۡرَىٰةُ وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ
৬৬। হ্যাঁ, তোমরা এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল তা নিয়েও তোমরা কলহ	٦٦. هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ

حَـٰجَجۡتُمۡ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلۡمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيۡسَ لَكُم بِهِۦ عِلۡمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ	করেছিলে, কিন্তু যদ্বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই তা নিয়ে তোমরা কেন কলহ করছ এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নও।
٦٧. مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصۡرَانِيًّا وَلَـٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسۡلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ	৬৭। ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।
٦٨. إِنَّ أَوۡلَى ٱلنَّاسِ بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ	৬৮। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী এবং (তাঁর সাথের) মু'মিনগণ; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক।

ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম নিয়ে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের সাথে মতবিরোধ

ইয়াহুদীরা বলত যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানরা বলত যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন এবং এ কথা নিয়ে তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করত। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে তাদের ঐ দাবীকে খণ্ডন করেছেন। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নাজরান হতে আগত খৃষ্টানদের নিকট একদল ইয়াহুদী আলেম আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই তারা কলহ আরম্ভ করে দেয়। প্রত্যেক দলেরই এ দাবী ছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে বলা হয় ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ... হে ইয়াহুদীর দল! তোমরা কি করে ইবরাহীমকে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত বলছ? অথচ তার যুগে তো মূসাও ছিলেননা এবং তাওরাতও ছিলনা। মূসা এবং তাওরাত তো ইবরাহীমের পরে এসেছে। অনুরূপভাবে হে খৃষ্টানের দল! তোমরা ইবরাহীমকে কিরূপে খৃষ্টান বলছ? অথচ খৃষ্ট ধর্ম তো তাঁর বহু শতাব্দী পরে প্রকাশ পেয়েছে। এ মোটা কথাটা বুঝার মতও কি তোমাদের জ্ঞান নেই? (তাবারী ৬/৪৯০) অতঃপর এ দু’টি দল যে কিছু না জেনেও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা ভর্ৎসনা করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাদের রয়েছে তা নিয়ে যদি তারা কলহ করত তাহলে কিছুটা খাপ খেতো। কিন্তু তারা এমন বিষয় নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়েছে, যে বিষয়ে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়টি সর্বজ্ঞাত আল্লাহকেই তাদের সমর্পণ করা উচিত, যিনি প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন। একমাত্র মহান আল্লাহর প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। এ জন্যই তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদীও ছিলেননা এবং খৃষ্টানও ছিলেননা। বরং তিনি অংশীবাদকে ঘৃণা করতেন এবং মুশরিকদের হতে বহু দূরে থাকতেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ঈমানদার। তিনি কখনও মুশরিক ছিলেননা।’ এ আয়াতটি সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটির মত ঃ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـرَىٰ تَهْتَدُواْ

এবং তারা বলে যে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহলেই সুপথ প্রাপ্ত হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৫) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ইবরাহীমের অনুসরণের বেশি দাবীদার ঐ সব লোক যারা তাঁর যুগে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখন এ নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী মু’মিনদের দল, যারা হচ্ছে মুহাজির ও আনসার এবং তাদের

পরেও কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর অনুসারী যত লোক আসবে। সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'প্রত্যেক নাবীর (আঃ) অন্তরঙ্গ বন্ধু নাবীগণের (আঃ) মধ্য হতে হয়ে থাকে এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছেন নাবীগণের মধ্য হতে আমার পিতা, আল্লাহ তা'আলার বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)।' অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (সাঈদ ইব্‌ন মানসুর ৩/১৪৭) তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে কেহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনবে তার অভিভাবক হবেন আল্লাহ।

৬৯। এবং কিতাবীদের মধ্যে এক দলের বাসনা যে, তোমাদেরকে পথভ্রান্ত করে; কিন্তু তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কেহকে বিপথগামী করেনা এবং তারা তা বুঝছেনা।	٦٩. وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
৭০। হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরাই ওর সাক্ষী।	٧٠. يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ
৭১। হে কিতাবীরা! তোমরা কেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিলিয়ে নিচ্ছ এবং সত্যকে গোপন করছ? অথচ তোমরা তো অবগত আছ।	٧١. يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ

	وَتَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
৭২। আর আহলে কিতাবের মধ্যে একদল এটাই বলে যে, বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি পূর্বাহ্নে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং অপরাহ্নে তা অস্বীকার কর, তাহলে তারা ফিরে যাবে -	٧٢. وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ
৭৩। আর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তারা ব্যতীত অন্যদের বিশ্বাস করনা। তুমি তাদেরকে বল ঃ আল্লাহর পথই একমাত্র সুপথ। এই আহলে কিতাবীরা বিশ্বাস করেনা যে, তাদের পরিবর্তে অন্য কারও উপর অহী অবতীর্ণ হতে পারে। অথবা তারা তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত তর্ক/বিতর্ক করতেই থাকবে। তুমি বল ঃ অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা ইহা দান করেন এবং আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণকারী, মহাজ্ঞানী।	٧٣. وَلَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمۡ قُلۡ إِنَّ ٱلۡهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤۡتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثۡلَ مَآ أُوتِيتُمۡ أَوۡ يُحَآجُّوكُمۡ عِندَ رَبِّكُمۡۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

৭৪। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা করেন স্বীয় করুনা নির্দিষ্ট করেন এবং আল্লাহ মহান, অনুগ্রহশীল।	٧٤. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসা এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিকল্পনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'ঐ ইয়াহুদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে মুসলিমদের প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। অতঃপর তাদেরকে তাদের এ জঘন্য কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ তারা সত্য জেনে শুনে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে। তাদের বদ-অভ্যাস এও আছে যে, তারা পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। তাদের কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী বর্ণিত আছে, তারা তা গোপন করছে। মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার যেসব পন্থা তারা বের করেছে তার মধ্যে একটি কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন ঃ

آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ তারা পরস্পর পরামর্শ করে, 'তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনবে এবং মুসলিমদের সাথে সালাত আদায় করবে এবং শেষাংশে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে মূর্খদেরও এ ধারণা হবে যে, এরা এ ধর্মের ভিতর কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পেয়েছে বলেই এটা গ্রহণ করার পরেও তা হতে ফিরে গেল, অতএব তারাও এ ধর্ম ত্যাগ করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।' (তাবারী ৬/৫০৮)

মোট কথা, তাদের এটা একটা কৌশল ছিল যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা ইসলাম হতে ফিরে যাবে এই জেনে যে, এ বিদ্বান লোকগুলি যখন ইসলাম গ্রহণের পরেও তা হতে ফিরে গেল তাহলে অবশ্যই এ ধর্মের মধ্যে কিছু দোষত্রুটি রয়েছে। ঐ লোকগুলি বলত ঃ 'তোমরা নিজেদের ধর্মের লোক ছাড়া মুসলিমদেরকে বিশ্বাস করনা, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করনা এবং নিজেদের গ্রন্থের কথা তাদেরকে বলনা, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকটও তাদের জন্য ওটা আমাদের উপর দলীল হয়ে যাবে।' তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰه হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ প্রদর্শন তো আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। তিনি মু'মিনদের অন্তরকে ঐ প্রত্যেক জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। ঐ দলীলগুলির উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও তোমরা নিরক্ষর নাবীর গুণাবলী তোমাদের পূর্বের নাবীদের কিতাব থেকে জেনেও গোপন রাখছ, তথাপি যারা ভাগ্যবান, তাঁরা তাঁর নাবুওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন একবার দেখেই চিনে নিবে। অনুরূপভাবে তারা তাদের লোককে বলত ঃ

أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ তোমাদের নিকট যে জ্ঞান রয়েছে তা তোমরা মুসলিমদের নিকট প্রকাশ করনা, তাহলে তারা তা শিখে নিবে, এমনকি তাদের ঈমানী শক্তির কারণে তোমাদের চেয়েও বেড়ে যাবে কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের গ্রন্থের মাধ্যমেই তারা তোমাদের উপর দোষারোপ করবে এবং তোমাদেরই উপর তোমাদেরই দলীল প্রতিষ্ঠিত করে বসবে।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء তোমরা বলে দাও যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। সমস্ত কাজ তাঁরই অধিকারে রয়েছে। তিনিই প্রদানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন ঈমান, আমল এবং অনুগ্রহ রূপ সম্পদ পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে থাকেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন সত্যপথ হতে অন্ধ, ইসলামের কালেমা হতে বধির এবং সঠিক বোধ হতে বঞ্চিত করেন। তাঁর সমস্ত কাজই নিপুণতাপূর্ণ এবং তিনি প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যাকে চান স্বীয় করুণার সাথে নির্দিষ্ট করে নেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত নাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ শারীয়াত তোমাদেরকে প্রদান করেছেন।

৭৫। কিতাবীদের মধ্যে এরূপ আছে যে, যদি তুমি তার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও গচ্ছিত রাখ তবুও সে তা	٧٥. وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن

تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ إِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمًاۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لَيۡسَ عَلَيۡنَا فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ	**তোমার নিকট প্রত্যর্পণ করবে এবং তাদের মধ্যে এরূপও আছে যে, যদি তুমি তার নিকট একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ তাহলে সে তাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করবেনা যে পর্যন্ত তুমি তার শিরোপরি দন্ডায়মান থাক। কারণ তারা বলে যে, আমাদের উপর ঐ অশিক্ষিতদের কোন দায় দায়িত্ব নেই এবং তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যা তারাও জানে।**
٧٦. بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ	**৭৬। হ্যাঁ, যারা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও সংযত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে ভালবাসেন।**

ইয়াহুদীরা কতখানি বিশ্বাসী

ইয়াহুদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে, এখানে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন ইয়াহুদীদের প্রতারণায় না পড়ে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্যই বিশ্বস্ত রয়েছে, কিন্তু কেহ কেহ বড়ই আত্মসাৎকারী। তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন বিশ্বস্ত যে, তার কাছে রাশি রাশি সম্পদ রাখলেও সে যেমনভাবে দেয়া হয়েছিল তেমনভাবেই প্রত্যর্পণ করবে। কিন্তু কেহ কেহ এত বড় আত্মসাৎকারী যে, তার নিকট শুধুমাত্র একটি 'দীনার' গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফিরিয়ে দিবেনা। তবে যদি মাঝে মাঝে তাগাদা দেয়া

হয় তাহলে হয়তো ফিরিয়ে দিবে, নচেৎ একেবারে হজম করে নিবে। সে যখন একটা দীনারেরও লোভ সামলাতে পারলনা তখন বেশি সম্পদ তার নিকট গচ্ছিত রাখলে কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। قِنْطَارٌ শব্দটির পূর্ণ তাফসীর সূরার প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে। আর দীনারের অর্থতো সর্বজন বিদিত।

আহলে কিতাবের ভুল ধারণা এই ছিল যে, অশিক্ষিতদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করলে কোন দোষ নেই, ওটা তাদের জন্য বৈধ। তাদের এ বদ ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। কেননা ওটা যে তাদের জন্য বৈধ নয় তা তারাও জানে। আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, শা'শাহ ইব্ন ইয়াজিদ (রহঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন ঃ 'জিহাদের অবস্থায় কখনও কখনও আমরা জিম্মী কাফিরদের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি পেয়ে থাকি এবং মনে করি যে, ঐগুলো গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই (এতে আপনার মত কি?)।' তিনি বলেন ঃ 'কিতাবধারীরাও ঠিক এ কথাই বলত, لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ মূর্খদের সম্পদ গ্রহণে কোন দোষ নেই। জেনে রেখ যে, যখন তারা জিযিয়া কর প্রদান করবে তখন তাদের কোন সম্পদ তোমাদের জন্য বৈধ হবেনা। তবে যদি তারা খুশি মনে দেয় তা অন্য কথা'। (তাফসীর আবদুর রায্যাক ১/১২৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 'কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পূরা করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, আর আহলে কিতাব হয়েও স্বীয় ধর্মগ্রন্থের হিদায়াত অনুযায়ী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে, যে অঙ্গীকার সমস্ত নাবীর (আঃ) নিকট হতে নেয়া হয়েছিল এবং যে অঙ্গীকার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁদের উম্মাতগণের উপরও রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবৈধকৃত জিনিস হতে দূরে থাকে, তাঁর শারীয়াতের অনুসরণ করে এবং নাবীগণের (আঃ) নেতা শেষ নাবী মুহাম্মাদ মোস্ত ফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, নিশ্চয়ই সেই মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

৭৭। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ	٧٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ

ٱللَّهِ وَأَيۡمَـٰنِهِمۡ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمۡ فِى ٱلۡأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ	**সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরলোকে তাদের কোনই অংশ নেই এবং উত্থান দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেননা এবং পরিশুদ্ধও করবেননা। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।**

আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই

গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গীকারের কোন ধার ধারেনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেনা, তাঁর গুণাবলীর কথা জনগণের সামনে প্রকাশ করেনা, তাঁর সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেনা এবং মিথ্যা শপথ করে থাকে আর এসব জঘন্য কাজের বিনিময়ে এ নশ্বর জগতে কিছু উপকার লাভ করে, তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেননা। তাদেরকে তিনি পাপ হতে পবিত্রও করবেননা, বরং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিবেন। সেখানে তারা বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। এ আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীসও রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি হাদীস এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

(১) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তিন প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা না কথা বলবেন, না তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন।’ এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ লোকগুলো কারা? এরা তো বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার এ কথাই বলেন। অতঃপর তিনি উত্তর দেন ঃ (১) যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে

দেয়, (২) মিথ্যা শপথ করে যে নিজের পণ্য বিক্রি করে এবং (৩) দান করার পরে যে তা প্রকাশ করে।' (আহমাদ ৫/১৪৮, মুসলিম ১/১০২, আবূ দাঊদ ৪/৩৪৬, তিরমিযী ৪/১০৪, নাসাঈ ৭/২৪৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/৭৪৪)

(২) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, কিন্‌দাহ গোত্রের ইমরুল কায়েস নামের এক লোকের সঙ্গে হাযরে মাউতের একটি লোকের জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ 'হাযরামী ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থিত করুক।' তার নিকট কোন প্রমাণ ছিলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'কিন্‌দাহ ব্যক্তি শপথ নিক।' তখন হাযরামী লোকটি বলে ঃ 'আপনি যখন তার শপথের উপরেই ফাইসালা করলেন তখন কা'বার প্রভুর শপথ করে আমি বলতে পারি যে, সে আমার জমি নিয়ে নিবে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কারও সম্পদ নিজের করে নিবে সে যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত হবেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন ইমরুল কায়েস বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি কেহ তার দাবী ছেড়ে দেয় তাহলে সে কি ধরনের প্রতিদান পাবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'জান্নাত।' সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি তাকে সমস্ত ভূমি ছেড়ে দিলাম।' (আহমাদ ৪/১৯১, নাসাঈ ৩/৪৮৬)

(৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশে মিথ্যা শপথ করে, সে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হবেন।' আশ্‌আস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এটা আমারই সম্বন্ধে। আমার ও একজন ইয়াহুদীর মধ্যে ভাগে এক খণ্ড ভূমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার করে বসে। আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি?' আমি বললাম ঃ না। তিনি ইয়াহুদীকে শপথ করতে বলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি শপথ করে আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/৩৭৯, ফাতহুল বারী ৫/৩৩৬, মুসলিম ১/১২২)

(৪) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তিন ব্যক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেননা, তাদের দিকে তাকাবেননা এবং তাদেরকে পবিত্র করবেননা’, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১) প্রথম ঐ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে কিন্তু কোন মুসাফিরকে সে তা প্রদান করেনা। (২) দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে আসরের পরে মিথ্যা শপথ করে স্বীয় সম্পদ বিক্রি করে। (৩) তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে মুসলিম শাসকের হাতে বাইআত গ্রহণ করে, অতঃপর যদি শাসক তাকে সম্পদ প্রদান করেন তাহলে সে বাইআত পূরা করে এবং সম্পদ না দিলে তা পূরা করেনা।’ (আহমাদ ২/৪৮০, আবূ দাঊদ ৩/৭৪৯, তিরমিযী ৫/২১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

٧٨. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

৭৮। আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে, যেন তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয়; এবং তারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত, অথচ ওটা আল্লাহর নিকট হতে নয়, এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তারাও তা অবগত আছে।

ইয়াহুদীরা আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করেছে

এখানেও ঐ অভিশপ্ত ইয়াহুদীদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে একটি দল এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা‘আলার কথাকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়, তাঁর গ্রন্থের মধ্যে পরিবর্তন করে এবং প্রকৃত অর্থ ও সঠিক ভাবার্থ বিকৃত করে। আর এর মাধ্যমে তারা মূর্খদেরকে এই চক্রে ফেলে দেয় যে,

এটাই আল্লাহর কিতাব। আবার তারা ওটাকে আল্লাহর কিতাবের নাম দিয়ে পাঠ করে তাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ তারা জেনে শুনে এভাবে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। এখানে ভাষাকে বক্র বা কুঞ্চিত করার অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করে দেয়া। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৩৬১)

সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকগুলি আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করে দিত এবং সরিয়ে দিত। সৃষ্টজীবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের কোন শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। ঐ লোকগুলো অর্থ পরিবর্তন করত এবং বাজে ব্যাখ্যা করত। অহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল ঐ রূপই রয়েছে, যেরূপ আল্লাহ তা'আলা ওগুলি অবতীর্ণ করেছেন। ওগুলির একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু ঐ লোকেরা অর্থের পরিবর্তন, মনগড়া ব্যাখ্যা করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করত। তারা নিজেদের পক্ষ হতে সে পুস্তকগুলো লিখত এবং আল্লাহ তা'আলার কিতাব বলে প্রচার করত, ওগুলো দ্বারাও লোকদেরকে বিপথে চালিত করত। অথচ ওগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কিতাবগুলি রক্ষিতই রয়েছে, ঐগুলি কখনও পরিবর্তিত হবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম) অহাবের (রহঃ) এ ঘোষণার ভাবার্থ যদি এই হয় যে, তাদের নিকট এখন যে গ্রন্থসমূহ রয়েছে তাহলে তো আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ওগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং ওগুলো হ্রাস/বৃদ্ধি করা হতে মোটেই পবিত্র নয়। অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে যেগুলো আমাদের হাতে এসেছে ওগুলো তো খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং এগুলোর মধ্যে খুবই বাড়াবাড়ি আছে ও মূল কিতাব হতে বহু ঘাটতিও রয়েছে। তাছাড়া ওগুলোর মধ্যে স্পষ্ট সন্দেহ ও প্রকাশ্য ত্রুটি বিদ্যমান। আর যদি অহাবের (রহঃ) ঘোষণার ভাবার্থ হয় আল্লাহ তা'আলার কিতাব, অর্থাৎ যা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কিতাব, তাহলে তা নিঃসন্দেহে রক্ষিত রয়েছে। ওর মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবই নয়।

৭৯। এটা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ যাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও নাবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে মানবমন্ডলীর	٧٩. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ

يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ	**মধ্যে বলে - তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও; বরং বলবে ঃ রবের ইবাদাতকারী হও - কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষা দান কর এবং ওটা পাঠ করে থাক।**
٨٠. وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۗ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ	**৮০। আর তিনি আদেশ করেননা যে, তোমরা মালাক/ফেরেশতা ও নাবীগণকে রাব্ব রূপে গ্রহণ কর; তোমরা আত্মসমর্পণকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীতে ফিরে যাবার আদেশ করবেন?**

কোন নাবীই তাঁকে কিংবা অন্য কেহকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদাত করতে বলেননি

বলা হয়েছে, 'কোন মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় নয় যে, ধর্মীয় গ্রন্থ, নাবুওয়াত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের পর সে মানুষকে স্বীয় ইবাদাতের জন্য আহ্বান করে।' এত বড় বড় নাবী যাঁদেরকে এত বেশি শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করা হয়েছে, তাঁদেরকেই যখন মানুষের ইবাদাত গ্রহণের মর্যাদা দেয়া হয়নি তখন অন্য লোক কোন মুখে মানুষকে নিজের ইবাদাতের জন্য আহ্বান করতে পারে? এখানে এটা বলার কারণ এই যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পরের মধ্যেই একে অপরের ইবাদাত করত। পবিত্র কুরআনই তার সাক্ষী। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩১) মুসনাদ আহমাদ ও জামেউত্ তিরমিযীর এ

হাদীসও আছে যে, আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করেন যে, তারা তো তাদের পূজা করতনা। তখন তিনি বলেন ঃ 'কেন নয়? তারা তাদের উপর হারামকে হালাল করত এবং হালালকে হারাম করত এবং লোকেরা ওদের কথা মেনে চলত। এটাই ছিল তাদের ইবাদাত।' সুতরাং মূর্খ দরবেশ এবং নির্বোধ আলেমরা এ ধমকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারী আলেমগণ এটা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা তাঁরা তো শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাই প্রচার করে থাকেন এবং ঐ সব কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখেন যেসব কাজ হতে নাবীগণ (আঃ) বিরত রাখতেন। নাবীগণ তো হচ্ছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে দূত স্বরূপ। তাঁরা তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশের কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার আমানাত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছে থাকেন। রাসূলদের সুপথ প্রদর্শন হচ্ছে মানুষকে তার প্রভুর ইবাদাতকারী বানিয়ে দেয়া। এর মাধ্যমে তারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মুত্তাকী এবং সাওয়াবকারী হয়ে যায়। যাহহাক (রহঃ) বলেন, 'কুরআনুল কারীম শিক্ষাকারীদের উপর এ দাবী রয়েছে যে, তারা যেন বিবেচক হয়। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا সে এই নির্দেশ দেয়না যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত কর, সে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূলই হোক বা তাঁর নৈকট্য লাভকারী মালাকই হোক। এ কথা ঐ ব্যক্তিই বলতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে কুফরী করে এবং কুফরী করা নাবীগণের (আঃ) কাজ নয়। তাদের কাজ তো হচ্ছে ঈমানের দিকে দা'ওয়াত দেয়া। আর ঈমান হচ্ছে একক আল্লাহর ইবাদাত করার নাম। নাবীগণের কণ্ঠে এ শব্দই উচ্চারিত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) অন্য জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) মালাইকার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ

তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ আমিই মা'বূদ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৯)

٨١. وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ

৮১। এবং আল্লাহ যখন নাবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রত্যায়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও

قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ	**বলেছিলেন ঃ তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।**
٨٢. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ	**৮২। অতঃপর এর পরে যারা ফিরে যাবে তারাই দুস্কার্যকারী।**

সমস্ত নাবীগণই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ওয়াদা করেছিলেন

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ আদম (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নাবীর নিকট আল্লাহ তা'আলা এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যখন তাদের মধ্য থেকে কেহকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা গ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করবেন এবং তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন, তখন যদি তাঁর যুগেই অন্য কোন নাবী এসে যান তাহলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা ঐ নাবীর অবশ্য কর্তব্য। এই নয় যে, স্বীয় জ্ঞান ও নাবুওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তাঁর পরবর্তী নাবীর (আঃ) অনুসরণ ও সাহায্য হতে বিরত থাকবেন। অতঃপর তিনি নাবীদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা কি এটা স্বীকার করলে এবং আমার সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করলে?' তাঁরা তখন বললেন ঃ 'আমরা স্বীকার করলাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও সাক্ষী থাকলাম। অতঃপর যে কেহ এই অঙ্গীকার হতে ফিরে যাবে সে নিশ্চিতরূপে দুষ্কার্যকারী।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৭৩)

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নাবী থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তাদের জামানায় যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন তাহলে তাঁরা তাঁকে সমর্থন করবেন ও মেনে চলবেন। (তাবারী ৬/৫৫৫) তাঊস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের (আঃ) নিকট অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা যেন একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদন করেন।' কেহ যেন এটা মনে না করেন যে, এ তাফসীর উপরের তাফসীরের বিপরীত, বরং এটা ওরই পৃষ্ঠপোষক।

সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সবচেয়ে বড় ইমাম। যে কোন যুগে তিনি নাবী হয়ে এলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা সবারই জন্য অবশ্য কর্তব্য হত। আর সেই যুগের সমস্ত নাবীর (আঃ) আনুগত্যের উপর তাঁর আনুগত্য অগ্রগণ্য হত। এ কারণেই মিরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁকেই সমস্ত নাবীর (আঃ) ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠেও আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র সুপারিশকারী তিনিই হবেন। এটাই ঐ 'মাকাম-ই মাহমুদ' যা তিনি ছাড়া আর কারও জন্য উপযুক্ত নয়। (দেখুন ১৭ ঃ ২৯) সমস্ত নাবী এবং প্রত্যেক রাসূল সেদিন এ কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। অবশেষে তিনিই বিশেষভাবে এ স্থানে দণ্ডায়মান হবেন। কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সদা-সর্বদার জন্য তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন।

৮৩। তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে - ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٨٣. أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

৮৪। তুমি বল ঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীগণকে তাদের রাব্ব কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আমরা তাদের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য জ্ঞান করিনা এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।	٨٤. قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ
৮৫। আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবেনা এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٨٥. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

ইসলামই হল আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ ও রাসূলদের মাধ্যমে যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদাত করা, এছাড়া যদি কোন ব্যক্তি অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে তাহলে তা কখনই গৃহীত হবেনা। এ কথাই এখানে বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু খুশি মনেই হোক অথবা অসন্তুষ্ট চিত্তেই হোক, তাঁর বাধ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۩

আল্লাহর প্রতি সাজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৫) (সাজদাহর আয়াত)

অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُا۟ ظِلَـٰلُهُۥ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَٰخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদায় নত হয়? আল্লাহকেই সাজদা করে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং মালাইকা/ফেরেশতাগণও; তারা অহংকার করেনা। তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রাব্বকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮-৫০) সুতরাং মু'মিনদের ভিতর ও বাহির দু'টিই আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকে। আর কাফিরেরাও তাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে নত হয়ে আছে। সর্বদিক দিয়েই তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর প্রতাপ ও ক্ষমতার বাইরে নেই।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মত ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৮) (তাবারী

৬/৫৬৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ প্রথম দিন বুঝানো হয়েছে যেদিন তাদের সবারই নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল।

'সবাই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে' অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন সকলকেই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ... হে মু'মিনগণ! তোমরা বল, আমরা আল্লাহর উপর, কুরআনুল হাকীমের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূবের উপর যে পুস্তিকাসমূহ ও অহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঐগুলির উপর, আর তাঁদের সন্তানদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

اَلْاَسْبَاطُ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের গোত্র যারা ইয়াকূবের (আঃ) বংশোদ্ভূত ছিল। এরা ছিল ইয়াকূবের বারোটি পুত্রের সন্তান। মূসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল তাওরাত এবং ঈসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল ইঞ্জীল। আরও যত নাবী (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট হতে যা কিছু এনেছেন ঐগুলির উপরও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আনয়ন করিনা। অর্থাৎ কেহকে মানব এবং কেহকে মানবনা, এ কাজ আমরা করিনা, বরং সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রয়েছে, আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত। সুতরাং এ উম্মাতের মু'মিনগণ সমস্ত নাবী (আঃ) ও গ্রন্থ মেনে থাকে। তারা কোন নাবীকে অস্বীকার করেনা এবং তারা প্রত্যেক নাবীর সত্যতা প্রতিপাদনকারী। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ আল্লাহর দীন-ই ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসন্ধানে যে লেগে থাকে তা কখনও গৃহীত হবেনা এবং সে পরকালে ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার নির্দেশ বহির্ভূত, তা প্রত্যাখ্যাত।' (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫)

৮৬। কিরূপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর, রাসূলের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্যদানের	٨٦. كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟

পর এবং তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ আসার পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।	أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
৮৭। ওরাই - যাদের প্রতিফল এই যে, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহর, তাঁর মালাক/ফেরেশতার এবং সমস্ত মানবের অভিসম্পাত।	٨٧. أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ
৮৮। তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে, তাদের উপর হতে শাস্তি প্রশমিত হবেনা এবং তাদেরকে বিরাম দেয়া হবেনা।	٨٨. خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
৮৯। কিন্তু যারা এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	٨٩. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ঈমান আনার পর আবার যারা কাফির হয় তারা তাওবাহ করে ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেননা

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একজন আনসারী ধর্ম ত্যাগী হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। অতঃপর যে অনুশোচনা করে স্বগোত্রীয় লোকের

মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে, পুনরায় তার তাওবাহ গৃহীত হবে কিনা? তখন كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ *কিরূপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের পরও অবিশ্বাসী হয়েছে?* এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বলে পাঠায় এবং সে তাওবাহ করে নতুনভাবে মুসলিম হয়ে হাযির হয়। (তাবারী ৬/৫৭২, নাসাঈ ৬/৩১১, হাকিম ৪/৩৬৬, ইব্‌ন হিব্বান ৬/৩২৩) ইমাম হাকিম (রহঃ) এ ইসনাদকে সহীহ বলেছেন। بَيِّنَاتٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর দলীল প্রমাণাদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করেছে, দলীল প্রমাণাদি স্বচক্ষে দেখেছে, অতঃপর শির্‌কের অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে, তারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য নয়। কেননা চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধত্বকে তারা পছন্দ করেছে। অবিবেচক লোকদেরকে আল্লাহ তা‘আলা সুপথ প্রদর্শন করেননা।

أُوْلَـــئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তাদের উপর আল্লাহও অভিশাপ দেন এবং তাঁর সৃষ্টজীবও তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়ে থাকে। এ অভিশাপ হচ্ছে চিরস্থায়ী অভিশাপ। স্বল্প সময়ের জন্যও তাদের শাস্তি না হালকা করা হবে, আর না বন্ধ করা হবে। তারপর মহান আল্লাহ স্বীয় করুণা ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করেছেন যে, এ জঘন্য পাপ কাজের পরেও যদি কেহ তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সংশোধিত হয়ে যায় তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

৯০। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর অবিশ্বাস পরিবর্ধিত করেছে - তাদের ক্ষমা প্রার্থনা কখনই পরিগৃহীত হবেনা এবং তারাই পথভ্রান্ত।	٩٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ

৯১। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। ওদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই।	٩١. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ ۗ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

কাফিরের মৃত্যুর পর তার তাওবাহ কিংবা কিয়ামাত দিবসে তার কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা

বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসকারী এবং ঐ অবিশ্বাসের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণকারীদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করেছেন। বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর সময় তাদের তাওবাহ গৃহীত হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ

আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে - যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৮) এখানেও ঐ কথাই বলা হয়েছে ঃ

لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ তাদের তাওবাহ কখনই গৃহীত হবেনা এবং এরাই তারা যারা সুপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছে। হাফিয আবূ বাকর আল বায্যার (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'কতক লোক মুসলিম হয়ে আবার ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে। তারপর তারা স্বীয় গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, এখন তাদের তাওবাহ গৃহীত হবে

কিনা? তাদের গোত্রের লোক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (দুররুল মানসুর ২/২৫৮) এর ইসনাদ খুবই উত্তম। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ কুফরের উপর মৃত্যুবরণকারীদের তাওবাহ কখনও গৃহীত হবেনা, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে খরচ করে।' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আবদুল্লাহ ইব্ন জাদআন একজন বড় অতিথি সেবক ও গোলাম আযাদকারী লোক ছিল। তার এ সাওয়াব কোন কাজে আসবে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'না, কেননা সে সারা জীবনে একবারও رَبِّاغْفِرْلِىْ خَطِيْأَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ' হে আমার প্রভু! কিয়ামাতের দিন আমাকে ক্ষমা করুন বলেনি।' (মুসলিম ১/১৯৬) অনুরূপভাবে অবিশ্বাসী কাফিরেরা যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণও তাদের মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে চায় তাহলে তাও গ্রহণ করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ

কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশও ফলপ্রদ হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৩) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَـٰلٌ

সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩১) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُواْ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমান আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবূল করা হবেনা, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৩৬) ঐ বিষয়ই এখানেও বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে কোন জিনিসই রক্ষা করতে পারবেনা, যদিও সে অত্যন্ত সৎ ও খুবই

দানশীল হয়। যদিও সে পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, কিংবা পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি এবং সিক্ত মাটি পরিমাণ সোনা শাস্তির বিনিময়ে খরচ করে তবুও তা তার কোন উপকারে আসবেনা।

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এক জান্নাতবাসীকে আনা হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'বল, তুমি কিরূপ জায়গা পেয়েছ।' সে উত্তরে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমি খুব উত্তম জায়গা পেয়েছি।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 'আচ্ছা, আরও চাইতে হলে চাও এবং মনের কোন আকাংখা থাকলে তা প্রকাশ কর।' সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমার শুধুমাত্র বাসনা এটাই এবং এ একটি মাত্রই যাঞ্চা যে, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমি আপনার পথে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হব, আবার জীবিত হব এবং পুনরায় শহীদ হব। দশবার যেন এ রকমই হয়।' কেননা শাহাদাতের প্রকৃষ্টতা এবং শহীদের পদ-মর্যাদা সে স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। অনুরূপভাবে একজন জাহান্নামবাসীকে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার স্থান কিরূপ পেয়েছ?' সে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! খুবই জঘন্য স্থান।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 'পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়া তুমি পছন্দ কর কি?' সে বলবে ঃ 'হে প্রভু! হ্যাঁ'। সেই সময় মহান প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট এর চেয়ে বহু কম ও অত্যন্ত সহজ জিনিস চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি ওটাও করনি।' অতএব, তাকে জাহান্নামে পাঠিয় দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/২০৭) তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং এমন কোন জিনিস নেই যা তাদেরকে এ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে বা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে।

তৃতীয় পারা সমাপ্ত।

৯২. لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا	**৯২। তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা; এবং**

তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন।	تُنفِقُواْ مِن شَىۡءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

সম্পদ থেকে উত্তম জিনিস আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করতে হবে

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ইমাম ওয়াকী (রহঃ) তার তাফসীরে আমর ইব্ন মাইমুন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, بِرٌّ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে জান্নাত। (তাবারী ৬/৫৮৭) বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর সে পর্যন্ত তোমরা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আনসারগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তির মধ্যে 'বাইরুহা' নামক বাগানটিকে সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ করতেন। বাগানটি মাসজিদ-ই নাববীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই ঐ বাগানে গমন করতেন এবং ওর কূপের নির্মল পানি পান করতেন। যখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবূ তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলা এরূপ কথা বলেছেন এবং 'বাইরুহা' নামক বাগানটিই হচ্ছে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এ জন্য আমি ওটি আল্লাহর পথে সাদাকাহ করছি এ আশায় যে, তার নিকট যে প্রতিদান রয়েছে তাই আমার জন্য জমা থাকবে। সুতরাং আপনাকে অধিকার দিলাম যেভাবে ভাল মনে করেন ওটা বন্টন করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়ে বলেন ঃ

'বাহ! বাহ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ, বাহ! বাহ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ, এটা খুবই উপকারী সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। আমার মতে, তুমি এ সম্পদ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও।' আবূ তালহা (রাঃ) বলেন, 'খুব ভাল।' অতঃপর তিনি ওটা তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৩/১৪১, ফাতহুল বারী

৮/৭১, মুসলিম ২/৬৬৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, একবার উমারও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম সম্পদ ওটাই যা খাইবারে আমার জমির একটি অংশ রয়েছে। (আমি ওটা আল্লাহর পথে সাদাকাহ করতে চাই) আপনার মতামত কি?’ তিনি বলেন ঃ ‘মূলকে (জমিকে) তোমার অধিকারে রাখ এবং ওর উৎপাদিত শস্য, ফল ইত্যাদি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক।’ (মুসলিম ৩/১২৫৬, নাসাঈ ৬/২৩২)

৯৩। তাওরাত অবতরণের পূর্বে বানী ইসরাঈল নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল; তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত আনয়ন কর, অতঃপর ওটা পাঠ কর।

٩٣. كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

৯৪। অতঃপর যদি কেহ এরপর আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তারাই অত্যাচারী।

٩٤. فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

৯৫। তুমি বল ঃ আল্লাহ সত্য বলেছেন; অতএব তোমরা ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে

٩٥. قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُوا۟

অংশীবাদীদের অন্তর্গত ছিলনা।	مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

আমাদের নাবীকে (সাঃ) ইয়াহুদীদের কয়েকটি প্রশ্ন

ইমাম আহমাদ (রহঃ) স্বীয় মুসনাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল ঃ 'আমরা আপনাকে এমন কতগুলি কথা জিজ্ঞেস করছি যেগুলি নাবী ছাড়া অন্য কেহ জানেনা। আপনি ঐগুলির উত্তর দিন।' তিনি বললেন ঃ 'যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেস কর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে সম্মুখে বিদ্যমান জেনে আমার নিকট ঐ অঙ্গীকার কর যে অঙ্গীকার ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদের (বানী ইসরাঈল) নিকট নিয়েছিলেন। তা এই যে, আমি যদি ঐ কথাগুলি তোমাদেরকে ঠিক ঠিক বলে দেই তাহলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার অনুগত হয়ে যাবে?' তারা শপথ করে বলল ঃ 'আমরা এ কথা মেনে নিলাম। যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার অনুগত হয়ে যাব।'

অতঃপর তারা বলল ঃ 'আমাদেরকে এ চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ (১) ইসরাঈল (ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর কোন্ খাদ্য হারাম করেছিলেন? (২) পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের বীর্য কিরূপ হয়, কখনও পুত্র ও কখনও কন্যা হয় কেন? (৩) নিরক্ষর নাবীর ঘুম কিরূপ হয়? এবং (৪) মালাইকা/ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন্ মালাক তাঁর নিকট অহী বা বার্তা নিয়ে আসেন?' এরপর তিনি দ্বিতীয়বার তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ (১) ইসরাঈল (আঃ) কঠিন রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঐ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তাহলে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ করবেন। তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য উটের গোশ্ত এবং প্রিয় পানীয় কি উটের দুধ ছিলনা? তারা উত্তরে বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাদের এ স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী থাকুন! অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ ঐ আল্লাহর

শপথ দিয়ে তোমাদেরকে প্রশ্ন করছি যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নয় এবং যিনি মূসার (আঃ) প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন। (২) তোমরা কি জান যে, পুরুষের শুক্রানু কিছুটা ঘন এবং সাদা, আর মহিলাদের ডিম্বানু হলুদ এবং পাতলা? পুরুষ ও মহিলার মিলনের ফলে যার শুক্রানু কিংবা ডিম্বানু অন্যটির উপর প্রবল হয়, জন্ম নেয়া শিশু সেই প্রবলতর শুক্রানু কিংবা ডিম্বানুর রূপ ধারণ করে। যদি পুরুষের শুক্রানু ডিম্বানুর উপর প্রবল হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় শিশুটি বালক হবে, আর ডিম্বানু যদি শুক্রানুর উপর প্রবল হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় শিশুটি বালিকা হবে। তারা বলল ঃ হ্যাঁ, এটি সঠিক কথা। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি তাদের উপর সাক্ষী থাকুন! (৩) তিনি তাদেরকে বললেন ঃ ঐ সত্তার শপথ দিয়ে বলছি যিনি মূসার (আঃ) প্রতি তাওরাত নাযিল করেছিলেন! তোমরা কি জান যে নিরক্ষর নাবীর চোখ ঘুমায়, কিন্তু তাঁর অন্তর জেগে থাকে? তারা উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! এটা সত্য। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন। তারা বলল ঃ এবার আপনি বলুন যে, মালাইকার মধ্য থেকে আপনার কাছে কে আগমন করে, আপনার এর উত্তরের উপর নির্ভর করছে যে, আপনার কথা আমরা মানবো নাকি ফিরে যাব। (৪) তিনি বললেন ঃ আমার নিকট বাণী বাহক হলেন, জিবরাঈল (আঃ)। বাণী বাহক হিসাবে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ) ছাড়া অন্য কেহকে কোন নাবীর কাছে প্রেরণ করেননি। তখন তারা বলল ঃ তাহলে আমরা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। জিবরাঈল (আঃ) ছাড়া অন্য কেহ আপনার কাছে বাণী বাহক হিসাবে এলে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারেই مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ (২ ঃ ৯৭) এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১/২৮৭) ইয়াকূবের (আঃ) সন্তানাদিও তাঁর নীতির উপরই ছিলেন এবং তাঁরাও উটের গোশ্ত খেতেননা। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক এক তো এ রয়েছে যে, ইসরাঈল (আঃ) যেমন তাঁর প্রিয় জিনিস আল্লাহ তা'আলার 'নযর' করেছিলেন তদ্রুপ তোমরাও কর। কিন্তু ইয়াকূবের (আঃ) শারীয়াতের নিয়ম এই ছিল যে, তারা স্বীয় পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নামে পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু আমাদের শারীয়াতে ঐ নিয়ম নেই। বরং আমাদেরকে এই বলা হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ

ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সে তা ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৮)

দ্বিতীয় সম্পর্ক এও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে খৃষ্টানদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত ছিল। কাজেই এখানে অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, তাদের রীতিতে ঈসার (আঃ) সঠিক জন্মের ঘটনা বর্ণনা করে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হচ্ছে। এখানে তাদের ধর্ম রহিতকরণের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর তাদের বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান ছিল যে, নূহ (আঃ) যখন নৌকা হতে স্থলভাগে অবতরণ করেন তখন তাঁর জন্য সমস্ত জন্তু হালাল ছিল। অতঃপর ইয়াকূব (আঃ) তাঁর নিজের জন্য উটের গোশ্‌ত ও দুধ হারাম করে নেন এবং তাঁর সন্তানেরাও ও দু'টো জিনিস হারামই মনে করতে থাকে। অতএব তাওরাতেও ওর অবৈধতা অবতীর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু জিনিস হারাম করা হয়। এটা রহিত ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রাথমিক যুগে আদমের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে পরস্পর সহোদর ভাই বোনের বিয়েও বৈধ ছিল। কিন্তু পরে তা হারাম করে দেয়া হয়। ইবরাহীমের (আঃ) যামানায় স্ত্রীর সাথে সহযোগী হিসাবে দাসীকে সাথে নেয়া বৈধ ছিল। এ কারণেই ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে বের হন তখন হাজেরাকেও তার সাথে নিয়ে নেন।

কিন্তু আবার তাওরাতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সাথে দু' ভগ্নীকে বিয়ে করা ইয়াকূবের (আঃ) যুগে বৈধ ছিল। স্বয়ং ইয়াকূবের (আঃ) ঘরে একই সাথে দু' সহোদরা ভগ্নী পত্নীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাওরাতে এটাও হারাম করা হয়। এটাকেই রহিতকরণ বলে। এগুলি তারা দেখছে এবং স্বীয় গ্রন্থে পাঠ করছে। অথচ রহিতকরণকে অস্বীকার করে ইঞ্জীল ও ঈসাকে (আঃ) অমান্য করছে। অতঃপর তারা শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও এ ব্যবহারই করছে। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـــلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ তাওরাত অবতরণের পূর্বে বানী ইসরাঈল

নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّه الْكَذبَ مِن بَعْد ذَلكَ فَأُوْلَــئكَ هُمُ الظَّالمُونَ

যদি কেহ এরপর আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তারাই অত্যাচারী।'

তোমরা তাওরাত আনয়ন করে তা পাঠ কর। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ সব কিছুই ওর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের ব্যাপারেই ইহা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলত এবং এ দাবী করত যে, তাওরাতের সাথে সাথে শনিবার দিনও পবিত্র। তারা এ কথাও দাবী করত যে, সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণসহ আল্লাহ তা'আলা আর কোন নাবীকে প্রেরণ করেননি; যদিও তারা তাদের যে ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে সেই তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা সত্য সংবাদ প্রদান করেছেন ঃ

فَاتَّبِعُواْ ملَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ইবরাহীমের ধর্ম ওটাই যা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। তোমরা এ কিতাব ও এ নাবীর অনুসরণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কোন নাবীও নেই এবং তাঁর শারীয়াত অপেক্ষা উত্তম শারীয়াতও আর নেই।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (*সূরা* আন'আম, ৬ ঃ ১৬১) অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (*সূরা* নাহল, ১৬ ঃ ১২৩)

৯৬। নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা	٩٦. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ	বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।
٩٧. فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ	৯৭। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে এবং যদি কেহ অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত।

ইবাদাতের প্রথম স্থান হল কা'বা ঘর

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ মানবমণ্ডলীর ইবাদাত, কুরবানী, তাওয়াফ, সালাত, ই'তিকাফ ইত্যাদির জন্য আল্লাহর ঘর, যার নির্মাতা হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ), যে ঘরের আনুগত্যের দাবী ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক এবং মুসলিম সবাই করে থাকে ওটা ঐ ঘর যা সর্বপ্রথম মাক্কায় নির্মিত হয়। আল্লাহ তা'আলার বন্ধু ইবরাহীমই (আঃ) ছিলেন হাজ্জের ঘোষণাকারী। কিন্তু বড়ই বিস্ময় ও দুঃখের কথা এই যে, তারা ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী করে, অথচ এ ঘরের সম্মান করেনা, এখানে হাজ্জ করতে আসেনা, বরং নিজের কিবলা ও কা'বা পৃথক পৃথক করে বেড়ায়। আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সর্বপ্রথম কোন্ মাসজিদটি নির্মিত হয়েছে?'

তিনি বলেন ঃ 'মাসজিদ-ই হারাম।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন ঃ 'তারপরে কোন্‌টি'? তিনি বলেন ঃ 'মাসজিদ-ই বাইতুল মুকাদ্দাস।' আবূ যার (রাঃ) আবার প্রশ্ন করেন ঃ 'এ দু'টি মাসজিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'চল্লিশ বছর।' তারপরে আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এরপরে কোন্ মাসজিদ?' তিনি বলেন ঃ 'যেখানেই সালাতের সময় হয়ে যাবে সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে, সমস্ত ভূমিই মাসজিদ'। (আহমাদ ৫/১৫০, ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩৭০)

মাক্কার অপর নাম বাক্কা

'বাক্কা' হচ্ছে মাক্কার প্রসিদ্ধ নাম। বড় বড় স্বেচ্ছাচারীর মাথাও এখানে বিনয়ে নুইয়ে যেত এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির মাথা এখানে নুইয়ে পড়ত বলে একে মাক্কা বলা হয়েছে। একে মাক্কা বলার আর একটি কারণ এই যে, এখানে জনগণের ভীড় জমে থাকে। এর আরও বহু নাম রয়েছে। যেমন বাইতুল আতীক, বাইতুল হারাম, বালাদুল আমীন, বালাদুল মামূন, উম্মে রহাম, উম্মুল কুরা, সালাহ, আল বালাদাহ, আল বায়্যেনাহ, আল কা'বা ইত্যাদি।

মাকামে ইবরাহীম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـــنَاتٌ এতে বিদ্যমান রয়েছে নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) যে কা'বাঘর নির্মাণ করেছেন তা হল একটি নিদর্শন, যাতে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা ও রাহমাত নাযিল করেছেন। এর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যা এর শ্রেষ্ঠিত্ব ও মহামর্যাদার প্রমাণ বহন করে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘর এটাই। এখানে মাকামে ইবরাহীমও (আঃ) রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসমাঈলের (আঃ) নিকট হতে পাথর নিয়ে নিয়ে কা'বার দেয়াল উঁচু করতেন। এটা প্রথমে বাইতুল্লাহর দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। কিন্তু উমার (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের আমলে এটাকে সামান্য সরিয়ে পূর্বমুখী করে দিয়েছিলেন, যেন তাওয়াফ পূর্ণভাবে হতে পারে এবং তাওয়াফের পরে যারা মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করতে চান তাদের যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। ঐ দিকেই সালাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় পূর্ণ তাফসীরও (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। (তাবারী ৭/২৬) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন, ইবরাহীমের (আঃ) কা'বাঘর নির্মাণের সময় যে পাথরে পায়ের ছাপ পড়েছিল তা একটি নিদর্শন। (তাবারী ৭/২৭) উমার ইব্‌ন আবদুল আজিজ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪১২, ৪১৩)

'আল হারাম' হল পবিত্র ও নিরাপদ স্থান

وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنًا যারা এ ঘরে প্রবেশ করে তারা নিরাপত্তা লাভ করে। অজ্ঞতার যুগেও মাক্কা নিরাপদ জায়গা হিসাবে গণ্য হত। এখানে পিতৃহন্তাকে পেলেও তারা তাকে হত্যা করতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ (জাহিলিয়াত আমলে) কোন ব্যক্তি যদি কেহকে হত্যা করত এবং এরপর সে তার গলায় এক টুকরা উলের কাপড় পেঁচিয়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করত, অতঃপর যাকে হত্যা করা হয়েছে তার কোন পুত্র যদি হত্যাকারীকে প্রত্যক্ষ করত তবুও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতনা, যতক্ষণ না সে ঐ পবিত্র জায়গা ত্যাগ করত।

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়।' সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭)

فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ (٤) ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ৩-৪) শুধু যে মানবের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে তা নয়, বরং সেখানে শিকার করা, শিকার করার উদ্দেশে শিকারকে সেখান হতে তাড়িয়ে দেয়া, তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, তাকে তার অবস্থান স্থল হতে বা বাসা হতে সরিয়ে দেয়া বা উড়িয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ। সেখানকার বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং ঘাস উঠিয়ে ফেলাও বৈধ নয়। এ বিষয়ে বহু হাদীস সূরা বাকারাহর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ এখন থেকে আর কোন হিজরাত নেই, একমাত্র জিহাদ ও উত্তম আমল ছাড়া। তোমরা সমবেত হও এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হও।

মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলেন ঃ 'সাবধান! আল্লাহ্ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেইদিন থেকে এ শহর (মাক্কা) পবিত্র এবং আল্লাহর আদেশে যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন পর্যন্ত ইহা পবিত্র। আমার পূর্বে মাক্কায় যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য এখানে যুদ্ধ করা আমার জন্য বৈধ করা হয়েছিল ঐ দিনের জন্য। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর আদেশে এই মুহুর্ত থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এ জায়গা পবিত্র। এখানের কাঁটাযুক্ত গাছপালাও উপড়ানো নিষেধ। এখানে শিকার করা এবং রাস্তায় পরে থাকা কোন কিছু তুলে নেয়াও নিষেধ, যদি না তা লোকদের মাঝে ঘোষণা করার ইচ্ছা থাকে। এখানে গাছপালাও উচ্ছেদ করা যাবেনা।' আব্বাস (রাঃ) বলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একমাত্র টক জাতীয় এক প্রকার ঘাস ছাড়া যা আমরা গৃহে অথবা কাবরে ব্যবহার করি? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ *'ইল্লাল ইযখিয়া।'* (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬)

আমর ইব্ন সাঈদ (রহঃ) যখন মাক্কায় আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন তখন আবূ শূরাইহ (রাঃ) আল আদাবীকে (রহঃ) বলেন ঃ হে সেনাপ্রধান! মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আপনাকে বলার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। আমার কান তা শুনেছিল এবং আমার হৃদয় তা পুংখানুপুংখ মনে রেখেছে। আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসা করার পর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মানুষ নয়, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মাক্কাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। অতএব যে আল্লাহয় বিশ্বাস করে এবং কিয়ামাতকে বিশ্বাস করে সে যেন এখানে রক্তপাত না ঘটায় এবং এখানকার গাছপালা না কাটে। আল্লাহর নাবী এখানে যুদ্ধ করেছেন এ অজুহাতে এখানে যদি কেহ যুদ্ধ অনুমোদন যোগ্য বলে তর্ক করে তাহলে তাকে বল ঃ 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাকে নয়।' মাক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন ইহা অনুরূপ পবিত্র যেমনটি ইতোপূর্বে ছিল। সুতরাং তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যেন অন্যদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয় যারা এ ব্যাপারে জানেনা। আবূ শূরাইহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ এর জবাবে আমর (রহঃ) কি

বললেন? তিনি জানালেন যে, আমর (রহঃ) বললেন ঃ হে আবূ শূরাইহ! এ বিষয়ে আমি আপনার চেয়ে ভাল জানি। মাক্কা কখনো পাপী, হত্যাকারী অথবা মিথ্যাবাদীকে আশ্রয় দেয়না। (মুসলিম ২/৯৮৭) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মাক্কায় অস্ত্র বহন করতে কেহকেই অনুমতি দেয়া হয়নি। (মুসলিম ২/৯৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্নুল হামরা আয-যুহরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কার *'হাজওয়ারাহ'* বাজারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ 'হে মাক্কা! তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সমগ্র ভূমির মধ্যে উত্তম ও প্রিয় ভূমি। যদি আমাকে তোমার উপর হতে জোরপূর্বক বের করে দেয়া না হত তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা।' (আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী ১০/৪২৬, নাসাঈ ২/৪৭৯, ইব্ন মাজাহ ২/১০৩৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন।

হাজ্জ করার আবশ্যকতা

আয়াতের শেষাংশ হচ্ছে হাজ্জ ফার্য হওয়ার দলীল। وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً *(এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে)* কয়েকটি হাদীসে এসেছে যে, হাজ্জ ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন। এটা যে ফার্য এর উপর মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। আর এ কথাও সাব্যস্ত যে, সামর্থ্য থাকা ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার হাজ্জ করা ফার্য। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলেছিলেন ঃ

'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হাজ্জ ফার্য করেছেন, সুতরাং তোমরা হাজ্জ করবে।' একটি লোক জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রতি বছরই কি?' তিনি তখন নীরব হয়ে যান। লোকটি তিনবার ঐ প্রশ্নই করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ

'আমি যদি 'হ্যাঁ' বলতাম তাহলে প্রতি বছরই হাজ্জ ফার্য হয়ে যেত। অতঃপর তোমরা পালন করতে পারতেনা। এরপর তিনি বলেন, আমি যা বলবনা, তোমরা সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অধিক প্রশ্ন করার ফলে এবং নাবীগণের (আঃ) উপর মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস

হয়ে গেছে। আমার নির্দেশ সাধ্যানুসারে পালন কর এবং যে বিষয় হতে আমি নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক’। (আহমাদ ২/৫০৮, মুসলিম ২/৯৭৫)

‘সামর্থ্য বা ক্ষমতা’ বলতে কি বুঝায়

এখন বাকী থাকল ক্ষমতা বা সামর্থ্য। ওটা কখনও কারও মাধ্যম ব্যতীতই মানুষের হয়ে থাকে, আবার কখনও কারও মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন আহকামের পুস্তকগুলির মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম তিরমিযীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হাজী কে?’ তিনি বলেন ঃ ‘বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট এবং ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত ব্যক্তি।’ অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ হাজ্জ উত্তম?’ তিনি বলেন ঃ ‘যে হাজ্জে খুব বেশি কুরবানী করা হয় এবং ‘লাব্বায়েক’ শব্দ অধিক উচ্চারিত হয়।’ আর একটি লোক প্রশ্ন করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! سَايْل শব্দের ভাবার্থ কি?’ তিনি বলেন ঃ ‘পাথেয় বা পানাহারের যথোপযুক্ত খরচ এবং সোয়ারী।’ (তিরমিযী ৮/৩৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/৯৬) ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াত (৩ ঃ ৯৭) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ‘যাদের ভ্রমণ করার সামর্থ্য আছে’ এ কথার অর্থ কি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার ভ্রমণ করার মত যথেষ্ট খাদ্য ও অর্থ রয়েছে। হাকিম (রহঃ) বলেন যে, হাদীসটির বর্ণনাধারা মুসলিমের শর্তে সঠিক, যদিও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। (হাকিম ১/৪৪২)

মুসনাদ আহমাদে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা যারা ফার্য হাজ্জ করতে ইচ্ছুক তারা তাড়াতাড়ি আদায় করে নাও। আবূ দাঊদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে ঃ ‘হাজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন শীঘ্রই স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করে।’ (আহমাদ ১/২২৫, আবূ দাঊদ ২/৩৫০)

হাজ্জ অস্বীকারকারী কাফির

বলা হয় যে, وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ হাজ্জের অস্বীকারকারী কাফির। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ যারা হাজ্জ করার বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করে তারা কাফির, আল্লাহ তাদের থেকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। হাফিয আবূ বাকর ইসমাঈলী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন করেনা তাদের সাথে ঐ লোকদের কোনো পার্থক্য নেই যারা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মারা যায়। (আল হিলইয়াহ)

৯৮। তুমি বল ঃ হে কিতাবধারীরা! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ? তোমরা যা করছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে সাক্ষী।	٩٨. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ
৯৯। হে গ্রন্থপ্রাপ্তরা! যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তার মধ্যে কুটিলতার কামনায় কেন তোমরা তাকে আল্লাহর পথে রোধ করছ, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ এবং তোমরাই সাক্ষী রয়েছ? আর তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।	٩٩. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আহলে কিতাবীদের তিরস্কার

কিতাবীদের ঐ কাফিরদেরকে আল্লাহ ধমক দিচ্ছেন যারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং জনগণকেও জোরপূর্বক ইসলাম হতে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি ছিল। পূর্ববর্তী নাবী

রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁদের শুভ সংবাদ তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল। নিরক্ষর, হাশেমী, আরাবী, মাক্কা, বানী আদমের নেতা ও নাবীকূল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা তাদের গ্রন্থসমূহে মওজুদ ছিল। তথাপি তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন ঃ 'আমি খুব ভাল করেই প্রত্যক্ষ করছি যে, তোমরা কিভাবে আমার নাবীদেরকে অস্বীকার করছ, কি প্রকারে শেষ নাবীকে কষ্ট দিচ্ছ এবং কিরূপে আমার খাঁটি বান্দাদেরকে তাদের ইসলামের পথে বাধা প্রদান করছ। আমি তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে অমনোযোগী নই। তোমাদের প্রত্যেক অন্যায় কাজের আমি পূর্ণ প্রতিদান দিব। আমি তোমাদেরকে সেদিন ধরব যেদিন তোমরা তোমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী পাবেনা।'

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৮৮)

১০০। হে মু'মিনগণ! যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে, যদি তোমরা তাদের এক দলের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়নের পর কাফির বানিয়ে দিবে।	١٠٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ
১০১। আর কিরূপে তোমরা অবিশ্বাস করতে পার - যখন আল্লাহর নিদর্শনাবলী তোমাদের সামনে পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বিদ্যমান রয়েছে? আর যে আল্লাহর পথ দৃঢ় রূপে	١٠١. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ

هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	**ধারণ করে, অবশ্যই সে সরল পথ প্রদর্শিত হবে।**

আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করার ব্যাপারে হুশিয়ারী

মহান আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে আহলে কিতাবের ঐ দলটির অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন যাদের অন্তর কালিমাযুক্ত। কেননা তারা হিংসুটে এবং তারা মু'মিনের শত্রু। আল্লাহ তা'আলা যে আরাবে নাবী পাঠিয়েছেন এটা তাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم

কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন ঃ

إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি দলের অনুসরণ কর তাহলে অবশ্যই তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার মোটেই ত্রুটি করবেনা। আমি জানি যে, তোমরা কুফর হতে বহু দূরে রয়েছ, তথাপি আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের প্রতারণায় তো তোমাদের পড়ার কথা নয়। কেননা তোমরা রাত-দিন আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী পাঠ করছ এবং স্বয়ং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহয় ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।

(*সূরা* হাদীদ, ৫৭ ঃ ৮) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈমানদার কে? তারা বললেন ঃ মালাইকা। তিনি বললেন ঃ কেনই বা তারা ঈমানদার হবেননা? তারা তো সব সময় আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছেন। অতঃপর তারা নাবীদের কথা উল্লেখ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তারাও কেন মু'মিন হবেননা? তাদের কাছে তো অহী নাযিল হয়েছে। তারা বললেন ঃ তাহলে আমরা (মু'মিন)। তিনি বললেন ঃ তোমরাই বা কেন ঈমানদার হবেনা, যেহেতু তোমাদের সাথে আমি রয়েছি? তখন তারা প্রশ্ন করলেন ঃ তাহলে আপনিই বলুন যে, সবচেয়ে ঈমানদার ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের পরে এমন সব ব্যক্তি দুনিয়ায় আসবে যারা একমাত্র কিতাব (কুরআন) প্রাপ্ত হবে এবং (ওতে যা লিখা আছে তাতে) তারা ঈমান আনবে। (তাবারানী ৪/২২, ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَعْتَصِم بِاللّه فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاط مُّسْتَقِيم আল্লাহর দীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাকা বান্দাদের কর্তব্য এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করলেই তারা সরল সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং ভ্রান্ত পথ হতে দূরে থাকবে। এটাই হচ্ছে সাওয়াব লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। এর দ্বারাই সঠিক পথ লাভ করা যায় এবং উদ্দেশ্য সফল হয়।

১০২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিৎ এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।	١٠٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ
১০৩। আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে যেওনা, এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা	١٠٣. وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟

نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءً فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنًا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ	**পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।**

‘আল্লাহভীতি’র অর্থ

বলা হয়েছে, اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاته *তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিৎ।* আল্লাহ তা‘আলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবেনা, তাঁকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন সময়েই তাঁকে ভুলে যাওয়া চলবেনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতঘ্ন হতে পারবেনা। (ইবন আবী হাতিম ২/৪৪৬) কোন কোন বর্ণনায় এ তাফসীর মারুফূ’ রূপেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মাওকুফ হওয়াই সঠিক কথা। অর্থাৎ এটা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) উক্তি। আনাসের (রাঃ) বক্তব্য এই যে, মানুষ আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করার দাবী পূরণ করতে পারেনা যে পর্যন্ত সে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত করতে না পারে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ *এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।* অর্থাৎ আজীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও ওর উপরেই হয়। ঐ মহান প্রভুর নিয়ম এই যে, মানুষ স্বীয় জীবন যেভাবে চালিত করে ঐভাবেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন। যার উপর তার মৃত্যু সংঘটিত হবে ওর উপরেই কিয়ামাতের দিন তাকে উত্থিত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা

এর বিপরীত হতে আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন, আমীন। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, মানুষ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন এবং ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হাতে হাটা-চলার জন্য একটি লাঠি ছিল। তিনি বর্ণনা করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ

'যদি যাক্কুমের এক বিন্দুমাত্র দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় তাহলে দুনিয়াবাসীদের আহার্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে কল্পনা কর যে, ঐ জাহান্নামীদের অবস্থা কি হতে পারে যাদের আহার্য হবে এ যাক্কুম।' (আহমাদ ১/৩০০, তিরমিযী ৭/৩০৭, নাসাঈ ৬/৩১৩, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৪৬, ইব্ন হিব্বান ৯/২৭৮, হাকিম ২/২৯৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন এবং ইমাম হাকিম (রহঃ) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত পূরণে বর্ণনা করেছেন, যদিও তারা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

অন্য হাদীসে রয়েছে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তাঁর মুখে শুনেছি ঃ 'মৃত্যুর সময় তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে'। (মুসলিম ৪/২২০৫, আহমাদ ৩/৩১৫) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তার ধারণার মতই রয়েছি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২০৬১)

আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরা এবং মু'মিনদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

(আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়োনা)

حَبْلُ اللّهِ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার।

ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيۡنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبۡلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبۡلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ

তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহর কোপে নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১২) অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে ঃ তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। ঐ রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন।

তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করনা এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেওনা।’ সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা‘আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করবেনা। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিম শাসকদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে বাজে ও অনর্থক কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা।’ (মুসলিম ৩/১৩৪০) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে খুবই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। তারা সাওয়াবের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে।

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

তিনি এমন (মহাশক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং মু’মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন ও করবেন। আর তিনি মু’মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬২-৬৩) আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ হে মু’মিনগণ! তোমরা একেবারে জাহান্নামের আগুনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে ওর ভিতর প্রবেশ

করিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করে তোমাদেরকে ঐ আগুন থেকেও বাঁচিয়ে নিয়েছেন।'

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে কোন কোন লোককে কিছু বেশি প্রদান করেন। তখন আনসারগণের কেহ কেহ গানীমাতের মালামাল বন্টন করার ব্যাপারে খুশি হতে পারেননি, যদিও আল্লাহর তরফ থেকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে বলা হয়েছিল সেভাবেই বন্টন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন ঃ

'হে আনসারবৃন্দ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলেনা? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুপথ-প্রদর্শন করেন? তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেন। তোমরা দরিদ্র ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেন?' প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে এ পবিত্র দলটি আল্লাহর শপথ করে সমস্বরে বলে উঠেন ঃ 'আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশি রয়েছে।' (নাসাঈ ৫/৯১)

১০৪। এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত - যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।	١٠٤. وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ
১০৫। এবং তাদের মত হয়োনা যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।	١٠٥. وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ

	عَذَابٌ عَظِيمٌ
১০৬। সেদিন কতকগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতকগুলি মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।	١٠٦. يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٌۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ
১০৭। আর যাদের মুখমন্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর করুণার অন্তর্ভুক্ত, তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে।	١٠٧. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبۡيَضَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فَفِي رَحۡمَةِ ٱللَّهِ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ
১০৮। এগুলি হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমার প্রতি সত্যসহ আবৃত্তি করছি এবং আল্লাহ বিশ্ব জগতের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা করেননা।	١٠٨. تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتۡلُوهَا عَلَيۡكَ بِٱلۡحَقِّۗ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلۡمٗا لِّلۡعَٰلَمِينَ
১০৯। আর যা নভোমন্ডলের মধ্যে আছে ও যা ভূমন্ডলের	١٠٩. وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ

وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ	**মধ্যে রয়েছে তা আল্লাহর এবং আল্লাহর কাছেই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল।**

আল্লাহর দা'ওয়াতকে মানুষের কাছে প্রচার করার আদেশ

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *(এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে)* যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, 'এই দল/সম্প্রদায়' এর ভাবার্থ হচ্ছে বিশিষ্ট সাহাবা ও বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী। অর্থাৎ মুজাহিদ এবং আলেমগণ। ইমাম আবূ জাফর বাকের (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন, অতঃপর বলেন ঃ خَيْر শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যের প্রচার ফার্‌য। কিন্তু তথাপিও একটি বিশেষ দলের এ কাজে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের মধ্যে যে কেহকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয়, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তাহলে যেন জিহ্বা (কথা) দ্বারা বাধা প্রধান করে, যদি এটাও করতে না পারে তাহলে যেন অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।' অন্য একটি বর্ণনায় এর পরে এও রয়েছে যে, 'ওর পরে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান নেই'। (মুসলিম ১/৬৯, ৭০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক, নতুবা সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা গৃহীহ হবেনা।' (আহমাদ ৫/৩৮, তিরমিযী ৬/৩৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ)

হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ বিষয়ের আরও অনেক হাদীস রয়েছে সেগুলি ইনশাআল্লাহ অন্যত্র বর্ণিত হবে।

দলে দলে বিভক্ত না হওয়ার নির্দেশ

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ

তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করনা। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা তোমরা পরিত্যাগ করনা।' মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ আমীর আবদুল্লাহ ইব্‌ন লুহাই (রাঃ) বলেন ঃ আমরা মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানের (রাঃ) সাথে হাজ্জ পালন করি। তিনি মাক্কায় উপস্থিত হন এবং যুহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আহলে কিতাবরা ৭২ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমার উম্মাত ৭৩ ভাগে ভাগ হবে। শুধুমাত্র একটি দল ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামী। সেই একটি দল হল যারা জামা'আতভুক্ত। আমার উম্মাতের এক দল তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে, যেমনটি আহলে কিতাবরা তাদের রাবীদের অনুসরণ করে। তাদের ঐ খেয়াল-খুশির অনুসরণের ফলে (তাওহীদের সাথে) সম্পর্ক রাখা কোন কাজে আসবেনা। (আহমাদ ৪/১০২) ইমাম আবূ দাঊদও (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ ৫/৫)

একতা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কুফল

এর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ সেদিন কতকগুলি লোকের মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করবে এবং কতকগুলো লোক কৃষ্ণ চেহারা বিশিষ্টও হবে।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখমণ্ডল শ্বেত বর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল হবে এবং আহলে বিদ'আতের মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণ বর্ণের। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৬৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট লোকেরা

মুনাফিকের দল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৬৫) তাদেরকে বলা হবে, فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে অস্বীকার করেছিলে বলে আজ তার স্বাদ গ্রহণ কর। আর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট লোকগণ আল্লাহ তা'আলার করুণার মধ্যে সদা অবস্থান করবে।

আবূ উমামা (রাঃ) খারেজীদের মাথাগুলো দামেস্কের মাসজিদের স্তম্ভে লটকানো দেখে বলেন ঃ 'এরা নরকের কুকুর, এদের চেয়ে বেশি জঘন্য নিহত ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও নেই। এদেরকে হত্যাকারীগণ উত্তম মুজাহিদ।' অতঃপর এ আয়াতটি (৩ ঃ ১০৬) পাঠ করেন। আবূ গালিব (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনি কি এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ হতে শুনেছেন?' তিনি বলেন ঃ 'একবার দু'বার নয়, বরং সাতবার শুনেছি। এরূপ না হলে আমি আপনার কাছে বর্ণনাই করতামনা।' (তিরমিযী ৮/৩৫১, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬২, আহমাদ ৫/২৫৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে 'হাসান' উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ হে নাবী! ইহকাল ও পরকালের এ কথাগুলি আমি তোমার নিকট প্রকাশ করে দিচ্ছি। আল্লাহ ন্যায় বিচারক, তিনি মোটেই অত্যাচারী নন। প্রত্যেক জিনিসকেই তিনি খুব ভালই জানেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতাবানও বটে। সুতরাং তিনি কারও উপর অত্যাচার করবেন এটা মোটেই সম্ভব নয়। আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। সমুদয় কৃতকর্ম তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। ইহজগতের ও পরজগতের পূর্ণ ক্ষমতাবান শাসক একমাত্র তিনিই।'

১১০। তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস	١١٠. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

স্থাপন করবে; আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ কেহ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই দুস্কার্যকারী।	وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ
১১১। সামান্য দুঃখ প্রদান ব্যতীত তারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা; আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।	١١١. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّآ أَذًى ۖ وَإِن يُقَٰتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ
১১২। আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ এবং মনুষ্যগণের নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহর কোপে নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল;	١١٢. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا۟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ	যেহেতু তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সীমা অতিক্রম করেছিল।

রাসূলের (সাঃ) উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ *(তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে)* অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ 'তোমরা অন্যান্যদের তুলনায় সর্বোত্তম উম্মাত। তোমরা মানুষের ঘাড় ধরে ধরে তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ার দিকে আকৃষ্ট করছ এবং অতঃপর তারা ইসলাম কবূল করছে। (ফাতহুল বারী ৮/৭২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আতিয়া আল আউফী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'তোমরা মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ লোক।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৭২, ৪৭৩)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই সবচেয়ে বেশি মুসলিমদের উপকার সাধনকারী।' ইমাম আহমাদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এবং হাকিম (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকিম ইব্ন মুয়াবিয়া ইব্ন হাইদাহ (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা পূর্ববর্তী উম্মাতদের সংখ্যা সত্তরতম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছ। আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা তাদের অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।' আহমাদ ৫/৩, তিরমিযী ৮/৩৫২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩৩) এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে, এ উম্মাতের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি সমস্ত মাখলূকের নেতা, সমস্ত রাসূল অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। তাঁর শারীয়াতের সামান্য আমল অন্যান্য উম্মাতের অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম ও

শ্রেষ্ঠ। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমি ঐ নি‘আমাত প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি।’ জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘ঐ নি‘আমাতগুলি কি?’ তিনি বলেন ঃ (১) ‘আমাকে প্রভাব প্রদান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমাকে পৃথিবীর চাবি প্রদান করা হয়েছে। (৩) আমার নাম আহমাদ রাখা হয়েছে। (৪) আমার জন্য মাটিকে পবিত্র করা হয়েছে। (৫) আমার উম্মাতকে সমস্ত উম্মাত অপেক্ষা বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে’। (আহমাদ ১/৯৮) এ হাদীসটির ইসনাদ উত্তম। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যুহরী (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে ৭০ হাজারের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত চক চক করবে। তখন উক্কাশাহ ইব্ন মিহসান আল আসাদী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন যেন আমি তাদের একজন হই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে তাদের একজন হিসাবে গ্রহণ করুন। আনসারগণের মধ্যে থেকেও এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ ব্যাপারে উক্কাশাহ তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৩, মুসলিম ১/১৯৭) আমি এমন কতগুলি হাদীস বর্ণনা করতে চাই যেগুলির বর্ণনা এখানে যথোপযুক্ত হবে।

ইহকাল ও পরকালে উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান

যাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শুধুমাত্র আমার অনুসারী উম্মাত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে।’ সাহাবীগণ খুশি হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। পুনরায় তিনি বলেন ঃ ‘আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে।’ আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করি। আবার তিনি বলেন ঃ ‘আমি আশা করছি যে, তোমরা অর্ধেক হবে’। (আহমাদ৩/৩৪৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি অন্য রিওয়ায়াতেও বর্ণনা করেছেন এবং ঐ বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। (হাদীস নং ৩/৩৮৩)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে এতে কি সন্তুষ্ট নও?' তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ 'তোমরা জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও?' তাঁরা পুনরায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তিনি তখন বলেন ঃ 'আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা হবে জান্নাতীদের অর্ধেক।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৮৫, মুসলিম ১/২০০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের একশ' বিশটি সারি হবে, তন্মধ্যে আশিটি সারি এ উম্মাতেরই হবে। (হাদীস নং ৫/৩৫৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৫/৩৪৭, তিরমিযী ৭/২৫৬, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে এসেছি এবং বিচার শেষে জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করব। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব পূর্বে দেয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাওফীক প্রদান করেছেন। জুমু'আর দিনও এরূপই যে, ইয়াহুদীরা আমাদের পিছনে রয়েছে, অর্থাৎ শনিবার এবং খৃষ্টানরা তাদেরও পিছনে রয়েছে অর্থাৎ রবিবার।' (বুখারী ৮৯৬, ৩৪৮৬, ৩৪৮৭; মুসলিম ৮৫৫) ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (দুনিয়ায় আবির্ভাবের দিক দিয়ে) আমরা মুসলিমরা শেষ (জাতি), কিন্তু কিয়ামাত দিবসে আমরাই হব প্রথম। জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে আমরাই হব অগ্রবর্তী ... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। (মুসলিম ৮৫৫)

এগুলিই ছিল ঐ সব হাদীস যেগুলিকে আমরা এখানে বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম। উম্মাতের উচিত, এখানে এ আয়াতের মধ্যে যতগুলি গুণাগুণ রয়েছে সেগুলির উপর যেন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান, মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় হাজ্জে এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'যদি তোমরা এ আয়াতের প্রশংসার মধ্যে আসতে চাও তাহলে এ সমুদয় গুণও নিজেদের ভিতর

সৃষ্টি কর।' (তাবারী ৭/১০২) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, 'গ্রন্থ প্রাপ্তগণ ঐ সব কাজ পরিত্যাগ করেছিল বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় কালামে তাদেরকে নিন্দা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ

তারা যে অন্যায় কাজ করেছিল তা হতে একে অপরকে নিষেধ করতনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৯) যেহেতু উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তাই পরে গ্রন্থধারীদের নিন্দা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ এ লোকগুলোও যদি আমার শেষ নাবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তারাও এ মর্যাদা লাভ করত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অবিশ্বাস, দুষ্কার্য ও অবাধ্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে তাদের মধ্যে কতক লোক ঈমানদারও রয়েছে।

মুসলিমদের জন্য সুখবর যে, তারা আহলে কিতাবদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ

তোমরা হতবুদ্ধি ও চিন্তিত হয়ে পড়না, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা খাইবারের যুদ্ধে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন এবং এর পূর্বে মাদীনার বানূ কাইনুকা, বানূ নাযীর এবং বানূ কুরাইযাকেও লাঞ্ছিত ও পরাভূত করেছিলেন। অনুরূপভাবে সিরিয়ার খৃষ্টানরা সাহাবীগণের (রাঃ) সময়ে পরাজিত হয়েছিল এবং সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং চিরদিনের জন্য মুসলিমদের অধিকারে এসে পড়ে। সেখানে এক সত্যপন্থী দল ঈসার (আঃ) আগমন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ঈসা (আঃ) এসে ইসলাম ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত অনুযায়ী নির্দেশ দান করবেন এবং ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া কর গ্রহণ করবেননা এবং শুধুমাত্র ইসলামই কবূল করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও

হীনতা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কোন জায়গায়ই তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নেই, তবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় দানের দ্বারা নিরাপত্তা পেতে পারে।' অর্থাৎ যদি তারা জিযিয়া প্রদান করে ও মুসলিম শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে নিরাপত্তা পেতে পারে। কিংবা মুসলিমদের আশ্রয়দানের দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ করতে পারে, অর্থাৎ যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তি হয় অথবা কোন মুসলিম যদি তাদেরকে আশ্রয় দান করে তাহলেও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। যদি সে নিরাপত্তা কোন মহিলা অথবা কোন ক্রীতদাসও দেয় তবুও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। আলেমদের একটি উক্তি এও রয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে حَبْل শব্দের অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার। তারা আল্লাহর তরফ থেকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার লাভ করবে এবং মুসলিমরা তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। (তাবারী ৭/১১২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আ'তা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৮০, ৪৮১) তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে পতিত হয়েছে এবং দারিদ্রে আক্রান্ত হয়েছে। এটাও তাদের কুফ্‌র, নাবীদেরকে হত্যা, অহংকার, হিংসা এবং অবাধ্যতারই প্রতিফল। এ কারণেই তাদের উপর চিরদিনের জন্য লাঞ্ছনা, হীনতা এবং দৈন্য নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে তাদের অবাধ্যতা এবং সত্যের সীমা অতিক্রমেরই প্রতিদান। এ ধরনের আচরণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি, কারণ তিনিই খারাবী থেকে বেঁচে থাকা এবং সাহায্য করার একমাত্র মালিক।

১১৩। তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে থাকে।	١١٣. لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
১১৪। তারা আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে এবং	١١٤. يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং সৎ কাজসমূহে তৎপর থাকে, আর তারাই সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।	ٱلْـَٔاخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
১১৫। আর তারা যে সৎ কাজ করবে তা কখনও অবজ্ঞা করা হবেনা; এবং আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে অবগত আছেন।	١١٥. وَمَا يَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ
১১৬। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ধনরাশি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কিছুমাত্র কাজে আসবেনা; এবং তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।	١١٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ
১১৭। তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা-বায়ুর অনুরূপ। যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে -	١١٧. مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِى هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ

فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ	**ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হয় এবং তা বিধ্বস্ত করে। এবং আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে।**

আহলে কিতাবের যারা মুসলিম হয়েছেন তাদের মর্যাদা

আল আউফী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের ঐ সমস্ত ধর্ম যাজকদের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ), আসাদ ইব্‌ন উবায়েদ (রাঃ) শালাবা ইব্‌ন শু'বা (রহঃ), উসাইদ ইব্‌ন শু'বা (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আহলে কিতাব এবং নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণ সমান নয়। এসব লোক ঐসব আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নন পূর্বে যাদের জঘন্য কাজের নিন্দা করা হয়েছে এবং এ ঈমানদার লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, মুহাম্মাদের শারীয়াতের তারা অনুসারী, তাদের মধ্যে ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা রয়েছে। এ নির্মল নিষ্কলুষ লোকগুলি রাতে তাহাজ্জুদের সালাতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম পাঠ করে থাকে এবং জনগণকেও তারা এসব কাজেরই নির্দেশ দেয় এবং এর বিপরীত কাজ করা হতে তারা বিরত রাখে। ভাল কাজে তারা সদা অগ্রগামী থাকে।' এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেন যে, তারা ভাল লোক। এ সূরার শেষেও বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি

অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯) এখানেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সৎকার্যাবলী বিনষ্ট হবেনা এবং তাদেরকে তাদের সমুদয় কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। সমস্ত আল্লাহ-ভীরু মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দৃষ্টিতেই রয়েছে। তিনি কারও সৎকাজ বিনষ্ট করেননা।

কাফিরদের দান-সাদাকাহর আলোচনা

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِـــذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ *তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা-বায়ুর অনুরূপ।* ধর্মদ্রোহী লোকদের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন উপকারে আসবেনা। তারা জাহান্নামের অধিবাসী। صِرٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা যা শস্যসমূহ ধ্বংস করে ফেলে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরা صِرٌّ এর অর্থ করেছেন 'হিমেল হাওয়া' বা ভীষণ ঠান্ডা বাতাস (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৯৪, ৪৯৫) 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা এবং তুষার। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৯৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে আগুন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৯৫) শেষোক্ত বর্ণনাটির সাথে প্রথমে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কোন বৈপরীত্য নেই, এ কথা বলা যেতে পারে। কারণ যখন তুষার পাতের সাথে প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে তখন গাছপালা এবং অন্যান্য বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, যা আগুন লাগার ফলেও ধ্বংস হয়ে থাকে।

মোট কথা, যেমন শস্য ক্ষেত্রে বরফ জমে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়, এ কাফিরদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এরা যা কিছু খরচ করে তার সাওয়াব লাভ তো দূরের কথা, বরং তাদের আরও শাস্তি হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি অত্যাচার নয়, বরং এটা তাদের মন্দ কার্যাবলীরই শাস্তি।

১১৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদের সম্প্রদায় ব্যতিরেকে	١١٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمۡ لَا
يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ
قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ
أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي صُدُورُهُمۡ
أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۖ إِن
كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ

অন্য কেহকে মিত্র রূপে গ্রহণ করনা, তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সংকুচিত হবেনা; এবং তোমরা যাতে বিপন্ন হও তারা তা'ই কামনা করে; বস্তুতঃ তাদের মুখ হতেই শত্রুতা প্রকাশিত হয়, এবং তাদের অন্তর যা গোপন করে তা আরও গুরুতর; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করছি, যেন তোমরা বুঝতে পার।

١١٩. هَٰٓأَنتُمۡ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمۡ
وَلَا يُحِبُّونَكُمۡ وَتُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمۡ
قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ
عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ
قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ
بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

১১৯। সাবধান হও - তোমরাই তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদেরকে ভালবাসেনা; এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই বিশ্বাস কর; আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ দংশন করে। তুমি বল ঃ তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরে যাও! নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন।

١٢٠. إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ	**১২০। যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি অমঙ্গল উপস্থিত হয় তখন তারা আনন্দিত হয়ে থাকে, এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তারা যা করে - নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।**

কাফিরদেরকে বন্ধু/পরামর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন, 'এরা তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাদের বাহ্যিক মিষ্টি কথায় ভুলে যেওনা এবং তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়না। তাহলে তারা সুযোগ পেয়ে তোমাদেরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তাদের ভিতরের শত্রুতা তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে। তোমরা তাদের নিকট তোমাদের গুপ্ত কথা কখনও প্রকাশ করনা'। بِطَانَةً বলা হয় মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধুকে এবং مِنْ دُوْنِكُمْ দ্বারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দলকে বুঝানো হয়েছে। সহীহ বুখারী, নাসাঈ ইত্যাদিতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা যে নাবীকেই প্রেরণ করেছেন এবং যে প্রতিনিধিকেই নিযুক্ত করেছেন, তাঁর জন্য তিনি দু'জন পরামর্শদাতা নির্ধারিত করেছেন। একজন তাঁকে ভাল কথা বুঝিয়ে থাকেন ও ভাল কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং অপরজন তাঁকে মন্দ কাজের পথ-প্রদর্শন করে ও সেই কাজে উত্তেজিত করে। সুতরাং আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সেই রক্ষা পেতে পারে।' (ফাতহুল বারী ১৩/২০১, নাসাঈ ৭/১৫৮) উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) বলা হয় ঃ 'এখানে 'হীরার' (ইরাকী

খৃষ্টান) একজন লোক রয়েছে, খুব ভাল লিখতে পারে এবং তার স্মরণশক্তি খুব ভাল। সুতরাং আপনি তাকে আপনার লেখক নিযুক্ত করুন।' এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'তাহলে তো আমি একজন অমুসলিমকে আমার পরামর্শদাতা বানিয়ে নিলাম যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন'! (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫০০) এ ঘটনাটিও এ আয়াতটিকে সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, যিম্মী/কাফিরদেরকে এরূপ কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। কেননা হতে পারে যে, তারা শত্রুপক্ষকে মুসলিমদের গোপনীয় কথা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিবে। কারণ মুসলিমদের পতনই তাদের কাম্য। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ তাদের কথায়ও শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখেই শুভাশুভ নিরূপকগণ তাদের ভিতরের দুষ্টামির কথা জানতে পারে। তাদের অন্তরে যে ধ্বংসাত্মক মনোভাব রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম। সুতরাং জ্ঞানীরা কখনও তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়বেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ দেখ, এটা কত বড় দুর্বলতার কথা যে, তোমরা তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদের মঙ্গল চায়না। তোমরা সমস্ত গ্রন্থকে স্বীকার কর বটে, কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। তোমরা তাদের গ্রন্থে বিশ্বাস কর বটে, কিন্তু তারা তোমাদের গ্রন্থে বিশ্বাস করেনা। অতএব উচিত তো ছিল যে, তোমরা তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে দেখবে। অথচ তারা কিন্তু তোমাদের প্রতি শত্রুতাই পোষণ করছে। (তাবারী ৭/১৪৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

তারা মুসলিমদের মুখোমুখি হলে নিজেদের ঈমানদারীর কাহিনী বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখনই তাদের হতে পৃথক হয় তখনই হিংসা ও ক্রোধে নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, তারা যেন মুনাফিকদের বাহ্যিক ভাব দেখেই তাদেরকে বন্ধু মনে না করে। মুনাফিকরা মুসলিমদের উন্নতি দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরলেও আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলিমদের উন্নতি সাধন করতেই থাকবেন। মুসলিমরা সর্বদিক দিয়ে বেড়েই চলবে, যদিও মুশরিক

ও মুনাফিকরা হিংসা ও ক্রোধে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের অন্তরের কথা খুব ভাল করেই জানেন। তাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রের উপর মাটি পড়ে যাবে এবং তারা তাদের জঘন্য কাজে কৃতকার্য হবেনা। তারা মুসলিমদের উন্নতি চায়না, তথাপি মুসলিমরা দিন দিন উন্নতি লাভ করতেই থাকবে এবং পরকালেও তাদেরকে সুখময় জান্নাতে দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে এ মুশরিক ও মুনাফিকরা ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তারা জাহান্নামের জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হবে। তারা যে তোমাদের চরম শত্রু তার বড় প্রমাণ এই যে, যখন তোমাদের কোন মঙ্গল সাধিত হয় তখন তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় তখন তারা তাতে আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে সাহায্য করেন এবং তারা কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তখন ঐ মুনাফিকরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যখন মু'মিনগণ পরাজয় বরণ করে তখন তারা কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এখন মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা তাদের দুষ্টামি হতে মুক্তি পেতে চাও তাহলে ধৈর্যধারণ কর, সংযমী হও এবং আমার উপর নির্ভর কর, আমি তোমাদের শত্রুদেরকে ঘিরে নিব। কোন মঙ্গল লাভ করা এবং কোন অমঙ্গল হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারেনা। তোমরা যদি আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর তাহলে তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সম্পর্কেই এখন উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, যার মধ্যে মুসলিমদের ধৈর্য ও সহনশীলতার বর্ণনা রয়েছে এবং যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষার পূর্ণচিত্র ও যদ্‌দ্বারা মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পেয়েছে।

১২১। (স্মরণ কর) যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য প্রভাতে স্বীয় পরিজন হতে বের হয়েছিলে এবং আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন ও জানেন।	١٢١. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَـٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১২২। যখন তোমাদের দুই দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল এবং আল্লাহ সেই দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং মু'মিনগণই আল্লাহর উপর নির্ভর করে থাকে।	١٢٢. إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ
১২৩। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।	١٢٣. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

উহুদের যুদ্ধ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাপারে বলেছেন যে, ইহা উহুদ যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১০) তবে কোন কোন মুফাস্সির এটাকে পরিখার ঘটনাও বলেছেন। কিন্তু এটা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা হওয়াই সঠিক কথা। উহুদের যুদ্ধ হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে রোজ শনিবার সংঘটিত হয়। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়। আল্লাহই এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রাখেন।

উহুদ যুদ্ধের কারণ

বদরের যুদ্ধে মুশরিকরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। তাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক সেই যুদ্ধে মারা যায়। তখন ওর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। ঐ ব্যবসায়ের সম্পদ যা বদরের যুদ্ধের সময় অন্য পথে রক্ষা পেয়েছিল ঐ সবগুলিই তারা এ যুদ্ধের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। চতুর্দিক থেকে লোক সংগ্রহ করে তারা তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ণ আসবাবপত্রসহ মাদীনার কাছে উহুদ প্রান্তরে এসে সমবেত হয়। এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর

সালাত শেষে মালিক ইব্ন আমরের (রাঃ) জানাযার সালাত আদায় করেন, তিনি ছিলেন বানী নাজ্জার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি জনগণকে পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশে বলেন ঃ 'এ আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বোত্তম পন্থা তোমাদের নিকট কি আছে?' তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই (সর্বোচ্চ মুনাফিক) বলে ঃ 'আমাদের মাদীনার বাইরে যাওয়া উচিত নয়, যদি তারা এসে বাইরে অবস্থান করে তাহলে যেন জেলখানার মধ্যে পড়ে যাবে, আর যদি মাদীনার ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে একদিকে রয়েছে আমাদের বীর পুরুষদের তরবারীসমূহ এবং অপর দিকে রয়েছে আমাদের তীরন্দাজদের লক্ষ্যভ্রষ্টহীন তীরগুলি। আর যদি তারা এমনি ফিরে যায় তাহলে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই ফিরে যাবে।' কিন্তু তার মতের বিপরীত মত পেশ করেছিলেন ঐ সাহাবীবৃন্দ যাঁরা বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাঁরা খুব জোর দিয়ে বলছিলেন যে, মাদীনার বাইরে গিয়ে প্রাণ খুলে কাফির শত্রুদের মুকাবিলা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ী গমন করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। তখন ঐ সাহাবীগণের ধারণা হয় যে, না জানি তাঁরা হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার বিপরীত মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁরা বলেন ঃ 'হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি এখানে থেকেই যুদ্ধ করা ভাল মনে করেন তাহলে তাই করুন, আমাদের পক্ষ হতে কোন হঠকারিতা নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'নাবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পর তা খুলে ফেলবেন। এখন আমি আর ফিরে যেতে পারিনা। যে পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা চান তা'ই সংঘটিত না হয়।' (ফাতহুল বারী) অতএব তিনি এক হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে মাদীনার বাইরে বেরিয়ে পড়েন। 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছার পর ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে তার তিনশ' লোক নিয়ে ফিরে আসে এই অজুহাত দেখিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন উপদেশই শুনছেননা বলে সে অখুশি। সে এবং তার সহযোগীরা বলল ঃ আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আজই যুদ্ধ শুরু করবেন তাহলে আপনার সাথে থাকতাম, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আজ যুদ্ধ করবেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গ্রাহ্য না করে অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে নিয়েই উহুদ পর্বত অভিমুখে রওয়ানা হন। পর্বতকে পিছনে করে পর্বত উপত্যকায় তিনি সেনাবাহিনীকে নামিয়ে দেন এবং তাঁদের নির্দেশ দেন ঃ

'আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবেনা।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে ৭০০ জনের সেনা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। আমর ইব্ন আউফ গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের থেকে অশ্ব বাহিনীকে অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং খেয়াল রাখবে যে, অপর দিক থেকে তোমাদেরকে আক্রমণ করা হতে পারে। আমরা যদি বিজয়ী হই অথবা পরাজিত হই তথাপিও তোমরা তোমাদের স্থান পরিত্যাগ করবেনা। যদি তোমরা দেখতে পাও যে, পাখি আমাদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তবুও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবেনা।

এসব সুব্যবস্থা করার পর স্বয়ং তিনিও প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করেন। মুসআব ইব্ন উমায়েরকে (রাঃ) তিনি পতাকা প্রদান করেন। এদিন কয়েকজন বালককেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা যায়। এ ক্ষুদে সৈনিকেরাও আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। অন্যান্য বালকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে নেননি। পরিখার যুদ্ধে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিখার যুদ্ধ উহুদ যুদ্ধের দু'বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল। কুরাইশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মুকাবিলায় এগিয়ে আসে। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাদের সঙ্গে দু'শটি সুসজ্জিত অশ্ব যেগুলো সময়ে কাজে আসতে পারে বলে সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তাদের ডান অংশে ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ এবং বাম অংশে ছিলেন ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহল (এরা দু'জন পরে মুসলিম হয়েছিলেন)। তাদের পতাকা বাহক ছিল বানূ আবদুদ্দার গোত্র। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনাবলী ঐ সম্পর্কীয় আয়াতগুলির তাফসীরের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকবে। মোট কথা, এ আয়াতে ওরই বর্ণনা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনা হতে বের হয়ে সৈন্যগণকে যুদ্ধের যথাস্থানে নিযুক্ত করতে থাকেন। সৈন্যশ্রেণীর ডান বাহু ও বাম বাহু নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কথা শুনে থাকেন এবং তিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন।

বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে, শুক্রবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্য মাদীনা হতে বের হন। কুরআন কারীম ঘোষণা করছে, 'হে নাবী! বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য তুমি প্রভাতেই পরিজন হতে বের হয়েছিলে।" তাহলে ভাবার্থ এই যে, শুক্রবার বের হয়ে তিনি শিবির

স্থাপন করেন এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম শুরু হয় শনিবার। যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ বানূ হারিসা ও বানূ সালামাহ গোত্রদ্বয় সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা দু'টি দল কাপুরুষতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছিলে।' এতে আমাদের একটি দুর্বলতার বর্ণনা রয়েছে বটে, কিন্তু এ আয়াতটিকে আমাদের পক্ষে অতি উত্তম বলে মনে করি। কেননা এ আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ঐ দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৩, মুসলিম ৪/১৯৪৮)

মুসলিমদেরকে বদরের যুদ্ধে বিজয়ী করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ আমি তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধেও বিজয়ী করেছি, অথচ তোমরা অতি অল্পসংখ্যক ছিলে এবং তোমাদের আসবাবপত্রও ছিল অতি নগণ্য। বদরের যুদ্ধ হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ রামাযানুল মুবারাক রোজ শুক্রবার সংঘটিত হয়। ঐ দিনকেই 'ইয়াওমুল ফুরকান' বা পৃথককারী দিন বলা হয়। সেই দিন ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় ও সম্মান লাভ হয় এবং শির্‌ক ধ্বংস হয়ে যায়, শির্‌কের স্থান বিধ্বস্ত হয়। অথচ সেই দিন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ' তেরজন। তাঁদের নিকট ছিল মাত্র দু'টি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং অবশিষ্ট সবাই পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র এত অল্প ছিল যে, যেন ছিলইনা।

পক্ষান্তরে শত্রুর সংখ্যা ছিল সে দিন মুসলিমদের তিনগুণ, নয় শত থেকে এক হাজারের কিছু কম ছিল। তারা সবাই ছিল বর্ম পরিহিত। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল অস্ত্রশস্ত্র এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত ঘোড়া। তারা এত বড় বড় ধনী ছিল যে, তাদের নিকট স্বর্ণের অলংকার ছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান ও বিজয় দান করেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের মুখ উজ্জ্বল করেন এবং শাইতান ও তার সঙ্গীদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে ও জান্নাতী সৈন্যদেরকে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও বাহ্যিক আসবাবপত্রের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন, যেন তোমরা জানতে পার যে, বিজয় লাভ বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমকের উপর নির্ভর করেনা।' এ জন্যই দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,—হুনাইনের যুদ্ধে তোমরা বাহ্যিক

আসবাবপত্রের প্রতি লক্ষ্য করেছিলে এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে খুশি হয়েছিলে। কিন্তু ঐ সংখ্যাধিক্য ও আসবাবপত্রের বিদ্যমানতা তোমাদের কোন উপকারে আসেনি।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا

'এবং হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উম্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৫)

বদর ইব্ন নারীণ নামক এক লোক ছিল। তার নামেই একটি কূপের নামকরণ করা হয় এবং যে প্রান্তরে ঐ কূপটি ছিল ওটাও বদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বদরের যুদ্ধও ঐ নামেই খ্যাতি লাভ করে। মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে এ জায়গাটি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।

১২৪। যখন মু'মিনদেরকে বলেছিলেন ঃ এটা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রাব্ব তিন সহস্র মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন?	١٢٤. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ
১২৫। বরং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয় তাহলে তোমাদের রাব্ব পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট মালাইকা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।	١٢٥. بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

১২৬। আর আল্লাহ এই সাহায্য শুধু এ জন্যই করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং তোমাদের অন্তরে শান্তি আসে। আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	١٢٦. وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ
১২৭। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে - তিনি এরূপে তাদের একাংশকে কর্তিত করেন অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন, যাতে তারা অকৃতকার্য সহকারে ফিরে যায়।	١٢٧. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا۟ خَآئِبِينَ
১২৮। এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী।	١٢٨. لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ
১২৯। আর নভোমন্ডলে যা রয়েছে ও ভূমন্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	١٢٩. وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মালাইকার সাহায্য করা

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ মহান আল্লাহ এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। হাসান বাসরী (রহঃ), আমর আশ শা’বী (রহঃ), রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমূখের এটাই উক্তি। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১৯-৫২১) ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। মুসলিমদের নিকট এ সংবাদ পোঁছে যে, কার্‌য ইব্ন যাবির মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে, কেননা সে মুশরিকদের নিকট এটা অঙ্গীকার করেছিল। এটা মুসলিমদের নিকট খুব কঠিন ঠেকে। তখন আল্লাহ তা‘আলা اَلَنْ يَّكْفِيَكُم হতে مُسَوِّمِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। কার্‌য ইব্ন যাবির মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে তাদের সাহায্যার্থে আসেনি এবং আল্লাহ তা‘আলাও পাঁচ হাজার মালাইকা পাঠাননি। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫২০) রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য প্রথমে এক হাজার মালাইকা পাঠিয়েছিলেন, পরে তা তিন হাজারে পোঁছে যায় এবং শেষে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়। (তাবারী ৭/১৭৮) এখানে এ আয়াতে তিন হাজার ও পাঁচ হাজার মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য দানের অঙ্গীকার রয়েছে এবং বদরের যুদ্ধের সময় এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করার অঙ্গীকার ছিল। তাহলে কিভাবে নিম্নের আয়াতের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে? সেখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ

স্মরণ কর সেই সংকট মুহুর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করে বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাক/*ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে। (সূরা* আনফাল, ৮ ঃ ৯)

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমতা এভাবেই হতে পারে, কেননা সেখানে مُرْدِفِيْنَ শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমে পাঠানো হয়েছিল এক হাজার, অতঃপর তাঁদের পরে আরও দু’হাজার পাঠিয়ে তাঁদের সংখ্যা তিন হাজার করা হয় এবং সবশেষে আরও দু’হাজার প্রেরণ করে তাঁদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে

পৌঁছে যায়। বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এ অঙ্গীকার ছিল বদরের যুদ্ধের জন্য, উহুদের যুদ্ধের জন্য নয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, এ অঙ্গীকার উহুদের যুদ্ধের জন্যই ছিল। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মূসা ইব্ন উকবা (রহঃ) প্রমূখের এটাই উক্তি। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, মুসলিমগণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরে পড়েছিলেন বলে মালাইকা অবতীর্ণ করা হয়নি। কেননা সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা **اَنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا** অর্থাৎ 'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও' এ কথা বলেছেন। **فَوْرٌ** শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে ঃ (১) নিমিষে, (২) ক্রোধ ও (৩) ভ্রমণ। **مُسَوِّمِيْنَ** শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বিশিষ্ট। আলী (রাঃ) বলেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন মালাইকা/ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল সাদা পশম। আর তাদের ঘোড়ার চিহ্ন ছিল মাথার শুভ্রতা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ মালাইকা অবতীর্ণ করা এবং তোমাদেরকে এর সুসংবাদ দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও তোমাদের মনে শান্তি আনয়ন করা। নচেৎ আল্লাহ তা'আলা এত ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি মালাক অবতীর্ণ না করেও এবং যুদ্ধ ছাড়াও তোমাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। সাহায্য শুধু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এসে থাকে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেননা। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪-৬)

তিনি মহাসম্মানিত এবং প্রত্যেক কাজে বড় বিজ্ঞানময়। এ জিহাদের নির্দেশও বিভিন্ন প্রকারের নিপুণতায় পরিপূর্ণ। এর ফলে কাফিরেরা ধ্বংস হবে বা লাঞ্ছিত হবে কিংবা তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাবে। এরপরে বলা হচ্ছে ঃ

وَلِلّه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত কিছু আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। হে নাবী! কোন কাজের অধিকার তোমার নেই।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

হে নাবী! তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ সুতরাং হে নাবী! আমার বান্দাদের কাজের সাথে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার কাজ তো শুধু তোমাকে যে দা'ওয়াতের কথা বলা হয়েছে তা তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। (তাবারী ৭/১৯৫) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাতে যখন দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ' হতে মাথা উত্তোলন করতেন এবং سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন তখন তিনি কাফিরদের উপর বদ দু'আ করে বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।' সে সম্বন্ধেই এ আয়াতটি (৩ ঃ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৭৩, নাসাঈ ৬/৩১৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ)

বলেন যে, তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অমুক অমুককে ধ্বংস কর। হে আল্লাহ! হারিস ইব্ন হিসামকে ধ্বংস কর; হে আল্লাহ! সুহাইল ইব্ন আমরকে ধ্বংস কর, হে আল্লাহ! সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াকে ধ্বংস কর। তখন **لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ** *এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী।* এ আয়াতটি (৩ ঃ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। ওর মধ্যেই রয়েছে যে, শেষে ঐ লোকগুলি হিদায়াত প্রাপ্ত হয় ও মুসলিম হয়ে যায়। (আহমাদ ২/৯৩)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারও উপর বদ দু'আ বা ভাল দু'আ করার ইচ্ছা করতেন তখন রুকুর পরে **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** ও **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** বলার পর দু'আ করতেন। কখনও বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, সালমা ইব্ন হিশাম, আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবী'আ এবং দুর্বল মু'মিনদেরকে কাফিরদের হাত হতে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর ধর-পাকড় শাস্তি অবতীর্ণ করুন এবং তাদেরকে এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফের (আঃ) যুগে ছিল।' এ প্রার্থনা তিনি উচ্চৈঃস্বরে করতেন। আবার কোন সময় ফাজরের সালাতের কুনূতে এ কথাও বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! অমুক অমুকের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন' এবং আরাবের কতকগুলো গোত্রের নাম নিতেন। তখন আয়াতটি (৩ ঃ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/৯০, মুসলিম ১৭৯১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তিনি কপালে আঘাত প্রাপ্ত হন। ফলে তাঁর মুখ মন্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে যারা মহান মর্যাদাময় আল্লাহ তা'আলার নাবীর সাথে এরূপ ব্যবহার করে, যিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিচ্ছেন। তখন এ আয়াতটি (৩ ঃ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** আকাশ ও পৃথিবীর

সমুদয় বস্তু তাঁরই। সবাই তাঁর দাস। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি যা চান তাই নির্দেশ দেন। কেহ তাঁর কাজের হিসাব নিতে পারেনা। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১৩০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করনা এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।	١٣٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةًۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ
১৩১। আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	١٣١. وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَـٰفِرِينَ
১৩২। আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর যেন তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও।	١٣٢. وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ
১৩৩। তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে -	١٣٣. وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ

১৩৪। যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও লোকদেরকে ক্ষমা করে; এবং আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালবাসেন।	١٣٤. ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ
১৩৫। এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা -	١٣٥. وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
১৩৬। তাদের পুরস্কার হবে তাদের রবের নিকট হতে মার্জনা এবং এমন উদ্যানসমূহ যেগুলির তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে, এবং কর্মীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান!	١٣٦. أُو۟لَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ

সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে

وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করনা এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।* এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের সুদ আদান প্রদান করতে এবং ভক্ষণ করা হতে নিষেধ করেছেন। অজ্ঞতা যুগের লোকেরা সুদের উপর ঋণ প্রদান করত। ঋণ পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত হত। ঐ সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা হত। এভাবে চক্রাকারে সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে মূলধন থেকে কয়েক গুণ হয়ে যেত। মহান আল্লাহ স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে এরূপ অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে ওর উপর মুক্তিদানের অঙ্গীকার করছেন। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ দান করে ওর উপর করুণা প্রদর্শনের ওয়াদা দিচ্ছেন। এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎ কাজের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন।

সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ হবে

এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎকার্যের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রশংসা করছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দাদেরকে সৎ কাজ করা এবং অনুগত হয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলছেন ঃ

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ *(তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে)* জান্নাতের প্রস্থ বর্ণনা করে দৈর্ঘ্যের অনুমানের ভার শ্রোতাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। যেমন তিনি জান্নাতী বিছানার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

ওতে রয়েছে নরম রেশমের আস্তর। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৪) ভাবার্থ এই যে, ওর ভিতরই যখন এরূপ তখন বাহির কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে এখানেও বলা হচ্ছে যে, জান্নাতের প্রস্থই যখন সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীনের সমান, তখন দৈর্ঘ্য কত বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা জান্নাত গম্বুজের মত আরশের নীচে রয়েছে এবং যে জিনিস গম্বুজ সদৃশ তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত যাঞ্চা করলে ফিরদাউস যাঞ্চা কর। এটাই সবচেয়ে উঁচু ও সর্বোত্তম জান্নাত। এ জান্নাতের মধ্য দিয়েই সমস্ত নদী প্রবাহিত হয় এবং ওর ছাদই হচ্ছে পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর আরশ।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪) একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহান্নাম কোথায় এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'যখন প্রত্যেক জিনিসের উপর রাত এসে যায় তখন দিন কোথায় যায়?' তখন সে বলে ঃ 'যেখানে আল্লাহ চান'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ রকমই জাহান্নামও সেখানেই যায়, যেখানে আল্লাহ চান'। (বায্যারা) এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একতো এই যে, রাতে যদিও আমরা দিনকে দেখতে পাইনা, তথাপি দিন কোন জায়গায় থাকা অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদিও জান্নাতের বিস্তার এত বেশি তথাপি জাহান্নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেতে পারেনা। যেখানে আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন সেখানে ওটাও রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যখন দিন একদিকে সরে যায় তখন রাত অন্য দিকে থাকে। তদ্রূপ জান্নাত সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে এবং জাহান্নাম সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২১)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতবাসীদের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এবং স্বচ্ছলতায় ও অভাবে, মোট কথা, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭৪) কোন কিছু তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিরত রাখতে পারেনা। তারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর সৃষ্টজীবের উপর অনুগ্রহ করে থাকে। এমন কি তারা তাদের ক্রোধ পর্যন্তও প্রকাশ করেনা। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কেহকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে, বরং প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ যে ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করতে পারে।' (আহমাদ ২/২৩৬, ফাতহুল বারী ১০/৫৩৫, মুসলিম ৪/২০১৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যার নিকট তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ নিজের সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়?' জনগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেহই নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আমি তো দেখেছি যে, তোমরা তোমাদের নিজস্ব সম্পদ অপেক্ষা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদকেই বেশি পছন্দ করছ! কেননা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজস্ব সম্পদতো ওটাই যা তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে থাক, যা তোমরা ছেড়ে যাও তা তো তোমাদের সম্পদ নয়, বরং তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে খরচ কম করা এবং জমা বেশি রাখা ওরই প্রমাণ যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারীদের সম্পদকেই বেশি ভালবাস।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'তোমরা কোন্ লোককে বীর পুরুষ মনে কর?' জনগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ ব্যক্তিকে (আমরা বীর পুরুষ মনে করি) যাকে কেহ মল্লযুদ্ধে নীচে ফেলতে পারেনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, বরং প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে সামলে নিতে পারে।' তারপর তিনি বলেন ঃ 'তোমরা নিঃসন্তান কাকে বল?' জনগণ বলেন ঃ 'যাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।' তিনি বলেন ঃ 'না, বরং নিঃসন্তান ঐ ব্যক্তি যার সামনে তার কোন সন্তান মারা যায়নি'। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে থাকেন। হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখ যে, জান্নাতের কাজ খুব কঠিন

এবং জাহান্নামের কাজ সহজ। সৎ ঐ ব্যক্তি যে গণ্ডগোল হতে বেঁচে যায়। কোন মাত্রাকে পান করে নেয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে ততো পছন্দনীয় নয় যত পছন্দনীয় ক্রোধের মাত্রাকে পান করে নেয়া। এরূপ ব্যক্তির অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে বসে যায়।' (আহমাদ ১/৩২৭) এ হাদীসটির বর্ণনা ধারা উত্তম এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নেই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্‌ন মুয়াজ ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা কর্তৃক নিজকে সংযত করার চেয়ে ভাল আর কোন উদাহরণ নেই। তাকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূকের সামনে ডেকে অধিকার প্রদান করবেন যে, সে যে কোন হূরকে ইচ্ছা মত পছন্দ করতে পারে'। (আহমাদ ৩/৪৩৮, ৪৪০; আবূ দাঊদ ৫/১৩৭, তিরমিযী ৬/১৩৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪০০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন।

ইবন মারদুয়াই (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা কর্তৃক নিজকে সংযত রাখার ক্ষমতা আয়ত্ত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। যে বান্দা তা করতে পারবে সে আল্লাহর চেহারা দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। (আহমাদ ২/২১৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪০১)

এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হল এই যে, তাদের ক্রোধ বাইরে প্রকাশ পায়না এবং তাদের পক্ষ হতে লোকের প্রতি কোন অন্যায় করা হয়না। বরং তারা উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে। আর তারা আল্লাহকে ভয় করে সাওয়াবের আশায় সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করে। তারা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করেনা। একেই বলে অনুগ্রহ এবং এরূপ অনুগ্রহশীল বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তিনটি কথার উপর আমি শপথ গ্রহণ করছি ঃ (১) সাদাকাহ দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায়না, (২) মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায় এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।' (আহমাদ ৪/২৩১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা পাপ কাজ করার পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যখন কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সামনে হাযির হয়ে বলে ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমার দ্বারা পাপ কাজ সাধিত হয়েছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার বান্দা যদিও পাপ কাজ করেছে, কিন্তু তার বিশ্বাস রয়েছে যে, তার রাব্ব তাকে পাপের কারণে ধরতেও পারেন, আবার ক্ষমা করতেও পারেন, আমি আমার ঐ বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিলাম।' সে আবার পাপ করে ও তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলা এবারেও ক্ষমা করেন। সে তৃতীয়বার পাপ করে ও তাওবাহ করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তৃতীয়বারও ক্ষমা করেন। সে চতুর্থবার পাপ করে ও তাওবাহ করে তখন আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে বলেন ঃ 'আমার বান্দা এখন যা ইচ্ছা আমল করুক'। (আহমাদ ২/২৯৬, ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৪)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, ইহাই সেই কল্যাণময় আয়াত (৩ ঃ ১৩৫) যা অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইবলীস কাঁদতে শুরু করেছিল। (আবদুর রায্যাক ১/১৩৩) ইবলীস পাপের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করতে চায় এবং তার নিজের ধ্বংস রয়েছে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* পাঠে ও ক্ষমা প্রার্থনায়। হঠকারিতা না করার ভাবার্থ এই যে, তাওবাহ না করেই সে পাপ কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকেনা। কয়েকবার পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে কয়েকবার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা জানে।' অর্থাৎ তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওবাহ কবূলকারী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যে তাওবাহ করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন? (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৪) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদের ঐ সব সৎকাজের পুরস্কার হবে তাদের প্রভুর পক্ষ হতে ক্ষমা, আর এমন উদ্যানসমূহ যেগুলির তলদেশ দিয়ে

স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং সৎ কর্মীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান।'

১৩৭। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে বহু জীবনাচরণ অতিক্রান্ত হয়েছে, পৃথিবীতে বিচরণ কর, এবং লক্ষ্য কর যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।	١٣٧. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ
১৩৮। এটা মানবমন্ডলীর জন্য বিবরণ এবং আল্লাহভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শন ও উপদেশ।	١٣٨. هَـٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
১৩৯। আর তোমরা নিরাশ হয়োনা ও বিষন্ন হয়োনা এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।	١٣٩. وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
১৪০। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়েরও তদ্রুপ আঘাত লেগেছে, এবং এই দিনসমূহকে আমি মানবগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে	١٤٠. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

আল্লাহ এই রূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদ রূপে গ্রহণ করবেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা।	ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ
১৪১। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এইরূপে পবিত্র করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে নিপাত করেন।	١٤١. وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَٰفِرِينَ
১৪২। তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে কখনও পরীক্ষা করেননি?	١٤٢. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ
১৪৩। এবং নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই ওর সাক্ষাৎ কামনা করছিলে, অনন্তর নিশ্চয়ই তোমরা এখন তা প্রত্যক্ষ করছ তোমাদের নিজেদের চোখে।	١٤٣. وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের পিছনে কল্যাণ রয়েছে

যেহেতু উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বলছেন ঃ

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ 'তোমাদের পূর্ববর্তী ধর্মভীরু লোকদেরকেও জান ও সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ তাদেরই হয়েছে। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই তোমাদের কাছে এ রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে। এ পবিত্র কুরআনে তোমাদের শিক্ষার জন্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের বর্ণনাও রয়েছে। মুসলিমদেরকে ঐ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে আরও বেশি সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলছেন ঃ

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ তোমরা এ যুদ্ধের ফলাফল দেখে মন খারাপ করনা এবং চিন্তিত হয়ে বসে পড়না। إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ এ যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হয়ে থাক এবং তোমাদের লোক শহীদ হয়ে থাকে তাতে কি হয়েছে; কেননা এর পূর্বে তো তোমাদের শত্রুরাও আহত ও নিহত হয়েছিল। وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ এরূপ উত্থান-পতন তো পৃথিবীতে চলেই আসছে। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত কৃতকার্য ওরাই যারা পরিণামে বিজয়ী হয়, আর আমি তো তোমাদের জন্য এ বিজয় নির্দিষ্ট করেই রেখেছি। তোমাদের কোন কোন সময় পরাজয় এবং বিশেষ করে এ উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ ছিল তোমাদের মধ্যকার ধৈর্যশীল ও অধৈর্যশীলদেরকে পরীক্ষা করা। আর যারা বহুদিন হতে শাহাদাত লাভের আকাংখী ছিল তাদের আকাংখা পূর্ণ করাও ছিল একটি কারণ। তারা যেন স্বীয় জান ও মাল আমার পথে ব্যয় করার সুযোগ পায়। আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা। এর আরও কারণ এই যে, ঈমানদারদের পাপ থাকলে তা মোচন হয়ে যাবে, আর পাপ না থাকলে তাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং এর দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করারও উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা তারা বিজয়ী হয়ে গর্বিত হবে এবং তাদের অবাধ্যতা ও অহংকার আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং শেষে তারা সমূলে বিধ্বস্ত হবে। তিনি আরও বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ *(তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ*

কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি?) কঠিন বিপদাপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কেহ জান্নাত লাভ করতে পারেনা। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?' সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২) এখানেও ঐ কথাই বলা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীলদেরকে জানা না যায়, অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে পরীক্ষিত না হয় সে পর্যন্ত তারা জান্নাত লাভ করতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা এর পূর্বে তো এরূপ সুযোগেরই আকাংখা করছিলে যে, নিজেদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং তাঁর পথে শাহাদাত বরণ করবে। অতএব এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ সুযোগ প্রদান করলাম, তোমরা এখন তোমাদের দুঃসাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর।' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার আকাংখা করনা, আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা কর এবং যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও তখন অটল ও স্থির থাক এবং জেনে রেখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৬/১৮১, মুসলিম ৩/১৩৬২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ তোমরা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছ যে, তরবারী ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ করছে, বর্শা তীব্র বেগে বের হচ্ছে, তীর বর্ষিত হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং এদিকে-ওদিকে মৃতদেহ ঢলে পড়তে রয়েছে।

১৪৪। এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই	١٤٤. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।	قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوۡ قُتِلَ ٱنقَلَبۡتُمۡ عَلَىٰٓ أَعۡقَـٰبِكُمۡ ۚ وَمَن يَنقَلِبۡ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيۡـًٔا ۗ وَسَيَجۡزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ
১৪৫। আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়না; এবং যে কেহ ইহলোকের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা দুনিয়ায় প্রদান করে থাকি; পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করে আমি তাকে তা প্রদান করব এবং আমি কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরস্কার প্রদান করব।	١٤٥. وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِ كِتَـٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدۡ ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا وَمَن يُرِدۡ ثَوَابَ ٱلۡأَخِرَةِ نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا ۚ وَسَنَجۡزِى ٱلشَّـٰكِرِينَ
১৪৬। আর এমন অনেক নাবী ছিল যারা সঙ্গীসহযোগে অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছিল; পরন্ত আল্লাহর পথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তারা নিরুৎসাহ হয়নি ও শক্তিহীন	١٤٦. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا

হয়নি এবং বিচলিত হয়নি। এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।	ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ
১৪৭। আর এতদ্ব্যতীত তাদের কথা ছিলনা যে, তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজের বাড়াবাড়ি হেতু কৃত অন্যায়সমূহ ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।	١٤٧. وَمَا كَانَ قَوۡلَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ
১৪৮। অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করলেন এবং পরলোকের পুরস্কার শ্রেষ্ঠতর; এবং আল্লাহ সৎ কর্মশীলগণকে ভালবাসেন।	١٤٨. فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا وَحُسۡنَ ثَوَابِ ٱلۡأٓخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন বলে কাফিরেরা প্রচারণা চালায়

উহুদ প্রান্তরে মুসলিমগণ পরাজিতও হয়েছিলেন এবং তাদের কিছু সংখ্যক লোক শহীদও হয়েছিলেন। সেদিন শাইতান এও প্রচার করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও শহীদ হয়েছেন। আর এদিকে ইব্ন কামিআ' নামক এক কাফির মুশরিকদের মধ্যে প্রচার করে,'আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে এসেছি।' প্রকৃতপক্ষে শাইতানের কথা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব এবং ঐ উক্তিও মিথ্যা ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্রমণ করেছিল বটে, কিন্তু তাতে শুধুমাত্র তাঁর মুখমন্ডল কিছুটা আহত হয়েছিল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। এ মিথ্যা সংবাদে মুসলিমদের মন ভেঙ্গে যায়, তাদের পা টলে যায় এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নে উদ্যত হন।

তখন وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ *এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে।* এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, পূর্বের নাবীগণের মত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন নাবী। হতে পারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবেন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার দীন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবেনা। একটি বর্ণনায় রয়েছে, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে উহুদের যুদ্ধে দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। তিনি উক্ত আনসারীকে বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘যদি এ সংবাদ সত্য হয় তাহলে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনারা সবাই আপনাদের ধর্মের উপর নিজেদের জীবন কুরবান করুন।’ ঐ সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/২৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

রাসূলুল্লাহর শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, তোমরা আল্লাহ তা‘আলার ধর্ম হতে পশ্চাদ পদে ফিরে যাবে এবং যে এভাবে ফিরে যাবে সে মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সংবাদ শুনে আবূ বাকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মাসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে আয়িশার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করেন। ওখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিবরার চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল হতে চাদর সরিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুমু দেন এবং কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন ঃ ‘আমার পিতা-মাতা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা‘আলার শপথ! তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দু’বার মৃত্যু দিতে পারেননা। যে মৃত্যু তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাঁর উপর

এসে গেছে।' এরপর তিনি পুনরায় মাসজিদে আগমন করেন এবং দেখেন যে, উমার (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'নীরবতা অবলম্বন করুন।' তাঁকে নীরব করে দিয়ে তিনি জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপাসনা করত সে যেন জেনে নেয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করত সে যেন সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জীবিত আছেন। মৃত্যু তাঁর উপর আপতিত হয়না।' অতঃপর তিনি **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ** *এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।* এ আয়াতটি পাঠ করেন। জনগণের অনুভূতি এই হয় যে, আয়াতটি যেন তখনই অবতীর্ণ হল। তখন তো প্রত্যেকের মুখেই আয়াতটি উচ্চারিত হল এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর এ জগতে নেই। আবূ বাকরের (রাঃ) মুখে এ আয়াতটির পাঠ শ্রবণ করে উমারের (রাঃ) পা দু'টি যেন ভেঙ্গে পড়ল এবং তিনি মাটিতে বসে পড়েন। (ফাতহুল বারী ৭/৭৫১) তাঁরও পূর্ণ বিশ্বাস হল যে, প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার উপর নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ

কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। (*সূরা* ফাতির, ৩৫ ঃ ১১) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ

অথচ তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২) উপরোক্ত আয়াতে কাপুরুষ লোকদেরকে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, বীরত্ব প্রকাশের কারণে বয়স হ্রাস পায়না, আর কাপুরুষতা প্রদর্শন করে জিহাদ হতে সরে থাকার ফলে বয়স বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়না। মৃত্যু তো নির্ধারিত সময়ে আসবে, মানুষ হয় বীরত্বের সাথে জিহাদে যোগদান করুক বা ভীরুতা প্রদর্শন করে জিহাদ হতে সরেই থাকুক। হুজর ইব্‌ন আদী (রাঃ) ধর্মীয় শত্রুদের সম্মুখীন হতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর তীরে উপস্থিত হন। সেনাবাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে যান। সে সময় তিনি **وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً** *(আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়না।)* এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেহই মারা যায়না। এসো, এ টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিক্ষেপ কর।' এ কথা বলেই তিনি টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নিক্ষেপ করেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যেরাও নিজ নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেন। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে শত্রুদের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ এরা তো পাগল, এরা সমুদ্রের তরঙ্গকেও ভয় করেনা। কাজেই চল আমরা পলায়ন করি। অতএব তারা সবাই পালিয়ে যায়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫৮৪) এর পরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا যার কাজ শুধু মাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশেই সাধিত হয়ে থাকে সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ পেয়ে যায় বটে, কিন্তু পরকালে সে একেবারে শূন্য হস্ত হয়ে যায়। আর যার উদ্দেশ্য থাকে পরকাল লাভ সে পরকাল তো পায়ই, এমনকি দুনিয়ায়ও সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْءَاخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২০) অন্যত্র রয়েছে ঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومًا مَّدۡحُورًا. وَمَنۡ أَرَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُم مَّشۡكُورًا

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তারাই প্রশংসনীয় হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৮-১৯) এ জন্যই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি। এরপর আল্লাহ তা'আলা উহুদ যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ইতোপূর্বেও বহু নাবী তাঁদের দলবল নিয়ে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তোমাদের মতই তাদেরকেও বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তাঁরা দৃঢ়চিত্ত, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞই রয়েছিলেন। তাঁরা অলস ও দুর্বল হননি এবং ঐ ধৈর্যের বিনিময়ে তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ভালবাসা ক্রয় করে নিয়েছিলেন।'

رِبِّيُّوْنَ শব্দটির বহু অর্থ এসেছে। যেমন জ্ঞানবান, সৎ, ধর্মভীরু, সাধক, নির্দেশ পালনকারী ইত্যাদি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে একটি বৃহৎ দল-গোষ্ঠি। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৮৭, ৫৮৮) কুরআন কারীম সেই বিপদের সময় তাদের প্রার্থনা বর্ণনা করেছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে তাদের জন্য পারলৌকিক পুরস্কারও বিদ্যমান রয়েছে, আর পরকালের পুরস্কার দুনিয়ার পুরস্কার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। এ সৎ কর্মশীল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা।

১৪৯। হে মু'মিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে, যদি তোমরা তাদের আজ্ঞাবহ হও তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদে ফিরিয়ে নিবে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	١٤٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمۡ عَلَىٰٓ أَعۡقَٰبِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ
১৫০। বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতর সাহায্যকারী।	١٥٠. بَلِ ٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلنَّٰصِرِينَ
১৫১। যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি সত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে সেই বিষয়ে অংশী স্থাপন করেছে যদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং জাহান্নাম তাদের অবস্থান স্থল এবং ওটা অত্যাচারীদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান!	١٥١. سَنُلۡقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ بِمَآ أَشۡرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗاۖ وَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُۚ وَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلظَّٰلِمِينَ
১৫২। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দেয়া তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তোমাদের শত্রুদের বিনাশ করছিলে তোমরা সাহসহারা	١٥٢. وَلَقَدۡ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥٓ إِذۡ تَحُسُّونَهُم بِإِذۡنِهِۦۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلۡتُمۡ وَتَنَٰزَعۡتُمۡ فِي

ٱلۡأَمۡرِ وَعَصَيۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنۡيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلۡأَخِرَةَۚ ثُمَّ صَرَفَكُمۡ عَنۡهُمۡ لِيَبۡتَلِيَكُمۡۖ وَلَقَدۡ عَفَا عَنكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ	হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করছিলে ও অবাধ্য হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) তা তোমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব বস্তু কামনা করে এবং কিছু লোক পরকাল পছন্দ করে। অতঃপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য শত্রুদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।
١٥٣. إِذۡ تُصۡعِدُونَ وَلَا تَلۡوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدۡعُوكُمۡ فِيٓ أُخۡرَىٰكُمۡ فَأَثَٰبَكُمۡ غَمَّۢا بِغَمٍّ لِّكَيۡلَا تَحۡزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمۡۗ	১৫৩। আর যখন তোমরা আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং কারও দিকে ফিরেও দেখছিলেনা এবং রাসূল তোমাদেরকে পশ্চাদ হতে আহ্বান করছিল; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করলেন। কিন্তু যা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তোমাদের উপর যা উপনীত হয়নি, তোমরা তজ্জন্য দুঃখ করনা; এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ

অবিশ্বাসী কাফিরদের অনুগত হওয়া যাবেনা এবং উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের কথা মান্য করতে নিষেধ করছেন এবং বলছেন ঃ

إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ যদি তোমরা তাদের কথামত চল তাহলে তোমরা ইহকালে ও পরকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। তাদের চাহিদা তো এই যে, তারা তোমাদেরকে দীন ইসলাম হতে ফিরিয়ে দেয়'। অতঃপর তিনি বলেন ঃ بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ আল্লাহই তোমাদের রক্ষক, তোমাদের সাহায্যকারী। তাঁর সাথেই ভালবাসা স্থাপন কর, তাঁর উপরেই নির্ভর কর। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ঐ বিধর্মী কাফিরদের দুষ্টামির কারণে আমি তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিব। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নাবীকে (আঃ) দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য ভূমিকে মাসজিদ ও উযূর জন্য পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে বিশেষ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু আমার নাবুওয়াতকে সারা জগতের জন্য সাধারণ করা হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) এরপরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ অঙ্গীকার ছিল উহুদের যুদ্ধে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ তাঁর আদেশে তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। প্রথম দিনেই আল্লাহ তা'আলা

তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেন। কিন্তু তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করলে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয়ে গেলে ও তাঁর নির্দেশিত স্থান হতে সরে পড়লে, আর পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করলে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস প্রদর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ তোমরা স্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়েছিলে। গানীমাতের মাল তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিল। শত্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করেছিল।

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ *অতঃপর তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) তা তোমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব বস্তু কামনা করে এবং কিছু লোক পরকাল পছন্দ করে।* কাফিরদের পরাজয় দেখে নাবীর নির্দেশ ভুলে গিয়ে তোমাদের কেহ কেহ দুনিয়া লাভের উদ্দেশে গানীমাতের সম্পদের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এর পরেও আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি জানেন যে, স্পষ্টতঃই তোমরা সংখ্যা ও আসবাবপত্রে খুবই নগণ্য ছিলে।’ ভুল ক্ষমা হওয়াও **عَفَا عَنْكُمْ** এর অন্তর্ভুক্ত। আর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, এভাবে কিছু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শাহাদাত দানের পর তিনি স্বীয় পরীক্ষা উঠিয়ে নেন এবং অবশিষ্টকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বাসী লোকদের প্রতিই অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করে থাকেন।

সহীহ বুখারীতে বারা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ ‘মুশরিকদের সাথে আমাদের উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজদের একটি দলকে একটি পৃথক স্থানে নিযুক্ত করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়েরকে (রাঃ) তাদের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন। তাদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেন ঃ ‘যদি তোমরা আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত দেখতে পাও তবুও এখান হতে সরে যেওনা। আর তারা আমাদের উপর বিজয়ী হলেও তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করনা।’ যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহর ফযলে মুশরিকদের চরণগুলো পিছনে সরে পড়ে। এমনকি নারীরাও তাদের কাপড় গিঁড়া ও নলার উপর উঠিয়ে পর্বতের উপর এদিক ওদিক দৌড়াতে আরম্ভ করে। তখন তীরন্দাজ দলটি ‘গানীমাত’ ‘গানীমাত’ বলতে বলতে নীচে নেমে আসে। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ) তাদেরকে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেননা। এ সুযোগে মুশরিকরা মুসলিমদেরকে পিছন দিক

থেকে আক্রমণ করে। ফলে সত্তরজন মুসলিম শহীদ হন। আবূ সুফিয়ান একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছে কি? আবূ বাকর কি বিদ্যমান আছে? উমার জীবিত আছে কি'? কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে সবাই নীরব থাকেন। তখন তিনি আত্মহারা হয়ে বলতে থাকেন ঃ 'এরা সবাই আমাদের তরবারীর ঘাটে অবতরণ করেছে। এরা জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত।' তখন উমার (রাঃ) অধৈর্য হয়ে বলে উঠেন ঃ 'হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহর ফযলে আমরা সবাই বিদ্যমান রয়েছি এবং তোমাকে ধ্বংসকারী আল্লাহ আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন।' আবূ সুফিয়ান বলল ঃ হে হুবল, তুমি মহান! ইহা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে তার প্রতিউত্তর দিতে বললেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কি বলব? তিনি বললেন ঃ বল, আল্লাহই মহান এবং তিনিই সবার উপরে। আবূ সুফিয়ান বলল ঃ আমাদের উজ্জা রয়েছে এবং তোমাদের উজ্জা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন ঃ আমরা জবাবে কি বলব? তিনি বললেন ঃ বল, আল্লাহই আমাদের রক্ষাকারী, তোমাদের কোন রক্ষক নেই। আবূ সুফিয়ান বলল ঃ বদরের যুদ্ধের বদলা আজ আমরা নিয়ে নিলাম, এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের পর্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হয়েই থাকে। তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তিদেরকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাবে; যদিও আমি আমার লোকদেরকে এটা করতে বলিনি, কিন্তু আমি তাদের এ কাজে অনুতপ্তও নই। (ফাতহুল বারী ৭/৪০৫)

সীরাতে ইব্ন ইসহাকে রয়েছে, যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি স্বয়ং দেখেছি যে, মুশরিকরা মুসলিমদের প্রথম আক্রমণেই পালাতে আরম্ভ করে, এমনকি তাদের নারীরা যেমন হিন্দা প্রভৃতি কাপড় উঁচু করে দ্রুত দৌড়াতে থাকে। কিন্তু এরপরে যখন তীরন্দাজগণ কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করে এবং কাফিরেরা একত্রিত হয়ে পিছন দিক হতে আমাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে ও একজন সশব্দে ঘোষণা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। নচেৎ আমরা তাদের পতাকা বাহক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং তার হাত হতে পতাকা নীচে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু উমরা' বিনতে আলকামা হারেসিয়্যা' নাম্নী এক মহিলা ওটা উঠিয়ে নিয়েছিল এবং কুরাইশরা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল।

আনাস ইব্‌ন মালিকের চাচা আনাস ইব্‌ন নায্‌র (রাঃ) এ পরিস্থিতি দেখে উমার (রাঃ), তালহা (রাঃ) প্রমূখের নিকট আগমন করে বলেন ঃ 'আপনারা সাহস হারিয়েছেন কেন?' তাঁরা বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ তো শহীদ হয়েছেন।' আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'তাহলে আপনারা জীবিত থেকে কি করবেন?' এ কথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতঃপর বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদাত বরণ করেন। ইনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাই অঙ্গীকার করে বলেছিলেন ঃ 'আগামী কোন দিন সুযোগ এলে দেখা যাবে।' এ যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যখন মুসলিমদের মধ্যে পলায়নপরতা প্রকাশ পায় তখন তিনি বলেন ঃ

'হে আল্লাহ! আমি মুসলিমদের এ কাজের জন্য দায়ী নই এবং আমি মুশরিকদের এ কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।' অতঃপর তিনি তরবারী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। পথে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সা'দ (রাঃ) তাকে বলেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি তো উহুদ পাহাড় হতে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' এ কথা বলেই মুশরিকদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর আশিটিরও বেশি যখম ছিল। তাকে চেনার কোন উপায় ছিলনা। অঙ্গুলির গ্রন্থি দেখে চেনা গিয়েছিল।' (ফাতহুল বারী ৭/৪১১, মুসলিম ৩/১৫১২)

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে

এর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

যখন তোমরা শত্রুদর হতে পলায়ন করে পর্বতের উপর আরোহণ করছিলে এবং ভয়ের কারণে কারও দিকে ফিরেও দেখছিলেনা, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে পশ্চাৎ হতে আহ্বান করছিলেন এবং তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলছিলেন, তোমরা পলায়ন করনা, বরং ফিরে এসো। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকদের এ আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে মুসলিমদের পদসমূহ টলটলায়মান হয়ে যায়। তারা মাদীনার পথে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেহ কেহ পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পিছন হতে ডাক দিয়ে বলছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর বান্দাগণ!

তোমরা আমার দিকে এসো।’ এ ঘটনারই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৭/৩০৩)

আনসার ও মুহাজিরগণ রাসূলকে (সাঃ) রক্ষার জন্য বুহ্য সৃষ্টি করেছিলেন

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, কায়েস ইব্‌ন আবী হাযিম (রাঃ) বলেন ঃ আমি দেখতে পেলাম যে, ‘তালহা (রাঃ) তার যে হাতখানা ভালরূপে ব্যবহার করছিলেন তাও অচল হয়ে গিয়েছিল।’ ঐ হাত দিয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আড়াল করে রাখছিলেন। আবূ উসমান ইব্‌ন নাহদী (রহঃ) বলেন, উহুদের যে যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করছিলেন তখন তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) এবং সা’দ (রাঃ) তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন। (বুখারী ৪০৬০, মুসলিম ২৪১৪)

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় তূণ হতে সমস্ত তীর আমার নিকট ছড়িয়ে দেন এবং বলেন ঃ ‘তোমার উপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোন। নাও, নিক্ষেপ করতে থাক।’ তিনি আমাকে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন এবং আমি লক্ষ্য করে করে মুশরিকদেরকে মেরে চলছিলাম। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে-বামে এমন দু’জন লোককে দেখেছিলাম যাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন এবং যাঁদেরকে আমি ওর পূর্বেও কখনও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।’ এ দু’জন ছিলেন জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ)। (বুখারী ৪০৫৪, ৪০৫৫; মুসলিম ২৩০৬) মাক্কায় উবাই ইব্‌ন খালফ শপথ করে বলেছিল, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, ‘সে তো নয় বরং ইনশাআল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করব।’ উহুদের যুদ্ধে সেই দুরাচার আপাদমস্তক লৌহ বর্ম পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হয় এবং বলতে বলতে আসে ঃ ‘যদি মুহাম্মাদ বেঁচে যান তাহলে আমি নিজেকেই ধ্বংস করে দিব’। এদিকে মুসআব ইব্‌ন উমায়ের (রাঃ) ঐ দুরাচারের দিকে অগ্রসর হন। তার সারা দেহ লৌহবর্মে আবৃত ছিল। শুধুমাত্র কপালের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল। তিনি ঐ স্থান লক্ষ্য করে স্বীয় বর্শা দ্বারা সামান্য আঘাত করেন। তা ঠিক লক্ষ্যস্থলেই লেগে যায়। এর ফলে সে

কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া হতে পড়ে যায়। আঘাত প্রাপ্ত স্থান হতে রক্তও বের হয়নি, অথচ তার অবস্থা এই ছিল যে, সে আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তার লোকেরা তাকে উঠিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট নিয়ে যায় এবং সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, বেশি আঘাত তো লাগেনি, তুমি এত কাপুরুষতা প্রদর্শন করছ কেন? অবশেষে সে তাদের বিদ্রূপে বাধ্য হয়ে বলে, 'আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি উবাইকে হত্যা করব।' তোমরা এটা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, আমি অবশ্যই বাঁচবনা। এটা তোমরা মনে করনা যে, এ সামান্য আঁচড়ে কি হতে পারে? যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি সারা আরাববাসীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ হাতের এ সামান্য আঘাত লাগত তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।' এরকম অস্থিরভাবে ছটফট করতে করতে সেই পাপিষ্ঠের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে জাহান্নামে চলে যায়।

فَسُحۡقًا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ১১) এ হাদীসটি মূসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে এবং তিনি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখমণ্ডল আহত হয়, সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং মস্তকের শিরস্ত্রাণ পড়ে যায়। ফাতিমা (রাঃ) রক্ত ধৌত করছিলেন এবং আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ করছিলেন। যখন দেখেন যে, রক্ত কোন কোনক্রমেই বন্ধ হচ্ছেনা তখন ফাতিমা (রাঃ) মাদুর পুড়িয়ে ওর ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ প্রদান করলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক দুঃখ তো পরাজয়ের দুঃখ, যখন এটা প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ না করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে বিজয়ী বেশে মুশরিকদের পর্বতের উপর আরোহণ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন ঃ 'তাদের জন্য এ উচ্চতা বাঞ্ছনীয় ছিলনা।' আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বলেন ঃ 'প্রথম দুঃখ হচ্ছে পরাজয়ের দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহীদ হওয়ার সংবাদ। এ দুঃখ প্রথম দুঃখ অপেক্ষা অধিক ছিল।' অনুরূপভাবে এক

দুঃখ গানীমাত হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ পরাজয়ের দুঃখ। এরূপভাবে এক দুঃখ স্বীয় ভাইদের শহীদ হওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জঘন্য সংবাদের দুঃখ। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ যে গানীমাত ও বিজয় তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল তার জন্য দুঃখ করনা। প্রবল প্রতাপান্বিত ও মহা সম্মানিত আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত আছেন। তোমাদের প্রতি যা আপতিত হয়েছে সেই জন্যও দুঃখ করনা’ এমনটি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ভাবার্থ করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম)

১৫৪। অতঃপর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল, আর একদল নিজেদের জীবনের জন্য চিন্তা করছিল; তারা আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলেছিল ঃ এ বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নেই? তুমি বল ঃ সকল বিষয়ে আল্লাহর অধিকার। তারা নিজেদের অন্ত রে যা গোপন রাখে তা তোমার নিকট প্রকাশ করেনা; তারা বলে ঃ যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার

١٥٤. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ

شَيۡءٌ مَّا قُتِلۡنَا هَٰهُنَاۗ قُل لَّوۡ كُنتُمۡ فِي بُيُوتِكُمۡ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمۡۖ وَلِيَبۡتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمۡ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ	থাকত তাহলে এখানে আমরা নিহত হতামনা। তুমি বল ঃ যদি তোমরা তোমাদের গৃহের মধ্যেও থাকতে তবুও যাদের প্রতি মৃত্যু বিধিবদ্ধ হয়েছে তারা নিশ্চয়ই স্বীয় মৃত্যু স্থানে এসে উপস্থিত হত; তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, আল্লাহ তা পরীক্ষা করে থাকেন; এবং আল্লাহ মনের অন্তর্নিহিত ভাব পরিজ্ঞাত আছেন।
١٥٥. إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ مِنكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ بِبَعۡضِ مَا كَسَبُواْۖ وَلَقَدۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ	১৫৫। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদবর্তী হয়েছিল তার কারণ শাইতান তাদেরকে প্রতারিত করেছিল তাদেরই কোনো পাপের কারণে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

মু'মিনদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং কাফিরদের উপর ভীতির প্রভাব

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর সেই দুঃখ ও চিন্তার সময় যে অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে তন্দ্রাভিভূত করেছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র হাতে রয়েছে এবং শত্রু সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু

অন্তরে এত শান্তি রয়েছে যে, চক্ষু তন্দ্রায় ঢলে পড়েছে যা শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষণ। যেমন সূরা আনফালের মধ্যে বদরের ঘটনায় রয়েছে ঃ

إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১১) আবূ তালহা (রাঃ) বলেন ঃ ‘উহুদের যুদ্ধের দিন আমার চোখে এত বেশি তন্দ্রা এসেছিল যে, আমার হাত হতে তরবারী বারবার পড়ে যাচ্ছিল এবং তুলে নিচ্ছিলাম।’ (ফাতহুল বারী ৭/২২) ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ছাড়াই তার গ্রন্থের ‘যুদ্ধ বিষয়ক বর্ণনায়’ এই হাদীসটি স্থান দিয়েছেন এবং তার তাফসীরে বর্ণনাক্রমসহ এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ((ফাতহুল বারী ৮/৭৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং আল হাকিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘আমি চোখ তুলে দেখি যে, প্রায় সবারই ঐরূপ অবস্থাই ছিল। (তিরমিযী ৮/৩৫৮, নাসাঈ ৬/৩৪৯, হাকিম ২/২৯৭) তবে অবশ্যই একটি দল এরূপও ছিল যাদের অন্তর ছিল কপটতায় পরিপূর্ণ এবং তারা ছিল সদা ভীত–সন্ত্রস্ত। তাদের কু-ধারণা শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং সত্যপন্থী লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। কিন্তু কপট সন্দেহ পোষণকারী এবং টলমলে ঈমানের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের প্রাণ শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তারা সদা হায় হায় করছিল এবং তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের কু-মন্ত্রণা ঢুকে পড়েছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা মরতে চলেছে। মুনাফিকদের অন্তরে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু’মিনগণ আর দুনিয়ায় থাকবেননা। অতএব বাঁচার কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا

না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু’মিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবেনা। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১২) প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা এই হয় যে, যেখানেই তারা সামান্য নিম্নভূমি দেখে, তাদের নৈরাশ্যের ঘনঘটা তাদেরকে ঘিরে নেয়। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ মন্দ হতে মন্দতম অবস্থায়ও আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ভাল ধারণাই রাখেন। মুনাফিকদের মনের ধারণা ছিল এই যে, যদি তাদের কোন অধিকার থাকত

তাহলে তারা সেদিনের মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যেত এবং তারা গোপনে ওটা বলতও বটে।

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ 'ঐ কঠিন ভয়ের সময়েও আমাদেরকে এত ঘুম পেয়ে বসে যে, আমাদের চিবুকগুলি বক্ষের সাথে লেগে যায়। আমি আমার সে অবস্থায়ই মু'আত্তিব ইব্‌ন কুশাইরের নিম্নের উক্তি শুনতে পাই ঃ

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا আমাদের যদি সামান্য কিছু সুযোগ থাকত তাহলে এখানে নিহত হতামনা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৬২০) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বলছেন ঃ

قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

'মৃত্যু তো আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। মৃত্যুর সময় পরিবর্তিত হতে পারেনা। তোমরা যদি বাড়ীতেও অবস্থান করতে, তথাপি এখানে যার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা রয়েছে সে অবশ্যই বাড়ী ছেড়ে এখানে চলে আসত। ফলে আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিখন পূর্ণ হয়ে যেত। وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ এ সময়টি এ জন্যই ছিল যে, যেন আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করে দেন। এ পরীক্ষা দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ হয়ে গেল। যে আল্লাহ তা'আলা অন্তরের গোপন কথা অবগত আছেন তিনি এ সামান্য ঘটনা দ্বারা মুনাফিকদেরকে প্রকাশ করে দিলেন এবং মুসলিমদেরও স্পষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল।

কিছু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন

এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খাঁটি মুসলিমদের পদস্খলনের বর্ণনা দিচ্ছেন যা মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ শাইতানই তাদের এ পদস্খলন ঘটিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের কর্মেরই ফল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যও হতনা এবং তাদের পা'গুলো টলমলও করতনা। وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলার কাজই হচ্ছে ক্ষমা করা। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, উসমান (রাঃ) প্রমুখের ঐ অপরাধকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (রাঃ) একদা আবদুর রাহমান ইব্ন আউফকে (রাঃ) বলেন ঃ 'শেষ পর্যন্ত আপনি আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফানের (রাঃ) উপর এত চটে রয়েছেন কেন?' তিনি তাকে বললেন ঃ 'উসমানকে (রাঃ) তুমি বল, আপনি কি উহুদের যুদ্ধের সময় পলায়ন করেননি? বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেননি এবং উমারের (রাঃ) পন্থা পরিত্যাগ করেননি?'

ওয়ালীদ (রাঃ) গিয়ে উসমানের (রাঃ) নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন উসমান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ (উহুদ যুদ্ধের অপরাধের জন্য) আল্লাহ যাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সে জন্য আর দোষারোপ কেন? বদরের যুদ্ধের সময় আমার সহধর্মিণী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়াহ রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাকে দেখাশুনার কাজে ব্যস্ত থাকি। সে ঐ রোগেই মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে গানীমাতের মালের পূর্ণ অংশ দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, একমাত্র সে ব্যক্তিই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়ে থাকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে আমার উপস্থিত থাকাই সাব্যস্ত হয়েছে। এখন বাকী থাকল উমারের (রাঃ) পন্থা, ওটার ক্ষমতা আমারও নেই এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আউফেরও (রাঃ) নেই। যাও তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দাও। (আহমাদ ১/৬৮)

১৫৬। হে মু'মিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; এবং যখন তাদের ভাইয়েরা পৃথিবীতে কোন অভিযানে বের হয় অথবা যুদ্ধে নিহত হয় তখন তারা বলে ঃ যদি ওরা আমাদের নিকট থাকত তাহলে মৃত্যুমুখে পতিত হতনা অথবা নিহত হতনা; আল্লাহ এরূপে তাদের অন্তরে দুঃখ ও অনুতাপ সঞ্চার করেন,

١٥٦. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي

আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন এবং তোমরা যা করছ তৎপ্রতি আল্লাহ লক্ষ্যকারী।	قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
১৫৭। আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তাহলে আল্লাহর নিকট হতেই ক্ষমা রয়েছে এবং তারা যা সঞ্চয় করেছে তদপেক্ষা তাঁর করুণা শ্রেষ্ঠতর।	١٥٧. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
১৫৮। আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকে একত্রিত করা হবে।	١٥٨. وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

কাফিরদের অনুসরণে অনুমান ও মিথ্যা বিশ্বাস থেকে সাবধান থাকা

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের ন্যায় অসৎ ও জঘন্য বিশ্বাস রাখতে নিষেধ করছেন। কাফিরেরা মনে করত যে, তাদের বন্ধু-বান্ধব যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমণ না করত বা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হত তাহলে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতনা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِـــي وَيُمِيتُ এ বাজে ও ভিত্তিহীন ধারণা তাদের দুঃখ ও অনুশোচনা আরও বৃদ্ধি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারেই মানুষ মারা যায় এবং তাঁর চাহিদা হিসাবেই তারা জীবন লাভ করে। তবে তাঁর ইচ্ছাক্রমে সমস্ত কাজ চালু করা তাঁরই অধিকার। তিনি ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন তা টলাবার নয়। তাঁর জ্ঞান হতে ও দৃষ্টি হতে কোন কিছু বাইরে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীবের প্রত্যেক কাজ

তিনি খুব ভাল করেই জানেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে, 'আল্লাহর পথে নিহত হওয়া বা শহীদ হওয়া তাঁর ক্ষমা ও করুণা লাভেরই মাধ্যম এবং এটা নিশ্চিতরূপে দুনিয়া ও ওর সমুদয় জিনিস হতে উত্তম। কেননা এটা ক্ষণস্থায়ী এবং ওটা চিরস্থায়ী। এরপরে বলা হচ্ছে যে, মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদই হোক, যেভাবেই ইহজগত হতে বিদায় গ্রহণ করুক না কেন আল্লাহর নিকটই সকলে একত্রিত হবে। অতঃপর তারা সেখানে তাদের কৃতকর্মের ফল স্বচক্ষে দর্শন করবে–কাজ ভালই হোক আর মন্দই হোক।

১৫৯। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অতঃপর তুমি যখন সংকল্প কর তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন।	١٥٩. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ
১৬০। যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবেনা; এবং যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে যে	١٦٠. إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ

তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে থাকে।	وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ
১৬১। আর কোন নাবীর পক্ষে কোন বিষয় গোপন করা শোভনীয় নয়; এবং যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তা উত্থান দিনে আনয়ন করা হবে; অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা নির্যাতিত হবেনা।	١٦١. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
১৬২। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সে কি তার মত হতে পারে, যে আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছে? এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।	١٦٢. أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
১৬৩। আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী।	١٦٣. هُمْ دَرَجَـٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ
১৬৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল	١٦٤. لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

আমাদের নাবীর অন্যান্য গুণের সাথে ছিল দয়া ও ক্ষমা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও মুসলিমদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি স্বীয় নাবীর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর অনুকম্পা না হলে তাঁর নাবীর হৃদয় এত কোমল হতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র যার উপর তিনি প্রেরিত হয়েছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ উমামা বাহেলীর (রাঃ) হাত ধরে বলেন, 'হে আবূ উমামা! কতক মু'মিন এমন আছে যাদের জন্য আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়'। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ তুমি যদি কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় বিশিষ্ট হতে তাহলে মানুষ তোমার চতুস্পার্শ্ব হতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং তোমাকে পরিত্যাগ করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা

তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেছেন। আর এজন্য তাদের দিক হতে তোমাকেও প্রেম এবং নম্রতা দান করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী দেখেছি যে, তিনি কর্কশভাষী, কঠিন হৃদয়, বাজারে গোলমালকারী এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণকারী ছিলেননা। বরং তিনি ছিলেন ক্ষমাকারী। (ফাতহুল বারী ৮/৪৪৯)

সকলের সাথে পরামর্শ করা এবং তা মেনে চলা উচিত

উপরোক্ত আয়াতে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকল কাজে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর। এ কারণেই সাহাবীগণকে তৃপ্তি দানের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল কাজে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং ওটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি তাঁদের নিকট পরামর্শ নেন। তখনি তাঁর সহচরবৃন্দ বলেছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ারও নির্দেশ প্রদান করেন তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই কুণ্ঠিত হবনা। আর যদি আপনি আমাদেরকে ‘বারকুল গামাদ’ পর্যন্ত নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন তাহলেও আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে গমন করব। আমরা মূসার (আঃ) সহচরদের ন্যায় ‘তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকছি’ এরূপ কথা কখনও মুখে আনবনা। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করব। এরূপভাবে অবতরণস্থল কোথায় হবে তিনি তারও পরামর্শ গ্রহণ করেন। মুনযির ইব্ন আমর (রাঃ) পরামর্শ দেন যে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের মুকাবিলা করতে হবে।

অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ নেন যে, মাদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে, নাকি বাইরে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে? অধিকাংশ লোক মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মত প্রকাশ করেন। অতএব তিনি তাই করেন। পরিখার যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, মাদীনার উৎপাদিত ফলের এক

তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গীকারে বিরুদ্ধ দলের সাথে সন্ধি করা হবে কি? সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইব্ন মুআজ (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং তিনিও এ পরামর্শ গ্রহণ করেন ও সন্ধি করা থেকে বিরত থাকেন। অনুরূপভাবে হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরামর্শ নেন যে, মুশরিকদেরকে আক্রমণ করা হবে কি? তখন আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। উমরাহ পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য'। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও স্বীকার করে নেন। এ রকমই যখন মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) উপর অপবাদ দেয় তখন তিনি বলেন ঃ

'হে মুসলিম ভাইসব! যেসব লোক আমার স্ত্রীর দুর্নাম করছে তাদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তো আমার স্ত্রীর কোন দোষ নেই। আর যে লোকটির সাথে অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহর শপথ! সেও তো আমার মতে ভাল লোকই বটে।' আয়িশাকে (রাঃ) পৃথক করণের ব্যাপারে তিনি আলী ও উসামার (রাঃ) পরামর্শ গ্রহণ করেন। মোট কথা, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাজে এবং অন্যান্য কাজেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সুনান ইব্ন মাজাহয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের ঘোষণাও বর্ণিত আছে ঃ

'যার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যায় সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' (আবূ দাঊদ ৫/৩৪৫, তিরমিযী ৮/১০৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করার পর বলেছেন যে, এটি হাসান।

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ যখন তোমরা কোন কাজের পরামর্শ গ্রহণের পর ওটা সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেল তখন মহান আল্লাহর উপর নির্ভর কর, আল্লাহ তা'আলা নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।' অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতের ঘোষণা ঠিক এ রূপই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১২৬) তারপরে বলা হচ্ছে যে, মু'মিনদের শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করা উচিত।

গাণীমাতের মালের অনুপযুক্ত ব্যবহার নাবীর পক্ষে সম্ভব নয়

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ আত্মসাৎ করা নাবীর জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বদর যুদ্ধে যে গানীমাতের মাল পাওয়া গিয়েছিল, তন্মধ্য হতে একটি লাল রংয়ের চাদর হারিয়ে যায়। তখন লোকেরা বলাবলি করে যে, সম্ভবতঃ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই নিয়েছেন। তখনই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৭/৩৪৮, আবূ দাঊদ ৪/২৮০, তিরমিযী ৮/৩৫৯) তারা হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রাসূলগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কোন প্রকারের বিশ্বাসঘাকতা ও আত্মসাৎ করণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সেটা মাল বন্টনই হোক অথবা আমানাত আদায় করার ব্যাপারেই হোক। 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব এরূপ নয় যে, তাঁর নিকটতম সহচরগণ তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।'

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর যমীন অথবা বাড়ী অন্যায়ভাবে দখল করে নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়। যদি এক হাত মাটিও অন্যায়ভাবে নিজের দখলে নিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সাতটি যমীনের স্তর তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।' (আহমাদ ৪/১৪০) মুসনাদ আহমাদে অন্যত্র রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয্‌দ গোত্রের একজন লোককে শাসনকর্তা করে পাঠান। লোকটিকে ইব্‌ন লাতবিয়্যাহ বলা হত। সে যাকাত আদায় করে এসে বলে, 'এগুলো আপনাদের এবং এটা আমার যা তারা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

'ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, যখন আমি তাদেরকে কোন কাজে প্রেরণ করি তখন এসে বলে ঃ 'এটা আপনাদের এবং এটা আমার উপঢৌকন?' তারা কেন তাদের মা-বাবার বাড়ীতে বসে থাকছেনা এবং দেখুক যে, তাদেরকে কেহ

উপঢৌকন পাঠায় কি না। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে সেই সত্তার শপথ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ ওর মধ্য হতে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামাতের দিন সে ওটা স্কন্ধে বহন করে আগমন করবে। উট হলে চীৎকার করবে, গরু হলে হাম্বা রব করবে এবং ছাগল হলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ করবে।' অতঃপর তিনি স্বীয় হস্ত দ্বয় এত উঁচু করেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ চোখে পড়ে যায় এবং তিনবার বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?' হিসাম ইব্ন উরওয়াহ (রহঃ) এর সাথে আরও যোগ করেন যে, আবূ হুমাইদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার নিজ চোখে তাকে দেখেছি, আমি আমার নিজ কানে তাকে বলতে শুনেছি এবং যায়িদ ইব্ন সাবিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছি। (আহমাদ ৫/৪২৩, বুখারী ২৫৯৭, ৭১৭৪; মুসলিম ১৮৩২)

জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে, মুআয্ ইব্ন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন। আমি সেখানে গমন করার প্রস্তুতি নিলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি আমাকে বলেন ঃ

'আমি শুধুমাত্র এ কথা বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আমার অনুমতি ছাড়া যেটা গ্রহণ করবে তা আত্মসাৎ এবং প্রত্যেক আত্মসাৎকারী তার আত্মসাৎকৃত জিনিস নিয়ে কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে। এ টুকুই আমার বলার ছিল। যাও, নিজ কাজে নিয়োজিত হও।' (তিরমিযী ৪/৫৬৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবীগণের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাৎ করণের বর্ণনা দেন এবং ওর বড় বড় পাপ ও শাস্তির কথা বর্ণনা করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি ইহা চাইনা যে, তোমাদের কেহ কিয়ামাত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হবে যে, সে তার কাঁধে উট বহন করে উঠবে যে, বিকট শব্দ করতে থাকবে আর ঐ লোক বলতে থাকবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের কেহকে এমন অবস্থায় কিয়ামাত দিবসে উত্থিত হতে দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ে ঘোড়া বহন করে উত্থিত হবে এবং ঐ ঘোড়াটি হ্রেষা রব করতে থাকবে এবং ঐ লোকটি বলতে থাকবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ

তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, কিয়ামাত দিবসে তোমাদের কেহ এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার কাপড় বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকবে, আর ঐ লোক বলবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, তোমাদের কেহ কিয়ামাত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হোক যে, তার ঘাড়ে সোনা এবং রূপা বহন করবে। ঐ লোকটি বলবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। (আহমাদ ২/৪২৬, ফাতহুল বারী ৬/২১৪, মুসলিম ৩/১৪১৬)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ খাইবারের যুদ্ধের দিন কয়েকজন সাহাবী এসে বলেন ঃ অমুক শহীদ হয়েছেন, অমুক শহীদ হয়েছেন। একটি লোক সম্বন্ধে এ কথা বলা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘কখনই নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। কেননা সে গানীমাতের মাল হতে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছিল।’ অতঃপর তিনি বলেন ঃ ‘হে উমার ইব্ন খাত্তাব! আপনি যান এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দিন যে, শুধুমাত্র ঈমানদারগণই জান্নাতে যাবে।’ উমার (রাঃ) বলেন, সুতরাং আমি গিয়ে এটা ঘোষণা করে দেই।’ (আহমাদ ১/৩০, মুসলিম ১১৪, তিরমিযী ১৫৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ঈমান এবং বেঈমান সমান নয়

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ যারা আল্লাহর শারীয়াতের উপর চলে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁরা সাওয়াবের অধিকারী হয় এবং তাঁরা শাস্তি হতে পরিত্রাণ পায়। আর যারা তাঁর ক্রোধে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় এ দু'দল কি কখনও সমান হতে পারে? কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গা রয়েছে ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৯) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَفَمَن وَعَدْنَـٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَـٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَـٰهُ مَتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬১) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّٰه *(আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে)* হাসান বাসরী (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে উত্তম অথবা খারাপ উভয় আমলকারীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬৪৬, তাবারী ৭/৩৬৭) আবূ উবাইদাহ (রাঃ) এবং আল কিসাই (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যেমন বিভিন্ন মর্যাদার আবাসস্থল রয়েছে তেমনি জাহান্নামীদের জন্যও রয়েছে শাস্তির বিভিন্ন মাত্রা ও আবাস। যেমন অন্য জায়গায় রয়ছে ঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَـٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟

আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ 'আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩২) তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ واللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা কার্যাবলী দেখছেন এবং অতি সত্বরই তিনি সকলকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন; না সাওয়াব নষ্ট হবে, আর না পাপ বৃদ্ধি পাবে বরং আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে আমাদেরকে বিরাট অনুগ্রহ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ মু'মিনদের উপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন নাবী পাঠিয়েছেন যেন তারা তাঁর সাথে

কথাবার্তা বলতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, তাঁর সাথে উঠতে বসতে পারে এবং পূর্ণভাবে উপকার গ্রহণ করতে পারে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ

বল ঃ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই রাসূল আসেনি? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৩০) মোট কথা, এটা পূর্ণ অনুগ্রহ যে, সৃষ্টজীবের নিকট তাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠানো হয়েছে যেন তারা তাঁদের সঙ্গে উঠা বসা করে বার বার প্রশ্নোত্তর করে ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্য হতে শির্ক ও অজ্ঞতার অপবিত্রতা দূর করে তাদেরকে নির্মল ও পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মানুষ স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে প্রকাশ্য অন্যায় ও পূর্ণ অজ্ঞতা বিরাজমান ছিল।

১৬৫। হ্যাঁ, যখন তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হল,	١٦٥. أَوَلَمَّآ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ

বস্তুতঃ তোমরাও তাদের প্রতি তদনুরূপ দু'বার বিপদ উপস্থিত করেছিলে, তোমরা বলেছিলে ঃ এটা কোথা হতে হল? তুমি বল ঃ ওটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।	قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَـٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
১৬৬। এই দুই দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহরই ইচ্ছাক্রমে; এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করেন।	١٦٦. وَمَآ أَصَـٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১৬৭। আর তদ্দ্বারা তিনি মুনাফিকদেরকে পরিচিত করেন; এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ এসো, আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর অথবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর; তারা বলেছিল ঃ যদি আমরা জানতাম যে, লড়াই হবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম। তারা সেদিন বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল; তাদের অন্তরে যা নেই তা'ই তারা মুখে বলে থাকে; তারা যে বিষয় গোপন করে আল্লাহ	١٦٧. وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَـٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَـٰنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ

তা পরিজ্ঞাত আছেন।	بِمَا يَكۡتُمُونَ
১৬৮। ওরা তারা, যারা গৃহে বসে স্বীয় নিহত ভাইদের সম্বন্ধে বলে ঃ যদি তারা আমাদের কথা মান্য করত তাহলে নিহত হতনা; তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।	١٦٨. ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلۡ فَٱدۡرَءُواْ عَنۡ أَنفُسِكُمُ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের নিগুড়তা

এখানে যে বিপদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধের বিপদ। এ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। কিন্তু মুসলিমগণ এর দ্বিগুণ বিপদ কাফিরদেরকে পৌঁছিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হয়েছিল এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল। মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করেন যে, এ বিপদ কি করে এলো? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন, هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ এ বিপদ তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতেই এসেছে। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ মুক্তিপণ নিয়ে যেসব কাফিরকে মুক্তি দিয়েছিলেন তারই শাস্তি স্বরূপ উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করা হয়, তাদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর মাথার শিরোস্ত্রান ভেঙ্গে মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়। উক্ত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহর অবাধ্য হয়েছিলে বলেই তোমাদেরকে এ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজগণকে তাদের স্থান হতে সরে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ঐ নিষেধ সত্ত্বেও তারা উক্ত স্থান হতে সরে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর সক্ষম। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা করেন তা'ই নির্দেশ দেন। কেহ তাঁর নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা। দু'টি দলের

মুখোমুখী হওয়ার দিন (হে মু'মিনগণ!) তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল, যেমন তোমরা শত্রুদের মোকাবিলা করতে গিয়ে পলায়ন করেছিলে, তোমাদের কতক লোক শহীদ হয়েছিল এবং কিছু আহতও হয়েছিল, এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে অটল ও দৃঢ় ঈমানের লোক এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করা হয়। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল এবং তার সঙ্গীরা যারা রাস্তা হতে ফিরে এসেছিল। কিছু মুসলিম তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা কমপক্ষে ঐ আক্রমণকারীদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাসান ইব্‌ন সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে দু'আ করার মাধ্যমে সাহায্য কর। যা হোক, তারা কৌশল অবলম্বন করে বলে, 'আমরা যুদ্ধবিদ্যায় মোটেই পারদর্শী নই। আমরা যুদ্ধবিদ্যা জানলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' ওরা যদি কমপক্ষে মুসলিমদের সঙ্গেও থাকত তাহলেও কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা যেত। কেননা এর ফলে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি দেখানো হত বা তারা দু'আ করত, কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ করত। তাদের উপরের কথার ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'আমরা যদি জানতে পারতাম যে, সত্যি সত্যিই তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করতাম। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধ হবেইনা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ সেই দিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের বেশি নিকটবর্তী ছিল। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। কখনও সে কুফরীর নিকটবর্তী হয় এবং কখনও ঈমানের নিকটবর্তী। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরে যা নেই তা তারা মুখে বলে থাকে। যেমন তারা বলে ঃ **لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ** আমরা যদি যুদ্ধ হওয়ার কথা জানতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম। অথচ তারা নিশ্চিতরূপে জানত যে, মুশরিকরা মুসলিমদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কেননা ইতোপূর্বে বদরের যুদ্ধে তাদের বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছিল। কাজেই তারা এখন দুর্বল মু'মিনদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাবে। সুতরাং এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ তাদের অন্তরের গোপনীয় কথা আমি খুব ভালভাবেই জানি। الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا এ লোকগুলো ওরাই যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, যদি এরা আমাদের পরামর্শ মত কাজ করত এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত তাহলে কখনও নিহত হতনা। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমাদের এ কথা সঠিক হয় যে, মানুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত না হলে মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যাবে তাহলে তো তোমাদের না মরাই উচিত, কেননা তোমরা তো বাড়ীতেই বসে রয়েছ। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, একদিন তোমরাও মৃত্যুবরণ করবে, যদিও সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাদেরকে তখনই সত্যবাদী মনে করতে পারি যখন তোমরা নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারবে।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৭/৩৮৩)

১৬৯। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রাব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত।	١٦٩. وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
১৭০। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং তাদের ভাইয়েরা যারা এখনো তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা	١٧٠. فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

বাংলা	আরবি
দুঃখিত হবেনা।	يَحۡزَنُونَ
১৭১। তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নি'আমাত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয়; আর এ জন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেননা।	١٧١. يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
১৭২। যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান।	١٧٢. ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ مِنۡهُمۡ وَٱتَّقَوۡاْ أَجۡرٌ عَظِيمٌ
১৭৩। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সব লোক সমবেত হয়েছে; অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল ঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক।	١٧٣. ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ
১৭৪। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তীত	١٧٤. فَٱنقَلَبُواْ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ

وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ	**হয়েছিল, তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল; আর আল্লাহর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক।**
١٧٥. إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	**১৭৫। নিশ্চয়ই শাইতান শুধুমাত্র তার অলী হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তাদেরকে ভয় করনা; এবং আমাকেই ভয় কর।**

শহীদগণের মর্যাদা

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও তাদের আত্মা জীবিত থাকে এবং আহার্য প্রাপ্ত হয়। সহীহ মুসলিমে রয়েছে, মাসরূক (রহঃ) বলেন, ‘আমরা আবদুল্লাহকে (রাঃ) এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

‘তাদের আত্মাসমূহ সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। তাদের জন্য আরশে লটকান প্রদীপসমূহ রয়েছে। সারা জান্নাতের মধ্যে তারা যে কোন জায়গায় বিচরণ করে এবং ঐ প্রদীপসমূহে আরাম লাভ করে থাকে। তাদের রাব্ব তাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ ‘তোমরা কিছু চাও কি?’ তারা বলে ঃ ‘হে আল্লাহ! আমরা আর কি চাব? জান্নাতের সর্বত্র আমরা ইচ্ছা মত চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। এরপরে আমরা আর কি চাইতে পারি?’ আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন এবং তারা ঐ এক উত্তরই দেয়। তৃতীয় বার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঐ একই প্রশ্ন করেন। তারা যখন বুঝতে পারেন

যে, আল্লাহ প্রশ্ন করতেই থাকবেন। তাই তারা বলে, ‘হে আমাদের রাব্ব! আমরা চাই যে, আমাদের আত্মাগুলি আপনি আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিন। আমরা আবার দুনিয়ায় গিয়ে আপনার পথে যুদ্ধ করব এবং শহীদ হব’। তখন জানা হয়ে যায় যে, তাদের আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। তখন এ প্রশ্ন করা হতে আল্লাহ তা‘আলা বিরত থাকেন। (মুসলিম ৩/১৫০২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যারা মারা যায় এবং আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করে তারা কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসা পছন্দ করেনা। কিন্তু শহীদগণ এ আকাংখা করে যে, তাদেরকে যেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা আবার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারে। কেননা তারা স্বচক্ষে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে’। (আহমাদ ৩/১২৬, মুসলিম ১৮৭৭)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমাদের ভাইদেরকে যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের আত্মাগুলিকে সবুজ পাখিসমূহের দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফল আহার করে, জান্নাতী নদীর পানি পান করে এবং আরশের ছায়ার নীচে লটকানো প্রদীপের মধ্যে আরাম ও শান্তি লাভ করে। যখন পানাহারের এরূপ উত্তম জিনিস তারা প্রাপ্ত হয় তখন বলতে থাকে, ‘আমাদের জগতবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের উত্তম সুখভোগের সংবাদ পেত তাহলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতনা এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করতনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা নিশ্চিত থাক। আমি জগতবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছে দিব।’ তাই আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/২৬৫) কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইবন আনাস (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়া শহীদগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ৭/৩৮৯, ৩৯০)

আবূ বাকর ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে বলেন ঃ ‘হে যাবির! তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে চিন্তিত দেখছি?’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর উপর অনেক ঋণের বোঝা রয়েছে। তা ছাড়া আমার বহু ছোট ভাই-বোনও রয়েছে। তিনি বললেন ঃ

'জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা যার সঙ্গে কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকেই বলেছেন। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে তিনি মুখোমুখী হয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বলেছেন ঃ 'তুমি আমার নিকট চাও। যা চাইবে তা'ই আমি তোমাকে দিব।' তোমার বাবা বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যেন আমি আপনার পথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে আসতে পারি।' মহা সম্মানিত আল্লাহ তখন বলেছেন, 'এ কথা তো আমি পূর্ব হতেই নির্ধারিত করে রেখেছি যে, কেহই এখান হতে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাবেনা।' তখন তোমার পিতা বলেন, 'হে আমার প্রভু! আমার পরবর্তীদেরকে তাহলে আপনি এ মর্যাদার সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (বাইহাকী ৩/২৯৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'শহীদগণ জান্নাতের দরজার কাছে নদীর ধারে সবুজ তাবুর মধ্যে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের নিকট জান্নাতী খাবার পৌঁছে যায়।' (আহমাদ ১/২৬৬, তাবারী ৭/৩৮৭) এ হাদীসটির বর্ণনা ধারা উত্তম। হাদীসটির বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শহীদদের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। তাদের কেহ জান্নাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন এবং কেহ কেহ জান্নাতের দরজার কাছে প্রবাহিত নদীর কাছে অবস্থান করবেন। আবার এও হতে পারে যে, সমস্ত শহীদগণের আত্মা বা রূহ জান্নাতের ঐ নদীর কাছে একত্রিত করা হয় এবং রাত্রি-দিন তাদেরকে খাদ্য প্রদান করা হয়। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) 'মু'মিনদের জন্য সুখবর' অধ্যায়ে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের আত্মাসমূহ জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে এবং জান্নাতের ফল থেকে আহার করবে। জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতে যে, নি'আমাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন তা দেখে আনন্দিত ও উৎফুল্লিত হবে। এ হাদীসটি সর্বজন স্বীকৃত এবং চার ইমামগণের তিন ইমাম একে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফীঈ (রহঃ) থেকে, তিনি মালিক ইব্ন আনাস আল আশবুহি (রহঃ) থেকে, তিনি যুহরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন বান্দাদের আত্মাসমূহকে পাখি করে জান্নাতে গাছের শাখায় খাদ্য প্রদান করা হয়, যতদিন না কিয়ামাত দিবসে ফাইসালা করার জন্য তাদের রূহসমূহকে তাদের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৪৫৫)

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, মু'মিন বান্দাদের আত্মা পাখির আকারে জান্নাতে অবস্থান করছে। আর শহীদদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির আকারে জান্নাতে রয়েছে, যাদেরকে অন্য আত্মার সাথে তুলনা করা যেতে পারে উজ্জ্বল তারকার সাথে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ এ শহীদগণ যেসব সুখ ও শান্তির মধ্যে রয়েছে তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং তাদের নিকট এটাও খুশির বিষয় যে, তাদের বন্ধু যারা তাদের পরে আল্লাহর পথে শহীদ হবে ও তাদের নিকট আগমন করবে, আগামীর জন্য তাদের কোন ভয় থাকবেনা এবং তারা যা দুনিয়ায় ছেড়ে এসেছে তজ্জন্যে তাদের কোন দুঃখ হবেনা।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকেও জান্নাত দান করুন! সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বীরে মাউ'নার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন সত্তর জন সাহাবী। তারা সবাই একই দিন সকালে কাফিরদের তরবারীর আঘাতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তাদের হত্যাকারীদের জন্য এক মাস পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতে 'কুনুতে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ দু'আ করেন এবং তাদেরকে অভিশাপ দেন। আনাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের ব্যাপারেই কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, 'আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' (ফাতহুল বারী ৭/৪৪৫, মুসলিম ১/৪৬৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ তারা আল্লাহর নি'আমাত ও অনুগ্রহ লাভ করার দরুন আনন্দিত হয়, আর এ জন্যও আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেননা।' আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি (৩ ঃ ১৭১) সমস্ত মু'মিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য, শহীদ হোক আর নাই হোক। এরূপ খুব কম স্থানই রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীগণের মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পর মু'মিনদের প্রতিদানের বর্ণনা না করেন।

হামরাউল আসাদ বা বী'রে আবূ উআইনার যুদ্ধ

অতঃপর ঐ খাঁটি মু'মিনদের প্রশংসামূলক বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা 'হামরা-ই আসাদের' যুদ্ধে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বিপদাপন্ন করেছিল, অতঃপর তারা বাড়ীর দিকে প্রস্থান করেছিল। কিন্তু পরে তাদের ধারণা হয় যে, সুযোগ খুব ভাল ছিল। মুসলিমরা পরাজিত হয়েছিল এবং আহতও হয়েছিল, আর তাদের বড় বড় বীর পুরুষেরা শহীদও হয়েছিল। কাজেই তাদের মতে তারা একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করলেই ফাইসালা হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ মনোভাবের কথা জানতে পেরে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে বলেন ঃ 'তোমরা আমার সাথে চল। আমরা মুশরিকদের পিছনে ধাওয়া করব যেন তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং তারা যেন জেনে নেয় যে, মুসলিমরাও শক্তিহীন হয়নি। তিনি শুধু তাদেরকেই সাথে নিয়েছিলেন যারা উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাড়া তিনি শুধু যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়েছিলেন। ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন।

ইকরিমাহ (রাঃ) বলেন যে, যখন মুশরিকরা উহুদ হতে প্রত্যাবর্তন করে তখন পথে তারা চিন্তা করে পরস্পর বলাবলি করে, 'না তোমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করলে, না মুসলিমদের স্ত্রীদেরকে বন্দী করলে। দুঃখের বিষয় তোমরা কিছুই করনি। চল, ফিরে যাই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তারা সব প্রস্তুত হয়ে যান এবং মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। অবশেষে তারা হামরাউল আসাদ বা 'বী'রে আবি উয়াইনা' পর্যন্ত পৌঁছেন। মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং 'আচ্ছা, আগামী বছর দেখা যাবে' এ কথা বলে তারা মাক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মাদীনায় ফিরে আসেন। এটাকেও একটি পৃথক যুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ *যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও*

রাসূলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান। এ পবিত্র আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে। (নাসাঈ ১১০৮৩)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) উরওয়াহকে (রহঃ) বলেন, 'হে ভাগ্নে! তোমার পিতাগণ ঐ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে এ আয়াতটি (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭২) অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ যুবায়ের (রাঃ) ও সিদ্দীক (রাঃ)। উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মুশরিকরা সামনে অগ্রসর হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণা হয় যে, না জানি এরা পুনরায় ফিরে আসে। তাই তিনি বলেন ঃ 'তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে এরূপ কেহ আছে কি?' এ কথা শোনা মাত্রই সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবূ বাকর (রাঃ) এবং একজন ছিলেন যুবায়ের (রাঃ)। এ বর্ণনাটি একমাত্র ইমাম বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪০৭৭)

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর শত্রুরা মুসলিমদেরকে হতোদ্যম করার জন্য শত্রুদের সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তারা ধৈর্যের পর্বতরূপে সাব্যস্ত হয়েছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তাদের আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাঁরা আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا** এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কালেমাটি ঐ সময় পাঠ করেছিলেন যখন মানুষ তাঁকে ভীরু ও কাপুরুষ কাফির সৈন্যদের হতে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। (ফাতহুল বারী ৮/৭৭)

আবূ বাকর ইবন মিরদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির সৈন্যদের সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'ঐ নির্ভরশীলদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক। যারা অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করত তাদেরকে

আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন। মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই স্বীয় শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং কাফিরেরা স্বীয় ষড়যন্ত্রে অকৃতকার্য হয়। মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা তারা সন্তুষ্টির কাজই করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বড়ই গৌরবময়। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে নি'আমাত ছিল এই যে, তারা নিরাপদে ছিল এবং ফযল ছিল যে, তখন ছিল হাজ্জের মৌসুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণিকদের এক যাত্রীদলের নিকট হতে মাল ক্রয় করেন যাতে বহু লাভ হয় এবং ঐ লভ্যাংশ তিনি স্বীয় সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/৩১৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন **إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ** ঃ সে ছিল শাইতান যে তার বন্ধুদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুমকি দিয়েছিল, তাদেরকে ভয় না করাই তোমাদের কর্তব্য। বরং একমাত্র আমার ভয়ই অন্তরে জাগিয়ে রাখ। কেননা ঈমানদারীর শর্ত এই যে, যখন কেহ ভয় প্রদর্শন করবে বা ধমক দিবে এবং ধর্মীয় কাজে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করবে তখন মুসলিম আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করবে, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই সাহায্যকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৬) শেষে বলেন ঃ

قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

বল ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৮) অন্যস্থান রয়েছে ঃ

فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

সুতরাং তোমরা শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শাইতানের কৌশল দুর্বল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَـٰنِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

তারা শাইতানেরই দল। সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) আর এক স্থানে বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَـٰدُ. يَوۡمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعۡذِرَتُهُمۡۖ وَلَهُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلَهُمۡ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

*'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (*সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১-৫২)

১৭৬। আর যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তুমি তাদের জন্য বিষন্ন হয়োনা; বস্তুতঃ তারা আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা; আল্লাহ তাদের জন্য আখিরাতে কোন কল্যাণ ইচ্ছা করেননা এবং তাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

١٧٦. وَلَا يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَـٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِۚ إِنَّهُمۡ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيۡـًٔاۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجۡعَلَ لَهُمۡ حَظًّا فِي ٱلۡأَخِرَةِۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ

১৭৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করতে পারবেনা এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।	١٧٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَـٰنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيۡـًٔا وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১৭৮। অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবসর প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।	١٧٨. وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمۡلِى لَهُمۡ خَيۡرٌ لِّأَنفُسِهِمۡ‌ۚ إِنَّمَا نُمۡلِى لَهُمۡ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِثۡمًا‌ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِينٌ
১৭৯। সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গায়িবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা, তবে তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস কর। এবং যদি বিশ্বাস কর ও ভাল 'আমল কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে	١٧٩. مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلۡخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ‌ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطۡلِعَكُمۡ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجۡتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ‌ۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ

وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ	**মহা পুরস্কার।**
١٨٠. وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	**১৮০। আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন তদ্বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্য ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে উত্থান দিবসে ওটাই তাদের কণ্ঠ-নিগড় হবে; এবং আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্বত্বাধিকারী এবং যা তোমরা করছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।**

রাসূলকে (সাঃ) শান্তনা প্রদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন বলে কাফিরদের পথভ্রষ্টতা তাঁর নিকট খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল। যেমন তারা কুফরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমন তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁকে এটা হতে বিরত রাখছেন এবং বলছেন, 'এরই মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিপুণতা রয়েছে।

وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ হে নাবী! তাদের কুফরী তোমার বা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এসব লোক তাদের পরকালের অংশ ধ্বংস করছে এবং নিজেদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের

বিরুদ্ধাচরণ হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। সুতরাং তুমি তাদের জন্য দুঃখ করনা।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার নিকট এও নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে যে, যারা ঈমানকে কুফরীর দ্বারা পরিবর্তিত করে তারাও আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনা বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে কাফিরদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছেন এ জন্য তাদের অহংকারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (٥٦) نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরী অবস্থায়ই বের হয়ে যায়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৮৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ এটা মীমাংসিত ব্যাপার যে, কতগুলি পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর

বন্ধু ও শত্রুকে যাচাই-বাছাই ও প্রকাশ করে দিতে চান যাতে ধৈর্যশীল মু'মিন ও পাপী মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জেনে নিচ্ছেন যে, তাদেরকে যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ঈমানের ব্যাপারে কে দৃঢ়, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও স্থির প্রতিজ্ঞ। তিনি আরও জেনে নিতে চান যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কে কতখানি বাধ্য। এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের প্রতি মুনাফিকদের অবজ্ঞা, জিহাদ হতে পশ্চাতপসারণ এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাই বলেন ঃ আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি পবিত্রতা হতে অপবিত্রতা পৃথক না করা পর্যন্ত তারা যার উপর আছে, তদবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে পরিত্যাগ করবেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফিক ও মুসলিমদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। (তাবারী ৭/৪২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, জিহাদ ও হিজরাতের মাধ্যমে আল্লাহ ইহা প্রকাশ করে দিয়েছেন। (তাবারী ৭/৪২৪)

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, **وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ** তোমরা আল্লাহর অদৃশ্যকে জানতে পারনা। তবে তিনি এমন কারণ সৃষ্টি করে থাকেন যার ফলে মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাঁকে চান এ জন্য মনোনীত করে থাকেন। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন। (সূরা জিন,৭২ ঃ ২৬-২৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ তোমরা আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অর্থাৎ তাঁদের আনুগত্য স্বীকার কর, শারীয়াতের অনুসারী হও এবং জেনে রেখ যে, ঈমান ও আল্লাহভীরুতার ব্যাপারে তোমাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।

কৃপণতার ব্যাপারে নাসীহাত

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ কৃপণ ব্যক্তি যেন তার ধন-সম্পদকে তার জন্য মঙ্গল মনে না করে, বরং ওটা তার জন্য চরম ক্ষতিকর। ধর্মের ব্যাপারে তো ক্ষতিকর বটেই, এমন কি কোন কোন সময় দুনিয়ায়ও ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ এর পরিণাম এই যে, ঐ কৃপণের সম্পদ কিয়ামাতের দিন তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেন এবং সে যদি ঐ সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদ কিয়ামাতের দিন টেকো মাথা বিশিষ্ট এবং চোখের উপর দু'টি কালো চিহ্নযুক্ত বিষাক্ত পুরুষ সাপ হয়ে গলাবন্ধের ন্যায় তার গলায় জড়িয়ে যাবে। অতঃপর তার গালে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, 'আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভাণ্ডার।' এরপর তিনি এ আয়াতটি (৩ ঃ ১৮০) পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনাকারীদের ক্রমিক ধারার মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৫/১০৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে তার সম্পদের উপর প্রদেয় যাকাত সঠিকভাবে আদায় করেনা (কিয়ামাত দিবসে) ঐ সম্পদ টাক মাথাওয়ালা বিষাক্ত পুরুষ সাপে পরিণত হয়ে তার পিছু ধাওয়া করবে। ঐ লোকটি ঐ সাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য দৌড়াতে থাকবে, সাপটিও তার পিছু ধাওয়া করবে এবং বলতে থাকবে ঃ আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) পাঠ করেন, তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করছে কিয়ামাত দিবসে ওটাই হবে তাদের কণ্ঠ নিগড়। (আহমাদ ১/৩৭৭, তিরমিযী ৮/৩৯৩, নাসাঈ ৬/৩১৭, ইব্ন মাজাহ ২/৫৬৮)। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلِلّه مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ আল্লাহই হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী। তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা হতে তাঁর নামে কিছু খরচ কর। সমস্ত কিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমরা দান করতে থাক, যেন কিয়ামাতের দিন তা কাজে লাগে এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের কথা এবং সমস্ত কাজের আল্লাহ তা‘আলা পূর্ণ খবর রাখেন।’

১৮১। অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও তারা ধনবান; তারা যা বলছে এবং তাদের অন্যায়ভাবে নাবীগণকে হত্যা করা আমি লিপিবদ্ধ করব; এবং তাদেরকে বলব ঃ তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।	١٨١. لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ
১৮২। এটা তা’ই যা তোমাদের হস্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী নন তাদের প্রতি, যারা তাঁকে সেবা করে।	١٨٢. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
১৮৩। যারা বলে থাকে, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের জন্য অঙ্গীকার করেছেন - অগ্নি যা গ্রাস করে, আমাদের জন্য এমন কুরবানী আনয়ন না করা পর্যন্ত আমরা যেন কোন নাবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি; তুমি বল ঃ নিশ্চয়ই আমার পূর্বে সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী	١٨٣. ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن

এবং তোমরা যা বল তৎসহ রাসূলগণ আগমন করেছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে?	قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
১৮৪। অতঃপর যদি তারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা হয়েছিল, যারা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আগমন করেছিল।	١٨٤. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ

মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর সতর্ক বাণী

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিতে পারে এমন কে আছে? এবং তিনি তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ করে প্রদান করবেন' এ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন ইয়াহুদীরা বলতে আরম্ভ করে, 'হে নাবী! আপনার প্রভু কি দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এবং এ জন্যই কি তিনি স্বীয় বান্দাদের নিকট কর্জ যাঞ্চা করছেন?' তখন لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء *(অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও তারা ধনবান)* এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা ইয়াহুদীদের বিদ্যালয়ে গমন করেন। ফানহাস নামে সেখানে একজন বড় শিক্ষক ছিল এবং তার অধীনে আশী' নামক একজন বড় আলেম ছিল। সেখানে জন-সমাবেশ ছিল। তিনি তাদের ধর্মীয় আলোচনা শুনছিলেন। তিনি ফানহাসকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে ফানহাস! আল্লাহকে ভয় করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

কর। তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট হতে সত্য এনেছেন। তাঁর গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত আছে যা তোমাদের হাতেই বিদ্যমান রয়েছে।’ ফানহাস তখন উত্তরে বলে, ‘হে আবূ বাকর (রাঃ) শুনুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী নই। আমরা তাঁর নিকট ঐরূপ কাকুতি মিনতি করিনা যেমন তিনি আমাদের নিকট কাকুতি মিনতি করেন। আমরা তাঁর নিকট মোটেই মুখাপেক্ষী নই। কারণ আমরা ধনবান। তিনি যদি ধনী হতেন তাহলে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেননা, যেমন আপনাদের নাবী বলছেন। আল্লাহতো আমাদেরকে সুদ হতে বিরত রাখতে চাচ্ছেন, অথচ নিজেই সুদ দিতে চাচ্ছেন। তিনি যদি ধনী হতেন তাহলে আমাদেরকে সুদ দিতে চাবেন কেন?’ এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফানহাসের মুখে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, ‘যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমাদের ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের চুক্তি না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমার মত আল্লাহদ্রোহীর মাথা কেটে নিতাম।’ ফানহাস সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে আবূ বাকরের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। তিনি আবূ বাকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তাকে মেরেছেন কেন?’ আবূ বাকর (রাঃ) তখন ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ফানহাস চালাকি করে বলে, ‘আমি তো এরূপ কথা মোটেই বলিনি।’ সে সম্বন্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবের ঐ ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন যে, তারা বলত ঃ

الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ যেসব আসমানী কিতাব আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলিতে তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করি যে পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে এ অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন না করবেন যে, তিনি তাঁর উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন কিছু কুরবানী করবে, তার সেই কুরবানী খেয়ে নেয়ার জন্য আকাশ হতে আল্লাহ-প্রেরিত আগুন এসে তা খেয়ে নিবে। তাদের এই কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তোমাদের চাহিদা মত অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারী নাবীগণ

নিদর্শন ও প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, তথাপি তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে কেন? তাঁদেরকে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঐ মু‘জিযাও দিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহীত কুরবানীকে আসমানী আগুন এসে খেয়ে নিত। কিন্তু তোমরা তাদেরকেও তো সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নাওনি। তোমরা তাঁদেরও বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করেছিলে, এমনকি তাদের কেহ কেহকে হত্যাও করেছিলে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের কথারও কোন মর্যাদা দাওনা। তোমরা সত্যের সাথীও নও এবং নাবীকে সত্য বলে স্বীকার করতেও সম্মত নও। নিশ্চয়ই তোমরা চরম মিথ্যাবাদী’। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ঃ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ হে নাবী! তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে বলে তোমার মন ছোট করার ও দুঃখিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী দৃঢ়চিত্ত নাবীগণের ঘটনাবলীকে সান্ত্বনাদায়ক হিসাবে গ্রহণ কর। তারাও স্পষ্ট দলীলসমূহ এনেছিল এবং ভালভাবে নিজেদের সত্যতা প্রকাশ করেছিল। তথাপি জনগণ তাদেরকে অবিশ্বাস করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি।

١٨٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ

১৮৫। সমস্ত জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিনে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১৮৬। অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও তাহলে অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর অন্তর্গত।	١٨٦. لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ

প্রতিটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে

সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টজীবকে জানানো হচ্ছে যে, প্রত্যেক জীবই মরণশীল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৬-২৭) সুতরাং একমাত্র সেই এক আল্লাহই চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী। তিনি কখনও ধ্বংস হবেননা। দানব ও মানব প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে মালাইকা ও আরশ বহনকারীগণও মরণশীল। শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহই চিরকাল বাকী থাকবেন। তাঁর কোন লয় ও ক্ষয় নেই। প্রথমেও তিনিই এবং শেষেও তিনিই থাকবেন। যখন আদমের (আঃ) পৃষ্ঠ হতে যত সন্তান হবার ছিল হয়ে যাবে, দীর্ঘ মেয়াদী সময় শেষ হয়ে যাবে, অতঃপর সকলেই মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করবে এবং সমস্ত সৃষ্টজীব ধ্বংস হয়ে যাবে, সেই সময় আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কিয়ামাত সংঘটিত হবে। وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ সেদিন তিনি সকলকেই তাদের ছোট বড়

সমস্ত কাজের প্রতিদান দিবেন। কারও উপর অণু পরিমাণও অত্যাচার করা হবেনা। এ কথাই পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

কে সর্বোত্তম বিজয়ী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ *(অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম)* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতের মধ্যে একটি চাবুক বরাবর জায়গা পেয়ে যাওয়া দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। তোমাদের ইচ্ছা হলে (৩ ঃ ১৮৫) এ আয়াতটি পাঠ কর। এ আয়াতের পরবর্তী অংশটুকু ছাড়া এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১০০) আর বেশীটুকুসহ মুসনাদ আবী হাতিম, ইব্ন হিব্বান এবং মুসতাদরাক আল হাকিমেও রয়েছে। (হাদীস নং ৯/২৫২ ও ২/২৯৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পাওয়ার ও জান্নাতে প্রবেশ করার যার ইচ্ছা রয়েছে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর উপর ও কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস রাখে এবং জনগণের সাথে সেই ব্যবহার করে, যে ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'

وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ এরপর দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, দুনিয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

'তোমরা ইহলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও স্থায়ী। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১৬ -১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

'তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনের উপকারের বস্তু ও সৌন্দর্য; উত্তম ও স্থায়ী তো ওটাই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬০) হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে অঙ্গুলী ডুবালে তার

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের পানির যে তুলনা পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রূপ'। (মুসলিম ২৮৫৮, তিরমিযী ২৩২৪)

وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ *আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, 'দুনিয়া প্রতারণার একটা বেড়াজাল ছাড়া আর কি, যাকে ছেড়ে তোমাদেরকে বিদায় হতে হবে? যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! এ তো অতিসত্বরই তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যাবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে তৎপর হয়ে যাও এবং সাধ্যনুসারে সাওয়াব অর্জন কর। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন কাজ সাধিত হয়না।'

আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করেন

বলা হয়েছে ঃ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ *(অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে)* এখানে মানুষকে পরীক্ষার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ

এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের দ্বারা পরীক্ষা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫৫) ভাবার্থ এই যে, মু'মিনের পরীক্ষা অবশ্যই হয়ে থাকে। কখনও জীবনের উপর, কখনও অর্থের উপর, কখনও পরিবারের উপর এবং কখনও অন্য কিছুর উপর, মুত্তাকীর স্তরের তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে খুব বেশি ধর্মভীরু তার পরীক্ষা বেশি কঠিন হয়। আর যার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে তার পরীক্ষা হালকা হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণকে (রাঃ) সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا বদরের যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক কথা শুনতে হবে।' তারপর তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ঃ

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ সে সময় তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযমী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়া খুব কঠিন কাজই

বটে'। উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গাধার উপর আরোহণ করে উসামাকে (রাঃ) পিছনে বসিয়ে বানু হারিস আল খাযরাজ গোত্রের রোগাক্রান্ত সা'দ ইব্ন উবাদাহকে (রাঃ) দেখার জন্য গমন করেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথে একটি জনসমাবেশ দেখা যায়, যেখানে মুসলিম, ইয়াহুদী ও মুশরিক সবাই উপস্থিত ছিল। ওর মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলও ছিল। তখন পর্যন্ত সে প্রকাশ্যভাবে কুফরীর রঙ্গেই রঞ্জিত ছিল। মুসলিমদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাওয়ারী হতে ধূলোবালি উড়তে থাকলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই নাকে কাপড় দিয়ে বলে ঃ 'ধূলা উড়াবেননা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম দিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাদেরকে তিনি কুরআনুল হাকীমের কয়েকটি আয়াতও পাঠ করে শোনান। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলল ঃ জনাব! আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম বাক্য আর হতে পারেনা। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাদের এ জনসমাবেশে বিরক্ত করবেননা। আপনি আপনার গৃহে ফিরে যান এবং সেখানে যে যাবে তাকে আপনি আপনার গল্প শোনাবেন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অবশ্যই আপনি আমাদের সভায় আগমন করবেন। আপনার কথা শোনার তো আমাদের চাহিদা আছেই।' মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহুদীদের মধ্যে তখন হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। একে অপরকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবারও উপক্রম হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুঝানোর ফলে অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সবাই নীরব হয়ে যায়। তিনি স্বীয় সোয়ারীর উপর আরোহণ করে সা'দের (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে সা'দকে (রাঃ) বলেন ঃ 'হে সা'দ! আবূ হুব্বাব তো (আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই) আজ এরূপ এরূপ করেছে।' সা'দ (রাঃ) বলেন, 'এরূপ হতে দিন! ক্ষমা করুন! যে আল্লাহ আপনার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনার সঙ্গে তো তার চরম শত্রুতা রয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা এখানকার মানুষ তাকে তাদের নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছিল এবং তার জন্য নেতৃত্বের পাগড়ী তৈরীরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় নাবী করে পাঠিয়ে দেন। জনগণ আপনাকে নাবী বলে স্বীকার করে নেয়। সুতরাং তার নেতৃত্ব চলে যায়। ফলে সে চরম দুঃখিত হয়। এ জন্যই সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যা সে বলেছে বলেছেই। আপনি তার কথার উপর

গুরুত্ব দিবেননা।' অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন এবং এটা তাঁর অভ্যাসই ছিল। তার সাহাবীগণও ইয়াহুদী ও মুশরিকদের অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন এবং উপরোক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের উপর আমল করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে (৩ ঃ ১৮৬) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ

কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০৯) আল্লাহ সুবহানাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়ার পর তিনি সকলের জন্য দু'আ/প্রার্থনা করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রথম বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে কাফিরদের নেতৃবৃন্দ নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের এই অগ্রগতি দেখে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ ও নিজেদেরকে বাহ্যতঃ মুসলিমরূপে পরিচিত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকেনা। (বুখারী ৪৫৬৬, মুসলিম ১৭৯৮) সুতরাং এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক হক পন্থী, যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকে তাদের উপর অবশ্যই বিপদ-আপদ এসে থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে এসব বিপদাপদ সহ্য করা, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা মু'মিনদের একান্ত কর্তব্য।

১৮৭। আর যখন আল্লাহ যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন,

١٨٧. وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ

তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর।	لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ
১৮৮। যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং তারা যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসা প্রার্থী এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করনা যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	١٨٨. لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১৮৯। আল্লাহরই জন্য নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।	١٨٩. وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও সত্য গোপন করার জন্য আহলে কিতাবীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার

এখানে আল্লাহ তা‘আলা গ্রন্থধারীদেরকে তিরস্কার করছেন যে, নাবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে তাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল তা হচ্ছে তারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর বর্ণনা

ও আগমন সংবাদ জনগণের মধ্যে প্রচার করবে, তাদেরকে তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে। অতঃপর যখন তিনি আগমন করবেন তখন তারা খাঁটি অন্তরের সাথে তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা ঐ অঙ্গীকারকে গোপন করছে এবং এটা প্রকাশ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের যে মঙ্গলের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছিল ওর পরিবর্তে দুনিয়ার সামান্য পুঁজির মোহে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের এ ক্রয়-বিক্রয় জঘন্য হতে জঘন্যতর। এতে আলেমদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ওদের মত না হন এবং সত্য বিষয় গোপন না করেন। নচেৎ তাদেরকেও ঐ শাস্তি ভোগ করতে হবে যে শাস্তি ঐ কিতাবীদেরকে ভোগ করতে হয়েছিল এবং তাঁদেরকেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে পড়তে হবে যেমন ঐ কিতাবীদেরকে পড়তে হয়েছিল। সুতরাং উলামায়ে কিরামের উপর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যে উপকারী ধর্মীয় শিক্ষা তাদের মধ্যে রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ সৎ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে তা যেন তারা ছড়িয়ে দেন এবং কোন কথা গোপন না করেন। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তিকে কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।' (তাবারানী ৮/৪০১)

যে যা করেনি সেই জন্য প্রশংসা পেতে চাওয়া লোকদেরকে ভৎর্সনা করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ** *(যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং তারা যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসা প্রার্থী এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করনা যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত)* এ আয়াতে রিয়াকারদেরকে নিন্দা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা দাবী করে অধিক যাঞ্চা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও কমিয়ে দিবেন। (বুখারী ৬১০৫, মুসলিম ১/১০৪) সহীহ মুসলিমের অন্য এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যা করেনি তা করার কৃতিত্ব দাবীকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে মিথ্যা দাবী করে আদায় করা দু'প্রস্থ কাপড় পরিধান করল। (মুসলিম ২১২৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একদা মারওয়ান স্বীয় দারোয়ান রাফি'কে বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট যাও এবং তাঁকে বল, 'স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কাজের উপর প্রশংসা প্রার্থীকে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শাস্তি প্রদান করেন তাহলে আমাদের মধ্যে কেহ মুক্তি পেতে পারেনা।' আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ওর উত্তরে বলেন, 'এ আয়াতের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? এটা তো কিতাবীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' অতঃপর তিনি **وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ** হতে এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন তারা ওর ভুল উত্তর দিয়েছিল এবং বাইরে এসে আনন্দ প্রকাশ করে যে, তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের ভুল উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। আর সাথে সাথে তাদের এ বাসনাও হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রশংসা করবেন এবং তারা যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন রেখেছিল এতেও তারা সন্তুষ্ট ছিল। উল্লিখিত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। (আহমাদ ১/২৯৮, ফাতহুল বারী ৮/৮১, মুসলিম ৪/২১৪৩, তিরমিযী ৮/৬৬, নাসাঈ ৬/৩১৮)

সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে এও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসে থাকত, সঙ্গে যেতনা। অতঃপর তারা যুদ্ধ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করত। তারপর যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসতেন তখন তারা সত্য-মিথ্যা ওযর পেশ করত এবং শপথ করে করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের ওযরের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইত। আর তারা এ বাসনা রাখত যে, তারা যে কাজ করেনি তার জন্যও যেন তাদের প্রশংসা করা হয়। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বুখারী ৪৫৬৭, মুসলিম ২৭৭৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ (হে নাবী!) তাদেরকে তুমি শাস্তি হতে বিমুক্ত মনে করনা। তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে এবং সে শাস্তিও হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরপরে ইরশাদ হচ্ছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই অধিপতি এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। কোন কাজেই তিনি অক্ষম নন। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করনা। তাঁর ক্রোধ হতে

নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা কর। তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কেহই নেই এবং তাঁর চেয়ে বেশি ক্ষমতাও কারও নেই।

১৯০। নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।	١٩٠. إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ
১৯১। যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষনা করে এবং বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন!	١٩١. ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
১৯২। হে আমাদের রাব্ব! আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করান, ফলতঃ নিশ্চয়ই তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে; এবং অত্যাচারীদের জন্য কেহই সাহায্যকারী নেই।	١٩٢. رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

১৯৩। হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; হে আমাদের রাব্ব! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করুন।	١٩٣. رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلۡإِيمَـٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ
১৯৪। হে আমাদের রাব্ব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেননা। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননা।	١٩٤. رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ

আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসীদের পরিচয়

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ। *নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।* আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত সৃষ্টবস্তু, ভূমণ্ডলের মত নিম্ন, শক্ত ও লম্বা চওড়া সৃষ্টবস্তু, তারপরে আকাশের বড় বড় নিদর্শনাবলী, যেমন গতিশীল ও একই জায়গায় স্থিতিশীল তারকারাজি, ভূপৃষ্ঠের বড় বড় সৃষ্টি যেমন পাহাড়, জঙ্গল,

বৃক্ষ-ঘাস, ক্ষেত, ফল এবং বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তু, খনিজ দ্রব্য, পৃথক পৃথক স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ফলসমূহ ইত্যাদি মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার এসব নিদর্শন কি বিবেক সম্পন্ন মানুষকে তাঁর পরিচয় প্রদান করে তাঁর পথে চালিত করতে পারেনা? আরও নিদর্শন অবলোকন করার প্রয়োজন বাকী থাকবে কি? অতঃপর দিন-রাতের গমনাগমন এবং ঐ গুলির হ্রাস-বৃদ্ধি, তারপর আবার সমান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এসব কিছু সেই মহান পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ জন্যই এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'এগুলির মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে, যাদের আত্মা পবিত্র এবং যারা প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অভ্যস্ত। তারা নিরেট লোকদের মত অন্ধ ও বধির নয়'। যেমন অন্য জায়গায় ঐ মূর্খ/নিরেটদের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫-১০৬) এখন ঐ জ্ঞানবানদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ তারা উঠতে, বসতে, শোয়া অবস্থায় সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমরান ইব্‌ন হুসাইনকে (রাঃ) বলেন ঃ 'দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। ক্ষমতা না হলে বসে আদায় কর। এতেও অক্ষম হলে শুইয়ে আদায় কর।' (ফাতহুল বারী ২/৬৮৪) অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন থেকনা। অন্তরে ও মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। এ লোকগুলো আকাশ ও যমীনের উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং ঐগুলোর নিপুণতার বিষয়ে চিন্তা করে, যেগুলো সেই এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা, নিপুণতা ও করুণার পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর নিদর্শন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ক্ষমতা, জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও দয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদেরকে ভৎর্সনা করেন যারা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনা,

যাতে রয়েছে তাঁর একাত্মবাদের পরিচয়, তাঁর মহানত্মতা, শাসনকার্যের একক ক্ষমতা এবং অন্যান্য নিদর্শন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫-১০৬)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা সৃষ্ট ও বিশ্বজগত হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকে এবং তিনি ঐ লোকদেরকে নিন্দা করছেন যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করেনা। মু'মিনদের প্রশংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা উঠতে-বসতে এবং শুইতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করে থাকে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে বলে, হে আমাদের রাব্ব! আপনি এগুলিকে বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন, যেন পাপীদেরকে তাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং সৎ আমলকারীদেরকে তাদের সাওয়াবের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনা করে বলে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ হে আল্লাহ! কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি হতে আপনি পবিত্র। হে সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং হে সারা বিশ্বের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী! হে দোষত্রুটি হতে মুক্ত সত্তা! আমাদেরকে স্বীয় ক্ষমতা বলে এমন কাজ করার তাওফীক প্রদান করুন যার ফলে আমরা আপনার কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেতে পারি এবং আমাদেরকে এমন দানে ভূষিত করুন যার ফলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা আরও বলে ঃ

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ হে আমাদের প্রভু! যাকে আপনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তাকে তো আপনি ধ্বংস করে দিবেন, সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। তাদেরকে না কেহ ছাড়িয়ে নিতে পারবে, না কেহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে, আর না আপনার ইচ্ছাকে টলাতে পারবে। হে আমাদের প্রভু! আমরা আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে ডেকেছেন।' এ আহ্বানকারী

দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি মানবমণ্ডলীকে বলেন ঃ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁর কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং অনুগত হয়েছি।

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ সুতরাং আমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্যের কারণে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের অমঙ্গলসমূহ আবৃত করে আমাদেরকে সৎ আমলকারীদের সাথে মৃত্যু দান করুন। আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করুন।’

হাদীসসমূহ দ্বারা এও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য গাত্রোত্থান করতেন তখন তিনি সূরা আলে ইমরানের এ শেষ দশটি আয়াত পাঠ করতেন। যেমন সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘আমি একদা আমার খালা মাইমুনার (রাঃ) ঘরে রাত্রি যাপন করি। মাইমুনা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে এসে কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলেন। অতঃপর তিনি ঘুমুতে চলে যান। শেষ এক তৃতীয়াংশ রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি উঠে পড়েন এবং আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে انَّ فِىْ خَلْقِ السَّمَوَت হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করে উযূ করেন এবং এগারো রাক‘আত সালাত আদায় করেন। বিলালের (রাঃ) ফাজরের আযান শুনে ফাজরের দু’ রাক‘আত সুন্নাত আদায় করেন। অতঃপর মাসজিদে গমন করে জনগণকে সাথে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৮৩, মুসলিম ১/৫৩০)

তাফসীর ইব্‌ন মিরদুওয়াইয়ের নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যেতে পারে: ‘আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) নিকট ‘আতা (রহঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ) এবং উবায়েদ ইব্‌ন উমায়ের (রহঃ) আগমন করেন। তাঁর ও তাঁদের মাঝে পর্দা ছিল। আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ‘উবায়েদ! তুমি আসনা কেন?’ উবায়েদ (রহঃ) উত্তরে বলেন, শুধুমাত্র কোন একজন কবির কবিতার জন্য যাতে বলা হয়েছে ঃ ‘সাক্ষাৎ কম কর, তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে’ এ উক্তির কারণে। ইব্‌ন উমার (রাঃ)

বলেন, 'এসব কথা ছেড়ে দিন। আপনার নিকট আমাদের আগমনের কারণ এই যে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কাজটি আপনার নিকট বেশি বিস্ময়কর মনে হত?' আয়িশা (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'তাঁর সমস্ত কাজই বিস্ময়াবিভূত ছিল। আচ্ছা, একটি ঘটনা শোন। একদা রাতে আমার পালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার সঙ্গে শয়ন করেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন ঃ 'হে আয়িশা! আমার রবের ইবাদাত করার জন্য আমাকে যেতে দাও।' আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য কামনা করি এবং এও কামনা করি যে, আপনি যেন মহা সম্মানিত আল্লাহর ইবাদাত করেন।' তিনি উঠে পড়েন এবং একটি মশক হতে পানি নিয়ে হালকা উযূ করেন। এরপর সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। তারপরে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং এত কাঁদেন যে, তাঁর শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সাজদায় পড়ে যান এবং এত ক্রন্দন করেন যে, মাটি ভিজে যায়। তার পরে তিনি কাত হয়ে শুইয়ে পড়েন এবং কাঁদতেই থাকেন। অবশেষে বিলাল (রাঃ) এসে সালাতের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁর নয়নে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কাঁদছেন কেন?' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।' তিনি বলেন ঃ 'হে বিলাল! আমি কাঁদবো না কেন? আজ রাতে আমার উপর إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'ঐ ব্যক্তির বড়ই দুর্ভাগ্য যে এটা পাঠ করে অথচ ঐ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করেনা।'

১৯৫। অতঃপর তাদের রাব্ব তাদের জন্য ওটা স্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে কোন কর্মীর কৃতকর্ম ব্যর্থ করবনা, তোমরা পরস্পর এক, অতএব যারা দেশ ত্যাগ করেছে অথবা স্বীয় গৃহসমূহ হতে বিতাড়িত হয়েছে ও	١٩٥. فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَـٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟

وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَـٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ	**আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং সংগ্রাম করেছে ও নিহত হয়েছে - নিশ্চয়ই তাদের জন্য আমি তাদের অমঙ্গলসমূহ অপসারণ করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিম্নে স্রোতস্বিনী নদীসমূহ প্রবাহিত; এটা আল্লাহর নিকট হতে প্রতিদান এবং আল্লাহর নিকটই উত্তম প্রতিদান রয়েছে।**

আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তির প্রার্থনা কবূল করেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَاسْتَجَابَ لَهُمْ** সুতরাং তাদের রাব্ব তাদের প্রার্থনা কবূল করলেন। সাঈদ ইব্ন মানসুর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামাহর (রাঃ) পরিবারের এক ব্যক্তি বলেন ঃ উম্মে সালামাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের হিজরাত করার ব্যাপারে আল্লাহ কি কোন আয়াত নাযিল করেননি? তখন আল্লাহ এই আয়াতটি (৩ ঃ ১৯৫) নাযিল করেন।

উম্মে সালামাহ (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ কুরআন কারীমে কোথাও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের হিজরাতের কথা বলেননি এর কারণ কি? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আনসারগণ বলেন, 'সর্বপ্রথম যে মহিলাটি হাওদায় চড়ে আমাদের নিকট হিজরাত করে এসেছিলেন তিনি উম্মে সালামাই (রাঃ) ছিলেন। আনসারগণ বলেন যে, উম্মে সালামা (রাঃ) হলেন ঐ মহিলা যিনি প্রথম হিজরাত করেছেন। (সাঈদ ইব্ন মানসুর ৩/১১৩৬) ইমাম হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি তার মুসতাদরাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সহীহ বুখারীর শর্তে এটি সহীহ, কিন্তু তারা (ইমাম বুখারী ও মুসলিম) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম

২/৩০০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, 'আমি কোন কর্মীর কৃতকর্ম বিনষ্ট করিনা। বরং সকলকেই পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে পুরুষই হোক বা মহিলাই হোক। সাওয়াব ও কাজের প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট সবাই সমান। সুতরাং যেসব লোক অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে আগমন করে, কাফিরদের দেশ হতে হিজরাত করে, আল্লাহর নামে ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করে, মুশরিকদের প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে দেশকে পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা; তারা জনগণের কোন ক্ষতি করেনি, যার ফলে তারা তাদেরকে ধমকাচ্ছে। বরং তাদের দোষ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা আমার পথের পথিক হয়েছে, আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেয়া হয়েছে'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ

(তারা) রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা জিহাদও করেছে এবং শহীদও হয়েছে। এটা অতি উচ্চ পদমর্যাদা যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছে, সোয়ারী কর্তিত হচ্ছে এবং মুখমণ্ডল মাটি ও রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি ধৈর্যের সাথে, সৎ নিয়াতে বীরত্বের সাথে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করি তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা আমার পাপ ক্ষমা করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি বলেছিলে আবার বলত? লোকটি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু ঋণ ক্ষমা করা হবেনা। এ কথাটি আমাকে জিবরাঈল (আঃ) এখনই বলে গেলেন।' (মুসলিম ৩/১৫০১) তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন ঃ

لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ

আমি উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব যার চতুর্দিকে স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। সেগুলির কোনটিতে দুধ, কোনটিতে মধু, কোনটিতে সুরা এবং কোনটিতে নির্মল পানি রয়েছে। তাছাড়া ঐ সব নি'আমাতও রয়েছে যা কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, কোন চক্ষু দর্শন করেনি এবং কোন হৃদয় কল্পনাও করেনি। এগুলিই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে প্রতিদান। এটা স্পষ্ট কথা যে, সমস্ত সম্রাটের যিনি সম্রাট তাঁর নিকট হতে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা কতইনা অমূল্য অসীম হবে!

১৯৬। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।	١٩٦. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ
১৯৭। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অতঃপর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান।	١٩٧. مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ
১৯৮। কিন্তু যারা স্বীয় রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে, এটা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎ লোকদের জন্য বহুগুণে উত্তম।	١٩٨. لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ

দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের প্রতি হুশিয়ারী এবং উত্তম আমলকারীদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ **مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ** হে নাবী! তুমি কাফিরদের উদ্দামতা, আনন্দ-বিহ্বলতা, সুখ সম্ভোগ এবং জাঁক-জমকের প্রতি দৃষ্টিপাত করনা। অতিসত্বরই এসব কিছু বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে এবং শুধু তাদের দুষ্কার্যসমূহ শাস্তির আকারে তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। তাদের এ সব সুখের সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য। এ বিষয়েরই বহু আয়াত কুরআনুল হাকীমে রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغۡرُرۡكَ تَقَلُّبُهُمۡ فِي ٱلۡبِلَٰدِ

শুধু কাফিরেরাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلۡ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِي ٱلدُّنۡيَا ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلۡعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ

বল ঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) আর এক স্থানে রয়েছে ঃ

نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلًا ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَۢا.

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ

যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সে যা পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর যাকে কিয়ামাত দিবসে অপরাধী রূপে হাযির করা হবে? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬১) যেহেতু কাফিরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হল, কাজেই সাথে সাথে মু'মিনদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ এ মুত্তাকী দলটি কিয়ামাতের দিন এমন জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে যার পার্শ্ব দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই মৃত্যু উত্তম। সে ব্যক্তি ভালই হোক, অথবা মন্দই হোক। **وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ** যদি সে সৎ হয় তাহলে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যা কিছু রয়েছে তা খুবই উত্তম। আর যদি সে অসৎ হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও তার পাপরাশি যা তার ইহলৌকিক জীবনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই বৃদ্ধি এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ দারদা (রাঃ) প্রায়ই বলতেন ঃ প্রতিটি মু'মিনের জন্যই মৃত্যু উত্তম, আর প্রতিটি কাফিরের জন্যও মৃত্যু উত্তম। তোমরা যদি আমার কথা অবিশ্বাস কর তাহলে আল্লাহর নাযিলকৃত **وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ** এ আয়াতটি (৩ ঃ ১৯৮) পাঠ কর। (তাবারী ৭/৪৯৬) প্রথমটির দলীল হচ্ছে **مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ** অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট যা রয়েছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম।' দ্বিতীয়টির দলীল হচ্ছে ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৮) আবূ দারদা (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

১৯৯। এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা তাদেরই জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।	١٩٩. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ
২০০। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।	٢٠٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

আহলে কিতাবদের কিছু লোকের বর্ণনা এবং তাদের পুরস্কার

এখানে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের ঐ দলের প্রশংসা করছেন যারা পূরাপুরি ঈমান এনেছিল। তারা কুরআনুল হাকীমে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের কিতাবের উপরও বিশ্বাস রাখে। তারা অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় রেখে তাঁর আদেশ পালনে সদা লিপ্ত থাকে। প্রভুর সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করে ক্রন্দন করে।

لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلاً *তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা।* তাদের কিতাবে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে তা তারা গোপন করেনা। বরং সকলকেই তা অবগত করে তাঁকে স্বীকার করে নিতে উৎসাহিত করে। এরূপ দল আল্লাহ তা'আলার নিকট সাওয়াব প্রাপ্ত হবে, তারা ইয়াহুদীই হোক বা খৃষ্টানই হোক। সূরা কাসাসে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤۡمِنُونَ. وَإِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبۡلِهِۦ مُسۡلِمِينَ. أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُواْ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫২-৫৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ

আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২১) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِن قَوۡمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهۡدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৯) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

আহলে কিতাবের সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৩) অন্যত্র রয়েছে ঃ

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটি পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয়, তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৯) ইয়াহুদীদের মধ্যে এরূপ গুণসম্পন্ন লোক পাওয়া যায়, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) এবং তার মত আরও কয়েকজন ঈমানদার ইয়াহুদী আলেম। খৃষ্টানদের অধিকাংশই সুপথে এসে গিয়েছিল এবং সত্যের অনুগত হয়েছিল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰ

তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে, আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে। এটা

এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮২) এখান হতে

فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا

ফলতঃ তাদের এই উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৫) এ পর্যন্ত। এখন বলা হচ্ছে ঃ

أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ এসব লোক তাদের রবের কাছে বিরাট প্রতিদানের অধিকারী। হাদীসে এও রয়েছে যে, যখন জাফর ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) নাজ্জাসীর দরবারে বাদশাহ ও তার সভাসদবর্গের সামনে সূরা মারইয়াম পাঠ করেন তখন তার কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহসহ উপস্থিত সমস্ত জনতাও কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। (ইব্ন হিশাম ১/৩৫৭) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে বলেন ঃ

'তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তার জানাযার সালাত আদায় কর।' অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৭/২৩০, মুসলিম ২/৬৫৭) ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** এ আয়াতটি ঐ সমস্ত আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। (তাবারী ৭/৪৯৯) আব্বাদ ইব্ন মানসুর (রহঃ) বলেন যে, তিনি **وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّه** এ আয়াতাংশের ব্যাপারে হাসান বাসরীকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, এর দ্বারা ঐ আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে ছিল, তারা ইসলামকে বুঝত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হওয়ারও তারা সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কাজেই প্রতিদানও তাদেরকে দ্বিগুণ দেয়া হবে। এক প্রতিদান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেকার ঈমানের এবং দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান আনার প্রতিদান। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আহলে কিতাবের ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নাবীর উপর ঈমান এনেছে এবং আমার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছে।' (ফাতহুল বারী ৬/১৬৯, মুসলিম ১/১৩৪)

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা। অর্থাৎ তাদের কাছে যে ধর্মীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা তারা গোপন করেনা, যেমন তাদের মধ্যকার এক ইতর শ্রেণীর লোকের ঐ অভ্যাস ছিল। বরং ঐলোকগুলো তো ঐ শিক্ষাকে বেশি করে প্রচার করতেন। তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে, إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ সত্বর একত্রিতকারী, পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আদেশ

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ আমার পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। কঠিন অবস্থায়, সহজ অবস্থায়, বিপদের সময়, শান্তির সময় মোট কথা, কোন অবস্থায়ই ওটা পরিত্যাগ করনা। এমনকি প্রাণবায়ু নির্গত হলে যেন ওরই উপর নির্গত হয় এবং ঐ শত্রুদের হতেও ধৈর্য ধারণ কর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর যারা স্বীয় ধর্মকে গোপন করে থাকে। (তাবারী ৭/৫০২) ইবাদাতের স্থানকে স্থায়ী করা এবং সেখানে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাকে مُرَابِطَة বলা হয়। আবার এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করাকেও مُرَابِطَة বলে। এটাই আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাহল ইব্ন হানীফ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বের (রহঃ) উক্তি। সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এসো, আমি তোমাদেরকে এমন কাজ শিখিয়ে দিই যার ফলে আল্লাহ তা'আলা পাপ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (১) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে উযূ করা, (২) মাসজিদের দিকে গমন করা, (৩) এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। ওটাই হচ্ছে رِبَاطٌ ওটাই হচ্ছে مُرَابِطَة এবং ওটাই হচ্ছে আল্লাহর পথের প্রস্তুতি গ্রহণ'। (মুসলিম ১/২১৯, নাসাঈ ১/৮৯)

এও বলা হয়েছে যে, رَابِطُوْ শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শত্রুদেরকে ইসলামী শহরে প্রবেশ করতে না দেয়া। এর উৎসাহ দানের ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে এবং সেই জন্য বড় বড় সাওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে সাহল ইব্ন সা'দ আস সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর উদ্দেশে এক দিনের এ প্রস্তুতি সারা দুনিয়া ও ওর সমুদয় বস্তু হতে উত্তম।' (বুখারী ২৮৯২) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এক দিন ও এক রাতের জিহাদের প্রস্তুতি এক মাসের পূর্ণ সিয়াম এবং এক মাসের সারা রাতের জাগরণ হতে উত্তম। ঐ প্রস্তুতি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলে সে যত ভাল ভাল কাজ করত সব কিছুরই সে সাওয়াব পেতে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তাকে আহার্য প্রদান করা হবে এবং কাবরের সাওয়াল জওয়াব হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।' (মুসলিম ১৯১৩)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রস্তুতির কাজে রয়েছে এবং ঐ অবস্থায়ই মারা গেছে তার আমল কিয়ামাত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ও তাকে কাবরের শাস্তি হতে মুক্তি দেয়া হবে।' (আহমাদ ৬/২০, আবূ দাঊদ ৩/২০, তিরমিযী ৫/২৪৯, ইবন হিব্বান ৭/৬৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ চোখের উপর জাহান্নামের তাপ হারাম যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে এবং ঐ চোখের উপরেও জাহান্নামের তাপ হারাম যে চোখ আল্লাহর পথে রাত্রি জাগে।' (তিরমিযী ১৬৩৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দিরহাম ও দিনারের দাস এবং বস্ত্রের দাস ধ্বংস হয়েছে। যদি তাকে ইহা দেয়া হয় তাহলে সে খুশি হয় এবং না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়, সে ধ্বংস হয়েছে এবং বিনষ্ট হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিরা ধ্বংস হোক এবং অপমানিত হোক, তারা যদি কাটাবিদ্ধ হয় তাহলে তাদেরকে যেন কেহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে না আসে। জান্নাত তো ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সব সময় তার ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, যে কারণে তার চুল থাকে এলোমেলো এবং পা থাকে ধূলি ধূসরিত। যদি তাকে অগ্রবর্তী দলের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে নিশ্চিতই সে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। আর যদি পশ্চাতবর্তী দলের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাহলে

সুষ্ঠুভাবেই সে তার দায়িত্ব পালন করবে; সে যদি অনুমতি চায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়না, সে যদি সুপারিশ করে তা গৃহীত হয়না। (বুখারী ২৮৮৬)

আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা যে, এ আয়াত সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ হাদীসসমূহ বর্ণিত হল। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের উপর আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতে আমরা ক্ষান্ত হতে পারিনা। তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে যে, আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র হতে আমীরুল মু'মিনীন, খালীফাতুল মুসলিমীন উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) একটি পত্র লিখেন এবং সেই পত্রে রোমক সৈন্যদের আধিক্য, তাদের যুদ্ধাস্ত্রের অবস্থা এবং তাদের প্রস্তুতির অবস্থা বর্ণনা করেন এবং লিখেন যে, ভীষণ বিপদের আশংকা রয়েছে। উমার (রাঃ) উত্তর পত্র প্রেরণ করেন যাতে আল্লাহর প্রশংসার পরে লিখিত ছিল ঃ 'মাঝে মাঝে মু'মিন বান্দাদের উপরেও কঠিন বিপদ-আপদ নেমে আসে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই কঠিন বিপদের পর তাদের পথ সহজ করে দেন। জেনে রেখ যে, দু'টি সরলতার উপর একটি কাঠিন্য জয়যুক্ত হতে পারেনা। লক্ষ্য কর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।* (তাবারী ৭/৫০৩)

হাফিয ইব্ন আসাকীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের (রহঃ) জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবী সাকিনা (রহঃ) বলেছেন ঃ 'তারসুস' নামক স্থানে যখন আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে (রহঃ) বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে দিয়ে এই কবিতাটি লিখিয়ে নেন এবং আমাকে তা ফুযাইল ইব্ন আয়াশের (রহঃ) নিকট হস্তান্তর করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন ছিল ১৭০ হিজরী সাল। তাতে লিখা ছিল ঃ 'হে মাক্কা ও মাদীনায় অবস্থান করা ইবাদাতকারী! আপনি যদি আমাদের মুজাহিদগণকে দেখতেন তাহলে আপনি অবশ্যই জানতে পারতেন যে, আপনি ইবাদাতে খেল-তামাশা করছেন মাত্র। এক ঐ ব্যক্তি যার নয়নাশ্রু তার গণ্ডদেশ সিক্ত করে এবং এক আমরা যারা স্বীয় স্কন্ধ আল্লাহর পথে কাটিয়ে দিয়ে নিজেদের রক্তে নিজেরাই গোসল করে থাকি। এক ঐ ব্যক্তি যার ঘোড়া মিথ্যা ও

বাজে কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের ঘোড়া আক্রমণ ও যুদ্ধের দিনেই শুধু ক্লান্ত হয়। আগর বাতির সুগন্ধি হচ্ছে আপনাদের জন্য, আর আমাদের জন্য সুগন্ধি হচ্ছে ঘোড়ার খুরের মাটি ও পবিত্র ধূলাবালি। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন, আমাদের নিকট নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি পৌঁছেছে যা সম্পূর্ণ সত্য, মিথ্যা হতে পারেনা, তা এই যে, যার নাসিকায় সেই আল্লাহর সৈন্যের ধূলাবালিও পৌঁছেছে তার নাসিকায় অগ্নিশিখা যুক্ত জাহান্নামের আগুনের ধুঁয়াও প্রবেশ করবেনা। নিন, এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলছে ও সত্য বলছে যে, শহীদ মৃত নয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম বলেন, যখন আমি মাসজিদে হারামে পৌঁছে ফুযাইল ইব্ন আয়াসকে (রহঃ) এ কবিতাগুলো প্রদর্শন করি তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন, 'আবূ আবদুর রাহমানের উপর আল্লাহ দয়া করুন! তিনি সত্য কথাই বলেছেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ও আমার খুবই মঙ্গল কামনা করছেন।' অতঃপর আমাকে বলেন, 'তুমি কি হাদীস লিখে থাক?' আমি বললাম ঃ জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আবূ আবদুর রাহমান (রহঃ) আমার কাছে যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন তদ্‌পরিবর্তে উপহার স্বরূপ এ হাদীসটি তাকে দিবে। অতঃপর তিনি লিখতে বলেন ঃ মানসুর ইবনুল মুতামির (রহঃ) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সালিহ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন একটি ভাল কাজ শিক্ষা দিন যা আমল করলে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার সমান সাওয়ার প্রাপ্ত হব। তিনি তখন তাকে বলেন ঃ

'তোমার মধ্যে কি এ শক্তি আছে যে, তুমি সালাত আদায় করতেই থাকবে, কখনও ক্লান্ত হবেনা এবং সিয়াম পালন করতেই থাকবে এবং কখনও সিয়ামমুক্ত থাকবেনা?' লোকটি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর শক্তি কোথায়? আমি তো এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোকটিকে বললেন ঃ

'যদি তোমার মধ্যে এরূপ শক্তি থাকত এবং তুমি এরূপ করতেও থাকতে তথাপি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারতেনা। তুমি তো এটা জান যে, যদি মুজাহিদের ঘোড়ার দড়ি লম্বা হয়ে যায় এবং সে এদিক ওদিক চড়ে খায় তাহলে তজ্জন্যেও মুজাহিদের সাওয়াব লিখা হয়।' (আহমাদ ৫/২৩৬) এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং এ ভয় সর্বাবস্থায়, সব সময়, সব কাজে থাকতে হবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ'য ইব্ন জাবালকে (রাঃ) যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে বলেন ঃ

'হে মুয়ায! যেখানেই থাক না কেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে। যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ কোন সাওয়াবের কাজ করবে, যেন সেই পাপ মোচন হয়ে যায়। আর জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।' (তিরমিযী ৬/১২৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেন সুপথ প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে হবে যেন পরকালে যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে তখন সফলকাম হতে পার। (তাবারী ৭/৫১০)

সূরা আলে ইমরানের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪ ঃ নিসা মাদানী

سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১৭৬, রুকূ ঃ ২৪)

(اَيَاتِهَا : ١٧٦. رُكُوْعَاتُهَا : ٢٤)

সূরা নিসার গুরুত্ব

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের (রাঃ) যায়িদ ইব্ন সাবিতও (রাঃ) এটাই বলেন। মুসতাদরিক হাকিমে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'সূরা নিসার মধ্যে পাঁচটি এমন আয়াত আছে যে, যদি আমি সারা দুনিয়া পেয়ে যেতাম তথাপি আমি তত খুশি হতাম না যত খুশি এ আয়াতগুলিতে হয়েছি। একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণও অত্যাচার করেননা। (*সূরা* নিসা, ৪ ঃ ৪০) দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে ঃ

إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ

তোমরা যদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (*সূরা* নিসা, ৪ ঃ ৩১) তৃতীয় আয়াত হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (*সূরা* নিসা, ৪ ঃ ৪৮) চতুর্থ আয়াত হচ্ছে ঃ

'ঐ লোকগুলো যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আসতো এবং নিজেও স্বীয় পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেত।'

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ

যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করত। (*সূরা* নিসা, ৪ ঃ ৬৪) পঞ্চম আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) (হাকিম ২/৩০৫)

ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আপনারা আমাকে সূরা নিসা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। কারণ আমি যখন মাত্র যুবক তখনই কুরআন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছি। ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, যদিও তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩০১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে যাঞ্চা কর, এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তত্ত্বাবধানকারী।	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

তাকওয়া অবলম্বন এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে এবং অন্তরে যেন তাঁরই ভয় রাখে। অতঃপর তিনি স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন ঃ

الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ আল্লাহ তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا এবং ঐ ব্যক্তি হতেই তিনি হাওয়াকেও (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। আদম (আঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাম পাঁজরের পিছন দিক হতে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। তিনি জাগ্রত হয়ে তাঁকে দেখতে পান এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রতিও হাওয়ার (আঃ) ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে ঃ 'মহিলাকে পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে উঁচু পাঁজর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বক্র। সুতরাং তুমি যদি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করার ইচ্ছা কর তাহলে সে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তা ঐভাবে থাকতে দাও তাহলে অবশ্যই উপকার লাভ করতে পারবে।' (ফাতহুল বারী ৬/৪১৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء দু'জন হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করে দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের প্রকারে, গুণে, রংয়ে, আকারে এবং কথাবার্তায় বিভিন্নতা রয়েছে। তিনি যেমন তাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন, ঠিক তেমনই এক সময়ে তিনি সকলকে একত্রিত করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নিবেন এবং একটি মাঠে জমা করবেন।

وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাত করতে থাক। তোমরা সেই আল্লাহরই মাধ্যম দিয়ে, তাঁরই নামের দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক।' যেমন কেহ বলে, 'আমি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং আত্মীয়তাকে মনে করিয়ে দিয়ে তোমাকে এ কথা বলছি।' (তাবারী ৭/৫১৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা তাঁরই নামে শপথ করে

থাক এবং অঙ্গীকার দৃঢ় করে থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করে আত্মীয়তার রক্ষণাবেক্ষণ কর, ওর বন্ধন ছিন্ন করনা, বরং যুক্ত রাখ। একে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার কর ও সম্মান কর। (তাবারী ৭/৫২১-৫২৩) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত অবস্থা ও কার্যাবলীর সংবাদ রাখেন এবং তিনি খুব ভালভাবে তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী রয়েছেন। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৬) বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, অথবা তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।' (ফাতহুল বারী ১/১৪০) ভাবার্থ এই যে, তোমরা তাঁর প্রতি মনোযোগ দাও যিনি তোমাদের উঠা, বসা, ও চলা-ফেরায় তোমাদের রক্ষক হিসাবে রয়েছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে মানবমণ্ডলী! একই বাপ-মায়ের মাধ্যমে তো তোমাদের জন্ম হয়েছে। সুতরাং তোমরা পরস্পরে একে অপরের প্রতি প্রেম-প্রীতি বজায় রেখ, দুর্বলদের সহায়তা কর এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে রয়েছে যে, 'মুযা'র গোত্রের লোকেরা যখন নিজেদেরকে চাদরে আবৃত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে, কেননা তাদের শরীরে কাপড় পর্যন্ত ছিলনা, তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সালাতের পর দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন, যাতে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ১৮) অতঃপর তিনি জনগণকে দান-খাইরাতের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি তার দীনার থেকে, তার দিরহাম থেকে, তার গম থেকে, তার খেজুর থেকে সাদাকাহ প্রদান করলেন এবং অন্যান্যরা যে যা পারলেন ঐ লোকগুলোকে দান করলেন। স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, খেজুর, গম ইত্যাদি সব কিছুই দিলেন ...। (মুসলিম ২/৭০৫, আহমাদ ৪/৩৫৮, নাসাঈ ৫/৭৫, ইব্‌ন মাজাহ ১/৭৪)

২। আর ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন সম্পত্তি বুঝিয়ে দাও এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করনা ও তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে তাদের ধন সম্পত্তি মিশ্রিত করে ভোগ করনা; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।	٢. وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
৩। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা তাহলে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দুটি, তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে করে নাও; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তাদের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে পারবেনা তাহলে মাত্র একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী); এটা আরও উত্তম; এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।	٣. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟
৪। আর নারীদেরকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর, কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরে কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে সঠিক বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।	٤. وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

ইয়াতীমদের সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা পিতৃহীনদের অভিভাবকগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন, وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করনা।* পিতৃহীনেরা যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে ও বিবেকসম্পন্ন হয় তখন তাদেরকে তাদের সম্পদ পূরাপুরি প্রদান করবে। কিছুমাত্র কম করবেনা বা আত্মসাৎও করবেনা। তাদের সম্পদকে তোমাদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করার বাসনা অন্তরে পোষণ করনা। তোমাদের হালাল সম্পদ ছেড়ে দিয়ে অপরের সম্পদ যা তোমাদের জন্য হারাম তা কখনও গ্রহণ করনা। নিজেদের দুর্বল ও শীর্ণ পশুগুলো দিয়ে অপরের মোটা-তাজাগুলো হস্তগত করনা। মন্দ দিয়ে ভাল নেয়ার চেষ্টা করনা। পূর্বে লোকেরা এরূপ করত যে, তারা পিতৃহীনদের ছাগলের পাল হতে বেছে বেছে ভালগুলো নিয়ে নিজেদের দুর্বল ছাগলগুলো দিত এবং এভাবে গণনা ঠিক রাখত। মন্দ দিরহামগুলো তাদের সম্পদের সাথে রেখে দিয়ে তাদের ভালগুলি নিয়ে নিত। (তাবারী ৭/৫২৬) তারা পিতৃহীনদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের মধ্যে মিশ্রিত করে এ কৌশল করত যে, এখন আর স্বাতন্ত্র্য কি আছে? তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'তাদের সম্পদের সাথে তোমাদের সম্পদ মিশ্রিত করনা, কেননা এটা বড় পাপ।' মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন শীরীন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আবূ সিনানও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৭/৫২৮)

মোহর ছাড়া ইয়াতীমাকে বিয়ে করা নিষেধ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ কোন পিতৃহীনা বালিকার লালন পালনের দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তোমরা তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা কর, কিন্তু যেহেতু তার অন্য কেহ নেই, কাজেই তোমরা এরূপ করনা যে, তাকে মোহর কম দিয়ে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করবে, বরং আরও বহু মহিলা রয়েছে তাদের মধ্যে তোমাদের পছন্দমত দু'টি, তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে কর।

আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'একটি পিতৃহীনা বালিকা ছিল। তার ধন-সম্পদও ছিল এবং বাগানও ছিল। যে লোকটি তাকে লালন পালন করছিল সে শুধুমাত্র তার ধন-সম্পদের লালসায় পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ না করেই তাকে বিয়ে করে এবং ঐ ইয়াতীম মেয়েটির সম্পদ সে তার সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে এবং তার অংশ থেকে (খরচ বাবদ) নিজের অংশে নিয়ে নেয়। তখন وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৮৭)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, উরওয়া ইবন যুবাইর (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'হে ভাগ্নে! এটা পিতৃহীনা বালিকার বর্ণনা, যে তার অভিভাবকের অধিকারে রয়েছে এবং তার সম্পদে তার অংশ রয়েছে। আর সে বালিকার সম্পদ ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে। সুতরাং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অন্য জায়গায় বালিকাটি যতটা মোহর ইত্যাদি পেত ততটা সে দেয়না। সুতরাং সে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে যে, সে যেন ঐ বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য মহিলাদেরকে পছন্দ মত বিয়ে করে নেয়।' অতঃপর জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ ব্যাপারেই প্রশ্ন করে এবং এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء (৪ ঃ ১২৭) এখানে বলা হয়েছে যে, যখন পিতৃহীনা মেয়ের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম থাকে তখন তো অভিভাবক তার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনা, সুতরাং এটা সঙ্গত নয় যে, তার সম্পদও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পূর্ণ হক আদায় না করেই তাকে বিয়ে করবে। তবে হ্যাঁ, ন্যায়ের সাথে যদি পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ করে বিয়ে করে তাহলে কোন দোষ নেই। (ফাতহুল বারী ৮/৮৭)

চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ

দুনিয়ায় স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই। তাদের মধ্য হতে যেন পছন্দ মত কেহকে বিয়ে করে। ইচ্ছা করলে দু'টি, তিনটি অথবা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। অন্য জায়গায়ও এ শব্দগুলি এ অর্থেই এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

جَاعِلِ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلاً أُوْلِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ

যিনি বাণীবাহক করেন মালাইকাকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখা বিশিষ্ট। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১) মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে এর চেয়ে বেশি ডানা বিশিষ্ট মালাকও রয়েছেন। কেননা এটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু

পুরুষের জন্য এক সাথে চারটির বেশি স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ, যেমন এ আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অধিকাংশ বিজ্ঞজনের এটাই উক্তি। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সুতরাং চারটির বেশীর উপর সমর্থন থাকলেও অবশ্যই তা বলতেন।

গাইলান ইব্ন সালমাহ সাকাফী (রাঃ) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'তোমার ইচ্ছা মত চারটি স্ত্রী রেখে অন্যদের পরিত্যাগ কর।' তিনি তাই করেন। উমারের (রাঃ) খিলাফতের যুগে তিনি তার ঐ স্ত্রীদেরকেও তালাক দেন এবং স্বীয় ধন-সম্পদ স্বীয় ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। উমার (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে বলেন ঃ 'সম্ভবতঃ শাইতান তোমার মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে, তুমি সত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এ জন্যই তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছ যেন তারা তোমার সম্পত্তির অংশ না পায়। আর এ কারণেই তুমি তোমার সম্পদ তোমার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নাও এবং তোমার ছেলেদের নিকট হতে সম্পদ ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি এ কাজ না কর তাহলে তোমার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিব এবং তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকেও তোমার উত্তরাধিকারিণী বানিয়ে দিব। কেননা তুমি তাদেরকে এ ভয়েই তালাক দিয়েছ। আর মনে হচ্ছে যে, তোমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমার কাবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করার জন্য জনগণকে নির্দেশ প্রদান করব, যেমন আবূ রিগালের কাবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়।' (ছামূদ গোত্রের আবূ রিগাল ঐ সময় পবিত্র স্থানে ছিল বলে তখন তার উপর আযাব পতিত হয়নি, কিন্তু সে ঐ জায়গা ত্যাগ করার পর তার উপরও আযাব নেমে আসে) (আহমাদ ২/১৪, আল উম্ম ৫/৪৯, তিরমিযী ১১২৮, ইব্ন মাজাহ ১৯৫৩, দারাকুতনী ৩/২৭১, বাইহাকী ৭/১৮২) মারফূ' হাদীস পর্যন্ত তো এসব কিতাবেই রয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হল যে, একই সময়ে যদি চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা বৈধ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাইলানকে (রাঃ) দশজন স্ত্রীর মধ্যে যে কোন চারজনকে রেখে অবশিষ্ট ছয়জনকে তালাক দিতে বলতেননা, কেননা তাঁরা সবাই ঈমান এনেছিলেন। এখানে এটাও স্মরণ রাখার কথা যে, গায়লানের (রাঃ) নিকট তো দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেনই, তথাপি তিনি ছয়জনকে পৃথক করিয়ে দিলেন, তাহলে নতুনভাবে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

একটি বিয়েই উত্তম যদি স্ত্রীদের সাথে সমান ব্যবহার করা সম্ভব না হয়

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে না পারার ভয় থাকে তাহলে একটিকেই যথেষ্ট মনে কর বা দাসীদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡ

তোমরা কখনও স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা যদিও তোমরা তা কামনা কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৯) এখানে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, দাসীদের মধ্যে পালা করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব বটে। যে করে সে ভালই করে এবং যে না করে তারও কোন দোষ নেই। এর পরবর্তী বাক্য **ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ** এর ভাবার্থে কেহ কেহ বলেছেন, 'এটা তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অতি নিকটবর্তী।'

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, এর মারফূ' হওয়া ভুল কথা, তবে এটা আয়িশার (রাঃ) উক্তি বটে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরামা, (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), আবূ রাযীন (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ) প্রমুখ হতে এর অর্থ করা হয়েছে (ন্যায় থেকে) সরে আসা। (তাবারী ৭/৫৪৯-৫৫১)

স্ত্রীকে মোহর দিতেই হবে

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, **وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً** *এ আয়াতে 'নিহলাহ'* অর্থ হচ্ছে দেন-মোহর। (তাবারী ৭/৫৫৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) উরওয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, *'নিহলাহ'* অর্থ হচ্ছে অবশ্য করণীয়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যুরাইযও (রহঃ) একই কথা বলেছেন। ইব্ন যুরাইয (রহঃ) অতিরিক্ত যোগ করে

বলেন 'নির্দিষ্ট পরিমাণ'। (তাবারী ৭/৫৫৩) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আরাবী *'নিহলাহ'* শব্দের অর্থ হচ্ছে যা খুবই দরকার। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার আদেশ হল, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রাপ্য দিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করনা'। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই যে, সে দেন-মোহর ছাড়া কোন মহিলাকে বিয়ে করবে অথবা মোহরের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করবে। (তাবারী ৭/৫৫৩) সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট চিত্তে, যেমন খুশি মনে কেহকে দান করা হয়, অনুরূপভাবে যথাযথ মর্যাদার দিকে খেয়াল রেখে বিয়ের সময় দেন-মোহর ধার্য করে স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। বিয়ের পরে স্ত্রী যদি তার প্রাপ্ত অর্থ থেকে কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণই ফেরত দেয় তখন তার স্বামী তা ফেরত নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করায় আইনতঃ কোন বাধা নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا কিন্তু তারা যদি সন্তুষ্টি চিত্তে পরে কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে বিবেচনা মত তা তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।

٥. وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

৫। আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারণ করেছেন তা অবোধদেরকে প্রদান করনা; বরং তা হতে তাদেরকে ভক্ষণ করাতে থাক, পরিধান করাতে থাক এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল।

٦. وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ

৬। আর ইয়াতীমরা বিয়ের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয় তাহলে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ কর;

وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا	**ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অপব্যয় করনা অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা সত্বরতা সহকারে আত্মসাৎ করনা; এবং দেখাশোনাকারী যদি অভাবমুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অতঃপর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।**

নির্বোধ/মূর্খদের সম্পদ প্রদান না করা

মহান আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নির্বোধদেরকে তাদের সম্পদ প্রদান না করে। ধন-সম্পদ, ব্যবসা ইত্যাদিতে খাটিয়ে আল্লাহ তা'আলা ওর দ্বারা মানুষের জীবন যাপনের উপায় করে দিয়েছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অবোধদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করা হতে বিরত রাখা উচিত। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, পাগল, নির্বোধ এবং বেদীন অন্যায়ভাবে স্বীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষে ব্যয় করে ফেলছে, তাদের এভাবে সম্পদ খরচ করা হতে বাধা দিতে হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির স্কন্ধে বহু ঋণের ভার চেপে গেছে, যে ঋণ সে তার সমস্ত সম্পদ দিয়েও পরিশোধ করতে পারেনা, যদি মহাজন সে সময়ের শাসনকর্তার নিকট আবেদন করে তাহলে শাসনকর্তা তার সমস্ত সম্পদ হস্তগত করবেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে বেদখল করে দিবেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে سُفَهَآءَ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীগণ। (তাবারী ৭/৫৬২) ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), হাকাম ইব্‌ন উয়াইনা (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ)

এবং যাহহাক (রহঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, سُفَهَآءَ শব্দের ভাবার্থ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েই বটে। (তাবারী ৭/৫৬২) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে পিতৃহীনেরা। (তাবারী ৭/৫৬৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মহিলাগণ। (তাবারী ৭/৫৬৪)

সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করা উচিত

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ তাদেরকেও খাওয়াও, পরাও। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমার যে সম্পদকে তোমার জীবন ধারণের উপায় করে দিয়েছেন তা তুমি তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে প্রদান করে তাদের হাতের দিকে চেয়ে থেকনা। বরং তোমার সম্পদ তুমি তোমার দখলেই রেখে ওকে ঠিক রাখ এবং তুমি স্বহস্তে তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর। (তাবারী ৭/৫৭০)

এরপরে বলা হচ্ছে, وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا তাদের সাথে ভাল কথা বল। অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম ও নম্র ব্যবহার কর। এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অভাবগ্রস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিত, যার নিজ হাতে খরচ করার অধিকার নেই তার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা ও খবরাখবর লওয়া এবং নম্র ব্যবহার করা উচিত।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইয়াতীমদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ তোমরা পিতৃহীনদের দেখাশুনা কর যে পর্যন্ত না তারা যৌবনে পদার্পণ করে। এখানে نِكَاح শব্দ দ্বারা প্রাপ্ত বয়স বুঝানো হয়েছে এবং প্রাপ্ত বয়সের পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন এক বিশেষ প্রকারের স্বপ্ন দেখা যায় এবং এক বিশেষ প্রকারের পানি তীব্র বেগে বহির্গত হয়। আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিটি ভালভাবেই স্মরণ আছে ঃ

'স্বপ্নদোষের পর পিতৃহীনতাও নেই এবং সারা দিনরাত নীরব থাকাও নেই।' (আবূ দাঊদ ৩/২৯৩) অন্য হাদীসে আয়িশা (রাঃ) ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তিন প্রকারের লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (১) শিশু, যে পর্যন্ত না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। (২) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না সে জেগে উঠে। (৩) পাগল ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে।' (আবূ দাঊদ ৪/৫৫৮-৫৬০) সুতরাং প্রাপ্ত বয়সের নিদর্শন একতো হচ্ছে এই। দ্বিতীয় নিদর্শন কারও কারও মতে এই যে, যখন তার বয়স পনের বছর হবে। এর দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি, যাতে তিনি বলেন ঃ 'উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সঙ্গে নেননি। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করা হলে তিনি সম্মত হন। সে সময় আমার বয়স ছিল পনেরো বছর।' উমার ইব্ন আবদুল আযীযের (রহঃ) নিকট এ হাদীসটি পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ 'প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমা এটাই।' (বুখারী ২৬৬৪, মুসলিম ১৮৬৮)

প্রাপ্ত বয়সের তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে নাভীর নীচে চুল গজান। সঠিক কথা এই যে, সকলের পক্ষেই এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন। কেননা প্রথমতঃ এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। এর দলীল হচ্ছে মুসনাদ আহমাদের হাদীসটি, যাতে আতিয়া কারাযীর (রাঃ) বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন ঃ 'বানূ কুরাইযার যুদ্ধের পর আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হয়। তিনি নির্দেশ দেন ঃ 'এক ব্যক্তি দেখুক যে, বন্দীদের মধ্যে যাদের এ চুল বের হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং যাদের বের হয়নি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।' সে সময় আমার এ চুল বের হয়নি বলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।' (আহমাদ ৪/৩১০, আবূ দাঊদ ৪/৫৬১, তিরমিযী ৫/২০৭, নাসাঈ ৫/১৮৫, ইব্ন মাজাহ ২/৮৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা দেখ যে, তাদের ধর্ম পালনের সামর্থ্য এবং সম্পদ রক্ষার যোগ্যতা হয়েছে তখন তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য হবে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইমামগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৭/৫৭৬) ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, শিশু যখন ধর্মীয় বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে এবং টাকা পয়সার হিসাব নিতে সক্ষম হয় তখন তার পক্ষ থেকে যে হিসাব নিকাশ করত তার উচিৎ হবে সেই বয়ঃপ্রাপ্ত ইয়াতীমের সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেয়া।

গরীব লালন-পালনকারী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে যুক্তিসঙ্গত খরচ করতে পারবে

ইয়াতীমরা বড় হওয়া মাত্রই তাদের সম্পদ তারা নিয়ে নিবে, শুধুমাত্র এই ভয়ে এর পূর্বেই, প্রয়োজন ছাড়াই তাদের সম্পদ শেষ করে দিবেনা। খবরদার! এ কাজ করনা। **وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ** যে লালন-পালনকারী ধনী, সে নিজের সম্পদ থেকেই খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে, তার কর্তব্য হবে ইয়াতীমের সম্পদ হতে কিছুই গ্রহণ না করা। মৃত জন্তু এবং প্রবাহিত রক্তের ন্যায় এ সম্পদ তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। **وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ** তবে হ্যাঁ, যদি অভিভাবক দরিদ্র হয় তাহলে অবশ্যই তাকে লালন-পালন করার পারিশ্রমিক হিসাবে সময়ের প্রয়োজনে ও দেশ/প্রথা অনুযায়ী তার সম্পদ হতে যুক্তি সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, **وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ** আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক এবং তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (তাবারী ৭/৫৯৩, ফাতহুল বারী ৮/৮৯) সে নিজের প্রয়োজন দেখবে এবং পরিশ্রমও দেখবে। যদি প্রয়োজন পরিশ্রম অপেক্ষা কম হয় তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে। আর যদি পরিশ্রম প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তাহলে পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে।

মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার নিকট কোন সম্পদ নেই। একজন পিতৃহীনকে আমি লালন-পালন করছি। আমি তার আহার্যের মধ্য হতে কিছু খেতে পারি কি?’ তিনি বললেন ঃ অতিরিক্ত কিংবা অপচয় অথবা নিজের সম্পদের সাথে না মিশিয়ে (আত্মসাতের উদ্দেশে) তোমরা ইয়াতীমের সম্পদ থেকে খেতে পার। কিন্তু নিজের অর্থ বাঁচানোর জন্য তা করনা। (আহমাদ ৩/১৮৬) এরপর অভিভাবকদেরকে বলা হচ্ছে ঃ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ যখন তারা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যাবে এবং তোমরা তাদের মধ্যে বিবেচনা জ্ঞান লক্ষ্য করবে তখন সাক্ষী রেখে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করবে, যেন অস্বীকার করার সুযোগই না আসে।

وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا প্রকৃতপক্ষে সত্য সাক্ষী, পূর্ণ রক্ষক এবং সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই রয়েছেন, ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে অভিভাবকের নিয়াত কি ছিল তা তিনি খুব ভালই জানেন।

অভিভাবক নিজেই হয়তবা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করেছে, ধ্বংস করেছে এবং মিথ্যা দলীল কিংবা মিথ্যা হিসাব লিখে রেখেছে, অথবা হয়ত সৎ নিয়াতের অধিকারী অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদ পূরাপুরি রক্ষা করেছে এবং সঠিক হিসাব রেখেছে, এসব সংবাদ সেই সবজান্তা এবং মহান রক্ষক আল্লাহ তা'আলার অবশ্যই জানা রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ যারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আবূ যার! আমি তোমাকে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখছি এবং আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্য তা পছন্দ করি। সাবধান! কখনই তুমি দু' ব্যক্তিরও নেতা বা আমীর নির্বাচিত হয়োনা এবং কখনও কোন ইয়াতীমের সম্পদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়োনা।' (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

৭। পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে- অল্প বা অধিক, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ।	٧. لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
৮। বন্টনের সময়ে যখন স্বজনগণ, ইয়াতীমগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয় তখন তা হতে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে	٨. وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ

فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلاً مَّعۡرُوفًا	সদ্ভাবে কথা বল।
٩. وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلاً سَدِيدًا	৯। তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিৎ যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঙ্গত কথা বলে।
١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٲلَ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِى بُطُونِهِمۡ نَارًا ۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرًا	১০। যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।

আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে উত্তরাধিকারীর কাছে সম্পদ বন্টন করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ *(পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে)* আরাবের মুশরিকদের প্রথা ছিল এই যে, কেহ মারা গেলে তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা তার সমস্ত সম্পদ পেত। তার ছোট সন্তানেরা ও স্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হত। ইসলাম এ নির্দেশ জারী করে সবারই জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

বলা হয় যে, উত্তরাধিকারী সবাই হবে, প্রকৃত আত্মীয়তাই হোক বা বিবাহ বন্ধনের কারণেই হোক বা আযাদী সম্পর্কিত কারণেই হোক না কেন, অংশ সবাই পাবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উম্মে কুজ্জাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে দু'টি মেয়ে আছে। তাদের পিতা মারা গেছে এবং তাদের নিকট কিছুই নেই।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি (৪ ঃ ৭) নাযিল করেন। (আবূ দাঊদ ৩/৩১৪) এ হাদীসটি অন্য শব্দে উত্তরাধিকারের অন্য দু'টি আয়াতের তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই আসবে। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى ... অর্থাৎ যখন কোন মৃত ব্যক্তির মীরাস বন্টন হতে থাকবে, সে সময় যদি তার কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও এসে পড়ে যার কোন অংশ নেই এবং ইয়াতীম ও মিসকীনরাও এসে যায় তাহলে তাদেরকেও কিছু কিছু প্রদান কর।'

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এ হুকুম এখনও বহাল আছে। (তাবারী ৮/৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের কোন সম্পদ রয়েছে এবং তাদের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে যতটুকু খুশি তা অন্যদের মাঝে বিতরণ করতে পারে। (তাবারী ৮/৮) ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), আবূ মূসা (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বাকর (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ) প্রমুখ এ কথাই বলেছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), 'আতা ইব্‌ন আবী রিবাহ্ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুআম্মার (রহঃ) বলেছেন যে, এটা বাধ্যতামূলক। এমনকি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ছাড়া এসব বিজ্ঞজন এ হুকুমকে ওয়াজিব বলেছেন।

কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি রহিতই হয়ে গেছে। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবও (রহঃ) এটাই বলেন যে, যদি ঐ লোকদের জন্য অসীয়াত থাকে তাহলে সেটা অন্য কথা নচেৎ এ আয়াতটি মানসুখই বটে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এখানে বন্টনের অর্থ হচ্ছে মীরাসের বন্টন। সুতরাং 'মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের সময় যদি এসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয় এবং তোমরা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে ফেল আর এ

বেচারারা তোমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তখন তাদেরকে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দিওনা। তাদেরকে তথা হতে নিরাশ করে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়াকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ পছন্দ করেননা। সুতরাং আল্লাহর পথে সাদাকাহ হিসাবে তাদেরকে কিছু প্রদান কর যেন তারা খুশি হয়ে যায়।'

ন্যায়ানুগ অসীয়াত করা উচিত

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ

... *তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিৎ যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে।* আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর সময় অসীয়াত করে যাচ্ছে এবং সেই অসীয়াতে তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি হচ্ছে এমতাবস্থায় যে তা শ্রবণ করছে তার আল্লাহকে ভয় করে ঐ অসীয়াতকারীকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করা উচিত এবং তার কর্তব্য এই যে, সে যেন ঐ অসীয়াতকারীর মঙ্গল কামনা করে যেমন সে নিজের উত্তরাধিকারীদের মঙ্গল কামনা করে, যখন তাদের ক্ষতির ও ধ্বংসের আশংকা থাকে। (তাবারী ৮/১৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাকে দেখতে যান। সে সময় সা'দ (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বহু সম্পদ রয়েছে এবং আমার একটি মাত্র কন্যা আছে। আমি আমার দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দেই। আপনি আমাকে এর অনুমতি দিবেন কি'? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'আচ্ছা, অর্ধেকের অনুমতি আছে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'তাহলে এক তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি যদি তোমার পিছনে তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাও তাহলে এটা ওটা হতে উত্তম যে, তুমি তাদেরকে দরিদ্র রূপে ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।' (ফাতহুল বারী ৫/৪২৭, মুসলিম ৪/১২৫৩)

যারা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তাদেরকে হুশিয়ারী

আয়াতের দ্বিতীয় ভাবার্থ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি এরূপই খেয়াল রাখ যেমন তুমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার ছোট সন্তানদের প্রতি অন্য লোকদের খেয়াল রাখার কামনা কর। তুমি যেমন চাওনা যে, তাদের সম্পদ অন্যেরা অন্যায়ভাবে খেয়ে নিক এবং তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দরিদ্র থেকে যাক, তদ্রূপ তুমিও অন্যদের সন্তানদের সম্পদ খেওনা। এ ভাবার্থও খুব উত্তম বটে। এ কারণেই এর পরেই পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের শাস্তির কথা বলা হয় ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا *যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।*

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাতটি এমন পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাক যা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।' তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় ঃ পাপগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ (১) 'আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন, (২) যাদু, (৩) অন্যায়ভাবে হত্যা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) পিতৃহীনদের সম্পদ ভক্ষণ করা, (৬) জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মুসলিম নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।' (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

১১। আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের তুল্য; আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তাহলে সে

١١. يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوۡلَـٰدِكُمۡ ۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن

كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে তাহলে মাতা-পিতার জন্য অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকেরই জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে, আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু মাতা-পিতাই তার উত্তরাধিকারী হয় তাহলে তার মাতার জন্য রয়েছে এক তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা থাকে তাহলে সে যা নির্দেশ করে গেছে সেই নির্দেশ ও ঋণ প্রদান শেষে তার জননীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ; তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপকারী তা তোমরা অবগত নও, এটাই আল্লাহর নির্দেশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

মিরাস বন্টনের নিয়ম-কানূন জানতে উৎসাহিত করা হয়েছে

এ আয়াতটি, এর পরবর্তী আয়াতটি এবং সূরার শেষের আয়াতটি ইল্‌মে ফারায়েযের আয়াত। পূর্ণ ইল্‌মের দলীলরূপে এ আয়াতগুলিকে এবং হাদীসগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যে, হাদীসগুলি যেন এ আয়াতগুলিরই তাফসীর ও ব্যাখ্যা। এখানে আমরা এ আয়াতটিরই তাফসীর

লিখছি। বাকী মীরাসের যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে এবং ওতে যে দলীলসমূহের অনুধাবনে কিছু মতভেদ আছে তা বর্ণনা করার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে আহকামের পুস্তকসমূহ–তাফসীর নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করুন! ফারায়েয বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, মিরাসের জ্ঞান (উত্তরাধিকারের বন্টন) অর্জন করা হল সমস্ত জ্ঞানের অর্ধেক অর্জন করা, কারণ এর ফলাফল সকলের সাথে জড়িত। এ আয়াতসমূহে যে নির্ধারিত অংশসমূহের বর্ণনা রয়েছে সেগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৪ ঃ ১১ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি রুগ্ন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। বানূ সালামার মহল্লায় তাঁরা পদব্রজে আগমন করেন। আমি সে সময় অজ্ঞান ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি চেয়ে নিয়ে উযূ করেন। অতঃপর আমার উপর উযূর পানি ছিটিয়ে দেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তখন বলি ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বন্টন করব? সেই সময় يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ এ পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৯১, মুসলিম ৩/১২৩৫, নাসাঈ ৬/৩২০) ছয়টি হাদীস গ্রন্থের অন্যান্য হাদীসেও এটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/১১৮, মুসলিম ৩/১২৩৪, আবূ দাঊদ ৩/৩০৮, তিরমিযী ৮/৩৬৮, নাসাঈ ১/৭৭ ইব্ন মাজাহ ২/৯১১)

৪ ঃ ১১ আয়াতটি সম্পর্কে যাবিরের (রাঃ) উক্তি

আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সা'দ ইব্ন রাবী'র (রাঃ) সহধর্মিণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ দু'টি সা'দের (রাঃ) কন্যা, এদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে শরীক ছিলেন। ঐ যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন। এদের চাচা তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেয়। এদের জন্য কিছুই রাখেনি। এটা স্পষ্ট কথা যে, সম্পদ ছাড়া এদের বিয়ে হতে পারেনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'এর ফাইসালা স্বয়ং আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই করবেন।' সে সময় উত্তরাধিকারের আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের চাচার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দেন ঃ

'দুই তৃতীয়াংশ (তোমার ভাইয়ের সম্পত্তির) এ মেয়েদেরকে দিয়ে দাও, এক অষ্টমাংশ এদের মাকে প্রদান কর এবং বাকি তোমার অংশ।' (আহমাদ ৩/৩৫২, আবূ দাউদ ৩/৩১৪, তিরমিযী ৬/২৬৭, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৮) বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, যাবিরের (রাঃ) প্রশ্নের উপর এ সূরাটির শেষ আয়াত (৪ ঃ ১৭৬) অবতীর্ণ হয়ে থাকবে অর্থাৎ এ আয়াতটি (৪ ঃ ১১) নয়। অতিসত্বরই ইনশাআল্লাহ এ বর্ণনা আসছে। কেননা তার উত্তরাধিকারিণী তো শুধুমাত্র তার বোনেরা ছিল। তাঁর মেয়ে তো ছিলইনা। তিনি তো *'কালালাহ'*[১] ছিলেন। আর এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অর্থাৎ সাদ ইব্ন রাবীর (রাঃ) উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এর বর্ণনাকারীও হচ্ছেন স্বয়ং যাবির (রাঃ)। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটিকেও এ আয়াতের তাফসীরেই এনেছেন। এ জন্য আমরাও তার অনুসরণ করেছি।

পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে

উপরোক্ত আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা তাদের সমস্ত সম্পদ শুধু ছেলেদেরই প্রদান করত এবং মেয়েদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করত। তাই আল্লাহ তা'আলা মেয়েদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেন। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন। কেননা যতগুলি কর্তব্য পালন পুরুষদের দায়িত্বে রয়েছে ততটা স্ত্রীদের দায়িত্বে নেই। যেমন পরিবারের খাওয়া পরার জন্য আয় ব্যয়ের দায়িত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতে হয়। এ জন্যই তাদের প্রয়োজন অনুপাতে তাদেরকে মহিলাদের দ্বিগুণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতা হতেও বহু গুণে দয়ালু ও স্নেহশীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, বন্দীদের মধ্য হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক হয়ে পড়ে। মা তার শিশুর খোঁজে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করে এবং যে

[১] যে ব্যক্তির পিতা ও পুত্র থাকেনা তাকে 'কালালাহ' বলে।

শিশুকেই পায় তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বলেন ঃ

'আচ্ছা বলত, ইচ্ছাকৃতভাবে কি এ মহিলাটি তার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?' সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কখনই না!' তিনি তখন বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর এর চেয়েও বেশি দয়ালু।' (মুসলিম ৪/২১০৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে অংশীদার ও হকদার শুধু পুত্রই ছিল। পিতা-মাতা অসীয়াত হিসাবে কিছু পেত মাত্র। আল্লাহ তা'আলা এটা রহিত করে দেন এবং পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ, পিতা-মাতাকে এক ষষ্ঠাংশ ও এক তৃতীয়াংশও বটে, স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ ও এক চতুর্থাংশ, স্বামীকে এক চতুর্থাংশ ও অর্ধেক দেয়ার নির্দেশ দেন। (ফাতহুল বারী ৮/৯৩)

শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান থাকলে তার উত্তরাধিকারের অংশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ *(আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে)* فَوْقٌ শব্দটিকে কেহ কেহ অতিরিক্ত বলে থাকেন। যেমন فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১২) এর মধ্যে فَوْقٌ শব্দটি অতিরিক্ত। কিন্তু আমরা এটাকে স্বীকার করিনা। এ আয়াতেওনা, ঐ আয়াতেওনা। কেননা কুরআনুল হাকীমে এমন কোন অতিরিক্ত জিনিস নেই যা বিনা উপকারে আনা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালামে এরূপ হওয়া অসম্ভব। আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি এরূপই হত তাহলে ওর পরে فَلَهُنَّ আসতনা, বরং فَلَهُمَا আসত। তবে হ্যাঁ, এটা দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, যদি মেয়ে দু'য়ের অধিক না হয়, অর্থাৎ শুধু দু'টিই হয় তাহলেও এটাই হুকুম অর্থাৎ তারাও দুই তৃতীয়াংশই পাবে। কেননা দ্বিতীয় আয়াতে দু' বোনকে দুই তৃতীয়াংশ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং যদি দু' বোন দুই তৃতীয়াংশ পায় তাহলে দু' মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ পাবে না কেন? তাদের জন্য তো দুই তৃতীয়াংশ হওয়া আরও বাঞ্ছনীয়।

অন্য হাদীসে এসেছে যে, দু'টি কিংবা তদোর্ধ মেয়েকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ দিয়েছেন।

যেমন এ আয়াতের শান-ই নযূলের বর্ণনায় সা'দের কন্যাদের ব্যাপারে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে এটাও এর দলীল যে, যদি পুত্র না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা থাকে তাহলে সে অর্ধেক অংশ পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ *আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তাহলে সে অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে।* সুতরাং যদি দু'টি কন্যা থাকা অবস্থায়ও অর্ধেক অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া উদ্দেশে হত তাহলে এখানে তা বর্ণনা করা হত। এককে যখন পৃথক করা হয়েছে তখন জানা যাচ্ছে যে, দুইয়ের বেশি থাকা অবস্থায় যে হুকুম দু'জন থাকা অবস্থায়ও সেই হুকুম।

উত্তরাধিকারে মা-বাবার প্রাপ্য অংশ

অতঃপর বাবা-মায়ের অংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাবা-মায়ের অবস্থা বিভিন্ন রূপ।

(১) প্রথম অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক সন্তান থাকে এবং পিতা-মাতাও থাকে তাহলে পিতা-মাতা উভয়েই এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ পাবে পিতা এবং এক ষষ্ঠাংশ পাবে মাতা। আর যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র কন্যা থাকে তাহলে অর্ধেক সম্পদ মেয়েটি পাবে এবং এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে ও এক ষষ্ঠাংশ বাপ পাবে, আরও যে এক ষষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকছে ওটাও বাপ 'আসাবা' হিসাবে পেয়ে যাবে। তাহলে এখানে পিতা তার নির্ধারিত এক ষষ্ঠাংশ পেয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে 'আসাবা' হিসাবেও অবশিষ্ট অংশ পেয়ে যাচ্ছে।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উত্তরাধিকারী শুধু পিতা ও মাতা। এ অবস্থায় মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ পিতা 'আসাবা' হিসাবে পেয়ে যাবে। তাহলে পিতা দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ মায়ের তুলনায় বাপ দ্বিগুণ পাবে। এখন যদি মৃতা স্ত্রীর স্বামীও বিদ্যমান থাকে কিংবা মৃত স্বামীর স্ত্রী থাকে, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে নেই, বরং আছে শুধু পিতা-মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রী, তাহলে এ ব্যাপারে তো আলেমগণ একমত যে, এ অবস্থায় স্বামী পাবে অর্ধেক এবং স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ। স্বামী বা স্ত্রীর (অংশ) নেয়ার পর যা বাকী থাকবে মা তার এক তৃতীয়াংশ পাবে। হয় স্ত্রী স্বামী ছেড়ে যাক বা স্বামী স্ত্রী ছেড়ে যাক। কেননা অবশিষ্ট সম্পদ তাদের ব্যাপারে যেন পূরা সম্পদ। আর মায়ের অংশ

হচ্ছে বাপের অর্ধেক। সুতরাং অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মা নিয়ে নিবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ বাপ প্রাপ্ত হবে।

(৩) বাপ-মায়ের তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনদের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হয়, তারা সহোদর ভাইই হোক অথবা বৈপিত্রেয় ভাইই হোক। এ অবস্থায় বাপের বিদ্যমানতায় ভাইয়েরা কিছুই পাবেনা, তবে তারা মাকে এক তৃতীয়াংশ হতে এক ষষ্ঠাংশে নামিয়ে দিবে। আর যদি অন্য কোন উত্তরাধিকারীই না থাকে এবং মায়ের সাথে শুধু বাপ থাকে তাহলে বাকী সম্পদ সমস্তই বাপ পেয়ে যাবে। জমহুরের এটাই উক্তি। সাঈদ ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। তবে হ্যাঁ, যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র ভাই থাকে তাহলে সে মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে সরাতে পারবেনা। উলামা-ই কিরামের ঘোষণা মতে এতে নিপুণতা রয়েছে এই যে, ভাইদের বিয়ে, খাওয়া, পরা ইত্যাদির খরচ বহন পিতারই দায়িত্বে রয়েছে, মাতার দায়িত্বে নেই। সুতরাং পিতাকে অধিক দেয়ার মধ্যেই হিকমাত নিহিত রয়েছে। এটা উত্তম উক্তি। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ভাইয়েরা মায়ের যে এক ষষ্ঠাংশ কমিয়ে দিল তা পিতা পাবেনা, বরং ওরাই পাবে। ঐ উক্তি খুবই বিরল। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) এ উক্তি সমস্ত উম্মাতের বিপরীত।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, كَلَالَةٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র ও পিতা না থাকে।

প্রথমে দেনা, পরে অসীয়াত এবং সবশেষে উত্তরাধিকারের বন্টন হতে হবে

এরপরে বলা হচ্ছে ঃ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ অসীয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর মীরাস বন্টিত হবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মনীষী এতে একমত যে, ঋণ অসীয়াতের অগ্রবর্তী। আয়াতের তাৎপর্যের প্রতি গভীর চিন্তা সহকারে লক্ষ্য করলে এটাই পরিলক্ষিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি পিতা ও পুত্রগণকে প্রকৃত মীরাসে নিজ নিজ নির্ধারিত অংশ গ্রহণকারী করেছি এবং অজ্ঞতা যুগের প্রথা দূর করেছি। বরং ইসলামেও প্রথমে সম্পদ শুধুমাত্র সন্তানদেরকে দেয়ার নির্দেশ ছিল এবং বাপ মা শুধু অসীয়াত হিসাবে কিছু লাভ করত, যেমন ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেটাকেও রহিত করে দিয়েছেন।

এখন এ হুকুম হচ্ছে যে, পিতার দ্বারা তোমাদের বেশি উপকার সাধিত হবে কি পুত্রের দ্বারা হবে তা তোমাদের জানা নেই। উভয় হতেই উপকারের আশা রয়েছে। এদের একের অপর হতে বেশি উপকার লাভের নিশ্চয়তা নেই। পিতার চেয়ে পুত্রের দ্বারা বেশি উপকার লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে, আবার পুত্র অপেক্ষা পিতার দ্বারাও বেশি উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।'

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঐ নির্ধারিত অংশ ও উত্তরাধিকারের এ আহকাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফার্‌য করা হয়েছে। কোন আশায় বা ভয়ে এতে কম-বেশি করার কোন স্থান নেই। না কেহকে বঞ্চিত করা যাবে, না কেহকে বেশি দেয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞ। যে যার হকদার তিনি তাকে তাই দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের স্থান তিনি খুব ভালই জানেন। তোমাদের লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর কোন কাজ ও কোন নির্দেশ নিপুণতা শূন্য নয়। সুতরাং তাঁর নির্দেশাবলী তোমাদের মেনে চলা উচিত।

১২। আর তোমাদের পত্নীগণের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তারা যা পরিত্যাগ করে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য উহার অর্ধাংশ; কিন্তু যদি তাদের সন্তান-সন্ততি থাকে তাহলে তারা যা অসীয়াত করেছে সেই অসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ; এবং যদি তোমাদের স্ত্রীদের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তোমরা যা পরিত্যাগ করে যাবে, তাদের জন্য তার এক চতুর্থাংশ; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি	١٢. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُم ۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ	থাকে তাহলে তোমরা যা অসীয়াত করবে সেই অসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তাদের জন্য এক অষ্টমাংশ; যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায় এবং তার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে তাহলে এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহলে কৃত অসীয়াত পূরণ করার পর অথবা ঋণ শোধের পর, কারও অনিষ্ট না করে তারা উহার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে; এটাই আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহিষ্ণু।

উত্তরাধিকারে স্বামী/স্ত্রীর প্রাপ্য

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন যে, স্ত্রী যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার স্বামী স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অর্ধেক পাবে, আর সে (স্ত্রী) যদি সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে তার সম্পদ থেকে পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে বাকি সম্পদ থেকে তার স্বামী চার ভাগের এক ভাগ প্রাপ্ত হবে।

শৃংখলা বিধান হচ্ছে এই যে, পূর্বে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তারপরে তাদের অসীয়াত পূরণ করতে হবে এবং পরে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ

বন্টিত হবে। এটা এমন একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় যার উপর উম্মাতের সমস্ত আলেমের ইজমা রয়েছে। এ মাসআলায় পুত্রের হুকুমে পৌত্র রয়েছে। এমনকি তাদের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানও এ হুকুমেরই আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তাদের বিদ্যমানতায়ও স্বামী তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের অংশের কথা বলছেন ঃ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ তারা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে বা এক অষ্টমাংশ পাবে। স্বামীর সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ পাবে এবং সন্তান থাকলে এক অষ্টমাংশ পাবে। এই এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশের মধ্যে মৃত স্বামীর সমস্ত স্ত্রীই জড়িত থাকবে। চারজন, তিনজন বা দু'জন হলে তাদের মধ্যে এই অংশ সমানভাবে বন্টিত হবে। আর যদি একজনই হয় তাহলে সম্পূর্ণ অংশ সে একাই পাবে।

'কালালাহ' শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً *(যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায় ...)* كَلاَلَةٌ শব্দটিকে اِكْلِيْلٌ শব্দ হতে বের করা হয়েছে। اِكْلِيْلٌ ঐ মুকুট ইত্যাদিকে বলা হয় যা মস্তককে চতুর্দিক হতে ঘিরে নেয়। এখানে এর ভাবার্থ এই যে, তার উত্তরাধিকারী হচ্ছে চার পাশের লোক। তার আসল ও ফরা' অর্থাৎ মূল ও শাখা নেই।

আবূ বাকরকে (রাঃ) كَلاَلَةٌ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'আমি আমার মতানুসারে উত্তর দিচ্ছি। যদি সেটা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হবে। আর যদি ভুল হয় তাহলে শাইতানের পক্ষ থেকে হবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা হতে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হবেন। كَلاَلَةٌ তাকেই বলে যার পিতা ও পুত্র থাকেনা।' উমার ফারূক (রাঃ) খলীফা হলে তিনিও তাঁর অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন এবং বলেন আবূ বাকরের (রাঃ) মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমি লজ্জাবোধ করি।' (তাবারী ৮/৫৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমিই শেষ ব্যক্তি যে উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সাথে কথা

বলেছে। তিনি আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যা বলেছ তা সঠিক মতামত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ বিষয়ে আমি কি বলেছি? তিনি বললেন ঃ সঠিক কথা এই যে, كَلاَلَةٌ তাকেই বলা হয় যার মা-বাবা ও সন্তান নেই'। (তাবারী ৮/৫৯) আলী (রাঃ), ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ), আসাবী (রাঃ), নাখঈ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাবির ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং হাকামও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ৮/৫৫-৫৭) মাদীনাবাসী, কুফাবাসী এবং বসরাবাসীরও এটাই উক্তি। সাতজন ধর্মশাস্ত্রবিদ, ইমাম চতুষ্টয় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বিজ্ঞ উলামাগণও এটাই বলেন।

মায়ের পূর্ব-স্বামীর সন্তানদের প্রাপ্য অংশ

অতঃপর বলা হচ্ছে, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ তার ভাই অথবা বোন থাকে, অর্থাৎ মা পক্ষীয় ভাই বা বোন যেমন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী কয়েকজন মনীষীর কিরআত রয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) প্রভৃতি (মহামানব) হতেও এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ *(তাহলে এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহলে এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে)* মাতাজাত ভ্রাতাগণ কয়েকটি কারণে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ হতে পৃথক। প্রথমতঃ তারা উত্তরাধিকার হিসাবে মায়ের সম্পদ থেকে অংশ পেয়ে থাকে। যেমন মা। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী অর্থাৎ ভাই ও বোন সমান সমান মীরাস পাবে। তৃতীয় এই যে, তারা শুধুমাত্র ঐ সময়েই উত্তরাধিকারী হবে যখন মৃত ব্যক্তি পিতা ও পুত্রহীন হবে। সুতরাং তারা পিতা ও পিতামহ এবং পুত্র ও পৌত্রের বিদ্যমানতায় উত্তরাধিকারী হবেনা। চতুর্থ এই যে, তারা এক তৃতীয়াংশের বেশি কোন অবস্থায়ই পায়না, তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেন এবং পুরুষই হোক অথবা মহিলাই হোক।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'এই মীরাস বন্টন অসীয়াত কিংবা দেনা শোধ করার পরে হতে হবে। অসীয়াত এমন হবে যে, যেন কোন অবিচার করা না হয়, কারও কোন ক্ষতি না হয়, কেহ অত্যাচারিত না হয়, কোন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার

যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিংবা আল্লাহ যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তার চেয়ে যেন কোন কম বেশি না হয়। এর বিপরীত অসীয়াতকারী এবং এরূপ শারীয়াত বিরোধী অসীয়াতের ব্যাপারে চেষ্টাকারী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর শারীয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ যাদের জন্য প্রাপ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের জন্য কোন অসীয়াত নেই। (আবূ দাঊদ ২৮৭০, তিরমিযী ২১২১, নাসাঈ ৩৬৭৩, ইব্ন মাজাহ ২৭১২, ২৭১৩)

১৩। এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ; এবং যে কেহ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তম্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং এটাই বড় সফলতা।	١٣. تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
১৪। আর যে কেহ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	١٤. وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ

উত্তরাধিকারী আইনের সীমা লংঘন করার ব্যাপারে হুশিয়ারী

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয় ও তাঁর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। এরূপ লোকদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। অর্থাৎ এসব অবশ্য করণীয় কাজ এবং এর পরিমাণ যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণকে তাদের আত্মীয়তার নৈকট্য এবং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যার জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করেছেন এগুলি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা, তোমরা ঐগুলি ভেঙ্গে দিওনা অথবা অতিক্রম করনা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশাবলী মেনে নেয়, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কোন উত্তরাধিকারীকে কম বেশি দেয়ার চেষ্টা করেনা, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ পূরাপুরি পালন করে, আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন ঃ

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারাই সফলকাম হবে এবং তাদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে।

وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পরিবর্তন করে, কোন ওয়ারিসের মীরাস কম/বেশি করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেনা, বরং তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ করে বা তাঁর বন্টনকে ভাল চোখে দেখেনা কিংবা তাঁর আদেশকে ন্যায় মনে করেনা, তারা চিরস্থায়ী অপমানজনক এবং বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'একটি লোক সত্তর বছর পর্যন্ত সাওয়াবের কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে অসীয়াতের সময় অন্যায় ও অবিচার করে, ফলে তার পরিণতি খারাপ কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।' অপরপক্ষে আর একজন লোক সত্তর বছর পর্যন্ত অসৎ কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে স্বীয় অসীয়াতে ন্যায় পন্থা অবলম্বন করে, ফলে

তার পরিণতি ভাল কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে। অতঃপর এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ হতে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ পর্যন্ত আয়াতটি পাঠ কর।' (আহমাদ ২/২৭৮)

সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'একজন পুরুষ অথবা মহিলা ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কাজে লেগে থাকে, অতঃপর সে মৃত্যুর সময় অসীয়াতের ব্যাপারে কষ্ট ও ক্ষতিকর কাজ করে, তখন তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়'। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ হতে শেষ পর্যন্ত (৪ ঃ ১২) পাঠ করেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৮৮, তিরমিযী ৬/৩০৪, ইব্ন মাজাহ ২/৯০২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

১৫। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জ কাজ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর; অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদেরকে তোমরা গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।	١٥. وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا
১৬। আর তোমাদের মধ্য হতে যে কোন দুইজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান	١٦. وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا

কর; কিন্তু তারা যদি তাওবাহ করে এবং সদাচারী হয় তাহলে এতদুভয় হতে প্রত্যাবর্তিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, করুণাময়।	وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

ব্যভিচারিনীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখার শাস্তি পরে রহিত হয়ে যায়

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ নির্দেশ ছিল যে, ন্যায়বান সাক্ষীদের সত্য সাক্ষ্য দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশ্লীলতা প্রমাণিত হলে তাকে যেন বাড়ীর বাইরে যেতে দেয়া না হয়, বরং মৃত্যু পর্যন্ত বাড়ীতেই যেন আটক রাখা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তাকে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তবে হ্যাঁ, এটা অন্য কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ করে দেন। অতঃপর যখন অন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন পূর্বের ঐ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের জন্য এ নির্দেশই ছিল। অতঃপর সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবাহিতা নারীকে রজম করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিতা নারীকে একশ চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হয়। ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), 'আতা খুরাসানী (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), এবং যাহ্হাকেরও (রহঃ) এটাই উক্তি যে, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে এবং এ বিষয়ে সবাই একমত।

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন অহী অবতীর্ণ হত তখন তা তাঁর উপর খুবই ক্রিয়াশীল হত এবং তিনি কষ্ট অনুভব করতেন ও তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত। একদা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ করেন। অহীর সময়কালীন অবস্থা দূর হলে তিনি বলেন ঃ

'তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পথ নির্দেশ করেছেন। যদি বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করে তাহলে তাদেরকে

একশ চাবুক মারতে হবে, অতঃপর প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। আর অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে এবং এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। (আহমাদ ৫/৩১৭, মুসলিম ৩/১৩১৬, আবূ দাঊদ ৪/৫৭০, তিরমিযী ৪/৭০৫, নাসাঈ ৪/২৭০, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৫২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا যদি দু'জন পুরুষ পরস্পর এ নির্লজ্জতার কাজ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এই শাস্তি হল তাদেরকে তিরস্কার কর, অপদস্থ কর, জুতা পেটা কর ইত্যাদি। (তাবারী ৮/৮৫) চাবুক মারা ও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আইনের মাধ্যমে এ নির্দেশও রহিত হয়ে যায়।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি দুই পুরুষের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ তিনি লূতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারটি বলতে চেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কেহকে তোমরা লুতের (আঃ) কাওমের কাজ করতে দেখলে তাকে এবং যার উপরে সে সেই কাজ করেছে তাকেও হত্যা কর।' (আবূ দাঊদ ৪/৬০৭, তিরমিযী ৫/২১, নাসাঈ ৪/৩২২, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৫৬) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا যদি তারা উভয়ে এ কাজ হতে বিরত থাকে এবং সংশোধিত হয় তাহলে তোমরা তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করনা। কেননা পাপ হতে প্রত্যাবর্তনকারী নিস্পাপ ব্যক্তির মতই।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا আল্লাহ তাওবাহ কবূলকারী, করুণাময়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের কারও দাসী ব্যভিচার করে তখন যেন সে তাকে চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদান করে এবং তার উপর আর যেন কোন শাসন গর্জন না করে।' (ফাতহুল বারী ৪/৪৯, মুসলিম ৩/১৩৩৮)

١٧. إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَـٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

১৭। তাওবাহ কবূল করার দায়িত্ব যে আল্লাহর উপর রয়েছে তা তো শুধু তাদেরই জন্য যারা অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করে থাকে, অতঃপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে; সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

١٨. وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

১৮। আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যও ক্ষমা নয় যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে; তাদেরই জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

মৃত্যু পর্যন্ত তাওবাহ কবূল হওয়ার সময়

মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন যারা অজ্ঞানতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর তাওবাহ করে, যদিও এ তাওবাহ মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতাকে দেখার পূর্বে ঘড়ঘড় শব্দ হওয়ার পূর্বেই হয়।

মুজাহিদ (রহঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন, ইচ্ছা পূর্বকই হোক আর ভুল বশতঃই হোক যে কেহই আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয় সেই অজ্ঞ, যে পর্যন্ত না সে তা হতে বিরত হয়।' (তাবারী ৮/৮৯)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আবুল আলিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) বলতেন, আল্লাহর বান্দা যে পাপ করে তা তারা না জানার কারণে অজ্ঞতা বশতঃই করে থাকে। (তাবারী ৮/৮৯) আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মা'মার (রহঃ) বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, সাহাবীগণ বলতেন ঃ 'বান্দা যে পাপ করে তা ইচ্ছা করেই করুক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক, অজ্ঞতা বশতঃই করে। (আবদুর রায্যাক ১/১৫১)

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ এ আয়াতে অবিলম্বে তাওবাহ করে নেয়ার তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মরণের মালাক/ফেরেশতাকে দেখে নেয়ার পূর্বে মৃত্যু যন্ত্রণার সময়কে 'অবিলম্বে' বলা হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তৎক্ষণাত তাওবাহ করার অর্থ হচ্ছে তার শেষ নিঃশ্বাস যখন কন্ঠ নালীর কাছে এসে উপস্থিত হয়। (তাবারী ৮/৯৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার শেষ নিঃশ্বাস কন্ঠনালীতে না পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করেন। (আহমাদ ২/১৩২, তিরমিযী ৯/৫২১, ইব্ন মাজাহ ২/১৪২০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন। ইব্ন মাজাহ (রহঃ) একে ভুলবশতঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে রিওয়ায়াতকারী বলেছেন। আসলে তিনি হবেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)।

فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً তবে হ্যাঁ, যখন সে জীবন হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে, মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতাকে দেখতে পাবে এবং আত্মা দেহ হতে বেরিয়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাবে এবং গড়গড়া শুরু হয়ে যাবে তখন তার তাওবাহ গৃহীত হবেনা। এ জন্যও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'জীবন ভর যে পাপ কাজে লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যু অবলোকন করে বলে, 'এখন আমি তাওবাহ করছি' এরূপ লোকের তাওবাহ গৃহীত হয়না।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَـٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَـٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَـٰنِهَا خَيْرًا

যেদিন তোমার রবের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন নেক কাজ করেনি তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৮) ভাবার্থ এই যে, যখন মানুষ সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখবে তখন যে কেহ ঈমান আনবে অথবা সৎ কাজ সম্পাদন করবে তার সে সৎকাজ বা ঈমান কোন উপকারে আসবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ যারা কুফ্র ও শির্কের উপর মৃত্যু বরণ করে তাদেরও তাওবাহয় কোন উপকার হবেনা, তাদের নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ বা বিনিময়ও নেয়া হবেনা, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মহাপুরুষ বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত পর্দা পড়ে না যায়'। তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'পর্দা পড়ে যাওয়ার অর্থ কি?' তিনি বলেন ঃ 'শির্কের অবস্থায় প্রাণ বহির্গত হওয়া। (আহমাদ ৫/১৭৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا এরূপ লোকদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।

১৯। হে মু'মিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত	١٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ

তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ উহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে বাধ্য করনা এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে সম মর্যাদায় অবস্থান কর; কিন্তু যদি অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ কর আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন।	كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
২০। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক তাহলে তোমরা তন্মধ্য হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করনা; তাহলে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য পাপ করে সেটা গ্রহণ করবে?	٢٠. وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
২১। এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট গমন করেছিলে এবং তারা	٢١. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا	তোমাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।
٢٢. وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا	২২। তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করনা, কিন্তু যা বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

‘উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত মহিলা’ কী

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হত। সে ইচ্ছা করলে তাকে নিজেই বিয়ে করে নিত, ইচ্ছা করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিত, আবার ইচ্ছা করলে তাকে আর বিয়েই দিতনা। ঐ মহিলাটির আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশি হকদার মনে করা হত। অজ্ঞতা যুগের এ জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে বলা হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا হে মু’মিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও। (ফাতহুল বারী ৮/৯৩)

স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়া যাবেনা

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন, وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ স্ত্রীদের বাসস্থানকে সংকীর্ণ করে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে বাধ্য করনা যে, তারা যেন সমস্ত মোহর বা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় বা তাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন হক পরিত্যাগ করে। কেননা তাদেরকে শাসন গর্জন করে এই কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ কিন্তু যদি তাদের দ্বারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ পায়।' ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) শাবী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরীন (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাশানী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ কিলাবা আল সালিহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন আবী হিলাল (রহঃ) বলেছেন যে, প্রকাশ্য অশ্লীলতার অর্থ হচ্ছে ব্যভিচার। অর্থাৎ সে সময় স্ত্রীদের নিকট হতে মোহর ফিরিয়ে নেয়া বৈধ। সে সময় তাদের জীবনকে সঙ্কটময় করে তোলা উচিত, যেন তারা খোলা করে নিতে বাধ্য হয়।' (তাবারী ৮/১১৫-১১৭) যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ

আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়িয নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে, যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা স্থির রাখতে পারবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখের মতে, এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করা, তার অবাধ্য হওয়া, তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা, তার হক পূরাপুরি আদায় না করা ইত্যাদি। (তাবারী ৮/১১৭)

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আয়াতের শব্দগুলি সাধারণ, এর মধ্যে ব্যভিচারও রয়েছে এবং এ আচরণও রয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর জীবন সংকটপূর্ণ করে তোলা বৈধ, যেন সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় ও পরে তাকে পৃথক করে দেয়। ইমাম ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) এ কথা খুবই যুক্তিযুক্ত।

স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনকভাবে সদ্ভাবে বসবাস করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। সাধ্যানুযায়ী নিজের অবস্থাও ভাল রাখ। তোমরা যেমন চাও যে, তোমাদের স্ত্রীরা উত্তম সাজে

সুসজ্জিতা থাকুক, তদ্রূপ তোমরাও তাদের মনস্তুষ্টির জন্য নিজেদেরকে সুন্দর সাজে সজ্জিত রাখ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামীর) উপর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারকারী হয়। তোমাদের মধ্যে আমিই আমার পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী।' (ফাতহুল বারী ১০/৩৯৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করতেন, তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন, তাদেরকে সদা খুশি রাখতেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলতেন, তাদের অন্তর তিনি স্বীয় মুষ্টির মধ্যে রাখতেন, তাঁদের জন্য উত্তম খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন, প্রশান্ত মনে তাদের উপর খরচ করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন কথাও বলতেন যে, তারা হেসে উঠতেন। এমনও ঘটেছে যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার (রাঃ) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। সে দৌড়ে আয়িশা (রাঃ) আগে বেড়ে যান। কিছু দিন পর আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হলে আয়িশা (রাঃ) পিছনে পড়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'শোধ বোধ হয়ে গেল।' (আবূ দাউদ ৩/৬৬) এর দ্বারাও তার উদ্দেশ্য ছিল আয়িশাকে (রাঃ) সন্তুষ্ট রাখা।

যে স্ত্রীর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রি যাপনের পালা পড়তো সেখানে তাঁর সমস্ত সহধর্মিণীগণ একত্রিত হতেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন, আলাপ আলোচনা হত এবং মাঝে মাঝে এমনও হত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে রাতের খাবার খেতেন। অতঃপর তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন এবং তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন। স্বীয় সহধর্মিণীর সাথে একই চাদরে শয়ন করতেন, জামা খুলে ফেলতেন, শুধু লুঙ্গি পরে থাকতেন। ইশার সালাতের পর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ এ কথা সেকথা বলতেন যেন সহধর্মিণীদের মন খুশি হয়। মোট কথা, তিনি স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে রাখতেন। সুতরাং মুসলিমদেরও স্ত্রীদের সাথে প্রেম-প্রীতি বজায় রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ২১) এর বিস্তারিত আহকাম বর্ণনার জায়গা তাফসীর নয়, বরং ওর জন্য ঐ বিষয়েরই গ্রন্থরাজি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

মন না চাইলেও স্ত্রীদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করার মধ্যেই এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ওর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বড় রকমের মঙ্গল দান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, হয়তো তাদের গর্ভে সৎ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উত্তম সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কোন 'মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিনা স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আধটি কথায় অসন্তুষ্টও হয় তাহলে তার স্ত্রী অন্য কোন ব্যবহার দ্বারা অবশ্যই তাকে সন্তুষ্টও করবে।' (মুসলিম ১/১০৯১)

মোহর ফিরিয়ে নেয়ায় নিষেধাজ্ঞা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً**

তোমাদের কেহ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা করে এবং তার স্থানে অন্যকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে যেন তার স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর হতে কিছুই ফিরিয়ে না নেয়, যদিও তাকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করে থাকে। সূরা আলে ইমরানে *'কিনতারা'* শব্দের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীকে মোহর হিসাবে প্রচুর সম্পদ প্রদান করাও বৈধ। উমার (রাঃ) প্রথমে প্রচুর মোহর দিতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তার সে কথা ফিরিয়ে নেন।

যেমন মুসনাদ আহমাদে আবুল আইফা আস সুলামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উমারকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ 'তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা। যদি এটা পার্থিব ব্যাপারে কোন ভাল জিনিস হত বা আল্লাহ তা'আলার নিকট মুত্তাকী পরিচয়ের কাজ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্ব প্রথম ওর উপর আমল করতেন। তিনি তো তাঁর

কোন স্ত্রীর বা কন্যার মোহর বারো আউকিয়ার (প্রায় ৪০০ দিরহাম) বেশি নির্ধারণ করেননি। মানুষ অতিরিক্ত মোহর বেঁধে বিপদে পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী তার উপর বোঝা স্বরূপ হয়ে যায় এবং তার অন্তরে তার প্রতি শত্রুতার সৃষ্টি হয়।'

এ হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনা ক্রমের মাধ্যমে এ হাদীসটি তার সুনান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ১/৪০)

হাফিয আবূ ইয়ালা (রহঃ) মাসরুক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) একদা মাসজিদে নাবভীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহচরবর্গ তো চারশ দিরহামের বেশি মোহর প্রদান করেননি। এটা (অধিক মোহর প্রদান করা) যদি অধিক মুত্তাকী হওয়া এবং দানশীলতার কাজ বলে বিবেচনা কর তাহলে তোমরা তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারনা। সাবধান! আজ হতে আমি যেন শুনতে না পাই যে, কেহ চারশ' দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করেছ।' এ কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নীচে নেমে আসেন। তখন একজন কুরাইশ রমণী সম্মুখে এসে তাঁকে বলেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জনগণকে চারশ দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন?' তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। তখন মহিলাটি বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে কালাম অবতীর্ণ করেছেন তা কি আপনি শুনেননি?' তিনি বলেন, 'ঐ কালাম কি?' মহিলাটি বলেন, 'শুনুন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا

এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২০) উমার (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। উমার হতে তো প্রত্যেকেই বেশি জানে।' অতঃপর তিনি ফিরে যান এবং তৎক্ষণাৎ মিম্বরের উপর উঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে চারশ দিরহামের বেশি মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি যে, যে কোন লোক তার সম্পদ হতে ইচ্ছা মত মোহর নির্ধারণ করতে পারে।' (আবূ দাউদ ২/৫৮২, তিরমিযী ৪/২৫৫, নাসাঈ ৬/১১৭, ইব্ন মাজাহ ১/৬০১) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ তোমাদের স্ত্রীদেরকে প্রদত্ত মোহর তোমরা কিরূপে ফিরিয়ে নিবে? অথচ তোমরা তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছ, প্রয়োজন মিটিয়েছ, তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ঐ হাদীসে রয়েছে যাতে একটি লোকের তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ পেশ করার কথা বর্ণিত আছে। তাদের উভয়ের শপথ গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

'তোমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তোমাদের মধ্যে কেহ এখনও তাওবাহ করেছ কি?' তিনি এ কথা তিনবার বলেন। তখন পুরুষ লোকটি বলে, 'তার মোহর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'ওর বিনিময়েই তো সে তোমার জন্য বৈধ হয়েছিল। এখন যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তাহলে তো এটা আরও বহু দূরের কথা।' (ফাতহুল বারী ৯/৩৬৬, মুসলিম ২/১১৩১)

মোট কথা, আয়াতের ভাবার্থ এই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়েই গেছে। সুতরাং এখন মোহর ফিরিয়ে নেয়ার কোন অর্থ থাকেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا বিবাহ বন্ধন হচ্ছে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার যার মধ্যে তোমরা আবদ্ধ হয়েছ। তোমরা মহান আল্লাহর এ নির্দেশ শুনেছ ঃ 'তোমরা তাদেরকে বন্ধনে রাখলে ভালভাবে রাখ, আর পরিত্যাগ করলে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ কর।

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছিলেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদয় থাকবে, কারণ তোমরা তাদের সাথে আল্লাহর নামে চুক্তিবদ্ধ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে সহবাস করার অধিকার লাভ করেছ। (মুসলিম ২/৮৮৯)

পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা নিষেধ

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ) *তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করনা।* এরপর আল্লাহ

তা'আলা বিমাতাকে বিয়ে করার অবৈধতা বর্ণনা করে তার সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করেছেন। এমন কি বাপ হয়তো শুধু বিয়েই করেছে, এখনও মা পিত্রালয় হতে বিদায় হয়েও আসেনি। এমতাবস্থায় তার তালাক হয়ে গেল বা পিতা মারা গেল তথাপিও ঐ স্ত্রী তার ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে। এর উপর ঐক্যমত রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে আত্মীয়কে (বিয়ে করা) আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন তাদেরকে অজ্ঞতা যুগের লোকেরাও হারাম বলে জানত। শুধুমাত্র বিমাতা ও দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করাকে তারা হালাল মনে করত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমে এদেরকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। 'আতা (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এটাই বলেন। (তাবারী ৮/১৩২-১৩৪)

যা হোক, এ ব্যাপারটি এ উম্মাতের উপর সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা। অন্যত্র ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫১)

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً

তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩২) এখানে ওর চেয়েও বেশি বলেছেন যে, এটা অরুচিকরও বটে। অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ। এর ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এটা সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করে সে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি শত্রুতাই পোষণ করে থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীগণকে মু'মিনদের মা রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং উম্মাতের উপর মায়েদের মতই তাঁদেরকেও হারাম করা হয়েছে। কেননা তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী, আর তিনি স্বীয় উম্মাতের পিতার মতই। এমনকি ইজমা দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁর হক বাপ দাদার হকের চেয়েও বেশী। বরং তাঁর প্রতি ভালবাসাকে জীবনের প্রতি ভালবাসার উপরেও স্থান দেয়া হয়েছে।

এও বলা হয়েছে যে, এ কাজ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ এবং অতি নিকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং যে এ কাজ করে সে ধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য। কাজেই তাকে হত্যা করা হবে এবং তার সম্পদ 'ফাই' হিসাবে বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থের লেখকগণ বর্ণনা করেন, বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বলেছেন যে, তার চাচাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রেরণ করেন যে তার সৎ মাকে বিয়ে করেছিল। (আহমাদ ৪/২৯০, আবূ দাঊদ ৪/৬০৯, তিরমিযী ৪/৫৯৮, নাসাঈ ৪/২৯৬, ইব্ন মাজাহ ২/৮৬৯)

٢٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

২৩। তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে - তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ; এবং যা অতীত হয়ে গেছে, তদ্ব্যতীত দুই

عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا	**ভগ্নিকে একত্রে বিয়ে করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।**

যাদেরকে কখনো বিয়ে করা যাবেনা

বংশজাত, দুগ্ধ পান সম্বন্ধীয় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যেসব মহিলাকে যে সমস্ত পুরুষ কখনই বিয়ে করার অধিকারী হবেনা অর্থাৎ হারাম করা হয়েছে এ আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাত প্রকারের নারী রক্ত সম্পর্কের কারণে এবং সাত প্রকারের নারী বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে পুরুষদের উপর হারাম করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ৮/১৪২) ভগ্নি কন্যাগণ পর্যন্ত তো হচ্ছে বংশজাত আত্মীয়। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ *তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে - তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নিগণ* তোমাদের জন্য হারাম।' ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং মুসলিম (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'জন্ম যাকে হারাম করে, স্তন্যপানও তাকে হারাম করে।' সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'বংশের কারণে যে হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও সে হারাম।' (ফাতহুল বারী ৯/৪৩, মুসলিম ২/১০৬৮)

বুকের দুধ পানকারীদের একের সাথে অন্যের বিয়ে হবেনা

আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে দশবার দুধ পানের উপর অবৈধতার হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। পরে ওটা রহিত হয়ে পাঁচবারের উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত ওটা পঠিত হতে থাকে। (মুসলিম ২/১০৭৫) দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে সালহা বিনতে সাহীলের (রাঃ) বর্ণনাটি। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আবূ হুযাইফার (রাঃ) গোলাম সালিমকে (রাঃ) পাঁচবার দুধপান করিয়ে দেন। (আবূ দাঊদ ২/৫৫০)

তবে এটা স্মরণীয় বিষয় যে, বিজ্ঞজনদের মতে এ দুধপান শিশুর দুধ ছেড়ে দেয়ার পূর্বে অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যেই হতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারাহর (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৩) এর তাফসীরের মধ্যে দেয়া হয়েছে।

শাশুড়ীকে এবং স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে বিয়ে করা নিষেধ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'শাশুড়ী হারাম।' যে মেয়ের সাথে বিয়ে হবে, এ বিবাহ বন্ধনের সাথে সাথেই তার মা হারাম হয়ে যাবে, মেয়ের স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করুক আর নাই করুক। তবে হ্যাঁ, যে নারীকে বিয়ে করছে তার সাথে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা রয়েছে। এখন যদি বিয়ের পর ঐ মহিলাটির স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে থাকে তাহলে তার মেয়েটি তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে।

আর যদি সঙ্গমের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তার কন্যা তার স্বামীর জন্য হারাম হবেনা। এজন্যই এ আয়াতে এ শর্ত লাগানো হয়েছে। কোন কোন লোক هُنَّ সর্বনামটিকে শাশুড়ী ও প্রতিপালিতা মেয়ে উভয়ের দিকেই ফিরিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, শাশুড়ীও ঐ সময় হারাম হয় যখন তার মেয়ের সঙ্গে তার জামাতার নির্জনবাস হয়, নচেৎ হারাম হয়না। শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা স্ত্রীর মাতাও হারাম হয়না এবং স্ত্রীর মেয়েও হারাম হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই।*

স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে লালন-পালন না করলেও বিয়ে করা যাবেনা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم তোমাদের প্রতিপালিতা ঐ মেয়েরা তোমাদের জন্য হারাম যারা তোমাদের ক্রোড়ে (অভিভাবকত্বে) অবস্থিতা, যদি তাদের মাতাদের সঙ্গে তোমাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে। বিজ্ঞজনদের ঘোষণা এই যে, তারা ক্রোড়ে (অভিভাবকত্বে) লালিতা পালিতা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থায়ই হারাম হবে। যেহেতু এরূপ মেয়েরা সাধারণতঃ তাদের মায়েদের সাথেই থাকে এবং স্বীয় বৈপিত্রের (সৎ বাপের) নিকট প্রতিপালিতা হয় সেহেতু এ কথা বলা হয়েছে। এটা কোন শর্ত নয়। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৩৩) এখানেও 'যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে' এ শর্তটি ঘটনার প্রাধান্য হিসাবে করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমার বোন আবূ সুফইয়ানের মেয়ে ইয্যাহ্কে বিয়ে করুন।' তিনি বলেন ঃ 'তুমি এটা পছন্দ কর?' উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন 'হ্যাঁ, আমি আপনাকে শূন্য রাখতে পারিনা। তাছাড়া এ সৎ কাজে আমি আমার বোনকেও জড়িয়ে দিবনা কেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, এটা আমার জন্য বৈধ নয়।' উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'আমি তো শুনেছি যে, আপনি নাকি আবূ সালমাহর (রাঃ) মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'উম্মে সালমাহর (রাঃ) গর্ভের মেয়েটির কথা বলছ?' তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'জেনে রেখ, প্রথমতঃ সে আমার জন্য এ কারণে হারাম যে, সে আমার প্রতিপালিতা, সে আমারই ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ যদি এরূপ না হত তবুও সে আমার উপর হারামই হত। কেননা সে

আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা, আমার ভ্রাতুস্পুত্রী। আমাকে ও তার পিতা আবূ সালমাহকে (রাঃ) সাওয়াইবাহ দুধ পান করিয়েছিলেন। সাবধান! তোমাদের কন্যা ও বোনদেরকে আমার উপর পেশ করনা।' (ফাতহুল বারী ৯/৬৪, মুসলিম ২/১০৭৩)

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে ঃ 'উম্মে সালমাহর (রাঃ) সাথে আমার বিয়ে যদি নাও হত তথাপিও সে আমার জন্য হালাল হতনা।' (ফাতহুল বারী ৯/৬২) সুতরাং অবৈধতার মূল তিনি বিয়েকেই সাব্যস্ত করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, دَخَلْتُمْ بِهِنَّ এর ভাবার্থ হচ্ছে 'নারীদেরকে বিয়ে করা।' 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'তাদের কাপড় সরিয়ে দেয়া, স্পর্শ করা এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে বসে পড়া।' ইব্ন যুরাইজ জিজ্ঞেস করেন, 'যদি এ কাজ স্ত্রীর বাড়ীতেই হয়?' 'আতা (রহঃ) উত্তরে বলেন, 'এখানকার ওখানকার দু'টোর হুকুম একই। এরূপ যদি হয়ে যায় তাহলে তার মেয়ে তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে।'

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, শুধু নির্জনবাসের দ্বারাই তার মেয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত হয়না। যদি সঙ্গম করা, স্পর্শ করা এবং কামপ্রবৃত্তির সাথে তার কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীর মেয়ে তার উপর হারাম হবেনা।

পুত্রবধুরা তাদের শ্বশুড়দের জন্য হারাম

এরপর বলা হচ্ছে ঃ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ তোমাদের পুত্রবধুগণও তোমাদের উপর হারাম, যারা তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের পত্নী। অর্থাৎ পালক পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ

অতঃপর যায়িদ যখন তার (যায়নাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৭)

'আতা (রহঃ) বলেন, 'আমরা শুনতাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদের (রাঃ) স্ত্রী যাইনাবকে (রাঃ) বিয়ে করেন তখন মাক্কার কুরাইশরা তাঁর সমালোচনা শুরু করে দেয়। তখন নিম্নের

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ

এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪) এ আয়াতটি এবং

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪০) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/১৪৯)

হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতগুলি অস্পষ্ট, যেমন তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ, তোমাদের শাশুড়ীগণ। তাউস (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং মাকহুল (রহঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। আমি বলি অস্পষ্টের ভাবার্থ হচ্ছে সাধারণ। অর্থাৎ যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি সবাই এর মধ্যে জড়িত। শুধু বিয়ে করার পরেই অবৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, সঙ্গম হোক আর নাই হোক। এ মাসআলার উপর সবাই একমত যে, কেহ যদি প্রশ্ন করে, 'আয়াতে তো শুধু ঔরসজাত পুত্রের কথা উল্লেখ আছে, তাহলে দুধ পুত্রের স্ত্রী অবৈধ হওয়া কিরূপে সাব্যস্ত হবে।' তাহলে এর উত্তর হবে এই যে, ওর অবৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ 'স্তন্যপান দ্বারা ওটাই হারাম হয় যা হারাম হয় বংশের দ্বারা।' (মুসলিম ২/১০৭২) জমহুরের মাযহাব এটাই যে, দুধ পুত্রের স্ত্রীও হারাম, যদিও তাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নেই।

দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ বিবাহে দু' বোনকে একত্রিত করাও তোমাদের জন্য হারাম। অধীনস্থ দাসীদের উপরও এ হুকুম প্রযোজ্য যে, একই সময় দু' বোনের সাথে সঙ্গম করা হারাম। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে যা হয়ে গেছে তা আমি ক্ষমা করে দিলাম।' সুতরাং জানা গেল যে, আগামীতে কোন সময় এ কাজ কারও জন্য বৈধ নয়।

সাহাবা, তাবেঈন, ঈমামগণ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের ইজমা আছে যে, একই সাথে দু’ বোনকে বিয়ে করা হারাম। যে ব্যক্তি মুসলিম হবে এবং তার বিয়েতে দু’বোন থাকবে, তাকে এ অধিকার দেয়া হবে যে, সে যে কোন একজনকে রাখবে অপরজনকে তালাক দিবে। আর এটা তাকে করতেই হবে। যাহহাক ইব্ন ফাইরুয (রাঃ) বলেন, তার পিতা বলেছেন ঃ ‘আমি যখন মুসলিম হই তখন আমার দু’ স্ত্রী ছিল যারা পরস্পর বোন ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাদের একজনকে তালাক দেই’। (আহমাদ ৪/২৩২)

চতুর্থ পারা সমাপ্ত।

٢٤. وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ

২৪। এবং নারীদের মধ্যে বিবাহিতাগণ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু তোমাদের ডান হাত যাদের অধিকারী - আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে অন্যান্য নারীদের; তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান কর; অনন্তর তাদের দ্বারা যে ফল ভোগ করবে তজ্জন্য তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেয় প্রদান কর এবং কোন অপরাধ হবেনা যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا	

যুদ্ধে অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া বিবাহিতা মহিলা বিয়ে করা হারাম

আল্লাহ বলেন ঃ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ যেসব নারীর স্বামী রয়েছে তারাও তোমাদের জন্য হারাম। তবে হ্যাঁ, কাফিরদের যেসব স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিনী হয়ে তোমাদের অধিকারে আসবে, এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা তোমাদের জন্য বৈধ হবে। মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আওতাসের যুদ্ধে কিছু বিবাহিতা মহিলা বন্দিনী হয়ে আসে। আমরা তাদের সাথে এ জন্য সহবাস করা পছন্দ করিনি যে, তাদেরতো স্বামী রয়েছে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয়'। (আহমাদ ৩/৭২, তিরমিযী ৪/২৮২, নাসাঈ ৩/৩০৮, তাবারী ৮/১৫৩, মুসলিম ২/১০৮০) তাবরানীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এটা খাইবারের যুদ্ধের ঘটনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ এ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লিখে দিয়েছেন, অর্থাৎ চারটি বিয়ের হুকুম। সুতরাং এটাই তোমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়, তোমরা ওর সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। তোমরা তাঁর শারীয়াত ও ফার্‌যগুলি মেনে চল।

বর্ণিত মহিলাগণ ছাড়া অন্যদের বিয়ে করা যাবে

এরপরে বলা হচ্ছে ঃ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ যে সব নারীর হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করা হল, তারা ছাড়া সমস্ত নারী তোমাদের জন্য হালাল। এটাই 'আতা (রহঃ) এবং অন্যান্যদের উক্তি। (তাবারী ৮/১৭২) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ তোমরা এ হালাল নারীদেরকে স্বীয় সম্পদ দ্বারা গ্রহণ কর। আযাদ নারীদেরকে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে এবং দাসীদেরকে সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই বিয়ে করতে

পারবে, তবে শারীয়াতের পন্থায় হতে হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে, **مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ** ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবদ্ধ করার জন্য। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً যেসব স্ত্রী হতে তোমরা ফল ভোগ কর, সে ফল ভোগের বিনিময়ে তাদেরকে মোহর প্রদান কর। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট গমন করেছিলে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২১) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

আর সন্তুষ্ট চিত্তে নারীদেরকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا

আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়িয নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৯) এ আয়াত দ্বারা 'মুত্আ' বিয়ের উপর দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

মু'তা বিয়ে বৈধ নয়

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً** *'মু'তা'* বিয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'মু'তা' শারীয়াতেরই বিধান ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায়। মু'তা বিয়ে হল ঐ বিয়ে যা অস্থায়ী বা সাময়িক, পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই আপনা আপনি ভেঙ্গে যায়। কোন বস্তুর বিনিময়ে কোনরূপ ফল ভোগ করলে তাকে 'মুত্আ' বলে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এর উত্তম মীমাংসা করেছে যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধে মু'তা' বিয়ে এবং পালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৯/৫৯০, মুসলিম ২/১০২৭) এ হাদীসের শব্দগুলি আহকামের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। সহীহ মুসলিমে সুবরা' ইব্‌ন মা'বাদ জুহ্‌নী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে মুতআ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম। জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত পর্যন্ত ওটাকে হারাম করে দিয়েছেন। যার নিকট এ প্রকারের স্ত্রী রয়েছে সে যেন তাকে পরিত্যাগ করে এবং তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছ তা হতে কিছুই গ্রহণ করনা।' (মুসলিম ২/১০২৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ মোহর নির্ধারণের পর যদি তোমরা পরস্পরের সম্মতিক্রমে কিছু মীমাংসা করে নাও তাহলে কোন অপরাধ হবেনা'। বলা হয়েছে ঃ

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً মোহর সহজভাবে ও খুশি মনে দিয়ে দাও। (৪ ঃ ৪) তবে মোহর নির্ধারিত হবার পর যদি স্ত্রী তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ক্ষমা করে দেয় তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর কারও কোন পাপ নেই।' হাযরামী (রহঃ) বলেন, 'মানুষ মোহর নির্ধারণ করে দেয়। অতঃপর তার দরিদ্র হয়ে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা বৈধ।' ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ উক্তিকেই পছন্দ করেছেন। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়'। এর বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে যে নিপুণতা ও যুক্তিযুক্ততা রয়েছে তা তিনিই খুব ভাল জানেন।

২৫। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম রমণীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী - সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে	٢٥. وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ

ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَـٰتٍ غَيْرَ مُسَـٰفِحَـٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

কর। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্ভুত। অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবেনা। অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা দুস্কার্যকে ভয় করে। এবং যদি বিরত থাক তাহলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে মুসলিম দাসীকে বিয়ে করা উচিত

যারা স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেনা এখানে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। রাবীআ' (রহঃ) বলেন যে, **طُوْلٌ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আর্থিক সচ্ছলতা। **فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ** *তাহলে তোমাদের ডান হাত অধিকারী সেই বিশ্বাসিনীকে বিয়ে কর।* অর্থাৎ দাসীকে বিয়ে করবে যখন তার আর্থিক সচ্ছলতা থাকবেনা।

وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ সমস্ত কাজের যথার্থতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকটে প্রকাশমান। মানুষ তো শুধু বাহ্যিকটাই দেখে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা স্বাধীন ও দাস সবাই ঈমানী সম্পর্কের দিক দিয়ে একই। দাসীদেরকে তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর'। জানা যাচ্ছে যে, দাসীদের অভিভাবক হচ্ছে তাদের মনিবগণ। তাদের অনুমতি ছাড়া দাসীদের বিবাহ সাধিত হয়না। অনুরূপভাবে দাসেরাও তাদের মনিবদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করতে পারেনা। হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে সে ব্যভিচারী।' (আবূ দাঊদ ২/৫৬৩) তবে যদি কোন দাসীর অধিকারিণী কোন মহিলা হয় তাহলে তার অনুমতিক্রমে ঐ দাসীর বিয়ে ঐ ব্যক্তি দিয়ে দিবে যে স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারে। কেননা হাদীসে রয়েছে ঃ 'কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর বিয়ে না দেয়, কোন নারী যেন নিজের বিয়ে নিজে না দেয়, ঐ নারীরা ব্যভিচারিণী যারা নিজেরা নিজেদের বিয়ে দেয়।' (ইব্ন মাজাহ ১/৬০৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ স্ত্রীদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। তারা দাসী বলে তুচ্ছ জ্ঞান করে নির্ধারিত মোহর হতে কিছুই কম করনা। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ তোমরা লক্ষ্য রেখ যে, নারীরা যেন নির্লজ্জতার কাজে আসক্তা না হয়, না তারা এমন হয় যে, কেহ যদি তাদের প্রতি আসক্ত হয় তাহলে তারাও তাদের প্রতি আসক্তা হয়ে পড়ে, না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী হয়, না গোপনে পুরুষ বন্ধু খুঁজে বেড়ায়।' যাদের মধ্যে এরূপ জঘন্য আচরণ রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করতে আল্লাহ তা'আলা চরমভাবে নিষেধ করেছেন। বলা

হয়েছে 'গাইরা মুসাফিহাত' হল ঐ ঘৃণিত মহিলা যাদেরকে ব্যভিচারের জন্য ডাকা হলে তা থেকে তারা বিরত থাকেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'গাইরা মুসাফিহাত' হল ঐ সমস্ত মেয়েলোক যাদেরকে ডাকা হলে যে কোন লোকের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে আপত্তি করেনা। আর **وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ** হল ঐ সমস্ত মহিলা যাদের পুরুষ বন্ধু রয়েছে। (তাবারী ৮/১৯৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বি (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাসীর (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৮/১৯৪)

দাসীদের ব্যভিচারের শাস্তি হল স্বাধীনা অবিবাহিতা মহিলার অর্ধেক

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ** অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক। ইহা দাসীদের বিয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যেমনটি নীচের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হবে ঃ

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের ডান হাত যার অধিকারী, সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে কর।

বলা হচ্ছে, উপরোক্ত শর্তগুলির বিদ্যমানতায় দাসীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হল ঐ লোকদেরকে যাদের ব্যভিচারে পতিত হয়ে যাবারও ভয় রয়েছে এবং স্ত্রী মিলনের উপর ধৈর্যধারণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য অবশ্যই পবিত্র দাসীদের সাথে বিয়ে বৈধ।' সেই সময়েও কিন্তু ধৈর্যধারণ করে দাসীদেরকে বিয়ে না করাই উত্তম। কেননা তাদের গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তারা তাদের মনিবের দাসী বা দাস হবে। তবে হ্যাঁ, যদি তাদের স্বামী দরিদ্র হয় তাহলে ইমাম শাফিঈর (রহঃ) প্রাচীন উক্তি অনুযায়ী এ সন্তানগুলির অধিকারী তাদের মনিব হবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্য সবকিছু পরিস্কার বর্ণনা করতে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করতে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।	٢٦. يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
২৭। আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন এবং যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও।	٢٧. وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا
২৮। আল্লাহ তোমাদের বোঝা লঘু করতে চান যেহেতু মানুষ দুর্বল (রূপে) সৃষ্ট হয়েছে।	٢٨. يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا

কুরআন ঘোষণা করছে, ‘হে মু’মিনগণ! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হালাল ও হারাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান, যেমন এ সূরায় এবং অন্যান্য সূরাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের

প্রশংসনীয় পথে চালাতে চান, যেন তোমরা তাঁর শারীয়াতের উপর আমল করতে থাক যে কাজ তাঁর নিকট প্রিয় ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি তোমাদের তাওবাহ কবূল করতে চান। যে পাপ ও অন্যায় কাজ হতে তোমরা তাওবাহ করে থাক সে তাওবাহ তিনি সত্বর কবূল করে থাকেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানময়। স্বীয় শারীয়াতে, স্বীয় অনুমানে, স্বীয় কাজে ও স্বীয় ঘোষণায় তিনি সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণ নিপুণতার অধিকারী।

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا প্রবৃত্তি পূজারীরা অর্থাৎ শাইতানের দাস ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা এবং অসৎ লোকেরা তোমাদের পদস্খলন ঘটিয়ে তোমাদেরকে সত্য ও সরল পথ হতে সরিয়ে দিয়ে অন্যায় ও অসত্যের পথে চালাতে চায়।

يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ আল্লাহ তা'আলা শারীয়াতের আহকাম নির্ধারণের ব্যাপারে তোমাদের পথ সহজ করতে চান এবং এর উপর ভিত্তি করেই কতগুলি শর্ত আরোপ করে দাসীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন। মানুষ জন্মগতভাবেই দুর্বল বলে মহান আল্লাহ স্বীয় আহকামের মধ্যে কোন কাঠিন্য রাখেননি। **وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا** মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল বলে তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি দুর্বল। তারা স্ত্রীদের ব্যাপারে দুর্বল। তারা এখানে এসে একেবারে বোকা বনে যায়।

٢٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ	**২৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা; কেবল মাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।**

بِكُمْ رَحِيمًا	
٣٠. وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا	৩০। আর যে কেহ সীমা অতিক্রম করে অথবা যুল্‌মের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব এবং আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ সাধ্য।
٣١. إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا	৩১। তোমরা যদি সেই মহাপাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাব।

অবৈধ আয় করা থেকে বিরত থাকার আদেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ *হে মু’মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা।* আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে নিষেধ করছেন। সেই উপার্জনের দ্বারাই হোক যা শারীয়াতে হারাম, যেমন সুদ খাওয়া, জুয়া খেলা অথবা এরকমই প্রত্যেক প্রকারের কৌশলের দ্বারাই হোক, যদিও এটাকে কেহ কেহ বৈধ মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তা‘আলা খুব ভালই জানেন। ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় ঃ একটি লোক কাপড় ক্রয় করছে এবং বলছে, ‘আমার যদি পছন্দ হয় তাহলে রেখে দিব, নচেৎ কাপড় এবং একটি দিরহাম ফিরিয়ে দিব’ এর হুকুম কি? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি

পাঠ করেন। (তাবারী ৮/২১৭) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন এ আয়াত **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** নাযিল করেন তখন কিছু মুসলিম বলতে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের মায়ের সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে আহার করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের খাদ্যই হল উত্তম সম্পদ। অতএব আমাদের করোরই অন্য কারও খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাযিল করেন ঃ

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, আর দোষ নেই রোগীর জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি রয়েছে তোমাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রকৃত বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম

করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৬১) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ।* তিজারাতান শব্দটিকে তিজারাতুনও পড়া হয়েছে। এটি **اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ**। যেমন বলা হচ্ছে, 'অবৈধযুক্ত কারণসমূহ দ্বারা সম্পদ জমা করনা।' কিন্তু শারীয়াতের পন্থায় ব্যবসা দ্বারা লাভ করা বৈধ, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় হোক অথবা দান হোক, সব কিছুর মধ্যেই এ হুকুম রয়েছে। (তাবারী ৮/২২১)

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পর রহিত করা যাবেনা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৪/৩৮৫, মুসলিম ৩/১১৬৩) ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণিত অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ যখন দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে লেন-দেন করে (তা পরিবর্তন করার ব্যাপারে) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা তা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। (ফাতহুল বারী ৪/৩৯০)

হত্যা করা এবং আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে

এরপর বলা হচ্ছে ঃ **وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ** আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হারাম কাজগুলো করে এবং তাঁর অবাধ্য হয়ে, আর অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করনা। **إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا** আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধ দয়ায় পরিপূর্ণ।'

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইব্নুল আসকে (রাঃ) 'যাতুস্ সালাসিলের' যুদ্ধের বছর প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, একদা কঠিন শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়, এমনকি গোসল

করতে আমি আমার জীবনের উপর হুমকি মনে করি। সুতরাং আমি তায়াম্মুম করে আমার জামাআতকে ফাজরের সালাত আদায় করিয়ে দিই। অতঃপর ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই। তাঁর নিকট আমি আমার এ ঘটনাটি বর্ণনা করি। তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি তাহলে অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছ?' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কঠিন ঠাণ্ডা ছিল এবং আমার প্রাণের ভয় ছিল। অতঃপর আমার মনে পড়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করনা।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠেন এবং আমাকে কিছুই বলেননি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকেরাই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করায় আমর ইব্নুল আস (রাঃ) এ ওযর পেশ করেছিলেন।

ইব্ন মারদুআই (রহঃ) এ আয়াতটির ব্যাপারে বলেন যে, আবূ হুরাইয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লৌহ শলাকা দ্বারা নিজকে হত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনে ঐ লৌহ শলাকা হাতে নিয়ে তা দ্বারা নিজকে আঘাত করতেই থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে নিজকে হত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে ঐ বিষের পাত্র হাতে নিয়ে বিষ পান করতেই থাকবে। যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে ঝাপিয়ে পড়তেই থাকবে। (ফাতহুল বারী, মুসলিম)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'যে নিজেকে যে জিনিস দ্বারা হত্যা করবে, কিয়ামাতের দিন তাকে সে জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে।' এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا যে কেহ অত্যাচার ও সীমা অতিক্রম করে এ কাজ করবে, অর্থাৎ হারাম জেনেও স্বীয় বীরত্বপণা দেখিয়ে ঐ কাজ করবে, সে জাহান্নামী হবে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এ কঠিন ভীতির ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অন্তরের পর্দা খুলে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ শুনে হারাম কাজ হতে (মানুষের) বিরত থাকা উচিত।

বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট পাপ ক্ষমা হতে পারে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا তোমরা যদি বড় বড় পাপ হতে বেঁচে

থাক তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

মুসনাদ আহমাদে সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ জুমু'আর দিন কি, তা তুমি জান কি? আমি উত্তরে বললাম ঃ ওটা ঐ দিন যে দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিতা আদমের (আঃ) সৃষ্টি জমা করেন। তিনি বললেন ঃ আমি জানি জুমু'আর কি ফাযীলাত রয়েছে! যে ব্যক্তি এ দিন ভালভাবে পবিত্রতা লাভ করে জুমু'আর সালাতের জন্য আগমন করে এবং সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করে, তার সে কাজ পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত সমস্ত পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হত্যা হতে বেঁচে থাকে। ইমাম বুখারীও (রহঃ) সালমান ফারসীর (রাঃ) বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে নিম্নরূপ বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ধ্বংসকারী সাতটি পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাক।' জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐপাপগুলো কি?' তিনি বলেন ঃ '(১) আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা। (২) যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ তাকে হত্যা করা, তবে শারীয়াতের কোন কারণে যদি তার রক্ত হালাল হয় সেটা অন্য কথা। (৩) যাদু করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) পিতৃহীনের সম্পদ ভক্ষণ করা। (৬) কাফিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা। (৭) সতীসাধ্বী মুসলিম নারীদেরকে অপবাদ দেয়া।' (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন অথবা তাঁকে কেহ বড় পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তখন তিনি বলেন ঃ উহা হল ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে অংশী করা, আত্মহত্যা করা এবং মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন না করা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা জানিয়ে দিব? তা হল মিথ্যা বর্ণনা করা অথবা মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী শু'বাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমার মনে হয় খুব সম্ভব তিনি 'মিথ্যা সাক্ষী'র কথাই বলেছেন। (আহমাদ ৩/১৩১, ফাতহুল বারী ১০/৪১৯, মুসলিম ১/৯১))

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুর রাহমান ইব্ন আবী বাকরাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বড় পাপের (কাবীরা গুনাহ) মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি তা বলে দিব? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন ঃ ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন না করা। অতঃপর তিনি হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে মিথ্যা কথন এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়া থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা তিনি বার বার বলছিলেন এবং আমরা মনে মনে বলছিলাম, তিনি যদি থামতেন! (ফাতহুল বারী ৫/৩০৯, মুসলিম ১/৯১)

সন্তানদের হত্যা না করার ব্যাপারে আর একটি হাদীস

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'তা এই যে, তুমি অন্য কেহকে আল্লাহর অংশীদার কর, অথচ একমাত্র তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার পরে কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ 'তার পরে এই যে, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তুমি তাকে হত্যা করে ফেল।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'তারপরে এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করেন।

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮-৭০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে বড় পাপসমূহ হল আল্লাহর সাথে ইবাদাতে অন্যকে শরীক করা, মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন না করা এবং আত্মহত্যা করা। শু'বাহ (রহঃ) বলেন যে, 'এবং মিথ্যা শপথ করা' বলেছিলেন কিনা তা আমি ঠিক মনে করতে পারছিনা। (বুখারী ৬৬৭৫, তিরমিযী ৩০২১, নাসাঈ ৮/৬৩)

মা-বাবাকে গালি দেয়া বড় পাপ

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষের তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়াও কাবীরা পাপ।' জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষ তার পিতা-মাতাকে কিরূপে গালি দিবে?' তিনি বললেন ঃ 'এভাবে যে, সে অন্যের বাপকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার বাপকে গালি দেয়, সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার মাকে গালি দেয়।' (মুসলিম ৯০)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুসলিমকে গালি দেয়া মানুষকে ফাসিক বানিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করা হচ্ছে কুফরী।' (বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৬৪)

৩২। এবং তোমরা ওর আকাংখা করনা যদ্বারা আল্লাহ একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং	٣٢. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ

وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا	**নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং তোমরা আল্লাহরই নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।**

অন্যের প্রাপ্য দেখে নিজের জন্য আফসোস না করা

উম্মে সালামাহ (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পুরুষ লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে, আর আমরা নারীরা এ সাওয়াব হতে বঞ্চিত থাকি। অনুরূপভাবে মীরাসও আমরা পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পেয়ে থাকি। সেই সময় **وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৬/৩২২, তিরমিযী ৮/৩৭৫, ৩৭৭) এরপর বলা হয়েছে ঃ

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ *পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে।* অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল কার্যের প্রতিদান ভাল এবং মন্দ কার্যের শাস্তি মন্দ হবে।

আল ওয়ালিবি (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যে অংশ পাবে তা পূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা কিভাবে উপকৃত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে অন্যদেরকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দেয়া হয়েছে তা তোমরা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়োনা। কারণ এটাতো আল্লাহর সিদ্ধান্ত, যা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে এবং তোমাদের আকাংখা তা পরিবর্তন করতে পারেনা। বরং তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং আমি তোমাদের তা প্রদান করব। কারণ আমিই মহানুভব এবং মহান দাতা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِه আমার নিকট আমার অনুগ্রহ যাঞ্চা করতে থাক, পরস্পর একে অপরের ফাযীলাত চাওয়া অনর্থক হবে। তবে হ্যাঁ, আমার নিকট যদি আমার অনুগ্রহ যাঞ্চা কর তাহলে আমি কৃপণ নই, বরং আমি দাতা, সুতরাং আমি দান করব এবং অনেক কিছুই দান করব।

৩৩। আমি সবাইকেই উত্তরাধিকারী করেছি যা তাদের মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে যায় এবং দক্ষিণ হস্ত যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।	٣٣. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ)। সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরা وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে উত্তরাধিকারী। (তাবারী ৮/২৭০, ২৭১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'মাওয়ালী' অর্থ হচ্ছে আত্মীয় স্বজন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেছেন যে, আরাবরা তাদের চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইদেরকে বলেন 'মাওলা'।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, যা কিছু সে তার পিতা-মাতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। অতএব এ আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে ঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য আত্মীয় স্বজন (যেমন সন্তান) নিযুক্ত করেছি, যারা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যেমনটি তোমরা তোমাদের মাতা-পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের উত্তরাধিকারী হয়েছ।

আর পরবর্তী বাক্যের (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মুহাজিরগণ যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন সেখানকার প্রথা অনুযায়ী তারা তাদের আনসার ভাইদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং আনসারগণের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের উত্তরাধিকারী হতেননা। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা উক্ত প্রথা রহিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য কর, তাদের উপকার কর এবং তাদের মঙ্গল কামনা কর। কিন্তু তারা তোমাদের মীরাস পাবেনা। তবে হ্যাঁ, তোমরা তাদের জন্য অসীয়াত করতে পার। (ফাতহুল বারী ৮/৯৬)

٣٤. ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا

৩৪। পুরুষেরা নারীদের উপর তত্ত্বাবধানকারী ও ভরণপোষণকারী, যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এই হেতু যে, তারা স্বীয় ধন সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করে থাকে; সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে। যদি নারীদের অবাধ্যতার আশংকা হয় তাহলে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর, তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক কর এবং তাদেরকে প্রহার কর; অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করনা; নিশ্চয়ই

আল্লাহ সমুন্নত, মহা মহীয়ান।	كَبِيرًا

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর সংরক্ষক ও প্রতিপালনকারী। সে স্ত্রীকে সোজা ও সঠিকভাবে পরিচালনাকারী। কেননা بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ *যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।* এ কারণেই নাবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শারীয়াতের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ সব লোক কখনও সাফল্য লাভ করতে পারেনা যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্ত্রী বানিয়ে নেয়'। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের সম্পদ খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ্ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ

এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৮)

উত্তম স্ত্রীর বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ *(সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে)* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর সম্পদের হিফাযাত করা ইত্যাদি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'উত্তম ঐ নারী যখন তার স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন কোন নির্দেশ দেয় তখন তা পালন করে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে নিজেকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে নিরাপদে রাখে ও স্বীয় স্বামীর সম্পদের হিফাযাত করে।' অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ৮/২৯৫)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন কোন নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রামাযানের সিয়াম পালন করবে, স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হিফাযাত করবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, তাকে বলা হবে, যে কোন দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' (আহমাদ ১/১৯১)

অবাধ্য স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ যেসব নারীর দুষ্টামিকে তোমরা ভয় কর, অর্থাৎ যারা তোমাদের উপর কু-প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তোমাদের অবাধ্যাচরণ করে, তোমাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয়না এবং তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে মুখে উপদেশ প্রদান কর, নানা প্রকারে তাদের অন্তরে তাক্ওয়া সৃষ্টি কর, স্বামীর অধিকারের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদেরকে বল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি কেহকে আমি এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ করবে তাহলে নারীকে নির্দেশ দিতাম, সে যেন তার স্বামীকে সাজদাহ করে। কেননা তার উপর সবচেয়ে বড় হক তারই রয়েছে।' (তিরমিযী ৪/৩২৩)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে তখন সকাল পর্যন্ত মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৯/২০৫)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে রাতে কোন স্ত্রী রাগান্বিতা হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে, সকাল পর্যন্ত আল্লাহর রাহমাতের মালাক/ফেরেশ্তা তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।' (মুসলিম ৩/১০৫৯) তাই এখানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ এরূপ অবাধ্য নারীদেরকে প্রথমে বুঝাতে চেষ্টা কর অথবা বিছানা হতে পৃথক রাখ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'শয়ন তো বিছানার উপরেই করাবে, কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্তন করে থাকবে এবং সঙ্গম করবেনা। তার সাথে কথা বলাও বন্ধ রাখতে পার এবং স্ত্রীর জন্য এটাই হচ্ছে বড় শাস্তি।' (তাবারী ৮/৩০২) কোন কোন তাফসীরকারকের মতে তাকে পার্শ্বে শয়ন করতেও দিবেনা। সুদ্দী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য এক বর্ণনায় আরও যোগ করেছেন 'তার সাথে কথা বলবেনা অথবা তার কথার উত্তরও দিবেনা।' (তাবারী ৮/৩০২-৩০৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'স্ত্রীর তার স্বামীর উপর কি হক রয়েছে?' তিনি বললেন ঃ

'যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে, তার মুখে আঘাত করনা, গালি দিওনা, ঘর হতে পৃথক করনা, ক্রোধের সময় যদি শাস্তি দেয়ার উদ্দেশে কথা বন্ধ কর তথাপি তাকে ঘর হতে বের করনা।' (আবূ দাঊদ ২/৬০৬, নাসাঈ ৫/৩৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/৫৯৩, আহমাদ ৫/৩) অতঃপর বললেন ঃ 'তাতেও যদি ঠিক না হয় তাহলে তাকে শাসন-গর্জন করে এবং মৃদু প্রহার করে হলেও সরল পথে আন।' সহীহ মুসলিমে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হাজ্জের ভাষণে রয়েছে ঃ

'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের সাহায্যকারী। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, যাদের যাতায়াতে তোমরা অসন্তুষ্ট তাদেরকে তারা আসতে দিবেনা। যদি তারা এরূপ না করে তাহলে তোমরা তাদেরকে উত্তমভাবে সতর্ক করতে পার। তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, তোমরা যুক্তি সঙ্গতভাবে তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে। (মুসলিম ৮/৮৮৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে হাল্কা প্রহার করা যাবে। (তাবারী ৮/৩১৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে কঠোর প্রহার করা যাবেনা। (তাবারী ৮/৩১৬)

স্ত্রী স্বামীর বাধ্য হলে তাকে কোনভাবেই কষ্ট দেয়া যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً আল্লাহ তা'আলা স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য পালন করতে বলেছেন তা যথাযথ পালন করা হলে কোনভাবেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যায় আচরণ করা বৈধ নয়। অতএব এ

ক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রহার করা অথবা বিছানা ত্যাগ করতে বলার স্বামীর কোন অধিকার নেই।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا আল্লাহ সমুন্নত ও মহীয়ান। অর্থাৎ যদি নারীদের পক্ষ হতে দোষত্রুটি প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই বা দোষত্রুটি করার পর সংশোধিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে শাসন-গর্জন কর তাহলে জেনে রেখ যে, তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৩৫। আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর তাহলে তোমাদের বংশ হতে একজন বিচারক এবং তোমাদের স্ত্রীদের বংশ হতে একজন বিচারক নির্দিষ্ট কর; যদি তারা মীমাংসার আকাংখা করে তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অভিজ্ঞ।	٣٥. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগ

ইতোপূর্বে ঐ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অবাধ্যতা ও বক্রতা যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়। আর এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের প্রতি বিরূপ মত পোষণ করে তাহলে কি করতে হবে? এ ব্যাপারে উলামা-ই কিরাম বলেন যে, এরূপ অবস্থায় শাসনকর্তা একজন নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান বিচারক নিযুক্ত করবেন, যিনি দেখবেন যে, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি কার পক্ষ হতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি অত্যাচারীকে অত্যাচার হতে বাধা দান করবেন। যদি এর দ্বারা কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় তাহলে শাসনকর্তা স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন ও পুরুষের পক্ষ হতে একজন বিচারক

নির্ধারণ করবেন এবং তাঁরা দু'জন মিলিতভাবে বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন। অতঃপর যাতে তারা মঙ্গল বিবেচনা করবেন সে মীমাংসাই করবেন। অর্থাৎ হয় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করবেন, না হয় মিলন ঘটিয়ে দিবেন। তবে আল্লাহ চান যে, তাদের মাঝে সমঝোতা হোক। তাই তিনি বলেন, **إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا** *যদি তারা মীমাংসার আকাংখা করে তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন।*

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন যে, স্ত্রী এবং স্বামী উভয়ের পক্ষ থেকে একজন করে ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হবে যারা খুঁজে বের করবেন যে, ঐ যুগলের মাঝে কে অন্যায় আচরণকারী। যদি স্বামী দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে স্ত্রীর কাছে যেতে দেয়া হবেনা এবং এ জন্য তাকে কিছু অর্থ প্রদান করতে হবে। আর যদি স্ত্রী দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে তার স্বামীর কাছেই থাকতে হবে, তবে তাকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবেনা। মীমাংসাকারীগণ যদি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অথবা অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্ত দেন তাহলে তা অনুমোদিত হবে। এমনকি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তো বলেন যে, সালিশদ্বয় যদি তাদেরকে একত্রীকরণের ফাইসালা করেন এবং সে ফাইসালা একজন মেনে নেয় ও অপরজন না মানে আর ঐ অবস্থায়ই একজনের মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে যে সম্মত ছিল সে অসম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যে অসম্মত ছিল সে সম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবেনা। (তাবারী ৮/৩২৫)

ইমাম আবূ উমার ইব্‌ন বার্ (রহঃ) বলেন, এ কথার উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে যে, দু'জন সালিশের উক্তির মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিবে তখন বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে অপরের উক্তির উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হবেনা। তারা এ বিষয়ে একমত যে, যদি মীমাংসাকারীগণ কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তাহলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে তা মেনে নিতে বাধ্য; যদিও তারা মীমাংসাকারীগণকে তাদের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করেনি। এ কথার উপরও ইজমা হয়েছে যে, যদি সালিশদ্বয় সংযোগ স্থাপন করতে চান তাহলে তাদের ফাইসালা কার্যকর হবে। কিন্তু যদি তারা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করতে চান তাহলেও তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে কিনা সেই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞজনের মাযহাব এটাই যে, সে সময়েও তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে যদিও তাদেরকে ওয়াকীল (উকিল) বানানো না হয়।

٣٦. وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا	৩৬। এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা।

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং মা-বাবার বাধ্য থাকতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদাতের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং স্বীয় একাত্মবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, নি'আমাত প্রদানকারী এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর সদা-সর্বদা ও সর্বাবস্থায় দানের বৃষ্টি বর্ষণকারী একমাত্র তিনিই। অতএব তাঁর সৃষ্টিসমূহের কোন কিছুকে শরীক না করে এককভাবে ইবাদাত পাবার যোগ্যতা রাখেন একমাত্র তিনিই।

একবার মু'আযকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ 'বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কী তা জান কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তা হচ্ছে এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করবেনা।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'বান্দা যখন এটা করবে তখন আল্লাহর জিম্মায় তাদের হক কী রয়েছে তা জান কি? তা এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেননা।'(ফাতহুল বারী ১৩/৩৫৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের রাব্ব আদেশ করছেন যে, তোমরা তাঁকে (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং তোমরা মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন, 'তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও ভাল ব্যবহার কর।' যেমন হাদীসে এসেছে ঃ

'মিসকীনদের উপর সাদাকাহ শুধু সাদাকাই হয় এবং আত্মীয়দের উপর সাদাকাহ সাদাকাও হয় এবং সাথে সাথে আত্মীয়তার সংযোগ স্থাপনও হয়।' (তিরমিযী ৩/৩২৪)

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে, 'তোমরা পিতৃহীনদের সাথেও উত্তম ব্যবহার কর। কেননা তাদের দেখাশুনাকারী, তাদের মাথায় স্নেহের হস্তচালনাকারী, তাদেরকে সোহাগকারী এবং স্নেহ ও আদরের সাথে তাদেরকে পানাহারকারী দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে।'

এরপর মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা তারা অভাবগ্রস্ত, রিক্ত হস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'তোমরা মিসকীনদের অভাব দূর কর এবং তাদের কাজকর্ম করে দাও।' ফকীর ও মিসকীনের পূর্ণ বর্ণনা সূরা বারাআতে (সূরা তাওবাহ) ইনশাআল্লাহ আসবে।

প্রতিবেশীর হক

এবারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, তারা সম্পর্কীয় প্রতিবেশীই হোক, অথবা সম্পর্কবিহীনই হোক। ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) وَالْجَارِ الْجُنُبِ এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা প্রতিবেশী ও অনাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ৮/৩৩৫, ৩৩৬) প্রতিবেশীদের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হচ্ছে ঃ

(১) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জিবরাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এত বেশি উপদেশ দেন যে, আমার ধারণা হয় তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।’ (আহমাদ ২/৮৫, ফাতহুল বারী ১০/৪৫৫, মুসলিম ৪/২০২৫)

(২) মুসনাদ আহমাদেই রয়েছে, আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট উত্তম সঙ্গী ঐ ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যে প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে।’ (আহমাদ ২/১৬৭, তিরমিযী ৬/৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

(৩) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা স্বীয় সাহাবীবর্গকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘ব্যভিচার সম্বন্ধে তোমরা কি বল?” সাহাবীগণ বলেন, ওটা অবৈধ। আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কিয়ামাত পর্যন্ত ওটা অবৈধই থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কম পাপী যে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে।’ পুনরায় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমরা

চুরি সম্বন্ধে কি বল? তাঁরা উত্তরে বলেন, 'ওটাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করেছেন এবং ওটাও কিয়ামাত পর্যন্ত হারামই থাকবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'জেনে রেখ যে, যে চোর দশ বাড়ীতে চুরি করেছে তার পাপ ঐ চোরের পাপ হতে হালকা, যে তার প্রতিবেশীর ঘর হতে কিছু চুরি করে।' (আহমাদ ৬/৮)

(৪) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি?' তিনি বলেন ঃ 'তা এই যে, তুমি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করছ যে, সে তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে। আমি আবার বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ 'তারপরে এই যে, তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও।' ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

(৫) মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমার দুই প্রতিবেশী রয়েছে। আমি একজনের কাছে উপঢৌকন পাঠাতে চাই, তাহলে কার কাছে পাঠাব?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যার দরজা নিকটে হবে।' (আহমাদ ৬/১৭৫, বুখারী ৬০২০)

ভৃত্য ও অধীনস্তদের প্রতি সদয় হতে হবে

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী তাদের সঙ্গেও সৎ ব্যবহার কর। কেননা ঐ গরীবেরা তো তোমাদের হাতে রয়েছে। তাদের উপর তো তোমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো স্বীয় মৃত্যুশয্যাও তাঁর উম্মাতকে এর জন্য অসীয়াত করে গেছেন। তিনি বলেন ঃ 'হে লোকসকল! সালাত ও দাসদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।' (নাসাঈ ৪/২৫৮) বার বার তিনি এ কথা বলতেই থাকেন, অবশেষে তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তুমি নিজে যা খাও ওটা সাদাকাহ, যা তোমার সন্তানদেরকে খাওয়াও

ওটাও সাদাকাহ, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও ওটাও সাদাকাহ এবং যা তোমার পরিচারককে খাওয়াও ওটাও সাদাকাহ।' (আহমাদ ৪/১৩১, নাসাঈ ৫/৩৭৬) এ হাদীসটির বর্ণনায় ধারাবাহিকতা রয়েছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) স্বীয় দেখাশুনাকারীকে বলেন, 'গোলামদেরকে তাদের আহার্য দিয়েছ কি?' তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত দেইনি।' তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ যাও, দিয়ে এসো। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষের জন্য এ পাপই যথেষ্ট যে, সে যে আহার্যের মালিক তা সে আটকে রাখে।' (মুসলিম ২/৬৯২)

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অধীনস্ত গোলামের হক এই যে, তাকে খাওয়ানো, পান করানো ও পরানো হবে এবং তার দ্বারা তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া হবেনা।' (মুসলিম ৩/১২৮৪)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের কারও পরিচারক তার খাদ্য নিয়ে আসে তখন তোমাদের উচিত যে, যদি পার্শ্বে বসিয়ে খাওয়াতে না পার তাহলে কমপক্ষে তাকে দু' এক গ্রাস দিয়ে দিবে। তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে, রান্না করার গরম ও কষ্ট তাকেই ভোগ করতে হয়েছে।' ফাতহুল বারী ৫/২১৪, মুসলিম ৩/১২৮৪)

আল্লাহ অবাধ্যকারীকে পছন্দ করেননা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা। তারা নিজেদেরকে ভাল মনে করলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তারা আদৌ ভাল নয়। তারা নিজেদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা মূল্যহীন। জনগণের দৃষ্টিতেও তারা হেয় ও তুচ্ছ। তারা কত বড় অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ যে, কারও উপর কিছু অনুগ্রহ করলে তাকে সেই অনুগ্রহের খোঁটা দেয়, কিন্তু তাদের প্রভুর যে নিআমাত তাদের উপর রয়েছে তার জন্য তারা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। মানুষের মধ্যে বসে তারা গর্ব করে বলে আমি এত বড় লোক, আমার এটা আছে, ওটা আছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াকিদ আবূ রাজা হারভী (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অহংকারী ও আত্মম্ভরী হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, 'পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগা হয়ে থাকে।' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا

আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধ্যত ও হতভাগ্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩২)

বানূ হাজীম গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন ঃ 'কাপড় পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে (লটকিয়ে) পরিধান করনা। কেননা এটা হচ্ছে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পছন্দ করেননা।' (আহমাদ ৫/৬৪)

৩৭। যারা কৃপণতা করে ও লোকদের কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা গোপন করে, বস্তুতঃ আমি সেই অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	٣٧. ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
৩৮। এবং যারা লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আর যাদের সহচর শাইতান	٣٨. وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ

ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا	- সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে।
٣٩. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا	৩৯। আর এতে তাদের কি ক্ষতি হত - যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করত? এবং আল্লাহ তাদের বিষয়ে যথার্থই অবগত।

আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করার জন্য রয়েছে শাস্তি

ইরশাদ হচ্ছে ঃ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ খরচ করতে কার্পণ্য করে, যেমন বাপ-মাকে প্রদান করতে এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, মুসাফির এবং দাস-দাসীকে অভাবের সময় আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার কাজে কার্পণ্য করে, শুধু তাই নয় বরং লোকদেরকেও কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ না করার পরামর্শ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ আর কি হতে পারে?' (আদাব আল মুফরাদ ৮৩) তিনি আরও বলেছেন ঃ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা কার্পণ্য হতে বেঁচে থাক। এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণেই তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নতা, অন্যায় ও দুষ্কার্য প্রকাশ পেয়েছিল।' (আবূ দাঊদ ২/৩২৪) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِه তারা এ দু'টি দুষ্কার্যের সাথে সাথে আরও একটি দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়। তা এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ গোপন করে, ঐগুলি প্রকাশ করেনা। ঐগুলি না তাদের খাওয়া পরায় প্রকাশ পায়, না আদান-প্রদানে প্রকাশিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ

মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী। (সূরা 'আদিয়াত, ১০০ ঃ ৬-৭) তার পরে বলেন ঃ

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন। (সূরা 'আদিয়াত, ১০০ ঃ ৮) এখানেও বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর অনুগ্রহ গোপন করছে। এরপর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, **وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا** আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। 'কুফ্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে গোপন করা এবং ঢেকে দেয়া। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতকে গোপন করে, ওর উপরে পর্দা নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ ঐ নি'আমাতসমূহ অস্বীকার করে। হাদীসে রয়েছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে স্বীয় নি'আমাত দান করেন তখন চান যে, ওর চিহ্ন যেন তার উপরে প্রকাশ পায়।' (তাবারানী কাবীর ১৮/১৩৫)

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের ঐ কার্পণ্যের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে কার্পণ্য তারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী গোপন করার ব্যাপারে করত। এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের কার্পণ্যের ব্যাপারে হতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পষ্টতঃ এখানে সম্পদের কৃপণতার কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে, যদিও ইলমের কৃপণতা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। এটা ভুললে চলবে না যে, এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন ও দুর্বলদেরকে সম্পদ প্রদানের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী আয়াতে লোকদেরকে দেখানোর জন্য সম্পদ প্রদানকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ঐ কৃপণদের কথা যারা টাকা পয়সাকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখে। তার পরে বর্ণনা করা হয়েছে ঐ লোকদের যারা সম্পদ খরচ তো করে বটে, কিন্তু অসৎ উদ্দেশে ও দুনিয়ায় নাম-যশ কেনার জন্য। **وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـــاءَ النَّاسِ** *এবং যারা লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে।*

হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে তিন প্রকারের লোকের জন্য জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে, তারা হল রিয়াকার আলেম, রিয়াকার গাযী এবং রিয়াকার ব্যয়কারী (দাতা)। ঐ দাতা বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রত্যেক রাস্তায় স্বীয় সম্পদ খরচ করেছিলাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার

ইচ্ছা তো শুধু এই ছিল যে, তুমি বড় দাতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ কর। সুতরাং তা বলা হয়ে গেছে।' অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ। তা আমি তোমাকে দুনিয়ায়ই দিয়ে দিয়েছি। কাজেই তুমি তোমার উদ্দেশ্য লাভ করেছ। (নাসাঈ ৬/২৪) এ জন্য আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء

قَرِينًا এবং তারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা। শাইতান তাদেরকে খারাপ কাজ করতে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে, যদিও তাদের উচিত উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা করা। অভিশপ্ত শাইতান খারাপ কাজকে শোভনীয় করে তাদেরকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে তোলে। এ জন্যই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ ও কিয়ামাতের উপর তাদের বিশ্বাস নেই, নতুবা তারা শাইতানের ফাঁদে পড়তনা এবং খারাপকে ভাল মনে করতনা। তারা শাইতানের সঙ্গী। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ

তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নে, সঠিক পথে চলতে, রিয়া পরিত্যাগ করতে এবং ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তাতে (ঈমান আনায়) তাদের কি ক্ষতি হচ্ছে? বরং সরাসরি উপকারই রয়েছে। কারণ এর ফলে তাদের পরিণাম ভাল হবে। তারা আল্লাহর পথে খরচ করতে সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ করছে কেন? তারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করছে না কেন? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তাদের ভাল ও মন্দ নিয়াতের জ্ঞান তাঁর পূরাপুরিই রয়েছে। ভাল কাজের তাওফীক লাভ করার যোগ্য ও অযোগ্য সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান। ভাল লোকদেরকে তিনি ভাল কাজ করার তাওফীক প্রদান করে স্বীয় সন্তুষ্টির কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিয়ে তাদেরকে তাঁর নৈকট্য দান করে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকদেরকে তিনি স্বীয় মহা মর্যাদা সম্পন্ন দরবার হতে দূরে সরিয়ে দেন, যার ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে যায়।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ওটা হতে আশ্রয় দান করুন!

৪০। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ	٤٠. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ

وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا	কাজ করে থাকে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন।
٤١. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا	৪১। অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব?
٤٢. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا	৪২। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সেদিন কামনা করবে - যেন ভূমন্ডলের সাথে তারা মিশে যায় এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা।

আল্লাহ কারও প্রতি অণু পরিমানও অন্যায় করেননা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি কারও উপর অত্যাচার করেননা, কারও সাওয়াব নষ্ট করেননা, বরং তা আরও বৃদ্ধি করে তার সাওয়াব ও প্রতিদান কিয়ামাতের দিন দান করবেন।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ

আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেন ঃ

يَـٰبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْاْ أَعْمَـٰلَهُمْ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ.

সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৬-৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শাফ'আতযুক্ত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে ঃ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফিরে এসো এবং যার অন্তরে সরিষার দানার সমান ঈমান দেখ তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে আন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আবার ফিরে যাও এবং যার অন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান ছিল তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে নিয়ে এসো। তখন অনেক লোককে ওখান থেকে বের করে আনা হবে। আবূ সাঈদ (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন, 'তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআন কারীমের **إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** *নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণও অত্যাচার করেননা।* এ আয়াতটি পাঠ করে নাও।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৩, মুসলিম ১/১৬৭)

অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি কি কমিয়ে দেয়া হবে?

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার **وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا** এ উক্তির কারণে মুশরিকেরও শাস্তি কম করা হবে। তবে হ্যাঁ, জাহান্নাম হতে তাদের তো বের করা হবেইনা। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার চাচা আবূ তালিব আপনার আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি আপনাকে লোকদের কষ্ট দেয়া হতে রক্ষা করতেন এবং

আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন তাহলে তার কোন লাভ হবে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তিনি খুব অল্প আগুনের মধ্যে রয়েছেন। যদি আমার এ সম্পর্ক না থাকত তাহলে তিনি জাহান্নামের একেবারে নিম্ন তলায় থাকতেন।' (বুখারী ৩৮৮৩, ৬২০৮; মুসলিম ২০৯)

কিন্তু খুব সম্ভবতঃ এ উপকার শুধুমাত্র আবূ তালিবের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্যান্য কাফির এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মুসনাদ-ই তায়ালেসীর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ মু'মিনের কোন সাওয়াবের উপর অত্যাচার করেননা। দুনিয়ায় খাওয়া-পরা ইত্যাদির আকারে প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আকারে ওর প্রতিদান পাবে। তবে হ্যাঁ, কাফির তো তার সাওয়াব দুনিয়ায়ই খেয়ে নেয়। সুতরাং কিয়ামাতের দিন তার নিকটে কোন সাওয়াবই থাকবেনা। (মুসলিম ২৮০৮, তায়ালিসী ৪৭)

'বিরাট পুরস্কার' কী?

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে জান্নাত। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের প্রার্থনা করছি। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ উসমান আন নাহদি (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি সংবাদ পাই যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাকে একটি সাওয়াবের বিনিময়ে এক লক্ষ সাওয়াব দান করে থাকেন।' আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয় এবং আমি বলি, আমি তো তোমাদের সবার চেয়ে অধিক সময় আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) কাছে থেকেছি। আমি তো কখনও তাঁর নিকট এ হাদীসটি শুনিনি। তখন আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি যে, আমি নিজেই গিয়ে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এটা জিজ্ঞেস করব।

অতএব আমি সফরের আসবাবপত্র ঠিক করে নিয়ে এ বর্ণনাটির সত্যতা নিরূপণের জন্য যাত্রা শুরু করি। আমি জানতে পারি যে, তিনি হাজ্জে গিয়েছেন। আমিও হাজ্জের নিয়াত করে সেখানে পৌঁছি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! আমি শুনেছি যে, আপনি এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটা কি সত্য? তিনি তখন বলেন, 'তুমি কি এতে বিস্ময় বোধ করছ? তুমি কি কুরআন কারীমে পাঠ করনি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে

ব্যক্তি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, আল্লাহ তাকে তা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।' অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৮) (আহমাদ ৭৯৩২)

কিয়ামাত দিবসে আমাদের নাবী (সাঃ) তাঁর উম্মাতের পক্ষে/বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন এবং কাফিরেরা চাবে তাদের আবার মৃত্যু হোক

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـٰؤُلاءِ شَهِيدًا অনন্তর তখন *কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব?* সেদিন নাবীগণকে সাক্ষী রূপে পেশ করা হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 'আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে।' এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) অন্য এক জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ

সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদকে (রাঃ) বলেন, 'আমাকে কিছু কুরআন কারীম পাঠ করে শোনাও।' আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) তখন বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে কুরআন কারীম পাঠ করে কি শোনাব? কুরআন কারীম তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে।' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি অন্যের নিকট হতে শুনতে চাই।' আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ)

বলেন, 'আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করতে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে যখন আমি **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا** (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪১) এ আয়াতটি পাঠ করি তখন তিনি বলেন ঃ 'যথেষ্ট হয়েছে।' আমি দেখি যে, তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।' (ফাতহুল বারী ৮/৭১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ

সেদিন কাফিরেরা এবং রাসূলের অবাধ্যাচরণকারীরা আকাংখা করবে যে, যদি যমীন ফেটে যেত এবং মাটি ওদের ঢেকে ফেলত এবং পরে মাটি সমতল হয়ে যেত তাহলে কতইনা ভাল হত! কেননা তারা সেই দিন অসহ্য ত্রাস, অপমান এবং শাসন-গর্জনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًا.

সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবে ঃ হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৪০)

অতঃপর বলা হচ্ছে, **وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا** তারা সেদিন এ সমস্ত কাজের কথা স্বীকার করে নিবে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল এবং একটি কথাও তারা গোপন করতে পারবেনা।

মুসনাদ আবদুর রাযযাকে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি এসে ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন, 'কুরআনুল হাকীমের কিছু বিষয় আমার নিকট বৈসাদৃশ্য ঠেকছে।' তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'কুরআনুল হাকীমের কোন্ বিষয়ে তোমরা সন্দেহ রয়েছে?' লোকটি বলেন, 'সন্দেহ তো নেই। কিন্তু আমার জ্ঞানে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যেখানে যেখানে তুমি বৈসাদৃশ্য মনে করছ সেইগুলি উল্লেখ কর।' তখন লোকটি উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে বলেন, একটি দ্বারা গোপন করা প্রমাণিত হচ্ছে এবং অপরটি দ্বারা গোপন না করা প্রমাণিত হচ্ছে। তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ উত্তর প্রদান করে দু'টি আয়াতের মর্ম বুঝিয়ে দেন ঃ কিয়ামাত দিবসে তারা যখন দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা একমাত্র শিরক্কারী ছাড়া অন্যান্য মুসলিমদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তা যত বড়ই হোক না কেন, তখন মুশরিকরা মিথ্যা কথা বলবে। কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তখন তারা বলবে ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তাদের হাত-পা কথা বলবে ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা মুশরিক ছিল। **يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا** সে সময় তারা কামনা করবে, যেন ভূমণ্ডলের সাথে তারাও সমতল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কথাই তারা গোপন করতে পারবেনা। (আবদুর রায্যাক ১/১৬০)

٤٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ

৪৩। হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দাভায়মান হয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী,

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا	ক্ষমাশীল।

মদ্যপ অথবা অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন। কেননা সে সময় সালাত আদায়কারী নিজেই বুঝতে পারেনা যে, সে কি বলছে? সঙ্গে সঙ্গে তাকে সালাতের স্থানে অর্থাৎ মাসজিদে আসতেও নিষেধ করা হয়েছে এবং অবগাহনের পূর্বে অপবিত্র লোককেও মাসজিদে আসতে নিষধ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এরূপ ব্যক্তি কোন কাজ বশতঃ যদি মাসজিদের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে আসে এবং সেখানে অবস্থান না করে তাহলে এ যাতায়াত বৈধ।

নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে ছিল। যেমন ঃ সূরা বাকারাহর يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (২ ঃ ২১৯) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি উমারের (রাঃ) সামনে পাঠ করেন তখন উমার (রাঃ) প্রার্থনা করেন–'হে আল্লাহ! মদ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কারভাবে আয়াত অবতীর্ণ করুন।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী না হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। এরপরে লোকেরা সালাতের সময় মদ পান পরিত্যাগ করে। এটা শুনে উমার (রাঃ) পুনরায় এ প্রার্থনাই করেন। তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে মদ হতে দূরে থাকার পরিষ্কার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০-৯১) এটা শুনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমরা বিরত থাকলাম।' (আহমাদ ১/৫৩) এ বর্ণনার একটি সনদে রয়েছে যে, যখন সূরা নিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয় তখন প্রথা ছিল, যখন সালাত আরম্ভ করা হত তখন একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত, 'মাতাল ব্যক্তি যেন সালাতের নিকটবর্তী না হয়। (আবূ দাঊদ ৪/৮০)

৪ ঃ ৪৩ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করেছেন। সাদ (রাঃ) বলেন, 'আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একজন আনসারী খাদ্য রান্না করে বহু লোককে দা'ওয়াত দেন। আমরা ভোজনে পরিতৃপ্ত হই। অতঃপর আমরা মদ পান করে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। এরপর আমরা পরস্পরের গৌরব প্রকাশ করতে থাকি। একটি লোক উটের চোয়ালের অস্থি উঠিয়ে সাদের (রাঃ) নাকে আঘাত করে এবং ওর চিহ্ন থেকে যায়।' সে সময় পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। অতঃপর يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।' (আবূ দাঊদ ২৮, ১৭৭৩; মুসলিম ৪/১৮৭৮, তিরমিযী ৮/৪৪৬, নাসাঈ ৬/৩৪৮) এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। ' ইব্ন মাজাহ ছাড়া অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আর একটি কারণ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) বলেছেন ঃ আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) কিছু খাবার তৈরী করে আমাদের দা'ওয়াত দেন এবং তখন আমাদেরকে মদও পান করতে দেয়া হয়। যখন আমরা মাতাল পর্যায়ে পৌঁছলাম এবং সালাতেরও সময় হয়ে যায় তখন আমাদের

কোন একজনকে সালাতের ইমামতি করতে বলা হয়। সে পাঠ করছিল, قُلْ يَآأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ* مَآ أَعبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ* وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ* (বল হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাত করিনা, কিন্তু আমরা তার ইবাদাত করি যার ইবাদাত তোমরা করছ) সেই সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়। (তাবারী ৮/৩৭৮, তিরমিযী ৮/৩৮০) এ হাদীসটি জামিউত্ তিরমিযীতেও রয়েছে এবং এটা হাসান সহীহ। যখন কোন ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় থাকে তখন অবশ্যই সে কুরআন পাঠে ভুল করে এবং সালাত আদায়ের সময় সে বিনয়ী হতে পারেনা।

এও বলা হয়েছে যে, যদিও শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তোমরা মাতাল অবস্থায় সালাত আদায় করনা, কিন্তু ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা নেশার জিনিস পানাহারও করনা।' কেননা এটা কিরূপে সম্ভব যে, একজন মদ পানকারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক সময়ে আদায় করতে পারে অথচ সে বরাবর মদ পান করতেই থাকে? মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'সালাত আদায় করা অবস্থায় তোমাদের কারও তন্দ্রা এলে সে যেন ফিরে আসে এবং ঘুমিয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত না সে বুঝতে পারে যে সে কি বলছে।' (আহমাদ ৩/১৪২, ফাতহুল বারী ১/৩৭৭, নাসাঈ ১/২১৫) হাদীসের কতক শব্দ এও রয়েছে ঃ

'সে চায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিন্তু হয়তো তার মুখ দিয়ে বিপরীত কথা বেরিয়ে যাবে।' (ফাতহুল বারী ১/৩৭৫)

এবারে বলা হচ্ছে ঃ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ অপবিত্র ব্যক্তিও যেন গোসল করার পূর্বে সালাতের নিকটবর্তী না হয়। তবে হ্যাঁ, অতিক্রম করা হিসাবে মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা জায়িয। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এরূপ অপবিত্র অবস্থায় মাসজিদের ভিতরে যাওয়া জায়িয নয়, তবে মাসজিদের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। মাসজিদে বসতে পারবেনা। (তাবারী ৮/৩৮২)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আনাস (রাঃ), আবূ উবাইদা (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) আবূ আদদুহা (রহঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাসরুক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), আমর ইব্ন দিনার (রহঃ), হাকাম

ইব্ন উতাইবাহ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী (রহঃ), ইব্ন শিহাব (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৮/৩৮১-৩৮৪)

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (রহঃ) বলেন যে, কিছু আনসার যারা মাসজিদের চতুর্দিকে বাস করতেন, তারা অপবিত্র হলে বাড়ীতে হয়তো পানি থাকতনা, আর তাদের ঘরের দরজা মাসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকত, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা ঐ অবস্থায়ই মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করতে পারেন। (তাবারী ৮/৩৮৪)

সহীহ বুখারীতে এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, লোকদের ঘরের দরজা মাসজিদেই ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মৃত্যু শয্যার সময় বলেন ঃ শুধুমাত্র আবূ বাকরের (রাঃ) দরজাটি বাদে 'মাসজিদে যেসব লোকের দরজা রয়েছে সবগুলি বন্ধ করে দাও। (ফাতহুল বারী ১/৬৬৫) এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তি কালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত আবূ বাকরই (রাঃ) হবেন এবং তাঁর প্রায় সব সময় মাসজিদে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে যেন তিনি মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মীমাংসা করতে পারেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত দরজা বন্ধ করে আবূ বাকরের (রাঃ) দরজা খুলে রাখতে নির্দেশ দেন। সুনানের কোন কোন হাদীসে আবূ বাকরের (রাঃ) পরিবর্তে আলীর (রাঃ) নাম রয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক ওটাই যা সহীহ্তে রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশাকে (রাঃ) বলেন ঃ 'মাসজিদ হতে মাদুরটি এনে দাও।' তিনি তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি হায়েয অবস্থায় আছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হায়েয তো তোমার হাতে নেই।' (মুসলিম ১/২৪৫)

এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঋতুবতী নারী মাসজিদে যাতায়াত করতে পারে। নিফাস বিশিষ্টা নারীরও এ হুকুম। এরা রাস্তায় চলা হিসাবে যাতায়াত করতে পারে।

তায়াম্মুম করার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا *(হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দান্ডায়মান হয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল)*

এখন কোন্ কোন্ সময় তায়াম্মুম করা জায়িয তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যে রোগের কারণে তায়াম্মুম জায়িয হয় ওটা হচ্ছে ঐ রোগ যা পানি ব্যবহার করলে কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার বা রোগ নিরাময়ের সময় বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কোন কোন আলেম প্রত্যক রোগের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতির ফাতওয়া দিয়েছেন। কেননা আয়াত সাধারণ।

তায়াম্মুমের বৈধতার দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে সফর। সে সফর দীর্ঘ হোক বা ক্ষুদ্রই হোক। **غَائِطٌ** বলা হয় নরম ভূমিকে। এখানে ওর দ্বারা ছোট অপবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে। *'লা-মাসতুম'* শব্দের দ্বিতীয় পঠন হচ্ছে *'লামাসতুম'*। এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৭) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই।

(*সূরা* আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৯) এখানেও مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْ مُنَّ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে **اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ** এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। (তাবারী ৮/৩৯২) আলী (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাঊস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), উবায়েদ ইব্ন উমায়ের (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), শা'বী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।(তাবারী ৮/৩৯২, ৩৯৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।' এর দ্বারা অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রবিদগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে পানি অনুসন্ধানের পর।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে দেখেন যে, সে লোকদের সাথে সালাত আদায় না করে পৃথক হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'জনগণের সাথে তুমি সালাত আদায় করলে না কেন? তুমি কি মুসলিম নও?' লোকটি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি মুসলিম তো বটে, কিন্তু আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'ঐ অবস্থায় তোমার জন্য মাটি যথেষ্ট ছিল। (ফাতহুল বারী ১/৫৪৫, মুসলিম ১/৪৭৪) **تَيَمُّم** শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা।

আরাবরা বলে **تَيَمَّمَكَ اللَّهُ بِحِفْظِهِ** আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হিফাযাতের সঙ্গে তোমাকে রাখুন।' **صَعِيْد** শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ জিনিস যা ভূপৃষ্ঠের উপর রয়েছে। সুতরাং মাটি, বালু, গাছ প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমাদেরকে সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে মর্যাদা দেয়া হয়েছে (১) আমাদের সারিগুলি মালাইকা/ফেরেশতাদের সারির মত করা হয়েছে (২) আমাদের জন্য সমস্ত ভূমিকে মাসজিদ করা হয়েছে এবং (৩) ভূপৃষ্ঠের মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে যখন পানি পাওয়া না যায়।' (মুসলিম ১/৩৭১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধূলাবালি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া যদি অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যেত তাহলে তিনি তা অবশ্যই আমাদের জন্য বর্ণনা করতেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং সুনান গ্রন্থের লেখকগণের মধ্যে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পরিস্কার মাটি হচ্ছে মুসলিমদের উযূর জন্য পবিত্র, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। অতঃপর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন সে তা ব্যবহার করবে, কারণ ওটাই তার জন্য উত্তম।' (আহমাদ ৫/১৮০, আবূ দাউদ ১/২৩৫, তিরমিযী ১/৩৮৮, নাসাঈ ১/১৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ঐ মাটি দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও। তায়াম্মুম হচ্ছে উযূর স্থলবর্তী। এটা শুধুমাত্র পবিত্রতা লাভের জন্য সমস্ত শরীরে মোছার জন্য নয়। সুতরাং শুধু মুখ ও হাত (হাতের কব্জি) মুছলেই যথেষ্ট হবে। শুধু একটি বার অর্থাৎ শুধু একবার হস্তদ্বয় মাটির উপর মুছে নেয়াই যথেষ্ট। ধূলিযুক্ত হাতকে মুখের উপর এবং হস্তদ্বয়ের কব্জি পর্যন্ত ফিরিয়ে নিবে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইবন আবযা নামের এক লোক আমীরুল মু'মিনীন উমার ফারুকের (রাঃ) নিকট আগমন করে বলে, 'আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি। আমাকে কি করতে হবে?' তিনি বলেন, 'সালাত আদায় করতে হবেনা।' সেখানে আম্মারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক সেনাদলে ছিলাম। আমি ও আপনি দু'জন অপবিত্র হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নিকট পানি ছিলনা। আপনি তো সালাত আদায় করেননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করেছিলাম। ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই এবং আমি তাঁর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি হেসে উঠেন ও বলেন ঃ 'তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হত।' অতঃপর তিনি মাটিতে হাত মারেন এবং ফুঁ দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জিদ্বয় মুছে নেন। (আহমাদ ৪/২৬৫)

তায়াম্মুম করার সুযোগ দানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে এক বিশেষ নি'আমাত প্রদান করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত

প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য সমস্ত ভূমিকে মাসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমার উম্মাতের যে কোন জায়গায় সালাতের সময় এসে যাবে সেখাইে সালাত আদায় করে নিবে। তার মাসজিদও তার উযূ সেখানেই তার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) সমস্ত নাবীকে (আঃ) শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হত। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার নিকট প্রেরিত হয়েছি।' (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০)

সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'সমস্ত লোকের উপর আমাদেরকে তিনটি ফাযীলাত দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের সারিগুলি ফেরেশ্তাদের সারির মত বানানো হয়েছে। (২) আমাদের জন্য সারা ভূমিকে মাসজিদ বানানো হয়েছে। (৩) পানি পাওয়া না গেলে ওর মাটিকে উযূ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।' (মুসলিম ১/৩৭১) উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا পানি না পাওয়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের উপর মাসাহ্ কর, তিনি মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। তাঁর মার্জনা ও ক্ষমার অবস্থা এই যে, পানি না পাওয়ার সময় তায়াম্মুমকে শারীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করে ঐভাবে সালাত আদায় করার অনুমতি দান করেছেন। তিনি এ অনুমতি না দিলে তোমরা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে। কেননা এ পবিত্র আয়াতে সালাতকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন নেশার অবস্থায় বা অপবিত্র অবস্থায় কিংবা বে-উযূ অবস্থায় সালাত আদায় করাকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যে পর্যন্ত সে নিজের কথা নিজেই বুঝতে না পারবে, নিয়মিতভাবে গোসল না করবে এবং শারীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী উযূ না করবে। কিন্তু রোগের অবস্থায় ও পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমকে উযূ ও গোসলের স্থলভুক্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যই।

তায়াম্মুমের আদেশ নাযিল হওয়ার কারণ

আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে বের হই। যখন আমরা 'বাইদা' অথবা 'যাতুল জায়েশ' নামক স্থানে ছিলাম তখন আমার হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। হারটি খোঁজার

জন্য যাত্রীদলসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে থেমে যান। তখন না আমাদের নিকট পানি ছিল, না ঐ প্রান্তরের কোন জায়গায় পানি ছিল। জনগণ আমার পিতা আবূ বাকরের (রাঃ) নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন ঃ 'দেখুন আমরা তাঁর কারণে কি বিপদেই না পড়েছি!' অতএব আমার পিতা আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উরুর উপর স্বীয় মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এসেই তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও জনগণকে এখানে থামিয়ে দিয়েছ। এখন না তাদের নিকট পানি রয়েছে, না কোন জায়গায় পানি দেখা যাচ্ছে?' মোট কথা, তিনি আমাকে খুব শাসন গর্জন করেন এবং আল্লাহ জানেন কত কি তিনি আমাকে বলেছেন। এমনকি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমার পার্শ্বদেশে প্রহার করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমি সামান্য নড়াচড়াও করিনি। সারা রাত্রি কেটে যায়। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠেন। কিন্তু পানি ছিলনা। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন সমস্ত লোক তায়াম্মুম করেন। উসায়েদ ইব্ন হুজাইর (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'হে আবূ বকরের পরিবারবর্গ! এ বারাকাত আপনাদের প্রথম নয়। তখন যে উটে আমি আরোহণ করেছিলাম ঐ উটটি উঠালে ওর নীচে আমার হার পেয়ে যাই।' (ফাতহুল বারী ১/৫১৪,৭/২৪, ১২/১৮০; মুসলিম ১/২৭৯)

৪৪। তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের এক অংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ইচ্ছা করে যে, তোমরাও সঠিক পথ হতে দূরে সরে যাও।	٤٤. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَـٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ
৪৫। এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে সম্যক অবগত আছেন; পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহই	٤٥. وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا	যথেষ্ট।
٤٦. مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا	৪৬। ইয়াহুদীদের মধ্যে কেহ কেহ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও আগ্রহ্য করলাম; এবং বলে, শোন - না শোনার মত; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে 'রায়না'; এবং যদি তারা বলতো ঃ 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও', তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা।

ভ্রান্ত পথ অবলম্বন, আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন এবং ইসলামকে বিদ্রুপ করায় ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন ঃ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ *তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ইচ্ছা করে যে, তোমরাও সঠিক পথ হতে দূরে সরে যাও।* ইয়াহুদীদের (কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক) একটি নিন্দনীয় স্বভাব এও রয়েছে যে, তারা সুপথের

বিনিময়ে ভ্রান্তপথকে গ্রহণ করেছে। শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং পূর্ববর্তী নাবীগণ হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেটাও তারা শিষ্যদের নিকট হতে ভেট/নৈবেদ্য নেয়ার লোভে প্রকাশ করছেনা। বরং সাথে সাথে এটাও কামনা করছে যে, স্বয়ং মুসলিমরাও যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থকে অস্বীকার করে এবং সুপথ ও সঠিক ইল্ম্‌কে পরিত্যাগ করে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের সংবাদ খুব ভালভাবেই রাখেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন তাদের প্রতারণার ফাঁদে না পড়। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্যই যথেষ্ট। তোমরা বিশ্বাস রাখ যে, যারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তিনি তাদের অবশ্যই সহায়তা করে থাকেন এবং তিনি তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। তারা আল্লাহ তা'আলার কথার ভাবার্থ বদলিয়ে দেয় এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আর এ কাজ তারা জেনে-শুনে ও বুঝে করে থাকে। এর ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা নকল করে বলছেন যে, তারা বলে ঃ

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا হে মুহাম্মাদ! আপনি যা কিছু বলেন আমরা তা শুনি, কিন্তু মান্য করিনা।' (তাবারী ৮/৪৩৩) তাদের কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা জেনে ও বুঝে স্পষ্টভাষায় কিভাবে নিজেদের অপবিত্র খেয়ালের কথা প্রকাশ করছে এবং বলছে ঃ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ 'আমরা যা বলি তা আপনি শুনুন, আল্লাহ করেন আপনি যেন না শোনেন।' (তাবারী ৮/৪৩৪) ইহাই হল ইয়াহুদীদের ঠাট্টা মশকরা করার পদ্ধতি, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। এ কথা তারা উপহাস ও বিদ্রূপের ছলে বলত। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। তারা رَاعِنَا বলত। এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যেত যে তারা বলছে, 'আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দিন।' কিন্তু তারা এ শব্দ দ্বারা রাসূলের প্রতি অভিসম্পাত করত। এর পূর্ণ ভাবার্থ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০৪) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যা তারা বাইরে প্রকাশ করত, স্বীয় জিহ্বাকে বক্র করে বিদ্রূপ সূচক

ভঙ্গিতে অন্তরের মধ্যে তার উল্টো ভাব গোপন করে রাখত। প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবী করত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً এবং যদি তারা বলত ঃ 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও', তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা।

ইয়াহুদীদের অন্তরকে মঙ্গল হতে বহুদূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রকৃত ঈমান পূর্ণভাবে তাদের অন্তরে স্থানই পায়না। এ বাক্যের তাফসীরও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, উপকার দানকারী ঈমান তাদের মধ্যে নেই।

৪৭। হে গ্রন্থ প্রাপ্তরা! তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ঐ সময় আসার পূর্বে, যখন আমি অনেক মুখমন্ডল বিকৃত করে দিব। অতঃপর তাদেরকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দিব অথবা আসহাবে সাবতের প্রতি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রূপ তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করি; এবং আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।	٤٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا
৪৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করলে	٤٨. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ

بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا	**তাকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে কেহ আল্লাহর অংশী স্থির করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হলো।**

আহলে কিতাবীদেরকে ইসলাম কবূল করার আহ্বান এবং এর বিপরীত কিছু না করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'আমি আমার মহা মর্যাদাবান গ্রন্থ আমার উত্তম নাবীর উপর অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে স্বয়ং তোমাদের কিতাবের সত্যতা ও স্বীকৃত রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর উপর ঈমান আনয়ন কর এর পূর্বে যে, আমি তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে দেই। অর্থাৎ মুখ বিপরীত দিকে করে দেই এবং তোমাদের চক্ষু এ দিকের পরিবর্তে ঐ দিকে হয়ে যায়।' কিংবা ভাবার্থ এই যে, 'তোমাদের চেহারা নষ্ট করে দেই যাতে তোমাদের কান, নাক সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর এ বিকৃত চেহারাও উল্টো হয়ে যায়।' এ শাস্তি তাদের কর্মেরই পূর্ণ ফল। এরা সত্য হতে সরে মিথ্যার দিকে এবং সুপথ হতে বিপথের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কাজেই আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন ঃ

مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا আমিও এভাবেই তোমাদের মুখ উল্টিয়ে দিব যেন তোমাদেরকে পিছন পায়ে চলতে হয়। তোমাদের চক্ষুগুলি তোমাদের পিছনের দিকে করে দিব'। (তাবারী ৮/৪৪০, ৪৪১) আর এ রকমই কেহ কেহ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮) এ আয়াতের তাফসীরেও বর্ণনা করেছেন। মোট কথা, তাদের পথভ্রষ্টতা ও সুপথ হতে সরে পড়ার এ খারাপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইয়াহুদী আলেম কা'ব আল আহবারের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি (৪ ঃ ৪৭) শুনেই কা'ব ইব্ন আহবার (রহঃ) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে যে, ঈসা ইব্ন

মুগিরাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ আমরা ইবরাহীমের (রহঃ) সাথে যখন কা'বের (রহঃ) ইসলাম গ্রহণের আলোচনা করছিলাম তখন তিনি বলেন ঃ 'কা'ব (রহঃ) উমারের (রাঃ) যুগে মুসলিম হয়েছিলেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে মাদীনায় আগমন করেন। উমার (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে বলেন ঃ 'হে কা'ব! মুসলিম হয়ে যাও।' উত্তরে তিনি বলেন ঃ আপনারা তো কুরআন কারীমে পড়েছেন, 'যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, অতঃপর তারা তা উঠায়নি তাদের দৃষ্টান্ত গাধার ন্যায়, যে বোঝা বহন করে থাকে।'

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ ফাসিক/পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা জুমুআ'হ, ৬২ ঃ ৫) আর আপনি এটাও জানেন যে, যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আমিও তাদের মধ্যে একজন। তখন উমার (রাঃ) তাকে ছেড়ে দেন। তিনি এখান হতে রওয়ানা হয়ে 'হিমস' পৌঁছেন। সেখানে তিনি শুনতে পান যে, তাঁরই বংশের একজন লোক এ আয়াতটি (৪ ঃ ৪৭) পাঠ করছেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে কা'ব (রহঃ) ভয় করেন যে, এ আয়াতে যাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান কিনা এবং না জানি তার আকারই বিকৃত হয়ে যায়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠেন ঃ **يَا رَبِّ اَسْلَمْتُ** হে আমার রাব্ব! আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।' অতঃপর তিনি হিম্স হতেই স্বীয় দেশ ইয়ামানে ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি স্বপরিবারে মুসলিম হয়ে যান। (তাবারী ৮/৪৪৬) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ *অথবা আসহাবে সাবতের (শনিবারীয়দের) প্রতি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রুপ তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করি।* অর্থাৎ যারা কৌশল করে শনিবার দিন মৎস শিকার করেছিল, অথচ সে দিন তাদেরকে মৎস শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যার প্রতিফল

স্বরূপ তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল। এর বিস্তারিত ঘটনা ইন্‌শাআল্লাহ সূরা আ'রাফে আসবে। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولاً আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়েই থাকে। তিনি যখন কোন নির্দেশ দেন তখন এমন কেহ নেই যে, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বা তাকে বাধা প্রদান করে।

তাওবাহ করা ব্যতীত আল্লাহ শির্‌ক ক্ষমা করেননা

এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ আল্লাহ তা'আলা তার সাথে অংশীস্থাপনকারীর পাপ ক্ষমা করেননা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে মুশরিক, তার জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء এ পাপ ছাড়া অন্য পাপ যত বেশি হোক না কেন তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। এ পবিত্র আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। আমরা এখানে কিছু কিছু বর্ণনা করছি।

মুসনাদ আহমাদে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দা! তুমি যে পর্যন্ত আমার ইবাদাত করতে থাকবে এবং আমার নিকট হতে ভাল আশা পোষণ করবে, আমিও তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে থাকব। হে আমার বান্দা! তুমি যদি সারা পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আগমন কর, আমি পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব এ শর্তে যে, তুমি আমার সাথে অংশীস্থাপন করনি।' (আহমাদ ৫/১৫৪)

মুসনাদ আহমাদে আবূ যার (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলে এবং এর উপরই মৃত্যুবরণ করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।' এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বলেন, 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে।' তিনবার একই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। চতুর্থবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যদিও আবূ যারের নাক ধূলায় মলিন হয়।' সেখান থেকে আবূ যার (রাঃ) স্বীয় চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলতে বলতে যান ঃ 'যদিও আবূ যারের নাক ধূলায় মলিন হয়'। এরপরেও যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন এ বাক্যটি অবশ্যই বলতেন। (আহমাদ ৫/১৫২, ফাতহুল বারী ১০/২৯৪, মুসলিম ১/৯৫)

বায্যায্ (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হতে আমরা বিরত ছিলাম। অবশেষে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত আয়াত শ্রবণ করি এবং তিনি এ কথাও বলেন ঃ 'আমি আমার শাফাআতকে কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের কাবীরা পাপকারীদের জন্য পিছিয়ে রেখেছি।' (কাশ্ফ আল আসতার ৪/৮৪) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَمَن يُشْرِكْ بِاللّه فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তা এই যে, তুমি আল্লাহর অংশ স্থির কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

৪৯। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা এক সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।	٤٩. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً
৫০। লক্ষ্য কর ঃ তারা কিরূপে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে? স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।	٥٠. ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا

৫১। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা মূর্তি ও শাইতানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী।	٥١. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَـٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا
৫২। এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন; এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্য কোনই সাহায্যকারী খুঁজে পাবেনা।	٥٢. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا

ইয়াহুদীদের নিজেদেরকে নিস্পাপ মনে করা এবং তাগুতকে মান্য করার জন্য তাদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার

হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন যে, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন তারা বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র। (তাবারী ৮/৪৫২) তারা আরও বলেছিল ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ছাড়া কেহই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেনা। (তাবারী ৮/৪৫৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে অন্য একটি লোকের প্রশংসা করতে

শুনে বলেন ঃ 'অফসোস! তুমি তোমার সঙ্গীর স্কন্ধ কেটে দিলে।' অতঃপর বলেন ঃ যদি তোমাদের কারও কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়েই পড়ে তাহলে যেন সে বলে ঃ 'আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ এরূপ মনে করি।' কিন্তু 'সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার নিকট এরূপই পবিত্র' এ কথা যেন না বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء না, বরং তিনিই যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। অর্থাৎ হিদায়াত দানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই। কারণ সকল কিছুরই ভাল-মন্দ জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তিনিই। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً তাদের প্রতি সামান্য (*ফাতিল*) পরিমাণও অন্যায় করা হবেনা। অর্থাৎ কেহকে প্রতিদান দেয়ার সময় কোন ধরনের অবিচার করা হবেনা। তা সেই প্রতিদানের পরিমাণ যত ছোটই হোক না কেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণের অন্যান্যরা আরাবী শব্দ *'ফাতিল'* এর অর্থ করেছেন খেজুরের বিচির মাঝখানে যে সাদা লম্বা সূতার মত দেখা যায় ঐ অংশকে। (তাবারী ৮/৪৫৮, ৪৫৯) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ *লক্ষ্য কর ঃ তারা কিরূপে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে!* যেমন তারা বলছে ঃ

لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَـٰرَىٰ

ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কেহই জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১১১) তারা আরও বলে ঃ

نَحۡنُ أَبۡنَـٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৮) অন্যত্র তাদের ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعۡدُودَٰتٍ

নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৪) আর যেমন তারা তাদের পূর্বপুরুষের সৎকাজের

উপর নির্ভর করে রয়েছে। অথচ একের কাজ অন্যকে কোন উপকার দেয়না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ

ওটি একটি দল ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا তাদের এসব কথা বলাই তাদের প্রকাশ্য অপরাধী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হাসান ইব্ন ফায়িদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, جِبْت শব্দের অর্থ হচ্ছে *'যাদু'* এবং طَاغُوْت শব্দের অর্থ হচ্ছে শাইতান। (তাবারী ৮/৪৬২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) এ কথাই বলেন। طَاغُوْت শব্দের বিশ্লেষণ সূরা বাকারায় হয়ে গেছে, সুতরাং এখানে ওর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) طَاغُوْت সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'তারা হল যাদুকর এবং তাদের নিকট শাইতান আসে।' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/৯৯৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছে মানুষ রূপী শাইতান, তাদের নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে বিচারক মেনে থাকে। (তাবারী ৮/৪৬২) ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ জিনিস, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যার ইবাদাত করা হয়।

অবিশ্বাসী কাফিরেরা কখনো মু'মিনদের চেয়ে উত্তম নয়

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً *এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী।* তাদের মূর্খতা, ধর্মহীনতা এবং স্বীয় গ্রন্থের সাথে কুফরী এত চরমে পৌঁছে গেছে যে, তারা কাফিরদেরকে মুসলিমদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ)

ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং কা'ব ইব্ন আশরাফ নামে দুই ইয়াহুদী মাক্কাবাসীদের নিকট আগমন করে। মাক্কাবাসীরা তাদেরকে বলে ঃ 'তোমরা আহলে কিতাব ও পণ্ডিত লোক। আচ্ছা বলত আমরা ভাল, না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল? তখন তারা বলে ঃ 'তোমাদের পরিচয় দাও এবং মুহাম্মাদের বর্ণনা দাও।' মাক্কাবাসীরা বলে ঃ 'আমরা আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখি, উট যবাহ করে গরীবদেরকে আহার করাই, দুগ্ধ মিশ্রিত পানি পান করাই, দেনাদারকে মুক্ত করি, হাজীদেরকে পানি পান করাই। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, তাঁর কোন পুত্র-সন্তান নেই এবং গিফার গোত্রের চোর/হাজীরা তাঁর সঙ্গ লাভ করেছে। এখন বলত, আমরা ভাল, না সে ভাল? তখন ঐ দু'জন বলে ঃ 'তোমরাই ভাল। তোমরাই সোজা ও সঠিক পথে রয়েছ।' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/৯৯৪) এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا *তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে?* এ ঘটনাটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং সালাফগণেরও অনেকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের তিরস্কার করেন

এ আয়াতটিতে (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫২) ইয়াহুদীদের তিরস্কৃত করা হয়েছে। তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়ায় এবং আখিরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। কারণ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা মূর্তি/দেবতাদের কাছে সাহায্য কামনা করছে। তারা শুধু কাফিরদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্যই তাদের জ্ঞানের বিপরীত এ তোষামোদমূলক কথাগুলো উচ্চারণ করছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা কৃতকার্য হতে পারবেনা। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। তারা সমস্ত আরাবকে দলভুক্ত করে এক সম্মিলিত বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে মাদীনার উপর আক্রমণ চালায় (আহযাবের যুদ্ধ)। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে বাধ্য হন। অবশেষে বিশ্ব জগত দেখে নেয় যে, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আল্লাহ তা'আলাই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং স্বীয় প্রতাপ ও ক্ষমতার বলে কাফিরদেরকে উল্টো মুখে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। কোন কল্যাণ তারা লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ২৫)

৫৩। তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা।	٥٣. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا
৫৪। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি।	٥٤. أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا
৫৫। অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকে ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট।	٥٥. فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

ইয়াহুদীদের হিংসা ও অশোভন আচরণ

এখানে অস্বীকৃতি সূচক ভাষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রশ্ন করছেন ঃ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ তারা কি রাজত্বের কোন অংশের মালিক? অর্থাৎ তারা মালিক নয়। অতঃপর তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا যদি এরূপ হত তাহলে তারা কারও কোন উপকার করতনা। বিশেষ করে তারা আল্লাহ তা'আলার শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতটুকুও দিত না যতটুকু খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলে পর্দা থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِ

বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০০) এটা স্পষ্ট কথা যে, এতে সম্পদ কমে যেতে পারেনা, তথাপি কৃপণতা তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا মানুষ বড়ই কৃপণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৯) তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের হিংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ من فَضْله *তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন?* আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বড় নাবুওয়াত দান করেছেন এবং তিনি যেহেতু আরাবের অন্তর্ভুক্ত, বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নন, সেহেতু তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে এবং জনগণকে তাঁর সত্যতা স্বীকার করা হতে বিরত রাখছে।

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এখানে أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ এর ভাবার্থ হচ্ছে তারা মনে করে, 'আমরাই একমাত্র উত্তম জাতি, অন্য কেহ নয়।' (তাবারানী ১১/১৪৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا আমি ইবরাহীমের বংশধরকে নাবুওয়াত দিয়েছিলাম যারা ছিল বানী ইসরাঈল গোত্র এবং ইবরাহীমের সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছি এবং রাজত্বও দান করেছি। তথাপি তাদের মধ্যে অনেক মু'মিন থাকলেও অনেক কাফিরও ছিল। তারা নাবী ও কিতাবকে মেনে নেয়নি। নিজেরা তো স্বীকার করেইনি, এমনকি অন্যদেরকেও বিরত রেখেছিল। অথচ ঐ সব নাবী (আঃ) বানী ইসরাঈল ছিল। কাজেই তারা যখন নিজেদের নাবীদেরকেই অস্বীকার করেছে তখন হে মুহাম্মাদ! তারা তোমাকে যে অস্বীকার করবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কারণ তুমি তো তাদের (বানী ইসরাঈলের) মধ্য হতে নও।

অতএব হে মুহাম্মাদ! তাদের কুফরীর কারণ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে আরও মারাত্মক অপরাধ। ফলে যে সত্যসহ তোমার আগমন ঘটেছে তা থেকে তারা আরও দূরে সরে গেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا জাহান্নামের আগুনই তাদের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর তাদেরকে তাদের শাস্তির কথা শোনানো হচ্ছে যে, জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা, মিথ্যা প্রতিপাদন ও বিরোধিতার এ শাস্তিই যথেষ্ট।

৫৬। নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎ পরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব - যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, হিকমতের অধিকারী।	٥٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব - যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; সেখানে তাদের জন্য পবিত্রা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং আমি তাদেরকে ছায়া শীতল স্থানে প্রবিষ্ট করাব।	٥٧. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلّٗا ظَلِيلًا

যারা আল্লাহর বাণী ও রাসূলকে অস্বীকার করে তাদের শাস্তি

যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অস্বীকার করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলে, এখানে তাদেরই শাস্তি ও মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ *(যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎ পরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে)* তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে এবং সেই আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং তাদের শরীরের সূক্ষ্ম লোম পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে। শুধু এটাই নয়, বরং এ শাস্তি হবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী। আল আমাশ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন, যখন তাদের দেহের চামড়া পুড়ে যাবে তখন আবার চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের চামড়া হবে কাগজের মত সাদা। (তাবারী ৮/৪৮৪) এ হাদীসটি ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ তাদের চামড়া আগুনে ছ্যাঁকা দেয়া হবে, যা প্রতিদিন সত্তর হাজার বার হবে। হুসাইন (রহঃ) ফুদাইল (রহঃ) হতে আরও বর্ণনা করে যে, হিশাম (রহঃ) বলেন,

হাসান বাসরী (রহঃ) আরও বলেছেন যে, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ অর্থাৎ যখন তাদের দেহ সম্পূর্ণ পুড়ে যাবে এবং দেহের মাংস নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন বলা হবে 'আবার পূর্বের আকার ধারণ কর'। ফলে আবার তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। (তাবারী ৮/৪৮৫)

সৎ আমলকারীদের পুরস্কার হল জান্নাত

এরপর সৎ লোকদের পরিণামের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا তারা আদন জান্নাতে অবস্থান করবে যার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের ইচ্ছা মত নদীগুলি প্রবাহিত হবে। স্বীয় অট্টালিকায়, বাগানে, পথে-ঘাটে মোট কথা, যেখানেই তার মন চাইবে সেখানেই নদীগুলি বইতে থাকবে। সবচেয়ে বড় মজার কথা এই যে, এসব নি'আমাত হবে চিরস্থায়ী। এগুলি না নষ্ট হবে, না কিছু হ্রাস পাবে, না ধ্বংস হবে, না শেষ হবে এবং না ফিরিয়ে নেয়া হবে। لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ আরও থাকবে তাদের জন্য সুন্দরী হুরগণ, যারা হবে হায়েয, নিফাস, ময়লা, দুর্গন্ধ এবং অন্যান্য খারাবী থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা হবে সমস্ত দোষ থেকে ত্রুটিমুক্ত এবং বাজে কাজ থেকে মুক্ত। (তাবারী ১/৩৯৫) 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৯২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা প্রস্রাব, পায়খানা, ঋতুস্রাব, থুথু, কফ এবং গর্ভধারণ থেকে পবিত্র। وَنُدْخِلُهُمْ ظِـــلاًّ ظَلِيلاً আর তাদের জন্য থাকবে সুদূর প্রসারিত গাছের ছায়া, যা হবে অত্যন্ত আরামদায়ক ও মনোমুগ্ধকর। তাফসীর ইব্ন জারীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ থাকবে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও তার ছায়া শেষ হবেনা। ওটা হচ্ছে *'শাজারাতুল খুলদ'* (চিরস্থায়ী বৃক্ষ)।' (তাবারী ৮/৪৮৯)

৫৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ কর; এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর তখন ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।	٥٨. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

অধিকারীকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে হবে

আল্লাহ তা'আলা গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। ছামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে তোমাদের সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তুমি তার গচ্ছিত রাখা দ্রব্য তাকে ফেরত দাও এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করনা'। (আহমাদ ৩/৪১৪, আবূ দাঊদ ৩/৮০৫, তিরমিযী ৪/৪৭৯) আয়াতের শব্দগুলি সাধারণ। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত হক আদায় করণও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সিয়াম, সালাত, কাফ্ফারা, নযর ইত্যাদি। আর বান্দাদের পরস্পরের সমস্ত হক এর অন্তর্গত। যেমন গচ্ছিত রাখা দ্রব্য ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি যে হক আদায় করবেনা তার জন্য কিয়ামাতের দিন তার থেকে তা আদায় করে নেয়া হবে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করিয়ে দেয়া হবে। এমন কি শিং বিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে ওর প্রতিশোধও গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে।' (মুসলিম ৪/১০৯৭)

এ আয়াতের শান-ই নুযূলে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা জয় করেন এবং শান্তভাবে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করেন

তখন তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেন। সে সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় লাঠি দ্বারা স্পর্শ করছিলেন। তারপর তিনি কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক উসমান ইব্‌ন তালহাকে (রাঃ) আহ্বান করেন এবং তার নিকট চাবি চান। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, গচ্ছিত বিষয় তার উপর অর্পণ কর যে উহার যোগ্য। অতঃপর তিনি উসমান ইব্‌ন তালহাকে (রাঃ) ডেকে তার হাতে চাবিটি প্রত্যর্পণ করেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বাঘর থেকে বের হয়ে এ আয়াতাংশটি পাঠ করেন। আমার মা-বাবা তার জন্য উৎসর্গ হউন। এর পূর্বে আমি কখনও তাঁকে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনিনি। (তাবারী ৮/৪৯২) এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টিই বেশির ভাগ লোক বর্ণনা করেছেন। তবে এ আয়াতের ব্যাপকতা সার্বজনীন। এ জন্যই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানাফিয়া (রহঃ) বলেন যে, আয়াতটি মু'মিন ও মুশরিক উভয়ের জন্য। অর্থাৎ আয়াতে বর্ণিত আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

ন্যায়ানুগ বিচার করতে হবে

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ 'ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর।' বিচারকদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় বিচারপতি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ হচ্ছে, 'কোন অবস্থায়ই তোমরা ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করনা।' মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং শাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতটি তাদের জন্য নাযিল হয়েছে যাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। অর্থাৎ যারা জনগণের মাঝে বিচার মীমাংসা করে থাকেন। (তাবারী ৮/৪৯০)

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যে পর্যন্ত না সে অত্যাচার করে। যখন সে অত্যাচার করে তখন তা তারই দিকে সমর্পণ করেন। (ইব্‌ন মাজাহ ২/৭৭৫) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'এক দিনের ন্যায় বিচার চল্লিশ বছরের ইবাদাতের সমান।' (আল কান্‌য ৬/১২)

অতঃপর বলা হচ্ছে, إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ গচ্ছিত জিনিস ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ এবং ন্যায় বিচার করার নির্দেশ ও অনুরূপ

শারীয়াতের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উত্তম ও ফলদায়ক, যেসব আদেশ ও নিষেধ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি জারী করে থাকেন।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا তিনি শ্রবণকারী, পরিদর্শক। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথাসমূহ শ্রবণকারী এবং তোমাদের কার্যাবলী পরিদর্শনকারী।

٥٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً	**৫৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা বিচারক তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।**

আল্লাহর আইন পালনে শাসকের অনুসরণ করতে হবে

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট নৌবাহিনীতে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাইফা ইব্ন কায়েসকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। তার ব্যাপারে أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০১, মুসলিম ৩/১৪৬৫, আবূ দাঊদ ৩/৯২, তিরমিযী ৫/৩৬৪, নাসাঈ ৭/১৫৪) ইমাম তিরমিযী একে হাসান গারীব বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন

আনসারীকে তার নেতৃত্ব দান করেন। একদা তিনি সৈন্যদের উপর কি এক ব্যাপারে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি?' তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, 'তোমরা জ্বালানী কাষ্ঠ জমা কর।' অতঃপর তিনি আগুন আনার ব্যবস্থা করে কাষ্ঠগুলো জ্বালিয়ে দেন। তারপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম। সেনাবাহিনীর লোকেরা আগুনে প্রায় ঝাপ দিচ্ছিল। তখন একজন নব্য যুবক সৈন্যদেরকে বলেন, 'আপনারা আগুন হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। আপনারা তাড়াহুড়া করবেননা যে পর্যন্ত না আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনিও যদি আপনাদেরকে আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন তাহলে ওতে প্রবেশ করবেন।' অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা যদি আগুনে ঝাপ দিতে তাহলে আর কখনও সে আগুন হতে বের হতে পারতেনা। জেনে রেখ, আনুগত্য শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজেই রয়েছে।' (আহমাদ ১/৮২, ফাতহুল বারী ৭/৬৫৫, মুসলিম ৩/১৪৬৯)

সুনান আবূ দাঊদে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'শ্রবণ করা ও মান্য করা মুসলিমের উপর ফার্য, তা তার নিকট প্রিয়ই হোক বা অপছন্দনীয়ই হোক, যে পর্যন্ত না (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে তখন শ্রবণও করতে হবেনা এবং মান্যও করতে হবেনা।' (আবূ দাঊদ ২৬২৬, বুখারী ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা শ্রবণ করা ও মান্য করার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করি, তাতে আমাদের সন্তুষ্টিই হোক অথবা অসন্তুষ্টিই হোক, আমরা কঠিন অবস্থায়ই থাকি বা সহজ অবস্থায়ই থাকি এবং যদিও আমাদের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়া হয়, আর আমরা কাজের যোগ্য ব্যক্তি হতে যেন কাজ ছিনিয়ে না নেই। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিন্তু তোমরা যদি স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও যার ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত কোন প্রকাশ্য দলীল রয়েছে। (সে সময়

তোমাদেরকে শ্রবণও করতে হবেনা, মান্যও করতে হবেনা)। (ফাতহুল বারী ১৩/২০৪, মুসলিম ৩/৪৭০)

সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা শ্রবণ কর ও মান্য কর যদিও তোমাদের উপর একজন ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর বানিয়ে দেয়া হয়।' (ফাতহুল বারী ১৩/১৩০) সহীহ মুসলিমে উম্মুল হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন ঃ 'যদি তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকে শাসক নির্বাচন করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে তাহলে তোমরা তার কথা শ্রবণ করবে ও মান্য করবে।' (মুসলিম ১৮৩৮) অন্য বর্ণনায় 'কর্তিত নাক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসও হয়' এ শব্দগুলি রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, أُوْلِى الاَمْرِ দ্বারা বোধশক্তি সম্পন্ন ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আলেমগণ। বাহ্যিক কথা তো এটাই মনে হচ্ছে, তবে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই রয়েছে। এ শব্দটি সাধারণ, এর ভাবার্থ 'আমীর' ও 'আলেম' উভয়ই হতে পারে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ

তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৩) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭, ১৬ ঃ ৪৩) সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার আনুগত্য স্বীকারকারী হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের অবাধ্য হয়েছে সে আমারই অবাধ্য হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ১৩/১১৯, মুসলিম

৩/১৪৬৬) সুতরাং এ হল আলেম ও আমীরগণের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ। ইরশাদ হচ্ছে, أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত হও' অর্থাৎ তাঁর কিতাবের অনুসারী হও। 'আল্লাহ তা'আলার রাসূলের অনুগত হও' অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের উপর আমল কর। وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ আর তোমাদের আদেশদাতাদের আনুগত্য স্বীকার কর। অর্থাৎ তাদের ঐ নির্দেশের প্রতি অনুগত হও যেখানে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য রয়েছে। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিপরীত কোন আদেশ করে তাহলে তাদের সে আদেশ মান্য করা মোটেই উচিত নয়। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আনুগত্য শুধু সৎ কাজের জন্য। (ফাতহুল বারী ১৩/১৩০)

কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বিচার করার অপরিহার্যতা

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও।' অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দিকে ফিরে এসো, যেমন মুজাহিদের (রহঃ) তাফসীরে রয়েছে। (তাবারী ৮/৫০৪) সুতরাং এখানে স্পষ্ট ভাষায় মহা সম্মানিত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে যে, যে মাসআলায় মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, ঐ মাসআলা ধর্মনীতি সম্পর্কীয়ই হোক বা ধর্মের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কীয়ই হোক, এর মীমাংসার জন্য একটিমাত্র পথ রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এ দু'টির মধ্যে যা রয়েছে তা'ই মেনে নিতে হবে। যেমন কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতের রয়েছে ঃ

وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১০) অতএব কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ দিবে এবং যে মাসআলার উপর সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করবে ওটাই সত্য এবং অন্য সবই মিথ্যা। কুরআন কারীমে ঘোষণা হচ্ছে ঃ সত্যের পরে যা রয়েছে তা শুধু পথভ্রষ্টতাই বটে।' এ জন্যই এখানেও এ নির্দেশের সাথেই ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক।' অর্থাৎ যদি

তোমরা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই এবং যাতে মতভেদ রয়েছে, যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা এসবের মীমাংসা কর, এ দু'টির মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নাও।' অতএব সাব্যস্ত হল যে, মতভেদী জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যারা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসেনা তারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস রাখেনা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً বিবাদসমূহে ও মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি। এটাই হচ্ছে উত্তম প্রতিদান লাভের কাজ।

৬০। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা নিজেদের মুকাদ্দমা তাগুতের নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে; পক্ষান্তরে শাইতান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।	٦٠. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا
৬১। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে	٦١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ

أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا	এবং রাসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।
٦٢. فَكَيْفَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَـٰنًا وَتَوْفِيقًا	৬২। অনন্তর তখন কিরূপ হবে, যখন তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য তাদের উপর বিপদ উপনীত হয়? তখন তারা আল্লাহর শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে - কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি।
٦٣. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا	৬৩। তাদের অন্তরসমূহে যা আছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত হও এবং তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে তাদের সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী কথা বল।

কুরআন-হাদীস ছাড়া
অন্য কোন আইন দ্বারা বিচার করে কাফিরেরা

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন যারা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর এবং এ কুরআনুল হাকীমের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কিন্তু যখন

কোন বিবাদের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তারা কুরআন মাজীদ ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেনা, বরং অন্য দিকে যায়। এ আয়াতটি ঐ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। একজন ছিল ইয়াহুদী এবং অপর জন ছিল আনসারী। ইয়াহুদী আনসারীকে বলছিল, চল আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে এর মীমাংসা করিয়ে নিব। আনসারী বলছিল, চল আমরা কা'ব ইব্ন আশরাফের (ইয়াহুদী পন্ডিত) নিকট যাই। এও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাইরে ইসলাম প্রকাশ করত বটে, কিন্তু অন্তরে অজ্ঞতা যুগের আহকামের দিকে আকৃষ্ট হতে চাচ্ছিল। এ ছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। আয়াতটি স্বীয় আদেশ ও শব্দসমূহ হিসাবে সাধারণ। এ সমুদয় ঘটনা এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দা করছে যে কুরআন ও সুন্নাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফাইসালা রজ্জু করে। এখানে এটাই হচ্ছে 'তাগুত' এর ভাবার্থ। **صُدُوْد** শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ

এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭০) মু'মিনদের এ উত্তর হতে পারেনা। বরং তাদের উত্তর অন্য আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

মু'মিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৫১)

মুনাফিকদের নিন্দা জানানো

এরপর মুনাফিকদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে ঃ **فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّه إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا**

(অনন্তর তখন কিরূপ হবে, যখন তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য তাদের উপর বিপদ উপনীত হয়? তখন তারা আল্লাহর শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে - কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি) অর্থাৎ হে নাবী! যখন তারা তাদের পাপের কারণে বিপদে পড়ে এবং তোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন তারা দৌড়ে তোমার নিকট আগমন করে এবং ওযর পেশ করে শপথ করে করে বলে ঃ 'আমরা কল্যাণ ও সম্মিলন ব্যতীত কিছুই কামনা করিনি এবং আপনাকে ছেড়ে আমাদের মুকাদ্দামা অন্যের নিকট নিয়ে যাওয়ার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মন যোগানো ও তাদের সাথে বাহ্যিক মিল রাখা। তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক আস্থা মোটেই নেই।' যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বলেন ঃ

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ

এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অতঃপর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫২)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আবূ বারযা আসলামী ছিল একজন যাদুকর। ইয়াহুদীরা তাদের মুকাদ্দামার মীমাংসা তার দ্বারা করিয়ে নিত। মুসলিমদের কিছু লোক তার কাছে মাসআলার জন্য গেলে এর পরিপ্রেক্ষিতে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ হতে إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (তাবারানী ১১/৩৭৩) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ এ প্রকারের লোকের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তরে কি রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তাঁর

নিকট ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোন জিনিসও গুপ্ত নয়। তিনি তাদের ভিতরের ও বাইরের সব খবরই রাখেন। সুতরাং হে নাবী! তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত থাক এবং তাদেরকে তাদের অন্তরের খারাপ উদ্দেশের কারণে শাসন-গর্জন করনা। তারা যেন কপটতা দ্বারা অন্যদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি না করে তজ্জন্য তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাক এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কথা বল ও তাদের জন্য প্রার্থনাও কর।

৬৪। আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে, এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবাহ কবূলকারী, করুণাময় দেখতে পেত।

٦٤. وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

৬৫। অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল না করে।

٦٥. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا

রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অপরিহার্যতা

আল্লাহ বলেন ঃ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ *(আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাদের আনুগত্য স্বীকার করবে)* ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক যুগের রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করা তাঁর উম্মাতের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফার্য হয়ে থাকে। রিসালাতের পদমর্যাদা এই যে, তাঁর সমস্ত আদেশকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মনে করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ بِإِذۡنِ اللَّهِ এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এর ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে এবং তা তাঁর শক্তি ও ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। (তাবারী ৮/৫১৬) অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা ছাড়া কেহ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে পারেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে إِذۡ تَحُسُّونَهُم بِإِذۡنِه 'যখন তুমি তাঁর হুকুমে তাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫২) এখানেও اذۡن শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য ও পাপীদের প্রতি ইরশাদ করছেন যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটও যেন তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন জানায়। তারা যখন এরূপ করবে তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন এবং তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবাহ কবূলকারী ও করুণাময় হিসাবে পেত।

কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষণ না সে বিচারের ভার রাসূলের (সাঃ) উপর অর্পণ করে এবং তাঁর ফাইসালায় রাযী-খুশি থাকে

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলছেন ঃ 'কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারেনা যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে

আল্লাহ তা‘আলার শেষ নাবীকে ন্যায় বিচারক রূপে মেনে না নিবে এবং প্রত্যেক নির্দেশকে, প্রত্যেক মীমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাতকে, প্রত্যেক (সহীহ) হাদীসকে গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকার না করবে। আর অন্তর ও দেহকে একমাত্র ঐ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুগত না করবে।’ মোট কথা, যে ব্যক্তি তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে সে হচ্ছে মু’মিন। অতএব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন তোমার মীমাংসাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এবং স্বীয় অন্তরে যেন কোন প্রকারের সংকীর্ণতা পোষণ না করে। তারা যেন সমস্ত হাদীসকেই স্বীকার করে নেয়। তারা যেন হাদীসসমূহকে স্বীকার করা হতে বিরত না থাকে, না ঐগুলিকে সরিয়ে দেয়ার উপায় অনুসন্ধান করে, না ওর মত অন্য কোন জিনিসকে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে, আর না ঐগুলি খণ্ডন করে এবং না ঐগুলি মেনে নেয়ার ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়।’ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ ‘যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেহ মু’মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ঐ বিষয়ের অনুগত করে যা আমি আনয়ন করেছি।’

সহীহ বুখারীতে উরওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, নালা দিয়ে বাগানে পানি নেয়ার ব্যাপারে একটি লোকের সঙ্গে যুবাইরের (রাঃ) বিবাদ হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ ‘হে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি নেয়ার পর তুমি আনসারীর বাগানে পানি যেতে দাও।’ তাঁর এ কথা শুনে আনসারী বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আপনার ফুপাতো ভাই তো!’ এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বলেন ঃ ‘হে যুবাইর (রাঃ)! তুমি তোমার বাগানে পানি দেয়ার পর তা বন্ধ রেখ যে পর্যন্ত না সে পানি বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর পানি তোমার প্রতিবেশীর দিকে ছেড়ে দাও।’ প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পন্থা বের করেন যাতে যুবাইরের (রাঃ) কষ্ট না হয় এবং আনসারীরও প্রশস্ততা বেড়ে যায়। কিন্তু আনসারী যখন সেটা তার পক্ষে উত্তম মনে করলনা, তখন তিনি যুবাইরকে (রাঃ) তার পূর্ণ হক প্রদান করলেন। যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি ধারণা করি যে, **فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ** এ আয়াতটি এ ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৩)

মুসনাদ আহমাদের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, এ আনসারী বদরী সাহাবী ছিলেন। অন্য বর্ণনা হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল এই যে, পানির নালা হতে প্রথমেই ছিল যুবাইরের (রাঃ) বাগান এবং তারপরে ঐ আনসারীর বাগান। আনসারী যুবাইরকে (রাঃ) বলতেন, 'পানি বন্ধ করবেননা। পানি আপনা আপনি এক সাথে দু' বাগানেই আসবে।'

হাফিয আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন দুহাইন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, দামরাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ দু'ব্যক্তি তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি একটা মীমাংসা করে দেন। যে ব্যক্তির প্রতিকূলে বিচারের মীমাংসা চলে যায় সে বলল ঃ আমি ইহা মানিনা। তখন অপর ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ তাহলে তুমি কি চাও? সে বলল ঃ চল, আমরা আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে যাই। আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে যাওয়ার পর যে ব্যক্তির পক্ষে ফাইসালা দেয়া হয়েছিল সে বলল ঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য গিয়েছিলাম এবং তিনি যে ফাইসালা দিয়েছেন তা আমার পক্ষে যায়। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফাইসালা দিয়েছেন আমার তরফ থেকেও ঐ একই ফাইসালা।

যে ব্যক্তি মীমাংসায় হেরে যায় সে বলল ঃ চল, আমরা উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) কাছে যাই। তারা এখানে এলে যার অনুকূলে ফাইসালা হয়েছিল সে সমস্ত ঘটনা উমারের (রাঃ) নিকট বর্ণনা করে। উমার (রাঃ) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, 'এটা সত্য কি?' সে স্বীকার করে নেয়। উমার (রাঃ) তখন তাদেরকে বলেন, 'এখানে তোমরা থাম, আমি এসে ফাইসালা করছি।' তিনি তরবারী নিয়ে এলেন এবং যে ব্যক্তি বলেছিল, 'আমাদেরকে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়ে দিন' তিনি তাকে হত্যা করেন। এর প্রেক্ষিতেই فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ এ আয়াতটি নাযিল হয়। (দুররুল মানসুর ২/৩২২)

৬৬। আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে নিষ্ক্রান্ত হও তাহলে	٦٦. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن

তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতনা এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্যও।	دِيَـٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا
৬৭। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম।	٦٧. وَإِذًا لَّأَاتَيْنَـٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا
৬৮। এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম।	٦٨. وَلَهَدَيْنَـٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا
৬৯। আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।	٦٩. وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا
৭০। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আল্লাহর	٧٠. ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ

জ্ঞানই যথেষ্ট।	وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا

যা আদেশ করা হয় তা অধিকাংশ লোকই অমান্য করে

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন, অধিকাংশ লোক এরূপ যে, তাদেরকে যদি ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করারও নির্দেশ দেয়া হত যা তারা এ সময়ে করতে রয়েছে তাহলে তারা ঐ কাজগুলোও করতনা। কেননা তাদের হীন প্রকৃতিকে আল্লাহ তা‘আলার বিরুদ্ধাচরণের উপরই গঠন করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাঁর ঐ জ্ঞানের সংবাদ দিচ্ছেন যা হয়নি। কিন্তু যদি হত তাহলে কিরূপ হত? আবূ ইসহাক সাবীঈ (রহঃ) বলেন যে, যখন وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন একজন মনীষী বলেছিলেন ঃ ‘যদি আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিতেন তাহলে অবশ্যই আমরা তা পালন করতাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে এটা হতে বাঁচিয়ে নিয়েছেন বলে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শোনেন তখন তিনি বলেন ঃ ‘নিশ্চয়ই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের অন্তরে ঈমান এতই মযবুত যে, তা পর্বত অপেক্ষাও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’ (ইব্ন আবী হাতিম) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّـــا أَجْراً عَظِيمًا

এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্যও। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম। وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا এটাই হত তাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় আমি তাদেরকে জান্নাত দান করতাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পথ প্রদর্শন করতাম।’

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশের উপর আমল করে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে তাকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানের ঘরে নিয়ে যাবেন এবং নাবীগণের বন্ধুরূপে পরিগণিত করবেন। তারপর সত্য সাধকদের বন্ধু করবেন, যাদের মর্যাদা নাবীগণের পরে। তারপর তাদেরকে তিনি শহীদের সঙ্গী করবেন। অতঃপর সমস্ত মু'মিনের সঙ্গী করবেন যাদের ভিতর ও বাহির সুসজ্জিত। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এঁরা কতই না পবিত্র ও উত্তম বন্ধু!

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় দুনিয়ায় অবস্থানের এবং আখিরাতের দিকে গমনের মধ্যে অধিকার দেয়া হয়।' যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্ত হন, যে রোগ হতে তিনি আর সেরে উঠতে পারেননি তখন তাঁর কণ্ঠস্বর বসে যায়। সে সময় আমি তাঁকে বলতে শুনি, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ তাদের সঙ্গে যাঁদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন, যারা নাবী, সত্য সাধক, শহীদ ও সৎকর্মশীল। আমি তখন জানতে পারি যে, তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৩, মুসলিম ৪/১৮৯৩)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন ঃ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (মুসলিম ৪/১৮৯৪) অতঃপর তিনি এ নশ্বর জগত হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এ কথা তিনি তিনবার পবিত্র মুখে উচ্চারণ করেন। পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত তাঁর উক্তির ভাবার্থ এটাই।

এ পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখানে তো সকাল সন্ধ্যায় আমরা আপনার কাছে উঠা-বসা করছি এবং আপনার মুখমণ্ডলও দর্শন করছি। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তো আপনি নাবীগণের সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। তখন তো আমরা আপনার নিকট পৌঁছতে পারবনা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দিলেননা। সে সময় জিবরাঈল (আঃ) وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـــئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ এ আয়াতটি আনয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোক পাঠিয়ে উক্ত আনসারীকে সুসংবাদ প্রদান করেন। (তারাবী ৮/৫৩৪) এ হাদীসটি মুরসাল সনদেও মাসরুক (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আমির আশ শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে সনদটি খুবই উত্তম।

তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই-এ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে আমার প্রাণ হতে, পরিবার পরিজন হতে এবং সন্তান অপেক্ষাও বেশি ভালবাসি। আমি বাড়ীতে থাকি বটে, কিন্তু আপনাকে স্মরণ করা মাত্র আপনার নিকট আগমন ছাড়া আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা। অতঃপর এসে আপনাকে দর্শন করি। কিন্তু যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আপনি নাবীগণের সঙ্গে সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন, তখন আমার ভয় হয় যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ লাভ করলেও আপনাকে হয়তো দেখতে পাবনা।' তখন এ আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দানে বিরত থাকেন। এরপর উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ মাকদিসী (রহঃ) তার *'সিফাতুল জান্নাহ'* কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এর বর্ণনাক্রমে আমি কোন ভুল দেখতে পাচ্ছিনা। (তাবারানী সাগীর ৩৩০৮) এ বর্ণনাটির আরও ধারা রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাবিআ' ইব্ন কা'ব আসলামী (রাঃ) বলেন, 'আমি রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থান করতাম এবং তাঁকে পানি ইত্যাদি এনে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বলেন ঃ 'কিছু যাঞ্চা কর'। আমি বললাম ঃ জান্নাতে আপনার বন্ধুত্ব যাঞ্চা করছি। তিনি বললেন ঃ 'এটা ছাড়া অন্য কিছু?' আমি বললাম ঃ শুধু এই একটিই প্রার্থনা। তখন তিনি বললেন ঃ 'তাহলে অধিক সাজদাহর মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনের উপর আমাকে সাহায্য কর।' (মুসলিম ৪৮৯)

মুসনাদ আহমাদে আমর ইব্ন মুররাহ আল-জাহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, স্বীয় সম্পদের যাকাত প্রদান করি এবং রামাযানের সিয়াম পালন করি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি এর উপরই মৃত্যুবরণ করবে সে কিয়ামাতের দিন এভাবে নাবীগণের সঙ্গে, সত্য সাধকদের সঙ্গে এবং শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবে। কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেন পিতা-মাতার অবাধ্য না হয়।' (জা'মি অল মাসানিদ ওয়াস সুন্নাহ ১০/৭৭)

সহীহ ও মুসনাদ হাদীস গ্রন্থসমূহে সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট দল হতে ক্রম পরম্পরায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি দল এমন এক গোত্রের সাথে ভালবাসা রাখে যার যোগ্যতার তুলনায় তাদের কোন তুলনাই হতে পারেনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'মানুষ তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে সে ভালবাসত।' (বুখারী ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪০)

আনাস (রাঃ) বলেন, 'মুসলিমরা এ হাদীস শুনে যত খুশি হয়েছিল তত খুশি অন্য কোন জিনিসে হয়নি। অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমার ভালবাসা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমারের (রাঃ) সঙ্গে রয়েছে। তাই আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁদের সঙ্গেই উঠাবেন, যদিও আমার আমল তাঁদের মত নয়।' (ফাতহুল বারী ৭/৫১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ *এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ।* কারণ আল্লাহর দয়ার ফলেই তারা জান্নাতের সৌভাগ্যশালী হয়েছেন, তাদের আমলের প্রতিদান হিসাবে তারা ইহা কখনও লাভ করতে সক্ষম হতেননা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَفَى بِاللّٰهِ عَلِيمًا এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই অনুগ্রহ ও দান এবং তাঁর বিশেষ করুণা, যার কারণে তাঁর বান্দা এত মর্যাদা লাভ করেছে, এটা সে তার কাজের ফলে লাভ করেনি। আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন। অর্থাৎ হিদায়াত ও তাওফীক লাভের হকদার যে কে তা তাঁর খুব ভালরূপেই জানা আছে।

৭১। হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষার সরঞ্জাম তুলে নাও, অতঃপর পৃথকভাবে বহির্গত হও অথবা সম্মিলিতভাবে অভিযান কর।	٧١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا
৭২। আর তোমাদের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যে শৈথিল্য করে; অনন্তর যদি তোমাদের উপর বিপদ নিপতিত হয় তাহলে বলে ঃ আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল যে, আমি তখন তাদের সাথে উপস্থিত ছিলামনা।	٧٢. وَإِنَّ مِنكُمۡ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنۡ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدۡ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذۡ لَمۡ أَكُن مَّعَهُمۡ شَهِيدًا
৭৩। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর সন্নিধান হতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ, সম্পদ অবতীর্ণ হয় তাহলে এরূপভাবে বলে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ ছিলনা - হায়!	٧٣. وَلَئِنۡ أَصَٰبَكُمۡ فَضۡلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمۡ تَكُنۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُۥ مَوَدَّةٌ يَٰلَيۡتَنِي

كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا	**যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম তাহলে মহান ফলপ্রদ সুফল লাভ করতাম!**
٧٤. فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا	**৭৪। অতএব যারা দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত ক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে; এবং যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর নিহত অথবা বিজয়ী হয়, তাহলে আমি তাকে মহান প্রতিদান প্রদান করব।**

শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রীম প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সর্বদা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সদা যেন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকে যাতে শত্রুরা অতি সহজে তাদের উপর জয়যুক্ত না হয়। তারা সব সময় যেন প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রস্তুত রাখে, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং শক্তি দৃঢ় করে। নির্দেশ মাত্রই যেন তারা বীর বেশে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যায়। ছোট ছোট সৈন্যদলে বিভক্ত হয়েই হোক অথবা সবাই সম্মিলিতভাবেই হোক সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা যেন যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে **فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ** এর অর্থ হচ্ছে তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বহির্গত হও।' আর **اَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا** এর অর্থ হচ্ছে 'তোমরা সম্মিলিতভাবে বেড়িয়ে পড়।' (তাবারী ৮/৫৩৭) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ্ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং খুসাইফ আল জাযারীও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ৮/৫৩৮)

জিহাদ থেকে বিমুখ থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ

মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও কয়েকজন মনীষী বলেন যে, وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/৫৩৮) মুনাফিকদের স্বভাব এই যে, তারা নিজেরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং অপরকেও জিহাদে না যেতে উৎসাহিত করে। মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল, আল্লাহ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত এবং অন্যদেরকেও অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করত, যেমনটি ইব্ন জুরাইয (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ঐ নির্বোধেরা বুঝেনা যে, ঐ মুজাহিদেরা জিহাদে অংশ গ্রহণের ফলে যে সাওয়াব লাভ করেছেন তা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়েছে। যদি তারাও জিহাদে অংশ নিত তাহলে মুসলিমদের মত তারাও গাযী হওয়ার মর্যাদা এবং ধৈর্য ধারণের সাওয়াব লাভ করত অথবা শহীদ হওয়ার গৌরব লাভ করত। পক্ষান্তরে যদি মুসলিম মুজাহিদগণ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শত্রুদের উপর জয়ী হয় এবং শত্রুরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়, আর এর ফলে মুসলিমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ও দাস-দাসী নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে ঐ মুনাফিকরা চরম দুঃখিত হয় এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এত হা-হুতাশ করে ও এমন এমন কথা মুখ দিয়ে বের করে যেন মুসলিমদের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধই ছিলনা। তাদের ধর্মই যেন অন্য। তারা তখন বলে, 'হায়! আমরাও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে আমরাও গানীমাতের সম্পদ পেতাম এবং তাদের মত আমরাও দাস-দাসী ও ধন-সম্পদের অধিকারী হতাম।'

জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ বলা হয়েছে, দুনিয়া লাভই কাফির মুনাফিকদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা ইহকালের বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদ ঘোষণা করা উচিত। তারা কুফরী ও অবিশ্বাসের কারণে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে আখিরাতকে ধ্বংস করেছে। তাই মুনাফিকদের বলা হচ্ছে, হে মুনাফিকের দল! তোমরা জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহ তা'আলার পথের মুজাহিদ

তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেনা। তাদের উভয় অবস্থায় পুরস্কার রয়েছে। নিহত হলেও তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান এবং বিজয়ী বেশে ফিরে এলেও রয়েছে গানীমাতের মালের বিরাট অংশ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ 'আল্লাহর পথের মুজাহিদের যামিন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। হয় তিনি তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন, আর না হয় যেখান হতে সে বের হয়েছে সেখানেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।' (ফাতহুল বারী ৬/২৫৩, মুসলিম ৩/১৪৯৬)

৭৫। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছনা? অথচ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে অত্যাচারী এই নগর হতে নিস্কৃতি দিন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।	٧٥. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
৭৬। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা শাইতানের পক্ষে যুদ্ধ করে; সুতরাং তোমরা	٧٦. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শাইতানের কৌশল দুর্বল।	يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

নির্যাতিতদের সাহায্যার্থে জিহাদ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাঁর পথে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন, 'গুটি কয়েক দুর্বল ও অসহায় লোক মাক্কায় রয়ে গেছে যাদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। মাক্কায় অবস্থান তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাদের উপর কাফিরেরা নানা প্রকার উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে মুক্ত করে আন। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে, 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি এ অত্যাচারীদের গ্রাম হতে অর্থাৎ মাক্কা হতে বহির্গত করুন।' মাক্কাকে নিম্নের আয়াতেও গ্রাম বলা হয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ

তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল। (*সূরা* মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৩) ঐ দুর্বল লোকেরা মাক্কার কাফিরদের অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করছে এবং সাথে সাথে স্বীয় প্রার্থনায় বলছে, 'হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ হতে আপনি আমাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নির্বাচন করুন।'

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি এবং আমার আম্মাও ঐ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৮/১০৩) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا মু'মিনগণ আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে কাফিরেরা শাইতানের আনুগত্যের উদ্দেশে যুদ্ধ করে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার শত্রু ও শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, শাইতানের কলাকৌশল সম্পূর্ণরূপে বৃথায় পর্যবসিত হবে।

৭৭। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্ত সমূহ সংযত রাখ এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফার্‌য করে দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক; এবং তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্‌য করলেন? কেন আমাদেকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল ঃ পার্থিব ফায়দা সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুরের বীজের পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।	٧٧. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً
৭৮। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর; এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে ঃ এটা আল্লাহর	٧٨. أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ

يَقُولُواْ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا	নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল ঃ সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করেনা!
٧٩. مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا	৭৯। তোমার নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহর সন্নিধান হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হতে হয়ে থাকে, এবং আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি; এবং আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট।

কেহ কেহ চাচ্ছিল যে, জিহাদ করার নির্দেশ বিলম্বে দেয়া হোক

ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলিমরা মাক্কায় অবস্থান করছিল তখন তারা ছিল দুর্বল। তারা মর্যাদাসম্পন্ন শহরে বাস করছিল। সেখানে কাফিরদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। মুসলিমরা তাদেরই শহরে ছিল। কাফিরেরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল তাদের অধিক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেননি। বরং তাদেরকে কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেসব হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলির উপর যেন তারা আমল করে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে, তারা যেন এখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে বরং ধৈর্যের দ্বারাই যেন কাজ করে। আর ওদিকে কাফিরেরা ভীষণ বীরত্বের সাথে মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারা ছোট-বড় প্রত্যেককেই কঠিন হতে কঠিনতম শাস্তি দিতে থাকে। কাজেই মুসলিমগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিলেন।

যা হোক, তারা অতি আগ্রহের সাথে ঐ সময়ের অপেক্ষা করছিলেন যে, কখন তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। নানাবিধ কারণে ঐ সময় মুসলিমদের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি ছিলনা। যেমন বহু সংখ্যক শত্রুদের তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। মাক্কা নগরী হল মুসলিমদের পবিত্রতম স্থান, তাই এ নগরীতে যুদ্ধ করার কোন আয়াত নাযিল হয়নি। মুসলিমরা যখন পরে মাদীনায় তাদের নিজদের শহর গড়ে তোলে এবং দিন দিন তাদের ক্ষমতা, শক্তি ও সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপরেও মুসলিমদের জিহাদে অংশ গ্রহণের মনোবাসনা পূর্ণ করার লক্ষ্যে আল্লাহর তরফ থেকে আয়াত নাযিল হলে তাদের কেহ কেহ কাফিরদের সাথে সম্মুখ সমরে অংশ নেয়ার ব্যাপারে ভীষণ ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে।

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই কতক লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জিহাদের কথা চিন্তা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং স্ত্রীদের বিধবা হওয়া ও শিশুদের পিতৃহীন হওয়ার দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। **رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ** ভয় পেয়ে তারা বলে উঠে, 'হে আমাদের রাব্ব! এখনই কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলেন? আমাদেরকে আরও কিছুদিন অবসর দিতেন!' এ বিষয়কেই অন্য আয়াতে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ

মু'মিনরা বলে ঃ একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে

তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২০) এর সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই যে, মু'মিনগণ বলে ঃ (যুদ্ধের) কোন সূরা অবতীর্ণ হয়না কেন? অতঃপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে জিহাদের বর্ণনা দেয়া হয় তখন রুগ্ন অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা চীৎকার করে উঠে এবং ভ্রু কুঞ্চিত করে তোমার দিকে তাকায় এবং ঐ ব্যক্তির মত চক্ষু বন্ধ করে নেয় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচৈতন্য হয়ে থাকে। তাদের জন্য আফসোস!

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কায় আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কুফরী অবস্থায় আমরা সম্মানিত ছিলাম, আর আজ ইসলামের অবস্থায় আমাদের লাঞ্ছিত মনে করা হচ্ছে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ নির্দেশই রয়েছে যে, আমি যেন ক্ষমা করে দেই। সাবধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করনা।'

অতঃপর মাদীনায় হিজরাতের পর এখানে যখন জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন কিন্তু লোকেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চায়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/৫৪৯, নাসাঈ ৬/৩২৫, হাকিম ২/৩০৭)

অতঃপর যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয় তখন দুর্বল ঈমানের লোকেরা মানুষকে ঐরূপ ভয় করতে শুরু করে যেমন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিত; বরং তার চেয়েও বেশি ভয় করতে থাকে এবং বলে, 'হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফার্‌য করলেন? স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে দুনিয়ায় সুখ ভোগ করতে দিলেন না কেন?' তখন তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى দুনিয়ার সুখ ভোগ খুবই অস্থায়ী এবং জান্নাতের তুলনায় খুবই নগণ্যও বটে। আর আখিরাত আল্লাহভীরুদের জন্য দুনিয়া হতে বহুগুণ উত্তম ও পবিত্র।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে উত্তরে বলা হয়, 'আল্লাহভীরুদের পরিণাম সূচনা হতে বহুগুণে উত্তম। তোমাদেরকে তোমাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের একটি সৎ আমলও বিনষ্ট হবেনা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কারও উপর এক চুল

পরিমাণও অত্যাচার হওয়া অসম্ভব। এ বাক্যে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ উৎপাদন করে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে জিহাদের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মৃত্যুকে কেহ এড়াতে পারবেনা, সে পেয়ে বসবেই

এরপর বলা হচ্ছে ঃ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।' কোন মধ্যস্থতা কেহকেও এটা হতে বাঁচাতে পারবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৬) আর এক আয়াতে আছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী'। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৪) এগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ জিহাদ করুক আর না'ই করুক, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সত্তা ছাড়া সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। প্রত্যেকের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং প্রত্যেকের মৃত্যুর স্থানও নির্দিষ্ট রয়েছে।

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রাঃ) স্বীয় মরণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছি। তোমরা এসে দেখ যে, আমার শরীরের এমন কোন অংশ নেই যেখানে বল্লম, বর্শা, তীর, তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের চিহ্ন দেখা যায়না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা ছিলনা বলে আজ তোমরা দেখ যে, আমি গৃহ শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি। সুতরাং কাপুরুষের দল আমার জীবন হতে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মৃত্যুর থাবা হতে সুউচ্চ, সুদৃঢ় এবং সংরক্ষিত দুর্গ ও অট্টালিকাও রক্ষা করতে পারবেনা।

মুনাফিকরা নাবীর (সাঃ) আগমনে তাদের অশুভ পরিণতি টের পেয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـــذه منْ عند اللّه যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যদি তারা খাদ্যশস্য, ফল, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি লাভ করে তাহলে তারা বলে, 'এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসেছে।' وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـــذه منْ عندكَ আর যদি তাদের উপর কোন অমঙ্গল নিপতিত হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, সম্পদ ও সন্তানের স্বল্পতা এবং ক্ষেত ও বাগানের ক্ষতি ইত্যাদি পৌঁছে যায় তখন তারা বলে, 'হে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আপনার কারণেই হয়েছে।' অর্থাৎ এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং মুসলিম হওয়ার কারণেই হয়েছে। ফিরাউনের অনুসারীরাও অমঙ্গলের বেলায় মূসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কু-লক্ষণ বলে অভিহিত করত। যেমন কুরআনুল হাকীমের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বিপদাপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٍ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১১) অতএব এখানেও এ মুনাফিকরা যারা বাহ্যিক মুসলিম, কিন্তু অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করে তাদের নিকট যখন কোন অমঙ্গল পৌঁছে তখন তারা ঝট করে বলে ফেলে যে, এ ক্ষতি ইসলাম গ্রহণের কারণেই হয়েছে।

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদের এ অপবিত্র কথা ও জঘন্য বিশ্বাসের খণ্ডন করছেন যারা বলে ঃ ‘সবই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তাঁর ফাইসালা ও ভাগ্যলিখন প্রত্যেক ভাল-মন্দ, ফাসিক, ফাজির, মু’মিন এবং কাফির সবার উপরেই জারী রয়েছে। ভাল ও মন্দ সবই তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।’ তিনি তাদের সে উক্তি খণ্ডন করছেন যা তারা শুধুমাত্র সন্দেহ, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং অত্যাচারের বশবর্তী হয়েই বলে থাকে। তিনি বলেন, তাদের কি হয়েছে যে, কোন কথা বুঝার যোগ্যতা তাদের মধ্য হতে লোপ পাচ্ছে?

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন, অতঃপর যে সম্বোধন সাধারণ (General) হয়ে গেছে ঃ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللّه وَمَا أَصَابَكَ من سَيِّئَة فَمن نَّفْسكَ তোমাদের নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ তা‘আলারই অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা। আর তোমাদের উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তা তোমাদের স্বীয় কর্মেরই প্রতিফল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَصَـٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٍ

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৩০) এর ভাবার্থ হচ্ছে, ‘তোমাদের পাপের কারণে’। অর্থাৎ কাজেরই প্রতিফল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً হে নাবী! তোমার কাজ হচ্ছে শুধু শারীয়াতকে প্রচার করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কাজকে, তাঁর আদেশ ও নিষেধকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁরই সাক্ষ্য এ ব্যাপারেও যথেষ্ট যে, তুমি প্রচার কাজ চালিয়েছ। তোমার ও তাদের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তিনি সব কিছুই দেখছেন। তারা তোমার সাথে যে অবাধ্যাচরণ ও অহংকার করছে তাও তিনি দেখতে রয়েছেন।

৮০। যে কেহ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে,	٨٠. مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ

أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا	এবং যে ফিরে যায় আমি তার জন্য তোমাকে রক্ষক রূপে প্রেরণ করিনি।
٨١. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا	৮১। আর তারা বলে ঃ আমরা অনুগত। কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায় তখন তাদের একদল, তুমি যা বল তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাদের প্রতি নিস্পৃহ হও এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর; এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অর্থ হল আল্লাহকেই মান্য করা

আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ হচ্ছে, ‘আমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের যে অনুগত প্রকারান্তরে সে আমারই অনুগত। তার যে অবাধ্য সে আমারই অবাধ্য। কেননা আমার নাবী নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলেনা। আমার পক্ষ হতে তার উপর যে অহী করা হয় তাই সে বলে থাকে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমাকে যে মেনে চলে সে আল্লাহকে মানে এবং যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহকে অমান্য করে। আর যে আমীরের অনুগত হয় সে আমারই অনুগত হয় এবং যে আমীরের অবাধ্য হয় সে আমারই অবাধ্য হয়’। (আহমাদ ১/২৫২, ফাতহুল বারী ৬/১৩৫, মুসলিম ৩/১৪৬৬)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে নাবী তার পাপ তোমার উপর নেই। তোমার কাজ তো

শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়া। ভাগ্যবান ব্যক্তি মেনে নিবে এবং মুক্তি ও সাওয়াব লাভ করবে এবং তাদের ভাল কাজের সাওয়াব তুমিও লাভ করবে। কেননা তার পথপ্রদর্শক তো তুমিই এবং তার সৎ কাজের শিক্ষকও তুমিই। আর যে ব্যক্তি মানবেনা সে হতভাগা। সে নিজের ক্ষতি নিজেই করবে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে সে হিদায়াত লাভ করবে, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। (মুসলিম ২/৫৯৪)

মুনাফিকদের বোকামীর ধরণ

এরপর মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ **وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ** তারা বাহ্যিকভাবে তো আনুগত্য স্বীকার করছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করছে। কিন্তু যখনই দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে, এখান হতে চলে গিয়ে নিজের জায়গায় পৌঁছে যায় তখন এমন হয় যে, তাদের রূপ যেন এরূপ ছিলইনা। এখানে যা কিছু বলেছিল, রাতে গোপনে গোপনে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পরামর্শ করতে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ গোপন ষড়যন্ত্র সবই জানেন। তাঁর নির্ধারিত মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাদের এ কার্যাবলী এবং এসব কথা তাঁর নির্দেশক্রমে তাদের আমলনামায় লিখে নিচ্ছেন।

সুতরাং তাদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে যে, তাদের এ চাল-চলন কতই না জঘন্য। তোমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট তোমাদের ঐ সব কাজ গোপন নেই। তোমরা তোমাদের ভিতর ও বাহির যখন এক রাখতে পারছনা তখন তোমাদের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত সংবাদ যিনি রাখেন, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের এ নিকৃষ্ট কাজের জন্য কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বভাব অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعۡنَا

তারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৪৭)

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ **فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ** তুমি তাদের প্রতি বিমুখ হও; ধৈর্য

ধারণ কর, তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের অবস্থা তাদের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে বলনা। তুমি তাদের হতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় থাক। আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর। যে ব্যক্তি তাঁর উপর নির্ভর করে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

৮২। তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।	٨٢. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًا كَثِيرًا
৮৩। আর যখন তাদের নিকট কোন শাস্তি অথবা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের আদেশ দাতাদের প্রতি সমর্পন করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শাইতানের অনুসরণ করতে।	٨٣. وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًا

আল কুরআন সত্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন কারীমকে চিন্তা ও গবেষণা সহকারে পাঠ করে। উহা হতে যেন তারা বিমুখ না হয়, অবজ্ঞা না করে। ওর মযবুত রচনা, নৈপুণ্য পূর্ণ নির্দেশাবলী এবং বাকচাতুর্য

সম্বন্ধে যেন চিন্তা করে। সাথে সাথে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, এ পবিত্র গ্রন্থটি মতভেদ ও মতানৈক্য হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা ইহা মহাবিজ্ঞানময় ও পরম প্রশংসিত আল্লাহরই বাণী। তিনি নিজে সত্য এবং তদ্রূপ তাঁর কালামও সম্পূর্ণ সত্য। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষণা করছেন ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا মুশরিক ও মুনাফিকদের ধারণা হিসাবে এ কুরআন যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত না হত এবং কারও মনগড়া কথা হত তাহলে অবশ্যই মানুষ ওর মধ্যে বহু মতভেদ লক্ষ্য করত।' সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থের এসব ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া এরই পরিষ্কার দলীল যে, এটা আল্লাহরই বাণী। যেমন আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানে পরিপক্ক আলেমদের কথা বর্ণনা করেন যে, তারা বলে ঃ আমরা এগুলির উপর ঈমান এনেছি, এগুলি সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আগত। অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট আয়াত ও অস্পষ্ট আয়াত সবই সত্য। এ জন্যই তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলিকে স্পষ্ট আয়াতগুলির দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে মুনাফিকীর বক্রতা রয়েছে তারা স্পষ্ট আয়াতগুলি অস্পষ্ট আয়াতগুলির দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রথম প্রকারের লোকদের প্রশংসা করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের নিন্দা করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আমর ইব্ন শুয়াইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর দাদা বলেন ঃ আমি এবং আমার ভাই এমন এক সমাবেশে বসেছিলাম যা আমার নিকট এত প্রিয় ছিল যে, আমি একটি লাল বর্ণের উট পেলেও এ মাজলিসের তুলনায় ওটাকে নগণ্য মনে করতাম। আমরা গিয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজার উপর কয়েকজন মর্যাদাবান সাহাবী (রাঃ) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা ওখান থেকে চলে যাওয়া সমীচীন মনে না করে এক দিকে বসে পড়ি। সেখানে কুরআন মাজীদের কোন আয়াত নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং তাঁদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। অবশেষে কথা বেড়ে যায় এবং তাঁরা পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা

শুনতে পেয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে আগমন করেন এবং তাঁর মুখমন্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। তাঁদের উপর মাটি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ

'তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নাবীগণের উপর মতানৈক্য আনয়ন করেছিল এবং আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতকে অপর আয়াতের বিপরীত বলেছিল। জেনে রেখ যে, কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অপর আয়াতের বৈপরীত্য বহন করেনা, বরং সত্যতা প্রতিপাদন করে। তোমরা যেটা জান তার উপর আমল কর এবং যেটা জাননা সেটা যারা জানে তাদের উপর ছেড়ে দাও।' (আহমাদ ২/১৮১)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হই। আমি বসে রয়েছি এমন সময় দু'টি লোকের মধ্যে একটি আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ধ্বংসের একমাত্র কারণই ছিল আল্লাহ তা'আলার কিতাবে তাদের মতভেদ সৃষ্টি করা'। (আহমাদ ২/১৯২, মুসলিম ৪/২০৫৩, নাসাঈ ৫/৩৩)

অসমর্থিত ও তদন্তবিহীন খবর বর্ণনা করায় নিষেধাজ্ঞা

এরপর ঐ তাড়াহুড়াকারীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে যারা কোন নিরাপত্তা বা ভয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই সত্যাসত্য যাচাই না করেই এদিক হতে ওদিক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে। অথচ ওটা সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষকে মিথ্যাবাদী বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা'ই বর্ণনা করে।' (মুসলিম ১/১০, আবূ দাঊদ ৫/২২৬)

মুগীরা ইব্ন শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম *'বর্ণিত হয়েছে'* অথবা *'অমুক অমুককে বলেছেন'* এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ৫, আবূ দাঊদ ৪৯৯২) এ হাদীসে ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন কিছুর বাস্তবতা এবং সত্যাসত্য যাচাই না করেই অন্যদের কাছে বলে বেড়ায়। অর্থাৎ 'লোকেরা যেসব কথা বলে থাকে এরূপ বহু কথা সত্যাসত্য যাচাই ও চিন্তা ভাবনা না করেই বর্ণনা করে থাকে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি কোন কথা বর্ণনা করে এবং সে জানে যে, ওটা যথার্থ নয় সেও দুই মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী।’ (মুসলিম ১/৯) এখানে আমরা উমারের (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করছি যার বিশুদ্ধতার উপর মতৈক্য রয়েছে। যখন তিনি শোনেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় বাড়ী হতে বের হয়ে এসে মাসজিদে প্রবেশ করেন। এখানেও তিনি জনগণকে এ কথাই বলতে শোনেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন?’ তিনি বললেন ঃ ‘না।’ তখন তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ পাঠ করেন। হাদীসটি দীর্ঘতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, অতঃপর তিনি মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন ঃ ‘হে জনমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দেননি।’ সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উমার (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রথমে তথ্য অনুসন্ধান করেছেন। সুতরাং এ আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে সঠিক তথ্যানুসন্ধান করার জন্য মূল উৎসের খোঁজ নেয়া। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ পূর্ণ মু’মিন ব্যতীত তোমরা শাইতানের অনুসারী হয়ে যেতে।’ (তাবারী ৮/৫৭৫)

৮৪। অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কারও ভার অর্পণ করা হয়নি এবং বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ কর; অচিরেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন; এবং আল্লাহ সংগ্রামে সুদৃঢ় ও শাস্তি দানে কঠোর।	٨٤. فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأۡسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ

بَأۡسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا	
٨٥. مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنۡهَا ۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٌ مِّنۡهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ مُّقِيتًا	৮৫। যে কেহ সৎ সুপারিশ করবে সে ওর অংশ পাবে এবং যে কেহ অসৎ সুপারিশ করবে সেও ওর অংশ প্রাপ্ত হবে; এবং আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।
٨٦. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَسِيبًا	৮৬। আর যখন তোমরা শুভাশীষে সম্ভাষিত হও তখন তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্ভাষণ কর অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।
٨٧. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِ ۗ وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا	৮৭। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য নেই; নিশ্চয়ই এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন; এবং বাক্যে আল্লাহ অপেক্ষা কে বেশি সত্য পরায়ণ?

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জিহাদ করার আদেশ করেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন নিজেই আল্লাহ তা'আলার পথে যুদ্ধ করেন, যদিও কেহ তাঁর সাথে যোগ না দেয়। আবূ ইসহাক (রহঃ) বারা' ইব্ন আযিবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'যদি কোন মুসলিম একাই থাকে এবং শত্রুরা একশ' জন হয় তাহলে কি মুসলিমটি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে?' তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

তখন আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ কিন্তু কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াত দ্বারা এর নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

এবং তোমরা স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুলাইমান ইব্ন দাঊদ (রহঃ) থেকে বলেন, আবূ বাকর ইব্ন আয়াশ (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি আল বারা'কে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের রক্ষা বুহ্যে ঢুকে আক্রমণ চালায় তাহলে সে কি নিজকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। তিনি বললেন ঃ না, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমার নিজের ছাড়া অন্যের কোন দায়িত্ব তোমার উপর অর্পন করা হয়নি। (আহমাদ ৪/২৮১)

মু'মিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে

এরপর বলা হচ্ছে ঃ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ মু'মিনদের মধ্যে সাহস জাগিয়ে তোল এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের ব্যূহ ঠিক করতে করতে বলেন ঃ

'তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাও যার প্রস্থ হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান।' (মুসলিম ৩/১৫১০) জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার বহু হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দেয় এবং রামাযানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহর উপর (তার) এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে আল্লাহর পথে হিজরাতই করুক বা স্বীয় জন্মভূমিতে বসেই থাকুক।' তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা লোকদেরকে কি এ শুভ সংবাদ শুনিয়ে দিবনা?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ

'জেনে রেখ! জান্নাতের একশটি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, যেগুলির মধ্যে এক একটি শ্রেণীর উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান। এ শ্রেণীগুলি আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। অতএব তোমরা জান্নাত যাঞ্চা করলে ফিরদাউস জান্নাত যাঞ্চা কর। ওটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওর উপরই রাহমানের আরশ রয়েছে এবং ওটা হতেই জান্নাতের নদীগুলি প্রবাহিত হয়।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪) উবাদাহ (রাঃ) (তিরমিযী ৭/২৩৭) মুয়ায (রাঃ) (ইব্ন মাজাহ ২/১৪৪৮) এবং আবূ দারদা (রাঃ) হতে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু রূপে, ইসলামকে ধর্ম রূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল ও নাবী রূপে মেনে নিতে সম্মত হয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।' এতে আবূ সাঈদ (রাঃ) বিস্মিত হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর পুনরাবৃত্তি করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় ওটি বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন ঃ 'আর একটি আমল রয়েছে যার কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার দরজা একশ' গুণ উঁচু করে দেন। এক দরজা হতে অন্য দরজার উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান।' তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ আমলটি কি?' তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' (মুসলিম ৩/১৫০১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَسَى اللّٰهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ হে নাবী! যখন তুমি জিহাদের জন্য প্রস্তুত হবে তখন মুসলিমরাও তোমার শিক্ষার কারণে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হবে এবং আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সঙ্গেই থাকবে। সত্বরই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন, তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে। অতএব তারা তোমাদের মুকাবিলায় আসতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহ তা'আলা সংগ্রামে সুদৃঢ় এবং তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানকারী। তিনি এরূপ সক্ষম যে,

দুনিয়ায়ও তাদেরকে পরাজিত করবেন ও শাস্তি দিবেন এবং অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাঁরই হাতে ক্ষমতা থাকবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪)

উত্তম ও নিকৃষ্ট সুপারিশকারীদের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার

এরপর বলা হচ্ছে ঃ **مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا** যে কেহ উত্তম সুপারিশ করবে সে ওটা হতে অংশ প্রাপ্ত হবে এবং যে কেহ নিকৃষ্ট সুপারিশ করবে সেও ওটা হতে অংশ পাবে'। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ যা চাবেন স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তা জারী করবেন।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৫১)

মুজাহিদ ইব্ন যাব্র (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াতটিতে কিয়ামাত দিবসে লোকদের এক জনের পক্ষে অপর জনের সুপারিশ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ৮/৫৮১) আল্লাহ তা'আলা এত দয়ালু যে, শুধু সুপারিশ করলেই প্রতিদান পাওয়া যাবে। সে সুপারিশে কাজ হোক আর নাই হোক। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের রক্ষক এবং প্রতিটি জিনিসের উপর খেয়াল রাখেন। তিনি সকলের হিসাব গ্রহণকারী। তিনি সবার উপর ক্ষমতাবান। প্রতিটি প্রাণীর তিনি আহার দাতা এবং প্রত্যেক মানুষের কার্যাবলীর পরিমাপ গ্রহণকারী।

সালাম প্রদানকারীর জবাব দিতে হবে উত্তম শব্দ দ্বারা

এরপর বলা হচ্ছে ঃ **وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا** হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে কেহ সালাম করে তখন তোমরা তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্যে তার সালামের উত্তর দাও, অথবা তদ্রূপ শব্দই বলে দাও।' সুতরাং তার অপেক্ষা উত্তম শব্দে উত্তর দেয়া উত্তম এবং তার অনুরূপ শব্দে উত্তর দেয়া ফার্য।

মুসনাদ আহমাদে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে *'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ'* বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়ে বললেন ঃ সে দশটি সাওয়াব পেল; দ্বিতীয় একজন এসে *'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ'* বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে বিশটি সাওয়াব পেল।' তৃতীয় একজন এসে বলে ঃ *'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'*। তিনি বললেন ঃ *'সে ত্রিশটি সাওয়াব লাভ করল।'* (আহমাদ ৪/৪৩৯, আবূ দাঊদ ৫/৩৭৯, তিরমিযী ৭/৪৬৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তার সালামের চেয়ে উত্তম উত্তর দিবে এবং যদি ঐ মুসলিম সালামের সমস্ত শব্দই বলে দেয় তাহলে উত্তরদাতাকে ওটাই ফিরিয়ে দিতে হবে।' যিম্মীদেরকে নিজে সালাম দেয়া ঠিক নয়। তবে সে যদি সালাম দেয় তাহলে তার শব্দেই উত্তর দিতে হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন কোন ইয়াহুদী সালাম করে তখন খেয়াল রেখ, কেননা তাদের কেহ *'আসসামু আলাইকা'* বলে থাকে, তখন তোমরা *'ওয়া আলাইকা'* বলবে।' (ফাতহুল বারী ১২/২৯৩, মুসলিম ৪/১৭০৬)

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইয়াহুদী ও খৃষ্টানকে তোমরা প্রথমে সালাম করনা। পথে যদি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে পথের সংকীর্ণতার দিকে যেতে বাধ্য কর।' (মুসলিম ৪/১৭০৭)

সুনান আবূ দাঊদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দিবনা যা করলে তোমাদের পরস্পরের ভালবাসা স্থাপিত হবে? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে।' (আবূ দাঊদ ৫/৩৭৮)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় তাওহীদের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ইবাদাতের যোগ্য যে তিনি একাই তা প্রকাশ করছেন। শপথও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি হচ্ছে, তিনি পূর্বের ও পরের সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন এবং সকলকেই তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। আর কথায় আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? অর্থাৎ কেহই নেই। তাঁর সংবাদ, তাঁর অঙ্গীকার এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন সবই সত্য। ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া পালনকর্তা কেহ নেই।

৮৮। অনন্তর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হলে? এবং তারা যা অর্জন করেছে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কি তাকে পথ প্রদর্শন করতে চাও? এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা।	٨٨. فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا
৮৯। তারা ইচ্ছা করে যে, তারা যেরূপ কাফির তোমরাও যেন তদ্রূপ কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরাও তাদের সদৃশ হও। অতএব তাদের মধ্য হতে বন্ধু গ্রহণ করনা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে; অতঃপর যদি তারা প্রতিগমন করে তাহলে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও তাদেরকে হত্যা কর; এবং তাদের মধ্য হতে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী গ্রহণ করনা।	٨٩. وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
৯০। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ	٩٠. إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ

بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوۡ
جَآءُوكُمۡ حَصِرَتۡ صُدُورُهُمۡ
أَن يُقَٰتِلُوكُمۡ أَوۡ يُقَٰتِلُواْ قَوۡمَهُمۡۚ
وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمۡ عَلَيۡكُمۡ
فَلَقَٰتَلُوكُمۡۚ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ
يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ
فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ
سَبِيلٗا

সম্প্রদায়ের সাথে যারা সম্মিলিত হয়, অথবা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত চিত্ত হয়ে যারা তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের উপর তাদেরকে শক্তিশালী করতেন। তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের দিক হতে সন্ধি প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তাদের প্রতিকূলে তোমাদের জন্য কোন পন্থা রাখেননি।

٩١. سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ
يُرِيدُونَ أَن يَأۡمَنُوكُمۡ وَيَأۡمَنُواْ
قَوۡمَهُمۡ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلۡفِتۡنَةِ
أُرۡكِسُواْ فِيهَاۚ فَإِن لَّمۡ يَعۡتَزِلُوكُمۡ
وَيُلۡقُوٓاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ
أَيۡدِيَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ

৯১। অচিরেই তুমি এরূপও প্রাপ্ত হবে, যারা তোমাদের দিক হতে ও স্বীয় সম্প্রদায় হতে শান্তির সাথে থাকতে ইচ্ছা করে, যখন তাদের বিরোধের প্রতি প্রলুব্ধ করানো হয় তখন তাতেই নিপতিত হয়; অনন্তর যদি তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা না করে এবং তাদের হস্তসমূহ সংযত না করে তাহলে তাদেরকে

পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও তাদেরকে সংহার কর; এদেরই জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি প্রমাণ দান করেছেন।	حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا

উহুদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত

মুনাফিকদের কোন ব্যাপারে যে মুসলিমদের দু' প্রকার মত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উহুদ প্রান্তরে গমন করেন তখন তাঁর সাথে মুনাফিকরাও ছিল। তারা যুদ্ধের পূর্বেই ফিরে এসেছিল। তাদের ব্যাপারে কতক মুসলিম বলছিলেন যে, তাদেরকে হত্যা করা উচিত। আবার অন্য কয়েকজন বলছিলেন যে, হত্যা করা হবেনা, কেননা তারাও মু'মিন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'এটি পবিত্র শহর, এটি নিজেই মালিন্য এমনভাবে দূর করে দিবে যেমনভাবে আগুনের চুল্লি লোহাকে পরিষ্কার করে'। (ফাতহুল বারী ৪/১১৫, মুসলিম ২/১০০৭)

আল আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মাক্কায় এমন কতগুলি লোক ছিল যারা ইসলামের কালেমা পাঠ করেছিল। কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করত। তারা নিজেদের কোন বিশেষ প্রয়োজনে মাক্কা হতে বের হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাদেরকে কোন বাধা প্রদান করবেননা। কেননা প্রকাশ্যে তারা কালেমা পাঠ করেছিল।

মাদীনার মুসলিমগণ যখন এ সংবাদ জানতে পারেন তখন তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ঃ 'এ কাপুরুষদের সাথে প্রথমে জিহাদ করা হোক। কেননা এরা আমাদের শত্রুদের পৃষ্ঠপোষক।' কিন্তু কতক লোক বলেন, 'সুবহানাল্লাহ! যারা আমাদের মতই কালেমা পড়ে তোমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে? শুধু এ কারণে যে, তারা হিজরাত করেনি এবং নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়েনি? আমরা কিভাবে তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল করতে পারি?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাদের এ মতানৈক্য হয়েছিল। তিনি নীরব ছিলেন। সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/১০) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ তাদের অন্তরে যখন তোমাদের প্রতি এত শত্রুতা রয়েছে তখন তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত তারা হিজরাত না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে নিজের মনে করনা। তোমরা এটা মনে করনা যে, তারা তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। বরং তারা নিজেরাই এর যোগ্য যে, নিয়মিতভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে।

যুদ্ধ ও সন্ধি

অতঃপর ওদের মধ্য হতে ঐ লোকদেরকে পৃথক করা হচ্ছে যারা এমন কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে চলে যায় যাদের সঙ্গে মুসলিমদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে। তখন তাদের হুকুম সন্ধিযুক্ত সম্প্রদায়ের মতই হবে। ইমাম সুদ্দী (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ৯/১৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে হুদাইবিয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, যারা কুরাইশদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে চায় এবং আঁতাত গড়ে তুলতে চায় তাদেরকে সেই অনুমতি দেয়া হল। অন্যদিকে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে শান্তি স্থাপন করতে চায় এবং আঁতাত করতে চায় তাদেরকেও সেই অনুমতি দেয়া হল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮, আহমাদ ৪/৩২৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি পরবর্তী সময় নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫) (তাবারী ৯/১৮) এরপর অন্য একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয় বটে, কিন্তু তারা সংকুচিত চিত্ত হয়ে হাযির হয়। তারা না তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়, আর না তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা পছন্দ করে। বরং তারা তৃতীয় পক্ষীয় লোক। তাদেরকে না তোমাদের শত্রু বলা যেতে পারে, না বন্ধু বলা যেতে পারে। সুতরাং এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে

তোমাদের উপর শক্তিশালী করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমতা দান করতেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্পৃহা তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতেন। সুতরাং যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করে তাহলে তোমাদের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি নেই।

বদরের যুদ্ধে বানূ হাশিম গোত্রের কতগুলো লোক মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছিল। যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্তরে অপছন্দ করেছিল, তারাই ছিল এ প্রকারের লোক। যেমন আব্বাস (রাঃ) ইত্যাদি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে থাকা আব্বাসকে (রাঃ) হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাকে জীবিত গ্রেফতার করতে বলেছিলেন।

অতঃপর আর একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা বাহ্যতঃ উপরোক্ত দলের মতই। কিন্তু তাদের নিয়াত খুবই কুঞ্চিত, তারা মুনাফিক। এ মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম প্রকাশ করে স্বীয় জান-মাল মুসলিমের হাত হতে রক্ষা করত, আর ওদিকে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের বাতিল মা'বূদের ইবাদাত করত এবং তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করে তাদের সাথেই মিলেমিশে থাকত যেন তাদের নিকটেও নিরাপদে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল কাফির। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ

এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা তোমাদের সাথেই আছি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪) এখানেও বলা হচ্ছে, যখন তারা বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন তাতেই নিপতিত হয়। এখানেও **فتنة** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শির্ক। (তাবারী ৯/২৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলোও মাক্কাবাসী ছিল। এখানে এসে তারা রিয়াকারী রূপে ইসলাম গ্রহণ করত এবং মাক্কায় ফিরে গিয়ে মূর্তিপূজা করত। তাই তাদের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি তারা তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা না করে তাহলে তাদেরকে

নিরাপত্তা দান করনা, বরং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (তাবারী ৯/২৭) তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রকাশ্য আধিপত্য দান করেছেন।

٩٢. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

৯২। কোন মু'মিনের উচিত নয় যে, ভ্রম ব্যতীত কোন মু'মিনকে হত্যা করে; যে কেহ ভ্রম বশতঃ কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে সে জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্ত করে দিবে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে হত্যার বিনিময় সমর্পণ করবে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয় এবং যদি সে তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও মু'মিন হয় তাহলে জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্তি দান করবে; এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তাহলে তার স্বজনদেরকে হত্যার বিনিময় অর্পণ করবে এবং জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্ত করবে; কিন্তু যদি সে ওটায় অক্ষম হয় তাহলে আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

৯৩। আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম, তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।	٩٣. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

ভুলক্রমে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে উহার প্রতিবিধান

ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'কোন মু'মিনের উচিত নয় যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেহ মা'বূদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তার রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কারণে (হত্যা করা বৈধ)। (১) কেহকে হত্যা করলে, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করলে এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলে।' (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২) এ তিনটির যে কোন একটি কাজ কারও দ্বারা সংঘটিত হলে নাগরিকদের মধ্যে কারও তাকে হত্যা করার অধিকার নেই, বরং এটা হচ্ছে মুসলিম ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির অধিকার। এরপরে **اِلاَّ خَطَأً** রয়েছে এবং এটা হচ্ছে **اِسْتِـــثْـــنَاء مُنْقَطِعٌ**

এ আয়াতের শান-ই নুযূলে মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের হতে একটি উক্তি এই বর্ণিত আছে যে, এটা আবূ জাহলের বৈপিত্রেয় ভাই আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবী'আহর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তার মায়ের নাম আসমা বিনতে মাখরামাহ। আইয়াশ (রাঃ) একটি লোককে হত্যা করেছিলেন। লোকটির নাম ছিল হার্স ইব্ন ইয়াযীদ আল আমিরী। আইয়াশ (রাঃ) এবং তার ভাই ইসলাম ধর্ম কবূল করেছিলেন বলে আবূ জাহলের সঙ্গে হার্স ইব্ন ইয়াযীদ যোগ দিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে শাস্তি প্রদান করেছিল। ফলে তিনি মনে সংকল্প করেন যে, সুযোগ পেলেই হার্স ইব্ন ইয়াযীদকে হত্যা করবেন। কিছু

দিন পর হার্‌সও মুসলিম হয়ে যায় এবং হিজরাতও করে। কিন্তু আইয়াশ (রাঃ) এ খবর জানতেননা। মাক্কা বিজয়ের দিন সে তার চোখে পড়ে যায় এবং এখনও সে কুফরীর উপরই রয়েছে এই মনে করে হঠাৎ তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/৩২)

অন্য উক্তি এই যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন্ আসলাম (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি আবূ দারদার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, তিনি একজন কাফিরের উপর তরবারী উঠিয়েছেন এমন সময় সে ঈমানের কালেমা পাঠ করে। কিন্তু আবূ দারদা (রাঃ) তার উপর তরবারী বসিয়েই দেন এবং লোকটি নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘটনাটি বর্ণিত হলে আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, 'সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছিল।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?' (তাবারী ৯/৩৪) এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদীসেও রয়েছে, কিন্তু সেখানে অন্য সাহাবীর নাম রয়েছে।

অতঃপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কোন মুসলিম যদি অপর কোন মুসলিমকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করে তাহলে দু'টি জিনিস ওয়াজিব হবে। প্রথম হচ্ছে একটি দাসকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা-বিনিময় প্রদান করা। ঐ দাসের ব্যাপারে আবার শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মু'মিন। কাফির দাসকে মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবেনা এবং ছোট নাবালক দাসও যথেষ্ট হবেনা যে পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়নের মত বয়স প্রাপ্ত না হবে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) কৃষ্ণ বর্ণের একটি দাসী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একটি মুসলিম দাস বা দাসী মুক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। যদি এ দাসীটিকে আপনি মুসলিম মনে করেন তাহলে আমি তাকে মুক্ত করে দিব'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঐ দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই?' সে বলে ঃ 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন ঃ 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি'? সে বলে, 'হ্যাঁ'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আনসারীকে বলেন ঃ 'তাকে আযাদ করে দাও।' (আহমাদ ৩/৪৫১) এ হাদীসের ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং ঐ সাহাবী কে ছিলেন তা গুপ্ত থাকা সনদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে রক্তপণ আদায় করা ওয়াজিব যা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার হত্যার বিনিময়। এ রক্তপণ হচ্ছে পাঁচ প্রকারের একশ'টি উট, যথা (১) বয়স প্রথম বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (২) এ বয়সেরই বিশটি উষ্ট্র। (৩) দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৪) তৃতীয় বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৫) চতুর্থ বছর পেরিয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। এটাই হচ্ছে ভ্রমে হত্যার বিনিময় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাইসালা করেছেন। (আবূ দাঊদ ৪৫৪৫, তিরমিযী ১৩৮৬, নাসাঈ ৪৭৯৯, ইব্‌ন মাজাহ ৩৬৩১, আহমাদ ১/৩৮৪)

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। এ রক্তপণ হত্যাকারীর 'আকেলার' উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তার হত্যাকারীর বংশের প্রতিনিধিত্বকারীর উপর ওয়াজিব হবে, তার নিজের অর্থ থেকে নয়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযাইল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। একজন অপরজনকে একটি পাথর মেরে দেয়। সে গর্ভবতী ছিল। সন্তানও নষ্ট হয়ে যায় এবং সেও মারা যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বর্ণিত হলে তিনি ফাইসালা দেন যে, এ শিশুর রক্তপণ হচ্ছে একটি প্রাণ, দাস বা দাসী এবং ঐ নিহত মহিলার রক্তপণ ওয়াজিব হবে হত্যাকারিণীর বংশের যে মুরুব্বী থাকবে তার উপর। (ফাতহুল বারী ১২/২৬৩, মুসলিম ৩/১৩০৯) এর দ্বারা এও জানা গেল যে, যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ভুল বশতঃ হয়ে যায়, রক্তপণ হিসাবে তার হুকুম শুধু ভুল বশতঃ হত্যার মতই। কিন্তু প্রথমক্ত অবস্থায় দিয়াত হবে তিন ধরণের। কেননা সেখানে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে (রাঃ) একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খুযাইমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করল বটে, কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ اَسْلَمْنَا অর্থাৎ 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম'-এ কথা বলার পরিবর্তে صَبَّانَا অর্থাৎ 'আমরা বেদীন হয়ে গেলাম' এ কথা বলল। খালিদ (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে

আরয করেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আমি খালিদের (রাঃ) এ কাজে আপনার নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করছি এবং নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬৫৩)

অতঃপর তিনি আলীকে (রাঃ) খুযাইমা গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তাদের নিহতদের রক্তপণ এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এমনকি তাদের কুকুরকে খাওয়ানো পাত্রটিরও ক্ষতিপূরণ দেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইমাম বা তার প্রতিনিধির ভুলের বোঝা বাইতুলমালকেই বহন করতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘রক্তপণ ওয়াজিব বটে, কিন্তু যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় রক্তপণ ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা করার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা ওটা সাদাকাহ হিসাবে ক্ষমা করে দিতে পারে।’ এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে, নিহত ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির হয় তাহলে হত্যাকারীর দায়িত্বে রক্তপণ নেই। ঐ অবস্থায় তাকে শুধু গোলাম আযাদ করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তির অলী ও উত্তরাধিকারী এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে, তাহলে রক্তপণ আদায় করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি কাফির হয় তাহলে কারও মতে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, কারও মতে অর্ধেক দিতে হবে এবং কারও মতে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আহকামের পুস্তক -গুলিতে দ্রষ্টব্য। হত্যাকারীকে একজন মু’মিন গোলামও আযাদ করতে হবে। দারিদ্রতা বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে ক্রমাগত দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। রোগ, হায়েয, নিফাস ইত্যাদির মত কোন শারীয়াত সম্মত ওযর ছাড়াই মধ্যে কোন একদিন যদি সিয়াম ছেড়ে দেয় তাহলে আবার নতুনভাবে সিয়াম শুরু করতে হবে। সফরের ব্যাপারে দু’টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটাও একটি শারীয়াত সমর্থিত ওযর। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এটা শারীয়াত সমর্থিত ওযর নয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হতে সাবধান

ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনার পর এখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর কঠিন ভীতিযুক্ত শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এটা এমন একটা পাপ যাকে শির্কের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮) অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছে ঃ

أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا

তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা হারামকৃত কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শির্ক ও হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম রক্তের ফাইসালা করা হবে।' (ফাতহুল বারী ১১/৪০২, মুসলিম ৩/১৩০৪)

সুনান আবূ দাউদে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিন সাওয়াবে ও মঙ্গলে এগিয়ে চলে যে পর্যন্ত না সে অন্যায়ভাবে কেহকে হত্যা করে। যখন সে এটা করে তখন সে ধ্বংস হয়ে যায়।' (আবূ দাউদ ৪২৭০) অন্য হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সারা জগতের পতন একজন মুসলিমের হত্যা অপেক্ষা হালকা। (তিরমিযী ৪/৬৫২)

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তাওবাহ কি কবূল হবে?

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি তো এই যে, যে ব্যক্তি মু'মিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তার তাওবাহ কবূলই হয়না। কুফাবাসী এ মাসআলায় মতভেদ করলে ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি এ আয়াতটি (৪ ঃ ৯৩) পাঠ করেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে এ আয়াতটিই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত এবং এটি অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়নি। (ফাতহুল বারী ৮/১০৬, মুসলিম ৪/২৩১৮, নাসাঈ ৬/৩২৬) বেশীর ভাগ আলেম এবং তাদের পরবর্তীগণ বলেন যে, হত্যাকারীর অনুশোচনা/তাওবাহ গ্রহণযোগ্য।

অতএব যখন কোন লোক ইসলামের অবস্থায় শারীয়াত সমর্থিত কারণ ছাড়াই কোন মুসলিমকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম এবং তার তাওবাহ গ্রহণীয় হবেনা।

অতএব একটি মতামত তো হল এই যে, জেনে-শুনে হত্যাকারীর তাওবাহ গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয় অভিমত এই যে, তাওবাহ তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনের অভিমত এটাই যে, সে যদি তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, বিনয় প্রকাশ করে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ গ্রহণ করবেন এবং নিহত ব্যক্তিকে স্বীয় পক্ষ হতে বিনিময় প্রদান করে সন্তুষ্ট করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَ ۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامًا. يُضَـٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِحًا

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮-৭০)

এখানে যে আয়াতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তা না মানসুখ বা বাতিল করা হয়েছে, আর না শুধু ঐ অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে (যারা পরে মুসলিম হয়েছে)। কারণ ইহা আয়াতের সাধারণ অর্থের প্রকাশ্য বিপরীত, যা সাব্যস্ত করতে দলীল প্রমাণের প্রয়োজন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلۡ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِ

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) এ আয়াতটি সাধারণ। সুতরাং কুফরী, শির্ক, নিফাক, হত্যা ইত্যাদি সমস্ত পাপই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব পাপ কাজে লিপ্ত হবার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার

দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

(৪ ঃ ৪৮) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা শির্ক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পাপ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। এটা তাঁর একটি বড় অনুকম্পা যে, তিনি এ সূরার মধ্যেই এখন আমরা যে আয়াতের তাফসীর করছি এর পূর্বে একবার স্বীয় সাধারণ ক্ষমার আয়াত বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের পরই অনুরূপভাবে স্বীয় সাধারণ ক্ষমার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন যেন আশা দৃঢ় হয়।

এখানে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য যাতে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন লোক একশ'টি লোককে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার তাওবাহ গৃহীত হবে কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'তোমার মধ্যে ও তোমার তাওবাহর মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হবে?' অতঃপর তিনি তাকে পবিত্র শহরে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে বলেন। অতএব সে ঐ শহরে হিজরাতের উদ্দেশে বের হয়। পথে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং রাহমাতের মালাক/ফেরেশতা এসে তাকে নিয়ে যান। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১, মুসলিম ৪/২১১৮) এ হাদীসটিকে পূর্ণভাবে কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। বানী ইসরাঈলের মধ্যেই যখন ক্ষমার এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন আমাদের মধ্যে তো সে ক্ষমার ব্যবস্থা বহু গুণ বেশি থাকা উচিত। কেননা বানী ইসরাঈল এমন বহু অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে মুক্ত রেখেছেন। আর তিনি বিশ্ব শান্তির দূত ও নাবীগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে এমন ধর্ম আমাদেরকে দান করেছেন যা আকাশেও শান্তিদায়ক এবং পৃথিবীতেও শান্তিদায়ক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সরল ও পরিষ্কার ধর্ম। কাজেই এখানে হত্যাকারীর তাওবাহর দরজা বন্ধ হবে কেন?

তবে এখানে হত্যাকারীর যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এই যে, তার শাস্তি হচ্ছে এই যদি আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেন। যেমন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং পূর্বযুগীয় মনীষীদের একটি দল এ কথাই বলেন।

শাস্তির ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক ও উত্তম পন্থা এটাই। সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। আর হত্যাকারীর জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য যে, সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবেনা। তার জাহান্নামী

হওয়া ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে তাওবাহ গৃহীত না হওয়ার কারণেই হোক অথবা বিজ্ঞজনের উক্তি অনুযায়ী ওর পিছনে কোন সৎকাজ না থাকার কারণেই হোক।

এখানে خُلُوْدٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বহুদিন অবস্থান, চিরদিন অবস্থান নয়। যেমন হাদীস-ই-মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। (বুখারী ৪৪, ৭৫০৯; তিরমিযী ২৫৯৮)

٩٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

৯৪। হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে বহির্গত হও তখন প্রত্যেক কাজ যাচাই করে নাও, এবং কেহ তোমাদেরকে 'সালাম' করলে তাকে বলনা যে, 'তুমি মু'মিন নও'; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করছ? তাহলে আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা স্থির করে নাও যে, তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো ইসলামের অংশ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানূ সালীম গোত্রের একটি লোক ছাগল চরাতে চরাতে সাহাবায়ে কিরামের একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করে এবং তাদেরকে সালাম দেয়। তখন সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন ঃ এ লোকটি মুসলিম তো নয়, শুধু জীবন রক্ষার উদ্দেশে সালাম করছে। অতএব তারা তাকে হত্যা করে ছাগলগুলো নিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে আসেন। সে সময়ই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ১/২৭২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার তাফসীরে বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উসামাহ ইব্ন যায়িদও (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, এটি সহীহায়িনের শর্তে সঠিক, তবে তারা তাদের কিতাবে এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (তিরমিযী ৮/৩৮৬, হাকিম ২/২৩৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতটি সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'এক লোক মাঠে ভেড়া চরাচ্ছিলেন, কিছু মুসলিম তাকে আটক করলে ঐ লোকটি বলল ঃ 'আসসালামু আলাইকুম।' কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল এবং তার ভেড়াগুলি নিয়ে নিল। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কাকা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবী হাদরাদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আবি হাদরাদ (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে *'ইদাম'* নামক স্থানে প্রেরণ করেন। আমরা বাহনে চড়ে মুসলিমদের একটি দল বেড়িয়ে পড়লাম, যাদের মধ্যে ছিলেন আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হারিস ইব্ন রাবঈ (রাঃ) এবং মুহলিম ইব্ন জাসামা ইব্ন কায়েস। আমরা বাতনে ইয্মে পৌঁছলে আম্‌র ইব্ন আযবাত আশজাঈ উটে চড়ে সেখান দিয়ে গমন করেন। তাঁর সাথে বহু আসবাবপত্র ছিল। আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় তিনি আমাদেরকে সালাম দেন। তখন আমরা তাঁকে হত্যা করা হতে বিরত থাকি। কিন্তু মুহলিম ইব্ন জাসামা তাঁকে পারস্পরিক বিবাদের ভিত্তিতে হত্যা করে এবং তার উট ও আসবাবপত্র নিয়ে নেয়। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৬/১১)

সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে মুআল্লাক রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদকে (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন একজন মু'মিন কাফির সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ঈমান গোপন রেখেছিল, অতঃপর

সে তার ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো মাক্কায় এরূপই তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে'।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সংক্ষিপ্ত হাদীসটি বর্ণনার ধারাবাহিকতা ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ৬৮৬৬) তিনি অবশ্য অন্যত্র বর্ণনার পূর্ণ ধারাবাহিকতাসহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবূ বাকর আল বায্যার (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদের (রাঃ) নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর তারা দেখতে পান যে, সেখানকার লোকেরা এদিক ওদিক পালিয়ে গেছে। শুধু একটি লোক রয়ে যায় যার নিকট বহু সম্পদ ছিল। সে তাদেরকে দেখামাত্রই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা'বূদ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিকদাদ (রাঃ) তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন। তখন তার সঙ্গীদের এক ব্যক্তি তাকে বলেন ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই' তাকে তুমি হত্যা করলে? আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা বর্ণনা করব।' অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একটি লোক সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তাকে মিকদাদ (রাঃ) হত্যা করেছেন'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তোমরা মিকদাদকে (রাঃ) আমার নিকট ডেকে আন।' (তিনি এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন) ঃ 'হে মিকদাদ! তুমি এমন এক লোককে হত্যা করলে যে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* পাঠ করেছিল? কিয়ামাতের দিন তুমি এ *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* এর সামনে কি করবে?' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি (৪ ঃ ৯৪) অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে মিকদাদ! সে ছিল একজন ঈমানদার ব্যক্তি যে কাফিরদের ভয়ে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল। তোমাদের দেখতে পেয়ে সে তার ঈমানকে প্রকাশ করেছে, অথচ তোমরা তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো মাক্কায় অবস্থান করার সময় তোমাদের ঈমান প্রকাশ করা হতে বিরত থাকতে। (মাজমা আয যাওয়ায়িদ ৭/৯)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রচুর গানীমাত রয়েছে'। অর্থাৎ গানীমাতের লোভে তোমরা এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করছ এবং ইসলাম প্রকাশকারীকেও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করছ।

তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ গানীমাতও রয়েছে এবং তা তাঁর নিকট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সেগুলি তিনি তোমাদেরকে হালাল উপায়ে প্রদান করবেন। ওটা তোমাদের জন্য এ সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। তোমরা তোমাদের ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরাও এরূপ ছিলে। তখন তোমরাও দুর্বলতার কারণে তোমাদের ঈমান প্রকাশ করার সাহস করনি। তোমরা তোমাদের কাওমের মধ্যে গোপনে চলাফিরা করতে। আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আজ তিনি তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন বলেই তোমরা খোলাখুলি ইসলাম প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছ। তবে আজও যারা শত্রুদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রয়েছে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করতে পারছেনা, তারা যদি তোমাদের সামনে তাদের ইসলাম প্রকাশ করে তাহলে তা মেনে নিতে হবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ

তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে। (*সূরা* আনফাল, ৮ ঃ ২৬) মোট কথা, ইরশাদ হচ্ছে যে, যেমন এ লোকটি স্বীয় ঈমান গোপন রেখেছিল তদ্রূপ তোমরাও ইতোপূর্বে সংখ্যায় অল্প ছিলে, তোমাদের শক্তিও কম ছিল, কাজেই তোমরাও তখন মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে। (আবদুর রায্যাক ১/১৭০) অতঃপর ধমক দেয়া হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 'আল্লাহ তা'আলাকে তোমরা তোমাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে উদাসীন মনে করনা। তোমরা যা কিছু করছ তার তিনি পূর্ণ খবর রাখছেন'।

৯৫। মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর

٩٥. لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ

উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এবং উপবিষ্টদের উপর ধর্মযোদ্ধা - গণকে (মুজাহিদ) মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন।	ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
৯৬। স্বীয় সন্নিধান হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুনা (দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন) এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	٩٦. دَرَجَـٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

যারা জিহাদে অংশ নেয় এবং যারা অংশ নেয়না তারা উভয়ে সমান নয়

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, বারা' (রাঃ) বলেন যে, যখন এ আয়াতের প্রাথমিক শব্দগুলি অবতীর্ণ হয়, 'গৃহে উপবিষ্টগণ ও ধর্মযোদ্ধাগণ সমান নয়' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদকে (রাঃ) ডেকে তা লিখিয়ে নিচ্ছিলেন। তখন অন্ধ সাহাবী উম্মে মাকতূম (রাঃ) উপস্থিত হন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো অন্ধ।' তখন غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ 'কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীত' এ অংশটুকু অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮) অর্থাৎ ঐ উপবিষ্টগণ সমান নয় যারা বিনা ওযরে গৃহে উপবিষ্ট থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যায়িদ (রাঃ) স্বীয় দোয়াত, কলম ও কালি নিয়ে এসেছিলেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) বলেছিলেন , 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমার ক্ষমতা থাকত

তাহলে আমি অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম।' তখন غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ এ শব্দগুলি অবতীর্ণ হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উরু যায়িদের (রাঃ) উপর ছিল। যায়িদের (রাঃ) উরুর উপর এত চাপ পড়ছিল যে, তিনি মনে করছিলেন যেন তা ভেঙ্গেই যাবে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যুদ্ধে অনুপস্থিতদেরকে বুঝানো হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা দু'জন তো অন্ধ। আমাদের জন্য অবকাশ রয়েছে কি?' তখন তাদেরকে কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতের মাধ্যমে অবকাশ দেয়া হয়। (তিরমিযী ৮/৩৮৮) সুতরাং মুজাহিদগণকে যে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন ঐসব লোক যারা সুস্থ ও সবল। প্রথমে মুজাহিদগণকে সাধারণভাবে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। অতঃপর غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ এ শব্দগুলি অবতীর্ণ করে যাদের শারীয়াত সমর্থিত ওযর রয়েছে, তাদেরকে সাধারণ উপবিষ্টগণ হতে পৃথক করা হয়। যেমন অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন ইত্যাদি। এসব লোক মুজাহিদগণেরই শ্রেণীভুক্ত। অতঃপর মুজাহিদগণের যে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ওটাও ঐসব লোকের উপর, যারা বিনা কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনা। যেমন ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা হওয়াই উচিতও বটে। সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মাদীনায় অবস্থান করছে এমন কতক লোকও রয়েছে যে, তোমরা যে যুদ্ধের সফর কর এবং যে জঙ্গল অতিক্রম কর, তারা সাওয়াবে তোমাদের সমান। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, 'যদিও তারা মাদীনায়ই অবস্থান করেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হ্যাঁ, কেননা ওযর তাদেরকে বাধা দিয়ে রেখেছে।' (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُــلاًّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى সকলকেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, জিহাদ ফার্যে আইন (সকলের অংশ নেয়া) নয়, বরং ফরযে কিফায়া। তারপরে ইরশাদ হচ্ছে, 'বাড়ীতে উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদগণের বড়ই মর্যাদা রয়েছে।' অতঃপর আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদের উচ্চ পদ-মর্যাদা, তাদের পাপ ক্ষমা করণ এবং তাদের উপর যে করুণা ও অনুগ্রহ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। তারপর স্বীয় সাধারণ ক্ষমা ও সাধারণ দয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘জান্নাতের একশ’টি স্তর রয়েছে যেগুলি আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক স্তরের মধ্যে এ পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে যে পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে।’ (মুসলিম ৩/১৫০১)

৯৭। যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল, মালাক/ ফেরেশতা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে ঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম; তারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা যে, তন্মধ্যে তোমরা হিজরাত করতে? অতএব ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং কত নিকৃষ্ট ঐ জায়গা!	٩٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا
৯৮। কিন্তু পুরুষ, নারী এবং শিশুদের মধ্যে অসহায়তা বশতঃ যারা কোন উপায় করতে পারেনা অথবা কোন পথ প্রাপ্ত হয়না।	٩٨. إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

৯৯। ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।	٩٩. فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
১০০। আর যে কেহ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। এবং যে কেহ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করে, অতঃপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহর উপর ন্যস্ত রয়েছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٠٠. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হিজরাত করার সুযোগ থাকলে কাফিরদের সাথে বসবাস করা নিষিদ্ধ

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রাহমান আবূ আসওয়াদ (রহঃ) থেকে ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ মাদীনাবাসীদেরকে জোরপূর্বক যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল (মাক্কার খলিফা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের শাসনামলে সিরিয়ার লোকদের বিরুদ্ধে) তখন আমাকেও ঐ বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

আমি তখন ইকরিমাহর (রহঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে এ কথাটি তাকে বলি। তিনি আমাকে এতে অংশগ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, 'আমি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেসব মুসলিম মুশরিকদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল, মাঝে মাঝে এমনও হত যে, তাদের কেহ কেহ মুসলিমদেরই তীরের আঘাতে নিহত হত

বা তাদেরই তরবারী দ্বারা তাদেরকে হত্যা করা হত। তখন আল্লাহ তা'আলা إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১১১) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ লোক যারা তাদের মুনাফিকী গোপন রেখেছিল এবং বদরের যুদ্ধে তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগ না দিয়ে মাক্কায় অবস্থান করছিল। কিন্তু তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং মুসলিমদের হাতে তাদের কয়েকজন লোক মারা যায়। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/১০৮)

ভাবার্থ এই যে, আয়াতের হুকুম হচ্ছে সাধারণ। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যই এ হুকুম প্রযোজ্য যে হিজরাত করতে সক্ষম অথচ মুশরিকদের মধ্যে পড়ে থাকে এবং দীনের উপর দৃঢ় থাকেনা। সে আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যাচারী। এ আয়াতের মর্মার্থ হিসাবে এবং মুসলিমদের ইজমা হিসাবেও সে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার দোষে দোষী। এ আয়াতে হিজরাত করা ছেড়ে দেয়াকে অত্যাচার বলা হয়েছে। এ প্রকারের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমরা এখানে পড়ে রয়েছ কেন? কেন তোমরা হিজরাত করনি?' তারা উত্তর দেয়,'আমরা নিজেদের শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যেতে সক্ষম হইনি।" তাদের এ কথার উত্তরে মালাইকা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা?'

মুসনাদ আবূ দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথেই বাস করে সে ওর মতই।' (আবূ দাঊদ ৩/২২৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখন আব্বাস (রাঃ), আকীল ও নাওফিলকে বন্দী করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনি আপনার নিজের ও আপনার ভ্রাতুস্পুত্রের মুক্তি পণ প্রদান করুন।' তখন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি আপনার কিবলার দিকে সালাত আদায় করতামনা এবং আমরা কি কালেমা শাহাদাত পাঠ করতামনা'? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে আব্বাস! আপনারা তর্কতো উত্থাপন করেছেন, কিন্তু আপনারা পরাজিত হয়ে যাবেন। শুনুন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা? এরপর যে লোকদের হিজরাত পরিত্যাগের উপর ভর্ৎসনা নেই তাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً যারা মুশরিকদের হাত হতে ছুটতে পারেনা বা ছুটতে পারলেও হয়তো পথ চেনা নেই, তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করবেন। (তাবারী ৯/১১১) عَسَى শব্দটি আল্লাহ তা'আলার কালামে নিশ্চয়তা বোধক হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাতে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর সাজদায় যাওয়ার পূর্বে দু'আ করেছেন ঃ

'হে আল্লাহ! আইয়াশ ইব্ন রাবীআহকে, সালাম ইব্ন হিশামকে, ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে এবং সমস্ত অসহায় ও শক্তিহীন মুসলিমকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! 'মুযার' গোত্রের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করুন।' হে আল্লাহ! তাদের উপর আপনি বছরের পর বছর এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফের (আঃ) যামানায় এসেছিল।' (বুখারী ৮০৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমি এবং আমার মা ঐসব দুর্বল নারী ও শক্তিহীন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ওযর বিশিষ্টদের মধ্যে গণ্য করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/১১৩) হিজরাত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং মুশরিকদের হতে পৃথক থাকার হিদায়াত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর পথে হিজরাতকারী যেন নিরাশ না হয়। তারা যেখানেই যাবে তিনি তাদের আশ্রয় লাভের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিবেন এবং তারা শান্তিতে সেখানে বসবাস করতে পারবে। مُرَاغِم শব্দের একটি অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়াও বটে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার বহু পন্থা পেয়ে যাবে। ওর বহু আসবাবপত্র সে লাভ করবে। সে শত্রুদের অত্যাচার হতেও রক্ষা পাবে এবং তার আহার্যেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভ্রান্তির পথের স্থলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং দারিদ্র ধনশীলতায় পরিবর্তিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ যে ব্যক্তি হিজরাতের উদ্দেশে বাড়ী হতে বহির্গত হয়, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পূর্বেই পথে তার মৃত্যু এসে যায় সেও হিজরাতের পূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। সহীহায়িন, মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ কর্তৃক

বর্ণিত হয়েছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওটাই রয়েছে যার সে নিয়াত করেছে। সুতরাং যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশে, তার হিজরাত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দের কারণ। আর যার হিজরাত হয় দুনিয়া লাভের উদ্দেশে বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, সে প্রকৃত হিজরাতের সাওয়াব প্রাপ্ত হবেনা। বরং হিজরাত ঐ দিকেই মনে করা হবে।' (ফাতহুল বারী ১/১৬৪, মুসলিম ৩/১৫১৫, আবূ দাঊদ ২/৬৫১, তিরমিযী ৫/২৮৩, নাসাঈ ৭/৭১৩, ইব্ন মাজাহ ২/১৪১৩, আহমাদ ১/২৫) এ হাদীসটি সাধারণ। হিজরাত ও অন্যান্য সমস্ত আমলই এর অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করে। অতঃপর একজন আবেদকে হত্যা করে একশ' পূর্ণ করে দেয়। তারপর তার তাওবাহ গৃহীত হবে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম তাকে বলেন ঃ তোমার তাওবাহ ও তোমার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। তুমি তোমার গ্রাম হতে হিজরাত করে অমুক শহরে চলে যাও যেখানে আল্লাহ তা'আলার আবেদগণ বাস করেন। অতএব সে হিজরাতের উদ্দেশে ঐ শহরের দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। এখন করুণা ও শাস্তির মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে তার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। করুণার মালাইকা বলেন যে, এ ব্যক্তি হিজরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল। পক্ষান্তরে শাস্তির মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলেন যে, সেখানেতো সে পৌঁছতে পারেনি। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয় যে, এ দিকের এবং ঐ দিকের ভূমি মাপা হোক। যে গ্রাম থেকে সে হিজরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল সেই গ্রাম এবং হিজরাতের শহরের দূরত্বের মাঝখান হতে তার অবস্থান নির্ণয় করা হোক। সে যে এলাকার ভিতর থাকবে সেই এলাকার লোকদের সঙ্গেই তাকে মিলিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নির্দেশ দেন যে, ওটা যেন খারাপ গ্রাম হতে দূরবর্তী হয়ে যায় এবং ভাল গ্রামের নিকটবর্তী হয়। ভূমি মাপা হলে দেখা যায় যে, একাত্মবাদীদের গ্রামটি অর্ধহাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছে। ফলে তাকে করুণার মালাইকা নিয়ে যান। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় সে সৎলোকদের গ্রামের দিকে বুকের ভরে এগিয়ে যাচ্ছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১, মুসলিম ৪/২১১৮)

১০১। আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমন কর তখন সালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদেরকে বিব্রত করবে; নিশ্চয়ই কাফিরেরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	١٠١. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

কসর সালাত

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর। অর্থাৎ শহরসমূহের সফরে বের হও। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন ঃ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০) তাহলে সে সময় সালাত সংক্ষেপ করায় তোমাদের কোন অপরাধ নেই। অর্থাৎ চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত, যেমন বিজ্ঞজনেরা এ আয়াত দ্বারা এটাই বুঝেছেন, যদিও তাদের মধ্যে কতক মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, সালাত সংক্ষেপ করার জন্য আনুগত্যের সফর হওয়া শর্ত। যেমন জিহাদের জন্য, হাজ্জ বা উমরার জন্য, জ্ঞানানুসন্ধান ইত্যাদির জন্য সফর করা। ইব্ন উমার (রাঃ), 'আতা (রহঃ) এবং ইয়াহ্ইয়ারও (রহঃ) উক্তি এটাই। কেননা এরপরে ঘোষণা রয়েছে ঃ 'যদি তোমরা আশংকা কর যে, অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।' কারও কারও মতে এ শর্ত আরোপের কোনই প্রয়োজন নেই যে, এ সফর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে হতে হবে, বরং প্রত্যেক বৈধ

সফরেই সালাত সংক্ষেপ করা যায়। যেমন মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণের অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ

তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৩) তবে হ্যাঁ, শর্ত এই যে, সেটা যেন পাপ কাজের উদ্দেশে সফর না হয়।

কাফিরদের হতে ভয় করার যে শর্ত লাগানো হয়েছে তা অধিক প্রচলনের কারণেই লাগানো হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেহেতু অবস্থা প্রায় এরূপই ছিল সেহেতু আয়াতের মধ্যেও ওটা বর্ণনা করা হয়েছে। হিজরাতের পর মুসলিমদেরকে যেসব সফরে যেতে হয়েছিল তার সবগুলিই ছিল ত্রাসের সফর। প্রতি পদে পদে শত্রুর ভয় ছিল। এমনকি মুসলিমগণ জিহাদ ছাড়া এবং বিশেষ কোন সেনাবাহিনীর সঙ্গ ছাড়া সফরের জন্য বেরই হতে পারতেননা। আর নিয়ম আছে যে, অধিক হিসাবে যে কথা বলা হয় তার বোধগম্য ধর্তব্য হয়না। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে নির্লজ্জ কাজে বাধ্য করনা যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে।' অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করছ তাদের ঐ মেয়েগুলিও তোমাদের জন্য হারাম যারা তোমাদের নিকট প্রতিপালিতা হচ্ছে।' অতএব এ আয়াত দু'টিতে যেমন শর্তের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ওর হওয়ার উপরই হুকুম নির্ভর করেনা, বরং এ শর্ত ছাড়াও ওটাই হুকুম। অর্থাৎ নির্লজ্জ কাজে দাসীদেরকে বাধ্য করা হারাম, তারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করুক আর না'ই করুক। অনুরূপভাবে ঐ স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর কন্যাও তার স্বামীর পক্ষে হারাম যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে, তা সেই কন্যা তার স্বামীর নিকট প্রতিপালিতা হোক আর না'ই হোক। অথচ কুরআনুল হাকীমের মধ্যে দু'জায়গায় এ শর্ত রয়েছে। তবে এ দু' জায়গায় যেমন এসব শর্ত ছাড়াও এ হুকুম, তদ্রূপ এখানেও যদিও ভয় না থাকে তবুও শুধু সফরের কারণেই সালাতকে 'কসর' করা বৈধ।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'সালাত হালকা করার নির্দেশ তো ভয়ের অবস্থায়, আর এখন তো নিরাপত্তা রয়েছে (সুতরাং এখন নির্দেশ কি)?' তখন উমার (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ এ প্রশ্নই আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

‘এটা আল্লাহ তা‘আলার একটা সাদাকাহ যা তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর।’ (আহমাদ১/২৫, মুসলিম ১/৪৭৮, আবূ দাঊদ ২/৭, তিরমিযী ৮/৩৯২, নাসাঈ ৬/৩২৭, ইব্ন মাজাহ ১/৩৩৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেছেন, উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়নি, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই অতি পরিচিত। আবূ বাকর ইব্ন আবী শাইবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ হানজালা আল হাযা (রহঃ) বলেন, আমি উমারকে (রাঃ) কসর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ‘দু’ রাকআত’। তিনি তখন বলেন, কুরআনে তো ভয়ের অবস্থায় দু’ রাকআতের কথা রয়েছে। আর এখন তো পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করছে?’ উমার (রাঃ) তখন বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এটাই সুন্নাত’। (ইব্ন আবী শাইবাহ ২/৪৪৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা মাদীনা থেকে মাক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হই। মাদীনায় ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কসর সালাত আদায় করেছি। কতদিন তারা মাক্কায় অবস্থান করেছিলেন তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা মাক্কায় ১০ দিন অবস্থান করেছিলাম। (ফাতহুল বারী ২/৬৫৩, মুসলিম ১/৪৮১, আবূ দাঊদ ২/২৫, তিরমিযী ৩/১১০, নাসাঈ ৩/১২১, ইব্ন মাজাহ ১/৩৪২)

মুসনাদ আহমাদে হারিসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ ‘মিনার মাঠে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুহর ও আসরের সালাত দু’ রাকআত করে আদায় করেছি, অথচ আমরা সংখ্যায় অনেক ছিলাম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় ছিলাম।’ (আহমাদ ৪/৩০৬, ফাতহুল বারী ২/৬৫৫, মুসলিম ১/৪৮৪, আবূ দাঊদ ২/৪৯৩, তিরমিযী ৩/৬২১, নাসাঈ ৩/১১৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে, আবূ বাকরের (রাঃ) সঙ্গে, উমারের (রাঃ) সঙ্গে এবং উসমানের (রাঃ) সঙ্গে (সফরে) দু’ রাকআত সালাত আদায় করেছি। কিন্তু এখন উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের শেষ যুগে পূর্ণ সালাত আদায় করতে আরম্ভ করেছেন।’

সহীহ বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) নিকট যখন উসমানের (রাঃ) চার রাকআত সালাত আদায় করার কথা

বর্ণিত হয় তখন তিনি ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ করেন এবং বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিনায় দু’রাকআত সালাত আদায় করেছি। (ফাতহুল বারী ২/৬৫৫)

١٠٢. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن

১০২। এবং যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাক, অতঃপর সালাতে দন্ডায়মান হও তখন যেন তাদের একদল তোমার সাথে দন্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন সাজদাহ্ সম্পন্ন করে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং অন্য দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে সালাত আদায় করে এবং স্ব স্ব আত্মরক্ষিকা ও অস্ত্র গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হয়; এবং এতে তোমাদের অপরাধ নেই যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য

অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।	مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

ভয়ের সালাতের বর্ণনা

ভয়ের সালাত কয়েক প্রকার এবং এর কয়েকটি অবস্থা আছে। কখনও এমন হয় যে, শত্রুরা কিবলার দিকে রয়েছে। কখনও তারা অন্য দিকে থাকে। আবার সালাতও কখনও চার রাকআতের হয়। কখনও তিন রাকআতের হয়, যেমন মাগরিব। কখনও আবার দু'রাকআতের হয়, যেমন ফাজর ও সফরের সালাত। কখনও জামাআতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয়, আবার কখনও শত্রুরা এত মুখোমুখী হয়ে থাকে যে, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা সম্ভবই হয়না। বরং পৃথক পৃথকভাবে কিবলার দিকে মুখ করে বা অন্য দিকে মুখ করে, পায়ে হেঁটে হেঁটে বা সোয়ারীর উপরে, যেভাবেই সম্ভব হয় আদায় করে নেয়া হয়। বরং এমনও হয় এবং ওটা জায়িযও বটে যে, শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতেই থাকা হয়, তাদেরকে প্রতিরোধও করা হয়, আবার সালাতও আদায় করে যাওয়া হয়। সম্মুখ যুদ্ধের সময় আলেমগণ শুধু এক রাকআত সালাত আদায় করারও ফাতওয়া দিয়েছেন। তাদের দলীল হচ্ছে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) হাদীসটি যাতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা যখন নিজ বাসস্থানে থাকবে তখন চার রাক'আত, যখন সফরে থাকবে তখন দুই রাক'আত এবং ভয়-ভীতির সময় এক রাক'আত সালাত আদায় করবে। (মুসলিম ৬৮৭, আবূ দাঊদ ১২৪৭, নাসাঈ ৩/১৬৯, ইব্ন মাজাহ ১০৬৮) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'আতা (রহঃ), যাবির (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাকাম (রহঃ), কাতাদাহ্ (রহঃ), হাম্মাদ (রহঃ), তাঊস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল মারওয়াযী (রহঃ) এবং ইব্ন হাযামেরও (রহঃ) এটাই ফাতওয়া। আবূ আসীম আল আবাদী (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল মারওয়াজী (রহঃ) বলেছেন যে, ভয়-ভীতির সময় ফাজরের সালাতও এক রাক'আত হবে। ইব্ন হাজমেরও (রহঃ) একই অভিমত।

ইসহাক ইব্‌ন রাহউয়াই (রহঃ) বলেন যে, চারিদিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে যাওয়া অবস্থায় এক রাকআতই যথেষ্ট। যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে একটা সাজদাহ করবে। কারণ এটাও আল্লাহর যিক্‌র।

কসর সালাত আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

আবূ আইয়াশ (রাঃ) বলেন, 'আসফান' নামক স্থানে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রাঃ) সে সময় কুফরীর অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুশরিক সেনাবাহিনীর সেনাপতি। মুশরিকরা আমাদের সামনে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমরা যুহরের সালাত আদায় করি। মুশরিকরা তখন পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'আমরা তো সুযোগ ছেড়ে দিলাম। সময় এমন ছিল যে, তারা সালাতে লিপ্ত ছিল, এ অবস্থায় আমরা তাদেরকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করতাম।' তখন তাদের কয়েক ব্যক্তি বলল, কোন অসুবিধা নেই। এরপরে আর একটা সালাতের সময় আসছে এবং সে সময় সালাত তাদের নিকট তাদের পুত্র ও স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়।' অতঃপর যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জিবরাঈল (আঃ) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ এ আয়াতটি নিয়ে অবতীর্ণ হন। ফলে আসরের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অস্ত্র গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আমরা তখন অস্ত্র গ্রহণ করে তাঁর পিছনে দু'টি সারি হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। অতঃপর তিনি রুকু' করলে আমরা সবাই রুকূ' করি। তিনি মাথা তুললে আমরাও তাঁর সাথে মাথা তুলি। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর পিছনের প্রথম সারির লোকেরাও সাজদাহ করে এবং অন্য সারির লোকেরা তাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। তারপর যখন এ লোকগুলি সাজদাহ সমাপ্ত করে দাঁড়িয়ে যায় তখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা সাজদায় চলে যায়। যখন এ দু'টি সারির লোকেরই সাজদাহ করা হয়ে যায় তখন প্রথম সারির লোকগুলি দ্বিতীয় সারির লোকদের স্থানে চলে যায়, আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা প্রথম সারির লোকদের স্থানে চলে আসে। এরপর কিয়াম, রুকু' এবং কাওমা সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই আদায় করে। তারপর যখন তিনি সাজদায় যান তখন প্রথম সারির লোকেরা তাঁর সাথে সাজদাহ করে এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে।

যখন প্রথম সারির লোকেরা সাজদাহ সেরে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসে পড়ে তখন দ্বিতীয় সারির লোকগুলি সাজদায় যায় এবং আত্তাহিয়্যাতে সবাই এক সঙ্গে হয়ে যায় এবং সালামও সকলেই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এক সাথেই ফিরায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সালাতুল খাওফ' (ভয়ের সালাত) একবার প্রথমে এই 'আসফান' নামক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং দ্বিতীয়বার বানূ সালিমের ভূমিতে আদায় করেন।' (আহমাদ ৪/৫৯-৬০, আবূ দাঊদ ২/২৮, নাসাঈ ৩/১৭৬-১৭৭) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং এর সমর্থনও অনেক রয়েছে।

সহীহ বুখারীতেও এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে এবং তাতে আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি তাকবীর বললে তারাও তাকবীর বলে। তিনি রুকু' করলে লোকেরাও তাঁর সাথে রুকু' করে। অতঃপর তিনি সাজদাহ করলে তারাও তাঁর সাথে সাজদাহ করে। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। তাঁর সাথে তারাও দাঁড়িয়ে যান যারা তাঁর সাথে সাজদাহ করেছিল এবং তারপর তারা পিছনে সরে গিয়ে তাদের ভাইদেরকে পাহারা দিতে থাকে এবং দ্বিতীয় দল সামনে চলে এসে তাঁর সাথে রুকু' ও সাজদাহ করে। লোকেরা সবাই সালাতের মধ্যেই ছিল বটে, কিন্তু একে অপরকে পাহারাও দিচ্ছিল।' (ফাতহুল বারী ২/৫০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাথে নিয়ে ভয়ের সালাত আদায় করেন। এক দল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে যান এবং আর এক দল তাঁর সামনে অবস্থান করেন। যে দল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত ও দু'টি সাজদাহ করেন। অতঃপর তারা সামনে যে দল অবস্থান করছিল তাদের স্থানে চলে যান এবং সামনের দল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়েও এক রাক'আত ও দু'টি সাজদাহ করেন এবং যথা নিয়মে সালাম ফিরান। এর ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'রাক'আত সালাত আদায় হয়ে যায় এবং সাহাবীগণ এক রাক'আত সালাত আদায় করেন। (আহমাদ ৩/২৯৮, নাসাঈ ৩/১৭৪, মুসলিম ৮৪০) এ হাদীসটি সহীহহায়িন, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থের লেখকগণ যাবিরের (রাঃ) বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দলকে সাথে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করেন, তখন দ্বিতীয় দলটি শত্রুদের মোকাবিলা করছিল। অতঃপর প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলটির স্থানে চলে যায় এবং দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলটির স্থানে চলে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করেন, অতঃপর সালাম ফিরান। এর পর উভয় দল দাঁড়িয়ে আর এক রাক'আত সালাত আদায় করেন। (একদল সালাত আদায় করার সময় অন্য দল পাহারা দিচ্ছিল)। (দুররুল মানসুর ২/৩৭৫)

এ হাদীসটিরও বহু সনদ ও বহু শব্দ রয়েছে। হাফিয আবূ বাকর ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) এ সমস্তই সংগ্রহ করেছেন এবং ঐ রকমই ইব্ন জারীরও (রহঃ) জমা করে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা আমরা ইন্শাআল্লাহ কিতাবুল আহকামিল কাবীরে লিখব।

কারও কারও মতে ভয়ের সালাতে অস্ত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ বাধ্যতামূলক। কেননা আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলি দ্বারা এটাই বুঝা যায়। এ আয়াতেরই পরবর্তী বাক্য এ উক্তির অনুকূলে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ কর তাহলে এতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।' তারপর বলা হচ্ছে ঃ

وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর। অর্থাৎ এমন প্রস্তুত থাক যে, সময় এলেই যেন বিনা কষ্ট ও অসুবিধায়ই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হতে পার। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০৩। অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর তখন দন্ডায়মান , উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীগণের উপর	١٠٣. فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا

ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।

ভয়ের সালাতের পর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ (যিক্র) করা উচিত

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়ের সময়ের সালাতের পর তোমরা খুব বেশি করে আল্লাহ তা'আলা যিক্র করবে, যদিও তাঁর যিক্রের নির্দেশ এবং ওর গুরুত্ব অন্য সালাতের পরেও এমন কি সব সময়ের জন্যই রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে এ জন্যই বর্ণনা করেছেন যে, এখানে তিনি বান্দাকে খুব বড় অবকাশ দান করেছেন। তিনি সালাত হালকা করে দিয়েছেন। তাছাড়া সালাতের অবস্থায় এদিক ওদিকে সরে যাওয়া এবং যাতায়াত করা উপযোগীতা অনুযায়ী বৈধ করেছেন। যেমন তিনি মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলি সম্পর্কে বলেন ঃ

فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৬) যদিও অন্যান্য মাসেও অত্যাচার নিষিদ্ধ, তথাপি এ পবিত্র মাসগুলির মধ্যে ওর থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এখানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সব সময়ই আল্লাহ তা'আলার যিক্র করতে থাক এবং যখন শান্তি এসে যাবে, কোন ভয় ও ত্রাস থাকবেনা তখন নিয়মিতভাবে বিনয়ের সাথে সালাতের রুকনগুলি শারীয়াত মুতাবিক আদায় কর। এ সালাত তোমাদের উপর নির্ধারিত সময়েই ফরযে আইন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা। (তাবারী ৯/১৬৯) মুজাহিদ (রহঃ), সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ), মুহাম্মাদ

ইব্‌ন আলী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আতিয়া আল আউফীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ৬/১৬৭-১৬৮)

হাজ্জের সময় যেমন নির্ধারিত রয়েছে, তদ্রূপ সালাতের সময়ও নির্ধারিত রয়েছে। প্রথম সময়ের পরে দ্বিতীয় সময় এবং দ্বিতীয় সময়ের পরে তৃতীয় সময়।

١٠٤. وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

১০৪। এবং সেই সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করনা; যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তাহলে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট ভোগ করেছে; এবং তৎসহ আল্লাহ হতে তোমাদের যে ভরসা আছে তাদের সেই ভরসা নেই; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

যুদ্ধাহত অবস্থায়ও শত্রুদলকে পিছু ধাওয়া করতে অনুপ্রেরণা

এরপর বলা হয়েছে যে, তোমরা শত্রুদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে ভীরুতা প্রদর্শন করনা। চাতুরীর সাথে গোপনীয় জায়গায় বসে থেকে তাদের খবরাখবর নিতে থাক। তোমরা যদি নিহত বা আহত হও অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাক তাহলে তোমাদের শত্রুরাও তো এরূপ হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকেই নিম্নের শব্দগুলি দ্বারাও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ

যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়ের তদ্রূপ আঘাত লেগেছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪০) তাহলে বিপদ ও কষ্টে পতিত হওয়ার ব্যাপারে তোমরা ও কাফিরেরা সমান। তবে হ্যাঁ, তোমাদের এবং ওদের

মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা ঐসব আশা করে থাক যেসব আশা তারা করেনা। তোমরা এর সাওয়াব ও প্রতিদানও পাবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও করা হবে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এর অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর অঙ্গীকার টলতে পারেনা। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের তুলনায় তোমাদের মধ্যেই তো বেশি কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যোগ থাকা উচিত। তোমাদের অন্তরেই খুব বেশি জিহাদের উদ্যম থাকা দরকার। পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত, ছড়িয়ে দেয়া এবং সুউচ্চ করার ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সদা-সর্বদা শিহরণ ও উত্তেজনা জাগ্রত থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ভাগ্যে লিখে দেন, যা কিছু ফাইসালা করেন, যা কিছু চালু করেন, যে শারীয়াত তিনি নির্ধারণ করেন এবং যে কাজই করেন সব কিছুর ব্যাপারেই তিনি মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। সর্বাবস্থায়ই তিনি মহাপ্রশংসিত।

১০৫। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদেরকে আদেশ প্রদান কর, যা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়োনা।	١٠٥. إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا
১০৬। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٠٦. وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
১০৭। এবং যারা স্বীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাদের পক্ষে বির্তক করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপীকে	١٠٧. وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

ভালবাসেননা।	تُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا
১০৮। তারা মানব হতে গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করতে পারেনা; এবং তিনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যাতে তিনি সম্মত নন; এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।	١٠٨. يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا
১০৯। সাবধান! তোমরাই ঐ লোক যারা ওদের পক্ষ হতে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তাদের পক্ষ হতে কে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করবে এবং কে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে?	١٠٩. هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচারের জন্য অন্যকেও নাসীহাত করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, **إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ** ‘হে নাবী! আমি তোমার উপর যে কুরআন অবতীর্ণ করেছি তার আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সবই সত্য। ওর খবর সত্য এবং ওর নির্দেশ সত্য।’ তারপরে বলা হচ্ছে, ‘যেন তুমি জনগণের মধ্যে ঐ ন্যায় বিচার করতে পার যা আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন।’

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাইনাব বিন্ত উম্মে সালামাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেছেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার কাছে দুই বিবাদকারী তর্ক করছিল। তখন তিনি বাইরে এসে তাদেরকে বললেন ঃ

'জেনে রেখ যে, আমি একজন মানুষ। যা শুনি সে অনুযায়ী ফাইসালা করে থাকি। খুব সম্ভব যে, এক ব্যক্তি খুব যুক্তিবাদী এবং বাকপটু, আমি তার কথা সঠিক মনে করে হয়তো তার অনুকূলেই মীমাংসা করে দিব, কিন্তু যার অনুকূলে মীমাংসা করব সে হয়তো প্রকৃত হকদার নয়। সে যেন এটা বুঝে নেয় যে, ওটা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি খণ্ড। এখন তার অধিকার রয়েছে যে, হয় সে তা গ্রহণ করবে, না হয় ছেড়ে দিবে।' (ফাতহুল বারী ৫/১২৮, মুসলিম ৩/১৩৩৭)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন যে, দু'জন আনসারী একটা উত্তরাধিকারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মামলা নিয়ে উপস্থিত হন। তাদের কারও কোন প্রমাণ ছিলনা। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট উপরোক্ত হাদীসটিই বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ 'কেহ যেন আমার ফাইসালার উপর ভিত্তি করে তার ভাইয়ের সামান্য হকও গ্রহণ না করে। যদি এরূপ করে তাহলে কিয়ামাতের দিন সে স্বীয় স্কন্ধে জাহান্নামের আগুন ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে।' তখন ঐ দু'জন মনীষী ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বলেন ঃ 'আমার নিজের হকও আমি আমার ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা যখন এ কথাই বলছ তখন যাও এবং তোমাদের বিবেচনায় যতদূর সম্ভব হয় ঠিকভাবে অংশ ভাগ কর। তারপর নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় ভাইয়ের অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত হক ক্ষমা করে দাও।' (আহমাদ ৬/৩২০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ মুনাফিকদের জ্ঞানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন, ঃ

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ তারা তাদের মন্দ কার্যাবলী জনগণের নিকট গোপন করছে বটে, কিন্তু এতে লাভ কি? তারা সেটা আল্লাহ তা'আলা হতে গোপন করতে পারবেনা। অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ এভাবে তোমাদের কার্যকলাপ গোপন করে তোমরা পৃথিবীর বিচারকদের নিকট হতে বেঁচে গেলে, কেননা তারা বাহ্যিকের উপর ফাইসালা দিয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার সামনে কি উত্তর দিবে যিনি

প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই জানেন? সেখানে তোমরা তোমাদের মিথ্যা দাবীকে সত্যরূপে প্রমাণ করার জন্য কাকে উকিল করে পাঠাবে? মোট কথা, সে দিন তোমাদের কোন কৌশলই ফলদায়ক হবেনা।'

১১০। এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে।	١١٠. وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا
১১১। এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, বস্তুতঃ সে স্বীয় আত্মার প্রতিই এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।	١١١. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
১১২। আর যে কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, অতঃপর ওটা নিরপরাধীর প্রতি আরোপ করে, তাহলে সে নিজেই সেই অপরাধ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে।	١١٢. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
১১৩। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, এবং তারা নিজেদেরকে ছাড়া বিপদগামী	١١٣. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ

إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا	**করেনি ও তারা তোমাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে পারবেনা; এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতেনা তিনি তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; এবং তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।**

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় উৎসাহ প্রদান এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী না করা

আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন ঃ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا কেহ কোন পাপ কাজ করার পর তাওবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে স্বীয় অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা দ্বারা ঢেকে নেন এবং তার ছোট-বড় পাপ ক্ষমা করে দেন। যদিও সে পাপ আকাশ, যমীন ও পর্বত থেকেও বড় হয়। (তাবারী ৯/১৯৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ যখনই আমি কোন কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি তার মাধ্যমে আল্লাহ আমার জন্য যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু লাভবান হয়েছি। আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি সব সময় সত্য কথাই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে মুসলিম কোন পাপ করার পর উযূ করে দু' রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে থাকেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।'

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ

এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৫) (আহমাদ ১/৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه যে কেহ পাপ অর্জন করে সে নিজের উপরই এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে। যে কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, অতঃপর নিরপরাধের প্রতি দোষারোপ করে, সে নিজেই সেই অপরাধ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

কেহ কারও বোঝা বহন করবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৪) অর্থাৎ একে অপরের কোন উপকার করতে পারবেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তার কর্মের ফল অন্য কেহ ভোগ করবেনা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا তিনি মহাজ্ঞানী; বিজ্ঞানময়। তাঁর জ্ঞান, তাঁর নিপুণতা, তাঁর ন্যায়নীতি এবং তাঁর করুণা এর উল্টা যে, একের পাপের কারণে তিনি অপরকে শাস্তি দিবেন।

এখানে 'কিতাব' শব্দ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং **حِكْمَت** শব্দ দ্বারা সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে। অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা জানতেননা, আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দেন। তাই তিনি বলেন ঃ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ তিনি তোমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন যা তুমি জানতেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَـٰبُ

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতেনা কিতাব কি? (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২) হতে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা তো শুধু তোমার রবের অনুগ্রহ। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৬) এ জন্য এখানেও বলেন ঃ

وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।

১১৪। সাধারণ লোকের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকেনা, তবে হ্যাঁ যে ব্যক্তি দান খাইরাত করে অথবা কোন সৎ কাজ করে কিংবা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন করে দেয়ার উদ্দেশে তা করে তাহলে তা স্বতন্ত্র এবং যে আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ঐরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব।	١١٤. لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
১১৫। আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব	١١٥. وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا

এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল।	تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

মীমাংসা করণ ও গোপন কথন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ জনগণের অধিকাংশ গোপন কথাই অমঙ্গলজনক হয়। তবে কতক লোক এমনও আছে যে, তারা মানুষকে দান খাইরাত করার, সৎকাজ সাধনের এবং পরস্পর মিলেমিশে থাকার উৎসাহ দিয়ে থাকে।

মুসনাদ আহমাদে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

'জনগণের মধ্যে মিলমিশ এবং সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে যে ব্যক্তি ভাল কথা বলে বা এদিক হতে ওদিকে এ প্রকারের আলাপ আলোচনা করে সে মিথ্যাবাদী নয়।' উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রাঃ) আরও বলেন, 'তিন জায়গায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। (১) যুদ্ধে, (২) জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে এবং (৩) স্বামীর এক ধরণের কথা স্ত্রীকে বলা এবং স্ত্রীর এক ধরণের কথা স্বামীকে বলা।' উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহও (রাঃ) ঐ হিজরাতকারী দলে ছিলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন। (আহমাদ ৬/৪০৩, ফাতহুল বারী ৫/৩৫৩, মুসলিম ৫/২০১১, আবূ দাঊদ ৫/২১৮, তিরমিযী ৬/৭০, নাসাঈ ৫/১৯৩)

আবূ দারদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের কথা বলে দিবনা যা সালাত এবং সিয়াম অপেক্ষাও উত্তম?' সাহাবীগণ বলেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি বলুন।' তখন তিনি বলেন ঃ 'জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা এবং তাদের পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া।' (আহমাদ ৬/৪৪৪, আবূ দাঊদ ৪৯১৯, তিরমিযী ২৫০৯)

মুসনাদ বায্যারে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ আইউবকে (রাঃ) বলেন ঃ 'এসো, আমি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দিই।

লোকেরা যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন তুমি তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও, যখন একজন অপরজন হতে সরে থাকে তখন তুমি তাদেরকে একত্রিত করে দাও।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ঐরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব।

রাসূলের (সাঃ) পথনির্দেশকে অমান্য করা এবং তাঁর বিপরীত শিক্ষাকে গ্রহণ করার শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى যে ব্যক্তি শারীয়াতের বিপরীত পথে চলে; রাসূল যে দিকে চলার নির্দেশ দেন সে তার বিপরীত দিকে চলে, অথচ সত্য তার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সে দলীল প্রমাণাদি দেখেছে; আমিও তাকে ঐ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দিব। ঐ খারাপ পথই তখন তার নিকট ভাল বলে মনে হবে, অতঃপর সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।

মুসলিমদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা। তা কখনও হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট কথারই উল্টা হতে পারে, আবার কখনও কখনও ঐ জিনিসের বিপরীত হতে পারে যার উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সবাই একমত রয়েছে। তাদের ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভুল হতে রক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সাবধান করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

نُوَلِّه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا যে পথ সে পছন্দ করেছে তাকে তাতেই পরিচালিত করব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, কত নিকৃষ্ট ঐ গন্তব্য স্থল! যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফফ, ৬১ ঃ ৫) আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَذَرُهُمۡ فِى طُغۡيَـٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ

এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ

একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَءَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمۡ يَجِدُواْ عَنۡهَا مَصۡرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রান পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫৩)

১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন; এবং যে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করে সে নিশ্চয়ই সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।	١١٦. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَـٰلاَۢ بَعِيدًا
১১৭। তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা।	١١٧. إِن يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًا وَإِن يَدۡعُونَ إِلَّا شَيۡطَـٰنًا مَّرِيدًا

১১৮। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শাইতান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব	١١٨. لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
১১৯। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রান্ত করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	١١٩. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا
১২০। শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা।	١٢٠. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا
১২১। তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং সেখান হতে তারা পালানোর কোন জায়গা পাবেনা।	١٢١. أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

১২২। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্যপরায়ণ?	١٢٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا

শির্ককারীকে কখনো ক্ষমা করা হবেনা
মুশরিকরা প্রকৃতপক্ষে শাইতানেরই ইবাদাত করে

এ সূরার প্রথম দিকে আমরা إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ এ আয়াতটির তাফসীর করেছি এবং সেখানে এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হাদীসগুলিও বর্ণনা করেছি।

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকরা মালাইকা/ফেরেশতাদের পূজা করত এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার মেয়ে বলে বিশ্বাস করত ও বলত ঃ 'তাদের ইবাদাত দ্বারা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ।' তারা নারীদের আকারে মালাইকার ছবি প্রতিষ্ঠিত করত। অতঃপর অন্ধভাবে তাদের ইবাদাত করত এবং বলত যে, এগুলো হচ্ছে মালাইকা/ফেরেশতাদের ছবি, তারা আল্লাহর কন্যা। এ তাফসীর أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (৫৩ ঃ ১৯) এ আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশ মিলে যায়। সেখানে তাদের মূর্তিগুলোর নাম নিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের এ কেমন সুবিচার যে, ছেলেগুলি হচ্ছে তাদের এবং মেয়েগুলি আমার!' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৯) আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ بَيۡنَهُۥ وَبَيۡنَ ٱلۡجِنَّةِ نَسَبًا

আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا শাইতান তাদেরকে উহা করতে বলে এবং এ জন্য উহা তাদের জন্য সুশোভন করে তোলে। এর ফলে তারা শাইতানের ইবাদাত করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তারা শাইতানেরই পূজারী। কেননা সে'ই তাকে এ পথে চালিত করেছে এবং আসলে তাকেই সে মানছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০) এ কারণেই কিয়ামাতের দিন মালাইকা স্পষ্টভাবে বলে দিবেন ঃ

سُبۡحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمۖ بَلۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٱلۡجِنَّۖ أَكۡثَرُهُم بِهِم مُّؤۡمِنُونَ

*আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (*সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪১) শাইতানকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক বান্দাকে সে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জনকে সে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। একজন মাত্র অবশিষ্ট থাকবে যে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সে বলেছিল ঃ

لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا আমি মানুষকে সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট করব, তাকে আমি এমন আশা দিতে থাকব যে, সে তাওবাহ করা ছেড়ে দিবে, স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং মরণকে ভুলে যাবে। ফলে সে আখিরাত হতে বহু দূরে সরে পড়বে। তাদের দ্বারা আমি পশুর কান কাটিয়ে ছিদ্র করিয়ে

দিব এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকব। আল্লাহর তৈরী করা আকৃতি নষ্ট করার কাজে তাদের উৎসাহিত করব। যেমন অণ্ডকোষ কর্তিত করা। একটি হাদীসে এটার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চেহারার উপর উল্কী করা এবং উল্কী করিয়ে নেয়া এও একটি অর্থ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে এবং যে এরূপ উল্কী করিয়ে নেয় তাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। (মুসলিম ৩/১৬১৮, ফাতহুল বারী ১০/৩৯২)

সহীহ সনদে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশে যারা উল্কী করে ও করিয়ে নেয়, কপালের চুল তুলে ও তুলিয়ে নেয় এবং দাঁতে বিস্তৃতি সাধন করে, তাদের উপর অভিসম্পাত রয়েছে। আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করবনা কেন যাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন এবং যা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে?' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৭) (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক শিশু প্রকৃতির উপরই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাপ-মা তাকে ইয়াহুদী করে, খৃষ্টান করে বা মাজুসী করে। যেমন ছাগলের নিখুঁত বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষেরাই তার কান কেটে তাকে দোষযুক্ত করে থাকে।'

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্নে হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে এক মুখী দীনের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান এসে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতঃপর আমি আমার বৈধকে তাদের উপর অবৈধ করেছি।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَتَّخذ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّه فَقَدْ خَسرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا *যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।* শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে সে নিজেরই ক্ষতি

সাধন করে, যে ক্ষতির আর পূরণ নেই। কেননা يَعِدُهُمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا শাইতান তাকে ধোঁকা দিতে রয়েছে, শাইতান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার মুক্তি ও মঙ্গল ঐ ভুল পথেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় প্রতারক, সে স্পষ্টভাবে তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। যেমন কিয়ামাতের দিন শাইতান পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলবে ঃ

وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২২) أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا শাইতানের অঙ্গীকারকে সঠিক জ্ঞানকারী, তার প্রদত্ত আশা পূর্ণ হওয়ার ধারণাকারী জাহান্নামেই পৌঁছে যাবে, যেখান হতে পলায়ন করা অসম্ভব।

সৎ আমলকারীদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার

ঐ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন ঃ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا যে আমাকে অন্তরে বিশ্বাস করে এবং শরীরের দ্বারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে, আমার নির্দেশাবলীর উপর আমল করে, আমি যা নিষেধ করেছি সেটা হতে বিরত থাকে, তাকে আমি আমার নি'আমাত দান করব এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব। ঐ জান্নাতের নদীগুলি তাদের ইচ্ছা মত বইতে থাকবে, সেখানে না আছে ধ্বংস, না আছে মৃত্যু এবং না আছে কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। আল্লাহ তা'আলার এ অঙ্গীকার অটল ও সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি ছাড়া কেহ পালনকর্তাও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলতেন ঃ

'সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের বাণী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। আর সমস্ত কাজের মধ্যে জঘন্যতম কাজ হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন আবিস্কৃত বিষয়সমূহ এবং প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয়সমূহই হচ্ছে বিদ'আত, আর সকল বিদ'আতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।' (মুসলিম, ইব্‌ন মাজাহ)

১২৩। না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কেহকে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হবেনা।	١٢٣. لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা খেজুর দানার কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।	١٢٤. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا
১২৫। আর যে আল্লাহর উদ্দেশে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে ও সৎ কাজ করে এবং ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা	١٢٥. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا	**কার ধর্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছিলেন।**
١٢٦. وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطًا	**১২৬। এবং নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহরই জন্য; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিবেষ্টনকারী।**

সাফল্য লাভ হয় উত্তম আমলের মাধ্যমে, আমল করার শুধু ইচ্ছা করলেই হবেনা

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ‘আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয় যে, আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মধ্যে তর্ক হয়। আহলে কিতাব এই বলে মুসলিমদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছিল যে, তাদের নাবী (আঃ) মুসলিমদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন এবং তাদের কিতাবও মুসলিমদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিমদের প্রতিপক্ষ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ৯/২২৯) সুদ্দী (রহঃ), মাসরুক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবূ সালিহও (রহঃ) এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ৯/২২৯-২৩১) আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটির ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে তাদের ধর্ম বিষয়ে বিতর্ক হয়। তাওরাতের অনুসারীরা বলে ঃ আমাদের ধর্মগ্রন্থই উত্তম গ্রন্থ এবং আমাদের নাবী হলেন শ্রেষ্ঠ নাবী। ইঞ্জিল গ্রন্থের অনুসারীরাও অনুরূপ কথা বলে। তখন মুসলিমরা বলেন, ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই, আমাদের ধর্মগ্রন্থ নাযিল হওয়ার পর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বাতিল হয়ে গেছে, আমাদের নাবী হলেন সর্বশেষ নাবী এবং তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের গ্রন্থের উপর বিশ্বাস রাখবে এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থের উপর আমল করবে। আল্লাহ তা‘আলা তখন তাদের তর্কের ফাইসালা এভাবে করে দেন ঃ

না لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে। (৪ ঃ ১২৩) (তাবারী ৯/২৩০)

আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, শুধু মুখের কথা ও দাবীর দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয়না। বরং ঈমানদার হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার অন্তর পরিষ্কার হয়, আমল তার সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দলীল তার হাতে থাকে। হে মুশরিকের দল! তোমাদের মনের বাসনা ও অসার দাবীর কোন মূল্য নেই এবং আহলে কিতাবের উচ্চাকাংখা এবং বড় বড় বুলিও মুক্তির মাপকাঠি নয়। বরং মুক্তির মাপকাঠি হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন ও রাসূলগণের আনুগত্য স্বীকার। মন্দ আমলকারীদের সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ রয়েছে যে, যার কারণে তাদেরকে তাদের মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া হবেনা? বরং কিয়ামাতের দিন ভাল-মন্দ যে যা করেছে তিল পরিমাণ হলেও তার চোখের সামনে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৭-৮)

এ আয়াতটি সাহাবীগণের সামনে খুবই কঠিন ঠেকেছিল। আবূ বাকর (রাঃ) বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অণু পরিমাণ কাজেরও যখন প্রতিদান দেয়া হবে তখন মুক্তি কিরূপে পাওয়া যাবে?’ তখন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘প্রত্যেক মন্দ কার্যকারী দুনিয়ায়ই প্রতিদান পাবে।’ একটি হাদীসে রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ আয়াতটি আমাদের উপর খুব ভারী বোধ হচ্ছে।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

‘মু’মিনের এ প্রতিদান ওটাই যা দুনিয়ায়ই তার উপর বিপদ-আপদের আকারে আপতিত হয়।’ (তাবারী ৯/২৪৬, আবূ দাঊদ ৩/৪৭১)

সাঈদ ইব্নে মানসূর (রহঃ) বলেন যে, যখন উপরোক্ত আয়াতটি সাহাবীগণের উপর ভারী বোধ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ ‘তোমরা সঠিকভাবে এবং মিলেমিশে থাক, মুসলিমের প্রত্যেক বিপদই হচ্ছে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এমনকি কাঁটা ফুটলেও (ঐ কারণে পাপ ক্ষমা হয়ে থাকে)।’ এই বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুফিয়ান ইব্ন

উয়াইনা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ২/২৪৮, মুসলিম ৪/১৯৯৩, তিরমিযী ৮/৪০০, নাসাঈ ৬/৩২৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্‌নে যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কাজের ভাবার্থ হচ্ছে শির্‌ক।

এরপর বলা হচ্ছে ঃ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا এ ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি সে তাওবাহ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাবারী ৯/২৩৯)

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ মন্দ কাজের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ কাজের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মন্দ কাজের শাস্তি হয়তো দুনিয়ায়ই দেয়া হয় এবং এটাই বান্দার জন্য উত্তম, অথবা পরকালে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে উভয় জগতে নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদেরকে যেন তিনি দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমাদেরকে যেন তিনি ধরপাকড় ও অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করেন। সৎ কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা তা গ্রহণ করে থাকেন। কোন নর-নারীর সৎ কাজ তিনি নষ্ট করেননা। তবে শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মুসলিম। এ সৎ লোকদেরকে তিনি স্বীয় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের সাওয়াব তিনি মোটেই কম হতে দিবেননা। نَقِيْرٌ বলা হয় খেজুরের আঁটির উপরিভাগের পাতলা আঁশকে। فَتِيْلٌ বলা হয় খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলের হালকা ছালকে। এ দু'টি থাকে খেজুরের আঁটির মধ্যে। আর قِطْمِيْرٌ বলা হয় ঐ আঁটির উপরের আবরণকে। কুরআনুল হাকীমে এরূপ স্থলে এ তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله ওর চেয়ে উত্তম ধর্মের লোক আর কে হতে পারে যে স্বীয় আনন আল্লাহর উদ্দেশে সমর্পণ করেছে? ঈমানদারী ও সৎ নিয়তে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সে সৎকর্মশীলও হয়। অর্থাৎ সে শারীয়াতের অনুসারী, সত্যধর্ম ও সুপথের পথিক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের উপর আমলকারী।

প্রত্যেক ভাল কাজ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য এ দু'টি শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ আন্তরিকতা ও অহী অনুযায়ী হওয়া। **خُلُوْصٌ** বা আন্তরিকতার ভাবার্থ এই যে, উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। আর সঠিক হওয়ার অর্থ এই যে, সেটা হবে শারীয়াত অনুযায়ী। সুতরাং বাহির তো কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হওয়ার মাধ্যমে ঠিক হয়ে যায়। আর ভিতর সুসজ্জিত হয় সৎ নিয়াতের দ্বারা। যদি এ দু'টির মধ্যে একটি না থাকে তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আন্তরিকতা না থাকলে কপটতা চলে আসে। তখন মানুষের সন্তুষ্টি ও তাদেরকে দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই সেই অবস্থায় আমল গ্রহণযোগ্য হয়না।

সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ না হলে পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা একত্রিত হয়ে যায়, ফলে তখনও আমল গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়না। যেহেতু মু'মিনের আমল লোক দেখানো হতে এবং শারীয়াতের বিপরীত হওয়া থেকে মুক্ত, সেহেতু তার কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে। ঐ কাজই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভালবাসেন এবং সে জন্যই তা পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এর পরেই বলেন–'তারা ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করে থাকে।' অর্থাৎ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোক তাঁর পদাংক অনুসরণ করবেন তাদের সকলের ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ

নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৮) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

(হে নাবী) এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৩)

حَنِيْفٌ বলা হয় স্বেচ্ছায় শির্ক হতে অসন্তোষ প্রকাশকারীকে ও পূর্ণভাবে সত্যের দিকে মন সংযোগকারীকে, যাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিতে পারেনা এবং কোন দূরকারী দূর করতে পারেনা।

ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর বন্ধু

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) আনুগত্য স্বীকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এবং তৎপ্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً তিনি আল্লাহর বন্ধু। অর্থাৎ বান্দা উন্নতি করতে করতে যে উচ্চতম পদ বা সোপান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, ইবরাহীম (আঃ) সেই সোপান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। বন্ধুত্বের দরজা অপেক্ষা বড় দরজা আর নেই। এটা হচ্ছে ভালাবাসার উচ্চতম স্থান। ইবরাহীম (আঃ) ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এর কারণ ছিল তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীম পূরাপুরি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭) অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করেছিলেন। কখনও তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেননি। তাঁর ইবাদাতে তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কোন কিছু তাঁকে তাঁর ইবাদাত হতে বিরত রাখতে পারেনি। আর একটি আয়াতে আছে ঃ

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০)

সহীহ বুখারীতে আমর ইব্নে মাইমুন (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মু'আয (রাঃ) যখন ইয়ামানে ফাজরের সালাতে وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন একটি লোক বলেন ঃ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ اُمِّ اِبْرَهِيْمَ 'ইবরাহীমের (আঃ) মায়ের চক্ষু ঠাণ্ডা হল।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৬২) তাঁকে আল্লাহর বন্ধু বলার প্রকৃত কারণ এই যে, তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা

ছিল। আর ছিল তাঁর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। তিনি স্বীয় ইবাদাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন ঃ

'হে জনমণ্ডলী! দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি যদি কেহকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী হতাম তাহলে আবূ বাকর ইব্ন আবূ কুহাফাকে (রাঃ) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (আমি) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বন্ধু।' (ফাতহুল বারী ৭/১৫, মুসলিম ৪/১৮৫৪)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা যেমন ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তদ্রূপ তিনি আমাকেও তাঁর বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।' (মুসলিম ১/৩৭৭, ৪/১৮৫৫; ইবন মাজাহ ১/৫০) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধিকারে রয়েছে এবং সবাই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ আছে। সবই তাঁর সৃষ্ট। তিনি যখন যা করার ইচ্ছা করেন, বিনা বাধা-বিপত্তিতে তাই করে থাকেন। কারও সাথে পরামর্শ করার তাঁর প্রয়োজন হয়না। এমন কেহ নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা হতে ফিরিয়ে দিতে পারে। কেহ তাঁর আদেশের সামনে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াতে পারেনা। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায় বিচারক, মহা বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী ও পরম দয়ালু। তিনি এক। কারও মুখাপেক্ষী তিনি নন। কোন লুকায়িত জিনিস, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস এবং বহু দূরের জিনিস তাঁর নিকট গুপ্ত নেই। যা কিছু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তার সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান।

১২৭। এবং তারা তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন এবং পিতৃহীনা নারীদের	١٢٧. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى

يَتَـٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَـٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا	**সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি গ্রন্থ হতে পাঠ করা হয়েছে যে, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ হয়েছে তা তোমরা প্রদান করছনা, অথচ তাদেরকে বিয়ে করতে বাসনা কর এবং শিশুদের মধ্যে দুর্বলদের ও পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং তোমরা যে সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে খুব ভাল জানেন**

পিতৃহীনা ইয়াতীমের ব্যাপারে নির্দেশ

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, এ আয়াতে ঐ লোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে কোন পিতৃহীনা বালিকাকে লালন-পালন করে যার অভিভাবক/উত্তরাধিকারী সে নিজেই এবং সে তার সম্পদে অংশীদার হয়ে গেছে। এখন সে ঐ মেয়েটিকে নিজে বিয়ে করার ইচ্ছা করে বলে তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা প্রদান করে। এরূপ লোকের সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১১৪, মুসলিম ৪/১৪২৩)

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন জনগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ পিতৃহীন মেয়েদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন আল্লাহ তা'আলা **وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء ...** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ **وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ** এ আয়াতে যা বলা হয়েছে এর দ্বারা এ **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى ...** (নিসা, ৪ ঃ ৩) আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে।' আয়িশা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, পিতৃহীনা মেয়েদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীগণ যখন ঐ মেয়েদের নিকট সম্পদ কম পেত এবং তারা সুন্দরী না হত তখন তারা

তাদেরকে বিয়ে করা হতে বিরত থাকত। আর তাদের ধন-সম্পদ বেশি থাকলে এবং তারা সুন্দরী হলে তাদেরকে বিয়ে করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করত। কিন্তু তাদের অন্য কোন অভিভাবক থাকত না বলে ঐ অবস্থায়ও তাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য কম দিত। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, পিতৃহীনা বালিকাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য পুরাপুরি দেয়া ছাড়া বিয়ে করার অনুমতি নেই। (ফাতহুল বারী ৯/৬, মুসলিম ৪/২৩১৩) উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ পিতৃহীনা বালিকা, যাকে বিয়ে করা তার অভিভাবকের জন্য বৈধ, তাকে তার সেই অভিভাবক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, ঐ মেয়েটির বংশের অন্যান্য মেয়েরা তাদের বিয়েতে যে মোহর পেয়েছে সেই মোহর তাকেও দিতে হবে। যদি তা না দেয়া হয় তাহলে তার উচিত, সে যেন তাকে বিয়ে না করে।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অজ্ঞতার যুগে এ প্রথা ছিল যে, পিতৃহীনা বালিকার অভিভাবক যখন মেয়েটিকে তার অভিভাবকত্বে নিয়ে নিত তখন সে তার উপরে একটা কাপড় ফেলে দিত। তখন তাকে বিয়ে করার আর কারও কোন ক্ষমতা থাকতনা। এখন যদি সে সুশ্রী হত তাহলে সে তাকে বিয়ে করে নিত এবং তার সম্পদও গলাধঃকরণ করত। আর যদি সে দেখতে সুন্দর না হত, কিন্তু তার বহু সম্পদ থাকত তাহলে সে তাকে নিজেও বিয়ে করতনা এবং অন্য জায়গায় বিয়ে করতেও তাকে বাধা দিত। ফলে মেয়েটি ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করত এবং ঐ লোকটি তার সম্পদ হস্তগত করত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কাজে চরমভাবে বাধা প্রদান করছেন। (তাবারী ৯/২৬৪)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এর সাথে সাথে এটাও বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতা যুগের লোকেরা ছোট ছেলেদেরকে এবং সব মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করত। কুরআন কারীমে এ কু-প্রথার মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়েছে। প্রত্যেককেই অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ছেলে এবং মেয়ে ছোটই হোক বা বড়ই হোক তাদেরকে অংশ প্রদান কর, তবে মেয়েকে অর্ধেক ও ছেলেকে পূর্ণ দাও'। অর্থাৎ একটি ছেলেকে দু'টি মেয়ের সমান অংশ প্রদান কর। আর পিতৃহীনা মেয়েদের প্রতি ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা সৌন্দর্য ও সম্পদের অধিকারিণী পিতৃহীনা মেয়েদেরকে নিজেই বিয়ে করবে তখন যাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম আছে তাদেরকেও বিয়ে কর।' তারপর বলা হচ্ছে ঃ

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِه عَلِيمًا তোমাদের সমুদয় কাজ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন। সুতরাং তোমাদের উচিত ভাল কাজ করা এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে ভাল প্রতিদান গ্রহণ করা।

১২৮। কোন নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে তারা উভয়ে আপোষ মীমাংসা করে নিলে তাতে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই। বস্তুতঃ আপোষ মীমাংসাই উত্তম। এবং লোভের কারণে স্বভাবতঃই মানুষের হৃদয় কৃপণ; এবং যদি তোমরা সৎ ব্যবহার কর ও সংযমী হও তাহলে তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।	١٢٨. وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحًاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٌۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرًا
১২৯। তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা যদিও তোমরা তা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে ঝুঁকে পড়না ও অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখনা এবং যদি তোমরা পরস্পর সমঝতায় এসো ও সংযমী হও	١٢٩. وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ

তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
১৩০। এবং যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য হতে তাদের প্রত্যেককে সম্পদশালী করবেন এবং আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।	١٣٠. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا

স্ত্রী হতে যে স্বামী পৃথক হতে চায় তার ব্যাপারে নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর অবস্থাসমূহ এবং তাদের নির্দেশাবলীর নির্দেশ দিচ্ছেন। স্বামীরা কখনও কখনও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তারা কখনও স্ত্রীদেরকে চায়, আবার কখনও পৃথক করে দেয়। সুতরাং যখন স্ত্রী তার স্বামীর অসন্তুষ্টির মনোভাব বুঝতে পারবে তখন যদি সে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা সে করতে পারে। যেমন সে তার খাদ্য ও বস্ত্র ছেড়ে দেয় বা রাত্রি যাপনের হক ছেড়ে দেয়, তাহলে উভয়ের জন্য এটা বৈধ। অতঃপর ওরই প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যে, সন্ধিই উত্তম।

আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ সাওদাহ বিন্ত যামআহ (রাঃ) যখন খুবই বৃদ্ধা হয়ে যান এবং বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছা রাখেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'আমি আমার পালার হক আয়িশাকে (রাঃ) দিয়ে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা স্বীকার করে নেন এবং এর উপরেই সন্ধি হয়ে যায়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে যে, সাওদাহর (রাঃ) (রাত্রি যাপনের) পালার দিনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশাকে (রাঃ) প্রদান করতেন। (ফাতহুল বারী ৯/২২৩, মুসলিম ২/১০৮৫)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ এর ভাবার্থ এই যে, কোন বৃদ্ধা স্ত্রী হয়তো তার স্বামীকে দেখে যে, সে তাকে ভালবাসেনা বরং পৃথক করে দিতে চায়, তখন সে

যেন তাকে বলে ঃ 'আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে পৃথক করনা।' (বুখারী ৪৬০১)

শান্তি/সন্ধি কল্যাণকর পন্থা

الصُّلْحُ خَيْرٌ অর্থাৎ সন্ধি কল্যাণকর। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে দু'টি বিষয়ের কোন একটি বিষয় গ্রহণ করার অধিকার দেয় যে, সে ইচ্ছা করলে ঐভাবেই থাকবে যে, সে অন্য স্ত্রীর সমান অধিকার লাভ করবেনা অথবা তালাক গ্রহণ করবে। এটা ওর চেয়ে উত্তম যে, সে তার স্ত্রীকে কিছু না বলেই অন্য স্ত্রীকে তার উপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, স্ত্রী তার আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দিবে এবং ফলে স্বামী তাকে তালাক দিবেনা, বরং পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। এটা তালাক দেয়া ও নেয়া অপেক্ষা উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওদা বিনতে জামাআ'কে (রাঃ) স্বীয় স্ত্রী রূপেই রেখে দেন এবং তিনি তাঁর হক আয়িশাকে (রাঃ) দান করে দেন। তার এ কাজের মধ্যে তাঁর উম্মাতের জন্য সুন্দর নমুনা রয়েছে যে, মনোমালিন্যের অবস্থায়ও তালাকের প্রশ্ন উঠবেনা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নিকট বিচ্ছেদ হতে সন্ধি উত্তম সেহেতু বলেছেন যে, সন্ধিই কল্যাণকর। এমন কি ইব্‌ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে তালাক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ তোমাদের অনুগ্রহ ও তাকওয়া প্রদর্শন করা অর্থাৎ স্ত্রীর অন্যায়কে ক্ষমা এবং তাকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার পূর্ণ প্রাপ্য দিয়ে দেয়া এবং পালা ও লেন-দেনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা খুবই উত্তম কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন। আর এর বিনিময়ে দিবেন তিনি উত্তম প্রতিদান। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ তোমরা যদিও কামনা কর যে, তোমাদের কয়েকটি স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রকারের ন্যায় ও সমতা বজায় রাখবে, তবুও তোমরা তা পারবেনা। কেননা তোমরা হয়তো একটি একটি করে রাতের পালা করে দিতে পার, কিন্তু প্রেম, চাহিদা, সঙ্গম ইত্যাদির সমতা কি রূপে রক্ষা করবে?

ইব্‌ন মুলাইকা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এ জন্যই হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীগণের মধ্যে সঠিকভাবে সমতা রক্ষা করে চলতেন। তথাপি তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে একনিষ্ঠ প্রার্থনা করতেন ঃ

'হে আমার রাব্ব! এটা ঐ বন্টন যা আমার অধিকারে রয়েছে। এখন যেটা আমার অধিকারের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক সম্পর্ক, সেই ব্যাপারে আপনি অভিযুক্ত করবেননা।' (আবূ দাঊদ ২১৩৪, তিরমিযী ১১৪০, ইব্‌ন মাজাহ ১৯৭১, নাসাঈ ৭/৬৩) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, অন্য সনদে এটা মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে এবং ওটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ একদিকে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে পড়না যার ফলে অপর স্ত্রী দোদুল্যমান অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। কেননা সে সময় তার স্বামী থেকেও না থাকা হবে। তুমি তার থেকে সরে থাকবে অথচ সে তোমার পত্নীত্বের বন্ধনেই আবদ্ধা থাকবে। না তুমি তাকে তালাক দিবে যে, সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে, আর না তুমি তার সে হক আদায় করবে যে হক প্রত্যেক স্ত্রীর তার স্বামীর উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যার দুই স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু একজনের দিকেই সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে, সে কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের অর্ধেক অংশের গোশ্‌ত খসে পড়বে।' (আবূ দাঊদ ৩২২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا তোমরা যদি তোমাদের কাজের সংশোধন করে নাও এবং যতদূর তোমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও সমতা রক্ষা কর ও সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চল তাহলে যদি কোন সময় কারও দিকে কিছু আসক্ত হয়েই পড়, সেটা তিনি ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা করছেন ঃ

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا যদি স্বামী-স্ত্রী বিছিন্ন হয়েই যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা একজনকে অপরজন হতে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। স্বামীকে তিনি এ স্ত্রী অপেক্ষা ভাল স্ত্রী দান করবেন এবং স্ত্রীকেও তিনি এ স্বামী অপেক্ষা ভাল স্বামী দান করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ

বড়ই প্রশস্ত, তিনি খুবই অনুগ্রহশীল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানময়ও বটে। তাঁর সমস্ত কাজ এবং সমস্ত শারীয়াত পূর্ণ জ্ঞান ও নৈপুণ্যে ভরপুর।

১৩১। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই জন্য; এবং নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছিল, আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে আদেশ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং যদি অবিশ্বাস কর তাহলে নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ মহাসম্পদশালী, প্রশংসিত।	١٣١. وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا
১৩২। এবং আকাশসমূহে যা কিছু রয়েছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; এবং কর্মবিধানে (ওয়াকিল) আল্লাহই যথেষ্ট।	١٣٢. وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا
১৩৩। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে হে লোক সকল! তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান।	١٣٣. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

১৩৪। যে ইহলোকের প্রতিদান আকাংখা করে, আল্লাহর নিকট ইহলোক ও পরলোকের প্রতিদান রয়েছে; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।	١٣٤. مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

আল্লাহভীতির প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র অধিকারী তিনিই। তিনি বলেন, যে নির্দেশাবলী তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাস করবে, তাঁর ইবাদাত করবে এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা, এ নির্দেশাবলীই তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবকেও দেয়া হয়েছিল। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে তাঁর কি ক্ষতি করতে পারবে? তিনি তো একাই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যেমন মূসা (আঃ) স্বীয় গোত্রের লোককে বলেছিলেন ঃ

إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮) যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا۟ وَتَوَلَّوا۟ ۚ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬)

বলা হচ্ছে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের মালিক ও তিনি প্রত্যেকের সমস্ত কাজের উপর সাক্ষী। কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই। তিনি এ ক্ষমতাও রাখেন যে, তোমরা যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য মাখলূক আনয়ন করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم.

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮)

এ আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ কাজ মোটেই কঠিন নয়! অতঃপর তিনি বলেন, হে ঐ ব্যক্তি! যার মনোবাসনা ও চেষ্টা একমাত্র দুনিয়ার জন্য সে যেন জেনে নেয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল আল্লাহ তা'আলার অধিকারেই রয়েছে। সুতরাং যখন তুমি তাঁর নিকট দু'টিই যাঞ্চা করবে তখন তিনি তোমাকে দু'টিই দান করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন এবং পরিতৃপ্ত করবেন। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ. أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ

কিন্তু মানবমন্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এরূপ আছে যারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন এবং তাদের জন্য আখিরাতে কোনই অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই অংশ রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০০-২০২) আর এক আয়াতে আছে ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ

যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১)

বলা হচ্ছে, যে তোমাদেরকে দুনিয়ায় দিচ্ছেন, আখিরাতের অধিকারীও তিনিই। এটা বড়ই কাপুরুষতার পরিচয় যে, তোমরা তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে নিবে এবং অধিক প্রদানকারীর নিকট অল্প যাঞ্চা করবে। না, না বরং তোমরা ইহকাল ও পরকালের বড় বড় কাজ ও উত্তম উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা কর। স্বীয় লক্ষ্যস্থল শুধু দুনিয়াকে বানিয়ে নিওনা, বরং উচ্চাকাংখার দ্বারা দৃষ্টি প্রসারিত করে উভয় জগতে শান্তি লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের তো এটা চিন্তা করা উচিত যে, যিনি তোমাদেরকে দেখা-শুনার ক্ষমতা দান করেছেন, তাঁর নিজের দর্শন ও শ্রবণ কেমন হতে পারে।

১৩৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদিও সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট; অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা, আর তোমরা যদি ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজের পূর্ণ সংবাদ রাখেন।

١٣٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষী প্রদান করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তা থেকে যেন এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক সরে না পড়ে। এরূপ যেন না হয় যে তারা কারও ভয়ে, কোন লোভে, কারও তোষামোদে, কারও প্রতি দয়া দেখিয়ে এবং কারও সুপারিশে ইনসাফকে ছেড়ে দেয়। তারা সম্মিলিতভাবে যেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। এ ব্যাপারে যেন তারা একে অপরের সহযোগিতা করে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় বিচার কায়েম করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ

তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২) সাক্ষ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে হলেই তা হবে সম্পূর্ণ সঠিক, ন্যায় ভিত্তিক ও সত্য। তাতে থাকবেনা কোন পরিবর্তন ও গোপন করার প্রবণতা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ অর্থাৎ তোমরা স্পষ্ট ও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও তা তোমাদের নিজেদের প্রতিকূল হয়। তোমরা সত্য কথা বলা হতে বিরত হয়োনা এবং বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগত দাসদের মুক্তির বহু উপায় বের করে থাকেন। তোমাদের মুক্তি যে মিথ্যা সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে এমন কোন কথা নয়। তারপর বলা হচ্ছে ঃ

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ যদিও সত্য সাক্ষ্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে হয় তথাপি তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। কেননা সত্য প্রত্যেকের উপর বিচারক। সাক্ষ্য প্রদানের সময় ধনীর প্রতি লক্ষ্য রেখনা কিংবা গরীবের উপরও দয়া প্রদর্শন করনা। তাদের মঙ্গলের বিবেচনা তোমাদের অপেক্ষা তাঁরই বেশি রয়েছে। তোমরা সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্যই প্রদান কর। কারও ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করনা, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি শত্রুতা করে ন্যায় ও সাম্য হাত ছাড়া করনা। সদা-সর্বদা ন্যায়ের উপর অটল থাক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহাকে (রাঃ) যখন খাইবারবাসীদের ক্ষেত ও শস্য পরিমাপের জন্য প্রেরণ করেন তখন খাইবারবাসী ইয়াহুদীরা তাঁকে এ জন্য ঘুষ প্রদান করতে চায় যে, তিনি যেন পরিমাণ কম বলেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা জেনে রেখ যে, আল্লাহর শপথ! সমস্ত মাখলূকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, পক্ষান্তরে তোমরা আমার নিকট কুকুর ও শূকর হতেও জঘন্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা অথবা তোমাদের শত্রুতাকে সামনে রেখে আমি যে সুবিচার হতে সরে পড়ব ও তোমাদের প্রতি অন্যায় করব, এটা সম্ভব নয়।' এ কথা শুনে তারা বলে, 'এর দ্বারাই তো আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' এ পূর্ণ হাদীসটি সূরা মায়িদাহর তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তোমরাতো সাক্ষ্যে পরিবর্তন আনয়ন কর, মিথ্যা কথা দ্বারা কার্য সাধন কর, প্রকৃত ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্য দান কর, জিহ্বা বাঁকা করে পেঁচযুক্ত কথা বলে ঘটনা কম-বেশি কর, কিছু গোপন কর ও কিছু প্রকাশ করে থাক। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ

আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে, যেন তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭৮) তাহলে জেনে রেখ যে,

وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৩) সর্বজ্ঞ মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলার সামনে কোন কৌশলই কাজ দিবেনা। সেখানে গিয়ে এর প্রতিদান পাবে এবং শাস্তি ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ 'সর্বোত্তম সাক্ষী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে জিজ্ঞাসার পূর্বেই সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে।' (মুসলিম ৩/১৩৪৪) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

১৩৬। হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যে কেহ আল্লাহ, তদ্বীয় ফেরেশ্‌তা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।	١٣٦. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

ঈমান আনার পর পূর্ণ ইয়াকীন থাকতে হবে

মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ঈমানের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। সমস্ত আদেশ ও নিষেধ, সমস্ত শারীয়াত এবং ঈমানের সমুদয় শাখাকে যেন মেনে নেয়। যদি তারা ঈমান এনে থাকে তাহলে তার উপরেই যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তিনি তাদেরকে আরও যা কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন ঐ সব কিছুর উপর যেন বিশ্বাস রাখে। প্রত্যেক মুসলিমের اهدنـــا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ 'আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন' এ প্রার্থনার ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সরল সঠিক পথে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ওর উপরেই আমাদেরকে অটল রাখুন এবং আমাদের হিদায়াতকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি করতে থাকুন। অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে স্বীয়

সত্তার উপর এবং স্বীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ

হে মু’মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৮)

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِه ‘এ কিতাবের’ ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন এবং **وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ** এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا যে কেহ আল্লাহকে, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ হিদায়াতের পথ হতে বহু দূরে সরে গেছে। সুতরাং তাদের সুপথ প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত।

১৩৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর অবিশ্বাসী হয়, পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আবার অবিশ্বাসী হয়, অতঃপর অবিশ্বাসে পরিবর্ধিত হয়, তাহলে আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেননা এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেননা।	١٣٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا
১৩৮। মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	١٣٨. بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ

	عَذَابًا أَلِيمًا
১৩৯। যারা মু'মিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর।	١٣٩. ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
১৪০। এবং নিশ্চয়ই তিনি গ্রন্থের মাধ্যমে তোমাদের আদেশ করছেন যে, তোমরা যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি উপহাস করা হচ্ছে শ্রবণ কর তখন তাদের সাথে (বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।	١٤٠. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْكَـٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا

মুনাফিকদের চরিত্র এবং তাদের গন্তব্য স্থল

ইরশাদ হচ্ছে, 'যে ঈমান আনার পর পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, অতঃপর আবার মু'মিন হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে যায়, তারপর কুফরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত

থাকে এবং ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, তার প্রার্থনা গৃহীত হবেনা, তার ক্ষমার ও মুক্তির কোন আশা নেই এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা সরল সঠিক পথে আনয়ন করবেননা।' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, শেষে তাদের অন্তরে মোহর লেগে যায়। তাই তারা মু'মিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। এদিকে বাহ্যতঃ মু'মিনদের সাথে মিলেমিশে থাকে, আর ওদিকে কাফিরদের নিকট বসে তাদের সামনে মু'মিনদের সম্পর্কে উপহাসমূলক কথা বলে আনন্দ উপভোগ করে। তাদেরকে বলে ঃ 'আমরা মুসলিমদেরকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি, আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের সামনে পেশ করে তাতে তাদের অকৃতকার্যতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ তোমরা চাও যে, কাফিরদের নিকট যেন তোমাদের সম্মান লাভ হয়। কিন্তু তোমাদের ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তারা তোমাদের সাথে প্রতারণা করছে। জেনে রেখ যে, সম্মানের মালিক হচ্ছেন এক এবং অংশীবিহীন আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, সম্মান দান করেন। যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا

কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহরই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১০) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু সম্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানেনা। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৮) ভাবার্থ এই যে, হে মুনাফিকের দল! যদি তোমরা প্রকৃত সম্মান পেতে চাও তাহলে আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে মিলিত হও, তাঁর ইবাদাতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় এবং তাঁর নিকট সম্মান যাঞ্চা কর। তাহলেই তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে বলেন, 'আমি যখন তোমাদেরকে নিষেধ করেছি যে, যে মাজলিসে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ওগুলিকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তোমরা সেই মাজলিসে বসনা। এরপরেও যদি তোমরা ঐ রূপ মাজলিসে অংশগ্রহণ কর তাহলে তোমাদেরকেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে এবং তাদের পাপে তোমরাও

অংশীদার হবে।’ এ আয়াতে যে নিষেধাজ্ঞার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে মাক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন‘আমের এ আয়াতটি ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬৮)

মুকাতিল ইব্‌নে হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতের **إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ** এ ঘোষণাটি আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

ওদের (মুনাফিকদের) যখন বিচার হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পরবেনা, কিন্তু ওদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬৯) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করছেন ঃ

إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। অর্থাৎ যেমন এ মুনাফিকরা এখানে ঐ কাফিরদের কুফরীতে অংশীদার রয়েছে, তেমনই কিয়ামাতের দিন চিরস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে, কয়েদখানার লৌহ শৃংখলে, গরম পানি ও রক্ত-পুঁজ পান করায় তাদের সঙ্গেই থাকবে এবং তাদের সকলকেই একই সাথে চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হবে।

১৪১। ওরা এমন যারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছে; এবং যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে জয়লাভ কর তাহলে তারা বলে ঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? এবং যদি ওটা অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে

١٤١. ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ

لِلْكَـٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا	তাহলে বলে ঃ আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? অতঃপর আল্লাহ উত্থান দিবসে তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন; এবং আল্লাহ কখনও মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা।

অবিশ্বাসী মুনাফিকরা সব সময় পতন ও অনিষ্টের জন্য মুসলিমদের পিছনে লেগে থাকে

এখানে মুনাফিকদের মন্দ অন্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সব সময় মুসলিমদের ধ্বংস ও অবনতির অনুসন্ধানে লেগে থাকে। কোন জিহাদে মুসলিমরা বিজয় লাভ করলে তারা নিজেদেরকে মুসলিমদের বন্ধু রূপে পরিচিত করার উদ্দেশে তাদের নিকট এসে বলে ঃ 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা?' পক্ষান্তরে যদি কোন সময় মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে জয়যুক্ত করেন তাহলে তারা তাদের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হয়ে বলে ঃ 'আমরা তো গোপনে তোমাদেরকেই সাহায্য করেছি এবং সর্বদা মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছি। এটা ছিল আমাদের একটা কৌশল যার বলে আজ তোমরা বিজয় লাভ করলে।' এটা হচ্ছে তাদের কাজ যে, তারা দু'নৌকায় পা দিয়ে থাকে। যদিও তারা তাদের এ কৌশলকে নিজেদের পক্ষে গৌরবের কারণ মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের বেঈমানীর পরিচায়ক। কাঁচা রং কত দিন থাকবে? গাজরের বাঁশী কত দিন বাজবে? কাগজের নৌকাই বা কত দিন চলবে? এমনই এক সময় আসবে যে, তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। স্বীয় কৃতকর্মের জন্য তারা আফসোস করবে। স্বীয় লজ্জাজনক কাজের কারণে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে। তারা আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং সমস্ত মঙ্গল হতে নিরাশ

হয়ে যাবে। সেদিন তাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে। তাদের গোপনীয়তা সেদিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। সমস্ত রহস্য সেদিন উদ্‌ঘাটিত হবে। তাদের জঘন্য কাজ অত্যন্ত ভয়াবহ আকারে সামনে এসে হাযির হবে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ আল্লাহ তা'আলা কখনও মু'মিনদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা। এক ব্যক্তি আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আরও কাছে এসো, আরও কাছে এসো। ভাবার্থ ছিল এই যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা। (তাফসীর আবদুর রায্যাক ১/১৭৫) অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা এখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এমন কোন সময় আনয়ন করবেন যখন কাফিরেরা মুসলিমদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়ার মত শক্তি অর্জন করতে পারবে। পৃথিবীতে কোন সময় হয়তো তারা বিজয়ী হয়ে যায় সেটা অন্য কথা। কিন্তু পরিণামে জয় মুসলিমদেরই, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) এ অর্থের মধ্যে একটা সৌন্দর্য এই রয়েছে যে, মুনাফিকরা ঐ সময় আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে সময়ে তারা মুসলিমদের ধ্বংস কামনা করছিল। তাতে তাদেরকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে তিনি মুসলিমদের উপর এমনভাবে বিজয়ী করবেননা, যার ফলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তারা যে ভয়ে মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্যভাবে মিশতে পারছিলনা সেই ভয়কেও তিনি দূর করে দিয়ে বলেন যে, মুসলিমরা যে ভূ-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এটা যেন তারা মনে না করে। এ ভাবার্থকেই তিনি এ আয়াতে পরিষ্কার করেছেন।

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَـٰدِمِينَ

এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫২)

১৪২। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।	١٤٢. إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
১৪৩। এরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে - তারা এ দিকেও নয় ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা।	١٤٣. مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا

মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে

সূরা বাকারাহর প্রথমেও يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا (২ ঃ ৯) এ আয়াতটির তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এখানেও বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ

يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ এ নির্বোধ মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করতে রয়েছে, অথচ তিনি তাদের অন্তরের সমস্ত কথা সম্যক অবগত রয়েছেন। অজ্ঞতা, দুর্বল মন এবং স্বল্প বুদ্ধির কারণে এ মুনাফিকরা মনে করছে যে, তাদের কপটতা যেমন দুনিয়ায় চলছে এবং মুসলিমদের মধ্যে চলছে, তদ্রূপ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপেও চলবে। যেমন কুরআনে রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৮) কিন্তু সেই সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সামনে তাদের এ বাজে শপথ কোনই কাজে আসবেনা। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে প্রতারণা প্রত্যর্পণকারী। তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তাই তারা আজ বেড়ে চলেছে ও ফুলে-ফেপে উঠেছে এবং এটাকে তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে করছে। কিয়ামাতের দিনও তাদের অবস্থা এমনই হবে। তারা মুসলিমদের আলোকের উপর নির্ভর করে থাকবে। মুসলিমরা সামনে এগিয়ে যাবে। এ মুনাফিকরা তখন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে ঃ

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ

সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩) তারা পিছনে ফিরবে এমন সময় তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। মুসলিমদের দিকে থাকবে করুণা এবং তাদের দিকে থাকবে দুঃখ ও বেদনা। হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি শোনাবে আল্লাহ তা'আলা সেটা শুনিয়ে দিবেন এবং যে রিয়াকারী দেখানোর আশা করবে আল্লাহ তা'আলা সেটা দেখিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, আন্ত রিকতার সাথে সালাত আদায় করা হতে তারা বহু দূরে রয়েছে। তারা প্রভুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনা। তারা শুধু মানুষের মধ্যে সালাত আদায়কারী রূপে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার উদ্দেশে সালাত আদায় করে। তাহলে এ অস্থিরচিত্ত মানুষেরা সালাতে কি পাবে? এ কারণেই তারা ঐ সালাতে অনুপস্থিত থাকে যে সালাতে (অন্ধকারের কারণে) মানুষ একে অপরকে কম দেখতে পায়। যেমন ইশা ও ফাজরের সালাত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী সালাত হচ্ছে ইশা ও ফাজরের সালাত। যদি তারা এ সালাতের ফাযীলাতের কথা অন্তরে বিশ্বাস করত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই এ সালাতে হাযির হত। আমি ইচ্ছা করি যে, তাকবীর দেয়ার পর কেহকে ইমামতির স্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, আমি লোকদেরকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে বলি এবং যারা জামাআতে হাযির হয়না ঐ লোকদেরকে বাড়ীতে রাখা অবস্থায় চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিই এবং তাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিই।' (ফাতহুল বারী ২/৫৩, মুসলিম ১/৪৫১) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! যদি তাদের একটি চর্বিযুক্ত অস্থি বা দু'টি উত্তম খুর পাওয়ার আশা থাকত তাহলে তারা দৌড়ে চলে আসত। বাড়ীতে যেসব মহিলা ও শিশু অবস্থান করে তারা যদি সেখানে না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিতাম।' (ফাতহুল বারী ২/২৪৮, মুসলিম ১/৩২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। অর্থাৎ সালাতে তাদের মোটেই মন বসেনা। তারা যে কথা বলে তা নিজেই বুঝেনা, বরং তারা উদাসীনভাবে সালাত আদায় করে থাকে। ইমাম মালিক (রহঃ) 'আতা ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইহা হল মুনাফিকদের সালাত, ইহা হল মুনাফিকদের সালাত, ইহা হল মুনাফিককের সালাত। পশ্চিম দিগন্তে শাইতানের দু'টি শিংয়ের মাঝখান দিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে থাকে। অতঃপর দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়া করে চার রাক'আত (আসর) সালাত আদায় করে; তাতে খুব কমই আল্লাহর নাম স্মরণ

করা হয়। (মুয়াত্তা ১/২২০, মুসলিম ১/৪৩৪, তিরমিযী ১/৪৯৭, নাসাঈ ১/২৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন।

এ মুনাফিক সদা স্তম্ভিত ও হতভম্ব অবস্থায় কালাতিপাত করে। ঈমান ও কুফরীর মধ্যে তাদের মন অস্থির থাকে। তারা না স্পষ্টভাবে মুসলিমদের সঙ্গী, না সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের সাথী। কখনও ঈমানের জ্যোতি অন্তরে পরিস্ফুট হয়ে উঠলে তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। আবার কখনও কুফরীর অন্ধকার তাদের উপর জয়যুক্ত হলে তারা ঈমান হতে দূরে সরে পড়ে। না তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের দিকে রয়েছে, না ইয়াহুদীদের পক্ষে রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুনাফিকের অবস্থা হচ্ছে দু'টি পালের মধ্যস্থিত ছাগলের অবস্থার ন্যায় যা ভ্যা-ভ্যা করতে করতে কখনও এ পালের দিকে দৌড় দেয় এবং কখনও ঐপালের দিকে দৌড় দেয়। সে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি যে, এর পিছনে যাবে নাকি ওর পিছনে যাবে।' (মুসলিম ৪/২১৪৬, তাবারী ৯/৩৩৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, তার পথ প্রদর্শক আর কে আছে? আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে তাদের জঘন্য কাজের কারণে সঠিক পথ হতে ধাক্কা দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। এখন আর কেহ তাকে সঠিক পথের উপর আনতেও পারবেনা এবং তার মুক্তির ব্যবস্থাও করতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিপরীত কাজ কেহ করতে পারবেনা। তিনি সকলেরই শাসনকর্তা। তাঁর কাজের জন্য জবাবদিহি চাওয়ারও কেহ নেই। তাঁর উপর কারও শাসন ক্ষমতা চলেনা।

১৪৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?	١٤٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا

১৪৫। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা।	١٤٥. إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
১৪৬। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ও আল্লাহর ধর্মে বিশুদ্ধ হয়, ফলতঃ তারাই মু'মিনদের সঙ্গী এবং অচিরেই আল্লাহ মু'মিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।	١٤٦. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
১৪৭। আল্লাহ কেনইবা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর? এবং আল্লাহ তো অতিশয় গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।	١٤٧. مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখতে, তাদের সাথে সর্বদা উঠাবসা করতে, তাদের সাথে শলা-পরামর্শ করতে, মুসলিমদের গুপ্ত কথা তাদের নিকট প্রকাশ করতে এবং তাদের সাথে গোপন

সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নিষেধ করছেন। অন্য আয়াতে আছে ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮) অর্থাৎ তোমরা যদি তাঁর অবাধ্য হও তাহলে তোমাদের তাঁর শাস্তির ব্যাপারে ভীত হওয়া উচিত। 'মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে' আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কুরআনুল হাকীমে যেখানেই এরূপ ইবাদাতের মধ্যে **سُلْطَان** শব্দ রয়েছে সেখানে তার ভাবার্থ হচ্ছে প্রামান্য দলীল। এ বর্ণনাটি সঠিক বলে মন্তব্য পাওয়া যায় মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং নাযর ইব্ন আরাবী (রহঃ) হতেও।

তাওবাহ না করলে মুনাফিক ও কাফিরেরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ** তারা তাদের কঠিন কুফরীর কারণে জাহান্নামের একেবারে নিম্ন স্তরে প্রবেশ করবে। **دَرْكٌ** শব্দটি হচ্ছে **دَرْجَةٌ** শব্দের বিপরীত। জান্নাতের '*দারক*' রয়েছে একটির উপর আরেকটি। পক্ষান্তরে জাহান্নামের 'দারক' রয়েছে একটির নীচে অপরটি। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, মুনাফিকদেরকে আগুনের বাক্সে পুরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা ওর মধ্যে জ্বলতে পুড়তে থাকবে। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, এ বাক্সটি হবে

লোহার, যাতে আগুন দেয়া মাত্রই আগুন হয়ে যাবে এবং তার চার দিক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। (তাবারী ৯/৩৩৯) কেহ এমন হবেনা যে তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করতে পারে বা তাকে জাহান্নাম হতে বের করতে পারে অথবা শাস্তি কিছু কম করাতে পারে। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই তাওবাহ করবে, লজ্জিত হবে এবং ঐ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অতঃপর সংশোধিত হয়ে যাবে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে সৎকাজ সম্পাদন করবে, রিয়াকে আন্তরিকতার সাথে পরিহার করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে, তিনি তাদের তাওবাহ কবূল করবেন, তাদেরকে খাঁটি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং উত্তম সাওয়াবের অধিকারী করবেন। মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের দীনকে খাঁটি কর, তাহলে অল্প আমলই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।'

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন বেনিয়ায, তিনি বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে চাননা। তবে হ্যাঁ, যদি সে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে পাপকাজ করতে থাকে তাহলে অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে।' তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যদি তোমরা তোমাদের আমল সুন্দর করেনাও এবং আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন কর তাহলে কোন কারণ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তিনি পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। কার আমল খাঁটি ও গ্রহণযোগ্য তা তিনি ভালই জানেন। কার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং কার অন্তর ঈমানশূন্য তিনি তাও জানেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

পঞ্চম পারা সমাপ্ত।

১৪৮। আল্লাহ কোন মন্দ কথার প্রচারণা ভালবাসেননা, তবে কেহ অত্যাচারিত হয়ে থাকলে তার কথা স্বতন্ত্র; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।	١٤٨. لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
১৪৯। যদি তোমরা সৎ কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে	١٤٩. إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ

কর অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, সর্বশক্তিমান।	أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

যে অন্যায় করেছে তাকে গালি দেয়া যাবে

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, কোন মুসলিমের জন্য বদ দু'আ করা বৈধ নয়। তবে যার উপর অত্যাচার করা হয় সে অত্যাচারীর জন্য বদ দু'আ করতে পারে। কিন্তু সেও যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে ফাযীলাত তাতেই রয়েছে। (তাবারী ৯/৩৪৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তার জন্য বদ দু'আ করা উচিত নয়, বরং নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উচিত ঃ

اَللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَيْهِ وَاسْتَخْرِجْ حَقِّى مِنْهُ

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তার উপর সাহায্য করুন এবং তার নিকট হতে আমার প্রাপ্য বের করে দিন।' (তাবারী ৯/৩৪৪) এ মনীষী হতেই বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারীর জন্য বদ দু'আ করার অনুমতি যদিও অত্যাচারিত ব্যক্তির রয়েছে, কিন্তু সেটা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আবদুল কারীম ইব্‌নে মালিক জাযারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তি গালি দিবে অর্থাৎ মন্দ বলবে তাকে মন্দ বলা যাবে, কিন্তু কেহ মিথ্যা বললে তাকে অপবাদ দেয়া যাবেনা। অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ

তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪১) সুনান আবূ দাউদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'জন গালিদাতার মধ্যে যে প্রথম গালগালি শুরু করে তার উপর পাপ বর্তাবে, যতক্ষণ না যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে প্রতিউত্তরে সীমা অতিক্রম করে।' (আবূ দাঊদ ৪৮৯৪) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

'হে লোকসকল! যদি তোমরা কোন সৎ কাজ প্রকাশ কর বা গোপন কর, কিংবা

তোমার উপর কেহ হয়ত অত্যাচার করেছে, তাকে তুমি ক্ষমা কর তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার জন্য রয়েছে অনেক বড় সাওয়াব ও মহা প্রতিদান। আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী এবং বান্দার মধ্যেও তিনি এ অভ্যাস পছন্দ করেন। প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে থাকেন।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আরশ বহনকারী মালাইকা আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে থাকেন। কেহ বলেন ঃ

سُبْحَانَكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যে, আপনি জানা সত্ত্বেও সহনশীলতা প্রদর্শন করছেন।' আবার কেহ কেহ বলেন ঃ

سُبْحَانَكَ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

'হে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাকারী প্রভু! সমস্ত পবিত্রতা আপনার সত্তার জন্যই উপযুক্ত।'

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'সাদাকাহ ও খাইরাতের কারণে কারও সম্পদ কমে যায়না। ক্ষমা ও ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৪/২০০১)

১৫০। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে -

١٥٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً

১৫১। ওরাই প্রকৃত অবিশ্বাসী, এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	١٥١. أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
১৫২। এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা, আল্লাহ শীঘ্রই তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٥٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَـٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

নাবীদের কেহকে স্বীকার করা এবং কেহকে অস্বীকার করা কুফরী সমতুল্য

এ আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে যে, মাত্র একজন নাবীকেও যে মানেনা সেও কাফির। ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নাবীকেই মানতো। খৃষ্টানরা শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সমস্ত নাবীকেই বিশ্বাস করত। সামেরীরা ইউশা'র (আঃ) পরে অন্য কোন নাবীকে (আঃ) স্বীকার করতনা। ইউশা (আঃ) মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) খলীফা ছিলেন। মাজুসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নাবী যারাদাশ্তকে স্বীকার করত। কিন্তু তারা যখন তাঁর শারীয়াতকে অস্বীকার করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের শারীয়াতকে উঠিয়ে নেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন। সুতরাং এ লোকগুলো যে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করত অর্থাৎ কোন নাবীকে মানত ও কোন নাবীকে মানতনা, তা যে আল্লাহ্ প্রদত্ত দলীলের উপর ভিত্তি করে তা নয়। বরং শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা, অত্যন্ত গোঁড়ামি এবং পূর্ব পুরুষের কথার উপর অন্ধ বিশ্বাসের কারণেই তারা এরূপ করত। এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি মাত্র একজন নাবীকে মানেনা সে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত নাবীকেই অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা নিঃসন্দেহেই কাফির। প্রকৃতপক্ষে 'শারঈ' ঈমান তাদের কারও উপরেই নেই, বরং রয়েছে শুধু গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তির ঈমান। আর এরূপ ঈমান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এ কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। কেননা যাঁদের উপর ঈমান না এনে তাঁদের মর্যাদার হানি করেছে তার প্রতিফল এটাই যে, তাদেরকে লাঞ্ছনাজনক শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যে তাদের উপর ঈমান আনছে না তা তাদের চিন্তা-শক্তির অভাবের কারণেই হোক বা সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর ইহলৌকিক কোন স্বার্থের কারণেই হোক, যেমন ইয়াহুদী আলেমদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এ অভ্যাস ছিল যে, তারা একমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নাবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ

তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা নিপতিত হল এবং তারা আল্লাহর কোপে পতিত হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬১) অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের প্রশংসা করা হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ তারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সমস্ত নাবীকেই বিশ্বাস করে এবং তাঁদের মধ্যে কোন ভিন্নতা সৃষ্টি করেনা। আল্লাহ তা'আলার শেষ গ্রন্থ কুরআনুল হাকীমের উপর ঈমান এনে অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবকেও তারা বিশ্বাস করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে। (সূরা বাকারাহ,

২ ঃ ২৮৫) এরপর তাদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার কারণে সত্বরই প্রতিদান প্রদান করবেন। তারা যদি কোন পাপকাজও করে, তবুও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৫৩। আহলে কিতাব তোমার নিকট আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন গ্রন্থ নাযিল কর, পরন্ত তারা মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও বৃহত্তর দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর; অতঃপর তাদের অবাধ্যতার জন্য বজ্রপাত তাদেরকে আক্রমণ করেছিল, অতঃপর তাদের নিকট নিদর্শনাবলী আসার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ওটাও আমি ক্ষমা করেছিলাম, এবং মূসাকে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছিলাম।	١٥٣. يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا
১৫৪। এবং আমি তাদের প্রতিশ্রুতির জন্য তাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম অবনত শিরে দ্বারে প্রবেশ	١٥٤. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَـٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟

ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا	কর। এবং তাদেরকে আরও বলেছিলাম, শনিবারের সীমা অতিক্রম করনা। এভাবে তাদের নিকট হতে কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম।

ইয়াহুদীদের একগুঁয়েমী

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, মূসা (আঃ) যেমন তাওরাত একই সাথে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এনেছিলেন, তদ্রূপ আপনিও পূর্ণভাবে লিখিত কোন আসমানী কিতাব আনয়ন করুন। (তাবারী ৯/৩৫৬, ৩৫৭) এও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছিল, আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আমাদের নামে এমন পত্র আনয়ন করুন যাতে আপনাকে নাবীরূপে মেনে নেয়ার নির্দেশ থাকে। (তাবারী ৯/৩৫৭) এরূপ প্রশ্ন তারা বিদ্রূপ, অবাধ্যতা এবং কুফরীর উদ্দেশেই করেছিল। যেমন মাক্কাবাসী কুরাইশরাও তাঁকে অনুরূপ কথা বলেছিল যা সূরা ইসরায় উল্লিখিত আছে। তারা বলেছিল ঃ

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯০)

সুতরাং আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তাদের এ অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের কারণে তুমি মোটেই দুঃখিত হবেনা। তাদের এটা পুরাতন অভ্যাস। তারা মূসাকে (আঃ) এর চেয়েও জঘন্যতর কথা বলেছিল।

فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ তারা তাঁকে বলেছিল ঃ আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। এ অহংকার, অবাধ্যতা এবং বাজে মন্তব্যের প্রতিফলও তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের বজ্রপাত তাদের উপর পতিত হয়েছিল, যেমন সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَـٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

এবং যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা, তখন বজ্রপাত তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৫-৫৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার পরেও তারা গো বৎসের পূজা শুরু করে দেয়। মিসরে তাদের শত্রু ফির'আউনের মূসার (আঃ) মুকাবিলায় ডুবে মরা, তার সমস্ত সৈন্যের দুর্ভাগ্যের মৃত্যুবরণ করা, তাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে যাওয়া, এ সবগুলোই তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। তথাপি সেখান হতে কিছু দূর গিয়েই তারা মূর্তি পূজকদেরকে মূর্তিপূজা করতে দেখে স্বীয় নাবীকে (আঃ) বলে ঃ

اجْعَل لَّنَا إِلَـــهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ আমাদের জন্যও এরূপ একটি মা'বূদ বানিয়ে দাও।' এর পূর্ণ বিবরণ সূরা আ'রাফ এবং সূরা তাহায়ও রয়েছে।

অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাদের তাওবাহ কবূল হওয়ার পন্থা এই বলে দেয়া হয় যে, যারা গো-বৎসের পূজা করেনি তারা পূজাকারীদেরকে হত্যা করবে। তাদের দ্বারা আল্লাহর আদেশ পালিত হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন তাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং পরে মৃতদেরকেও জীবিত করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا ওটাকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি এবং এ মহাপাপকেও আমি ক্ষমা করেছি। আর মূসাকে (আঃ) প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছি।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ যখন তারা তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য করতে অস্বীকার করে এবং মূসার (আঃ) আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হয় তখন

আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর তূর পাহাড়কে সমুচ্চ করেন এবং তাদেরকে বলেন, 'তোমরা এখন আমার আহকাম মানবে কি-না বল? নতুবা এ পর্বতকে আমি তোমাদের উপর নিক্ষেপ করব।' তখন তারা সবাই সাজদায় পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করে এবং নির্দেশাবলী মেনে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাদের অন্তরে এত ভয় হয়েছিল যে, সাজদাহর মধ্যেও তারা আড় চোখে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে যে, না জানি পর্বত তাদের উপর পড়ে যায় এবং তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে যায়। অতঃপর পর্বত সরিয়ে দেয়া হয়।

এরপর তাদের অন্য অবাধ্যতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কথা ও কাজ দু'টোই পরিবর্তন করেছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা সাজদাহ করতে করতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজায় প্রবেশ কর এবং **حِطَّةٌ** বল।' অর্থাৎ তোমরা বল ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পাপ ক্ষমা করুন। আমরা আপনার পথে জিহাদ করা হতে বিরত রয়েছি, যার শাস্তি স্বরূপ আমরা 'তীহ' প্রান্তরে হতবুদ্ধি হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছি। কিন্তু এখানেও তাদের হঠকারিতা প্রকাশ পেয়েছে। তারা হাঁটুর ভরে চলতে চলতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজায় পৌঁছে এবং **حِطَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ** বলে। অর্থাৎ 'আমাদেরকে চুলের মধ্যে শষ্য-কণা দান করুন'। **وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ** তাদের আরও দুষ্টামি এই যে, শনিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওর বিরুদ্ধাচরণেও তারা প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কৌশল করে পাপকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন সূরা আ'রাফের **وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ** (৭ ঃ ১৬৩) এ আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১৫৫। কিন্তু তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও অন্যায়ভাবে তাদের নাবীদের হত্যা এবং 'তাদের স্ব স্ব অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত" এই উক্তি করার	١٥٥. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا

জন্য; হ্যাঁ - তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ ওদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন, এ কারণে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করেনা,	غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا
১৫৬। এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য।	١٥٦. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا
১৫৭। এবং 'আল্লাহর রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি" বলার জন্য। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধাঁয় পতিত হয়েছিল। তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি।	١٥٧. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا
১৫৮। পরন্ত আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।	١٥٨. بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
১৫৯। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে	١٥٩. وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا

ইয়াহুদীদের বিভিন্ন পাপের বর্ণনা

আহলে কিতাবের ঐ পাপসমূহের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহ তা‘আলার করুণা হতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা‘আলার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ, দলীল এবং নাবীগণের মু‘জিযাকে অস্বীকার করে। **وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ** তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তারা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার রাসূলগণের একটি বিরাট দল তাদের হাতে নিহত হন। **قُلُوبُنَا غُلْفٌ** চতুর্থ এই যে, তারা বলে, আমাদের অন্তর পর্দায় ঢেকে রয়েছে, যেমনটি বলেছেন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)। (তাবারী ৯/৩৬৪) মুশরিকরা বলেছিল ঃ

وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ

তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৫) আবার এও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমাদের অন্তর হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যার পাত্র। সেই পাত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ কথাকে খণ্ডন করে বলেন ঃ

بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ এটা নয় বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। প্রথম তাফসীরের ভিত্তিতে ভাবার্থ হবে ঃ তারা ওযর পেশ করে বলেছিল, আমাদের অন্তরের উপর পর্দা পড়ে গেছে বলে আমরা নাবীর (আঃ) কথাগুলি মনে রাখতে পারিনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বলেন ঃ ‘এরূপ নয়, বরং তোমাদের কুফরীর কারণে তোমাদের

অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।' দ্বিতীয় তাফসীরের ভিত্তিতে তো ভাবার্থ সবদিক দিয়েই স্পষ্ট। সূরা বাকারাহর তাফসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পরিণাম হিসাবে বলা হয়েছে যে, এখন তাদের অন্তর কুফরী, অবাধ্যতা এবং ঈমানের স্বল্পতার উপরেই থাকবে।

মারইয়াম সম্পর্কে ইয়াহুদীদের জঘন্য অপবাদ এবং ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার তাদের মিথ্যা দাবী

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا তাদের পঞ্চম বড় অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সতীসাধ্বী নারী মারইয়ামের (আঃ) উপরও ব্যভিচারের জঘন্যতম অপবাদ দেয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদীরা ঈসার (আঃ) মাকে ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দিয়েছিল। (তাবারী ৯/৩৬৭) সুদ্দী (রহঃ), যুয়াইবির (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য অনেকে একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৯/৩৬৭) ইয়াহুদীরা এ কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি যে, এ ব্যভিচারের মাধ্যমেই ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। কেহ কেহ আবার আর এক পা অগ্রসর হয়ে বলে যে, এ ব্যভিচার ঋতু অবস্থায় হয়েছিল। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কিয়ামাত পর্যন্ত অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তাঁর মনোনীত বান্দাও তাদের কু-কথা হতে রক্ষা পাননি। إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ তাদের ষষ্ঠ অপরাধ এই যে, তারা বিদ্রূপ করে এবং গৌরব বোধ করে বলেছিল, 'আমরা ঈসাকে (আঃ) হত্যা করেছি।' যেমন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করে বলেছিল ঃ

وَقَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয়ই উম্মাদ। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬)

পূর্ণ ঘটনা এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) নাবীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বড় বড় মু'জিযা প্রদান করেন, যেমন জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখি তৈরী করে তার ভিতর ফুঁক দিয়ে তাকে জীবন্ত পাখি করে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি, তখন ইয়াহুদীরা (তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয় এবং

তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায় ও সর্ব প্রকারের কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। তারা তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। কোন শহরে অনেক দিন ধরে নিরাপদে অবস্থানও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। সারা জীবন তিনি মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অবস্থায় কাটিয়ে দেন। সে অবস্থায়ও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। ঐ যুগের দামেস্কের বাদশাহর নিকট তিনি গমন করেন। সে বাদশাহ ছিল তারকা পূজক। সে সময় ঐ মাযহাবের লোককে 'ইউনান' বলা হত। ইয়াহুদীরা এখানে এসে ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করে। তারা বলে, 'এ লোকটি বড়ই বিবাদী। সে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং জনগণকে বিপথে চালিত করছে। প্রত্যহ নতুন নতুন গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে ও শান্তি ভঙ্গ করছে। সে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে।'

বাদশাহ বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত স্বীয় শাসনকর্তার নিকট নির্দেশনামা প্রেরণ করে যে, সে যেন ঈসাকে (আঃ) গ্রেফতার করে শূলে চড়িয়ে দেয় এবং তাঁর মস্তকোপরি কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং এভাবে জনগণকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে। বাদশাহর এ নির্দেশনামা পাঠ করে ঐ শাসনকর্তা ইয়াহুদীদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ঘরটি অবরোধ করে যেখানে ঈসা (আঃ) অবস্থান করছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে বারোজন বা তেরোজন অথবা সতের জন লোক ছিল। ঐ দিন ছিল শুক্রবার। আসরের পর তারা ঐ ঘরটি অবরোধ করে। যখন ঈসা (আঃ) অনুভব করেন যে, এখন হয় তারাই জোর করে ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে, না হয় তাঁকেই বাইরে যেতে হবে। তাই তিনি স্বীয় সহচরদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে এটা পছন্দ করবে যে, তার উপর আমার সদৃশ আনয়ন করা হবে অর্থাৎ তার আকার আমার আকারের মত হয়ে যাবে, অতঃপর সে তাদের হাতে গ্রেফতার হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে মুক্তি দিবেন? আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হচ্ছি।' এ কথা শুনে এক যুবক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'আমি এতে সম্মত আছি।' কিন্তু ঈসা (আঃ) তাকে এক নব্য যুবক লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এ কথাই বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার তিনিই প্রস্তুত হয়ে যান। তখন ঈসাও (আঃ) মেনে নেন এবং দেখতে না দেখতেই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাঁর আকার পরিবর্তিত হয়, আর মনে হয় যে, তিনিই ঈসা (আঃ)। সে সময় ছাদের এক দিকে একটি ছিদ্র প্রকাশিত হয় এবং ঈসার (আঃ) উপর তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা ছেয়ে যায়। ঐ অবস্থায়ই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ

যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৫)

ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর এ লোকগুলো ঘর হতে বেরিয়ে আসে। যে মহান সাহাবীকে ঈসার (আঃ) আকারবিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ইয়াহুদীদের দলটি ধরে নেয় এবং রাতারাতিই তাকে শূলের উপর চড়িয়ে দিয়ে তার মাথার উপর কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয়। তখন ইয়াহুদীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, তারা ঈসাকে (আঃ) হত্যা করে ফেলেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খৃষ্টানদের একটি নির্বোধ দলও ইয়াহুদীদের সুরে সুর মিলিয়ে দেয়। শুধুমাত্র যারা ঈসার (আ) সঙ্গে ঐ ঘরে উপস্থিত ছিল তারা নিশ্চিতরূপে জানত যে, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর ইনি হচ্ছেন অমুক ব্যক্তি যিনি নিজ ইচ্ছায় তাঁর স্থানে শহীদ হয়েছেন, তারা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত খৃষ্টানই ইয়াহুদীদের মতই আলাপ আলোচনা করতে থাকে। এমন কি তারা এ কথাও বানিয়ে নেয় যে, ঈসার (আঃ) মাতা মারইয়াম (আঃ) শূলের নীচে বসে কাঁদছিলেন। তারা এ কথাও বলে যে, মারইয়াম (আঃ) সে সময় স্বীয় পুত্রের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও বলেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর পরীক্ষা যা তাঁর পূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ অপপ্রচারকে প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কুরআনের মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করেন এবং স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও বড় মর্যাদাসম্পন্ন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র ও সত্য কালামে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে না কেহ ঈসাকে (আঃ) হত্যা করেছে, আর না তাকে শূলে দিয়েছে। বরং যে ব্যক্তির আকার তাঁরই আকারের ন্যায় করে দেয়া হয়েছিল তাকেই তারা ঈসা (আঃ) মনে করে শূলে দিয়েছিল। আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত পৃথিবীর মালিক, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সকলের গোপন বিষয় অবগত আছেন, যা তারা প্রকাশ করে অথবা গোপন করে। কখন কি ঘটবে অথবা ঘটেছে তাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যেসব ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ঈসার (আঃ) নিহত হওয়ার কথা বলে থাকে তারা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের নিকট না আছে কোন

দলীল, আর না তাদের আছে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তাদের এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এরই সাথে আবার বলে দিয়েছেন ঃ

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ঈসা রূহুল্লাহকে (আঃ) কেহ যে হত্যা করেনি এটা নিশ্চিত কথা। বরং প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করেন তখন ঈসা (আঃ) বাড়িতে আসেন। সেই সময় তাঁর ঘরে বারোজন সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর চুল হতে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তিনি তাঁর সহচরদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছে যারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু বারো বার আমার সঙ্গে কুফরী করবে।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে পছন্দ করে যে, আমার মত তার আকার করে দেয়া হবে এবং আমার স্থলে তাকে হত্যা করা হবে এবং সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। তখন এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল এবং ঈসা (আঃ) তাকে বসতে বললেন। ঈসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে আমার সাহায্যকারী হবে? এবারও ঐ যুবকই দাঁড়িয়ে গেল এবং ঈসা (আঃ) তাকে বসতে বললেন। কিন্তু যুবকটি আবারও দাঁড়িয়ে গেলে ঈসা (আঃ) বললেন, তুমিই হবে সেই ব্যক্তি। অতঃপর ঈসার (আঃ) আকৃতি ঐ যুবকের উপর প্রতিফলিত হল এবং ঈসাকে (আঃ) ঘরের ছিদ্র পথে ঊর্ধ্বে তুলে নেয়া হয়। অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা ঈসাকে (আঃ) খুঁজতে এসে তার চেহারায় রূপান্তরিত ঐ যুবককে দেখতে পায় এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে।

ঈসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেহ কেহ তাঁর সাথে বারো বার কুফরী করে। অতঃপর তাদের তিনটি দল হয়ে যায়। (১) ইয়াকূবিয়্যাহ, (২) নাসতুরিয়াহ এবং (৩) মুসলিম। ইয়াকূবিয়্যাহ তো বলতে থাকে, 'স্বয়ং আল্লাহ আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। যতদিন থাকার তাঁর ইচ্ছা ছিল ততদিন ছিলেন। অতঃপর আকাশে উঠে গেছেন।' নাসতুরিয়্যাহ বলে, 'আল্লাহর পুত্র আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে কিছুকাল আমাদের মধ্যে রাখার পর তিনি তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।' মুসলিমদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তাদের মধ্যে ছিলেন। যতদিন রাখার ইচ্ছা ততদিন তাদের মধ্যে রেখেছেন। অতঃপর নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

পূর্ববর্তী দু'দলের প্রভাব খুব বেশি হয় এবং তারা তৃতীয় সত্য ও ভাল দলটিকে পিষ্ট ও দলিত করতে থাকে। সুতরাং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করে ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১১০) এ বর্ণনাটি সহীহ সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আবূ কুরাইবের (রহঃ) মাধ্যমে এবং তিনি আবূ মুয়াবিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (নাসাঈ ৬/৪৮৯) সালাফগণের মধ্য থেকে অনেকে বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন তাঁর কোন সাহায্যকারী আছে কি যার উপর তার চেহারা প্রতিফলিত হবে এবং তাকে ঈসা (আঃ) ভেবে হত্যা করা হবে, এ জন্য সে জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হিসাবে থাকবে।

ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে খৃষ্টানরা তাঁর দা'ওয়াতের উপর ঈমান আনবে

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিয়ামাতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী হবেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি আছে। প্রথমতঃ এই যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ যখন তিনি দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য দ্বিতীয়বার ভূপৃষ্ঠে আগমন করবেন তখন সমস্ত মতবাদ উঠে যাবে। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে, যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্ম।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে مَوْتِه এর ভাবার্থ হচ্ছে ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে। (তাবারী ৯/৩৮০) আবূ মালিক (রহঃ) বলেন যে, ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন তখন সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনবে।

কিয়ামাতের পূর্বে ঈসার (আঃ) অবতরণ এবং তাঁর কর্ম তৎপরতা

এখন ঐ সব হাদীসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেগুলির মধ্যে রয়েছে যে, ঈসা (আঃ) শেষ যুগে কিয়ামাতের পূর্বে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং অংশীবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ! অতিসত্বরই তোমাদের মধ্যে ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, দান সাদাকাহ গ্রহণ করতে কেহ সম্মত হবেনা। ঐ সময় একটি সাজদাহ করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় জিনিস হতে প্রিয়তর হবে।' অতঃপর হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা ইচ্ছা করলে **وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا** এ আয়াতটি পাঠ কর। (ফাতহুল বারী ৬/৫৬৬) অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর (ঈসার (আঃ) উপর) অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে কিয়ামাতের দিন তাদের উপর সাক্ষী হবে। সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। মুসলিম ১/১৩৫) অন্য সনদে এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। তাতে এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সে সময় সাজদাহ শুধু বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যই হবে।' তারপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ কর **وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا** তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে।'

মুসনাদ আহমাদের হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঈসা (আঃ) 'আর-রাওহা' প্রান্তরে হাজ্জের উপর বা উমরার উপর অথবা হাজ্জ ও উমরা দু'টোর উপরই লাব্বায়েক বলবেন' (আহমাদ ২/৫১৩, মুসলিম ১/১৩৫)

মুসনাদ আহমাদের অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম অবতরণ করবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার নেতৃত্ব দিবেন এবং আল্লাহ তা'আলার পথে সম্পদ এত বেশি প্রদান করা হবে যে, কোন গ্রহণকারী পাওয়া যাবেনা। তিনি জিযিয়া কর বাতিল করবেন, 'আর-রাওহায়' গমন করবেন এবং সেখান হতে হাজ্জ কিংবা

উমরা পালন অথবা একই সাথে উভয়টিই পালন করার জন্য রওয়ানা হবেন। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র হানযালা (রহঃ) বলেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'ঈসার (আঃ) ইন্তি কালের পূর্বে আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।' হানযালা (রহঃ) বলেন ঃ 'আমার জানা নেই যে, এগুলি হাদীসেরই শব্দ, নাকি আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) নিজের কথা।' (আহমাদ ২/২৯০)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন ঈসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতেই হবে?' (ফাতহুল বারী ৬/৫৬৬, আহমাদ ২/২৭২, মুসলিম ১/১৩৬-১৩৭)

সুনান আবূ দাঊদ, মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নাবীগণ (আঃ) সবাই বৈমাত্রেয় ভাই, তাঁদের মা বিভিন্ন বটে, কিন্তু ধর্ম একই। ঈসার (আঃ) বেশি নিকটবর্তী আমিই। কেননা তাঁর ও আমার মধ্যে কোন নাবী নেই। তিনি অবতীর্ণ হবেন, তোমরা তাঁকে চিনে নাও। তিনি হবেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট ও শ্বেত রক্তিম বর্ণের। তিনি হালকা হলুদ রংয়ের দু'টি বস্ত্র খন্ড পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করবেন। তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা ঝড়তে থাকবে যদিও কোন পানীয় বাষ্প তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া-কর নিষিদ্ধ করবেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। তাঁর যুগে সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর সময়ে শুধু ইসলাম ধর্মই বর্তমান থাকবে এবং আল্লাহ অন্যান্য ধর্ম বিলুপ্ত করবেন। তাঁর যুগে আল্লাহ আ'আলা মাসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর সারা জগতে নিরাপত্তা বিরাজ করবে। এমনকি সিংহ উটের সঙ্গে, চিতা বাঘ গাভীর সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ভেড়ার সঙ্গে একত্রে চরে বেড়াবে। শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করবেনা। তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন এবং মুসলিমরা তার জানাযার সালাত আদায় করাবে। (আবূ দাঊদ ৪৩২৪, আহমাদ ২/৪০৬, তাবারী ৯/৩৮৮)

তাফসীর ইব্ন জারীরের এ বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইসলামের জন্য লোকের সঙ্গে জিহাদ করবেন। এ হাদীসের একটি অংশ সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসার (আঃ) বেশি নিকটবর্তী আমিই।'

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত রোমকগণ 'আ'মাক' বা 'দাবিক' (সিরিয়ার আলেপ্পোর কাছে দু'টি শহর) দখল না করবে। তাদের মুকাবিলায় মাদীনা হতে মুসলিম সেনাবাহিনী গমন করবে। সে সময় ঐ মুসলিমরা সারা দুনিয়ার লোকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়পাত্র হবে। যখন তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে তখন রোমকগণ তাদেরকে বলবে ঃ 'আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা। আমাদের মধ্য হতে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে তোমাদের নিকট চলে এসেছে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। তোমরা তাদের মধ্য হতে সরে যাও।' তখন মুসলিমরা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! এটা কখনও হতে পারেনা যে, আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। ঐ মুসলিম সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। আল্লাহ তা'আলা কখনও তাদের ক্ষমা করবেননা। এক তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তারা সবচেয়ে উত্তম শহীদ। কিন্তু শেষ তৃতীয়াংশ রোমকদের উপর জয়লাভ করবে। এরপর তারা আর কোন হাঙ্গামায় পতিত হবেনা। তারা (মুসলিমরা) কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) জয় করবে। তারা যাইতুন বৃক্ষের উপর নিজেদের তরবারী ঝুলিয়ে রেখে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। এমন সময় শাইতান চীৎকার করে বলবে ঃ 'তোমাদের সন্তানদেরকে দাজ্জাল আটক করে ফেলেছে।' তারা এ মিথ্যা কথাকে সত্য মনে করে ওখান হতে বেরিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে ব্যূহ ঠিক করতে থাকবে। এমন সময় সালাতের ইকামাত দেয়া হবে এবং ঈসা ইব্নে মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে তাদের ইমামতি করবেন। শত্রু বাহিনী যখন মুসলিমদেরকে দেখবে তখন তারা গলে যাবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ঈসা (আঃ) তাদেরকে ছেড়েও দেন তবুও তারা গলে গলেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং ঈসা (আঃ) স্বীয় বর্শার রক্ত মুসলিমদেরকে তা দেখাবেন। (মুসলিম ৪/২২২১)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইয়াহুদীদেরকে দেখবে এবং হত্যা করতে থাকবে, যতক্ষণ না পাথরসমূহ বলবে ঃ হে মুসলিম! এখানে এক ইয়াহুদী রয়েছে, সুতরাং এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা কর। (মুসলিম ৪/২২৩৮)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্যত্র আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ততদিন পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যতদিন মুসলিমেরা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করবে এবং তাদেরকে হত্যা না করবে। ইয়াহুদীরা পাথর অথবা গাছের আড়ালে লুকাবে এবং গাছ বলবে ঃ হে মুসলিম! হে আল্লাহর দাস! আমার পিছনে ইয়াহুদী রয়েছে, এসো এবং তাকে হত্যা কর। এর ব্যতিক্রম হল *'গারাকাদ'* যা হল ইয়াহুদীদের গাছ। (মুসলিম ৪/২২৩৯)

মুসনাদ আহমাদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তারা পরস্পরের মধ্যে কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ 'এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।' মূসাও (আঃ) এরূপই বলেন। কিন্তু ঈসা (আঃ) বলেন ঃ 'এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও নেই। তবে হ্যাঁ, আমার প্রভু আমার নিকট যে অঙ্গীকার করেছেন তা এই যে, দাজ্জাল বের হবে। দু'টি দল তার সঙ্গী হবে। সে আমাকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমনভাবে সীসা গলে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি পাথর ও গাছ বলবে ঃ হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে এক কাফির আছে, তাকে হত্যা কর। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করবেন এবং মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিজ নিজ গ্রাম ও শহরে ফিরে যাবে। তারপর ইয়াজুয ও মাজুয বের হবে এবং চতুর্দিক হতে তারা আক্রমণ চালাবে। সমস্ত শহরকে তারা ধ্বংস করবে। যেসব স্থান তারা অতিক্রম করবে ঐ সবই ধ্বংস করে দিবে। যে পানির পাশ দিয়ে তারা গমন করবে তার সব পানিই তারা পান করে ফেলবে। লোকেরা পুনরায় আমার নিকট ফিরে আসবে। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করব। তিনি তখন তাদের সকলকেই একই সাথে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধে বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়বে। ফলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর এত বেশি বৃষ্টি বর্ষিত হবে যে, ঐ সমস্ত মৃতদেহকে ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। সেই সময় কিয়ামাতের সংঘটন এত নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারীর অবস্থা হয়ে থাকে যে, সকালে নাকি সন্ধ্যায় সন্তান প্রসব হবে অথবা দিনে হবে নাকি রাতে হবে তা তার বাড়ীর লোকেরা জানতে পারেনা।'

সহীহ মুসলিমে নাওয়াস ইব্‌ন শামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সকালে দাজ্জালের বর্ণনা দেন এবং এমনভাবে তাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং ভয়প্রদ কথা বলছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল না জানি সে মাদীনার খেজুরের বাগানেই লুকিয়ে রয়েছে। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট ফিরে এলে আমাদের চেহারা দেখে আমাদের মনের অবস্থা তিনি বুঝে নেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ 'ব্যাপার কি?' তখন আমরা তা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ

'তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও আর একটা বেশি ভয় রয়েছে। আমার উপস্থিতিতে যদি সে বের হয় তাহলে আমি তাকে বুঝে নিব। কিন্তু যদি আমার পরে সে বের হয় তাহলে প্রত্যেক মুসলিমকেই তাকে বাধা দিতে হবে। মহান আল্লাহই প্রত্যেক মুসলিমের সাহায্যকারী হবেন। জেনে রেখ, সে কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক হবে, টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এটুকু বুঝে নাও যে, সে দেখতে অনেকটা আবদুল উয্যা ইব্‌নে কাতানের মত হবে। তোমাদের যে তাকে দেখবে সে যেন সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলি পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী প্রান্ত হতে বের হবে এবং ডানে-বামে ঘুরে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা (ঈমানের উপরে) খুব অটল থাকবে।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে কতদিন অবস্থান করবে। তিনি বললেন ঃ 'চল্লিশ দিন। এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের সাধারণ দিনগুলির মত হবে।' অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিন কি একদিনের সালাতই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন ঃ

'না, বরং তোমরা অনুমান করে নিবে।' আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পৃথিবীতে তার চলাচলের গতি কিরূপ দ্রুত হবে? তিনি বললেন ঃ মেঘ যেমন ঝড়ে তাড়িত হয়ে চলতে থাকে। সে একটি গোত্রকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে। তখন সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আদেশ করবে এবং তৎক্ষণাত তাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলো মোটা তাজা হয়ে যাবে ও খুব বেশি দুধ দিবে।

অতঃপর সে আর এক সম্প্রদায়ের নিকট যাবে। তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে ও অস্বীকার করবে। সে সেখান হতে ফিরে আসবে। পরদিন ভোরে তারা নিঃস্ব অবস্থায় জাগ্রত হবে এবং তাদের অধিকারে কোন কিছুই থাকবেনা। সে শুষ্ক মরুভূমি অতিক্রম করবে এবং ওকে বলবে, তুমি তোমার সম্পদ বের করে নিয়ে এসো। তখন যমীনের মধ্য হতে ধন-ভাণ্ডার বেরিয়ে আসবে। তখন ধন-ভান্ডার মৌমাছির মত তার পিছন পিছন ফিরতে থাকবে। সে একজন নব্য যুবককে আহ্বান করবে এবং তাকে হত্যা করে দু'টুকরো করে এতদূরে নিক্ষেপ করবে যত দূরে একটি তীর চলে যায়। তারপর তাকে ডাক দিবে এবং সে তখন জীবিত হয়ে হাসতে হাসতে তার নিকট চলে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) পাঠিয়ে দিবেন। তিনি হালকা জাফরান রংয়ের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন মালাক/ফেরেশতার ডানার উপর হাত রেখে দামেস্কের পূর্বদিকের সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা ঝুঁকাবেন তখন তাঁর মাথা হতে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পানি ঝরে পড়বে এবং যখন তিনি মাথা উত্তোলন করবেন তখন ঐ ফোঁটাগুলি মুক্তার মত গড়িয়ে পড়বে। যে কাফির পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস পৌঁছবে সে মরে যাবে এবং তাঁর নিঃশ্বাস ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছে থাকে।

তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং (ফিলিস্তিনে) 'লুদ' নামক স্থানে তাকে ধরে ফেলে সেখানেই হত্যা করবেন। তারপর তিনি ঐ অবস্থায়ও যারা আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা পেয়ে যাবে সেই লোকদের নিকট আসবেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত ফিরিয়ে দিবেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঈসার (আঃ) নিকট অহী আসবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেন ঃ 'আমি আমার এমন বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছি যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেহই করতে পারবেনা। তুমি আমার এ বিশিষ্ট বান্দাদেরকে তূর পর্বতের (সিনাই পাহাড়ে, যেখানে মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন) নিকট নিয়ে যাও।' তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হবে এবং তারা চতুর্দিক হতে লাফাতে লাফাতে চলে আসবে। তাদের প্রথম দলটি 'বাহীরা-ই তাবারিয়া' নামক জলাশয়ে আসবে এবং ওর সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। যখন তাদের শেষ দলটি আসবে তখন তারা ওটাকে এমন শুষ্ক অবস্থায় পাবে যে, তারা বলবে ঃ সম্ভবতঃ এখানে কোন সময় পানি ছিল। ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনগণ সেখানে এমনভাবে অবরুদ্ধ থাকবেন যে, একটি বলদের মাথাও তাঁদের নিকট এমন পছন্দনীয় মনে হবে যেমন আজ তোমাদের নিকট একশটি স্বর্ণমুদ্রা

পছন্দনীয়। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথের লোকজন আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনা করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা *'নাযাফ'* নামক এক ধরনের পোকা ইয়াজুজ মাজুজের ঘাড়ে সৃষ্টি করবেন। ফলে পরদিন ভোরে দেখা যাবে যে, তারা সবাই মারা গেছে। মনে হবে যেন তারা ছিল একটি দেহের প্রাণ।

অতঃপর ঈসা (আঃ) স্বীয় সঙ্গীগণসহ নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করবেন। কিন্তু যমীনে এক হাত পরিমাণ জায়গাও এমন পাবেননা যা তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধ হতে শূন্য থাকবে। পুনরায় তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা উটের ঘাড়ের সমান এক প্রকার বৃহদাকার পাখি পাঠিয়ে দিবেন। ঐ পাখিগুলি তাদের (ইয়াজুয মাজুযদের) মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন যে মাটির ঘর-বাড়ী অথবা পশুর পশম কোন কিছুই এর থেকে রেহাই পাবেনা। এর ফলে পৃথিবী এমন পরিষ্কার হবে যেন মনে হবে ঝকঝকে আয়না। তারপর যমীনকে শস্য এবং ফল উৎপাদনের ও বারাকাত ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া হবে। সেদিন একটি ডালিম এক দল লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তারা সবাই ওর বাকলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। একটি উষ্ট্রী এত পরিমাণ দুধ দিবে যা বড় একটি দলের পান করার জন্য যথেষ্ট হবে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এক মৃদু মন্দ বাতাস প্রেরণ করবেন যা মুসলিমদের বাহুর নিচ দিয়ে চলে যাবে। ফলে প্রতিটি মু'মিন মুসলিমের জান কবয হয়ে যাবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরা বেঁচে থাকবে। তারা গাধার মত জনসমক্ষে যৌনকাজে লিপ্ত থাকবে। তাদের উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে। (মুসলিম ৪/২২৫০) মুসনাদ আহমাদে এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থেও এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। (আহমাদ ৪/১৮১, আবূ দাঊদ ৪/৪৯৬, তিরমিযী ৬/৪৯৯, নাসাঈ ৫/১৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৫৬) ওটা **حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ** (২১ ঃ ৯৬) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন উরওয়াহ ইব্ন মাসউদ আশ-শাকাফি (রহঃ) বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) এক লোককে প্রশ্ন করতে শুনেছি ঃ এ কেমন হাদীস বর্ণনা করছেন যে, আপনি নাকি দাবী করছেন যে, অমুক তারিখ কিয়ামাত সংঘটিত হবে? তিনি তখন 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর বললেন ঃ 'আমার ইচ্ছা ছিল যে, আর কেহকে কোন হাদীস শোনাবনা। আমি তো এ কথা বলেছিলাম যে, শীঘ্রই তোমরা বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে,

যেমন বাইতুল্লাহকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং এই হবে, এই হবে ইত্যাদি।' অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দাজ্জাল বের হবে এবং আমার উম্মাতের মধ্যে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমার জানা নেই যে, সেটা চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়া ইব্নে মাসউদের (রাঃ) মত। তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তারপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন মিলে মিশে থাকবে যে, দু'জনের মধ্যে মোটেই কোন শক্রুতা থাকবেনা। অতঃপর সিরিয়ার দিক হতে একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে, যা সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবে। যার অন্তরে অণু পরিমাণও সততা বা ঈমান থাকবে সে পর্বতের গুহায় অবস্থান করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরাই বেঁচে থাকবে, যারা পাখীর ন্যায় হালকা হবে এবং পশুর মত তাদের আচরণ হবে। ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি তাদের থাকবেনা। তাদের নিকট অভিশপ্ত শাইতান উপস্থিত হয়ে বলবে, তোমরা কি আমাকে অনুসরণ করবে? তারা জিজ্ঞেস করবে, তুমি আমাদেরকে কি করতে আদেশ করছ? সে তখন মূর্তি পূজা করতে আদেশ করবে। তখন তাদের খাদ্য সম্ভার অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং তাদের জীবন ধারণের মান অনেক উন্নত হবে। তখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যাদের কাছে শব্দ পৌঁছবে তারা এদিক ওদিক মাথা ঝুকিয়ে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে। একটি লোক যে তার উষ্ট্রগুলোকে পানি পান করানোর জন্য তাদের চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে সে'ই সর্বপ্রথম শিঙ্গার শব্দ শুনতে পাবে। এর ফলে সে এবং অন্য সমস্ত লোক অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

মোট কথা, সকলেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা হবে শিশিরের বা ছায়ার মত। তার ফলে দ্বিতীয়বার দেহ সৃষ্টি হবে। তারপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সবাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে চল।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ

অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৪) এরপর বলা হবে, 'জাহান্নামের অংশ বের করে নাও।' জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'কত জনের মধ্য হতে কত জনকে?' উত্তরে বলা হবে ঃ 'প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জনকে'। এটা ঐ দিন ঃ

يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا

এটা এমন দিন যা শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৭) এবং অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ

এটা এমন দিন যাতে পায়ের গোছা খুলে যাবে। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪২)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আরাফাহ মাঠ হতে আসার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের এক মাজলিসের পাশ দিয়ে গমন করেন। সে সময় সেখানে কিয়ামাত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি তখন বলেন ঃ 'যে পর্যন্ত দশটি ব্যাপার সংঘটিত না হবে সে পর্যন্ত কিয়ামাত হবেনা। (১) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। (২) ধূয়া নির্গত হওয়া। (৩) 'দাব্বাতুল আরয' বের হওয়া। (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটা। (৫) ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া। (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব। (৭) যমীনের তিন জায়গা ধ্বসে যাওয়া। (৭ক) পূর্বে (৮খ) পশ্চিমে (৯গ) আরাব উপদ্বীপে এবং (১০) আদন হতে একটা আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করবে। ওটা (আগুন) রাতও তাদের সাথে অতিবাহিত করবে। যখন দুপুরের সময় তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে তখনও এ আগুন তাদের সঙ্গেই থাকবে।'

ঈসার (আঃ) বর্ণনা

পূর্বেও যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইব্ন আদম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমরা ঈসাকে (আঃ) দেখতে পাও তাহলে মনে রেখ, তিনি সুঠাম দেহের রক্তিম ও সাদা বর্ণের মিশ্রিত ব্যক্তি। তিনি হালকা হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করে অবতরণ করবেন। মনে হবে যেন তার মাথা থেকে পানির ফোঁটা ঝড়ে পরছে, অথচ কোন পানীয় বাষ্প তার গায়ে লাগেনি। (আবূ দাঊদ ৪/৪৯৮)

অন্য এক হাদীসে নাওয়াস ইব্ন সামআন (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি দামেস্কের সাদা মিনারের কাছে পূর্ব দিকে অবতরণ করবেন। তিনি দুই প্রস্থ জাফরান রংয়ের কাপড় পরিধান করা থাকবেন, তাঁর হাত দু'টি থাকবে মালাইকা/ফেরেশতার দুই পাখার উপর। যখনই তিনি তাঁর মাথা নিচু করবেন

তখন ফোটা ফোটা ঝরতে থাকবে। আবার যখন তিনি মাথা উচু করবেন তখনও উজ্জ্বল বিচ্ছুরিত মুক্তার মত ঝরে পড়তে থাকবে। ঈসার (আঃ) নিঃশ্বাস যে কাফিরের উপর পতিত হবে সে আর বেঁচে থাকবেনা এবং যতদূর দৃষ্টি যাবে ততদূর তার নিঃশ্বাস চলে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৫০)

৭৪১ হিজরী সালে 'জামে' উমাইয়া'র স্তম্ভটি সাদা পাথরে মযবুত করে বানানো হয়েছে। কেননা ওটা আগুনে দগ্ধীভূত হয়েছিল। সেই আগুন খৃষ্টানরাই লাগিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ঐ খৃষ্টানদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। এতে বিস্ময়ের কি আছে যে, এটাই হয়তো সেই স্তম্ভ যার উপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং শূকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন ও ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেননা, যেমন হাদীসগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ওগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন ও তাকে সাব্যস্ত করেছেন। এটা ঐ সময় হবে যখন সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে এবং মানুষ যখন ঈসার (আঃ) অনুসরণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মিরাজের রাতে আমি মূসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি মাঝারী গঠন ও পরিষ্কার চুল বিশিষ্ট, যেমন শানূআহ্ গোত্রের লোক হয়ে থাকে। ঈসার (আঃ) সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। তিনি লাল বর্ণের এবং মধ্যম দেহ বিশিষ্ট। মনে হচ্ছিল যে, যেন তিনি সবেমাত্র গোসলখানা হতে বের হয়ে এলেন। ইবরাহীমকেও (আঃ) আমি দেখেছি। তিনি একেবারে আমার মতই ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৩, মুসলিম ১/১৫৪)

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি ঈসা (আঃ) ও মূসাকে (আঃ) দেখেছি। ঈসা (আঃ) রক্তিম বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল এবং চওড়া বক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন। মূসা (আঃ) গোধূম বর্ণ, মোটা দেহ এবং সোজা চুল বিশিষ্ট ছিলেন, যেমন 'যূত' গোত্রের লোকেরা হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৯) অনুরূপভাবে তিনি দাজ্জালের শারীরিক গঠনও বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহর চোখ অন্ধ নয়, কিন্তু মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ, তার চোখ দেখতে ফোলা প্রসারিত আঙ্গুরের মত। (মুসলিম ৪/২২৪৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কা'বা ঘরের নিকট আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে যে, একজন খুবই রক্তিম বর্ণের লোক, যাঁর মাথার চুল তাঁর দু'কাঁধ পর্যন্ত লটকে ছিল এবং চুল ছিল পরিপাটি। তাঁর মাথা হতে

পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তিনি দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তখনই আমাকে বলা হল, 'ইনি হচ্ছেন মাসীহ ইব্ন মারইয়াম (আঃ)।' তাঁর পিছনে আমি আর একটি লোককে দেখতে পাই যার ডান চক্ষুটি কানা ছিল। ইব্ন কাতানের সঙ্গে সে অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। সেও দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কে? বলা হল, 'মাসীহ দাজ্জাল।' (মুসলিম ১/১৫৪)

সহীহ বুখারীতে আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, সালিম (রহঃ) তার পিতা হতে বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসাকে (আঃ) লাল বর্ণের বলেননি, বরং গোধূম বর্ণের বলেছেন।' পরে উপরে বর্ণিত পূর্ণ হাদীসটি রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ঐ দাজ্জালের সাথে খুযাআহ্ গোত্রের ইব্ন কাতানের চেহারার মিল রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) যুহরী (রহঃ) বলেন যে, খুযাআহ্ গোত্রের ইব্ন কাতান অজ্ঞতার যুগে মারা গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا উত্থান দিনে সে তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবে। অর্থাৎ এ কথার তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর রিসালাত তাঁদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদায় বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখনতো আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬-১১৮)

১৬০। আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত।	١٦٠. فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا
১৬১। এবং তারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করত এবং তারা অন্যায়ভাবে লোকদের ধন সম্পদ গ্রাস করত এবং আমি তাদের মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদের জন্য	١٦١. وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ

مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا	যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।
١٦٢. لَّـٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلۡعِلۡمِ مِنۡهُمۡ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ ۚ وَٱلۡمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلۡمُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَاخِرِ أُوْلَـٰٓئِكَ سَنُؤۡتِيهِمۡ أَجۡرًا عَظِيمًا	১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুদৃঢ় এবং বিশ্বাসী তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং যারা সালাত আদায়কারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী তাদেরকেই আমি প্রচুর প্রতিদান প্রদান করব।

ইয়াহুদীদের অন্যায় আচরণ ও অবাধ্যতার কারণে কিছু হালাল খাদ্যও তাদের জন্য হারাম করা হয়

অবিচার, ঔদ্ধত্যতা এবং বড় বড় পাপ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা, পূর্বে যা হালাল ছিল এমন কোন কোন খাদ্যকে ইয়াহুদীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ইয়াহুদীরা তাদের কিতাবের ভুল অর্থ করে মানুষের কাছে প্রচার করেছে, পরিবর্তন করেছে এবং তাদের লোকদের জন্য তা বৈধ করেছে। এভাবে ধর্মের ভিতর সংযোজন ও বিয়োজন করে যা হালাল ছিল তা নিজেদের জন্য অবৈধ বা হারাম করেছে। আবার এও হতে পারে যে, পূর্বে যা বৈধ ছিল তাওরাতে আল্লাহ তা অবৈধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَٰةُ

প্রত্যেক খাদ্যই বানী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। একমাত্র তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাঈল নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিল তাই তাদের উপর হারাম করা হয়েছিল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৩) এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাঈলের উপর সমস্ত খাদ্যই বৈধ ছিল। কিন্তু ইসরাঈল (আঃ) নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করেছিলেন। সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য ঐ দু'টো জিনিস হারাম করে দেয়া হয়। পরে আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে অনেক কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সূরা আন'আমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৬)

এর অর্থ হল তাদের ঔদ্ধত্যতা, অবিচার, তাদের নাবীর বিরোধীতা এবং তার সাথে মতদ্বৈততার কারণে তাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি। তাই আল্লাহ তা'আলা (৪ ঃ ১৬০) এ আয়াতে বলেন যে, তারা সত্য হতে নিজেদেরকে আড়াল করে রাখে এবং অন্যদেরকেও আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে। তাদের এই স্বভাব যেমন পূর্বে ছিল এখনও চলে আসছে। তারা পূর্বে যেমন ছিল, বর্তমানেও তারা নাবীগণের শত্রু। তারা অনেক নাবীকে হত্যা করেছে, তারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈসাকে (আঃ) অস্বীকার করেছে।

সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি, নিজে আল্লাহ তা'আলার পথ হতে সরে যাওয়া ও অপরকে সরিয়ে দেয়া, যা তাদের চিরন্তন অভ্যাস ছিল, রাসূলগণকে হত্যা করা, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করে সুদ ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা, এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন

কতগুলো জিনিস হারাম করেন যেগুলো তাদের জন্য হালাল ছিল। ঐসব কাফিরদের জন্য তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সত্য ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা কুরআন কারীম ও পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। এ বাক্যটির তাফসীর সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সা'লাবা ইব্ন সাঈদ (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাঈদ (রাঃ) এবং উসায়েদ ইব্ন উবায়েদকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে স্বীকার করেছিলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তারা যাকাত প্রদান করে থাকে'। অর্থাৎ সম্পদের বা জীবনের যাকাত দিয়ে থাকে। ভাবার্থ দু'টিও হতে পারে। আর তারা একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদাতের যোগ্য মনে করে এবং তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, সেদিন প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া হবে। এ প্রকারের লোককেই আমি প্রদান করব মহাপ্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত।

১৬৩। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেরূপ আমি নূহ ও তৎপরবর্তী নাবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূণ, সুলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম।

١٦٣. إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

১৬৪। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন।	١٦٤. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا
১৬৫। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।	١٦٥. رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

অন্যান্য নাবীগণের মতই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) উপর অহী নাযিল হয়েছে

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) অথবা সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন যে, সাকীন ও আদী ইব্‌ন যায়িদ বলেছিল, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা স্বীকার করি না যে, মূসার (আঃ) পরে আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেছেন'। তখন এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দোষগুলো বর্ণনা করেন এবং তাদের পূর্বের ও বর্তমানের জঘন্য কার্যাবলী প্রকাশ করেন।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে প্রত্যাদেশ করেন যেমন প্রত্যাদেশ করেছিলেন তিনি অন্যান্য নাবীগণের উপর। (তাবারী ৯/৪০০) 'যাবুর' ঐ আসমানী কিতাবের নাম যা দাঊদের (আঃ) উপর নাযিল হয়েছিল। ঐ নাবীগণের ঘটনা আমরা সূরা কাসাসে বর্ণনা করেছি।

কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নাবীর উল্লেখ রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ *আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি।* অর্থাৎ এ আয়াত নাযিলের পূর্বে পবিত্র কুরআনে বহু নাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং অনেক নাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়নি। যে নাবীগণের নাম কুরআনুল হাকীমে এসেছে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

আদম (আঃ), ইদরীস (আঃ), নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), লূত (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), আইউব (আঃ), শু'আইব (আঃ), মূসা (আঃ), হারূন (আঃ), ইউনুস (আঃ), দাঊদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ), ইলিয়াস (আঃ), ইয়াসাআ (আঃ), যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহ্ইয়া (আঃ), ঈসা (আঃ) ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে যুলকিফল (আঃ) এবং সর্বশেষ ও নাবীগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মূসার (আঃ) মর্যাদা

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'এবং আল্লাহ প্রত্যক্ষ বাক্যে মূসার সাথে কথা বলেছেন।' এটা তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা যে, তিনি কালীমুল্লাহ ছিলেন। একটি লোক আবূ বাকর ইব্ন আয়াশের (রহঃ) নিকট এসে বলে ঃ 'একটি লোক এ বাক্যটিকে وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا এরূপ পড়ে থাকে। অর্থাৎ মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন।' (তাবারানী ৩৩২৫) এ কথা শুনে আবূ বাকর ইব্ন আয়াশ (রহঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ 'কোন কাফির এভাবে পড়ে থাকবে। আমি আ'মাশ (রহঃ) হতে, তিনি ইয়াহইয়া (রহঃ) হতে, তিনি আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে এবং আলী (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا এরূপই পড়েছেন।' মোট কথা, ঐ লোকটির অর্থ ও শব্দের পরিবর্তন করে দেয়া দেখে তিনি এরূপ রাগান্বিত হন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এটা কোন মুতাযিলাই হবে। কেননা মুতাযিলাদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা না মূসার (আঃ) সঙ্গে কথা বলছেন, আর না অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছেন। কিছু মুতাযিলা কোন একজন মনীষীর নিকট এসে এ আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করলে তিনি তাকে মন্দ বলেন। অতঃপর তাকে বলেন ঃ ওহে ঘৃণ্য নারীর ছেলে! 'তাহলে তুমি وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ 'এবং যখন মূসা আমার প্রতিশ্রুত সময়ে আগমন করে এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলেন' (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৩) এ আয়াতটিকে কিভাবে অস্বীকার করবে? ভাবার্থ এই যে, এখানে এ ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন চলবেনা।

সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ তারা এমন রাসূল যারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকারকারীদেরকে ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং তাঁর আদেশ অমান্যকারীদের ও তাঁর রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا আল্লাহ তা'আলা যে স্বীয় গ্রন্থরাজি অবতীর্ণ করেছেন ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তা এ জন্য যে, যেন কারও কোন ওযর অবশিষ্ট না থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ

যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তা হলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩৪)

وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ

রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ... (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার মত মর্যাদা বোধ আর কারও নেই। এ জন্যই তিনি সমস্ত মন্দকে হারাম করেছেন, তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনীয়ই হোক এবং এমনও কেহ নেই যার কাছে প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন। এমনও কেহ নেই যার নিকট ক্ষমা আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়। এ জন্যই তিনি নাবীগণকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/১৪৬, মুসলিম ৪/২১১৪)

১৬৬। কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট।	١٦٦. لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦۖ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ يَشۡهَدُونَۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا
১৬৭। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করেছে, অবশ্যই তারা সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।	١٦٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدۡ ضَلُّواْ ضَلَـٰلَۢا بَعِيدًا
১৬৮। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা	١٦٨. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمۡ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَلَا

এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করবেননা-	لِيَهۡدِيَهُمۡ طَرِيقًا
১৬৯। জাহান্নামের পথ ব্যতীত, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।	١٦٩. إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا
১৭০। হে মানববৃন্দ! নিশ্চয়ই তোমাদের রবের সন্নিধান হতে সত্যসহ রাসূল আগমন করেছেন, অতএব বিশ্বাস স্থাপন কর - তোমাদের কল্যাণ হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর তাহলে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহর এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।	١٧٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلۡحَقِّ مِن رَّبِّكُمۡ فَـَٔامِنُواْ خَيۡرًا لَّكُمۡۚ وَإِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাঁর নাবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। এজন্যই এখানে বলা হচ্ছে, ‘হে নাবী! গুটিকতক লোক তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে বটে, لَّـٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِه কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা তোমার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছেন।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٌ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪২) এর মধ্যে ঐ সমুদয় জিনিসের জ্ঞান রয়েছে যা তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করতে চান। অর্থাৎ প্রমাণাদি, হিদায়াত, ফুরকান, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আহকাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গুণাবলী, যেগুলি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অবহিত না করা পর্যন্ত কোন রাসূল বা কোন নৈকট্য লাভকারী মালাক/ফেরেশতাও জানতে পারেননা! যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمًا

কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১০)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ** আল্লাহর সাক্ষ্যের সাথে সাথে ফেরেশ্‌তাগণেরও সাক্ষ্য রয়েছে যে, যা তোমার নিকট এসেছে এবং যে অহী তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য।

ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমার নিশ্চিত রূপে জানা রয়েছে যে, আমার রিসালাতের অবগতি তোমাদের রয়েছে।” ঐ লোকগুলো ঐ কথা অস্বীকার করে। তখন মহাসম্মানিত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত (৪ ঃ ১৬৭) অবতীর্ণ করেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যেসব লোক কুফরী করে সত্যের অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এমনকি অন্য লোকদেরকেও সত্য পথে আসতে বাধা দিয়েছে তারা সঠিক পথ হতে সরে পড়েছে এবং প্রকৃত বিষয় থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তারা সুপথকে হারিয়ে ফেলেছে। এসব লোক, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে, আমার কিতাবকে অমান্য করেছে, আমার পথে আসতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, আমার নিষিদ্ধ কার্যাবলী করতে রয়েছে এবং আমার নির্দেশাবলী অমান্য করেছে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করবনা এবং তাদেরকে সুপথও প্রদর্শন করবনা, বরং তাদেরকে

জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করব। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ

হে লোকসকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সত্য নিয়ে তাঁর রাসূল আগমন করেছেন। তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের ঈমান আনায় তাঁর কোন লাভও নেই এবং তোমাদের অস্বীকার করায় তাঁর কোন ক্ষতিও নেই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। এ কথাই মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

মূসা বলেছিল ঃ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮) তিনি সারা বিশ্ব হতে অমুখাপেক্ষী; তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই জানেন কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য। তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর কথা, তাঁর কাজ, তাঁর শারীয়াত এবং তাঁর বিধান সবকিছুই নিপুণতাপূর্ণ।'

١٧١. يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ

১৭১। হে আহলে কিতাব! তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করনা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলনা; নিশ্চয়ই মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট আত্মা; অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন

أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَـٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

কর। আর 'আল্লাহ তিন জনের একজন' এ কথা বলা পরিহার কর। তোমাদের কল্যাণ হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র ইলাহ; তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পুতঃ, মুক্ত। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

আহলে কিতাবদেরকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবকে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করছেন। খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছিল এবং তাঁকে নাবুওয়াত হতে বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। তারা তাঁর আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহকে ইবাদাত করার মত, ঈসার (আঃ) ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, এমনকি অন্যান্য মনীষীর ব্যাপারেও তাদের ধারণা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টান ধর্মের আলেমদেরকেও তারা নিস্পাপ মনে করতে থাকে এবং এ ধারণা করে নেয় যে, ধর্মের আলেমগণ যা কিছু বলেন তা তাদের মেনে নেয়াই অপরিহার্য কর্তব্য। সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল এবং সুপথ-ভ্রান্তির পথ পরীক্ষা করার কোন অধিকার তাদের নেই, যার বর্ণনা কুরআনুল হাকীমে নিম্নের এ আয়াতে রয়েছে ঃ

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩১)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা আমার ব্যাপারে এমনভাবে বাড়াবাড়ি করনা যেমনভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে (আঃ) নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো একজন দাস মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল বলবে।’ (আহমাদ ১/২৩, ফাতহুল বারী ৬/৫৫১)

মুসনাদ আহমাদে অপর একটি হাদীসে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ ‘হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হে আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে! হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘হে লোকসকল! তোমরা কথা বলার সময় নিজেদের কথার প্রতি খেয়াল রেখ, শাইতান যেন তোমাদেরকে ফাঁদে না ফেলে। আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমি চাইনা যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তদপেক্ষা বেশি বাড়িয়ে বল।’ (আহমাদ ৩/১৫৩) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিওনা। তোমরা তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করনা। তিনি ওটা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ওটা হতে তিনি বহু দূরে ও বহু উচ্চে রয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া কেহ মা’বূদ ও প্রভু নেই।

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

وَرُوحٌ مِّنْهُ মাসীহ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার রাসূল। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে একজন দাস এবং তাঁর একজন সৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি শুধু ‘হও’ শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন, যে শব্দটি নিয়ে জিবরাইল (আঃ) মারইয়ামের (আঃ) নিকট এনেছিলেন এবং আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ঐ কালেমা তাঁর মধ্যে ফুঁকে দেন। এর ফলেই ঈসার (আঃ) জন্ম হয়। পিতা ছাড়াই একমাত্র এ কালেমার মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টি হন বলেই তাঁকে বিশেষভাবে ‘কালেমাতুল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌۖ كَانَا يَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَ

মাসীহ ইব্‌ন মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯) কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَٰهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ

আর স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল এবং আমি তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিয়েছি এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯১) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا

আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। (সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ১২) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ

সে (ঈসা আঃ) তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৯) সুতরাং ভাবার্থ এ নয় যে, স্বয়ং আল্লাহর কালেমাই ঈসা (আঃ) হয়ে গেছেন। বরং ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার কালেমার মাধ্যমে ঈসার (আঃ) জন্ম হয়েছে।

তিনি তাঁর 'কালেমা' এবং 'রূহ' এর অর্থ

আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) হতে বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ এ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন 'হও', ফলে তিনি (ঈসা) হয়ে যান। (আবদুর রায্যাক ১/১৭৭)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান আল ওয়াসিতী (রহঃ) বলেন যে, তিনি শা'দ ইব্ন ইয়াহইয়াকে (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছেন ঃ ঈসা (আঃ) কোন শব্দ নয়, বরং ঈসার (আঃ) জন্ম হয় একটি শব্দের মাধ্যমে। (ইব্ন আবী হাতিম ৬৩১০)

সহীহ বুখারীতে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারইয়ামের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্ট রূহ। আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা'ই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৭) অন্য বর্ণনায় এতটুকু বেশি রয়েছে যে, সে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যেটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/৫৭) ঈসাকে (আঃ) যেমন কুরআন ও হাদীসে رُوْحٌ **مِّنْهُ** বলা হয়েছে ঐ রকমই কুরআনুল হাকীমের একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৩) অর্থাৎ স্বীয় মাখলূক হতে। رُوْحٌ **مِّنْهُ** এর ভাবার্থ এটাই। এর অর্থ হল 'তাঁর' সৃষ্টি হতে। 'তাঁর হতে' এর অর্থ এই নয় যে এটি তাঁর অংশ, যা খৃষ্টানরা দাবী করে থাকে। তাদের এ দাবীর জন্য আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ বর্ষণ হতে থাকুক। সুতরাং এখানে مِنْ শব্দটি **تَبْعِيْض** এর জন্য অর্থাৎ কতককে বুঝানোর জন্য নয়, যেমন অভিশপ্ত খৃষ্টানদের ধারণা এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর একটা অংশ ছিলেন। বরং مِنْ এখানে

اِبْتِدَاء অর্থাৎ প্রারম্ভের জন্য এসেছে। মুজাহিদ বলেন যে, **رُوْحٌ مِّنْهُ** এর ভাবার্থ হচ্ছে **رَسُوْلٌ مِّنْهُ** অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে রাসূল।

সুতরাং তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা ঐরূপই যেরূপ বলা হয় 'নাকাতুল্লাহ' (আল্লাহর উষ্ট্রী) এবং 'বাইতুল্লাহ' (আল্লাহর ঘর)। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ করার উদ্দেশেই নিজের দিকে সম্বন্ধ লাগিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِه** তোমরা এ বিশ্বাস করে নাও যে, আল্লাহ এক, তিনি স্ত্রী ও সন্তান হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং এটাও বিশ্বাস করে নাও যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর দাস, তাঁর সৃষ্ট এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল। **وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةٌ** তোমরা 'তিন' বলনা। অর্থাৎ ঈসা (আঃ) ও মারইয়ামকে (আঃ) আল্লাহর সাথে অংশীদার করনা। কেহ আল্লাহর অংশীদার হবে এ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। সূরা মায়িদাহয় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ

নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) এক', অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদাহর শেষে বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমারও ইবাদাত কর? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬) সূরার প্রথমেও বলা হয়েছে ঃ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ

নিশ্চয়ই তারা কাফির যারা বলে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং হচ্ছেন মাসীহ (ঈসা) ইব্ন মারইয়াম! (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৭)

ঈসা (আঃ) ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবেন। খৃষ্টানদের নিকট এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। অযথা তারা ভ্রান্তির পথে চালিত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তো ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর কেহ কেহ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার শরীক মনে করছে। আবার কেহ কেহ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলছে। তাদের বিশ্বাস

এবং মতবাদ নানাবিধ এবং তা একটি অপরটির বিপরীত। তাই বলা হয়ে থাকে যে, কোথাও যদি ১০ জন খৃষ্টান একত্রিত হয় তাহলে সেখান থেকে ১১টি মতবাদ প্রকাশ পাবে।

খৃষ্টানদের বিভিন্ন মতভিন্নতা

সাঈদ ইব্ন বাতরীক ইসকানদারী নামক খৃষ্টানদের একজন বড় পণ্ডিত প্রায় চারশ হিজরীতে বর্ণনা করেছে যে, কনসটান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা কনস্টানটাইনের শাসনামলে সেই যুগীয় বাদশাহর নির্দেশক্রমে খৃষ্টানদের এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে যে সমস্ত খৃষ্টান যোগদান করে তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যে চুক্তিকে তারা মহান চুক্তি বলে অভিহিত করে। আসলে তাকে বলা যেতে পারে 'মহা প্রতারনা।' সেখানে তাদের দু'হাজারেরও বেশি বড় বড় পাদরী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে এত বেশি মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যে, কোন বিষয়ের উপর সত্তর আশি জনের বেশি লোক একমত হতে পারেনি। দশজনের এক রকম বিশ্বাস, বিশজনের আর এক খেয়াল, চল্লিশজন অন্য কিছু বলে এবং ষাট জন অন্য দিকে যায়।

মোট কথা, হাজার হাজার লোকের মধ্যে অতিকষ্টে মাত্র তিনশ' এর কিছু বেশি লোক এক সিদ্ধান্তে একমত হয়। বাদশাহ ঐ আকীদাকেই গ্রহণ করে এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করে। কনস্টানটাইন নিজে একজন দামলিক ছিল। সে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাদের জন্য গীর্জা বানিয়ে দেয়, গ্রন্থরাজি লিখিয়ে দেয় ও আইন কানূন লিপিবদ্ধ করে। ওরাই আমানাত-ই-কুবরার মাসআলা বের করে যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম খেয়ানাতই ছিল। ঐ লোকগুলোকে 'সম্পদেকানিয়্যাহ' বলা হয়। দ্বিতীয় বার সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয়, তার নাম হচ্ছে 'ইয়াকূবিয়্যাহ।' অতঃপর তৃতীয় সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয় তার নাম 'নাসতুরিয়্যাহ।' এ তিনটি দল ঈসার (আঃ) ব্যাপারে তিনটি উক্তি করে থাকে। (অর্থাৎ একদল তাঁকেই আল্লাহ বলে, একদল তাঁকে আল্লাহর অংশীদার বলে এবং একদল তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে)। তারা আবার একে অপরকে কাফির বলে থাকে। আর আমাদের নিকট তো তারা সবাই কাফির। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ তোমরা এটা হতে বিরত হও এবং এ বিরত থাকাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আল্লাহ তো এক, সন্তান হওয়া হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্তই তাঁর সৃষ্ট এবং সমস্ত কিছুই তাঁর অধিকারে রয়েছে।

সকলেই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তাহলে তাঁরই মাখলূকের মধ্যে কেহ তাঁর স্ত্রী এবং কেহ তাঁর সন্তান কিরূপে হতে পারে? অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১০১) সূরা মারইয়ামেও বিস্তারিতভাবে এর অস্বীকৃতি রয়েছে।

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫)

١٧٢. لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ

১৭২। আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে মাসীহ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত মালাইকা/ফেরেশতাদের কোনই সংকোচ নেই; এবং যারা তাঁর সেবায় সংকুচিত হয় ও অহংকার করে তিনি

عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا	তাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।
١٧٣. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا	১৭৩। অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে তিনি সম্যক প্রতিদান প্রদান করবেন এবং স্বীয় সম্পদ হতে অধিকতর দান করবেন এবং যারা সংকুচিত হয় অহংকার করে, তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবেনা।

রাসূল (সাঃ) এবং মালাইকা আল্লাহর ইবাদাত করতে লজ্জাবোধ করেননা

ভাবার্থ এই যে, মাসীহ (আঃ) এবং আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য প্রাপ্ত মালাইকা /ফেরেশতাগণও আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত করতে মোটেই সংকোচবোধ করেননা এবং অহংকারও করেননা। (তাবারী ৯/৪২৪) এটা তাদের জন্য শোভনীয়ও নয়। বরং যাঁরা যত বেশি আল্লাহ তা‘আলার নৈকট লাভ করেন তাঁরা ততো বেশি পরিমাণ তাঁর ইবাদাত করে থাকেন।

وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَته وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيه جَمِيعًا বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং অহংকার করছে তারা একদিন তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সেদিন তাদের ব্যাপারে

যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা তারা নিজেরাই শুনে নিবে। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় করুণা দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও আনুগত্য হতে সরে পড়ে এবং অহংকার করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না'। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'কিন্তু যারা অহংকার করে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০) অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও অহংকারের প্রতিদান এই দেয়া হবে যে, তারা ঘৃণ্য, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৭৪। হে লোক সকল! তোমাদের রবের সন্নিধান হতে তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।	١٧٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا
১৭৫। অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁকে সুদৃঢ় রূপে ধারণ করেছে, ফলতঃ তিনি তাদেরকে স্বীয় করুণা ও কল্যাণের দিকে প্রবিষ্ট করাবেন এবং স্বীয় সরল পথ প্রদর্শন করবেন।	١٧٥. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعۡتَصَمُواْ بِهِۦ فَسَيُدۡخِلُهُمۡ فِي رَحۡمَةٖ مِّنۡهُ وَفَضۡلٖ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَيۡهِ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا

আল্লাহর কাছ থেকে অহী অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট পূর্ণ দলীল, ওযর, আপত্তি ও সন্দেহ দূরকারী প্রমাণাদি অবতীর্ণ করা হয়েছে। وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا আমি তোমাদের উপর স্পষ্ট জ্যোতি (কুরআন কারীম) অবতীর্ণ করেছি, যার দ্বারা সত্যের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ইব্ন জুরায়েজ (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এর দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪২৮) এখন যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনবে, তাঁর উপরই পূর্ণ নির্ভরশীল হবে, তাঁকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তাঁরই দাসত্ব করবে, সমস্ত কাজ তাঁকেই সমর্পণ করবে এবং এও হতে পারে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কিতাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে তাদের উপর তিনি স্বীয় করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাদের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং তাদেরকে এমন সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করবেন যাতে না থাকবে কোন বক্রতা, আর না কোন জায়গা সংকীর্ণ হবে। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তি পৃথিবীতে সরল ও সোজা পথের উপর এবং ইসলামের পথে থাকে। আর পরকালে থাকে জান্নাতের পথে ও শান্তির পথে।

١٧٦. يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخۡتٌ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٌۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ	**১৭৬। তারা তোমাদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার ভগ্নী থাকে তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে; এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তাহলে তার ভ্রাতাই তদীয় উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু যদি**

وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۢ	**দুই ভগ্নী থাকে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা ভগ্নী-পুরুষ ও নারীগণ থাকে তাহলে পুরুষ দুই নারীর তুল্য অংশ পাবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও, এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।**

‘কালালাহ’ সম্পর্কিত এ আয়াতটিই কুরআনের সর্বশেষ আয়াত

বারা’ (রাঃ) বলেন যে, সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয় সূরা বারা‘আত এবং আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয় يَسْتَفْتُونَكَ এ আয়াতটি। (ফাতহুল বারী ৮/১১৭) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি রোগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। তিনি উযূ করে সেই পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন, ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো ‘কালালাহ’। আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে বন্টিত হবে? সে সময় আল্লাহ তা‘আলা ফারায়েযের আয়াত অবতীর্ণ করেন।’ (আহমাদ ৩/২৯৮, ফাতহুল বারী ১২/২৬, মুসলিম ৩/১২৩৫)

অন্য বর্ণনায়ও এ আয়াতটিই অবতীর্ণ হওয়ার কথা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২/৫, মুসলিম ৩/১২৩৫, আবূ দাঊদ ৩/৩০৮, তিরমিযী ৬/২৭৩, নাসাঈ ৪/৫৯, ইব্ন মাজাহ ১/৪৬২)

প্রথমে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ‘কালালাহ’ শব্দটি إِكْلِيْل শব্দ হতে নেয়া হয়েছে যা চতুর্দিক হতে মাথাকে ঘিরে থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে ‘কালালাহ’ ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় যার সন্তান কিংবা মা-বাবা না থাকে। আবার

কারও কারও উক্তি এও আছে যে, যার সন্তান না থাকে। যেমন এ আয়াতে রয়েছে ঃ **لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ**

উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রাঃ) সামনে যেসব জটিল প্রশ্ন এসেছিল তন্মধ্যে এটিও ছিল একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমার এ আকাংখা রয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ সব ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন কিছু বর্ণনা করতেন তাহলে আমরা ঐ সিদ্ধান্ত মেনে চলতাম। ঐগুলি হচ্ছে রেখে যাওয়া সম্পদে দাদার উত্তরাধিকার, কালালাহ এবং সুদের অধ্যায়সমূহ। (ফাতহুল বারী ১/৪৮, মুসলিম ৪/২৩২২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘কালালাহ’ সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করেছি অন্য কোন মাসআলা সম্বন্ধে ততো প্রশ্ন করিনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বক্ষে স্বীয় আঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করে আমাকে বলেন ঃ ‘তোমার জন্য গ্রীষ্মকালের আয়াতটিই যথেষ্ট যা সূরা নিসার শেষে রয়েছে।’ (আহমাদ ১/২৬) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/১২৩৬)

৪ ঃ ১৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

এ আয়াতে **هَلَكَ** শব্দের অর্থ হচ্ছে **مَاتَ** অর্থাৎ মরে গেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৬-২৭)

এরপর বলা হচ্ছে ‘তার সন্তান নেই’। এর দ্বারা কেহ কেহ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ‘কালালাহর’ শর্তে পিতা না হওয়া নেই বরং যার সন্তান নেই সে’ই ‘কালালাহ’। তাফসীর ইব্‌ন জারীরে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে।

কিন্তু বিজ্ঞজনদের উক্তিই হচ্ছে সঠিক এবং আবূ বাকর সিদ্দিকীরও (রাঃ) সিদ্ধান্ত এটাই যে, 'কালালাহ' হচ্ছে ঐ মৃত ব্যক্তি যার সন্তান কিংবা পিতা জীবিত নেই এবং আয়াতের পরবর্তী শব্দ দ্বারাও এটাই বুঝা যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ যদি তার বোন থাকে তাহলে তার জন্য সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধাংশ। আর যদি বোনের সঙ্গে পিতা থাকে তাহলে পিতা তাকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করে দিবে। সবারই মত এই যে, ঐ অবস্থায় বোন কিছুই পাবেনা।

তাফসীর ইব্ন জারীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি মেয়ে ও একটি বোন রেখে মারা যায় তার ব্যাপারে তাদের উভয়েরই ফাতওয়া ছিল এই যে, ঐ অবস্থায় বোন বঞ্চিতা হবে, সে কিছুই পাবেনা। কেননা কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতে বোনের অর্ধাংশ পাওয়ার অবস্থা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে। আর এখানে সন্তান রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞজনেরা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন যে, ঐ অবস্থায়ই (৪ ঃ ১৭৬) এ আয়াতের মাধ্যমে নির্ধারিত অংশ হিসাবে মেয়ে অর্ধেক পাবে এবং 'আসাবা' হিসাবে বোনও অর্ধেক পাবে।

সুলাইমান বলেন যে, ইবরাহীম (রহঃ) আল আসওয়াদকে (রহঃ) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ ফাইসালা করেন যে, অর্ধেক মেয়ে পাবে ও অর্ধেক বোন পাবে। (বুখারী ৬৭৪১) সহীহ বুখারীর আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) মেয়ে, পৌত্রী ও বোনের ব্যাপারে মেয়েকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক দেয়ার ফাতওয়া দেন। অতঃপর বলেন ঃ 'ইব্ন মাসঊদকেও (রাঃ) একটু জিজ্ঞেস করে এসো, সম্ভবতঃ তিনি আমার মতই ফাতওয়া দিবেন।' কিন্তু যখন ইব্ন মাসঊদকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় এবং সাথে সাথে আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) ফাতওয়াও তাঁকে শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তিনি বলেন ঃ 'তাহলে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে আমি গণ্য হবনা। জেনে রেখ, এ ব্যাপারে আমি ঐ ফাইসালাই করব যে ফাইসালা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। অর্ধেক দাও মেয়েকে, এক ষষ্ঠাংশ দাও পৌত্রীকে, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে গেল এবং যা অবশিষ্ট থাকল তা বোনকে দিয়ে দাও।' আমরা ফিরে এসে আবূ মূসা আশআরীকে (রাঃ) এ সংবাদ দিলে তিনি বলেন ঃ 'যে পর্যন্ত

এ জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন সে পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট এ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসোনা।' (বুখারী ৬৭৩৬) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ভাই তার বোনের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে যদি সে 'কালালাহ' হয় অর্থাৎ যদি তার সন্তান ও পিতা না থাকে। কেননা পিতার বর্তমানে ভাই কোন অংশ পাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি ভাইয়ের সাথে আরও কোন নির্দিষ্ট অংশবিশিষ্ট উত্তরাধিকারী থাকে, যেমন স্বামী বা বৈপিত্রেয় ভাই, তাহলে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকারী ভাই হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা ফারায়েযকে ওর প্রাপকের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ঐ পুরুষলোকের জন্য যে বেশি নিকটবর্তী।' (ফাতহুল বারী ১২/১৭, মুসলিম ৩/১২৩৩)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'বোন যদি দু'টি হয় তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে।' দুইয়ের বেশি বোনেরও একই হুকুম। এখান হতেই একটি দল দুই মেয়ের হুকুম গ্রহণ করেছেন। যেমন দু'য়ের বেশি বোনের হুকুম দু'টি মেয়ের হুকুম হতে নিয়েছেন যে আয়াতের শব্দগুলি নিম্নরূপ ঃ

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তাহলে প্রত্যেক পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। 'আসাবা'রও এ হুকুমই। তারা ছেলেই হোক বা পৌত্রই হোক অথবা ভাই হোক যখন তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই থাকবে তখন দু'জন নারী যা পাবে একজন পুরুষও তাই পাবে। আল্লাহ স্বীয় ফারায়েয বর্ণনা করছেন, স্বীয় সীমা নির্ধারণ করছেন এবং স্বীয় শারীয়াত প্রকাশ করছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।' আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাজের পরিণাম অবগত রয়েছেন, বান্দাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। প্রাপকের প্রাপ্য কি তা তিনি খুব ভালই জানেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) বলেছেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) একদা সাহাবীগণকে একত্রিত করেন এবং বলেন ঃ আজ আমি 'কালালাহ' সম্পর্কে এমন একটি সিদ্ধান্ত দিব যা নারীরাও তাদের শয্যাগৃহে বসে আলোচনা করবে। ঐ সময়েই ঘর হতে একটি সাপ বেরিয়ে আসে এবং সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক চলে যায়। তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'মহা সম্মানিত আল্লাহর যদি এ কাজ পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকত তাহলে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করে দিতেন।' (তাবারী ৯/৪৩৯) এর ইসনাদ সহীহ।

মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'যদি আমি তিনটি জিজ্ঞাস্য বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নিতাম তাহলে তা আমার নিকট লালবর্ণের উট পাওয়া অপেক্ষাও পছন্দনীয় হত। প্রথম হচ্ছে এই যে, তাঁর পরে খলীফা কে হবেন? দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, যেসব লোক যাকাতকে স্বীকার করে বটে কিন্তু বলে ঃ আমরা আপনার নিকট তা আদায় করবনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হালাল কি না? তৃতীয় হচ্ছে 'কালালাহ' সম্বন্ধে।' ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, দুই শায়খের (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) শর্তে এর বর্ণনাধারা সঠিক, তবে একে তারা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। (হাকিম ২/৩০৪)

তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমি আবূ বাকরের (রাঃ) বিরোধিতা করায় লজ্জাবোধ করছি।'

আবূ বাকর (রাঃ)-এর উক্তি ছিল ঃ 'কালালাহ' ঐ ব্যক্তি যার পিতা ও পুত্র (জীবিত) না থাকে। (তাবারী ৯/৪৩৭) এ বিষয়ে একমত রয়েছেন বিজ্ঞ সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন এবং আইম্মায়ে দীন। ইমাম চতুষ্টয় ও সপ্ত ধর্মশাস্ত্রবিদেরও এটাই অভিমত। পবিত্র কুরআনেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।' আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা 'নিসা'র তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫ ঃ মায়িদাহ, মাদানী

٥ – سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১২০, রুকূ' ঃ ১৬)

(اَيَاتُهَا : ١٢٠. رُكُوْعَاتُهَا : ١٦)

সূরা মায়িদাহ নাযিল হওয়া এবং এর গুরুত্ব

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে সূরা 'মায়িদাহ' ও সূরা 'আল-ফাত্হ' সর্বশেষ সূরা। (তিরমিযী ৮/৪৩৬) এরপর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি গারীব' ও 'হাসান' হাদীস। তিনি ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা হল ঃ

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। (সূরা নাস্র, ১১০ ঃ ১) (তিরমিযী ৮/৪৩৭)

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে তিরমিযীর (রহঃ) বর্ণনার ন্যায় আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাবের (রহঃ) সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেহই এ হাদীসটিকে তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১১) হাকিম আরও বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি একদা হাজ্জে গমন করি। এরপর আমি আয়িশার (রাঃ) সাথে দেখা করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে যুবাইর! তুমি কি সূরা মায়িদাহ পড়?' আমি উত্তরে বললাম ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ 'এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ শেষ সূরা। সুতরাং তোমরা এর মাধ্যমে যেসব বিষয় বৈধ হিসাবে পাও সেগুলিকে বৈধ হিসাবে গ্রহণ কর। আর যেগুলোকে অবৈধ হিসাবে পাও সেগুলোকে অবৈধ হিসাবে গ্রহণ কর।' অতঃপর হাকিম এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু হাদীসটিকে তারা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১১)

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) আবদুর রাহমান ইব্ন মাহদীর (রহঃ) সনদের মাধ্যমে মুআবিয়া ইব্ন সালেহ (রহঃ) হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং আরও কিছু বেশি অংশ যোগ করেন। ঐ বেশি অংশটুকু নিম্নরূপ ঃ

যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল/আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন যে, পবিত্র কুরআনই তাঁর আচরণ।' ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটিকে আবদুর রাহমান ইব্ন মাহ্দীর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৬/১৮৮, নাসাঈ ১১১৩৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলি পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলি হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলি এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমাদের শিকার করা জন্তুগুলি হালাল নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হুকুম করে থাকেন।	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ
২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত	٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ

ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	**ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। আর তোমরা যখন ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মাসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।**

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) নিকট আগমন করেন এবং তাকে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন তুমি **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ** কথাটি শ্রবণ কর তখন তার জন্য তোমার কানকে সতর্ক করে দিও। কারণ হয়তো তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে কোন ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করছেন।' আবার যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ** বলে কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন তোমরা ঐ কাজ কর। কারণ উক্ত সম্বোধনের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আছেন। আবার খাইসুমা (রহঃ) হতে

বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কুরআনে যে অবস্থায় يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেই অবস্থায় পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِيْنُ 'ওহে যাদের প্রয়োজন রয়েছে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ তাফসীরকারক এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন عُقُوْدٌ শব্দের দ্বারা অঙ্গীকার/চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৫০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে عُقُوْدٌ এর অর্থের ব্যাপারে তাফসীরকারকগণ একমত। তিনি বলেন যে, কোন কিছুর ব্যাপারে পরস্পরের শপথ বা অঙ্গীকারকে عُقُوْدٌ বলা হয়ে থাকে। (তাবারী ৯/৪৪৯) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, عُقُوْدٌ এর দ্বারা عُهُوْدٌ বা অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন, যেসব বিষয় অবশ্যকরণীয় করেছেন এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে وَلاَ تَفُوْزُوْا وَلاَ تَنْكُثُوْا বলে সাবধান করেছেন, عُهُوْدٌ দ্বারা সেসব বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আরও কঠোর ভাষায় বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৫) (তাবারী ৯/৪৫২)

যাহহাক (রহঃ) اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ করেছেন এবং তাঁর কিতাব ও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের নিকট হতে তিনি

বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আবশ্যকীয় যে কাজগুলি করার ওয়াদা নিয়েছেন عُقُوْدٌ দ্বারা সেগুলিকে বুঝায়।

হালাল ও হারাম জাতীয় পশুর বর্ণনা

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, চতুস্পদ জন্তু বলতে এখানে উট, গরু ও বকরীকে বুঝানো হয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকের এটাই মত। (তাবারী ৯/৪৫৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আরাবদের ভাষা অনুযায়ী চতুস্পদ জন্তু বলতে এটাই বুঝানো হয়। ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যবাহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তাহলে ঐ মৃত বাচ্চার গোশ্ত খাওয়া যাবে। (তাবারী ৯/৪৫৬) এ প্রসঙ্গে হাদীসের সুনান গ্রন্থসমূহে বহু হাদীস এসেছে। যেমন আবূ দাঊদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহ (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমরা উট, গাভী এবং বকরী যবাহ করি। ওগুলির পেটের মধ্যে কখনও কখনও বাচ্চা পাই। আমরা কি তা ফেলে দিব, নাকি আহার করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা তার মাকে যবাহ করাই হচ্ছে তাকেও যবাহ করা।' (আবূ দাঊদ ৩/২৫২, তিরমিযী ৫/৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/১০৬৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি একটি 'হাসান' হাদীস।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাকে যবাহ করাই হচ্ছে বাচ্চাকেও যবাহ করা।' এ হাদীসটিকে ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) একাই তার হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৫৩)

আলী ইব্ন আবী তালহা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু, রক্ত এবং শূকরের মাংসকে বুঝানো হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু এবং যে পশুকে যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তবে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (৫ ঃ ৩) এ আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস। (তাবারী ৯/৪৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ ছাড়া রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু এবং মৃত পশু। (তাবারী ৯/৪৫৮) তবে আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰه بِه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ *তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, কণ্ঠরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে।* যদিও এগুলো চতুস্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত তবুও উল্লিখিত কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ বলেন ঃ **إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ** 'তবে তোমরা যেগুলিকে যবাহ দ্বারা পবিত্র করেছ সেগুলি হালাল এবং যেগুলোকে মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে সেগুলো হারাম।' অর্থাৎ উক্ত পশুগুলোকে এজন্য হারাম করা হয়েছে যে, তাদেরকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবেনা এবং হালাল পশুর সাথে আর যুক্ত করা যাবেনা। আর এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তুকে হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো হারাম।

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ কোন কোন জ্ঞানীজনের মতে *'আন'আম'* বলতে উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং হরিণ, গাভী, গাধা প্রভৃতি বন্য পশুকে বুঝানো হয়। আর গৃহপালিত হালাল পশুগুলির মধ্যে উক্ত পশুগুলিকে এবং বন্য হালাল পশুগুলির মধ্য হতে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা পশুগুলোকে হারাম বলে পৃথক করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তুকে হালাল করেছি, তবে জন্তুগুলো হতে যেগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেগুলো হালাল নয়।

আর এ নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য যে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হারাম বলে গ্রহণ করেছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন ঃ

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন ও সীমা লংঘনের উদ্দেশ্য ব্যতীত নিরূপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ)। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৫) অর্থাৎ উক্ত আয়াতের ন্যায় এখানেও আল্লাহ বলেন ঃ আমি যেভাবে অন্যান্য সময়ের জন্য চতুস্পদ জন্তুকে হালাল করেছি, ঠিক সেইভাবে ইহরাম অবস্থায় হালাল জন্তুকে শিকার করা হারাম মনে করবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি যা করা বা না করার নির্দেশ দেন সেগুলির সবকিছুই হিকমাতে পরিপূর্ণ। এ জন্যই তিনি বলছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত হুকুম করেন।

হারাম মাস ও হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **شَعَآئِرَ** শব্দের দ্বারা হাজ্জের নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৬৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা সাফা, মারওয়া, কুরবানীর পশু ও উটকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৬৩) কেহ কেহ বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বিষয়গুলোকে অমান্য করনা। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'নিষিদ্ধ মাসগুলিকেও তোমরা অবমাননা করনা।' **وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ** অর্থাৎ মাসগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তোমরা এ মাসে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার মত নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার কর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র আরও বলেন ঃ

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৬) সহীহ বুখারীতে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছিলেন ঃ 'আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দিন আল্লাহ যামানাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছিলেন এখন তা সেরূপে ফিরে এসেছে। ১২ মাসে একটি বছর হয়। এর মধ্যে ৪টি মাস নিষিদ্ধ। তার মধ্যে ৩টি মাস পরস্পর সংযুক্ত। যেমন যুলকাদা, যিলহাজ্জ এবং মুহাররাম। আর অন্যটি হল মুযার গোত্র কর্তৃক কথিত রজব মাস। এ মাসটি জমাদিউস্সানী এবং শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত।' (ফাতহুল বারী ১০/১০) এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ মাসগুলির এ জাতীয় সম্মান কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

পবিত্র কা'বা ঘরে কুরবানীর পশু (হাদী) বহন করা

وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ অর্থাৎ তোমরা কা'বা গৃহের দিকে কুরবানীর পশু পাঠানো হতে বিরত থেকনা। কারণ এতে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। আর তোমরা কুরবানীর পশুর গলায় কালাদা (মালা) পরানো হতে বিরত থেকনা। কারণ এর দ্বারা এ পশুগুলোকে অন্যান্য পশু হতে পৃথক করা হয়। আর এর দ্বারা এটাও প্রকাশ পায় যে, পশুগুলো কুরবানীর উদ্দেশে কা'বা গৃহে পাঠানো হয়েছে। ফলে মানুষ এ পশুগুলোর ক্ষতি করা হতে বিরত থাকে। আর পশুগুলোকে দেখে অন্যান্য লোকেরা এ জাতীয় পশু কুরবানীর জন্য পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ দান করে, তাকে তার অনুসরণকারীর অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়, অথচ অনুসরণকারীর পুরস্কার কোন অংশেই কম করা হয়না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের সময় যুলহুলাইফায় রাত্রি যাপন করেন। এ যুলহুলাইফাকে ওয়াদি আল-আকীকও বলা হয়। অতঃপর তিনি সকাল বেলা তাঁর ৯ জন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। গোসল শেষে খোশবু ব্যবহার করেন ও দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করেন। অতঃপর কুরবানীর পশুগুলিকে মালা পরিধান করান। এরপর হাজ্জ এবং উমরাহর জন্য উচ্চৈঃস্বরে নিয়াত করেন। তাঁর কুরবানীর উটের সংখ্যা ছিল ষাটটির অধিক। তাদের গায়ের রং ও শারীরিক গঠন ছিল অতি উত্তম। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেহ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩২)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ وَلاَ الْقَلآئِدَ দ্বারা জাহেলী যুগের লোকদের মত পবিত্রতা নষ্ট করনা বলা হয়েছে। কারণ জাহেলী যুগে হারামের বাইরে বসবাসকারী আরাবরা যখন নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত অন্য মাসে তাদের গৃহ হতে বের হত তখন তাদের গলায় পশুর পশম বা চুলসহ চামড়ার মালা ব্যবহার করত। আর হারাম এলাকার মুশরিক অধিবাসীরা যখন তাদের গৃহ হতে বের হত তখন তারা তাদের গলায় হারাম এলাকার গাছের ছাল দিয়ে তৈরী করা মালা ব্যবহার করত। এর ফলে লোকেরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করত। এ বর্ণনাটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সংগ্রহ করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, সূরা মায়িদাহর দু'টি আয়াত মানসূখ হয়ে গেছে। একটি কালাদার আয়াত, আর অপরটি হচ্ছে فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (৫ ঃ ৪২) এ আয়াতটি। (তাবারী ১০/৩৩২)

পবিত্র কা'বা ঘর যিয়ারাত করতে ইচ্ছুকদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, আল্লাহর ঘরের উদ্দেশে যারা রওয়ানা হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করা হালাল মনে করনা। কারণ ঐ ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে শত্রু হতে নিরাপত্তা লাভ করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে বের হয়, তোমরা তাকে বাধা দিওনা, বিরত রেখনা এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করনা কিংবা কোন প্রকার কুৎসা রটনা করনা। মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ এর অর্থ হচ্ছে ব্যবসা। কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরদের মতে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণের অর্থ ব্যবসা করা। (তাবারী ৯/৪৮০, ৪৮১) পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী আয়াত ঃ لَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ (২ ঃ ১৯৮) দ্বারাও ব্যবসাকে বুঝানো হয়েছে। আর رِضْوَانًا শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাজ্জে গমনকারী ব্যক্তিগণ হাজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকেন। ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এ আয়াতটি হুতাম ইব্ন হিন্দ আল বাকরীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একদা সে মাদীনার একটি চারণভূমি লুণ্ঠন করে এবং পরবর্তী বছর সে বাইতুল্লাহ জিয়ারাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এ সময় কোন কোন সাহাবী পথিমধ্যে তাকে বাধা দেয়ার মনস্থ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ৯/৪৭২, ৪৭৫)

ইহরাম ত্যাগ করার পর শিকার করা যাবে

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, যখন তোমরা তোমাদের ইহরাম খুলে ফেল এবং হালাল হয়ে যাও তখন তোমাদের জন্য পূর্বে ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল এখন তা হালাল করা হল। অর্থাৎ এখন শিকার করা হালাল। হালাল হওয়ার এ নির্দেশটি অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর আবার বৈধ ঘোষিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সঠিক মত এই যে, কোন কিছু অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর বৈধ ঘোষিত হলে তা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বাবস্থা (বৈধতা) ফিরে পাবে। সুতরাং পূর্বে যা ওয়াজিব ছিল পরে তা ওয়াজিব হবে, মুস্তাহাব মুস্তাহাব হবে এবং মুবাহ মুবাহ হবে। কারও মতে নির্দেশটি শুধু ওয়াজিবের জন্য এবং কারও মতে শুধু মুবাহ কাজের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এ উভয় মতেরই বিপক্ষে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট আয়াত রয়েছে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি সেটাই সঠিক মত। আর এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সব সময়ের জন্য ন্যায় বিচার অপরিহার্য

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে জাতি তোমাদেরকে হুদায়বিয়ার বছর কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিয়েছিল, তোমরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম লংঘন করনা, বরং

আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে প্রত্যেকের সাথে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন কর। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও এ অর্থ বহন করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮) অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের হিংসা-বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার না করতে উৎসাহিত না করে। কারণ এই যে, ন্যায় বিচার করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব, ওটা যে কোন অবস্থায়ই প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মুশরিকদের দ্বারা কা'বাঘরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হুদাইবিয়া প্রান্তরে কষ্টকর অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলীয় একদল মুশরিক কা'বা ঘর জিয়ারাতের উদ্দেশে তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'আমরা এ লোকগুলোকে কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিব যেমন তাদের সাথীরা আমাদেরকে বাধা দিয়েছে।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। এখানে **شَنَاٰنُ** শব্দ দ্বারা শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৭৮) এটাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের অভিমত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা **وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ** এ আয়াতের দ্বারা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে উত্তম কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কাজ পরিহার করে নৈকট্য ও পরহেযগারী অর্জন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে শারীয়াত পরিপন্থী কাজ, পাপকাজ এবং অবৈধ কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে নিষেধ করছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ যে কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পরিহার করাকেই পাপকাজ বলা হয় এবং **عُدْوَان** বা সীমালংঘন করার দ্বারা ধৈর্যের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা এবং নিজের ও অন্যের ব্যাপারে অবশ্য করণীয় কাজের সীমালংঘন করাকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৯০) ইমাম আহমাদ

ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর যদিও সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হয়।' তখন কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ তো আমরা বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে কি করে আমরা সাহায্য করব?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা প্রদান কর ও নিষেধ কর। আর এটাই তাকে সাহায্য করা হবে।' (আহমাদ ৩/৯৯) ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি হুসাইম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৭) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে সেই ব্যক্তি ঐ ঈমানদার ব্যক্তি হতে অধিক প্রতিদান পাবে যে মানুষের সাথে মেলামেশা করেনা এবং তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করেনা। (আহমাদ ৫/৩৬৫)

একটি সহীহ হাদীসে আছে ঃ 'যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথে আহ্বান করে, তাকে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ সৎপথ যত ব্যক্তি অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতিদানের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। অথচ এ ব্যাপারে সৎপথ অনুসরণকারীদের প্রতিদান কমানো হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অসৎ পথে আহ্বান করে, তাকে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ অসৎ পথ যত লোক অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের অনুরূপ পাপ প্রদান করা হবে। অথচ এ ব্যাপারে অসৎ পথ অনুসরণকারীদের পাপ কোন অংশে কমানো হবেনা।' (মুসলিম ৪/২০৬০)

৩। তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, কণ্ঠরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম করা	٣. حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ

وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَـٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**হয়েছে; তবে যা তোমরা যবাহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসব কাজ পাপ। আজ কাফিরেরা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করনা; শুধু আমাকেই ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।**

যে সমস্ত প্রাণী খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে যে সমস্ত বস্তু খাওয়া অবৈধ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মৃত ঐ জানোয়ারকে বলা হয়, যে জানোয়ার যবাহ অথবা শিকার ব্যতীত নিজেই মৃত্যুবরণ করে। মৃত পশু খাওয়া

এ জন্যই নিষিদ্ধ যে, মৃত প্রাণীর রক্ত শিরার ভিতর জমাট বেঁধে থাকার কারণে এটি স্বাস্থ্যগত কারণে খাওয়ার যোগ্য থাকেনা। তবে মৃত মাছ খাওয়া হালাল। কারণ মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদ শাফিঈ, মুসনাদ আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, ইব্‌ন খুযাইমা এবং ইব্‌ন হিব্বানে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন যে, ওর পানি পবিত্র এবং ওর মধ্যের মৃত হালাল। (আবূ দাঊদ ১/৬৪, তিরমিযী ১/২২৪, নাসাঈ ১/৫০, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৩৬, ইব্‌ন খুযাইমাহ ১/৫৯, ইব্‌ন হিব্বান ২/২৭২)

اَلدَّمُ শব্দ দ্বারা প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

এবং প্রবাহিত রক্ত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৫) এর দ্বারাও প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। এটাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরের (রহঃ) মত। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) প্লীহা ও কলিজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোমরা তা খাও।' তখন লোকেরা বলল ঃ 'ওটা তো রক্ত।' তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের উপর শুধুমাত্র ঐ প্রবাহিত রক্তকেই হারাম করা হয়েছে যা ভিতরে রয়ে গেছে।' আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'শুধু প্রবাহিত রক্তকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।' আবূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস আশ-শাফিঈ (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমাদের জন্য দু'টি মৃত জন্তু ও দু'প্রকারের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দু'টি হল মাছ ও ফড়িং এবং দু'প্রকার রক্ত হল কলিজা ও প্লীহা।' (আহমাদ ২/৯৭) এ হাদীসটি মুসনাদ আহমাদ ছাড়াও দারাকুতনী এবং বাইহাকীতেও বর্ণনাকারী আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামের (রহঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আবদুর রাহমান একজন দুর্বল রাবী। (হাদীস নং ৪/২৭২, ১/২৫৪)

وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ তাফসীরকারকগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, গৃহপালিত এবং বন্য শূকর উভয়ই হারাম। শূকরের মাংস বলতে চর্বি এবং ওর অন্যান্য অংশকে বুঝায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, **لَحْمٌ** শব্দের দ্বারা মাংসকে বুঝানো হয়।

সহীহ মুসলিমে বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি 'নারদাছীর' খেলায় (যে খেলায় গুটি ব্যবহার করা হয় এবং লেনদেনের বিষয় যুক্ত থাকে) অংশগ্রহণ করে সে যেন তার হস্তকে শূকরের গোশ্ত ও তার রক্তে রঞ্জিত করল।' (মুসলিম ৪/১৭৭০)

শূকরের মাংস কিংবা রক্ত স্পর্শ করাই যদি এতখানি ঘৃণিত হয় তাহলে উহা খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো আল্লাহর নিকট কতখানি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় তা সহজেই অনুমেয়। এ হাদীস থেকে প্রমান পাওয়া গেল যে 'লাহম' অর্থ হল পশুর চর্বিসহ সমস্ত শরীর। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মদ, মৃত প্রাণী, শূকর এবং মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয় ঃ মৃতের চর্বি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কারণ মানুষ তা দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, চামড়ায় মালিশ করে এবং প্রদীপ জ্বালায়। তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ওগুলোও হারাম।' (ফাতহুল বারী ৪/৪৯৫, মুসলিম ৩/১২০৭) সহীহ বুখারীতে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রোম সম্রাট আবূ সুফিয়ানের নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন্ কোন্ বিষয়ে নিষেধ করেছেন? তদুত্তরে আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মৃত প্রাণী ও রক্ত খেতে নিষেধ করেছেন।'

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰه بِه এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এর দ্বারা যে প্রাণী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে যবাহ করা হয় তাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবকে তাঁর মহান নামের উপর যবাহ করা ওয়াজিব করেছেন। অতএব যখন তাঁর নির্দেশকে লংঘন করে মূর্তি বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের নামে যবাহ করা হয় তখন তা হারাম হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত।

وَالْمُنْخَنِقَةُ এ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে জন্তুকে গলাটিপে মারা হয় অথবা যে জন্তু আকস্মিকভাবে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাকে **مُنْخَنِقَةٌ** বলা হয়। যেমন কোন পশুকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলে ছুটাছুটি করার ফলে গলায় দড়ির ফাঁস লেগে যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাহলে তা খাওয়া হারাম।

আর اَلْمَوْقُوْذَةُ শব্দের দ্বারা ঐ মৃত জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যাকে ভারী কোন কিছু দ্বারা আঘাত করে মারা হয়েছে। যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে জন্তুকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে মারা হয় তাকে مَوْقُوْذَةٌ বলা হয়। (তাবারী ৯/৪৯৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা লাঠি দ্বারা আঘাত করার পর মারা গেলে তা আহার করত। (তাবারী ৯/৪৯৬) সহীহ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আদি ইব্ন হাতিম (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এক পার্শ্বে ধারাল এবং অপর পার্শ্বে ধারহীন এ জাতীয় এক প্রকার প্রশস্ত অস্ত্র দ্বারা শিকার করি। এ শিকার খাওয়া কি জায়িয?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'যদি ওটা ধারাল পার্শ্ব দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহলে তা খাওয়া জায়িয। আর যদি ওটা ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায় তাহলে তা অপবিত্র এবং তা খাওয়া জায়িয নয়।' (ফাতহুল বারী ৯/৫১৮) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারহীন অস্ত্র এবং ধারাল অস্ত্রের দ্বারা শিকার করা জন্তুর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি ধারাল অংশের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া জায়িয করেছেন এবং ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া নাজায়িয করেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত। তবে যদি ক্ষত না করে শুধু অস্ত্রের অত্যধিক ওযনের কারণে কোন জন্তু নিহত হয় তাহলে তা হারাম।

وَالْمُتَرَدِّيَةُ ঐ মৃত জন্তুকে বলা হয় যা পাহাড় বা কোন উঁচু স্থান হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের জন্তু খাওয়া হালাল নয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, مُتَرَدِّيَةٌ ঐ জন্তুকে বলা হয়, যে পতনের ফলে অথবা পাহাড় থেকে পড়ে মারা যায়। (তাবারী ৯/৪৯৮) কাতাদাহর (রহঃ) মতে এটা ঐ ধরনের জন্তু যা কূপে পড়ে মারা যায়। (তাবারী ৯/৪৯৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যে জন্তু পাহাড় হতে পড়ে অথবা কূপে পড়ে মারা যায় তাকেই مُتَرَدِّيَةٌ বলা হয়। (তাবারী ৯/৪৯৮)

اَلنَّطِيحَةُ ঐ জন্তুকে বলা হয় যা অন্য জন্তুর শিংয়ের আঘাতে মারা যায়। যদি ওটা শিং দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তা হতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং ঐ আঘাত যদি যবাহ করার স্থানেও লাগে তবুও ঐ ধরনের জন্তু খাওয়া হারাম।

وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ বা কুকুর যে জন্তুকে আক্রমণ করে এবং ওর কিছু অংশ খেয়ে ফেলার কারণে ওটা মারা যায় তা খাওয়া হারাম। যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং উক্ত আঘাত জন্তু যবাহ করার স্থানে লাগে তবুও আলেমদের ইজমা অনুযায়ী উক্ত জন্তু খাওয়া হালাল নয়। যদি হিংস্র জন্তু ছাগল, উট, গরু বা এ জাতীয় কোন জন্তুকে মেরে কিছু অংশ খেয়ে ফেলতো তবুও অজ্ঞতার যুগের লোকেরা উক্ত জন্তুর বাকী অংশ খেতো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদের জন্য ওটা হারাম করে দেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ অর্থ হল দম আটকিয়ে পড়া, প্রহারে আহত, পতনে ও শিং-এর আঘাতে এবং জন্তুর আক্রমণে মৃতপ্রায় জন্তুকে যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় ও তাকে যবাহ করা যায় তাহলে তা খাওয়া হালাল। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৯/৫০৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমরা প্রহারে, পতনে বা শিংয়ের আঘাতে মৃতপ্রায় জন্তুকে হাত বা পা নড়া-চড়া অবস্থায় পাও তাহলে ওকে যবাহ করে খাও। (তাবারী ৯/৫০৩) তাঊস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে, যদি যবাহ করার পর জন্তু তার কোন অংশকে নাড়ে এবং যবাহ করার পরও বুঝা যায় যে, ওর প্রাণ আছে তাহলে তা খাওয়া হালাল। (তাবারী ৯/৫০৪)

সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রাফে ইব্ন খুদাইজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমরা আশংকা করি যে, আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হতে পারি। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে যদি কোন ছুরি না থাকে তাহলে বাঁশের ধারাল অংশ দ্বারা আমরা যবাহ করতে পারব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'যদি রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় তাহলে তোমরা ঐ জন্তু খাও। কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা কোন জন্তু যবাহ করা যাবেনা। আর এর কারণ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এই বলি যে, দাঁত হচ্ছে হাড় স্বরূপ, আর নখ হচ্ছে আবিসিনিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র। (ফাতহুল বারী ৯/৫৫৪, মুসলিম ৩/১৫৫৮)

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন যে, কা'বা ঘরের এলাকায় অবস্থিত একটি পাথরকে نُصُبٌ বলা হয়। (তাবারী ৯/৫০৮) ইব্ন জুরাইয (রহঃ) আরও বলেন যে, সেখানে ৩৬০টি পূজার বেদী ছিল। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা এ বেদীগুলোর নিকট পশু বলি দিত এবং তারা পবিত্র কা'বা গৃহের নিকটবর্তী বেদীগুলোতে বলি দেয়া পশুগুলোর উপর রক্ত ছিটিয়ে দিত। তারা উক্ত পশুগুলোর গোশ্ত টুকরা টুকরা করে বেদীতে রেখে দিত। (তাবারী ৯/৫০৮) আরও অনেক তাফসীরকারকও এ বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং পূজার বেদীর বলি দেয়া পশুগুলোকে খাওয়া হারাম করে দেন। এমনকি পূজার বেদীর উপর বলিদানকৃত পশুগুলোকে হত্যা করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও তা খাওয়া হারাম। কারণ এটা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় শির্ককে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। আর এটা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবাহ করা জন্তুর হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ ইতোপূর্বেই দেয়া হয়েছে।

তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নিষেধাজ্ঞা

وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ হে মু'মিনগণ! তীরের সাহায্যে অংশ বণ্টন করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। অজ্ঞতার যুগে আরাবরা তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ধারণ করত। সেখানে তিনটি তীর থাকত। একটিতে লিখা থাকত 'কর'। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত 'করনা'। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতনা। কারও কারও বর্ণনানুযায়ী প্রথমটিতে লিখা থাকত 'আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।' দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত 'আমার প্রভু আমাকে নিষেধ করেছেন।' আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতনা। যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-সংকোচ আসতো তখন তারা এ তীর নিক্ষেপ করত। যদি নির্দেশসূচক তীরটি উঠত তখন তারা ঐ কাজটি করত। নিষেধসূচক তীরটি উঠলে তারা ঐ কাজটি থেকে বিরত থাকত। আর শূন্য তীরটি উঠলে তারা পুনরায় তীর নিক্ষেপ করত। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, اَزْلاَمٌ এমন ধরনের তীরকে বলা হত যদ্বারা তারা তাদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। (তাবারী ৯/৫১৫)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক এবং অন্যান্যদের মতে কুরাইশদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল হুব্‌ল। ওটা পবিত্র কা'বা গৃহের ভিতর কূপের মধ্যে পোঁতা ছিল। কা'বা ঘরের জন্য যে সমস্ত উপঢৌকন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসত তা উক্ত কূপে সংরক্ষিত রাখা হত। হুবলের নিকট সাতটি তীর রাখা হত, এ তীরগুলোতে কিছু লিখা থাকত। তাদের বিভিন্ন কাজে যখন দ্বিধা-সংকোচের সৃষ্টি হত তখন তারা এ তীরগুলো নিক্ষেপ করত এবং তীরের নির্দেশানুযায়ী কাজ করত। (তাবারী ৯/৫১৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন তখন তিনি সেখানে ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) পূর্ণ মূর্তি দেখতে পান। তাদের দু'হাতে তীর রাখা ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'আল্লাহ তাদেরকে (অজ্ঞতা যুগের আরাবদেরকে) ধ্বংস করুন! কারণ তারা জানত যে, ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কখনও ভাগ্য নির্ধারণে এ তীর ব্যবহার করতেননা।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৬) মুজাহিদ (রহঃ) وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ এর ব্যাখ্যায় আরও বলেন যে, اَزْلاَمٌ বলতে আরাবদের জুয়াখেলার তীর এবং পারস্য ও রোমবাসীদের كَعَاب কে জুয়া খেলার ঘুটিকে বুঝানো হত। (তাবারী ৯/৫১২) তাফসীরকারকগণ বলেন যে, মুজাহিদের (রহঃ) এ মত সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ আছে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আরাবরা তীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং কখনো কখনো জুয়া খেলত। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

মহান আল্লাহ তীর এবং জুয়াখেলা এ দু'টিকে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন এ সূরার শেষাংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে

দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০-৯১) ঠিক এমনিভাবে এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা জঘন্যতা, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা এবং একটি শির্কী কাজ। আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তখন যেন তারা আল্লাহর ইবাদাত করে, তাদের বাঞ্ছিত কাজের জন্য ইস্তেখারা করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের কাজের জন্য মঙ্গল কামনা করে।

মুসনাদ আহমাদ, সহীহ বুখারী এবং সুনান গ্রন্থসমূহে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যাবতীয় কাজে পবিত্র কুরআনের সূরা শিখানোর মত করে ইস্তেখারা সালাত আদায় করা শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়বে তখন তোমরা দু’রাকআত নফল সালাত আদায় করে নিম্নের দু‘আটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْــتَقْــدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْــلِكَ الْعَظِيْمِ. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْــلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (ويسمى حاجته) خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، فَاقْــدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (ويسمى حاجته) شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِــبَةِ أَمْرِي، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى بِهِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট অনুমতি চাই তোমার ইল্মের অসীলায়, আর তোমার কুদরাতী সাহায্য চাই তোমার কুদরাতের অসীলায়, আর তোমার নিকট চাই তোমার মহান ফাযলের অসীলায়। নিশ্চয়ই তুমি কর্মক্ষম, আর আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞাত আছ, আর আমি জ্ঞাত নই। নিশ্চয়ই গায়িবের সমস্ত কিছু তুমি জ্ঞাত আছ। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে কর, এই কাজ (এখানে নিজের

প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য উত্তম দীনের দিক দিয়ে, দুনিয়ার দিক দিয়ে এবং পরবর্তী জীবনের জন্য, তাহলে উহাকে আমার জন্য সহজ করে দাও। তারপর উক্ত কাজে আমাকে বারাকাত দান কর। আর যদি মনে কর, এই কাজ (এখানে নিজের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য ক্ষতিকর আমার দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য তাহলে উহাকে আমা হতে দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাকেও উহা হতে দূরে রাখ। আর যে কাজে আমার মঙ্গল রয়েছে আমাকে দিয়ে তা সম্পন্ন করাও। তারপর আমার উপর রাযী খুশি হয়ে যাও। (আহমাদ ৩/৩৪৪, ফাতহুল বারী ৩/৫৮, আবূ দাঊদ ২/১৮৭, তিরমিযী ২/৫৯১, নাসাঈ ৬/৮০, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৪০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ, গারীব বলেছেন।

শাইতান এবং কাফিরেরা কখনো বিশ্বাস করেনা যে, মুসলিমরা তাদের অনুসরণ করবে

ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিরেরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। (তাবারী ৯/৫১৬) অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ‘আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) ও মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। (তাবারী ৯/৫১৬) আয়াতের এ অর্থ বহনকারী একটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আরাব উপদ্বীপের সালাত আদায়কারীগণ শাইতানের ইবাদাত করবে, শাইতান এটা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে সে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে দ্বিগুণ চেষ্টা করতে থাকবে।’ (মুসলিম ৪/২১৬৬)

উক্ত আয়াতটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, শাইতান ও মাক্কার মুশরিকরা মুসলিমরাও তাদের মত একই রূপ ধারণ করবে এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কারণ ইসলামের গুণাবলী নির্দেশাবলী যেমন শির্‌ক না করা ইত্যাদি এ দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ধৈর্য ধারণ করে, কাফিরদের বিরোধিতায় দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ভয় না করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন ঃ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ‘কাফিরেরা তোমাদের

বিরোধিতা করলে তোমরা তাদেরকে ভয় করনা, বরং তোমরা আমাকে ভয় কর। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব, তাদের উপর বিজয় দান করব এবং তোমাদেরকে হিফাযাত করব যেন তারা তোমাদের ক্ষতি করতে না পারে। আর সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করব।'

ইসলাম মুসলিমকে পরিশীলিত করে

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا এটা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহান দান। কারণ তিনি এ উম্মাতের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যার ফলে তারা অন্য বিধানের মুখাপেক্ষী নয়। এমনিভাবে তিনি তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' বা সর্বশেষ নাবী করেছেন এবং অন্য কোন নাবীর মুখাপেক্ষী করেননি। আর তাদের নাবীকে সমগ্র মানব জাতি ও বিশ্ববাসীর নাবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি যা কিছু হালাল করেছেন সেটাই হালাল এবং যা কিছু হারাম করেছেন সেটাই হারাম। তিনি যে দীনকে প্রবর্তন করেছেন ওটাই একমাত্র দীন এবং তিনি যে সংবাদ প্রদান করেছেন ওটা ন্যায় ও সত্য তাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা বা বৈপরীত্য নেই। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) আল্লাহ এ উম্মাতের দীনকে পূর্ণতা দান করার মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর এ জন্যই তিনি বলেছেন ঃ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।' সুতরাং তোমরা ওটাকে তোমাদের নিজেদের জন্য গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হও। কেননা ওটা সেই দীন যাকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। আর এ দীনসহ তিনি তাঁর সম্মানিত রাসূলদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। এ দীনসহ তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে অবতীর্ণ করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) হারূন ইব্ন আনতারাহর (রহঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ছিল হাজ্জে আকবারের দিন (আরাফাহর দিন)। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উমার (রাঃ)

কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা এ দীনে পূর্ণতা পেয়েছি, কিন্তু এ সম্পর্কে আরও কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এটা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী এখন তা অবনতির দিকে যেতে পারে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন।' (তাবারী ৯/৫১৯) এ হাদীসের অর্থের স্বপক্ষে অন্য একটি সহীহ হাদীস এসেছে, হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

'ইসলাম স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে শুরু হয়েছিল এবং অতিসত্বরই তা স্বল্প সংখ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব ঐ স্বল্প সংখ্যক লোকের জন্য সুসংবাদ।' (মুসলিম ১/১৩০) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একজন ইয়াহুদী উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) নিকট এসে বলেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থে একটি আয়াত আছে, তা যদি ইয়াহুদীদের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে গণ্য করতাম।' তখন উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আয়াতটি কি?' উত্তরে ইয়াহুদী বলে ঃ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا এ আয়াতটি। উমার (রাঃ) তখন বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! যে দিন ও যে সময়ে উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল আমি উক্ত দিন ও সময় সম্পর্কে অবগত আছি। ওটা ছিল আরাফাহর দিন শুক্রবার সন্ধ্যার সময়।' (আহমাদ ১/৩৮) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। (হাদীস নং ১/১২৯, ৪/২৩১৩, ৮/৪০৭ ও ৫/২৫১)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থের কিতাবুত্ তাফসীরে এ হাদীসটি তারিক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ইয়াহুদীরা উমারকে (রাঃ) বলল ঃ 'আপনারা আপনাদের পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন যে, যদি ঐ আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা ঐ দিনকেই ঈদের দিন হিসাবে গ্রহণ করতাম।' তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'আমি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন

কোথায় ছিলেন সেটাও জানি। উক্ত দিনটি ছিল আরাফাহর দিন এবং আল্লাহর শপথ! আমিও সে সময় আরাফাহয় ছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৮/১১৯)

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ 'বর্ণনায় আরাফাহর দিনটি শুক্রবার ছিল' কি-না এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে।' ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ সুফিয়ান যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন যে, শুক্রবারের কথাটি হাদীসের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে কি-না, তাহলে এটা হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর অসতর্কতা। কারণ তিনি সন্দেহ করেছেন যে, তাঁর শিক্ষক তাঁকে শুক্রবারের কথা বলেছেন কি বলেননি। আর যদি তাঁর এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে থাকে যে, বিদায় হাজ্জের বছর আরাফাহয় অবস্থান শুক্রবার দিন হয়েছিল কিনা, তা আমার ধারনায় এ সন্দেহ সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) কর্তৃক হতে পারেনা। কারণ এটা এমন একটি জানা ও প্রসিদ্ধ ঘটনা যাতে 'সিয়াহ এর' লেখক এবং ফকীহ্গণ একমত। এ ব্যাপারে এত অধিক সংখ্যক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাদের বর্ণনায় সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারেনা। উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বহু সনদের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে।

নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণী আহার করার অনুমতি

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন, প্রয়োজনের তাগিদে যদি কোন লোক ওগুলো খেতে বাধ্য হয় তাহলে তা খেতে পারে। আল্লাহ এ ব্যাপারে তার প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কেননা আল্লাহ জানেন যে, সে অপারগ ও অক্ষম হয়ে হারাম খাদ্যকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ইব্ন হিব্বানের (রহঃ) সহীহ গ্রন্থে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন তা পালন করাকে তিনি ঐ রকম পছন্দ করেন যেমন তিনি তাঁর অবাধ্য না হওয়াকে পছন্দ করেন। (ইব্ন হিব্বান ৪/১৮২)

অধিকাংশ লোকের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, মৃত জন্তু হালাল হওয়ার জন্য তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এ শর্ত ঠিক নয়, বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত প্রাণী খেতে বাধ্য ও মজবুর হয়ে পড়বে তখনই তার জন্য তা খাওয়া জায়িয। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে আবূ ওয়াকীদ আল লাইসী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কখনও কখনও এমন স্থানে উপস্থিত হই সেখানে আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘যখন তোমরা দুপুরে ও রাতে কোন খাদ্য না পাও তখন তোমরা তা (মৃত জন্তু) খেতে পার।’ (আহমাদ ৫/২১৮) হাদীসে উল্লিখিত সনদটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই তাঁর গ্রন্থে এনেছেন। অবশ্য সনদটি সহীহ। কারণ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সনদ সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তা উক্ত শর্তগুলি পূরণ করে। এ হাদীসটি ইব্ন জারীরও (রহঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে ইমাম আওযায়ী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

غَيْرَ مُتَجَانِف لِّإِثْمٍ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয়না তার জন্যই এ প্রকারের হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা বৈধ। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ মহান আল্লাহ সূরা মায়িদাহর এ আয়াতে শুধুমাত্র পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য হারাম বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু সীমালংঘনকারীদের জন্যও যে তা ভক্ষণ করা হারাম তার কোন উল্লেখ নেই। যেমন সূরা বাকারাহর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরূপায়, কিন্তু সীমা লংঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৩) এ আয়াত হতে ফিকাহ্বিদগণের একটি দল প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, যে ব্যক্তি সফরে নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, সে সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শারীয়াতের শিথিলতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য শিথিলতা প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে - তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বল ঃ পবিত্র জিনিসগুলি তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত	٤. يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ	**পশু-পাখীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলিকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।**

হালাল বস্তু (খাদ্য) সম্পর্কে বর্ণনা

মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী আয়াতে শরীর বা দীন অথবা উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর ও অপবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন। তবে প্রয়োজনবোধে আবার ঐগুলোকে হালাল করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য বিশদভাবে হারাম বস্তুগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে যদি তোমরা অনন্যোপায় হয়ে পড় তাহলে ঐগুলো খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল।' এরপর মহান আল্লাহ কোন্ কোন্ বস্তু হালাল সেই সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করেন। যেমন সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র বস্তুগুলিকে তাঁর উম্মাতের জন্য হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য হারাম করেছেন। মুকাতিল (রহঃ) বলেন, তাইয়েবাহ হল যা মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন এবং লোকেরা বৈধভাবে রুযী হিসাবে অর্জন করেছে। একদা ইমাম যুহরীকে (রহঃ) 'ওষুধ হিসাবে প্রস্রাব পান করা জায়িয কি না'-এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'ওটা পবিত্র নয়?' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

শিকারী প্রাণী দ্বারা শিকার করা

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ কুকুর, চিতাবাঘ, বাজপাখী প্রভৃতি শিকারী জানোয়ার তোমাদের জন্য যা শিকার করে আনে সেটাও তোমাদের জন্য হালাল। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ এবং ইমামের এটাই অভিমত। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, শিকারী পশু বলতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, বাজপাখী এবং অন্যান্য পশুকে

বুঝানো হয়। (তাবারী ৯/৫৪৮) এ হাদীসটি ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, খায়সামা (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাকহুল (রহঃ) এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (রহঃ) হতেও এ ধরনের বর্ণনা এসেছে। (তাবারী ৯/৫৪৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বাজ এবং অন্যান্য শিকারী পাখীর শিকার যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় এবং শিকারী পশু যদি শিকার হতে না খেয়ে থাকে তাহলে তা যবাহ করে খাওয়া হালাল, অন্যথায় তা হালাল নয়। (তাবারী ৯/৫৪৯) ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে শিকারী পাখীর শিকার শিকারী কুকুরের শিকারের ন্যায়। কারণ শিকারী কুকুর যেমন শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে, অনুরূপভাবে পাখীও শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে। সুতরাং পাখী এবং কুকুরের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ মতকেই সমর্থন করেন। তাঁরা এ মতের স্বপক্ষে আদী ইব্‌ন হাতিমের (রাঃ) হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। আদী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাজ পাখীর শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন ঃ

'যদি সে তোমার জন্য শিকার করে নিয়ে আসে তাহলে তুমি তা খেতে পার।' (তাবারী ৯/৫৫০) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালের (রহঃ) মতে কাল কুকুর দ্বারা শিকার করা জায়েয় নয়। তিনি প্রমাণ হিসাবে সহীহ মুসলিমে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিনটি জিনিস সালাত ভঙ্গ করে থাকে। গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর।'

جَوَارِحُ শব্দটি جَرْحُ ধাতু হতে উদ্ভূত। جَرْح এর অর্থ হল অর্জন করা। যেহেতু শিকারী জন্তুগুলো মালিকের জন্য শিকারকে অর্জন করে (শিকার করে) নিয়ে আসে, সেহেতু এ জন্তুগুলোকে جَوَارِحُ বলা হয়ে থাকে। আর আরাবের অধিবাসীরা এ কথাটি ঐ সময় বলে যে সময় কোন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জন্য ভাল কিছু অর্জন করে নিয়ে আসে। ঠিক এমনিভাবে তারা বলে থাকে فُلاَنٌ لاَجَارِحَ لَهُ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির কোন অর্জনকারী নেই। পবিত্র কুরআনেও جَرْحٌ শব্দটি অর্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ

আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬০)

مُكَلِّبِيْنَ এটা **عَلَّمْتُمْ** হতে **حَالْ** হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে শিকারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যে সমস্ত শিকারী পশুকে তোমরা শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ, আর তারা তাদের থাবা এবং নখ দ্বারা শিকার করে, তাদের শিকার তোমরা খেতে পারবে। সুতরাং এ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিকারী জন্তু যদি তার আঘাতের দ্বারা শিকারকে হত্যা করে তাহলে তা খাওয়া জায়িয হবেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, *আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত পশু-পক্ষীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও।* যখন শিকারী পশুকে শিকারের জন্য পাঠানো হয় তখন কিভাবে শিকার ধরবে, শিকারী পশুকে শিকার করার পর কিভাবে তার মালিক না আসা পর্যন্ত নিজে আহার না করে অক্ষত রাখবে ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। আর আল্লাহ এ জন্যই বলেন ঃ

فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ শিকারী জন্তুগুলো তোমাদের জন্য যা রেখে দেয় তা তোমরা খাও এবং শিকারী পশুগুলোকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তাহলে ওর শিকার খাওয়া হালাল, যদিও সে শিকার করার পর ওকে হত্যা করে ফেলে। এ ব্যাপারে সকল আলেমই একমত। এ আয়াত শিকার সম্পর্কে যে নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে, হাদীসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবী ইব্ন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের জন্য পাঠাই এবং ঐ সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ

'তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং ওকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে থাক তাহলে ওটা তোমার জন্য যা শিকার করে আনবে তা তুমি খেতে পার। আমি বললাম, যদি ইহা শিকারকে মেরে ফেলে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যদিও শিকারী পশু শিকারকে মেরে

ফেলে যাকে তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারে পাঠিয়েছ, যদি ওর সাথে অন্য কোনো কুকুর অংশ না নেয়। কেননা তুমি তোমার কুকুরটিকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়েছ বটে, কিন্তু অন্য কুকুরটিকে তো বিস্‌মিল্লাহ বলে ছাড়া হয়নি।'

আমি বললাম, আমি ধারাল কাঠ দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ 'যদি ওটা তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে আহত করে তাহলে তুমি খেতে পার। কিন্তু যদি ভোতা দিক দিয়ে আহত করে তাহলে খেওনা। কেননা ওকে ঝাপটা দিয়ে মারা হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৩/১৫২৯) অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে, যখন তুমি তোমার কুকুরটিকে ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। অতঃপর যদি ওটা শিকারকে ধরে রাখে এবং তোমার নিকট পৌঁছার সময় ঐ শিকার জীবিত থাকে তাহলে ওকে যবাহ করবে। আর যদি কুকুরটাই ওকে মেরে ফেলে এবং তার থেকে কিছুই ভক্ষণ না করে তাহলে ওটাও তুমি খেতে পার। কেননা কুকুরের ওটাকে শিকার করাই হচ্ছে ওকে যবাহ করা। (ফাতহুল বারী ৯/৫১৩, মুসলিম ৩/১৫৩০) আর এক বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দগুলিও রয়েছে ঃ যদি শিকারী কুকুরটি ওকে ভক্ষণ করে তাহলে তুমি ওটা খেওনা। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে যে, কুকুরটি শিকারটিকে নিজের জন্যই শিকার করেনিতো? (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৫/১৫২৯) এটাই বিজ্ঞজনদের দলীল।

শিকারের জন্তুগুলি শিকার করার উদ্দেশে পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে পাঠাতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ তোমাদের জন্তুগুলো যে হালাল জন্তুগুলো শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ঐ শিকারী জন্তুগুলোকে শিকারের উদ্দেশে ছেড়ে দেয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, যেমনটি আদী (রাঃ) ও সা'লাবা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৩/১৫৩২) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'শিকারী জন্তুকে শিকারের জন্য প্রেরণের সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়ে নাও। তবে ভুলে গেলে কোন দোষ নেই।' (তাবারী ৯/৫৭১) কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর এক স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর সন্তান উমার ইব্ন আবূ সালমাকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

'আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাও।' (ফাতহুল বারী ৯/৪৩১, মুসলিম ৩/১৫৯৯) সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এমন লোকেরা আমাদের নিকট গোশ্ত নিয়ে আসে যারা নও-মুসলিম, তারা (জন্তু যবাহ করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি করেনা তা আমাদের জানা নেই। আমরা সেই গোশ্ত খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তা খেয়ে নাও।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৫০)

٥. ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ

৫। আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলি হালাল করা হল। আহলে কিতাবের যবাহকৃত জীবও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের যবাহকৃত জীবও তাদের জন্য হালাল। আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরাও (তোমাদের জন্য হালাল), যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় (মহর) প্রদান কর, এ রূপে যে, তোমরা (তাদেরকে) পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর; আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ	মিশ্রিত করবে তার ‘আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং সে আখিরাতে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আহলে কিতাবীদের যবাহ করা প্রাণী হালাল

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ হালাল ও হারামের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, সমুদয় পবিত্র বস্তু হালাল। তারপর তিনি ইয়াহুদ ও নাসারাদের যবাহকৃত জীবগুলোর বৈধতার বর্ণনা দিচ্ছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ উমামাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন যে, এখানে এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের স্বহস্তে যবাহকৃত পশু হালাল। (তাবারী ৯/৫৩৭-৫৭৭) এটা খাওয়া মুসলিমদের জন্য হালাল। কেননা তারাও গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করাকে নাজায়িয মনে করে এবং যবাহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়না। যদিও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অমূলক, যা থেকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। সহীহ হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধে আমি চর্বি ভর্তি একটি মশক প্রাপ্ত হই। আমি ওটাকে নিজের অধিকারে নিয়ে নিই এবং বলি, আজ আমি কেহকেও এর অংশ দিবনা। তারপর এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। হঠাৎ দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং মুচকি হাসছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫৫৩)

এ হাদীসটি দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে সে, গানীমাতের মধ্য হতে পানাহারের কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বন্টনের পূর্বেও ব্যবহার করা জায়িয। এ দলীল এ হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিন মাযহাবের ফকীহগণ মালেকীদের সামনে এ সনদ পেশ করে বলেছেন ঃ তোমরা যে বলে থাক, আহলে কিতাবের নিকট যে খাদ্য হালাল সেই খাদ্য আমাদের নিকটও হালাল– এটা ভুল। দেখ, ইয়াহুদীরা চর্বিকে তাদের জন্য হারাম মনে করে থাকে, অথচ মুসলিম ওটা গ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের এ কথা বলা ঠিক নয়। কেননা ওটা ছিল একটি

ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর চেয়ে আরও বেশি প্রমাণযুক্ত ঐ দলীলটি যাতে রয়েছে যে, খাইবারবাসী সদ্য ভাজা একটি ছাগী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপঢৌকন দিয়েছিল যাতে তারা বিষ মিশ্রিত করেছিল। কেননা তাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রানের গোশ্ত পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ গোশ্ত মুখে দিয়ে দাঁত দ্বারা কাটা মাত্রই আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঐ কাঁধ বলে উঠল ঃ 'আমাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ ওটা থুথু করে ফেলে দিলেন। ওর ক্রিয়া তাঁর সামনের দাঁতে রয়েও গেল। আহারের সময় তাঁর সাথে বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মারূরও (রাঃ) ছিলেন। ঐ বিষক্রিয়ায়ই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। এর প্রতিশোধ হিসাবে বিষ মিশ্রিতকারিণী মহিলাটিকেও হত্যা করা হল, যার নাম ছিল যাইনাব। এটা প্রমাণরূপে স্বীকৃত হওয়ার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সঙ্গীগণসহ ঐ গোশ্ত আহারের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং ইয়াহুদীরা যে চর্বিকে হারাম মনে করত তা তারা বের করে ফেলেছে কিনা সেটাও তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেননা। (ফাতহুল বারী ৭/৫৬৯)

এরপর বলা হচ্ছে, তোমাদের (মুসলিমদের) যবাহকৃত জীব তাদের (আহলে কিতাবদের) জন্য হালাল। অর্থাৎ হে মুসলিমরা! তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে তোমাদের যবাহকৃত জীবের গোশ্ত খাওয়াতে পার। এটা এ অর্থের খবর নয় যে, তাদের ধর্মে তাদের জন্য তোমাদের যবাহকৃত প্রাণী হালাল। তবে হ্যাঁ, খুব বেশি বলা হলে এটুকুই বলা যেতে পারে ঃ এটা এ কথারই খবর হবে যে, তাদেরকেও তাদের কিতাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে জীবকে আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়েছে তা তারা খেতে পারে। এ ব্যাপারে এটা সাধারণ কথা যে, যবাহকারী তাদের ধর্মের অনুসারীই হোক বা অন্য কেহ হোক। কিন্তু প্রথম উক্তিটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর অর্থাৎ তোমাদের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে তোমাদের যবাহকৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণ করাতে পার, যেমন তোমরা তাদের যবাহকৃত জন্তুর গোশ্ত খেতে পার। এটা যেন অদল বদলের হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলকে নিজের বিশেষ জামা দ্বারা কাফন পরিয়েছিলেন। কোন কোন বিজ্ঞজন যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তাঁকে নিজের জামাটি প্রদান করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিনিময়ে তার

কাফনের জন্য স্বীয় জামাটি প্রদান করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, একটি হাদীসে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা মু'মিন ছাড়া আর কারও সাথে উঠা বসা ও বন্ধুত্ব করনা এবং মুত্তাকীদের ছাড়া আর কেহকেও নিজেদের খাদ্য খেতে দিওনা।' (আবূ দাঊদ ৫/১৬৭) এ হাদীসটিকে এ অদল বদলের বিপরীত মনে করা ঠিক হবেনা। কেননা হতে পারে যে, মুস্তাহাব হিসাবে এ হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে সতী-সাধ্বী নারীদেরকে বিয়ে করা যাবে

ঘোষিত হচ্ছে, সতী সাধ্বী মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এখানে **مُحْصَنٰتٌ** এর ভাবার্থ হবে ঐ সব নারী যারা সতী সাধ্বী ও ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে **مُحْصَنٰتٌ** এর সাথে **غَيْرَ مُسَافِحَات وَلاَ مُتَّخِذَات أَخْدَان** (৪ ঃ ২৫) এ শব্দগুলি রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা নাজায়িয মনে করতেন এবং বলতেন ঃ তারা বলে যে, ঈসা (আঃ) হচ্ছেন তাদের প্রভু। এর চেয়ে বড় শির্ক আর কি হতে পারে? আর তারা যখন মুশরিক রূপে পরিগণিত হল তখন কুরআনুল হাকীমের **وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَات حَتَّى يُؤْمِنَّ** (*এবং মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করনা)* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২১) এ আয়াতটি তাদের উপর অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুশরিকদেরকে বিয়ে না করার হুকুম নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর যখন আহলে কিতাবের সতী সাধ্বীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ তাদেরকে বিয়ে করেন। সাহাবীগণের একটি দল এ আয়াতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করেন এবং এটাকে কোন অপরাধমূলক কাজ মনে করেননি। তবে এটা সূরা বাকারায় নিষেধযুক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে অন্য আয়াত দ্বারা একে বিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন মেনে নেয়া হবে যে, নিষেধযুক্ত আয়াতের মধ্যে এটাও শামিল ছিল। নচেৎ এ

দু'টি আয়াতের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা আরও বহু আয়াতে আহলে কিতাবীদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ

কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচল ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমান না আসা পর্যন্ত। (সূরা বাইয়্যিনাহ, ৯৮ ঃ ১)

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) আয়াত দু'টিতে তাদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ তোমরা তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট মহর প্রদান কর। অর্থাৎ যেহেতু তারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেহেতু তোমরা তাদেরকে তাদের ন্যায্য মহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ), আমির আশ শা'বী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরীর (রহঃ) ফাতওয়া এই যে, যদি কোন লোক কোন নারীকে বিয়ে করে এবং সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে যে মহর প্রদান করেছে তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিবে। (তাবারী ৯/৫৮৫, ৫৮৬) বলা হচ্ছে ঃ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ তোমরা তাদেরকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। সুতরাং নারীদের জন্য যেমন পবিত্রতা ও সতীত্বের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তেমনই পুরুষদের জন্যও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর সাথে সাথেই বলা হয়েছে যে, তারা যেন না প্রকাশ্য ব্যভিচারী হয়, না এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করে এবং না বিশেষ সম্পর্কের কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সূরা নিসায় এ রূপই নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর তাঁর নিকট পুরুষদের ব্যাপারেও এ হুকুমই প্রযোজ্য যে, কোন

ব্যভিচারী পুরুষের সাথে কোন সতী সাধ্বী নারীর বিয়ে জায়িয নয় যে পর্যন্ত না সে খাঁটি অন্তরে তাওবাহ্ করে এবং জঘন্য কাজ থেকে বিরত হয়।

٦. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

৬। হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ কর এবং পা'গুলি টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী-সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ কর, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চাননা, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয়

নি'আমাত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

উযূ করার নির্দেশ

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, সালাত আদায় করার জন্য অবশ্যই উযূ করতে হবে। পবিত্রতা অর্জন করার জন্য এটি অবশ্য করণীয় যা না করলে অপবিত্রতা দূর হবেনা। একটি দলের ধারণা এই যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূর নির্দেশ ছিল, কিন্তু পরে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুনভাবে উযূ করতেন। মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি উযূ করে মোজার উপর মাসাহ্ করেছিলেন এবং ঐ একই উযূতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছিলেন। এটা দেখে উমার (রাঃ) বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা ইতোপূর্বে কখনও করেননি। তখন তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি ভুলে এরূপ করেছি তা নয়, বরং জেনে শুনে ইচ্ছা করেই করেছি।' (আহমাদ ৫/৩৫৮, মুসলিম ১/২৩২, আবূ দাউদ ১/১২০, তিরমিযী ১/১৯৪, নাসাঈ ১/৮৬, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সুনান ইব্‌ন মাজাহয় রয়েছে যে, যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। তবে প্রস্রাব করলে বা উযূ ভেঙ্গে গেলে নতুনভাবে উযূ করতেন এবং উযূরই অবশিষ্ট পানি দ্বারা মোজার উপর মাসাহ করতেন। এটা দেখে ফযল ইব্‌ন মুবাশ্শীর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কি আপনি নিজের মতানুযায়ী করেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ না, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। (তাবারী ১০/১১, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৭০) ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) প্রতি ওয়াক্তের সালাতের জন্য উযূ করেন, যদিও তিনি তখনও উযূ অবস্থায় থাকেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ আসমা বিনতে যায়িদ ইব্‌নুল খাত্তাব (রহঃ) তাকে বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন

হানযালা ইব্ন আমির আল গাছিল (রহঃ) তাকে (আসমা) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয় সাল্লামকে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য উযূ করতে বলা হয়েছিল, তা উযূ দরকার হোক অথবা না হোক। যখন ইহা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে গেল তখন তাকে প্রতি ওয়াক্তে মিশওয়াক ব্যবহার করতে আদেশ করা হয় এবং প্রয়োজন বোধ করলে উযূ করতে বলা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, তিনি প্রতি ওয়াক্তে উযূ করতে সক্ষম হবেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তাই করে গেছেন। (আহমাদ ৫/২২৫, আবূ দাউদ ৪/৩৬) আবদুল্লাহ ইব্ন উমারের (রাঃ) এই অভ্যাস মানুষকে ভাল কাজের প্রেরণা যোগায়। কিন্তু প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য উযূ করা যরুরী নয় (যদি উযূ ছুটে না যায়)। অধিকাংশ আলেমগণের এটাই অভিমত।

সুনান আবূ দাউদে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হন এবং তাঁর সামনে খাদ্য হাযির করা হয়। আমরা তাঁকে বললাম ঃ আপনার নির্দেশ হলে উযূর পানি নিয়ে আসি। তখন তিনি বললেন ঃ 'যখন আমি সালাতের জন্য দাঁড়াই তখনই শুধু আমার প্রতি উযূর নির্দেশ রয়েছে।' (আবূ দাউদ ৪/৩৬, তিরমিযী ৫/৫৭৯, নাসাঈ ১/৮৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি যখন প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে আবার ফিরে আসেন তখন তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসা হল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহ রাসূল! আপনি কি উযূ করবেন? তিনি বললেন ঃ কেন? আমি কি এখন সালাত আদায় করব যে, আমাকে উযূ করতে হবে? (মুসলিম ১/২৮৩)

উযূ করার নিয়াত এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করা

فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াও তখন উযূ করে নাও' আয়াতের এ শব্দগুলি দ্বারা উলামায়ে কিরামের একটি দল দলীল গ্রহণ করেছেন যে, উযূতে নিয়াত ওয়াজিব। কালামুল্লাহর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা সালাতের জন্য উযূ করে নাও। যেমন আরাবের লোকেরা বলে থাকে, যখন তোমরা আমীরকে দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও অর্থাৎ আমীরের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ 'আমলের পরিণাম নিয়াতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য শুধু ওটাই রয়েছে যার সে নিয়াত করেছে। (ফাতহুল বারী ১/১৫, মুসলিম ৩/১৫১৫)

উযূতে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা বাঞ্ছনীয়। কেননা একটি খুবই বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি উযূতে বিসমিল্লাহ বলল না তার উযূ হলনা।' (আবূ দাঊদ ১/৭৫) এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, উযূর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে হাত ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব। আর যখন কেহ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তার জন্য তো এ ব্যাপারে খুবই তাগীদ রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের কেহ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তখন যেন সে তার হাত তিনবার ধুইয়ে নেয়ার পূর্বে পাত্রে প্রবেশ না করায়, কেননা তোমাদের কেহই জানেনা যে, রাতে তার হাতটি কোথায় ছিল।' (ফাতহুল বারী ১/৩১৬, মুসলিম ১/২৩৩) মুখমণ্ডলের সীমা দৈর্ঘে সাধারণতঃ মাথার চুল গজানোর জায়গা থেকে দাড়ির হাড় ও থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত।

উযূ করার সময় দাড়ি খিলাল করতে হবে

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি উসমানকে (রাঃ) উযূ করতে দেখেছি ... যখন তিনি তার মুখমন্ডল ধৌত করেন তখন তার আঙ্গুল দিয়ে তিনবার দাড়ি খিলাল করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি আমাকে যা করতে দেখছ, আমিও অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখেছি। (জামি আল মাসানিদ ওয়াস সুনান ১৭/১৯৭, তিরমিযী ১/১৩৩, ইব্ন মাজাহ ১/১৪৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

কিভাবে উযূ করতে হবে

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) উযূ করলেন এবং হাতভর্তি পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাক পরিস্কার করলেন। অতঃপর তিনি দুই হাতে পানি নিলেন এবং মুখমন্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি হাতভর্তি পানি নিয়ে তার ডান হাত ধৌত করলেন, অতঃপর একইভাবে তিনি তার বাম হাত ধৌত করলেন। এরপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন। এরপর তিনি হাতপূর্ণ পানি নিয়ে ডান পা ধুইলেন। অতঃপর একইভাবে তিনি বাম পা ধৌত করলেন। সর্বশেষে তিনি বললেন ঃ এভাবেই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযূ করতে দেখেছি। (আহমাদ ১/২৬৮) ইমাম

বুখারীও (রহঃ) তার গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/২৯০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ তোমাদের হাতসমূহ কনুইসহ ধৌত কর। আল্লাহ তা'আলা 'ইলা' শব্দটি অন্য এক আয়াতে যেমন বর্ণনা করেছেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

এবং তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে তাদের ধন সম্পত্তি মিশ্রিত করে ভোগ করনা; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২)

এ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, উযূ করতে গিয়ে হাত ধৌত করার সময় যেন কনুইসহ উর্ধ্ব বাহুরও কিছু অংশ ধৌত করা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতদেরকে এই বলে ডাকা হবে 'আলোর বিচ্ছুরণে বিচ্ছুরিত অংগ প্রত্যংগের অধিকারী হে ঐ লোকসকল!' ইহা উযূ করার কারণেই হবে। অতএব তোমরা যে চাও সে তার শরীরে আলোর বিচ্ছুরণের অংশ বৃদ্ধি করে নাও। (ফাতহুল বারী ১/২৮৩, মুসলিম ১/২১৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূল সাঃ) বলেছেন ঃ মু'মিনদের শরীরের ঐ সমস্ত অংশ আলোকিত হবে যেখানে যেখানে উযূর পানি পৌঁছে। (মুসলিম ১/২১৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَامْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ মাথা মাসাহ কর। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন 'আসিম (রাঃ) নামক সাহাবীকে একটি লোক বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে উযূ করেছেন তা কি আপনি উযূ করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিবেন? তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) পানি চাইলেন এবং হাত দু'টি দু'বার করে ধুইলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত হাত দু'টি দু'বার ধুইলেন। অতঃপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করলেন, মাথার প্রথম অংশ থেকে শুরু করে গ্রীবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে আবার সম্মুখে ফিরিয়ে আনেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। তারপর পা দু'টি ধৌত করলেন। (ফাতহুল বারী ১/৩৪৭, মুসলিম ১/২১০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর নিয়ম আলী (রাঃ) হতেও আবদু খাইর (রাঃ) থেকে এ রকমই

বর্ণিত আছে। (আবূ দাঊদ ১/৮২) সুনান আবূ দাঊদে মু'আবিয়া (রাঃ) এবং মিকদাদ (রাঃ) হতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূ সম্পর্কে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। (আবূ দাঊদ ১/৮৮, ৮৯) এ হাদীসগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফার্‌য হওয়ার দলীল।

আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হামরান ইব্‌ন আবান (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি উসমান ইব্‌ন আফফানকে (রাঃ) উযূ করতে দেখেছি। উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাঃ) উযূ করতে বসে দু'হাতের উপর তিনবার পানি ঢালেন ও হাত দু'টি তিনবার ধৌত করেন, তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত। তারপর মাথা মাসাহ করেন। এরপর তিনবার করে পা দু'টি ধৌত করেন। অতঃপর উসমান (রাঃ) বললেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে উযূ করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন ঃ যদি কেহ আমার মত (এভাবে) উযূ করে এবং এরপর দু রাক'আত সালাত আদায় করে এবং সালাত আদায় করার সময় অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা না করে তাহলে তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আবদুর রায্‌যাক ১/৪৪, ফাতহুল বারী ১/৩১১, মুসলিম ১/২০৫) ইমাম আবূ দাঊদ একবার মাথা মাসাহ করার কথা বলেছেন। (আবূ দাঊদ ১/৮০, ৮২)

পা ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ অর্থ হচ্ছে পায়ের টাখনু পর্যন্ত। لَام কে **وُجُوهَكُمْ** **وَأَيْدِيَكُمْ** এর উপর **عَطْف** করে **نَصَب** পড়া হয়েছে এবং এভাবে ধৌত করার দিকে ফিরোনো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এরূপভাবেই পাঠ করতেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) এটাই করতেন। উরওয়া (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইবরাহীম তাইমীও (রহঃ) অনুরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ১০/৫৪-৫৭) আর সুস্পষ্ট কথা এটাই যে, পা ধুইতেই হবে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদেরও এটাই নির্দেশ যে, পা ধুইতেই হবে। এখান থেকেই সালাফগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সম্পূর্ণ পা'ই ধৌত করতে হবে, শুধু পায়ের উপরের অংশ মুছে নিলে হবেনা। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি উযূতে তরতীব বা ক্রমান্বয়ে করাকে শর্ত মনে করতেননা। তার মতে ঃ যদি কেহ প্রথমে পা ধুইয়ে

নেয়, এরপর মাথা মাসাহ করে, তারপর হাত ধৌত করে, অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করে তবুও জায়িয হবে।

পা ধৌত করার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস

আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাঃ), আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুআবিয়া (রাঃ) এবং মিকদাদ ইব্‌ন মা'দীকারবের (রাঃ) বর্ণনাগুলি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করার সময় স্বীয় পদদ্বয় একবার, দু'বার বা তিনবার ধুয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি আগমন করেন তখন আমরা তাড়াতাড়ি উযূ করছিলাম। আমরা তাড়াহুড়া করে আমাদের পাগুলি স্পর্শ করা শুরু করে দেই। সেই সময় তিনি খুবই উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ 'উযূ পূরাপুরিভাবে সম্পন্ন কর। আগুন থেকে তোমাদের পায়ের গোড়ালিকে রক্ষা কর।' (ফাতহুল বারী ১/৩১৯, ৩২১; মুসলিম ১/২১৪, ২১৫) অন্য একটি হাদীসে আছে ঃ 'আগুন থেকে তোমাদের পায়ের গোড়ালি ও পায়ের তলা রক্ষা কর।' (বাইহাকী ১/৭০, হাকিম ১/১৬২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে উযূ করতে দেখতে পান যার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, বরং শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'তুমি ফিরে যাও এবং ভালভাবে উযূ করে এসো।' (মুসলিম ১/২১৫) ইমাম বায়হাকীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৭০)

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) খালিদ ইব্‌ন মি'দানের (রহঃ) মাধ্যমে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন লোককে দেখতে পান যার পায়ের গোড়ালির উপরিভাগের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল, সেখানে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় উযূ করার নির্দেশ দেন। (আহমাদ ৩/৪২৪, আবূ দাউদ

১/১২১) কিন্তু তিনি صَلَوةٌ বা সালাত শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। এ ইসনাদটি উত্তম, মযবুত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

আঙ্গুলের মধ্যস্থিত অংশগুলিও পরিস্কার করা প্রয়োজন

উসমান (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তাতে এও রয়েছে যে, তিনি আঙ্গুলগুলি খিলালও করেছিলেন। (মাজমাওউয যাওয়ায়িদ ১/২৩৫) সুনান গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, সাবরা' (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'উযূ পূর্ণভাবে ও উত্তমরূপে কর, আঙ্গুলগুলির মধ্যে খিলাল কর এবং নাকে উত্তমরূপে পানি দাও। তবে যদি সিয়াম অবস্থায় থাক তাহলে অন্য কথা।' (আবূ দাঊদ ১/৯৯, তিরমিযী ১/১৪৯, নাসাঈ ১/৭৯, ইব্ন মাজাহ ১/১৪২)

চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করা একটি গৃহীত সুন্নাহ

মুসনাদ আহমাদে আউস ইব্ন আবী আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি দেখছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করেন এবং স্বীয় চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করেন। তারপর সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হন।' (আহমাদ ৪/৮) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এ হাদীসটি আউস ইব্ন আবী আউস (রাঃ) মারফত বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার পর তিনি উযু করলেন এবং মোজা ও পায়ের উপর মাসাহ করলেন। (আবূ দাঊদ ১/১১৩)

মুসনাদ আহমাদে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরই আমি মুসলিম হই। আমার ইসলাম গ্রহণের পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোজার উপর মাসাহ করতে দেখেছি।' (আহমাদ ৪/৩৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাম্মাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, জারীর (রাঃ) প্রস্রাব করেন, তারপর উযূ করেন এবং মোজার উপর মাসাহ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কি এরূপই করে থাকেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি।' আমাশ (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম (রহঃ) বলেন যে, জনগণের কাছে এ হাদীসটি খুবই ভাল লাগত। কেননা জারীরের ইসলাম গ্রহণ সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা ছিল।

(ফাতহুল বারী ১/৫৮৯, মুসলিম ১/২২৮) আহকামের বড় বড় কিতাবগুলিতে ধারাবাহিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের দ্বারা মোজার উপর মাসাহ সাব্যস্ত রয়েছে।

রোগগ্রস্ত অবস্থায় অথবা পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে

এবার তায়াম্মুমের নিয়মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী-সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ কর।

এর পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আয়াতে তায়াম্মুমের শানে নযূলও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একটি বিশেষ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নে দেয়া হল ঃ

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার গলার হারটি 'বাইদা' নামক স্থানে পড়ে যায়। আমরা মাদীনায় প্রবেশকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সওয়ারীটি থামিয়ে দেন এবং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে আমার পিতা আবূ বাকর (রাঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে তিরস্কারের সুরে বলেন ঃ 'তুমি হার হারিয়ে ফেলে লোকদেরকে থামিয়ে দিয়েছ?' এ কথা বলে তিনি আমাকে তার হাত দিয়ে আমার পাঁজরে আঘাত করেন যার ফলে আমার কষ্টবোধ হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে আমি নড়াচড়া করা হতে বিরত থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে ওঠেন এবং ইতোমধ্যে ফাজরের সালাতের সময় হয়ে যায়। সুতরাং তিনি পানির খোঁজ করেন। কিন্তু পানি পাওয়া গেলনা। সেই সময় এ পূর্ণ আয়াতটি

অবতীর্ণ হয়। তখন উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রাঃ) বলে ওঠেন ঃ 'হে আবূ বাকরের (রাঃ) বংশধর, আল্লাহ জনগণের জন্য তোমাদেরকে কল্যাণময় বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা তাদের জন্য পূরাপুরি কল্যাণময় হয়ে গেলে।' (ফাতহুল বারী ৮/১২১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকারের সংকীর্ণতা ও অসুবিধায় ফেলতে চাননা। এ জন্যই তিনি দীনকে সহজ ও হালকা করে দিয়েছেন, কঠিন ও মুশকিল করেননি। হুকুমতো ছিল এই যে, তোমরা পানি দ্বারা উযূ করবে। কিন্তু যদি পানি পাওয়া না যায় কিংবা তোমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড় তাহলে তোমাদেরকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তায়াম্মুম করার সময় শুধু একবারই মাত্র মাটিতে হাত মারতে হবে, এরপর মুখমন্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ বরং আল্লাহ চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমাত পরিপূর্ণ করতে, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অর্থাৎ তাঁর প্রশস্ত আহকাম, কোমলতা, দয়া, সহজকরণ এবং অবকাশ দানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

উযূ করার পর আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া

উযূর পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তা যেন এ আয়াতেরই আওতাভুক্ত রয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, সুনান এবং সহীহ মুসলিমে উকবা ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমরা পালাক্রমে উট চরাতাম। আমি আমার পালার দিন রাতে ইশার সময় আগমন করে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে জনগণকে কিছু বলতে রয়েছেন। আমি যখন পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনতে পেলাম ঃ

'যে মুসলিম ভালভাবে উযূ করে আন্তরিকতার সাথে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।' এ কথা শুনে আমি বললাম, বাহ! বাহ! এটা তো খুবই ভাল কথা। আমার এ কথা শুনে আমার সামনে উপবিষ্ট একজন সাথী বললেন ঃ 'এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথাটি বলেছিলেন তা এর চেয়েও অধিক উত্তম।' আমি খুব গভীরভাবে লক্ষ্য

করে বুঝলাম যে, তিনি হচ্ছেন উমার ফারূক (রাঃ)। আমাকে তিনি বললেন, তুমি তো এখনই এলে। তোমার আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর বলে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায়, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ ৪/১৫৩, মুসলিম ১/২০৯, আবূ দাঊদ ১/১১৮, নাসাঈ ১/৯২, ইব্ন মাজাহ ১/১৫৯)

উযূ করার গুরুত্ব

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন কোন মুসলিম বা মু’মিন উযূ করতে বসে, অতঃপর তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সাথে তার চক্ষুদ্বয়ের সমুদয় পাপ ঝরে পড়ে। অনুরূপভাবে হাত ধোয়ার সময় হাতের সমুদয় পাপ এবং এভাবেই পা ধোয়ার সময় পায়ের সমুদয় পাপ পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সাথে ঝরে পড়ে। অবশেষে সে পাপসমূহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে যায়।’

তাফসীর ইব্ন জারীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তার কান হতে, চোখ হতে, হাত হতে এবং পা হতে সমস্ত পাপ ঝরে পড়ে।’ (মুআত্তা ১/৩২, মুসলিম ১/২১৫) সহীহ মুসলিমে আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘উযূ হচ্ছে অর্ধেক ঈমান। ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলার কারণে সাওয়াবের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে ফেলে। সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ এবং সাদাকাহ হচ্ছে দলীল স্বরূপ। কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। প্রত্যেক লোক সকালে উঠেই স্বীয় প্রাণকে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। অতঃপর সে ওকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।’ (মুসলিম ১/২০৩) সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হারাম সম্পদের সাদাকাহ আল্লাহ কবূল করেননা এবং উযূ ছাড়া সালাতও কবূল করেননা।' (মুসলিম ১/২০৪)

৭। আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাগুলিরও পূর্ণ খবর রাখেন।	٧. وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَـٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিধানসমূহ পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।	٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

৯। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।	٩. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ۙ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
১০। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমার বিধানসমূহকে মিথ্যা জেনেছে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী।	١٠. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ
১১। হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল যে, তোমাদের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের হাতকে তোমাদের দিক থেকে থামিয়ে দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং মু'মিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।	١١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ যে ইহসান করেছেন

এ বিরাট ধর্ম এবং এ মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের উপর যে ইহসান করেছেন সেটাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর সেই অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকার জন্য তাদেরকে

হিদায়াত করছেন, যে অঙ্গীকার মুসলিমরা করেছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের অনুগত হবে, তাঁকে সর্ব প্রকারের সাহায্য করবে, দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, নিজেরা তা কবূল করবে এবং অপরের নিকটও তা পৌঁছে দিবে। ইসলাম গ্রহণের সময় প্রতিটি মু'মিন স্বীয় বাইআতে উক্ত জিনিসগুলি স্বীকার করত। সাহাবায়ে কিরাম নিম্নলিখিত ভাষায় বলেছিলেন ঃ 'আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করছি যে, আমরা শুনতে থাকব, মানতে থাকব। আমাদের মনের চাহিদা হোক বা না-ই হোক অথবা অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হোক না কেন। কোন যোগ্য লোকের নিকট থেকে আমরা কোন কাজ ছিনিয়ে নিবনা।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৮) এটাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে (৫ ঃ ৭) ইয়াহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকারের কথা দিয়েছ, এরপরেও তাঁকে মান্য না করার কি কারণ থাকতে পারে? সর্বাবস্থায় মানুষের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তিনি অন্তরের গোপনীয় কথাও পূর্ণভাবে অবগত রয়েছেন।

ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা

ঘোষিত হচ্ছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ হে মু'মিনগণ! লোকদেরকে দেখানোর জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং ইনসাফের সাথে সঠিক সাক্ষী হয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে একটি উপহার দিয়েছিলেন। তখন আমার মা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি এ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারিনা যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর উপর সাক্ষী বানানো হয়।' এ কথা শুনে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা

করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমার অন্যান্য সন্তানদেরকেও কি এরূপ দান করেছ?' আমার পিতা উত্তরে বললেন ঃ 'না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় সন্তানদেরকে সমান চোখে দেখ। আমি কোন অত্যাচারের উপর সাক্ষী হতে পারিনা।' আমার পিতা তখন ঐ দান আমার নিকট হতে ফিরিয়ে নেন। (ফাতহুল বারী ৫/২৫০, মুসলিম ৩/১২৪২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদল ও ইনসাফের পথ থেকে সরিয়ে না দেয়। বন্ধু হোক বা শত্রু হোক, তোমাদের ইনসাফের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত। এটাই হচ্ছে তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। কুরআন মাজীদে এ ধরণের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন নিম্নের এ আয়াতটিতে রয়েছে ঃ

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৪) আর যেমন সাহাবীয়াগণের কেহ কেহ উমারকে (রাঃ) বললেন ঃ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِن رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে আপনি অনেক বেশি কঠোর ও কঠিন হৃদয়ের। অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই কঠোর ছিলেননা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের আমল সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ভাল ও মন্দের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি মু'মিনদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে মহান পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত দান করার অঙ্গীকার করেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা এ রাহমাত একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই লাভ করবে, কিন্তু এ রাহমাতের প্রতি মনোযোগ দেয়ার কারণ হবে তাদের আমল। অতএব, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকারের প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ এবং সব কিছুই তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ন্যায় বিচারক, বিচক্ষণ এবং ন্যায়ানুগ। তিনি কখনও ভুল করেননা। কারণ তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী।

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর মদদ এই যে, তিনি কাফিরদেরকে মু'মিনদের উপর সামগ্রিক বিজয় দান করেননা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের আর একটি নি'আমাতের কথা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মানযিলে অবতরণ করেন। জনগণ বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাতিয়ার একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁর তরবারীটি হাতে টেনে নিয়ে বলে, আপনাকে এখন আমার হাত থেকে কে বাঁচাতে পারে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'মহামহিমান্বিত আল্লাহ (আমাকে বাঁচাবেন)।' সে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় এ উত্তরই দিলেন। বেদুঈন তৃতীয়বার বলল, 'আপনাকে আমা থেকে রক্ষা করবে কে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ।' বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা শোনার পর বেদুঈন তার হাত থেকে তরবারীটি ফেলে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে ডাক দিলেন। তাঁরা এসে গেলে তিনি তাঁদের কাছে বেদুঈনের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। সে তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দিলেননা। কাতাদাহ (রহঃ) মাঝে মাঝে এটি বর্ণনা করে বলতেন ঃ কতগুলো লোক প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তারাই ঐ বেদুঈনকে গুপ্ত ঘাতক হিসাবে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ করে দেন। (আবদুর রায্যাক ১/১৮৫) সহীহ বুখারী থেকে জানা যায় যে, ঐ বেদুঈনের নাম ছিল গাওরাস ইব্ন হারিস। (বুখারী ৪১৩৫, ৪১৩৬, ৪১৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত

আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে হত্যা করার উদ্দেশে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাদেরকে দা‘ওয়াত করে। কিন্তু মহান আল্লাহ এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন। সুতরাং তারা বেঁচে যান। এ কথাও বলা হয়েছে যে, কা‘ব ইব্ন আশরাফ এবং তার ইয়াহুদী সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে কষ্ট দিতে চেয়েছিল। এটা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমেরী লোকদের দিয়াত গ্রহণের জন্য তাদের নিকট গিয়েছিলেন। ঐ সময় বানী নাযীর গোত্রের দুষ্ট লোকেরা আমর ইব্ন জাহাশ ইব্ন কা‘বকে উত্তেজিত করে বলেছিল ঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে আলোচনায় লিপ্ত রাখব, এ সুযোগে তুমি উপর থেকে তাঁর উপর পাথর ফেলে দিয়ে তাঁকে দুনিয়া হতে বিদায় করে দিবে।’ কিন্তু মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পথিমধ্যেই তাদের দুষ্টামির কথা জানিয়ে দেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ সেখান হতে ফিরে আসেন। এ আয়াতে ঐ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ মু’মিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। বিপদ আপদ থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে বানূ নাযীরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং কতক লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

১২। আর আল্লাহ বানী ইসরাঈলদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্য হতে বারো জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; এবং আল্লাহ বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, যদি তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দিতে থাক এবং	١٢. وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ	আমার রাসূলদের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপগুলি তোমাদের থেকে মুছে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অনন্তর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়ল।
١٣. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ	১৩। বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিলাম। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে বসেছে, আর আগামীতেও (অবিরত) তাদের কোন না কোন খিয়ানাতের

عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ	সংবাদ তোমার নিকট আসতে থাকবে, তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাক এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারী লোকদেরকে ভালবাসেন।
١٤. وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ	১৪। আর যারা বলে ঃ ‘আমরা নাসারাহ,’ আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম, অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা নিজেদের এক বড় অংশ বিস্মৃত হয়েছে। সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন।

ওয়াদা ভঙ্গ করায় আহলে কিতাবীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

উপরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে অঙ্গীকার পূরা করা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে প্রকাশ্য ও গোপনীয় নি‘আমাতগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখন এ আয়াতগুলিতে তাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের নিকট হতে গ্রহণকৃত অঙ্গীকারের হাকীকাত ও অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারপর তারা যখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তখন তিনি তাদের অন্তরকে হিদায়াত লাভ

এবং সত্য ধর্ম বিষয়ে কোন কিছু শোনা থেকে তালাবদ্ধ করে দেন (মোহর মেরে দেন)। ফলে তারা উপকারী জ্ঞান এবং সঠিক আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়।

তাদের বারোজন সর্দার যারা তাদের নিকট বাইআত গ্রহণ করত যে, তারা যেন আল্লাহর এবং রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, মূসা (আঃ) যখন প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে (ফিলিস্তিনে) যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তখন এ ঘটনাটি ঘটে এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে দলনেতা নিযুক্ত করার আদেশ করেছিলেন। (তাবারী ১০/১১৩)

আকাবায় বাইয়াত নেয়া আনসার নেতাগণের বর্ণনা

এটা স্মরণীয় বিষয় যে, লাইলাতুল আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আনসারগণের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করেন সেই সময় তাঁদের সর্দারও বারজনই ছিলেন। আউস গোত্রের ছিলেন তিনজন। তাঁরা হলেন ঃ (১) উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ), (২) সা'দ ইব্ন খাইসামাহ (রাঃ) এবং (৩) রিফাআ ইব্ন আবদুল মুনযির (রাঃ)। অন্য বর্ণনায় আবদুল হাইসাম ইব্ন তাইহান (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। বাকী নয়জন সর্দার ছিলেন খাযরাজ গোত্রের মধ্য হতে। তারা হচ্ছেন ঃ (১) আবূ উমামাহ আসআদ ইব্ন যারারাহ (রাঃ), (২) সা'দ ইব্ন রাবী' (রাঃ), (৩) আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাহ (রাঃ), (৪) রাফি ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান (রাঃ), (৫) বারা ইব্ন মারূর (রাঃ), (৬) উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), (৭) সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ), (৮) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম (রাঃ) এবং (৯) মুনযির ইব্ন উমার ইব্ন খুনাইস (রাঃ)। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, কবি কা'ব ইব্ন মালিক তার কবিতায় এ আনসারগণের নাম উল্লেখ করেছেন। (ইব্ন হিসাম ২/৮৬-৮৭) এ সর্দারগণ নিজ নিজ কাওমের পক্ষ থেকে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে শ্রবণ করার ও মান্য করার বাইআত গ্রহণ করেন।

এখন ঐ আহাদ ও অঙ্গীকারের আলোচনা করা হচ্ছে যা আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই অঙ্গীকার এই যে, তারা সালাত আদায় করবে, যাকাত দিবে, আল্লাহর রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করবে, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিজেদের সম্পদ খরচ

করবে। তারা যদি এ সব কিছু পালন করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা তাদের সাথে থাকবে, তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হবে এবং তাদের ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।

ইয়াহুদীদের ওয়াদা ভঙ্গ করার পরিণাম

আল্লাহ বলেন ঃ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ পক্ষান্তরে তারা যদি এ অঙ্গীকারের পরও তা থেকে ফিরে যায় এবং ওগুলি পালন না করে তাহলে অবশ্যই তারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সুতরাং হলও তাই। فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ তারা অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিল এবং ওয়াদা খেলাফ করল। তখন তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হল, তারা হিদায়াত থেকে দূরে সরে পড়ল, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তারা ওয়াজ-নাসীহাতে মোটেই উপকৃত হলনা, তাদের বিবেক-বুদ্ধি বিগ্‌ড়ে গেল, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِه আল্লাহর কথাকে তারা হেরফের করতে লাগল এবং ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে লাগল। কালামুল্লাহর প্রকৃত ভাবার্থ যা হবে তা পরিবর্তন করে অন্য ভাবার্থ বুঝতে ও বুঝাতে লাগল এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঐ সব মাসআলা বর্ণনা করতে লাগল যা আল্লাহ বলেননি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ তুমি তাদেকে ক্ষমা ও মার্জনা করতে থাক। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উত্তম হবে। সালাফগণের কেহ কেহ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে আল্লাহর নাফরমানীমূলক ব্যবহার করে, তুমি তাকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান কর।' এতে যৌক্তিকতা ও পরিণামদর্শিতা এই রয়েছে যে, ফলে সে হয়তো ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আল্লাহ তাকে হিদায়াত নসীব করবেন।ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। অর্থাৎ যারা অপরের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে তার সাথে সৎ ব্যবহার করে, এরূপ লোককে আল্লাহ খুবই ভালবাসেন। কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন যে, দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার হুকুম জিহাদের নিম্নের আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে ঃ

قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক। (সূরা তাওবাহ, (৯ ঃ ২৯) (তাবারী ১০/১৩৪)

খৃষ্টানরাও আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তাদের এ আচরণের পরিণাম

ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ **وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ** খৃষ্টানদের নিকট থেকেও আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তারা আমার প্রেরিত রাসূলের উপর ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে। কিন্তু ইয়াহুদীদের মত তারাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং তা কিয়ামাত পর্যন্ত জারী থাকবে। তারা আজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল অপর দলকে কাফির ও অভিশপ্ত বলছে এবং নিজেদের উপাসনালয়েও আসতে দেয়না। মালিকিয়্যাহ দল ইয়াকূবিয়্যাহ দলকে খোলাখুলিভাবে কাফির বলছে। তাদের এক গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় ও আখিরাতে অবিশ্বাস ও ধর্ম ত্যাগ করার ব্যাপারে নালিশ করতে থাকবে যখন তাদেরকে স্বাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকা হবে। এরূপ সমস্ত দলই করতে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন। এ কথা দ্বারা খৃষ্টানদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা মহান আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ তো হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। আর তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেহই নেই।

১৫। হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে, তোমরা কিতাবের যে সব বিষয় গোপন কর তন্মধ্য	١٥. يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ

جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ	হতে বহু বিষয় সে তোমাদের সামনে পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করে, আর বহু বিষয় (প্রকাশ করা) বর্জন করে, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এক আলোকময় বস্তু এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব (কুরআন)।
١٦. يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	১৬। তা দ্বারা আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে শান্তির পন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তিনি তাদেরকে নিজ তাওফীকে (ও করুণায়) কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল (সঠিক) পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

রাসূল (সাঃ) এবং কুরআনের মাধ্যমে হক (সত্য) প্রচার

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত ও দীনে হকসহ আরাব-অনারাব, শিক্ষিত-মূর্খ সমস্ত মাখ্লুকের নিকট পাঠিয়েছেন। মু‘জিযা ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাঁকে দান করেছেন। যে কথাগুলো ইয়াহুদ ও নাসারা বদলে দিয়েছিল, ভুল ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ বানিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ দিয়েছিল, কিতাবুল্লাহর যে অংশটি তাদের জীবনের প্রতিকূল ছিল তা তারা গোপন করে দিয়েছিল, ঐ সব কিছুই এ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ করে

দেন। তবে যেগুলি বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই সেগুলি তিনি বর্ণনা করেননা। মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ব্যভিচারীকে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করার মাসআলাকে অস্বীকার করল সে অজ্ঞতা বশতঃ কুরআন কারীমকে অস্বীকার করল। কেননা يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ (৫ ঃ ১৫) এ আয়াতে ঐ রজমকেই গোপন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন ঃ

قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ তিনিই তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সত্য সন্ধানীদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে দেয়, লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এ কিতাবের কারণে আল্লাহর নি‘আমাতসমূহ লাভ করা এবং তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া খুবই সহজ। এটা ভ্রান্তিকে বিদূরিতকারী এবং হিদায়াতকে প্রকাশকারী।

১৭। অবশ্যই তারা কাফির যারা বলে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং হচ্ছেন মসীহ্ (ঈসা) ইবনে মারইয়াম! তুমি বল ঃ যদি আল্লাহ মসীহ্ (ঈসা) ইবনু মারইয়ামকে ও তার মাতাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তাহলে এরূপ কে আছে যে তাদেরকে আল্লাহ হতে এতটুকু রক্ষা করতে পারে? আল্লাহরই কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয়

١٧. لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

কিছুর উপর; তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।	وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَاۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ
১৮। ইয়াহুদী ও নাসারাহ্ বলে ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তুমি তাদের বলে দাও, আচ্ছা তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে কেন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ মানুষ মাত্র, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আর আল্লাহর কর্তৃত্ব রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও; আর সবাইকে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	١٨. وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥۚ قُلۡ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمۖ بَلۡ أَنتُم بَشَرٞ مِّمَّنۡ خَلَقَۚ يَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۚ وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ

কুফরী এবং খৃষ্টানদের অবিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা খৃষ্টানদের কুফরের কথা বর্ণনা করছেন যে, তারা আল্লাহরই সৃষ্টিকে তাঁরই সমান মর্যাদা প্রদান করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, খৃষ্টানরাও অবিশ্বাসী। কারণ তারা মারইয়াম তনয় ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলে সাব্যস্ত করেছে, অথচ সে আল্লাহর দাস বা বান্দা এবং তাঁরই সৃষ্ট জীব। তারা যে বিষয়ে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে তা হতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ শির্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্ত কিছুই তাঁর অনুগত এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। সবকিছুর উপরই তাঁর আধিপত্য রয়েছে। এমন কেহ নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি তিনি মাসীহকে (আঃ), তাঁর

মাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সৃষ্টজীবকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তবুও কারও শক্তি নেই যে, তাঁর সামনে এগিয়ে আসে এবং তাঁকে বাধা প্রদান করে। وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء সমস্ত প্রাণী ও সৃষ্ট বস্তুর উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। সকলের মালিক ও অধিকর্তাও তিনিই। তিনি যা চান তা'ই করেন। কোন জিনিসই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নেই। কেহই তাঁর কাজের কোন হিসাব নিতে পারেনা। তাঁর রাজত্ব ও সাম্রাজ্য খুবই প্রশস্ত। তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুবই উচ্চ। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, তিনি মহাকারীগর। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই ভাঙ্গেন ও গড়েন। তাঁর শক্তির কোন সীমা নেই। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

আল্লাহর সন্তান দাবী করায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তিরস্কার

খৃষ্টানদের দাবী খণ্ডনের পর এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান উভয়েরই দাবীকে আল্লাহ খণ্ডন করছেন। তারা আল্লাহর উপর একটা মিথ্যা আরোপ এভাবে করেছে যে, তারা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) ও প্রিয় পাত্র। তারা নাবীগণের পুত্র এবং আল্লাহর আদরের সন্তান। তারা নিজেদের সৃষ্ট কিতাব থেকে নকল করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলকে (ইয়াকূব (আঃ)) বলেছিলেন ঃ اَنْتَ اِبْنِىْ بَكَرِى 'অতঃপর তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভাবার্থ বদলে দিয়ে বলে ঃ তিনি যখন আল্লাহর পুত্র হলেন তখন আমরাও তাঁর পুত্র ও প্রিয়পাত্র হলাম। অথচ তাদেরই মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বিবেচক ছিলেন তারা ইসলাম কবূল করেন এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মিথ্যা দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বলেন যে, এ শব্দগুলি দ্বারা ইসরাঈলের (আঃ) শুধু মর্যাদা ও সম্মানই প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র। এর দ্বারা তাঁর আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয়না। বরং এ বর্ণনার অর্থ হচ্ছে ইয়াকূব (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়দের একজন। সুতরাং এ শব্দ শুধুমাত্র সম্মান ও মর্যাদার জন্যই ছিল, অন্য কিছুর জন্য ছিলনা। এ জন্যই যখন তারা (ইয়াহুদী/খৃষ্টানরা) বলে যে, তারা আল্লাহর সন্তান এবং পছন্দনীয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم যদি এটা ঠিকই হয় তাহলে তোমাদের কুফ্র ও মিথ্যা আরোপের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করবেন কেন?

ইয়াহুদীদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ অন্যান্য মানুষের মত তোমরাও মানুষই বটে। অন্যান্য লোকদের উপর তোমাদের কোনই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর মহাবিচারক এবং তিনিই হচ্ছেন তাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালাকারী; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। তাঁর কোন হুকুমকেই কেহ প্রতিরোধ করতে পারেনা। তিনি অতি সত্ত্বরই বান্দাদের কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণকারী। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের সমুদয় মাখলুক তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবকিছুরই প্রভু তিনিই। সমস্তই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই বান্দাদের ফাইসালা করবেন। তিনি অত্যাচারী নন, তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি পুণ্যবানদেরকে শান্তি এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

১৯. يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

১৯। হে আহলে কিতাব! রাসূলদের আগমন দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হুকুম) বলে দিচ্ছে, যেন তোমরা (কিয়ামাত দিনে) বলতে না পার যে, তোমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রর্দশনকারী আগমন করেনি। (এখন তো) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রর্দশনকারী এসে গেছে, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ আমি তোমাদের সকলের নিকট স্বীয় রাসূল পাঠিয়েছি যে শেষ নাবী, যার পরে

আর কোন নাবী বা রাসূল আসবেনা। দেখ, ঈসার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন রাসূলের আগমন ঘটেনি। এ সুদীর্ঘ সময়ের পরে এ নাবী আগমন করেছে। ঈসা (আঃ) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সময়ের পার্থক্যের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। আবূ উসমান আন নাহদী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যবধান হল ৬০০ বছর। (বাগাভী ২/২৩) ইমাম বুখারীও (রহঃ) সালমান ফারসী (রাঃ) হতে একই মতামত প্রকাশ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৭/৩২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, ঐ সময় ছিল ৫৬০ বছর। (বাগাভী ২/২৩) আর মা'মার (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা ছিল ৫৪০ বছর। (আবদুর রায্যাক ১/১৮৬) আবার কেহ কেহ বলেছেন যে, ঐ সময় ছিল ৬২০ বছর। তবে বিভিন্ন বর্ণনার ভিতর যে সময়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার ভিতর খুব একটা বৈপরীত্য নেই। যারা বলেছেন যে, তাদের মাঝে ব্যবধান ৬০০ বছর, তারা চান্দ্র মাসের হিসাবে বলেছেন। অপর দিকে অন্য মতামত প্রদানকারীগণ সূর্য মাসের হিসাব করে বলেছেন, যেহেতু প্রতি একশত বছরে চান্দ্র মাস ও সূর্য মাসের মধ্যে তিন বছরের পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا

'তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরও নয় বছর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৫) সুতরাং সূর্য হিসাবে তাদের গর্তে অবস্থানের সময়কাল আহলে কিতাবের যা জানা ছিল তা ছিল তিনশ বছর। তার সাথে নয় বছর বাড়িয়ে দিয়ে চান্দ্র মাসের হিসাব পূর্ণ হয়ে গেল। এ আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা (আঃ) হতে সাধারণভাবে বানী আদমের শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে কোন নাবী আসেননি। সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অন্যান্য লোকদের তুলনায় ঈসার (আঃ) সাথে আমার সম্পর্ক বেশি রয়েছে। কেননা আমার ও তাঁর মাঝে কোন নাবী নেই।'(ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) ঐ হাদীস দ্বারা আল-কুদাই এবং অন্যান্যদের ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা মনে করে যে, এ দুই মর্যাদা সম্পন্ন নাবীর মাঝে আরও একজন নাবী ছিলেন, যার নাম খালিদ ইব্ন সিনান। শেষ নাবী আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার বুকে ঐ সময় আগমন করেছেন যে সময় রাসূলগণের শিক্ষা লোপ পেয়েছিল, তাঁদের প্রদর্শিত পথ

নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল, দুনিয়া তাওহীদ বা একাত্মবাদকে ভুলে গিয়েছিল, স্থানে স্থানে মাখলূকের পূজা শুরু হয়েছিল, সূর্য, চন্দ্র ও মূর্তিপূজা চলছিল, আল্লাহর দীন বদলে গিয়েছিল, দীনের আলোর উপর কুফরীর অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল, দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল, আদল ও ইনসাফ এমনকি মনুষ্যত্ব পর্যন্ত দুনিয়া হতে মুছে গিয়েছিল, মূর্খতা ও অজ্ঞতার শাসন চালু হয়েছিল এবং মুষ্টিমেয় ইয়াহুদী রাবী, খৃষ্টান পাদরী এবং সাবেঈন সন্যাসী ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী কেহ ছিলনা।

মুসনাদ আহমাদে আইয়ায ইব্ন হিম্মার আল মাজাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা খুৎবায় বলেন ঃ

'আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যা জাননা তা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। আল্লাহ আমাকে আজই জানিয়ে দিয়েছেন ঃ আমি আমার বান্দাদেরকে যা কিছু দান করেছি তার সবই তাদের জন্য হালাল করেছি, আমি আমার সকল বান্দাকেই একাত্মবাদীরূপে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদের কাছে এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং আমার হালালকৃত বস্তু তাদের উপর হারাম করে দেয়। আর সে তাদেরকে বলে যে, তারা যেন কোন অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং সমস্ত আরাব ও আজমকে অপছন্দ করেছেন, শুধু বানী ইসরাঈলের কতক লোককে নয় যারা তাওহীদ বা একাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারপর তিনি আমাকে বলেছেন ঃ আমি তোমাকে এজন্যই নাবী করে প্রেরণ করেছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব এবং তোমারই কারণে অন্যদেরকেও পরীক্ষা করে নিব। আমি তোমার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানিতে ধুইয়ে ফেলতে পারবেনা, যাকে তুমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করবে। অতঃপর আমার রাব্ব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কুরাইশদের ধ্বংস করে ফেলি। আমি তখন বললাম ঃ হে আল্লাহ! এরা তো আমার মাথায় আঘাত করে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। তখন আমার রাব্ব আমাকে বলেন ঃ আমি তাদেরকে বের করে দিব যেমন তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তোমাকে সাহায্য করা হবে। তুমি তাদের (সাহাবীগণের) জন্য খরচ কর, তোমার উপরও খরচ করা হবে। তুমি তাদের মুকাবিলায় সেনাবাহিনী প্রেরণ কর, আমি তার উপর আরও পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করব। তুমি অনুগতদেরকে নিয়ে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

জান্নাতী লোক তিন প্রকারের। (১) ন্যায়পরায়ণ, সৎ ব্যবহারকারী ও দান খাইরাতকারী শাসক। (২) দয়ালু ব্যক্তি যিনি প্রত্যেক আত্মীয় ও মুসলিমের সাথে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করে থাকেন। (৩) ঐ দরিদ্র দানশীল ব্যক্তি, যিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও দান করেন, অথচ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। আর জাহান্নামী লোক পাঁচ প্রকারের। তারা হচ্ছে (১) ঐ সব দুর্বল লোক যাদের কোন ধর্ম নেই (২) তোমার মৃত্যুর পর তারা পারিবারিক কিংবা ধন-সম্পদের কারণে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবেনা (৩) প্রবঞ্চক/প্রতারক, যারা কারও কাছে তা লুকানোরও চেষ্টা করবেনা, তারা সামান্য জিনিসের জন্যও তা করবে (৪) ঐ সমস্ত লোক যারা দিনে/রাতে মানুষকে, তোমাদের পরিবারকে এবং সম্পদের ব্যাপারে বাটপারী/ধাপ্পাবাজি করে (৫) এ ছাড়া তিনি কটাক্ষকারী, মিথ্যাবাদী এবং অশ্লীল ভাষীদের কথাও উল্লেখ করেছেন। (আহমাদ ৪/১৬২)

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতেও রয়েছে। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের সময় ভূ-পৃষ্ঠে কোন সত্য ধর্ম বিদ্যমান ছিলনা। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার ও ভ্রান্ত পথ থেকে বের করে আলো ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। তাদেরকে তিনি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শারীয়াত দান করেন ঃ

أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ যাতে তাদের ওযর পেশ করার কোন অবকাশ না থাকে এবং তারা এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, তাদের কাছে কোন নাবী-রাসূল আগমন করেননি এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেননি ও জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শন করেননি। ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) **وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** এ আয়াতাংশের অর্থ করেছেন, আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে তাকেই আমি শাস্তি দিতে সক্ষম, আর যারা আমাকে মেনে চলবে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। (তাবারী ১০/১৫৮)

২০। আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি’আমাতকে স্মরণ কর, যখন তিনি	**٢٠. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ**

তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেহকেও দান করেননি।	إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
২১। হে আমার সম্প্রদায়! এই পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেওনা, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	٢١. يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ
২২। তারা বলল ঃ হে মূসা! সেখানে তো পরাক্রমশালী লোক রয়েছে। অতএব তারা যে পর্যন্ত সেখান হতে বের হয়ে না যায় সে পর্যন্ত আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করবনা। হ্যাঁ, যদি তারা সেখান হতে বেরিয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।	٢٢. قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ
২৩। সেই দুই ব্যক্তি (যারা আল্লাহকে ভয়কারীদের অন্ত র্ভুক্ত ছিল এবং যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন) বলল ঃ তোমরা তাদের উপর	٢٣. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا

২৪। তারা বলল ঃ হে মূসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখবনা যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে। অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।	٢٤. قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدۡخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلَآ إِنَّا هَـٰهُنَا قَـٰعِدُونَ
২৫। মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।	٢٥. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ إِلَّا نَفۡسِي وَأَخِي ۖ فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَـٰسِقِينَ
২৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ (তাহলে মীমাংসা এই যে) এই দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এদের হস্তগত হবেনা, এ	٢٦. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيۡهِمۡ ۛ أَرۡبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي

রূপেই তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে, সুতরাং তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য (একটুও) বিষন্ন হয়োনা।	ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ

মূসার (আঃ) অনুসারীদেরকে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে ইয়াহুদীদের অস্বীকৃতি

মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ঐ নি'আমাতের কথা স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য একের পর এক নাবী পাঠাতে রয়েছেন। বানী ইসরাঈল হতে অনেক নাবী আগমন করেছেন যারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁর শাস্তির ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তাদের মাঝের সর্বশেষ নাবী ছিলেন ঈসা (আঃ)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলের (আঃ) বংশ থেকে মানব কল্যাণের জন্য নাবুওয়াতের ও রিসালাতের শেষ রত্ন হিসাবে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী ও রাসূল হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন, যিনি হলেন সব সময়ের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

বলা হয়েছে, হে আমার কাওম! তোমরা আরও স্মরণ কর যে, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে বাদশাহ বানিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে খাদেম, স্ত্রী এবং ঘরবাড়ী দান করেছেন। (আবদুর রায্যাক ১/১৮৭) তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে কোন লোকের স্ত্রী, খাদেম ও ঘরবাড়ী থাকলেই তাকে বাদশাহ বলা হত। (হাকিম ২/৩১২) কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যেই প্রথম খাদেমদের প্রচলন হয়েছিল। (তাবারী ১০/১৬৩) একটি হাদীসে আছে ঃ 'যে ব্যক্তির সকাল এমন অবস্থায় শুরু হল যে, তার শরীর সুস্থ, তার প্রাণে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং সারাদিনের জন্য যথেষ্ট এমন পরিমাণ খাবারও তার কাছে রয়েছে, সে যেন সারা দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা সবই পেয়ে

গেছে।’ (তিরমিযী ৭/১১) সেই সময় যে গ্রীক, কিবতী ইত্যাদি ছিল তাদের চেয়ে এদেরকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আয়াতে রয়েছে ঃ আমি বানী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমাত ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে সারা বিশ্বের উপর মর্যাদা দিয়েছিলাম। যখন বানী ইসরাঈল মুশরিকদের দেখাদেখি মূসাকে (আঃ) আল্লাহ বানাতে বলল তখন মূসা (আঃ) তাদেরকে উত্তরে বলেছিলেন ঃ

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ. قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ

সে বলল ঃ তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। এই সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়। সে বলল ঃ আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য মা‘বুদের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন! (সূরা আরাফ, ৭ ঃ ১৩৮-১৪০) এর ভাবার্থ সব জায়গায় একই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বানী ইসরাঈলকে সেই যুগের সমস্ত মানুষের উপর ফাযীলাত দান করেছিলেন। কেননা এটাতো প্রমাণিত বিষয় যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী তাদের অপেক্ষা সবদিক দিয়েই উত্তম। কেননা স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

এভাবে আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি করেছি, যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) আল্লাহর কাছে অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় উম্মাতে মুহাম্মাদীর কতখানি সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তা সূরা আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১০)

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ ফাযীলাতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও বানী ইসরাঈলদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কোন

কোন ক্ষেত্রে যেমন ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ নামক খাদ্য অবতরণ করা, মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা ইত্যাদি, যা ছিল সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের উক্তি ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, তাদেরকে সেই সময়ের লোকদের উপর ফাযীলাত দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের দাদা ইয়াকূবের (আঃ) যুগে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রকৃতপক্ষে তাদেরই দখলে ছিল এবং যখন তারা সপরিবারে মিসরে ইউসুফের (আঃ) নিকট চলে গিয়েছিল তখন সেখানে আমালিকা জাতি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ ‘তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় তোমাদের দখলে এনে দিবেন।’ কিন্তু বানী ইসরাঈল ভীরুতা প্রদর্শন করে মূসার (আঃ) কথা অমান্য করল। এরই শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ‘তীহ’ মাইদানে উদ্বিগ্ন অবস্থায় ৪০ বছর অবস্থান করতে হল।

‘যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন’ এর ভাবার্থ এই যে, বানী ইসরাঈলকে বলা হচ্ছে ঃ তোমাদের পূর্বপুরুষ ইসরাঈলের (আঃ) সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ওয়াদা করেছিলেন যে, ঐ পুণ্যভূমি তিনি তাঁর পরবর্তী মু’মিন সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করবেন। সুতরাং হে বানী ইসরাঈল! তোমরা যখন ওটাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছ তখন তোমরা ধর্মত্যাগী হয়ে যেওনা। অর্থাৎ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থেকনা, তাহলে তোমরা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে। তারা তখন উত্তরে মূসাকে (আঃ) বলল ঃ

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ আপনি আমাদেরকে যে শহরে যেতে বলছেন এবং যে শহরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন সেই সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, তারা যে খুব শক্তিশালী বীর পুরুষ তা আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং আমরা তাদের সাথে মুকাবিলা করতে পারবনা। আর যে পর্যন্ত তারা ঐ শহরে বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত আমরা ওর মধ্যে প্রবেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম থাকব। তবে তারা যদি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করব। এটা ছাড়া আপনার নির্দেশ পালন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

‘ইউশা’ এবং ‘কালিব’ এর সত্য ভাষণ

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا বানী ইসরাঈল যখন তাদের নাবী মূসাকে (আঃ) মানলনা বরং বেআদবী করল, তখন যে দু’ব্যক্তির উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছিল তারা তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল যে, বানী ইসরাঈলের শাইতানীর কারণে না জানি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। এক কিরাআতে **يَخَافُوْنَ** শব্দের পরিবর্তে **يَحَابُوْنَ** শব্দ রয়েছে, যার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, কাওমের মধ্যে ঐ দু’ব্যক্তির ইজ্জত ও সম্মান ছিল। একজনের নাম ছিল ইউশা’ ইব্‌ন নূন এবং অপরজনের নাম ছিল কালিব ইব্‌ন ইউফনা, যেমনটি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং সালাফগণ ও তাদের পরবর্তী বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/১৭৬-১৭৮)

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَـٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

সেই দুই ব্যক্তি বলল ঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে (নগরের) দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ করবে; এবং তোমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মু’মিন হও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২৩) ঐ কাপুরুষের দল তখন তাদের প্রথম উত্তরকে আরও মযবুত করে বলল ঃ

قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلَآ إِنَّا هَـٰهُنَا قَـٰعِدُونَ

তারা বলল ঃ হে মূসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখবনা যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে। অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২৪) মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে তাদেরকে অনেক বুঝালেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে বিনয়ও প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা কোনক্রমেই তাঁদের ডাকে সাড়া দিলনা।

সাহাবীগণের যথোপযুক্ত সাড়া প্রদান এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ

মূসার (আঃ) কাওম বানী ইসরাঈলের এই অবস্থাকে সামনে রেখে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। মাক্কার ৯০০ বা ১০০০ কাফির যখন তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করার উদ্দেশে গমন করল, তখন সেই কাফেলা তো অন্য পথ ধরে মাক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশে গমনকারী কাফিরেরা (আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে) নিজেদের শক্তির দাপটের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি সাধন ব্যতীত মাক্কা ফিরে যাওয়া অপমানজনক মনে করে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে পদতলে পিষ্ট করার ইচ্ছায় আবূ সুফিয়ানের বাহিনী মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই অবস্থা অবগত হলেন তখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিজেদের জান, মাল এবং স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে রেখে দিয়ে বললেন ঃ 'আপনিই এসবের মালিক। আমরা সংখ্যাও দেখতে চাইনা, বিজয়ও দেখতে চাইনা, বরং আমরা চাই শুধু আপনার নির্দেশের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে।' সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রাঃ) এ ধরনের বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর মুহাজির সাহাবীগণের মধ্য থেকেও কয়েকজন এ প্রকারের ভাষণ দিলেন। এর পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে মুসলিমগণ! আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।' এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল আনসারগণের আন্তরিক বাসনা অবগত হওয়া। তখন সা'দ ইব্ন মুআয্ (রাঃ) নামক আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মনে হয় আপনি আমাদের (আনসারগণের) মনের ইচ্ছা জানতে চাচ্ছেন। তাহলে শুনুন! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনি দেখবেন যে, আমাদের মধ্যে একজনও এমন থাকবেনা যে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি আগ্রহের সাথে আমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলার জন্য নিয়ে চলুন, আমরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে স্থির পদে টিকে থাকি তা আপনি দেখতে পাবেন। আপনি জেনে নিবেন যে, আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে সত্য বলে জানি। আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে

এগিয়ে চলুন। আমাদের বীরত্ব ও ধৈর্য দেখে ইনশাআল্লাহ আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশি হন এবং আনসারগণের এ কথা তাঁর কাছে খুবই ভাল মনে হয় (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। (তাবারী ১৩/৩৯৯)

আবূ বাকর ইবন মারদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত জানানোর ব্যাপারে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করেন। তখন উমার (রাঃ) যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে তাদের সম্মতি ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাদের কাছ থেকে তাদের মতামত জানতে চান। তখন আনসারগণের একজন বললেন ঃ ওহে আনসার ভাইয়েরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে মতামত জানতে চাচ্ছেন। তারা বললেন ঃ বানী ইসরাঈলরা তাদের নাবী মূসাকে (আঃ) যেমনটি বলেছিল তেমনটি আমরা আপনাকে বলবনা যে, **فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ** *অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।* যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনি যদি আমাদের উটসমূহকে সাথে নিয়ে আল-গিমাদ (মাক্কার কাছে একটি জায়গা) গিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন তাহলে আমরা তা'ই করব। ইমাম আহমাদ (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/১০৫, ৬/৩৩৪, ৭/১০৯)

মিকদাদ আনসারীও (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে এ কথাই বলেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদের (রাঃ) এই কথায় খুবই খুশি হয়েছিলেন। (বুখারী ৪৬০৯)

আল্লাহর কাছে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মূসার (আঃ) অভিযোগ

মূসা (আঃ) বললেন ঃ **قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ** হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। অর্থাৎ এ কথা শুনে মূসার (আঃ) তাঁর

উম্মাতের উপর ভীষণ রাগ হয় এবং তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনা জানান।

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আমাদের ও তাদের মাঝে ফাইসালা করা। (তাবারী ১০/১৮৮) আলী ইব্ন আবী তালহাও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/১৮৯) যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিচার করুন এবং আমাদের ও তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিন। (তাবারী ১০/১৮৯) অন্যান্য জ্ঞানীগণ মতামত প্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের ও আমাদের মাঝে পৃথক করে দিন।

ইয়াহুদীদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে ৪০ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল

মূসার (আঃ) সাথে একত্রে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করায় তিনি আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা কবূল করলেন এবং বললেন ঃ

فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ এরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এখান থেকে বের হতে পারবেনা। তারা 'তীহ্' মাইদানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কোনক্রমেই তারা এর সীমানার বাইরে যেতে পারবেনা। এখানে তারা কতগুলি বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক বিষয় অবলোকন করল। যেমন তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া দান, 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতরণ, তাদের কাছে বিদ্যমান একটি পাথর হতে পানি বের হওয়া ইত্যাদি। মূসা (আঃ) ঐ পাথরকে লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্রই ওর মধ্য হতে বারোটি প্রস্রবণ বেরিয়ে পড়ল। প্রত্যেক গোত্রের দিকে একটি করে ঝরণা বয়ে যেতে লাগল। এ ছাড়াও বানী ইসরাঈল সেখানে আরও মু'জিযা দেখল। এখানে তাওরাত অবতীর্ণ হল, আল্লাহর আহকাম নাযিল হল ইত্যাদি। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা উদ্বিগ্নভাবে ঐ মাইদানেই ঘুরাফিরা করল এবং সেখান থেকে বের হবার কোন পথ পেলনা।

জেরুযালেম উদ্ধার

ঐ বছরগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইউশা ইব্ন নূন (আঃ) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের সন্তানরাসহ বিভিন্ন পাহাড়ে যারা অবস্থান করছিল তাদেরকে নিয়ে কোন এক শুক্রবার জেরুযালেম শহর আক্রমণ করে এবং ঐ দিন বিকেলে তা দখল করেন।

কোন কোন মুফাসসির 'সানাতান' শব্দের উপর পূর্ণভাবে وَقْف করেন এবং আরাবায়ীনা সানাতান শব্দ দু'টিকে نَصَبْ এর অবস্থা মেনে থাকেন এবং বলেন যে, এর عَامِل হচ্ছে ইয়াতীহুনা ফিল আরদি শব্দগুলি। এ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে কয়জন বানী ইসরাঈল অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে নিয়ে ইউশা (আঃ) বেরিয়ে পড়েন। অন্যান্য পাহাড় থেকেও বাকী বানী ইসরাঈল তাঁর সাথী হয়ে যায়। ইউশা (আঃ) বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। জুমু'আর দিন আসরের পরে যখন বিজয়ের সময় উপস্থিত হয় তখন শত্রুদের পাগুলো অচল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়। জুমু'আর দিনের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে শাবাথ (শনিবার) শুরু হওয়ার ফলে ঐ দিন (শনিবার) আর যুদ্ধ করা যেতনা। এ জন্য আল্লাহর নাবী (ইউশা) বললেন ঃ 'হে সূর্য! তুমিও তো আল্লাহরই দাস। আর আমি তাঁরই অধীনস্থ দাস। হে আল্লাহ! একে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখুন।' সুতরাং আল্লাহর নির্দেশক্রমে সূর্য থেমে গেল এবং তিনি যুদ্ধ করে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে নিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ হল ঃ বানী ইসরাঈলকে বলে দাও যে, তারা যেন মাথা নত করে শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং حِطَّةٌ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পাপ ক্ষমা করুন!) বলে। কিন্তু তারা আল্লাহর এ হুকুমকে বদলে দিল এবং শরীরকে পিছনের দিক বাঁকা করে প্রবেশ করল আর মুখে حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ এ শব্দগুলি উচ্চারণ করতে থাকল। বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় এটুকু বেশি রয়েছে যে, বানী ইসরাঈল এ যুদ্ধে এত বেশি গানীমাতের মাল লাভ করেছিল যা তারা ইতোপূর্বে কখনও দেখেনি। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী ওগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুনের পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু ওগুলো আগুনে পুড়লনা। তখন ইউশা (আঃ) ১২ দলের ১২ জন নেতাকে ডেকে বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ অবশ্যই এ সম্পদ থেকে কিছু চুরি করেছে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের নেতা আমার নিকট এসে আমার হাতে হাত রাখ।' তাই করা হল। একটি গোত্রের নেতার হাত নাবীর হাতের সাথে লেগে গেল। নাবী (ইউশা আঃ) বললেন ঃ 'এ খিয়ানাতের জিনিস তোমার নিকট রয়েছে, সুতরাং তুমি ওটা নিয়ে এসো।' সে সোনার তৈরী গরুর একটি মাথা নিয়ে এলো যার চক্ষুগুলো ছিল ইয়াকুতের তৈরী এবং দাঁতগুলো ছিল

মুক্তার তৈরী। অন্য সম্পদের সাথে ওটিকেও যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হল তখন সমস্তই আগুনে পুড়ে গেল। ঐ যামানায় গানীমাতের মাল নিজেদের জন্য ব্যবহার করা জায়িয ছিলনা।

মূসার প্রতি আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ তুমি তোমার অবাধ্য কাওম বানী ইসরাঈলের জন্য কোন দুঃখ করনা। তারা ঐ বিচারেরই যোগ্য।

সুতরাং এ ঘটনায় ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং এতে তাদের বিরুদ্ধাচরণের ও দুষ্টামির বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহর ঐ শত্রুরা বিপদের সময়ও তাঁর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছেনা। তারা রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করছেনা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। যে সম্মানিত রাসূলের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ কথা বলেছিলেন তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁর অঙ্গীকার ও আদেশের কোনই গুরুত্ব দিচ্ছেনা। দিন রাত তারা তাঁর মু'জিযা দেখতে রয়েছে এবং ফির'আউনের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখেছে, অথচ অল্প দিনও অতিবাহিত হয়নি এবং স্বয়ং সম্মানিত নাবী সঙ্গে রয়েছেন, তথাপি তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতাই প্রদর্শন করছে। তারা আল্লাহর নাবীর সাথে বে-আদবী করছে এবং স্পষ্টভাবে জবাব দিয়ে দিচ্ছে। তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের ন্যায় সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ বাদশাহকেও তার সাজ-সরঞ্জাম, লোক-লস্কর ও প্রজাসহ ডুবিয়ে মেরেছেন! তথাপি তারা সেই আল্লাহর উপর ভরসা করে ঐ গ্রামবাসীর দিকে ধাবিত হচ্ছেনা এবং তাঁর হুকুম পালন করছেনা। অথচ তারা তো ফির'আউনের দশ ভাগের একভাগও ছিলনা! ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে তাদের কাপুরুষতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করলেও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর রাহমাতের দৃষ্টি থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকার শাস্তিতে তারা পতিত হয়েছিল। তাদেরকে শূকর ও বানরে পরিণত করা হয়েছিল। এখানে তারা চিরস্থায়ী অভিশাপে পতিত হয়ে পারলৌকিক স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি।

২৭। তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবীদেরকে) আদমের পুত্রদ্বয়ের (হাবীল ও কাবীলের) ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবানী উপস্থিত করল এবং তন্মধ্য হতে একজনের (হাবীলের) কুরবানী কবূল হল এবং অপরজনের কবূল হলনা। অপরজন বলতে লাগলো ঃ আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করব; প্রথমজন বলল ঃ আল্লাহ আল্লাহভীরুদের ‘আমলই কবূল করে থাকেন।	٢٧. وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ
২৮। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবনা; আমি তো বিশ্ব জাহানের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি।	٢٨. لَبِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ
২৯। আমি চাই যে, (আমার দ্বারা কোন পাপ না হোক) তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় তুলে নাও; অনন্তর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই	٢٩. إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ

হয়ে থাকে।	ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ
৩০। অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃ হত্যার প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলল। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেলল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।	٣٠. فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ
৩১। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল, যেন সে তাকে (কাবীলকে) শিখিয়ে দেয় যে, স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে ঢাকবে, সে বলতে লাগল ঃ আমার অবস্থার প্রতি আফসোস! আমি ঐ কাকের সমতুল্য হতে পারলামনা এবং নিজ ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করতে অক্ষম হয়ে গেলাম। ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হল।	٣١. فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ

হাবীল ও কাবীলের ঘটনা

এ কাহিনীতে হিংসা-বিদ্বেষ, ঔদ্ধত্য ও অহংকারের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, কিভাবে আদমের (আঃ) দুই সহোদর পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং একজন আল্লাহর ভয়ে অত্যাচারিত অবস্থায় মারা যায় ও জান্নাতে স্বীয় বাসস্থান বানিয়ে নেয়; আর অপরজন তার প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে বিনা কারণে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং উভয় জগতে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ হে নাবী! আহলে কিতাবীদেরকে তুমি আদমের (আঃ) দু'টি সন্তানের সঠিক কাহিনী শুনিয়ে দাও।' তাদের নাম ছিল

হাবীল ও কাবীল। বর্ণিত আছে, ঐ সময়টা ছিল দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থা। তাই সেই সময় একই উদরে দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করত। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তখন একটি গর্ভের ছেলের সাথে আর একটি গর্ভের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়া হত। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিলনা, কিন্তু কাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। সুতরাং কাবীল নিজের যমজ বোনকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। আদম (আঃ) তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফাইসালা হল যে, তারা উভয়ে যেন আল্লাহর নামে কিছু কুরবানী করে। যার কুরবানী কবূল হবে, মেয়েটির সাথে তারই বিয়ে দেয়া হবে। হাবীলের কুরবানী কবূল হয়, যার বর্ণনা কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতগুলিতে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 'আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের আমলই কবূল করে থাকেন।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে, আল্লাহ তা'আলা অন্ততঃ আমার কোন ইবাদাত কবূল করেছেন তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকেও তা আমার জন্য উত্তম। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের আমলই কবূল করে থাকেন। হাবীল বললেন ঃ

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবনা। আমি তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি।' আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন, শক্তিতে তো হাবিল তার ভাই অপেক্ষা উর্ধ্বে ছিলেন। তথাপি সততা, বিনয়, নম্রতা এবং তাকওয়ার কারণেই তিনি এ কথা বললেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যখন দু'জন মুসলিম তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে (একে অপরকে হত্যা করার জন্য) তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি অপরাধী হবে কেন?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'কারণ এই যে, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৫, মুসলিম ৪/২২১৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বাশার ইব্ন সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন বিদ্রোহীরা উসমানের

(রাঃ) বাড়ী অবরোধ করেছিল তখন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অচিরেই হাঙ্গামা লেগে যাবে, সেই সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে।' কোন একজন জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'যদি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে (তাহলে আমি কি করব)?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'সে সময় তুমি আদমের পুত্রের মত হয়ে যাও।' (আহমাদ ১/১৮৫) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), খাব্বাব ইবনুল আরাত (রহঃ), আবূ বাকর (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) আবূ ওয়াকিদ (রহঃ) এবং আবূ মূসাও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৬/৪৩৬)

إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের ঘাড়ে তুলে নাও' এ কথা হাবীল কাবীলকে বলেছিলেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে কাবীল! তুমি ইতোপূর্বে যে পাপ করেছ তা এবং এখন আমাকে হত্যা করার পাপ, এ সমস্তই নিয়ে তুমি কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে এটাই আমি চাই। (তাবারী ১০/২১৫, ২১৬)

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ বাক্যের বিশুদ্ধতম অর্থ হচ্ছে, হে কাবীল! আমি চাই যে, তুমি নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ এ সমস্তই নিজের উপর নিয়ে নিবে। তোমার অন্যান্য পাপের সাথে এই একটি পাপও বেড়ে যাক। **فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ** ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ (এই উপদেশ সত্ত্বেও) তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃহত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

কিভাবে হত্যা করা হয় কাবীলের তা জানা ছিলনা, তাই সে তাঁর গলা মোচড়াচ্ছিল। তখন শাইতান একটা জন্তুকে ধরে তার মাথাটি একটি পাথরের উপর রাখল। তারপর একটি পাথর সজোরে তার মাথায় মেরে দিল। তৎক্ষণাৎ জন্তুটি মারা গেল। এটা দেখে কাবীলও তার ভাইয়ের সাথে ঐরূপই করল। (তাবারী ৪/৫৩৬) আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওআহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ হত্যা করার উদ্দেশে কাবীল হাবীলকে ঝাপটে ধরল, ফলে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং কাবীল

হাবীলের মাথা মোচড়াতে লাগল, কিন্তু সে জানতনা যে, কিভাবে তাকে হত্যা করা যেতে পারে। তখন অভিশপ্ত শাইতান তার কাছে এসে বলল ঃ তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও? কাবীল বলল ঃ হ্যাঁ। অভিশপ্ত ইবলীস তাকে বলল, 'একটা পাথর নিয়ে এসো এবং তা দিয়ে তার মাথা থেতলে দাও।' সে তাই করল। তখন সেই মালাউন দৌড়িয়ে হাওয়ার (আঃ) কাছে এসে বলল ঃ 'কাবীল হাবীলকে হত্যা করে ফেলেছে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হত্যা কাকে বলে?' সে উত্তরে বলল ঃ 'এখন সে না পানাহার করতে পারবে, না কথা বলতে পারবে এবং না নড়াচড়া করতে পারবে।' তিনি তখন বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ তার মৃত্যু হয়ে গেছে।' সে বলল ঃ 'হ্যাঁ, এটাই মৃত্যু।' তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইতোমধ্যে আদম (আঃ) এসে পড়লেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ব্যাপার কি?' কিন্তু শোকে-দুঃখে তার মুখে কোন কথা সরলনা। তিনি আরও দু'বার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কোন উত্তর পেলেননা। তখন তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি তোমার কন্যাগণসহ হা-হুতাশ করতে থাক। আর আমি ও আমার পুত্রগণ এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ কাবীল ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে দুনিয়া ও আখিরাত দু'টিকেই নষ্ট করল। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তার খুনের বোঝা আদমের (আঃ) ঐ সন্তানের উপরই পতিত হয়। কেননা সে'ই সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বইয়েছিল।' (আহমাদ ১/৩৮৩) সহীহায়িন এবং সুনান গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে আবূ দাউদ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্যরা এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ১২/১৯৮, মুসলিম ৩/১৩০৩, তিরমিযী ৭/৪৩৬, নাসাঈ ৬/৩৩৪, ইব্ন মাজাহ ২/৮৭৩) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) প্রায়ই বলতেন ঃ আদমের (আঃ) পুত্র কাবিল, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল সে হবে মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত। কাবিল তার ভাইকে হত্যা করার পূর্বে পৃথিবীতে কোন রক্তপাত ঘটেনি। কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত পৃথিবীতে যত রক্তপাত ঘটবে তার বোঝা তাকেও বহন করতে হবে। কারণ সে'ই প্রথম হত্যার সূচনা করেছিল। (তাবারী ১০/২১৯)

তাকে হত্যা করার পর কি করতে হবে, মৃতদেহ কিভাবে ঢাকতে হবে সে ব্যাপারে তার কিছুই জানা ছিলনা। তখন আল্লাহ তা'আলা দু'টি কাক প্রেরণ করলেন যারা একে অপরের ভাই ছিল। তারা তার সামনে লড়তে লাগল। অবশেষে একে অপরকে মেরে ফেললো। তারপর জীবিত কাকটি একটি গর্ত খনন করল এবং মৃত কাকটিকে ওর মধ্যে রেখে দিয়ে মাটি চাপিয়ে দিল। অতঃপর কাকটিকে ঐরূপ করতে দেখে সে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগল, يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي হায়! আমি এ কাকটির মত কাজও করতে পারলামনা।' (তাবারী ১০/২২৫)

অতঃপর সে খুব লজ্জিত হল এবং অনুতাপ করতে থাকল! ওটা যেন শাস্তির উপরে শাস্তি ছিল।

অন্যায় হত্যাকারী এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি

হাদীসে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যতগুলো পাপ এরই উপযুক্ত, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ায়ও শাস্তি প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্য ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন; ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আইন অমান্য করা এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা।' (আবূ দাঊদ ৫/২০৮) কাবীলের মধ্যে এ দু'টো পাপই জমা হয়েছিল।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫৬)

৩২। এ কারণেই আমি বানী ইসরাঈলের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তাহলে সে যেন	٣٢. مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٍ فِى

ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ

সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল; আর তাদের (বানী ইসরাঈলের) কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তবু এর পরেও তন্মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমা লংঘনকারী হয়ে গেছে।

٣٣. إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٌ فِي ٱلدُّنۡيَا ۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

৩৩। যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ান হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে; এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।

৩৪। কিন্তু হ্যাঁ, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যারা তাওবাহ করে তাহলে জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	٣٤. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ আদমের এ ছেলের অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যা করার কারণে আমি বানী ইসরাঈলকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি, তাদের কিতাবে লিখে দিয়েছি এবং তাদের শারঈ হুকুম করে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কেহকে বিনা কারণে হত্যা করল, (না সেই নিহত ব্যক্তি কেহকে হত্যা করেছিল, আর না সে ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়েছিল) তাহলে সে যেন দুনিয়ার সমস্ত লোককেই হত্যা করল। وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন নির্দোষ লোককে হত্যা করা থেকে বিরত থাকল, ওটাকে হারাম জানল, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাল। আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) যখন বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলে, তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তার কাছে গিয়ে বলেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি আপনার পক্ষ হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি। এ কথা শুনে উসমান (রাঃ) বলেন ঃ 'তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করার প্রতি উত্তেজিত হয়েছ যাদের মধ্যে আমিও একজন?' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ 'না, না।' তখন তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, তুমি যদি একজন লোককেই হত্যা কর তাহলে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করলে। যাও, ফিরে যাও। আমি চাই যে, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন, পাপকাজে লিপ্ত না করুন।' এ কথা শুনে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) ফিরে গেলেন, যুদ্ধ করলেননা। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ মনে করে সে সমস্ত

লোকের ঘাতক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে সে যেন সমস্ত লোকেরই প্রাণ রক্ষা করে। (তাবারী ১০/২৩৬) আল-আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যে প্রাণ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তা যদি কেহ হত্যা করে তাহলে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করল। (তাবারী ১০/২৩৩) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের রক্তপাতে সাহায্য করল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্তপাত করার কাজে সহযোগিতা করল। আর যে কোন মুসলিমের রক্তপাত ঘটানো থেকে বাধা দিল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্তপাত ঘটানো থেকে বাধা দিল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, কেহ কেহকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেই সে জাহান্নামী হয়ে যায়। সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, কোন মু'মিনকে কোন শারঈ কারণ ছাড়াই হত্যাকারী জাহান্নামী, আল্লাহর দুশমন, অভিশপ্ত এবং শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সে যদি সমস্ত লোককেও হত্যা করত তাহলে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হত? যে ব্যক্তি হত্যা করা থেকে বিরত থাকল, তার পক্ষ থেকে যেন সবারই জীবন রক্ষা পেল। (তাবারী ১০/২৩৫)

যুল্মকারীদের প্রতি আল্লাহর সতর্কীকরণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ বানী ইসরাঈলের কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তথাপিও তাদের মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমালংঘনকারী রয়ে গেছে। যেমন ইয়াহুদী বানূ কুরাইযা ও বানূ নাযীর আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের সাথে মিলিত হয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করত। ঐ যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর যে সমস্ত ইয়াহুদী বন্দী হত তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিত এবং যারা নিহত হত তাদের জন্য দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা হত। তাদেরকে বুঝানোর উদ্দেশে আয়াত নাযিল করা হয় ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ

وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَـٰرِهِمْ تَظَـٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَـٰرَىٰ تُفَـٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, পরস্পর শোণিতপাত করবেনা এবং স্বীয় বাসস্থান হতে আপন ব্যক্তিদেরকে বহিস্কার করবেনা; অতঃপর তোমরা স্বীকৃত হয়েছিলে এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ছিলে। অতঃপর সেই তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক দলকে তাদের গৃহ হতে বহিস্কার করে দিচ্ছ, তাদের বিরুদ্ধে (শত্রুতা বশতঃ) পাপ ও অন্যায় কাজে সাহায্য করছ এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আনীত হলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান করছ, অথচ তাদেরকে বহিস্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল, তাহলে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই এবং উত্থান দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছ, তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৪-৮৫)

পৃথিবীতে অন্যায় সৃষ্টিকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ

এ আয়াতে **مُحَارَبَةُ** শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ করা এবং হুকুমের বিপরীত করা। এর ভাবার্থ হচ্ছে কুফরী করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং ভূ-পৃষ্ঠে

বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি করা। এমনকি পূর্ববর্তী অনেক মনীষী, যাদের মধ্যে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবও (রহঃ) রয়েছেন, বলেন যে, রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা অধিকার করে নেয়াও হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করার শামিল। এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা এতে এটাও আছে যে, কোন লোক যদি এ কাজগুলো করার পর মুসলিমদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করে তাহলে তার কোন জবাবদিহি নেই। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলিম এমন কাজ করে এবং পলায়ন করে কাফিরদের নিকট চলে যায় তাহলে সে শারঈ হদ থেকে মুক্ত হবেনা। (তাবারী ১০/২৪৪) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ... এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে কেহ যদি মুসলিমদের হাতে পড়ার পূর্বে তাওবাহ করে তাহলে তার কৃতকর্মের দরুন যে হুকুম তার উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে তা টলতে পারেনা। (আবূ দাঊদ ৪/৫৩৬, নাসাঈ ৭/১০১)

সঠিক কথা এই যে, যে কেহই এ কাজ করবে তারই ব্যাপারে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'উকল' গোত্রের কতগুলো লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং তাঁর কাছে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর মাদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর অভিযোগ পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের সাথে চলে যাও, সেখানে উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করার মাধ্যমে তোমাদের চিকিৎসা করা হবে।' তারা বলল ঃ 'হ্যাঁ (আমরা যেতে চাই)।' সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেল। তখন তারা রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। অতএব তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে

পেশ করা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে রোদে ফেলে রাখা হয়, ফলে তারা ছটফট করে মৃত্যুবরণ করে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, ঐ লোকগুলো ছিল উকল গোত্রের কিংবা উরাইনা গোত্রের। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ লোকগুলোকে মাদীনার কাছে 'হাররাহ' নামক স্থানে রাখা হয়েছিল। পান করার জন্য পানি চাইলে তাদেরকে তা দেয়া হতনা। (ফাতহুল বারী ১২/১১৪, মুসলিম ৩/১২৯৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মুসলিমদের দেশে যে লোক অস্ত্র ধারণ করে এবং চলার পথে লোকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, এমন লোককে ধৃত করার পর মুসলিম শাসকের অধিকার রয়েছে যে, হয় সে ঐ লোককে গর্দান কেটে হত্যা করবে অথবা শূলে চড়াবে অথবা তার হাত ও পা কেটে ফেলবে। (তাবারী ১০/২৬৩) সাদ ইব্নুল মুসাইয়িব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন বলে ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/২৬২, ২৬৩) এ মতামত ব্যক্ত করার কারণ এই যে, আয়াতে 'আও' أَوْ শব্দটি ব্যবহার করে যে কোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا

(অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু নেয়ায্ স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, না হয় কাফফারা স্বরূপ (নিরূপিত মূল্যের খাদ্যদ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন করবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৫) তিনি আরও বলেন ঃ

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

কিন্তু কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়, অথবা তার মস্তিস্ক যন্ত্রনাগ্রস্ত হয় তাহলে সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৬)

فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ

সুতরাং ওর কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম ধরণের খাদ্য প্রদান করা, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের), কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাঁদী মুক্ত করা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৯) এ সকল আয়াতে উপরের আয়াতটির মতই সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ অথবা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বের করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদেরকে অনুসন্ধান করে তাদের উপর হদ কায়েম করা হবে অথবা দারুল ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হবে, যেন তারা অন্য কোথায়ও চলে যায়। যেমনটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যুহরী (রহঃ), লাইস ইব্ন সা'দ (রহঃ) এবং মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেন যে, তাদেরকে এক শহর থেকে অন্য কোন শহরে এবং সেই শহর থেকে আর এক শহরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অথবা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণরূপেই বের করে দেয়া হবে। (তাবারী ১০/২৬৮-২৭০) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ আশ শা'শাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যুহরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, তাকে শহর থেকে বের করে দেয়া হবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করা হবেনা। আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।'* অর্থাৎ তাকে হত্যা করা অথবা শূলে চড়ানো কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলা, দেশ থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি যে বিধান রয়েছে তাতো শুধু পৃথিবীতে মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায় অপরাধ করার জন্য সাময়িক শাস্তি, পরকালে তার জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে আরও কঠোর আযাব।

আয়াতের এ অংশটি ঐ সব লোকের সমর্থন করছে যাঁরা বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমদের ব্যাপারে রয়েছে ঐ বিশুদ্ধ হাদীসটি যাতে বর্ণনাকারী উবাদা ইব্‌ন সামিত (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে ঐ অঙ্গীকারই গ্রহণ করেন যা তিনি মহিলাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তা হচ্ছে, আমরা যেন আল্লাহর সাথে শরীক না করি, চুরি না করি, ব্যভিচারে লিপ্ত না হই, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করি। যারা এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর দায়িত্বে। আর যারা এগুলোর মধ্যে কোন একটি পাপ কাজে লিপ্ত হবে এবং ওর শাস্তিও প্রাপ্ত হবে তাহলে সেটাই তার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ সেটা গোপন করেন তাহলে তার সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁরই উপর থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম ৩/১৩৩৩) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ করল, অতঃপর তাকে শাস্তি দেয়া হল, তাহলে আল্লাহ যে তাকে পুনরায় শাস্তি দিবেন এ থেকে তাঁর আদল ও ইনসাফ বহু ঊর্ধ্বে। আর যে ব্যক্তি কোন পাপ করল, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন, তাহলে আল্লাহর করুণা এর বহু ঊর্ধ্বে যে, তিনি তাঁর বান্দার কোন পাপ ক্ষমা করে দেয়ার পর আবার ওর শাস্তি ফিরিয়ে আনবেন। (আহমাদ ১/১৫৯, তিরমিযী ৭/৩৭৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৬৮)ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। হাফিয দারাকুতনীকে (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, কয়েকটি বর্ণনার মাধ্যমে হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগসূত্র পাওয়া যায় এবং সাহাবীগণের মাধ্যমেও এ বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যোগসূত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা সহীহ। (দারাকুতনী ৩/২১৫)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে, যদি তারা তাওবাহ করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ এ আয়াতের ভাবার্থ ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে

যে, এটি কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু যে মুসলিম বিদ্রোহী হবে এবং সে অধিকারে আসার পূর্বেই যদি তাওবাহ করে তাহলে তার উপর হত্যা, শূল এবং পা কেটে নেয়া তো প্রযোজ্য হবেইনা, এমনকি তার হাতও কাটা যাবে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের দু'টি উক্তি রয়েছে। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্তিই তার উপর থেকে উঠে যাবে। সাহাবীগণের আমলও এরই উপর রয়েছে। যেমন হারিশা ইব্‌ন বদর তামিমী বসরায় বসবাস করত এবং যমীনে ফাসাদ বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। এ ব্যাপারে কয়েকজন কুরাইশী আলীর (রাঃ) নিকট তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন, যাঁদের মধ্যে হাসান ইব্‌ন আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফরও (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে নিরাপত্তা দান করতে অস্বীকার করেন। হারিশা ইব্‌ন বদর তখন সাঈদ ইব্‌ন কায়েস আল হামাদানীর (রাঃ) নিকট গমন করে। তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে আলীর (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং তাঁকে বলেন ঃ আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে, অতঃপর তিনি এ আয়াতগুলি مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ পর্যন্ত পাঠ করেন। তখন আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'এরূপ ব্যক্তির জন্য তো আমি নিরাপত্তা দান করব।' সাঈদ (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'সে হচ্ছে হারিশা ইব্‌ন বদর।' (তাবারী ১০/২৮০)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুরাদ গোত্রের একটি লোক কুফার মাসজিদে কোন এক ফার্‌য সালাতের পরে আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) নিকট আগমন করে। সে সময় তিনি কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। লোকটি এসে তাঁকে বলে ঃ 'হে আমীরে কুফা! আমি মুরাদ গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়েছি এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনারা আমার উপর ক্ষমতা লাভ করার পূর্বেই তাওবাহ করেছি। আমি এখন আপনার আশ্রয়স্থলে দাঁড়িয়েছি।' এ কথা শুনে আবূ মূসা আশআরী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'হে লোকসকল! এ তাওবাহর পরে তোমাদের কেহ যেন এর সাথে কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার না করে। যদি সে তার তাওবাহয় সত্যবাদী হয় তাহলে তো ভাল কথা, আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার পাপই তাকে ধ্বংস করবে।' লোকটি কিছুকাল পর্যন্ত তো ঠিকভাবেই থাকল। তারপর সে পুনরায় মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলাও তাকে তার পাপের কারণে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হল।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, আলী আসাদী নামক একটি লোক মানুষের পথকে বিপদজনক করে তোলে। সে মানুষকে হত্যা করে এবং তাদের মালধন লুঠপাট করতে থাকে। বাদশাহ, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ সদা তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু অকৃতকার্য হয়। একদা সে একটি লোককে কুরআন পাঠ করতে শুনলো। লোকটি সেই সময় নিম্নের আয়াতটি পাঠ করছিল।

يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) এটা শুনে সে থমকে দাঁড়ালো এবং তাকে বলল ঃ ‘হে আল্লাহর বান্দা! এ আয়াতটি পুনরায় আমাকে পাঠ করে শুনাও। লোকটি আবার তা পাঠ করল। তখন আলী স্বীয় তরবারীটি খাপে রেখে দিল। তৎক্ষণাৎ সে বিশুদ্ধ মনে তাওবাহ করল এবং ফাজরের সালাতের পূর্বেই মাদীনায় পৌঁছে গেল। তার পর গোসল করল এবং মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করে জামাআতে ফাজরের সালাত আদায় করল। সালাত শেষে সে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) পাশে বসে পড়ল। দিনের আলো প্রকাশ পেলে লোকেরা তাকে দেখে চিনে ফেললো এবং তাকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হল। সে বলল ঃ ‘দেখুন, আমার উপর আপনাদের ক্ষমতা লাভ হওয়ার পূর্বেই আমি তাওবাহ করেছি এবং তাওবাহ করার পর আপনাদের নিকট হাযির হয়েছি। সুতরাং এখন আমার উপর আপনাদের বল প্রয়োগের কোন পথ নেই।’ তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন ঃ ‘লোকটি সত্য কথাই বলেছে।’ অতঃপর তিনি তার হাত ধরে মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের নিকট নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মুআবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে থেকে মাদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁকে বললেন ঃ ‘এ হচ্ছে আলী আসাদী, সে তাওবাহ করেছে, সুতরাং এর উপর আপনি কোন বল প্রয়োগ করতে পারেননা।’ ফলে কেহই তার সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করলেননা। মুজাহিদের একটি দল যখন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হলেন, তাঁদের সাথে আলী আসাদীও যোগ দেন। তাদের নৌকা সমুদ্রে চলছিল। তাদের সামনে রোমকদের কতগুলো নৌকা এসে পড়লে তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য সে নিজেদের নৌকা থেকে লাফিয়ে তাদের নৌকায়

গিয়ে উঠল। তারা তার তরবারীর আঘাত থেকে বাঁচার জন্য নৌকার অপর পাশে গেলে নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে নৌকা ডুবে যায় এবং রোমকদের সবাই ডুবে মারা যায়। তাদের সাথে আলী আসাদীও (রাঃ) ডুবে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। (তাবারী ১০/২৮৪)

৩৫। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।	٣٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
৩৬। নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমান আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবূল করা হবেনা, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٣٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৩৭। নিশ্চয়ই তারা এটা কামনা করবে যে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যায়, অথচ তারা তা থেকে কখনও বের হতে পারবেনা, বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।	٣٧. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

তাকওয়া, সংযমশীলতা এবং জিহাদের নির্দেশ

এখানে তাকওয়া ও সংযমশীলতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং সেটাও আবার আনুগত্যের সাথে মিশ্রিতভাবে। ভাবার্থ এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। 'ওয়াসীলা'র অর্থ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ১০/২৯১) মুজাহিদ (রহঃ), আবূ ওয়ায়েল (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর মর্জি মুতাবিক আমল করে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। (তাবারী ১০/২৯১) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) নিম্নের আয়াতটিও পাঠ করেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ

তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৭) ওয়াসীলাহ-এর অর্থ ঐ জিনিস যার দ্বারা আকাংখিত বস্তু লাভ করা যায়। ওয়াসীলাহ্ জান্নাতের ঐ উচ্চ ও মনোরম জায়গার নাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে এবং সেটি আরশের অতি নিকটে। সহীহ বুখারীতে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আযান শুনে... **اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِه الدَّعْوَةَ التَّامَّة** এ দু'আটি পাঠ করে তার জন্য কিয়ামাতের দিন আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৫১) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমরা আযান শুনবে তখন মুআযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল, তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর, এক দুরূদের বিনিময়ে তোমাদের উপর আল্লাহ দশটি রাহমাত নাযিল করবেন। এরপর আমার জন্য তোমরা আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্চা কর। ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি মানযিল যা শুধু একজন বান্দা লাভ করবে। আশা করি যে, ঐ বান্দা আমিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করল তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল।' (মুসলিম ১/২৮৮)

وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ তাকওয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়গুলি মেনে চলার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। মুশরিক, কাফির অর্থাৎ যারা তাঁর শত্রু, যারা তাঁর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। আর মুজাহিদরা হচ্ছে সফলকাম। কৃতকার্যতা, সৌভাগ্য এবং মর্যাদা তাদেরই। জান্নাতের উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা এবং আল্লাহর অসংখ্য নি‘আমাত তাদেরই জন্য। তাদেরকে ঐ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যেখানে মৃত্যু ও ধ্বংস নেই, যেখানে ঘাটতি ও লোকসান নেই, যেখানে রয়েছে চির যৌবন, অটুট স্বাস্থ্য এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি।

কিয়ামাত দিবসে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাফিরদের কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা

স্বীয় প্রিয় পাত্রদের উত্তম পরিণাম বর্ণনা করার পর এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর শত্রুদের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ তাদেরকে এমন কঠিন ও জঘন্য শাস্তি দেয়া হবে যে, সেই সময় যদি তারা সারা বিশ্বের অধিপতি হয়ে যায় এমনকি আরও এরই সমান হয় এবং এমতাবস্থায় সেই কঠিনতম শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বিনিময় হিসাবে এ সবগুলো দিতেও চায় তবুও তাদের থেকে সেগুলো গ্রহণ করা হবেনা। বরং যে শাস্তি তাদের উপর হবে তা হবে চিরস্থায়ী শাস্তি। তা হতে কোনক্রমেই রক্ষা পাওয়া যাবেনা। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ জাহান্নামীরা যখন জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখন পুনরায় তাদেরকে ওরই মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا

যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২২) জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সাথে যখন তারা উপরে উঠে আসবে তখন তাদেরকে লোহার হাতুড়ী মেরে মেরে পুনরায় জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। মোট কথা, তাদের সেই চিরস্থায়ী

শাস্তি থেকে বের হওয়া অসম্ভব। আনাস ইব্ন মলিক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নামের একটি লোককে আনা হবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ হে আদম সন্তান! তোমার জায়গা কেমন পেয়েছ?' সে উত্তরে বলবে ঃ 'আমার জায়গা অত্যন্ত খারাপ পেয়েছি।' আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তুমি কি এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ প্রদানে সম্মত আছ?' সে উত্তর দিবে ঃ 'হে আমার প্রভু! হ্যাঁ (আমি সম্মত আছি।)' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'তুমি মিথ্যা বলছ। আমি তো তোমার কাছে এর চেয়েও অনেক কম চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সেটাও দাওনি।' অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম ৪/২১৬২, নাসাঈ ৬/৩৬)

৩৮। আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের (ডান হাত) কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।	٣٨. وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
৩৯। অনন্তর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করার পর (চুরি করার পর) তাওবাহ করে এবং 'আমলকে সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি (রাহমাতের) দৃষ্টি বর্ষণ করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।	٣٩. فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৪০। তুমি কি জাননা যে, আল্লাহরই জন্য রয়েছে	٤٠. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ

مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	**আধিপত্য আসমানসমূহে এবং যমীনে, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন! আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।**

চুরি করার অপরাধে হাত কাটার শাস্তির যৌক্তিকতা

আল্লাহ আদেশ করেন যে, পুরুষ কিংবা মহিলা যে'ই হোক চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলতে হবে। জাহিলিয়াত যামানায়ও চুরি করার শাস্তি ছিল হাত কেটে ফেলা, ইসলামেও সেই আইন বলবৎ রয়েছে। তবে ইসলামে এ ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে শর্তগুলি পূরণ হলেই কেবল হাত/পা কেটে ফেলা যাবে। ইনশাআল্লাহ এগুলি সম্পর্কে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। জাহিলিয়াত যামানার আরও কিছু আইন রয়েছে যা ইসলামে কিছু পরিবর্তন করে গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন রক্তপণ।

কখন চোরের হাত কাটা অবশ্য করণীয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ চোরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন যে, সে সামান্য ডিম চুরি করে হাত কাটিয়ে নেয়, সে দড়ি বা রজ্জু চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা হয়।' (ফাতহুল বারী ১২/৮৩, মুসলিম ৩/১৩১৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এক চতুর্থাংশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা তার চেয়ে বেশীতে চোরের হাত কেটে নেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ১২/৯৯, মুসলিম ৩/১৩১২) সহীহ মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আয়িশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এক চতুর্থাংশ দীনার কিংবা তার চেয়ে বেশি না হলে চোরের হাত কাটা যাবেনা।' (মুসলিম ৩/১৩১৩) সুতরাং এ হাদীস স্পষ্টভাবে চুরির শাস্তির মাসআলার মীমাংসা করে দেয়। আর যে হাদীসে তিন দিরহামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোরের হাত কেটে নেয়ার

নির্দেশ বর্ণিত আছে, ওটা এর বিপরীত নয়। কেননা ঐ সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা বারোটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা পরিমাণ মূল্যের ছিল। অতএব, মূল হচ্ছে এক চতুর্থাংশ দীনার, তিন দিরহাম নয়। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ), উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালিবও (রাঃ) এ কথাই বলেন। উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ), লায়েস ইব্ন সা'দ আওযায়ী (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াই (রহঃ) এবং আবূ সাউর দাঊদ ইব্ন আলী যাহারীও (রহঃ) এরূপ উক্তি করেছেন।

ইমাম আবূ হানিফা এবং তার ছাত্র আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং জাফরসহ সুফিয়ান শাওরী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, চোরের হাত কাটার বিচার/ফাইসালা করা যেতে পারে, যদি সে কম পক্ষে দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করে। অথচ তখন এক দিনারের মূল্য ছিল চার দিরহামের সমান। প্রথমে বর্ণিত ফাইসালাটিই সঠিক যাতে বলা হয়েছে যে, এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ অথবা তদপেক্ষা বেশি চুরি করলে হাত কেটে ফেলার হুকুম দেয়া যেতে পারে। এত সামান্য পরিমাণ জিনিস চুরি করার অপরাধে হাত কাটার বিধান এ জন্য রাখা হয়েছে যাতে মানুষ চুরি করা থেকে বিরত থাকে। এ সিদ্ধান্ত প্রদানের মধ্যে হিকমাত রয়েছে। যদি চুরিতেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের শর্ত লাগানো হত তাহলে চুরির পথ বন্ধ হতনা। এটা কৃতকর্মেরই প্রতিফল। সঠিক পন্থা এটাই যে, যে অঙ্গ দ্বারা সে অপরের ক্ষতিসাধন করেছে ঐ অঙ্গের উপরই শাস্তি হবে, যাতে তার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয় এবং অন্যরাও সতর্ক হয়। আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং স্বীয় আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে পূর্ণ বিজ্ঞানময়।

চোরের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হতে পারে

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যে ব্যক্তি সীমালংঘন করার পর অর্থাৎ চুরি করার পর তাওবাহ করে এবং আমলকে সংশোধন করে, তার প্রতি আল্লাহ (রাহমাতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। তবে হ্যাঁ, কেহ যদি কারও সম্পদ চুরি করার পর তা নিজের কাছেই রেখে দেয় তাহলে শুধুমাত্র তাওবাহ করলেই পাপ ক্ষমা হবেনা, যে পর্যন্ত না সেই সম্পদ মালিককে ফিরিয়ে দিবে অথবা ওর পূর্ণ মূল্য প্রদান করবে। বিজ্ঞ ইমামগণের এটাই অভিমত। শুধুমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন যে, যদি চুরির অপরাধে হাত কেটে নেয়া হয় এবং চোরাই মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় ওর বদলা প্রদান করা তার উপর যরুরী নয়।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলা চুরি করেছিল। সে যে লোকদের মালামাল চুরি করেছিল তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে। অতঃপর তারা বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ মহিলাটি আমাদের মালামাল চুরি করেছে।' তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল ঃ আমরা এ জন্য মুক্তিপণ দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'তোমরা তার হাত কেটে নাও।' তার গোত্রীয় লোকেরা পুনরায় বলে ঃ 'আমরা তার মুক্তিপণ হিসাবে পাঁচশ' দীনার প্রদান করছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও বললেন ঃ 'তোমরা তার হাত কেটে নাও।' ফলে তার ডান হাত কেটে নেয়া হল। মহিলাটি তখন বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এতে আমার তাওবাহও কি হয়ে গেল?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি পাপ থেকে এমন পবিত্র হয়ে গেলে যে, যেন তুমি আজই জন্মগ্রহণ করলে।'তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ২/১৭৭) ঐ মহিলাটি ছিল মাখযুম গোত্রের। এ ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আছে। মহিলাটি কুরাইশ বংশের ছিল বলে তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে খুবই দুশ্চিন্তা দেখা দেয় এবং তারা ইচ্ছা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করা হোক। এ ঘটনাটি মাক্কা বিজয়ের সময় ঘটেছিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উসামা ইব্ন যায়েদের (রাঃ) মাধ্যমে সুপারিশ করা হোক। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সুতরাং উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জন্য সুপারিশ করেন তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগতঃস্বরে বলেন ঃ 'উসামা! তুমি আল্লাহর হদসমূহের মধ্যে একটি হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?' এ কথা শুনে উসামা (রাঃ) অত্যন্ত ঘাবড়ে যান এবং বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড়ই অপরাধ করে ফেলেছি, দয়া করে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর বলেন ঃ

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ স্বভাবের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে কোন সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর হদ জারি করত। যে

আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করে তাহলে তারও হাত কেটে নিব।' অতঃপর তাঁর নির্দেশক্রমে মহিলাটির হাত কেটে নেয়া হয়। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'এরপর ঐ মহিলাটি বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবাহ করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হয়। তারপর থেকে সে কোন কাজে আমার কাছে আসত এবং তার প্রয়োজনের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তুলে ধরতাম।' (ফাতহুল বারী ৭/৬১৯, মুসলিম ৩/১৩১৫)

সহীহ মুসলিমে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, মাখযুম গোত্রের এক মহিলা লোকদের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার করত, তারপর তা অস্বীকার করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেন। (মুসলিম ৩/১৩১৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। সমস্ত বাদশাহ্‌র বাদশাহ, সারা বিশ্বের প্রকৃত বাদশাহ এবং সঠিক শাসনকর্তা একমাত্র আল্লাহ, যাঁর কোন নির্দেশকে কেহ বাধা দিতে পারেনা এবং যাঁর কোন ইচ্ছাকে কেহ বদলে দিতে সক্ষম নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪১। হে রাসূল! যারা দৌড়ে দৌড়ে কুফরীতে পতিত হয় তাদের এই কাজ যেন তোমাকে চিন্তিত না করে, তারা ঐ সব লোকের মধ্য থেকেই হোক যারা নিজেদের মুখে তো (মিছামিছি) বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি, অথবা তারা সেই সব ইয়াহুদী যারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত , তারা তোমার কথাগুলি অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শোনে; সেই সম্প্রদায়ের	٤١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّـٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ

يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ	অবস্থা এরূপ যে, তারা তোমার নিকট আসেনি (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে); তারা কালামকে ওর স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে থাকে। তারা বলে ঃ যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এই (বিকৃত) বিধান পাও তাহলে তা কবূল করবে, আর যদি এই (বিকৃত) বিধান না পাও তাহলে বিরত থাকবে। আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও; তারা এরূপ যে, তাদের অন্তরগুলি পবিত্র করা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়; তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।
٤٢. سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ	৪২। তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু খেতে অভ্যস্ত। অতএব তারা যদি তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, কিংবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাক, আর যদি তুমি তাদের থেকে নির্লিপ্তই থাক তাহলে তাদের

সাধ্য নেই যে, তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে। আর যদি তুমি বিচার-মীমাংসা কর তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বিচার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।	شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
৪৩। আর তারা কিরূপে তোমাকে মীমাংসাকারী বানিয়ে নিচ্ছে? অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান! অতঃপর তারা (তোমার মীমাংসা হতে) ফিরে যায়, আর তারা কখনও বিশ্বাসী নয়।	٤٣. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ
৪৪। আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত আর আল্লাহ-ওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। কারণ এই যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর সাক্ষী। অতএব (হে ইয়াহুদী আলিমগণ!) তোমরা	٤٤. إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا

ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের আচরণে দুঃখ না পেতে বলা হয়েছে

এ আয়াতসমূহে ঐ লোকদের নিন্দা করা হচ্ছে যারা স্বীয় অভিমত, কিয়াস এবং প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শারীয়াতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে দৌড়ে যায়। مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ তারা মুখে শুধু ঈমানের দাবী করে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান শূন্য। মুনাফিকদের অবস্থা তো এটাই যে, তারা কথায় খুব সাধুতা প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তর তাদের সম্পূর্ণ কপটতাপূর্ণ।

ইয়াহুদীদের স্বভাবও তদ্রূপ। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু। তারা মিথ্যা ও বাজে কথা খুব মজা করে শোনে এবং অন্তরের সাথে কবূল করে। পক্ষান্তরে সত্য কথা থেকে তারা দূরে সরে থাকে, এমনকি ঘৃণাও করে। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকে মুসলিমদের গোপন কথা নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, তাদের পক্ষ থেকে তারা গুপ্তচরের কাজ করে।

ইয়াহুদীরা ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করাসহ আল্লাহর আইন পরিবর্তন করেছে

ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় দুষ্টামি হচ্ছে এই যে, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِه তারা কথাকে বদলে দেয়। ভাবার্থ হবে এক ধরনের, কিন্তু তারা অন্য

অর্থ করে জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়। يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا উদ্দেশ্য এই যে, সেটা যদি তাদের মর্জি মুতাবেক হয় তাহলে তা মানবে, আর উল্টা হলে তা থেকে দূরে থাকবে।

কথিত আছে যে, এ আয়াত ঐ সব ইয়াহুদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা একে অপরকে হত্যা করেছিল। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাই, যদি তিনি রক্তপণ ও জরিমানার নির্দেশ দেন তাহলে তো মেনে নিব, আর যদি কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার নির্দেশ দেন তাহলে মানবনা।' কিন্তু সর্বাধিক সঠিক কথা এই যে, তারা দুই ইয়াহুদী ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে নিয়ে এসেছিল। তাদের কিতাব তাওরাতে তো এ হুকুমই ছিল যে, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী বিবাহিত বা বিবাহিতা হলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারা ওটাকে বদলে দিয়েছিল এবং একশ' চাবুক মেরে, মুখে চুনকালি মেখে এবং গাধায় উল্টো করে সওয়ার করিয়ে লাঞ্ছিত করত। আর এরূপ শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরাতের পর তাদের এক লোক ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হয়ে গ্রেফতার হয়। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। যদি তিনি আমাদের শাস্তি দানের মতই চাবুক মারার শাস্তির নির্দেশ দেন তাহলে আমরা তা মেনে নিব এবং আল্লাহর কাছেও এটা আমাদের জন্য সনদ হয়ে যাবে। আর যদি রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দেন তাহলে তা মানবনা।' সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল ঃ 'আমাদের এক মহিলা ব্যভিচার করেছে। তার ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমাদের তাওরাতে কি নির্দেশ রয়েছে?' তারা বলল ঃ 'আমরা তাকে লাঞ্ছিত করি এবং চাবুক মেরে ছেড়ে দেই।' এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বললেন ঃ 'তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ রয়েছে, তাওরাত নিয়ে এসো।' তারা তাওরাত খুলে দিল বটে, কিন্তু রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে পূর্বাপর সমস্ত পড়ে শোনাল। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) সব কিছু বুঝে ফেললেন এবং তাদেরকে বললেন, হাত সরিয়ে নাও। হাত সরালে দেখা গেল যে, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান

রয়েছে। তখন তাদেরকেও স্বীকার করতে হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হল। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম যে, ব্যভিচারী পুরুষ লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাটিকে পাথর থেকে বাঁচানোর জন্য আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। তবে বর্ণনাটি সহীহ বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে বলেছেন ঃ এ ব্যাপারে তোমরা কি করতে? তারা উত্তরে বলল ঃ আমরা তাকে ধিক্কার জানাতাম এবং লোক সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন ঃ

فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো, অতঃপর ওটা পাঠ কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৩)

সুতরাং তারা এক চোখ অন্ধ বিশিষ্ট এক লোককে নিয়ে এলো যে তাদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিল। বলা হল, (তাওরাত হতে) পাঠ কর। সুতরাং সে পাঠ করতে শুরু করল এবং একটি আয়াত পর্যন্ত পাঠ করার পর সে পরবর্তী আয়াতটি তার হাতের নিচে চেপে ধরল। তাকে বলা হল, তোমার হাত সরিয়ে ফেল। ঐ আয়াতটি ছিল ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা বিষয়ক আয়াত। তখন ঐ লোকটি বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! এটি পাথর মেরে হত্যা করার আয়াত যেটি আমরা আপনার কাছে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি। সুতরাং ঐ দুই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ করা হল এবং তা কার্যকরও করা হল। (বুখারী ৪৫৫৬)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, দুই ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হল, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যভিচার সম্পর্কে তোমাদের তাওরাতে কি শাস্তি বিধান রয়েছে তা তোমরা জান কি? তারা উত্তরে বলল ঃ আমরা তাদেরকে জন-সমাবেশে হাযির করি, অতঃপর গাধার পিঠে চড়িয়ে লোকালয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন ঃ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ । সুতরাং

তারা তাওরাত নিয়ে এলো এবং যেখানে ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ করা হয়েছে তার পূর্বের আয়াত পর্যন্ত পাঠ করল। অতঃপর ঐ আয়াতটি হাত দিয়ে চেপে ধরে পরবর্তী আয়াত পাঠ করতে শুরু করল। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ঐ সময় রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে আদেশ করুন যেন তার হাত তাওরাত থেকে সরিয়ে নেয়। তখন সে হাত সরিয়ে নেয়ার পর দেখা গেল যে, ওখানে ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ রয়েছে। সুতরাং ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করলে তা কার্যকর করা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ ঐ পাথর মারার সময় আমিও একজন ছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছিলাম যে, পুরুষ লোকটি মেয়ে লোকটিকে আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার শরীর দিয়ে আড়াল করছিল। (মুসলিম ৩/১৩২৬)

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু ইয়াহুদী এসে 'কুফ' নামক স্থানে গমন করার জন্য দা'ওয়াত দেয়। সুতরাং তিনি 'মিদরাস' নামের এক লোকের বাড়ীতে উঠেন। ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ হে আবুল কাসিম! আমাদের এক লোক এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে, আপনি তাদের মাঝে ফাইসালা করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসার জন্য তারা একটি বালিশ দিলে তিনি ওর উপর উপবেশন করেন এবং বলেন ঃ তোমাদের তাওরাত নিয়ে এসো। তাকে তাওরাত এনে দেয়া হলে তিনি যে বালিশটিতে বসা ছিলেন ওটা সরিয়ে এনে ওর উপর তাওরাতটিকে রাখলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাতে (তাওরাতে) বিশ্বাস করি এবং যিনি তোমাকে নাযিল করেছেন তাঁর (আল্লাহর) উপর ঈমান রাখি। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন এক যুবককে উপস্থিত করা হয় ...। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উহা যা ইমাম মালিক (রহঃ) নাফি' (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ ৪/৫৯৭)

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি ফাইসালা দেন যা তাওরাতেও রয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, ইয়াহুদীরা তাওরাতে বিশ্বাস করে এবং ওর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলেই তিনি তা করেছিলেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে শুধু তাঁর ধর্মীয় আইনকেই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বরং ইয়াহুদীদের চরিত্র

প্রকাশ করে দেয়ার জন্য আল্লাহই তাঁকে ঐরূপ করতে আদেশ করেছেন। তিনি ইয়াহুদী মহিলা ও পুরুষটিকে পাথর মেরে হত্যার করার আদেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যাতে তারা স্বীকার করতে ও মানতে বাধ্য হয় যে, তাদের তাওরাতে ঐ আইন রয়েছে যা তারা যোগসাজশ করে লুকিয়ে রেখেছিল, অস্বীকার করেছিল এবং চিরদিনের জন্য তা আর চালু না করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। তারা যে ভুল করেছিল তাও মেনে নিতে বাধ্য হল, যদিও সঠিক জ্ঞান তাদের আগে থেকেই ছিল। তারা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই মনোবৃত্তি, অভিলাষ ও ঔদ্ধত্য নিয়ে বিচারের জন্য গিয়েছিল যে, তারা যে অভিমত ব্যক্ত করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বিষয়ে তাদের মতের সাথে একই মত পোষণ করবেন। তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক বিচার করবেন এবং তারাও ন্যায় বিচারের প্রত্যাশী বলে তা মেনে নিবে।

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা বলেছিল, 'আমরা তো তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে এবং কিছু মারপিট করে ছেড়ে দেই।' অতঃপর রজমের আয়াত প্রকাশ হওয়ার পর তারা বলে, 'রয়েছে তো এ হুকুমই, কিন্তু আমরা তা গোপন রেখেছিলাম।' যে পাঠ করেছিল সে'ই রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়েছিল। যখন তার হাত সরিয়ে ফেলা হল তখন রজমের আয়াত প্রকাশ হয়ে পড়ল। এ দু'জনের উপর রজম কার্যকরকারীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উমারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন।

ঐ ইয়াহুদীরা সরল মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসেনি যে, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে। বরং তাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, তিনিও যদি তাদের ইজমা' মুতাবেক নির্দেশ দেন তাহলে তারা মেনে নিবে, নচেৎ অন্য কিছুই মানবেনা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার সুপথ প্রাপ্তি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের অপবিত্র অন্তরকে পবিত্র করার আল্লাহর ইচ্ছাই নেই। তারা দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

বলা হচ্ছে ঃ তারা মিথ্যা কথা কান লাগিয়ে শুনতে এবং হারাম বস্তু অর্থাৎ সুদ খেতে অভ্যস্ত। সুতরাং কিরূপে তাদের অপবিত্র অন্তর পবিত্র হবে? আর তাদের দু'আই বা আল্লাহ কি করে শুনবেন? হে নাবী! যদি তারা তোমার কাছে মীমাংসার জন্য আসে তাহলে তাদের ফাইসালা করা না করার তোমার অধিকার রয়েছে।

তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তথাপি তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা তাদের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসরণ নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), 'আতা খুরাসানী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, আয়াতের فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا এ অংশটি وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহ যেভাবে ফাইসালা করতে বলেছেন তেমনিভাবে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর) (৫ ঃ ৪৯) এ আয়াতের মাধ্যমে বাতিল হয়ে গেছে। (তাবারী ১০/৩৩০-৩৩২)। এর পর বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ হে নাবী! তুমি যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর তাহলে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা কর, যদিও এরা নিজেরা অত্যাচারী এবং আদল ও ইনসাফ থেকে বহু দূরে রয়েছে। إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

ইয়াহুদীরা তাওরাতের প্রশংসা করলেও তা না মানার কারণে আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেন

অতঃপর ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তরের কলুষতা এবং বিরুদ্ধাচরণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, একদিকে তো তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছে যার আনুগত্য স্বীকার ও সত্যতার কথা তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা তাওরাত ছেড়ে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে যাকে তারা নিজেরাও মানেনা এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তারা কিভাবে তোমার হুকুম মানতে পারে? তারা তো তাওরাতকেও ত্যাগ করেছে। তাতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে, এটা তো তারাও স্বীকার করেছে, অথচ তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তারপর ঐ তাওরাতের প্রশংসা করা হচ্ছে যা তিনি স্বীয় মনোনীত রাসূল মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। ওর মধ্যে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর হুকুমবাহী নাবীগণ ওর মাধ্যমেই ফাইসালা করে থাকেন এবং

ইয়াহুদীদের মধ্যে ওরই আহকাম জারী করেন। তাঁরা ওর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে বেঁচে থাকেন এবং রুহবান ও আহবারগণও এ নীতির উপর থাকেন। কেননা এ পবিত্র গ্রন্থ তাদেরকে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং ওটা প্রকাশ করে দেয়া ও ওর উপর আমল করার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা ওর উপর সাক্ষী ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ এখন তোমাদের উচিত, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ভয় করবেনা। তোমরা প্রতি মুহুর্তে এবং পদে পদে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর আয়াতগুলিকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করবেনা। জেনে রেখ যে, আল্লাহর নাযিলকৃত অহী মোতাবেক যারা ফাইসালা করেনা তারা কাফির। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণিত হচ্ছে। এ আয়াতগুলির আরও একটি শানে নুযূল রয়েছে যা এখন আলোচিত হচ্ছে।

'যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে বিচার করেনা তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক' এর বর্ণনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র সূরার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াতে ইয়াহুদীদের দু'টি দলকে কাফির, যালিম এবং ফাসিক বলা হয়েছে। ব্যাপার এই যে, ইয়াহুদীদের দু'টি দল ছিল। একটি বানূ নাযীর এবং অপরটি বানূ কুরাইযা। তাদের প্রথমটি ছিল সবল এবং দ্বিতীয়টি ছিল দুর্বল। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ কথার উপর সন্ধি হয়েছিল যে, বিজিত দলটির কোন লোক যদি পরাজিত দলটির কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তাকে পঞ্চাশ ওয়াসাক রক্তপণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি পরাজিত দলটির কোন লোক বিজিত দলটির কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তাকে একশ ওয়াসাক রক্তপণ দিতে হত। এ প্রথাই তাদের মধ্যে চলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পর এরূপ এক ঘটনা ঘটে যে, দুর্বল ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি সবল ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন এদের পক্ষ থেকে এক লোক ওদের কাছে গিয়ে বলে, 'এখন একশ' ওয়াসাক আদায় কর।' তারা উত্তরে বলে,

'এটা তো প্রকাশ্য অন্যায় আচরণ। আমরা তো সবাই একই গোত্রের, একই ধর্মের, একই বংশের এবং একই শহরের লোক। অথচ আমরা রক্তপণ পাব কম, আর তোমরা পাবে বেশী? এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে দাবিয়ে রেখেছিলে। আমরা বাধ্য ও অপারগ হয়ে তোমাদের এ অন্যায় সহ্য করে আসছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ লোক এসে গেছেন সেহেতু আমরা তোমাদেরকে সেই পরিমাণ রক্তপণই প্রদান করব যে পরিমাণ তোমরা আমাদেকে প্রদান করে থাক।' এ নিয়ে চতুর্দিকে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মীমাংসাকারী নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু সবল লোকেরা যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল তখন তাদের কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক তাদেরকে বলল ঃ তোমরা এ আশা করনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যায়ের আদেশ প্রদান করবেন। এটাতো স্পষ্ট বাড়াবাড়ি যে, আমরা দিব অর্ধেক এবং নিব পূরাপুরি! আর বাস্তবিকই এ লোকগুলো অপারগ হয়েই এটা মেনে নিয়েছিল। এক্ষণে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মীমাংসাকারী নির্বাচন করলে অবশ্যই তোমাদের হক মারা যাবে। কেহ কেহ পরামর্শ দিল, গোপনে কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দাও। তিনি কি ফাইসালা করবেন তা সে জেনে আসুক। সেটা যদি আমাদের অনুকূলে হয় তাহলে তো ভাল কথা। আমরা তাদের নিকট থেকে আমাদের হক আদায় করে নিব। আর যদি ওটা আমাদের প্রতিকূলে হয় তাহলে আমাদের পৃথক থাকাই বাঞ্ছণীয় হবে। এ পরামর্শ অনুযায়ী তারা মাদীনার কয়েকজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করল। তারা তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের কু-মতলব সম্পর্কে অবহিত করলেন। (আবূ দাঊদ ৪/৭, আহমাদ১/২৪৬)

আর একটি বর্ণনায় আবূ জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ আয়াতটি বানূ নাযীর এবং বানূ কুরাইযার মধ্যে যে রক্তপণ নিয়ে বিবাদ ছিল সেই সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। বানূ নাযীর গোত্রের কেহকে হত্যা করা হলে তার পরিবার যে পরিমাণ রক্তপণ (দিয়াত) প্রাপ্ত হত, বানূ কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করা হলে তার পরিবার রক্তপণ বাবদ তার অর্ধেক অর্থ প্রাপ্ত হত। সুতরাং তারা এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য ন্যস্ত করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন এ আয়াত নাযিল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে আল্লাহর আদেশের প্রতি নতজানু হয়ে উভয় গোত্রকে একই সমান রক্তপণ প্রদানের হুকুম করেন। (তাবারী ১০/৩২৬) আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি আবূ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৩৬৩, ৪/১৬, ৮/৪৯)

আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি দুই ইয়াহুদীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, যে বিষয়টি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে যে, উভয় কারণেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ। এ থেকে এ বিশ্বাসই বেশি জোরদার হচ্ছে যে, রক্তপণের ব্যাপারেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফারয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রূপ অন্যান্য) যখমেরও বিনিময়ে

যখম রয়েছে; অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফাইসালা করেনা তাহলে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৫)

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ), হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আবূ মিযলাজ (রহঃ), আবূ রাজা আল উতারিদি (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের প্রতি নাযিল হয়েছিল। (তাবারী ১০/৩৪৭-৩৫৭) হাসান বাসরী (রহঃ) আরও যোগ করেন যে, আয়াতটি আমাদের (মুসলিমদের) জন্যও প্রযোজ্য। (তাবারী ১০/৩৫৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا وَاقٍ

আর এভাবে আমি ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বিধান (বিচার নির্ধারক), আরাবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবেনা। [সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৭]

আবদুর রাযযাক (রহঃ) সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মানসুর (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বলেন যে, এ আয়াতটি বানী ইসরাঈলের জন্য নাযিল করেছেন এবং আমাদের মুসলিম উম্মাহর জন্যও তা গৃহীত হয়েছে। (তাবারী ১০/৩৫৬) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ এ আয়াতটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যে অস্বীকার করল সে কুফরী করল এবং যে তা স্বীকার করল কিন্তু সেই অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালিত করলনা সে যালিম, ফাসিক এবং পাপী। ইব্ন জারীর (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৪/৫৯৭)

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, ঘুষ খেয়ে কোন শারঈ মাসআলার ব্যাপারে উল্টা ফাতওয়া দেয়া কুফরী। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যদি ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর অহীর বিপরীত ফাতওয়া দেয়, জানা সত্ত্বেও তার উল্টা করে তাহলে সে কাফির।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমানকে অস্বীকার করবে তার হুকুম এটাই। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করলনা বটে, কিন্তু সেই মুতাবেক বললনা, সে যালিম ও ফাসিক। সে আহলে কিতাবই হোক অথবা আর কেহ হোক। শা'বী (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত ফাতওয়া দিবে সে কাফির, ইয়াহুদীদের মধ্যে যে দিবে সে যালিম এবং খৃষ্টানদের মধ্যে যে দিবে সে ফাসিক।

আবদুর রাযযাক (রহঃ) বলেন, মা'মার (রহঃ) আমাদের কাছ বর্ণনা করেছেন, তাউস (রহঃ) বলেছেন ঃ ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করেনা ... সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এটি কুফরী কাজ। ইব্‌ন তাউস (রহঃ) আরও যোগ করেন যে, এটি ঐরূপ নয় যারা আল্লাহ, তাঁর কিতাব, মালাইকা/ফেরেশতা এবং নাবীগণকে অস্বীকার করে। শাওরী (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আতা (রহঃ) বলেছেন ঃ কুফর এবং কুফরের চেয়ে ছোট কুফর, যুল্‌ম এবং যুল্‌মের চেয়ে ছোট যুল্‌ম এবং ফাসিকী ও ফাসিকীর চেয়ে ছোট ফাসিকী রয়েছে। (আবদুর রায্‌যাক ১/১৯১, তাবারী ৪/৫৯৫) ওয়াকী (রহঃ) বলেন, সাঈদ আল মাক্কী (রহঃ) বলেছেন যে, তাউস (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত যে কুফরীর কথা বলা হয়েছে তা ঐ ধরনের কুফরী নয় যার ফলে দীন থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়। (তাবারী ১০/৩৫৫)

৪৫। আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফার্‌য করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রুপ অন্যান্য) যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; অনন্তর যে	٤٥. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن

تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ	**ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফাইসালা করেনা, তাহলে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম।**

ইয়াহুদীদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় যে হুকুমগুলি ছিল তারা তো খোলাখুলিভাবে তারও বিরোধিতা করছে এবং দুষ্টামি করে ও বেপরওয়া ভাব দেখিয়ে সেগুলিও পরিত্যাগ করছে। ইয়াহুদ বানূ নাযীরকে ইয়াহুদ বানূ কুরাইযার বিনিময়ে হত্যা করছে, অথচ ইয়াহুদ বানূ কুরাইযাকে ইয়াহুদ বানূ নাযীরের বিনিময়ে হত্যা করছেনা। অনুরূপভাবে তারা বিবাহিত ব্যভিচারীর রজমের হুকুমকে বদলে দিয়েছে এবং চাবুক দ্বারা প্রহার করা, জনসমক্ষে অপমানিত করা কিংবা মারধর করে ছেড়ে দিচ্ছে। এ জন্যই আল্লাহর আদেশকে অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী হওয়ায় তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। আর এখানে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার না করার কারণে তাদেরকে যালিম বলা হয়েছে।

কোন মহিলাকে হত্যাকারী পুরুষ হলেও তাকে হত্যা করতে হবে

ইমাম আবূ নাসর ইব্নুস সাব্বাগ (রহঃ) তার 'আশ-শামিল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, (৫ ঃ ৪৫) এ আয়াতটি বাস্তবায়ন করা উচিত। ইমামগণও এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতের দাবী এটাই যে, যদি কোন লোক কোন মহিলাকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যার হুকুম দিতে হবে। এ আয়াতটি সাধারণ বলে এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়েও পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে। কেননা এখানে نَفْس শব্দ রয়েছে, যদ্বারা নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝাচ্ছে। তাছাড়া নাসাঈ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইব্ন হাযামকে (রাঃ) এক চিঠিতে লিখেছিলেন, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়ে পুরুষ

লোককে হত্যা করা হবে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, মুসলিমদের রক্ত পরস্পরের মধ্যে সমান। (ইব্ন মাজাহ ২/৮৯৫) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কাফিরের হত্যার বিনিময়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবেনা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) ফুফু রাবী (রাঃ) এক দাসীর একটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন জনগণ তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু সে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'কিসাস নেয়া হবে।' তখন আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাঁর কি দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ! হে আনাস! আল্লাহর কিতাবে কিসাসের হুকুম বিদ্যমান রয়েছে।' তখন আনাস (রাঃ) বললেন ঃ না, না, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাঁর দাঁত কখনও ভেঙ্গে ফেলা হবেনা। বস্তুতঃ হলও তাই। দাসীটির কাওম সম্মত হয়ে গেল এবং কিসাস ছেড়ে দিল, এমন কি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'অবশ্যই আল্লাহর কতক বান্দা এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহর উপর কোন কিছুর শপথ করলে তিনি তা পূরা করেন।' (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৮/১২৪, মুসলিম ৩/১৩০২)

যখমের পরিবর্তে যখম করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ এবং যখমের পরিবর্তে যখম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাণের বদলে প্রাণ হত্যা করা হবে, কেহ কারও চোখ উঠিয়ে নিলে তারও চোখ উঠিয়ে নেয়া হবে, কেহ কারও নাক কেটে নিলে তারও নাক কেটে নেয়া হবে, কেহ কারও দাঁত ভেঙ্গে দিলে তারও দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যখমেরও বদলা নেয়া হবে। (তাবারী ১০/৩৬০) এ ব্যাপারে আযাদ মুসলিম সবাই সমান। নারী ও পুরুষের একই হুকুম, যখন তারা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ করবে। তাতে গোলামেরাও পরস্পরের মধ্যে সমান। তাদের পুরুষ লোকেরাও সমান এবং স্ত্রীলোকেরাও সমান।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইসালা

মাসআলা ঃ কেহ যদি অন্যকে যখম করে এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হয়, অতঃপর সে ঐ যখমেই মারা যায় তাহলে বিবাদীর উপর আর কিছুই

ওয়াজিব হবেনা। এ রায়ের স্বপক্ষে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্‌ন শুয়াইব (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার বর্শা দ্বারা আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এর প্রতিকার চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ এখন নয়, পরে এসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোকটি আবার ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে তিনি তাকে তা প্রদান করার আদেশ দেন। পরবর্তী সময়ে ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো খোঁড়া হয়ে গেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলেনা। সুতরাং আল্লাহ তোমার প্রতি রাহমাত বর্ষণ করলেননা। তোমার খোঁড়া হয়ে যাওয়ার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। পরবর্তী সময়ে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আঘাত সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত আঘাতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থগিত করার আদেশ দেন। (আহমাদ ২/২১৭)

অধিকাংশ সাহাবী এবং তাদের পরবর্তীগণের মতামত হল এই যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যদি আঘাতকারীকে অনুরূপ আঘাত করার অনুমতি দেয়া হয় এবং তাতে যদি প্রথম আঘাতকারী মারা যায় তজ্জন্য প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির লোকদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা।

অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দিলে সে দায়মুক্ত

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দিবে, ওটা ঐ যখমকারীর জন্য কাফফারা হয়ে যাবে এবং যাকে যখম করা হয়েছে তার জন্য সাওয়াব বা সাওয়াবের কারণ হবে, যা আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে। এ বিষয়ে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কেহ যদি দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আক্রমণকারী অপরাধ হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে। (তাবারী ১০/৩৬৭) সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) বলেন, 'আতা ইবনূস সাবি (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি আক্রমণকারীর উপর থেকে তার দাবী তুলে নেয় তাহলে আক্রমণকারী তার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, এ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে। (তাবারী ১০/৩২৬) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ এ আয়াত সম্পর্কে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ ব্যক্তি হল যাকে যখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আবূ ইসহাক আল হামদানীও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কোন ব্যক্তির দেহে যদি কারও দ্বারা কোন যখম হয় এবং সে তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তার সেই পরিমাণ পাপ ক্ষমা করে দেন।' (আহমাদ ৫/৩১৬) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/৩৩৫, ১০/৩৬৪) আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফাইসালা করেনা তারা যালিম।' পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কুফরীর মধ্যে কম বেশি আছে, যুল্মেরও কম বেশি আছে এবং ফিসকের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে।

৪৬। আর আমি তাদের পর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এই অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম, সে তার পূর্ববর্তী কিতাবের (তাওরাতের) সত্যায়নকারী ছিল এবং আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত এবং আলো ছিল, আর ওটা তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করত এবং এটা সম্পূর্ণ রূপে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও নাসীহত ছিল।	٤٦. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

৪৭। আহলে ইঞ্জীলের উচিত - আল্লাহ তাতে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করা, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী হুকুম প্রদান করেনা, তাহলে তো এ রূপ লোকই পাপাচারী ফাসিক।	٤٧. وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ

আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) ইঞ্জীল প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ আমি ঈসাকে বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী করে পাঠিয়েছিলাম। সে তাওরাতকে বিশ্বাস করত এবং ওর নির্দেশ অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফাইসালা করত। আমি তাকে স্বীয় কিতাব ইঞ্জীল প্রদান করেছিলাম। তাতে সত্যের হিদায়াত ছিল, আর ছিল কাঠিন্য ও জটিলতার ব্যাখ্যা এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলির অনুকরণ। কতগুলি মাসআলার তাতে স্পষ্ট ফাইসালা ছিল, যেগুলিতে ইয়াহুদীরা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এ জন্যই আলেমদের প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে, ইঞ্জীল তাওরাতের কতক হুকুম মানসূখ করে দিয়েছে। ইঞ্জীল দ্বারা পুণ্যবান লোকেরা হিদায়াত, ওয়ায ও উপদেশ লাভ করত এবং এর ফলে তারা সাওয়াব লাভের প্রতি আগ্রহী হত এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকত। 'ওয়াল য়্যাহকুম আহলুল ইঞ্জীলে' এখানে 'আহলাল ইঞ্জীলে'ও পড়া হয়েছে। এ অবস্থায় وَلْيَحْكُمْ শব্দটি كَى এর অর্থে হবে। তখন ভাবার্থ হবে, আমি ঈসাকে ইঞ্জীল এ জন্যই প্রদান করেছি যেন সে তার যুগে তার অনুসারীদেরকে ওটা অনুযায়ীই পরিচালিত করে। আর যদি মাশহুর কিরা'আত وَلْيَحْكُمْ অনুযায়ী لام -কে আমরের لَام মনে করা হয় তাহলে তখন অর্থ হবে ঃ তাদের উচিত যে, তারা ইঞ্জীলের সমস্ত আহকামের উপর ঈমান আনে এবং ওটা অনুযায়ী ফাইসালা করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

তুমি বলে দাও ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর; আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয় তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অতএব তুমি এই কাফিরদের জন্য মনঃক্ষুন্ন হয়োনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৮) অন্যত্র আছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭) যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশমত ফাইসালা করেনা তারা আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে পড়েছে, সত্যকে পরিত্যাগ করেছে, বাতিলের উপর আমল করেছে। আয়াতটির ভ়ার্ণনা

ধারা অনুযায়ী ইহাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এটি খৃষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর পূর্বে এ বর্ণনা দেয়াও হয়েছে।

٤٨. وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا	**৪৮। আর আমি এই কিতাবকে (কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত, (এবং) ওর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যায়নকারী এবং ঐ সব কিতাবের বিষয় বস্তুর সংরক্ষকও। অতএব তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা কর, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করনা, তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে**

আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।	فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
৪৯। আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেনা, এবং তাদের দিক থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কোন নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে; অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন; আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।	٤٩. وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ
৫০। তাহলে কি তারা অজ্ঞতা যুগের মীমাংসা কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম ফাইসালাকারী?	٥٠. أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য কুরআনী আইনের সাহায্য নিতে হবে

তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর এখন কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ আমি এ কুরআনকে হক ও সত্যতার সাথে নাযিল করেছি। নিশ্চিতরূপে এটি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এবং এটি তাঁরই কালাম বা কথা। **مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ** এটি পূর্ববর্তী সমুদয় কিতাবের সত্যতা স্বীকার করছে এবং ঐসব কিতাবেও এর প্রশংসা ও গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ কিতাবগুলির মধ্যে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, এ পবিত্র ও সর্বশেষ কিতাবটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উপর অবতীর্ণ হবে। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানী লোক এর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং একে মেনে চলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

বল ঃ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৮)

'তিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছিলেন, সবগুলিই সত্যে পরিণত হয়েছে এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেই গেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'মুহাইমিন' অর্থ হল বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন সম্পর্কে বলেছেন যে, ইহা এমন একটি বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ যা পূর্ববর্তী পবিত্র কিতাবসমূহের বাণীর উপর স্থান পেয়েছে। (তাবারী ১০/৩৭৯) ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব (রহঃ), আতিয়াহ (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) 'আতা আল

খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১০/৩৭৭, ৩৮০) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ কুরআন যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লিখিত বাণীসমূহের মূলসহ লিখিত সর্বশেষ নাযিলকৃত বিশ্বস্ত কিতাব, তাই পূর্বের কোন কিতাবে লিখিত কোন বিষয় যদি কুরআনে থাকে তাহলে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে, আর যদি কুরআনে না থাকে এবং পূর্বের কিতাবেও না থাকে তাহলে তা (উক্ত কিতাবে পরিবর্তন করা হয়েছে এ বিশ্বাস রেখে) বিশ্বাস করা যাবেনা। আল ওয়ালিবি (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে 'মুহাইমিনান' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সাক্ষী' (তাবারী ১০/৩৭৭) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। আল আওফি (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'মুহাইমিনান' শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যান্য কিতাবসমূহের উপর প্রাধান্য লাভকারী। (তাবারী ১০/৩৭৯) এ সমস্ত অর্থই 'মুহাইমিন' শব্দের অর্থের আওতায় এসে যায়। আল কুরআন একদিকে হল বিশ্বাসযোগ্য, সাক্ষী এবং অন্যদিকে কুরআনের পূর্বে যতগুলি ধর্মীয় গ্রন্থ আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন তাদের সবার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রভাব বিস্তারকারী ও সত্যায়নকারী। আল্লাহ তা'আলা মহান মর্যাদাময় কুরআনকে সর্বশেষ কিতাব হিসাবে মানব কল্যাণের জন্য নাযিল করেছেন যাতে কোন ত্রুটি নেই এবং যাতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সঠিক বাণীসমূহও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং নতুন নতুন বিষয়সমূহও আল্লাহর তরফ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা একে আস্থাভাজন, সাক্ষী এবং অন্যান্য কিতাবের উপর স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সর্বশেষ কিতাব কুরআনের বাণীকে তিনিই সংরক্ষণ করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

আমিই যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯) আল্লাহ বলেন ঃ

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ হে মুহাম্মাদ! সুতরাং তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বিচার কর, আরাব হোক অথবা অনারাব হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক। 'আল্লাহর নাযিলকৃত' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অহী। হয় সেটা এ কিতাবের আকারেই হোক, না হয় আল্লাহ তা'আলা যে পূর্ববর্তী আহকাম তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেটাই হোক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ

আয়াতের পূর্বে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের মধ্যে ফাইসালা করা ও না করার অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অহী মোতাবেক ফাইসালা করা যরুরী। (তাবারী ১০/৩৩২) তাঁকে বলা হচ্ছে ঃ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ হে নাবী! এ দুর্ভাগা অজ্ঞরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে আহকাম তৈরী করে নিয়েছে এবং ওর কারণে আল্লাহর কিতাবকে যে পরিবর্তন করে ফেলেছে, কোনক্রমেই তুমি তাদের প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে সত্যকে ছেড়ে দিওনা। তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি রাস্তা এবং পন্থা তৈরী করে দিয়েছি। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ‘شِرْعَةً’ শব্দের অর্থ হচ্ছে মসৃণ পথ। (তাবারী ১০/৩৮৭) এর পরে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ‘যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন।’ অতএব জানা গেল যে, পূর্ব সম্বোধন শুধু এ উম্মাতকেই নয়, বরং এর সম্বোধন হচ্ছে সকল উম্মাতের প্রতিই। আর এতে আল্লাহ তা‘আলার খুব বড় ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে যে, যদি তিনি চাইতেন তাহলে সমস্ত লোককে একই শারীয়াত ও একই দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন, কোন সময়েও কোন প্রকার পরিবর্তন আসতনা। কিন্তু মহান প্রভুর পরিপূর্ণ হিকমাত ও কলাকৌশলের চাহিদা এই যে, তিনি পৃথক শারীয়াত নির্ধারণ করবেন, একের পর অন্য নাবী প্রেরণ করবেন, কোন নাবীর হুকুমকে পরবর্তী নাবীর মাধ্যমে বদলিয়ে দিবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত দীন মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। তাঁকে সারা বিশ্বের জন্য সর্বশেষ নাবী করে পাঠানো হয়। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ এ বিভিন্ন শারীয়াত দেয়া হয়েছে শুধু তোমাদের পরীক্ষার জন্য, যেন তিনি তোমাদের বাধ্য ও অনুগত লোকদেরকে পুরস্কার এবং অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেন। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি যেন ঐ জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ কিতাব। অতএব তোমাদের উচিত মঙ্গল ও উত্তম কাজের দিকে দৌড়ে যাওয়া, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর শারীয়াত মেনে চলতে আগ্রহী হওয়া এবং সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে প্রাণে আনুগত্য করা। হে লোকসকল! তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল

আল্লাহরই কাছে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মতভেদের মধ্যে প্রকৃত মত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিতদের তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং মিথ্যা ও বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধবাদী ও প্রবৃত্তি-পূজারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, যারা হককে মানা তো দূরের কথা, বরং হকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই উত্তম।

অতঃপর প্রথম কথার প্রতি আরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ যে হুকুম করেছেন তদনুরূপ বিচার করতে এবং ওর বিপরীত থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি যেন এ বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী, মিথ্যাবাদী, কাফির ইয়াহুদীর কথার ফাঁদে পড়ে আল্লাহর কোন হুকুম থেকে এদিক ওদিক চলে না যাও। যদি তারা তোমার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শারীয়াত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় তাহলে জেনে রেখ যে, তাদের কলংকময় কার্যাবলীর কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবশ্যই নেমে আসবে। এ জন্যই ভাল কাজের তাওফীক তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। **وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ** অধিকাংশ লোকই হচ্ছে ফাসেক অর্থাৎ হকের আনুগত্য হতে বাইরে, আল্লাহর দীনের বিরোধী এবং হিদায়াত হতে দূরে। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ কা'ব ইব্ন আসাদ, ইব্ন সালুবা, আবদুল্লাহ ইব্ন শুরা' এবং শাস ইব্ন কায়িস বলাবলি করছিল ঃ চল আমরা মুহাম্মাদের কাছে যাই এবং তাকে তার ধর্ম হতে বিচ্যুত করার চেষ্টা করি। সুতরাং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল এবং বলল ঃ আমাদের এবং আমাদের কাওমের মধ্যে একটা বিবাদ

আছে, আপনি আমাদের মতানুযায়ী এর মীমাংসা করে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটা অস্বীকার করলেন। ঐ সম্পর্কেই এ আয়াতটি (৫ ঃ ৪৯) অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১০/৩৯৩)

এরপর মহান আল্লাহ ঐ লোকগুলোর কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলছেন ঃ যারা আল্লাহর এমন হুকুম থেকে দূরে সরে থাকে যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরে রয়েছে, এরূপ পবিত্র হুকুম থেকে সরে গিয়ে কিয়াসের দিকে, কু-প্রবৃত্তির দিকে এবং ঐসব হুকুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা লোকেরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। যেমন আহলে জাহেলিয়াত ও আহলে দালালাত (গুমরাহ সম্প্রদায়) নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক হুকুম-আহকাম জারী করত। যেমন তাতারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে চেঙ্গিস খানী হুকুমের অনুসরণ করত, যার নাম হল 'আল-ইয়াসিক'। ওটা ছিল বহু ধর্মের সম্মিলিত আহকামের দফতর, যা বিভিন্ন শারীয়াত ও মাযহাব হতে ছেঁটে নেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল ইয়াহুদিয়াত, নাসরানিয়াত, ইসলামিয়াত ইত্যাদি সমস্ত আহকামের সমষ্টি, আবার তাতে এমনও কতক আহকাম ছিল যা শুধুমাত্র তার নিজস্ব জ্ঞান, মত ও চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে প্রবৃত্তিরও সংযোগ ছিল। পরবর্তীতে ঐ সমষ্টিই তাদের সন্তানদের নিকট আমলের যোগ্য বিবেচিত হত এবং ওকেই তারা কিতাব ও সুন্নাতের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিল। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কার্য সম্পাদনকারীরা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত না তারা ঐসব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং যে কোন ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন হুকুম গ্রহণ না করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ তাহলে কি তারা অজ্ঞতার যুগের মীমাংসা কামনা করে? **وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ** দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কাজে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কার হুকুম বেশি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে পারে? ঈমানদার ও পূর্ণ বিশ্বাসীগণ খুব ভাল করেই জানে যে, আহকামুল হাকিমীন, আরহামুর রাহিমীনের চেয়ে বেশি উত্তম, স্বচ্ছ, সহজ ও পবিত্র আহকাম, মাসায়েল এবং কাওয়ায়েদ আর কারও হতে পারেনা। মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়া-পরবশ হতে পারে

তার চেয়েও বেশি তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের উপর মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিরাট শক্তি এবং ন্যায় ও ইনসাফের অধিকারী। তাবারানীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত যে ইসলামে অজ্ঞতা যুগের নিয়ম-কানুন ও চাল-চলন অনুসন্ধান করে এবং বিনা কারণে কেহকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে এবং তাতে কিছু বেশি বর্ণনা আছে। (তাবারানী ১০/৩৭৪, ফাতহুল বারী ১২/২১৯)

৫১। হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা।	٥١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৫২। এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব	٥٢. فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا

আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।	دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَـٰدِمِينَ
৫৩। আর মুসলিমরা বলবে ঃ আরে! এরাই নাকি তারা, যারা অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করত, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? এদের সমস্ত কাজই ব্যর্থ হয়ে গেছে, ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে রইল।	٥٣. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَـٰسِرِينَ

ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং
ইসলামের শত্রুদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শত্রু ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন ঃ তারা কখনও তোমাদের বন্ধু হতে পারেনা, কেননা তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতা রয়েছে। হ্যাঁ, তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু। وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। উমার (রাঃ) আবূ মূসাকে (রাঃ) এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন করেছিলেন এবং এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়েছিলেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার উমার (রাঃ) আবূ মূসা আল আশআরীকে (রাঃ) তার প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব পাঠাতে আদেশ করেন। আবূ মূসার (রাঃ) একজন খৃষ্টান অনুলেখক ছিল যাকে উমারের (রাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেন। উমার (রাঃ) যেভাবে চেয়েছিলেন ঐভাবে খৃষ্টান লোকটি তার কাজ করে দেয়ায় তিনি খুবই খুশি হন এবং তার কাজের প্রশংসা করে বলেন ঃ এ লোকটি খুবই দক্ষ। উমারের (রাঃ) কাছে সিরিয়া থেকে আসা একটি চিঠির ব্যাপারে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এ চিঠিটি মাসজিদে বসে আমাদের সকলকে পাঠ করে শোনাবে? আবূ মূসা (রাঃ) বললেন ঃ তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ কেন, সে কি পবিত্র নয়? আবূ মূসা (রাঃ) বললেন ঃ না তা নয়, সে খৃষ্টান। অতঃপর আবূ মূসা (রাঃ) বলেন ঃ এতে উমার (রাঃ) আমার উপর রেগে গেলেন এবং আমার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বললেন ঃ এখনি তাকে পবিত্র মাদীনা থেকে বের করে দাও। তুমি কি **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء** এ আয়াতটি পাঠ করনি? (দুররুল মানসুর ৩/১০০)

আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা বলেন ঃ ‘হে লোকসকল! তোমরা এ থেকে বেঁচে থাক যে, তোমরা নিজেরা জানতেই পারবেনা, অথচ আল্লাহর কাছে ইয়াহুদী ও নাসারা বলে পরিগণিত হবে।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বুঝে গেলাম যে, এ আয়াতের ভাবার্থই তার উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে ঃ

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে যোগাযোগ ও ভালবাসা স্থাপন করে এবং অজুহাত পেশ করে বলে ঃ এরা যদি মুসলিমদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে না জানি আমরা বিপদে পড়ে যাই। এ জন্যই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখছি। কেহকে চটিয়ে আমাদের লাভ কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ** খুব সম্ভব, আল্লাহ মুসলিমদেরকে স্পষ্ট বিজয় দান করবেন। (তাবারী ১০/৪০৫) মাক্কাও তাদের হাতে বিজিত হবে এবং শাসনকর্তা তারাই হবে। আল্লাহ তাদেরই পায়ের নীচে হুকুমাত নিক্ষেপ করবেন অথবা ইয়াহুদী নাসারাদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করার নির্দেশ তিনি মুসলিমদেরকে প্রদান করবেন। সুতরাং আজ যেসব মুনাফিক গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে

সংযোগ স্থাপন করছে এবং নেচে খেলে বেড়াচ্ছে, সেদিন এ চালাকির জন্য তাদেরকে রক্তাশ্রু ঝরাতে হবে। তাদের পর্দা সেদিন খুলে যাবে। ঐ সময় মুসলিমরা তাদের এ চক্রান্তের উপর বিস্ময়বোধ করবে এবং বলবে ঃ আরে! এরাই কি ওরা যারা আমাদেরকে শপথ করে করে বলত যে, তারা আমাদের সাথেই আছে! তারা যা কিছু করেছিল সব বিনষ্ট হয়ে গেল।

৫৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবেনা; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।	٥٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
৫৫। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ - যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে এবং বিনম্র।	٥٥. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ

ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ	
٥٦. وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَـٰلِبُونَ	**৫৬। আর যারা বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, তাহলে তারা আল্লাহর দলভুক্ত হলো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই বিজয়ী।**

ইসলাম ত্যাগ করলে অন্য আদম সন্তান দ্বারা তা পূরণ করার সাবধান বাণী

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যদি কেহ এ পবিত্র দীন ত্যাগ করে, তাহলে সে ইসলামের একটুও ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ তাদের পরিবর্তে এমন লোকদেরকে এ সত্য ধর্মের খিদমাতে লাগিয়ে দিবেন যারা সবদিক দিয়েই এদের চেয়ে উত্তম হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَـٰلَكُم.

এবং যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮)

إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأۡتِ بِـَٔاخَرِينَ

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে হে লোকসকল! তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۚ إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ وَيَأۡتِ بِخَلۡقٍ جَدِيدٍ

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৯) আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা মোটেই কঠিন কিংবা অসাধ্য নয়। তিনি বলেন, **أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ** এসব আয়াতের ভাবার্থ ওটাই যা বর্ণনা করা হল। হককে ছেড়ে দিয়ে বাতিলের দিকে ফিরে যাওয়াকে **ارْتِدَاد** বলা হয়।

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ এখানে ঐ পূর্ণ ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা তাদের বন্ধুদের প্রতি (অর্থাৎ মুসলিমদের প্রতি) খুবই কোমল ও নম্র হবে, কিন্তু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ২৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বন্ধুদের সামনে ছিলেন হাসিমুখ ও প্রফুল্ল চেহারা বিশিষ্ট, আর শত্রুদের সামনে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও সংগ্রামী বীর পুরুষ। মুসলিমরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়না, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনা, ক্লান্ত হয়ে পড়েনা, ভীরুতা প্রকাশ করেনা এবং বিলাসপ্রিয় হয়না। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করতে গিয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করেনা। আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ভাল কাজের হুকুম করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি কাজে তারা সদা নিমগ্ন থাকে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমার বন্ধু (মুহাম্মাদ (সাঃ)) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) মিসকীনদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে উঠাবসা করা। (২) (পার্থিব বিষয়ে) নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের লোকের দিকে নযর না দেয়া। (৩) রক্তের সম্পর্ক যুক্ত রাখা যদিও তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। (৪) কারও কাছে কিছু না চাওয়া। (৫) তিক্ত হলেও সত্য কথা বলা। (৬) আল্লাহর ব্যাপারে (ধর্মীয় কাজে) কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করা।

(৭) অধিকাংশ সময় *‘লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’* এ কালেমাটি পাঠ করা, কেননা এটা আরশের কোষাগার।’ (আহমাদ ৫/৪০৫, তিরমিযী ৬/৫৩১, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৩২)

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে ঃ ‘মু’মিনের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করবে।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘ঐ বিপদ সে নিজের উপর উঠিয়ে নিবে যা বহন করার শক্তি তার নেই।’ (আহমাদ ৫/১৫৯) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের এ গুণাবলী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বিশেষ দান। এর তাওফীক তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে। তাঁর অনুগ্রহ খুবই প্রশস্ত এবং তিনি মহাজ্ঞানী। এত বড় নি‘আমাতের হকদার কে তা তিনিই খুব ভাল জানেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ তোমাদের বন্ধু কাফিরেরা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং মু’মিনদের সাথে। মু’মিন তো তারাই যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে যে, তারা নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করে যা ইসলামের একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং যাকাত প্রদান করে যা আল্লাহর দুর্বল ও মিসকীন বান্দাদের হক। শেষ বাক্যটি সম্পর্কে কিছু লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, ওটা **وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ** (২ ঃ ৩) থেকে **حَال** হয়েছে। অর্থাৎ তারা রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। কেননা যদি এটা মেনে নেয়া হয় তাহলে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, রুকু অবস্থায় যাকাত দেয়া উত্তম। অথচ কোন আলেমই এ কথা বলেননা। অতএব **وَهُمْ رَاكِعُونَ** এর অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহর ঘর মাসজিদে জামা’আতে সালাত আদায় করে এবং মুসলিমদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে সাদাকাহ হিসাবে ব্যয় করে। আয়াতগুলির শেষে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু’মিনদের সাথে

বন্ধুত্ব রাখে সে আল্লাহর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীই জয়যুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ. لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ.

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১-২২) অতএব যে কেহ আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হবে, তাকে দুনিয়ায়ও সাহায্য করা হবে এবং পরকালেও সে সফলকাম হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতকে এ বাক্য দ্বারাই শেষ করেছেন।

৫৭। হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে করে	٥٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟

ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।
৫৮. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ	৫৮। আর যখন তোমরা সালাতের (আযান দ্বারা) আহ্বান কর তখন তারা ওর সাথে উপহাস করে; এর কারণ এই যে, তারা এরূপ লোক যারা মোটেই জ্ঞান রাখেনা।

কাফিরদের জন্য বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মনে অমুসলিমদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে বলছেন, তোমরা কি এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে যারা তোমাদের পবিত্র ধর্মের সাথে হাসি তামাশা করছে? এই কাফির মুশরিকরা ইসলামের মূল কার্যাবলী (যেমন সালাত, সিয়াম, যাকাত) সম্পাদনকারীদের প্রতি তাদের নিকৃষ্টতম ভাষায় নিন্দা করে, অথচ এসব কার্যাবলী হল ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের সোপান। তারা এ সমস্ত বিষয়ে শুধু নিন্দা বা কটাক্ষই করেনা, বরং তাদের হাসি তামাসার বিষয় বলে গণ্য করে থাকে। ইহা এ জন্য যে, তারা বিভ্রান্ত, সঠিক পথ হতে বিচ্যুৎ এবং কঠোর হৃদয় সম্পন্ন। مِن শব্দটি بَيَان جِنْس এর জন্য এসেছে, যেমন اَلْاَوْثَان এর মধ্যে। কেহ কেহ অল কুফ্ফারে পড়েছেন এবং عَطْف করেছেন। আবার কেহ কেহ ওয়াল কুফ্ফারা পড়েছেন এবং لاَ تَتَّخِذُوْا এর مَعْمُوْل বানিয়েছেন। তখন تَقْدِيْر عِبَارَت হবে ওয়ালাল কুফ্ফারা আউলিয়ায়া এরূপ। এখানে كُفَّار দ্বারা মুশরিকদেরকে

বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে ‘ওয়া মিনাল্লাযিনা আশরাকু ’এরূপ রয়েছে। (তাবারী ১০/৪৩০) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে আল্লাহকে ভয় কর। এরা তো তোমাদের দীনের সাথে, আল্লাহর সাথে এবং শারীয়াতের সাথে শত্রুতা করছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

মু’মিনগণ যেন মু’মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮)

কাফিরেরা আযান এবং সালাত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا আহলে কিতাবের এ কাফিরেরা এবং মুশরিকরাও এ সময়েও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে যখন তোমরা সালাতের জন্য আযান দাও। অথচ এটাই আল্লাহ তা‘আলার সবচেয়ে প্রিয় ইবাদাত। কিন্তু এ নির্বোধরা এটুকুও জানেনা। তাই তারা শাইতানের অনুসারী। আর শাইতানের অবস্থা এই যে, আযান শোনামাত্রই সে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু বের করে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়ে থেমে যায় যেখানে আযানের শব্দ পৌঁছেনা। তারপর আবার ফিরে আসে এবং তাকবীর শুনে পালিয়ে যায়। তাকবীর দেয়া শেষ হলেই সে পুনরায় এসে পড়ে এবং সালাত আদায়কারীকে বিভ্রান্ত করার কাজে লেগে যায়। তাকে সে এদিক ওদিকের বিস্মরণ হয়ে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনকি কত রাক‘আত সালাত আদায় করা হয়েছে তাও তার স্মরণ থাকেনা। যখন এরূপ অবস্থা ঘটবে তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সাহু সাজদাহ করতে হবে। (বুখারী ৬০৮, ১২২২, ১২৩১; মুসলিম ১/২৯১, ৩৯৮) ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে আযানের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই (৫ ঃ ৫৭) পাঠ করেন।

৫৯। তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দুষণীয় পাচ্ছ এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক (উল্লিখিত কিতাবসমূহের) প্রতি ঈমান (এর গন্ডি) হতে বহির্ভূত।	٥٩. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ
৬০। তুমি বলে দাও ঃ আমি কি তোমাদেরকে এরূপ পন্থা হিসাবে ওটা হতেও (যাকে তোমরা মন্দ বলে জান) এরূপ সংবাদ দিব যা আল্লাহর কাছে অধিক নিকৃষ্ট? ওটা ঐ সব লোকের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন ও যাদেরকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদাত করছে তারা মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।	٦٠. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ
৬১। আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তারা কুফরী নিয়েই এসেছিল এবং তারা কুফরী	٦١. وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا۟

ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلۡكُفۡرِ وَهُمۡ قَدۡ خَرَجُواْ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكۡتُمُونَ	নিয়েই চলে গেছে; এবং আল্লাহ তো খুব ভাল জানেন যা তারা গোপন রাখে।
٦٢. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنۡهُمۡ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَ ۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ	৬২। আর তুমি তাদের মধ্যে অনেককে দেখবে, দৌড়ে দৌড়ে পাপ, যুল্‌ম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে; বাস্তবিকই তারা খুব মন্দ কাজ করছে।
٦٣. لَوۡلَا يَنۡهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ عَن قَوۡلِهِمُ ٱلۡإِثۡمَ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَ ۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ	৬৩। তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে আহলে কিতাবরা মুসলিমদের প্রতি ক্ষুব্ধ

নির্দেশ হচ্ছে ঃ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ হে মু'মিনগণ! যেসব আহলে কিতাব তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ ও

উপহাস করছে তাদেরকে বল, তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছ তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং এটা কোন ঈর্ষার কারণ নয় এবং কোন নিন্দারও কারণ নয়। এটা **اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ** হয়েছে।

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ

তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে ঃ ‘ইব্‌ন জামীল ওরই বদলা নিচ্ছে যে, সে দরিদ্র ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে ধনী করে দিয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৮৮, মুসলিম ২/৬৭৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ

তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৯) অর্থাৎ সোজা-সরল পথ থেকে তোমরা সরে পড়েছ। অতএব এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে ঃ আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তোমাদের অধিকাংশই সীমা লংঘনকারী, সত্য পথ হতে বিচ্যুত।

কিয়ামাত দিবসে আহলে কিতাবরা কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হবে

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّٰه তোমরা আমাদের সম্পর্কে যে ধারণা করছ, তাহলে এসো, তোমাদেরকে বলি যে, আল্লাহর নিকট প্রতিফল প্রাপক হিসাবে কে অধিক নিকৃষ্ট! আর এরূপ তোমরাই বটে। কেননা এরূপ অভ্যাস তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদেরকে স্বীয় রাহমাত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, যাদের উপর তিনি এত রাগান্বিত হয়েছেন যে, এরপর আর সন্তুষ্ট হওয়ার নয় এবং যাদের কোন কোন দলের আকার বিকৃত করে তাদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন তারা তো তোমরাই। সূরা

বাকারায় এর পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ এখন যেসব বানর ও শূকর রয়েছে এগুলো কি ওরাই? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ

‘যে কাওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাদের বংশধর কেহ থাকেনা। (অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন)। তাদের পূর্বেও শূকর ও বানর ছিল।’ (মুসলিম ৪/২০৫১) এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন শব্দে সহীহ মুসলিম ও নাসাঈতেও রয়েছে।

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ভাবার্থ এই যে, তোমরা ওরাই যাদের মধ্যে তাগুতের পূজা করা হয়েছে। মোট কথা, আহলে কিতাবকে দোষারোপ করে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা তো আমাদেরকে দোষারোপ করছ, অথচ আমরা একাত্মবাদী। আমরা শুধু এক আল্লাহকে মেনে থাকি। আর তোমরা তো হচ্ছ ওরাই যে, তোমাদের মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ কারণেই শেষে বলা হয়েছে, এ লোকেরাই সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট পর্যায়ের। তারা সীরাতে মুসতাকীম থেকে বহু দূরে। তারা ভুল ও বিভ্রান্তির পথে রয়েছে। এখানে **اِسْم تَفْضِيْل** ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এত অধিক পথভ্রষ্ট আর কেহই হতে পারেনা। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে।

أَصۡحَـٰبُ ٱلۡجَنَّةِ يَوۡمَئِذٍ خَيۡرٌ مُّسۡتَقَرًّا وَأَحۡسَنُ مَقِيلاً

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৪)

মুনাফিকরা ঈমান প্রদর্শন করলেও, অন্তরে কুফরী গোপন রাখে

অতঃপর মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাসের কথা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়ে বলেন ঃ বাহ্যিকভাবে তো মু’মিনদের সামনে তারা ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু তাদের ভিতর কুফরীতে পরিপূর্ণ। তারা তোমার কাছে কুফরী অবস্থায়ই আগমন করে এবং যখন ফিরে যায় তখন কুফরী অবস্থায়ই ফিরে যায়। তোমার কথা ও উপদেশ তাদের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হয়না। ভিতরের এ কলুষতা দ্বারা কি উপকার তারা লাভ করবে? যাঁর কাছে তাদের কাজ, তিনি আলীমুল গায়িব। অদৃশ্যের সমস্ত খবরই

তিনি জানেন। তাদের অন্তরের গোপন কথা তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদেরকে এর পূর্ণ ফল ভোগ করতে হবে।

হে নাবী! তুমি তো স্বচক্ষে দেখছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে কিভাবে পাপ, যুল্ম এবং ঘুষ ও সুদ ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে! তাদের কৃতকর্মগুলো অত্যন্ত জঘন্য হয়ে গেছে।

নিষিদ্ধ কাজ হতে বাধা না দেয়ায় ইয়াহুদী-খৃষ্টান যাজকদের নিন্দা করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ তাদের অলী-উল্লাহরা অর্থাৎ আবেদ ও আলেমরা তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখছেনা কেন? প্রকৃতপক্ষে ঐসব আবেদ ও আলেমদের (রুহবান ও আহবার) কাজগুলোও খারাপ হয়ে গেছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, أَحْبَارُ হল তারা যাদের ধর্মীয় জ্ঞান আছে কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই, আর رَبَّانِيُّونَ দের ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সাথে প্রশাসনিক ক্ষমতাও রয়েছে। (তাবারী ১০/৪৫০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আলেম ও ফকীর দরবেশদের প্রতি ধমকের জন্য এর চেয়ে বেশি কঠিন আয়াত কুরআন কারীমে আর একটিও নেই। (তাবারী ১০/৪৪৯) একদা আলী (রাঃ) এক খুৎবায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকত এবং তাদের রুহবান এবং আহবারগণ এতে বাধা দিতনা। তাদের লোকেরা ঐ খারাপ কাজগুলো করতে থেকেছে, অথচ তাদের প্রতি হদ জারী করা হতনা। যখন এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হল তখন আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তিই তোমাদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তোমাদের উচিত মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। বিশ্বাস রেখ যে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না তোমাদের রিযক বা খাদ্য কমাবে, আর না তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী করবে। (কানযুল উম্মাল ৩/৩৬৩)

সুনান আবূ দাঊদে জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'যে কাওমের মধ্যে কোন লোক অবাধ্যতার কাজ করে এবং ঐ কাওমের লোকগুলো বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখেনা, তাহলে আল্লাহ সবারই উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শাস্তি নাযিল করবেন।' সুনান ইব্ন মাজাহয়ও এ বর্ণনাটি রয়েছে। (আবূ দাঊদ ৪/৫১০, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯)

৬৪। আর ইয়াহুদীরা বলে ঃ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ, এবং তাদের এই উক্তির দরুণ তারা অভিশপ্ত। বরং তাঁর (আল্লাহর) তো উভয় হাত উম্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা তিনি ব্যয় করেন; আর যে বিষয় তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত হয় তা তাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়, এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শক্রতা ও হিংসা নিক্ষেপ করেছি কিয়ামাত পর্যন্ত; যখনই (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন; তারা ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়; আর আল্লাহ অশান্তি বিস্তার - কারীদেরকে ভালবাসেননা।

٦٤. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰنًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

৬৫। আর এই আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারাহ্) যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে নি'আমতের উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম।	٦٥. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ
৬৬। আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি 'আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত; তাদের একদল তো সরল পথের অনুগামী; আর তাদের অধিকাংশই এরূপ যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।	٦٦. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ

ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ

অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের একটি জঘন্য উক্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মহান আল্লাহকে কৃপণ বলত। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দরিদ্রও বলত। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা সেই অপবিত্র উক্তির বহু উর্ধ্বে। সুতরাং 'আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে আছে' এটার ভাবার্থ তাদের নিকট এই ছিলনা যে, তাঁর হাত বন্ধনযুক্ত রয়েছে। বরং এর দ্বারা তারা তাঁর কৃপণতা বুঝাতে চেয়েছিল। (তাবারী ১০/৪৫২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বাকরীতিই কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায়ও রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومًا مَّحۡسُورًا

তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৯) সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ কৃপণতা থেকে এবং অযথা ও অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকতে বললেন। অতএব ইয়াহুদীদেরও 'হাত বন্ধনযুক্ত রয়েছে' এ কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ফিনহাস নামক ইয়াহুদী এ কথা বলেছিল। (তাবারী ১০/১৫৩) ঐ অভিশপ্ত ইয়াহুদী বলেছিল ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحۡنُ أَغۡنِيَآءُ

আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনবান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮১) ফলে আবূ বাকর (রাঃ) তাকে প্রহার করেছিলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, কৃপণ, লাঞ্ছিত এবং কাপুরুষ হচ্ছে তারা নিজেরাই। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَمۡ لَهُمۡ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلۡمُلۡكِ فَإِذًا لَّا يُؤۡتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا. أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ فَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ ءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَءَاتَيۡنَٰهُم مُّلۡكًا عَظِيمًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও হিকমাত দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৩-৫৪)

আল্লাহর হাত অবারিত, প্রশস্ত

আল্লাহ বলেন ঃ **بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء** বরং তারা তো অন্যদের নি'আমাত দেখে জ্বলে পুড়ে মরে। তারা লাঞ্ছিত লোক, বরং আল্লাহর হাত খোলা রয়েছে, তিনি অনেক কিছু খরচ করতে রয়েছেন, তাঁর ফসল ও

অনুগ্রহ প্রশস্ত, তাঁর দান সাধারণ। সব জিনিসের ভাণ্ডার তাঁরই হাতে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব দিন-রাত সব জায়গায় তাঁরই মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ; তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৪) মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত দিনের খরচ তাঁর ধনভাণ্ডারকে কমায়না। শুরু হতে আজ পর্যন্ত যত কিছু তিনি স্বীয় মাখলূককে তাঁর ডান হাতে যা রয়েছে তা থেকে দান করেছেন তা তাঁর ধনভাণ্ডারকে একটুও হ্রাস করেনি। তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অপর হাতে ধরে রেখেছেন যা তিনি উঁচু করেন এবং নীচু করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তোমরা আমার পথে খরচ কর, আমিও তোমাদেরকে দান করব। (আহমাদ ২/৩১৩, ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫, মুসলিম ২/৬৯১)

মুসলিমদের প্রতি অহী নাযিল হলে ইয়াহুদীদের হিংসা ও কুফরী বৃদ্ধি পায়

ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا হে নাবী! তোমার কাছে আল্লাহর নি‘আমাত যত বৃদ্ধি পাবে, এ শাইতানদের কুফর ও হিংসা-বিদ্বেষ ততো বেড়ে যাবে। অনুরূপভাবে যেমন মু’মিনদের ঈমান, আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে তেমনই এসব ইয়াহুদী ও মুশরিকদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে থাকবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (*সূরা* হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (*সূরা* ইসরা, ১৭ ঃ ৮২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ তাদের পরস্পরের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরীভাব কিয়ামাত পর্যন্ত মিটবেনা। তারা একে অপরের রক্ত পিপাসু। হক তথা সত্যের উপর তাদের একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। তারা নিজেদেরই ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। তারা মাঝে মাঝে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তাদের চক্রান্ত তাদেরই উপর প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহর শত্রু। কোন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ ভালবাসেননা।

আহলে কিতাবরা যদি তাদের কিতাব অনুসরণ করত তাহলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করত

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ** যদি এ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, আর হারাম ও হালাল মেনে চলত, তাহলে আমি তাদের কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতাম ও তাদেরকে সুখের উদ্যানে প্রবিষ্ট করতাম এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করতাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনকে মেনে নিত, কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে মেনে নিলে কুরআনকে মেনে নেয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে; কারণ ঐ দু'টি কিতাবের

সঠিক শিক্ষা এটাই যে, কুরআন সত্য। কুরআনের ও শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকারোক্তি পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে রয়েছে, সুতরাং যদি তারা এ কিতাবগুলিকে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মেনে নিত তাহলে ওগুলি তাদেরকে ইসলামের পথ দেখাত, যে ইসলামের প্রচার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-শান্তিও প্রদান করতেন। আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। ফলে যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হত। তখন উপর ও নীচের অর্থাৎ আসমান ও যমীনের বারাকাত তাদেরকে দান করা হত। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম। (*সূরা* আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৬) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ তাদের মধ্যে একটি দল সরল-সঠিক পথের পথিকও রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কার্যকলাপ অতি জঘন্য। যেমন এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (*সূরা* আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৯) ঈসার (আঃ) কাওমের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি করেছিলাম পুরস্কৃত এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (*সূরা* হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৭) অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আহলে কিতাবের জন্য যে সর্বোচ্চ শ্রেণী নির্ধারণ করেছেন তা হল *'ইকতিসাদ'* যা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য যে স্তর রয়েছে তার

মধ্যম স্তর। উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য এর উপরে একটি স্তর রয়েছে যা হল *‘সাবিকুন’*। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَا ۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ. جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্য পন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩২-৩৩) সুতরাং এ উম্মাতের তিন প্রকারের লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬৭। হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা।	٦٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার আদেশ এবং নিরাপত্তার আশ্বাস

মহান আল্লাহ এখানে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'রাসূল' এ প্রিয় শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ হে রাসূল! তুমি মানুষের কাছে আমার সমস্ত আহকাম পৌঁছে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করলেনও তাই।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করেছেন সে মিথ্যা বলেছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১২৪) এখানে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই নিম্নের এ আয়াতটিই গোপন করতেন ঃ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا

স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করছ, তুমি তাকে বলেছিলে ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে

সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৭) (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫, মুসলিম ১/১৬০)

সহীহ বুখারীতে যুহরীর (রহঃ) উক্তি রয়েছে, তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হচ্ছে রিসালাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মেনে নেয়া।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫১২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কথা পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত উম্মাতই এর সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমানাত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং যেটা সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল তাতে সবাই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হাজ্জের খুৎবায় সমস্ত সাহাবী এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহর বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ ভাষণে জনগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

'তোমরা আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তাহলে বল তো তোমরা কি উত্তর দিবে?" সবাই সমস্বরে বললেন ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দান করছি যে, আপনি প্রচার করেছেন, রিসালাতের হক পূরাপুরি আদায় করেছেন এবং পূর্ণভাবে আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।' তিনি তখন স্বীয় হাত ও মাথা আকাশ পানে উত্তোলন করে জনগণের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" (মুসলিম ২/৮৮৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ হে নাবী! তুমি যদি আমার হুকুম আমার বান্দা পর্যন্ত পৌঁছে না দাও তাহলে তুমি রিসালাতের হক আদায় করলেনা। তারপর এর যা শাস্তি তা তো নাবীর কাছে স্পষ্ট। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহর কাছ থেকে কুরআনের যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা থেকে তুমি যদি একটি আয়াতও গোপন কর তাহলে তুমি যেন তাঁর বাণী প্রচার করলেনা। (তাবারী ১০/৪৬৮) তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ তোমাকে লোকদের থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার, তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী আমি। তুমি নির্ভয় থাক, কেহই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রহরী রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। যেমন আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগেই ছিলেন। তাঁর ঘুম হচ্ছিলনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আজ রাতে যদি আমার কোন হৃদয়বান সাহাবী আমাকে পাহারা দিত!' হঠাৎ আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানী শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কে?' উত্তর এলো ঃ 'আমি সা'দ ইব্ন মালিক (রাঃ)।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কেন এখানে এসেছ?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি।' এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। (ফাতহুল বারী ১৩/২৩২, মুসলিম ৪/১৮৭৫, আহমাদ ৬/১৪১)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, এটা দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। এ আয়াতটি নাযিল হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবূ হতে মাথা বের করে দিয়ে প্রহরীদেরকে বললেন ঃ

'তোমরা চলে যাও, আমি আমার প্রভুর আশ্রয়ে এসে গেছি। সুতরাং এখন তোমাদের পাহারা দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।' (তিরমিযী ৮/৪১০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে এটি গারীব। ইব্ন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে এবং হাকীম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকীম বলেন যে, এর বর্ণনা ধারা সহীহ, তবে তারা তাদের সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। (তাবারী ১০/৪৬৯, হাকিম ২/৩১৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَـٰفِرِينَ

হে মুহাম্মাদ! তুমি প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও, আল্লাহ যাকে চাইবেন সে'ই হিদায়াত লাভ করবে এবং যাকে চাইবেন সে বিপথে পরিচালিত হবে। অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ

তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু প্রচার করা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) কারণ হিদায়াত দানের ক্ষমতা আল্লাহর। তিনি কাফিরদেরকে হিদায়াত করবেননা। তুমি বাণী পৌঁছে দাও। হিসাব গ্রহণকারী হচ্ছেন আল্লাহ।

৬৮। তুমি বলে দাও ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর; আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অতএব তুমি এই কাফিরদের জন্য মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।	٦٨. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ
৬৯। এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবেঈ এবং খৃষ্টানদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কাজ করে, এইরূপ লোকদের	٦٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

জন্য শেষ দিনে না কোন প্রকার ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।	وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

কুরআনের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কোন ধর্মের উপরই নেই যে পর্যন্ত তারা নিজ নিজ কিতাবের উপর এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ কিতাব অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান না আনবে। কিন্তু তাদের অবস্থাতো এই যে, যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের বিরোধিতা ও কুফর বাড়তে থাকে। সুতরাং হে নাবী! তুমি ঐ কাফিরদের জন্য দুঃখ ও আফসোস করে তোমার জীবনকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করনা।

খৃষ্টান ও মাজুসীদের বেদীন দলকে সাবেঈ বলা হয়। শুধুমাত্র মাজুসীদেরকেও সাবেঈ বলা হয়। এটা মাজুসীদের মত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার একটি দল ছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা যাবূর পাঠ করত। তারা কিবলার পরিবর্তে অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করত এবং মালাইকা/ফেরেশতাদের পূজা করত। অহাব (রহঃ) বলেন যে, সাবেঈরা আল্লাহকে চিনত। নিজেদের শারীয়াত অনুযায়ী তারা আমল করত। তাদের মধ্যে কুফরের উৎপত্তি হয়নি। তারা ইরাক সংলগ্ন ভূমিতে বসবাস করত। তাদেরকে ইয়ালূসা বলা হত। তারা নাবীদেরকে মানত। এদের সবারই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভকারী এবং নির্ভয় হবে ওরাই যারা আল্লাহ উপর এবং কিয়ামাতের উপর সত্য ঈমান রাখে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। আর এটা সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত এই শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা না হবে, যাকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং যারা এ সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই পরবর্তী জীবনের বিপদাপদ থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে। আর দুনিয়ায় ছেড়ে যাওয়া লোভনীয় জিনিসের জন্য তাদের কোনই দুঃখ ও আফসোস থাকবেনা। সূরা বাকারাহর তাফসীরে এ

বাক্যের বিস্তারিত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

৭০। আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের কাছে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই তাদের কাছে কোন নাবী আগমন করত এমন কোন বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপুত হতনা, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলত।	٧٠. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ
৭১। আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে, কোন শাস্তিই হবেনা, ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল, অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করলেন; তবুও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধিরই রইল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের কার্যকলাপসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।	٧١. وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের নিকট ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহর আহকামের উপর আমল করবে এবং অহীর অনুসরণ করবে। কিন্তু তারা ঐ ওয়াদা ভেঙ্গে দেয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদার পেছনে লেগে পড়ে! আল্লাহর কিতাবের যে কথা তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পায় তা মেনে নেয় এবং যা তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে হয় তা পরিত্যাগ করে। শুধু

এটুকুই নয়, বরং তারা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং বহু রাসূলকে হত্যা করে ফেলে। কেননা তাঁরা তাদের কাছে যে আহকাম নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের মতের বিপরীত ছিল।

এত বড় পাপ করার পরেও তারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং মনে করতে থাকে যে, তাদের কোনই শাস্তি হবেনা। কিন্তু তাদের ভীষণ আধ্যাত্মিক শাস্তি হয়। অর্থাৎ তাদেরকে সত্য (হক) অনুধাবন করা থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হয় এবং অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়া হয়। না তারা হককে শুনতে পায়, আর না 'হিদায়াতকে দেখতে পায়। কিন্তু তবুও আল্লাহ তাদের উপর দয়া করেন। আর এর পরেও তাদের অধিকাংশই ঐ রূপই থেকে যায়, অর্থাৎ তারা হক দর্শন থেকে অন্ধ এবং হক শ্রবণ থেকে বধির। আল্লাহ তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। কাজেই কে কিসের যোগ্য তা তিনি ভালই জানেন।

৭২। নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে যারা বলে - মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ নিজেই বলেছিল ঃ হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর! যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।

٧٢. لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

৭৩। নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ ‘আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা‘বুদের) এক’, অথচ এক মা’বূদ ভিন্ন অন্য কোনই (হক) মা’বূদ নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।	٧٣. لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّآ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৭৪। তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	٧٤. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৭৫। মসীহ্ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মাতা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। লক্ষ্য কর! আমি কিরূপে তাদের নিকট প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি। আবার লক্ষ্য কর! তারা উল্টা	٧٥. مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ

কোন দিকে যাচ্ছে?	ثُمَّ ٱنظُرۡ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ

খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) প্রভু বলে মিথ্যা দাবী করে

এখানে খৃষ্টান দলগুলোর অর্থাৎ মালেকিয়্যাহ, ইয়াকূবিয়্যাহ এবং নাসতুরিয়্যাহদের কুফরের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মাসীহকেই (আঃ) প্রভু বলে মেনে থাকে। আল্লাহ তাদের এ উক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। মাসীহ (আঃ) তো আল্লাহর গোলাম ও নাবী ছিলেন। পার্থিব জগতে পা রেখে দোলনায়ই তাঁর মুখের প্রথম কথা ছিল ঃ

قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

সে (ঈসা) বলল ঃ আমি তো আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নাবী করেছেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩০) ‘আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র’ এ কথা তো তিনি বলেননি! বরং তিনি স্বীয় দাসত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। সাথে সাথে তিনি বলেছিলেন ঃ

وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ

আল্লাহই আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর, ইহাই সরল পথ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৬) যৌবনের পরবর্তী বয়সেও তিনি বলেছিলেন ঃ ‘তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর। যারা তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করে তাদের জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম ওয়াজিব।’ যেমন কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৬) জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি চাবে তখন তাদের ব্যাপারে বলা হবে ঃ

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَنۡ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ

জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর। তারা বলবে ঃ আল্লাহ এসব জিনিস কাফিরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষকদের দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, শুধু মু'মিন ও মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে। (ফাতহুল বারী ৬/২০৭) এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

(*নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা)* এরপর ঐ লোকদের কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহকে তিন মা'বূদের মধ্যে এক মা'বূদ মনে করত।

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ

(*নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) এক')* ইয়াহুদীরা উযায়েরকে (আঃ) এবং খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত এবং আল্লাহকে তিন মা'বূদের মধ্যে এক মা'বূদ মনে করত। (তাবারী ১০/৪৮৩) সুদ্দী (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন, মাসীহকে (আঃ), তাঁর মাকে এবং আল্লাহকে মিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ মানত। এ সূরার শেষে এরই বর্ণনা রয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি

তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গায়িবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬) কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলবেন ঃ 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ বলে স্বীকার কর?' তিনি তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবেন এবং নিজের না জানার কথা ও নিরপরাধ হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন।

প্রকৃতপক্ষে ইবাদাতের যোগ্য মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মা'বূদ তিনিই। যদি এরা কুফরীপূর্ণ উক্তি থেকে বিরত না থাকে তাহলে নিশ্চিতরূপে এরা ধ্বংসাত্মক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে।

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা, স্নেহ ও ভালবাসার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদের এত কঠিন অপরাধ ও এত ভীষণ নির্লজ্জতা ও মিথ্যারোপ সত্ত্বেও তাদেরকে স্বীয় রাহমাতের দা'ওয়াত দিচ্ছেন এবং বলছেন ঃ এখনও যদি তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হও তাহলে তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে আমার রাহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দিব।

ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা বা দাস এবং তাঁর মা একজন সত্যবাদিনী

আল্লাহ বলেন ঃ **مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْله الرُّسُلُ** মাসীহ আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই ছিলেন। তাঁর মত রাসূল তাঁর পূর্বেও অতীত হয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, **انْ هُوَ الاَّ عَبْدٌ** 'সে একজন গোলামই ছিল।'

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَـٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৯) তবে তিনি তাঁর উপর স্বীয় রাহমাত নাযিল করেছিলেন এবং বানী ইসরাঈলের জন্য তাঁকে একটি নিদর্শন বানিয়েছিলেন। তাঁর মা মু'মিনা ও সত্যবাদিনী ছিলেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তিনি নাবী ছিলেননা। কেননা এটা হচ্ছে বিশেষণ বা গুণ বর্ণনার

স্থান। সুতরাং তিনি যে গুণের অধিকারিণী ছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ মা ও পুত্র উভয়ে পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, যা ভিতরে যাবে তা বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ তারা প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তাঁরা অন্যদের মত বান্দাই ছিলেন। আল্লাহর গুণাগুণ তাঁদের মধ্যে ছিলনা। যারা এরূপ দাবী করে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, লক্ষ্য কর! আমি কিভাবে খোলাখুলি তাদের সামনে আমার দলীল প্রমাণাদি পেশ করছি! আবার লক্ষ্য কর যে, এত দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ফিরছে! কেমন ভ্রষ্ট মাযহাবের উপর তারা রয়েছে! কেমন জঘন্য ও দলীল প্রমাণহীন উক্তি তারা করছে!

৭৬। তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদাত কর যা তোমাদের না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না কোন উপকার করার? অথচ আল্লাহই সব শুনেন, জানেন।	٧٦. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
৭৭। তুমি বল ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমা লংঘন করনা, এবং ঐ সম্প্রদায়ের (ভিত্তিহীন) কল্পনার উপর চলোনা যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে।	٧٧. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟

বস্তুতঃ তারা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছিল।	عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

শির্ক বর্জন এবং ধর্মের ভিতর নতুন কিছু সংযোজন করতে নিষেধাজ্ঞা

এখানে আল্লাহকে ছেড়ে বাতিল মা'বূদগুলোর ইবাদাত করতে নিষেধ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, এসব লোককে বলে দাও ঃ

أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا যারা তোমাদের কোন ক্ষতি করার কিংবা উপকার করার কোনই ক্ষমতা রাখেনা তাদের তোমরা কেন পূজা করছ? যিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছুর খবর রাখেন সেই আল্লাহকে ছেড়ে যাদের শোনার, দেখার এবং উপকার কিংবা অপকার করার কোনই ক্ষমতা নেই, তাদের অনুসরণ করা কতই না নির্বুদ্ধিতার কাজ! হে আহলে কিতাব! তোমরা হক ও সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। যার যতটুকু সম্মান করার নির্দেশ রয়েছে তাকে ততটুকুই সম্মান কর। মানুষের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ নাবুওয়াত দান করেছেন তাদেরকে নাবুওয়াতের মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে আল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছে দিওনা। যেমন তোমরা মাসীহর ব্যাপারে ভুল করছ। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, তোমরা তোমাদের পীর, মুরশিদ, উস্তাদ এবং ইমামদের পিছনে লেগে পড়েছ। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অনুসারীদেরকেও করেছে পথভ্রষ্ট। তারা বহু দিন হতে সরল ও ন্যায়ের পথকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ভ্রান্তি ও বিদ'আতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে।

৭৮। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছিল দাঊদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এই লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল যে, তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমা লংঘন করত।	٧٨. لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ

	بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ
৭৯। তারা যে অন্যায় কাজ করেছিল তা হতে একে অপরকে নিষেধ করতনা; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত।	٧٩. كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ
৮০। তুমি তাদের (ইয়াহুদীদের) অনেককে দেখবে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে; যে কাজ তারা ভবিষ্যতের জন্য করেছে তা নিঃসন্দেহে মন্দ, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলতঃ তারা আযাবে চিরকাল থাকবে।	٨٠. تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِي ٱلۡعَذَابِ هُمۡ خَٰلِدُونَ
৮১। আর যদি তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো এবং নাবীর প্রতি এবং ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি যা তাঁর নাবীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল, তাহলে তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) কখনও বন্ধু রূপে গ্রহণ করতনা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।	٨١. وَلَوۡ كَانُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ

বানী ইসরাঈলের অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ প্রদান

ইরশাদ হচ্ছে ঃ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ বানী ইসরাঈলের কাফিরেরা প্রাচীনতম অভিশপ্ত। দাঊদ (আঃ) ও ঈসার (আঃ) যুগে তারা অভিশপ্তরূপে সাব্যস্ত হয়েছিল। কেননা তারা ছিল আল্লাহর অবাধ্য এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যাচারী। তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর, কুরআন প্রভৃতি সমস্ত কিতাবই তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করে আসছে। তারা নিজেদের যুগেও একে অপরকে খারাপ কাজ করতে দেখেছে। كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। হারাম কাজগুলো তাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে চলত এবং কেহ কেহকেও নিষেধ করতনা। এ ছিল তাদের জঘন্য কাজ।

ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করার তাগিদ

মুসনাদ আহমাদ ও জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! হয় তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের উপর স্বীয় পক্ষ থেকে শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা তিনি কবূল করবেননা।' (আহমাদ ৫/৩৮৮, তিরমিযী ৬/৩৯১) সহীহ হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেহ কেহকে শারীয়াত গর্হিত কাজ করতে দেখলে তাকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান করা তার উপর ফারয। যদি এটার ক্ষমতা তার না থাকে তাহলে তার উচিত, সে যেন তাকে কথা দ্বারা বাধা দেয়। যদি ওটারও ক্ষমতা তার না থাকে তাহলে তার উচিত তাকে অন্তরে ঘৃণা করা, এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।' (মুসলিম ১/৬৯)

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে জায়গায় পাপ ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে যারা উপস্থিত আছে তারা যদি ঐ শারীয়াত বিরোধী কাজে অসন্তুষ্ট হয় (আর একটি বর্ণনায় আছে যে, যদি ঐ কাজে বাধা দেয়) তাহলে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যারা সেখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু ঐ শারীয়াত বিরোধী কাজে তারা সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত আছে।' (আবূ

দাঊদ ৪৩৪৫) আবূ দাঊদে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'লোকদের ওযর দেয়ার সুযোগ যে পর্যন্ত লুপ্ত না হবে সে পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবেনা।' (আবূ দাঊদ ৪৩৪৭) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'সাবধান! কেহকে যেন লোকদের ভয়ে সত্য কথা বলা থেকে বিরত না রাখে।' (ইব্ন মাজাহ ৪০০৭) এ হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবূ সাঈদ (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা তো এরূপ দেখতে পাচ্ছি এবং মানুষের ভয় করছি। অন্য একটি হাদীসে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হচ্ছে উত্তম জিহাদ।' (আবূ দাঊদ ৪/৫১৪, তিরমিযী ৬/৩৯৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুসলিমদের নিজেকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তা কিরূপে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ঐ বিপদাপদকে মাথা পেতে নেয়া যা বরদাশত করার ক্ষমতা তার নেই।' (আহমাদ ৫/১৪০৫, তিরমিযী ৬/৫৩১, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

মুনাফিকদের প্রতি তিরস্কার

ইরশাদ হচ্ছে ঃ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا অধিকাংশ মুনাফিককে তুমি দেখবে যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। তাদের এ কাজের কারণে অর্থাৎ মুসলিমদের বন্ধুত্ব ছেড়ে দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে তারা তাদের জন্য বড় শাস্তি জমা করে রেখেছে। এরই প্রতিশোধ হিসাবে তাদের অন্তরে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে। আর কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء যদি এ লোকগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান আনত তাহলে কখনও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতনা ও খাঁটি মুসলিমের সাথে শত্রুতা করতনা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, وَلَـــكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে সরে পড়েছে এবং তাঁর অহী ও পবিত্র কালামের আয়াতগুলির বিরোধী হয়ে গেছে।

৮২। তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে, আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে; এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়।	٨٢. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

(৫ ঃ ৮২) আয়াটি নাযিল হওয়ার কারণ

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, এ আয়াতটি ঐ সময়ের ঘটনা বর্ণনা করছে যখন ইথিওপিয়ার বাদশা নাজ্জাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন এই পর্যবেক্ষণ করতে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ধরনের লোক এবং তাঁর কথাবার্তা, আচরণ কিরূপ। প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তিনি কুরআন পাঠ করে শোনান। এতে তারা আল্লাহর প্রতি বিনম্র হয়ে কাঁদতে থাকেন এবং ইসলাম কবূল করেন। অতঃপর তারা নাজ্জাসীর কাছে ফিরে যান এবং পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা করেন। (তাবারী ১০/৪৯৯, ৫০০) ‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, তারা ছিল ঐ ইথিওপিয়ান যাদের কাছে মুসলিমরা হিজরাত করে বসবাস করছিলেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রথমে তারা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যখন তারা মুসলিমদেরকে দেখতে পান ও কুরআন শ্রবণ করেন তখনই কাল বিলম্ব না করে তারা মুসলিম হয়ে যান। (তাবারী ১০/৫০১) ইব্ন জারীরের (রহঃ) ফাইসালা এসব উক্তিকে সত্য বলে সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেন যে, এ আয়াতগুলি ঐসব লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে। তারা ইথিওপীয়ই হোন বা অন্য কোন জায়গারই হোন।

ইয়াহুদীদের মুসলিমদের সাথে যে ভীষণ শত্রুতা রয়েছে তার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে দুষ্টামি, বিরোধিতা ও অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে এবং তারা জেনে শুনে কুফরী করে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে অন্যায় আচরণ করে। তারা হকের মুকাবিলায় বিগড়ে যায়। হক পন্থী আলেমদের উপর তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। এ কারণে তারা বহু নাবীকে হত্যা করেছিল। শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ইয়াহুদীরা, কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, বহুবার হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা তাঁর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে, তাঁর উপর যাদু করে এবং তাদের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى

মুসলিমদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐসব লোক, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, যারা ঈসার (আঃ) সত্য অনুসারী এবং ইঞ্জীলের আসল ও সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মনে মোটের উপর মুসলিম ও ইসলামের প্রতি মহব্বত আছে। এর কারণ এই যে, ঈসার (আঃ) ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার ফলে (বিকৃত হলেও) তাদের মধ্যে নম্রতা রয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

এবং তার (ঈসার) অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৭) তাদের কিতাবে নির্দেশ আছে, যে তোমার ডান গালে চড় মারে, তুমি তার সামনে তোমার বাম গালটিও এগিয়ে দাও। তাদের শারীয়াতে যুদ্ধই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে তাদের বন্ধুত্বের কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে বহু ধর্ম-যাজক ও জ্ঞান পিপাসু আলেম রয়েছে।

ষষ্ঠ পারা সমাপ্ত।

৮৩। আর যখন রাসূলের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন তুমি দেখতে পাও যে, তাদের অশ্রু বইছে; এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা মু'মিন হয়ে গেলাম, সুতরাং আমাদেরকেও ঐ সব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন, যারা (মুহাম্মাদ ও কুরআনকে সত্য বলে) স্বীকার করে -	٨٣. وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ
৮৪। আর আমাদের কি এমন ওযর আছে, যে জন্য আমরা ঈমান আনবনা আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে; অথচ এ আশা রাখবো যে, আমাদের রাব্ব নেককারদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন?	٨٤. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ
৮৫। ফলতঃ তাদের এই উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। সৎ কর্মশীলদের জন্য	٨٥. فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ

এটাই প্রতিদান!	جَزَآءُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ
৮৬। আর যারা কাফির হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।	٨٦. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلۡجَحِيمِ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ** যখন তারা রাসূলের উপর অবতারিত অহী শ্রবণ করে তখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে। কেননা তারা সেই ভবিষ্যত সুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে যা (তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে প্রেরণ সম্পর্কিত সংবাদ) তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে দেখেছিল। তাই তারা বলতে শুরু করে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদের ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা সাক্ষ্য দান করেছে ও ঈমান এনেছে। তারা আরও বলেন ঃ **وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ** আমাদের এমন কি ওযর আছে যে, আমরা ঈমান আনবনা আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে এসেছে? অথচ আমরা এ আশা রাখব যে, আমাদের প্রভু সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন।' ঐ লোকগুলি ছিলেন নাসারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ لَمَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِمۡ خَـٰشِعِينَ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত

থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯) অন্য জায়গায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤۡمِنُونَ (٥٣) وَإِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبۡلِهِۦ مُسۡلِمِينَ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটা আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫২-৫৩)

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلۡكَ مَسَٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلاً ۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ

কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলিই তো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৮) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ 'এ স্বীকারোক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহ প্রদান করবেন যেগুলির নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এক মুহুর্তের জন্যও তাদেরকে সেখান থেকে সরানো হবেনা, সৎকর্মশীলদের প্রতিদান এটাই।' অতঃপর তিনি দুষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

৮৭। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তন্মধ্যে সুস্বাদু বস্তুগুলিকে হারাম করনা এবং সীমা লংঘন করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ

٨٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

করেননা।	يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ
৮৮। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলি আহার কর, এবং আল্লাহকে ভয় কর - যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।	٨٨. وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

ইসলামে কোন সন্ন্যাস-ব্রত নেই

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা বলেছিলেন, ‘আমরা আমাদের গোপনাঙ্গ কেটে ফেলব এবং দুনিয়ার কাম, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করব এবং পাদ্রীদের মত বিভিন্ন দেশে প্রচার কাজ করে ঘুরে বেড়াব।’ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা বলেন ঃ ‘হ্যাঁ, আমরা এরূপই সংকল্প করেছি।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

জেনে রেখ যে, আমি তো সিয়াম পালনও করি এবং (কোন কোন সময়) পালন নাও করি, রাতে সালাতও আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই। আমি স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গ্রহণ করে সে আমারই অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করেনা সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (তাবারী ১০/৫১৮) সহীহ বুখারীর শর্তে এটি সহীহ। ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মারদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল আউফী (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী তাঁর স্ত্রীদেরকে তাঁর গোপনীয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন! তখন (সম্ভবতঃ তাঁর রাত দিনের আমল সম্পর্কে অবহিত হয়ে) তাদের মধ্যে কোন একজন বলেন ঃ ‘আমি এখন থেকে আর কখনও গোশ্ত খাবনা।’ আর একজন বলেন ঃ ‘আমি কখনও

মহিলাদের সাথে বিবাহিত হবনা।’ অন্য একজন বললেন ঃ ‘আমি কখনও বিছানায় শয়ন করবনা (বরং মাটিতে শয়ন করব)।’ এসব কথা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ ‘ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, তাদের কেহ এ কথা বলে এবং ও কথা বলে? কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন করি এবং কোন কোন সময় ছেড়েও দিই, আমি নিদ্রা যাই এবং রাত জেগে সালাতও আদায় করি, আমি গোশ্তও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি (সুন্নাত) থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (ফাতহুল বারী ৯/৫, মুসলিম ২/১০২০)

وَلَا تَعْتَدُوا এর অর্থ এও হতে পারে, তোমরা হালাল বস্তুকে নিজেদের উপর হারাম করে দিয়ে নাফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করনা। আবার এও অর্থ হতে পারে, তোমরা হালালকে হারাম বানিয়ে নিওনা এবং হালাল দ্বারা উপকার লাভ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করনা। হালালকেও প্রয়োজন পরিমাণই গ্রহণ কর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করনা।

وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করনা। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কার্পন্যও করেনা; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৭) আল্লাহ তা‘আলা না ‘ইফরাত’ বা বাহুল্যের অনুমতি দিয়েছেন, আর না ‘তাফরীত’ বা অত্যল্পতার অনুমতি দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেন, وَلَا تَعْتَدُوا তোমরা সীমা অতিক্রম করনা।

وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا

আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলি আহার কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কেহ যদি কোন হালালকে নিজের উপর হারাম করে নেয় তাহলে কাফফারা আদায় করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে নাবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ১) এখানে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত বর্ণনা করার পর কসমের কাফফারার বর্ণনা দিলেন। এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কসমের উল্লেখ না থাকলেও যদি কেহ নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করে নেয় তাহলে কসমের কাফফারার মতই তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা সর্বাবস্থায় হালাল ও পবিত্র জিনিস আহার কর এবং সর্বকাজে আল্লাহকেই ভয় কর। তাঁর মর্জির অনুসরণ কর এবং বিরোধিতা ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক।

٨٩. لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن

৮৯। আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেননা, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ শপথসমূহের জন্য পাকড়া করবেন যেগুলিকে তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ় কর, সুতরাং ওর কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা মধ্যম ধরণের, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের), কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাঁদী আজাদ করা। আর যে

لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	**ব্যক্তি সামর্থ্য রাখেনা সে (একাধারে) তিন দিন সিয়াম পালন করবে; এটা তোমাদের শপথসমূহের কাফ্ফারা যখন তোমরা শপথ কর এবং অতঃপর ভঙ্গ কর এবং নিজেদের শপথমসমূহকে রক্ষা করবে। এই রূপেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।**

অর্থহীন শপথ

অর্থহীন শপথের বর্ণনা সূরা বাকারায় দেয়া হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। এ ধরনের শপথ মানুষ তার কথা-বার্তার মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে থাকে। যেমন সে বলে, আল্লাহর শপথ ইত্যাদি। কেহ কেহ এ কথাও বলেছেন যে, এটা হচ্ছে ক্রোধের সময় বা ভুল বশতঃ শপথ। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কেহ যদি কোন খাদ্য, পানীয় বা পোশাক পরিত্যাগ করা সম্পর্কে শপথ করে তাহলে এ দলীল অনুযায়ী তাকে পাকড়াও করা হবেনা। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে শপথ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওটাই হচ্ছে অর্থহীন বা বাজে শপথ।

শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَـــكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ তোমরা যদি শপথকে দৃঢ় করে নাও তাহলে সেই কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

দৃঢ় শপথ ভেঙ্গে দেয়ার কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্ত লোককে খেতে দেয়া। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ তাদেরকে তোমরা এমন মধ্যম ধরনের খাবার খেতে দিবে যা তোমরা

তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক। (তাবারী ১০/৫৪১) 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হচ্ছে পরিবারকে যেমন উত্তম খাদ্য প্রদান করা হয় অনুরূপ খাবার খাওয়াতে হবে। (তাবারী ১০/৫৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْ كِسْوَتُهُمْ অর্থাৎ গরীব দশজন পুরুষ কিংবা মহিলাকে এমন কাপড় প্রদান করতে হবে যা পরিধান করে সালাত আদায় করা যাবে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে দশ জন গরীবকে পরিধানযোগ্য কাপড় অথবা জামা প্রদান করতে হবে। (তাবারী ১০/৫৪৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কাপড় প্রদান করা, অন্যথায় তুমি যা দেয়া দরকার মনে কর। (তাবারী ১০/৫৪৫) হাসান বাসরী (রহঃ), আবূ জাফর আল বাকীর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রহঃ) এবং আবূ মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দশজন গরীবের প্রত্যেককে কাপড় প্রদান করা। (তাবারী ১০/৫৪৬)

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ এর দ্বারা গোলাম অর্থ নেয়া হয়েছে। ফকীহগণ বলেন যে, হত্যার কাফ্ফারায় যেমন মু'মিন গোলামের শর্ত রয়েছে তদ্রূপ কসমের কাফ্ফারায়ও মু'মিন গোলাম হওয়া যরুরী। মুয়াবিয়া ইব্ন হাকাম আস-সালামীর (রাঃ) হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তার উপর একবার একটি গোলাম আযাদ করার দায়িত্ব পড়েছিল। তখন তিনি একটি হাবশি ক্রীতদাসী নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রীতদাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আল্লাহ কোথায়?' সে উত্তরে বলে ঃ তিনি আকাশে রয়েছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি কে?' সে উত্তর দেয়, আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআবিয়া ইব্ন হাকাম আস-সালামীকে (রাঃ) বললেন ঃ 'এ মু'মিনা, সুতরাং তুমি তাকে আযাদ করতে পার।' (মুসলিম ১/৩৮, মুয়াত্তা ২/৭৭৬)

তিন প্রকারের কাফ্ফারার মধ্যে হতে যে প্রকারের কাফ্ফারা আদায় করা হবে তাতেই আদায় হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে সর্বপ্রথম সহজটার কথা বলা হয়েছে। তারপর শ্রেণীগতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক দেয়ার তুলনায় খানা খাওয়ানো সহজ। অতঃপর গোলাম আযাদ করার তুলনায় পোশাক

দেয়া সহজ। মোট কথা, নিম্নতম হতে উচ্চতমের দিকে পা বাড়ানো হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়েছে ঃ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ যে ব্যক্তি এ তিনটির মধ্যে একটির উপরেও সক্ষম হবেনা, তাকে তিনটি সিয়াম পালন করতে হবে। এখন এ তিনটি সিয়াম পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব কি মুস্তাহাব বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখাই যথেষ্ট কিনা এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের দলীল এই যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) এবং ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) একটি কিরা'আতে **فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُّتَتَابِعَات** (অতঃপর সে যেন পরপর তিন দিন সিয়াম পালন করবে) এরূপও রয়েছে। (তাবারী ৫/৩১) এ কিরা'আতটি মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত না থাকলেও কমপক্ষে খবরে ওয়াহিদ তো বটে। তাছাড়া সাহাবীগণের (রাঃ) তাফসীর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় এবং এটি হাদীসে মারফূ'র হুকুমেই পড়ে। **ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ** এটি হচ্ছে শপথের শারঈ কাফ্ফারা। (৫ ঃ ৮৯)

وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা কাফ্ফারা আদায় না করে ছেড়ে দিওনা। (তাবারী ১০/৫৬০, ৫৬২) এভাবেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৯০। হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।	٩٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
৯১। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা	٩١. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن

يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ	তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শক্রতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা?
٩٢. وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ ۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ	৯২। আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক ও রাসূলের অনুগত হও এবং সতর্ক থাকো, আর যদি বিমুখ থাকো তাহলে জেনে রেখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে (আদেশ) পৌঁছে দেয়া।
٩٣. لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحۡسَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ	৯৩। যারা ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা পূর্বে আহার করেছে যখন তারা ভবিষ্যতের জন্য পরহেয করে, ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, পুনরায় সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। পুনরায় সংযত থাকে ও ভাল কাজ করতে থাকে; বস্তুত আল্লাহ এরূপ সৎ

মদ পান করা ও জুয়া খেলা নিষেধ

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে মদ পান, জুয়া খেলা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করছেন। আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) বলেন যে, দাবা এক প্রকারের জুয়া। মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন যে, বাজি রেখে যে খেলা করা হয় সেটাই জুয়া। এমনকি ছেলেরা বাজি রেখে যে কড়ি খেলে সেটাও জুয়া। (তাবারী ৪/৩২২, ৩২৩) অজ্ঞতার যুগে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই জুয়া বিশেষভাবে খেলা হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে এই জঘন্য খেলা খেলতে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি 'চওসর' খেলা করল সে যেন শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা স্বীয় হাত রাঙ্গিয়ে দিল।' (মুসলিম) আর দাবা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, ওটা 'চওসর' থেকেও খারাপ এবং তিনি ওটাকে পাশা ও জুয়ার মধ্যে গণ্য করতেন।। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, 'চওসর' হল জুয়া খেলা।

'আনসাব' ও 'আযলাম' কী

أَنصَابٌ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, উহা ঐ পাথরগুলোকে বলা হত যেগুলোর উপর পশু যবাই করে মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোর নামে উৎসর্গ করত। **اَزْلاَمٌ** হল ঐ তীর যা নিক্ষেপ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। **رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ** অর্থাৎ এগুলো গর্হিত বিষয়, আর এগুলো শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি এগুলো হচ্ছে নিকৃষ্টতম শাইতানী কাজ। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) অভিমত ইহাই। (তাবারী ১০/৫৬৫) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেছেন যে, *রিজস* এর অর্থ হচ্ছে পাপ বা অপরাধ। (তাবারী ৪/৩৩০) অন্য দিকে যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শাইতানী কাজ। (তাবারী ১০/৫৬৫)

فَاجْتَنِبُوهُ এর ‘ ه ’ সর্বনামটি **رِجْسٌ** শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এগুলো পরিত্যাগ কর।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ এ কথা দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে এসব কাজ পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ শাইতান তো ওটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবেনা? এ কথাগুলি আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন ও সতর্কবাণী।

মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মদ তিনবার হারাম করা হয়। যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন সেই সময় মাদীনার লোকেরা মদ পান করত এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করত। ঐ সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ

মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এ দু’টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, কিন্তু ও দু’টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৯) তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল ঃ আল্লাহ তা‘আলা এ দু’টো জিনিস আমাদের উপর হারাম তো করলেননা। তিনি শুধু বললেন যে, এ দু’টো জিনিসে আমাদের উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী। সুতরাং তারা মদ পান করতেই থাকল। কিন্তু একদিন এমন এলো যে, এক মুহাজির সাহাবী নেশা অবস্থায় সালাতে কুরআন মাজীদ পাঠ করতে গিয়ে ভুল ও এলোমেলো করে ফেলে। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩) সুতরাং লোকেরা সালাতের সময় মদ পান করা পরিত্যাগ করল বটে; কিন্তু অন্য সময় পান করতেই থাকল। কেননা তখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। অবশেষে পরিষ্কারভাবে মদ পান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০) তখন লোকেরা বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা বিরত থাকলাম।' অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু তারা মদ পান করত এবং জুয়া খেলত তাদের কি হবে? কেননা আল্লাহ তা'আলা তো এটাকে শাইতানী কাজ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং নিষিদ্ধ করলেন।' তখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ

যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা পূর্বে আহার করেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৩) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যদি তাদের জীবদ্দশায় এটা হারাম করা হত তাহলে তোমরা যেমন তা ছেড়ে দিলে, তারাও তদ্রূপ ছেড়ে দিত।' (আহমাদ ২/৩৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দিন!' তখন সূরা বাকারাহর ২১৯ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর যখন উমারকে (রাঃ) এ আয়াত শুনানো হয়

তখন তিনি পুনরায় প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করুন! তখন সূরা নিসার নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ

হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩) তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে ঘোষনা দিতে বলেন যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উমারকে (রাঃ) এ আয়াতটিও পড়ে শুনানো হয়। তিনি এবারেও বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আরও সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দিন! তখন সূরা মায়িদাহর উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবারও উমারকে (রাঃ) আয়াতটি পাঠ করে শুনানো হয়। পাঠ করে যখন فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ 'সুতরাং তোমরা বিরত থাকবে কি? এ পর্যন্ত পৌছেন তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমরা বিরত থাকলাম, আমরা বিরত থাকলাম। (আহমাদ ১/৫৩, আবূ দাউদ ৪/৭৮, তিরমিযী ৮/৪১৭, নাসাঈ ৮/২৮৬) ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে লোকসকল! মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। আর পাঁচটি জিনিসের মধ্যে যেটা দিয়েই মদ তৈরী করা হবে সেটাই হারাম। সেই পাঁচটি জিনিস হচ্ছে ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। যে জিনিস পান করলে জ্ঞান লোপ পায় সেটাই মদ। (ফাতহুল বারী ৮/১২৬, মুসলিম ৪/২৩২২) সহীহ বুখারীতে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যে সময় মদ হারাম করা হয় সে সময় মাদীনায় আঙ্গুরের মদ ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও পাঁচ রকমের মদ প্রস্তুত করা হত। (ফাতহুল বারী ৮/১২৬)

মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহার (রাঃ) বাড়ীতে আবূ উবাইদাহ্ ইব্ন জাররাহ (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), সুহাইল ইব্ন বাইযা (রাঃ) এবং তাঁর অন্যান্য সাথীদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম। এমনকি তাদের মাতাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমতাবস্থায় কয়েকজন মুসলিম এসে বলেন ঃ 'মদকে হারাম করে দেয়া হয়েছে এ খবর কি আপনারা জানেন?' তখন তারা বলেন, এখনও আমরা অপেক্ষা করব

এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর তারা বললেন ঃ 'হে আনাস! তোমার পাত্রে যা কিছু মদ অবশিষ্ট রয়েছে তা ঢেলে ফেলে দাও। আল্লাহর শপথ! এরপর তারা আর মদ পান করেননি। ওটা ছিল কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে তৈরী করা মদ। (আহমাদ ৩/১৮১)

অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আবূ তালহার (রাঃ) বাড়ীতে আমি লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম। তখনও উহা নিষিদ্ধ হয়নি। সেই সময় কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে মদ তৈরী করা হত। হঠাৎ একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছিলেন। তখন আবূ তালহা (রাঃ) বলেন, 'বেরিয়ে দেখ তো! কি ঘোষণা করা হচ্ছে?' তখন আমি জানতে পারলাম যে, ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন ঃ 'জেনে রেখ, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে।' বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, আবূ তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, 'বাইরে নিয়ে গিয়ে মদ বইয়ে দাও।' তখন আমি তা বইয়ে দিলাম। ঐ সময় মাদীনার অলিতে গলিতে মদ বয়ে যাচ্ছিল। তখন কেহ কেহ বললেন ঃ 'অমুক ও অমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথচ তখনও তাদের পেটে মদ বিদ্যমান ছিল।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ *যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা পূর্বে আহার করেছে।* (ফাতহুল বারী ৫/১৩৩, মুসলিম ৩/১৫৭০) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আবূ তালহা (রাঃ), আবূ উবাইদাহ ইব্ন জাররাহ (রাঃ), আবূ দাজানা (রাঃ), মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ), সুহাইল ইব্ন বাহযা (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিগণের কাছে মদ পরিবেশন করছিলাম যা ছিল কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে তৈরী মদ এবং নেশার কারণে তাদের মাথাগুলি ঢলে পড়ছিল, এমন সময় আমি ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, জেনে রেখ যে, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্রই যারা আমাদের কাছে আসছিলেন এবং যারা আমাদের নিকট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সবাই নিজ নিজ মদ বইয়ে দেন। আমরা সবাই মদের ড্রামগুলো ভেঙ্গে ফেলি। আমাদের কেহ কেহ উযূ করেন এবং কেহ কেহ গোসলও করেন এবং আমরা সুগন্ধি ব্যবহার করি। অতঃপর আমরা মাসজিদে গমন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে **أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ**

فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ হতে وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। একটি লোক তখন বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা এটা পান করা অবস্থায় মারা গেছে তাদের কি হবে? সেই সময় আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১০/৫৭৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ ১/২৯৫, মুসলিম ৪/১৯১০, তিরমিযী ৮/৪১৯, নাসাঈ ৬/৩৩৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

দশটি বিষয়ের সাথে মদ জড়িত, যা সবই হারাম। মদ হারাম, উহা পানকারী, মদ পরিবেশনকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, বহনকারী, মদের ফরমায়েশকারী, পরিবহনকারী, যার কাছে পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিক্রিত মদের মূল্য দিয়ে আহারকারী। (আহমাদ ২/২৫, আবূ দাউদ ২৬৭৪, ইব্‌ন মাজাহ ৩৩৮০)

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সফরে বের হন এবং আমিও তাঁর সাথে বের হই। আমি তাঁর ডান পাশে ছিলাম। এমন সময় আবূ বাকর (রাঃ) আগমন করলেন। আমি তখন তাকে জায়গা দিয়ে নিজে পিছনে চলে গেলাম এবং আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর ডান দিকে গেলেন। আর আমি তাঁর বাম দিকে গেলাম। অতঃপর উমারকে (রাঃ) আসতে দেখে আমি সরে গেলাম এবং তিনি তাঁর বাম দিকে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদে পূর্ণ চামড়ার তৈরী একটি ব্যাগ দেখতে পেলেন। তিনি একটু তাকালেন এবং ছুরি দিয়ে ওটা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'মদ অভিশপ্ত। এ ছাড়া মদ পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, ক্রয়কারী, পরিবহনকারী, বহনকারী, নিংড়িয়ে রস বের করাকারী, তৈরীকারী এবং ওর মূল্য গ্রহণকারী সকলের উপর আল্লাহর লা'নত।' (আহমাদ ২/৭১)

সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি বলেন, একজন আনসারী আমাদেরকে দা'ওয়াত করেন। আমরা সেখানে প্রচুর মদ পান করি। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আমরা যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি তখন আমরা পরস্পর গৌরব প্রকাশ করতে শুরু

করি। আনসারগণ বলেন, 'আমরাই উত্তম।' আবার কুরাইশরা (মুহাজির) বলেন, যে তারাই উত্তম।' অতঃপর এক আনসারী উটের একটা বড় হাড় নিয়ে সা'দের (রাঃ) নাকে আঘাত করেন। ফলে সা'দের (রাঃ) নাকের হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ** হতে **فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ** পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (বাইহাকী ৮/২৮৫, মুসলিম ১৭৪৮)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ তালহা (রাঃ) তাঁর কাছে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ প্রাপ্ত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'ওটা বইয়ে দাও।' আবূ তালহা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'ওর সিরকাহ বানিয়ে নিলে হয়না?' তিনি জবাবে বলেন ঃ 'না।'

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি (৫ ঃ ৯০) তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল; আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী থেকে সর্ববিধ মিথ্যা, নেশা ধরে এমন খেলা, বাজনা, বাঁশি, নাচ, ক্যাবারে/কনসার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ভালবাসার কবিতা/গান ইত্যাদিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে সত্য ধর্মকে প্রেরণ করেছেন। যারা *'খামর'* (**الْخَمْرُ**) পান করেছে তারা জানে যে, ইহা স্বাদে তিক্ত। আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বলেন যে, উহা নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও যারা উহা পান করছে তাদেরকে তিনি কিয়ামাত দিবসে পিপাসার্ত করে উত্থিত করবেন, আর যারা নিষিদ্ধ করার পর উহা পান করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহের গৃহে (জান্নাতে) উহা পান করাবেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১১৯৬) ইহার বর্ণনাধারা সহীহ বলে সাব্যস্ত।

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার মদ পান করল এবং তা থেকে তাওবাহ করলনা, পরকালে তার জন্য তা হারাম হয়ে গেল।' (বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ২০০৩) ইব্ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

নেশার উদ্রেক করে এমন প্রতিটি বস্তু *'খামর'* এবং প্রতিটি নেশাকৃত বস্তুই হারাম। যারা এই *'খামর'* পান করে এবং নেশা অবস্থায় মারা যায় (তাওবাহ

করার সুযোগ হয়না) তাহলে পরকালে তাদেরকে উহা পান করতে দেয়া হবেনা। (মুসলিম ২০০৩)

আবদুর রাহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিসাম (রহঃ) বলেন যে, তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানকে (রাঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বলতে শোনেন ঃ তোমরা মদ পান করা থেকে বিরত থাক, কেননা এটাই হচ্ছে সমস্ত পাপ ও অশ্লীলতার মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বড় 'আবেদ লোক ছিল। সে জনগণের সাহচর্যে না থেকে ইবাদাতে লিপ্ত থাকত। একটি পতিতা মহিলার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে তাকে কিছু দেখানোর বাহানায় তার চাকরাণীর মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠায়। সে তার সাথে চলে আসে। অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে সে মহিলাটির নিকট হাযির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে এক যুবক চাকর এবং কিছু মদ রয়েছে। ঐ পতিতা তাকে বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে কোন কিছু দেখানোর উদ্দেশে ডাকিনি। বরং এই উদ্দেশে ডেকেছি যে, আপনি আমার সাথে রাত কাটাবেন, এই যুবকটিকে হত্যা করবেন অথবা এই মদ পান করবেন।' তখন সে (হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ পানের পাপকে ছোট মনে করে) এক পেয়ালা মদ পান করে। তারপর বলে ঃ 'আমাকে আরও দাও।' শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে ঐ পতিতার সাথে ব্যভিচারী করে এবং যুবকটিকে হত্যা করে। তাই তোমরা মদ/নেশা থেকে বিরত থাক। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারেনা। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। (বাইহাকী ৮/২৮৭, ২৮৮) এই বর্ণনাটির সঠিক ধারাবাহিক বর্ণনাক্রম রয়েছে। আবূ বাকর ইব্‌ন আবীদ্দুনইয়া (রহঃ) তার গ্রন্থে নেশা বিষয়ক অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তিনি ইহা 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে' বর্ণিত লিখেছেন। উসমান (রাঃ) হতে যে বর্ণনাটি পাওয়া যায় সেটি বেশী সঠিক। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

তার এ উক্তির প্রমাণ হিসাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যভিচারী যে সময় ব্যভিচার করে সে সময় সে মু'মিন থাকেনা, চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকেনা এবং মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মু'মিন থাকেনা। মুসনাদ আহমাদে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি মদ পান করে, আল্লাহ তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট

থাকেন। ঐ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে সে কাফির হয়ে মারা যাবে। আর যদি সে তাওবাহ করে তাহলে আল্লাহ সেই তাওবাহ কবূল করবেন। কিন্তু যদি সে পুনরায় এতে ফিরে যায় (অর্থাৎ পুনরায় পান করতে শুরু করে) তাহলে তাকে طِيْنَةُ الْخَبَالِ পান করানোর অধিকার আল্লাহর আছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! طِيْنَةُ الْخَبَالِ কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পূঁজ।'

৯৪। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বল্লম পৌঁছতে পারবে, এই উদ্দেশে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরপরও সীমা লংঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	٩٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৯৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহ্‌রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ এলাকায় বণ্য শিকারকে হত্যা করনা; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক শিকার বধ করবে তার উপর তখন বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয় যাকে সে হত্যা করেছে, যার	٩٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

(আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে। (অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু নেয়ায্ স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, না হয় কাফফারা স্বরূপ (নিরূপিত মূল্যের খাদ্যদ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন করবে, যেন নিজের কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে; অতীত (ত্রুটি) আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন; আর পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কাজই করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে (এর) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন; আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।	ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٍ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ

ইহরাম অবস্থায় এবং হারাম এলাকায় শিকার করা নিষেধ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, শিকার দুর্বল হোক বা ছোট হোক, তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকার করা থেকে বিরত থাকছ কিনা। এমনকি যদি লোকেরা চায় তাহলে সেই শিকারকে হাতে ধরে নিতে পারে, তাই তাদেরকে তার নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিষেধ করলেন। (তাবারী ১০/৫৮৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকারকে বুঝানো হয়েছে। وَرِمَاحُكُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে

বড় শিকার। (তাবারী ১০/৫৮৩) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমরা যখন উমরাহ পালনের উদ্দেশে হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে বন্য চতুস্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাদের অবস্থান স্থলে জমা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তারা ইতোপূর্বে দেখেননি। সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দুররুল মানসুর ৩/১৮৫) সুতরাং ইহরাম অবস্থায় তাদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয় যাতে আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে করছেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ১২) এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এরপরে যারা নাফরমানী করবে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা সে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ এ নিষেধাজ্ঞা অর্থের দিক দিয়ে ধরা হলে হালাল জন্তু, ওর বাচ্চা এবং হারাম প্রাণীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে প্রাণীগুলোকে সর্বাবস্থায় হত্যা করার বৈধতা সাব্যস্ত আছে সেই হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাঁচটি (প্রাণী) হালাল ও হারাম সর্বাবস্থায় হত্যা করা যায়। ঐ পাঁচটি হচ্ছে কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং কামড়ে দেয় এমন কুকুর।' (বুখারী ৩৩১৪, মুসলিম ১১৯৮) ইমাম মালিক (রহঃ) নাফে' (রাঃ) ও ইব্ন উমারের (রাঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাঁচটি বিচরণকারীকে হত্যা করা মুহরিমের জন্য কোন অপরাধমূলক কাজ নয়। সেগুলো হচ্ছে কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং কামড়ে দেয় এ ধরনের কুকুর।' (মুআত্তা ১/৩৫৬, ফাতহুল বারী ৪/৪২, মুসলিম ২/৮৫৮, নাসাঈ ৫/১৯০) আইউব (রহঃ) বলেন, আমি নাফে'কে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, সাপের হুকুম কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'সাপকে হত্যা করার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪) ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখ আলেমগণ কামড়ে দেয় এরূপ কুকুরের সাথে নেকড়ে বাঘ, সিংহ, চিতা বাঘ, বাঘ এবং এ ধরণের অন্যান্য হিংস্র প্রাণীকেও সামিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবূ

সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারবে। উত্তরে তিনি বলেন যে, তা হল ঃ সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, পাগলা কুকুর, চিল এবং বন্য হিংস্র পশু। (আবূ দাউদ ২/৪২৪, তিরমিযী ৩/৫৭৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

ইহরাম অবস্থায় অথবা হারাম এলাকায় শিকার করার কাফফারা

وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ বিজ্ঞজনদের উক্তি এই যে, কাফ্ফারা আদায় করার ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশতঃ হত্যাকারী উভয়েই সমান। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম দ্বারা শুধু ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু হাদীস দ্বারা ভুলবশতঃ হত্যাকারীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। (তাবারী ১১/৮) ভাবার্থ হল এই যে, কুরআন কারীম দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হল, তেমনিভাবে তার পাপী হওয়াও সাব্যস্ত হল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ যেন সে তার পাপের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে, তবে যা অতীত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর যে ব্যক্তি পুনরায় সেই কাজ করবে, আল্লাহ তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।' আহকামে নববী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আহকামে আসহাব দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, ভুলবশতঃ হত্যা করার অবস্থায়ও কাফ্ফারা দিতে হবে, যেমন ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে কুরআনুল হাকীমের নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্ফারা দিতে হয়। (তাবারী ১১/১১) কেননা যদি শিকারকে হত্যা করা হয় তাহলে তাকে নষ্ট করা হল। আর যখন ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করবে তখন তাকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়, তদ্রূপ ভুলবশতঃ নষ্ট করলেও এটাই হুকুম। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, ইচ্ছাপূর্বক শিকারকারী কাফ্ফারার সাথে পাপীও হয়, কিন্তু ভুলবশতঃ শিকারকারী পাপী হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ মুহরিম ব্যক্তি ভুলক্রমে যে শিকার করেছেন অনুরূপ আর একটি প্রাণীকে তার কুরবানী করতে হবে। সাহাবীগণ এই অভিমত

ব্যক্ত করেছেন যে, একটি জেব্রার জন্য একটি উট, একটি বন্য গরুর জন্য একটি পালিত গরু এবং একটি হরিনের জন্য একটি ছাগল নির্ধারিত হবে। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, শিকারকৃত প্রাণীর সম পরিমান কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছেনা তাহলে ঐ শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে তা সাদাকাহ হিসাবে মাক্কায় ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ দু'জন সৎকর্ম পরায়নশীল ব্যক্তি শিকার করা প্রাণীর সমান মূল্যমানের প্রাণী অথবা মূল্য নির্ধারণ করবেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ জারীর আল বাজালী (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহরাম অবস্থায় আমি একটি হরিণ শিকার করি এবং ব্যাপারটি উমারকে (রাঃ) অবগত করি। তিনি বললেন ঃ তোমার দুই ভাইকে নিয়ে এসো, তারা তোমার ব্যাপারে ফাইসালা করুক। সুতরাং আমি সাদ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমানের (রাঃ) কাছে গেলাম এবং তারা একটি ভেড়া কুরবানী করার জন্য আমাকে বললেন। (তাবারী ১১/২৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারিক (রাঃ) বলেছেন ঃ আরবাদ (রাঃ) ইহরাম অবস্থায় একটি হরিন শিকার করেন, অতঃপর উমারের (রাঃ) নিকট গিয়ে এর ফাইসালা জিজ্ঞেস করেন। তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ এসো আমরা এ বিষয়ে উভয়ে সিদ্ধান্ত নেই। অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আরবাদকে (রাঃ) একটি ছাগল কুরবানী দিতে হবে। (তাবারী ১১/২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ফিদইয়ার পশুটি হারাম এলাকায় নিয়ে আসতে হবে এবং কুরবানী করার পর গরীব লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا মুহরিম ব্যক্তি যদি ফিদইয়া আদায় করতে সক্ষম না হন অথবা শিকারকৃত পশুর সাথে সাযুজ্য কোন প্রাণী না থাকে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেছেন ঃ মুহরিম অবস্থায় শিকার করলে তার ফাইসালা হচ্ছে শিকারের অনুরূপ পশু কুরবানী করা। যদি সে হরিণ শিকার করে তাহলে সে হারাম এলাকায় একটি মেষ কুরবানী করবে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে ছয়জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করবে অথবা তিন দিন সিয়াম পালন করবে। যদি সে বন্য প্রাণী শিকার করে তাহলে একটি গরু কুরবানী করবে। সে

তাতে সক্ষম না হলে ২০ জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করবে, অথবা ২০ দিন সিয়াম পালন করবে। যদি সে একটি জেব্রা শিকার করে তাহলে তাকে একটি উট কুরবানী করতে হবে অথবা ৩০ জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করতে হবে অথবা ৩০ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। ইব্ন আবী হাতীম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন যে, প্রত্যেককে এক মুদ করে খাদ্য প্রদান করতে হবে যা একজন গরীবের জন্য যথেষ্ট। (তারারী ১১/৩১)

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ যেন সে তার দুষ্কর্মের শাস্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি তার উপর কাফ্ফারা এ জন্যই ওয়াজিব করেছি যে, সে যেন আমার হুকুমের বিরোধিতার শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে তার দ্বারা যা কিছু সাধিত হয়েছিল তা আমি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখব। কেননা সে ইসলাম গ্রহণের পর ভাল কাজ করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ইসলাম গ্রহণের পর এর নিষিদ্ধতা সত্ত্বেও যে আল্লাহর নাফরমানী করে ওটা করে বসবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তিনি বিরুদ্ধাচারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তবে অজ্ঞতার যুগে যা কিছু হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করবেন। আবার এ প্রশ্নের উত্তর না বাচক হবে যে, ইসলামের ইমাম/শাসক কি এর কোন শাস্তি দিতে পারেন? অর্থাৎ ইমামের/শাসকের শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার নেই। এ পাপ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, ইমামের/শাসকের তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ফিদইয়া তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। (তাবারী ১১/৪৮) এটা ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার মাধ্যমেই প্রতিশোধ নিয়ে নিবেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের রূপ এটাই হবে।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনবৃন্দ এর উপর একমত যে, মুহরিম যখন শিকারকে হত্যা করে ফেললো তখন তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। (তাবারী ১১/৫০) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভুলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ভুল যতবারই হোক না কেন ততবারই ফিদইয়া দিতে হবে। ভুলবশতঃ কাজ এবং ইচ্ছাপূর্বক কাজ হুকুমের দিক দিয়ে সব সমান।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত, মহা বিজয়ী। কেহ তাঁকে তাঁর কাজে বাধা দিতে পারেনা। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে কে এমন আছে যে, তাঁর এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? (তাবারী ১১/৫৭) সারা জগত তাঁরই সৃষ্ট। সুতরাং এখানে হুকুম শুধু তাঁরই চলবে। বিরুদ্ধাচারীদেরকে তিনি শাস্তি অবশ্যই দিবেন।

৯৬। তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও খাওয়া হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারের জন্য, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।	٩٦. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
৯৭। সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ রূপে তৈরী করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হারামে কুরবানীর জন্তুকে এবং সেই পশুকেও যার গলায় বিশেষ ধরণের বেড়ী পড়ানো হয়েছে। এটা এ জন্য যেন তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও যমীনস্থিত সব বস্তুরই খবর রাখেন, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ	٩٧. جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	
৯৮। তোমরা জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা এবং নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল।	٩٨. ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৯৯। রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া মাত্র; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর তা সবকিছুই আল্লাহ জানেন।	٩٩. مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

মুহরিমের মাছ শিকার করা বৈধ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমাদের জন্য সমুদ্রের তাজা বা সজীব শিকার হালাল। আর وَطَعَامُهُ এর ভাবার্থ হচ্ছে যে মাছ শুকিয়ে পাথেয় তৈরী করা হয় সেটাও তোমাদের জন্য হালাল। (তাবারী ১১/৫৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, صَيْدُ الْبَحْرِ দ্বারা ঐ শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা সমুদ্র হতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর طَعَام দ্বারা সমুদ্রের ঐ মৃত শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা মৃত অবস্থায় সমুদ্রের তীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একই বর্ণনা পাওয়া যায় আবূ বাকর (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), আবূ আইউব আনসারী (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) হতে।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এখানে سَيَّارَةٌ শব্দটি سَيَارٌ শব্দের বহু বচন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা তো সামুদ্রিক টাট্কা প্রাণী শিকার করে থাকে। আর যা মরে যায় তা শুকিয়ে জমা করে রাখে। কিংবা

তারা শিকার করে লবণ মেখে রেখে দেয় এবং ওটা মুসাফির ও সমুদ্রের দূরবর্তী লোকদের জন্য পাথেয়র কাজ দেয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) ও অন্যান্যরা মৃত মাছ হালাল হওয়ার দলীল হিসাবে এ আয়াতটিকে গ্রহণ করেছেন। (তাবারী ১১/৭২, ৭৩) ইমাম মালিক (রহঃ) যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ উবাইদাহ্ ইব্‌ন জাররাহকে (রাঃ) ঐ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' এবং আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমরা পথ চলতে চলতে এমন এক জায়গায় উপস্থিত হই যেখানে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন আবূ উবাইদাহ (রাঃ) সকলের পাথেয় একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশক্রমে সমস্ত পাথেয় দু'টি খেজুরের ব্যাগে জমা করা হয়। আবূ উবাইদাহ (রাঃ) প্রতিদিন তা থেকে আমাদেরকে অল্প অল্প করে বরাদ্দ করেন এবং অবশেষে ওগুলিও শেষ হয়ে আসে এবং রসদ হিসাবে আমরা শুধুমাত্র একটি করে খেজুর পেতে থাকি। আমি (বর্ণনাকারীদের একজন) বললাম ঃ একটি খেজুর দ্বারা কিভাবে আপনাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হত? যাবির (রাঃ) বললেন ঃ একটি খেজুরেরও যে কি মূল্য তা বুঝতে পারলাম যখন আমাদের কাছে থাকা সব খাদ্য ফুরিয়ে গেল।

অবশেষে আমরা মৃত প্রায় অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হই এবং দেখি যে, পাহাড় সমান একটি বিরাট মাছ পড়ে রয়েছে। সেনাবাহিনীর সমস্ত লোক আঠার দিন পর্যন্ত ওটা আহার করে। আবূ উবাইদাহ (রাঃ) ওর পাঁজরের হাড় দু'টিকে মাটিতে গেঁথে দেয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর ওর নীচ দিয়ে একজন উষ্ট্রারোহীকে গমন করার আদেশ দিলে তিনি ওর নীচ দিয়ে চলে যান, কিন্তু তার মাথা গেঁথে দেয়া পাঁজরের উপরের অংশ স্পর্শ করলনা। (মুআত্তা ২/৯৩০, ফাতহুল বারী ৫/১৫২, মুসলিম ৩/১৫৩৫)

ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সমুদ্রে সফর করে থাকি এবং অল্প পানি সঙ্গে রাখতে পারি। যদি আমরা ঐ পানিতে উযূ করি তাহলে পিপাসার্ত থেকে যাই। সুতরাং আমরা সমুদ্রের পানিতে উযূ করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং মৃত (মাছও) হালাল।' (মুয়াত্তা ১/২২)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালসহ (রহঃ) সুনানের চার গ্রন্থ প্রণেতাগণ এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন হিব্বান (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবীও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মুসনাদ আশ-শাফিঈ ২৫, আহমাদ ২/২৩৮, আবূ দাউদ ৮৩, তিরমিযী ৬৯, নাসাঈ ১/৫০, ইব্ন মাজাহ ৩৮৬, ইব্ন হিব্বান ১১৯, ইব্ন খুজাইমাহ ১১১)

ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণীও শিকার করা নিষেধ

বলা হয়েছে ঃ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ইহরামের অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলচর শিকার ধরা হারাম। যদি তোমরা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ কর তাহলে তোমরা পাপীও হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আর যদি ভুলবশতঃ কর তাহলে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর তোমরা পাপ থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু ঐ শিকার খাওয়া সকলের জন্য হারাম হবে তা সে ইহরাম অবস্থায় থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা ওটা মৃতেরই অনুরূপ। যদি কেহ ইহরাম বিহীন অবস্থায় হারাম এলাকায় শিকার করে এবং সেই খাদ্য যদি কোন মুহরিমকে খেতে দেয়া হয় তাহলে মুহরিমের জন্য ঐ খাদ্য খাওয়া জায়িয হবেনা, যদি ঐ শিকার মুহরিমের খাওয়ার উদ্দেশেই হয়ে থাকে। সাহাবী ইব্ন যাসসামা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'আমি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি একমাত্র এ কারণে যে, আমি ইহরামের অবস্থায় রয়েছি।' (বুখারী ১৮২৫, ২৫৭৩; মুসলিম ২/৮৫০) এর কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণায় ঐ শিকার তাঁর উদ্দেশে ছিল। সেই জন্যই তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। সুতরাং যদি কোন শিকার মুহরিমের উদ্দেশে করা না হয় তাহলে মুহরিমের জন্য ওটা খাওয়া জায়িয হবে। কেননা আবূ কাতাদাহর (রাঃ) হাদীসে রয়েছে যে, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। সেই সময় তিনি মুহরিম ছিলেননা। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা মুহরিম ছিলেন। তাই তারা ওটা আহার করা থেকে বিরত থাকলেন। ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'তোমাদের কেহ কি শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দিয়েছিল বা শিকারকে হত্যা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'না।' তখন তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তোমরা খাও।' আর স্বয়ং

তিনিও খেলেন। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও বহু শব্দে বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী ৯/৫২৮, মুসলিম ২/৩৬২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা ভুলে যেওনা। তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যা মেনে চলতে আদেশ করেন তা মেনে চলবে এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকবে। এ আয়াতের মাধ্যমে *'খামর', 'জুয়া', 'আনসাব'* এবং *'আযলাম'* নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও নিষেধ করা হয়েছে ইহরাম অবস্থায় স্থলপ্রাণী শিকার করা অথবা হত্যা করা। তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং ওটাই সর্বশেষ গন্তব্য স্থল। তখন তিনি তোমাদের উত্তম কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কা'বাগৃহকে নিরাপদ স্থান হিসাবে ঘোষণা করছেন তাদের জন্য, অত্যাচারিত হওয়ার পর যাদের সাহায্য করার মত কোন অভিভাবক নেই, অসৎ ব্যক্তির কবল থেকে সৎ আমলকারীকে রক্ষার জন্য এবং মাযলুম ব্যক্তিকে যালিম থেকে হিফাযাত করার জন্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি এই মাসকে মানুষের জন্য করেছেন নিরাপত্তার প্রতীক, যেমন তিনি নিরাপত্তা দান করেছেন কা'বাগৃহে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁর আদেশ মান্য করছে এবং কে অমান্য করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কা'বা ঘর, এই পবিত্র মাস (যিলহাজ্জ), যে পশুকে মালা পড়িয়ে কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ওখানের লোকদেরকে আরাববাসী হতে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, যারা এ বিষয়সমূহকে নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে মেনে চলত। এ নিরাপত্তার উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, কোন গোত্রপ্রধানকে তার লোকেরা মেনে চলে এবং এর পরিবর্তে তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। কা'বা ঘরের পবিত্রতার ব্যাপারে এর চতুর্দিকে একটি সীমারেখা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা একে *'হারাম'* বলে অভিহিত করেছেন। এই সীমারেখার মধ্যে কোন প্রাণী শিকার করা, এর গাছপালা-ঘাস উপড়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষেধ। অনুরূপভাবে কা'বা ঘর, পবিত্র মাস এবং কুরবানীর পশুর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। জাহিলিয়াত যামানায়ও এগুলি পবিত্র বলে মনে করা হত এবং লোকেরাও তা মেনে চলতে তৎপর ছিল। ইসলামের পুনর্জাগরণের

পরেও হাজ্জ এবং সালাতের জন্য তা মুসলিমদের ইবাদাতের 'প্রতীক' হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য এ সমস্ত প্রতীকী চিহ্ন এ জন্য নির্দিষ্ট করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, যিনি তোমাদের নিরাপত্তা ও নি'আমাত দান করেছেন তিনি অবশ্যই জানেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আরও আশু ও পরবর্তী কি কি নি'আমাতসমূহ রেখে দিয়েছেন। তোমরা জেনে রেখ যে, সবকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে, তোমাদের কাজ ও পরিকল্পনা তাঁর অজানা নয় এবং তাঁকে কোন কিছু এড়িয়েও যেতে পারেনা। সবকিছুই তাঁর জ্ঞানে রয়েছে যাতে তিনি উত্তম আমলকারীকে পুরস্কৃত করতে পারেন এবং খারাপ আমলকারীকে শাস্তি দিতে পারেন। অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ তোমাদের রাব্ব! যাঁর কাছে রয়েছে ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলের জ্ঞান, আর তোমরা যা কর, তা গোপনীয় হোক অথবা প্রকাশ্য হোক তা তাঁর কাছে অজানা নয়। তাঁকে অমান্য ও অস্বীকারকারীকে দিবেন কঠিনতম শাস্তি। অন্য দিকে যারা তাদের পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কারণ পাপের কারণে ক্ষমা প্রার্থীকে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দয়াবান। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ *রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পৌঁছে দেয়া মাত্র; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর তা সবকিছুই আল্লাহ জানেন।* এ আয়াতটি আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি একটি সাবধান বাণী। এখানে তিনি তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ হে নাবী! আমি তোমার কাছে যে বাণী প্রেরণ করেছি, তোমার কর্তব্য হল তা মানুষের কাছে প্রচার করা এবং এর ফলে যে মেনে চলল তার পুরস্কার এবং যে অস্বীকার করল তার শাস্তি নির্ধারণের মালিক আমিই। যে আমার বাণী মেনে চলল সে যেমন আমার জ্ঞানের অগোচরে নয় তেমনি যে আমার বাণীকে অস্বীকার করল অথবা অগ্রাহ্য করল সেও আমার জ্ঞানের বাইরে নয়। আমি ভাল করেই জানি যে, তোমরা কে কি কর, কি ধরণের দা'ওয়াত দাও এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা কে কি উচ্চারণ কর। আমি আরও জানি যে, তোমাদের অন্তরে তোমরা কে কি লুকিয়ে রাখ, কে কতখানি ঈমান রাখ অথবা মনের ভিতর নিফাক পোষণ কর। অতএব এসব বিষয়গুলি যাঁর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে

তাঁর কাছ থেকে অন্তরে গোপন রাখতে পারে এমন কেহ আকাশ ও পৃথিবীতে নেই। একমাত্র তাঁরই হাতে রয়েছে পুরস্কার অথবা শাস্তি, অতএব তাঁকেই ভয় কর, তাঁকেই মেনে চল এবং কখনো তাঁর অবাধ্য হয়োনা।

১০০। তুমি বলে দাও ঃ পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। অতএব হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেন তোমরা (পূর্ণ) সফলকাম হতে পার।	١٠٠. قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
১০১। হে মু’মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞেস করনা, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর তাহলে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে, অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু।	١٠١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
১০২। এরূপ বিষয় তোমাদের পূর্বে অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞেস করেছিল,	١٠٢. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن

অতঃপর ঐ সব বিষয়ের হক তারা আদায় করেনি।	قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি মানুষকে বলে দাও ঃ হে মানবমণ্ডলী! অপবিত্র বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। তোমরা জেনে রেখ যে, উপকারী পবিত্র জিনিস অল্প হলেও তা অধিক হারাম বস্তু হতে উত্তম যা তোমাদের ক্ষতি সাধন করে থাকে। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ 'অল্প ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল ও উদাসীন রাখে।'

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত

মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করনা যে, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হয় তাহলে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে অপকারী ও ক্ষতিকর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা যদি ঐ বিষয়গুলি প্রকাশ করা হয় তাহলে তারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা এমন এক খুতবা দেন যা আমি ওর পূর্বে কখনও শুনিনি। ঐ খুত্বায় তিনি বলেন ঃ

'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী।' এ কথা শুনে সাহাবীগণ মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করেন। একটি লোক জিজ্ঞেস করে ঃ 'আমার পিতা কে ছিলেন?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ অমুক। তখন لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১৩০, ১১/৩২৬; মুসলিম ৪/১৮৩২, আহমাদ ৩/১৮০, তিরমিযী ৮/৪২১)

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ সম্পর্কে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেছেন যে, একদা লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একের পর এক প্রশ্ন করতেই থাকেন যা তাঁকে বিরক্ত করে তোলে, ফলে তিনি মিম্বরে আরোহন করেন এবং বলেন ঃ তোমরা আমাকে আজ আর কোন প্রশ্ন করবেনা, যদি দরকার হয় তাহলে আমি তোমাদেরকে যা বলার তা বলব। এতে সাহাবীগণ খুব ভীত হয়ে পড়েন এবং তারা ভাবতে লাগলেন, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ খবর জানানোর মুহুর্ত উপস্থিত হয়েছে। আমি আমার ডানে-বামে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম যে, সবাই মুখ-মন্ডল ঢেকে কাঁদছেন। এক তর্কপ্রিয় ব্যক্তি যে তার পিতার পরিচয় জানতনা সে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার বাবা হচ্ছে হুজাফাহ। উমার (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ-মন্ডলে রাগান্বিত ভাব দেখতে পেলেন এবং দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমরা এতেই খুশি যে, আল্লাহ আমাদের রাব্ব, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের রাসূল। আমরা আল্লাহর কাছে সকল ধরণের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'এর পূর্বে আমি উত্তম এবং অধমকে একই সঙ্গে দেখিনি যা আজ অবলোকন করলাম। আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে এবং আমি তা দেয়ালের ওপাশে দেখতে পেলাম।' (তাবারী ১১/১০০) এ হাদীসটি সাঈদের (রহঃ) বরাতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭, মুসলিম ৪/১৮৩৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাস্য-কৌতুক করে মাঝে মাঝে অহেতুক প্রশ্ন করত। যেমন একজন জিজ্ঞেস করল ঃ আমার পিতা কে? অন্য একজন প্রশ্ন করল ঃ আমার উটটি কোথায় রয়েছে, যে উটটি হারিয়ে গেছে? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৩০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

'এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৭) তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইহা কি প্রতি বছরের জন্য নির্ধারিত? কিন্তু তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেননা। তখন তারা আবার প্রশ্ন করল ঃ ইহা কি প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য? এবারও তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেননা। সুতরাং তারা আবার প্রশ্ন করল ঃ ইহা কি প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য? এবার তিনি বললেন ঃ না, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে ইহা তেমাদের জন্য ফার্য হয়ে যেত এবং ইহা যদি ফার্য হত তাহলে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/১১৩, তিরমিযী ৩০৫৫, ইব্ন মাজাহ ২৮৮৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ এর ভাবার্থ হচ্ছে আমাদেরকে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে যা আমরা জানিনা। কেননা আমরা যদি তা জানতে পারি তাহলে প্রশ্ন করার জন্য আমাদেরকে আফসোস করতে হবে। সুতরাং অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদি তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞেস কর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আল্লাহ ওটা তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিবেন, তখন তোমরা কি করবে? আর ওটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন **عَفَا اللّهُ عَنْهَا** পূর্বে তোমাদের দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। কাজেই তোমরা নতুনভাবে কোন কিছু প্রশ্ন করনা। নতুবা ঐ প্রশ্নের উত্তরে তোমাদের উপর কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা নেমে আসবে। আবার ওটা হবে নিজের হাতে বিপদ ডেকে আনা। হাদীসে এসেছে যে, মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার প্রশ্ন করার ফলে একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে গেছে। (বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ২৩৫৮) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি যা বর্ণনা করিনি তা অবর্ণিত অবস্থায়ই থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা অধিক প্রশ্ন করা ও তাদের নাবীগণের হুকুমের

ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।' (মুসলিম ৪/১৮৩১) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ যেগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলি অতিক্রম করনা, কতগুলো জিনিস তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হালাল মনে করনা এবং তোমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে কতগুলো বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সুতরাং সেসব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করনা।' (বুখারী ৪৬২৩, মুসলিম ২৮৫৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ নিষেধকৃত মাসআলাগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হলে তারা ওগুলির উপর ঈমান আনেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে তারা কাফির হয়ে যায়। কারণ তারা হিদায়াত লাভের উদ্দেশে প্রশ্ন করেনি, বরং বিদ্রূপ ও হঠকারিতা করেই প্রশ্ন করেছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন ঃ 'হে আমার কাওম! তোমাদের উপর হাজ্জ ফার্‌য করা হয়েছে।' তখন বানী আসাদ গোত্রের একটি লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রত্যেক বছরেই কি (হাজ্জ করা ফার্‌য করা হয়েছে)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি যদি হ্যাঁ বলি তাহলে অবশ্যই তা (প্রতি বছরেই) ফার্‌য হয়ে যাবে। আর তা যদি (প্রত্যেক বছরের জন্যই) ওয়াজিব হয়ে যায় তাহলে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবেনা এবং কুফরী করবে। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য যা বর্ণনা করা ছেড়ে দেই তা তোমরা ছেড়ে দাও। যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ করি তোমরা তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক।'

১০৩। আল্লাহ না বাহীরাহ্‌র প্রচলন করেছেন, না সায়েবাহ্‌র; না ওয়াসীলার আর না হামীর; কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ	١٠٣. مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ	**করে, আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখেনা।**
١٠٤. وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ شَيۡـًٔا وَلَا يَهۡتَدُونَ	**১০৪। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানসমূহের দিকে এসো এবং রাসূলের দিকে’ তখন তারা বলে ঃ আমাদের জন্য ওটাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি; যদিও তাদের পূর্ব-পুরুষরা না কোন জ্ঞান রাখত, আর না হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল। তবুও কি তারা তাই করবে?**

‘বাহিরাহ’ ‘সায়েবাহ’ ‘ওয়াসিলাহ’ এবং ‘হামী’ কী

ইমাম বুখারী (রহঃ) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবের (রহঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, ‘বাহীরা’ ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যার দুধ মানুষ দোহন করতনা এবং বলত যে, এটা প্রতিমার/মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। ওর দুধ কেহ পানও করতনা। ‘সায়েবাহ’ ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। না ওর উপর কোন বোঝা চাপানো হত, আর না ওকে সাওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হত। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমি আমর ইব্ন আমীর আল খুযাআকে দেখেছি যে, তাকে পেটের ভরে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সে’ই সর্বপ্রথম উষ্ট্রীকে *‘সায়েবাহ’* মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল।’ (বাইহাকী ১০/১২) ‘ওয়াসিলাহ’ ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যা প্রথম এবং দ্বিতীয়বার দু’টো মাদী বাচ্চা প্রসব করত। ঐ ধরনের উষ্ট্রীকে মূর্তি/প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর ‘হামী’ ঐ উটকে বলা

হত যার গর্ভে নির্দিষ্ট কয়েকটা বাচ্চা জন্মলাভ করার পর ওর দ্বারা বোঝা বহনের কাজ করা হতনা এবং ওকে সাওয়ারী হিসাবেও ব্যবহার করা হতনা, বরং মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর ওর নাম তারা 'হামী' রাখত। (ফাতহুল বারী ৮/১৩৩, মুসলিম ৪/২১৯২, নাসাঈ ৬/৩৩৮)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সায়েবাহর প্রথা চালু করেছিল এবং মূর্তি/প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়েছিল সে হচ্ছে আবূ খুযাআ আমর ইব্ন আমীর। আমি তাকে পেটের ভরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি।' (আহমাদ ১/৪৪৬) হাদীসে বর্ণিত আমর ছিল লুহাই ইব্ন কামা'হর ছেলে। লুহাই ছিল খুযাআ'হ গোত্রের প্রধান, যাদের কাছে যুরহাম গোত্রের পর এবং কুরাইশ গোত্রের পূর্বে কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে ছিল হিজায এলাকায় ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মে (ইসলাম) প্রথম মূর্তি পূজার প্রবর্তনকারী। সে অজ্ঞ লোকদেরকে মূর্তি পূজার আহ্বান করত এবং মূর্তির নামে কুরবানী করার প্রচলন করে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমে বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৬)

'বাহীরাহ' সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ঐ উষ্ট্রী যে পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করেছে। পঞ্চমবার সে নর বাচ্চা প্রসব করলে তারা তাকে যবাহ করত। অতঃপর পুরুষ লোকেরা ওর গোশ্ত আহার করত, কিন্তু স্ত্রীলোকদেরকে ওর গোশ্ত খেতে দেয়া হতনা। আর ওটা মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তারা ওর কান কেটে নিত এবং বলত, 'এটা হচ্ছে বাহীরাহ।' (কেহ এর দুধ পান করতে পারবেনা) (তাবারী ১১/১২৯) সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ প্রায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। 'সায়েবাহ' সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা ঐ প্রকারের ভেড়া যে প্রকারের সংজ্ঞা 'বাহীরাহ' সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, যখন ওটা ছ'বার বাচ্চা প্রসব করত তখন পর্যন্ত ওর অবস্থা একই রূপ থাকত। অতঃপর ওটা যখন একটি নর ও একটি মাদী অথবা দু'টি নর বাচ্চা প্রসব করত তখন তারা ওকে যবাহ করত এবং পুরুষ লোকেরাই শুধু ওর গোশ্ত আহার করত, স্ত্রীলোকদেরকে উহা থেকে আহার করতে দেয়া হতনা। (তাবারী ১১/১২৮)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, 'সায়েবাহ' ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যে, যখন সে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করত এবং এর মাঝে যদি কোন নর বাচ্চা প্রসব না করত তাহলে তাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। তাকে সাওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হতনা, তার লোম কাটা হতনা এবং তার দুধও দোহন করা হতনা। কিন্তু অতিথি এলে তাকে ঐ উষ্ট্রীর দুগ্ধ পান করানো যেত। 'সায়েবাহ' ঐ উষ্ট্রী বা ছাগল ইত্যাদিকে বলা হত যে, মানুষ যখন কোন কাজে বের হত এবং ঐ কাজ সমাধা হয়ে যেত তখন ঐ উষ্ট্রী কিংবা পশুকে 'সায়েবাহ' বানানো হত এবং মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হত, ওর বাচ্চাগুলোকেও মূর্তির নামে উৎসর্গীকৃত মনে করা হত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, কোন লোক যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বের হত, কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করত, অথবা তার সম্পদ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেত তখন সে নিজের কিছু সম্পদ মূর্তি/প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এই সম্পদ বা পশু কেহ হস্তগত করতে চাইলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হত।

ওয়াসীলাহ' সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ছিল ঐ ভেড়ী, যে সাতবার বাচ্চা প্রসব করত এবং সপ্তমবারে সে মৃত নর কিংবা মাদী বাচ্চা প্রসব করলে ঐ বকরীর গোশ্‌ত শুধু পুরুষেরাই খেতে পারত, স্ত্রীলোকেরা তা খেতে পারতনা। কিন্তু সপ্তমবারে ঐ ভেড়ীটি মাদী অথবা একটি নর ও একটি মাদী বাচ্চা প্রসব করলে ওদেরকে জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হত এবং তারা বলত ঃ মাদীটি নরটিকেও ওয়াসীলাহ বানিয়ে দিয়েছে। এখন এটাও আমাদের জন্য হারাম। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১২২২) আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেছেন যে, 'ওয়াসিলাহ' হল ঐ উষ্ট্রী যে পর পর দু'টি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। তারা ঐ ওয়াসিলাহ উষ্ট্রীর কান কেটে দিত এবং স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত। (আবদুর রায্‌যাক ১/১৯৬) ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, যে ভেড়ী প্রতি বছর (পর পর পাঁচ বছর) দু'টি করে মোট দশটি ভেড়ী বাচ্চা প্রসব করে ঐ ভেড়ীকেও ওয়াসিলাহ বলা হত। ঐ ভেড়ীকেও স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত। এর পর থেকে ঐ ভেড়ী যতগুলি নর অথবা মাদী বাচ্চা প্রসব করত তা পুরুষ লোকদেরকে দেয়া হত, মহিলাদেরকে দেয়া হতনা। কিন্তু উহা যদি মৃত বাচ্চা প্রসব করত তাহলে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই তা থেকে আহার করত।

আল আওফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যদি কারও উটের প্রজনণের মাধ্যমে দশটি বাচ্চা ভূমিষ্ট হত তাহলে ঐ উটকে 'হামী' বলা হত। ওকে স্বধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। (তাবারী ১১/১২৯) আবূ রাওক (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'হামী' হল ঐ নর উট যার ঔরষজাত বাচ্চা ঐ উট অথবা ওর ঔরষজাত বাচ্চার মাধ্যমে গর্ভবতী হবে। কাফিরেরা বলত, ঐ উট ওর বংশধারা (হাম) অক্ষুন্ন রেখেছে। তারা এ ধরণের উটকে কোন বোঝা বহন করতে দিতনা, শরীরের পশম কাটতনা, যে কোন ভূমি থেকে সে খাবার খেতে পারত এবং যে কোন জলাশয় থেকে পানি পান করতে পারত, যদিও ঐ জলাশয়টি উটের মালিকের না'ও হত। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২২৫) ইব্ন ওয়াহাব (রহঃ) বলেন, আমি মালিককে (রহঃ) বলতে শুনেছি ঃ *'হামী'* হল ঐ উট যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজনণের জন্য বাছাই করা হত। যখন তা পূরণ করা হয়ে যায় তখন ঐ উটটিকে ময়ুরের পালক দ্বারা সাজিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। এ আয়াত সর্ম্পকে বিভিন্ন জনের আরও বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) হতে, তিনি আল আহওয়াস আল জাসামি (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা মালিক ইব্ন নাদলাহ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হই, তখন আমি পুরাতন কাপড় পরিধান করা অবস্থায় ছিলাম। তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি কোন সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ধরণের? উত্তরে আমি বললাম ঃ সব ধরনের যেমন উট, ঘোড়া, ভেড়া এবং দাস-দাসী। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাকে সম্পদ দান করেন তাহলে তা তুমি নিজের উপর প্রকাশ কর। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উটনী যে বাচ্চা প্রসব করে তার কি সম্পূর্ণ কান রয়েছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ঐ সব বাচ্চাদের কোন কোনটির কান এই বলে কেটে ফেল যে, এটিই হল 'বাহিরাহ', আবার কোন কোনটির কান ছিড়ে ফেল এবং বল এটি হল পূর্ণ প্রাপ্ত।' আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ এরূপ করনা, কারণ আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন তা শুধু তোমারই ব্যবহারের জন্য (কারও নামে উৎসর্গ করার জন্য নয়)। অতঃপর তিনি আরও বললেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা *'বাহিরাহ' 'সায়েবাহ' 'ওয়াসিলাহ', 'হাম'* ইত্যাদি নামে কোন কিছু নির্দিষ্ট করার জন্য বলেননি।

‘বাহিরাহ’ সর্ম্পকে বলা হয়েছে যে, ঐ পশুর পশম, চুল কিংবা দুধ ওর মালিকের স্ত্রী, কন্যা অথবা গৃহের অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবেনা। কিন্তু ওর মৃত্যুর পর ওর থেকে তারা অংশ নিতে পারবে। ‘সায়েবাহ’ এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ঐ পশু তাদের দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশে ঐ সমস্ত দেব-দেবীর বেদীর সামনে ঘোষণা করা হত। যাদেরকে ‘ওয়াসিলাহ’ বলা হত অর্থাৎ যে সমস্ত ভেড়া ছয়বার বাচ্চা প্রসব করত, অতঃপর সপ্তম বার বাচ্চা প্রসব করার পর ওদের কান এবং শিং কেটে ফেলা হত এই বলে যে, এগুলি ‘ওয়াসালাত’ পূর্ণ করেছে। ওগুলিকে তারা যবাহ করতনা, প্রহার করতনা, অথবা কারও জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করলেও বাঁধা দিতনা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১২২০) অন্য এক বর্ণনায় আবূ ইসহাক (রহঃ) আবুল আহওয়াস (রহঃ) হতে বলেন যে, আউফ ইব্‌ন মালিক (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় নিজের মত করে বর্ণনা করেন (অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হুবহু শব্দ ব্যবহার না করে) এবং ঐ বর্ণনাটিও নির্ভুল। ইমাম আহমাদও (রহঃ) এ হাদীসটি সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) হতে, তিনি আবুজ জারা আমর ইব্‌ন আমর (রহঃ) হতে, তিনি তার চাচা আবূল আহওয়াস আউফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাদলাহ (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা মালিক ইব্‌ন নাদলাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/১৩৬) ঐ বর্ণনায় ‘বাহিরাহ, হাম’ ইত্যাদি বিষয়ে উপরোল্লিখিত হাদীসের মত বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা এসব বিষয়ে ভাল জানেন। এ আয়াতের তাফসীরে এগুলো ছাড়া অন্য কিছুও বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহর **وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ** এ কথার ভাবার্থ এই যে, কাফিরেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। আল্লাহ এগুলোকে শারীয়াতের কাজ রূপে নির্ধারণ করেননি এবং এগুলো তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়ও নয়। বরং মূর্তি পূজক কাফিরেরাই ওকে পুন্যের কাজ এবং ইবাদাতের পদ্ধতি হিসাবে আবিস্কার করে নিয়েছে যা তারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে মনে করেছে। কিন্তু ওরা কখনই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়নি এবং হবেওনা। বরং এই বিদ‘আতী আমল তাদের আযাবের কারণ হবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর অহীর দিকে ও

তাঁর রাসূলের দিকে এসো এবং আল্লাহ যা নিষেধ করছেন তা থেকে বিরত থাক তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا তারা কি এটা বুঝেনা যে, তাদের পূর্বপুরুষরাও বাতিল ও মিথ্যা রীতিনীতির উপর থাকতে পারে? তারাও হক ও সত্য থেকে দূরে ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে? সুতরাং কিরূপে তোমরা তাদের অনুসরণ করতে পার? সত্য ব্যাপার এটাই যে, একমাত্র ভ্রান্ত ও মূর্খ লোকেরাই এরূপ মন্তব্য করতে পারে।

১০৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের (সংশোধন করার) জন্য চিন্তা কর, যখন তোমরা দীনের পথে চলছ তখন কেহ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই; তোমরা সবাই আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর তোমরা যা কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।	١٠٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

নিজ স্বার্থে বান্দার নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং সৎকাজ সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আর তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যরা ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হলেও তাদের কোনই ক্ষতি হবেনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কায়িস (রহঃ) বললেন ঃ আবূ বাকর (রাঃ) একদা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন ঃ তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করছ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ অথচ তোমরা এর ভুল অর্থ করছ। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

‘মানুষ যখন কোন পাপের কাজ সংঘটিত হতে দেখে, অথচ ওটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনা তখন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তা‘আলা সবাইকে সেই কারণে শাস্তি দিবেন।’ আমি (কায়িস রহঃ) আবূ বাকরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি ঃ হে লোক সকল! মিথ্যা কথন থেকে সাবধান! কারণ মিথ্যা বলা হল ঈমানের বিপরীত। (আহমাদ ১/৫)

١٠٦. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا

১০৬। হে মু’মিনগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসন্ন হয় তখন অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু’জন লোক সাক্ষী থাকা সঙ্গত। এই দু’ব্যক্তি হবে দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু’জন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে ওসীদ্বয়কে সালাতের (জামা‘আতের) পর রুখে নাও, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করবনা যদি আত্মীয়ও হয়; আর আল্লাহর সাক্ষ্যকে প্রমাণকে আমরা গোপন

করবনা, (যদি এরূপ করি তাহলে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হব।	نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ
১০৭। অতঃপর যদি জানা যায় যে, ওসীদ্বয় কোন পাপে জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, অতঃপর উভয়ে (এরূপে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে ঃ নিশ্চয়ই আমাদের এই শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি, (যদি করি তাহলে) এমতাবস্থায় যালিমদের অন্ত র্ভুক্ত হব।	١٠٧. فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ
১০৮। এটাই এ বিষয়ে অতীব সহজ পন্থা যে, তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দিবে, অথবা এই ভয় করবে যে, তাদের শপথ গ্রহণ করার পর (পুনঃ) শপথ করানো হবে; আল্লাহকে ভয় কর এবং (বিধানসমূহ) শ্রবণ কর, আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে	١٠٨. ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجۡهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيۡمَٰنُۢ بَعۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُواْۗ

পথ দেখাবেননা।	وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَـٰسِقِينَ

অসীয়াতের জন্য দু'জন ন্যায় পরায়ণ স্বাক্ষী থাকতে হবে

আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদেশ করেন। তিনি বলেন يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ অর্থাৎ এ বিষয়ে দু'জন সাক্ষী রাখতে হবে, যারা হবে ন্যায় পরায়ণ ও মুসলিম। أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) অর্থ করেছেন, তারা হল আহলে কিতাবধারী অমুসলিম। (ইব্ন আবী হাতিম ১২/১২২৯)

ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ এর ভাবার্থ হচ্ছে, যখন তোমরা সফরে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যাবে তখন তোমরা মুসলিমদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখবে। আর মুসলিম পাওয়া না গেলে অমুসলিম হলেও চলবে। এখানে এ কথা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সফরে অসীয়াতের সময় মুসলিম বিদ্যমান না থাকলে যিম্মীদেরকে সাক্ষী বানানো যেতে পারে। শারিহ্ (রহঃ) বলেন যে, সফর ও অসীয়াতের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। সেই ক্ষেত্রেও অসীয়াতের বর্ণনা দেয়ার সময় সাক্ষী হিসাবে সে থাকতে পারে। (তাবারী ১১/১৬৩, ১৬৪) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةَ তোমরা ঐ দু'জনকে সালাতের পর থামতে বল।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আসর সালাত বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/১৭২) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনও (রহঃ) অনুরূপ বিবরণ পেশ করেছেন। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জামা'আতে সালাত আদায় করার পর দু'জন মুসলিমকে থামাতে হবে। (তাবারী ১১/১৭৪) ভাবার্থ এই যে, এ দু'জন সাক্ষী জামা'আতের সালাতের পর একত্রিত হবে যাতে বেশি লোকের সমাবেশে এ সাক্ষ্যদান কার্য সম্পন্ন হতে পারে। সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের সময় আল্লাহর নামে শপথ করবে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে, সাক্ষীদ্বয় ভুল বর্ণনা দিবে বা খিয়ানাত করবে তাহলে ঐ সাক্ষীদ্বয়কে সেই সময় আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে ঃ আমরা মিথ্যা শপথের বিনিময়ে এই নশ্বর জগতের সামান্য অর্থ

উপার্জন করবনা, যদিও আমাদের এ শপথের কারণে আমাদের নিকট আত্মীয়েরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ** অর্থাৎ আমরা আল্লাহর (আদিষ্ট) সাক্ষ্যকে গোপন করবনা। সাক্ষ্যদান কাজের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই সাক্ষ্যের সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে লাগানো হয়েছে।

বলা হয়েছে ঃ **إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ** যদি আমরা সাক্ষ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন করি অথবা সম্পূর্ণরূপে তা গোপন করি তাহলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

এরপর বলা হয়েছে ঃ **فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا** যদি ঐ দু'জন সাক্ষী ও ওসীর ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা খিয়ানাত করেছে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পদ উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছাতে গিয়ে কিছু আত্মসাৎ করেছে তাহলে যাদের প্রাপ্য নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী পূর্ববর্তী স্বাক্ষীদ্বয়ের স্থানে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ যখন সঠিক সংবাদ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী দু'জন সাক্ষী খিয়ানাত করেছে, তাহলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে দু'জন অতি নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে ঃ 'আমাদের সাক্ষ্য তাদের (পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয়ের) সাক্ষ্যের তুলনায় বিশুদ্ধতর। তারা দু'জন বাস্তবিকই খিয়ানাত করেছে এবং এ দোষারোপ করায় আমরা মোটেই বাড়াবাড়ি করছিনা। যদি আমরা মিথ্যা অপবাদ দেই তাহলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' এটা যেন উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতে শপথ। যেমন হত্যাকারীদের পক্ষ হতে বেঈমানী সাব্যস্ত হলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা শপথ করে থাকে। এটা আহকামের বাবুল কাসামাতে স্থিরীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا এটা এমন এক পন্থা যে, এতে ২ জিম্মী ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তাদের এ ভয় থাকবে যে, যদি তারা ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান না করে তাহলে মুসলিমদের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের শপথকে বাতিল করে দেয়া হবে

أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা আল্লাহর শপথের সম্মানার্থে এবং অপদস্ত হওয়ার ভয়ে (যে মৃতের ওয়ারিসরা তাদের কসমের মাধ্যমে তাদের শপথকে রদ করে দিবে এবং তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করা হবে) তারা সত্য কথাই বলবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّهَ তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজে আল্লাহকে ভয় কর এবং وَاسْمَعُواْ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে চল।

وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ যারা আল্লাহর আনুগত্য ও শারীয়াতের অনুসরণ হতে বেরিয়ে যায় তিনি তাদেরকে সুপথ লাভের তাওফীক দেননা।

١٠٩. يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ	**১০৯। যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে ঃ (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।**

নাবী-রাসূলগণ তাঁদের উম্মাতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন

নাবী রাসূলদেরকে যেসব কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল তারা তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল কি দেয়নি সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামাতের দিন কিভাবে সম্বোধন করবেন তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ

অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সেই বিষয়ে, যা তারা করে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২-৯৩) রাসূলগণ উত্তরে বলবেন ঃ

لَا عِلْمَ لَنَا 'আমাদের কিছুই জানা নেই।' মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখেই তাঁদের এ উত্তর হবে। (তাবারী ১১/২১০) তাঁরা সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন বলেই তাঁদের মুখ দিয়ে কোন উত্তর বের হবেনা। বরং বলে ফেলবেন, 'আমাদের কিছুই জানা নেই।' অতঃপর যখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, তখন নিজের কাওম সম্পর্কে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করবেন। কিন্তু তাদের প্রথম উক্তি এরূপই হবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তো এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবনা। আপনি তো আলিমুল গায়িব। আপনার মুকাবিলায় আমাদের কি জ্ঞান থাকতে পারে?' এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সম্মানিত জনের নিকট এটা অতি উত্তম জবাবই বটে– 'আপনার ব্যাপক জ্ঞানের কাছে আমাদের জ্ঞান অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর। পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞান আভ্যন্তরীণ সংবাদও রাখে। কেননা আপনি হচ্ছেন **عَلَّامُ الْغُيُوب** বা অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং আমাদের উম্মাতবর্গ কি জবাব দিয়েছিল তা আপনি ভাল জানেন। কে যে কপটতামূলক আমল করেছে এবং কে বিশ্বাসমূলক কাজ করেছে এই জ্ঞান তো আমাদের নেই, বরং আপনারই আছে।'

১১০। যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা তোমার উপর ও তোমার মাতার উপর (প্রদত্ত) হয়েছে। যখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি, (এবং) তুমি মানুষের সাথে কথা বলেছ (মাতার) কোলে এবং পৌঢ় বয়সেও; আর যখন আমি তোমাকে কিতাবসমূহ, প্রগাঢ় জ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন

١١٠. إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি প্রস্তুত করেছিলে, অতঃপর তুমি ওতে ফুৎকার দিলে, যার ফলে ওটা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত, আর তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগী নিরাময় করে দিতে আর যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে, আর যখন আমি বানী ইসরাঈলকে (তোমাকে হত্যা করা হতে) নিবৃত্ত রেখেছি যখন তুমি তাদের কাছে (স্বীয় নাবুওয়াতের) প্রমাণাদি নিয়ে হাজির হয়েছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল ঃ এটা (মু'জিযাসমূহ) স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

١١١. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

১১১। আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম ঃ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ঈসাকে (আঃ) স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

এখানে আল্লাহ তা‘আলা ঐ সমুদয় মু‘জিযারূপ নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেগুলি ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) উপর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি ঈসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ

اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ হে ঈসা! আমি যে নি‘আমাতসমূহ তোমাকে প্রদান করেছি সেগুলি তুমি স্মরণ কর। আমি তোমাকে পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সত্তাকে আমার ক্ষমতার পরিপূর্ণতার একটা নিদর্শন করেছি। আর তোমার মায়ের উপরও ইহসান করেছি এভাবে যে, তোমাকে তার পবিত্রতার দলীল বানিয়েছি এবং মূর্খ ও অত্যাচারী লোকেরা তার উপর যে নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়েছিল তা থেকে তাকে রক্ষা করেছি। তোমাকে আমি রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে সাহায্য করেছি। আমি তোমাকে তোমার শৈশবে ও যৌবনে এমনিভাবে নাবী ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বানিয়েছি যে, **تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً** তুমি দোলনা থেকেই কথা বলতে শুরু করেছ এবং তোমার মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছ, আর আমার ইবাদাত করে নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করে নিয়েছ। শৈশব ও যৌবনেও মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছ। পৌঢ় বয়সে কথা বলা বিস্ময়কর নয় বটে, কিন্তু দোলনা থেকে কথা বলা কতইনা বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তোমাকে কিতাবের তা’লীম দিয়েছেন এবং মূসার উপর অবতারিত তাওরাতের লিখা-পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي অর্থাৎ তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ একটি আকৃতি তৈরী করতে এবং ফুঁৎকার দিতে। তখন তা আমারই আদেশে জীবিত পাখী হয়ে উড়তে শুরু করত।

সূরা আলে ইমরানে **وَأُبْرِىءُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ** আয়াতের উপর আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي তুমি মৃতদেরকে ডাকতে, তখন তারা আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে কবর হতে বেরিয়ে আসত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ হে ঈসা! আমার ঐ নি'আমাতের কথা স্মরণ কর যে, যখন তুমি বানী ইসরাঈলের নিকট নাবুওয়াতের দলীলসহ পৌঁছলে এবং তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তোমার উপর অপবাদ দিল, তোমাকে যাদুকর বলল এবং তোমাকে হত্যা করার ও শূলে দেয়ার চেষ্টা করল, তখন আমি তোমাকে তাদের থেকে বাঁচিয়ে নিলাম, এরপর তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিলাম। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ঈসার (আঃ) উপর আল্লাহর এ অনুগ্রহ তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়ার পরের ঘটনা, কিংবা এটা কিয়ামাতের দিন সংঘটিত হবে। কিন্তু ভবিষ্যতকালকে অতীত কালের রূপ দ্বারা তা'বীর করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে অতীত কালের ন্যায় ভবিষ্যত কালও নিশ্চিতরূপে অনুষ্ঠিতব্য। এসব হচ্ছে অদৃশ্যের ঘটনা, যেগুলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেছেন।

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي এটাও ঈসার (আঃ) প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর জন্য সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে অহীর অর্থ হচ্ছে অন্তরের মধ্যে কিছু ভরে দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ

আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম ঃ শিশুটিকে তুমি স্তন্য দান করতে থাক (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭) এরূপ ইলহামকে সর্বসম্মতভাবে অহী বলা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

তোমার রাব্ব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৮) এভাবে হাওয়ারীদের উপর আল্লাহ ইলহাম করেছিলেন, তখন তারা ইলহামকৃত হুকুম মান্য করেছিল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের উপর ইলহাম করেছিলেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে ওটা নিক্ষেপ করেছিলেন। এর ভাবার্থ এও হতে পারে

ঃ আমি তোমার মাধ্যমে তাদের কাছে অহী করেছিলাম এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তখন তারা তা কবূল করে নিয়েছিল এবং বলেছিল ঃ

آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (হে ঈসা!) আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেলাম।

১১২। যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রাব্ব কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করেন? ঈসা বলল ঃ আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।	١١٢. إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
১১৩। তারা বলল ঃ আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা থেকে আহার করি এবং আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায়, আর আমাদের এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।	١١٣. قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ
১১৪। ঈসা ইবনে মারইয়াম দু'আ করল ঃ হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন ওটা	١١٤. قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۖ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ	আমাদের, অগ্র ও পশ্চাতবর্তীদের জন্য একটি আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আমাদেরকে রিয্ক প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী।
١١٥. قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّىٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ	১১৫। আল্লাহ বললেন ঃ আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব, অনন্তর তোমাদের মধ্য হতে যে এরপর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব যে, বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কেহকেও দিবনা।

মায়িদাহ’ প্রেরণের বর্ণনা

এখানে ‘মায়িদাহ’ বা খাবারের খাঞ্চার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ জন্যই এ সূরার নাম ‘মায়িদাহ’ রাখা হয়েছে। এখানেও আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল ঈসার (আঃ) উপর তাঁর ইহসানের কথা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তিনি খাবারের খাঞ্চা অবতরণের জন্য দু‘আ করেছিলেন, সেই দু‘আ মহান আল্লাহ কবূল করেছিলেন। এটাও ছিল ঈসার (আঃ) একটা মু‘জিযা এবং তাঁর নাবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء যখন ঈসার (আঃ) অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল, ‘হে ঈসা (আঃ)! আপনার প্রভু কি আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে পারেন?’ **مَآئِدَةً** খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চাকে বলা হয়। কেহ কেহ বলেছেন যে, ঈসার (আঃ) সঙ্গীরা তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় এ কথা বলেছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা যেন প্রত্যহ তাদের উপর আকাশ থেকে খানাভর্তি খাঞ্চা

অবতীর্ণ করেন, যা খেয়ে তারা ইবাদাতের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তখন ঈসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ তোমরা যদি প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং এরূপ প্রার্থনা করা থেকে বিরত হও। আহার্য চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ভরসা কর। হতে পারে যে, এ জিনিসই তোমাদের জন্য ফিতনা ফাসাদের কারণ হয়ে যাবে। তাঁর এ কথা শুনে হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরা মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি। আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন। আর আমরা যখন আকাশ হতে অবতারিত খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা দেখতে পাব তখন আমাদের মনে পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসবে। ফলে আপনার প্রতি আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং আপনি যে আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন সন্দেহই থাকবেনা। আর আমরা নিজেরাই সাক্ষী হয়ে যাব যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বড় নিদর্শন এবং আপনার নাবুওয়াত ও সত্যতার স্পষ্ট দলীল।' তখন ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন ঃ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا

'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন! যেন ওটা আমাদের জন্য অর্থাৎ যারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে এবং যারা পরে আসবে, সকলের জন্যই আনন্দের বিষয় হয়।' সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'যেদিন ওটা অবতীর্ণ হবে সে দিনকে আমরা খুশির দিন হিসাবে মর্যাদা দিব এবং আমাদের পরবর্তী লোকেরাও ঐ দিনকে সম্মানিত দিন মনে করবে।' (তাবারী ১১/২২৫) সুফইয়ান শাওরী (রহঃ) বলেন যে, تَكُونُ لَنَا عِيْداً এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আমরা ঐ দিন সালাত আদায় করব।' (তাবারী ১১/২২৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আমাদের পরবর্তীদের জন্য এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন যে, এ কথা দ্বারা ঈসা (আঃ) বুঝাতে চেয়েছিলেন, 'যেন ওটা আমাদের সবারই জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায় এবং রিসালাতের সত্যতার জন্য সুস্পষ্ট দলীল হতে পারে। আর হে আল্লাহ! যেন ওটা আপনার পূর্ণ ক্ষমতার এবং আমার প্রার্থনা কবূল হওয়ার দলীল হিসাবে প্রকাশ পায়, যাতে জনগণ আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিতে পারে।'

وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ হতে আমাদের নিকট আমাদের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই উত্তম খাদ্য প্রেরণ করুন, যেহেতু আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম আহার্য প্রদানকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ঠিক আছে, আমি তোমাদের কাছে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করছি। কিন্তু সাবধান! এর পরও যদি তোমার কাওম কুফরী করে এবং অবাধ্যই থেকে যায় তাহলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তির স্বাদ বিশ্ববাসীর কেহই কখনও গ্রহণ করেনি বা করবেওনা। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৬) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন তিন প্রকারের লোককে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হবে। (১) মুনাফিক, (২) খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার পরও যারা কুফরী করেছিল এবং (৩) ফির'আউনের দলবল।' (তাবারী ১১/২৩৩)

হাওয়ারীদের উপর খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হল ঃ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তারা মারইয়াম পুত্র ঈসাকে (আঃ) বলল ঃ আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন আকাশ হতে আমাদের জন্য খাঞ্চা ভর্তি খাবার প্রেরণ করেন। তিনি তাই করলেন। ফলে মালাকগণ একটি খাঞ্চায় ৭টি মাছ এবং ৭টি রুটি তাদের জন্য নিয়ে আসেন। ঐ খাদ্য থেকে সর্বশেষ দলটিও এমন পরিপূর্ণভাবে আহার করল যেমনভাবে প্রথম দলটি আহার করেছিল। (তাবারী ৫/১৩২, ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২৪৬)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, খাঞ্চা ভর্তি যে খাদ্য মারইয়াম তনয় ঈসাকে (আঃ) পাঠানো হয়েছিল তাতে ছিল ৭টি রুটি ও ৭টি মাছ। তা থেকে তারা যার যতটুকু খাওয়ার ইচ্ছা ছিল তা খেয়েছিল। কিন্তু যখন ঐ খাদ্য থেকে কেহ কিছু চুরি করে নেয় এই মনে করে, 'এ খাদ্য হয়ত আগামী কাল পাওয়া যাবেনা' তখন খাঞ্চাটি উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। (তাবারী ৫/১৩৪)

১১৬। আর যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।

١١٦. وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ

১১৭। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাব্ব এবং

١١٧. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى

وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ	**তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন তো আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।**
١١٨. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ	**১১৮। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরা তো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে তো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।**

ঈসা (আঃ) শির্ক বর্জনকারী এবং তাওহীদ পন্থী ছিলেন

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) এই কথাগুলি ঐসব লোকের সামনে সম্বোধন করে বলবেন যারা তাঁকে ও তাঁর মাকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছিল। **يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ** 'হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও?' এ কথাগুলির মাধ্যমে মহান আল্লাহ খৃষ্টানদেরকে তিরস্কার করেছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও অন্যান্যগণ এরূপই বলেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) এর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার **هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ** (এটা ঐ দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার পুরস্কার দেয়া হবে) (৫ ঃ ১১৯) এ উক্তিটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ এর জবাবে ঈসাকে (আঃ) উত্তম ভদ্রতার কতইনা তাওফীক দান করা হবে এবং তাঁর অন্তরে কতইনা

সুন্দর দলীল ভরে দেয়া হবে! তিনি বলবেন, হে আল্লাহ! যে কথা বলার আমার কোন অধিকার নেই সে কথা আমি কিরূপে বলতে পারি? (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২৫৩) যদি আমি এ কথা বলেও থাকি তাহলে অবশ্যই সেটা আপনি ভাল রূপেই জানেন। কেননা আপনার কাছে তো কোন কিছুই গোপন থাকেনা। আপনি আমার অন্তরের কথা অবগত আছেন, কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে মোটেই অবগত নই। আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি তার একটি অক্ষরও বেশি করিনি। আমি তো শুধু এ কথাই বলেছিলাম **أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ** তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত করবে যিনি আমারও রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যাবলী তদারক করেছি। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের কার্যাবলী তদারক করেছেন। আর আপনি প্রত্যেক কাজ সম্বন্ধেই পূর্ণ অবগত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

'হে লোকসকল! কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে খালি মাথা, নগ্ন দেহ, খালি পা এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে, যেমন তোমরা তোমাদের জন্মের দিন ছিলে। সর্বপ্রথম ইবরাহীমকে (আঃ) পোশাক পরানো হবে। এরপর আমার উম্মাতের মধ্য হতে কতক লোককে আনয়ন করা হবে যাদেরকে জাহান্নামের বাম দিকে রাখা হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমারই উম্মাত। সেই সময় বলা হবে, তুমি জাননা যে, এরা তোমার (ইন্তেকালের) পর তোমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করেছিল এবং দীনের ভিতর নতুনত্ব চালু করেছিল। অতঃপর বলা হবে, তুমি তাদের ত্যাগ করার পর তারা তাদের পূর্ব কার্যাবলীতে ফিরে গিয়েছিল। (মুসনাদ তায়ালেসী ৩৪৩, ফাতহুল বারী ৮/১৩৫) সুতরাং তখন আমি একজন সৎ বান্দার মত ঐ কথাই বলব যে কথা ঈসা (আঃ) বলেছিলেন। তা হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার **إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** *আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।* (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৮ আয়াত) এই কালাম। তিনি যা চাবেন তাই করবেন। তিনি সবারই কৈফিয়ত তলব করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কাছে খৃষ্টানরা কিংবা অন্য কেহই কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেনা। তা ছাড়া এই কালাম খৃষ্টানদের উপর তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশকারী, যারা ঈসাকে (আঃ) তাঁর

শরীক ও পুত্র এবং মারইয়ামকে (আঃ) তাঁর স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) সাব্যস্ত করেছিল। এ আয়াতের বড়ই মাহাত্ম্য রয়েছে।

১১৯। আল্লাহ বলবেন ঃ এটি সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই হচ্ছে মহাসফলতা।	١١٩. قَالَ ٱللَّهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّـٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
১২০। আল্লাহরই জন্য আধিপত্য রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল এবং ঐ সমস্ত কিছুর যা এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান; আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।	١٢٠. لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ

কিয়ামাতের দিন শুধু সত্যেরই জয় হবে

ঈসা (আঃ) যে বিপথগামী ও মিথ্যাবাদী খৃষ্টানদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন সে কথারই জবাব দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ আজকের দিনে একাত্মবাদীদের একাত্মবাদ এবং সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা উপকার দিবে। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ ইহা হল ঐ দিন যেদিন তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ লাভবান হবেন।

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا তারা প্রবাহিত নাহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সেখান থেকে না তাদেরকে বের করা হবে, আর না তারা মুহূর্তের জন্য জান্নাত পরিত্যাগ করবে। رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭২) এ আয়াতের সঙ্গে যে হাদীস সম্পর্কযুক্ত রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِمِثْلِ هَـٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَـٰمِلُونَ

এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিৎ সাধনা করা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬১) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ

আর থাকে যদি কারও কোন আকাংখা বা কামনা, তাহলে তারা এরই কামনা করুক। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ২৬)

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ

তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুরই উপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে। তাঁর সাথে কেহই তুলনীয় নয় এবং তাঁর কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন নেই। তাঁর পিতাও নেই, পুত্রও নেই এবং স্ত্রীও নেই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। ইব্‌ন অহাব (রহঃ) বলেন যে, হুয়াই ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলেছেন, আবূ আবদুর রাহমান ইবনুল হাবলি (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) বলেছেন ঃ সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হচ্ছে সূরাতুল মায়িদাহ। (তিরমিযী ৩০৬৩)

সূরা মায়িদাহর তাফসীর সমাপ্ত।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

মূলঃ

হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)

অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

(সূরা ৬ ঃ আন‘আম থেকে সূরা ১০ ঃ ইউনুস)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)

অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৫৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ **জনাব ইউসুফ ইয়াসীন**

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ **জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন**
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ **জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান**
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ **জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ**

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন‘আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু’মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুন্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ৬ ঃ আন‘আম, মাক্কী
(আয়াত ঃ ১৬৫, রুকু’ ঃ ২০)

٦- سورة الأنعام' مَكِّيَّةٌ
(اَيَاتُهَا : ١٦٥' رُكُوْعَاتُهَا : ٢٠)

সূরা আন‘আম এর ফাযীলাত এবং নাযিল হওয়ার কারণ

আল আউফী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং ‘আতা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সূরা আন‘আম মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৩/২৪৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরা আন‘আম মাক্কায় এক রাতের মধ্যেই সম্পূর্ণটা একই সাথে অবতীর্ণ হয়। সত্তর হাজার মালাইকা এই সূরাটি নিয়ে হাযির হন এবং তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। (তাবারানী ১২/২১৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার; এ সত্ত্বেও যারা কাফির হয়েছে তারা অপর কিছুকে তাদের রবের সমকক্ষ নিরূপণ করেছে।	١. ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ
২। অথচ তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, এছাড়া আরও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু এরপরেও তোমরা সন্দেহ করে থাক।	٢. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ۖ ثُمَّ أَنتُمۡ تَمۡتَرُونَ

৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে ঐ এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন।	٣. وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

আল্লাহ তা‘আলাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং সমস্ত প্রশংসার দাবীদার

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র সত্তার প্রশংসা করছেন যে, তিনিই তাঁর বান্দাদের বসবাসের জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনের আলোককে এবং রাতের অন্ধকারকে তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী বস্তু হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এখানে نُوْرٌ শব্দটিকে এক বচন এবং ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহুবচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা উৎকৃষ্ট জিনিসকে একবচন রূপেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার উক্তি রয়েছে ঃ

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ

(যার ছায়া) ডানে ও বামে (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮) এবং

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ

আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ॥

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ যদিও আল্লাহর কতক বান্দা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে তাঁর শরীক স্থাপন করেছে এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক),তথাপি তিনি এ সবকিছু হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ তিনি সেই প্রভু যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং মাটিই তাঁর গোশত ও চামড়ার আকার ধারণ করেছিল। অতঃপর তাঁরই মাধ্যমে মানবকে সৃষ্টি করে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, প্রথম **اَجَل** দ্বারা দুনিয়ার সময়কাল এবং **اَجَلٍ مُّسَمًّى** দ্বারা মানুষের জীবন হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/২৫৭) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/২৫৬-২৫৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **ثُمَّ قَضَى أَجَلاً** এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর জীবনকাল এবং **وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ** এর অর্থ হচ্ছে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময় কাল। (তাবারী ১১/২৫৬) এটা যেন আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি হতেই গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى

‘আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম করে থাক তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; *অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন।*’ (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬০) অর্থাৎ তোমরা সে সময় নিদ্রিত অবস্থায় থাক এবং সেটা হচ্ছে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার রূপ। তারপর তোমরা জেগে ওঠ, তখন যেন তোমরা তোমাদের সঙ্গী সাথীদের কাছে ফিরে আস। আর তাঁর **عِنْدَهُ** এই উক্তির অর্থ এই যে, ঐ সময়টা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেহ জানেনা। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ

এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ কথা বুঝেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا. فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে? এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪২-৪৪)

এর পরের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আল্লাহ তিনিই, তিনি তোমাদের প্রকাশ্য কথা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন এবং গোপন কথা সম্পর্কেও তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, আর তোমরা যা কিছু করছ সেটাও তিনি সম্যক অবগত। আসমান ও যমীনে একমাত্র আল্লাহকেই মান্য করা হয় এবং তাঁরই ইবাদাত করা হয়। আকাশে যেসব মালাক রয়েছে ও যমীনে যেসব মানুষ রয়েছে সবাই তাঁকে মা'বূদ বলে স্বীকার করছে। তাঁকে তারা 'আল্লাহ' বলে ডাকছে। কিন্তু জিন ও মানুষের মধ্যে যারা কাফির তারা তাঁকে ভয় করেনা। আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَـٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَـٰهٌ

তিনিই মা'বূদ নভোমন্ডলের, তিনিই মা'বূদ ভূতলের। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৪) এই উক্তিরও ভাবার্থ এটাই যে, আসমানে এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুরই তিনি মালিক ও আরাধ্য/আল্লাহ। এর উপর ভিত্তি করেই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের গোপন কথাও জানেন এবং প্রকাশ্য কথাও জানেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তোমাদের সমস্ত কথা জানেন এবং তোমরা যা কিছু কর সেই সংবাদ তিনি রাখেন।

৪। আর তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের নিকট তাদের রবের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোন নিদর্শনই আসুক না কেন, তা হতেই তারা মুখ	٤. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا

مُعۡرِضِينَ	ফিরিয়ে নেয়।
٥. فَقَدۡ كَذَّبُواْ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ ۖ فَسَوۡفَ يَأۡتِيهِمۡ أَنۢبَـٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ	৫। সুতরাং তাদের নিকট যখন সত্য বাণী এসেছে, ওটাও তারা মিথ্যা জেনেছে। অতএব অতি সত্বরই তাদের নিকট সেই বিষয়ের সংবাদ এসে পৌঁছবে, যে ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।
٦. أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٍ مَّكَّنَّـٰهُمۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ مَا لَمۡ نُمَكِّن لَّكُمۡ وَأَرۡسَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡهِم مِّدۡرَارًا وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَنۡهَـٰرَ تَجۡرِى مِن تَحۡتِهِمۡ فَأَهۡلَكۡنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمۡ وَأَنشَأۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا ءَاخَرِينَ	৬। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দল ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদেরকে দুনিয়ায় এমন শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দিইনি, আর আমি তাদের প্রতি আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি, কিন্তু আমার নি‘আমাতের শোকর না করার পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি, এবং তাদের পর অন্য নতুন নতুন জাতি ও সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্টি করেছি।

মূর্তিপূজকদের ঔদ্ধত্যতার জন্য হুশিয়ারী

মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

যখনই তাদের কাছে আল্লাহর কোন আয়াত আসে অর্থাৎ কোন মু‘জিযা বা আল্লাহ তা‘আলার একাত্মবাদের উপর কোন স্পষ্ট দলীল অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার কোন নিদর্শন এসে পড়ে তখন তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওটাকে মোটেই গ্রাহ্য করেনা। আর যখন তাদের কাছে সত্য কথা এসে যায় তখন তারা তা অস্বীকার করতে শুরু করে। এর পরিণাম তারা সত্বরই জানতে পারবে। এটা তাদের জন্য কঠিন হুমকি স্বরূপ। কেননা তারা সত্যকে মিথ্যা জেনেছে। সুতরাং এখন এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম তাদেরকে অবশ্যই ভূগতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যে, أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং শাসন ক্ষমতাও লাভ করেছিল, আর সংখ্যার দিক দিয়েও তারা অধিক ছিল, তাদেরকেও তিনি শাস্তি থেকে রেহাই দেননি। এটা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, ঐরূপ শাস্তি তাদের উপরও আসতে পারে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু কাওমকে ধ্বংস করেছি? অথচ তারা দুনিয়ায় বিরাট শক্তির অধিকারী ছিল! তাদের মত ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি এবং শান-শওকত তোমরা লাভ করতে পারনি। আমি তাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করতাম। তাদেরকে আমি বাগ-বাগিচা, ঝরণা এবং নদ-নদী প্রদান করেছিলাম। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখা। অতঃপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ তাদের স্থলে অন্য কাওমকে এনে বসিয়েছি। পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের কর্মফলের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়! তাদের পরবর্তী লোকেরাও কিন্তু তাদের মতই আমল করে, ফলে তাদের মত তারাও হালাক হয়ে যায়। অতএব, হে লোকসকল! তোমরাও ভয় কর, নতুবা তোমাদের পরিণতিও তাদের মতই হবে। তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাদের তুলনায় আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন কাজ নয়। তোমরা যে রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ তিনিতো তাদের রাসূল অপেক্ষা বেশি মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার না কর তাহলে তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

৭। যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শও করত; তবুও কাফির ও অবিশ্বাসী লোকেরা বলত ঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।	٧. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰبًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ
৮। আর তারা বলে থাকে, তাদের কাছে কোন মালাক কেন পাঠানো হয়না? আমি যদি প্রকৃতই কোন মালাক অবতীর্ণ করতাম তাহলে যাবতীয় বিষয়েরই চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যেত, অতঃপর তাদেরকে কিছুমাত্রই অবকাশ দেয়া হতনা।	٨. وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ
৯। আর যদি কোন মালাককেও (ফেরেশতাকেও) রাসূল করে পাঠাতাম তাহলে তাকে মানুষ রূপেই পাঠাতাম; এতেও তারা ঐ সন্দেহই করত, যে সন্দেহ ও প্রশ্ন এখন তারা করছে।	٩. وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ
১০। তোমার পূর্বে যে সব নাবী রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে, ফলতঃ এই সব ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পরিণাম ফল	١٠. وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟

مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ	**বিদ্রুপকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল।**
١١. قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ	**১১। তুমি বল ঃ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠ পরিভ্রমণ কর, অতঃপর সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে তা গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর।**

দীনকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কাফিরদের স্বরূপ উম্মোচন

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের বিরোধিতা, অহংকার এবং তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ যদি তোমাদের উপর আমি কাগজে লিখিত কোন কিতাবও অবতীর্ণ করতাম, আর তোমরা তা হাত দ্বারা স্পর্শও করতে এবং আকাশ হতে অবতীর্ণ হতেও দেখতে পেতে তাহলে তখনও তোমরা এ কথাই বলতে যে, এটা সরাসরি যাদু। তাদের তর্কপ্রিয় স্বভাবের চাহিদা এটাই যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪-১৫) কিংবা যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْاْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ

তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলেও বলবে ঃ এটাতো এক পূঞ্জীভুত মেঘ। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৪)

وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ অতঃপর তাদের 'আমাদের কাছে কোন মালাক/ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করা হয়না কেন?' এই উক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ঐরূপ হলেতো কাজের ফাইসালা হয়েই যেত। কেননা **وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ** মালাককে দেখার পরেও তারা যাদুর কথাই বলত। কিন্তু তখন আর তাদেরকে সঠিক পথে আসার জন্য অবকাশই দেয়া হতনা, বরং তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহর আযাবে পতিত হত। সুতরাং ওটা তাদের জন্য মোটেই সুসংবাদ নয়। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذًا مُّنظَرِينَ

আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮)

يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ

যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ যদি আমি মানব রাসূলের সাথে কোন মালাককে প্রেরণও করতাম তাহলে সেও তাদের কাছে মানুষ রূপেই আসত যাতে তারা তার সাথে আলাপ করতে পারে বা তার থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে। আর যদি এরূপ হত তাহলে ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত, যেমন তারা মানব রাসূলের ব্যাপারে সন্দেহ করছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَـٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا

বল ঃ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাইকাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা ইসরা,

১৭ ঃ ৯৫) এটা আল্লাহর রাহমাত যে, যখন তিনি মাখলূকের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করে থাকেন, যাতে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারে এবং সেই রাসূল থেকে উপকার লাভ করা ঐ লোকদের জন্য সহজ হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু’মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত (৬ ঃ ৯) সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাদের প্রতি যদি মালাইকাও পাঠানো হত তাহলে তাকেও মানুষের আকৃতিতেই পাঠানো হত। কারণ মালাইকার নূরের দীপ্তির প্রখরতার কারণে দুনিয়ার মানুষের পক্ষে তাদেরকে অবলোকন করা সম্ভব হতনা। নতুবা (মালাক পাঠালে) মালাকের ঔজ্জ্বল্যের কারণে তার দিকে তারা তাকাতেও পারতনা এবং এর ফলে ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত। (তাবারী ১১/২৬৮) আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ আর হে নাবী! তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেওতো এইরূপ উপহাসমূলক ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা তাদেরকে বিদ্রূপ ও উপহাস করেছিল বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলা হচ্ছে, যদি কেহ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমি মোটেই গ্রাহ্য করনা। অতঃপর মু’মিনদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে ভাল পরিণামের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে দেখ যে, অতীতে যারা তাদের নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের বাসভূমি কিভাবে ধ্বংস হয়েছে! আজ তাদের বাড়ী ঘরের চিহ্নটুকু শুধু বাকী রয়েছে। এটা তাদের পার্থিব শাস্তি। অতঃপর পরকালে তাদের জন্য পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তারা ঐরূপ শাস্তির কবলে পতিত হবে বটে, কিন্তু রাসূল ও মু’মিনদেরকে ঐ শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে।

১২। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও ধরাধামে অবস্থিত যা কিছু রয়েছে তার মালিক কে? তুমি বল ঃ তা সবই আল্লাহর মালিকানায়, অনুগ্রহ করা তিনি তাঁর নীতি বলে গ্রহণ করেছেন, তিনি তোমাদের সকলকে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই সমবেত করবেন যে দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে তারাই বিশ্বাস করেনা।	١٢. قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
১৩। রাতের অন্ধকারে এবং দিনের আলোয় যা কিছু বসবাস করে ও বর্তমান রয়েছে তা সব কিছুই আল্লাহর। তিনি সব কিছুই শোনেন ও জানেন।	١٣. وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
১৪। বল ঃ আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কেহকেও আমার অভিভাবক রূপে গ্রহণ করব, যিনি হলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি রিয্ক দান করেন, কিন্তু কারও রিয্ক গ্রহণ করেননা। তুমি বল ঃ আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে যে, আমি সকলের	١٤. قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

আগেই ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সামনে মাথা নত করে দিব। আর তুমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়োনা।	مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১৫। তুমি বল ঃ আমি আমার রবের অবাধ্য হলে, আমি মহাবিচারের দিনের শাস্তির ভয় করছি।	١٥. قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৬। সেদিন যার উপর হতে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য মহাসাফল্য।	١٦. مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ

আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সবার আহারদাতা

জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুর মালিক এবং তিনি নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহকে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা মাখলূককে সৃষ্টি করার পর লাউহে মাহফূযে লিখে দেন ‘আমার রাহমাত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২১০৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ অবশ্যই তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। তিনি নির্ধারিত দিনে তাঁর সকল বান্দাকে একত্রিত করবেন। মু’মিনদের মনেতো এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু কাফিরদের এতে সন্দেহ রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ইয্যাতের শপথ করে বলেন যে, তিনি তাঁর বান্দা-বান্দীদেরকে এক জায়গায় সমবেত করবেন কিয়ামাত দিবসে।

إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوۡمٍ مَّعۡلُومٍ

আমি তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছি (নির্ধারিত দিন)। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৫০) তাঁর মু'মিন বান্দাদের মনে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা এটা অস্বীকার করে কিংবা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তারা রয়েছে বিভ্রান্তিতে। বলা হচ্ছে ঃ

الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে, তারাই ঈমান আনেনা এবং পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাতে এবং দিবাভাগে যা কিছু বসবাস করে সব কিছুই আল্লাহর ব্যবস্থাপনায়, তাঁর ক্ষমতাধীন এবং ইচ্ছাধীন রয়েছে। তিনি বান্দাদের সমস্ত কথাই শোনেন এবং তাদের সম্পর্কে সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি তাদের অন্তরের কথা সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

অতঃপর তাঁর যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান একাত্মবাদ এবং সুদৃঢ় শারীয়াত প্রদান করা হয়েছে তাঁকে তিনি সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ غَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ তুমি লোকদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের দিকে আহ্বান কর এবং তাদেরকে বলে দাও ঃ আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কেহকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু রূপে গ্রহণ করব? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

قُلۡ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَأۡمُرُوٓنِّيٓ أَعۡبُدُ أَيُّهَا ٱلۡجَـٰهِلُونَ

বল ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করতে বলছ? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৪) ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি বিনা নমুনায় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং আমি এইরূপ মা'বূদকে বাদ দিয়ে অন্য কারও কিরূপে ইবাদাত করতে পারি? তিনি সকলকে খাওয়ান, তিনি নিজে খাননা, তিনি বান্দার মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬) কেহ কেহ *'লা-য়্যুৎআমু'* শব্দটিকে *'লা-য়্যাৎআমু'* পড়েছেন, অর্থাৎ তিনি সবাইকে খাদ্য প্রদান করেন, কিন্তু তিনি নিজে কিছুই খাননা। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কুবা এলাকার একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দা‘ওয়াত করেন। তাঁর সাথে আমরাও গমন করি। খাওয়া শেষে তিনি বললেন ঃ

সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি খাওয়ান অথচ নিজে খাননা, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আমাদেরকে পথ নির্দেশ করেন, আমাদেরকে খাওয়ান, পান করান এবং আমাদের নগ্ন দেহে কাপড় পরান এবং সব ধরনের সুবিধা প্রদান করেন। সুতরাং আমরা সেই আল্লাহকে ছাড়তে পারিনা, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারিনা এবং আমরা তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষীও থাকতে পারিনা। তিনি আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়েছেন, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর করেছেন এবং সমস্ত মাখলূকের উপর আমাদের মর্যাদা দান করেছেন।' (নাসাঈ ৬/৮২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ হে নাবী! তুমি বল, আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন সর্ব প্রথম মুসলিম হই এবং শির্ক না করি। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে ভীষণ দিনের কঠিন শাস্তির আমার ভয় রয়েছে। কিয়ামাতের দিন যার উপর থেকে আল্লাহর শাস্তি সরিয়ে দেয়া হবে, তার প্রতি ওটা তাঁর অনুগ্রহই বটে, আর ওটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৫) আর সফলতা হচ্ছে উপকার লাভ করা এবং ক্ষতি হতে বেঁচে থাকা।

১৭। আল্লাহ যদি কারও ক্ষতি সাধন করেন তাহলে তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেহ নেই, আর যদি তিনি কারও

١٧. وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ

কল্যাণ করেন, তাহলে আল্লাহ সেটাও করতে পারেন, (কেননা) তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
১৮। তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।	١٨. وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ
১৯। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি গণ্য? তুমি বলে দাও ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। বাস্তবিকই তোমরা কি এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ রয়েছে? তুমি বল ঃ আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারিনা। তুমি ঘোষণা কর ঃ তিনিই একমাত্র ইলাহ, আর তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছ, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই।	١٩. قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَـٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
২০। যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা রাসূলকে এমনভাবে	٢٠. ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ

২১। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এরূপ যালিম লোক কক্ষণই সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।	٢١. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

আল্লাহকে বাধা দেয়ার কেহ নেই, তিনিই লাভ ক্ষতির মালিক

এখানে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি লাভ ও ক্ষতির মালিক। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থাপনা চালিয়ে থাকেন। তাঁর নির্দেশকে না কেহ পিছনে সরাতে পারে, না তাঁর মীমাংসাকে কেহ বাধা প্রদান করতে পারে। وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ যদি তিনি অকল্যাণ ও অমঙ্গলকে থামিয়ে দেন তাহলে সেটা কেহ চালু করতে পারেনা। পক্ষান্তরে যদি তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলকে চালু করেন তাহলে তা’ও কেহ থামাতে পারেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেহ ওটা নিবারন করতে পারেনা এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে অতঃপর কেহ ওর উম্মুক্তকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ' وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেহ রোধ করার নেই, আর তুমি যা দিতে না চাও তা কেহ দিতে পারেনা এবং কারও ধন-সম্পদ কিংবা মর্যাদা তাকে তোমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারেনা। (ফাতহুল বারী ২/৩৭৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه তিনি সেই আল্লাহ যাঁর জন্য মানুষের মাথা নুয়ে পড়েছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর জয়যুক্ত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার সামনে সব কিছুই নতি স্বীকার করেছে। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। তিনি বস্তুসমূহের অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে মূল্যহীন, তারা তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার কোন শক্তি রাখেনা। তিনি কিছু প্রদান করলে ওর প্রাপককেই প্রদান করে থাকেন এবং কিছু বন্ধ রাখলে যে প্রাপক নয় তার থেকেই তা বন্ধ রাখেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য?

قُلِ اللّٰه شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে উত্তরে বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি এবং তাকেও ভয় দেখাই যার নিকট এই কুরআনের বাণী পৌঁছবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, ইসলামের দা‘ওয়াত সে এমনভাবে দিবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন এবং এমনভাবে ভয় প্রদর্শন করবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ ‘ওহে মুশরিকরা! তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মা’বূদ রয়েছে? তুমি বলে দাও, এরূপ সাক্ষ্য আমি দিতে পারিনা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ হে নাবী! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, তিনিই একমাত্র মা’বূদ, আর তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছ, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই।

আহলে কিতাবরা রাসূলকে (সাঃ) তেমনভাবে চিনে যেমনভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা এই কুরআনকে এমন উত্তম রূপে জানে যেমন উত্তম রূপে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জানে। কেননা তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের সংবাদ রয়েছে। তাঁরা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ব লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর গুণাবলী, তাঁর দেশ, তাঁর হিজরাত, তাঁর উম্মাতের গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়ে গেছেন। এ জন্যই এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারা ঈমান আনবেনা।’ অথচ ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার যে, নাবীগণ তাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং প্রাচীন যুগ থেকে তাঁর নাবুওয়াত ও আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। বলা হচ্ছে ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? অর্থাৎ তার চেয়ে বড় যালিম আর কেহই হতে পারেনা। এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ এরূপ আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপকারী এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।

২২। সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা আমার সাথে শির্ক করেছে তাদেরকে আমি বলব ঃ যাদেরকে তোমরা মা'বূদ বলে ধারণা করতে তারা এখন কোথায়?	٢٢. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
২৩। তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা।	٢٣. ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ
২৪। লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা'বূদ মনোনীত করেছিল তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।	٢٤. ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

٢٥. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

২৫। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে তোমার কথা শুনে থাকে, অথচ গ্রহণ করেনা। তোমার কথা যাতে তারা ভাল রূপে বুঝতে না পারে সেজন্য আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি এবং তাদের কর্ণে কঠিন ভার (বধিরতা) অর্পন করেছি। তারা যদি সমস্ত নিদর্শনও অবলোকন করে তবুও তারা ঈমান আনবেনা, এমনকি যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তোমার সাথে অর্থহীন বির্তক জুড়ে দেয়, আর তাদের কাফির লোকেরা (সব কথা শোনার পর) বলে ঃ এটা প্রাচীন কালের লোকদের কিস্সা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

٢٦. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

২৬। তারা নিজেরাতো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্ত লোকদেরকেও তারা তা থেকে বিরত রাখতে চায়; বস্তুতঃ তারা ধ্বংস করছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই অথচ তারা অনুভব করছেনা।

কাফিরদেরকে তাদের শির্ক করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا আমি যখন কিয়ামাতের দিন তাদেরকে একত্র করব তখন তাদেরকে ঐসব মূর্তি/প্রতিমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করব আল্লাহকে ছেড়ে তারা যেগুলোর উপাসনা করত। তিনি বলবেন ঃ

أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমরা যেসব মূর্তিকে শরীক করতে সেগুলো আজ কোথায়? অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

আর সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ তাদের ওযর-আপত্তি ও দলীল শুধুমাত্র এতটুকুই হবে যে, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (তাবারী ১১/২৯৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ লোকদের সম্পর্কে বলছেন ঃ

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা'বূদ মনোনীত করেছিল, তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। একই ধরণের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় আর একটি আয়াতে ঃ

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَـٰفِرِينَ

এরপর তাদেরকে বলা হবে ঃ কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে ঃ তারাতো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে,

বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ কাফিরদের বিভ্রান্ত করেন। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৭৩-৭৪)

হতভাগারাই শুধু কুরআন থেকে উপকার লাভ করেনা

ইরশাদ হচ্ছে, وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) কথা (কুরআন তিলাওয়াত) শোনে থাকে। তাদের দুষ্কর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا তারা যদি সমস্ত আয়াত ও প্রমাণাদীও অবলোকন করে তথাপি তারা ঈমান আনবেনা। তারা অহী শোনানোর জন্য এসে থাকে, কিন্তু এই শোনায় তাদের কোনই উপকার হয়না। কারণ তাদের উপলব্ধি করার ও বিচার-বুদ্ধির কোন ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অপর এক জায়গায় বলেন, তাদের দৃষ্টান্ত সেই চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় যে তার রাখালের শব্দ ও ডাক শোনে বটে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা দলীল প্রমাণাদী অবলোকন করে থাকে বটে, কিন্তু তাদের না আছে কোন বিবেক বুদ্ধি এবং না তারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করে থাকে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে কিরূপে? এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ

২৩) আর যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যায় এবং বাতিল ও অযৌক্তিক কথা পেশ করে সত্যকে লোপ করে দেয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে ঃ

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ হে মুহাম্মাদ! যেসব কথা আপনি অহীর নাম দিয়ে পেশ করছেন ওগুলিতো পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা জনগণকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা'ওয়াতকে কবূল না করতে, তাঁকে বিশ্বাস না করতে বলে এবং কুরআনের আদেশ মেনে চলতে অন্যকে বাধা প্রদান করে এবং তারা নিজেরাও দূরে সরে থাকে।

এভাবে তারা যেন দু'টি খারাপ কাজ করে থাকে। তা হল এই যে, তারা না নিজেরা উপকৃত হয়, না অন্যদেরকে উপকার লাভ করতে দেয়। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ** আয়াতটির অর্থ হচ্ছে ঃ তারা লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে বাধা দিত। (তাবারী ১১/৩১১) মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হানাফিইয়া (রহঃ) বলেন ঃ কুরাইশদের কাফির নেতারা লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসা প্রতিহত করত এবং নিরুৎসাহিত করত। (তাবারী ১১/৩১১) কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/৩১২) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ তারা নির্বুদ্ধিতা বশতঃ নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা এ কথাটা মোটেই বুঝেনা যে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে আনছে।

২৭। তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি	٢٧. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ

আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!	رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
২৮। যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর একান্তই যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা’ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।	٢٨. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ
২৯। তারা বলে ঃ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবেনা।	٢٩. وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
৩০। হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা (কিয়ামাত) কি সত্য নয়? তখন তারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ, আমরা আমাদের রবের (আল্লাহর) শপথ করে বলছি! এটা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ	٣٠. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا

তাহলে তোমরা এটাকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফল স্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।	كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

কিয়ামাত দিবসে কারও কামনা-বাসনা কোন কাজে আসবেনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে, তারা ওতে লোহার আংটা ও শিকল দেখতে পাবে এবং ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করবে। তখন আফসোস করে বলবে ঃ

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ হায়! পুনরায় যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমরা ভাল কাজ করতাম এবং আমাদের রবের আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করতামনা। বরং ঐগুলির উপর ঈমান আনতাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ না, না, বরং কথা এই যে, কুফ্‌র, অবিশ্বাস ও বিরোধিতার যে ব্যাপারগুলো তারা অন্তরে গোপন রেখেছিল সেগুলো আজ প্রকাশ হয়ে গেল। যদিও দুনিয়া বা আখিরাতে তারা তা অস্বীকার করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ তাদের যুক্তি শুধুমাত্র এটাই যে, তারা বলে, আমরা মুশরিক ছিলামনা। লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দুনিয়ায় তারা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা জানা সত্ত্বেও তাঁর উপর ঈমান আনেনি সেটা কিয়ামাতের দিন তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তখন তারা আফসোস করতে থাকবে। দুনিয়ায় কিন্তু সেটা প্রকাশ পায়নি। যেমন মূসা (আঃ) ফির‘আউনকে বলেছিলেন ঃ

لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ بَصَآئِرَ

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০২) আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাও ফির‘আউন ও তার কাওম সম্পর্কে বলেন ঃ

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ তারা যা গোপন করত এখন তা প্রকাশ পেয়েছে’ এর ভাবার্থ এই যে, তারা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাচ্ছে তা যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে তা নয়। বরং কিয়ামাতের দিনের শাস্তি দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েই তারা এ কথা বলছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলে সাময়িকভাবে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ।

وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ আর যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোও হয় তাহলে আবারও তারা কুফরী করতেই থাকবে। তারা যে বলছে, ‘আমরা আর অবিশ্বাস করবনা, বরং ঈমানদার হয়ে যাব’ এ সব মিথ্যা কথা। তারা বলে ঃ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিতও করা হবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা (অর্থাৎ কিয়ামাত) কি সত্য নয়? তারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ, আপনার শপথ! এটা সত্য। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে– তাহলে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, এটা কি যাদু? তোমাদেরকে কি অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়নি?

٣١. قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ	**৩১। ঐ সব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা ভেবেছে। যখন সেই নির্দিষ্ট সময়টি হঠাৎ তাদের কাছে এসে পড়বে তখন তারা বলবে ঃ হায়! পিছনে আমরা কতই না দোষ ক্রটি করেছি! তারা নিজেরাই**

নিজেদের বোঝা পিঠে বহন করবে। শুনে রেখ! তারা যা কিছু বহন করেছে তা কতই না নিকৃষ্টতর বোঝা!	يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ
৩২। এই পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, পরকালের জীবনই হবে তাদের জন্য উৎকৃষ্টতর। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবেনা?	٣٢. وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

এখানে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে যারা অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল না হওয়া ও তাদের নৈরাশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলছেন ঃ

حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا যখন কিয়ামাত হঠাৎ এসে পড়বে তখন তারা তাদের খারাপ আমলের জন্য কতই না লজ্জিত হবে! তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি সত্যের বিরোধিতা না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ তারা তাদের পাপের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে এবং যে বোঝা তারা বহন করবে সেটা কতই না জঘন্য বোঝা!

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখনই কোন পাপী ব্যক্তিকে কাবরে প্রবেশ করানো হয় তখনই এক অত্যন্ত জঘন্য প্রতিকৃতি তার কাছে এসে থাকে। ঐ প্রতিকৃতি অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণের এবং ওর পরনের কাপড় খুবই ময়লাযুক্ত। তার থেকে জঘন্য দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। সে ঐ ব্যক্তির কাবরে অবস্থান করতে থাকে। সে তাকে দেখে বলে, ‘তোমার চেহারা কতই না জঘন্য।’ সে তখন বলে, ‘আমি তোমার জঘন্য কাজেরই প্রতিকৃতি। সে তখন বলবে, তোমার থেকে কি বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে! বলা হবে ঃ তোমার কাজগুলো ছিল এ রকমই দুর্গন্ধময়।’ পাপী কাফির

বলবে, তোমার পোশাক কি বিশ্রী নোংরা। তখন সে বলবে, তোমার (দুনিয়ার) আমলতো ছিল আরও নোংরা। সে বলবে ঃ ‘তুমি কে?’ সেই প্রতিকৃতি উত্তরে বলবে ঃ ‘আমি তোমারই আমল।’ অতঃপর সে কিয়ামাত পর্যন্ত তার সাথে তার কাবরেই অবস্থান করবে। কিয়ামাতের দিন সে তাকে বলবে ঃ ‘দুনিয়ায় আমি তোমাকে কাম ও উপভোগের আকারে বহন করে এসেছি। আজ তুমিই আমাকে বহন করবে।’ অতঃপর তার আমলের প্রতিকৃতি তার পিঠের উপর সাওয়ার হয়ে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। (তাবারী ১১/৩২৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালই হচ্ছে মঙ্গলময়।

৩৩। তাদের কথাবার্তায় তোমার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি, তারা শুধুমাত্র তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা, বরং এই পাপিষ্ঠ যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেও অস্বীকার ও অমান্য করছে।	٣٣. قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ
৩৪। তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করার কেহ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নাবীর কিছু কিছু সংবাদ ও	٣٤. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟

ٱلْمُرْسَلِينَ	কাহিনীতো পৌঁছে গেছে।
٣٥. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ	৩৫। আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা সহ্য করা তোমার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে ক্ষমতা থাকলে মাটির কোন সুড়ঙ্গ পথ অনুসন্ধান কর অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে দাও; অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর সমবেত করতেন। সুতরাং তুমি অবুঝদের মত হয়োনা।
٣٦. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ	৩৬। যারা শুনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তারা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

কাফিরেরা নাবীর (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করায় আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান

লোকেরা যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগেছে সে জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বলেন ঃ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ হে নাবী! তাদের তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এর ফলে তোমার দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

তারা মু’মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৩) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا

তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৬) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ নিশ্চয়ই তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা, বরং এই যালিমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তারা তোমার উপর মিথ্যা বলার অপবাদ দিচ্ছেনা, বরং প্রকৃতপক্ষে এই অত্যাচারী লোকেরা সত্যের বিরোধিতা করে আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবূ জাহল, আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব এবং আখনাস ইব্ন সুরাইখ রাতে গোপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাত শোনার জন্য আগমন করে। কিন্তু তারা একে অপরের খবর জানতনা। তিনজনই সকাল পর্যন্ত কুরআন শুনতে থাকে। সকালের আলো প্রকাশিত হয়ে উঠলে তারা বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পথে তিনজনেরই সাক্ষাৎ ঘটে। তারা তখন একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঃ ‘কি উদ্দেশে এসেছিলে?’ তারা প্রত্যেকেই তাদের আগমনের উদ্দেশের কথা বলে দেয়। অতঃপর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর তারা এ কাজে আসবেনা। কেননা হতে পারে যে, তাদের দেখাদেখি কুরাইশদের যুবকরাও আসতে শুরু করবে এবং তারা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে। দ্বিতীয় রাতে

প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, ওরা দু'জনতো আসবেনা। সুতরাং কুরআন কারীম শুনতে যাওয়া যাক। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবাই এসে যায় এবং ফিরার পথে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে একে অপরকে তিরস্কার করে এবং পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করে। তৃতীয় রাতেও তারা তিনজনই আসে এবং সকালে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। এবার তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর কখনও কুরআন শুনতে আসবেনা। দিনের বেলা আখনাস ইব্ন শুরাইক আবূ সুফইয়ান সাখর ইব্ন হারবের কাছে গমন করে এবং বলে ঃ 'হে আবূ হানযালা! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যে কুরআন শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি?' উত্তরে আবূ সুফইয়ান বললেন ঃ 'হে আবূ সা'লাবা! আল্লাহর শপথ! আমি এমন কিছু শুনেছি যা আমার নিকট খুবই পরিচিত এবং ওর ভাবার্থও আমি ভালভাবে বুঝেছি। আবার এমন কিছুও শুনেছি যা আমি জানিওনা এবং ওর ভাবার্থও বুঝতে পারিনি।' তখন আখনাস বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমার অবস্থাও তদ্রুপ।' এরপর আখনাস সেখান থেকে ফিরে এসে আবূ জাহলের নিকট গমন করে এবং তাকে বলে, হে আবুল হাকাম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা কিছু শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তখন আবূ জাহল বলল, 'গৌরব লাভের ব্যাপারে আমরা আবদে মানাফের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রয়েছি। তারা দা'ওয়াত করলে আমরাও দা'ওয়াত করি। তারা দান খাইরাত করলে আমরাও করি। যখন তাদের সাথে আমরা হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছি, এমন সময় তারা দাবী করেছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর নাবী রয়েছেন এবং তাঁর কাছে আকাশ থেকে অহী আসে, আমরাতো এ কথার উত্তরে নতুন কিছু বলতে পারছিনা। সুতরাং আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও ওর উপর ঈমান আনবনা এবং তাঁর নাবুওয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করবনা।' আখনাস এ কথা শুনে সেখান থেকে চলে যায়। (ইব্ন হিশাম ১/৩৩৭) ইব্ন হিশাম (রহঃ) বলেন যে, বর্ণনার ক্রমধারা থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ বর্ণনাটি সঠিক নয়।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ ... أَتَاهُمْ نَصْرُنَا এই আয়াতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়েছে যেমনভাবে তাঁর পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও সাহায্য করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কাওমের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও তাদের কষ্ট পৌঁছানোর পরে তাঁদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, পরিণাম তাঁদেরই ভাল হবে। এমন কি দুনিয়ায়ও তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য নেমে এসেছিল। আর পরকালের সাহায্যতো

অবধারিত রয়েছেই। এই জন্যই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন নেই এবং সাহায্যের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই পূরা করা হবে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ হে নাবী! অবশ্যই তোমার কাছে রাসূলদের খবর এসেছে। তাদেরকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের উপর রাসূলদেরকে জয়যুক্ত করা হয়েছিল, আর তাদের জীবনীতে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ তাদেরকে এড়িয়ে চলা যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে তুমি এর কোন প্রতিকার করতে পারবে কি? ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গ তৈরি কর এবং সেখান থেকে তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশাবলী বের করে নিয়ে এসো অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে উঠে যাও এবং সেখানে কোন নিদর্শন অনুসন্ধান কর, আর তা তাদের কাছে পেশ কর। (তাবারী ১১/৩৩৮)

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ এরূপ করলেও তারা ঈমান আনবেনা। চাইলে আল্লাহ তাদের সকলকে ঈমানের উপর একত্রিত করতেন। সুতরাং হে নাবী! কথা বুঝার চেষ্টা কর। অযথা দুঃখ করনা এবং মূর্খদের মত হয়োনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯) এই আয়াত (৬ ঃ ৩৪) সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত লোকই যেন ঈমান আনে এবং হিদায়াতের অনুসারী হয়ে যায় এই চেষ্টাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

করেছিলেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, যার ভাগ্যে পূর্বেই ঈমান লিপিবদ্ধ রয়েছে একমাত্র সেই ঈমান আনবে। (তাবারী ১১/৩৪০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দিবে এবং সত্য অনুধাবন করবে।

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭০)

وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। **مَوْتَى** দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে, কেননা তাদের অন্তর মৃত। এ জন্য জীবিতাবস্থায়ই তাদেরকে মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেহের মরে যাওয়ার সাথে সাদৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা।

৩৭। তারা বলে ঃ রবের পক্ষ হতে তার প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হলনা? তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শন অবতীর্ণ করায় আল্লাহ নিঃসন্দেহে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জ্ঞাত নয়।	٣٧. وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৩৮। ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে	٣٨. وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ

أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ	কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।
٣٩. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	৩৯। আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মূক ও বধির, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের সরল সহজ পথের সন্ধান দেন।

কাফিরদের মু'জিযা চাওয়া

মুশরিকদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে, তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! আমাদের চাহিদা অনুযায়ী কোন নিদর্শন বা অলৌকিক জিনিস আল্লাহ আপনার উপর অবতীর্ণ করেননা কেন? যেমন যমীনে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। তারা আরও বলত ঃ

وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯০) তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَةً وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ হে মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও যে, আল্লাহতো এই কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু এর বিলম্বে দূরদর্শিতা রয়েছে। তা এই যে, যদি তাদের চাহিদা অনুযায়ী মহান আল্লাহ কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করেন এবং এর পরেও তারা ঈমান না আনে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের উপর তাঁর শাস্তি নেমে আসবে, মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে অবসর দেয়া হবেনা। যেমন পূর্ববর্তী উম্মাতদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা

হয়েছিল। আহলে ছামূদের দৃষ্টান্ততো তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে নিদর্শনও দেখাতে পারি। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفًا

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্ম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

إِن نَّشَأۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتۡ أَعۡنَٰقُهُمۡ لَهَا خَٰضِعِينَ

আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৪)

'উমাম' أُمَمٌ শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم** অর্থাৎ হে মুশরিকের দল! ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী জীব-জন্তু এবং আকাশে উড্ডীয়মান পাখিও তোমাদের মতই বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এইসব জীব-জন্তু ও পাখির কতগুলি প্রকার রয়েছে যেগুলির নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। (তাবারী ১১/৩৪৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, পাখিও একটি উম্মাত এবং মানব-দানবও এক একটি উম্মাত। এইসব উম্মাতও তোমাদের মতই আল্লাহর সৃষ্টজীব। (তাবারী ১১/৩৪৫)

مَا فَرَّطْنَا ... সমস্ত জীবেরই আল্লাহ খবর রাখেন। কেহকেও আহার্য দান করতে তিনি ভুলে যাননা। তা পানিতেই চলাচল করুক অথবা স্থলে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) অর্থাৎ তিনি ঐ সব প্রাণীর নাম, সংখ্যা, বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। এমন কি ওগুলির অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

এমন কতক জীব জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা; আল্লাহই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২৯ ঃ ৬০)

ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হবে। অর্থাৎ এই সমুদয় উম্মাতেরই মৃত্যু সংঘটিত হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চতুস্পদ জন্তুর মৃত্যুই ওদের হাশর হওয়া। এই সম্পর্কে অন্য একটি উক্তি এও রয়েছে যে, এই চতুস্পদ জন্তুগুলোকেও কিয়ামাতের দিন পুনরায় উঠানো হবে। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ

এবং যখন বন্য পশুগুলি একত্রীকৃত হবে। (সূরা তাকউইর, ৮১ ঃ ৫)

إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ চতুস্পদ জন্তু, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণী এবং পাখীসমূহকেও উপস্থিত করবেন। প্রত্যেকেই অপর হতে নিজ নিজ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ওগুলিকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা সব ধূলা-বালি হয়ে যাও! সেই সময় কাফিরেরাও আফসোস করে বলবে ঃ

يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًا

হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৪০) (তাবারী ১১/৩৪৭)

কিয়ামাতের মাইদানে অবিশ্বাসীরা থাকবে মূক ও বধির

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে বধির ও মূকদের মত, আর তারা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। তারা কিছুই দেখতে

পাচ্ছেনা এবং শুনতেও পাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় এই লোকগুলি সঠিক ও সোজা রাস্তার উপর কিভাবে চলতে পারে?

مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسۡتَوۡقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِى ظُلُمَـٰتٍ لَّا يُبۡصِرُونَ. صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡىٌ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ

এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল, তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না। তারা বধির, মূক, অন্ধ। অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭-১৮)

أَوۡ كَظُلُمَـٰتٍ فِى بَحۡرٍ لُّجِّىٍّ يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٌ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجٌ مِّن فَوۡقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَـٰتُۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সোজা সরল পথের উপর পরিচালিত করেন।'

৪০। তুমি তাদেরকে বল ঃ তোমরা যদি নিজেদের আদর্শে সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা করে দেখ, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে অথবা তোমাদের নিকট	٤٠. قُلۡ أَرَءَيۡتَكُمۡ إِنۡ أَتَىٰكُمۡ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوۡ أَتَتۡكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَدۡعُونَ

কিয়ামাত দিবস এসে উপস্থিত হয় তখনও কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহকে ডাকবে?	إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৪১। বরং তাঁকেই তোমরা ডাকতে থাকবে। অতএব যে বিপদের জন্য তোমরা তাঁকে ডাকছ, ইচ্ছা করলে তিনি তা তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন, আর যাদেরকে তোমরা অংশী করেছিলে তাদের কথা ভুলে যাবে।	٤١. بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ
৪২। আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি, আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও রোগ ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার করে।	٤٢. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
৪৩। সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি এসে পৌঁছল তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলনা? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়ল, আর শাইতান তাদের কাজকে তাদের চোখের সামনে সুশোভিত করে দেখাল।	٤٣. فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
৪৪। অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা	٤٤. فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ

فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ	হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল।
٤٥. فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ	৪৫। অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হল, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই জন্য।

কাফিরেরাও তাদের বিপদের সময় শুধু আল্লাহকেই ডাকে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। না কেহ তাঁর কোন হুকুম পরিবর্তন করতে পারে, না তাঁর নির্দেশকে পিছনে ফেলতে পারে। তিনি এমন যার কোন শরীক নেই। যদি তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হয় তাহলে ইচ্ছা করলে তিনি তা কবূল করেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তোমরা বল তো, যদি হঠাৎ করে কিয়ামাত এসে পড়ে কিংবা আকস্মিকভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে যায় তাহলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ডাকবে কি? কেননা তোমরা জান যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহ এই শাস্তি সরাতে পারেনা। যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও মা'বূদ বলে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা করে দেখ, তখনতো তোমরা

আল্লাহকেই ডাকতে থাকবে। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে ঐ শাস্তি সরিয়ে দিবেন। ঐ সময় তোমরা ঐসব অংশীদার ও মূর্তি/প্রতিমাকে ভুলে যাবে।

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকটেও আমি নাবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম। যখন তারা নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তখন আমি তাদেরকে ক্ষুধা ও সংকীর্ণতার শাস্তিতে জড়িয়ে ফেলি এবং ব্যাধি ও রোগ যন্ত্রণা দিতে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন একমাত্র আমাকেই ডাকতে থাকে এবং আমার কাছে বিনয় ও হীনতা প্রকাশ করে। আমি যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি তখন তারা আমার নিকট বিনয়ী হয়না কেন? কথা এই যে, তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। তাই কোন কিছুই তাতে ক্রিয়াশীল হয়না। শাইতান তাদের শির্ক ও বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপকে তাদের চোখে শোভনীয় করে তুলেছে। সুতরাং তারা যখন আমার সতর্কবাণীকে ভুলে গেছে এবং ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে, আমি তখন তাদের জীবিকার দরজাকে পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছি, যেন তাদের রশি আরও ঢিল হয়ে যায়। তারা যখন আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে পার্থিব সুখ-শান্তিতে মেতে উঠেছে এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে পড়ে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে, এমতাবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি নেমে এসেছে কিংবা তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ ‘যার জীবিকা প্রশস্ত হয়ে যায় সে এ কথা চিন্তাই করেনা যে, এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার একটা পরীক্ষামূলক নীতি, পক্ষান্তরে যার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায় সেও এটা চিন্তা করেনা যে, তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং অবকাশ দেয়া হচ্ছে। কা‘বার প্রভুর শপথ! যখন আল্লাহ তা‘আলা পাপীকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করেন তখন তাকে তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিতে ডুবিয়ে দেন।’ (দুররুল মানসুর ৩/২৭০, ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১২৯১)

৪৬। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের মনের কপাটে তালা লাগিয়ে মোহর এঁটে দেন তাহলে এই শক্তি তোমাদেরকে আবার দান করতে পারে এমন কোন সত্তা আল্লাহ ব্যতীত আছে কি? লক্ষ্য করতো! আমি আমার নিদর্শনসমূহ ও দলীল প্রমাণাদী কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করছি। এর পরেও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়!	٤٦. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَـٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ
৪৭। তুমি আরও জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহর শাস্তি যদি হঠাৎ করে অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর এসে পড়ে তাহলে কি অত্যাচারীরা ছাড়া আর কেহ ধ্বংস হবে?	٤٧. قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَـٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ
৪৮। আমি রাসূলদেরকে শুধু এ উদ্দেশে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা (সৎ লোকদেরকে) সুসংবাদ দিবে এবং (অসৎ লোকদেরকে) ভয় দেখাবে। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্য	٤٨. وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ

কোন ভয়-ভীতি থাকবেনা এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।	عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ
৪৯। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা তাদের নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে।	٤٩. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلۡعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ হে মুহাম্মাদ! এই সব মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বিরোধিতাকারীকে বলে দাও, আল্লাহ তা‘আলা যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তাহলে কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে তা প্রদান করতে পারে? যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمۡ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৩) আবার এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তাদের চক্ষু ও কর্ণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শারঈ উপকার লাভ করা থেকে যদি তাদেরকে আল্লাহ বঞ্চিত করেন তাহলে সত্য কথার উপকারিতা থেকে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। আর وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم ... এরও ভাবার্থ এটাই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ

অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩১) এবং অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ

আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪) অর্থাৎ যদি তিনি তোমাদের অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দেন তাহলে কে এমন আছে, যে ঐ মোহরকে ভেঙ্গে দিতে পারে? এ জন্যই তিনি

বলেন ঃ তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ যে, আমি কিভাবে তোমাদের কাছে নিজের কথাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً তোমরা কি জান যে, যদি আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে কিংবা তোমাদের চোখের সামনে শাস্তি এসে পড়ে তাহলে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া আর কেহ ধ্বংস হবেনা! তবে ঐ লোকেরা মুক্তি পেয়ে যাবে যারা এক আল্লাহরই ইবাদাত করে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্মের সাথে (শির্কের সাথে) মিশ্রিত করেনি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৮২)

ইরশাদ হচ্ছে, আমি নাবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। তারা মু’মিন ও সৎ লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেয় এবং কাফির ও পাপী লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যারা খাঁটি অন্তরে ঈমান এনেছে এবং নাবীগণের অনুসরণ করেছে তাদের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভয় নেই এবং অতীতের জন্যও তাদের কোন দুঃখ ও আফসোস নেই। কেননা তারা দুনিয়ায় যেসব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে যাবে তাদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদেরকে তাদের কুফর ও পাপের কারণে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেননা তারা মহান আল্লাহর আদেশসমূহ অমান্য করেছে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর তারা তাঁর সীমা অতিক্রম করেছে।

৫০। তুমি বল ঃ আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে,	٥٠. قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ

আমার কাছে আল্লাহর ধন ভান্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্য জগতেরও কোন জ্ঞান রাখিনা, এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলিনা যে, আমি একজন মালাক (ফেরেশতা)। আমার কাছে যা কিছু অহী রূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে? সুতরাং তোমরা কেন চিন্তা ভাবনা করনা?	عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّى مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
৫১। তুমি এর (কুরআন) সাহায্যে ঐ সব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যেখানে তিনি ছাড়া তাদের না কোন সাহায্যকারী থাকবে, আর না থাকবে কোন সুপারিশকারী, হয়ত তারা সাবধান হবে।	٥١. وَأَنذِرۡ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحۡشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡۙ لَيۡسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ
৫২। আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা, তাদের হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্ব তোমার উপর নয়	٥٢. وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ مَا عَلَيۡكَ

এবং তোমার হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্বও তাদের উপর নয়। এর পরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হবে।	مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ
৫৩। এমনিভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন?	٥٣. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ
৫৪। আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে বল ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের রাব্ব নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর সে যদি তাওবাহ করে	٥٤. وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ

রাসূলের (সাঃ) কাছে কোন ধন-ভান্ডারের চাবি ছিলনা কিংবা তিনি গাইবের খবরও জানতেননা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি কখনও এ দাবী করিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার রয়েছে? আর আমি এই দাবীও করিনা যে, আমি ভবিষ্যতের বিষয় অবগত রয়েছি। ভবিষ্যতের জ্ঞানতো একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। তিনি আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন আমি শুধু ঐটুকুই জানি। আমি এ কথাও বলিনা যে, আমি একজন মালাক/ফেরেশ্‌তা। আমি একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নই। আমার বৈশিষ্ট্য শুধু এটুকুই যে, আমার কাছে আল্লাহর অহী বা প্রত্যাদেশ আসে। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এরই মর্যাদা দান করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ সত্যের অনুসরণকারী এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কি কখনও সমান হয়? তোমরা কি এটা চিন্তা করে দেখনা? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১৯) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ হে মুহাম্মাদ! এই কুরআনের মাধ্যমে তুমি ঐ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন কর যাদের এই ভয় রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে এবং এই বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই, আর কোন সুপারিশকারী দ্বারাও কিছুই উপকার হবেনা। যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এবং হিসাবের দিনের ভয় রাখে, আর এই ভয় রাখে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, সেই দিন তাদের জন্য না কোন বন্ধু থাকবে এবং না কোন সুপারিশকারী থাকবে, যে সুপারিশ করে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে; তাদেরকে সেই দিনের ভয় প্রদর্শন কর যেই দিন আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুমত চলবেনা। এর ফলে হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দুনিয়ায় এমন আমল করবে যা তাদেরকে কিয়ামাতের দিনের শাস্তি হতে মুক্তি দিবে এবং প্রতিদান পেলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ৫৭)

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ

ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ২১)

দুর্বল শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে না দেয়া এবং প্রভাবশালীদেরকে প্রাধান্য না দেয়ার জন্য রাসূলের (সাঃ) প্রতি নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (হে মুহাম্মাদ!) যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সেই সময় তাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্মল থাকে, তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা, বরং তাদেরকে তোমার সাহচর্য লাভের সুযোগ দান কর। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ

নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল-সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

يَدْعُونَ رَبَّهُم এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা তাঁর ইবাদাত করে এবং তাঁর নিকট যাঞ্চা করে। **بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ** এই উক্তি সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ‘ফার্য সালাত’ বুঝানো হয়েছে।

এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমাদের রাব্ব বললেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৬০)

يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ

তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৮) অর্থাৎ এই আমলের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর এই আমল তারা করে আন্তরিকতার সাথে।

ইরশাদ হচ্ছে, **مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْ** হে মুহাম্মাদ! না তাদের হিসাব তোমার কাছ থেকে নেয়া হবে, আর না তোমার হিসাব তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে। যেমন যারা নূহকে (আঃ) বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১১১) তাদের এ কথার উত্তরে নূহ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

وَمَا عِلۡمِى بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ. إِنۡ حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوۡ تَشۡعُرُونَ

তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার? তাদের হিসাব গ্রহণতো আমার রবেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১২-১১৩) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দাও তাহলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لِّيَقُولواْ أَهَـؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا তাদের মধ্যে কে কেমন তা আমি পরীক্ষা করে নিয়েছি। এই পরীক্ষার ফলাফল এই ছিল যে, কাফির কুরাইশরা বলত ঃ এরাই কি ঐ সব লোক যে, আমাদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? ব্যাপারটা ছিল এই যে, প্রথম যুগে বেশীর ভাগ ঐসব লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা ছিলেন দুর্বল ও নিম্ন মর্যাদার লোক। আমীর ও নেতৃস্থানীয়দের খুব কম লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যেমন নূহের (আঃ) কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে বলেছিল ঃ

وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمۡ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأۡىِ

আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৭) অনুরূপভাবে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'কাওমের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর (মুহাম্মাদ সঃ) অনুসরণ করছে, নাকি দরিদ্র লোকেরা?' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'বেশীর ভাগ দুর্বল ও গরীব লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে।' তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'এরূপ লোকেরাই রাসূলদের অনুসরণ করে থাকে।' কাফির কুরাইশরা ঐ দুর্বল মু'মিনদেরকে বিদ্রূপ করত এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করলে তাদেরকে কষ্ট দিত। তাদের কথা এই যে, আল্লাহ কি আমাদেরকে রেখে তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করলেন? অর্থাৎ যে পথে তারা পা রেখেছে সেটা যদি ভালই হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকেই গ্রহণ করতেন। তারা আরও বলত ঃ

لَوۡ كَانَ خَيۡرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيۡهِ

এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا

তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হলে কাফিরেরা মু’মিনদেরকে বলে ঃ দু’ দলের মধ্যে কোন্টি মর্যাদায় শ্রেয়তর ও মাজলিস হিসাবে কোন্টি উত্তম? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৩) এর জবাবে আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَـٰثًا وَرِءْيًا

তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৪) আর যারা বলেছিল ঃ

أَهَـــؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ আমাদের উপর এদেরকে আল্লাহ কেন প্রাধান্য দিয়েছেন? তাদের উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা কি কৃতজ্ঞ, ভাল অন্তরের অধিকারী ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে জানেননা? মহান আল্লাহ এ ধরনের লোকদেরকেই ভাল কাজের তাওফীক দিয়ে থাকেন। কেননা তিনি সৎকর্মশীল লোকদের সাথেই রয়েছেন।’ অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

যারা আমার উদ্দেশে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। (২৯ ঃ ৬৯) সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ ‘আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও রংয়ের দিকে দেখেননা, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকেই দেখে থাকেন।’ (মুসলিম ৪/১৯৮৭) তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ যখন আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা তোমার নিকট আগমন করে তখন তাদেরকে বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে মহান আল্লাহর ব্যাপক রাহমাতের সুসংবাদ প্রদান কর। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ আল্লাহ নিজের উপর রাহমাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর সে যদি তাওবাহ করে নিজেকে সংশোধন করে নেয় তাহলে জানবে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন আল্লাহ তা‘আলা মাখলূকের উপর তাকদীর স্থাপন করেন তখন তিনি স্বীয় কিতাব লাউহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের উপর রয়েছে ঃ ‘আমার ক্রোধের উপর আমার রাহমাত জয়যুক্ত থাকবে।’ (আহমাদ ২/৩১৩, ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২১০৭)

৫৫। এমনিভাবে আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করে থাকি যেন, অপরাধী লোকদের পথটি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।	٥٥. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ
৫৬। তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যার ইবাদাত কর, আমাকে তার ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। বল ঃ আমি তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবনা, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং আমি আর পথ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল থাকবনা।	٥٦. قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ
৫৭। তুমি বল ঃ আমি আমার রবের প্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা সেই	٥٧. قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا

দলীলকে মিথ্যারোপ করছ। যে বিষয়টি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তার এখতিয়ার আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নয়, তিনি সত্য ও বাস্তবানুগ কথা বর্ণনা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী।	عِندِى مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ
৫৮। তুমি বল ঃ তোমরা যে বস্তুটি তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা যদি আমার এখতিয়ারভুক্ত থাকত তাহলেতো আমার ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাইসালা অনেক আগেই হয়ে যেত, যালিমদেরকে আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন।	٥٨. قُل لَّوۡ أَنَّ عِندِى مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنِى وَبَيۡنَكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ
৫৯। অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও	٥٩. وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِى ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ ۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٍ وَلَا

নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।	يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

রাসূল (সাঃ) জানতেন,
যাবতীয় শাস্তি দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে

وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ ইরশাদ হচ্ছে, আমি যেমন পূর্ববর্তী বর্ণনায় দলীল প্রমাণাদীর মাধ্যমে সত্যবাদিতা, হিদায়াত ইত্যাদিকে প্রকাশ করেছি, তেমনই যে আয়াতগুলির সম্বোধিত ব্যক্তি প্রকাশ্য বর্ণনার মুখাপেক্ষী তার কাছে আমি ঐ আয়াতগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। এর কারণ এটাও যে, অপরাধীদের পথ যেন সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ হে মুহাম্মাদ! তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তা‘আলা যে অহী আমার নিকট পাঠিয়েছেন আমি তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। পক্ষান্তরে তোমরা সত্যকে মিথ্যা জেনেছ। তোমরা যে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছ তা আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিকতো একমাত্র আল্লাহ। যদি তিনি সত্বর তোমাদের উপর শাস্তি আনয়নের ইচ্ছা করেন তাহলে সেই শাস্তি সত্বরই তোমাদের উপর এসে পড়বে। আর যদি তিনি কোন মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেন তাহলে ওটারও তাঁর অধিকার রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ তিনি সত্যপন্থা অবলম্বন করে থাকেন এবং তিনি কোন নির্দেশ জারী ও বান্দাদের মধ্যে কোন হুকুম চালুর ব্যাপারে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ যদি তোমাদের উপর সত্বর শাস্তি আনয়ন আমার অধিকারভুক্ত হত তাহলে তোমরা যে শাস্তির যোগ্য তা আমি সত্বরই তোমাদের উপর অবতীর্ণ করতাম। আর আল্লাহতো অত্যাচারীদেরকে ভালরূপেই জানেন।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই আয়াত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী, তাহলে উভয়ের মধ্যে আনুকূল্য আনয়নের উপায় কি? হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উহুদের দিন অপেক্ষা কঠিনতর কোন দিন কি আপনার জীবনে এসেছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ

‘হে আয়িশা (রাঃ)! তোমার কাওমের পক্ষ থেকে যে ভীষণতম কষ্ট আমার উপর পৌঁছেছিল তা হচ্ছে আকাবা দিনের কষ্ট। যখন আমি ইব্ন আবদি ইয়ালীল ইব্ন আবদি কিলালের উপর নিজেকে পেশ করি তখন সে আমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। আমি তখন অত্যন্ত দুঃখিত মনে সেখান থেকে ফিরে যাই। ‘কার্ন ‘আস-সাআ’লিব’ নামক স্থানে পৌঁছে আমার স্বস্তি ফিরে এলে আমি মাথা উঠিয়ে দেখি যে, আমার উপরে এক খণ্ড মেঘ ছেয়ে আছে। আমি ওর মধ্যে জিবরাঈলকে (আঃ) দেখতে পাই। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার কাওমের লোকদের কাছে আপনি কি বলেছেন এবং তারা আপনাকে যা বলছে তা আল্লাহ শুনেছেন! তিনি আপনার সাহায্যার্থে পাহাড়ের মালাককে পাঠিয়েছেন যাতে আপনি যা চান তাকে তাই নির্দেশ দেন! পাহাড়ের মালাকও সাড়া দিলেন এবং তারা আমাকে সালাম জানালেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আপনার লোকেরা যা বলেছে আল্লাহ তা শুনেছেন এবং আল্লাহ আমাকে আপনার সাহায্যার্থে পাঠিয়েছেন। সুতরাং যদি আপনি আমাকে হুকুম করেন তাহলে আমি এই ‘আল-আখশাবাইন’ (মাক্কার উত্তর ও দক্ষিণের দু’টি পাহাড়) পাহাড় দু’টি আপনার কাওমের উপর পতিত করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আশা রাখছি যে, আল্লাহ এই কাফিরদের বংশ হতে এমন লোকও সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং আল্লাহর সাথে আর কেহকেও শরীক করবেনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬০, মুসলিম ৩/১৪২০)

এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে, আল্লাহর উল্লিখিত উক্তি এবং এই হাদীসের মধ্যে আনুকূল্যের উপায় কি? পূর্ববর্তী উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা যে শাস্তি চাচ্ছ তা যদি আমার অধিকারে থাকত তাহলেতো এখনই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা হয়েই যেত এবং এখনই আমি তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতাম। আর এখানে শাস্তি প্রদানের অধিকার লাভ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করছেননা! এর সমাধান এভাবে হতে পারে ঃ পবিত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে শাস্তি তারা চাচ্ছে তা তাদের

চাওয়ার কারণেই তাদের উপর পতিত হত। আর উক্ত হাদীসে এটা উল্লেখ নেই যে, তারা শাস্তি চেয়েছিল। বরং মালাক তাদের উপর শাস্তি পেশ করতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি চান তাহলে আমি এই ‘আখশাবাইন’ পাহাড় দু‘টিকে তাদের উপর নিক্ষেপ করে দেই, যে পাহাড় দু’টি মাক্কায় অবস্থিত এবং মাক্কাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নমনীয়তা প্রদর্শন করে বিলম্বের সাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আল্লাহ ছাড়া আর কেহ গাইবের খবর জানেনা

ইরশাদ হচ্ছে ঃ **وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ** অদৃশ্যের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গাইবের বিষয় হচ্ছে পাঁচটি। যেমন কুরআন থেকে জানা যাচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪) (ফাতহুল বারী ৮/১৪১) আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এর ভাবার্থ এই যে, পানিতে ও স্থলভাগে যত কিছু অজৈব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জ্ঞান সেই সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর থেকে গোপন নেই।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, তিনি যখন অজৈব বস্তুর গতিরও খবর রাখেন তখন তিনি প্রাণীসমূহ, বিশেষ করে দানব ও মানবের গতি ও আমলের খবর কেন

রাখবেননা? কেননা তাদের উপরতো ইবাদাত বন্দেগীর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে! যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৯)

৬০। আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।	٦٠. وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৬১। আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা।	٦١. وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

৬২। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী।	٦٢. ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوۡلَىٰهُمُ ٱلۡحَقِّۚ أَلَا لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَهُوَ أَسۡرَعُ ٱلۡحَٰسِبِينَ

মৃত্যুর আগে এবং পরে, আল্লাহর বান্দারা তাঁরই অধীন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে রাতে নিদ্রারূপ মৃত্যু ঘটান এবং এটা হচ্ছে وَفَاتِ اَصْغَرْ বা ছোট মৃত্যু। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব এবং তোমাকে উত্তোলন করব। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৫) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّى

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪২) এই আয়াতে দু'টি মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে مَوْتِ كُبْرَى বড় মৃত্যু এবং অপরটি হচ্ছে مَوْتِ صُغْرَى ছোট মৃত্যু। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ তিনি রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন। তখন তোমরা কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাক। কিন্তু দিনের বেলায় তোমরা নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাক। আর তিনি তোমাদের দিনের ঐসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (তাবারী ৫/২১২) এটি একটি

নতুন ও পৃথক বাক্য যা এটাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞান তাঁর সমস্ত মাখলূকের উপর পরিবেষ্টিত রয়েছে। রাতে যখন নীরবতা বিরাজ করে তখনও এবং দিনের বেলা যখন সারা বিশ্ব কর্মমুখরিত থাকে তখনও। যেমন তিনি বলেন ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ

তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا

রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের জন্য (উপযোগী)। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১০-১১) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ... তিনি রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এবং দিবাভাগে তোমরা যা কিছু আমল করেছ বা যা কিছু উপার্জন করেছ তা তিনি সম্যক অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদের এই বাহ্যিক মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে দিনে পূর্ণ জীবন দান করেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার প্রাণ আল্লাহ তা‘আলার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। সে যে আমল করেছিল তা তিনি তাকে জানিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাকে বিনিময় প্রদান করেন। ভাল হলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময়।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রতাপশালী। অর্থাৎ তিনি সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্ত কিছুই তাঁর সামনে অবনত।

তিনি মানুষের উপর মালাইকা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যিনি সর্বক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ

মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ১০) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

স্মরণ রেখ, দুই মালাইকা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ যখন তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যায় তখন আমার মালাইকা তার রূহ্ কবয করে নেয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মালাকুল-মাউত বা মৃত্যুর মালাকের কয়েকজন সাহায্যকারী মালাইকা রয়েছেন যাঁরা দেহ থেকে রূহকে টানতে থাকেন। যখন সেই রূহ গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন মৃত্যুর মালাক তা কবয করে নেয়। (তাবারী ১১/৪১০) **يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ** (১৪ ঃ ২৭) এই আয়াতের তাফসীরের সময় এর বর্ণনা আসছে।

وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ঐ মালাইকা সেই ওফাতপ্রাপ্ত রূহের রক্ষণাবেক্ষণে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননা। অতঃপর তাঁরা ওকে ঐ স্থানে পৌঁছে দেন যেখানে পৌঁছানোর আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যদি তা সৎ হয় তাহলে ওকে ইল্লীয়্যিন নামক স্থানে জায়গা দেয়া হয়। আর যদি ওটা অসৎ হয় তাহলে ওকে সিজ্জীনে রাখা হয়। সিজ্জীন থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

এখানে আমরা একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যা ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার মৃত্যু আসন্ন তার কাছে মৃত্যুর মালাইকা এসে উপস্থিত হন। ঐ ব্যক্তি যদি মু’মিন হন তাহলে মালাইকা তাকে বলেন ঃ হে পবিত্র ব্যক্তির পবিত্র আত্মা! সম্মানের সাথে বের হয়ে আসুন এবং সুসংবাদ গ্রহণ করুন ঐ সত্তা হতে যিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত নন। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ থেকে রূহ বের হয়ে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকা ঐ কথা বলতে থাকেন। অতঃপর তারা ঐ রূহকে নিয়ে উর্ধ্বাকাশে চলে যান এবং সেখানে ঐ রূহের জন্য দরজা খুলে দিতে বলা হয়। তখন প্রশ্ন করা হয়, এটি কার রূহ? উত্তরে বলা হয়, অমুকের রূহ। এর প্রতিউত্তরে বলা হয়, যে পবিত্র দেহে এই পবিত্র আত্মা ছিল তাকে অভিবাদন, সম্মানের সাথে প্রবেশ করুন, শান্তি ও সন্তুষ্টির সুখবর গ্রহণ করুন, ঐ মহান রবের পক্ষ থেকে যিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত নন। এই বাক্য বলা হতেই থাকবে, যতক্ষণ না রূহ ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যার উপরে আল্লাহ তা‘আলা অবস্থান করছেন। মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি যদি পাপী হয় তাহলে মালাইকা বলেন ঃ হে অপবিত্র দেহের অপবিত্র আত্মা! লাঞ্ছিত হয়ে বের হয়ে এসো, ফুটন্ত ও গলিত রক্ত ও পূঁজ, তমসাচ্ছন্ন ও ঘণ অন্ধকার, তীব্র ঠান্ডা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপী দুরাত্মা দেহ থেকে বের হয়ে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকা এ কথা বলতেই থাকেন। অতঃপর ঐ আত্মাকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দরজা খুলে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। তখন প্রশ্ন করা হয়, এটি কে? উত্তরে বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, পাপী দেহের এই দুরাত্মার জন্য কোন অভিনন্দন নেই। লাঞ্ছিত অবস্থায় একে নিয়ে যাও, ওর জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবেনা। সুতরাং আকাশ থেকেই ওকে ওর কাবরে ছুঁড়ে মারা হবে। (আহমাদ ২/৩৬৪)

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ সমস্ত মাখলূককে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মহান আল্লাহ ইনসাফ ভিত্তিক তাদের উপর নির্দেশ জারী করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَحَشَرۡنَـٰهُمۡ فَلَمۡ نُغَادِرۡ مِنۡهُمۡ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ** তারপর সকলকেই তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

৬৩। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ স্থলভাগ ও পানিস্থিত অন্ধকার (বিপদ) থেকে তোমাদেরকে কে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন, যখন কাতর কণ্ঠে বিনীতভাবে এবং চুপে চুপে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, আর বলতে থাক ঃ তিনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।	٦٣. قُلۡ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَـٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ تَدۡعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفۡيَةً لَّئِنۡ أَنجَىٰنَا مِنۡ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ
৬৪। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে ঐ বিপদ এবং অন্যান্য প্রতিটি বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন, কিন্তু এরপরও তোমরা শির্ক কর।	٦٤. قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنۡهَا وَمِن كُلِّ كَرۡبٍ ثُمَّ أَنتُمۡ تُشۡرِكُونَ

৬৫। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ তোমাদের ঊর্ধ্বলোক হতে এবং তোমাদের পায়ের তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান, অথবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে এক দলের দ্বারা অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। লক্ষ্য কর! আমি বার বার বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি - উদ্দেশ্য হল, যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণ রূপে জ্ঞানায়ত্ব ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে।	٦٥. قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর ক্ষমতা ও শাস্তি

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বান্দা যখন স্থলভাগ ও পানির অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ কঠিন বিপদাপদের মধ্যে পতিত হয় তখন আমি তাদেরকে কিভাবে মুক্তি দিয়ে থাকি। যখন বান্দা সমুদ্রের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং সেখানে বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল তখন তারা প্রার্থনার জন্য এক আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। যেমন এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য এক স্থানে বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ

مَكَانٍ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمۡ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنۡ أَنجَيۡتَنَا مِنۡ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ

তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমন করান; যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলি লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে ঃ (হে আল্লাহ!) আপনি যদি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২২)

أَمَّن يَهۡدِيكُمۡ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَمَن يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦٓۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

কে তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে বহু উর্ধ্বে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً

স্থলভাগের ও নৌভাগের অন্ধকার থেকে কে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, যাঁকে তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ডেকে ডেকে বল, আপনি যদি আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন তাহলে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাব? قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহই তোমাদেরকে এই সমুদয় বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেন। অথচ তোমরা খুশি মনে মূর্তিগুলোকে তাঁর শরীক বানিয়ে নিচ্ছ! قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ বল ঃ আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন সূরা 'ইসরা'য় রয়েছে ঃ

رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزۡجِى لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ فِى ٱلۡبَحۡرِ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلۡبَحۡرِ ضَلَّ مَن تَدۡعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ أَعۡرَضۡتُمۡۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَـٰنُ كَفُورًا. أَفَأَمِنتُمۡ أَن يَخۡسِفَ بِكُمۡ جَانِبَ ٱلۡبَرِّ أَوۡ يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمۡ وَكِيلاً. أَمۡ أَمِنتُمۡ أَن يُعِيدَكُمۡ فِيهِ تَارَةً أُخۡرَىٰ فَيُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغۡرِقَكُم بِمَا كَفَرۡتُمۡۙ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمۡ عَلَيۡنَا بِهِۦ تَبِيعًا

তোমাদের রাব্ব তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৬-৬৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, **يَلْبِسَكُمْ** এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এই ধরনের শাস্তিতে জড়িত করতে পারেন। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন **عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ **اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ** আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর **تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ** এর সময়ও বলেন ঃ **اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ** আমি আপনারই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আবার যখন তিনি **اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا** শোনেন

তখন বলেন ঃ هَذِهِ اَهْوَنُ اَوْ اَيْسَرُ তুলনামূলকভাবে এটা অনেকটা সহজ। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৪১, ১৩/৪০০, নাসাঈ ৬/৩৪০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চলছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা বানী মু'আবিয়ার (রাঃ) মাসজিদে গমন করি। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ

'আমি আমার রবের কাছে তিনটি জিনিসের আবেদন জানিয়েছিলাম। (১) আমার উম্মাত যেন পানিতে ডুবে যাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি তা কবূল করেছেন। (২) আমার উম্মাত যেন দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি ওটাও কবূল করেছেন। (৩) তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি না হয়। তিনি ওটা না মঞ্জুর করেন।" (আহমাদ ১/১৭৫, মুসলিম ২৮৯০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) খাব্বাব ইব্ন আরাত (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন ঃ একদা আমি সারা রাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সালাতের সালাম ফিরালে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আজ এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করলেন যে, এর পূর্বে কোন দিন আমি আপনাকে এত লম্বা সময় ধরে সালাত আদায় করতে দেখিনি (এর কারণ কি?)! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এটা ছিল রগবত ও ভীতির সালাত। এই সালাতে আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রভুর নিকট তিনটি জিনিসের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। দু'টি তিনি মঞ্জুর করেছেন এবং একটি মঞ্জুর করেননি। আমার মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে যে জিনিসে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা যেন আমাদেরকে ধ্বংস না করে। এটা তিনি কবূল করেছেন। আমার সম্মানিত প্রভুর নিকট আমি আবেদন জানালাম যে, আমাদের উপর আমাদের শত্রুরা যেন জয়যুক্ত হতে না পারে। এটাও গৃহীত হয়েছে। আমার মহামর্যাদাবান রবের কাছে আমি দরখাস্ত করলাম যে, আমরা যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে না পড়ি। এটা তিনি কবূল করলেননা। (আহমাদ

৩/১০৮, নাসাঈ ৩/২১৭, ইব্ন হিব্বান ৯/১৭৯, তিরমিযী ৬/৩৯৭) ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً তিনি তোমাদের মাঝে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতা এনে দিবেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আশা/আকাংখা। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/৪২০) বিভিন্ন বর্ণনা ধারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত তেহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ফিরকা ছাড়া বাকী সবগুলোই জাহান্নামী হবে। (আবূ দাঊদ ৫/৫, তিরমিযী ৭/৩৯৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শাস্তি ও হত্যার মাধ্যমে এক দলকে অন্য দলের উপর বিজয়ী করা হবে। (তাবারী ১১/৪২১)

انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ অর্থাৎ লক্ষ্য কর! আমি বার বার বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি, উদ্দেশ্য এই যে, যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণরূপে জ্ঞানায়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে।

৬৬। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ ওটা প্রমানিত সত্য। তুমি বলে দাও ঃ আমি তোমাদের উকিল হয়ে আসিনি।	٦٦. وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ
৬৭। প্রত্যেকটি সংবাদ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জানতে পারবে।	٦٧. لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
৬৮। যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি	٦٨. وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ

অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়। শাইতান যদি তোমাকে এটা বিস্মৃত করে তাহলে স্মরণ হওয়ার পর আর ঐ যালিম লোকদের সাথে তুমি বসবেনা।	فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
৬৯। ওদের যখন বিচার হবে তখন মুত্তাকীদের উপর এর কোন প্রভাব পরবেনা, কিন্তু ওদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে।	٦٩. وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنۡ حِسَابِهِم مِّن شَيۡءٍ وَلَٰكِن ذِكۡرَىٰ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ

ভয়-ভীতিহীনভাবে সত্যের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَكَذَّبَ بِه قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ তোমার কাওম অর্থাৎ কুরাইশরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা ছাড়া সত্য আর কিছুই নেই। তুমি তাদেরকে বল ঃ

قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ আমি তোমাদের রক্ষক ও জিম্মাদার নই। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ

বল ঃ সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৯) অর্থাৎ আমার

দায়িত্বতো হচ্ছে শুধু প্রচার করা, আর তোমাদের কাজ হচ্ছে শ্রবণ করা ও মেনে নেয়া। যে আমার কথা মেনে চলবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে এবং যে বিরুদ্ধাচরণ করবে সে উভয় জায়গায়ই হতভাগ্য হবে। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ প্রত্যেক সংবাদের জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যদিও সেটা বিলম্বে হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَتَعۡلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعۡدَ حِينِۭ

এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুকাল পরে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮৮) তিনি আরও বলেন ঃ

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৩৮) এটা হচ্ছে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।

আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী কিংবা হাসি তামাশাকারীদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ

বলা হয়েছে **وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ** হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি কাফিরদেরকে দেখবে যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও বিদ্রূপের সঙ্গে আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে সমালোচনা করছে, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে দূরে সরে যাবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। আর যদি শাইতান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই তুমি ঐ অত্যাচারীদের সাথে আর বসবেনা। ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের কোন লোকই যেন ঐ সব অবিশ্বাসী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর সাথে উঠা-বসা না করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে পরিবর্তন করে এবং ওগুলিকে সঠিক ও প্রকাশমান ভাবার্থের উপর কায়েম রাখেনা। এ জন্যই হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমার উম্মাত ভুল বশতঃ বা বাধ্য হয়ে কোন কাজ করলে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।’ (ইব্ন মাজাহ ১/৬৫৯) কুরআনুল হাকীমে এ ধরণের আরও আয়াত রয়েছে ঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

তোমরা যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি উপহাস করা হচ্ছে শ্রবণ কর তখন তাদের সাথে (বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ যালিম লোকদের হিসাব নিকাশের দায়-দায়িত্ব মুত্তাকী লোকদের উপর কিছুমাত্র অর্পিত নয়। অর্থাৎ মুত্তাকী লোকেরা যখন ঐ সব কাফির ও যালিমের সাথে উঠাবসা করবেনা, বরং তাদের নিকট থেকে উঠে যাবে তখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করল। ফলে তারা তাদের সাথে পাপে জড়িত হবেনা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার **وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** এই উক্তির ভাবার্থ হবে নিম্নরূপ ঃ ‘কিন্তু আমি তোমাদেরকে এরূপ অবস্থায় তাদের থেকে পরোম্মুখ থাকার নির্দেশ দিয়েছি, যাতে ওটা তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ হয়, হয়ত তারা এর ফলে সতর্ক হবে এবং ভবিষ্যতে আর এর পুনরাবৃত্তি করবেনা।

৭০। যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন করে চলবে, পার্থিব জীবন যাদেরকে সম্মোহিত করে ধোঁকায় নিপতিত করেছে, কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, যাতে কোন ব্যক্তি স্বীয় কাজ-দোষে ধ্বংস হয়ে না যায়। আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু,

٧٠. وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ	**সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবেনা, আর যেন এই অবস্থার সম্মুখীন না হয় যে, দুনিয়ার সমস্ত কিছুর বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা। তারা এমনই লোক যারা নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে; তাদের কুফরী করার কারণে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।**

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ **وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا** যারা দীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। শীঘ্রই তারা ভয়াবহ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ তুমি কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, আল্লাহর আযাব থেকে ভয় প্রদর্শন কর, যাতে তাদেরকে তাদের দুষ্কার্যের কারণে ধ্বংস করে দেয়া না হয়। যাহহাক (রহঃ) **تُبْسَلَ** শব্দকে **تُسْلَمَ** অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যেন সঁপে দেয়া না হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যেন তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করা হয়। (তাবারী ১১/৪৪৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যেন তাকে আটকিয়ে দেয়া না হয়। (তাবারী ১১/৪৪৩) মুররা (রহঃ) ও ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ নিয়েছেন ‘প্রতিফল দেয়া’। (তাবারী ১১/৪৪৪) এই সমুদয় উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই। মোট কথা এই যে, ধ্বংসের জন্য ছেড়ে দেয়া, কল্যাণ থেকে বিমুখ করা, উদ্দেশ্য সফল না করা ইত্যাদির প্রায় একই অর্থ। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (৭৪ ঃ ৩৮-৩৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবেনা। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৪) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে যদি সে দুনিয়াপূর্ণ বিনিময় বস্তুও দিতে চায় তথাপি তা গ্রহণ করা হবেনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯১) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

أُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ তারা এমনই লোক যে, তারা নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে, তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭১। তুমি বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করব, যারা আমাদের	٧١. قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ

কোন উপকার করতে পারবেনা এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবেনা? অধিকন্তু আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টা পথে ফিরে যাব? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হব যাকে শাইতান মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং যে দিশেহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরছে? তার সহচরেরা তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে - তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। তুমি বল ঃ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাকে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعۡقَابِنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسۡتَهۡوَتۡهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلۡأَرۡضِ حَيۡرَانَ لَهُۥٓ أَصۡحَـٰبٌ يَدۡعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلۡهُدَى ٱئۡتِنَا ۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰ ۖ وَأُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ لِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ
৭২। আর তুমি নিয়মিতভাবে সালাত কায়েম কর এবং সেই রাব্বকে ভয় করে চল যাঁর নিকট তোমাদের সকলকে সমবেত করা হবে।	٧٢. وَأَنۡ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ
৭৩। সেই সত্তা আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন ঃ ‘হাশর হও’ সেদিন হাশর হয়ে	٧٣. وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ

ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

যাবে। তাঁর কথা খুবই যথার্থ বাস্তব-বানুগ। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন একমাত্র তাঁরই হবে বাদশাহী ও রাজত্ব। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তাঁর জ্ঞানায়ত্বে। তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।

ঈমান আনার পর যারা কুফরীতে ফিরে যায় তাদের তুলনামূলক আলোচনা

মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা আমাদেরকে অনুসরণ কর এবং মুহাম্মাদের দীনকে পরিত্যাগ কর। তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا হে মুহাম্মাদ! তুমি মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে ঐ সব মূর্তির পূজা করব যারা আমাদের কোন উপকারও করতে পারবেনা এবং কোন ক্ষতি করারও শক্তি তাদের নেই? কুফরী অবলম্বন করে কি আমরা উল্টা পথে ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে আলো দান করেছেন! তাহলেতো শাইতান যাকে পথভ্রষ্ট করেছে আমাদের দৃষ্টান্ত তার মতই হবে। অর্থাৎ ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করা এরূপই যেমন একটি লোক সফররত অবস্থায় পথ ভুলে গেল এবং শাইতানরা তাকে পথভ্রষ্ট করল। আর তার সঙ্গী সরল পথে রইল এবং তাকে ডেকে বলল ঃ আমাদের কাছে এসো, আমরা সরল সোজা পথে রয়েছি। সে কিন্তু যেতে অস্বীকার করল। এটা ঐ ব্যক্তি যে নাবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালভাবে জানা সত্ত্বেও পথভ্রষ্টদের অনুসরণ করে কাফির হয়ে যাচ্ছে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সোজা পথে আসার জন্য ডাক দিচ্ছেন। এই পথ হচ্ছে ইসলামের পথ। (তাবারী ১১/৪৫২) আল্লাহ বলেন ঃ

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর নিকট থেকে সরে গিয়ে মূর্তিপূজা করতে শুরু করে এবং ওর মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে বলে মনে করে। আর যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন লজ্জিত হতে হবে। এটা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী শাইতান যে তাকে তার বাপ-দাদার নাম নিয়ে এবং তার নাম নিয়ে ডাক দেয়। তখন সে তার অনুসরণ করতে শুরু করে এবং ওটাকেই কল্যাণকর বলে মনে করে। তখন শাইতান তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

حَيْرَانَ শব্দ দ্বারা হতবুদ্ধি লোককে বুঝানো হয়েছে। যেমন কোন লোক পথ ভুলে হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত কবূল না করে শাইতানের অনুসরণ ও পাপের কাজ করে। অথচ তার সাথী তাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন যে, সে শাইতান কর্তৃক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যার ওলী হচ্ছে মানুষ। আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে প্রকৃত হিদায়াত এবং পথভ্রষ্টতা হচ্ছে ওটাই যার দিকে শাইতান ডেকে থাকে। এটা ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ এটা حَال হওয়ার কারণে نَصَب এর স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার অবস্থায়, আর তার সঙ্গী সাথীরা ঐ পথেই চলছে এবং ঐ পথেই তাকে আসতে বলছে, যেটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সঠিক হিদায়াত। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ

এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৭) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ আমাদেরকে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। **وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ** এর ভাবার্থ হচ্ছে, আমাদের প্রতি এই নির্দেশ রয়েছে যে, আমরা যেন আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত করি, সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করি, আল্লাহকে ভয় করি এবং সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করি। কিয়ামাতের দিন তাঁরই কাছে সকলকে সমবেত করা হবে। তিনিই আকাশ ও যমীনকে ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এ দু'টির মালিক। কিয়ামাতের দিন তিনি শুধু 'হও' বলবেন, আর তখনি চোখের পলকে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব পুনরায় এসে যাবে।

শিঙ্গাধ্বনি

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ** এটা **يَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ** এর **بَدَل** হতে পারে। আবার এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, **وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ** এর ওটা **ظَرَف** হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৬) যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِيرًا

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬)

صُوَرٌ এর অর্থ হচ্ছে সেই শিঙ্গা যার মধ্যে ইসরাফীল (আঃ) ফুঁ দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গা মুখে লাগিয়ে রয়েছেন। তিনি মাথা নীচু করে অপেক্ষমান রয়েছেন যে, কখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম হয়!’ (তাবারী ৫/২৩৮) একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ صُوَرٌ কি জিনিস? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ ‘এটা হচ্ছে শিঙ্গা, যাতে ফুৎকার দেয়া হবে।’ (আহমাদ ২/১৬২, তিরমিযী ৭/১১৭)

৭৪। স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযারকে বলল ঃ আপনি মূর্তিগুলোকে মা’বূদ মনোনীত করেছেন? নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত দেখছি।	٧٤. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৭৫। এমনিভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।	٧٥. وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ
৭৬। যখন রাতের অন্ধকার তাকে আবৃত করল তখন সে আকাশের একটি নক্ষত্র দেখতে পেল, আর বলল ঃ এটাই আমার রাব্ব! কিন্তু যখন ওটা অস্তমিত হল তখন	٧٦. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ

সে বলল ঃ আমি অস্ত-মিত বস্তুকে ভালবাসিনা।	ٱلْأَفِلِينَ
৭৭। আর যখন সে আকাশে চাঁদকে উজ্জ্বল আভায় দেখতে পেল তখন বলল ঃ এটাই আমার রাব্ব! কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হল তখন বলল ঃ আমার রাব্ব যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।	٧٧. فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ
৭৮। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদ্ভাসিত দেখতে পেল তখন সে বলল ঃ এটিই আমার রাব্ব! এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন ওটা ডুবে গেল তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত।	٧٨. فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
৭৯। আমার মুখমন্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।	٧٩. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

ইবরাহীমের (আঃ) পিতার কাছে তাঁর উপদেশ

ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে উপদেশ দেন। মূর্তিপূজায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পিতা ফিরে এলেননা। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً আপনি কি মূর্তিগুলোকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছেন? আমিতো আপনার এবং আপনার অনুসারীদেরকে বড়ই বিভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি। তাদেরকে মূর্খ ও বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা প্রত্যেক স্থিরবুদ্ধির অধিকারীর জন্য একটা স্পষ্ট দলীল। মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ কুরআন হাকীমে ইবরাহীমের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য কর। তিনি ছিলেন সত্যের সাধক ও নাবী। তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন ঃ

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا. يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا. يَـٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّا. يَـٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَـٰنِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا. قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا

বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নাবী। যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? হে আমার পিতা! আমার নিকটতো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমায় সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা

করি, তোমাকে আল্লাহর শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শাইতানের সাথী হয়ে পড়বে। পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বলল ঃ তোমার নিকট হতে বিদায়; আমি আমার রবের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার রবের আহ্বান করি; আশা করি আমার রবের আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হবনা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪১-৪৮) তখন থেকে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। অতঃপর তাঁর পিতা যখন শির্কের উপরই মারা গেল এবং তিনি জানতে পারলেন যে, মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোন কাজে আসেনা তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাথে মিলিত হবেন। তখন আযর তাকে বলবে ঃ 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আজ আমি তোমার অবাধ্যাচরণ করবনা।' তখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট আরয করবেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে কিয়ামাতের দিন লজ্জিত করবেননা, এই ওয়াদা কি আপনি আমার সাথে করেননি? আজ আমার পিতা যে অবস্থায় আছে এর চেয়ে লজ্জাজনক অবস্থা আমার জন্য আর কি হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তখন ইবরাহীমকে (আঃ) বলবেন ঃ 'হে ইবরাহীম! তুমি তোমার পিছন দিকে ফিরে তাকাও।' তখন তিনি স্বীয় পিতাকে দেখার পরিবর্তে, চেহারা পরিবর্তন করার ফলে একটা হায়েনাকে দেখতে পাবেন, যার সারা দেহ

ময়লাযুক্ত হয়ে থাকবে। আর দেখা যাবে যে, তার পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫)

ইবরাহীমের (আঃ) তাওহীদী জ্ঞান

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি এবং তার দৃষ্টিতে এই দলীল কায়েম করেছি যে, কিভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহর একাত্মবাদের উপর যমীন ও আসমান সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত রয়েছে। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন রাব্ব নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ

তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন গভীর চিন্তা করেনা? (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৮৫) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَىٰ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِن نَّشَأۡ نَخۡسِفۡ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضَ أَوۡ نُسۡقِطۡ عَلَيۡهِمۡ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِۚ إِنَّ فِى ذَٲلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبۡدٍ مُّنِيبٍ

তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশ মন্ডলের পতন ঘটাব; আল্লাহর অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ যখন অন্ধকার রাত এসে গেল এবং ইবরাহীম তারকা দেখতে

পেল তখন বলল, এটা আমার রাব্ব। কিন্তু ওটা যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তাকে আমি পছন্দ করিনা এবং যা অদৃশ্য হয়ে যায় সে রাব্ব হতে পারেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যিনি প্রভু হবেন তিনি যে ধ্বংস ও নষ্ট হতে পারেননা এটা ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন। (তাবারী ১১/৪৮০) আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي অতঃপর যখন ইবরাহীম চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখল তখন বলল, এটাই আমার রাব্ব। কিন্তু ওটাও যখন ডুবে গেল তখন সে বলল, এটাও আমার প্রভু নয়। যদি সত্য প্রভু আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَآ أَكْبَرُ তারপর ইবরাহীম যখন সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন বলল ঃ এটা উজ্জ্বল ও বৃহত্তম। সুতরাং এটাই আমার প্রভু। কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত। আমিতো আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে গেলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারিনা। আমি আমার ইবাদাত তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অথচ ও দু'টি সৃষ্টি করার সময় তাঁর সামনে কোন নমুনা ছিলনা। এভাবে আমি শির্ক থেকে তাওহীদের দিকে ফিরে আসছি।

নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক

এ আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাওমের লোকদেরকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মালাইকা ও তাদের মূর্তি পূজা কত অসার ও ভ্রান্তপূর্ণ। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে, তারা নিজ হাতে তাদের কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করে আবার ওরই ইবাদাত করছে, উহা কতই না মারাত্মক ভুল; আর আশা করছে যে, তারা কিয়ামাত দিবসে মহান আল্লাহর কাছে ওদের জন্য সুপারিশ করবে। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করত যে, আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই এবং তা গ্রহণযোগ্যও হবেনা। এ জন্য তারা মালাইকার ইবাদাত করত। উদ্দেশ্য এই যে তাদের খাদ্য, বিজয় এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তারা সুপারিশ করবে। অতঃপর তিনি তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, তারা যে

সাতটি গ্রহের পূজা করছে যেমন, চাঁদ, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি, তা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল এবং দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমস্ত গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম এবং সম্মানিত গ্রহ মনে করা হত সূর্যকে, অতঃপর চাঁদ এবং তারপর শুক্র গ্রহকে।

সমস্ত তারকার মধ্যে উজ্জ্বলতম হচ্ছে ‘যুহরা’ বা শুক্র। ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এই ‘যুহরা’ তারকা থেকেই শুরু করলেন। তিনি তাঁর কাওমের লোকদেরকে বললেন যে, এই তারকাগুলির মধ্যে মা’বূদ হওয়ার যোগ্যতা নেই। এরাতো দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। তাদের গতি সীমিত। তাদের স্বেচ্ছায় ডানে-বামে যাবার কোন অধিকার নেই। এগুলি হচ্ছে আকাশের নক্ষত্র যেগুলিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আলো দানকারী রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তার বিশেষ নৈপুন্য নিহিত রয়েছে। এরা পূর্ব দিক থেকে বের হয় এবং পশ্চিমের দিকে পথ অতিক্রম করে চক্ষু হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরবর্তী রাতে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই বস্তুগুলো হচ্ছে বাঁধা ধরা অভ্যাসের দাস। কাজেই এদের মা’বূদ হওয়া কিরূপে সম্ভব? এরপর তিনি ‘কামার’ এর দিকে এলেন এবং ‘যুহরা’ সম্পর্কে যা বলেছিলেন এর সম্পর্কেও সেই কথাই বললেন। তারপর তিনি ‘শাম্‌স’ এর বর্ণনা দিলেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এটাই প্রমাণ করলেন যে, এই উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলির মধ্যে মা’বূদ হওয়ার যোগ্যতা মোটেই নেই। অতঃপর তিনি কাওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ হে আমার কাওম! তোমরা যাদেরকে মা’বূদ রূপে কল্পনা করছ আমি এর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যদি এরা মা’বূদ হয় তাহলে তোমরা এদেরকে সাহায্যকারী বানিয়ে নিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং আমার প্রতি মোটেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করনা।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ আমিতো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার একজন দাসে পরিণত হয়েছি। আমি তোমাদের মত শির্‌কের পাপে লিপ্ত হবনা। আমি এই বস্তগুলোর সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করব যিনি এইগুলোর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারীও বটে। প্রত্যেক বস্তুর আনুগত্যের সম্পর্ক তাঁরই হাতে রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন - যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

এটা কিরূপে সম্ভব হতে পারে যে, এ ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা ভাবনা করবেননা এবং শির্কের কল্পনা তাঁর মনে বদ্ধমূল থাকবে? আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ

আমিতো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ এই মূর্তিগুলি কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫১-৫২)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বীয় কাওমের সাথে তর্ক ও বচসা করছিলেন এবং যে শির্কে তারা জড়িত ছিল, তাদের সেই ধারণা ও কল্পনাকে দলীল প্রমাণের সাহায্যে দূর করে দিচ্ছিলেন।

৮০। আর তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান

٨٠. وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ

দিয়েছেন! তোমরা আল্লাহর সাথে যা কিছু শরীক করছ আমি ওদের ভয় করিনা, তবে যদি আমার রাব্ব কিছু চান। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার রবের জ্ঞান খুবই ব্যাপক, এর পরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيۡـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىۡءٍ عِلۡمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
৮১। তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে তা বলে দাও।	٨١. وَكَيۡفَ أَخَافُ مَآ أَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمۡ أَشۡرَكۡتُم بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلۡفَرِيقَيۡنِ أَحَقُّ بِٱلۡأَمۡنِ ۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
৮২। প্রকৃত পক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে (শির্‌কের সাথে) মিশ্রিত করেনি।	٨٢. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ
৮৩। আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির	٨٣. وَتِلۡكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيۡنَٰهَآ

মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা করি, সম্মান-মর্তবা ও মহত্ত্ব বাড়িয়ে দেই, নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ।	إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলছেন, যখন তিনি একাত্মবাদ নিয়ে স্বীয় কাওমের সাথে তর্ক বিতর্ক করছিলেন এবং তাদেরকে বলছিলেন ঃ

أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কি তোমরা আমার সাথে ঝগড়া করছ? তিনিতো এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং তিনি যে এক ওর দলীল প্রমাণ আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি। এর পরেও কিভাবে আমি তোমাদের বাজে কথা এবং অহেতুক সন্দেহের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি? তোমাদের কথা যে বাজে ও ভিত্তিহীন এর দলীল আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। তোমাদের নিজেদের তৈরী এই মূর্তিগুলোরতো কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا আমি ওদেরকে ভয় করিনা এবং তিল পরিমাণও পরওয়া করিনা। যদি এই মূর্তিগুলো আমার কোন ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয় তাহলে ক্ষতি করুক দেখি? তবে হ্যাঁ, আমার মহান রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার ক্ষতি সাধন করতে পারেন। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। আমি যা কিছু বর্ণনা করছি তোমরা কি এর থেকে একটুও শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণ করবেনা? উপদেশ গ্রহণ করলে অবশ্যই তোমরা এদের পূজা-অর্চনা করা থেকে বিরত থাকতে। তাদের সামনে এসব দলীল প্রমাণ পেশ করার ফল ঠিক হুদের (আঃ) কাওমের সামনে এসব দলীল পেশ করার ফলের মতই। এই 'আদ সম্প্রদায়ের ঘটনা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ

أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ. مِن دُونِهِۦۖ فَكِيدُونِي جَمِيعٗا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

তারা বলল ঃ হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায়তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, তোমরা ইবাদাতে যাকে তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক সাব্যস্ত করছ আমি তা থেকে মুক্ত। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৩-৫৬) পরবর্তী আয়াতে ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا আমি তোমাদের বাতিল মূর্তিগুলোকে ভয় করব কেন? অথচ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে নিজেদের মা’বূদ বানিয়ে নিতে ভয় করছনা এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। (তাবারী ১১/৪৯১) যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ২১) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنۡ هِيَ إِلَّآ أَسۡمَآءٞ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍ

এগুলির কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। (সূরা নাজ্ম, ৫৩ ঃ ২৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ তোমরাই বল তো যে, তোমাদের এবং আমার দলের মধ্যে কোন্ দলটি সত্যের উপর রয়েছে? সেই মা'বূদ কি সত্যের উপর রয়েছেন যিনি সবকিছু করতে সক্ষম, নাকি ঐ মা'বূদগুলো সত্যের উপর রয়েছে যেগুলো লাভ ও ক্ষতি কোনটারই মালিক নয়? কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার জন্য এই দুই দলের মধ্যে কার অধিক দাবী থাকতে পারে? এরপর ঘোষিত হচ্ছে

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের উপর যুল্ম অর্থাৎ শির্ককে সংমিশ্রিত করেনি, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারীতো তারাই এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত। তাই দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরই শান্তি লাভের অধিকার রয়েছে।

শির্ক হল সবচেয়ে বড় যুল্ম

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কে এমন আছে যে নিজের নাফসের উপর যুল্ম করেনি?' তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪) যখন উপরোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং লোকেরা ভুল বুঝে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন, তোমরা যা বুঝেছ তা নয়। সৎ বান্দা অর্থাৎ লুকমান হাকীম কি বলেছিলেন তা কি তোমরা শুননি? তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) (আহমাদ ১/৪৪৪) এখানে যুল্ম দ্বারা শির্ককে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ *আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম।* মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন, ‘আমাদের প্রমাণ’ বলতে বুঝানো হয়েছে **وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ** *তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন ‘দলীল প্রমাণ’ অবতীর্ণ করেননি, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে বলত?* (তাবারী ১১/৫০৫)। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমের (আঃ) বক্তব্যকে সমর্থন করেন এবং নিরাপত্তা ও হিদায়াতের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন ঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ *প্রকৃত পক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে (শির্‌কের সাথে) সংমিশ্রণ করেনি।*

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ এটাই ছিল আমার যুক্তি-প্রমাণ যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তির মধ্যে যে যুক্তি-প্রমাণের কথা রয়েছে তা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোককে বলেছিলেন ঃ ‘তোমরা যখন কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করতে ভয় করনা, তখন আমি তোমাদের এই সব শক্তিহীন মা’বূদকে ভয় করব কেন? এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নিবে যে, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা বেশি নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।’ যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬) অর্থাৎ তিনি যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

৮৪। আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, আর তার পূর্বে নূহকেও সঠিক পথের হিদায়াত দিয়েছি; আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে এমনিভাবেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এভাবেই আমি সৎ ও পুণ্যশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।	٨٤. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
৮৫। আর যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস - তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	٨٥. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
৮৬। আর ইসমাঈল, ঈসা, ইউনুস ও লূত - এদের প্রত্যেককেই আমি নাবুওয়াত দান করে সমগ্র বিশ্বের উপর মহত্ত্ব ও	٨٦. وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا

فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ	শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।
٨٧. وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	৮৭। আর এদের বাপ-দাদা, সন্তান, সন্ততি ও ভাইদের মধ্যে অনেককে আমি মনোনীত করে সঠিক ও সোজা পথে পরিচালিত করেছি।
٨٨. ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ	৮৮। এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত।
٨٩. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ	৮৯। এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতিকে নিয়োগ করব, যারা ওটা অস্বীকার করেনা।
٩٠. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ	৯০। এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি

فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ	**তাদের পথ অনুসরণ করে চল। তুমি বলে দাও ঃ আমি কুরআন ও দীনের দা‘ওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা। এই কুরআন সমগ্র জগতবাসীর জন্য উপদেশের ভান্ডার ছাড়া কিছুই নয়।**

ইবরাহীমকে (আঃ) ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, ইবরাহীমকে (আঃ) আমি ইসহাকের ন্যায় সুসন্তান দান করেছি, অথচ বার্ধক্যের কারণে সে এবং তার স্ত্রী সন্তান থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। মালাক তাদের কাছে আসেন এবং তারা লূতের (আঃ) কাছেও যাচ্ছিলেন। মালাইকা স্বামী-স্ত্রী দু’জনকেই ইসহাকের (আঃ) জন্মের সুসংবাদ দেন। তখন স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে বলেন ঃ

قَالَتْ يَـٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ قَالُوٓا۟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَـٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা (মালাইকা/ফেরেশতা) বলল ঃ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও বারাকাত; নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭২-৭৩) মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে এ সংবাদ দেন যে, তাঁদের জীবদ্দশায়ই ইসহাকের (আঃ) ঔরষে ইয়াকূব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন।

وَبَشَّرْنَـٰهُ بِإِسْحَـٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নাবী, সৎ কর্মশীলদের অন্যতম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১১২) সুতরাং পুত্র ইসহাকের জন্মগ্রহণের ফলে যেমন তাঁদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে, অনুরূপভাবে পৌত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মগ্রহণের ফলেও তাঁদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে। কেননা বংশ বৃদ্ধির কারণ হিসাবে পৌত্রের জন্মলাভ খুবই খুশির ব্যাপার। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন সন্তান থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, তাঁদের সন্তান লাভ সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় পুত্র ইসহাকের (আঃ) জন্মলাভ এবং ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মলাভ এটা কি কম খুশির কথা! এতে কে না খুশি হয়? এটা ছিল ইবরাহীমের নেক আমলেরই প্রতিদান, যিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের দেশ ও জাতিকে ছেড়ে দূর দূরান্তের পথে পাড়ি জমালেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের চেয়ে উত্তম সন্তান দান করে তার মনঃকষ্ট দূর করেন, যারা উত্তম আমল করার মাধ্যমে তাঁর দীনের পথে চলেছেন। ফলে তিনি লাভ করেন চোখের ও অন্তরের শান্তি। আল্লাহ তা‘আলা অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নাবী করলাম। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ আর তার পূর্বে এমনিভাবে নূহকেও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি। পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকগুলিই ছিল নূহের সন্তান এবং সারা দুনিয়ার লোক হচ্ছে এদের সন্তান। আর ইবরাহীমের (আঃ) পরে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকেই আল্লাহ তা‘আলা নাবী প্রেরণ করেন।

নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীমের (আঃ) গুণাবলীর বর্ণনা

নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন কতিপয় বিশেষ গুণের অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নূহের (আঃ) অনুসারী ছাড়া অন্যদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে নৌকায় তুলে জীবিত রাখেন। অতঃপর নূহের (আঃ) বংশধরকেই আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে আসছে তারা সবাইই নূহের (আঃ) পরিবারের সন্তান। তাঁর বংশের লোক ছাড়া আর কোন বংশ/গোত্র থেকে আর কোন নাবী আল্লাহ তা‘আলা প্রেরণ করেননি। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (২৯ ঃ ২৭)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ

আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে এবং তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا

নাবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশদ্ভূত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত; তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দন করতে করতে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৮)

এই আয়াতে وَمِن ذُرِّيَّتِه শব্দ রয়েছে। এর অর্থ হবে ঃ আমি তার সন্তানদেরকেও সুপথ দেখিয়েছি। অর্থাৎ দাউদ ও সুলাইমানকেও হিদায়াত দান

করেছি। কিন্তু যদি ذُرِّيَّتِه এর সর্বনামটিকে نُوْح এর দিকে ফিরানো হয়, কেননা ওটা نُوْح শব্দের নিকটতর, তাহলে এটাতো একেবারে পরিষ্কার কথা, এতে কোন জটিলতা নেই। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি সর্বনামটিকে اِبْرَهِيْم শব্দের দিকে ফিরানো হয়, কেননা বাকরীতি এরূপই বটে, তাহলেতো খুবই ভাল কথা। কিন্তু এতে একটু জটিলতা এই রয়েছে যে, ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় 'লূত' শব্দটিও এসে গেছে। অথচ লূত (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং তিনি হচ্ছেন তাঁর ভাই হারুণ ইব্‌ন আযরের ছেলে। তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের সংখ্যাধিক্যের কারণেই হয়তো লূতকেও (আঃ) তাঁর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর নিম্নের উক্তিতেও রয়েছে ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল ঃ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য - সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব, এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৩)

এখানে ইয়াকূবের (আঃ) পূর্বপুরুষদের ক্রমপরম্পরায় ইসমাঈলের (আঃ) নামও চলে এসেছে, অথচ ইসমাঈলতো (আঃ) তাঁর চাচা ছিলেন। এটাও আধিক্য হিসাবেই হয়েছে। অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّآ إِبْلِيسَ

মালাইকা সবাই একত্রে সাজদাহ করল। কিন্তু ইবলীস করলনা, সে সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৩০-৩১) এখানে ইবলীসকে মালাইকার মধ্যে শামিল করা হয়েছে। কেননা মালাইকার সাথে তার সাদৃশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে মালাক ছিলনা, বরং সে ছিল জিন, তার

প্রকৃতি হচ্ছে আগুন এবং মালাইকার প্রকৃতি হচ্ছে আলো। তা ছাড়া এই কারণেও যে, ঈসাকে (আঃ) ইবরাহীম (আঃ) বা নূহের (আঃ) সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় আনা হয়েছে। তাকেও যেন ইবরাহীমেরই (আঃ) বংশধর বলা হয়েছে। এরূপ করা হয়েছে এই দলীলের উপর ভিত্তি করেই যে, কন্যার সন্তানদেরকেও তার পিতার বংশধর মনে করা হয়। এখন যদি ইবরাহীমের (আঃ) সঙ্গে ঈসার (আঃ) কোন সম্পর্ক থাকে তা শুধু এর উপর ভিত্তি করেই যে, তাঁর মা মারইয়াম (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর ছিলেন। নতুবা ঈসার (আঃ) তো পিতাই ছিলনা।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ হারব ইব্ন আবী আল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াসারকে (রাঃ) হাজ্জাজ এই বলে প্রেরণ করেন ঃ 'আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি নাকি হাসান (রাঃ) ও হুসাইনকে (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলে থাকেন? অথচ তারাতো আলী (রাঃ) ও আবূ তালীবের বংশধর। আবার এও নাকি দাবী করেন যে, কুরআন কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত? আমিতো কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি, কিন্তু কোন জায়গায়ইতো এটা পাইনি।' তখন ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'আপনি কি সূরা আন'আমের (وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ হতে وَيَحْيَى وَعِيسَى পর্যন্ত) এই আয়াতগুলি পাঠ করেননি?' হাজ্জাজ উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, পড়েছি।' তিনি তখন বলেন ঃ 'এখানে ঈসাকে (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে, অথচ তাঁরতো পিতাই ছিলনা। শুধুমাত্র কন্যার সম্পর্কের কারণেই তাঁকে সন্তান ধরা হয়েছে। তাহলে কন্যার সম্পর্কের কারণে হাসান (রাঃ) ও হুসাইনকে (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান বলা হবেনা কেন?' হাজ্জাজ তখন বলেন ঃ 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।' (দুররুল মানসুর ৩/৩১১)

এ কারণেই যখন কোন লোক স্বীয় মীরাস নিজের সন্তানের নামে অসিয়ত করে কিংবা ওয়াকফ বা হিবা করে, তখন ঐ সন্তানদের মধ্যে কন্যার সন্তানদেরও ধরে নেয়া হয়। কিন্তু যখন সে পুত্রদের নামে অসিয়ত বা ওয়াক্ফ করে তখন নির্দিষ্টভাবে ঔরষজাত পুত্র বা পুত্রের পুত্ররাই হকদার হয়ে থাকে। অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, এতে কন্যার সন্তানেরাও শামিল থাকবে।

আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির (৬ ঃ ৮৭) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ মধ্যে 'নসল' ও 'নসব' এই দু'টিরই উল্লেখ রয়েছে এবং হিদায়াত ও মনোনয়ন

সবারই উপর প্রযোজ্য হয়েছে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছি।

শির্ক সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে, এমনকি নাবীদের (আঃ) আমলও

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন।

এরপর তিনি বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ যদি তারা শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই পণ্ড হয়ে যেত। এখানে এটা বলাই উদ্দেশ্য যে, শির্কটা কতইনা কঠিন ব্যাপার এবং এর পরিণাম কতই না জঘন্য। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৫) এই বাক্যটি শর্তের স্থানে রয়েছে, আর শর্তের জন্য এটা যরুরী নয় যে, ওটা সংঘটিত হবেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ

বল ঃ দয়াময় ‘রাহমানের’ কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّٱتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ

আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা দিয়েই ওটা করতাম। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৭) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪)

أُوْلَـــئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ এরা সেই লোক যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। আর এদের কারণেই আমি আমার বান্দাদেরকে নি'আমাত ও দীনের অধিকারী করেছি। বিশেষ করে মাক্কার অধিবাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ১১/৫১৫, ৫১৬) এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীদের উক্তি। সুতরাং যদি এই লোকেরা অর্থাৎ মাক্কাবাসী নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের স্থলে এমন লোকদেরকে নিয়োগ করব যারা ওটা অস্বীকার করবেনা, বরং তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এখন ঐ অস্বীকারকারীরা কুরাইশই হোক অথবা অন্য কেহই হোক, আরাবী হোক কিংবা আজমীই হোক অথবা আহলে কিতাবই হোক, ওদের স্থলে অন্য জাতিকে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণকে এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তাদেরকে নিয়োগ করব। তারা আমার কোন কথাকেই এমন কি একটি অক্ষরকেও অস্বীকার করবেনা এবং প্রত্যাখ্যানও করবেনা। বরং তারা কিয়ামাত পর্যন্ত কুরআনুল হাকীমের সমস্ত আয়াতের উপরই বিশ্বাস রাখবে। আয়াতগুলি স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্টই হোক অথবা অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট হোক। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তার ঐ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা পেয়েছেন তাঁর দয়া/করুনা, রাহমাত ও হিদায়াত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

أُوْلَـــئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ উল্লিখিত নাবীরা এবং তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোন এমনই লোক, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন, সুতরাং তুমি তাদের অনুসরণ কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যখন এই আদেশ, তখন তাঁর উম্মাততো তাঁরই অনুসারী, সুতরাং তাদের উপরও যে এই আদেশই প্রযোজ্য এটা বলাই বাহুল্য।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল– সূরা **ص** এ কি সাজদাহ রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি **وَوَهَبْنَا لَهُ**

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ হতে **إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ** পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে বলেন ঃ তিনি (আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাঃ) তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত।

মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন, ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) এ সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ‘তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪)

قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا হে নাবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে এই কুরআন প্রচারের বিনিময়ে কোন কিছুই যাঞ্চা করছিনা।

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশের ভাণ্ডার, যেন তারা এর মাধ্যমে গুমরাহী থেকে হিদায়াতের দিকে আসতে পারে এবং কুফরী ছেড়ে ঈমান আনতে পারে।

٩١. وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ

৯১। এই লোকেরা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। কেননা তারা বলল ঃ আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি; তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (ঐ কিতাব দ্বারা) তোমাদেরকে বহু বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-

পুরুষরা জানতেনা। তুমি বলে দাও ঃ তা আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক।	وَلَآ ءَابَآؤُكُمۡ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرۡهُمۡ فِي خَوۡضِهِمۡ يَلۡعَبُونَ
৯২। আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বারাকাতময় কিতাব এবং পূর্বের সকল কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে, যেন তুমি কেন্দ্রীয় মাক্কা নগরী এবং ওর চতুস্পার্শ্বস্থ জনপদের লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর। যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে তারা এই কিতাবকেও বিশ্বাস করবে এবং ওর প্রতি ঈমান আনবে, আর তারা নিয়মিতভাবে সালাতও আদায় করে।	٩٢. وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ

মানুষ ছাড়া অন্য কারও প্রতি অহী নাযিল করা হয়নি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তারা যখন আল্লাহর রাসূলকে অবিশ্বাস করল তখন বুঝা গেল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার হক আদায় করলনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১১/৫২৪) আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঐ নির্বোধদের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেননি। শানে নুযূল হিসাবে প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। কেননা এ আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর ইয়াহুদীরা এ কথা বলতনা যে, মানুষের

উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। কেননা তারা এটা স্বীকার করে যে, তাওরাত মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মাক্কার অধিবাসী কুরাইশ ও আরাবরাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করত। তাদের দলীল ছিল এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ এবং মানুষের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً. قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولاً

‘আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’ তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। বল ঃ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাককেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৪-৯৫) এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে বলেন ঃ

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

আল্লাহর যেরূপ মর্যাদা দেয়া উচিত তা তারা দেয়নি। অর্থাৎ তারা বলল যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেননি।

قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আল্লাহ মূসার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। যে কিতাব লোকদের উপর নূর ও হিদায়াত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। মূসা (আঃ) কর্তৃক পেশকৃত কিতাব ‘তাওরাত’ কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা এবং সবাই এ কথা অবগত যে, মূসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) কিতাব আল্লাহ কর্তৃকই অবতারিত ছিল, যদ্বারা মানুষ হিদায়াতের আলো লাভ করত এবং সন্দেহের অন্ধকারে সোজা সরল পথ খুঁজে পেত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا তোমরা তাওরাতকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, কিন্তু তা থেকে কপি করে অন্য কাগজে লিখতে গিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্ধনও করতে রয়েছ। আর বলতে রয়েছ যে, এটাও আল্লাহরই আয়াত। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, কিছু কিছু প্রকৃত আয়াত প্রকাশ করছ বটে, কিন্তু অধিকাংশ আয়াতকেই তোমরা গোপন করছ। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ এই কিতাবের মাধ্যমে তোমরা এমন কিছু জেনেছ যা তোমরাও জানতেনা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও। অর্থাৎ হে কুরাইশের দল! কে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে অতীতের সংবাদ রয়েছে এবং ভবিষ্যত বাণীও বিদ্যমান আছে? যেগুলি না তোমরা জানতে, আর না তোমাদের বাপ-দাদারা জানত। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এর উত্তর তুমি নিজেই প্রদান কর যে, এই কুরআন আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। এটা হচ্ছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীরের বর্ণনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক। অবশেষে মৃত্যুর পর তাদের বিশ্বাসের চক্ষু খুলে যাবে এবং পরিশেষে তারা জানতে পারবে যে, চুড়ান্ত সাফল্য তাদের, নাকি আল্লাহভীরু বান্দাদের। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى

এই কুরআন হচ্ছে অত্যন্ত বারাকাতময় এবং এই কিতাব পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে। এ কিতাব তিনি এই জন্যই অবতীর্ণ করেছেন যেন তুমি এর মাধ্যমে মাক্কা এবং ওর চতুস্পার্শ্বে বসবাসকারী আরাব গোত্রগুলোকে এবং আরাব ও অনারাবের আদম সন্তানদেরকে কুফর ও শির্কের ভয়াবহ পরিনাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আন। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯) এবং

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ‘ফুরকান’ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسۡلَمۡتُمۡۚ فَإِنۡ أَسۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَـٰغُۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের কেহকেই দেয়া হয়নি। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, প্রত্যেক নাবী নির্দিষ্টভাবে নিজের কাওমের নিকটেই প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমি সারা

বিশ্ববাসীর কাছেই প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এই কিতাবের (কুরআনের) উপরও বিশ্বাস রাখে যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ তারা এমনই মু'মিন যে, তারা স্বীয় সালাতসমূহের পাবন্দী করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা তাদের উপর ফার্য করেছেন তারা সেইভাবেই সালাত আদায় করে।

٩٣. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

৯৩। আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে ঃ আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন অহী নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এও বলে ঃ যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন, তদ্রুপ আমিও আনয়ন করছি। আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা

তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করেছিলে।	عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ
৯৪। আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে-ছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশ-কারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহর শরীক দাবী করতে; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্কতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে।	٩٤. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অহী প্রাপ্তির দাবী করে সে হল সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারীদের চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? সে তাঁর শরীক স্থাপন করছে বা বলছে যে, তাঁর সন্তান রয়েছে, কিংবা দাবী করছে যে,

আল্লাহ তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, অথচ তাকে পাঠানো হয়নি। ইকরিমাহ (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি মুসাইলামা কায্যাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১১/৫৩৩-৫৩৫)

وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে বলে, আল্লাহ যেমন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আমিও তদ্রূপ অবতীর্ণ করতে পারি। অর্থাৎ সে দাবী করছে যে, আল্লাহর মত সেও অহী অবতীর্ণ করতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا قَالُوا۟ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَآ ۙ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩১)

মৃত্যুর সময় এবং বিচার দিবসে অপরাধীদের অবস্থা

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ হে নাবী! তুমি যদি ঐ সময়ের অবস্থা দেখতে, যে সময় যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় পরিবেষ্টিত হবে! وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ মালাইকা প্রহার করার জন্য হাত উঠাবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ

তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ

এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ২) যাহহাক (রহঃ) ও আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে শাস্তির জন্য হাত উঠানো। (তাবারী ১১/৫৩৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۙ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَـٰرَهُمۡ

তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ ঐ মালাইকা তাদের দেহ থেকে প্রাণ বের করার জন্য তাদের দিকে তাঁদের হাত প্রসারিত করবেন। তারা তাদেরকে আঘাত/প্রহার করবেন এবং বলবেন, তোমরা তোমাদের প্রাণগুলো বের করে দাও। যখন কাফিরদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হবে তখন মালাইকা তাদেরকে শাস্তি, শৃংখল, জাহান্নাম, গরম পানি এবং আল্লাহর গযবের সংবাদ প্রদান করবেন। তখন তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করবে এবং তাদের দেহের মধ্যে এদিক ওদিক লুকাতে চেষ্টা করবে। সেই সময় মালাইকা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন যে পর্যন্ত না তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসে। আর তারা বলবেন ঃ

أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ নিজেদের প্রাণগুলো বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে তারই শাস্তি স্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে। মু’মিন ও কাফিরদের মৃত্যু সম্পর্কীয় বহু হাদীস অথবা মুতওয়াতির বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে পার্থিব জগতে ও পরকালে সঠিক কথার উপর অটল রাখবেন।

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِى ٱلۡأَخِرَةِ

যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৭) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৪) এ কথা তাদেরকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে। যেমন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮) তিনি আরও বলেন ঃ

وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ

আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৪) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ইব্ন আদম (আদম সন্তান) বলে ঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদতো এতটুকুই যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ, যা পরিধান করে পুরানো করেছ এবং যা দান-খাইরাত করেছ এবং যা জমা করেছ (উত্তম আমলের মাধ্যমে)। এ ছাড়া তোমার সমস্ত সম্পদ অন্যের জন্য। (তুমি রেখে গেলে)।’ (মুসলিম ৪/২২৭৩)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন, কিয়ামাত দিবসে আদম সন্তানকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসা হবে। মহান আল্লাহ তা‘আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তুমি (পৃথিবীতে) যা সংগ্রহ করেছিলে তা কোথায়? সে উত্তর দিবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমি যা কিছু উপার্জন করেছি তা সবই দুনিয়ায় চিরতরে রেখে এসেছি। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি এখানের জন্য তোমার অগ্রে কি কি (সৎ আমল) পাঠিয়েছ? তখন সে জানতে পারবে যে, তার নিজের জন্য আখিরাতের উদ্দেশে সে কিছুই প্রেরণ করেনি। হাসান বাসরী (রহঃ) অতঃপর নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ *আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছো, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ।* ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء এর দ্বারা তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হচ্ছে। কেননা তারা দুনিয়ায় মূর্তির পূজা

করত এবং মনে করত যে, ওগুলি পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে তাদের জন্য উপকারী হবে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। পথভ্রষ্টতা শেষ হয়ে যাবে, মূর্তিগুলোর রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ

أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬২) তাদেরকে আরও বলা হবে ঃ

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৯২-৯৩) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজ-কর্মে আমার শরীক। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রুপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা আগুন হতে উদ্ধার পাবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬-১৬৭) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) আর এক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقِيلَ ٱدْعُوا۟ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৪) আরও বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟

আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮)

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

আর যে সব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩০)

৯৫। নিশ্চয়ই দানা ও বীজ দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং	٩٥. إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ

তিনিই প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে নির্গতকারী; তিনিইতো আল্লাহ, তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছো?	ٱلۡمَيِّتِ وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتِ مِنَ ٱلۡحَيِّۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ
৯৬। তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ।	٩٦. فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنًا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانًاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ
৯৭। আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার স্থল ভাগে এবং সমুদ্রে। নিশ্চয়ই আমি প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।	٩٧. وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ

বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ তিনি যমীনের বপনকৃত দানাকে উপরে এনে চৌচির করে দেন এবং তার থেকে বিভিন্ন প্রকারের সব্জি ও

বর্ধনশীল উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। ওগুলির রং পৃথক, আকৃতি এবং কান্ড পৃথক। فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى এর তাফসীরে বলা হয়েছে যে, তিনি একটা প্রাণহীন জিনিসের মধ্য থেকে একটা প্রাণযুক্ত জিনিস অর্থাৎ উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন এবং জীবন্ত থেকে নির্জীব সৃষ্টি করেন। যেমন বীজ ও দানা যা হচ্ছে নির্জীব জিনিস, এটা থেকে তিনি জীবন্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩)

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাণহীন ডিম হতে জীবন্ত মুরগী সৃষ্টি হয়, কিংবা এর বিপরীত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পাপাচারের ঔরষে সৎ সন্তানের জন্মলাভ এবং সৎ ব্যক্তির ঔরষে পাপাচার ছেলের জন্মলাভ। কেননা সৎ ব্যক্তি জীবিতের সাথে তুলনীয় এবং পাপী লোক মৃতের সাথে তুলনীয়। এ ছাড়া আরও বহু অর্থ হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ এ সবকিছু আল্লাহই করে থাকেন যিনি হচ্ছেন এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছ? সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কারও ইবাদাত করার কারণ কি? আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তাতো তিনিই। যেমন তিনি অত্র সূরার শুরুতেই বলেছেন ঃ

وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১) অর্থাৎ তিনি দিনের আলোকের মধ্য থেকে রাতের অন্ধকারকেও বের করেন, আবার তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনের আলোকে বের করেন যা সারা প্রান্তকে উজ্জ্বলময় করে। রাত শেষে অন্ধকার দূর হয় এবং উজ্জ্বল দিন প্রকাশিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) এভাবে মহান আল্লাহ পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসগুলি সৃষ্টি করে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার

পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেন যে, তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনকে বের করেন। **وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا** রাতকে তিনি বিশ্রামকাল করেছেন যেন সবকিছু তাতে শান্তি ও আরাম লাভ করতে পারে। যেমন তিনি বলেনঃ

وَٱلضُّحَىٰ. وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১-২) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا. وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

শপথ দিনের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে। শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (সূরা শাম্স, ৯১ ঃ ৩-৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ

সূর্য এবং চাঁদ আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই আদেশে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন ঃ

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। কেহ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনা। কেহই তাঁর অগোচরে থাকতে সক্ষম নয়, সেটা যমীন কিংবা আসমানের অণু পরিমাণই জিনিস হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা যেখানেই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন সেখানেই তিনি বাক্যকে **عَزِيْزٌ** ও **عَلِيْمٌ** শব্দ দ্বারাই শেষ করেছেন। যেমন এখানেও (৬ ঃ ৯৬) ঐ নিয়মের ব্যক্তিক্রম ঘটেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ. وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৭-৩৮) মহান আল্লাহ যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই তারকাগুলি প্রথমতঃ হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্য, দ্বিতীয়তঃ এগুলি শাইতানদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় এবং তৃতীয়তঃ এগুলির মাধ্যমে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চেনা যায়। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের কেহ কেহ বলেছেন যে, তারকারাজি সৃষ্টির মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি কেহ মনে করেন যে, এই তিনটি উদ্দেশ্য ছাড়া আরও উদ্দেশ্য রয়েছে তাহলে তিনি ভুল বুঝেছেন এবং কুরআনের আয়াতের উপর

বাড়াবাড়ি করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সত্য ও ন্যায়কে চিনে নিয়ে অসত্য ও অন্যায়কে পরিহার করে।

৯৮। তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (প্রত্যেকের জন্য) একটি স্থান অধিক দিন থাকার জন্য এবং একটি স্থান অল্প দিন থাকার জন্য রয়েছে, এই নিদর্শনসমূহ আমি তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে।	٩٨. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ
৯৯। আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ওর সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ আমি (আল্লাহ) উৎপন্ন করি; অতঃপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করি, ফলতঃ তা থেকে আমি উপর্যুপরি উত্থিত বীজ উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ ওর পুস্পকণিকা থেকে ছড়া হয় যা নিম্ন দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর আঙ্গুরসমূহের উদ্যান এবং যাইতুন ও আনার যা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত। প্রত্যেক ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন ওটা ফলে এবং ওর পরিপক্ক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য কর। এই সমুদয়ের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে	٩٩. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟

إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَيَنۡعِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمۡ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ	তাদেরই জন্য যারা ঈমান রাখে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ তিনিই তোমাদেরকে একটি আত্মা আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১)

فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ এ দু’টি শব্দের ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), কায়িস ইব্ন আবূ হাযিম (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা মায়ের গর্ভকে বুঝানো হয়েছে। আর مُسْتَوْدَعٌ শব্দ দ্বারা পিতার পিঠকে (কটিদেশ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/৫৬৫-৫৭০) ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ কিছু মনীষীর মতে مُسْتَقَرٌّ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থান এবং مُسْتَوْدَعٌ হচ্ছে মৃত্যুর পর পরকালের অবস্থান।

قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ আমি নিদর্শনসমূহ ঐসব লোকের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি যারা বুঝে অর্থাৎ আল্লাহর কালাম ও ওর অর্থ সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞান রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء তিনিই সেই আল্লাহ যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ওর সাহায্যে তিনি সব রকমের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তারপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করেন অর্থাৎ চারাগাছ উৎপন্ন করেন। অতঃপর তাতে তিনি দানা ও ফল সৃষ্টি করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ

এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩০) এর ফলেই ভূমিতে শস্য ও সবুজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঐসব গাছে আবার দানা ও ফল সৃষ্টি হয়। ওগুলির মধ্য থেকে আমি এমন দানা বের করে থাকি যা গুচ্ছ হিসাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ** দ্বারা ঐ ছোট ছোট খেজুর গাছ বুঝানো হয়েছে যেগুলির গুচ্ছ মাটির সাথে লেগে থাকে। (তাবারী ১১/৫৭৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **وَجَنَّات مِّنْ أَعْنَاب** ‘আঙ্গুরের বাগানসমূহ’ অর্থাৎ আমি যমীনে আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। মহান আল্লাহ খুরমা ও আঙ্গুরের বর্ণনা দিয়েছেন। কেননা হিজাযবাসীদের কাছে এ দু’টি ফলই সর্বোত্তম ফল বলে গণ্য হয়। শুধু হিজাযবাসী নয়, বরং সারা দুনিয়ার লোক এ দু’টি ফলকে সর্বোত্তম ফল মনে করে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৭) এটা হচ্ছে মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার আয়াত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ

তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৪) তিনি আরও বলেন ঃ

انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ আমি যাইতুন ও আনারেরও বাগান করে দিয়েছি যা পাতা ও আকৃতির দিক দিয়ে একে অপরের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বটে, কিন্তু ফল, গঠন, স্বাদ এবং স্বভাব ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক! (তাবারী ১১/৫৭৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ যখন ফল পেকে যায় তখন ঐগুলির প্রতি লক্ষ্য কর! অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ যে, তিনি কিভাবে ওগুলিকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। ফল ধরার পূর্বে গাছগুলিতো জ্বালানী কাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এই কাঠের মধ্য থেকেই মহান আল্লাহ এসব সুমিষ্ট খুরমা, আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল বের করেছেন! যেমন তিনি বলেন ঃ

وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَـٰوِرَٰتٌ وَجَنَّـٰتٌ مِّنْ أَعْنَـٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৪) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে বলেন ঃ হে লোকেরা! এগুলি আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতা ও পূর্ণ নৈপুন্যের পরিচয় বহন করছে। ঈমানদার লোকেরাই এগুলি বুঝতে পারে এবং তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করে থাকে!

১০০। আর এই (অজ্ঞ) লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ আল্লাহই ঐগুলিকে সৃষ্টি করেছেন, আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর জন্য পুত্র কন্যা রচনা করে; তিনি মহিমান্বিত (পবিত্র), এদের আরোপিত বিশেষণগুলি হতে বহু উর্ধ্বে তিনি।	١٠٠. وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَـٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ

মূর্তি পূজকদের তিরস্কার প্রদান

এখানে মুশরিকদের কথাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে নেয় এবং শাইতানের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদি প্রশ্ন করা

হয় যে, তারাতো মূর্তিগুলোর পূজা করত, তাহলে শাইতানের পূজা করার ভাবার্থ কি? উত্তরে বলা যাবে যে, তারাতো শাইতান কর্তৃক পথভ্রষ্ট হয়ে এবং তার অনুগত হয়েই মূর্তিপূজা করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا. لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শাইতান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৭-১২০) যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا

হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০-৬১) কিয়ামাতের দিন মালাইকা বলবেন ঃ

سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪১) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ এই মুশরিকরা শাইতানদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তাদেরকেও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর সাথে তাঁরই মাখলূক বা সৃষ্টিকে কি করে পূজা করছে! যেমন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

সে বলল ঃ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫-৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ তারা না জেনে, না বুঝে আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা সাব্যস্ত করে। এখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে বিভ্রান্তির ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে। যেমন ইয়াহুদীরা বলে যে, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র, অথচ তিনি একজন পয়গম্বর। আর খৃষ্টানরা বলে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং আরাবের মুশরিকরা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা বলত। এই অত্যাচারীরা যে উক্তি করছে, আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

خَرَقُوْا শব্দের অর্থ হচ্ছে, তারা মন দ্বারা গড়িয়ে নিয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা অনুমান করে নিয়েছে। আউফী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে–তারা মীমাংসা করে নিয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তারা মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে। ভাবার্থ হল এই যে, যাদেরকে তারা ইবাদাতে শরীক করে নিচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলাই সৃষ্টি করেছেন। যিনি আল্লাহ, কি করে তাঁর পুত্র, কন্যা কিংবা স্ত্রী থাকতে পারে! এ জন্যই তিনি বলেন ঃ তিনি মহিমান্বিত, তাদের আরোপিত বিশেষণগুলো হতে বহু ঊর্ধ্বে।

১০১। তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনীই কেহ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর ভাল রূপে জ্ঞান রয়েছে।	١٠١. بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

‘বাদী’ (بَدِي) শব্দের অর্থ

আল্লাহ তা‘আলাই হচ্ছেন আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা। এ দু’টি সৃষ্টি করার সময় কোন নমুনা তাঁর সামনে ছিলনা। মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন, বিদ‘আতকে বিদ‘আত বলার কারণ এই যে, পূর্ব যুগে এর কোন নযীর ছিলনা। (তাবারী ২/৫৪০) মানুষ কোন আমলকে নিজের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করে নিয়ে ওকে সাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ আল্লাহর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁরতো জীবন সঙ্গিনী নেই। সন্তানতো দু’টি অনুরূপ জিনিসের মাধ্যমে জন্মলাভ করে! আর আল্লাহর অনুরূপ কেহই নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৮৯)

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁরই সৃষ্ট জীব কিরূপে তাঁর স্ত্রী হতে পারে? তাঁর মর্যাদার সমতুল্যতো কোন কিছু নেই। কি রূপে তাঁর সন্তান জন্ম লাভ করতে পারে? আল্লাহর সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

১০২। তিনি আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা’বূদ নেই, প্রত্যেক বস্তুরই স্রষ্টা তিনি, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল।	١٠٢. ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ
১০৩। কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।	١٠٣. لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

আল্লাহ সবার প্রভু/রাব্ব

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ** তিনিই তোমাদের প্রভু যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর একাত্মবাদ স্বীকার করে নাও। তাঁর কোন সন্তান নেই, পিতা নেই, জীবন সঙ্গিনী নেই এবং সমতুল্যও কেহ নেই।

لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা’বূদ নেই, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা তিনিই। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করবে। প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি রক্ষক। প্রত্যেক জিনিসের তিনি তদারককারী। তিনিই জীবিকা দান করেন। রাত ও দিন তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

সবার প্রভু আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ কারও দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারেনা। এই মাসআলায় পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের থেকে সহীহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, পরকালে চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যাবে বটে, কিন্তু দুনিয়ায় তাঁকে দেখা যাবেনা। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে এটাই প্রমাণিত আছে। যেমন মাসরূক (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় রাব্বকে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলাতো বলছেন ঃ তাঁকে কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারেনা, আর তিনি সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী। (৬ ঃ ১০৩) (ফাতহুল বারী ৮/৪৭২, মুসলিম ১/১৫৯৬, ৬/৪৯; তিরমিযী ৮/৪৪১, নাসাঈ ৬/৩৩৫)

আবূ মূসা আল আশ’আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা নিদ্রা যাননা এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়। তিনি দাঁড়িপাল্লা দাঁড় করে রেখেছেন। দিনের আমলগুলি রাতের পূর্বে এবং রাতের আমলগুলি দিনের পূর্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে আলো বা আগুন। যদি উহা সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে তাঁর জ্যোতি সারা সৃষ্ট বস্তুকে জ্বালিয়ে দিবে। (মুসলিম ১/১৬২)

পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) বলেছিলেন ঃ ‘হে মূসা! কোন প্রাণী আমার ঔজ্জ্বল্য পেয়ে জীবিত থাকতে পারেনা এবং কোন শুষ্ক বস্তু ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারেনা।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে এলো তখন সে বলল ঃ আপনি মহিমাময়, আপনার পবিত্র সত্তার কাছে আমি তাওবাহ করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৪৩) এই আয়াত কিয়ামাত দিবসে তাঁর দর্শনকে অস্বীকার করেনা। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয়

মু'মিন বান্দাদের উপর নিজকে প্রকাশ করবেন তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী। দৃষ্টিসমূহ তা পূরাপুরিভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবেনা। এ কারণেই **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ** এ আয়াতের আলোকে আয়িশা (রাঃ) আখিরাতে দেখতে পাওয়ার প্রতি স্বীকৃতি দান করেন এবং দুনিয়ায় দেখাকে অস্বীকার করেন। সুতরাং *'ইদরাক'* যা অস্বীকার করছে তা হচ্ছে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও দর্শন পাওয়া যা পৃথিবীতে কোন মানব বা মালাইকার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইরশাদ হচ্ছে **وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ** তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী। কেননা তিনিই মানুষের চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি তা পরিবেষ্টন করতে পারবেননা কেন? তিনি বলেন ঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৪) আবার এও হতে পারে যে, 'সকল দৃষ্টি' বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন এই যে, কেহই তাকে (ইহজীবনে) দেখতে পাবেনা, কিন্তু তিনি তাঁর সকল সৃষ্ট জীবকে দেখতে রয়েছেন। আবুল আলিয়া (রহঃ) **وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং অনুদঘাটন থেকে উদঘাটনকারী। মহান আল্লাহ লুকমানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬)

১০৪। এখন নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে	١٠٤. قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن

رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ	সত্য দর্শনের উপায়সমূহ পৌঁছেছে, অতএব যে ব্যক্তি নিজের গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করবে সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর আমিতো তোমাদের প্রহরী নই।
١٠٥. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ	১০৫। এ রূপেই আমি নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করি, যেন লোকেরা না বলে - তুমি কারও নিকট থেকে পাঠ করে নিয়েছ, আর যেন আমি একে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য প্রকাশ করে দিই।

দলীল-প্রমাণ বা بَصَائِر এর অর্থ

بَصَائِر শব্দের অর্থ হচ্ছে দলীল প্রমাণাদী এবং নিদর্শনাবলী যা কুরআনুম মাজীদে রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলি অনুযায়ী কাজ করল সে নিজেরই উপকার সাধন করল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই পথে আসবে; আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে তার পথভ্রষ্টতা তারই উপরে বর্তাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৮) এ জন্যই এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলেন ঃ **وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظ** হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমিতো তোমাদের প্রহরী নই। আমি শুধুমাত্র একজন প্রচারক। হিদায়াতের মালিকতো আল্লাহ। তিনি যাকে চান হিদায়াত করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَات এ রূপেই আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে থাকি। যেমন তিনি এই সূরায় একাত্মবাদের বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেও যে, মুশরিক ও কাফিরেরা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি এইসব কথা পূর্ববর্তী কিতাবগুলো হতে নকল করেছেন এবং ওগুলো শিখে আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ১২/২৭)

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন কাইসান (রহঃ) বলেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ 'দারাস্তা' অর্থ হচ্ছে পাঠ করা এবং তর্ক-বিতর্ক করা। (তাবারানী ১১/১৩৭) কাফিরদের অস্বীকার এবং ঔদ্ধ্যততার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আর একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّآ إِفۡكٌ ٱفۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيۡهِ قَوۡمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدۡ جَآءُو ظُلۡمًا وَزُورًا. وَقَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةً وَأَصِيلاً

কাফিরেরা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে; অবশ্যই তারা যুল্ম ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪-৫) মিথ্যাবাদী কাফিরদের নেতা ওয়ালিদ ইব্ন মুগিরাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدۡبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ. فَقَالَ إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّا سِحۡرٌ يُؤۡثَرُ. إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ

সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা করল, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এটাতো মানুষেরই কথা। (৭৪ ঃ ১৮-২৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ আমি একে জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকি যারা সত্যকে জেনে নেয়ার পর ওর অনুসরণ করে এবং মিথ্যা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। কাফিরদের পথভ্রষ্টতা এবং মু’মিনদের সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার কৌশল ও যৌক্তিকতা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا

তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

এটা এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের হৃদয় পাষাণ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَـٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَـٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

وَٱلْكَـٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

আমি তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিরেরা বলবে ঃ আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (৭৪ ঃ ৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) কুরআন মু'মিনদের জন্য যে হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা যে তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এ সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে। এ জন্যই এখানে তিনি বলেন ঃ 'এ রূপেই তিনি নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন ধারায় বিশ্বাসীদের জন্য প্রকাশ করেন এবং তাঁর ইচ্ছাধীনেই মানুষের সৎ পথ কিংবা অসৎ পথ প্রাপ্তি।

১০৬। তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই	١٠٦. ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ

مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ	**অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা'বূদ নেই, আর অংশীবাদীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।**
١٠٧. وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ	**১০৭। আর আল্লাহর যদি অভিপ্রায় হত তাহলে এরা শির্ক করতনা; আর আমি তোমাকে এদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত নও।**

অহীর অনুসরণ করার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাতকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ তোমরা অহীরই অনুসরণ কর এবং ওর উপরই আমল কর। কেননা এটাই সত্য এবং এতে কোন ভেজাল বা মিশ্রণ নেই। বলা হয়েছে ঃ

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ আর তোমরা এই মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চল, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তারা যে কষ্ট দিচ্ছে তা সহ্য করে নাও যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে আল্লাহ তাদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম করেন। জেনে রেখ যে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার মধ্যে আল্লাহর নৈপুন্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সারা দুনিয়াবাসীই হিদায়াত লাভ করত এবং মুশরিকরা শির্কই করতনা। এর মধ্যে মহান আল্লাহর বিশেষ নিপুণতা রয়েছে। তিনি যা কিছু করেন তাতে প্রতিবাদ করার অধিকার কারও নেই। বরং তাঁর কাছেই সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। হে নাবী! আমি তোমাকে তাদের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিনি। তাদের মনে যা আসে তাই তাদেরকে বলতে ও করতে দাও। আমি তোমার উপর তাদের দেখা শোনার ভার অর্পণ করিনি। তুমি তাদেরকে আহার্যও প্রদান করছনা। তোমার কাজতো শুধু প্রচার করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (৮৮ ঃ ২১-২২) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৪০)

١٠٨. وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

১০৮। এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত (পূজা-অর্চনা) করে তোমরা তাদেরকে গালাগালি করনা, তাহলে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে। আমিতো এ রূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের ‘আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা কি কি কাজ করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

দেব-দেবীদের গালি দিতে নিষেধাজ্ঞা, যাতে কাফিরেরা আল্লাহকে গালি না দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু’মিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে, তাঁরা যেন মুশরিকদের দেবতাগুলোকে গালাগালি না করে। এতে কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও এর ফলে ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাদের দেবতাদেরকে গালি দিলে তারাও মুসলিমদের প্রভু আল্লাহকে গালি দিবে। মুশরিকরা বলত ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আপনারা আমাদের দেবতাদের গালি দেয়া হতে বিরত থাকুন, নতুবা আমরাও আপনাদের প্রভুর নিন্দা করব।’ তাই আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের দেবতাদেরকে গালি দিতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করলেন। (তাবারী ১২/৩৪)

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুসলিমরা কাফিরদের মূর্তিগুলোকে গালি দিতেন। তখন কাফিরেরাও হাকীকত না বুঝে বৈরীভাব নিয়ে আল্লাহ তা‘আলাকে মন্দ বলত। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘তারা অজ্ঞতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালি দিতে শুরু করবে।’ (আবদুর রাযযাক ২/২১৫) সুতরাং তাদের দেবতাদেরকে গালি দেয়ার যৌক্তিকতা থাকলেও এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা এতে বিবাদ বিসম্বাদ আরও বেড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে তার মাতা-পিতাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত!’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন লোক কি তার মাতা-পিতাকে গালি দিতে পারে?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘যে কোন লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন লোকটি গালিদানকারীর পিতাকে গালি দেয় এবং যে কোন লোকের মাকে গালি দেয়, সে তখন এর মাকে গালি দেয়, সুতরাং প্রথম লোকটি যেন নিজের মাতা-পিতাকেই গালি দিল।’ (ফাতহুল বারী ১০/৪১৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ এভাবেই আমি প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। অর্থাৎ যেমন এই কাওম মূর্তির প্রতি আসক্তিকেই পছন্দ করেছে, তদ্রূপ পূর্ববর্তী উম্মাতও পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারাও নিজেদের আমলকেই পছন্দ করত।

আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা তাই করেন এবং তাতেই নিপুণতা নিহিত থাকে। ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ শেষ পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেইদিন তারা তাদের দুনিয়ার কৃত কার্যগুলি ভাল কি মন্দ তা জানতে পারবে। যদি সেগুলি ভাল হয় তাহলে তারা ভাল বিনিময় পাবে এবং যদি মন্দ হয় তাহলে মন্দ বিনিময়ই প্রাপ্ত হবে।

১০৯। আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করে তারা বলে ঃ কোন নিদর্শন (মু‘জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে, আর (হে	١٠٩. وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَـٰتُ

عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ	মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা!
١١٠. وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ	১১০। আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব।

মু‘জিযা দেখতে চাওয়া এবং এরপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি

মুশরিকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন মু‘জিযা দেয়া হয় এবং তার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলে ঈমান আনব। তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, মু‘জিযাতো আল্লাহ তা‘আলার কাছে রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে মু‘জিযা প্রদান করবেন, ইচ্ছা না করলে করবেননা।

কেহ কেহ বলেছেন যে, يُشْعِرُكُمْ দ্বারা মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যেন তাদেরকে বলছেন, যে ঈমানযুক্ত কথাগুলি বারবার শপথ করে বলা হচ্ছে সেগুলি কি তোমরা প্রকৃতই সত্য মনে করছ?

বলা হয়েছে যে, وَمَا يُشْعِرُكُمْ দ্বারা মু’মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ‘হে মু’মিনগণ! তোমরা কি জান যে, এই নিদর্শনগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরেও এরা ঈমান আনবেনা?’

وَمَا يُشْعِرُكُمْ ... এই আয়াতের লুকায়িত ভাবার্থ হচ্ছে, হে মু’মিনগণ! তোমাদের কাছে এর কি প্রমাণ আছে যে, এরা এদের চাওয়া নিদর্শন ও মু‘জিযা দেখে অবশ্যই ঈমান আনবে?

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

‘আমি যখন তোকে সাজদাহ করতে (আদমকে) আদেশ করলাম তখন কোন বস্তু তোকে নতঃ শির হতে নিবৃত্ত করল?’ (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১২)

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

‘যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত।’ (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৫) এই আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ওহে ইবলীস! কিসে তোকে সাজদাহ করা হতে বিরত রাখল? অথচ আমিতো তোকে তা করতে আদেশ করেছি। দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে জনপদ ধ্বংস করা হয়েছে তা আর কখনও ওর অস্তিত্বে ফিরে আসবেনা। এখন (৬ ঃ ১০৯) আয়াতের ভাবার্থ দাড়াচ্ছে এই যে, হে বিশ্বাসীগণ! কিসে তোমাদের এই ধারনা জন্মেছে যে, যদি অবিশ্বাসীদের প্রতি নিদর্শন অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা তা বিশ্বাস করবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে আমি তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও কুফরীর কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তর এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন। তারা এখন কিছুই মানতে রাজী নয়। তাদের মধ্যে ও ঈমানের মধ্যে বিচ্ছেদ এসে গেছে। তারা সারা দুনিয়ার নিদর্শন ও মু‘জিযা দেখলেও ঈমান আনবেনা। যেমন প্রথমবার তাদের মধ্যে ও তাদের ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা যা বলবে তা বলার পূর্বেই আল্লাহ ওর সংবাদ দিয়েছেন এবং তারা যে আমল করবে, পূর্বেই তিনি সেই খবর দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪)

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَـٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ

যাতে কেহকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৬)

لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমি সৎ কর্মশীল হতাম। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৮)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ যদি তাদেরকে দুনিয়ায় পুনরায় ফিরিয়ে দেয়াও হয় তথাপি তখনও তারা হিদায়াতের উপর থাকবেনা। তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়াও হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা’ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৮) অর্থাৎ দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার পরেও তারা পূর্বের মতই ঈমান আনবেনা। কেননা এই সময়ের ন্যায় ঐ সময়েও আল্লাহ তাদের অন্তর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন এবং আবারও তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিবেন।

সপ্তম পারা সমাপ্ত।

১১১। আমি যদি তাদের কাছে মালাকও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।	١١١. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যারা শপথ করে করে বলে যে, তারা কোন নিদর্শন ও মু'জিযা দেখতে পেলে অবশ্যই ঈমান আনবে, তাদের প্রার্থনা যদি আমি কবূল করি এবং তাদের উপর মালাইকাও অবতীর্ণ করি যারা রাসূলদেরকে সত্যায়িত করবে এবং তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করবে, তথাপিও তারা ঈমান আনবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلاً

অথবা আল্লাহ ও মালাক/ফেরেশতাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯২)

قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ

তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করিনা কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১) আর যদি মালাইকাও তাদের কাছে এসে কথা বলে এবং রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে ও সমস্ত জিনিসের ভান্ডার তাদের কাছে এনে জমা করে দেয়, তথাপি তারা ঈমান আনবেনা। قُبُلاً শব্দটিকে কেহ কেহ قَاف এ যের দিয়ে এবং بَاء কে যবর দিয়ে পড়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আবার কেহ কেহ দু'টিকেই পেশ দিয়ে পড়েছেন, যার কারণে অর্থ দাঁড়িয়েছে ঃ দলে দলে লোক এসেও যদি রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে তথাপিও তারা ঈমান আনবেনা। হিদায়াত দানতো একমাত্র আল্লাহর হাতে। যতই লোক হোক না কেন তাদেরকে হিদায়াত করতে পারবেনা। তিনি যা চান তা'ই করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

১১২। আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর, ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। তোমার রবের ইচ্ছা হলে, তারা এমন কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলিকে বর্জন করে চলবে।	١١٢. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
১১৩। যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা তাদের অন্তরকে ঐ দিকে অনুরক্ত হতে দাও; এবং তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে,	١١٣. وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ	আর তারা যেসব কাজ করে তা যেন তারা আরও করতে থাকে।

প্রত্যেক নাবীরই শত্রু ছিল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার যেমন বিরোধিতাকারী ও শত্রু রয়েছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরও বিরোধিতাকারী ও শত্রুতাকারী ছিল। সুতরাং তুমি তাদের বিরোধিতার কারণে দুঃখিত হয়োনা। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও বলেন ঃ

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

তোমার সম্বন্ধেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। তোমার রাব্ব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ

এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। তোমার জন্য তোমার রাব্ব পথ প্রদর্শক, সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩১) ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই কুরাইশরা আপনার সাথে শত্রুতা করবে এবং যে নাবীই আপনার অনুরূপ কথা স্বীয় উম্মাতকে বলেছেন তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। [বুখারী ৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ নাবীদের শত্রুরা হচ্ছে মানুষ ও জিনদের মধ্যকার শাইতানরা। আর শাইতান এমন সবাইকেই বলা হয় যাদের দুষ্টামির কোন নযীর থাকেনা। ঐ রাসূলদের শত্রুতা ঐ শাইতানরা ছাড়া আর কে'ই বা করতে পারে যারা তাঁদেরই জাতি ও শ্রেণীভুক্ত? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জিনদের মধ্যেও

শাইতান আছে এবং মানুষের মধ্যেও শাইতান রয়েছে। তারা নিজ নিজ দলভুক্তদেরকে পাপকাজে কুমন্ত্রণা শিক্ষা দিয়ে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا তারা একে অপরকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর, ধোঁকার্পূণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে। ফলে দীনহীন লোকেরা ধোকায় পরে ও প্রতারিত হয়ে বিপথে ধাবিত হয়। একমাত্র তোমার রাব্ব যাকে চান তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা। কারণ তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাইতানের কিছুই করণীয় নেই। **فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ** সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের বানোয়াট রচনাগুলিকে বর্জন কর। এ আয়াত দ্বারা মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, তারা যেন দুষ্ট লোকদের অন্যায় আচরণে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে। কারণ তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট।

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এ উক্তির অর্থ এই যে, যারা পরকালের উপর বিশ্বাস করেনা তারা এসব শাইতানের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের বন্ধু ও সহায়ক হয়ে যায়। (তাবারী ১২/৫৮) তারা একে অপরকে খুশি করতে থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ

তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর, তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা, শুধু প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারীকে ব্যতীত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৬১-১৬৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে’ই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৮-৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ হে নাবী! যদি তারা শাইতান হতে বিভ্রান্ত হতে থাকে এবং লোকেরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তারা যা উপার্জন করতে রয়েছে তা তাদেরকে উপার্জন করতে দাও। (তাবারী ১২/৫৯)

১১৪। (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) তাহলে কি আমি আল্লাহকে বর্জন করে অন্য কেহকে মীমাংসাকারী ও বিচারক রূপে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে এই কিতাবকে বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ করেছেন! আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা জানে যে, এই কিতাব তোমার রবের পক্ষ হতেই যথার্থ ও সঠিকভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়োনা।	١١٤. أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ
১১৫। তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই, তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।	١١٥. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলেন, أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً হে নাবী! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমি কি আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে ছাড়া আর কেহকেও বিচারক ও মীমাংসাকারী রূপে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। শুধু তোমাদের জন্য নয়, বরং এই কিতাব তিনি আহলে কিতাবদের জন্যও অবতীর্ণ করেছেন। ইয়াহুদী ও নাসারারা সবাই এটা জানে যে, এই কিতাব সত্য সত্যই আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকেই

অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তোমাদের ব্যাপারে তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের মাধ্যমে শুভ সংবাদ জানানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়োনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৪) এই আয়াতটি শর্তরূপে এসেছে, আর শর্ত প্রকাশিত হওয়া যরুরী নয়। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সন্দেহও করিনা এবং জিজ্ঞেস করারও আমার প্রয়োজন নেই।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً হে নাবী! তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, যা কিছু তিনি বলেন তার সবই সত্য। (তাবারী ১২/৬৩) তা যে সত্য এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারেনা। আর যা কিছু তিনি হুকুম করেন তা ইনসাফ ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা। তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা বাতিল ও ভিত্তিহীনই হয়ে থাকে। তিনি খারাপ ও অন্যায় থেকেই বিরত থাকতে বলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

আর সে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর হুকুম পরিবর্তনকারী কেহই নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন এবং তাদের সমুদয় কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক আমলকারীর আমলের বিনিময় তিনি আমল অনুযায়ীই দিয়ে থাকেন।

১১৬। তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারাতো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে, আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।	١١٦. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
১১৭। কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে তা তোমার রাব্ব নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন, আর তিনি তাঁর পথের পথিকগণ সম্পর্কেও খুব ভালভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।	١١٧. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

বেশীর ভাগ লোকই বিভ্রান্ত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ বানী আদমের অধিকাংশের অবস্থা বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ

তাদের আগেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। মজার কথা এই যে, তাদের আমলের উপর তাদের নিজেদেরই সন্দেহ রয়েছে। তারা মিথ্যা ধারণার উপর বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। তারা অনুমানে কথা বলছে এবং সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছে।

خَرْصٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্দাজ ও অনুমান করা। বৃক্ষ ও চারা গাছের অনুমান করাকে বলা হয় خَرْصُ النَّخْلِ বা খেজুর গাছের অনুমান করণ।

আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিভ্রান্ত পথিককে তিনি ভালভাবেই জানেন। এ জন্যই তিনি বিভ্রান্তকারীর জন্য বিভ্রান্ত হওয়ার পথকে সহজ করে দেন।

هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِه আর যারা সুপথ প্রাপ্ত, তিনি তাদের সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের জন্যও হিদায়াতকে সহজ করে দেন। যে জিনিস যার জন্য সমীচীন তাই তিনি তার জন্য সহজ করে দেন।

১১৮। অতএব যে জীবকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাহ করা হয়েছে তা তোমরা আহার কর, যদি তোমরা আল্লাহর বিধানের প্রতি ঈমান রাখ।	١١٨. فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ
১১৯। যে জন্তুর উপর যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তা আহার না করার তোমাদের কাছে কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে নিরূপায় অবস্থায় তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহার করতে পার, নিঃসন্দেহে কোন দীনী জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ইচ্ছা, বাসনা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে অনেকে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব	١١٩. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

সীমা লংঘনকারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকিফহাল।	بِٱلۡمُعۡتَدِينَ

আল্লাহর নামে যবাহ করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন যে, কোন জীবকে যবাহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা হলে তারা সেই জীবের গোশত খেতে পারে। অর্থাৎ যে জন্তুকে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাহ করা হয় তা হারাম। যেমন কাফির কুরাইশরা মৃত জন্তুকে ভক্ষণ করত এবং যে জন্তুগুলোকে মূর্তি ইত্যাদির নামে যবাহ করা হত সেগুলোকেও খেত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবেনা কেন? তিনিতো হারাম জিনিসগুলো তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় পতিত হলে সবকিছুই তোমাদের জন্য হালাল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মতবাদের উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

তারা কিভাবে নিজেদের জন্য এবং গাইরুল্লাহর নামে যবাহকৃত জন্তুকে হালাল করে নিয়েছে? তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতার কারণে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পিছনে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ ঐ সব সীমা অতিক্রমকারীকে ভালরূপেই অবগত আছেন।

১২০। তোমরা প্রকাশ্য পাপ কাজ পরিত্যাগ কর এবং পরিত্যাগ কর গোপনীয় পাপ কাজও। যারা পাপ কাজ করে তাদেরকে অতি সত্ত্বরই তাদের মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়া হবে।	١٢٠. وَذَرُواْ ظَـٰهِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَبَاطِنَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡسِبُونَ ٱلۡإِثۡمَ سَيُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُواْ يَقۡتَرِفُونَ

ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত পাপকাজ পরিত্যাগ কর। মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা ঐ পাপ কাজকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে করা হয়। (তাবারী ১২/৭৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং কম/বেশি পাপের কাজ বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১২/৭২) অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৩৩) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ যারা পাপের কাজ করে, তাদেরকে সত্বরই তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, সেই কাজ প্রকাশ্যভাবেই হোক বা গোপনীয়ভাবেই হোক। নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে **اِثْمٌ** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার অন্তরে যা খট্‌কা লাগে এবং তুমি এটা পছন্দ করনা যে, লোকের কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তাই **اِثْمٌ** বা পাপ। (মুসলিম ৪/১৯৮০)

١٢١. وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

১২১। আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু, শাইতানরা নিজেদের সঙ্গী সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে। যদি তোমরা তাদের ‘আকীদাহ্ বিশ্বাস ও কাজে আনুগত্য কর তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে যবাহ্ করা খাদ্য হালাল নয়

এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যখন কোন জন্তুকে যবাহ্ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হবেনা তখন সেটা হালাল নয়, যদিও যবাহ্কারী মুসলিম হয়। দলীল হিসাবে তাঁরা পেশ করেছেন শিকার সম্পর্কীয় নিম্নের আয়াতটি ঃ

فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ

তারা (শিকারী জন্তু) যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলিকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪) মহান আল্লাহ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ দ্বারা আরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলা হয়েছে যে, এরূপ যবাহ্কৃত জন্তু খাওয়া গর্হিত কাজ। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, ذُبِحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করা গর্হিত কাজ। আর যবাহ্ করা ও শিকার করার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার যে হাদীসগুলি এসেছে সেগুলি হচ্ছে আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) ও আবূ সা'লাবাহ (রহঃ) বর্ণিত হাদীস। তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

'যখন তোমরা তোমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশে পাঠাবে এবং পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ বলবে তখন যদি কুকুর তোমাদের জন্য শিকার ধরে নিয়ে আসে তাহলে তা তোমরা খেতে পার।' (ফাতহুল বারী ৯/১৩৭, ৫২৪; মুসলিম ৩/১৫২৯, ১৫৩২) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি শিকারীর দ্বারা ধৃত প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবাহ্ করার সময় যদি আল্লাহর নাম নেয়া হয় তাহলে তা থেকে তোমরা আহার কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের জন্য প্রত্যেক সেই অস্থি বা হাড্ডি হালাল যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৪৬, মুসলিম ৩/১৫৫৮) জুনদুব ইব্ন সুফিয়ান আল বাযালী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদ-উল-আযহার দিন যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে যবাহ্ করল, তার উচিত, সে যেন ঈদের সালাতের পর পুনরায় আর একটি পশু কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেনি সে যেন সালাতের পর আল্লাহর নাম নিয়ে কুরবানীর পশু যবাহ্ করে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৪৬, মুসলিম ৩/১৫৫১)

শাইতানের কু-মন্ত্রণা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ শাইতানরা তাদের বন্ধুদের কাছে তাদের কথাগুলো অহী করে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, তারা (তাদের বন্ধুরা) যেন তোমাদের (মুসলিমদের) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে।’ ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক ইব্ন উমারকে (রাঃ) বলল ঃ ‘মুখতারের এই দাবী যে, তার কাছে নাকি অহী আসে?’ ইব্ন উমার (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ ‘সে সত্য কথাই বলেছে।’ অতঃপর তিনি إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ... এই আয়াতটি পাঠ করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১৩৭৯)

আবূ যামীল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি একদা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে বসেছিলাম। সেই সময় মুখতার হাজ্জ করতে এসেছিল। তখন একটি লোক ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে এসে বলে, ‘হে ইব্ন আব্বাস (রাঃ)! আবূ ইসহাক (অর্থাৎ মুখতার) ধারণা করছে যে, আজ রাতে নাকি তার কাছে অহী এসেছে।’ এ কথা শুনে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘সে সত্য বলেছে।’ আমি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তাকে সত্যায়িত করছেন! অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘অহী দুই প্রকার। একটি হচ্ছে আল্লাহর অহী এবং অপরটি হচ্ছে শাইতানের অহী। আল্লাহর অহী আসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এবং শাইতানের অহী এসে থাকে তার বন্ধুদের নিকট। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করেন। (তাবারী ১২/৮৬) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে অনুরূপ উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার لِيُجَادِلُوكُمْ এ উক্তি সম্পর্কে ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ‘যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা আহার করনা’ প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ শাইতান তার ভক্ত-অনুরক্তদের বলতে থাকে, তোমরা যা হত্যা কর তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নামে যেগুলি যবাহ্ করা হয় তা থেকে খেওনা। (তাবারী ১২/৮১)

সুদ্দী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বলেছিল ঃ ‘তোমরা এই দাবী করছ যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা কর,

অথচ আল্লাহর হত্যাকৃত জীব তোমরা খাওনা, কিন্তু নিজের হত্যাকৃত জীব খাচ্ছ।’ (তাবারী ১২/৮১)

আল্লাহর আদেশের উপর কেহকে অগ্রাধিকার দেয়া শির্ক

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন ঃ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ তোমরা যদি তাদের দলীলের প্রতারণায় পড়ে যাও তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে মেনে চল, অর্থাৎ মৃত পশু থেকে আহার কর তাহলে তোমরা মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকেই একই মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১২/৮০) যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩১) তখন আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারাতো পুরোহিত নেতাদের ইবাদাত করেনা।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘ঐ নেতা ও পুরোহিতরা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিয়েছে, আর ঐ লোকগুলো এদের কথা মেনে নিয়েছে। ইহাই হচ্ছে তাদের ইবাদাত করা।’ (তিরমিযী ৮/৪৯২)

১২২। এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? এ রূপেই	١٢٢. أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ

لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	**কাফিরদের জন্য তাদের কার্যকলাপ মনোমুগ্ধকর করে দেয়া হয়েছে।**

মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করছেন যে, মু'মিন ব্যক্তি, যে প্রথমে মৃত ছিল অর্থাৎ পথভ্রষ্টতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, হয়রান ও পেরেশান ছিল, তাকে তিনি জীবিত করলেন, অর্থাৎ তার অন্তরে ঈমানরূপ সম্পদ দান করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাওফীক প্রদান করলেন। তার জন্য তিনি একটা নূর বা আলোর ব্যবস্থা করলেন, যার সাহায্যে সে পথ চলতে পারে। এখানে যে নূরের কথা বলা হয়েছে, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তা হচ্ছে কুরআনুল কারীম। এ কথা বর্ণনা করেছেন আল আউফী (রহঃ) এবং ইব্ন আবী তালহা (রহঃ)। (তাবারী ১২/৯১৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ঐ নূর হচ্ছে ইসলাম। (তাবারী ১২/৯১) তবে বিশ্লেষণের দিক দিয়ে উভয়েই সঠিক। এই মু'মিন কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে স্বীয় অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে? সে সেই অন্ধকার থেকে কোনক্রমেই আলোর পথে বের হয়ে আসতে পারছেনা বা সেখান থেকে বের হওয়া তার জন্য কখনও সম্ভবই নয়। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি ওর উপর আলো বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি ঐ নূর বা আলো পেল সে হিদায়াত লাভ করল। আর যে ওটা পেলনা সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্টই থেকে গেল।' (আহমাদ ২/১৭৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের

অধিবাসী, ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুঁকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২২) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু' ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? তবুও কি তোমরা বুঝনা? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ. وَلَا ٱلظُّلُمَـٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ. وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ. إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৯-২৩) এ বিষয়ের উপর কুরআনুল হাকীমে বহু আয়াত রয়েছে। আমরা এর পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কেন নূরকে এক বচনে এবং অন্ধকারকে বহু বচনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করেছি। আল্লাহতো সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং সকল অংশীদার হতে তিনি মুক্ত।

১২৩। আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত নিজেদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারেনা।	١٢٣. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
১২৪। তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা। রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। এই অপরাধী লোকেরা অতি সত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে।	١٢٤. وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ

পাপাচারী কাফিরদের ষড়যন্ত্র এবং ওর পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার দেশের বড় বড় লোকেরা যেমন পাপী ও কাফির রূপে প্রমাণিত হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়ে আছে এবং অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করছে, আর তোমাকে তোমার শহর থেকে বিতারিত করেছে এবং তোমার বিরোধিতায় ও শত্রুতায় অগ্রগামী হয়েছে, তদ্রূপ তোমার পূর্বের রাসূলদের সাথেও ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা শত্রুতা করেছিল। অতঃপর তারা যে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল তাতো অজানা নয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ

এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا

যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৬)

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা আনুগত্য স্বীকারের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ)أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি সমাজের অভিশপ্ত লোককে তাদের নেতৃত্ব দান করি, ফলে তারা অনাচার-অরাজকতা সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় কঠিন শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে আমি ধ্বংস করি। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا এ আয়াতের অর্থ করেছেন নেতৃত্ব। (তাবারী ১২/৯৪) আমি বলি যে, আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের আয়াতটিও প্রযোজ্য ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ. وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلاً وَأَوْلَـٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৪-৩৫) মহান আল্লাহ কাফিরদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩) مَكْرٌ শব্দের এখানে ভাবার্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের বাজে ও অসৎ কথা দ্বারা লোকদেরকে বিভ্রান্তির পথে ডেকে থাকে। যেমন নূহের (আঃ) কাওম সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَكَرُواْ مَكۡرًا كُبَّارًا

তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوۡقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمۡ يَرۡجِعُ بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٍ ٱلۡقَوۡلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَٰكُمۡ عَنِ ٱلۡهُدَىٰ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَكُمۖ بَلۡ كُنتُم مُّجۡرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأۡمُرُونَنَآ أَن نَّكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে উল্লিখিত مَكَر এর ভাবার্থ হচ্ছে আমল বা কাজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ তারা শুধু নিজেদেরকে নিজেরা প্রবঞ্চিত করছে, অথচ তারা এই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারছেনা। অর্থাৎ এই প্রতারণা এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করার শাস্তি তাদের নিজেদেরই উপর পতিত হবে এটা তারা মোটেই বুঝতে পারছেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। (২৯ ঃ ১৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। হায়! তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ ঐ লোকদের কাছে যখন আমার কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, আমরা কখনও ঈমান আনবনা যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে ঐ সমস্ত নিদর্শন পেশ করা হয় যেগুলি আল্লাহর (পূর্ববর্তী) রাসূলদের প্রদান করা হয়েছিল। তারা বলত, দলীল হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মালাইকা/ফেরেশ্তাগণও কেন আগমন করেননা, যেমন তাঁরা রাসূলদের কাছে অহী পৌঁছিয়ে থাকেন? আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১)

اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ নাবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে রাসূল হওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহ ভালরূপেই জানেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১-৩২) তারা বলল, আমাদের মধ্যে যিনি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মানীত তার উপর কেন কুরআন নাযিল করা হলনা, যিনি مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ মাক্কা এবং তায়েফ এ দু'টি শহরের যে কোন একটি শহরের অধিবাসী? অভিশপ্ত কাফিরেরা এ কথা এ জন্য বলত যে, আসলে তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় চোখে দেখত। আসলে তারা ছিল সত্য ত্যাগকারী অবাধ্য সম্প্রদায়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ

কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে; তারা বলে ঃ 'এই কি সে যে তোমাদের দেবতাগুলির সমালোচনা করে?' অথচ তারাইতো 'রাহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৬) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً

তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা বিদ্রুপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪১)

কাফিরেরাও রাসূলের (সাঃ) চারিত্রিক গুণাগুণ স্বীকার করত

ঐ দুর্ভাগারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাযীলাত, বংশ মর্যাদা, গোত্রীয় সম্মান এবং তাঁর জন্মভূমি মাক্কার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। আল্লাহ, সমস্ত মালাইকা এবং মু’মিনদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর দুরূদ বর্ষিত হোক। এমন কি ঐ লোকগুলো তাঁর নাবুওয়াত লাভের পূর্বেও তাঁর মধুর ও নির্মল চরিত্রের এভাবে স্বীকারোক্তি করেছিল যে, তাঁকে আল-আমীন (বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও আমানাতদার) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কাফিরদের নেতা আবূ সুফিয়ান পর্যন্ত তাঁর সত্যবাদিতায় এত প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর বংশ সম্পর্কে তাকে (আবূ সুফিয়ানকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তিনি নিঃসংকোচে উত্তর দেন, আমাদের মধ্যে তিনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক।’ তারপর হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘এর পূর্বে কখনও তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছিলেন কি?’ আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলেছিলেন ঃ ‘না।’ যাহোক, এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস। এর দ্বারা রোম সম্রাট প্রমাণ লাভ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এসব হচ্ছে তাঁর নাবুওয়াত ও সত্যবাদিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের মধ্য হতে ইসমাঈলকে (আঃ) মনোনীত করেছেন, বানী ইসমাঈলের মধ্য হতে বানী কিনানাকে মনোনীত করেছেন, বানী কিনানার মধ্য হতে কুরাইশকে বেছে নিয়েছেন, কুরাইশের মধ্য হতে বানী হাশিমকে পছন্দ করেছেন এবং বানী হাশিমের মধ্য হতে আমাকে মনোনীত করেছেন।’ (আহমাদ ৪/১০৭, মুসলিম ৪/১৬৮২) সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘বানী আদমের উত্তম যুগ একের পর এক আসতে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঐ উত্তম যুগও এসে গেছে যার মধ্যে আমি রয়েছি।’ (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ *ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে।* এটা রিসালাতের অনুসরণ করা থেকে অহংকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করা হতে বঞ্চিত গর্বকারীর জন্য কঠিন ধমক।

আল্লাহর কাছে তাকে চিরকালের জন্য ঘৃণিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। অনুরূপভাবে যেসব লোক অহংকার করবে, কিয়ামাতের দিন তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনাই রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৬০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদের মন্দ কাজের কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' কেননা প্রতারণা সাধারণতঃ গোপনীয়ই হয়ে থাকে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঠকবাজী ও প্রতারণা করাকে مَكْرٌ বলা হয়। এর প্রতিশোধ হিসাবেই মকরকারীকে কিয়ামাতের দিন পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ তাদের এই ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার কারণেই আল্লাহর নিকট হতে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তাই বলে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কারও উপর মোটেই অত্যাচার করেননা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ

সেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (৮৬ ঃ ৯) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটা পতাকা থাকবে এবং ওটা তার নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে। বলা হবে, ওটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক।' (ফাতহুল বারী ৬/৩২৭, মুসলিম ৪/১৩৬১) এতে হিকমাত এই রয়েছে যে, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা যেহেতু গোপনীয়ভাবে হয়ে থাকে সেহেতু জনগণ তার থেকে সতর্ক থাকার সুযোগ পায়না এবং সে যে প্রতারক এটা তারা জানতেই পারেনা। এ কারণেই কিয়ামাতের দিন ওটা নিজেই একটা পতাকা হয়ে যাবে এবং সেটা প্রতারকের প্রতারণার কথা ঘোষণা করতে থাকবে।

١٢٥. فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ

১২৫। অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত করে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তিনি তার অন্তঃকরণ সংকুচিত করে দেন - খুবই সংকুচিত করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করেন যেন মনে হয় সে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবেই যারা ঈমান আনেনা তাদেরকে আল্লাহ কলুষময় করে থাকেন।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ আল্লাহ যাকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি ইসলামের জন্য খুলে দেন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা তার জন্য সহজ করে দেন। এটা ওরই নিদর্শন যে, তার ভাগ্যে মঙ্গল লিখিত আছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে সে কি তার সমান (যে এরূপ নয়) । (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২২) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাওহীদ ও ঈমান কবূল করার মত প্রশস্ততা তার অন্তরে আনয়ন করেন। আবূ মালিক (রহঃ) ও অন্যান্যদের মতে এ ভাবার্থই বেশি প্রকাশমান।

وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি খুবই সংকীর্ণ করে দেন। অর্থাৎ সে এতদূর পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে যে, তার অন্তর হিদায়াতের জন্য মোটেই প্রশস্ত থাকেনা। ঈমান সেখানে পথ পায়না। হাকাম ইব্‌ন আবান (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) **كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء** এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন যে, আদম সন্তান যেমন সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বাকাশে পৌঁছতে সক্ষম হবেনা তেমনি তাওহীদ এবং ঈমানের স্বাদ তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৌঁছবেনা যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তা তাদের হৃদয়ে পৌঁছানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (দুররুল মানসুর ৩/৩৫৬)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ এটা হল ঐ ধরনের যে, আল্লাহ তা‘আলা অবিশ্বাসী কাফিরদের অন্তরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের ভাগ্যলিপির লিখন থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারেনা এবং ঈমান আনার পথ তাদের জন্য রুদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ঈমান আনার ব্যাপারে হৃদয়ের যে প্রশস্ততা দরকার তা তাদের নেই, যেমনটি কোন মানুষের আকাশে উর্ধ্বারোহন করার ক্ষমতা এবং শক্তি নেই। (তাবারী ১২/১০৯) তিনি **كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ** এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার হৃদয় সংকুচিত করেন এবং তার ঈমান আনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শাইতানকে তার সহচর করে দেন এবং শাইতানী কাজ তার পছন্দনীয় হয়ে যায়, যেমন সে পছন্দ করে ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে। শাইতান তাদের এই পাপ কাজকে শোভনীয় করে তোলে এবং হিদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে ফেলে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে **رِجْس**

অর্থ হচ্ছে শাইতান। (তাবারী ১২/১১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ শব্দ দ্বারা ঐ সকলকেই বুঝায় যাদের ভিতর ভাল কোন কিছু নেই। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, ‘রিজস’ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিদারুন যন্ত্রনা। মানুষের ভিতর যারা জিনদের বন্ধু তারা আল্লাহর কাছে এ উত্তর দিবে, যখন দুষ্ট জিনদের প্ররোচনায় বিপথগামী হওয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হতে থাকবে।

১২৬। আর এটাই হচ্ছে তোমার রবের সহজ সরল পথ, আমি উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।	١٢٦. وَهَـٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسۡتَقِيمًا ۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأَيَـٰتِ لِقَوۡمٍ يَذَّكَّرُونَ
১২৭। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে এক শান্তির আবাস তাদের কৃতকর্মের কারণে, তিনিই হচ্ছেন তাদের অভিভাবক।	١٢٧. لَهُمۡ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمۡ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

আল্লাহ তা‘আলা পথভ্রষ্টদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন দীন ও হিদায়াতের মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের রবের এটাই সরল সহজ পথ। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! এই দীন, যা আমি তোমাকে প্রদান করেছি, সেই অহীর মাধ্যমে, যাকে কুরআন বলে, এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ। যেমন আলী (রাঃ) কুরআনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, ওটা হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম, আল্লাহর দৃঢ় রজ্জু এবং বিজ্ঞানময় বর্ণনা। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ فَصَّلْنَا الآيَات لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ আমি কুরআনের আয়াতগুলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা ঐ লোকেরাই উপকৃত হবে যাদের জ্ঞান ও বিবেক রয়েছে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাগুলিকে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করে এবং ওগুলি বুঝার

চেষ্টা করে, তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন জান্নাত ও শান্তির ঘর রয়েছে। জান্নাতকে দারুস সালাম বা শান্তির ঘর বলার কারণ এই যে, যেমন তারা দুনিয়ায় শান্তির পথে চলছে, তেমনই কিয়ামাতের দিনেও তারা শান্তির ঘর লাভ করবে। আল্লাহ তাদের রক্ষক, সাহায্যকারী ও শক্তিদানকারী। কেননা তারা ভাল আমল করে থাকে।

١٢٨. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

১২৮। আর যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি বলবেন ঃ হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্যে অনেককে বিভ্রান্ত করে অনুগামী করেছ, আর ওদের মধ্যে যাদের মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তারা স্বীকারোক্তিতে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। হায়! আপনি আমাদের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন তা এসে গেছে! তখন (কিয়ামাত দিবসে) আল্লাহ (সমস্ত কাফির জিন ও মানুষকে) বলবেন ঃ জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে) তোমাদের রাব্ব অতিশয় সম্মানিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا হে মুহাম্মাদ! ঐ দিনকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ঐ জিন ও শাইতানদেরকে এবং তাদের মানব বন্ধুদেরকে, তারা

দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত করত এবং যাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করত, আর দুনিয়ার মজা উপভোগের ব্যাপারে একে অপরের কাছে অহী পাঠাত, তাদের সকলকে সমবেত করবেন এবং বলবেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ হে জিন ও শাইতানের দল! তোমরা মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রকারে বিভ্রান্ত করেছিলে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০-৬২)

وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ আর তাদের মানব বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আপনার কথা সত্য। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের দ্বারা উপকার লাভ করেছি। (৬ ঃ ১২৮)

হাসান (রহঃ) বলেন, এই উপকার লাভ করা ছিল এই যে, ঐ শাইতানরা আদেশ করত আর এই মূর্খ ও অজ্ঞ মানুষেরা ওর উপর আমল করত। (দুররুল মানসুর ৩/৩৫৭) ইব্‌ন জুরাইজ (রহঃ) বলেন, অজ্ঞতার যুগে কোন লোক সফররত অবস্থায় কোন উপত্যকায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে বলত ঃ ‘আমি এই উপত্যকার সবচেয়ে বড় জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ এটাই হত ঐ সব মানুষের উপকার লাভ। কিয়ামাতের দিন তারা এরই ওযর পেশ করবে। আর জিনদের মানুষদের নিকট থেকে উপকার লাভ করা এই যে, মানুষ তাদের সম্মান করত এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। ফলে মানুষের নিকট থেকে তাদের মর্যাদা লাভ হয়। তাই তারা বলত ঃ ‘আমরা জিন ও মানুষের নেতা। আর আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ঐ ওয়াদা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেছি।’ এর দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন

ঃ ‘এখন জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের ও তোমাদের বন্ধুদের বাসস্থান, যার মধ্যে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। তারপর আল্লাহ যা চাবেন তাই করবেন।’

১২৯। এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে (কাফিরদেরকে) তাদের কৃতকর্মের ফলে পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশালী বানিয়ে দিব।	١٢٩. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

কাফিরেরা একে অপরের সাহায্যকারী

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) **وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا** এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এ আয়াতে যে খারাপ কৃতকর্মীদের কথা বলা হয়েছে তারা হচ্ছে জিন ও মানব উভয়ের মধ্য হতে। (তাবারী ১২/১১৯) অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬)

আল্লাহ তা‘আলা এমন লোকদেরকে একে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেন যাদের আমল একই রূপ হয়ে থাকে। সুতরাং এক মু’মিন অপর মু’মিনের বন্ধু হয়ে থাকে, সে যেমনই হোক এবং যেখানেই থাকনা কেন। পক্ষান্তরে এক কাফির অন্য এক কাফিরের বন্ধু হয়ে থাকে সে যেখানেই থাক এবং যেমনই হোকনা কেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘এভাবেই আমি এক যালিমকে অপর যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই।’ অর্থাৎ জিনের যালিমদেরকে মানব যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই।

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬) কোন

কবি বলেছেন ঃ এমন কোন হাত নেই যার পরে আল্লাহর হাত থাকেনা এবং এমন কোন যালিম নেই যাকে অন্য যালিমের সাথে লেনদেন বা আদান প্রদান করতে হয়না।

আয়াতে কারীমার অর্থ এই দাঁড়ালো ঃ যেভাবে আমি পথভ্রষ্টকারী জিন ও শাইতানদেরকে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত মানবদের বন্ধু বানিয়েছি, তেমনিভাবে যালিমদের মধ্য হতে এক জনকে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেই এবং তারা একে অপরের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। আর আমি তাদের অত্যাচার, দুষ্টামি এবং বিদ্রোহের প্রতিফল একে অপরের দ্বারা প্রদান করি।

١٣٠. يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ	**১৩০। (কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নাবী রাসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং আজকের এ দিনের ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষাত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করেনি? তারা জবাব দিবে ঃ হ্যাঁ, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি (অর্থাৎ আমরা অপরাধ করেছি), পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত করেছিল। আর তারাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।**

মানুষ ও জিন সবার কাছেই নাবী প্রেরণ করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কাফির জিন ও মানবকে সতর্ক করে বলছেন ঃ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ হে জিন ও মানব

গোষ্ঠী! আমি কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব, তোমাদের কাছে আমার নাবীরা এসে কি তাদের নাবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেনি? এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, নাবী-রাসূলগণ শুধুমাত্র মানব জাতি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য কোন জাতি হতে নয়, যেমনটি বলেছেন মুজাহিদ (রহঃ), ইব্ন যুরাইয (রহঃ) এবং সালফে সালিহীনদেরও অনেকে। (তাবারী ১২/১২২) রাসূলগণ যে শুধু মানুষের মধ্য থেকেই হয়েছেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তিতেই রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلًا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمًا. رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেরূপ আমি নূহ ও তৎপরবর্তী নাবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুণ, সুলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাঊদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৩-১৬৫)। আর ইবরাহীমের (আঃ) যিক্র সম্পর্কিত কথা আল্লাহ তা'আলার নিম্ন উক্তিতেও রয়েছে ঃ

وَجَعَلۡنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (২৯ ঃ ২৭) এর দ্বারা জানা গেল যে, ইবরাহীমের (আঃ) পরে নাবুওয়াত ও কিতাবকে তাঁর সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর কোন লোকেরই এই উক্তি নেই যে, ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বে নাবুওয়াত জিনদের মধ্যে ছিল এবং তাঁকে প্রেরণ করার পরে তাদের নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। মোট কথা, জিনদের মধ্যে নাবুওয়াত থাকা ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বেও প্রমাণিত হচ্ছেনা এবং তাঁর পরেওনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) জিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. قَالُواْ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা

তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯-৩২) জামিউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা আর রাহমান পাঠ করেন এবং তাতে নিম্নের আয়াত পাঠ করেন ঃ

سَنَفۡرُغُ لَكُمۡ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ

হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৩১) (তিরমিয়ী ৯/১৭৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا হে মানব ও জিন সমাজ! তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলি তোমাদেরকে পড়ে শোনাত এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত? তারা উত্তরে বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমরা স্বীকার করছি যে, আপনার রাসূলগণ আমাদের কাছে আপনার বাণী প্রচার করেছিলেন এবং আমাদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে ভয়ও দেখিয়েছিলেন, আর তাঁরা আমাদেরকে এ কথাও বলেছিলেন যে, আজকের এ দিন (অর্থাৎ কিয়ামাত) অবশ্যই সংঘটিত হবে।

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত রেখেছিল। পার্থিব জীবনে তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও মু'জিযাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কেননা তারা পার্থিব জীবনের সুখ সম্ভোগে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে গ্রেপ্তার হয়ে পড়েছিল। আর কিয়ামাতের দিন তারা নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।

১৩১। এই রাসূল প্রেরণ এ জন্য যে, তোমার রাব্ব কোন জনপদকে উহার অধিবাসীরা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেননা।	١٣١. ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ
১৩২। আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ ‘আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে, তারা কি ‘আমল করত সে বিষয়ে তোমার রাব্ব উদাসীন নন।	١٣٢. وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ হে রাসূল! এরূপ কখনও হতে পারেনা যে, তোমার প্রভু আল্লাহ কোন গ্রাম বা শহরকে অন্যায়ভাবে এমন অবস্থায় ধ্বংস করবেন যখন ওর অধিবাসীবৃন্দ সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। তিনি বলেন ঃ আমি এভাবে ধ্বংস করিনা, বরং তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করি এবং কিতাব অবতীর্ণ করি। এভাবে আমি তাদের ওযর পেশ করার সুযোগ শেষ করে দেই, যাতে কেহকেও অন্যায়ভাবে পাকড়াও করা না হয় এবং তার কাছে তাওহীদের দা‘ওয়াত না পৌঁছে থাকে। আমি লোকদের জন্য কোন ওযর পেশ করার সুযোগ বাকী রাখিনি। আমি যদি কোন কাওমের উপর শাস্তি পাঠিয়ে থাকি তাহলে তা তাদের কাছে রাসূল পাঠানোর পর। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৪) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য স্থানে বলেন ঃ

كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٌ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٌ. قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبۡنَا

যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৮-৯) এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ প্রত্যেক সৎ ও অসৎ আমলকারীর জন্য আমল অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে। যার যেরূপ আমল সেই অনুপাতে সে প্রতিফল পাবে। যদি আমল ভাল হয় তাহলে পরিণাম ভাল হবে, আর যদি আমল খারাপ হয় তাহলে পরিণামও খারাপ হবে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, ঐ কাফির জিন ও মানবের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেক কাফিরের জন্য জাহান্নামে তার পাপের পরিমান অনুযায়ী শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكُلٍّ ضِعۡفٌ

প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدۡنَٰهُمۡ عَذَابًا فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفۡسِدُونَ

আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের এবং আল্লাহর পথে বাধা দানকারীদের। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮) আল্লাহ

তা‘আলা বলেন ঃ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ *(তারা কি ‘আমল করত সে বিষয়ে তোমার রাব্ব উদাসীন নন)* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তারা যা করছে সেই বিষয়ে তোমার রাব্ব সবই অবগত, তিনি (তাঁর মালাইকার মাধ্যমে) সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখছেন, যাতে তারা যখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে তখন যেন তিনি যথাযথ প্রতিদান দিতে পারেন। (তাবারী ১২/১২৫) এই লোকগুলো আল্লাহর ইলমের মধ্যে রয়েছে। যখন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তিনি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা জর্জরিত করবেন।

১৩৩। তোমার রাব্ব অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল, তাঁর ইচ্ছা হলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন।	١٣٣. وَرَبُّكَ ٱلْغَنِىُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ
১৩৪। তোমাদের নিকট যে বিষয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও দুর্বল করতে পারবেনা।	١٣٤. إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَءَاتٍ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
১৩৫। তুমি বলে দাও ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় ‘আমল করতে থাক, আমিও ‘আমল করছি, অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার	١٣٥. قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ

عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ	পরিণাম কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।

অস্বীকারকারী কাফিরদের ধ্বংস অনিবার্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার রাব্ব সমস্ত মাখলূকাত হতে সর্ব দিক দিয়েই অমুখাপেক্ষী। সমস্ত ব্যাপারে সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাছাড়া তিনি মহান ও দয়ালুও বটে। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩)

ইরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য কর তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, অতঃপর যে কাওমকে চাইবেন তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যাতে এই অন্য কাওম তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়।

كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এই কাজের উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান, তাঁর কাছে এটা খুবই সহজ। যেমন তিনি পূর্ব যুগকে ধ্বংস করে ওদের স্থলে অন্য কাওমকে আনতে সক্ষম। তিনি বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক

নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৫-১৭) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন উতবাহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি আবান ইব্‌ন উসমানকে (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, **ذُرِّيَّة** মূলকেও (সন্তান-সন্ততিও) বলা হয় এবং বংশকেও বলা হয়। (দুররুল মানসুর ৩/৩৬১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে তুমি জানিয়ে দাও যে, কিয়ামাত সম্পর্কে তাদেরকে যে কথার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্য অবশ্যই পালিত হবে। তোমরা আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। তিনিতো এ কাজের উপর ক্ষমতাবান যে, তোমরা মাটি হয়ে যাওয়ার পর এবং তোমাদের হাড়গুলো পচে গলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক, আমিও আমল করছি। কার পরিণাম কল্যাণকর তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। এটা ভয়ানক ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ যদি তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা সঠিক পথেই রয়েছ তাহলে ঐ পথেই চল এবং আমিও আমার পথে চলছি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَٰمِلُونَ. وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল ঃ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি। এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২১-১২২)

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে কার পরিণাম কল্যাণকর। জেনে রেখ যে, যালিমরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর জন্য বহু শহর জয় করিয়েছেন, দেশসমূহের উপর তাঁকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের মাথা নীচু করিয়েছেন, সারা মাক্কাবাসীর উপর তাঁকে বিজয় দান করেছেন এবং সমস্ত আরাব উপদ্বীপের উপর তাঁর শাসন কায়েম করেছেন। অনুরূপভাবে ইয়ামান ও বাহরাইনের উপরও তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সবকিছু তাঁর জীবদ্দশায়ই সংঘটিত হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শহরসমূহ এবং বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজিত হতে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তোমরা যা কর সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫১-৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫)

١٣٦. وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ	**১৩৬। আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট!**

কিছু শিরকী আমল

এখানে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে যারা বিদআত, শির্ক ও কুফরী ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং মাখলূকাতকে তাঁর শরীক বানিয়েছিল। অথচ প্রত্যেক জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সেই আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা! এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন, এ লোকগুলো জমির উৎপাদন এবং পশুর বংশ থেকে যা কিছু পাচ্ছে তার একটা অংশ আল্লাহর নামে নির্ধারণ করছে এবং নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণা মতে বলছে ঃ এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু শরীকদের নামে যেগুলো রয়েছে

সেগুলোতো আল্লাহর জন্য খরচ করা হয়না, পক্ষান্তরে যেগুলি আল্লাহর নামে রয়েছে সেগুলি তাদের শরীকদের প্রয়োজনে ব্যয় করা হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই শত্রুরা যখন শস্যক্ষেত হতে শস্য সংগ্রহ করত কিংবা খেজুর বৃক্ষ হতে খেজুর লাভ করত তখন তারা ওগুলির কতক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করত এবং কতক অংশ মূর্তির জন্য নির্ধারণ করত। অতঃপর যেগুলো মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করত সেগুলো রক্ষিত রাখত। অতঃপর আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশ যদি কোন মূর্তির জন্য নির্ধারিত অংশে পড়ে যেত তাহলে তা ঐভাবেই রেখে দিত এবং বলত ঃ আল্লাহ সম্পদশালী, তিনি মূর্তির মুখাপেক্ষী নন। পক্ষান্তরে মূর্তির জন্য নির্ধারিত অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা অংশে পড়ে গেলে আল্লাহর অংশ হতে নিয়ে ওটা দ্বারা মূর্তির অংশ পূরণ করত এবং বলত ঃ এটা আমাদের দেব-দেবীরই হক এবং এরা দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী। আল্লাহর জন্য নির্ধারিত জমির পানি বাড়তি হলে তা তারা মূর্তির জন্য নির্ধারিত কর্ষণকৃত জমিকে ভিজিয়ে দিতে ব্যবহার করত এবং ওটাকে মূর্তির জন্যই নির্দিষ্ট করত। তারা 'বাহিরাহ','সাইবাহ', 'হাম' এবং 'ওয়াসীলাহ' পশুগুলোকে মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করত এবং দাবী করত যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই তারা ঐ পশুগুলো দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম মনে করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا (*আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে)* মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ১২/১৩৩) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কোন জন্তু যবাহ করলে আল্লাহর নামের সাথে মূর্তি/প্রতিমার নামও উচ্চারণ করত। ঘটনাক্রমে যদি শুধু আল্লাহর নামই নেয়া হত এবং মূর্তির নাম না নেয়া হত তাহলে তারা ঐ জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতনা। পক্ষান্তরে মূর্তি/প্রতিমার জন্য নির্ধারিত জন্তু যবাহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম নিতনা, শুধু প্রতিমার নাম নিত। অতঃপর তিনি **سَاء مَا يَحْكُمُونَ** (তাদের ফাইসালা ও বণ্টননীতি কতইনা জঘন্য!) এই আয়াতটি পাঠ করেন।

প্রথমতঃ তারা বণ্টনেই ভুল করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক জিনিসের রাব্ব ও সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রাজ্যাধিপতি। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার

মধ্যে। তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা’বূদ নেই। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাধীন। এরপর যে বিকৃত বণ্টন তারা করল সেখানেও তারা সঠিক পন্থা অবলম্বন করলনা, বরং তাতেও যুল্ম ও অন্যায় করল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ

তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত, এবং তাদের জন্য ওটাই যা তারা কামনা করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ

তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ২১-২২)

١٣٧. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا۟ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

১৩৭। আর এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা তাদের সন্তান হত্যা করাকে শোভণীয় করে দিয়েছে, যেন তারা তাদের সর্বনাশ করতে পারে এবং তাদের কাছে তাদের ধর্মকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। আল্লাহ চাইলে তারা এসব কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলিকে ছেড়ে দাও।

মূর্তি পূজকদের সন্তানদেরকে শাইতান হত্যা করতে প্রলুব্ধ করে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ শাইতানরা তাদেরকে বলেছে যে, আল্লাহর জন্য মূর্তি/প্রতিমাদের থেকে পৃথক একটা অংশ নির্ধারণ করা একটা পছন্দনীয় কাজ। তদ্রূপ দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং লজ্জার ভয়ে কন্যাদেরকে জীবিত প্রোথিত করাও সে তাদের কাছে শোভনীয় করেছে। তাদের শরীক শাইতানরাই তাদেরকে পরামর্শ দিত যে, তারা যেন দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা খুবই পছন্দনীয় কাজ মনে করত। (তাবারী ১২/১৩৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ শাইতানদের থেকে মূর্তি পূজকদের সংগী-সাথীরা আদেশ করত যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে জীবিত কাবর দেয়। তা না হলে তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (তাবারী ১২/১৩৬) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, শাইতান তাদেরকে আদেশ করত তারা যেন তাদের কন্যা সন্তানদেরকে মেরে ফেলে। এভাবে তারা لِيُرْدُوهُمْ নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। হয় তাদের ধ্বংস করার নিয়াতই থাকত অথবা তাদের কাছে দীন সন্দেহপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তারা এ জন্যও সন্তানদেরকে হত্যা করত যে, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় তাদেরকে পেয়ে বসত এবং তাদেরকে প্রতিপালন করতে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তারা ভয় করত। এসব ছিল শাইতানেরই কারসাজী। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা এরূপ করতনা। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছায়ই হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ নৈপুন্য। তাঁর কাজে কেহ প্রতিবাদ করতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকেও ছেড়ে দাও এবং তাদের মিথ্যা মা’বূদদেরকেও ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ও তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন।

১৩৮। আর তারা বলে থাকে ঃ এই সব নির্দিষ্ট পশু ও ক্ষেতের ফসল সুরক্ষিত, কেহই তা আহার করতে পারবেনা, তবে যাদেরকে আমরা অনুমতি দিব (তারাই আহার করতে পারবে), আর (তারা বলে) এই বিশেষ পশুগুলির উপর আরোহণ করা ও ভার বহন নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আর কতকগুলি বিশেষ পশু রয়েছে যেগুলিকে যবাহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনা, শুধু আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশে। আল্লাহ এসব মিথ্যা আরোপের প্রতিফল অতি সত্বরই দান করবেন।	١٣٨. وَقَالُواْ هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

কুরাইশ মুশরিকরা কিছু পশু তাদের জন্য হারাম করেছিল

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, حِجْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে হারাম বা নিষিদ্ধ অর্থাৎ যাকে তারা ‘ওয়াসীলাহ’ রূপে হারাম করে নিয়েছিল। (তাবারী ১২/১৪৩) তারা বলত ঃ এই পশু, এই ক্ষেত্রের ফসল হারাম, আমাদের অনুমতি ছাড়া এটা কেহ খেতে পারেনা। তারা যে নিজেদের উপর এভাবে হারাম করে নিত এবং কাঠিন্য আনয়ন করত এটা শাইতানের পক্ষ থেকে ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিলনা। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, তারা তাদের দেবতাদের খাতিরেই ওগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ

তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিয্ক পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৯) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আল্লাহ না বাহীরাহর প্রচলন করেছেন, না সাইবাহ্র; না ওয়াসীলাহর আর না হা'মীর; কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ঐ পশুগুলোকে বাহীরাহ, সাইবাহ, ওয়াসীলাহ এবং হাম বলা হত যেগুলোর পিঠে বোঝা বহন করানোকে তারা নিজেদের উপর হারাম করেছিল, কিংবা ঐ পশুগুলোকে বলা হত যেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম নিতনা, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়েও না এবং যবাহ করার সময়েও না। আবূ বাক্র ইব্ন আইয়ায (রহঃ) বলেন যে, আসিম ইব্ন আবী নাযুদ (রহঃ) বলেন, আবূ ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন ঃ 'কতগুলো পশুর উপর সাওয়ার হওয়া হারাম ছিল এবং কতগুলো পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হতনা।' এই আয়াতে কোন্ পশু হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা কি আপনারা জানেন? এর দ্বারা বাহীরাহ পশুগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর উপর সাওয়ার হয়ে তারা হাজ্জে যেতনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা আল্লাহর নাম নিতনা যখন ওগুলোর উপর সাওয়ার হত, বোঝা উঠাত, ওগুলোর দুধ পান করত এবং ওগুলোর দ্বারা বংশ বৃদ্ধিও করত। (তাবারী ১২/১৪৫) এ সবই হচ্ছে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ। আল্লাহর এটা হুকুমও নয় এবং এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমও নয়। অতএব আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

১৩৯। আর তারা এ কথাও বলে থাকে যে, এই সব বিশেষ পশুগুলির গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা বিশেষভাবে তাদের পুরুষদের	١٣٩. وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ

لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ	**জন্য রক্ষিত, আর তাদের নারীদের জন্য ওটা হারাম; কিন্তু গর্ভ হতে প্রসূত বাচ্চা যদি মৃত হয় তাহলে নারী-পুরুষ সবাই তা ভক্ষণে অংশী হতে পারবে। তাদের কৃত এই সব বর্ণনার প্রতিদান অতি সত্বরই আল্লাহ তাদেরকে দিবেন, নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।**

আবূ ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল হুযাইল (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরেরা যে বলত, ‘এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট।’ এর দ্বারা পশুর দুধ উদ্দেশ্য। তারা কোন কোন পশুর দুধ মহিলাদের উপর হারাম করে দিত এবং পুরুষেরা পান করত। যদি ভেড়ার নর বাচ্চা হত তাহলে তা যবাহ করে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেত, নারীদেরকে দিতনা। তাদেরকে বলত ঃ ‘তোমাদের জন্য এটা হারাম।” মাদী বাচ্চা হলে ওটাকে যবাহ করতনা, বরং পালন করত। আর যদি মৃত বাচ্চা হত তাহলে পুরুষ-নারী সবাই মিলিতভাবে খেত। আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (তাবারী ১২/১৪৭) সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/১৪৮)

শা’বী (রহঃ) বলেন যে, ‘বাহীরাহ’ পশুর দুধ শুধুমাত্র পুরুষেরাই পান করত। কিন্তু বাহিরাহ থেকে কোন পশু মরে গেলে পুরুষদের সাথে নারীদেরকেও অংশ দেয়া হত। ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) وَقَالُوا۟ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ উহারা হচ্ছে সাইবাহ এবং বাহিরাহ। (তাবারী ১২/১৪৮) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ

(রহঃ) **سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ** (*তাদের কৃত এই সব বর্ণনার প্রতিদান অতি সত্ত্বরই আল্লাহ তাদেরকে দিবেন*) সম্পর্কে বলেন ঃ এই শাস্তি দেয়ার কারণ হল তাদের মিথ্যা কথা বলার জন্য। (তাবারী ১২/১৫২) এ বিষয়টি অন্য একটি আয়াতের মাধ্যমে সত্যায়িত করা হয়েছে।

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা - এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবেনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় কাজে ও কথায় বড়ই বিজ্ঞানময় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের ভাল ও মন্দ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করবেন।

১৪০। যারা নিজেদের সন্তান-দেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার কারণে হত্যা করেছে আর আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাঁর প্রদত্ত রিয্‌ককে হারাম করে নিয়েছে, তারা নিশ্চিত রূপে পথভ্রষ্ট হয়েছে; বস্তুতঃ তারা হিদায়াত গ্রহণ করার পাত্রও ছিলনা।

١٤٠. قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلَـٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলছেন যে, যারা এসব কাজ করে তারা ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়ার ক্ষতি এই যে, সন্তান-দেরকে হত্যা করে তারা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হল, তাদের ধন-সম্পদে সংকীর্ণতা এসে গেল, আর নিজেদের পক্ষ থেকে তারা যে নতুন প্রথা চালু করল

তার ফলে ঐ উপকারী বস্তুগুলি হতে তারা বঞ্চিত হল। পরকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্বরূপ এই যে, তারা সবচেয়ে জঘন্য বাসস্থানের অধিকারী হল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘যদি তোমরা আরাবদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচয় লাভ করতে আগ্রহী হও তাহলে সূরা আন‘আমের ১৩০ নং আয়াতের পরে পাঠ কর قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوْا أَوْلاَدَهُمْ এই আয়াত।” (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৬)

১৪১। আর সেই আল্লাহই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যার কতক স্বীয় কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়, আর কতক কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না; আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তিনি যাইতুন (জলপাই) ও আনারের (ডালিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে বিভিন্ন, এই সব ফল তোমরা আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, আর তা হতে শারীয়াতের

١٤١. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ

إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ	নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারী ও সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেননা।
١٤٢. وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ حَمُولَةً وَفَرۡشًاۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ	১৪২। আর চতুস্পদ জন্তুগুলির মধ্যে কতকগুলি (উঁচু আকৃতির) ভারবাহী রয়েছে; আর কতকগুলি রয়েছে ছোট আকৃতির, গোশত খাওয়ার ও চামড়া দ্বারা বিছানা বানানোর যোগ্য। আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তোমরা তা আহার কর, আর শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আল্লাহই খাদ্য, বীজ, পশু ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা। শস্য, ফল-ফলাদি এবং চতুস্পদ জন্ত, যেগুলো মুশরিকরা ব্যবহার করত এবং নিজেদের ধারণা প্রসূত উপায়ে ওগুলো বন্টন করে কোনটাকে হালাল, আর কোনটাকে হারাম বানিয়ে নিত। এ সবই আল্লাহ তা‘আলাই সৃষ্টি করেছেন। এসব ফলের কতগুলি স্বীয় কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয় এবং কতগুলি কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না, এ সবগুলিরই তিনি সৃষ্টিকর্তা। مَعْرُوْشَتٍ হচ্ছে ঐসব গুল্মলতা যেগুলি মাঁচার উপর ছড়ানো অবস্থায় থাকে, যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। আর غَيْرَ مَعْرُوْشَتٍ ঐ সব ফলদার বৃক্ষ যেগুলি জংগলে ও পাহাড়ে জন্মে। ওগুলি এক রকমও হয় এবং বিভিন্ন রকমও হয়। অর্থাৎ দেখতে একরূপ, কিন্তু স্বাদে পৃথক। (তাবারী ১২/১৫৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ যখন গাছগুলিতে ফল পাকে তখন তোমরা সেই ফলগুলি আহার কর। আর ফসল কাটার সময় গরীব মিসকীনদেরকে দেয়ার যে হক আছে তা আদায় কর। কেহ কেহ এর দ্বারা ফার্য যাকাত অর্থ নিয়েছেন। আর যেটা শীষ বা গুচ্ছ থেকে খসে পড়বে সেটাও মিসকীনদের হক। (আবদুর রায্যাক ২/২১৯)

ইব্ন মুবারাক (রহঃ) বলেছেন যে, সুরাইক (রহঃ) বলেছেন, সালিম (রহঃ) বলেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) **وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ** এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, গরীবদেরকে শষ্য প্রদান এবং তাদের পশুদের খাদ্য হিসাবে খড়কুটা প্রদান করার আদেশ দেয়া হয়েছিল তখন যখন যাকাতের বিধান জারী ছিলনা। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে যাকাত ফার্য হওয়ার পূর্বের হুকুম যে, মিসকীনদের জন্য ছিল এক মুষ্টি পরিমাণ এবং জীব-জন্তুর জন্য ছিল চারা-ভুষি। আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের নিন্দা করেছেন যারা ফসল কাটত, কিন্তু তা থেকে গরীব মিসকীনদেরকে কিছুই দান করতনা। যেমন 'সূরা নূন' এ এক বাগানের মালিকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ. فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ. أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰرِمِينَ. فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَـٰفَتُونَ. أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ. وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَـٰدِرِينَ. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ. قَالُواْ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَـٰوَمُونَ. قَالُواْ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ. عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ. كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে

বাগানের ফল এবং তারা ইন্‌শাআল্লাহ বলেনি। অতঃপর তোমার রবের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল ঃ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে তরিৎ বাগানে চল। অতঃপর তারা চললো নিম্ন স্বরে কথা বলতে বলতে। অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম - এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল ঃ আমরাতো দিশা হারিয়ে ফেলেছি! না, আমরাতো বঞ্চিত! তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছনা কেন? তখন তারা বলল ঃ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করছি, আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী। আমরা আশা রাখি, আমাদের রাব্ব এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম। শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর, যদি তারা জানত! (সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ১৭-৩৩)

অপচয় করায় নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ **وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ** তোমরা অপব্যয় করে সীমালংঘন করনা, নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেননা। অর্থাৎ দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিতে শুরু করনা। কোন কোন লোক ফসল কাটার সময় এত বেশি দান করত যে, সেটা অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে যেত। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَلاَ تُسْرِفُواْ** অপব্যয় করনা।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতটি সাবিত ইব্‌ন কায়িস ইব্‌ন শাম্মাসের (রহঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যখন তিনি খেজুর গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন। ফসল তোলার সময় তিনি ঘোষণা

করেন ঃ ‘আজ যে কেহই আমার কাছে আসবে আমি তাকেই প্রদান করব।’ শেষ পর্যন্ত এত বেশি লোক এসে গেল যে, একটা ফলও তাঁর কাছে অবশিষ্ট রইলনা। সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেননা। ইব্‌ন জুরাইয বলেন ঃ এর ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক কাজেই অপব্যয় ও সীমালংঘন নিষিদ্ধ। সঠিক কথা এটাই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন দূষণীয়। তবে এখানে যে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলা হয়েছে তা খাওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা আয়াতের ধরণে অনুমিত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ যখন ফল পেকে যাবে তখন সেই ফল আহার কর এবং ফসল কাটার সময় গরীবদেরকে তাদের হক প্রদান কর, আর সীমালংঘন করনা অর্থাৎ তোমরা খাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা। কেননা খুব বেশি খাওয়া বুদ্ধি-বিবেক ও দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟

আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করবেনা। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৩১) সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ তোমরা বাড়াবাড়ি ও অহংকার প্রদর্শন বাদ দিয়ে খাও, পান কর এবং পরিধান কর।

গৃহ পালিত পশু-পাখির উপকারিতা

মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ **وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا** আল্লাহ তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের বোঝা বহন ও সাওয়ারীর কাজে লাগে, যেমন উট। শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেছেন যে, আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন যে, ‘ভার বহনকারী পশু’ বলতে উটকে বুঝানো হয়েছে যাকে সাধারণতঃ বিভিন্ন বোঝা বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয়। আর **فَرْش** *‘ফারস’* বলতে ছোট উটকে বুঝানো হয়েছে। আল হাকিম (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৭) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদের (রহঃ) ধারণা এই যে, حَمُوْلَة হচ্ছে সাওয়ারীর জন্তু এবং فَرْشٌ হচ্ছে ঐ পশু যাকে যবাহ করে গোশত আহার করা হয়

বা ওর দুধ পান করা হয়। ছাগল বোঝা বহন করেনা, বরং ওর গোশত খাওয়া হয় এবং ওর পশম দিয়ে কম্বল ও বিছানা বানানো হয়। (তাবারী ১২/১৮১) আবদুর রাহমান (রহঃ) এই আয়াতের যে তাফসীর করেছেন সেটাই সঠিক বটে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তিও এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ. وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭২) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّـٰرِبِينَ

অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৬) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَـٰثًا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍ

তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮০)

গৃহ পালিত পশু-পাখির গোশত আহার কর, কিন্তু শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা

আল্লাহ তা'আলার উক্তি كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ফল ফলাদি, ফসল, চতুস্পদ জন্তু ইত্যাদি প্রদান করেছেন সেগুলি তোমরা খাও, এগুলি আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়েছেন। وَلاَ تَتَّبِعُواْ

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ তোমরা শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা যেমন এই মুশরিকরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তারা কোন কোন আহার্যকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ

হে আদম সন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৭) তিনি আরও বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে নিজের শাইতানী সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, যেন তোমরা জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাও। হে বানী আদম! শাইতান যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলে, যেমন সে তোমাদের মাতা-পিতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তাদের দেহ থেকে পোশাক সরিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা কি আমাকে ছেড়ে শাইতানকে

ও তার সন্তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিবে? অথচ তারাতো তোমাদের শত্রু। অত্যাচারীদের জন্য বড়ই জঘন্য বিনিময় রয়েছে।' কুরআনুল কারীমে এই বিষয়ের বহু আয়াত রয়েছে।

১৪৩। এই পশুগুলি আট প্রকার রয়েছে, ভেড়ার এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ এবং বকরীর এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি উভয় পুরুষ পশুগুলিকে হারাম করেছেন, নাকি উভয় স্ত্রী পশুগুলিকে, অথবা স্ত্রী দু'টির গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন? তোমরা জ্ঞানের সাথে আমাকে উত্তর দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।	١٤٣. ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۖ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّـُٔونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
১৪৪। আর উটের স্ত্রী-পুরুষ দু'টি এবং গরুর স্ত্রী-পুরুষ দু'টি পশু, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি এ দু'টি পুরুষ পশুকে বা এ দু'টি স্ত্রী পশুকে হারাম করেছেন, অথবা উভয় স্ত্রী গরু ও উটের গর্ভে যা রয়েছে তা হারাম করেছেন? আল্লাহ যখন এসব পশু হালাল-হারাম হওয়ার বিধান জারি করেন তখন কি তোমরা হাযির ছিলে? যে	١٤٤. وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا ۚ فَمَنْ

أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

ব্যক্তি বিনা প্রমাণে না জেনে (অজ্ঞতাবশতঃ) মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে আল্লাহর নামে এরূপ মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ যালিমদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেননা।

ইসলামের পূর্বে অজ্ঞ আরাবরা কতগুলো পশু নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল এবং ওগুলোর শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করেছিল। অর্থাৎ ‘বাহীরাহ’, ‘সাইবাহ’, ‘ওয়াসীলাহ’, ‘হাম’ ইত্যাদি নাম করণের পশুগুলো। তারা এরূপ হারাম করে নিয়েছিল পশুগুলোর মধ্যে এবং ফল-ফলাদির মধ্যেও। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তোমাদের এসব বাগান, শস্যক্ষেত্র, ভারবাহী পশু, আরোহনযোগ্য পশু ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ চতুস্পদ জন্তুগুলোর প্রকার বর্ণনা করলেন এবং মেষ ও বকরীরও বর্ণনা দিলেন যা সাদা রংয়ের হয়ে থাকে, মেষের বর্ণনা দিলেন যা কাল রংয়ের হয়। ওগুলোর নর ও মাদীরও বর্ণনা করলেন। তারপর উট নর ও মাদী এবং গরু নর ও মাদীর বর্ণনা দিলেন। তিনি এ সমুদয় জন্তুর কোনটাই হারাম করেননি এবং এগুলোর বাচ্চাগুলোকেও না। কেননা তিনি এগুলোকে বানী আদমের খাদ্য, সাওয়ারী, বোঝা বহন, দুগ্ধপান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٍ

তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬)

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ এটা দ্বারা কাফিরদের নিম্নের উক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে ঃ ‘এই জন্তুগুলোর পেটে যা রয়েছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য, আমাদের মহিলাদের জন্য এটা হারাম।’ এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে নিশ্চিত রূপে বল যে, যে জিনিসগুলি হারাম হওয়ার তোমরা ধারণা করছ, আল্লাহ কিরূপে ওগুলি

তোমাদের উপর হারাম করলেন? তোমরা 'বাহীরাহ', 'সাইবাহ' ইত্যাদিকে কেন হারাম করে নিচ্ছ?

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আট জোড়ার মধ্যে দু'টি মেষ এবং দু'টি বকরীর চার জোড়া হল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এগুলির কোনটিকেই আমি হারাম করিনি। এদের বাচ্চা, তা নরই হোক অথবা মাদীই হোক, কোনটাকে হালাল এবং কোনটাকে হারাম কিরূপে বানিয়ে নিচ্ছ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিশ্চিত রূপে বল। এগুলি সবই হালাল। (তাবারী ১২/১৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَـذَا এর দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে তারা মনগড়া নতুন নতুন কথা বলছে। তারা কি হারাম ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিল? আসলে তারা নিজেরাই হারাম বানিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, তাদের মত অত্যাচারী আর কে হতে পারে? এটা আমর ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআ' সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা সে'ই সর্বপ্রথম নাবীগণের দীনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ', 'হাম' ইত্যাদির ই'তিকাদ বা বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। (ফাতহুল বারী ৮/১৩২)

١٤٥. قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ

১৪৫। তুমি বল ঃ অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি; তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়নি তা হারাম করা হয়েছে। কেননা ওটা নাপাক ও শারীয়াত বিগর্হিত বস্তু। কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	ও সীমা লংঘনের উদ্দেশ্য ব্যতীত নিরূপায় হয়ে পড়ে তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।

নিষিদ্ধ বিষয়

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ **لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ** হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাঁর প্রদত্ত রিয্ককে হারাম করে নিয়েছে তাদেরকে তুমি বলে দাও ঃ আমার উপর যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছুই হারাম পাইনি যা তোমরা হারাম করে নিয়েছ, ঐগুলো ছাড়া যেগুলো হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা মায়িদায় এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং হাদীসেও ওগুলোর হারাম হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। **أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا** এর ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, প্রবাহিত/পতিত রক্ত হারাম, কিন্তু গোস্তের সাথে যে রক্ত মিশে থাকে তা গ্রহণযোগ্য। (তাবারী ১২/১৯৩) আল হুমাইদী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্ন দিনার (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন ঃ আমি যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বললাম, তারা দাবী করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের সময় গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন (এটা কি সত্য)? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হাকাম ইব্ন আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করে থাকেন বটে, কিন্তু তাফসীরের জ্ঞান-সমুদ্র অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং **قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ** এই আয়াতটি শুনিয়ে থাকেন।’ (বুখারী ৯/৫৭০, আবূ দাঊদ ৪/১৬২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা কোন জিনিস খেত এবং কোন জিনিসকে মাকরূহ ও অপবিত্র মনে করে পরিত্যাগ করত। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর

আহকাম অবতীর্ণ করলেন। তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে দিলেন। আর যেগুলি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলেন সেগুলি খাওয়ায় কোন পাপ নেই। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটিই পাঠ করলেন। ইহা হল ইব্ন মারদুআইয়ের (রহঃ) বর্ণনা। আবূ দাউদও (রহঃ) এটি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (আবূ দাঊদ ৩৮০০, হাকিম ৪/১১৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ সাওদাহ বিন্তে যামআর (রাঃ) অমুক বকরীটি মারা যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বকরীটি মারা গেছে।’ তখন তিনি বললেন ঃ ‘তুমি এর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিলে না কেন?’ সাওদাহ (রাঃ) বলেন ঃ ‘বকরী মারা গেলে আমরা ওর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিতে পারি কি?’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ শুধু বলেছেন **قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ** *তুমি বল ঃ অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি; তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস*। সুতরাং তোমরা এর গোশত খাবেনা, তবে এর চামড়া শুকিয়ে তোমাদের অন্য কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবে। সাওদাহ (রাঃ) তখন ঐ মৃত বকরীটির চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নেন, যা ছিদ্র হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। (আহমাদ ১/৩২৭, ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭, নাসাঈ ৭/১৭৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ কেহ যদি হারাম বস্তু খেতে বাধ্য হয় এবং একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ে, সে যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এটা করছে তা নয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তও খাচ্ছেনা, তাহলে তার জন্য এটা খাওয়া বৈধ। **فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এই আয়াতের তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে এবং সেখানে পূর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে। এই আয়াতের ধরণে বুঝা যায় যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদের মতবাদ খণ্ডন করা। তারা নিজেদের উপর কতগুলো বস্তু হারাম করে নেয়ার বিদ‘আত চালু

করেছিল। যেমন ‘বাহীরাহ’, ‘সাইবাহ’ ইত্যাদি পশুকে হারাম করণ। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দেন যে, এসব পশু হারাম হওয়ার কথা কোন জায়গায়ই উল্লেখ নেই। সুতরাং মুসলিমদের এগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকার কোনই প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের মাংস খাওয়া নিষেধ। আর যে পশুকে গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করা হয়েছে সেটাও হারাম। এ কয়টি ছাড়া আল্লাহ আর কোন কিছুই হারাম করেননি। যা থেকে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে সেটাও ক্ষমার্হ। তাহলে আল্লাহ যা হারাম করেননি ওটা তোমরা কোথা থেকে এবং কেনইবা হারাম বানিয়ে নিচ্ছ?

١٤٦. وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

১৪৬। ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।

বাড়াবাড়ি করার কারণে ইয়াহুদীদের জন্য হালাল খাদ্য নিষিদ্ধ হয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, অবিচ্ছেদ্য নখ বিশিষ্ট পাখি ও প্রাণীকে আমি ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৩) যেমন উট, উট-পাখি, হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا (*আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম)* ইয়াহুদীরা এ ধরণের খাদ্যকে তাদের জন্য নিষেধ বলে নির্ধারণ করেছিল এ জন্য যে, তা ইসরাঈল (অর্থাৎ ইয়াকূব (আঃ)) নিজের জন্য যেহেতু হারাম করেছিলেন তাই তারাও তাদের জন্য তা হারাম করে নিয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, **إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا** *কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।* তা হচ্ছে ঐ চর্বি যা পিঠের সাথে লেগে থাকে। (তাবারী ১২/২০২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَوِ الْحَوَايَا অন্ত্র বা নাড়ি-ভূরি, বলেছেন আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ)। তিনি আরও বলেন, ষাড় এবং ভেড়ার চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ওদের পিঠের ও নাড়ি-ভূরির চর্বি তাদের জন্য বৈধ ছিল। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **حَوَايَا** হচ্ছে নাড়ি-ভূরি। (তাবারী ১২/২০৩) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১২/২০৪)

ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, হাড়ের সঙ্গে যে চর্বি মিশ্রিত থাকে সেটাও হালাল ছিল। অনুরূপভাবে পা, বক্ষ, মাথা এবং চোখের চর্বিও হালাল ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ আমি যে তাদের উপর এই সংকীর্ণতা আনয়ন করেছিলাম তার একমাত্র কারণ ছিল তাদের বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا

আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে যা বর্ণনা করেছি তা সত্য, তারা যে দাবী করে ‘ওগুলো আমি হারাম করেছি’ তাদের এ কথা সত্য নয়, বরং অনুমানের উপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের উপর এগুলি চাপিয়ে নিয়েছে। (তাবারী ১২/২০৬)

ইয়াহুদীদের চালাকী এবং আল্লাহর শাস্তি

উমার (রাঃ) যখন সংবাদ পান যে, সামুরাহ মদ বিক্রি করেছে তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ সামুরাহকে ধ্বংস করুন! সে কি জানেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ইয়াহুদীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন, কেননা তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বের করে পরিষ্কার করে বিক্রি করত। (ফাতহুল বারী ৪/৪৮৩, মুসলিম ৩/১২০৭)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা বিজয়ের বছর বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ্য, মৃত প্রাণী, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন।’ তখন জিজ্ঞেস করা হল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মৃত জন্তুর চর্বি দ্বারা চামড়ায় তেল লাগানো, নৌকায় ঐ চর্বি মাখানো এবং ওটা জ্বালিয়ে আলো লাভ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘না, ওসব ব্যাপারেও হারাম।’ তারপর তিনি বললেন ঃ ‘আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুন! কেননা যখন তাদের জন্য চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা ওটা পরিষ্কার করে বিক্রি করতে শুরু করে এবং ওর মূল্যও নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে থাকে।’ (ফাতহুল বারী ৪/৪৯৫, মুসলিম ৩/১২০৭, আবূ দাঊদ ৩/৩৫৬, তিরমিযী ৪/৫২১, নাসাঈ ৭/৩০৯, ইব্ন মাজাহ ২/৭৩২)

১৪৭। সুতরাং এ সব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমাদের রাব্ব সুপ্রশস্ত করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তির বিধান	١٤٧. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ

কখনই প্রত্যাহার করা হবেনা।	ٱلۡمُجۡرِمِينَ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ হে মুহাম্মাদ! তোমার বিরুদ্ধবাদী দল ইয়াহুদী এবং মুশরিকরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রাব্ব বড়ই করুণাময়! এ কথা বলে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, তারাও যেন তাঁর সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক করুণা যাঞ্চা করে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাদেরকে তাওফীক প্রদান করা হবে। কেননা যদি তিনি অনুগ্রহ না করেন তাহলে পাপী ও অপরাধীদের থেকে আল্লাহর শাস্তি কেহই টলাতে পারবেনা। এখানে আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন উভয়ই হচ্ছে। ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করনা, নতুবা তাঁর শাস্তিতে পাকড়াও হয়ে যাবে। সব জায়গায়ই আল্লাহ তা‘আলা আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন এক সাথেই এনেছেন। যেমন এই সূরার শেষে রয়েছে ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা এবং নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬৫) অর্থাৎ তিনি লোকদের পাপরাশি ক্ষমাকারী, আবার তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানকারীও বটে। অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغۡفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلۡمِهِمۡۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্বতো শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৬) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلۡعَذَابُ ٱلۡأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০)

غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوۡبِ شَدِيدِ ٱلۡعِقَابِ

যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবাহ কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৩) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ

তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। (৮৫ ঃ ১২-১৪) এ সম্পর্কীয় আরও বহু আয়াত রয়েছে।

١٤٨. سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

১৪৮। মুশরিকরা (তোমার কথার উত্তরে) অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতামনা, আর না আমাদের বাপ-দাদারা করত, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতামনা। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিরেরা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ তোমাদের কাছে কি কোন দলীল প্রমাণ আছে? থাকলে আমার সামনে পেশ কর। তোমরা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত আর কিছুরই অনুসরণ করনা, তোমরা সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা ছাড়া আর কিছুই বলছনা।

١٤٩. قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ ۖ

১৪৯। তুমি বলে দাও ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, তিনি

فَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ	চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন।
١٥٠. قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡۚ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ	১৫০। তুমি আরও বল ঃ আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেনা, তুমি এমন লোকদের খেয়াল খুশির (বাতিল ধ্যান ধারণার) অনুসরণ করনা যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, পরকালের প্রতি ঈমান আনেনা এবং তারা অন্যান্যদেরকে নিজেদের রবের সমমর্যাদা দান করে।

একটি কু-ধারণা ও উহা খন্ডন

এখানে একটা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা নিজেদের শির্‌ক ও হালালকে হারাম করে নেয়া সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাদের শির্‌ক ও হারাম করে নেয়া সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছেন। সেই সন্দেহ ছিল এই যে, তারা বলত ঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের মনকে পরিবর্তন করতে পারতেন, তিনি আমাদেরকে ঈমানের তাওফীক প্রদানে সক্ষম ছিলেন এবং আমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে তিনি আমাদেরকে কুফরী থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু এরূপ যখন তিনি করেননি তখন এটা প্রমাণিত হল যে, তিনি এটাই চান এবং আমাদের দ্বারা এই কাজ তিনি করাতে চেয়েছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এ কাজে তিনি সম্মত আছেন। তারা বলে ঃ

لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا ... আল্লাহ চাইলে আমরা শির্ক করতামনা এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না, আর না আমরা কোন জিনিসকে হারাম করে নিতাম। অনুরূপভাবে তারা বলত ঃ

لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَٰهُم

দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২০) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم এরূপই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। ভাবার্থ এই যে, এভাবেই পূর্ববর্তী লোকেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আর এটা হচ্ছে খুবই নিম্ন মানের, ভিত্তিহীন ও ছেলেমানসী যুক্তি। যদি এটা সঠিক হত তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের উপর কখনও আল্লাহর শাস্তি আসতনা এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতনা। আর মুশরিকদেরকে প্রতিশোধের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হতনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি ঐ কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তোমাদের কাজে সন্তুষ্ট? যদি তোমাদের এ দাবীর পিছনে কোন দলীল থাকে তাহলে তা পেশ কর। তোমরা কখনও এটা প্রমাণ করতে পারবেনা। তোমরা শুধু অনুমান ও মিথ্যা ধারণার পিছনে পড়ে রয়েছ। ধারণা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজে বিশ্বাস। তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ *তুমি বল ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।* কেহকে হিদায়াত দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ।

فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ তিনি যাকে ইচ্ছা এবং যাকে তিনি পছন্দ করেন সে'ই হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। তিনিতো বিশ্বাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি রয়েছে কাফিরদের প্রতি। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর সমবেত করতেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৫)

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِى ٱلۡأَرۡضِ

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡ ۗ وَتَمَّتۡ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯)

যাহহাক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় তাকে ক্ষমা করার তিনি ছাড়া আর কেহ নেই। অবশ্যই বান্দার বিরূদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তার অন্য কারও প্রয়োজন নেই। তথাপিও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَـذَا *তুমি আরও বল ঃ আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো।*

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের দাবীর অনুকূলে সাক্ষী থাকে তাহলে তাদেরকে হাযির কর, যারা সাক্ষ্য দিবে যে হ্যাঁ, আল্লাহ এসব জিনিস হারাম করেছিলেন। **فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ** আর যদি তারা এ ধরনের মিথ্যুক সাক্ষী হাযিরও করে তাহলে হে নাবী! তুমি কিন্তু এরূপ সাক্ষ্য দিবেনা। কেননা তাদের এ সাক্ষ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তুমি ঐ লোকদের সঙ্গী হয়োনা যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখেনা এবং স্বীয় প্রভু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকে তাঁর শরীক ও সমকক্ষ বানিয়ে নেয়।

١٥١. قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

১৫১। লোকদেরকে বল ঃ তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তান -দেরকে হত্যা করবেনা। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই; আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন - যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

দশটি নির্দেশ

ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ অসীয়াতের প্রতি লক্ষ্য করতে চায় সে যেন উল্লিখিত আয়াতগুলি পাঠ করে। দাউদ আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শা'বী (রহঃ) বলেছেন, আলকামাহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোবাসনা এবং বাণী জানতে চায় সে যেন

নিচের এ আয়াতটি পাঠ করে। قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا *লোকদেরকে বল ঃ তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা আন'আমে কতগুলি আয়াত রয়েছে স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট এবং ঐগুলিই হচ্ছে কিতাবের মূল। অতঃপর তিনি قُلْ تَعَالَوْاْ ... এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তিরমিযী ৮/৪৪৬) আল হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে লিখেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সূরা আন'আমে অতি পরিস্কারভাবে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে এবং ঐ আয়াতগুলি হচ্ছে কিতাবের মূল। ঐ আয়াতগুলি হচ্ছে قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ হতে وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ পর্যন্ত। আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৭) মুসতাদরাক গ্রন্থে আল হাকিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেন যে, উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে আমাদের থেকে তিনটি কাজের দীক্ষা গ্রহণ করবে?' অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। পাঠ শেষ করে তিনি বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি এই কথাগুলি যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এগুলি পালনে ত্রুটি করবে, খুব সম্ভব আল্লাহ তাকে দুনিয়ায়ই শাস্তি প্রদান করবেন। আর যদি তিনি শাস্তি টাকে পরকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখেন তাহলে তখন তাঁর মর্জির উপর নির্ভর করবে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন, অথবা ক্ষমা করে দিবেন।' আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ, কিন্তু তারা এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৮)

এর তাফসীর নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই মুশরিকদেরকে বলে দাও, যারা গাইরুল্লাহর উপাসনা করছে এবং আল্লাহর হালাল জিনিসকে হারাম করে নিচ্ছে, আর নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করছে তাদেরকে শাইতান বিভ্রান্ত করেছে এবং তারা মনগড়া কথা বলছে। (তাদেরকে বল ঃ) এসো, আমি তোমাদেরকে

বলে দেই যে, আল্লাহ কোন্ জিনিসগুলিকে হারাম করেছেন। আমি এসব কথা ধারণা ও অনুমান করে বলছিনা, বরং আল্লাহ আমার কাছে যে অহী করেছেন সেই অনুযায়ীই বলছি।

কোন অবস্থায়ই শির্ক করা যাবেনা

বলা হয়েছে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক বানিওনা। আয়াতের ভাষার ধরণে বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে اَوْصَكُمْ শব্দটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ اَوْصَكُمْ اَنْ لاَّ تَشْرِكُوْا بِاللّٰه এইরূপ রয়েছে। এ জন্যই আয়াতের শেষে রয়েছে ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শির্ক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ আমি বললাম ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে।’ আমি তিনবার এই প্রশ্ন করি। প্রতিবারেই তিনি এই উত্তরই দেন এবং তৃতীয়বারে বলেন ঃ ‘যদিও সে ব্যভিচার করে, অথবা চুরি করে এবং মদ্যপান করে (তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।’ (বুখারী ১২৩৭, মুসলিম ৯৪)

মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থের কোন কোন লেখক বর্ণনা করেছেন, আবূ যার (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে দু‘আ করবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকব যা কিছু পাপ তোমার দ্বারা হোক। আর আমি তোমার পাপরাশিকে মোটেই গ্রাহ্য করবনা। তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবীপূর্ণ পাপরাশি নিয়ে আস তাহলে আমি তোমাকে পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা প্রদান করব, যদি তুমি আমার সাথে কেহকেও শরীক না করে থাক এবং ইবাদাতে আমার সাথে অন্যকে না ডাক। যদি তোমার পাপরাশি আকাশ ভর্তিও হয় এবং তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব।’ (আহমাদ ৫/১৭২, তিরমিযী ৯/৫২৪) কুরআনুল কারীমে এর সাক্ষ্য মিলে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৬) সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক না করে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/৯৪) এ সম্পর্কীয় বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে।

মাতা-পিতার প্রতি দয়ার্দ্র হতে হবে

ইরশাদ হচ্ছে **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের মাতা-পিতার সাথে সৎ ও উত্তম ব্যবহার করবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَـٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাধারণভাবে নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ. وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ فَلَا تُطِعۡهُمَا ۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ

চিত্তে আমার অভিমুখি হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সেই বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪-১৫) অতঃপর মাতা-পিতার মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা হিসাবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ আল্লাহ প্রদান করলেন। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا

আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৩) এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন আমলটি উত্তম?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘সময় মত সালাত আদায় করা।’ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন ঃ ‘মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।’ আমি বললাম ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘আল্লাহর পথে জিহাদ করা।’ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি যদি প্রশ্ন আরও বাড়াতাম তাহলে তিনি উত্তরও বাড়িয়ে দিতেন। (ফাতহুল বারী ২/১২, মুসলিম ১/৮৯)

সন্তানদেরকে হত্যা করা নিষেধ

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা, কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার্য দান করি।

মাতা-পিতা এবং তাদের মাতা-পিতাদের (দাদা-দাদী) প্রতি বিনম্র ও দায়িত্বশীল হওয়ার আদেশ দেয়ার পর এবার আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা সন্তান-সন্ততিদের প্রতি দয়াশীল হওয়ার আদেশ করছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের ছেলে মেয়েদেরকে হত্যা করনা। শাইতানরা মুশরিকদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল বলে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত। তারা লজ্জায় কন্যা সন্তানদেরকে

জীবন্ত প্রোথিত করত। আবার দারিদ্রতার ভয়ে কোন কোন পুত্র সন্তানকেও হত্যা করত। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন পাপটি সবচেয়ে বড়?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'তা হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর জন্য শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনিই তোমাকে (এবং ঐ শরীককে) সৃষ্টি করেছেন!' ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ 'তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে শরীক হবে।' আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ 'তা এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে।' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَ

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮) (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯৮)

উপরে বর্ণিত 'ফাকর' বা দারিদ্রকে 'ইমলাক' বলা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা مِّنۡ إِمۡلَٰقٍ এর অর্থ করেছেন 'দারিদ্রতা'। (তাবারী ১২/২১৭) এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, গরীব হয়ে যাবে এই ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡ

তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩১) ওখানে জীবিকার আগে শিশুদের নাম নেয়া হয়েছে। কেননা সেখানে ব্যবস্থাপনায় তারাই উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ তাদেরকে জীবিকা পৌঁছানোর কারণে তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করনা। কারণ সকলেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর রয়েছে। কিন্তু এখানে যেহেতু দারিদ্র্য বিদ্যমান রয়েছে এ জন্য এখানে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দান করে থাকি। কারণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে তোমাদেরকে জীবিকা আমিই দান করেছি, সুতরাং নিজেদের জীবিকার ভয় করনা।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ তোমরা অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনীয়ই হোক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৩৩)

এর তাফসীর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ (৬ ঃ ১২০) এই উক্তির মধ্যে করা হয়েছে। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহর চেয়ে লজ্জাশীল আর কেহ হতে পারেনা। এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করেছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৪৬, মুসলিম ৪/২১১৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর (রহঃ) বলেন, ওয়াররাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সা’দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর-পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ

তোমরা কি সা’দের (রাঃ) লজ্জাশীলতায় বিস্ময় বোধ করছ! আল্লাহর শপথ! আমি সা’দ (রাঃ) অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল এবং আল্লাহ আমার চেয়ে বেশি লজ্জাশীল। এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১১, মুসলিম ২/১১৩৬)

বিধিবদ্ধ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তা‘আলা পৃথকভাবে এর নিষেধাজ্ঞা আনয়ন করেছেন। নতুবা এটা প্রকাশ্য ও গোপনীয় নির্লজ্জতার নিষিদ্ধতারই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ হাদীসে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘কোন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা’বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তবে তিনটির যে কোন একটির কারণে হত্যা করা যায়। (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা) এবং (৩) দীন পরিত্যাগ করে যে জামা‘আত থেকে দূরে সরে যায় ও দলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করে।’ (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২)

‘*মু’আহীদ*’ অর্থাৎ ঐ সমস্ত অমুসলিম যাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি রয়েছে তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।’ (ফাতহুল বারী ১২/৩৭০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার সাথে মুসলিমদের নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যদি কোন (মুসলিম) ব্যক্তি হত্যা করে তাহলে সে যেন আল্লাহর কাছ থেকে তার জন্য পাওয়া নিরাপত্তা ধ্বংস করে ফেলল। এ ক্ষেত্রে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা, যদিও এ ঘ্রাণ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। (তিরমিযী ৪/৬৫৮, ইব্ন মাজাহ ২/৮৯৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

১৫২। আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা, আর আদান-প্রদান, পরিমান-ওজন সঠিকভাবে করবে, আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব/কর্তব্য) অর্পণ করিনা, আর তোমরা যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ কথা বলবে, আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর।	١٥٢. وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা যাবেনা

‘আতা ইব্নুস সায়িব (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যখন নিম্নের আয়াত দু’টি নাযিল হয় ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ...

আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা ... (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫২)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا

যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে ... (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০)

‘ইয়াতীমের সম্পদ খেওনা’ এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন যার বাড়ীতে কোন ইয়াতীম ছিল সে সেই ইয়াতীমের খাদ্য ও পানীয়কে নিজের খাদ্য ও

পানীয় হতে পৃথক করে দেয় এই ভয়ে যে, না জানি ইয়াতীমের খাদ্য তার খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। এমন কি ইয়াতীমের আহার করার পর যা অবশিষ্ট থাকত তা তারা তারই জন্য উঠিয়ে রেখে দিত, যেন সে আবার তা আহার করে। এর ফলে খাবার নষ্ট হয়ে যেত। এটা ছিল উভয়ের জন্যই অমঙ্গল। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সম্পর্কে আলোচনা করে। সেই সময় মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী পাঠান ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ

তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ তাদের হিত সাধন করাই উত্তম; এবং যদি তোমরা তাদেরকে সম্মিলিত করে নাও তাহলে তারা তোমাদের ভাই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২০) (আবূ দাঊদ ৩/২৯১)

حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (*আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত*) শা’বী (রহঃ), মালিক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এর অর্থ করেছেন পূর্ণ বয়স্ক হওয়া। (তাবারী ১২/২২৩)

সঠিক পরিমাপ ও ওযনে মালামাল বিক্রি করতে হবে

وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ আদান প্রদানে পরিমাণ ও ওযন তোমরা সঠিকভাবে করবে। মাপ ও ওযনে ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কঠোরভাবে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُوْلَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা

ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, সেই মহান দিনে; যে দিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সম্মুখে! (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ১-৬) পূর্বে একটি জাতি মাপে ও ওযনে বেঈমানী করার কারণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব-কর্তব্য) অর্পণ করিনা। যে ব্যক্তি হক আদায়ে পূরাপুরি চেষ্টা করল, তথাপি পূর্ণ মাত্রায় আদায় করতে পারলনা, তার কোন পাপ নেই এবং এজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা।

সত্য সাক্ষী দিতে হবে

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ বলবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ

হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিধানসমূহ পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮) অনুরূপভাবে সূরা নিসায় আল্লাহ তা‘আলা কথায় ও কাজে ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিকটবর্তী আত্মীয়দের জন্যই হোক কিংবা দূরবর্তী লোকদের জন্যই হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা প্রত্যেকের জন্য সর্বাবস্থায় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর নামে দেয়া ওয়াদা পূরণ করতে হবে

ইরশাদ হচ্ছে **وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ** আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ কর। এটা পূরণ করার স্বরূপ হচ্ছে, তোমরা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চল এবং তাঁর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আমল কর। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা।

ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর এবং পূর্বের অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাক। (তাবারী ১২/২২৫)

১৫৩। আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।	١٥٣. وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

আল্লাহর সরল সঠিক পথে চলে অন্য পথকে পরিহার করতে হবে

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله *(এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে)* এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, নিম্নের আয়াতটিও সমার্থবোধক ঃ

أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ

তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (৪২ ঃ ১৩) আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নাসীহাত করছেন যে, তারা যেন জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দলে দলে ভাগ হয়ে না যায়। পূর্ববর্তী লোকেরা দীনের ব্যাপারে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। (তাবারী ১২/২২৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে স্বহস্তে একটি রেখা টানেন। তারপর বলেন ঃ 'এটা হচ্ছে আল্লাহর সরল সোজা পথ।' অতঃপর তিনি ডানে ও বামে আরও কতগুলি রেখা টানেন এবং বলেন ঃ 'এগুলি হচ্ছে ঐসব রাস্তা যেগুলির

প্রত্যেকটির উপর একজন করে শাইতান বসে রয়েছে এবং ঐ দিকে (মানুষকে) আহ্বান করছে।’ অতঃপর তিনি وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ১/৪৬৫) আল হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৮)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং আবদ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তিনি এভাবে তাঁর সামনে একটা রেখা টানেন এবং বলেন ঃ ‘এটি হচ্ছে আল্লাহর পথ।’ অতঃপর ডানে ও বামে দু’টি করে রেখা টানেন এবং বলেন ঃ ‘এগুলো হচ্ছে শাইতানের পথ।’ তারপর মধ্যভাগের রেখার উপর স্বীয় হাতটি রাখেন এবং ... وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটিই পাঠ করেন। (আহমাদ ৩/৩৯৭)

একটি লোক ইব্ন মাসঊদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘সিরাতে মুস্তাকীম কি?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এক প্রান্তে রেখে বিদায় নিয়েছেন, অপর প্রান্ত শেষ হয়েছে জান্নাতে। এর ডান দিকে বিভিন্ন পথ রয়েছে এবং বাম দিকেও অনেক পথ রয়েছে। পথগুলোর উপর কতগুলো লোক অবস্থান করছে এবং যাঁরা তাদের পাশ দিয়ে গমন করছে তাদেরকে তারা নিজেদের দিকে আহ্বান করছে। সুতরাং যারা তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের পথ অবলম্বন করছে তাদের শেষ গন্তব্য হবে জাহান্নাম। আর যারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করে চলবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ অতঃপর ... وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটি পাঠ করলেন। (তাবারী ১২/২৩০)

নাওয়াস ইব্ন সামআ’ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা‘আলা সিরাতে মুস্তাকীমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর দু’দিকে দু’টি প্রাচীর রয়েছে এবং তাতে খোলা দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর উপর পর্দা লটকান রয়েছে। সোজা রাস্তাটির দরজার উপর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী একটি লোক বসে আছে এবং বলছে ঃ ‘হে লোকসকল! তোমরা সবাই এই সরল সোজা পথে চলে এসো। এদিক ওদিক যেওনা।’ আর একটি লোক রাস্তার উপর থেকে ডাক দিতে রয়েছে। যখনই কোন লোক ঐ দরজাগুলোর কোন একটি

দরজা খোলার ইচ্ছা করছে তখনই সে তাকে বলছে ঃ ‘সর্বনাশ! ওটা খুলনা। যদি তুমি দরজাটি খুলে দাও তাহলে তুমি ওর মধ্যে প্রবেশ করেই ফেলবে।’

এই সরল সোজা পথটি হচ্ছে ইসলাম। আর প্রাচীর দু’টি হচ্ছে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নির্ধারিত সীমা। খোলা দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ রাস্তাসমূহ। রাস্তার মাথায় যে বসে আছে ওটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর রাস্তার উপর থেকে যে ডাক দিচ্ছে সে হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সতর্ককারী অন্তর যা প্রত্যেক মুসলিমের রয়েছে। (আহমাদ ৪/১৮২, তিরমিযী ৮/১৫২)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ** এখানে আল্লাহর পথ অর্থাৎ দীনের কথা উল্লেখ করার সময় এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ দীন একটিই হতে পারে, এর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। দীনবিহীন অন্য মতবাদকে তিনি বহু বচনে বর্ণনা করেছেন। কারণ তা অনেক মত ও পথে বিভক্ত। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

আল্লাহই হচ্ছেন মু’মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী - ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭)

১৫৪। অতঃপর মূসাকে আমি এমন কিতাব প্রদান করেছিলাম, যা ছিল সৎ ও পুণ্য কর্মপরায়ণদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কিতাব। আর তাতে ছিল প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ সম্বলিত আল্লাহর রাহমাতের প্রতীক

١٥٤. ثُمَّ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ وَتَفۡصِيلاً لِّكُلِّ شَيۡءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ	**স্বরূপ, যাতে তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে পারে।**
١٥٥. وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ	**১৫৫। আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বারাকাতময় ও কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।**

তাওরাত ও কুরআনের প্রশংসা

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ এ আয়াতটি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা তাওরাত এবং এর বাহককে (নাবী মূসাকে) উল্লেখ করে বলেন ঃ

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ *আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে।* কখনও কখনও আল্লাহ সুবহানাহু কুরআন ও তাওরাতের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا

এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব - আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ এই কিতাব - এর সমর্থক, আরাবী ভাষায়। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১২) এই সূরারই প্রথম দিকে তিনি বলেন ঃ

قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا

তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড

করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯১) এর পরেই তিনি বলেন ঃ

وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ

আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বারাকাতময় কিতাব। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯২) এখন মুশরিকদের ব্যাপারে বলছেন ঃ

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ

অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য এসে গেল, তারা বলতে লাগল ঃ মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল অনুরূপ তাকে দেয়া হলনা কেন? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৮) তাই আল্লাহ তা‘আলা এখন বলছেন ঃ

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ تَظَـٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَـٰفِرُونَ

কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল ঃ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিল ঃ আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৮) এরপর মহান আল্লাহ জিনদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা তাদের কাওমকে বলেছিল ঃ

يَـٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ

হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩০)

وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ লিখে দিয়েছি, (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫)

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً** আমি মূসাকে দিয়েছিলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব যদ্বারা সে তার প্রয়োজনীয় আইন কানূন তৈরী করে সকলকে পরিচালিত করতে সক্ষম ছিল। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫) । অতঃপর তিনি বলেন ঃ **عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ** তা ছিল তাদের জন্য উত্তম দান স্বরূপ। অর্থাৎ তাতে যা বলা হয়েছে তা মেনে চলে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হতে পারে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?. (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০)

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يُوقِنُونَ

আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনিত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً এতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ রয়েছে। আর এটা হচ্ছে হিদায়াত ও রাহমাত। আশা করা যায় যে, তোমরা

তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা হচ্ছে বারাকাতময় ও কল্যাণময়, সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করে চল এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। এতে কুরআনের অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে স্বীয় কিতাবের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এতে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৫৬। যেন তোমরা না বলতে পার - ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।	١٥٦. أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ
১৫৭। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখনতো তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা	١٥٧. أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ

وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَـٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ	**থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য!**

কুরআন হল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর আহ্বানের দলীল

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এ কারণে যে, যেন তোমরা বলতে না পার ঃ আমাদের পূর্বেতো ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়নি। তাদের ওযর আপত্তি শেষ করে দেয়ার জন্যই এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ

তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৭) (তাবারী ১২/২৩৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, طَآئِفَتَيْنِ বা দু’টি দল হচ্ছে ইয়াহুদী ও নাসারা। (তাবারী ১২/২৪০) এটা হচ্ছে মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনেরও উক্তি।

وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ অর্থাৎ আমরা এই ইয়াহুদী ও নাসারাদের ভাষাতো বুঝিনা, কাজেই আমরা গাফেল ছিলাম এবং তাদের মত সঠিক আমল করতে পারিনি। আর তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার ঃ

أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ যদি আমাদের উপরও আমাদের ভাষায় কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা এই

ইয়াহুদী ও নাসারাদের চেয়ে বেশি হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম। তাই আমি তাদের এই ওযর আপত্তি খতম করে দিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪২) তাই তিনি বলেন ঃ 'এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত ও রাহমাতযুক্ত কিতাব এসে গেছে।' এই কুরআনে আযীম তোমাদের ভাষায়ই অবতারিত, এতে হালাল ও হারাম সবকিছুরই বর্ণনা রয়েছে। এটা ঐ বান্দাদের জন্য রাহমাত, যারা এর অনুসরণ করে এবং সদা আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকে।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার থেকে এড়িয়ে চলে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? সে নিজেওতো কুরআন থেকে উপকার লাভ করলনা বা আহকাম মেনেই চললনা, এমন কি অন্যান্য লোকদেরকেও আল্লাহর আয়াতের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে দিল এবং হিদায়াতের পথ প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করল। **صَدَفَ** সম্বন্ধে ইহা হল সুদ্দীর (রহঃ) ব্যাখ্যা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে. **صَدَفَ** *সাদাফা* এর অর্থ হল সে পিছন ফিরে চলে গেল। যেমন সূরার শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তারা নিজেরাও ঈমান আনা থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখছে। তারা নিজেদের জীবনকে নিজেদের হাতেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।'

১৫৮। তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা (ফেরেশতা) আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন? অথবা তোমার	١٥٨. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ

يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ	**রবের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে? যেদিন তোমার রবের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন সৎ কাজ করেনি তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবেনা, তুমি এসব পাপিষ্ঠকে জানিয়ে দাও ঃ তোমরা (এরূপ আশা নিয়ে) প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও প্রতীক্ষা করছি।**

কাফিরেরা কিয়ামাত দিবসের প্রতীক্ষায় রয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যারা তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করছে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনকে অস্বীকার করছে এবং তাঁর দা‘ওয়াত প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করছে ঃ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ *তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন?* রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী কাফিরদেরকে হুমকি দেয়া হচ্ছে, তোমরাতো শুধু এরই অপেক্ষা করছ যে, তোমাদের কাছে মালাইকা আসবে কিংবা স্বয়ং তোমাদের রাব্ব আসবেন, এটা কিয়ামাতের দিন অবশ্যই হবে, অথবা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শন তোমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে! তবে যখন ঐ নিদর্শনগুলি প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন কারও ঈমান আনায় তার কোন উপকারে আসবেনা। আর এটা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামাতের আলামত হিসাবে অবশ্যই প্রকাশ পাবে এবং লোকেরা তা অবলোকন করবে। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। আর যখন লোকেরা এ অবস্থা অবলোকন করবে তখন সারা দুনিয়াবাসীর এটার প্রতি বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং তারা ঈমান আনবে। আর যদি পশ্চিম দিক হতে সূর্যের আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে ঈমান না এনে থাকে তাহলে তখনকার ঈমান আনায় কোনই ফল হবেনা।' (ফাতহুল বারী ৮/১৪৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি তিনটি জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে ওগুলি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কেহ ঈমান এনে না থাকলে তখন ঈমান আনা বিফল হবে এবং পূর্বে ভাল কাজ না করে থাকলে তখন ভাল কাজ করে কোনই লাভ হবেনা। প্রথম নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে *'দাব্বাতুল আরদ'* এর প্রকাশ।' (তাবারী ১২/২৬৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'ধুম্রের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (আহমাদ ২/৪৪৫)

অপর একটি হাদীস ঃ আমর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ তিনজন মুসলিম মাদীনায় মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি কিয়ামাতের নিদর্শনাবলীর আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন যে, দাজ্জাল বের হওয়া কিয়ামাতের প্রথম আলামত। অতঃপর লোকগুলো আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরের (রাঃ) কাছে আগমন করেন এবং মারওয়ানের কাছে যা শুনেছিলেন তা তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। তিনি (ইব্‌ন আমর) তখন বললেন ঃ 'মারওয়ানতো কিছুই বলেননি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা শুনে স্মরণ করে রেখেছি, তা'ই তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। তিনি বলেছেন ঃ প্রথম নিদর্শন এই যে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তারপর প্রত্যুষে দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব অথবা কোন একটি প্রথমে এবং অন্যটি এরপরে প্রকাশ পাবে।' (আহমাদ ২/২০১)

অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমার মনে হয় প্রথম যে ঘটনা ঘটবে তা হল পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া। সুতরাং তাকে অনুমতি দেয়া হয় যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার আদেশ না করেন। ঐ দিনও যথারীতি সূর্য আরশের নীচে গিয়ে সাজদাহ করার পর পুনরায় পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার প্রার্থনা করবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কোন সাড়া পাবেনা এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী (ঐ রাত) প্রলম্বিত হতে থাকবে এবং

সূর্য অনুধাবন করবে যে, যদি তাকে অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবেনা।

সূর্য বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! পূর্ব সীমাতো এখান থেকে অনেক দূরে, আমি কিভাবে মানুষের কল্যাণে লাগব? দিগন্ত রেখা কালো অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। যখন উদয়ের জন্য অনুমতি চাওয়া হবে তখন বলা হবে, তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে উদিত হও। সুতরাং সে তখন ওখান থেকেই মানুষের উপর আবির্ভূত হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন **لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ** এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমও (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের সুনান গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪/২২৬০, ৪/৪৯০ ও ২/১৩৫৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ এর অর্থ হচ্ছে, অবিশ্বাসী কাফিরেরা এরপর ঈমান আনবে, কিন্তু তাদের ঐ ঈমান আল্লাহ তা‘আলা গ্রহণ করবেননা। পূর্বেই যারা ঈমান এনেছিল এবং উত্তম আমল করেছিল তাদের ঐ আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা ভাল আমল না করে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাওবাহও না করে তাহলে ঈমান আনা কবূল হবেনা। এ বিষয়ে একটি হাদীস পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে আলোচিত আয়াতেও বলা হয়েছে **أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا** সে যদি পূর্বেই ঈমান এনে উত্তম আমল না করে থাকে তাহলে এ পরিস্থিতিতে ঈমান এনে ভাল আমল করায় কোনো ফায়দা সে পাবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ হে নাবী! তুমি বলে দাও, তোমরা ঐ দিনের অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি। এটা কাফিরদের প্রতি কঠিন সতর্ক বাণী, যারা ঈমান ও তাওবাহ থেকে উদাসীন রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ সময় এসে গেছে। ইহা ঐ সময়ের ঘটনা যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। কিয়ামাত

যে অতি সত্ত্বরই ঘটতে যাচ্ছে তার বিভিন্ন আলামত একের পর এক অতি পরিস্কারভাবে প্রকাশ হতে থাকবে। এ বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ

তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিক ভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫)

১৫৯। নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই, তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সমর্পিত, পরিশেষে তিনিই তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

١٥٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ

ধর্মের ব্যাপারে বিভক্তি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও নাসারাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (তাবারী, ১২/২৬৯-৭০) আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ইয়াহুদী ও নাসারারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের ফলে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আগমনের পর তাঁকে বলা হল ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (*নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই*) (তাবারী ১২/২৬৯) এরা হচ্ছে বিদআতী, সন্দেহ পোষণকারী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।

তবে প্রকাশ্য কথা এই যে, এ আয়াতটি সাধারণ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই এটা প্রযোজ্য হতে পারে যে আল্লাহর দীনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং দীনের বিরোধী হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য ধর্মের হিদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি সমস্ত দীনের উপর দীন ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। ইসলামের পথ একটাই। তাতে কোন মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নেই। যারা পৃথক দল অবলম্বন করেছে, যেমন বাহাত্তর দল বিশিষ্ট লোকেরা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত-পবিত্র। এ আয়াতটি ঐ আয়াতের মতই, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৩) হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমরা নাবীরা বৈমাত্রেয় সন্তানদের মত। কিন্তু আমাদের সকলেরই দীন বা ধর্ম একটিই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) এটাই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম এবং এটাই হচ্ছে ঐ হিদায়াত যা রাসূলগণ অন্য কেহকে শরীক না করে এক আল্লাহর ইবাদাত সম্পর্কে পেশ করেছেন এবং সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাকে সিরাতে মুসতাকীম বানিয়েছেন। এ ছাড়া

সমস্ত কিছুই পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা, মনগড়া ধ্যান-ধারনা এবং মিথ্যা আশা ভরসা। রাসূলগণ ওগুলো থেকে মুক্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে বলেন ঃ لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ হে নাবী! তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ তাদের বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দাও। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৭) এরপর আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাতের দিন স্বীয় হুকুম এবং বিচারের মধ্যেও নিজের দয়া-মায়ার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে দিচ্ছেন।

১৬০। কেহ কোন ভাল কাজ করলে সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে, আর কেহ পাপ ও অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে যতটুকু সে করেছে, আর তারা অত্যাচারিত হবেনা।	١٦٠. مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

উত্তম আমলের সাওয়াবকে বাড়িয়ে দেয়া হয়, আর খারাপ আমলের বদলা ওর সম পরিমান

এ আয়াতে কারীমায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী আয়াত সংক্ষিপ্ত। এ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا

কেহ যদি সৎ কাজ করে তাহলে সে তার কাজ অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাকল্যাণময় আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

'তোমাদের মহামহিমান্বিত আল্লাহ বড় করুণাময়। কেহ যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু ঐ কাজ করতে না পারে তবুও তার জন্য একটা সাওয়াব লিখে নেয়া হয়। আর যদি সে ঐ কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হয় এবং তার ভাল নিয়াতের কারণে এটা বৃদ্ধি হতে হতে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে কেহ যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা করা থেকে বিরত থাকে তাহলে ওর জন্যও একটা সাওয়াব লিখা হয়। আর যদি তা করে ফেলে তাহলে একটা মাত্র পাপ লিখা হয় এবং সেটাও ইচ্ছা করলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। ধ্বংস যাদের তাকদীরে লিখা রয়েছে আল্লাহ তা'আলা শুধু তাদেরকেই ধ্বংস করবেন।' (আহমাদ ১/২৭৯, ফাতহুল বারী ১১/৩৩১, মুসলিম ১/১১৮, নাসাঈ ৪/৩৯৬)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার জন্য দশটি সাওয়াব রয়েছে এবং আমি তার চেয়েও বেশি প্রদান করব। আর যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করবে, তার অনুরূপ একটি মাত্র পাপ তার জন্য লিখা হবে অথবা আমি ওটাও ক্ষমা করে দিব। যে ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠ পরিমান পাপ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু আমার সাথে কেহকেও শরীক করবেনা, আমি সেই পরিমাণই ক্ষমা তার উপর নাযিল করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত (নিম্ন বাহু) অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে দু'হাত (পূর্ণ বাহু) অগ্রসর হব। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব।' (আহমাদ ৫/১৫৩, মুসলিম ৪/২০৬৮)

এটা জেনে নেয়া যরুরী যে, যে ব্যক্তি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করেও তা করলনা ওটা তিন প্রকার। (১) কখনও এরূপ হয় যে, সে আল্লাহর ভয়ে পাপের ইচ্ছা পরিত্যাগ করল। এ প্রকারের লোককেও পাপকাজ থেকে বিরত থাকার কারণে একটি সাওয়াব দেয়া হবে এবং এটা আমল ও নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই তার জন্য একটা সাওয়াব লিখা হয়। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সে আমারই কারণে পাপকাজ

পরিত্যাগ করেছে। (২) কখনও এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তি পাপকাজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভুলে গিয়ে অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা ছেড়ে দেয়। এ অবস্থায় তার জন্য শাস্তিও নেই, প্রতিদানও নেই। কেননা সে ভাল কাজেরও নিয়াত করেনি এবং খারাপ কাজও করে বসেনি। (৩) আবার কখনও এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তি পাপকাজ করে ফেলার চেষ্টা করে থাকে, ওর উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু ওকে কাজে পরিণত করতে সে অপারগ হয়ে যায় এবং বাধ্য হয়ে তাকে ওটা ছেড়ে দিতে হয়। এরূপ ব্যক্তি যদিও পাপকাজ করলনা, তবুও তাকে কাজে পরিণতকারীরূপেই গণ্য করা হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন দু’জন মুসলিম তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করে তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে কেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘নিশ্চয়ই সে তার সাথীকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল (কিন্তু পারেনি)।’ (বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩)

হাফিয আবুল কাসিম আল তাবারানী (রহঃ) বলেন, আবূ মালিক আল আশ‘আরী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক শুক্রবার থেকে পরবর্তী শুক্রবার এবং আরও তিন দিনের কৃত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا কেহ ভাল কাজ করলে সে ঐ কাজের দশগুণ প্রতিদান পাবে। (তাবারানী ৩/২৯৮)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করল সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।’ ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে উল্লিখিত বর্ণনাটি ইমাম আহমাদের (রহঃ)। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আরও যোগ করেছেন ঃ সুতরাং আল্লাহ এ বিষয়ে সত্যায়ন করে আয়াত নাযিল করেন ঃ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا অতএব একদিনের আমলের পরিবর্তে দশ দিনের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান

বলেছেন। (আহমাদ ৫/১৪৬, তিরমিযী ৩/৪৭০, নাসাঈ ৪/২১৮, ইব্ন মাজাহ ১/৫৪৫) এই আয়াতের তাফসীরে আরও বহু হাদীস এসেছে। কিন্তু যা বর্ণনা করা হল তা’ই যথেষ্ট।

১৬১। তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।	١٦١. قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১৬২। তুমি বলে দাও ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য।	١٦٢. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১৬৩। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।	١٦٣. لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

ইসলাম হল সরল সোজা পথ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি সংবাদ দিয়ে দাও ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ আল্লাহ তাঁর নাবীর উপর কিরূপ ইন‘আম বর্ষণ

করেছেন, তাঁকে সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছেন যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। এটি হচ্ছে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং এটিই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ)। তিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতেন এবং তিনি কখনও শির্ক করেননি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥ

এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩০) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَ

এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনিত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ. شَاكِرٗا لِّأَنۡعُمِهِۚ ٱجۡتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ. وَءَاتَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ. ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২৩) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিল্লাতে ইবরাহীমের (আঃ) অনুসরণ করতে বলা হল বলে যে তাঁর উপর ইবরাহীমের

(আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল তা নয়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের (আঃ) দীনের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর দীনকে আরও সুদৃঢ় করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই ইবরাহীমের (আঃ) দীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য কোন নাবী তাঁর দীনকে পূর্ণতা দানে সক্ষম হননি। আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো খাতেমুল আম্বিয়া। তিনি সাধারণভাবে আদম সন্তানের নেতা এবং মাকামে মাহ্মূদের উপর তিনি সমাসীন থাকবেন, কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূক তাঁরই দিকে ফিরে আসবে, তাঁকে সুপারিশ করার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করা হবে, এমন কি আল্লাহর বন্ধু স্বয়ং ইবরাহীম খলীলও (আঃ)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর কাছে কোন দীন সব চেয়ে প্রিয়?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম।’ (আহমাদ ১/২৩৬)

একাগ্রতার সাথে ইবাদাত করার নির্দেশ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর নাবীকে আদেশ করছেন যে, তিনি যেন ঐ সমস্ত মূর্তিপূজক কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন ঃ যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাসনা করে এবং কুরবানী করে তাদের এ ধরনের কাজকে আল্লাহ কখনও গ্রহণ করবেননা। তাঁর জন্য সব ধরণের ইবাদাত হতে হবে শরীকবিহীন এবং একমাত্র তাঁরই জন্য। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (১০৮ ঃ ২)

মুশরিকরা মূর্তির পূজা করত এবং মূর্তির নামেই কুরবানী করত। আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কলুষমুক্ত অন্তঃকরণ নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতে মুসলিমদেরকে হুকুম করছেন। যেমন তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বললেন ঃ ‘নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার

ইবাদাত-বন্দেগী সব কিছুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য।’ **نُسُكٌ** হাজ্জ ও উমরা পালনের সময় কুরবানী করাকে বলা হয়।

সব নাবীদেরই একই ধর্ম ছিল ইসলাম

أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ দ্বারা ‘ঐ উম্মাতকে’ প্রথম মুসলিম বুঝানো হয়েছে বলে কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১২/২৮৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী সকল নাবী ইসলামেরই দা‘ওয়াত দিতেন। প্রকৃত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহকে মা’বূদ মেনে নেয়া এবং তাঁকে এক ও শরীকবিহীন বলে বিশ্বাস করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

অতঃপর যদি তোমরা পরোম্মুখই থাক তাহলে আমিতো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিকতো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে, আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭২) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَـٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَـٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন তার রাব্ব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল ঃ আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল ঃ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩০-১৩২) ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন; হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০১) মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ يَـٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ. فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

আর মূসা বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা, আর আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এই কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৪-৮৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত, আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম ঃ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১১) এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত নাবীকে ইসলামসহ পাঠিয়েছেন। কিন্তু নাবীগণের নিজ নিজ শারীয়াতের বিধি-বিধানে একের থেকে অন্যের পার্থক্য ছিল। কোন কোন নাবী পূর্ববর্তী নাবীর শাখা ধর্মকে রহিত করে আল্লাহর আদেশে নতুন বিধি-বিধান চালু করেন। সর্বশেষ শারীয়াতে মুহাম্মাদীর মাধ্যমে অন্যান্য সমস্ত দীন রহিত হয়ে যায় এবং দীনে মুহাম্মাদী কখনও রহিত হবেনা, বরং চির বিদ্যমান থাকবে। কিয়ামাত পর্যন্ত এর পতাকা উঁচু হয়েই থাকবে। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমরা নাবীরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু আমাদের সবারই দীন একই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) আমরা সবাই সেই আল্লাহকে মেনে থাকি যিনি এক ও অংশীবিহীন। আমরা তাঁরই ইবাদাত করি। যদিও আমাদের শারীয়াত বিভিন্ন; কিন্তু এই শারীয়াতগুলি মায়ের মত। যেমন বৈপিত্রেয় ভাই বৈমাত্রেয় ভাই এর বিপরীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মা এক এবং পিতা পৃথক পৃথক। আর প্রকৃত ভাই একই মা ও একই পিতার সন্তান হয়ে থাকে। তাহলে উম্মাতের দৃষ্টান্ত পরস্পর এক মায়েরই সন্তানের মত।’ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন।

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ তারপর বলতেন। এরপর নিম্নের দু'আটি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ. أَنْتَ رَبِّ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا لاَّ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِي لِاَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ لاَيَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! আপনি বাদশাহ্। আপনি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া আর কেহ পাপরাশি ক্ষমা করতে পারেনা। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেহ আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলে দিতে পারেনা। আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেহ আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করতে পারেনা। আপনি কল্যাণময় ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং (পাপ কাজ থেকে) আপনার কাছে তাওবাহ করছি।' (আহমাদ ১/১০২, মুসলিম ১/৫৩৪) তারপর তিনি রুকূ' ও সাজদায় এবং তাশাহ্হুদে যা বলেছিলেন সেগুলি সম্বলিত সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়।

١٦٤. قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ

১৬৪। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রাব্ব! প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে, কেহ কারও কোন বোঝা বহন করবেনা, পরিশেষে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে,

إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ	**অতঃপর তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিলে সে বিষয়ের মূল তত্ত্ব তোমাদেরকে অবহিত করবেন।**

সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا হে নাবী! মুশরিকদেরকে নির্ভেজাল ইবাদাত ও আল্লাহর উপর ভরসাকরণ সম্পর্কে তুমি বলে দাও, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে স্বীয় রাব্ব বানিয়ে নিব? অথচ তিনিইতো প্রত্যেক বস্তুর রাব্ব। সুতরাং আমি তাঁকেই আমার রাব্ব বানিয়ে নিব। আমার এই রাব্ব একাকীই আমাকে লালন-পালন করে থাকেন, আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন এবং আমার প্রতিটি বিষয়ে তিনি আমার সাহায্যকারী। তাই আমি তিনি ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করবনা। কেননা সমস্ত সৃষ্টবস্তু ও সৃষ্টজীব তাঁরই। নির্দেশ প্রদানের হক একমাত্র তাঁরই রয়েছে। মোট কথা, এ আয়াতে ইবাদাতে আন্তরিকতা ও শির্ক বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ রয়েছে। আর কুরআনুল কারীমে এই বিষয়ের পারস্পরিক সংযোগ অধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। (১ ঃ ৫) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلۡ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيۡهِ تَوَكَّلۡنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৯) অন্যত্র বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلاً

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ৯) এর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আয়াত আরও রয়েছে।

প্রত্যেকে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى কেহ কোন দুষ্কর্ম করলে ওর পাপের ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, কারও পাপের বোঝা অপর কেহ বহন করবেনা। এই আয়াতগুলির মাধ্যমে এই সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন যে শাস্তি দেয়া হবে তা নিপুণতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই হবে। আমলের প্রতিফল আমলকারীই পাবে। ভাল লোককে ভাল প্রতিদান এবং মন্দ লোককে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। একজনের পাপের কারণে অপরজনকে শাস্তি দেয়া হবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮)

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১২) এর তাফসীরে আলেমগণ বলেন, কোন লোককে অপর কোন লোকের পাপের বোঝা বহন করতে বলে তার প্রতি অত্যাচার করা হবেনা এবং তার সাওয়াব কিছু কমিয়ে দিয়েও তার উপর যুল্ম করা হবেনা। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ ঃ ৩৮-৩৯) অর্থাৎ খারাপ আমলকারীদেরকে তাদের খারাবীর জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু উত্তম আমলকারীদের সৎ আমলের বারাকাত তাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَـٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَىۡءٍ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ পূর্ববর্তীরাও পরবর্তীদের সৎ আমলের সাওয়াব লাভ করবে, কিন্তু তাই বলে পরবর্তীদের প্রতিদান হতে একটুও কম করা হবেনা যেহেতু তারা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে সৎ আমলের দীক্ষা পেয়েছে। জান্নাতে উচ্চ আসনে সৎ সন্তানদের নিকট তাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও পৌঁছে দেয়া হবে। পুত্রের সাওয়াব পিতাও লাভ করে থাকে, যদিও সে সৎ আমলে পুত্রের সাথে শরীক না থাকে। এ কারণে পুত্রের প্রতিদান কিছু কেটে নেয়া হবে তা নয়, বরং দু'জনকেই সমান সমান বিনিময় প্রদান করা হবে। এমন কি আল্লাহ তা‘আলা পুত্রদেরকেও পিতাদের আমলের বারাকাতে তাদের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন। এটা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كُلُّ ٱمۡرِىِٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ তাকে তার কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করা হবে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ তোমরা যা করতে চাও স্বীয় জায়গায় করতে থাক, আমিও আমার জায়গায় আমার কাজ করব। শেষ পর্যন্ত একদিন তোমাদেরকে আমার কাছে আসতেই হবে। সেই দিন আমি মু'মিন ও মুশরিক সবাইকেই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং তারা দুনিয়ায় অবস্থানরত অবস্থায় পরকাল সম্পর্কে যে মতানৈক্য পোষণ করত, সেই দিন সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّآ أَجۡرَمۡنَا وَلَا نُسۡـَٔلُ عَمَّا تَعۡمَلُونَ. قُلۡ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفۡتَحُ بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَهُوَ ٱلۡفَتَّاحُ ٱلۡعَلِيمُ

বল ঃ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা। বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৫-২৬)

١٦٥. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَـٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ

১৬৫। আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দিয়েছেন তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান।

বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ (*আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন*) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে ঃ তিনি তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় এবং যুগের পর যুগ পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন এবং এ ক্রমধারা অব্যাহত আছে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَـٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ

এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? ২৭ ঃ ৬২) অন্যত্র তিনি আরও বলেন ঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩০) অন্যত্র বলেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১২৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ তিনি কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন, অর্থাৎ জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য, সমতা, দৃশ্য, দৈহিক গঠন, রং ইত্যাদিতে একে অপরের অপেক্ষা কম-বেশি রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا

আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নিত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩২) কেহ আমীর, কেহ গরীব, কেহ মনিব এবং কেহ তার চাকর। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْءَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ এই মর্যাদার বিভিন্নতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই, ধনীকে ধন দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে ধন-সম্পদের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করেছে এবং গরীবকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে স্বীয় দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ করেছে কি করেনি।

সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট, শ্যামল ও সবুজ। আল্লাহ তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। এখন তিনি দেখতে চান তোমরা কিরূপ আমল করছ। অতএব তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদেরকেও ভয় করে চল। বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যে ফিতনা সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল নারী সম্পর্কীয়ই।’ (মুসলিম ৪/২০৯৮) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ হে মুহাম্মাদ! নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা এবং অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। অর্থাৎ তোমাদের পার্থিব জীবন সত্বরই শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়ালুও বটে।

এখানে ভয়ও প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং উৎসাহও প্রদান করা হচ্ছে যে, তাঁর হিসাব ও শাস্তি সত্বরই এসে যাবে এবং তাঁর অবাধ্যরা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতাকারীরা পাকড়াও হয়ে যাবে। আর যারা তাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদের অলী এবং তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। কুরআনুল হাকীমের অধিকাংশ স্থানে এ দু’টি বিশেষণ অর্থাৎ ক্ষমাশীল ও দয়ালু এক সাথে এসেছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্বতো শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০) উৎসাহ ও আশা প্রদান এবং ভয় প্রদর্শনের অনেক আয়াত রয়েছে। কখনও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করে বান্দাদেরকে উৎসাহ ও আশা প্রদান করেন, আবার কখনও জাহান্নামের বর্ণনা দিয়ে ওর শাস্তি এবং কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্য থেকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। মাঝে মাঝে আবার দু'টির বর্ণনা একই সাথে দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলার তাওফীক প্রদান করেন এবং পাপীদের দল থেকে যেন আমাদেরকে দূরে রাখেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শাস্তি যে কত কঠিন তা যদি মু'মিন জানত তাহলে কেহ জান্নাতের আকাঙ্খা করতনা (সে বলত ঃ যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই তাহলে এটাই যথেষ্ট)। পক্ষান্তরে আল্লাহর দয়া ও রাহমাত যে কত ব্যাপক তা যদি কাফির জানত তাহলে কেহ জান্নাত থেকে নিরাশ হতনা (অথচ জান্নাততো কাফিরের প্রাপ্যই নয়)। আল্লাহ একশ' ভাগ রাহমাত রেখেছেন। এর মধ্য থেকে একটি মাত্র অংশ সারা মাখলূকাতের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। এই এক ভাগ রাহমাতের কারণেই মানুষ ও জীবজন্তু একে অপরের উপর দয়া করে থাকে। আর নিরানব্বই ভাগ রাহমাত আল্লাহর কাছেই রয়েছে।' এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে তাখরীজ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান বলেছেন। (হাদীস নং ২/৩৩৪, ৪/২১০৯, ৯/৫২৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ মাখলূকাতকে সৃষ্টি করেন তখন আরশের উপর অবস্থিত লাওহে মাহ্‌ফূযে তিনি লিপিবদ্ধ করেন ঃ 'আমার রাহমাত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে।' (মুসলিম ৪/২১০৭)

সূরা আন'আম এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭ ঃ আ'রাফ, মাক্কী — ٧ – سورة الأعراف، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ২০৬, রুকূ' ঃ ২৪) — (اَيَاتُهَا : ٢٠٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٢٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম-মিম-সাদ।	١. الٓمٓصٓ
২। এ একটি কিতাব যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তোমার অন্তরে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে। আর মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।	٢. كِتَـٰبٌ أُنزِلَ إِلَيۡكَ فَلَا يَكُن فِي صَدۡرِكَ حَرَجٌ مِّنۡهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ
৩। তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।	٣. ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

حُرُوْفٌ مُقَطَّعَاتٌ এবং এগুলির অর্থ ও এগুলি সম্পর্কে যেসব মতবিরোধ রয়েছে এ সবকিছু সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। الصم অর্থাৎ اَنَا اللّٰهُ اُفَصِّلُ এর অর্থ হচ্ছে আমি (আল্লাহ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। (হে নাবী!) এই কিতাব (কুরআন) তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এখন এর প্রচার এবং এর দ্বারা মানুষকে ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে তোমার মনে

যেন কোন সংকীর্ণতা না আসে এবং এমন ধৈর্য অবলম্বন কর যেমন দুঃসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাবীরা অবলম্বন করেছিল। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৫)

এটা অবতরণের উদ্দেশ্য এই যে, لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ তুমি এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে। আর মু'মিনদের জন্যতো এ কুরআন উপদেশবাণী। এই মু'মিনরা কুরআনে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করেছে এবং উম্মী নাবী যে কিতাব তাদের সামনে পেশ করেছেন তার তারা পদাংক অনুসরণ করেছে। এখন একে ছেড়ে অন্যের পিছনে লেগে থেকনা এবং আল্লাহর হুকুমের সীমা ছাড়িয়ে অপরের হুকুমের উপর পরিচালিত হয়োনা। কিন্তু উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম হয়ে থাকে। হে নাবী! তুমি যতই বাসনা, কামনা, লোভ ও চেষ্টা করনা কেন এদের সকলকে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করাতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩)

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬)

وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ

তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৬)

৪। কত জনপদকেই না আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা দ্বিপ্রহরে যখন	٤. وَكَم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا فَجَآءَهَا بَأۡسُنَا بَيَٰتًا أَوۡ هُمۡ

قَآئِلُونَ	তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে।
٥. فَمَا كَانَ دَعْوَىٰهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ	৫। আমার শাস্তি যখন তাদের কাছে এসে পড়েছিল তখন তাদের মুখে 'বাস্তবিকই আমরা অত্যাচারী ছিলাম' এ কথা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।
٦. فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ	৬। অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব।
٧. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ	৭। তখন আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমিতো কোন কালে বেখবর ছিলামনা।

বিরুদ্ধাচরণের কারণে বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আমি কত লোকালয়কেই না ধ্বংস করেছি! আর দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা ও অপমান তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

তোমার পূর্বে যে সব নাবী রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে, ফলতঃ এই সব ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পরিণাম ফল বিদ্রুপকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০) যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৫) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَـٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ

কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলিইতো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমিতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ আমার শাস্তি তাদের উপর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা ভরা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে। আর এ দু'টোই হচ্ছে উদাসীন থাকার সময়। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমন্ত থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে - এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৭-৯৮) তিনি আরও বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخۡسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ. أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ فِي تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ. أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّفٖ فَإِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٌ

যারা দুস্কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের ধারণাতীত? অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৫-৪৭) যেমন তিনি আরও বলেন ঃ

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالمِينَ যখন তাদের উপর শাস্তি এসেই পড়ে তখন 'বাস্তবিকই আমরা অপরাধী ছিলাম' এ কথা বলা ছাড়া তাদের আর কিছুই বলার থাকেনা। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَةٖ كَانَتۡ ظَالِمَةٗ وَأَنشَأۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ. فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ. لَا تَرۡكُضُواْ وَٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتۡرِفۡتُمۡ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔلُونَ. قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ. فَمَا زَالَت تِّلۡكَ دَعۡوَىٰهُمۡ حَتَّىٰ جَعَلۡنَٰهُمۡ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল। তাদেরকে বলা হল ঃ পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। তারা বলল ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম যালিম। তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ করি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১১-১৫)

وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

আর সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে? (সূরা কাসাস্, ২৮ ঃ ৬৫)

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে ঃ (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) উপরোক্ত আয়াতগুলি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের হাদীসের স্পষ্ট দলীল ঃ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি তাদের কাছে যে সমস্ত রাসূল পাঠিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি এবং তাঁরা যে বাণী প্রচার করেছেন তার প্রতি তারা কি ধরনের সাড়া দিয়েছিল। তিনি তাঁর নাবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞেস করবেন যে, তাঁরা কি তাঁর বাণী লোকদের কাছ পৌঁছে দিয়েছিলেন? আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ বিষয়ের উল্লেখ করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (*অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব*) (তাবারী ১২/৩০৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমিতো বে-খবর ছিলামনা। কিয়ামাতের দিন তাদের আমলনামা খুলে দেয়া হবে এবং তাদের আমল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে। **وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ** আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দেখতে রয়েছেন। তিনিতো গোপন দৃষ্টিপাত সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত। তিনি অন্তরের গোপন কথাও জানেন। যদি গাছের কোন পাতা পড়ে যায় বা অন্ধকারে কোন বীজ পড়ে থাকে তাহলে সেটাও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকেনা।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

৮। আর সেদিন (কিয়ামাতের দিন) ন্যায় ও সঠিকভাবে (প্রত্যেকের 'আমল) ওযন করা হবে, সুতরাং যাদের (সৎ আমলের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য ও সফলকাম।	٨. وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
৯। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেই সব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে (আয়াত) প্রত্যাখ্যান করত।	٩. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَظْلِمُونَ

আমল ওযন করার অর্থ

ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন আমলসমূহ ওযন করা হবে, এটা সত্য কথা, যেন কারও উপর যুল্ম না হতে পারে। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ. فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ. فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ. نَارٌ حَامِيَةٌۢ

তখন যার পাল্লা ভারী হবে সেতো লাভ করবে প্রীতিপদ জীবন। এবং যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হা'বিয়াহ। ওটা কি, তা কি তুমি জান? ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। (সূরা কারি'আ, ১০১ ঃ ৬-১১) আর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১-১০৩) দাঁড়িপাল্লায় যা ওযন করা হবে তা হচ্ছে কারও কারও মতে স্বয়ং আমল। যদিও ওর কোন আকার নেই অর্থাৎ যদিও ওটা কোন দৃশ্যমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ নয়, তবুও সেই দিন আল্লাহ তা'আলা ওকে পদার্থের আকার দান করবেন। (বাগাভী ২/১৪৯) এ বিষয়েরই হাদীস ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা 'বাকারাহ' এবং সূরা 'আলে-ইমরান' কিয়ামাতের দিন দু'টি মেঘখণ্ডের আকারে সামনে আসবে। অথবা দু'টি সামিয়ানার আকারে কিংবা আকাশে ছড়িয়ে পড়া পাখীদের ঝাঁকের আকারে আসবে। (মুসলিম ১/৫৫৩) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন পাঠকের কাছে কুরআন মাজীদ একজন নব

যুবকের আকারে হাযির হবে। কুরআনের পাঠক তাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ 'তুমি কে?' সে উত্তরে বলবে ঃ 'আমি কুরআন। আমি তোমাকে রাতে জাগিয়ে রাখতাম এবং সারাদিন সিয়াম পালন করার হুকুম পালনার্থে পিপাসার্ত রাখতাম।' (ইব্ন মাজাহ ২/১২৪২) কাবরের প্রশ্নের ঘটনায় রয়েছে যে, কাবরে মু'মিনের কাছে একজন সুগন্ধময় সুন্দর যুবক আগমন করবে। কাবরবাসী তাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ 'তুমি কে?' সে বলবে ঃ 'আমি তোমার সৎ আমল।' (আহমাদ ৪/২৮৭)

হাদীসে রয়েছে যে, একজন লোককে একটি কাগজের টুকরা দেয়া হবে এবং ওটা এক পাল্লায় রাখা হবে। আর অপর পাল্লায় রাখা হবে কাগজের নিরানব্বইটি দফতর। এক একটি দফতর এত বড় হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে। ঐ কাগজের টুকরায় لاَ اِلَهَ الاَّ اللَّهُ লিখা থাকবে। লোকটি বলবে ঃ 'কোথায় এই কাগজের টুকরাটি এবং কোথায় ঐ বড় বড় দফতরগুলো।' তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে বলবেন ঃ 'আজ কিন্তু তোমার উপর অত্যাচার করা হবেনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, তার পাপরাশির বড় বড় দফতরের পাল্লা হাল্‌কা হয়ে যাবে এবং ঐ কাগজখণ্ডের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। (তিরমিযী ৭/৩৯৫)

আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, আমল বা আমলনামা ওযন করা হবেনা, বরং আমলকারীকে ওযন করা হবে। যেমন হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন একজন মোটা লোককে আনা হবে, কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার ওযনের সমানও হবেনা। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًا

সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওযনের ব্যবস্থা রাখবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১০৫) (ফাতহুল বারী ৮/২৭৯) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তোমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) সরু সরু পা দেখে কেন বিস্ময় বোধ করছ? আল্লাহর শপথ! এটা দাঁড়িপাল্লায় ওযন করলে এর ওযন উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে।' (আহমাদ ১/৪২০) এই তিনটি বর্ণনাকে এভাবে জমা করা যেতে পারে যে, কখনও ওযন করা হবে আমল, কখনও আমলনামা এবং কখনও আমলকারীকে। এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

১০। আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য ওতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছি, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	١٠. وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

আসমান ও যমীনের সমস্ত নি'আমাতই মানুষের জন্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছি যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে শাসন কায়েম করেছ এবং দুনিয়ায় নিজেদের মূল শক্ত করে নিয়েছ। সেখানে তোমরা নদী-নালা প্রবাহিত করেছ, ঘর ও চাকচিক্যময় অট্টালিকা বানিয়েছ এবং নিজেদের জন্য সমুদয় উপকারী জিনিস উৎপাদন করেছ। আমি আমার বান্দাদের জন্য মেঘমালাকে কাজে লাগিয়ে রেখেছি, উদ্দেশ্য হচ্ছে তার থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের জন্য ফসল উৎপন্ন করা। যমীনে আমি তাদের জীবিকা লাভের বিভিন্ন মাধ্যম রেখেছি। সেখানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে এবং নিজেদের জন্য নানা প্রকারের সুখের সামগ্রী তৈরী করছে। তথাপি তারা এসব নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করছেনা। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৪)

১১। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রূপ দান করেছি, তারপর আমি মালাইকাকে নির্দেশ দিয়েছি ঃ তোমরা আদমকে সাজদাহ কর। তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল, যারা	١١. وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ

إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ	সাজদাহ করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলনা।

আদমকে (আঃ) মালাইকার সাজদাহ করা ও ইবলীসের অহংকার প্রদর্শন

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব-পিতা আদমের (আঃ) মর্যাদা এবং তাঁর শত্রু ইবলীসের বর্ণনা দিচ্ছেন, যে আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের সাথে ইবলীস শত্রুতা রাখে। যেন মানুষ তাদের শত্রু ইবলীস থেকে বেঁচে থাকে এবং তার পথে না চলে। তাই তিনি মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছি। তারপর আমি মালাইকাকে বলেছি ঃ আদমকে সাজদাহ কর। আমার এ নির্দেশ পালনার্থে সবাই সাজদাহ করল। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন ঃ আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হও। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২৮-২৯)

আর এর প্রয়োজনীয়তা এ জন্যই ছিল যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) নিজের হাতে মসৃন চটচটে মাটি দ্বারা তৈরী করলেন এবং তাকে একটা সোজা দেহবিশিষ্ট মানবীয় রূপ দান করলেন আর তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন, তখন তিনি মালাইকাকে নির্দেশ দিলেন ঃ আমার হাতে বানানো আদমকে সাজদাহ কর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল কুদরাতে ইলাহীকে সাজদাহ করা এবং তাঁর শান শওকতের সম্মান করা। এই নির্দেশ দেয়া মাত্রই সমস্ত মালাইকা নির্দেশ পালনার্থে সাজদাহ করলেন। কিন্তু একমাত্র ইবলীস সাজদাহ করলনা। প্রথম সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারায় এর উপর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ اسْجُدُواْ لِآدَمَ এর দ্বারা আদমকেই (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আর এখানে বহুবচনের সাথে যে বলা হয়েছে, এর কারণ এই যে, আদম (আঃ) হচ্ছেন মানব জাতির পিতা। যেমন আল্লাহ তা'আলাতো সম্বোধন করছেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের বানী ইসরাঈলদেরকে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ

এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৭) অর্থাৎ 'গামাম', 'মান' ও 'সালওয়াহ' এসেছিল বর্তমান যুগের বানী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষদের উপর। তাহলে এর দ্বারাতো ঐ লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা মূসার (আঃ) যুগে ছিল। কিন্তু বাপ-দাদাদের উপর অনুগ্রহ করাও প্রকৃতপক্ষে তাদের বংশধরদের উপরও অনুগহ করা হয়ে থাকে। তাই এই অনুগ্রহ যেন সন্তানদের উপরও করা হয়েছিল। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির বিপরীত ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২) এখানে **اِنْسَان** শব্দ দ্বারা আদমের (আঃ) সত্তা উদ্দেশ্য, যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমস্ত সন্তানকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, বরং 'নুৎফা' বা বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন যে বলা হয়–'মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে' তা শুধু এ কারণে যে, মানুষের পিতা আদমকে (আঃ) মানুষের মত বীর্য থেকে নয়, বরং মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এসব বিষয়ে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলীসকে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি যখন তোকে সাজদাহ (আদমকে) করতে আদেশ করলাম তখন কোন বস্তু তোকে নতশির হতে নিবৃত্ত করল? সে উত্তরে বলল ঃ আমি তার চেয়ে	١٢. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ

শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা।	وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ

مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ যার অর্থ হবে, 'কোন জিনিসটি তোকে বাধ্য করেছিল যে, তুই সাজদাহ করবিনা, অথচ আমার নির্দেশ বিদ্যমান ছিল?' এ উক্তিটি সবল ও উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানেন।

অভিশপ্ত ইবলীস উত্তরে বলেছিল, 'আমি আদমের (আঃ) চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর যে শ্রেষ্ঠ সে এমন কেহকে সাজদাহ করতে পারেনা যার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সুতরাং আমার প্রতি আদমের (আঃ) সাজদাহ করার হুকুম হল কেন?' সে দলীল পেশ করেছিল যে, তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন হচ্ছে মাটি হতে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন যা দ্বারা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে। সে লক্ষ্য করেছে উপাদানের প্রতি, কিন্তু ঐ আদমের (আঃ) প্রতি লক্ষ্য করেনি যাঁকে মহান আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে রূহ ভরে দিয়েছেন! সে একটা বিকৃত তুলনা কায়েম করেছে যা মহান আল্লাহর প্রকাশ্য হুকুমের বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَقَعُواْ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ

তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৭২)

মোট কথা, সমস্ত মালাক/ফেরেশ্‌তা সাজদায় পড়ে গেলেন। ইবলীস সাজদাহ না করার কারণে মালাইকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে গেল। এই নৈরাশ্য প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে তার নিজের ভুলেরই প্রতিফল এবং সে কিয়াস বা অনুমানেও ভুল করেছিল। তার দাবী ছিল এই যে, আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মাটির শান হচ্ছে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নম্রতা এবং কাজে স্থিরতা। তা ছাড়া মাটি হচ্ছে উদ্ভিদ ও লতাপাতা জন্মানোর স্থান। আগুনের শান হচ্ছে পুড়িয়ে দেয়া, ইন্দ্রিয়াবেগ এবং দ্রুততা। ইবলীসের উপাদান তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আদমের (আঃ) উপাদান রুজূ, অপারগতা এবং আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর উপকার সাধন করেছিল। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মালাইকাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইবলীসকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা দ্বারা, আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে যে বিষয়ে তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে।' (মুসলিম ৪/২২৯৪)

কিয়াসের প্রথম আবিস্কারক হল ইবলীস

ইবলীস কিয়াস বা অনুমান কায়েমকারী। আর সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাতও কিয়াসের উপর ভিত্তি করেই শুরু হয়। (তাবারী ১২/৩২৮)

ইব্ন জারীর (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) হতে শাইতান বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইবলীস শাইতান 'কিয়াসের' আশ্রয় নিয়েছিল এবং সে'ই ছিল প্রথম যে, *'কিয়াস'* প্রচলন করেছিল। (তাবারী ১২/৩২৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ বক্তব্যে সহীহ শুদ্ধতার প্রমাণ রয়েছে। ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন, ইবলীস হল কিয়াসকারী এবং এই কিয়াসের উপর নির্ভর করেই সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাত করা হয়।

১৩। আল্লাহ বললেন ঃ এই স্থান থেকে নেমে যা, এখানে থেকে অহংকার করা যেতে পারেনা; সুতরাং বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই ইতরদের অন্তর্ভুক্ত।	١٣. قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ
১৪। সে বলল ঃ আমাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন!	١٤. قَالَ أَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
১৫। আল্লাহ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল।	١٥. قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদেশ করলেন ঃ আমার আদেশ অমান্য করা এবং আমার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা। তোর অহংকার করার কোন অধিকার ছিলনা।

অধিকাংশ মুফাস্সির مِنْهَا এর هَا সর্বনামটিকে جَنَّت এর দিকে ফিরিয়ে থাকেন। আবার ইবলীসের مَلَكُوْتِ اَعْلَى -তে যে মর্যাদা ছিল সেইদিকে هَا সর্বনামটির ফিরারও সম্ভাবনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ তুই বেরিয়ে যা। নিশ্চয়ই তুই লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। এটা ছিল অভিশপ্ত ইবলীসের হঠকারিতারই প্রতিফল। এখানে অভিশপ্ত ইবলীস একটা কথা চিন্তা করল এবং কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ চাইল। সে আরয করল ঃ

رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ

(ইবলীস বলল) হে আমার রাব্ব! পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৩৬-৩৭) এর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার নিপুণতা লুকায়িত ছিল এবং তাঁর ইচ্ছাই কাজ করছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা যেতে পারেনা। তাঁর হুকুমের পর আর কারও হুকুম চলতে পারেনা। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

১৬। (ইবলীস) বলল ঃ আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমিও শপথ করে বলছি ঃ আমি আপনার সরল পথে অবশ্যই ওৎ পেতে বসে থাকব।	١٦. قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ
১৭। অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেননা।	١٧. ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـٰكِرِينَ

যখন ইবলীস কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ পেয়ে গেল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তখন সে বিদ্রোহ ও একগুঁয়েমী শুরু করে দিল। সে বলল ঃ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ হে আল্লাহ! যেমনভাবে আপনি

আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন, তেমনিভাবেই আমিও আপনার বান্দাদেরকে সরল সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিব। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) أَغْوَيْتَنِي এর অনুবাদ اَضْلَلْتَنِىْ করেছেন, আমাকে বিপদগামী করেছেন। (তাবারী ১২/৩৩২) আর অন্যেরা اَهْلَكْتَنِىْ করেছেন অর্থাৎ ধ্বংস করেছেন। সে বলল ঃ 'আমি আদমের (আঃ) প্রতিশোধ তাঁর বংশধর হতে গ্রহণ করব। কেননা তাঁরই কারণে আমি আপনার দরবার হতে বহিষ্কৃত হয়েছি।' সিরাতে মুসতাকীম দ্বারা সত্যপথ ও মুক্তির পথ বুঝানো হয়েছে। (ইবলীস বলল ঃ) 'আমি আপনার বান্দাদেরকে এভাবে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করব যে, তারা আপনার ইবাদাত করবেনা এবং আপনার একাত্মবাদ থেকে দূরে থাকবে।'

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 'সোজা পথ' হল সত্যের পথ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সাবুরাহ ইব্‌ন আবী ফাকিহ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ শাইতান বিভিন্ন পথে বানী আদমের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। সে ইসলামের পথের উপর এসে বসে পড়ে এবং বলে ঃ 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবে?' কিন্তু ঐ লোকটি শাইতানের অবাধ্য হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে লোকটির হিজরাতের পথে এসে বসে যায় এবং বলে ঃ 'তুমি স্বীয় দেশ ছেড়ে কেন হিজরাত করছ? মুহাজিরদের মর্যাদা একটা ঘোড়ার চেয়ে বেশি হয়না।' কিন্তু সে তার কথা অমান্য করে ও হিজরাতের পথ অবলম্বন করে। এরপর শাইতান তার জিহাদে গমন বন্ধ করার জন্য পথে বসে পড়ে। জিহাদ জীবন দিয়েও হতে পারে এবং মালধন দিয়েও হতে পারে। সে তাকে বলে ঃ 'তুমি কি যুদ্ধ করার জন্য বের হচ্ছ? সাবধান! তুমি জিহাদে নিহত হবে এবং তোমার স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহিতা হয়ে যাবে এবং তোমার মালধন লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাগ বণ্টন করে নিবে।' কিন্তু তবুও সে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং মারা যায়, তাকে জান্নাতে স্থান দেয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, হয় সে নিহতই হোক কিংবা পথে ডুবেই মারা যাক অথবা পথিমধ্যে কোন জীব-জন্তু দ্বারা পদদলিতই হোক।' (আহমাদ ৩/৪৮৩)

শাইতান বলল ঃ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ আমি বানী আদমের সামনের দিক থেকেও আসব এবং পিছনের

দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিব এবং দুনিয়ার আসক্তির প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব। আর ডান দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ 'আমরে দীন' তাদের উপর সন্দেহপূর্ণ করে তুলব। তাদের বাম দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ পাপ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ তাদের জন্য যোগ্য ও গ্রহণীয় বানিয়ে দিব।

আবার বিভিন্ন লোক এর বিভিন্ন ভাবার্থ নিয়ে থাকেন, যেগুলি প্রায় কাছাকাছি। শাইতান 'আমি উপরের দিক থেকেও আসব' এ কথা বলেনি। কেননা উপর থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর রাহমাতই আসতে পারে। (তাবারী ১২/৩৪১)

সে বলল ঃ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অর্থাৎ একাত্মবাদী রূপে পাবেননা। (তাবারী ১২/৩৪২) এ কথাটা শাইতান স্বীয় খেয়াল ও ধারণার ভিত্তিতেই বলেছিল বটে, কিন্তু সেটা সত্যে পরিণত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْءَاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ

তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার রাব্ব সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২০-২১)

এ জন্যই একটি হাদীসে সকলকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে যে. তারা যেন আল্লাহর কাছে শাইতানের প্ররোচনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যে শাইতান সর্বদিক থেকে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন সকালে এবং রাতে সাধারণতঃ নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ

أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي. اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي. اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي. وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দাও আমার দীনের ক্ষেত্রে এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে। হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোপন দোষসমূহ (পাপ) ঢেকে রেখ এবং আমার অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দাও। হে আল্লাহ! আমাকে হিফাযাত কর সম্মুখ হতে ও পিছন হতে, ডান হতে ও বাম হতে এবং উপর হতে। তোমার বড়ত্বের দোহাই দিয়ে আরও চাচ্ছি যে, আমাকে ভূমিকম্প ও ভূমি ধ্বসের হাত হতে রক্ষা কর। ওয়াকির (রহঃ) বলেছেন যে, 'আর নীচ দিক থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া' এর অর্থ হল ভূমিকম্প। (আহমাদ ২/২৫) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ), ইমাম ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং ইমাম হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। (হাদীস নং ৫/৩১৫, ৮/২৮২, ২/১২৭৩, ২/১৫৫ এবং ১/৫১৭) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ।

১৮। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তুই এখান থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হয়ে যা, তাদের (বানী আদমের) মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।	١٨. قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মালায়ে আ'লার প্রাসাদ হতে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে ইবলীসকে বলেন ঃ তুই লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় এখান থেকে বেরিয়ে যা। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, مَذْءُوْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে দোষী ও অপমানিত। দোষের স্থলে ذَمْ শব্দ ব্যবহার করা অপেক্ষা ذَيْمٌ

শব্দের ব্যবহারই বেশি অলংকারপূর্ণ। مَدْحُوْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত। প্রকৃতপক্ষে مَذْمُوْمٌ ও مَذءُوْمٌ এর অর্থ একই।

আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আমরা একজন (ইবলীস) ছাড়া আর কেহকে জানিনা যাকে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে। (তাবারী ১২/৩৪৪) সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি তামীমী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা হচ্ছে তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ১২/৩৪৪) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে হেয় করা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঘৃণা করা ও বহিস্কার করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, অভিশাপ দেয়া এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ১২/৩৪৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, বহিস্কার ও নির্বাসিত করা। রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, مَذْؤُوم *'মাযহুম'* অর্থ হচ্ছে নির্বাসিত এবং مَّدْحُورًا *'মাযহুরা'* অর্থ হচ্ছে মর্যাদাহানী করা। (তাবারী ১২/৩৪৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ *তাদের (বানী আদমের) মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।* এটি নিম্ন আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا. وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً

(আল্লাহ) বললেন ঃ যা, জাহান্নামই তোর এবং তাদের সম্যক শাস্তি যারা তোর অনুসরণ করবে। তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং

তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৩-৬৫)

১৯। আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এখানে তোমাদের মনে যা চায় তাই খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য হবে।	١٩. وَيَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ
২০। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শাইতান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল ঃ তোমাদের রাব্ব এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও, অথবা এখানে (এই জান্নাতে) চিরন্তন জীবন লাভ করতে না পার।	٢٠. فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُۥرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَـٰلِدِينَ
২১। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তোমাদের	٢١. وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا

হিতাকাংখীদের অন্যতম।	لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ

আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) প্রতারণার মাধ্যমে শাইতান নিষিদ্ধ গাছের ফল আহার করিয়েছে

ইরশাদ হচ্ছে, আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার (আঃ) জন্য জান্নাতকে বাসস্থান বানানো হয়েছিল এবং তাঁদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা জান্নাতের একটি গাছের ফল ছাড়া সমস্ত গাছের ফল খেতে পার। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এ ব্যাপার দেখে শাইতানের তাঁদের দু'জনের উপর হিংসা হল। সুতরাং সে প্রতারণার মাধ্যমে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতে লাগল যেন যে নি'আমাত ও সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ তাঁরা লাভ করেছেন তা থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করে। তাই ইবলীস আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) বলল ঃ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـــذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এর মধ্যে যৌক্তিকতা এই রয়েছে যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও এবং এখানে চিরকাল বসবাস করার অধিকারী হয়ে না পড়। সুতরাং যদি তোমরা এই গাছের ফল খাও তাহলে তোমরা এই সুযোগ লাভ করতে পারবে। যেমন সে বলেছিল ঃ

قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلۡ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلۡخُلۡدِ وَمُلۡكٖ لَّا يَبۡلَىٰ

অতঃপর শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২০) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْ

আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭৬) এখানে اَنْ تَضِلُّوْا এর অর্থ হচ্ছে اَن لاَّ تَضِلُّوْا অর্থাৎ যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ

আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১৫) এখানেও **اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ** এর ভাবার্থ হচ্ছে **اَن لاَّ تَمِيْدَبِكُمْ** যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে টলমল না করে।

وَقَاسَمَهُمَا আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে ইবলীস বলল ঃ **إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ** আমি তোমাদের শুভাকাংখী। তোমাদের পূর্বে আমি এখানে অবস্থান করতাম এবং আমি এই জান্নাতের জায়গাগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচিত। এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ অভিশপ্ত শাইতান আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, আমিতো তোমার আগে সৃষ্টি হয়েছি এবং তোমার চেয়ে আমার অধিক জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাকে পথ প্রদর্শন করব।

২২। অতঃপর সে (শাইতান) তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত করল। যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা বাগানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তাদের রাব্ব তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি কি এই বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শাইতান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

٢٢. فَدَلَّـٰهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَنَادَٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

২৩। তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।	٢٣. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) খেজুরবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল ঘন ও লম্বা। যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাঁর দেহাবরণ খুলে গেল। এর পূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতেননা। এখন তিনি ব্যাকুল হয়ে জান্নাতের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলেন। জান্নাতের এক গাছের সঙ্গে তাঁর মাথার চুল জড়িয়ে পড়ল। তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে গাছ! আমাকে ছেড়ে দাও! গাছ বলে উঠল ঃ 'আমি আপনাকে ছাড়বনা।' তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ 'তুমি কি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?' আদম (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ হে আমার প্রভু! আমি আপনার কাছে লজ্জা বোধ করছি। (তাবারী ১২/৩৫৪) এ ঘটনাটি ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন মারদুআই (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে হাসান (রহঃ) থেকে, তিনি উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) থেকে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৩৫২) তবে উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটিই অধিক সঠিক।

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাঁরা ডুমুরের পাতা দ্বারা তাদের গুপ্তাঙ্গ ঢেকে রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। (তাবারী ১২/৩৫৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যখন আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) ওটা খেয়ে ফেলেন তখন তাঁদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তখন তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা দেহ আবৃত করতে থাকেন এবং একটিকে অপরটির সাথে জোড়া দিয়ে শরীরের উপর লাগাতে থাকেন। (তাবারী ১২/৩৫৩)

অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) পোশাক ছিল নূরের তৈরী, ফলে একে অপরকে উলঙ্গরূপে দেখতে পেতেননা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) বলেছিলেন, 'হে আমার রাব্ব! আমার তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন উপায় আছে কি?' উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'হ্যাঁ, আছে। ঐ অবস্থায় আমি তোমাদেরকে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করাব।' কিন্তু ইবলীস তাওবাহর অনুমতি চাওয়ার পরিবর্তে কিয়ামাত পর্যন্ত বেঁচে থাকার অনুমতি চাইল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দু'জনকেই তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করা হল। (আবদুর রায্যাক ২/৩৭)

আদম (আঃ) তাঁর রবের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য যে কথাগুলি শিখেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' (তাবারী ১২/৩৫৭)

২৪। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে এখান থেকে নেমে যাও, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সেখানে জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	٢٤. قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ
২৫। তিনি বললেন ঃ সেই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।	٢٥. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে দুনিয়ায় পাঠানো হল

জান্নাত হতে নীচে নেমে যাওয়ার এ সম্বোধন আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে করা হয়েছে। আবার কেহ কেহ সাপকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রাথমিকভাবে আদম (আঃ) ও ইবলীসের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হয়েছিল এবং হাওয়াও (আঃ) এ বিষয়ে আদমকে (আঃ) অনুসরণ করেছিলেন। এ জন্যই সূরা তা'হায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا

তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৩) হাওয়াতো (আঃ) আদমের (আঃ) বাধ্যই ছিলেন। আর সাপকেও যদি এদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তাহলে সে ছিল ইবলীসের অনুগত। মুফাস্সিরগণ ঐ স্থানগুলির উল্লেখ করেছেন যেগুলিতে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এসব খবর ইসরাঈলিয়াত হতে নেয়া হয়েছে। এগুলির সত্যাসত্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবহিত রয়েছেন। যেসব স্থানে তারা পতিত হয়েছিল সেগুলির নির্দিষ্ট করণে যদি কোন উপকারিতা থাকত তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেগুলি উল্লেখ করতেন অথবা হাদীসে কোন জায়গায় বর্ণিত হত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ পৃথিবীই হবে তোমাদের বাসস্থান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটা ভাগ্যেও লিখা ছিল এবং লাওহে মাহ্ফূযেও তা লিপিবদ্ধ ছিল ।ঘোষিত হচ্ছে ঃ

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ এখন তোমাদেরকে পৃথিবীতেই জীবন-যাপন করতে হবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরায় উত্থিত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বার বের করব। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫৫) আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, প্রতিটি আদম সন্তানের জন্য তার মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীকে বাসস্থান বানানো হয়েছে। জীবিতাবস্থায় সে এখানেই থাকবে, এখানেই মৃত্যুবরণ

করবে, এখানেই তার কাবর হবে এবং কিয়ামাতের দিন তাকে এখান থেকেই উঠানো হবে। অতঃপর স্বীয় আমলের হিসাব দিতে হবে।

২৬। হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোষাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। (বেশ-ভূষার তুলনায়) আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন, সম্ভবতঃ মানুষ এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে।	٢٦. يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

মানব জাতিকে পরিচ্ছদ দ্বারা বৈশিষ্টমন্ডিত করা হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে পোশাকে ভূষিত করেছি। পোশাক পরিচ্ছদতো দেহ ও গুপ্তস্থান আবৃত করার কাজে লাগে। আর رِيْشٌ হচ্ছে ঐ পোশাক যা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পরিধান করা হয়। প্রথমটা প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টা পরিপূর্ণতা ও অতিরিক্ততার অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আরাবী ভাষায় বাড়ীর আসবাবপত্র ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাককে رِيْشٌ বলা হয়ে থাকে। (তাবারী ১২/৩৬৪) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) وَلِبَاسُ التَّقْوَى সম্পর্কে বলেন, যখন কেহ আল্লাহকে ভয় করতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ ত্রুটিসমূহকে ঢেকে রাখেন। (তাবারী ১২/৩৬৮)

২৭। হে আদম সন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে	٢٧. يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ

ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ	**যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কার করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে (শাইতান) নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে দেখতে পায়, অথচ তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। নিঃসন্দেহে আমি অবিশ্বাসীদের জন্য শাইতানকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।**

শাইতানের কু-প্ররোচনার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা এখানে আদম সন্তানদেরকে ইবলীস ও তার সন্তানদের থেকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন, মানব-পিতা আদমের (আঃ) প্রতি ইবলীসের পুরাতন শত্রুতা রয়েছে। এ কারণেই সে তাঁকে সুখময় স্থান জান্নাত থেকে বের করিয়ে কষ্টের জায়গা নশ্বর জগতে বসতি স্থাপন করিয়েছে। আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) আবৃত দেহ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এসব ছিল আদম সন্তানের প্রতি ইবলীসের চরম শত্রুতারই পরিচায়ক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (ইবলীস) ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

٢٨. وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟	**২৮। যখন তারা কোন লজ্জাস্কর ও অশ্লীল আচরণ করে তখন**

وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ	তারা বলে ঃ আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে এসব কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বল ঃ না আল্লাহ কখনও অশ্লীল ও লজ্জাস্কর আচরণের নির্দেশ দেননা, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?
۲۹. قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ	২৯। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের মনঃযোগ স্থির রেখ এবং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক; তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তেমনিভাবে ফিরে আসবে।
۳۰. فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَـٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ	৩০। আল্লাহ এক দলকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে শাইতানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়েছিল এবং নিজেদেরকে সৎ পথগামী মনে করত।

কাফিরেরা পাপ করে আর বলে, আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে বলেছেন

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আরাবের মুশরিকরা উলঙ্গ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করত এবং বলত ঃ 'জন্মের সময় আমরা যেমন ছিলাম তেমনিভাবেই আমরা তাওয়াফ করব।' মহিলারা কাপড়ের পরিবর্তে কোন বস্তু লজ্জাস্থানে বেঁধে নিত এবং দেহের অবশিষ্ট অংশগুলি উলঙ্গই থাকত। তারা বলত ঃ আজ দেহের কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ খোলা রাখা হবে। কিন্তু যে অংশই খোলা থাকুকনা কেন তা যৌন সম্ভোগের জন্য কিংবা তাকিয়ে দেখার উদ্দেশে নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত (৭ ঃ ২৮) অবতীর্ণ করেন ঃ 'এই লোকগুলো যখন কোন লজ্জাজনক কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহর নির্দেশ এটাই।' কুরাইশরা ছাড়া সারা আরাববাসী তাদের দিন ও রাতের পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করতনা এবং এর কারণ বর্ণনা করত যে, যে কাপড় পরিধান করে তারা পাপকাজ করেছে, সেই কাপড় পরে কি করে তারা তাওয়াফ করতে পারে? কিন্তু কুরাইশ গোত্র কাপড় পরেই কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করত। কুরাইশরা, যাদেরকে 'আল হামস' বলা হত, তারা পরিধেয় সাধারণ পোষাক পরিধান করেই তাওয়াফ করত। (তাবারী ১২/৩৭৭) আরাবের অন্যান্য গোত্রদের কেহ তাওয়াফ করতে চাইলে তারা 'আল হামস' এর কাছ থেকে কাপড় ধার নিয়ে তা পরিধান করে তাওয়াফ করত। আর কেহ নতুন কাপড় পড়ে তাওয়াফ করলে, তাওয়াফ শেষে ঐ কাপড় পুনরায় তাওয়াফসহ অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতনা। যাদের পক্ষে নতুন কাপড় সংগ্রহ করা সম্ভব হতনা, অথবা 'আল হামস' এর কাছ থেকেও পেতনা, তারা উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত, এমনকি মহিলারাও উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘরের চারদিক প্রদক্ষিণ করত। শুধু তাদের গোপনাঙ্গ কোন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখত, আর বলত ঃ আজকে এ অংশটুকু এবং যা দেখা যাচ্ছে তা সবই আমি কারও জন্য (ব্যবহারের) অনুমতি দিবনা। মহিলারা প্রায় উলঙ্গ হয়েই তাওয়াফ করত এবং তারা তাওয়াফ করত রাতে। এগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই আবিষ্কার করে নিয়েছিল এবং পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, তাদের পূর্বপুরুষদের এই কাজগুলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের ভিত্তিতেই ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বেহায়াপনা পছন্দ করেননা, তিনি চান নিষ্ঠা ও ন্যায়ানুগততা

মহান আল্লাহ তাদের এ দাবী খণ্ডন করে বলেন ঃ قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যে বেহায়াপনা, অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজে লিপ্ত রয়েছ, আল্লাহ এ ধরনের কাজের কখনও হুকুম দেননা। তোমরা এমন বিষয়ে আল্লাহকে সম্বন্ধযুক্ত করছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই।قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ হে নাবী! তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ আমার প্রভু ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং তিনি এই নির্দেশও দেন ঃ

وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ তোমরা তাঁর ইবাদাতের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলকে স্থির রাখবে; তোমরা রাসূলদের আনুগত্য করবে যাদেরকে মু'জিযা এবং আল্লাহর শারীয়াতসহ প্রেরণ করা হয়েছে। আরও আদেশ করা হয়েছে মনের বিশুদ্ধতা সহকারে ইবাদাতে মশগুল হতে। যে পর্যন্ত এ দু'টি বিষয় অর্থাৎ শারীয়াতের অনুসরণ ও ইবাদাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ না হবে এবং শির্কমুক্ত না হবে সেই পর্যন্ত তোমাদের ইবাদাত গৃহীত হবেনা।'

অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা

আল্লাহ তা'আলার كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ এই উক্তির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর পরে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তিনি দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং পরকালে উঠাবেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন তোমরা কিছুই ছিলেনা তখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা মরে যাবে, এরপর তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ যেমনভাবে শুরুতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি শেষেও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (তাবারী ১২/৩৮৫) আবূ

জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি এর সমর্থনে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বক্তব্য পেশ করেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ায-নাসীহাত করার জন্য দাঁড়ালেন এবং জনগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা (কিয়ামাতের দিন) উলঙ্গ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৪) (তাবারী ১২/৩৮৬, ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫, মুসলিম ৪/২১৯৪)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কেহকে মু'মিন করে এবং কেহকে কাফির করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু'মিন। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ২)

... كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 'যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনিভাবে তোমরা ফিরে আসবে' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ বুখারীর নিম্নের হাদীসটি ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! কোন লোক জান্নাতীদের আমল করতে থাকে এমন কি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজের ব্যবধান থেকে যায়। এমতাবস্থায় তাকদীরের লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়। ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করতে শুরু করে এবং ওর উপরই মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে কোন লোক সারা জীবন ধরে জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে এবং জাহান্নাম হতে মাত্র এক গজ দূরে অবস্থান করে। এমন সময় আল্লাহর লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়। ফলে সে জান্নাতীদের আমল শুরু করে দেয় এবং ঐ অবস্থায়ই মারা যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬)

সনদ বা দলীলতো হবে ঐ আমল যা শেষ সময়ে প্রকাশ পাবে এবং কালেমায়ে শাহাদাতের উপর প্রাণবায়ু নির্গত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'মৃত্যুর সময় যেমন ছিল তেমনিভাবেই উত্থিত হবে।' এখন এই উক্তি ও **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ...** (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০) এই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া যরুরী ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নের হাদীসটিও রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেকটি শিশু ইসলামী স্বভাবের উপর (ফিতরাত) জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তার পিতামাতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি আমার বান্দাদেরকেতো সৎ স্বভাবের উপরই সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু শাইতানরাই তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দীন থেকে সরিয়ে দিয়েছে।' (মুসলিম ৪/২১৯৭)

মোট কথা, সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হচ্ছে এইরূপ ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রথমতঃ তারা মু'মিনই হবে। কারণ তাদের স্বভাবের মধ্যেই ঈমান রয়েছে। কিন্তু পরে তারা কিছু মু'মিন থাকবে এবং কিছু কাফির হয়ে যাবে। যদিও সমস্ত মাখলূকের নিকট থেকে এরূপ অঙ্গীকারও নেয়া হয়েছিল এবং ওটাকে তাদের স্বাভাবিক জিনিস বানানো হয়েছিল, তথাপি তাদের তাকদীরে এটা লিখিত ছিল যে, তারা পাপিষ্ঠ হবে অথবা সৎ আমলকারী হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যারা তাঁকে ভালভাবে চেনে ও জানে, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে এবং তারাও জানে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি তাদের কাছ থেকে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তাদের প্রতি যে ওয়াদাবদ্ধতা বিধিবদ্ধ করেছিলেন তা তারা পূরণ করবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাদের কেহ হবে হতভাগা এবং কেহ হবে সৌভাগ্যশালী।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষ সকালে উঠে হয়তো বা স্বীয় প্রাণকে মুক্তির হাতে সোপর্দ করে, নয়তো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।' (মুসলিম ১/২০৩) তার মুক্তিতে আল্লাহরই হুকুম প্রকাশ পায়। তিনিই আল্লাহ ঃ

وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

যিনি এই মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ৩)

ٱلَّذِىٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ

যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সৎ ও ভাগ্যবান হবে তার কাছে ভাগ্যবানদের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য তার কাছে হতভাগ্যদের আমল সহজ হয়ে যায়।' (ফাতহুল বারী ৬/২৬৭, মুসলিম ৪/২০৩৯) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ এক দলকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এর কারণ বর্ণনায় বলেন ঃ

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ তারা আল্লাহকে ছেড়ে শাইতানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল। এটা ঐ লোকদের ভুলের উপর স্পষ্ট দলীল যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ কেহকেও নাফরমানীর কারণে বা ভুল বিশ্বাসের কারণে শাস্তি দিবেননা, যখন তার আমল সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, যদি কেহ জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হঠকারিতা করে না মানে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। কেননা যদি তাদের এ ধারণা ঠিক হয় তাহলে সেই পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যে হিদায়াতের উপর আছে বলে বিশ্বাস রাখে এবং সেই ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত পথের উপর নেই, বরং হিদায়াতের উপর রয়েছে, এ দু'জনের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকেনা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলে দিচ্ছেন যে, এই দু'ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। (তাবারী ১২/৩৮৮)

৩১। হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর,	٣١. يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ

আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেননা।	عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

মাসজিদে যাওয়ার সময় শালীন হওয়ার নির্দেশ

এই আয়াতে মুশরিকদের কাজের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যে, তারা উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত। এটাকেই শারীয়াতের বিধান বলে বিশ্বাস করত। ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শুবাহ (রহঃ) বলেন, সালামাহ ইব্ন কুহাইল (রহঃ) মুসলিম আল বাতিন (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ দিনে পুরুষ লোকেরা এবং রাতে মহিলারা কাপড় খুলে তাওয়াফ করত। মহিলারা বলত ঃ আজকে একটি অংশ অথবা সম্পূর্ণটাই উম্মুক্ত করা হবে। কিন্তু যা'ই দেখতে পাওয়া যাক না কেন আমি তা কারও জন্য অনুমোদন দিবনা। (মুসলিম, ৪/২৩২০, নাসাঈ ৬/৩৪৫, তাবারী ১২/৩৯০) আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন যে, তারা যেন পরিস্কার ও উত্তম পোষাক পরিধান করে গোপনাঙ্গ ঢেকে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তাওয়াফ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, সালাত আদায় করার সময় উত্তম পোষাক পরিধান করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। (তাবারী ১২/৩৯১) মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখও যুহরী (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৩৯২-৩৯৪) সালাফগণেরও অনেকে এরূপ বলেছেন। এর উপর ভিত্তি করেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, সালাতের সময় সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত হওয়া মুসতাহাব, বিশেষ করে জুমু'আ ও ঈদের দিন সুগন্ধি ব্যবহার করাও উত্তম। কেননা এটাও সৌন্দর্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

সবচেয়ে উত্তম পোশাক হচ্ছে সাদা পোশাক। ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর, কেননা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে

উত্তম পোশাক। নিজেদের মৃতদেরকেও এই কাপড়ের কাফন পরাও। তোমরা চোখে সুরমা ব্যবহার কর। কেননা এটা দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে এবং ভ্রূ গজিয়ে থাকে।' (আহমাদ ১/২৪৭) এ হাদীসটির ইসনাদ খুবই উত্তম। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪/৩৩২, ৭/৭২ এবং ১/৪৭৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অমিতব্যয়ী না হওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ 'তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় ও অমিতাচার করনা' এ আয়াতে সুরুচি সম্পন্ন ও পবিত্র সমুদয় জিনিসই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন শাওর (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন তাউস (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যত খুশি খেতে ও পান করতে অনুমতি দিয়েছেন, যদি না তাতে অপচয় কিংবা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদম সন্তানের ঐ পাত্র অপেক্ষা জঘন্য পাত্র আর নেই যে পাত্রের আহার্য পেট পূর্ণ করে ভক্ষণ করা হয়। মানুষের জন্যতো এমন কয়েক গ্রাস খাদ্যই যথেষ্ট যা তাকে স্বীয় অবস্থায় কায়েম রাখতে সক্ষম হয়। আর যদি সে আরও কিছু খেতে চায় তাহলে যেন পেটের এক তৃতীয়াংশে খাবার দেয়, এক তৃতীয়াংশে পানি রাখে এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ সহজভাবে শ্বাস লওয়ার জন্য ফাঁকা রেখে দেয়।' (আহমাদ ৪/১৩২, তিরমিযী ৭/৫১, নাসাঈ ৪/১৭৮) ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে ঃ তোমরা খাও পান কর, কিন্তু অতিরিক্ত পানাহার করনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি ঐ সকল লোকদেরকে পছন্দ করেননা, তিনি যে বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন অথবা নিষেধ করেছেন তদ্বিষয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে। অথবা তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকেনা এবং যা করতে বলেছেন তা করা থেকে বিরত থাকে। তিনিতো শুধু এটাই চান যে, যে বিষয়ে তিনি যতটুকু বলেছেন ততটুকু পালন করা হোক। ইহাই হল ন্যায়ানুগততা, যা তিনি আদেশ করেছেন। (তাবারী ১২/৩৯৫)

৩২। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা করে দাও - এই সমস্ততো তাদের জন্যই যারা পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাস করে। এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি।	٣٢. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

এই আয়াতে ঐ ব্যক্তির দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে পানাহার বা পরিধানের কোন জিনিস নিজের উপর হারাম করে থাকে, অথচ শারীয়াতে তা হারাম নয়। মহান আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! যেসব মুশরিক বাতিল মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে নিজেদের উপর এক একটা জিনিস হারাম করে নিয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহর দেয়া এই শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা কে হারাম করেছে? আল্লাহ এগুলিতো স্বীয় মু'মিন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদিও এই পার্থিব নি'আমাতে কাফিরেরাও শরীক রয়েছে, কিন্তু এই নি'আমাতগুলির হক মু'মিনরাই আদায় করে থাকে এবং বিশেষ করে এ নি'আমাতগুলি কিয়ামাতের দিন তারাই লাভ করবে। সেখানে কাফিরেরা শরীক হবেনা। কেননা জান্নাতের নি'আমাতসমূহ কাফিরদের জন্য হারাম।

৩৩। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করাকে, যার	٣٣. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ	**পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।**

আল্লাহর ব্যাপারে অশালীন বাক্য, শির্ক, মিথ্যা কথন হতে বিরত থাকার আদেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি লজ্জাশীল আর কেহ নেই। এ কারণেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমুদয় পাপের কাজই তিনি হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রশংসাও আর কেহ ভালবাসেননা। (আহমাদ ১/৩৮১, ফাতহুল বারী ৯/২৩০, মুসলিম ৪/২১১৪) সূরা আন'আমের তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি যে, *'ফাহিশাহ'* হল উহা যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনে হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (এবং *অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি)* সুদ্দী (রহঃ) বলেন, *'আল ইশম'* শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাধ্যতা। ইহা ঐ ব্যাপারে প্রযোজ্য যখন কারও প্রতি অন্যায়ভাবে নিপীড়ন করার মাধ্যমে ন্যায় বিচারকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, *'আল ইশম'* শব্দের অর্থ হল সব ধরণের অবাধ্যতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যুলম্‌কারী আসলে নিজের উপরই নিজে যুল্‌ম করে। (তাবারী ১২/৪০৩) আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا আল্লাহর সাথে শির্ক করা হারাম, যা করার কোন সনদ নেই। আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক বানানোরও অধিকারই নেই। আল্লাহ এটাও হারাম করেছেন যে, তোমরা এমন কথা বলবেনা যা তোমাদের জানা নেই। যেমন তোমরা বলবে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আর এই প্রকারের কথা বলা যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান ও বিশ্বাসই

নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ 'তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক।' এ ধরণের মন্তব্য একটি আয়াতে পাওয়া যায় ঃ

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ

সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩০)

৩৪। প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় সমুপস্থিত হবে তখন তা এক মুহুর্তকালও আগে কিংবা পরে হবেনা।	٣٤. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
৩৫। হে আদম সন্তান! তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন কোন রাসূল তোমাদের নিকট আগমন করে এবং আমার বাণী ও নিদর্শন তোমাদের কাছে বিবৃত করে; তখন যারা সতর্ক হবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নিবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবেনা।	٣٥. يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى ۙ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
৩৬। আর যারা আমার নিদর্শন ও বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার করে ওটা হতে দূরে সরে থাকে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল	٣٦. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ

فِيهَا خَـٰلِدُونَ	**অবস্থান করবে।**

ইরশাদ হচ্ছে ঃ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ** প্রত্যেক দলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। যখনই সেই সময় এসে যাবে তখন মুহুর্তকালও আগ-পিছ হবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম সন্তানকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন ঃ তোমাদের কাছে আমার রাসূলগণ এসেছেন। তারা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন, শুভ সংবাদও দিয়েছেন এবং ভয় প্রদর্শনও করেছেন।

فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ সুতরাং যারা ভয় করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করে নিবে, নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিত্যাগ করবে এবং আনুগত্যের কাজ করবে, তাদের কোন ভয়ও থাকবেনা এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ কিন্তু যারা আমার আয়াতগুলি অবিশ্বাস করবে, মিথ্যা জানবে এবং অহংকার করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

٣٧. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ	**৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সে অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে? তাদের 'আমলনামায় লিখিত নির্ধারিত অংশ তাদের নিকট পৌঁছবেই, পরিশেষে যখন আমার প্রেরিত মালাক (ফেরেশতা) তাদের প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট**

أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ	**পৌঁছবে, তখন তারা (মালাইকা) জিজ্ঞেস করবে ঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়? তখন তারা উত্তরে বলবে ঃ আমাদের হতে তারা উধাও হয়ে গেছে। আর নিজেরাই স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কাফির বা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল।**

মূর্তি পূজকরা দুনিয়ায় তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই

ইরশাদ হচ্ছে ঃ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاته ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কেহই নেই যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে এবং মু'জিযাগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এই লোকগুলো তাদের তাকদীরে লিখিত অংশ অবশ্যই পেয়ে যাবে। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১২/৪১৩-৪১৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০)

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا

কেহ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৩-২৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ মুশরিকদের রূহ্ কব্য করার সময় মালাইকা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং রূহ কব্য করে জাহান্নামের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং বলবে ঃ যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক স্থাপন করতে তারা আজ কোথায়? তোমরাতো তাদের কাছে প্রার্থনা করতে এবং তাদেরই ইবাদাত করতে! আজ তাদেরকে ডাক। তারা তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করুক। তখন তারা বলবে ঃ **ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ** তাদেরকে আজ কোথায় পাব? তারাতো আজ পালিয়ে গেছে। আজ আমরা তাদের কোন খবরেরও আশা করছিনা।

أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ তারা সেদিন স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কুফরী করত।

৩৮। আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে মানব ও জিন হতে যে সব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত

٣٨. قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمٍ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِۖ كُلَّمَا دَخَلَتۡ أُمَّةٞ لَّعَنَتۡ أُخۡتَهَاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعٗا قَالَتۡ أُخۡرَىٰهُمۡ لِأُولَىٰهُمۡ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ

أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ	**করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন ঃ প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা।**
٣٩. وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ	**৩৯। অতঃপর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে ঃ আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক।**

জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে একে অপরকে অভিশাপ দিবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উপর মিথ্যা আরোপকারী মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে বলা হবে ঃ

ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ

তোমরা ঐ দলগুলোর সাথে মিলিত হয়ে যাও যাদের মধ্যে তোমাদের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল এবং যারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছিল, তারা মানবের অন্তর্ভুক্তই হোক অথবা দানবেরই অন্তর্ভুক্ত হোক এবং সবাই জাহান্নামে প্রবেশ কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا যখন একটা নতুন দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন একদল অপর দলকে গাল-মন্দ করতে শুরু করবে। ইবরাহীম খলীল (আঃ) বলেছেন যে, কিয়ামাতের দিন এক কাফির অন্য কাফিরের বিরোধী হয়ে যাবে এবং একে অপরকে মন্দ বলবে। বলা হবে ঃ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। (২৯ ঃ ২৫) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রূপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা অগ্নি হতে উদ্ধার পাবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬-১৬৭)

حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا শেষ পর্যন্ত তারা সবাই জাহান্নামে একত্রিত হবে। قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ জাহান্নামে প্রবেশ করার পর অনুসারীরা অনুসৃতদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট অভিযোগ করবে। কারণ তাদের তুলনায় অনুসৃতদের অপরাধ বেশি ছিল এবং তারা তাদের পূর্বেই জাহান্নামে প্রবেশ করেছিল। তারা বলবে ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠. وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠. رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা করে হবে সেদিন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! তারা আরও বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য

করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৬-৬৮) আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدۡنَٰهُمۡ عَذَابًا

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮)

وَلَيَحۡمِلُنَّ أَثۡقَالَهُمۡ وَأَثۡقَالاً مَّعَ أَثۡقَالِهِمۡ

এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৩)

وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيۡرِ عِلۡمٍ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫)

যা হোক, অনুসৃতেরা অনুসারীদেরকে বলবে, আজকে আমাদের উপর তোমাদের কি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? আমরা যেমন নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তোমরাও তদ্রূপ আপনা আপনি পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। (তাবারী ১২/৪২০) তাদের অবস্থা ঐ রূপই যার সংবাদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দিয়েছেন ঃ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَٰكُمۡ عَنِ ٱلۡهُدَىٰ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَكُمۖ بَلۡ كُنتُم مُّجۡرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأۡمُرُونَنَآ أَن نَّكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًاۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَغۡلَٰلَ فِيٓ أَعۡنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে

লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩২-৩৩)

৪০। নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার বশতঃ তা থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবেনা, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে, এমনিভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।	٤٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ
৪১। তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুন) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর, এমনি-ভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।	٤١. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ

আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের জন্য কখনও জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء (*তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা)* অর্থাৎ তাদের ভাল কাজসমূহ এবং দু'আ উপরে উঠিয়ে নেয়া হবেনা। আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা

(রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ অর্থ করেছেন। (তাবারী ১২/৪২২-৪২৩)। শাউরী (রহঃ) লাইস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আতা (রহঃ) ইহা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৪২২) যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, অবিশ্বাসীদের রূহের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবেনা। সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, অবিশ্বাসী পাপীদের রূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মালাইকা ঐ রূহকে নিয়ে আকাশে উঠবেন এবং মালায়ে আ'লার যে মালাইকার পাশ দিয়ে গমন করবেন তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন এই অপবিত্র রূহ্ কার? তখন তার জঘন্যতম নাম নিয়ে বলা হবে, অমুকের। শেষ পর্যন্ত আকাশে পৌঁছে বলবেন, দরজা খুলে দাও। কিন্তু দরজা খোলা হবেনা।' যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবেনা। (তাবারী ১২/৪২২, আবূ দাঊদ ৫/১১৪ নাসাঈ ৪/৮৭ ইব্ন মাজাহ ১/৪৯৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاط যদি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট বের হতে পারে তাহলেই কাফির জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (কিন্তু এটা সম্ভব নয়!)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) জামাল শব্দটিকে জুম্মাল অর্থাৎ ج কে **ضَمَّة** দিয়ে ও **مِيْم** কে **تَشْدِيْد** দিয়ে পড়তেন। জুম্মাল মোটা রজ্জুকে বলা হয় যার দ্বারা নৌকা বাঁধা হয়।

৪২। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করিনা। তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।	٤٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

৪৩। আর তাদের অন্তরে যা কিছু ঈর্ষা ও বিদ্বেষ রয়েছে তা আমি দূর করে দিব, তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে; তখন তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে ঃ তোমরা যে (ভাল) 'আমল করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে।	٤٣. وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ۖ وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

সৎ আমলকারীদের গন্তব্য স্থল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হতভাগা ও পাপীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন ভাগ্যবান ও সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারা ঐ লোকদের থেকে পৃথক যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। এখানে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে যে, ঈমান ও আমল কোন কঠিন ব্যাপার নয়; বরং খুবই সহজ ব্যাপার। তাই ইরশাদ হচ্ছে, আমি যে শরঈ বিধান জারি করেছি এবং ঈমান ও সৎ আমল ফার্‌য করেছি তা মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত নয়। আমি কখনও কেহকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেইনা। এই লোকগুলিই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী। মু'মিনদের অন্তরে পারস্পরিক যা কিছু হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে তা আমি বের করে দিব। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)

থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনরা যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী পুলের উপর আটক করা হবে। অতঃপর তাদের ঐসব অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যা দুনিয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ অত্যাচার ও হিংসা বিদ্বেষ থেকে যখন তাদের অন্তরকে পাক সাফ করা হবে তখন তাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহর শপথ! তাদের কাছে তাদের জান্নাতের ঘর তাদের পার্থিব ঘর থেকে বেশি পরিচিত হবে। (ফাতহুল বারী ৫/১১৫) সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসীকে যখন জান্নাতের দিকে প্রেরণ করা হবে তখন তারা জান্নাতের পাশে একটা গাছ পাবে যার নিম্নদেশ দিয়ে দু'টি নির্ঝরিণী প্রবাহিত হতে থাকবে। একটা থেকে যখন তারা পানি পান করবে তখন তাদের অন্তরে যা কিছু হিংসা বিদ্বেষ ছিল সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে শরাবে তহুর বা পবিত্র মদ। আর অন্য ঝরণায় তারা গোসল করবে। তখন জান্নাতের সজীবতা ও প্রফুল্লতা তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে। এরপর না তাদের মাথার চুল এলোমেলো হবে, না চোখে সুরমা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।' (তাবারী ১২/৪৩৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক জান্নাতী জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখতে পাবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমার ঠিকানা এটাই হত। এ জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর প্রত্যেক জাহান্নামী জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে। সে বলবে, হায়! যদি আল্লাহ আমাকেও সুপথ প্রদর্শন করতেন তাহলে এটাই আমার ঠিকানা হত। এভাবে দুঃখ ও আফসোস তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। (নাসাঈ ৬/৪৪৭) ঐ মু'মিনদেরকে যখন জান্নাতের জায়গাগুলি, যা জাহান্নামীদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা দেখিয়ে দিয়ে বলা হবে ঃ এই জান্নাত হচ্ছে তোমাদের সৎকর্মের ফল স্বরূপ তোমাদের পুরস্কার। তোমাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এটা সত্যি আল্লাহর রাহমাতই বটে। নিজেদের আমল অনুযায়ী আপন আপন ঠিকানা বানিয়ে নাও। আর এ সবকিছুই হচ্ছে আল্লাহর রাহমাতেরই কারণ।'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকেই এ কথা জেনে রেখ যে, তার আমল তাকে জান্নাতে পৌঁছাবেনা।' তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আমলও কি নয়?'

উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমার আমলও নয়, যদি না আল্লাহর রাহমাত আমার উপর বর্ষিত হয়।' (ফাতহুল বারী ১১/৩০০, মুসলিম ৪/২১৭০)

৪৪। আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে) বলবে ঃ আমাদের রাব্ব যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা বাস্তবে তা সত্য রূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য ও বাস্তব রূপে পেয়েছ? তখন তারা বলবে ঃ হ্যাঁ পেয়েছি। অতঃপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।	٤٤. وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّاۖ قَالُواْ نَعَمۡۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ
৪৫। যারা আল্লাহর পথে চলতে (মানুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত তারা পরকালকেও অস্বীকার করত।	٤٥. ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ

জাহান্নামবাসীরা অনুতপ্তের পর অনুতপ্ত হতে থাকবে

জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামে যাওয়ার পর উপহাসমূলকভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, জান্নাতবাসী জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করে বলবে ঃ

قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ

আমাদের রাব্ব আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা তিনি সত্যরূপে

দেখিয়েছেন। তোমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ কি?' তারা বলবে, হ্যাঁ। যেমন মহান আল্লাহ সূরা সাফ্ফাতে বলেন এবং তিনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন কাফিরের বন্ধু ছিল। ঐ মু'মিন ব্যক্তি যখন তার কাফির বন্ধুকে জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখবে তখন বলবে ঃ

فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ. قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিওতো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। আমাদেরতো আর মৃত্যু হবেনা প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা! (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৫৫-৫৯) মালাক তখন তাদেরকে বলবে ঃ

هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৪-১৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহতদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 'হে আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, হে উৎবা ইব্ন রাবীআ, হে শাইবা ইব্ন রাবীআ এবং অন্যান্য মৃত কুরাইশ নেতৃবর্গের নাম ধরে ধরে বলেছিলেন! আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে কি? আমার প্রভু আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়ে গেছে।' ঐ সময় উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন (অথচ

তারাতো শুনতেই পায়না)?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! তারা তোমাদের চেয়ে কম শুনতে পাচ্ছেনা, কিন্তু তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়।' (মুসলিম ৩/২২০৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ

এরা হচ্ছে ঐসব লোক যারা লোকদেরকে সরল সোজা পথে আসতে বাধা প্রদান করত। তারা জনগণকে নাবীগণের শারীয়াতের পথ থেকে ফিরিয়ে দিত, যাতে তারা বক্র পথে পরিচালিত হয় এবং তারা নাবীগণের অনুসরণ করতে না দেয়ার শপথ করত। তারা পরকালে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়াকে অস্বীকার করত। এ জন্যই তারা কোন খারাপ কাজকে কিংবা কোন বিষয়ে মন্তব্য করার ব্যাপারে মোটেই পরওয়া করতনা। ফলে তারা কথায় ও কাজে নিকৃষ্টতম লোক। কেননা তাদের হিসাবের দিনের কোন ভয়ই নেই।

৪৬। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে। এবং আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের ঊর্ধ্বস্থানে) কিছু লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক; তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা প্রবেশ করার আকাংখা করবে।	٤٦. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا۟ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
৪৭। পরন্ত জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা)	٤٧. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ

বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেননা।	تِلْقَآءَ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُوا۟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

আ'রাফবাসীদের বর্ণনা

জান্নাতবাসী যে জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করবে এটার বর্ণনা দেয়ার পর ইরশাদ হচ্ছে যে, জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যভাগে একটা পর্দা থাকবে যা জাহান্নামীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ

অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩) ওটাই হচ্ছে আ'রাফ। এর সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আ'রাফের উপর কতকগুলো লোক থাকবে। (তাবারী ১২/২৪৯) সুদ্দীর (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 'ও দু'টির মাঝে একটি পর্দা রয়েছে অর্থাৎ দেয়াল রয়েছে।' (তাবারী ১২/২৪৯) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, اَعْرَافٌ শব্দটি হচ্ছে عَرَفٌ শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক উঁচু স্থানকেই عَرَفٌ বলা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, *'আল আরাফ'* হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের প্রতিবন্ধক, যার দেয়াল রয়েছে এবং দরজাও রয়েছে। (তাবারী ১২/৪৫১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এরা হচ্ছে ঐ সব লোক যাদের সাওয়াব ও পাপ সমান সমান ছিল। পাপগুলো তাদের জান্নাতে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে এবং সাওয়াবগুলি জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছে। এখন লোকগুলি সেই প্রাচীরের পাশেই অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তা'আলার ফাইসালা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, *'আল-আরাফ'* নামকরণ এ জন্য করা হয়েছে যে, এর বাসিন্দাদের দেখে চেনা যাবে। হুজাইফা (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং সালফে সালিহীনদের অনেকে বলেছেন যে, আরাফের

অধিবাসী হচ্ছে তারা যাদের পাপ ও সাওয়াবের পাল্লা হবে সমান সমান। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজাইফাকে (রাঃ) আরাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আরাফবাসী হল ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা পাপের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বঞ্চিত হয়েছে, আবার কিছু সাওয়াব প্রাপ্তির কারণে জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা পেয়েছে। ফলে তাদেরকে ঐ দেয়ালের মাঝে আটকে দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারটি ফাইসালা করেন। (তাবারী ১২/৪৫৩)

لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এই লোভ ও আশা তাদের অন্তরে শুধু সেই দয়া ও অনুগ্রহের কারণে রয়েছে যা আল্লাহ তাদের অবস্থার উপর যুক্ত রেখেছেন। (আবদুর রায্যাক ২/২৩০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা যে আশা রাখবে তা আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞাত করেও দিয়েছেন। (তাবারী ১২/৪৬৫) তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ তারা জাহান্নামবাসীদেরকে দেখে বলবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অবস্থা থেকে রক্ষা করুন! যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আ'রাফবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের দিকে যখন তাকাবে তখন তাদেরকে চিনতে পারবে। তাদের শাস্তির ভয়াবহতা দেখে আ'রাফবাসীরা সাজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং বলবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ওখানে স্থান দিওনা যেখানে তোমার অবাধ্যদের বাসিন্দা করেছ। (তাবারী ১২/৪৬৩)

৪৮। আ'রাফবাসীদের কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব, অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে এলোনা।	٤٨. وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالاً يَعۡرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمۡ قَالُواْ مَآ أَغۡنَىٰ عَنكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ

৪৯। এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা।	٤٩. أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ

আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই তিরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যা আ'রাফবাসীরা কিয়ামাতের দিন মুশরিক নেতৃবর্গকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত দেখে করবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ

مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ আজকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারে এলোনা এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার ও দুষ্টামি আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোনই উপকার করলনা। তোমরা আজ শাস্তির শিকার হয়ে গেলে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ এই মুশরিকরাই আ'রাফবাসীদের সম্বন্ধে শপথ করে বলত যে, তারা কখনও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবেনা। আল্লাহ তা'আলা আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন ঃ যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিতও হবেনা। (তাবারী ১২/৪৬৯)

৫০। জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর। তারা বলবে ঃ আল্লাহ এ দু'টি জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করে	٥٠. وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَنۡ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا

رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ	দিয়েছেন।
٥١. ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ	৫১। তারা নিজেদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং যেমনভাবে তারা আমার নিদর্শন ও আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।

জাহান্নামবাসীদের জন্য জান্নাতের দরজা চিরতরে রুদ্ধ

জাহান্নামীদের লাঞ্ছনা এবং কিভাবে তারা জান্নাতবাসীদের নিকট খাদ্য ও পানীয় চাইবে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন, জান্নাতীরা তাদেরকে কিছুই দিবেনা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে বলবে, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় আমাদেরকেও কিছু প্রদান কর। সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) বলেন, পুত্র পিতার নিকট এবং ভাই ভাইয়ের নিকট চাইবে এবং বলবে, আমি জ্বলে পুড়ে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমাকে অল্প কিছু পানি দাও। কিন্তু তারা এই জবাবই দিবে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ আল্লাহ এ দু'টি জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 'এ দু'টি জিনিস' বলতে পানি ও খাদ্যকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ কাফিরেরা দুনিয়ায় দীনকে খেল-তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছে এবং দুনিয়ায় ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছে, আর দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্যের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে! তারা আখিরাতের পণ্য ক্রয় করা থেকে উদাসীন রয়েছে! এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءِ يَوْمِهِمْ هَـذَا আজকে আমি তাদেরকে তেমনভাবে ভুলে থাকব যেমনভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। এই ভুলে যাওয়া শব্দটি পরস্পর আদান প্রদান ও বিনিময় হিসাবে বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা কখনও কেহকেও ভুলে থাকতে পারেননা। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

فِى كِتَـٰبٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى

কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে; আমার রাব্ব ভুল করেননা এবং বিস্মৃত হননা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫২) এখানে উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পাল্টা ভাবের কথা বলা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৬৭) তিনি আরও বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ

এ রূপেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমিতো ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৬) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا

আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَٱلۡيَوۡمَ نَنسَىٰهُمۡ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هَـٰذَا

সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাদের কল্যাণ করা ভুলে গেছেন, কিন্তু তাদেরকে শাস্তি দিতে ভুলেননি। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমিও তাদের ব্যাপারে বিস্মৃত হব যেমনভাবে তারা তাদের এ দিনের (বিচার দিবসের) কথা ভুলে গিয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আজকে আমি তাদেরকে আগুনের মধ্যে রেখে দিব। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তারা তাদের বিচার দিবসের কথা ভুলে গিয়ে যেমন সৎ আমল করা পরিত্যাগ করেছিল, আমিও আজ তাদের ব্যাপারে আমার রাহমাতের বিষয়টি ভুলে গেলাম।

হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন বান্দাদেরকে বলবেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে দান করিনি এবং তোমাদেরকে কি সম্মানিত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি উট, ঘোড়া ও সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করিনি? তোমরা কি দুনিয়ায় নেতৃত্ব পেয়েছিলেনা?' বান্দা উত্তরে বলবে ঃ 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সবকিছুই প্রদান করেছিলেন।' আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'আমার সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে এটা কি তোমাদের বিশ্বাস ছিল?' তারা বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের এটার প্রতি বিশ্বাস ছিলনা।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 'তোমরা যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তেমনি আজ আমি তোমাদেরকেও ভুলে গেলাম।' (মুসলিম ৪/২২৭৯)

৫২। আর আমি তাদের নিকট এমন একটি কিতাব পৌঁছিয়েছিলাম যাকে আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলাম এবং যা ছিল মু'মিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও রাহমাতের প্রতীক।	٥٢. وَلَقَدۡ جِئۡنَـٰهُم بِكِتَـٰبٍ فَصَّلۡنَـٰهُ عَلَىٰ عِلۡمٍ هُدًى وَرَحۡمَةً لِّقَوۡمٍ يُؤۡمِنُونَ
৫৩। তারা কি এই অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয় বস্তু প্রকাশ	٥٣. هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأۡوِيلَهُۥ

يَوۡمَ يَأۡتِي تَأۡوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشۡفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ قَدۡ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ	করা হোক? যেদিন এর বিষয় বস্তু প্রকাশিত হবে সেদিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, আর তারা যেসব মিথ্যা (মা'বূদ ও রসম রেওয়াজ) রচনা করেছিল, তাও তাদের হতে উধাও হয়ে যাবে।

মূর্তি পূজকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপর দলীল পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন এবং কিতাবসমূহ পাঠিয়েছিলেন। যেগুলির মধ্যে স্পষ্ট দলীলসমূহ বিদ্যমান ছিল। যেমন তিনি বলেন ঃ

كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদী দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১) আর তার উক্তি فَصَّلۡنَٰهُ عَلَىٰ عِلۡمٍ অর্থাৎ যে যে

বিষয়গুলির উপর আমি আলোকপাত করেছি সেগুলি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ

তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৬)

তারা আখিরাতে কিরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে এই খবর দেয়ার পর এটা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দুনিয়ায় রাসূল পাঠিয়ে ও কিতাব অবতীর্ণ করে তাদের সমুদয় ওযরের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) এ জন্যই উপরোক্ত আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ অর্থাৎ তারাতো শুধু ঐ শাস্তির এবং জান্নাত বা জাহান্নামের অপেক্ষায় রয়েছে যার অঙ্গীকার তাদের সাথে করা হয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, **تَأْوِيل** দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের শান্তি বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১২/৪৭৯) ঐ সময় বিনিময় আদান প্রদান শেষ হয়ে যাবে। যখন কিয়ামাতের এই অবস্থা হবে তখন যেসব লোক দুনিয়ায় আমল পরিত্যাগ করেছিল তারা বলবে, আল্লাহর রাসূলগণতো সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন অথবা অন্ততঃ পক্ষে আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা হবে? তাহলে আমরা আর আমাদের পূর্বের ঐ খারাপ আমল করবনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের

রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৮) যেমন এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। এখনতো তাদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাসের সময় এসেছে। তাদের মূর্তি তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম নয়।

৫৪। নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন - যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়।

٥٤. إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলসমূহ আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। আসমান ও যমীনকে তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। যার বর্ণনা কুরআন কারীমের কয়েক জায়গায় এসেছে। ঐ ছয়দিন হচ্ছে রবিবার সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। শুক্রবারেই সমস্ত মাখলূক একত্রিত হয়। ঐ দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। দিনগুলি এই দিনের মতই ছিল কি এক হাজার বছর বিশিষ্ট দিন ছিল এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) ধারণা মতে দিনগুলি ছিল হাজার বছর বিশিষ্ট দিন। মুজাহিদ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি যাহহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এখন থাকল শনিবার। ঐ দিন কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। ঐ দিন সৃষ্টিকাজ বন্ধ ছিল। এ কারণেই ঐ সপ্তম দিন অর্থাৎ শনিবারকে يَوْمُ السَّبْتِ বলা হয়। আর سَبْتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাতা' বা কর্তন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা শনিবার সৃষ্টি করেন যমীন, রবিবার সৃষ্টি করেন পাহাড়-পর্বত, সোমবার সৃষ্টি করেন বৃক্ষরাজী, মন্দ ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলি সৃষ্টি করেন মঙ্গলবার, বুধবার সৃষ্টি করেন আলো, সমস্ত জীব-জন্তু সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার এবং আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন শুক্রবারের শেষভাগে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।' (আহমাদ ২/৩২৭, মুসলিম ২১৪৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ মনীষী এ হাদীসের সঠিকতার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সম্ভবতঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এটা কা'ব আহবার (রহঃ) থেকে শুনেই বলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

'সমাসীন' হওয়ার অর্থ

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ এই ছয় দিনের ব্যস্ততার পর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন হন। এ বিষয়ে বহু মতামত পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সহীহ আমলকারী বিজ্ঞজনদের মতামত অবলম্বন করেছি। তাঁরা হচ্ছেন মালিক (রহঃ), আওযায়ী (রহঃ), শাউরী (রহঃ), লায়েস ইব্‌ন সা'দ (রহঃ), শাফিঈ (রহঃ), আহমাদ (রহঃ), ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (রহঃ) এবং ইসলামের নবীন ও প্রবীণ গ্রহণযোগ্য মুসলিম ইমামগণ। আর ঐ

মতামত হচ্ছে এই যে, যা কিছু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ওটাকে কোন খেয়াল বা সন্দেহ ছাড়াই মেনে নিতে হবে এবং কোন চুল-চেরা বিশ্লেষণ করা চলবেনা। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১১) যেমন মুজতাহিদ বা চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এদের মধ্যে নাঈম ইব্ন হাম্মাদ আল খুযায়ীও (রহঃ) রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারীর (রহঃ) উস্তাদ। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে কোন মাখলূকের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত করে সে কুফরীর দোষে দোষী হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন তা যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ঐ সব গুণ সাব্যস্ত করে যা স্পষ্টরূপে তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং যদ্বারা তাঁর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে ও তাঁর সত্তাকে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত করেছে, সেই ব্যক্তিই সঠিক সিদ্ধান্তের উপর রয়েছে।

দিন ও রাত্রি আল্লাহরই নিদর্শন

ইরশাদ হচ্ছে ঃ **يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا** তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন অর্থাৎ রাতের অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা এবং দিনের আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এই দিন রাতের একটি অপরটিকে খুবই ত্বরিত গতিতে পেয়ে যায়। অর্থাৎ একটি শেষ হতে শুরু করলে অপরটি ত্বরিত গতিতে এসে পড়ে এবং একটি বিদায় নিলে অপরটি তৎক্ষণাৎ এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ. وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ. وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ. لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে,

এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুস্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৭-৪০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ *সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত।* এ জন্যই তিনি বলেন ঃ **أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ** জেনে রেখ যে, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই এবং হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনিই। **تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** বিশ্বজাহানের রাব্ব আল্লাহ হচ্ছেন বারাকাতময়। যেমন তিনি বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১) আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, দু'আ করার সময় সবাই বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَاَلَيْكَ يَرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلُّهُ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

'হে আল্লাহ! সমুদয় রাজ্য ও রাজত্ব আপনারই। সমুদয় প্রশংসা আপনারই জন্য। সমস্ত বিষয় আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন করে। আমি আপনার কাছে সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং সমুদয় অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।'

৫৫। তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের রাব্বকে ডাকবে, তিনি সীমা লংঘন-কারীদেরকে ভালবাসেননা।	٥٥. ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعًا وَخُفۡيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ
৫৬। দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও	٥٦. وَلَا تُفۡسِدُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ

بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ	বিশৃংখলা সৃষ্টি করনা, আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও আশা আকাংখার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাহমাত সৎ কর্মশীলদের অতি সন্নিকটে।

ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে প্রার্থনা করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যা তাদের জন্য দীন ও দুনিয়ায় মুক্তি লাভের কারণ। তিনি বলেন ঃ

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ

তোমার রাব্বকে মনে মনে সবিনয় ও সশংক চিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০৫) আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনগণ উচ্চ স্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের নাফ্সের উপর দয়া কর। তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছনা। তোমরা যাঁর নিকট প্রার্থনা করছ তিনি নিকটেই রয়েছেন এবং সবকিছু শুনছেন।' (ফাতহুল বারী ১১/১৯১, মুসলিম ৪/২০৭৬) অত্যন্ত কাকুতি মিনতি এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দু'আ করতে হবে। খুবই নত হয়ে সংগোপনে প্রার্থনা জানাতে হবে এবং আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা উচিত নয়। (তাবারী ১২/৪৮৫)

দু'আ করার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করা

'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ এর তাফসীরে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রার্থনায় ও দু'আয় সীমালংঘনকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেননা। (তাবারী ১২/৪৮৬) আবূ

মুজলিয্ (রহঃ) বলেন ঃ ‘নাবীগণের সমান মর্যাদা লাভ করার জন্য দু‘আ করনা, তোমাদের এ ধরণের দু‘আ চাওয়া হল ধৃষ্টতা।’ (তাবারী ১২/৪৮৬)

আবূ নিআমাহ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে দেখেন যে, সে দু‘আ করছে ঃ ‘হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকের সাদা প্রাসাদটি যাঞ্চা করছি।’ তখন তিনি পুত্রকে বলেন ঃ ‘হে বৎস! আল্লাহর কাছে শুধু জান্নাতের জন্য প্রার্থনা কর এবং শুধু জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাও। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা পবিত্রতা অর্জন এবং দু’আ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে। (আহমাদ ৫/৫, ইব্ন মাজাহ ২/২১৭১, আবূ দাউদ ১/৭৩) তারা এ হাদীসটিতে কোন ক্রুটি নেই বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এর ইসনাদ উত্তম।

আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ **وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا** দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করনা। কেননা শান্তি ও নিরাপত্তার পরে ফাসাদ বিশৃংখলা অত্যন্ত খারাপ। কাজ-কারবার যখন শান্ত পরিবেশে চলতে থাকে তখন যদি বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয় তাহলে বান্দা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ বিনয়ের সাথে দু‘আ করতে বলেছেন। তিনি বলেন ঃ **وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا** শাস্তির ভয় করে এবং নি‘আমাত ও সাওয়াবের আশা রেখে তোমরা প্রার্থনা কর। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ আল্লাহর রাহমাত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে। অর্থাৎ তাঁর রাহমাত সৎ লোকদের জন্য রয়েছে। তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী মেনে চলে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৫৬) মাতার আল ওয়াররাক (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর ওয়াদাকৃত

প্রতিদান পেতে হলে তিনি যা বলেছেন তা মেনে চল। তিনিতো বলেছেন যে, তাঁর দয়া/সাহায্য উত্তম আমলকারীর খুবই নিকটে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৫/১৫০১)

৫৭। সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে তখন আমি এই মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে প্রেরণ করি। অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্ব প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন করি। এমনিভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।	٥٧. وَهُوَ ٱلَّذِى يُرۡسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَىۡ رَحۡمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتۡ سَحَابًا ثِقَالاً سُقۡنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلۡنَا بِهِ ٱلۡمَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ
৫৮। আর উৎকৃষ্ট ভূমি ওর রবের নির্দেশক্রমে খুব উৎকৃষ্ট ফসল ফলায়, আর যা নিকৃষ্ট ভূমি তাতে খুব কমই ফসল ফলে থাকে। এমনিভাবেই আমি কৃতজ্ঞ পরায়ণদের জন্য আমার আয়াত-সমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি।	٥٨. وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلۡأَيَـٰتِ

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ	

বৃষ্টি বর্ষণ এবং গাছপালা সৃষ্টিও আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহই যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হুকুমের মালিক একমাত্র তিনিই এবং সবকিছুর পরিচালক শুধুমাত্র তিনিই, এগুলির বর্ণনা দেয়ার পর এখানে তিনি অবহিত করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন আহারদাতা এবং মৃতকে কিয়ামাতের দিন তিনিই উত্থিত করবেন। বায়ুকে তিনিই প্রেরণ করেন যা বৃষ্টিপূর্ণ মেঘকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য, এবং যেন তাঁর বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৬) তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিইতো অভিভাবক, প্রশংসাহ। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ২৮) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন! এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫০) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে। অর্থাৎ তাতে অধিক পানি থাকে, যা যমীনের নিকটবর্তী হয়। ইরশাদ হচ্ছে **سُقْنَاهُ لِبَلَد مَّيِّت** ঐ মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি এবং ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করে ওকে পরিতৃপ্ত করি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩) এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى

আমি যেমন যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর সঞ্জীবিত করি ও বিভিন্ন ফল-ফলাদী উৎপন্ন করি, তদ্রূপ দেহকেও মাটি হয়ে যাওয়ার পর কিয়ামাতের দিন জীবিত করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ হতেই থাকবে এবং মানবদেহ কাবর থেকে এমনভাবে উঠতে থাকবে যেমনভাবে ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়। এ ধরনের আয়াত কুরআনুল কারীমে বহু রয়েছে যে, তিনি মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করবেন। এগুলি তিনি কিয়ামাত সংঘটনের দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। **لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** উদ্দেশ্য এই যে, যেন তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّه ভাল ও উৎকৃষ্ট ভূমি ওর রবের নির্দেশক্রমে খুব ভাল ফসল ফলায়। অর্থাৎ উত্তম ভূমিতে অতি সত্বর ফসল উৎপন্ন হয়। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৭) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا যা খারাপ ভূমি, তাতে কঠিনতা ছাড়া, ফায়্‌ল খুব কমই বয়ে আনে। মুজাহিদ (রহঃ), সিবাক (রহঃ) প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৪৯৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইল্‌ম সহকারে পাঠিয়েছেন ওর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুষলধারার বৃষ্টি, যা কোন যমীনে পড়েছে। সেই যমীনের এক অংশ উৎকৃষ্ট ছিল যা সেই বৃষ্টি গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাজি জন্মিয়েছে। আর অপর একাংশ কঠিন (ও গভীর) ছিল যা পানি (শোষণ করেনি, কিন্তু) আটকে রেখেছে, যদ্বারা আল্লাহ লোকের উপকার সাধন করেছেন। তারা তা পান করেছে, পান করিয়েছে এবং তা দ্বারা কৃষিকাজ করেছে। আর কতক বৃষ্টি যমীনের এমন অংশে পড়েছে যা সমতল (ও কঠিন); ওটা পানি আটকিয়ে রাখেনা। অথবা (শোষণ করে) ঘাস পাতাও জন্মায়না। প্রথম যমীনের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যেটা সহকারে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন ওটা তার উপকার সাধন করেছে–সে শিক্ষা করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে। শেষের যমীনের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে ব্যক্তি ওর (অর্থাৎ যা সহ আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন) দিকে মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহর যে হিদায়াত আমার প্রতি পাঠানো হয়েছে তা কবূল করেনি।' (ফাতহুল বারী ১/২১১)

৫৯। আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদেরকে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিনের শাস্তির আশংকা করছি।	٥٩. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
৬০। তার সম্প্রদায়ের প্রধান ও নেতারা বলল ঃ আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।	٦٠. قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

৬১। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি কোন ভুল ভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত নই, বরং আমি সারা জাহানের রবের (প্রেরিত) একজন রাসূল।	٦١. قَالَ يَـٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَـٰلَةٌ وَلَـٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৬২। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। তোমরা যা জাননা আমি তা আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি।	٦٢. أُبَلِّغُكُمْ رِسَـٰلَـٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রারম্ভে আদম (আঃ) এবং তাঁর সম্পর্কীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এখন তিনি নাবীগণের ঘটনা বর্ণনা করছেন। নূহের (আঃ) ঘটনাই তিনি প্রথম শুরু করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম রাসূল যাঁকে আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) পরে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন নূহ্ ইব্ন লামুক ইব্ন মাতুশালাখ ইব্ন খানূখ। খানূখের নামই ইদরীস। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লিখন রীতি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন বারাদ ইব্ন মাহ্লীল ইব্ন কানীন ইব্ন ইয়ানিশ ইব্ন শীস ইব্ন আদম (আঃ)। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য রিজাল শাস্ত্রবিদগণ এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও তাফসীরের পণ্ডিতগণ বলেন ঃ মূর্তি পূজার সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, সৎ আমলকারী লোকগণ যখন মারা গেলেন তখন তাদের অনুসারীরা তাদের কাবরের উপর মাসজিদ বানিয়ে নেয় এবং তাদের ছবি তৈরী করে মাসজিদের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে ঐগুলি দেখে তাদের অবস্থা ও ইবাদাতকে স্মরণ করতে পারে। আর এর ফলে যেন নিজেদেরকে তাদের মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারে। যখন কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল তখন ঐ ছবিগুলোর পরিবর্তে তাঁদের মূর্তি তৈরী করা হল। কিছুদিন পর তারা ঐ মূর্তিগুলোকে সম্মান দেখাতে লাগল এবং ওগুলোর ইবাদাত শুরু করে দিল। ঐ

সৎ আমলকারী লোকদের নামে তারা ঐ মূর্তিগুলোর নাম রাখল। যেমন ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি। যখন এই মূর্তি পূজা বেড়ে চলল তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল নূহকে (আঃ) প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করার হুকুম করেন। তিনি বলেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ হে আমার কাওম! তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমাদের প্রতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

তখন তাঁর কাওমের মধ্যকার প্রধান ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলল ঃ 'নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।' অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে এসব মূর্তির ইবাদাত করতে নিষেধ করছেন, অথচ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এর উপরই পেয়েছি। এ ব্যাপারেতো আমরা আপনাকে বড়ই পথভ্রষ্ট মনে করছি। বর্তমানের ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থাও অনুরূপ যে, তারা সৎকর্মশীলদের উপর পথভ্রষ্টতার অপবাদ দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ

এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত ঃ এরাইতো পথভ্রষ্ট। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ৩২)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَـٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ

মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে ঃ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, বলে ঃ এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১১) এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ নূহ বলল, হে

আমার জাতি! আমি কোন ভুলভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত নই। বরং আমি সারা জাহানের রবের প্রেরিত একজন রাসূল। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জাননা তা আমি আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি। রাসূলদের শান বা মাহাত্ম্য এটাই হয় যে, বাক্যালাপে নিপুণতা, বাগ্মী, উপদেষ্টা এবং প্রচারক হয়ে থাকেন। আল্লাহর মাখলূকাতের মধ্যে অন্য কেহ এসব গুণে গুণান্বিত হয়না। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আরাফার দিন (৯ যিলহাজ্জ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে লোকসকল! আমার ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে (অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছি কি-না তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে)। তখন তোমরা কি উত্তর দিবে?' তাঁরা সমস্বরে উত্তর করলেন ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দানে প্রস্তুত আছি যে, আপনি যথাযথভাবে প্রচার কাজ চালিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন।' তখন তিনি স্বীয় অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠালেন। অতঃপর তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' (মুসলিম ২/৮৯০)

৬৩। তোমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছ, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক ও হুশিয়ার করতে পারে, যেন তোমরা সাবধান হও এবং যেন আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে পার, হয়ত তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে?	٦٣. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
৬৪। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, ফলে তাকে এবং তার	٦٤. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَٰهُ

সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আযাব হতে) রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অমান্য করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। বস্তুতঃ নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।	وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا عَمِينَ

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর কাওমকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'তোমরা কেন এতে বিব্রত হচ্ছ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই একজন লোকের উপর অহী প্রেরণ করেছেন। এটাতো তোমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ। সে তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছে, যেন তোমরা তাঁর শাস্তিকে ভয় কর এবং শির্ক করা থেকে বিরত থাক। এর ফলে হয়তো তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হবে।' কিন্তু নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল। তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ সুতরাং আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আমার শাস্তি হতে) রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অমান্য করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا۟ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا

তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ এরা অন্ধ ছিল। সত্যকে তারা দেখতেই পাচ্ছিলনা। আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা কেমন শাস্তি পেল, এই ঘটনায়

আল্লাহ এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, রাসূল ও মু'মিনগণ মুক্তি পেল। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫১) বিজয় ও সফলতা সৎ লোকেরাই লাভ করবে, দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও। যেমন তিনি নূহের (আঃ) কাওমকে ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করলেন এবং নূহ্ (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে মুক্তি দিলেন। ইব্ন অহাব (রহঃ) বলেন ঃ 'ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নূহের (আঃ) সাথে যারা নৌকায় আশ্রয় নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল আশিজন। তাদের মধ্যে 'জুরহুম' নামক একজন লোক ছিলেন যাঁর ভাষা ছিল আরাবী।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন।

৬৫। 'আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে (নাবী রূপে) পাঠিয়েছিলাম। সে বলল ঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই, তোমরা কি সাবধান হবেনা?	٦٥. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ
৬৬। তার জাতির নেতারা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং আমরাতো তোমাকে নিশ্চিত রূপে মিথ্যাবাদী মনে করি।	٦٦. قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ
৬৭। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই,	٦٧. قَالَ يَـٰقَوْمِ لَيْسَ بِى

বরং আমি হলাম সারা জাহানের রবের মনোনীত রাসূল।	سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
৬৮। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী	٦٨. أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ
৬৯। তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশসহ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশে তোমাদের কাছে এসেছে? তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।	٦٩. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হুদ (আঃ) এবং 'আদ জাতির সাথে তাঁর সম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেভাবে আমি নূহের কাওমের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম তেমনিভাবে হুদকে 'আদ সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম। মুহাম্মাদ ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তারা 'আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন

আউস ইব্‌ন শাম ইব্‌ন নূহের বংশধর ছিল। আমি বলছি, এরা হল পূর্ব যুগের আদ জাতি যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা 'বানী আদ' বলে উল্লেখ করেছেন। তারা বড় বড় অট্টালিকায় বসবাস করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ. ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَـٰدِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি? (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ৬-৮) এটা ছিল তাদের ভীষণ দৈহিক শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ

আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৫)

'আদ জাতির বাসস্থান

তাদের বাসভূমি ছিল ইয়ামান দেশের আহ্‌কাফ নামক জায়গায়। তারা ছিল মরুচারী ও পাহাড়ী লোক। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ তুফাইল আমীর ইব্‌ন ওয়াসীলা (রহঃ) বলেন যে, আলী (রাঃ) হায্‌রা মাউতের একজন অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি কি হায্‌রা মাউতের সরযমীনে এমন কোন পাহাড় দেখেছ যার মাটি লাল বর্ণের? সেই পাহাড়ের অমুক অমুক ধারে কুল (বরই) ও বহু পীলু গাছ রয়েছে?' লোকটি উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! আপনি এমনভাবে বললেন, যেন আপনি স্বচক্ষে

দেখেছেন।' তিনি বললেন ঃ 'আমি স্বচক্ষে দেখিনি বটে, কিন্তু এরূপ হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে।' লোকটি বলল ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আপনি কি বলতে শুনেছেন?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'সেখানে হূদের (আঃ) সমাধি রয়েছে।' (তাবারী ১২/৫০৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীস দ্বারা এটা জানা গেল যে, 'আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ইয়ামানেই ছিল। হূদ (আঃ) সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। হূদ (আঃ) তাঁর কাওমের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। সমস্ত রাসূলই মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। হূদের (আঃ) কাওম দৈহিক ও অবয়বের দিক দিয়ে যেমন ছিল কঠিন তেমনই তাদের অন্তরও ছিল অত্যন্ত কঠিন। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে তারা অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের অগ্রগামী ছিল। এ কারণেই হূদ (আঃ) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান।

হূদ (আঃ) এবং তাঁর জাতির সাথে তর্ক-বিতর্ক

কিন্তু তাঁর সেই কাফির দলটি তাঁকে বলে ঃ **إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ** হে হূদ! আমরাতো তোমাকে বড়ই নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট দেখছি, তুমি আমাদেরকে মূর্তি/প্রতিমা পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদাতের পরামর্শ দিচ্ছ! যেমন কুরাইশরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরূপ দা'ওয়াতের উপর বিস্ময় বোধ করে বলেছিল ঃ

أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا

সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? (সূরা সা'দ, ৩৮ ঃ ৫) মোট কথা, হূদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ হে লোকসকল! আমার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর রাসূল। **أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ** আমি আল্লাহর নিকট হতে সত্য বাণী নিয়ে এসেছি। সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁরই বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। সঠিক অর্থে আমি তোমাদের

হিতাকাঙ্ক্ষী। এটা হচ্ছে ঐ গুণ যে গুণে রাসূলগণ ভূষিত থাকেন। অর্থাৎ সদুপদেশদাতা ও আমানাতদার। তিনি আরও বলেন ঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

তোমরা কি এতে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশে তোমাদের কাছে এসেছে? অর্থাৎ তোমাদের এতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, বরং তোমাদের এ জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তিনি সেই কাওমকেই ধ্বংস করেছেন যারা তাদের রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তোমাদের এ জন্যও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি দৈহিক শক্তি প্রদান করেছেন।

وَزَادَهُۥ بَسۡطَةً فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِ

এবং তাকে প্রচুর জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দান করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ তোমরা আল্লাহর নি'আমাতের কথা স্মরণ কর। অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর যে নি'আমাত ও অনুগ্রহরাশি রয়েছে সেগুলির কথা স্মরণ করে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সম্ভবতঃ তোমরা সফলকাম হবে।

৭০। তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের নিকট শুধু এই উদ্দেশে এসেছ যে, আমরা যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যাদের পূজা করত তাদেরকে বর্জন করি? তুমি তোমার কথা ও দাবীতে সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।

٧٠. قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِنَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَحۡدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

৭১। সে বলল ঃ তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর অবধারিত হয়ে আছে। তোমরা কি আমার সাথে এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে বিতর্ক করছ যার নামকরণ করেছ তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা, আর যে বিষয়ে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা (শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।	٧١. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَـٰدِلُونَنِى فِىٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ
৭২। অতঃপর আমি তাকে (হূদকে) এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিলনা তাদের মূলোৎপাটন করলাম।	٧٢. فَأَنجَيْنَـٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ

কাফিরেরা হূদের (আঃ) সাথে কিরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিল তারই বর্ণনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বলেছিল ঃ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ হে হূদ! আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে ছেড়ে আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এ জন্যই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছ! কাফির কুরাইশরা বলেছিল ঃ

وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, হুদের (আঃ) কাওম মূর্তিসমূহের পূজা করত। একটি মূর্তির নাম ছিল 'সুদা', একটির নাম ছিল 'ছামূদ' এবং একটির নাম ছিল 'হাবা'! এ জন্যই হুদ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ তোমাদের এ কথা বলার কারণেই তোমাদের উপর আল্লাহর গযব ওয়াজিব হয়ে গেছে। হুদ (আঃ) বলেন ঃ **أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم** তোমরা কি আমার সাথে এমন সব মূর্তির ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছ যেগুলোর নাম তোমরা নিজেরা রেখেছ অথবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। এসব মূর্তিতো তোমাদের কোন লাভও করাতে পারেনা এবং কোন ক্ষতিও করতে পারেনা। আল্লাহ তোমাদেরকে এগুলোর ইবাদাত করার কোন সনদও দেননি এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। যদি কথা এটাই হয় তাহলে ঠিক আছে, তোমরা শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।'

'আদ জাতির পরিসমাপ্তি

এর পরই ইরশাদ হচ্ছে ঃ **فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ** আমি হুদকে এবং তার অনুসারী সঙ্গী সাথীদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম, কিন্তু যারা তার উপর ঈমান আনেনি এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল আমি তাদের মূলোৎপাটন করলাম। 'আদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় এরূপ বর্ণিত আছে ঃ 'তাদের উপর আমি এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু প্রেরণ করলাম এবং যাদের উপর দিয়ে ওটা বয়ে গেল তাদের সবাইকেই তচ্নচ্ করে দিল।' যেমন অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ

আর ‘আদ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে যে, তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৮) তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের উপর এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবার্তা প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। ঐ বায়ু তাদেরকে আকাশে নিয়ে উড়ছিল এবং পরে মাথার ভরে যমীনে নিক্ষেপ করে দিচ্ছিল। ফলে তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে পেতে যে, তারা লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৭) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো ইয়ামানে আম্মান ও হাযরা মাউতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। তাছাড়া তারা সারা দুনিয়ায় দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা শক্তির দাপটে জনগণের উপর অত্যাচার চালাত। তারা মূর্তিপূজা করত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হূদকে (আঃ) পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে এবং তাঁর সাথে কেহকেও শরীক না করে। আর তারা যেন লোকদের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলে, ‘আমাদের অপেক্ষা বড় শক্তিশালী আর কে আছে?’ অন্যান্য লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে। হূদের (আঃ) প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। যখন ‘আদ সম্প্রদায় এরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও

বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে শুরু করে, আর বিনা প্রয়োজনে বড় বড় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করে, তখন হুদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعۡبَثُونَ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمۡ تَخۡلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشۡتُم بَطَشۡتُمۡ جَبَّارِينَ. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে নিরর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১২৮-১৩১) তারা তখন তাঁকে বলল ঃ

يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ. إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ

হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। আমাদের কথাতো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৩-৫৪) অর্থাৎ তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে।

قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡتَقِيمٍ

সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে অবস্থিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬)

'আদ জাতির গুপ্তচরগিরীর ঘটনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হারস আল বাকরী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি আ'লা ইব্ন হাযরামীর অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাচ্ছিলাম। আমি যখন রাবযাহ কাওমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় বানী তামীম গোত্রের এক মহিলা যে তার গোত্র থেকে দলছুট হয়ে একা পড়ে গিয়েছিল, আমাকে বলল ঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে চলুন। তাঁর কাছে আমার কিছু চাওয়ার রয়েছে।' আমি তখন তাকে আমার উটের উপর বসিয়ে নিয়ে মাদীনায় পৌঁছলাম। মাসজিদ লোকে পরিপূর্ণ ছিল এবং একটি কালো পতাকা উত্তোলিত ছিল। বিলাল (রাঃ) স্বীয় তরবারী লটকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকগুলির জমায়েত হওয়ার কারণ কি? উত্তর হল ঃ 'আমর ইব্ন আসের (রাঃ) নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হচ্ছে।' আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হল। আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে সালাম জানালাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ও তামীম গোত্রের মধ্যে কি কোন মনোমালিন্য আছে? আমি উত্তরে বললাম ঃ হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ রয়েছে। যখন আমি আপনার নিকট আসছিলাম, এমতাবস্থায় পথে বানী তামীম গোত্রের এক বুড়ীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে তার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সে আমাকে বলে, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।' সে দরজায়ই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে নিলেন। সে এসে পড়লে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ও বানী তামীমের মধ্যে আড়াল করে দিন। এ কথা শুনে বানী তামীম গোত্রের ঐ বুড়ীটি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল এবং বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে এই নিরাশ্রয়া কোথায় আশ্রয় নিবে?' আমি তখন বললাম, আমার এ দৃষ্টান্ততো হচ্ছে 'বকরী নিজেই নিজের মৃত্যুকে টেনে আনল' এই প্রবাদ বাক্যের মতই। আমি এই বুড়ীকে নিজের সোয়ারীর উপর চড়িয়ে আনলাম। আমি কি জানতাম যে, সে'ই আমার শত্রুরূপে সাব্যস্ত হবে! আমি

'আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়ে যাই এবং এর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "'আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ঘটনাটি কি?' অথচ তিনি এটা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানতেন। কিন্তু তিনি এটা আমার নিকট থেকে শুনতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং আমি বলতে লাগলাম, 'আদ সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছিল। তাই তারা একটি প্রতিনিধি দল মাক্কায় প্রেরণ করে। তাদের নেতা ছিল কায়েল নামক একটি লোক। তারা মাক্কায় গিয়ে মুআ'বিয়া ইব্ন বাকরের নিকট এক মাসকাল অবস্থান করে। মুয়াবিয়া ইব্ন বাকর তাদের জন্য মদ পানের ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া তারা দু'টি মহিলা প্রেরণ করে যারা তাদেরকে গান শোনাতে থাকে। অতঃপর তাদের নেতা কায়েল 'মুহরাহ' পাহাড়ে গমন করে এবং প্রার্থনা জানিয়ে বলে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে আমরা কোন রোগীর রোগ মুক্তির দু'আর জন্য আসিনি বা কোন বন্দীর মুক্তিপণের জন্য প্রার্থনা করছিনা। বরং আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি 'আদ সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।' তখন আল্লাহর হুকুমে তিন খণ্ড কালো মেঘ প্রকাশিত হল। দৈব বাণী হল ঃ 'যে কোন একখণ্ড মেঘ গ্রহণ কর।' সে কোন এক কালো মেঘ খণ্ড পছন্দ করল। পুনরায় শব্দ এলো, 'তুমিতো ছাই পাবে। 'আদ সম্প্রদায়ের একটি প্রাণীও রক্ষা পাবেনা, বরং সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটা প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। সেই বায়ু ছিল বায়ু ভাণ্ডারের মধ্যে যেন আমার আংটির বৃত্তের সমপরিমাণ। তাতে সমস্ত 'আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। এখন আরাবের লোকেরা কোন প্রতিনিধি দল পাঠালে প্রবাদ বাক্য হিসাবে বলে থাকে ঃ আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়োনা। (আহমাদ ৩/৪৮২, তিরমিযী ৯/১৬১, নাসাঈ ৫/১৮১, ইব্ন মাজাহ ২/৯৪১)

٧٣. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ

৭৩। আর আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই, তোমাদের রবের

পক্ষ হতে এক স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছে, এটি আল্লাহর উষ্ট্রী - তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ। তোমরা একে ছেড়ে দাও - আল্লাহর যমীনে চরে খাবে, ওকে খারাপ উদ্দেশে স্পর্শ করনা, (কেহ কোন কষ্ট দিলে) এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।	جَآءَتۡكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمۡ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمۡ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرۡضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৭৪। তোমরা স্মরণ কর সেই বিষয়টি যখন তিনি 'আদ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, আর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে আবাস গৃহ নির্মাণ করেছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে দিওনা।	٧٤. وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعۡدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنۡحِتُونَ ٱلۡجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ
৭৫। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা তাদের মধ্যকার দুর্বল ও উৎপীড়িত মু'মিনদেরকে বলল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর	٧٥. قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ

যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি।	لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَـٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ
৭৬। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনা।	٧٦. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ
৭৭। অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল এবং গর্ব ও দাম্ভিকতার সাথে তাদের রবের নির্দেশের বিরোদ্ধাচরণ করল এবং বলল ঃ হে সালিহ! তুমি সত্য রাসূল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।	٧٧. فَعَقَرُوا۟ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا۟ يَـٰصَـٰلِحُ ٱئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
৭৮। সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করল, ফলে তারা নিজেদের গৃহের মধ্যেই নতজানু হয়ে পড়ে রইল।	٧٨. فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ

ছামূদ জাতির বিবরণ

বিভিন্ন তাফসীরকারক এবং রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মতে ছামূদ জাতির উদ্ভব হয়েছে ছামূদ ইব্‌ন আসির ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন শাম ইব্‌ন নূহ থেকে এবং তিনি হলেন যাদিস ইব্‌ন আসিরের ভাই। অনুরূপভাবে 'তাসম' গোত্রেরও উদ্ভব হয়েছে। তারা সবাই প্রচীন আরাবের অধিবাসী ছিলেন এবং সবারই বসবাস ছিল ইবরাহীমের (আঃ) আবির্ভাবের পূর্বে। 'আদ জাতির পরে ছামূদ জাতির উদ্ভব হয়েছিল। হিজরী নবম সনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। পথিমধ্যে তাদের আবাসভূমি ও ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ তাঁর সামনে পড়ে যায়। ইব্‌ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, হিজর নামক একটি জায়গা ছিল তাদের আবাসভূমি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ সেখানে অবস্থান করলে তাঁরা ঐসব ঝর্ণা হতে পানি নেন যে পানি ছামূদ সম্প্রদায় ব্যবহার করত। সাহাবীগণ ঐ পানি দ্বারা আটা মাখেন এবং তা হাঁড়িতে রাখলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, হাঁড়িগুলি যেন উল্টে ফেলা হয় এবং আটাগুলি উটকে খাইয়ে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ 'আমি ভয় করছি যে, না জানি তোমরাও ঐ শাস্তিতে পতিত হও যে শাস্তিতে ছামূদ সম্প্রদায় পতিত হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তাদের মধ্যে প্রবেশ করনা।' (আহমাদ ২/১১৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হিজরে' অবস্থানকালে বলেছিলেন ঃ 'তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থায়ই এসব শাস্তিপ্রাপ্ত কাওমের পাশ দিয়ে গমন করনা। যদি তোমরা ক্রন্দনকারী না হও তাহলে তাদের এলাকায় প্রবেশ করনা, নতুবা তাদের প্রতি যে শাস্তি পৌঁছেছিল তা তোমাদের উপরও পৌঁছে যাবে।' (আহমাদ ২/৭৪, ফাতহুল বারী ৬/৪৩৬, মুসলিম ৪/২২৮৬)

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতির ঘটনা

ইরশাদ হচ্ছে, আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করেছিলাম। অন্যান্য সমস্ত নাবী-রাসূলগণের মত তিনিও জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ হে আমার কাওম! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। সমস্ত রাসূল তাঁরই ইবাদাতের দা'ওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬)

ছামূদের দাবীর প্রেক্ষিতে পাহাড় ফেটে উটের আবির্ভাব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এসে গেছে এবং সেই নিদর্শন হচ্ছে উষ্ট্রীটি।

লোকেরা স্বয়ং সালিহর (আঃ) কাছে এই দাবী জানিয়েছিল যে, তিনি যেন তাদেরকে কোন মু'জিযা প্রদর্শন করেন এবং তারা তাঁর কাছে এই আবেদন পেশ করে যে, তিনি যেন তাদের বাতলানো বিশেষ একটা কংকরময় ভূমি হতে একটি উষ্ট্রী বের করে আনেন। ঐ কংকরময় ভূমি ছিল হিজর নামক স্থানের এক দিকে একটি নির্জন পাথুরে ভূমি। ওটার নাম ছিল 'কাতিবাহ'। উষ্ট্রীটি গর্ভবতীও হতে হবে। সালিহ (আঃ) তাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের আবেদন কবূল করেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর কথার উপর তারা অবশ্যই আমল করবে। এই অঙ্গীকার গ্রহণ ও ভয় প্রদর্শনের পর্ব শেষ হলে সালিহ (আঃ) প্রার্থনার জন্য দাঁড়ালেন। প্রার্থনা করা

মাত্রই সেই কংকরময় ভূমি নড়ে উঠল। তা ফেটে গেলে ওর মধ্য হতে এমন একটি উষ্ট্রী বেরিয়ে পড়ল যা গর্ভবতী হওয়ার কারণে চলার সময় এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে ঐ কাফিরদের নেতা জুনদু ইব্‌ন আমর এবং তার অধীনস্থ কিছু লোক ঈমান আনল। এরপর ছামূদ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ঈমান আনার ইচ্ছা করলে যাওয়াব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লাবিব, হাব্বাব পূজারী এবং রাব্বাব ইব্‌ন সুমার ইব্‌ন যিলহিস তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখল। শিহাব ইব্‌ন খালিফা ইব্‌ন মিখলাত ইব্‌ন লাবিদ ইব্‌ন যাওয়াস নামক জুনদু ইব্‌ন আমরের এক চাচাতো ভাই, যে ছামূদ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিল এবং সে ঈমান আনার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঐ লোকদের কথায় ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে।

উষ্ট্রীটির একটি বাচ্চা হল এবং কিছুকাল ওটা ঐ কাওমের মধ্যেই অবস্থান করছিল। একটি ঝর্ণা হতে ওটা একদিন পানি পান করত এবং পরদিন পানি পান করা হতে বিরত থাকত, যাতে অন্যান্য লোক এবং তাদের জীবজন্তুগুলি তা থেকে পানি পান করতে পারে। যেদিন লোকেরা কূপ থেকে পানি পান করতনা সেদিন তারা উষ্ট্রীটির দুধ পান করত এবং ইচ্ছামত ঐ দুধ দ্বারা তাদের পাত্রগুলো পূর্ণ করত। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাযির হবে পালাক্রমে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৮)

هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৫৫)

ঐ উপত্যকায় উষ্ট্রীটি চড়ে বেরাবার জন্য এক পথ দিয়ে যেত এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসত। ওকে অত্যন্ত চাকচিক্যময় দেখাত। ওটা অন্যান্য গৃহপালিত পশুগুলির পাশ দিয়ে গমন করলে ওরা ভয়ে পালিয়ে যেত। এভাবে কিছুকাল কেটে গেল এবং ঐ কাওমের ঔদ্ধত্যপনা বৃদ্ধি পেল। এমন কি তারা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করল, যেন তারা প্রতিদিনই পানি পান করতে পারে। সুতরাং ঐ কাফিরের দল সর্বসম্মতিক্রমে ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওকে হত্যা করেছিল তার কাছে সবাই গিয়েছিল, এমন কি মহিলারা এবং শিশুরাও। তাদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল তার দ্বারা ওকে হত্যা করা। (তাবারী ১২/৫৩৭) তারা সমস্ত দলই যে এতে অংশ নিয়েছিল তা নিম্নের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا

কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর ঐ উষ্ট্রিকে কেটে ফেলল। সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের রাব্ব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করলেন, অতঃপর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন। (সূরা শাম্স, ৯১ ঃ ১৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا

আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্ম করেছিল। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯) মোট কথা, এই উষ্ট্রী হত্যার সম্পর্ক সমস্ত দলের সাথেই লাগানো হয়েছে যে, তারা সবাই এই কাজে শরীক ছিল।

অতঃপর ছামূদরা উটকে হত্যা করল

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক আলেমগণ বর্ণনা করেছেন ঃ উষ্ট্রীটির হত্যার কারণ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে উম্মু গানম উনাইযাহ নামে এক বৃদ্ধা কাফির মহিলা ছিল। সে ছিল গানম ইব্ন মিজলায এর মেয়ে। ছামূদ জাতির সাথে সালিহর (আঃ) সাথে অত্যন্ত শত্রুতা ছিল। তার ছিল কয়েকটি সুন্দরী কন্যা। ধন-দৌলতেরও সে অধিকারিণী ছিল। তার স্বামীর নাম ছিল যাওয়াব ইব্ন আমর। সে ছিল ছামূদ সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় লোক। সাদাফ বিন্ত মাহয়িয়া ইব্ন দাহর ইব্ন মুহইয়া নাম্নী আর একজন মহিলা ছিল। সেও ছিল ধন-সম্পদ ও বংশগরিমার অধিকারিণী। সে ছামূদ সম্প্রদায়ের একজন মু'মিন ব্যক্তির স্ত্রী ছিল এবং স্বামীকে সে পরিত্যাগ করেছিল। উষ্ট্রীর হত্যাকারীর সাথে তারা উভয়ে অঙ্গীকার করেছিল। ঐ সাদাফ হাবাব নামক একটি লোককে বলেছিল যে, যদি সে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে তাহলে সে তারই হয়ে যাবে। হাবাব তা অস্বীকার করে। তখন সে তার চাচাতো ভাই মিসদা ইব্ন মাহ্রাজকে বললে সে তা স্বীকার করে। উনাইযাহ বিন্ত গানাম কাদার ইব্ন সালিফকে আহ্বান করে। সে ছিল লাল-নীলচে বর্ণের বেঁটে গঠনের লোক। জনগণ তাকে যারজ সন্ত

ান বলে ধারণা করত এবং তাকে তার পিতা সালিফের সন্তান মনে করতনা। সে প্রকৃতপক্ষে যার পুত্র ছিল তার নাম ছিল সাহ্ইয়াদ। অথচ সেই সময় তার মা সালিফের স্ত্রী ছিল। এই মহিলাটি উষ্ট্রীর হন্তাকে বলেছিল, 'তুমি উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেল। এর বিনিময়ে তুমি তোমার ইচ্ছামত আমার যে কোন কন্যাকে বিয়ে করতে পার।' সুতরাং মিসদা ইব্ন মাহরাজ ও কাদার ইব্ন সালিফ উভয়ে মিলে ছামূদ সম্প্রদায়ের গুন্ডাদের সাথে ষড়যন্ত্র করল এবং সাত ব্যক্তি তাদের সাথে যোগ দিল। এভাবে তাদের মোট সংখ্যা হল নয়জন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৮)

আর ওরাই ছিল কাওমের নেতৃস্থানীয় লোক। ঐ কাফিরেরা অন্যান্য কাফির গোত্রের লোকদেরকেও তাদের সাথে নিয়ে নিল। তারা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল এবং উষ্ট্রীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। উষ্ট্রীটি পানি পান করে ফিরে আসার সময় কাদার ওর পথে একটা কংকরময় ভূমির আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকল। আর মিসদা বসল অন্য একটি পাহাড়ের আড়ালে। উষ্ট্রীটি মিসদার পাশ দিয়ে গমন করা মাত্রই সে ওর পায়ের গোছায় একটা তীর মেরে দিল। গানামের কন্যা বেরিয়ে পড়ল এবং তার সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাকে ঐ দলের লোকদের সামনে হাযির করল। এভাবে সে তার পরমা সুন্দরী কন্যার সৌন্দর্য প্রকাশ করল। কাদার তখন তার সাথে মিলনের নেশায় উত্তেজিত হয়ে উষ্ট্রীটিকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। সাথে সাথে উষ্ট্রীটি মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে স্বীয় বাচ্চাকে এক নযর দেখে নিল এবং ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল। ঐ চীৎকার দ্বারা ও যেন স্বীয় বাচ্চাকে পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। তারপর ওর হন্তা ওর বক্ষের উপর বর্শা মেরে দিল এবং এরপর ওর গলা কেটে ফেলল। ওর বাচ্চাটি একটি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল এবং চূড়ায় উঠে জোরে একটা চীৎকার ছাড়ল। (তাবারী ১২/৫৩১) আবদুর রায্যাক, মা'মার থেকে বর্ণনা করেন যে, কেহ কেহ বলেন যে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন, সে যেন বলল ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমার মা কোথায়?' কথিত আছে যে, বাচ্চাটি ঐভাবে তিনবার

চীৎকার করেছিল। তারপর সে ঐ পাথুরে ভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। এটাও কথিত আছে যে, লোকেরা ওর পশ্চাদ্ধাবন করে ওকেও হত্যা করে ফেলেছিল। (আবদুর রায্যাক ২/২৩১) আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন।

সালিহ (আঃ) এ সংবাদ পেয়ে বধ্যভূমিতে গমন করেন। সেখানে জনগণের সমাগম ঘটেছিল। তিনি উষ্ট্রীটিকে দেখে কাঁদতে শুরু করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمْ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৫)

ছামূদ সম্প্রদায়ের খারাপ লোকেরা সালিহকে (আঃ) হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করেন

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনাটি বুধবার সংঘটিত হয়েছিল। রাত হলে ঐ নয় ব্যক্তি সালিহকেও (আঃ) হত্যা করার সংকল্প করে এবং পরামর্শক্রমে বলে, 'যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং তিন দিন পর আমরা ধ্বংস হয়ে যাই তাহলে আমাদের পূর্বে একেই হত্যা করে দিই না কেন? আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে আমরা তার উষ্ট্রীর কাছেই কেন পাঠিয়ে দিবনা?' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ. وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমন করব, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলব ঃ তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৯-৫০) যখন তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং একমত হয়ে রাতে আল্লাহর নাবীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে এলো তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশক্রমে পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল এবং ঐ নয় জনের মাথা চুরমার হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার

ছিল অবকাশের প্রথম দিন। ঐ দিন আল্লাহর কুদরাতে তাদের চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করল, যেমন নাবী (আঃ) তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার তাদের মুখমন্ডল লাল বর্ণের হয়ে গেল। তৃতীয় দিন শনিবার ছিল পার্থিব ফাইদা লাভের শেষ দিন। ঐ দিন সকলের চেহারা কালো হয়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার। ঐ লোকগুলো সুগন্ধি মেখে শাস্তির অপেক্ষা করছিল যে, তাদের উপর সেটা কি আকারে আসবে! সূর্য উদিত হল এবং আকাশ থেকে এক ভীষণ শব্দ বেরিয়ে এলো। পায়ের নীচ থেকে এক কঠিন ভূমিকম্প শুরু হল। সাথে সাথে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ সকলের লাশ নিজ নিজ ঘরে পড়ে থাকল। ছোট, বড়, নারী, পুরুষ কেহই বেঁচে রইলনা। (তাবারী ১২/৫৩৪)

ছামূদ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সালিহ (আঃ) এবং তাঁর উম্মাতগণ ছাড়া আর কেহই রক্ষা পায়নি। ঐ কাওমের মধ্যে আবূ রাগাল নামক একটি লোক ছিল। শাস্তির সময় সে মাক্কায় অবস্থান করছিল বলে ঐ সময় সে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। কিন্তু কোন এক প্রয়োজনে যখন সে পবিত্র এলাকার বাইরে বের হল তখন আকাশ থেকে একটা পাথর তার উপর পতিত হল এবং তাতেই সে মারা গেল। কথিত আছে যে, এই আবূ রাগাল তায়েফে বসবাসকারী সাকীফ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল। আবদুর রায্যাক (রহঃ), মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়াহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ রাগালের কাবরের পাশ দিয়ে গমনের সময় বলেন ঃ 'এই কাবরটি কার তা কি তোমরা জান? তারা বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে ছামূদ সম্প্রদায়ের আবূ রাগাল নামক এক ব্যক্তির কাবর যে হারাম এলাকায় অবস্থান করছিল। হারাম তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছিল। হারাম থেকে বের হওয়া মাত্রই সে শাস্তির কবলে পতিত হয় এবং এখানে সমাধিস্থ হয়। তার সাথে তার সোনার ছড়িটিও এখানে প্রোথিত রয়েছে।' জনগণ তখন তরবারী দ্বারা তার কাবরটি খনন করে ঐ ছড়িটি বের করে নেয়। (আবদুর রায্যাক ২/২৩২)

৭৯। সালিহ এ কথা বলে তাদের জনপদ হতে বের হয়ে গেল ঃ হে আমার সম্প্রদায়!	٧٩. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي

وَنَصَحۡتُ لَكُمۡ وَلَـٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّـٰصِحِينَ	**আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরাতো হিতৈষী বন্ধুদেরকে পছন্দ করনা।**

সালিহর (আঃ) কাওম যে তাঁর বিরোধিতা করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেল, তাই তিনি সেই মৃত দেহকে সম্বোধন করে ধমকাচ্ছেন। তারা যেন শুনতে পাচ্ছে। কেননা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, বদর যুদ্ধে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হলেন তখন তিনি তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর শেষ দিন রাতে বিদায়ের প্রাক্কালে কালীবে বদরের (বদরের গর্তের) পাশে দাঁড়িয়ে যান। কুরাইশ কাফিরদেরকে সেখানে দাফন করা হয়েছিল। তিনি দাফনকৃত ব্যক্তিদেরকে নাম ধরে ধরে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'হে আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম! হে উৎবা! হে শাইবা! হে অমুক! হে অমুক! তোমরা কি রবের ওয়াদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছ? আমি আমার রবের ওয়াদা সদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছি।' এ কথা শুনে উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কেন মৃতদের সাথে কথা বলছেন যারা মরে পচে গেছে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আপনারা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাননা। অবশ্যই তারা শোনে, তবে উত্তর দিতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১, মুসলিম ৭/২২০৪) অনুরূপভাবে সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা সত্য কথাকে পছন্দই করতেনা। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই উপদেশ তোমাদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় হয়নি।

٨٠. وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم	**৮০। আর আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার কাওমকে বলেছিল ঃ তোমরা এমন অশ্লীল ও কু-কর্ম করছ**

৮১। তোমরা স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছ। প্রকৃত পক্ষে, তোমরা হচ্ছ সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	٨١. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

লূত (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়

'ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য যখন আমি (আল্লাহ) লূতকে নাবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম। সে তার কাওমকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিল।' লূত (আঃ) ছিলেন লূত ইব্‌ন হারান ইব্‌ন আযর। তিনি ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তিনিও ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাথে সিরিয়ার দিকে হিজরাত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আহলে সুদূমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুদূমবাসীকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন। তারা এমন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের আবিষ্কার করেছিল যা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সেই সময় পর্যন্ত তারা ছাড়া অন্য কোন জাতি সেই কাজে লিপ্ত হয়নি। (তাবারী ১২/৫৪৮) তারা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে কু-কাজের জন্য আসত। এ কাজের কল্পনা কারও মনে জাগ্রতও হয়নি এবং বানী আদম এ কাজে কখনও জড়িত হয়নি। সুতরাং লূত (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন ঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء তোমরা এমন অশ্লীল ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছ যে কাজ তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেহই করেনি। তোমরা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষ লোকদের কাছে আসছ এবং তাদের দ্বারা নিজেদের যৌনক্রিয়া নিবারণ করে নিচ্ছ? বাস্তবিকই এটা তোমাদের সীমালংঘন এবং বড় রকমের অজ্ঞতাই বটে! যে জিনিসের যেটা স্থান নয় তোমরা ওকে ওরই স্থান বানিয়ে নিচ্ছ। এরপর অন্য আয়াতে লূত (আঃ) বলেন ঃ

هَـٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ

একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭১) তারা বলল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে। (সূরা ইউনুস, ১১ ঃ ৭৯)

৮২। তার জাতির লোকদের এটা ছাড়া আর কোন জবাবই ছিলনা যে, এদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়।	٨٢. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

লূতের (আঃ) কথার জবাবে তারা পরস্পর বলাবলি করে, أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ তোমরা লূতকে (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও। কিন্তু মহান আল্লাহ লূতকে (আঃ) সেখান থেকে নিরাপদে বের করে আনেন এবং কাফিরদেরকে অপমানের মৃত্যু দান করেন।

إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, লূতের (আঃ) কাওম তাঁদেরকে দোষ ছাড়াই দোষী করে। (তাবারী ১২/৫৫০) অথবা ভাবার্থ এই যে, (লূতের (আঃ) কাওম তাঁকে এবং তাঁর সাথের মু'মিনদের ব্যাপারে এ উক্তি করেছিল) তারা পুরুষদের গুহ্যদ্বার ও নারীদের গুহ্যদ্বার হতে পবিত্র থাকতে চায়। (তাবারী ১২/৫৫০) এটা মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি।

৮৩। পরিশেষে, আমি তাকে এবং তার পরিবারের লোকদেরকে, তার স্ত্রী ছাড়া,	٨٣. فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا

শাস্তি হতে রক্ষা করেছিলাম, তার স্ত্রী তাদের সাথে পিছনেই রয়ে গিয়েছিল।	ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ
৮৪। অতঃপর আমি তাদের উপর মুষলধারে বারিপাত ঘটালাম, অতঃপর লক্ষ্য কর, অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল।	٨٤. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলিম আমি পাইনি। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৩৫-৩৬) কিন্তু তার স্ত্রীকে বাঁচানো হয়নি। কেননা সে ঈমান আনেনি, বরং তার কাওমের ধর্মের উপরই রয়ে গিয়েছিল। সে লূতের (আঃ) বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যোগাযোগ রাখত। লূতের (আঃ) কাছে যারা আগমন করতেন তাঁর কাওমের লোকেরা তা অবহিত হত। এ সবকিছুই ঐ মহিলার গুপ্তচরগিরী করার কারণেই সম্ভব হত। আল্লাহ তা'আলা লূতকে (আঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন রাতে স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যেন সেটা জানতে না পারে। তাকে যেন সাথে নিয়ে যাওয়া না হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাঁর সেই স্ত্রীও তাঁদের সাথে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে বের হওয়া মাত্রই যখন তাঁর কাওমের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হল তখন ঐ মহিলাটি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাদের দিকে ফিরে দেখছিল। ফলে সেও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, সে গ্রাম থেকে বের হয়নি এবং লূত (আঃ) তাকে গ্রাম হতে বের হওয়ার সংবাদই দেননি। বরং সে কাওমের সাথেই রয়ে গিয়েছিল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا এই আয়াতটি নিম্নের উক্তিরই তাফসীর করছে ঃ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ

এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল, যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮২) এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, পাপকাজ সম্পাদন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করণের ফলে অপরাধীদের উপর কিরূপ শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ *অতঃপর লক্ষ্য কর, অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল।* অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে অবাধ্যচরণ করছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে তা তুমি খেয়াল কর। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাকে লূতের (আঃ) লোকদের মত ঘৃণ্য কাজ করতে দেখবে তাকেই হত্যা করবে, যে ঘৃণ্য কাজ করবে এবং যার উপর ঘৃণ্য কাজ করা হবে (উভয়কে)। (আহমাদ ১/৩০০, আবূ দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬,ইব্ন মাজাহ ২৫৬১)

৮৫. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ

৮৫। আর আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদেরই ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই। তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল এসেছে। সুতরাং তোমরা ওযন ও পরিমাণ পূর্ণ মাত্রায় দিবে, মানুষকে তাদের প্রাপ্য

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	**বস্তু কম দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা। আর দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ঝগড়া ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটাবেনা, তোমরা বাস্তবিক পক্ষে ঈমানদার হলে এই পথই হল তোমাদের জন্য কল্যাণকর।**

শু'আইব (আঃ) এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ তারা ছিল মাদইয়ান ইব্ন মিদইয়ান ইব্ন ইবরাহীমের বংশধর। শু'আইব (আঃ) ছিলেন মিকিল ইব্ন ইয়াশযুর এর ছেলে। সিরিয়ান ভাষায় তার নাম ছিল *'ইয়াৱন'* (তাবারী ১২/৫৫৪) আমি (ইবনে কাসীর) বলি, মাদিয়ান হল একটি গোত্রের নাম এবং একটি শহরেরও নাম বটে, যা হিজাজের পথে মা'আন নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ

যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৩) তারা হচ্ছে আসহাবুল আইকাত, যার বর্ণনা ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই দেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ **قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ** সে (শু'আইব আঃ) বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই। সমস্ত রাসূলেরই দা'ওয়াত এটাই ছিল। **قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ** তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে। শু'আইব (আঃ) লোকদেরকে তাদের ব্যবহারিক জীবনের লেনদেন সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ তোমরা নিজেদের ওযন ও পরিমাপ ঠিক রাখবে, লোকদের ক্ষতি করবেনা। অন্যদের সম্পদের তোমরা খিয়ানাত করবেনা। বেচা-কেনার সময় পরিমাপ ও ওযনে চুরি করে কম দিয়ে কেহকেও প্রতারিত করবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ১) এটা হচ্ছে কঠিন ধমক ও হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা শু'আইব (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় কাওমকে উপদেশ দিতেন। তাঁকে 'খাতীবুল আম্বিয়া' বা নাবীগণের ভাষণদাতা বলা হত। কেননা তিনি অত্যন্ত বাকপটুতার সাথে ভাষণ দিতে পারতেন এবং জনগণকে অতি চমৎকার ভাষায় উপদেশ দিতেন।

৮৬। আর (জীবনের) প্রতিটি পথে এমনিভাবে দস্যু হয়ে যেওনা যে, ঈমানদার লোকদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ সরল পথকে বক্র করায় ব্যস্ত থাকবে। ঐ অবস্থানটির কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিলেন, আর এই জগতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে তা জ্ঞানচক্ষু খুলে লক্ষ্য কর।	٨٦. وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ
৮৭। আমার নিকট যা (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছে তা যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল অবিশ্বাস করে তাহলে ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাইসালা করে দেন। তিনিই হলেন উত্তম	٨٧. وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِىٓ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ

ফাইসালাকারী।	خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ

শু'আইব (আঃ) জনগণকে ইন্দ্রিয়গতভাবে এবং মৌলিকভাবে ডাকাতি করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা পথের উপর বসে জনগণকে ভীতিপ্রদর্শন করে কোন কিছু লুটপাট করবেনা এবং তাদের সম্পদ তোমাদেরকে দিতে অস্বীকার করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিওনা। (তাবারী ১২/৫৫৭) হিদায়াত লাভের উদ্দেশে যারা শু'আইবের (আঃ) কাছে আসত, লুণ্ঠনকারীরা তাদেরকে বাধা প্রদান করত এবং আসতে দিতনা। এই দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। প্রথম উক্তিটিই হচ্ছে বেশি স্পষ্ট এবং রচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সিরাতের অর্থ পথ। আর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) যা বুঝেছেন তাতো মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে স্বয়ং বলেছেন ঃ 'যারা ঈমান এনেছে, তোমরা তাদের পথে বসে যাচ্ছ এবং সৎলোকদেরকে আমার পথে আসতে বাধা প্রদান করে ভুল পথে ফিরিয়ে দিচ্ছ।' (শু'আইব (আঃ) স্বীয় কাওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন) হে আমার কাওমের লোকেরা! তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে এবং দুর্বল ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের শক্তিশালী করেছেন, এ জন্য তোমাদের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা এটা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ বটে। পূর্বযুগে পাপীদেরকে পাপের কারণে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এর থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, তোমরা এইরূপ কাজ করলে তোমাদের পরিণতিও ঐরূপই হবে। আমার প্রচারের মাধ্যমে যদি তোমাদের একটি দল ঈমান আনে এবং অন্য দল ঈমান না আনে, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যের সাথে কাজ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেন। তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী।

অষ্টম পারা সমাপ্ত।

৮৮। আর তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক ও অহংকারী প্রধানরা বলেছিল ঃ হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী মু'মিনদেরকে আমাদের	٨٨. قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ

يَـٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوۡ كُنَّا كَـٰرِهِينَ	জনপদ হতে বহিস্কার করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে। সে বলল ঃ আমরা যদি তাতে রাযী না হই?
٨٩. قَدِ ٱفۡتَرَيۡنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنۡ عُدۡنَا فِي مِلَّتِكُم بَعۡدَ إِذۡ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنۡهَاۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَاۚ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَـٰتِحِينَ	৮৯। তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার পর আমরা যদি তাতে আবার ফিরে যাই তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হব! আমাদের রাব্ব আল্লাহ না চাইলে ওতে আবার ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সবকিছুই আমাদের রবের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করছি। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিন, আপনিইতো সর্বোত্তম ফাইসালাকারী।

কাফিরেরা তাদের নাবী শুআ'ইবের (আঃ) সাথে এবং তাঁর সময়ের মুসলিমদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিল এবং যেভাবে তাঁদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিল যে, হয় তাঁরা তাদের জনপদ ছেড়ে চলে যাবেন, না হয় তাদের ধর্মে দীক্ষিত হবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে এসব সংবাদই দিচ্ছেন। বাহ্যতঃ এই সম্বোধন রাসূলের প্রতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর উম্মাতের প্রতিই

বটে। শুআ'ইবের (আঃ) কাওমের অহংকারী ও দাম্ভিক লোকেরা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ 'হে শুআ'ইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে জনপদ থেকে বের করে দিব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে।' শুআ'ইব (আঃ) তখন উত্তরে বললেন ঃ 'যদি আমরা তাতে সম্মত না হই তবুও কি? যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই এবং তোমাদের মতাদর্শকে গ্রহণ করি তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হব। শুআ'ইব (আঃ) আরও বললেন ঃ 'এ কাজ আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারেনা যে, আমরা পুনরায় মুশরিক হয়ে যাব। আমরা যা অবলম্বন করি এবং যা অবলম্বন করিনা সবকিছুতেই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের কাওমের মধ্যে সত্যকে প্রকাশ করে দিন এবং আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করুন। আপনি হচ্ছেন উত্তম ফাইসালাকারী।'

৯০। আর তাদের সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা বলল ঃ তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	٩٠. وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَـٰسِرُونَ
৯১। অতঃপর ভূ-কম্পন তাদেরকে গ্রাস করল, ফলে তারা নিজেদের গৃহেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।	٩١. فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ
৯২। অবস্থা দেখে মনে হল, যারা শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেনি, শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।	٩٢. ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا كَانُوا۟ هُمُ ٱلْخَـٰسِرِينَ

তাদের কুফরী, একগুঁয়েমী ও পথভ্রষ্টতা কত কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং সত্যের বিরোধিতা করণ তাদের অন্তরে কি আকার ধারণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই সংবাদই দিচ্ছেন। কাফিরেরা পরস্পর শপথ করে বলেছিল ঃ

لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ দেখ, যদি তোমরা শুআ'ইবের (আঃ) কথা মেনে নাও তাহলে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাদের এই দৃঢ় সংকল্পের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ এই সংকল্পের কারণে তাদের প্রতি এমন এক ভূমিকম্প প্রেরিত হয়েছিল যার ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছিল। তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دِيَـٰرِهِمْ جَـٰثِمِينَ

(আল্লাহ বললেন) আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি মুক্তি দিলাম শু'আইবকে, আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ রাহমাতে এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন, অতঃপর তারা নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৪)

এই দু'টি আয়াতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এই যে, যখন ঐ কাফিরেরা .... أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ (১১ ঃ ৮৭) বলে বিদ্রূপ করল তখন এক ভীষণ বজ্রধ্বনি তাদেরকে চিরতরে নীরব করে দিল। সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৯) এর একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তারা শুআ'ইবের (আঃ) কাছে শাস্তির আহ্বান করে বলেছিল ঃ

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৭) তাই আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে,

তাদের উপর আসমানী আযাব পৌঁছে গেল। তাদের উপর তিনটি শাস্তি একত্রিত হল। (১) আসমানী শাস্তি, তা এভাবে যে, তাদের উপর মেঘ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখা বর্ষিত হল। (২) এক ভীষণ বজ্রধ্বনি হল। (৩) এক ভীষণ ভূমিকম্প সৃষ্টি হল, যার ফলে তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল এবং তাদের আত্মাবিহীন দেহ তাদের গৃহ-মধ্যে পড়ে রইল। كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا মনে হল যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করেনি।

৯৩। সে তাদের নিকট হতে এ কথা বলে বেরিয়ে এলো ঃ হে আমার জাতি! আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি এবং সৎ উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করতে পারি?	٩٣. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَٰفِرِينَ

কাফিরেরা যখন কোনক্রমেই মেনে নিলনা তখন শুআ'ইব (আঃ) সেখান হতে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ হে আমার কাওমের লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছি। আমি সদা তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। এতদসত্ত্বেও তোমরা আমার দ্বারা উপকার লাভ করলেনা। সুতরাং তোমাদের মন্দ পরিণতি দেখে দুঃখ করে আমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিব কেন? তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আর লাভ কি!

৯৪। আমি কোন জনপদে নাবী রাসূল পাঠালে, ওর অধিবাসী-দেরকে দুঃখ-দারিদ্র ও রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে থাকি,	٩٤. وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن

نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذۡنَآ أَهۡلَهَا بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ	উদ্দেশ্য হল, তারা যেন নম্র ও বিনয়ী হয়।
٩٥. ثُمَّ بَدَّلۡنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلۡحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدۡ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةً وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ	৯৫। অতঃপর আমি তাদের দুরাবস্থাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। অবশেষে তারা খুব প্রাচুর্যের অধিকারী হয়, আর তারা (অকৃতজ্ঞ স্বরে) বলে ঃ আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও এভাবে দুঃখ ভোগ করেছে। অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারলনা।

পূর্ববর্তী জাতির প্রতি বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী যেসব উম্মাতের কাছে নাবীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে বিপদ-আপদ দিয়ে এবং সুখ-শান্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। بَأۡسَاءٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে শারীরিক কষ্ট এবং দৈহিক রোগ, অসুস্থতা। আর ضَرَّاءٌ হচ্ছে ঐ কষ্ট যা দারিদ্রের কারণে হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হয়তো তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তাঁকে ভয় করবে এবং সেই বিপদ ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন ও প্রার্থনা করবে। মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট ও বিপদাপদের মধ্যে নিপতিত করেছিলেন, যেন তারা তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করে। কিন্তু তারা তা করেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ এর পরেও আমি তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করে দিলাম। এর দ্বারাও তাদেরকে পরীক্ষা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এ

জন্যই তিনি বলেন ঃ 'অতঃপর আমি তাদের দুরবস্থাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। রোগের স্থলে সুস্থতা দান করলাম। দারিদ্রতার স্থলে ধন-সম্পদ প্রদান করলাম। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হয়তো তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু তারা তা করলনা।' حَتَّى عَفَوْا অর্থাৎ তারা ধনে-মালে ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ

আমি তাদেরকে আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় দ্বারাই পরীক্ষা করেছি, যেন তারা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু না তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল এবং না ধৈর্য ও নম্রতা অবলম্বন করল। বরং বলতে শুরু করল ঃ 'এই সুখ-শান্তি ও বিপদাপদতো আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগ থেকে চলে আসছে এবং সদা-সর্বদা এরূপ চক্রই হতে থাকবে।' তাদের উচিত ছিল এই ইংগিতেই আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তাঁর পরীক্ষার দিকে নিজেদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নেয়া।

কিন্তু মু'মিনদের অবস্থা ছিল তাদের বিপরীত। তারা সুখ-শান্তির সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনের জন্য বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ তার জন্য যা কিছুরই ফাইসালা করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। যদি তার প্রতি বিপদ আপতিত হয় এবং সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর যদি তার উপর সুখ-শান্তি নেমে আসে এবং তখন সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাহলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম ৪/২২৯৫) সুতরাং মু'মিনতো ঐ ব্যক্তি যে সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থায়ই মনে করে যে, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অপর এক হাদীসে এসেছে ঃ 'বিপদাপদ মু'মিনকে সদা পাপ থেকে পবিত্র করতে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গাধার ন্যায়। সে জানেনা যে, তার প্রভু তাকে কেন বেঁধে রেখেছে এবং কেনইবা খুলে দেয়া হয়েছে।' (আহমাদ ২/৪৫০) এ জন্যই এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ আকস্মিকভাবে আমি তাকে শাস্তিতে নিপতিত করেছি, যে শাস্তি সম্পর্কে তার কোন ধারণাও ছিলনা। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ 'আকস্মিক মৃত্যু মু'মিনের জন্য রাহমাত এবং কাফিরের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ।' (আহমাদ ৬/১৩৬)

৯৬। জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম, কিন্তু তারা নাবী রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।	٩٦. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
৯৭। রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে - এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে?	٩٧. أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ
৯৮। অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে?	٩٨. أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ
৯৯। তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেহই নিঃশঙ্ক হতে পারেনা।	٩٩. أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ

	ٱلۡخَـٰسِرُونَ

ঈমান শান্তি বয়ে আনে, আর কুফর নিয়ে আসে গযব

আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ জনপদবাসীদের ঈমানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের কাছে রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَلَوۡلَا كَانَتۡ قَرۡيَةٌ ءَامَنَتۡ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوۡمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفۡنَا عَنۡهُمۡ عَذَابَ ٱلۡخِزۡىِ فِى ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَمَتَّعۡنَـٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٍ

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজণক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৮) অর্থাৎ ইউনুসের (আঃ) কাওম ছাড়া অন্য কোন জনপদের সমস্ত লোক ঈমান আনেনি। ইউনুসের (আঃ) কাওমের সমস্ত লোকই ঈমান এনেছিল এবং ওটা ছিল তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَرۡسَلۡنَـٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلۡفٍ أَوۡ يَزِيدُونَ. فَـَٔامَنُواْ فَمَتَّعۡنَـٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٍ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭-১৪৮) যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِى قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি ... (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ যদি এই জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের উপর আকাশ ও যমীনের বারাকাত নাযিল করতাম। অর্থাৎ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং যমীন হতে ফসল উৎপাদন করতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদেরকে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি। অর্থাৎ তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তখন আমি তাদের দুষ্কার্যের কারণে তাদেরকে শাস্তির

যাঁতাকলে পিষ্ট করেছি। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় আদেশের বিরোধিতা এবং পাপ কাজে সাহসিকতা প্রদর্শন করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى এই জনপদবাসী কাফিরেরা কি আমার শাস্তি হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে? তারা শুইয়েই থাকবে, এমতাবস্থায় রাতেই আমি তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত করব। অথবা তারা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, দিবাভাগের কোন এক সময় শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং সেই সময় তারা নিজেদের কাজ কারবারে লিপ্ত থাকবে ও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে? তারা কি এতটুকুও ভয় করেনা যে, আমার প্রতিশোধ তাদেরকে যে কোন সময় পাকড়াও করবে এবং সেই সময় তারা খেল তামাশায় মগ্ন থাকবে?

فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ মনে রাখবে যে, হতভাগা সম্প্রদায় ছাড়া কেহই আল্লাহর শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনা। এ জন্যই হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'মু'মিন বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং ভাল কাজ করতে থাকে, এরপরেও সে সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত ও চিন্তিত থাকে। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি পাপকাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।'

১০০। কোন এলাকার অধিবাসী ধ্বংস হওয়ার পর সেই এলাকার যারা উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি, আর তাদের অন্তঃকরণের উপর মোহর এটে দিতে পারি যাতে তারা কিছুই শুনতে পারেনা?	١٠٠. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا** এর অর্থ হচ্ছে তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়না যে, আমি (আল্লাহ)

ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? (তাবারী ১২/৫৮০) ইব্ন জারীর (রহঃ) এর তাফসীরে বলেন ঃ কোন এলাকার অধিবাসীকে ধ্বংস করে দেয়ার পর ভূ-পৃষ্ঠে যাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, যারা তাদেরই স্বভাব গ্রহণ করেছে, তাদেরই মত আমল করেছে এবং তাদেরই মত আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়না যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেও তাদের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করতে পারি? **وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ** তাদের এই অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিব। সুতরাং তারা কোন ভাল কথা শুনতেও পাবেনা এবং বুঝতেও সক্ষম হবেনা। অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ

এটাও কি তাদেরকে সৎ পথ দেখালনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? অবশ্যই এতে বিবেক সম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৮) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. وَسَكَنتُمْ فِي مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ

তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪-৪৫) তিনি আরও বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কেহকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৮)

১০১। ঐ জনপদগুলির কিছু ঘটনা আমি তোমার নিকট	١٠١. تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ

مِنْ أَنۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَـٰفِرِينَ	বর্ণনা করছি, তাদের কাছে রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ এসেছিল, কিন্তু পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিলনা, এমনিভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসী-দের অন্তঃকরণের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন।
١٠٢. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَـٰسِقِينَ	১০২। আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী রূপে পাইনি, তবে তাদের অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে পেয়েছি।

নূহ্ (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), লূত (আঃ) ও শুআ'ইবের (আঃ) কাওমের ধ্বংস সাধন, মু'মিনদেরকে রক্ষাকরণ, রাসূলদের মাধ্যমে মু'জিযা ও দলীল প্রমাণাদী পেশ করে তাদের দাবী পূর্ণকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ হে মুহাম্মাদ! ঐ বস্তিগুলোর অবস্থার কথা আমি তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। তাদের কাছে নাবী রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫)

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ. وَمَا ظَلَمْنَـٰهُمْ وَلَـٰكِن ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০০-১০১)

فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিলনা। অর্থাৎ অহীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তারা ঈমান আনার হকদারই থাকলনা। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর (হে মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা! আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৯-১১০) এ জন্যই এখানে তিনি বলেন ঃ **كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ** এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ আমি তাদের অধিকাংশকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মাতের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী রূপে পাইনি, বরং অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে পেয়েছি। তারা ছিল আনুগত্য স্বীকার ও হুকুম মেনে চলার বাইরে। এটা ছিল ঐ অঙ্গীকার যা তাদের রূহ সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ওরই উপর তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঐ কথাটিই তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেও রাখা হয়েছে। সেই অঙ্গীকার ছিল এই 'আল্লাহই হচ্ছেন তাদের রাব্ব ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।' এটা তারা স্বীকার করেও নিয়েছিল এবং সাক্ষ্য প্রদানও করেছিল। কিন্তু পরে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে ঐ অঙ্গীকারকে পৃষ্ঠ-পিছনে নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করতে শুরু করে, যার না আছে কোন দলীল, না আছে কোন সাক্ষী প্রমাণ। এটা জ্ঞান ও শারীয়াত উভয়েরই পরিপন্থী। নিষ্কলুষ প্রকৃতি কখনও এই মূর্তি পূজাকে সমর্থন করেনা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবী ও রাসূল এই মূর্তি পূজা থেকে মানুষকে বিরত

রেখেছেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি আমার বান্দাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে পৃথক করে সৃষ্টি করেছিলাম। অতঃপর শাইতান এসে তাদেরকে সত্য দীন থেকে সরিয়ে দেয় এবং আমি যা কিছু হালাল করেছিলাম তা তারা হারাম করে নেয়।' (মুসলিম ৪/২১৯৭) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী প্রকৃতির (ফিতরাত) উপর সৃষ্ট হয়। কিন্তু তার মাতা-পিতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা মাজুসী বানিয়ে দেয়।' (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

١٠٣. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ	**১০৩। অতঃপর আমি মূসাকে আমার আয়াত ও নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, কিন্তু তারা যুল্ম করল। সুতরাং এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্য কর।**

মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ পূর্ববর্তী রাসূল নূহ, হুদ, সালিহ, লূত এবং শু'আইবের পরে আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ফির'আউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম। ফির'আউন ছিল মিসরের বাদশাহ। সে এবং তার লোকজন অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল! (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি লক্ষ্য কর যে, যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করেছে, আমি তাদেরকে কেমন শাস্তিই না দিয়েছি! মূসার চোখের সামনে আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি। লক্ষ্য কর, সেই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছিল! ফির'আউন ও তার লোকজনকে শাস্তি প্রদান এবং আল্লাহর বন্ধু মূসা ও তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে আরাম আয়েশ প্রদানের বর্ণনা কি সুন্দরভাবে দেয়া হয়েছে!

১০৪। মূসা বলল ঃ হে ফির'আউন! আমি বিশ্বের রবের একজন রাসূল।	١٠٤. وَقَالَ مُوسَىٰ يَـٰفِرۡعَوۡنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ
১০৫। আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবনা, আমি তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। সুতরাং বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।	١٠٥. حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ ۚ قَدۡ جِئۡتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَرۡسِلۡ مَعِيَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ
১০৬। ফির'আউন বলল ঃ তুমি যদি বাস্তবিকই স্পষ্ট দলীল ও কোন নিদর্শন এনে থাক তাহলে উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।	١٠٦. قَالَ إِن كُنتَ جِئۡتَ بِـَٔايَةٍ فَأۡتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও ফির'আউনের মধ্যকার মুনাযারা বা তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিচ্ছেন। ফির'আউনের দরবারে ও তার সম্প্রদায়ের কিবতীদের সামনে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশ করা হচ্ছে এবং দলীল ও মু'জিযা পেশ করা হচ্ছে। মূসা (আঃ) ফির'আউনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ হে ফির'আউন! আমি সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি যিনি সারা জাহানের

সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুরই মালিক। حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ আমার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সত্য কথা পেশ করা। আমার উপর ওয়াজিব ও হক হচ্ছে, আমি সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছুই বলবনা। قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য দলীল প্রমাণাদী নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছি। বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে দিয়ে দাও। তাদেরকে বন্দী জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন জীবন দান কর। কেননা তারা হচ্ছে ইসরাঈল (আঃ) অর্থাৎ ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর।'

তখন ফির'আউন বলল ঃ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আমি তোমার রিসালাত ও নাবুওয়াতের দাবী মানিনা এবং তোমার অনুরোধও রক্ষা করবনা। যদি তুমি সত্য সত্যই নাবী হও এবং কোন মু'জিযা এনে থাক তাহলে তা প্রদর্শন কর। এরপর তোমার কথা ও দাবী সত্য বলে মেনে নেয়া যেতে পারে।

১০৭। তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই ওটা এক জীবিত অজগরে পরিণত হল।	١٠٧. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
১০৮। আর সে তার হাত বের করল, তৎক্ষণাৎই ওটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র ও উজ্জ্বল আলোকময় প্রতিভাত হল।	١٠٨. وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠিখানা সামনে নিক্ষেপ করলেন। তখনই ওটা আল্লাহর কুদরাতে একটা বিরাট অজগর সাপে পরিণত হল এবং ফির'আউনের দিকে বেগে ধাবিত হল। ফির'আউন তখন সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং চীৎকার করে মূসা (আঃ) থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বলল ঃ 'হে মূসা! ওকে থামিয়ে দাও।' তিনি তখন ওকে থামিয়ে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ ওটা লাঠি হয়ে গেল। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখন ঐ সাপটি হা করল তখন ওর নীচের চোয়াল ছিল মাটিতে এবং উপরের চোয়াল ছিল দালানের দেয়ালের উপর। যখন ওটা ফির'আউনের দিকে ধাবিত হল তখন সে কেঁপে উঠল ও লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগল এবং চীৎকার করে বলে উঠল ঃ 'হে মূসা! ওকে ধরে নাও। আমি তোমার উপর ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।' মূসা (আঃ) তখন ওটাকে ধরে নিলেন। ফলে ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। (তাবারী ১৩/১৫)

ইরশাদ হচ্ছে, মূসার (আঃ) দ্বিতীয় মু'জিযা ছিল এই যে, যখন তিনি জামার মধ্যে হাত ভরে তা বের করতেন তখন ওটা সীমাহীন আলোকময় হয়ে উঠত এবং এমন চাকচিক্যময় ও উজ্জ্বল হত যে, ওর দিকে তাকানো যেতনা। তার হাতে শ্বেত-কুষ্ঠ কিংবা অন্য কোন রোগের কারণে এটি হতনা। অন্যত্র তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ

তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১২) ঐ আলোর মধ্যে কোনই ত্রুটি ছিলনা। যখন তিনি তাঁর সেই হাতকে আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করাতেন তখন ওটা পূর্বরূপ ধারণ করত। (তাবারী ১৩/১৭)

১০৯। ফির'আউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় সুদক্ষ যাদুকর।	١٠٩. قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ
১১০। সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়, এখন তোমাদের পরামর্শ কি?	١١٠. يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

ফির'আউনের পরিষদরা মূসাকে (আঃ) যাদুকর আখ্যা দিল

যখন ঐ লোকদের ভয় দূর হল এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো তখন ফির'আউন তার সভাষদবর্গকে একত্রিত করে বলল ঃ

إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ মূসাতো একজন বড় সুদক্ষ যাদুকর। দরবারের লোকেরা সবাই তার কথা সমর্থন করল এবং পরামর্শের জন্য সভায় বসল যে, এখন এ ব্যাপারে কি করা যায়? কিভাবে মূসার (আঃ) আলো নিভিয়ে দেয়া যায়? কিরূপেই বা তাকে বশীভূত করা যায়? সে যে মিথ্যাবাদী এ কথা প্রমাণ করার তাদবীর কি আছে? তারা আশঙ্কা করল যে, জনগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর যাদুর (তাদের ধারনায়) দিকে ঝুঁকে পড়বে। ফলে তিনি জয়যুক্ত হবেন এবং তাদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু যে বিষয়ে তারা আশঙ্কা করছিল সেটাই সত্য হয়ে পড়ল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ

এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬) যখন ঐ লোকগুলো মূসার (আঃ) ব্যাপারে পরামর্শের কাজ শেষ করল তখন সর্বসম্মতিক্রমে তাদের একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা এর পরের আয়াতে দিচ্ছেন।

১১১। তারা বলল ঃ তাকে এবং তার ভাইকে (হারুন) কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিন, আর শহরে শহরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিন,	١١١. قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ
১১২। যেন তারা আপনার (ফির'আউন) নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।	١١٢. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍ

সভাষদরা ফির'আউনকে পরামর্শ দিল ঃ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারুনকে (আঃ) বন্দী রাখা হোক এবং রাজ্যের সমস্ত শহরে লোক পাঠিয়ে প্রসিদ্ধ যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হোক। সেই যুগে যাদুর খুবই প্রচলন ছিল। সবারই এটা ধারণা হয়েছিল যে, মূসার (আঃ) এই মু'জিযা ছিল যাদু ও প্রতারণা। সুতরাং সে (ফির'আউন) এ বিষয়ে

মূসার (আঃ) মু'জিযার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত করার জন্য সমস্ত যাদুকরকে একত্রিত করল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফির'আউনের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ

আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় এবং এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবনা এবং তুমিও করবেনা। মূসা বলল ঃ তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হোক। অতঃপর ফির'আউন উঠে গেল, এবং তার কৌশলসমূহ একত্রিত করল ও অতঃপর ফিরে এলো। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫৮-৬০)

১১৩। যাদুকরেরা ফির'আউনের কাছে এসে বলল ঃ আমরা যদি বিজয় লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?	١١٣. وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَـٰلِبِينَ
১১৪। সে বলল ঃ হ্যাঁ, তোমরাই হবে আমার দরবারের নিকটতম ব্যক্তি।	١١٤. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ
১১৫। অতঃপর যাদুকরেরা বলল ঃ হে মূসা! তুমি কি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে, নাকি আমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ করব?	١١٥. قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ

১১৬। বলল ঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর। সুতরাং যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করল, তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল।	١١٦. قَالَ أَلْقُوا۟ ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

যাদুকরেরা তাদের রশিগুলি সাপে রূপান্তরিত করল

মূসার (আঃ) সাথে যে যাদুকরেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য হাযির হয়েছিল তাদের মধ্যে এবং ফির'আউনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই সংবাদ দিচ্ছেন। ফির'আউন যাদুকরদের সাথে ওয়াদা করেছিল যে, যদি তারা মূসার (আঃ) উপর জয়যুক্ত হতে পারে তাহলে তাদেরকে বড় রকমের পুরস্কার দেয়া হবে এবং তারা যা চাবে তাই পাবে। তাছাড়া তাদেরকে দরবারের নিকটতম ব্যক্তি রূপে গণ্য করা হবে। যখনই সেই যাদুকরগণ অভিশপ্ত ফির'আউনের কাছ থেকে ওয়াদা নিল তখন তারা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ

قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ হে মূসা! তুমিই কি প্রথমে তোমার বিস্ময়কর বস্তু নিক্ষেপ করবে, নাকি আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করব? অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ

অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৫)

মূসা (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ قَالَ أَلْقُوْاْ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর। এতে মূসার (আঃ) নিপুণতা এই ছিল যে, প্রথমে জনগণ যাদুকরদের কলাকৌশল পর্যবেক্ষণ করবে এবং ঐ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করবে। যখন তাদের এই প্রতারণামূলক কার্যকলাপের মহড়া শেষ হবে তখন তারা মূসার (আঃ) সত্য ও বাস্তব কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ দিবে যার জন্য তারা অপেক্ষমান ছিল এবং সেটা তখন স্পষ্টরূপে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কেননা সত্য ও বাস্ত

ব জিনিস অনুসন্ধানের পর তা প্রাপ্ত হলে সেটা অন্তরের উপর বেশি দাগ কেটে থাকে। আর হলও তাই। এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ যাদুকরেরা যখন তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল তখন তারা যাদুর মাধ্যমে দর্শকদের নযরবন্দী করে দিল। তারা তখন এমনভাবে দেখতে থাকল যে, যা কিছু তারা দেখতে পাচ্ছিল তা যেন সবই বাস্তব। অথচ ঐ লাঠিগুলো ও রশিগুলো প্রকৃতপক্ষে লাঠি ও রশিই ছিল। দর্শকদের শুধুমাত্র এটা ধারণা ও খেয়াল ছিল যে, ঐগুলো সাপ।' তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓاْ ۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম ঃ ভয় করনা, তুমি প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকরেরা যা'ই করুক কখনও সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৭-৬৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাদুকরেরা মোটা মোটা রশি ও লম্বা লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করেছিল যা সাপ হয়ে সমস্ত মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছিল বলে মনে হচ্ছিল। এ সবই ছিল যাদুকরদের যাদুর ভেল্কীবাজির কারণে। (তাবারী ১৩/২৮)

১১৭। আমি মূসার নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর। মূসা তা নিক্ষেপ করলে ওটা (এক বিরাট অজগর হয়ে) সহসা ওদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।	١١٧. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
১১৮। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হল, আর তারা	١١٨. فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا

যা কিছু করেছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হল।	كَانُواْ يَعْمَلُونَ
১১৯। আর ফির'আউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার মাইদানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল।	١١٩. فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَـٰغِرِينَ
১২০। যাদুকরেরা তখন সাজদাহবনত হল।	١٢٠. وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ
১২১। তারা বলল ঃ আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম।	١٢١. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১২২। মূসা ও হারুণের রবের প্রতি।	١٢٢. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ

মূসা (আঃ) যাদুকরদের পরাস্ত করলেন, তারা ঈমান আনল

আল্লাহ তা'আলা এই ভীষণ পরীক্ষা ক্ষেত্রে মূসার (আঃ) নিকট অহী পাঠালেন যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করল। মূসা (আঃ) তাঁর ডান হাতে রাখা লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওটা ঐসব কাল্পনিক সাপকে গিলে ফেলল। ঐ ভেল্কীবাজীর সাপগুলোর একটিও রক্ষা পেলনা। ঐ যাদুকরেরা জেনে গেল যে, এটা যাদু নয়, বরং কোন আসমানী সাহায্য ও আল্লাহ তা'আলারই কাজ। সুতরাং তারা সবাই আল্লাহর সামনে সাজদায় পড়ে গেল এবং বলল ঃ

آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ আমরা মূসা (আঃ) ও হারুণের (আঃ) আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মূসার (আঃ) লাঠি নিক্ষেপের সাথে সাথে ওটা সাপ হয়ে যাওয়ার পর যাদুকৃত সমস্ত সাপকে একটির পর একটি গিলে ফেলতে থাকে যতক্ষণ না সব শেষ হয়ে যায়। মূসা (আঃ) যখন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন তখন তিনি সাপের উপর হাত লাগানো মাত্রই ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। যাদুকরেরা

সাজদায় পড়ে গিয়ে বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম মূসা (আঃ) ও হারুণ (আঃ) এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুর রবের প্রতি। যদি তিনি নাবী না হতেন, বরং যাদুকর হতেন তাহলে তিনি কখনই আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারতেননা। কাসিম ইব্ন আবী বাযযাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করতে বলেন। যখন মূসা (আঃ) তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন উহা বিশাল ও ভয়ংকর সাপে রূপান্তরিত হল এবং ঐ সাপ তার মুখের ভিতর যাদুকরদের রশি ও লাঠিগুলি গলধঃকরণ করল। ইহা দেখে যাদুকরেরা সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাথা উত্তোলন করল না যতক্ষণ পর্যন্ত না জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হল এবং প্রতিদান হিসাবে তাদের বাসস্থানকে দেখানো হল। (তাবারী ১৩/৩০)

১২৩। ফির'আউন বলল ঃ আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার উপর ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সত্বরই তোমরা এর পরিণাম জ্ঞাত হবে।	١٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِى ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا۟ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
১২৪। অবশ্যই আমি তোমাদের বিপরীত হস্ত-পদ কর্তন করব, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলে চড়াব।	١٢٤. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
১২৫। তারা (যাদুকরেরা) বলল ঃ নিশ্চয়ই আমরা	١٢٥. قَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا

আমাদের রবের নিকট ফিরে যাব।	مُنقَلِبُونَ
১২৬। তুমি আমাদের মধ্যে এছাড়া কোনই দোষ পাচ্ছনা যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের রবের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম রূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন!	١٢٦. وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

ঈমান আনার পর যাদুকরদের প্রতি ফির'আউনের ভয় প্রদর্শন এবং তাদের জবাব

যাদুকরগণ যখন মু'মিন হয়ে গেল এবং ফির'আউনের উদ্দেশ্য বিফল হল তখন সে যাদুকরদেরকে হুমকি দিয়ে বলল ঃ

إِنَّ هَـٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا আজ যে মূসা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছে এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পারস্পরিক সমঝোতা ও চক্রান্তের কারণেই সম্ভব হয়েছে। তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, এভাবে হুকুমতের উপর বিজয় লাভ করে দেশের মূল অধিবাসীকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ

সেতো দেখছি তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭১) যার সামান্যতমও বিবেক রয়েছে সেও এটা বুঝে ফেলবে যে, হক্ক দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায় দেখে ফির'আউন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই এই অপবাদমূলক কথা বলেছিল। মূসাতো (আঃ) মাদায়েন থেকে এসেই সরাসরি ফির'আউনের নিকট পৌঁছে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন এবং বাহ্যিক মু'জিযাগুলি প্রকাশ করে নিজের রাসূল হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। এরপরে ফির'আউন স্বীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত শহরে মনোনীত এলাকায় লোক প্রেরণ

করে মিসরের বিভিন্ন যাদুকরদেরকে একত্রিত করেছিল, যাদেরকে সে এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্বাচন করেছিল, আর তাদের সাথে ভাল ভাল পুরস্কার ও মর্যাদা দানের অঙ্গীকার করেছিল। এ জন্যই ঐ যাদুকরগণ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল যে, কি করে মূসার (আঃ) উপর বিজয় লাভ করে ফির'আউনের নৈকট্য লাভ করা যায়। মূসা (আঃ) কোন এক যাদুকরের সাথেও পরিচিত ছিলেননা। না তিনি তাদের কেহকেও কখনও দেখেছিলেন, আর না তাদের কারও সাথে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ফির'আউন নিজেও এটা জানত। কিন্তু না জানি সর্বসাধারণ মূসার (আঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, এটাকে রোধ করার জন্যই সে এ কথা বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ

এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৪) ঐ লোকগুলো সাংঘাতিক বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছিল যারা ফির'আউনের এই দাবী সমর্থন করেছিল ঃ

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৪)

সুদ্দী (রহঃ) তার তাফসীরে বলেন যে, যাদুকরদের প্রধানের সাথে মূসার (আঃ) সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বলেন ঃ 'আমি যদি বিজয়ী হই এবং তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমরা আমার উপর ঈমান আনবে কি? আর এটা স্বীকার করবে কি যে, আমার পেশকৃত জিনিস হবে আল্লাহর মু'জিযা?' সেই যাদুকর প্রধান উত্তরে বলল ঃ 'আগামীকাল আমি এমন যাদু পেশ করব যে, কোন যাদুই ওর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনা। সুতরাং তুমি যদি জয়যুক্ত হও তাহলে আমি স্বীকার করে নিব যে, তুমি আল্লাহর রাসূল।' ফির'আউন তাদের এই কথোপকথন শুনেছিল। এ জন্যই সে পরে অপবাদ দিয়ে বলেছিল ঃ 'তোমরা এ জন্যই একত্রিত হয়েছিলে যে, হুকুমতের উপর জয়লাভ করে তোমরা দেশের নেতৃস্থানীয় ও প্রধান প্রধান লোকদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই সিংহাসন দখল করবে। আমি তোমাদেরকে কি শাস্তি দিব তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।' (তাবারী ১৩/৩৩) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে নিব অথবা এর বিপরীত। অতঃপর তোমাদের সকলকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিব। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ

সুতরাং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলবিদ্ধ করবই। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭১)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ফাঁসি এবং বিপরীত দিকের হাত পা কেটে নেয়ার শাস্তি-বিধান সর্ব প্রথম ফির'আউনই চালু করেছিল। (তাবারী ১৩/৩৪) যাদুকরগণ উত্তরে বলে ঃ **إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ** আমরাতো এখন আল্লাহরই হয়ে গেছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আজ তুমি আমাদেরকে যে শাস্তি প্রদানের হুমকি দিচ্ছ, আল্লাহর শাস্তি এর চেয়ে বহুগুণে কঠিন। আজ আমরা তোমার শাস্তির উপর ধৈর্য ধারণ করছি, যেন কাল কিয়ামাতের মাঠে আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পেতে পারি। এ জন্যই তারা বলে উঠল ঃ

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا হে আমাদের প্রভু! আমরা যেন দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং ফির'আউনের শাস্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে পারি সেই জন্য আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন। আর আপনার নাবী মূসার (আঃ) অনুসরণ করিয়ে আমাদেরকে মুসলিম অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন। অতএব তারা ফির'আউনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল ঃ

فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ. إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ. إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ

সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও, তুমিতো শুধু এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা; আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্যতো রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায়, সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭২-৭৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) বলেন

ঃ তাদের দিনের শুরু হয়েছিল যাদুকর হিসাবে এবং দিনের শেষ হয় শহীদ হিসাবে। (তাবারী ১৩/৩৬)

১২৭। ফির'আউন সম্প্রদায়ের সর্দাররা তাকে বলল ঃ তুমি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মুক্ত ছেড়ে দিবে এবং তোমাকে ও তোমার দেবতাদেরকে বর্জন করে চলার সুযোগ দিবে? সে বলল ঃ আমি তাদের সন্তানদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, তাদের উপর আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

١٢٧. وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَـٰهِرُونَ

১২৮। মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভ হয় আল্লাহভীরুদের জন্য।

١٢٨. قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

১২৯। তারা বলল ঃ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা

١٢٩. قَالُوٓا۟ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا

جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ	**(ফির'আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বলল ঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।**

ফির'আউন বানী ইসরাঈলের শিশুদের হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর আল্লাহ তাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেন

এখানে ফির'আউন ও তার দলবলের পারস্পরিক পরামর্শের সংবাদ দেয়া হচ্ছে। ঐ লোকদের অন্তরে মূসার (আঃ) প্রতি কত বেশি হিংসা ছিল তাদের এ পরামর্শের দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। ফির'আউনকে তার পরিষদের লোকেরা বলছে ঃ

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ আপনি কি মূসাকে এমন মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিবেন যে, সে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়াবে এবং দেশবাসীকে ফিতনা ফাসাদের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, আর তাদের মধ্যে আপনার কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর কথা প্রচার করবে?

কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এ লোকগুলো অন্যদেরকে মূসা (আঃ) ও মু'মিনদের ফাসাদ থেকে সাবধান করছে, অথচ তারা নিজেরাই ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এ ব্যাপারে তাদের নিজেদেরই খেয়াল নেই। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে যে দেবতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল গরুসমূহ। কারণ যখনই ফির'আউন কোন সুন্দর ও নাদুস নুদুস গাভী দেখতে পেত তখনই সে তার লোকদেরকে উহার উপাসনা (পূজা) করতে আদেশ করত। এ কারণেই সামেরী বানী ইসরাঈলের জন্য গাভীর মূর্তি তৈরী করেছিল, যা হাম্বা ধ্বনি করত। (তাবারী ১৩/৩৮) মোট কথা, ফির'আউন তার দরবারের লোকদের কথা মেনে নিল এবং বলল ঃ

سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـــي نِسَاءهُمْ আমি তার বংশ বিলোপ করার জন্য তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখব। এই

প্রকারের এটা ছিল দ্বিতীয় অত্যাচার। ইতোপূর্বেও মূসার (আঃ) জন্মের পূর্বে সে এরূপই করেছিল, যেন দুনিয়ায় তাঁর অস্তিত্বই না আসে। কিন্তু ঘটে গেল তার বিপরীত, ফির'আউন যার আশংকায় ভীত ছিল। শেষ পর্যন্ত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং বেঁচেও থাকেন। দ্বিতীয়বারও সে এরূপ করারই ইচ্ছা করল। সে বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত করে তাদের উপর বিজয় লাভের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু এখানেও তার বাসনা পূর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্মান দেন এবং ফির'আউনকে লাঞ্ছিত করেন, আর তাকে ও তার দলবলকে নদীতে নিমজ্জিত করেন।

ফির'আউন যখন বানী ইসরাঈলের ক্ষতিসাধন করার দৃঢ় সংকল্প করে তখন মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।' মূসা (আঃ) তাদের সাথে শুভ পরিণামের ওয়াদা করলেন। তিনি বানী ইসরাঈলকে বললেন ঃ 'রাজ্য তোমাদেরই হয়ে যাবে। যমীন হচ্ছে আল্লাহর। তিনি যাকে চান তাকেই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং ভাল পরিণাম মুত্তাকীদেরই বটে।' মূসার (আঃ) সঙ্গী-সাথীগণ তাঁকে সম্বোধন করে বলল ঃ 'হে মূসা! আপনি আমাদের কাছে আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কঠিন দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আপনি আসার পরেও স্বচক্ষে দেখছেন যে, আমাদেরকে কতইনা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হচ্ছে!' বানী ইসরাঈল যে তাদের অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করছে সেই জন্য মূসা (আঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ 'অতি সত্বরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন।' এই আয়াতের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৩০। আমি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ, অজন্ম ও ফসলহানির মধ্যে বিপন্ন রেখেছিলাম, যাতে তারা ঈমান আনে।	١٣٠. وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
১৩১। যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা	١٣١. فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ

বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। তোমরা জেনে রেখ যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা।	قَالُواْ لَنَا هَـٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَـٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদের দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেন

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ আমি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষে ফেলে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তাদের ক্ষেতে ফসল হয়নি, গাছে ফল ধরেনি। (তাবারী ১৩/৪৬) আবূ ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাজা ইব্ন হাইওয়াহ (রহঃ) বলেছেন যে, তাদের খেজুর গাছে একটি মাত্র খেজুর ধরত। (তাবারী ১৩/৪৬) এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল যে, হয়ত তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। যখন তাদের ভূমি খুব সবুজ শ্যামল থাকত এবং ফসল খুব বেশি হত তখন তারা বলত ঃ 'আমরাতো এরই অধিকারী ছিলাম। এটাতো আমাদেরই প্রাপ্য। আমাদেরকে এটা দেয়া না হলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হত।' আর যদি তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হত এবং ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হত তখন তারা বলত ঃ এটা মূসা ও তার সঙ্গী-সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণেই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ জেনে রেখ, এটা স্বয়ং তাদের নিজেদেরই ভাগ্য বিড়ম্বনা। কিন্তু মন্দ ভাগ্যের প্রকৃত কারণ জনগণ বুঝতনা।

১৩২। তারা বলল ঃ আমাদেরকে যাদু করার জন্য যে কোন নিদর্শনই পেশ করনা কেন আমরা তাতে ঈমান	١٣٢. وَقَالُواْ مَهۡمَا تَأۡتِنَا بِهِۦ مِنۡ ءَايَةٍ لِّتَسۡحَرَنَا بِهَا فَمَا

১৩৩। অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবণ, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, ওগুলি ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি।	١٣٣. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٍ مُّفَصَّلَٰتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
১৩৪। তাদের উপর কোন বালা মুসীবাত ও বিপদাপদ আপতিত হলে তারা বলত ঃ হে মূসা! আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট দু'আ কর। তার সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে প্লেগ দূর করে দিতে পার তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বানী ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে দিব।	١٣٤. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
১৩৫। কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর হতে প্লেগের শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল,	١٣٥. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَٰلِغُوهُ

তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।	إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদের শাস্তি দেন

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ফির'আউন সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও বিরোধিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা হক থেকে সরে গিয়ে একগুঁয়েমী দেখিয়েছিল এবং বাতিলের উপর থেকে হঠকারিতা করেছিল। তারা এ কথাও বলেছিল ঃ

مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ যদি মূসা এমন নিদর্শনও প্রদর্শন করেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদের উপর যাদু করেন তবুও আমরা ঈমান আনবনা। না আমরা তাঁর কোন দলীল কবূল করব, না তাঁর উপর ঈমান আনব, আর না তাঁর মু'জিযার উপর ঈমান আনব। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ আমি তাদের উপর তুফান পাঠালাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে অধিক বৃষ্টিপাত যা ডুবিয়ে দেয় বা ক্ষেত ও বাগানের ক্ষতি সাধন করে। তিনি এর দ্বারা সাধারণ মহামারীও বুঝিয়েছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তুফান হচ্ছে ঐ প্লাবন যা সর্বত্র প্লেগের জীবানু ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ফড়িং খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে সুবিদিত হাদীস

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা ফড়িং খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৩৫, মুসলিম ৩/১৫৪৬) ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাদের জন্য দু'টি মৃত ও দু'টি রক্ত হালাল করা হয়েছে। (মৃত দু'টি হচ্ছে) মাছ ও ফড়িং, আর (রক্ত দু'টি হচ্ছে) কলিজা ও প্লীহা।' (আহমাদ ২/৯৭, ইব্ন মাজাহ ২/১০৭৩)

قُمَّلَ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে গমের ভিতরের পোকা অথবা ওটা হচ্ছে ছোট ছোট ফড়িং যার পালক থাকেনা এবং উড়েনা। মুজাহিদ

(রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) ও কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, قُمَّلَ হচ্ছে কালো বর্ণের ক্ষুদ্র কীট। (তাবারী ১৩/৫৫)

অবাধ্যতার কারণে ফির'আউনীদের প্রতি অন্যান্য শাস্তির বর্ণনা

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মূসা (আঃ) ফির'আউনকে বলেছিলেন ঃ 'হে ফির'আউন! বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও'। কিন্তু ফির'আউন অস্বীকার করল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। ফির'আউন ও তার লোকেরা বুঝে নিয়েছিল যে, এটা আল্লাহর শাস্তি। তাই তারা বলেছিল ঃ 'হে মূসা! আল্লাহর নিকট দু'আ করে এই ঝড়-তুফান বন্ধ করে দাও। আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।' মূসা (আঃ) তখন দু'আ করলেন এবং আল্লাহর আযাব তাদের থেকে দূর হয়ে গেল। কিন্তু না তারা ঈমান আনল, আর না বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিল।

ঐ বছর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল। তারা তখন বলতে লাগল ঃ 'বাহ! বাহ! আমাদের আকাঙ্খাতো এটাই ছিল।' কিন্তু ঈমান না আনার কারণে ফড়িংকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। ওরা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেতে লাগল এবং শাক সব্‌জী নষ্ট করে দিচ্ছিল। তারা বুঝে নিল যে, এখন আর কোন ফসল অবশিষ্ট থাকবেনা। সুতরাং তারা মূসার (আঃ) শরণাপন্ন হয়ে বলল ঃ

قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ হে মূসা! এই শাস্তিকে সরিয়ে দাও, আমরা ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দিব। মূসার (আঃ) দু'আয় ফড়িং দূর হয়ে গেল। কিন্তু তথাপি তারা ঈমান আনলনা এবং বানী ইসরাঈলকেও ছেড়ে দিলনা। বরং তারা ফসল ঘরে জমা করে রাখল এবং বলতে শুরু করল ঃ ভয় কিসের? শস্যের গুদাম বাড়ীতে বিদ্যমান রয়েছে। হঠাৎ গমের পোকার শাস্তি তাদের উপর পতিত হল। এমন অবস্থা হল যে, কেহ দশ সের গম পেষণের জন্য নিয়ে গেলে তিন সেরও বাকী থাকতনা। আবার তারা মূসার (আঃ) কাছে আযাব সরানোর আবেদন করল এবং ঈমান আনার অঙ্গীকার করল। কিন্তু সেই قُمَّلَ এর শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা বিরোধিতা করতেই থাকল।

কোন এক সময় মূসা (আঃ) ফির'আউনের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এমন সময় ব্যাঙয়ের ডাক শোনা গেল। তিনি ফির'আউনকে বললেন ঃ তোমার উপর ও তোমার কাওমের উপর এ কী শাস্তি! সে বলল ঃ এতে ভয়ের কোনই কারণ নেই। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই জনগণের সারা দেহে ব্যাঙ লাফালাফি শুরু করে দিল। কেহ কথা বলার জন্য মুখ খুললে ব্যাঙ তার মুখে প্রবেশ করত। পুনরায় তারা ঐ শাস্তি অপসারণের জন্য মূসার (আঃ) নিকট আবেদন জানাল। কিন্তু সেই শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা ঈমান আনলনা।

এরপর নাযিল হল রক্ত আযাব! তারা নদী থেকে বা কূপ থেকে পানি এনে রাখলে তা রক্তে পরিণত হত। কোন পাত্রে রাখলেও সেই একই অবস্থা। পান করার মত কোন পানি তাদের কাছে থাকতনা। ফির'আউনের কাছে লোকেরা এ অভিযোগ করলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমাদের উপর মূসা যাদু করেছে। তারা বলল ঃ আমাদের উপর কে যাদু করল? আমাদের পাত্রে শুধু আমরা রক্তই পাচ্ছি! অথচ আমরা নিজেরাই পাত্রগুলি পানি দ্বারা ভর্তি করে রাখছি। অতএব আবার তারা মূসার (আঃ) কাছে এলো এবং ঐ আযাব দূর হলে ঈমান আনবে ও বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিবে এই ওয়াদা করল। মূসার (আঃ) দু'আয় তখন ঐ শাস্তি দূর হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তারা ঈমানও আনলনা এবং বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠালনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী আলেমদের আরও কয়েকজন হতে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে!

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন যাদুকরগণ ঈমান আনল এবং ফির'আউন পরাজিত হল ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল, তখনও সে অবাধ্যতা ও কুফরী থেকে ফিরলনা। ফলে তাদের উপর পর্যায়ক্রমে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হল। দুর্ভিক্ষ, বৃষ্টিযুক্ত ঝড়-তুফান, ফড়িং, গমের পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এসব শাস্তি পর্যায়ক্রমে তাদের উপর নাযিল হতে থাকল। ঝড়-তুফানের ফলে সমস্ত ভূমি পানিতে ডুবে গেল। না তারা তাতে লাঙ্গল চালাতে পারল, না কোন ফসলের বীজ বপন করতে সক্ষম হল। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তারা মূসার (আঃ) কাছে আযাব সরানোর অনুরোধ করল এবং ঈমান আনার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল। মূসা (আঃ) আযাব সরানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আবেদন জানালেন।

আযাব সরে গেল বটে, কিন্তু তারা ঈমান আনার অঙ্গীকার পূরা করলনা। এরপরে এলো ফড়িংয়ের শাস্তি, যা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলল এবং তাদের ঘরের দরজাগুলোর পেরেক চাটতে থাকল। ফলে তাদের ঘরগুলি পড়ে গেল।

এরপরে এলো কীটের শাস্তি। মূসা (আঃ) বললেন ঃ 'এই টিলার দিকে এসো।' তারপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে একটি পাথরের উপর লাঠি মারলেন। তখন ওর মধ্য থেকে অসংখ্য কীট বেরিয়ে পড়ল। ওগুলো ঘরের সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ল। খাদ্যদ্রব্যের গায়ে ওগুলো লেগে থাকল। লোকগুলো না ঘুমোতে পারছিল, না একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল। তারপর তাদের উপর ব্যাঙ-এর শাস্তি নেমে এলো। খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, ভাতের থালায় ব্যাঙ, কাপড়ে ব্যাঙ। এরপরে এলো রক্তের শাস্তি। পানির প্রতিটি পাত্রে পানির পরিবর্তে রক্তই দেখা যায়। মোট কথা, তারা বিভিন্ন প্রকার শাস্তির শিকারে পরিণত হল। (তাবারী ১৩/৬৩)

১৩৬। সুতরাং আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলাম, কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আর এই ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ গাফিল বা উদাসীন।	١٣٦. فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَأَغۡرَقۡنَـٰهُمۡ فِى ٱلۡيَمِّ بِأَنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَـٰفِلِينَ
১৩৭। যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল	١٣٧. وَأَوۡرَثۡنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَـٰرِقَ ٱلۡأَرۡضِ وَمَغَـٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَـٰرَكۡنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ

ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ	যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি।

ফির'আউনীদের সলিল সমাধি এবং বানী ইসরাঈলের পবিত্র ভূমিতে পুনর্বাসন

ফির'আউনের কাওমের উপর পর্যায়ক্রমে নিদর্শনাবলীর আগমন এবং একের পর এক শাস্তি অবতরণ সত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকল। ফলে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হল। সেখানে মূসার (আঃ) জন্য রাস্তা বানিয়ে দেয়া হল। তিনি ঐ রাস্তায় নেমে পড়লেন। তাঁকে পার করে নেয়া হল। তাঁর সাথে বানী ইসরাঈলও ছিল। অতঃপর ফির'আউন এবং তার সেনাবাহিনীও তাদের অনুসরণ করে ঐ পথে নেমে পড়ল। যখনই তারা মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে তখনই দু'দিকের পানি মিলে গেল এবং তারা ডুবে মরলো। এটা ছিল আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ওগুলোর প্রতি উদাসীন থাকারই ফল। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি বানী ইসরাঈলকে ফির'আউনের রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন, যাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হত এবং যারা দুর্বল হওয়ার কারণে ফির'আউনের গোলামী করত। হাসান বাসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) شَرْقٌ ও غَرْبٌ দ্বারা শাম বা সিরিয়া দেশ বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার কল্যাণময় বাণী বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে পূর্ণ হল। কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি ঐ কাওমের উপর ইহসান করতে চাই যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। আমি তাদেরকে বাদশাহ ও সরদার বানাতে চাই। তাদেরকে আমি আমার যমীনের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করব। আর ফির'আউন

ও তার কাওম যে শাস্তির আশংকা করত ঐ শাস্তিই আমি তাদের উপর নাযিল করব। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫-৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ফির'আউন ও তার কাওম যে অট্টালিকা ও উদ্যানসমূহ তৈরী করেছিল এবং যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, সবগুলিকেই আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। ইব্ন জারীর (রহঃ) ও অন্যান্যদের হতে ইহা বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই প্রকাশমান।

১৩৮। আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা মূর্তি পূজারত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বলল ঃ হে মূসা! তাদের যেরূপ মা'বূদ রয়েছে, আমাদের জন্যও ঐরূপ মা'বূদ বানিয়ে দাও। সে বলল ঃ তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়।	١٣٨. وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
১৩৯। এই সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা	١٣٩. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ

فِيهِ وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়।

বানী ইসরাঈল সমুদ্রে ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাবার পরেও মূর্তি পূজা থেকে তাদের মন বিরত থাকেনি

বানী ইসরাঈলের অজ্ঞ লোকদের বাসনার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলার এই বিরাট নিদর্শন স্বচক্ষে দেখল তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করল যারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, তারা ছিল কিনআনী গোত্র বা লাখম গোত্র। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, তারা গাভীর ন্যায় জন্তুর মূর্তি বানিয়ে নিয়েছিল এবং ওরই উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এ জন্যই পরবর্তীতে ওরই সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি বাছুরের উপাসনায় তারা জড়িয়ে পড়েছিল। তারা বলেছিল ঃ

يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ হে মূসা! আমাদের জন্য একটি মা'বূদ বানিয়ে দিন, যেমন এই লোকগুলোর মা'বূদসমূহ রয়েছে। (তাবারী ১৩/৮০) মূসা (আঃ) বললেন ঃ তোমরা বড়ই মূর্খ। তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে গেছ। তিনি এসব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক ও সমতুল্য কেহ হতে পারেনা। যারা তা করে তাদের মতাদর্শও ভিত্তিহীন এবং আমলও অকার্যকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ *এ সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়।*

আবূ ওয়াকিদ আল লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাক্কা থেকে হুনাইনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। পথিমধ্যে কাফিরদের একটি কুল বৃক্ষ আমাদের সামনে পড়ে যাকে তারা অত্যন্ত পবিত্র মনে করত এবং তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঐ গাছে বেঁধে রাখত। ঐ গাছটিকে ذَاتُ اَنْوَاطٍ *'যাতু আনওয়াত'* বলা হত। যখন আমরা অপূর্ব সবুজময় কুল গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের জন্যও একটা ذَاتُ اَنْوَاط 'যাতু আনওয়াত' এর ব্যবস্থা করে দিন, যেমন তাদের রয়েছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরাতো ঐ কথাই বলছ যে কথা মূসার (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল। তারা বলেছিল ঃ

اجْعَل لَّنَا إِلَـــهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَـــؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ হে মূসা (আঃ)! আপনি আমাদের জন্যও একটি মা'বূদ বানিয়ে দিন, যেমন ঐ লোকদের রয়েছে। তখন মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ তোমরাতো বড়ই অজ্ঞ ও মূর্খ। তাদের পন্থা ও আমল সবই মিথ্যা ও বাতিল। (তাবারী ১৩/৮২)

১৪০। সে বলল ঃ আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য মা'বুদের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন!	١٤٠. قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَـٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ
১৪১। স্মরণ কর সেই সময়টির কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের অনুসারীদের দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়েছি, যারা তোমাদেরকে অতিশয় মর্মান্তিক, কষ্টদায়ক ও ন্যাক্কারজনক শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। এটা ছিল তোমাদের জন্য	١٤١. وَإِذْ أَنجَيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা।	مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া

মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ স্মরণ করাতে গিয়ে বলছেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে ফির'আউনের বন্দীত্ব ও প্রভুত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং রেহাই দিয়েছেন অপমানজনক কাজ থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন মর্যাদা ও সম্মান। তোমাদের শত্রুদেরকে তিনি তোমাদের চোখের সামনে ধ্বংস করেছেন। সুতরাং তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কে হতে পারে? এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারায় দেয়া হয়েছে।

১৪২। আমি মূসাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম ত্রিশ রাতের জন্য এবং আরও দশ দ্বারা ওটা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময়টি চল্লিশ রাত দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা।	١٤٢. وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ

মূসার (আঃ) ৪০ দিন সিয়াম পালন ও ইবাদাতে কাটানো

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর যে ইহসান করেছেন তা তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন ঃ তোমাদেরকে আমি হিদায়াত দান করেছি। তোমাদের নাবী মূসা আমার সাথে কথা বলেছেন। আমি তাকে তাওরাত (আসমানী কিতাব) প্রদান করেছি। এর মধ্যে নির্দেশাবলী ও শারীয়াতের যাবতীয় কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) সাথে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলেন। মুফাস্‌সিরগণ বলেন যে, মূসা (আঃ) ঐ দিনগুলিতে সিয়াম পালন করেছিলেন। যখন এই ত্রিশ দিন পূর্ণ হল মূসা (আঃ) গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজন করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার জন্য তূর পাহাড়ে গমন করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰبَنِىٓ إِسۡرَٲٓءِيلَ قَدۡ أَنجَيۡنَـٰكُم مِّنۡ عَدُوِّكُمۡ وَوَٲعَدۡنَـٰكُمۡ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنَ

হে বানী ইসরাঈল! আমিতো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮০) মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারুনকে (আঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে গিয়েছিলেন এবং অবস্থা ও পরিবেশ ভাল রাখার উপদেশ দেন যেন ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। হারুনকে (আঃ) তাঁর উপদেশ দান শুধু সতর্কতামূলক ছিল। নচেৎ হারুনও (আঃ) স্বয়ং নাবী ছিলেন এবং মহামর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপর এবং সমস্ত নাবীর উপর আল্লাহর রাহমাত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১৪৩। মূসা যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল, তখন তার রাব্ব তার সাথে কথা বললেন। সে তখন নিবেদন করল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে দর্শন দিন। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পারবেনা, তবে তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি	١٤٣. وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَـٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَ‌ۚ قَالَ لَن تَرَٲنِى وَلَـٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ

فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ	**ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে এলো তখন সে বলল ঃ আপনি মহিমাময়, আপনার পবিত্র সত্তার কাছে আমি তাওবাহ করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম।**

মূসার (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মূসা (আঃ) ওয়াদার স্থানে এলেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে কথা বলার মর্যাদা লাভ করেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন ঃ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي হে আমার রাব্ব! আমি আপনাকে দেখতে চাই। আপনাকে দেখার সুযোগ আমাকে দান করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ 'তুমি কখনই আমাকে দেখতে পারনা।' لَنْ تَرَنِى এর মধ্যে যে لَنْ শব্দটি রয়েছে, এটা আলিমদের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কেননা لَنْ শব্দটি চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি বুঝানোর জন্য এসে থাকে। এর উপর ভিত্তি করেই মু'তাযিলা সম্প্রদায় দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই আল্লাহ তা'আলার দর্শন অসম্ভব। কিন্তু তাদের এই উক্তি খুবই দুর্বল। কেননা এ ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনরা আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ২২-২৩) এর দ্বারা মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে পরকালে দেখতে পাবে।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ 'হে মূসা! কোন জীবিত প্রাণী মৃত্যুর পূর্বে আমাকে দেখতে পাবেনা। শুষ্ক জিনিসও আমার আলোকসম্পাতের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا রাব্ব যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় আলোকসম্পাৎ করলেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন **فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ** *অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন*। এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ইশারা করে তুলে ধরেন। (আহমাদ ৩/১২৫) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৮/৪৫১) ইমাম হাকিমও (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে হামাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তিনি এটি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩২০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু কনিষ্ঠাঙ্গুলি বরাবর আলোকসম্পাৎ করেন, এর ফলেই মূসা (আঃ) অচেতন হয়ে পড়েন। হুশ ফিরে এলে মূসা (আঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনার প্রতি কেহই দৃষ্টি রাখতে পারেনা। আপনাকে দেখতে চেয়ে আমি যে ভুল করেছি তার জন্য তাওবাহ করছি। এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।' এখানে ঈমান দ্বারা ঈমান ও ইসলাম উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে বুঝানো হয়েছে ঃ 'আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার মাখলূক আপনাকে দেখতে পারেনা।'

وَخَرَّ موسَى صَعِقًا এই আয়াত সম্পর্কীয় আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, একজন ইয়াহুদী এসে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করল ঃ 'আপনার একজন আনসারী সাহাবী আমার মুখের উপর এক থাপ্পড় মেরেছে।' ঐ সাহাবীকে ডেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এই লোকটিকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সমস্ত মানুষের উপর ফাযীলাত দান করেছেন।' আমি তখন বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও কি? সে বলল ঃ 'হ্যাঁ।' এতে আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়। তাই আমি তাকে এক থাপ্পড় মেরে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা আমাকে নাবীগণের উপর মর্যাদা দিওনা। মানুষ কিয়ামাতের দিন অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম চৈতন্য লাভ আমারই হবে। কিন্তু আমি দেখব যে, মূসা (আঃ) আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি জানিনা যে, আমার পূর্বে তাঁরই চৈতন্য লাভ হয়েছে, নাকি তিনি অজ্ঞানই হননি। কেননা তূরে আলোক সম্পাতের সময় তিনি একবার সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৫২, ১৩/৪৫৫; বুখারী ৪৬৩৮, ২৪১২, ৬৯১৭, ৩৩৯৮, ৭৪২৭, ৬৫১৮; মুসলিম ৪/১৮৪৪, ২৩৭৪; আবূ দাঊদ ৪৬৬৮, আহমাদ ২/২৬৪)

১৪৪। আল্লাহ বললেন ঃ হে মূসা! আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দিই তা তুমি গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।	١٤٤. قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي فَخُذۡ مَآ ءَاتَيۡتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ
১৪৫। অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) এই হিদায়াতকে দৃঢ়	١٤٥. وَكَتَبۡنَا لَهُۥ فِي ٱلۡأَلۡوَاحِ مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡعِظَةٗ وَتَفۡصِيلٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ فَخُذۡهَا

হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। আমি ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের আবাসস্থান শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রদর্শন করাব।	بِقُوَّةٍ وَأۡمُرۡ قَوۡمَكَ يَأۡخُذُواْ بِأَحۡسَنِهَاۚ سَأُوْرِيكُمۡ دَارَ ٱلۡفَٰسِقِينَ

মূসাকে (আঃ) আল্লাহর মনোনয়ন এবং ফলক প্রদান

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে মূসা! আমি তোমাকে রিসালাতের জন্য ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য সমস্ত লোকের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি।' তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানের সরদার বা নেতা। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খাতিমুল আম্বিয়া বানিয়েছেন। তাঁর শারীয়াত কিয়ামাত পর্যন্ত চালু থাকবে এবং তাঁর উম্মাতের সংখ্যা সমস্ত নাবীর উম্মাতের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হবে। মর্যাদা ও ফাযীলাতের দিক দিয়ে তাঁর পরে ইবরাহীম খলীলের (আঃ) স্থান। অতঃপর মূসা ইব্ন ইমরান কালীমুল্লাহর (আঃ) স্থান। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ আমি তোমাকে যে কালাম দান করেছি তা তুমি গ্রহণ কর এবং সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যা সহ্য করার তোমার শক্তি নেই তা যাঞ্চা করনা। এরপর সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, এই তাখতী বা ফলকে প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক হুকুমের ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাতে উপদেশাবলী ও নির্দেশাবলী বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত হারাম এবং হালালও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই ফলকের উপর তাওরাত লিখিত ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَهۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ ٱلۡأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩)

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ 'দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর' অর্থাৎ আনুগত্যের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কর এবং স্বীয় সম্প্রদায়কেও নির্দেশ দাও যে, তারা যেন, উত্তমরূপে এর উপর আমল করে। সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, আবূ সা'দ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশ করেন যে, তাঁকে যা প্রদান করা হয়েছে তা যেন তিনি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেন এবং ওর উপর আমল করেন, এবং তাঁর লোকদেরকেও তিনি যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দেন। (তাবারী ১৩/১১০)

سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ হে মূসা! যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে ও আমার আনুগত্যের বাইরে চলে যাবে তাদের পরিণাম কি হবে অর্থাৎ কিভাবে তারা ধ্বংস হবে তা আমি শীঘ্রই তোমাকে দেখাব।

١٤٦. سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا وَإِن يَرَوْا۟ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا۟ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا۟

১৪৬। পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে রাখব, প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখার পরেও তারা তাতে ঈমান আনবেনা, তারা যদি সৎ পথ দেখতে পায় তবুও সেই পথ সৎ পথ বলে গ্রহণ করবেনা। কিন্তু তারা ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখলে তাকেই তারা গ্রহণ করবে। এর কারণ হল, তারা আমার নিদর্শন-সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা তা থেকে

بِـَٔايَـٰتِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَـٰفِلِينَ	সম্পূর্ণ রূপে অমনোযোগী ছিল।
١٤٧. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلۡأَخِرَةِ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ‌ۚ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ	১৪৭। যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাত মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের সমুদয় 'আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, তারা যা করে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

অহংকারী কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়না

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ যারা আমার আনুগত্য অস্বীকার করে এবং বিনা কারণে মানুষের কাছে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি শারীয়াত ও আহকাম অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত করে দিব যা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও একাত্মবাদের উপর অকাট্য প্রমাণ। অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ وَأَبۡصَـٰرَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ৫)

এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের থেকে কুরআন বুঝার মূল জ্ঞান ছিনিয়ে নিবেন এবং স্বীয় নিদর্শনাবলী থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবেন। (তাবারী ১৩/১১২) এটা হচ্ছে ইব্‌ন উয়াইনার (রহঃ) চিন্তাধারা। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) সুফিয়ানের (রহঃ) বরাতে বলেন যে, এই আয়াতের ইঙ্গিত এই উম্মাতের দিকেও রয়েছে। (তাবারী ১৩/১১৩) কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী নয়। ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) এটাকে প্রত্যেক উম্মাতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলে থাকেন এবং উম্মাতদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননা। আল্লাহ তা'আলা সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا তারা যতই আয়াত শ্রবণ করুক না কেন, ঈমান আনবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً যদি তারা সৎ পথ দেখতেও পায় তবুও সেই পথ গ্রহণ করবেনা, কিন্তু তারা যদি ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখতে পায় তাহলে ওকেই জীবন পথরূপে গ্রহণ করবে। এর কারণ এই যে, আমার আয়াতসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী থেকেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ আমার আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তাদের সৎ আমলের সাথে সাথে ঈমান না থাকার কারণে তাদের সমস্ত সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং এ সবগুলি ছিনিয়ে নেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ তাদের আমল অনুযায়ী আমি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করব। অর্থাৎ ঈমানের সাথে ভাল আমল করলে ভাল প্রতিফল দেয়া হবে এবং মন্দ আমল করলে মন্দ প্রতিফলই দেয়া হবে। যেমন কর্ম তেমনই ফল।

১৪৮। আর মূসার চলে যাবার পর অলংকার দ্বারা একটি বাছুরের (মত) পুতুল তৈরী করল, ওটা হতে গরুর মত শব্দ বের হত। তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদেরকে কোন পথও দেখিয়ে দেয়না? তবুও তারা ওটাকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করল। বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী।	١٤٨. وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ۘ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَٰلِمِينَ
১৪৯। আর যখন তারা লজ্জিত হল এবং দেখল যে, (প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের প্রভু যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।	١٤٩. وَلَمَّا سُقِطَ فِىٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

বাছুরের পূজা করার ঘটনা

আল্লাহ সুবহানাহু বর্ণনা করছেন যে, বানী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোকেরা বাছুর পূজা করেছিল। কিবতীদের নিকট থেকে যেসব অলংকার ধারে নেয়া হয়েছিল সেগুলো দ্বারা সামিরী একটি বাছুর তৈরী করেছিল। ওর ভিতর ঐ মুষ্টি মাটি

নিক্ষেপ করেছিল যা সে জিবরাঈলের (আঃ) ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন থেকে গ্রহণ করেছিল। ঐ বাছুরের মধ্য থেকে গাভীর আওয়াজের মত আওয়াজ বের হতে লাগল। এ সবকিছুই মূসার (আঃ) অনুপস্থিতির সময় ঘটেছিল। তূরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই ফিতনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তাই মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করা হচ্ছে ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮৫) ঐ বাছুরটিকে রক্ত-মাংস দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল, নাকি ওর মধ্য থেকে শব্দ বের হচ্ছিল, না কি ওটাকে সোনা দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এবং ওর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করেছিল কিনা, ফলে ওর মধ্য থেকে গাভীর শব্দ বের হচ্ছিল, এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কথিত আছে যে, ঐ বাছুরটিকে তৈরী করার পর যখন ওটা গাভীর মত শব্দ করতে শুরু করল তখন জনগণ ওর চতুর্দিকে নাচতে নাচতে প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং তারা বড় রকমের ফিতনায় পতিত হল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করল ঃ 'এটাই আমাদের মা'বূদ এবং মূসারও (আঃ) মা'বূদ। মূসা (আঃ) ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছেন।'

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

তাহলে কি তারা দেখেনা যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয়না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখেনা? (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮৯) তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً তারা কি এটুকুও বুঝেনা যে, ওটা শব্দ করছে তাতে কি হয়েছে? ওটাতো তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারেনা! না তাদের কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে!' সুতরাং অত্র আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদেরকে কোন পথও দেখায়না? তবুও তারা ওটাকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করল, বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী।' তারা বাছুরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করার ফলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকেও ভুলে গেল। তাদের অন্তরে অজ্ঞতা ও মূর্খতার পর্দা পড়ে গেছে।

অতঃপর যখন তারা নিজেদের কর্মের উপর লজ্জিত হল এবং বুঝতে পারল যে, বাস্তবিকই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন বলতে লাগল ঃ

وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তাহলে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব ও ধ্বংস হয়ে যাব। যা হোক, তারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করে নিল এবং অনুশোচনা করল।

১৫০। মূসা রাগান্বিত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় নিজ জাতির নিকট ফিরে এসে বলল ঃ আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ, তোমরা তোমাদের প্রভুর নির্দেশের পূর্বেই কেন তাড়াহুড়া করতে গেলে? অতঃপর সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং স্বীয় ভাইয়ের মস্তক (চুল) ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। সে (হারুণ) বলল ঃ হে আমার মাতার পুত্র! এই লোকগুলি আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব তুমি আমাকে শত্রু সমক্ষে হাস্যস্পদ করনা, আর এই যালিম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করনা।	١٥٠. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَـٰنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنۢ بَعْدِىٓ ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِى وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتْ بِىَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ
১৫১। তখন মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন!	١٥١. قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِأَخِى

وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	**আর আমাদেরকে আপনার রাহমাতের মধ্যে দাখিল করুন! আপনি সব চেয়ে দয়াবান।**

মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করে স্বীয় কাওমের নিকট ফিরে আসেন তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত ও ভারাক্রান্ত। অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ তোমাদের নিকট থেকে আমার বিদায়ের পর বাছুর-পূজায় লিপ্ত হয়ে তোমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ করেছ। **أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ** তোমরা কি অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহর শাস্তি ডেকে আনার ইচ্ছা করেছিলে? আর আল্লাহর বাক্যালাপ থেকে সরিয়ে আমাকে সত্বর ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলে? আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ কঠিন রাগতঃ স্বরে তিনি ফলকগুলি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন এবং ভাই হারুণের (আঃ) মাথা ধরে নিজের দিকে সজোরে টেনে আনেন। এই ঘটনাটি নিম্নের হাদীসটিকে প্রমাণিত করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ **لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ** 'শ্রুত সংবাদ দৃশ্যের মত নয়।' (আহমাদ ১/২৭১) আর প্রকাশ্য বচন হচ্ছে এই যে, মূসা (আঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফলকগুলি তাঁর কাওমের সামনে নিক্ষেপ করেন। এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনদের উক্তি। মূসা (আঃ) যে স্বীয় ভাই হারুনকে (আঃ) তাঁর মাথা ধরে টেনেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, তাঁর ধারণায় হারুণ (আঃ) জনগণকে বাছুর পূজায় বাধা দেয়ার ব্যাপারে অবহেলা করেছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قَالَ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟. أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى. قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى

মূসা বলল ঃ হে হারুণ! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ হতে? তাহলে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? হারুণ বলল ঃ হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ করনা; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বানি ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৯২-৯৪) এখানে বলা হয়েছে, তখন হারুণ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি বা মাথার চুল ধরে টানবেনা, আমার এ ভয়তো ছিলই যে, তুমি না জানি বলবে ঃ তুমি আমার জন্য কেন অপেক্ষা করনি এবং বানী ইসরাঈলকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কেন নিক্ষেপ করেছ? হে আমার ভাই! এ লোকগুলো আমার কোনই পরওয়া করেনি। তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল। এমন কি তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। শত্রুদের সামনে তুমি আমাকে হাস্যস্পদ করনা এবং আমাকে এই অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য করনা। 'হে আমার মায়ের পুত্র' হারুণের (আঃ) এ ভাষা প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল মূসার (আঃ) মনকে আকর্ষণ করা, যেন তাঁর প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। নচেৎ, তিনি পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকেইতো মূসার (আঃ) ভাই ছিলেন। যখন মূসার (আঃ) কাছে তাঁর ভাই হারুণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন তখন তিনি হারুনকে (আঃ) ছেড়ে দিলেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى

হারুণ তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারাতো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে; তোমাদের রাব্ব দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৯০) এ জন্যই মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন। আমাদের উভয়কে আপনার রাহমাতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় দয়ালু। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) উপর দয়া করুন। দর্শকের কথা ও শ্রোতার কথা পৃথক হয়ে থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ মূসাকে (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন, 'তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমার কাওম শির্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।' এ কথা শুনে তিনি ফলকগুলি নিক্ষেপ করেননি। কিন্তু যখন তিনি স্বচক্ষে তাদেরকে শির্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে দেখেন তখন তিনি ক্রোধভরে ফলকগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেন।' (ইব্ন মাজাহ ২/৩৮০)

১৫২। যারা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে, অবশ্যই তারা এই পার্থিব জীবনে তাদের রবের গযব ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হবে, মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।	١٥٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ
১৫৩। যারা খারাপ কাজ করে, এরপর তাওবাহ করলে ও ঈমান আনলে, তোমার আল্লাহতো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।	١٥٣. وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

গো-বৎস পূজার শাস্তিস্বরূপ বানী ইসরাঈলের উপর যে গযব নাযিল হয়েছিল তা ছিল এই যে, তাদের তাওবাহ ঐ পর্যন্ত কবূল হবেনা যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশক্রমে পরস্পর একে অপরকে হত্যা করে। সূরা বাকারায় এ ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

অতএব তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও, তোমাদের রবের নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৪)

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ মিথ্যা রচনাকারীদেরকে (বিদ‘আতী) আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। এই অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যেক মিথ্যা রচনাকারীর জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সুফইয়ান ইব্ন উয়াইনা (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক বিদ‘আতপন্থী এভাবেই অপমানিত হবে। যে বিদ‘আত চালু করবে সে এই শাস্তিই পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা এবং বিদ‘আতের বোঝা তার অন্তর থেকে বের হয়ে তার স্কন্ধের উপর এসে পড়বে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, সে পার্থিব জগতে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করলেও তার চেহারায় অপমানের ছাপ লেগে যাবে। আইউব আল সাখসিয়ানী (রহঃ) আবূ কিলাবাহ আল যারমী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মিথ্যা রচনাকারী/বিদ‘আতী কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে এ শাস্তি পেতে থাকবে। (তাবারী ১৩/১৩৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন তাওবাহ কবূলকারী। যত বড় পাপীই হোক না কেন, তাওবাহর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সেই পাপীকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি কেহ কুফরী, শির্ক ও নিফাকের কাজও করে, অতঃপর আন্ত রিকতার সাথে তাওবাহ করে তাহলে সেই পাপও আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একটি লোক কোন এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করল, অতঃপর তাকে সে বিয়ে করল, এর কি হবে? উত্তরে তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করলেন ঃ

وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ যে ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবাহ করে এবং ঈমান আনে, জেনে রেখ যে, এর পরেও তোমার রাব্বকে তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) দশবার এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি তাদেরকে এর নির্দেশও দিলেননা এবং তা থেকে নিষেধও করলেননা। (দুররুল মানসুর ৩/৫৬৬)

১৫৪। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে প্রস্তর ফলকগুলি তুলে নিল, তাতে লিখা ছিল ঃ যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও রাহমাত।	١٥٤. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

শান্ত হওয়ার পর মূসা (আঃ) ফলকগুলি আবার তুলে নেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, যখন মূসার (আঃ) ক্রোধ প্রশমিত হল তখন তিনি প্রস্তর ফলকগুলি উঠিয়ে নিলেন যেগুলি তিনি কঠিন ক্রোধের কারণে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এ কাজটা ছিল মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের কারণে। ইরশাদ হচ্ছে, এর মধ্যে হিদায়াত ও রাহমাত ছিল ঐ লোকদের জন্য যারা তাদের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করে। অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন যে, যখন তিনি ওগুলি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর তিনি সেগুলি একত্রিত করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করেই পূর্ববর্তী কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন যে, ঐ ভাঙ্গা ফলকগুলিতে হিদায়াত ও রাহমাতের আহকাম লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তফসীল সম্পর্কিত আহকাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয় যে, ইসরাঈলী বাদশাহদের পুস্তকাগারে ইসলামী শাসনের যুগ পর্যন্ত এই খণ্ডগুলি বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

১৫৫। মূসা তার সম্প্রদায় হতে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় লোক আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য নির্বাচন করল, যখন ঐ লোকগুলি একটি কঠিন ভূ-কম্পনে আক্রান্ত হল তখন মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব!	١٥٥. وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَـٰتِنَا ۖ فَلَمَّآ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ

আপনি ইচ্ছা করলে এর পূর্বেও ওদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন, আমাদের মধ্যকার কতক নির্বোধ লোকের অন্যায়ের কারণে কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটাতো আপনার পরীক্ষা, আপনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন, আপনিইতো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ক্ষমাকারীদের মধ্যে আপনিইতো উত্তম ক্ষমাকারী।	رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّىَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۖ إِنْ هِىَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَـٰفِرِينَ
১৫৬। অতএব আমাদের জন্য এই দুনিয়ায় ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন, আমরা আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের	١٥٦. وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِنَا يُؤْمِنُونَ	প্রতি ঈমান আনে।

বানী ইসরাঈলের ৭০ জন লোকের নির্দিষ্ট স্থানে গমন এবং তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে মৃত্যু

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সত্তরজন লোক নির্বাচন করার আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং মূসা (আঃ) এরূপ সত্তরজন লোক নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করল তখন নিম্নরূপ কথা বলল ঃ

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কিছু দান করুন যা আপনি ইতোপূর্বে কেহকে দান করেননি এবং না আমাদের পরে কেহকেও দান করবেন।' তাদের এই প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হলনা। সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে ঘিরে ফেললো। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) এমন ত্রিশজনসহ আসতে বলেছিলেন যারা গো-বৎস পূজার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং দু'আর জন্য একটা সময় ও স্থান নির্ধারণ করেছিল। মূসা (আঃ) সত্তরজন লোক নির্বাচন করলেন, যাদেরকে নিয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বের হলেন। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে অঙ্গীকার স্থলে পৌঁছলেন তখন তারা তাঁকে বলল ঃ

حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً

আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৫) এই স্পর্দ্ধামূলক কথার শাস্তি হিসাবে ঃ

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ

অতঃপর তাদের অবাধ্যতার জন্য বজ্রপাত তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৩) মূসা (আঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেন ঃ

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ হে আমার রাব্ব! আমি এখন বানী ইসরাঈলের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে কি জবাব দিব? এরাতো তাদের মধ্যে ভাল লোক ছিল, আপনি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিলেন। হে আল্লাহ! যদি আপনি তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করে দিতেন। (তাবারী ১৩/১৪১)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্য থেকে সত্তরজন খুবই ভাল লোককে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 'চল, আল্লাহর কাছে যাই। তোমরা কাওমের অবশিষ্ট লোকদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা তাওবাহ কর, সিয়াম পালন কর এবং শরীর ও কাপড় পবিত্র করে নাও।' অতঃপর তিনি নির্ধারিত দিনে তাদেরকে নিয়ে তূরে সিনাইর দিকে চললেন। এর সবকিছুই আল্লাহর অবগতি ও অনুমতিক্রমে হয়েছিল। যে সত্তরজন লোক যারা মূসার (আঃ) পরিচালনাধীনে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে এসেছিল তারা বলল ঃ হে মূসা! আল্লাহর সাথে আপনার বাক্যালাপ হয়ে থাকে, আমাদেরকে তা শুনতে দিন। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। অতঃপর যখন মূসা (আঃ) পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি একটা অত্যন্ত ঘন মেঘখণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পাহাড়টিও মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মূসা (আঃ) মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং তাঁর লোকগুলোকে বললেন ঃ তোমরাও আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা যখন মূসার (আঃ) সাথে কথা বলতেন তখন এমন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠত যে, কেহই তা সহ্য করতে পারতনা। এ জন্য তিনি তাঁর অবস্থানের নিচে পর্দা ফেলে দিতেন। ঐলোকগুলো যখন মেঘখণ্ডের নিকট এসে ওর মধ্যে প্রবেশ করল তখন তারা সাজদায় পড়ে গেল। তারা মূসা (আঃ) ও আল্লাহর কথা শুনতে লাগল। তিনি মূসাকে (আঃ) আদেশ ও নিষেধ করে বলেছিলেন ঃ 'এটা কর এবং ওটা করনা।' যখন তিনি ওটা থেকে মুক্ত হলেন এবং মেঘ সরে গেল তখন তিনি ঐ লোকদের দিকে মুখ ফিরালেন। তারা তাঁকে বলল ঃ হে মূসা! যে পর্যন্ত না আপনি আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে দেখাবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবনা। তাদের এই ঔদ্ধত্যের কারণে বিজলী তাদেরকে পাকড়াও করল। তাদের প্রাণপাখী দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। তারা মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। এ দেখে মূসা (আঃ) বিলাপের সুরে বলতে লাগলেন ঃ

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ হে আল্লাহ! আপনি যখন এদেরকে ধ্বংস করারই ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করলেননা কেন? (তাবারী ১৩/১৪০) এরা বোকামীর কাজ করেছে। বানী ইসরাঈলের যারা আমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে কি আপনি ধ্বংস করে দিবেন?

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ ‘ঐ লোকগুলোর উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাদের সামনে গো-বৎসের পূজা চলছিল, অথচ তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। তাদের কাওমকে তারা ঐ শির্কের কাজ থেকে নিষেধ পর্যন্ত করেনি।’ (তাবারী ১৩/১৪৩-১৪৪) এ জন্যই মূসা (আঃ) তাদেরকে নির্বোধ নামে অভিহিত করে বলেছিলেন ঃ

أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا হে আল্লাহ! আপনি কি নির্বোধদের কারণে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন? তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন ঃ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ হে আল্লাহ! এটা আপনার একটা পরীক্ষা। নিম্নরূপে তিনি আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও গুণগান করেছিলেন ঃ

أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ হে আল্লাহ! এটাতো আপনার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। একমাত্র আপনারই হুকুম চলে থাকে। আপনি যা চান তাই হয়। হিদায়াত দান ও পথভ্রষ্টকরণ আপনারই হাতে। আপনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ কুপথ দেখাতে পারেনা। আপনি যাকে দান থেকে বিমুখ করেন তাকে কেহ দান করতে পারেনা। পক্ষান্তরে আপনি যাকে দান করেন তা তার থেকে কেহ ছিনিয়ে নিতে পারেনা। রাজ্যের মালিক আপনিই। হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আপনারই রয়েছে। খাল্ক ও আমর আপনার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করেন ঃ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের অলী বা অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন। কেননা আপনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ক্ষমাশীল।

غُفْرَانٌ এর সঙ্গে যখন رَحْمَةٌ যুক্ত হয় তখন ভাবার্থ হয় 'ক্ষমা করে দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলার তাকে আগামীতে পুনরায় পাপে জড়িত না করা।' وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَــذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ নির্ধারিত করুন। حَسَنَةٌ এর তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে إِنَّا هُدْنَــا إِلَيْكَ এর অর্থ করেছেন, আমরা অনুতপ্ত এবং তোমারই কাছে ফিরে এসেছি। (তাবারী ১৩/১৫৪-৫৫)

আল্লাহর দয়া তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমান

তিনি (আল্লাহ) বলেন ঃ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَــاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং কল্যাণ আমি তাদের জন্যই অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ হে আল্লাহ! এটা আপনার পরীক্ষা। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ শাস্তি সে'ই পায় যাকে শাস্তি দেয়ার আমি ইচ্ছা করি এবং মনে করি যে, তার শাস্তি হওয়াই উচিত। নচেৎ আমার করুণাতো প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আমি যা চাই তাই করি। প্রতিটি কাজে নিপুণতা ও ন্যায় পরায়ণতার অধিকার আমারই। রাহমাতযুক্ত আয়াত খুবই বিরাট ও ব্যাপক এবং সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরশ বহনকারী মালাইকার মুখে উচ্চারিত হয় ঃ

رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا

হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৭)

জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক বেদুঈন এলো। সে তার উটটি বসিয়ে বাঁধলো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করল। সালাত শেষে উষ্ট্রীটিকে খুলে সে ওর উপর সাওয়ার হল এবং দু'আ করতে লাগল ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার উপর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দয়া করুন। এই দয়ায় আপনি অন্য কেহকেও শরীক করবেননা।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ 'আচ্ছা বলত, এই লোকটি বেশি পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ, নাকি তার উটটি? সে যা বলছে তা তোমরা শুনেছ কি?' সাহাবীগণ বললেন ঃ 'হ্যাঁ শুনেছি।' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর রাহমাত অতি প্রশস্ত। তিনি স্বীয় রাহমাতকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগ তিনি সমস্ত মাখলূকের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। দানব, মানব এবং চতুস্পদ জন্তু সবাই এক ভাগের অংশ থেকেই অংশ পেয়েছে। বাকী নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন। এবার বলতো, এই উভয়ের মধ্যে কে বেশি পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ?' (আহমাদ ৪/৩১২, আবূ দাঊদ ৫/১৯৭)

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাতকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন। এই একশ' ভাগের মধ্যে মাত্র এক ভাগ দেয়ার কারণেই সৃষ্টজীব একে অপরের উপর করুণা ও মমতা দেখিয়ে থাকে। এমন কি এ কারণেই সমস্ত জীব-জন্তু নিজেদের সন্তান ও বাচ্চাদের উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে থাকে। বাকী নিরানব্বই ভাগ করুণা তাঁর কাছেই রয়েছে যা তিনি কিয়ামাত দিবসে প্রদর্শন করবেন। (আহমাদ ৫/৪৩৯, মুসলিম ৪/২১০৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ** ঐ ব্যক্তিই আমার রাহমাতের হকদার হবে, যে আমাকে ভয় করে ও পরহেজগারী অবলম্বন করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَ

তোমাদের রাব্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪)

'তারা তাকওয়া অবলম্বন করে' অর্থাৎ শির্ক ও বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকে। আর 'তারা যাকাত প্রদান করে।' বলা হয়েছে যে, এখানে যাকাত দ্বারা নাফ্সের যাকাত অথবা মালের যাকাত বুঝানো হয়েছে কিংবা দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা হচ্ছে মাক্কী আয়াত।

وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। অর্থাৎ ওগুলির সত্যতা স্বীকার করে।

١٥٧. ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

১৫৭। যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও

পরকালে) সাফল্য লাভ করবে।	ٱلْمُفْلِحُونَ

বিভিন্ন নাবীদের কিতাবে রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) বর্ণনা

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ যারা নিরক্ষর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে এবং মুসলিম হয়, তারা সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সম্যক অবগত যে ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে করা হয়েছে। নাবীগণের গ্রন্থসমূহে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী উল্লিখিত আছে। ঐসব গ্রন্থে নাবীগণ নিজ নিজ উম্মাতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং তাঁর মাযহাব গ্রহণ করার হিদায়াত করে গেছেন। তাদের আলেম ও ধর্মযাজকরা তা অবগত আছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ শাখর আল উকাইলী (রহঃ) বলেছেন ঃ একজন বেদুইন বর্ণনা করেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার আমি দুধেল উট বিক্রি করার উদ্দেশে মাদীনায় গমন করি। উটটি বিক্রি করে আমি মনে মনে বলি, এবার ঐ লোকটির (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মুখের কিছু বাণী শুনে নেই। আমি দেখি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) সাথে কোথায় যেন যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের পিছু পিছু চললাম। তাঁরা তিনজন এমন এক ইয়াহুদীর বাড়ী পৌঁছলেন যে তাওরাতের জ্ঞান রাখত। তার ছেলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। ছেলেটি ছিল নব যুবক এবং সৌন্দর্যের অধিকারী। ইয়াহুদীটি তার ছেলের পাশে বসে তাওরাত পাঠ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! সত্য করে বলত, এতে আমার নাবুওয়াতের কোন সংবাদ আছে কি নেই?' সে মাথা নেড়ে উত্তর দিল ঃ 'না।' তখন তার মরণাপন্ন ছেলেটি বলে উঠল ঃ 'তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! আমাদের কিতাবে আপনার গুণাবলী ও নাবুওয়াতের সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।' অতঃপর ছেলেটি মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এই ইয়াহুদীকে (পিতাকে) তার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এবং তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের

(দাফনের) ব্যবস্থা কর। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থেকে তার কাফন ও জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করলেন। (আহমাদ ৫/৪১১) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীস থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। (ফাতহুল বারী ৩/২৫৯)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! তাওরাতে তাঁর গুণাবলীর এরূপই বর্ণনা রয়েছে যেরূপ কুরআনে রয়েছে।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا

আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে। (সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ৮) তদ্রূপ তাওরাতেও রয়েছে, 'তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল, তুমি কঠোরও নও এবং সংকীর্ণমনাও নও। (তাবারী ১৩/১৬৪) ইমাম বুখারীও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৪/৪০২) আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐ পর্যন্ত নিজের কাছে আহ্বান করবেননা যে পর্যন্ত না তুমি ভুল পথে পরিচালিত কাওমকে সোজা পথে পরিচালিত করতে পার। আর যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায়, কান শ্রবণকারী ও চক্ষু দর্শনকারী হয়।' অতঃপর কা'বের (রহঃ) সাথে 'আতার (রাঃ) সাক্ষাৎ হলে তাকেও তিনি এই প্রশ্ন করেন। তিনি যা বর্ণনা করেন তাতে একটি অক্ষরেরও গরমিল হয়নি। তবে তিনি নিম্নের বাক্যটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন ঃ 'তিনি বাজারে শোরগোল করেননা, মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দেননা, বরং ক্ষমা করে দেন।' তারপর বললেন ঃ পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের ভাষায় 'তাওরাত' শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ আহলে কিতাবের কিতাবগুলির উপর হয়ে থাকে এবং হাদীসের কিতাবগুলিতেও এরূপই কিছু এসেছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ নাবী মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষণ যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে উল্লেখ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও

অবস্থা এই ছিল যে, তিনি কল্যাণকর কথা ছাড়া কিছুই বলতেননা এবং যা অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর হত তা থেকে তিনি মানুষকে বিরত রাখতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বলতে শোন ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ তখন কান খাড়া করে দাও। হয়তো কোন কল্যাণকর জিনিসের হুকুম করা হচ্ছে অথবা কোন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। আর আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি নাবীদেরকে এই বার্তাসহ পাঠিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার করবেনা এবং শুধু তাঁরই ইবাদাত করবে। সমস্ত নাবী এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) ইরশাদ হচ্ছে, ঃ

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে। অর্থাৎ তিনি তাদের এমন বস্তুসমূহ হালাল করেন যা তারা নিজেরাই নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন 'বাহিরাহ', 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ' এবং 'হাম'। এসব জন্তু হালাল, কিন্তু তারা জোরপূর্বক এগুলোকে হারাম করে নিয়েছিল। এর দ্বারা তারা নিজেদের উপর সংকীর্ণতা এনেছে। আর যে অপবিত্র ও খারাপ বস্তুগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন যেমন শূকরের মাংস, সুদ এবং খাদ্য জাতীয় জিনিস যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সেগুলোকে তারা হালাল করে নিয়েছে। (তাবারী ১৩/১৬৬) আল্লাহ তা'আলা যেসব জিনিস হালাল করেছেন ওগুলি খেলে শরীরের উপকার হয় এবং দীনের সহায়ক হয়। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাপারে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ মানুষের অন্তরে যে বোঝা ছিল, রাসূল তা হাল্‌কা করেন এবং প্রথার যে শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দূর করেন। তিনি সহজ পন্থা, দান ও ক্ষমা নিয়ে এসেছেন। যেমন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি সহজ এবং দীনে হানিফ (ভেজালবিহীন দীন) নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ ৫/২৬৬, ৬/১১৬)

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআ'য (রাঃ) ও আবূ মূসা আশআ'রীকে (রাঃ) আমীর করে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ 'তোমরা মানুষদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবে, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেনা। তাদেরকে সহজ পন্থা বাতলে দিবে, কঠিন করবেনা। একে অপরকে বিশ্বাস করবে। নিজেদের মধ্যে যেন মতানৈক্য সৃষ্টির খেয়াল না জাগে। (ফাতহুল বারী ৫/১৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করেছি এবং তাঁর সহজ পন্থা বাতলানোর পন্থা সুন্দরভাবে অবলোকন করেছি। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে বড়ই কাঠিন্য ছিল। এই উম্মাতের উপর সবকিছু হালকা করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ আমার উম্মাতকে তাদের অন্তরের খেয়াল ও বাসনার জন্য পাকড়াও করেননা যে পর্যন্ত না তারা মুখে তা প্রকাশ করে অথবা কাজে পরিণত করে। (ফাতহুল বারী ৯/৩০০) তিনি আরও বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের ভুলত্রুটি ও বিস্মরণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তারা যদি ভুল বশতঃ কিছু করে অথবা জোরপূর্বক তাদেরকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়া হয়। (ইব্ন মাজাহ ১/৬৫৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতকে নিম্নরূপ কথা প্রার্থনা করতে বলেছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রুপ ভার অর্পণ করবেননা। হে

আমাদের রাব্ব! যা আমাদের শক্তির বাইরে ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা, এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৬)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, এ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া হলে তিনি প্রত্যেক যাঞ্চার সময় বলেন ঃ আমি কবূল করলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ যারা তাঁর প্রতি (রাসূলের প্রতি) ঈমান রাখে, তাঁকে সম্মান করে ও সাহায্য সহানুভূতি দেখায়, আর সেই নূরকে অনুসরণ করে যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই ইহকালে ও পরকালে সাফল্য লাভ করবে।

১৫৮. قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

১৫৮। বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম ও একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত সর্বকালের জন্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** হে নাবী! আরাব, অনারাব এবং দুনিয়ার লোকদেরকে বলে দাও, আমি সকলের জন্য নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। এটা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দলীল যে, তাঁর উপর নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে এবং তখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত তিনি সারা দুনিয়ার পয়গাম্বর। তাঁকে আরও বলতে বলা হচ্ছে ঃ

قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

তুমি বলে দাও ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) এ বিষয়ে এত বেশি আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, সেগুলির সংখ্যা অনেক। আর এ কথাতো সবারই জানা যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়ার (জিন ও মানব জাতির) জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে আবূ দারদা (রাঃ) হতে বলেন ঃ আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) মধ্যে কোন

এক বিষয় নিয়ে তর্ক হয়। আবূ বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) রাগান্বিত করেন। উমার (রাঃ) দুঃখিত হয়ে ফিরে যান। আবূ বাকর (রাঃ) এটা অনুভব করেন। সুতরাং তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁর পিছু পিছু গমন করেন। কিন্তু উমার (রাঃ) তাঁকে নিজ বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। আবূ বাকর (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করেন। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, আমিও সেই সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ 'তোমাদের এই সঙ্গী আজ একজনকে রাগান্বিত করেছেন।' অতঃপর উমারও (রাঃ) আবূ বাকরকে (রাঃ) বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়ার কারণে লজ্জিত হন। তিনিও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে হাযির হন। তিনি সালাম দিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়েন এবং তাঁর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) প্রতি রাগান্বিত হন। আর এটা লক্ষ্য করে আবূ বাকর (রাঃ) বলতে থাকেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! বাড়াবাড়ি আমার পক্ষ থেকেই হয়েছিল।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আপনারা কি আমার বন্ধু ও সঙ্গীকে (আবূ বাকরকে রাঃ) একাকী ছেড়ে দিতে চান? আমি বলেছিলাম, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি! তখন আপনারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। অথচ আবূ বাকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাতে পাঁচটি জিনিস আমাকে বিশিষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে এই বিশেষত্ব অন্য কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। এবং এটা আমি গর্ব/অহংকার করে বলছিনা যে, (১) আমি সারা জাহানের সাদা-কালো সকল লোকদের কাছে নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। (২) আমি শুধু ভীতির মাধ্যমেই শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে থাকি, যদিও তার ও আমার মধ্যে এক মাসের পথের ব্যবধান হয়। (৩) যুদ্ধলব্ধ মাল আমার জন্য ও আমার উম্মাতের জন্য হালাল করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে আর কারও জন্য যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল ছিলনা। (৪) সমস্ত যমীনই আমার জন্য পবিত্র ও সাজদাহর স্থান এবং এর মাটিকে পবিত্র করার বস্তু করা হয়েছে। (৫) আমাকে শাফাআ'তের অধিকার দেয়া হয়েছে। আমি এটা কিয়ামাতের দিনের জন্য আমার উম্মাতের উদ্দেশে জমা রেখেছি। এই

শাফা'আত ঐ ব্যক্তির জন্য হবে যে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। (আহমাদ ১/৩০১) এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ। তবে দুই শায়খ (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ** তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। তাই নির্দেশ হচ্ছে ঃ

فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। তাঁর উপর ঈমান আন। তোমাদের কাছে এরই ওয়াদা নেয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে এরই শুভ সংবাদ রয়েছে। ঐ কিতাবগুলিতে 'নাবী উম্মী' এই শব্দ দ্বারাই তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ যে (রাসূল) আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর, আশা করা যায় তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

১৫৯। মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে।	١٥٩. وَمِن قَوۡمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهۡدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ

সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সঠিক ও সত্য কাজের অনুসরণ করে, নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য ও ন্যায়কে সামনে রেখে বিচার কাজ করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتۡلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ وَهُمۡ يَسۡجُدُونَ

আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ۗ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা তাদেরই জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ. أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫২-৫৪) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

বল ঃ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখমন্ডল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৯)

১৬০। আমি বানী ইসরাঈলকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানির দাবী জানাল, তখন আমি মূসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে ওটা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান জেনে নিল। আর আমি তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া বিস্তার করলাম এবং তাদের জন্য আকাশ হতে 'মান্না' ও 'সালওয়া' খাদ্যরূপী নি'আমাত অবতীর্ণ করলাম। সুতরাং (আমি বললাম) তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র জীবিকা দান করা হয়েছে তা আহার কর। (কিন্তু ওরা আমার শর্ত উপেক্ষা করে যুল্ম করল) তারা আমার উপর কোন যুল্ম

١٦٠. وَقَطَّعْنَـٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنۢبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَـٰمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

করেনি, বরং তারা নিজেদের উপরই যুল্‌ম করেছে।	يَظْلِمُونَ
১৬১। যখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম ঃ এই (বাইতুল মুকাদ্দাস ও তৎসংশ্লিষ্ট) জনপদে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর, আর তোমরা বল ঃ (হে রাব্ব!) ক্ষমা চাই, আর দ্বারদেশ দিয়ে নত শিরে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ কর্মশীল লোকদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব।	١٦١. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٓـَٔـٰتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ
১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালিম ও সীমা লংঘনকারী ছিল, তারা সেই কথা পরিবর্তন করে ফেললো যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল, সুতরাং তাদের সীমা লংঘনের কারণে আমি আসমান হতে তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলাম।	١٦٢. فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ
১৬৩। আর তাদেরকে সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবারের	١٦٣. وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ

শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের সীমা লংঘন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ছিল ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ

এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬৫) এই আয়াতের আলোকেই সূরা আ’রাফের ১৬০ থেকে ১৬২ নং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করছেন ঃ

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً হে নাবী! যেসব ইয়াহুদী তোমাদের পাশে রয়েছে তাদেরকে ঐ লোকদের ঘটনা জানিয়ে দাও যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে তাদেরকে তাদের ঔদ্ধত্যপনার কারণে আকস্মিক শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। এসব ইয়াহুদীকে খারাপ পরিণাম থেকে ভয় প্রদর্শন কর যারা তোমার সেই গুণাবলীকে গোপন করছে যা তারা তাদের কিতাবে পাচ্ছে, না জানি তাদের উপরও ঐ শাস্তি এসে পড়ে যা তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহুদীদের উপর এসে পড়েছিল। ঐ বস্তি বা জনপদের নাম ছিল *আইলাহ*। ওটা কুলযুম সাগর (লোহিত সাগর) তীরে অবস্থিত ছিল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) দাঊদ ইবনুল হুসাইন (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা

করেন যে, এই আয়াতে সমুদ্রের তীরবর্তী যে জনপদের কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনানুযায়ী ওর নাম হচ্ছে *'আইলাহ'* যা মাদইয়ান ও তূরের (যা সিনাইয়ে অবস্থিত) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। (তাবারী ১৩/১৮০) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) একই বর্ণনা পেশ করেছেন। (তাবারী ১৩/১৮১)

يَعْدُوْنَ এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঐ দিন মাছগুলি স্বাধীনভাবে পানির উপর ভেসে উঠত এবং কিনারায় ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু শনিবার ছাড়া অন্য দিন নদীর তীরে কখনই আসতনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি এরূপ কেন করেছিলাম? **كَذَلِكَ نَبْلُوهُم** এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা করা যে, আমার আদেশ তারা মেনে চলছে কি-না! যেদিন (শনিবার) মৎস্য শিকার হারাম ছিল সেদিন মাছগুলি আশাতীতভাবে নদীর তীরে এসে জমা হত। আবার যেদিনগুলিতে মাছ ধরা হালাল ছিল ঐ সময় ঐগুলি লুকিয়ে যেত। এটা ছিল একটা পরীক্ষা। **بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ** কেননা তারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অনুসন্ধান করেছিল এবং নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য গোপন পথে প্রবেশের ইচ্ছা করেছিল। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন বাত্তাহ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এমন কাজে জড়িয়ে পড়না যে কাজে ইয়াহুদীরা জড়িয়ে পড়েছিল যে, তারা কূট-কৌশল খুঁজে খুঁজে হারামকে হালাল করে নিয়েছিল। (আদাব আয যাফাফ ১৯২)

১৬৪। যখন তাদের একদল লোক অপর দলের নিকট বলেছিল ঃ ঐ জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন? তারা উত্তরে বলল ঃ তোমাদের রবের নিকট	١٦٤. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا۟ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ

দোষমুক্তির জন্য এবং এই আশা করছি যে, হয়তো তারা তাঁকে ভয় করবে।	وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
১৬৫। তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয় তা যখন তারা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি, আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম।	١٦٥. فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ
১৬৬। অতঃপর যখন তারা বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে থাকল তখন আমি বললাম ঃ তোমরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।	١٦٦. فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ

ইয়াহুদীদের মধ্যের সীমা লংঘনকারীরা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং অন্যায় কাজে বাধাদানকারীরা রক্ষা পায়

ইরশাদ হচ্ছে যে, এই জনপদবাসী তিন ভাগে ভাগ হয়েছিল। প্রথম প্রকার হচ্ছে ঐসব লোক যারা শনিবার মাছ ধরার কৌশল অবলম্বন করে নিষিদ্ধ কাজ করেছিল, যেমন সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ লোকেরা যারা ঐ পাপী লোকদেরকে ঐ পাপকাজ করতে নিষেধ করেছিল এবং নিজেরাও ঐ কাজ থেকে দূরে রয়েছিল। আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ দল যারা নিজেরা ঐ কাজে লিপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু যারা ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তাদেরকে নিষেধও করেনি। বরং যারা নিষেধ করেছিল তাদেরকে তারা বলেছিল ঃ

لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا যে লোকদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করতে চান বা শাস্তি দিতে চান তাদেরকে উপদেশ দিয়ে লাভ কি? তোমরাতো জেনেছ যে, এরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। সুতরাং এদের ব্যাপারে উপদেশ মোটেই ক্রিয়াশীল হবেনা। নিষেধকারীরা জবাবে বলেছিল ঃ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ আমরাতো কমপক্ষে আল্লাহর কাছে এ কৈফিয়ত দিতে পারব যে, আমরা তাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। কেননা ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কর্তব্যতো বটে। আর এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা হয়তো এ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ কিন্তু তারা যখন তাদের উপদেশ গ্রহণ করলনা, বরং ঐ পাপকাজ করতেই থাকল তখন ঐ কাজ করতে নিষেধকারীদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম, কিন্তু ঐ পাপ কাজে লিপ্ত যালিমদেরকে আমি পাকড়াও করলাম এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করলাম।

এখানে নিষেধকারীদের মুক্তি ও পাপীদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যারা ঐ পাপকাজে জড়িতও হয়নি এবং নিষেধও করেনি তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা কাজ যেমন হবে প্রতিদান তেমনই হবে। সুতরাং তারা প্রশংসার যোগ্য হলনা, কারণ তারা প্রশংসার যোগ্য কাজ করেনি। আর তারা নিন্দারও পাত্র হলনা, কেননা তারা ঐ পাপকাজে জড়িত হয়নি।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি জানিনা ঐ লোকেরা রক্ষা পাবে কি পাবেনা যারা বলে لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ *ঐ জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন।* সুতরাং আমি তাকে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হই যে, তারাও রক্ষা পাবে। অতঃপর তিনি খুশি হয়ে আমাকে কিছু কাপড় উপহার দিলেন। (তাবারী ১৩/১৮৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ (*আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম*) অর্থাৎ যারা তা থেকে বিরত ছিল তারা রক্ষা পেল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, بَئِيسٍ শব্দের অর্থ হল 'মারাত্মক'

(তাবারী ১৩/২০২) কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন 'যন্ত্রণাময়'। (তাবারী ১৩/২০২) এই উভয় অর্থই দাঁড়াচ্ছে একই ধরনের। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

১৬৭। তোমার রাব্ব ঘোষনা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর কিয়ামাত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন যারা তাদেরকে কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।	١٦٧. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

ইয়াহুদীদের উপর রয়েছে আল্লাহর চিরস্থায়ী গযব

تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন বা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ ইয়াহুদীদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত কঠিন শাস্তি নাযিল হতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা এবং প্রতিটি কাজে কর্মে প্রতারণার কারণে তারা লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি পেতে থাকবে। কথিত আছে যে, মূসা (আঃ) তাদের উপর সাত বছর বা তেরো বছর পর্যন্ত *খিরাজ* ধার্য করেছিলেন। আর তিনিই সর্বপ্রথম খিরাজ চালু করেছিলেন। অতঃপর ঐ ইয়াহুদীদের উপর গ্রীক, খুশদানীন এবং কালদানীরা আধিপত্য লাভ করে। (তাবারী ১৩/২০৫) তারপর তারা খৃষ্টানদের ক্রোধের শিকার হয়। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে থাকে। তাদের নিকট থেকে তারা জিযিয়া ও খিরাজ আদায় করতে থাকে। যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। তারা যিম্মী ছিল এবং জিযিয়া কর প্রদান করত। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীদের 'লাঞ্ছিত ও অপমানিত' হওয়া হল দয়া দাক্ষিণ্যের উপর বেঁচে থাকা এবং কর (ট্যাক্স) প্রদান করা। সর্বশেষে

তারা দাজ্জালের সাহায্যকারী রূপে বের হবে। কিন্তু মুসলিমরা ঈসাকে (আঃ) সাথে নিয়ে তাদেরকে হত্যা করবে। এসব কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্বরই পাপীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। **وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ** কিন্তু তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। যে তাওবাহ করে তাকে তিনি ক্ষমা করে থাকেন। এখানেও একই কথা যে, আযাব ও রাহমাতের বর্ণনা সাথে সাথেই হয়েছে। যেন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শনের কারণে মানুষ নৈরাশ্যের মধ্যে হাবুডুবু না খায়। তিনি উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন একই সাথে করেছেন, যাতে মানুষ ভয় ও আশার মধ্যে থাকতে পারে।

১৬৮। আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে দুনিয়ায় বিস্তৃত করেছি, তাদের কতক লোক সদাচারী, আর কিছু লোক ভিন্নতর। আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে।	١٦٨. وَقَطَّعْنَٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
১৬৯। অতঃপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু তারা এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত্ব করে আর বলে ঃ আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।	١٦٩. فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُۥ

يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَٰقُ ٱلْكِتَٰبِ أَن لَّا يَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا۟ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	বস্তুতঃ ওর অনুরূপ সামগ্রী আবার তাদের নিকট এলে ওটাও তারা গ্রহণ করে। তাদের নিকট হতে কি কিতাবের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবেনা? আর কিতাবে যা রয়েছে তাতো তারা অধ্যয়নও করে। মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু লোকদের জন্য পরকালের সামগ্রী, তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবণ করতে পারনা?
١٧٠. وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ	১৭০। যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে; আমিতো সৎ কর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করিনা।

অভিশাপের কারণে ইয়াহুদীরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে

ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে দলে দলে বিভক্ত করে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম ঃ তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৪) مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ

وَمِنْهُمْ دُونَ এই বানী ইসরাঈলের মধ্যে ভাল লোকও রয়েছে এবং মন্দ লোকও রয়েছে। যেমন জীনেরা বলত ঃ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا

এবং আমাদের কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। (৭২ ঃ ১১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** আমি তাদেরকে শান্তি ও আরামের যুগ দিয়ে এবং ভয় ও বিপদের যুগ দিয়ে দু'প্রকারেই পরীক্ষা করেছি, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَـٰذَا الأَدْنَى

এরপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত করে। এই স্থলাভিষিক্ত লোকদের মধ্যে কোনই মঙ্গল নিহিত নেই, তারা শুধু নিজেরাই তাওরাত পাঠ করার ওয়ারিস হয়। অপরকে তারা পাঠ করায়নি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা হারাম ও হালালের মোটেই পরওয়া করেনা। দুনিয়ার হারাম বস্তু তারা গ্রহণ করে এবং পরে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করে। কিন্তু আবার যখন দুনিয়ার কোন সম্পদ তাদের সামনে আসে তখন তারা ঐদিকে পা বাড়িয়ে দেয়। (তাবারী ১৩/২১২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এরা অতি নিকৃষ্ট উত্তরসুরী। নাবীগণের পরে এরাইতো ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের উত্তরাধিকারী। আর আল্লাহ তা'আলা কিতাবে তাদের কাছে অঙ্গীকারও নিয়েছিলেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত নষ্ট করল। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৯) দুনিয়া কামাইয়ের কোন সুযোগ এলে তখন তারা (হারাম-হালাল) কিছুই দেখেনা। কোন জিনিসই তাদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। যা পায় তা'ই খায়। না হালালের কোন পরওয়া করে, আর না হারামের প্রতি কোন লক্ষ্য রাখে। (তাবারী ১৩/২১৩)

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানী ইসরাঈলরা যখন কোন বিচারক নিয়োগ করত, সেই বিচারক লোকদের কাছ থেকে ঘুষ খেত। তাদের ভিতর যাকে উত্তম মনে করা হত তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয়া হত যে, সে ঘুষ গ্রহণ করবেনা। কিন্তু যখন তাকে ঘুষ নেয়ার কারণে জবাবদিহি করা হত ঃ কি ব্যাপার! বিচার কাজের জন্য তুমি কেন ঘুষ নিচ্ছ? তখন সে উত্তরে বলত ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং তখন অন্যান্য লোকেরা তার এ কাজের জন্য তিরস্কার করত। অতঃপর সে যখন মারা যেত অথবা অন্য লোককে যদি তার স্থলাভিষিক্ত করা হত তখন সেও তার পূর্বসুরীর মত ঘুষ খেত। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, অন্য পক্ষ (যারা ঘুষ খাওয়ার জন্য তিরস্কার করে) যদি দুনিয়ার সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ পেত তাহলে তারাও তা করত। (তাবারী ১৩/২১৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ

তাদের নিকট হতে কি কিতাবের ওয়াদা নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবেনা? অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلاً ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

আর আল্লাহ যখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৭) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তারা আল্লাহর কাছে পাপমোচনের আশা রাখে বটে, কিন্তু পাপকাজ ছাড়তে চায়না এবং তাওবাহর উপর কায়েম থাকেনা। (তাবারী ১৩/২১৫) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে আখিরাতের ঘর তোমাদের জন্য উত্তম। দুনিয়ার উপর উহাকে তোমরা প্রাধান্য দিচ্ছ কেন? তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবন করতে পারনা? আল্লাহ তা'আলা বড় ও উত্তম পুরস্কারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন এবং পাপের মন্দ পরিণাম থেকে ভয় দেখাচ্ছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রশংসা

করছেন যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, যে কিতাব তাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের দিকে আহ্বান করছে। এ সবকিছু তাদের কিতাব তাওরাত এবং ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে, তাঁর আদেশ নিষেধকে পূর্ণভাবে মেনে চলে, আর পাপকাজ থেকে বিরত থাকে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল আমি কখনও বিনষ্ট করিনা।

١٧١. وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُۥ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

১৭১। যখন আমি বানী ইসরাঈলের উপর পাহাড়কে স্থাপন করি, ওটা ছিল কোন একটি ছায়ার ন্যায়, তারা তখন মনে করেছিল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে। তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং ওতে যা রয়েছে তা স্মরণ রেখ। আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে।

ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার কারণে তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ আমি যখন বানী ইসরাঈলের মাথার উপর (তূর) পাহাড়কে ছাদের মত লটকিয়ে দিলাম। যেমন আল্লাহ তা‘আলার وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ... (‘আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর উঠালাম’) (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৩) এই উক্তি দ্বারা এটা প্রকাশিত হয়েছে। (তাবারী ১৩/২১৮) মালাইকা এই পাহাড়টিকে উঠিয়ে তাদের মাথার উপর স্থির করে রেখেছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলকে নিয়ে পবিত্র

ভূমির দিকে যাচ্ছিলেন এবং ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর ফলকগুলি উঠিয়ে নিয়েছিলেন, আর দা'ওয়াতের কর্তব্য সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশ তাদেরকে শুনিয়েছিলেন তখন তাদের কাছে কঠিন ঠেকেছিল বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর পাহাড়কে এনে খাড়া করে রেখেছিলেন, যেমন মাথার উপর চাদোয়া থাকে। (নাসাঈ ৬/৩৯৬)

১৭২। যখন তোমার রাব্ব বানী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি তোমাদের রাব্ব (প্রভু) নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিল ঃ 'হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম।' (এটা এ জন্য যে) যাতে তোমরা কিয়ামাত দিবসে বলতে না পার, 'আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।"	١٧٢. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَـٰفِلِينَ
১৭৩। অথবা তোমরা যেন কিয়ামাত দিবসে এ কথা বলতে না পার ঃ আমাদের পূর্ব-পুরুষরাইতো আমাদের পূর্বে শির্ক করেছিল, আমরা ছিলাম (শুধুমাত্র) তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং আপনি কি আমাদেরকে সেই ভ্রান্ত ও বাতিলদের কৃতকর্মের দরুণ ধ্বংস করবেন?	١٧٣. أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ

১৭৪। এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি যাতে তারা ফিরে আসে।	١٧٤. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আদম সন্তানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল

ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) সন্তানদেরকে তারই পৃষ্ঠদেশ হতে বের করেন। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাদের রাব্ব ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নেই। এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) স্বীকারোক্তি এবং এটাই তাদের স্বভাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী মাযহাবের উপর সৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজূসী বানিয়ে দেয়। যেমন চতুস্পদ জন্তু ভাল ও নিখুঁতভাবেই সৃষ্ট হয়, কোনটি কি কানকাটা রূপে সৃষ্ট হয়? (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আইয়ায ইব্ন হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদের উপর সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ইবলীস শাইতান এসে আমি যা তাদের জন্য বৈধ করেছি তা অবৈধ করে তাদেরকে ধর্ম থেকে বিপথে নিয়ে যায়। (হাদীস নং ৪/২১৯৭)

হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদেরকে বের করা হয় এবং তাদেরকে ডানদিক ওয়ালা ও বামদিক ওয়ালা বানানো হয়। আর তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য নেয়া হয় যে, আল্লাহই তাদের রাব্ব।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন একজন জাহান্নামীকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ যদি তুমি যমীনের সবকিছুর মালিক হয়ে যাও তাহলে এ

সবকিছু মুক্তিপণ হিসাবে দিয়েও কি তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাবে? সে উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'আমিতো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক কম চেয়েছিলাম! আমি আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ থেকেই তোমার কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। কিন্তু তুমি শরীক করেছিলে। (আহমাদ ৩/১২৭, ফাতহুল বারী ৬/৪১৯, মুসলিম ৪/২১৬০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর সন্তানগুলি বেরিয়ে আসে যাদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি করা হবে। প্রত্যেকের কপালে একটা করে আলোর ব্যবস্থা করেন যা চমকাচ্ছিল। সমস্ত সন্তানকে আদমের (আঃ) সামনে পেশ করা হয়। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আমার রাব্ব! এরা কারা? তিনি উত্তরে বলেন ঃ এরা তোমারই বংশধর। আদম (আঃ) দেখতে পেলেন যে, একটি লোকের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য খুবই বেশি ছিল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রাব্ব! ইনি কে? আল্লাহ উত্তর দিলেন ঃ বহু যুগ পরে ইনি তোমারই বংশের এক লোক হবে যার নাম হবে দাঊদ। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ! এর বয়স কত হবে? উত্তর হয় ঃ ষাট বছর। তখন আদম (আঃ) বলেন ঃ হে আমার প্রভু! আমি আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর একে দান করলাম। কিন্তু আদমের (আঃ) বয়স যখন শেষ হয়ে গেল তখন মালাকুল মাউত এসে তাঁর কাছে হাযির হলেন। তিনি মালাইকা/ফেরশেতাকে বললেন ঃ 'এখনই কেন এলেন? এখনওতো আমার বয়সের চল্লিশ বছর বাকী রয়েছে?' তখন তাঁকে বলা হয়, এই চল্লিশ বছর কি আপনি আপনার সন্তান দাঊদকে (আঃ) দান করেননি? তখন আদম (আঃ) তা অস্বীকার করলেন। এ জন্য তাঁর সন্তানদেরও অস্বীকার করার স্বভাব হয়ে গেছে। আদম (আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন বলে তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। আদম (আঃ) ভুল করেছিলেন বলে তাঁর সন্তানরাও ভুল করে। (তিরমিযী ৮/৪৫৭, হাসান সহীহ)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ৮/৪৫৭) ইমাম হাকিমও (রহঃ) এটি তার মুসতাদারক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিমের শর্তে তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। (হাকিম ২/৩২৫)

এ হাদীসটিসহ অনুরূপ আরও হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদেরকে বের করার পর দুই ভাগে ভাগ করা

হয়েছে যার একটি অংশ হবে জান্নাতী এবং অপর অংশটি জাহান্নামী। আর তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى আমি কি তোমাদের রাব্ব নই? তারা সমস্বরে উত্তর করল ঃ হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম। অর্থাৎ অবস্থা ও উক্তি উভয় রূপেই তারা স্বীকারোক্তি করল। কেননা সাক্ষ্য কোন সময় উক্তির মাধ্যমে হয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا

তারা জবাব দিবে ঃ হ্যাঁ, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি (অর্থাৎ আমরা অপরাধ করেছি)। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩০) আবার কোন সময় অবস্থার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। যেমন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭) অর্থাৎ তাদের অবস্থাই তাদের কুফরীর সাক্ষ্য বহনকারী। এই সাক্ষ্য মুখের সাক্ষ্য নয়, বরং অবস্থার সাক্ষ্য। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৪) এ কথার উপর এই দলীলও হচ্ছে যে, তাদের শির্ক করার উপর এই সাক্ষ্য তাদের বিপক্ষে পেশ করা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

غَٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا

'অনবহিত ছিলাম।' অথবা তোমরা যেন কিয়ামাত দিবসে এ কথা বলতে না পার, 'আমাদের পূর্ব-পুরুষরাইতো আমাদের পূর্বে শির্ক করেছিল, আমরা ছিলাম (শুধুমাত্র) তাদের পরবর্তী বংশধর।' (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭২-১৭৩)

১৭৫। তুমি এদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও, যাকে আমি নিদর্শন দান	١٧٥. وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ

করেছিলাম, কিন্তু সে উহা বর্জন করে। ফলে শাইতান তার পিছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।	ءَاتَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ
১৭৬। আর আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করতে থাকে। তার উদাহরণ একটি কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি কষ্ট দাও তাহলে জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এই উদাহরণ হল সেই সম্প্রদায়ের জন্য। তুমি কাহিনী বর্ণনা করে শোনাতে থাক, হয়ত তারা এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।	١٧٦. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَـٰهُ بِهَا وَلَـٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّ ٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
১৭৭। কতই না মন্দ উদাহরণ সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তারা	١٧٧. سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ

নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করতে থাকে।	كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ

অভিশপ্ত বাল'আম ইব্‌ন বা'উরার ঘটনা

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে এ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন যে, সে ছিল বানী ইসরাঈলের মধ্যকার একটি লোক। তার নাম ছিল বালআ'ম ইব্‌ন বাউরা। (আবদুর রায্‌যাক ২/৪৪৩) কাতাদাহ (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার নাম ছিল সাইফী ইব্‌ন রাহিব। কা'ব (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল বালকাবাসী (জর্ডানের একটি প্রদেশ) এক লোক। সে ইসমে আ'যম জানত। সে ইয়াহুদী আলিমদের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সে ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় নিদর্শনাবলী ও কারামাত দান করেছিলেন। কিন্তু সে ঐগুলোর মর্যাদা দেয়নি। (তাবারী ১৩/২৬১) মালিক ইব্‌ন দীনার (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল বানী ইসরাঈলের এক লোক যার প্রার্থনা কবূল করা হত। জনগণ বিপদাপদের সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনার জন্য তাকেই দু'আ করার অনুরোধ করত। মূসা (আঃ) দীনের দা'ওয়াতের জন্য তাকে মাদইয়ান দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানকার বাদশাহ তাকে নিজের পক্ষে করে নেয় এবং জমি-জমা ও বহু উপঢৌকন প্রদান করে। সে মূসার (আঃ) দীন পরিত্যাগ করে বাদশাহর মতাদর্শ কবূল করে নেয়। ইমরান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুসাইন (রহঃ) বলেন, ইমরান ইব্‌নুল হারিস (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সে হল 'বাউরা' এর ছেলে 'বালআম' (তাবারী ১৩/২৫৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। অতএব এ থেকে জানা গেল যে, এ আয়াতটি প্রাচীন যুগের বানী ইসরাঈলের এক লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যেমনটি বলেছেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং সালাফগণের অনেকে। (তাবারী ১৩/২৫৩)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মূসা (আঃ) যখন জাব্বারীনদের (জেরুযালেম) শহরে আগমন করেন তখন বালআ'মের কাছে তার লোকেরা এসে বলে ঃ 'মূসা (আঃ) একজন লৌহমানব। তাঁর সাথে বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে। যদি তিনি আমাদের উপর জয়যুক্ত হন তাহলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা

করুন যেন মূসা (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিপদ আমাদের থেকে দূর হয়।' সে বলল ঃ 'যদি আমি এই দু'আ করি তাহলে আমার দীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট হয়ে যাবে।' কিন্তু জনগণ পীড়াপীড়ি করায় সে ঐরূপ দু'আ করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার বুযুর্গী ও কারামাত ছিনিয়ে নেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ** সে কারামাত থেকে বঞ্চিত হল এবং শাইতান তার পিছনে লেগে গেল। (তাবারী ২৩/২৬০) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـــكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার অনুসরণ করতে থাকে। সে এমনভাবে দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে যায় যেভাবে কোন অজ্ঞান লোক পড়ে থাকে। সে শাইতানের সহকর্মী হয়ে যায় এবং নীচতা ও হীনতা অবলম্বন করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি আবূ নাযর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মূসা (আঃ) যখন সিরিয়া হতে বানী কিনআ'নে আসেন তখন বালআ'মকে তার কাওমের লোকেরা বলে ঃ 'মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়সহ আমাদের দেশে আসছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে হত্যা করে আমাদের এখানে তাঁর লোকদেরকে বসিয়ে দেয়া। আমরা আপনার কাওমেরই লোক। আমাদের অন্য কোন বাসস্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবূল করে থাকেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট বদ দু'আ করুন।' সে বলল ঃ 'তোমরা নিপাত যাও! মূসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর নাবী। তার সাহায্যার্থে মালাইকাও রয়েছেন এবং মু'মিনরাও রয়েছেন। সুতরাং আমি তাঁদের উপর কিরূপে বদ দু'আ করতে পারি? আমি যা জানি তা জানিই।' তার লোকেরা তখন বলল ঃ 'তাহলে আমরা থাকব কোথায়?' এভাবে সব সময় তারা তার উপর চাপ দিতে থাকে এবং বিনীতভাবে বদ দু'আ করার জন্য তার কাছে আবেদন জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়। সে স্বীয় গর্দভীর উপর সাওয়ার হয়ে একটি পাহাড় অভিমুখে গমন করে, যে পাহাড়ের পিছনে বানী ইসরাঈলের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল। ঐ পাহাড়টিকে হুসবান পাহাড় বলা হয়। কিছু দূর গিয়ে তার গর্দভীটি বসে পড়ে। সে তখন নেমে গর্দভীকে মারতে শুরু করে যতক্ষণ না সে উঠে দাঁড়ায়। কিছু দূর গিয়ে আবার সে বসে পড়ে। এভাবেই সে বার বার যখন তাকে মারতে থাকে তখন সে আবার উঠে দাঁড়ায়। অবশেষে সে হুসবান নামক পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

ওখানে পৌঁছে বাল'আম মূসা (আঃ) ও মু'মিনদের উপর বদ দু'আ করতে শুরু করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার জিহ্বাকে এমনভাবে ঘুড়িয়ে দিলেন যে, তার নিজের সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ করতে গেলে তা বদ দু'আ হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত এবং বানী ইসরাঈলের জন্য বদ দু'আ করলে উত্তম দু'আ হয়ে বেরিয়ে আসত। তার লোকেরা বলল ঃ ওহে বালআম! তুমি একি করছ! তুমিতো বানী ইসরাঈলের জন্য দু'আ করছ, আর আমাদের জন্য বদ দু'আ করছ! সে বলল ঃ ইহা আমার ইচ্ছার বিরূদ্ধে হয়ে যাচ্ছে। ইহা আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে। তার জিহ্বা লম্বা হয়ে মুখের বাইরে বেরিয়ে এল। সে তাদেরকে বলল ঃ আমিতো ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হারালাম। **وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا** এ আয়াতটি বাল'আম ইব্‌ন বাউরার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث এই আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেছেন যে, বালআ'মের জিহ্বা লটকে তার বক্ষে গিয়ে পড়েছিল। তাই তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে কুকুরের সঙ্গে যে, যদি তাকে কষ্ট দেয়া হয় তাহলে সে হাঁপাবে এবং কষ্ট না দিলেও হাঁপাবে। তদ্রূপ বালআ'মেরও অবস্থা যে, তার উপর কারামাত নাযিল হোক অথবা দুঃখ-বেদনা নাযিল হোক, একই কথা। অথবা এই দৃষ্টান্ত তার পথভ্রষ্টতা এবং তাকে ঈমানের দিকে ডাকা বা না ডাকা উভয় অবস্থায়ই তার দ্বারা উপকৃত না হওয়ার ব্যাপারে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তাকে তাড়ালেও সে জিহ্বা লটকিয়ে হাঁপাবে এবং না তাড়ালেও হাঁপাবে। তদ্রূপ বালআ'মকেও যদি ঈমানের দিকে আহ্বান করা হয় তাহলে তার দ্বারা সে উপকার লাভ করবেনা এবং আহ্বান না করলেও উপকার লাভ করবেনা। এই ধরণেরই একটি কথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা ঈমান আনবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬) এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৮০) অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, কাফির, মুনাফিক এবং পথভ্রষ্ট লোকের অন্তর দুর্বল হয় এবং তা হিদায়াতশূন্য থাকে। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবেনা। হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে অনুরূপ বর্ণনা নকল করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ হে রাসূল! তুমি জনগণকে এ ঘটনাগুলো শুনিয়ে দাও, যাতে তারা বানী ইসরাঈলের অবস্থা অবহিত হওয়ার পর চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে চলে এবং বালআ'মের অবস্থা কি হয়েছিল তাও চিন্তা ভাবনা করে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান রূপ মহামূল্যবান সম্পদকে সে দুনিয়ার নগণ্য আরাম ও বিলাসিতার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। শেষে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদী আলেমরা যারা তাদের কিতাবসমূহে আল্লাহর হিদায়াত পাঠ করছে এবং তোমার গুণাবলী তাতে লিপিবদ্ধ দেখছে, তাদের উচিত নয় দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত হয়ে শিষ্যদেরকে ভুল পথে চালিত করা। নতুবা তারাও ইহকাল ও পরকাল দুই'ই হারাবে। তাদের কর্তব্য হবে, তারা যেন তাদের জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ করে এবং তোমার (রাসূলের সাঃ) আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর অন্যদের কাছেও যেন সত্য কথা প্রকাশ করে দেয়। দেখ! কাফিরদের দৃষ্টান্ত কতই না জঘন্য যে, তারা কুকুরের মত শুধু খাদ্য ভক্ষণ ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে! সুতরাং যে কেহই ইল্‌ম ও হিদায়াতকে ছেড়ে দিয়ে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে লেগে যাবে সে'ই হবে কুকুরের মত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জঘন্য দৃষ্টান্ত যেন আমাদের উপর প্রযোজ্য না হয়। কেহকে দেয়ার পর তা যে ব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়ে নেয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা খেয়ে নেয়। (ফাতহুল বারী ৫/২৮৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ তারা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। কেননা তারা হিদায়াতের অনুসরণ করেনি। তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মধ্যে পতিত হয়েছে। এটা আল্লাহর অত্যাচার করা নয়।

১৭৮। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে'ই পথ প্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত করেন সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	١٧٨. مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, যাকে তিনি সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কার এমন শক্তি আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং তিনি যা চান না তা হয়না। এ জন্যই ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَ نَسْتَغْفِرْهُ وَ نَعُوْذُ بِا اللّٰه مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّأٰتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِه اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ اللَّهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ وَ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি; তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট হিদায়াত কামনা করছি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নাফসের অকল্যাণ হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং মন্দ আমল হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (আহমাদ ১/৩৯২, আবূ দাউদ ২/৫৯১, তিরমিযী ৪/২৩৭, নাসাঈ ৩/১০৫, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬০৯)

১৭৯। আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করেনা; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা দেখেনা। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনেনা। তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন।	١٧٩. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ

অবিশ্বাস এবং এর পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ *আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি*) অর্থাৎ আমি ইহা তাদের জন্যই তাদের আমলের ক্রমানুপাত হিসাবে তৈরী করে রেখেছি। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন ঐ সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার আগেই তিনি জানেন যে, তার আমল কেমন হবে। তিনি এসব কিছুই তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, যা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সম্পন্ন করে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাঁর সৃষ্টি জীবের তাকদীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। (মুসলিম ৪/২০৪৪) এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তাকদীরের মাসআলাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। এখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার তেমন কোন সুযোগ নেই। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তারা অনুধাবন করেনা। চক্ষু রয়েছে, কিন্তু দেখেনা। কান রয়েছে, কিন্তু শোনেনা। এ জিনিসগুলিকে হিদায়াত লাভ করার জন্য কারণ বানানো হয়েছিল। কিন্তু ওগুলি দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَـٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৬) মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

তারা বধির, মূক, অন্ধ। অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮) আর কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা বুঝবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষঃস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬) আরও বলেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬-৩৭) এখন এখানে ইরশাদ হচ্ছে, ঃ

أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ তারা চতুস্পদ জন্তুর মত। তারা সত্য কথা শোনেওনা এবং সত্যের পথে চলতে সাহায্যও করেনা। তারা হল তৃণভোজী পশুর মত যারা এর দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনা, শুধুমাত্র পার্থিব জীবনে এর দ্বারা উপকার লাভ করা হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) তদ্রূপ এই লোকগুলোকেও ঈমানের দিকে ডাকা হলে তারা এর উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তারা শুধু তাদের রাখালের ডাকের শব্দই শুনে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ এই লোকগুলো হল পশুর মত, না বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। কেননা পশু তার রাখালের কথা না বুঝলেও কমপক্ষে তার দিকে মুখ ফিরে তাকায়। তাছাড়া ঐ জন্তুগুলো দ্বারা অনুধাবন করতে না পারার যে কাজ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে তাদের প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগত ব্যাপার। পক্ষান্তরে কাফিরদেরকে কোন অংশী স্থাপন করা ছাড়াই আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুফরী ও শির্ক করেছে। আর এ জন্যই যারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা কিয়ামাতের দিন মালাইকা/ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যারা কুফরী করে তারা পশুর মত কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর বলে গণ্য হবে।

١٨٠. وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

১৮০। আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলিকে বিশেষ সময়ে পাঠ করবে বা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বেজোড় (এক)। তাই তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন। (ফাতহুল বারী ৫/৪১৭, ১১/২১৮; মুসলিম ৪/২০৬২) তবে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার শুধু এই নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, আর কোন নাম নেই এমনটা সঠিক নয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেহ দুঃখ কষ্টে পতিত হয় এবং আল্লাহর কাছে নিম্ন লিখিত দু'আটি পাঠ করে দু'আ করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার দুঃখ কষ্ট দূর করবেন এবং এর পরিবর্তে তাকে আনন্দিত করবেন। তখন জিজ্ঞেস করা হল ঃ আমরা কি এটা মুখস্থ করবনা? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, বরং যে এটা শুনবে তারই মুখস্থ করে নেয়া উচিত। (আহমাদ ১/৩৯১)

اَللَّهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذِهَابَ هَمِّى

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, বান্দার সন্তান, আমার ভাগ্য তোমার হাতে। আমার ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তোমার কাছেই আমার ফাইসালা। তোমার যে নামসমূহ রয়েছে এবং যে নামসমূহ তুমি তোমার কিতাবে বর্ণনা করেছ, অথবা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা কেহকে শিক্ষা না দিয়ে তোমার কাছেই গোপন রেখেছ তার অসীলা দিয়ে বলছি, মহান কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের স্ফুরণ করে দাও, আমাদের বক্ষের নূর করে দাও এবং আমার দুঃখ–কষ্ট দূর করে দাও। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِه যারা আল্লাহর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِه এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামসমূহের ব্যাপারে মিথ্যা বলা। যেমন বলা যে, লাত (একটি মূর্তি) আল্লাহর নাম থেকেই উৎসারিত। (তাবারী ১৩/২৮২) কাফিরেরা আল্লাহর নামের সাথে 'লাত' শব্দটিকেও যোগ করে দেয়। তারা 'লাত'-কে আল্লাহর স্ত্রীলিঙ্গ বলে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। 'উয্‌যা' শব্দটিকে তারা 'আযীয' থেকে বের করে থাকে এবং এটাকেও স্ত্রী খোদা বলে। 'ইলাহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর আরাবদের পরিভাষায় মধ্যম পন্থা থেকে সরে যাওয়াকে 'ইলহাদুন' বলা হয়। 'লাহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে কাবর। কাবরকে 'লাহাদ' এ জন্যই বলা হয় যে, ওটা গর্তের ভিতর আর একটি গর্ত করে তৈরী করা হয়ে থাকে।

১৮১। আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য পথের দা'ওয়াত দেয় এবং ন্যায় বিচার করে।	١٨١. وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُونَ আমার সৃষ্ট কাওমের মধ্যে কোন কোন কাওম কথায় ও কাজে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা সত্য কথা বলে, সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং সত্যের দ্বারা ফাইসালাও করে। এই উম্মাত দ্বারা উম্মাতে

মুহাম্মাদীয়াকে বুঝানো হয়েছে। মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি কাওম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, শেষ পর্যন্ত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। ঐ দলটি সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। কোন বিরুদ্ধবাদী দল তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। কিয়ামাত আসা পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত তারা ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৫১, মুসলিম ৩/১৫২৪)

১৮২। যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি তাদের অজ্ঞাতে তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব।	١٨٢. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا سَنَسۡتَدۡرِجُهُم مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُونَ
১৮৩। আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি শক্ত।	١٨٣. وَأُمۡلِى لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِى مَتِينٌ

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ এর ভাবার্থ এই যে, তাদের জীবিকার দরজাগুলি খুলে যাবে এবং পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত তারা এর দ্বারা প্রতারিত হবে এবং ধারণা করবে যে, তাদের ঐ অবস্থা চিরকালই থাকবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَىۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَـٰهُم بَغۡتَةً فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْۚ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন

হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হল, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই জন্য। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৪-৪৫) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ وَأُمْلِي لَهُمْ আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা খুবই বলিষ্ঠ ও অটুট।

১৮৪। তারা কি এটা চিন্তা করেনা যে, তাদের সঙ্গী পাগল নয়? সে নিছক একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী!	١٨٤. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা এটাও চিন্তা করেনি যে, তাদের বন্ধু ও সঙ্গী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটেই পাগল নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল, যিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেন। যার স্থির বুদ্ধি রয়েছে এবং তা যে কাজে লাগায় সে'ই পরিষ্কারভাবে এটা বুঝতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ

এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়। (সূরা তাকউইর, ৮১ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

বল ঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই জন অথবা এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ - তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৬) খাঁটি অন্তরে আল্লাহকে ডাকতে থাক। গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমি পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে হাকীকাত তোমাদের কাছে খুলে যাবে যে, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য এবং তোমাদের শুভাকাংখী।

কাতাদাহ ইব্‌ন দিআমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা 'সাফা' পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন। সেখানে তিনি কুরাইশদেরকে একত্রিত করেন এবং এক এক গোত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে ভয় প্রদর্শন করেন। তখন কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি বলতে শুরু করে যে, তাঁকেতো পাগল বলে মনে হচ্ছে। সকাল পর্যন্ত সে এভাবে চীৎকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৩/২৮৯)

١٨٥. أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ

১৮৫। তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন গভীর চিন্তা করেনা? এবং তাদের জীবনে নির্দিষ্ট মেয়াদটি পূর্ণ হওয়ার সময়টি হয়তো বা নিকটে এসে পড়েছে, তারা কি এটাও চিন্তা করেনা? এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে?

ইরশাদ হচ্ছে, আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা এ কথা কি চিন্তা করে দেখেনা যে, আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে সবগুলির উপর আমার কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে? তাদের উচিত ছিল এগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। তাহলেই তারা এ শিক্ষা লাভ করত যে, এ সবকিছুই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন। তাঁর সাথে কারও কোন তুলনা চলেনা এবং তাঁর সাথে কারও কোন সাদৃশ্যও নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। তাদের আরও উচিত তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করা, তাঁর অনুসরণে ঝুঁকে পড়া, মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করা এবং এই ভয় করা যে, মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, সুতরাং যদি কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু এসে পড়ে তাহলে বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَبِأَيِّ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ এর পরও তারা কোন্ কথায় ঈমান আনবে? অর্থাৎ যে ভীতি প্রদর্শন মূলক হুমকি দেয়া হয়েছে এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এসেছে। তারা যদি এই অহী ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করে যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন তাহলে তারা আর কোন্ কথার সত্যতা স্বীকার করবে?

১৮৬। যাদেরকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন।	١٨٦. مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ তা'আলা যাদের নাম পথভ্রষ্ট হিসাবে লিখে দিয়েছেন তাদেরকে কেহই পথ প্রদর্শন করতে পারবেনা। তারা যতই নিদর্শনসমূহ অবলোকন করুক না কেন, তাদের কোনই উপকার হবেনা। আল্লাহ যাকে ফিতনায় পতিত করেন তাকে কে সত্য পথে আনবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪১)

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১)

১৮৭। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও ঃ এ	١٨٧. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ

أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ	**বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী, শুধু তিনিই ওটা ওর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন, তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। তুমি যেন এ বিষয় সবিশেষ অবগত, এটা ভেবে তারা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও ঃ এ সম্পর্কীয় জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ কথা বুঝেনা।**

কিয়ামাত দিবসের আলামতসমূহ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ এই আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কে অথবা ইয়াহুদীদের একটি দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। প্রথমটিই সঠিকতর। কেননা এটি মাক্কী আয়াত। আর ইয়াহুদীরাতো ছিল মাদীনার অধিবাসী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ

লোকেরা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৩) আসলে তা কিন্তু বিশ্বাস করার উদ্দেশে নয়, বরং তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দৃষ্টিকোণ নিয়েই প্রশ্ন করছে। যেমন নিম্নের আয়াতে দেখা যাচ্ছে ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

আর তারা বলে ঃ (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৮) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য; জেনে রেখ, কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতন্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এবং দুনিয়া কখন শেষ হবে? আর ওর নির্ধারিত সময় কোন্টা? হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ এর জ্ঞানতো একমাত্র আমার রাব্ব আল্লাহরই রয়েছে! আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই এ সময় সম্পর্কে অবহিত নয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ যমীন ও আসমানবাসী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হাসান (রহঃ) এর ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন যমীন ও আসমানবাসীর ওটা অত্যন্ত ভারী ও কঠিন বোধ হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এমন কোন জিনিস থাকবেনা যার উপর কিয়ামাতের কষ্ট পৌঁছবেনা। ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ আকাশ ফেটে যাবে, তারকারাজী খসে পড়বে, সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, পাহাড় উড়তে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন সবই হবে। আকাশবাসীদেরও এর জ্ঞান নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ **لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً** ওটা এমনভাবে হঠাৎ এসে পড়বে যে, ওর কোন ধারণাও কেহ করবেনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হঠাৎ করেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে, যখন লোকদের কেহ পানির পাত্রের ছিদ্র মেরামত করতে থাকবে, কেহ তার পশুকে পানি পান করাতে থাকবে, কেহ বিক্রির জন্য মালামাল বাজারে উপস্থিত করবে অথবা (কেনা-বেচার জন্য) দাড়িপাল্লা ঠিকঠাক করতে থাকবে। (তাবারী ১৩/২৯৭)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে তখন সবাই ওটা অবলোকন করে ঈমান আনবে। কিন্তু ঐ সময়ে ঈমান আনা কারও কোন উপকারে আসবেনা। পাপীদের সেই সময়ের সৎ কাজ মোটেই ফলদায়ক হবেনা। ঐ সময় দু'ব্যক্তি কাপড় আদান প্রদান করতে থাকবে, এই উদ্দেশে কাপড়ের মূল্য পরিশোধ কিংবা কাপড় গুটিয়ে ফিরার সময় থাকবেনা; দুধ দোহন করে পান করারও সময় পাওয়া যাবেনা, পশুকে পান করার পানির পাত্র পরিষ্কার করতেই থাকবে, তার খাদ্য-গ্রাস মুখে দেয়ার জন্য হাত তুলতে যাবে ইত্যবসরে কিয়ামাত শুরু হয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী ১১/৩৬০)

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا এর অর্থের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা কিয়ামাতের রহস্য তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বড় বন্ধু। আর তারা তোমাকে এটা এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করছে যেন তিনি কিয়ামাত সংঘটনের তারিখ অবগত রয়েছেন। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। আল্লাহ তা'আলা এই রহস্য নিজের নিকটতম কোন মালাক কিংবা কোন রাসূলের কাছেও প্রকাশ করেননি। (তাবারী ১৩/২৯৮)

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্‌ন নাযিহ (রহঃ) **يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, আপনি যেমন এ প্রশ্ন করেছেন তেমনি এর অর্থও আপনারই জানার কথা।

একজন বেদুঈনের রূপ ধারণ করে একদা জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন, যেন জনগণ দীনী শিক্ষা লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি হিদায়াত অনুসন্ধিৎসু একজন প্রশ্নকারীর মত তাঁর পাশে বসে পড়েন এবং তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে। তারপর জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে?' এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার জ্ঞান বেশি নেই।

অর্থাৎ আপনি যেমন এটা জানেননা, তেমনই আমিও জানিনা। কোন লোকই এ ব্যাপারে কিছুই জানেনা বা জানতে পারেনা।' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) একজন বেদুঈনের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কিয়ামাতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তিনি নিদর্শনগুলি বলে দেন। তারপর তিনি বলেন ঃ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। তাঁর প্রতিটি উত্তরের উপর জিবরাঈল (আঃ) বলে যাচ্ছিলেন ঃ 'আপনি সঠিক উত্তরই দিয়েছেন।' সুতরাং সাহাবাগণ এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ইনি কি ধরনের প্রশ্নকারী? তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন, আবার উত্তরের সঠিকতা স্বীকার করছেন! যখন সেই প্রশ্নকারী চলে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি তোমাদেরকে দীনী মাসআলাগুলি শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। এর পূর্বে যখন তিনি রূপ পরিবর্তন করে আসতেন তখন আমি তাঁকে চিনতে পারতাম। এবার কিন্তু আমিও তাঁকে চিনতে পারিনি। (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরাবের বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত এবং প্রায়ই প্রশ্ন করত ঃ কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন এক শিশু সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন ঃ 'যদি আল্লাহ একে পূর্ণ বয়স দান করেন তাহলে এ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমার কিয়ামাত এসে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৬৯) এখানে কিয়ামাত দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে এই দুনিয়া হতে সরিয়ে আলামে বারযাখে নিয়ে যাবে। শব্দের কম বেশি কিছু পরিবর্তনসহ এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, এসব হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামাত আসবে এবং অবশ্যই আসবে। কিন্তু সময়ের নির্ধারণ সম্ভব নয়।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইন্তিকালের এক মাস পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'তোমরা আমাকে

কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছ। কিয়ামাত আসতে আর কত সময় বাকি আছে এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তবে আমি শপথ করে বর্ণনা করছি যে, বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী রয়েছে, একশ' বছর পরে এগুলোর একটিরও অস্তিত্ব থাকবেনা।' (মুসলিম ৪/২২৭০) ইব্‌ন উমার (রাঃ) এর ভাবার্থ করেছেন, কিয়ামাতের দিন যেমন সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করবে, তদ্রূপ একশ' বছর পরে বর্তমানের সমস্ত লোকের জন্য কিয়ামাত এসে যাবে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) পাশ দিয়ে গমন করি। তারা কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং এ বিষয়ে ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমার কোনই জ্ঞান নেই।' এরপর তারা মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও বললেন যে, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। অতঃপর তারা ঈসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও বললেন ঃ এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। তবে এর আলামত সম্পর্কে আমার রাব্ব আমাকে জানিয়েছেন যে, দাজ্জাল বের হবে। আমার সাথে দু'টি বল্লম থাকবে। সে (দাজ্জাল) আমাকে দেখা মাত্রই সীসার মত গলে যাবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি গাছ কিংবা পাথরও বলে উঠবে ঃ হে মুসলিম! আমার আড়ালে একজন কাফির লুকিয়ে রয়েছে। সুতরাং তুমি এসে তাকে হত্যা কর। অতএব আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত কাফিরকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর লোকেরা নিজ নিজ শহরে ও দেশে ফিরে যাবে। ইতোমধ্যে ইয়াজূজ ও মাজূজ প্রত্যেক প্রান্ত থেকে বেরিয়ে পড়বে। তারা শহর-পল্লী ধ্বংস করে চলবে। প্রতিটি জিনিস তাদের ঘুরা-ফিরার কারণে ধ্বংস ও নষ্ট হতে থাকবে। যেখান দিয়ে তারা চলবে সেখানের প্রস্রবণের পানি পান করে ওকে শূন্য করে ফেলবে। জনগণ তখন আমার কাছে তাদের অভিযোগ নিয়ে আসবে। আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করব। আল্লাহ তা'আলা সব ইয়াজুজ ও মাজূজদের মৃত্যু ঘটাবেন। অবশেষে প্রতিটি স্থান তাদের মৃতদেহে ভরে যাবে এবং ওগুলো পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের মৃতদেহগুলি ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিবেন। ঐ সময় পাহাড় স্থানচ্যুত হয়ে যাবে এবং যমীন বিস্তৃত হয়ে পড়বে। ঐ সময় কিয়ামাত এমনই

নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে দিন-রাত যে কোন সময়ে সন্তান প্রসব করবে। (আহমাদ ১/৩৭৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৬৫) বড় বড় নাবী হওয়া সত্ত্বেও তারা কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে অবহিত ছিলেননা। ঈসাও (আঃ) শুধুমাত্র ওর আলামতগুলি বলে দিয়েছেন। কেননা এই উম্মাতের শেষ যুগে তিনি অবতরণ করবেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহকাম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁরই বদ দু'আয় ইয়াজূজ-মাজূজকে ধ্বংস করবেন।

হুযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ কিয়ামাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে কিয়ামাতের নিদর্শনগুলি বলছি। তা এই যে, ওর সামনে বড় বড় ফিতনা ও 'হারাজ' সংঘটিত হবে।' সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা ফিতনাতো বুঝলাম। কিন্তু 'হারাজ' কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হাবশের আরাবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে হত্যা।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা এত বৃদ্ধি পাবে যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলবে ঃ 'আমি তোমাকে চিনিনা।' (আহমাদ ৫/৩৮৯) সহীহায়িন এবং চারটি সুনান গ্রন্থে এ কথাটিকে এই ধারা বর্ণনায় বর্ণিত হয়নি।

তারিক ইব্ন সিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লোকেরা প্রায়ই কিয়ামাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করত। অবশেষে يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي *তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও ঃ এ বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী।* এ আয়াতটি নাযিল হয়। (তাবারী ৩/২৯২, নাসাঈ ৬/৫০৬) আমাদের উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিঈন, যিনি রাহমাত ও তাওবাহর নাবী, বলেছেন ঃ 'আমি ও কিয়ামাত এই দু'টি অঙ্গুলির মত।' ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু'টি মিলিত দেখিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩৫৫) মোট কথা, عِلْمُ السَّاعَةِ বা কিয়ামাতের ইল্ম শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই রয়েছে।

١٨٨. قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوۡمٍ يُؤۡمِنُونَ	**১৮৮। তুমি বল ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তাহলে আমি রবের কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতনা, আমিতো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী।**

রাসূল (সাঃ) গাইবের খবর জানতেননা, তিনি নিজের ভাল-মন্দেরও পরিবর্তন করতে পারতেননা

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি সমস্ত বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও। নিজের সম্পর্কে তুমি বলে দাও, ভবিষ্যতের জ্ঞান আমারও নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যেটা বলে দেন একমাত্র সেটাই আমি বলতে পারি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

عَـٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা। (৭২ ঃ ২৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি যদি অদৃশ্যের বিষয় জানতাম তাহলে আমি নিজের জন্য অনেক কিছু কল্যাণ জমা করে নিতাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) خَيْر এর অর্থ ধন-সম্পদ নিয়েছেন এবং এটাই উত্তমও বটে। অন্য বর্ণনায় যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস

(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, এর ভাবার্থ হবে ঃ যে জিনিস ক্রয়ে লাভ বা উপকার রয়েছে তা আমার জানা থাকলে ওটা অবশ্যই ক্রয় করতাম। আর কোন জিনিস বিক্রয় করতামনা যে পর্যন্ত না ওর লাভ জানতাম। অথবা দারিদ্রতা বা সংকীর্ণতা আমাকে কখনও স্পর্শ করতনা। (দুররুল মানসুর ৩/৬২২) ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ অর্থও নিয়েছেন ঃ দুর্ভিক্ষ আসার খবর জানলে পূর্বেই বহু খাদ্য জমা করে রাখতাম এবং দুর্মূল্যের সময় তা ব্যবহার করতাম। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাহলে যে কোন অনিষ্টতা আমার কাছে আসার পূর্বেই আমি তা এড়িয়ে চলে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হতাম। (তাবারী ১৩/৩০২)

إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ আমিতো শুধু (জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শনকারী এবং (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭)

١٨٩. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ

১৮৯। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ব্যক্তি হতেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই মহিলাটি এক গোপন ও লঘু গর্ভ ধারণ করে, আর ওটা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। যখন তার গর্ভ গুরুভার হয় তখন তারা উভয়েই তাদের

ءَاتَيْتَنَا صَـٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ	**রবের কাছে প্রার্থনা করে ঃ আপনি যদি আমাদেরকে সৎ সন্তান দান করেন তাহলে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হব।**
١٩٠. فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَـٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ۚ فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ	**১৯০। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে সৎ ও সুস্থ সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে, কিন্তু তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তার অনেক উর্ধ্বে।**

সমস্ত মানবগোষ্ঠিই আদম সন্তান

ইরশাদ হচ্ছে যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই আদমের (আঃ) বংশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ) তাঁরই মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের দু'জনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا তিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার সাথে বসবাস করে এবং সাহচর্য লাভ করে আনন্দ পায়। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২১) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে, এর চেয়ে অধিক ভালবাসা আর কোথাও হতে পারেনা। তাইতো আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যাদুকর তার যাদুর মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় যে, কি করে সে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে।' মোট কথা, স্বামী যখন তার প্রকৃতিগত প্রেমের ভিত্তিতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলা মেশা করে তখন তার স্ত্রী প্রথমতঃ তার গর্ভাশয়ে একটা হালকা বোঝার অস্তিত্ব অনুভব করে। এটা হল গর্ভের সূচনার সময়। এই সময় নারীর কোন কষ্ট হয়না। কেননা এই গর্ভতো সবেমাত্র নুৎফা বা মাংসপিণ্ড। এখন ওটা হালকা পাতলা অবস্থায় রয়েছে।

আইউব (রহঃ) বলেন ঃ আমি হাসানকে (রহঃ) **مَرَّتْ بِهِ** এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'যদি আমি আরাববাসী হতাম এবং তাদের ভাষা বুঝতাম তাহলে এর অর্থ জানতাম। এর অর্থ এই হতে পারে যে, সে এই গর্ভ নিয়ে আরামেই চলাফিরা করে।'

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, এই গর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ঐ গর্ভ নিয়ে সে সহজেই উঠাবসা করতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ এই প্রাথমিক সময় হচ্ছে এমন এক সময় যখন তার নিজেরই এই সন্দেহ থেকে যায় যে, তার গর্ভ আছে কি নেই। মোট কথা, এরপর নারী তার পেটের গর্ভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। তখন মাতা-পিতা

দু'জনই আল্লাহর কাছে এই কামনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে নিখুঁত ও সুন্দর সন্তান দান করেন তাহলে এটা তাঁর বড়ই ইহসান হবে! ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'মা-বাবার এই ভয়ও থাকে যে, সন্তান না জানি হয়তো কোন পশুর আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে যায়! (তাবারী ১৩/৩০৬) আবূ বাখতারী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তারা ভয়ে ভীত থাকেন যে, না জানি মানব সন্তান না হয়ে অন্য কিছু জন্ম লাভ করে। (তাবারী ১৩/৩০৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'যদি আল্লাহ আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন। (তাবারী ১৩/৩০৬) মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে সৎ ও নিখুঁত সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে ওটাকে মূর্তি/প্রতিমাগুলোর অংশ বানিয়ে দেয়। আল্লাহর সত্তা এরূপ শির্‌ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা আদমের (আঃ) ঘটনা নয়, বরং এটা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘটনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা কোন আদম সন্তানের মুশরিক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এরূপ করে থাকে। (তাবারী ১৩/৩১৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরী (রহঃ) বলতেন যে, এটা হচ্ছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানের কাজের বর্ণনা, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের রীতিনীতির উপর পরিচালিত করে যা তাদেরকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান বানিয়ে দেয়। (তাবারী ১৩/৩১৪) এই আয়াতের যেসব তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এটাই উত্তম তাফসীর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উন্নত ও মহান। এই আয়াতগুলির বর্ণনা, ইতোপূর্বে আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) বর্ণনাক্রমিক বর্ণনার মত। প্রথমে মূল মা-বাবার বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ অন্যান্য মা-বাবা ও তাদের শির্‌কের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর ব্যক্তিগত বর্ণনা শেষ করে শ্রেণীগত বর্ণনার দিকে মোড় ফিরানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৫) আর এটা স্পষ্ট কথা যে,

সৌন্দর্যের জন্য যে তারকাগুলি নির্দিষ্ট রয়েছে সেগুলি ছিটকে পড়েনা। ঐগুলি দ্বারা শাইতানদেরকে মারা হয়না। এখানেও কথার মোড় ফিরানো হচ্ছে যে, তারকারাজির স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনার পর শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর আরও বহু দৃষ্টান্ত কুরআনুল হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন।

১৯১। তারা কি এমন বস্তুকে (আল্লাহর সাথে) অংশী করে যারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করেনা, বরং তারা নিজেরাই (আল্লাহর দ্বারা) সৃষ্ট?	١٩١. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
১৯২। তারা যেমন তাদের কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেনা, তেমনি নিজেরাও কোন সাহায্য করতে পারেনা।	١٩٢. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ
১৯৩। তোমরা যদি ওদেরকে সৎ পথে ডাক তাহলে তারা তোমাদের অনুসরণ করবেনা, তাদেরকে ডাকা অথবা চুপ করে থাকা উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান।	١٩٣. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَـٰمِتُونَ
১৯৪। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকেই ডাক, তারাতো তোমাদেরই মত বান্দা। সুতরাং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাদেরকে উপাস্য হিসাবে ডাকতে থাক, দেখ	١٩٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ

إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ	তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় কি না!
١٩٥. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ	১৯৫। তাদের কি পা আছে যা দ্বারা চলছে? তাদের কি হাত আছে যদ্দারা কোন কিছু ধরে থাকে অথবা চক্ষু আছে যা দ্বারা দেখতে পায়? তাদের কি কর্ণ আছে যা দ্বারা শুনে থাকে? তুমি বল ঃ আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছ তাদেরকে ডাক, তারপর (সকলে একত্রিত হয়ে) আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাক, আমাকে আদৌ কোন অবকাশ দিওনা।
١٩٦. إِنَّ وَلِـِّۧىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّـٰلِحِينَ	১৯৬। আমার অভিভাবক হলেন সেই আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই সৎ কর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।
١٩٧. وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ	১৯৭। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখেনা এবং নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারেনা।

১৯৮। যদি তুমি তাদেরকে (মূর্তি) হিদায়াতের পথে ডাক তাহলে সে ডাক তারা শুনবেনা। আর তুমি দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আসলে তারা কিছুই দেখছেনা।	١٩٨. وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ لَا يَسۡمَعُواْ ۖ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ

মূর্তি/প্রতিমা কখনও কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা, কেহকে সাহায্য করারও ক্ষমতা নেই

যে মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি/প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে এখানে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, এই মূর্তিগুলোও আল্লাহর সৃষ্ট এবং মানুষই এগুলো নির্মাণ করেছে। এদের কোনই ক্ষমতা নেই। এগুলো কারও কোন ক্ষতি করতে পারেনা এবং কোন উপকারও করতে পারেনা। এদের দেখারও শক্তি নেই এবং যারা এদের ইবাদাত করে তাদের এরা কোন সাহায্যও করতে পারেনা। বরং এ মূর্তিগুলোতো জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারেনা। এমন কি যারা এদের ইবাদাত করে তারাও এদের চেয়ে উত্তম। কেননা তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং স্পর্শ করতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ তারা কি ঐ পাথরের মূর্তিগুলোকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিচ্ছে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা? বরং তারা নিজেরাইতো সৃষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـًٔا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ. مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

হে লোকসকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেনা; পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল! তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা; আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৩-৭৪) তারা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। তাদের উপাস্যরা এতই দুর্বল ও শক্তিহীন যে, মাছি একটা নিকৃষ্ট খাবারও যদি তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উড়ে যায় তাহলে তার নিকট থেকে তা কেড়ে নেয়ারও শক্তি এদের নেই। যাদের বিশেষণ এরূপ তারা কি করে জীবিকা দান করতে পারে বা সাহায্য করতে পারে? ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মান কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ তারা তাদের উপাসনাকারীদের সামান্য পরিমাণও সাহায্য করতে পারেনা। এমন কি কেহ যদি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে তা থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারেনা। যেমন ইবরাহীম খলীল (আঃ) স্বীয় কাওমের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং পূর্ণ মাত্রায় ওদেরকে লাঞ্ছিত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মূর্তিগুলোকে ইবরাহীম (আঃ) ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ

অতঃপর সে তাদের উপর সবলে ডান হাত দিয়ে আঘাত হানলো। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৩) কিন্তু ভুতখানার সবচেয়ে বড় মূর্তিকে অক্ষত রেখে দিলেন, যেন জনগণ এসে ঐ বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করে যে, এটা কি হয়েছে এবং কে করেছে?

فَجَعَلَهُمْ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলিকে, তাদের বড় (প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫৮)

মুআয্ ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ (রাঃ) এবং মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ) দু'জন যুবক ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পর তাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন। রাতে তাঁরা মাদীনায় মুশরিকদের মূর্তিগুলোর নিকট যেতেন এবং ওগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতেন। ওগুলো কাঠের নির্মিত হলে ওগুলো ভেঙ্গে জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহারের জন্য গরীব বিধবা নারীদেরকে দিয়ে দিতেন। উদ্দেশ্য এই যে, যেন মুশরিকরা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের আমল ও আকীদার উপর চিন্তা ভাবনা করে। আমর ইব্ন জামূহ (রাঃ) ছিলেন স্বীয় গোত্রের নেতা। তাঁর একটা মূর্তি ছিল। তিনি ঐ মূর্তির পূজা করতেন এবং ওর গায়ে তিনি সুগন্ধি মাখাতেন। রাতে ঐ দুই যুবক তার ভুতখানায় যেতেন এবং ঐ মূর্তি/প্রতিমার মাথার উপর পশুর মল-মূত্র রেখে দিতেন। আমর ইব্ন জামূহ মূর্তিটিকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেতেন এবং ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে মুছে পুনরায় সুগন্ধি মাখাতেন। অতঃপর ওর পার্শ্বে তরবারী রেখে দিয়ে বলতেন ঃ 'এর দ্বারা তুমি নিজেকে রক্ষা করবে।' পরের রাতে যুবকদ্বয় আবার ঐ কাজই করতেন এবং ইব্ন জামূহ (রাঃ) ওটা ধুয়ে মুছে সাফ করতেন এবং পুনরায় ওর পাশে তরবারী রেখে দিতেন। অবশেষে একদিন যুবকদ্বয় ঐ মূর্তিটিকে বের করে আনেন এবং একটি কুকুরের মৃতদেহের সাথে ওকে বেঁধে একটি রশির মাধ্যমে একটি কুয়ায় লটকে দেন। আমর ইব্ন জামূহ (রাঃ) এসে মূর্তিটিকে এ অবস্থায় যখন দেখলেন তখন তাঁর জ্ঞান এলো যে, তিনি মূর্তি পূজায় লিপ্ত থেকে এতদিন বাতিল আকীদার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাই তিনি মূর্তিটিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'তুমি যদি সত্যিই উপাস্য হতে তাহলে এই কুয়ার মধ্যে মৃত কুকুরটির সাথে পড়ে থাকতেনা।' অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন ভাল মুসলিম রূপে জীবন অতিবাহিত করেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতবাসী করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ তুমি যদি ওদেরকে সৎ পথে ডাক তাহলে ওরা তোমার অনুসরণ করবেনা। অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো কারও ডাক শুনতে পায়না। ওদেরকে ডাকা এবং না ডাকা সমান কথা। ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا

হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলা বলেন ঃ মূর্তিপূজকের মত এই মূর্তিগুলোও আল্লাহরই সৃষ্ট। এমন কি এই মূর্তিপূজকরাই বরং মূর্তিগুলোর চেয়ে উত্তম। কেননা তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু মূর্তিরা তা পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ. إِنَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছ তাদেরকে ডাক, তারপর সকলে সমবেত হয়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাক এবং আমাকে মোটেই কোন অবকাশ দিওনা। আর আমার বিরুদ্ধে মন খুলে চেষ্টা চালিয়ে যাও। আমার সাহায্যকারী হচ্ছেন ঐ আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। ঐ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে শুধু আমার নয়, বরং আমার পরেও সকল সৎকর্মশীল লোকেরই অভিভাবক ও বন্ধু। যেমন হুদ (আঃ) স্বীয় কাওমের কথার প্রতিউত্তরে বলেছিলেন, যখন তারা তাকে অপবাদ দিয়ে বলেছিল ঃ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আমাদের কথাতো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক, তোমরা যে ইবাদাতে তাঁর (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করছ তা থেকে আমি মুক্ত । সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে অবস্থিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬) ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ. ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ

তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা? তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের রাব্ব ব্যতীত। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৭৫-৭৮) আরও যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা এবং কাওমের লোককে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬-২৮) এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ اللّهِ ... إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ এরা না তোমাদের সাহায্য করতে পারে, না পারে নিজেদেরকে সাহায্য করতে। যদি তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর তাহলে তারা তোমার ডাক শুনতে পাবেনা। তুমি মনে করছ যে, ওরা (মূর্তিগুলো) তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু আসলে কিছুই দেখেনা। ওরা ছবির চক্ষু দ্বারা তোমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। কিন্তু বাস্তবেতো ওরা নির্জীব। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ

তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪) কেননা ওগুলো হচ্ছে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট এবং মানুষের মতই মনে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তুমি দেখছ যে, তারা যেন মনোযোগের সাথে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অথচ ওগুলোতো জড়

পদার্থ ও নির্জীব। ওদেরকেতো মানুষের আকারে তৈরী করা হয়েছে এবং দু'টি চোখ বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৯৯। তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।	١٩٩. خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ
২০০। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।	٢٠٠. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দয়াপরবশ হওয়া

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার হুকুম করেছেন এবং দশ বছর পর্যন্ত এই ক্ষমার নীতি কার্যকর রাখতে বলেন। এরপর তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়। এটা হচ্ছে ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, লোকদেরকে তাদের চরিত্র ও কাজের ব্যাপারে ক্ষমার চোখে দেখ। অর্থাৎ তাদের স্বভাব চরিত্র ও কাজ কারবারের খোঁজ খবর নিওনা। (তাবারী ১৩/৩২৭) হাশিম ইব্ন উরওয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ হচ্ছে, লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং খারাপ সাহচর্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাক। (তাবারী ১৩/৩২৭) অন্যত্র বলা হয়েছে, তাদের ব্যবহারের ব্যাপারে আমি তোমাকে যে ক্ষমা করতে বলেছি তুমি তা অবলম্বন কর।

হিশাম (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) خُذِ الْعَفْوَ সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, এটি কলুষ চরিত্রের লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৫) অনুরূপ আর একটি হাদীস মুগিরাহ (রহঃ) হিশাম (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে,

তিনি ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া হিশাম (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। উভয় হাদীসের বর্ণনা একই ধরণের। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৬) আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইউনুস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন যে, উমেই (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরাঈল! এর উদ্দেশ্য কি? জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেহ আপনার উপর অত্যাচার করলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে আপনাকে দান থেকে বঞ্চিত করে তাকে আপনি দান করবেন এবং যে আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবেন। (তাবারী ৬/১৫৪, ইব্‌ন আবী হাতিম ৫/১৬৩৮) এদের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় ছেদ রয়েছে। ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, অন্যান্যদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে, আর রিফাই (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উয়াইনা ইব্‌ন হিসন ইব্‌ন হুযাইফা স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র হুর ইব্‌ন কায়িসের (রাঃ) নিকট আগমন করেন। হুর ইব্‌ন কায়িস (রাঃ) উমারের (রাঃ) একজন কাছের লোক ছিলেন। কুরআন কারীমে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি উমারের (রাঃ) মাজলিসের কারী ও আলিমদের অন্যতম কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ সভার একজন সদস্য ছিলেন। উমারের (রাঃ) মাজলিশের আলিমগণ যুবকও ছিলেন, বৃদ্ধও ছিলেন। উয়াইনা স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্রকে বললেন ঃ 'হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছের লোক। সুতরাং তুমি তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে এসো।' তখন হুর (রাঃ) উয়াইনার জন্য অনুমতি চাইলে উমার (রাঃ) উয়াইনাকে হাযির হওয়ার অনুমতি দিলেন। উয়াইনা যখন আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন ঃ 'হে খাত্তাবের পুত্র! আপনি আমাকে যথেষ্ট টাকাও দেননি এবং আমার প্রতি আদল বা ন্যায় বিচারও করেননি।' আদলের কথা শোনা মাত্রই উমার (রাঃ) তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং উয়াইনাকে মারতে

উদ্যত হন। তখন হুর (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ

خُذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ তুমি বিনয় ও ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর, জনগণকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে জড়িয়ে পড়না (বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও)। আর ইনিতো মূর্খদেরই অন্ত র্ভুক্ত! আল্লাহর শপথ। যখন উমারের (রাঃ) সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হল তখন তিনি থেমে গেলেন এবং উয়াইনাকে কোন শাস্তি দিলেননা। মহামহিমান্বিত আল্লাহর কিতাবে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৫)

কোন কোন আলিমের উক্তি রয়েছে যে, মানুষ দু' প্রকারের। প্রথম হচ্ছে উপকারী মানুষ। সে তোমাকে খুশি মনে যা কিছু দান করে তা তুমি কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ কর এবং সাধ্যের অতিরিক্ত ভার তার উপর চাপিয়ে দিওনা যার ফলে নিজেই সে পিষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় হচ্ছে হতভাগ্য ব্যক্তি। তুমি তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দাও। কিন্তু যদি তার বিভ্রান্তি বেড়েই চলে এবং সে তার অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তাকে এড়িয়ে চল। সম্ভবতঃ এই ক্ষমাই তাকে তার দুষ্কার্য থেকে বিরত রাখবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৪-৩৬)

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করছে এবং বাড়াবাড়ি করছে তাদের সাথেও যেন তিনি উত্তম ব্যবহার করেন; হতে পারে যে তাঁর এ ব্যবহারের কারণে তারা তাদের খারাবী থেকে বিরত হবে। এ ব্যাপারেই আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত বলেন ঃ

فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ

ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করছেন যে, জিন শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেন তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। যদি কেহ শাইতানের প্রতি উদার হয় তাহলে সে তার কোন ক্ষতি করবেনা। কারণ শাইতান এটাই চায় যে, এভাবে তার ধ্বংস ও মৃত্যু হোক। আল্লাহ বলেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! শাইতান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, যেমন সে শত্রু ছিল তোমাদের আদি পিতার।

ইব্ন জারীর (রহঃ) **وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ** এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, শাইতান তোমাকে রাগান্বিত করতে চেষ্টা করে এভাবে যে, তুমি মূর্খদের ক্ষমা করবেনা এবং তাদেরকে শাস্তি দিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন **فَاسْتَعِذْ بِاللّٰه** তুমি শাইতানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছ আশ্রয় চাবে। কারণ **إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** তিনিই সেই সত্তা যিনি সবার কথা শোনেন। তোমার প্রতি মূর্খদের অন্যায় আচরণ, শাইতানের কুমন্ত্রণা এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবের ব্যাপারেও তিনি অমনোযোগী নন। (তাবারী ১৩/৩৩২)

২০১। যারা আল্লাহভীরু, শাইতান যখন তাদেরকে কু-মন্ত্রণা দেয়, সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু ফিরে পায়।	٢٠١. إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ
২০২। শাইতান যাদের অনুগত সাথী, তারা আরও বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে প্রবেশ করে, এ প্রচেষ্টায় তারা আদৌ থেমে থাকেনা।	٢٠٢. وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

আল্লাহভীতি বনাম শাইতানের ইবাদাত

যে সব বান্দা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে যদি কোন সময় শাইতান কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন করে তাহলে সত্বরই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। এই লোকদের আল্লাহর শাস্তি দান, সাওয়াব, তাঁর ওয়াদা, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি স্মরণ হয়ে যায়। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা তাওবাহ করে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর ঐ মুহুর্তেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করে। সাথে সাথেই তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং সঠিক পথে ফিরে আসে।

মানুষের মধ্যের শাইতানের বন্ধুরা মিথ্যা কুমন্ত্রণা দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ তাদের সঙ্গী মানবরূপী শাইতানরা তাদেরকে বিভ্রান্তির পথে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ

নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শাইতানের ভাই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৭) অর্থাৎ শাইতান তাদের অনুসারীদেরকে ও তাদের কথা মান্যকারীদেরকে

গুমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। পাপকাজ তাদের কাছে তারা সহজ করে দেয় এবং তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তোলে।

ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ এই শাইতানরা তাদের চেষ্টায় মোটেই কোন ত্রুটি করেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– মানুষ অসৎ কাজ সম্পাদনে আদৌ অবহেলা প্রদর্শন করেনা এবং শাইতানরাও তাদেরকে বিপথে চালিত করার কাজে মোটেই ত্রুটি করেনা। (তাবারী ১৩/৩৩৮) গুমরাহীর দিকে আকৃষ্টকারীরা হচ্ছে জিন ও শাইতান, যারা নিজেদের মানব বন্ধুদের কাছে কুমন্ত্রণা দানের কাজে মোটেই ত্রুটি করেনা। কারণ তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবই এ রূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৩)

২০৩। তুমি যখন কোন নিদর্শন ও মু'জিযা তাদের কাছে পেশ করনা, তখন তারা বলে ঃ আপনি এ সব মু'জিযা কেন পেশ করেননা? তুমি বল ঃ আমার রবের নিকট থেকে আমার কাছে যা কিছু প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। এই কুরআন তোমার রবের নিকট থেকে বিশেষ নিদর্শন, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত।

٢٠٣. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِـَٔايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّى ۚ هَـٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

মূর্তি পূজকদের মু'জিযার দাবী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا হে নাবী! এই লোকগুলো কোন মু'জিযা বা নিদর্শন দেখতে চায় এবং তুমি তা তাদের সামনে পেশ না করার কারণে তারা বলে, 'কোন নিদর্শন আপনি পেশ করছেননা কেন? নিজের পক্ষ থেকে তা বানিয়ে নিচ্ছেন না কেন? (তাবারী ১৩/৩৪১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَـٰقُهُمْ لَهَا خَـٰضِعِينَ

আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৪) এই কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন লাভ করার চেষ্টা আপনি করেননা কেন? তাহলে আমরা তা দেখে ঈমান আনতাম! তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ আমি এ ব্যাপারে কোন ধরণের চেষ্টা করতে চাইনা। আমার কাছে যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে আমি তা'ই পালনকারী। যদি তিনি স্বয়ং কোন মু'জিযা পাঠান তাহলে আমি তা পেশ করব। আর যদি তিনি তা প্রেরণ না করেন তাহলে আমি তা চাইতে পারিনা। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ هَـــذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এই কুরআনই হচ্ছে তোমার রবের বিরাট দলীল ও নিদর্শন বিশেষ, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও অনুগ্রহের প্রতীক বিশেষ।

২০৪। যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।	٢٠٤. وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়ার আদেশ

যখন এই বর্ণনা সমাপ্ত হল যে, কুরআন হচ্ছে হিদায়াত ও রাহমাত এবং লোকদের বুঝার বিষয়, তখন ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা এই কুরআন পাঠের সময় নীরব থাকবে, যেন এর মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে। এমন হওয়া উচিত নয় যেমন কুরাইশরা বলত ঃ

لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ

তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তির সময় শোরগোল সৃষ্টি কর। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ২৬) ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা সালাতের মধ্যে একে অপরকে سَلَامٌ عَلَيْكَ বলতাম। এ জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।'

২০৫। তোমার রাব্বকে মনে মনে সবিনয় ও সশংক চিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে, আর (হে নাবী!) তুমি এ ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হয়োনা	٢٠٥. وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَـٰفِلِينَ
২০৬। যারা তোমাদের রবের সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ মালাক/ ফেরেশতা) তারা তাঁরই গুণগান ও মহিমা প্রকাশ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সাজদাহ্‌বনত হয়। [সাজদাহ]	٢٠٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩

আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে সকাল-সন্ধ্যায়, সব সময়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, দিনের প্রথম ভাগে এবং শেষ ভাগে আল্লাহকে খুব বেশি বেশি করে স্মরণ কর, যেমন তিনি এই দুই আয়াতের মাধ্যমে এই দুই সময়ে তাঁর ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ

এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৯) এটা শবে মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য হওয়ার পূর্বের কথা। এটি মাক্কী আয়াত। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ

تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ তোমার রাব্বকে অন্তরেও স্মরণ কর এবং মুখেও স্মরণ কর। তাঁকে ডাক জান্নাতের আশা রেখে এবং জাহান্নামের ভয় করে। উচ্চ শব্দে তাকে ডেকনা। মুস্তাহাব এটাই যে, আল্লাহর যিক্‌র হবে নিম্ন স্বরে, উচ্চৈঃস্বরে নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ 'আল্লাহ আমাদের কাছে রয়েছেন, নাকি দূরে রয়েছেন? যদি তিনি নিকটে থাকেন তাহলে কি আমরা তাঁকে চুপে চুপে সম্বোধন করব? আর যদি দূরে থাকেন তাহলে কি তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব?' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৬)

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সফরে জনগণ উচ্চ শব্দে দু'আ করতে শুরু করে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে লোকসকল! নিজেদের জীবনের উপর ইহা সহজ করে নাও। তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছনা। যাঁকে ডাকছ তিনি শুনতে রয়েছেন এবং তিনি নিকটে রয়েছেন। তিনি তোমাদের গ্রীবার প্রধান রগ থেকেও নিকটে রয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৬/১৫৭, মুসলিম ৪/২০৭৭) এ আয়াতে কারীমায় এই

বিষয়ই রয়েছে ঃ তোমরা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যার ইবাদাতে উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করনা এবং ঐ মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেওনা যারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করেছে। তারা যেন কোন অবস্থায়ই আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিস্মরণ না হয় এবং উদাসীন না থাকে। এ জন্যই ঐসব মালাইকার প্রশংসা করা হয়েছে যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্‌রের কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করেননা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه যারা তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ মালাইকা) তারা অহংকারে তাঁর ইবাদাত হতে বিমুখ হয়না। যেমন হাদীসে এসেছে, 'মালাইকা যেমন আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান, তদ্রূপ তোমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও। তারা প্রথম সারি পূর্ণ করার পর দ্বিতীয় সারি পূর্ণ করেন। কারণ তারা সারি বা কাতারকে সোজা করার প্রতি খুবই খেয়াল রাখেন।' (মুসলিম ১/৩২২) এখানে যে সাজদায়ে তিলাওয়াত রয়েছে এটা হচ্ছে কুরআনের সর্বপ্রথম সাজদায়ে তিলাওয়াত। এটা আদায় করা পাঠক ও শ্রোতা সবারই জন্য শারীয়াতসম্মত কাজ। এতে সমস্ত আলিম একমত।

সূরা আ'রাফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮ ঃ আনফাল, মাদানী (আয়াত ঃ ৭৫, রুকূ ঃ ১০)	٨ - سورة الأنفال، مَدَنِيَّةٌ (اَيَاتُهَا : ٧٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١٠)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে নাবী! লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অতএব তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক রূপে গড়ে নাও, আর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।	١. يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

আনফাল শব্দের অর্থ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, *'আনফাল'* গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, সূরা আনফাল বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৬) অন্যত্র আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনার ধারাবাহিকতা ছাড়া বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আনফাল হচ্ছে ঐ গানীমাতের মাল যাতে একমাত্র নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও অধিকার নেই।' (তাবারী ১৩/৩৭৮) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৩/৩৬১-৩৬২) এও বর্ণিত আছে যে,

আনফাল হল ঐ অংশ, যা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে বিতরণ করার পর যে মাল অবশিষ্ট থাকে তা থেকে সেনাপতি তার যোদ্ধাদের কেহ কেহকে দিয়ে থাকেন। এও বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধলব্ধ মালামালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে বিতরণের পর যে এক ভাগ থাকে তা'ই আনফাল। আর এও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আনফাল' হচ্ছে ঐ মালামাল যা শত্রুদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে হস্তগত হয়, যাকে 'ফাই' নামে অভিহিত করা হয়। এতে আরও রয়েছে পশু, ভৃত্য এবং অন্যান্য জিনিস যা কাফিরদের কাছ থেকে মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন সালিহ ইব্ন হাই (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ মুসলিম সেনাবাহিনীর কোন অংশবিশেষকে সেই সময়ের ইমাম তাদের কর্মনৈপুণ্য ও উচ্চমানের প্রতিদান হিসাবে সাধারণ বন্টনের পরেও কিছু বেশি প্রদান করে থাকেন।

৮.১ নং আয়াতটি নাযিল করার কারণ

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা'দ ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আজ আমাকে মুশরিকদের নিকট পরাজিত হওয়ার গ্লানি থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং এখন এ তরবারীটি আমাকে দান করুন। তখন তিনি বললেন ঃ 'এ তরবারী তোমারও নয়, আমারও নয়। কাজেই ওটা রেখে দাও।' আমি তখন ওটা রেখে দিয়ে ফিরে এলাম। আর আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি এটা না পাই তাহলে কেহ অবশ্যই পেয়ে যাবে যে আমার মত এর হকদার নয় এবং আমার ন্যায় বিপদাপদও সহ্য করেনি। এমন সময় কেহ একজন আমাকে পিছন থেকে ডাক দিলেন। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন অহী অবতীর্ণ হয়েছে কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তুমি আমার কাছে তরবারী চেয়েছিলে। কিন্তু ওটা আমার ছিলনা যে, তোমাকে দিব। এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ... *হে নাবী! লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।* এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। (আহমাদ ১/১৭৮) এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ওটা প্রদান করেছেন। আমি এখন ওটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।' (আবূ দাঊদ ৩/১৭৭, তিরমিযী ৮/৪৬৬, নাসাঈ ৬/৩৪৮) ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন।

৮ ঃ ১ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আনফাল সম্পর্কে আমি আবূ উবাদাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমাদের সাথে বদরের যুদ্ধে যে মুজাহিদগণ অংশ গ্রহণ করেন তাদের ব্যাপারে সূরা আনফালের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যখন আনফালের জন্য আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং আমরা পরস্পর বাক্য বিনিময় করতে শুরু করি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারটা আমাদের হাত থেকে নিয়ে নেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গানীমাতের মাল মুসলিমদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৫/৩২২)

উবাদাহ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক হয়েছিলাম। একটি দল আল্লাহর শত্রুদেরকে পরাজিত করে এবং অপর একটি দল শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং হত্যা করে। আর একটি দল শত্রু সৈন্যদের ফেলে যাওয়া মালামাল জমা করল। আর একটি দল নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে রেখে তাঁর হিফাযাত করতে থাকল যেন শত্রুরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে। যখন রাত হল এবং সবাই তাবুতে ফিরে এলো তখন যারা গানীমাতের মাল জমা করে রেখেছিল তারা বলতে লাগল ঃ 'এর হকদার একমাত্র আমরাই।' যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল তারা বলল ঃ 'শত্রুকে পরাজিত করার কারণ আমরাই। কাজেই এর হকদার শুধু আমরাই।' আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ষণাবেক্ষণ করছিল তারা বলল ঃ 'আমাদের এই আশংকা ছিল যে, না জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিপদে পতিত হন। সুতরাং আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলাম।' অতএব আমাদের চেয়ে গানীমাতের মালের উপর তোমাদের দাবী মোটেই বেশি হতে পারেনা।

তখন يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গানীমাতের মাল সকল দলের মধ্যে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৫/৩২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, শত্রুদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে বিনা যুদ্ধেই শত্রুদের মাল হস্তগত হলে তিনি গানীমাতের এক চতুর্থাংশ বন্টন করে দিতেন এবং সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে যুদ্ধশেষে যারা ফিরে আসতেন তাদেরকে এক তৃতীয়াংশ বন্টন করতেন। রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য গাণীমাতের মাল পছন্দ করতেননা। তিনি শক্তি সামর্থপূর্ণ যোদ্ধাদেরকে উৎসাহ দিতেন যে, তারা যেন তাদের অংশের গাণীমাতের মাল থেকে কিছু অংশ দুর্বল মুসলিম যোদ্ধাদের দিয়ে দেন। (তিরমিযী ৮/৪৬৮, ইব্ন মাজাহ ২/৯৫১) ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পর মিলেমিশে বাস কর। একে অপরের উপর অত্যাচার করনা এবং পরস্পর শত্রু হয়ে যেওনা। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে হিদায়াত ও জ্ঞান দান করেছেন তা কি এই মাল হতে উত্তম নয় যার জন্য তোমরা যুদ্ধ করছ? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়ে যাও। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাগ বন্টন করছেন তা তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই করছেন। তাঁর ভাগ বন্টন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এটি হল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি আদেশ যে, তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাদের নিজেদের ভিতর যে মত পার্থক্য রয়েছে তা যেন মিটিয়ে নেয়। (তাবারী ১৩/৩৮৪) মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ মতামত প্রদান করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন, তোমরা একে অপরকে অভিশাপ দিওনা।

২। নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে।	٢. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
৩। যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে,	٣. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

৪। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।	٤. أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অনুগত ও সত্যবাদী বিশ্বাসীদের গুণাবলী

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের (৮ ঃ ২) ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মুনাফিকরা যখন সালাত আদায় করে তখন কুরআনুল হাকীমের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে মোটেই ক্রিয়াশীল হয়না। না তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, আর না আল্লাহর উপর ভরসা করে। তারা সালাত আদায় করেনা, আর তারা যাকাতও দেয়না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মু'মিন কখনও এরূপ হয়না। এখানে মু'মিনদের গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ যখন তারা কুরআন পাঠ করে তখন ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা ওগুলি বিশ্বাস করে। ফলে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করেনা। (তাবারী ১৩/৩৮৬) মুজাহিদ (রহঃ) وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ এর অর্থ করেছেন, মু'মিনের প্রকৃত পরিচয় এই যে, কোন ব্যাপারে মধ্যভাগে আল্লাহর নাম এসে গেলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। (তাবারী ১৩/৩৮৬) তারা তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ. فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪০-৪১)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলেন যে, সুদ্দী (রহঃ) মু'মিন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'সে ঐ ব্যক্তি যে পাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠে।'

উম্মু দারদা (রাঃ) বলেন, যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে শুরু করে এবং দেহে এমন এক জ্বালার সৃষ্টি হয় যে, পশম খাড়া হয়ে যায়। যখন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন বান্দার উচিত যে, সে যেন সেই সময় স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। কেননা ঐ সময় দু'আ কবূল হয়ে থাকে।

কুরআন পাঠে ঈমান বৃদ্ধি পায়

ইরশাদ হচ্ছে ঃ **وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا** কুরআন শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪) আর জান্নাতের সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যই।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণ এই প্রকারের আয়াতসমূহ দ্বারাই এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ঈমানের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। প্রসিদ্ধ ইমামদের মতামত এটাই। এমন কি বলা হয়েছে যে, বহু ইমামের এর উপরই ইজমা রয়েছে। যেমন ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) এবং ইমাম আবূ উবাইদ (রহঃ)। আমরা এটা শারহে বুখারীতে বর্ণনা করেছি।

তাওয়াক্কুল কাকে বলে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** তারা তিনি ছাড়া আর কারও কাছে কোন আশাই করেনা, আশ্রয়দাতা একমাত্র তাঁকেই মনে করে। কিছু চাইলে তাঁর কাছেই চায়। প্রতিটি কাজে তাঁর দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তারা জানে যে, তিনি (আল্লাহ) যা চান তাই হবে এবং যা চাননা তা হবেনা। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সব কিছুরই মালিক একমাত্র তিনিই। তাঁর হুকুমের পর আর কারও হুকুম চলতে পারেনা। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর উপর ভরসা হচ্ছে ঈমানের নির্যাস।

মু'মিনদের কাজ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** মু'মিনদের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা সালাত আদায় করে এবং তাদের প্রদত্ত সম্পদ থেকে গরীব-দুঃখীদেরকে দান করে। এ কাজ দু'টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, সমস্ত মঙ্গলজনক কাজ এ দু'টি কাজের অন্তর্ভুক্ত। সালাত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে একটি হক। কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ ইকামাতে সালাতের অর্থ হচ্ছে সময় মত সালাত আদায় করা, উযূ করার সময় উত্তম রূপে হাত-মুখ ধৌত করা, রুকূ'-সাজদায় তাড়াহুড়া না করা, আদবের সাথে কুরআনুম মাজীদ পাঠ করা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাশাহ্হুদ ও দুরুদ পাঠ করা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭) যা কিছু আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা যদি যাকাতের নিসাবে পৌঁছে তাহলে যাকাত প্রদান করবে এবং যা কিছু রয়েছে তা থেকেই মানুষকে দান করতে থাকবে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হতে সকল বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবে। কেননা সমস্ত বান্দাই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল/অধীনস্ত। আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ বান্দা সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত যে তাঁর সৃষ্টজীবের বেশি

উপকার করে। أُوْلَـــئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا এসব গুণে যারা গুণান্বিত তারাই হচ্ছে প্রকৃত মু'মিন।

দৃঢ় বিশ্বাসের ফলাফল

لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ তারা জান্নাতে বড় বড় পদ লাভ করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'উপরের লোকদেরকে নীচের লোকেরা এরূপভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশের তারকারাজি দেখতে পাও।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি নাবীগণের মানযিল, যা অন্য কেহ লাভ করবেনা?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'কেন লাভ করবেনা? আল্লাহর শপথ! যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য জেনেছে তারাও এর অধিকারী হবে।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ ইব্ন আতিয়্যিয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আবূ সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতবাসীরা উপরের জান্নাতবাসীদেরকে এরূপ দেখবে যেমন আকাশের উপর তারকারাজি দেখা যায়। আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারাও এই মর্যাদা লাভ করবে।' (আহমাদ ৩/২৭, আবূ দাঊদ ৪/২৮৭, তিরমিযী ৮/১৪২, ইব্ন মাজাহ ১/৩৭)

৫। যেরূপ তোমার রাব্ব তোমাকে তোমার গৃহ হতে (বদরের দিকে) বের করলেন, আর মুসলিমদের একটি দল তা পছন্দ করেনি,	٥. كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ

٦. يُجَـٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ	৬। সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও ওতে তারা তোমার সাথে এরূপ বিবাদ করছিল যেন কেহ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।
٧. وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَـٰفِرِينَ	৭। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দু'টি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে। তোমরা এই আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন।
٨. لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَـٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ	৮। ইহা এ জন্য যাতে সত্য সত্যরূপে এবং অসত্য অসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে যায়, যদিও এটা অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে।

রাসূলকে (সাঃ) অনুসরণ করা হল বিশ্বাসীদের কাজ

كَمَا أَخْرَجَكَ এর মধ্যে كَمَا শব্দটি আনার কারণ কি এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা পরহেজগারী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারে

মু'মিনদের পারস্পরিক সন্ধি স্থাপনের সাথে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা গানীমাতের মালের ব্যাপারে মতভেদ করেছিলে এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিয়েছেন এবং ঐ সম্পদ বন্টনের হক তোমাদের নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বীয় রাসূলকে প্রদান করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মধ্যে ওটা ইনসাফ ও সমতার সাথে বন্টন করে দিয়েছেন, এ সবকিছুই ছিল তোমাদের পূর্ণ কল্যাণের নিমিত্ত। তদ্রূপ এই স্থলে যখন তোমাদেরকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য মাদীনা থেকে বের হতে হয়েছিল তখন সেই শান শাওকাত বিশিষ্ট বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় ছিল অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে তোমাদের মন চাচ্ছিলনা। এই বিরাট সেনাবাহিনী ওরাই ছিল যারা তাদের স্বধর্মীয় কাফিরদের ব্যবসায়ের সম্পদ হিফাযাত করার জন্য মাক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই যুদ্ধকে অপছন্দ করার ফল এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাদেরকে বাধ্য করলেন এবং পরিণামে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন, আর তোমাদেরকে সাহায্য করে তাদের উপর জয়যুক্ত করলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬)

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে নাবী! এই মু'মিনরা তোমার সাথে ঝগড়া করার নিয়তে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করছে, যেমনভাবে বদরের দিনেও তারা তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং বলেছিল ঃ 'আপনিতো আমাদেরকে যাত্রীদলের

পথরোধ করার জন্য বের করেছিলেন। আমাদের ধারণাও ছিলনা যে, আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে বাড়ী থেকে বেরও হইনি।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُرِيدُ اللّٰهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ তিনি চান যে, তোমরা সশস্ত্র অবস্থায় শত্রু সৈন্যদের সাথে মুকাবিলা কর এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে জয়যুক্ত হও যাতে তাঁর দীন-ধর্ম প্রতিপালিত হয় এবং অন্যান্য বাতিল ধর্মের উপর ইসলাম জয়যুক্ত হয়। তাঁর কাছেই রয়েছে সমস্ত কিছুর পরিণাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। তোমরা তাঁর পরিকল্পনার আওতাধীনেই রয়েছ যদিও লোকেরা তা'ই কামনা করে যা তাদের দৃষ্টিতে সহায়ক বলে মনে করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিরিয়া হতে আবূ সুফিয়ানের ফিরে আসার সংবাদ পেলেন তখন তিনি মুসলিমদেরকে ডেকে বললেন ঃ 'কুরাইশের এই যাত্রীদলের সাথে প্রচুর মালপত্র রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে আক্রমণ কর। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের গানীমাতের মাল তোমাদেরকে প্রদান করবেন।' তাঁর এ কথা শুনে সাহাবীগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁদের কেহ কেহ হালকা অস্ত্র নিলেন এবং কেহ কেহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিলেন। তাঁদের এ ধারণা ছিলনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করবেন। আবূ সুফিয়ান যখন হিজাযের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি গুপ্তচর পাঠিয়ে দেন এবং প্রত্যেক গমনাগমনকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন। সুতরাং তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যামযাম ইব্ন আমর গিফারীকে মাক্কা পাঠিয়ে দিলেন যে, সে যেন কুরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে অবস্থা অবহিত করে যাত্রীদলের হিফাযাতের ব্যবস্থা করে আসে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলকে আক্রমণ করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং 'যাফরান' উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে তিনি সংবাদ পান যে, কুরাইশরা যাত্রীদলের হিফাযাত ও মুসলিমদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে মাক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। সুতরাং তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ

করলেন। তখন আবূ বাকর (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং উত্তম কথা বললেন। অতঃপর উমারও (রাঃ) দাঁড়িয়ে ভাল কথা বললেন। তারপর মিকদাদ ইব্ন আমর (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে যে আদেশ করেছেন তা আপনি পালন করুন। আমরা আপনার সাথেই রয়েছি। আল্লাহর শপথ! বানী ইসরাঈল যে কথা মূসাকে (আঃ) বলেছিল সে কথা আমরা আপনাকে বলবনা। তারা মূসাকে (আঃ) বলেছিল ঃ 'হে মূসা! আপনি ও আপনার প্রভু গমন করুন এবং যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকছি।' (৫ ঃ ২৪) আপনি যদি আমাদেরকে হাবশ (বিরকুল গিমাদ) পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান তাহলে যে পর্যন্ত আপনি সেখানে না পৌঁছবেন সেই পর্যন্ত আমরা আপনাকে ছেড়ে যাবনা। মিকদাদের (রাঃ) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর।' এ কথা তিনি আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।

একটা কারণতো এই যে, আনসারগণ সংখ্যায় বেশি ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল এটাও যে, আকাবায় যখন আনসারগণ বাইআত গ্রহণ করেন তখন তারা নিম্নরূপ কথার উপর তা গ্রহণ করেছিলেন ঃ 'যখন আপনি মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় পৌঁছবেন তখন সর্বাবস্থায়ই আমরা আপনার সাথে থাকব। অর্থাৎ যদি শত্রুরা আপনার উপর আক্রমণ চালায় তাহলে আমরা তাদের প্রতিরোধ করব যেমনভাবে আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য করে থাকি।' যেহেতু তাদের বাইআত গ্রহণের সময় এ কথা ছিলনা যে, মুসলিমদের অগ্রগতির সময়ও তারা তাদের সাথে থাকবেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও মত জানতে চাচ্ছিলেন, যেন তাদের নিকট থেকেও অঙ্গীকার নিয়ে তাদেরও সাহায্য সহানুভূতি লাভ করতে পারেন। সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ আপনি আমাদের উদ্দেশেই বলছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বললাম।'

তখন সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার আদেশ-নিষেধ মান্য করার বাইআত আমরা আপনার হাতে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমরা কোন অবস্থায়ই আপনার হাত ছাড়বনা। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে তাতে ঘোড়াকে নামিয়ে দেন তাহলে আমরাও সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে কেহই এতে মোটেই দ্বিধাবোধ করবেনা। যুদ্ধে আমরা বীরত্ব প্রদর্শনকারী এবং

কঠিন বিপদ আপদে সাহায্যকারী। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।' এই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশি হন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ 'আল্লাহর অনুগ্রহসহ যুদ্ধ-যাত্রা শুরু কর। আল্লাহ আমার সাথে দু'টির মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন এবং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ঐ একটি এই যুদ্ধই বটে। আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি এখান থেকেই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।' আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৩৯৯, ৪০৩) সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে এবং তাদের পরবর্তীরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৪০২, ৪০৫) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণিত ঘটনাটিই আমরা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।

৯। স্মরণ কর সেই সংকট মুহুর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করে বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।	٩. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ
১০। আল্লাহ এটা করেছিলেন শুভ সংবাদ হিসাবে এবং যাতে তোমাদের চিত্ত আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ সাহায্যতো শুধু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١٠. وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মুসলিমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ এর ব্যাখ্যায় বুখারী (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের (রাঃ) কোন একটি কাজের ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছি যে কাজটি করার ব্যাপারে আমি মনে করি যে, এর চেয়ে আর উত্তম কিছু হতে পারেনা। মিকদাদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং কাফিরদের বিরূদ্ধে আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করলেন এবং ঘোষণা করলেন ঃ আমরা মূসার (আঃ) কাওমের মত এ কথা বলবনা যে, আপনি ও আপনার রাব্ব উভয়ে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করব। আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিকদাদের (রাঃ) এ কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতই খুশি হলেন যে, তাঁর মুখমন্ডল ঝলমল করছিল। (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে এরপর বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আজ পূরণ করুন! আপনি যদি মুসলিমদের এই ছোট দলটিকে আজ ধ্বংস করেন তাহলে দুনিয়ার বুকে আপনার ইবাদাত করার কেহই থাকবেনা এবং তাওহীদের নাম ও চিহ্নটুকুও মুছে যাবে।'

তখন আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর হাত ধরে নিয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যথেষ্ট হয়েছে।' অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন ঃ 'অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাফিরেরা পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে।' (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৫, নাসাঈ ৬/৪৭৭)

بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ মালাইকার সারি একের পিছনে এক মিলিতভাবে ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন **بِأَلْف مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ** (*এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করব*) হারুণ ইব্ন হুবাইরাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে **مُرْدِفِينَ** এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে একজনের পিছনে আর একজন। আলী ইব্ন আবী তালহা আল ওয়ালিবি (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাথের মুসলিমদেরকে এক হাজার 'মালাক' দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। তাদের ৫০০ জনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিবরাঈল (আঃ) এবং অপর ৫০০ জনের নেতৃত্বে ছিলেন মিকাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৩/৪২৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন যে, একজন মুসলিম এক মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। উপর হতে মুশরিকের মাথায় একটি চাবুক মারার শব্দ শোনা গেল এবং একজন অশ্বারোহীরও পদক্ষেপের শব্দ শ্রুত হল। সে শুনতে পেল যে, বলা হচ্ছে, কাছে এসো ওহে হাইযুম! তখন দেখা গেল যে, মুশরিক মাটিতে পড়ে গেছে। চাবুকের আঘাতে নাক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং মাথা ফেটে গেছে। মনে হল যেন কারও চাবুকের আঘাতে এরূপ হয়েছে এবং তার মুখমন্ডল সবুজ রং ধারণ করেছে। অথচ কোন মানুষ তাকে লাঠির আঘাত করেনি। যখন পিছনের আনসারী এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে দিল তখন তিনি বললেন ঃ 'তুমি সত্য বলেছ। এটা ছিল আসমানী সাহায্য।' ঐ যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হল এবং সত্তরজন বন্দী হল। (মুসলিম ৩/১৩৮৩ ১৩৮৪) রিফা ইব্ন রাফি আজ-জুরাকী (রাঃ) বাদরী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, একদা জিবরাঈল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনি বদরী সাহাবীগণকে কি মনে করেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'বাদরী সাহাবীগণ মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম।' তখন জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ 'বদরের যুদ্ধে যেসব মালাইকা/ফেরেশ্তা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য

এসেছিলেন তাঁদেরকেও অন্যান্য মালাইকার অপেক্ষা উত্তম মনে করা হয়।' (ফাতহুল বারী ৭/৩৬২) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানীও (রহঃ) তার 'আল মুজাম আল কাবীর' গ্রন্থে রাফি ইব্ন খাদিযের (রহঃ) বরাতে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনার ভিতর কিছু দুর্বলতা রয়েছে। রিফা ইব্ন রাফী আজ-জুরাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত ইমাম বুখারীর (রহঃ) হাদীসটিই সহীহ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) যখন হাতিব ইব্ন আবী বুলতাকে (রাঃ) হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ এই হাতিব (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর আপনি কি এই খবর রাখেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবীগণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? কেননা তিনি বলেছেন ঃ **وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلاَّ بُشْرَى** তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫৫, মুসলিম ৪/১৯৪১)

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلاَّ بُشْرَى মালাইকাকে পাঠানো শুধু তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনার জন্য। নতুবা আল্লাহ তা'আলাতো সর্বপ্রকারেই তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। সাহায্যের ব্যাপারে তিনি মোটেই মালাইকার মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ।

তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেননা। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪-৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَمْحَقَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

এবং এই দিনসমূহকে আমি জনগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এই রূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদ রূপে গ্রহণ করবেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এইরূপে পবিত্র করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪০-১৪১) জিহাদের শরঈ দর্শন এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে একাত্মবাদীদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। ইতোপূর্বে তাদেরকে সাধারণ আসমানী শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হত। যেমন নূহের (আঃ) কাওমের উপর তুফান এসেছিল, প্রথম 'আদ সম্প্রদায় ঘূর্ণি-বার্তায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং লূতের (আঃ) কাওমকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করা হয়েছিল। শুআ'ইবের (আঃ) কাওমের মাথার উপর পাহাড়কে লটকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর শত্রু ফির'আউন এবং তার কাওমকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মূসার (আঃ) উপর তাওরাত অবতীর্ণ করে কাফিরদেরকে হত্যা করা ফারয করা হয়েছিল এবং এই নির্দেশই অন্যান্য শারীয়াতের মধ্যেও কায়েম রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩)

মু'মিনদের দ্বারা কাফিরদেরকে বন্দী করার পরিবর্তে হত্যা করা ঐ কাফিরদের কঠিন লাঞ্ছনার বিষয় ছিল। এতে মু'মিনদের অন্তরেও প্রশান্তি নেমে আসত। যেমন এই উম্মাতের মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঃ

قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٍ مُّؤۡمِنِينَ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৪)

কেননা এই অহংকারী কুরাইশ নেতৃবর্গ মুসলিমদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সুতরাং এরা যদি নিহত ও লাঞ্ছিত হয় তাহলে তাদের থেকে এই প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে মুসলিমদের অন্তর কতই না ঠাণ্ডা হয়! তাই আবূ জাহল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেল তখন তার মৃতদেহের খুবই অবমাননা হল। যদি বাড়ীতে বিছানায় মারা যেত তাহলে তার এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা হতনা। অথবা যেমন, আবূ লাহাব যখন মারা গেল তখন তার মৃতদেহ এমনভাবে পচে গলে গেল যে, তার নিকটতম আত্মীয়রাও তার মৃতদেহের কাছে আসতে পারছিলনা। তারা তাকে গোসল দেয়ার পরিবর্তে দূর থেকে তার মৃতদেহের উপর পানি নিক্ষেপ করেছিল এবং ঐ দূর থেকেই তার মৃতদেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল যতক্ষণ না তার দেহ পাথরে চাপা পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ *(নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী)* সম্মান ও মর্যাদা কাফিরদের জন্য নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা আল্লাহরই জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য। তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫১) কাফিরদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যেও মহান আল্লাহর বিশেষ নৈপুন্য রয়েছে। নতুবা তিনিতো স্বীয় ক্ষমতা বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

১১। যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, (উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের হতে শাইতানের কু-মন্ত্রনা দূর করবেন, আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।	١١. إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ
১২। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকার নিকট প্রত্যাদেশ করলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ, আর যারা কাফির, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। অতএব তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হান, আর আঘাত হান তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায়।	١٢. إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ سَأُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
১৩। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি	١٣. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।	وَرَسُولَهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
১৪। সুতরাং তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ কর, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শাস্তি।	١٤. ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ

তন্দ্রাচ্ছন্ন করার মাধ্যমে মুসলিমদের ইহসান করা হয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে স্বীয় নি‘আমাত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের প্রতি ইহসান করেছেন। নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের অনুভূতি তাদের মনে জেগেছিল বলে তারা কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিল। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন। এরূপ তিনি উহুদের যুদ্ধেও করেছিলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا ...

অতঃপর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা, যা তোমাদের এক দলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫৪) আবূ তালহা (রাঃ) বলেন ঃ ‘উহুদের যুদ্ধের দিন আমারও তন্দ্রা এসেছিল এবং আমার হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল। আমি তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি আমার পিছনের জনগণকেও দেখছিলাম যে, তন্দ্রায় তাদের মাথা ঢলে পড়ছে।’ আলী (রাঃ) বলেন ঃ ‘বদরের দিন মিকদাদ (রাঃ) ছাড়া আর কারও কাছে সাওয়ারী ছিলনা। আমরা সবাই নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নীচে সকাল পর্যন্ত সালাত আদায় করছিলেন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছিলেন।’ (আবূ ইয়ালা ১/২৪২) ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, যুদ্ধের দিন এই তন্দ্রা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলার পক্ষ থেকে এক প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু সালাতে এই তন্দ্রাই আবার শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (তাবারী ১৩/৪১৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তন্দ্রা মাথায় হয় এবং ঘুম অন্তরে হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৬৬৪) আমি বলি উহুদের যুদ্ধে মু'মিনদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। আর এ খবরতো খুবই সাধারণ ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে কারীমার সম্পর্ক রয়েছে বদরের ঘটনার সাথে। আর এ আয়াতটি এটা প্রমাণ করে যে, বদরের যুদ্ধেও মু'মিনদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং কঠিন যুদ্ধের সময় এভাবে মু'মিনদের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যেত, যাতে তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে প্রশান্ত ও নিরাপদ থাকে। আর মু'মিনদের উপর এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (৯৪ ঃ ৫-৬) এ জন্যই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বদরের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য নির্মিত বাংকারে (পরিখায়) আবূ বাকরের (রাঃ) সাথে অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যায়। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে উঠেন এবং বলেন ঃ 'হে আবূ বাকর (রাঃ)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ঐ দেখুন, জিবরাঈল (আঃ) ধূলিমলিন বেশে রয়েছেন!' অতঃপর তিনি বাংকার হতে বেরিয়ে এলেন এবং পাঠ করলেন ঃ

سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ

এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৫) (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৪)

বদরের যুদ্ধের পূর্বক্ষণে বৃষ্টি দ্বারা মুসলিমদের যুদ্ধস্থলে অবস্থান সুদৃঢ় করা হয়েছিল

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদরে যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করেছিলেন সেখানে মুশরিকরা বদর মাইদানের

পানি দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলিম ও পানির মাঝখানে তারা প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিমরা দুর্বলতাপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন। ঐ সময় শাইতান মুসলিমদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। সে তাদেরকে বলে, 'তোমরা নিজেদেরকে বড়ই আল্লাহওয়ালা মনে করছ। আর তোমাদের মধ্যে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিদ্যমান রয়েছেন। পানির উপর দখলতো মুশরিকদের রয়েছে। আর তোমরা পানি থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রয়েছ যে, নাপাক অবস্থায়ই সালাত আদায় করছ!' তখন আল্লাহ তা'আলা প্রচুর বারি বর্ষণ করলেন। মুসলিমরা পানি পান করলেন এবং পবিত্রতাও অর্জন করলেন। মহান আল্লাহ শাইতানের কুমন্ত্রণাও খাটো করে দিলেন। পানির কারণে মুসলিমদের দিকের বালু জমে শক্ত হয়ে গেল। ফলে জনগণের ও পশুগুলোর চলাফিরার সুবিধা হল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশ্তা দ্বারা সাহায্য করলেন। জিবরাঈল (আঃ) একদিকে পাঁচশ' মালাইকা নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন। অপর দিকে পাঁচশ' মালাইকা নিয়ে অবস্থান করছিলেন মিকাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৩/৪২৩)

এর চেয়েও একটি উত্তম বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসারের (রহঃ) 'আল মাগাজী' নামক গ্রন্থে। এতে তিনি বলেন যে, ইয়াযিদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) তাকে বলেছেন, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকের ভূমি জমে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং ওর উপর চলতে সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে কাফিরদের দিকের ভূমি নীচু ছিল। কাজেই ওখানকার মাটি কর্দমাক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের পক্ষে ঐ মাটিতে চলাফিরা কষ্টকর হয়। (আল মাগাজী ১/৫৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের প্রতি তন্দ্রার দ্বারা ইহসান করার পূর্বে বৃষ্টি বর্ষিয়ে ইহ্সান করেছিলেন। ধূলাবালি জমে গিয়েছিল এবং যমীন শক্ত হয়েছিল। সুতরাং মুসলিমরা খুব খুশি হয়েছিলেন এবং তাদের পায়ের স্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। (তাবারী ১৩/৪২৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ** আল্লাহ তা'আলা *হাদাসে আসগার* (উযূ না থাকা অবস্থা) এবং *হাদাসে আকবার* (গোসল ফার্য হওয়ার অবস্থা) থেকে পবিত্র করার জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যেন তিনি তোমাদেরকে শাইতানের কুমন্ত্রণার পর পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। এটা ছিল অন্তরের পবিত্রতা। যেমন জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

عَـٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ

তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ২১) এটা হচ্ছে বাহ্যিক সৌন্দর্য। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পবিত্র সুরা পান করাবেন এবং হিংসা বিদ্বেষ থেকে তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। এটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। বৃষ্টি বর্ষণ করার এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে তোমাদেরকে ধৈর্যশীল করবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে অটল রাখবেন। এই ধৈর্য ও মনের স্থিরতা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বীরত্ব এবং যুদ্ধে অটল থাকা হচ্ছে বাহ্যিক বীরত্ব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসলিমদের সাথে থেকে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাঁর মালাইকাকে আদেশ করেছিলেন

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ হে নাবী! ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমার রাব্ব মালাইকার কাছে অহী করলেন আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ। এটা হচ্ছে গোপন নি'আমাত যা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপর প্রকাশ করছেন, যেন তারা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তিনি হচ্ছেন কল্যাণময় ও মহান। তিনি মালাইকাকে অতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, তাঁরা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তাঁর দীনকে এবং মুসলিম জামা'আতকে সাহায্য করেন, যাতে তাদের মন ভেঙ্গে না যায় এবং তারা সাহসহারা না হয়। সুতরাং হে মালাইকার দল! তোমরাও ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। অর্থাৎ হে মালাইকা! তোমরা মু'মিনদেরকে অটল ও স্থির রাখ এবং তাদের হৃদয়কে দৃঢ় কর।

فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো।

وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ তোমরা আঘাত হানো তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়। (তাবারী ১৩/৪৩১) فَوْقَ الأَعْنَاق এর অর্থের ব্যাপারে কেহ কেহ মাথায় মারা অর্থ নিয়েছেন, আবার কেহ কেহ অর্থ নিয়েছেন গর্দানে মারা। এই অর্থের সাক্ষ্য নিম্নের আয়াতে পাওয়া যায় ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪)

বদরের দিন জনগণ ঐ নিহত ব্যক্তিদেরকে চিনতে পারত যাদেরকে মালাইকা হত্যা করেছিলেন। কেননা ঐ নিহতদের যখম ঘাড়ের উপর থাকত বা জোড়ার উপর থাকত। আর ঐ যখম এমনভাবে চিহ্নিত হয়ে যেত যেন আগুনে দগ্ধ করা হয়েছে।

وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে তাদের জোড়ার উপর আঘাত কর, যেন তাদের হাত-পা ভেঙ্গে যায়। بَنَانٌ শব্দটি হচ্ছে بَنَانَةٌ শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক জোড়কে بَنَانَةٌ বলা হয়। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে মালাইকা! তোমরা ঐ কাফিরদের চেহারা ও চোখের উপর আঘাত কর এবং এমনভাবে আহত কর যেন মনে হয়, ওগুলোকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর কোন কাফিরকে বন্দী করে নেয়ার পর হত্যা করা জায়িয নয়। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বদরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আবূ জাহল বলেছিল ঃ 'তোমরা মুসলিমদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে জীবিত ধরে রাখ, যেন তোমরা তাদেরকে আমাদের ধর্মকে মন্দ বলা, আমাদেরকে বিদ্রূপ করা এবং 'লাত' ও 'উয্যা'কে অমান্য করার স্বাদ গ্রহণ করাতে পার।' তাই আল্লাহ মালাইকাকে বলে দিয়েছিলেন ঃ

أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।

তোমরা মু’মিনদেরকে অটল রাখ। আমি কাফিরদের অন্তরে মুসলিমদের আতঙ্ক সৃষ্টি করব। তোমরা তাদের ঘাড়ে ও জোড়ায় জোড়ায় মারবে। বদরে নিহতদের মধ্যে অভিশপ্ত আবূ জাহল ৬৯ (ঊনসত্তর) নম্বরে ছিল। অতঃপর উকবা ইব্‌ন আবী মুঈতকে বন্দী করে হত্যা করা হয় এবং এভাবে ৭০ (সত্তর) পূর্ণ হয়। (তাবারী ১৩/৪৩১)

ذَلكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ এর কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং শারীয়াত ও ঈমান পরিহারের নীতি অবলম্বন করেছিল। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর। তিনি কোন কিছুই ভুলে যাননা। তাঁর গযবের মুকাবিলা কেহই করতে পারেনা।

ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ এটাই হচ্ছে তোমাদের শাস্তি, সুতরাং তোমরা এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা দুনিয়ায় এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রেখ যে, কাফিরদের জন্য আখিরাতেও জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

১৫। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হতে কখনোই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা।	١٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ
১৬। আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেহ তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ পালিয়ে গেলে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত	١٦. وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ

مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ	**হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান।**

যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা অপরাধ এবং এ অপরাধের শাস্তি

এখানে জিহাদের মাঠ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে। ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ** হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের জন্য মুখোমুখী হবে তখন তোমাদের সাথীদের ছেড়ে যুদ্ধের মাইদান থেকে পালিয়ে যাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি কেহ চতুরতা করে পালিয়ে যায় যে, যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর এ ধারণা করে শত্রু তার পশ্চাদ্ধাবন করল, তখন সে ঐ শত্রুকে একাকী পেয়ে তার দিকে ফিরে গেল এবং তাকে আক্রমণ করে হত্যা করল। এই যৌক্তিকতায় পলায়ন করলে কোন দোষ নেই। (তাবারী ১৩/৪৩৬, ৪৩৭) এটা সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ অথবা এই উদ্দেশে পলায়ন করে যে, সে মুসলিমদের অন্য দলের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে অথবা তারাই তাকে সাহায্য করবে। এই পলায়নও জায়িয। অথবা সে যদি ইমামের কাছে যায় তাহলে তাও জায়িয।

আবূ উবাইদাহ (রাঃ) ইরানের একটি পুলের উপর নিহত হন। তখন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ 'চতুরতা অবলম্বন করে তিনি পালিয়ে আসতে পারতেন। আমি তাঁর আমীর ও বন্ধন রূপে ছিলাম। তিনি আমার কাছে চলে এলেই হত!' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে লোকসকল! এ আয়াতটিকে কেন্দ্র করে তোমরা ভুল ধারণায় পতিত হয়োনা। এটা বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ছিল। এখন আমি প্রত্যেক মুসলিমের জামাআত বা দল!' নাফি' (রহঃ) উমারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'শত্রুদের সাথে যুদ্ধের সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকতে পারিনা। আর আমাদের কেন্দ্র কোন্‌টা তা আমরা জানিনা। অর্থাৎ ইমাম আমাদের কেন্দ্র নাকি সেনাবাহিনী কেন্দ্র তা আমাদের জানা নেই।' তখন তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কেন্দ্র।' আমি বললাম যে, আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ... إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً এ আয়াত যে নাযিল করেছেন! তখন তিনি বলেন ঃ 'এ আয়াতটি বদরের দিনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা বদরের পূর্বের সময়ের জন্যও নয়, এর পরবর্তী সময়ের জন্যও নয়।' مُتَحَيِّزًا এর অর্থ হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে এখনও কোন লোক তার আমীরের কাছে বা সঙ্গীদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু যদি এই পলায়ন এই কারণ ছাড়া অন্য কারণে হয় তাহলে তা হারাম এবং পাপে কাবীরার মধ্যে গণ্য হবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাক। (১) আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) কেহকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৪) সুদ ভক্ষণ করা, (৫) ইয়াতীমের মাল খেয়ে নেয়া, (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মু'মিনা নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।' (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'যে পালিয়ে যাবে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!'

১٧. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِىَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১৭। তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর (হে নাবী!) যখন তুমি (ধূলাবালি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা করা হয়েছিল মু'মিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।

১৮। আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎ করে থাকেন।	١٨. ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

বদরের প্রান্তরে আল্লাহর নিদর্শন এবং কাফিরদের চোখে বালি নিক্ষেপ

এখানে এই কথার উপর আলোকপাত করা হচ্ছে যে, বান্দাদের কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যে সৎ কাজ বান্দা হতে প্রকাশিত হয় তা আল্লাহই সৎ বানিয়ে থাকেন। কেননা সেই কাজ করার ক্ষমতা তিনিই প্রদান করেছেন। ঐ কাজ করার সাহস ও শক্তি তিনিই যুগিয়েছেন। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ঐ কাফিরদেরকে তোমরা হত্যা করনি, বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন। তোমাদের এ শক্তি কি করে হত যে, তোমাদের সংখ্যা এত কম হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এত অধিক সংখ্যক শত্রুকে পরাজিত করলে? এই সফলতা আল্লাহই তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও। যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৫) আল্লাহ জানেন যে,

যুদ্ধে বিজয় লাভ ও সফলতা সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করেনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্যের উপরও নয়। বরং কৃতকার্যতা ও সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً

আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৯)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ঐ মুষ্টিপূর্ণ বালি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে বালি তিনি বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মুখের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রের বাংকার (পরিখা) থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ 'তোমাদের মুখমন্ডল ধ্বংস হোক।' তারপর তিনি সাহাবীগণকে মুশরিকদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর হুকুমে এই বালি মুশরিকদের চোখে গিয়ে পড়ে এবং তারা তা দূর করার কাজে ব্যস্ত থাকে। এমন কেহ অবশিষ্ট ছিলনা যার চোখে তা পড়েনি এবং তাকে যুদ্ধ করতে অপারগ করেনি। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللّٰهَ رَمَى হে নাবী! যখন তুমি (বালি) নিক্ষেপ করছিলে তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি তা নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ) আল্লাহর **وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً** এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, মু'মিনরা যেন আল্লাহর এই নি'আমাত সম্পর্কে অবহিত হয় যে, শত্রুদের সংখ্যা তাদের চেয়ে বহু গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করলেন এবং এরপর হয়তো তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (তাবারী ১৩/৪৪৮) হাদীসে রয়েছে, 'আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের উপর প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের ভালাইর জন্য। (মুসলিম ৬৯০০)

إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ (প্রার্থনা) শ্রবণকারী এবং (কে তাঁর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং কে নয় এ) সবকিছু জানেন।

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎকারী। এটা হচ্ছে সাহায্য লাভের দ্বিতীয় সুসংবাদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি কাফিরদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষণকারী। আর ভবিষ্যতেও তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং ধ্বংস করবেন।

١٩. إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِىَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

১৯। (হে কাফিরেরা!) তোমরাতো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, বিজয়তো তোমাদের সামনেই এসেছে। তোমরা যদি এখনও (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি পুনরায় তোমরা এ কাজ কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি দিব, আর তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকারে আসবেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।

কাফিরদের ন্যায় বিচার চাওয়ার ফাইসালা

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ তোমরাতো এটাই চাচ্ছিলে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদের ও মুসলিমদের মধ্যে ফাইসালা করে দেন। সুতরাং তোমরা যা প্রার্থনা করছিলে তাই হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে যুহরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাবাহ ইব্ন শু'আইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন আবূ জাহল বলেছিল ঃ 'হে আল্লাহ! যারা আমাদের থেকে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে

এবং আমাদের সামনে এমন কথা পেশ করেছে যা আমাদের জানা নেই, আজ আপনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন!' তখন **إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৩/৪৫৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন সালাবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবূ জাহল বদরের দিন মুসলিমদের দিকে ইশারা করে আল্লাহর কাছে বলেছিল, 'হে আল্লাহ! আমাদের ভিতর যারা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা আমরা স্বীকার করিনা তুমি তাদেরকে আজকের এই দিনে ধ্বংস কর।' (আহমাদ ৫/৫৩১, নাসাঈ ৬/৩৫০, হাকিম ২/৩২৮) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, দুই শায়খের শর্তে এ হাদীসটি সহীহ, তবে তারা তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইয়াযিদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকরা বদর যুদ্ধের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে প্রার্থনা করে ঃ 'হে আল্লাহ! এই দুই দলের মধ্যে (মুসলিম দল ও কাফির দল) যে দলটি আপনার নিকট উত্তম এবং যে দলটি উত্তম আমল করেছে সেই দলকে আপনি বিজয়ী করুন!' তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ তোমরা যা বলেছিলে আমি তাই করেছি। আমি মুহাম্মাদের দলকে সাহায্য করেছি, এটাই আমার কাছে উত্তম দল। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের প্রার্থনার ব্যাপারে জানিয়ে দেন ঃ

وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ *আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় ...।* (তাবারী ১৩/৪৫৩) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ** যদি তোমরা (মুসলিমদের ক্ষতি করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا

কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। (১৭ ঃ ৮) আর যদি পুনরায় তোমরা এ কাজ

কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করব। وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ আর জেনে রেখ যে, তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার উপর কে জয়যুক্ত হতে পারে?

أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের সাথেই রয়েছেন। আর এরাই হচ্ছে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল।

২০। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তোমরা যখন তার কথা শুনছ তখন তোমরা তার আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা।	٢٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ
২১। তোমরা ঐ সব লোকের মত হয়োনা যারা বলে, আমরা আপনাদের কথা শুনলাম। কার্যতঃ তারা কিছুই শুনেনা।	٢١. وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ
২২। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে ঐ সব মূক ও বধির লোক, যারা কিছুই বুঝেনা (অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায়না)।	٢٢. إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ
২৩। আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন,	٢٣. وَلَوۡ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمۡ خَيۡرًا لَّأَسۡمَعَهُمۡ ۖ وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمۡ

لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ	**তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত।**

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) বাধ্য হওয়ার নির্দেশ

এখানে মু'মিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার এবং বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন না করে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ** তোমরা তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা।

وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ অথচ তোমরা জানছ যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে কোন্ কথার দিকে আহ্বান করছেন! **وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ** আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়োনা যারা বলে ঃ আমরা আপনার কথা শুনলাম, অথচ কার্যতঃ তারা কিছুই শোনেনা। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা মুখে বলত, আমরা শুনলাম ও কবূল করলাম। কিন্তু আসলে তারা কিছুই শুনতনা। (তাবারী ১৩/৪৫৮)

এরপর জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই প্রকারের আদম সন্তানরা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব। প্রাণীদের মধ্যে ওরাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম যারা সত্য কথা শোনার ব্যাপারে বধির ও সত্য কথা বলার ব্যাপারে মূক। তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা। কেননা তারা সত্য কথা মোটেই বুঝেনা। এরা নিকৃষ্টতম প্রাণী, এরাই কাফির। চতুস্পদ জন্তু যে প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে ওরা ঐভাবেই চলাফিরা করে, অতএব তারা আল্লাহর অনুগত নয়। কিন্তু মানুষতো প্রকৃতিগতভাবে ইবাদাতের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, অথচ তারা কুফরী করছে। প্রকৃতির বিপরীত রূপে চলার কারণে তারা চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। এ জন্যই তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ

তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা কুরাইশের বানু আবদিদ দারের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৩/৪৬০) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফিকরা। কিন্তু মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা এই দু'দলই হচ্ছে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। ভাল কাজ করার মত কোন যোগ্যতাই তাদের মধ্যে নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার (ও বুঝার) তাওফীক দিতেন। অন্তর্নিহিত কথা এই যে, যেহেতু তাদের মধ্যে কোন মঙ্গলই নিহিত নেই সেহেতু তারা কিছুই বুঝেনা। আর যদি মহান আল্লাহ তাদেরকে শোনানও তবুও এই হতভাগারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করবেনা বরং তখনও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

২৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন। আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

٢٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) ডাকে সাড়া দেয়ার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদেরই সংশোধনের উদ্দেশে যখন নাবী তোমাদেরকে আহ্বান করেন তখন তোমরা অতিসত্বর সাড়া দাও এবং হুকুম পালন কর। আবূ সাঈদ ইব্‌ন মাআ'ল্লা (রাঃ) বলেন, আমি একদা সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গমন করেন। তিনি আমাকে ডাক দেন, কিন্তু আমি সালাতে থাকায় সাথে সাথে তাঁর কাছে যেতে পারলামনা। সালাত শেষে তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি এতক্ষণ আসনি কেন? আল্লাহ কি তোমাদেরকে বলেননি ঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালন কর যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে?' অতঃপর তিনি আমাকে বলেন ঃ 'আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে কুরআনের একটি মহাসম্মানিত সূরা শিখিয়ে দিব।' এরপর তিনি যাওয়ার উদ্যোগ করলে আমি তাঁকে ঐ কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, ঐ সূরাটি হচ্ছে সূরা ফাতিহা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'এটাই হচ্ছে سَبْعٌ مَثَانِى সাতটি আয়াত যা সালাতে সদা পুনরাবৃত্তি করা হয়।' (ফাতহুল বারী ৮/১৫৮) এই হাদীসের বর্ণনা সূরা ফাতিহার তাফসীরে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ এ আয়াত সম্পর্কে উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে সেই জিহাদের দিকে আহ্বান করেন যার মাধ্যমে তোমরা মর্যাদা লাভ করেছ, অথচ এর পূর্বে তোমরা দুর্বল ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন।

মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ আড়াল হন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ জেনে রেখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তিনি আড়াল হয়ে আছেন মু'মিন ও

কুফরীর মাঝে এবং কাফির ও ঈমানের মাঝে। মু'মিনকে তিনি কুফরী করতে দেননা এবং কাফিরকে ঈমান আনতে দেননা। (তাবারী ১৩/৪৬৮) এটাই হচ্ছে মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আতিয়্যিয়া এবং মুকাতিলেরও (রহঃ) উক্তি। মুজাহিদের (রহঃ) এক রিওয়ায়াতে আছে যে, يَاحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেন যে, সে কিছুই বুঝতে পারেনা। আল হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ ইহা সহীহ, কিন্তু তাদের গ্রন্থে তারা ইহা লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩২৮) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৩/৪৭০, ৪৭১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ 'এর অর্থ হচ্ছে, কেহই এই ক্ষমতা রাখেনা যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনে অথবা কুফরী করে।' এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু হাদীস রয়েছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

'হে অন্তরকে পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন!' (আনাস রাঃ তখন বলেন) আমরা বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার উপর এবং কুরআনের উপর ঈমান এনেছি। আমাদের ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ রয়েছে কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, কেননা এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তোমাদের পরিবর্তন ঘটে যাবে। কারণ মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু' অঙ্গুলির মাঝে রয়েছে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন বদলে দিবেন।' (আহমাদ ৩/১১২, তিরমিযী ৬/৩৪৯, ৩৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

নাওয়াস ইব্ন সামআ'ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'প্রত্যেক অন্তর আল্লাহর দু'টি অঙ্গুলির মধ্যভাগে রয়েছে। আল্লাহ যখন ওটাকে সোজা রাখার ইচ্ছা করেন তখন তা সোজা থাকে। আর যখন বাঁকা করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন তা বাঁকা হয়ে যায়।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'মীযান আল্লাহর হাতে রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি

ওকে হালকা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ভারী করবেন।' (আহমাদ ৩/১৮২, নাসাঈ ৪/৪১৪, ইব্ন মাজাহ্ ১/৭২)

২৫। তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর যা তোমাদের মধ্যকার শুধুমাত্র যালিম ও পাপিষ্ঠদেরকেই বিশেষভাবে ক্লিষ্ট করবেনা। তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।	٢٥. وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সতর্কী করণ

এখানে মু'মিনদেরকে পরীক্ষা থেকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পরীক্ষা পাপী ও সৎ সবারই উপর পতিত হবে। এই পরীক্ষা শুধু পাপীদের উপর নির্দিষ্ট নয়। যুবাইরকে (রাঃ) বলা হয়েছিল ঃ 'হে আবূ আবদুল্লাহ! আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) আপনি ত্যাগ করেছেন। অতঃপর এখন তাঁর খুনের দাবীদার হয়ে উটের যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন! খুনের যদি দাবীদারই হবেন তাহলে তাঁকে নিহত হতে দিলেন কেন?' যুবাইর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'এটা ছিল আল্লাহর পরীক্ষা যার মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) যামানায় কুরআনুল হাকীমের وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ এ আয়াতটি পাঠ করতাম। কিন্তু তখন আমাদের ধারণাও ছিলনা যে, আমরাও এর মধ্যে পতিত হব। শেষ পর্যন্ত ঐ পরীক্ষা আমাদের উপর এসে পড়েছে। (আহমাদ ১/১৬৫)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ধারণা মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ। (তাবারী ১৩/৪৭৪) অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ 'মু'মিনদের উপর নির্দেশ রয়েছে, পাপকে তোমরা নিজেদের মধ্যে আসতে দিওনা। যেখানেই কেহকেও কোন অসৎ কাজে লিপ্ত দেখতে পাও, সত্বরই তাকে

তা থেকে বিরত রাখ। নতুবা শাস্তি সবার উপরই আসবে।' (তাবারী ১৩/৪৭৪) এটাই উত্তম তাফসীর!

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'এ হুকুম তোমাদের জন্যও বটে।' আরও অনেক বিজ্ঞজন যেমন যাহহাক (রহঃ), ইয়াযিদ ইব্ন আবী হাবিব (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের ভিতর এমন কেহ নেই যার সাথে কিছু না কিছু ফিতনাহ জড়িয়ে না রয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতো তোমাদের জন্য পরীক্ষা। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৫) সুতরাং তোমাদের সকলেরই ফিতনার বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। (তাবারী ১৩/৪৭৫) কেননা এই ভয় প্রদর্শন সাহাবা ও গায়ির সাহাবা সবার উপরই রয়েছে। তবে এটা সঠিক কথা যে, এর দ্বারা সাহাবীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এই হাদীসটি ফিতনা ও পরীক্ষাকে ভয় করার কথাই প্রমাণ করছে। এখানে বিশেষভাবে যেটা আলোচনা করা হয়েছে তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কঠিনতম শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারেন। অতঃপর তোমরা দু'আ করলেও সেই দু'আ কবূল হবেনা। (আহমাদ ৫/৩৮৮)

আবূ রাকাদ (রহঃ) বলেন, আমি হুযাইফাকে (রাঃ) বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কেহ এ ধরনের একটি মাত্র কথা বললেও তাকে মুনাফিক মনে করা হত। কিন্তু আজ এক মাজলিসে তোমাদের কোন একজনের মুখ থেকে আমি এরূপ চারটি কপটতাপূর্ণ কথা শুনতে পাচ্ছি! তোমাদের উচিত এই যে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে সত্বর বাধা দিবে এবং মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করবে। নতুবা তোমরা সবাই শাস্তিতে গ্রেফতার হবে অথবা দুষ্ট লোককে তোমাদের উপর শাসনকর্তা বানিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ভাল লোকেরা দু'আ করলেও তা কবূল হবেনা। (আহমাদ ৫/৩৯০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভাষন দেন। তিনি তাঁর কান দু'টি দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বলছিলেন ঃ আল্লাহর হুদূদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং আল্লাহর হুদূদকে লংঘনকারী অথবা তাতে অবহেলা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, কতকগুলো লোক নৌকায় চড়েছে। তাদের কেহ ডেকের নীচে স্থান পেল, যা ছিল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এবং অন্যরা উপরে আসন পেল। নীচের লোকদের পানির প্রয়োজন হওয়ায় তারা পানি আনার জন্য উপরে গেলে উপরের লোকদের কষ্ট হতে লাগল। তাই নীচের লোকেরা বলাবলি করল ঃ যদি আমরা নৌকার নীচের দিক থেকেই কোন তক্তা সরিয়ে দিয়ে পানির পথ করে নেই তাহলে উপরের লোকদের কোন কষ্ট হবেনা। এর ফলতো জানা কথা যে, নৌকায় পানি উঠার কারণে নৌকার আরোহীরা সবাই ডুবে মরবে। সুতরাং নৌকায় ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া উচিত। (আহমাদ ৪/২৬৯, ফাতহুল বারী ৫/১৫৭, ৩৪৫; তিরমিযী ৬/৩৯৪)

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'আমার উম্মাতের মধ্যে পাপ যখন সাধারণভাবে প্রকাশ পাবে তখন আল্লাহ সাধারণভাবে শাস্তি পাঠাবেন।' তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদের মধ্যে সৎ লোক থাকলেও কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তারাও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু (মৃত্যুর পর) তারা আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে।' (আহমাদ ৬/৩০৪) অন্য একটি বর্ণনায় আছে, 'কোন কাওম পাপকাজ করছে যারা সংখ্যায় অনেক ও শক্তিশালী, আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা নিজেরা সেই পাপকাজে লিপ্ত নয় বটে, কিন্তু তারা সেই কাজে বাধা প্রদান করেনা, তখন আল্লাহ তাদের উপর সাধারণভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।' (আহমাদ ৪/৩৬৪, ৩৬৬; ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯)

২৬। স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এই শংকায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে	٢٦. وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلٌ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي

ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	**যাবে। (এই অবস্থায়) আল্লাহই তোমাদেরকে (মাদীনায়) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।**

মুসলিমদের অতীতের দুর্বলতা এবং আল্লাহর সাহায্য স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা ঐ নি'আমাতরাজির কথা বলছেন যা মু'মিনদের প্রদান করা হয়েছে। তারা সংখ্যায় কম ছিল, তাদের সংখ্যা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা দুর্বল ছিল ও ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, তিনি তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদের ভয়ের কারণগুলো দূর করে দিয়েছেন। তারা গরীব ও ফকির ছিল, তিনি তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছেন। তাদেরকে তিনি কৃতজ্ঞ বান্দা বানিয়েছেন। তারা অনুগত বান্দারূপে পরিগণিত হয়েছে। প্রতিটি কাজে তারা বাধ্য ও অনুগত হয়ে গেছে।

এই মু'মিনরা যখন মাক্কায় ছিল এবং সংখ্যায় খুবই কম ছিল। তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। মুশরিক, মাজুসী, রুমী সবাই তাদেরকে তাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও শক্তিহীনতার কারণে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সব সময় তাদের এই ভয় ছিল যে, আকস্মিকভাবে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। কিছুকাল তাদের এই অবস্থাই ছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে মাদীনায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। সেখানে তারা আশ্রয় লাভ করে। মাদীনার লোকেরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে। জান ও মাল তাদের উপর কুরবান করে দেয়। কেননা তারা চাচ্ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে।

وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আরাবে এই লোকগুলি অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় ছিল। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিসহ। তাদের পেটে খাবার ছিলনা, পরনে কাপড়

ছিলনা। সুপথ থেকেও তারা ছিল ভ্রষ্ট। তারা ছিল খুবই হতভাগা। তারা খাবার পেতনা, বরং তাদেরকেই খেয়ে নেয়া হচ্ছিল। দুনিয়ায় যে তাদের অপেক্ষা বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত আর কেহ ছিল তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ইসলাম কবূল করার পর এই লাঞ্ছিত লোকেরাই দেশের পর দেশ দখল করে নেয় এবং আমীর ও শাসক হয়ে যায়। তারা প্রচুর পরিমান খাবার পেতে শুরু করে। আল্লাহ তাদেরকে সব কিছুই দান করেন যা তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখছ। সুতরাং এখন তোমরা আল্লাহর নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত নি'আমাত দাতা। কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তাদের ধন-সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেন। (তাবারী ১৩/৪৭৮)

২৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করনা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানাত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করনা।	٢٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
২৮। আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র, আর আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।	٢٨. وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

৮ ঃ ২৭ আয়াতটি নাযিল করার কারণ

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাতিব ইব্ন আবী বালাতা'আহ'র (রাঃ) ঘটনা বর্ণিত আছে ঃ তিনি কুরাইশ কাফিরদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশে পত্র লিখেছিলেন। এটা ছিল মাক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা। আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ জানিয়ে দেন। সুতরাং তিনি পত্র বাহকের পিছনে লোক পাঠিয়ে দেন এবং ঐ পত্র ধরা পড়ে। হাতিবকে (রাঃ) ডাকা হল। তিনি স্বীয়

অপরাধ স্বীকার করেন। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলে উঠেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর গর্দান উড়িয়ে দেয়ার হুকুম দিন, কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে উমার! যেতে দিন। এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আপনার কি জানা নেই যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা যা চাও তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।' মোট কথা, সঠিক ব্যাপার এই যে, আয়াতটি সাধারণ। যদিও এটা সঠিক যে, আয়াতটির শানে নুযূল একটি বিশেষ কারণ। আর বহু আলেমের মতে শব্দের সাধারণত্বের দ্বারা উক্তি করা যেতে পারে, বিশেষ কারণ না থাকলে কোন কিছু আসে যায়না।

খিয়ানাতের সংজ্ঞার মধ্যে ছোট, বড়, সকর্মক ও অকর্মক সমস্ত পাপই মিলিত রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে 'আমানাত' শব্দ দ্বারা ঐ সব আমলকে বুঝানো হয়েছে যেগুলিকে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর ফার্য করেছেন। ভাবার্থ হচ্ছে, ফার্য ভেঙ্গে দিওনা। (তাবারী ১৩/৪৮৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করনা। (তাবারী ১৩/৪৮৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ *আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র।* ফিতনার অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা। আল্লাহ সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করেন যে, সন্তান পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে কিনা এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করছে কিনা। কিংবা হয়তো সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণে আল্লাহ থেকে গাফিল থাকছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৫)

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً

আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৫) অন্যত্র বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৪)

أَنَّ اللّٰهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ আল্লাহর নিকট যে সাওয়াব ও জান্নাত রয়েছে তা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হতে বহুগুণে উত্তম। এগুলো শত্রুদের মত ক্ষতিকারক এবং এগুলোর অধিকাংশই মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। কিয়ামাতের দিন তাঁর কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। (১) যার কাছে সমস্ত জিনিস থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয়। (২) যে ব্যক্তি কোন লোককে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই ভালবাসে। (৩) যে ব্যক্তির কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও অধিক পছন্দনীয় সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। (মুসলিম ১/৬৬) সুতরাং সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপরেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহই (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার নিজের চেয়ে, তার পরিবারবর্গের চেয়ে, তার সম্পদ এবং সমস্ত লোক হতে বেশি প্রিয় হই।' (ফাতহুল বারী ১/৭৫)

২৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণয়ক শক্তি দান করবেন, আর তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়।	٢٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, فُرْقَانًا এর অর্থ হচ্ছে বের হওয়ার স্থান। মুজাহিদ (রহঃ) فُرْقَانًا فِىْ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ (দুনিয়া ও আখিরাতে) এটুকু বেশি বলেছেন। (তাবারী ১৩/৪৮৯, ৪৯০) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, فُرْقَانًا এর অর্থ হচ্ছে মুক্তি। তাঁর আর একটি বর্ণনায় نَصْرًا অর্থাৎ সাহায্য রয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেছেন যে, فُرْقَانًا দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফাইসালা বুঝানো হয়েছে। ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) এই তাফসীর পূর্ববর্তী তাফসীরগুলি হতে বেশি সাধারণ। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে সে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় লাভের তাওফীক প্রাপ্ত হবে। এটা হবে তার মুক্তি ও সাহায্য লাভের কারণ। তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা গাফ্ফার (বড় ক্ষমাশীল) এবং সাত্তার (দোষত্রুটি গোপনকারী) হয়ে যাবেন। আল্লাহর কাছে বড় পুরস্কার পাওয়ার সে হকদার হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৮)

৩০। আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী।	٣٠. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ

রাসূলকে (সাঃ) হত্যা, বহিস্কার করা ইত্যাদি কুরাইশদের চক্রান্তের বিবরণ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, اِثْبَاتْ শব্দের অর্থ হচ্ছে কয়েদ বা বন্দী করা। (তাবারী ১৩/৪৯১)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ নেতৃবর্গের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দারুন নাদওয়ায় একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। ঐ সভায় ইবলীসও একজন মর্যাদা সম্পন্ন বৃদ্ধের বেশে উপস্থিত হয়। জনগণ তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আপনি কে?' সে উত্তরে বলে ঃ 'আমি নাজদবাসী এক বৃদ্ধ লোক। আপনারা পরামর্শ সভা আহ্বান করেছেন জেনে আমিও সভায় হাযির হয়েছি, যেন আপনারা আমার উপদেশ ও সৎ পরামর্শ থেকে বঞ্চিত না হন।' তখন কুরাইশ নেতৃবর্গ তাকে অভিনন্দন জানালো। সে তাদেরকে বলল ঃ 'আপনারা এই লোকটির (মুহাম্মাদ সাঃ) ব্যাপারে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও তাদবীরের সাথে কাজ করুন। নতুবা খুব সম্ভব সে আপনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।' সুতরাং একজন মত প্রকাশ করল ঃ 'তাকে বন্দী করা হোক, শেষ পর্যন্ত সে বন্দী অবস্থায়ই ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন ইতোপূর্বে কবি যুহাইর ও নাবেগাকে বন্দী করা

হয়েছিল এবং ঐ অবস্থায়ই তারা ধ্বংস হয়ে গেছে; এওতো একজন কবি।' এ কথা শুনে ঐ অভিশপ্ত নাজদী বৃদ্ধ চীৎকার করে বলে উঠল ঃ 'আমি এতে কখনই একমত নই। আল্লাহর শপথ! তার প্রভু তাকে সেখান থেকে বের করে নিবে। ফলে সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর সে তোমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তোমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দিবে।' লোকেরা তার এ কথা শুনে বলল ঃ 'এ বৃদ্ধ সত্য কথা বলেছেন। অন্য মত পেশ করা হোক।'

অন্য একজন তখন বলল ঃ 'তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক, তাহলেই তোমরা শান্তি পাবে। সে যখন এখানে থাকবেই না তখন তোমাদের আর ভয় কিসের? তার সম্পর্ক তোমাদের ছাড়া অন্য কারও সাথে থাকবে।' তার এ কথা শুনে ঐ বৃদ্ধ বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! এ মতও সঠিক নয়। সে যে মিষ্টভাষী তা কি তোমাদের জানা নেই। সে মধু মাখানো কথা দ্বারা মানুষের মন জয় করে নিবে। তোমরা যদি এই কাজ কর তাহলে সে আরাবের বাইরে গিয়ে সারা আরাববাসীকে একত্রিত করবে। তারা সবাই সম্মিলিতভাবে তোমাদের উপর হামলা করবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। আর তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে হত্যা করবে।' লোকেরা বলল ঃ 'তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। অন্য একটি মত পেশ করা হোক।'

তখন আবূ জাহল বলল ঃ 'আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি। তোমরা চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে, এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারেনা। প্রত্যেক গোত্র থেকে তোমরা একজন করে যুবক বেছে নাও যারা হবে বীর পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত। সবারই কাছে তরবারী থাকবে। সবাই সম্মিলিতভাবে হঠাৎ করে তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করবে। যখন সে মারা যাবে তখন সকল গোত্রের লোকেরাই তাকে হত্যা করার ব্যাপারে যুক্ত থাকবে। এটা কখনও সম্ভব হবেনা যে, বানু হাশিমের একটি গোত্র সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বাধ্য হয়ে বানু হাশিমকে রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দিব এবং তার থেকে ঝামেলা মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করব।' তার এ কথা শুনে নাজদী বৃদ্ধ বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! এটাই হচ্ছে সঠিকতম মত। এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারেনা।' সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং এরপর তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু হল।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'আজ রাতে আপনি বিছানায় শয়ন করবেননা।' এ কথা বলে

তিনি তাঁকে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ রাতে নিজের বিছানায় শয়ন করলেননা এবং তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিজরাতের নির্দেশ দিলেন। মাদীনায় আগমনের পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উপর সূরা আনফাল অবতীর্ণ করলেন এবং স্বীয় নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাও (স্বীয় নাবীকে রক্ষা করার) তাদবীর ও ফিকির করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম কৌশলী। তাদের উক্তি ছিল ঃ তার ব্যাপারে তোমরা মৃত্যু ঘটানোর অপেক্ষা কর, শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ

তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩০) (ইব্ন হিশাম ১/৪৮০-৪৮২) তাই ঐ দিনের নামই রেখে দেয়া হয় يَوْمُ الزَّحْمَةِ 'দুঃখ-বেদনার দিন।' কেননা ঐ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) হতে وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ 'তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাও (স্বীয় নাবীকে রক্ষা করার) তাদবীর করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম তাদবীরকারক।' (ইব্ন হিশাম ২/৩২৫)

৩১। তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, নিঃসন্দেহে এটা পুরাকালের উপাখ্যান	٣١. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا قَالُوا۟ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَآ ۙ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ

أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ	ছাড়া কিছু নয়।
٣٢. وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	৩২। আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন।
٣٣. وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	৩৩। (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

কুরআনের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে বলে কাফির কুরাইশদের দাবী

এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের কুফরী ও একগুঁয়েমীর সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা কুরআন কারীম শ্রবণ করে কিরূপ মিথ্যা দাবী করছে। তারা বলছে ঃ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَـــذَا আমরা যে কুরআন শুনলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি। তাদের এ দাবী একেবারে ভিত্তিহীন এবং এটা হচ্ছে কার্যবিহীন কথা। কেননা এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে বার বার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তারা কুরআনের সূরার মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসুক তো? কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয়নি।

এরূপ কথা বলে তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করছে, আর প্রতারিত করছে তাদের বাতিল পন্থী অনুসারীদেরকে। কথিত আছে যে, এই উক্তি করেছিল নাযার ইব্‌ন হারিস। ঐ বেদীন ব্যক্তি পারস্যে গিয়েছিল এবং সেখানকার ইরানী বাদশাহ রুস্তম ও ইসফিনদিয়ারের কাহিনী পড়েছিল। যখন সে সেখান থেকে ফিরে আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে কুরআন কারীম পাঠ করে শোনাতেন। যখন তিনি মাজলিস শেষ করতেন তখন ঐ দুরাচার নাযার ইব্‌ন হারিস বসে পড়ত এবং ইরানী বাদশাহদের ইতিহাস বর্ণনা করে বলত ঃ 'আচ্ছা বলত, উত্তম গল্পকথক কে? আমি, নাকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম?' অতঃপর বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে যখন বিজয় দান করলেন এবং মাক্কার কতগুলো মুশরিক বন্দী হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাঁর সম্মুখে হত্যা করতে বলেন এবং তাকে হত্যাও করা হয়।

اَسَاطِيْرٌ শব্দটি **اُسْطُوْرَةٌ** শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ ঐ সব পুস্তক ও সংকলন যেগুলো শিক্ষা করে জনগণকে শোনানো হয় বলে কাফিরেরা দাবী করত। আর এগুলো হচ্ছে শুধু কিস্‌সা-কাহিনী। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তারা (কাফিরেরা) বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫-৬) অর্থাৎ যারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবূল করে তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন।

মূর্তি পূজকদের আল্লাহর বিচার ও শাস্তি দাবী

ঘোষিত হচ্ছে ঃ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ যখন তারা (কাফিরেরা) বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (এই কুরআন ও নাবুওয়াত) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন। এই প্রার্থনা ছিল তাদের পূর্ণ অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং বিরোধিতার কারণে। তাদেরতো নিম্নরূপ প্রার্থনা করা উচিত ছিল ঃ 'হে আল্লাহ! এই কুরআন যদি আপনার পক্ষ থেকেই এসে থাকে তাহলে ওর অনুসরণ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন!' কিন্তু তারা নিজেদের জীবনের উপর শাস্তি অর্জন করে নেয় এবং শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করে। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩) আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা আরও বলেন ঃ

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১৬) এবং অন্যত্র বলেন ঃ

سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِّلْكَـٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ. مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ

এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা কাফিরদের জন্য অবধারিত, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই। ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১-৩) পূর্ব যুগীয় উম্মাতদের মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল। শুআ'ইবের (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল ঃ

فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৭) অথবা 'হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করুন!' সুবাহ (রহঃ) আবদুল হামীদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, আবূ জাহল ইব্ন হিশামও এ কথাই বলেছিল ঃ **اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** হে আল্লাহ! এটা যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন! তখন **وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) অর্থাৎ (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।'

রাসূলের (সাঃ) অবস্থান স্থলে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় আয়াতের পুনরাবৃত্তি করছেন এবং তাদের উপর তাঁর রাহমাতের কথা উল্লেখ করছেন ঃ **وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ** হে নাবী! তুমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয় এবং আল্লাহ এটাও চান না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মুশরিকরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় বলত ঃ

لَبَّـــيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّـــيْكَ، لَبَّـــيْكَ لاَ شَرِيْـــكَ لَكَ لَبَّـــيْكَ

'আমরা আপনার নিকট হাযির আছি, হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই। আমরা আপনার নিকট উপস্থিত আছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলতেন ঃ 'এখানেই ক্ষান্ত হও, আর কিছুই বলনা।' কিন্তু ঐ মুশরিকরা সাথে সাথেই বলে উঠত ঃ

اِلاَّ شَرِيْكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ 'আপনার একজন শরীকও রয়েছে, আপনি তারও মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক, তারও মালিক আপনি।' এর সাথেই তারা আরও বলত **غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ** 'আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।' তখন আল্লাহ তা'আলা **وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ** এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা দু'টি কারণে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। প্রথম হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদ্যমানতা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। এখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো বিদায় গ্রহণ করেছেন। কাজেই বাকী আছে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা। (তাবারী ১৩/৫১১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ আমার উম্মাতের জন্য নিরাপত্তার দু'টি কারণ রেখেছেন। প্রথম হচ্ছে তাদের মধ্যে আমার উপস্থিতি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। সুতরাং আমার দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পরেও ক্ষমা প্রার্থনা কিয়ামাত পর্যন্ত লোকদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে থাকবে।' (তিরমিযী ৮/৪৭২) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শাইতান বলেছিল, 'হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদার শপথ! যে পর্যন্ত আপনার বান্দাদের দেহে রূহ থাকবে সেই পর্যন্ত আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকব।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার ইয্‌যাতের শপথ! যে পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে সেই পর্যন্ত আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব।' (আহমাদ ৩/২৯)

৩৪। কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়?	٣٤. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا۟ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ

أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ	আল্লাহভীরু লোকেরাই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়।
٣٥. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ	৩৫। কা'বা ঘরের কাছে তাদের সালাত হল শিস দেয়া ও করতালি প্রদান ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সুতরাং তোমরা কুফরী করার কারণে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

অপরাধের কারণে শাস্তির যোগ্য হলেও মাক্কার কাফিরদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মাক্কাবাসী মুশরিকরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্যতো অবশ্যই ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারাকাতে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। এজন্য যখন তিনি মাক্কা ছেড়ে চলে যান তখন বদরের দিন তাদের উপর শাস্তি নেমে আসে। তাদের নেতারা নিহত এবং নামী দামী লোক বন্দী হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলে দেন, কিন্তু ওর সাথে তারা শির্ক ও ফাসাদকেও মিলিয়ে দেয়। আর যদি এই দুর্বল, নির্যাতিত ও অপমানিত মুসলিমরা মাক্কায় অবস্থান করে ক্ষমা প্রার্থনা না করতেন তাহলে মাক্কাবাসীর উপর এমন বিপদ এসে পড়ত যা কোনক্রমেই দূর করা যেতনা। ক্ষমা প্রার্থনার বারাকাতেই মাক্কায় শাস্তি নাযিল হওয়া থেকে কুরাইশরা রক্ষা পেয়েছে এবং মাক্কার মুসলিমদের অবস্থানের কারণেই তারা কিছুকাল পর্যন্ত আযাব থেকে নিরাপদ থেকেছে। হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ

أَن تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۖ لِّيُدۡخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ لَوۡ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبۡنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا

তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জানতা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে শাস্তি প্রাপক হিসাবে বেছে নেন এবং বলেন ঃ

وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ এখন তাদের কি বলার আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথরোধ করেছে?' অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকী লোকেরাই হল ওর তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়।' যাদেরকে কা'বা ঘরে যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে তারাই এর বেশি হকদার যে, তারা ওখানে সালাত আদায় করবে এবং ওর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করবে। আর এই কাফিরদের মাসজিদুল হারামে যাওয়ার অধিকার নেই। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِينَ أَن يَعۡمُرُواْ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِۚ أُوْلَـٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ وَفِي ٱلنَّارِ هُمۡ خَـٰلِدُونَ. إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَـٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা। তারা এমন যাদের সমস্ত

কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ

আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মাসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৭) উরওয়াহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আয়াতের 'তাকওয়াহ' অবলম্বনকারী সম্পর্কে বলেন যে, তারা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ)। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাঁরা যাঁরাই হন বা যেখানেই থাকুন না কেন। অতঃপর এই আলোচনা করা হয়েছে যে, ঐ কাফির লোকেরা মাসজিদুল হারামে কি কাজ করত? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করছেন ঃ

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً কা'বা ঘরের কাছে তাদের সালাত হল শিস ও করতালি দেয়া।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ রাজা আল উতারদী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাযী (রহঃ), হুজর ইব্ন আনবাস (রহঃ), নুবাইত ইব্ন শারিত (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাংশে শিস দেয়ার কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫২২-৫২৬) মুজাহিদ (রহঃ) আরও পরিস্কার করে বলেন যে, মুশরিকরা তাদের মুখে আঙ্গুল ঢুকাতো (শিস দেয়ার জন্য)। (তাবারী ১৩/৫২৫)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, **وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً** এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ তারা উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত, মুখে আঙ্গুল দিয়ে বাঁশির মত শব্দ

বের করত এবং তালি বাজাতো। অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ)। ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), আবূ সালামাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), হুজর ইব্‌ন আনবাস (রহঃ) এবং ইব্‌ন আবজাও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) **وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً** আয়াতাংশের **تَصْدِيَة** এর অর্থ করেছেন আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করা। (তাবারী ১৩/৫২৭)

যাহহাক (রহঃ), ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) **فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ** এর অর্থ করেছেন, ‘সুতরাং এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর’। ঐ শাস্তি এই যে, বদরের যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছিল এবং বন্দীও হয়েছিল। (তাবারী ১৩/৫২৮)

৩৬। নিশ্চয়ই কাফিরেরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশে তাদের ধন- সম্পদ ব্যয় করে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।	٣٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ
৩৭। এটা এ কারণে যে, আল্লাহ ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করবেন, আর কু-	٣٧. لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ

ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُۥ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُۥ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ	**জনদের সকলকে একজনের উপর অপর জনকে স্তূপীকৃত করবেন এবং অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।**

ধর্মের বিরুদ্ধে কাফিরদের সম্পদ ব্যয় করায় তাদের শুধু কষ্টই বৃদ্ধি পাবে

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আসীম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) এবং হুসাইন ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন মুয়ায (রহঃ) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজয় বরণ করে এবং তারা মাক্কা প্রত্যাবর্তন করে, আর আবূ সুফিয়ানও কাফিলাসহ মাক্কা ফিরে যান। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন আবী রাবিআহ, ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহল, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া এবং কুরাইশদের আরও কয়েকজন লোক, যাদের পিতা, পুত্র কিংবা ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তারা আবূ সুফিয়ানকে বলল এবং ঐ লোকদেরকেও বলল যাদের ব্যবসায়ের মাল ঐ কাফেলায় ছিল ঃ 'হে কুরাইশের দল! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে গভীর শোকে নিমগ্ন করেছে এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত নেতাদেরকে হত্যা করেছে। তার সাথে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য তোমরা এই কাফেলার সমস্ত মাল দিয়ে দাও, যেন আমরা এর মাধ্যমে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি।' সুতরাং তারা তাদের সমস্ত মাল দিয়ে দিল। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা ... إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৩/৫৩২) অর্থাৎ কাফিরেরা আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাকাম ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন আবজা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আবূ সুফিয়ানের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫৩০, ৫৩১)

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবূ সুফিয়ান এবং কুরাইশদের ধন-সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে বদরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। মোট কথা, যে ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোক না কেন আয়াতটি সাধারণ, যদিও এর শানে নুযূল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সত্যের পথ অনুসরণকারীদেরকে বাধা দেয়ার উদ্দেশে কাফিরেরা তাদের ধন-দৌলত ব্যয় করে থাকে। কিন্তু তাদের এই সমুদয় সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরিণামে তাদেরকে আফসোস করতে হবে। তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ চান তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করতে, যদিও এটা কাফিরদের কাছে অপছন্দনীয় হয়। আল্লাহ স্বীয় দীনের সাহায্যকারী ও স্বীয় কালেমাকে জয়যুক্তকারী থাকবেন। কাফিরদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। কাফিরদের মধ্যের যারা যুদ্ধের মাইদান থেকে জীবিত ফিরেছে এবং আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবে তারা তাদের লজ্জাজনক পরিণাম স্বচক্ষে অবলোকন করবে এবং নিজ কানে শুনবে। আর যারা নিহত হয়েছে তারাতো চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে গেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ *তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।*

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ** এর ভাবার্থ হচ্ছে, যেন আল্লাহ ভাগ্যবানদের থেকে হতভাগাদেরকে পৃথক করে দেন। (তাবারী ১৩/৫৩৪) অর্থাৎ যেন মু'মিনরা কাফিরদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪২) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গাইবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯) সুতরাং এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করিয়ে পরীক্ষা করব। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ধন-সম্পদ খরচ করবে। এটা শুধু এই পৃথকীকরণের জন্য যে, কারা অপবিত্র এবং কারা পবিত্র।

৩৮। তুমি কাফিরদেরকে বল ঃ তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের পূর্বের অপরাধ যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ততো রয়েছেই।	٣٨. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا۟ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ
৩৯। তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আর তারা যদি ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত থাকে তাহলে তারা কি	٣٩. وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ

ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	**করেছে তা আল্লাহই দেখবেন।**
٤٠. وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ ۚ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ	**৪০। আর যদি তোমাকে না'ই মানে এবং দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তোমাদের (মুসলিমদের) অভিভাবক। তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী!**

কাফিরদের কুফরীর কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ **قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ** তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যদি কুফরী ও বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থেকে ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে কুফরীর যুগে যেসব পাপ তোমরা করেছ সবই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল কাজ করল তাকে অজ্ঞতা যুগের কার্যাবলী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে আসার পরেও খারাপ কাজ করতে থাকল তাকে দু' যুগেরই আমল সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।' (ফাতহুল বারী ১২/২৭৭) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইসলাম পূর্ববর্তী পাপরাশিকে ধুইয়ে-মুছে দেয় এবং এই তাওবাহর পূর্বে যে পাপ কাজ হয়েছে তা মিটিয়ে দেয়।' (মুসলিম ৫১২১, আহমাদ ৪/২০৫) কিন্তু হে নাবী! তারা যদি তাদের পূর্বের অবস্থার উপরই অটল থাকে এবং কুফরী ও বিরোধিতা পরিত্যাগ না করে তাহলে পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি তারা জানেনা? জেনে রেখ যে, শাস্তিই হবে এর উত্তম পুরস্কার।

শির্‌ক এবং কুফরকে উৎপাটন করার জন্য যুদ্ধ করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা কাফিরদের সাথে খুব বেশি যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা দূর হয় এবং দীন আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, একটি লোক ইব্‌ন উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলেন ঃ হে আবদুর রাহমান! আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا

মু’মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৯) এরূপ দু’টি জামাআতের উল্লেখ যখন কুরআন কারীমে রয়েছে তখন আপনি তা নিজের উপর বাস্তবায়ন করছেন না কেন? উত্তরে ইব্‌ন উমার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ ‘হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! কোন মু’মিনের সাথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ভর্ৎসনা সহ্য করা আমার পক্ষে অধিক সহজ। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ

আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু’মিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৩) লোকটি বললেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাতো বলছেন ঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ *তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয়।* ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদের অবস্থা এরূপই ছিল। মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। দীনের ব্যাপারে লোকেরা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাদেরকে হত্যা করা হত অথবা বন্দী করা হত। এভাবে তারা কঠিন বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছিল। অতঃপর যখন ইসলামের উন্নতি লাভ হল তখন ফিতনা আর বাকী থাকলনা।’ মোট কথা, ঐ আপত্তিকারী লোকটির মতের সাথে যখন ইব্‌ন উমারের (রাঃ) মতের মিল হলনা তখন সে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বলল ঃ ‘আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘আলী (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আমি কিইবা বলতে পারি। উসমান (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গেলেতো এটাই বলতে হয় যে, আল্লাহ

তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথচ তোমরা তাঁকে ক্ষমা করে দেয়াকে অপছন্দ করছ। আর আলীতো (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ও জামাতা।' (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) অতঃপর তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ 'আর ঐ দেখ, ওখানে রয়েছে তার গৃহ।

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) আমাদের কাছে আগমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'ফিতনার যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? ইব্‌ন উমার (রাঃ) বললেন ঃ তোমরা কি জান ফিতনা কাকে বলে? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতেন সেই সময় মুশরিকদের সাথে থাকা এবং বসবাস করা ছিল ফিতনা। আর তোমাদের যুদ্ধতো শুধু নেতৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের জন্যই চলছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ** এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত শির্‌ক দূর না হয়। (তাবারী ১৩/৫৩৮) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তিনি যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন হতে জানতে পেরেছেন যে, আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে ঃ যতক্ষণ না মুসলিমদের উপর নির্যাতনের পরিবেশ বন্ধ হয় যে কারণে তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৫/১৭০১) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, **وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه** এর ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যাতে আল্লাহর একাত্মবাদের ব্যাপারে লোকেরা নির্বিঘ্নে আমল করতে পারে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৫/১৭০১) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যাতে আল্লাহর কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমুন্নত হয়। (তাবারী ১৩/৫৩৮-৫৩৯) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শির্‌কবিহীন তাওহীদের আমল এবং এর বিপরীত সমস্ত বাতিলের প্রতিরোধ। (ইব্‌ন হিশাম ২/৩২৭)

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه দ্বারা খাঁটি বা নির্ভেজাল তাওহীদ বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে শির্‌কের কোনই মিশ্রণ থাকবেনা এবং আল্লাহর ক্ষমতায় কেহকে শরীক বানানো হবেনা। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে দীন

ইসলামের বিদ্যমানতায় কুফরী অবশিষ্ট থাকবেনা। (তাবারী ১৩/৫৩৯) এর সত্যতা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা **لاَ اِلَهَ الاَّ اللَّهُ** বলে। যদি তারা তা বলে তাহলে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা এসে যাবে, তবে কোন কারণে কিসাস গ্রহণ হিসাবে তাকে হত্যা করা যেতে পারে এবং তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩) আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যে লোকটি স্বীয় বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশে যুদ্ধ করেছে বা গোত্র ও বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে জিহাদ করেছে অথবা খ্যাতি লাভের উদ্দেশে যুদ্ধ করেছে, এগুলির মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ কোন্টি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার উদ্দেশে যুদ্ধ করে সেই শুধু আল্লাহর পথে জিহাদকারী রূপে পরিগণিত।' (বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮)

فَإِنِ انتَهَوْاْ ... হে মু'মিনগণ! তারা মনের ভিতর কুফরী রেখেই যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে তাহলে তোমরাও হাত উঠিয়ে নাও। কেননা তোমরা তাদের অন্তরের কথা অবগত নও। তাদের অন্তরের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি তাদেরকে সব সময় দেখতে রয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡ

অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫)

فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ

তাহলে তারা তোমাদের দীনের ভাই। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৩) সহীহ হাদীসে রয়েছে, উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) একটি লোককে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলে লোকটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে। তবুও উসামা (রাঃ) তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি উসামাকে (রাঃ) বলেন ঃ 'সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে, এর পরও তুমি তাকে হত্যা করেছ কেন? কিয়ামাতের দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাপারে তুমি কি করবে?' উত্তরে উসামা (রাঃ) আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্য এ কথা বলেছিল।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?' অতঃপর 'কিয়ামাতের দিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 'এর ব্যাপারে তুমি কী বলবে? এ কথা তিনি তাকে বার বার বলতে থাকেন। উসামা (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'আমি আকাংখা করতে লাগলাম যে, আমি যদি ঐ দিনই ইসলাম কবূল করতাম (তাহলে আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাকে হত্যা করা হত)!' (মুসলিম ১/৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ তারা যদি তোমাকে না'ই মানে ও দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক ও কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

নবম পারা সমাপ্ত।

৪১। আর তোমরা জেনে রেখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গাণীমাতের মাল লাভ করেছ ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, (রাসূলের) নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মূসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক	٤١. وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن

كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	**আল্লাহর প্রতি এবং যা আমি অবতীর্ণ করেছি আমার বান্দার উপর সেই চূড়ান্ত ফাইসালার দিন, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।**

গাণীমাত এবং ফাই এর ব্যাপারে নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মালের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যা তিনি বিশেষভাবে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্যই হালাল করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্য এটা হারাম ছিল। গানীমাত ঐ মালকে বলা হয় যা কাফিরদের উপর আক্রমণ চালানোর পর লাভ করা হয়। আর 'ফাই' হচ্ছে ঐ মাল যা যুদ্ধ না করেই লাভ করা হয়। যেমন তাদের সাথে সন্ধি করে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু আদায় করা হয় বা ঐ মাল যার কোন উত্তরাধিকারী নেই অথবা যে মাল জিযিয়া, খিরাজ ইত্যাদি হিসাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰه خُمُسَهُ গানীমাতের মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করে নিতে হবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক। তা সূঁচই হোক বা সূতাই হোক না কেন। বিশ্ব-রাব্ব ঘোষণা করছেন ঃ যে খিয়ানাত করবে সে তা নিয়ে কিয়ামাতের দিন হাযির হবে এবং প্রত্যেককেই তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। কারও উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَنَّ لِلّٰه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول *ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের*। এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন এবং গানীমাতের মাল লাভ করতেন তখন তিনি ওটাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। তারপর পঞ্চমাংশকে আবার পাঁচ অংশে বিভক্ত করতেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। সুতরাং وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ

لِلّٰه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ এটা শুধু বাক্যের শুরুর জন্য বলা হয়েছে। আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবইতো আল্লাহর, যেমনটি অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৪) বহু মনীষী ও বিজ্ঞজনের এটাই উক্তি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটাই অংশ। (তাবারী ১৩/৫৪৯) সহীহ সনদে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে ঃ

ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিইয়াহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), শা’বী (রহঃ), ‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুগীরাহ (রহঃ) এবং আরও অনেক জ্ঞানীজন বলেছেন যে, গাণীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একই অংশ। (তাবারী ১৩/৫৪৮, ৫৫০) এরই সমর্থনে হাফিয ইমাম বাইহাকী (রহঃ) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাকীক (রহঃ) বলেন যে, ‘বিলকীন’ গোত্রের এক লোক বলেছেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাই। তখন তিনি *‘ওয়াদী আল-কুরা’* নামক স্থানে একটি ঘোড়াকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গানীমাতের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ ‘ওর এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্য এবং বাকী চার অংশ হচ্ছে মুজাহিদদের জন্য।’ আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কারও উপর কারও কি অধিক হক নেই? তিনি জবাব দিলেন ঃ ‘না, এমন কি তুমি তোমার বন্ধুর দেহ থেকে যে তীরটি বের করবে সেই তীরটিও তুমি তোমার সেই মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে বেশি নেয়ার হকদার নও।’ (বাইহাকী ৬/৩২৪)

মিকদাম ইব্ন মা’দীকারীব আল কিনদী (রাঃ) একদা উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), আবূ দারদা (রাঃ) এবং হারিস ইব্ন মুআবিয়া আল কিনদীর (রাঃ) সাথে বসেছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলির আলোচনা করছিলেন। আবূ দারদা (রাঃ) উবাদাহ ইব্ন সামিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘অমুক অমুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পঞ্চমাংশের ব্যাপারে কি কথা বলেছিলেন?’ উত্তরে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুদ্ধে গানীমাতের একটি

উটকে সামনে রেখে সালাত আদায় করেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ঐ উটটির কিছু পশম হাতে নিয়ে বলেন ঃ 'গানীমাতের এই উটটির এই পশমও গানীমাতের মালেরই অন্তর্ভুক্ত। এ মাল আমার নয়। আমার অংশতো তোমাদেরই সাথে এক পঞ্চমাংশ মাত্র। এটাও আবার তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং সুঁচ, সূতা এবং ওর চেয়ে বড় ও ছোট প্রত্যেক জিনিসই পৌঁছে দাও। খিয়ানাত করনা। খিয়ানাত বড়ই দূষণীয় কাজ এবং খিয়ানাতকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই আগুন রয়েছে। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের সাথে আল্লাহর পথে জিহাদ জারী রাখ। শারীয়াতের কাজে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করনা। স্বদেশে এবং বিদেশে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হদ জারী করতে থাক। আল্লাহর ব্যাপারে জিহাদ করতে থাক। জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের বড় বড় দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা দুঃখ ও চিন্তা হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন।' (আহমাদ ৫/৩১৬)

আমল করার ব্যাপারে এটি একটি অতি উৎকৃষ্ট উৎসাহব্যাঞ্জক হাদীস। কিন্তু সহীহাইন কিংবা চারটি সুনান গ্রন্থের লেখকগণ কেহই তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেননি। উল্লিখিত সূত্রে অবশ্য ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আমর ইব্ন সুআইব (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা উপরে বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ। (আহমাদ ২/১৮৪, আবূ দাউদ ২৬৯৪) আবূ দাউদ (রহঃ) আনবাস ইব্ন আমর (রহঃ) থেকে আরও একটি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাউদ ২৭৫৫) মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), আমীর আশ শা'বী (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গাণীমাতের মাল থেকে কিছু কিছু জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করতেন। যেমন ভৃত্য, ঘোড়া, তলোয়ার ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহীহ সনদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধে পাওয়া '*যুলফিকার*' নামক তলোয়ারটি তিনি পছন্দ করেছিলেন। (আহমাদ ১/২৭১, তিরমিযী ১৫৬১) আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাফিয়াহকে (রাঃ) যুদ্ধের সময় অন্যান্য মহিলা বন্দীদের সাথে বন্দী করা হয় এবং গাণীমাতের মাল বন্টন করার পূর্বেই তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অংশে নিয়ে নেন। (আবূ দাউদ ২৯৯৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অংশ আত্মীয়দের জন্য প্রদেয় হিসাবে বানী হাশিম এবং বানী আবদুল মুত্তালিবের

মধ্যে বন্টন করে দিতেন। কারণ জাহিলিয়াত যামানায় এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র হাশিম গোত্রকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। কুরাইশরা তাদেরকে বয়কট করায় তারা যে তিন বছর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করেছিলেন তখন তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আবদুল মুত্তালিবের গোত্রও তাদের সাথে একত্রে অবস্থান করেছিল এবং সব ধরণের নিরাপত্তা দিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের যারা মুসলিম হয়েছিলেন তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সব ধরণের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে এটাইতো স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের অমুসলিমরা তাদের স্বগোত্রীয় মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ তালিবের প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণেও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে।

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ এ আয়াতে ইয়াতীমদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইয়াতীমরা যদি দরিদ্র হয় তাহলে তারা হকদার হবে। আবার অন্য কেহ বলেন যে, ধনী দরিদ্র সব ইয়াতীমই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মিসকীন শব্দ দ্বারা ঐ অভাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে এই পরিমাণ মাল নেই যে, তা দ্বারা তাদের দারিদ্রতা ও অভাব দূর হতে পারে এবং তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়। *‘ইব্‌নস সাবীল’* দ্বারা ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে যে দেশ থেকে বের হয়ে এত দূরে যাচ্ছে যেখানে পৌঁছলে তার জন্য সালাত কসর করা জায়িয হবে এবং সফরের যথেষ্ট খরচ তার কাছে নেই। এর তাফসীর সূরা বারাআতের **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ** (৯ ঃ ৬০) এই আয়াতে ইনশাআল্লাহ আসবে। আল্লাহ তা‘আলার উপরই আমাদের ভরসা এবং তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا হে মু’মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর উপর এবং তাঁর বান্দার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে তিনি যা আদেশ করছেন তা পালন কর। অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মাল হতে এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে দাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদে কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন ঃ ‘আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় মেনে চলা এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। (১)

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি তা কি তোমরা জান? তা হচ্ছে সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। (২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা, (৩) যাকাত দেয়া এবং (৪) গানীমাতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা'। (ফাতহুল বারী ১/১৫৭, মুসলিম ১/৪৬) সুতরাং এক পঞ্চমাংশ আদায় করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় কিতাব সহীহ বুখারীতে একটি বাব বা অনুচ্ছেদ করেছেন যে, 'খুমুস' বা এক পঞ্চমাংশ বের করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।' অতঃপর তিনি ঐ হাদীস এনেছেন। আমরা শারহে সহীহ বুখারীতে এর পূর্ণ ভাবার্থ আলোচনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর একটা ইহসান ও ইনআমের কথা বর্ণনা করছেন ঃ

إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য এনেছেন। তিনি স্বীয় দীনকে জয়যুক্ত করেছেন, স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছেন এবং বদরের যুদ্ধে তাঁদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। তিনি ঈমানের কালেমাকে কুফরীর কালেমার উপর উঠিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ কুফরীর কালেমা ঈমানের কালেমার নীচে পড়ে গেছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, **يَوْمَ الْفُرْقَانِ** দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫৬১) ইমাম হাকিমও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), মিকসাম (রহঃ), উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখজনও ভিন্ন ভিন্নভাবে এ কথা বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৫৬১, ৫৬৩)

৪২। আর স্মরণ কর, যখন তোমরা প্রান্তরের এই দিকে ছিলে, আর তারা প্রান্তরের অপর দিকে শিবির রচনা করেছিল, আর উষ্ট্রারোহী কাফেলা তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে	**٤٢. إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ج**

وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَٱخْتَلَفْتُمْ فِى ٱلْمِيعَـٰدِ ۙ وَلَـٰكِن لِّيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

ছিল, যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে তাহলে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হত, কিন্তু যা ঘটানোর ছিল তা আল্লাহ সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন, তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর জীবিত থাকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

বদরের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা

يَوْمَ الْفُرْقَانِ সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا** ঐ দিন তোমরা একটি উপত্যকার পাশে ছিলে যা মাদীনার নিকটবর্তী প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত। আর মুশরিকরা মাক্কার দিকে এবং মাদীনার দূরবর্তী উপত্যকায় অবস্থান করছিল। **أَسْفَلَ مِنكُمْ** এদিকে আবূ সুফিয়ান ও তার বাণিজ্যিক কাফেলা ব্যবসার মাল সম্ভারসহ নীচের দিকে সমুদ্রের কাছে ছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) আমাকে বলেছেন ঃ তার পিতা **لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ** এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ যদি তোমরা ও কাফির কুরাইশরা প্রথম থেকেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করতে তাহলে যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হবে এ নিয়ে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই মতানৈক্য সৃষ্টি হত।

وَلَـــكِن لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً এ জন্যই মহান আল্লাহ কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়াই দু'টি দলকে আকস্মিকভাবে একত্রে মিলিয়ে দিলেন যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুশরিকদের হীনতা ও নীচতা প্রকাশ পায়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা করতে চেয়েছিলেন তা তিনি করেই ফেললেন। (ইব্ন হিশাম ২/৩২৮) কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমরা একমাত্র কাফেলার উদ্দেশেই বের হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোন তারিখ নির্ধারণ ও কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়াই মুসলিমদেরকে কাফিরদের সাথে মুখোমুখী করে দিলেন। (তাবারী ১৩/৫৬৬)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেছেন ঃ বদরের নিকটবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ), সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং যুবাইর ইব্ন আওয়ামকে (রাঃ) খবর নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। আরও কয়েকজন সাহাবীকেও তাদের সঙ্গী করে দেন। তাঁরা বানু সাঈদ ইব্ন আস ও বানু হাজ্জাজের দুই ভৃত্যকে কূয়ার ধারে পেয়ে যান। দু'জনকেই গ্রেফতার করে তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন। তারা তাদেরকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমরা কে?' তারা উত্তরে বলল ঃ 'আমরা কুরাইশ সেনাবাহিনীর পানি বহনকারী, তারা আমাদেরকে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিল।' সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, তারা আবূ সুফিয়ানের লোক। এ জন্য তাঁরা তাদেরকে কঠোর প্রহার করলেন। তাই বাধ্য হয়ে তারা ভয় পেয়ে বলে উঠল যে, তারা আবূ সুফিয়ানের কাফেলার লোক। তখন তাঁরা তাদেরকে প্রহার করা বন্ধ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'তারা যখন সত্য কথা বলল তখন তোমরা তাদেরকে মারধর করলে, আর যখন তারা মিথ্যা কথা বলল তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করা বন্ধ করলে? আল্লাহর শপথ! এরা পূর্বে সত্য কথাই বলেছিল। এরা কুরাইশেরই গোলাম।' অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আচ্ছা বলত, কুরাইশদের সেনাবাহিনী কোথায় রয়েছে?' তারা উত্তরে

বলল ঃ 'উপত্যকার ঐ দিকের ঐ পাহাড়ের পিছনে রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সংখ্যায় তারা কত হতে পারে?' তারা বলল ঃ 'সংখ্যাতো আমাদের জানা নেই, সংখ্যায় তারা অনেক।' তিনি বললেন ঃ 'আচ্ছা, দৈনিক তারা কয়টা উট যবাহ্ করে তা তোমরা বলতে পার কি?' উত্তরে তারা বলল ঃ 'কোনদিন নয়টি এবং কোন দিন দশটি।' তিনি তখন মন্তব্য করলেন ঃ 'তাহলে তাদের সংখ্যা নয় শত থেকে এক হাজার হবে।' তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তাদের মধ্যে কুরাইশ নেতৃবর্গের কে কে আছে?' তারা উত্তর দিল ঃ 'তারা হচ্ছে উৎবা ইব্ন রাবীআ', সাইবা ইব্ন রাবীআ', আবুল বাখতারী ইব্ন হিশাম, হাকীম ইব্ন হিজাম, নাওফেল ইব্ন খুয়াইলিদ, হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফেল, তুআইমাহ ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল, নাযার ইব্ন হারিস, যামআহ ইব্ন আসওয়াদ, আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, উমাইয়াহ ইব্ন খালাফ, নাবীহ ইব্ন হাজ্জাজ, মুনাব্বাহ্ ইব্ন হাজ্জাজ, সুহাইল ইব্ন আমর এবং আমর ইব্ন আবদ ওয়াদ।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গকে বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, মাক্কা নগরী ওর প্রভাব প্রতিপত্তিযুক্ত সন্তানদেরকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছে।' (ইব্ন হিশাম ২/২৬৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ইব্ন ইসহাকের সীরাতে এই আয়াতের শেষ বাক্যটির তাফসীর নিম্নরূপ এসেছে ঃ 'এটা এ কারণে যে, যেন কাফিরেরা কুফরীর উপর থেকেও আল্লাহর দলীল প্রমাণ দেখে নেয় এবং মু'মিনরাও দলীল দেখেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (তাবারী ১৩/৫৬৮) অর্থাৎ কোন উত্তেজনা, শর্ত ও দিন নির্ধারণ ছাড়াই আকস্মিকভাবে আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিন ও কাফিরদেরকে মুকাবিলা করালেন এই উদ্দেশে যে, তিনি সত্যকে মিথ্যার উপর জয়যুক্ত করে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেন, এভাবে যেন কারও মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। এখন যে কুফরীর উপর থাকবে সে কুফরীকে কুফরী মনে করেই থাকবে। আর যে মু'মিন হবে সে দলীল প্রমাণ দেখেই ঈমানের উপর কায়েম থাকবে। ঈমানই হচ্ছে অন্তরের জীবন এবং কুফরীই হচ্ছে প্রকৃত ধ্বংস।' যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ

এমন ব্যক্তি যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করে। (৬ ঃ ১২২)

إِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ তোমাদের বিনয়, প্রার্থনা, ইস্‌তিগফার, ফরিয়াদ, মুনাজাত ইত্যাদি সবই শ্রবণকারী। তোমরা যে আহলে হক, তোমরা যে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং তোমরা এরও যোগ্য যে, তোমাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের উপর জয়যুক্ত করা উচিত, এসব বিষয় আল্লাহ ভালভাবে অবগত আছেন।

৪৩। আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে ওদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন, যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হত, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।	٤٣. إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
৪৪। আরও স্মরণ কর, যা ঘটানোর ছিল, চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য যখন দু'দল মুখোমুখী দন্ডায়মান হয়েছিল তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল, সমস্ত বিষয় ও সমস্যাই আল্লাহর	٤٤. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ

দিকে প্রত্যাবর্তন করে।	وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলা একে অন্যের চোখে কম সংখ্যক দেখিয়েছেন

وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ *যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে মুশরিকদের সংখ্যা খুবই কম দেখান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীবর্গের নিকট তা বর্ণনা করেন। এটা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের পাগুলি অটল থাকার কারণ হয়ে যায়। (তাবারী ১৩/৫৭০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্তরের গুপ্ত কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৯) তিনি চোখের খিয়ানাত ও অন্তরের গুপ্ত রহস্য জানেন। وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً তিনি এই দয়াও দেখালেন যে, মুসলিমদের দৃষ্টিতে যুদ্ধের সময়েও মুশরিকদের সংখ্যা কম দেখালেন, যাতে তাঁরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে খুবই নগণ্য মনে করেন। আবূ ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) বলেন যে, আবূ উবাইদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার সঙ্গীকে মুশরিকদের আনুমানিক সংখ্যা বললাম, তুমি কি মনে কর যে, তারা প্রায় ৭০ (সত্তর) জন হবে। আমার সাথী তখন পূর্ণভাবে অনুমান করে বললেন ঃ ‘না, তারা প্রায় ১০০ (একশ’) জন হবে।’ অতঃপর তাদের এক লোক আমাদের হাতে বন্দী হলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কতজন রয়েছ? সে উত্তরে বলল ঃ ‘আমাদের সৈন্যসংখ্যা এক হাজার।’ (তাবারী ১৩/৫৭২) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা’আলা উভয় দলকে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এরূপ দেখিয়েছিলেন। (হাদীস নং ৫/১৭১০) এ বর্ণনাটির ক্রমধারা সহীহ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ

ইবনুয যুবাইর (রহঃ) তাকে বলেন যে, তার পিতা لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে একে অপরের দৃষ্টিতে খুবই অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন যাতে এক দলের বিরুদ্ধে অপর দল যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহী হয়। এটা ছিল যুদ্ধ শুরু করার পূর্বাবস্থা। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে পর্যায়ক্রমে এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করেন। ফলে কাফিরেরা মুসলিমদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِي ٱلْأَبْصَٰرِ

(ওহে ইয়াহুদ!) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিল; তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্বীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩)

৪৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং অবিচল থাকবে যখন কোন দলের সম্মুখীন হও, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।	٤٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
৪৬। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। তোমরা সাহস ও ক্ষমতাহারা হয়ে যাবে যদি নিজেদের মধ্যে বিবাদ কর। তোমরা ধৈর্য	٤٦. وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَـٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ

رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ	ধারণ কর। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

যুদ্ধের কৌশল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ *হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং অবিচল থাকবে যখন কোন দলের সম্মুখীন হও।* এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে যুদ্ধের কৌশল এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় বীরত্ব প্রকাশ করার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম গগণে ঢলে পড়ার পর দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'হে লোকসকল! যুদ্ধে শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার আশা করনা। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। কিন্তু যখন শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়ে যাবে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে।' তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন ঃ 'হে কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহ! হে মেঘমালাকে চালনাকারী আল্লাহ! হে সেনাবাহিনীকে পরাজিতকারী আল্লাহ! এই কাফিরদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪০, মুসলিম ৩/১৩৬২)

শত্রুর মুকাবিলায় অটল থাকার নির্দেশ

এই আয়াতে মহান আল্লাহ শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকার ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ তারা (মু'মিনরা) যেন ভীরুতা প্রদর্শন না করে এবং ভয় না পায়। আল্লাহর উপরই যেন ভরসা করে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা যেন সর্বদা আল্লাহকেই স্মরণ করে, কখনও যেন তাঁকে ভুলে না যায়। এটাই হচ্ছে সফলতার উপায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ না করে। তাঁরা যা বলেন তা'ই যেন পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকে। পরস্পর যেন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয় এবং মতানৈক্য সৃষ্টি না করে। নতুবা তারা লাঞ্ছিত হবে, তাদেরকে কাপুরুষতায় ঘিরে ফেলবে এবং তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এর ফলে তাদের অগ্রযাত্রায় বাধা পড়বে। তারা ধৈর্যের অঞ্চল যেন ছেড়ে না দেয় এবং তারা যেন বিশ্বাস রাখে

ধৈর্যশীলদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ রয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম এই হুকুম এমনভাবে পালন করেছিলেন যে, তাঁদের তুলনা পূর্বেও ছিলনা এবং পরবর্তীদের মধ্যেতো তুলনার কোন কথাই উঠতে পারেনা। এই বীরত্ব, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য এবং এই ধৈর্য ও সহ্যই ছিল আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য লাভের কারণ। আর এর ফলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যার স্বল্পতা এবং যুদ্ধাস্ত্রের নগণ্যতা সত্ত্বেও মুসলিমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলো জয় করেছিলেন। রোম, পারসিক, তুর্কী, সাকালিয়া, বার্বারী, ইথিওপিয়ান, সুদানী এবং কিবতীদেরকে তথা দুনিয়ার সমস্ত গৌর ও কৃষ্ণ বর্ণের লোককে বশীভূত করে ফেলেন। এভাবে তাঁরা আল্লাহর কালেমাকে সমুচ্চ করেন, সত্য দীনকে ছড়িয়ে দেন এবং ইসলামী হুকুমাত বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেন। দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, তাঁরা ত্রিশ বছরের মধ্যে দুনিয়ার মানচিত্র পরিবর্তন করে দেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিবর্তিত করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন। আল্লাহ আমাদেরকেও তাঁদেরই দলভুক্ত করুন। তিনি পরমদাতা ও করুণাময়।

৪৭। তোমরা তাদের মত আচরণ করনা যারা নিজেদের গৃহ হতে সদর্পে এবং লোকদেরকে (নিজেদের শক্তি) প্রদর্শন করে বের হয় ও মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখে, তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।	٤٧. وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
৪৮। স্মরণ কর, যখন শাইতান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে বলেছিল ঃ কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ	٤٨. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ

لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	করতে পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ল এবং বলল ঃ আমি তোমাদের বিষয়ে দায়িত্ব মুক্ত, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনা, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।
٤٩. إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	৪৯। যারা মুনাফিক, অন্তরে যাদের ব্যাধি রয়েছে তারা বলে, তাদের ধর্ম তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। যে কেহ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

যুদ্ধের উদ্দেশে কাফিরদের মাক্কা ত্যাগ

জিহাদে অটল থাকা, ভাল নিয়াত রাখা এবং খুব বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করার উপদেশ দানের পর আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিমদেরকে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা যেমন সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য গর্বভরে চলছে, তোমরা তদ্রুপ করনা। আবূ জাহলকে যখন বলা হয়েছিল, 'বাণিজ্যিক কাফেলাতো রক্ষা পেয়েছে, সুতরাং চল, আমরা এখান থেকেই ফিরে যাই' তখন

সেই অভিশপ্ত লোকটি উত্তরে বলেছিল ঃ 'না, আল্লাহর শপথ! আমরা ফিরে যাবনা, বরং আমরা বদরের পানির কাছে অবতরণ করব, উটগুলি যবাহ করব, সেখানে মদ পান করব এবং মেয়েদের গান শুনব, যেন জনগণের মাঝে আমাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণের মাঝে আলোচিত হবে যে, ঐ দিন আমরা কী করেছি।'

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের বাসনার উল্টো অবস্থা ঘটিয়ে দিলেন। ওখানেই তাদের মৃত্যু হল এবং সেখানেই লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে তাদের মৃতদেহগুলো গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ** আল্লাহ তাদের কার্যাবলী পরিবেষ্টনকারী, তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁর কাছে প্রকাশমান। এ জন্যই তিনি তাদেরকে জঘন্য প্রতিদান প্রদান করলেন। (ইব্ন হিশাম ২/৩২৯)

অভিশপ্ত শাইতানের কু-পরামর্শ ও প্রতারণা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ** *স্মরণ কর, যখন শাইতান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে বলেছিল ঃ কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব।* অভিশপ্ত শাইতান তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। সে তাদেরকে মিষ্টি কথা দিয়ে ভুলাচ্ছিল এবং তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল। (তাবারী ১৪/১১) তাদের কানে কানে সে বলছিল ঃ 'তোমাদেরকে কে পরাজিত করতে পারে? আমি তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে রয়েছি।' তাদের অন্তর থেকে সে বানু বকরের মাক্কার উপর আক্রমণ করার ভয় দূর করছিল এবং সুরাকাহ ইব্ন মালিক ইব্ন যুশুমের রূপ ধারণ করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছিল ঃ 'আমিতো ঐ এলাকার সরদার। বানু মুদলিজ গোত্রের লোকেরা সবাই আমার অনুগত। আমি তোমাদের সহায়তাকারী। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।' শাইতানের কাজইতো

হল এটা যে, সে মিথ্যা অঙ্গীকার করে। পূরণ হবেনা এমন আশা সে প্রদান করে এবং মানুষকে সে প্রতারণার জালে আটকে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২০)

ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ বদরের দিন সে স্বীয় পতাকা ও সেনাবাহিনী নিয়ে মুশরিকদের দলে যোগদান করেছিল এবং তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, কেহই তাদেরকে পরাজিত করতে পারবেনা। সে তাদেরকে আরও বলেছিল ঃ 'তোমাদের কোনই ভয় নেই, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে সর্বদা তোমাদের সাথেই থাকব।' কিন্তু যখন উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং সেই পাপাচার শাইতান মালাইকাকে মুসলিমদের সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করল এবং বলতে লাগল ঃ **إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ** আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাওনা।' (তাবারী ১৪/৯) এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের দিন ইবলীস স্বীয় পতাকা উঁচু করে মুদলিজ গোত্রের সুরাকাহ ইব্ন মালিক ইব্ন যুশুমের রূপ ধারণ করে তার সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হয়ে বলে ঃ

لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ আজ তোমাদের কেহ পরাস্ত করতে পারবেনা, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব। এভাবে সে মুশরিকদের অন্তরে সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় বাহিনী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি বালি নিয়ে মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। জিবরাঈল (আঃ) শাইতানের দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময় সে এক মুশরিকের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। জিবরাঈলকে (আঃ) দেখা মাত্রই সে লোকটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজ বাহিনীসহ পালাতে শুরু করল। ঐ লোকটি তখন তাকে বলল ঃ 'হে সুরাকা! তুমিতো বলেছিলে যে, আমাদের সাহায্যার্থে তুমি

আমাদের সাথেই থাকবে, কিন্তু এখন এ কী করছ?' ঐ অভিশপ্ত শাইতান যেহেতু মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাচ্ছিল তাই সে বলল ঃ

إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছনা। আমিতো আল্লাহকে ভয় করছি। আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠোর। (তাবারী ১৪/৭)

বদরের যুদ্ধে মুনাফিকদের বর্ণনা

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاء دِينُهُمْ এ আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উভয় সেনাবাহিনী যখন কাতারবন্দী হয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে মুশরিকদের চোখে কম দেখান। তখন মুশরিকরা মুসলিমদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলে ঃ غَرَّ هَـؤُلاء دِينُهُمْ এদের দীন এদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদের এ কথা বলার কারণ ছিল এই যে, তারা মুসলিমদের সংখ্যা তাদের চোখে খুবই কম দেখছিল। তাই তারা ধারণা করছিল যে, নিঃসন্দেহে তারা মুসলিমদেরকে পরাজিত করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ এরা হচ্ছে ভরসাকারী দল। তাদের ভরসা এমন সত্তার উপর রয়েছে যিনি বিজয়ের মালিক এবং হিকমাতের মালিক। (দুররুল মানসুর ৪/৭৮) মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহর দীনের উপর দৃঢ়তা অনুভব করেই মুশরিকদের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল যে, তারা দীনের পাগল। আল্লাহর শত্রু অভিশপ্ত আবূ জাহল পাহাড়ের উপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্র-শস্ত্রের নগণ্যতা লক্ষ্য করে বলতে লাগল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আজ থেকে আল্লাহর ইবাদাতকারী যমীনে আর কেহ থাকবেনা। (তাবারী ১৪/১৪) আমীর (রহঃ) বলেন যে, মাক্কার কিছু লোক শুধু মুখেই মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু বদরের প্রান্তরে তারা মুশরিকদের সাথে যোগ দিয়েছিল। মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও তাদের সাজ-সরঞ্জামের দুর্বলতা দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিল ঃ 'এ লোকগুলো ধর্মের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।' (তাবারী ১৪/১৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ যারা মালিকুল মুলকের (আল্লাহর) উপর ভরসা করে তিনি তাদেরকে মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন। কেননা সম্মান ও মর্যাদা দানের মালিক একমাত্র তিনিই। বিজয় দান তাঁরই হাতে। যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই তিনি সাহায্য করেন। আর যারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।

৫০। তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে, (আর বলছে) তোমরা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।	٥٠. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ
৫১। এই শাস্তি হল তোমাদের সেই কাজেরই পরিণাম ফল যা তোমাদের দু'হাত পূর্বাহ্নেই আয়োজন করেছিল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কখনও অত্যাচারী নন।	٥١. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

কাফিরদের প্রতি মালাইকা/ফেরেশতাদের আঘাত হানা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ হে মুহাম্মাদ! মালাইকা কত জঘন্যভাবে কাফিরদের রূহ কবয করে তা যদি তুমি দেখতে! তারা ঐ সময় কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে মারতে থাকে এবং বলে ঃ

وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ নিজেদের দুষ্কার্যের প্রতিফল হিসাবে জাহান্নামের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এর এক ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটাও

বদরের দিনেরই ঘটনা। মুসলিমরা সামনের দিক থেকেই সেইদিন ঐ কাফিরদের মুখমন্ডলে তরবারীর আঘাত করছিল এবং যখন তারা পলায়ন করছিল তখন মালাইকা তাদের পিছনে আঘাত হানছিলেন। (তাবারী ১৪/১৬)

আসল কথা এই যে, এই আয়াতটি বদরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। শব্দগুলি সাধারণ। প্রত্যেক কাফিরেরই অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে। সূরা কিতালেও (সূরা মুহাম্মাদ) এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা আন'আমের وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ... (৬ ঃ ৯৩) এই আয়াতেও তাফসীরসহ বর্ণিত হয়েছে।

যেহেতু তারা ছিল নাফরমান লোক, সেহেতু তাদের মৃত্যুর সময় তাদের দুষ্কার্যের কারণে তাদের রূহসমূহ তাদের দেহের মধ্যে লুকিয়ে যায়। সুতরাং মালাইকা ওগুলো জোরপূর্বক বের করেন এবং বলেন ঃ 'তোমার জন্য আল্লাহর গযব ও আযাব রয়েছে।' যেমন বারা' (রাঃ) এর হাদীসে রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মৃত্যুর মালাক কাফিরের কাছে এসে বলেন ঃ 'হে কলুষিত আত্মা! গরম বাতাস, গরম পানি এবং গরম ছায়ার দিকে চল।' তখন ঐ আত্মা দেহের মধ্যে লুকাতে থাকে। অবশেষে মালাক ভিজা পশম থেকে কোন সূঁচকে যেমন তন্ন তন্ন করে খুঁজে জোর করে বের করা হয় অনুরূপ ঐ আত্মাকে জোরপূর্বক টেনে বের করেন এবং সাথে সাথে শিরা-উপশিরাগুলিও ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। (আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮) মালাক/ফেরেশতা তাকে বলেন ঃ 'এখন দহনের স্বাদ গ্রহণ কর। ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ এটা তোমার পার্থিব দুষ্কার্যাবলীর শাস্তি।' وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর মোটেই অত্যাচার করেননা। তিনিতো ন্যায়পরায়ণ হাকীম। তিনি কল্যাণময়, সর্বোচ্চ, অমুখাপেক্ষী, পবিত্র, মহামর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রশংসিত। এ জন্যই সহীহ সনদে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর অত্যাচার হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপরও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর একে অপরের উপর অত্যাচার করনা। হে আমার বান্দারা! আমিতো শুধু তোমাদের কৃত আমলগুলিকে পরিবেষ্টন করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৫২। এটা ফির‘আউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার ন্যায়; তারা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিমান ও কঠিন শাস্তি দাতা।	٥٢. كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! এই মুশারিকরা তোমার সাথে ঐ ব্যবহারই করছে যে ব্যবহার তাদের পূর্ববর্তী কাফির ও মুশরিকরা তাদের নাবীগণের সাথে করেছিল। সুতরাং আমিও এদের সাথে ঐ ব্যবহারই করেছি যে ব্যবহার এদের পূর্ববর্তীদের সাথে করেছিলাম, যারা এদের মতই ছিল। যেমন ফির‘আউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ সমস্ত শক্তির মালিক আল্লাহ এবং তাঁর শাস্তিও খুবই কঠিন। এমন কেহ নেই যে তাঁর উপর জয়যুক্ত হতে পারে এবং এমন কেহ নেই যে তাঁর নিকট থেকে পলায়ন করতে পারে।

৫৩। এই শাস্তির কারণ এই যে, আল্লাহ যদি কোন জাতির উপর নি‘আমাত দান করেন সেই নি‘আমাত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশ্রোতা	٥٣. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ	ও মহাজ্ঞানী।
٥٤. كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا۟ ظَـٰلِمِينَ	**৫৪। ফির‘আউনের বংশধর ও তৎপূর্বের জাতিসমূহের ন্যায় তারা তাদের রবের নিদর্শনসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে আমি তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফির‘আউনের বংশধরকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করেছি, তারা প্রত্যেকেই ছিল যুল্মকারী।**

এখানে আল্লাহ তা‘আলার আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাঁর দেয়া নি‘আমাতরাশি পাপকাজ করার পূর্বে তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেননা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই। (সূরা রা‘দ ১৩ ঃ ১১)

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের বংশধর এবং তাদের মত স্বভাব বিশিষ্ট তাদের পূর্ববর্তীদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে নি‘আমাতরাজি দান করেছিলেন। কিন্তু তারা দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি তাদেরকে প্রদত্ত বাগান, প্রস্রবণ, ক্ষেত-খামার, কোষাগার, অট্টালিকা এবং অন্যান্য নি‘আমাত যা তারা উপভোগ করছিল সবই তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি মোটেই অত্যাচার করেননি।

৫৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং যারা ঈমান আনেনা।	٥٥. إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
৫৬। ওদের মধ্যে যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছ তারাও নিকৃষ্ট, তারা প্রতিবারেই কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে, (চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে আল্লাহকে কিছুমাত্র) তারা ভয় করেনা।	٥٦. ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ
৫৭। অতএব তোমরা যদি তাদেরকে যুদ্ধের মাইদানে আয়ত্তে আনতে পার তাহলে তাদেরকে তাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে শায়েস্তা কর যাতে তারা শিক্ষা পায়।	٥٧. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

চুক্তি ভঙ্গকারী এবং কাফিরদের প্রতি কঠিন আঘাত হানা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী চলাফিরা করছে ওদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা বেঈমান ও কাফির, যারা চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে, যদিও তারা তা মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে। তাদের না আছে আল্লাহর কোন ভয় এবং না আছে কৃত পাপের কোন পরওয়া। সুতরাং হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি যুদ্ধে তাদের উপর জয়যুক্ত হবে তখন তাদেরকে এমন শাস্তি দিবে যে, যেন তাদের পরবর্তী লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তারাও যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে হয়ত তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কৃত দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং ইব্ন উয়াইনা (রহঃ) এ কথা বলেছেন। (তাবারী ১৪/২৩, ২৪)

৫৮। (হে নাবী!) তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর তাহলে তোমার চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেননা।	٥٨. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ

চুক্তি ও অঙ্গীকার বাতিল করার পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ হে নাবী! যদি কারও সাথে তোমার চুক্তি হয় এবং তোমার ভয় হয় যে, তারা এই চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তাহলে তোমাকে এ অধিকার দেয়া হচ্ছে যে, তুমি সমতা রক্ষা করে সেই চুক্তিনামা রদ করে দিবে। এ সংবাদ তাদের কানে পৌঁছে দিতে হবে, যেন তারাও সন্ধির ধারণা ত্যাগ করে। কিছুদিন পূর্বেই তাদেরকে এটা অবশ্যই জানাতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তোমাদের উভয়ের মাঝে যুদ্ধাবস্থা চলছে। إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ভঙ্গ করা পছন্দ করেননা। সুতরাং কাফিরদের সাথেও তুমি খিয়ানাত করনা।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আমীর মুআ'বিয়া (রাঃ) স্বীয় সেনাবাহিনী রোম সীমান্তে পাঠাতে শুরু করেন, যেন সন্ধিকাল শেষ হওয়া মাত্রই আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালানো যায়। তখন একজন বৃদ্ধ স্বীয় সাওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় বলতে বলতে এলেন ঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরা করুন, বিশ্বাস ভঙ্গ করা থেকে সাবধান থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন কোন কাওমের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে তখন ওর কোন বন্ধন খুলে ফেলনা যে পর্যন্ত না চুক্তিকাল শেষ হয় কিংবা তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা বাতিল করা হয়।' এ খবর মুআ'বিয়ার (রাঃ) কানে পৌঁছা মাত্রই তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন আমর ইব্‌ন

আমবাসা (রাঃ)। (আহমাদ ৪/১১১, আবূ দাঊদ ৩/১৯০, তিরমিযী ৫/২০৩, নাসাঈ ৫/২২৩, ইব্‌ন হিব্বান ৭/১৮২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৫৯। যারা কাফির তারা (বদর প্রান্তরে প্রাণ বাঁচাতে পেরে) যেন মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা মু'মিনগণকে হতবল করতে পারবেনা।	٥٩. وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَبَقُوٓا۟ ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
৬০। তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যদ্দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্য-দেরকেও যাদেরকে তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবেনা।	٦٠. وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর শত্রুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেন ঃ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَبَقُوا۟ কাফিরেরা আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং আমি তাদেরকে ধরতে সক্ষম নই এরূপ ধারণা

যেন তারা না করে। বরং তারা সব সময় আমার ক্ষমতা ও আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তারা আমার কাছ থেকে পালাতে পারবেনা। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করনা; তাদের আশ্রয়স্থল আগুন; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম! (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৭) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَـٰدِ. مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৬-১৯৭) এরপর আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم তোমরা তোমাদের শক্তি মোতাবেক যা কিছু সরঞ্জাম রয়েছে তা দ্বারা সদা সর্বদা ঐ কাফিরদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাক। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, উকবাহ ইব্ন আমীর (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে আরোহিত অবস্থায় বলতে শুনেছেন ঃ ‘তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত রাখ।’ এরপর তিনি বলেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, এই শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, এই শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ।’ (আহমাদ ৪/১৫৬, মুসলিম ৩/১৫২২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ঘোড়া পালনকারী তিন প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি

যে ঘোড়া পালন করার কারণে সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ওর কারণে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ঘোড়া পালন করার কারণে পাপের অধিকারী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে, তার ঘোড়াটি যদি লম্বা রশি দিয়ে কোন তৃণভূমি অথবা মাঠে বেঁধে রাখে তাহলে যে মাঠে চলে ফিরে খায়, এর উপর তাকে সাওয়াব দেয়া হয়। এমন কি যদি ঐ ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যায় তাহলে ওর পদ চিহ্নের বিনিময়ে এবং ওর লাদ বা মলের বিনিময়েও সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। যদি ঘোড়াটি কোন প্রবাহিত পানির পাশ দিয়ে গমনের সময় পানি পান করে তাহলে এ কারণেও মুজাহিদ ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্ত হয়, যদিও সে ওকে পানি পান করানোর ইচ্ছাও না করে থাকে। সুতরাং এ ঘোড়াটি ঐ মুজাহিদের জন্য সাওয়াব বা সাওয়াব লাভের কারণ। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার জন্য, অতঃপর সে যদি ওর ব্যাপারে আল্লাহর হকের কথা ভুলে না যায় তাহলে ওটা তার জন্য আশ্রয় স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও রিয়া প্রকাশের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে এবং সে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাহলে ওটা তার জন্য পাপের বোঝা স্বরূপ।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতটি ছাড়া আর কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (৯৯ ঃ ৭-৮) (মুআত্তা ২/৪১৪, বুখারী ২৮৬০, মুসলিম ৯৮৭) এ বর্ণনা বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঘোড়া তিন প্রকারের রয়েছে। (১) রাহমানের (আল্লাহর) ঘোড়া, (২) শাইতানের ঘোড়া এবং (৩) মানুষের ঘোড়া। রাহমানের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে আল্লাহর পথে বেঁধে রাখা হয়। সুতরাং ওর খড়, ওর গোবর, ওর প্রস্রাব সবগুলি আল্লাহর পথে। আর শাইতানের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে ঘোড় দৌড় ও জুয়াবাজীর উদ্দেশে রাখা হয়। মানুষের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া

যাকে মানুষ শুধুমাত্র ওর পেটের উদ্দেশে বেঁধে রাখে। সুতরাং ওটা হচ্ছে তার পক্ষে দারিদ্রতার মুকাবিলায় রক্ষা-কবচ স্বরূপ।' (আহমাদ ১/৩৯৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লিখা থাকবে। ওটা হচ্ছে সাওয়াব ও গানীমাত। (ফাতহুল বারী ৬/৬৬)

تُرْهِبُونَ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা ভয় প্রদর্শন করবে। **عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ** আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ কাফিরদেরকে।

وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানু কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এর দ্বারা পারস্যবাসীকে বুঝিয়েছেন। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে মুনাফিক। (তাবারী ১৪/৩৬) আর এ উক্তিটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্যও বটে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَـٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০১) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ জিহাদে তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত

শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬১)

৬১। যদি তারা (কাফিরেরা) সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধি করতে আগ্রহী হও, আর আল্লাহর উপর ভরসা কর, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।	٦١. وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
৬২। আর তারা যদি তোমাকে প্রতারিত করার ইচ্ছা করে তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি এমন (মহাশক্তিশালী) যে, (গাইবি) সাহায্য (মালাইকা) দ্বারা এবং মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।	٦٢. وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ
৬৩। আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহাশক্তিমান ও মহাকৌশলী।	٦٣. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

কাফিরেরা শান্তি চাইলে তাদের সাথে চুক্তি করা যাবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ 'হে নাবী! তুমি যদি মুশরিক ও কাফিরদের খিয়ানাতের ভয় কর তাহলে সমতা রক্ষা করে তাদেরকে চুক্তি ও সন্ধিপত্র বাতিল করে দেয়ার সংবাদ অবহিত করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। আর যদি আবার তারা সন্ধির প্রস্তাব দেয় তাহলে পুনরায় সন্ধি করে নাও।' এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ায় মাক্কার কুরাইশদের সাথে কয়েকটি শর্তের উপর নয় বছরের মেয়াদে সন্ধি করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার পরে সত্বরই মতভেদ সৃষ্টি হবে। সুতরাং যদি তা মিটিয়ে নেয়া সম্ভব হয় তাহলে তা করে নিবে। (আহমাদ ১/৯০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ যারা শান্তিতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহয় অবিশ্বাস করেনা তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হও। فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ তারা যদি চুক্তির মাধ্যমে কোন চক্রান্তের আশ্রয় নেয় তাহলে জেনে রেখ যে, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাতের স্মরণ করানো

এরপর আল্লাহ তা'আলা নিজের বড় নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ আমি স্বীয় ফায্ল ও কারমে মুহাজির ও আনসারগণের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছি। তাদেরকে তোমার প্রতি ঈমান আনার ও তোমার আনুগত্য করার তাওফীক দান করেছি।

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ তুমি যদি সারা দুনিয়ার ধন ভাণ্ডারও ব্যয় করতে তবুও তাদের মধ্যে সেই প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেনা যা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরাতন শত্রুতা দূর করে দিয়েছেন। আউস ও খাযরাজ নামক আনসারগণের দু'টি গোত্রের মধ্যে অজ্ঞতার যুগে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। তারা সব সময় কাটাকাটি, মারামারি করত। ঈমানের আলো তাদের সেই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে আনসারের দল! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়ে আল্লাহর অনুগ্রহে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করিনি? তোমরা দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ কি তোমাদেরকে সম্পদশালী করেননি? তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, তারপর আমার মাধ্যমে কি আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটাননি? 'এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে আনসারগণ বলছিলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪, মুসলিম ২/৭৩৮) মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইন'আম ও ইকরামের বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর মর্যাদা ও নৈপুন্যের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি মহান ও সর্বোচ্চ এবং যে ব্যক্তি তাঁর রাহমাতের আশা রাখে সে নিরাশ হয়না। তিনি স্বীয় কাজ-কর্মে ও হুকুম দানে মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

৬৪। হে নাবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহই যথেষ্ট।	٦٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
৬৫। হে নাবী! মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর,	٦٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ	তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তাহলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই, কিছুই বোঝেনা।
٦٦. ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ	৬৬। আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, এতদসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্যশীল লোক থাকলে তারা দু'শ' জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর এক হাজার জন থাকলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

জিহাদের প্রতি মু'মিনদের উদ্বুদ্ধ করণ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি

দান করছেন যে, তিনি তাঁদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করবেন, যদিও তারা সংখ্যায় অধিক ও তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বেশী, আর মুসলিমরা সংখ্যায় কম এবং তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রও নগণ্য। মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ 'আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং যে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম তোমার সাথে রয়েছে তাদের দ্বারাই তুমি সফলতা লাভ করবে।' এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ তুমি মু'মিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিতে থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করার সময় এবং মুকাবিলার সময় সৈন্যবাহিনীর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। বদর যুদ্ধের দিন তিনি তাঁদেরকে বলেন ঃ 'উঠ, ঐ জান্নাত লাভ কর যার প্রস্থ হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান।' এ কথা শুনে উমায়ের ইব্ন হুমাম (রাঃ) বলেন ঃ 'প্রস্থ এত বেশী?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এতটাই বটে।' তখন তিনি বলেন ঃ 'বাহ! বাহ!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে বলেন ঃ 'এ কথা তুমি কি উদ্দেশে বললে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি এ কথা এ আশায় বললাম যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও একটি জান্নাত দান করবেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তুমি সত্যিই জান্নাত লাভ করবে।' তিনি তখন উঠে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তরবারীর কোষ ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যা কিছু খেজুর ছিল তা খেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ 'এগুলি খাওয়া পর্যন্ত আমি বিলম্ব করতে পারিনা। সুতরাং তিনি ওগুলি হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং আক্রমণে উদ্যত হয়ে সিংহের ন্যায় শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সুতীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা কাফিরদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন! (মুসলিম ৩/১৫১১) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান পূর্বক নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ তোমাদের বিশজন মুসলিম দু'শজন কাফিরের উপর বিজয়ী হবে এবং একশ'জন এক হাজারের উপর জয়যুক্ত হবে। মোট কথা, একজন মুসলিম দশজন কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে। অতঃপর এ হুকুম

মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু সুসংবাদ বাকী রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারাক (রহঃ) বলেন, জারীর ইব্‌ন হাজিম (রহঃ) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, যুবাইর ইবনুল খিররিত (রহঃ) তাকে বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেছেন ঃ যখন মুসলিমদের কাছে এটা কঠিন ঠেকল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দিলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা বোঝা হালকা করে দিলেন। কিন্তু সংখ্যা যতটা কম হয়ে গেল সেই পরিমাণ ধৈর্যও কম হল। (আবূ দাঊদ ৩/১০৫, ফাতহুল বারী ৮/১৬৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন মুসলিমদের কাছে আয়াতটি খুবই কঠিন মনে হল। কারণ দুইশত লোকের মুকাবিলায় বিশজন কিংবা এক হাজার লোকের মুকাবিলায় একশত জন মুসলিমের যুদ্ধ করা খুবই কঠিন। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে এ আয়াতটি বাতিল করে আর একটি আয়াত নাযিল করেন।

الآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا *আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন।* এখন এই হুকুম হল যে, তাদের দ্বিগুণ সংখ্যা অর্থাৎ একশ' জন মুসলিম যেন দু'শ' জন কাফির থেকে পলায়ন না করে। সুতরাং পূর্বের হুকুম মু'মিনদের কাছে কঠিন হওয়ার কারণে তাদের দুর্বলতা কবূল করে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দেন। অতএব যুদ্ধের মাইদানে কাফিরদের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া অবস্থায় মুসলিমদের পিছনে সরে যাওয়া উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, তাদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণের বেশি হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব নয় এবং ঐ অবস্থায় তাদের পিছনে সরে যাওয়া জায়িয। (বুখারী ৪৬৫২-৪৬৫৩)

৬৭। কোন নাবীর পক্ষে তখন পর্যন্ত বন্দী (জীবিত) রাখা শোভা পায়না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রু বাহিনী নির্মূল না হয়, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কামনা করছ, আর আল্লাহ চান	٦٧. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ

তোমাদের পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأَخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
৬৮। আল্লাহর লিপি পূর্বেই লিখিত না হলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হত।	٦٨. لَّوۡلَا كِتَـٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ
৬৯। সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গাণীমাত রূপে লাভ করেছ তা হালাল ও পবিত্র রূপে ভোগ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।	٦٩. فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَـٰلاً طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি তাদের বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা এই বন্দীদেরকে তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন। বল, তোমাদের ইচ্ছা কি?’ উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদেরকে হত্যা করা হোক।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এরা কাল পর্যন্তও তোমাদের ভাইই ছিল।’ এবারও উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে একই উত্তর দিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদের ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং

পুনরায় ঐ একই কথা বললেন। এবার আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে আরয করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মত এই যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করুন।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা থেকে চিন্তার লক্ষণ দূর হয়। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে সকলকেই মুক্ত করে দেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ আয়াত (৮ ঃ ৬৭) অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৩/২৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল্লাহর কিতাবে প্রথম থেকেই যদি তোমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল রূপে লিপিবদ্ধ না করা হত এবং 'বর্ণনা করে দেয়ার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করিনা' এটা যদি আমার নীতি না হত তাহলে যে ফিদইয়া বা মুক্তিপণ তোমরা গ্রহণ করেছ তার কারণে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতাম। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ফাইসালা করে রেখেছিলেন যে, কোন বদরী সাহাবীকে তিনি শাস্তি দিবেননা। তাদের জন্য ক্ষমা লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। উম্মুল কিতাবে তোমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল বলে লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং গানীমাতের মাল তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র। ইচ্ছামত তোমরা তা খাও, পান কর এবং নিজেদের কাজে লাগাও।' পূর্বেই এটা লিখে দেয়া হয়েছিল যে, এই উম্মাতের জন্য এটা হালাল। এটাই ইব্ন জারীরের (রহঃ) নিকট পছন্দনীয় উক্তি। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আল আমাশও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন বলে জানা যায়। (তাবারী ১৪/৬৫-৬৯)

আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এর সাক্ষ্য মিলে। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নাবীকে প্রদান করা হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় ও প্রভাব দ্বারা বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) যমীনকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। (৩) গানীমাতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারও জন্য হালাল ছিলনা। (৪) আমাকে শাফাআ'তের অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে বিশেষভাবে তাঁর

নিজের কাওমের কাছে প্রেরণ করা হত। কিন্তু আমি সাধারণভাবে সকল মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছি।' (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০)

আমাস (রহঃ) আবূ সালিহ (রহঃ) থেকে বলেছেন ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাদের ছাড়া আর কোন মানুষের জন্য গানীমাতের মাল হালাল করা হয়নি।' এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা যে গানীমাতের মাল লাভ করেছ তা হালাল ও পবিত্ররূপে আহার কর।' (তিরমিযী ৮/৪৭৪, নাসাঈ ৬/৩৫২) সাহাবীগণ কয়েদীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে যে, প্রত্যেকের নিকট থেকে চারশ (দিরহাম) করে আদায় করা হয়েছিল। সুতরাং প্রসিদ্ধ উলামার মতে প্রতি যুগের ইমামের এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে বন্দী কাফিরদেরকে হত্যা করতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু কুরাইযার বন্দীদেরকে হত্যা করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে আযাদ করে দিয়েছিলেন। আবার ইচ্ছা করলে মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে মুক্ত করে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামাহ ইব্ন আকওয়া গোত্রের এক মহিলা ও তার মেয়েকে মুশরিকদের নিকট মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে তাদেরকে প্রদান করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে ঐ বন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে।

৭০। হে নাবী! তোমাদের হাতে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে অবগত হন তাহলে তোমাদের হতে (মুক্তিপণ রূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

٧٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرًا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৭১। আর তারা যদি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে তাহলে এর পূর্বে আল্লাহর সাথেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সুতরাং তিনি তাদের উপর তোমাকে শক্তিশালী করেছেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।	٧١. وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

কাফির বন্দীদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তারা মুসলিম হলে, যা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশি দেয়া হবে

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিন বলেছিলেন ঃ 'নিশ্চিতরূপে আমি অবগত আছি যে, কোন কোন বানু হাশিমকে জোরপূর্বক এই যুদ্ধে বের করে আনা হয়েছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার তাদের মোটেই ইচ্ছা ছিলনা। সুতরাং বানু হাশিমকে হত্যা করনা, আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশামকেও মেরে ফেলনা এবং আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকেও হত্যা করনা। লোকেরা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সাথে টেনে এনেছে।' তখন আবূ হুযাইফা ইব্‌ন উৎবা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে, আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের ভাইদেরকে এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে হত্যা করব, আর আব্বাসকে (রাঃ) ছেড়ে দিব? আল্লাহর শপথ! যদি আমি তাকে পেয়ে যাই তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব।' এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলে তিনি বলেন 'হে আবূ হাফ্‌স! (এটা ছিল উমারের (রাঃ) কুনিয়াত বা উপনাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার মুখে কি তরবারীর আঘাত করা হবে?' উমার (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল প্রথম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 'আবূ হাফস' বলে ডাকলেন। তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুমতি হলে আমি আবূ হুযাইফার (রাঃ) গর্দান উড়িয়ে দিব। আল্লাহর শপথ! সে মুনাফিক হয়ে গেছে।' আবূ হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমার সেই দিনের কথার খটকা আজ পর্যন্তও রয়েছে। ঐ কথার জন্য আমি আজও ভীত আছি। আমিতো ঐ

দিনই শান্তি লাভ করব যে দিন আমার এই কথার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আর সেই কাফফারা হচ্ছে এই যে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাব।' আবূ হুযাইফা (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন! (তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৪/১০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে দিন বদরী বন্দীরা গ্রেফতার হয়ে আসে সেই রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম হয়নি। সাহাবীগণ কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'এই কয়েদীদের মধ্য থেকে হাতে-পায়ে বেড়ি পরানোর কারণে, আমার চাচা আব্বাসের (রাঃ) কান্নাকাটির শব্দ আমার কানে আসছে, তোমরা তার বন্ধন খুলে দাও।' তখন সাহাবীগণ তাঁর বন্ধন খুলে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমোতে যান। (তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৪/১৩, মুরসাল) মূসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) ইব্ন শিহাব (রহঃ) হতে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, কোন কোন আনসারী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'আমরা আপনার চাচা আব্বাসকে (রাঃ) মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিতে চাই।' কিন্তু সমতা কায়েমকারী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, আল্লাহর শপথ! তোমরা এক দিরহাম কম করনা। বরং পূর্ণ মুক্তিপণ আদায় কর।' (ফাতহুল বারী ৭/৩৭৩) ইউনুস ইব্ন বিক্কির (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন রূম্মান (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, অনেকে তাকে বলেছেন যে, কুরাইশরা মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। প্রত্যেকেই ধার্যকৃত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ কয়েদীকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো মুসলিমই ছিলাম।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আপনি যদি মুসলিম হন আল্লাহ তা জানেন। যদি আপনার কথা সত্য হয় তাহলে আল্লাহ আপনাকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। কিন্তু আহকাম বাহ্যিকের উপর জারী হয়ে থাকে বলে আপনাকে আপনার মুক্তিপণ আদায় করতেই হবে। তাছাড়া আপনার দু'ভ্রাতুস্পুত্র নাওফেল ইব্ন হারিস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব ও আকীল ইব্ন আবী তালিব ইব্ন আবদিল মুত্তালিবের মুক্তিপণ আপনাকে আদায় করতে হবে। আরও আদায় করতে হবে আপনার মিত্র উৎবা ইব্ন আমরের মুক্তিপণ, যে বানু হারিস ইব্ন ফাহরের গোত্রভুক্ত।' আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছেতো এত অর্থ নেই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আপনার ঐ অর্থ/সম্পদ কোথায় গেল যা আপনি ও উম্মুল ফাযল যমীনে পুঁতে রেখেছেন আর তাকে বলেছেন, 'যদি এই

যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয় তাহলে এই সম্পদ হবে বানুল ফায্‌ল, আবদুল্লাহ এবং কাসামের।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে আব্বাস (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমার এই সম্পদ পুঁতে রাখার ঘটনা আমি ও উম্মুল ফায্‌ল (তাঁর স্ত্রী) ছাড়া আর কেহই জানেনা! আচ্ছা, এক কাজ করুন যে, আমার নিকট থেকে আপনার সেনাবাহিনী বিশ আওকিয়া সোনা প্রাপ্ত হয়েছে, ওটাকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কখনও নয়। ওটাতো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন।' সুতরাং আব্বাস (রাঃ) নিজের, তাঁর দুই ভাইয়ের ছেলের এবং তাঁর মিত্রের মুক্তিপণ নিজের পক্ষ হতে আদায় করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

হে নাবী! তোমাদের হাতে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে অবগত হন তাহলে তোমাদের হতে (মুক্তিপণ রূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৭০) আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার এই ঘোষণা কার্যকরী হয়েছে। আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে আমার এই বিশ আওকিয়ার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে বিশটি গোলাম দান করেছেন। সাথে সাথে আমি এ আশাও করছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।' (কুরতুবী ৮/৫২)

হাফিয আবূ বাকর আল বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাহরাইন হতে মালামাল আসে। তিনি সাহাবীগণকে বলেন ঃ 'এগুলি বিতরণের জন্য আমার মাসজিদে নিয়ে যাও।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অন্য সময় যে মাল এসেছিল, ওগুলির চেয়ে এটাই ছিল অধিক মাল অর্থাৎ এর পূর্বে বা পরে এত অধিক মালামাল তাঁর কাছে আর আসেনি। অতঃপর তিনি সালাতের জন্য বেরিয়ে আসেন। সালাত আদায় করার পর তিনি ঐ মালের কাছে বসে পড়লেন এবং যাকেই দেখলেন তাকেই দিলেন। ইতোমধ্যে আব্বাস (রাঃ) এসে গেলেন এবং বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকেও দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ ‘আপনি নিজের হাতেই নিয়ে নিন।’ তিনি যতক্ষণ পারলেন তা তার চাদরে পুটলি বাঁধলেন। কিন্তু ওটা ওযনে ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে উঠাতে পারলেননা। সুতরাং বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেহকে এটা আমার কাঁধে উঠিয়ে দিতে বলুন।’ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘কেহকে আমি এটা উঠিয়ে দিতে বলবনা।’ তখন তিনি বললেন ঃ ‘তাহলে দয়া করে আপনিই উঠিয়ে দিন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে কিছু কম করতেই হল। অতঃপর তিনি ওটা কাঁধে উঠিয়ে চলতে শুরু করলেন। তার এ লোভ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে চেয়েই থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি তাঁর দৃষ্টির অন্তরাল হলেন। যখন সমস্ত মাল বন্টিত হয়ে গেল এবং একটা মুদ্রাও বাকী থাকলনা তখন তিনি ওখান থেকে উঠলেন। (বুখারী ৪২১, ৩০৪৯, ৩১৬৫; বাইহাকী ৬/৩৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن يُرِيدُوا۟ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ এ লোকগুলো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তারা আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং তাদের দ্বারা এটাও সম্ভব যে, এখন মুখে তারা যা প্রকাশ করছে, অন্তরে হয়তো এর বিপরীত কিছু গোপন করছে। এতে ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। এখন যেমন আল্লাহ তা‘আলা এদেরকে বদরের যুদ্ধের পর তোমার আয়ত্বাধীনে রেখেছেন, এরূপই তিনি সব সময়েই করতে সক্ষম। আল্লাহর কোন কাজই জ্ঞান ও হিকমাত থেকে শূন্য নয়।

৭২। যারা ঈমান এনেছে, দীনের জন্য হিজরাত করেছে, নিজেদের জানমাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করেনি, তারা হিজরাত না	٧٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, কিন্তু তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হয় তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে তোমাদের এবং যে জাতির মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়, তোমরা যা করছ আল্লাহ তা খুব ভাল রূপেই লক্ষ্য করেন।

মুহাজির এবং আনসারগণ একে অন্যের সহায়তাকারী

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের প্রকারভেদ বর্ণনা করছেন। প্রথম হলেন মুহাজির যারা আল্লাহর নামে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। তারা একমাত্র আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশে নিজেদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের পরিত্যাগ করেছেন। তারা জীবনকে জীবন মনে করেননি এবং সম্পদকে সম্পদ মনে করেননি। দ্বিতীয় হলেন মাদীনার আনসারগণ, যারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের সম্পদের অংশ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তারা সব পরস্পর একই। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। একজন মুহাজিরকে একজন আনসারীর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ১২/৩০) এই বানানো ভাই আত্মীয়তাকেও হার মানিয়েছিল। তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতেন। পরে এটা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুহাজির ও আনসার একে অপরের সহযোগী/ওলী এবং মাক্কা বিজয়ের আযাদকৃত কুরাইশ ও আযাদকৃত বানু সাকীফ কিয়ামাত পর্যন্ত একে অপরের সহযোগী।

(আহমাদ ৪/৩৬৩) মুহাজির ও আনসারের প্রশংসায় অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ

আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০০) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ

আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এক সংকট মুহুর্তে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ. وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ

ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাইতো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৮-৯) আল্লাহর তরফ থেকে সবচেয়ে যে উত্তম বাণী তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তা হল ঃ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟

এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করেনা। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৯) এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আনসারগণের উপর মুহাজিরদের অগ্রগন্যতা প্রমাণ করছে। তবে আলেমদের মাঝে এ বিষয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে।

যে সকল মুসলিম হিজরাত করেনি গাণীমাতে তাদের অধিকার

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا۟ যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরাত করেনি, তারা হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই। এটা হচ্ছে মু'মিনদের তৃতীয় প্রকার। এরা হচ্ছে ওরাই যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু নিজেদের জায়গায়ই অবস্থানরত ছিল। গানীমাতের মালে তাদের কোন অংশ ছিলনা এবং এক পঞ্চমাংশেও ছিলনা। তবে হ্যাঁ, তারা কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে সেটা অন্য কথা।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, বুরাইদাহ ইবনুল হাসিব আল আসলামী (রাঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাতেন তখন বাহিনীর প্রধানকে উপদেশ দিতেন যে, তিনি যেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখেন এবং মুসলিমদের সাথে সদা সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করেন। তিনি আরও বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর পথে জিহাদ কর, আল্লাহর সাথে কুফরীকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের শত্রু মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার পর তাদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবে। এ তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করলে তাদের থেকে বিরত থাকেবে। প্রথমে তাদের সামনে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণকে স্বীকার করে নিবে। অতঃপর তাদেরকে বলবে যে, তারা যেন

কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে মুহাজিরদের কাছে চলে যায়। যদি তারা এ কাজ করে তাহলে মুহাজিরদের জন্য যেসব হক রয়েছে, তাদের জন্যও সেই সব হক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মুহাজিরদের উপর যা রয়েছে তাদের উপরও তা'ই থাকবে। অন্যথায় এরা গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য মুসলিমদের মত হয়ে যাবে। ঈমানের আহ্‌কাম তাদের উপর জারী হবে। 'ফাই' ও গানীমাতের মালে তাদের কোন অংশ থাকবেনা যতক্ষণ না তারা কোন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয় তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করবে। যদি তারা মেনে নেয় তাহলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করবে। যদি তারা এর কোনটাই স্বীকার না করে তাহলে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রেখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দাও। (আহমাদ ৫/৩৫২, মুসলিম ৩/১৩৫৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ যে গ্রাম্য মুসলিমরা হিজরাত করেনি, তারা যদি কোন সময় তোমাদের কাছে দীনের দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রত্যাশী হয় তাহলে তাদের সাহায্য কর। তারা তোমাদের মুসলিম ভাই। কিন্তু যদি তারা এমন মুশরিকের মুকাবিলায় তোমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে সাবধান! তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করনা এবং শপথও ভেঙ্গে দিওনা।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৪/৮৩)

৭৩। যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।	٧٣. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

কাফিরেরা একে অন্যের বন্ধু, মুসলিমদের নয়

উপরে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন যে, মু'মিনরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর এখানে তিনি বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা একে অপরের বন্ধু এবং তিনি মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। যেমন মুসতাদরাক হাকিমে উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি ভিন্ন মাযহাবের লোক একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। না পারে মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে এবং না পারে কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে।' অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ** এ আয়াতটিই পাঠ করেন। (হাকিম ২/২৪০) সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ১২/৫১, মুসলিম ৩/১২৩৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ আয়াতের এই শব্দগুলির ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা যদি মুশরিকদের থেকে দূরে না থাক এবং মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না কর তাহলে ভীষণ ফিতনা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কাফিরদের সাথে মুসলিমদের এই মেলামেশা খারাপ পরিণতি টেনে আনবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

৭৪। যারা ঈমান এনেছে, (দীনের জন্য) হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা (মু'মিন-দেরকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং যাবতীয় সাহায্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, তারাই হল প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।	٧٤. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
৭৫। আর যারা এর পরে ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রে জিহাদ	٧٥. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ مَعَكُمْ

فَأُوْلَـٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	**করেছে, তারা তোমাদেরই অন্ত-র্ভুক্ত; আল্লাহর বিধানে আত্মীয়গণ একে অন্যের অপেক্ষা বেশি হকদার, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে ভাল রূপে অবহিত।**

মুসলিমরাই সত্যের পথে আছে

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের পার্থিব হুকুম বর্ণনা করার পর আখিরাতে তাদের জন্য কি রয়েছে তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি তাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ করছেন। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা দান প্রাপ্ত হবে। তাদের পাপসমূহ, যদি থাকে, আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তারা সম্মানজনক জীবিকা লাভ করবে, যা হবে চিরস্থায়ী এবং পাক ও পবিত্র। সেগুলি হবে বিভিন্ন প্রকারের উপাদেয় খাদ্য এবং সেগুলি কখনও নিঃশেষ হবেনা। তাদের যারা অনুসারী এবং ঈমানে ও ভাল আমলে তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী তারাও আখিরাতে সমমর্যাদা লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০০)

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো

দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ১০) এটা সর্বসম্মত মত। এমন কি মুতাওয়াতির হাদীসেও রয়েছে, মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন কাওমের সাথে ভালবাসা রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, তার হাশরও ওদের সাথেই হবে। (তাবারানী ৩/১৯)

মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট লোকদের জন্য নির্ধারিত

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ এখানে উলুল আরহামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। উলুল আরহাম দ্বারা ঐ আত্মীয়দের উদ্দেশ্য করা হয়নি যাদেরকে ফারায়েয শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় উলুল আরহাম বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই এবং যারা আসাবাও নয়। আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যেসব ওয়ারিশের অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ যেসব ওয়ারিশ পেয়ে থাকে তাদেরকে ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা বলে। যেমন মামা, খালা, ফুফু, কন্যার ছেলেমেয়ে, বোনের ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। কারও কারও মতে এখানে উলুল আরহাম দ্বারা এদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁরা এ আয়াতটিকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে স্পষ্টভাবে ওলী বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং সঠিক কথা এই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মিত্রদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া এবং বানানো ভাইদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া, যে প্রথা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল তা এ আয়াতটি দ্বারা মানসূখ বা রহিতকারী। (তাবারী ১৪/৯০) সুতরাং এটা বিশেষ নামের সাথে ফারায়েযের আলেমদের যাবিল আরহামকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যারা এদেরকে ওয়ারিস বলেননা তাদের কয়েকটি দলীল রয়েছে। তাদের সবচেয়ে মযবুত দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি ঃ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়াত নেই।' (আবূ দাঊদ ৩/২৯১)

সূরা আনফাল এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯ ঃ তাওবাহ, মাদানী	٩ - سورة التوبة، مَدَنِيَّةٌ
(আয়াত ঃ ১২৯, রুকু ঃ ১৬)	(اٰيَاتُهَا : ١٢٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١٦)

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অব্যাহতি (ঘোষনা করা) হচ্ছে ঐ মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করেছিলে।	١. بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
২। সুতরাং (হে মুশরিকরা!) তোমরা এই ভূ-মন্ডলে চার মাস বিচরণ করে নাও এবং জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থ করবেন।	٢. فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَـٰفِرِينَ

সূরা তাওবাহর শুরুতে কেন ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ নেই

সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্য সূরার প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ লিপিবদ্ধ করার কথা। কিন্তু এই সূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহা লিখেননি এবং এই সূরা কোন্ সূরার অংশ তাও বলেননি। সুতরাং মাসহাফ-ই উসমানীতেও (তৃতীয় খালীফা উসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন) এর প্ররাম্ভে ‘বিসমিল্লাহ’ লিখা হয়নি। সূরা আনফাল এই সূরার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় উহা এর পূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সূরাটি আনফালের সাথে পঠিত হলে এর পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’ পাঠ করতে হয়না, অন্যথায় পাঠ করতে হয়। সূরাটির আর একটি নাম ‘বারাআা’। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত তরজমা কুরআনুল কারীম দ্রষ্টব্য)

এই সম্মানিত সূরাটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরা। সহীহ বুখারীতে বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে ঃ

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِ

তারা তোমাদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭৬) এ আয়াতটি এবং সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সূরা বারাআত। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৭) এই সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ লিখিত না থাকার কারণ এই যে, সাহাবীগণ আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফফানকে (রাঃ) অনুকরণ করে কুরআনে এই সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ লিখেননি।

এই সূরার প্রথম অংশ ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন। ওটা হাজ্জের মওসুম ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাজ্জ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। মুশরিকরা নিজেদের অভ্যাস মত হাজ্জ করতে এসে উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হতে অপছন্দ করেন এবং আবূ বাকরকে (রাঃ) ঐ বছর হাজ্জের ইমাম বানিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা করান, যেন তিনি মুসলিমদেরকে হাজ্জের আহকাম শিক্ষা দেন এবং মুশরিকদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, তারা যেন আগামী বছর হাজ্জ করতে না আসে। আর জনসাধারণের মধ্যে তিনি যেন সূরা বারাআতেরও ঘোষণা শুনিয়ে দেন بَرَاءةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِه। আবূ বাকরের (রাঃ) গমনের পর তার পিছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকেও (রাঃ) পাঠিয়ে দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁর নিকটতম আত্মীয় হিসাবে তিনিও যেন তাঁর বার্তা পৌঁছে দেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ আসছে।

মূর্তি পূজক কাফিরদের সাথের চুক্তি বাতিল করণ

ঘোষণা হচ্ছে ঃ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِه এটা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে সম্পর্ক ছিন্নতা।' কেহ কেহ বলেন যে, এই ঘোষণা ঐ চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে, যার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট ছিলনা বা যাদের সাথে চার মাসের কম সময়ের জন্য চুক্তি ছিল। কিন্তু যাদের

সাথে চুক্তির মেয়াদ দীর্ঘ ছিল ওটা যথা নিয়মে বাকী থেকে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡ

সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৪) আবূ মাশার আল মাদানী (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বাকরকে (রাঃ) হাজ্জের আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এবং আলীকে (রাঃ) এই সূরাটির ত্রিশ অথবা চল্লিশটি আয়াতসহ পাঠিয়ে দেন। মূর্তি পূজকদেরকে যিলহাজ্জ মাসের ২০ দিন, মুহাররাম, সফর এবং রাবিউল আউওয়াল মাস ও রাবিউস সানি মাসের দশ দিন সময় বেঁধে দেয়া হয়। তাদের তাবুতে গিয়ে গিয়ে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়। তিনি আরাফার মাঠে গিয়ে আয়াতগুলি তাদেরকে পাঠ করে শোনান এবং মূর্তি পূজকদের চার মাসের মেয়াদ বেঁধে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে তারা যেখানে খুশি চলাফিরা করতে পারবে। তিনি আরাফার মাঠে মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশও শুনিয়ে দেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ না করে। (তাবারী ৬/৩০৪)

৩। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হাজ্জের তারিখসমূহে জনগণের সামনে ঘোষনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এই মুশরিকদের (নিরাপত্তা প্রদান করা) হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন; তবে যদি তোমরা তাওবাহ কর তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখ যে, তোমরা

٣. وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ ۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۖ وَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ

আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা, আর (হে নাবী!) এই কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।	مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এটা হয়েছে আবার বড় হাজ্জের দিন অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের দিন, যা হাজ্জের সমস্ত দিন অপেক্ষা বড় ও উত্তম। ঐ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত, অসন্তুষ্ট ও পৃথক। তবে হে মুশরিকের দল! এখনও যদি তোমরা পথভ্রষ্টতা, শির্ক এবং দুষ্কার্য পরিত্যাগ কর তাহলে তা তোমাদের পক্ষে উত্তম হবে।

وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ আর যদি পরিত্যাগ না কর এবং পথভ্রষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে তোমরা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে এখনও নও এবং ভবিষ্যতেও থাকবেনা। আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা। তিনি তোমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি কাফিরদেরকে দুনিয়ায়ও শাস্তি প্রদান করবেন এবং পরকালেও আযাবে নিপতিত করবেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'কুরবানীর দিন (১০ যিলহাজ্জ) আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে লোকদের মধ্যে ঐ কথা প্রচার করতে পাঠালেন যার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। আমি ঘোষণা করে দিলাম ঃ এই বছরের পর কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করে। হুমাইদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) পাঠান যে, তিনি যেন জনগণের মধ্যে সূরা তাওবাহ প্রচার করেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ সুতরাং তিনি মিনায় আমাদের সাথে ঈদের দিন ঐ আহকামই প্রচার করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৮)

অন্য এক হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ কুরবানীর দিন আবূ বাকর (রাঃ) আরও কয়েকজন ঘোষনাকারীর সাথে আমাকে মিনায় এই ঘোষনা দিতে পাঠালেন যে, পরবর্তী বছর থেকে কোন মূর্তি পূজককে হাজ্জ পালন করতে দেয়া হবেনা এবং কোন বস্ত্রহীন লোককে কা'বার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। ঐ বছর আবূ বাকর (রাঃ) হাজ্জ কাফিলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পরের বছর অর্থাৎ বিদায় হাজ্জের বছর যখন রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জ পালন করেন তখন মুশরিকদের কেহ হাজ্জ পালন করেনি। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন সূরা বারাআহ (তাওবাহ) অবতীর্ণ হয় ঐ সময় আবূ বাকর (রাঃ) লোকদের হাজ্জ পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ আয়াতগুলি কি আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে? তখন তিনি বললেন ঃ আমার কাছ থেকে না শুনতে পেলে লোকেরা এটা গ্রহণ করবেনা, এমন কেহকে বলতে হবে যে আমার পরিবারের লোক। অতঃপর তিনি আলীকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ সূরার এই অংশটুকু তুমি সাথে নিয়ে যাও এবং কুরবানীর দিন যখন সবাই মিনায় সমবেত হবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে ঃ কোনো অবিশ্বাসী কাফির কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। এ বছরের পরে আর কোন মূর্তিপূজক হাজ্জ করতে অনুমতি পাবেনা। বস্ত্রহীন অবস্থায় কেহ কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাদের চুক্তি রয়েছে তার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এর পরে আর মেয়াদ বাড়ানো হবেনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উট 'আল আযবা' এর উপর সাওয়ার হয়ে আলী (রাঃ) রওয়ানা হন এবং কাফিলার নেতৃত্ব দেয়া আবূ বাকরের (রাঃ) সাথে পথে মিলিত হন। আবূ বাকর (রাঃ) আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি হাজ্জ কাফিলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এসেছেন, নাকি সফর সঙ্গী হিসাবে এসেছেন? আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন, সফর সঙ্গী হিসাবে। তারা উভয়ে চলতে থাকলেন। আবূ বাকর (রাঃ) হাজ্জ কাফিলা নিয়ে যখন পৌঁছেন তখন মাক্কার লোকেরা জাহিলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী তাদের তাবুতে স্থান নিয়ে নিয়েছে। কুরবানীর দিন আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং ঘোষনা করেন ঃ হে লোকসকল! কোনো অবিশ্বাসী কাফির কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। পরের বছর থেকে কোনো মূর্তিপূজক আর হাজ্জ করার অনুমতি পাবেনা। বিবস্ত্র অবস্থায় কেহ কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা এবং যাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তি রয়েছে তা চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ফলে পরের বছর থেকে কোনো মূর্তিপূজক আর হাজ্জ করেনি কিংবা বস্ত্রহীন অবস্থায় কেহ তাওয়াফ করেনি। মিনার ঘোষনার পর যাদের সাথে কোনো চুক্তি

ছিলনা তারা এক বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদন করে এবং যাদের সাথে চুক্তি ছিল তাদের সাথের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। (তাবারী ১৪/১০৭)

৪। কিন্তু হ্যাঁ ঐ সব মুশরিক হচ্ছে স্বতন্ত্র যাদের নিকট থেকে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কেহকেও সাহায্য করেনি। সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের পছন্দ করেন	٤. إِلَّا ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَـٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

স্বাক্ষরিত চুক্তি উহার মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকা

পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলি এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তু একই। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যাদের সাথে সাধারণভাবে (কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট না করে) সন্ধি (চুক্তি) ছিল তাদেরকেতো চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়, এর মধ্যে তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারবে। আর যাদের সাথে কোন একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সন্ধি-চুক্তি হয়েছে ঐসব চুক্তি ঠিক থাকবে, যদি তারা চুক্তির শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা নিজেরাও মুসলিমদেরকে কোন কষ্ট দেয়না এবং মুসলিমদের শত্রুদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করেনা। যারা ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

৫। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখ	٥. فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍۢ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ, পরম করুণাময়।**

যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক আয়াত

মুজাহিদ (রহঃ), আমর ইব্‌ন সুআইব (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইবন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন, চার মাসের ব্যাপারে উক্তি করা হয়েছে যে, যে মাসগুলিতে মুশরিকরা মুক্তি লাভ করেছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল- এর পরে তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে তা সূরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে। এই সূরারই অন্য আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে, যা পরে আসছে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদের যেখানেই পাবে সেখানেই তাদের সাথে যুদ্ধ করে হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'যেখানেই পাবে।' সুতরাং এটা সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই পাবে তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর ইত্যাদি। কিন্তু প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা সাধারণ নির্দেশ নয়, বরং বিশেষ নির্দেশ। হারাম এলাকায় যুদ্ধ চলতে পারেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ...

এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য এটাই প্রতিফল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯১) অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, বরং তোমাদের জন্য এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই তাদের খুঁজে খুঁজে আক্রমণ চালাবে, তাদের পথরোধ করে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যদি তারা তাওবাহ করে সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের রাস্তা খুলে দিবে এবং তাদের উপর থেকে সংকীর্ণতা উঠিয়ে নিবে।' এই আয়াতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেই আবূ বাকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মহান আল্লাহ এই আয়াতে ইসলামের রুকনগুলি তরতীব বা বিন্যাস সহকারে বর্ণনা করেছেন। বড় থেকে শুরু করে ছোটর দিকে এসেছেন। ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় রুকন হচ্ছে সালাত, যা মহামহিমান্বিত আল্লাহর হক। সালাতের পরে হচ্ছে যাকাত, যার উপকার ফকীর, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তেরা লাভ করে থাকে। এর মাধ্যমে মাখলূকের বিরাট হক, যা মানুষের দায়িত্বে রয়েছে তা আদায় হয়ে যায়। এ কারণেই অধিকাংশ জায়গায়ই আল্লাহ তা'আলা সালাতের সাথে সাথেই যাকাতের উল্লেখ করেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়।' (ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩)

যাহহাক ইব্ন মুজাহিম (রহঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে তরবারীর আয়াত যা মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত সন্ধি-চুক্তিকে কর্তন করে দিয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে যে, সূরা বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের সাথে আর কোন সন্ধি ও চুক্তি অবশিষ্ট থাকেনি।

পূর্বশর্তগুলি সমতার ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেয়া হয়। সূরা বারা'আহ (তাওবাহ) নাযিল হওয়ার পর সমস্ত চুক্তি রাবিউল আখির মাসের দশ তারিখ শেষ হয়ে যায়।

৬। মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান কর, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়; অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও, এই আদেশ এ জন্য যে, এরা এমন লোক যারা জ্ঞান রাখেনা।	٦. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

মূর্তি পূজকরা চাইলে তাদের দেশ ত্যাগ করার সুযোগ দিতে হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ আমি তোমাকে যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি তাদের মধ্য হতে কেহ যদি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে ও নিরাপত্তা দিবে, যেন তারা কুরআনুল কারীম শুনতে পায় ও তোমার কথা শোনার সুযোগ লাভ করে। আর তারা দীনের তালীম অবগত হয় এবং আল্লাহর দীনের দা'ওয়াতের পরিপূর্ণতা লাভ করে। ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ অতঃপর নিরাপত্তার মাধ্যমেই তাদেরকে তাদের স্বদেশে নির্ভয়ে পাঠিয়ে দিবে, যেন তারা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যেতে পারে। (তাবারী ১৪/১৩৯) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ এর ফলে হয়ত চিন্তা ভাবনা করে তারা সত্য দীন কবূল করে নিবে। এটা এ কারণে যে, তারা অজ্ঞ ও মূর্খ লোক। সুতরাং তাদের কাছে দীনী শিক্ষা পৌঁছে দাও যাতে আল্লাহর দা'ওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে পরে।

এ আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যদি কেহ তোমার কাছে ধর্মীয় কথা শোনার জন্য আসে সে নিরাপত্তা লাভ করবে যে পর্যন্ত সে আল্লাহর কালাম না শোনে এবং যেখান থেকে সে এসেছিল সেখানে নিরাপদে ফিরে যায়। এ জন্যই, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দীন বুঝার জন্য বা কোন বার্তা নিয়ে আসত তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর এটাই হয়েছিল। কুরাইশের যত দূত এসেছিল তাদের কোন ভয় বা বিপদ ছিলনা। উরওয়া ইব্ন মাসঊদ, মিকরাম ইব্ন হাফস, সুহাইল ইব্ন আমর প্রমুখ একের পর এক আসতে থাকে। এখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুসলিমদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যা রোম সম্রাট কাইসার এবং পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারেও তারা দেখতে পায়নি। এ কথা তারা তাদের কাওমের কাছে গিয়ে বর্ণনা করে। সুতরাং এ বিষয়টিও বহু লোকের হিদায়াতের মাধ্যম হয়েছিল। ভণ্ড নাবী মুসাইলামা কায্যাবের দূত যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি মুসাইলামার রিসালাতকে স্বীকার করেছ?' সে উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ।' তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমার নিকট দূতকে হত্যা করা যদি নাজায়িয না হত তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।' (ইব্ন হিশাম ৪/২৪৭) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কুফার শাসক থাকার সময় ঐ লোকটিকে (ইব্ন আন নাওওয়াহাহ) শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) যখন অবহিত হন যে, সে তখনও মিথ্যুক মুসাইলামাকে নাবী বলে স্বীকারকারী তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ 'এখন তুমি দূত নও। সূতরাং এখন তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।' অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক!

মোট কথা, যদি কোন অমুসলিম দেশ থেকে কোন দূত বা ব্যবসায়ী অথবা সন্ধি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কিংবা জিযিয়া আনয়নকারী ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করে এবং ইমাম বা নায়েবে ইমাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন তাহলে যে পর্যন্ত সে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করবে এবং স্বদেশে না পৌঁছবে সেই পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হারাম।

৭। এই (কুরাইশ) মুশরিকদের অঙ্গীকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কি	٧. كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ

عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ	**রূপে (বলবৎ) থাকবে যদি না তাদের সাথে তোমরা মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে অঙ্গীকার নিয়ে থাক? অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংযমশীলদের পছন্দ করেন।**

মূর্তি পূজকরা শির্ক ও কুফরী পরিত্যাগ করার নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত হুকুমের হিকমাত বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, মুশরিকদেরকে চার মাস অবকাশ দেয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দানের কারণ এই যে, তারা শির্ক ও কুফরী পরিত্যাগ করছেনা এবং সন্ধি ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিতও থাকছেনা। إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ তবে হ্যাঁ, হুদাইবিয়ার সন্ধি তাদের পক্ষ থেকে যে পর্যন্ত ভেঙ্গে না দেয়া হয় সেই পর্যন্ত তোমরাও তা ভেঙ্গে দিবেনা। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ

তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) হুদাইবিয়ায় দশ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাস হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তির মেয়াদ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হয়। তাদের মিত্র বানু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিত্র খুযাআ'র উপর আক্রমণ চালান, এমন কি হারাম এলাকায়ও তাদেরকে হত্যা করে। এটার উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর রামাযান মাসে কুরাইশদের উপর আক্রমণ চালান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মাক্কা মুকাররমার উপর বিজয় দান করেন এবং তাদের উপর তাঁকে ক্ষমতার অধিকারী করেন। তিনি বিজয় ও ক্ষমতা লাভ করার পর তাদের মধ্যে যারা ইসলাম কবূল করে তাদেরকে আযাদ করে দেন। তাদেরকেই طُلَقَاءُ বা মুক্ত বলা হয়। তারা সংখ্যায় প্রায় দু' হাজার ছিল। আর যারা কুফরীর উপরই ছিল এবং এদিক ওদিক পালিয়ে গিয়েছিল, বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাধারণভাবে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন এবং মাক্কায় আগমনের ও সেখানে নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, চার মাস পর্যন্ত তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আসা-যাওয়া করতে পারে। তাদের মধ্যেই ছিলেন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) ও ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহল (রাঃ) প্রমুখ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিটি কাজে ও পরিমাপ করণে প্রশংসিত।

৮। কি করে চুক্তি রক্ষা হবে, যদি অবস্থা এই হয় যে, তারা যদি তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে তাহলে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবেনা এবং অঙ্গীকারেরও না। তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক।	٨. كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَٰهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَـٰسِقُونَ

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতারণা এবং তাদের অন্তরের শত্রুতা থেকে মুসলিমদেরকে সতর্ক করছেন, যেন তারা তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না রাখে। তারা যেন তাদের কথা ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকে। তাদের কুফরী ও শির্ক তাদেরকে তাদের ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিবেনা। তারাতো সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্ষমতা পেলে তারা অশান্তি সৃষ্টি করবে, হত্যা যজ্ঞ

চালাবে। তারা আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবেনা এবং ওয়াদা অঙ্গীকারেরও কোন পরওয়া করবেনা। তারা তাদের সাধ্যমত তোমাদেরকে কষ্ট দিবে এবং এতে তৃপ্তি লাভ করবে।

৯। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেছে এবং তারা আল্লাহর পথ থেকে (মু'মিনদেরকে) সরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই তাদের কাজ অতি মন্দ।	٩. ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
১০। তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করেনা এবং না অঙ্গীকারের; আর তারাই সীমা লংঘনকারী।	١٠. لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ
১১। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।	١١. فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দার সাথে সাথে মু'মিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলছেন যে, **اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً** ঐ কাফিরেরা নগণ্য ও নশ্বর দুনিয়াকে মনোরম ও চিরস্থায়ী আখিরাতের বিনিময়ে পছন্দ করে নিয়েছে। তারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে সরে রয়েছে এবং

মু'মিনদেরকেও ঈমান থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ. لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً তাদের আমল অতি জঘন্য। তারা মু'মিনদের শুধু ক্ষতিই করতে চায়। তারা না কোন আত্মীয়তার খেয়াল রাখে, না চুক্তির কোন পরোয়া করে। তারা সীমালংঘন করেছে। তবে হ্যাঁ, হে মু'মিনগণ! এখনও যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদেরই লোক হয়ে যেতে পারে।

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ ... যদি তারা তাওবাহ করে অর্থাৎ মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে এবং সালাত আদায়কারী ও যাকাতদাতা হয়ে যায় তাহলে (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। তারা তখন তোমাদেরই দীনী ভাই। ইমাম বাযযার (রহঃ) বলেন ঃ 'আমার ধারণায় فَارَقَهَا وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ (অর্থাৎ সে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট) এখান থেকেই মারফূ' হাদীস শেষ এবং বাকী অংশটুকু বর্ণনাকারী রাবী ইব্ন আনাসের (রহঃ) কথা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

١٢. وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَـٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ ۙ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ	**১২। আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলিকে ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তাহলে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (এই অবস্থায়) তাদের শপথ রইলনা, হয়তো তারা বিরত থাকবে।**

মুশরিকরা তাদের শপথের কোনই মূল্য রাখেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে মুশরিকদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি হয়েছে তারা যদি তাদের শপথ ভেঙ্গে দিয়ে ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তাহলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর।

এ জন্যই আলেমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে বা দীনের উপর দোষারোপ করবে কিংবা ঘৃণার সাথে এর উল্লেখ করবে তাকে হত্যা করতে হবে।

তাদের শপথের কোনই মূল্য নেই। তাদেরকে কুফরী, শির্ক ও বিরুদ্ধাচরণ হতে ফিরিয়ে আনার এটাই পন্থা। কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মুরুব্বীজন বলেন যে, কুফরীর অগ্রনায়ক হচ্ছে আবূ জাহল, উৎবা, শাইবাহ, উমাইয়া ইব্‌ন খালফ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। একদা সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) খারেজীদের একটি লোকের পাশ দিয়ে গমন করেন। ঐ খারেজী সা'দের (রাঃ) প্রতি ইঙ্গিত করে বলে ঃ 'ইনি হচ্ছেন কুফরীর অগ্রনায়ক।' তখন সা'দ (রাঃ) বলেন ঃ 'তুমি মিথ্যা বলছ। আমি বরং কুফরীর অগ্রনায়কদেরকে হত্যা করেছি।' হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, এর পরে এই আয়াতওয়ালাদেরকে হত্যা করা হয়নি। (তাবারী ১৪/১৫৬) আলী (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। সঠিক কথা এই যে, শানে নুযূল হিসাবে এই আয়াত দ্বারা মুশরিক কুরাইশ উদ্দেশ্য হলেও আয়াতটি 'আম' বা সাধারণ। হুকুমের দিক দিয়ে তারা এবং অন্যান্য সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম (রহঃ) বলেন যে, সাফওয়ান ইব্‌ন আমর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) সিরিয়া অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার সময় তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা সেখানে এমন কতকগুলো লোককে দেখতে পাবে যাদের মাথা কামানো রয়েছে। তোমরা ঐ শাইতানের দলকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহর শপথ! তাদের একজন লোককে হত্যা করা অন্য সত্তরজন লোককে হত্যা করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদেরকে হত্যা কর।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৭৬১)

১৩। তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবেনা যারা নিজেদের শপথগুলিকে ভঙ্গ করেছে, আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে	١٣. أَلَا تُقَـٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَـٰنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم

بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	আক্রমন করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? বস্তুতঃ আল্লাহকেই তোমাদের ভয় করা উচিত, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।
١٤. قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ	১৪। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন।
١٥. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	১৫। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দান

আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিমদেরকে পূর্ণ মাত্রায় জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে বলছেন, এই চুক্তি ও শপথ ভঙ্গকারী কাফির ওরাই যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেশান্তর করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ

রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ১)

وَإِن كَادُوا۟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৬)

বিবাদ সৃষ্টি প্রথমে তারাই করেছে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যে দিন তারা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশে বের হয়েছিল। তাদের যাত্রীদলতো নির্বিঘ্নে কা'বা পৌঁছে গেল। কিন্তু তারা দম্ভ ও অহংকারের সাথে মুসলিমদেরকে পরাস্ত করার উদ্দেশে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর পূর্ণ ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তারা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, খুযাআ'র বিরুদ্ধে বানু বাকরকে সাহায্য করে। এই ওয়াদা খেলাফের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পদানত করেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ তোমরা এই (অপবিত্র) লোকদেরকে ভয় করছ? তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে আমাকে ছাড়া আর কেহকেও ভয় করা তোমাদের উচিত নয়। তিনি এরই হকদার যে, মু'মিনরা শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদেরকে ভয় করনা বরং আমাকেই ভয় কর। আমার প্রতাপ, আমার আধিপত্য, আমার শাস্তি, আমার ক্ষমতা এবং আমার অধিকার অবশ্যই এই যোগ্যতা রাখে যে, সর্ব সময়ে প্রতিটি অন্তর আমার ভয়ে কাঁপতে থাকবে। সমুদয় কাজ কারবার আমার হাতে রয়েছে। আমি যা চাই তা করতে পারি এবং করে থাকি। আমার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হতে পারেনা।'

মুসলিমদের উপর জিহাদ ফার্য হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এই কাফির ও মুশরিকদেরকে যে কোন শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু হে মু'মিনরা! তিনি তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। তাদেরকে তোমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দাও, যাতে তোমাদের মনের ঝাল ও আক্রোশ মিটে যায় এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি নেমে আসে ও প্রফুল্লতা লাভ কর। এটা সমস্ত মু'মিনের জন্য সাধারণ। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ দ্বারা খুযাআ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে যাদের উপর কুরাইশরা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। (তাবারী ১৪/১৬১)

ঐ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যকার যার প্রতি ইচ্ছা হয় তার তাওবাহ কবূল করে থাকেন। বান্দাদের জন্য কল্যাণকর কি তা তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি তাঁর সমস্ত কাজ-কর্মে, সমস্ত শরঈ বিধানে ও সমস্ত হুকুম করায় অতি নিপুণ ও বিজ্ঞানময়। তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তাই নির্দেশ দেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও হাকিম। তিনি অত্যাচার করা থেকে পবিত্র। তিনি অণু পরিমাণও ভাল বা মন্দ নষ্ট করেননা, বরং তার প্রতিদান দুনিয়ায় ও আখিরাতে দিয়ে থাকেন।

১৬। তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহতো এখনও তোমাদেরকে পরীক্ষা করেননি যে, কারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ছাড়া অন্য কেহকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করেনি? আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

١٦. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

জিহাদে অংশ নেয়া প্রকৃত মুসলিমের পরিচয়

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً হে মু’মিনগণ! এটা সম্ভব নয় যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব, অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবনা এবং দেখবনা যে, তোমাদের মধ্যে ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ঐ ব্যক্তি যে জিহাদে অগ্রগামী হয়ে অংশ নেয় এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মঙ্গল কামনা করে ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

الٓمٓ. أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ. وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ

আলিফ লাম মীম, মানুষ কি মনে করেছে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১-৩)

আর এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা এ বিষয়টিকেই أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواالْجَنَّةَ ... এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। (৩ ঃ ১৪২) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلۡخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু’মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯) সুতরাং শারীয়াতে জিহাদের বিধান দেয়ার এটাও একটা হিকমাত যে, এর দ্বারা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য হয়ে যায়। যদিও আল্লাহ সবকিছুই অবগত আছেন, যা হবে সেটাও তিনি জানেন, যা হয়নি সেটাও জানেন,

আর যখন হবে তখন ওটা কিভাবে হবে সেটাও তিনি অবগত রয়েছেন। কোন কিছু হওয়ার পূর্বেই ওর জ্ঞান তাঁর থাকে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তবুও তিনি দুনিয়ায়ও ভাল-মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশ করে দিতে চান। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদও নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন রাব্বও নেই। তাঁর ফাইসালা ও ইচ্ছাকে কেহই পরিবর্তন করতে পারেনা।

১৭। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা। তারা এমন যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।	١٧. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَـٰلِدُونَ
১৮। আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।	١٨. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

মূর্তি পূজকরা মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ** যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে তারা আল্লাহর মাসজিদগুলি আবাদ করার যোগ্যই নয়। তারাতো মুশরিক! আল্লাহর ঘরের সাথে তাদের কি সম্পর্ক? **مَسَاجِد** শব্দটিকে **مَسْجِد** ও পড়া হয়েছে। এর দ্বারা মাসজিদুল হারামকে বুঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার মাসজিদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। এটা প্রথম দিন থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছে। আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আঃ) এ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এ লোকগুলো নিজেদের অবস্থার দ্বারা ও কথার দ্বারা নিজেদের কুফরীর স্বীকারোক্তিকারী। যেমন সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তুমি যদি খৃষ্টানকে জিজ্ঞেস কর, 'তোমার ধর্ম কি?' সে অবশ্যই উত্তরে বলবে ঃ 'আমি খৃষ্টান ধর্মের লোক।' ইয়াহুদীকে তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে ঃ 'আমি ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী।' সাবীকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলবে ঃ 'আমি সাবী।' এই মুশরিকরাও বলবে, 'আমরা মুশরিক।' (তাবারী ১৪/১৬৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ তাদের সমস্ত আমল বিফল হয়ে গেল। কারণ তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করেছে। চিরদিনের জন্য তারা জাহান্নামী হয়ে গেল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়? আল্লাহভীরু লোকেরাই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৪) হ্যাঁ, আল্লাহর ঘরের আবাদ হবে মু'মিনদের দ্বারা। সুতরাং যাদের দ্বারা আল্লাহর ঘর আবাদ হয়, কুরআন কারীম হচ্ছে তাদের ঈমানের সাক্ষী।

মুসলিমরাই হবে মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী

আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যারা তাঁর ঘর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমর ইব্ন মাইমূন আউদী (রহঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে বলতে শুনেছি ঃ 'ভূ-পৃষ্ঠের মাসজিদগুলি আল্লাহর ঘর। যারা এখানে আসবে, আল্লাহর হক হচ্ছে তাদেরকে মর্যাদা দেয়া।' আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর মাসজিদগুলি আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে। এরাই হচ্ছে সুপথপ্রাপ্ত লোক এবং এরাই হচ্ছে একাত্মবাদী ও ঈমানদার। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৯) এখানে অর্থ হবে, হে নাবী! এটা নিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ তোমাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর কালামে عَسَى শব্দটি সত্য ও নিশ্চয়তার জন্য এসে থাকে। (তাবারী ১৪/১৬৭)

১৯। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী	١٩. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَـٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا

তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেননা।	يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ
২০। যারা ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে, আর নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা মর্যাদায় আল্লাহর কাছে অতি বড়, আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।	٢٠. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ
২১। তাদের রাব্ব তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রাহমাতের ও অতি সন্তুষ্টির, আর এমন জান্নাতের যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নি'আমাত থাকবে।	٢١. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّـٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ
২২। ওর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।	٢٢. خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা হাজীদের পানি পান করানোকারী কখনও মু'মিন ও মুজাহিদের সমান নয়

এর তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কাফিরেরা বলত ঃ 'বাইতুল্লাহর খিদমাত করা এবং হাজীদেরকে পানি পান করানো ঈমান ও জিহাদ হতে উত্তম। যেহেতু আমরা এ দু'টি খিদমাত আঞ্জাম দিচ্ছি সেহেতু আমাদের চেয়ে উত্তম আর

কেহই হতে পারেনা।' আল্লাহ তা'আলা এখানে তাদের অহংকার ও দম্ভ এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ. مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَـٰمِرًا تَهْجُرُونَ

আমার আয়াত তোমাদের কাছে পাঠ করা হত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে দম্ভ ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৬৬-৬৭) সুতরাং তোমাদের এসব গর্ব ও অহংকার বাজে ও অযৌক্তিক। এমনিতেইতো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম, তদুপরি তোমাদের মুকাবিলায় এর গুরুত্ব আরও বেশী। কেননা তোমাদের যে কোন সৎকর্মকেই শির্ক ধ্বংস করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এ দু'টি দল কখনও সমান হতে পারেনা। এই মুশরিকরা নিজেদেরকে আল্লাহর ঘরের আবাদকারী বলছে বটে, কিন্তু আল্লাহ তাদের নামকরণ করছেন যালিমরূপে। তাঁর ঘরের যে খিদমাত তারা করছে তা সম্পূর্ণ বৃথা বলে তিনি ঘোষণা করলেন। (তাবারী ১৪/১৭০)

আব্বাস (রাঃ) বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী থাকার সময় মুসলিমরা তাকে শির্কের কারণে নিন্দা করলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা যদি ইসলাম ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করে থাক তাহলে আমরাওতো কা'বা ঘরের খিদমাত এবং হাজীদেরকে পানি পান করানোর কাজে ছিলাম।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, শির্কের অবস্থায় যে সাওয়াবের কাজ করা হয় তার সবই বিফলে যায়। বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন আব্বাসের (রাঃ) সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করেন তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'আমরা মাসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ছিলাম, গোলামদেরকে আমরা আযাদ করতাম, আমরা বাইতুল্লাহর উপর গিলাফ চড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত*

দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেননা। অর্থাৎ তাদের ঐ সমস্ত কাজ তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবেনা, যদি ঐ সময় তারা শির্কের ভিতরে লিপ্ত থাকে। (তাবারী ১৪/১৭০) যাহহাক ইব্ন মুযাহিম (রহঃ) বলেন, আব্বাস (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যখন বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন তখন মুসলিমরা তাদেরকে শির্ক করার জন্য কটাক্ষ করছিলেন। তখন আব্বাস (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরাতো মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম, দেনাদারকে তার দেনা থেকে মুক্ত করতাম, কা'বা ঘরের গিলাফ পড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম। তার এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১৪/১৭২)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ এ আয়াতের তাফসীরে একটি মারফূ' হাদীসও এসেছে যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নু'মান ইব্ন বাশীর আল আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক দল সাহাবীর সাথে তাঁর মিম্বরের নিকট বসেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন লোক বলেন ঃ 'ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদেরকে পানি পান করানো ছাড়া আমি আর কোন আমল না করলেও আমার কোন পরওয়া নেই।' অন্য একটি লোক মাসজিদে হারামের আবাদ করার কথা বললেন। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললেন ঃ 'তোমরা দু'জন যে আমলের কথা বললে তার চেয়ে জিহাদই উত্তম।' তখন উমার (রাঃ) তাঁদেরকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ 'তোমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের নিকট উচ্চৈঃস্বরে কথা বলনা।' ওটা ছিল জুমু'আর দিন। উমার (রাঃ) তাঁদেরকে বলেন ঃ 'জুমু'আর সালাত আদায় করার পর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করব।' তিনি তাই করেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ **أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** হতে **وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** পর্যন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (মুসলিম ১৮৭৯)

২৩। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতাদেরকে ও ভাইদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ	٢٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

করনা যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে; আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুতঃ ঐ সব লোকই হচ্ছে বড় অত্যাচারী।

٢٤. قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ

২৪। (হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি (এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদশর্ন করেননা।

আত্মীয় হলেও কোন কাফিরকে মুসলিমদের সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করছেন, যদিও তারা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন প্রভৃতি হোক না কেন, যদি তারা ইসলামের উপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয়। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ

আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২২)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আবূ উবাইদাহ্ ইব্ন জাররাহর (রাঃ) পিতা তার সামনে এসে মূর্তির প্রশংসা করতে শুরু করে। তিনি তাকে বারবার বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বলতেই থাকে। জাররাহ যখন বার বার তার কথা বলে যাচ্ছিল তখন পিতা-পুত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা **لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰه** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (বাইহাকী ৯/২৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন যে, যারা তাদের পরিবারবর্গকে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর প্রাধান্য দেয় তাদেরকে যেন তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বলেন ঃ 'যদি তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে

তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে, তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছাননা।’

জাররাহ ইব্‌ন মা’বাদ (রহঃ) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাঁর দাদা) বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘আপনাদের কেহই (পূর্ণ) মু’মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় না হই।’ উমার (রাঃ) তখন বললেন ঃ ‘আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবন থেকেও প্রিয়।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ ‘হে উমার! আপনি এখন (পূর্ণ মু’মিন) হলেন।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫৩২, আহমাদ ৪/৩৩৬)

মুসনাদ আহমাদে ও সুনান আবূ দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন তোমরা *‘ঈনাহ’* (عِيْنَة) (এক প্রকার সুদ) এর লেন-দেন শুরু করবে, বলদ-গাভীর লেজ ধারণ করে চাষাবাদে ব্যস্ত থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন, আর তা দূর হবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের দীনের দিকে ফিরে আসবে।’ (আহমাদ ২/৪২, আবূ দাউদ ৩৪৬২)

২৫। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও। যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ

٢٥. لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ

عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ	প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে।
٢٦. ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ	২৬। অতঃপর আল্লাহ নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মু'মিনদের প্রতি তাঁর সাকীনা (প্রশান্তি) নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল (অর্থাৎ মালাইকা) নাযিল করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন; আর এটা হচ্ছে কাফিরদের কর্মফল।
٢٧. ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	২৭। অতঃপর আল্লাহ (ঐ কাফিরদের মধ্য হতে) যাকে ইচ্ছা দয়া প্রদর্শন করেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

অলৌকিকভাবে বিজয় লাভ

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূরা বারাআতের এটাই প্রথম আয়াত যাতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর তাঁর বড় ইহসানের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরদেরকে সাহায্য করে তাদের শত্রুদের উপর তাদেরকে জয়যুক্ত করেন। এটা ছিল একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ফল, মাল ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্যে নয়। আর এটা সংখ্যাধিক্যের কারণেও ছিলনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'তোমরা হুনাইনের দিনটি স্মরণ কর। সেই

দিন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছুটা গর্ববোধ করেছিলে। তখন তোমাদের অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে! মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থাকল। ঐ সময়েই আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হল এবং তিনি তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করলেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, বিজয় লাভ শুধু আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমেই সম্ভব। তাঁর সাহায্যের ফলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বড় বড় দলের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে। আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকে।' এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আমরা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণনা করছি।

হুনাইনের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরীতে মাক্কা বিজয়ের পর শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে অবকাশ লাভের পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাথমিক সমুদয় কাজ সম্পাদন করেন, আর এদিকে মাক্কার প্রায় সব লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে আযাদও করে দেন। এমতাবস্থায় তিনি অবহিত হন যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তাদের নেতা হচ্ছে মালিক ইব্‌ন আউফ নাসরী। সাকীফের সমস্ত গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। অনুরূপভাবে বানু জাশম এবং বানু সা'দ ইব্‌ন বাকরও তাদের সাথে রয়েছে। বানু হিলালের কিছু লোকও ইন্ধন যোগাচ্ছে। বানু আমর ইব্‌ন আমির এবং আউন ইব্‌ন আমিরের কিছু লোকও তাদের সাথে আছে। এসব লোক একত্রিতভাবে তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বাড়ীর ধন-সম্পদ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হল। এমন কি তারা তাদের বকরী ও উটগুলোকেও সাথে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে ১০ হাজার মুহাজির ও আনসারগণকে নিয়ে তাদের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হলেন। মাক্কার প্রায় দু'হাজার নওমুসলিমও তাঁর সাথে যোগ দেন। মাক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী উপত্যকায় উভয় সেনাবাহিনী মুখোমুখী হল। ঐ স্থানটির নাম ছিল হুনাইন।

অতি সকালে আঁধার থাকতেই গুপ্তস্থানে গোপনীয়ভাবে অবস্থানকারী হাওয়াযেন গোত্র মুসলিমদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাঁদেরকে আক্রমণ করে। তারা অসংখ্যা তীর বর্ষণ করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং তরবারী চালনা শুরু করে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের মধ্যে

পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময় তিনি সাদা খচ্চর *'আশ-শাহবা'র* উপর সাওয়ার ছিলেন। আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্তুটির লাগামের ডান দিক ধরে ছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বাম দিক ধারণ করেছিলেন। এ দু'জন গাধাটির দ্রুতগতি প্রতিরোধ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং মুসলিমদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তিনি জোর গলায় বলছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এসো, আমি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।' ঐ সময় তাঁর সাথে মাত্র আশি থেকে একশ' জন সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), আলী (রাঃ), ফাযল ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রাঃ), আইমান ইব্ন উম্মে আইমান (রাঃ), উসামাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর চাচা আব্বাসকে (রাঃ) হুকুম দিলেন যে, তিনি যেন গাছের নীচে বাইআত গ্রণকারীদেরকে পালাতে নিষেধ করেন। সুতরাং আব্বাস (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন ঃ 'হে বাবলা গাছের নীচে দীক্ষা গ্রহণকারীগণ! হে সূরা বাকারাহর বহনকারীগণ!' এ শব্দ যাঁদেরই কাছে পৌঁছলো তাঁরাই চারদিক থেকে লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলতে বলতে ঐ শব্দের দিকে দৌড়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এমন কি কারও উট ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলে তিনি স্বীয় বর্ম পরিহিত হয়ে উটের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হন। যখন কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারদিকে একত্রিত হন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে শুরু করেন। প্রার্থনায় তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন!' অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালি নেন এবং তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তাদের এমন কেহ বাকী থাকলনা যার চোখে ও মুখে ঐ বালির কিছু না পড়ল। ফলে তারা যুদ্ধ করতে অপারগ হয়ে গেল এবং পরাজয় বরণ করল। এদিকে মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মুসলিমদের বাকী সৈন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে গেলেন।

যাঁরা শত্রুদের পিছনে ছুটেছিলেন তাঁরা তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং অবশিষ্টদেরকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এনে হাযির করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে একটি লোক বলেন ঃ ‘হে আবূ আম্মারাহ (রাঃ)! আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘(এ কথা সত্য বটে) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা মুবারক একটুও পিছনে সরেনি। ব্যাপার ছিল এই যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তীর চালনায় উস্তাদ ছিল। আল্লাহর ফযলে আমরা প্রথম আক্রমণেই তাদেরকে পরাস্ত করি। কিন্তু লোকেরা যখন গানীমাতের মালের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সুযোগ বুঝে পুনরায় তীর বর্ষণ শুরু করে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! সেদিন দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ সাহস ও বীরত্বপনা! মুসলিম সৈন্যরা পলায়ন করেছে। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে আছেন এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলছেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল! আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। (ফাতহুল বারী ৬/৮১, মুসলিম ৩/১৪০১)

ثُمَّ أَنزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه এখন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও মুসলিমদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করার কথা বলছেন এবং আরও বলছেন যুদ্ধে মালাক/ফেরেশ্তা প্রেরণের কথা যাঁদেরকে কেহই দেখতে পায়নি।

ইমাম আবূ জা’ফর ইব্ন জারীর (রহঃ) (আত-তাবারী) বলেন যে, কাসিম (রহঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান ইব্ন আরাফা (রহঃ) বলেছেন যে, মুতামির ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) আউফ ইব্ন আবী জামিলা আল আরাবী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন বারশানের (রহঃ) ভৃত্য আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে এক মুশরিকের উক্তি নকল করেছেন যে, ঐ মুশরিক বর্ণনা করেছে ঃ ‘হুনাইনের দিন যখন আমরা যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের মুখোমুখী হই তখন তাদেরকে আমরা একটি বকরী দোহনে যে সময় লাগে এতটুকু সময়ও আমাদের সামনে টিকতে দেইনি, এর মধ্যেই তারা পরাজিত হয় এবং পালাতে শুরু করে। আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা খচ্চরের উপর সাওয়ার দেখতে পাই। আমরা আরও দেখতে

পাই যে, কয়েকজন সুন্দর সাদা উজ্জ্বল চেহারার লোক যাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, 'তোমাদের চেহারাগুলো নষ্ট হোক, তোমরা ফিরে যাও।' তাদের এ কথা বলার সাথে সাথে আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম এবং তারা পিছু ধাওয়া করল এবং আমাদের পরাজয় ঘটে যায়। শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা আমাদের কাঁধে চেপে বসে।' (তাবারী ১৪/১৮৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ হাওয়াযিন গোত্রের বাকী লোকদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়। তাদেরও সৌভাগ্য লাভ হয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়। ঐ সময় তিনি বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মাক্কার নিকটবর্তী জিরানাহ নামক স্থানে পৌঁছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বিশদিন অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ জন্যই তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 'দু'টির মধ্যে যে কোন একটি তোমরা পছন্দ করে নাও, বন্দী অথবা মাল!' তারা বন্দীদেরকে ফিরিয়ে নেয়াই পছন্দ করল। ঐ বন্দীদের ছোট-বড়, নর-নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রভৃতির মোট সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব বন্দীকেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং তাদের মালকে গানীমাত হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি মাক্কার আযাদকৃত নও মুসলিদেরকেও ঐ মাল থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, যেন তাদের অন্তর পূরাপুরিভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মালিক ইব্ন আউফ আন নাসরীকেও তিনি একশ'টি উট প্রদান করেন এবং তাকেই তার কাওমের নেতা বানিয়ে দেন, যেমন সে আগেও ছিল। এরই প্রশংসায় সে তার প্রসিদ্ধ কবিতায় বলেছিল ঃ (অনুবাদ) 'আমিতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত কেহকেও দেখিওনি, শুনিওনি। দান খাইরাতে এবং অপরাধ ক্ষমা করণে তিনি হচ্ছেন বিশ্বের মধ্যে অদ্বিতীয়।

২৮। হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা	٢٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

هَـٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	দারিদ্রতার ভয় কর তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন, যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী, বড়ই হিকমাতওয়ালা।
٢٩. قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ	২৯। যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।

মূর্তি পূজকদের মাসজিদুল হারামে প্রবেশের অধিকার নেই

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـــذَا

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পবিত্র দীনের অনুসারী এবং পাক পবিত্র মুসলিম বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, তারা যেন ধর্মের দিক থেকে অপবিত্র মুশরিকদেরকে বাইতুল্লাহর পাশে আসতে না দেয়। এই আয়াতটি নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) আবূ বাকরের (রাঃ) সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ ‘হাজ্জের সমাবেশে ঘোষণা করে দাও যে,

এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করে।' শারীয়াতের এই হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবেই পূর্ণ করে দেন। সেখানে আর মুশরিকদের প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়নি এবং এরপরে নগ্ন অবস্থায় কেহ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফও করেনি। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) গোলাম ও যিম্মী ব্যক্তিকে এই হুকুমের বহির্ভূত বলেছেন। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ২/২৭১)

মুসলিমদের খালীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) ফরমান জারী করেছিলেন ঃ 'ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মুসলিমদের মাসজিদে আসতে দিবেনা।' এই আয়াতকে (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৮) কেন্দ্র করেই তিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। 'আতা (রহঃ) বলেন যে, সম্পূর্ণ হারাম এলাকাই মাসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا (*অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে)* মুশরিকরা যে অপবিত্র, এই আয়াতটিই এর দলীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিন অপবিত্র হয়না। (ফাতহুল বারী ৩/১৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِه তোমরা কোনই ভয় করনা। আল্লাহ তোমাদের আরও বহু পন্থায় দান করবেন। আহলে কিতাবের নিকট থেকে তোমাদের জন্য তিনি জিযিয়া আদায় করিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। তোমাদের জন্য কোন্টা বেশি কল্যাণকর তা তোমাদের রাব্বই ভাল জানেন। তাঁর নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সবটাই নিপুণতাপূর্ণ। এ ব্যবসা তোমাদের জন্য ততটা লাভজনক নয় যতটা লাভজনক তোমাদের জিযিয়া প্রাপ্তি ঐ আহলে কিতাবের নিকট থেকে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কিয়ামাতকে অস্বীকারকারী। (তাবারী ১৪/১৯৭)

আহলে কিতাবীরা জিযিয়া কর না দিলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ

আল্লাহ বলেন ঃ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ

الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ *যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।* প্রকৃত অর্থে তারা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনলনা তখন কোন নাবীর উপরই তাদের ঈমান রইলনা। বরং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির ও তাদের বড়দের অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে পড়ে রয়েছে। যদি তাদের নিজেদের নাবীর উপর এবং নিজেদের শারীয়াতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকত তাহলে তারা আমাদের এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে অবশ্যই ঈমান আনত। তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদতো প্রত্যেক নাবীই দিয়ে গেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করার হুকুমও সব নাবীই (আঃ) প্রদান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করছে। সুতরাং পূর্ববর্তী নাবীগণের শারীয়াতকে মুখে স্বীকার করার কোনই মূল্য নেই। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নাবীগণের নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশেষ নাবী এবং রাসূলদের পূর্ণকারী। অথচ তারা তাঁকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং তাদের সাথেও জিহাদ করতে হবে।

তাদের সাথে জিহাদের হুকুম হওয়ার এটাই প্রথম আয়াত। ঐ সময় পর্যন্ত আশে পাশের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই তাওহীদের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছিল। আরাব উপদ্বীপে ইসলাম স্বীয় জায়গা করে নিয়েছিল। এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংবাদ নেয়ার এবং তাদেরকে সত্য পথ দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়। এ হুকুম অবতীর্ণ হয় হিজরী নবম সনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। জনগণকে তিনি স্বীয় সংকল্পের কথা অবহিত করেন। মাদীনার চতুস্পার্শ্বের আরাবীয়দেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রোম সাম্রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হন। এই যুদ্ধ থেকে বিমুখ থাকল মুনাফিকরা এবং আরও কিছু সংখ্যক লোক। গরমের মৌসুম ছিল এবং গাছের ফল পেকে গিয়েছিল। রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে সিরিয়ার পথ ছিল বহু দূরের পথ এবং ঐ সফর ছিল খুবই কঠিন সফর। তাঁরা তাবূক পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতিখারা করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কেননা তাঁদের অবস্থা

ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন এবং তাঁরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ইনশাআল্লাহ সত্বরই এর বর্ণনা আসছে।

জিযিয়া কর প্রদান কুফরী ও লাঞ্ছিত হওয়ার নামান্তর

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়, তাদেরকে ছেড়ে দিওনা। সুতরাং মুসলিমদের উপর যিম্মীদের মর্যাদা দেয়া বৈধ নয়। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিওনা এবং যদি পথে তোমাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর।' (মুসলিম ৪/১৭০৭) এ কারণেই উমার (রাঃ) তাদের সাথে এরূপই শর্ত করেছিলেন।

আবদুর রাহমান ইব্ন গানাম আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের হাতে চুক্তিনামা লিখে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়েছিলাম। চুক্তিপত্রের বিষয় বস্তু হচ্ছে ঃ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। সিরিয়ার অমুক অমুক শহরের খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দা ও আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) প্রতি। যখন আপনারা আমাদের উপর এসে পড়লেন, আমরা আপনাদের নিকট আমাদের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততি ও আমাদের ধর্মের লোকজনদের জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমরা এ নিরাপত্তা চাচ্ছি এ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমরা এই শহরগুলিতে এবং এগুলির আশে পাশে নতুন কোন মন্দির, গীর্জা এবং খানকা নির্মাণ করবনা। এরূপ কোন নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরের মেরামত ও সংস্কারও করবনা। এসব ঘরে যদি কোন মুসলিম মুসাফির অবস্থানের ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাকে বাধা দিবনা, তাঁরা রাতেই অবস্থান করুন অথবা দিনেই অবস্থান করুন। আমরা পথিক ও মুসাফিরদের জন্য ওগুলির দরজা (ইবাদাতের জন্য) সব সময় খুলে রাখব। যেসব মুসলিম আগমন করবেন আমরা তিন দিন পর্যন্ত তাঁদের মেহমানদারী করব। আমরা ঐসব ঘরে বা বাসভূমিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখবনা। মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করবনা। নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবনা। নিজেরা শির্ক করবনা এবং অন্য কেহকেও শির্কের দিকে আহ্বান করবনা। আমাদের মধ্যে কেহ যদি ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাহলে আমরা তাকে মোটেই বাধা দিবনা। মুসলিমদেরকে আমরা সম্মান করব। যদি

তাঁরা আমাদের কাছে বসার ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাঁদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিব। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে মুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদ, টুপি-পাগড়ী, স্যান্ডেল, চুলের ষ্টাইল, বক্তৃতা, উপনাম ইত্যাদির অনুকরণ করবনা। আমরা তাঁদের কথার উপর কথা বলবনা। আমরা তাঁদের পিতৃপদবী যুক্ত নামে নামকরণ করবনা। জিন্ বিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আমরা সাওয়ার হবনা। আমরা কাঁধে তরবারী লটকাবনা এবং নিজেদের সাথেও তরবারী রাখবনা। অঙ্গুরীর উপর আরাবী নক্শা অংকন করাবনা, মদ বিক্রি করবনা এবং মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে ফেলবনা। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা আমাদের প্রথাযুক্ত পোশাক পরিধান করব। আমাদের গির্জাসমূহের উপর ক্রুশচিহ্ন প্রকাশ করবনা, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলি মুসলিমদের যাতায়াত স্থানে এবং বাজারসমূহে প্রকাশিত হতে দিবনা। গীর্জায় উচ্চৈঃস্বরে ঘন্টাধ্বনি বাজাবনা, মুসলিমদের উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলি জোরে জোরে পাঠ করবনা, রাস্তাঘাটে নিজেদের চাল চলন ও রীতি নীতি প্রকাশ করবনা, নিজেদের মৃতদের উপর হায়! হায়!! করে উচ্চৈঃস্বরে শোক প্রকাশ করবনা এবং মুসলিমদের চলার পথে মৃতদেহের সাথে চলার সময় বাতি নিয়ে চলবনা। মুসলিমদের কাবরের কাছে আমাদের মৃতদের কাবর দিবনা, যে সমস্ত গোলাম মুসলিমদের হাতে বন্দী হবে তাদেরকে আমরা ক্রয় করবনা। আমরা অবশ্যই মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকব। মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরী করবনা।' যখন এই চুক্তি পত্র উমারের (রাঃ) সামনে পেশ করা হল তখন তিনি তাতে আরও একটি শর্ত বাড়িয়ে নিলেন। তা হচ্ছে, 'আমরা কখনও কোন মুসলিমকে প্রহার করবনা।' অতঃপর তারা বলল ঃ 'এসব শর্ত আমরা মেনে নিলাম। আমাদের ধর্মাবলম্বী সমস্ত লোকই এসব শর্তের উপর নিরাপত্তা লাভ করল। এগুলির কোন একটি যদি আমরা ভঙ্গ করি তাহলে আমাদেরকে নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব থাকবেনা এবং আপনি আপনার শত্রুদের সাথে যা কিছু করেন, আমরাও ওরই যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে যাব।' (আল মুহাল্লা ৭/৩৪৬)

৩০। ইয়াহুদীরা বলে ঃ উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে ঃ মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের	٣٠. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَى ٱلْمَسِيحُ

ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ	মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়), তারাতো তাদের মতই কথা বলছে যারা তাদের পূর্বে কাফির হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে!
٣١. ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ	৩১। তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বূদের ইবাদাত করবে যিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেহই নয়। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।

মূর্তি পূজা এবং কুফরীর কারণে ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ

এ আয়াতগুলিতেও মহামহিমান্বিত আল্লাহ মু'মিনদেরকে মুশরিক, কাফির, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। মহান আল্লাহ বলেন, দেখ! আল্লাহর শত্রুরা কেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করছে! ইয়াহুদীরা উযায়েরকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে!

খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত (আমরা এর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তাঁর ঘটনাতো সর্বজন বিদিত। সুতরাং এ দু'টি দলের ভুল বর্ণনা কুরআন কারীমে বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এটা তাদের মুখের কথা মাত্র। তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই। ইতোপূর্বে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন কুফরী ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তদ্রূপ এরাও তাদের মুরীদ ও অন্ধ বিশ্বাসী। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন! হক থেকে তারা কেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে!

আদী ইব্‌ন হাতিমের (রাঃ) কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন যখন পৌঁছে তখন তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। অজ্ঞতার যুগেই তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তাঁর বোন ও তাঁর দলের লোকেরা বন্দী হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া পরবশ হয়ে তাঁর বোনকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও প্রদান করেন। সে তখন সরাসরি তার ভাইয়ের কাছে চলে যায় এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে ও মাদীনায় গমনের অনুরোধ করে। সুতরাং আদী (রাঃ) মাদীনায় চলে আসেন। তিনি তাঁর 'তাঈ' গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁর পিতার দানশীলতা দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আগমনের সংবাদ অবহিত করেন। তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। ঐ সময় আদীর (রাঃ) গলায় রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে اتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল। তখন আদী (রাঃ) বলেন ঃ 'ইয়াহুদী খৃষ্টানরাতো তাদের আলেম ও দরবেশদের উপাসনা করেনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'তাহলে শোন! তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এটাই তাদেরকে তাদের উপাসনা করার শামিল।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে আদী! আল্লাহ সবচেয়ে বড় এটা তুমি মেনে নিতে পারনি বলে কি সিরিয়া পালিয়ে গিয়েছিলে? তোমার ধারণায় আল্লাহর চেয়ে বড় কেহ আছে কি? 'আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেহ নেই' এটা কি তুমি অস্বীকার করছ? তোমার মতে কি তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য আছে?' অতঃপর তিনি তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। আদী (রাঃ) তা কবূল করেন এবং আল্লাহর একাত্মবাদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন ঃ ‘ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।’ (আহমাদ ৪/৩৭৮, তিরমিযী ৮/৪৯২, তাবারী ১৪/২১০)

হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এ আয়াতের তাফসীর এরূপই বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হারাম ও হালালের মাসআলায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আলেম ও ইমামদের কথার প্রতি তাদের অন্ধ অনুকরণ। (তাবারী ১৪/২১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا তাদেরকে শুধু এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবেনা। তিনি যেটা হারাম করেছেন সেটাই হারাম এবং তিনি যেটা হালাল করেছেন সেটাই হালাল। তাঁর ফরমানই হচ্ছে শারীয়াত। তাঁর হুকুমই মান্য করার যোগ্য। **لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ** তাঁরই সত্তা ইবাদাতের দাবীদার। **سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ** তিনি শির্ক ও শরীক হতে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক, কোন নাযীর ও কোন সাহায্যকারী নেই। তাঁর বিপরীতও কেহ নেই। তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র। তিনি ছাড়া না আছে কোন উপাস্য, আর না আছে কোন রাব্ব।

৩২। তারা এরূপ চাচ্ছে যে, আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নূরকে (দীন ইসলাম) পূর্ণত্বে পৌঁছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেননা, যদিও কাফিরেরা অপ্রীতিকরই মনে করে।	٣٢. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ
৩৩। সেই আল্লাহ এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং	٣٣. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ

بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ	**সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন ওকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।**

আহলে কিতাবীরা ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চায়

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সর্ব শ্রেণীর কাফিরদের মনের ইচ্ছা একটাই যে, أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিবে এবং তাঁর হিদায়াত ও সত্য দীনকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবে। তবে তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, যদি কেহ তার মুখের ফুৎকার দ্বারা সূর্যের বা চন্দ্রের রশ্মিকে নিভিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করে তাহলে তা কখনও সম্ভব হবে কি? কখনই না। অনুরূপভাবে এ লোকগুলোও আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষে অপারগ হয়ে গেছে। এটা অবশ্যম্ভাবী বিষয় এবং আল্লাহর ফাইসালা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্য দীনসহ প্রেরণ করা হয়েছে তা সদা বিজয়ী থাকবেই। হে কাফির ও মুশরিকের দল! তোমরা আল্লাহর দীনকে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন তা উন্নত রাখতে। আর স্পষ্ট কথা হল, আল্লাহর ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছার উপর নিঃসন্দেহে বিজয়ী থাকবে। যদিও তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হয় তবুও হিদায়াতের সূর্য মধ্য গগণে পৌঁছে যাবেই।

আরাবী অভিধানে কোন জিনিস গোপনকারীকে কাফির বলা হয়। এ কারণেই রাত সব জিনিসকে গোপন করে দেয় বলে ওকেও কাফির বলা হয়। কৃষককেও কাফির বলা হয়ে থাকে, কেননা সে শস্য-বীজকে মাটির মধ্যে গোপন করে দেয়। যেমন কুরআন কারীমে বলা হয়েছে ঃ

أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ

যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০)

সমস্ত ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মনোনীত করেছেন

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ঐ আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত ও দীনে-হকসহ পাঠিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য সংবাদ, সঠিক ঈমান এবং উপকারী ইল্‌মই হচ্ছে হিদায়াত। আর উত্তম কার্যাবলী, যেগুলি দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা দেয় সেটাই হচ্ছে দীনে-হক। এটা দুনিয়ার সমুদয় দীনের উপর বিজয়ী রূপে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব ও পশ্চিম দিককে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মাতের রাজ্য এই সমুদয় স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।' (মুসলিম ৪/২২১৫) তামীমুদদারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'অবশ্যই এই দীন ঐ সব জায়গায় পৌঁছবে যেখানে রাত ও দিন পৌঁছে থাকে। এমন কোন কাঁচা ঘর ও পাকা ঘর বাকী থাকবেনা যেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ইসলামকে পৌঁছাবেননা। আল্লাহ তা'আলা সম্মানিতদেরকে সম্মান দিবেন এবং লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। যারা ইসলামের মর্যাদা দেয় তারা সম্মান পাবে এবং কাফিরেরা লাঞ্ছিত হবে।' তামীমুদদারী (রাঃ) (যিনি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন) বলতেন ঃ 'এটাতো আমি স্বয়ং আমার বাড়ীতেই দেখতে পেয়েছি। যে মুসলিম হয়েছে সে কল্যাণ, বারাকাত, সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করেছে, আর যে কাফির হয়েছে সে লাভ করেছে ঘৃণা ও অভিসম্পাত। তাদেরকে অপমানের সাথে জিযিয়া প্রদান করতে হয়েছে।' (আহমাদ ৪/১০৩)

৩৪। হে মু'মিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রূহবান (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের আলেম ও ধর্ম যাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শারীয়াত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ	٣٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ

ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।
٣٥. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ	৩৫। সেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলিকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর ঐগুলি দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবে ঃ এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।

অসৎ ও বিপথে পরিচালিত ধর্মগুরুদের ব্যাপারে সতর্কীকরণ

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদী আলেমদেরকে আহবার এবং খৃষ্টান আবেদদেরকে রূহবান বলা হয়। (তাবারী ১৪/২১৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ

তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়। (সূরা

মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৩) এই আয়াতে ইয়াহুদী আলেমদেরকে 'আহবার' আর কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টান আবেদদেরকে 'রূহবান' এবং তাদের আলেমদেরকে 'কিস্‌সীস' বলা হয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا

ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮২) উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে পথভ্রষ্ট দরবেশ ও সুফীদের থেকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) বলেন যে, আমাদের আলেমদের মধ্যে যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের ইয়াহুদীদের সাথে কিছু না কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। আর আমাদের সুফী ও দরবেশদের মধ্যে যারা ভুল পথে পরিচালিত করে তাদের খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে- 'নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে। তারা যেখানে পা ফেলেছে তোমরাও সেখানে পা ফেলবে।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের গতির উপর কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যদি তারা না হয় তাহলে আর কারা?' (আশ শারীয়াহ ১৮) সুতরাং তাদের কথা ও কাজের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে বড় বড় পদ লাভ করা ও প্রভাব বিস্তার করা। আর এর মাধ্যমে তারা চায় জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করতে। অজ্ঞতার যুগে ইয়াহুদী আলেমদের জনগণের মধ্যে খুবই মর্যাদা ছিল। তাদের জন্য উপঢৌকন এবং ফকির দরবেশদের মাযারে বাতি জ্বালানোর উদ্দেশে দান নির্দিষ্ট ছিল। এগুলো তাদেরকে চাইতে হতনা, বরং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাছে ওগুলো পৌঁছে দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের পর এ লালসাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে। দুনিয়ায় তারা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয়েছে এবং পরকালেও তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। হারাম ভক্ষণকারী এই দলটি নিজেরা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকেও ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে জনগণকেও তারা সত্যের পথ থেকে বিরত রাখত। মূর্খদের মধ্যে বসে চড়া গলায় তারা বলত ঃ 'জনগণকে আমরা সত্যের পথে আহ্বান করছি।' অথচ এটা স্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। তারাতো লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকতে রয়েছে। কিয়ামাতের দিন এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে যে তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবেনা।

যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।* আলেম ও সুফী-দরবেশ অর্থাৎ বক্তা ও আবেদদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আমীর, সম্পদশালী এবং নেতাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যেমন হীন প্রবৃত্তির লোক রয়েছে, তদ্রূপ পরবর্তী শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও হীন ও সংকীর্ণমনা লোক রয়েছে। সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের বিশেষ প্রভাব পড়ে। বহু সংখ্যক লোক তাদের অনুসারী হয়। সুতরাং যখন এই লোকদের অবস্থা নীতিহীন হবে তখন সাধারণ মানুষের অবস্থাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। যেমন ইব্‌ন মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ وَهَلْ اَفْسَدَ الدِّيْنَ الاَّ الْمُلُوْنَ * وَاَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا 'দীনকে বিগড়ে থাকে শাসকরা এবং নিকৃষ্ট ও হীন প্রকৃতির আলেম, সুফী ও দরবেশরা।'

শারীয়াতের পরিভাষায় كَنْز ঐ মালকে বলা হয় যে মালের যাকাত আদায় করা হয়না। ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। (মুআত্তা ১/২৫৬) উমার ইব্‌ন খাত্তাবও (রাঃ) এ কথাই বলেন এবং তিনি বলেন যে, যে মালের যাকাত আদায় করা হয়না ঐ মাল দ্বারা মালদারকে দাগ দেয়া হবে। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ হুকুম যাকাত ফার্য হওয়ার পূর্বে ছিল। যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা ওটাকে মাল পবিত্রকারী বানিয়ে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৭৫) ন্যায় পরায়ণ খালীফা উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) এবং ইরাক ইব্‌ন মালিকও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... (৯ ঃ ১০৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তি দ্বারা এটাকে মানসূখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে।

আলী (রাঃ) হতে মুসনাদ আবদুর রাযযাকে বর্ণিত আছে যে, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ এ আয়াতকে কেন্দ্র করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'সোনা ও চাঁদির (মালিকের) জন্য ধ্বংস (অনিবার্য)।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এটা সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। তাই তারা প্রশ্ন করেন ঃ 'তাহলে আমরা কোন মাল ব্যবহার করব?' তখন উমার (রাঃ) তাঁদেরকে বলেন ঃ 'আচ্ছা, আমি এটা তোমাদের জন্য জেনে নিব।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার এ কথাটি আপনার সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়েছে এবং তাঁরা কি মাল ব্যবহার করবেন তা জানতে চেয়েছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ '(তারা রাখবে), যিক্‌রকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর এবং দীনের কাজে সাহায্যকারিণী স্ত্রী।' (আবদুর রায্‌যাক ২/২৬৩) এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে যেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। কিয়ামাতের দিন ঐ মালকেই আগুনের মত অত্যধিক গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পাশে এবং পিছনে দাগ দেয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে, আজকে তোমাদের সঞ্চিত মালের স্বাদ গ্রহণ কর। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ

অতঃপর (বলা হবে) তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং আস্বাদন কর। তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৮-৪৯) এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ভালবেসে আল্লাহর আনুগত্যের উপর ওকে প্রাধান্য দিবে, ওর দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ঐ মালদারেরা মালের মহব্বতে আল্লাহর ফরমান ভুলে গিয়েছিল। তাই আজ ঐ মাল দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন আবূ লাহাব খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতা করত এবং তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করত। কিয়ামাতের দিন আগুনকে আরও প্রজ্জ্বলিত করার জন্য সে তার গলায় রশি লটকিয়ে দিয়ে কাঠ এনে এনে ঐ আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করবে এবং ঐ আগুনে তারা জ্বলতে থাকবে। এই মাল, যা এখানে

সবচেয়ে বেশি প্রিয়, এটাই কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবে। ওটাকেই গরম করে ওর দ্বারা কপালে, পিঠে ও পাশে দাগ দেয়া হবে।

তাঊস (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সঞ্চিত সম্পদ একটা বিরাট অজগর হয়ে সম্পদের মালিকের পিছনে ধাবিত হবে, আর সে ওর থেকে পালাতে থাকবে। ঐ সময় সাপটি তার পিছনে ছুটবে ও বলতে থাকবে ঃ 'আমি তোমার সঞ্চিত ধন।' অতঃপর সাপটি তার যে অঙ্গকেই পাবে ওটাকেই কামড়ে ধরবে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যে ব্যক্তি তার পিছনে সঞ্চিত ধন ছেড়ে যাবে, কিয়ামাতের দিন তার ঐ ধন বিষাক্ত অজগর সাপের রূপ ধারণ করবে, যার চক্ষুদ্বয়ের উপর দু'টি বিন্দু থাকবে। সাপটি মালদারের পিছনে ছুটবে। লোকটি তখন পালাতে পালাতে বলবে ঃ 'তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি কে?' সাপটি উত্তরে বলবে ঃ 'আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ, যা তুমি তোমার পিছনে ছেড়ে এসেছিলে।' শেষ পর্যন্ত সাপটি তাকে ধরে ফেলবে এবং তার হাত চিবাতে থাকবে, এরপর তার সারা দেহকেও চিবাবে। (তাবারী ৬/৩৬৩, ইব্‌ন হিব্বান ৮০৩, ইব্‌ন খুজাইমাহ ২২৫৫, বুখারী ৪৬৫৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবেনা, কিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে আগুনের শলাকা বানানো হবে এবং তা দ্বারা তার পার্শ্বদেশে, কপালে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে লোকদের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত তার ঐ শাস্তি চলতে থাকবে। অতঃপর তাকে তার মনযিলের পথ দেখানো হবে, হয় জাহান্নামের পথ না হয় জান্নাতের পথ।' (মুসলিম ২/৬৮২)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতেরই তাফসীরে বলেন যে, যায়িদ ইব্‌ন অহাব (রহঃ) আবূ যারের (রাঃ) সাথে *'রাবাযাহ'* এলাকায় সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এখানে আপনি কেন এ এলাকায় বাস করছেন?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমি وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ... *(আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও)* এ আয়াতটি পাঠ করি। তখন মুআ'বিয়া (রাঃ) বলেন ঃ 'এ আয়াত আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে কিতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন

আমি বললাম ঃ তা নয়, বরং এটি তাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৭৩)

٣٦. إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

৩৬। নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে বিশেষ রূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

বছরের হিসাব বারো মাসে

আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (বিদায়) হাজ্জের ভাষণে বলেন ঃ 'যামানা ঘুরে ঘুরে নিজের মূল অবস্থায় এসে গেছে। বছরের বারোটি মাস হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে চারটি হচ্ছে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন মাস। তিনটি ক্রমিকভাবে রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম। আর চতুর্থটি হচ্ছে মুযার গোত্রের (কাছে অতি সম্মানিত) রজব মাস, যা জামাদিউল সানি ও শা'বানের মাঝখানে রয়েছে।' অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আজ কোন্ দিন?' (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা

উত্তরে বললাম ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আজ কি 'ইয়াওমুন নাহর' বা কুরবানীর ঈদের দিন নয়?' আমরা উত্তর দিলাম ঃ হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কোন্ মাস?' আমরা জবাব দিলাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই ভাল জ্ঞান আছে। এবারও তিনি চুপ থাকলেন। সুতরাং আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়?' আমরা জবাব দিলাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কোন্ শহর?' আমরা উত্তরে বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই এটা ভাল জানেন। তিনি এবারও নীরব হয়ে যান এবং আমরা এবারও মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম রাখবেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কি বালাদা (মাক্কা) নয়?' আমরা জবাবে বললাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপই মর্যাদাসম্পন্ন যেমন মর্যাদাসম্পন্ন তোমাদের এ দিনটি, এ মাসটি এবং এ শহরটি। সত্বরই তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার পরে যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং যেন একে অপরকে হত্যা না কর! আমি কি (শারীয়াতের সমস্ত কথা তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছি? জেনে নাও, তোমাদের যারা এখানে বিদ্যমান রয়েছ তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এসব কথা পৌঁছে দেয়। কেননা হতে পারে যে, যারা উপস্থিত নেই তাদের কেহ কেহ শ্রোতাদের অপেক্ষা বেশি স্মরণশক্তির অধিকারী।' (আহমাদ ৫/৩৭, ফাতহুল বারী ৮/১৭৫, ৬/৩৩৮, মুসলিম ৩/১৩০৫)

'ফাস্ল' বা পরিচ্ছেদ ঃ শায়খ আলীমুদ্দীন সাখাভী (রহঃ) তাঁর *আল মাশহুর ফী আসমা আল আইয়াম ওয়াশ শুহুর* নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'মুহাররাম' মাসকে ওর সম্মানের কারণে মুহাররাম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মতে এই নামের কারণ হচ্ছে ওর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করণ। কেননা অজ্ঞতা যুগের আরাবরা ওকে বদলে দিত। কোন বছর তারা সম্মানিত মাস বলত, আবার কোন বছর সম্মানিত মাস বলতনা।

‘সফর’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে সাধারণতঃ তাদের ঘর খালি বা শূন্য থাকত। কেননা এই মাসটি তারা যুদ্ধ বিগ্রহে ও ভ্রমণে কাটিয়ে দিত। ঘর শূন্য হয়ে গেলে আরাবরা **صَفِرَ الْمَكَانُ** বলে থাকে।

‘রাবীউল আউওয়াল’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরাবরা বাড়ীতেই অবস্থান করে থাকে। অবস্থান করাকে **اِرْتِبَاعٌ** বলা হয়।

‘রাবীউল আখির’ এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন বাড়ীতে অবস্থানের দ্বিতীয় মাস।

‘জামাদিউল আউওয়াল’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে পানি শুকিয়ে যেত। কিন্তু এ কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা ঐ মাসগুলির হিসাব যখন চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল তখন এটা পরিষ্কার কথা যে, প্রতি বছর প্রতি মাসে মৌসুমী অবস্থা একই রূপ থাকবেনা।

‘জামাদিউল আখির’ এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন পানি শুকিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় মাস।

‘রজব’ শব্দটি *‘তারজিব’* শব্দ থেকে গৃহীত। *‘তারজিব’* বলা হয় সম্মান করাকে। এই মাসটি মর্যাদাপূর্ণ মাস বলে একে রজব বলা হয়।

‘শা‘বান’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরাবরা লুটপাট করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ত।

‘রামাযান’ এর নামকরণের কারণ এই মাসে অত্যধিক গরমের জন্য। কারও কারও মতে এটা আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহের একটি নাম। কিন্তু এটা ভুল ও অযৌক্তিক কথা মাত্র।

পবিত্র মাসসমূহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ** এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস (বিশেষ) মর্যাদাপূর্ণ। অজ্ঞতার যুগের আরাবরাও এ চার মাসকে সম্মানিত মাস রূপে স্বীকার করত। কিন্তু ‘বাসল’ নামক একটি দল তাদের গোঁড়ামীর কারণে আটটি মাসকে সম্মানিত মাস মনে করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণে ‘রজব’ মাসকে ‘মুযার’ গোত্রের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার কারণ এই যে, যে মাসকে তারা ‘রজব’ মাস হিসাবে গণনা করত, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকটেও ওটাই রজব মাস ছিল, যা জামাদিউল উখরা এবং শা’বানের মাঝে রয়েছে। কিন্তু রাবীআ’ গোত্রের নিকট ‘রজব’ মাস শাবান ও

শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ রামাযানের নাম ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, সম্মানিত মাস হচ্ছে মুযার গোত্রের রজব মাস, রাবীআ' গোত্রের রজব মাস নয়।

সম্মানিত এই চারটি মাসের মধ্যে তিনটি ক্রমিক রূপে হওয়ার যৌক্তিকতা এই যে, হাজ্জ ও উমরাহসমূহ যেন এই মাসসমূহে সহজভাবে পালন করা যায়। যিলকাদ মাসে বাড়ী হতে বের না হয়ে, ঐ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারপিট, ঝগড়া-বিবাদ এবং খুনাখুনি বন্ধ করে লোকেরা বাড়ীতে বসে থাকে। অতঃপর যিলহাজ্জ মাসে তারা হাজ্জের আহকাম নিরাপদে এবং উত্তমরূপে আদায় করেন, যাতে মর্যাদাপূর্ণ মুহাররাম মাসে তারা নিরাপদে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। চাঁদের বছরের মধ্যভাগে রযব মাসকে সম্মানিত বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যিয়ারাতকারিগণ যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফের আকাংখায় উমরাহ পূর্ণ করতে পারেন। যারা বহু দূরের লোক তারাও যেন উমরাহ পালন করে তাদের বাসগৃহে ফিরে যেতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা এই মাসগুলির যথাযথ মর্যাদা দান কর। **فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ** বিশেষভাবে এই মাসগুলিতে পাপকাজ থেকে দূরে থাক। কেননা এতে পাপের শাস্তির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। যেমন হারাম এলাকায় কৃত পাপ অন্যান্য স্থানে কৃত পাপ অপেক্ষা বেশি দোষনীয় হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমা লংঘন করে তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৫) অনুরূপভাবে এই মাসগুলির মধ্যে পাপকাজ করলে অন্যান্য মাসে কৃত পাপকাজের চেয়ে পাপ বেশি হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **فِيهِنَّ** শব্দ দ্বারা বছরের সমস্ত মাসকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তির মর্মার্থ হচ্ছে, তোমরা সমস্ত মাসে পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে, বিশেষ করে এই চার মাসে। কেননা এগুলি বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন মাস। এ মাসগুলিতে পাপ শাস্তির দিক দিয়ে এবং সাওয়াব প্রতিদান প্রাপ্তির দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (তাবারী ১৪/২৩৮)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই সম্মানিত মাসগুলিতে পাপের শাস্তির পরিমান বেড়ে যায়, যদিও অত্যাচার সর্বাবস্থায়ই খারাপ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে

কাজকে ইচ্ছা বড় করে থাকেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্য থেকেও বাছাই ও মনোনীত করেছেন। তিনি মালাইকার মধ্য থেকে দূত মনোনীত করেছেন, মানব জাতির মধ্য থেকে রাসূলদেরকে মনোনীত করেছেন, বাণীর মধ্য থেকে তাঁর বাণীকে পছন্দ করেছেন, যমীনের মধ্যে মাসজিদসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, মাসগুলির মধ্যে রামাযান ও হারাম মাসগুলিকে মনোনীত করেছেন, দিনগুলির মধ্যে শুক্রবারকে পছন্দ করেছেন এবং রাতগুলির মধ্যে লাইলাতুল কাদরকে মনোনীত করেছেন। এভাবে মহান আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেছেন একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুতরাং যেগুলিকে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সেগুলির মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।

পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً তোমরা সমস্ত মুসলিম ঐ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা হয়তো মুসলিমদেরকে উৎসাহিত ও জিহাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশে বলছেন, তারা যেমন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সবাই চতুর্দিক থেকে সমবেতভাবে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তদ্রূপ তোমরাও সমস্ত মু'মিনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মুকাবিলা কর। এটাতো জানা কথা যে, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা কিংবা যুদ্ধ শুরু করা নিষেধ। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলির অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২)

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٌۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ

নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান; অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি

যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪) এবং আরও রয়েছে ঃ

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫) এটাও সম্ভব যে, এই বাক্যে মুসলিমদেরকে নিষিদ্ধ মাসগুলিতেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যখন আক্রমণের সূচনা মুশরিকদের পক্ষ থেকে হবে। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ

তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯১) সম্মানিত মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তায়েফ অবরোধ করার জবাব এটাই যে, উহা ছিল হাওয়াযিন গোত্র ও তাদের মিত্র বানু সাকীফ গোত্রের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। তারা এদিক ওদিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধী লোকদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই অগ্রযাত্রাও আবার সম্মানিত মাসে ছিলনা। এখানে পরাজিত হয়ে ঐ লোকগুলো পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে দুর্গ স্থাপন করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কেন্দ্রকে খালি করার উদ্দেশে আরও সামনে অগ্রসর হন। তারা মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করে এবং মুসলিমদের একটি দলকে হত্যা করে। প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখা হয়। মোট কথা, যুদ্ধের সূচনা সম্মানিত মাসে হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় সম্মানিত মাসও চলে আসে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবরোধ উঠিয়ে নেন। সুতরাং যুদ্ধ জারি রাখা এক কথা এবং যুদ্ধের সূচনা হওয়া আর এক কথা।

৩৭। নিশ্চয়ই এই (মাসগুলির) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও কুফরী বৃদ্ধি করা, যদ্বারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়। (তা এ রূপে যে) তারা সেই হারাম মাসকে কোন বছর হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম মনে করে, আল্লাহ যে মাসগুলিকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলির সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলিকে হালাল করে নেয়, তাদের দুস্কর্মগুলি তাদের কাছে শোভনীয় মনে হয়, আর আল্লাহ এইরূপ কাফিরদেরকে হিদায়াত (এর তাওফীক দান) করেননা।

٣٧. إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَـٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

ধর্মীয় বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের ব্যাপারে সতর্কতা

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের কুফরী বৃদ্ধির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা নিজেদের বিকৃত মত এবং নাপাক প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শারীয়াতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাঁর দীনের আহ্‌কামকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে! তারা খায়েশের বশবর্তী হয়ে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানিয়ে নিত। তারা মনে করত যে, পর পর তিন মাস নিষিদ্ধ মাস হওয়ায় ঐ দীর্ঘ সময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা খুব বেশি লম্বা সময়, যেহেতু ইতোমধ্যে তাদের ক্রোধ ও রাগের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এজন্য তারা ইসলাম পূর্ব সময় পবিত্র মাস মুহাররামের ব্যাপারে নতুন এক পন্থা আবিস্কার করে সফর মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করত। ফলে তারা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বৈধ করে নেয় এবং যে মাস নিষিদ্ধ ছিলনা ঐ মাসকে পবিত্র ঘোষনা করে আল্লাহর বিধানে প্রতি বছর যে চারটি মাস পবিত্র বলে

ঘোষনা করা হয়েছে সেই সংখ্যা ঠিক রাখত। জানাদা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইয়া কিনানী নামক তাদের এক নেতা প্রতি বছর হাজ্জ করতে আসত। তার কুনিয়াত বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম ছিল আবূ সুমামাহ। সে সকলের সামনে ঘোষণা করে ঃ 'জেনে রেখ যে, কেহ আবূ সুমামাহর সামনে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনা বা কেহ তার উক্তির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করতে পারেনা। জেনে রেখ যে, প্রথম বছরের সফর মাস হালাল এবং দ্বিতীয় বছরের মুহাররাম মাস হালাল।' সুতরাং এক বছর মুহাররাম মাসের সম্মান করতনা এবং পর বছর সম্মান করত। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ *নিশ্চয়ই এই (মাসগুলির) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও কুফরী বৃদ্ধি করা।* এ আয়াতে তার কুফরীর এই বৃদ্ধির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লাইস ইব্‌ন আবী সুলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ বানী কিনানাহ গোত্রের এক লোক প্রতি বছর হাজ্জ করার উদ্দেশে গাধার উপর সাওয়ার হয়ে আসত। সে ঘোষনা করত ঃ হে লোকসকল! আমি কখনও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। আমি যা বলি তা মানুষ গ্রহণ করেছে। আমরা আগামী মুহাররাম মাসকে নিষিদ্ধ করছি এবং সফর মাসকে তা থেকে বাদ দিচ্ছি। পরের বছর সে আবার আগমন করবে এবং ঘোষনা করবে যে, এ বছর আমরা সফর মাসকে নিষিদ্ধ মাস এবং মুহাররাম মাসকে বিলম্বিত করছি। তাদের এরূপ আচরণের কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ *আল্লাহ যে মাসগুলিকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলির সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে।* (তাবারী ১৪/২৪৬) মুশ্‌রিকরা এক বছরতো মুহাররাম মাসকে হালাল করে নিত এবং ওর বিনিময়ে সফর মাসকে হারাম করে নিত। বছরের অবশিষ্ট মাসগুলি স্ব স্ব স্থানেই থাকত। তারপর দ্বিতীয় বছরে মুহাররাম মাসকে হারাম মনে করত এবং ওর মর্যাদা ঠিক রাখত, যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সম্মানিত মাসগুলির সংখ্যা ঠিক থাকে। সুতরাং কখনও তারা পরপর বা ক্রমিকভাবে অবস্থিত তিনটি মাসের শেষ মাস মুহাররামকে সম্মানিত মাস হিসাবেই রাখত, আবার কখনও সফরের দিকে সরিয়ে দিত।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) তাঁর 'কিতাবুস সীরাহ্' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে খুব ভাল কথা বলেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী ও উত্তম। তিনি লিখেছেন, প্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত মাসকে হালাল এবং তাঁর হালালকৃত মাসকে

হারাম করার রীতি আরাবে চালু করেছিল সে হল কালামমাস। আর সে'ই হচ্ছে হুযায়ফা ইব্‌ন আব্‌দ ফুকাইয়িম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সালাবাহ ইবনুল হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিননাহ ইব্‌ন খুযাইমা ইব্‌ন মুদরিকাহ ইব্‌ন ইলইয়াস ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মাদ্‌ ইব্‌ন আদনান। তারপর তার ছেলে আব্বাদ, এরপর তার ছেলে কালা, তারপর তার ছেলে উমাইয়া, তারপর ওর ছেলে আউফ, তারপর তার ছেলে আবূ সুমামাহ জুনাদাহ। তার যুগেই ইসলাম বিস্তার লাভ করে। আরাবের লোকেরা হাজ্জপর্ব শেষ করে তার পাশে জমা হত। সে তখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করত এবং রজব, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ এ তিনটি মাসের মর্যাদা বর্ণনা করত। আর এক বছর মুহাররামকে হালাল করত এবং সফরকে মুহাররাম বানিয়ে দিত। আবার অন্য বছর মুহাররামকেই সম্মানিত মাস বলে দিত। ফলে নিষিদ্ধ মাসগুলির সংখ্যা ঠিক রেখে সে আল্লাহর ঘোষিত হারাম মাসকে হালাল করত এবং হালাল মাসকে হারাম বানাত। (ইবন্‌ হিশাম ১/৪৫)

৩৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক)। তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসতো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য।

٣٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

৩৯। যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে

٣٩. إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জিহাদ পরিত্যাগ করে সহজ জীবন যাপন করার জন্য তিরস্কার

ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু দূরের সফর তাবূকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার জন্য সাহাবীগণকে এমন সময়ে নির্দেশ দেন যখন প্রচন্ড গরম পড়েছিল, গাছের ফল পেকে উঠেছিল এবং গাছের ছায়া বেড়ে গিয়েছিল। কিছু লোক পিছনেই রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকেই তিরস্কার করে বলা হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য ডাক দেয়া হচ্ছে তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে বসে থাকছ কেন? أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ তোমরা কি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নি'আমাতকে ভুলে গেছ? فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ জেনে রেখ যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুস্তাওয়ারিদ (রহঃ) নামের 'বানী ফিহর' গোত্রের এক লোক বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পরকালের জীবনের সাথে পৃথিবীর জীবনের তুলনা করতে গেলে এরূপ বলা যেতে পারে যে, তুমি যদি তোমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ সমুদ্রে ডুবাও তাহলে ঐ আঙ্গুল সমুদ্রের পানির তুলনায় যতটুকু পানি বহন করে নিয়ে এসেছে। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তর্জনী দ্বারা ইশারা করলেন। (আহমাদ ৪/২২৮, মুসলিম ৪/২১৯৩)

আশ শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল আমাস (রহঃ) **فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ 'দুনিয়ার যা অতীত হয়েছে এবং যা বাকী আছে সমস্তই আখিরাতের তুলনায় অতি অল্প।' আবদুল আযীয ইব্ন আবী হাসিম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানের (রহঃ) যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন ঃ 'যে কাপড়ে আমাকে কাফন পরানো হবে ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি একটু দেখে নিই।' কাপড়টি তাঁর সামনে রাখা হলে তিনি ওটার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ 'দুনিয়ায়তো আমার অংশ এটাই ছিল। এটুকু দুনিয়া নিয়ে আমি যাচ্ছি!' অতঃপর তিনি পিঠ ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন ঃ 'হায় এ জীবন, ধিক! তোমার অধিকও অল্প এবং তোমার অল্পতো খুবই ছোট! আফসোস! আমরা ধোঁকার মধ্যেই পড়ে রয়েছি!' আল্লাহ তা'আলা জিহাদ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সতর্ক করে বলছেন ঃ

إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا যদি তোমরা (যুদ্ধের জন্য) বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আরাবের কিছু লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তখন আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। এটাই ছিল তাদের প্রতি শাস্তি। (তাবারী ১৪/২৫৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ তোমরা গর্বে ফুলে উঠনা যে, তোমরাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারী। জেনে রেখ যে,

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) তোমরা আল্লাহর দীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। এটা মনে করনা যে, তোমরা জিহাদ না করলে মুজাহিদরা জিহাদ করতেই পারবেনা। আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তোমাদের ছাড়াই তিনি তাঁর মুজাহিদ বান্দাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয় দান করতে পারেন।

٤٠. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	**৪০। যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাকে দেশান্তর করেছিল, যখন দু'জনের মধ্যে একজন ছিল সে, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবূ বাকরকে) বলেছিল ঃ তুমি বিষণ্ন হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণী সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়।**

আল্লাহ তাঁর নাবীকে সাহায্য করেন

আল্লাহ তা'আলা (জিহাদ পরিত্যাগকারীদের সম্বোধন করে) বলেন ঃ তোমরা যদি আমার রাসূলের সাহায্য সহযোগিতা ছেড়ে দাও তাহলে জেনে রেখ যে, আমি কারও মুখাপেক্ষী নই। আমি নিজেই তাঁর সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। ঐ সময়ের কথা তোমরা স্মরণ কর অর্থাৎ হিজরাতের বছর যখন কাফিরেরা আমার রাসূলকে হত্যা করা বা বন্দী করা অথবা দেশান্তর করার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তিনি প্রিয় ও বিশ্বস্ত সহচর আবূ বাকরকে (রাঃ) সাথে নিয়ে অতি সন্তর্পণে মাক্কা

থেকে বেরিয়ে যান। সেই সময় তাঁর সাহায্যকারী কে ছিল? তিন দিন পর্যন্ত 'সাওর' পর্বতের গুহায় তাঁরা আশ্রয় নেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাঁদেরকে না পেয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে তখন তাঁরা মাদীনার পথ ধরবেন। ক্ষণে ক্ষণে আবূ বাকর (রাঃ) ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠেন যে, না জানি কেহ হয়তো জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ 'হে আবূ বাকর (রাঃ)! আপনি দু'জনের কথা চিন্তা করছেন কেন? তৃতীয় জন যে আল্লাহ রয়েছেন!' (ফাতহুল বারী ৮/১৭৬)

আনাস (রাঃ) বলেন, আবূ বাকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রাঃ) তাকে বলেন যে, গুহায় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলেন ঃ 'কাফিরদের কেহ যদি পায়ের দিকে তাকায় তাহলেইতো আমাদেরকে দেখে নিবে!' তখন তিনি বললেন ঃ 'হে আবূ বাকর! আপনি ঐ দু'জনকে কি মনে করেন যাঁদের সাথে তৃতীয় জন আল্লাহ রয়েছেন?' (আহমাদ ১/৪, ফাতহুল বারী ৭/১১, মুসলিম ৪/১৮৫৪) মোট কথা, এই জায়গায়ও মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছিলেন। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিজের পক্ষ থেকে আবূ বাকরের (রাঃ) উপর সান্ত্বনা ও প্রশান্তি নাযিল করা বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের তাফসীর এটাই। তাঁদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যেতো প্রশান্তি ছিলই। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় প্রশান্তি নতুনভাবে নাযিল করার মধ্যেও কোন বৈপরীত্য নেই। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এরই সাথে বলেন ঃ

وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا আমি আমার অদৃশ্য সেনাবাহিনী পাঠিয়ে অর্থাৎ মালাইকার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি।

আল্লাহ তা'আলা কুফরকে দাবিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের কালেমাকে সমুন্নত করেছেন। তিনি শির্ককে নীচু করেছেন এবং তাওহীদকে উপরে উঠিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'একটি লোক বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশে এবং আর একটি লোক মানুষকে খুশি করার জন্য যুদ্ধ করছে, অন্য একটি লোক যুদ্ধ করছে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশে, এ তিনজনের মধ্যে আল্লাহর পথের মুজাহিদ কে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি

আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার নিয়তে যুদ্ধ করে সেই হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ।' (ফাতহুল বারী ১/২৮৬, মুসলিম ৩/১৫১২)

প্রতিশোধ গ্রহণে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তাঁর ইচ্ছায় কেহ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেনা।

৪১। অভিযানে বের হও স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।	٤١. ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَـٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

যে কোন অবস্থায় জিহাদে অংশ নেয়া আবশ্যকীয়

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি আবুয যুহা হতে, তিনি মুসলিম ইব্ন সাবীহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা বারাআতের **انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً** এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৪/২৭০)

মুতামির ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ হাদরামী (রহঃ) দাবী করেছেন যে, তাকে কিছু লোক বলেছেন যে, যদি তারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে তাতে তাদের পাপ হবেনা। কারণ তারা দুর্বল ও বৃদ্ধ। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/২৬৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূলকে তাবূকের যুদ্ধের জন্য একটি বড় দল গঠন করার জন্য নির্দেশ দেন, যাতে তারা আল্লাহর শত্রু কাফির আহলে কিতাব এবং রোমকদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ আরও আদেশ করেন যে মুসলিমদের ভিতর সক্ষম, অলস, সুখে কিংবা কষ্টে আছে এমন ধরনের সব লোকই যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হয়। আলী ইব্ন যায়িদ (রহঃ) আনাস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রাঃ) **انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً** এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ হোক, আল্লাহ তা'আলা কোন লোককেই এ যুদ্ধে অংশ নেয়া হতে

অব্যাহতি দেননি। এই হুকুম পালনার্থে এই মনীষী সিরিয়ার ভূমিতে চলে যান এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবনদাতা আল্লাহর কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখুন!

আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ তালহা (রাঃ) একদা **انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ** এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'আমার ধারণায়তো আমাদের রাব্ব যুবক-বৃদ্ধ সকলকেই জিহাদে অংশগ্রহণের দা'ওয়াত দিয়েছেন। হে আমার প্রিয় ছেলেরা! তোমরা আমার জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত কর।' তার ছেলেরা তখন তাকে বললেন ঃ 'আব্বা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীন আপনি তাঁর জীবদ্দশায় জিহাদ করেছেন। আবূ বাকরের (রাঃ) খিলাফাতের আমলেও আপনি মুজাহিদদের সাথে থেকেছেন। উমারের (রাঃ) খিলাফাত কালেও আপনি একজন বিখ্যাত বীর হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। এখন আপনার জিহাদ করার বয়স আর নেই। আমরাই আপনার পক্ষ থেকে জিহাদের মাইদানে যোগদান করছি।' কিন্তু তিনি তাদের কথা মানলেননা এবং ঐ মূহুর্তেই জিহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তিনি মুয়াবিয়ার (রহঃ) নেতৃত্বে নৌকায় আরোহণ করলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে তখনও কয়েকদিনের পথ বাকী। সমুদ্রের মাঝপথেই তার প্রাণ পাখী উড়ে যায়। নয় দিন পর্যন্ত নৌকা চলতে থাকে, কিন্তু কোন দ্বীপ পাওয়া গেলনা যেখানে তাকে দাফন করা যায়। নয় দিন পর যাত্রীরা স্থলভাগে অবতরণ করে এবং তাকে দাফন করা হয়। তখন পর্যন্ত মৃতদেহের কোনই পরিবর্তন ঘটেনি। (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮০২)

সুদ্দী (রহঃ) হতে **خِفَافًا وَثِقَالاً** এর তাফসীরে যুবক ও বৃদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বড় ও মোটা দেহ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের অবস্থা প্রকাশ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দেননি এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হল। তখন এ হুকুম সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। আল্লাহ তা'আলা তখন **لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى ...** (৯ ঃ ৯১) এই আয়াতটি অবতীর্ণ করে উক্ত আয়াতটি মানসূখ করে দেন।

হিব্বান ইব্ন যায়িদ আশ শার'আবী (রহঃ) বলেন, আমি হিমসের শাসনকর্তা সাফওয়ান ইব্ন আমরের (রহঃ) সাথে জারাজিমা অভিমুখে জিহাদের উদ্দেশে

রওয়ানা হই। আমি দামেস্কের একজন অতি বয়স্ক বুযুর্গকে দেখলাম যিনি সৈন্যবাহিনীর সাথে নিজের উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসছেন। তার ভ্রুগুলি চোখের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, চাচাজান! আল্লাহ তা'আলার কাছেতো আপনার ওযর করার অবকাশ রয়েছে। এ কথা শুনে তিনি চোখের উপর থেকে ভ্রূগুলি সরালেন এবং বললেন ঃ 'হে ভাতিজা! আল্লাহ তা'আলা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায়ই আমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে তিনি পরীক্ষাও করে থাকেন। অতঃপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি তার উপর রাহমাত বর্ষণ করেন। দেখ, আল্লাহর পরীক্ষা শোক্‌র, সাব্‌র, তাঁর যিক্‌র এবং খাঁটি তাওহীদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।' (তাবারী ১৪/২৬৪)

وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ জিহাদের হুকুম দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ ও প্রাণ ব্যয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল রয়েছে। পার্থিব মঙ্গল লাভ এই যে, সামান্য কিছু খরচ করে বহু গানীমাতের মাল লাভ করা যাবে। আর আখিরাতের লাভ এই যে, এর চেয়ে বড় সাওয়াব আর নেই। যেমন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয় তাকে শহীদ করে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, না হয় প্রতিদান ও গানীমাতসহ নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন।' (মুসলিম ৪/১৪৯৬) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٌ لَّكُمۡ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـًٔا وَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন

বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বলেন ঃ 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।' লোকটি বলল ঃ 'আমার মন যে চায়না।' তখন তিনি তাকে বললেন ঃ 'মন না চাইলেও তুমি ইসলাম কবূল কর।' (আহমাদ ৩/১০৯)

৪২। যদি কিছু আশু লভ্য হত এবং সফরও সহজ হত তাহলে তারা অবশ্যই তোমার সহগামী হত; কিন্তু তাদেরতো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল; আর তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে ঃ যদি আমাদের সাধ্য থাকত তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম; তারা (মিথ্যা বলে) নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে; আর আল্লাহ জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।	٤٢. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

মুনাফিকদের জিহাদে অংশ না নেয়ার কারণ

যারা তাবূকের যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়েছিল এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বানানো মিথ্যা ওযর পেশ করেছিল এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন- প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনই ওযর ছিলনা। যদি সহজ লভ্য গানীমাতের আশা থাকত এবং নিকটের সফর হত তাহলে এই লোভীদের দল অবশ্যই সঙ্গে যেত। কিন্তু সিরিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সফর তাদের মন ভেঙ্গে দেয়। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে মিথ্যা শপথ করে করে তাঁকে

প্রতারিত করছে যে, তাদের যদি ওযর না থাকত তাহলে অবশ্যই তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করত। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তারা মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। তিনি জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

৪৩। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন (কিন্তু) তুমি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকেরা তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যেত এবং তুমি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতে?	٤٣. عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
৪৪। যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করবেনা, আর আল্লাহ এই পরহেজগার লোকদের সম্বন্ধে খুবই অবগত আছেন।	٤٤. لَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلۡمُتَّقِينَ
৪৫। অবশ্যই ঐসব লোক তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়ে থাকে যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা, আর তাদের অন্তর-সমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। অতএব তারা নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে।	٤٥. إِنَّمَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱرۡتَابَتۡ قُلُوبُهُمۡ فَهُمۡ فِي رَيۡبِهِمۡ يَتَرَدَّدُونَ

জিহাদে অংশ না নেয়ার অনুমতি দানের জন্য রাসূলকে (সাঃ) মৃদু ভর্ৎসনা

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আউন (রাঃ) স্বীয় সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি এর চেয়ে উত্তম তিরস্কারের কথা শুনেছেন? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কারপূর্ণ কথা বলার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ (হে নাবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কেন তুমি তাদেরকে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি দিয়েছ? (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৮০৫, তাবারী ১৪/২৭৪) এরপর তিনি সূরা নূরে আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার/সুযোগ দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন। তিনি বলেন ঃ

فَإِذَا ٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ ...

তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬২)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূরা তাওবাহর এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি অনুমতি মিলে যায় তাহলেতো ভাল কথা। আর যদি তিনি অনুমতি নাও দেন তবুও তারা যুদ্ধে গমন করবেনা। (তাবারী ১৪/২৭৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঃ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ যদি তারা অনুমতি লাভ না করত তাহলে এটুকু লাভতো অবশ্যই হত যে, সত্য ওযরকারী ও মিথ্যা বাহানাকারীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেয়ে যেত। ভাল ও মন্দ এবং সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হত। অনুগত লোকেরাতো হাযির হয়েই যেত। আর অবাধ্য লোকেরা যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি না পেলেও বের হতনা। কেননা তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিন আর না'ই দিন, তারা যুদ্ধে গমন করবেনা। এ

জন্যই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করেন- এটা সম্ভব নয় যে, খাঁটি ঈমানদার লোকেরা তোমার কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করবে। তারা জিহাদকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে নিজেদের জান ও মালকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে সর্বদা আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তা'আলা এই পরহেযগার লোকদেরকে ভালরূপেই অবগত আছেন। আর এ লোকগুলো, যাদের শারীয়াত সম্মত কোনই ওযর নেই, যারা শুধু বাহানা করে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করছে তারা বে-ঈমান লোক। তারা আখিরাতের পুরস্কারের কোন আশা রাখেনা। হে নাবী! তারা এখনও তোমার শারীয়াতের ব্যাপারে সন্দিহান রয়েছে এবং তারা সদা উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। তারা এক পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তো আর এক পা পিছনের দিকে সরাচ্ছে। তাদের কোন ধৈর্য ও মনের স্থিরতা নেই। তারা না আছে এদিকে, না আছে ওদিকে। হে নাবী! আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার জন্য কোন পথ পাবেনা।

৪৬। আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করত তাহলে সেজন্য কিছু সরঞ্জামতো প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্য তাদেরকে তাওফীক দেননি এবং বলে দেয়া হল, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক।	٤٦. وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَـٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَـٰعِدِينَ
৪৭। যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত তাহলে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কি হত? তারা তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত, আর তোমাদের মধ্যের	٤٧. لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَـٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ

وَفِيكُمْ سَمَّـٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ	**কতিপয় উহা শ্রবণ করত; আল্লাহ এই যালিমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।**

মুনাফিকদের পরিচয় প্রকাশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً হে নাবী! তাদের ওযর যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তার বাহ্যিক প্রমাণ এটাও যে, তাদের যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা থাকলে কমপক্ষে তারা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তারা যুদ্ধে গমনের ঘোষণা ও নির্দেশের পরেও এবং দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও হাতের উপর হাত রেখে বসে রয়েছে। অবশ্য তোমাদের সাথে তাদের বের হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দও করেননি। এ কারণেও তিনি তাদেরকে পিছনে সরিয়ে রেখেছেন। আর স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যুদ্ধ থেকে দূরে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর। হে মুসলিমরা! তোমাদের সাথে তাদের বের হওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, তারাতো ভীরু ও বড় রকমের কাপুরুষ। যুদ্ধ করার সাহস তাদের মোটেই নেই। তোমাদের সাথে গেলেও তারা দূরে দূরেই থাকত। তা ছাড়া তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দিত। তারা এদিকের কথা ওদিকে এবং ওদিকের কথা এদিকে লাগিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করত এবং কোন একটা নতুন ফিতনা খাড়া করে তোমাদের অবস্থাকে জটিল করে তুলত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ তোমাদের মধ্যে এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে যারা ঐসব লোককে মান্য করে, তাদের মতামত সমর্থন করে এবং তাদের কার্যক্রমকে সুনজরে দেখে থাকে। তারা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে বলে ঐসব লোকের দুষ্কার্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর থাকে। মু'মিনদের পক্ষে এর ফল খুবই খারাপ হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে অনাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, অনুমতি প্রার্থনাকারীদের কয়েকজন গোত্র প্রধান/নেতাও ছিল। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল এবং জাদ ইব্ন কায়েসও ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। কারণ তারা যদি মুসলিমদের সাথে বের হত তাহলে তাদের অনুগত

লোকেরা সময় সুযোগে তাদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করত। (তাবারী ১৪/২৭৭) কিছু কিছু মুসলিম তাদের প্রকৃত অবস্থা অবহিত ছিলনা। তাই তারা তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও মুখরোচক কথায় পাগল ছিল এবং তখন পর্যন্ত তাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। এটা সত্য কথা যে, তাদের এ অবস্থা মুনাফিকদের আসল অবস্থা অবগত না হওয়ার কারণেই ছিল। পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবরই রাখেন। তিনি অদৃশ্যের সংবাদ রাখেন বলেই মুসলিমদেরকে বলছেন ঃ

لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকদের যুদ্ধে গমন না করাকে তোমরা গানীমাত মনে কর। যদি তারা তোমাদের সাথে থাকত তাহলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করত। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করতনা এবং তোমাদেরকেও করতে দিতনা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (৬ ঃ ২৮) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) আর এক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَـٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَّأَتَيْنَـٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهَدَيْنَـٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে নিষ্ক্রান্ত হও তাহলে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতনা এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার

জন্যও। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম। এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৬-৬৮) এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

৪৮। পূর্বেও তারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং তোমার কার্যক্রম ব্যর্থ করার চেষ্টায় রত ছিল। শেষ পর্যন্ত হক ও আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশমান হল, যদিও তা তাদের মনঃপুত ছিলনা।	٤٨. لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا۟ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে মুনাফিকদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার জন্য বলেন ঃ **لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ** হে নাবী! তুমি কি ভুলে গেছ যে, এই মুনাফিকরা বহুদিন ধরে ফিতনা-ফাসাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে রয়েছে এবং তোমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মাদীনায় তোমার হিজরাত করার পর পরই সমস্ত আরাবের মূর্তিপূজক এবং মাদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা মাদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বদরের যুদ্ধ তাদেরকে হতবাক করে আল্লাহ তাদের মনের কামনা ও বাসনা মুছে ফেলেন অর্থাৎ তারা তাদের সফল হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই পরিষ্কারভাবে বলে দেয়, ‘এ লোকগুলো এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এখন আমাদের এ ছাড়া কোন উপায় নেই যে, আমরা বাহ্যতঃ ইসলামের অনুকূলে থাকব, কিন্তু অন্তরে যা আছে তাতো আছেই। সময় সুযোগ এলে দেখা যাবে এবং দেখানো যাবে।’ তারপর যতই সত্যের উন্নতি হতে থাকে এবং তাওহীদ বিকাশ লাভ করতে থাকে, ততই তারা হিংসার আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকে।

৪৯। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যে বলে ঃ	٤٩. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن

لِّى وَلَا تَفۡتِنِّىٓ ۚ أَلَا فِى ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُواْ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَـٰفِرِينَ	**আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেননা। ভাল রূপে বুঝে নাও যে, তারাতো বিপদে পড়েই আছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম এই কাফিরদের বেষ্টন করবেই।**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, **ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي** হে রাসূল! আমাকে (বাড়ীতেই) বসে থাকার অনুমতি দিন এবং আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেননা। কেননা আমি হয়তো রোমক যুবতী নারীদের প্রেমে পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **أَلاَ فِي الْفِتْنَة سَقَطُواْ** এ কথা বলার কারণে তারাতো বিপদে পড়েই গেছে। যুহরী (রহঃ), ইয়াযীদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর (রহঃ), আসিম ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণের অবস্থায় জাদ ইব্ন কায়েসকে বলেন ঃ 'তুমি এ বছর কি বানী-আসফারকে দেশান্তর করার কাজে আমাদের সঙ্গী হবে?' উত্তরে সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেননা। আল্লাহর শপথ! আমার কাওম জানে যে, আমার চেয়ে মহিলাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট আর কেহ নেই। আমি আশংকা করছি যে, আমি যদি বানী আসফারের নারীদের দেখতে পাই তাহলে ধৈর্যধারণ করতে পারবনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন ঃ 'আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।' এই জাদ ইব্ন কায়েসের সম্পর্কেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে, এই মুনাফিক এই বাহানা বানিয়ে নিয়েছে, অথচ সেতো ফিতনার মধ্যে পড়েই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে দেয়া এবং জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কি কম ফিতনা? (তাবারী ১৪/২৮৭) এই মুনাফিক বানু সালামাহ গোত্রের বড় নেতা ছিল। যখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গোত্রের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের নেতা কে?' তারা তখন উত্তরে বলে ঃ 'আমাদের নেতা হচ্ছে জাদ ইব্ন কায়েস, কিন্তু আমরা মনে করি, সে খুবই কৃপণ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'কৃপণতা অপেক্ষা জঘন্য রোগ আর নেই। জেনে রেখ যে, তোমাদের নেতা হচ্ছে সাদা দেহ ও সুন্দর চুল বিশিষ্ট নব যুবক বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মা'রূর।' (হাকিম /২১৯)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِالْكَافِرِينَ নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী। তারা জাহান্নাম থেকে রক্ষাও পাবেনা, পালাতেও পারবেনা এবং মুক্তিও পাবেনা।

৫০। যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তাহলে তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা বলে ঃ আমরাতো প্রথম থেকেই নিজেদের জন্য সাবধানতার পথ অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা খুশী হয়ে চলে যায়।	٥٠. إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا۟ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا۟ وَّهُمْ فَرِحُونَ
৫১। বল ঃ আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আপতিত হবেনা, তিনিই আমাদের কর্ম বিধায়ক, আর সকল মু'মিনের কর্তব্য হল, তারা যেন নিজেদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।	٥١. قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ মুনাফিকদের অন্তরের কুটিলতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মুসলিমদের বিজয়, সাহায্য, কল্যাণ ও উন্নতি লাভে তারা অত্যন্ত চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ না করুন, যদি মুসলিমদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা মনে খুবই আনন্দ লাভ করে এবং নিজেদের চতুরতার প্রশংসা করে। তারা বলে ঃ

قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ এই কারণেই আমরা আগে থেকেই তাদের থেকে দূরে রয়েছি। অতঃপর তারা আনন্দ করতে করতে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে বলেন, তোমরা ঐ মুনাফিকদেরকে উত্তর দাও, **لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ** দুঃখ ও অশান্তি আমাদের তাকদীরের লিখন এবং আমরা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, তিনিই আমাদের রাব্ব, তিনিই আমাদের আশ্রয়স্থল। আমরা মু'মিন, আর মু'মিনদের ভরসা আল্লাহর উপর। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক।

৫২। বল ঃ তোমরাতো আমাদের জন্য দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় রয়েছ; আর আমরা তোমাদের জন্য এই প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন্ শাস্তি সংঘটন করবেন - নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের দ্বারা; অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।

٥٢. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ

৫৩। তুমি বল ঃ তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কক্ষণই গৃহীত হবেনা; নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লংঘনকারী সম্প্রদায়।	٥٣. قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ
৫৪। আর তাদের দান খাইরাত গ্রহণ না হওয়ার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা শৈথিল্যের সাথে ছাড়া সালাত আদায় করেনা। আর তারা দান করেনা। কিন্তু অনিচ্ছার সাথে।	٥٤. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ **قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ** হে রাসূল! ঐ মুনাফিকদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আমাদের জন্য দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছ। অর্থাৎ যদি আমরা যুদ্ধে শহীদ হই তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি বিজয় লাভ করি ও গাণীমাতের অধিকারী হই তাহলে এটাও মঙ্গল। সুতরাং হে মুনাফিকের দল! আমরা তোমাদের ব্যাপারে যার অপেক্ষা করছি তা হচ্ছে দু'টি মন্দের একটি মন্দ। অর্থাৎ হয় তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব সরাসরি এসে যাবে অথবা আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হবে। তা এভাবে যে, তোমরা আমাদের হাতে নিহত হবে অথবা বন্দী হবে। এখন তোমরা ও আমরা নিজ নিজ জায়গায় প্রতীক্ষায় থাকি, দেখা যাক গাইব থেকে কি প্রকাশ পায়! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বলেন ঃ

أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ তোমরা খুশি মনে খরচ কর বা অসন্তুষ্ট চিত্তে, কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তোমাদের দান কবূল করবেননা। কেননা তোমরাতো ফাসিক বা আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী সমাজ। তোমাদের দান-খাইরাত কবূল না করার কারণ হচ্ছে তোমাদের কুফরী। আর আমল কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছে কুফরী না থাকা এবং ঈমান থাকা। তা ছাড়া কোন কাজেই তোমাদের সদিচ্ছা ও সৎ সাহস নেই। সালাত আদায় করলেও তোমরা উদাসীনতার সাথে আদায় কর। তাতে তোমাদের কোন মনোযোগ থাকেনা। সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেনঃ 'আল্লাহ বিরক্ত হননা যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও। আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই কবূল করেন।' এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এসব ফাসিকের দান-খাইরাত ও আমল কবূল করবেননা। কেননা তিনি একমাত্র মুত্তাকীদের আমলই কবূল করেন।

৫৫. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ

৫৫। অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ** তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩১)

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, এটা তাদের পক্ষে ভাল ও খুশির ব্যাপার নয়। এটাতো তাদের জন্য পার্থিব শাস্তিও বটে। কেননা এর যাকাত আদায় করতে হবে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে বলে তারা পছন্দ করেনা। (তাবারী ১৪/২৯৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মধ্যে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়বে যে, মৃত্যু পর্যন্ত হিদায়াত তাদের ভাগ্যে জুটবেনা। এমনভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে যে, তারা টেরও পাবেনা। এই ধন-সম্পদই জাহান্নামের আগুনে পরিণত হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৬। আর তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল।	٥٦. وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ
৫৭। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু	٥٧. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ

مَغَـٰرَٰتٍ أَوۡ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوۡاْ إِلَيۡهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُونَ	**স্থান পেত তাহলে তারা অবশ্যই ক্ষিপ্র গতিতে সেদিকে ধাবিত হত।**

জিহাদে অংশ নিতে মুনাফিকরা ভয় পায়

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অস্থিরতা, হতবুদ্ধিতা, উদ্বেগ, ত্রাস ও ব্যাকুলতার সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ

وَيَحۡلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَـٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٌ يَفۡرَقُونَ হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকরা তোমাদের কাছে এসে তোমাদের মন জয় করার উদ্দেশে এবং তোমাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লম্বা চওড়া শপথ করে করে বলে ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা মুসলিম। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত। এটা শুধু ভয় ও ত্রাসের ফল, যা তাদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এর ভাবার্থে বলেন ঃ আজ যদি তারা নিজেদের রক্ষার জন্য কোন দুর্গ পেয়ে যায় বা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থান দেখতে পায় অথবা কোন সুড়ঙ্গের সংবাদ পায় তাহলে তারা সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঐ দিকে ধাবিত হবে। তাদের একজনকেও তোমার কাছে দেখা যাবেনা। কেননা প্রকৃতপক্ষে তোমার সাথে তাদের কোন ভালবাসা ও বন্ধুত্বই নেই। তারাতো শুধু ভয়ে বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে তোষামোদ করছে। ইসলামের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তারা মনঃক্ষুণ্ন হচ্ছে। মুসলিমদের কল্যাণে ও খুশিতে তারা জ্বলে পুড়ে মরছে। তোমাদের উন্নতি এদের সহ্য হচ্ছে না। সুযোগ পেলেই তারা আশ্রয়স্থলের দিকে দৌড়ে পালাবে।

٥٨. وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَـٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا	**৫৮। আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা সাদাকাহর (বন্টন) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে, অতঃপর যদি তারা ঐ সমস্ত সাদাকাহ হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয় তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর**

৫৯। তাদের জন্য উত্তম হত যদি তারা ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকত যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দান করেছিলেন, আর বলত ঃ আমাদের পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরও দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।	٥٩. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ

রাসূলের (সাঃ) সততার ব্যাপারে মুনাফিকদের প্রশ্ন করণ

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَات কোন কোন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই অপবাদ দিত যে, তিনি যাকাতের মালের সঠিক বণ্টন করেননা ইত্যাদি। আর এর দ্বারা তাঁর থেকে কিছু লাভ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর থেকে কিছু পেলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আর না পেলে মনঃক্ষুণ্ন হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোনা রূপা বণ্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন গ্রাম্য নওমুসলিম তাঁর কাছে এসে বলে ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আপনাকে ইনসাফের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ইনসাফ করছেননা।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘তুমি ধ্বংস হও। আমিই যদি ইনসাফকারী না হই তাহলে যমীনে ইনসাফকারী আর কে হবে?’ অতঃপর তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা এই ব্যক্তি থেকে এবং এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত লোক থেকে বেঁচে থাক। আমার উম্মাতের মধ্যে এর মত লোক হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে বটে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ থেকে নীচে নামবেনা। তারা যখন (কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য) বের হবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে। আবার যখন বের হবে তখন তাদেরকে

মেরে ফেল। পুনরায় যখন প্রকাশ পাবে তখনও তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে।' তিনি মাঝে মাঝে বলতেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি নিজ থেকে তোমাদেরকে কিছু প্রদানও করিনা এবং প্রদান করা থেকে বিরতও থাকিনা, আমিতো একজন রক্ষক মাত্র।' (তাবারী ১৪/৩০২)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনাইনের যুদ্ধের গানীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন তখন যুলখুওয়াইসিরা হারকুস নামক একটি লোক আপত্তি করে বলে ঃ 'ইনসাফ করুন, কেননা আপনি ইনসাফ করছেননা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'আমি যদি ইনসাফ করে না থাকি তাহলেতো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।' অতঃপর তিনি তাকে চলে যেতে দেখে বললেন ঃ 'এর বংশ থেকে এমন এক কাওম বের হবে যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত নগণ্য মনে হবে এবং যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়াম তুচ্ছ মনে হবে। কিন্তু তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর নিক্ষেপকারীর নিকট থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তাদেরকে তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। আকাশের নীচে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতম হত্যাযোগ্য আর কেহ নেই।' (ফাতহুল বারী ১২/৩০২, মুসলিম ২/৭৪৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّه رَاغِبُونَ তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যা কিছু দান করেছেন, ওর উপর যদি তারা তুষ্ট থাকত এবং ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলত ঃ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে আরও দান করবেন।' সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে এই শিক্ষা দিলেন যে, তিনি যা কিছু দান করবেন তার উপর মানুষের সবর ও শোক্‌র করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারে চুল পরিমাণও যেন ত্রুটি না হয়।

৬০। সাদাকাহতো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদাকাহর (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং (দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের),	٦٠. إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	**আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।**

যাকাত প্রদানের খাত

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ অজ্ঞ মুনাফিকদের বর্ণনা দিয়েছেন যারা সাদাকাহ বণ্টনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আপত্তি উঠিয়েছিল। এখন এই আয়াতে বর্ণনা করছেন যে, যাকাতের মাল বণ্টন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং যাকাত বণ্টন করার ক্ষেত্রগুলি স্বয়ং আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। তিনি কেহকেও তাঁর ইচ্ছার বাইরের কোন নিয়মে তা বন্টন করার অনুমতি দেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াতে জানিয়ে দিলেন যে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত। প্রথমেই তিনি ফকিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ অন্য যে কোন শ্রেণীর তুলনায় তারা সবচেয়ে বেশী অভাবী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, কোন কিছু পাওয়ার ব্যাপারে ফকীরদের দাবী অগ্রগন্য। কারণ তারা কারও কাছেই কোন কিছু যাঞ্চা করেনা। এর পরেই রয়েছে মিসকীনদের স্থান। (তাবারী ১৪/৩০৫-৩০৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ফকীর হচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং মিস্কীন হচ্ছে সুস্থ সবল লোক। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ফকীর দ্বারা মুহাজির ফকীরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এখন ঐ হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলি এই আট প্রকারের সম্পর্কে এসেছে ঃ

(১) فُقَرَاء ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাদাকাহ ধনী ও সুস্থ সবলের জন্য হালাল নয়।' (আহমাদ ৪/১৬৪, আবূ দাউদ ২/২৮৫, তিরমিযী ৩/৩১৭)

(২) مَسَاكِيْن আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে লোকদের কাছে ঘুরাফিরা করে, অতঃপর তাকে সে এক গ্রাস বা দু'গ্রাস (খাদ্য) এবং একটি বা দু'টি খেজুর প্রদান করে।' জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে মিসকীন কে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যার কাছে এমন কিছু নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে, যার এমন অবস্থা প্রকাশ পায়না যা দেখে মানুষ তার অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে কিছু দান করে এবং যে কারও কাছে ভিক্ষা চায়না।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯)

(৩) اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا এরা হচ্ছে যাকাত আদায়কারী। তারা ঐ সাদাকাহর (যাকাতের) মাল থেকেই মজুরী পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, (যাদের উপর সাদাকাহ হারাম) এই পদে আসতে পারেননা। আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবীআ ইব্ন হারিস (রাঃ) এবং ফায্ল ইব্ন আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আবেদন করেন ঃ 'আমাদেরকে সাদাকাহ আদায়কারী নিযুক্ত করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁদেরকে বলেন ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের জন্য সাদাকাহ হারাম। এটাতো লোকদের ময়লা-আবর্জনা।' (মুসলিম ২/৭৫২)

(৪) اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْب এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। কেহকে এ কারণে দেয়া হয় যে, এর ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াকে হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গানীমাতের মাল থেকে প্রদান করেছিলেন। অথচ ঐ সময় তিনি কুফরী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে গমন করেছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ 'তাঁর দান ও সুবিচার আমার অন্তরে সবচেয়ে বেশি তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেছিল। অথচ ইতোপূর্বে তিনি আমার কাছে ছিলেন সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি।' (আহমাদ ৬/৪৬৫, ইমাম মুসলিম ৪/১৮০৬, তিরমিযী ৩/৩৩৪) আবার কেহকে এ জন্য দেয়া হয় যে, এর ফলে তার ইসলাম দৃঢ় হয়ে যাবে। আর ইসলামের উপর তার মন বসে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গানীমাতের মাল থেকে মাক্কার আযাদকৃত লোকদের সর্দারদেরকে এক শত করে উট দান করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

'আমি একজনকে দিয়ে থাকি এবং তার চেয়ে আমার নিকট যে প্রিয়জন তাকে দিইনা, এই ভয়ে যে (তাকে না দিলে সে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, ফলে) তাকে উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে মাটি মিশ্রিত কাঁচা সোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তা শুধুমাত্র চারজন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তারা হলেন (১) আকরা ইব্ন হাবিস (রাঃ), (২) উয়াইনা ইব্ন বদর (রাঃ), (৩) আলকামা ইব্ন উলাসা (রাঃ) এবং (৪) যায়িদ আল খাইর (রাঃ)। তিনি বলেন ঃ 'তাদের মন জয় করার উদ্দেশে আমি এটা তাদেরকে প্রদান করেছি।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৩৩, মুসলিম ২/৭৪১) কেহকে এ জন্যও দেয়া হয় যে, তার সাথীদের কেহ ইসলাম কবূল করবে অথবা সে পার্শ্ববর্তী লোকদের কাছে তা পৌঁছে দিবে অথবা আশেপাশের শত্রুদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং তাদেরকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ দিবেনা। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সঠিক ও সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

(৫) **فِى الرِّقَابِ** হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 'রিকাব' হল ঐ সমস্ত দাস যাদের মালিকের সাথে তাদের এই চুক্তি হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান করলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। (তাবারী ১৪/৩১৭) আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৪/৩১৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যাকাতের টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়াও বৈধ। আসলে যাকাতের টাকা দিয়ে দাসকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করা কিংবা দাসকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়ার ভিতরেই 'রিকাব' এর ব্যাপকতা সীমিত নয়। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ কোন দাসের একটি অঙ্গ মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ অঙ্গ মুক্ত করে দিবেন। এমনকি লজ্জাস্থানের পরিবর্তে লজ্জাস্থানকেও। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৩৯)

কৃতদাস মুক্ত করায় ফাযীলাত

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক এসে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'তুমি 'নাস্‌মা' আযাদ কর ও গর্দান মুক্ত কর।' সে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দু'টিতো একই।' তিনি বললেন ঃ 'না, 'নাসমা' আযাদ করার অর্থ এই যে, তুমি একাই কোন গোলাম আযাদ করবে। আর গর্দান মুক্ত করার অর্থ এই যে, তুমি ওর মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্য করবে।' (আহমাদ ৪/২৯৯)

(৬) اَلْغَارِمِيْنَ দেনাদার ঃ বিভিন্ন প্রকারের দেনাদার রয়েছে। যেমন কেহ মানুষের মাঝে বিবাদ মিটিয়ে দিতে গিয়ে দেনাদার হয়েছে, আবার কেহ অন্যের ঋণের যামীন হতে গিয়ে তা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করায় যামীনদারকে ঐ ঋণের টাকা প্রদান করতে হয়েছে। অথবা এমন দেনাদার যার ধারের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। এ ধরনের লোকদের যাকাতের টাকা পাওয়ার হক রয়েছে।

কাবিসাহ ইব্ন মুখারিক আল হিলালী (রাঃ) বলেন, আমি অন্যের (ঋণের) বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করি। তিনি বলেন ঃ 'অপেক্ষা কর, আমার কাছে সাদাকাহর (যাকাতের) মালামাল এলে তা থেকে তোমাকে প্রদান করব।' এরপর তিনি বলেন ঃ 'হে কাবিসাহ! জেনে রেখ যে, তিন প্রকার লোকের জন্যই শুধু যাঞ্চা করা হালাল। এক হচ্ছে যামিন ব্যক্তি যার জামানতের অর্থ পূরা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য যাঞ্চা করা জায়িয। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার সম্পদ কোন দৈব দুর্বিপাকে নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্যও যাঞ্চা করা জায়িয যে পর্যন্ত না তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে দারিদ্রতায় পেয়ে বসেছে এবং তার কাওমের তিনজন বিবেকবান লোক সাক্ষ্য দেয় যে, নিঃসন্দেহে অমুক ব্যক্তির দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটে। তার জন্যও ভিক্ষা করা জায়িয যে পর্যন্ত না সে কোন আশ্রয় লাভ করে এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্যান্যদের জন্য

ভিক্ষা হারাম। যদি তারা ভিক্ষা করে কিছু খায় তাহলে অবৈধ উপায়ে হারাম খাবে।' (মুসলিম ২/৭২২)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক লোক একটি বাগান খরিদ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে ভীষণভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জনগণকে) বললেন ঃ 'তোমরা তার উপর সাদাকাহ কর।' জনগণ সাদাকাহ করল, কিন্তু তাতেও তার ঋণ পরিশোধ হলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণ দাতাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা যা পেলে তাই গ্রহণ কর, এ ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবেনা।' (মুসলিম ৩/১১৬১)

(৭) **فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ** ঐ মুজাহিদ ও গাযীরা এর অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মুসলিমদের কোন খাত থাকেনা।

(৮) **ابْنُ السَّبِيْلِ** বা মুসাফির, যার সাথে কোন অর্থ নেই, তাকেও যাকাতের মাল থেকে এই পরিমাণ দেয়া যাবে যাতে সে নিজ শহরে পৌঁছতে পারে, যদিও সে নিজের জায়গায় একজন ধনী লোকও হয়। ঐ ব্যক্তির জন্যও এই হুকুম যে নিজের শহর থেকে অন্য জায়গায় সফর করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার কাছে মালধন নেই বলে সফরে বের হতে পারছেনা। তাকেও সফরের খরচের জন্য যাকাতের মাল দেয়া জায়িয, যা তার যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট হবে।

এ আয়াতটি ছাড়াও নিম্নের হাদীসটি এর দলীল ঃ

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাঁচ প্রকারের মালদার ব্যতীত কোন মালদারের জন্য সাদাকাহ হালাল নয়। (১) ঐ ধনী যাকে যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। (২) ঐ মালদার, যে যাকাতের মালের কোন জিনিস নিজের মাল দিয়ে কিনে নিয়েছে। (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। (৪) আল্লাহর পথের গাযী। (৫) ঐ সম্পদশালী লোক, যাকে কোন মিসকীন তার যাকাত হতে প্রাপ্ত কোন মাল উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছে। (আবূ দাঊদ ২/২৮৮, ইব্ন মাজাহ ১/১৫৯০)

যাকাতের মাল খরচের এই আটটি ক্ষেত্র বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ

فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা যাহির ও বাতিনের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তিনি তাঁর কথায়, কাজে, শারীয়াতে ও হুকুমে অতি প্রজ্ঞাময়। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই এবং তিনি ছাড়া কারও কোন পালনকর্তা নেই।

৬১। আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নাবীকে যাতনা দেয় এবং বলে ঃ তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন। বলে দাও ঃ এই নাবী কর্ণপাত করে সেই কথায় যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আর মু'মিনদের বিশ্বাস করে, আর সে ঐ সব লোকের প্রতি রাহমাত স্বরূপ যারা মু'মিন। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে যাতনা দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٦١. وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের রাগান্বিত করার চেষ্টা

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, মুনাফিকদের একটি দল রয়েছে, তারা বড়ই কষ্টদায়ক। তারা কথার দ্বারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ দিয়ে থাকে। তারা বলে, 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো সবারই কথায় কর্ণপাত করেন। তিনি যার কাছে যা শুনেন তাই মেনে নেন। তিনি আমাদের মিথ্যা শপথ করে বলা কথাও বিশ্বাস করে নিবেন।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) থেকে এরূপ ভাবার্থ বর্ণনা করা

হয়েছে। (তাবারী ১৪/৩২৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, নাবীতো তা’ই শোনেন যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহর কথা মেনে থাকেন এবং ঈমানদার লোকদের সত্যবাদিতা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত। তিনি মু’মিনদের জন্য রাহমাত স্বরূপ। وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬২। তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে যেন তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা তাদের জন্য বেশি যরুরী, যদি তারা সত্যিকারের মু’মিন হয়ে থাকে।	٦٢. يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ
৬৩। তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন? তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।	٦٣. أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ

রাসূলকে (সাঃ) খুশি করার জন্য মুনাফিকদের বক্তব্য পাল্টে দেয়ার চেষ্টা

কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের একটি লোক বলে, ‘আল্লাহর শপথ! আমাদের এসব সর্দার ও নেতা

খুবই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা সত্যই হত, আর তারা যদি তা না মানত তাহলে তারাতো গাধাতুল্য।’ তার এ কথা একজন শুনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথাই সত্য। আর যারা তাকে মেনে নিচ্ছে না তারা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।’ ঐ সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে (মুনাফিক) ডেকে পাঠান। কিন্তু সে শক্ত শপথ করে বলে, ‘আমিতো এ কথা বলিনি। এ লোকটি আমার উপর অপবাদ দিচ্ছে।’ তখন ঐ সাহাবী দু‘আ করেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি সত্যবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে দেখিয়ে দিন!’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/৩২৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

তাদের কি এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে? সেখানে তারা অপমানজনক শাস্তি ভোগ করবে। এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য আর কি হবে?

৬৪। মুনাফিকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলিমদের) প্রতি না জানি এমন কোন সূরা নাযিল হয় যা তাদের (মুনাফিকদের) অন্তরের কথা অবহিত করে দেয়। তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে।

٦٤. يَحْذَرُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ

মুনাফিকরা তাদের গোপন অভিসন্ধি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা (মুনাফিকরা) পরস্পর আলাপ আলোচনা করত, কিন্তু সাথে সাথে এ আশংকাও করত যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা হয়তো অহীর মারফত মুসলিমদেরকে তাদের গুপ্ত কথা জানিয়ে দিবেন। (তাবারী ১৪/৩৩১) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি উহার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেননা কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৮) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ হে মুনাফিকরা! তোমরা মুসলিমদের অবস্থার উপর মন খুলে উপহাসমূলক কথা বলে নাও। কিন্তু জেনে রেখ যে, তোমাদের মনের সমস্ত গুপ্ত কথা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَـٰنَهُمْ. وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَـٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَـٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেননা? আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২৯-৩০) এ জন্যই কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই সূরারই নাম হচ্ছে '*সূরা ফাযিহাহ্*।' কেননা এই সূরায় মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১৪/৩৩২)

৬৫। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তাহলে তারা বলে দিবে ঃ আমরাতো শুধু আলাপ আলোচনা ও হাসি তামাশা করছিলাম। তুমি বল ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি তামাসা করছিলে?	٦٥. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ
৬৬। তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়োনা, তোমরাতো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই। কারণ তারা অপরাধী ছিল।	٦٦. لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ

মুনাফিকরা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবরের উপর নির্ভর করে

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি জনসমাবেশে বসা ছিল। সে বলছিল ঃ 'আমাদের এই কুরআন পাঠকারী লোকদেরকে দেখি যে, তারা আমাদের মধ্যে বড় পেটুক, বড় মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের সময় বড়ই কাপুরুষ।' ওখানে থাকা এক ব্যক্তি বলল ঃ তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলে দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বিষয়টি অবগত করানো হয় এবং তখন কুরআনের এ আয়াতাংশটি নাযিল হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ পরবর্তী সময়ে আমি দেখেছি যে, ঐ মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের কাঁধের উপর হাত রেখে পাথরের সাথে টক্কর খেতে খেতে তাঁর সাথে সাথে চলছিল এবং ঐ কথা

বলছিল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা শুধু হাসি তামাসা করছিলাম।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে চেয়েও দেখছিলেননা। তিনি তখন **أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ** এ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। (তাবারী ১৪/৩৩৩) অন্যান্য মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً এখন তোমরা কোন বাজে ওযর পেশ করনা। যদিও তোমরা মুখে ঈমানদার ছিলে, কিন্তু এখন ঐ মুখেই তোমরা কাফির হয়ে গেলে। এটা হচ্ছে কুফরী কালেমা যে, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কুরআনুল হাকীমের সাথে হাসি তামাসা করবে। **إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً** আমি যদি কেহকে ক্ষমা করেও দেই, তবুও জেনে রেখ যে, সকলের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হবেনা। **بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ** কারণ তোমাদের এই অপরাধ, এই জঘন্য পাপ এবং কুফরী কালেমার শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

৬৭। মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা সবাই এক রকম, অসৎ কর্মের শিক্ষা দেয় এবং সৎ কাজ হতে বিরত রাখে, আর নিজেদের হাতসমূহকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা হচ্ছে অতি অবাধ্য।

٦٧. ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ

٦٨. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ	**৬৮। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং কাফিরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, ওটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।**

মুনাফিকদের অন্যান্য চরিত্র

এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন ঃ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ মুনাফিকদের আচরণ মু'মিনদের সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনরা ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা মন্দ কাজের আদেশ করে এবং ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে। মু'মিনরা দানশীল হয়, আর মুনাফিকরা হয় কৃপণ। মু'মিনরা আল্লাহর যিক্‌রে মগ্ন থাকে এবং মুনাফিকরা আল্লাহর যিক্‌র থেকে উদাসীন থাকে। এর ফলে আল্লাহও তাদের সাথে ঐরূপ ব্যবহারই করেন, যেমন একজন অন্যজনকে ভুলে থাকে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে এ কথাই বলবেন ঃ

وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا

আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৪) মুনাফিকরা সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে এবং বিভ্রান্তির পথে প্রবেশ করেছে। وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا এই মুনাফিক ও কাফিরদের এসব দুষ্কার্যের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। هِيَ

وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ সেখানে এই শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট। حَسْبُهُمْ তাদেরকে মহান ও দয়ালু আল্লাহ স্বীয় রাহমাত থেকে দূর করে দিয়েছেন। তাদের জন্য তিনি ঠিক করে রেখেছেন চিরস্থায়ী শাস্তি।

٦٩. كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

৬৯। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, যারা ছিল তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদ ও সন্তানাদীর প্রাচুর্য্যও ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; তারা তাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে যেমন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা নিজেদের অংশ দ্বারা ফল ভোগ করেছিল; আর তোমরাও ব্যাঙ্গাত্মক হাসি তামাসায় এরূপভাবে নিমগ্ন রয়েছ যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল। তাদের কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে দুনিয়ায় ও আখিরাতে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে মুনাফিকদের শিক্ষা লাভ করার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুনিয়ায় এই লোকদের উপরেও আল্লাহর শাস্তি পৌঁছে এবং পরকালেও পৌঁছবে, যেমন এদের পূর্ববর্তীদের উপর তাঁর শাস্তি

পৌঁছেছিল। হাসান (রহঃ) বলেন যে, خَلَاق এর অর্থ হচ্ছে দীন। পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তেমনই এরাও ওর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এদের এই অসৎ আমল অকেজো ও মূল্যহীন হয়ে গেল। তারা না দুনিয়ায় উপকৃত হল, না আখিরাতে। এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য ক্ষতি যে, আমল করল অথচ ফল পেলনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেমন আজকের রাতের সাথে কালকের রাতের সাদৃশ্য রয়েছে, তদ্রূপ এই উম্মাতের মধ্যেও ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য এসে গেছে। তিনি বলেন, আমার ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে, এমন কি যদি তাদের কেহ গো সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে ও গজে গজে। এমন কি তারা যদি কোন গো সাপের গর্তে ঢুকে গিয়ে থাকে তাহলে তোমরাও অবশ্যম্ভাবীরূপে তাতে ঢুকে পড়বে।' তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা? আহলে কিতাব কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আর কারা হবে?' এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা ইচ্ছা করলে كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ... এ আয়াতটি পড়ে নাও।' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ خَلَاق শব্দ দ্বারা دِيْن বুঝানো হয়েছে। وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ সম্পর্কে জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম? পারসিক ও রোমকদের মত কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'লোকদের মধ্যে এরা ছাড়া আর কেহ নয়।' (তাবারী ১৪/৪৩২) এ হাদীসের সত্যতার সাক্ষ্য সহীহ হাদীসসমূহেও পাওয়া যায়।

৭০। তাদের কাছে কি ঐ সব লোকের সংবাদ পৌঁছেনি যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে, নূহ	٧٠. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن

সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়, আর ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং বিধ্বস্ত জনপদগুলির? তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছিল।	قَبۡلِهِمۡ قَوۡمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوۡمِ إِبۡرَٰهِيمَ وَأَصۡحَٰبِ مَدۡيَنَ وَٱلۡمُؤۡتَفِكَٰتِۚ أَتَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে আরও উপদেশ দিচ্ছেন ঃ **أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وِأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفكَات** হে মুনাফিকের দল! তোমরা তোমাদের মত লোকদের অবস্থার উপর গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং দেখ, নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফল কি হয়েছিল! নূহের (আঃ) কাওমের ডুবে মরা এবং মুসলিম ছাড়া অন্য কেহ রক্ষা না পাওয়ার ব্যাপারটা স্মরণ কর! 'আদ সম্প্রদায়ের হুদকে (আঃ) না মানার কারণে প্রবল ঝটিকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখ! ছামূদ সম্প্রদায়ের সালিহকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর নিদর্শনের উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার কারণে এক গগণ বিদারী শব্দ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ঘটনাটি মনে কর। দুষ্কার্য ও কুফরীর প্রতিফল হিসাবেই শুআইবের (আঃ) কাওমকে ভূমিকম্প দ্বারা এবং 'ছায়ার দিনের শাস্তি' দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়। তারা ছিল মাদায়িনের অধিবাসী। লূতের (আঃ) কাওমের বসতি হচ্ছে বিধ্বস্ত জনপদ। তারা মাদায়িনে বসবাস করত। আবার বলা হয়েছে যে, সেটা হচ্ছে সুদুম। মোট কথা, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী লূতকে (আঃ) না মানা এবং দুষ্কার্য পরিত্যাগ না করার কারণে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছেন। আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের কাছে আমার রাসূলগণ আমার কিতাবসমূহ, মু'জিযা এবং স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদীসহ গমন করেছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মোটেই মেনে চলেনি। অবশেষে তারা নিজেরা নিজেদের উপর যুল্ম করার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। তারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমল করা ছেড়ে দেয় এবং সত্যের মুকাবিলা করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাযিল হয় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

٧١. وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

৭১। আর মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে, আর সালাতের পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমাতওয়ালা।

মু'মিনদের গুণাগুণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বদ অভ্যাসের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে মু'মিনদের উত্তম স্বভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ এই মু'মিনরা পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করে এবং একে অন্যের বাহু স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 'এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে

শক্ত ও মযবুত করে।' তিনি এ কথা বলে তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিগুলিকে অন্য হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৪) অপর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'মু'মিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি দেহের মত, দেহের একটি অংশ অসুস্থ হলে সমস্ত অংশে তা সঞ্চারিত হয় ও সর্বাঙ্গই অসুস্থ হয়ে পড়ে।' (ফাতহুল বারী ১০/৪৫২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ তারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ তারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দেয়। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে আদেশ করেছেন তা তারা পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে।

أُوْلَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। অর্থাৎ যারা উপরোক্ত গুণের অধিকারী হবে তারা অবশ্যই আল্লাহর করুণা লাভের হকদার।

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মহাক্ষমতাবান। অর্থাৎ যারা তাঁর অনুগত হয় তাদেরকেই তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কেননা মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য।

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন হিকমাতওয়ালা। এটা তাঁর হিকমাত ও নিপুণতা যে, তিনি মু'মিনদেরকে এসব গুণের অধিকারী করেছেন এবং মুনাফিকদের ঐ সব বদ স্বভাবের অধিকারী করেছেন। তাঁর প্রতিটি কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ। তিনি বড়ই কল্যাণময় ও মর্যাদাবান।

৭২। আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে আল্লাহ এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ, যেখানে তারা অনন্ত কাল থাকবে, আরও (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহের, ঐ স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত, এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।	٧٢. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَـٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

মু'মিনদের জন্য পরকালে আনন্দময় জীবনের সুসংবাদ

মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিনা নারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও চিরস্থায়ী নি'আমাতরাজি প্রস্তুত রেখেছেন, এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশে নির্মল পানির প্রস্রবণ বইতে থাকে। সেখানে রয়েছে সুউচ্চ, সুন্দর, ঝকঝকে এবং সাজসজ্জাপূর্ণ প্রাসাদসমূহ! যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন কায়িস (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি জান্নাত শুধু সোনার তৈরী, ও দু'টির পাত্র এবং ও দু'টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সোনার তৈরী। আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রূপার তৈরী, ও দু'টির পাত্র এবং অন্য যা কিছু রয়েছে সবই রূপার তৈরী। তারা (জান্নাতবাসীরা) তাদের রবের দিকে এমন অবস্থায় তাকাবে যে, তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যময় চাদর ছাড়া অন্য কোন পর্দা থাকবেনা। এটা আদন নামক জান্নাতের মধ্যে হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩) অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিনদের জন্য জান্নাতে একটি তাঁবু রয়েছে তা যেন একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা

নির্মিত। উপরের দিকে ওর দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। সেখানে মু'মিনদের পরিবার থাকবে যাদের কাছে তারা যাতায়াত করবে, কিন্তু কেহ একে অপরকে দেখতে পাবেনা। (ফাতহুল বারী ৮/৪৪১, মুসলিম ৪/২১৮১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করে ও রামাযানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'আলার উপর এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে হিজরাত করে থাকুক বা বাড়ীতে বসেই থাকুক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ 'আমরা অন্যদেরকেও এ হাদীস শুনিয়ে দিব কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'জান্নাতে একশ'টি শ্রেণী/স্তর রয়েছে, যেগুলিকে আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। প্রতি দু'শ্রেণীর মাঝে এতটা দূরত্ব রয়েছে যতটা দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সুতরাং যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা করবে। ওটা সবচেয়ে উঁচু ও সর্বাপেক্ষা উত্তম জান্নাত। জান্নাতসমূহের সমস্ত নাহর ওখান থেকেই উৎসারিত হয়। ওর উপরেই রাহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমরা আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে তখন আল্লাহর কাছে আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে।' জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'ওয়াসীলা' কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চতম শ্রেণী/স্তর, যা একটি মাত্র লোক লাভ করবে। আমি আশা রাখি যে, ঐ লোকটি আমিই।' (আহমাদ ২/২৫৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কাছে জান্নাতের বর্ণনা দিন! ইহা কিসের তৈরী? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ওর ভিত্তি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইটের। ওর গাথুনীর মিশ্রণ হবে খাঁটি মিশ্‌ক। ওর কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকূত। ওর মাটি হবে জাফরান। সেখানে যে যাবে সে ঐ সুখ সম্ভোগের মধ্যে থাকবে যা কখনও শেষ হবেনা। সেখানে সে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, যার পরে মৃত্যুর কোন ভয় নেই। না তার কাপড় ছিঁড়ে যাবে, আর না যৌবনে কোন ভাটা পড়বে।' (আহমাদ ২/৩০৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষ বড় (নি'আমাত) অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি যা তাদের সমুদয় ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা বড় ও মর্যাদাপূর্ণ। ইমাম মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতবাসী-দেরকে বলবেন ঃ 'হে জান্নাতবাসীরা! তখন তারা (সমস্বরে) বলে উঠবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার হাতেই কল্যাণ রয়েছে।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 'তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি?' তারা উত্তরে বলবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! কেন আমরা সন্তুষ্ট হবনা? আপনিতো আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির মধ্যে আর কেহকেই দান করেননি।' আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'এর চেয়ে উত্তম জিনিস কি আমি তোমাদেরকে দান করবনা?' তারা জবাব দিবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে?' আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে, জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম। আজ থেকে আমি তোমাদের উপর কখনও অসন্তুষ্ট হবনা।' (ফাতহুল বারী ১১/৪২৩, মুসলিম ৪/২১৭৬)

৭৩। হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর। তাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম; এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান।	٧٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ج وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ صلے وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
৭৪। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছে যে, তারা কিছুই বলেনি; অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেল, আর তারা	٧٤. يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ

وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَـٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ	এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকর করতে পারেনি; তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করেছেন। যদি তারা তাওবাহ করে তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন, আর ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী থাকবে আর না কোন সাহায্যকারী।

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তাঁর অনুসারী মু'মিনদের সাথে নম্র ব্যবহার করার আদেশ করছেন। তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, কাফির ও মুনাফিকদের মূল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, হাত দ্বারা না পারলে তাদেরকে কঠোরতম ধমক দিতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মুনাফিকদের সাথে মুখে জিহাদ করার হুকুম

করেছেন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করা ত্যাগ করতে বলেছেন। (তাবারী ১৪/৩৫৯) এ বিষয়ে যাহহাক (রহঃ) ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ কাফিরদের সাথে অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা এবং মুনাফিকদের সাথে রুঢ় ভাষী হওয়ার মাধ্যমে জিহাদে অংশ নিতে হবে। (তাবারী ১৪/৩৫৯) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৪২) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার অর্থ এও যে, ইসলামিক আইন বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তাদের ব্যাপারেও সম অধিকারের আইন প্রয়োগ করা। (তাবারী ১৪/৩৫৯) এ সমস্ত বক্তব্য একত্রিত করলে অর্থ এই দাড়ায় যে, কাফির ও মুনাফিকদের বিরূদ্ধে সময়োপযোগী যখন যা দরকার সেই ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ তারা শপথ করে করে বলে যে, তারা (অমুক কথা) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং নিজেদের (বাহ্যিক) ইসলাম গ্রহণের পর খোলাখুলিভাবে কুফরী করেছে।

৯ ঃ ৭৪ আয়াতটি নাযিল করার কারণ

আমুভী (রহঃ) তাঁর ‘মাগাযী’ গ্রন্থে কা‘ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) তাবূক সম্পর্কীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তাবূকের যুদ্ধে যে মুনাফিকেরা অংশ না নিয়ে নিজ বাসস্থানে রয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ যাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন তাদের একজন হল জুলাস ইব্ন সুওয়াইদ ইবনুস সামিত। উমাইর ইব্ন সা’দের (রাঃ) মা তার ঘরে (স্ত্রী রূপে) ছিলেন, যিনি উমাইরকেও (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১] যখন ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জুলাস বলে ঃ ‘আল্লাহর শপথ! যদি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সঃ) তাঁর কথায় সত্যবাদী হন তাহলেতো আমরা এই গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট!’ এ কথা শুনে উমাইর ইব্ন সা’দ (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ ‘আপনিতো আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আপনার কষ্ট আমার কষ্টের চেয়েও আমার কাছে বেশি পীড়াদায়ক। কিন্তু এখন আপনি আপনার মুখ থেকে এমন একটা কথা বের করলেন যে, যদি

[১] উমাইর ইব্ন সা’দ (রাঃ) তার মায়ের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র ছিলেন। উমাইর (রাঃ) এর পিতার মৃত্যুর পর তার মায়ের জুলাসের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর তিনি তার পুত্র উমাইরকেও (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে জুলাসের বাড়ীতে আসেন।

আমি তা পৌঁছে দেই তাহলে আমার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, আর না পৌঁছালে রয়েছে ধ্বংস। তবে লাঞ্ছনা অবশ্যই ধ্বংস হতে হাল্কা।'

এ কথা বলেই উমাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে জুলাসের ঐ কথা বলে দিলেন। জুলাস এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে শপথ করে বলে ঃ 'উমাইর ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) মিথ্যা কথা বলেছে। আমি কখনও এ কথা বলিনি।' তখন **يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ** এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, এরপর জুলাস তাওবাহ করে নেয় এবং ঠিক হয়ে যায়।

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। ঐ সময় তিনি (সাহাবীদেরকে) বলেন ঃ 'এখনই তোমাদের কাছে একটি লোক আসবে এবং সে তোমাদের দিকে শাইতানের দৃষ্টিতে তাকাবে। যখন সে আসবে তখন তোমরা তার সাথে কথা বলবেনা।' তখনই নীল রং (অর্থাৎ খুবই কালো) চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক এসে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন?' তৎক্ষণাৎ সে গিয়ে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে এলো এবং সবাই আল্লাহর নামে শপথ করে বলল যে, তারা ওসব কথা বলেনি। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ **يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ** এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের হত্যা করার চেষ্টা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার **وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ** (তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি) এ উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা জুলাসের সংকল্পকে বুঝানো হয়েছে। সে সংকল্প করেছিল যে, তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত যে ছেলেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার কথা বলে দিয়েছিলেন তাঁকে সে হত্যা করবে। একটি উক্তি এই যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। (তাবারী ১৪/৩৬৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, একটি

উক্তি এও আছে যে, কতকগুলো লোক ইচ্ছা করেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মত না হলেও তারা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে তাদের সরদার বানাবে।

এটাও বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক তাবূকের যুদ্ধে গমনের সময় পথে প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। তারা ছিল দশ জনেরও বেশির একটি দল। 'দালায়িলুন নাবুওয়াহ' কিতাবে হাফিয আবূ বাকর আল বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেছেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর আগে ও আম্মার (রাঃ) পিছনে চলছিলাম। একজন পিছন থেকে হাঁকাচ্ছিলাম এবং অন্যজন আগে আগে লাগাম ধরে টানছিলাম। আমরা আকাবা নামক স্থানে পৌঁছলাম। এমন সময় দেখি যে, বারোজন লোক মুখোশ পড়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীটিকে ঘিরে ধরল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি সতর্ক করলে তিনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলেন। সুতরাং তারা পালিয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমরা তাদেরকে চিনতে পেরেছ কি?' আমরা উত্তর দিলাম ঃ না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা মুখোশ পরিহিত ছিল। তবে তাদের সাওয়ারীগুলো আমরা চিনতে পেরেছি। তিনি বললেন ঃ 'এরা হচ্ছে মুনাফিক এবং কিয়ামাত পর্যন্ত এদের অন্তরে নিফাক (কপটতা) থাকবে। এরা কোন্ উদ্দেশে এসেছিল তা তোমরা জান কি?' আমরা উত্তরে বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ 'এরা এসেছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকাবাহ পাহাড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়ার জন্য ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে।' আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি তাদের গোত্রগুলোর কাছে এ সংবাদ পাঠাবনা যে, প্রত্যেক কাওম যেন তাদের এই প্রকারের লোকের (কর্তিত) মস্তক আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয় (অর্থাৎ তার গর্দান উড়িয়ে দেয়)? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'না, (এটা করা যায়না) তাহলে লোকেরা সমালোচনা করবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেতো এই লোকদেরকে নিয়েই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছেন, আবার নিজের সেই সঙ্গীদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।' অতঃপর তিনি বদ্ দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এদের অন্তরে *'দুবাইলাহ'* করে দিন!' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! *'দুবাইলাহ'* কী? উত্তরে তিনি বললেন ঃ উহা

হল এমন এক অগ্নি উৎক্ষেপণ যা কারও হৃদয়ে আঘাত করে এবং এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৫/২৬০)

সহীহ মুসলিমে আবূ তুফাইল (রহঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযাইফার (রাঃ) সাথে একটি লোকের কথোপকথন হয়। তিনি হুযাইফাকে (রাঃ) আল্লাহর শপথ দিয়ে আহলে আকাবার সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন। তখন লোকেরাও হুযাইফাকে (রাঃ) তাদের সংখ্যা বলতে বলে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা ছিল চৌদ্দজন। আর তোমাকেও যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায় তাহলে সংখ্যা দাঁড়াবে পনের।' হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! বারোজন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধকারী। তাদের তিনজনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল যারা বলেছিল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানকারীর আহ্বানও শুনিনি এবং ঐ কাওমের কি উদ্দেশ্য ছিল সেটাও আমরা জানতামনা।' কারণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেটে চলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ পানির স্বল্পতা রয়েছে, অতএব আমার পূর্বে কেহ যেন সেখানে না পৌঁছে। কিন্তু তবুও কিছু লোক সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি তাদের উপর অভিশাপ দেন। (মুসলিম ৪/২১৪৪) আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার সহচরদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রয়েছে। তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করতে পারবে এবং ওর সুগন্ধও পাবেনা। আটজনের কাঁধে আগুনের ফোঁড়া হবে যা বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।' (মুসলিম ৪/২১৪৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র হুযাইফাকে (রাঃ) ঐ মুনাফিকদের নাম বলেছিলেন বলেই তাঁকে তার রাযদার (যিনি গোপন কথা জানেন) বলা হত। এসব ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এ আয়াতেই এর পরে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِه রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি কোন অন্যায় করেননি, শুধু ব্যাপার এই যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাদেরকে মালদার করেছেন। যদি তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ অনুগ্রহ হত তাহলে তাদের ভাগ্যেও হিদায়াত জুটত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে বলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা কি বিচ্ছিন্ন ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ করেছেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আনসাররা বলছিলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওবাহর দিকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ

فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ এখনও যদি তারা তাওবাহ করে তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তারা তাদের নীতির উপরই অটল থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।' অর্থাৎ যদি তারা তাদের পন্থা ও নীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন হত্যা, দুঃখ এবং চিন্তার দ্বারা, আর পরকালে জাহান্নামের অপমানজনক ও কষ্টদায়ক আযাব দ্বারা। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ দুনিয়ায় তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন কেহ নেই যে তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে। না পারবে তারা তাদের কোন উপকার করতে এবং না পারবে তাদের কোন কষ্ট দূর করতে।

৭৫। আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে ঃ আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন তাহলে আমরা অনেক দান খাইরাত করব এবং খুব ভাল কাজ করব।

٧٥. وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ

	ٱلصَّـٰلِحِينَ
৭৬। কার্যতঃ যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ প্রদান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং (আনুগত্য করা হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল, আর তারাতো মুখ ফিরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত।	٧٦. فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضۡلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ
৭৭। অতঃপর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক (সৃষ্টি) করে দিলেন, যা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে এ কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদার খেলাফ করেছে; আর এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলেছিল।	٧٧. فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ
৭৮। তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? আর তাদের কি এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ সমস্ত গাইবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন?	٧٨. أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ سِرَّهُمۡ وَنَجۡوَىٰهُمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّـٰمُ ٱلۡغُيُوبِ

মুনাফিকরা সম্পদ লাভে আগ্রহী, কিন্তু দান করতে অনিচ্ছুক

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, যদি তিনি তাদেরকে সম্পদশালী করে দেন

তাহলে তারা প্রচুর দান-খাইরাত করবে এবং সৎ লোক হয়ে যাবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে যায় তখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও কৃপণতা করতে শুরু করে। এর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে চিরদিনের জন্য নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি করে দেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের লক্ষণ হচ্ছে তিনটি (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন কোন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৩) সে আমানাতের খিয়ানাত করে। (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? তিনি পূর্ব হতেই জানেন যে, এটা শুধু তাদের মুখের কথা যে, তারা সম্পদশালী হলে এরূপ এরূপ দান-খাইরাত করবে, এমন এমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং এরূপ সৎ কাজ করবে। কিন্তু তাদের অন্তরের উপর দৃষ্টিপাতকারীতো হচ্ছেন আল্লাহ।

وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গাইবের খবর খুবই জ্ঞাত আছেন। তিনি সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। সব কিছুই তাঁর সামনে উজ্জ্বল। কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই।

৭৯। স্বতঃপ্রবৃদ্ধ হয়ে সাদাকাহ প্রদানকারী মু'মিন এবং যারা নিজ পরিশ্রম থেকে দেয়া ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারেনা তাদের প্রতি যারা দোষারোপ করে/উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে	٧٩. ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।	

মুনাফিকরা মু'মিনদের দানকে কটাক্ষ করে থাকে

এটাও মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাস যে, তাদের মুখের ভাষা থেকে দাতা বা কৃপণ কেহই বাঁচতে পারেনা। এই দোষযুক্ত ও কর্কশভাষী লোকগুলো খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যদি কোন ব্যক্তি মোটা অংকের অর্থ আল্লাহর পথে দান করে তাহলে এরা তাকে রিয়াকার বলতে থাকে। আর কেহ যদি সামান্য মাল নিয়ে আসে তাহলে তারা বলে যে, এই ব্যক্তির দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। উবাইদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ নুমান আল বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, সু'বাহ (রহঃ) বলেন যে, সুলাইমান (রহঃ) আবূ ওয়াইল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন সাদাকাহ দেয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ নিজ নিজ সাদাকাহ নিয়ে হাযির হন। এক ব্যক্তি প্রচুর পরিমান সাদাকাহ দেন। তখন ঐ মুনাফিকরা তাঁর উপাধি দেয় রিয়াকার। অতঃপর একজন দরিদ্র লোক শুধুমাত্র এক সা'[1] শস্য নিয়ে আসেন। তা দেখে মুনাফিকরা বলে যে, তার এটুকু জিনিসের আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন ছিল। তখন الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ এই আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৩/৩৩২, মুসলিম ২/৭০৬)

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন-সম্মুখে বের হয়ে ঘোষণা করেন ঃ 'তোমরা তোমাদের সাদাকাহগুলি জমা কর।' তখন জনগণ তাঁদের সাদাকাহগুলি জমা করেন। সর্বশেষ একটি লোক এক সা' খেজুর নিয়ে হাযির হন এবং বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাতে পানি বহন করার কাজের বিনিময়ে আমি দুই সা' খেজুর লাভ করেছিলাম। এক সা' আমার সন্তানদের জন্য রেখে বাকী এক সা' আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর ঐ মালকে জমাকৃত মালের মধ্যে রেখে দিতে বললেন। মুনাফিকরা তখন বলাবলি করতে লাগল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নন, এ দিয়ে

---

[1] এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মাদীনার সা', যার ওযন হল প্রায় ২.৭০ কে. জি। (মাদীনার ১ সা'=৪ মুদ, ১ মুদ=.৬৭ কে জি)

সে কি'ইবা লাভ করতে পারবে? অতঃপর আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'সাদাকাহ দানকারীদের আর কেহ অবশিষ্ট আছে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'তুমি ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট নেই।' তখন আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বললেন ঃ 'আমার কাছে একশ' আউকিয়া সোনা রয়েছে, সবগুলি আমি সাদাকাহ করে দিলাম।' উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) তখন তাঁকে বললেন ঃ 'তুমি কি পাগল?' তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আমার মধ্যে পাগলামি নেই। আমি যা করলাম সজ্ঞানেই করলাম।' উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'তুমি যা দিতে চাচ্ছ তা তুমি দিবে কী?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ শুনুন! আমার মাল রয়েছে আট হাজার (দিরহাম)। চার হাজার আমি আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দিচ্ছি এবং বাকী চার হাজার নিজের জন্য রাখছি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে তাতে আল্লাহ বারাকাত দান করুন!' মুনাফিকরা তখন বলতে লাগল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) যা দান করলেন তা রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।' মুনাফিকরা অসত্য কথা বলেছিল জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ ... এ আয়াত নাযিল করে বড় ও ছোট দানকারীদের সত্যবাদিতা এবং মুনাফিকদের কষ্টদায়ক কথা প্রকাশ করে দিলেন। (তাবারী ১৪/৩৮৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ *তাদের প্রতি যারা উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন।* ঐ মুনাফিকদের এই উপহাসের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এই প্রতিশোধই গ্রহণ করলেন। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা আমলের শাস্তিতো আমল অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

৮০। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও	٨٠. ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ	আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর এরূপ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেননা।

মুনাফিকদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, হে নাবী! কাফিরেরা এ যোগ্যতা রাখেনা যে, তুমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। একবার নয় বরং সত্তর বারও যদি তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। এখানে যে সত্তরের উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা শুধু গণনার আধিক্য বুঝানো হয়েছে। বর্ণনার গুরুত্বের জন্য আরাবরা সত্তর সংখ্যাটি ব্যবহার করে থাকে। মূল কথা এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু তার ব্যাপারে কোন ক্ষমা প্রার্থনাই কবূল করবেননা।

শা'বী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার পুত্র নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা মারা গেছে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করাবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার নাম কি?' সে উত্তরে বলে ঃ 'আমার নাম হুবাব ইব্ন আবদুল্লাহ।' তিনি বললেন ঃ 'এখন থেকে তোমার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রাখা হল)। কারণ হুবাবতো শাইতানের নাম।' অতঃপর তিনি তার সাথে গেলেন। তার পিতাকে স্বীয় জামাটি পরিধান করালেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করালেন। তাঁকে বলা হল ঃ 'আপনি এর (মুনাফিকের) জানাযার সালাত আদায় করবেন?' তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'তুমি যদি সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা।' তাই আমি সত্তর বার, আবার সত্তর বার এবং আবারও সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করব। (তাবারী ১৪/৩৯৬, ৩৯৭) উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ ইব্ন দিআ'মাহ (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) এটিকে ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন।

৮১। রাসূলুল্লাহকে (যুদ্ধে গমনের পর) পিছনে পরে থাকা লোকেরা নিজেদের গৃহে বসে থেকে উল্লাস প্রকাশ করছিল এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল। অধিকন্তু বলতে লাগল ঃ তোমরা এই গরমের মধ্যে বের হয়োনা। তুমি বলে দাও -জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, কত ভাল হত যদি তারা বুঝতে পারত!	٨١. فَرِحَ ٱلۡمُخَلَّفُونَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّاۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ
৮২। অতএব তারা অল্প কয়েকদিন (হেসে খেলে) কাটিয়ে দিক, আর প্রচুর তারা কাঁদবে, ঐ সব কাজের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করেছিল।	٨٢. فَلۡيَضۡحَكُواْ قَلِيلٗا وَلۡيَبۡكُواْ كَثِيرٗا جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

তাবূকের জিহাদে অংশ না নেয়ায় মুনাফিকদের আত্মশ্লাঘা!

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছেন যারা তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমন করেনি এবং বাড়ীতে বসে থাকায় আনন্দিত হয়েছিল। আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা তাদের কাছে ছিল অপছন্দনীয়।

তারা পরস্পর বলাবলি করছিল ঃ এই কঠিন গরমের সময় কোথায় যাবে? তাবূকের যুদ্ধে বের হওয়ার সময়টা এমনই ছিল যে, এক দিকে ছিল প্রচন্ড গরম, অপরদিকে ফলগুলি সব পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়া ছিল

উপভোগ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, তোমরা তোমাদের অবাধ্যতার মাধ্যমে যে দিকে যাচ্ছ, তার মধ্যে বর্তমানের চেয়ে বহুগুণ গরমের প্রখরতা রয়েছে। তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ আজ জিনাদ (রহঃ) আল আরায (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আগুনইতো যথেষ্ট। তিনি বললেন ঃ এর সাথে আরও উনসত্তর গুণ যোগ করা হবে। (মুয়াত্তা ২/৯৯৪, ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪)

আল আমাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, নুমান ইব্ন বাশির (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে যে লোকটির শাস্তি সবচেয়ে হালকা হবে তা হবে এই যে, তার পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে, যার ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে তখন মনে করবে যে, তাকেই সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ওটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা হাল্কা শাস্তি। (হাকিম ৪/৫৮০, ফাতহুল বারী ১১/৪২৫, মুসলিম ১/১৯৬) কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

كَلَّآ ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ. نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ

না, কখনই নয়, ইহাতো লেলিহান অগ্নি যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৫-১৬) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ. وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে

ফিরিয়ে দেয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৯-২২) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ

নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (হে নাবী!) তুমি বলে দাও, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে অধিকতর গরম, কি ভাল হত যদি তারা বুঝতে পারত! অর্থাৎ যদি তারা এটা অনুধাবন করত যে, জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা অত্যন্ত বেশী, তাহলে অবশ্যই গ্রীষ্মের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও খুশি মনে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে গমন করত এবং নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করতনা। এবার আল্লাহ তা'আলা এই মুনাফিকদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন ঃ

فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً অল্পদিন তারা এই নশ্বর জগতে হাসি-তামাশা ও আমোদ আহ্লাদ করে জীবনটা কাটিয়ে দিক, অতঃপর ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনে তাদেরকে শুধু কাঁদতেই হবে যা কখনও শেষ হবেনা।

৮৩। আল্লাহ যদি তোমাকে (মাদীনায়) তাদের কোন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা কোন জিহাদে বের হতে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কখনও আমার সাথী হয়ে বের হবেনা এবং আমার সাথী হয়ে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে

٨٣. فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَـٰتِلُواْ مَعِىَ

عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْخَٰلِفِينَ	**যুদ্ধও করবেনা; তোমরা পূর্বেও বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে। অতএব এখনো তোমরা ঐ সব লোকের সাথে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।**

মুনাফিকদের জিহাদে অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا হে রাসূল! যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই যুদ্ধ হতে নিরাপদে মাদীনায় ফিরিয়ে আনেন এবং এই মুনাফিকদের কোন দল (কাতাদাহর (রহঃ) মতে ঐ বার জন মুনাফিকের দল) অন্য কোন যুদ্ধে তোমার সাথে গমনের জন্য প্রার্থনা জানায় তাহলে তুমি শাস্তি দান হিসাবে স্পষ্টভাবে তাদেরকে বলে দিবে, যুদ্ধে গমনকারী আমার সাথীদের সাথে তোমরা কখনও গমন করতে পারবেনা এবং আমার সাথী হয়ে তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সক্ষম হবেনা। সুতরাং এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) পাপের প্রতিফল পাপ কাজের পরেই পাওয়া যায়। যেমন সাওয়াবের প্রতিদান সাওয়াব কাজের পরেই লাভ করা যায়। হুদাইবিয়ার উমরাহর পর কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছিল ঃ

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ হে মুহাম্মাদ! যারা তোমার সাথে জিহাদে গমন না করে বাড়ীতেই বসেছিল সেই (মুনাফিক) লোকদেরকে বলে দাও ঃ বাড়ীতে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর, যারা মহিলাদের মত বাড়ীতেই বসে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছিল। (তাবারী ১৪/৪০৪)

٨٤. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَٰسِقُونَ	**৮৪। আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার (জানাযার) সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা এবং তাদের কাবরের পাশে কখনও দাঁড়াবেনা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে।**

মুনাফিকদের জানাযায় অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুনাফিকদের সাথে কোনই সম্পর্ক না রাখেন, তাদের কেহ মারা গেলে যেন তার জানাযার সালাত আদায় না করেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা দু'আ করার উদ্দেশে যেন তার কাবরের কাছে না দাঁড়ান। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুফরী করেছে এবং ঐ অবস্থায়ই মারা গেছে।

এ আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের ব্যাপারে বিশেষভাবে অবতীর্ণ হলেও এটা ব্যাপক ও সাধারণ হুকুম। যার মধ্যেই নিফাক বা কপটতা পাওয়া যাবে তারই ব্যাপারে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহীহ বুখারীতে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই মারা গেলে তার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আবেদন করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আমার পিতার কাফনের জন্য আপনার গায়ের জামাটি দান করুন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে জামাটি দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পিতার জানাযার সালাত আদায় করার জন্য অনুরোধ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ আবেদনও কবূল করেন এবং তার জানাযার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তখন উমার (রাঃ) তাঁর কাপড়ের অঞ্চল টেনে ধরে বলেন ঃ ‘আপনি কি এর জানাযার সালাত আদায় করাবেন? অথচ আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে এ থেকে নিষেধ করেছেন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে বলেন ঃ ‘দেখুন! আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ইখতিয়ার দিয়ে বলেছেন, ঃ

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ তুমি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না’ই কর (সমান কথা), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। সুতরাং আমি সত্তরেরও অধিক বার ক্ষমা প্রার্থনা করব।’ উমার (রাঃ) বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ লোকটিতো মুনাফিক ছিল।’ তথাপিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ **وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ** *আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার (জানাযার) সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা।* এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৮৪)

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) থেকে অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৮৫) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করান, জানাযার সাথে চলেন এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘এরপর আমার এই ঔদ্ধত্যপনার কারণে আমি দুঃখ করতে লাগলাম যে, এসব ব্যাপার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন। সুতরাং এরূপ হঠকারিতা করা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। অল্পক্ষণ পরেই **وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا** এ দু’টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপরে শেষ জীবন পর্যন্ত নাবী

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম না কোন মুনাফিকের জানাযার সালাত আদায় করেছেন, আর না তার কাবরে এসে দু'আ ইসতিগফার করেছেন।' (আহমাদ ১/১৬, তিরমিযী ৮/৪৯৫, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪)

৮৫। আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরী অবস্থায়ই বের হয়ে যায়।	٨٥. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَـٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ
৮৬। আর যখনই কুরআনের কোন অংশ এ বিষয়ে অবতীর্ণ করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর তখন তাদের মধ্যকার সম্পদশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় ও বলে ঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সাথে থেকে যাই।	٨٦. وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَـٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَـٰعِدِينَ
৮৭। তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল, তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হল, কাজেই তারা বুঝতে পারেনা।	٨٧. رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

যারা জিহাদে অংশ নেয়নি তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের কটাক্ষ করছেন যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জিহাদে না গিয়ে পিছনে পরে থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশ শোনার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বাড়ীতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে। তারা এতই নিষ্ক্রিয় যে, বাড়ীতে নারীদের সাথে থাকা পছন্দ করে। সেনাবাহিনী অভিযানে বের হয়ে পড়েছে, অথচ তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত পিছনে রয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় তারা ভীরু ও কাপুরুষের মত লেজ গুটিয়ে ঘরে অবস্থানকারী। আর শান্তি ও নিরাপত্তার সময় তারা বড় বড় কথা বলে এবং বীরত্বপনা প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লোভে তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৯) তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সময় শক্তিশালী বীরপুরুষ, কিন্তু যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

মু'মিনরা বলে ঃ একটি সূরা অবতীর্ণ হয়না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের। আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত

বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২০-২১)

وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ তাদের দুষ্কার্যের দরুন তাদের অন্তরের উপর মোহর লেগে গেছে। কারণ তারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বেরিয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য থেকে দূরে সরে গেছে। এখন তাদের মধ্যে এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা নিজেদের লাভ ও লোকসান বুঝতে পারে।

৮৮। কিন্তু রাসূল ও তার সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলিম ছিল তারা নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল; তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।	٨٨. لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
৮৯। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে, আর তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল অবস্থান করবে; এটাই হচ্ছে (তাদের) বিরাট সফলতা।	٨٩. أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের প্রশংসা ও তাদের পারলৌকিক কল্যাণ ও সুখের বর্ণনা দিচ্ছেন। لَٰكِنِ

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ মু'মিনরা জিহাদের জন্য নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেয়। وَأُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ তাদের ভাগ্যেই মঙ্গল ও কল্যাণ। তারাই হচ্ছে সফলকাম। তাদেরই জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। আর তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা। তারা তাদের গন্তব্যস্থানেও সফলতার সাথে পৌঁছে যাবে।

৯০। আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক এলো যেন তারা অনুমতি পায়। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণ রূপেই মিথ্যা বলেছিল তারা একেবারেই বসে রইল; তাদের মধ্যে যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٩٠. وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা বাস্তবিকই শারঈ ওযরের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণে অক্ষম ছিল। মাদীনার চার পাশের এ লোকগুলি এসে নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা বর্ণনা করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে বাস্তবিকই অক্ষম মনে করেন তাহলে যেন অনুমতি দান করেন। এই বাক্যের পরে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যারা ছিল মিথ্যাবাদী। তারা না আগমন করেছিল, না জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন কারণ দর্শিয়েছিল, আর না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৯১। দুর্বল লোকদের উপর কোন পাপ নেই, আর না	٩١. لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا

عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	রুগ্নদের উপর, আর না ঐ সব লোকের উপর যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই। যদি এই সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য স্বীকার করে) তাহলে এ সব সৎ লোকের প্রতি কোন প্রকার অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।
٩٢. وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ	৯২। আর ঐ লোকদের উপরও নয়, যখন তারা তোমার নিকট এ উদ্দেশে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলে দিয়েছ - আমার নিকটতো কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে উপবিষ্ট করাই, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মত কোন সম্বল নেই।
٩٣. إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى	৯৩। অভিযোগতো শুধুমাত্র ঐ লোকদেরই উপর যারা সামর্থ্যশালী হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি

জিহাদে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে শার'য়ী অনুমোদন

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ শারীয়াত সম্মত ওযরসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে ওযরগুলি কোন মানুষের মাঝে থাকলে সে যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তাহলে শারীয়াতের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবেনা। ঐ ওযরগুলির মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে এই যে, তা সব সময়ই থাকবে, কোন অবস্থায়ই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেনা। যেমন খোঁড়া হওয়া, অন্ধ হওয়া, বিকলাঙ্গ হওয়া, সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হওয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের ওযর হচ্ছে ঐ সব ওযর যেগুলি কখনও থাকে আবার কখনও থাকেনা। যেমন কেহ রুগ্ন হয়ে পড়ল বা অভাবগ্রস্ত হল অথবা সফরের ও জিহাদের সরঞ্জাম জোগাড় করতে পারছেনা ইত্যাদি। সুতরাং এসব ওযর বিশিষ্ট লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে শারীয়াতের দৃষ্টিতে তাদের কোন অপরাধ হবেনা। তাদের কর্তব্য হবে অন্যদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করবে, গুজব ছড়াবেনা, বাড়ীতে বসে যতটুকু সম্ভব মুজাহিদদের খিদমাত করতে হবে। এরূপ সৎ প্রকৃতির লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

একবার অনাবৃষ্টির সময় জনগণ ইসতিস্কার সালাত আদায় করার জন্য মাঠের দিকে বের হয়। তাদের সাথে বিলাল ইব্ন সা'দও (রাঃ) ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও সানার পর জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা কি এটা স্বীকার করেন যে, আপনারা সবাই আল্লাহ তা'আলার পাপী বান্দা?' সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি

প্রার্থনার জন্য হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আপনি আপনার পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ সৎ লোকদের প্রতি কোন প্রকারের অভিযোগ নেই। আমরা আমাদের দুষ্কার্যের স্বীকারোক্তি করছি। সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন! আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন! আমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করুন!' তিনি হাত উঠালেন এবং জনগণও তাঁর সাথে হাত উঠাল। আল্লাহর করুণা উথলে উঠল এবং মুষলধারে রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু হল। (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৬২) এরপর ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সদা উদ্বিগ্ন, কিন্তু স্বভাবগত কারণে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ *আর ঐ লোকদের উপরও নয়, যখন তারা তোমার নিকট এ উদ্দেশে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি মুযাইনা গোত্রের শাখা বানু মাকরানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৪/৪২১) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হাসান (রহঃ) বলেন, নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আমার মুজাহিদ সাহাবীবর্গ! তোমরা মাদীনায় যেসব লোককে পিছনে ছেড়ে এসেছ তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা তোমাদের খরচ করার মধ্যে, তোমাদের মাঠে-মাইদানে চলাফিরার মধ্যে, তোমাদের জিহাদ করার মধ্যে শরীক রয়েছে। এতে তোমাদের যে সাওয়াব হবে তাতে তারাও শরীক থাকবে।' (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৬৩) অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন ঃ 'তারা বাড়ীতে বসে থেকেও সাওয়াবে আমাদের সাথে শরীক হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, কেননা তাদের ওযর রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২, মুসলিম ১৯১১) অতঃপর প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন ওযর নেই, আল্লাহ তা'আলা তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ অভিযোগতো শুধু ঐ লোকদের উপরই যারা ধন-সম্পদের মালিক ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি চাচ্ছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত বাড়ীতেই অবস্থান করতে ইচ্ছুক। **وَطَبَعَ**

اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ তাদের দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দেন। সুতরাং তারা নিজেদের ভাল মন্দ কিছুই জানতে পারছেনা।

দশম পারা সমাপ্ত।

٩٤. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

৯৪। তারা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে; (হে নাবী) তুমি বলে দাও ঃ তোমরা ওযর পেশ করনা, আমরা কখনও তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করবনা, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয় অবগত আছেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করেছিলে।

٩٥. سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ

৯৫। হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার

رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ	উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত
٩٦. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ	৯৬। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও, অতঃপর যদি তোমরা তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে আল্লাহতো এমন দুস্কর্মকারী লোকদের প্রতি খুশী হবেননা।

মুনাফিকদের প্রতারণামূলক আচরণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, মু'মিনরা যখন মাদীনায় ফিরে আসবে তখন ঐ মুনাফিকরা তাদের কাছে ওযর পেশ করবে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ

قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ হে নাবী! ঐ মুনাফিকদেরকে বলে দাও, তোমরা আমাদের কাছে মিথ্যা ওযর পেশ করনা। তোমাদের কথা কখনও আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করবনা। قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ অবহিত করেছেন। অতি সত্বরই তিনি দুনিয়ায় লোকদের সামনে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিবেন। অতঃপর তোমরা তোমাদের কর্মের ফলও দেখতে পাবে।

এরপর মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরও সংবাদ দিচ্ছেন ঃ তারা তাদের ওযরের কথা শপথ করে করে বর্ণনা করবে, যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু হে মু'মিনগণ! তোমরা কখনও তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করনা এবং ঘৃণার সাথে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। জেনে রেখ যে, তাদের নাফ্স

কলুষিত হয়ে গেছে। তাদের ভিতর খুবই খারাপ এবং তাদের ধারণা ও বিশ্বাস অপবিত্র। পরকালে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই তাদের দুষ্কর্মের সঠিক প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আরও বলেন ঃ

فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ তোমরা যদি এই মুনাফিকদের কথা ও শপথ বিশ্বাস করে তাদের ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবেননা। তারাতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেছে। তারা ফাসিক। *ফাসিক* শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাইরে বের হয়ে যাওয়া।

৯৭। পল্লীবাসী লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তাদের ঐ সব আহকামের জ্ঞান না থাকায় তাদের এইরূপ হওয়াই উচিত; আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।	٩٧. ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرًا وَنِفَاقًا وَأَجۡدَرُ أَلَّا يَعۡلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
৯৮। আর এই গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য দুর্দিনের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুতঃ) অশুভ আবতর্ন তাদের উপরই পতিত প্রায়, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।	٩٨. وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغۡرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
৯৯। আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং	٩٩. وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن

يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**কিয়ামাত দিনের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে, আর যা কিছু ব্যয় করে ওকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপকরণ ও রাসূলের দু'আ লাভের উপকরণ রূপে গ্রহণ করে। স্মরণ রেখ, তাদের এই ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে নিজের রাহ্মাতে দাখিল করে নিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।**

গ্রাম্য লোকেরা সবচেয়ে বেশি মুনাফিক ও অবিশ্বাসী

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কাফিরও রয়েছে, মুনাফিকও রয়েছে এবং মু'মিনও রয়েছে। আর তাদের কুফরী ও নিফাক অন্যদের তুলনায় খুবই বড় ও কঠিন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে হুকুম ও আহ্কাম নাযিল করেছেন তা থেকে তারা বে-খবর থাকে। আমাশ (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন গ্রাম্য বেদুঈন যায়িদ ইব্ন সাওহানের (রহঃ) নিকট উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি তাঁর হাত হারিয়েছিলেন। বেদুঈনটি তাঁকে বলল ঃ 'আপনার কথাগুলিতো খুবই ভাল এবং আপনাকে ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার কর্তিত হাত আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।' তখন যায়িদ (রহঃ) বললেন ঃ 'আমার কর্তিত হাত দেখে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন? এটাতো বাম হাত।' বেদুঈন বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! চুরির অপরাধে ডান হাত কেটেছে নাকি বাম হাত কেটেছে তা আমার জানা নেই।' তখন যায়িদ ইব্ন সাওহান (রহঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন ঃ

الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى

رَسُولِهِ গ্রাম্য লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তাদের এরূপ হওয়াই উচিত কারণ, তাদের ঐসব আহকামের জ্ঞান নেই যা আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। (তাবারী ১৪/৪২৯)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইসনাদসহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যারা পল্লীতে বাস করে তারা কঠিন হৃদয়ের লোক, যারা শিকারের খোঁজে ঘোরে তারা অসাবধান, নির্বোধ এবং যারা কোন বাদশাহ্র সাহচর্য গ্রহণ করে তারা ফিতনায় পতিত হয়ে থাকে।' (আহমাদ ১/৩৫৭, আবূ দাঊদ ৩/২৭৮, তিরমিযী ৬/৫৩২, নাসাঈ ৭/১৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন।

একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু হাদিয়া পাঠায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে ওর কয়েকগুণ বেশি হাদিয়া পাঠান যে পর্যন্ত না সে খুশি হয়। ঐ সময় তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরাইশ, সাকাফী, আনসারী এবং দাওসী ছাড়া আর কারও হাদিয়া কবূল করবনা। (নাসাঈ ৬/২৮০) কেননা এর কারণ ছিল এই যে, তারা হচ্ছে শহুরে লোক। এরা মাক্কা, তায়েফ, মাদীনা এবং ইয়ামানের অধিবাসী। কঠোর হৃদয়ের বেদুঈনের তুলনায় এদের ব্যবহার বহু গুণে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ

دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে ওটাকে জরিমানা মনে করে এবং মু'মিনরা কোন দৈব দুর্বিপাকে পতিত হোক তারা এরই প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু তারা নিজেরাই সেই দুর্বিপাকে পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কথা খুবই ভাল শোনেন ও জানেন। অপমান ও ব্যর্থতার যোগ্য কারা এবং কারা সাহায্য প্রাপ্তি ও সফলতার যোগ্য এটাও তিনি ভালরূপেই জানেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ ঐ লোকদেরকে ভালরূপেই জানেন যারা এর যোগ্য, যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমানের তাওফীক দেয়া হবে। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা, ঈমান অথবা কুফরী এবং নিফাকের বন্টন অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে করে থাকেন। وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ তিনি তাঁর জ্ঞান ও নৈপুন্যের ভিত্তিতে যা কিছু করেন এর বিরুদ্ধে কেহ মুখ খুলতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ পল্লীবাসীদের আর এক শ্রেণীর লোক প্রশংসার পাত্র। তারা হচ্ছে ওরা যারা আল্লাহর পথে খরচ করাকে তাঁর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টির মাধ্যম মনে করে। তারা এটা কামনা করে যে, এর মাধ্যমে তারা তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আয়ে খাইর লাভ করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই এই খরচ তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাহমাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ কারণ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১০০। আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে	١٠٠. وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا

ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ	অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা।

মুহাজির, আনসার এবং তাদের অনুসরণকারীদের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ আমি ঐসব মুহাজির, আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট যারা আমার সন্তুষ্টি লাভ করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়েছে। আমি যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি তা এভাবে প্রমাণিত যে, আমি তাদের জন্য সুখময় জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি।

শা'বী (রহঃ) বলেন যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী ও প্রথম তারাই যারা হুদাইবিয়ায় বাই'আতে রিযওয়ানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। (তাবারী ১৪/৪৩৫) আর আবূ মূসা আশ্'আরী (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছেন ঐসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দুই কিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস ও কা'বা) দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। (তাবারী ১৪/৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আফসোস্ ঐ হতভাগ্যদের প্রতি যারা এই সাহাবীগণের প্রতি হিংসা পোষণ করে, তাদেরকে গালি দেয়, অথবা কোন কোন সাহাবীকে গালি দেয়। বিশেষ করে ঐ সাহাবীকে যিনি সমস্ত সাহাবীর নেতা, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেই যার মর্যাদা, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন অর্থাৎ মহান খালীফা আবূ বাকর ইব্ন আবী কুহাফা (রাঃ)! এরা হচ্ছে রাফেযী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত দল। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তাকে তারা গালি-গালাজ করে। আমরা এই দুষ্কার্য থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়েছে এবং অন্তর বিগড়ে গেছে। যদি এই দুর্বৃত্তের দল এমন লোকদেরকে গালি দেয় যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সনদ দিয়েছেন, তাহলে কোন্ মুখে তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাবী করে? আর কুরআনের উপর ঈমান আনা'ই বা আর কি করে থাকল? আর আহলে সুন্নাত ঐ লোকদেরকে সম্মান করেন এবং ঐ লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট রয়েছেন। এই আহলে সুন্নাত ঐ লোকদেরকে মন্দ বলেন যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্দ বলেছেন। আর তারা ঐ লোকদেরকে ভালবাসেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। তারা ঐ লোকদের বিরুদ্ধাচরণ করেন স্বয়ং আল্লাহ যাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তারা হিদায়াতের অনুসারী। তারা বিদআ'তী নন। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুসরণ করেন। তারাই হচ্ছেন আল্লাহর দল এবং তারাই সফলকাম। তারাই হচ্ছেন আল্লাহর মু'মিন বান্দা।

১০১। আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	١٠١. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَـٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

গ্রাম্য ও মাদীনাবাসীদের মধ্যের মুনাফিকদের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিচ্ছেন ঃ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاق لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ মাদীনার চতুস্পার্শ্বে অবস্থানকারী আরাব গোত্রগুলোর মধ্যে কতকগুলো লোক মুনাফিক রয়েছে এবং স্বয়ং মাদীনায়

বসবাসকারীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলিমও প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক। তারা কপটতা থেকে বিরত থাকছেনা। তুমি তাদের জাননা, আমি তাদের ভাল করেই জানি। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩০) এই উক্তির মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা এটা এই প্রকারের জিনিস যে, এর মাধ্যমে তাদের গুণাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে, যেন তাদেরকে চেনা যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্টভাবে সমস্ত মুনাফিককেই চিনতেন। তিনি মাদীনাবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র ঐ কতিপয় মুনাফিককেই চিনতেন যারা তাঁর সাথে উঠা-বসা করত এবং সকাল-সন্ধ্যায় তিনি তাদেরকে দেখতেন।

وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ (৯ ঃ ৭৪) অংশের তাফসীরে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফাকে (রাঃ) ১৪ বা ১৫ জন লোকের নাম বলে দিয়েছিলেন যারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল। এই বিশিষ্টকরণ এটা দাবী করেনা যে, তিনি সমস্ত মুনাফিকেরই নাম জানতেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন।

এ আয়াতের ব্যাপারে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'ঐ লোকদের কি হয়েছে যারা কৃত্রিমভাবে মানুষের ব্যাপারে নিজেদের নিশ্চিত জ্ঞান প্রকাশ করে বলে যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী ও অমুক ব্যক্তি জাহান্নামী? অথচ যদি স্বয়ং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আচ্ছা বলত, তোমরা জান্নাতী, না জাহান্নামী? তখন তারা বলে ঃ আমরা এটা জানিনা। যারা অন্যদের সম্পর্কে বলতে পারে যে, তারা জান্নাতী কি জাহান্নামী, তাহলেতো তাদের নিজেদের সম্পর্কে আরও ভাল জানতে পারা উচিত ছিল। আসলে তারা এমন কিছু দাবী করছে যে দাবী নাবীরাও করা থেকে বিরত থাকতেন।' আল্লাহর নাবী নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১২) আল্লাহ তা'আলার নাবী শুআ'ইব (আঃ) বলেছিলেন ঃ

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে, তা'ই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৬) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখানে বলছেন ঃ

لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে জাননা, আমি তাদেরকে জানি। (আবদুর রায্যাক ২/২৮৫)

আল্লাহ তা'আলার **سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ** এ উক্তি সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যা ও বন্দী। অন্য এক রিওয়ায়াতে তিনি ক্ষুধা ও কাবরের আযাবের কথা বলেছেন। **ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ** অতঃপর বড় আযাবের দিকে ফিরানো হবে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফিতনার শাস্তি। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি পাঠ করে শোনান ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) এই বিপদসমূহ তাদের জন্য শাস্তি কিন্তু মু'মিনদের জন্য প্রতিদানের কারণ। আর আখিরাতের শাস্তি দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

১০২। এবং আরও কতকগুলি লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা মিশ্রিত 'আমল করেছিল, কিছু ভাল, আর কিছু মন্দ, আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	١٠٢. وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا۟ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

কিছু মু'মিন অলসতার কারণে জিহাদে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে

আল্লাহ তা'আলা ঐসব মুনাফিকের অবস্থার বর্ণনা শেষ করলেন যারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছিল এবং যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে অনাগ্রহ দেখিয়েছিল, আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। এবার তিনি ঐ পাপীদের বর্ণনা শুরু করলেন যারা শুধুমাত্র অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে হক পন্থী ও ঈমানদার ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ঐ মুনাফিকদের ছাড়া অন্যরা যে জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত ছিল তারা নিজেদের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এমনই লোক যে, তাদের ভাল আমলও রয়েছে। আর ঐ সৎ আমলের সাথে কিছু দোষত্রুটিও জড়িয়ে ফেলেছে। তাদের এই দোষ-ত্রুটিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ মুনাফিকদের অপরাধ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেননা যাদের কোন সৎ আমলও নেই।

এ আয়াতটি কতকগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও সমস্ত অপরাধী ও পাপী মু'মিনদের জন্যও এটা সাধারণ এবং তাদের সকলের ব্যাপারেই এটা প্রযোজ্য। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, اَخَرُوْنَ দ্বারা আবূ লুবাবা ও তার দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়ে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক হতে ফিরে আসেন তখন আবূ লুবাবা (রাঃ) এবং তার সাথের আরও পাঁচ, সাত অথবা নয় জন নিজেদেরকে মাসজিদের থামের সাথে বেঁধে ফেলে এবং শপথ করে বলে ঃ 'যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্বয়ং না খুলবেন সেই পর্যন্ত আমাদের বন্ধন খোলা হবেনা।' অতঃপর যখন وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বন্ধন খুলে দেন এবং তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অপরাধ ক্ষমা করে দেন। (তাবারী ১৪/৪৩৭) এ হাদীসটির বর্ণনা সঠিক নয়। সাঈদ

ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) হতে *'দালায়িলুল নাবুওয়াহ'* গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনায় একটি মুরসাল হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, সামুরাহ ইব্ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গত রাতে দু'জন আগন্তুক আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে এমন এক শহর পর্যন্ত নিয়ে যান যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমি এমন কতগুলো লোক দেখতে পেলাম যাদের দেহের অর্ধাংশ খুবই সুন্দর ছিল যেমনটি তোমরা কখনও দেখনি। কিন্তু বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত যা তোমরা কখনও দেখনি। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা এই নদীতে ডুব দিয়ে এসো।' তারা ডুব দিয়ে যখন বের হয়ে এলো তখন তাদের দেহের কুৎসিত ভাব দূর হল এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখাল। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললেন ঃ 'এটা হচ্ছে জান্নাতে আদ্ন। এটাই হচ্ছে আপনার বাসস্থান।' অতঃপর তারা বললেন ঃ 'এই যে লোকগুলো, যাদের দেহের অর্ধাংশ ছিল খুবই সুন্দর এবং বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত, এর কারণ এই যে, তারা সৎ আমলের সাথে বদ আমলও মিশ্রিত করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/১৯৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষেপে এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

১০৩। (হে নাবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে, আর তাদের জন্য দু'আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।	١٠٣. خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
১০৪। তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ	١٠٤. أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ

বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন, আর তিনিই দান খাইরাত কবূল করে থাকেন, আর এটাও যে, আল্লাহ হচ্ছেন তাওবাহ কবূল করতে এবং অনুগ্রহ করতে পূর্ণ সামর্থ্যবান?	يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

যাকাত আদায় এবং এর উপকারিতা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি তাদের মালের যাকাত আদায় কর। এটা তাদেরকে পবিত্র করবে। কিছু কিছু লোক أَمْوَالِهِمْ এর সর্বনাম ঐ লোকদের দিকে ফিরিয়েছেন যারা নিজেদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ভাল ও মন্দ উভয় আমল করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হুকুম বিশিষ্ট নয়, বরং এটা সাধারণ হুকুম। আরাব গোত্রগুলোর মধ্যে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ইমামের যাকাত নেয়ার অধিকার নেই, এটা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আর এ জন্যই তারা আল্লাহ তা'আলার خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এই উক্তিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আবূ বাকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ তাদের ভুল ব্যাখ্যা ও বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন বাধ্য হয়ে তারা সেই সময়ের খালীফাকে যাকাত প্রদান করেছে যেমন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করত। এমন কি আবূ বাকর (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'যদি তারা যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি وَصَلِّ عَلَيْهِمْ হে নাবী! তুমি তাদের জন্য দু'আ কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। যেমন সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আউফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখনই কারও কাছ থেকে যাকাতের মাল আসত তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার

জন্য দু'আ করতেন। আমার পিতা যখন যাকাতের মাল নিয়ে এলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আবূ আউফার (রাঃ) পরিবারের উপর দয়া করুন।' (মুসলিম ২/৭৫৬)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ নিশ্চয়ই তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ হে নাবী! আল্লাহ তোমার দু'আ শ্রবণকারী। কে তোমার দু'আর দাবীদার তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন, আর তিনিই দান-খাইরাত কবূল করে থাকেন? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওবাহ ও দান খাইরাতের ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা এ দু'টি জিনিসই মানুষ থেকে পাপকে সরিয়ে দেয় এবং নাফরমানী নিশ্চিহ্ন করে। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে তাঁর কাছে তাওবাহ পেশ করে তিনি তার সেই তাওবাহ কবূল করে থাকেন। যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি টুকরাও সাদাকাহ করে, আল্লাহ সেটা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওটাকে সাদাকাহকারীর জন্য বিনিয়োগ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাদাকাহর একটি মাত্র খেজুরও উহুদ পাহাড়ের মত হয়ে যায়। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাদাকাহ কবূল করে থাকেন এবং ওকে নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওর দানকারীর জন্য বড় করতে থাকেন, যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে বড় করে থাক। শেষ পর্যন্ত সাদাকাহর এক লুকমা খাদ্যও উহুদ পাহাড় সমান হয়ে যায়।' আল্লাহর কিতাবের দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ 'তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং যাকাত ও সাদাকাহও গ্রহণ করেন?' মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ

আল্লাহ সুদকে ক্ষয় করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭৬) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সাদাকাহর মাল ভিক্ষুকের

হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে পড়ে। অতঃপর ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার **أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ** এ উক্তিটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৪/৪৬০)

١٠٥. وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ	**১০৫। হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কাজ করতে থাক, অতঃপর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন।**

অবাধ্যদের প্রতি সাবধান বাণী

মুজাহিদের (রহঃ) উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন যে, তাদের কার্যাবলী আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছেও পেশ করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের মধ্যেও তাদের কাজ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (তাবারী ১৪/৪৬৩) কিয়ামাতের দিন এটা অবশ্যই হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوۡمَئِذٍ تُعۡرَضُونَ لَا تَخۡفَىٰ مِنكُمۡ خَافِيَةٌ

সেই দিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ

এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। (সূরা 'আদিয়াত, ১০০ ঃ ১০)

ইমাম বুখারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, যখন তোমরা কোন মুসলিমের সৎ আমলে সন্তুষ্ট হও তখন তাদেরকে বল ঃ 'তোমরা আমল করে যাও, অনন্তর তোমাদের আমল অচিরেই আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনগণ দেখে নিবেন।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫১২) এ ধরনের আরও একটি হাদীস এসেছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা কারও ভাল আমল দেখে খুশি হয়োনা, বরং অপেক্ষা কর, তার সমাপ্তি ভাল আমলের উপর হচ্ছে কিনা। কেননা একজন আমলকারী দীর্ঘদিন পর্যন্ত সৎ আমল করতে থাকে এবং ঐ সৎ আমলের উপর মারা গেলে সে জান্নাতে চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ করে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সে খারাপ আমল করতে শুরু করে। আর এক বান্দা এরূপই হয় যে, কিছুকাল সে খারাপ আমল করতে থাকে। ঐ আমলের উপর মারা গেলে নিশ্চিতরূপে সে জাহান্নামে চলে যেত। কিন্তু অকস্মাৎ তার কাজ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সে ভাল আমল করতে শুরু করে। আল্লাহ যখন কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে সাওয়াব লাভের তাওফীক দান করেন এবং সে ঐ সাওয়াবের উপরই মৃত্যুবরণ করে।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কিরূপে হয়?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তাকে ভাল কাজের তাওফীক দান করা হয়, তারপর তার রূহ কব্‌য করা হয়।' (আহমাদ ৩/১২০)

١٠٦. وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

১০৬। এবং আরও কতক লোক আছে যাদের ব্যাপার মুলতবী রয়েছে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, অথবা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তাবূকের যুদ্ধে অংশ না নেয়া তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ায় বিলম্ব

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, তারা ছিলেন তিন ব্যক্তি যাদের তাওবাহ কবূল হওয়ার ব্যাপারটা পিছিয়ে গিয়েছিল। তারা হচ্ছেন মারারাহ ইব্ন রাবী (রাঃ), কাব ইব্ন মালিক (রাঃ) এবং হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ)।

তারা তাবূকের যুদ্ধে ঐ লোকদের সাথেই রয়ে গিয়েছিলেন যারা অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাদের বাগানের ফল পেকে গিয়েছিল এবং সময়টা ছিল মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক বসন্তকাল। তাদের যুদ্ধের প্রতি অবহেলা, সন্দেহ ও নিফাকের কারণে ছিলনা। তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেদেরকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলেছিলেন। যেমন আবূ লুবাবাহ্ ও তার সঙ্গীরা। অন্যান্য কতকগুলো লোক এরূপ করেননি। তারা ছিলেন উপরোল্লিখিত তিন ব্যক্তি। আবূ লুবাবাহ (রাঃ) ও তার সঙ্গীদের তাওবাহ এদের পূর্বেই কবূল হয়েছিল। এই তিন ব্যক্তির তাওবাহ কবূল হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ

আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট মুহুর্তে যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর স্নেহশীল, করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তখন ভূ-

পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবাহ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৭-১১৮) (তাবারী ১৪/৪৬৫, ৪৬৬) যেমন কা'ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) হাদীসের বর্ণনা আসছে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন রয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে তাদের তাওবাহ কবূল করবেন (এবং ক্ষমা করে দিবেন)। কিন্তু আল্লাহর রাহমাত তাঁর গযবের উপর জয়যুক্ত। কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য তা তিনি ভালরূপেই জানেন। **وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** তিনি তাঁর কাজে ও কথায় বিজ্ঞানময় এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ ও রাব্ব নেই।

১০৭। আর কেহ কেহ এমন আছে যারা এ উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরী কথাবার্তা বলে, আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

١٠٧. وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ

১০৮। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনও ওতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবেনা; অবশ্য যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তম রূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তম রূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন।	١٠٨. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ

মাসজিদুল যিরা ও মাসজিদুত তাকওয়া

এই আয়াতগুলির শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পূর্বে সেখানে খাযরাজ গোত্রের একটি লোক বাস করত যার নাম ছিল আবূ আমির রাহিব। অজ্ঞতার যুগে সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আহলে কিতাবের জ্ঞান লাভ করেছিল। জাহিলিয়াতের যুগে সে বড় আবিদ লোক ছিল। নিজের গোত্রের মধ্যে সে খুব মর্যাদা লাভ করেছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করে মাদীনায় গমন করেন এবং মুসলিমরা তাঁর কাছে একত্রিত হতে শুরু করে ও ইসলামের উন্নতি সাধিত হয় এবং বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জয়যুক্ত করেন, তখন এটা অভিশপ্ত আবূ আমিরের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। সুতরাং সে খোলাখুলিভাবে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং মাদীনা হতে পলায়ন করে মাক্কার কাফির ও মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়। তাদেরকে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে আরাবের সমস্ত গোত্র একত্রিত হয় এবং উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করেন। তবে পরিণাম ফলতো আল্লাহভীরুদের

জন্যই বটে। ঐ পাপাচারী (আবূ আমির) উভয় ক্যাম্পের মাঝে কয়েকটি গর্ত খনন করে রেখেছিল। একটি গর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ে যান এবং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর মুখমন্ডল যখম হয় এবং নীচের দিকের সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর পবিত্র মাথাও যখম হয়। যুদ্ধের শুরুতে আবূ আমির তার কাওম আনসারের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁদেরকে সম্বোধন করে তাকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য দা'ওয়াত দেয়। যখন আনসারগণ আবূ আমিরের এসব কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেন তখন তারা তাকে বললেন ঃ 'ওরে নরাধম ও পাপাচারী! ওরে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন!' এভাবে তারা তাকে গালাগালি করেন ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন। তখন সে বলে ঃ 'আমার পরে আমার কাওম আরও বিগড়ে গেছে।' এ কথা বলে সে ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার মাদীনা হতে পলায়নের পূর্বে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন এবং কুরআনের অহী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি বদ দু'আ দেন যে, সে যেন নির্বাসিত হয় এবং বিদেশেই যেন সে মৃত্যুবরণ করে। এই বদ দু'আ তার প্রতি কার্যকরী হয়ে যায় এবং এটা এভাবে সংঘটিত হয় যে, জনগণ যখন উহুদ যুদ্ধ শেষ করল এবং সে লক্ষ্য করল যে, ইসলাম দিন দিন উন্নতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তখন সে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গমন করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। সম্রাট তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করল। সে তার আশা পূর্ণ হতে দেখে হিরাক্লিয়াসের কাছেই অবস্থান করল। সে তার কাওম আনসারগণের মধ্যকার মুনাফিকদেরকে এ বলে চিঠি পাঠিয়ে দিল ঃ 'আমি সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আমরা তাঁর উপর জয়যুক্ত হব এবং ইসলামের পূর্বে তাঁর অবস্থা যেমন ছিল তিনি ঐ অবস্থায়ই ফিরে যাবেন।'

সে ঐ মুনাফিকদের কাছে চিঠিতে আরও লিখল যে, তারা যেন তার জন্য একটা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে রাখে। আর যেসব দূত তার নির্দেশনামা নিয়ে যাবে তাদের জন্যও যেন অবস্থানস্থল ও নিরাপদ জায়গা বানানো হয়, যাতে সে নিজেও যখন যাবে তখন সেটা গুপ্ত অবস্থান রূপে ব্যবহার করা যায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মুনাফিকরা মাসজিদে কুবার নিকটেই মাসজিদের বাহানায় আর একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ওটাকে পাকা করে নির্মাণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবূক অভিমুখে বের হওয়ার পূর্বেই তারা ওর নির্মাণ কাজ শেষ করে ফেলে। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন করে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাদের ওখানে যান এবং তাদের মাসজিদে সালাত আদায় করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে এই সনদ হয়ে যায় যে, ঐ মাসজিদটি স্বীয় স্থানে অবস্থানযোগ্য এবং এতে তাঁর সমর্থন রয়েছে। তাঁর সামনে তারা বর্ণনা করে যে, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকদের জন্যই তারা ঐ মাসজিদটি নির্মাণ করেছে এবং শীতের রাতে দূরের মাসজিদে যেতে অক্ষম হলে তাদের পক্ষে ঐ মাসজিদে আসা সহজ হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ 'এখনতো আমরা সফরে বের হওয়ার জন্য ব্যস্ত রয়েছি, ফিরে এলে আল্লাহ চানতো দেখা যাবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক হতে মাদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাদীনায় পৌঁছতে এক অথবা দুই দিনের পথ বাকী থাকে বা তার চেয়ে কিছু কম, তখন জিবরাঈল (আঃ) মাসজিদে যিরারের খবর নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হন এবং মুনাফিকদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেন যে, মাসজিদে কুবার নিকটে আর একটি মাসজিদ নির্মাণ করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই হচ্ছে ঐ কাফির ও মুনাফিকদের আসল উদ্দেশ্য। মাসজিদে কুবা হচ্ছে এমন এক মাসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে। এটা জানার পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনা পৌঁছার পূর্বেই কিছু লোককে মাসজিদে যিরার বিধ্বস্ত করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা ছিল আনসারের কিছু লোক যারা একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং আবূ আমির তাদেরকে বলেছিল ঃ 'তোমরা একটি মাসজিদ নির্মাণ কর এবং যথাসম্ভব সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাবপত্র লুকিয়ে রাখ, আর ওটাকে আশ্রয়স্থল ও গুপ্তস্থান বানিয়ে নাও। কেননা আমি রোম বাদশাহর নিকট যাচ্ছি। রোম থেকে আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসব এবং মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিব।' সুতরাং মুনাফিকরা মাসজিদে যিরারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং আবেদন করে ঃ 'আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাদের মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য দু'আ করবেন।' তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا হতে قَوْمَ الظَّالِمِينَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/৪৭০)

যারা এ মাসজিদটি নির্মাণ করেছিল তারা শপথ করে বলেছিল ঃ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى আমরাতো সৎ উদ্দেশেই এর ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমাদের লক্ষ্য শুধু জনগণের মঙ্গল কামনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসজিদুল কুবার ক্ষতি সাধন করা, কুফরী ছড়িয়ে দেয়া, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গোপন ঘাঁটি বানিয়ে রাখা, যেখানে তাদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ লোকটি হচ্ছে ফাসিক আবূ আমির যাকে রাহিব বা আবিদ বলা হত। আল্লাহ তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

মাসজিদুল কুবার মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাসজিদুল যিরায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সালাত আদায় না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী এবং উম্মাতও শামিল রয়েছে। অতঃপর মাসজিদে কুবায় সালাত আদায় করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম থেকেই মাসজিদে কুবার ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপন করা হয়েছে। তাকওয়া বলা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করাকে। এখানে মুসলিমরা পরস্পর মিলিত হয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ করে। এটা হচ্ছে ইসলাম ও আহলে ইসলামের আশ্রয়স্থল। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ অবশ্য যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্‌ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এরই উপযোগী যে, তুমি তাতে সালাতের জন্য দাঁড়াবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাসজিদে কুবায় সালাত আদায় করা (সাওয়াবের দিক দিয়ে) একটি উমরাহ করার মত।' (তিরমিযী ৩২৪, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৫২) আরও সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় কখনও সাওয়ার হয়ে আসতেন এবং কখনও পদব্রজেও আসতেন। (ফাতহুল বারী ৩/৮২, মুসলিম ১৩৯৯)

উওয়াইম ইব্‌ন সাঈদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় তাদের নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের মাসজিদের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে অতি উত্তম ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তোমরা যদ্বারা পবিত্রতা লাভ করে থাক সেটা কি?' তারা উত্তরে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ, আমরাতো এটা ছাড়া আর কিছুই জানিনা যে, ইয়াহুদীরা আমাদের প্রতিবেশী ছিল। তারা পায়খানার কাজ সেরে পানি দ্বারা তাদের গুহ্যদ্বার ধৌত করত। সুতরাং আমরাও তদ্রূপ করে থাকি।' (আহমাদ ৩/৪২২) ইব্‌ন খুযাইমাহও (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ লিখেছেন। (হাদীস নং ১/৪৫)

যে প্রাচীন মাসজিদগুলির প্রথম ভিত্তি এক ও লা-শারিক আল্লাহর ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিতে সালাত আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। জামা'আতে সালিহীন ও ইবাদে আমিলীনের সাথে সালাত আদায় করা উচিত এবং যথানিয়মে পূর্ণ মাত্রায় উযূ করা দরকার, আর অপবিত্রতা হতে মুক্ত থাকা উচিত।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাত আদায় করান এবং তাতে সূরা 'রূম' পাঠ করেন। পাঠে তাঁর কিছু ত্রুটি হয়। সালাত শেষে তিনি বলেন ঃ 'কুরআন পাঠে আমরা মাঝে মাঝে ভুল করি। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও রয়েছে যে আমার সাথে সালাত আদায় করে, কিন্তু উত্তম রূপে উযূ করেনা। সুতরাং যে আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে চায় তার উচিত উত্তম রূপে উযূ করা।' (আহমাদ ৩/৪৭১, ৪৭২)

১০৯। তাহলে কোন্ ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি স্বীয়	١٠٩. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ

عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ	ইমারাতের ভিত্তি আল্লাহভীতির উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি যে স্বীয় ইমারাতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ এমন যালিমদেরকে (ধর্মের) জ্ঞান দান করেননা।
١١٠. لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	১১০। তাদের এই ইমারাত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সদা তাদের মনে খট্‌কা সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের অন্তরই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী।

মাসজিদুত তাকওয়া ও মাসজিদুল যিরার মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, যারা মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে, আর যারা মাসজিদে যিরার ও মাসজিদে কুফর বানিয়েছে এবং মু'মিনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছে ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে ঐ মাসজিদকে আশ্রয়স্থল করেছে তারা কখনও সমান হতে পারেনা। ঐ লোকগুলোতো মাসজিদে যিরারের ভিত্তি যেন একটি গহ্বরের কিনারার উপর স্থাপন করেছে, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়েছে। وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ যারা সীমালংঘন করে

আল্লাহ তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেননা। অর্থাৎ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের আমলকে সংশোধন করেননা।

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি মাসজিদে যিরারটি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে যখন তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তখন তার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল।' (তাবারী ১৪/৪৯৩) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ঐ ইমারাত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সর্বদা তাদের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকবে। এর কারণে তাদের অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করার কাজ চলতে থাকবে, যেমন গো-বৎস পূজারীদের অন্তরে ওর মহব্বত সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাবীব ইব্‌ন আবী শাবিত (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং সালাফগণের আরও অনেকে বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না তারা মৃত্যু বরণ করে। (তাবারী ১৪/৪৯৫-৪৯৭) অবশ্যই যদি তাদের সেই অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেতো কোন কথাই থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের আমলগুলি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং তিনি ভাল ও মন্দের প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে মহাজ্ঞানী ও বড়ই বিজ্ঞানময়।

১১১। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা	١١١. إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ	**হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।**

জান্নাতের বিনিময়ে মুজাহিদের জীবন ক্রয়

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর পথে ব্যয়কৃত জান ও মালের বিনিময় হিসাবে জান্নাত প্রদান করবেন। আর এটা বিনিময় নয় বরং তাঁর ফায্ল, কার্ম ও অনুগ্রহ। কেননা বান্দাদের সাধ্যে যা ছিল তা তারা করেছে। এখন তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য কোন বিনিময় বা প্রতিদান ঠিক করলে জান্নাতই ঠিক করবেন। এ জন্যই হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দাদের সাথে বেচাকেনা করলেন তখন তিনি তাদের খিদমাতের বিনিময়ে বিরাট ও উচ্চমূল্য প্রদান করলেন। শিমর ইব্ন আতিয়্যা (রহঃ) বলেন যে, এমন কোন মুসলিম নেই যার স্কন্ধে আল্লাহর অঙ্গীকার ও চুক্তি নেই, যা সে পূর্ণ করে এবং যার উপর সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৪/৪৯৯) এ জন্যই বলা হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে যোগ দিল সে যেন আল্লাহর সাথে বেচাকেনা করল। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰه فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর হয় হত্যা করে না হয় নিহত হয়। সর্বাবস্থায়ই তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য বের হয়, আর এই বের হওয়ার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পথে জিহাদ করা এবং তাঁর রাসূলদের সত্যতা প্রমাণ করা, এ অবস্থায়ই যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি

মারা না যান তাহলে আল্লাহ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যে, সে যেখান থেকে বের হয়েছে সেখানে তাকে তার লাভকৃত গানীমাতের মালসহ পৌঁছে দিবেন।' (ফাতহুল বারী ৬/২৫৪, মুসলিম ৩/১৪৯৬)

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তিটি তাঁর ওয়াদার গুরুত্ব হিসাবে করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তিনি নিজের পবিত্র সত্তার উপর এটা ফার্য করে নিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলদের উপর তাঁর এই ওয়াদার অহীও পাঠিয়েছেন, যা মূসার (আঃ) উপর অবতারিত কিতাব তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে এবং ঈসার (আঃ) উপর অবতারিত কিতাব ইঞ্জীলেও লিখিত রয়েছে, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতারিত কিতাব আল কুরআনে লিখা আছে। তাঁদের সবারই উপর আল্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ আল্লাহ অপেক্ষা স্বীয় ওয়াদা অধিক পূর্ণকারী আর কে হতে পারে? কেননা তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا

এবং বাক্যে আল্লাহ অপেক্ষা কে বেশি সত্য পরায়ণ? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৭) আর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلاً

এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্য পরায়ণ? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২২) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ আল্লাহর সাথে তোমরা যে বেচা-কেনা করেছ এতে তোমরা খুশি হয়ে যাও এবং এই সফলতা হচ্ছে বিরাট সফলতা, যদি তোমরাও নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

১১২। তারা হচ্ছে তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসা-কারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও	١١٢. ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ

সাজদাহকারী, সৎ বিষয় শিক্ষা প্রদানকারী এবং মন্দ বিষয়ে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের (অর্থাৎ আহকামের) সংরক্ষণকারী; আর তুমি এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।	ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

এই পবিত্র আয়াতটি ঐ মু'মিনদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যাদের জান ও মালকে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই উত্তম গুণাবলীর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা তাওবাহ করে এবং সমস্ত পাপ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকে, নিজেদের রবের ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিজেদের কথা ও কাজে একাগ্র থাকে। কথার মধ্যে বিশিষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা। এ জন্যই মহান আল্লাহ **اَلْحَامِدُوْنَ** বলছেন। আর আমল ও কাজের দিক দিয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে সিয়াম। সিয়াম বা রোযা হচ্ছে পানাহার, স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাকা। আর **سَائِحَاتِ** দ্বারা এই সিয়ামকেই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে **رَاكِعُوْنَ** ও **سَاجِدُوْنَ** বলা হয়েছে। **رُكُوْع** ও **سُجُوْد** দ্বারা **صَلٰوة** (সালাত) অর্থ নেয়া হয়েছে এবং তারা শুধু নিজেদের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইবাদাত করেনা, বরং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরকেও সুপথ প্রদর্শন করে 'সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ' এর উপর আমল করে উপকার পৌঁছে থাকে। কোন্ কাজ করা উচিত এবং কোন্ কাজ পরিত্যাগ করা ওয়াজিব এসব কথা বাতলে থাকে, আর জ্ঞান ও আমল উভয় প্রকারে হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহর সীমা সংরক্ষণের প্রতি তারা পূর্ণ দৃষ্টি রাখে। সুতরাং তারা আল্লাহর ইবাদাত ও সৃষ্টজীবের মঙ্গল কামনা, এই উভয় প্রকারের ইবাদাতে অগ্রগামী। এ জন্যই মহান রাব্ব আল্লাহ বলেন, **وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ** মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ দিয়ে দাও, কেননা ও দু'টির সমষ্টির নামই হচ্ছে ঈমান। পূর্ণমাত্রায় সৌভাগ্য তারাই লাভ করেছে যারা এই দু'টি গুণে গুণান্বিত।

১১৩। নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।	١١٣. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ
১১৪। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।	١١٤. وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ

বহু ঈশ্বরবাদীদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার পিতা আবূ মুসাইয়াব (রাঃ) বলেছেন ঃ আবূ তালিব যখন মারা যাচ্ছিলেন, সেই সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গমন করেন। ঐ সময় তাঁর কাছে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা

ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন! এই বাক্যটিকেই আমি আপনার পক্ষে আল্লাহর নিকট ক্ষমা করার জন্য আরয করব।' তখন আবূ জাহল এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী উমাইয়া বলল ঃ 'হে আবূ তালিব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন?' আবূ তালিব তখন বললেন ঃ 'আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই থাকব।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ 'আমি ঐ পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ না করেন।' আল্লাহ তা'আলা তখন **مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ...** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের জন্য এটা জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' নিম্নের আয়াতটিও এই সম্পর্কেই নাযিল হয়।

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎ পথ অনুসরণকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) (আহমাদ ৫/৪৩৩, ফাতহুল বারী ৮/১৯২, মুসলিম ১/৫৪)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান ইব্‌ন বুরাইদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেন ঃ আমরা এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা পৌঁছে একটি কাবরের পাশে এসে বসে পড়েন এবং কিছু বলতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ান। তাঁর চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যা করেছেন তা আমরা দেখেছি। তিনি বললেন ঃ 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার মায়ের কাবর যিয়ারাত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি।' সেই দিন তিনি এত বেশি কেঁদেছিলেন যে, ইতোপূর্বে আমরা তাঁকে কখনও এত কাঁদতে দেখিনি। (তাবারী ৬/৪৮৯)

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ইচ্ছা

করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা থেকে নিষেধ করেন। তখন তিনি বলেন 'ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ) তো তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।' এ সময় আল্লাহ তা'আলা **مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى** *নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন।* এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা তাদের মৃতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত। তখন **وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ ...** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। জনগণ তখন ঐ নাজায়িয ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মুসলিমদেরকে তাদের জীবিত মুশ্‌রিক আত্মীয় স্বজনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়নি। (তাবারী ১৪/৫১৩)

فَلَمَّا تَبَيَّنَ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর যখন তিনি অবহিত হলেন যে, সে আল্লাহর শত্রু ছিল তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তাঁর বাবা মারা যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু হিসাবে মারা গেছে। (তাবারী ১৪/৫১৯) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৪/৫১৮-৫১৯)

উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (আঃ) যখন পিতার সাথে মিলিত হবেন তখন দেখবেন যে, সে অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। ঐ সময় তাঁর পিতা তাঁকে বলবে ঃ 'হে ইবরাহীম! (দুনিয়ায়) আমি তোমার কথা মানিনি। কিন্তু আজ আমি তোমার কোন কথাই অমান্য করবনা।' তখন ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেননি যে, কিয়ামাতের দিন আমাকে অপমানিত করবেননা? তাহলে আজকের দিন এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে (যে, আমার পিতা অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে)?' তখন তাঁকে বলা হবে ঃ 'তোমার পিছন দিকে তাকাও।' তিনি তখন দেখতে পাবেন যে, একটি রক্তাক্ত হায়েনা পড়ে রয়েছে এবং ওর পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (তাবারী ১৪/৫২১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ *বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল*। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, أَوَّاهٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যধিক প্রার্থনাকারী। এও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আওয়াহ' (আরাবী) শব্দের অর্থ করা হয়েছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় করে তাঁর করুনা প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে ইত্যাদি।

১১৫। আর আল্লাহ এরূপ নন যে, কোন জাতিকে হিদায়াত করার পর পথভ্রষ্ট করেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সেই সব বিষয় পরিস্কারভাবে বলে দেন, যে বিষয়ে তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।	١١٥. وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না কোন বন্ধু আছে, আর না কোন সাহায্যকারী।	١١٦. إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই অবাধ্যতার শাস্তি প্রযোজ্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান সত্তা ও ন্যায়নীতিপূর্ণ হিকমাত সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যতক্ষণ না তিনি কোন কাওমের নিকট রাসূল পাঠিয়ে ফিতনা খতম করেন এবং সত্য প্রতিভাত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে পথভ্রষ্টতার জন্য ছেড়ে দেননা। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৭) মুজাহিদ (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার **وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ** এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, মৃত মুশরিকদের জন্য মু'মিনদের ক্ষমা প্রার্থনা করা ত্যাগ করার ব্যাপারে মহিমান্বিত আল্লাহর বর্ণনাটি হচ্ছে বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। আর তাদের তাঁর আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতার কাজ না করা হচ্ছে সাধারণ। অতএব মেনে চল, অথবা শাস্তি ভোগ কর। (তাবারী ১৪/৫৩৭)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, যদি তোমরা তোমাদের মধ্যস্থিত মৃত মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে কেন তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার ফাইসালা দিবেননা? কেননা তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয় হতে দূরে রেখেছেন এবং তোমরা তা থেকে বিরত থেকেছ। কিন্তু এর পূর্বে নয়, যতক্ষণ না তিনি ঐ নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর নিকৃষ্টতা বর্ণনা করে দিয়েছেন, যখন তোমরা ঐগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছ। ঐ অবস্থায় কি করে তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগাতে পারেন যখন পর্যন্ত তোমাদেরকে সাবধান করা হয়নি? কেননা আনুগত্যতা ও অবাধ্যতাতো আদেশ ও নিষেধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু যে ঈমানই আনেনি এবং বিরতও থাকেনি, তাকে অনুগত বলা যাবেনা এবং অবাধ্যও বলা যাবেনা। (তাবারী ১৪/৫৩৬) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِـــي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মৃত্যু ঘটান। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করা হয়েছে এবং এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর ভরসা করা উচিত এবং তাঁর শত্রুদেরকে মোটেই ভয় করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাদের না কোন বন্ধু আছে, আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (তাবারী ১৪/৫৩৮)

১১৭। আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট মুহুর্তে যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর স্নেহশীল, করুণাময়।	١١٧. لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তাবূকের যুদ্ধের বর্ণনা

মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ আয়াতটি তাবূকের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ জনগণ যখন তাবূকের যুদ্ধে বের হন তখন কঠিন গরমের সময় ছিল। সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর এবং পানি ও পাথেয়র বড়ই সংকট ছিল। (তাবারী ১৪/৫৪০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যখন মুজাহিদরা তাবূকের পথে যাত্রা শুরু করেন তখন ছিল কঠিন গরমের সময়। মুজাহিদরা কত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যখন সিরিয়ায় পৌঁছেন তখন একটি খেজুরকে দু'টুকরা করে দু'জন মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত। কখনও কখনও একটি খেজুর একজন হতে অন্যজনকে চুষতে দেয়া হত এবং এরপর পানি পান করতেন। এভাবেই তাঁরা সান্ত্বনা লাভ করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হন। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসেন। (তাবারী ১৪/৫৪১)

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) তাবূকের সংকট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আমরা তাবূকের উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই। কঠিন গরমের মৌসুম ছিল। আমরা এক জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে আমরা পিপাসায়

এমন কাতর হয়ে পড়ি যে, মনে হল আমরা প্রাণে আর বাঁচবনা। কেহ পানির খোঁজে বের হলে সে বিশ্বাস করে নিত যে, ফিরার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে যাবে। লোকেরা উট যবাহ্ করত। উটের পাকস্থলীর এক জায়গায় পানি সঞ্চিত থাকত। তারা তা বের করে নিয়ে পান করত। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহতো আপনার দু'আ সব সময় কবূল করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আপনারা কি এটাই চান?' আবূ বাকর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দু'আর জন্য তাঁর হাত দু'টি উঠালেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত নিচে নামালেননা। দু'আ শেষ না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেল এবং আবার বৃষ্টি হতে লাগল। জনগণ পানি দ্বারা তাদের পাত্রগুলি ভর্তি করে নিল। কোথায় কোথায় বৃষ্টি হয়েছে তা দেখার জন্য আমরা বের হলাম। দেখলাম যে, আমাদের ক্যাম্পের চারপাশ ছাড়া আর কোন জায়গায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি। (তাবারী ১৪/৫৩৯)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার **لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ** এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, এই আয়াতের **عُسْرَةِ** শব্দ দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয়, পথ খরচ এবং পানির সংকীর্ণতা বুঝানো হয়েছে।

مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ এরপর তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারা সত্যের পথ থেকে সরে পড়ার কাছাকাছি হয়েছিল। তারা এই সফরে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। **ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ** অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করেন। আর তাদেরকে দীনের উপর অটল থাকার মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়।

১১৮। আর ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়ও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবাহ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।	١١٨. وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ
১১৯। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।	١١٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

ঐ তিন ব্যক্তি যাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বিলম্ব করেছিলেন

আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ) তাবূকের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ না করার কাহিনী এবং রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমন না করার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তাবূকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হইনি। অবশ্য বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হতে পারিনি। তবে এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের প্রতি আল্লাহ কোন দোষারোপ করেননি। ব্যাপারটা ছিল এই যে, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের একটি যাত্রীদলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেখানে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছানুযায়ী পূর্বে কোন দিন নির্ধারণ করা ছাড়াই তাঁর শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়। আকাবার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিলাম, তিনি ইসলামের উপর আমাদের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে উপস্থিতি অপেক্ষা আকাবার রাতে উপস্থিতি আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল, যদিও জনগণের মধ্যে বদরের খ্যাতি বেশি রয়েছে। তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমি যে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তার ঘটনা এই যে, যে সময় আমি তাবূকের যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম সেই সময় আমার শারীরিক শক্তি, আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই ভাল। ইতোপূর্বে আমার কখনও দু’টি সাওয়ারী ছিলনা। কিন্তু এই যুদ্ধে আমি দু’টি সাওয়ারীও রাখতে পারতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন যুদ্ধে যাত্রার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সাধারণভাবে এ সংবাদ আগে থেকেই কেহকে কিছু জানাতেননা। এই যুদ্ধে গমনের সময়টি ছিল কঠিন গরম এবং এটা ছিল খুবই দূরের সফর। আর এই সফরে মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং বহু সংখ্যক শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের কাছে এ কথা প্রচার করেছিলেন যাতে তারা তাদের সুবিধামত শত্রুর মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত অধিক সংখ্যায় ছিলেন যে, তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা কঠিন ছিল। কা‘ব (রাঃ) বলেন, যুদ্ধে যোগদান না করা লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে যাদের অনুপস্থিতির খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারবেন, যদি আল্লাহ তাকে না জানান। এই যুদ্ধের উদ্দেশে এমন সময় যাত্রা শুরু করা হয়েছিল যখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়া ছিল অনেক আরামদায়ক। এমতাবস্থায় আমার প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এবং মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তাদের সাথে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশে বের হতাম, কিন্তু কোন কিছু না করে ফিরে আসতাম। মনকে এ বলে প্রবোধ দিতাম যে, যখনই ইচ্ছা করব তখনইতো ক্ষণিকের মধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলব। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। জনগণ পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলে, এমন কি মুসলিমরা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলামনা। আমি মনে মনে বললাম যে, দু' একদিন পরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমিও তাঁদের সাথে মিলিত হব।

তাদের চলে যাওয়ার পরদিন ভোরে আমি প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশে বের হই। কিন্তু এবারও প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই ফিরে আসি। পরদিনও এরূপ হল। শেষ পর্যন্ত প্রত্যহ এরূপই হতে থাকে এবং দিন অতিবাহিত হতেই থাকে। এরপরও আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করে তাঁদের সাথে মিলিত হব। তখনও যদি আমি যাত্রা শুরু করতাম! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধে গমনের পর যখন আমি বাজারে যেতাম তখন এ দেখে আমার বড়ই দুঃখ হত যে, কোন লোককে দৃষ্টিগোচর হলে হয় সে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত, না হয় এমন মুসলিমকে দেখা যেত যারা বাস্তবিকই অসুস্থতার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমার্হ। তাবূকে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) কি হয়েছে?' তখন বানু সালিমাহ গোত্রের একটি লোক উত্তরে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! স্বচ্ছলতা ও আরামপ্রিয়তা তাকে মাদীনায়ই আটকে রেখেছে।' এ কথা শুনে মুয়া'জ ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) তাকে বলেন ঃ 'তুমি ভুল ধারণা পোষণ করছ। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই রাখি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান।

অতঃপর কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, এখন কি করি? আমি মিথ্যা বাহানার কথা চিন্তা করলাম যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি। সুতরাং আমি সকলের মত খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম এবং যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এসেই পড়েছেন তখন মিথ্যা কথা বলার চিন্তা মন থেকে দূর করে দিলাম। এখন আমি ভালরূপে বুঝতে পারলাম যে, কোন মিথ্যা অজুহাত দ্বারা আমি রক্ষা পেতে পারিনা। তাই আমি সত্য বলারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মাসজিদে অবস্থান করতেন, দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং লোকদেরকে নিয়ে বসতেন। এবারও তিনি যখন সবাইকে নিয়ে বসলেন। তখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে ওযর পেশ করতে লাগল এবং শপথ করতে শুরু করল। এরূপ লোকদের সংখ্যা আশি জনের কিছু বেশি ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাহ্যিক কথার উপর ভিত্তি করে তা কবূল করে নিচ্ছিলেন এবং তাদের অবহেলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করছিলেন। কিন্তু তাদের মনের গোপন কথা তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে সমর্পণ করছিলেন। অতঃপর আমি গিয়ে সালাম করলাম। তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর আমাকে বললেন ঃ 'এখানে এসো।' আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'তুমি কেন যুদ্ধে যোগদান করনি? তুমি কি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে আসবাবপত্র ক্রয় করনি?' আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমি এ সময় আপনি ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলতাম তাহলে এমন বানানো ওযর পেশ করতাম যে, তা কবূল করতেই হত। কেননা কথা বানানো, তর্ক বিতর্ক এবং ওযর পেশ করার যোগ্যতা আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, এই সময় মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব বটে, তবে আল্লাহ আপনাকে সত্বরই আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আপনি রাগান্বিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি উত্তম পরিণামের আশা করতে পারি। হে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহর শপথ! আমার কোন গ্রহণযোগ্য ওযর ছিলনা। অন্য কোন সময়ের চেয়ে এখন আমি অর্থ ও শক্তিতে বলবান। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কোনই অজুহাত নেই। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ লোকটি বাস্তবিকই সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষা কর।' সুতরাং আমি চলে এলাম।

বানু সালিমাহ গোত্রের লোকেরাও আমার সাথে এলো এবং আমাকে বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! ইতোপূর্বে আমরা আপনাকে কোন অপরাধ করতে দেখিনি। অন্যান্য লোকেরা যেমন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে

ওযর পেশ করল তেমনি আপনিও কেন তাঁর কাছে কোন একটা ওযর পেশ করলেন না? তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের ন্যায় আপনার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনাই আপনার জন্য যথেষ্ট হত।' মোট কথা, লোকগুলো এর উপর এত জোর দিল যেন আমি পুনরায় ফিরে গিয়ে কিছু ওযর পেশ করি এবং এর ফলে মিথ্যা বলার দোষে দোষী হই। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত আর কারও কি এরূপ পরিস্থিতি হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ, আপনার মত আরও দু'জন লোক সত্য কথাই বলেছে এবং তাদেরকেও আপনার মতই বলা হয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? উত্তরে বলা হল ঃ 'তারা হচ্ছে মুরারাহ্ ইব্ন রাবী আল আমিরী এবং হিলাল ইব্ন উমাইয়া আল ওয়াকিফী।' এ দু'জন সৎলোক রূপে পরিচিত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আমি পুনরায় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন না করে তাদেরই পদাংক অনুসরণ করলাম।

এরপর আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে আমাদের সাথে সালাম-কালাম করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করেছে। তারা আমাদের থেকে এমনভাবে বদলে গেছে যে, যমীনে অবস্থান আমাদের কাছে একটা বোঝা স্বরূপ মনে হয়েছে। এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঐ দু'জনতো মুখ লুকিয়ে গৃহ-বাস অবলম্বন করে সদা কাঁদতে থাকেন। কিন্তু আমি যুবক এবং শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলাম বলে আমার মধ্যে ধৈর্য অবলম্বনের শক্তি ছিল। তাই আমি বরাবর জামাআতে সালাত আদায় করতে থাকি এবং বাজারে ঘোরাফিরাও করি। কিন্তু আমার সাথে কেহ কথা বলতনা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতাম, তাঁকে সালাম দিতাম এবং সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ছে কি-না তা লক্ষ্য করতাম। আমি তাঁর পাশেই সালাত আদায় করতাম। আমি আড়চোখে তাকাতাম এবং দেখতাম যে, আমি সালাত শুরু করলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আর আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালে তিনি আমার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু যখন এই বয়কটের সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায় তখন আমি একদা আবূ কাতাদাহর (রাঃ) বাড়ীর প্রাচীরের উপর দিয়ে তাঁর কাছে গমন করি। তিনি আমার চাচাতো ভাই হতেন। আমি তাঁকে খুবই ভালবাসতাম। আমি তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সালামের জবাব দিলেননা। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আবূ

কাতাদাহ! আপনার কি জানা আছে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি? তিনি শুনে নীরব থাকেন। আমি আবার আল্লাহর শপথ দিয়ে কথা বলি। তবুও তিনি কথা বললেননা। পুনরায় আমি শপথ দেই। কিন্তু তিনি অপরিচিতের মত বললেন ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন।' এতে আমার কান্না এসে যায়। অতঃপর আমি প্রাচীর টপকে ফিরে আসি।

একদা আমি মাদীনার বাজারে ঘুরছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার একজন কিবতী, যে মাদীনার বাজারে শষ্য বিক্রি করছিল, লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'কেহ আমাকে কা'ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) ঠিকানা দিতে পারবে কি?' লোকেরা আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সুতরাং সে আমার কাছে আগমন করে এবং গাস্সানের বাদশাহর একখানা চিঠি আমাকে প্রদান করে। আমি লিখাপড়া জানতাম। চিঠি পড়ে দেখি যে, তাতে লিখা রয়েছে, 'আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, আপনার সঙ্গী (নাবী সঃ) আপনার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ আপনাকে একজন সাধারণ লোক করেননি! আপনার মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের সাথে যোগ দিন। আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করব।' চিঠিটি পড়ে আমি মনে মনে বললাম যে, এটি একটি নতুন পরীক্ষা। অতঃপর আমি চিঠিখানা (আগুনের) চুল্লীতে ফেলে দেই। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন দূত আমার নিকট এসে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তালাক দিতে বলেছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'না, শুধুমাত্র স্ত্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন এবং মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন।' দূত এ কথাও বললেন যে, অপর দু'জনকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাড়ী চলে যাও। দেখা যাক, আল্লাহ তা'আলার কি নির্দেশ আসে। হিলাল ইব্ন উমাইয়ার (রাঃ) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আরয করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী একজন খুবই দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক। তাঁর সেবা করার কোন লোক নেই। আমি যদি তার সেবায় লেগে থাকি তাহলে আপনি কি অমত করবেন!' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে তুমি তার সাথে সহবাস করবেনা।' সে তখন বলে ঃ 'তাঁরতো কোন কিছুরই আশা নেই। আপনার

অসন্তুষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শুধু কাঁদছেনই।' আমার পরিবারের একজন লোক আমাকে বলল ঃ 'আপনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আপনার স্ত্রী থেকে খিদমাত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেমন হিলাল (রাঃ) অনুমতি লাভ করেছেন।' আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করবনা। জানিনা তিনি কি বলবেন, আমিতো একজন যুবক লোক। কারও সেবা গ্রহণের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আরও দশ রাত অতিবাহিত হয় এবং জনগণের সম্পর্ক ছিন্নতার পঞ্চাশ রাত কেটে যায়।

পঞ্চাশতম দিনের সকালে আমার ঘরের ছাদের উপর ফাজরের সালাত আদায় করে ঐ অবস্থায় বসেছিলাম যে অবস্থার কথা মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ 'যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল, আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত।' এমন সময় *'সাল'* পাহাড় হতে একজন চীৎকারকারীর শব্দ আমার কানে এলো। সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলছিল ঃ 'হে কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ)! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন!' এটা শোনা মাত্রই আমি সাজদায় পতিত হই এবং বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবূল করেছেন এবং ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার দুঃখ ও বিপদের দিন ফুরিয়েছে। ফাজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের তাওবাহ কবূল করেছেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ জানাতে দৌড়ে আসেন। তারা ঐ দু'জনের কাছেও যায় এবং আমার কাছেও আসে। একটি লোক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে আগমন করে। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠে চীৎকারকারী সবচেয়ে বেশি সফলকাম হয়। কেননা তার মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম সংবাদ পাই। কারণ ঘোড়ার গতি অপেক্ষা শব্দের গতি বেশী। সুতরাং যখন ঐ লোকটি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যার শব্দ আমি শুনেছিলাম, তখন তার শুভ সংবাদ প্রদানের বিনিময়ে আমি আমার পরনের কাপড় তাকে পরিয়ে দেই। আল্লাহর শপথ! সেই সময় আমার কাছে দ্বিতীয় কোন কাপড় ছিলনা, তাই অপরের কাছ থেকে কাপড় ধার করে আমি তা পরিধান করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে বের হই। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে মিলিত হয় এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাতে থাকে।

আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের মাঝে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানান। আল্লাহর শপথ! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কেহ আমাকে এই অভ্যর্থনা করেননি। এ কারণে আমি কখনও তালহাকে (রাঃ) ভুলতে পারবনা। আমি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করি। তাঁর মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ ‘খুশি হয়ে যাও। সম্ভবতঃ তোমার জন্মগ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে এর চেয়ে বড় খুশির দিন আর আসেনি।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুশি হতেন তখন তাঁর চেহারা চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তা যেন চাঁদের খণ্ড বিশেষ। তাঁর খুশির চিহ্ন তাঁর চেহারায়ই প্রকাশিত হত। আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার তাওবাহ কবূলের এই বারাকাত হওয়া উচিত যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে বিলিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘তোমার কিছু সম্পদ সাদাকাহ কর এবং কিছু রেখে দাও। এটাই হচ্ছে উত্তম পন্থা।’ আমি বললাম ঃ খাইবার থেকে আমি যে অংশ লাভ করেছি তা আমার জন্য রেখে দিলাম। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সত্যবাদিতার বারাকাতে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, আল্লাহর শপথ! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যবাদিতার বর্ণনা করেছি তখন থেকে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি। আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতেও যেন তিনি আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের না করান। আমার জানা নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে সত্য কথা বলার জন্য এমনভাবে পুরস্কৃত করেছেন কিনা। (আহমাদ ৩/৪৫৬)

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ... আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তি সম্পর্কে কা‘ব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার উপর আল্লাহ তা‘আলার এর চেয়ে বড় নি‘আমাত আর কি হতে পারে যে, তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সত্য কথা বলার তাওফীক দান করেছেন? নতুবা আমিও

ঐ লোকদের মতই ধ্বংস হয়ে যেতাম যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা কথা বলে পারলৌকিক জীবনের দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে আল্লাহতো এমন দুস্কর্মকারী লোকদের প্রতি খুশী হবেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৯৫-৯৬)

এই আয়াতটি পাঠ করে কা‘ব (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমাদের তিন ব্যক্তির ফাইসালা ঐ লোকদের পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যারা মিথ্যা শপথ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বাহ্যিক শপথকে মেনে নিয়ে তাদের বাইআত কবূল করতে হয়েছিল। তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন। (আহমাদ ২/৪৫৬) কিন্তু আমাদের ফাইসালা তিনি স্থগিত রেখেছিলেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা‘আলা وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আমাদেরকে পিছনে নিক্ষেপ করা দ্বারা আমাদের ফাইসালাকে পিছনে নিক্ষেপ করা বুঝানো হয়েছে। এটা নয় যে, আমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।’ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ রূপে প্রমাণিত এবং মুত্তাফিক আলাইহি। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) যুহরীর (রহঃ) হাদীস হতে এরূপই রিওয়ায়াত করছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৯৩, মুসলিম ৪/২১২১) এই হাদীসটি উত্তম পন্থায় এই আয়াতে কারীমার তাফসীর করছে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের প্রায় সবাই এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহরও (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে এই উক্তিই রয়েছে যে, এই তিনজন হচ্ছেন কা‘ব ইব্ন মালিক (রাঃ), হিলাল ইব্ন

উমাইয়া (রাঃ) এবং মুরারাহ ইব্ন রাবী (রাঃ)। এরা সবাই আনসারী ছিলেন। (তাবারী ১৪/৫৪৪)

সত্য বলার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা ঐ তিন ব্যক্তির দুশ্চিন্তার বর্ণনা করলেন যা তারা মুসলিমদের বয়কটের পঞ্চাশ দিন ভোগ করেছিলেন এবং তাদের জীবন ও দুনিয়া তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাদের বাইরে যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কি করবেন তা অনুধাবন করতে পারছিলেন না। তারা বুঝেছিলেন যে, ধৈর্য ধারণ এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের উপর সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা ওযর পেশ না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করানোর পর তাদের তাওবাহ কবূল করেন। এ জন্য তিনি বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (কাজে কর্মে) সত্যবাদীদের সাথে থাক। তাহলে তোমরা ধ্বংস ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে। তিনি তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করবেন এবং আশ্রয় দান করবেন। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা শুধু সত্য আঁকড়ে ধর। কেননা সত্যবাদিতা হচ্ছে সাওয়াবের কাজ। আর সাওয়াব জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে এবং সত্যের জন্য মেহনত করে তার নাম আল্লাহর দফতরে সত্যবাদীরূপে লিখিত হয়। মিথ্যা কথা বলা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলতে থাকে এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে তখন আল্লাহর দফতরে তার নাম 'মিথ্যাবাদী' রূপে লিখে দেয়া হয়।' (আহমাদ ১/৩৮৪, ফাতহুল বারী ১/৫২৩, মুসলিম ৪/২০১২)

১২০। মাদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যে সব পল্লী রয়েছে তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিলনা যে, তারা আল্লাহর রাসূলের	١٢٠. مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن

يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ	সঙ্গী না হয়; আর এটাও (উচিত ছিল) না যে, নিজেদের প্রাণ তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে। এর কারণ এই যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি আর ক্ষুধা পায় এবং তাদের এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কাফিরদের যে ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় - এর প্রত্যেকটি সৎ কাজ বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীল লোকদের শ্রমফল (সাওয়াব) বিনষ্ট করেননা।

জিহাদে অংশ গ্রহণের পুরস্কার

তাবূকের যুদ্ধে মাদীনাবাসীদের যে আরাব গোত্রগুলো এবং আশেপাশের যে বেদুঈনরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তাতে সহানুভূতি না দেখিয়ে, বরং আরামপ্রিয়তা অবলম্বন করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ক্রোধের স্বরে বলেন ঃ

لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রতিদান থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। তারা না পিপাসার কষ্ট

পেয়েছে, না যুদ্ধের ক্লান্তি সহ্য করেছে, আর না ক্ষুধার কষ্ট অনুধাবন করেছে। না তারা এমন স্থানে এসেছে যা কাফিরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করত, আর না তারা কাফিরদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, যারা এসব কষ্ট সহ্য করেছে এবং এসব কষ্ট যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে তাদের উপর কোন জোর জবরদস্তি করা হয়নি, আল্লাহ এসব মু'মিন লোকের সৎ কাজের প্রতিদান কখনও নষ্ট করবেননা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা। (১৮ ঃ ৩০)

১২১। আর ছোট-বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তৎসমুদয়ও তাদের নামে লিখিত হয়েছে, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।	١٢١. وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ এই গাযী লোকগুলি আল্লাহর পথে অল্প-বেশি খরচও করে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে মরু প্রান্তরের অল্প-বিস্তর পথ অতিক্রমও করে। এর প্রতিদান তারা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে إِلَّا كُتِبَ لَهُم বলেছেন। আমীরুল মু'মিন উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) এই আয়াতে কারীমা হতে একটি পূর্ণ ও বিরাট অংশ লাভ করেছেন। কেননা তাবূকের যুদ্ধে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে তাঁর প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন।

আবদুর রাহমান ইব্ন খাব্বাব আস সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ভাষণ দান করেন এবং এই

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। তখন উসমান (রাঃ) বললেন ঃ 'জিন ও গদিসহ আমি একশ'টি উট দান করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সকলের কাছে চাঁদা চাইলেন। এবারও উসমান (রাঃ) বললেন ঃ 'জিন ও গদিসহ আমি আরও একশ'টি উট দান করব।' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর থেকে এক সিঁড়ি নেমে আবার বললেন ঃ 'হে লোকসকল! আরও সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে।' তখন উসমান (রাঃ) আবারও বললেন ঃ 'সাজ ও সামানসহ আরও একশ'টি উট দান করব।' (বর্ণনাকারী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি খুশিতে তাঁর হাত এভাবে নাড়াচ্ছেন (সর্বশেষ বর্ণনাকারী আবদুস সামাদ (রহঃ) এ কথা বলার সময় তাঁর হাত নাড়ালেন) এবং তিনি (নাবী সঃ) বললেন ঃ 'এরপর উসমান (রাঃ) যে আমলই করুক না কেন তার (জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার) আর কোন ভয় নেই।' (আহমাদ ৪/৭৫) আবদুর রাহমান ইব্ন সামুরাহ (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে নিয়ে এলেন এবং তা তাঁর ক্রোড়ে রেখে দিলেন, যেন তিনি তা দিয়ে অভাব ও অসুবিধাগ্রস্ত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণমুদ্রাগুলি নাড়াচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ 'আজ থেকে উসমানকে (রাঃ) তার কোন আমলই কোন কষ্টে ফেলতে পারবেনা। এই এক আমলই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট।' (আহমাদ ৫/৬৩)

কাতাদাহ (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহর পথে সফর করতে গিয়ে মানুষ যত দূরের পথ অতিক্রম করে ততই তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। (তাবারী ১৪/৫৬৫)

১২২। আর মু'মিনদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে)	١٢٢. وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

বহির্গত হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে।	طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাবূকের যুদ্ধে জনগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমনের ইচ্ছা করলেন তখন পূর্ববর্তীদের একটি দলের এই ধারণা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধের জন্য বের হবেন তখন প্রত্যেক মু'মিনের উপর সেই যুদ্ধে গমন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً *অভিযানে বের হও স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক।* (৯ ঃ ৪১) এবং **مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ** *মাদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যে সব পল্লী রয়েছে তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিলনা যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী না হয়।* (৯ ঃ ১২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা উপরের আয়াতগুলি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এ কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত গোত্রের সফর করা বা কোন গোত্রের সবাই বের না হয়ে কতক লোকের সফর করা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই যে, যারা সফরে গিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করবে তারা যেন নতুন অবতারিত অহী লিখে নেয় এবং মুখস্থ করে রাখে। এরপর সফর হতে প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের কর্তব্য হবে যারা সফরে বের হননি তাদেরকে এটা জানিয়ে দেয়া যে, তারা শত্রুদের সাথে কিভাবে সময় কাটিয়েছে এবং কাফিরদের অবস্থা কি রূপ ছিল। এভাবে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে বের হয়েছিলেন তারা দু'টি বিষয়ে লাভবান হয়েছেন। প্রথমতঃ তারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং দ্বিতীয়তঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী নাযিলের অবস্থা জানতে পেরেছেন। এ উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে থেকে যাওয়া ছিল ফার্যে কিফায়া। কিছু লোক না করলে বাকী লোকদের উপর তা যরুরী ও ফার্য।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মু'মিনদের জন্য এটা উচিত নয় যে, নাবীর নিকট থেকে সবাই চলে যাবে এবং তাকে একাকী ছেড়ে দিবে। আর এরূপ কেন হবেনা যে, প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে লোকেরা যুদ্ধে অংশ নিবে এবং অবশিষ্ট লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থান করে দীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে। যখন তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে তখন তারা নিজেদের কাওমের লোকদের কাছ থেকে দীন সম্পর্কে অবহিত হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতক্ষণ না সফরে গমনের অনুমতি দেন ততক্ষণ সফরে গমন করবেনা। এই লোকদের অনুপস্থিতির সময় কুরআনের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঐ লোকদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থানকারী লোকেরা তা জানিয়ে দিবে এবং বলে দিবে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এগুলি অবতীর্ণ করেছেন, আমরা এগুলি শিখেছি। এখন তোমরা সফর হতে ফিরে এসেছ, সুতরাং তোমরাও এগুলি শিখে নাও।' এখন আবার দ্বিতীয় দলকে পাঠানো হবে যেন তারা পরহেয করে চলে। لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ এর অর্থ এটাই। (তাবারী ১৪/৫৬৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা শিক্ষা লাভ করে নিজেদের পল্লীতে চলে যায়। সেখানে জনগণের নিকট থেকে উপকার লাভ করে, শান্তি ও আরাম প্রাপ্ত হয়, ধন-সম্পদও উপার্জন করে এবং দীনের দা'ওয়াতও প্রচার করে। কিন্তু জনগণ তাদেরকে বলে ঃ 'তোমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের সাহচর্য পরিত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে এসেছ এবং তাঁর সঙ্গ লাভ হতে সরে পড়েছ!' এ কথায় তারা মনে খুব ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করল। তারা সবাই পল্লী হতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে গেল। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ 'এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয় যাতে অবশিষ্টরা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওম অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে নাফরমানী হতে ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন

তারা পরহেয করে চলে।' (তাবারী ১৪/৫৬৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে গঠিত একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং অপর একটি দল তাঁর সাথে অবস্থান করে, যাতে তারা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর একটি দল যেন নিজের গোত্রের কাছে পল্লীতে চলে যায় এবং আল্লাহর ঐ আযাব থেকে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যে আযাব তাদের পূর্ববর্তী কাওমদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। (তাবারী ১৪/৫৬৮)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً এই আয়াতটি জিহাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুযার গোত্রের উপর দুর্ভিক্ষের বদ দু'আ করেন এবং সবাই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয় তখন সবাই মাদীনায় এসে বাস করতে শুরু করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে মিথ্যা পরিচয় দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের উপর তাদের মেহমানদারী বোঝা স্বরূপ হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিজ নিজ গোত্রের নিকট ফিরিয়ে দেন। আর দ্বিতীয়বার যেন এরূপ না করা হয় এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেন।

১২৩। হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়; আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ পরহেযগারদের সাথে রয়েছেন।	١٢٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

কাছের শত্রুদের বিরুদ্ধে আগে এবং দূরের শত্রুদের বিরুদ্ধে পরে জিহাদ করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন প্রথমে ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে যারা ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অতি নিকটবর্তী। এ

জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম আরাব উপদ্বীপের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি মাক্কা, মাদীনা, তায়েফ, ইয়ামান, ইয়ামামা, হিজর, খাইবার, হাযারা মাউত প্রভৃতি জায়গায় অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। আরাব গোত্রগুলি দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এরপর আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই লোকগুলো আরাব উপদ্বীপের নিকটেই বসবাস করত। ইসলামের দা'ওয়াত সর্বপ্রথম তাদেরকেই দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া তারা ছিল আহলে কিতাব। কিন্তু তাবূক পর্যন্ত পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর না এগিয়ে ফিরে আসেন। কেননা ওটা ছিল খুবই কঠিন সময়, বৃষ্টি/পানি কিছুই ছিলনা। তদুপরি ছিল খাদ্য সংকট। এটা ছিল নবম হিজরীর ঘটনা।

দশম হিজরী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। বিদায় হাজ্জের একাশি দিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর নির্দেশ পূরণকারীরূপে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁর সদা-সহচর ও বন্ধু আবূ বাকর (রাঃ)। এই সময়ে দীনের মধ্যে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকরের (রাঃ) মাধ্যমে দীনের মধ্যে দৃঢ়তা আনয়ন করেন। আবূ বাকর (রাঃ) দীনকে মযবুত করেন এবং এর স্তম্ভকে দৃঢ় করেন। আর ধর্মত্যাগী লোকদেরকে পুনরায় ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনেন। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। যারা ধর্মের বিধি-বিধান বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেসব কর্তব্য ছিল সেগুলি তিনি পূর্ণ করেন। তারপর তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে রোম সাম্রাজ্যের দিকে প্রেরণ করেন। তারা ছিল ক্রুশের পূজারী। ইসলামী বাহিনীকে তিনি অগ্নিপূজক পারস্যবাসীদের দিকেও প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা এই অঞ্চলগুলির উপর মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। আর (পারস্য সম্রাট) কিসরা ও (রোম সম্রাট) কাইসার এবং তাদের অনুসারীরা হয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আবূ বাকর (রাঃ) এই দুই সম্রাটের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে খরচ করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিতাবস্থায় এর সংবাদ দিয়েছিলেন।

তারপর পূর্ণ করেন আবূ বাকরের (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উমার (রাঃ)। আল্লাহ তা'আলা উমারের (রাঃ) মাধ্যমে এই বিপথগামী কাফিরদেরকে খুবই লাঞ্ছিত করেন। বিদ্রোহী ও মুনাফিকদেরকে পূর্ণরূপে দমন করেন এবং পূর্ব ও

পশ্চিমের সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর বিজয় লাভ করেন। নিকটের ও দূরের সমস্ত রাজ্যের ধন-সম্পদ উমারের (রাঃ) কাছে নিয়ে আসা হয় এবং এসব সম্পদ শারীয়াতের বিধান অনুযায়ী তিনি লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বন্টন করেন। উমার (রাঃ) জীবিত ছিলেন প্রশংসার পাত্র হয়ে এবং মারা যান শহীদ রূপে।

তারপর মুহাজির ও আনসারগণ সর্বসম্মতভাবে আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) খালীফা নির্বাচন করলেন। উসমানের (রাঃ) যুগে ইসলামের শান-শওকত বৃদ্ধি পায় এবং সুনাম অর্জিত হয়। আর সারা ইসলামী জগতে মানুষের উপর দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর দা'ওয়াত জয়যুক্ত হয়। তাঁর যুগেই পূর্ব ও পশ্চিমের সব জায়গায়ই ইসলাম উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। আল্লাহর কালেমার প্রভাব প্রতিটি জায়গায় মানুষদের উপর ছড়িয়ে পড়ে এবং মিল্লাতে হানীফিয়্যা আল্লাহর শত্রুদের উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করে। কোন সময় এক কাওমের উপর বিজয় লাভ করে। আবার অন্য সময় অন্য কাওমের উপর বিজয় লাভ হতে থাকে যাদের সাথে ঐ কাফির ও মুশ্‌রিকদের মিত্রতা রয়েছে। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের নির্দেশ অনুযায়ী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ। *হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে।* অতঃপর বলা হয়েছে ঃ **وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً** *যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়।* অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়।' কেননা পূর্ণ মু'মিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার আচরণ মু'মিনদের জন্য খুবই কোমল এবং কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠোর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

আল্লাহ সত্ত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ২৯) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ

হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। আর বিশ্বাস রেখ যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তিনি সদা তোমাদের সাথে রয়েছেন।' এ বিষয়টি এই উম্মাতের সর্বোত্তম যুগ কুরুণে সালাসার মধ্যে খুবই দৃঢ়তার সাথে ছিল। আর এ যুগটা ছিল আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার যুগ। মুসলিমরা সদা কাফিরদের উপর বিজয়ী হতে থাকে এবং কাফিরেরা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হয়।

যখন মুসলিম বাদশাহদের মধ্যে গণ্ডগোল ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তখন শত্রুরা দেশসমূহের চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে শুরু করে। তারা ইসলামী সাম্রাজ্যগুলির দিকে ধাবিত হয় এবং শত্রু দেশগুলি একে অপরের সাথে এক জোট হয়ে যায়। তারপর একে অপরের সাহায্যে ইসলামী সাম্রাজ্যগুলির সীমান্তের উপর চড়াও হয়। এভাবে তারা মুসলিম বাদশাহদের বহু দেশ দখল করে নেয়। কিন্তু যে ইসলামী বাদশাহ সব সময় আল্লাহর আহকাম মেনে চলে, আল্লাহর উপর ভরসা করে, তখন আল্লাহ অবশ্যই তাকে বিজয় দান করেন এবং সে হারানো দেশ পুনরুদ্ধার করে। আমরা আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মুসলিমদের বিজয় দান করবেন এবং সারা দুনিয়ায় তাওহীদের কালেমা সমুন্নত হবে। তিনি হচ্ছেন পরম দাতা ও দয়ালু।

১২৪। আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত	١٢٤. وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ	করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে।
١٢٥. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ	১২৫। কিন্তু যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে।

মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফিকদের সন্দেহ-সংশয় বাড়তেই থাকে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَانًا যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন মুনাফিকরা একে অপরকে বলে ঃ আচ্ছা, এই সূরাটি মুসলিমদের মধ্যে এমন কোন্ অতিরিক্ত ঈমান সৃষ্টি করল? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্যে অধিক ঈমান সৃষ্টি হয়েছে। আর তারা এতে খুশিও হয়েছে।

এই আয়াতটি এ ব্যাপারে বড় দলীল যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতামত। এমন কি অধিকাংশের উক্তি এই যে, এই ইতেকাদ বা বিশ্বাসের উপর উম্মাতের ইজমা হয়েছে। শারহে বুখারীর শুরুতে এই মাসআলার উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ কিন্তু যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা। (১৭ ঃ ৮২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) এটা কতই না দুর্ভাগ্যের কথা যে, যে জিনিস অন্তরের হিদায়াতের যোগ্যতা রাখে, সেটাই তাদের পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। যেমন যে উপাদেয় খাদ্য রোগীরা খেলে ক্ষতি হতে পারে তা আরও অধিক ভাল হলেও উক্ত খাদ্য রোগীকে খেতে দিলে তা তার ক্ষতি বৃদ্ধিই করে থাকে।

১২৬। আর তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, তারা প্রতি বছর একবার অথবা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়? তবুও তারা তাওবাহ করেনা, আর না তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	١٢٦. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
১২৭। আর যখন কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে) তোমাদেরকে কেহ দেখছেনা তো? অতঃপর তারা চলে যায়;	١٢٧. وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ

আল্লাহ তাদের অন্তরগুলিকে (আলো থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সমাজ!	يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

মুনাফিকরা ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়তেই থাকে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ এই মুনাফিকরা কি এটুকুও বুঝেনা যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দু'বার ফিতনায় জড়িয়ে ফেলা হয়। তথাপি তারা তাদের পূর্ববর্তী পাপ থেকে তাওবাহ করছেনা এবং এ ব্যাপারে আগামীতে তাদের যে অবস্থা ঘটতে যাচ্ছে তা থেকে একটুও ভয় করছেনা? মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, মুনাফিকদেরকে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। (তাবারী ১৪/৫৮০) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون উল্লিখিত আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদেরকে কেহ দেখছেনা তো? তারপর তারা মুখমন্ডলকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে সত্য থেকে ফিরে যায়। দুনিয়ায় মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, না তারা সত্যের সামনে আসে, না তা বুঝে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍۭ

তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। (সূরা মুদ্‌দাস্‌সীর, ৭৪ ঃ ৪৯-৫১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ

কাফিরদের হল কি যে, ওরা তোমার দিকে ছুটে আসছে ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে? (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৩৬-৩৭) তারা যেন বন্য পশু। সত্য থেকে মিথ্যার দিকে তারা ঝুঁকে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন।

فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৫) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ না তারা আল্লাহর ডাক বুঝতে পারছে, আর না বুঝার চেষ্টা করছে।

১২৮। তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ।	١٢٨. لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
১২৯। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বূদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।	١٢٩. فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

রাসূলের (সাঃ) আগমন আল্লাহর তরফ হতে বিরাট নি'আমাত

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর নিজের ইহসান প্রকাশ করে বলেন, আমি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র এবং তোমাদের ভাষায়ই কথা বলে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولاً مِّنۡهُمۡ

হে আমাদের রাব্ব! তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৯) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولاً مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছে। যেমন জা'ফর ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) নাজ্জাশীকে এবং মুগীরা ইব্ন সুবাহ (রাঃ) কিসরার (পারস্য সম্রাট) দূতকে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের কাওমের একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন যাঁর বংশ সম্পর্কে আমরা অবহিত রয়েছি, যাঁর গুণাবলী আমরা জানি। যাঁর উঠা, বসা, আসা, যাওয়া, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। (আহমাদ ১/২০২, ৫/২৯১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! তোমাদের যে কোন কষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় তাঁর (রাসূল (সঃ)) কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ بُعِثْتُ بِضاْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةَ সহজ দীনসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। (আহমাদ ৫/২৬৬) সহীহ হাদীসে রয়েছে, 'নিশ্চয়ই এই শারীয়াত খুবই সহজ। এটা তার জন্য সহজ আল্লাহ তা'আলা যার জন্য এটা সহজ করে পাঠিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ১/১১৬)

حَرِيصٌ عَلَيْكُم আল্লাহ তা'আলা বড়ই আশা পোষণ করেন যে, তোমরা হিদায়াত লাভ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার প্রাপ্ত হও।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হারাম ও নাজায়িয বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের কেহ কেহ তা অমান্য করবে। আমি যেন তোমাদের কোমর আঁকড়ে ধরে আছি যাতে তোমরা আগুনে নিক্ষিপ্ত না হও যেমনভাবে পোকা-মাকড় আগুনে পতিত হয়।' (আহমাদ ১/৩৯০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (যিনি) *মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ।* এ আয়াতটিরই অনুরূপ আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও। তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল ঃ তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৫-২১৭) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যে মহান শারীয়াতের তুমি দা'ওয়াত দিচ্ছ, যদি এই লোকগুলো এর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাহলে তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমি তোমাদের উপর নয়, বরং তাঁরই উপর ভরসা করছি। আল্লাহ বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রাব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ৯) অতঃপর তিনি বলেন, **وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** তিনি প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও স্রষ্টা, তিনি বিরাট আরশের রাব্ব। যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলূক তাঁর আরশের নীচে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর ক্ষমতার দখলে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী।

উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রাঃ) বলেন যে, ... لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ এই আয়াতটিই হচ্ছে কুরআনুল হাকীমের শেষ আয়াত। (আহমাদ ৫/১১৭)

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘সূরা বারাআতের শেষ অংশটুকু আমি খুযাইমা ইব্‌ন সাবিত বা আবূ খুযাইমার (রাঃ) নিকট পেয়েছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/১৯৫)

সূরা তাওবাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০ ঃ ইউনুস, মাক্কী

١٠ – سورة يونس، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১০৯, রুকূ ঃ ১১)

(اٰيَاتُهَا : ١٠٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম রা, এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াত।	١. الٓر ۚ تِلۡكَ ءَايَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡحَكِيمِ
২। লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। কাফিরেরা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিতো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর।	٢. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنۡ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡ ۗ قَالَ ٱلۡكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ مُّبِينٌ

যে সূরাসমূহের শুরুতে حُرُوْفٌ مُّقَطَّعَاتٌ এসে থাকে সেগুলির উপর আলোচনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে এবং সূরা বাকারায় এর পুরাপুরি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ।

মানুষ ছাড়া অন্য কেহ রাসূল হয়ে দুনিয়ায় আসেননি

কাফিরদের বিস্ময়ের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا মানুষের মধ্য হতেই যদি রাসূল নির্বাচিত হয় তাতে বিস্ময়ের কি আছে? (তাবারী ১৫/১৩) যেমন মহান আল্লাহ অতীত যুগের কাফিরদের উক্তি নকল করে বলেন ঃ

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬) এখানে কাফিরেরা হূদ (আঃ) ও সালিহকে (আঃ) উদ্দেশ্য করে ঐ কথা বলেছিল। হূদ (আঃ) ও সালিহ (আঃ) তাঁদের কাওমকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ

তোমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছ? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৩) কুরাইশ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ

সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫)

যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল করে পাঠালেন তখন অধিকাংশ আরাব তাঁকে অস্বীকার করল এবং বলতে লাগল ঃ আল্লাহ হচ্ছেন অনেক বড়, তিনি কেন মুহাম্মাদের ন্যায় (উম্মী) মানুষকে রাসূল করে পাঠাবেন? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ এ উক্তির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জন্য রয়েছে আত্মিক আনন্দ। (তাবারী ১৫/১৫) আল আওফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নিজের আমলের উত্তম প্রতিদান লাভ করা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উত্তম আমল বুঝানো হয়েছে। যেমন সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ এবং তাসবীহ পাঠ। অতঃপর তিনি

বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাফায়াত করবেন। (তাবারী ১৫/১৪) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এরূপই বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি ঃ

قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ যদিও আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন লোককে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি তবুও ঐ কাফিরেরা বলে ঃ এই ব্যক্তি অবশ্যই একজন প্রকাশ্য যাদুকর। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাবাদী।

৩। নিশ্চয়ই আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রাব্ব, যিনি আসমান-সমূহকে এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেহ নেই; এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের রাব্ব। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদাত কর; তবুও কি তোমরা বুঝছনা?	٣. إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত জগতের রাব্ব। তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। বলা হয়েছে যে, এই দিন আমাদের দিনের মতই ছিল। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, হাজার বছরের একটি দিন ছিল, যার বর্ণনা সামনে আসবে। ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আরশ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টবস্তু। ওটা সকলের জন্য ছাদ স্বরূপ। আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন সারা মাখলূকের পরিচালনাকারী, অভিভাবক এবং যামানাতদার।

لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩)

তাঁর একদিকের মনোযোগ অন্য দিকের মনোযোগ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। তাঁর কোন সিদ্ধান্ত কারও বিরামহীন অনুরোধে/দু'আয়ও বাধা হয়ে থাকতে পারেনা। পাহাড়ে, সাগরে, লোকালয়ে, জঙ্গলে এবং ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন প্রাণী নেই যার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর অর্পিত নয়।

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) দারওয়ার্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, সা'দ ইব্ন ইসহাক ইব্ন কা'ব ইব্ন উযারাহ (রহঃ) বলেছেন যে, যখন **إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ** ... এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন এক বিরাট যাত্রীদল মুসলিমদের দৃষ্টিগোচর হয় যাদেরকে বেদুঈন মনে করা হয়েছিল। জনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'তোমরা কারা?' তারা উত্তরে বলে ঃ 'আমরা জিন জাতি, এই আয়াতের কারণে আমরা মাদীনা হতে বেরিয়ে পড়েছি।' ইব্ন আবী হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার **مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ** এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তিগুলির মতই ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫)

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَـٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ ...

আকাশে কত মালাইকা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ২৬) এবং

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩)

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ঐ লোকগুলি ইবাদাতের জন্য আল্লাহ তা'আলাকেই বিশিষ্ট করে নিয়েছে। আর হে মুশরিকরা! তোমরা ইবাদাতে আল্লাহর সাথে তোমাদের অন্যান্য দেবতাদেরকেও শরীক করে নিচ্ছ! অথচ তোমরা ভালরূপেই জান যে, সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত/উপাসনা করা যেতে পারেনা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ

জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশের রাব্ব এবং কে'ইবা মহান আরশের রাব্ব? তারা বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ তবুও কি তোমরা আল্লাহভীরু হবেনা? (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৮৬-৮৭) এরূপ আরও আয়াত এর পূর্বেও আছে এবং পরেও আছে।

৪। তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে,	**٤. إِلَيۡهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعًاۖ وَعۡدَ**

ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ	আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবার সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা অবিশ্বাসী তারা পান করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরীর কারণে।

সবকিছুই আল্লাহর কাছে প্রত্যান্বিত হবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীকে অবশ্য অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনি যেমন তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই তিনি দ্বিতীয়বারও তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات بِالْقِسْط وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ *তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবার সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা অবিশ্বাসী তারা পান করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরীর কারণে।* আল্লাহ তা'আলা আদল

ও ইনসাফের সাথে আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। একটুও কম করবেননা। আর কাফিরদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কিয়ামাতের দিন বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়া হবে। যেমন প্রচণ্ড লু হাওয়া, গরম পানি, কালো ধুয়ার ছায়া এবং এ ধরনের আরও শাস্তি।

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ

এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫৭-৫৮)

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৩-৪৪)

৫। আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।	٥. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
৬। নিঃসন্দেহে রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আসমান-সমূহে ও যমীনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ	٦. إِنَّ فِى ٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ

রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহর ভয় পোষণ করে।	وَٱلْأَرْضِ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহর অসীম ক্ষমতার স্বাক্ষী বহন করে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতা এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের প্রমাণস্বরূপ বহু নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। সূর্যের কিরণ হতে বিচ্ছুরিত আলোকমালাকে তিনি তোমাদের জন্য দীপ্তিময় বানিয়েছেন। আর চন্দ্রের কিরণকে তোমাদের জন্য নূর বানিয়েছেন। সূর্যের কিরণ এক রকম এবং চন্দ্রের কিরণ অন্য রকম। একই আলো, অথচ দু'টির মধ্যে বিরাট পার্থক্য। একটির কিরণ অপরটির সঙ্গে মোটেই খাপ খায়না বা একটির কিরণের সাথে অপরটির কিরণ মিলিত হয়না। দিনে সূর্যের রাজত্ব, আর রাতে চন্দ্রের কর্তৃত্ব। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের মঞ্জিল নির্ধারণ করেছেন। প্রথম তারিখের চাঁদ অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশিত হয়। তারপর ওর কিরণও বাড়ে এবং আয়তনও বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ওটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং গোল বৃত্তের আকার ধারণ করে। এরপর আবার কমতে শুরু করে এবং পূর্ণ একমাস পর প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ. لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুস্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৯-৪০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا

সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬) مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ এই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, সূর্যের মাধ্যমে দিনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর চন্দ্রের আবর্তনের মাধ্যমে

পাওয়া যায় মাস ও বছরের হিসাব। **مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ** আল্লাহ এগুলি বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং জগত সৃষ্টি মহান আল্লাহর বিরাট নৈপুন্যের পরিচয় বহন করে এবং এটা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার যে স্পষ্ট প্রমাণ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلاً ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৫-১১৬)

يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি দলীল প্রমাণাদী বিস্তারিত বর্ণনা করছি যাতে অনুধাবনকারীরা অনুধাবন করতে পারে।

إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ এর ভাবার্থ এই যে, দিন গেলে রাত আসে এবং রাত গেলে দিনের আগমন ঘটে। একে অপরের উপর জয়যুক্ত হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) সকাল হয়ে যায় এবং রাত নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে করেছেন বিশ্রামকাল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬)

وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর ক্ষমতা কতই না ব্যাপক। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْءَايَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯০) আর এখানে বলেন ঃ

لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা (আল্লাহর শাস্তির) ভয় করে।

৭। যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল -	٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ
৮। এইরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কার্যকলাপের কারণে।	٨. أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের স্থান জাহান্নামে

যে দুর্ভাগা কাফিরেরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, শুধু পার্থিব জগতই কামনা করে এবং এই দুনিয়া নিয়েই যারা খুশি থাকে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে আলোচনা করেছেন। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এই কাফিরেরা দুনিয়াকে না শোভনীয় করেছে, না উন্নত করেছে, অথচ এই জীবনের প্রতি সন্তুষ্টও হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন রয়েছে। তারা নিজেদের জীবনের উপর মোটেই চিন্তা গবেষণা করেনা। কিয়ামাতের দিন তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটা তাদের পার্থিব আমলের সঠিক প্রতিদানও বটে। কেননা তারা যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে এবং যে অবাধ্যাচরণ ও অপরাধ তারা করেছে তার জন্য তাদের উপযুক্ত শাস্তি এটাই।

৯। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের রাব্ব তাদেরকে লক্ষ্য স্থলে (জান্নাতে) পৌঁছে দিবেন	٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم

তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে, তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে।	بِإِيمَـٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ
১০। সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে 'সালাম' (আসসালামু 'আলাইকুম), আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)	١٠. دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

উত্তম প্রতিদান উত্তম আমলকারী মু'মিনদের জন্য

এখানে ঐ ভাগ্যবানদের খবর দেয়া হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে, নাবী রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়েছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের ব্যাপারে এই ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের সৎ আমলের বিনিময়ে তাদেরকে হিদায়াত দান করা হবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের ঈমান আনা ও উত্তম আমল করার কারণে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। শেষ পর্যন্ত তারা সেই পথ অতিক্রম করে নিবে এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈমান তাদের চলার পথে আলো হিসাবে কাজ করবে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা **يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ** এ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান,*

পবিত্র! এবং পরস্পরের সালাম হবে - আসসালামু 'আলাইকুম, আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে - আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَـٰمٌ

যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৪)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬)

سَلَـٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৮)

وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم

এবং মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (হাযির হয়ে তারা) বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি! (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪)

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ এগুলি এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সদা সর্বদাই প্রশংসিত এবং সর্বদাই ইবাদাতের যোগ্য। এ জন্যই সৃষ্টির শুরুতেও তিনি স্বীয় সত্তার প্রশংসা করেছেন এবং অবতারণের শুরুতেও। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১) অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১) তিনি প্রথমেও প্রশংসিত এবং শেষেও প্রশংসিত, তা দুনিয়াই হোক অথবা অখিরাতে হোক। এ জন্যই হাদীসে এসেছে যে,

জান্নাতবাসীকে তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করতে উৎসাহিত করা হবে যেমনভাবে তারা শ্বাস-প্রশ্বাস করে। (মুসলিম ৪/২১৮১) যেমন আল্লাহর নি'আমাতরাজী তাদের উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, তেমনি তাঁর তাহমীদ ও তাসবীহও বর্ধিত হতে থাকবে। তা কখনও শেষ হবার নয়। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ ও রাব্ব নেই।

১১। আর আল্লাহ যদি মানুষের উপর ত্বরিত ক্ষতি সাধন করতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত! অতঃপর আমি সেই লোকদেরকে, যারা আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা করেনা, ছেড়ে দিই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।	١١. وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

খারাপ কাজে সাহায্য করার জন্য সাড়া দেয়া আল্লাহর নীতি নয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের স্নেহ ও সহনশীলতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, মানুষ যদি তার সংকীর্ণমনা ও ক্রোধের কারণে নিজের জান, মাল ও সন্তানদের উপর বদ দু'আ করে তাহলে তিনি তার সেই বদ দু'আ কবূল করেননা। কেননা তিনি জানেন যে, এটা তার আন্তরিক ইচ্ছা নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীর দাবী। কিন্তু যদি মানুষ তার নিজের জন্য এবং তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পক্ষে দু'আ করে তাহলে আল্লাহ সেই দু'আ কবূল করেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

মানুষ যেমন তার কল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করে তেমনি যদি আল্লাহ তা'আলা তার উপর বিপদ-আপদ পৌঁছানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতেন তাহলে তার অকাল

মৃত্যু ঘটে যেত। তবে মানুষের জন্য এটা কখনই শোভনীয় নয় যে, সে বারবার এরূপ বলতে থাকে এবং বদ দু'আ করার অভ্যাস করে ফেলে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের উপর, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর বদ দু'আ' করনা, কেননা কোন কোন সময় দু'আ কবূল হয়ে থাকে। সুতরাং যদি সেই সময় বদ দু'আ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তা কবূল হয়েই যাবে।' (আবূ দাউদ ২/১৮৫) নিম্নের আয়াত থেকেও এ ধরণেরই ধারণা পাওয়া যায় ঃ

وَيَدْعُ ٱلْإِنسَـٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ

মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১)

মুজাহিদ (রহঃ) **وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ** এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এই বদ দু'আ মানুষের একটা উক্তি যা সে ক্রোধের সময় নিজের উপর, নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর করে থাকে। (তাবারী, ১৫/৩৪) আল্লাহ তা'আলা যেমন মানুষের ভালর জন্য দু'আ কবূল করেন তেমনি যদি খারাবী দু'আও কবূল করতেন তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

١٢. وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا

১২। আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি; এই সীমা লংঘন-কারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে এইরূপই পছন্দনীয় মনে হয়।

كَانُواْ يَعْمَلُونَ	

দুঃখ-দৈন্যে মানুষ আল্লাহকে ডাকে এবং সুখের সময় তাঁকে ত্যাগ করে

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সম্পূর্ণরূপে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ

এবং তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫১) যখন তার উপর বিপদ পৌঁছে তখন সে ব্যাকুল ও অধৈর্য হয়ে পড়ে। উঠতে, বসতে, শুইতে, জাগ্রত সর্বাবস্থায়ই বিপদ দূর হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করে। অতঃপর যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই বিপদ সরিয়ে দেন তখন সে আল্লাহকে এড়িয়ে চলে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। তার ভাব দেখে মনে হয় যেন তার উপর ইতোপূর্বে কোন বিপদই পৌঁছেনি। মহান আল্লাহ এই অভ্যাসের নিন্দা করে বলেন ঃ

مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন এ কথা তারা মনেই করছেনা। এরূপ ব্যবহারতো পাপী ও বদ আমলকারীদের জন্যই শোভা পায়। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত ও তাওফীক দান করেন সে এর থেকে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন ঃ

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি রয়েছে ঃ

মু'মিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার উপর যা কিছু অবতীর্ণ করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। আর যদি সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাতে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে তাতেও সাওয়াব লাভ করে। যদি তার উপর কোন বিপদ আপদ পৌঁছে এবং তাতে সে ধৈর্য ধারণ করে তাহলে সে তার প্রতিদান লাভ করে থাকে। (মুসলিম ৪/২২৯৫)

১৩। আমি তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুল্ম করেছিল, অথচ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণও প্রমাণাদীসহ আগমন করেছিল। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনলনা। আর আমি অপরাধী-দেরকে এই রূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি।	١٣. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ
১৪। অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূমন্ডলে আবাদ করলাম, যেন আমি প্রত্যক্ষ করি যে, তোমরা কি রূপ কাজ কর।	١٤. ثُمَّ جَعَلْنَٰكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী রাসূলগণের ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যারা কাফিরদের নিকট আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছিলেন। তাদের পর আল্লাহ তা'আলা এই কাওমকে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের কাছে তাঁর একজন রাসূলকে পাঠালেন। তিনি দেখতে চান যে, তারা তাঁর এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মানছে কি না। সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দুনিয়াটা (বাহ্যিকভাবে) খুবই মিষ্ট ও সবুজ শ্যামল। আল্লাহ তা'আলা এক কাওমের পরিবর্তে অন্য কাওমকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কিরূপ আমল করছ। তোমাদের উচিত, তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকবে এবং মহিলাদের থেকে খুবই সতর্ক থাকবে। কেননা বানী ইসরাঈলের উপর প্রথম যে ফিতনা এসেছিল তা ছিল এই মহিলাদেরই ফিতনা।' (মুসলিম ৪/২০৯৮)

একবার আউফ ইব্‌ন মালিক (রাঃ) আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন যে, আকাশ থেকে যেন একটি রজ্জু ঝুলানো আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজ্জুটি ধরে উঠে গেলেন। আবার ওটা আকাশ থেকে ঝুলানো হল। তখন আবূ বাকর (রাঃ) ওটা ধরে উঠে গেলেন। এরপর জনগণ মিম্বরের চারদিকে ওটাকে মাপতে লাগলেন। উমারের (রাঃ) মাপে ওটা মিম্বর থেকে তিন হাত লম্বা হল। এই স্বপ্নের কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'রেখে দিন আপনার স্বপ্ন। এর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? কোথাকার কি স্বপ্ন!' কিন্তু যখন উমার (রাঃ) খালীফা নির্বাচিত হলেন তখন আউফকে (রাঃ) ডেকে বললেন ঃ 'হে আউফ (রাঃ)! আপনার স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে শুনিয়ে দিন।' তখন আউফ (রাঃ) বললেন ঃ 'এখন স্বপ্ন শ্রবণের কি প্রয়োজন পড়েছে? আপনিতো ঐ সময় আমাকে ধমক দিয়েছিলেন।' তাঁর এই কথা শুনে উমার (রাঃ) তাকে বললেন ঃ 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! আমি এটা কখনও চাচ্ছিলামনা যে, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা নাফ্‌সে সিদ্দীকের (রাঃ) মৃত্যুর সংবাদ শোনান।' অতঃপর আউফ (রাঃ) তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। যখন তিনি এই পর্যন্ত পৌছলেন যে, জনগণ ওটাকে মিম্বর পর্যন্ত তিন হাত মাপলেন, তখন উমার (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ 'এই তিনের মধ্যে একজন ছিলেন খালীফা অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ)। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কারও তিরস্কার ও অসন্তুষ্টির কোনই পরওয়া করেননা। আর তৃতীয় হাতের উপর সমাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তিনি শহীদ হবেন।' উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

'অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূ-পৃষ্ঠে আবাদ করলাম, আমি দেখতে চাই যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।' সুতরাং হে উমার! তুমি এখন খালীফা নির্বাচিত হয়েছ। অতএব তুমি কাজ করার সময় চিন্তা করবে যে, তুমি কি কাজ করছ। উমার (রাঃ) যে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করার কথা বললেন ওটা ছিল আল্লাহর আহকামের ব্যাপারে। আর **شَهِيْد** শব্দ দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি শহীদ হবেন। আর ওটা ঐ সময় হবে যখন সমস্ত লোক তার অনুগত হয়ে যাবে। (তাবারী ১৫/৩৯)

১৫। আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, যা অতি স্পষ্ট, তখন ঐ সব লোক, যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই, এইরূপ বলে ঃ এটা ছাড়া অন্য কোন কুরআন আনয়ন করুন অথবা এতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন। বল ঃ আমার দ্বারা ইহা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, আমিতো শুধুমাত্র উহারই অনুসরণ করব যা অহীযোগে আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমি এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা রাখি।	١٥. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍ ۙ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِٕ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৬। তুমি বলে দাও ঃ যদি আল্লাহর ইচ্ছা হত তাহলে, না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শোনাতাম আর না আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন। কেননা আমি এর পূর্বেওতো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি; তাহলে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখনা?	١٦. قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

কুরাইশ প্রধানদের অস্বীকার করণ

মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে যারা উদ্ধত কাফির ছিল এবং যারা সব কথাই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করত, আল্লাহ তা'আলা তাদেরই সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শুনিয়ে দেন এবং তাদের সামনে সুস্পষ্ট দলীল পেশ করেন তখন তারা বলে ঃ এই কুরআন ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো, যা অন্য ধারায় লিখিত। এখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করছেন ঃ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ তুমি তাদেরকে বল ঃ আচ্ছা বলত! আমার কি অধিকার আছে যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে কুরআনকে পরিবর্তন করতে পারি? আমিতো শুধু আল্লাহর একজন আদিষ্ট বান্দা এবং তাঁর বার্তাবাহক। যা কিছু আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি, সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। আমার উপর যা অহী করা হচ্ছে, আমি শুধু ওগুলিই বলছি। আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তাহলে আমি কিয়ামাতের কঠিন শাস্তির ভয় করি।

কুরআনে সত্য প্রকাশের প্রমাণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতা ও দা'ওয়াতের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য তাঁর লোকদের কাছে কিভাবে যুক্তিপূর্ণ ব্যাকালাপ করবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা তাঁর রাসূলকে এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ قُل لَّوْ شَاءَ اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ *তুমি বলে দাও ঃ যদি আল্লাহর ইচ্ছা হত তাহলে, না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শোনাতাম আর না আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন*। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দা'ওয়াত দিয়েছেন তা আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি আদেশ জারী করার কারণেই করেছেন। এর একটি প্রমাণ এই যে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোন কিছুই তিনি পরিবর্তন করেননি, তিনি যা বলেছেন তা অস্বীকার করারও তাদের কোন সুযোগ ছিলনা এবং তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কেও তারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল, যেহেতু তিনি তাদের মাঝে ছোট থেকে বড় হয়েছেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কালাম হতে পারেনা।

তাছাড়া তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার কথা তখন থেকে অবগত আছ যখন থেকে আমি তোমাদেরই কাওমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। আর এখন আমি যে তোমাদের কাছে রাসূলরূপে মনোনিত হয়েছি তখনও তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও ঈমানদারীর উপর কোন কটাক্ষ করতে পারনা। তোমাদের কি এতটুকুও জ্ঞান নেই যে, তোমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পার? এ জন্যই যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নতুন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে প্রশ্ন করেন ঃ 'তোমাদের কাছে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেছেন এরূপ কোন প্রমাণ আছে কি?' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'না।' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ঐ সময় কাফিরদের সরদার ও মুশরিকদের নেতা ছিলেন। তথাপি তাঁকে এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতার কথা স্বীকার করতেই হয়েছিল। সেই সময় হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'মানুষের ব্যাপারে যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, আল্লাহর ব্যাপারে কিরূপে তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৮২)

জা'ফর ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) হাবশার (ইথিওপিয়ার) বাদশাহ নাজ্জাশীর সামনে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যাঁর স্বভাবগত সত্যবাদিতা, বংশগত মর্যাদা এবং আমানাতদারী সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। নাবুওয়াতের পূর্বে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি আমাদের সাথে অবস্থান করেছেন।' (আহমাদ ১/২০২)

১৭। অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবেনা।	١٧. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা দাবী করে এবং বলে যে, আল্লাহ হতে তার নিকট অহী প্রেরিত? এই ব্যক্তি অপেক্ষা বড়

অপরাধী ও পাপী আর কেহ হতে পারে কি? এ কথা কোন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ও বোকা লোকের কাছেও গোপনীয় নয়। তাহলে বুদ্ধিমান ও নাবীগণের কাছে কিভাবে এটা গোপন থাকতে পারে? যে ব্যক্তি নাবুওয়াতের দাবী করে সে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী হোক, আল্লাহ তার সুকর্ম ও কুকর্মের উপর দলীল কায়েম করে থাকেন যা সূর্যের চেয়েও অধিক প্রকাশমান। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসাইলামা কায্যাবকে দেখেছে সে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এভাবেই করতে পারবে যেভাবে দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এখন দু'জনের স্বভাব-চরিত্র, কার্যাবলী এবং কথাবার্তার মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের মধ্যে কি পরিমাণ সততা ও সত্যবাদিতা ছিল, আর মুসাইলামা কায্যাব, সাজাহ এবং আসওয়াদ আনসীর মধ্যে কি পরিমাণ মিথ্যা ও বেঈমানী ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন কিছু লোক তার আগমনে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। তাঁর আগমনে যারা উদ্বিগ্ন হয়েছিল আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। আমি যখন প্রথম তাঁকে দেখি তখনই আমার অন্তর এই সাক্ষ্য দেয় যে, কোন মিথ্যাবাদী লোকের চেহারা এমন আলোকময় কখনই হতে পারেনা। আমি সর্বপ্রথম তাঁর মুখে যে কথা শুনি তা ছিল নিম্নরূপ ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর একে অপরকে সালাম দিবে, গরীব ও ক্ষুধার্তদেরকে পেট পুরে খাওয়াবে, আত্মীয়দের সাথে কর্তব্য পালন করবে এবং রাতে উঠে সালাত আদায় করবে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আহমাদ ৫/৪৫১)

দিমাম ইব্ন সা'লাবাহ (রাঃ) তাঁর গোত্র বানু সাদ ইব্ন বকরের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে বলেন ঃ 'আচ্ছা বলুন তো, এই আকাশকে কে এমন উঁচু করে সৃষ্টি করেছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহ।' এরপর লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কে এই পাহাড়কে এমনভাবে যমীনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন?' উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ।' লোকটি আবার প্রশ্ন করেন ঃ 'এই যমীনকে কে বিছিয়ে রেখেছেন?' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ঃ 'আল্লাহ।' লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করেন ঃ 'আপনাকে ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যিনি ঐ উঁচু আকাশ বানিয়েছেন,

এই বড় বড় পাহাড়গুলি যমীনে প্রোথিত করেছেন এবং এত বড় ও প্রশস্ত যমীন ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনিই কি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, ঐ আল্লাহরই শপথ! তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।' অতঃপর লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর শপথ করে সালাত, যাকাত, হাজ্জ এবং সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহর শপথ করে করে উত্তর দিতে থাকেন। তখন লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'আপনি সত্য বলেছেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন সেই সত্তার শপথ করে বলছি! আপনি যা বলেছেন তারচেয়ে আমি বেশীও করবনা, কমও করবনা। বরং সঠিকভাবে এর উপরই আমল করব।' সুতরাং এই পরিমাণ আমলই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর ঈমান আনেন। কেননা তিনি দলীল প্রমাণাদী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (যাদুল মা'আদ ৩/৬৪৭)

বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) মুসাইলামার নিকট গমন করেন। তিনি তার বন্ধু ছিলেন। তখন পর্যন্ত আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুসাইলামা তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'হে আমর! আপনাদের লোকের উপর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সঃ-এর উপর) এখন কি অহী অবতীর্ণ হয়েছে?' উত্তরে ইব্‌ন আস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি তাঁর সঙ্গীদেরকে এক ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত সূরা পাঠ করতে শুনেছি।' সে জিজ্ঞেস করল ঃ ' সেটা কি?' আমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, তা হল ঃ

وَٱلْعَصْرِ. إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ.

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে। (সূরা 'আসর, ১০৩ ঃ ১-৩)

মুসাইলামা কাযযাব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঃ 'আমার উপরও এমনি এক অহী অবতীর্ণ হয়েছে।' আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সেটা কি?' সে জবাবে বলল ঃ 'হে উবর, হে উবর (এক প্রকার জন্তু) তোমার দু'টি কান ও একটি বক্ষ প্রতীয়মান হচ্ছে, এ ছাড়া তোমার সারা দেহই বাজে।' অতঃপর সে আমরকে

(রাঃ) বলল ঃ 'হে আমর (রাঃ)! আমার অহী কেমন মনে হল?' আমর ইব্ন আস (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আপনিতো নিজেও জানেন এবং আমিও ভাল করেই জানি যে, আপনি মিথ্যাবাদী।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬/৩২৬) যখন একজন মুশরিকের এই অবস্থা যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদী হওয়া ও মুসাইলামার মিথ্যাবাদী হওয়া তার কাছেও গোপনীয় নয়, তখন চক্ষুষ্মানদের কাছে এটা কিরূপে গোপন থাকতে পারে? তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২১) আর এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবেনা। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তিও বড় অত্যাচারী যে ব্যক্তি ঐ সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যে সত্য রাসূলগণ আনয়ন করেছেন এবং ওর উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৮। আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যারা তাদের কোন অপকার করতে পারেনা এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন

١٨. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ

বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।	بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
১৯। আর সমস্ত মানুষ (প্রথম) এক উম্মাতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল। আর যদি তোমার রবের পক্ষ হতে এক নির্দেশ বাণী প্রথমে সাব্যস্ত হয়ে না থাকত তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত।	١٩. وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

মূর্তি পূজকদের দেব-দেবীদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদের নিন্দা করছেন যারা এমন সবের ইবাদাত করে যারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে সক্ষম নয়। তারা না পারে কোন ক্ষতি করতে এবং না পারে কোন উপকার করতে। তারা কোন কিছুর মালিকও নয় এবং তারা যা ইচ্ছা করে তা করতেও পারেনা। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, না যমীনে? এরপর তিনি স্বীয় মহান সত্তাকে শির্ক ও কুফরী থেকে পবিত্র ঘোষণা করে বলেন ঃ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে। (তাবারী ১৫/৪৬)

শির্কের প্রথম উদ্ভাবন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এখন লোকদের মধ্যে শির্কের উৎপত্তি ঘটেছে। পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিলনা, কিন্তু এখন হয়েছে। সমস্ত লোক একই দীনের উপর ছিল। আর তা ছিল প্রথম হতেই ইসলাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও নূহের (আঃ) মধ্যে দশটি শতবর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। এসব লোক আদমের (আঃ) সত্য দীন ইসলামের উপর ছিল। তারপর লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তারা মূর্তি পূজা করতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তা'আলা দলীল প্রমাণাদীসহ রাসূল প্রেরণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১০১)

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর জীবিত থাকে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪২)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কেহকেও শাস্তি দেননা যে পর্যন্ত তিনি তার কাছে নাবী পাঠিয়ে দলীল প্রমাণাদী দ্বারা তাকে সাবধান না করেন। আল্লাহ তা'আলা মাখলূককে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত রেখে পরে মৃত্যু দান করেন। আর যে ব্যাপারে তারা পরস্পর মতভেদ করছিল, কিয়ামাতের দিন তিনি তার ফাইসালা করে দিবেন। সেই দিনই মু'মিনরা আনন্দিত ও উদ্বেলিত হবে, আর কাফিরেরা হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

২০। আর তারা বলে ঃ তার প্রতি তার রবের পক্ষ হতে কোন মু'জিযা কেন নাযিল হলনা? তুমি বলে দাও ঃ গাইবের খবর শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।	٢٠. وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ

মূর্তি পূজক মুশরিকদের মু‘জিযা প্রদর্শনের দাবী

মিথ্যাবাদী কাফিরেরা বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন এমন (নাবুওয়াতের) নিদর্শন দেয়া হয়নি, যেমন ছামূদ সম্প্রদায়কে উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল? মাক্কার কাফিরেরাও চাচ্ছিল যে, আল্লাহ কেন সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দেননা? অথবা কেন মাক্কার পাহাড় মাক্কা হতে সরে গিয়ে ঐ জায়গায় বাগান ও নদী সৃষ্টি হচ্ছেনা? আল্লাহ অবশ্যই এসব কিছু করতে সক্ষম। তিনি তাঁর কাজে বড়ই ক্ষমতাবান ও মহাবিজ্ঞ। যেমন তিনি বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًۢا. بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১০-১১) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْـَٔايَـٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, মাখলূকের ব্যাপারে আমার নীতি এই যে, তারা যা চায়, আমি তাদেরকে তা দিয়ে থাকি। তারা যদি মু‘জিযা দেখে আমার উপর ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকি । এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বাধীনতা দিয়ে বললেন ঃ ‘দু’টির যে কোন একটি গ্রহণ কর। প্রথম হল এই যে, তাদের আবেদন অনুযায়ী আমি তাদেরকে মু‘জিযা দিচ্ছি। যদি তারা মু‘জিযা দেখে ঈমান আনে তাহলেতো ভালই। নতুবা আমি তাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি শাস্তি প্রদান করব। আর দ্বিতীয় হল, আমি তাদেরকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবকাশ দিব, যাতে তারা সংশোধিত হয়।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতের জন্য দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, তুমি বলে দাও ঃ সব কিছুই আল্লাহর অধিকারে রয়েছে। কাজের পরিণতি সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমরা যদি চোখে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনতে না চাও তাহলে আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা কর। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কতগুলি মু'জিযা দেখেছিল যেগুলি তাদের কাংখিত মু'জিযার চেয়ে বড় ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখের সামনে পূর্ণ চাঁদকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন এবং সাথে সাথে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর একটি অংশ পাহাড়ের পিছনে এবং অপর অংশটি তাদের সামনে তারা দেখতে পেয়েছিল। এখনও যদি তারা কোন মু'জিযা সুপথ প্রাপ্তির ইচ্ছায় দেখতে চাইত তাহলে তিনি অবশ্যই তা দেখাতেন। কিন্তু আল্লাহ জানেন যে, তারা জিদ ও অবাধ্যতার মন নিয়েই মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে। তাই তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হচ্ছেনা। মহান আল্লাহ এটা জ্ঞাত ছিলেন যে, এখনও তারা ঈমান আনবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১) কেননা শুধু জিদ করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ...

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই ... (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪) তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِن يَرَوۡاْ كِسۡفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ...

তারা যদি আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে .. (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوۡ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ كِتَـٰبًا فِى قِرۡطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيۡدِيهِمۡ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّا سِحۡرٌ مُّبِينٌ

আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শও করত; তবুও কাফির ও অবিশ্বাসী লোকেরা বলত ঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭) সুতরাং তাদেরকে কাম্য বস্তু প্রদান করে লাভ কি? কেননা তারা যা কিছুই দেখতে চাচ্ছে তা শুধু জিদের বশবর্তী হয়ে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ অতএব তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

٢١. وَإِذَآ أَذَقۡنَا ٱلنَّاسَ رَحۡمَةً مِّنۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُمۡ إِذَا لَهُم مَّكۡرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسۡرَعُ مَكۡرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكۡتُبُونَ مَا تَمۡكُرُونَ

২১। আর যখন আমি মানুষকে কোন নি‘আমাতের স্বাদ উপভোগ করাই তাদের উপর কোন বিপদ পতিত হওয়ার পর, তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ অতি দ্রুত কলাকৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমার মালাইকা তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে।

٢٢. هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ

২২। তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমন করান; যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলি লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে ঃ (হে আল্লাহ!) যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।

٢٣. فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ

২৩। অতঃপর যখনই মা'বূদ তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে লোক সকল! (শুনে রেখ), তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (প্রাণের) জন্য বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে (এটা দ্বারা কিছু ফল) ভোগ

ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	**করে নাও, অতঃপর আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।**

বিপদ থেকে উদ্ধারের পর মানুষ তার প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ **إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا** বিপদাপদের স্বাদ গ্রহণ করার পর মানুষ যখন আমার রাহমাত প্রাপ্ত হয়, যেমন দারিদ্রের পরে স্বচ্ছলতা, দুর্ভিক্ষের পরে উত্তম উৎপাদন, মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি, তখন সে হাসি-তামাশা করতে শুরু করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (তাবারী ১৫/৪৯) এ ধরণের আরও একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ফাজরের সালাত আদায় করান। তখন বর্ষার রাত ছিল। তিনি বললেন ঃ 'আজ রাতে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন।' তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আজ আমার কিছু বান্দা মু'মিন হয়েছে এবং আমার কিছু বান্দা অস্বীকারকারী হয়েছে। যে বান্দা বলেছে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও করুণা, সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকার প্রভাবকে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে বান্দা এই বিশ্বাস রাখে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে নক্ষত্রের প্রভাব, সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।' (ফাতহুল বারী ২/৬০৭) বলা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا তাদেরকে আস্তে আস্তে পাকড়াও করে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দানে সক্ষম, অথচ অপরাধীরা তাদেরকে শাস্তি দানে বিলম্বের কারণে মনে

করতে থাকে যে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা। আসলে তাদেরকে কিছু দিনের জন্য ঢিল দেয়া হয়েছে, অতঃপর হঠাৎ করেই পাকড়াও করা হবে। তারা যা করছে তা সবকিছু সম্মানিত লেখকগণ (মালাইকা) লিখে রাখছেন এবং তাদের কোন কাজই গণনার বাইরে নয়। হে পাপীদের দল! তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমাদেরকে তোমাদের কুফরীর কারণে কোন শাস্তি দেয়া হবেনা? প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর যখন তোমাদের উদাসীনতা শেষ সীমায় পৌঁছবে তখন আকস্মিকভাবে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মালাইকা তাদের কাজ কর্ম লিখে থাকে। অতঃপর তারা তা আলিমুল গাইব আল্লাহর নিকট পেশ করবে। তারপর তিনি প্রত্যেক বড় ও ছোট পাপের শাস্তি প্রদান করবেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থলভাগ ও নৌভাগে ভ্রমণ সহজ করে দিয়েছেন এবং পানির মধ্যেও তিনি তোমাদেরকে তাঁর আশ্রয় ও হিফাযাতে নিয়ে নিয়েছেন। যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ কর এবং বাতাস নৌকা চালাতে শুরু করে তখন তোমরা বাতাসের নিম্নগতি ও দ্রুত গতিতে চলার কারণে খুবই খুশি হয়ে থাক। হঠাৎ তোমাদের উপর এক প্রচণ্ড ও প্রতিকূল বাতাস এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক থেকে তোমাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে। ঐ সময় তোমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাক। ঐ সময় না তোমাদের কোন মূর্তি/প্রতিমার কথা স্মরণ হয়, আর না স্মরণ হয় লাত, হুবল ইত্যাদি কোন মূর্তির কথা। বরং তখন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই সম্বোধন করে থাক। এটি নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا ... তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে ডেকে বলে ঃ হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ হতে রক্ষা করেন তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তখন তারা দেশে অন্যায় ও অবিচার করতে শুরু করে। দেখে মনে হয় যেন তারা কখনও বিপদেই পড়েনি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ... হে লোকসকল! জেনে রেখ যে, তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদের প্রাণের জন্য বিপদের কারণ হবে, এতে অন্য কারও ক্ষতি হবেনা। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ '(আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ঘোষণা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করণ, এ দু'টো এমনই পাপ যে, এ কারণে পরকালে শাস্তি হবেই, এমনকি দুনিয়ায়ও সত্বর এর শাস্তি দেয়া হবে।' (আবূ দাউদ ৫/২০৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ এই পার্থিব জগতে তোমরা কিছুকাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে বটে, কিন্তু এর পরেই তোমাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। **فَنُنَبِّئُكُم ...** যখন তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে অবহিত করব এবং ওগুলির পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। যে ভাল প্রতিদান পাবে সে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর যে শাস্তি পাবে সে নিজের নাফ্‌সের উপর ভর্ৎসনা করবে।

২৪। বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের অবস্থাতো এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলি অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা আহার করে; এমন কি, যখন সেই যমীন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণ রূপ ধারণ করল এবং তা শোভনীয় হয়ে

٢٤. إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَـٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَـٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ	উঠল, আর ওর মালিকরা মনে করল যে, তারা এখন ওর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন দিনে অথবা রাতে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে পড়ল। সুতরাং আমি ওকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকাল ওর অস্তিত্বই ছিলনা। এরূপেই আয়াতগুলিতে আমি বিশদ রূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে।
٢٥. وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَـٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	২৫। আর আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির নিবাসের দিকে আহ্বান করেন; এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চলার ক্ষমতা দান করেন।

দুনিয়াদারী মানুষের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য, সজীবতা এবং এরপর ওর সত্বরই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঐ লতাপাতা ও উদ্ভিদের সাথে যাকে তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যমীন থেকে বের করেন। যেমন খাদ্যশস্য এবং বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল। এগুলি শুধু মানুষেরই খাদ্য নয়, বরং চতুস্পদ জন্তুগুলোও ঘাস, লতা-পাতা ও খড়-কুটা খেয়ে থাকে। যখন যমীনের এই ধ্বংসশীল সৌন্দর্য বসন্তকালে দেখা দেয় এবং বিভিন্ন রূপের ও বর্ণের সবজিগুলি

পূর্ণ সজীবতা লাভ করে তখন কৃষক ধারণা করে যে, সে ফসল কাটবে এবং ফল সংগ্রহ করবে। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ ওর উপর বজ্রপাত অথবা ঘূর্ণিঝড় এসে গাছের সমস্ত পাতা জ্বালিয়ে গেল এবং ফুল-ফল যা কিছু ছিল সমস্তই ধ্বংস হয়ে গেল অথবা ওর সজীবতা ও শ্যামলতার পরিবর্তে ওটা শুষ্ক কাঠের স্তুপে পরিণত হল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ মনে হবে যেন ওটা কখনও সজীব ও সবুজ-শ্যামল ছিলনা এবং কৃষককে এরূপ নি'আমাত কখনও দেয়াই হয়নি। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ এক লোক যাকে দুনিয়ায় প্রচুর নি'আমাত দান করা হয়েছিল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি (দুনিয়ায়) কখনও সুখ/শান্তি লাভ করেছিলে? সে উত্তরে বলবে ঃ না, কখনই না। এরপর অন্য একটি লোক যে, সে দুনিয়ায় খুবই অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেছিল। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি কখনও কোন কষ্ট ভোগ করেছিলে? সে জবাবে বলবে ঃ না, কখনই না। (মুসলিম ৪/২১৬২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সম্পর্কে বলেন ঃ

فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَـٰرِهِمْ جَـٰثِمِينَ. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ

তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনও বসবাস করেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৭-৬৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ... এভাবেই আমি নির্দেশসমূহকে বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, দুনিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া তার সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়, দুনিয়া তার থেকে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিক থেকে পলায়ন করে, দুনিয়া তার পায়ের উপর এসে পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দৃষ্টান্ত উদ্ভিদের সাথে কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায়ও দিয়েছেন। সূরা কাহফে তিনি বলেন ঃ

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا

তাদের কাছে পেশ কর পার্থিব জীবনের উপমা। এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, অতঃপর তা বিশুস্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৫) অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমার ও সূরা হাদীদে পার্থিব দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ওরই সাথে প্রদান করেছেন।

নিঃশেষহীন দান করার প্রতি আহ্বান

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নশ্বরতা ও জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনার পর এখন জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন এবং ওটাকে 'দারুস সালাম' বলে আখ্যায়িত করছেন। অর্থাৎ জান্নাত হচ্ছে সমস্ত বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আশ্রয় লাভের স্থান।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ 'আমি স্বপ্নে দেখি যে, জিবরাঈল (আঃ) আমার মাথার কাছে রয়েছেন এবং মীকাঈল (আঃ) রয়েছেন আমার পায়ের কাছে। তাঁদের একজন অন্য জনকে বলছেন ঃ 'এই (ঘুমন্ত) ব্যক্তির একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।' তখন তিনি বললেন ঃ '(হে ঘুমন্ত ব্যক্তি!) আপনি শুনুন! আপনার কান শুনছে, আপনার অন্তর (জেগে জেগে) অনুধাবন করছে। আপনার দৃষ্টান্ত ও আপনার উম্মাতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একজন বাদশাহ্র দৃষ্টান্তের মত, যিনি তার যমীনে একটি ঘর বানিয়েছেন এবং তাতে একটি বড় কক্ষ তৈরী করেছেন। তারপর ওখানে খাদ্য খাওয়ার জন্য লোকজনকে ডেকে আনতে একজন দূতকে পাঠান। সুতরাং কেহ কেহ ঐ দূতের আহ্বানে সাড়া দিল এবং কেহ কেহ সাড়া দিলনা। বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ, যমীন হচ্ছে ইসলাম, ঘর হচ্ছে জান্নাত এবং হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি হচ্ছেন দূত। অতএব যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল। আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল এবং যে জান্নাতে প্রবেশ করল সে ওর থেকে (খাদ্য) আহার করল।' (তাবারী ১৫//৬১)

আবূ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সূর্য উদিত হয় তখনই দু'জন

মালাক/ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন এবং তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে থাকেন, যে ডাক দানব ও মানব ছাড়া সবাই শুনতে পায়। তাঁরা ডাক দিয়ে বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের দিকে ধাবিত হও। কম কিংবা বেশি ভাল, যা'ই হোক না কেন তা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে উত্তম। (তাবারী ১৫/৬০, আহমাদ ৫/১৯৭)

٢٦. لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ	**২৬। যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে; আর না তাদের মুখমন্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।**

উত্তম আমলের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনার সাথে সাথে ভাল কাজ করল সে পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। কেননা

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০) বরং আরও কিছু বেশি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কমপক্ষে দশগুণ এমন কি সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রাপ্ত হবে, বরং এর চেয়েও কিছু বেশী। যেমন জান্নাতে সে পাবে হুর ও প্রাসাদ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এমন মনোমুগ্ধকর চোখ জুড়ানো জিনিস যা এ পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি নি'আমাত হচ্ছে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ। এটা হবে সমস্ত করুণার মধ্যে বড় করুণা। কেননা সে তার আমলের কারণে এর যোগ্য হবেনা, বরং এটা হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সীমাহীন দয়ার কারণে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ), হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস

(রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী লাইলা (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন সাবিত (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আমির ইব্‌ন সাদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেকের হতে বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ১৫/৬৩-৬৮) এই মতের সমর্থনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বহু হাদীসও বর্ণিত আছে।

সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ** এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূরণ করতে চান। তখন জান্নাতবাসীরা বলবে ঃ সেই ওয়াদা কি? দাঁড়িপাল্লায় আমাদের (সাওয়াবের) ওযন ভারী হয়েছে, আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করা হয়েছে, আমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছি। (সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওয়াদা পূরণ হতে আর বাকী থাকল কি?) তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে ফেলবেন এবং তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহর শপথ! জান্নাতীদের জন্য এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই হবেনা। এটাই হবে সবচেয়ে বেশি চক্ষু ঠান্ডাকারী ও মনে শান্তিদায়ক। (আহমাদ ৪/৩৩৩, মুসলিম ১/১৬৩, তিরমিযী ৮/৫২২, নাসাঈ ৬/৩৬১, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ হাশরের মাইদানে জান্নাতবাসীদের মুখমণ্ডল মলিন ও কালিমাময় হবেনা। পক্ষান্তরে কাফিরদের চেহারা হবে ধূলিমলিন ও কালিমাযুক্ত। জান্নাতীরা কোনক্রমেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবেনা, প্রকাশ্যেও না, অপ্রকাশ্যেও না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই জান্নাতীদের সম্পর্কেই বলেন ঃ

فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্টতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১১) আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে এই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

২৭। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর শাস্তি) হতে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।	٢٧. وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

খারাপ আমলকারী/দুস্কৃতকারীদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা এর পূর্বে সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাদের সাওয়াবের বিনিময় বহুগুণ দেয়া হয়। এবার তিনি হতভাগা, পাপী ও মুশরিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের প্রতিও ন্যায় বিচার করা হবে। আর তা হল এই যে, তাদের পাপ ও অপরাধের শাস্তি দ্বিগুণ, চারগুণ দেয়া হবেনা, বরং সমান সমান দেয়া হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে (জাহান্নামের সামনে) উপস্থিত করা হচ্ছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায়। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ৪৫)

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ

তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ভীতি বিহ্বল চিত্তে (আকাশের দিকে চেয়ে) ছুটাছুটি করবে। নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি

ফিরবেনা এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২-৪৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّا لَهُم مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ তাদের রক্ষা করার কেহই থাকবেনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালানোর স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১০-১২) এরপর বলা হয়েছে ঃ

كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ পরকালে তাদের মুখমন্ডল হবে কালিমাময় যেন তাদের চেহারার উপর রাতের অন্ধকারের চাদর চড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এটি নিম্ন আয়াতের অনুরূপ ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

সেই দিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতগুলি মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে। আর যাদের মুখমন্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর করুণার অন্তর্ভুক্ত, তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৬-১০৭)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

সেই দিন বহু মুখমন্ডল হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ৩৮-৪০)

২৮। আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি	٢٨. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ

মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব ঃ তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব এবং তাদের সেই শরীকরা বলবে ঃ তোমরাতো আমাদের ইবাদাত করতেনা।	نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ
২৯। বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদাত সম্বন্ধে অবগত ছিলামনা।	٢٩. فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَـٰفِلِينَ
৩০। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলি পরীক্ষা করে নিবে, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। আর যে সব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।	٣٠. هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

মূর্তি পূজকদের দেব-দেবীরা তাদের উপাসকদের অস্বীকার করবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ দানব ও মানব এবং ভাল ও মন্দ সকলকেই আমি কিয়ামাতের দিন হাযির করব। কেহকে বাদ দেয়া হবেনা। বলা হচ্ছে ঃ

وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮)

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ মুশরিকদেরকে বলা হবে, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর এবং মু'মিনদের হতে পৃথক থাক। যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন এই দু'শ্রেণীর মানুষ পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৯) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪)

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৩) এটা ঐ সময় হবে যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বিচারের ফাইসালা করার ইচ্ছা করবেন। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করবে ঃ হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি ফাইসালা করুন এবং আমাদেরকে এই স্থান হতে মুক্তি দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন আমরা অন্যান্য লোকদের চেয়ে উঁচু জায়গায় থাকব যেখানের লোকদেরকে সবাই দেখতে পাবে। (আহমাদ ৩/৩৪৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিচ্ছেন ঃ

مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ঐ দিন তিনি বলবেন, হে মুশরিকদের দল! তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান কর। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাদের শরীকরা তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। মহান আল্লাহ তাই বলছেন ঃ

كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮২) এই মুশরিকরা যাদের অনুসরণ করত তারা ঐ দিন এদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) তারা বলবে ঃ তোমরা যে আমাদের ইবাদাত করতে তা আমাদের জানা নেই। তোমরা আমাদের উপাসনা এমনভাবে করতে যে, আমরা নিজেরা তা মোটেই অবগত নই! স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, আমরা কখনও তোমাদেরকে আমাদের ইবাদাত করার জন্য ডাকিনি, তোমাদেরকে নির্দেশও দেইনি এবং এ ব্যাপারে আমরা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টও নই। এভাবে মুশরিকদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছে যারা শুনেওনা, দেখেওনা, তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা, তাদেরকে এর নির্দেশও দেয়নি এবং এতে তাদের সম্মতিও ছিলনা। বরং তারা ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা এমন রবের ইবাদাত পরিত্যাগ করেছে যিনি চিরঞ্জীব ও চির বিরাজমান। যিনি সবকিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী এবং যিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَفَى بِاللّٰه شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ তোমাদের কৃতকর্মের স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তোমরা কে কি করেছ তা তিনি পূর্ণ অবগত আছেন। **هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ** পার্থিব জীবনে তোমরা কে কি করেছ তার হিসাব জানতে পারবে। কিয়ামাতের দিন হিসাবের জন্য দাঁড়ানোর স্থানে প্রত্যেকের

পরীক্ষা হয়ে যাবে। ভাল ও মন্দ যা কিছু আমল করেছ তা সামনে হাযির করা হবে। ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُاْ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেই দিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩) আল্লাহ তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَـٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا. ٱقْرَأْ كِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৩-১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَرُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ তারা আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। শুধু তারা কেন, বরং সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তিনি ফাইসালা করে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবেন। আর পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের পক্ষ হতে যেসব কপোলকল্পিত মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছিল তারা সব বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

৩১। তুমি বল ঃ তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি

٣١. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ

ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ	জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে ঃ আল্লাহ। অতএব তুমি বল ঃ তাহলে কেন তোমরা (শির্ক হতে) নিবৃত্ত থাকছনা?
٣٢. فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ	৩২। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত রাব্ব, অতএব সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি রইল? তাহলে তোমরা (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?
٣٣. كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ	৩৩। এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা ঈমান আনবেনা।

মূর্তি পূজকরাও আল্লাহর একাত্মবাদ স্বীকার করে

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপর যুক্তি পেশ করছেন যে, তাদেরকে তাঁর প্রভুত্ব ও একাত্মবাদ স্বীকার করতেই হবে। قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ (হে নাবী)! মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশ হতে যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তিনি কে?

أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ

আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬২) কে নিজ ক্ষমতা বলে যমীনের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করছেন?

فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضۡبًا. وَزَيۡتُونًا وَنَخۡلاً. وَحَدَآئِقَ غُلۡبًا. وَفَـٰكِهَةً وَأَبًّا

এবং ওতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; দ্রাক্ষা, শাক-সবজি, যাইতুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ২৭-৩১) উত্তরে **فَسَيَقُولُونَ اللّهُ** তাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে, আল্লাহ!

أَمَّنۡ هَـٰذَا ٱلَّذِى يَرۡزُقُكُمۡ إِنۡ أَمۡسَكَ رِزۡقَهُۥ

এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২১)

এগুলি শুধুমাত্র আল্লাহরই কাজ। তিনি যদি রিয্‌ক বন্ধ করে দেন, তাহলে কে এমন আছে যে তা খুলতে পারে? **أَمَّن يَمۡلِكُ السَّمۡعَ والأَبۡصَارَ** যিনি এই শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি দান করেছেন এবং ইচ্ছা করলে যিনি এগুলি ছিনিয়ে নিতে পারেন, তিনি কে? আল্লাহই এর উত্তর জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

قُلۡ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمۡ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ

বল ঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৩)

قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمۡعَكُمۡ وَأَبۡصَـٰرَكُمۡ

তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৬) অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَمَن يُخۡرِجُ الۡحَيَّ مِنَ الۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ الۡمَيَّتَ مِنَ الۡحَيِّ যিনি স্বীয় বিরাট ক্ষমতাবলে জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং প্রাণহীনকে বের করেন জীবন্ত হতে, তিনি কে? এরূপ প্রশ্ন করলে তারা অবশ্যই জবাব দিতে বাধ্য হবে যে, এগুলি করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। তিনিই এসব কাজ করেন।

وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই দায়িত্বে রয়েছে। যা কিছু হচ্ছে সকলই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। তিনিই সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেহ কেহকেও আশ্রয় দিতে পারেনা। সবারই উপর তিনি হাকিম। তাঁর হুকুমের পর কারও হুকুমের কোনই মূল্য নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাঁকে কেহই কোন প্রশ্ন করতে পারেনা।

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রার্থী, প্রতিনিয়ত তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৯) মালাইকা, দানব ও মানব তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তাঁরই দাস এবং এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। কাফির ও মুশরিকরাও এটা জানে এবং স্বীকারও করে। সুতরাং হে নাবী! (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) আচ্ছা! তাহলে তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করছ না কেন? কেন অজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাত করছ? প্রকৃত মা'বূদতো সেই আল্লাহ যাঁকে তোমরাও স্বীকার করছ। অতএব, একমাত্র তিনিইতো ইবাদাতের হকদার। সত্য ও সঠিক কথা বুঝে নেয়ার পরেও এরূপ ভ্রষ্টতার অর্থ কি? তিনি ছাড়া সমস্ত মা'বূদই মিথ্যা ও বাতিল। প্রকৃত মা'বূদের ইবাদাত ছেড়ে কোন দিকে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ যেভাবে এই মুশরিকরা কুফরী করেছে এবং কুফরীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনভাবে তারা এ কথাও স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহই হচ্ছেন মহান ও পবিত্র রাব্ব, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিয্কদাতা, সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপক তিনি একাই এবং তিনি রাসূলদেরকে তাওহীদসহ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এই অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১)

৩৪। (হে নাবী) তুমি বল ঃ তোমাদের (নিরূপিত) শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে প্রথমবারও সৃষ্টি করে এবং পুনরাবর্তন করতে পারে? তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহই প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবারও সৃষ্টি করবেন, অতএব তোমরা (সত্য হতে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?	٣٤. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ
৩৫। তুমি বল ঃ তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়? তুমি বলে দাও, আল্লাহই সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন; তাহলে কি যিনি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসরণ করার সর্বাধিক যোগ্য, নাকি ঐ ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া নিজেই পথ প্রাপ্ত হয়না? তাহলে তোমাদের কি হল? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ?	٣٥. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
৩৬। আর তাদের অধিকাংশ লোক শুধু অলীক কল্পনার পিছনে চলছে; নিশ্চয়ই অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসু নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবই জানেন, যা কিছু তারা	٣٦. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ

بِمَا يَفْعَلُونَ	করছে।

মুশরিকরা যে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে মিলিয়ে নিয়েছে এবং মুর্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এটা যে বাতিল পন্থা, এ কথাই এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ হে নাবী! তুমি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ 'হে মুশরিকদের দল! বলত, তোমাদের নিরূপিত শরীকদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে, যে আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছে? অতঃপর এতে যে মাখলূকাত রয়েছে ওগুলোকে কে অস্তিত্বে এনেছে? আকাশে যা কিছু রয়েছে ওগুলোকেই বা কে অস্তিত্বে এনেছে এবং ওগুলোকে কেহ তাদের স্ব স্ব স্থান থেকে সরাতে পারবে কি? অথবা ওগুলোর কোন পরিবর্তনে সক্ষম হবে কি? অথবা ওগুলোকে ধ্বংস করে পুনরায় নতুন মাখলূক সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে কি? হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল যে, এটাতো একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এটা জানা সত্ত্বেও কেন তোমরা সঠিক পথ ছেড়ে ভুল পথের দিকে ঝুঁকে পড়ছ? সত্য পথের সন্ধান দেয় এমন কেহ আছে কি? বল, এরূপ পথ প্রদর্শন করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। এটা তোমরা নিজেরাও জান যে, তোমাদের শরীকরা একজনকেও ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথে আনতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই পথভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। তিনি ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথের দিকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى সত্য পথের পথিকের যে অনুসরণ করে এবং যার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সে ভাল, নাকি ঐ ব্যক্তি ভাল যে একটু হিদায়াতও করতে পারেনা, বরং নিজের অন্ধত্বের কারণে তারই মুখাপেক্ষী যেন কেহ তার হাত ধরে নিয়ে চলে? ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا

যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪২) স্বীয় কাওমকেও তিনি লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫-৯৬) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ তোমাদের সিদ্ধান্ত কতই না ভুল সিদ্ধান্ত! তোমাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তোমরা কি করে আল্লাহকে ও তাঁর মাখলূককে সমান করে দিলে? একেও মানছ, তাঁকেও মানছ! অতঃপর আল্লাহ থেকে সরে গিয়ে তোমাদের শরীকদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড়ছ? মহামর্যাদাপূর্ণ রাব্ব আল্লাহকেই কেন তোমরা ইবাদাতের জন্য বিশিষ্ট করে নিচ্ছনা? একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করলেই তোমরা বিভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসতে পারতে! আর বিশেষ করে আল্লাহর কাছেই কেন প্রার্থনা করছনা?' এ লোকগুলো কোন দলীলকেই কাজে লাগাচ্ছেনা। বিশ্বাস ছাড়া শুধু কল্পনার উপরেই তারা মূর্তি পূজার ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু এতে তাদের কোনই লাভ হবেনা। আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এটা এই কাফিরদের জন্য হুমকি ও কঠিন ভয় প্রদর্শন। কেননা তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, সত্বরই তারা তাদের এই বোকামির শাস্তি পাবে।

৩৭। আর এই কুরআন কল্পনা প্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, ইহাতো সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে (নাযিল) হয়েছে, এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, (এবং) এতে কোন সন্দেহ নেই (ইহা) বিশ্বের রবের পক্ষ হতে (নাযিল) হয়েছে।	٣٧. وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৩৮। তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নাবীর) স্বরচিত?	٣٨. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ

তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৩৯। বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, যাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে আনয়ন করেনি, আর এখনো তাদের প্রতি ওর পরিণাম (আযাব) পৌঁছেনি; এরূপভাবে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে। অতএব দেখ সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হল?	٣٩. بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৪০। আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যারা এর প্রতি ঈমান আনবে এবং এমন কতক লোকও আছে যে, তারা এর প্রতি ঈমান আনবেনা, আর তোমার রাব্ব অত্যাচারীদেরকে ভালভাবেই জানেন।	٤٠. وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ

আল কুরআন সত্য, অতুলনীয় এবং মু'জিযাপূর্ণ

এখানে কুরআনুল হাকীমের অলৌকিকতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে যে, এই কুরআনের মত কিতাব পেশ করবে এমন যোগ্যতা কোন মানুষেরই নেই। শুধু তাই নয়, বরং দশটি সূরা আনয়ন করতে, অথবা একটি সূরাও আনয়ন করতে পারবেনা। এটা পবিত্র কুরআনের ভাষার অলংকার ও বাকপটুতার দাবীর ভিত্তিতে

বলা হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের ভাষা সংক্ষিপ্ত, অথচ ভাবার্থ খুবই ব্যাপক এবং শ্রুতিমধুর। ইহা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য বড়ই উপকারী। অন্য কোন পুস্তক এসব গুণের অধিকারী হতে পারেনা। কেননা ইহা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত গ্রন্থ। ঐ আল্লাহ যিনি স্বীয় সত্তা, গুণাবলী এবং কাজে ও কথায় সম্পূর্ণ একক, তাঁর কালামের সাথে মাখলূকের কালাম কিরূপে সাদৃশ্যযুক্ত হতে পারে? এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هَـٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এর সাথে মানুষের কথার একটুও মিল নেই, থাকতে পারেনা। আবার এই কুরআন ঐ কথাই বলে যে কথা এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি বলেছে। পূর্ববর্তী ইলহামী কিতাবগুলির মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে তা এই কিতাবের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে এবং হালাল ও হারামের বিধানগুলি পূর্ণভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বরাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে এটা অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, থাকতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ এই কিতাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় এবং তোমাদের মনে যদি এ ধারণা জন্মে যে, মুহাম্মাদ ইহা নিজেই রচনা করেছেন তাহলে তিনিওতো তোমাদের মতই মানুষ। তিনি যদি এরূপ কুরআন রচনা করতে পারেন তাহলে তোমাদের মধ্যকার কোন সুযোগ্য ব্যক্তি এরূপ কিতাব রচনা করতে পারেনা কেন?

অতএব তোমরা তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এই কুরআনের সূরার মত একটি সূরাই আনয়ন কর এবং তোমরা দুনিয়ার সমস্ত মানব ও দানব একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে দেখতো। এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন যে, যদি তারা তাদের এই দাবীতে সত্যবাদী হয় যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রচিত তাহলে তারা এই চ্যালেঞ্জ কবূল করুক। শুধু তারা নয়, বরং যাদের খুশি তাদের সবাইকে নিয়ে মিলিত হয়েই করুক। এর পরে আল্লাহ তা'আলা বিরাট দাবী করে বললেন ঃ জেনে রেখ যে, তোমরা কখনই এ কাজ করতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا

বল ঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮৮) এর পরেও তিনি আরও নীচে নামিয়ে দিয়ে বলেন যে, সম্পূর্ণ কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সূরাই আনয়ন করুক। যেমন মহান আল্লাহ সূরা হুদে বলেন ঃ

أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّثۡلِهِۦ مُفۡتَرَيَٰتٖ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৩) আর এই সূরায় আরও কমিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নাবীর) স্বরচিত? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩৮) মাদীনায় অবতারিত সূরা বাকারায়ও একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এবং খবর দেয়া হয়েছে যে, তারা কখনও তা করতে সক্ষম হবেনা। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ

অতঃপর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবেনা, তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪) এখানে একটি বিষয় জানিয়ে দেয়া দরকার যে, বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ছিল আরাবদের প্রকৃতিগত গুণ। তাদের প্রাচীন যুগের যত কবিতার ভান্ডার রয়েছে

তাতেও লিখার ছন্দ, বাক্যালংকার এবং অপূর্ব বর্ণনার প্রকাশ এটাই প্রমাণ করে যে, বর্ণনার লালিত্যে তারা কতখানি দক্ষ ও নিপুণ। কিন্তু মহান আল্লাহ যে কুরআন পেশ করলেন, কোন বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ওর কাছেই যেতে পারলনা। কুরআনুল হাকীমের বাক্যালংকার, শ্রুতিমধুরতা, সংক্ষেপণ, গভীরতা ও পূর্ণতা দেখে যারা ঈমান আনার তারা ঈমান আনল। তাঁরা নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কালাম হতে পারেনা।

মূসার (আঃ) যুগের যাদুকররা, যারা ছিল সেই যুগের সেরা যাদুকর, তারা মূসার (আঃ) ক্রিয়াকলাপ দেখে সমস্বরে বলে উঠেছিল যে, মূসার (আঃ) লাঠির সাথে যাদুর কোনই সম্পর্ক নেই। এটা একমাত্র আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং মূসা (আঃ) যে আল্লাহর নাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ) এমন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে যুগে চিকিৎসা বিদ্যা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। এরূপ সময়ে ঈসার (আঃ) জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, এমন কি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মৃতকেও জীবিত করে তোলা এমনই এক চিকিৎসা ছিল, যার সামনে অন্যান্য চিকিৎসা ও ওষুধ ছিল মূল্যহীন। সুতরাং বুদ্ধিমানরা বুঝে নিলেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'প্রত্যেক নাবীকেই কোন না কোন মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যা দেখে মানুষ ঈমান আনত। আর আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী (কুরআন), যে অহী আল্লাহ আমার নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, এর মাধ্যমে আমার অনুসারী তাঁদের অপেক্ষা বেশি হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ বরং তাদের মধ্যে কতকগুলো লোক, যারা কুরআনুল কারীম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখেনা, ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা কোন দলীল আনতে পারেনি। এটা হচ্ছে তাঁদের মূর্খতা ও বোকামির কারণ। পূর্ববর্তী নাবীগণের উম্মাতেরাও এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অতএব হে নাবী, তুমি লক্ষ্য কর! সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হল! তারা শুধুমাত্র বিরুদ্ধাচরণের মনোভাব নিয়ে এবং একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়েই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। সুতরাং হে অস্বীকারকারী কুরাইশরা! তোমরা এখন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম চিন্তা করে সাবধান হও যে, তোমাদের উপরও ঐ আযাব আপতিত হতে পারে। সেই যুগেও কিছু লোক ঈমান এনেছিল এবং কুরআনুল কারীম দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। অতএব তোমাকে

যাদের মাঝে পাঠানো হয়েছে তাদেরও কেহ কেহ ঈমান আনবে। পক্ষান্তরে কতক লোক ঈমান আনবেনা এবং তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ হে নাবী! কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তা তোমার রাব্ব ভালরূপেই অবগত আছেন। সুতরাং যে হিদায়াত লাভের যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করবেন, আর যে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন। এই কাজে তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ। তিনি মোটেই অত্যাচারী নন।

৪১। আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই।	٤١. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
৪২। আর তাদের কতক এমন আছে যারা তোমার (কথার) প্রতি কান পেতে রাখে। কিন্তু তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে, যদি তাদের বোধশক্তি না থাকে?	٤٢. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ
৪৩। আর তাদের কতক এমনও আছে যারা তোমাকে দেখছে; তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে, যদি তাদের অর্ন্তদৃষ্টি না থাকে?	٤٣. وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ

كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ	
٤٤. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ	**৪৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুল্ম করেননা, বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে।**

মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে বলেন ঃ যদি এই মুশরিকরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমিও তাদের থেকে নিজকে মুক্ত রাখ এবং স্পষ্টভাবে বলে দাও ঃ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি তোমাদের মা'বূদগুলোকে কখনই স্বীকার করবনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ. لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

বল ঃ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর। (সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১-২)

إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪) মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ কুরাইশদের মধ্যেই কতক লোক এমনও রয়েছে যে, তারা তোমার উত্তম কথা ও পবিত্র কুরআন পাঠ শুনে থাকে এবং তা তাদের হৃদয়গ্রাহী হয়। এটাই ছিল তাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এর পরেও তারা সঠিক পথে আসেনা। তুমিতো বধিরদেরকে শোনাতে সক্ষম নও যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন। আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা গভীর দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাতে থাকে। তোমার নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র, সুন্দর অবয়ব এবং নাবুওয়াতের প্রমাণাদী (যার মাধ্যমে চক্ষুষ্মান লোকেরা

উপকৃত হতে পারে) স্বচক্ষে অবলোকন করে। কিন্তু এর পরেও কুরআনের হিদায়াত দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হয়না। কিন্তু মু'মিন লোকেরা যখন তোমার দিকে তাকায় তখন তারা অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে তাকায়। পক্ষান্তরে কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪১)

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি কারও প্রতি যুল্ম করেননা। তিনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন, অন্ধকে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন, বধিরকে শুনিয়ে দেন, হৃদয় থেকে কলুষতা দূর করেন। অন্য দিকে যাকে চান তার থেকে ঈমান সরিয়ে দিয়ে ধ্বংসের দিকে চালিত করেন।

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

এতদসত্ত্বেও তিনি ন্যায়বান, কারও প্রতি যুল্ম করেননা। কিন্তু বান্দা নিজেই নিজের উপর যুল্ম করে থাকে। তিনি সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী এবং ন্যায় পরায়ণ। তাঁর রাজত্বে তিনি রাজাধিরাজ, কেহ তাঁর কাজে বাধা দেয়ার নেই। আবূ যার (রাঃ) হতে হাদীসে কুদুসীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুল্ম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের উপরও এটা হারাম করে দিলাম। সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর যুল্ম করবেনা। তোমাদের কার্যাবলী আমি দেখে যাচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করব। যে ভাল প্রতিদান প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৪৫। আর (ঐ দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এইরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন তারা পূর্ণ দিনের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল, এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনবে। বাস্ত	٤٥. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ	-বিকই ক্ষতিগ্রস্ত হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলনা।

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বনাম আখিরাতের জীবন

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ **وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ** যে দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং লোকেরা নিজ নিজ কাবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে, সেটা হবে খুবই ভয়াবহ দিন। সেই দিন মানুষ মনে করবে যে, দুনিয়ায় তারা এক দিনের কিছু অংশ মাত্র অবস্থান করেছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ

যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দন্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৫) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪৬)

يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে ঃ তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করনি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০২-১৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ

যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৫) এতে এ কথাই প্রমাণ করে যে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন কতই না ঘৃণ্য ও তুচ্ছ! আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ. قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে! (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১২-১১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে। মাতা-পিতা ছেলেকে চিনবে এবং ছেলে মাতা-পিতাকে চিনবে, আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারবে যেমন তারা পৃথিবীতে অবস্থানকালে চিনত। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১)

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১০)

আল্লাহ তা'আলার **قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ** বাস্তবিকই *ক্ষতিগ্রস্ত হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলনা।* এ উক্তিটি নিম্নের উক্তিটির মতই ঃ

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ১৫) কেননা তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর চেয়ে বড় সর্বনাশ ও ক্ষতি আর কি হতে পারে যে, তারা কিয়ামাতের দিন নিজেদের সঙ্গী সাথীদের সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হবে এবং তাদের থেকে পৃথক থাকবে?

৪৬। আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি ওর সামান্য অংশও তোমাকে দেখিয়ে দিই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে, আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।	٤٦. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
৪৭। প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রাসূল রয়েছে, যখন তাদের সেই রাসূল (বিচার দিবসে) এসে পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হবে ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা।	٤٧. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

দুনিয়ায় এবং আখিরাতে অবাধ্যরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ **وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ** হে রাসূল! তোমার মনে শান্তি আনার জন্য যদি তোমার জীবদ্দশায়ই তাদের (কাফিরদের) উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করি, অথবা তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দেই, তাহলে জেনে রেখ যে, সর্বাবস্থায়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। যদি তুমি দুনিয়ায় বেঁচে না’ও থাক, তবুও তোমার পরে তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী আমি নিজেই হব। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য এক একজন রাসূল রয়েছে, যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল আসেন তখন ন্যায়ভাবে তাদের মীমাংসা করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৯৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) প্রত্যেক উম্মাতকে তাদের নাবীর বিদ্যমান অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। তাদের সাথে থাকবে তাদের ভাল বা মন্দ কাজের আমলনামা। এটা তাদের সাক্ষীরূপে কাজ করবে। মালাইকাও সাক্ষী হবেন যাদেরকে তাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। একের পর এক প্রত্যেক উম্মাতকে পেশ করা হবে। এই উম্মাত আখেরী উম্মাত হলেও কিয়ামাতের দিন এরাই প্রথম উম্মাত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম এদের ফাইসালা করবেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদিও আমরা সকলের শেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরা হব সর্বপ্রথম। সমস্ত মাখলূকের পূর্বে আমাদেরই হিসাব নেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৯৫, মুসলিম ২/৫৮৫) এই উম্মাত এই মর্যাদা লাভ করেছে একমাত্র তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারাকাতে। সুতরাং কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

৪৮। আর তারা বলে ঃ (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?	٤٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৪৯। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজের জন্যও কোন উপকার বা ক্ষতির অধিকারী নই, প্রত্যেক উম্মাতের (আযাবের) জন্য একটি নির্দিষ্ট	٤٩. قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ

সময় আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে তখন তারা মুহুর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে, আর না অগ্রসর হতে পারবে।	ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
৫০। তুমি বলে দাও ঃ বল তো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব রাতে অথবা দিনে আসে তাহলে আযাবের মধ্যে এমন কোন্ জিনিস রয়েছে যা অপরাধীরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে?	٥٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ
৫১। তাহলে কি ওটা যখন এসেই পড়বে, তখন ওটা বিশ্বাস করবে? (বলা হবে) হ্যাঁ, এখন মেনে নিলে। অথচ তোমরা ওর জন্য তাড়াহুড়া করছিলে।	٥١. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ
৫২। অতঃপর যালিমদেরকে বলা হবে ঃ চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাক, তোমরাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল পাচ্ছ।	٥٢. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

অস্বীকারকারীরা কিয়ামাত দিবসকে ত্বরান্বিত করতে বলে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, এই মুশরিকরা শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছে এবং সময় আসার পূর্বেই যাচঞা করছে। এতে তাদের জন্য কোনই মঙ্গল নেই। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৮) এ জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিখিয়ে দিচ্ছেন ঃ

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

তুমি বল ঃ আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৮) আমি শুধু ঐটুকু বলি যেটুকু আমাকে বলে দেয়া হয়েছে। যদি আমি কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করি, তাহলে আমি ওর উপর সক্ষম নই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাকে তা প্রদান করেন। আমিতো শুধু তাঁর একজন বান্দা এবং তোমাদের কাছে প্রেরিত একজন দূত। আমি তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করছি যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে। কিন্তু এর সময় আমার জানা নেই। কারণ এটা আমাকে জানানো হয়নি। **لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ** প্রত্যেক কাওমের জন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। **فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ** যখন ঐ সময় এসে যাবে তখন আর মুহুর্তকালও তারা পিছনে সরতে পারবেনা এবং সামনেও অগ্রসর হতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا

কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১১) কাফিরদের উপর আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ এসে যাবে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কেই তাদেরকে বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ.

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ যদি রাতে বা

দিবাভাগে কোন এক সময় আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়ে, তখন কি করবে? কাজেই তাড়াহুড়া করছ কেন? যদি শাস্তি এসেই পড়ে তাহলে কি তখন ঈমান আনবে? তখন আর ঈমান আনয়নের সময় কোথায়? ঐ সময় তাদেরকে বলা হবে- যে শাস্তির জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছিলে, এখন এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। ঐ সময় তারা বলবে ঃ

رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, শাস্তি এসে পড়লেই তারা বলবে ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) এ যালিমদেরকে বলা হবে ঃ

ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ এখন তোমরা চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। কিয়ামাত দিবসে এভাবে তাদেরকে খুব ধমক দিয়ে এ কথা বলা হবে। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি

তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ করা অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৬)

৫৩। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা।	٥٣. وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
৫৪। আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের কাছে এই পরিমাণ (মাল) থাকে যে, তা সমগ্র পৃথিবীর সম পরিমাণ হয় তাহলে সে তা দান করেও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাবে; এবং যখন তারা আযাব দেখতে পাবে তখন (নিজেদের) অনুশোচনা প্রকাশ করতে সক্ষম হবেনা, আর তাদের ফাইসালা করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবেনা।	٥٤. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

প্রতিফল দিবস সত্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, দেহ মাটিতে পরিণত হওয়ার পর কিয়ামাতের দিন পুনরুত্থান কি সত্য? قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ তুমি তাদেরকে বলে দাও, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ! এটা সত্য। তোমাদের

মাটি হয়ে যাওয়া এবং এরপর তোমাদেরকে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমার রবের কাছে খুবই সহজ কাজ। তিনিতো তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন অস্তিত্বহীন থেকে।

إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২) এইরূপ শপথযুক্ত আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে আর মাত্র দুই জায়গায় রয়েছে। এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম করছেন যে, পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কাছে তিনি যেন শপথ করে বর্ণনা করেন। সূরা সাবায় রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأۡتِينَا ٱلسَّاعَةُۖ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأۡتِيَنَّكُمۡ

কাফিরেরা বলে ঃ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩) সূরা তাগাবুনে রয়েছে ঃ

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ

কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন কাফিরেরা কামনা করবে যে, যমীন ভর্তি সোনার বিনিময়ে হলেও তারা যদি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারত!

وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন নিজেদের মনস্তাপকে গোপন রাখবে। তবে তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা ইনসাফের সাথেই করা হবে। তাদের প্রতি মোটেই কোন অবিচার করা হবেনা।

৫৫। সাবধান! আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর; সাবধান! আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করেনা।	٥٥. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৫৬। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٥٦. هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর মালিক। তাঁর অঙ্গীকার সত্য এবং অবশ্য অবশ্যই তা পূর্ণ হবে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তাঁরই কাছে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি এর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সমুদ্রে, প্রান্তরে এবং বিশ্বের সর্বত্র যে কোন জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ কি রূপ পরিবর্তন লাভ করে তিনি তা জানেন।

৫৭। (হে মানব জাতি!) তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ হতে এমন বিষয় সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নাসীহাত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য ওটা পথ প্রদর্শক ও রাহমাত।	٥٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
৫৮। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহর এই দান ও রাহমাতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা ওটা (পার্থিব সম্পদ)	٥٨. قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ

হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।	فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

কুরআন হচ্ছে উপদেশ, আরোগ্যকারী এবং সুসংবাদদাতা

বান্দার উপর স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ হে লোকসকল! তোমাদেরকে যে পবিত্র গ্রন্থটি (কুরআনুল কারীম) দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে নাসীহাতের একটি ভান্ডার যা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ এটা তোমাদের অন্তরের সমস্ত রোগের আরোগ্য দানকারী। وَهُدًى وَرَحْمَةٌ এটা তোমাদের অন্তরের সন্দেহ, সংশয়, কালিমা ও অপবিত্রতা দূরকারী। আরও দূরকারী অন্তরের কালিমা ও শির্ক। এর মাধ্যমে তোমরা মহান আল্লাহর হিদায়াত ও রাহমাত লাভ করতে পারবে। কিন্তু এটা লাভ করবে একমাত্র তারাই যারা এর উপর এবং এতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার উপর বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ সুতরাং এটা নিয়ে তোমরা খুশি হয়ে যাও। هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ আর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যেসব ভোগ্য

বস্তু তোমরা লাভ করেছ সেগুলো অপেক্ষা কুরআনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম বস্তু।

৫৯। তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিয্ক পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ?	٥٩. قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَـٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ
৬০। আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের কিয়ামাতের দিন সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক, মানুষের উপর আল্লাহর খুবই অনুগ্রহ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।	٦٠. وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি যাকে মনোনীত করেন সে ছাড়া আর কারও কোন কিছু অনুমোদনের অধিকার নেই

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, মুশরিকরা কতকগুলো জন্তুকে 'বাহিরাহ' 'সাইবাহ' এবং 'ওয়াসিলাহ' নামে নামকরণ করে কোনটাকে নিজেদের উপর হালাল এবং কোনটাকে হারাম করে

নিত, এখানে এটাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। (তাবারী ১৫/১১২, ১১৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبًا

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৬)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) মালিক ইব্ন নাযলাহ (রাঃ) কৃত একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। ঐ সময় আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল ছিলনা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমার কি কোন ধন-সম্পদ নেই?' আমি উত্তরে বললাম ঃ হ্যাঁ আছে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ 'কি সম্পদ আছে?' আমি জবাব দিলাম ঃ সর্বপ্রকারের সম্পদ রয়েছে। যেমন উট, দাসদাসী, ঘোড়া এবং বকরী। তখন তিনি বললেন ঃ 'যখন তিনি তোমাকে মালধন দান করেছেন তখন তিনি তার নিদর্শন তোমার উপর দেখতে চান।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের উষ্ট্রীর বাচ্চা হয়। ওর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল ও নিখুঁত হয়। অতঃপর তোমরাই চাকু দিয়ে ওর কান কেটে দাও। আর এটাকে বল 'বাহায়ির'। আর তোমরা ওর চামড়া চিরে দাও এবং ওকে বলে থাক 'সারম'। তোমরা এগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নাও এবং পরিবারবর্গের জন্যও, এটা সত্য নয় কি?' আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, সত্য। এরপর তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা সব সময়ের জন্য হালাল। কখনও তা হারাম হতে পারেনা। আল্লাহর হাত তোমাদের হাত অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। আল্লাহর চাকু তোমাদের চাকু অপেক্ষা বহুগুণে তীক্ষ্ণ।' (আহমাদ ৩/৪৭৩, ৪/১৩৬)

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি নিজের কঠিন অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করছেন, যারা তাঁর হালালকে নিজেদের উপর হারাম করে এবং তাঁর হারামকে নিজেদের জন্য হালাল বানায়। আর এটা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত মত ও প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করেই করে থাকে, যার কোন দলীল নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামাত দিবসের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন ঃ

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামাতের দিন আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব এ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি?

إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল। কারণ তিনি তাদের পাপের কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখে সংশোধনের সুযোগ দিচ্ছেন। (তাবারী ১৫/১১৩) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি, এটাও উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা লোকদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল। কেননা তিনি দুনিয়ায় তাদের জন্য এমন বহু জিনিস হালাল করেছেন, যেগুলি পেয়ে তারা আনন্দিত হয় এবং তাদের জন্য সেগুলি উপকারী। পক্ষান্তরে তিনি মানুষের জন্য এমন জিনিস হারাম করেছেন, যেগুলো তাদের জন্য সরাসরি ক্ষতিকর ছিল। এটা হয় দীনের দিক দিয়েই হোক, না হয় দুনিয়ার দিক দিয়েই হোক। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। তারা আল্লাহর দেয়া নি'আমাতগুলি নিজেদের উপর হারাম করে নিচ্ছে এবং নাফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করছে। এটা এ রূপে যে, নিজেদের পক্ষ থেকে কোন জিনিস হালাল করছে এবং কোন জিনিস হারাম করছে। মুশরিকরা এটাকে নিজেদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেছে এবং একরূপ পন্থাই বানিয়ে নিয়েছে। যদিও আহলে কিতাবের মধ্যে এটা ছিলনা, কিন্তু এখন তারাও এই বিদ'আত চালু করে দিয়েছে।

৬১। আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর; কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে, আর তা হতে	٦١. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ

ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ	**ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।**

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও আল্লাহর জ্ঞানগোচরে রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার উম্মাত এবং সমস্ত মাখলূকের সমুদয় অবস্থা সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে অবহিত রয়েছেন। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও, তা যতই নগণ্য হোক না কেন, কিতাবে মুবীন অর্থাৎ ইলমে ইলাহীতে বিদ্যমান রয়েছে।

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) বৃক্ষ, জড় পদার্থ এবং প্রাণীসমূহের গতির খবর তিনিই রাখেন।

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৮) সমুদয় বস্তুর গতিরও জ্ঞান যখন তাঁর রয়েছে, তখন যে মানুষ ইবাদাতের জন্য

আদিষ্ট, তাদের গতি ও আমলের জ্ঞান তাঁর কেন থাকবেনা? তিনিই প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার জামিন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) তাহলে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে বিচরণকারী সমুদয় প্রাণীরই খবর যখন তিনি রাখেন তখন তাঁর ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট মানুষের খবর যে তিনি রাখবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই? যেমন তিনি বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ. ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ

তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন সাজদাহকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২১৭-২১৯) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ যে অবস্থায়ই তোমরা থাক, কুরআন পাঠ কর কিংবা অন্য যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদেরকে দেখছি এবং সবকিছুই শুনছি। এ কারণেই যখন জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহ্সান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি বলেন ঃ ‘(ইহ্সানের অর্থ এই যে) এমনভাবে তুমি আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যেহেতু তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছনা, কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন (এরূপ বিশ্বাস রাখবে)।’ (মুসলিম ১/৩৭)

৬২। মনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে।	٦٢. أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৬৩। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং (পাপ হতে) পরহেয করে থাকে।	٦٣. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ
৬৪। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও। আল্লাহর বাক্যসমূহে কোন পরিবর্তন হয়না; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।	٦٤. لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

কারা আল্লাহর আউলিয়া

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর বন্ধু হচ্ছে ঐ লোকগুলি যারা ঈমান আনার পর পরহেযগারীও অবলম্বন করে। সুতরাং যারা পরহেযগার ও আল্লাহভীরু তারাই আল্লাহর বন্ধু। যখন তারা পারলৌকিক অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন তারা মোটেই ভয় পাবেনা। আর দুনিয়ায়ও তারা কোন দুঃখ ও চিন্তায় পরিবেষ্টিত হবেনা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যারা নাবীও নয় এবং শহীদও নয়। কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে নাবী ও শহীদগণ ঐ লোকদেরকে ভাগ্যবান মনে করবেন।' জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা, যাদেরকে আমরাও ভালবাসতে পারি?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা শুধু আল্লাহর মহব্বতে একে অপরকে মহব্বত করেছে (ভালবেসেছে)। তাদের মধ্যে নেই কোন মালের সম্পর্ক এবং নেই কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাদের মুখমন্ডল হবে নূরানী (উজ্জ্বল) এবং তারা নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। সেদিন যখন মানুষ ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবেনা এবং মানুষ যখন দুঃখে থাকবে তখনও তাদের কোন দুঃখ-

চিন্তা থাকবেনা।' অতঃপর তিনি পাঠ করলেন ঃ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। (আবূ দাঊদ ৩৫২৭, তাবারী ১৫/১২০)

সত্য খবর সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে জানানো হয়

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ এই আয়াতে আখিরাতের সুসংবাদতো হচ্ছে জান্নাত, কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'সত্য স্বপ্ন, যে স্বপ্ন কেহ দেখে বা তার সম্পর্কে কেহকে স্বপ্ন দেখানো হয়। আর এই সত্য স্বপ্নও হচ্ছে নাবুওয়াতের সত্তর বা চুয়াল্লিশটি অংশের একটি অংশ।' (তাবারী ১৫/১৩২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ যার (রাঃ) বলেছেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষ ভাল কাজ করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে তার ব্যাপারে বলবেন কী?।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটিতো মুসলিমদের জন্য শুভ সংবাদ যা আগেই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। (আহমাদ ৫/১৫৬, মুসলিম ৪/২০৩৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এটাতো তাদের জন্য বর্তমান দুনিয়ায়ই একটি শুভ সংবাদ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ শুভ স্বপ্নের মাধ্যমে মু'মিনরা যে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় তা নাবুওয়াতের উনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং যে ব্যক্তি ভাল স্বপ্ন দেখবে সে যেন অন্যদের কাছে তা বর্ণনা করে। আর যে খারাপ স্বপ্ন দেখবে যা সে পছন্দ করেনা, ওটা তাকে দুঃখ দেয়ার জন্য শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তখন ঐ ব্যক্তির উচিত, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করে এবং জনগণের কাছে তা প্রকাশ না করে।' (আহমাদ ৫/২১৯)

কথিত আছে যে, উত্তম স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শুভ সংবাদ। মু'মিনের মৃত্যুর সময় মালাইকা তাকে জান্নাত ও মাগফিরাতের শুভ সংবাদ দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى

ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে ঃ তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩০-৩২)

বারা'র (রাঃ) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন উজ্জ্বল চেহারা ও সাদা পোশাক বিশিষ্ট মালাক/ফেরেশতা তার কাছে আগমন করেন এবং বলেন ঃ 'হে পবিত্র আত্মা! শান্তি ও সুখময় খাদ্যের দিকে বেরিয়ে এসো এবং তোমার রবের কাছে চল যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। তখন তার মুখ দিয়ে এমনভাবে আত্মা বেরিয়ে আসে যেমনভাবে মশকের মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে।' (আহমাদ ৪/২৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা এবং মালাইকা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে ঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

সেদিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডান পাশে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১২)

৬৫। আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলি বিষণ্ন না করে। সকল ক্ষমতা এবং ইয্যাত আল্লাহরই জন্য; তিনি শোনেন, জানেন।	٦٥. وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
৬৬। মনে রেখ, যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, এই সমস্তই আল্লাহর। আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরীকদের ইবাদাত করে তারা কোন্ বস্তুর অনুসরণ করছে? তারা শুধু অবাস্তব খেয়ালের তাবেদারী করে চলছে এবং শুধু অনুমান প্রসূত কথা বলছে।	٦٦. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
৬৭। তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাতে স্বস্তি লাভ কর। আর দিনকেও এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তা হচ্ছে	٦٧. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ

لِّقَوۡمٍ يَسۡمَعُونَ	**দেখাশোনার উপকরণ। ওতে (তাওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে তাদের জন্য যারা শোনে।**

সর্বময় ক্ষমতা এবং সম্মান একমাত্র আল্লাহর, তাঁরই হাতে বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, **وَلاَ يَحْزُنكَ** মুশরিকদের বিভিন্ন মন্তব্য যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। তাদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাঁরই উপর নির্ভরশীল হও। **إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا** সর্বপ্রকারের সম্মান ও বিজয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের জন্য। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। মুশরিকরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করছে সেগুলো তাদের ক্ষতি ও লাভ কিছুই করতে সক্ষম নয়। আর তাদের পূজা করার যুক্তিসম্মত কোন দলীলও নেই। এই মুশরিকরাতো শুধু মিথ্যা, অযৌক্তিক ও অনুমান প্রসূত মতেরই অনুসরণ করছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যেন তারা সারা দিনের শ্রান্তি ও ক্লান্তির পর আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারে। আর তিনি দিনকে জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশে উজ্জ্বল করেছেন। তারা দিনে সফর করে থাকে এবং আলোকের মধ্যে তাদের জন্য আরও অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। **إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ** যারা উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করে তাদের জন্য এই আয়াতগুলির মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে। এগুলি সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

٦٨. قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًاۗ	**৬৮। তারা বলে ঃ আল্লাহর সন্তান আছে, সুবহানাল্লাহ!**

سُبۡحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ۖ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ۚ إِنۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَـٰنِۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ	তিনিতো কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁরই অধীনে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে। তোমাদের কাছে এর (উক্ত দাবীর) কোন প্রমাণও নেই; আল্লাহ সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছ যা তোমাদের জানা নেই?
٦٩. قُلۡ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ	৬৯। তুমি বলে দাও ঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা।
٧٠. مَتَـٰعٌ فِي ٱلدُّنۡيَا ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلۡعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ	৭০। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি হতে আল্লাহ মুক্ত

وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদেরকে তিরস্কার করছেন যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। বরং তিনি সমস্ত জিনিস থেকেই অমুখাপেক্ষী। দুনিয়ায় যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে,

সবকিছুই তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার কাঙ্গাল ও একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। যমীন, আসমান ও এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। তাহলে তিনি নিজেরই বান্দা বা দাসকে কিরূপে সন্তান বানাতে পারেন? কাফির ও মুশরিকদের কাছে এই মিথ্যা ও অপবাদমূলক কথার কোনই প্রমাণ নেই। এটা মুশরিকদের জন্য কঠিন সতর্কতামূলক উক্তি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫) এরপর মহান আল্লাহ এই অপবাদ প্রদানকারী কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা দীন ও দুনিয়া কোথাও মুক্তি পাবেনা। কিন্তু দুনিয়ায় যে তাদেরকে কিছু ভোগ্য বস্তু প্রদান করা হচ্ছে তা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন, যেন তারা দুনিয়ার নগণ্য ভোগ্য বস্তু দ্বারা কিছুটা উপকার লাভ করে।

ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ অতঃপর তাদেরকে ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত করা হবে। এই দুনিয়াতো তাদের জন্য অল্প কয়েক দিনের সুখের জায়গা। এরপর তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) এটা হবে তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং কুফরীর কারণে।

৭১। আর তুমি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শোনাও, যখন সে নিজের কাওমকে বলল ঃ হে আমার কাওম! যদি তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলীর নাসীহাত করা, তাহলে আমারতো আল্লাহরই উপর ভরসা। সুতরাং তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তাদবীর মযবুত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সেই তাদবীর (গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও) করে ফেল, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা।	٧١. وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ نُوحٍ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَتَذۡكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُنۡ أَمۡرُكُمۡ عَلَيۡكُمۡ غُمَّةً ثُمَّ ٱقۡضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ
৭২। অতঃপর যদি তোমরা পরোম্মুখই থাক তাহলে আমিতো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিকতো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে। আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।	٧٢. فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَمَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

٧٣. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَـٰهُمْ خَلَـٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ	**৭৩। অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে; অতএব আমি তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম ও তাদেরকে আবাদ করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম। সুতরাং দেখ কি পরিণাম হয়েছিল তাদের যাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল।**

নূহ (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! মাক্কার কাফিরদেরকে, যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরোধিতা করছে তাদেরকে নূহ এবং তার কাওমের ঘটনা শুনিয়ে দাও। তারা তাদের নাবীকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছিলেন এবং তাদের সকলকে কিভাবে পানিতে ডুবিয়ে দেন! যাতে পূর্ববর্তীদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে এ লোকগুলো সতর্ক হয়ে যায় যে, না জানি তাদেরকেও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। ঘটনা এই যে, নূহ (আঃ) যখন তাঁর কাওমকে বললেন ঃ

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ যদি তোমাদের কাছে আমার বসবাস করা এবং সঠিক পথে আনার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দান তোমাদের নিকট ভারী বোধ হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আমি একে মোটেই গ্রাহ্য করিনা। আমি শুধু আল্লাহর উপর নির্ভর করছি। তোমাদের কাছে কঠিন বোধ হোক বা না'ই হোক, আমি আমার প্রচার কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারবনা। তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছ, অর্থাৎ তোমাদের উপাস্য মূর্তি/প্রতিমাগুলো,

সবাই এক হয়ে যাও এবং নিজেদের চেষ্টার কোনই ত্রুটি না করে সবদিক দিয়ে নিজেদেরকে দৃঢ় করে নাও।

... فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

অতঃপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকে যে, তোমরাই হক পথে রয়েছ তাহলে আমার ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেল এবং আমাকে এক ঘন্টাও অবকাশ দিওনা। সাধ্যমত তোমরা সবকিছুই করতে পার। তথাপি জেনে রেখ যে, তোমাদেরকে আমি পরওয়া করিনা এবং ভীতও নই। কেননা আমি জানি যে, তোমাদের অনুমানের ভিত্তি কোন কিছুরই উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।' হূদ (আঃ) স্বীয় কাওমকে এরূপই বলেছিলেন ঃ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক সাব্যস্ত করছ। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬)

সমস্ত নাবী-রাসূলগণের একই দীন/ধর্ম 'ইসলাম'

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ যদি তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করে আমার দিক থেকে সরে পড় তাহলে এমনতো নয় যে, তোমাদের কাছে আমার কিছু পাওয়ার আশা ছিল, যা নষ্ট হওয়ার কারণে আমার দুঃখ হবে। আমি যে তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাচ্ছিনা। আমাকে বিনিময় প্রদান করবেন আল্লাহ। আমার প্রতি এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন সর্বপ্রথম ঈমান আনি। আর আমার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, আমি যেন ইসলামের আহকাম কার্যকর করি। কেননা

প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবীর দীন ইসলামই বটে। আইন ও পন্থা পৃথক হলেও তাওহীদের শিক্ষাতো একই।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) এই নূহ (আঃ) বলেন ঃ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই। ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

যখন তার রাব্ব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল ঃ আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল ঃ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩১-১৩২) নাবী ইউসুফও (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০১) মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

يَـٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৪) মূসার (আঃ) যুগের যাদুকরগণ বলেছিল ঃ

رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَتَوَفَّنَا مُسۡلِمِينَ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম রূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন! (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৬) বিলকিস বলেছিল ঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي وَأَسۡلَمۡتُ مَعَ سُلَيۡمَـٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি যুল্ম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذۡ أَوۡحَيۡتُ إِلَى ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ

আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম ঃ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ মুসলিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১১) সর্বশেষ নাবী, মানব নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬২-১৬৩) তিনি বলেন ঃ 'আমরা নাবীগণের দল যেন বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সবারই পিতা একজন এবং মাতা পৃথক পৃথক। আমাদের সবারই দীন একই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) অর্থাৎ তা হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে শরীক না করা।

শাইতানী কাজ এবং উহার পরিণাম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ **فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ** আমি নূহকে এবং তার অনুসারীদেরকে নৌকায় তুলে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে যমীনের উপর প্রতিনিধি বানিয়েছিলাম। পক্ষান্তরে যারা তাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। দেখ, হতভাগাদের পরিণাম কি হয়েছিল! হে মুহাম্মাদ! দেখ, আমি মু'মিনদেরকে কিরূপে মুক্তি দিয়েছি এবং নাফরমানদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছি!'

৭৪। আবার আমি তার পরে অপর রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম। তারা তাদের নিকট মু'জিযা'সমূহ নিয়ে এলো। এতদসত্ত্বেও তারা পূর্বে যা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল পরে তা মেনে নেয়ার ছিলনা; এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন।	٧٤. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নূহের পর অন্যান্য রাসূলদেরকেও তাদের কাওমের নিকট দলীল প্রমাণাদী ও মু'জিযাসহ পাঠিয়েছিলাম। فَمَا كَانُوا۟

لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِه مِن قَبْلُ কিন্তু তারা পূর্বে যেভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকল। তারা পূর্ববর্তী রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে পাপীতো হয়েছিলই, তদুপরি এই রাসূলদের উপরও ঈমান আনলনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ

এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلوبِ الْمُعْتَدِينَ এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন। অর্থাৎ যেমন পূর্ববর্তী উম্মাতেরা তাদের নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অনুরূপভাবে ঐ পথভ্রষ্টদের পরবর্তী অনুসরণকারীদের অন্তরসমূহের উপরও আমি মোহর লাগিয়ে দিব। এটা নূহের (আঃ) পরবর্তী লোকদের বর্ণনা। যে জাতিই তাদের রাসূলকে অস্বীকার করেছে তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেছেন এবং ঈমান আনয়নকারীদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আসলে আদমের (আঃ) পরের যুগের লোকেরা ইসলামের উপরই কায়েম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট নূহকে (আঃ) প্রেরণ করেন। এ কারণেই কিয়ামাতের দিন মু'মিনরা নূহকে (আঃ) বলবে ঃ 'আপনি হচ্ছেন দুনিয়ায় প্রেরিত প্রথম নাবী।'

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) ও নূহের (আঃ) মাঝে দশটি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১০১) তারা সবাই ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ

নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আরাবের সেই মুশরিকদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছিল। পূর্ববর্তী নাবীদেরকে অবিশ্বাসকারীদের শাস্তির কথা যখন আল্লাহ তা'আলা এভাবে উল্লেখ করলেন, তখন কুরাইশরা যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

অবিশ্বাস করছে, এ ব্যাপারে তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারাতো আরও বেশি পাপে জড়িয়ে পড়ছে। কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নাবী! তাঁর পরে না আর কোন নাবী আসবেন যে, তারা হিদায়াত লাভের আরও কোন সুযোগ পাবে।

৭৫। অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারুণকে আমার মু'জিযা সহকারে ফির'আউন ও তার প্রধানদের নিকট পাঠালাম, অতঃপর তারা অহংকার করল, আর সেই লোকগুলি ছিল পাপাচারী পরায়ণ।

٧٥. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

৭৬। অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌঁছল তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু।

٧٦. فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ

৭৭। মূসা বলল ঃ তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌঁছল? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররাতো সফলকাম হয়না!

٧٧. قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ

৭৮। তারা বলতে লাগল ঃ তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরীকা হতে, যাতে

٧٨. قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ

لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ	**আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনও মানবইনা।**

মূসা (আঃ) এবং অভিশপ্ত ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ** এই রাসূলদের পরে আমি ফির'আউন ও তার দলবলের কাছে মূসা ও হারুণকে পাঠালাম এবং তাদের সাথে আমার নিদর্শনাবলী, দলীল প্রমাণাদী ও মু'জিযাসমূহও ছিল। কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ কাওম সত্যের অনুসরণ ও আনুগত্য অস্বীকার করে বসে। যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য বিষয়গুলি পৌঁছে গেল তখন তারা কোন চিন্তা না করেই বলতে লাগল ঃ

هَـــذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা যেন নিজেদের অবাধ্যতার উপর শপথই করে বসেছিল। অথচ তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস ছিল যে, তারা যা কিছু বলছে প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) মূসা (আঃ) তাদের দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন ঃ

أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَـــذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا সত্য যখন তোমাদের কাছে এসে গেছে তখন তোমরা বলছ যে, এটা যাদু ছাড়া কিছুই নয়। অথচ যাদুকররাতো কখনও কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখাতে পারেনা।

ঐ অবাধ্যরা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ হে মূসা! আপনিতো আমাদের কাছে এ জন্যই এসেছেন যে, আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দিবেন, অতঃপর শ্রেষ্ঠত্ব, রাজত্ব এবং বিজয় গৌরব সবই হয়ে যাবে আপনার ও আপনার ভাই হারুণের (আঃ) জন্য।

৭৯। এবং ফির'আউন বলল ঃ আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরদের উপস্থিত কর।	٧٩. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍ
৮০। অতঃপর যখন যাদুকররা এলো, তখন মূসা তাদেরকে বলল ঃ নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।	٨٠. فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ
৮১। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল ঃ যাদু এটাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেননা।	٨١. فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ
৮২। আর আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।	٨٢. وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ

মূসা (আঃ) এবং যাদুকরদের ঘটনা

মহান আল্লাহ যাদুকর ও মূসার (আঃ) কাহিনী সূরা আ'রাফে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর এই সূরায় এবং সূরা তাহা ও সূরা শুআরায়ও এটা বর্ণিত হয়েছে। অভিশপ্ত ফির'আউন তার যাদুকরদের বাজে কথন এবং প্রতারণামূলক কলাকৌশলের মাধ্যমে মূসার (আঃ) সুস্পষ্ট সত্যের মুকাবিলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে উল্টা। অভিশপ্ত ফির'আউন বিফল মনোরথ হয় এবং সাধারণ সমাবেশে আল্লাহ তা'আলার দলীল প্রমাণাদী ও মু'জিযাসমূহ জয়যুক্ত হয়।

وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

যাদুকরেরা তখন সাজদাবনত হল। তারা বলল ঃ আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা ও হারুণের রবের প্রতি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২০-১২২) ফির'আউনের বিশ্বাস ছিল যে, সে যাদুকরদের সাহায্যে আল্লাহর রাসূলের উপর বিজয় লাভ করবে। কিন্তু সে অকৃতকার্য হয় এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

ফির'আউন নির্দেশ দিয়েছিল ঃ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে যেন যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। ঐ যাদুকররা মূসাকে (আঃ) বলে ঃ 'আপনি যে কাজ করতে চান তা করে ফেলেন।' তাদের এ কথা বলার কারণ ছিল এই যে, ফির'আউন তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিল ঃ তোমরা যদি বিজয় লাভ করতে পার তাহলে আমার নৈকট্য লাভ করবে এবং তোমাদেরকে বড় ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে।

قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. قَالَ بَلْ أَلْقُواْ

তারা বলল ঃ হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৫-৬৬) মূসা (আঃ) চেয়েছিলেন যে, যাদুকরেরা আগে তাদের যাদু প্রকাশ করুক। এরপর তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযা প্রকাশ করবেন যাতে উপস্থিত জনতার কাছে সত্য প্রকাশ পায় এবং সবাই যাদুকরদের ভেল্কিবাজী বুঝতে পারে। তাই মূসা (আঃ)

বললেন ঃ তোমরাই প্রথমে তোমাদের কলাকৌশল প্রদর্শন কর। যাদুকরেরা তাদের যাদুর দড়িগুলো নিক্ষেপ করল এবং জনগণের চোখে যাদু লাগিয়ে দিল। তাদের দড়িগুলো সাপ হয়ে গেল, ফলে জনগণ ভয় পেয়ে গেল। তারা মনে করল যে, যাদুকরেরা বড় রকমের যাদু পেশ করেছে। মূসাও (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَـٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

ভয় করনা, তুমি প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৭-৬৯) এ অবস্থায় মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.

وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ এটাতো তোমাদের যাদুর খেলা। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাদের এ কাজকে মিথ্যা প্রমাণিত করবেন।

٨٣. فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ

৮৩। বস্তুতঃ মূসার প্রতি তার স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে (প্রথমে) শুধু অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল, তাও ফির'আউন ও তার প্রধানবর্গের এই ভয়ে যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে; আর বাস্তবিক পক্ষে ফির'আউন সেই দেশে (রাজ্য) ক্ষমতা রাখত, আর এটাও ছিল যে, সে (ন্যায়ের) সীমাতিক্রম করে ফেলতো।

ফির'আউনের সম্প্রদায়ের মাত্র কয়েকজন যুবক মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ মূসা (আঃ) যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পেশ করলেন, তখন ফির'আউনের কাওমের লোকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁর উপর ঈমান আনলো। ঈমান আনয়নকারী নবযুবকদের এই ভয় ছিল যে, ফির'আউন জোরপূর্বক তাদেরকে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিবে। কেননা ফির'আউন ছিল বড়ই দাম্ভিক, ধূর্ত ও উদ্ধত। তার কাওম তাকে অত্যধিক ভয় করত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল ছাড়া অন্যান্যদের মধ্য থেকে শুধু ফির'আউনের স্ত্রী, তার কোষাধ্যক্ষ এবং তার স্ত্রী, এই অল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিল। (তাবারী ১৫/১৬৪)

বানী ইসরাঈলের সবাই মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল এবং তাদেরকে সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল। তারা মূসার (আঃ) গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। পবিত্র গ্রন্থাবলী হতে তারা এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফির'আউনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার উপর তাদেরকে করবেন জয়যুক্ত। আর এ কারণেই ফির'আউন যখন এ খবর জানতে পারল তখন থেকে সে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগল। মূসা (আঃ) যখন তার কাছে প্রচারক হয়ে এলেন তখন সে বানী ইসরাঈলের উপর যুল্ম করতে শুরু করে।

قَالُوٓا۟ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বলল ঃ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফির'আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বলল ঃ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৯) পরবর্তী বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, বানী ইসরাঈলের সবাই মু'মিন ছিল।

৮৪। আর মূসা বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও।	٨٤. وَقَالَ مُوسَىٰ يَـٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ
৮৫। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা,	٨٥. فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَا رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةً لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৮৬। আর আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এই কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন।	٨٦. وَنَجِّنَا بِرَحۡمَتِكَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَـٰفِرِينَ

মূসা (আঃ) তার লোকদেরকে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বললেন قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّه فَعَلَيْه تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلمِينَ ঃ যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেই থাক তাহলে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা কর। আল্লাহ তা'আলা ভরসাকারীদের যিম্মাদার হয়ে যান।

أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৬)

وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা ইবাদাত ও তাওয়াক্কুলকে এক জায়গায় মিলিয়ে বলেছেন। যেমন বলেন ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلۡ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيۡهِ تَوَكَّلۡنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৯)

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ৯) আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন প্রতিটি সালাতে কয়েক বার বলে ঃ

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫) বানী ইসরাঈল মূসার (আঃ) কথা মেনে নেয় এবং বলে ঃ

عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা। অর্থাৎ আমাদের উপর তাদেরকে সফলতা দান করবেননা। তা না হলে তারা ধারণা করবে যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং বানী ইসরাঈল বাতিল পথে রয়েছে। ফলে তারা আমাদের উপর আরও বেশি যুল্ম করবে। হে আমাদের রাব্ব! ফির'আউনের লোকদের হাতে আমাদের শাস্তি দিবেননা এবং নিজের শাস্তিতেও আমাদেরকে জড়িত করবেননা। নতুবা ফির'আউনের কাওম বলবে যে, যদি লোকগুলো সত্যের উপরই থাকত তাহলে কখনও আযাবে জড়িত হতনা এবং আমরা (ফির'আউনের কাওম) তাদের উপর জয়যুক্ত হতামনা।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ হে আল্লাহ! আপনার রাহমাত ও ইহসানের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কাফির কাওম হতে মুক্তি দিন। এরা হল কাফির, আর আমরা হলাম মু'মিন। আমরা আপনারই উপর ভরসা রাখি।

৮৭। আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি অহী পাঠালাম ঃ তোমরা উভয়ে তোমাদের এই লোকদের জন্য মিসরে বাসস্থান বহাল রাখ, আর (সালাতের সময়) তোমরা সবাই নিজেদের সেই গৃহগুলিকে সালাত আদায় করার স্থান রূপে গণ্য কর এবং সালাত কায়েম কর, আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।	٨٧. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

বানী ইসরাঈলকে গৃহে বসে ইবাদাত করতে বলা হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে ফির'আউন হতে মুক্তি দেয়ার কারণ বর্ণনায় বলেন ঃ মূসা ও হারুনকে আমি হুকুম করলাম, তোমরা তোমাদের কাওমকে মিসরে অবস্থান করতে বল এবং সেখানেই বসতি স্থাপন কর।

وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً এর ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বানী ইসরাঈলের লোকেরা এই আশংকা করছিল যে, তারা যদি তাদের ইবাদাতখানায় একত্রে ইবাদাত করে তাহলে ফির'আউন তাদেরকে হত্যা করবে। তাদেরকে বলা হল যে, তারা যেন তাদের বাসগৃহে অবস্থান করেই ইবাদাত করে। তাদের ঘরগুলি থাকবে কিবলাহর দিকে মুখ করা এবং তারা ইবাদাত করবে সংগোপনে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/১৭৩-১৭৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল এই ভয় করত যে, যদি তারা মাসজিদে সালাত আদায় করে তাহলে ফির'আউন তাদেরকে হত্যা করবে। এ জন্যই তাদের বাড়িগুলি কিবলাহমুখী করে তৈরী করার আদেশ দেন এবং তাদেরকে গোপনে বাড়ীতে সালাত আদায় করার

অনুমতি দেয়া হয়। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/১৭৩) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً এর অর্থ হচ্ছে, যেন একটি অপরটির সামনে থাকে।

৮৮। আর মূসা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির‘আউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে, হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে।	٨٨. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ
৮৯। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু‘আ কবূল করা হল। অতএব তোমরা দৃঢ়তার সাথে তাদের পথ অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই।	٨٩. قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

মূসা (আঃ) ফির‘আউন এবং তার গোত্র-প্রধানদের বিরুদ্ধে বদ দু‘আ করেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, ফির‘আউন ও তার দলবল যখন সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং নিজেদের ভ্রান্তি ও কুফরীর উপরই কায়েম থাকল এবং যুল্ম ও ঔদ্ধত্যপনা অবলম্বন করল, তখন মূসা (আঃ) আল্লাহকে বললেন ঃ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির‘আউন ও তার লোকদেরকে দুনিয়ার শান-শওকত এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন। এর ফলে তারা আরও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। لِيَضِلُّواْ অর্থাৎ ى-কে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে- হে আল্লাহ! আপনি ফির‘আউনকে এই নি‘আমাতগুলি দিয়ে রেখেছেন অথচ আপনি জানেন যে, সে ঈমান আনবেনা। সুতরাং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হবে। আর لِيُضِلُّواْ অর্থাৎ ى-কে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, হে আল্লাহ! আপনার ফির‘আউনকে দেয়া নি‘আমাতগুলি দেখে লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি তাকে ভালবাসেন। আপনি যখন তাকে সুখে শান্তিতে রেখেছেন, তখন ফল যেন এটাই দাঁড়াবে যে, লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং হে আল্লাহ! তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে দিন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল যেন আল্লাহ ফির‘আউনীদের সম্পদ ধ্বংস করেন। (তাবারী ১৫/১৮১) যাহহাক (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং রাবীয়া ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের ধন সম্পদকে খোদাই করা পাথরে রূপান্তরিত করেন। (তাবারী ১৫/১৮০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ এটা মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) ভাষায় উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন। فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ যেন তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। মূসা (আঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফির‘আউন ও তার কাওমের বিরুদ্ধে এই দু‘আ করেছিলেন। এ ব্যাপারে মূসার (আঃ) দৃঢ় বিশ্বাস

জন্মেছিল যে, তাদের মধ্যে সংশোধনের কোন যোগ্যতাই নেই। কাজেই তাদের নিকট থেকে কল্যাণের কোন আশাই করা যায়না। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا۟ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

নূহ আরও বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৬-২৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাঁর ভাই হারুণ (আঃ) তাতে আমীন বলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা কবূল করা হল এবং ফির'আউনীদের ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا হে মূসা ও হারুন! তোমাদের প্রার্থনা কবূল করা হল।

قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا তোমরাও আমার হুকুমের উপর সোজা ও দৃঢ় থাক এবং তা কার্যকর কর।

৯০। আর আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফির'আউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল যুল্ম ও নির্যাতনের উদ্দেশে; এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল ঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।	٩٠. وَجَـٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ

وَأَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ	
٩١. ءَآلۡـَٔـٰنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ	**৯১। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহুর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।**
٩٢. فَٱلۡيَوۡمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايَةًۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنۡ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ	**৯২। অতএব আমি আজ তোমার লাশকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক; আর প্রকৃত পক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে।**

বানী ইসরাঈলের মুক্তি এবং ফির‘আউনদের সলীল সমাধি

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউন ও তার সৈন্যদের নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। বানী ইসরাঈল যখন মূসার (আঃ) সাথে মিসর হতে যাত্রা শুরু করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ। বানী ইসরাঈল ফির‘আউনের কাওম কিবতীদের নিকট থেকে বহু অলংকার ঋণ স্বরূপ নিয়েছিল এবং সেগুলো নিয়েই তারা মিসর হতে বেরিয়ে পড়ে। ফলে ফির‘আউনের ক্রোধ খুবই বেড়ে যায়। তাই সে তার কর্মচারীদেরকে তার দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করে যে, তারা যেন একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে। সুতরাং তার আদেশ মোতাবেক এক বিরাট বাহিনী গঠিত হয় এবং তা নিয়ে সে বানী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে। আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যাতে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। অতএব ফির‘আউনের রাজ্যে যতগুলো ধনাঢ্য ও সম্পদশালী লোক ছিল কেহই তার সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বাদ রইলনা। তারা সবাই ফির‘আউনের সাথে বেরিয়ে পড়ল। সকালেই তারা বানী ইসরাঈলের নাগাল পেয়ে গেল।

فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

অতঃপর যখন দু' দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি! (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬১) এটা ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন বানী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ফির'আউন ও তার বাহিনী তাদের পিছনেই ছিল। উভয় দল প্রায় মুখোমুখি পর্যায়ে পৌঁছল। মূসার (আঃ) লোকেরা তাঁকে বারবার বলতে লাগল ঃ 'এখন উপায় কি হবে? মূসা (আঃ) বললেন ঃ

قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

(মূসা) বলল ঃ কক্ষণই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রাব্ব; সত্ত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬২) আমাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন নদীতে রাস্তা করে দিই। আমরা কখনও ধরা পড়বনা। আমার রাব্বই আমার পরিচালক। যখন নৈরাশ্য শেষ সীমায় পৌঁছে গেল তখন মহান আল্লাহ নৈরাশ্যকে আশায় পরিবর্তিত করলেন। মূসাকে (আঃ) তিনি হুকুম করলেন ঃ 'তোমার লাঠি দ্বারা নদীর পানিতে আঘাত কর।' মূসা (আঃ) তাই করলেন। তখন নদীর পানি বারোটি ভাগ হয়ে গেল। পানির প্রতিটি ভাগ এক একটি উঁচু পাহাড়ের রূপ ধারণ করল। নদীতে বারোটি রাস্তা হয়ে গেল। বানী ইসরাঈলের প্রত্যেক দলের জন্য হয়ে গেল একটি করে রাস্তা। নদীর মধ্যভাগের সিক্ত মাটিকে শুষ্ক করার জন্য বাতাসকে আদেশ করলেন এবং হাওয়া তৎক্ষণাৎ মাটি শুকিয়ে দিল। ফলে রাস্তা চলাচলের যোগ্য হয়ে গেল।

فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭৭)

নদীর পানির প্রাচীরের মধ্যে জানালা হয়ে গিয়েছিল, যাতে প্রতিটি পথের লোক অন্য লোককে দেখতে পায় এবং নিশ্চিত হতে পারে যে, অন্যেরা ধ্বংস হয়ে যায়নি। এভাবে বানী ইসরাঈল নদী পার হয়ে গেল। তাদের শেষ লোকটিও যখন নদী পার হয়ে গেল তখন ফির'আউনের লোক লস্কর নদীর এপারে পৌঁছে গেল। ফির'আউনের সেনাবাহিনীতে শুধু এক লাখ কালো ঘোড়ার আরোহী ছিল। অন্যান্য রংয়ের অশ্বারোহীতো ছিলই। এর দ্বারা ফির'আউনের সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। ফির'আউন এই ভয়াবহ অবস্থা

দেখে ভীষণ আতংকিত হয়ে উঠল এবং ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তখন আর মুক্তি লাভের সুযোগ ছিলনা। তার ভাগ্যে যা ঘটার ছিল তা ঘটে যাওয়ার সময় এসেই পড়েছিল। মূসার (আঃ) দু'আ কবূল হয়ে গিয়েছিল।

জিবরাঈল (আঃ) একটি ঘোটকীর উপর সাওয়ার ছিলেন। তিনি ফির'আউনের ঘোটকের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তার ঘোটকীকে দেখে ফির'আউনের ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি শব্দ করে উঠল। জিবরাঈল (আঃ) তার ঘোটকীকে নদীতে নামিয়ে দিলেন এবং তা দেখে ফির'আউনের ঘোড়াটিও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফির'আউন ওকে থামিয়ে রাখতে পারলনা। বাধ্য হয়ে তাকে নদীতে নামতেই হল। সে তখন তার বীরত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশে তার সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে বলল ঃ 'বানী ইসরাঈল আমাদের চেয়ে নদীর বেশি হকদার নয়। সুতরাং তোমরা সবাই নদীতে নেমে যাও। রাস্তাতো বানানোই রয়েছে।' তার এই উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শুনে তার সেনাবাহিনী নদীতে নেমে পড়ল। মিকাঈল (আঃ) তাদের সবার পিছনে ছিলেন এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সবাই যখন নদীর মধ্যে প্রবেশ করল এবং তাদের অগ্রবর্তী দল নদীর অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা নদীকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন। তরঙ্গ উঁচু-নীচু হচ্ছিল এবং সেখানে মহাপ্রলয় শুরু হল। ফির'আউনের উপরও মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। ঐ সময় সে বলে উঠল ঃ

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلــهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِه بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। কিন্তু বড়ই আফসোস যে, সে এমন সময় ঈমান আনল, যখন ঈমান আনায় কোনই উপকার ছিলনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ. فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلۡكَٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন

তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) তাই ফির'আউনের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ তুমি এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তুমি নাফরমানীই করছিলে এবং ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। সে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছিল। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪১)

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের **اَمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسَى** এ কথাটি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। এটা ছিল ঐ গাইবের কথাগুলির অন্তর্ভুক্ত যার খবর তিনি একমাত্র তাঁকেই দিয়েছিলেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ফির'আউন ঈমানের কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করে তখনকার কথা জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন ঃ 'হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নদীর কাদামাটি ফির'আউনের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এই ভয়ে যে, হয়তবা আল্লাহর রাহমাত তাঁর গযবের উপর জয়লাভ করবে।' (মুসনাদ আত তায়ালেসী ৩৪১, তিরমিযী ৮/৫২৬, তাবারী ১৫/১৯০-১৯১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব সহীহ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً অতএব আজ আমি তোমার মৃতদেহকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের কিছু লোক ফির'আউনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা নদীকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ফির'আউনের পোশাক পরিহিত আত্মাহীন দেহকে যমীনের কোন উচু স্থানে নিক্ষেপ করে, যাতে জনগণের কাছে ফির'আউনের মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ তারা যেন বুঝতে পারে যে, ওটা হচ্ছে ফির'আউনের আত্মাবিহীন দেহ। এ

ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন অসীম ক্ষমতাশালী, সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই আয়ত্বাধীন। তাঁর ক্রোধের শাস্তি সহ্য করার শক্তি কারও নেই। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করেনা। কথিত আছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অভিশপ্ত ফির'আউন ও তার লোকদেরকে ধ্বংস করেছিলেন আশুরার দিন (১০ মুহাররাম)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করে মাদীনায় আগমন করেন তখন তিনি দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা ঐ দিন সিয়াম পালন করে থাকে। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে ঃ 'এই দিনে মূসা (আঃ) ফির'আউনের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা ইয়াহুদীদের চেয়ে এই সিয়াম পালন করার বেশি হকদার। সুতরাং তোমরা আশুরার দিবসে সিয়াম পালন করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৯৮)

٩٣. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

৯৩। আর আমি বানী ইসরাঈলকে থাকার জন্য অতি উত্তম বাসস্থান প্রদান করলাম, আর আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম। তাদের নিকট (আহকামের) জ্ঞান না পৌঁছা পর্যন্ত তারা মতভেদ করেনি। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব কিয়ামাত দিনে তাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের মীমাংসা করবেন, যাতে তারা মতভেদ করছিল।

বানী ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা এবং উত্তম খাদ্য লাভ

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নি'আমাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি তাদেরকে বসবাসের জন্য উত্তম জায়গা দান করেছি। অর্থাৎ মিসর ও সিরিয়া, যা বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটেই অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা যখন ফির'আউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করেন তখন তিনি মিসরের উপর মূসার (আঃ) শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭) অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠিকে বহিস্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে। এবং ধন ভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫৭-৫৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَٰكِهِينَ

তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ২৫-২৭)

বানী ইসরাঈল মূসার (আঃ) কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস শহরের জন্য আবেদন জানায়, যা ইবরাহীম খলীলের (আঃ) বাসভূমি ছিল। ঐ সময় বাইতুল মুকাদ্দাস 'আমালিকা' সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। বানী ইসরাঈলকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হলে তারা অস্বীকার করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন তাদেরকে 'তীহ' মাইদানে পথ হারিয়ে দেন। চল্লিশ বছর ধরে তারা সেখানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর মধ্যে হারুণ (আঃ) ইন্তিকাল করেন এবং পরে মূসাও (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর বানী ইসরাঈল ইউশা ইব্‌ন নূনের (আঃ) সাথে তীহের মাইদান হতে বেরিয়ে পড়েন এবং তাঁর হাতে আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত করেন। কিছুকাল এটা তাঁর অধিকারে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করেছি। **فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءهُمُ الْعِلْمُ** কিন্তু দীন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা ঐ ব্যাপারে মতভেদ করতে থাকে। অথচ দীন সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করার কোন কারণই ছিলনা। আল্লাহ তা'আলাতো সমস্ত কথাই অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইয়াহুদীরা একাত্তরটি দল বানিয়ে নিয়েছিল, আর খৃষ্টানরা বানিয়ে নিয়েছিল বাহাত্তরটি দল। আমার উম্মাত তেহাত্তরটি দল বানিয়ে নিবে। ওগুলির মধ্যে শুধু একটি দল মুক্তিপ্রাপ্ত হবে এবং বাকী সবগুলোই হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ একটি দল কোনটি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যার উপর আমি ও আমার সাহাবীবর্গ রয়েছি।' (হাকিম ১/১২৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ নিশ্চয়ই আমি কিয়ামাতের দিন ঐ সব বিষয়ের উপর মীমাংসা করব, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছিল।

৯৪। অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٩٤. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ
৯৫। আর অন্তর্ভুক্ত হয়োনা ঐ সব লোকেরও যারা আল্লাহর আয়াতগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যেন তুমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত না হও।	٩٥. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ
৯৬। নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা,	٩٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
৯৭। যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।	٩٧. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭) কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তাঁর উপর ঈমান আনেনা, অথচ তারা তাঁর সত্যবাদিতা ও সততাকে এমনভাবে জানে ও চিনে, যেমনভাবে চিনে নিজেদের সন্তানদেরকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

نَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ সত্যের প্রমাণাদী কায়েম হয়ে গেছে, কিন্তু যতই প্রমাণ তাদের কাছে উপস্থিত করা হোক না কেন তারা ঐ পর্যন্ত ঈমান আনবেনা, যে পর্যন্ত না আল্লাহর আযাব অবলোকন করে। কিন্তু ঐ সময় তাদের ঈমান আনায় কোনই লাভ হবেনা। কাওমের এই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পরই মূসা (আঃ) তাদের উপর বদ দু'আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তর -সমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে দেখে নেয়। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি রয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে মালাকও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১)

৯৮। সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।	٩٨. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

ইউনুসের (আঃ) সম্প্রদায় ছাড়া আর কারও জন্য শেষ মুহুর্তের ঈমান কোন ফায়দা দিবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا পূর্ববর্তী উম্মাতদের কোন উম্মাতেরই সমস্ত লোক ঈমান আনেনি, যাদের কাছে আমি নাবী পাঠিয়েছিলাম। হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যত নাবী এসেছিল, সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَـٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا۟ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নাবীদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়। কোন নাবীর সাথে ছিল বড় বড় উম্মাতের দল। আবার কোন নাবীর সাথে ছিল একটিমাত্র লোক, কোন নাবীর সাথে ছিল দু'টি লোক এবং কোন নাবীর সাথে একটি লোকও ছিলনা।' (ফাতহুল বারী ১০/২২৪) অতঃপর তিনি মূসার (আঃ) উম্মাতের আধিক্যের বর্ণনা দেন। তারপর তিনি নিজের উম্মাতের আধিক্যের বর্ণনা দেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিমকে ঢেকে নিয়েছিল। মোট কথা, ইউনুসের (আঃ) কাওম ছাড়া কোন নাবীরই কাওমের সমস্ত লোক ঈমান আনেনি। ইউনুসের (আঃ) কাওম ছিল নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী। আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ভয়ে তারা ঈমান এনেছিল। আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করে নাবী ইউনুস (আঃ) নিজেও কাওমের মধ্য হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ঐ লোকগুলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল এবং অত্যন্ত কান্নাকাটি করল। নিজেদের শিশু ও গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল এবং মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সদয় হন এবং যে আযাব সামনে এসে গিয়েছিল তা সরিয়ে নেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ইউনুসের কাওম যখন ঈমান আনল তখন পার্থিব জীবনে আগত আযাব আমি তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের জীবনকাল পর্যন্ত ঐ আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম।

কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আযাব এসে যাওয়ার পর কোন কাওম ঈমান আনলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়না। কিন্তু ইউনুস (আঃ) যখন নিজের কাওমকে ছেড়ে চলে গেলেন এবং লোকেরা বুঝতে পারল যে, এখন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবেনা তখন তাদের অন্তরে তাওবাহর অনুভূতি জেগে উঠল। তারা উলের কাপড় পরিধান করল। অতঃপর তারা প্রতিটি পশু থেকে ওদের বাচ্চাগুলোকে পৃথক করল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা কান্নাকাটি করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ নিয়াত এবং তাওবাহর বিশুদ্ধতা দেখে তাদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ ইউনুসের (আঃ) কাওম মুসিল অঞ্চলের নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী ছিল। (তাবারী ১৫/২০৭) ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/২০৮-২১০)

৯৯। আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। তাহলে তুমি কি মানুষের উপর যবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনেই?	٩٩. وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ
১০০। অথচ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারও ঈমান আনা সম্ভব নয়; আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন।	١٠٠. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন জোর যবরদস্তি নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَلَوْ شَاء رَبُّكَ** হে মুহাম্মাদ! যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ঈমান আনত। কিন্তু তিনি যা কিছু করেন তাতে নিপুণতা রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে সবাই এক মতাবলম্বীই হত। কিন্তু এ বিষয়ে আল্লাহর হিকমাত রয়েছে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯)

أَفَلَمْ يَاْيْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

তাহলে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩১) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ হে নাবী! তুমি কি জোর করে তাদেরকে মু'মিন বানাতে চাও? না, এটা তোমার জন্য শোভনীয় নয় এবং ওয়াজিবও নয়।

يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮)

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) এই মনে করে যে, তারা ঈমান আনছেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ

তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়তো মনঃকষ্টে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২) এ ছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহই ঈমান আনতে পারেনা। জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা যে কাজ করেনা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়া হয়। হিদায়াত করা ও না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ।

বাংলা	আরবি
১০১। বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা।	١٠١. قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ
১০২। অতএব তারা শুধু ঐ লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রতীক্ষা করছে যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে। তুমি বলে দাও ঃ আচ্ছা তাহলে তোমরা ওর প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের মধ্যে রইলাম।	١٠٢. فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ
১০৩। শেষ পর্যন্ত আমি স্বীয় রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে নাজাত দিলাম, এ রূপেই আমি মু'মিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।	١٠٣. ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ সারা বিশ্বে আমার যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, যেমন আকাশের তারকারাজি, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিন ইত্যাদি, এগুলির প্রতি তোমরা তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ যে, কিভাবে রাতের মধ্যে দিনকে এবং দিনের মধ্যে রাতকে প্রবেশ করানো হচ্ছে! কখনও দিন বড় হচ্ছে, আবার

কখনও রাত বড় হচ্ছে। আর আকাশের উচ্চতা ও প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ, যমীন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তাকে সঞ্জীবিত ও সবুজ-শ্যামল করা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজিতে ফল, ফুল ও পাঁপড়ি সৃষ্টি করা, বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা উৎপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তু সৃষ্টি করা, এগুলির আকৃতি, রং, উপকারিতা ও অপকারিতা পৃথক হওয়া, পাহাড়, মরুভূমি, বন-জঙ্গল, বাগবাগিচা, আবাদী ও পতিত ভূমি, সমুদ্র, তার তলদেশের বিস্ময়কর বস্তুরাজি, তরঙ্গমালা, জোয়ার-ভাটা, এতদসত্ত্বেও ভ্রমণকারীদের ওর উপর দিয়ে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি যোগে ভ্রমণ করা, এ সবগুলি হচ্ছে মহাশক্তিশালী আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এসব নিদর্শন কাফিরদের চিন্তা-গবেষণার কোনই কারণ হচ্ছেনা। আল্লাহর দলীল সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এরা ঈমান আনছেনা এবং আনবেওনা। এ লোকগুলোতো ঐ শাস্তির দিনের অপেক্ষা করছে, যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী কাওমগুলি।

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ

হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সময়ের জন্য অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। **كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ** অবশেষে যখন অপেক্ষার সময় শেষ হয়ে শাস্তি এসেই পড়বে তখন আমি রাসূলদেরকে এবং তাদের উম্মাতদেরকে বাঁচিয়ে নিব। আর যারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিব। মু'মিনদেরকে রক্ষা করার যিম্মা মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

তোমাদের রাব্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪)

১০৪। বলে দাও ঃ হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও তাহলে আমি সেই মা'বূদদের ইবাদাত করিনা, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর; কিন্তু আমি সেই আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের জান কবজ করেন, আর আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি।	١٠٤. قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১০৫। আর এটাও যে, নিজকে নিজে এই ধর্মের প্রতি এভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে যে, অন্যান্য সকল তরীকা হতে পৃথক হয়ে যাও, আর কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	١٠٥. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১০৬। আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদাত করনা যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর তাহলে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।	١٠٦. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

১০৭। আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেহ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শান্তি পৌঁছাতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের কোন অপসারণকারী নেই; তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান দান করেন; এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।	١٠٧. وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে শরীকবিহীনভাবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا তুমি বলে দাও, হে লোকসকল! আমি যে দীনে হানীফ (একনিষ্ঠ ধর্ম) নিয়ে এসেছি, যার অহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যদি এর সঠিকতা ও সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের উপাস্যদের কখনও উপাসনা করবনা। আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই বান্দা, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং যিনি তোমাদের জীবন দান করেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকেই তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তোমাদের মা'বূদ সত্য তাহলে তাদেরকে আমার কোন ক্ষতি করতে বলতো? জেনে রেখ যে, তাদের কারও লাভ বা ক্ষতি করার কোনই ক্ষমতা নেই। লাভ ও ক্ষতি করার ইখতিয়ারতো শরীকবিহীন আল্লাহর। হে নাবী! তুমি কাফিরদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হও। শির্কের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়না। লাভ ও ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব শরীকমুক্ত ইবাদাত পাবার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমাদের যত বড় পাপই হোক না কেন, যদি তাওবাহ কর তাহলে তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন। এমন কি শির্ক করেও যদি তাওবাহ কর তাহলে তাও তিনি ক্ষমা করবেন।

১০৮। বল ঃ হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য (ধর্ম) এসেছে, অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই পথে আসবে; আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে তার পথভ্রষ্টতা তারই উপরে বর্তাবে, আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্বশীল করা হয়নি।	١٠٨. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ
১০৯। আর তুমি তোমার প্রতি প্রেরিত অহীর অনুসরণ কর, আর ধৈর্য ধারণ কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ মীমাংসা করে দেন, এবং তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।	١٠٩. وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে যেসব অহী এসেছে তা সত্য। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে, তার উপকার সে নিজেই লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করেনি, তার কুফল তাকেই ভোগ করতে হবে। وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ আমি আল্লাহর অভিভাবক নই যে,

তোমাদেরকে জোরপূর্বক মু'মিন বানিয়ে দিব। আমিতো শুধু তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শনকারী। হিদায়াত দান করার কাজ একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ হে নাবী! তুমি নিজেও অহীর অনুসরণ কর এবং তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। যারা তোমার বিরোধিতা করছে ওর উপর ধৈর্যধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহর ফাইসালা চলে আসে। তিনি উত্তম ফাইসালাকারী। অর্থাৎ স্বীয় ইনসাফ ও হিকমাতের মাধ্যমে তিনি উত্তম মীমাংসাকারী।

সূরা ইউনুস এর তাফসীর সমাপ্ত।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ খণ্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

(সূরা ১১ ঃ হুদ থেকে সূরা ১৭ ঃ ইসরা)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)

অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

তাফসীর ইব্ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা 'আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা'দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু'মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্‌ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্‌ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ 'রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা...' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ১১ ঃ হুদ, মাক্কী (১২৩ আয়াত, ১০ রুকু')	١١ - سورة هود، مكّيّة (اٰيَاتُهَا : ١٢٣، رُكُوْعَاتُهَا : ١٠)

সূরা হুদ রাসূলের (সাঃ) চুলকে ধূসর বর্ণ করে দিয়েছিল

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিসে আপনাকে বৃদ্ধ করে দিল? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমাকে সূরা হুদ (১১), ওয়াকি'আহ (৫৬), আল-মুরসালাত (৭৭), আম্মা-ইয়াতাসাআলুন (নাবা, ৭৮) এবং ইযাশ্ শাম্‌সু কুভ্‌ভিরাত (তাকউইর, ৮১) বৃদ্ধ করে ফেলেছে। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ 'সূরা হুদ এবং ওর সঙ্গীয় সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করেছে। (তিরমিযী ৯/১৮৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম রা। এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবূত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে।	١. الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
২। (এ উদ্দেশে যে,) আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদাত করনা; আমি (নাবী) তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ হতে তোমাদেরকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।	٢. أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
৩। আর (এ উদ্দেশে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক। তিনি	٣. وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ

তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক 'আমলকারীকে অধিক সাওয়াব দিবেন; আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক তাহলে আমি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করি।	تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ
৪। আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	٤. إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য কুরআনের দা'ওয়াত

সূরা বাকারায় হুরূফে হিজার উপর আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন নেই। তাই الر এর উপর আলোকপাত করা হচ্ছেনা। أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ *এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবূত করা হয়েছে*। আল্লাহর আয়াতগুলি দৃঢ় ও মযবূত। فُصِّلَتْ এর অর্থ হচ্ছে, আকার ও অর্থের দিক দিয়ে এই আয়াতগুলি পূর্ণ। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) থেকে এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (তাবারী ১৫/২২৭) ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ এটা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। তিনি কথায় প্রজ্ঞাময় এবং কাজের পরিণাম সম্পর্কে মহাজ্ঞাতা। নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ আমি (নাবী সঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করছি, আবার জান্নাতের সুসংবাদও দিচ্ছি।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর উঠে কুরাইশের গোত্রগুলিকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'হে কুরাইশের দল! আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, সকালে তোমাদের উপর শত্রুরা আক্রমণ চালাবে তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?' সবাই সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'আপনি কোন দিন মিথ্যা কথা বলেছেন এমন কথাতো আমাদের জানা নেই।' তখন তিনি বললেন ঃ 'তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। (বুখারী ৪৯৭১, মুসলিম ২০৮, দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/১০১) এ শাস্তি অবশ্যই হবে।

وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ সুতরাং এখনও তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ করে নাও। এরূপ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের যোগ্য তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। তিনি দুনিয়ায়ও তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন এবং আখিরাতেও করবেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً

মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৭)

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ মহান আল্লাহর এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে তার জন্য একটি পাপ লিখে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার উপর দশটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়েই থাক তাহলে তোমাদের জন্য ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করি। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাকে অবশ্যই কিয়ামাতের দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনি স্বীয় আউলিয়াদের (অনুগ্রহভাজনদের) প্রতি ইহসান করতে এবং অপরাধী শত্রুদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও তিনি ক্ষমতাবান। এটা হচ্ছে ভীষণ সতর্কবাণী, যেমন এর পূর্বের বাণী ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

৫। জেনে রেখ, তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে। সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাও জানেন।	٥. أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ খোলা আকাশের নীচে প্রস্রাব, পায়খানা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখত। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জাফর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) **أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ** এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি তাকে বললাম ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস! 'তাদের বক্ষ সংকুচিত করে রেখেছে' এর অর্থ কী? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'এর দ্বারা ঐ লোককে বুঝানো হয়েছে, যে স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করে অথবা খোলা আকাশের নীচে প্রস্রাব-পায়খানা করতে দ্বিধা করে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২০০)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা খোলা আকাশের নিচে শরীরের আবরণ (কাপড়) খুলে প্রাকৃতিক কাজ (প্রস্রাব-পায়খানা) করতে লজ্জা বোধ করতেন, যেহেতু তা খোলা আকাশে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া তাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেও দ্বিধা করতেন এই ভয়ে যে, তাওতো উম্মুক্ত আকাশে প্রকাশিত হয়। তাদের এসব ধারণার কারণে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২০০) আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ **يَسْتَغْشُونَ** তারা রাতের অন্ধকারে শয়ন করার সময় কাপড় গায়ে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা কোন কাজ গোপনেই করুক বা প্রকাশ্যেই করুক, আল্লাহ তা জানেন।

একাদশ পারা সমাপ্ত।

৬। আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্‌ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাওহে মাহফুযে) রয়েছে।	٦. وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আল্লাহই সমস্ত সৃষ্টি জগতের রিয্কের ব্যবস্থা করেন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ছোট-বড় স্থলভাগে অবস্থানকারী এবং পানিতে অবস্থানকারী সমস্ত মাখলূকের জীবিকা তাঁরই যিম্মায় রয়েছে। তিনিই ওগুলির চলা-ফিরা, আসা-যাওয়া, স্থির থাকা, মৃত্যুর স্থান, গর্ভাশয়ের মধ্যে অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন। এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং একদল মনীষী বর্ণনা করেছেন।

এসব ঘটনা ঐ কিতাবে লিখিত আছে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে এবং ঐ কিতাবই এর ব্যাখ্যা দান করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٍۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি। অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

৭। আর তিনি এমন, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির

٧. وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

উপর ছিল, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ‘আমলকারী কে? আর যদি তুমি বল ঃ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যে সব লোক কাফির তারা বলে ঃ এটাতো নিছক স্পষ্ট যাদু।	وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ
৮। আর যদি আমি কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তিকে মুলতবী করে রাখি তাহলে তারা বলতে থাকে ঃ সেই শাস্তিকে কিসে আটকে রেখেছে? স্মরণ রেখ, যেদিন ওটা তাদের উপর এসে পড়বে তখন তা কারও নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবেনা, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা এসে তাদেরকে ঘিরে নিবে।	٨. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥٓ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী এবং নভোমন্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের উপরই তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। আসমানসমূহ ও যমীনকে তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং এর পূর্বে তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। যেমন ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত

আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘হে বানু তামীম (গোত্র)! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।’ তারা বলল ঃ ‘আপনি আমাদের সুসংবাদ প্রদান করলেন এবং আমরা তা গ্রহণ করলাম। তিনি (পুনরায়) বললেন ঃ ‘হে ইয়ামানবাসী! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।’ তারা বলল ঃ ‘আমরা গ্রহণ করলাম। সুতরাং সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছে তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন!’ তিনি বললেন ঃ ‘সর্ব প্রথম আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি লাউহে মাহফূযে সব জিনিসের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।’ হাদীসের বর্ণনাকারী ইমরান (রাঃ) বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পর্যন্ত বলেছেন, এমন সময় আমার কাছে এক আগন্তুক এসে বলে ঃ ‘হে ইমরান (রাঃ)! আপনার উষ্ট্রীটি রশি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে।’ আমি তখন ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। সুতরাং আমার চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছিলেন তা আমার জানা নেই।’ (আহমাদ ৪/৪৩১, ফাতহুল বারী ৬/৩৩০, মুসলিম ৪/২০৪১)

আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্ট জীবের ভাগ্য লিখে রাখেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।’ (মুসলিম ৪/২০৪৪)

এ হাদীসের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ (হে বান্দা)! তুমি (আমার পথে) খরচ কর, আমি তোমাকে তার প্রতিদান দিব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ রয়েছে। রাত দিনের খরচ তার কিছুই কমাতে পারেনা। তোমরা কি দেখনা যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কি পরিমাণ খরচ করে আসছেন? অথচ তাঁর ডান হাতে যা ছিল তার এতটুকুও কমেনি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তাঁর হাতে মীযান (দাঁড়িপাল্লা) রয়েছে যা তিনি কখনও উঁচু করছেন এবং কখনও নীচু করছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/২০২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? আসমান ও যমীনের সৃষ্টি তোমাদেরই উপকারের জন্য। তোমাদেরকে তিনি এ কারণেই সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা শুধু

তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। তিনি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১১৫-১১৬) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً যেন তোমাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? মহান আল্লাহ 'উত্তম আমলকারী' বলেছেন, 'অধিক আমলকারী' বলেননি। কেননা উত্তম আমল হচ্ছে ওটাই যার মধ্যে থাকে আন্তরিকতা এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াতের উপর। এ দু'টির মধ্যে একটা না থাকলেই সেই আমল হবে বৃথা ও মূল্যহীন।

বিচার দিবসকে অস্বীকার করে কাফিরেরা তা ত্বরান্বিত করতে বাক-বিতন্ডা করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ ...

হে মুহাম্মদ! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে খবর দাও যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় উত্থিত করবেন তাহলে তারা স্পষ্টভাবে বলবে, আমরা

এটা মানিনা। অথচ তারা জানে যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬১) এতদ্‌সত্ত্বেও তারা পুনরুত্থানকে এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করছে! এটাতো স্পষ্ট কথা যে, প্রথমবার সৃষ্টি করা যাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হবেনা। বরং প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আরও সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা আলে ইমরান, ৩০ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮) তাদের উক্তি ঃ

إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ মুশরিকরা অস্বীকার ও বিরোধীতা বশতঃ বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার কথা বলছেন, আমরা আপনার এ কথা বিশ্বাস করিনা। এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর যাদু তাঁকে যা বলায়, সে চায় তোমরাও তা অনুসরণ কর। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّة مَّعْدُودَة لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ আমি যদি কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তিকে মুলতবী করে রাখি তাহলে তারা ঐ শাস্তি আসবেনা মনে করে বলে, এই শাস্তিকে কিসে আটকে রেখেছে? তাদের অন্তরে কুফরী ও শির্‌ক এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদের অন্তর থেকে কোন ক্রমেই তা দূর হচ্ছেনা।

‘উম্মাহ’ শব্দের অর্থ

কুরআন ও হাদীসে **أُمَّة** শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন সময় এই শব্দ দ্বারা সময় বা সময়ের দৈর্ঘ্য বুঝানো হয়েছে। যেমন **إِلَى أُمَّة مَّعْدُودَة** এই স্থলে এবং সূরা ইউসুফের **وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّة** (১২ ঃ ৪৫) এই আয়াতে। অর্থাৎ বন্দীদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং বহুদিন পর তার স্মরণ হল, সে বলল...। অনুসরণীয় ইমামের অর্থেও **أُمَّة** শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০) ‘মিল্লাত’ ও ‘দীন’ অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের ব্যাপারে খবর দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩) এ শব্দটি জামাআত বা দল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ

যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৩) মহান আল্লাহর আরও উক্তি ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রাসূল রয়েছে, যখন তাদের সেই রাসূল (বিচার দিবসে) এসে পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হবে ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৭) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আমার নাম শুনল অথচ ঈমান আনলনা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম ১/১৩৪) তবে অনুগত দল ওটাই যারা রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১০) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি বলব, আমার উম্মাত! আমার উম্মাত!' (মুসলিম ১/১৮৩) **أُمَّة** শব্দটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ ... الخ

আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৩)

৯। আর আমি যদি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, অতঃপর তা তার হতে ছিনিয়ে নিই তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।	٩. وَلَئِنۡ أَذَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحۡمَةً ثُمَّ نَزَعۡنَـٰهَا مِنۡهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ
১০। আর যদি তাকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করার পর আমি তাকে নি'আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলতে শুরু করে ঃ আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে।	١٠. وَلَئِنۡ أَذَقۡنَـٰهُ نَعۡمَآءَ بَعۡدَ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّيٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
১১। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান।	١١. إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٌ وَأَجۡرٌ كَبِيرٌ

সুখ ও দুঃখের সময় মানুষের মনোভাবের বর্ণনা

পূর্ণ ঈমানদারগণ ছাড়া সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে যে সব খারাপ দোষ ও বদ অভ্যাস রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষ সুখের পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং

মহান আল্লাহর প্রতি বদ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে, ইতোপূর্বে যেন সে কোন আরাম ও সুখ ভোগ করেইনি। অথবা এই দুঃখ-কষ্টের পর পুনরায় যে তাদের উপর শান্তি নেমে আসতে পারে এ আশাও তারা করেনা। পক্ষান্তরে দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার পর যদি সুখ-শান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা বলতে শুরু করে ঃ **لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي** দুঃসময় তাদের উপর থেকে সরে গেছে। এ কথা বলে তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অন্যদের উপর গর্ব করতে থাকে। এর পর আবারও যে তাদের উপর দুঃখ-বিপদ নেমে আসতে পারে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে বেখেয়াল ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে।

إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

কিন্তু যারা মু'মিন তারা এই বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত। তারা দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখ ও আরামের সময় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর অনুগত হয়ে থাকে। এসব লোক এর বিনিময়ে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার লাভ করে। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! মু'মিনের উপর এমন কোন কষ্ট, বিপদ, দুঃখ ও চিন্তা পতিত হয়না যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা না করেন, এমন কি একটা কাঁটা ফুটলেও।' (আহমাদ ৩/৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! 'মু'মিনের জন্য আল্লাহর প্রত্যেকটি ফাইসালা কল্যাণকর হয়ে থাকে। সে সুখ-শান্তির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তখনও সে কল্যাণ লাভ করে থাকে।' (মুসলিম ৪/২২৯৫) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلۡعَصۡرِ. إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَفِى خُسۡرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে। (সূরা আসর, ১০৩ ঃ ১-৩) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا

মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে। (সূরা মা'আরিজ,৭০ ঃ ১৯)

১২। তুমি কি অংশবিশেষ বর্জন করতে চাও ঐ নির্দেশাবলী হতে যা তোমার প্রতি অহী যোগে প্রেরিত হয়? আর তোমার মন সংকুচিত হয় এই কথায় যে, তারা বলে ঃ তার প্রতি কোন ধন-ভান্ডার কেন নাযিল হলনা, অথবা কেন তার সাথে একজন (মালাক/ফেরেশতা) আসেনা? তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী।	١٢. فَلَعَلَّكَ تَارِكُۢ بَعۡضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيۡكَ وَضَآئِقُۢ بِهِۦ صَدۡرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ كَنزٌ أَوۡ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٌ
১৩। তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	١٣. أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّثۡلِهِۦ مُفۡتَرَيَٰتٖ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
১৪। অতঃপর যদি তারা তোমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করতে না পারে তাহলে তোমরা	١٤. فَإِلَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ

فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلۡمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ	**দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান (ও ক্ষমতা) দ্বারা; আর এটাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাহলে এখন তোমরা মুসলিম হবে কি?**

কাফিরদের উপহাসের জন্য রাসূলের (সাঃ) মনঃকষ্ট

কাফির ও মুশরিকরা যে নানাভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রূপ ও উপহাস করত এবং এর ফলে তিনি মনে কষ্ট পেতেন, তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأۡكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشِي فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ لَوۡلَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا. أَوۡ يُلۡقَىٰٓ إِلَيۡهِ كَنزٌ أَوۡ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأۡكُلُ مِنۡهَاۚ وَقَالَ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسۡحُورًا

তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও বলে ঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭-৮) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ 'হে নাবী! তুমি হতোদ্যম হয়োনা এবং দা'ওয়াতের কাজ থেকে বিরত থেকনা। তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে মোটেই অবহেলা করনা। রাত-দিন তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করতে থাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৭) তাদের কথার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করনা। এরূপ যেন না হয় যে, তুমি কোন একটি কথা বলা বাদ দিবে কিংবা তারা তোমার কথা মানে না বলে চুপচাপ বসে থাকবে। আমি জানি যে, তারা তোমাকে উপহাস করছে। তবে জেনে রেখ যে, তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও উপহাস করা হয়েছিল, অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং ধমকানো হয়েছিল। কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করে দা'ওয়াতের কাজে অটল ও স্থির থেকে ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গিয়েছিল।'

কুরআন মু'জিযা হওয়ার ব্যাপারে একটি উদাহরণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের মু'জিযা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এই কুরআনের মত কিতাব আনাতো দূরের কথা, এর মত দশটি সূরা, এমনকি একটি সূরাও রচনা করার ক্ষমতা কারও নেই, যদিও সারা দুনিয়ার লোক মিলিতভাবে তা রচনা করার চেষ্টা করে। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম। তাঁর সত্তার যেমন কোন তুলনা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলীও অতুলনীয়। এটা কখনও সম্ভব নয় যে, তাঁর কালামের মত তাঁর সৃষ্টির কালামও একই রকম হবে। আল্লাহ তা'আলার সত্তা এর থেকে বহু ঊর্ধ্বে এবং এর থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ইবাদাত-বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র তিনিই।

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ হে মানুষ! যদি তারা তোমার আহ্বানের জবাব না দেয়, তা কখনও সম্ভবও নয় এবং তাদের দ্বারা আজ পর্যন্ত এটা সম্ভব হয়নি, তখন বিশ্বাস রেখ যে, তারা এটা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অপারগ। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহরই কালাম এবং তাঁরই নিকট থেকে অবতারিত। সুতরাং এসো, ইসলামের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে যাও এবং বল ঃ وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই।

১৫। যারা শুধু পার্থিব জীবন এবং ওর জাকজমকতা কামনা করে, আমি তাদের কৃতকর্মগুলির ফল দুনিয়ায়ই	١٥. مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ

أَعۡمَـٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ	দিয়ে দিই, তাদের জন্য কিছুই কম করা হয়না।
١٦. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ	১৬। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই; আর তারা যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।

দুনিয়ার জীবনে যাঞ্চাকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই

এই আয়াতের ব্যাপারে আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রিয়াকার বা যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সৎ কাজ করে তাদের সৎ কাজের প্রতিদান এই দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়, একটুও কম করা হয়না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে সালাত আদায় করে কিংবা সিয়াম পালন করে অথবা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে, তার বিনিময় সে দুনিয়ায়ই পেয়ে যায়। আখিরাতে সে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত ও আমলহীন অবস্থায় উঠবে। (তাবারী ১৫/২৬৩) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/২৬৪, ২৬৫)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত দু'টি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/২৬৫) আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, রিয়াকারদের ব্যাপারে এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/২৬৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যার উদ্দেশ্য যেটা হবে সেটা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করা হবে। যে আমল দুনিয়া সন্ধানের উদ্দেশে হবে আখিরাতে তা বিফল হয়ে যাবে। যেহেতু মু'মিনের আমল আখিরাত সন্ধানের উদ্দেশে হয়ে থাকে সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা তাকে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং

দুনিয়ায়ও তার সৎ কার্যাবলী তার উপকারে আসবে। (তাবারী ১৫/২৬৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. كُلاًّ نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْأَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৮-২১) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَاخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২০)

১৭। তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়েম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত	١٧. أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن

قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

এক সাক্ষী আবৃত্তি করে; এবং তাদের কাছে মূসার কিতাব রয়েছে, যা পথনির্দেশ ও রাহমাত স্বরূপ? এমন লোকেরাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব তুমি কুরআন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়োনা, নিঃসন্দেহে এটি সত্য কিতাব তোমার রবের সন্নিধান হতে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা।

যারা কুরআনকে বিশ্বাস করে তারা সত্যের উপর রয়েছে

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ মু'মিনদের অবস্থার সংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর সেই প্রকৃতির উপর রয়েছে যার উপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যারা তাঁর একাত্মবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই উপাস্য নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا

আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক আদম সন্তান (ইসলামী) প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজূসী বানিয়ে দেয়। যেমন পশুর বাচ্চা নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

বিশিষ্ট হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি ওকে কান কাটা অবস্থায় দেখতে পাও? (অর্থাৎ জন্মের সময় ওর কান কাটা থাকেনা, বরং পরে মানুষই তার কান কেটে থাকে) (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদী রূপেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদেরকে তাদের দীন হতে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের উপর আমি যা হালাল করেছি তা হারাম করেছে। আর তাদেরকে আদেশ করেছে যে, তারা যেন আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, আমি যার কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি। (মুসলিম ৪/২১৯৭)

সুতরাং মু'মিনের ফিতরাত বা প্রকৃতি আল্লাহর অহীর সাথে মিলে যায়। সংক্ষিপ্তভাবে ওর বিশ্বাস প্রথম থেকেই থাকে। অতঃপর ওটা শারীয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়। তার ফিতরাত বা প্রকৃতি এক একটি মাস্আলার সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। অতঃপর সঠিক ও নিখুঁত ফিতরাতের সাথে মিলিত হয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌঁছে দেন তাঁর উম্মাতের কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَمِن قَبْلِه كِتَابُ مُوسَى কুরআনের পূর্বে মূসার (আঃ) কিতাব বিদ্যমান ছিল এবং তা হচ্ছে তাওরাত। এই কিতাবকে আল্লাহ তা'আলা ঐ যুগের উম্মাতের জন্য পরিচালক রূপে পাঠিয়েছিলেন এবং ওটা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে করুণা স্বরূপ। এই কিতাবের (তাওরাত) উপর যার পূর্ণ ঈমান রয়েছে সে অবশ্যই এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীমের উপরও ঈমান আনবে। কেননা إِمَامًا وَرَحْمَةً ঐ কিতাব এই কিতাবের (কুরআন) উপর ঈমান আনার ব্যাপারে পথ প্রদর্শক স্বরূপ।

এরপর আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআন বা কুরআনের কিছু অংশ অমান্যকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার যে কোন জামা'আত বা দলের কাছে কুরআনের অমিয় বাণী পৌঁছল, অথচ তারা ওর উপর ঈমান

আনলনা তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন স্বীয় নাবীর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ দলসমূহের যে কেহ এটাকে অমান্য করবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

আবূ মুসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্য হতে যে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান আমার কথা শুনল অথচ তার উপর ঈমান আনলনা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম ১/১৩৫)

প্রতিটি হাদীস কুরআন দ্বারা প্রমাণিত

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে আইউব আশ শাখসিয়ানী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমি যে বিশুদ্ধ হাদীসই শুনতাম, ওর সত্যতার সমর্থন আল্লাহর কিতাবে অবশ্যই পেতাম। উপরোল্লিখিত হাদীসটি শুনে কুরআনুল হাকীমের কোন্ আয়াতে এর সত্যতার সমর্থন মিলে তা আমি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। তখন আমি উপরোক্ত হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই আয়াতটি পেলাম। আয়াতটি হল **وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ** *আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান।* সুতরাং এর দ্বারা সমস্ত দীনের লোকই উদ্দেশ্য। (তাবারী ১৫/২৮০) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ হে নাবী! এই পবিত্র কুরআন সরাসরি তোমার রাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে আসার ব্যাপারে তোমার মোটেই সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الٓمٓ. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

আলিফ লাম মীম। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন ঃ

الٓمٓ. ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ لَا رَيۡبَ فِيهِ هُدًى لِّلۡمُتَّقِينَ

আলিফ-লাম-মীম। ইহা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্ম-ভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ পথ নির্দেশ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ঃ

وَلَـــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ *কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করেনা।* এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) এক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَقَدۡ صَدَّقَ عَلَيۡهِمۡ إِبۡلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু’মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২০)

১৮। আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে হবে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? এরূপ লোকদেরকে তাদের রবের	١٨. وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ

সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী (মালাইকা) বলবে ঃ এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রাব্ব সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। জেনে রেখ, এমন যালিমদের জন্য আল্লাহর লা'নত,	يُعۡرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ وَيَقُولُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمۡۚ أَلَا لَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ
১৯। যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখত এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত; আর তারাতো আখিরাতেও অমান্যকারী।	١٩. ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ
২০। তারা (সমগ্র) ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কেহ সহায়কও হল। এরূপ লোকদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি হবে; এরা (অবজ্ঞার কারণে আহকাম-সমূহ) না শুনতে সক্ষম হচ্ছিল, আর না তারা সত্য (পথ) দেখছিল।	٢٠. أُوْلَٰٓئِكَ لَمۡ يَكُونُواْ مُعۡجِزِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَۘ يُضَٰعَفُ لَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ مَا كَانُواْ يَسۡتَطِيعُونَ ٱلسَّمۡعَ وَمَا كَانُواْ يُبۡصِرُونَ
২১। এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ	٢١. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ

২২। এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	٢٢. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ

আল্লাহ্ সম্বন্ধে যারা নতুন উদ্ভাবন করে এবং মানুষকে তাঁর পথ অনুসরণে বাধা দেয় তারাই বড় ক্ষতিগ্রস্ত

যে সব লোক আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে, আখিরাতে তাদের মালাইকা, রাসূল, নাবী এবং সমস্ত মানব ও দানব জাতির সামনে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (একদা) আমি ইব্ন উমারের (রাঃ) হাত ধরেছিলাম, এমন সময় একটি লোক তার কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'কিয়ামাতের দিন গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি কিছু বলতে শুনেছেন?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই মহা মহিমান্বিত আল্লাহ মু'মিন বান্দাকে নিজের নিকটবর্তী করবেন, এমনকি তিনি স্বীয় ছায়া তার উপর রাখবেন এবং তাকে জনগণের দৃষ্টির অন্তরাল করবেন। অতঃপর তিনি তাকে তার পাপগুলির স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে বলবেন ঃ 'অমুক পাপকাজ তোমার জানা আছে কি? অমুক পাপ তুমি জান কি? অমুক পাপকাজ সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি?' ঐ মু'মিন বান্দা তার পাপকাজগুলি স্বীকার করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। ঐ সময় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাকে বলবেন ঃ 'হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় আমি তোমার এই পাপগুলি ঢেকে রেখেছিলাম। জেনে রেখ যে, আজকেও আমি ওগুলি ক্ষমা করে দিলাম।' অতঃপর তাকে তার সাওয়াবের আমলনামা প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের উপর সাক্ষীদেরকে পেশ করা হবে। তারা বলবে ঃ 'এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রাব্ব

সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল। জেনে রেখ যে, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।' (আহমাদ ২/৭৪, ফাতহুল বারী ৮/২০৪, মুসলিম ৪/২১২০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا যে লোকেরা জনগণকে সত্যের অনুসরণ করতে এবং হিদায়াতের পথে চলতে বাধা প্রদান করে, যে পথ অনুসরণ করলে তারা মহামহিমান্বিত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। **وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا** *এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত।* আর তারা কামনা করে যে, তাদের পথ যেন সোজা না হয়ে বক্র হয় এবং আখিরাতের দিনকেও যেন অস্বীকার করে। অর্থাৎ কিয়ামাত যে একদিন সংঘটিত হবে তা তারা বিশ্বাস করেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَـئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء তারা ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কেহ সহায়ক হল। অর্থাৎ তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর অধীনস্ত। সব সময় তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি ইচ্ছা করলে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়ায়ই তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে অল্প দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং শাস্তি কে ত্বরান্বিত না করে বিলম্বিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ

তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ছুটাছুটি করবে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ** এরূপ লোকদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ তারা আল্লাহর দেয়া শক্তিকে কাজে লাগায়নি। সত্য কথা শোনা হতে কানকে বধির করে রেখেছে এবং সত্যের অনুসরণ হতে

চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের জাহান্নামে প্রবেশের সময়ের খবর দিচ্ছেন ঃ

وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১০) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮) এ জন্যই তারা যা প্রত্যাখ্যান করার আদেশ দিয়েছে তার প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি আদেশের উপর ও প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার উপর তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أُوْلَـٰـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ *(এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যে সব উপাস্য (দেবতা) তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে গেছে)* অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। কারণ তারা গরম আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ওর মধ্যেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। ক্ষণিকের জন্যও ঐ শাস্তি হালকা করা হবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭)

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্য/দেবতা তারা তৈরী করে নিয়েছিল ঐদিন সেগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। বরং তাদের সর্বপ্রকারের ক্ষতি সাধন করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬)

এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ দেয়। **لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ** *এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।* কেননা তারা জান্নাতের সুবিশাল বাসস্থানের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্তকে গ্রহণ করেছে। তারা গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহর নি'আমাতরাশির পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনকে। আরও গ্রহণ করেছে জান্নাতের সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে জাহান্নামের অগ্নিতুল্য গরম পানিকে এবং ধুম্রপূর্ণ জাহান্নামের আবাসকে। ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরের পরিবর্তে তারা রক্ত পুঁজকেই কবূল করে নিয়েছে। আর তারা কবূল করে নিয়েছে সুউচ্চ ও সুদৃশ্য প্রাসাদমালার পরিবর্তে জাহান্নামের সঙ্কীর্ণ আবাসস্থল। পরম করুণাময় আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শন লাভের পরিবর্তে তারা লাভ করেছে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে, আর নিজেদের রবের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী, তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।	٢٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

২৪। উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু’ ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? তবুও কি তোমরা বুঝনা?	٢٤. مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

ঈমানদারদের জন্য উত্তম প্রতিদান

দুষ্ট ও হতভাগ্যদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা এখানে সৎ ও ভাগ্যবানদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে। সুতরাং তাদের অন্তরগুলিও মু’মিন হয়েছে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও কথা ও কাজের দিক দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখা ও নিকৃষ্ট কাজগুলিকে পরিহার করার মাধ্যমে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে। এরই মাধ্যমে তারা এমন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে উঁচু উঁচু প্রকোষ্ঠ, সারি সারি সাজানো আসনসমূহ, ঝুঁকে পড়া ফলসমূহ, সুসজ্জিত গালিচাসমূহ, উত্তম স্বভাব সম্পন্না রূপসী নারী, বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ফল, মনের চাহিদা মত আহার্য, সুপেয় পানীয় এবং সর্বোপরি যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত। এসব নি‘আমাতরাশি তারা চিরদিনের জন্য পেতে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যু হবেনা, বার্ধক্য আসবেনা, রোগ হবেনা, পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন হবেনা, মুখে থুথু উঠবেনা এবং নাকে শ্লেষ্মাও দেখা দিবেনা। তাদের দেহ হতে যে ঘাম বের হবে তা হবে মিশ্‌ক আম্বরের মত সুগন্ধময়।

ঈমানদার ও বেঈমানের তুলনামূলক আলোচনা

পূর্বে বর্ণিত হতভাগ্য কাফির এবং এখানে বর্ণিত আল্লাহভীরু মু’মিনের দৃষ্টান্ত ঠিক এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের একজন অন্ধ ও বধির এবং অপরজন দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়। সুতরাং কাফির দুনিয়ায় সত্যকে দেখা হতে অন্ধ এবং আখিরাতেও সে কল্যাণের পথ দেখতে পাবেনা। দুনিয়ায় সে সত্যের দলীল প্রমাণাদি শ্রবণ করা থেকে বধির, উপকার দানকারী কথা তারা শুনেইনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) পক্ষান্তরে মু'মিন হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞানী, আলিম ও বুদ্ধিমান। সে ভাল-মন্দ বুঝে এবং এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে ভাল ও সত্যকে গ্রহণ করে এবং মন্দ ও বাতিল পরিত্যাগ করে। সে দলীল প্রমাণাদি শ্রবণ করে এবং ভাল-মন্দ ও সন্দেহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে বাতিল থেকে বেঁচে থাকে এবং সত্যকে মেনে চলে। কাজেই ঐ ব্যক্তি ও এই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর পরেও তোমরা বিপরীতধর্মী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ. وَلَا ٱلظُّلُمَـٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ. وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ. إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ. إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ, আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৯-২৪)

২৫। আর আমি নূহকে তার কাওমের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি, (নূহ বললো) আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী,	٢٥. وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ
২৬। তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করনা; আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করছি।	٢٦. أَن لَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ أَلِيمٖ
২৭। অতঃপর তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব নেতৃস্থানীয় লোক কাফির ছিল তারা বলতে লাগল ঃ আমরাতো তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ দেখতে পাচ্ছি; আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই; আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছিনা, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করছি।	٢٧. فَقَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرٗا مِّثۡلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمۡ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأۡيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡلِۭ بَلۡ نَظُنُّكُمۡ كَٰذِبِينَ

নূহের (আঃ) কাওমের সাথে তাঁর বাদানুবাদ

আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। ভূ-পৃষ্ঠে মুশরিকদেরকে মূর্তি পূজা হতে বিরত রাখার উদ্দেশে সর্বপ্রথম যাঁকে তাদের

কাছে রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনিই ছিলেন নূহ (আঃ)। তিনি তাঁর কাওমের কাছে এসে বলেন ঃ **إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ** তোমরা যদি গাইরুল্লাহর ইবাদাত পরিত্যাগ না কর তাহলে আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হবে। তোমরা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে থাক। যদি তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে আমি তোমাদের উপর কিয়ামাতের দিনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি। তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কাওমের নেতৃস্থানীয় কাফিরেরা তাঁকে বলল ঃ

مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا হে নূহ! তুমি কোন মালাক/ফেরেশতা নও। তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। সুতরাং এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমাদের সবাইকে বাদ দিয়ে তোমার মত একজন লোকের কাছে আল্লাহর অহী আসবে?

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ আর আমরাতো স্বচক্ষে দেখছি যে, ইতর শ্রেণীর লোকেরাই শুধু তোমার দলে যোগ দিচ্ছে। কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোক তোমার দলভুক্ত নয়। যারা তোমার দলে যোগ দিচ্ছে তারা কিছু না বুঝেই তোমার মাজলিসে উঠা-বসা করছে এবং তোমার কথায় 'হ্যাঁ' বলে যাচ্ছে। তা ছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই নতুন ধর্ম তোমাদের কোন উপকারেই আসছেনা। না এর ফলে তোমাদের আর্থিক কোন উন্নতি হচ্ছে, আর না চরিত্র ও সৃষ্টির দিক দিয়ে তোমরা আমাদের ওপর কোন মর্যাদা লাভ করছ।

وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ বরং আমাদের ধারণায় তোমরা সব মিথ্যাবাদী, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ যে, ভাল কাজ করলে এবং আল্লাহর ইবাদাতে লেগে থাকলে পরকালে উত্তম বিনিময় লাভ করা যাবে, আমাদের ধারণায় এ সব কিছুই মিথ্যা। নূহের (আঃ) উপর কাফিরদের এটাই ছিল বক্তব্যের মূল কথা। কিন্তু এটা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হক ও সত্যকে কবূল করে নেয় তাহলে কি সত্যের মর্যাদা কমে যাবে? সত্য সত্যই থাকবে, তা গ্রহণকারী বড় লোকই হোক অথবা ছোট লোকই হোক। বরং সত্য কথা এটাই যে, সত্যের অনুসরণকারীরাই হচ্ছে ভদ্র লোক, হোক না তারা দরিদ্র ও মিসকীন। পক্ষান্তরে সত্য থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই হচ্ছে ইতর ও অভদ্র, হোক না তারা সম্পদশালী ও শাসকগোষ্ঠী। সত্য ঘটনা এটাই যে, প্রথমে দরিদ্র ও মিসকীন লোকেরাই সত্যের

ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আর সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা এর বিরোধিতা করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র কালামে বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা শূরা, ৪৩ ঃ ২৩)

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'নাবুওয়াতের দাবিদার লোকটির অনুসরণ করছে সম্ভ্রান্ত লোকেরা, নাকি দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা?' উত্তরে তিনি বলেন যে, দুর্বল ও দরিদ্র্য লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন যে, রাসূলদের অনুসারী এরূপ লোকেরাই হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ১/৪২)

সত্যকে তাড়াতাড়ি কবূল করলে কোন দোষ নেই। সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ার পর তা গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনই বা কি? বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাজ এটাই হওয়া উচিত যে, সে সর্বাগ্রে ও তাড়াতাড়ি হককে কবূল করে নিবে। এ ব্যাপারে বিলম্ব করা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতাই বটে। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নাবীই খুবই স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিলেন।

وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছিনা। অর্থাৎ নূহের (আঃ) কাওমের তাঁর উপর তৃতীয় আপত্তি এই ছিল যে, তারা তাঁর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছেনা। এটাও তাদের অন্ধত্বের কারণেই ছিল। তারা সত্যের অবলোকন হতে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ। সুতরাং তারা সত্যকে দেখতেও পাচ্ছিলনা এবং শুনতেও পাচ্ছিলনা। বরং তারা অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরছিল। তারা হচ্ছে অপবাদদানকারী, মিথ্যাবাদী এবং ইতর লোক। পরকালে তারাই হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আচ্ছা বলতো, আমি যদি স্বীয় রবের পক্ষ হতে	٢٨. قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن

كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَٰرِهُونَ	প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত হয়ে) থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে রাহমাত (নাবুওয়াত) দান করেন, অতঃপর ওটা তোমাদের বোধগম্য না হয়, তাহলে কি ঐ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা ওটা অবজ্ঞা করতে থাক?
٢٩. وَيَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ	২৯। আর হে আমার কাওম! আমি এতে তোমাদের কাছে কোন ধন সম্পদ চাচ্ছিনা; আমার বিনিময়তো শুধু আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে, আর আমি এই মু'মিনদেরকে বের করে দিতে পারিনা; নিশ্চয়ই তারা নিজেদের রবের সমীপে গমনকারী, পরন্ত আমি তোমাদেরকে নির্বোধ কাওম রূপে দেখছি।
٣٠. وَيَٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ	৩০। হে আমার কাওম! আমি যদি তাদেরকে বের করেই দিই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও হতে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা কি এতটুকু বুঝনা?

নূহের (আঃ) প্রতিক্রিয়া

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমের আপত্তির জবাবে তাদেরকে যে কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই খবর দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কাওমকে বললেন ঃ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَّبِّيَ হে আমার কাওম! সত্য নাবুওয়াত, নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট জিনিস আমার কাছে আমার রবের পক্ষ হতে এসেই গেছে। এটা আমার উপর আমার রবের একটি বড় নি'আমাত। فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا কিন্তু এটা যদি তোমাদের বোধগম্য না হয় এবং তোমরা যদি এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না কর তাহলে কি আমি তোমাদের মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে পারি? নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে আরও বললেন ঃ

وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ হে আমার কাওম! আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি, অর্থাৎ তোমাদের যে মঙ্গল কামনা করছি, এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছিনা। আমার এ কাজের বিনিময় আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় রয়েছে। তোমাদের কথামত আমি যে দরিদ্র মু'মিনদেরকে আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিব এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ কথাই বলা হয়েছিল। এর উত্তরে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল ঃ

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ

আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৩)

৩১। আর আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছিনা যে, আমার	٣١. وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى

নিকট আল্লাহর সকল ভান্ডার রয়েছে। এবং আমি অদৃশ্যের কথা জানিনা, আর আমি এটাও বলিনা যে, আমি মালাক। আর যারা তোমাদের চোখে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারিনা যে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে কোন নি'আমাত দান করবেননা; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ উত্তম রূপে জানেন, আমি এরূপ বললে অন্যায়ই করে ফেলব।	خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزۡدَرِيٓ أَعۡيُنُكُمۡ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيۡرًاۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمۡۖ إِنِّيٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল। তিনি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাদের সকলকে তাঁর ইবাদাত ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করছেন। এর দ্বারা তাদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ লাভ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ছোট-বড় সবারই জন্য তাঁর উপদেশ সাধারণ। যে এটা কবূল করবে সে মুক্তি পাবে। আল্লাহর ধন ভান্ডারকে হেরফের করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি অদৃশ্যের খবরও জানেননা। তবে আল্লাহ যা জানিয়ে দেন তা জানতে পারেন। তিনি মালাক/ফেরেশতা হওয়ারও দাবি করছেননা। বরং তিনি একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ তাঁকে রাসূল করে তাদের নিকট পাঠিয়েছেন এবং তাঁর রিসালাতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি তাঁকে কতগুলি মু'জিযাও দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, যাদেরকে তোমরা ইতর ও অবহেলিত বলছ তাদের ব্যাপারে আমি এ উক্তি করতে পারিনা যে, তাদেরকে তাদের সৎ কাজের বিনিময় প্রদান করা হবেনা। তাদের ভিতরের খবরও আমি জানিনা। তাদের অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। বাইরের মত ভিতরেও যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে। যারা তাদের পরিণাম খারাপ বলবে তারা হবে বড় অত্যাচারী এবং তাদের এই উক্তি হবে অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি।

৩২। তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বির্তক	٣٢. قَالُواْ يَٰنُوحُ قَدۡ جَٰدَلۡتَنَا

৩৩। সে বলল ঃ ওটাতো আল্লাহ তোমাদের সামনে আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবেনা।	٣٣. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
৩৪। আর আমার মঙ্গল কামনা (নাসীহাত) করা তোমাদের কাজে (উপকারে) আসতে পারেনা, তা আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাইনা কেন, যদি আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। তিনিই তোমাদের রাব্ব, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।	٣٤. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাড়া দেয়া

নূহের (আঃ) কাওম যে তাদের উপর আল্লাহর আযাব, গযব ও ক্রোধ অতি সত্বর পতিত হোক এটা কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বলল ঃ قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا হে নূহ! তুমি আমাদেরকে অনেক কিছু শোনালে এবং অনেক

তর্ক-বিতর্কও করলে। এখন আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা তোমার অনুসরণ করবনা এবং তোমার কথাও মানবনা। সুতরাং তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর শাস্তি আমাদের উপর আনয়ন কর। তিনি তাদের এ কথার উত্তরে বললেন ঃ

إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ এটাও আমার অধিকারে নেই, বরং এটা আল্লাহরই হাতে। তবে জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবেনা।

وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ যদি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করা ও ধ্বংস করা স্বয়ং আল্লাহরই ইচ্ছা থাকে তাহলে আমার উপদেশ তোমাদের কোনই কাজে আসবেনা। সবারই মালিক একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত কাজের পূর্ণতা দানের ক্ষমতা তাঁরই। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক। তিনিই হচ্ছেন শাসনকর্তা এবং ন্যায় বিচারক। তিনি অত্যাচার করেননা। তিনিই প্রথমে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতের একক মালিক তিনিই। সমস্ত মাখলূক তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।’

৩৫. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَيَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ	**৩৫। তাহলে কি তারা (মাক্কার কাফিরেরা) বলে, সে (মুহাম্মাদ) এটা (কুরআন) নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি তাহলে আমার এই অপরাধ আমার উপর বর্তাবে, আর তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।**

নাবীগণের সত্যবাদিতা যাচাই করার পদ্ধতি

এই ঘটনার মধ্যভাগে এই নতুন বাক্যটিকে এই ঘটনারই গুরুত্ব ও দৃঢ়তার উদ্দেশে আনা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলেন ঃ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي হে মুহাম্মদ! এই কাফিরেরা তোমার উপর এই অপবাদ দিচ্ছে যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করেছ। তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় তাহলে এই অপরাধ আমার উপরই বর্তাবে। আল্লাহ তা'আলার শাস্তি সম্পর্কে আমার পূর্ণ অবগতি রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করব এটা কি করে সম্ভব? তবে হ্যাঁ, وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ তোমরা যে এই অমূলক ও ভিত্তিহীন দাবি করছ, তোমাদের এই অপরাধের যিম্মাদার তোমরা নিজেরাই। আমি তোমাদের এই অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত।

৩৬। আর নূহের প্রতি অহী প্রেরিত হল ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কাওম হতে আর কেহই ঈমান আনবেনা, অতএব যা তারা করছে তাতে তুমি মোটেই দুঃখ করনা।	٣٦. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ
৩৭। আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর, আর আমার কাছে যালিমদের (কাফিরদের) সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।	٣٧. وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ
৩৮। সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল, আর যখনই তার কাওমের প্রধানদের কোন দল উহার নিকট দিয়ে গমন করত তখনই তার সাথে উপহাস করত। সে বলত ঃ	٣٨. وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن

যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর তাহলে আমরাও (একদিন) তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ।	قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
৩৯। সুতরাং সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, কোন ব্যক্তির উপর এমন আযাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী আযাব নাযিল হবে।	٣٩. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

নূহের (আঃ) প্রতি অহী প্রেরণ এবং শাস্তি মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতির আদেশ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন নূহের (আঃ) কাওম তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়নের জন্য তাড়াহুড়া শুরু করল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বদ দু'আ করতে নূহের (আঃ) কাছে অহী করলেন। তাই নূহ (আঃ) বললেন ঃ

رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّارًا

হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৬)

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ

তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০) তখন আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) কাছে অহী পাঠালেন ঃ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কাওম হতে আর কেহই ঈমান আনবেনা, অতএব তারা যা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করনা।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর। وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ এবং আমার কাছে এই যালিমদের সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের সকলকেই ডুবিয়ে মারা হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নৌকাটি সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত এবং প্রস্ত ছিল পঞ্চাশ হাত। ভিতর ও বাইরে আলকাতরা মাখানো হয়েছিল। নৌকাটি যাতে পানির বুক চিরে চলতে পারে তাতে সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

নৌকাটির ভিতরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রত্যেকটি তলা ছিল দশ হাত করে উঁচু। নীচের তলায় ছিল চতুস্পদ জন্তু ও বন্য জানোয়ার। মধ্য তলায় মানুষ ছিল। আর উপরের তলায় ছিল পাখী। দরজা ছিল প্রশস্ত এবং উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ নূহ (আঃ) নৌকাটি নির্মাণ করতে লেগে গেলেন। সুতরাং কাফিরেরা তাঁকে উপহাস করার একটা সূত্র খুঁজে পেল। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে তারা তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। কেননা তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করত। আর তিনি যে তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তা তারা মোটেই বিশ্বাস করেনি।

তিনি তাদের বিদ্রুপের প্রতিবাদে শুধু এটুকুই বলেছিলেন ঃ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ আজ তোমরা আমাকে উপহাস করছ, কিন্তু জেনে রেখ, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ তেমনই একদিন আমরাই তোমাদেরকে উপহাস করব। مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ সুতরাং তোমরা সত্বরই জানতে পারবে যে, কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর অপমানজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং কার উপর চিরস্থায়ী শাস্তি এসে পড়ে, যা কখনও দূর হবার নয়।

৪০। অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছল এবং যমীন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল, আমি বললাম ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর	٤٠. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا

مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ	**প্রাণী হতে একটি নর এবং একটি মাদী অর্থাৎ দু' দুটি করে তাতে (নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাদের ছাড়া যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিন-দেরকেও। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি।**

প্লাবনের শুরুতে নূহ (আঃ) সব প্রাণীর এক একটি জোড়া নৌকায় তুলে নেন

আল্লাহ তা'আলা নূহের (রাঃ) সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই ওয়াদা অনুযায়ী আকাশ থেকে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হতে শুরু করে এবং যমীনের মধ্য থেকেও পানি উথলে উঠে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ. تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ

ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারি বর্ষনে এবং মাটি হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে। তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১১-১৪)

যমীন হতে পানি উথলে উঠা সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যমীন হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এমনকি চুল্লী হতেও পানি উথলে উঠে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জামহুরেরও উক্তি এটাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ হে নূহ! তুমি নৌকায় তোমার পরিবারবর্গকে উঠিয়ে নাও। তারা হচ্ছে তাঁর পরিবারের লোক ও তাঁর আত্মীয় স্বজন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে নৌকায় উঠানো চলবেনা। ইয়াম নামক তাঁর এক পুত্রও ঐ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সেও পৃথক হয়ে যায়। তাঁর স্ত্রীও ছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত। সেও আল্লাহর রাসূলকে (অর্থাৎ তার স্বামী নূহকে (আঃ) অস্বীকার করেছিল।

وَمَنْ آمَنَ হে নূহ! তোমার কাওমের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও তোমার সাথে নৌকায় উঠিয়ে নাও। **وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ** কিন্তু এই মু'মিনদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাড়ে নয় শ' বছর অবস্থানের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই নূহের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল মোট আশি জন লোক। তাদের মধ্যে স্ত্রী লোকও ছিল। (তাবারী ১৫/৩২৬)

৪১। আর সে বলল ঃ তোমরা এতে আরোহণ কর, এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহরই নামে; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব ক্ষমাশীল, দয়াবান।	٤١. وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِنٰهَا وَمُرْسَنٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
৪২। আর সেই নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে পবর্ততুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল, আর নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগল এবং সে ছিল ভিন্ন স্থানে; হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সাওয়ার হয়ে যাও এবং কাফিরদের সাথে থেকনা।	٤٢. وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

৪৩। সে বলল ঃ আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। সে (নূহ) বলল ঃ আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহই রক্ষাকারী নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন। ইতোমধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল, অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল।	٤٣. قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ

নৌকায় আরোহণ এবং উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে যাত্রা

আল্লাহ তা‘আলা নূহের (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) তাঁর সাথে যাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে বললেন ঃ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا এসো, এই নৌকায় আরোহণ কর। জেনে রেখ যে, এর চলনগতি আল্লাহরই নামের বারাকাতে এবং অনুরূপভাবে এর শেষ স্থিতিও তাঁর পবিত্র নামের বারাকাতেই বটে। আবূ রাজা উতারিদী (রহঃ) بِسْمِ اللّٰهِ مُجْرِيْهَا وَمُرْسِيْهَا (আল্লাহরই নামে যিনি এর চলন, গতি ও স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন) পাঠ করতেন। (তাবারী ১৫/৩২৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ. وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ

যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বল ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহরই যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা মু‘মিনূন. ২৩ ঃ ২৮-২৯) এ

জন্যই এটা মুসতাহাব যে, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, সেটা নৌকায় চড়াই হোক অথবা জন্তুর পিঠে আরোহণ করাই হোক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ

এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুস্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২-১৩) এর প্রতি আগ্রহ উৎপাদনকারী রূপে হাদীসও এসেছে। ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ বর্ণনা সূরা যুখরুফে আসবে। আল্লাহর উপরই ভরসা করছি।

এরপর আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম غَفُوْرٌ ও رَحِيْمٌ রয়েছে। কারণ এই যে, যেন কাফিরদের শাস্তির মুকাবিলায় মু'মিনদের উপর তাঁর ক্ষমা ও করুণার বিকাশ ঘটে। যেমন তাঁর উক্তি ঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৭) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৬) এই ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে দয়া ও প্রতিশোধ গ্রহণের বর্ণনা মিলিতভাবে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ঐ নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে পর্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। এর ভাবার্থ এই যে, নৌকাটি নূহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে পানির উপর চলতে লাগল যে পানি যমীনে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া পর্যন্ত পানি উঠে গিয়েছিল। পাহাড়ের চূড়া ছেড়েও পনের হাত উপরে উঠেছিল। আবার এ উক্তিও আছে যে, পানির ঢেউ পর্বতের

চূড়া ছেড়ে আশি হাত উপরে উঠে গিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও নূহের (আঃ) নৌকা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুমে সঠিকভাবেই চলছিল। স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন ওর রক্ষক এবং ওটা ছিল তাঁর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী। যেমন তিনি তাঁর কালামে বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ. تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ. وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৩-১৫)

নূহের (আঃ) কাফির ছেলেকে ডুবিয়ে মারার ঘটনা

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ ঐ সময় নূহ (আঃ) তাঁর ছেলেকে ডাক দেন। সে ছিল তাঁর চতুর্থ ছেলে। তাঁর নাম ছিল ইয়াম এবং সে ছিল কাফির। নূহ (আঃ) নৌকায় আরোহণ করার সময় তাকে ঈমান আনার এবং নৌকায় আরোহণের আহ্বান জানান, যাতে সে ডুবে যাওয়া এবং কাফিরদের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء কিন্তু সেই হতভাগ্য উত্তর দেয় ঃ না আমার প্রয়োজন নেই। আমি পর্বতে আরোহণ করে এই প্লাবন থেকে বেঁচে যাব। তার ধারণা ছিল প্লাবন পর্বতের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা। সুতরাং সে যখন সেখানে পৌঁছে যাবে তখন পানি তার কি ক্ষতি করতে পারবে? ঐ সময় নূহ (আঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ

لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ আজ আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। যার উপর তাঁর দয়া হবে, একমাত্র সেই রক্ষা পাবে। وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ পিতা-পুত্রের মধ্যে এভাবে আলোচনা চলছে, এমন সময় এক তরঙ্গ এলো এবং নূহের (আঃ) ছেলেকে ডুবিয়ে দিল।

٤٤. وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ	**৪৪। আর আদেশ হল ঃ হে যমীন! স্বীয় পানি শুষে নাও, এবং হে আসমান! থেমে যাও। তখন পানি কমে গেল ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল, আর নৌকা জূদী (পাহাড়) এর উপর এসে থামল। আর বলা হল, অন্যায়কারীরা আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে।**

প্লাবনের যেভাবে সমাপ্তি হল

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নৌকার আরোহীরা ছাড়া যখন যমীনবাসীকে ডুবিয়ে দেন তখন তিনি যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেন যা ওর মধ্য হতে উথলে উঠেছিল এবং আসমানকেও তিনি বর্ষণ বন্ধ করার হুকুম করেন। ফলে পানি কমতে শুরু করে এবং কাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে যায় এবং রক্ষা পায় শুধু নৌকার মু'মিন আরোহীরা।

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে নৌকাটি জূদী পাহাড়ের উপর গিয়ে থেমে যায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, জূদী হচ্ছে জাযীরায় অবস্থিত একটি পাহাড়। সমস্ত পাহাড়কে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। শুধু এই পাহাড়টি নিজের বিনয় ও মিনতি প্রকাশের কারণে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখানেই নৌকাটি নোঙ্গর করে। (তাবারী ১৫/৩৩৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, একমাস পর্যন্ত নৌকাটি এখানেই থাকে এবং সমস্ত লোক ওর উপর হতে অবতরণ করে। জনগণের উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসাবে নৌকাটি

এখানেই সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় থাকে। (তাবারী ১৫/৩৩৮) এমনকি এই উম্মাতের পূর্বযুগীয় লোকেরাও এটাকে দেখেছিল। অথচ এরপরে কোটি কোটি ভাল ও শক্ত নৌকা তৈরি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় এবং ভষ্ম ও মাটিতে পরিণত হয়।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ **وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ** অন্যায়কারীরা আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে। তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। কেহই রক্ষা পায়নি।

৪৫। আর নূহ নিজ রাব্বকে ডাকল এবং বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার এই পুত্রটি আমার পরিবারবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও সম্পূর্ণ সত্য এবং আপনি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।	٤٥. وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِى مِنۡ أَهۡلِى وَإِنَّ وَعۡدَكَ ٱلۡحَقُّ وَأَنتَ أَحۡكَمُ ٱلۡحَـٰكِمِينَ
৪৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করনা যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٤٦. قَالَ يَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَـٰلِحٍ ۖ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡجَـٰهِلِينَ
৪৭। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা	٤٧. قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ

أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ	**হতে আশ্রয় চাচ্ছি যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই, আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যাব।**

নূহের (আঃ) ছেলের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কথোপকথন

এটা মনে রাখা দরকার যে, নূহের (আঃ) এই প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ডুবন্ত ছেলের সঠিক অবস্থা অবগত হওয়া। তিনি প্রার্থনায় বলেন ঃ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي হে আমার রাব্ব! এটাতো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, আমার ছেলেটি আমার পরিবারভুক্ত। আর আমার পরিবারকে রক্ষা করার আপনি ওয়াদা করেছিলেন এবং এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আপনার ওয়াদা মিথ্যা হবে। তাহলে আমার এই ছেলেটি কি করে এই কাফিরদের সাথে ডুবে গেল' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ তোমার যে পরিবারকে রক্ষা করার আমার ওয়াদা ছিল তোমার এই ছেলেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। আমার এই ওয়াদা ছিল মু'মিনদেরকে নাজাত দেয়া। আমি বলেছিলাম ঃ

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ

এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাদের ছাড়া যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪০) তোমার এই ছেলে কুফরী করার কারণে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি জানতাম যে, তারা কুফরী করবে এবং পানিতে ডুবে মারা যাবে। আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সে ছিল নূহের (আঃ) ছেলে। কিন্তু সে নূহের (আঃ) দা'ওয়াত কবূল করায় অস্বীকৃতি জানায় এবং বিরোধিতা করে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কেহ কেহ আয়াতটিকে إِنَّهُ عَمِلَ عَمَلاً غَيْرَ صَالِحٍ এভাবে তিলাওয়াত করেছেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে (নূহের ছেলে) যে কাজ করেছিল তা সৎ আমল ছিলনা। (তাবারী ১৫/৩৪৩)

৪৮। বলা হল ঃ হে নূহ! অবতরণ কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও বারাকাতসমূহ নিয়ে, যা তোমার উপর নাযিল করা হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সাথে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব, অতঃপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি।	٤٨. قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

শান্তি ও বারাকাতসহ অবতরণের নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, নৌকাটি যখন জূদী পর্বতের উপর থেমে গেল তখন নূহকে (আঃ) বলা হল ঃ তোমার উপর ও তোমার সঙ্গীয় মু'মিনদের উপর এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যত মু'মিনের আবির্ভাব ঘটবে তাদের সবারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সাথে সাথে কাফিরদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হল যে, তারা পার্থিব জগতে সুখ ভোগ করবে বটে, কিন্তু (পরকালে) সত্বরই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করা হবে। (তাবারী ১৫/৩৫৩)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তুফান বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, যা পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিল এবং ওর উথলে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আকাশের দরজাও বন্ধ করে দেয়া হল যা তখন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষণ করতেই ছিল। সুতরাং এরপর আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। তখন থেকেই পানি কমতে শুরু করল।

আহলে তাওরাতের বিশ্বাস এই যে, সপ্তম মাসের ১৭ তারিখ নূহের (আঃ) নৌকাটি জূদী পাহাড়ের এসে লেগেছিল। দশম মাসের প্রথম তারিখ পাহাড়সমূহের চূড়া জেগে ওঠে। এর চল্লিশ দিন পর নূহ (আঃ) নৌকার ছাদে একটি ছোট্ট জানালা খুলে দেন। তারপর নূহ (আঃ) পানির প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশে একটি দাঁড় কাক পাঠালেন। কিন্তু কাকটি ফিরে আসতে বিলম্ব করায়

তিনি একটি কবুতর প্রেরণ করেন। কবুতরটি ফিরে আসে। তিনি ওর অবস্থা দৃষ্টে বুঝতে পারেন যে, সে পা রাখার জায়গা পায়নি। তিনি কবুতরটিকে হাতে করে ভিতরে নিয়ে আসেন। সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে পাঠিয়ে দেন। সন্ধ্যার সময় সে ঠোঁটে করে যাইতুনের পাতা নিয়ে ফিরে আসে। এতে আল্লাহর নাবী জানতে পারেন যে, পানি যমীনের সামান্য কিছু উপরে রয়েছে। এর সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে প্রেরণ করেন। এবার কিন্তু কবুতরটি ফিরে এলোনা। এতে তিনি বুঝে নেন যে, যমীন সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে। মোট কথা, সুদীর্ঘ এক বছর পর নূহ (আঃ) নৌকাটির ছাদ খুলে ফেলেন এবং সাথে সাথে তাঁর কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসে, হে নূহ! আমার পক্ষ হতে অবতারিত শান্তির সাথে এখন নেমে পড়। উহা ছিল বন্যার দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশ তম দিন। (তাবারী ১৫/৩৩৮) স্মরণ রাখা দরকার যে, এ সমস্ত বর্ণনাই তাওরাত এবং বাইবেল থেকে বলা হয়েছে, যে বর্ণনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া যায়না।

৪৯। এটা হচ্ছে গাইবি সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী মারফত পৌঁছে দিচ্ছি। ইতোপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার কাওম। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।	٤٩. تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَـٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর নাবীগণের প্রতি অহী করেন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـــذَا হে নাবী! নূহের এই ঘটনা এবং এ ধরনের

অতীতের ঘটনাবলী যেগুলি তুমি জানতেনা এবং তোমার কাওমও জানতনা। কিন্তু অহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে এগুলি জানিয়ে থাকি। আর তুমি জনগণের সামনে এগুলির সত্যতা এমনভাবে প্রকাশ করে থাক যে, যেন তুমি এই ঘটনাবলী সংঘটিত হবার সময় সেখানেই বিদ্যমান ছিলে। অথচ এর পূর্বে না তুমি স্বয়ং এর কোন খবর রাখতে, আর না তোমার কাওম। এটা হলে মানুষ ধারণা করত যে, তুমি এগুলি কারও নিকট থেকে জেনে নিয়েছ। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা তুমি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছ। আর এই অহী ঠিক এভাবেই এসেছে, যেভাবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমার কাওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এর উপর তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সত্বরই আমি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে সাহায্য করব এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী করব, যেমন আমি তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা জয়ী হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১-১৭২) তাই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (হে নাবী!) তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিঃসন্দেহে শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।

৫০। আর 'আদ (সম্প্রদায়) এর প্রতি তাদের ভাই হুদকে (রাসূল রূপে) প্রেরণ করলাম। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া কেহ তোমাদের মা'বূদ নেই;	٥٠. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا

তোমরা শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।	لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ
৫১। হে আমার কাওম! আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা; আমার বিনিময় শুধু তাঁরই জিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বুঝনা?	٥١. يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
৫২। আর হে আমার কাওম! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন, আর তোমরা পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিওনা।	٥٢. وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ

হুদ (আঃ) এবং আ'দ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা হুদকে (আঃ) তাঁর কাওমের কাছে রাসূল রূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর কাওমকে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে নিষেধ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ যাদের তোমরা পূজা করছ তাদেরকে তোমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছ। এমনকি তাদের নাম ও অস্তিত্ব তোমাদের বাজে কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে আরও বলেন ঃ

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا আমি যে তোমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছিনা। এর প্রতিদান স্বয়ং আমার রাব্ব আমাকে দান করবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি এই সহজ কথাটুকুও বুঝতে পারছনা যে, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ বাতলে দিচ্ছেন, এর বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছেননা? তোমরা তোমাদের অতীতের পাপের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক এবং আগামীতে পাপের কাজ থেকে বিরত থাক। এ দু'টি যার মধ্যে থাকবে তার জীবিকার পথ আল্লাহ সহজ করে দিবেন এবং তার কাজও সহজ হয়ে যাবে। আর সর্বক্ষণ তিনি তার হিফাযাত করবেন।

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا জেনে রেখ যে, তোমরা যদি আমার উপদেশ মত কাজ কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যে বৃষ্টি হবে তোমাদের জন্য খুবই উপকারী। আর তোমাদের শক্তিকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনাকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে দেন, সঙ্কীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা দান করেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিয্ক দান করেন যা সে কল্পনাও করেনা।

৫৩। তারা বলল ঃ হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।	٥٣. قَالُوا۟ يَـٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
৫৪। আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে	٥٤. إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ

দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, তোমরা ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ -	بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
৫৫। তাঁর (আল্লাহর) সাথে। অনন্তর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা।	٥٥. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ
৫৬। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে অবস্থিত।	٥٦. إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

হুদ (আঃ) এবং আ'দ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হুদের (আঃ) কাওম তাঁর উপদেশ শুনে তাঁকে বলল ঃ **مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ** হে হুদ! তুমি যে দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছ তারতো কোন দলীল-প্রমাণ আমাদের সামনে পেশ করছনা। **وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ** আর আমরা এটা করতে পারিনা যে, তোমার কথায় আমাদের মা'বূদগুলির উপাসনা পরিত্যাগ করব। আমরা এগুলি ছাড়বনা এবং তোমাকে

সত্যবাদী মেনে নিয়ে তোমার উপর ঈমানও আনবনা। إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ বরং আমাদের ধারণা এই যে, যেহেতু তুমি আমাদেরকে আমাদের মা'বূদগুলোর উপাসনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছ এবং তাদের প্রতি দোষারোপ করছ, সেই হেতু তারা তোমার এই জ্বালাতন সহ্য করতে পারেনি। তাই তাদের কারও অভিশাপের ফল তোমার উপর পতিত হয়েছে। ফলে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। তাদের এই কথা শুনে আল্লাহর নাবী হুদ (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِه যদি তাই হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আমি শুধু তোমাদেরকেই নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকেও সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া যেসব মা'বূদের ইবাদাত করা হচ্ছে আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

এখন শুধু তোমরা নও, বরং তোমাদের এই সব মিথ্যা ও বাজে মা'বূদকেও ডেকে নাও এবং তোমরা সবাই মিলে যত পার আমার ক্ষতি সাধন কর। আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা এবং আমার প্রতি কোন সমবেদনাও প্রকাশ করনা।

فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ আমার ক্ষতি সাধন করার তোমাদের যত ক্ষমতা থাকে তা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনা। إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। যিনি আমার ও তোমাদের সকলেরই মালিক। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমার ক্ষতি করার কারও সাধ্য নেই। এমন কেহ নেই যে, তাঁর হুকুম অমান্য করে তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি কখনও অত্যাচার করেননা। তিনি সরল-সঠিক পথে রয়েছেন।

হুদের (আঃ) এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। তিনি 'আদ সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর এই উক্তির মধ্যে আল্লাহর একাত্মবাদের বহু দলীল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কেহ যখন লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়, তিনি ছাড়া কারও কোন জিনিসের উপর যখন কোন অধিকার নেই, তখন একমাত্র তিনিই যে ইবাদাতের যোগ্য এটা প্রমাণিত হয়ে গেল। আর তোমরা তাঁকে ছাড়া যে সব

মা'বূদের ইবাদাত করছ তারা কারও কথা শুনতে পায়না, কেহকে সাহায্যও করতে পারেনা। সুতরাং সেই সবগুলি বাতিল বলে সাব্যস্ত হল। আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আধিপত্য, ব্যবস্থাপনা, অধিকার এবং ইখতিয়ার একমাত্র তাঁরই। সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

৫৭। অতঃপর যদি তোমরা ফিরে যাও তাহলে আমাকে যে বার্তা দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি ওটা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি; আর আমার রাব্ব ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের পরিবর্তে অন্য লোকদেরকে আবাদ করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবেনা। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।	٥٧. فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ
৫৮। আর যখন আমার (শাস্তির) হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি হুদকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর তাদেরকে বাঁচালাম অতি কঠিন শাস্তি হতে।	٥٨. وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَـٰهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
৫৯। আর তারা ছিল 'আদ সম্প্রদায়, যারা নিজের রবের নিদর্শনগুলিকে অস্বীকার করল এবং রাসূলদেরকে অমান্য	٥٩. وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا۟ رُسُلَهُۥ

وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمۡرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ	**করল, পক্ষান্তরে তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত।**
٦٠. وَأُتۡبِعُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا لَعۡنَةً وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمۡۗ أَلَا بُعۡدًا لِّعَادٍ قَوۡمِ هُودٍ	**৬০। আর এই দুনিয়ায়ও অভিসম্পাত তাদের সঙ্গে রইল এবং কিয়ামাত দিবসেও; ভাল রূপে জেনে রেখ! 'আদ নিজ রবের সাথে কুফরী করল; আরও জেনে রেখ! দূরে পড়ে রইল 'আদ, রাহমাত হতে, যারা হুদের কাওম ছিল।**

হুদ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলতে লাগলেন ঃ 'আমার কাজ আমি পূর্ণ করেছি। আল্লাহর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা যদি তা না মেনে চল তাহলে এর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হবে, আমার উপর নয়।

وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ আল্লাহ তা'আলার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তোমাদের স্থলে তিনি এমন জাতিকে আনবেন যারা তাঁর তাওহীদকে স্বীকার করবে এবং তাঁরই ইবাদাত করবে। তিনি তোমাদেরকে মোটেই পরওয়া করেননা। তোমাদের কুফরী তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। বরং এর শাস্তি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ আমার রাব্ব স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। তাদের কথা ও কাজ তাঁর দৃষ্টির সামনেই রয়েছে।

আ'দ জাতির ধ্বংস এবং মুসলিমদের মুক্তি লাভ

শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। কল্যাণ ও বারাকাত হতে শূন্য এবং শাস্তিতে পরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ঐ সময় হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের ফলে এই শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেন। কঠিন শাস্তি তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হল। এরাই ছিল 'আদ সম্প্রদায় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং তাঁর

নাবীকে মেনে চলেনি। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন একজন নাবীকে অমান্যকারী হচ্ছে সমস্ত নাবীকেই অমান্যকারী। ‘আদ সম্প্রদায় ঐ লোকদেরকেই মেনে চলত যারা ছিল তাদের মধ্যে একগুঁয়ে ও উদ্ধত। এদের উপর আল্লাহ ও তাঁর মু’মিন বান্দাদের লা’নত বর্ষিত হল। এই দুনিয়ায়ও তাদের আলোচনা হতে থাকল লা’নতের সাথে এবং কিয়ামাতের দিনও হাশরের মাঠে সকলের সামনে তাদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হবে।

সেই দিন ঘোষণা করা হবে যে, **وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ** ‘আদ সম্প্রদায় হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি এই যে, এই ‘আদ সম্প্রদায়ের পরে দুনিয়ার বুকে যত নাবীর আগমন ঘটে সবাই তাদের উপর লা’নত বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের ভাষায় আল্লাহ তা‘আলার লা’নতও তাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে।

৬১। আর আমি ছামূদ (সম্প্রদায়) এর নিকট তাদের ভাই সালিহকে নাবী রূপে প্রেরণ করলাম। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া কেহ তোমাদের মা’বূদ নেই, তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর মনোনিবেশ কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব নিকটে রয়েছেন এবং তিনি আবেদন গ্রহণকারী।	٦١. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি সালিহকে (আঃ) ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট নাবী রূপে প্রেরণ করেছিলেন। তাবুক এবং মাদীনার মধ্যবর্তী এক পাহাড়ী এলাকায় বড় বড় ইমারাত নির্মাণ করে তারা বসবাস করত। তিনি স্বীয় কাওমকে আল্লাহর ইবাদাত করার এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য মা'বূদগুলির ইবাদাত পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রথম সৃষ্টি মাটি দ্বারা শুরু করেছিলেন। তোমাদের সবারই পিতা আদমকে (আঃ) এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ভূ-পৃষ্ঠে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। ফলে তোমরা আজ এখানে কালাতিপাত করছ। فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ তোমাদের পাপের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আর তাঁরই পানে মনোনিবেশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। তিনি খুবই নিকটে রয়েছেন এবং তিনি প্রার্থনা কবূলকারী। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী। কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৬)

৬২। তারা বলল ঃ হে সালিহ! তুমিতো ইতোপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসা স্থল ছিলে। তুমি কি আমাদেরকে ঐ বস্তুর ইবাদাত করতে নিষেধ করছ যাদের ইবাদাত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা করে এসেছে? আর যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদের	٦٢. قَالُواْ يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا

تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ مُرِيبٖ	ডাকছ, বস্তুতঃ আমরা তৎসম্বন্ধে গভীর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি, যা আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।
٦٣. قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي مِنۡهُ رَحۡمَةٗ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنۡ عَصَيۡتُهُۥۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيۡرَ تَخۡسِيرٖ	৬৩। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আচ্ছা বলতো, আমি যদি নিজ রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর থাকি (এবং) তিনি আমার প্রতি নিজের রাহমাত (নাবুওয়াত) দান করে থাকেন, আমি যদি আল্লাহর কথা না মানি তাহলে আমাকে আল্লাহ (শাস্তি) হতে কে রক্ষা করবে? তাহলেতো তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই করছ।

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন

সালিহ (আঃ) ও তাঁর কাওমের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল আল্লাহ তা‘আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা সালিহকে (আঃ) বলল ঃ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَـــذَا এসব কথা তুমি মুখে আনবেনা। এর পূর্বে আমরা তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সবই গুড়ে বালি। أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا তুমি আমাদেরকে আমাদের পিতৃ পুরুষদের রীতিনীতি ও পূজা-পার্বণ থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছ। وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب কিন্তু তুমি আমাদেরকে যে নতুন পথ দেখাচ্ছ তাতে আমাদের বড় রকমের সন্দেহ রয়েছে। তাদের এ কথা শুনে সালিহ (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي

হে আমার কাওম! জেনে রেখ যে, আমি মযবূত দলীলের উপর রয়েছি। আমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন রয়েছে। আমার সত্যবাদিতার উপর আমার মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা রয়েছে। আমার কাছে রয়েছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত রূপ রাহমাত। এখন যদি আমি তোমাদেরকে এর দা'ওয়াত না দেই এবং আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করি, আর তোমাদেরকে তাঁর ইবাদাতের দিকে আহ্বান না করি তাহলে কে এমন আছে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে এবং তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে? তোমরা আমার কোনই উপকারে আসবেনা, তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করবে।

৬৪। আর হে আমার কাওম! এটা হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী যা তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব ওকে ছেড়ে দাও যেন আল্লাহর যমীনে চরে খায়, আর ওকে খারাপ উদ্দেশে স্পর্শ করনা, অন্যথায় তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি এসে পাকড়াও করতে পারে।	٦٤. وَيَـٰقَوْمِ هَـٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ
৬৫। অনন্তর তারা ওকে মেরে ফেলল। তখন সে বলল ঃ তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।	٦٥. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
৬৬। অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, আমি সালিহকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল	٦٦. فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَـٰلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ

তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর বাঁচালাম সেই দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব শক্তিমান, পরাক্রমশালী।	بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ
৬৭। আর সেই যালিমদেরকে এক প্রচন্ড ধ্বনি এসে আক্রমন করল যাতে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।	٦٧. وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَـٰرِهِمْ جَـٰثِمِينَ
৬৮। যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনো বসবাস করেনি। ভাল রূপে জেনে রেখ! ছামূদ সম্প্রদায় নিজ রবের সাথে কুফরী করেছিল। জেনে রেখ, ছামূদ সম্প্রদায় রাহমাত হতে দূরে ছিটকে পড়ল।	٦٨. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا۟ كَفَرُوا۟ رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ

এ সব আয়াতের পূর্ণ তাফসীর, ছামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা এবং উষ্ট্রীর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলার নিকটই তাওফীক কামনা করছি।

৬৯। আর আমার প্রেরিত মালাইকা ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল। (এবং) তারা বলল ঃ সালাম! ইবরাহীম বলল ঃ সালাম! অতঃপর অনতি বিলম্বে একটা ভাজা গো-বৎস	٦٩. وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا ۖ قَالَ سَلَـٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ

আনয়ন করল।	بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
৭০। কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের থেকে শংকিত হল। (এ দেখে) তারা বলল ঃ ভয় করবেননা, আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	٧٠. فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ
৭১। আর তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল। তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের।	٧١. وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ
৭২। সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার!	٧٢. قَالَتْ يَـٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ
৭৩। তারা (মালাক) বলল ঃ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে	٧٣. قَالُوٓاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَـٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ

মালাইকার ইবরাহীমের (আঃ) কাছে আগমন এবং ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا যখন আমার দূতেরা ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এলো। তাঁরা ছিল মালাইকা। একটি উক্তি এই রয়েছে যে, তাঁরা তাঁকে ইসহাকের (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় উক্তি এই আছে যে, তাঁরা তাঁকে লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। প্রথম উক্তিটির সাক্ষী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তি ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَـٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ

অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাইকার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করল। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৭৪) মালাইকা এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনিও তাঁদের সালামের জবাবে سَلاَمٌ বললেন। ইলমে বায়ানের আলেমগণ বলেন যে, মালাইকার সালামের উত্তরে ইবরাহীমের (আঃ) সালামটিই উত্তম। কেননা سَلاَمٌ শব্দটি رَفع বা পেশ দিয়ে পড়ায় এতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব এসেছে।

সালাম বিনিময়ের পরেই ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের সামনে আতিথ্যরূপে গো-বৎসের ভাজা গোশ্ত পেশ করেন। অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

অতঃপর সে গৃহাভ্যন্তরে গেল এবং একটি মাংশল ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল। তাদের সামনে রাখল এবং বলল ঃ তোমরা খাচ্ছনা কেন? (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ২৬-২৭)

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ যখন তিনি দেখেন যে, নবাগত মেহমানগণ খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছেননা তখন তিনি তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগলেন এবং শঙ্কিত হলেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংস সাধনের জন্য যে মালাইকার পাঠান হয়েছিল তাঁরা সুশ্রী যুবক রূপে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন। তারা ইবরাহীমের (আঃ) বাড়িতে আগমন করলে তিনি তাদেরকে দেখে খুবই সম্মান করেন এবং তাড়াতাড়ি গো-বৎসের গোশত গরম পাথরে সেঁকে এনে তাদের সামনে পেশ করেন। নিজেও তিনি তাদের সাথে দস্তরখানায় বসে পড়েন। তারা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং বলেন ঃ আমরা কোন খাদ্যের মূল্য না দেয়া পর্যন্ত তা খাইনা। ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ তাহলে মূল্য প্রদান করুন! তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর মূল্য কত? তিনি উত্তরে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা এবং খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, এটাই হচ্ছে এর মূল্য। এ কথা শুনে জিবরাইল (আঃ) মীকাঈলের (আঃ) দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, বাস্তবিকই তাঁর মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের খলীল (বন্ধু) বানিয়ে নিবেন।

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ তখনও তারা যখন খাদ্য খেলেননা তখন বিভিন্ন প্রকারের ধারণা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হল। সারা' (রহঃ) যখন দেখলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং তাদেরকে আহার করানোর কাজে লেগে রয়েছেন তখন তিনিও খাবার পরিবেশনে লেগে যান এবং হেসে উঠেন। তিনি বললেন ঃ কি আশ্চর্য! আমরা আমাদের মেহমানদেরকে অতি যত্নসহকারে সম্মানের সাথে যথাযোগ্য আতিথেয়তা করতে চাচ্ছি, অথচ তারাতো খাদ্যই গ্রহণ করছেননা। (তাবারী ১৫/৩৮৯) তাঁর এ অবস্থা দেখে মালাইকা তাঁকে বললেন ঃ لاَ تَخَفْ ভয়ের কোন কারণ নেই। তারা বললেন ঃ إِنَّا أُرْسِلْنَا আমরা মানুষ নই, বরং মালাইকা। লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি।' লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের কথা শুনে সারা' (রাঃ) খুশি হয়ে হেসে উঠেন। ঐ সময় তিনি আরও একটি সুসংবাদ শুনলেন। তা এই যে, ঐ নৈরাশ্যের বয়সেও তিনি সন্তানের মা হবেন। এটা ছিল তাঁর কাছে খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। মোট কথা, মালাইকা তাঁকে ইসহাক (আঃ) নামক সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং এ কথাও বলেন যে, ইসহাকের (আঃ) ঔরসে ইয়াকূব (আঃ) নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হল তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল ঃ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৩)

এ আয়াত থেকে এই দলীল গ্রহণ করা যায় যে, 'যাবীহুল্লাহ' (আল্লাহর পথে যবাহকৃত) ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ) ছিলেননা। কেননা ইসহাকের (আঃ) ব্যাপারেতো এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর ঔরসে ইয়াকূব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, ইবরাহীমকে (আঃ) এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে ইসহাককে (আঃ) যেন কুরবানী করা হয়। অথচ তখন পর্যন্ত তিনি শিশু ছিলেন এবং তাঁর ঔরষে পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যাঁর নাম ইয়াকূব (আঃ) হবে বলেও আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে ছিলেন? আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং তা তিনি কখনও ভঙ্গ করেননা। অতএব এটা কখনও সম্ভব হতে পারেনা যে, ইবরাহীমকে (আঃ) বলা হয়েছিল যে, তিনি যেন তাঁর শিশু পুত্রকে (ইসহাককে) কুরবানী করেন। বরং এটাই সঠিক কথা ও উত্তম সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করেন।

মালাইকার এই শুভ সংবাদ শুনে নারীদের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী সারা' (রহঃ) বিস্ময় প্রকাশ করেন। **قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـــذَا بَعْلِي شَيْخًا** *(সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ)* তার বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে, তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং সেই বয়সে সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব? এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। তার মুখের কথা তার ভাষায়ই আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বর্ণনা করেন ঃ

فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়িয়ে বলল ঃ এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হবে? (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ২৯)

এ দেখে মালাইকা বললেন ঃ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ আল্লাহ তা'আলার কাজে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে এই বয়সেই সন্তান দান করবেন। যদিও আজ পর্যন্ত আপনার কোন সন্তান হয়নি এবং আপনার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছেন, তথাপি জেনে রাখুন যে, আল্লাহর ক্ষমতার কোন শেষ নেই। তিনি যা চান তা'ই হয়ে থাকে। তিনিতো শুধু বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ হে নাবী পরিবারের লোক! তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার রাহমাত ও বারাকাত রয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তাঁর কাজে বিস্ময় প্রকাশ করবে। তিনি হচ্ছেন প্রশংসার যোগ্য ও মহা মহিমান্বিত। তিনি তাঁর সব কাজে, সব বাক্যে প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে এবং প্রতিদানে অতুলনীয়।

এখানে একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আমরা জানি যে, আপনাকে কিভাবে সম্ভাষন করতে হবে, কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার উপর দুরুদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেন, তোমরা পাঠ করবে ঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেরূপ ইবরাহীম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর বারাকাত দান কর, যেরূপ ইবরাহীম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩০৫)

৭৪। অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাইকার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করল।	٧٤. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَـٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ
৭৫। বাস্তবিক ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়।	٧٥. إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ
৭৬। হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও, তোমার রবের আদেশ এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই প্রতিহত করার নয়।	٧٦. يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

লূতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মেহমানদের খাদ্য না খাওয়ার কারণে ইবরাহীমের (আঃ) অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার পর তা দূর হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাঁর সন্তান লাভ করারও শুভ সংবাদ পেয়ে যান। আর এটাও তিনি জানতে পারেন যে, মালাইকা লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি মালাইকাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'যদি কোন গ্রামে তিন শত মু'মিন বাস করে তাহলে কি সেই গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে? উত্তরে জিবরাইল (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেন ঃ 'না।' ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'যদি দুই শতজন মু'মিন থাকে তাহলে ধ্বংস করা যাবে কি?' এবারও 'না' উত্তর আসে। ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'যদি চল্লিশ জন মু'মিন থাকে তাহলে ধ্বংস করা যাবে কি?' এবারও 'না' উত্তর আসে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন ঃ 'যদি ত্রিশ জন মু'মিন থাকে? জবাবে এবারও 'না' বলা হয়। এমনকি সংখ্যা কমাতে কমাতে পাঁচ জনের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মালাইকা উত্তরে না'ই বলেন। আবার একজন মু'মিন

থাকলে ঐ গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে কিনা এ প্রশ্ন করা হলে ঐ 'না' উত্তরই আসে। তখন ইবরাহীম (আঃ) মালাইকাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ فِي قَوْمِ لُوطٍ সেখানেতো লূত (আঃ) রয়েছেন। তাহলে ঐ গ্রামে লূতের (আঃ) বিদ্যমানতায় কি করে আপনারা ওটাকে ধ্বংস করবেন? জবাবে মালাইকা বলেন ঃ 'ঐ গ্রামে লূত (আঃ) যে রয়েছেন তা আমাদের জানা আছে। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোককে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে রেহাই দেয়া হবেনা।' মালাইকার এ কথায় ইবরাহীম (আঃ) মনে প্রশান্তি লাভ করেন এবং নীরব হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ সত্যিই ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু, দয়ালু ও কোমল হৃদয়। এ আয়াতের তাফসীর ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীর উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) উপরোক্ত আলোচনা ও সুপারিশের জবাবে তাঁকে বলেন ঃ

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ হে ইবরাহীম! তুমি এসব কথা ছেড়ে দাও। তোমার রবের নির্দেশ এসেই গেছে। এখন তাদের উপর শাস্তি চলে আসবে এবং এটা আর কিছুতেই টলানোর নয়।

৭৭। আর যখন আমার ঐ মালাইকা লূতের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং সেই কারণে অন্তর সংকুচিত হল, আর বলল ঃ আজকের দিনটি অতি কঠিন।	٧٧. وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ
৭৮। আর তার কাওম তার কাছে ছুটে এলো, এবং তারা পূর্ব হতে কু-কার্যসমূহ করেই আসছিল। লূত বলল ঃ হে আমার কাওম! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা	٧٨. وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ هَـٰٓؤُلَآءِ

بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ	রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের সামনে অপমানিত করনা; তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ লোক কেহ নেই?
٧٩. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ	৭৯। তারা বলল ঃ তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা।

লূতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন এবং তাদের মাঝে বাক্যের আদান প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই মালাইকা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং লূতের (আঃ) বাসভূমিতে বা তাঁর বাড়িতে পৌঁছেন। তারা সুদর্শন যুবকদের রূপ ধারণ করেছিলেন, যেন লূতের (আঃ) কাওমের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। লূত (আঃ) ঐ মেহমানদেরকে দেখে স্বীয় কাওমের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। তিনি মনে মনে বলেন ঃ ‘আমি যদি এদেরকে মেহমান হিসাবে রেখে দেই তাহলে খুব সম্ভব আমার কাওমের লোকেরা সংবাদ পেয়ে (তাদের সাথে দুষ্কার্য করার উদ্দেশে) দৌড়ে আসবে। আর যদি অতিথি হিসাবে আমার বাড়িতে না রাখি তাহলে এরা তাদেরই হাতে পড়ে যাবে।’ তাঁর মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল ঃ هَـٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ আজকের দিনটি খুবই কঠিন ও ভয়াবহ দিন। আমার কাওম তাদের দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবেনা, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করারও আমার শক্তি নেই। সুতরাং কি না জানি ঘটবে!’

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ মালাইকা মানুষের আকারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঐ সময় লূত (আঃ) তাঁর বাসভূমিতে অবস্থান করছিলেন এমতাবস্থায় তারা তাঁর মেহমান হন। লজ্জা বশতঃ তিনি তাদেরকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করতে পারছিলেননা এবং বাড়িতে নিয়ে যেতেও সাহস করছিলেননা। তিনি তাদের আগে আগে চলছিলেন যেন তারা ফিরে যান শুধু এই উদ্দেশে পথিমধ্যে তাদেরকে বলছিলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এখানকার মত খারাপ ও দুশ্চরিত্র লোক আমি আর কোথাও দেখিনি।' কিছু দূর গিয়ে আবার এ কথাই বলেন। মোট কথা, বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত এ কথা তিনি চারবার উচ্চারণ করেন। মালাইকাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত না তাদেরকে নাবী তাদের মন্দ কাজের বর্ণনা দেন, সেই পর্যন্ত যেন তাদেরকে ধ্বংস করা না হয়। (তাবারী ১৫/৪০৮)

মালাইকার আগমনের খবর শোনা মাত্রই তাঁর কাওম আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসে। পুরুষ লোকদের সাথে দুষ্কার্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় আল্লাহর নাবী লূত (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ

يَا قَوْمِ هَــؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ তোমরা তোমাদের এই অভ্যাস পরিত্যাগ কর। মহিলাদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ কর। **بَنَاتِيْ** অর্থাৎ 'আমার কন্যাগুলি' এ কথা তিনি এ কারণেই বলেন যে, প্রত্যেক নাবী তাঁর উম্মাতের যেন পিতা। লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে থাকেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশ দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে? আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৬৫-১৬৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالُوٓاْ أَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

তারা বলল ঃ আমরা কি দুনিয়াবাসী লোককে আশ্রয় দিতে আপনাকে নিষেধ করিনি? (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭০)

قَالَ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ. لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِى سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ

লূত বলল ঃ একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭১-৭২)

قَالَ يَا قَوْمِ هَــؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ *(লূত বলল ঃ হে আমার কাওম! আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম)* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এ কথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, লুত (আঃ) তাঁর কাওমকে তাঁর নিজের কন্যাদের সম্পর্কে এটা বলেননি। বরং নাবী তাঁর সমস্ত উম্মাতের পিতা স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজনও এ কথাই বলেন। (তাবারী ১৫/৪১৩) লূত (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন ঃ

فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, মহিলাদের প্রতি আগ্রহান্বিত হও, তাদেরকে বিয়ে করে কাম বাসনা পূর্ণ কর। আর এ উদ্দেশে পুরুষ লোকদের কাছে যেওনা। বিশেষ করে এরা আমার মেহ্মান। তোমরা আমার মর্যাদার দিকে খেয়াল কর।

أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ তোমাদের মধ্যে কি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন একজন লোকও নেই? একজনও কি ভাল লোক নেই? তাঁর এ কথার জবাবে দুর্বৃত্তেরা বলেছিল ঃ **قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ** তোমার কন্যাদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এখানেও **بَنَاتِكَ** অর্থাৎ তোমার কন্যাগণ দ্বারা কাওমের মহিলাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারা আরও বলল ঃ **وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ** আমরা কি চাই তা তুমি অবশ্যই জান। অর্থাৎ আমাদের মনের বাসনা হচ্ছে যুবকদের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাদের দ্বারা কাম বাসনা মেটানো। সুতরাং আমাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করনা এবং আমাদেরকে উপদেশ দান বৃথা।

৮০। সে বলল ঃ কি উত্তম হত যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলত, অথবা আমি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম!	٨٠. قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ
৮১। তারা (মালাইকা) বলল ঃ হে লূত! আমরাতো আপনার রবের প্রেরিত বার্তাবাহক, তারা কখনো আপনার নিকট পৌঁছতে পারবেনা, অতএব আপনি রাতের কোন এক ভাগে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে চলে যান, আপনাদের কেহ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না চায়; কিন্তু হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী যাবেনা, তার উপরও ঐ আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে, তাদের (শাস্তির) অঙ্গীকার কৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃকাল, প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?	٨١. قَالُواْ يَـٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

লূতের (আঃ) অসহায়ত্বের ফলে সাহায্য কামনা এবং তারা প্রকাশ করলেন যে, তারা আল্লাহর মালাইকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً লূত যখন দেখল যে, তার উপদেশ তার কাওমের উপর ক্রিয়াশীল হচ্ছেনা তখন তাদেরকে ধমকের সুরে বলল ঃ যদি আমার শক্তি থাকত বা আমার আত্মীয়-স্বজন শক্তিশালী হত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের এই দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করাতাম।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লূতের (আঃ) উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক, অবশ্যই তিনি

কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি মহা মহিমান্বিত আল্লাহর সত্তাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর পরে যে নাবীকেই প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি তাঁর প্রভাবশালী কাওমের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছেন। (তিরমিযী ৩১১৬) মালাইকা লূতের (আঃ) মনমরা অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ করেন। তারা বলেন ঃ

قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ হে লূত! আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা কখনও আপনার নিকট পৌঁছতে পারবেনা। (এবং আমাদের নিকটও না)। আপনি অদ্য রাতের শেষ ভাগে আপনার পরিবার পরিজনসহ এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। আপনি নিজে তাদের পিছনে থেকে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সরাসরি নিজেদের পথে চলতে থাকবেন। **وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ** আপনাদের কেহই যেন কাওমের হা-হুতাশ, কান্নাকাটি এবং চীৎকার শুনে তাদের দিকে ফিরেও না দেখে। তারা আরও বলেন ঃ

إِلاَّ امْرَأَتَكَ *কিন্তু হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী যাবেনা।* এর থেকে তারা লূতের (আঃ) স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। তারা বলেন যে, তার স্ত্রী তাদের অনুসরণ করতে পারবেনা, সে তার কাওমের শাস্তির সময় তাদের হা-হুতাশ ও কান্না শুনে তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। কেননা তার কাওমের সাথে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে, এ ফাইসালা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে হয়েই গেছে। এক কিরাআতে **الاَّ امْرَأَتُكَ** অর্থাৎ **ت** অক্ষরের উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। যে সব বিজ্ঞজনের নিকট ' পেশ' ও 'যবর' দুটিই জায়িয তারা বর্ণনা করেন যে, লূতের (আঃ) স্ত্রীও তাদের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় কাওমের চীৎকার শুনে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি। সে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল এবং 'হায় আমার কাওম!' এ কথা মুখ দিয়ে বেরও হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে একটা পাথর তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সেও ধ্বংস হতে যায়। লূতকে (আঃ) আরও সান্ত্বনা দানের জন্য তাঁর কাওমের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করে দেন ঃ

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ সকাল হওয়া মাত্রই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর সকালতো খুবই নিকটে।

তাদের এ কথোপকথনের সময় লূতের (আঃ) কাওম তাঁর দরজার উপর দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তারা প্রবলভাবে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল এবং লূত (আঃ) তাদেরকে ঠেকাতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তার ডানা দ্বারা তাদের মুখের উপর আঘাত করেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে যায় এবং পলায়নের পথও খুঁজে পাচ্ছিলনা। তাদের বর্ণনায় অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدۡ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيۡفِهِۦ فَطَمَسۡنَآ أَعۡيُنَهُمۡ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ

তারা লূতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবী করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩৭)

৮২। অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, আমি ঐ ভূ-খন্ডের উপরি ভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল,	٨٢. فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَـٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ
৮৩। যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়।	٨٣. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ

লূতের (আঃ) শহরকে উল্টে দেয়া হল এবং তাঁর কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا** যখন আমার হুকুম (শাস্তি) এসে পৌঁছল, ওটা ছিল সূর্য উদিত হওয়ার সময়। সাদূম নামক গ্রামকে আল্লাহ তা'আলা উপরি ভাগকে নীচে করে দেন।

فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ

ওকে আচ্ছন্ন করল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি! (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৪)

তাদের উপর আকাশ থেকে পাকা মাটির পাথর বর্ষিত হতে লাগল, যা ছিল খুবই শক্ত ও বড় বড় ওযনের। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, سِجِّيْل শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্ত, বড়। سِجِّيْل ও سِجِّيْن এর لام ও نُوْن দু'বোন অর্থাৎ দু'টির অর্থ একই।

مَنْضُوْد শব্দের অর্থ হচ্ছে একের পর এক বা ক্রমাগত। ঐ পাথরগুলির উপর ঐ লোকগুলির নাম লিখা ছিল। যে পাথরে যে ব্যক্তির নাম লিখা ছিল ঐ পাথর ঐ ব্যক্তির উপরই বর্ষিত হচ্ছিল। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, مُسَوَّمَة এর অর্থ হচ্ছে مُطَوَّقَة অর্থাৎ 'তাওক' বা শৃংখল করা ছিল, যা লাল রঙ্গে ডুবিয়ে নেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৫/৪৩৮) এই পাথরগুলি ঐ শহরবাসীদের উপরও বর্ষিত হয় এবং ওখানকার যারা অন্য গ্রামে গিয়েছিল সেখানেও (তাদের উপর) বর্ষিত হয়। তাদের যে যেখানে ছিল সেখানেই পাথর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। কেহ হয়তো কোন জায়গায় কারও সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেখানেই আকাশ হতে তার উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। মোট কথা, তাদের একজনও রক্ষা পায়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد ঐ জনপদগুলি এই অত্যাচারীদের (বাসভূমি) হতে বেশি দূরে নয়। সুনানের হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে ঃ যদি তোমরা কেহকে লূতের (আঃ) কাওমের আমলের মত আমল করতে দেখতে পাও তাহলে যে এই কাজ করছে এবং যার উপর করছে উভয়কেই হত্যা কর। (আবূ দাঊদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬, ইব্‌ন মাজাহ ২৫৬১)

৮৪। আর আমি মাদইয়ানের (অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে প্রেরণ করলাম। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া আর কেহ তোমাদের ইলাহ নেই; আর তোমরা	٨٤. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا

تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ	**পরিমাপে ও ওযনে কম করনা। আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছল দেখতে পাচ্ছি, আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিনের শাস্তির ভয় করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে।**

মাদইয়ানবাসীদের প্রতি শু'আইবের (আঃ) আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি মাদইয়ানবাসীর নিকট তাদের ভাই শু'আইবকে নাবী করে পাঠিয়েছিলাম। তারা হচ্ছে আরাবের ঐ গোত্র যারা হিজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান মাআ'নের নিকট বসবাস করত। তাদের শহরের নাম ছিল মাদইয়ান। তাদের নিকট শু'আইবকে (আঃ) নাবী করে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। আর তিনি তাদেরই মধ্যকার একজন লোক ছিলেন। তাই তাঁকে **أَخَاهُمْ** বা তাদের ভাই বলা হয়েছে। তিনিও নাবীগণের রীতিনীতি, অভ্যাস এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কাওমকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে মাপে ও ওযনে কম করা হতে বিরত থাকতে বলেন, যাতে কারও হক নষ্ট করা না হয়। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইহ্সানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল রেখেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেওনা। তিনি তাদের কাছে নিজের ভয় প্রকাশ করে বললেন ঃ **وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ** যদি তোমরা তোমাদের শির্কপূর্ণ রীতিনীতি এবং অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত না থাক তাহলে তোমাদের এই ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থা দূরাবস্থায় পরিবর্তিত হবে।

٨٥. وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ	**৮৫। আর হে আমার কাওম! তোমরা পরিমাপ ও ওযনকে**

৮৬। আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা'ই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই।	٨٦. بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

শু'আইব (আঃ) প্রথমে তাঁর কাওমকে মাপে ও ওযনে কম করতে নিষেধ করেন। এরপর পরস্পর লেন-দেনের সময় ন্যায় পরায়ণতার সাথে পুরাপুরিভাবে মাপ ও ওযন করার নির্দেশ দেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কাজ করতে নিষেধ করেন। তাঁর কাওমের মধ্যে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ প্রভৃতি বদ অভ্যাস অনুপ্রবেশ করেছিল। তিনি বলেন যে, মানুষের হক নষ্ট করে লাভবান হওয়ার চেয়ে আল্লাহ প্রদত্ত লাভ বহু গুণে শ্রেয়। (তাবারী ১৫/৪৪৭) তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ

তুমি বলে দাও ঃ পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০০) সঠিকভাবে ওযন করে এবং পুরাপুরিভাবে মেপে হালাল উপায়ে যে লাভ হয় তাতেই বারাকাত হয়ে থাকে। অশ্লীলতা ও পবিত্রতার মধ্যে সমতা কোথায়? তোমাদের উচিত, আল্লাহরই ওয়াস্তে ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, মানুষকে দেখানোর জন্য নয়।

৮৭। তারা বলল ঃ হে শু'আইব! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এই	٨٧. قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ

أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ أَن نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفۡعَلَ فِيٓ أَمۡوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُاْۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلۡحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ	**শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃ-পুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে বল যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড় সহিষ্ণু, সদাচারী।**

শু'আইবের (আঃ) দা'ওয়াতে তাঁর কাওমের প্রতিক্রিয়া

আ'মাশ (রহঃ) বলেন যে, এখানে صَلَوٰة দ্বারা قِرَاءَة উদ্দেশ্য। শু'আইবের (আঃ) কাওম তাঁকে ঠাট্টা করে বলল ঃ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ওহে, তুমি খুব ভাল কথাই বলছ! তোমার পঠন তোমাকে এটাই হুকুম করছে যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে আমাদের পুরাতন উপাস্যদের উপাসনা ছেড়ে দেই! আর এটাও খুব মজার কথা যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালেরও মালিক থাকবনা, সুতরাং এ ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতেও পারবনা। কেহকে মাপে ও ওযনে কমও দিতে পারবনা। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! শু'আইবের (আঃ) সালাতের দাবী এটাই ছিল যে, তিনি তাদেরকে গাইরুল্লাহর ইবাদাত ও মাখলূকের হক বিনষ্ট করা হতে বিরত রাখবেন। (তাবারী ১৫/৪৫১) শাউরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ 'আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি' তাদের এই উক্তি দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছে ঃ 'আমরা কেন যাকাত দিব?' إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ *বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড়ই সহিষ্ণু, সদাচারী*। তারা শুধু বিদ্রুপ করেই শু'আইবকে (আঃ) জ্ঞানবান ও ধর্মপরায়ণ বলেছিল।

٨٨. قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَءَيۡتُمۡ إِن	**৮৮। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আচ্ছা বলতো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণের**

শু‘আইবের (আঃ) কাওমের দাবী খন্ডন

শু‘আইব (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলতে লাগলেন ঃ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا দেখ, আমি আমার রবের তরফ হতে দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং সেই দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান করছি। আমার রাব্ব আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক উত্তম রিয্ক দান করেছেন। কেহ কেহ বলেছেন যে, এখানে উত্তম রিয্ক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নাবুওয়াত। আবার কেহ কেহ হালাল জীবিকা অর্থ নিয়েছেন। দু’টিই হতে পারে। তিনি বলেন ঃ

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ হে আমার কাওম! তোমরা আমার নীতি এরূপ পাবেনা যে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের হুকুম করব এবং নিজে গোপনে এর বিপরীত কাজ করব। আমারতো একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করা। তবে হ্যাঁ, আমার উদ্দেশের সফলতা আল্লাহ তা‘আলার হাতেই রয়েছে। إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ তাঁরই উপর আমি ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি ও ঝুঁকে পড়ি।

৮৯। আর হে আমার কাওম! আমার প্রতি তোমাদের জন্য হটকারিতা যেন এই কারণ না হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপর সেই রূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে যেমন নূহের কাওম অথবা হুদের কাওম অথবা সালিহর কাওমের উপর পতিত হয়েছিল; আর লূতের কাওমতো তোমাদের হতে দূরে (যুগে) নয়।	٨٩. وَيَـٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَـٰلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ
৯০। আর তোমরা তোমাদের (পাপের জন্য) রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়।	٩٠. وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ

শু'আইব (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন ঃ **وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي** হে আমার কাওম! তোমরা আমার প্রতি শত্রুতা ও হিংসায় পড়ে কুফরী ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়না। তাহলে তোমাদের উপর ঐ শাস্তিই এসে পড়বে যা তোমাদের পূর্বে তোমাদের মত অন্যায়কারীদের উপর এসেছিল। যেমন নূহ (আঃ), হুদ (আঃ) এবং লূতের (আঃ) উপর এসেছিল। বিশেষ করে লূতের (আঃ) কাওমতো তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয় এবং তাদের বাসস্থানও তোমাদের বাসভূমির অতি নিকটবর্তী। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমার সাথে মতবিরোধ করে তোমরা বিপথে যেওনা। (তাবারী ১৫/৪৫৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমার প্রতি তোমাদের শত্রুতার কারণে তোমরা তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও অবিশ্বাসের উপর অবিচল থেকনা, যার ফলে তোমাদেরকে যেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত আযাবের সম্মুখীন হতে না হয়।

বলা হয়েছে وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন যে, এটা যেন গতকালের ঘটনা।

وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশির জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার রাব্ব এইরূপ লোকদের উপর অত্যন্ত দয়ালু হয়ে যান এবং তাদেরকে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন যারা এভাবে নিজেদের পাপের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

৯১। তারা বলল ঃ হে শু'আইব! তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসেনা এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার প্রতি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না থাকত তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম, আর আমাদের নিকট তোমার কোনই মর্যাদা নেই।	٩١. قَالُواْ يَـٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَـٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ
৯২। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের কাছে আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান? আর তোমরা তাঁকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ? নিশ্চয়ই আমার রাব্ব তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপকে বেষ্টন করে আছেন।	٩٢. قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

শু'আইবের (আঃ) কাওমের লোকদের প্রতি ভয় প্রদর্শন

শু'আইবের (আঃ) কাওম তাঁকে বলল ঃ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا হে শু'আইব! তোমার অধিকাংশ কথা আমাদের বোধগম্য হয়না। আর তুমি নিজেও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল। শাউরী (রহঃ) বলেন যে, তাঁকে 'খাতীবুল আম্বিয়া' (নাবীগণের ভাষণ দাতা) বলা হত। (তাবারী ১৫/৪৫৮) কেননা তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি একাকী ছিলেন বলেই তাঁকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্বল বলেছিল। কেননা তাঁর আত্মীয় স্বজনরাই তাঁর ধর্মের উপর ছিলনা। তারা তাঁকে বলেন ঃ

وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ তোমার গোত্রের সবল লোকেরা তোমার প্রতি লক্ষ্য না করলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতাম অথবা তোমাকে মন খুলে গালমন্দ দিতাম। আমাদের মধ্যে তোমার কোন মর্যাদা নেই।

শু'আইবের (আঃ) কাওমের লোকদের দাবী খন্ডন

তাদের এ কথা শুনে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ হে লোকসকল! আমার ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেই তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, আল্লাহর জন্য নয়? তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর নাবীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তাঁকেই ভয় করছনা?

وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয়কে পশ্চাতে নিক্ষেপ করছ! তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্যের প্রতি তোমাদের কোন খেয়ালই নেই। إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তিনিই তোমাদের পুরাপুরি বদলা দিবেন।

৯৩। আর হে আমার কাওম! তোমরা নিজেদের অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও (আমার) কাজ করছি। সত্বরই তোমরা	٩٣. وَيَـٰقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَـٰمِلٌ ۖ سَوْفَ

জানতে পারবে যে, কে সেই ব্যক্তি যার উপর এমন শাস্তি আসন্ন যা তাকে অপমানিত করবে এবং কে সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল; আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।	تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ
৯৪। (আল্লাহ বলেন) আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি মুক্তি দিলাম শু'আইবকে, আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ রাহমাতে এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন। অতঃপর তারা নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল,	٩٤. وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ
৯৫। যেন তারা এই গৃহগুলিতে বাস করেনি। ভাল রূপে জেনে নাও, রাহমাত হতে দূরে সরে পড়ল মাদইয়ান, যেমন দূর হয়েছিল ছামূদ (সম্প্রদায়) রাহমাত হতে।	٩٥. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ

শু'আইবের (আঃ) কাওমের প্রতি হুশিয়ারী

আল্লাহর নাবী শু'আইব (আঃ) যখন তাঁর কাওমের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ঠিক আছে,

তোমরা তোমাদের নিজেদের নীতির উপর থাক, আমিও আমার নীতির উপর থাকলাম। তোমরা সত্বরই জানতে পারবে যে, লাঞ্ছিত ও অপমানজনিত শাস্তি কার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে কে মিথ্যাবাদী? তোমরা এর জন্য অপেক্ষা করতে থাক, আমিও অপেক্ষায় রইলাম। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। ঐ সময় আল্লাহর নাবী শু'আইবকে (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া হল। তাঁদের উপর মহান আল্লাহর করুণা বর্ষিত হল এবং ঐ অত্যাচারীদেরকে তছনছ করে দেয়া হল। তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যে, তারা যেন তাদের বাসভূমিতে কখনও বসবাসই করেনি। তারা ছিল এক একটি জাতি যাদের উপর তাদের ধ্বংসের দিন ঐ সমস্ত গযব নাযিল হয়েছিল। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের উপর ঐ সমস্ত গযব পতিত হয়েছিল বলে তিনি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। সূরা আ'রাফে বর্ণিত আছে, অবিশ্বাসী কাফিরেরা বলেছিল ঃ

لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ

আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিস্কার করব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৮) এ আয়াতে ওদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর যমীনে বাস করে তাঁরই নাবীকে (লূত আঃ) তাঁর ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের অপরাধের মাত্রা আরও বাড়াতে চেয়েছিল। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সমস্ত যালিম কাফিরদেরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিলেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা তাদের নাবীর সাথে অসম্মানজনক ব্যবহার করার কারণে তাদেরকে এক ভয়াবহ চিৎকার ধ্বনির মাধ্যমে ধ্বংস করেন। সূরা শূরায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শূরা, ২৬ ঃ ১৮৯) বলা হয়েছে ঃ

كَأَن لَّمۡ يَغۡنَوۡاْ فِيهَا মনে হয় যেন ঐ স্থানে কেহ কোন দিন বাসগৃহ তৈরী করে জীবন যাপন করেনি। **أَلَا بُعۡدٗا لِّمَدۡيَنَ كَمَا بَعِدَتۡ ثَمُودُ** ঐ মাদইয়ান জাতি হতে ছামূদ জাতির বসবাসের জায়গা খুব বেশি দূরে নয়।

তাদের পূর্বে ছামূদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহর অভিশাপের শিকার হয়েছিল, তেমনিভাবে শু'আইবের (আঃ) কাওমও অভিশপ্ত হয়েছিল। ছামূদ সম্প্রদায় ছিল

তাদের প্রতিবেশী এবং কুফরী ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের মতই ছিল। তাছাড়া এই উভয় কাওমই ছিল আরাবীয়।

৯৬। এবং আমি মূসাকে প্রেরণ করলাম আমার মু'জিযাসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে -	٩٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
৯৭। ফির'আউন ও তার প্রধানদের নিকট। অতঃপর তারাও ফির'আউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফির'আউনের কোন কথা মোটেই সঠিক ছিলনা।	٩٧. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱتَّبَعُوٓا۟ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
৯৮। কিয়ামাত দিবসে সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করবেন জাহান্নামে, আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান, যাতে তারা উপনীত হবে।	٩٨. يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ
৯৯। আর আল্লাহর লা'নত তাদের সাথে সাথে রইল এই দুনিয়ায়ও এবং কিয়ামাত দিবসেও। কতই না নিকৃষ্ট পুরস্কার! যা একটির পর আর একটি তাদেরকে দেয়া হবে (দুনিয়ায় ও আখিরাতে)।	٩٩. وَأُتْبِعُوا۟ فِى هَـٰذِهِۦ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ

মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কিবতী কাওমের বাদশাহ ফির'আউন এবং তার প্রধানদের নিকট স্বীয় রাসূল মূসাকে (আঃ) নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল

প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু কিবতীরা ফির'আউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলনা। তারা তারই ভ্রান্ত নীতির পিছনে পড়ে রইল। এই দুনিয়ায় যেমন তারা ফির'আউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলনা, বরং তাকে নেতা মেনে চলল, অনুরূপভাবে কিয়ামাতের দিনও তারা তারই পিছনে থাকবে এবং সে তাদের সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর তাদের মধ্যে ফির'আউনকেই সবচেয়ে বেশি কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَـٰهُ أَخْذًا وَبِيلاً

কিন্তু ফির'আউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৬) আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন ঃ

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ.

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ

কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২১-২৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ

কিয়ামাতের দিন সে (ফির'আউন) নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিবে, আর তা হবে অতি নিকৃষ্ট স্থান, যাতে তারা উপনীত হবে।

অনুরূপভাবে অসৎ লোকদের অনুসারীদেরকেও কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করানো হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) এবার আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন যে, জাহান্নামে তারা বলবে ঃ

رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠. رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنًا كَبِيرًا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৭-৬৮)

وَأُتْبِعُواْ فِي هَـــذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ জাহান্নামের শাস্তির উপর এটা আরও অতিরিক্ত শাস্তি যে, জাহান্নামীরা ইহকালে এবং পরকালে উভয় স্থানেই চিরস্থায়ী লা'নতের শিকার হবে। এটা আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/৪৬৯) অনুরূপভাবে যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, **بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ** দ্বারা দুনিয়া এবং আখিরাতের লা'নতকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৪৬৯-৪৭০) এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَجَعَلۡنَـٰهُمۡ أَئِمَّةً يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ. وَأَتۡبَعۡنَـٰهُمۡ فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا لَعۡنَةً ۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلۡمَقۡبُوحِينَ.

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামাত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪১-৪২) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৬)

١٠٠. ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ	১০০। এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।
١٠١. وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ	১০১। আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। বস্তুতঃ তাদের কোনই উপকার করেনি তাদের সেই উপাস্যগুলি যাদের তারা ইবাদাত করত আল্লাহকে ছেড়ে, যখন এসে পৌঁছল তোমার রবের হুকুম; তাদের ক্ষতি সাধন ছাড়া তারা আর কোনো কিছুই বৃদ্ধি করলনা।

অতীত দিনের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা‘আলা নাবীগণের ও তাঁদের উম্মাতবর্গের ঘটনাবলী এবং কিভাবে তিনি কাফিরদেরকে ধ্বংস করেন এবং মু’মিনদেরকে মুক্তি দেন, এসব বর্ণনা করার পর তিনি এখানে বলেন ঃ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ এগুলি হচ্ছে ঐ গ্রামবাসীদের কিছু ঘটনা যা আমি তোমার (রাসূলুল্লাহর সঃ) সামনে বর্ণনা করছি। ওগুলির মধ্যে কতগুলি গ্রাম এখনও আবাদী রয়েছে এবং কতগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করে তাদেরকে ধ্বংস করিনি। বরং তারা নিজেরাই কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আর তারা যে সব বাতিল

মা'বূদের উপর নির্ভর করেছিল বিপদের সময় তারা তাদের কোনই কাজে আসেনি। বরং তাদের পূজা-পার্বনই তাদের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়। উভয় জগতের শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়।

وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيب (*তাদের ক্ষতি সাধন ছাড়া তারা আর কোনো কিছুই বৃদ্ধি করলনা*) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস সাধন। তাদের এ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নের কারণ এই যে, তারা মিথ্যা মা'বূদদের অনুসরণ করেছে। সুতরাং তারা দুনিয়ায়ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং আখিরাতেও। (তাবারী ১৫/৪৭৩)

১০২। এরূপই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর।	١٠٢. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেভাবে আমি ঐ অত্যাচারী কাওমকে ধ্বংস করেছি, তেমনিভাবে যারাই এদের মত আমল করবে তাদেরকেও এইরূপ প্রতিফলই পেতে হবে। **إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ** আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন হয়ে থাকে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশ্‌আ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে অবকাশ ও ঢিল দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত কোন অবকাশ মিলবেনা। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭)

১০৩। এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে যারা পরকালের শাস্তি কে ভয় করে; ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত	١٠٣. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ

يَوۡمٌ مَّجۡمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُودٌ	মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন।
١٠٤. وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعۡدُودٍ	১০৪। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি।
١٠٥. يَوۡمَ يَأۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ ۚ فَمِنۡهُمۡ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ	১০৫। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতকা দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান।

অবিশ্বাসীদের শহরকে ধ্বংস করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামাতও অবশ্যম্ভাবী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কাফিরদেরকে ধ্বংস করা এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দেয়ার মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আমার ওয়াদার সত্যতার, যে ওয়াদা আমি কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে করেছি। তিনি বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَأَوۡحَىٰٓ إِلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ

অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ এটা এমন একটা দিন হবে যে দিন সমস্ত মানুষকে অর্থাৎ প্রথম ও শেষের সব মানুষকে একত্রিত করা হবে, একজনও বাদ যাবেনা। একই ধরণের বাণী প্রেরণ করে অন্যত্র সাবধান করা হয়েছে ঃ

وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭) ওটা হবে বড়ই কঠিন দিন। ঐ দিন হবে সকলের উপস্থিতির দিন। সেই দিন মালাক ও রাসূলদেরকে হাযির করা হবে এবং সমুদয় সৃষ্ট জীবকে একত্রিত করা হবে। তারা হচ্ছে মানব, দানব, পাখী, বন্য জন্তু এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এবং গৃহপালিত পশুসহ সমস্ত কিছু। প্রকৃত ন্যায় বিচারক উত্তম রূপে ন্যায় বিচার করবেন। তিনি তিল পরিমাণও অত্যাচার করবেননা। যদি কিছু সাওয়াব থাকে তাহলে তিনি তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন।

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَّعْدُود *আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি।* কিয়ামাত সংঘটিত হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে, একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দুনিয়া বানী আদম দ্বারা আবাদ হতে থাকবে এটা মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এতে মোটেই আগ-পিছ করা হবেনা। অতঃপর এই নির্দিষ্ট সময় শেষে কিয়ামাত সংঘটিত হবে। **يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِه** যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহই মুখ খুলতে পারবেনা।

لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮)

وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ

দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৮) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে শাফা'আতের হাদীসে রয়েছে যে, সেই দিন রাসূলগণ ছাড়া কেহই কথা বলবেনা এবং তাঁদের কথা হবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন, আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।' (ফাতহুল বারী ২/৩৪১,

মুসলিম ১/১৬৯) হাশরের মাইদানে বহু হতভাগ্য লোকও থাকবে এবং বহু ভাগ্যবান লোকও থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ

সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ৭)

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন **فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ** অবতীর্ণ হয় তখন উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা কিসের উপর আমল করব? আমাদের আমল কি এর উপর হবে যা পূর্বে শেষ হয়ে গেছে (অর্থাৎ পূর্বেই লিখিত আছে), নাকি এর উপর যা পূর্বে শেষ হয়নি (বরং নতুনভাবে লিখিত হবে)?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হে উমার! আপনাদের আমল এর উপর ভিত্তি করেই হবে যা পূর্বেই লিখা হয়ে গেছে। (নতুনভাবে আর লিখা হবেনা) তবে প্রত্যেকের জন্য ওটাই সহজ হবে যার জন্য (অর্থাৎ যে কাজের জন্য) তার সৃষ্টি হয়েছে।' (তিরমিযী ৩১১১)

১০৬। অতএব যারা দুর্ভাগা হবে তারা জাহান্নামে এরূপ অবস্থায় থাকবে যে, তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।	١٠٦. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
১০৭। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে। তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন।	١٠٧. خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

দুর্ভাগাদের করুণ অবস্থা এবং তাদের গন্তব্যস্থল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (জাহান্নামে কাফির ও পাপীদের অবস্থা এইরূপ হবে যে,) তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, زَفِيرٌ হয় কণ্ঠে এবং وَشَهِيق হয় বক্ষে। (তাবারী ১৫/৪৮০) জাহান্নামের শাস্তির কারণেই তাদের অবস্থা এরূপ হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ এ ব্যাপারে ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ কোন কিছু চিরস্থায়িত্ব বুঝানোর সময় আরাববাসীদের পরিভাষায় বলা হত ঃ هَذَا دَائِمٌ دَوَامَ السَّمَوَت وَالْاَرْضِ এটা আসমান ও যমীনের চিরস্থায়িত্বের মত চিরস্থায়ী। অনুরূপভাবে তারা বলত ঃ

هُوَبَاقٍ مَااخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ যতদিন পর্যন্ত রাত্রি ও দিনের বিবর্তন চলবে, ততদিন পর্যন্ত সে বাকী ও স্থায়ী থাকবে। সুতরাং مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা চিরস্থায়িত্ব বুঝাতে চেয়েছেন, শর্ত হিসাবে তিনি এ শব্দগুলি ব্যবহার করেননি। তাছাড়া এও হতে পারে যে, এই আসমান ও যমীনের পরে আখিরাতে অন্য আসমান ও যমীন হবে, যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৮) এ কারণেই হাসান বাসরী (রহঃ) مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ আমরা যে পৃথিবী ও আকাশ দেখতে পাই তা ছাড়া আরও যে পৃথিবী ও আকাশ রয়েছে সেই কথাই আল্লাহ তা‘আলা এখানে উল্লেখ করেছেন। ঐ আকাশ ও পৃথিবী পর-জাগতিক। إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ *তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন।* এ ধরণের আরও একটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে)। তোমাদের রাব্ব অতিশয় সম্মানিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৮)

উপরের আয়াতে যাদের কথা ব্যতিক্রম বলে বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলেন তাওহীদে বিশ্বাসী ও আমলকারী ঐ সমস্ত লোক যাদের কোন আচরণে অবাধ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম শাফায়াতকারীর সুপারিশে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। শাফায়াত বা সুপারিশ করার যাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে তারা হলেন মালাইকা, নাবী/রাসূল এবং মু'মিন বান্দাদের কেহ কেহ। যারা বড় পাপ করেছে তাদের ব্যাপারেও তাঁরা সুপারিশ করার সুযোগ পাবেন। অতঃপর দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সব লোকদেরকেও জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন যারা জীবনে তাদের ঈমান আনার পর কোন উত্তম আমলই করেনি, একমাত্র মুখে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলা ছাড়া। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং সাহাবীগণের আরও অনেকের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। কোন মুসলিমই শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবেনা। শুধু তারাই সেখানে থাকবে যাদের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনই সুযোগ থাকবেনা, যেমন শির্ককারী ইত্যাদি। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, সালাফ এবং পরবর্তী আলেমগণের ইহাই মতামত।

১০৮। পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুতঃ তারা থাকবে জান্নাতে (এবং) তাতে তারা অনন্ত কাল থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে, কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা; ওটা অফুরন্ত দান হবে।	١٠٨. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ভাগ্যবানদের বর্ণনা এবং তাদের গন্তব্যস্থল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا** ভাগ্যবানরা অর্থাৎ রাসূলদের অনুসারীরা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবেনা। আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব যতদিন বাকী থাকবে ততদিন তারাও জান্নাতে থাকবে। কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে সেটা আলাদা কথা। অর্থাৎ তাদেরকে চিরদিন জান্নাতে রাখা আল্লাহর সত্তার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (মুসলিম ৪/২১৮১) যাহহাক (রহঃ) ও হাসানের (রহঃ) উক্তি এই যে, এটাও একাত্মবাদী পাপীদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। তারা কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে।

مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ এটা হচ্ছে আল্লাহর দান যা কখনও শেষ হবার নয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়াহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৫/৪৯০) মহান আল্লাহ এ কথা এ জন্যই বললেন যাতে জান্নাতীরা জান্নাতে চিরকাল থাকবেনা এরূপ খটকা বা সন্দেহ যেন না থাকে। কেহ কেহ হয়তো মনে করতে পারেন যে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন' এ বাক্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাতের অপার আনন্দ ও সুখভোগ একদিন শেষ হয়ে যাবে অথবা পরিবর্তিত হবে। এরই জবাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, জান্নাতের শান্তি ও আনন্দ চিরস্থায়ী, তা কখনও শেষ হবেনা। অনুরূপভাবে ন্যায় বিচারক আল্লাহ তা'আলা এটাও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জাহান্নামীদের জন্য আগুনের শাস্তিও তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কখনও কমানো হবেনা। তিনি বলছেন যে, যারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তা তাদের প্রতি ন্যায় বিচারের কারণে অবশ্যই প্রাপ্য। তাই আল্লাহ বলেন ঃ **إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ** *নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন।* অনুরূপ তিনি বলেন ঃ

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, মৃত্যুকে মোটা-তাজা সুদর্শন রংয়ের ভেড়ার আকারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর ওটাকে জান্নাতী ও

জাহান্নামীদের মধ্যস্থানে যবাহ করা হবে। তারপর বলা হবে ঃ 'হে জান্নাতবাসী! তোমাদের এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমাদেরকে এখানে চিরকাল অবস্থান করতে হবে এবং তোমাদেরও আর মৃত্যু হবেনা।' (ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮)

সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, বলা হবে ঃ হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য এই ফাইসালা করা হল যে, তোমরা এখানে চিরকাল বাস করবে, তোমাদের কখনও মৃত্যু হবেনা। তোমরা যুবক অবস্থায়ই থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা। তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা এবং তোমরা খুশি থাকবে, কখনও দুঃখিত হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

১০৯। সুতরাং এরা যার উপাসনা করে ওর সম্বন্ধে তুমি এতটুকুও সংশয় বোধ করনা; তারাও ঠিক সেই রূপেই ইবাদাত করছে যে রূপে তাদের পূর্ব-পুরুষরা ইবাদাত করত। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের (শাস্তির) অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, একটুও কম না করে।	١٠٩. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ
১১০। আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর ওতে মতভেদ করা হল। আর যদি একটি উক্তি তোমার রবের পক্ষ হতে পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে না থাকত তাহলে ওদের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত। এবং এই লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন	١١٠. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي

সন্দেহে (পতিত) আছে যা তাদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।	شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
১১১। আর নিশ্চিত এই যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।	١١١. وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আল্লাহর সাথে শরীক করা নিঃসন্দেহে বড় যুল্ম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـــؤُلاء হে নাবী! মুশরিকরা যে শরীক স্থাপন করছে তা যে সম্পূর্ণ রূপে বাতিল ও ভিত্তিহীন এ ব্যাপারে তুমি মোটেই সন্দেহ করনা। তাদের কাছে তাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত রীতি ছাড়া শির্ক করার পক্ষে আর কোন দলীল নেই। তারা যদি কোন সৎ কাজ করে, তাদের সেই সৎ কাজের বিনিময় দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হবে। আখিরাতে তাদের কোনই অংশ নেই। সুতরাং সেখানে তাদের প্রাপ্য হবে কঠিন শাস্তি।

وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ 'নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, একটুও কম না করে' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের সঙ্গে ভাল ও মন্দের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে, একটুও কম করা হবেনা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়। কেহ স্বীকার করে নেয় এবং কেহ অস্বীকার করে। সুতরাং হে নাবী! তোমার অবস্থাও তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের মতই হবে। وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ যেহেতু আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি এবং দলীল প্রমাণাদি পূর্ণ করার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করিনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫)

وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত ত্বরিত শাস্তি। সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৯-১৩০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمۡ رَبُّكَ أَعۡمَالَهُمۡ إِنَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ

নিশ্চিতরূপে সকলেই এইরূপ যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। অর্থাৎ তিনি তাদের সমুদয় আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তা গুরুত্বপূর্ণই হোক অথবা নগণ্যই হোক এবং ছোটই হোক কিংবা বড়ই হোক। এই আয়াতে বহু পঠন রয়েছে, যেগুলির অর্থ এই দিকেই ফিরে আসে যা আমরা উল্লেখ করেছি। যেমন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিতে রয়েছে ঃ

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ

এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩২)

১১২। অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, দৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা কুফরী হতে তাওবাহ করে তোমার সাথে রয়েছে, আর (ধর্মের) গন্ডি হতে একটুও বের হয়োনা; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।	١١٢. فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

১১৩। আর যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়না, অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমরা কোন সাহায্যকারী পাবেনা, অতঃপর তোমাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবেনা।	١١٣. وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

সরল সঠিক পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে সরল সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। শত্রুর মুকাবিলায় এবং বিজয় লাভের এটাই সবচেয়ে বড় উপদেশ। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিরুদ্ধাচরণ ও হঠকারিতা করা থেকে নিষেধ করছেন। কেননা এটাই হচ্ছে ধ্বংসকারী বিষয়, যদিও তা কোন বিধর্মী মুশরিকের উপরও করা হয়। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তাদের কোন কাজ থেকেই তিনি উদাসীন ও অমনোযোগী নন এবং তাঁর কাছে কোন কিছু গোপনও নেই।

وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, لاَ تَرْكَنُواْ এর অর্থ হল, তোমরা তাদের সাথে সমঝোতা করনা। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তোমরা শির্কের দিকে ঝুঁকে পড়না। আর আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তোমরা যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়না। এটাই হচ্ছে উত্তম উক্তি।

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ

তাহলে তোমরা এই রূপ হবে যে, তোমরা তাদের কাজে সম্মত হয়ে গেছ। এরূপ হলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং তখন কে এমন আছে যে, তোমাদের থেকে শাস্তি দূর করতে পারে? এমতাবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করবেননা এবং কোন বন্ধুও পাবেনা যে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে।

১১৪। এবং সালাতের পাবন্দী হও দিনের দু'প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎ কার্যসমূহ অসৎ কার্যসমূহকে মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে একটি (ব্যাপক) নাসীহাত, নাসীহাত মান্যকারীদের জন্য।	١١٤. وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ
১১৫। আর ধৈর্য ধারণ কর। কেননা আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের কর্মফলকে পন্ড করেননা।	١١٥. وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

সালাত কায়েম করার আদেশ

আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ দ্বারা ফাজর ও মাগরিবের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৫০৩) হাসান (রহঃ) ও আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এরূপই বলেছেন। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওটা হচ্ছে ফাজ্‌র ও আসরের সালাত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে দিনের প্রথম ফাজ্‌র এবং যুহর ও আসরের সালাত। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন বলেন যে, এর দ্বারা ইশার সালাত বুঝানো হয়েছে। ইব্ন মুবারাক (রহঃ) মুবারাক ইব্ন ফাযালা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশার সালাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাগরিব ও ইশা এ দু'টি হচ্ছে রাতের কিছু অংশের সালাত। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশার সালাত।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করে দেয়া হয় মি'রাজের রাতে। মি'রাজের পূর্বে শুধু দুই ওয়াক্ত সালাত অবতীর্ণ হয়। এক ওয়াক্ত সালাত সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আর এক ওয়াক্ত সালাত সূর্যাস্তের পূর্বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর উম্মাতের উপর শেষ রাতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব করা হয়। অতঃপর ইহা উম্মাতের উপর থেকে রহিত করা হয় এবং তাঁর উপর বহাল থেকে যায়। অতঃপর তাঁর উপর থেকেও ইহা আদায় করার বাধ্য বাধকতাও রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

উত্তম আমল অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّــيِّئَات** নিশ্চয়ই সৎ কার্যাবলী মন্দকার্যসমূহকে মুছে ফেলে। মুসলিমদের নেতা চতুর্থ খালীফা আলী ইব্‌ন আবী তালিবের (রাঃ) মাধ্যমে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যখনই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কোন বাণী শুনেছি তখনই তা থেকে আমি আল্লাহর ইচ্ছায় উপকার লাভ করেছি। আমাকে যখন কেহ কোন কথা বলতেন তখন আমি তাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জানতে চেয়েছি যে, ঐ কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য কি না। যদি সে শপথ করে বলত তাহলে আমি তার কথা বিশ্বাস করতাম। একবার আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে বললেন, তিনিতো একজন সত্যবাদী লোক, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন মুসলিম যদি কোন পাপ করে, অতঃপর উযূ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। (আহমাদ, ১/৯, আবূ দাউদ ২/১৮০, তিরমিযী ৮/৩৫৭, নাসাঈ ৬/১০৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৪৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আমিরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) তিনি উযূ করেন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর ন্যায়)। তারপর বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এভাবেই উযূ করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার এই উযূর ন্যায় উযূ করবে, অতঃপর কোন কথা না বলে বিশুদ্ধ অন্তরে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ১/৩২০, মুসলিম ১/২৬০)

সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আচ্ছা বলত, যদি তোমাদের কারও বাড়ীর দরজার কাছে প্রবাহিত নদী থাকে এবং সে প্রত্যহ তাতে পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? তারা (সাহাবীগণ) উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! না (তার দেহে কোন ময়লা থাকবেনা)।' তিনি তখন বললেন ঃ 'এটাই দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এগুলির কারণে আল্লাহ তা'আলা ভুলত্রুটি ও পাপরাশি ক্ষমা করে থাকেন।' (বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৬৬৭) সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমু'আ হতে আর এক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান হতে আর এক রামাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ (ক্ষমা করার কারণ), যে পর্যন্ত কাবীরা গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা যায়।' (মুসলিম ১/২০৯)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কোন একটি মহিলাকে চুম্বন করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং তাঁকে এ খবর অবহিত করে (এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়)। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতটি (১১ ঃ ৪৪) অবতীর্ণ করেন। তখন লোকটি বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি শুধু আমারই জন্য নির্দিষ্ট?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'না, বরং আমার সমস্ত উম্মাতের জন্য। (ফাতহুল বারী ২/১২, ৭/২০৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলে ঃ 'এক মহিলা কেনা-কাটার জন্য আমার নিকট এসেছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমি তাকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে সহবাস ছাড়া তার সাথে সব কিছু করেছি। সুতরাং এখন শারীয়াতের বিধান মতে আমার উপর হদ্দ জারী করুন।' তার এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'তুমি ধ্বংস হও, সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) গেছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে?' সে উত্তরে বলে ঃ 'হ্যাঁ।' তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে গিয়ে এটা জিজ্ঞেস কর। সে তখন তাঁর কাছে যায় এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তিনিও বলেন ঃ সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) রয়েছে বলে অনুপস্থিত আছে। অতঃপর তিনি উমারের (রাঃ) ন্যায় বললেন। অতঃপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যায়। তাঁকেও সে ঐ কথাই বলল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে

(জিহাদে) আছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে।' ঐ সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন লোকটি বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই সুসংবাদ কি শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট, নাকি সমস্ত মানুষের জন্যই?' উমার (রাঃ) তখন তার হাত দ্বারা ঐ লোকটির বক্ষে মারেন এবং বলেন ঃ 'না, এই নি'আমাত নির্দিষ্ট নয়, বরং এটা সাধারণ লোকদের জন্যও বটে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ উমার (রাঃ) সত্য বলেছেন। (আহমাদ ১/২৪৫)

১১৬। বস্তুতঃ যে সব সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তারে বাধা প্রদান করত, সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল, ওর পিছনেই পড়ে রইল এবং অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ল।	١١٦. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ
১১৭। আর তোমার রাব্ব এমন নন যে, জনপদসমূহকে অন্যায়-ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ ওর অধিবাসীরা সৎ কাজে লিপ্ত রয়েছে।	١١٧. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

একটি দল থাকবে যারা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আমি অতীত যুগের লোকদের মধ্যে এমন লোকদেরকে পাইনি যারা দুষ্ট ও অবাধ্য লোকদেরকে

অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখত। এই অল্প সংখ্যক লোক ওরাই যাদেরকে আমি শাস্তি থেকে রক্ষা করে থাকি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের মধ্যে এরূপ দলের বিদ্যমানতা অপরিহার্য করে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৪)

এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন একটি দল খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তারা তাতে বাধা দেয়না, আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাবের চাদর দিয়ে ঢেকে দিবেন। (ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ *বস্তুতঃ যে সব সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তারে বাধা প্রদান করত, সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম।*

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ *আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল, ওর পিছনেই পড়ে রইল।* যালিমদের নীতি এটাই যে, তারা তাদের বদ অভ্যাস থেকে ফিরে আসেনা। সৎ আলেমদের ফরমানের প্রতি তারা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেনা। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি তাদের অজান্তে আল্লাহর আযাব এসে পড়ে।

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ ভাল বস্তিগুলির উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অত্যাচারমূলক শাস্তি কখনও আসেনা। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্‌ম করে নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করে তোলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুল্‌ম থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا ظَلَمْنَـٰهُمْ وَلَـٰكِن ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০১) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

তোমার রাব্ব বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৬)

১১৮। এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে,	١١٨. وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
১১৯। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানব সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই।	١١٩. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আল্লাহর হিদায়াত সবাই লাভ করেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর ক্ষমতা কোন কাজ থেকে অপারগ নয়। তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকেই ইসলামের ছায়াতলে অথবা কুফরীর উপর একত্রিত করতে পারতেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ.وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ *কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে, কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়।* মানুষের মত, দীন, মাযহাব সব সময় পৃথক পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আসছে। তাদের পন্থা ভিন্ন এবং আর্থিক অবস্থাও হবে পৃথক إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ তবে হ্যাঁ, যাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয় তারা সব সময় রাসূলদের অনুসরণ ও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের কাজে তৎপর থাকে। এখন যারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত তারাই হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম। মুসনাদ ও সুনানের হাদীসসমূহে রয়েছে, যার প্রতিটি সনদ অন্য সনদকে শক্তিশালী করে থাকে যে, তারাই হবে শাস্তি হতে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইয়াহুদীদের একাত্তরটি দল হয়েছে এবং খৃষ্টানরা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর আমার উম্মাতের তিহাত্তরটি দল হবে। একটি দল ছাড়া সব দলই জাহান্নামী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ একটি দল কারা?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তারা হচ্ছে ওরাই যারা ওরই উপর রয়েছে যার উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে।' (আহমাদ ২/৩৩২, আবূ দাঊদ ৫/৪, তিরমিযী ৭/৩৯৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২২, হাকিম ১/১২৯)

আ'তার (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী مُخْتَلِفِينَ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজুসী। আর আল্লাহর রাহমাতপ্রাপ্ত দল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে একনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনুগত লোকেরা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই দলই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার রাহমাত প্রাপ্ত ও সংঘবদ্ধ দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ পৃথক। আর অবাধ্য লোকেরাই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ এক হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্ম এ জন্যই হয়েছে। দুর্ভাগা ও ভাগ্যবান এ দু'টি হচ্ছে আদি কালের বন্টন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ হে নাবী! তোমার রবের এই ফাইসালা হয়ে আছে যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এই দু'প্রকারের লোক থাকবে এবং এই দু'প্রকারের লোক দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ণ করা

হবে। এর পূর্ণ হিকমাত একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি মানুষ ও জিনের একটি দল দ্বারা জান্নাত পূরণ করবেন এবং তাদের অন্য একটি দল দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। তাঁরই কাছে রয়েছে এ সবের নিগুঢ়তা এবং বিচক্ষণতা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একবার তর্ক বিতর্ক হয়। জান্নাত বলে, আমার মধ্যে শুধুমাত্র দুর্বল লোকেরাই প্রবেশ করে থাকে।' আর জাহান্নাম বলে ঃ 'আমাকে অহংকারী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।' তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতকে বলেন ঃ 'তুমি আমার রাহমাত বা করুণা। আমি যাদেরকে ইচ্ছা করব তোমার দ্বারা আরাম ও শান্তি দিব।' আর জাহান্নামকে বলেন ঃ 'তুমি আমার শাস্তি। আমি যাদেরকে চাব তোমার শাস্তি দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমি তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করব। সব সময়েই নি'আমাতপূর্ণ জান্নাতের কিছু জায়গা খালি থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ওতে বসবাসের জন্য নতুন মাখলূক সৃষ্টি করবেন। জাহান্নামও সদা সর্বদা বলতে থাকবে আরও কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ তা'আলা ওর মুখে নিজের পা রাখবেন। তখন সে বলে উঠবে ঃ 'আপনার মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৪৪, মুসলিম ৪/২১৮৬)

١٢٠. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِى هَـٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

১২০। রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, যদ্দারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি। এর মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মাতদের তাদের নাবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, নাবীগণের তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করা, শেষে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়া, কাফিরদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং নাবী, রাসূল ও মু'মিনগণের মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী আমি তোমাকে এ জন্য

শোনাচ্ছি, যেন তোমার মনকে আমি আরও দৃঢ় করি এবং অন্য নাবীদের প্রতি আমার সাহায্য স্মরণ করে তোমার অন্তরে যেন পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসে।

وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ এই দুনিয়ায় তোমার উপর সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং তোমার সামনে সত্য ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এটা কাফিরদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় যাতে বাতিল থেকে ফিরে আসে এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশ। তারা এর দ্বারা উপকার লাভ করবে।

১২১। যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল ঃ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি।	١٢١. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَـٰمِلُونَ
১২২। এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।	١٢٢. وَٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশের সুরে বলছেন ঃ ধমকানো, ভয় প্রদর্শন এবং সতর্কতা হিসাবে কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা তোমাদের নীতি থেকে না সরলে তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও, আমরাও আমাদের নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছি।

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার পরিণাম কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং সর্ব বিষয়ে সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাঁর বাণীকে সমুচ্চ রেখেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে অভিশপ্ত ও নিচু করেছেন। আল্লাহ হচ্ছেন মহান ও সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

১২৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন।	١٢٣. وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আস্‌মান ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞান শুধুমাত্র তাঁরই রয়েছে। তাঁরই কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁরই কাছে সবারই আশ্রয় স্থল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করতে বলছেন। কেননা যে ব্যক্তি তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ তোমার ব্যাপারে তারা যে মিথ্যারোপ করছে সেই সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন। আমি আমার সৃষ্ট জীবের অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তাদেরকে আমি তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করব দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও এবং উভয় জগতে তোমাকে সাহায্য করব।

সূরা হূদ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১২ ঃ ইউসুফ, মাক্কী (আয়াত ১১১, রুকূ ১২)	١٢ – سورة يوسف، مَكِّيَّةٌ (اَيَاتُهَا : ١١١، رُكُوْعَاتُهَا : ١٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ-লাম-রা এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	١. الٓرۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ
২। আমি অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় কুরআন যাতে তোমরা বুঝতে পার।	٢. إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
৩। আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ করে, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।	٣. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَـٰفِلِينَ

কুরআনের গুণাবলী

حُرُوْف مُقَطَّعَة এর আলোচনা সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট। এগুলি অস্পষ্ট জিনিসের হাকীকাত বা মূল তত্ত্ব খুলে দিয়েছে। এখানে تِلْكَ (ওটা) শব্দটি هَذَا (এটা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আরাবী ভাষা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক ও পরিপূর্ণ ভাষা, সেই

হেতু এই শ্রেষ্ঠ ভাষায় শ্রেষ্ঠতম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মালাইকাতুল শিরমণির আল্লাহর বাণী বহন করে নিয়ে আসার মাধ্যমে সারা বিশ্বের সর্বোত্তম স্থানে এবং বছরের সর্বোত্তম মাসে অর্থাৎ রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়ে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছে যায়, যাতে আরাববাসী একে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـٰذَا الْقُرْآنَ

অহীর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে এই কুরআনুল কারীম প্রেরণ করে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করি।

১২ ঃ ১-৩ আয়াত নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমাদের কাছে কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করতেন (তাহলে খুবই ভাল হত)!' তখন نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/৫৫২)

এখানে নিম্নের হাদীসটিও আমরা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এমন একটি কিতাব নিয়ে আগমন করেন যা তিনি কোন এক আহলে কিতাবের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে তা পাঠ করে শোনাতে শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এতে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ 'হে খাত্তাবের ছেলে! আপনি কি এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত নন? এতে মগ্ন হয়ে পথভ্রষ্ট হতে চান? যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি একে (কুরআনকে) অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সত্যরূপে আপনাদের নিকট এনেছি। আপনারা এই আহলে কিতাবদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেননা। হতে পারে যে, তারা আপনাদেরকে কোন সঠিক ও সত্য খবর দিবে, আর আপনারা ওটাকে মিথ্যা মনে করবেন এবং যখন কোন মিথ্যা সংবাদ দিবে তখন আপনারা ওটাকে সত্য মনে করবেন। জেনে রাখুন! আজ যদি স্বয়ং মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকতনা।' (আহমাদ ৩/৩৮৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন সা'বিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি বানু কুরাইযা গোত্রের আমার এক বন্ধুর পাশ দিয়ে গমন করছিলাম। সে আমাকে তাওরাত হতে কতকগুলি ব্যাপক অর্থবোধক কথা লিখে দিয়েছে। আমি তা আপনাকে পাঠ করে শোনাব কি? বর্ণনাকারী বলেন যে, (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন সা'বিত (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা দেখতে পাচ্ছেননা? তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً আমি আল্লাহকে রাব্ব রূপে পেয়ে, ইসলামকে দীন হিসাবে লাভ করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রোধ দূর হল এবং তিনি বললেন ঃ 'যে পবিত্র সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! যদি আপনাদের মধ্যে স্বয়ং মূসা (আঃ) থাকতেন এবং আপনারা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতেন তাহলে আপনারা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতেন। উম্মাতের মধ্যে আমার অংশ হচ্ছেন আপনারা এবং নাবীগণের মধ্যে আপনাদের অংশ হচ্ছি আমি। (আহমাদ ৪/২৬৬)

৪। যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল ঃ হে পিতা! আমি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে দেখেছি - দেখেছি ওদেরকে আমার প্রতি সাজদাহবনত অবস্থায়।	٤. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَـٰجِدِينَ

ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের কাছে ইউসুফের (আঃ) কাহিনীটি বর্ণনা কর।' ইউসুফের (আঃ) পিতা হচ্ছেন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (আঃ)।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবীগণের স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার অহী হয়ে থাকে। (তাবারী ১৫/৫৫৪) তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এখানে এগারটি নক্ষত্র দ্বারা ইউসুফের (আঃ) এগারটি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পিতা ও মাতা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে এ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্ন দেখার চল্লিশ বছর পর প্রকাশ পায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় আশি বছর পর, যখন তিনি তাঁর মাতা-পিতাকে তাঁর আসনে বসান এবং তাঁর এগার ভাই তার সামনে ছিল। ঐ সময় তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَٰيَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রাব্ব ওটা সত্যে পরিণত করেছেন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০০) (তাবারী ১৫/৫৫৭)

৫। সে বলল ঃ হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করনা; করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; শাইতানতো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।	٥. قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফকে (আঃ) তাঁর স্বপ্নের কথা কেহকে বলতে নিষেধ করেন

ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে যে কথা বলেছিলেন আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ খবরই দিচ্ছেন। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে পুত্র ইউসুফকে (আঃ) সতর্ক করতে গিয়ে বলেন ঃ

لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমার এই স্বপ্নের কথা তুমি তোমার ভাইদের সামনে বর্ণনা করনা। কেননা এই

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পারলে তোমার ভাইয়েরা তোমার সামনে খাটো হয়ে যাবে। এমনকি তারা তোমার সম্মানার্থে তোমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নত করবে। সুতরাং খুব সম্ভব, তোমার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে এর ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে তারা শাইতানের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যাবে এবং এখন থেকেই তোমার সাথে শত্রুতা শুরু করে দিবে। আর হিংসার বশবর্তী হয়ে ছলনা ও কৌশল করে তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের কেহ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন তা বর্ণনা করে। আর কেহ যদি কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন (শয়ন অবস্থায়) পার্শ্ব পরিবর্তন করে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে; আর এর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কারও কাছে যেন তা বর্ণনা না করে, তাহলে ঐ স্বপ্ন তার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।' (মুসলিম ৪/১৭৭২)

মুআ'বিয়া ইব্ন হাইদাহ্ আল কুশাইবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা পাখীর পায়ের সাথে বাধা থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় থাকে), আর যখন ওর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয় তখন তা সত্যে পরিণত হয়। (আহমাদ ৪/১০, আবূ দাঊদ ৫/২৮৩, ইব্ন মাজাহ ২/১২৮৮)

এ কারণেই এ হুকুমও নেয়া যেতে পারে যে, নি'আমাতকে গোপন রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না ওটা উত্তমরূপে লাভ করা যায় এবং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ 'প্রয়োজনসমূহ পূরা করার ব্যাপারে ওগুলি গোপন করার মাধ্যমে সাহায্য নাও, কেননা যে ব্যক্তি কোন নি'আমাত লাভ করে তার প্রতি হিংসা করা হয়ে থাকে।' (তাবারী ২০/৯৪)

৬। এভাবে তোমার রাব্ব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন, আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি এটা	٦. وَكَذَٰلِكَ يَجۡتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَعَلَىٰٓ

পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। তোমার রাব্ব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের অর্থ

আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূবের (আঃ) উক্তির সংবাদ দিচ্ছেন, যে উক্তি তিনি তাঁর পুত্র ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ বৎস! যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মনোনীত করেছেন যে, স্বপ্নে তোমাকে এই তারকাগুলি, সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমার প্রতি সাজদাহবনত অবস্থায় দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি তোমাকে নাবুওয়াতের উচ্চ মর্যাদাও দান করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। আর তিনি তোমার প্রতি তাঁর নি'আমাত পূর্ণ করবেন অর্থাৎ তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন এবং তোমার প্রতি অহী পাঠাবেন। যেমন তিনি ইতোপূর্বে তাঁর খলীল বা বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি এবং ইবরাহীমের (আঃ) পুত্র ইসহাকের (আঃ) প্রতি অহী পাঠিয়েছিলেন ও নাবুওয়াত দান করেছিলেন। নাবুওয়াতের যোগ্য কে বা কারা তা আল্লাহ তা'আলা ভালরূপেই অবগত রয়েছেন।

৭। ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।	٧. لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ
৮। যখন তারা (ভাইয়েরা) বলেছিল ঃ আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার ভাইই (বিন ইয়ামীন) অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল, আমাদের পিতাতো স্পষ্ট	٨. إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন -	
৯। ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে এসো। ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।	٩. ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَـٰلِحِينَ
১০। তাদের মধ্যে একজন বলল ঃ ইউসুফকে হত্যা করনা, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রী দলের কেহ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।	١٠. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ

ইউসুফের (আঃ) ঘটনায় অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বহু শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। ইউসুফের (আঃ) একটি মাত্র সহোদর ভাই ছিলেন, যার নাম ছিল বিনইয়ামীন। অন্যান্য ভাইয়েরা ছিল তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করে ঃ

لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا আমাদের পিতা এ দু'ভাইকে আমাদের অপেক্ষা বেশি ভালবাসেন। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমরা একটা দল রয়েছি, অথচ তিনি আমাদের উপর তাদের দু'জনকে প্রাধান্য দিচ্ছেন! إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ নিঃসন্দেহে এটা তাঁর স্পষ্ট ভুলই বটে।

اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ তারা একে অপরকে বলে ঃ ‘এক কাজ করা যাক! তা হল এই যে, ইউসুফের সাথে পিতার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সে’ই হচ্ছে আমাদের পথের কাঁটা। সে যদি না থাকে তাহলে পিতার মুহাব্বত শুধু আমাদের উপরই থাকবে। এখন তাকে পিতার নিকট হতে সরানোর দু’টি পন্থা আছে। হয় তাকে মেরে ফেলতে হবে, না হয় কোন দূর দূরান্তে তাকে ফেলে আসতে হবে। এরূপ করলেই আমরা পিতার প্রিয় ভাজন হতে পারব। এরপর আমরা তাওবাহ করব, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ (তাদের একজন বলল) কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, তার নাম ছিল রূবীল। (তাবারী ১৫/৫৬৪, ৫৬৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তার নাম ছিল ইয়াহুযা। আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল শামঊন সাফা। সে বলল ঃ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ তোমরা ইউসুফকে হত্যা করনা, এটা অন্যায় হবে। শুধু শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এক নিরাপরাধ ছেলেকে হত্যা করা উচিত হবেনা। এর মধ্যেও মহান আল্লাহর নিপুণতা নিহিত ছিল। তাঁর এটা ইচ্ছাই ছিলনা। তাদের মধ্যে ইউসুফকে (আঃ) হত্যা করার ক্ষমতাই ছিলনা। আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তিনি তাঁকে মিসরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী করবেন, নাবী করবেন এবং তাঁর ভাইদেরকে তাঁর সামনে বিনীত অবস্থায় দাঁড় করাবেন। সুতরাং রূবীলের পরামর্শে তাদের মন নরম হয়ে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন কূপে ফেলে দিতে হবে।

তাদের এ ধারণা হল যে, সম্ভবতঃ কোন পথযাত্রী সেখান দিয়ে গমনের সময় তাঁকে কূপ থেকে উঠিয়ে নিবে এবং নিজের কাফেলার সাথে নিয়ে যাবে। তখন কোথায় তিনি এবং কোথায় তারা। সুতরাং তাঁকে হত্যা না করেই যদি কাজ সফল হয় তাহলে হত্যা করার কি প্রয়োজন? মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বড় অপরাধমূলক কাজে একমত হয়েছিল। তা হচ্ছে ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করা, ছোট ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করা, নিরপরাধ ও নিস্পাপ বালকের ক্ষতি সাধন করা, বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দেয়া, হকদারের হক নষ্ট করা, মর্যাদাবানের মর্যাদাহানী করা, পিতাকে দুঃখ দেয়া, তাঁর নিকট থেকে তাঁর চোখের মণিকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া,

বৃদ্ধ পিতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নাবীকে বৃদ্ধ বয়সে অসহনীয় বিপদ পৌঁছানো, ঐ অবুঝ ছেলেকে দয়ালু পিতার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর দু'জন নাবীকে দুঃখ দেয়া, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, সুখময় জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলা ইত্যাদি। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি বড়ই করুনাময় ও দয়ালু। বাস্তবেই তারা (শাইতানের চক্রান্তে পড়ে) কতই না বড় অপরাধমূলক কাজের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল! এ ঘটনাটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি সালামাহ ইব্নুল ফাযল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

১১। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে অবিশ্বাস করছেন কেন, যদিও আমরা তার হিতাকাংখী?	١١. قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۬نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ
১২। আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।	١٢. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে (আঃ) তাদের সাথে যাওয়ার জন্য পিতার কাছে অনুমতি চাইল

বড় ভাই রূবীলের পরামর্শক্রমে ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে গিয়ে কূপে ফেলে দেয়ার উপর স্থির সিদ্ধান্তে উপণীত হয়ে তারা তাদের পিতার কাছে এলো এবং বলল ঃ 'হে পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করছেননা, এর কারণ কি? অথচ আমরাতো তার ভাই! আমরা ছাড়া তার অধিক শুভাকাংখী আর কে হতে পারে?' এ কথা বলে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পিতার কাছে আবেদন করল। যে স্নেহভাজন ব্যবহারের দাবী তারা করেছিল, আসলে তাদের মনে ছিল তার বিপরীত পরিকল্পনা।

أَرْسِلْهُ مَعَنَا এর অর্থ হচ্ছে ছুটাছুটি করা ও আনন্দ উপভোগ করা। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এরূপই বলেছেন। (তাবারী ১৫/৫৭১)

وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُوْنَ তারা তাদের পিতাকে বলল ঃ 'আমরা পূরা মাত্রায় তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।'

১৩। সে বলল ঃ এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি ভয় করি, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।	١٣. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَـٰفِلُونَ
১৪। তারা বলল ঃ আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে তাহলেতো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব।	١٤. قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَـٰسِرُونَ

ছেলেদের অনুরোধের জবাবে ইয়াকূবের (আঃ) উত্তর

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ইয়াকূবের (আঃ) ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের আবেদনের জবাবে বললেন ঃ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ তোমরাতো জান যে, আমি আমার পুত্র ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদ মোটেই সহ্য করতে পারিনা। সুতরাং তোমরা যে তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, এই সময়টুকুর বিচ্ছেদ আমার কাছে খুবই কঠিন ঠেকছে! ইউসুফের (আঃ) প্রতি তাঁর পিতা ইয়াকূবের (আঃ) এত বেশি আকর্ষণের কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর চেহারা ও ব্যবহারে বড়ই উত্তম গুণের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর দৈহিক রূপ ছিল যেমন অতীব সুন্দর,

তেমনই চরিত্রের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহান। তাঁর উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক! তাঁকে ভাইদের সাথে পাঠাতে আপত্তি করার দ্বিতীয় কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ তোমরা বকরী চরানো ও অন্যান্য কাজে মগ্ন থাকবে, আর এই সুযোগে হয়তো নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে (আঃ) খেয়ে ফেলবে। তোমরা হয়তো টেরই পাবেনা। হায়! ইয়াকূবের (আঃ) এই কথাটিকে তারা লুফে নিল এবং এটাকেই উপযুক্ত ও সঠিক ওযরের পন্থা মনে করল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে, ইউসুফকে (আঃ) ফেলে দিয়ে এসে পিতার সামনে মনগড়া এই ওযরই পেশ করবে। তৎক্ষণাৎ তারা পিতাকে তাঁর কথার উত্তরে বলল ঃ

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ হে আমাদের পিতা! আমাদের মত একটা শক্তিশালী দল বিদ্যমান থাকতেও ইউসুফকে (আঃ) নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলবে? এটা অসম্ভব ব্যাপারই বটে। যদি এটাই হয় তাহলেতো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

১৫। অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল, এমতাবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম ঃ তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে যখন তারা তোমাকে চিনবেনা।	١٥. فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ইউসুফকে (আঃ) একটি কূপে নিক্ষেপ করা হল

পিতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তারা তাঁকে সম্মত করেই নিল এবং ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলল। وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ তারা সবাই একমত হল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন অব্যবহৃত কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। অথচ তারা পিতাকে বলেছিল যে, ইউসুফকে (আঃ) তারা আনন্দিত করবে এবং

তারা সম্মানের সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু জঙ্গলে গিয়েই তারা বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করল এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, একই সাথে সবাই তারা হৃদয়কে কঠোর করল। ইউসুফকে (আঃ) বিদায় দেয়ার সময় তাঁর পিতা ইয়াকূব (আঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুমু খান। তারপর তাঁর জন্য দু'আ করেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, পিতার চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই ভাইয়েরা ইউসুফকে (আঃ) কষ্ট দিতে শুরু করে। তাঁকে গাল মন্দ করে এবং মারপিট করে। এরপর ঐ কূপের কাছে এসে তারা রশি দ্বারা তাঁর হাত পা বেঁধে কূপের মধ্যে ফেলে দিতে উদ্যত হয়। তিনি এক এক জনের কাছে গিয়ে অঞ্চল টেনে ধরেন এবং দয়ার আবেদন জানান। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁকে মেরে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে যান। তারপর সবাই মিলে তাঁকে রশি দ্বারা বেঁধে কূপের মধ্যে লটকে দেয়। তিনি কূপের পার্শ্বদেশ হাত দ্বারা ধরে নেন। কিন্তু ভাইয়েরা তাঁর অঙ্গুলির উপর আঘাত করে কূপের পার্শ্বদেশ থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নেয়। কূপের অর্ধেক পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন এমতাবস্থায় তারা রশি কেটে দেয় এবং তিনি কূপের তলদেশে পড়ে যান। কূপের মধ্যে একটি পাথর ছিল, তিনি ঐ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে যান। (তাবারী ১৫/৫৭৪) ঠিক ঐ বিপদের সময় এবং কঠিন ও সংকীর্ণ মুহুর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অহী পাঠালেন ঃ

وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ তিনি যেন মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন। চিন্তার কোনই কারণ নেই। তিনি যেন এটা মনে না করেন যে, ঐ বিপদ কখনও দূর হবেনা। তার জেনে রাখা উচিত যে, কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে। তাঁর ভাইদের উপর মহান আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করবেন। তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করবে। তারা আজ তাঁর সাথে যে কাজ করল এমন সময় আসবে যে, তাদের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তখন তারা লজ্জায় অবনত মস্তকে দঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধমূলক কাজের কথা শুনতে থাকবে এবং তারা জানতেও পারবেনা যে, তিনিই ইউসুফ (আঃ)। (তাবারী ১৫/৫৭৭)

১৬। তারা রাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট এলো।	١٦. وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ

١٧. قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَـٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَـٰدِقِينَ	১৭। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনিতো আমাদের বিশ্বাস করবেননা, যদিও আমরা সত্যবাদী।
١٨. وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ	১৮। আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে বলল ঃ না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল।

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতার সাথে প্রতারণা করল

ইউসুফকে (আঃ) অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়ার পর তাঁর ভাইয়েরা কি করেছিল আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই খবরই জানিয়ে দিচ্ছেন। গুপ্তভাবে ছোট ভাই, আল্লাহর নিস্পাপ নাবী এবং পিতার চোখের মণি ইউসুফকে (আঃ) কূপে নিক্ষেপ করে রাতে তারা বাহ্যিকভাবে দুঃখের ভান করে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আগমন করে। আর ইউসুফকে (আঃ) হারিয়ে ফেলার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে ঃ 'হে পিতা! আমরা তীরন্দাজী ও দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করি এবং ছোট ভাই ইউসুফকে (আঃ) আমাদের আসবাবপত্রের নিকট রেখে যাই। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই নেকড়ে বাঘ এসে পড়ে এবং তাকে খেয়ে ফেলে।' এরপর তারা তাদের পিতার কাছে নিজেদের কথা সত্য প্রমাণিত করার জন্য বলল ঃ

وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ হে আমাদের পিতা! এটা এমন একটা ঘটনা যে, তা সত্য বলে মেনে নিতে আপনার বিবেকে বাধছে, পূর্বেইতো আপনার মনে খটকা লেগেছিল এবং ঘটনাক্রমে তা ঘটেই গেল। তাই আপনি আমাদেরকে সত্যবাদী রূপে মেনে নিতে পারছেননা। অথচ আমরা যে সত্যবাদী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদেরকে সত্যবাদীরূপে মেনে না নেয়ার ব্যাপারে আপনি এক দিক দিয়ে সত্যের উপর রয়েছেন। কেননা এটা এমনই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা যে, এটা দেখে আমরা নিজেরাই বিস্মিত না হয়ে পারিনা।' এটা ছিল তাদের মৌখিক কথা। এছাড়া একটা মিথ্যা প্রমাণও তারা পেশ করেছিল। মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, তারা বকরীর একটা বাচ্চাকে যবাহ করে ওর রক্ত দ্বারা ইউসুফের (আঃ) জামাটি রঞ্জিত করেছিল। (তাবারী ১৫/৫৮০) ঐ জামাটি তারা পিতার সামনে হাযির করে বলেছিল ঃ 'দেখুন! ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্ত তার জামায় ভরে রয়েছে।' কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা যে, তারা সবকিছুই করেছিল, কিন্তু জামাটি ছিঁড়তে ভুলে গিয়েছিল। ফলে পিতার কাছে তাদের প্রতারণা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এবং স্পষ্টভাবে ছেলেদেরকে তেমন কিছু বললেননা। তথাপি ছেলেরা বুঝে নেয় যে, তাদের পিতার কাছে তাদের ধোকাবাজী ধরা পড়ে গেছে। তাদের পিতা তাদেরকে শুধু বললেন ঃ

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ তোমাদের মন এই কথা বানিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, আমি ধৈর্য ধারণ করব যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে আমার এই দুঃখ দূর করে দেন। তোমরা যে একটা মিথ্যা কথা আমার কাছে বর্ণনা করছ এবং একটা অসম্ভব ব্যাপারের উপর আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছ তার জন্য আমি একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (*তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল*)

১৯। এক যাত্রী দল এলো, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল; সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে	١٩. وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ

يَـٰبُشۡرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَـٰعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ	উঠল ঃ কি সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর তারা তাকে পণ্য রূপে লুকিয়ে রাখল, তারা যা করছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত ছিলেন।
٢٠. وَشَرَوۡهُ بِثَمَنِۭ بَخۡسٍ دَرَٰهِمَ مَعۡدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ	২০। আর তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, তারা এতে ছিল নির্লোভ।

ইউসুফকে (আঃ) কূপ থেকে উদ্ধার এবং অন্যের কাছে তাঁকে বিক্রি করা হল

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করার পর কি ঘটেছিল আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাঁকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যায়। আবূ জাফর ইব্‌ন আইয়াশ (রহঃ) বলেন, তিনি তিন দিন ধরে একাকী ঐ অন্ধকার কূপের মধ্যে অবস্থান করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ঐ কূপে নিক্ষেপ করার পর তাঁর ভাইয়েরা কি ঘটে তা দেখার উদ্দেশে ঐ কূপের আশে পাশে সারাদিন ঘুরাফিরা করে। মহান আল্লাহর কুদরাতের ফলে এক যাত্রীদল সেখান দিয়ে গমন করে। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি আনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। লোকটি ঐ কূপেই তার বালতি নামিয়ে দেয় যে কূপে ইউসুফ (আঃ) ছিলেন। ইউসুফ (আঃ) শক্ত করে বালতির রশি ধরে নেন এবং পানির পরিবর্তে তিনিই উপরে উঠে আসেন। পানি সংগ্রাহক লোকটিতো এ দেখে খুবই আনন্দিত হয় এবং সশব্দে বলে ওঠে ঃ بُشْرَى هَـــذَا غُلَامٌ সুবহানাল্লাহ! এ যে কিশোর ছেলে এসে গেছে!

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁর অবস্থা এবং তিনি যে তাদের ভাই এ কথা

গোপন রাখে। আর ইউসুফও (আঃ) নিজের অবস্থা গোপন রাখেন এই ভয়ে যে, তাঁর ভাইয়েরা হয়তো তাঁকে মেরে ফেলবে। তাই তিনি তাঁর ভাইদের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যাওয়াই পছন্দ করলেন। ফলে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বিক্রি করে দিল। (তাবারী ১১৬/৬)

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইদের কার্যকলাপ পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কিছুই তাঁর অজানা ছিলনা। যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি তিনি তখনই তা প্রকাশ করা হতে বিরত থাকলেন, এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তাঁর (ইউসুফের আঃ) ভাগ্যে এটাই লিপিবদ্ধ ছিল। কাজেই তিনি তাঁকে তাঁর ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেন।

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এক প্রকারের সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যেন তাঁকে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওম যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এটা আমি দেখছি। আমার এ ক্ষমতা রয়েছে যে, এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে তোমাকে বিপদমুক্ত করি। কিন্তু আমার সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। এখনই আমি তাদেরকে ধ্বংস করবনা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। অচিরেই তুমি তাদের উপর বিজয় লাভ করবে। ধীরে ধীরে আমি তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةَ ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে খুবই কম মূল্যে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল এবং এভাবে কম মূল্যে বিক্রি করতে তাদের মনে বাধেনি। এমন কি তারা বিনা মূল্যে চাইলেও দিয়ে দিত। কেননা তাঁর প্রতি তাদের কোন দরদ-ভালবাসাই ছিলনা। মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, **بَخْسٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে কম। (তাবারী ১৬/১২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, **وَشَرَوْهُ** এর 'ه' সর্বনামটি ইউসুফের (আঃ) ভাইদের দিকে ফিরেছে। (তাবারী ১৬/১৪-১৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا يَخَافُ بَخۡسًا وَلَا رَهَقًا

যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোর জবরদস্তির আশংকা থাকবেনা। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১৩)

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা তাঁকে বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল। (তাবারী ১৬/১২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), নাওফ আল বিকালী (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আতিয়্যিয়া আল আউফীও (রহঃ) এরূপই বলেছেন। তারা আরও বলেন যে, তাঁর ভাইয়েরা পরস্পরের মধ্যে দুই দিরহাম করে বণ্টন করে নেয়। (তাবারী ১৬/১৪)

وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ এই উক্তি সম্পর্কে যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ তারা ইউসুফের (আঃ) নাবুওয়াত এবং মহা মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট তাঁর কি মর্যাদা রয়েছে এসব সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিলনা। তাই তারা ঐ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেই সন্তুষ্ট হয়েছিল।

٢١. وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِۦٓ أَكۡرِمِى مَثۡوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ

২১। মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র রূপেও গ্রহণ করতে পারি এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

২২। সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে হিকমাত ও জ্ঞান দান করলাম, এবং এভাবেই আমি সৎ কর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।	٢٢. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمًا وَعِلۡمًاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ইউসুফের (আঃ) মিসরে অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মিসরের যে লোকটি ইউসুফকে (আঃ) ক্রয় করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর অন্তরে তাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ভাব জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ইউসুফের (আঃ) চেহারায় ঔজ্জল্যের ভাব লক্ষ্য করেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, তার মধ্যে মঙ্গল ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। লোকটি ছিলেন মিসরের উযীর এবং তার উপাধি ছিল 'আযীয'।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, পরিণামদর্শী ও বুদ্ধি বলে অনুমান করতে ও বুঝে নিতে সক্ষম তিন ব্যক্তি অতীত হয়েছেন। প্রথম হচ্ছেন মিসরের এই আযীয, যিনি ইউসুফকে (আঃ) এক নযর দেখা মাত্রই তাঁর মর্যাদা বুঝে ফেলেন। তাই বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গিয়েই স্বীয় স্ত্রীকে বলেন ঃ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর।

দ্বিতীয় হচ্ছেন (শু'আইবের আঃ) ঐ মেয়েটি যিনি মূসা (আঃ) সম্পর্কে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ

يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُ

হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (আর এই ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান রয়েছে)। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৬) তৃতীয় হচ্ছেন আবূ বাকর (রাঃ)। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় খিলাফাতের দায়িত্ব ভার উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) হাতে অর্পণ করে যান। (তাবারী ১৬/১৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ আমি ইউসুফকে তার ভাইদের যুল্‌ম হতে রক্ষা করেছি, তাকে যমীনে অর্থাৎ মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কেননা আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবার ছিল যে, আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান শিক্ষা দিব। আল্লাহর ইচ্ছাকে কে

রোধ করতে পারে? কে পারে তাঁর বিরোধিতা করতে? তিনি সবারই উপর ব্যাপক ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে সবাই অক্ষম ও অপারগ। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা না মানে তার কলাকৌশল, না রয়েছে তাদের কাছে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা সম্পর্কে কোন জ্ঞান। তারা তাঁর হিকমাত বুঝে উঠতে পারেনা।

ইউসুফ (আঃ) যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছলেন এবং তাঁর বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হল তখন মহান আল্লাহ তাঁকে নাবুওয়াত দান করলেন এবং তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট বান্দা রূপে মনোনীত করলেন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান প্রদান করেন।

২৩। সে যে স্ত্রী লোকের গৃহে ছিল সে তার কাছ থেকে অসৎ কাজ কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও বলল ঃ চলে এসো (আমরা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি)। সে বলল ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি (আযীয) আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমা লংঘনকারীরা সফলকাম হয়না।	٢٣. وَرَٰوَدَتۡهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيۡتِهَا عَن نَّفۡسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلۡأَبۡوَٰبَ وَقَالَتۡ هَيۡتَ لَكَۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ

আযীযের স্ত্রী ইউসুফকে (আঃ) ভালবাসে এবং তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মিসরের আযীযের সেই স্ত্রী সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যার বাড়ীতে তিনি অবস্থান করছিলেন। মিসরের আযীয তাঁকে ক্রয় করেছিলেন এবং নিজের ছেলের মত তাঁকে অতি উত্তমরূপে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন ঃ 'এর যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাকে খুবই সম্মানের সাথে রাখবে।' কিন্তু স্ত্রী ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে

পড়ল এবং তাঁর থেকে অসৎকর্ম কামনা করল। সুতরাং সে সুন্দর সাজে সজ্জিতা হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে তার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানালো। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) কঠোরভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ 'দেখুন, আপনার স্বামী আমার রাব্ব (প্রভু)!' ঐ সময় মিসরবাসীদের পরিভাষায় বড়দের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করা হত। তিনি আরও বললেন ঃ

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ আমার প্রতি আপনার স্বামীর বড় অবদান রয়েছে। তিনি অত্যন্ত উত্তম রূপে আমাকে রেখেছেন এবং আমার সাথে খুবই সদয় ব্যবহার করছেন। সুতরাং আমি তাঁর ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনা। জেনে রাখুন যে, إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ সীমালংঘনকারী কখনও সফলকাম হয়না। এটা মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন বলেছেন।

هَيْتَ لَكَ এর কিরআতে মতভেদ রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে ঃ সে তাঁকে তার নিজের দিকে আহ্বান করে। (তাবারী ১৬/২৭) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, هَيْتَ لَكَ এর অর্থ হচ্ছে هَلُمَّ لَكَ এবং এটা *'হাওরানিয়া'* ভাষা। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/২১৪)

এর দ্বিতীয় পঠন هِئْتَও রয়েছে। প্রথম পঠনের অর্থ ছিল 'এসো'। তাহলে এই কিরআতের অর্থ হবে 'আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি'। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আবূ ওয়াইল (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ অর্থেই আয়াতটি পাঠ করতেন। অন্যদের কাছেও তারা এভাবেই ব্যাখ্যা দিতেন যেভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আমি তোমার জন্য প্রস্তুত আছি।'

২৪। সেই রমণীতো তার প্রতি আসক্ত হয়ে ছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার রবের নিদর্শন	٢٤. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ

প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ

এই স্থানে বিজ্ঞজনদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের একটি দল হতে এ সম্পর্কে কিছু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যা ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ রিওয়ায়াত করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বলা হয়েছে যে, ঐ নারীর প্রতি ইউসুফের (আঃ) কামনা নাফসের খট্‌কা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাগাবীর (রহঃ) হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে হাম্মান (রহঃ), তার থেকে মা'মার (রহঃ), তার থেকে আবদুর রাযযাক (রহঃ) এবং তার থেকে তিনি (বাগাবী) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা (মালাইকাকে) বলেন ঃ 'আমার বান্দা যখন কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে তখন তোমরা ওর জন্য একটি সাওয়াব লিখে নাও। অতঃপর সে যদি ঐ আমল করে ফেলে তাহলে ওর দশ গুণ সাওয়াব লিখে ফেল। আর যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং তা করে না ফেলে তাহলে ওর জন্য সাওয়াব লিখে নাও। কেননা সে আমার (শাস্তির ভয়ের) কারণেই ওটা ছেড়ে দিয়েছে। আর যদি সে ঐ কাজ করে বসে তাহলে তোমরা ঐ পরিমাণই পাপ লিখে নাও।' এই হাদীসের শব্দগুলি আরও কয়েক রকমের রয়েছে। (বাগাবী ২/৪২০, ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩, মুসলিম ১/১১৭)

একটি উক্তি এও রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) তাকে (আযীযের স্ত্রীকে) প্রহার করার ইচ্ছা করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) তখন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি দেখেছিলেন সেই ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ সঠিক কথা এই যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে কোন একটি নিদর্শন দেখেছিলেন যা তাঁকে কামনা চরিতার্থ করতে বাধা দিয়েছিল। সেটা ইয়াকূবের (আঃ) ছবিও হতে পারে, বাদশাহর ছবিও হতে পারে

অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি লিখিত কিছু দেখেছিলেন যা তাঁকে দুষ্কর্ম থেকে বাধা দিয়েছিল।

এমন কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, আমরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। সুতরাং আমাদের জন্য সঠিক পন্থা এটাই যে, আমরা এটাকে সাধারণের উপর ছেড়ে দেই, যেমন মহান আল্লাহর উক্তি সাধারণই রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء যেমনভাবে আমি ইউসুফকে একটি দলীল দেখিয়ে দুষ্কর্ম থেকে ঐ সময় রক্ষা করেছি, তেমনিভাবে তার অন্যান্য কাজেও তাকে সাহায্য করছি এবং তাকে মন্দ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

২৫। তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রী লোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল, তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার কাছে দেখতে পেল। স্ত্রী লোকটি বলল ঃ যে তোমার পরিবারের সাথে কু-কাজ কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত আর কি দন্ড হতে পারে?	٢٥. وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
২৬। সে (ইউসুফ) বলল ঃ সে'ই আমা হতে অসৎ কাজ কামনা করেছিল। স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য	٢٦. قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ

أَهۡلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ	দিল ঃ যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী,
٢٧. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ	২৭। আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।
٢٨. فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٌ	২৮। সুতরাং গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বলল ঃ ভীষণ তোমাদের ছলনা।
٢٩. يُوسُفُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَٰذَا ۚ وَٱسۡتَغۡفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلۡخَاطِـِٔينَ	২৯। হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তুমিই অপরাধী।

আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আঃ) এবং আযীযের স্ত্রীর অবস্থার খবর দিচ্ছেন যে, যখন মহিলাটি তাঁকে কু-কাজের দিকে আহ্বান করে তখন তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য দরজার দিকে দৌড়ে যান। আর মহিলাটিও তাঁকে ধরার জন্য তাঁর

পিছনে ছুটে আসে। পিছন থেকে তাঁর জামাটি সে ধরে ফেলে এবং তার দিকে টানতে থাকে। এর ফলে ইউসুফ (আঃ) পিছনের দিকে প্রায় পড়ে যান আর কি। কিন্তু তিনি খুব শক্তির সাথে সামনের দিকে দৌড়ে যান। এতে তাঁর জামার পিছনের দিক ছিঁড়ে যায়। এই অবস্থায় উভয়ে দরজার কাছে পৌঁছে যান। দরজার কাছে পৌঁছেই তাঁরা দেখতে পান যে, মহিলাটির স্বামী সেখানে বিদ্যমান রয়েছেন। স্বামীকে দেখা মাত্রই সে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে ঃ

مَا جَزَاءِ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءًا যে আপনার স্ত্রীর সাথে (অর্থাৎ ঐ মহিলার সাথে) কুকর্মে লিপ্ত হতে চায় তার জন্য কারাগার কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে? ইউসুফ (আঃ) যখন দেখলেন যে, মহিলাটি সমস্ত দোষ তাঁরই উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আপনার স্ত্রীই আমাকে কুকর্মের দিকে আহ্বান করেছিল। আমি তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে আসছিলাম এবং সেও আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছিল। আমার জামাটি সে পিছন দিক থেকে টেনে ধরেছিল। দেখুন, আমার জামার পিছন দিক ছিঁড়ে গেছে।' ঐ মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল এবং আযীযকে বলল ঃ

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ইউসুফের (আঃ) ছিন্ন জামাটি দেখুন। যদি ওটার সামনের দিক ছিঁড়া থাকে তাহলে নিশ্চিত রূপে জানবেন যে, আপনার স্ত্রী সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামাটির পিছন দিক ছিঁড়া থাকে তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার স্ত্রী মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী।

সাক্ষীটির বয়স কত ছিল এবং সে ছেলে নাকি মেয়ে ছিল এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীটির মুখে দাড়ি ছিল। সুতরাং সে বয়স্ক ছিল এবং সে বাদশাহর একজন বিশিষ্ট লোক ছিল। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, সে একজন (বয়োঃপ্রাপ্ত) পুরুষ লোক ছিল। **شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا** সম্পর্কে আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সাক্ষীটি ছিল দোলনার শিশু। (তাবারী ১৬/৫৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), হিলাল ইব্ন ইয়াসাত (রহঃ), হাসান (রহঃ),

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাক ইব্ন মুযাহিম (রহঃ) বলেন যে, সাক্ষীটি ছিল একজন যুবক, যে বাদশাহ আযীযের বাড়িতে বাস করত। (তাবারী ১৬/৫৪, ৫৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুসারে স্বামী আযীয যখন দেখলেন যে, ইউসুফের (আঃ) জামাটির পিছনের দিক ছিরা রয়েছে তখন তার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী এবং তাঁর স্ত্রী মিথ্যাবাদী। সে ইউসুফের (আঃ) উপর অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে উঠলেন ঃ

قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ এটা তোমাদের মহিলাদের প্রবঞ্চণা ও চাতুরী ছাড়া কিছুই নয়। এই তরুণ যুবককে তুমি অপবাদ দিয়েছ এবং তার উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়েছ। তুমি তাকে তোমার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে। এরপর তিনি ইউসুফকে (আঃ) আদেশ করেন ঃ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا তুমি এটা কারও সামনে বর্ণনা করনা। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে উপদেশের সুরে বললেন ঃ

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ তুমি তোমার এই পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাদশাহ আযীয খুব কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন এবং ছিলেন খুব সহজ- সরল প্রকৃতির লোক। অথবা হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে, মহিলা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। সে ইউসুফের (আঃ) মধ্যে এমন কিছু দেখেছে যার উপর ধৈর্য ধারণ করা তার উপর কঠিন হয়েছে। এ জন্যই তিনি তাকে হিদায়াত করলেন ঃ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ তুমি তোমার এই পাপকাজ হতে তাওবাহ কর। সরাসরি তুমিই অপরাধিনী।

৩০। নগরে কতিপয় নারী বলল ঃ আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎ কাজ কামনা করেছে; প্রেম তাকে উম্মত্ত করেছে, আমরাতো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।	٣٠. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا

لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ	
٣١. فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ أَرۡسَلَتۡ إِلَيۡهِنَّ وَأَعۡتَدَتۡ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا وَءَاتَتۡ كُلَّ وَٰحِدَةٍ مِّنۡهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيۡنَهُۥٓ أَكۡبَرۡنَهُۥ وَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ	৩১। স্ত্রী লোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল, তাদের প্রত্যেককে একটি করে চাকু দিল এবং যুবককে বলল ঃ তাদের সামনে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল ঃ অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত মালাক/ফেরেশতা!
٣٢. قَالَتۡ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدۡ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ فَٱسۡتَعۡصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمۡ يَفۡعَلۡ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ	৩২। সে বলল ঃ এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ, আমি তার হতে অসৎ কাজ কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজকে পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে যা আদেশ করেছি, সে যদি তা না করে তাহলে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩৩। ইউসুফ বলল ঃ হে আমার রাব্ব! এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আপনি যদি আমাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা না করেন তাহলে ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্ত র্ভুক্ত হব।	٣٣. قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِۖ وَإِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّي كَيۡدَهُنَّ أَصۡبُ إِلَيۡهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ
৩৪। অতঃপর তার রাব্ব তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٣٤. فَٱسۡتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنۡهُ كَيۡدَهُنَّۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

শহরের মহিলাদের কাছে ইউসুফের (আঃ) খবর পৌঁছে, তারাও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও আযীযের স্ত্রীর খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়ল এবং ওটা হচ্ছে মিসর (এর শহর)। সভাসদবর্গ এবং রাজকুমারদের স্ত্রীরা অত্যন্ত বিস্ময় ও ঘৃণার সাথে এই ঘটনার সমালোচনা করতে থাকে। তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'আযীযের স্ত্রীর কর্মকান্ড দেখ! সে হচ্ছে উযীরের স্ত্রী, অথচ সে তার ক্রীতদাসের সাথে দুষ্কার্যে লিপ্ত হতে চাচ্ছে! ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।'

শহরের ভদ্রমহিলারা তাকে যে দোষারোপ করছে এ খবর তার কানে পৌঁছে গেল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলাদের ষড়যন্ত্রই ছিল। আসলে তারা ইউসুফের (আঃ) দর্শন কামনা করছিল। সুতরাং আযীযের স্ত্রীকে দোষারোপ করা তাদের একটা কৌশল ছিল মাত্র। আযীযের স্ত্রী তাদের এই চাল বুঝে ফেলল। সে তাদেরকে বলে পাঠাল ঃ 'অমুক সময় আমার

বাড়ীতে আপনাদের দা'ওয়াত থাকল।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, আযীযের স্ত্রী মহিলাদের জন্য এমন মাজলিসের ব্যবস্থা করল যেখানে তাদের বসার জন্য তাকিয়া, বালিশ ইত্যাদি রাখা হয়েছিল এবং খাদ্য হিসাবে কমলা লেবু জাতীয় ফল রাখা হয়েছিল। (তাবারী ১৬/৭১, ৭২) ফলগুলি কেটে খাওয়ার জন্য সে প্রত্যেককে একটি করে ধারাল চাকু প্রদান করল। এটাই ছিল মহিলাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফল। আসলে সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খন্ডন করার লক্ষ্যে ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্য দেখাতে চেয়েছিল। সে ইউসুফকে (আঃ) বলল ঃ

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ তাদের সামনে বেরিয়ে এসো। তখন তিনি ঐ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। মহিলাদের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়া মাত্রই তারা তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং তাঁকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। ফলে ঐ সূতীক্ষ্ণ চাকু দ্বারা ফল কাটার পরিবর্তে তারা নিজেদের হাতের আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলল। (তাবারী ১৬/৭৬-৭৮)

অন্যেরা বলেন যে, যিয়াফতের খাদ্য ইতোপূর্বেই যথারীতি পরিবেশন করা হয়েছিল এবং তাদের আহারও ছিল সমাপ্তির পথে। শুধুমাত্র ফল দ্বারা আপ্যায়ন অবশিষ্ট ছিল। তাদের হাতে চাকু ছিল এবং তা দ্বারা তারা ফল কাটছিল। এমতাবস্থায় আযীযের স্ত্রী তাদেরকে বলল ঃ 'আপনারা ইউসুফকে (আঃ) দেখতে চান কি?' তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ।' তখনই ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি তাদের সামনে হাযির হন। তাঁকে দেখতে পেয়ে তারা ফল কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলে। কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করতে পারলনা। তাঁকে আযীযের স্ত্রী বলল যে, তিনি যেন এভাবে কয়েকবার আসা-যাওয়া করেন। ইউসুফ (আঃ) যখন তাদের সম্মুখ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন তখন তারা ব্যথা অনুভব করল এবং বুঝতে পারল যে, ফলের পরিবর্তে তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছে। ঐ সময় আযীযের স্ত্রী তাদেরকে বলল ঃ 'দেখুন তো, একবার মাত্র তার সৌন্দর্য দর্শনে আপনারা আত্মভোলা হয়ে গেলেন, তাহলে আমার কি অবস্থা হতে পারে?' মহিলারা বলে উঠল ঃ

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ আল্লাহর শপথ! ইনিতো মানুষ নন, বরং মালাইকা! সাধারণ মালাইকা নন বরং বড় মর্যাদাবান মালাইকা! আজ থেকে আমরা আর আপনাকে ভর্ৎসান করবনা।' ভদ্র-মহিলারা

ইউসুফের (আঃ) মততো নয়ই, এমনকি তাঁর কাছাকাছি এবং তাঁর সাথে সদৃশ সুন্দর লোকও কখনও দেখেনি।

মি'রাজের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় আকাশে ইউসুফের (আঃ) পাশ দিয়ে গমন করার সময় বলেন ঃ 'তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে।' (মুসলিম ১/১৪৬)

যা হোক, ঐ মহিলারা ইউসুফকে (আঃ) দেখা মাত্রই বলেছিলেন ঃ 'আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ইনিতো মানুষ নন। (তাবারী ১৬/৮৪) আযীযের স্ত্রী তখন তাদেরকে বলল ঃ 'এখন আপনারা আমাকে ক্ষমার্হ মনে করবেন কি? তাঁর সৌন্দর্য কি ধৈর্য শক্তি ছিনিয়ে নেয়ার মত নয়? আমি তাকে সব সময় নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সর্বদা আমার আয়ত্বের বাইরে রয়েছেন। আপনারা মনে রাখবেন যে, বাইরে তিনি যেমন অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী তেমনই ভিতরেও তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ। তাঁর বাহির যেমন সুন্দর, ভিতরও তেমনই সুন্দর।' অতঃপর সে ভয় প্রদর্শন করে বলে ঃ

وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ যদি তিনি আমার কথা না মানেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তাহলে অবশ্যই তাঁকে জেলে যেতে হবে এবং আমি তাঁকে কঠিনভাবে লাঞ্ছিত করব। ঐ সময় ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছিলেন ঃ

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ হে আমার রাব্ব। এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে আপনি তাদের কুকর্ম হতে রক্ষা করুন! আমি যেন দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন তাহলেই আমি রক্ষা পাব। আমার নিজের কোনই ক্ষমতা নেই। আমি আমার নিজের লাভ ও ক্ষতির মালিক নই। আপনার সাহায্য ও করুণা ছাড়া না আমি কোন পাপ কাজ থেকে বাঁচতে পারি, আর না কোন সৎ কাজ করতে পারি। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার উপরই ভরসা করছি। আপনি আমাকে আমার নাফ্সের কাছে সমর্পণ করবেননা যে, আমি ঐ মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হই।'

মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করলেন এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। তাঁকে তিনি পবিত্রতা দান করলেন এবং স্বীয় হিফাযাতে রাখলেন। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে তিনি রক্ষা পেতেই থাকলেন। অথচ

তিনি সেই সময় পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং তিনি পূর্ণমাত্রায় সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ভিতর বিভিন্ন প্রকারের সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করেছিলেন এবং আযীযের স্ত্রীর প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেননি। অথচ সে ছিল নেতার কন্যা ও নেতার স্ত্রী এবং তাঁর প্রভুপত্নী। তাছাড়া সে ছিল অতীব সুন্দরী ও প্রচুর সম্পদের অধিকারিণী এবং ছিল সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়। তাই তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেছিলেন এবং ওর উপর কারাগারকেই পছন্দ করেছিলেন। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দিবেন, এমন দিনে যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবেনা ঃ (১) ন্যায় পরায়ন বাদশাহ, (২) ঐ যুবক (বা যুবতী) যে তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সদা মাসজিদে লটকানো থাকে, যখন সে মাসজিদ হতে বের হয় যে পর্যন্ত না সে তাতে ফিরে যায়, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালবাসে, আল্লাহর জন্যই তারা একত্রিত থাকে এবং আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা, (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও সুশ্রী নারী কু-কাজের দিকে আহ্বান করে এবং সে বলে ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তার দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে যায়।' (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫)

৩৫। নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে।	٣٥. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْءَايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ

বিনা কারণে ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে পাঠানো হল

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতা সবারই কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু এরপরও তাঁকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখাই ঐ মহিলারা যুক্তি সঙ্গত মনে করল। কেননা জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আযীযের স্ত্রী (ইউসুফের আঃ) প্রেমে পাগলিনী হয়ে গেছে। সুতরাং

এমতাবস্থায় যদি তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা মনে করবে, যে তাঁরই হয়তো পদস্খলন ঘটে থাকবে।

এ কারণেই যখন মিসরের বাদশাহ কারাগার হতে মুক্তি দেয়ার জন্য ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠান তখন তিনি জেলখানা থেকেই বলেছিলেন ঃ 'আমি বের হবনা যে পর্যন্ত না আমার নিরপরাধ হওয়া এবং পবিত্রতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হবে। আমি কারাগারেই থাকব যে পর্যন্ত বাদশাহ সাক্ষীদের মাধ্যমে এবং স্বয়ং আযীযের স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ সত্যতা যাচাই না করবেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, আমি মোটেই বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। এটা সারা দুনিয়াবাসীর কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত আমি জেলখানা হতে বের হবনা।' অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) কারাগার হতে বেরিয়ে আসেন তখন একটা লোকও এমন ছিলনা যে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেছিল।

٣٦. وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ	**৩৬। তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল, তাদের একজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংগুর নিংড়িয়ে রস বের করছি এবং অপরজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখী তা হতে খাচ্ছে, আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎ কর্মপরায়ণ দেখছি।**

দুই কারাবন্দী তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল

যে দিন ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে যেতে হয়, ঘটনাক্রমে সেই দিনই দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যুবকদ্বয়ের একজন ছিল বাদশাহ'র সুরাবাহী এবং অপরজন ছিল তার রুটি প্রস্তুতকারী (বাবুর্চি)।

(তাবারী ১৬/৯৫) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, সুরাবাহীর নাম ছিল নাবওয়া এবং বাবুর্চির নাম ছিল মিজলাস। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে বন্দী করার কারণ হচ্ছে, তারা বাদশাহ'র খাদ্যে ও পানীয়ে বিষ মিশ্রিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল বলে বাদশাহ সন্দেহ করেছিলেন।

সুরাবাহী লোকটি স্বপ্নে দেখল যে, সে যেন আঙ্গুরের রস নিংড়াচ্ছে। অপর ব্যক্তি বলল ঃ 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখী এসে তা থেকে খাচ্ছে।' অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়েই এই স্বপ্নই দেখেছিল এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা ইউসূফের (আঃ) নিকট জানতে চেয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কোন স্বপ্নই দেখেনি। ইউসুফকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্যই শুধু তারা তাঁর কাছে মিথ্যা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল।

৩৭। ইউসুফ বলল ঃ তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিব, আমি যা তোমাদেরকে বলব তা আমার রাব্ব আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে বলব, যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা ও পরলোকে অবিশ্বাসী হয় আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।	٣٧. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ
৩৮। আমি আমার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের	٣٨. وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا

كَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيۡءٍۚ ذَٰلِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ	**কাজ নয়, এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।**

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার আগে ইউসুফ (আঃ) কারাবন্দীদ্বয়কে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন

ইউসুফ (আঃ) তাঁর দু'জন কয়েদী সঙ্গীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ঃ 'আমি তোমাদের স্বপ্নের সঠিক তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা জানি। তা বর্ণনা করতে আমি মোটেই কার্পণ্য করবনা। তোমাদের কাছে খাদ্য আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তা বলে দিব।' ইউসুফের (আঃ) এই অঙ্গীকার প্রদানের দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, তিনি একাকীত্বের কয়েদে ছিলেন। খাওয়ার সময় খুলে দেয়া হত এবং তখন পরস্পর মিলিত হতে পারতেন।

তারপর ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ 'আমাকে এই বিদ্যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে। কারণ এই যে, আমি ঐ কাফিরদের ধর্ম ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহকে মানেনা এবং পরকালকেও বিশ্বাস করেনা। আমি আল্লাহর রাসূলদের সত্য দীনকে মেনে নিয়েছি এবং তাঁরই অনুসরণ করছি। স্বয়ং আমার পিতা ও দাদা আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূব (আঃ)। প্রকৃতপক্ষে যাঁরাই সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, হিদায়াতের অনুসারী হন, আল্লাহর রাসূলদের আনুগত্যকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করেন এবং ভ্রান্ত পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অন্তরকে আলোকিত করেন, বক্ষকে পরিপূর্ণ করেন, বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করেন। তাঁদেরকে ভাল লোকদের নেতা বানিয়ে দেন। তাঁরা জগতবাসীকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন। ইউসুফ (আঃ) বলেন ঃ

كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّه مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّه عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ আমরা যখন সরল সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছি, তাওহীদের জ্ঞান লাভ করেছি, শির্কের পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছি, তখন আমাদের জন্য এটা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করব? এই তাওহীদ, এই সত্য দীন এবং এই আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য, এটা আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে শুধু আমরা নই, বরং আল্লাহর অন্যান্য মাখলূকও এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা শুধু এটুকু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি যে, আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী এসেছে এবং জনগণের কাছে আমরা এই অহী বা প্রত্যাদেশ পৌঁছে দিয়েছি।

وَلَــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। তারা সেই বড় নি‘আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, যে নি‘আমাত মহান আল্লাহ রাসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে প্রদান করেছেন।

بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮) এই নি‘আমাতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে তারা এর সাথে কুফ্রী করছে। ফলে তারা নিজেদের সঙ্গীদেরসহ ধ্বংসের ঘরে স্থান করে নিচ্ছে।

৩৯। হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রাব্ব শ্রেয়, নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?	٣٩. يَـٰصَـٰحِبَيِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ
৪০। তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতকগুলি নামের ইবাদাত করছ, যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও	٤٠. مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ

وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ	তোমরা রেখেছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। হুকুম (বিধান) দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, আর কারও ইবাদাত করবেনা; এটাই সরল সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

কিভাবে তাওহীদের দা'ওয়াত দিতে হবে

ইউসুফের (আঃ) কারা-সঙ্গীদ্বয় তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের তাওহীদের দা'ওয়াত দেন এবং শির্ক করা হতে ও বিভিন্ন মূর্তি পূজা করা হতে বিরত থাকতে বলেন। তিনি বলছেন ঃ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ সেই এক আল্লাহ যিনি সকল বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঁর সামনে সমস্ত মাখলূক নত, অক্ষম ও শক্তিহীন, যার কোন অংশীদার নেই, সব কিছুরই উপর যাঁর রাজত্ব ও আধিপত্য তিনিই উত্তম, নাকি তোমাদের কাল্পনিক দুর্বল ও অপদার্থ বহু উপাস্য উত্তম? এরপর তিনি বলেন ঃ 'তোমরা যেগুলির পূজাঅর্চনা করছ সেগুলি একেবারে ভিত্তিহীন। এই নামগুলি এবং এগুলির ইবাদাত শুধু তোমাদের মনগড়া। তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও তাদের পূর্ব-পুরুষদের দেখাদেখি এ আচরণ করে আসছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তোমরা উপস্থিত করতে সক্ষম হবেনা।

مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ আল্লাহ তা'আলা এর কোন দলীল দুনিয়ায় তৈরীই করেননি। হুকুম, আধিপত্য, ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁরই ইবাদাত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা হতে বিরত থাকার অকাট্য হুকুম দিয়ে রেখেছেন।

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ দীনে মুসতাকীম এটাই যে, আল্লাহর একাত্মবাদ ঘোষিত হবে, আমল ও ইবাদাত হবে একমাত্র তাঁরই জন্য এবং হুকুম চলবে শুধুমাত্র তাঁরই। এর উপর অসংখ্য দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

وَلَـــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ শির্কের পংকিলে নিমজ্জিত হয়ে মূর্তি পূজায় রত রয়েছে।

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩)

তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন করলেন এবং আল্লাহর আহকামের দা'ওয়াতের কাজ শেষ করে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করতে শুরু করেন।

৪১। হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজনের ব্যাপার এই যে, সে তার প্রভুকে মদ পান করাবে এবং অপর সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শুলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখী আহার করবে, যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।	٤١. يَـٰصَـٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسۡقِي رَبَّهُۥ خَمۡرًا ۖ وَأَمَّا ٱلۡأَخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِن رَّأۡسِهِۦ ۚ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ

কারাবন্দীদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

এরপর আল্লাহর মনোনীত বান্দা ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারা-সঙ্গীদ্বয়কে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেন। কিন্তু কার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলে দেননি যাতে তাদের একজন দুঃখিত না হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর বোঝা তার উপর চেপে না বসে। বরং তিনি অস্পষ্টভাবেই তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে একজন বাদশাহর সুরা পরিবেশনকারী নিযুক্ত হবে।' এটা আসলে ঐ

ব্যক্তির স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল, যে নিজেকে আঙ্গুরের রস নিংড়াতে দেখেছিল। আর যে ব্যক্তি নিজের মাথার উপর রুটি দেখেছিল তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি এই দিলেন যে, তাকে শূলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথার মগজ খাবে। এরপর তিনি বলেন ঃ 'এটা কিন্তু সংঘটিত হয়েই যাবে। কেননা যে পর্যন্ত স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা লটকানো অবস্থায় থাকে। আর যখন তার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়ে যায় তখন তা সংঘটিত হয়েই পড়ে।'

শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ ইমরান ইবনুল কা'কা (রহঃ) বর্ণনা করে যে, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, স্বপ্নের তাৎপর্য শোনার পর তারা উভয়ে বলেছিল ঃ 'আমরা আসলে কোন স্বপ্নই দেখিনি।' তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ **قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ** এখন তোমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী এর ফল সংঘটিত হয়েই যাবে। (তাবারী ১৬/১০৮) এর দ্বারা জানা গেল যে, কেহ যদি অযথা স্বপ্নের কথা বলে এবং তার তাৎপর্যও বলে দেয়া হয় তখন তার প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'স্বপ্ন পাখীর পায়ের উপর থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় থাকে), যে পর্যন্ত না ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। অতঃপর যখন ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয় তখন তা সংঘটিত হয়ে যায়।' (আহমাদ ৪/১০)

৪২। ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল ঃ তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বল; কিন্তু শাইতান তাকে তার প্রভুর কাছে তার বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল।	٤٢. وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

বাদশাহর মদ পরিবেশনকারীকে ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা বললেন

ইউসুফ (আঃ) যার স্বপ্নের তাৎপর্য অনুযায়ী স্বীয় ধারণায় জেলখানা হতে মুক্তি পাবেন বলে মনে করেছিলেন তাকে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ বাবুর্চির অগোচরে গোপনে বলেছিলেন যে, সে যেন বাদশাহর সামনে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু লোকটি তাঁর এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এটাও ছিল শাইতানেরই চক্রান্ত। এ কারণে ইউসুফকে (আঃ) কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। সুতরাং সঠিক কথা এটাই যে, **فَأَنْسَاهُ** এর 'ه' সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটির দিকেই প্রত্যাবর্তিত। মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এ কথা বলেছেন। (তাবারী ১৬/১১৩)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, **بِضْعِ** শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (তাবারী ১৬/১১৫) অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আইউব (আঃ) সাত বছর যাবৎ রোগে ভুগেছিলেন, ইউসুফ (আঃ) সাত বছর কারাগারে অবস্থান করেছিলেন এবং বাখ্তে নাসারের শাস্তিও সাত বছর ধরে চলেছিল। (তাবারী ১৬/১১৪)

৪৩। বাদশাহ বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুস্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তাহলে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।	٤٣. وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ
৪৪। তারা বলল ঃ এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা	٤٤. قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا

এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।	نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ
৪৫। দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হলে সে বলল ঃ আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও।	٤٥. وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ
৪৬। সে বলল ঃ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুস্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।	٤٦. يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
৪৭। ইউসুফ বলল ঃ তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা শস্য সংগ্রহ করবে; তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা আহার করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে।	٤٧. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ
৪৮। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর; এই সাত বছর	٤٨. ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ

৪৯। এবং এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।	٤٩. ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন

আল্লাহ তা'আলা এটা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত মর্যাদা, সম্মানজনক ও পবিত্রতার সাথে কারাগার হতে বের হয়ে আসবেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ এই কারণ বানিয়ে দিলেন যে, মিসরের বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখলেন, যার ফলে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তিনি সমস্ত সভাসদ, রাজপুত্র, ধর্ম যাজক এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদেরকে একত্রিত করেন। তাদের সামনে তিনি নিজের স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন এবং ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু কেহই কিছু বুঝলনা এবং সবাই অপারগ হয়ে এটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল। তারা বলল ঃ

أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ এটা কোন ব্যাখ্যা যোগ্য স্বপ্ন নয়। এটা শুধু এলোমেলো খেয়াল মাত্র। আমরা এগুলির ব্যাখ্যা জানিনা। ঐ সময় শাহী সুরা পরিবেশনকারীর ইউসুফের (আঃ) কথা মনে পড়ে গেল। এতদিন শাইতান তাকে ঐ কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই দীর্ঘদিন পরে তার সেই কথা স্মরণ হল। সে দরবারের সবার সামনে এসে বাদশাহকে বলল ঃ 'এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানার আপনাদের আগ্রহ থাকলে আমাকে কারাগারে ইউসুফের (আঃ) কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি দিন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করব।' সবাই তার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং তাকে ইউসুফের (আঃ) নিকট পাঠিয়ে দিল।

দরবারের লোকদের কাছে অনুমতি নিয়ে লোকটি ইউসুফের (আঃ) নিকট হাযির হল এবং বলল ঃ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا হে সত্যবাদী ইউসুফ! বাদশাহ এই ধরণের একটি স্বপ্ন দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে তিনি খুবই আগ্রহী।

ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন

ইউসুফ (আঃ) তাকে কোন ভর্ৎসনা করলেননা যে, সে কেন এতদিন পর্যন্ত তাঁর কথা ভুলে গিয়েছিল এবং বাদশাহর সামনে তাঁর কথা আলোচনা করেনি। তিনি বাদশাহর কাছে এ আবেদনও করেননি যে, তাঁকে আগে কারাগার হতে মুক্তি দেয়া হোক! তিনি তার কাছে কোন আশা প্রকাশও করলেননা এবং তাকে দোষারোপও করলেননা, বরং বিনা বাক্য ব্যয়ে বাদশাহর স্বপ্নের পূর্ণ তাৎপর্য বর্ণনা করলেন এবং তার কি করণীয় তাও জানিয়ে দিলেন। সাতটি স্থুলকায় গাভী দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সাত বছর পর্যন্ত প্রয়োজন মোতাবেক বরাবর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। গাছে খুবই ফল ধরবে এবং জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। সাতটি সবুজ শীষ দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। গাভী ও বলদকেই হালে জুড়ে দেয়া হয় এবং ওগুলি দ্বারাই জমিতে চাষ করা হয়। তাই এর দ্বারা ৭টি বছর বলে দেয়া হয়েছে। তিনি এও বলে দিলেন যে, ঐ সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে তা সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে জমা করে রাখতে হবে এবং সেগুলিকে রাখতে হবে শীষসহ যাতে পঁচে না যায় এবং খারাপ ও নষ্ট না হয়। শুধু খাবারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ওর থেকে গ্রহণ করতে হবে। এই সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই দুর্ভিক্ষ শুরু হবে এবং এই দুর্ভিক্ষ পর্যায়ক্রমে সাত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে। বৃষ্টিও হবেনা এবং ফসলও ফলবেনা। সাতটি শীর্ণকায় গাভী দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। এই সময়ে তোমরা তোমাদের জমাকৃত সাত বছরের শীষযুক্ত ফসল হতে খেতে থাকবে। জেনে রেখ, পরবর্তী সাত বছরে মোটেই ফসল উৎপন্ন হবেনা। বরং তোমাদের পূর্বের সাত বছরের জমাকৃত ফসল হতেই খেতে হবে। তোমরা বীজ বপণ করবে বটে, কিন্তু শস্য মোটেই উৎপন্ন হবেনা। তিনি স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা দানের পর এই সুসংবাদও প্রদান করলেন যে, দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরের পর যে বছরটি আসবে তা বড়ই বারাকাতময় বছর হবে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে। ফলে সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। লোকেরা অভ্যাসগতভাবে যাইতুন প্রভৃতির তেল বের করবে এবং অভ্যাস অনুযায়ী আঙ্গুরের রস নিংড়াতে থাকবে।

৫০। বাদশাহ বলল ঃ তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন সে বলল ঃ	٥٠. وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ

তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর ঃ যে নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি? আমার রাব্ব তাদের ছলনা সম্যক অবগত।	ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
৫১। বাদশাহ নারীদেরকে বলল ঃ যখন তোমরা ইউসুফ হতে অসৎ কাজ কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল? তারা বলল ঃ অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বলল ঃ এক্ষণে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল, আমিই তার হতে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, সেতো সত্যবাদী।	٥١. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
৫২। সে বলল ঃ আমি এটা বলেছিলাম যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেননা।	٥٢. ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ

ইউসুফ (আঃ) এবং আযীযের স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের বিষয়টির ব্যাপারে বাদশাহ তদন্ত করলেন

আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, বাদশাহর স্বপ্নের তাৎপর্য জেনে নেয়ার পর যখন রাজদূত ইউসুফের (আঃ) নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করল এবং বাদশাহকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করল তখন বাদশাহ তাঁর ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য শুনে খুবই খুশি হন এবং এটাই যে তাঁর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তা তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করেন। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফ (আঃ) একজন বড় বিদ্বান ও সম্মানিত ব্যক্তি। স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তিনি জনগণের শুভাকাংখী হবেন। তাঁর কোন লোভ নেই। তাঁর সাথে স্বয়ং সাক্ষাৎ করার জন্য বাদশাহর খুবই আগ্রহ হল। তৎক্ষণাৎ তিনি দূতকে বললেন ঃ ائْتُونِي بِهِ যাও এখনই ইউসুফকে (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং পুনরায় দূত কারাগারে গিয়ে ইউসুফের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বাদশাহর বার্তা তাঁকে শুনিয়ে দিল। তখন তিনি বললেন ঃ 'আমি এখান থেকে বের হবনা যে পর্যন্ত না মিসরের বাদশাহ এবং তাঁর সভাসদবর্গ আমার নিরপরাধীতা স্বীকার করেন এবং আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে যে দোষ আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা অসত্য এ কথা মেনে নেন।

এর মাধ্যমে তিনি সবাইকে জানাতে চেয়েছেন যে, এত বছর তাঁকে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে তা ছিল অন্যায়, অযৌক্তিক; কোন অপরাধের কারণে তা হয়নি।

মুসনাদ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসুফের (আঃ) ধৈর্য এবং তাঁর সৌজন্য ও ভদ্রতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরাই সন্দেহ করার ব্যাপারে বেশি হকদার। ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ

হে আমার রাব্ব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬০) আল্লাহ তা'আলা লূতের (আঃ) উপর রহম করুন! তিনি কোন শক্তিশালী দল বা কোন মযবূত দুর্গের আশ্রয়ে আসতে চেয়েছিলেন। জেনে রেখ যে, ইউসুফ (আঃ) যতদিন জেলখানায় অবস্থান

করেছিলেন, আমি যদি সেখানে ততদিন অবস্থান করতাম, অতঃপর দূত আমার কাছে আমার মুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসতো তাহলে আমি অবশ্যই তার প্রস্তাব (বিনা শর্তে) কবূল করতাম। (আহমাদ ২/৩২৬, ফাতহুল ৮/২১৬, মুসলিম ১/১৩৩)

মুসনাদ আহমাদে فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ... الخ এই আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যদি আমি হতাম তাহলে তৎক্ষণাৎ দূতের কথা মেনে নিতাম এবং কোন ওজর অনুসন্ধান করতামনা।' (আহমাদ ২/৩৪৬)

এবার বাদশাহ ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ করতে শুরু করলেন। যে মহিলাদেরকে আযীযের স্ত্রী দা'ওয়াত করেছিল এবং যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদেরকে তিনি ডেকে পাঠান এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রীকেও দরবারে ডাকিয়ে নেন। অতঃপর তিনি ঐ মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'যিয়াফতের দিনের ব্যাপারটা আমাকে বর্ণনা করা।'

মহিলারা তখন সমস্বরে বলে উঠল ঃ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ আল্লাহর মাহাত্ম্য অদ্ভূত বটে! আমরা আজ এটা অকপটে স্বীকার করছি যে, ইউসুফের (আঃ) কোনই অপরাধ ছিলনা। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল সবই তাঁর উপর অপবাদ ছিল। আল্লাহর শপথ! আমরা খুব ভাল রূপেই জানি ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ঐ সময় আযীযের স্ত্রীও বলে উঠল ঃ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েই গেল। (তাবারী ১৬/১৩৮) আমি আজ স্বয়ং স্বীকার করছি যে, আমিই ইউসুফকে (আঃ) কুকাজের দিকে আহ্বান করেছিলাম। ঐ সময় তিনি যা বলেছিলেন ওটাই সত্য ছিল। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন ঃ 'এই মহিলাই আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী। আজ আমি দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের অপরাধ স্বীকার করছি, যাতে আমার স্বামীও আশ্বস্ত হন যে, আমিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যাপারে কোন খিয়ানাত করিনি। ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার কারণে আমার দ্বারা কোন দুষ্কার্য সাধিত হয়নি। আমি এই যুবককে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ব্যভিচার থেকে মহান আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি এ অপরাধ থেকে নিজকে মুক্ত করিনা, কারণ

কোন হৃদয়ই যৌন কামনা/প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। সেই কারণেই আমার মধ্যেও কু-কর্মের ইচ্ছা জেগেছিল।

وَأَنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ সফল করেননা, বরং তিনি তা বানচাল করে দেন।

দ্বাদশ পারা সমাপ্ত।

৫৩। আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম-প্রবণ। কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার রাব্ব অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।	٥٣. وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আযীযের স্ত্রী বলেছিল ঃ ‘আমি আমার নাফ্সকে পবিত্র বলছিনা এবং না তাকে সর্বপ্রকারের অপরাধ হতে মুক্ত মনে করছি। নাফ্সের মধ্যেতো সব রকমের খারাপ খেয়াল এবং অবৈধ আকাংখা বাসা বেঁধে থাকে। ওটা সব সময় খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে। এ জন্যই আমি নাফ্সের প্রতারণায় পড়ে ইউসুফকে (আঃ) আমার ফাঁদে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার ফাঁদে পড়েননি। কেননা নাফ্স খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে বটে, কিন্তু তাকে পারেনা যার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার করুণা বর্ষিত হয়। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।’ এটা আযীযের স্ত্রীরই উক্তি। এ উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারাও এই উক্তিটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অর্থের দিক দিয়েও এটাই সঠিক বলে মনে হয়। এটাকেই ইমাম রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়াতো (রহঃ) এ ব্যাপারে একটি পৃথক কিতাবই রচনা করেছেন এবং সেখানে এই উক্তিটিরই পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। কিন্তু কতগুলি লোক এ কথাও বলেছেন যে, এটা ইউসুফের (আঃ) উক্তি (অর্থাৎ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ হতে غَفُورٌ رَّحِيمٌ পর্যন্ত) যার ভাবার্থ হল, ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ ‘যাতে মিসরের আযীয জানতে পারেন যে, তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন খিয়ানাত করিনি’ (শেষ পর্যন্ত)। ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এই উক্তি ছাড়া আর কোন উক্তি

বর্ণনাই করেননি। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই (অর্থাৎ আযীযের স্ত্রীর উক্তি) অধিকতর সঠিক, দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কেননা পরবর্তী উক্তিটির শেষাংশ আযীযের স্ত্রীরই উক্তি বটে, যা সে বাদশাহর কাছে বর্ণনা করেছিল এবং ইউসুফ (আঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেননা, (বরং ঐ সময় তিনি জেলখানায় ছিলেন)। ঐ সব কথোপকথনের পর বাদশাহ তাঁকে ডেকে পাঠান।

৫৪। বাদশাহ বলল ঃ ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল তখন বাদশাহ বলল ঃ আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বাস ভাজন হলে।	٥٤. وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ
৫৫। সে বলল ঃ আমাকে কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম সংরক্ষণকারী, অতিশয় জ্ঞানবান।	٥٥. قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ

মিসরের বাদশাহ ইউসুফকে (আঃ) উচ্চ মর্যাদা প্রদান করলেন

ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে নিরপরাধ প্রমাণিত হন এবং তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং দূতকে বলেন ঃ اِئْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ ইউসুফকে (আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে আমার বিশিষ্ট পরামর্শদাতাদের মধ্যে গণ্য করব। বাদশাহ যখন তাঁর অতুলনীয় রূপলাবণ্য লক্ষ্য করলেন, তাঁর মুখের মধুমাখা কথা শুনলেন এবং তাঁকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী পেলেন তখন তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ হতে বেরিয়ে এলো ঃ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مكِينٌ أَمِينٌ আজ আপনি আমাদের কাছে একজন সম্মানিত, বিশ্বস্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি।

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ইউসুফ (আঃ) তখন নিজের জন্য একটি জনসেবা মূলক কাজ পছন্দ করলেন এবং নিজেকে ঐ কাজের যোগ্য ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করলেন। মানুষের জন্য এটা বৈধও বটে যে, যখন সে অপরিচিত লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন প্রয়োজনের সময় তাদের সামনে নিজের যোগ্যতার কথা বর্ণনা করবে। বাদশাহর স্বপ্নের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর কাছে এই আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যে, যমীন হতে উৎপাদিত শস্যের যা কিছু জমা করা হবে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁরই উপর যেন অর্পণ করা হয়। তাহলে সেগুলি তিনি বিশ্বস্ততার সাথে হিফাযাত করবেন এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করবেন। এর ফলে দুর্ভিক্ষের বিপদের সময় মানুষ পুরাপুরিভাবে উপকার লাভ করবে। বাদশাহর অন্তরে তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ছাপ পড়েই গিয়েছিল। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন।

৫৬। এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি, আর আমি সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা।	٥٦. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَتَبَوَّأُ مِنۡهَا حَيۡثُ يَشَآءُۚ نُصِيبُ بِرَحۡمَتِنَا مَن نَّشَآءُۖ وَلَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ
৫৭। যারা মু'মিন ও মুত্তাকী তাদের পরকালের পুরস্কারই উত্তম।	٥٧. وَلَأَجۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

মিসরে ইউসুফের (আঃ) শাসন কায়েম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء *এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেই*

দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। মিসরে ইউসুফ (আঃ) এত উন্নতি লাভ করেন যে, সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামের (রহঃ) মতে নিজের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করার তিনি অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। (তাবারী ১৬/১৫১, ১৫২) আল্লাহর কি মহিমা! যে ইউসুফ (আঃ) এত দিন জেলের নির্জন কক্ষে বসবাস করছিলেন তিনি আজ রাষ্ট্রের অধিনায়ক। আজ তাঁর যা ইচ্ছা তা'ই করার অধিকার রয়েছে। (তাবারী ১৬/১৫১)

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ *আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি, আর আমি সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা*। সত্যিই আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে ইচ্ছামত করুণার অংশ দান করেন। ধৈর্যশীলরা অবশ্যই ধৈর্যের ফল পেয়ে থাকেন। তিনি ভাইদের দেয়া কষ্ট সহ্য করেছেন, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য মিসরের আযীযের স্ত্রীর অপ্রীতিভাজন হয়েছেন এবং জেলখানার কষ্ট সহ্য করেছেন। ফলে আল্লাহর করুণা উথলে উঠেছে এবং তিনি ধৈর্যের ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। সৎকর্মশীলদের সৎকর্ম কখনও বিফলে যায়না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ এভাবেই ঈমানদার ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা ও অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবেন। এখানে তাঁরা যা পেলেন পরকালে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি পাবেন। সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাবে বলেন ঃ

هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ بِغَيۡرِ حِسَابٍ. وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَـَٔابٍ

এসব আমার অনুগ্রহ, এটা তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এ জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৯-৪০)

মোট কথা, মিসরের বাদশাহ রাইয়ান ইব্‌ন ওয়ালীদ মিসর সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ইউসুফকে (আঃ) অর্পণ করেন। ইতোপূর্বে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঐ মহিলাটির স্বামী যে তাঁকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। তিনিই

তাঁকে ক্রয় করেছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, শেষ পর্যন্ত মিসরের বাদশাহ তাঁর হাতে ঈমান আনেন।

৫৮। ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তার নিকট উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলনা।	٥٨. وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ
৫৯। আর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল ঃ তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো; তোমরা কি দেখছনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই? এবং আমি উত্তম মেযবান?	٥٩. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ
৬০। কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আস তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবেনা এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবেনা।	٦٠. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ
৬১। তারা বলল ঃ ওর বিষয়ে আমরা ওর পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।	٦١. قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ
৬২। ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তারা যে পণ্য মূল্য	٦٢. وَقَالَ لِفِتْيَـٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟

بِضَٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ	**দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে পারে যে, ওটা প্রত্যর্পন করা হয়েছে, তা হলে তারা পুনরায় আসতে পারে।**

ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে আগমন

সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি মুফাসসিরগণ ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে গমনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) মিসরের উযীর নিযুক্ত হওয়ার পর সাত বছর পর্যন্ত প্রচুর পরিমান খাদ্য শস্য জমা করেন। এরপরে যখন সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং জনগণ এক একটি দানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফিরতে থাকে তখন তিনি অভাবীদেরকে দান করতে শুরু করেন। এই দুর্ভিক্ষ মিসরের এলাকা ছাড়াও কিনআ'ন ইত্যাদি শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউসুফ (আঃ) বিদেশী লোকদেরকে, একটি উট বহন করতে পারে এমন পরিমান খাদ্য এক এক জনের জন্য এক বছরের খাদ্য হিসাবে প্রদান করতেন। স্বয়ং তিনি ও বাদশাহ দিনে শুধুমাত্র একবার দুপুরের সময় দু' এক গ্রাস খাবার খেতেন এবং মিসরবাসীকে পেট পুরে খাওয়াতেন। সুতরাং ঐ যুগে মিসরবাসীদের জন্য ইউসুফ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর রাহমাত স্বরূপ।

এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরাও খাদ্য কেনার জন্য মিসরে আগমন করেছিল। তারা তাদের পিতার নির্দেশক্রমে মিসরে আগমন করেছিল। তারা অবগত হয়েছিল যে, মিসরের আযীয মালের বিনিময়ে খাদ্য প্রদান করে থাকেন। তাই তাদের পিতা দশজন ছেলেকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং ইউসুফের (আঃ) সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখেছিলেন, যাকে তিনি ইউসুফের (আঃ) পরে খুবই ভালবাসতেন।

তারা একটি ব্যবসায়িক দল নিয়ে মিসরে আগমন করে এ উদ্দেশে যে, পন্যের বিনিময়ে তারা খাদ্য নিয়ে যাবে। যখন এই যাত্রীদল ইউসুফের (আঃ) নিকট পৌঁছে তখন তিনি এক নজর দেখেই তাদেরকে চিনে নেন। কিন্তু তাদের কেহই তাঁকে চিনতে পারেনি। কেননা বাল্যাবস্থায়ই তিনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। ভাইয়েরা তাঁকে সওদাগরদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিল।

তারপরে কি হল তা তারা কি করে জানবে? এটাতো ছিল কল্পনাতীত যে, যাঁকে তারা গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছে তিনি আজ মিসরের আযীয হয়ে বসেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, এদিকে ইউসুফ (আঃ) এমনভাবে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন যে, তিনিই যে ইউসুফ (আঃ) এ ধারণাও তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনারা কিভাবে আমাদের দেশে এলেন?' তারা উত্তরে বলল ঃ 'আপনি খাদ্য দান করে থাকেন এ খবর শুনেই আমরা আপনার রাজ্যে এসেছি।' তিনি বলেন ঃ 'আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, আপনারা হয়তো গুপ্তচর।' তারা বলল ঃ 'আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমরা গুপ্তচর নই।' তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনাদের বাসস্থান কোথায়?' তারা জবাবে বলল ঃ 'আমরা কিনআ'নের অধিবাসী। আমাদের পিতার নাম ইয়াকূব (আঃ), তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন নাবী।' তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন ঃ 'আপনারা ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে আছে কি? তারা জবাবে বলল ঃ 'হ্যাঁ, আমরা বার (১২) ভাই ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে ছোট এবং পিতার চোখের মণি সে মরুভূমিতে মারা গেছে। তারই এক সহোদর ভাই আছে। তাকে পিতা আমাদের সাথে পাঠাননি। তাকে তিনি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। তারই মাধ্যমে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে থাকেন।' এরপর ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশ দেন যে, তাদেরকে যেন সরকারী মেহমান মনে করা হয় এবং সম্মানজনক স্থানে তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করা হয় ও উত্তম খাবার খেতে দেয়া হয়।

অতঃপর তাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য শস্য দেয়া হল। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ 'দেখুন! আপনাদের কথার সত্যতার প্রমাণ হিসাবে আপনাদের যে ভাইটিকে এবার সঙ্গে আনেননি, পরবর্তী সময়ে তাকে অবশ্যই সাথে নিয়ে আসবেন। আপনারাতো দেখতে পেয়েছেন যে, আমি আপনাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছি এবং আপনাদের সম্মান প্রদর্শনে একটুও ত্রুটি করিনি।' এভাবে তাদের উৎসাহ প্রদানের পর আবার সাবধানও করে দেন। তিনি বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ পরবর্তী সময় যদি আপনারা আপনাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে না আনেন তাহলে খাদ্যের একটি দানাও আপনাদেরকে দেয়া হবেনা, এমনকি আপনাদেরকে আমার কাছেও আসতে দিবনা। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিল এবং বলল ঃ

سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ আমরা আমাদের পিতাকে বুঝিয়ে বলব এবং যে কোনভাবেই হোক, আমরা আমাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে আনার চেষ্টা করব, যাতে আমরা বাদশাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হই।

যখন ভাইয়েরা বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তখন ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসাবে যে সব আসবাবপত্র তারা এনেছে তা যেন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এমন কৌশলে এটা করতে হবে যে, তারা যেন মোটেই টের না পায়। তাদের বস্তার মধ্যে ঐ আসবাবপত্রগুলি অতি সন্তর্পণে ভরে দিতে হবে। সম্ভবতঃ এর একটি কারণ হচ্ছে ঃ তাঁর মনে হল যে, যে সব আসবাব তারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসাবে এনেছে সেগুলি যদি তিনি নিয়ে নেন তাহলে তাদের বাড়ীর অবস্থা কি হবে! আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি পিতা ও ভাইদের নিকট থেকে খাদ্যের বিনিময় গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেননি।

৬৩। অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে এলো তখন তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।	٦٣. فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ
৬৪। সে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম ওর ভাইয়ের ব্যাপারে? আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি	٦٤. قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظًا ۖ

শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।	وَهُوَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে মিসর পাঠানোর জন্য ইয়াকূবের (আঃ) কাছে অনুরোধ করল

আল্লাহ তা'আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে যাবার পর তাদের পিতাকে বলল ঃ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ হে পিতা! এরপরে যদি আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে (বিনইয়ামীনকে) না পাঠান তাহলে আমাদেরকে আর খাদ্য দ্রব্য দেয়া হবেনা। যদি তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দেন তাহলে অবশ্যই আমরা রসদ পেয়ে যাব। আপনি তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। نَكْتَلْ অন্য পঠনে يُكْتَلْও রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে তার জন্যও আমরা বরাদ্দ পাব। তাদের এ কথা শুনে তাদের পিতা ইয়াকূব (আঃ) বললেন ঃ

هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ তোমরা এর সাথে ঐ ব্যবহারই করবে যে ব্যবহার ইতোপূর্বে তাঁর ভাইয়ের সাথে করেছিলে। তোমরা একে এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং ফিরে এসে (তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে) বানিয়ে বানিয়ে বলবে। এরপর তিনি বলেন ঃ

فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালুও বটে। তিনি আমাকে আমার এই বার্ধক্য অবস্থায় অসহায় করবেননা। বরং তিনি আমার প্রতি দয়া করবেন এবং আমার ছেলে ইউসুফের (আঃ) জন্য আমি যে অত্যন্ত শোকার্ত রয়েছি তা তিনি অবশ্যই দূর করে দিবেন। তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি ইউসুফকে (আঃ) আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে দিবেন এবং মনের ব্যাকুলতা দূর করবেন। তাঁর কাছে কোন কাজই কঠিন নয় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করা হতে বিরত থাকবেননা।

৬৫। যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল,	٦٥. وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَٰعَهُمۡ

৬৬। পিতা বলল ঃ আমি ওকে কখনও তোমাদের সাথে পাঠাবনা যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়। অতঃপর যখন তারা তার নিকট প্রতিজ্ঞা করল তখন সে বলল ঃ আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।	٦٦. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

তারা তাদের বস্তার ভিতর তাদের অর্থকড়ি দেখতে পেল

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাদের মালপত্র খুলল তখন দেখল যে, তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। ঐগুলি ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের বিদায়ের সময় তাদের বস্তার মধ্যে গোপনে ভরে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাড়ি গিয়ে যখন তারা বস্তা খুলে তখন

তাদের প্রদত্ত পণ্য মূল্য বস্তার মধ্যে দেখতে পায়। তা দেখে তাদের পিতাকে তারা বলল ঃ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَـــذِه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا হে আমাদের পিতা! আর কি চান? দেখুন! মিসরের আযীয আমাদেরকে আমাদের পণ্যমূল্য পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন, অথচ খাদ্য শস্য পুরাপুরি প্রদান করেছেন। (তাবারী ১৬/১৬২) আপনি এখন আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য রসদও আনব এবং ভাইয়ের কারণে আরও এক উট বোঝাই খাদ্য পেয়ে যাব। কেননা মিসরের আযীয প্রত্যেককে এক উট বোঝাই খাদ্যই দিয়ে থাকেন। আর আপনি আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠানোর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছেন কেন? আমরা পূর্ণভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। মিসরের বাদশাহর পক্ষে অতিরিক্ত প্রদান করা কোন ব্যাপারই নয়। এই ছিল পিতার সাথে তাদের আলাপ আলোচনা। ইয়াকূব (আঃ) তাদের এসব কথার জবাবে বলেন ঃ

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ যে পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করে না বলবে যে, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে সেই পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাতে পারিনা। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ না করুন তোমরা সবাই শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যাও তাহলে সেটা অন্য কথা। এরপর ইয়াকূব (আঃ) বললেন ঃ

اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক। এ কথা বলে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র বিনইয়ামীনকে তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কেননা ওটা ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে পাঠানো ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। (তাবারী ১৬/১৬৪)

৬৭। সে বলল ঃ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করনা, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনা। বিধান আল্লাহরই; আমি তাঁরই উপর	٦٧. وَقَالَ يَـٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبۡوَٰبٖ مُّتَفَرِّقَةٖۖ وَمَآ أُغۡنِي عَنكُم

নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই (আল্লাহরই) উপর নির্ভর করুক।	مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىۡءٍ ۖ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ ۖ وَعَلَيۡهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ
৬৮। যখন তারা, তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের কোন কাজে এলোনা; ইয়াকূব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল। কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।	٦٨. وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَهُمۡ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغۡنِي عَنۡهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىۡءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفۡسِ يَعۡقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلۡمٍ لِّمَا عَلَّمۡنَٰهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ

ইয়াকূব (আঃ) তাঁর ছেলেদেরকে মিসরের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, ইয়াকূবের (আঃ) মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর ছেলেদের উপর মানুষের কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হতে পারে। কেননা তারা সবাই ছিল সুশ্রী ও সুঠাম দেহের অধিকারী। এ কারণেই মিসরের পথে রওয়ানা হবার সময় ইয়াকূব (আঃ) তাদেরকে উপদেশ

দেন ঃ **يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ** হে আমার প্রিয় পুত্রগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবেনা। বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। কেননা মানুষের কুদৃষ্টি লেগে যাওয়া সত্য। এটা ঘোড় সওয়ারকে ঘোড়ার উপর থেকে ফেলে দেয়। এর সাথে সাথেই তিনি বলেন ঃ

وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ আমি জানি এবং আমার এ বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফাইসালাকে কোন লোকই কোন তাদবীর দ্বারা বদলাতে পারেনা। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। একমাত্র তাঁরই হুকুম কার্যকরী হয়। কে এমন আছে যে তাঁর ইচ্ছাকে তিল পরিমাণ বদলাতে পারে? কে আছে যে তাঁর ফরমানকে মুলতবী রাখতে পারে? তাঁর ফাইসালাকে ফেরাতে পারে এমন কে আছে? তাঁরই উপর আমার ভরসা। শুধু আমার উপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেকেরই তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত।

সুতরাং ইয়াকূবের (আঃ) পুত্রগণ তাদের পিতার উপদেশ মান্য করল এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। এভাবে আল্লাহ তা'আলার ফাইসালাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। তবে হ্যাঁ, ইয়াকূব (আঃ) একটি প্রকাশ্য তাদবীর পূর্ণ করলেন, যেন তাঁর সন্তানরা কু-নযর থেকে বাঁচতে পারেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন। **وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ** *এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়।

৬৯। তারা যখন ইউসুফের সামনে হাযির হল তখন ইউসুফ তার (সহোদর) ভাইকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল ঃ আমিই তোমার (সহোদর) ভাই। সুতরাং তারা যা করত সেজন্য দুঃখ করনা।	٦٩. وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিনইয়ামীনকে অনেক আদর-যত্ন করলেন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হল তখন তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সরকারী মেহমানখানায় স্থান দেয়া হল। তিনি তাদের জন্য বিশেষ মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন এবং প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন। ইউসুফ (আঃ) তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ 'আমি তোমার ভাই ইউসুফ (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের (বৈমাত্রেয়) ভাইয়েরা আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে সে জন্য তুমি দুঃখ করনা। এই প্রকৃত তথ্য তুমি ভাইদের কাছে প্রকাশ করনা। আমি যে কোন প্রকারেই হোক তোমাকে আমার কাছে রাখার চেষ্টা করছি।'

৭০। অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল, অতঃপর এক ঘোষক উচ্চৈস্বরে বলল ঃ হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।	٧٠. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ
৭১। তারা তাদের দিকে ফিরে তাকাল এবং বলল ঃ তোমরা কি হারিয়েছ?	٧١. قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ
৭২। তারা বলল ঃ আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর যামীন।	٧٢. قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠

بِهِۦ زَعِيمٌ	

কাছে রাখার উদ্দেশে ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রৌপ্যের বাটি রেখে দিলেন

ইউসুফ (আঃ) যখন অভ্যাস মত তাঁর ভাইদেরকে এক একটি উট বোঝাই মাল দিতে লাগলেন এবং তাদের মালপত্র বোঝাই হতে লাগল তখন তিনি তাঁর চতুর ভৃত্যদেরকে গোপনে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন রৌপ্য নির্মিত শাহী পানপাত্রটি তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্যে গোপনে রেখে দেয়। কারও কারও মতে পানপাত্রটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ওতে পানি পান করা হত। (তাবারী ১৬/১৭২) পরবর্তী সময়ে ওর দ্বারাই খাদ্যদ্রব্য মেপে দেয়া হত বলে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/১৭৩) দুর্ভিক্ষের কারণে ওটা পানি পানের জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে শষ্য মেপে দেয়ার কাজে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিল। শুবাহ (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, বাদশাহর বাটিটি ছিল রূপার তৈরী, তিনি ওটি দ্বারা পানি পান করতেন। (তাবারী ১৬/১৭৬) ইউসুফ (আঃ) নিজেই সবার অলক্ষ্যে ঐ বাটিটি বিনইয়ামীনের বস্তায় লুকিয়ে রাখেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে, ইউসুফের (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বুদ্ধিমান ভৃত্যরা ঐ পেয়ালাটি তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রেখে দিল। অতঃপর তাঁর লোকেরা ঘোষণা করে ঃ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ *হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।* তাঁর ভাইয়েরা এ কথা শুনে জিজ্ঞেস করল ঃ مَّاذَا تَفْقِدُونَ আপনাদের কি জিনিস হারিয়েছে? সে উত্তরে বলল ঃ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ আমাদের শাহী পানপাত্র হারিয়ে গেছে যার দ্বারা খাদ্য মাপা হত। বাদশাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যে ওটা খুঁজে বের করে আনবে তাকে এক উট বোঝাই খাদ্য প্রদান করা হবে। আমিই এর যামীন।

৭৩। তারা বলল ঃ আল্লাহর শপথ! তোমরাতো জান যে, আমরা এই দেশে দুস্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।	٧٣. قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ
৭৪। তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার শাস্তি কি?	٧٤. قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَٰذِبِينَ
৭৫। তারা বলল ঃ এর শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে'ই তার বিনিময়, এভাবে আমরা সীমা লংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।	٧٥. قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ
৭৬। অতঃপর সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মাল-পত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম, রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারতনা, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা	٧٦. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ

مرا	
دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ	**মর্যাদায় উন্নীত করি, প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী।**

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা নিজেদের উপর চুরির অপবাদ শুনে কান খাড়া করে এবং বলে ঃ **تَاللّٰه لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ** আপনারা আমাদের পরিচয় পেয়ে গেছেন এবং আমাদের অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আমরা ভূপৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইনা এবং চুরি করার অভ্যাসও আমাদের নেই। তাদের এ কথা শুনে সরকারী কর্মচারীগণ বললেন ঃ 'যদি তোমাদের মধ্যে কেহ চোর সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তাহলে তার শাস্তি কি হবে?' তারা উত্তরে বলল ঃ

جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِه فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ দীনে ইবরাহীমের (আঃ) বিধান অনুযায়ী এর শাস্তি এই যে, যার মাল সে চুরি করেছে তারই কাছে তাকে সমর্পণ করতে হবে। আমাদের শারীয়াতের ফাইসালা এটাই। এতে ইউসুফের (আঃ) উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। সুতরাং তিনি তাদের তল্লাশী নেয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের তল্লাশী নেয়া হল। অথচ তাঁর এটা জানা ছিল যে, তাদের মালপত্রের মধ্যে পেয়ালা নেই। কিন্তু যাতে তাদের এবং অন্যান্য লোকদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় এ কারণেই তিনি এরূপ করলেন। যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের মালপত্রের উপর তল্লাশী চালানোর পর পেয়ালা পাওয়া গেলনা তখন বিনইয়ামীনের মাল পত্রের উপর তল্লাশী চালানো হল। তার মালপত্রের মধ্যে তা রাখা ছিল বলে তার বস্তার মধ্য থেকে তা বেরিয়ে পড়ল। সুতরাং তাকে বন্দী করা হল। এই ব্যবস্থাই ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হিকমাতের ফল যা তিনি ইউসুফ (আঃ) এবং বিনইয়ামীনের উপযোগিতার জন্যই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা মিসরের বাদশাহর আইন অনুসারে চোর সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও ইউসুফ (আঃ) বিনইয়ামীনকে রাখতে পারতেননা। (তাবারী ১৬/১৮৮) কিন্তু স্বয়ং ভাইয়েরা এই ফাইসালা করেছিল বলেই তিনি তা জারি করে দেন। ইবরাহীমের (আঃ) শারীয়াতে চোরের শাস্তি কি তা তাঁর জানা ছিল বলেই তিনি তাঁর ভাইদের কাছে ফাইসালা চেয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ *প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী।* হাসান (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ এমন কোন লোক নেই যার জ্ঞান অন্যের জ্ঞানের চেয়ে এত বেশি এবং যা আল্লাহর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (তাবারী ১৬/১৮৮) এ ছাড়া আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ আমরা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) সাথে ছিলাম যখন তিনি একটি উৎসাহব্যঞ্জক হাদীস বর্ণনা করছিলেন। ঐ বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার জ্ঞান সবার জ্ঞানের উর্ধ্বে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন ঃ আপনি যা বলেছেন তা খুবই নিকৃষ্ট কথা। মহান আল্লাহই হচ্ছেন ঐ সত্তা যাঁর সব জ্ঞান রয়েছে এবং তাঁর জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের উর্ধ্বে। (আবদুর রায্যাক ২/৩২৭) সিমাক (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এক লোক থেকে অন্য লোকের জ্ঞান বেশি থাকতে পারে। কিন্তু সবার উপরে জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ তা'আলার। (তাবারী ২/১৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরে আরও অনেক জ্ঞানী রয়েছে এবং সবার জ্ঞান ছাপিয়ে যাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত তিনি হলেন মহান আল্লাহ। নিশ্চয়ই জ্ঞানের ভান্ডার হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞানীগণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত জ্ঞানের শেষও তাঁর কাছে গিয়ে শেষ হয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে وَفَوْقَ كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٌ এইরূপ রয়েছে। অর্থাৎ 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন।' (তাবারী ১৬/১৯৩)

৭৭। তারা বলল ঃ সে যদি চুরি করে থাকে তার (সহোদর)	٧٧. قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ

سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبۡلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفۡسِهِۦ وَلَمۡ يُبۡدِهَا لَهُمۡ ۚ قَالَ أَنتُمۡ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا تَصِفُونَ	ভাইওতো ইতোপূর্বে চুরি করেছিল, এতে ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলনা। সে মনে মনে বলল ঃ তোমাদের অবস্থাতো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করল

বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্য হতে পানপাত্র বের হয়েছে দেখে তার ভাইয়েরা বলল ঃ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ من قَبْلُ দেখুন! এ চুরি করেছে, যেমন ইতোপূর্বে চুরি করেছিল এর সহোদর ভাই ইউসুফ (আঃ)।'

তারা নিজদেরকে অতি সৎ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল এবং বিনইয়ামীনের অপরাধিতা প্রমাণ করার সাথে সাথে তার ভাই ইউসুফকেও (আঃ) দোষী করতে চেষ্টা করছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِه তাদের এ অভিযুক্ত করার বিষয়টি সে নিজের মনেই গোপন রেখে দিল, যার জবাব সে পরবর্তী সময়ে দিয়েছিল।

أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ইউসুফ (আঃ) নিজকে নিজে মনে মনে বলেছিলেন ঃ তুমি এমন অবস্থায় রয়েছ যখন সত্য কথা প্রকাশ করার সময় নয়। আল্লাহই সেই বিষয় ভাল জানেন যে বিষয়ে তারা অভিযোগ করছে।

٧٨. قَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيۡخًا كَبِيرًا فَخُذۡ أَحَدَنَا	৭৮। তারা বলল ঃ হে আযীয! এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন! আমরাতো আপনাকে দেখছি

٧٩. قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّظَٰلِمُونَ	**৭৯। সে বলল ঃ যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব।**

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনের পরিবর্তে অন্য কোন ভাইকে ভৃত্য হিসাবে রেখে দিতে অনুরোধ করল

যখন বিনইয়ামীনের মালপত্র হতে শাহী পানপাত্র বের হল তখন ভাইদের ফাইসালা অনুসারে তাকে শাহী বন্দীরূপে গণ্য করা হল। তারা মিসরের আযীযকে (ইউসুফকে (আঃ)) সুপারিশ করে এবং করুণা আকর্ষণ করে বলল ঃ ‘দেখুন! আমার এ ভাইটি আমাদের পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এর এক সহোদর ভাই ইতোপূর্বে হারিয়ে গেছে, যার কারণে তিনি পূর্ব হতেই শোকার্ত রয়েছেন। এখন এই খবর শুনলেই আমরা আশঙ্কা করছি যে, তিনি শোকে দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়বেন। এমনকি তিনি প্রাণেই বাঁচেন কিনা সন্দেহ আছে। **فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ** সুতরাং মেহেরবাণী করে আমাদের একজনকে তার স্থলে রেখে দিন এবং তাকে ছেড়ে দিন। আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি। কাজেই দয়া করে আমাদের এই আবেদন মঞ্জুর করুন। ইউসুফ (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ

مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ কি করে আমার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে? এটাতো বড়ই অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কাজ যে, পাপ করবে একজন আর ধরা হবে অন্যকে! চুরি করবে একজন, আর বন্দী হবে

অন্যজন। চোরকেই বন্দী করা হবে, বাদশাহকে নয়। নিস্পাপ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া এবং পাপীকে ছেড়ে দেয়া প্রকাশ্যভাবে অবিচার ও অন্যায়।

---

٨٠. فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ
خَلَصُوا۟ نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ
أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ
أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ
وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ
فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ
لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ
خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ

৮০। যখন তারা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল, ওদের মধ্যে যে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ সে বলল ঃ তোমরা কি জাননা যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে; সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করবনা যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

٨١. ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟
يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا
شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا
كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ

৮১। তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল ঃ হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম, অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলামনা।

৮২। যে জনপদে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।	٨٢. وَسۡـَٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلۡعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقۡبَلۡنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা গোপন পরামর্শ করল এবং তাদের বড় ভাই তাদেরকে উপদেশ দিল

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাদের ভাই বিনইয়ামীনের মুক্তি লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল যে, বিনইয়ামীনকে অবশ্যই তারা তাদের পিতার নিকট পৌঁছে দিবে এই অঙ্গীকার তারা তাঁর সাথে করেছিল। কিন্তু এখন দেখছে যে, কোন ক্রমেই তাঁকে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছেনা। তারা পরামর্শ করতে লাগল। বড় ভাই নিজের মত প্রকাশ করে বলল ঃ

أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ তোমাদেরতো জানা আছে যে, আমরা আমাদের পিতার কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং এ অবস্থায় আমরা পিতার কাছে মুখ দেখাতে পারবনা। আবার আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকেও শাহী বন্ধন হতে কোনক্রমে মুক্ত করতেও পারছিনা। এখন পূর্বের ঘটনাটিই আমাদেরকে লজ্জিত করছে। তা হচ্ছে, বিনইয়ামীনের সহোদর ভাই ইউসুফের (আঃ) সাথে আমাদের দুর্ব্যবহার। কাজেই আমি এখানেই থেকে যাচ্ছি, যে পর্যন্ত না পিতা আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ফাইসালা এসে যায়, যাতে হয় আমি কোনভাবে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব, না হয় আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দিবেন।’ কথিত আছে যে, তাঁর নাম ছিল রুবীল অথবা ইয়াহুযা। সে ছিল সেই ব্যক্তি যে তার ভাই ইউসুফকে (আঃ) নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল যখন তার অন্যান্য ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করেছিল। সে ভাইদেরকে পরামর্শ দিল ঃ

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ তোমরা পিতার কাছে যাও এবং তাঁকে প্রকৃত ব্যাপারে অবহিত কর। তাঁকে বলবে ঃ ‘আমাদের ভাই বিনইয়ামীন যে চুরি করবে

এটা আমাদের জানা ছিলনা। চুরির মাল তার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদেরকে চুরির শাস্তি কি জিজ্ঞেস করা হলে আমরা শারীয়াতে ইবরাহীমী অনুযায়ী ফাইসালা দিয়েছি। আমাদেরকে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাহলে মিসরবাসীকে জিজ্ঞেস করুন। (তাবারী ১৬/২১০) অথবা যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমরা সত্য কথাই বলছি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি জানতে পারবেন যে, আমরা মোটেই মিথ্যা কথা বলছিনা। আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে তিল পরিমাণও ত্রুটি করিনি।

৮৩। ইয়াকূব বলল ঃ না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ ওদেরকে এক সাথে আমার কাছে এনে দিবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	٨٣. قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أَنفُسُكُمۡ أَمۡرًاۖ فَصَبۡرٌ جَمِيلٌۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَنِى بِهِمۡ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ
৮৪। সে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।	٨٤. وَتَوَلَّىٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبۡيَضَّتۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلۡحُزۡنِ فَهُوَ كَظِيمٌ
৮৫। তারা বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আপনিতো ইউসুফের কথা ভুলবেননা যতক্ষণ না আপনি শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত হবেন, অথবা মৃত্যু বরণ করবেন।	٨٥. قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ تَذۡكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوۡ تَكُونَ مِنَ ٱلۡهَـٰلِكِينَ

৮৬। সে বলল ঃ আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি তোমরা তা জাননা।	٨٦. قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

ইয়াকূবের (আঃ) আবার দুঃসংবাদ প্রাপ্তি

ছেলেদের মুখে এ খবর শুনে ইয়াকূব (আঃ) ঐ কথাই বললেন যা তিনি ইতোপূর্বে বলেছিলেন, যখন তাঁর ছেলেরা ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে তার সামনে হাযির করেছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ তিনি বুঝে নেন যে, এবারও তাঁর ছেলেরা বানানো কথা বলছে। ছেলেদেরকে এ কথা বলার পর তিনি নিজে আশা প্রকাশ করেন, যে আশা তিনি মহান আল্লাহর কাছে করছিলেন। তিনি বলেন যে, খুব সম্ভব অতি সত্ত্বরই আল্লাহ তা'আলা তাঁর তিন ছেলেকেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাবেন। অর্থাৎ ইউসুফকে (আঃ), বিনইয়ামীনকে এবং বড় ছেলে রুবীলকে, যে মিসরে এই উদ্দেশে রয়ে গেছে যে, সুযোগ পেলে সে গোপনে বিনইয়ামীনকে নিয়ে পালিয়ে আসবে অথবা মহান আল্লাহ স্বয়ং কোন উপায় করে দিবেন। (তাবারী ১৬/২১৪) তিনি বলেন ঃ

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তিনি আমার অবস্থা সম্যক অবগত। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। এখন তাঁর নতুন দুঃখ ও শোক পুরাতন শোককেও জাগিয়ে তুলল। ইউসুফের (আঃ) বিরহ বিচ্ছেদে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শাউরী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান আল উসফুরী (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, দুঃখ ও বিপদের সময় শুধুমাত্র উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই إِنَّا لِلّه وَإِنَّـــا إِلَيْه رَاجِعونَ (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী) (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৬) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মাতবর্গ এবং তাদের নাবীগণ

এই নি'আমাত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, ইয়াকূবও (আঃ) এই অবস্থায় يَااَسَفَى عَلَى يُوْسُفُ এ কথা বলেছিলেন। (আবদুর রায্যাক ২/২২৭)

শোকে, দুঃখে ইয়াকূবের (আঃ) চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। অর্থাৎ তিনি মাখলূকের কারও কাছে কোন অভিযোগ করতেননা। সদা সর্বদা তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় থাকতেন।

ইয়াকূবের (আঃ) পুত্ররা পিতার এই অবস্থা দেখে তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বলে ঃ 'আব্বাজান! ইউসুফের (আঃ) জন্য এত চিন্তা করবেননা। أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ তা হলে এই চিন্তা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'আমিতো তোমাদেরকে কিছুই বলছিনা।

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّٰهِ আমি আমার মহান রবের কাছে আমার দুঃখ প্রকাশ করছি। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। তিনি কল্যাণদাতা। ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের কথা আমি ভুলিনি। ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য অবশ্যই একদিন প্রকাশিত হবে।'

৮৭। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর করুণা হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা, কারণ কাফির ব্যতীত কেহই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়না।	٨٧. يَـٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ
৮৮। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন বলল ঃ হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং	٨٨. فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ

وَجِئْنَا بِبِضَٰعَةٍ مُّزْجَىٰةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ	**আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করেন।**

ইয়াকূব (আঃ) তাঁর ছেলে ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর ভাইকে খুঁজে বের করার আদেশ দেন

ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় পুত্রদেরকে আদেশ করছেন ঃ 'হে আমার প্রিয় বৎসগণ! গুপ্তচর হিসাবে নয়, বরং সহজ পন্থায় তোমরা ইউসুফ (আঃ) ও বিনইয়ামীনের খোঁজ কর।' আরাবী ভাষায় **تَحَسُّس** শব্দটি ভাল অনুসন্ধান করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর মন্দ অনুসন্ধানের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় **تَجَسُّس** শব্দটি। এর সাথে সাথেই তিনি পুত্রদেরকে বলেন ঃ 'আল্লাহর দয়া, করুণা ও রাহমাত থেকে নিরাশ হয়োনা। তোমরা তাদের অনুসন্ধান বন্ধ করে দিওনা। আল্লাহর নিকট তোমরা ভাল আশা কর। তোমরা নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যাও।'

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁর কাছে উপস্থিত হল

পিতার উপদেশক্রমে তারা যাত্রা শুরু করে মিসরে পৌঁছে গেল। ইউসুফের (আঃ) সামনে হাযির হয়ে তারা নিজেদের দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করল। তারা বলল ঃ **يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ** দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের কাছে এমন কিছুই নেই যার দ্বারা আমরা খাদ্য ক্রয় করতে পারি। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আমাদের কাছে খুব সামান্যই অর্থ রয়েছে। এগুলি নিয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি। যদিও এগুলি খাদ্যের বিনিময় হতে পারেনা। (তাবারী ১৬/২৩৮) তথাপি আমরা কামনা করছি যে, আপনি আমাদেরকে ওগুলিই প্রদান করুন যেগুলি সঠিক ও পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়ে থাকে। আমরা আশা রাখছি যে, **فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ**

আপনি পূর্বের মতই আমাদের প্রতি সদয় হবেন এবং আমাদের বস্তা ভর্তি করে দিবেন। ইব্‌ন যুরাইজের (রহঃ) মতে এর অর্থ হল, আপনি দয়ার্দ্র হয়ে আমাদের ভাইকে ফেরত দিন। (তাবারী ১৬/২৪৩)

সুফইয়ান ইব্‌ন উআইনাহকে (রহঃ) প্রশ্ন করা হয় ঃ 'আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেও কি কোন নাবীর উপর সাদাকাহ হারাম ছিল?' উত্তরে তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করে দলীল হিসাবে বলেন ঃ 'না, ইতোপূর্বে অন্য কোন নাবীর উপর সাদাকাহ হারাম হয়নি।' (তাবারী ১৬/২৪২)

৮৯। সে বলল ঃ তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?	٨٩. قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ
৯০। তারা বলল ঃ তাহলে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল ঃ আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেননা।	٩٠. قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ
৯১। তারা বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।	٩١. قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ

৯২। সে বলল ঃ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।	٩٢. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কাছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় দেন

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাঁর কাছে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত ও দারিদ্রতর অবস্থায় পৌঁছে এবং তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, পিতা ও পরিবারবর্গের বিপদ-আপদের বর্ণনা দেয় তখন তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যায় এবং আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ভাইদেরকে বলেন ঃ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ আপনারা ইউসুফ এবং তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তা আপনাদের স্মরণ আছে কি, যখন আপনারা অজ্ঞ ছিলেন? আপনারা যে অপরাধ করেছেন সেই পাপ তো ছিল অজ্ঞতার কারণে।

বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, প্রথম দু'দফার সাক্ষাতের সময় নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইউসুফের (আঃ) প্রতি ছিলনা। তৃতীয় বার সাক্ষাতের সময় তাঁকে নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। যখন কষ্ট বেড়ে গেল এবং কাঠিন্য বৃদ্ধি পেল তখন আল্লাহ তা'আলা কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা দূর করে দিলেন এবং প্রশস্ততা আনয়ন করলেন। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৫-৬)

ইউসুফের (আঃ) প্রশ্নে তাঁর ভাইয়েরা বিস্ময়ে চমকে উঠে। দুই বারেরও অধিক সময় তারা তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাত করেছে, অথচ তারা তাঁর পরিচয় জানতে পারেনি। তারা তাঁকে প্রশ্ন করে ঃ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ তাহলে তুমিই কি

ইউসুফ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَا أَخِي হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ (বিনইয়ামীন) আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদের পর আমাদেরকে তিনি মিলিত করেছেন। আল্লাহভীতি ও ধৈর্যশীলতা বিফলে যায়না।

তখন ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। তারা তাঁকে বলে ঃ 'বাস্তবিকই দৈহিক সৌন্দর্য ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই তুমি আমাদের চেয়ে উত্তম। রাজত্ব ও ধন-মালের দিক দিয়েও আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন।' এই স্বীকারোক্তির পর তারা তাদের ভুলও স্বীকার করে। তৎক্ষণাৎ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ আজকের পরে আমি আপনাদের এই ভুলের জন্য আপনাদের উপর কোন অভিযোগও করবনা। আপনাদের উপর আমি রাগান্বিত নই। বরং আমার প্রার্থনা এই যে, يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ আল্লাহ তা'আলাও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন! তিনি সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু।

৯৩। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখ, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো।	٩٣. ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
৯৪। অতঃপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বলল ঃ তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তাহলে বলি ঃ আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।	٩٤. وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ

৯৫। তারা বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আপনিতো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।	٩٥. قَالُوا۟ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ

ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) জামা থেকে তাঁর ঘ্রাণ পাচ্ছিলেন

আল্লাহর নাবী ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) শোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বললেন ঃ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا আমার এই জামাটি নিয়ে আমাদের পিতার কাছে গমন করুন এবং এটা তাঁর মুখ-মন্ডলের উপর রেখে দিবেন, ইনশাআল্লাহ তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর আপনারা তাঁকে এবং আপনাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে আসুন। এদিকে এই যাত্রীদল মিসর থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, আর ও দিকে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূবের (আঃ) কাছে ইউসুফের (আঃ) বার্তা পৌঁছে দেন। তখন তিনি তাঁর কাছে অবস্থানরত সন্তানদের বললেন ঃ

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ আমার কাছে আমার প্রিয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধ আসছে। কিন্তু তোমরাতো আমাকে জ্ঞানশূন্য অতি বৃদ্ধ বলে আমার কথার প্রতি কোনই গুরুত্ব দিবেনা। আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যাত্রীদলের মিসর ত্যাগ করার পর পরই প্রবল বাতাস বইতে শুরু করে এবং আল্লাহর হুকুমে বাতাস ইয়াকূবকে (আঃ) ইউসুফের (আঃ) জামাটির সুগন্ধি পৌঁছে দেয়, যদিও তখনও তারা আট দিনের পথের দূরত্বে ছিল। (আবদুর রাযযাক ২/৩২৯)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ), সুবাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে আবূ সীনান (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/২৫০) পিতার পাশে অবস্থানকারী ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতাকে বলল ঃ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ আপনি ইউসুফের (আঃ) প্রতি অত্যধিক ভালবাসার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। (তাবারী ১৬/২৫৭) সে কখনও আপনার মন হতে দূর হয়না এবং কোন সময় আপনি সান্ত্বনাও লাভ করতে পারছেননা। তারা তাদের পিতার সাথে কর্কষ

ভাষায় কথা বলেছিল। ইয়াকূবের (আঃ) কাছে এই ভাষাটি বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠোর মনে হয়েছিল। কোন যোগ্য সন্তানের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, নিজের পিতার সাথে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করে এবং উম্মাতের জন্যও এটা শোভা পায়না যে, তারা তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলে! সুদ্দী (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ১৬/২৫৭)

৯৬। অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হল এবং তার মুখমন্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি তোমরা তা জাননা।	٩٦. فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
৯৭। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরাতো অপরাধী।	٩٧. قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَـٰطِـِٔينَ
৯৮। সে বলল ঃ আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনিতো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٩٨. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

ইউসুফের (আঃ) জামাসহ ইয়াহুযা সুসংবাদ নিয়ে আসে

মুজাহিদ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, জামাটি এনেছিল ইয়াকূবের (আঃ) বড় ছেলে ইয়াহুযা। (তাবারী ১৬/২৫৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুযার ঐ জামাটি বহন করে নিয়ে আসার কারণ ছিল এই যে, সে'ই পূর্বে ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে হাযির করেছিল এবং পিতাকে বলেছিল যে, এটা হচ্ছে ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্তমাখা জামা। এখন এরই বদলা হিসাবে সে'ই ইউসুফের (আঃ) এই জামাটি নিয়ে এলো যেন মন্দের বিনিময়ে ভাল কাজ

সম্পাদিত হয়। যেন কু-খবরের বিনিময়ে সুখবর হয়ে যায়। জামাটি এনেই সে পিতার মুখমন্ডলের উপর রাখে। সাথে সাথেই ইয়াকূবের (আঃ) দৃষ্টি খুলে যায়। (তাবারী ১৬/২৫৯) তখন তিনি পুত্রদের সম্বোধন করে বলেন ঃ

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ আমিতো সদা-সর্বদা তোমাদেরকে বলে আসছি যে, মহান আল্লাহর নিকট হতে আমি এমন কতকগুলি বিষয় অবগত আছি যা তোমরা অবগত নও। আমি তোমাদেরকে বলেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই ইউসুফকে (আঃ) আমার সাথে সাক্ষাত করাবেন। এইতো অল্প দিন পূর্বের আলোচনায় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, আমি ইউসুফের (আঃ) ঘ্রান পাচ্ছি।

ইউসুফের (আঃ) ভাইদের অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা

পিতার এ সব কথা শুনে পুত্ররা লজ্জিত হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন এবং পিতাকে নিজেদের জন্য আল্লাহ আ‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলে। উত্তরে পিতা বলেন ঃ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ আমি আমার রবের নিকট এই আশা রাখি যে, তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি তাওবাহকারীর তাওবাহ কবূল করেন।’

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ), আমর ইব্ন কায়িস (রহঃ), ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, সন্তানদের জন্য দু‘আ করার উদ্দেশে ইয়াকূব (আঃ) রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। (তাবারী ১৬/২৬২)

৯৯। অতঃপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তার মাতা-পিতাকে আলিঙ্গন করল এবং বলল ঃ আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন!	٩٩. فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ

١٠٠. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ

১০০। আর ইউসুফ তার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং তারা সবাই তার সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। সে বলল ঃ হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রাব্ব ওটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করেছেন এবং শাইতান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমার রাব্ব যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করে থাকেন, তিনিতো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

মা-বাবাকে ইউসুফের (আঃ) অভ্যর্থনা এবং স্বপ্নের সফল সমাপ্তি

ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে নিজের পরিচয় দানের পর বলেছিলেন ঃ ‘আমাদের পিতা এবং আপনাদের পরিবারের সমস্ত লোককে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। ঐ যাত্রী দলটি কিনআ’ন থেকে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁরা মিসরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা ইয়াকূবকে (আঃ) অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গমন করেন এবং বাদশাহর নির্দেশক্রমে

শহরের সমস্ত আমীর ও সভাসদও গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং বাদশাহও অভ্যর্থনার উদ্দেশে গিয়েছিলেন। ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে বললেন ঃ

ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন, ইনশাআল্লাহ এখানে নির্ভয় ও নিরাপদে থাকবেন। অতঃপর বলা হয়েছে, آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ শহরে প্রবেশ করার পর তিনি মাতা-পিতাকে নিজের কাছে স্থান দেন এবং তাঁদেরকে বলেন, এখানে দুর্ভিক্ষ ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত অবস্থায় সুখে শান্তিতে বসবাস করুন।

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) মা পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর পিতার সাথে ছিলেন তাঁর খালা। (তাবারী ১৬/২৬৭, ২৬৯) কিন্তু ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি এই যে, ঐ সময় তাঁর মা-বাবা উভয়ই জীবিত ছিলেন। এই উক্তিটি সঠিকও বটে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। আর কুরআনুল হাকীমের প্রকাশ্য শব্দগুলি এটাই প্রমাণ করছে যে, ঐ সময় তাঁর মা জীবিত ছিলেন। (তাবারী ১৬/২৬৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় মাতা-পিতাকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দেন। هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ সেই সময় তাঁর মাতা-পিতা এবং এগারটি ভাই সবাই তাঁর সামনে সাজদাহয় পড়ে যান। তখন তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ ‘হে পিতা! দেখুন, এত দিনে আমার পূর্বের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হল। এই হচ্ছে এগারটি তারকা এবং এই হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র যা আমার সামনে সাজদাহয় পতিত রয়েছে।’ তাঁদের শারীয়াতে এটা বৈধ ছিল যে, বড়দেরকে তাঁরা সালামের সাথে সাজদাহ করতেন। এমন কি আদম (আঃ) থেকে শুরু করে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নাবীর উম্মাতদের জন্য এটা জায়িয ছিল। কিন্তু মিল্লাতে মুহাম্মদীয়ায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা নিজের পবিত্র সত্তা ছাড়া অন্য কারও জন্য সাজদাহকে বৈধ করেননি। বরং তিনি ওটা একমাত্র নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের উক্তির সারমর্ম এটাই। (তাবারী ১৬/২৬৯)

মুআ'য (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তখন সেখানে তিনি দেখতে পান যে, সিরিয়াবাসী তাদের যাজকদেরকে সাজদাহ করছে। তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদাহ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে মুআ'য! এটা কি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি সিরিয়াবাসীদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের যাজক ও সম্মানিত লোকদেরকে সাজদাহ করে। তাহলে আপনিতো সর্বাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি।' এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যদি আমি কেহকেও কারও জন্য সাজদাহর হুকুম দিতাম তাহলে স্ত্রীদেরকে হুকুম করতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীকে সাজদাহ করে। কারণ এই যে, তার বড় হক রয়েছে।' স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিক অধিকার রয়েছে। (ইব্ন মাজাহ ১/৫৯৫)

মোট কথা, যেহেতু তাঁদের শারীয়াতে মানুষকে সাজদাহ করা জায়িয ছিল, তাই তাঁরা ইউসুফকে (আঃ) সাজদাহ করেছিলেন। তখন ইউসুফ (আঃ) বলেন ঃ 'দেখুন আব্বা! আমার স্বপ্নের তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। আমার রাব্ব এটাকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। এর ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে।' অন্য আয়াতে কিয়ামাতের দিনের জন্যও এই **تَأْوِيلُ** শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ

يَا أَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا এটাও আমার উপর আল্লাহর একটা ইহসান যে, তিনি আমার স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। আমার উপর তাঁর আরও অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাকে জেলখানা হতে মুক্তি দান করেছেন এবং আপনাদের সকলকে মরুভূমি হতে সরিয়ে এখানে এনেছেন এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, ইয়াকূব (আঃ) গবাদী পশু লালন-পালন করতেন বলে সাধারণতঃ তাঁকে মরুভূমি অঞ্চলেই বসবাস করতে হত। (তাবারী ১৬/২৭৬) তিনি আরও বলেন যে, তারা ফিলিস্তিনের গূর এলাকার আরাভা নামক স্থানে অবস্থান করতেন যা বৃহত্তর সিরিয়ার অংশ। অতঃপর ইউসুফ (আঃ) বলেন ঃ

مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء

আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বড়ই অনুগ্রহ যে, শাইতান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও তিনি আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনেছেন। আমার রাব্ব যা ইচ্ছা করেন তা'ই নিপুণতার সাথে করে থাকেন। তিনি ঐ কাজের যথাযোগ্য উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন।

আর ওটাকে তিনি অতি সহজ করে দেন। বান্দার কিসে কল্যাণ রয়েছে তা তিনি খুব ভাল রূপেই জানেন। নিজের কাজে, কথায়, ফাইসালায় ও উদ্দেশে তিনি অতি নিপুণ।

١٠١. رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ	**১০১। হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন!**

মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দেয়ার জন্য ইউসুফের (আঃ) আল্লাহর কাছে আবেদন

এটা হচ্ছে সত্যবাদী ইউসুফের (আঃ) তাঁর রাব্ব মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা। তিনি নাবুওয়াত লাভ করেছেন, তাঁকে রাজত্ব দান করা হয়েছে, বিপদ-আপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন, মাতা-পিতা এবং ভাইদের সাথে মিলন ঘটেছে। তাই এখন তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করছেন ঃ ‘হে আমার রাব্ব! পার্থিব নি‘আমাতগুলি যেমন আপনি আমার উপর পরিপূর্ণ করেছেন, অনুরূপভাবে আখিরাতেও এই নি‘আমাতগুলি আমাকে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করুন। যখন আমার মৃত্যু হবে তখন যেন তা ইসলাম ও আপনার আনুগত্যের উপরই হয়। আমাকে যেন সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অন্যান্য নাবী ও রাসূলদের সাথে যেন আমার সাক্ষাৎ ঘটে।’ (তাবারী ১৬/২৮০)

খুব সম্ভব ইউসুফের (আঃ) এই প্রার্থনা ছিল তাঁর মৃত্যুর সময়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের অঙ্গুলী উত্তোলন করেন এবং প্রার্থনা করেন ঃ اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى হে আল্লাহ! মহান বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দিন! তিনবার তিনি এই প্রার্থনাই করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৭৪৩) আবার এও হতে পারে যে, তিনি তার মৃত্যুর অনেক আগেই বলেছিলেন যে, তিনি যখনই মারা যাবেন তখনই যেন ইসলামের উপর মারা যান এবং নাবীগণের সাথে মিলিত হন, এই ছিল তাঁর প্রার্থনার উদ্দেশ্য।

১০২। এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল তখন তুমি তাদের সাথে ছিলেনা।	١٠٢. ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ
১০৩। তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়।	١٠٣. وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
১০৪। আর তুমিতো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছনা, এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।	١٠٤. وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ

ইউসুফের (আঃ) ঘটনা আল্লাহ প্রদত্ত অহীর প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা কিভাবে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে, কিভাবে তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা এর পর তাঁকে কিভাবে রক্ষা করেন এবং কিভাবে তাঁকে উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়ে দেন ইত্যাদি বর্ণনা করার পর স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলছেন ঃ ‘এটা এবং এ ধরণের আরও বহু অদৃশ্যের ঘটনা আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে বর্ণনা করা হয়ে থাকে; যাতে মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তোমার বিরুদ্ধবাদীদেরও চক্ষু খুলে যায়। আর যাতে তাদের উপর আমার দলীল প্রমাণ কায়েম হয়ে যায়।

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ যখন ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এবং কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলেনা। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানালাম বলেই তুমি জানতে পারলে। যেমন মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَـٰمَهُمْ

এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৪) এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা আমি তোমাকে ঐশী বাণী দ্বারা অবহিত করছি। মারইয়ামের (আঃ) তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলমগুলি নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলেনা এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলেনা। মূসার (আঃ) ঘটনা প্রসঙ্গেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ

মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৪) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا

মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا

তুমিতো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা, তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৫) এই সব আমার পক্ষ হতে অহীর মাধ্যমে তোমাকে জানানো হয়েছে। এ হচ্ছে তোমার রিসালাত ও

নাবুওয়াতের স্পষ্ট দলীল যে, অতীত ঘটনাবলী তুমি জনগণের সামনে এমনভাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছ যে, যেন তুমি ওগুলি স্বচক্ষে দেখেছ এবং তোমার সামনেই সেগুলি সংঘটিত হয়েছে। আবার এই ঘটনাগুলি উপদেশ, শিক্ষা এবং হিকমাতে পরিপূর্ণ, যার মাধ্যমে মানুষের দীন ও দুনিয়া সুন্দর হতে পারে। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকছে। وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ তুমি চাইলেও এরা ঈমান আনবেনা। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬)

প্রত্যেক ঘটনার সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (সূরা শূআরা, ২৬ ঃ ৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ তুমিতো তাদের কাছে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক দাবী করছনা। তুমি যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছ এবং এ জন্য বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করছ এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার তোমার কাম্য নয়। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ এটা সারা বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসী উপদেশ লাভ করবে, সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পাবে।

১০৫। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সবের প্রতি উদাসীন।	١٠٥. وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

১০৬। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।	١٠٦. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ
১০৭। তাহলে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ?	١٠٧. أَفَأَمِنُوٓاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

আল্লাহ্ প্রদত্ত নিদর্শন দেখার পরও মানুষ ঈমান আনেনা

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ক্ষমতাবান আল্লাহর বহু নিদর্শন, তাঁর একাত্মবাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ রাত-দিন মানুষের সামনে রয়েছে। তবুও অধিকাংশ লোক অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে এগুলি থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী রয়েছে। এই এতবড় ও প্রশস্ত আকাশ, এই বিস্তৃত যমীন, এই উজ্জ্বল নক্ষত্র-রাজি, এই আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্র, এই গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, শস্য-ক্ষেত্র, তরঙ্গ পূর্ণ সমুদ্র, প্রবাহিত বাতাস, বিভিন্ন প্রকারের ফল ফলাদি এবং নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলী কি জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কাজে আসেনা যে, এগুলি দ্বারা সে তাঁকে চিনতে পারে, যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, অংশীবিহীন, ক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব এবং চির বিদ্যমান? এগুলি দেখে কি সে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনা? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা’বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ তাদের অধিকাংশের মাথা এমনভাবে বিগড়ে গেছে যে, তাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে, অথচ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করছে। তারা আসমান ও যমীনের, পাহাড়-পর্বতের এবং দানব ও মানবের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকেই মানে, অথচ তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে। (তাবারী ১৬/২৯২) সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, এই মুশরিকরা হাজ্জ করতে আসে এবং ইহরাম বেঁধে ‘লাব্বাইক’ উচ্চারণ করতে করতে বলে ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নেই, শরীক যারা আছে

তাদেরও মালিক আপনি। তাদের অধিকার ভুক্ত সবকিছুরও মালিক আপনি।' (মুসলিম ২/৮৪৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম যুল্‌ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) প্রকৃতপক্ষে এটা বড়ই অত্যাচার যে, আল্লাহর সাথে আরও কারও ইবাদাত করা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'তা এই যে, তুমি আল্লাহর জন্য শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, **وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ** এই আয়াতের মধ্যে মুনাফিকরাও এসে পড়ে। তাদের আমলে একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা থাকেনা। বরং তাদের মধ্যে লোক দেখানো ভাব থাকে। এই রিয়াকারীও শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল কারীম ঘোষণা করে ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যার্পণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪২) এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কতকগুলি শির্‌ক খুবই হালকা ও গোপনীয় হয়। স্বয়ং শির্‌ককারীও ওটা বুঝতে পারেনা। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আসীম ইব্‌ন আবী নাযুদ (রহঃ) বলেন যে, উরওয়া (রহঃ) বলেন ঃ হুযাইফা (রাঃ) একজন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট গমন করেন। তার বাহুতে একটা সূতা বাঁধা ছিল। তিনি ওটা দেখে ছিঁড়ে ফেলেন এবং **وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ** এ আয়াতটিই পাঠ করেন। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর শপথ করল সে মুশরিক হয়ে গেল। (তিরমিযী ৫/১৩৫)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ঝাড়-ফুঁক, সূতা এবং মিথ্যা তাবীজ শির্ক।’ (আহমাদ ১/৩৮১, আবূ দাঊদ ৪/২১২, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬৭)

অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ শুভ-অশুভ গণনা করা (তাইয়ারাহ) নিশ্চয়ই শির্ক। কেহ কেহ এতে হয়তো কখনও ক্ষণিকের জন্য উপকার পেতে পারে, কিন্তু নির্ভরশীলতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তার সমস্ত বিপদ আপদ দূর করে থাকেন।’ (আহমাদ ১/৩৮৯, আবূ দাঊদ ৪/২৩০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ তাহলে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নির্ভয় হয়ে গেছে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

যারা দুস্কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের ধারণাতীত? অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৫-৪৭) তিনি আরও বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে, এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের

লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে? তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেহই নিঃশঙ্ক হতে পারেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৭-৯৯)

١٠٨. قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

১০৮। তুমি বল ঃ এটাই আমার (আল্লাহর) পথ; প্রতিটি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও; আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

নাবী/রাসূলগণের কর্ম পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ সমস্ত দানব ও মানবের প্রতি তুমি খবর দাও ঃ আমার নীতি, আমার পন্থা এবং আমার সুন্নাত এই যে, আমি সাধারণভাবে আল্লাহর একাত্মবাদ প্রচার করব। পরিপূর্ণ বিশ্বাস, দলীল প্রমাণ এবং বিচক্ষণতার সাথে আমি সকলকে ঐ দিকে আহ্বান করছি। আমার যত অনুসারী রয়েছে তারাও সবাই ঐ দিকেই আহ্বান করছে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। সব নাবী/রাসূলগণ শারীয়াত সম্মত ও জ্ঞান সম্মত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ঐ দিকে ডাক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমরা তাঁরই মর্যাদা, পবিত্রতা এবং গুণগান বর্ণনা করে থাকি। আমরা তাঁকে শরীক, তুলনীয়, সমকক্ষ, উযীর, পরামর্শদাতা এবং সর্বপ্রকারের দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর কোন সন্তান নেই, স্ত্রী নেই এবং কোন সমকক্ষ নেই। তাঁর ব্যাপারে যে সমস্ত অসত্য আরোপ করা হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪)

١٠٩. وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ ۗ وَلَدَارُ ٱلۡأَخِرَةِ خَيۡرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ ۗ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

১০৯। তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম; তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরকালই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝনা?

সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং পুরুষ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল ও নাবী হিসাবে দুনিয়ায় পুরুষ লোকদেরকেই পাঠিয়েছেন, কোন মহিলাকে নয়। আদম সন্তানদের থেকে কোন মহিলাকে আল্লাহর অহী প্রেরণের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধানসহ দায়িত্বশীল করা হয়নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সবারই মাযহাব এটাই। শায়খ আবূ হাসান (রহঃ) এবং আলী ইব্ন ইসমাঈল আল আশ'আরী (রহঃ) বলেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত হচ্ছে এই যে, নারীদের মধ্য হতে কোন নাবী/রাসূল মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তবে হ্যাঁ, তাঁদের মধ্যে সিদ্দিকা বা সত্যবাদিনী রয়েছেন। যেমন সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও মর্যাদা সম্পন্না মহিলা মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌۖ كَانَا يَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَ

মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৫) অর্থাৎ 'তার (ঈসার (আঃ)) মা হচ্ছেন সিদ্দীকা বা চরম সত্যবাদিনী।' সুতরাং যদি তিনি নাবী হতেন তাহলে তার গুণাগুণ বর্ণনা করার সময় এখানে সেই কথা উল্লেখ করা হত।

সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং তাঁরা মালাক/ফেরেশতা ছিলেননা

যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটির অর্থ করেছেন এই যে, যমীনে বসবাসকারী মানুষই নাবী হয়ে থাকেন। এটা নয় যে, আকাশ হতে কোন মালাক অবতীর্ণ হন। (দুররুল মানসুর ৪/৫৯৫) যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০)

وَمَا جَعَلۡنَٰهُمۡ جَسَدًا لَّا يَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ .خَٰلِدِينَ ثُمَّ صَدَقۡنَٰهُمُ ٱلۡوَعۡدَ فَأَنجَيۡنَٰهُمۡ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهۡلَكۡنَا ٱلۡمُسۡرِفِينَ

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতনা; তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা। অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং যালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮-৯) অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

বল ঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى *(জনপদবাসীদের মধ্য হতে)* এটা সর্বজন বিদিত যে, শহরবাসী হয় কোমল অন্তর ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। অনুরূপভাবে জনপদ হতে দূরে গ্রামে বসবাসকারী বেদুঈনরা অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا

মরুবাসী বেদুঈনরা কুফরী ও নিফাকে খুবই কঠিন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৯৭)

অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমন করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮২) অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী যে সব উম্মাত তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের পরিণাম ফল কি হয়েছিল! আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন! এই কাফিরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬)

এরূপ করলে তারা দেখতে পেত যে, তাদের ন্যায় কাফির ও পাপীদের পরিণতি কি হয়েছিল! আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ধ্বংস করেছিলেন এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নীতি তাঁর মাখলূকের সাথে এইরূপই বটে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পরকালই উত্তম। অর্থাৎ আমি যেমন দুনিয়ায় মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি, অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাদেরকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করব এবং পরকালের মুক্তি তাদের জন্য দুনিয়ার মুক্তি হতে উত্তম হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১-৫২)

١١٠. حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

১১০। অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হল এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এলো। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা হয়না।

আল্লাহর রাসূলগণ সঠিক সময়ে বিজয় লাভের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, সংকীর্ণ অবস্থায় রাসূলদের উপর তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যখন আল্লাহর নাবীদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলা হয় তখন তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ

... এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই

আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) كُذِبُوْا এবং كُذِّبُوْا এই দু'টি কিরা'আত রয়েছে। আয়িশার (রাঃ) কিরা'আত ذ অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে রয়েছে। উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এই শব্দটি' كُذِبُوْا না كُذِّبُوْا? আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ كُذِبُوْا পড়তে হবে।' তিনি পুনরায় বলেন, 'তাহলেতো এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ রাসূলগণ ধারণা করেন যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।' তবে এই ধারণা করার অর্থ কি হতে পারে? এটাতো নিশ্চিত কথা যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল।' উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'অবশ্যই এটা নিশ্চিত কথা যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এমন সময়ও এসে গেল যে, ঈমানদার উম্মাতগণও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ে গেল এবং সাহায্য আসতে এত বিলম্ব হল যে, স্বাভাবিকভাবে রাসূলগণও মনে করতে লাগলেন যে, মু'মিন দলগুলিও হয়তো তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসে পড়ল এবং তাঁরা বিজয় লাভ করলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২১৭)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এটাকে كُذِبُوْا পড়তেন এবং বলতেন যে, তাঁরাও মানুষ ছিলেন। এর দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন ঃ

حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেছেন যে, উরওয়াহ (রাঃ) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রাঃ) এটাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যতগুলি অঙ্গীকার করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস ছিল ঐ

সবগুলিই নিশ্চিত রূপে পরিপূর্ণ হবে। তাঁর অন্তরে এরূপ ধারণা জাগ্রত হয়নি যে, না জানি হয়তো আল্লাহ তা'আলার কোন ওয়াদা ভুল প্রমাণিত হবে কিংবা হয়তো পূর্ণ হবেনা। তবে হ্যাঁ, নাবীগণের উপর বিপদ-আপদ আসতে থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশংকা করে বসেছেন যে, না জানি হয়তো তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের উপর বদ-ধারণা করে তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে।' অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ *(এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে)* (তাবারী ১৬/৩০৭)

অতএব একটি কিরা'আত আছে তাশ্দীদের সঙ্গে এবং একটি কিরা'আত আছে তাখ্ফীফের সঙ্গে (অর্থাৎ ذ অক্ষরের নীচে শুধু যের, উপরে তাশ্দীদ নয়)। তাশ্দীদবিহীন অবস্থায় যে তাফসীর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তাতো উপরে উল্লিখিত হয়েছে। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই আয়াতটিকে এভাবেই পড়তেন অর্থাৎ كُذِبُواْ পড়তেন। আর তিনি এটা এভাবে পাঠ করে বলেন ঃ 'কারণ এটাই যা তুমি অপছন্দ কর।' এই রিওয়ায়াতটি ঐ রিওয়ায়াতের বিপরীত যা এই দুই মহান ব্যক্তি হতে অন্যরা রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের আনুগত্য হতে নিরাশ হয়ে যান এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, নাবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন, তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নাজাত দেন।' এইরূপ তাফসীর অন্যদের থেকেও বর্ণিত আছে।

ইবরাহীম ইব্ন আবূ হামযা আল জাযারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন কুরাইশী যুবক সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) বলেন ঃ 'হে আবূ আবদুল্লাহ! كُذِبُواْ শব্দটিকে কিভাবে পড়তে হবে? এই শব্দটির কারণে হয়তো আমি এই আয়াতটির পাঠ ছেড়েই দিব।' তখন তিনি যুবকটিকে বলেন ঃ 'তাহলে শোন! এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যখন নাবীগণ তাঁদের কাওমের আনুগত্য থেকে নিরাশ হয়ে যান এবং কাওম বুঝে নেয় যে, নাবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন (তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে যায়)।' এ কথা শুনে যাহহাক ইব্ন মুযাহিম (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ 'এরূপ উত্তর আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে ইতোপূর্বে শুনিনি। যদি আমি এখান হতে ইয়ামানে গিয়েও এরূপ উত্তর শুনতাম তাহলে ওটাকেও আমি আমার ভ্রমনের কষ্টকে কিছুই মনে করতামনা।' মুসলিম ইব্ন ইয়াসারও (রহঃ) তাঁর এই জবাব

শুনে খুশি হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন এবং তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আপনার চিন্তা ও উদ্বেগ এমনভাবে দূর করে দিন যেমনভাবে আপনি আমাদের উদ্বেগ ও চিন্তা দূর করলেন।' (তাবারী ১৬/৩০৩) আরও বহু মুফাস্সিরও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। কতক মুফাস্সির ظَنُّوْا ক্রিয়াপদের কর্তা বলেছেন মু'মিনদেরকে, আবার কেহ কেহ কাফিরদের কথা বলেছেন। অর্থাৎ কাফিরেরা অথবা কোন কোন মু'মিন এই ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলগণ সাহায্যের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যান অর্থাৎ তাঁদের কাওমের ঈমান হতে নিরাশ হয়ে যান এবং আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব দেখে তাঁদের কাওম ধারণা করতে থাকে যে, তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৬/৩০৪)

১১১। তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা, ইহা এমন বাণী যা মিথ্যা প্রবন্ধ নয়, কিন্তু মু'মিনদের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে উহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রাহমাত।	١١١. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ নাবীগণের ঘটনাবলী, মুসলিমদের মুক্তি এবং কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনীর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى কুরআনুল কারীম বানানো

কথার কিতাব নয়। ইহা অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। وَلَـــكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ এটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতার দলীল।

ঐ সব গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার যে সব সঠিক ও সত্য কথা রয়েছে সেগুলির স্বীকারোক্তি করে। আর যেগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সেগুলি অস্বীকার করে ও বাতিল বলে গন্য করে। ঐগুলির যে সব কথা বাকী রাখার যোগ্য সেগুলি বাকী রাখার এবং যেগুলি রহিত হয়ে গেছে সেগুলি রহিত হয়ে যাওয়ার বর্ণনা কুরআনুল কারীমে রয়েছে। পবিত্র কুরআন প্রত্যেক হালাল, হারাম, পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের স্পষ্ট ও খোলাখুলি বর্ণনা দিয়ে থাকে। আনুগত্য, অবশ্য করণীয়, মুস্তাহাব, মাকরূহ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত খবর কুরআনুম মাজীদ প্রদান করে। ইহা মহা মহিমান্বিত আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করে এবং বান্দারা তাদের সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে যে ভুলক্রুটি করে থাকে তার সংশোধন করে। সৃষ্টজীব আল্লাহর কোন গুণ বা বিশেষণ তার সৃষ্টির মধ্যে আনয়ন করবে এর থেকে পবিত্র কুরআন বাধা দিয়ে থাকে।

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ সুতরাং এই কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত। এর মাধ্যমে তাদের অন্তর বিভ্রান্তি থেকে হিদায়াত, মিথ্যা হতে সত্য এবং অকল্যাণ হতে কল্যাণের পথ পেয়ে থাকে। আর তারা বান্দার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে। আমাদেরও প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে এই রূপ মু'মিনদের সাথেই রাখেন এবং কিয়ামাতের দিন যখন কতকগুলি চেহারা উজ্জ্বল হবে, আর কতকগুলি চেহারা হবে কালিমাযুক্ত, তখন যেন আমাদেরকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন!

সূরা ইউসুফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৩ ঃ রা'দ মাদানী

١٣ – سورة الرعد، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৪৩, রুকূ' ঃ ৩)

(اَيَاتُهَا : ٤٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিম লাম মীম রা, এগুলি কুরআনের আয়াত; যা তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা'ই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ এতে বিশ্বাস করেনা।	١. الٓمٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

কুরআন আল্লাহর বাণী

সূরার শুরুতে যে حُرُوْف مُقَطَّعَات এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে লিখিত হয়েছে এবং সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যে সূরাগুলির প্রথমে এই অক্ষরগুলি এসেছে সেখানে সাধারণভাবে এই বর্ণনাই হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের লেশ মাত্র নেই। এগুলি হচ্ছে কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ।

এই নীতি অনুসারে এখানেও এই অক্ষরগুলির পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ এগুলি হল কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ। এরপর এর উপরই সংযোগ স্থাপন করে এই কিতাবের অন্যান্য বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদের উপর এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ এটি সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনা। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) অর্থাৎ এর সত্যতা স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। কিন্তু মানুষের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং একগুঁয়েমী তাদেরকে ঈমানের দিকে মুখ করতে দেয়না।

٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجۡرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ يُفَصِّلُ ٱلۡأَيَـٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوقِنُونَ

২। আল্লাহই উর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

'আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার' পর্যালোচনা

আল্লাহ তা'আলা নিজের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বিনা স্তম্ভে আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। আকাশকে তিনি যমীন হতে কতই না উঁচুতে রেখেছেন! শুধু নিজের আদেশে ওটাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার শেষ সীমারেখার খবর কেহ রাখেনা। দুনিয়ার আকাশ, সারা যমীন এবং ওর চার পাশে পানি, বাতাস ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সব দিক থেকেই আসমান যমীন হতে সমানভাবে উঁচু রয়েছে। যমীন হতে আসমানের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। সবদিকেই ওটা এতটা উঁচু। ওর পুরু ও ঘনত্বও পাঁচশ' বছরের ব্যবধানে আছে। আবার দ্বিতীয় আকাশ এই দুনিয়ার আকাশকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রথম

আকাশ হতে দ্বিতীয় আকাশের ব্যবধানও পাঁচশ' বছরের পথ। অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশও একে অপর হতে পাঁচশ' বছরের পথের দূরত্বে অবস্থিত। (আল মাজমা ১/৮৬, তিরমিযী ২/৫২৫) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

আল্লাহ এমন যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীনও রয়েছে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا *(স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ)*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ আকাশের স্তম্ভ রয়েছে বটে, কিন্তু তা দেখা যায়না। (তাবারী ১৬/৩২৪) আইয়াস ইব্ন মুআ'বিয়া (রহঃ) বলেন, আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোন স্তম্ভ নেই। (তাবারী ১৬/৩২৪) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৬/৩২৫) এই উক্তিটিই কুরআনুল হাকীমের বাকরীতিরও যোগ্য বটে। এবং নিম্নের আয়াতটি দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয় ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ... الخ

এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর, তাঁর অনুমতি ছাড়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫) সুতরাং تَرَوْنَهَا এ কথা দ্বারা আকাশে স্তম্ভ না থাকার প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আসমান বিনা স্তম্ভে এই পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে এবং তোমরা তা স্বচক্ষে অবলোকন করছ। এটা হচ্ছে মহামহিমান্বিত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই একটি নিদর্শন।

'আরশের উপর সমাসীন' হওয়া

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 'অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হলেন' এর তাফসীর সূরা আ'রাফে (৭ ঃ ৫৪) বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকবেন। অবস্থা, তুলনা, সাদৃশ্য ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে অনবরত আবর্তিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই নির্দেশক্রমে আবর্তিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবেই আবর্তিত হতে থাকবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ **وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى** প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ এ দু'টি এদের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِى لِمُسۡتَقَرٍّ لَّهَا

এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৮) বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট গন্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরশের নীচে যা যমীনের অপর প্রান্তসীমা অতিক্রম করে ওখানে পৌঁছে। এটা এবং সমস্ত তারকা যখন এখান পর্যন্ত পৌঁছে তখন আরশ থেকে তা আরও দূরে হয়ে যায়। সঠিক কথা এই যে, যার উপর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে তা হল, ওটা গম্বুজের মত যার ভিতর সমস্ত সৃষ্ট জীব বাস করছে। ওটা পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর ন্যায় গোলাকার নয় যেমন ওগুলির পায়া আছে এবং ওকে বহনকারী রয়েছে। যে কেহ চিন্তা গবেষণা করবে সে'ই এটা সত্য বলে মেনে নিবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যাদের রয়েছে তাঁরা এই ফলাফলেই পৌঁছবেন। আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

এখানে শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ করার কারণ এই যে, চলমান ৭টি (সাত) গ্রহের মধ্যে এ দু'টিই বড় ও উজ্জ্বল। সুতরাং এ দু'টিই যখন নিয়মাধীন তখন অন্যগুলিতো নিয়মাধীন হওয়া স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ

তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর। (সূরা

ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৭) অন্য জায়গায় এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۭ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা ইবাদাতের জন্য তোমাদের একমাত্র রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। অর্থাৎ মানুষ যেন এ সব নির্দশন দেখে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাঁর কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

৩। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়; তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।	٣. وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۡهَٰرٗاۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ
৪। পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা	٤. وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعٞ مُّتَجَٰوِرَٰتٞ وَجَنَّٰتٞ مِّنۡ أَعۡنَٰبٖ

وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	**এক শির বিশিষ্ট খেজুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।**

পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শন

উর্ধ্বজগতের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে নিম্ন জগতের বর্ণনা দিচ্ছেন। وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ যমীনকে দৈর্ঘ ও প্রস্থে বিস্তৃত করে আল্লাহ তা'আলাই এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তিনিই এতে দৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছেন। এতে নদ-নদী ও প্রস্রবণ তিনিই প্রবাহিত করেছেন। وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ এর ফলে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রংয়ের এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল-মূলের বৃক্ষাদি সিঞ্চিত হয়ে থাকে। জোড়ায় জোড়ায় ফল-মূল তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ওগুলির মধ্যে কোনটি মিষ্টি এবং কোনটি টক।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ দিন ও রাত পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করছে। একটির আগমন ঘটছে এবং অপরটির প্রস্থান হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থাপনা সেই ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহর দ্বারাই হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার এইসব নিদর্শন, নিপুণতা এবং প্রমাণাদির উপর যে ব্যক্তি চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সে অবশ্যই সুপথ প্রাপ্ত হবে। যমীনের খণ্ডগুলি মিলিতভাবে রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ মহান আল্লাহর শক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, পৃথিবীর এক খণ্ডে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়, আবার আর এক খণ্ডে কিছুই জন্মেনা। (তাবারী ১৬/৩৩১-৩৩৩) পৃথিবীর বুক চিরে যে পানি প্রবাহিত হচ্ছে তার কোন জায়গার মাটি লাল, কোন জায়গার মাটি সাদা,

কোন মাটি কালো, কোনটি কংকরময়, কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা মিষ্টি, কোনটা তিতা, কোনটা বালুকাময় এবং কোনটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তারা পরস্পর পাশাপাশি মিলিত হয়ে অবস্থান করছে, অথচ তাদের গুণাগুণ সম্পূর্ণ পৃথক। মোট কথা, এটাও সৃষ্টিকর্তার মহাশক্তির নিদর্শন, যা বলে দিচ্ছে যে, কার্য সম্পাদনকারী, স্বেচ্ছাচারী এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন সেই একক, অদ্বিতীয় এবং অংশীবিহীন আল্লাহ। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বূদ নেই এবং কোন রাব্বও নেই।

صِنْوَان বলা হয় ঐ গাছকে যার কয়েকটি গুঁড়ি ও শাখা থাকে। যেমন ডালিম, ডুমুর এবং কোন কোন খেজুর গাছ। **غَيْرُ صِنْوَان** বলা হয় ঐ গাছকে যা এইরূপ হয়না, বরং যার একটি মাত্র গুঁড়ি থাকে। এর থেকেই চাচাকে **صِنْوُالْاَب** বলা হয়। হাদীসেও এটা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনার কি জানা নেই যে, চাচা পিতার মতই।' (মুসলিম ২/৬৭৭)

يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ সবগুলির জন্য একই পানি। অর্থাৎ বর্ষার পানি। অথচ স্বাদের দিক দিয়ে এবং ছোট ও বড় হওয়ার দিক থেকে ফলের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কোনটি মিষ্টি, কোনটি তিতা এবং কোনটি টক। (তিরমিযী ৮/৫৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। মোট কথা, বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। যেমন প্রকারে পার্থক্য, রকমে পার্থক্য, রং এ পার্থক্য, গন্ধে পার্থক্য, স্বাদে পার্থক্য, পাতায় পার্থক্য এবং তরু-তাজায় পার্থক্য। কোনটি অতি মিষ্টি এবং কোনটি অতি তিতা। কোনটি খুবই সুস্বাদু, আবার কোনটি অত্যন্ত বিস্বাদ। রংয়েও পার্থক্য রয়েছে। কোনটি লাল, কোনটি সাদা এবং কোনটি কালো। অনুরূপভাবে সতেজতার দিক দিয়েও পার্থক্য রয়েছে। অথচ খাদ্য হিসাবে সবই এক। ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলার এগুলি অলৌকিক শক্তি।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ সুতরাং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়। এগুলি স্বেচ্ছাচারী আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির পরিচয় বহন করে এবং এটাই ঘোষণা করে যে, তিনি যা চান তাই হয়। জ্ঞানীদের জন্য এই নিদর্শনগুলিই যথেষ্ট।

৫. وَإِن تَعۡجَبۡ فَعَجَبٞ قَوۡلُهُمۡ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدٍۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَاقِهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ	**৫। যদি তুমি বিস্মিত হও তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের বক্তব্য ঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? ওরাই ওদের রাব্বকে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ-শৃংখল, ওরাই জাহান্নামী এবং সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী।**

'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান' বিশ্বাস না করা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! এই কাফিরেরা যে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে ও অবিশ্বাস করছে এতে তোমার বিস্মিত হবার কিছু নেই। এদের স্বভাব ও আচরণ এ রূপই যে, তারা এত এত নিদর্শন দেখছে, আল্লাহর বিরাট ক্ষমতার প্রমাণ তারা প্রত্যক্ষ করছে এবং এটা স্বীকারও করছে যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। এতদসত্ত্বেও তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করছে। তারা স্বচক্ষে দেখছে যে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে ও সৃষ্টি হচ্ছে তা আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে, তথাপি তারা ঈমান আনছেনা। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এটা বুঝতে সক্ষম যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বহু গুণে কঠিন এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অনেক সহজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَلَمۡ يَعۡيَ بِخَلۡقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩) তাই আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন ঃ

أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ এরা কাফির। কিয়ামাতের দিন তাদের গ্রীবাদেশে শৃংখল থাকবে। **وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ** তারা জাহান্নামী। তারা জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে তারা পালাতে সক্ষম হবেনা এবং তাদেরকে কখনও মুক্তও করা হবেনা।

٦. وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبۡلَ ٱلۡحَسَنَةِ وَقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِمُ ٱلۡمَثُلَٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغۡفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلۡمِهِمۡ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ	**৬। মঙ্গলের পূর্বে তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর।**

অবিশ্বাসী কাফিরেরা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ** কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলছে ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করছ না কেন? যেমন আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ঃ

وَقَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ. مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟ إِذًا مُّنظَرِينَ

তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকাকে হাযির করছনা কেন? আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬-৮) আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩-৫৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত। (সূরা মা‘আরিজ, ৭০ ঃ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) আরও এক জায়গায় বলছেন ঃ

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا

তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (সূরা সা’দ, ৩৮ ঃ ১৬) আর এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) ভাবার্থ এই যে, কুফরী ও অস্বীকারের কারণে আল্লাহর শাস্তি নেমে আসা অসম্ভব মনে করে এতে তারা নির্ভয় হয়ে যায় এবং শাস্তি নেমে আসার তারা আকাংখা করে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ তাদের পূর্ববর্তী এইরূপ লোকদের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে রয়েছে। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল বলে তাদেরকে তাঁর আযাবের দ্বারা পাকড়াও করা হয়। এটা আল্লাহ তা‘আলার দয়া ও সহিষ্ণুতা যে, তিনি পাপ কাজ করতে দেখেন অথচ সাথে সাথে পাকড়াও করেননা। নতুবা ভূ-পৃষ্ঠে কেহকেও তিনি চলতে ফিরতে দিতেননা। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫) এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ *(বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল)* দিন-রাত তিনি পাপ করতে দেখছেন, তবুও তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর আযাবও বড় বিপজ্জনক, অত্যন্ত কঠিন এবং বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। তাই ভয় ও আশ্বাসের বাণীসহ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

সুতরাং এ সব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমাদের রাব্ব খুবই করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তির বিধান কখনই প্রত্যাহার করা হবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫) তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৭) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি! তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যাতে একই সাথে আশা প্রদান ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

٧. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ	**৭। যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? হে নাবী! কথা এই যে, তুমিতো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক।**

মূর্তি পূজকরা মু'জিযার দাবী করে

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তারা অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস করার পরেও একগুঁয়েমী ভাব নিয়ে বলে ঃ পূর্ববর্তী নাবীগণ যেভাবে মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন তেমনিভাবে এই নাবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কোন মু'জিযা অবতীর্ণ হয়না কেন? যেমন সাফা পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দেয়া, আরাবের পাহাড়গুলিকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা, আরাব ভূমি সবুজ শ্যামল করে তোলা, ওখানে নদ-নদী প্রবাহিত করা ইত্যাদি। তাদের এ কথার উত্তরে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأَيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَ

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ তুমিতো শুধু একজন সতর্ককারী মাত্র! যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) হিদায়াত করার মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ কাজ তোমার ক্ষমতার বাইরে।

وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ প্রত্যেক কাওমের জন্যই পথ প্রদর্শক ও আহ্বানকারী রয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৫৭) অথবা ভাবার্থ হবে ঃ 'হিদায়াতকারী আমি এবং ভয় প্রদর্শনকারী তুমি।' অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৪) কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/৩৫৬)

৮। প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা	٨. ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ

وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ	কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।
٩. عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ	৯। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

আল্লাহই একমাত্র গাইবের খবর জানেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কোন জিনিসই তাঁর অগোচরে নেই। সমস্ত স্ত্রী লিঙ্গ তা মানুষই হোক অথবা জন্তুই হোক, ওদের গর্ভে যা রয়েছে সেই সম্পর্কে জ্ঞান বা অবগতি আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। গর্ভে কি আছে তা তিনি ভালরূপেই জানেন। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ কি স্ত্রীলিঙ্গ, সুন্দর অথবা অসুন্দর, বেশি বয়স পাবে, নাকি কম বয়স পাবে এ সব খবর তিনি রাখেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَـٰتٍ ثَلَـٰثٍ

তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১২-১৪)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা হতে থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা জমাট রক্তের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা মাংস পিন্ড রূপে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা একজন মালাক প্রেরণ করেন, যাঁকে চারটি কথা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ওগুলি হচ্ছে ঃ তার রিয্ক, তার বয়স, তার আমল এবং সে সৌভাগ্যশালী হবে নাকি দুর্ভাগা হবে। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬, মুসলিম ৪/২০৩৬)

অন্য হাদীসে আছে যে, তখন মালাক জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! সে নর হবে, নাকি নারী হবে? হতভাগা হবে, নাকি সৌভাগ্যশালী হবে? তার জীবিকা কি হবে? তার বয়স কত হবে?' আল্লাহ তা'আলা তখন বলে দেন এবং তিনি লিখে নেন। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬, মুসলিম ৪/২০৩৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অদৃশ্যের পাঁচটি চাবী রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেহই জানেনা। (১) আগামীকালের খবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ অবগত নয়। (২) জরায়ূতে যা কিছু কমে বা বাড়ে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। (৩) বৃষ্টি কখন হবে তার অবগতিও শুধুমাত্র আল্লাহরই আছে। (৪) কে কোথায় মারা যাবে এ খবরও আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা। এবং (৫) কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এ খবরও একমাত্র আল্লাহই রাখেন।' (ফাতহুল বারী ৮/২২৫)

'জরায়ূতে যা কিছু কমে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভ পড়ে যাওয়া। আর 'জরায়ূতে যা কিছু বাড়ে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ কিভাবে তা পূর্ণ হয় এ খবরও আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। দেখা যায় যে, কোন কোন নারী গর্ভ ধারণ করে পূর্ণ দশ মাস। আবার কেহ ধারণ করেন নয় মাস। কারও গর্ভ বাড়ে এবং কারও কমে। নয় মাস থেকে কমে যাওয়া এবং নয় মাস থেকে বেড়ে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে রয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৫৯)

কাতাদাহ (রহঃ) وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক প্রাণীরই আয়ু, রিয্ক ইত্যাদি নির্ধারিত রয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মেয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দেন যে, তাঁর এক ছেলে মৃত্যু শিয়রে উপস্থিত। সুতরাং তিনি তাঁর অবস্থান কামনা করেন। এ খবর শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেয়ের কাছে সংবাদ পাঠান ঃ 'আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁরই এবং যা দান করেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা রাখে।' (ফাতহুল বারী ১১/৫০২)

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কিছুই জানেন যা তাঁর বান্দাদের থেকে গোপন রয়েছে এবং যা তাদের কাছে প্রকাশমান আছে। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি সবচেয়ে উচ্চ।

قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا

জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) সমস্ত মাখলূক তাঁর কাছে বিনীত ও অবনত। এটা ইচ্ছায়ই হোক কিংবা বাধ্য হয়েই হোক।

১০। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর।	١٠. سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ
১১। মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে	١١. لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ	**তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই।**

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর জ্ঞান সমস্ত মাখলূককে ঘিরে রয়েছে। কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। তিনি নিম্ন ও উচ্চ শব্দ শুনতে পান। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই জানেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

তুমি যদি উচ্চ কন্ঠে বল, তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি তা জানেন। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২৫)

আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'ঐ আল্লাহর প্রশংসা যাঁর শ্রবণ সমস্ত শব্দকে ঘিরে রয়েছে। আল্লাহর শপথ! নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে তাঁর সাথে এমন আস্তে আস্তে কথা বলে যে, আমি পাশেই, অথচ ভালরূপে তার কথা আমার কর্ণগোচর হয়নি। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

(হে রাসূল) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১) (বুখারী ৭৩৮৫, নাসাঈ ১১৫৭০, ইব্ন মাজাহ ১৮৮, তাবারী ৫/২৮)

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ যে ব্যক্তি তার ঘরের কোণে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে সে এবং যে ব্যক্তি দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে জনবহুল পথে চলাচল করে, আল্লাহর অবগতিতে এরা দু'জন সমান। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

মালাইকা মানুষদেরকে পাহাড়া দেন

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه ... الخ মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অর্থাৎ তাঁরা মানুষকে কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। তাদের কার্যাবলী বিধিবদ্ধ করার জন্য মালাইকার অন্য দল রয়েছে যাঁরা পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করেন। রাত্রিকালের জন্য পৃথক মালাক/ফেরেশতা আছেন এবং দিবা ভাগের জন্যও পৃথক মালাক রয়েছেন। যেমন মানুষের ডানে ও বামে দু'জন মালাক মানুষের আমল লিখার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। ডান দিকের মালাক সাওয়াব লিখেন এবং বাম দিকের মালাক পাপ লিখেন। অনুরূপভাবে তার সামনে ও পিছনে দু'জন মালাক রয়েছেন যাঁরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ চারজন মালাইকার মধ্যে অবস্থান করে। দু'জন আমল লেখক ডানে ও বামে এবং দু'জন রক্ষণাবেক্ষণকারী সামনে ও পিছনে। যেমন একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'তোমাদের কাছে মালাইকা পালাক্রমে আগমন করেন দিনে ও রাতে। ফাজর ও আসরের সালাতে উভয় দলের সাক্ষাত ঘটে। রাতে অবস্থানকারী মালাইকা রাত্রি শেষে আকাশে উঠে যান। বান্দাদের অবস্থা অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ?' তাঁরা উত্তরে বলেন ঃ 'আমরা তাদের কাছে গমনের সময় সালাত আদায় করা অবস্থায় পেয়েছি এবং বিদায়ের সময়ও তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৬)

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে ভারপ্রাপ্ত সঙ্গী হিসাবে রয়েছে একজন জিন ও একজন মালাক।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথেও কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমার সাথেও রয়েছে। তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সাহায্য করছেন। সে আমাকে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই হুকুম করেনা।' (আহমাদ ১/৪০১, মুসলিম ২৮১৪)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বানী ইসরাঈলের কোন এক নাবীর কাছে আল্লাহ তা'আলা অহী করেন ঃ 'তোমার কাওমকে বলে দাও ঃ যে গ্রামবাসী কিংবা যে গৃহবাসী আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে এবং এক সময় তাঁর অবাধ্য হতে শুরু করে, আল্লাহ তাদের পছন্দনীয় জিনিসগুলিকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঐ জিনিসগুলি তাদের কাছে আনয়ন করেন যেগুলি তারা অপছন্দ করে। অতঃপর এর সমর্থনে তিনি আল্লাহ তা'আলার

এ উক্তিটি পাঠ করেন ঃ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ (নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে) এই আয়াত দ্বারা এ কথার সত্যতা স্বীকৃত হয়।

১২। তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।	١٢. هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ
১৩। বজ্র ধ্বনি ও মালাইকা সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি বজ্রপাত ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; যদিও তিনি মহাশক্তিশালী ।	١٣. وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَـٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ

'মেঘমালা, বিজলী, বজ্রপাত' আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মেঘ থেকে যে বিজলীর সৃষ্টি হয়, যার আলো অতি প্রখর তা তাঁরই আয়ত্তাধীন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আবূ জাল্দকে (রহঃ) একটি চিঠি লিখে *'আল বার্ক'* সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বলেন যে, তা হল পানি। (তাবারী ১৬/৩৮৭) কাতাদাহ (রহঃ) خَوْفًا وَطَمَعًا *(যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে)* এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইহা হল ভ্রমনকারীদের জন্য ভয় যে, তা থেকে কোন বিপদে পতিত হয় কিনা এবং তাদের পথকষ্ট বেড়ে না যায়। আর বাড়ীতে

অবস্থানকারী ব্যক্তিরা তা থেকে বারাকাত ও উপকার লাভের আশায় বুক বাধে যে, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُنْشِىءُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ওটাই ঘন মেঘ সৃষ্টি করে এবং যা পানির ভারে যমীনের নিকটবর্তী হয়। ওটা পানিতে বোঝা স্বরূপ হয়ে যায়। (তাবারী ১৬/৩৮৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ বজ্রও তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ

এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪) ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ (রহঃ) বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে, তিনি হামিদ ইব্ন আবদুর রাহমানের (রহঃ) পাশে মাসজিদে বসা ছিলেন। তখন বানী গিফার গোত্রের এক লোক মাসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হামিদ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) এক লোককে এই বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন দয়া করে একটু সময়ের জন্য তাদের সাথে মাসজিদে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি এলে হামিদ (রহঃ) আমাকে বললেন ঃ হে ভাতুস্পুত্র! তোমার এবং আমার মাঝখানে তাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে দাও, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রে উঠা-বসা করতেন। ঐ লোকটি এসে আমার এবং হামিদের (রহঃ) মাঝখানে বসলেন। হামিদ (রহঃ) তাকে বললেন ঃ দয়া করে আপনি আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদীস বর্ণনা করবেন কি? তিনি বললেন ঃ গিফার গোত্রের এক লোক বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা মেঘ সৃষ্টি করেন যা উত্তমরূপে কথা বলে ও হাস্য করে। (আহমাদ ৫/৪৩৫)

সম্ভবতঃ কথা বলা দ্বারা গর্জন করা এবং হাস্য করা দ্বারা বিদ্যুৎ চমকানো উদ্দেশ্য। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করেন এবং ওটা অপেক্ষা উত্তম কথক ও উত্তম হাস্যকারী আর কিছুই নেই। ওর হাসি হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং কথা হচ্ছে বজ্র।

বজ্রপাতের সময় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

সা'লিম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বজ্র ধ্বনি শুনতেন তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার গযব দ্বারা নিপাত করবেননা এবং আপনার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করবেননা। এবং এর পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।' (আহমাদ ২/১০০, তিরমিযী ৯/৪১২, নাসাঈ ৬/২৩০, আদাব আল মুফরাদ ১৮৭, হাকিম 8/২৮৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বজ্রধ্বনি শুনে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِه

'আমি ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি; বজ্রনির্ঘোষ ও মালাইকা সভয়ে যাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে।' তিনি আরও বলতেন যে, এই শব্দে দুনিয়াবাসীর জন্য বড় ত্রাসের ব্যাপার রয়েছে। (মুআত্তা মালিক ২/৯৯২, আদাব আল মুফরাদ ৭২৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মহামহিমান্বিত রাব্ব বলেন ঃ 'যদি আমার বান্দারা পূর্ণমাত্রায় আমার আনুগত্য করত তাহলে আমি অবশ্যই তাদের উপর রাত্রিকালে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনের বেলায় তাদের উপর সূর্য প্রকাশমান রাখতাম, আর বজ্রের ধ্বনি পর্যন্ত তাদেরকে শোনাতাম না'। (আহমাদ ২/৩৫৯)

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। এ জন্যই শেষ যুগে খুব বেশি বিজলী পতিত হবে।

এই আয়াতের শানে নুযূলে হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আরবাদ ইব্ন কাইয়িম ইব্ন যুজু ইব্ন যুলাইদ ইব্ন জাফর ইব্ন কুলাব এবং আমির ইব্ন তুফাইল ইব্ন মালিকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ লোক দু'টি আরাবের নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় এবং তিনি যেখানে বসতেন সেখানে এসে বসে পড়ে। আমির ইব্ন

তুফাইল বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! আমি যদি ইসলাম কবূল করি তাহলে আমাকে কী দিবেন? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সমস্ত মুসলিমের উপর অধিকার ও দায়িত্ব পাবে। তখন আমির বলল ঃ 'আমরা এই শর্তে আপনাকে নাবী হিসাবে মেনে নিতে পারি যে, আপনি আমাকে পরবর্তী দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ করবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটা তোমার অধিকারে নেই এবং তোমার লোকদেরও নেই। খুব বেশি হলে তোমাকে অশ্ববাহিনীর নেতা করা যেতে পারে। আমির বলল ঃ আমিতো এখনই নাজ্‌দ এলাকার অশ্ববাহিনীর নেতা রয়েছি। আমাকে মরুভূমির উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন এবং আপনি শহরগুলির ব্যবস্থাপনায় থাকুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ 'না (তা হবেনা)। তখন অভিশপ্ত আমির বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি মাদীনার চতুর্দিক সেনাবাহিনী দ্বারা অবরোধ করব।' তার এ কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিবেননা।' সুতরাং তারা নিরাশ হয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যায়।

এরপর তারা দু'জনে পরামর্শ করল। আরবাদকে আমির বলল ঃ আমি মুহাম্মাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকব এবং ঐ সময় তুমি তোমার অস্ত্র দ্বারা তাঁকে আঘাত করবে। যদি তিনি মারা যান তাহলে মুসলিমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস পাবেনা। খুব বেশি হলে এটাই হবে যে, তাদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। আরবাদ বলল ঃ আমি সেই রক্তপণের অর্থ প্রদান করব। এই পরামর্শের পর আবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে। আমির তাঁকে বলে ঃ 'আপনি এখানে একটু আসুন! আপনার সাথে আমি কিছু আলাপ করতে চাই।' তার এ কথা শুনে তিনি তার কাছে উঠে এলেন এবং তার সাথে চললেন। এক প্রাচীরের পাদদেশে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে শুরু করে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে থাকেন। সুযোগ পেয়ে আরবাদ তরবারীর উপর হাত রাখে। ওটাকে কোষ হতে বের করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার হাত অবশ করে দেন। কোন ক্রমেই সে কোষ হতে তরবারী বের করতে পারলনা। পিছন দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অবস্থা দেখতে পেলেন তখন তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। অতঃপর তারা

দু'জন মাদীনা হতে প্রস্থান করে এবং *'হাররা ওয়া'কিম'* নামক স্থানে পৌঁছে থেমে যায়। কিন্তু সা'দ ইব্‌ন মুআ'য (রাঃ) এবং উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রাঃ) সেখানে পৌঁছে যান। তারা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে *'রিকম'* নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই আরবাদের উপর আকাশ থেকে বিজলী পতিত হয় এবং সেখানেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। আমির সেখান থেকে পলায়ণ করে। *'খারিম'* নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই এক জাতীয় ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়। বানু সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে সে রাতের জন্য আশ্রয় নেয়। সে তার ঘাড়ের ফোঁড়া স্পর্শ করত এবং সবিস্ময়ে বলত ঃ 'এত বড় ফোঁড়া যা উটের হয়ে থাকে! হায় আফসোস! আমি সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে মারা যাব! আমি যদি নিজ বাড়ীতে থাকতাম তাহলে কতই না ভাল হত।' সে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল। কিন্তু পথেই সে ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ. عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ. سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ. لَهُۥ مُعَقِّبَـٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; নিশ্চয়ই

আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৮-১১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতে নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিফাযাত করার বর্ণনাও রয়েছে এবং আরবাদের উপর বিজলী পতিত হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে। (তাবারানী ১০/৩৭৯, বুখারী ৪০৯১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰه তারা আল্লাহর ব্যাপারে বাক বিতন্ডা করে। তারা তাঁর মর্যাদা ও একাত্মবাদকে স্বীকার করেনা। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের কঠিন ও অসহনীয় শাস্তি প্রদানকারী। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই ঃ

وَمَكَرُواْ مَكۡرًا وَمَكَرۡنَا مَكۡرًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ. فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنَٰهُمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِينَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫০-৫১)

وَهُوَ شَدِيدُ الْمحَال আলীর (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হল ঃ তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (তাবারী ১৬/৩৯৬)

১৪। সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাঁকে ছাড়া আহ্বান করে অপরকে তারা (অপরেরা) তাদেরকে কোনই সাড়া দেয়না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত	**١٤. لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ**

فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ	**করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছার নয়, কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল।**

মুশরিকদের মিথ্যা মা'বূদ সাব্যস্ত করার দৃষ্টান্ত

আলী ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) বলেন যে, 'আল্লাহর জন্য সত্য আহ্বান' এর দ্বারা একাত্মবাদকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৯৮) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা لَا اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ উদ্দেশ্য। এরপর মুশরিক ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ *তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছার নয়।* যেমন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন ঃ কোন লোক পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করে থাকে এই উদ্দেশে যে, পানি তার মুখে পৌঁছে যাবে, অথচ তার হাতই পানি পর্যন্ত পৌঁছেনি। অতএব এরূপ কখনও হতে পারেনা। (তাবারী ১৬/৪০০) অনুরূপভাবে এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করছে এবং তাদের কাছে আশা রাখছে। কিন্তু তাদের আশা তারা কখনও পূর্ণ করতে পারবেনা, ইহকালেও না এবং পরকালেও না।

সুতরাং যেমন মুষ্ঠিতে পানি বন্ধকারী এবং যেমন পানির দিকে হস্ত প্রসারিতকারী পানি থেকে বঞ্চিত থাকে, তেমনই এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করছে বটে, কিন্তু তারা বঞ্চিতই থাকবে। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কোনই উপকার লাভ করতে পারবেনা। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান করা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

١٥. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا	**১৫। আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের**

পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সাজদাহ করে

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছু তাঁর সামনে বিনয়াবনত। তাঁর সামনে সবাই বিনয় ও নীচতা প্রকাশ করে। মু’মিনরা খুশি মনে এবং কাফিরেরা বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে সাজদাহয় পতিত হয়। তাদের ছায়াগুলি সকাল সন্ধ্যায় তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُۥ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে? (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮)

١٦. قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَـٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِۦ

১৬। বল ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব? বল ঃ তিনি আল্লাহ! বল ঃ তাহলে কি তোমরা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বল ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহর সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে

فَتَشَـٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٍ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّـٰرُ	**বিভ্রাট ঘটিয়েছে? বল ঃ আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী।**

তাওহীদের দা'ওয়াত

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কেহ উপাস্য নেই। এই মুশরিকরাও এর স্বীকারোক্তিকারী যে, যমীন ও আসমানের রাব্ব ও পরিচালক আল্লাহ তা'আলাই বটে। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁকে ছেড়ে অন্যান্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছে এবং তাদের উপাসনায় রত রয়েছে। অথচ তারা সবাই মিলেও কারও জন্য কোন কিছু করার ব্যাপারে অক্ষম। তারা এত অক্ষম যে, নিজেদেরই লাভ-ক্ষতির মালিক তারা নয়। সুতরাং এই মুশরিক এবং আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দা সমান হতে পারেনা। এরাতো অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহর এই খাঁটি বান্দারা রয়েছে আলোর মধ্যে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ *বল ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহর সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রাট ঘটিয়েছে?* এই মুশরিকদের নির্ধারিত শরীকরা কি কোন জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, যার ফলে তাদের কাছে কঠিন হয়ে গেছে যে, কোনটার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, আর কোনটার সৃষ্টিকর্তা তাদের এই উপাস্যরা? অথচ এ রূপতো মোটেই নয়। আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, তাঁর সমকক্ষ এবং তাঁর মত কেহই নেই। তিনি উযীর, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এসব থেকে তাঁর সত্তা বহু উর্ধ্বে। এটাতো মুশরিকদের চরম নির্বুদ্ধিতা যে, তারা তাদের ছোট উপাস্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট দাস মনে করা সত্ত্বেও তাদের উপাসনা করছে। (হাজ্জের সময়) 'লাব্বাইক' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বলে ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ অংশীদার যারা স্বয়ং আপনারই অধিকারে রয়েছে। আর যে জিনিসের তারা

মালিক সে জিনিসেরও প্রকৃত অধিকারী আপনিই।' কুরআনুল হাকীমের অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

আমরাতো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩) তাদের এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬) কুরআনুল হাকীমের এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৩-৯৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও গোলাম হওয়ার দিক দিয়ে সবাই যখন সমান, তখন একে অপরের ইবাদাত করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও স্পষ্ট অন্যায় হবেনা তো কি হবে? আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার শুরু থেকেই রাসূলদের ক্রম পরম্পরা জারী রেখেছেন। সবাই মানুষকে প্রথম শিক্ষা এই দিয়েছেন যে, আল্লাহ এক এবং ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেহই উপাসনার যোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ তাঁদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁদের বিরোধিতা করেছে। ফলে তাদের উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যুল্‌ম নয়।

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্‌ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

১৭। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নদীসমূহ	١٧. أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً

فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَـٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَـٰطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ	ওদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে। এভাবে আবর্জনা উপরি ভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মানের উদ্দেশে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় তার। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন; যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে যায়, এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।

সত্য স্থায়ী এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ

এখানে সত্য ও মিথ্যা, আসল ও নকল, আসলের স্থায়ীত্ব এবং নকলের অবলুপ্তির দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء আল্লাহ তা'আলা মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ঝর্ণা, নদী, নালা ইত্যাদির মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হয়। কোনটা ছোট এবং কোনটা বড়। কোনটা বেশি পানি ধরে রাখে এবং কোনটা কম। এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্তরসমূহের ও ওগুলির তারতম্যের। কোনটা আসমানী জ্ঞান বেশি রাখে এবং কোনটা কম রাখে। পানির স্রোতের মুখে ফেনা উত্থিত হয়। এটা হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত।

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সোনা, রূপা, লৌহ এবং তামার। এগুলিকে আগুনে তাপ দেয়া হয়। এগুলিতে

তাপ দিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা অলংকার তৈরী করা হয় এবং লোহা ও তামা দ্বারা বিভিন্ন পাত্র তৈরী করা হয়। আগুনে তাপ দেয়ার সময় এগুলিতেও ফেনা জাতীয় জিনিস উত্থিত হয়। যেমন এ দু'টি জিনিসের ফেনা দূর হয়ে যায়, তেমনিভাবে বাতিল, যা কখনও কখনও হকের উপর ছেয়ে যায়, অবশেষে তা ছাঁটাই হয়ে যায় এবং হক পৃথক হয়ে যায়। যেমন পানি থেকে ফেনা দূর হয়ে গেলে তা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যকে যেমন আগুনে তাপ দিয়ে তা থেকে ভেজালকে পৃথক করে দেয়া হয়। তখন সোনা, রূপা, পানি ইত্যাদি দ্বারা দুনিয়াবাসী উপকার লাভ করে এবং ওগুলির উপর যে ভেজাল ও ফেনা এসেছিল তার কোন নাম নিশানাও আর বাকী থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুঝানোর জন্য কতই না পরিষ্কার ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যেন মানুষ চিন্তা ও অনুধাবন করতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা 'আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৩)

সালাফগণের কেহ কেহ যখন কোন দৃষ্টান্ত বুঝতে অসমর্থ হতেন তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করতেন। কেননা তা বুঝতে না পারা শুধুমাত্র জ্ঞানশূন্য লোকদের জন্যই শোভা পায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) **أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এতে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যাদের অন্তর বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান বহনকারী। কতগুলি অন্তর এমনও আছে যেগুলিতে সন্দেহ বাকী থেকে যায়। সুতরাং সন্দেহের সাথে আমল নিরর্থক। পূর্ণ বিশ্বাসই পুরাপুরিভাবে উপকার পৌঁছিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ *(যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে যায়)* **زَبَد** শব্দ দ্বারা সন্দেহকে বুঝানো হয়েছে, যা নিরর্থক ও বাজে জিনিস। বিশ্বাসই ফলদায়ক জিনিস। এটা চিরস্থায়ী হয়। যেমন অলংকারকে আগুনে তাপ দিলে ভেজাল বা নকল জিনিস পুড়ে যায় এবং খাঁটি জিনিস বাকী থেকে যায়, তেমনই আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশ্বাস গ্রহণীয় এবং সন্দেহ প্রত্যাখ্যাত। (তাবারী ১৬/৪১০)

কুরআন এবং সুন্নাহকে আগুন এবং পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে

সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। একটি পানির এবং অপরটি আগুনের। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ

এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্বলিত করল, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭)

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায় যাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯) সূরা নূরে কাফিরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একটি মরীচিকার এবং অপরটি সমূদ্রের তলদেশের অন্ধকারের।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯)

গ্রীষ্মকালে দূর থেকে মরুভূমির বালুকারাশিকে তরঙ্গায়িত সমূদ্রের পানি বলে মনে হয়। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে ঃ 'কিয়ামাতের দিন ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তোমরা কি চাও?' উত্তরে তারা বলবে ঃ 'আমরা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমরা পানি চাই।' তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ 'তোমরা পান করার জন্য ফিরে যাচ্ছনা কেন?' এ কথা শুনে তারা জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে এবং দুনিয়ায় যেমন দূর থেকে মরুভূমির বালুকারাশিকে পানি বলে মনে হয় তদ্রুপ তারা সেখানে দেখতে পাবে। ওর এক অংশ অপর অংশকে দগ্ধ করতে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৯৮, মুসলিম ৪/১৬৮) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْ كَظُلُمَـٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে হিদায়াত ও জ্ঞানসহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা যমীনের উপর বর্ষিত হয়েছে। যমীনের এক অংশ পানি গ্রহণ করে নিয়েছে, ফলে তাতে প্রচুর পরিমাণে সবজি ও তৃণলতা জন্মেছে। দ্বিতীয় প্রকারের যমীন হচ্ছে কঠিন যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জনগণের উপকার সাধন করেন। তারা ঐ পানি নিজেরা পান করে, জীবজন্তুকে পান করায় এবং জমিতে সেচ করে ফসল ফলায়। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে কংকরময় ভূমি। না তাতে পানি জমে থাকে, না কোন ফসল উৎপন্ন হয়। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির যে দীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আমাকে পাঠানোর মাধ্যমে সে নিজে যে ইল্ম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। আর শেষেরটির উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির যে এ জন্য মাথাও ঘামায়নি এবং যে হিদায়াতসহ আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তা কবূলও করেনি।' (ফাতহুল বারী ১/২১১, মুসলিম ৪/১৭৮৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। আগুন যখন ওর আশেপাশের জায়গাগুলিকে আলোকিত করল তখন প্রজাপতি ও পতঙ্গগুলি ঐ আগুনে পড়তে শুরু করল এবং এভাবে তাদের জীবন শেষ হতে লাগল। লোকটি বারবার ওগুলিকে আগুনে পড়া হতে বাধা দিতে থাকল, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও বাধা না মেনে ওগুলি আগুনে পড়তেই থাকল। ঠিক এরূপই দৃষ্টান্ত আমার ও তোমাদের। আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি এবং বলছি যে, আগুন থেকে দূরে সরে যাও। কিন্তু তোমরা আমার কথা মানছনা। বরং আমার নিকট থেকে ছুটে গিয়ে আগুনেই ঝাঁপ দিচ্ছ।' (আহমাদ ২/৩১২, ফাতহুল বারী ১১/৩২৩, মুসলিম ৪/১৭৯০)

১৮। মঙ্গল তাদের, যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়। এবং যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়না তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকত এবং উহার সাথে সম পরিমাণ আরও	١٨. لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُۥ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ

জَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفْتَدَوْا۟ بِهِۦٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ	**থাকত তাহলে অবশ্যই তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান করত; তাদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!**

মু'মিন এবং পাপীদের জন্য প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও পাপিষ্ঠদের পরিণামের খবর দিচ্ছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী, তাঁদের আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী আমলকারী, অতীত খবরগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইন সম্পর্কে খবর দেন যে, তিনি বলেন ঃ

أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا. وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

যে কেহ সীমা লংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দিব। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৮৭-৮৮) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়না অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেনা, তারা কিয়ামাতের দিন এমন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, যদি তাদের কাছে পৃথিবীপূর্ণ সোনা থাকে তাহলে

তারা তাদের মুক্তিপণ হিসাবে তা দিতেও প্রস্তুত থাকবে, এমন কি যদি আরও ঐ পরিমাণ হয় তবুও। কিন্তু কিয়ামাতের দিন না মুক্তিপণের ব্যবস্থা থাকবে, আর না বিনিময় গ্রহণ করা হবে।

أُوْلَـــئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ সেদিন তাদের পুংখানুপুংখরূপে বিচার করা হবে। একটা ছাল বা বাকল এবং একটা শস্যেরও হিসাব নেয়া হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ জাহান্নাম হবে তাদের আবাস এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল!

১৯। তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই।	١٩. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সরাসরি সত্য বলে জানে বা বিশ্বাস করে, তাতে তার কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকেনা, সে একটিকে আর একটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী ও আনুকূল্যকারী মনে করে, সব খবরকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে, তোমার সত্যবাদিতার কথা অকপটে স্বীকার করে। আর দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তি, যার অন্ত র্চক্ষু অন্ধ, মঙ্গল বুঝেইনা এবং বুঝলেও মানেনা ও বিশ্বাস করেনা, এ দু’জন কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) এখানেও এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى *তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান?* এ দু'জন সমান নয়। কথা এই যে, إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ বুদ্ধিমান ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

২০। যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা -	٢٠. ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ
২১। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে -	٢١. وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ
২২। আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম -	٢٢. وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ
২৩। স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং	٢٣. جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَٰٓبِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ	**তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ত-তিদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তারাও এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।**
٢٤. سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ	**২৪। (হাযির হয়ে তারা) বলবে ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম!**

জান্নাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলা ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদের ভাল পরিণামের খবর দিচ্ছেন যারা আখিরাতে জান্নাতের মালিক হবেন এবং দুনিয়ায়ও যাদের পরিণাম হবে অতি উত্তম। الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ *যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা।* তারা মুনাফিকদের মত নন যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। এটা মুনাফিকদেরই স্বভাব যে, তারা কোন ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, ঝগড়ায় কটু বাক্য প্রয়োগ করবে, মিথ্যা কথা বলবে এবং আমানাতের খিয়ানাত করবে।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه أَن يُوصَلَ *আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে।* আর ঐ উত্তম গুণের অধিকারী মু'মিনদের স্বভাব এই যে, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন, তাদের সাথে সদাচরণ করেন, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদেরকে দান করেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন। তারা আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই এগুলি করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ তারা তাদের রাব্বকে ভয় করে অর্থাৎ তারা সৎ কাজ করেন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং অসৎ কাজ পরিত্যাগ করেন আল্লাহর নির্দেশ মনে করেই। তারা আখিরাতের কঠোর

হিসাবকে ভয় করেন। এ জন্যই তারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকেন, সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, মধ্যম পথকে তারা কখনই পরিত্যাগ করেননা।

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ সর্বাবস্থায়ই হারাম কাজ এবং আল্লাহর নাফরমানীর দিকে প্রবৃত্তি তাদেরকে আকর্ষণ করলেও তারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আখিরাতের সাওয়াবের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি কামনা করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকেন। وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ তারা সালাতের পূর্ণ হিফাযাত করেন। রুকু’ ও সাজদাহর সময় শারীয়াত অনুযায়ী বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেন। وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً আল্লাহ যাদেরকে দান করতে বলেছেন তাদেরকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান করে থাকেন। দরিদ্র, অভাবী ও মিসকীন নিজেদের মধ্যকার হোক কিংবা দূর সম্পর্কীয় হোক, তাদের বারাকাত/দু‘আ থেকে তারা বঞ্চিত হননা। গোপনে ও প্রকাশ্যে, সময়ে-অসময়ে তারা আল্লাহর পথে খরচ করেন। وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা এবং শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা দূর করেন। কেহ তাদের সাথে অসদাচরণ করলে তারা তার সাথে সদাচরণ করেন। তাদের সামনে কেহ মস্তক উত্তোলন করলে তারা মস্তক অবনত করেন। তারা অন্যদের যুল্ম সহ্য করে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। কুরআনুল হাকীমের শিক্ষা হচ্ছে ঃ

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ

মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

এই রূপ লোকদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম। সেই উত্তম পরিণাম এবং উত্তম ঘর হচ্ছে জান্নাত, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম ‘আদন’। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

এতে থাকবেন নাবীগণ, শহীদগণ এবং হিদায়াতের ইমামগণ। ওখানে তারা তাদের প্রিয়জনকেও তাদের সাথে দেখতে পাবেন। তাদের সাথে থাকবেন তাদের মু'মিন পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন। তারা সুখে শান্তিতে অবস্থান করবেন এবং তাদের চক্ষুগুলি ঠাণ্ডা হবে। এমন কি তাদের মধ্যে কারও কারও আমল যদি তাকে ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার যোগ্যতা নাও রাখে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করাব তাদের সন্তান-সন্ততিকে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১)

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

তাদেরকে মুবারকবাদ ও সালাম জ্ঞাপনের জন্য সদাসর্বদা প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে মালাইকা যাতায়াত করবেন। এটাও আল্লাহ তা'আলার একটি নি'আমাত। এর ফলে তারা সব সময় খুশি থাকবেন এবং সুসংবাদ শুনবেন। এটাও তাদের সৌভাগ্যের কারণ যে, তারা শান্তির ঘরে নাবী, সিদ্দীক ও শহীদদের প্রতিবেশী হয়ে থাকতে পারবেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে যাবে তা তোমরা জান কি?' সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ' আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হতে দূরে ছিল, কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত। যাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গিয়েছিল এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। আল্লাহ তাঁর মালাইকার কেহকে বলবেন ঃ 'যাও, তাদেরকে মুবারাকবাদ জানাও।' মালাইকা বলবেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার আকাশের অধিবাসী উত্তম মাখলূক। আপনি কি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাম করব এবং মুবারাকবাদ জানাব?' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'এরা হচ্ছে আমার সেই

বান্দা যারা শুধু আমারই ইবাদাত করত, আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করেনি, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ হতে বঞ্চিত ছিল এবং কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছিল। তাদের কেহ মনের আশা মনে পোষণ করেই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের সেই আশা আর পূরণ হয়নি।' তখন মালাইকা প্রতিটি দরজা দিয়ে অতি আগ্রহের সাথে তাদের দিকে যাবেন এবং বলবেন سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ *তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম!* (আহমাদ ২/১৬৮)

٢٥. وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ	**২৫। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস।**

অভিশপ্ত লোকদের বর্ণনা

যাদের জন্য রয়েছে জঘন্যতম বাসস্থান

এ আয়াতের পূর্বে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর এবার ঐ হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা মু'মিনদের বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট ঃ

يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ

তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার প্রতি না কোন ভ্রুক্ষেপ করত, না তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখত, আর না আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের প্রতি কোন খেয়াল রাখত। এরা হচ্ছে অভিশপ্ত দল এবং এদের পরিণাম খুবই মন্দ।

সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ ‘মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন তারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোন ওয়াদা করে তখন খেলাফ করে এবং যখন তাদের কাছে কোন কিছু আমানাত রাখা হয় তখন তারা খিয়ানাত করে।’ (ফাতহুল বারী ১/১১১) আর একটি রিওয়ায়াতে আছে ঃ ‘যখন কোন চুক্তি করে তখন তা ভঙ্গ করে, যখন ঝগড়া করে তখন কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে।’ (ফাতহুল বারী ১/১১১) তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ তা‘আলার করুণা লাভ করবেনা এবং এদের পরিণাম হবে খুবই মন্দ। এরাই হচ্ছে জাহান্নামী দল।

وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১৮)

২৬। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন কিংবা সংকুচিত করেন; কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত, অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।	٢٦. ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ

রিয্কের বৃদ্ধি অথবা সংকুচিত করার ইখতিয়ার আল্লাহর

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যদি কারও জীবিকা প্রশস্ত করার ইচ্ছা করেন তা তিনি করতে পারেন। আবার কারও জীবিকা সংকীর্ণ করার ইচ্ছা করলে তাও তিনি সক্ষম। এ সব কিছু হিকমাত ও ইনসাফের সাথেই হচ্ছে। কাফিরেরা দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত নি‘আমাত লাভ করে উল্লসিত হয় এবং আখিরাত থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। তারা মনে করে নিয়েছে যে, এখানকার সুখ স্বাচ্ছন্দই আসল। অথচ প্রকৃত পক্ষে এখানে তাদেরকে অবকাশ

দেয়া হয়েছে মাত্র এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করারই সূচনা হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬)

মু’মিনরা যে আখিরাত লাভ করবে তার তুলনায় এই দুনিয়া উল্লেখযোগ্যই নয়। وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ *অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।* এটা খুবই অস্থায়ী ও নগণ্য জিনিস। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ আখিরাতের উপর দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক, অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর। (সূরা আ’লা, ৮৭ ঃ ১৬-১৭)

বানী ফিহর গোত্রের লোক মুসতাওরিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা ঠিক এই রূপ যেমন তোমাদের কেহ এই আঙ্গুলটি সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর ঐ আঙ্গুলে কতটুকু পানি উঠেছে তাতো সে দেখতেই পায়।’ ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন। (অর্থাৎ তার আঙ্গুলের পানিটুকু সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন, দুনিয়াও আখিরাতের তুলনায় তেমন)। (আহমাদ ৪/২২৮, মুসলিম ৪/২১৯৩)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, একদা পথে একটি ছোট কান বিশিষ্ট মৃত ভেড়াকে পড়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেন ঃ ‘এই ভেড়াটি যাদের ছিল তাদের কাছে এখন এর মূল্য যেমন, আল্লাহ তা‘আলার কাছে এই দুনিয়ার মূল্য এর চেয়েও বেশি নগণ্য।’ (মুসলিম ২৯৫৭)

২৭। যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? তুমি বল ঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী।	٢٧. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَةٞ مِّن رَّبِّهِۦۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَنۡ أَنَابَ
২৮। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।	٢٨. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ
২৯। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই।	٢٩. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ طُوبَىٰ لَهُمۡ وَحُسۡنُ مَـَٔابٖ

অবিশ্বাসী কাফিরদের মু'জিযা দেখতে চাওয়ায় আল্লাহর সাড়া দেয়া

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উক্তি সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা বলে ঃ পূর্ববর্তী নাবীগণের মত এই নাবী আমাদের কথা মত কোন মু'জিযা উপস্থাপন করেন না কেন? এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা ইতোপূর্বে কয়েকবার হয়ে গেছে যে, আল্লাহর এ ক্ষমতাতো অবশ্যই আছে, কিন্তু এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে তাহলে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হাদীসে এসেছে ঃ মাক্কার লোকেরা যখন নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, তিনি যদি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করতে পারেন, মাক্কা ভূমিতে নদী প্রবাহিত করতে পারেন এবং পাহাড়ী যমীনকে চাষযোগ্য জমিতে পরিবর্তিত করতে পারেন তাহলে তারা ঈমান আনবে। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী পাঠালেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আমি তাদেরকে এগুলি প্রদান করব, কিন্তু এরপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করব যা ইতোপূর্বে কারও উপর প্রদান করিনি। তুমি যদি চাও তাহলে এটাই করি, নচেৎ তুমি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খোলা রাখতে পার।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় পন্থাটি পছন্দ করলেন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ *তুমি বল ঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী।* এটা সত্য কথাই যে, পথ প্রদর্শন করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহ তা'আলারই কাজ। ওটা কোন মু'জিযা দেখার উপর নির্ভরশীল নয়। বেঈমানদের জন্য মু'জিযা দেখানো ও ভয় প্রদর্শন করা অর্থহীন।

وَمَا تُغۡنِى ٱلۡأَيَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُونَ

আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১)

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর অভিমুখী।

আল্লাহর স্মরণে মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি আসে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ যাদের অন্তরে ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে, যাদের অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারা তাঁর যিক্র দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। বাস্তবিকই আল্লাহর যিক্র মনের প্রশান্তির কারণই বটে। এটা ঈমানদার ও সৎ লোকদের জন্য খুশি ও চক্ষু ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ। তাদের পরিণাম ভাল। তারা মুবারাকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

'তূবা' শব্দের অর্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ *(যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই)* আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'তূবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ এবং চোখের প্রশান্তি। (তাবারী ১৬/৪৩৫) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, طُوْبَى (তূবা) শব্দের অর্থ হচ্ছে 'তারা যা অর্জন

করেছে তা কতইনা উত্তম!' যাহহাক (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে 'তাদের জন্য আনন্দ।' এ ছাড়া ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছেন যে, তূবা শব্দের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য তুলনামূলক ভাল। (বাগাবী ৩/১৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটি একটি আরাবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে 'তোমরা ভাল জিনিস অর্জন করেছ'। (তাবারী ১৬/৪৩৫) অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, طُوْبَى এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য এটি অতি উত্তম। (তাবারী ১৬/৪৩৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার উপর ঈমান এনেছে তাকে মুবারাকবাদ (তূবা)।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হ্যাঁ, তাকে মুবারাকবাদতো বটেই, তবে দ্বিগুণ মুবারাকবাদ (তূবা) ঐ ব্যক্তিকে যে আমাকে দেখেনি, অথচ আমার উপর ঈমান এনেছে।

একটি লোক জিজ্ঞেস করল ঃ 'তূবা কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'তূবা হচ্ছে একটি জান্নাতী গাছ যা একশ' বছরের পথ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জান্নাতীদের পোশাক ওরই বাকল থেকে বের হয়ে থাকে।' (আহমাদ ৩/৭১)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যে, সওয়ারী একশ' বছর পর্যন্ত ওর ছায়ায় চলতে থাকবে তবুও তা শেষ হবেনা।' অন্য রিওয়ায়াতে নূমান ইব্ন আবী আইয়াশ আল যুরাকী (রহঃ) যোগ করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ গাছের ছায়া যদি দ্রুত গতি সম্পন্ন অশ্বারোহী এক শত বছর ধরে চলতে থাকে তবুও ছায়া অতিক্রম করা সম্ভব হবেনা। (বুখারী ৬৫৫২, মুসলিম ২৮২৭)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ এবং জিন সবাই যদি একটি মাইদানে দাঁড়িয়ে যায় এবং আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি প্রত্যেকেরই সমস্ত চাহিদা পূরণ করে দিই, তাহলে আমার সাম্রাজ্যের ততটুকুই কমবে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমে যখন তাতে সুঁই ডুবিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

খা'লিদ ইব্ন মাদ্দান (রহঃ) বলেন ঃ জান্নাতের একটি গাছের নাম তূবা। তাতে স্তন রয়েছে, যা থেকে জান্নাতীদের শিশুরা দুধ পান করে থাকে। যে গর্ভবর্তী নারীর পেটের সন্তান অপূর্ণ অবস্থায় পড়ে গেছে সেই সন্তান কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জান্নাতের নাহরে সাঁতার কাটতে থাকবে। অতঃপর তাকে চল্লিশ বছর বয়স্ক করে উঠানো হবে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠. كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَـٰكَ فِىٓ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَـٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ	**৩০। এভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির প্রতি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, তাদের নিকট আবৃত্তি করার জন্য, যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি; তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। তুমি বল ঃ তিনিই আমার রাব্ব! তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।**

আমাদের নাবীকে (সাঃ) অহীর পাঠ এবং আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ হে মুহাম্মাদ! আমি যেমন তোমাকে এই উম্মাতের নিকট পাঠিয়েছি যে, তুমি তাদেরকে আমার কালাম পাঠ করে শোনাবে, তেমনই তোমার পূর্বে অন্যান্য রাসূলদেরকেও আমি পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তারাও নিজ নিজ উম্মাতের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অনুরূপভাবে তোমাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সুতরাং তোমার মন খারাপ করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, এ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উচিত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের

প্রতি লক্ষ্য করা যে, কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন! আর তোমাকে অবিশ্বাস করাতো আমার কাছে তাদেরকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা বেশি অপছন্দনীয়। এখন তাদের উপর কিরূপ শাস্তি বর্ষিত হয় তা তারা দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ... الخ

শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে'ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৩) এবং অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟ ٱلْمُرْسَلِينَ

তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করার কেহ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নাবীর কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনীতো পৌঁছে গেছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৪) ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তাদের এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত লোকদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে তাদেরকে জয়যুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمَـٰنِ হে নাবী! তোমার কাওমের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা রাহমানকে (দয়াময় আল্লাহকে) অস্বীকার করছে। তারা আল্লাহর এই বিশেষণ ও নামকে মানছেই না।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখার সময় মুশরিকরা বাধা দিয়ে বলে ঃ 'আমরা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ লিখতে দিবনা। রাহমান এবং রাহীম কি তা আমরা জানিনা।' পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯০) কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামইতো তাঁর!' (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১০)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান।' (মুসলিম ৩/১৬৮২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যে দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছ তিনিই আমার রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি। عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। তিনি ছাড়া অন্য কেহ এর হকদার নয়।

৩১। যদি কোন কুরআন এমন হত যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতনা; কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত; তাহলে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? যারা কুফরী করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আশেপাশে আপতিত

٣١. وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟

قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ	**হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম নন।**

কুরআনের মর্যাদা এবং অবিশ্বাসীদের তা বর্জন করা

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের কোনটার সাথে যদি পাহাড় স্বীয় স্থান থেকে সরে যেত, যমীন বিদীর্ণ হত এবং কাবরে মৃত ব্যক্তি কথা বলত তাহলে এই কুরআনইতো এ কাজের বেশি যোগ্য ছিল। কেননা এটি পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এতেতো এই মু'জিযা রয়েছে যে, সমস্ত দানব ও মানব মিলিত হয়েও এর সূরার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারেনি। অথচ মুশরিকরা এই কুরআনকেও অস্বীকার করছে। আল্লাহ বলেন ঃ

بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا *কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত*। তিনি সবকিছুরই মালিক। সবই তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা।

এটা স্মরণযোগ্য বিষয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিকেও 'কুরআন' বলা যেতে পারে। কারণ বর্তমানের কুরআন পূর্ববর্তী সব ধর্মীয় গ্রন্থ থেকেই নেয়া নির্যাস। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দাঊদের (আঃ) উপর কুরআনকে এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর নির্দেশক্রমে সাওয়ারীর আয়োজন করা হত এবং ওটা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআন খতম করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেননা।' (আহমাদ ২/৩১৪, ফাতহুল বারী ৮/২৪৮) সুতরাং এখানে কুরআন দ্বারা যাবুরকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا তাহলে কি মু’মিনদের এখনও এ বিশ্বাস হয়নি যে, সমস্ত মানুষ ঈমান আনবেনা? তাদের কি এ বিশ্বাসও হয়নি যে, আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনত? তারা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে কি? এই কুরআনের পরে আর কোন মু‘জিযার প্রয়োজন আছে কি? এর চেয়ে উত্তম, এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে পরিষ্কার এবং এর চেয়ে বেশি মনকে আকর্ষণকারী আর কোন কালাম হবে কি? উহা এমনই এক গ্রন্থ যে, যদি এটা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে সেগুলি আল্লাহর ভয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক নাবীকে এইরূপ জিনিস দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা ওর উপর ঈমান এনেছে। আমার এই রূপ জিনিস হচ্ছে সেই অহী যা আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, কিয়ামাত দিবসে সমস্ত নাবী অপেক্ষা আমার অনুসারী বেশি হবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯) ভাবার্থ এই যে, সমস্ত নাবীর মু‘জিযা তাঁদের বিদায়ের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মু‘জিযা তত দিনে শেষ হবেনা যতদিন দুনিয়া থাকবে। আর না এর বিস্ময়কর বিষয়গুলি শেষ হবে, না অধিক পঠনের কারণে এটি (কুরআনুল কারীম) পুরানো হবে, না এর থেকে আলেমদের চাহিদা মিটে যাবে। নিশ্চয়ই এটি মীমাংসাকারী বাণী এবং এটি নিরর্থক নয়। যে অবাধ্য একে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধ্বংস করবেন। যে এটি ছাড়া অন্য কিছুতে হিদায়াত অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا তাহলে কি ঈমানদারদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? আল্লাহ তা‘আলার ইখতিয়ারের ব্যাপারে কারও কিছু বলার নেই। ইচ্ছা করলে তিনি সকলকেই সুপথ প্রদর্শন করতে পারেন। আবার ইচ্ছা না করলে তিনি তা করবেননা। (তাবারী ১৬/৪৪৭)

وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ কাফিরেরা এটা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছে যে, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহ তা‘আলা বরাবরই তাদের উপর শাস্তি আপতিত করতে

রয়েছেন কিংবা তাদের আশে পাশেই বিপর্যয় আপতিত হতেই রয়েছে। তবুও তারা কেন উপদেশ গ্রহণ করছেনা? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ

তারা কি দেখছেনা যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে সংকুচিত করে আনছি; তবুও কি তারা বিজয়ী হবে?' (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৪)

تَحُلُّ এর **فَاعِل** বা কর্তা হচ্ছে **قَارِعَة** শব্দটি। এটাই প্রকাশমান এবং বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ কাফিরদের কর্মফলের কারণে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে ইসলামী সেনাবাহিনী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, **قَارِعَة** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমানী শাস্তি এবং আশে পাশে অবতরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীসহ তাদের সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে যাওয়া এবং তাদের সাথে জিহাদ করা। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এ কথাই বলেছেন। তাদের সবারই উক্তি এটাই যে, এখানে আল্লাহর ওয়াদা দ্বারা মাক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কিয়ামাতের দিন।

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করা। এর ব্যতিক্রম হবার নয়। তাঁর রাসূল এবং তাঁর অনুসারীরা অবশ্যই ইহকালে এবং পরকালে সাহায্য প্রাপ্ত হবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ

তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৭)

৩২। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম; কেমন ছিল আমার পাকড়াও!	٣٢. وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ঃ وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ তোমার কাওম যে তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এতে তুমি মোটেই দুঃখ ও চিন্তা করনা। তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছিল। فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ আমি ঐ কাফিরদেরকেও কিছুকালের জন্য ঢিল দিয়েছিলাম। ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ অবশেষে তাদেরকে আমি মারাত্মকভাবে পাকড়াও করেছিলাম। আমার শাস্তির ধরণ কেমন ছিল তা তোমার জানা আছে কি? আর তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল সে সম্পর্কেও তুমি জ্ঞাত আছ কি? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন সেই যালিমের রক্ষা পাবার কোন উপায় থাকবেনা।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

'এরূপই তোমার রবের পাকড়াও। তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭)

৩৩। তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? অথচ তারা আল্লাহর বহু শরীক করেছে। তুমি বল ঃ তোমরা তাদের পরিচয় দাও; তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেননা? না বরং ওদের ছলনা তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং তারা সৎ পথ হতে নিবৃত্ত হয়; আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।	٣٣. أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

কোনভাবেই আল্লাহ এবং মিথ্যা মা'বূদদের সাথে কোন সাদৃশ্য নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের আমলের রক্ষক। প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক নাফসের উপর তিনি প্রহরী। প্রত্যেক আমলকারীর ভাল ও মন্দ আমল তিনি সম্যক অবগত। কোন জিনিসই তাঁর থেকে গোপনীয় নয়। তাঁর অজান্তে কোন কাজই হয়না।

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০)

يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪)

এই সব গুণের অধিকারী আল্লাহ কি তোমাদের এইসব মিথ্যা উপাস্যের মত যারা শোনেওনা, দেখেওনা? না তারা কোন জিনিসের মালিক, আর না অন্য কারও লাভ ও ক্ষতির তাদের কোন ইখতিয়ার রয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবকে উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা কালামের ইঙ্গিত এখানে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা হচ্ছে **وَجَعَلُوْاللَّه شُرَكَاءَ** আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি। অর্থাৎ 'তারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ইবাদাত করতে শুরু করেছে।

قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ তোমরা তাদের নাম বল এবং তাদের অবস্থাও বর্ণনা কর যাতে দুনিয়া জেনে নেয় যে, তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। তোমরা কি যমীনের ঐ জিনিসগুলির খবর আল্লাহকে দিচ্ছ যা তিনি জানেননা? অর্থাৎ যাদের কোন অস্তিত্বই নেই? কেননা যদি ওগুলির কোন অস্তিত্ব থাকত তাহলে সেগুলি আল্লাহ তা'আলার অবগতির বাইরে থাকতনা। তোমরা নিজেরাই তাদের নামগুলি বানিয়ে নিয়েছ। তোমরাই তাদেরকে লাভ-ক্ষতির মালিক বলে ঘোষণা করছ এবং তাদের উপাসনা করছ। এগুলি সবই তোমাদের মনগড়া।

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ

এগুলির কতক নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারাতো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৩)

بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ *না, বরং ওদের ছলনা ওদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয়।* কাফিরদের চক্রান্ত ও ছলনা তাদের কাছে শোভনীয় প্রতীয়মান হচ্ছে। তারা তাদের কুফরী ও শির্কের উপর গর্ববোধ করছে। দিন-রাত তারা তাতেই মগ্ন রয়েছে। আর অন্যদেরকেও তারা ঐ দিকেই আহ্বান করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم

আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ২৫)

শাইতানরা তাদের সামনে তাদের দুষ্কার্যকে শোভনীয় করে তুলেছে। তাদেরকে আল্লাহর পথ ও হিদায়াতের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এক কিরা'আতে **وَصَدُّوْا** ও রয়েছে। অর্থাৎ তারা ওটাকে ভাল মনে করে অন্যদেরকে ওর ফাঁদে ফেলতে শুরু করেছে এবং রাসূলদের পথ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪১) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن تَحۡرِصۡ عَلَىٰ هُدَىٰهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ

তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৭)

৩৪। তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তিতো আরও কঠোর! এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই।	٣٤. لَّهُمۡ عَذَابٌ فِى ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأَخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ
৩৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া	٣٥. مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ

ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ	**হয়েছে তার উপমা এইরূপ ঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ এবং ওর ছায়া চিরস্থায়ী; যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, এবং কাফিরদের কর্মফল আগুন।**

অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি এবং মু'মিনদের উত্তম প্রতিদানের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শাস্তি এবং সৎলোকদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি কাফিরদের কুফরী ও শির্কের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তারা মু'মিনদের হাতে নিহত ও ধ্বংস হবে। وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ এর সাথে সাথেই তারা আখিরাতের কঠিন শাস্তিতে গ্রেফতার হবে, যা তাদের দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরস্পর লা'নতকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেছিলেন ঃ 'নিশ্চয়ই দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় খুবই সহজ।' (মুসলিম ২/১১৩১) ওটা ঐরূপ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এখানকার অর্থাৎ দুনিয়ার শাস্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী এবং তথাকার আগুনের তেজ এখানকার আগুন অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি এবং সেখানকার পুরুত্ব এবং কাঠিন্য এত শক্ত যা কল্পনা করা যায়না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ

সেই দিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করতে পারবেনা। (সূরা ফাজ্র, ৮৯ ঃ ২৫-২৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَأَعۡتَدۡنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا. إِذَا رَأَتۡهُم مِّن مَّكَانِۭ بَعِيدٖ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظٗا وَزَفِيرٗا. وَإِذَآ أُلۡقُواْ مِنۡهَا مَكَانٗا ضَيِّقٗا مُّقَرَّنِينَ دَعَوۡاْ هُنَالِكَ ثُبُورٗا. لَّا تَدۡعُواْ ٱلۡيَوۡمَ ثُبُورٗا وَٰحِدٗا وَٱدۡعُواْ ثُبُورٗا كَثِيرٗا. قُلۡ أَذَٰلِكَ خَيۡرٌ أَمۡ جَنَّةُ ٱلۡخُلۡدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۚ كَانَتۡ لَهُمۡ جَزَآءٗ وَمَصِيرٗا

বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এটাই শ্রেয়, নাকি স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে! এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১১-১৫) এরপর মু'মিন লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغۡفِرَةٞ

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নহর; আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলসমূহ ও তাদের রবের ক্ষমা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৫)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুসূফের (সূর্যগ্রহণের) সালাত আদায় করছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনাকে লক্ষ্য করলাম যে, আপনি যেন কোন জিনিস পাবার ইচ্ছায় আপনার হাত প্রসারিত করলেন। অতঃপর আমরা দেখলাম যে, আপনি তা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিলেন। এর কারণ কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি জান্নাত

দেখেছিলাম এবং একটা (ফলের) গুচ্ছ ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে যতদিন এ দুনিয়া থাকত ততদিন তা থাকত এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।' (ফাতহুল বারী ২/২৭১, মুসলিম ২/৬২৬)

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতবাসী খাবে এবং পান করবে, কিন্তু তাদের থুথু আসবেনা, নাকে শ্লেষ্মা আসবেনা এবং প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন হবেনা। তারা যে ঢেকুর তুলবে তা হবে মিশ্‌ক আম্বরের মত সুগন্ধময় এবং তাতেই খাদ্য হজম হয়ে যাবে। আর যেমনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, তেমনিভাবে তাদের হৃদয় থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা (তাসবীহ) পাঠ হতে থাকবে। (মুসলিম ২৮৩৫)

হুমামাহ ইব্‌ন উকবাহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি যায়িদ ইব্‌ন আরকামকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ আহলে কিতাবের একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে ঃ 'হে আবুল কাসিম! আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতবাসী খাবে ও পান করবে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! এখানকার একশ' জন লোকের পানাহার ও সহবাসের শক্তি সেখানকার একজন লোককে দেয়া হবে।' সে তখন বলে ঃ 'নিশ্চয়ই যে খাবে ও পান করবে তারতো পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন অবশ্যই হবে, অথচ জান্নাতেতো আবর্জনা ও মালিন্য থাকতে পারেনা?' জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, বরং শরীর থেকে এক ধরণের ঘাম বের হবে যার মাধ্যমে সমস্ত কিছু হজম হয়ে পাকস্থলী খালি হয়ে যাবে এবং ঐ ঘামের সুগন্ধ মিশ্‌ক আম্বরের মত।' (আহমাদ ৪/৩৬৭, নাসাঈ ১১৭৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

এবং প্রচুর ফল-মূল যা শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৩২-৩৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً

উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফল-মূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১৪) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّـٰتٍ تَجۡرِى مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٲجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلاًّ ظَلِيلاً

আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; সেখানে তাদের জন্য পবিত্রা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং আমি তাদেরকে সুবিস্তৃত ছায়া শীতল স্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৭)

কুরআনুল কারীমে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এক সাথে এসেছে যাতে মানুষের মধ্যে জান্নাতের আগ্রহ ও জাহান্নামের ভয় জন্মে। এখানেও আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও সেখানের কতগুলি নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলছেন ঃ

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ এই পরিণাম হচ্ছে আল্লাহভীরু লোকদের। পক্ষান্তরে কাফিরদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يَسۡتَوِىٓ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَـٰبُ ٱلۡجَنَّةِ ۚ أَصۡحَـٰبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০)

٣٦. وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ ۖ وَمِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ مَن يُنكِرُ بَعۡضَهُۥ ۚ قُلۡ إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيۡهِ أَدۡعُواْ وَإِلَيۡهِ مَـَٔابِ

৩৬। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল ওর কতক অংশ অস্বীকার করে। তুমি বল ঃ আমিতো আল্লাহরই ইবাদাত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি; আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।

৩৭। আর এভাবে আমি ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বিধান, আরাবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবেনা।	٣٧. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি যে অহী নাযিল হয়েছে তাতে সত্যবাদী আহলে কিতাবীরা উৎফুল্ল হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ এর পূর্বে যাদেরকে (আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং যারা ওর উপর আমলকারী, তারা তোমার উপর কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ায় খুশি হচ্ছে। কেননা স্বয়ং তাদের কিতাবে এর সুসংবাদ ও সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ

আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২১) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

বল ঃ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের

রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখমন্ডল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৯)

وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ তবে হ্যাঁ, ঐ দলগুলির মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা এই কুরআনের কিছু আয়াতকে স্বীকার করেনা। মোট কথা, আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক মুসলিম এবং কিছু লোক মুসলিম নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯)

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ অতএব, হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও ঃ আমাকে শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এই আদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক না করি এবং একমাত্র তাঁরই একাত্মবাদ প্রকাশ করি। এই নির্দেশই আমার পূর্ববর্তী সমস্ত নাবী ও রাসূলকে দেয়া হয়েছিল। আমি ঐ পথের দিকেই, ঐ আল্লাহরই ইবাদাতের দিকে সকলকে আহ্বান করছি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا হে নাবী! যেমন আমি তোমার পূর্বে নাবী/রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উপর আমার কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কুরআন, যা সুরক্ষিত ও মযবূত, তোমার ও তোমার কাওমের মাতৃভাষা আরাবীতে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এটাও তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই প্রকাশ্য, বিশ্লেষিত এবং সুরক্ষিত কিতাবসহ তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও না, পশ্চাৎ হতেও না; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ হে নাবী! তোমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও আসমানী অহী এসে গেছে। সুতরাং এখনও যদি তুমি এই কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে কেহ রক্ষা করতে পারবেনা এবং তোমার সাহায্যের জন্য কেহই এগিয়ে আসবেনা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং তাঁর পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পরেও যে সব আলেম পথভ্রষ্টদের পন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা ভীষণভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩৮। তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়; প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।	٣٨. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
৩৯। আল্লাহর যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল।	٣٩. يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ

সমস্ত নাবী রাসূলগণই ছিলেন মানব সন্তান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যেমন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী সমস্ত রাসূলও মানুষই ছিল। তারা খাদ্য খেত এবং বাজারে চলাফিরা করত। তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও ছিল। এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

বল ঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১১০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি (নফল) সিয়ামও পালন করি এবং (সময়ে) পরিত্যাগও করি, আমি (রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য) দাঁড়িয়েও থাকি আবার (সময়ে) নিদ্রাও যাই, আমি গোশ্ত আহার করি এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। (জেনে রেখ) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।' (ফাতহুল বারী ৯/৫, মুসলিম ২/১০২০)

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন নাবীই মু'জিযা দেখাতে পারতেননা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ** আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অধিকারভুক্ত বিষয়। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা হুকুম করেন। **لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ** প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭০)

'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা নিশ্চিহ্ন করেন, অথবা অটুট রাখেন' এর ভাবার্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ** *আল্লাহর যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন*। আসমান হতে অবতারিত প্রত্যেক কিতাবের একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ রয়েছে। ওগুলির মধ্যে যেটাকে চান আল্লাহ তা'আলা মানসূখ বা রহিত করেন এবং

যেটাকে চান ঠিক রাখেন। সুতরাং তিনি স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এর দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা উঠিয়ে নেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। তবে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর এটা প্রযোজ্য নয়, বরং এগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এগুলিতে কোন পরিবর্তন নেই। (তাবারী ১৬/৪৭৯) মানসূর (রহঃ) বলেন, 'আমি মুজাহিদকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমাদের কারও নিম্নরূপ দু'আ করা কি ধরনের হবে ঃ 'হে আল্লাহ! যদি আমার নাম মু'মিনদের তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে তা তাদের সাথে লিপিবদ্ধ রাখুন। আর যদি পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত থাকে তাহলে তা উঠিয়ে নিন এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করুণ।' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'এটাতো খুব উত্তম দু'আ!' এক বছর বা তারও কিছু বেশি দিন পর তার সাথে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হলে আবার আমি তাকে উপরোক্ত প্রশ্ন করি। এবার তিনি **إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** এ আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন ঃ 'কাদরের রাতে এক বছরের জীবিকা, বিপদ-আপদ নির্ধারিত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা যা চান আগ-পিছ করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন হয়না।' (তাবারী ১৬/৪৮০)

আল আমাশ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াইল (রহঃ) এবং শাকীক ইব্ন সালামাহ (রহঃ) প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত করে থাকেন তাহলে তা মুছে ফেলুন এবং মু'মিন ও সৌভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত করুন। আর আপনি যদি আমাদের নাম সৎ লোকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাহলে তা বাকী রাখুন। নিশ্চয়ই আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে থাকেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। প্রকৃত লিখন আপনার কাছেই রয়েছে। আপনার কাছেই রয়েছে উম্মুল কিতাব।' (তাবারী ১৬/৪৮১) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা বলেন যে, আল্লাহ যা চান তা মিটিয়ে দেন (বাতিল করেন), আর যা চান তা তাঁর কিতাবে রেখে দেন।

এসব উক্তির ভাবার্থ এই যে, তাকদীরের পরিবর্তন আল্লাহ তা'আলার ইখতিয়ারের বিষয়। এ ব্যাপারে সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কোন কোন পাপের কারণে মানুষকে রুযী থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, আর তাকদীরকে দু'আ ছাড়া অন্য কিছুতে পরিবর্তন করতে পারেনা এবং সাওয়াব ছাড়া অন্য কিছুতে আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেনা।' (আহমাদ ৫/২২৭, ইব্ন মাজাহ ৯০)

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রক্তের সম্পর্ক যুক্ত করণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে। (মুসলিম ২৫৫৭)

এ আয়াত (১৩ ঃ ৩৯) সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকল। অতঃপর সে তাঁর অবাধ্যতার কাজে লেগে গেল এবং ওর উপরই মারা গেল। সুতরাং তার সাওয়াব মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যার জন্য ঠিক রাখা হয় সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে নাফরমানীর কাজে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য তাঁর বাধ্য ও অনুগত থাকা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব শেষ সময়ে সে ভাল কাজে লেগে যায় এবং এর উপরই মারা যায়। এটাই হচ্ছে ঠিক রাখা। (তাবারী ১৬/৪৮৩)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে অন্য একটি আয়াতের মত ঃ

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৪) (কুরতুবী ৯/৩৩১)

٤٠. وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

৪০। আমি তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়েই দিই অথবা যদি এর পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটিয়েই দিই - তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।

৪১। তারা কি দেখেনা যে, আমি তাদের দেশকে চারদিক হতে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেহ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।	٤١. أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ, রাসূলের (সাঃ) কাজ হচ্ছে দা'ওয়াত দেয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ হে রাসূল! তোমার শত্রুদের উপর আমার শাস্তি যে আসবে তা আমি তোমার জীবদ্দশায়ও আনতে পারি অথবা তোমার মৃত্যুর পরও আনতে পারে। فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ তোমার কাজতো শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর তাতো তুমি করেছ। وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ তাদের হিসাব গ্রহণ এবং তাদেরকে বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব আমার। অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ. إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ. إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم.

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। তবে কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে আল্লাহ তাকে কঠোর দন্ডে দন্ডিত করবেন। নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর আমারই নিকট তাদের হিসাব-নিকাশ। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা কি দেখেনি যে, আমি যমীনকে

তোমার দখলে আনয়ন করেছি? (তাবারী ১৬/৪৯৩) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, মুসলিমরা কাফিরদের উপর আধিপত্য লাভ করছে? (তাবারী ১৬/৪৯৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ

আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ। সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭)

৪২। তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর ইখতিয়ারে; প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং কাফিরেরা শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কাদের জন্য।	٤٢. وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ

কাফিরেরা চক্রান্ত করে, কিন্তু সফল পরিণাম মু'মিনদের জন্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ পূর্ববর্তী কাফিরেরাও তাদের নাবীগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, তাদেরকে বের করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩০)

وَمَكَرُوا۟ مَكۡرًا وَمَكَرۡنَا مَكۡرًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ. فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنَٰهُمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِينَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫০-৫১) আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। গোপন আমল, মনের সংশয় প্রভৃতি সবই তাঁর কাছে প্রকাশমান। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন।

اَلْكُفَّارُ এর কিরা‘আত **فِى الْكَافِرِ**ও রয়েছে। এই কাফিরেরা এখনই জানতে পারবে যে, ভাল পরিণাম কাদের? তাদের, নাকি মুসলিমদের? নিশ্চয়ই রাসূলের দলের জন্যই রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফল পরিণতি।

অতএব সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই যে, তিনি সর্বদা হক পন্থীদেরকেই বিজয়ী রেখেছেন।

৪৩। যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তুমি (আল্লাহর) প্রেরিত নও; তুমি বল ঃ আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।	٤٣. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسۡتَ مُرۡسَلًا ۚ قُلۡ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡ وَمَنۡ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡكِتَٰبِ

আল্লাহ এবং আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণই সাক্ষী হিসাবে রাসূলের (সাঃ) জন্য যথেষ্ট

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ كَفَى بِاللّه شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (হে নাবী!) কাফিরেরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অবিশ্বাস করছে এবং তোমার রিসালাতকে অস্বীকার করছে, এতে তুমি দুঃখ ও চিন্তা করনা। তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি স্বয়ং আমার নাবুওয়াতের সাক্ষী। আমার দা‘ওয়াত এবং তোমাদের অবিশ্বাসের উপর তিনিই সাক্ষ্য দানকারী।

وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ *এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ‘যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে’ এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা এ আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামতো (রাঃ) হিজরাতের পর মাদীনায় মুসলিম হয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশি প্রকাশমান উক্তি হচ্ছে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি। তা এই যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সত্যপন্থী আলেমদের বুঝানো হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামও (রাঃ) রয়েছেন। (তাবারী ১৬/৫০২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারাসী (রাঃ), তামীম আদ দারী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণও রয়েছেন। (তাবারী ১৬/৫০৩) সঠিক কথা এটাই যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ আলেমকে বুঝানো হয়েছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবের আলেম। তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী এবং আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। তাদের নাবীগণ তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِنَا يُؤْمِنُونَ. ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। যারা

সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৬-১৫৭) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَـٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৭) এ ধরণের আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা থেকে প্রমাণ মিলে যে, বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা তাদের অবিকৃত পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে এ খবর জানতে পেরেছিল।

সূরা রা'দ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৪ ঃ ইবরাহীম, মাক্কী — ١٤ – سورة إبراهيم مَكِّيَّةٌ

আয়াত ৫২, রুকু ৭ — (اَيَاتُهَا : ٥٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. الٓرۚ كِتَـٰبٌ أَنزَلۡنَـٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ	১। আলিফ লাম রা। এই কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে; তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ।
٢. ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِۗ وَوَيۡلٌ لِّلۡكَـٰفِرِينَ مِنۡ عَذَابٍ شَدِيدٍ	(২) আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই; কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য।
٣. ٱلَّذِينَ يَسۡتَحِبُّونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ	(৩) যারা পার্থিব জীবনকে পরকালিন জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে এবং তা (আল্লাহর পথ) বক্র করতে চায়; তারাইতো ঘোর

বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	وَيَبۡغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلِۭ بَعِيدٍ

পবিত্র কুরআন অমান্যকারীদের পরিণাম

'হুরুফে মুকাত্তাআ'হ' যা সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, এগুলির বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি করা নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই ব্যাপক মর্যাদা সম্পন্ন কিতাবটি আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এই কিতাবটি অন্যান্য আসমানী কিতাব হতে বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং রাসূলও অন্যান্য সমস্ত রাসূল হতে শ্রেষ্ঠ। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তথা আরাব, অনারাব সবার জন্য এটি নাযিল করা হয়েছে।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ উদ্দেশ্য এই যে, তুমি এর মাধ্যমে জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসবে। তুমি পথভ্রষ্টতাকে হিদায়াত এবং মন্দকে ভালর দ্বারা পরিবর্তন ঘটাবে।

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭)

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦٓ ءَايَـٰتِۭ بَيِّنَـٰتٍ لِّيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৯) রাসূলদের মাধ্যমে যাদের হিদায়াতের তিনি ইচ্ছা করেন তারাই সুপথ প্রাপ্ত হয় এবং তারাই অপরাজেয়, বিজয়ী এবং সব কিছুর বাদশাহ হয়ে যায় এবং সর্বাবস্থায় প্রশংসিত আল্লাহর পথের দিকে পরিচালিত হয়, যাঁকে কেহ রুখতে পারেনা এবং যাঁর উপর

কেহ ক্ষমতাশালীও হতে পারেনা। বরং আল্লাহ সুবহানাহু সব কিছুর উপর বাধাহীন। **الْحَمِيد** তিনি তাঁর সব কাজে, সব আদেশ-নিষেধে প্রশংসিত এবং শারীয়তী বিধানে তিনিই একমাত্র প্রশংসার দাবীদার। যে কোন বাক্যে ও বর্ণনায় তিনিই সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

للّه الَّذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض *আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই।* এরই অনুরূপ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَاب شَدِيد কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারা রাসূল মুহাম্মাদকে অস্বীকার করছে এবং তার দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা দুনিয়া লাভের জন্য পূরা মাত্রায় চেষ্টা তাদবীর করে এবং আখিরাত হতে থাকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন।

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّه وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا তারা রাসূলদের আনুগত্য হতে অন্যদেরকেও বিরত রাখে। আল্লাহর পথ হচ্ছে সোজা ও পরিষ্কার, তারা সেই পথকে বক্র করতে চায়। তারাই অজ্ঞতা ও ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর পথ বক্র হয়নি এবং হবেওনা। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের সংশোধন সুদূর পরাহত।

৪। আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	**٤. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ**

বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

প্রত্যেক নাবী তাঁর কাওমের ভাষায় প্রেরিত হয়েছেন

ইহা আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের নাবীকে তাদের কাওমের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন, যাতে বুঝতে ও বুঝাতে সহজ হয়।

হিদায়াত ও গুমরাহী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ হতে পারেনা। তিনি জয়যুক্ত। তাঁর প্রতিটি কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ। পথভ্রষ্ট সে'ই হয় যে ওর যোগ্য। আবার হিদায়াত লাভ সে'ই করে যে ওর উপযুক্ত। যেহেতু প্রত্যেক নাবী শুধুমাত্র নিজ নিজ কাওমের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু তিনি তাঁর কাওমের ভাষায়ই কিতাব লাভ করেছেন এবং তিনিও সেই ভাষারই লোক ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইব্ন আবদুল্লাহর রিসালাত ছিল সাধারণ (General)। তিনি ছিলেন সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতির জন্য রাসূল। যেমন যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে এমন পাচঁটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার পূর্ববর্তী নাবীদের কেহকেও দেয়া হয়নি। (১) আমাকে মাসের পথের দূরত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে শত্রুরা আমার নামে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে)। (২) আমার জন্য (এবং আমার উম্মাতের জন্য সমস্ত) যমীনকে সাজদাহর স্থান ও পবিত্র বানানো হয়েছে। (৩) আমার জন্য গাণীমাতের মালকে হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমার জন্য শাফায়া'ত করার অনুমতি রয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধুমাত্র তাঁর কাওমের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, আর আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) আল্লাহ তা'আলা এখানে ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮)

৫। মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোতে আনয়ন কর, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলি দ্বারা উপদেশ দাও, এতেতো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।	٥. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

মূসা (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ইতিহাস

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আমি যেমন তোমাকে আমার রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তোমার উপর আমার কিতাব নাযিল করেছি, উদ্দেশ্য এই যে, তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসবে। অনুরূপভাবে আমি মূসাকেও রাসূল করে বানী ইসরাঈলের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তাকে অনেক নিদর্শনও দিয়েছিলাম। (এর বর্ণনা (১৭ ঃ ১০১) এই আয়াতে রয়েছে) তাকেও ঐ একই নির্দেশ দিয়েছিলাম ঃ লোকদেরকে ভাল কাজের দিকে আহ্বান কর। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে এবং অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে সরিয়ে হিদায়াতের দিকে নিয়ে এসো। তাদেরকে (বানী ইসরাঈলকে) আল্লাহর ইহ্সানসমূহের কথা স্মরণ করাও। ঐগুলি হচ্ছে ঃ তিনি তাদেরকে যালিম ফির'আউনের গোলামী থেকে মুক্ত করেছেন, তাদের জন্য নদীর পানিকে দুই ধারে খাড়া করে দিয়েছেন, মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া দান করেছেন, 'মান্না ও সালওয়া' নামক খাবারসহ বহু নি'আমাত তাদেরকে দান করেছেন। এটা মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/৫২১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِّكُلِّ صَبَّار شَكُور আমি আমার বান্দা বানী ইসরাঈলের উপর যে ইহসান করেছি, তাদেরকে ফির'আউন ও তার কঠিন

লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছি এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে, যারা বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে ও সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ উত্তম বান্দা হচ্ছে সে যে বিপদের (পরীক্ষার) সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (তাবারী ১৬/৫২৩)

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনের প্রত্যেক কাজই বিস্ময়কর। আল্লাহ তার জন্য যে ফাইসালা করেন সেটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়। যখন তার উপর কোন বিপদ আসে তখন সে ধৈর্য ধারণ করে। পক্ষান্তরে যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ওর পরিনামও তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে।' (মুসলিম ৪/২২৯৫)

৬। যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফির'আউন সম্প্রদায়ের কবল হতে যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবাহ করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এবং এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা।	٦. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ
৭। যখন তোমাদের রাব্ব ঘোষণা করেন ঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর	٧. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن

كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ	**অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।**
٨. وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ	**৮। মূসা বলেছিল ঃ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ।**

মূসার (আঃ) নাসীহাত

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন ফির'আউন সম্প্রদায়ের কবল হতে তাদেরকে রক্ষা করা, যারা তাদেরকে শক্তিহীন করে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়ন চালাত, এমনকি তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত রাখত। মূসা (আঃ) তাই স্বীয় কাওমকে বলেছেন ঃ **وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ** এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার এত বড় নি'আমাত যে, এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন, এই বাক্যটির ভাবার্থ এরূপও হতে পারে ঃ ফির'আউনদের কষ্ট প্রদান প্রকৃতপক্ষে তোমাদের উপর একটা মহাপরীক্ষা ছিল। আবার সম্ভাবনা এও রয়েছে যে, অর্থ দু'টিই হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَلَوۡنَـٰهُم بِٱلۡحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ

আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৮) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ যখন তোমাদের রাব্ব তোমাদেরকে অবহিত করলেন। আবার এরূপ অর্থও হতে পারে ঃ যখন তোমাদের রাব্ব তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্বের শপথ করলেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ

তোমার রাব্ব ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর কিয়ামাত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৭)

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ *তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব।* সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অলংঘনীয় ওয়াদা এবং তাঁর ঘোষণাও বটে যে, তিনি কৃতজ্ঞ বান্দাদের নি'আমাত আরও বাড়িয়ে দিবেন এবং অকৃতজ্ঞ ও অস্বীকারকারীদের নি'আমাতসমূহ ছিনিয়ে নিবেন। আর তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। হাদীসে এসেছে ঃ বান্দা তার পাপের কারণে আল্লাহর রুযী থেকে বঞ্চিত হয়। মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বলেন ঃ

إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোকও যদি আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও তাহলে তাঁর কি ক্ষতি হবে? তিনিতো তাঁর বান্দাদের হতে এবং তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে মোটেও মুখাপেক্ষী নন। একমাত্র তিনিই প্রশংসার যোগ্য। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ

তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ ۚ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন ঃ 'হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানব ও দানব সবাই মিলিতভাবে পরহেযগার হয়ে যায় তবুও আমার রাজ্যের সম্মান একটুও বৃদ্ধি পাবেনা। পক্ষান্তরে হে আমার বান্দারা! তোমাদের

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানব ও দানব সবাই যদি পাপিষ্ঠ হয়ে যায় তবুও এ কারণে আমার রাজ্য অণু পরিমান হ্রাস পাবেনা। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম ও শেষ মানব ও দানব সবাই যদি একত্রিত হয়ে একটা মাইদানে দাঁড়িয়ে যায়, অতঃপর আমার কাছে চাইতে থাকে, আর আমি প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করে দিই তবুও আমার ভান্ডার হতে ঐ পরিমান কমবে যে পরিমান পানি সমুদ্র হতে কমে যায় যখন সুই ডুবিয়ে তা থেকে পানি উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ।

৯। তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের; নূহের সম্প্রদায়ের, 'আদ ও ছামূদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানেনা; তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল এসেছিল; তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত ঃ যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছ।	٩. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرَدُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فِىٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَقَالُوٓا۟ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ

পূর্বের নাবীগণকেও তাঁদের কাওমের লোকেরা বিশ্বাস করেনি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে নূহের (আঃ) কাওম, আ'দ, ছামূদ এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের ব্যাপারে বর্ণনা করছেন যে, তারাও তাদের নাবী/রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাদের সংখ্যা কত

ছিল তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। (بِالْبَيِّنَاتِ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم) তাঁরা তাদের নিকট সত্য বাণী এবং পূর্ণ নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন মাইমূন (রহঃ) বলেন, (لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ বংশক্রম বর্ণনাকারীরা ভুল কথক। (তাবারী ১৬/৫২৮) এমনও বহু উম্মাত গত হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জ্ঞান নেই। উরওয়া ইব্ন যুহাইর (রাঃ) বলেন ঃ মাদ ইব্ন আদনানের পরবর্তী নসবনামা সঠিকভাবে কেহ জানেনা। (কুরতুবী ৯/৩৪৪)

'তারা তাদের মুখের উপর হাত রাখল' এর অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ (*তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত*) বর্ণিত আছে যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল যে, তিনি যেন মহান আল্লাহর বাণী তাদের কাছে প্রচার করা বন্ধ করেন। আর এক অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের নিজেদের হাত নিজেদের মুখের উপর রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা'ওয়াতকে অস্বীকার করে। এও অর্থ হতে পারে যে, তারা রাসূলদের কথার জবাব না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করে এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় অঙ্গুলীগুলি মুখে দিয়ে কামড়াতে থাকে।

মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের মুখের দ্বারাও তাঁদের প্রচারের প্রতিবাদ করত। (তাবারী ১৬/৫৩৪) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি যে, মুজাহিদের (রহঃ) এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী আয়াত থেকে ঃ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ *এবং বলত ঃ যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছ।* আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মুখে হাত দিয়ে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে। এক আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ

এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ দংশন করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৯) এই অর্থও হবে যে, আল্লাহর কালাম শুনে বিস্মিত হয়ে তারা তাদের হাতগুলি তাদের মুখে পুরে দেয় এবং বলে ঃ

وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ আমরাতো তোমার রিসালাত অস্বীকারকারী, আমরা তোমাকে সত্যবাদী মনে করিনা, বরং আমরা ভীষন সন্দেহের মধ্যে রয়েছি।

১০। তাদের রাসূলগণ বলেছিল ঃ আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য। তারা বলত ঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।	١٠. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ
১১। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলত ঃ সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষ,	١١. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ	**কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়; মু'মিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।**
١٢. وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ	**১২। আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করবনা কেন? তিনিইতো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ, আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব এবং নির্ভরকারীদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।**

নাবীগণের সাথে কাফিরদের বিতর্কের ধরণ

আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূলগণের এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের কাফিরদের কথাবার্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তাদের কাওম আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে। তাদের প্রতিবাদে রাসূলগণ তাদেরকে বলেন ঃ أَفِي اللّٰه شَكٌّ আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে কি সন্দেহ পোষন করছ? অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে কি কারণে সন্দেহ থাকতে পারে? স্বভাব ও প্রকৃতিতো তাঁর অস্তিত্বের মতই স্বাক্ষী! মানুষের বুনিয়াদের মধ্যে তার অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি বিদ্যমান। সুস্থির বিবেক তার অস্তিত্ব মানতে বাধ্য। কোন কিছুর অস্তিত্বের জন্য ওকে অস্তিত্বে আনয়নকারীর উপস্থিতি থাকা যরুরী। তাহলে যিনি এই আসমান ও

যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ। তাঁর উলুহিয়্যাত ও একাত্মবাদে তোমাদের সন্দেহ রয়েছে কি? যখন সমস্ত প্রাণী, জীব-জন্তু এবং বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও আবিষ্কারক তিনিই, তখন একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য হবেন না কেন?

অধিকাংশ উম্মাতই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকারকারী ছিল। তারা অন্যদের যে ইবাদাত করত তা শুধু এই মনে করে যে, তাদের মাধ্যমেই তারা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করবে। এ জন্য আল্লাহর রাসূলগণ তাদেরকে ঐ সব দেবতার ইবাদাত করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান করছেন যে, তিনি পরকালে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। প্রত্যেক মর্যাদাবানকে তিনি মর্যাদা দান করবেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُۥ

আর (এ উদ্দেশে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক 'আমলকারীকে অধিক সওয়াব দিবেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩)

মানুষ হওয়ার অজুহাতে কাফিরেরা নাবীদের প্রতি ঈমান আনেনি

তাদের উম্মাতগণ প্রথম পর্যায়টিকে মেনে নেয়ার পর জবাব দেয় ঃ **إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا** আমরা তোমাদের রিসালাতকে কি করে মেনে নিতে পারি? তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। আচ্ছা যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদীই হও তাহলে বড় রকমের মু'জিযা আমাদের সামনে পেশ কর যা মানবীয় শক্তির বাইরে। তাদের এ কথার জবাবে রাসূলগণ বলতেন ঃ

لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـٰكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه এ কথাতো সত্যই যে, আমরা তোমাদের মতই মানুষ। তবে রিসালাত

ও নাবূওয়াত আল্লাহর একটি দান। তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। **وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ** মানুষ হওয়াটা রিসালাতের প্রতিকূল নয়। আর যে জিনিস তোমরা আমাদের কাছ থেকে দেখতে চাচ্ছ সে সম্পর্কেও জেনে রেখ যে, ওটা আমাদের অধিকার ও ক্ষমতার জিনিস নয়। তবে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। তিনি যদি আমাদের প্রার্থনা কবূল করেন তাহলে আমরা অবশ্যই তা তোমাদের দেখাব। **وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** মু'মিনরাতো প্রতিটি কাজে আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করে। **وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ** আর বিশেষ করে আমরা তাঁর উপর খুব বেশী ভরসা করি। কেননা তিনি আমাদেরকে সমস্ত পথের মধ্যে সর্বোত্তম পথের সন্ধান দিয়েছেন। তোমরা যত পার আমাদেরকে কষ্ট দিতে থাক, কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমাদের হাত থেকে ভরসার অঞ্চল ছুটে যাবেনা। **وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ** ভরসাকারী দলের জন্য আল্লাহ তা'আলার ভরসাই যথেষ্ট।

১৩। কাফিরেরা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ হতে বহিস্কার করব, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে। অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব।	١٣. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ
১৪। তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই; এটা তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে	١٤. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ

مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ	উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।
١٥. وَٱسْتَفْتَحُوا۟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ	১৫। তারা বিজয় কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল।
١٦. مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ	১৬। তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ -
١٧. يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ	১৭। যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্ব দিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবেনা এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।

সব কাফির জাতিই তাদের নাবীদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করার হুমকি দিয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কাফিরেরা যখন যুক্তি-তর্কে হেরে গেল তখন নাবীদেরকে ধমক দিতে ও ভয় দেখাতে লাগল যে, তাদেরকে তারা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। শু'আইবের (আঃ) কাওমও তাদের নাবী ও মু'মিনদের এ কথাই বলেছিল ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَـٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ

আর তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক ও অহংকারী প্রধানরা বলেছিল ঃ হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ

হতে বহিস্কার করব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৮) লূতের (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল ঃ

أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ

লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫৬) কুরাইশ মুশরিকরাও এই রূপই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ও বলেছিল ঃ 'তাকে বন্দী কর, হত্যা কর অথবা দেশ থেকে বের করে দাও।' তাদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَـٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩০)

তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপদে মাক্কা হতে মাদীনায় পৌঁছে দিলেন। মাদীনাবাসীকে তাঁর আনসার বা সাহায্যকারী বানিয়ে দিলেন। তারা তাঁর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার পতাকা তলে এসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উন্নতি দান করেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি মাক্কাও জয় করেন। ফলে দীনের দুশমনদের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়। লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং আল্লাহর কালেমা এবং তার দীন অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমে সমস্ত বেদীনের উপর বিজয় লাভ করে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা অহী করলেন ঃ

فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِهِمْ

অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব। তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৩-১৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভ হয় আল্লাহভীরুদের জন্য। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৮) অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা জয়ী হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১-১৭৩) মহান আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫) মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ ঘোষিত হয়েছে ঃ

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد যমীন তোমাদের অধিকারে চলে আসবে' এই ওয়াদা ঐ লোকদের জন্য যারা কিয়ামাতের দিন আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ. فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

অনন্তর যে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, জাহান্নামই হবে তার অবস্থান স্থল। পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩৭-৪১) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৬)

وَاسْتَفْتَحُواْ রাসূলগণ তাদের রবের কাছে সাহায্য, বিজয় ও ফাইসালা প্রার্থনা করলেন অথবা তাদের কাওম এই রূপ প্রার্থনা করল। রাসূলগণের এইরূপ প্রার্থনা করা তাদের রীতি বলে জানিয়েছেন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)। (তাবারী ১৬/৫৪৪, ৫৪৫) আর তাঁর কাওমের এরূপ প্রার্থনা

করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবদুর রাহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (রহঃ)। (তাবারী ১৬/৫৪৫) যেমন মাক্কার মুশরিক কুরাইশরা বলেছিল ঃ

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২)

আবার এও হতে পারে যে, এদিকে কাফিরেরা এটা প্রার্থনা করল, আর ওদিকে রাসূলগণও দু‘আ করলেন। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল যে, একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট কাতর কণ্ঠে দু‘আ করেছিলেন, আর অপর দিকে কাফির নেতৃবর্গ প্রার্থনা করেছিল ঃ হে আল্লাহ আজ তুমি হক বা সত্যকে জয়যুক্ত কর। হয়েছিলও তাই। মু’মিনরা হক পথে ছিলেন, অতএব তারাই বিজয়ী হয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের বলেছিলেন ঃ

إِن تَسْتَفْتِحُوا۟ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا۟ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

(হে কাফিরেরা!) তোমরাতো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, বিজয়তো তোমাদের সামনেই এসেছে। তোমরা যদি এখনও (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১৯) এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *(এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল)* যেমন তিনি এক আয়াতে বলেন ঃ

أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ

আদেশ করা হবে ঃ তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, প্রত্যেক ঔদ্ধত কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা দানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা‘বূদ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ২৪-২৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম আনয়ন করা হবে। তখন সে সমস্ত মাখলূককে ডাক দিয়ে বলবে ঃ আমি প্রত্যেক অহংকারী ও হঠকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছি। (তিরমিযী ২৫৭৩, ২৫৭৪) সেই দিন ঐ মন্দ লোকদের কতইনা দুরাবস্থা হবে, যেদিন নাবীগণ পর্যন্ত মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তা'আলার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ সামনে জাহান্নাম তার অপেক্ষায় থাকবে, সেখানে প্রবেশ করার পর আর বের হয়ে আসতে পারবেনা। কিয়ামাতের দিন পর্যন্ততো জাহান্নাম সকাল সন্ধ্যায় সামনে আসতেই থাকবে। তারপর ওটাই স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থান হয়ে যাবে। **وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ** অতঃপর সেখানে তার জন্য পানির পরিবর্তে আগুনের মত পুঁজ রয়েছে এবং সীমাহীন ঠান্ডা ও দুর্গন্ধময় পানি রয়েছে, যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত হয়ে আসবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ

এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫৭-৫৮)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ **صَدِيْدٌ** বলা হয় পুঁজ ও রক্তকে যা জাহান্নামীদের গোশত ও চামড়া থেকে বয়ে আসবে। (তাবারী ১৬/৫৪৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ

এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ

তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৯)

وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ

আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২১)

وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ বিস্বাদ, দুর্গন্ধ, গরমের তীব্রতা বা ঠান্ডার তীব্রতার কারণে গলা থেকে নামা অসম্ভব হয়ে যাবে। وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ *(সর্ব দিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা)* আমর ইব্‌ন মাইমূন ইব্‌ন মাহরান (রহঃ) বলেন ঃ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ও কষ্ট হবে। মনে হবে যেন মৃত্যু চলে আসছে। কিন্তু মৃত্যু হবেনা। (দুররুল মানসুর ৫/১৬)

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সামনে, পিছনে, ডান ও বাম হতে যেন মৃত্যু চলে আসছে, কিন্তু এসে পড়ছেনা। বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি জাহান্নামের আগুন পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুকে ডাকলেও আসেনা। মৃত্যুও আসেনা, শাস্তিও সরে যায়না। যেন সার্বক্ষণিক শাস্তি হতে থাকে। প্রত্যেক শাস্তি এমন যে, তা মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হওয়ার চেয়েও বেশী। কিন্তু সেখানেতো মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে যাবে। এসব শাস্তির সাথে আরও কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা যাককুম বৃক্ষ সম্বন্ধে বলছেন ঃ

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَـٰطِينِ. فَإِنَّهُمْ لَـَٔاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ

এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। ওটার মোচা যেন শাইতানের মাথা। ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬৪-৬৮) মোট কথা, কখনও যাককুম খাওয়া, কখনও গরম ফুটন্ত পানি পান করা, কখনও আগুনে পোড়ানো, কখনও পুঁজ পান করানো ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অনুরূপভাবেই আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৩-৪৪) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ. طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ. كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ. كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ. إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ

নিশ্চয়ই যাককুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৩-৫০) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَأَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ. فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪১-৪৪)

هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ. هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ

এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫৫-৫৮) এমন আরও বহু

শাস্তি রয়েছে যা মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلۡعَبِيدِ

তোমার রাব্ব বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৬)

١٨. مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ ۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ	**১৮। যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের উপমা - তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়; যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারেনা; এটাতো ঘোর বিভ্রান্তি।**

অবিশ্বাসী কাফিরদের আমলের তুলনা

এটা একটা দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কাফিরদের আমলের ব্যাপারে উপস্থাপন করেছেন যারা তাঁর সাথে অন্যের উপাসনা করে, রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যাদের আমলগুলি পায়াহীন বা ভিত্তিহীন অট্টালিকার মত। এর পরিনাম দাঁড়ালো এই যে, প্রয়োজনের সময় শূন্যহস্ত হয়ে গেল। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ কাফিরদের আমলগুলির দৃষ্টান্ত কিয়ামাতের দিন, যখন তারা সম্পূর্ণরূপে সাওয়াবের মুখাপেক্ষী থাকবে এবং মনে করতে থাকবে যে, হয়ত তারা তাদের সৎ কার্যাবলীর বিনিময় লাভ করবে। আসলে কিন্তু কিছুই পাবেনা, বরং নিরাশ হয়ে শুধু হায় হায় করতে থাকবে। যেমন ঝড়ের দিন বায়ু প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়। এই ছাই এর যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি কাফিরদের দুনিয়ার উত্তম কার্যাবলীও

মূল্যহীন ও নিষ্ফল হবে। এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছাইগুলি একত্রিত করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তাদের কার্যাবলীর বিনিময় লাভও অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) অন্য এক স্থানে রয়েছে ঃ

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা-বায়ুর অনুরূপ যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে, ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেতে নিপতিত হয় এবং তা বিধ্বস্ত করে। এবং আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ

হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি ব্যর্থ করে ফেলনা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করেনা; ফলতঃ তার উপমা, যেমন এক বৃহৎ মসৃন প্রস্তর খন্ড যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হল প্রবল বর্ষা, অতঃপর তা পরিষ্কার হয়ে গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবেনা এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬৪) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ এটাতো ঘোর বিভ্রান্তি। তাদের চেষ্টা ও কাজ পায়াহীন ও অস্থির। কঠিন প্রয়োজনের সময় তারা তাদের এসব কাজের কোনই বিনিময় পাবেনা। এটাই হচ্ছে বড়ই দুর্ভোগ

১৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।	١٩. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
২০। আর এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়।	٢٠. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে আমি সক্ষম। আমি যখন আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছি তখন মানুষকে সৃষ্টি করা আমার কাছে মোটেই কঠিন নয়। আকাশের উচ্চতা, প্রশস্ততা, বিরাটত্ব, অতঃপর তাতে স্থির ও চলমান নক্ষত্ররাজি আর এই যমীন, পর্বতরাজি, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা এবং জীব-জন্তু সবই তাঁর সৃষ্ট। যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে অপারগ হননি, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখেননা? অবশ্যই তিনি এতে ক্ষমতাবান। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩)

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ. فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৮৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তি ত্বে আনতে পারেন। আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। তোমরা যদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে এরূপই হবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৫-১৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) তিনি আরও বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্ত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩)

২১। সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবেই। যারা অহংকার করত, দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে ঃ আমরাতো তোমাদের	٢١. وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَـٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ

অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে কি আমাদেরকে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে ঃ আল্লাহ আমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিস্কৃতি নেই।

কাফির নেতা এবং তাদের আনুগত্যকারীদের সাথে জাহান্নামে তর্ক হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَبَرَزُواْ পরিষ্কার সমতল ভূমিতে ভাল ও মন্দ এবং সৎ আমলকারী ও পাপী সমস্ত মাখলূককে আল্লাহর সামনে একত্রিত করা হবে। **فَقَالَ الضُّعَفاء** ঐ সময় দুর্বল লোকেরা নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে, যারা তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত ও রাসূলের আনুগত্য হতে বিরত রাখত, বলবে ঃ **إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا** আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম। আমাদেরকে তোমরা যা হুকুম করতে তা আমরা মেনে চলতাম। আমাদেরকে তোমরাতো বহু কিছুর আশা দিয়েছিলে। **فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ** আজ কি তাহলে আল্লাহর আযাব আমাদের থেকে সরাতে পারবে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে নেতা ও সর্দারেরা বলবে ঃ **لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ** আমরা নিজেরাইতো সুপথ প্রাপ্ত ছিলামনা। কাজেই তোমাদেরকে আমরা পথ দেখাতাম কিরূপে? **سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ** বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তির কথা আমাদের

সবারই উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা সবাই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছি। অতএব এখন আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি অথবা ধৈর্য ধারণ করি একই কথা। শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার সমস্ত উপায় এখন হাত ছাড়া হয়ে গেছে। আমি (ইব্ন কাসীর) বলি ঃ প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, নেতা ও অনুগতদের এই কথাবার্তা হবে জাহান্নামে যাওয়ার পর। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ

যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে ঃ আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে? দাম্ভিকেরা বলবে ঃ আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৭-৪৮)

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِيٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে মানব ও জিন হতে যে সব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। অতঃপর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে ঃ

আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮-৩৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ . رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

তারা আরও বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৭-৬৮) হাশরের মাইদানে তাদের ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ . قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ . وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَـٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে

তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩)

٢٢. وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ

২২। যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের

أَلِيمٌ	জন্যতো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই।
٢٣. وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ	২৩। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী হবে তাদের রবের অনুমতিক্রমে; সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।

কিয়ামাত দিবসে শাইতান তার অনুসরণকারীদের ত্যাগ করে চলে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন তিনি বান্দাদের ফাইসালার কাজ শেষ করবেন এবং মু'মিনরা জান্নাতে ও কাফিরেরা জাহান্নামে চলে যাবে, ঐ সময় অভিশপ্ত ইবলীস জাহান্নামের উপর দাঁড়িয়ে জাহান্নামীদেরকে তাদের দুঃখ-যন্ত্রনা ও মনের কষ্টের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বলবে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণরূপে সত্য। রাসূলদের অনুসরণ ও আনুগত্যই ছিল মুক্তি ও শান্তির পথ। আর আমার ওয়াদাতো ছিল প্রতারণা মাত্র। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২০) শাইতান আরও বলে ঃ আমার কথা ছিল দলীল প্রমাণহীন। তোমাদের উপর আমার কোন জোর যবরদস্তি ও আধিপত্য ছিলনা। তোমরা অযথা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। আমি তোমাদেরকে যে হুকুম করেছিলাম তা তোমরা মেনে

নিয়েছিলে। এর পরিনাম তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখতে পেলে। এটা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। সুতরাং আজ তোমরা আমাকে তিরষ্কার করনা, বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। পাপ তোমরা নিজেরাই করেছিলে। তোমরাই দলীল প্রমাণ ত্যাগ করেছিলে। আমার কথা তোমরা মেনে চলেছিলে। আজ আমি তোমাদের কোনই কাজে আসবনা। আজ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবনা। তোমাদের কোন উপকার করতে পারবনা। আমি তোমাদেরকে শির্কের কারণে প্রত্যাখ্যান করছি। (তাবারী ১৬/৫৬৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ আমি আজ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, আমি আল্লাহর শরীক নই। (তাবারী ১৬/৫৬১) যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَـٰفِلُونَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

كَلَّاۚ سَيَكۡفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمۡ وَيَكُونُونَ عَلَيۡهِمۡ ضِدًّا

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮২)

অতএব এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জাহান্নামীদের সাথে ইবলীসের এই কথাবার্তা হবে জাহান্নামে প্রবেশের পর যাতে তাদের আফসোস ও দুঃখ খুব বেশী হয়।

আমির আশ শা'বী (রহঃ) বলেন, কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে দু'জন বক্তা বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়াবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) বলবেন ঃ

ءَأَنتَ قُلۡتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيۡنِ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ قَالَ سُبۡحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أَقُولَ مَا لَيۡسَ لِي بِحَقٍّۚ إِن كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلِمۡتَهُۥۚ تَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلۡغُيُوبِ مَا قُلۡتُ لَهُمۡ إِلَّا

مَآ أَمَرۡتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۚ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّا دُمۡتُ فِيهِمۡۖ فَلَمَّا تَوَفَّيۡتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ. قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدۡقُهُمۡ

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে তাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ বলবেন ঃ এটি সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই হচ্ছে মহাসফলতা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬-১১৯)

এই আয়াত পর্যন্ত এই বর্ণনাই রয়েছে। আর অভিশপ্ত ইবলীস দাঁড়িয়ে বলবে ঃ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে (শেষ পর্যন্ত)।

দুষ্ট ও পাপী লোকদের পরিনাম ও তাদের দুঃখ বেদনা এবং ইবলীসের উত্তরের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সৎ ও মু'মিন লোকদের সফল

পরিনামের বর্ণনা দিচ্ছেন। وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা যথা ইচ্ছা গমনাগমন করবে, চলবে-ফিরবে এবং পানাহার করবে। চিরদিনের জন্য তারা সেখানে অবস্থান করবে। সেখানে না তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে, না তাদের মন খারাপ হবে, না অস্বস্তি বোধ করবে, না মারা যাবে, না বহিস্কৃত হবে, আর না নি'আমাত কমে যাবে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ

যারা তাদের রাব্বকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭৩) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ

এবং মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (হাযির হয়ে তারা) বলবে ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি সালাম! (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا

তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৫) আল্লাহ তা'আলা আর এক স্থানে বলেন ঃ

دَعۡوَىٰهُمۡ فِيهَا سُبۡحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٌۚ وَءَاخِرُ دَعۡوَىٰهُمۡ أَنِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম (আসসালামু 'আলাইকুম), আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০)

২৪। তুমি কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত -	٢٤. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ
২৫। যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে তার রবের অনুমতিক্রমে, এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।	٢٥. تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
২৬। কু-বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।	٢٦. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ

ইসলামী ও কুফরী বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু* (আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই) এর সাক্ষ্য দেয়াই বুঝানো হয়েছে কালেমা তাইয়্যেবা দ্বারা। আর كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ উত্তম ও পবিত্র বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। এর মূল দৃঢ় অর্থাৎ মু'মিনের অন্তরে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* রয়েছে। এর শাখা রয়েছে ঊর্ধ্বে অর্থাৎ মু'মিনের তাওহীদ বা একাত্মবাদের কালেমার কারণে তার আমলগুলি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়।

(তাবারী ১৬/৫৬৭) যাহহাক (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকের থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মু'মিনের আমল, কথা ও সৎ কার্যাবলী। মু'মিন খেজুর গাছের ন্যায়। প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার আমলগুলি আকাশে উঠে যায়। (তাবারী ১৬/৫৭২-৫৭৩)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলেন ঃ ওটা কোন গাছ যা মুসলিমের মত, যার পাতা ঝরে পড়েনা, গ্রীষ্মকালেও না শীতকালেও না; যা তার রবের অনুমোদনক্রমে সব মওসুমেই ফল ধারণ করে? আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ আমি মনে মনে বললাম যে, বলে দিই ঃ ওটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি দেখলাম যে, মাজলিসে আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) প্রমুখ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন এবং তারা নীরব আছেন, অতএব আমিও নীরব থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ওটা হচ্ছে খেজুর গাছ। ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার পিতা উমারকে (রাঃ) এটা বললে তিনি বললেন ঃ হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি যদি এই উত্তর বলে দিতে তাহলে এটা আমার কাছে সমস্ত কিছু পেয়ে যাওয়া অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় হত। (ফাতহুল বারী ৮/২২৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ওটা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায়। প্রতি মাসে বা প্রতি দু'মাসে অথবা প্রতি ছ'মাসে কিংবা প্রতি সাত মাসে। শব্দগুলির বাহ্যিক ভাবার্থ হচ্ছে ঃ মু'মিনের দৃষ্টান্ত ঐ গাছের মত যার ফল সব সময় শীতে, গ্রীষ্মে, দিনে-রাতে ফলতে থাকে। অনুরূপভাবে মু'মিনের সৎ আমল দিন-রাত সব সময় আকাশে উঠে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের শিক্ষা, উপদেশ ও অনুধাবনের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ মন্দ কালেমা অর্থাৎ কাফিরের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যার কোন মূল্য নেই এবং যা দৃঢ় নয়। এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে 'হানযাল' গাছের সাথে, যাকে 'শারইয়ান' বলা হয়। শুবাহ (রহঃ) বলেন, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবী কুররাহ (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ওটা হানযাল গাছ। (তাবারী ১৬/৫৬৯) এই রিওয়ায়াতটি মারফূ রূপেও এসেছে। এর মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। অনুরূপভাবে

কুফরী মূলহীন ও শাখাহীন। কাফিরের কোন ভাল কাজ উপরে উঠেনা এবং তার থেকে কিছু কবূলও হয়না।

٢٧. يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ	**২৭। যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।**

‘একটি শব্দ’ উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে ইহকাল ও পরকালে দৃঢ় রাখবেন

সহীহ বুখারীতে বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিমকে যখন তার কাবরে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২২৯, মুসলিম ৪/২২০১, আবূ দাঊদ ৫/১১২, তিরমিযী ৮/৫৪৭, নাসাঈ ৬/৩৭২)

মুসনাদ আহমাদে বারা ইব্ন আ’যিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন আনসারীর জানাযায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই এবং কাবরস্থানে পৌঁছি। তখন পর্যন্ত কাবর তৈরীর কাজ শেষ হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে পড়েন এবং আমরাও তাঁর পাশে এভাবে বসে পড়লাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী রয়েছে। তাঁর হাতে যে কাঠের খন্ডটি ছিল তা দিয়ে তিনি মাটিতে রেখা টানছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে দু’তিন বার বললেন ঃ কাবরের শাস্তি হতে তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা কর; বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ এবং আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে অবস্থান করে তখন তার কাছে আকাশ হতে সূর্যের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট মালাইকা

আগমন করেন, যেন তাদের চেহারাগুলি সূর্য। তাদের সাথে থাকে জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধি। তার পাশে তারা এত দূর পর্যন্ত বসেন যত দূর দৃষ্টি যায়। এরপর মালাকুল মাউত (মৃত্যুর মালাক/ফিরেশতা) এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন ঃ হে পবিত্র রূহ! আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টির দিকে চল। তখন রূহ এমন সহজে বেরিয়ে আসে যেমন কোন কলসী থেকে পানির ফোটা ঝড়ে পরে। চোখের পলক ফেলার সময়টুকুও ঐ রূহকে মালাইকা তার হাতে থাকতে দেননা, বরং তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে নিয়ে নেন এবং জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধির মধ্যে রেখে দেন। স্বয়ং ঐ রূহ থেকেও মিশ্‌ক আম্বরের চেয়েও বেশী সুগন্ধ বের হয়, যার চেয়ে উত্তম সুগন্ধির ঘ্রাণ দুনিয়ায় কেহ কখনও নেয়নি। তারা ঐ রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যান। মালাইকা/ ফিরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়ে তারা গমন করেন তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই পবিত্র রূহ কোন ব্যক্তির? তারা তখন সে যে উত্তম নামে পরিচিত ছিল সেই নাম বলে দেন এবং তার পিতার নামও বলেন। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে তারা আকাশের দরজা খুলে দিতে বলেন। তখন আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং সেখান থেকে মালাইকা/ফিরেশতাগণ ঐ রূহকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে, দ্বিতীয় আকাশ হতে তৃতীয় আকাশে এবং এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন বলেন ঃ আমার বান্দার আমলনামা ইল্লীনে লিখে নাও এবং তাকে যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি তাকে ওটা থেকেই সৃষ্টি করেছি ওকে ওখানেই ফিরিয়ে দিব এবং ওখান থেকেই দ্বিতীয় বার বের করব। অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার রাব্ব কে? সে উত্তরে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ তোমার দীন কি? সে জবাবে বলে ঃ আমার দীন হল ইসলাম। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ যে ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? সে উত্তর দেয় ঃ তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কিরূপে জেনেছ? সে জবাব দেয় ঃ আমি আল্লাহর কিতাব পড়ে এবং ওর উপর ঈমান এনেছি এবং ওটিকে সত্য বলে জেনেছি। ঐ সময় আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। তখন জান্নাত থেকে সুগন্ধী বাতাস তার কাবরে আসতে থাকে। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তার কাবরটি প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

অতঃপর তার কাছে একজন আলোকজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুন্দর লোক আগমন করে এবং তাকে বলে ঃ তুমি খুশী হয়ে যাও। এই দিনেরই ওয়াদা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি কে? তোমার চেহারাতো শুধু ভালই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে উত্তরে বলে ঃ আমি তোমার সৎ আমল। ঐ সময় ঐ মুসলিম ব্যক্তি বলে ঃ হে আমার রাব্ব! সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত করে দিন, সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত করে দিন যাতে আমি আমার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ সময় ও আখিরাতের প্রথম সময়ে অবস্থান করে তখন তার কাছে কালো ও কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট আসমানী মালাইকা/ফিরেশতাগণ আগমন করেন এবং তাদের সাথে থাকে জাহান্নামী চট। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তত দূরে তারা তার থেকে বসে পড়েন। তারপর মালাকুল মাউত এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন ঃ হে কলুষিত রূহ! আল্লাহর গযব ও ক্রোধের দিকে চল। তার রূহ দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যাকে অতি কষ্টে বের করে আনা হয়, যেমন করে ভিজা কম্বল থেকে কাঁটাযুক্ত কোন কিছু ছাড়িয়ে নেয়া হয়। তৎক্ষণাৎ চোখের পলকে মালাইকা ঐ রূহকে তার হাত হতে নিয়ে যান এবং জাহান্নামী চটে জড়িয়ে নেন। তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয় যে, ভূ-পৃষ্ঠে ওর চেয়ে বেশী দুর্গন্ধময় জিনিস কখনও পাওয়া যায়না। তারা ওটা নিয়ে আকাশে উঠে যান। মালাইকা/ফিরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়ে তারা গমন করেন তারা জিজ্ঞেস করেন ঃ এই কলুষিত রূহ কোন ব্যক্তির? দুনিয়ায় তার যে খারাপ নামটি ছিল তারা তার সেই নাম বলে দেন। তার পিতার নামও বলেন। দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে তারা দরজা খুলে দিতে বলেন। কিন্তু দরজা খোলা হয়না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ

তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবেনা, যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৪০)

আল্লাহ তা‘আলা তখন বলেন ঃ ‘তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে নাও, যা যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে।’ তার খারাপ রূহকে তখন আকাশ হতে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ

আর যে আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩১)

অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার রাব্ব কে? সে উত্তরে বলে ঃ হায় হায় আমিতো জানিনা! আবার তারা জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার দীন কি? এবারও সে জবাব দেয় ঃ হায় হায় আমিতো এটাও অবগত নই। পুনরায় তারা প্রশ্ন করেন ঃ তোমাদের কাছে যাকে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? সে জবাবে বলে ঃ হায় হায় এ খবরও আমার জানা নেই। ঐ সময় আকাশ থেকে ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যায় ঃ আমার বান্দা মিথ্যাবাদী। তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দাও। সেখানে তার কাছে জাহান্নামের বাতাস ও বাষ্প আসতে থাকে। তার কাবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার দেহের এক পাজর অপর পাজরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন খুবই জঘন্য ও ভয়ানক আকৃতির এবং ময়লাযুক্ত খারাপ পোশাক পরিধানকারী অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট একটি লোক তার কাছে আসে এবং বলে ঃ এখন তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে যাও। এই দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি কে? তোমার চেহারায় শুধু মন্দই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে উত্তর দেয় ঃ আমি তোমার খারাপ আমল। সে তখন প্রার্থনা করে ঃ হে আমার রাব্ব! দয়া করে কিয়ামাত সংঘটিত করবেননা। (আহমাদ ৪/২৮৭, আবূ দাঊদ ৩/৫৪৬, নাসাঈ ৪/৭৮, ইব্ন মাজাহও ১/৪৯৪)

আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাকে যখন তার কাবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা তাকে সমাধিস্থ করে চলে যায়, আর তাদের চলে যাবার সময় তাদের জুতার শব্দ তার কানে আসতে থাকে এমতাবস্থায়ই দু'জন মালাক/ফিরেশতা তার কাছে পৌঁছে যান এবং তাকে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই লোকটি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? সে মু'মিন হলে বলে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলা হয় ঃ দেখ, জাহান্নামে

এটা তোমার বাসস্থান ছিল। কিন্তু আল্লাহ এটাকে পরিবর্তন করে জান্নাতের এই বাসস্থানটি তোমাকে দান করেছেন। সে তখন দু'টি জায়গাই দেখতে পায়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে আরও বলা হয়েছে যে, তার কাবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তা সবুজ-শ্যামলে ভরপুর থাকে। (আব্দ ইব্ন হুমাইদ ১১৭৮, মুসলিম ২৮৭০, নাসাঈ ৪/৯৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে যখন কাবরে রাখা হয় তখন তার কাছে কালো ও নীল রং বিশিষ্ট দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। একজনের নাম মুনকির এবং অপরজনের নাম নাকীর। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? জবাবে সে বলবে যা সে আগেও বলত ঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। এ জবাব শুনে তারা বলেন ঃ তুমি যে এটাই বলবে তা আমরা জানতাম। অতঃপর তার কাবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা আলোকজ্জ্বল হয়ে যায়। আর তাকে বলা হয় ঃ তুমি ঘুমিয়ে যাও। সে তখন বলে ঃ আমি আমার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এ খবর দিতে চাই। তারা বলেন ঃ তুমি সেই নব-বধুর ন্যায় ঘুমিয়ে থাক যাকে তার পরিবারের সেই জায়গায় রাখা হয় যে জায়গা তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। এভাবেই সে ঘুমিয়ে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ কিয়ামাত দিবসে তাকে ঐ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। আর মুনাফিক ব্যক্তি মালাইকা/ফিরেশতাগণের প্রশ্নের উত্তরে বলে ঃ আমি কিছুই জানিনা, মানুষেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। মালাইকা তখন বলবেন ঃ তুমি যে এই উত্তর দিবে তা আমরা জানতাম। যমীনকে হুকুম দেয়া হয় ঃ সংকীর্ণ হয়ে যাও। তখন যমীন এমনভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক পাঁজর অপর পাঁজরের সাথে মিশে যায়। অতঃপর তার উপর শাস্তি হতে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত সংঘটিত করেন এবং তাকে তার কাবর থেকে উত্থিত করেন। (তিরমিযী ১০৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কাবরে মু'মিনকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তোমার রাব্ব কে? তোমার দীন কি? তোমার নাবী কে? সে তখন উত্তরে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং আমার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা থেকে দলীল

প্রমাণ নিয়ে এসেছেন। আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তার সত্যতা স্বীকার করেছি। তাকে তখন বলা হয় ঃ তুমি সত্য বলেছ। তুমি এরই উপর জীবিত থেকেছ। এরই উপর মৃত্যুবরণ করেছ এবং এরই উপর তোমাকে উঠানো হবে। (তাবারী ১৬/৫৯৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যখন তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে ফিরে আসো তখন সে তোমাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। যদি সে মু'মিন হয়ে মারা যায় তাহলে সালাত তার শিয়রে থাকে, যাকাত থাকে ডান পাশে, সিয়াম থাকে বাম পাশে, আর অন্যান্য সাওয়াবের কাজ যেমন দান খাইরাত, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্তকরণ, লোকদের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি থাকে তার পায়ের দিকে। যখন তার মাথার দিক থেকে কেহ আসে তখন সালাত বলে ঃ এখান দিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। ডান দিক থেকে বাধা দেয় যাকাত, বাম দিক থেকে বাধা দেয় সিয়াম এবং পায়ের দিক থেকে বাধা দেয় অন্যান্য সাওয়াবের কাজ। অতঃপর তাকে বলা হয় ঃ বসে যাও। সে তখন বসে পড়ে এবং তার মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে। মালাইকা/ ফিরেশতাগণ বলেন ঃ আমরা তোমাকে যে সব প্রশ্ন করব তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে। সে বলে ঃ থাম, আমি আগে সালাত আদায় করে নিই। তারা বলেন ঃ সালাততো আদায় করবেই, তবে আগে আমাদের প্রশ্নগুলির জবাব দাও। সে তখন বলে ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা যে প্রশ্ন করতে চাও সেই প্রশ্ন কর।

তারা প্রশ্ন করে ঃ এই ব্যক্তি যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলছ এবং কি সাক্ষ্য দিচ্ছ? সে জিজ্ঞেস করে ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলছ কি? তারা উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর সম্পর্কেই বটে। সে তখন বলে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল; তিনি আমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে দলীল নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন তাকে বলা হয় ঃ তুমি এর উপরই জীবিত থেকেছ এবং এর উপরই মৃত্যু বরণ করেছ। আর এর উপরই ইনশাআল্লাহ পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তার কাবরটি সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা আলোকজ্জ্বল হয়ে যায়। আর জান্নাতের দিকের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয় ঃ দেখ, এটাই তোমার প্রকৃত বাসস্থান। সেখানে শুধু সুখ আর সুখ। অতঃপর তার রূহ অন্যান্য পবিত্র রূহগুলির সাথে সবুজ রংয়ের পাখীর দেহে রেখে দেয়া হয় যা জান্নাতের গাছ থেকে আহার করতে

রয়েছে। আর তার দেহ সেখানেই ফিরিয়ে দেয়া হয় যেখান থেকে তার সূচনা হয়েছে অর্থাৎ মাটিতে।

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই। (তাবারী ১৬/৫৯৬) ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। তাতে তিনি কাফিরদের সাথে মালাইকার কথোপকথন এবং জাহান্নামের আযাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। (ইব্ন হিব্বান ৫/৪৫)

তাউস (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকা দ্বারা কালেমা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বুঝানো হয়েছে। আর আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হচ্ছে কাবরে মুনকির ও নাকীরের প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। (আবদুর রায্যাক ২/৩৪২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে কল্যাণ ও উত্তম কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা; আর পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে কাবরে প্রতিষ্ঠিত রাখা। (তাবারী ১৬/৬০২)

২৮। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে -	٢٨. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ
২৯। জাহান্নাম, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল!	٢٩. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ
৩০। আর তারা আল্লাহর সমকক্ষ উদ্ভাবন করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য; তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।	٣٠. وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِۦ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

মুসলিম থেকে যারা মুরতাদ হয়েছে (ধর্ম ত্যাগ করেছে) তাদের পরিণতি

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, اَلَمْ تَرَ ব্যবহৃত হয়েছে اَلَمْ تَعْلَمْ এর অর্থে। অর্থাৎ তুমি কি জাননা? بَوَار শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। بَارَ يَبُوْرُ بَوْرًا হতেই قَوْمًا بُوْرًا এর অর্থ হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন যে, আমর (রহঃ) বলেন, 'আতা (রহঃ) বলেছেন যে, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا 'যারা অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' এর দ্বারা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, মাক্কাবাসী কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২২৯)

আলী (রাঃ) হতেও ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) প্রথম উক্তির সাথে সাদৃশ্য একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন কাওয়া (রাঃ) বলেন যে, الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ এর ব্যাপারে আলী (রাঃ) এ কথাই বলেছিলেন যে, এর দ্বারা বদরের দিনের কুরাইশ কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৬)

আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার ঈমানরূপ নি'আমাত পৌঁছেছিল, কিন্তু তারা ঐ নি'আমাতকে কুফরী দ্বারা বদলে দিয়েছিল এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করেছে।' (ইব্ন আবী হাতিম ১২২৭৩) এতে সব কাফির সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেন তাঁর দয়া ও রাহমাত হিসাবে। যারা তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী ও প্রশংসার পাত্র হয়েছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যারা তাঁকে অস্বীকার করে কুফরীর মধ্যেই নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছে তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ তারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিয়েছে এবং মিথ্যা মা'বূদদের ইবাদাত করছে এবং অন্যদেরকেও ঐ ভ্রান্ত পথে আহ্বান করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ঐ ঘৃণ্য কাজসমূহ

সম্পর্কে সাবধান করার জন্য তাঁর নাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ *তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।* মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ হে নাবী! তুমি এদেরকে বলে দাও ঃ দুনিয়ায় কিছু দিন ভোগ বিলাসে লিপ্ত থেকে নাও, তোমাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) তিনি আরও বলেন ঃ

مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ

এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭০)

৩১। আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে বল সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা।	٣١. قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَـٰلٌ

সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানের আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর হক মেনে নেয়া এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি ইহসান ও সৎ ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি হুকুম করছেন যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে, যা হচ্ছে এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদাত এবং তারা যেন অবশ্যই আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলকেই যাকাত (এর মাল) দিতে থাকে। সালাত কায়েম করা দ্বারা ওর সঠিক সময়, বিনয় এবং রুকূ ও সাজদাহর হিফাযাত করা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে তাঁর পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে, যাতে এমন এক দিন মুক্তি লাভ করা যায় যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব-ভালবাসা কিছুই থাকবেনা। সেদিন কেহ মুক্তিপণ দিয়ে অথবা দেন-দরবার করে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চাইলে তা মোটেই সম্ভব হবেনা। ওটা হচ্ছে কিয়ামাতের দিন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৫) 'সেই দিন থাকবেনা বন্ধুত্ব' এই উক্তি সম্পর্কে ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, সেখানে কোন বন্ধুর বন্ধুত্বের কারণে কেহ মুক্তি পাবেনা, বরং সেদিন ন্যায় বিচারই করা হবে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, দুনিয়ায় ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব-ভালবাসা চলে। সুতরাং মানুষের দেখা উচিত যে, সে কোন্ লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে করছে। যদি এটা আল্লাহর জন্য হয় তাহলে যেন এটা স্থায়ী রাখে। আর যদি গাইরুল্লাহর জন্য হয় তাহলে যেন তা ছিন্ন করে। আমি বলি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তিপণ কারও কোন উপকারে আসবেনা। সেদিন যদি কেহ পৃথিবীপূর্ণ সোনাও মুক্তিপণ হিসাবে দিতে চায় তবুও তা গৃহীত হবেনা। সেদিন কারও বন্ধুত্ব কোন উপকারে আসবেনা এবং কারও সুপারিশও কোন কাজে লাগবেনা যদি কাফির অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর তোমরা ঐ দিনের ভয় কর যেদিন একজন অন্যজন হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবেনা এবং কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৩) আল্লাহ তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৪)

৩২। তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে ওটা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।	٣٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَـٰرَ
৩৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিনকে,	٣٣. وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ

৩৪। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ তা হতে; তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।	٣٤. وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাতের কয়েকটির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা তার অসংখ্য নি'আমাতের কথা বলছেন যা তার মাখলুকাতকে প্রদান করেছেন। আকাশকে তিনি একটি সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে রেখেছেন। যমীনকে উত্তম বিছানারূপে বিছিয়ে রেখেছেন। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে যমীন থেকে বিভিন্ন সুস্বাদু ফল-মূল, ফসলের ক্ষেত এবং বাগ-বাগিচায় বিভিন্ন আকৃতির গাছপালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশক্রমে নৌযানসমূহ পানির উপর ভাসমান অবস্থায় চলাফিরা করছে এবং মানুষকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মানুষ এক দেশ হতে অন্য দেশে ভ্রমণ করছে। তারা এক জায়গার মালামাল অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে লাভবান হচ্ছে। আর এভাবে তাদের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। নদীগুলিকেও তিনি তাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। তারা এর পানি নিজেরা পান করছে, অপরকে পান করাচ্ছে, জমিতে সেচকাজ করছে, গোসল করছে, পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করছে এবং এ ধরনের বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভ করছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম গতিতে চলতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪),

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ

তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৩),

وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ

সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা হতে। অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে যে সব জিনিসের মুখাপেক্ষী ছিলে তিনি তোমাদেরকে তা সব কিছুই দিয়েছেন। তিনি চাইলেও দেন, না চাইলেও দেন। তাঁর দানের হাত কখনও বন্ধ থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا *(তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা)* সুতরাং তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারবে কি? তোমরা যদি তাঁর নি'আমাতগুলি এক এক করে গণনা করতে শুরু কর তাহলে গুণে শেষ করতে পারবেনা।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান আপনারই জন্য। আমাদের প্রশংসা মোটেই

যথেষ্ট নয় এবং তা পূর্ণ ও বেপরোয়াকারীও নয়। সুতরাং হে আমাদের রাব্ব! আমাদের অপারগতার জন্য আমাদেরকে ক্ষমা করুন।' (ফাতহুল বারী ৯/৪৯৩)

বর্ণিত আছে যে, দাঊদ (আঃ) তাঁর দু'আয় বলতেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমি কি করে আপনার নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করব? শোক্র করাওতো আপনার একটা নি'আমাত!' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে দাঊদ! এখনতো তুমি আমার শুকরিয়া করেই ফেললে। কেননা তুমি জানতে পারলে এবং স্বীকার করলে যে, তুমি আমার নি'আমাতসমূহের শুকরিয়া আদায় করতে অপারগ।'

৩৫। স্মরণ কর, ইবরাহীম বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।	٣٥. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ
৩৬। হে আমার রাব্ব! এই সব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে'ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হলে আপনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٣٦. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ইসমাঈলকে (আঃ) মাক্কায় রেখে যাওয়ার সময় ইবরাহীম (আঃ) যে দু'আ করেছিলেন

এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা আরাবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে বর্ণনা করছেন যে, পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন ঘর প্রথম সূচনায়ই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একাত্মবাদের উপরেই নির্মাণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইহা নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখানে শুধুমাত্র একক ও শরীকহীন আল্লাহরই ইবাদাত করা হবে। এর প্রথম নির্মাতা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনাকারীদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও পৃথক। ইহা যেন নিরাপদ শহর হয় এজন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি

(আল্লাহ) তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছিলেন। رَبِّ اجْعَلْ هَـــذَا الْبَلَدَ آمِنًا হে *আমার রাব্ব! এই শহরকে নিরাপদ করুন।* আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি? (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ. فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। ওর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬-৯৭) অতঃপর ইবরাহীম খলীল (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! এই শহরকে আপনি নিরাপত্তাপূর্ণ শহর বানিয়ে দিন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন।’ (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৯) ইসমাঈল (আঃ) বয়সে ইসহাক (আঃ) অপেক্ষা তের বছরের বড় ছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় ইসমাঈলকে (আঃ) তার মাতাসহ এখানে এনেছিলেন তখন তিনি এটা নিরাপত্তাপূর্ণ শহর হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا

হে আল্লাহ! আপনি একে নিরাপদ শহর করে দিন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৬) সূরা বাকারায় আমরা এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় দু‘আয় তিনি তাঁর সন্তানদেরকেও যোগ করে নেন। দু‘আ করার সময় আল্লাহর কাছে নিজের ব্যাপারে, মাতা-পিতা এবং সন্তানদের ব্যাপারে ঐ দু‘আয় অংশ করে নেয়া এটি একটি শিক্ষা।

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ *এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।* অতঃপর তিনি মূর্তি/প্রতিমাগুলির পথভ্রষ্টতা ও ওগুলির ফিতনা এবং অধিকাংশ লোককে বিভ্রান্ত করার কথা বর্ণনা করে তাদের প্রতি (অর্থাৎ প্রতিমা/মূর্তিপূজকদের প্রতি) নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। ঈসাও (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৮) এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করা মাত্র। এটা নয় যে, ওটা সংঘটিত হওয়াকে বৈধ মনে করা। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের (আঃ) رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ ... الخ এই উক্তিটি এবং ঈসার (আঃ) اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ... الخ এই উক্তিটি (৫ ঃ ১১৮) পাঠ করেন। অতঃপর হাত উঠিয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে রক্ষা করুন!' এটা তিনি তিনবার বললেন এবং কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) বলেন ঃ হে জিবরাঈল! মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যদিও তিনি সবকিছুই জানেন, সে কোন কারণে কাঁদছে। তিনি তখন জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর কান্নার কারণ বললেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) হুকুম করলেন ঃ 'তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বল ঃ আমি (আল্লাহ) তাকে তার উম্মাতের ব্যাপারে খুশী করব, অসন্তুষ্ট করবনা। (মুসলিম ১/১৯১)

৩৭। হে আমাদের রাব্ব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে	٣٧. رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ

আমাদের রাব্ব! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দ্বারা তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।	بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দু'আ। তাঁর প্রথম দু'আ হচ্ছে তখনকার দু'আটি যখন তিনি এই মাসজিদটি তৈরী হওয়ার পূর্বে ইসমাঈলকে (আঃ) তার মা হাযারসহ মাক্কা শহরে রেখে গিয়েছিলেন। (বুখারী ৩৩৬৪) আর এটা হচ্ছে কা'বা ঘর তৈরী হওয়ার পরের দু'আ। এ জন্যই তিনি عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (আপনার পবিত্র গৃহের নিকট) বলেছেন। আর তিনি সালাত কায়েম করার কথাও উল্লেখ করেছেন। رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ *তারা যেন সালাত কায়েম করে।*

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এটা اَلْمُحَرَّمْ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এটাকে মর্যাদা সম্পন্ন রূপে এ জন্যই বানানো হয়েছে, যেন এখানকার লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সালাত আদায় করতে পারে। এখানে এ কথাটিও স্মরণযোগ্য যে, ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ 'কিছু লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দিন।' ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) প্রমুখ বলেন, ইবরাহীম (আঃ) যদি সমস্ত লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দেয়ার প্রার্থনা করতেন তাহলে পারসিক, রোমক, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মোট কথা দুনিয়ার সমস্ত লোক এখানে এসে ভীড় জমাতো। (তাবারী ১৭/২৫-২৬) তিনি শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য এই প্রার্থনা করেছিলেন। আর প্রার্থনায় তিনি বললেন ঃ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা করুন। অথচ এই যমীন ফল

উৎপাদনের যোগ্যই নয়। এটাতো অনুর্বর ভূমি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার এই দু'আও কবূল করেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا

আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ "হারাম" প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্ক স্বরূপ? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৭) সুতরাং এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বিশেষ দান ও রাহমাত যে, এই শহরে কোন কিছুই জন্মেনা, অথচ চতুর্দিক থেকে নানা প্রকার ফল এখানে পূর্ণ মাত্রায় আমদানী হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইবরাহীম খালীলুল্লাহরই (আঃ) দু'আর বারাকাত।

৩৮। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকেনা।	٣٨. رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ
৩৯। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন; আমার রাব্ব অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।	٣٩. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ
৪০। হে আমার রাব্ব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের রাব্ব! আমার প্রার্থনা কবূল করুন।	٤٠. رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

৪১। হে আমার রাব্ব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন।	٤١. رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ

আল্লাহর কাছে ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম খালীল (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বললেন ঃ হে আমার রাব্ব। আমার ইচ্ছা ও মনের বাসনা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। আমি চাই যে, এখানকার অধিবাসীরা যেন আপনার সন্তুষ্টি কামনাকারী হয় এবং শুধুমাত্র আপনারই প্রতি অনুরাগী হয়। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই আপনার কাছে পূর্ণরূপে জাজ্জ্বল্যমান। যমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসের অবস্থা সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল।

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء এটা আমার প্রতি আপনার বড়ই অনুগ্রহ যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও আপনি আমাকে ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাকের (আঃ) ন্যায় দু'টি সুসন্তান দান করেছেন। আপনি প্রার্থনা কবূলকারী বটে। আমি চেয়েছি আর আপনি দিয়েছেন। সুতরাং হে আমার রাব্ব! এ জন্য আমি আপনার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ। رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও এই ক্রমধারা কায়েম রাখুন। আমার সমস্ত প্রার্থনা কবূল করুন। এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, তার পিতা যে আল্লাহর শত্রুতার উপর মারা গিয়েছিল এটা জানার পূর্বে তিনি رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ *(আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে ক্ষমা করুন)* এই দু'আ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এটা জানতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তিনি এ থেকে বিরত থাকেন। وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ এখানে তিনি সমস্ত মু'মিনের পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, আমলের হিসাব গ্রহণ ও বিনিময় প্রদানের দিন যেন তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়।

৪২। তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির।	٤٢. وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ
৪৩। ভীতি বিহ্বল চিত্তে (আকাশের দিকে চেয়ে) ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য।	٤٣. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ

অবিশ্বাসীদের প্রতি কিছু দিনের জন্য আল্লাহর অবকাশ দেয়া এই নয় যে, তিনি তাদের ব্যাপারে অনবহিত

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কেহ যেন এটা মনে না করে যে, যারা অসৎ কাজ করে তাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উদাসীন, তিনি কোন খবর রাখেননা বলেই তারা দুনিয়ায় সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি মুহুর্তের ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ইচ্ছা করেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, হয় তারা দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকবে, না হয় তাদের পাপের বোঝা আরও ভারী হবে।

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ শেষ পর্যন্ত কিয়ামাতের দিন এসে যাবে, সেই দিনের ভয়াবহতায় তাদের চক্ষুগুলি হয়ে যাবে স্থির ও বিস্ফোরিত। ভীত বিহ্বল চিত্তে দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিয়ে তারা আহ্বানকারীর শব্দের দিকে ছুটাছুটি করবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাবর হতে পুনরুত্থিত হওয়া ও হাশরের মাঠে দাঁড়ানোর জন্য তাড়াহুড়া করার অবস্থা বর্ণনা

করছেন। ঐ দিন তারা সরাসরি ঐ দিকেই দৌড় দিবে এবং সবাই সেদিন সম্পূর্ণরূপে অনুগত হয়ে যাবে।

مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৮)

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ

সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৮)

وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ

স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ-পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১১)

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩) সেখানে হাযির হওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ফিরবে। চক্ষু তাদের নীচের দিকে ঝুকবেনা। ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের চোখে পলক পড়বেনা। অন্তরের অবস্থা এমন হবে, যেন তা উড়ে যাচ্ছে এবং শূন্যে পড়ে আছে। ভয় ও আতংক ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা। প্রাণ হয়ে পড়বে কন্ঠাগত। ভীষণ ভয়ের কারণে তা নিজ স্থান থেকে সরে পড়বে এবং অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে।

৪৪। যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে,

٤٤. وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن

قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ	তোমাদের পতন নেই?
٤٥. وَسَكَنتُمْ فِي مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ	৪৫। অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম।
٤٦. وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ	৪৬। তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত রয়েছে। তাদের চক্রান্ত এমন ছিলনা যাতে পর্বত টলে যেত।

কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পর কেহকেই আর অবকাশ দেয়া হবেনা

যারা নিজেদের নাফসের উপর যুল্ম করেছে তারা শাস্তি অবলোকন করার পর যা বলবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন। তারা ঐ সময় বলবে ঃ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, এবার আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিব এবং রাসূলদেরও অনুগত থাকব। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ...

শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কারও মৃত্যু এসে পড়ে তখন বলে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আবার ফিরিয়ে দিন...। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৯৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯) তাদের হাশরের মাইদানের অবস্থার খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا

হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে ঃ 'হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا

সেখানে তারা আর্তনাদ করবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭)

এই আয়াতেও এ ধরনেরই কথা রয়েছে। এখানে তাদের এই কথার জবাবে বলা হয়েছে ঃ أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই, কিয়ামাত বলতে কিছুই নেই, মৃত্যুর পরে আর পুনরুত্থান হবেনা? এখন ওর স্বাদ গ্রহণ কর। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে ঃ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـــاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ তোমরা বসবাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট অজানা ছিলনা, আর তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম। তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তি অবলোকন করেও তোমরা তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছনা এবং সতর্ক হচ্ছনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ

এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্ক বাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫)

وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ এ আয়াত সম্পর্কে শুবাহ (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন দাবিল (রহঃ) বলেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি ইবরাহীমের (আঃ) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে ঈগলের দু'টি বাচ্চা নিয়ে পুষতে থাকে। যখন ও দু'টি বড় হয়ে শক্তিশালী হয় তখন ঐ ব্যক্তি ওদের একটিকে একটি ছোট বাক্সের একটি পায়ার সাথে বেঁধে দেয় এবং অপরটিকে বাধে বাক্সের আর একটি পায়ার সাথে। ওদেরকে কিছুই খেতে দেয়া হয়নি। অতঃপর সে তার এক সঙ্গীকে নিয়ে ঐ কাঠের বাক্সের ভিতর বসে যায় এবং একটি লাঠির মাথায় এক খন্ড গোশত বেধে দিয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে রাখে। ক্ষুধার্ত ঈগল দু'টি ঐ গোশত খন্ড খাওয়ার লোভে উপরের দিকে উড়তে শুরু করে এবং এর ফলে কাঠের বাক্সটিও ওদের সাথে সাথে উপরে উঠে যায়। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কি দেখতে পাচ্ছিল। তারাও তা বর্ণনা করছিল। যখন তারা এত উপরে উঠে যে, সেখান থেকে ঐ লোক দুটি নীচের পাহাড়গুলিকে মাছির মত দেখে তখন তারা ঐ লাঠি নীচের দিকে ঝুকিয়ে দেয়। ফলে ঈগলদ্বয় গোশত খন্ড নীচের দিকে দেখতে পায়। সুতরাং তারা গোশত খন্ড ধরার লোভে নীচের দিকে নামতে থাকে। কাজেই বাক্সও নামতে থাকে এবং শেষ

পর্যন্ত যমীনে নেমে পড়ে। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই চক্রান্ত যার ফলে পাহাড়ও টলে যাওয়া সম্ভব। (তাবারী ১৭/৩৯)

মুজাহিদও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনাটি বাদশাহ বাখতে নাসরের ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে। বাদশাহ যখন পৃথিবী এবং ওর জনগণ হতে বহু দূরে পৌঁছে যায় তখন তার প্রতি আওয়াজ হল ঃ ওহে যালিম শাসক! তুমি কোথায় চলছ? এ আওয়াজ পেয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত হল এবং ঈগলের কাছাকাছি মাংস খন্ডকে নিয়ে এলো। ঐ খাদ্য পাবার জন্য ঈগল পাখি এত দ্রুত ধাবিত হল যে, বাতাসের গতির প্রচন্ডতার কারণে মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়সমূহ নড়ে উঠছে, পাহাড়গুলি যেন তাদের অবস্থান স্থল থেকে সরে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন **وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ** *(তাদের চক্রান্ত এমন ছিলনা যাতে পর্বত টলে যেত)*

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদের (রহঃ) কিরাআতে **لِتَزُوْلَ** এর স্থলে **لِتَزُوْلُ** রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **اِن** কে **نَافِيَةُ** নেতিবাচক ধরতেন। অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত পর্বতসমূহকে টলাতে পারেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ** এ আয়াতে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যে, এর ফলে পাহাড়সমূহ যেন তাদের স্থানচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হাসান বাসরীও (রহঃ) এটাই বলেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যা এই দিয়েছেন যে, তাদের শির্ক ও কুফরী পর্বতরাজি ইত্যাদি সরাতে পারেনা এবং কোন ক্ষতি করতে পারেনা। এই অপকর্মের বোঝা তাদের নিজেদেরকে বহন করতে হবে। আমি (ইব্ন কাসীর (রহঃ)) বলি যে, এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি ঃ

وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا

ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩৭) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের শির্ক্ পর্বতসমূহকে টলিয়ে দেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

তাতে আকাশসমূহে বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯০) যাহ্হাক (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তিও এটাই। (তাবারী ১৭/৪১)

৪৭। তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক।	٤٧. فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ
৪৮। যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।	٤٨. يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

আল্লাহ তা'আলা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা

فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করার তিনি যে ওয়াদা করেছেন তার তিনি কখনও ব্যতিক্রম করবেননা। তাঁর উপর কেহ জয়যুক্ত নয়, তিনি সবারই উপর জয়যুক্ত। তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায়, তিনি কাফিরদের উপর তাদের কুফরীর প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবেন।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ১৫) কিয়ামাতের দিন তাদেরকে দুঃখ ও আফসোস করতে হবে। يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ

غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ সেই দিন যমীন হবে বটে, কিন্তু এটা নয়, বরং অন্যটা। অনুরূপভাবে আসমানও পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন সাদা পরিষ্কার যমীনের উপর হাশর করা হবে যেমন ময়দার সাদা রুটী, যার উপর কোন দাগ বা চিহ্ন থাকবেনা। (ফাতহুল বারী ১১/৩৭৯, মুসলিম ৪/২১৫০)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ (তারা সেদিন) পুলসিরাতের উপর থাকবে। (আহমাদ ৬/৩৫, মুসলিম ৪/২১৫০, তিরমিযী ৮/৫৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত ক্রীতদাস সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন ইয়াহুদী আলেম আগমন করে এবং বলে ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আসসালামু আলাইকা (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।' আমি তখন তাকে এত জোরে ধাক্কা মারি যে, সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন সে আমাকে বলল ঃ 'আমাকে ধাক্কা মারলে কেন?' আমি উত্তরে বললাম ঃ বে- আদব! 'হে আল্লাহর রাসূল' না বলে তাঁর নাম নিলে কেন? সে বলল ঃ 'তাঁর পরিবারের লোক তাঁর যে নাম রেখেছে আমরাতো তাঁকে সেই নামেই ডাকব।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমার পরিবারের লোক আমার নাম মুহাম্মাদ রেখেছে বটে।' ইয়াহুদী বলল ঃ 'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'আমার জবাবে তোমার কোন উপকার হবে কি?' সে উত্তরে বলল ঃ 'শুনেতো নিই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে যে একটি কুটা (খড়কুটা) ছিল তা মাটিতে ঘুরাতে ঘুরাতে বললেন ঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে, জিজ্ঞেস কর।' সে জিজ্ঞেস করল ঃ যখন আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন লোকেরা কোথায় থাকবে?' তিনি জবাবে বললেন ঃ 'পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারের মধ্যে।' সে আবার জিজ্ঞেস করল ঃ 'সর্বপ্রথম পুলসিরাত কে পার হবে?' তিনি উত্তর দেন ঃ 'দরিদ্র

মুহাজিরগণ।' সে পুনরায় প্রশ্ন করে ঃ 'তাদেরকে সর্বপ্রথম কি উপঢৌকন দেয়া হবে?' তিনি জবাবে বলেন ঃ 'অধিক পরিমাণে মাছের কলিজা।' সে আবার জিজ্ঞেস করে ঃ 'এরপর তারা কি খাদ্য পাবে?' তিনি উত্তর দেন ঃ 'জান্নাতী বলদ যবাহ করা হবে, যেগুলি জান্নাতের আশে পাশে চরে বেড়াত।' সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে ঃ 'তারা পান করার জন্য কি পাবে?' জবাবে তিনি বলেন ঃ 'সালসাবীল নামক জান্নাতী ঝর্ণার পানি।' ইয়াহুদী তখন বলল ঃ 'আপনার সমস্ত জবাবই সঠিক। আচ্ছা, আপনাকে আমি আর একটি কথা জিজ্ঞেস করব যা শুধুমাত্র নাবী জানেন এবং দুনিয়ার আর দু'একজন লোকে জানে।' তিনি বললেন ঃ 'আমার জবাব তোমার কোন উপকারে আসবে কি?' সে জবাবে বলল ঃ 'কানে শুনেতো নিব।' অতঃপর সে বলল ঃ 'সন্তান সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'পুরুষের বিশেষ পানি (বীর্য) সাদা বর্ণের হয় এবং নারীর বিশেষ পানি (বীর্য) হলদে রংয়ের হয়। যখন এই দুই পানি একত্রিত হয় তখন যদি পুরুষের পানির (বীর্য) আধিক্য হয় তাহলে আল্লাহর হুকুমে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আর যদি নারীর পানির আধিক্য হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কন্যা সন্তান জন্মে।' এই উত্তর শুনে ইয়াহুদী বলে উঠল ঃ 'নিশ্চয়ই আপনি সত্য কথা বলেছেন এবং অবশ্যই আপনি নাবী।' অতঃপর ইয়াহুদী চলে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যখন এই ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করে তখন আমার উত্তর জানা ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে আমাকে উত্তর জানিয়ে দিয়েছেন।' (মুসলিম ৩১৫)

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَبَرَزُواْ لِلّٰه সমস্ত মাখলূক (কাবর থেকে বেরিয়ে) আল্লাহর সামনে হাযির হবে, যিনি এক ও পরাক্রমশালী। সবারই কাধ তাঁর সামনে অবনত থাকবে এবং সবাই হয়ে যাবে তাঁর অনুগত ও বাধ্য।

৪৯। সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়।	٤٩. وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ
৫০। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল।	٥٠. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

৫১। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	٥١. لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

কিয়ামাত দিবসে দুস্কৃতকারীদের অবস্থা!

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ কিয়ামাতের দিন যমীন ও আসমান পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। হে নাবী! ঐ দিন তুমি কাফির ও অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে। সর্বপ্রকারের পাপী পরস্পরের সাথে মিলিতভাবে থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ

একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ

দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে। (সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ ঃ ৭) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا

আর যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ

এবং শাইতানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। আর শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৭-৩৮)

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ *(তাদের পোশাক হবে আলকাতরার)* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, *‘কাতিরান’* শব্দের অর্থ হল আলকাতরা যা খুব দ্রুত আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে সাহায্য করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ এ আয়াতে *‘কাতিরান’* (قَطِرَانٍ) শব্দের অর্থ হচ্ছে গলিত তামা। (তাবারী ১৭/৫৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ হতে পারে যে, এ আয়াতটি পাঠ করতে হবে سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرٍ آنٍ এভাবে, যার অর্থ হচ্ছে ঐ তামা যা উত্তপ্ত করার কারণে প্রচন্ড তাপসমৃদ্ধ হয়। (তাবারী ১৭/৫৫-৫৬)

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ

আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। (সূরা মু’মিনূন, ২৩, ১০৪)

ইয়াহইয়া ইব্ন আবী ইসহাক (রহঃ) বলেন, আবান ইব্ন ইয়াযীদ (রহঃ) যে, ইয়াহইয়া ইবন্ আবী কাসীর (রহঃ) বলেছেন, যায়িদ ইব্ন আবী সালাম (রহঃ) আবূ মালিক আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমার উম্মাতের মধ্যে এমন চারটি কাজ রয়েছে যা তারা পরিত্যাগ করবেনা (১) আভিজাত্যের গৌরব করা, (২) অন্যের বংশকে বিদ্রুপ করা, (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে পানি চাওয়া, (৪) মৃতের জন্য বিলাপ করা। জেনে রেখ যে, মৃতের জন্য বিলাপকারিনী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ না করে তাহলে কিয়ামাতের দিন তাকে আলকাতরার জামা ও খোস পাঁচড়ার দোপাট্টা (উত্তরীয়) পরানো হবে।’ (আহমাদ ৫/৩৪২, মুসলিম ২/৬৪৪) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ (কিয়ামাতের দিন) প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। মন্দ লোকদের মন্দ কর্ম তাদের সামনে এসে যাবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১) এরপর তিনি বলেন, **إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ** আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর, সত্বরই তিনি তাদের হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ করবেন। খুবই তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবে। কেননা তিনি সব কিছুই জানেন এবং তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। সমস্ত মাখলূখ সৃষ্টি করা ও তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে পুনরুত্থান করা তাঁর কাছে একজনের মতই। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮) মুজাহিদের (রহঃ) উক্তির অর্থ এটাই যে, হিসাব গ্রহণে আল্লাহ তা'আলা খুবই তৎপর।

৫২। এটা মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।	٥٢. هَـٰذَا بَلَـٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এই কুরআনুল কারীম দুনিয়ায় মহান আল্লাহর স্পষ্ট পয়গাম। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

আমি যেন এই কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং তাদেরকেও যাদের কাছে এটা পৌঁছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) অর্থাৎ এই কুরআন সমস্ত মানব ও দানবের জন্য। যেমন এই সূরারই প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

আলিফ লাম রা, এই কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার (অজ্ঞতার) অন্ধকার হতে (হিদায়াতের) আলোর দিকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১) এই কুরআনুল কারীম

নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, وَلِيُنذَرُواْ بِهِ এর দ্বারা মানব জাতিকে সতর্ক করা ও ভয় প্রদর্শন করা এবং তারা যেন এর দলীল প্রমাণাদি দেখে, পড়ে এবং পড়িয়ে যথার্থভাবে অবহিত হতে পারে যে, أَنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এটা অনুধাবন করে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

ত্রয়োদশ পারা এবং সূরা ইবরাহীমের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৫ হিজ্‌র ঃ মাক্কী

١٥ - سورة الحجر، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ৯৯, রুকু ৬

(اَيَاتُهَا : ٩٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম রা। এগুলি আয়াত, মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের।	١. الٓر ۚ تِلۡكَ ءَايَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ وَقُرۡءَانٍ مُّبِينٍ
২। কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!	٢. رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ كَانُواْ مُسۡلِمِينَ
৩। তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে।	٣. ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُ ۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ

অবিশ্বাসীরা এক সময় আশা করবে, আহা! তারা যদি মুসলিম হত!

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তা'আত এসেছে সেগুলির বর্ণনা ইতোপূর্বেই গত হয়েছে। এ আয়াতে কুরআনুল কারীম একটি সুস্পষ্ট আসমানী গ্রন্থ হওয়া এবং প্রত্যেকের অনুধাবন যোগ্য হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ কাফিরেরা তাদের কুফরীর কারণে সত্বরই লজ্জিত হবে। তারা মুসলিম রূপে জীবন যাপন করার আকাংখা করবে। তারা কামনা করবে যে, দুনিয়ায় যদি তারা মুসলিম রূপে থাকত তাহলে

কতই না ভাল হত! সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) সালামাহ ইব্‌ন খুআইল (রহঃ) থেকে, তিনি আবী আয যারাহ (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা *'জাহান্নামিউন'*দের (যে মুসলিম সৎ কাজের সাথে কিছু পাপও করে, যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে) সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে এবং তা দেখে অবিশ্বাসী কাফিরেরা এ মনোভাব ব্যক্ত করবে ঃ **رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ** *কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!*

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, পাপী মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে আটক করবেন। তখন মুশরিকরা ঐ মুসলিমদেরকে বলবে ঃ 'দুনিয়ায় যে তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করতে তিনি তোমাদের আজ কি উপকার করলেন?' তাদের এ কথা শুনে আল্লাহর রাহমাত উথলে উঠবে এবং তিনি মুসলিমদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিবেন। তখন কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারাও যদি মুসলিম হত (তাহলে কত ভাল হত)! (তাবারী ১৭/৬২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ হে নাবী! তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে (পড়তে) থাকুক, ভোগ বিলাস করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক।

قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩০)

كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ

তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে লও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো অপরাধী। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ *এবং মিথ্যা আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক।* অর্থাৎ তাদেরকে তাওবাহ করা থেকে এবং আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। **فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ** অচিরেই তারা তাদের শাস্তির কথা জানতে পারবে।

৪। আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করিনি।	٤. وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُومٌ
৫। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারেনা এবং বিলম্বিতও করতে পারেনা।	٥. مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ

প্রত্যেক জনপদবাসীর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট সময়

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কোন জনপদকে ধ্বংস করেননি যে পর্যন্ত না সেখানে দলীল কায়েম করেছেন এবং নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন এক মুহূর্তকালও ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত করা হয়না। এতে মাক্কাবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তারা শির্‌ক, ধর্মদ্রোহীতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে এবং ধ্বংস হওয়ার যোগ্য না হয়।

৬। তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ।	٦. وَقَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٌ
৭। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকা/ফিরেশতাদেরকে হাযির করছনা কেন?	٧. لَّوۡ مَا تَأۡتِينَا بِٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
৮। আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা।	٨. مَا نُنَزِّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذًا مُّنظَرِينَ

৯। আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।	٩. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

কাফিরদের রাসূলকে (সাঃ) পাগল বলা এবং আকাশ থেকে মালাইকা প্রেরণের দাবী

আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফিরদের কুফরী, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা, অহংকার এবং হঠকারিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা বিদ্রুপ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত ঃ أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ 'ওহে সেই ব্যক্তি যে তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করছে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আমরাতো দেখছি, তুমি একটা আস্ত পাগল, তাই তুমি আমাদেরকে তোমার অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করছ এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ যে, আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করি।

لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের কাছে মালাইকাকে আনছ না কেন? তাহলে তারা এসে আমাদের কাছে তোমার সত্যবাদিতার বর্ণনা দিবে। ফির'আউনও যেমন বলেছিল ঃ

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

তাকে কেন দেয়া হলনা স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাক/ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৩) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا. يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন?

তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে। যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১-২২) অনুরূপ এই আয়াতে বলেন ঃ

مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। এ আয়াতের বিষয়ে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মালাইকা যে কারণে পৃথিবীতে আগমন করেন তা হল কোন বার্তা বহন করে নিয়ে আসা অথবা আযাব নিয়ে আসা। (তাবারী ১৭/৬৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ এই যিক্‌র অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আমি অবতীর্ণ করেছি, আর এর সংরক্ষণের দায়িত্বে রয়েছি আমিই। আমিই একে সর্বক্ষণের জন্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে রক্ষা করব।

১০। তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি।	١٠. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ
১১। তাদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতনা।	١١. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
১২। এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি।	١٢. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُۥ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ
১৩। তারা কুরআনে বিশ্বাস করবেনা এবং অতীতে পূর্ববর্তীদেরও এই আচরণ ছিল।	١٣. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ

প্রত্যেক জাতির মূর্তি পূজকরা তাদের নাবীকে উপহাস করত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ হে নাবী! মানুষ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও অনুরূপভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর উম্মাতের লোক মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং সে তাদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ হঠকারিতা ও অহংকারের কারণে আমি অপরাধী ও পাপীদের অন্তরে রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার খেয়াল জাগিয়ে তুলি। তাতেই তখন তারা আনন্দ উপভোগ করে। এখানে মুযরিম বা অপরাধীদের দ্বারা মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা সত্যকে বিশ্বাস করতেই চায়না। সুতরাং তাদের পরিণাম তাদের পূর্ববর্তীদের মতই হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আর তাঁর বিরুদ্ধাচরণেই রয়েছে উভয় জগতে লাঞ্ছণা ও অপমান

১৪। যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন	١٤. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ
১৫। তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।	١٥. لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

যত মু'জিযা/নিদর্শন দেখানো হোকনা কেন, উদ্ধত অবিশ্বাসীরা ঈমান আনবেনা

আল্লাহ তা'আলা তাদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং আত্মগর্বের খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়াও হয় এবং সেখানে তাদেরকে চড়িয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার

করবেনা। বরং তখনও তারা চীৎকার করে বলবে ঃ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا *(আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে)* মুজাহিদ (রহঃ), ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, তাদের নযরবন্দী করা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ আমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা দ্বিধান্বিত এবং আমাদের সম্মোহিত করা হয়েছে। (তাবারী ১৭/৭৫)

سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ আমাদের দৃষ্টিকে যাদুগ্রস্ত করা হয়েছে।

১৬। আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য।	١٦. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ
১৭। প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করি।	١٧. وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ
১৮। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।	١٨. إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ
১৯। পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; আমি ওতে প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি সুপরিমিতভাবে।	١٩. وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُونٍ

٢٠. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ	২০। আর আমি ওতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও।

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, এই উঁচু আকাশকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন যা স্থিতিশীল রয়েছে এবং আবর্তনকারী নক্ষত্ররাজি দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত রয়েছে। যে কেহই এটাকে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টিতে দেখবে সে.ই মহাশক্তিশালী আল্লাহর বহু বিস্ময়কর কাজ এবং শিক্ষণীয় বহু নিদর্শন দেখতে পাবে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, *‘বুরূজ’* দ্বারা এখানে নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৭৭) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا

কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১)

আতিয়া (রহঃ) বলেন ঃ *বুরূজ* হচ্ছে ঐ স্থানসমূহ যেখানে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, যেখান থেকে দুষ্ট ও অবাধ্য শাইতানদেরকে প্রহার করা হয়, যাতে তারা উর্ধ্ব-জগতের কোন কথা শুনতে না পারে। (বাগাবী ৩/৪৫) যে সামনে এগিয়ে যায় তার দিকে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। কখনও নিম্নবর্তীর কানে ঐ কথা পৌঁছে দেয়ার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কোন কোন সময় এর বিপরীতও হয়ে থাকে। যেমন এই আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন আল্লাহ তা‘আলা আকাশে কোন বিষয় সম্পর্কে ফাইসালা করেন তখন মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজেদের ডানা ঝাঁকাতে থাকেন (এবং এমন শব্দ হতে থাকে) যেন তা পাথরের উপর যিঞ্জির (শিকল) পতিত হচ্ছে। অতঃপর যখন তাঁদের অন্তর প্রশান্ত হয় তখন তারা (পরস্পর) বলাবলি করেন ঃ ‘তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন?’ উত্তরে বলা হয় ঃ ‘তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ও মহান।’ মালাইকা/ফেরেশতাগণের কথাগুলি গুপ্তভাবে শোনার উদ্দেশে জিনরা উপরে উঠে যায় এবং এভাবে তারা একের উপর এক

উঠতে থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী সাফওয়ান (রাঃ) তাঁর হাতের ইশারায় এভাবে বলেন যে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত করে একটিকে অপরটির উপর রেখে দেন। ঐ শ্রবণকারী জিনটিকে তার নীচের সঙ্গীর কানে সেই কথা পৌঁছানোর পূর্বেই ঐ জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড আঘাত করার মাধ্যমে কখনও কখনও খতম করে দেয়। তৎক্ষণাৎ সে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, সে তার পরবর্তীকে এবং তার পরবর্তী তার পরবর্তীকে ক্রমান্বয়ে পৌঁছাতে থাকে এবং এভাবে ঐ কথা যমীন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর তা গণক ও যাদুকরদের কানে এসে পৌঁছে। তারপর তারা এর সাথে শত মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে। যখন তাদের কারও দু' একটি কথা যা ঘটনাক্রমে আকাশ থেকে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বলে সঠিক রূপে প্রকাশিত হয় তখন লোকদের মধ্যে তার বুদ্ধি ও জ্ঞান গরিমার আলোচনা হতে থাকে। তারা বলাবলি করে ঃ 'দেখ, অমুক লোক অমুক দিন এই কথা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৩১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা যমীনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনিই ওকে সৃষ্টি করেছেন, সম্প্রসারিত করেছেন, ওতে পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন, বন-জঙ্গল ও মাঠ-মাইদান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তৈরী করেছেন এবং مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ সমস্ত বস্তুকে সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারিত বণ্টন অনুযায়ী তা উৎপন্ন করা হয়। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাকিম ইব্‌ন উতাইবাহ (রহঃ), হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৭৯-৮১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ যমীনে আমি নানা প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। আর আমি ঐ সবগুলিও সৃষ্টি করেছি যাদের জীবিকার ব্যবস্থা তোমরা করনা, বরং আমিই করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ সুতরাং আমি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস, নানা প্রকারের উপকরণ এবং হরেক রকমের শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা তোমাদের জন্য করেছি। আমি তোমাদেরকে আয় উপার্জনের পন্থা শিখিয়েছি। জন্তুগুলিকে আমি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছি। তোমরা ওগুলির গোশত আহার করছ

এবং পিঠে সওয়ারও হচ্ছ। তোমাদের সুখ শান্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি তোমাদের জন্য দাস দাসীরও ব্যবস্থা করেছি। এদের জীবিকার ভার কিন্তু তোমাদের উপর ন্যস্ত নয়। বরং তাদের রিয্‌কদাতাও আমি। আমি বিশ্বজগতের সবারই আহারদাতা।

২১। আমারই কাছে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা সুসম পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।	٢١. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ
২২। আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দিই; ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই।	٢٢. وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ
২৩। আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।	٢٣. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَٰرِثُونَ
২৪। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি।	٢٤. وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَـْٔخِرِينَ
২৫। তোমার রাব্বই তাদেরকে সমবেত করবেন;	٢٥. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ

তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

আল্লাহর কাছেই রয়েছে সমস্ত কিছুর ভান্ডার

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছুর তিনি একাই মালিক। প্রত্যেক কাজই তাঁর কাছে সহজ। সমস্ত কিছুর ভান্ডার তাঁর কাছে বিদ্যমান রয়েছে। وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ যেখানে যখন যতটা ইচ্ছা তিনি অবতীর্ণ করেন। তাঁর হিকমাত ও নিপুণতা তিনিই জানেন। বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত। এটা একমাত্র তাঁর মেহেরবানী, নচেৎ এমন কে আছে যে তাঁকে বাধ্য করতে কিংবা তাঁর উপর জোর করতে পারে? ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী যিয়াদ (রহঃ) আবূ যুহাইফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর নিয়মিত বৃষ্টি বর্ষণ হতেই আছে। তবে হ্যাঁ, বন্টন আল্লাহ তা'আলার হাতে রয়েছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৭/৮৪) হাকীম ইব্‌ন উইয়াইনা (রাঃ) হতেও এই উক্তিটিই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ বৃষ্টির সাথে এত মালাক/ফিরেশতা অবতীর্ণ হন যাদের সংখ্যা মানব ও দানব অপেক্ষা বেশী। তারা বৃষ্টির এক একটি ফোটার খেয়াল রাখেন যে, ওটা কোথায় বর্ষিত হচ্ছে এবং তা থেকে কি উৎপন্ন হচ্ছে।

বাতাসের উপকারিতা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ আমি মেঘমালাকে বৃষ্টি দ্বারা ভারী করে দিই। তখন তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। বাতাস প্রবাহিত হয়ে গাছপালাকে সিক্ত করে দেয়। ফলে ওগুলিতে পাতা ও কলি ফুটে ওঠে। এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এখানে رِيَحَ لَوَاقِحَ বলা হয়েছে অর্থাৎ এর বিশেষণকে বহু বচনে ব্যবহার করা হয়েছে। আর বৃষ্টিশূন্য বায়ুকে বলা হয়েছে رِيْح عَقِيْم অর্থাৎ এর বিশেষণকে এক বচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃষ্টিপূর্ণ বায়ুর বিশেষণকে বহু বচনরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশী ফলদায়ক হওয়া। বৃষ্টি বর্ষণ কম পক্ষে দু'টি জিনিস ছাড়া সম্ভব নয়। বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে আকাশে পানি উঠিয়ে নেয়।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আকাশ হতে পানি বহনকারী বাতাস প্রেরণ করা হয়। অতঃপর উহা ঘন মেঘে পরিণত হয় এবং সবশেষে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যেমনভাবে গর্ভবতী উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করার পর দুধ দিতে থাকে। (তাবারী ১৭/৮৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৮৭) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মেঘের সৃষ্টি করে বাতাস দ্বারা ত্বারিত করেন। অতঃপর উহা ঘনীভূত হয় এবং ভারী হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে। (তাবারী ১৭/৮৮) উবাইদ ইব্‌ন উমাইর আল লাইসী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বাতাস প্রেরণ করেন যা সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। ঐ বাতাস মেঘকে (পানীয় বাস্পকে) উপরে তুলে নিয়ে যায়। অতঃপর মেঘের পর মেঘ জমা হয়ে (উপরের) ঠান্ডা বাতাসের কারণে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও গাছ-পালা জন্ম লাভ করে।

এরপর তিনি وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৭/৮৮)

নির্মল পানি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ** আমি তোমাদেরকে তা পান করতে দিই। অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর মিষ্টি পানি বর্ষণ করি যাতে তোমরা তা পান করতে পার এবং অন্য কাজে লাগাতে পার। আমি ইচ্ছা করলে ওকে তিক্ত ও লবণাক্ত করে দিতে পারি। যেমন সূরা ওয়াকি'আহর আয়াতে রয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ. ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ. لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَـٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না কি আমি ওটা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৬৮-৭০) অন্যত্র রয়েছে ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১০) আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ *(ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই)* অর্থাৎ তোমরা এ জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছনা, বরং আমিই ওকে পৃথিবীতে প্রেরণ করি, তোমাদের জন্য ওকে রক্ষণাবেক্ষণ করি। ফলে ওর পানি দ্বারা তোমাদের নদ-নদী, পুকুর এবং অন্যান্য পানির আঁধারসমূহ পূর্ণ করে দিই এবং তোমরা তা থেকে উপকার লাভ কর। আল্লাহ চাইলে তিনি তোমাদের থেকে তা তুলে নিতে পারেন। এটা শুধু মাত্র আমার করুণা যে, আমি ওকে বর্ষণ করি, রক্ষা করি, মিষ্টি করি এবং স্বচ্ছ ও নির্মল করি এবং ওর দ্বারা ঝর্ণা, কূপ, নদী এবং অন্যান্য আঁধার পূর্ণ করি। যেমন তোমরা নিজেরা পান কর এবং তোমাদের জন্তুগুলিকে পান করাও। আর তা জমিতে সেচ কর, বাগান তৈরী কর এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার কর।

সৃষ্টি করা এবং পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা আমিই করেছি এবং পুনরায় সৃষ্টি করতে আমিই সক্ষম। আমিই সব কিছু অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছি। আবার সবকিছুকে আমি অস্তিত্বহীন করে দিব। এরপর কিয়ামাতের দিন সবাইকে উঠাবো। যমীন ও যমীনবাসীদের ওয়ারিস আমিই। সবাইকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ আমার জ্ঞানের কোন শেষ নেই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই খবর আমি রাখি।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তীদের দ্বারা এই যামানার পূর্ববর্তী সকল লোককেই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আদম (আঃ) পর্যন্ত সবাই। আর পরবর্তীদের দ্বারা এই যুগ এবং এই যুগের পরবর্তী সমস্ত যুগের লোককে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোক আসবে সবাই। (তাবারী ১৭/৯১) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব

(রহঃ), শাবী (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন হতেও একই কথা বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৭/৯০-৯২)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'বের (রহঃ) সামনে আউন ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রহঃ) এই ভাবার্থ বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ ভাবার্থ এটা নয়। বরং وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ঐ লোকদেরকে যারা মৃত্যুবরণ করেছে অথবা হত্যা করা হয়েছে। আর الْمُسْتَأْخِرِينَ দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে যারা এখন সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে সৃষ্টি হবে।

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ আর তোমার রাব্বই তাদেরকে সমবেত করবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ। এ কথা শুনে আউন (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'বকে (রহঃ) লক্ষ্য করে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাওফীক ও জাযায়ে খাইর দান করুন।

২৬। আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে।	٢٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
২৭। এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি হতে।	٢٧. وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ

কি উপাদান দিয়ে মানুষ ও জিন সৃষ্টি হয়েছে?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে صَلْصَال দ্বারা শুষ্ক মাটিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৯৬) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ. وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মাটি হতে। আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ১৪-১৫)

মুজাহিদ (রহঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে, গন্ধযুক্ত মাটিকে حَمَأٍ বলা হয়। مَسْنُوْن বলা হয় মসৃণ মাটিকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ মানুষের পূর্বে আমি জিনকে প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি থেকে সৃষ্টি করেছি। سَمُوْم বলা হয় আগুনের গরম তাপকে এবং حَرُوْر বলা হয় দিনের গরমকে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইহা হল ধূম্রহীন আগুনের শিখা যা মানুষকে মেরে ফেলে। (তাবারী ১৭/৯৯) আবূ দাঊদ তায়ালিসী (রহঃ) বলেন যে, আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে শু'বাহ (রহঃ) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন ঃ উমার আল আসাম (রহঃ) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আমরা তাকে দেখতে যাই। তিনি তখন বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি যা আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে শুনেছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ বর্ণিত এই ধূম্রহীন আগুন হল সেই ধূম্রহীন আগুনের তেজের সত্তর ভাগের এক ভাগ যে ধূম্রহীন আগুন থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ *এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি হতে।* (তাবারী ১৬/২১)

সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ মালাইকাকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে শিখাযুক্ত আগুন হতে, আর আদমকে (আঃ) তা থেকে সৃষ্টি করে হয়েছে যা তোমাদের সামনে বর্ণিত আছে। (মুসলিম ৪/২২৯৪) এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আদমের (আঃ) ফাযীলাত ও শারাফাত এবং তার সৃষ্টির উপাদানের পবিত্রতার বর্ণনা দেয়া।

২৮। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন ঃ আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।	٢٨. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقُۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
২৯। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে	٢٩. فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ

আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাহবনত হও।	مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ
৩০। মালাইকা/ফিরেশতাগণ সবাই একত্রে সাজদাহ করল।	٣٠. فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
৩১। কিন্তু ইবলীস করলনা, সে সাজদাহকারীদের অন্ত র্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।	٣١. إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ
৩২। (আল্লাহ) বললেন ঃ হে ইবলীস! তোর কি হল, তুই কেন সাজদাকারীদের অন্ত র্ভুক্ত হলিনা?	٣٢. قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ
৩৩। সে উত্তরে বলল ঃ ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে যে মানুষ আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সাজদাহ করার নই।	٣٣. قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

আদমের (আঃ) সৃষ্টি, মালাইকার সাজদাহ করতে আদেশ এবং ইবলীসের বিরুদ্ধাচরণ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে মালাইকা/ফিরেশতাদের সামনে তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর তাঁকে সৃষ্টি করে তাদের সামনে তার মর্যাদা প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে তাঁকে সাজদাহ করার নির্দেশ দেন। ইবলীস ছাড়া সবাই তাঁর এ নির্দেশ মেনে নেন।

অভিশপ্ত ইবলীস তাঁকে সাজদাহ করতে অস্বীকার করে। সে কুফরী, হিংসা এবং অহংকার করে। সে স্পষ্টভাবে বলে দেয় ঃ

أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ

আমি হলাম আগুনের তৈরী এবং আদম হল মাটির তৈরী। অতএব আমি তাঁকে সাজদাহ করতে পারিনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২)

أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬২)

৩৪। (আল্লাহ) বললেন ঃ তাহলে তুই এখান হতে বের হয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত।	٣٤. قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
৩৫। কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি রইলো লা'নত।	٣٥. وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ
৩৬। ইবলীস বলল ঃ হে আমার রাব্ব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।	٣٦. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
৩৭। আল্লাহ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল -	٣٧. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ
৩৮। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।	٣٨. إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ

জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিস্কার এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তার জীবন (হায়াত) লাভ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের শাসনের নির্দেশ জারী করলেন যা কেহ কখনও টলাতে পারেনা। তিনি ইবলীসকে নির্দেশ দিলেন ঃ তুই এই উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন দল থেকে দূর হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত হয়ে গেলি। কিয়ামাত পর্যন্ত তোর উপর সব সময় লান'ত হতে থাকবে। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তৎক্ষণাৎ ইবলীসের আকৃতি মালাকের পরিবর্তে অন্য কিছু হয়ে যায় এবং সে বিলাপ করতে শুরু করে যা ঘন্টাধ্বনির মত শোনায়। কিয়ামাত পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত ঘন্টধ্বনির সুরই ইবলীসের ঐ বিলাপেরই অংশ। ইব্‌ন আবী হাতিম এ কথা বর্ণনা করেছেন।

৩৯। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কাজকে শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব।	٣٩. قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
৪০। তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত।	٤٠. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ
৪১। তিনি বললেন ঃ এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ।	٤١. قَالَ هَـٰذَا صِرَٰطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ
৪২। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা	٤٢. إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ

عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ	ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবেনা।
٤٣. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوۡعِدُهُمۡ أَجۡمَعِينَ	৪৩। অবশ্যই তোর অনুসারীদের সবারই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম।
٤٤. لَهَا سَبۡعَةُ أَبۡوَٰبٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٌ مَّقۡسُومٌ	৪৪। ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।

মানব জাতিকে বিপদগামী করার ইবলীসের প্রতিজ্ঞা এবং আল্লাহর ওয়াদা হল ইবলীসকে জাহান্নামে পাঠানো

আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার খবর দিয়ে বলেন, সে শপথ করে বলে ঃ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করলেন সেহেতু আমি পৃথিবীতে বানী আদমের নিকট আপনার বিরোধিতা ও অবাধ্যতামূলক কাজকে শোভনীয় করে তুলব এবং তাদেরকে উৎসাহিত করে আপনার বিরুদ্ধাচরণে জড়িয়ে ফেলব। সকলকেই পথভ্রষ্ট করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ তবে হ্যাঁ, যারা আপনার খাঁটি ও একনিষ্ঠ বান্দা তাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা। যেমন অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

أَرَءَيۡتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمۡتَ عَلَىَّ لَئِنۡ أَخَّرۡتَنِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَأَحۡتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلاً

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬২) উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধমকের সুরে বলেন ঃ

هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ। অর্থাৎ তোমাদের সকলকে আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করব। ভাল হলে ভাল বিনিময় পাবে এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময় পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি রয়েছে ঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

তোমার রাব্ব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ১৪)

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ

সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবেনা। ইয়াযীদ ইব্‌ন কুসাইত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবীদের (আঃ) মাসজিদ তাঁদের গ্রামের বাইরে থাকত। যখন তাঁরা তাঁদের রবের নিকট থেকে কোন বিশেষ বিষয় জানতে চাইতেন তখন সেখানে গিয়ে তাঁরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর প্রার্থনা জানাতেন। একদিন একজন নাবী তার মাসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ ইবলীস তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝে বসে পড়ে। তখন ঐ নাবী তিন বার বলেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللَّه مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْم.

'আমি বিতাড়িত শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' তখন আল্লাহর শত্রু নাবীকে বলে ঃ আপনি কি জানেন যে, আপনি যার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছেন সে আমিই? তখন ঐ নাবী (আঃ) আবার বললেন ঃ আমি অভিশপ্ত শাইতান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এভাবে তিনি তিনবার বললেন। তখন আল্লাহর শত্রু (ইবলীস) বলল ঃ আপনি আমাকে বলুন যে, কোন্ বিষয় হতে আমার ব্যাপারে আশ্রয় চাচ্ছেন। নাবী (আঃ) তখন তাকে বললেন ঃ 'তুমি বরং আমাকে খবর দাও, কিভাবে তুমি বানী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে থাক।'

এভাবে তারা একে অপরকে আগে জবাব দেয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নাবী (আঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ নিশ্চয়ই বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা। তখন আল্লাহর দুশমন ইবলীস বলল ঃ এটাতো আমি আপনার জন্মেরও পূর্ব হতে জানি। তার এ কথা শুনে নাবী (আঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যদি শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর শরণাপণ্ন হবে, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০০) আল্লাহর শপথ! আমার কাছে তোর আগমনের খবর জানা থাকেনা, কিন্তু তার আগেই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। আল্লাহর শত্রু তখন বলল ঃ আপনি সত্য বলেছেন, এর দ্বারাই আপনি আমার (কুমন্ত্রণা) হতে মুক্তি পাবেন। অতঃপর নাবী (আঃ) তাকে বললেন ঃ 'এবার বল, কিভাবে তুই বানী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে থাকিস। সে বলল ঃ আমি ক্রোধ ও কু-প্রবৃত্তির সময় তাকে পাকড়াও করি। (তাবারী ১৭/১০৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ অবশ্যই তোর অনুসারীদের সবারই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। যেমন কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে রয়েছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭)

জাহান্নামের দরজা সাতটি

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ওর (জাহান্নামের) সাতটি দরজা রয়েছে। لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে গমনকারী ইবলীসী দল নির্ধারিত রয়েছে, নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তাদের দরজা বন্টন করা আছে। তাদের কেহকে এ ব্যাপারে পছন্দ করার কোন সুযোগ দেয়া হবেনা।

সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন ঃ আগুন জাহান্নামবাসীদের কারও কারও হাটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, কারও পৌঁছবে কোমর পর্যন্ত এবং কারও পৌঁছবে কাঁধ পর্যন্ত। মোট কথা, এ সব তাদের আমল অনুপাতে হবে।

৪৫। নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবন বহুল জান্নাতে।	٤٥. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ
৪৬। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে প্রবেশ কর।	٤٦. ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ
৪৭। আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।	٤٧. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ
৪৮। সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবেনা এবং তারা সেখান হতে বহিস্কৃতও হবেনা।	٤٨. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ
৪৯। আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٤٩. نَبِّئْ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
৫০। আর নিশ্চয়ই আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি।	٥٠. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

জান্নাতীদের বর্ণনা

জাহান্নামবাসীদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে জান্নাতবাসীদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, জান্নাতীরা এমন এক জায়গায় অবস্থান করবে যেখানে বাগান ও প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে বলা হবে ঃ

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ *তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে প্রবেশ কর।* এখন তোমরা সমস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেছ। তোমরা সর্বপ্রকারের ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এখানে না আছে নি'আমাত নষ্ট হওয়ার ভয়, আর না আছে এখান থেকে বহিস্কৃত হওয়ার আশংকা এবং না আছে কিছু কমে যাওয়ার ও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা।

আল কাসিম বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে বসবাস করার সময় মানুষের অন্তরে যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল তা নিয়ে জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং তাদের মনে যে ঘৃণার ভাব থাকবে আল্লাহ সুবহানাহু তা দূর করে দিবেন। (তাবারী ১৭/১০৭) অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ **وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ** *আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।* কিন্তু আল কাসিম ইব্‌ন আবদুর রাহমানকে (রহঃ) আবূ উমামাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে দুর্বল মনে করা হয়। অবশ্য সহীহ হাদীসের শর্তে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আবূ আল মুতাওয়াক্কিল আন নাযী (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাদেরকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানের পর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত পুলের উপর আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় যে তারা একে অপরের উপর যুল্‌ম করেছিল তার প্রতিশোধ তারা একে অপর হতে গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা যখন হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অন্তরের অধিকারী হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। (বুখারী ৬৫৩৫)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ কোন ক্লান্তি কিংবা অবসাদ তাদেরকে আচ্ছন্ন করবেনা। তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হবেনা। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন খাদীজাকে (রাঃ) জান্নাতে সোনার একটি ঘরের সুসংবাদ দেই যেখানে কোন শোরগোল থাকবেনা এবং কোন দুঃখ-কষ্টও থাকবেনা।' (ফাতহুল বারী ৭/১৬৬, মুসলিম ৪/১৮৮৭) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে, তাদেরকে স্থান পরিবর্তনের জন্য বলা হবেনা।

এই জান্নাতীদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা। যেমন হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতীদেরকে বলা হবে ঃ ওহে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা; সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু বরণ করবেনা, সর্বদা যুবকই থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা, চিরকাল এখানেই অবস্থান করবে, কখনও এখানে হতে বের হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً

সেখানে তারা স্থায়ী হবে; তা হতে স্থানান্তর কামনা করবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১০৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ

(হে নাবী)! আমার বান্দাদেরকে খবর দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, আবার আমার শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও বটে। এ ধরনের আরও আয়াত ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনদেরকে (জান্নাতের শান্তির) আশার সাথে সাথে (জাহান্নামের শাস্তির) ভয়ও রাখতে হবে।

৫১। আর তাদেরকে বল ঃ ইবরাহীমের অতিথিদের কথা।	٥١. وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ
৫২। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 'সালাম' তখন সে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত।	٥٢. إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَـٰمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ
৫৩। তারা বলল ঃ ভয় করনা, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী	٥٣. قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ

بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍ	পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।
٥٤. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِى عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِىَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ	৫৪। সে বলল ঃ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছ?
٥٥. قَالُوا۟ بَشَّرْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَـٰنِطِينَ	৫৫। তারা বলল ঃ আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশ হয়োনা।
٥٦. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ	৫৬। সে বলল ঃ যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার রবের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?

ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির আগমন এবং তাঁর পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের সম্পর্কে খবর দাও।

دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ *তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ ‘সালাম’ তখন সে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত।* এই অতিথিগণ ছিলেন মালাক/ফিরেশতা, যাঁরা মানুষের রূপ ধরে সালাম করে ইবরাহীমের (আঃ) কাছে হাযির হন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের জন্য গো-বৎস যবাহ করেন এবং গোশত ভাজি করে তাঁদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, তাঁরা হাত বাড়াচ্ছেন না তখন তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং তিনি বলেন ঃ ‘আমিতো আপনাদেরকে ভয় করছি। মালাইকা তখন তাঁকে নিরাপত্তা দান করে বললেন ঃ قَالُواْ لاَ تَوْجَلْ আপনার ভয়ের কোন

কারণ নেই। অতঃপর তাঁরা তাঁকে ইসহাকের (আঃ) জন্ম লাভের শুভ সংবাদ দান করেন। যেমন সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে। তখন তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর স্ত্রীর বার্ধক্যকে সামনে রেখে স্বীয় বিস্ময় দূরীকরণার্থে এবং ওয়াদাকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ এই (বার্ধক্য) অবস্থায়ও কি আমার সন্তান লাভ করা সম্ভব? মালাইকা উত্তরে দৃঢ়তার সাথে ওয়াদার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তাকে নিরাশ না হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ **قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ** *তারা বলল ঃ আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশ হয়োনা*। তখন তিনি নিজের মনের বিশ্বাসকে প্রকাশ করে বলেন ঃ আমি নিরাশ হইনি। বরং আমি বিশ্বাস রাখি যে, আমার রাব্ব আল্লাহ এর চেয়েও বড় কাজের ক্ষমতা রাখেন।

৫৭। সে বলল ঃ হে প্রেরিতগণ! অতঃপর তোমরা কি বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছ?	٥٧. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ
৫৮। তারা বলল ঃ আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে।	٥٨. قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ
৫৯। তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে রক্ষা করব।	٥٩. إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ
৬০। কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	٦٠. إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَآ ۙ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ

মালাইকার আগমনের কারণ

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল এবং সুসংবাদও প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি মালাইকাকে তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বললেন ঃ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ আমরা লূতের (আঃ) অপরাধী কাওমের বস্তি উল্টে দেয়ার জন্য এসেছি। কিন্তু লূতের (আঃ) পরিবারবর্গ রক্ষা পাবে। তবে তাঁর স্ত্রী রক্ষা পাবেনা, সে কাওমের সঙ্গেই রয়ে যাবে এবং তাদের সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬১। মালাইকা যখন লূত পরিবারের নিকট এলো	٦١. فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ
৬২। তখন লূত বলল ঃ তোমরাতো অপরিচিত লোক।	٦٢. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ
৬৩। তারা বলল ঃ না, তারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তা নিয়ে এসেছি।	٦٣. قَالُوا۟ بَلْ جِئْنَـٰكَ بِمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَمْتَرُونَ
৬৪। আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।	٦٤. وَأَتَيْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ

লূতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন

আল্লাহ তা'আলা লূত (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মালাইকা তাঁর কাছে তরুণ সুদর্শন যুবকের রূপ ধরে আগমন করেন তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ. قَالُوا۟ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَمْتَرُونَ আপনারাতো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। তখন মালাইকা গোপন রহস্য প্রকাশ করে

বললেন ঃ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ যা আপনার কাওম অস্বীকার করেছিল এবং যার আগমন সম্পর্কে তারা সন্দিগ্ধ ছিল, আমরা সেই সত্য বিষয় এবং অকাট্য হুকুম নিয়ে আগমন করেছি। আর মালাইকা সত্য বিষয়সহই আগমন করে থাকে এবং আমরাও সত্যবাদী। যে খবর আমরা আপনাকে দিচ্ছি তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আপনি (স্বপরিবারে) রক্ষা পেয়ে যাবেন, আর আপনার এই কাফির কাওম ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬৫। সুতরাং তুমি রাতের শেষ প্রহরে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছন ফিরে না তাকায়, তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হয়েছে সেখানে চলে যাও।	٦٥. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَٰرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَٱمْضُوا۟ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
৬৬। আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।	٦٦. وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ

লূতকে (আঃ) তাঁর পরিবারসহ রাতে স্থান ত্যাগ করতে বলা হল

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, মালাইকা লূতকে (আঃ) বলেন ঃ রাতের কিছু অংশ কেটে গেলেই আপনি আপনার নিজের লোকজনকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন। আপনি স্বয়ং তাদের পিছনে থাকবেন যাতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ভালভাবে করতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও এই নিয়মই

ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর পিছনে পিছনে চলতেন যাতে দুর্বল লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। এরপর লূতকে (আঃ) বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ يَلْتَفِتْ منكُمْ أَحَدٌ যখন তোমার কাওমের উপর শাস্তি নেমে আসবে এবং তাদের চিৎকার ধ্বনি শোনা যাবে তখন কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে তাকাবেনা। তাদেরকে ঐ শাস্তির অবস্থায় ফেলে দিয়েই তোমাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ সুতরাং তোমরা কোন দ্বিধা সংকোচ না করেই চলে যাবে। সম্ভবতঃ তাঁদের সাথে কেহ ছিলেন, যিনি তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضَيْنَا إِلَيْه ذَلكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ লূতকে আমি পূর্বেই বলে দিয়েছিলাম যে, ঐ লোকগুলিকে সকালের পূর্বক্ষণেই ধ্বংস করা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

তাদের (শাস্তি দানের) প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে সকাল বেলা, সকাল কি নিকটবর্তী নয়? (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৮১)

৬৭। নগরবাসীরা আনন্দোম্মাদ হয়ে উপস্থিত হল।	٦٧. وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
৬৮। সে বলল ঃ নিশ্চয়ই এরা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বেইয্‌যত করনা।	٦٨. قَالَ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ
৬৯। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে লজ্জিত করনা।	٦٩. وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ
৭০। তারা বলল ঃ আমরা কি দুনিয়াবাসী লোককে আশ্রয়	٧٠. قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ

দিতে আপনাকে নিষেধ করিনি?	ٱلْعَٰلَمِينَ
৭১। লূত বলল ঃ একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে।	٧١. قَالَ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ
৭২। তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল।	٧٢. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

শহরের অসৎ লোকেরা মালাইকাকে মানুষ মনে করে তাদের কাছে ধাবিত হল

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, লূতের (আঃ) বাড়ীতে সুদর্শন তরুণ যুবকগণ অতিথি হিসাবে আগমন করেছেন, এ খবর যখন তাঁর কাওমের লোকেরা জানতে পারল তখন তারা খারাপ লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাঁর বাড়ীতে দৌঁড়ে এলো। আল্লাহর নাবী লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করনা। স্বয়ং লূতও (আঃ) জানতেননা যে, তার অতিথিগণ আল্লাহর মালাক/ফেরেশতা, যেমন সূরা হূদে রয়েছে। যদিও এরও বর্ণনা এখানে পরে হয়েছে এবং মালাইকার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা ক্রমপর্যায় উদ্দেশ্য নয়। আর وَاو অক্ষরটি তরতীব বা ক্রম বিন্যাসের জন্য আসেওনা, বিশেষ করে এমন ক্ষেত্রে যেখানে ওর বিপরীত দলীল বিদ্যমান থাকে। লূত (আঃ) তার কাওমকে বললেন ঃ فَلَا تَفْضَحُوْنِ আমাকে তোমরা অপদস্থ করনা। তারা উত্তরে বলে ঃ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِيْنَ আপনার যখন এটা খেয়াল ছিল তখন আপনি এদেরকে অতিথি হিসাবে আপনার বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন কেন? আমরাতো আপনাকে পূর্বেই নিষেধ

করেছিলাম। তখন তিনি তাদেরকে আরও বুঝিয়ে বললেন ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ, যারা আমার কন্যা সমতুল্য, তারাই তোমাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পাত্র, এরা নয়। এর পূর্ণ বিবরণ আমরা বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

যেহেতু ঐ লোকগুলি কাম-বাসনায় উম্মত্ত ছিল এবং আল্লাহর শাস্তির যে ফাইসালা তাদের মস্তকোপরি ঝুলছিল, তা থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শপথ করে তাদের এই অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। **لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ** *তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল।* এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যধিক মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে।

আমর ইব্‌ন মালিক আন নাকারী (রহঃ) আবুল যাওজা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার যতগুলি মাখলূক সৃষ্টি করেছেন তম্মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান আর কেহই নেই। মহান আল্লাহ একমাত্র তাঁরই জীবনের শপথ ছাড়া আর কারও জীবনের শপথ করেননি। **سَكْرَةَ** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা। তাতেই তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।

৭৩। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।	٧٣. فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
৭৪। সুতরাং আমি জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করলাম।	٧٤. فَجَعَلْنَا عَـٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
৭৫। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।	٧٥. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ

لِّلْمُتَوَسِّمِينَ	
٧٦. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ	৭৬। ওটা লোক চলাচলের পথপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।
٧٧. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ	৭৭। অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

লূতের (আঃ) কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ সূর্যোদয়ের সময় এক ভীষণ শব্দ এলো এবং সাথে সাথে তাদের বস্তিগুলি উর্ধ্বে উত্থিত হল। আকাশের নিকট পৌঁছে সেখান থেকে ওগুলিকে উল্টে দেয়া হল, উপরের অংশ নীচে এবং নীচের অংশ উপরে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ শুরু করল। সূরা হুদে এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ যাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাদের জন্য এই বস্তিগুলির ধ্বংসের মধ্যে বড় বড় নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের লোকেরাই এ সব বিষয় থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এগুলির প্রতি লক্ষ্য করে এবং চিন্তা গবেষণা করে নিজেদের অবস্থা সুন্দর করে নেয়। (তাবারী ১৭/১২০)

সমকামীদের অভিশপ্ত শহরটির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ওটা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। অর্থাৎ লূতের (আঃ) কাওমের যে বস্তির উপর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শাস্তি নেমে এসেছিল এবং ওটাকে উল্টে দেয়া হয়েছিল তা আজও একটা নিদর্শন (মৃত সাগর বা Dead Sea) রূপে বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা রাতদিন সেখান দিয়ে চলাচল করে থাক। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এখনও তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছনা!

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ. وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরাতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৩৭-১৩৮) মোট কথা, প্রকাশ্যভাবে লোক চলাচলের পথে ঐ বস্তির ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজের লোকদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং স্বীয় শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন, এটা একটা স্পষ্ট নিদর্শন।

৭৮। আর 'আইকা'বাসীরাও তো ছিল সীমা লংঘনকারী।	٧٨. وَإِن كَانَ أَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَٰلِمِينَ
৭৯। সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। ওদের উভয়ইতো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত।	٧٩. فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

শু'আইবের (আঃ) সময় 'আইকা'বাসীরা ধ্বংস হয়েছিল

'আসহাবে 'আইকা' দ্বারা শু'আইবের (আঃ) কাওমকে বুঝানো হয়েছে। যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন, 'আইকা' বলা হয় গাছের ঝাড়কে। শির্‌ক, ও কুফরী ছাড়াও তাদের অত্যাচারমূলক কাজ ছিল এই যে, তারা লুন্ঠন করত এবং মাপে ও ওযনে কম করত। তাদের বস্তিটি লূতের (আঃ) কাওমের বস্তির নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। তাদের যুগটিও ছিল লূতের (আঃ) যুগের নিকটতম যুগ। তাদের দুষ্কর্ম এবং অবাধ্যতার কারণে তাদের উপরও প্রচন্ড চিৎকার ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছিল। এ ছাড়া ভূমিকম্প এবং বজ্রপাতের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস সাধিত হয়। এই উভয় বস্তিই লোক চলাচলের পথে অবস্থিত ছিল। শু'আইব (আঃ) স্বীয় কাওমকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে

বলেছিলেন ঃ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ লূতের (আঃ) কাওমের যুগতো তোমাদের যুগ হতে বেশী দূরের যুগ নয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ *(ওদের উভয়ই প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত)* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ চলাচলের পথ থেকেই ঐ সমস্ত স্থান দেখতে পাওয়া যায়। (তাবারী ১৭/১২৫) শু'আইব (আঃ) যখন তাঁর কাওমকে সাবধান করেছিলেন তখন বলেছিলেন ঃ

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ

আর লূতের কাওমতো তোমাদের হতে দূরে (যুগে) নয়। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৮৯)

৮০। হিজ্‌রবাসীরা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।	٨٠. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَـٰبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ
৮১। আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল।	٨١. وَءَاتَيْنَـٰهُمْ ءَايَـٰتِنَا فَكَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
৮২। তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত নিরাপদ বসবাসের জন্য।	٨٢. وَكَانُوا۟ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ
৮৩। অতঃপর প্রভাতকালে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।	٨٣. فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
৮৪। সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি।	٨٤. فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

হিজরবাসী ছামূদ জাতির ধ্বংসের বর্ণনা

আসহাবুল হিজ্‌র’ দ্বারা ছামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের নাবী সালিহকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এটা স্পষ্ট কথা যে, একজন নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা যেন সমস্ত নাবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। এ জন্যই বলা হয়েছে, তারা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে এমন মু‘জিযা’ এসে পড়ে যার দ্বারা সালিহর (আঃ) সত্যবাদিতা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন একটি কঠিন পাথরের পাহাড়ের মধ্য থেকে একটি উষ্ট্রী বের হওয়া, যা তাদের শহরে বিচরণ করত। একদিন ওটা পানি পান করত, আর পরের দিন ঐ শহরবাসীরা পানি পান করত। তথাপি ঐ লোকগুলি বাঁকা পথেই চলতে থাকে, এমনকি তারা ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেলে। ঐ সময় সালিহ (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ

تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৫)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৭)

وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ তারা শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি ও বাহাদুরি প্রদর্শন এবং গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়েই পাহাড় কেটে কেটে তাদের গৃহ নির্মাণ করেছিল, প্রয়োজনের তাগিদে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকে যাওয়ার পথে যখন ঐ লোকদের বাসভূমি অতিক্রম করেন তখন তিনি মাথা ঢেকে নেন এবং স্বীয় সওয়ারীকে দ্রুত বেগে চালিত করেন। আর স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন ঃ ‘যাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের বস্তিগুলি ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম কর। কান্না না এলেও কান্নার ভান কর। না জানি হয়ত তোমরাও ঐ শাস্তির শিকারে পরিণত হয়ে যাও।’ (আহমাদ ২/৯১)

فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ.فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ যা হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক চতুর্থ দিন সকালে আল্লাহর শাস্তি ভীষণ শব্দের রূপ নিয়ে

তাদের উপর এসে পড়ল। ঐ সময় তাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ তাদের কোনই কাজে আসেনি। যে সব শস্যক্ষেত ও ফল-মূলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং ওগুলিকে বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশে ঐ উষ্ট্রীটির পানি পান অপছন্দ করে ওকে তারা হত্যা করেছিল তা সেই দিন নিষ্ফল প্রমাণিত হয় এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৮৫। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি; এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।	٨٥. وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَءَاتِيَةٌ ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ
৮৬। নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।	٨٦. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ

কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি, এরপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ *(আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি; এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী)* আমি সমস্ত মাখলূককে পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি। কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৫-১১৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন পরম সৌজন্যের সাথে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর তিনি যেন তাদের দেয়া কষ্ট এবং তাদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ সহ্য করেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَـٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ঃ সালাম! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৮৯) এই নির্দেশ জিহাদ ফার্‌য হওয়ার পূর্বে ছিল। এর কারণ হিসাবে তারা বলেন যে, এটা হচ্ছে মাক্কী আয়াত, আর জিহাদ ফার্‌য হয়েছে মাদীনায় হিজরাতের পর। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। এ আয়াত থেকে এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন চাইবেন তখনই এই পৃথিবী ধ্বংস করে নতুন এক পৃথিবী সৃষ্টি করতে সক্ষম। কারণ সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টি-রহস্য তাঁর জানা। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়া অণু পরমাণুকেও তিনি একত্রিত করে তাতে জীবন দানে সক্ষম। তাই নতুন করে সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন কোন কাজ নয়। কোন কিছুই তাঁর অসাধ্য নয়। যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ. فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১-৮৩)

৮৭। আমিতো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহা-কুরআন।	٨٧. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ
৮৮। আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করনা; তাদের জন্য তুমি ক্ষোভ করনা; তুমি মু'মিনদের জন্য তোমার বাহু অবনমিত কর।	٨٨. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

কুরআন একটি নি'আমাত তা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে নাবী! আমি যখন তোমাকে কুরআনুল হাকীমের ন্যায় অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী সম্পদ দান করেছি তখন তোমার জন্য মোটেই শোভনীয় নয় যে, তুমি কাফিরদের পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে। এ সব কিছু ক্ষণস্থায়ী মাত্র। শুধু পরীক্ষা স্বরূপ কয়েকদিনের জন্য মাত্র তাদেরকে এগুলি দেয়া

হয়েছে। সাথে সাথে তোমার পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তুমি তাদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত হবে। তবে হ্যাঁ, তোমার উচিত যে, তুমি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও কোমল হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৫)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮)

سَبْع مَثَانِى সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে একটি উক্তি এই যে, এর দ্বারা কুরআনুল হাকীমের প্রথম দিকের দীর্ঘ ৭ (সাত)টি সূরাকে বুঝানো হয়েছে। সূরাগুলি হচ্ছে ঃ বাকারাহ, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদাহ, আন'আম, আ'রাফ এবং ইউনুস। সাঈদ (রহঃ) বলেন, এই সূরাগুলিতে ফারায়িয, হুদূদ, ঘটনাবলী এবং নির্দেশনাবলীর বিশেষ পন্থায় বর্ণনা রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতে দৃষ্টান্তসমূহ, খবরসমূহ এবং উপদেশাবলীও বহুল পরিমাণে রয়েছে। (তাবারী ১৭/১৩০-১৩২)

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, **سَبْع مَثَانِى** দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে, যার সাতটি আয়াত রয়েছে। আলী (রাঃ), উমার (রাঃ), ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিসমিল্লাহ এর সপ্তম আয়াত। এ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিশিষ্ট করেছেন। (তাবারী ১৭/১৩৩) ইবরাহীম নাখই (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ), ইব্‌ন আবী মুলাইকাহ (রহঃ), শাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) এ মতামতের পক্ষে তাদের রায় দিয়েছেন। (তাবারী

১৭/১৩৫) এটা দ্বারা কিতাবকে শুরু করা হয়েছে এবং সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে এটা পঠিত হয়, তা ফার্‌য, নাফল ইত্যাদি যে সালাতই হোক না কেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং এ ব্যাপারে যে হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমরা ঐ সমুদয় হাদীস সূরা ফাতিহার ফাযীলাতের বর্ণনায় এই তাফসীরের শুরুতে লিখে দিয়েছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রাঃ) বলেন ঃ 'একদা আমি সালাত আদায় করছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমাকে ডাক দেন। কিন্তু আমি সালাত আদায় শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর কাছে গেলামনা। সালাত শেষে যখন আমি তাঁর কাছে হাযির হই তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ঐ সময়েই তুমি আমার কাছে আসনি কেন?' আমি উত্তরে বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তখন সালাত আদায় করছিলাম।' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন তোমাদের ডাকেন তখন তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দাও। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪) মাসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই আমি কি তোমাকে কুরআনুল হাকীমের একটি খুব বড় সূরার কথা বলব? কিছুক্ষণ পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে বের হতে উদ্যত হলেন তখন আমি তাকে ঐ ওয়াদাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি তখন বললেন ঃ ওটা হচ্ছে **اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ** এই সূরাটি। এটাই হচ্ছে **سَبْع مَثَانِى** এবং এটাই কুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'উম্মুল কুরআন **سَبْع مَثَانِى** এবং কুরআনুল আযীম। (ফাতহুল বারী ৮/২৩২) সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, **سَبْع مَثَانِى** এবং **قُرْاٰن عَظِيْم** দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। তবে যেখানে বলা হয়েছে যে, কুরআনের বড় সাতটি সূরা যা প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা'ই *'সাবা আল মাছানী'* তাহলে তাতেও কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ

সমগ্র কুরআনে যে গুণাবলী রয়েছে তা এ সূরাগুলিতেও বর্তমান রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২৩) সুতরাং এই আয়াতে সম্পূর্ণ কুরআনকে **مَثَانِ** বলা হয়েছে এবং **مُتَشَابِه** ও বলা হয়েছে। অতএব এটা এক দিক দিয়ে **مَثَانِى** এবং অন্য দিক দিয়ে **مُتَشَابِه** হল। আর কুরআনুল আযীমও এটাই। যেমন

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩১) অর্থাৎ তোমাকে যে কুরআন দেয়া হয়েছে উহার প্রতি তুমি মনোনিবেশ কর। তাদের চাকচিক্যময় জীবন ও বসন-ভূষণ তোমাকে যেন চমৎকৃত না করে।

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ *তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করনা।* আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে লোকদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সাথীদের যা আছে তা পাবার আশায় হা-হুতাশ না করে। (তাবারী ১৭/১৪১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِه أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ *তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে সেই জন্য তুমি ক্ষোভ করনা।* মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, সম্পদশালী লোকদেরকে যা দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১৭/১৪১)

৮৯। আর বল ঃ আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।	٨٩. وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ

৯০। যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর,	٩٠. كَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَى ٱلۡمُقۡتَسِمِينَ
৯১। যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।	٩١. ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلۡقُرۡءَانَ عِضِينَ
৯২। সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই,	٩٢. فَوَرَبِّكَ لَنَسۡـَٔلَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ
৯৩। সেই বিষয়ে, যা তারা করে।	٩٣. عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

রাসূল (সাঃ) হলেন একজন সতর্ককারী

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি সমস্ত মানুষকে আল্লাহর শাস্তি হতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। জেনে রেখ যে, আমার উপর মিথ্যারোপকারীরা পূর্ববর্তী নাবীদের উপর মিথ্যারোপকারীদের মতই আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমার এবং যে হিদায়াতসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উহার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে তার কাওমের নিকট এসে বলল ঃ ‘হে লোকসকল! আমি শত্রু সেনাবাহিনী স্বচক্ষে দেখে এলাম। সুতরাং তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং মুক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হও।’ এখন কিছু লোক তার কথা বিশ্বাস করল এবং রাতের আঁধারে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। ফলে তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে বেঁচে গেল। পক্ষান্তরে কিছু লোক তার কথা অবিশ্বাস করল এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানেই নিশ্চিন্তভাবে রয়ে গেল। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ শত্রু সেনাবাহিনী এসে পড়ল এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ধ্বংস করে ফেলল। সুতরাং এটা হল ঐ দুই দলের দৃষ্টান্ত যারা আমাকে মান্যকারী ও অমান্যকারী। (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪, মুসলিম ৪/১৭৮৮)

'আল মুকতাসিমীন' এর অর্থ

مُقْتَسِمِيْنَ *'মুকতাসিমীন'* হচ্ছে ঐ লোক যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে শত্রুতা করে, তাঁকে অস্বীকার করে এবং গাল-মন্দ করে। সালিহর (আঃ) প্রতি তাঁর কাওমের লোকেরাও অনুরূপ করত বলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন ঃ

قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ

তারা বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব। (সূরা নামল ২৭ ঃ ৪৯) তারা তাঁকে রাতে হত্যা করতে চেয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন *'তাকাসামূ'* (**تَقَاسَمُوا**) শব্দের অর্থ হচ্ছে তারা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল ঃ

وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে ঃ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৮)

أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ

তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪)

أَهَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ

এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৯)

ইহা এমন যে, তারা যেন পৃথিবীতে যে কোন কিছু অস্বীকার করার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করেছে। তাদেরকেই বলা হয়েছে *'মুকতাসিমীন'* (**مُقْتَسِمِيْنَ**)

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ *যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।* তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছে। কুরআনের কোন অংশ তারা বিশ্বাস করছে এবং কোন অংশ অস্বীকার করছে। ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ তারা তাদের উপর অবতারিত আল্লাহর কিতাবগুলিকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল। যে মাস্‌আলাকে ইচ্ছা করত মানত এবং যেটা মন মত হতনা তা পরিত্যাগ করত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। তারা কিতাবের কিছু অংশ মানতো এবং কিছু অংশ মানতোনা। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৩)

কেহ কেহ বলেন যে, *'মুকতাসিমীন'* বলা হয় কুরাইশ কাফিরদেরকে। আর 'কুরআন' হল বর্তমান কুরআন (যে কিতাব আহলে কিতাবীদের দাবীকে অস্বীকার করে)। 'বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা' এর অর্থ হচ্ছে, 'আতার (রহঃ) মতে ঃ তাদের কেহ বলত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন যাদুকর, কেহ বলত পাগল, আবার কেহ বলত গণক। এসব মিথ্যা প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল বিভিন্ন অংশ। যাহহাক (রহঃ) হতেও এরূপ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

সীরাত ইব্‌ন ইসহাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার কুরাইশ নেতৃবর্গ ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার নিকট একত্রিত হয়। হাজ্জের মওসুম নিকটবর্তী ছিল। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাকে খুবই সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান লোক হিসাবে বিবেচনা করা হত। সে সকলকে সম্বোধন করে বলল ঃ 'দেখ, হাজ্জ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে আরাবের বহু লোক এখানে সমবেত হবে। তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছ যে, এই লোকটি (নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বড়ই হাঙ্গামা সৃষ্টি করে রেখেছে। এর সম্পর্কে ঐ বহিরাগত লোকদেরকে কি বলা যায়? কেহ এক কথা বলবে এবং অন্য জন অন্য কথা বলবে, এরূপ যেন না হয়। বরং সবাই এক কথাই বলবে। এক একজন এক এক কথা বললে তোমাদের উপর থেকে মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে।' তখন এক লোক বলল ঃ 'হে আবূ আবদ শাম্‌স! আপনি কোন একটি প্রস্তাব পেশ করুন।' সে বলল ঃ 'তোমরাই আগে বল, তাহলে আমি চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাব।' তারা তখন বলল ঃ 'আমাদের মতে সবাই তাকে ভবিষ্যদ্বক্তা (গনক) বলবে।' সে বলল ঃ 'না, সে ভবিষ্যদ্বক্তা নয়।' তারা বলল ঃ তা হলে সে একজন পাগল। তখন সে বলল ঃ 'এটাও ভুল।' তারা বলল ঃ 'তা হলে কবি?' সে উত্তরে বলল ঃ 'সেতো কবিতা জানেইনা।' তারা বলল ঃ 'তাকে আমরা যাদুকর বলব কি?' সে উত্তর দিল ঃ না, সে যাদুকরও নয়।' তারা বলল ঃ 'তাহলে আমরা তাকে কি বলব?' সে বলল ঃ 'জেনে রেখ যে, তোমরা তাকে যা'ই বলনা কেন, দুনিয়াবাসী জেনে যাবে যে, সবই ভুল। তার কথাগুলি মিষ্টি মাখানো। কাজেই আমাদের কোন কথাই টিকবেনা। তবুও কিছু বলতেই হবে। তোমরা তাকে যাদুকরই বলবে।' সবাই এতে একমত হয়ে গেল। নিম্নের এই আয়াতগুলিতে এরই আলোচনা করা হয়েছে ঃ মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই সেই বিষয়ে যা তারা করে। (সিরাত ইব্‌ন হিশাম ১/২৮৮) আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেককে দু'টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রথম প্রশ্ন হবে ঃ 'তুমি কাকে মা'বূদ বানিয়েছিলে'? দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে ঃ 'তুমি রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলে কি?' (তাবারী ১৭/১৫০)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ এ আয়াতটি পাঠ করার পর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ

সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবেনা, আর না জিনকে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৩৯) অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি এই আমল করছিলে' এ কথা জিজ্ঞেস করা হবেনা, বরং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তুমি এই কাজ কেন করেছিলে?' (তাবারী ১৭/১৫০)

৯৪। অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।	٩٤. فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ
৯৫। আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য, বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে -	٩٥. إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ
৯৬। যারা আল্লাহর সাথে অপর মা'বূদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে!	٩٦. ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
৯৭। আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার	٩٧. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ

صَدۡرُكَ بِمَا يَقُولُونَ	**অন্তর সংকুচিত হয়।**
٩٨. فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ	**৯৮। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।**
٩٩. وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ.	**৯৯। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।**

জনসমক্ষে আল্লাহর বাণী প্রচার করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ হে রাসূল! তুমি জনগণের কাছে আমার বাণী স্পষ্টভাবে পৌঁছে দাও। এ ব্যাপারে কোনই ভয় করবেনা। মুশরিকদের কাছে তুমি খোলাখুলিভাবে একাত্মবাদ প্রচার কর। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সালাতে কুরআনুল কারীম উচ্চ স্বরে পাঠ কর। (তাবারী ১৭/১৫১)

আবূ উবাইদাহ (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ প্রকাশ্যভাবে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করেন। (তাবারী ১৭/১৫২)

মূর্তি পূজকদের থেকে দূরে থাকতে আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ হে নাবী! এ কাজে মুশরিকদের ঠাট্টা বিদ্রূপকে তুমি উপেক্ষা কর। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। প্রচার কাজে তুমি মোটেই অবহেলা প্রদর্শন করনা।

وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৯) সুতরাং তোমার কর্তব্য হচ্ছে দ্বিধাসংকোচহীনভাবে পূরা মাত্রায় প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে মোটেই ভয় না করা। আমি আল্লাহ স্বয়ং তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। আমিই তোমাকে তাদের ক্ষতি ও দুষ্টামি থেকে রক্ষা করব। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কাফিরদের মধ্যে পাঁচ ব্যক্তি ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। তারা ছিল মুশরিকদের বড় বড় নেতা। তারা ছিল বেশ বয়স্ক এবং তাদেরকে খুবই সম্ভ্রান্ত মনে করা হত। আসওয়াদ ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব আবূ যাম'আহ ছিল বানু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই গোত্রভুক্ত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমতম শত্রু। সে তাঁকে খুবই দুঃখ-কষ্ট দিত এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তিনি অসহ্য হয়ে তার জন্য বদ দু'আও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

اللَّهُمَّ أَعِمْ بَصَرَهُ وَاَثْكِلْهُ وَلَدَهُ

'হে আল্লাহ! আপনি তাকে অন্ধ ও সন্তানহীন করুন।' আসওয়াদ ইব্‌ন আবদ ইয়াগুছ ইব্‌ন অহাব ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন যাহরা ছিল বানু যাহরার অন্তর্ভুক্ত। বানু মাখযুম গোত্রভুক্ত ছিল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মাখযুম। আ'স ইব্‌ন ওয়াইল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সা'দ ছিল সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসাইস ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লু'আই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। হারিস ইব্‌ন তালাতিলাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল হারিশ ইব্‌ন আবদ আমর আল মালকান ছিল খুযা'আহ্ গোত্রভুক্ত। এই লোকগুলি সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি করতেই থাকত। তাদের উৎপীড়ন যখন চরম

পর্যায়ে পোঁছে এবং কথায় কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রুপ করতে থাকল তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ *অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর। আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য, বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সাথে অপর মা‘বূদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে!*

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান (রহঃ) আমাকে বলেন যে, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) অথবা অন্য কোন এক বিজ্ঞজন বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যান। ঐ সময় আসাদ ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব তার পাশ দিয়ে গমন করে। তখন জিবরাঈল (আঃ) তার মুখমন্ডলে একটি সবুজ পাতা নিক্ষেপ করেন, ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। এরপর আসওয়াদ ইব্‌ন আবদ ইয়াগুছ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন জিবরাঈল (আঃ) তার পেটের দিকে ইশারা করেন। এর ফলে তার পেট ফুলে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। এরপর ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা গমন করে। দুই বছর আগে সে তার কাপড় হেচড়ে হেটে যাচ্ছিল। তার যাওয়ার পথে এক লোক তার তীরের ফলক ঠিক করছিল, এমন সময় একটি ফলক ছুটে গিয়ে তার কাপড় ভেদ করে তার পায়ে একটু আঁচড় লাগে। ওটা ছিল সামান্য ক্ষত। জিবরাঈল (আঃ) ঐ দিকেই ইশারা করেন। এর ফলে ঐ ক্ষতস্থানটি ফুলে যায় ও পেকে ওঠে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। এরপর আগমন করে আ’স ইব্‌ন ওয়াইল। কিছু দিন আগে তায়েফ গমনের উদ্দেশে সে তার গাধার উপর আরোহণ করেছিল। পথে সে গাধার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে একটি কাঁটাযুক্ত গাছে পতিত হয় এবং তার পায়ের পাতায় কাটা ঢুকে যায়। জিবরাঈল (আঃ) তার পায়ের পাতার দিকে ইশারা করেন। তাতেই তার জীবন লীলা শেষ হয়। জিবরাঈল (আঃ) হারিছের মাথার দিকে ইশারা করেন। এর ফলে তার মাথা দিয়ে পুঁজ ঝরতে শুরু করে। তাতেই তার মৃত্যু হয়। (সিরাত ইব্‌ন হিশাম ১/৪০৯, ৪১০)

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّه إِلــهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ এই লোকগুলি এ সব বাজে ও জঘন্য ব্যবহারের সাথে সাথে এ কাজও করত যে, তারা আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্যদেরকে শরীক করত। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি এখনই ভোগ করতে হবে। এছাড়া যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করবে তাদের অবস্থাও অনুরূপই হবে।

মৃত্যু পর্যন্ত সব বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর গুণগান এবং ইবাদাতে লিপ্ত থাকার আদেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ হে নাবী! আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। কিন্তু তুমি তাদের কথার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করনা। আমিই তোমার সাহায্যকারী। তুমি তোমার রবের যিক্‌র, পবিত্রতা ঘোষণা এবং গুণগানে লেগে থাক। মন ভরে তার ইবাদাত কর, সালাতে খেয়াল রেখ এবং সাজদাহকারীদের সঙ্গ লাভ কর।

নাঈম ইব্‌ন হাম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে চার রাক‘আত সালাত আদায় করা খুব কঠিন কাজ নয়, (যদি তুমি তা কর) তাহলে আমি তোমার জন্য ওর শেষ ভাগের যত্ন নিব। (আহমাদ ৫/২৮৬) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ *আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।*

সালিম (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে يَقِيْن শব্দ দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৫) এই সালিম হচ্ছেন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রহঃ)।

একটি সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, উসমান ইব্‌ন মায্‌উনের (রাঃ) মৃত্যুর পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করেন তখন উম্মুল আ’লা (রাঃ) নামীয় এক আনসারী মহিলা বলেন ঃ ‘হে আবুস সায়িব

(রাঃ)! আপনার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সম্মান দান করেছেন।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান দান করেছেন?' উত্তরে মহিলাটি বলেন ঃ 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবানী হোক! তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া না করলে আর কার উপর করবেন?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'জেনে রেখ যে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং আমি তার মঙ্গলেরই আশা রাখি।' (ফাতহুল বারী ৩/১৩৭) এই হাদীসেও **مَوْت** এর স্থলে **يَقِيْن** শব্দ রয়েছে।

তাই **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ** এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত ইত্যাদি ইবাদাত তার উপর ফার্‌য। তার অবস্থা যেমন থাকবে সেই অনুযায়ী সে সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হলে বসে আদায় করতে হবে এবং বসে আদায় করতে না পারলে শুইয়ে শুইয়েই আদায় করবে।' (ফাতহুল বারী ২/৬৮৪)

এর দ্বারা বদ-মাযহাবী সূফীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছে। তা এই যে, তাদের মতে মানুষ যে পর্যন্ত দীনের পূর্ণতার পর্যায়ে না পৌঁছে সেই পর্যন্ত তার উপর ইবাদাত ফার্‌য থাকে। কিন্তু যখনই সে মা'আরিফাতে মানযিলগুলো অতিক্রম করে তখন তার উপর থেকে ইবাদাতের কষ্ট লোপ পেয়ে যায়। এটা সরাসরি কুফরী, বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতামূলক কথা। এই লোকগুলি কি এটুকুও বুঝেনা যে, নাবীগণ, বিশেষ করে নাবীকূল শিরমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মা'আরিফাতের সমস্ত মানযিল অতিক্রম করেছিলেন এবং তারা দীনী ইল্‌ম এবং পরিচিতির ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা পূর্ণতম ছিলেন। মহান আল্লাহর গুণাবলী এবং তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন। এতদসত্ত্বেও তারা সকলের চেয়ে বেশী ইবাদাত করতেন এবং দুনিয়ায় বেঁচে থাকা শেষ দিন পর্যন্ত তাতেই অবিচল ছিলেন। তারা মহান রবের আনুগত্যের কাজে সমস্ত দুনিয়াবাসী হতে বেশী নিমগ্ন ছিলেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, এখানে **يَقِيْن** দ্বারা **مَوْت** উদ্দেশ্য। সমস্ত মুফাস্‌সির সাহাবী, তাবিঈ প্রমুখের এটাই মাযহাব।

অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, তিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। আমরা তাঁর কাছে ভাল কাজে সাহায্য চাচ্ছি। তাঁর পবিত্র সত্তার উপরই আমাদের ভরসা। আমরা সেই মালিক ও হাকিমের কাছে এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন পূর্ণ ইসলাম ও ঈমান এবং সৎ আমলের উপর আমাদের মৃত্যু ঘটান। তিনি বড় দাতা এবং পরম দয়ালু।

সূরা হিজরের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৬ নাহল, মাক্কী

١٦ – سورة النحل، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ১২৮, রুকু ১৬

(اٰيَاتُهَا : ١٢٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা; তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।	١. أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ঘোষণা

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার খবর দিচ্ছেন। কিয়ামাত সংঘটিত হবেই এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জন্যই তিনি অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা এই বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٍ مُّعۡرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ তোমরা এই নিকটবর্তী বিষয়ের জন্য তাড়াহুড়া করনা। 'ه' সর্বনামটি হয়ত বা 'আল্লাহ' শব্দের দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ হবে ঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ওটা তাড়াতাড়ি চেওনা। কিংবা ওটা প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে 'আযাব' শব্দের দিকে। অর্থাৎ আযাবের জন্য ত্বরা করনা। দু'টি অর্থই পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩-৫৪)

উকবাহ ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে পশ্চিম দিক হতে ঢালের মত কালো মেঘ প্রকাশিত হবে এবং ওটা আকাশের দিকে উঠতে থাকবে। অতঃপর ওর মধ্য হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ‘হে লোকসকল!’ লোকেরা বিস্মিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ ‘তোমরা কিছু শুনতে পেয়েছ কি?’ কেহ কেহ বলবে ঃ ‘হ্যাঁ, পেয়েছি।’ আর কেহ কেহ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। আবার ঘোষণা দেয়া হবে এবং বলা হবে ঃ ‘হে লোকসকল!’ লোকেরা সবাই একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা কিছু শুনতে পেয়েছ কি? এবার সবাই বলে উঠবে ঃ ‘হ্যাঁ, শব্দ শুনতে পেয়েছি।’ তৃতীয়বার ঐ ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ‘হে লোকসকল! আল্লাহর প্রতিশ্রুত সেই হুকুম এসে গেছে। সুতরাং এখন আর তাড়াহুড়া করনা।’ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এমন দু’ ব্যক্তি যারা কাপড় ছড়িয়ে রেখেছে, তারা তা জড় করার সময় পাবেনা। কেহ হয়ত পশুর জন্য চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে, সেই পানি পান করাতে পারবেনা। দুধ দোহনকারী দুধ দোহন করে তা পান করার সুযোগ পাবেনা, কিয়ামাত হয়ে যাবে। লোকেরা শশব্যস্ত হয়ে পড়বে। (হাকিম ৪/৫৩৯)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পবিত্র সত্তার শির্ক ও অন্যের ইবাদাত হতে বহু উর্ধ্বে থাকার বর্ণনা দিচ্ছেন। سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ বাস্তবিকই তিনি ঐ সমুদয় বিষয় থেকে পবিত্র এবং তা থেকে তিনি বহু দূরে ও বহু উর্ধ্বে রয়েছেন। ওরাই মুশরিক যারা কিয়ামাতকেও অস্বীকারকারী। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

২। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত অহীসহ মালাক/ফিরেশতা প্রেরণ করেন এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর।	٢. يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ

আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তার মাধ্যমে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ এখানে روح দ্বারা অহী উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২)

এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই নাবুওয়াত দান করি।

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪) যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ

আল্লাহ মালাইকার মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ يَوْمَ هُم بَـٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে, যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৫-১৬)

এটা এ জন্য যে, أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ তিনি লোকদের মধ্যে আল্লাহর একাত্মবাদ ঘোষণা করবেন, মুশরিকদেরকে ভয় দেখাবেন এবং জনগণকে বুঝাবেন যে, তারা যেন আল্লাহকেই ভয় করে।

৩। তিনি যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।	٣. خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ تَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
৪। তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী।	٤. خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আকাশ, পৃথিবী এবং মানুষ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, উর্ধ্ব জগত ও নিম্ন জগতের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। উর্ধ্ব আকাশ এবং বিস্তৃত ধরণী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূক তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এগুলি সবই সঠিক ও সত্য। এগুলি তিনি বৃথা সৃষ্টি করেননি।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১)

তিনি অন্যান্য সমস্ত মা'বূদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং তিনি মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি এক ও শরীকবিহীন। তিনি একাকী সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তিনি একাই ইবাদাতের যোগ্য। তিনি মানব সৃষ্টির ক্রমধারা শুক্রের মাধ্যমে চালু রেখেছেন যা অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য পানি মাত্র। যখন তিনি সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টি করেন, অতঃপর যখন শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে তখন মানুষ প্রকাশ্যভাবে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা তাদের রাব্ব সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয় এবং রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। তাকেতো সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর বান্দা (দাস/ভৃত্য) হিসাবে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য নয়। কিন্তু সে হঠকারিতা শুরু করে দেয়। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا

এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার রাব্ব সর্ব শক্তিমান। তারা আল্লাহর পরির্বতে এমন কিছুর ইবাদাত করে যা তাদের উপকার করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা; কাফিরতো স্বীয় রবের বিরোধী। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৪-৫৫) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা

প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)

বুশ্‌র ইব্‌ন জাহ্‌হাশ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি কি করে আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এইরূপ জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। খুব সুন্দরভাবে তুমি যখন সৃষ্টি হয়ে গেলে এবং পূর্ণতায় পৌঁছলে, তোমার পোশাক এবং ঘর বাড়ি পেয়ে গেলে তখন তোমার আয় করা অর্থ থেকে কেহকে কিছু দান করলেনা। অতঃপর যখন মৃত্যুসমুখ লোকের প্রাণ কন্ঠলগ্ন হয় তখন সে বলে ঃ আমি দান-খাইরাত করতে চাই। কিন্তু দান-সাদাকাহ করার সময় তার অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। (আহমাদ ২/৪১০, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯০৩)

৫। তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ এবং আরও বহু উপকার রয়েছে; এবং ওটা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।	٥. وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
৬। আর যখন তোমরা গোধূলি লগ্নে ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং গৌরব অনুভব কর।	٦. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
৭। আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতেনা;	٧. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا۟ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ

ٱلۡأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ	**তোমাদের রাব্ব অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।**

পশু-পাখিও আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের উপকারের জন্য

আল্লাহ তা'আলা যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি থেকে যে মানুষ বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করছে সেই নি'আমাতের কথাই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি, যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি সূরা আন'আমের আয়াতে আট প্রকার দ্বারা দিয়েছেন। মানুষ ওগুলির পশম দ্বারা গরম পোশাক তৈরী করে, দুধ পান করে, গোশত খায় ইত্যাদি।

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ সন্ধ্যাকালে চারণ শেষে যখন ওগুলি ভরা পেটে মোটা স্তন ও উঁচু কুঁজসহ গৃহে ফিরে আসে তখন ওগুলিকে কতই না সুন্দর দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ ওরা তোমাদের ভারী বোঝাগুলি পিঠের উপর বহন করে এক শহর হতে অন্য শহরে নিয়ে যায়। ওদের সাহায্য না পেলে সেখানে পৌঁছতে তোমাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হত। হাজ্জ, উমরাহ, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য সফর করার কাজে ঐগুলিই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ঐ জন্তুগুলিই তোমাদেরকে এবং তোমাদের বোঝাগুলি বহন করে নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِنَّ لَكُمۡ فِى ٱلۡأَنۡعَـٰمِ لَعِبۡرَةً ۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَـٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ. وَعَلَيۡهَا وَعَلَى ٱلۡفُلۡكِ تُحۡمَلُونَ

এই চতুষ্পদ জন্তুগুলির মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ওগুলির পেট থেকে আমি তোমাদের দুগ্ধ পান করিয়ে থাকি এবং ওগুলি দ্বারা বহু উপকার সাধন করি। তোমরা ওগুলির গোশতও আহার কর এবং ওগুলির উপর সওয়ারও হও। সমুদ্রে ভ্রমনের জন্য আমি নৌকাও বানিয়েছি। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ২১-২২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ

আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য এবং কতক তোমরা আহার করে থাক। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার; তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নি'আমাত অস্বীকার করবে? (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭৯-৮১) এখানেও মহান আল্লাহ তাঁর নি'আমাতগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ তিনি তোমাদের সেই রাব্ব যিনি এই চতুস্পদ জন্তুগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তিনি তোমাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও দয়ালু। যেমন সূরা ইয়াসীনে তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ. وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭২) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

ঐ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য নৌকা বানিয়েছেন এবং চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির উপর সওয়ার হও এবং তোমাদের রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বল ঃ 'তিনি পবিত্র যিনি এগুলিকে আমাদের অনুগত

করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের কোন ক্ষমতা ছিলনা, আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁরই নিকট আমরা ফিরে যাব। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২-১৪)

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ *তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ এবং আরও বহু উপকার রয়েছে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **دِفْءٌ** এর ভাবার্থ কাপড়। আর **مَنَافِع** দ্বারা গোশত খাওয়া এবং দুধ পান করা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

৮। তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।	٨. وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আর একটি নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সৌন্দর্যের জন্য এবং সওয়ারীর জন্য ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। এই জন্তুগুলি সৃষ্টির বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের উপকার লাভ। এই জন্তুগুলিকে অন্যান্য জন্তুগুলির উপর তিনি ফাযীলাত দান করেছেন এবং এ কারণে পৃথকভাবে এগুলির বর্ণনা দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫৭০, মুসলিম ৩/১৫৪১)

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘খাইবারের যুদ্ধের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যবাহ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন, কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেননি। (আহমাদ ৩/৩৫৬, ৩৬২; আবূ দাঊদ ৪/১৪৯, ১৫১)

আসমা বিন্ত আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে ঘোড়া যবাহ করে ওর গোশত খেয়েছি। ঐ সময় আমরা মাদীনায় অবস্থান করছিলাম। (মুসলিম ৩/১৫৪১)

৯। وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٌ ۚ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ	**৯। সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও রয়েছে; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎ পথে পরিচালিত করতেন।**

বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা পার্থিব পথ অতিক্রমের উপকরণাদি বর্ণনা করার পর পারলৌকিক পথ অতিক্রমের উপকারের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। নৈতিক ও ধর্মীয় উৎকর্ষতা কিভাবে সম্ভব তা তিনি আলোচনা করেছেন। কুরআনুল কারীমের মধ্যে এ ধরনের অধিকাংশ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰ

আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৭)

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ

হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। (বেশ-ভূষার তুলনায়) আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৬) হাজ্জের সফরের পাথেয়র বর্ণনা দেয়ার পর তাকওয়ার পাথেয়র বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা পরকালে কাজে লাগবে। বাহ্যিক পোশাকের বর্ণনার পর তাকওয়ার পোশাকের উত্তমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে চতুষ্পদ জন্তুগুলির মাধ্যমে দুনিয়ার কঠিন পথ ও দূর দূরান্তের সফর অতিক্রম করার কথা

বর্ণনা করার পর আখিরাতের ও ধর্মীয় পথের বর্ণনা করছেন যে, সত্য পথ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত ঘটিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ

আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৩)

قَالَ هَـٰذَا صِرَٰطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ

এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪১) আমি যে সরল সঠিক পথের কথা বলছি, সেটাই হচ্ছে দীন ইসলাম। এরই মাধ্যমে তোমরা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে।

وَمِنْهَا جَآئِرٌ *কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও রয়েছে।* বাকী অন্যান্য পথগুলি হচ্ছে ভুল ও অন্যায় পথ এবং মানুষের নিজেদের দ্বারা আবিস্কৃত পথ। যেমন ইয়াহুদিয়াত, নাসারানিয়াত, মাজুসিয়াত ইত্যাদি। এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ হিদায়াত হচ্ছে মহান রবের অধিকারের বিষয়।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং

তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯)

১০। তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।	١٠. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ
১১। তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।	١١. يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

বৃষ্টি আল্লাহর নি‘আমাত এবং এটি একটি নিদর্শন

চতুষ্পদ ও অন্যান্য জন্তু সৃষ্টি করার মাধ্যমে নি‘আমাত বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা অন্যান্য নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তা এই যে, তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তা থেকে তারা উপকার লাভ করে এবং তাদের উপকারী জন্তুগুলিও তা থেকে ফায়দা উঠায়। মিষ্টি ও স্বচ্ছ পানি তাদের পানীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে এই পানি তিক্ত ও লবণাক্ত হত। আকাশ থেকে বৃষ্টির ফলে গাছ-পালা ও তরুলতা জন্মে। এই গাছ-পালা মানুষের ও গৃহপালিত পশুগুলির খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হয়।

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ

মহান আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি একই পানি হতে বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গন্ধের নানা প্রকারের ফুল-ফল মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ সুতরাং এই সব নিদর্শন একজন মানুষের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদকে বিশ্বাস করে নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। এই বর্ণনা অন্যান্য আয়াতেও রয়েছে ঃ

أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি ওটা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। ওর বৃক্ষাদি উদ্গাত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে বিচ্যুত। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬০)

১২। তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিন, সূর্য এবং চাঁদকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই আদেশে; অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।	١٢. وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
১৩। আর বিবিধ প্রকাশ্য বস্তুও, যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন; এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।	١٣. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

দিন-রাত্রি, সূর্য ও চাঁদের আবর্তন এবং পৃথিবীর অন্যান্য জীবের অস্তিত্বে রয়েছে আল্লাহর উত্তম নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা নিজের আরও বড় বড় নি'আমাতরাজির বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ হে মানুষ! দিন ও রাতসমূহ তোমাদের উপকারার্থে পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া করছে, সূর্য ও চন্দ্র চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি তোমাদেরকে আলো পৌঁছাচ্ছে এবং সফরকারীরা তারকারাজীর মাধ্যমে তাদের পথ চিনে নিতে পারছে। প্রত্যেকটিকে আল্লাহ এমন সঠিক নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যে, না ওগুলি এদিক ওদিক যাচ্ছে, আর না তোমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে। সবই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ বিবেকবান ব্যক্তিদের জন্য এতে মহাশক্তিশালী আল্লাহর শক্তি ও সাম্রাজ্যের বড় নিদর্শন রয়েছে।

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ আকাশের বস্তুরাজির বর্ণনা করার পর এখন যমীনের বস্তুরাজির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন রং ও রূপের জিনিসগুলি এবং অসংখ্য উপকারের বস্তুগুলি তিনি মানুষের উপকারের উদ্দেশে যমীনে সৃষ্টি করেছেন। إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ যারা আল্লাহর নি'আমাতরাশি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে এবং ওগুলির মর্যাদা দেয় তাদের জন্য এগুলি অবশ্যই বড় বড় নিদর্শনই বটে।

১৪। তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা গোশত আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণ রূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	١٤. وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
১৫। আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।	١٥. وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
১৬। আর পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও; এবং নক্ষত্রের সাহায্যেও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।	١٦. وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
১৭। তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তারই মত যে সৃষ্টি করেনা? তবুও কি	١٧. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ	**তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?**
١٨. وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ	**১৮। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা পরায়ণ, পরম দয়ালু।**

সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, তারকারাজি ইত্যাদিতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা নিজের আরও অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর কথা স্মরণ করিয়ে বলছেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! সমুদ্রের উপরেও তিনি তোমাদেরকে আধিপত্য দান করেছেন। নিজের গভীরতা ও তরঙ্গমালা সত্ত্বেও ওটা তোমাদের অনুগত। তোমাদের নৌকাগুলি তাতে চলাচল করে। অনুরূপভাবে তোমরা ওর মধ্য হতে মাছ আহরণ করে ওর তাজা গোশত আহার করে থাক। মাছ (হাজ্জের ইহরামহীন অবস্থায় এবং ইহরামের অবস্থায় জীবিত হোক বা মৃত হোক) সব সময় হালাল। মহান আল্লাহ এই সমুদ্রের মধ্যে তোমাদের জন্য মনিমুক্তা সৃষ্টি করেছেন যেগুলি তোমরা অতি সহজে সংগ্রহ করে অলংকারের কাজে ব্যবহার করে থাক। এই সমুদ্রে নৌযানগুলি বাতাস সরিয়ে দিয়ে এবং পানি ফেড়ে বুকে ভর করে চলতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলাই নূহকে (আঃ) নৌকা তৈরীর কাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই মানুষ নৌকা তৈরী করে আসছে এবং আরোহণ করে তারা বড় বড় সফর করতে রয়েছে। এপারের জিনিস ওপারে এবং ওপারের জিনিস এপারে নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। ঐ কথাই এখানে বলা হচ্ছে ঃ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ তা এ জন্য যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এরপর যমীনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটাকে থামিয়ে রাখা এবং হেলা-দোলা হতে রক্ষা করার জন্য এর উপর মযবূত ও যথাযথ ওযনসহ পাহাড় স্থাপন করা

হয়েছে যাতে এর নড়াচড়া করার কারণে এর উপর অবস্থানকারীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে না পড়ে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا

তিনি পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩২)

এটাও আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি চতুর্দিকে নদ-নদী ও প্রস্রবন প্রবাহিত রেখেছেন। কোনটি তেজস্বী, কোনটি মন্দা, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি খাট। কখনও পানি কমে যায় এবং কখনও বেশী হয় এবং কখনও সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়। পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, মরু-প্রান্তরে এবং পাথরে বরাবরই এই প্রস্রবণগুলি প্রবাহিত রয়েছে এবং এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে। এ সবই হচ্ছে মহান আল্লাহর ফায্ল ও কারম, করুণা ও দয়া। তিনি ছাড়া না আছে অন্য কোন মা'বূদ এবং না আছে কোন রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনিই রাব্ব এবং তিনিই মা'বূদ। তিনি রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন স্থলে ও পানিতে, পাহাড়ে ও জঙ্গলে, লোকালয়ে এবং বিজনে। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সর্বত্রই রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে এদিক থেকে ওদিকে লোকজন যাতায়াত করতে পারে। তিনি পাহাড়ের মাঝে মাঝে খালি জায়গা রেখেছেন যাতে লোকেরা চলাচল করতে পারে। আবার কোন পথ প্রশস্ত, কোনটা সংকীর্ণ এবং কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا

এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩১) তিনি আরও নিদর্শন রেখেছেন যেমন পাহাড়, টিলা ইত্যাদি, যেগুলির মাধ্যমে পথচারী মুসাফির পথ জানতে বা চিনতে পারে। তারা পথ ভুলে যাওয়ার পর সোজা সঠিক পথ পেয়ে যায়। নক্ষত্ররাজি পথ প্রদর্শক রূপে রয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওগুলির মাধ্যমেই রাস্তা ও দিক নির্ণয় করা যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/১৮৫)

আল্লাহই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য

এরপর মহান আল্লাহ নিজের বড়ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ ইবাদাতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেহই নেই। আল্লাহ ছাড়া লোকেরা যাদের ইবাদাত করছে তারা একেবারে শক্তিহীন। কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের নেই। পক্ষান্তরে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। তাই বলা হয়েছে ঃ أَفَمَن

يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ *তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তারই মত যে সৃষ্টি করেনা? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?* অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নি'আমাতের প্রাচুর্যতা ও আধিক্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ *তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা পরায়ন, পরম দয়ালু।* আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে থাকি। যদি আমি আমার সমস্ত নি'আমাতের পুরোপুরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবী করতাম তাহলে তোমাদের দ্বারা তা পূরণ করা মোটেই সম্ভব হতনা। যদি আমি এই নি'আমাতরাশির বিনিময়ে তোমাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করি তবুও তা আমার পক্ষে যুল্ম হবেনা। কিন্তু তোমাদের অপরাধ ও পাপসমূহ ক্ষমা করে থাকি। তোমাদের দোষ-ত্রুটি আমি দেখেও দেখিনা। পাপ হতে তাওবাহ, আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আমার সন্তুষ্টি কামনার জন্য সৎ আমলের দিকে ধাবিত হওয়ার পর কোন পাপ হয়ে গেলে আমি তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে থাকি। আমি অত্যন্ত দয়ালু। তাওবাহ করার পর আমি শাস্তি প্রদান করিনা। (তাবারী ১৭/১৮৭)

১৯। তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন।	١٩. وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
২০। তারা আল্লাহ ছাড়া অপর যাদেরকে আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করেনা, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।	٢٠. وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
২১। তারা নিস্প্রাণ নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হবে সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই।	٢١. أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তাঁর কাছে দু'টাই সমান। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান তিনি প্রদান করবেন। উত্তম আমলের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং মন্দ আমলের জন্য শাস্তি দিবেন।

মূর্তি পূজকদের দেবতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু দেবতারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে মিথ্যা উপাস্যদের কাছে এই লোকগুলি তাদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায় তারা কোন কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। যেমন ইবরাহীম খলীল (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ আল্লাহ ছাড়া তোমরা বরং এমন মা'বূদের ইবাদাত করছ যারা নির্জীব জড় পদার্থ, যারা শুনেওনা, দেখেওনা এবং বুঝেওনা। তাদেরতো এতটুকুও অনুভূতি নেই যে, কখন কিয়ামাত হবে? তাহলে কি করে তোমরা ঐ মূর্তিদের/মৃত ব্যক্তিদের কাছে উপকার ও সাওয়াব লাভের আশা করছ? এই আশাতো ঐ আল্লাহর কাছেই করা উচিত যিনি সমস্ত কিছুর খবর রাখেন এবং যিনি সারা বিশ্বের রাব্ব!

২২। তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।	٢٢. إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ
২৩। এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা	٢٣. لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا

يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ	**প্রকাশ করে; তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেননা।**

আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র সত্য মা'বূদ। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি এক একক, অংশীবিহীন এবং অভাবমুক্ত। কাফিরদের অন্তর ভাল কথা অস্বীকারকারী। তারা সত্য কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এক আল্লাহর যিক্র শুনে তাদের অন্তর ম্লান হয়ে পড়ে।

أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ

সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫)

وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৫) কিন্তু অন্যদের যিক্র শুনে তাদের অন্তর খুলে যায়। তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে অহংকার প্রকাশ করে। তাদের অন্তরে ঈমান নেই এবং তারা ইবাদাতে অভ্যস্তও নয়। এ সব লোক অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)

أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোপনীয় ও প্রকাশ্য কথা সম্যক অবগত। প্রত্যেক আমলের উপর তিনি পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি অহংকারকারীদের ভালবাসেননা।

২৪। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী।	٢٤. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
২৫। ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে; হায়! তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট!	٢٥. لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ

আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাসকারীদের প্রতি রয়েছে ধ্বংস এবং আযাবের উপর আযাব

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের যখন বলা হয় ঃ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ আল্লাহর কিতাবে কি অবতীর্ণ করা হয়েছে? তখন তারা প্রকৃত উত্তর দান থেকে সরে গিয়ে হুট করে বলে ফেলে ঃ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ এতে পূর্ববর্তীদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই অবতীর্ণ করা হয়নি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫)

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সৎ পথ খুঁজে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৮) ঐগুলিই লিখে নেয়া হয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় বার বার পাঠ করা হচ্ছে। সুতরাং তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করছে। প্রকৃত পক্ষে তারা একটা কথার উপর স্থির থাকতে পারেনা। আর তাদের সমস্ত উক্তি বাজে ও ভিত্তিহীন হওয়ার এটাই বড় প্রমাণ। কখনও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুকর বলে, কখনও বলে কবি, কখনও বলে ভবিষ্যদ্বক্তা, আবার কখনও বলে পাগল। অতঃপর তাদের বৃদ্ধগুরু ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল। এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। (সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ১৮-২৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

আমি তাদেরকে এই পথে এ জন্যই চালিত করেছি যে, তারা যেন তাদের নিজেদের পাপসহ তাদের অনুসারীদের পাপও নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নেয়। সুতরাং তাদের ঐ উক্তির ফল হবে অতি মারাত্মক। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ 'যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে সে ওটা মান্যকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করে, কিন্তু মান্যকারীদের সাওয়াবের একটুও কমতি হয়না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কাজের দিকে আহ্বান করে সে ওটা পালনকারীদের সমপরিমাণ পাপের অধিকারী এবং অসৎ কাজের লোকের পাপ মোটেই কম করা হয়না। (মুসলিম ৪/২০৬০) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيَحۡمِلُنَّ أَثۡقَالَهُمۡ وَأَثۡقَالاً مَّعَ أَثۡقَالِهِمۡ ۖ وَلَيُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ

এবং তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা; এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৩)

لِيَحۡمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةً يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۙ وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيۡرِ عِلۡمٍ

ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা তাদের নিজেদের পাপের বোঝাতো বহন করবেই, এর সাথে সাথে তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছে তাদের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। আর এ কারণে অনুসারীদের পাপের বোঝা মোটেই লাঘব করা হবেনা। (তাবারী ১৭/১৯০)

২৬। তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল। আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির।	٢٦. قَدۡ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنۡيَـٰنَهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَأَتَـٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ
২৭। পরে কিয়ামাত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন	٢٧. ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ يُخۡزِيهِمۡ

وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَـٰٓقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ	**এবং বলবেন ঃ কোথায় আমার সেই সব শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতন্ডা করতে? যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে ঃ নিশ্চয়ই আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য।**

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আচরণ এবং তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদানের বর্ণনা

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ *তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল।* আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, চক্রান্তকারী দ্বারা নমরূদকে বুঝানো হয়েছে যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। (তাবারী ১৭/১৯৩) যমীনে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশি ঔদ্ধত্যপনা সে'ই দেখিয়েছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা *নাখতে নাসর* সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেও বড় চক্রান্তকারী ছিল। কাফির ও মুশরিকরা যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করছে, এটা তাদের আমল বিনষ্ট হওয়ারই দৃষ্টান্ত। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا

তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২২) তারা সর্বপ্রকারের কৌশল অবলম্বন করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং তাদেরকে শিরকের কাজে উৎসাহিত করেছিল। তাই কিয়ামাতের দিন তাদের অনুসারীরা তাদেরকে বলবে ঃ

بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا

প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِد আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

كُلَّمَآ أَوۡقَدُواْ نَارًا لِّلۡحَرۡبِ أَطۡفَأَهَا ٱللَّهُ

যখনই তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ইচ্ছা করে তখনই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৪) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ

কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারনাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর! (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَتَى ٱللَّهُ بُنۡيَٰنَهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَأَتَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ. ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُخۡزِيهِمۡ

আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির। পরে কিয়ামাত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৬-২৭)

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ

ঐ সময় গোপনীয় সবকিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) এবং ভিতরের সবকিছু বের হয়ে যাবে। সেইদিন সমস্ত ব্যাপার উদঘাটিত হয়ে পড়বে।

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার পিছনে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমান অনুযায়ী একটি পতাকা স্থাপন করা হবে এবং ঘোষণা

করে দেয়া হবে ঃ ‘এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক বিশ্বাসঘাতক’। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৮, মুসলিম ৩/১৩৬০)

অনুরূপভাবে এই লোকদেরকেও হাশরের মাইদানে সকলের সামনে অপদস্থ করা হবে যারা গোপনে ষড়যন্ত্র করত। তাদেরকে তাদের রাব্ব ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করবেন ঃ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ আজ কোথায় আমার সেই শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বাক বিতন্ডা করতে? তারা আজ তোমাদের সাহায্য করছেনা কেন?

مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلۡ يَنصُرُونَكُمۡ أَوۡ يَنتَصِرُونَ

তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৯৩) আজ তোমরা বন্ধু ও সহায়হীন অবস্থায় রয়েছ কেন?

فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

সেদিন তার কোন ক্ষমতা থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১০) তারা এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব হয়ে যাবে। তারা হয়ে যাবে সেই দিন সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর ও অসহায়। তারা জেনে যাবে যে, পালানোর আর কোন পথ নেই। ঐ সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যারা যে সব আলেম দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টজীবের কাছে সম্মানের পাত্র, তাঁরা বলবেন ঃ

إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ লাঞ্ছনা ও শাস্তি আজ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবং তাদের বাতিল উপাস্যরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

২৮। মালাইকা তাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে ঃ আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা। হ্যাঁ, তোমরা যা	٢٨. ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡۖ فَأَلۡقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعۡمَلُ مِن سُوٓءِۭۚ بَلَىٰٓ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	**করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।**
٢٩. فَٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ	**২৯। সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর সেখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!**

মৃত্যুর সময় ও পরে কাফিরদের দুরাবস্থা

আল্লাহ তা'আলা এখানে নিজেদের উপর যুল্‌মকারী মুশরিকদের জান কবযের সময়ের অবস্থা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন মালাইকা তাদের প্রাণ বের করার জন্য আগমন করেন তখন তারা (আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ) শোনার ও মেনে চলার কথা অঙ্গীকার করে এবং সাথে সাথে নিজেদের কৃতকর্ম গোপন করে নিজেদেরকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে। তারা বলে ঃ

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ *আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা।* কিয়ামাতের দিনও আল্লাহর সামনে তারা শপথ করে বলবে ঃ

وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৮) যেমন দুনিয়ায় তারা জনগণের সামনে শপথ করে করে বলত যে, তারা মুশরিক নয়। উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ

بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فَٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ

হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সেই বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য; দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৮-২৯)

সেখানকার জায়গা খারাপ, খুব খারাপ। সেখানে আছে শুধুমাত্র লাঞ্ছনা ও অপমান। এটা হচ্ছে ঐ লোকদের প্রতিফল যারা গর্বভরে আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করেনা। মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের রূহ জাহান্নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায় এবং কাবরে তাদের দেহের উপর জাহান্নামের প্রখরতা ও ওর আক্রমন আসতে থাকে। কিয়ামাতের দিন তাদের আত্মাগুলি তাদের দেহগুলির সাথে মিলিত হয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে আর মৃত্যুও হবেনা এবং তাদের শাস্তি ও হালকা করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬)

ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৬)

৩০। আর যারা মুত্তাকী তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে ঃ মহা কল্যাণ। যারা সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে এই

٣٠. وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا۟ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَـٰذِهِ

دুনিয়ার মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট; আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম!	ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ ٱلۡأَخِرَةِ خَيۡرٌ ۚ وَلَنِعۡمَ دَارُ ٱلۡمُتَّقِينَ
৩১। ওটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে; ওর পাদদেশে স্রোতস্বিনী নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তা'ই থাকবে; এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে।	٣١. جَنَّٰتُ عَدۡنٍ يَدۡخُلُونَهَا تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ۖ لَهُمۡ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجۡزِي ٱللَّهُ ٱلۡمُتَّقِينَ
৩২। মালাইকা যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়, (তাদেরকে) বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর।	٣٢. ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

অহী সম্পর্কে মু'মিনদের বাক্য, মৃত্যুর সময় ও পরে তাদের সুখাবস্থা

মন্দ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন তাদের বিপরীত ভাল লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। মন্দ লোকদের উত্তর ছিল ঃ 'এই কিতাবে অর্থাৎ কুরআনে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।' কিন্তু ভাল লোকদের উত্তর হবে ঃ 'এই কিতাব হচ্ছে দয়া ও রাহমাতের সুসংবাদ বহনকারী। যে কেহ এটি মেনে চলবে এবং এর উপর আমল করবে, সে পরিপূর্ণভাবে করুণা

ও কল্যাণ লাভ করবে।’ এরপর মহান আল্লাহ খবর দিচ্ছেন ঃ **لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ** আমি রাসূলদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যারা পার্থিব জগতে ভাল কাজ করবে তারা উভয় জগতেই খুশী থাকবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে ভাল কাজ করবে এবং মু’মিন হবে, আমি তাকে অতি পবিত্র জীবন দান করব এবং তার আমলের বিনিময়ও অবশ্যই প্রদান করব। উভয় জগতে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৭) ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, আখিরাতের ঘর দুনিয়ার ঘর অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর ও উত্তম। সেখানকার পুরস্কার এখানকার পুরস্কার অপেক্ষা অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী। যেমন কারুনের ধন-সম্পদের আকাংখাকারীদেরকে আলেমগণ বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ

আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা সৎ কর্মশীলদের জন্য বহুগুণে উত্তম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৮) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। (সূরা আ’লা, ৮৭ ঃ ১৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ

তোমার জন্য পরবর্তী সময়তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৪) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ পরকালের আবাসস্থল মুত্তাকীদের জন্য কত উত্তম! **جَنَّتُ عَدْنٍ** শব্দদ্বয় **دَارُ الْمُتَّقِيْنَ** হতে বদল হয়েছে। অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতে জান্নাতে আদ্‌ন বা স্থায়ী জান্নাত রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ওর বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের নিম্নদেশে সদা প্রস্রবণ প্রবাহিত রয়েছে। **لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤُونَ** তারা সেখানে যা চাবে তা'ই পাবে।

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭১)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আল্লাহভীরুদেরকে এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন। তাদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তারা শির্‌ক করা থেকে মুক্ত থাকে এবং সব রকমের কলুষতা থেকে পবিত্র থাকে। মালাক/ফেরেশতা এসে তাদেরকে সালাম করেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন।' যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রাব্ব আল্লাহ, অতঃপর এতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাক/ফেরেশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।' আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।' (সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ ঃ ৩০-৩২) এই বিষয়ের হাদীসগুলি আমরা নিম্ন আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি।

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ

যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৭)

৩৩। তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের কাছে মালাক/ফিরেশতা আগমনের অথবা তোমার রবের শাস্তি আগমনের; আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করত।	٣٣. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
৩৪। সুতরাং তাদের প্রতি আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কর্মের শাস্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল ওটাই যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।	٣٤. فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

অবিশ্বাসীরা ঈমান না আনার কারণে শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলছেন ঃ ‘তারাতো শুধু ঐ মালাইকা/ফিরেশতাদের অপেক্ষা করছে যারা তাদের রুহ্ কব্য করার জন্য আগমন করবে অথবা তারা কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে এবং অপেক্ষা করছে ওর

ভয়াবহ অবস্থার। এদের মতই এদের পূর্ববর্তী মুশরিকদের অবস্থাও ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে তাদের কাছে কিতাব এবং রাসূল প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি তাদের ওযর শেষ করে দেন। এর পরেও যখন তারা অস্বীকৃতি ও হঠকারিতার উপর রয়েই গেল তখন তিনি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। রাসূলদের ভীতি প্রদর্শনকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দেয়।

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ সুতরাং এর শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে। আল্লাহ তাদের উপর যুল্‌ম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছিল। এ জন্যই কিয়ামাতের দিন তাদেরকে বলা হবে ঃ

هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

এটাই হচ্ছে ঐ আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৪)

৩৫। মুশরিকরা বলে ঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ-পুরুষরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতামনা এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতামনা। তাদের পূর্ববর্তীরাও এই রূপই করত; রাসূলদের কর্তব্যতো শুধু সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।	٣٥. وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ نَّحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ
৩৬। আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ	٣٦. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ

أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ	দেয়ার জন্য আমিতো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিনাম কি হয়েছে!
٣٧. إِن تَحۡرِصۡ عَلَىٰ هُدَىٰهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ	৩৭। তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

মূর্তি পূজকদের শির্কের স্বপক্ষে বিতর্ক করার জবাব

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উল্টা বুঝের খবর দিচ্ছেন যে, তারা পাপ করছে, শির্ক করছে, হালালকে হারাম করছে। যেমন পশুগুলিকে তাদের দেবতাদের নামে যবাহ করছে আর বলছে ঃ

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا

مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ যদি আল্লাহ আমাদের অগ্রজদের এই কাজ অপছন্দ করতেন তাহলে তখনই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন।

কোন কোন পশুর ব্যাপারে তাদের ছিল অদ্ভুত কুসংস্কার। যেমন বাহিরাহ, সাইবাহ, ওয়াসিলাহ এবং আরও অনেক নামকরণীয় পশু। তারা এসব নতুন

নতুন নামকরণ করে নতুন পন্থা আবিস্কারের মাধ্যমে নিজেদের উপর শির্ক ও বিদ'আতী আমল চাপিয়ে নিয়েছে যে ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন প্রত্যাদেশ নাযিল করা হয়নি। এসব অন্যায় কাজের ব্যাপারে তাদের যুক্তি হল ঃ আল্লাহ সুবহানাহু যদি এগুলো অপছন্দ করতেন তাহলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দানের মাধ্যমে এ কাজগুলোকে বন্ধ করে দিতেন অথবা আমরা যাতে তা করতে না পারি সেই ব্যবস্থা করতেন। তাদের এ ধরণের ভ্রান্ত মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ তোমরা যা মনে করছ তা নয়, তোমাদের এ আচরণকে আল্লাহ তা'আলা শুধু অপছন্দই করছেননা, বরং এরূপ আচরণকারীকেও তিনি সর্বতোভাবে ধিক্কার জানাচ্ছেন এবং তোমাদের এ ধরণের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তোমাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠি এবং প্রত্যেক যুগে আমি নাবী পাঠিয়েছি। সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। আমার বান্দাদের মধ্যে আমার আহকামের দা'ওয়াত তারা পুরাপুরি ও স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছে। সকলকেই তারা বলেছে ঃ **أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ**

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও তাগুতকে বর্জন কর।

সর্বপ্রথম যখন যমীনে শির্কের উদ্ভব হয় তখন আল্লাহ তা'আলা নূহকে (আঃ) নাবুওয়াত দান করে প্রেরণ করেন। আর সর্বশেষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'খাতিমুন মুরসালীন' ও রাহমাতুললিল 'আলামীন' উপাধি দিয়ে নাবী বানিয়ে দেন, যাঁর দা'ওয়াত ছিল যমীনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দানব ও মানবের জন্য। সমস্ত নাবীরই একই দা'ওয়াত ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةً يُعۡبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

প্রত্যেক উম্মাতের রাসূলের দা'ওয়াত ছিল তাওহীদের শিক্ষা দান এবং তাগুত থেকে দূরে থাকার আহ্বান। সুতরাং মুশরিকরা কি করে নিজেদের শির্কের উপর আল্লাহর সম্মতির দলীল আনয়ন সমীচীন মনে করছে এবং বলছে ঃ **لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ** *আল্লাহ ইচ্ছা করলে তিনি ব্যতীত আমরা অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতামনা।* আল্লাহ তা'আলার চাহিদা তাঁর শারীয়াতের মাধ্যমে অবগত হওয়া অতি সহজ এবং এর প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই যেহেতু নাবী/রাসূলগণ প্রত্যেকে নিজ জবানীতে তাদের কাওমের লোকদেরকে এ বিষয়ে দা'ওয়াত দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তাদেরকে শির্কের উপর ছেড়ে দেয়া অন্য কথা। এটা গৃহীত দলীল হতে পারেনা। আল্লাহ চাইলে সবাইকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তাদের তাকদীর তাদের আমলের উপর জয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলাতো জাহান্নাম ও জাহান্নামীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। শাইতান এবং কাফিরদের এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তিনি স্বীয় বান্দাদের কুফরীর উপর কখনওই সন্তুষ্ট নন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ রাসূলদের মাধ্যমে সতর্কীকরণের পর কাফির ও মুশরিকদের উপর পার্থিব শাস্তিও এসেছে। কেহ কেহ ঈমান এনেছে এবং কেহ কেহ পথভ্রষ্টতার উপরই রয়ে গেছে। হে মু'মিনগণ! তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের পরিণাম দেখে নাও। অর্থাৎ অতীতের ঘটনাবলী যাদের জানা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তোমরা জেনে নাও যে,

دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَٰفِرِينَ أَمْثَٰلُهَا

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১০)

وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

এবং এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কি রূপ হয়েছিল আমার শাস্তি! (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে রাসূল! তুমি এই কাফিরদেরকে হিদায়াত করার জন্য আগ্রহী হচ্ছ বটে, কিন্তু এটা নিস্ফল হবে। কারণ আল্লাহ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪১) নূহ (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ

আর আমার মঙ্গল কামনা (নাসীহাত) করা তোমাদের উপকারে আসতে পারেনা, তা আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাইনা কেন, যদি আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৩৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেননা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে হিদায়াত দানকারী কেহ নেই এবং তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

হে নাবী! যাদের উপর তোমার রবের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন চলে আসে, যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি ঃ

فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তা'ই হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তাই তিনি বলেন ঃ যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে আল্লাহর পরে তাকে পথ দেখাতে পারে? অর্থাৎ কেহ নেই।

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ সেই দিন তাদের এমন কোন সাহায্যকারী থাকবেনা যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

৩৮। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে ঃ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। কেন নয়? তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।	٣٨. وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
৩৯। তিনি পুনরুত্থিত করবেন, যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে	٣٩. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ

فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَـٰذِبِينَ	**স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য এবং যাতে কাফিরেরা জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।**
٤٠. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	**৪০। আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি 'হও,' ফলে তা হয়ে যায়।**

পুনর্জীবন সত্য, এর পিছনে হিকমাত রয়েছে, আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যেহেতু তারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা, সেহেতু অন্যদেরকেও এই বিশ্বাস হতে দূরে সরিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তারা আল্লাহর নামে শক্ত শপথ করে বলে ঃ মারা যাবার পর পুনরায় জীবিত করে কিয়ামাত দিবসে বিচার করা হবে বলে যা বলা হয়েছে তা সত্য নয়। তারাতো মনে করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের দাবীই যেহেতু মিথ্যা, তাই কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার তাঁর দাবীও মিথ্যা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের দাবী খন্ডন করে বলেন ঃ

بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا অবশ্যই কিয়ামাত সংঘটিত হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশতঃ রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এবং কুফরীর গহ্বরে পড়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া এবং দেহের পুনরুত্থানের কিছু নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। একটি এই যে, যেন এর মাধ্যমে পার্থিব মতভেদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা কামার, ৫৩ ঃ ৩১) আর কাফিরদের আকীদায়, কথায় এবং কসমে মিথ্যাবাদী হওয়া যেন প্রমাণিত হয়ে যায়। ঐ সময় তারা সবাই দেখে নিবে যে, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে ঃ

هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৪-১৬)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় অসীম ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি যা চান তা'ই করতে পারেন। কোন কিছু হতে তিনি অপারগ নন। কোন জিনিসই তার অধিকার বহির্ভূত নয়। তিনি যা করতে চান সেই সম্পর্কে শুধু বলেন ঃ 'হও' সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। কিয়ামাতও শুধু তাঁর এ রকম হুকুমেরই কাজ। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয় আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি ঃ 'হও,' ফলে তা হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি একবার মাত্র আদেশ করি এবং সাথে সাথে তা হয়ে যায়। গুরুত্ব আরোপের জন্য তাঁর দ্বিতীয়বার আদেশ করার প্রয়োজন হয়না। এমন কেহ নেই যে তার বিরোধিতা করতে পারে। তিনি এক ও মহাপ্রতাপান্বিত। তিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের মালিক। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া নেই কোন মা'বূদ, নেই কোন শাসনকর্তা, নেই কোন রাব্ব এবং নেই কোন ক্ষমতাবান।

৪১। যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরাত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস প্রদান করব এবং আখিরাতের পুরস্কারইতো শ্রেষ্ঠ। হায়! তারা যদি ওটা জানত!	٤١. وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗۖ وَلَأَجۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ
৪২। তারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।	٤٢. ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ

হিজরাতকারীগণের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাঁর পথে হিজরাতকারীদের পুরস্কার সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মাতৃভূমি, বন্ধু-বান্ধব এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে তাঁর পথে হিজরাত করে, তাদের প্রতিদান হিসাবে ইহকাল ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে মহামর্যাদা ও সম্মান। খুব সম্ভব এই আয়াত দু'টি আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়ার) হিজরাতকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মাক্কায় মুশরিকদের কঠিন উৎপীড়ন সহ্য করার পর আবিসিনিয়ায় হিজরাত করেন, যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহর দীনের উপর আমল করতে পারেন। তাদের গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে ছিলেন ঃ (১) উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ), (২) তার সাথে তার স্ত্রী রুকাইয়াও (রাঃ) ছিলেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা, (৩) জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই এবং (৪) আবূ সালমাহ ইব্ন আবদিল আসাদ (রাঃ) প্রমুখ। তারা সংখ্যায় প্রায় ৮০ জন ছিলেন। তারা সবাই ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন।

لَنبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً আল্লাহ তা'আলা এসব সত্যের সাধকদের সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তম জায়গা দান করবেন, যেমন মাদীনা। আর এও বলা হয়েছে যে, তারা পবিত্র জীবিকা এবং দেশও বিনিময় হিসাবে প্রাপ্ত হবেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর ভয়ে যে জিনিস ছেড়ে যান, আল্লাহ তাদেরকে সেই জিনিস কিংবা ওর চেয়ে উত্তম জিনিস দান করেন। এই দরিদ্র মুহাজিরদের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে শাসন ক্ষমতা ও বিচার ব্যবস্থা অর্পণ করেছিলেন এবং দুনিয়ায় তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। এখনও আখিরাতের প্রতিদান ও পুরস্কারতো বাকী আছেই। সুতরাং যারা হিজরাত করা থেকে বিরত থাকে তারা যদি মুহাজিরদের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত থাকত তাহলে অবশ্যই তারা হিজরাতের ব্যাপারে অগ্রগামী হত।

এই পবিত্র লোকদের আরও গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে যে সব কষ্ট তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে তা তারা সহ্য করেছেন, আর তারা ভরসা করেছেন আল্লাহর উপর। এ কারণেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তারা দুই হাতে লুটে নিয়েছেন।

৪৩। তোমার পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।	٤٣. وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ
৪৪। প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।	٤٤. بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ

পৃথিবীতে বাণী বাহক হিসাবে মানুষকেই নিযুক্ত করা হয়েছে

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেন তখন আরাববাসীরা অথবা তাদের অনেকেই স্পষ্টভাবে তাঁকে অস্বীকার করে এবং বলে ঃ 'আল্লাহর শান্‌ বা মাহাত্ম এর থেকে বহু উর্ধ্বে যে, তিনি কোন মানুষকে তাঁর রাসূল করে পাঠাবেন।' এর বর্ণনা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (হে নাবী!) আমি তোমার পূর্বে যত নাবী পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাই মানুষ ছিল, তাদের কাছে আমার অহী আসত। সুতরাং (তোমাদের বিশ্বাস না হলে) তোমরা আসমানী কিতাবধারীদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তারা মানুষ ছিল নাকি মালাক ছিল? যদি তারাও মানুষ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের এই উক্তি হতে ফিরে এসো। আর যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, নাবুওয়াতের ক্রমধারা মালাইকার মধ্যেই জারী ছিল তাহলে তোমরা এই নাবীকে অস্বীকার করলে কোন দোষ হবেনা। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) তাঁরা কোন আসমানবাসী ছিলনা। (তাবারী ১৭/২০৮)

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আহলে যিক্‌র দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/২০৮) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّى هَلۡ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولاً. وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً

বল ঃ পবিত্র ও মহান আমার রাব্ব! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৩-৯৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِى ٱلۡأَسۡوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যত রাসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই পানাহার করত এবং বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَا جَعَلۡنَـٰهُمۡ جَسَدًا لَّا يَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَـٰلِدِينَ

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতনা। তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮) আল্লাহ আ'আলা বলেন ঃ

قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

তুমি বল ঃ আমিতো এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

আমিতো তোমাদের মতই মানুষ, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১১০)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এখানেও এরশাদ করেন ঃ তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবীদের জিজ্ঞেস করে দেখ যে, নাবীগণ মানুষ ছিল, নাকি মানুষ ছিলনা? অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ তিনি রাসূলদেরকে দলীল প্রমাণসহ প্রেরণ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, *'যুবূর'* শব্দটি *'যাবূর'* শব্দের বহু বচন। আরাবরা বলে থাকে *'যাবুরাতুল কিতাব'* অর্থাৎ আমি একটি পুস্তক লিখেছি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ

তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫২) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫) এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ আমি তোমার উপর 'যিক্‌র' অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এই কারণে, যেহেতু তুমি এর ভাবার্থ পূর্ণরূপে অবগত আছ সেহেতু তুমি ওটা মানুষকে বুঝিয়ে দিবে। হে নাবী! তুমিই এর প্রতি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী, তুমিই এর সবচেয়ে বড় আলেম। আর তুমিই এর উপর সবচেয়ে বড় আমলকারী। কেননা তুমি মাখলূকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক এবং আদম সন্তানদের নেতা। এই কিতাবে যা সংক্ষিপ্তভাব রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত। লোকদের উপর যা কঠিন হবে তা তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবে। **وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ** যাতে তারা জেনে বুঝে সুপথ প্রাপ্ত হতে পারে এবং সফলকাম হয়। আর যেন উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করে।

৪৫। যারা দুস্কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা, অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের ধারণাতীত?	٤٥. أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
৪৬। অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে	٤٦. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ

ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা।	فَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ
৪৭। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।	٤٧. أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّفٖ فَإِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٌ

অপরাধীরা কিভাবে নির্ভয় হয়ে গেছে?

সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ তা'আলা নিজে অবগত থাকা সত্ত্বেও, সহনশীলতা, ক্রোধ সত্ত্বেও নিজের মেহেরবানীর খবর দিচ্ছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে নিজের পাপী বান্দাদের যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন এবং তাদের অজান্তে তাদের উপর শাস্তি আনয়ন করতে পারেন। কিন্তু নিজের সীমাহীন মেহেরবানীর কারণে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা? আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝটিকা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭, ১৬-১৭)

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ আবার এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ ষড়যন্ত্রকারী দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে তাদের চলা-ফিরা, আসা-যাওয়া, খাওয়া এবং উপার্জন করা অবস্থায়ই পাকড়াও করেন। সফরে, বাড়ীতে, দিনে-রাতে যখন ইচ্ছা তাদেরকে ধরে ফেলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا بَيَٰتٗا وَهُمۡ نَآئِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে- এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ-প্রমোদে রত থাকবে? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৭-৯৮)

আল্লাহকে কোন ব্যক্তি বা কোন কাজ অপারগ করতে পারেনা, তিনি পরাজিত ও ক্লান্ত হওয়ার নন এবং তিনি অকৃতকার্য হওয়ারও নন। এও হতে পারে যে, তারা ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ ধরে ফেলবেন। তাহলে দুটো শাস্তি একই সাথে হয়ে যাবে। একটা হল ভয়, আর অপরটা হল পাকড়াও। একটি হল মৃত্যু, অন্যটি হল ত্রাস।

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ কিন্তু মহান আল্লাহ, বিশ্বরাব্ব বড়ই করুণাময়। এ কারণেই তিনি তাড়াহুড়া করে পাকড়াও করেননা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, স্বভাব বিরুদ্ধ কথা শুনে ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশী ধৈর্যধারণকারী আর কেহই নেই। লোকেরা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে খাদ্য দিচ্ছেন এবং সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৬০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন অকস্মাৎ পাকড়াও করেন এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

তোমার রাব্ব এভাবেই কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠিন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) অন্যত্র বলা হয়েছে

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৮)

৪৮। তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদাহয় নত হয়?	٤٨. أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُۥ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَٰخِرُونَ
৪৯। আল্লাহকেই সাজদাহ করে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং মালাইকাও; তারা অহংকার করেনা।	٤٩. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
৫০। তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রাব্বকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে। (সাজদাহ)	٥٠. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩

প্রত্যেকেই আল্লাহকে সাজদাহ করে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও মহিমার খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত মাখলূক তাঁর অনুগত ও দাস। জড় পদার্থ, প্রাণীসমূহ, মানব, দানব, মালাইকা এবং সারা জগত তাঁর বাধ্য। প্রত্যেক জিনিস সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সামনে নানা প্রকারে নিজেদের অপারগতা ও শক্তিহীনতার প্রমাণ পেশ করে থাকে। তারা ঝুঁকে তাঁর সামনে সাজদাহবনত হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া মাত্রই সমস্ত জিনিস বিশ্বের রবের সামনে সাজদাহয় অবনত হয়। (তাবারী ১৭/২১৭) সব কিছু তাঁর সামনে অপারগ, দুর্বল ও শক্তিহীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ পাহাড় ইত্যাদির সাজদাহ হচ্ছে ওর ছায়া। আবূ গালিব আশ শাইবানী (রহঃ) বলেন ঃ সমুদ্রের তরঙ্গমালা হচ্ছে ওর সালাত।

ওগুলিকে যেন বিবেকবান মনে করে ওগুলির প্রতি সাজদাহর সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাই তিনি বলেন ঃ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ যমীন ও আসমানের সমস্ত প্রাণী তাঁর সামনে সাজদাহবনত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ

আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায়। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৫) মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলীও নিজেদের মান-মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহর সামনে সাজদাহয় পতিত হন। তাঁর দাসত্ব করার ব্যাপারে তারা অহংকার করেননা।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে তাঁরা কাঁপতে থাকেন এবং তাঁদেরকে যা আদেশ করা হয় তা প্রতিপালনে তাঁরা সদা ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা না অবাধ্য হন, আর না অলসতা করেন।

৫১। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করনা; তিনিইতো একমাত্র ইলাহ, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।	٥١. وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَـٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ
৫২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই; এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য; তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করবে?	٥٢. وَلَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ

৫৩। তোমরা যে সব অনুগ্রহ ভোগ কর তাতো আল্লাহরই নিকট হতে। অধিকন্ত যখন দুঃখ দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর।	٥٣. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ
৫৪। আবার যখন (আল্লাহ) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে ,	٥٤. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
৫৫। আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই জানতে পারবে।	٥٥. لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

একমাত্র আল্লাহই ইবাদাত পাবার যোগ্য

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ এক আল্লাহ ছাড়া আর কেহই ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি শরীকবিহীন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং রাব্ব।

وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا *এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মাইমূন ইব্ন মাহরান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'চিরদিনের জন্য'। (তাবারী ১৭/২২২) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন 'অবশ্য পালনীয়'। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'একমাত্র তাঁরই জন্য'। অর্থাৎ যারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে তাদের সবার ইবাদাত করতে হবে শুধুমাত্র এক আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তাহলে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৩) সুতরাং তোমরা খাঁটিভাবে তাঁরই ইবাদাত করতে থাক। তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করা হতে বিরত থাক।

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ

নিখুঁত দীন একমাত্র আল্লাহরই। (সূরা আলে ইমরান, ৩৯ ঃ ৩) আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছুর একক মালিক তিনিই। লাভ ও ক্ষতি তাঁরই ইচ্ছাধীন। যত কিছু নি'আমাত বান্দার হাতে রয়েছে সব কিছুই তাঁরই নিকট হতে এসেছে। জীবিকা, নি'আমাত, নিরাপত্তা, অটুট স্বাস্থ্য এবং সাহায্য সবই তাঁর পক্ষ হতে আগত। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ বান্দার উপর রয়েছে।

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ জেনে রেখ, এতগুলি নি'আমাত পাওয়ার পরেও তোমরা এখনও তাঁরই মুখাপেক্ষী রয়েছ। দুঃখ ও বিপদ-আপদের সময় তোমরা তাঁকেই স্মরণ করে থাক। কঠিন বিপদের সময় কেঁদে কেঁদে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তোমরা তাঁরই দিকে ঝুকে পড়। যখন বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড় তখন তোমরা তোমাদের ঠাকুর, দেবতা, প্রতিমা/মূর্তি, পীর, ফকীর, অলী, নাবী সবাইকেই ভুলে যাও এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঐ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করতে থাক।

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭)

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ

আবার যখন (আল্লাহ) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৪-৫৫)

এখানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, উদ্দেশ্য সফল হওয়া মাত্রই অনেক লোক চোখ ফিরিয়ে নেয়। আমি তাদের এই স্বভাব এ জন্যই করেছি যে, তারা আল্লাহর নি'আমাতের উপর পর্দা ফেলে দেয় এবং তা অস্বীকার করে, অথচ প্রকৃত পক্ষে নি'আমাত দানকারী এবং বিপদ-আপদ দূরকারী আমি ছাড়া আর কেহই নেই।

এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন ঃ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ দুনিয়ায় তোমরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও এবং সুখ ভোগ করতে থাক। কিন্তু এর পরিণাম ফল সত্বরই জানতে পারবে।

৫৬। আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেনা। শপথ আল্লাহর! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই।	٥٦. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَٰهُمْ ۗ تَٱللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ
৫৭। তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত, এবং তাদের জন্য ওটাই যা তারা কামনা করে।	٥٧. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ
৫৮। তাদের কেহকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো	٥٨. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم

بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ	হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।
٥٩. يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ	৫৯। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!
٦٠. لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوۡءِۖ وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ	৬০। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী। আর আল্লাহতো মহত্তম প্রকৃতির সদৃশ; এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

মুশরিকরা যাদের নামে শপথ করে তাদেরকেও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অসদাচরণ ও নির্বুদ্ধিতার খবর দিচ্ছেন যে, সবকিছু দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, অথচ তারা অজ্ঞতা বশতঃ তাতে তাদের মিথ্যা মা‘বূদদের অংশ সাব্যস্ত করছে। তারা বলে ঃ

هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৩৬) অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে সাথে তাদের দেব-দেবীর জন্যও একটি অংশ নির্ধারণ করে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেব-দেবীদের অগ্রাধিকার দেয়। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তাঁর মহানত্বের দোহাই দিয়ে বলছেন যে, তাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা এবং দীনের বিকৃতি করার জন্য প্রশ্ন করা হবে। এই লোকদেরকে অবশ্যই এর জবাবদিহি করতে হবে। তাদের এই মিথ্যারোপের প্রতিফল অবশ্যই তারা পাবে এবং তা হবে জাহান্নামের আগুন।

এরপর তাদের দ্বিতীয় অন্যায় ও বোকামীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভকারী মালাইকা হচ্ছেন তাদের মতে আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। এই ভুলতো তারা করেই, তদুপরি মুশরিকরা তাদের ইবাদাতও করে। এটা ভুলের উপর ভুল। এখানে তারা কয়েকটি অপরাধ করল। (১) তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করল, অথচ তিনি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। (২) সন্তানের মধ্যে আবার ঐ সন্তান আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করল যা তারা নিজেদের জন্যও পছন্দ করেনা, অর্থাৎ কন্যা সন্তান।

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২১-২২)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَيَجْعَلُونَ للّٰه الْبَنَات سُبْحَانَهُ** *তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত।* আল্লাহ সুবহানাহু তাদের এ দাবী হতে পবিত্র এবং তারা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ. أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

দেখ তারা মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন? তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি রূপ বিচার কর? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৫১-১৫৪)

وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ তারা পুত্র সন্তানকে তাদের জন্য পছন্দ করছে, অন্যদিকে যে কন্যা সন্তানকে তারা অপছন্দ করে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। তারা যা করে তা কতইনা জঘন্য! তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু পবিত্র।

মূর্তি পূজক মুশরিকরা কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করত

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ যখন তাদেরকে খবর দেয়া হয় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে তখন লজ্জায় তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে কথা বের হতে চায়না। **يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ** তারা লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে, আর তারা চিন্তা করে ঃ এখন কি করা যায়? যদি এ কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখা হয় তাহলে এটাতো খুবই লজ্জার কথা! সেতো উত্তরাধিকারিনীও হবেনা। তাহলে কি তাকে অপমানের সাথে রেখে দিবে, নাকি জীবন্ত কাবর দিবে? জাহিলিয়াতের যামানায় কন্যা সন্তানের ব্যাপারে তাদের এই চিন্তা-ভাবনা ছিল (যা এখনও ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে বিরাজমান রয়েছে)। এই অবস্থাতো তার নিজের। আবার আল্লাহর জন্য তারা এই কন্যা-সন্তানই সাব্যস্ত করে। **أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ** সুতরাং তাদের এই মীমাংসা কতই না জঘন্য! এই বন্টন কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ বন্টন! আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করছে তা নিজের জন্য কঠিন অপমানের কারণ মনে করছে!

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকে সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ১৭) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা হচ্ছে অতি নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী **لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি মহৎ প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, মহিমময় ও মহানুভব।

٦١. وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ	**৬১। আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমা লংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহুর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারবেনা।**
٦٢. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ	**৬২। যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মঙ্গল তাদেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।**

অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ কেহকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেননা

আল্লাহ তা'আলা নিজের ধৈর্য, দয়া, স্নেহ এবং করুণা সম্পর্কে এখানে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বান্দাদের পাপকাজ অবলোকন করার পরেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, সাথে সাথে পাকড়াও করেননা। তিনি যদি সাথে সাথেই ধরে ফেলতেন তাহলে আজ ভূ-পৃষ্ঠে কেহকেও চলতে-ফিরতে দেখা যেতনা। মানুষের পাপের কারণে জীব-জন্তুও ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু মহামহিমান্বিত

আল্লাহ নিজের সহনশীলতা, দয়া, স্নেহ এবং মহানুভবতার গুণে বান্দাদের পাপ ঢেকে রেখে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, অন্যথায় একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতনা।

আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) একটি লোককে বলতে শোনেন ঃ 'অত্যাচারী ব্যক্তি অন্য কারও নয়, বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।' তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'না, না, তা সঠিক নয়। এমন কি তার অত্যাচারের কারণে পাখী তার বাসায় ধ্বংস হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/২৩১)

মুশরিকরা নিজেরা যা অপছন্দ করে তা আল্লাহর জন্য বন্টন করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَيَجْعَلُونَ للّه مَا يَكْرَهُونَ** তারা নিজেরা যা অপছন্দ করে তা'ই আল্লাহর প্রতি তারা আরোপ করে, যেমন কন্যা-সন্তান এবং সম্পদে অংশীদার। আর তারা ধারণা করে যে, এই দুনিয়ায় তারা কল্যাণ লাভ করছে, আর যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয় তাহলে সেখানেও রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ হতে করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর তার রাশ টেনে ধরি তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল তা দূর করার পর আমি যদি তাকে নি'আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই তাহলে সে অবশ্যই বলে ওঠে ঃ আমার উপর থেকে কষ্ট দূর হয়ে গেছে, আর সে তখন খুশী ও অহংকারী হয়ে যায়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯-১০) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

তাকে কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার রাহমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই তাহলে অবশ্যই সে বলে ঃ এটা আমারই জন্য, আর আমি ধারণা করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরেও যাই তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে। সুতরাং অবশ্যই আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের খবর দিব এবং অবশ্যই তাদেরকে ভীষণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ ঃ ৫০)

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৭) সূরা কাহফে দু'জন সঙ্গীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِۦٓ أَبَدًا.

وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

নিজের প্রতি যুল্‌ম করা অবস্থায় সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল এবং (তার সৎ সঙ্গীকে) বলল ঃ আমি মনে করিনা যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে, আর যদি আমি আমার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই-ই তাহলে আমিতো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩৫-৩৬) কিছু লোক রয়েছে যারা মনে করে যে, তাদের অন্য ভাল কাজ দ্বারা উপকার লাভ করবে! এটা কখনও সম্ভব হবেনা। (কি জঘন্য কথা!) কাজ করবে মন্দ, আর আশা রাখবে ভাল! বপন করবে কাটা, আর আশা করবে ফলের! আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ *কোন সন্দেহ নেই, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।* মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন মনযোগ দেয়া হবেনা, তাদের কথাও শোনা হবেনা। (তাবারী ১৭/২৩৩) তাদেরকে বলা হবে ঃ

فَٱلۡيَوۡمَ نَنسَىٰهُمۡ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هَـٰذَا

সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫১) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে আরও বলা হয়েছে مُّفۡرَطُونَ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৭/২৩৪) এ দুইয়ের ব্যাখ্যায় কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে, অতঃপর তাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে। আর ঐ জাহান্নামেই তারা চিরকাল থাকবে।

৬৩। শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে'ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٦٣. تَٱللَّهِ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبۡلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ أَعۡمَـٰلَهُمۡ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلۡيَوۡمَ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৬৪। আমিতো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।	٦٤. وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحۡمَةً لِّقَوۡمٍ يُؤۡمِنُونَ
৬৫। আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা তিনি ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত	٦٥. وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآ ۚ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً لِّقَوۡمٍ يَسۡمَعُونَ	**করেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য।**

রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) পূর্বের নাবীগণের প্রতিও মুশরিকরা একই আচরণ করেছিল

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনার সুরে বলছেন ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি উম্মাতবর্গের নিকট রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। সুতরাং তোমাকেও যে এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। শাইতানী কুমন্ত্রণার কারণে তাদের খারাপ কাজগুলি তাদের কাছে শোভনীয় হচ্ছে। তাদের বন্ধু হচ্ছে শাইতান। কিন্তু সে তাদের কোনই উপকার করবেনা। সে সব সময় তাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে।

فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ঐ দিন শাইতান তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কোনই সাহায্য করতে পারবেনা। তারা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকলেও সেই ডাকে সে সাড়া দিবেনা এবং উপকার করার জন্য এগিয়ে আসবেনা। তাদের সবার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

কুরআন নাযিল হওয়ার কারণ

কুরআনুল কারীম হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব। প্রত্যেক ঝগড়া-বিবাদ ও মতভেদের ফাইসালা এতে বিদ্যমান রয়েছে। وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এটি অন্তরের জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং যে সব ঈমানদার এর উপর আমল করে তাদের জন্য এটি রাহমাত স্বরূপ। এই কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমে কিভাবে মৃত অন্তর জীবন লাভ করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃত যমীন ও মেঘের বৃষ্টি। إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ যারা কথা শোনে ও বুঝে তারা এর দ্বারা অনেক উপদেশ লাভ করতে পারে।

٦٦. وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةً	**৬৬। অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে**

نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيۡنِ فَرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّـٰرِبِينَ	তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।
٦٧. وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرًا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ	৬৭। আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

পশু-পাখি এবং খেজুর-আঙ্গুর ইত্যাদিতে রয়েছে নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً আন্‌আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিও আমার ক্ষমতা ও নিপুণতার নিদর্শন। بُطُوْنِه এর 'ه' সর্বনামটিকে হয়তবা নি'আমাতের অর্থের দিকে ফিরানো হয়েছে অথবা حَيْوَانٌ এর দিকে ফিরানো হয়েছে। চতুষ্পদ জন্তুগুলিও حَيْوَانٌ-ই বটে। نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونه এই চতুষ্পদ জন্তুগুলির পেটের মধ্যে যে আজে বাজে খারাপ জিনিস রয়েছে ওরই মধ্য হতে বিশ্বের রাব্ব আল্লাহ তোমাদের জন্য অত্যন্ত সুদৃশ্য ও সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। অন্য জায়গায় بُطُوْنِهَا রয়েছে। দু'টিই জায়িয। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالصًا উহা রক্তমুক্ত সাদা বর্ণের সুপেয় এবং সুমিষ্ট পানীয়। উহার শরীরের বর্জ ও রক্তের মাঝখানে অবস্থান। পশুর খাদ্য হজম

হওয়ার পর আল্লাহর আদেশে যার যার অংশে বিভিন্ন উপাদানগুলি জমা হয়। রক্ত চলে যায় শিরা-উপশিরায়, দুধ চলে যায় পশুর বাটে (স্তনে), মূত্র চলে যায় মূত্রথলিতে এবং বর্জদ্রব্যগুলো চলে যায় পায়ু পথে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ওদের একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিত হয়না এবং একটির কারণে অন্যটির কোন অসুবিধাও হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ এই খাঁটি দুধ যা পান করতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুস্বাদু ও সুপেয় দুধের বর্ণনা করার সাথে সাথে আর একটি পানীয়ের কথা উল্লেখ করছেন যা পাকা খেজুর ও আঙ্গুরের রস থেকে তৈরী করা হয়, যাকে *'নাবিয'* বলা হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নেশা জাতীয় দ্রব্য হালাল ছিল। পরে এ হালালকৃত পানীয় হারাম ঘোষণা করে নতুন আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا *আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক খাদ্য গ্রহণ করে থাক।* এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, খেজুর ছাড়া আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী পানীয়ও নেশার উদ্রেক করে। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে গম, ভুট্টা, বার্লি, মধু ইত্যাদি থেকে তৈরী নেশা জাতীয় পানীয়ও মদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে ব্যাপারে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়।

سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا *মাদক ও উত্তম খাদ্য।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 'কঠিন পানীয়' (মদ ইত্যাদি) এর অর্থ করেছেন ঐ দু'টি ফল থেকে তৈরী পানীয় যা নিষিদ্ধ এবং উত্তম রিয্ক হল যা খাওয়া বা গ্রহণ করা জায়িয। (তাবারী ১৭/২৪১) যখন ঐ ফলগুলি শুকিয়ে খাদ্যপযোগী করা হয় তখন তা হালাল। আর তা থেকে যখন রস নিংড়ানো হয় তাও হালাল যতক্ষণ না তা কঠিন পানিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ না নেশা ধরে এমন গুণাগুণ অর্জন করে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।* এখানে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর আদেশের বাইরে কোন কাজ করেনা এবং অশ্লীলতা ও লজ্জাজনক কাজ থেকে দূরে থাকে। নেশা করার ফলে যে লজ্জাস্কর ও বেহায়াপনার সৃষ্টি হয় তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে এ থেকে দূরে থাকতে বলেন। তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবন, যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফল-মূল হতে, অথচ তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৪-৩৬)

৬৮। তোমার রাব্ব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে।	٦٨. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
৬৯। এর পর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর। ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।	٦٩. ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

মৌমাছি ও মধুতে রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও শিক্ষা

এখানে অহী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইলহাম বা অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দেয়া। মৌমাছিদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটা বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, ওরা যেন পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং (মানুষের বাড়ীর) ছাদে ওদের মৌচাক তৈরী করে। এই দুর্বল সৃষ্টজীবের ঘরটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়! ওটা কতই না মযবূত, কতই না সুন্দর এবং কতই না কারুকার্য খচিত!

অতঃপর মহান আল্লাহ মৌমাছিদেরকে হিদায়াত করেন যে, ওরা যেন ফল, ফুল এবং ঘাসপাতা হতে রস আহরণ করার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানেই গমনাগমন করে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় যেন সরাসরি নিজেদের মৌচাকে পৌঁছে যায়। উচু পাহাড়ের চূড়া হোক, বৃক্ষ হোক, মরু-প্রান্তর হোক, লোকালয় হোক, জনশূন্য স্থান ইত্যাদি যে স্থানই হোক না কেন ওরা পথ ভুলেনা। যত দূরেই যাক না কেন ওরা প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি নিজেদের মৌচাকে নিজেদের বাচ্চা, ডিম ও মধুতে পৌঁছে যায়। ওরা ডানার সাহায্যে মোম তৈরী করে এবং মুখ দ্বারা জমা করে মধু, পিছনের অংশ দিয়ে বের হয় ডিম। পরদিন আবার তারা মধুর অন্বেষনে মাঠের দিকে চলে যায়।

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً *অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর।* কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত বাধ্য ও অনুগত হয়ে। (তাবারী ১৭/২৪৯) এ আয়াত থেকে আমরা ধারণা পেতে পারি যে, হিজরাতের ব্যাপারটি এখনও জারী আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَذَلَّلْنَـهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭২)

তিনি বলেন ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, লোকেরা মৌচাককে এক শহর হতে অন্য শহর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং মৌমাছিরা তাদেরকে অনুসরণ করে? কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট। অর্থাৎ এটা طَرِيْق বা পথ হতে حَال হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) দু'টিকেই সঠিক বলেছেন। (তাবারী ১৭/২৪৯)

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ মধু সাদা, হলদে, লাল ইত্যাদি বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে। ফল, ফুল ও মাটির রংয়ের বিভিন্নতার কারণেই মধুর

এই বিভিন্ন রং হয়। **فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ** *যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক।* মধুর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চমকের সাথে সাথে ওর দ্বারা রোগ হতেও আরোগ্য লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা বহু রোগ হতে আরোগ্য দান করেন। এখানে **فِيْهِ الشِّفَآءُ لِلنَّاسِ** বলা হয়নি। এরূপ বললে এটা সমস্ত রোগের আরোগ্য দানকারী রূপে সাব্যস্ত হত। বরং **فِيْهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ এতে লোকদের জন্য শিফা (রোগের আরোগ্য) রয়েছে। এটা ঠান্ডা লাগা রোগের প্রতিষেধক। ঔষধ সব সময় রোগের বিপরীত হয়ে থাকে। মধু গরম, কাজেই এটা ঠান্ডা লাগা রোগের জন্য উপকারী।

কাতাদাহ (রহঃ) আবূ আল মুতাওয়াক্কিল আলী ইব্ন দাঊদ আন নাযী (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ 'আমার ভাই পেট খারাপে ভুগছে। (অর্থৎ খুব পায়খানা হচ্ছে)।' তিনি বললেন ঃ 'তাকে মধু পান করতে দাও।' সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। আবার সে এলো এবং বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে মধু পান করতে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার রোগতো আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।' তিনি এবারও বললেন ঃ 'যাও, তাকে মধু পান করাও।' সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। পুনরায় এসে সে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পেটের পীড়া আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ সত্যবাদী এবং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। তুমি যাও এবং তোমার ভাইকে মধু পান করাও। সুতরাং সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। এবার সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করল। (ফাতহুল বারী ১০/১৭৮, মুসলিম ৪/১৭৩২)

কোন কোন ডাক্তার মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবতঃ ঐ লোকটির পেটে ময়লা আবর্জনা খুব বেশী ছিল। মধুর গরম গুণের কারণে ওগুলি হজম হতে থাকে। ফলে ঐ ময়লা আবর্জনা ও উচ্ছিষ্ট অংশগুলি বেরিয়ে যেতে শুরু করে। অতএব পাতলা পায়খানা খুব বেশী হয়ে বেরিয়ে যায়। বেদুঈন ওটাকেই রোগ বৃদ্ধি বলে মনে করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আরও মধু পান করাতে বলেন। এতে ময়লা আবর্জনা পাতলা পায়খানা রূপে আরও বেশী হয়ে নামতে শুরু করে। পুনরায় মধু পান করানোর পর পেট সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয়ে যায় এবং সে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের কথা, যা তিনি আল্লাহর তা'আলার ইঙ্গিতেই বলেছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হয়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টিদ্রব্য ও মধু খুব ভালবাসতেন। (ফাতহুল বারী ১০/৮১, মুসলিম ২/১১০১)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিনটি জিনিসে শিফা বা রোগমুক্তি রয়েছে। শিঙ্গা লাগানো, মধুপান এবং (গরম লোহা দ্বারা) দাগ দিয়ে নেয়া। কিন্তু আমার উম্মাতকে আমি দাগ নিতে নিষেধ করছি।' (ফাতহুল বারী ১০/১৪৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য! অর্থাৎ হে মানবমন্ডলী! মৌমাছির মত অতি দুর্বল ও শক্তিহীন প্রাণীর তোমাদের জন্য মধু ও মোম তৈরী করা, স্বাধীনভাবে বিচরণ করা এবং বাসস্থান চিনতে ভুল না করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা গবেষণা করে তাদের জন্য এতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যের বড় নিদর্শন রয়েছে। এগুলির মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর বিজ্ঞানময়, জ্ঞানী, দাতা এবং দয়ালু হওয়ার দলীল লাভ করতে পারে।

৭০। আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহকে উপনীত করা হয় জরাজীর্ণ বয়সে। ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	٧٠. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

'মানুষের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা' এর অর্থ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ সমস্ত বান্দার উপর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাদের মৃত্যু ঘটাবেন। কেহকে তিনি এত বেশী বয়সে পৌঁছিয়ে থাকেন যে, সে শিশুদের মত

দুর্বল হয়ে পড়ে। আলী (রাঃ) বলেন যে, পঁচাত্তর বছর বয়সে মানুষ এরূপ অবস্থায় উপনীত হয়। তার শক্তি শেষ হয়ে যায়, স্মরণ শক্তি কমে যায়, জ্ঞান হ্রাস পায় এবং বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে।

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রার্থনায় বলতেন ঃ

أَعُوْذُ بِكَ مِن الْبُخْلِ ' وَالْكَسَلِ ' وَالْهَرَمِ ' وَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ' وَعَذَابِ الْقَبْرِ ' وَفِتْنَةِالدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

(হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে, অপারগতা হতে, বার্ধক্য হতে, লাঞ্ছনাপূর্ণ বয়স হতে, কাবরের আযাব হতে, দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৯)

কবি যুহাইর ইব্ন আবী সুলমা তার প্রসিদ্ধ 'মুয়াল্লাকায়' বলেছেন ঃ 'দুঃসহ জীবন জ্বালায় জীবনের প্রতি আমি আজ অনাসক্ত। আর যে ব্যক্তি আশি বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কোন সন্দেহ নেই যে, সে অবসন্ন/ক্লান্ত হয়েই থাকে। মৃত্যুকে আমি অন্ধ উষ্ট্রীর ন্যায় হাত-পা ছুড়তে দেখছি, যাকে পায় প্রাণে মারে, আর যাকে ছাড়ে সে জীবনভারে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।'

৭১। আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয়না যাতে তারা এ বিষয়ে সমান হয়ে যায়;	٧١. وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا۟ بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ

তাহলে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?	سَوَآءٌ ۚ أَفَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ

মানুষের জীবিকার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন ও রাহমাত

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের মা'বূদদেরকে আল্লাহর দাস জানা সত্ত্বেও তাদের ইবাদাতে লেগে রয়েছে। হাজ্জের সময় তারা বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِك

হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে হাযির আছি, আপনার কোন শরীক নেই সে ছাড়া, যে স্বয়ং আপনার দাস। তার অধীনস্থদের প্রকৃত মালিক আপনিই।' সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছেন ঃ 'তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে তোমাদের সমান মনে করনা এবং তোমাদের সম্পদে তাদের অংশীদার হওয়াকে পছন্দ করনা, তখন কি করে আমার গোলামদেরকে আমার সাথে শরীক স্থাপন করছ?' এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقۡنَـٰكُمۡ فَأَنتُمۡ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمۡ كَخِيفَتِكُمۡ أَنفُسَكُمۡ

(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৮)

আল আউফী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ 'তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে

তোমাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রীর সাথে নিজেদের শরীক বানাতে ঘৃণা বোধ করছ তখন আমার গোলামদেরকে কি করে তোমরা আমার ক্ষমতার শরীক করছ?' এটাই হচ্ছে আল্লাহর নি'আমাতকে অস্বীকার করা যে, আল্লাহর জন্য ওটা পছন্দ করা হচ্ছে যা নিজেদের জন্য অপছন্দ করা হয়। এটা হচ্ছে মিথ্যা মা'বূদদের দৃষ্টান্ত। তোমরা নিজেরা যখন ওদের থেকে পৃথক তখন আল্লাহতো এর চেয়ে আরও বেশী পৃথক! বিশ্বরবের নি'আমাতরাশির অকৃতজ্ঞতা এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে যে ক্ষেত-খামার এবং চতুষ্পদ জন্তু এক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা এগুলোকে তিনি ছাড়া অন্যদের নামে উৎসর্গ করছ?

হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) আবূ মূসা আশআ'রীকে (রাঃ) একটি চিঠি লিখেন। চিঠির মর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ

'তুমি আল্লাহর রিয্কে সন্তুষ্ট থাক। নিশ্চয়ই তিনি জীবনোপকরণে তোমাদের কেহকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এটা তাঁর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান যে, যাকে তিনি রিয্কের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সে কিভাবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং তার উপর অন্যান্যদের যে সব হক নির্ধারণ করেছেন তা সে কতটুকু আদায় করছে।' এটি ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

৭২। আর আল্লাহ তোমাদের হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٢. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও আল্লাহর নি'আমাত ও অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার প্রতি তাঁর আর একটি নি'আমাত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ 'আমি বান্দাদের জন্য তাদেরই জাতি হতে এবং তাদেরই আকৃতির ও রীতি-নীতির স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছি। যদি তারা একই জাতির না হত তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল-মিশ ও প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতনা। তারপর এই জোড়ার মাধ্যমে আমি তাদের বংশ বৃদ্ধি করেছি এবং সন্তান-সন্ততি ছড়িয়ে দিয়েছি। তাদের সন্তান হয়েছে এবং সন্তানদের সন্তান হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন।

শুবাহ (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **حَفَدَةً** এরতো একটি অর্থ এটাই, অর্থাৎ পৌত্র। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সেবক ও সাহায্যকারী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ অর্থও করা হয়েছে যে, এর দ্বারা জামাতা সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে। অর্থের অধীনে এসবই চলে আসে।

তবে হ্যাঁ, যাঁদের নিকট **حَفَدَةً** এর সম্পর্ক **اَزْوَاجًا** এর সাথে রয়েছে তাদের মতেতো এর দ্বারা সন্তান, সন্তানের সন্তান, জামাতা এবং স্ত্রীর সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে তোমাদের খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে পানাহারের জন্য উত্তম স্বাদের জিনিস দান করেছেন। সুতরাং বাতিলের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর নি'আমাতরাজির অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়ায় স্ত্রী দান করিনি? তোমাদের কি আমি সম্মানের অধিকারী করিনি? ঘোড়া ও উটকে কি তোমাদের অনুগত করেছিলাম না? আমি কি তোমাদেরকে নেতৃত্ব ও আরামের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম না?' (মুসলিম ৪/২২৭৯)

৭৩। এবং তারা কি ইবাদাত করবে আল্লাহ ছাড়া অপরের যাদের আকাশমন্ডলী অথবা পৃথিবী হতে কোন	٧٣. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ

ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ	**জীবনোপকরণ সরবরাহ করার শক্তি নেই? এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়।**
٧٤. فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	**৭৪। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জাননা।**

ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করা যাবেনা

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যারা তাঁর সাথে অন্যের ইবাদাত করে। তিনি বলেন ঃ ‘নি‘আমাত দানকারী, সৃষ্টিকারী, রুযী দাতা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোন অংশীদার নেই। مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا আর এই মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যাদের ইবাদাত করছে তারা না পারে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে, না পারে যমীন থেকে শস্য ও গাছ-পালা জন্মাতে।

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ সুতরাং হে মুশরিকদের দল! তোমরা আল্লাহর সাথে কেহকেও তুলনা করনা এবং তাঁর শরীক ও তাঁর মত কেহকেও মনে করনা। আল্লাহ ইল্‌ম ও জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নিজের তাওহীদের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ।

٧٥. ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَـٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا	**৭৫। আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখেনা। এবং অপর এক ব্যক্তি যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিয্‌ক দান**

মু'মিন ও কাফিরের তুলনা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এটা হচ্ছে কাফির ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত। 'অপরের অধিকারভুক্ত দাস, যার কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই' দ্বারা কাফির এবং উত্তম রিয্‌ক প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিমা/মূর্তি ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে প্রভেদ বুঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ ও ওটা সমান নয়। (তাবারী ১৭/২৬৩) এই দৃষ্টান্তের পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এটা বলার কোন প্রয়োজন হয়না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, الْحَمْدُ للّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। অথচ তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।

৭৬। আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন দু' ব্যক্তির। ওদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখেনা এবং সে তার মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারেনা। সে কি ঐ ব্যক্তির মত সমান হবে যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

٧٦. وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَـٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ ও মিথ্যা আরাধ্যর আর একটি উদাহরণ

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও ঐ পার্থক্য দেখানো উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তা'আলা ও মুশরিকদের প্রতিমা/মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে। এই প্রতিমা/মূর্তি হচ্ছে বোবা। সে কথা বলতে পারেনা, কোন জিনিসের উপর ক্ষমতাও রাখেনা। কথা ও কাজ দু'টি থেকেই সে ক্ষমতা শূন্য। সে শুধু তার মালিকের উপর বোঝা স্বরূপ। সে যেখানেই যাকনা কেন, কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা। সুতরাং একতো হল এই ব্যক্তি। আর এক ব্যক্তি, যে ন্যায়ের হুকুম করে এবং নিজে রয়েছে সরল সোজা পথের উপর অর্থাৎ কথা ও কাজ এই উভয় দিক দিয়েও ভাল - এ দু'জন কি করে সমান হতে পারে?'

একটি উক্তি রয়েছে যে, মূক দ্বারা উসমানের (রাঃ) গোলামকে বুঝানো হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, এটাও মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত, যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল। কথিত আছে যে, কুরাইশের এক ব্যক্তির গোলামের বর্ণনা পূর্বে রয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা উসমানকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। আর বোবা গোলাম দ্বারা উসমানের (রাঃ) ঐ গোলামটিকে বুঝানো হয়েছে যার জন্য তিনি খরচ করতেন, অথচ সে তাকে কষ্ট দিত। তিনি তাকে কাজ-কর্ম হতে মুক্তি দিয়ে রেখেছিলেন, তথাপি সে ইসলাম থেকে বিমুখই ছিল এবং তাকে দান খাইরাত ও সাওয়াবের কাজ থেকে বাধা প্রদান করত। তার ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৭৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামাতের ব্যাপারতো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্বর; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٧٧. وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
৭৮। আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন	٧٨. وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ

أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতেনা, এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
٧٩. أَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ	৭৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

আল্লাহই গাইবের মালিক, তিনিই জানেন কিয়ামাতের সময়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যমীন ও আসমানের অদৃশ্যের খবর তিনিই রাখেন। কেহ এমন নেই যে, অদৃশ্যের খবর জানতে পারে। তিনি যাকে যে জিনিসের খবর অবহিত করেন সে তখন তা জানতে পারে। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। কেহ তাঁর বিপরীত করতে পারেনা, কেহ তাঁকে বাধা প্রদানও করতে পারেনা। যখন যে কাজের তিনি ইচ্ছা করেন তখনই তা করতে পারেন। তিনিতো শুধু বলেন, 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ হে মানুষ! তোমাদের চোখ বন্ধ করার পর তা খুলতেতো কিছু সময় লাগে,

কিন্তু আল্লাহর হুকুম পূরা হতে ততটুকুও সময় লাগেনা। কিয়ামাত আনয়নও তাঁর কাছে এরূপই সহজ। ওটাও হুকুম হওয়া মাত্রই সংঘটিত হবে।

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮)

মানুষকে দেয়া আল্লাহর নি'আমাতের মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বুঝতে পারার জন্য অন্তঃকরণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, তিনি মানুষকে মায়ের গর্ভ হতে বের করেছেন। তখন তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন। তারপর তিনি তাদেরকে শোনার জন্য কান দিলেন, দেখার জন্য দিলেন চোখ এবং বুঝার জন্য দিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি। জ্ঞান-বুদ্ধির স্থান হচ্ছে হৃদয়। কেহ কেহ মস্তিষ্কও বলেছেন। জ্ঞান ও বিবেক দ্বারাই লাভ ও ক্ষতি জানতে পারা যায়। এই শক্তি ও এই ইন্দ্রিয় মানুষকে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে দেয়া হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এটাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্ণতায় পৌঁছে। মানুষকে এ সব এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, তারা এগুলিকে আল্লাহর মারেফাত ও ইবাদাতের কাজে লাগাবে।' যেমন সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করে তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমার প্রতি ফারয আদায় করার মাধ্যমে বান্দা আমার যতটা নৈকট্য ও বন্ধুত্ব লাভ করে ততটা আর কিছুর মাধ্যমে করতে পারেনা। খুব বেশী বেশী নাফল কাজ করতে করতে বান্দা আমার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় এবং আমার ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। যখন আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যার দ্বারা শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলা-ফিরা করে। সে আমার কাছে চাইলে আমি তাকে দিয়ে দিই। আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিই। আমি কোন কাজে ততো ইতস্ততঃ করিনা যত ইতস্ততঃ করি আমার মু'মিন বান্দার রূহ কবয্ করতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং আমি তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইনা। কিন্তু মৃত্যু এমনই যে, কোন প্রাণীই এর থেকে রেহাই পেতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮)

এই হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মু'মিন যখন আন্তরিকতা ও আনুগত্যে পূর্ণতা লাভ করে তখন তার সমস্ত কাজ শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য হয়ে থাকে। সে শোনে আল্লাহর জন্য, দেখে আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ সে শারীয়াতের কথা শোনে এবং শারীয়াতে যেগুলি দেখা জায়িয আছে সেগুলি দেখে থাকে। অনুরূপভাবে তার হাত বাড়ানো এবং পা চালানোও আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজের জন্যই হয়ে থাকে। সে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তার সমস্ত কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই হয়ে থাকে। কোন কোন গায়ের সহীহ হাদীসে এরপর নিম্নলিখিত কথাও এসেছে ঃ 'অতঃপর সে আমার জন্যই শ্রবণ করে, আমার জন্যই দর্শন করে, আমার জন্যই আঘাত হানে এবং আমার জন্যই চলাফিরা করে।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৫২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٢٤) قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

বল ঃ তিনিই (আল্লাহই) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। বল ঃ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ২৩-২৪)

আকাশে বিচরণশীল পাখির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ 'তোমরা কি আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিগুলির দিকে লক্ষ্য করনা? আল্লাহ তা'আলাই ওগুলিকে স্বীয় ক্ষমতা বলে স্থির রাখেন। তিনিই ওদেরকে এভাবে উড়ার শক্তি দান করেছেন এবং বায়ুকে ওদের অনুগত করে দিয়েছেন।' সূরা মুল্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَـٰٓفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَـٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ

তারা কি লক্ষ্য করেনা তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকূলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা সমাপ্তি টেনে বলেন ঃ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** এতে ঈমানদারদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

৮০। এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল, আর তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাবুর ব্যবস্থা করেন; ওটা বহনকালে (তোমাদের ভ্রমনকালে) এবং ওতে অবস্থানকালে তোমরা তা সহজে বহন করতে পার। তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।	٨٠. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمۡ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ بُيُوتًا تَسۡتَخِفُّونَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمۡ ۙ وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ
৮১। আর আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; ওটা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা	٨١. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡجِبَالِ أَكۡنَٰنًا وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ

وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡلِمُونَ	করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে; এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।
٨٢. فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ	৮২। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমার কর্তব্যতো শুধু স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া।
٨٣. يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ	৮৩। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলি তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।

বাসস্থান, আরাম-আয়েশ, পোশাক-পরিচ্ছদ এ সবই বান্দার প্রতি আল্লাহর ইহসান

মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর আরও অসংখ্য ইহসান, ইন‘আম ও নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনিই আদম সন্তানের বসবাসের এবং আরাম ও শান্তি লাভ করার জন্য ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তুর চামড়ার তৈরী তাঁবু, ডেরা ইত্যাদি তাদেরকে দান করেছেন। এগুলো তাদের সফরের সময় কাজে লাগে। এগুলি বহন করাও সহজ এবং কোন জায়গায় অবস্থানকালে খাটানোও সহজ। তারপর ভেড়ার লোম, উঁটের কেশ এবং ছাগল ও দুম্বার পশম ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। এগুলি দ্বারা বাড়ীর আসবাবপত্রও তৈরী হয়। যেমন এগুলি দ্বারা কাপড়ও বয়ন করা হয় এবং বিছানাও তৈরী করা হয়, আবার ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসার সম্পদও বটে। এগুলি খুবই উপকারী জিনিস এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষ এগুলি দ্বারা উপকার লাভ করে থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً আল্লাহ তোমাদের উপকার ও আরামের জন্য গাছের ছায়া দান করেছেন। وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا তোমাদের উপকারার্থে তিনি পাহাড়ের উপর গুহা, দুর্গ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন যাতে তোমরা তাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পার, মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে পার।

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সূতী ও পশমী কাপড় যেন তোমরা তা পরিধান করে শীত ও গরম হতে রক্ষা পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের গুপ্তস্থান আবৃত কর এবং দেহের শোভাবর্ধনে সমর্থ হও। وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন লৌহবর্ম যা শত্রুদের আক্রমণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের কাজে লাগে। كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ এভাবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের পুরোপুরি জিনিস নি‘আমাত স্বরূপ দিতে রয়েছেন, যেন তোমরা আরাম ও শান্তি পাও এবং প্রশান্তির সাথে নিজেদের প্রকৃত নি‘আমাতদাতার ইবাদাতে লেগে থাক।

প্রত্যেক নাবীর দায়িত্ব ছিল দা‘ওয়াত পৌঁছে দেয়া

ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ নি‘আমাত ও রাহমাত প্রকাশ করার পরেই স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! এখনও যদি এরা আমার ইবাদাত, তাওহীদ এবং অসংখ্য নি‘আমাতের কথা স্বীকার না করে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এতে তোমার কি আসে যায়? তুমি তাদেরকে তাদের কাজের উপর ছেড়ে দাও। فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ তুমিতো শুধু প্রচারক মাত্র। সুতরাং তুমি তোমার প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا তারাতো নিজেরাই জানে যে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই হচ্ছেন নি‘আমাতরাজি দানকারী। কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও তারা এগুলি অস্বীকার করছে এবং তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদাত করছে। এমন কি তারা তাঁর নি‘আমাতের সম্পর্ক অন্যদের প্রতি আরোপ করছে। তারা মনে করছে যে.

সাহায্যকারী অমুক, আহারদাতা অমুক। وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ তাদের অধিকাংশই কাফির। তারা হচ্ছে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা।

৮৪। যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব সেদিন কাফিরদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা এবং তাদেরকে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবেনা।	٨٤. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
৮৫। যখন যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবেনা এবং তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবেনা।	٨٥. وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
৮৬। মুশরিকরা যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক করেছিল তাদেরকে দেখে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই তারা যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আহ্বান করতাম আপনার পরিবর্তে; অতঃপর তদুত্তরে তারা বলবে ঃ তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	٨٦. وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَٰذِبُونَ
৮৭) সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে	٨٧. وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ	এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্য নিস্ফল হবে।
٨٨. ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ	৮৮) আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের এবং আল্লাহর পথে বাধা দানকারীদের। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকদের দুরাবস্থার বর্ণনা

কিয়ামাতের দিন মুশরিকদের যে দুরাবস্থা ও দুর্গতি হবে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই খবর দিচ্ছেন। ঐ দিন প্রত্যেক উম্মাতের বিরুদ্ধে তার নাবী সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর কালাম পৌঁছিয়েছেন। شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ অতঃপর কাফিরদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। কেননা তাদের ওযর যে বাতিল ও মিথ্যা এটাতো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফূর্তি হবেনা। এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা অপরাধ স্খলনে। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩৫-৩৬)

মুশরিকরা আযাব দেখবে, তাদের আযাব হ্রাস করা হবেনা এবং সামান্য একটু সময়ের জন্যও শাস্তি হালকা হবেনা এবং তারা অবকাশও পাবেনা। অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। জাহান্নাম এসে পড়বে যা সত্তর হাজার লাগাম বিশিষ্ট হবে। এক একটি লাগামের জন্য নিযুক্ত থাকবেন সত্তর হাজার মালাক। তাদের মধ্যে একজন মালাক গ্রীবা বের করে এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করবেন যে, সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাটুর ভরে পড়ে যাবে। ঐ সময় জাহান্নাম নিজের ভাষায় স্বশব্দ ঘোষণা করবে ঃ 'আমাকে প্রত্যেক অবাধ্য ও হঠকারীর

জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করেছে এবং এরূপ এরূপ কাজ করেছে। এভাবে সে বিভিন্ন প্রকারের পাপীর কথা উল্লেখ করবে, যেমনটি হাদীসে রয়েছে। অতঃপর সে লোকের কাছে চলে আসবে। পাখি যেমন তার ঠোঁট দিয়ে শস্য তুলে নেয়, অনুরূপভাবে তাদেরকে তুলে নিয়ে যাবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا۟ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا

দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১২-১৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا

অপরাধীরা জাহান্নাম দেখে ধারণা করবে যে, তাদেরকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা ওর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখতে পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫৩) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবেনা। বস্তুতঃ ওটা তাদের উপর আসবে অতর্কিতে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে; ফলে তারা ওটা রোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ৩৯-৪০)

কিয়ামাতের কঠিন সময়ে মূর্তি পূজকদের আরাধ্যরা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা

ঐ সময় মুশরিকরা যাদের ইবাদাত করত তারা তাদের পূজকদের অস্বীকার করবে। তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকে দেখে তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا هَـــؤُلاء شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ হে আমাদের রাব্ব! এরাই তারা যাদের আমরা দুনিয়ায় ইবাদাত করতাম। তখন তারা উত্তরে বলবে ঃ 'তোমরা মিথ্যাবাদী। আমরা কখন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরই ইবাদাত কর?' এ সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বূদ গ্রহণ করে, যেন তারা তাদের সহায় হয়। না কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) ইবরাহীম খলীলও (আঃ) এ কথাই বলেছিলেন ঃ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) আর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقِيلَ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৪) এ বিষয়ের আরও অনেক আয়াত কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান রয়েছে।

কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছে সবাই নতজানু হবে

وَأَلْقَوْاْ إِلَى اللّهِ يَوْمَئِذ السَّلَمَ *সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হবে অত্যন্ত বিগলিত চিত্ত এবং আত্মসমপর্নকারী। (তাবারী ১৭/২৭৬) অর্থাৎ তারা তখন একমাত্র আল্লাহর প্রতি নতঃশির হবে এবং তাদের কথা শোনার মত আর কেহ থাকবেনা, আর না তারা অন্য কারও বাধ্য থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَسۡمِعۡ بِهِمۡ وَأَبۡصِرۡ يَوۡمَ يَأۡتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৮) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلۡمُجۡرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا

হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ لِلۡحَيِّ ٱلۡقَيُّومِ

স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ- পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১১) অর্থাৎ বাধ্য ও অনুগত হবে। তাদের সমস্ত অপবাদ প্রদান দূর হয়ে যাবে। শেষ হবে সমস্ত ষড়যন্ত্র ও চাতুরী। কোন সাহায্যকারী সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেনা।

মুশরিকদের মধ্যে যারা অন্যকে বিপথে নিয়েছে তাদেরকে দেয়া হবে আরও কঠোর শাস্তি

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের জন্য; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ

তারা নিজেরাতো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্তু লোকদেরকেও তারা তা থেকে বিরত রাখতে চায়। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৬)

وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

বস্তুতঃ তারা ধ্বংস করছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই অথচ তারা অনুভব করছেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৬)

এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কাফিরদের শাস্তিরও শ্রেণী বিভাগ থাকবে, যেমন মু'মিনদের পুরস্কারের শ্রেণী বিভাগ হবে। আল্লাহ তা'আলা যেমন বলেন ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা তা জ্ঞাত নও। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮)

৮৯) সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষী রূপে এদের বিষয়ে; আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ	٨٩. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।	وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

প্রত্যেক নাবীই তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُلاء *সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষী রূপে এদের বিষয়ে।* অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে সাক্ষীস্বরূপ আনা হবে। বলা হয়েছে ঃ স্মরণ কর ঐ বিভীষিকাময় দিনের কথা, যেদিন তোমাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে এবং মর্যাদার উচ্চাসনে বসানো হবে। এ আয়াতটি ঐ আয়াতটিরই অনুরূপ যা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তিলাওয়াত করেছিলেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا

অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম/সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪১) একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) সূরা নিসা পাঠ করতে বলেন। যখন তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে।' ইব্ন মাসউদ (রাঃ) তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৯৯)

পবিত্র কুরআনে কোন কিছুই বর্ণনা করতে বাদ রাখা হয়নি

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এটি আমার অবতারিত কিতাব। সবকিছুই আমি তোমার সামনে বর্ণনা করেছি। সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত বিষয় এই কুরআনুল কারীমে রয়েছে। প্রত্যেক হালাল, হারাম, প্রত্যেক উপকারী বিদ্যা, সমস্ত কল্যাণ, অতীতের খবর, আগামী দিনের ঘটনাবলী, দীন ও দুনিয়া, উপজীবিকা, পরকাল প্রভৃতির সমস্ত যরুরী আহকাম এবং অবস্থাবলী এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এটি হচ্ছে অন্তরের হিদায়াত, রাহমাত এবং সুসংবাদ।

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিলিয়ে এই কিতাবে সমস্ত কিছুর বর্ণনা রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৫/১৫৮) এই আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক প্রধানতঃ এই যে, হে নাবী! যিনি তোমার উপর এই কিতাবের দা‘ওয়াত ফার্‌য করেছেন এবং তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। যেমন তিনি (আল্লাহ) বলেন ঃ

فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ

যাদের কাছে রাসূলদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করব। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৬)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

তোমার রবের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সকলকেই তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২-৯৩) সেই দিন তিনি রাসূলদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে ঃ (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৫)

এই আয়াতের তাফসীরের উক্তিগুলির মধ্যে এটি একটি উক্তি এবং এটি খুবই যথার্থ ও উত্তম উক্তি।

৯০। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের	٩٠. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ

وَٱلۡإِحۡسَـٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡىِ ۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ	**নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।**

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ন্যায়ানুগ ও দয়ালু হতে আদেশ করেন

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দান-সাদাকাহর নির্দেশ দিচ্ছেন, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণও জায়িয। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাইতো উত্তম। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৬) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثۡلُهَا ۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

মন্দের বদলা সমপরিমাণ মন্দ, আর যে ক্ষমা করে ও মীমাংসা করে নেয়, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪০) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৫) সুতরাং ন্যায়পরায়ণতাতো ফার্য, আর ইহ্সান নাফ্ল।

আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা এবং অবৈধ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখারও নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন স্পষ্ট ভাষায় রয়েছে ঃ

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ

আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও (মুসাফিরকেও), এবং কিছুতেই অপব্যয় করনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৬)

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতা হারাম এবং লোকদের উপর যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করাও হারাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৩) হাদীসে এসেছে ঃ যুল্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা এমন কোন বড় পাপ নেই যার জন্য দুনিয়ায়ই তাড়াতাড়ি শাস্তি দেয়া হয় এবং পরকালে কঠিন শাস্তি জমা থাকে। (আবূ দাঊদ ৫/২০৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ এই আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

শা'বি (রহঃ) শাতিয়ির ইব্ন শাকী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, সমগ্র কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত হচ্ছে সূরা নাহ্লের إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ এই আয়াতটি। (তাবারী ১৭/২৮০)

উসমান ইব্ন মাযউনের (রাঃ) প্রত্যক্ষ বর্ণনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে ছিলেন। এমন সময় উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ) তার পাশ দিয়ে গমন করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে চেয়ে হাসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি বসবেনা? তিনি তখন বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! এরপর তিনি বসে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি উপরের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে নেন এবং নিজের ডান দিকে যমীনের দিকে তাকান। ঐ দিকে তিনি মুখমন্ডলও ঘুরিয়ে দেন। আর এভাবে মাথা হেলাতে থাকেন যেন কারও নিকট থেকে কিছু বুঝতে রয়েছেন এবং কেহ তাঁকে কিছু বলতে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকে।

তারপর তিনি স্বীয় দৃষ্টি উচু করতে শুরু করেন, এমন কি আকাশ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে যায়। তারপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসেন এবং পূর্বের বসার অবস্থায় উসমানের (রাঃ) দিকে মুখ করেন। উসমান (রাঃ) সবকিছুই দেখতে ছিলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেননা। জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার পাশে বেশ কয়েকবার আমার বসার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু আজকের মত কোন দৃশ্যতো কখনও দেখিনি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কি দেখেছ?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'দেখি যে, আপনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং পরে নীচের দিকে নামিয়ে নিলেন। এরপর ডান দিকে ঘুরে গিয়ে ঐ দিকেই তাকাতে লাগলেন এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর আপনি এমনভাবে মাথা নাড়াতে থাকলেন যেন কেহ আপনাকে কিছু বলছে এবং আপনি কান লাগিয়ে তা শুনছেন।' তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি সবকিছুই দেখেছ?' তিনি জবাবে বললেন ঃ 'জি হ্যাঁ, আমি সবকিছুই দেখেছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'আমার কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত।' তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'তিনি আপনাকে কি বললেন।' তিনি জবাব দিলেন ঃ তিনি আমাকে **اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ** এই আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ) বললেন ঃ যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমার হৃদয়-চক্ষু খুলে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসতে শুরু করি। (আহমাদ ১/৩১৮) এটি হাসান হাদীস। বিভিন্ন বর্ণনাধারা থেকে এটি শোনা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে।

٩١. وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَـٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ	৯১। তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করনা; তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।
٩٢. وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَـٰثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ	৯২। সেই নারীর মত হয়োনা, যে তার সূতা মযবূত করে পাকানোর পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও; আল্লাহতো এটা দ্বারা শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন; তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কিয়ামাত দিবসে তিনি তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন।

অঙ্গীকার পূরণ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির হিফাযাত করে, শপথ পূরা করে এবং তা ভঙ্গ না করে।

وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا *(তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করনা)* এখানে আল্লাহ তা'আলা শপথ ভঙ্গ না করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ

তোমরা স্বীয় শপথসমূহের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিওনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৪) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَـٰنَكُمْ

ওটাই হচ্ছে তোমাদের শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ করবে এবং তোমরা তোমাদের শপথের হিফাযাত কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৯) অর্থাৎ কাফ্ফারা ছাড়া তা পরিত্যাগ করনা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি যখন কোন কিছুর উপর শপথ করব, অতঃপর ওর বিপরীত উত্তম জিনিসে মঙ্গল দেখব তখন আমি ঐ উত্তম কাজটিই গ্রহণ করব এবং আমার কাফ্ফারা আদায় করব।' (ফাতহুল বারী ১১/৫২৫, মুসলিম ৩/১২৬৯) এখানে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে বৈপরীত্য রয়েছে এটা যেন মনে করা না হয়। সেই শপথ ও অঙ্গীকার, যা পরস্পরের চুক্তি ও ওয়াদা হিসাবে করা হবে তা পূরা করাতো নিঃসন্দেহে যরুরী ও অপরিহার্য কর্তব্য। আর যে শপথ আগ্রহ উৎপাদন বিরত রাখার উদ্দেশে মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তা অবশ্যই কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে ভঙ্গ করা যেতে পারে। যেমন যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইসলামে কোন শপথ নেই, শপথ ছিল জাহিলিয়াতের যুগে, ইসলাম এর দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে।' (আহমাদ ৪/৮৩, মুসলিম ৪/১৯৬১) এর অর্থ এই যে, ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলিয়াত যামানার অনুরূপ শপথ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ইসলামী সম্পর্ক সমস্ত মুসলিমকে ভাই ভাই করে দেয়। পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিমরা একে অপরের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে শপথ করিয়েছিলেন।' (ফাতহুল বারী ৪/৫৫২, মুসলিম ৪/১৯৬০)

এর ভাবার্থ এই যে, তিনি তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, এমন কি তারা একে অপরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতেন। শেষ পর্যন্ত তা মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন ঃ

إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ যারা অঙ্গীকার ও শপথের হিফাযাত করেনা তাদের এই কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا *(তোমরা সেই নারীর মত হয়োনা, যে তার সূতা মযবূত করে পাকানোর পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়)* আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ মাক্কায় একটি মহিলা ছিল, যে ছিল বোকা ধরণের। সে সূতা কাটত। সূতা কাটার পরে যখন তা ঠিকঠাক ও মযবূত হয়ে যেত তখন সে বিনা কারণে তা ছিঁড়ে ফেলত এবং টুকরা টুকরা করে ফেলত। (তাবারী ১৭/২৮৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত যে অঙ্গীকার ও শপথ মযবূত করার পর তা ভঙ্গ করে। (তাবারী ১৭/২৮৫) এটাই হচ্ছে সঠিক কথা। আসলে এই ঘটনার সাথে এরূপ মহিলা জড়িত ছিল কি না তা জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এখানে শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

اَنْكَاثًا এর অর্থ হচ্ছে টুকরা টুকরা। সম্ভবতঃ এটা **نَقَضَتْ غَزْلَهَا** এর **اِسْم** **مَصْدَر** হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, **كَانَ** এর **خبر** এর **بدل** হবে। অর্থাৎ তোমরা **انكاثا** হয়োনা। এটা **نكث** এর বহু বচন **نَاكِث** হতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ তোমরা তোমাদের শপথকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম বানিয়ে নিওনা। এভাবে যে, নিজের চেয়ে বড়দেরকে নিজের শপথ দ্বারা শান্ত করে এবং নিজকে ঈমানদার ও সৎ আমলকারীর মিথ্যা পরিচয় সাব্যস্ত করে বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করতে শুরু কর এবং তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের পর সুযোগ পেয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করে দাও। খবরদার! এরূপ করনা। সুতরাং ঐ অবস্থায়ও যখন চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম তখন নিজের বিজয় ও সংখ্যাধিক্যের সময়তো তা আরও হারাম হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ 'এক কাওমের সঙ্গে চুক্তি করল। তারপর দেখল যে, অপর কাওম তাদের চেয়ে শক্তিশালী। তখন তাদের সাথে গোপনে চুক্তি করল এবং পূর্ববর্তী কাওমের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করল।' যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। **إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ** এই আধিক্য দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। (দুররুল মানসুর ৫/১৬৩) কিংবা তিনি নিজের এই হুকুম দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গীকার পালনের হুকুম দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন।

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ আর কিয়ামাতের দিন তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ তোমাদের মধ্যে তার সঠিক ফাইসালা করবেন। প্রত্যেককে তিনি তার আমলের বিনিময় প্রদান করবেন, ভাল আমলকারীদেরকে ভাল বিনিময় এবং মন্দ আমলকারীদেরকে মন্দ বিনিময়। (তাবারী ১৭/২৮৭)

৯৩। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন; তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।	٩٣. وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৯৪। পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করনা; তাহলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ	٩٤. وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا

صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
٩٥. وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ	৯৫। তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করনা; আল্লাহর কাছে যা আছে শুধু তা'ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।
٩٦. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	৯৬। তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী; যারা ধৈর্য ধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যে উত্তম কাজ করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।

আল্লাহ চাইলে সবাইকে একটি জাতি করতে পারতেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে হে মানুষ! তোমাদেরকে তিনি একই জাতি করতেন। অর্থাৎ তিনি চাইলে তোমরা সবাই একই দলভুক্ত হতে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

তোমার রাব্ব যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে যমীনে যত মানুষ আছে সবাই মু'মিন হয়ে যেত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও মিল-মুহাব্বাত থাকত, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকতনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে, কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯) অনুরূপভাবেই এখানে তিনি বলছেন ঃ

وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء কিন্তু যাকে ইচ্ছা, তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা, হিদায়াত দান করেন।

অতঃপর তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং ছোট-বড়, ভাল ও মন্দ সমস্ত আমলের বিনিময় প্রদান করবেন।

ধোকা দেয়ার উদ্দেশে শপথ না করার নির্দেশ

এরপর তিনি মুসলিমদেরকে হিদায়াত করছেন ঃ ‘তোমরা তোমাদের শপথ ও প্রতিশ্রুতিকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম বানিওনা। অন্যথায় ধর্মে অটল থাকার পরেও তোমাদের পদস্খলন ঘটবে। যেমন কেহ সরল সোজা পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আর তোমাদের এই প্রতারণামূলক কথা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফলে এর দুর্ভোগ তোমাদেরকেই পোহাতে হবে। কেননা কাফিরেরা যখন দেখবে যে, মুসলিমরা চুক্তি করে কিংবা শপথ করে তা ভঙ্গ করে তখন তাদের দীনের উপর কোন আস্থা থাকবেনা। সুতরাং তারা ইসলাম কবূল করা থেকে বিরত থাকবে। আর যেহেতু এর কারণ হবে তোমরাই, সেহেতু তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।’

وَتَذُوقُواْ الْسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *(এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি)*

পার্থিব লাভের জন্য শপথ ভঙ্গ করনা

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ‘আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে ওয়াদা অঙ্গীকার তোমরা কর এবং তাঁর শপথ করে যে চুক্তি তোমরা কর, পার্থিব লোভের বশবর্তী

হয়ে তা ভঙ্গ করা তোমাদের জন্য হারাম। যদিও এর বিনিময়ে সারা দুনিয়াও তোমাদের লাভ হয় তথাপি ওর নিকটেও যেওনা। কেননা দুনিয়া অতি নগন্য ও তুচ্ছ। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অতি উত্তম। তাঁর প্রতিদান ও পুরস্কারের আশা রাখ। যে ব্যক্তি আল্লাহর কথার উপর বিশ্বাস রাখবে, যা কিছু চাওয়ার তাঁর কাছেই চাইবে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালনে নিজের ওয়াদা, অঙ্গীকারের হিফাযাত করবে তার জন্য আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার ও প্রতিদান রয়েছে তা সমস্ত দুনিয়া হতেও বহুগুণে বেশী ও উত্তম। সুতরাং এটাকে ভালরূপে জেনে নাও। অজুহাত বশতঃ এমন কাজ করনা যে, সেই কারণে আখিরাতের পুরস্কার নষ্ট হয়ে যায়।

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّٰهِ بَاقٍ জেনে রেখ যে, দুনিয়ার নি'আমাত ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নি'আমাত অবিনশ্বর। তা কখনও শেষ হবার নয়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ আমি শপথ করে বলেছি যে, যারা ধৈর্য ধারণ করবে, কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সৎ আমলের অতি উত্তম প্রতিদান প্রদান করব এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিব।

৯৭। মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎ কাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব।	٩٧. مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

উত্তম আমল এবং এর প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করছেন ঃ 'আমার যে সব বান্দা অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ

সামনে রেখে ভাল কাজ করতে থাকে, আমি তাদেরকে দুনিয়ায়ও উত্তম ও পবিত্র জীবন দান করব, সুখে-শান্তিতে তারা জীবন যাপন করবে, তারা পুরুষই হোক বা নারীই হোক; আর আখিরাতেও তাদেরকে তাদের সৎ আমলের উত্তম প্রতিদান প্রদান করব। তারা দুনিয়ায় পবিত্র ও হালাল জীবিকা, সুখ সম্ভোগ, মনের তৃপ্তি, ইবাদাতের স্বাদ, আনুগত্যের আনন্দ ইত্যাদি সবই আমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি সফলকাম যে মুসলিম হল, বরাবরই তাকে জীবিকা দান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিলেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকল। (আহমাদ ২/২৬৮, মুসলিম ২/৭৩০)

৯৮। যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে।	٩٨. فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ
৯৯। তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।	٩٩. إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
১০০। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা (আল্লাহর) সাথে শরীক করে।	١٠٠. إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ

কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তার মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন পাঠের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করে নেয়। *'আউযুবিল্লাহ'* এর অর্থসহ আলোচনা আমরা এই তাফসীরের শুরুতে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এই হুকুমের উপযোগিতা এই যে, এর মাধ্যমে পাঠক কুরআনুল হাকীম পাঠের সময় মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং আজে-বাজে চিন্তা থেকে মাহ্‌ফূয থাকে এবং শাইতানী কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে যায়। এ জন্যই প্রসিদ্ধ আলেমগণ বলেন, কুরআন পাঠের শুরুতেই 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করে নিতে হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।

শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ যে লোক পাপ করার পর তাওবাহ করে পাপ করা থেকে ফিরে আসে তার প্রতি শাইতানের কোন আধিপত্য নেই। (তাবারী ১৭/২৯৪) অন্যান্যরা বলেন ঃ তাদের ব্যাপারে শাইতানের কোন যুক্তি-তর্ক গ্রাহ্য হবেনা। অন্যান্যরা বলেন যে, এটি হল নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ *(তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে)* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তার ক্ষমতা শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে মেনে চলে। (তাবারী ১৭/২৯৪) অন্যান্যরা ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তার ক্ষমতা শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে আল্লাহর পরিবর্তে রক্ষাকারী হিসাবে গন্য করে।

১০১। আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা	١٠١. وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ

إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۭۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ	তিনিই ভাল জানেন, তখন তারা বলে ঃ তুমিতো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানেনা।
١٠٢. قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ	১০২। তুমি বল ঃ তোমার রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পনকারীদের জন্য।

'কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) মিথ্যাবাদী' মুশরিকদের এ দাবীর খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা মূর্তি পূজক মুশরিকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, অস্থিরতা এবং বেঈমানীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা ঈমান আনার সৌভাগ্য কিরূপে লাভ করবে? এরাতো অনন্তকাল হতেই হতভাগা। যখন কোন আয়াত মানসূখ বা রহিত হয় তখন তারা বলে ঃ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ তোমাদের প্রতারণা প্রকাশ হয়েই গেল। তারা এতটুকুও বুঝেনা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ যা ইচ্ছা তা'ই করেন এবং যা ইচ্ছা তা'ই হুকুম করেন। এক হুকুমকে উঠিয়ে দিয়ে অন্য হুকুম ঐ স্থানে বসিয়ে দেন। যেমন তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করছেন ঃ

مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٍ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآ ۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ

আমি কোন আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকে বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০৬)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ পবিত্র রূহ্ অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য এবং আদল ও ইনসাফের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন, যেন ঈমানদাররা ঈমানের উপর অটল থাকে। প্রথমবার যখন অবতীর্ণ হল তখন মানল, আবার দ্বিতীয়বার যখন অবতীর্ণ হল তখনও মানল। তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ মুসলিমদের জন্য তা হিদায়াত ও সুসংবাদ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারীরা সুপথ প্রাপ্ত হয়ে খুশী হয়ে যায়।

١٠٣. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ	**১০৩। আমিতো জানিই তারা বলে ঃ তাকে শিক্ষা দেয় জনৈক ব্যক্তি। তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষাতো আরাবী নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরাবী ভাষা।**

'এক লোক কুরআন শিক্ষা দেয়' মুশরিকদের এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা মূর্তি পূজক মুশরিকদের মিথ্যারোপের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা বলে ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক লোক কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে।' এ কথা বলে যে লোকটির দিকে তারা ইঙ্গিত করত সে ছিল কুরাইশের কোন এক গোত্রের একজন ক্রীতদাস। সে 'সাফা' পাহাড়ের কাছে বেচা-কেনা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় তার কাছে বসতেন এবং কিছু কথাবার্তাও বলতেন। ঐ লোকটি বিশুদ্ধ আরাবী ভাষায় কথাও বলতে পারতনা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরাবীতে কোন রকমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করত। মুশরিকদের এই মিথ্যারোপের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ এ লোকটি কি শিক্ষা দিতে পারে? তার মাতৃভাষা আরাবী নয়। আর এই কুরআনের ভাষা

আরাবী। তা ছাড়া বাকরীতি কত সুন্দর! এর ভাষা কত শ্রুতিমধুর! অর্থ, শব্দ ও ঘটনায় এটি সমস্ত গ্রন্থ হতে স্বতন্ত্র। এর পূর্বে অন্যান্য নাবীগণকে যে আসমানী গ্রন্থগুলি দেয়া হয়েছে তা হতেও এর মর্যাদা ও মরতবা বহু উর্ধ্বে। তোমাদের যদি সামান্য জ্ঞানও থাকত তাহলে এরূপ মিথ্যা কথা বলতেনা। তোমাদের এ কথাতো নির্বোধদের কাছেও টিকবেনা।

১০৪। যারা আল্লাহর আয়াত বিশ্বাস করেনা তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেননা এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	١٠٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১০৫। যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করেনা তারাতো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবক এবং তারাই মিথ্যাবাদী।	١٠٥. إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর যিক্র হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর কিতাবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে ও তাঁর কথার উপর বিশ্বাসই রাখেনা, এইরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলাও দূরে নিক্ষেপ করেন। তারা সত্য দীনের উপর আসার তাওফীক লাভ করেনা। পরকালে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এই রাসূল আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেনা। এই কাজ হচ্ছে নিকৃষ্টতম মাখলূকের। যারা ধর্মত্যাগী ও কাফির তাদের মিথ্যা কথা লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করবেননা। তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দীনদার, আল্লাহভীরু এবং সত্যবাদী। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী, ঈমানদার এবং পুন্যবান। সত্যবাদীতায়, কল্যাণ সাধনে, বিশ্বাসে এবং

মারিফাতে তিনি অদ্বিতীয়। কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারাও তাঁর সত্যবাদীতার কথা অকপটে স্বীকার করবে। তারা তাঁর বিশ্বস্ততার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের মধ্যেই তিনি 'আল-আমীন' বা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন তখন একটি প্রশ্ন এটাও ছিল ঃ 'নাবুওয়াতের পূর্বে তোমরা তাঁকে কোন দিন মিথ্যা বলতে শুনেছ কি?' উত্তরে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'না, কখনও নয়।' ঐ সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'যে ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি আল্লাহ তা'আলার উপর কি করে মিথ্যা আরোপ করতে পারেন?'

১০৬। কেহ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।	١٠٦. مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرًا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ
১০৭। এটা এ জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এ জন্য যে, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেননা।	١٠٧. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأَخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَـٰفِرِينَ

১০৮। ওরাই তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফিল।	١٠٨. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ
১০৯। নিশ্চয়ই তারা আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	١٠٩. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

নিরুপায়ী ধর্মত্যাগী ছাড়া অন্যদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

মহান আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, যারা ঈমান আনার পরও কুফরীর জন্য হৃদয় উম্মুক্ত রাখে তাদের উপর আল্লাহর গযব আপতিত হবে। কারণ এই যে, ঈমানের জ্ঞান লাভ করার পর তা থেকে তারা ফিরে গেছে। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে এবং ইসলামের উপর ধর্মত্যাগী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, একমাত্র দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। তাদের অন্তর হিদায়াত হতে শূন্য ছিল বলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক তারা লাভ করেনি।

তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে, তাই উপকারী কোন কথা তারা বুঝতে পারেনা। তাদের চোখ ও কান অকেজো হয়ে গেছে। ফলে তা থেকে তারা উপকার লাভ করার ব্যাপারে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং কোন জিনিসই তাদের কোন উপকারে আসেনা এবং তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছে এবং পরিবারেরও ক্ষতি করছে।

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ প্রথম আয়াতের মাঝে যাদেরকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে, অর্থাৎ তারাই, যাদের উপর জোর-যবরদস্তি করা হয়েছে, অথচ তাদের অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে, তাদের দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মারপিট ও অসহনীয় উৎপীড়নের কারণে বাধ্য হয়ে মৌখিকভাবে

মুশরিকদেরকে সমর্থন করে। কিন্তু তাদের অন্তর মুশরিকদেরকে মোটেই সমর্থন করেনা। বরং অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকে।

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, যার উপর জোর-যবরদস্তি করা হবে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফিরদের পক্ষ সমর্থন করা তার জন্য জায়িয। আবার এরূপ পরিস্থিতিতেও তাদের কথা অমান্য করা জায়িয। যেমন বিলাল (রাঃ) এরূপ করে দেখিয়েছেন। তিনি কোন অবস্থায়ই মুশরিকদের কথা মান্য করেননি। এমনকি কঠিন গরমের দিন প্রখর রোদে তারা তাকে মাটির উপর শুইয়ে যেতে বাধ্য করেছিল এবং ঐ অবস্থায় তার বুকের উপর একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে বলেছিল ঃ 'এখনও যদি তুমি শির্ক কর তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।' কিন্তু তখনও তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাদের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং 'আহাদ' 'আহাদ' (একক, একক) বলে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি ঐ অবস্থায়ও তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 'দেখ, তোমাদের ক্রোধ উদ্রেককারী এর চেয়ে বড় কথা যদি আমার জানা থাকত তাহলে আল্লাহর শপথ! আমি ঐ কথাই বলতাম।' আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

অনুরূপভাবে হাবিব ইব্ন যায়িদ আনসারীর (রাঃ) ঘটনা রয়েছে। মূসাইলামা কায্যাব তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'তুমি কি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছ?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। মূসাইলামা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'তুমি আমার রিসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছ কি?' জবাবে তিনি বললেন ঃ 'না, আমি তোমাকে রাসূল বলে মানিনা।' তখন ঐ ভণ্ড নাবী তার দেহের এক একটি অঙ্গ কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়। এই অবস্থা চলতেই থাকে। কিন্তু তিনি তার ঐ কথার উপরই অটল থাকেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকেও খুশী রাখুন! (আসাদ আল গাবাহ ১০৪৯)

সুতরাং উত্তম এটাই যে, মুসলিম তার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকবে যদিও তাকে হত্যা করা হয়। যেমন হাফিয ইব্ন আসাকির (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রাঃ) নামক একজন সাহাবীর জীবনীতে লিখেছেন যে, তাকে রোমক কাফিরেরা বন্দী করে তাদের সম্রাটের নিকট নিয়ে যায়। সম্রাট তাকে বলে ঃ 'তুমি খৃষ্টান হয়ে গেলে আমি তোমাকে আমার রাজত্বে অংশীদার করে নিব এবং আমার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিব।' আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'এটাতো নগণ্য! তুমি যদি আমাকে তোমার সমস্ত রাজত্ব দিয়ে দাও এবং সারা আরাবের রাজত্বও আমার হাতে সমর্পণ কর আর চাও যে, ক্ষণিকের জন্য আমি

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন হতে ফিরে যাই তথাপিও এটা অসম্ভব।' বাদশাহ তখন বলল ঃ 'তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।' আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন ঃ 'হ্যাঁ, এটা তোমার ইচ্ছাধীন।' সুতরাং তৎক্ষণাৎ সম্রাটের নির্দেশে তাকে শূলের উপর চড়িয়ে দেয়া হল এবং তীরন্দাযরা নিকট থেকে তীর মেরে মেরে তার হাত, পা ও দেহকে ক্ষত বিক্ষত করতে থাকল। ঐ অবস্থায় বারবার তাকে বলা হচ্ছিল ঃ 'এখনও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাও।' কিন্তু তখন তিনি পূর্ণ স্থিরতা ও ধৈর্যের সাথে বলছিলেন ঃ 'কখনও নয়।' তখন বাদশাহ হুকুম করল ঃ 'তাকে শূলের উপর থেকে নামিয়ে নাও।' তারপর সে হুকুম করল যে, তার কাছে যেন তামার একটা ডেগচি আগুন দ্বারা অত্যন্ত গরম করে নিয়ে আসা হয়। তার এই নির্দেশ মতে তার সামনে তা পেশ করা হল। সেই বাদশাহ তখন অন্য একজন বন্দী মুসলিমের ব্যাপারে হুকুম করল যে, তাকে যেন ঐ ডেগচির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহর (রাঃ) উপস্থিতিতে তার চোখের সামনে ঐ অসহায় মুসলিমটির দেহের গোশত পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল এবং হাড্ডিগুলি অবশিষ্ট থাকল।

অতঃপর বাদশাহ আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলল ঃ 'এখনও আমার কথা মেনে নাও এবং আমার ধর্ম কবূল কর। অন্যথায় তোমাকেও এই আগুনের ডেগচিতে ফেলে দিয়ে এরই মত জ্বালিয়ে দেয়া হবে।' তখনও তিনি ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে বাদশাহকে উত্তর দিলেন ঃ 'আমি আল্লাহর দীনকে ছেড়ে দিতে পারিনা। এটা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়।' বাদশাহ তৎক্ষণাৎ হুকুম করল ঃ 'তাকে ডেকচিতে নিক্ষেপ কর।' যখন তাকে ঐ আগুনের ডেগচিতে নিক্ষেপ করার জন্য চরকার উপর উঠানো হল তখন বাদশাহ লক্ষ্য করল যে, তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখনই সে তাকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিল। সে আশা করেছিল যে, হয়ত ঐ শাস্তি দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন, কাজেই এখন তার অভিমত পাল্টে গেছে। সুতরাং তিনি এখন তার কথামতই কাজ করবেন এবং তার ধর্ম গ্রহণ করবেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ 'আমার ক্রন্দনের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, আজ আমার একটি মাত্র প্রাণ রয়েছে যা আমি এই শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি। হায়! আমার যদি প্রতিটি লোমের মধ্যে একটি করে প্রাণ থাকত তাহলে আজ আমি সমস্ত প্রাণকে এক এক করে এভাবে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতাম।'

অন্যান্য রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, আবদুল্লাহকে (রাঃ) কয়েদখানায় রাখা হয়েছিল এবং পানাহার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পর তার কাছে মদ

ও শূকরের মাংস পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি ঐ চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও ঐ খাদ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেননি। বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠিয়ে ওগুলো না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'এই (অনন্যোপায়) অবস্থায় আমার জন্য এই খাদ্য হালাল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমার মত শত্রুকে আমার ব্যাপারে খুশী হওয়ার সুযোগই দিতে চাইনা।' বাদশাহ তাকে বলল ঃ 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার মাথা চুম্বন কর তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দিব।' আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন ঃ আমার সাথের অন্যান্য মুসলিমদেরকেও কি তাহলে মুক্তি দিবে? বাদশাহ বলল ঃ হ্যাঁ, তাই। সুতরাং আবদুল্লাহ (রাঃ) এটা কবূল করেন এবং তার মাথায় চুম্বন করেন। সম্রাটও তার ওয়াদা পালন করে এবং তাকে ও তার সাথের সমস্ত মুসলিমকে ছেড়ে দেয়। যখন আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রাঃ) ওখান থেকে মুক্তি পেয়ে উমার ফারুকের (রাঃ) নিকট উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন ঃ 'প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার (রাঃ) কপাল চুম্বন করা এবং আমিই প্রথম এর সূচনা করছি।' এ কথা বলে উমার ফারুক (রাঃ) সর্বপ্রথম তার মাথা চুম্বন করেন। (আল ইসাবাহ ৪৬৪১)

১১০। (তোমার রবের পথে থেকে) যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরাত করে এবং পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে; তোমার রাব্ব এসব কিছুর পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١١٠. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَٰهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ
১১১। স্মরণ কর সেই দিনকে যেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুল্ম	١١١. يَوۡمَ تَأۡتِي كُلُّ نَفۡسٖ تُجَٰدِلُ عَن نَّفۡسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ وَهُمۡ لَا

يُظْلَمُونَ	করা হবেনা।

বাধ্য-বাধকতার অবসানের পর আবার দীনে ফিরে এসে আমল করলে তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে

এরা হচ্ছেন ঐ শ্রেণীর লোক যারা দুর্বলতা ও দারিদ্রতার কারণে মাক্কায় মুশরিকদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। শত্রু পক্ষ তাদেরকে ডাকলে তাদের সাথে যেতে বাধ্য হতেন। শেষ পর্যন্ত তারা হিজরাত করেন। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং দেশ ত্যাগ করে তারা আল্লাহর পথে বের হন ও মুসলিমদের দলে মিলিত হয়ে আবার জিহাদের জন্য বেরিয়ে যান। অতঃপর ধৈর্যের সাথে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়ার ও তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করার খবর দিচ্ছেন ঃ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পরিত্রাণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। তার পক্ষ সমর্থনে তার পিতা, ছেলে, ভাই এবং স্ত্রী কেহই যুক্তি পেশ করবেনা। وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ঐ দিন প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং কারও প্রতি মোটেই যুল্ম করা হবেনা। না সাওয়াব কমবে, আর না পাপ বাড়বে। আল্লাহ তা'আলা যুল্ম হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

١١٢. وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ	**১১২। আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।**

بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ	
١١٣. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ	**১১৩। তাদের নিকট এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল।**

মাক্কার মর্যাদা

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মাক্কাবাসীকে বুঝানো হয়েছে। তারা খুবই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ভাবে বসবাস করছিল। আশে পাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। কিন্তু মাক্কাবাসীকে কেহই চোখ রাঙ্গাতে সাহস করতনা। যে কেহ এখানে আসত তাকে নিরাপদ মনে করা হত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوٓا۟ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا

তারা বলে ঃ আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে। (আল্লাহ বলেন) আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ 'হারাম' (মাক্কা) প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্‌ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৭) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ সেখানে আসত সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; কিন্তু এর পরেও তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। সবচেয়ে বড় নি'আমাত ছিল তাদের কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবীরূপে প্রেরণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর নি'আমাতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করেছে, আর নিজেদের কাওমকে ধ্বংসের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে, যা হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮-২৯)

তাদের দুষ্টামি ও হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপ তাদের নি'আমাত দু'টি দুঃখ-বেদনায় পরিবর্তিত হয়। **فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ** নিরাপত্তা ভয়ে এবং প্রশান্তি ক্ষুধা ও চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করেনি এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত বছরের দীর্ঘ মেয়াদী দুর্ভিক্ষের জন্য বদ দু'আ করেন, যেমন ইউসুফের (আঃ) যুগে দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের এক বছর তারা উটের যবাহকৃত রক্তমিশ্রিত লোম পর্যন্ত খেয়েছিল। নিরাপত্তার পর এলো ভয় ও ত্রাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাতের পর সব সময় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনীর ভয়ে ভীত থাকত। তারা দিনের পর দিন তাঁর উন্নতি এবং তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির খবর রাখত। অবশেষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শহর মাক্কার উপর আক্রমণ চালান এবং ওটা জয় করে ওর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ছিল তাদের দুষ্কার্যের ফল যে, তারা যুল্ম ও বাড়াবাড়ির উপর লেগেই ছিল এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই ছিল। অথচ তাঁকে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের মধ্য থেকেই পছন্দ করে প্রেরণ করেছিলেন। এই অনুগ্রহের কথা তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَـٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. رَّسُولاً

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ। প্রেরণ করেছেন এক রাসূল। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১০-১১) আল্লাহ তা'আলার আরও উক্তি ঃ

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولاً مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ. فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫১-১৫২)

যেমন কুফরীর কারণে কাফিরদের নিরাপত্তার পরে ভয় এলো এবং স্বচ্ছলতার পরে এলো ক্ষুধার তাড়না, অনুরূপভাবে ঈমানের কারণে মুসলিমদের ভয়ের পর এলো শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ক্ষুধার পরে এলো হুকুমাত ও নেতৃত্ব। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইবন্ আব্বাসের (রাঃ) ইহাই অভিমত। এ ছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং যুহরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ কতই না মহান!

১১৪। আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তম্মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি শুধু আল্লাহরই ইবাদাত কর তাহলে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	١١٤. فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلاً طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ
১১৫। তিনি (আল্লাহ) শুধুমাত্র মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা যবাহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তা'ই	١١٥. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ

أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, কিন্তু কেহ অনন্যোপায় কিংবা সীমা লংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায়ী হলে আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
١١٦. وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ	১১৬। তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা - এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবেনা।
١١٧. مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	১১৭। তাদের সুখ সম্ভোগ সামান্য এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

হালাল খাদ্য খাওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং হারাম খাদ্যের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর দেয়া হালাল ও পবিত্র রিয্ক আহার করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা সমস্ত নি'আমাতদাতা একমাত্র তিনিই। এ কারণে ইবাদাতের যোগ্যও একমাত্র তিনিই। তাঁর কোন অংশীদার নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হারাম জিনিসগুলির বর্ণনা দিচ্ছেন। ঐ সব জিনিসে তাদের দীনেরও ক্ষতি এবং দুনিয়ারও ক্ষতি। ওগুলো হচ্ছে নিজে নিজেই মৃত জন্তু,

যবাহ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নামে যবাহ করা হয়। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে ওগুলি থেকে যদি কেহ কিছু খায় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। সূরা বাকারায় এ ধরণের আয়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে ওর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এরপর মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফিরদের রীতি-নীতি হতে বিরত রাখছেন। তিনি বলেন ঃ 'তারা যেমন নিজেদের বিবেক ও খায়েশ অনুযায়ী হালাল ও হারাম বানিয়ে নিয়েছে, তোমরা তদ্রুপ করনা। তারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অমুক নামের জন্তু খুবই সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যেমন *'বাহীরাহ', 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ', 'হাম'* ইত্যাদি।' তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ

لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে তোমরা কোন কিছুকে হালাল ও হারাম বানিওনা। এর মধ্যে এটাও নিষেধ থাকল যে, কেহ যেন নিজের পক্ষ হতে কোন বিদ'আত চালু না করে যার কোন শারয়ী দলীল নেই। কিংবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল এবং যা হালাল করেছেন তা হারাম করে না নেয়। কেহ যেন নিজের মতানুসারে কোন হুকুম আবিস্কার না করে।

لِمَا تَصِفُ এর মধ্যে '**ما**' টি **مَصْدَرِيَّة** রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা হালালকে হারাম করে নিওনা। **إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ** এ ধরনের লোক দুনিয়ার সফলতা এবং আখিরাতের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। দুনিয়ায় যদিও কিছুটা সুখভোগ করে, কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের প্রতি ভয়াবহ শাস্তি শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবেনা। দুনিয়ায় তারা সামান্য সুখভোগ করবে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল; অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০)

১১৮। ইয়াহুদীদের জন্য আমি শুধু তা'ই নির্ধারণ করেছিলাম যা তোমার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং আমি তাদের উপর কোন যুল্ম করিনি, কিন্তু তারাই যুল্ম করত তাদের নিজেদের প্রতি।	١١٨. وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَـٰهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
১১৯। যারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে তারা পরে তাওবাহ করলে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার রাব্ব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١١٩. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَـٰلَةٍ ثُمَّ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

ইয়াহুদীদের জন্য কিছু হালাল খাদ্যও হারাম করা হয়েছিল

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, এই উম্মাতের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যান্যদের নামে উৎসর্গীকৃত

বস্তু হারাম। তারপর যার জন্য এগুলো খাওয়ার অনুমতি রয়েছে তা প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করার পর এই উম্মাতের উপর যে শারীয়াতের কাজ হালাল ও সহজ করা হয়েছে উহার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জীবনকে কঠিন করতে চাননা, তিনি চান তাদের সহজ জীবন। ইয়াহুদীদের উপর তাদের শারীয়াতে যা হারাম ছিল এবং যে সংকীর্ণতা এবং অসুবিধা তাদের উপর ছিল এখানে তারও বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ 'তাদের উপর হারামকৃত জিনিসের বর্ণনা ইতোপূর্বেই তোমার কাছে দিয়েছি।' অর্থাৎ সূরা আন'আমে রয়েছে ঃ

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ

ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৬) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـٰكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ আমি তাদের উপর কোন যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا

আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬০)

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর ঐ দয়া ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর করে থাকেন, যাদের আমলের মধ্যে পাপও রয়েছে। এক দিকে তারা *'তাওবাহ'* করে, আর অপর দিকে তিনি তাদের জন্য রাহমাতের দ্বার উন্মুক্ত

করে দেন। ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ *যারা অজ্ঞতা বশতঃ খারাপ কাজ করে তারা পরে তাওবাহ করলে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার রাব্ব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

পূর্ববর্তী কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, যে আল্লাহর অবাধ্য হয় সে মূর্খই হয়ে থাকে। *'তাওবাহ'* বলা হয় পাপ কাজ হতে সরে আসাকে। আর ইসলাহ্ বলে তাঁর আনুগত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে। যে এরূপ করে, তার পাপ ও পদস্খলনের পরেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার উপর দয়া করেন।

১২০। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।	١٢٠. إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১২১। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে।	١٢١. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
১২২। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।	١٢٢. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১২৩। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং	١٢٣. ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ

সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।	ٱلۡمُشۡرِكِينَ

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা, রাসূল, তাঁর বন্ধু, নাবীদের পিতা এবং অতি মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসা করছেন এবং মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের থেকে তাঁকে পৃথক করছেন। إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا *নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ।* أُمَّة এর অর্থ হল ইমাম, যাঁর অনুসরণ করা হয়। قَانِت বলা হয় আল্লাহর অনুগত ও বাধ্যকে। حَنِيْف এর অর্থ হচ্ছে শির্ক থেকে সরে গিয়ে তাওহীদের দিকে আগমনকারী। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি ছিলেন মুশরিকদের থেকে বিমুখ।

ইব্ন মাসঊদকে (রাঃ) أُمَّة قَانِتًا এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'মানুষকে ভাল শিক্ষাদানকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য স্বীকারকারী। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, أُمَّة এর অর্থ হল লোকদের দীনের শিক্ষক।

মুজাহিদ (রহঃ) أُمَّة এর অর্থে বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) একাকীই ছিলেন তার যামানার উম্মাত এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি একাই একাত্মবাদী ছিলেন, বাকী সব লোকই ছিল সেই সময় কাফির। তিনি আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে চলতেন। যেমন মহান আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ

وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭) অর্থাৎ আল্লাহর সমস্ত হুকুম পালন করেছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ إِبۡرَٰهِيمَ رُشۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ

আমি এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ আমি তাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম। সে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করত এবং তাঁর পছন্দনীয় শারীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ আমি তাকে দীন ও দুনিয়ার মঙ্গল দান করেছিলাম। পবিত্র জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উত্তম গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলদের অন্যতম।

তাঁর পবিত্র যিক্‌র দুনিয়ায়ও জারী রয়েছে এবং আখিরাতেও তিনি বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাঁর চরমোৎকর্ষতা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর তাওহীদের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি এভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ ‘হে আখিরী নাবী! তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের অনুসরণ কর এবং জেনে রেখ যে, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।’ সূরা আন‘আমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন, ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬১) অতঃপর ইয়াহুদীদের উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

١٢٤. إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ	**১২৪। শনিবার পালনতো শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করত। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত তোমার রাব্ব অবশ্যই কিয়ামাত দিবসে সেই বিষয়ে তাদের মীমাংসা করে দিবেন।**

শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের প্রতি নাসীহাত

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন একটা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে দিন তারা একত্রিত হয়ে তাঁর ইবাদাত করবে খুশীর পর্ব হিসাবে। এই উম্মাতের জন্য ঐ দিন হচ্ছে শুক্রবার। কেননা ওটি হচ্ছে ষষ্ঠ দিন, যে দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকাজ পূর্ণতায় পৌঁছে দেন এবং সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়। আর তিনি তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত নি'আমাত দান করেন।

বর্ণিত আছে যে, মূসার (আঃ) মাধ্যমে বানী ইসরাঈলের জন্য এই দিনটিকেই নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারা এই দিন থেকে সরে গিয়ে শনিবারকে গ্রহণ করে। তারা শনিবারকে এই হিসাবে গ্রহণ করে যে, শুক্রবার সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত হয়েছে। শনিবার আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য ঐ দিনকেই অর্থাৎ শনিবারকেই নির্ধারণ করা হয়। আর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা যেন দৃঢ়তার সাথে ঐ দিনকে ধারণ করে। তবে এ কথা অবশ্যই বলে দেয়া হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আসবেন তখনই সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। ঐ কথার উপর তাদের কাছ থেকে ওয়াদাও নেয়া হয়। সুতরাং শনিবার দিনটি তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল এবং শুক্রবারকে ছেড়ে দিয়েছিল।

ঈসার (আঃ) যুগ পর্যন্ত তারা এর উপরই থাকে। বলা হয়েছে যে, পরে ঈসা (আঃ) তাদেরকে রবিবারের দিকে আহ্বান করেছিলেন। একটি উক্তি এও রয়েছে যে, ঈসা (আঃ) কয়েকটি মানসূখ হুকুম ছাড়া তাওরাতের শারীয়াতকে পরিত্যাগ করেননি এবং শনিবারের হিফাযাত তিনি বরাবরই করে এসেছিলেন। তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার পর কনষ্টানটাইন বাদশাহর যুগে শুধু ইয়াহুদীদের হঠকারিতার কারণে ঐ বাদশাহ যেরুজালেমের পরিবর্তে পূর্ব দিককে তাদের কিবলা নির্ধারণ করে এবং শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে নির্ধারণ করে নেয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকারী, আর কিয়ামাতের দিন আমরা সবার আগে থাকব, যদিও তাদেরকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছিল। এই দিনটিকেও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ফার্য করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাদেরকে ওর প্রতি হিদায়াত করেছেন। সুতরাং এসব লোক আমাদের পরে

পালন করতে রয়েছে। ইয়াহুদীরা একদিন পরে এবং খৃষ্টানরা দু'দিন পরে। (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬, মুসলিম ২/৫৮৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে আল্লাহ তা'আলা জুমুআর (শুক্রবার) দিন হতে বঞ্চিত করেছেন। ইয়াহুদীদের জন্য হল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য হল রবিবার, আর আমাদের জন্য হল শুক্রবার। সুতরাং এখন হল শুক্রবার, শনিবার এবং রোববার। সুতরাং দিনের দিক দিয়ে যেমন তারা আমাদের পরে রয়েছে, কিয়ামাতের দিনও তারা আমাদের পিছনেই থাকবে। দুনিয়ার হিসাবে আমরা পিছনে, আর কিয়ামাতের হিসাবে আগে। সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাইসালা হবে আমাদের। (মুসলিম ২/৫৮৬)

১২৫। তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার রাব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।	١٢٥. ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

মানুষকে হিকমাত এবং উত্তম পন্থায় দা'ওয়াত দেয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন আল্লাহর মাখলূককে হিকমাতের সাথে তাঁর পথের দিকে আহ্বান করেন। ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী *'হিকমাত'* দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীসে রাসূল বুঝানো উদ্দেশ্য। আর সদুপদেশ দ্বারা ঐ উপদেশকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে ভয় ও ধমকও থাকে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার উপায় অবলম্বন করে। তবে হ্যাঁ,

এটার প্রতিও খেয়াল রাখা দরকার যে, যদি কারও সাথে তর্ক ও বচসা করার প্রয়োজন হয় তাহলে যেন নরম ও উত্তম ভাষায় তা করা হয়। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

وَلَا تُجَـٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحۡسَنُ

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৬) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁকে শান্তভাবে ধীরে-সুস্থে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মূসাকেও (আঃ) নরম ব্যবহারের হুকুম দেয়া হয়েছিল। দুই ভাইকে ফির'আউনের নিকট পাঠানোর সময় বলে দেন ঃ

فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ

তোমরা তাকে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِه তোমার রাব্ব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয় সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে সেটাও তিনি সম্যক অবগত। কে হতভাগা এবং কে ভাগ্যবান এটাও তাঁর অজানা নয়। সমস্ত আমলের পরিণাম সম্পর্কেও তিনি পূর্ণভাবে অবহিত। হে নাবী! তুমি আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিতে থাক। কিন্তু যারা মানেনা তাদের পিছনে পড়ে তুমি নিজেকে ধ্বংস করনা। তুমি হিদায়াতের যিম্মাদার নও। তুমি শুধু তাদেরকে সতর্ককারী। তোমার দায়িত্ব শুধু আমার আদেশ তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার।

إِنَّكَ لَا تَهۡدِى مَنۡ أَحۡبَبۡتَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬)

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَٮٰهُمۡ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২)

১২৬। যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম।	١٢٦. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ
১২৭। তুমি ধৈর্য ধারণ কর; তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহরই সাহায্যে; তাদের জন্য দুঃখ করনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।	١٢٧. وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
১২৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎ কর্মপরায়ণ।	١٢٨. إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ.

শাস্তি দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করার আদেশ

প্রতিশাধ গ্রহণ ও হক আদায় করার ব্যাপারে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ইমাম ইব্ন সীরীন (রহঃ) فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِه আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির ভাবার্থ বর্ণনায় বলেন ঃ 'যদি কেহ তোমার নিকট থেকে কোন জিনিস নিয়ে নেয় তাহলে তুমিও তার নিকট থেকে ঐ সমপরিমান জিনিস নিয়ে নাও'। (আবদুর রায্যাক ২/৩৬১) মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৭/৫২৪, ৫২৫) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, পূর্বে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ ছিল। তারপর যখন কতকগুলি প্রভাবশালী লোক মুসলিম হলেন

তখন তারা বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিতেন তাহলে অবশ্যই আমরা এই কুকুরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। পরে এটাও জিহাদের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/৫২৪)

এই আয়াতেও সমান সমান বদলা নেয়ার বৈধতার বর্ণনার পর বলেন ঃ 'যদি ধৈর্য ধারণ কর তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম। এরপর ধৈর্যের প্রতি আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ ধৈর্য ধারণ করা সবার কাজ নয়। এটা একমাত্র তারই কাজ যার উপর আল্লাহর সাহায্য থাকে এবং যাকে তাঁর পক্ষ থেকে তাওফীক দান করা হয়। অতঃপর বলেন ঃ

وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ হে নাবী! যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের এ কাজের জন্য তুমি দুঃখ করনা। তাদের ভাগ্যে বিরুদ্ধাচরণই লিখে দেয়া হয়েছে। আর তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা। আল্লাহ তা'আলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমার সাহায্যকারী। তিনিই তোমাকে সবার উপর জয়যুক্ত করবেন। তিনিই তোমাকে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হতে রক্ষা করবেন। তাদের শত্রুতা এবং খারাপ ইচ্ছা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।

إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ আল্লাহ তা'আলার সাহায্য, তাঁর হিদায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁর তাওফীক তাদের সাথেই রয়েছে যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয় এবং ইহসানের জওহার দ্বারা আমল পরিপূর্ণ রয়েছে। যেমন জিহাদের সময় আল্লাহ তা'আলা মালাইকা/ফেরেশতাগণের নিকট অহী করেছিলেন ঃ

إِذۡ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمۡ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাক/ফেরেশতার নিকট প্রত্যাদেশ করলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১২) অনুরূপভাবে তিনি মূসা (আঃ) ও হারূনকে (আঃ) বলেছিলেন ঃ

لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ

তোমরা ভয় করনা, আমিতো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (সূরা তা-হা, ২০ঃ ৪৬) সাওর পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বাকরকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'আপনি চিন্তা করবেননা, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৭/১১) সুতরাং এই সঙ্গ ছিল বিশিষ্ট সঙ্গ। আর এই সঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য সাথে থাকা। সাধারণ 'সাথে থাকার' বর্ণনা রয়েছে নিম্নের আয়াতে ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَـٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৭) যেমন মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই

খবর থাকে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১) সুতরাং এসব আয়াতে সাথ বা সঙ্গ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শোনা এবং দেখাকে।

'তাকওয়া' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কারণে হারাম ও পাপের কাজগুলোকে পরিত্যাগ করা। আর ইহসানের অর্থ হল মহান রাব্ব আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতের কাজে নিয়োজিত থাকা। যে লোকদের মধ্যে এই দু'টি গুণ বিদ্যমান থাকে তারা আল্লাহ তা'আলার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ সব লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেন। তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা ও শত্রুরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনা, বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সফলকাম করে থাকেন।

চর্তুদশ পারা এবং সূরা নাহল -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৭ ইসরা, মাক্কী	١٧ – سورة الإسراء، مَكِّيَّةٌ
আয়াত ১১১, রুকু ১২	(اَيَاتُهَا : ١١١، رُكُوْعَاتُهَا : ١٢)

‘সূরা ইসরা’ এর মর্যাদা

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল), সূরা কাহফ এবং সূরা মারইয়াম সর্বপ্রথম, সর্বোত্তম এবং ফাযীলাতপূর্ণ সূরা। (ফাতহুল বারী ৮/৬৫৫)

আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও নফল সিয়াম এভাবে পর্যায়ক্রমে পালন করতেন যে, আমরা মনে মনে বলতাম, সম্ভবতঃ তিনি সিয়াম অবস্থায়ই কাটিয়ে দিবেন। আবার কখনও কখনও মোটেই সিয়াম পালন করতেননা। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, সম্ভবতঃ তিনি সিয়াম পালন করবেনই না। তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, প্রতি রাতে তিনি সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল) ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। (আহমাদ ৬/১৮৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বারাকাতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	١. سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

আল্লাহর সাথে রাসূলের (সাঃ) কথোপকথন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর মত ক্ষমতা কারও মধ্যে নেই।

الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى

তিনি তাঁর বান্দা অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই রাতের একটি অংশে মাক্কা মুকাররামার মাসজিদ হতে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, যা ইবরাহীমের (আঃ) যুগ হতে নাবীগণের (আঃ) কেন্দ্রস্থল ছিল। সমস্ত নাবীকে (আঃ) সেখানে একত্রিত করা হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাতের ইমামতি করেন। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, বড় ও অগ্রবর্তী নেতা তিনিই। আল্লাহর দুরূদ ও সালাম তাঁর উপর ও তাঁদের সবারই উপর বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا এই মাসজিদের চতুষ্পার্শ্বে আমি ফল-ফুল, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি দ্বারা বারাকাতময় করে রেখেছি। আমার এই মর্যাদা সম্পন্ন নাবীকে আমার বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেগুলি তিনি ঐ রাতে দর্শন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ

সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (সূরা নাজম, ৫৩, ঃ ১৮)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِير আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন, কাফির, বিশ্বাসকারী এবং অস্বীকারকারী সমস্ত বান্দার কথা শোনেন এবং দেখেন। প্রত্যেককে তিনি ওটাই দেন যার সে হকদার, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও।

মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীস

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে একটি সাদা প্রাণী *'বুরাক'* নিয়ে আসা হয় যা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট ছিল। ওটা ওর এক এক পদক্ষেপ এত দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়। আমি ওর উপর উঠে বসলাম

এবং ও আমাকে নিয়ে চললো। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলাম এবং ওকে দরজার ঐ শিকলের সাথে বেঁধে রাখলাম যেখানে নাবীগণ বাঁধতেন। তারপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলাম। যখন সেখান থেকে বের হলাম তখন জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে একটি পাত্রে মদ এবং একটি পাত্রে দুধ নিয়ে এলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ আপনি ফিত্‌রাত (প্রকৃতি) পছন্দ করেছেন। তারপর আমাকে প্রথম আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

এরপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। দ্বিতীয় আকাশে আমি ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) ও ঈসাকে (আঃ) দেখতে পেলাম যারা একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। তারা দু'জনও আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন।

তারপর আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশে উঠে যান এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। তৃতীয় আকাশে আমার সাক্ষাৎ হল ইউসুফের (আঃ) সাথে যাকে সমস্ত সৌন্দর্যের

অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। তিনিও আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সাথে নিয়ে চতুর্থ আকাশে উঠে যান এবং ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে । তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। তারপর চতুর্থ আকাশে ইদরীসের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গল কামনা করে দু'আ করলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَفَعْنَـٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৭)

তারপর পঞ্চম আকাশে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। পঞ্চম আকাশে সাক্ষাৎ হয় হারূণের (আঃ) সাথে। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন।

এরপর আমরা ষষ্ঠ আকাশে উঠি এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। ষষ্ঠ আকাশে মূসার (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে গমন করেন এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ

জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। সপ্তম আকাশে ইবরাহীমকে (আঃ) বাইতুল মা'মূরে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পাই। বাইতুল মা'মূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা গমন করে থাকেন, কিন্তু একদিন যারা ওখানে যান তাদের পালা (rotation) কিয়ামাত পর্যন্ত আর আসবেনা। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানের পাতা ছিল হাতীর কানের সমান এবং ফল ছিল বৃহৎ মাটির পাত্রের মত। ওটাকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ঢেকে রেখেছিল। ওর সৌন্দর্যের বর্ণনা কেহই দিতে পারেনা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যে অহী নাযিল করার তা নাযিল করেন। এরপর আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করা হয়। সেখানে হতে নেমে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ দিন রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ক্ষমতা রাখেনা, আপনার পূর্বে আমি বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে দেখেছি যে তারা কেমন ছিল। সুতরাং আমি আমার রবের কাছে ফিরে যাই এবং বললাম ঃ হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে দিন, তারা এতটা পালন করতে পারবেনা। সুতরাং তিনি পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি বলা হয়েছে? বললাম ঃ আমার রাব্ব পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে আনুন। এভাবে আমি আল্লাহ তা'আলা ও মূসার (আঃ) মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম এবং প্রতিবার পাঁচ ওয়াক্ত করে সালাতের ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হচ্ছিল। অবশেষে তিনি বললেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! দিনে-রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করা হল এবং প্রতিটি সালাতের জন্য দশ গুণ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। সুতরাং এর মোট পরিমান পঞ্চাশই থাকল। যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল, অথচ তা সে করলনা তাহলে একটি ভাল কাজের আমল তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যদি সে ওটা

বাস্তবায়িত করে তাহলে দশটি আমলের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে যদি ওটা না করে তাহলে তার আমলনায় কোন পাপ লিপিবদ্ধ করা হবেনা। পক্ষান্তরে সে যদি খারাপ কাজটি করেই ফেলে তাহলে তার আমলনামায় একটি পাপ লিপিবদ্ধ করা হবে।' অতঃপর আমি নিচে নেমে আসি এবং মূসার (আঃ) সাথে দেখা হলে তাকে এসব কথা বলি। তিনি বললেন ঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে আনুন। তারা কখনও এ আদেশ পালনে সক্ষম হবেনা। কিন্তু বার বার আল্লাহর কাছে আসা-যাওয়ার পর তাঁর কাছে আরও যেতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। (আহমাদ ৩/১৪৮, মুসলিম ১/১৪৫)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাতে উর্ধ্বাকাশে গমনের জন্য বুরাকের লাগাম এবং জিন বা গদী প্রস্তুত করে রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ার হওয়ার সময় সে ছট্ফট্ করতে থাকে। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেন ঃ তুমি এটা কি করছ? আল্লাহর শপথ! তোমার উপর ইতোপূর্বে তাঁর চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কখনও সওয়ার হয়নি। এ কথা শুনে বুরাক সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়। (তিরমিযী ৩১৩১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন আমাকে আমার মহামহিমান্বিত রবের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এমন কতকগুলি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের তামার নখ ছিল, যা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমন্ডল ও বুক খোঁচাচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এরা হচ্ছে ওরাই যারা লোকের গোশত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ গীবত করত) এবং তাদের মর্যাদাহানী করত। (আহমাদ ৩/২২৪, আবূ দাঊদ ৪৮৭৮)

আনাস (রাঃ) হতে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি মূসার (আঃ) কাবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তাঁকে ওখানে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাই। (আহমাদ ৩/১২০, মুসলিম ২৩৭৫)

মি'রাজ সম্পর্কে মালিক ইব্ন সা'সা'আহ (রাঃ) হতে আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, মালিক ইব্ন সা'সা'আহ (রাঃ) তাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মি'রাজের

রাতের ভ্রমণের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুইয়েছিলেন (কা'বা ঘরের) *'হা'তীম'* নামক স্থানে। অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সাখরের উপর শুইয়েছিলেন। এমন সময় আগমনকারীরা আগমন করেন। তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলেন ঃ তিনজনের মধ্যে যিনি মাঝখানে আছেন। অতঃপর আমি বলতে শুনলাম ঃ 'গলার প্রান্ত থেকে নাভীর নিচ পর্যন্ত'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদয়টি (Heart) বাইরে নিয়ে আসেন এবং স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে রেখে ধৌত করেন। ঐ পাত্রটি ছিল ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। তিনি তা আবার আমার বুকের ভিতর ভরে দিলেন। অতঃপর একটি সাদা প্রাণী আমার সামনে উপস্থিত করা হল। ওটির আকৃতি খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়।' আল-জারুদ জিজ্ঞেস করেন ঃ ওটা কি বুরাক, হে আবূ হামজাহ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। ওটা ওর এক এক পদক্ষেপ এত দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি ওর উপর উঠে বসলাম এবং ও আমাকে নিয়ে চলল। আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। বলা হল ঃ তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি আপনার পিতা আদম (আঃ), তাঁকে সম্ভাষন জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আমার উত্তম সন্তান এবং সৎ নাবী! তোমাকে স্বাগতম!

এরপর আমাকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। বলা হল ঃ তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর

আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি হারূনকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হারূন (আঃ), তাঁকে স্বাদর সম্ভাষন জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ আমার সৎ ভাই এবং সৎ নাবীকে অভিনন্দন!

অতঃপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করেন ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। বলা হল ঃ তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি মূসাকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি মূসা (আঃ), তাঁকে সম্ভাষন জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ আমার সৎ ভাই এবং সৎ নাবীকে স্বাগতম!

আমি সেখান হতে এগিয়ে গেলে তিনি কেঁদে ফেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এ জন্য যে, আমার পরে যে যুবককে নাবী করে পাঠানো হয়েছে তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের তুলনায় অধিক সংখ্যক জান্নাতে যাবে।

এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। বলা হল ঃ তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি ইবরাহীম (আঃ), তাঁকে সম্ভাষন জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ আমার সৎ সন্তান এবং সৎ নাবীকে অভিনন্দন!

অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানের এক একটি ফল যেন বৃহদাকার ডেকচির চেয়েও বড়। ওর গাছের পাতা হাতির কানের চেয়েও বৃহৎ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইহা সিদরাতুল মুনতাহা। ওর রয়েছে

চারটি নদী। দু'টি যাহির ও দু'টি বাতিন। আমি বললাম ঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এই চারটি নাহর কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ বাতিনী নাহর দু'টি হচ্ছে জান্নাতের নাহর এবং যাহিরী নাহর দু'টি হল নীল ও ফুরাত নদী। অতঃপর আমাকে বাইতুল মা'মূর' দেখানো হল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে হাসান (রহঃ) বলেছেন, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মা'মূর দেখেছেন। বাইতুল মা'মূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা গমন করে থাকেন, কিন্তু একদিন যারা ওখানে যান তাদের পালা (rotation) কিয়ামাত পর্যন্ত আর আসবেনা। অতঃপর তিনি আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির বাকী অংশ বলতে থাকেন ঃ

অতঃপর আমার সামনে মদ, দুধ ও মধুর পাত্র পেশ করা হল। আমি দুধের পাত্রটি পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ এটাই হচ্ছে *'ফিতরাত'* (প্রকৃতি) যার উপর আপনি ও আপনার উম্মাত থাকবেন।

অতঃপর আমার ও আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করা হয়। সেখান হতে নেমে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনি আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ প্রতি দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে । মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। তাঁর এ কথা শুনে আমি ফিরে যাই এবং আল্লাহ তা'আলা তখন দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

তাঁর এ কথা শুনে আমি ফিরে যাই এবং আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেন। আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক বিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক বিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং তখন আরও দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার আদেশ করা হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে

মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। আমি বললাম ঃ আমি আমার রাব্ব আল্লাহকে অনেকবার অনুরোধ করেছি। পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি ইহা গ্রহণ করেছি এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি। তখন একটি আওয়াজ এলো ঃ জেনে রেখ, আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই। আমি আমার বান্দার ভার লাঘব করেছি। (আহমাদ ৪/২০৮, ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, মুসলিম ১/১৫১)

মি'রাজ সম্পর্কে আবূ যার (রাঃ) হতে আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, আবূ যার (রাঃ) মাঝে মাঝে আমাদেরকে বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ঘরের ছাদ খুলে দেয়া হল। ঐ সময় আমি মাক্কায় ছিলাম। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করলেন। এরপর তিনি একটি স্বর্ণের পাত্র নিয়ে এলেন যা ছিল ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। তিনি তা আমার বুকের ভিতর ভরে দিলেন এবং ওকে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং প্রথম আকাশে গিয়ে পৌঁছলেন। জিবরাঈল (আঃ) ওর পাহারাদারকে দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার সাথে কেহ আছেন কি? জবাবে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। দরজা খুলে দেয়ার পর দেখতে পেলাম যে, একটি লোক বসে রয়েছেন এবং তাঁর ডানে ও বামে বড় বড় দল রয়েছে। ডান দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে উঠছেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলছেন। তিনি বললেন ঃ হে আমার উত্তম সন্তান এবং সৎ নাবী! তোমাকে অভিনন্দন! আমি জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইনি কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ ইনি হলেন আদম (আঃ), আর তাঁর ডান ও বাম দিকে যাদের দেখতে পাচ্ছেন তারা হল তাঁর বংশধর। ডান দিকেরগুলি জান্নাতী এবং বাম দিকেরগুলো

জাহান্নামী। তিনি যখন ডান দিকে তাকাচ্ছেন তখন তাদেরকে দেখে খুশী হচ্ছেন এবং যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন তখন ওদেরকে দেখে কাঁদছেন।

এরপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং আমরা ইবরাহীমকে (আঃ) অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ সৎ নাবী এবং সৎ সন্তানকে অভিনন্দন! আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইনি কে? তিনি বললেন ঃ ইনি ইবরাহীম (আঃ)। যুহরী (রহঃ) বলেন, ইব্ন হাযম (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবূ হাব্বাহ আল আনসারী (রাঃ) মাঝে মাঝে বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলতেন ঃ অতঃপর আমাকে ঐ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে কলমের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

ইবন হাযম (রাঃ) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করেন। এই বার্তা নিয়ে সেখান হতে ফিরে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনি আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি ফিরে গেলাম এবং তিনি অর্ধেক সালাত কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম এবং বললাম ঃ কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। তিনি (আঃ) বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি ফিরে গেলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আরও অর্ধেক কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং তখন আল্লাহ বলেন ঃ উহা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কিন্তু প্রতিদানের দিক থেকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান। জেনে রেখ, আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। তিনি (আঃ) বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আমি বললাম ঃ আমার রবের কাছে ফিরে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি।

অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল যা অপূর্ব বর্ণনার অতীত রংসমূহ দ্বারা অচ্ছাদিত ছিল। অতঃপর আমি জান্নাতে প্রবশ করলাম। ওর তাবুগুলি মনি-মুক্তার এবং ওর মাটি মিশ্কের।

এই পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীর কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা ইসরা এর তাফসীরেও ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম

(রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/৫৪৭, ৩/৫৭৬, ৬/৪৩১, মুসলিম ১/১৪৮)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (রহঃ) আবূ যারকে (রাঃ) বলেন ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতাম তাহলে কমপক্ষে তাঁকে একটি কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম। তখন আবূ যার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই কথাটি কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন কিনা এই কথাটি। এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আমি তাঁর নূর (আলো) দেখেছিলাম, তাঁকে আমি কিভাবে দেখতে পারি? (আহমাদ ৫/১৪৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি আবূ যারকে (রাঃ) বললাম ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতাম তাহলে তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম। আবূ যার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি কথা জিজ্ঞেস করতে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আপনি কি আপনার রাব্বকে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন? তখন আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আমি তার নূর (আলো) দেখেছিলাম। (মুসলিম ১/১৬১)

মি'রাজ সম্পর্কে যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনা

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি মি'রাজের ঘটনাটি যখন জনগণের কাছে বর্ণনা করি এবং কুরাইশরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ঐ সময় আমি হাতীমে দাঁড়িয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে এনে দেখান এবং ওটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে দিলেন। এরপর তারা যে নিদর্শনগুলি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, সেগুলির উত্তর আমি সঠিকভাবে দিয়ে যাচ্ছিলাম। (আহমাদ ৩/৩৭৭, বুখারী ৪৭১০, মুসলিম ১৭০)

ইব্‌ন শিহাব (রহঃ) আবূ সালামাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ কুরাইশ কাফিরদের কিছু লোক আবূ বাকরের (রাঃ) নিকট গমন করে এবং বলে ঃ তুমি কি শুনেছ, আজ তোমার সাথী (নাবী সঃ) কি এক বিস্ময়কর কথা বলছে! সে দাবী করছে যে, সে নাকি এক রাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছে এবং আবার মাক্কায় ফিরে এসেছে! এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ তিনি কি এ কথা বলেছেন? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যদি বলে থাকেন তাহলে সত্য বলেছেন।

তারা তখন বলল ঃ তাহলে তুমি কি এটাও বিশ্বাস করছ যে, সে রাতে বের হল এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সিরিয়া গিয়ে আবার মাক্কায় ফিরে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এর চেয়েও আরও বড় ব্যাপার আমি এর বহু পূর্ব হতেই বিশ্বাস করছি। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর কাছে আকাশ হতে অহী পৌঁছে। আবূ সালামাহ (রাঃ) বলেন যে, ঐ সময় থেকেই তাঁর উপাধি হয় সিদ্দীক (সত্যিকারের বিশ্বাসী)। (দালায়িলুল নুবুওয়াহ ২/৩৫৯)

মি'রাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাতে যখন জান্নাতে পৌঁছেন তখন এক দিক হতে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! ইহা কি? জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ ইনি হচ্ছেন মুআয্যিন বিলাল (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ হতে ফিরে এসে বলেন ঃ বিলাল তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ! আমি এরূপ এরূপ দেখেছি।

তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, মূসার (আঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। মূসা (আঃ) বললেন ঃ উম্মী নাবীর আগমন শুভ হোক। মূসা (আঃ) ছিলেন গোধূম বর্ণের দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট লোক। তাঁর মাথার চুল ছিল কান পর্যন্ত অথবা কান হতে কিছুটা উপরে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইনি কে হে জিবরাঈল? উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন মূসা (আঃ)। অতঃপর যেতে যেতে এক স্থানে অতি মর্যাদা সম্পন্ন এক বয়স্ক ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরাঈল! ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম! অতঃপর জাহান্নাম পরিদর্শনের সময় তিনি কতকগুলি লোককে দেখতে পান যারা পচা মৃতদেহ ভক্ষণ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এরা কারা? জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ এরা তারা যারা লোকদের মাংস ভক্ষণ করত অর্থাৎ গীবত করত। সেখানেই তিনি একটি লোককে দেখতে পেলেন যে দেখতে আগুনের মত লাল ছিল এবং চোখ ছিল বাকা ও টেরা। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এ কে? উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সালিহর (আঃ) উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল আকসায় ফিরে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং অন্যান্য নাবীগণও তাঁর সাথে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায় করা শেষে তাঁর দুই হাতে দু'টি বাটি দেয়া হয়। ওর একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল

মধু। তিনি দুধের বাটি থেকে পান করেন। যে বাটি বহন করে নিয়ে এসেছিল সে বলল ঃ আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করেছেন। (আহমাদ ১/২৫৭) এ হাদীসটির বর্ণনাও সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে একই রাতে মাক্কায় পৌঁছে দেন এবং এই খবর তিনি জনগণের মধ্যে প্রচার করেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলি বলে দেন, তাদের যাত্রীদলের খবর প্রদান করেন তখন কতকগুলি লোক বলল ঃ 'এ সব কথায় আমরা তাঁকে সত্যবাদী মনে করিনা'। এ কথা বলে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে গিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। এরা সবাই আবূ জাহলের সাথে ধ্বংস হয়। আবূ জাহল বলেছিল ঃ মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাক্কুম গাছের ভয় দেখাচ্ছে, কিছু খেজুর এবং মাখন নিয়ে এসো। ওগুলি মিশিয়ে আমরা যাক্কুম গলধঃকরণ করি! ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে তার প্রকৃত রূপে দেখেছিলেন। সেটা ছিল চোখের দেখা, স্বপ্নের মধ্যে দেখা নয়। সেখানে তিনি ঈসা (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাজ্জালের বিবরণ জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ আমি তাকে বিশাল দেহী লম্বা ফর্সা রংয়ের দেখতে পেয়েছি। তার একটি চোখ এমনভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন একটি অতি উজ্জ্বল তারকা এবং চুল যেন কোন গাছের ঘন শাখা। আমি ঈসাকে (আঃ) দেখেছি। তাঁর রং সাদা, চুলগুলি কোঁকড়ানো এবং দেহ মধ্যমাকৃতির। আমি মূসাকে (আঃ) দেখেছি গোধূম বর্ণের, ঘন চুল এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দেখেছি যিনি হুবহু আমারই মত। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে সালাম দিতে বলেন। সুতরাং আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম এবং সালাম দিলাম। (আহমাদ ১/৩৮৪, নাসাঈ ১১৪৮৪)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি মূসা ইব্‌ন ইমরানকে (আঃ) দেখেছি। তিনি লম্বা, কোকরানো চুল বিশিষ্ট, দেখতে মনে হয় যেন শানু'আহ গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি দেখতে সাদা গৌর বর্ণের এবং মাথার চুলগুলি সোজা।

একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামের দারোগা মালিককেও দেখেছিলেন এবং দাজ্জালকেও, ঐ নিদর্শনাবলীসহ যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দেখিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর চাচাতো ভাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَا تَكُن فِى مِرۡيَةٍ مِّن لِّقَآبِهِۦ ۖ وَجَعَلۡنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ

অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করনা। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৩) কাতাদাহ (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মূসার (আঃ) যে সাক্ষাত হয়েছে তা'ই বলা হয়েছে। যেমন এর পরের আয়াতাংশেই বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلۡنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ

আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৩) অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) দিক নির্দেশনাসহ পাঠিয়েছিলেন। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৮৬) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ উক্তিটি তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনাও পেশ করেছেন। (বুখারী ৩২৩৯, মুসলিম ১৬৫)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতের পর সকালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, জনগণের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে এক প্রান্তে বসে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহর শত্রু আবূ জাহল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখে সে তাঁর পাশেই বসে পড়ল এবং উপহাস করে বলল ঃ নতুন কোন খবর আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ আছে। আবূ জাহল তা জানতে চাইল। তিনি বললেন ঃ আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সে প্রশ্ন করল ঃ কোথায়? তিনি বললেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস। সে জিজ্ঞেস করল ঃ আবার এখন এখানে আমাদের মাঝে বিদ্যমানও রয়েছ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তখন ঐ কষ্টদায়ক ব্যক্তি মনে মনে বলল ঃ এখনই একে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া ঠিক হবেনা। তাহলে হয়ত জনসমাবেশে, সে যে এ কথা বলেছে তা স্বীকারই করবেনা। তাই সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি যদি

জনগণকে একত্রিত করি তাহলে তুমি সবার সামনেও কি এ কথাই বলবে? জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ অবশ্যই। তৎক্ষণাৎ আবূ জাহল উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলল ঃ হে বানু কা'ব ইব্ন লু'আই! তোমরা এসে পড়। সবাই তখন দৌড়ে এসে তার পাশে বসে পড়ল। ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তি (আবূ জাহল) তখন তাকে বলল ঃ এখন তুমি ঐ কথা বর্ণনা কর যে কথা আমার কাছে বর্ণনা করছিলে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে বলতে শুরু করেন ঃ গত রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সবাই জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। জনগণ প্রশ্ন করল ঃ এখন আবার আমাদের মধ্যেই বিদ্যমানও রয়েছ? তিনি জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। তারা এ কথা শুনে কেহ হাত তালি দিতে শুরু করল, কেহবা অতি বিস্ময়ের সাথে নিজের মাথার উপর হাত রেখে বসে পড়ল এবং তারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে সবাই একমত হয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করল। তারা তাঁকে বলল ঃ আচ্ছা, আমরা তোমাকে তথাকার কতকগুলি অবস্থা ও নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, তুমি উত্তর দিতে পারবে কি? তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোকও ছিল যারা বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল এবং সেখানকার অলিগলি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা আমাকে মাসজিদটি সম্পর্কে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রশ্ন করেছিল যেগুলি আমাকে কিছুটা হতভম্ব করে ফেলেছিল। তৎক্ষণাৎ মাসজিদটিকে আমার সামনে আকীলের বাড়ির পাশে বা আকালের বাড়ীর পাশে এনে দেয়া হয়। তখন আমি দেখছিলাম এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। এটা এ কারণেই যে, মাসজিদের কতকগুলি সিফাত বা বিশেষত্ব আমার স্মরণ ছিলনা। তাঁর এই নিদর্শনগুলির বর্ণনার পর সবাই সমস্বরে বলছিল ঃ তিনি খুঁটিনাটি ও সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি একটি কথাও ভুল বলেননি। (আহমাদ ১/৩০৯, নাসাঈ ১১২৮৫, দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৬৩)

মি'রাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজ করানো হয় তখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যে জিনিস উপরে উঠে তা এখান পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর এখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে জিনিস অবতরণ করে তা এখান পর্যন্ত অবতারিত হয় এবং তারপর এখান থেকে গ্রহণ করা হয়।

إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ

যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ১৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঐ সিদরাতুল মুনতাহা সোনার ফড়িংয়ে ছেয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত এবং সূরা বাকারাহর শেষের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং এটাও দেয়া হয় যে, তার উম্মাতের মধ্যে যারা শির্ক করবেনা তাদের বড় পাপও (কাবীরা গুনাহও) ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ হাদীসটি ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থেও এই রিওয়ায়াতটি ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে মি‘রাজের সুদীর্ঘ হাদীস রূপে বর্ণিত আছে

মি‘রাজ সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বর্ণনা

ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মি‘রাজের রাতে মূসার (আঃ) সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তাঁর সম্পর্কে আমার মনে পরে যে, তাঁর চুল ছিল কোকড়ানো এবং দেখতে মনে হচ্ছিল শানু‘আহ গোত্রের লোক। ঈসার (আঃ) সাথেও আমার সাক্ষাত হয়। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির গৌর বর্ণের, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি এখনই গোসল করে এসেছেন। আমার সাথে ইবরাহীমেরও (আঃ) সাক্ষাত ঘটে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যাঁর সাথে তাঁর চেহারার মিল রয়েছে। আমার জন্য দু’টি পাত্রের একটিতে দুধ এবং অপরটিতে মদ নিয়ে আসা হল এবং বলা হল ঃ আপনার যেটি খুশি তা গ্রহণ করুন। আমি দুধের পাত্রটিই গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। আমাকে বলা হল ঃ আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করেছেন, অথবা বলা হল আপনি ফিতরাত দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। আপনি যদি মদ পছন্দ করতেন তাহলে আপনার উম্মাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৩, মুসলিম ১/১৫৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার মনে পড়ে যে, আমি তখন কা‘বার হিজরে উপস্থিত ছিলাম। কাফির কুরাইশরা মি‘রাজ সম্পর্কে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল। তারা আমার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জানতে চাইল। ঐ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলামনা। ফলে

আমাকে এমন চিন্তায় পেয়ে বসল যা আগে আমি কখনও অনুভব করিনি। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হল। এরপর তারা যে প্রশ্নই করছিল, আমি তার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। নাবীদের সমাবেশে যাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের ব্যাপারে আমার মনে আছে। মূসা (আঃ) সালাত আদায় করছিলেন। তাঁর ছিল কোকড়ানো চুল, তাঁকে মনে হচ্ছিল তিনি যেন শানু‘আহ গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকেও (আঃ) সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি দেখতে অনেকটা উরওয়াহ ইব্ন মাসউদ আশ শাকাফীর মত। সালাত আদায় করা অবস্থায় আমি ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি দেখতে তোমাদের এই সাথীর (রাসূল সাঃ) মত। অতঃপর সালাতের সময় হওয়ায় আমার ইমামতিতে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। সালাত আদায় করা শেষে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পাই ঃ হে মুহাম্মাদ! এই যে মালিক, জাহান্নামের রক্ষক! সুতরাং আমি ফিরে তাকালাম এবং তিনি আমাকে প্রথম সম্ভাষন জানালেন। (মুসলিম ১/১৫৬)

কখন মি‘রাজ সংঘটিত হয়েছিল

যুহরীর (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী মি‘রাজের এই ঘটনাটি হিজরাতের এক বছর পূর্বে ঘটেছিল। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৫) উরওয়াহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইহা ছিল হিজরাত করার ১৬ মাস পূর্বের ঘটনা। (কুরতুবী ১০/২১০)

এটাই সত্য ঘটনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নের অবস্থায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় মাক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। ঐ সময় তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মাসজিদে কুদ্সের দরজার পাশে তিনি বুরাকটিকে বাধেন এবং ভিতরে গিয়ে দু’ রাকআত *‘তাহিয়্যাতুল মাসজিদ’* সালাত আদায় করেন। তারপর মি‘রাজের বাহন আনা হয়, যা ছিল মইয়ের মত, যাতে পদক্ষেপ দিয়ে উঠতে হয়। ওতে করে তাঁকে প্রথম আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে তাঁকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বাসিন্দাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নাবীদের শ্রেণী মোতাবেক বিভিন্ন আকাশে তাঁদের অবস্থান রয়েছে। তিনি নাবীদের সাথে সালামের আদান প্রদান করেন। ষষ্ঠ আকাশে মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ) সাথে এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের সাথে কথা বলেন। তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ শুনতে পান, যে কলমের মাধ্যমে কি ঘটবে তা লিখা হয়। তিনি সিদরাতুল

মুনতাহা দেখেন যেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ছেয়েছিল। সোনার ফড়িং এবং বিভিন্ন প্রকারের রং তা আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। মালাইকা চারিদিক থেকে ওটিকে পরিবেষ্টন করেছিলেন। সেখানে তিনি জিবরাঈলকে (আঃ) তার আসল রূপে দেখতে পান যার ছ'শ'টি ডানা ছিল। সেখানে তিনি সবুজ রংয়ের *'আচ্ছাদন'* দেখেছিলেন যা আকাশের প্রান্তসমূহকে ঢেকে রেখেছিল। তিনি বাইতুল মা'মূরের যিয়ারাত করেন যাতে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ), যিনি দুনিয়ায় কা'বা ঘর তৈরী করেছিলেন, হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাইকা আল্লাহর ইবাদাতের জন্য প্রবেশ করেন। কিন্তু একদিন যে দল প্রবেশ করেন, কিয়ামাত পর্যন্ত আর তাদের সেখানে যাওয়ার পালা (Rotation) আসেনা। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত বাধ্যতামূলক (ফার্য) করেন এবং পরে তা কমাতে কমাতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত রেখে দেন। ইহা ছিল তাঁর বান্দা/বান্দীদের প্রতি বিশেষ রাহমাত। এর দ্বারা সালাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফাযীলাত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং সমস্ত নাবীগণও (আঃ) তাঁর সাথে অবতরণ করেন। সালাতের সময় হলে সেখানে তিনি তাঁদের সকলকে নিয়ে তাঁর ইমামতিতে সালাত আদায় করেন। সম্ভবতঃ ওটা ছিল ঐ দিনের ফাজরের সালাত। কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, তিনি নাবীগণের ইমামতি করেছিলেন আসমানে। কিন্তু বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, এটা বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘটনা। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, উর্ধ্বাকাশে যাওয়ার পথে তিনি এ সালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু এরই বেশি সম্ভাবনা যে, ফিরার পথে তিনি ইমামতি করেছিলেন। এর একটি দলীলতো এই যে, আসমানসমূহের নাবীগণের সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন প্রত্যেকের সম্পর্কেই জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ইনি কে এবং জিবরাঈল (আঃ) তাঁদের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছিলেন। যদি আগমনের পথে বাইতুল মুকাদ্দাসেই তিনি তাদের ইমামতি করতেন তাহলে পরে তাদের সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন ছিল কি? দ্বিতীয় দলীল এই যে, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যতো সপ্তম আকাশে আল্লাহ বারী তা'আলার সামনে হাযির হওয়া এবং আল্লাহ তাঁর নাবী ও উম্মাতের প্রতি কি কি বিষয় নির্ধারণ করেন তা জেনে নেয়া। তাহলে স্পষ্টতঃ এটাই ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। যখন এটা হয়ে গেল এবং তাঁর ও তাঁর উম্মাতের উপর ঐ রাতে যে ফার্য সালাত নির্ধারিত হওয়ার ছিল সেটাও হয়ে

গেল তখন তাঁর স্বীয় নাবী ভাইদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হল। আর এই নাবীগণের সামনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করার উদ্দেশেই জিবরাঈল (আঃ) তাদের ইমামতি করতে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন তিনি তাদের ইমামতি করলেন। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের হয়ে বোরাকে আরোহন করে রাতের অন্ধকার শেষ হওয়ার আগেই মাক্কায় পৌঁছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে।

এরপর যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর সামনে দুধ ও মধু কিংবা দুধ ও মদ অথবা দুধ ও পানি পেশ করা হয় অথবা এই চারটি জিনিসই ছিল; এগুলি সম্পর্কে রিওয়ায়াতসমূহে এটাও রয়েছে যে, এটা হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘটনা। আবার এও রয়েছে যে, এটা আসমানসমূহের ঘটনা। হতে পারে যে, এই দুই জায়গায়ই এ জিনিসগুলি তাঁর সামনে হাযির করা হয়েছিল। কারণ কোন আগন্তুকের সামনে যেমন আতিথেয়তা হিসাবে কোন জিনিস রাখা হয়, এটাও ঐ রূপই ছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ ও আত্মাসহ মি'রাজ হয়েছিল এবং হয়েছিল আবার জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নের অবস্থায় নয়। এর বড় দলীল একতো এই যে, এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ *পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বারাকাতময়।*

এ ধরণের বর্ণনারীতির দাবী এই যে, *'সুবহানাল্লাহ'* শব্দ দ্বারা শুরু করা আয়াতের পর যা বর্ণনা করা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটাকে স্বপ্নের ঘটনা মেনে নেয়া হয় তাহলে স্বপ্নে এ সব জিনিস দেখে নেয়া তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই স্বীয় অনুগ্রহ ও ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। আবার এটা যদি স্বপ্নের ঘটনা হত তাহলে কাফিরেরা এভাবে এত তাড়াতাড়ি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করতনা। তা ছাড়া যে সব লোক এর পূর্বে ঈমান এনেছিল এবং তাঁর রিসালাত কবূল করেছিল, মি'রাজের ঘটনা শুনে তাদের ইসলাম থেকে ফিরে আসার কি কারণ

থাকতে পারে? এর দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেননি। তারপর কুরআনুল হাকীমের بِعَبْدِه শব্দের উপর চিন্তা গবেষণা করলে বুঝা যাবে যে, عَبْدٌ এর প্রয়োগ দেহ ও আত্মা এই দু'এর সমষ্টির উপর হয়ে থাকে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার اَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً এই উক্তি এটাকে আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তিনি তাঁর বান্দাকে রাতের সামান্য অংশের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দেখাকে লোকদের পরীক্ষার কারণ বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬০)

যদি এটা স্বপ্নেই হবে তাহলে এতে মানুষের বড় পরীক্ষা কি এমন ছিল যে, ভবিষ্যতের হিসাবে বর্ণনা করা হত? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দেখা ছিল চোখের দেখা, যা তিনি রাতের ভ্রমনের (মি'রাজ) সময় দেখেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ

তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ১৭) স্পষ্ট কথা যে, بَصَــــرْ চক্ষু বা দৃষ্টি মানুষের সত্তার একটি বড় গুণ, শুধু আত্মা নয়। তারপর বুরাকের উপর সওয়ার করিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া এরই দলীল যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা এবং এটা তার স্বশরীরে ভ্রমণ। শুধু রূহের জন্য সওয়ারীর কোন প্রয়োজন হয়না। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

একটি অভূতপূর্ব ঘটনা

হাফিয আবূ নূ'মান আল ইসবাহানী (রহঃ) তার দালায়িলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল ওয়াকিদী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ মালিক ইব্ন আবীর রিয্যাল (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি আমর ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) থেকে শুনেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাহ্ইয়া ইব্ন খালীফাকে (রাঃ) একটি পত্র দিয়ে দূত হিসাবে রোম সম্রাট কাইসারের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সম্রাটের নিকট পৌঁছলে সম্রাট সিরিয়ায় অবস্থানরত আরাব বণিকদেরকে তার দরবারে হাযির করেন। তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান সখর ইব্ন হারব (রাঃ) ছিলেন এবং তার সাথে মাক্কার অন্যান্য কাফিরেরাও ছিল। তারপর তিনি তাদেরকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এই চেষ্টাই করে আসছিলেন যে, কি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদনাম সম্রাটের সামনে প্রকাশ করা যায় যাতে তার প্রতি সম্রাটের মনে কোন আকর্ষণ না থাকে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করতে চেষ্টা করেছি এবং তাঁর প্রতি আমি যদি কোন মিথ্যা আরোপ করি তাহলে আমার সঙ্গীরা এর প্রতিবাদ করবে এবং সম্রাটের কাছে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হব। আর এটা হবে আমার জন্য বড় লজ্জার কথা এবং এরপর তিনি আমাকে কখনও বিশ্বাস করবেননা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটা ধারনা জেগে উঠল এবং আমি বললাম ঃ 'হে সম্রাট! শুনুন, আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যার দ্বারা আপনার সামনে এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই মিথাবাদী। একদিন সে বর্ণনা করেছে যে, রাতে সে মাক্কা থেকে বের হয়ে আপনার এই মাসজিদে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে কুদ্স পর্যন্ত এসেছে এবং ফাজরের পূর্বেই মাক্কায় ফিরে গেছে।

আমার এই কথা শোনামাত্রই বাইতুল মুকাদ্দাসের পাদরী, যিনি রোম-সম্রাটের ঐ মাজলিসে তার পাশে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসা ছিলেন, বলে উঠলেন ঃ 'এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা। ঐ রাতের ঘটনা আমার জানা আছে।' তার এ কথা শুনে রোম-সম্রাট অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান এবং আদবের সাথে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'জনাব এটা আপনি কি করে জানলেন?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'শুনুন, আমার অভ্যাস ছিল এবং এটা আমি নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলাম যে, যে পর্যন্ত এই মাসজিদের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) সমস্ত দরজা নিজের হাতে বন্ধ না করতাম সেই পর্যন্ত ঘুমুতে যেতামনা। ঐ রাতে অভ্যাস মত দরজা বন্ধ করার জন্য আমি দাঁড়ালাম। সমস্ত দরজা ভালরূপে বন্ধ করলাম, কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করা আমার দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব হলনা। আমি খুবই শক্তি প্রয়োগ করলাম, কিন্তু দরজা স্বস্থান হতে একটুও নড়লনা।

তখন আমি আমার কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকজনকে ডাকলাম। তারা এসে গেলে আমরা সবাই মিলে শক্তি প্রয়োগ করলাম। কিন্তু আমাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। আমাদের মনে হল আমরা যেন একটি পাহাড়কে ওর স্থান হতে সরাতে চাচ্ছি, কিন্তু ওটা একটুও হেলছেনা বা নড়ছেনা। আমি তখন একজন কাঠ মিস্ত্রীকে ডাকলাম। সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করল, কিন্তু পরিশেষে সেও হার মানল এবং বলল ঃ 'সকালে আবার দেখা যাবে।' সুতরাং ঐ রাতে ঐ দরজার দুটি পাল্লাই ঐভাবেই খোলা থাকল। সকালে আমি ঐ দরজার কাছে গিয়ে দেখি যে, ওর পাশে কোণায় যে একটি পাথর ছিল তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে এবং বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ রাতে কেহ সেখানে কোন জন্তু বেঁধে রেখেছিল, ওর চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। আমি তখন আমার লোকদেরকে বললাম যে, রাতে আমাদের ঐ মাসজিদকে কোন নাবীর জন্য খুলে রাখা হয়েছিল এবং তিনি অবশ্যই এখানে সালাত আদায় করেছেন।' অতঃপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

হাফিয আবুল খাত্তাব উমার ইব্‌ন দাহইয়াহ (রহঃ) তার **التَّنْوِيْر فِيْ مَوْلِد السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ** নামক গ্রন্থে আনাসের (রাঃ) বর্ণনার মাধ্যমে মি'রাজের হাদীসটি এনে ওর সম্পর্কে অতি উত্তম মন্তব্য করে বলেন যে, মি'রাজের হাদীসটি হল মুতাওয়াতির। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), আবূ যার (রাঃ), মালিক ইব্‌ন সা'সা'আহ (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবূ সাঈদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), শাদ্দাস ইব্‌ন আউস (রাঃ), উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন কার্‌য্‌ (রাঃ), আবূ হাব্বাহ আনসারী (রাঃ), আবূ লাইলা আনসারী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ), যাবির (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ), বুরাইদাহ (রাঃ), আবূ আইউব (রাঃ), আবূ উমামাহ' (রাঃ), সামুরাহ ইব্‌ন জুনদুব (রাঃ), আবুল হামরা' (রাঃ) সুহাইব আর রূমী (রাঃ), উম্মে হানী (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), আসমা' (রাঃ) প্রমুখ হতে মি'রাজের হাদীস বর্ণিত আছে। এদের মধ্যে কেহ কেহ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কেহ কেহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যদিও এগুলির মধ্যে কতকগুলি রিওয়ায়াত সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ না। তবে মি'রাজের ঘটনা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুসলিমরা সমষ্টিগতভাবে এর স্বীকারোক্তিকারী। তবে হ্যাঁ, যিনদীক ও মুলহিদ লোকেরা এটা অস্বীকারকারী।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৮)

২। আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমি ব্যতীত অপর কেহকেও কর্ম বিধায়ক রূপে গ্রহণ করনা।	٢. وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِى وَكِيلًا
৩। তোমরাইতো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।	٣. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

মূসা (আঃ) এবং তাঁকে তাওরাত প্রদান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করার পর তার নাবী মূসার (আঃ) আলোচনা করছেন যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। কুরআনুল কারীমে প্রায়ই এই দু'জনের বর্ণনা এক সাথে এসেছে। অনুরূপভাবে তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনাও মিলিতভাবে এসেছে। মূসার (আঃ) কিতাবের নাম তাওরাত। এ কিতাবটি ছিল বানী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক। তাদের উপর এই নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও বন্ধু, সাহায্যকারী ও মা'বূদ মনে না করে। প্রত্যেক নাবী আল্লাহর একাত্মবাদের দা'ওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর তাদেরকে আল্লাহ বলেন ঃ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ হে ঐ মহান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সন্তানগণ! যাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত করেছিলাম এভাবে যে, তাদেরকে আমি নূহের তুফানের বিশ্বব্যাপী ধ্বংস হতে রক্ষা করেছিলাম এবং আমার প্রিয় নাবী নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম,

তাদের এই সন্তানদের উচিত আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। দেখ, আমি তোমাদের কাছে আমার আখেরী রাসূল মুহাম্মাদকে পাঠিয়েছি।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের উপর অত্যন্ত খুশী হন যারা কোন খাবার খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং পানি পান করেও তাঁর শুকরিয়া আদায় করে।' (মুসলিম ৪/২০৯৫, তিরমিযী ৫/৫৩৬, নাসাঈ ৪/২০২) মালিক ইব্‌ন আনাস (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি সব সময় সব বিষয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। সহীহ বুখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, মানুষ শাফাআতের জন্য নূহের (আঃ) নিকট গমন করবে। তারা তাঁকে বলবে ঃ 'দুনিয়াবাসীর নিকট আল্লাহ তা'আলা আপনাকেই সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি কৃতজ্ঞ বান্দারূপে আপনার নামকরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন ... (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৬/৪৩১)

৪। এবং আমি কিতাবে (তাওরাতে) প্রত্যাদেশ দ্বারা বানী ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় উদ্ধত্যকারী হবে।	٤. وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا
৫। অতঃপর এই দু'এর প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার দাসদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করেছিল; শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হয়েই থাকে।	٥. فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

৬। অতঃপর আমি তোমাদের পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।	٦. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَـٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَـٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا
৭। তোমরা সৎ কাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মাসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করার জন্য।	٧. إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسُـۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا۟ مَا عَلَوْا۟ تَتْبِيرًا
৮। সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন; জাহান্নামকে	٨. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ حَصِيرًا

আমি করেছি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার।	

তাওরাতে বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা দুইবার হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে

বানী ইসরাঈলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথম থেকেই খবর দিয়েছিলেন যে, তারা যমীনে দু'বার হঠকারিতা করবে এবং ঔদ্ধত্যপনা দেখাবে এবং কঠিন হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। সুতরাং এখানে **قَضَيْنَا** শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করা এবং প্রথম থেকেই খবর দিয়ে দেয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ

আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে। সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬৬)

ইয়াহুদীদের প্রথম হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং এর শাস্তি

আল্লাহ বলেন ঃ فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيد তাদের প্রথম হাঙ্গামার সময় আমি আমার মাখলূকের মধ্য হতে ঐ লোকদের আধিপত্য তাদের উপর স্থাপন করি যারা খুব বড় যোদ্ধা এবং বড় বড় যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী। তারা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাদের শহর দখল করে নেয় এবং লুটপাট করে তাদের ঘরগুলিকে শূন্য করে নির্ভয়ে ও নির্বিবাদে ফিরে যায়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

আধিপত্য বিস্তারকারীদের পরিচয় সম্পর্কে সালফে সালিহীন এবং তাদের পরবর্তীগণের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। এ বিষয়ে অনেক ইসরাঈলী রিওয়ায়াত রয়েছে। কিন্তু ওগুলি আমি বর্ণনা করতে চাইনা। কারণ তাতে শুধু লিখার কলেবরই বৃদ্ধি পাবে। ঐ সমস্ত বর্ণনার বেশির ভাগই মূল থেকে বিকৃত হয়েছে, নতুবা ওতে খারিজী অথবা নব্য ফিরকাবাজীদের বিভিন্ন উপাদান যোগ করা হয়েছে যার আংশিক সত্য এবং বাকি বেশী অংশই মিথ্যায় ভরপুর। আর আমলের ব্যাপারে এসব জানায় কোন গুরুত্ব বহন করেনা বলে আমরা এখানে উল্লেখ করছিনা। সত্যের ব্যাপারে আল্লাহই উত্তম জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্ত

প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি তাঁর কিতাবে (কুরআনুল কারীম) যা শিক্ষা দিয়েছেন তা'ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং এর পূর্বের অন্যান্য কিতাবে যা রয়েছে তা আমাদের দরকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তা শিক্ষা করার জন্য নির্দেশও দেননি। আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা যখনই আগ্রাসন কিংবা সীমা লংঘনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তখনই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য তাদের শত্রুদেরকে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন। তারা তাদের (ইয়াহুদীদের) দেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তাদের প্রতি ঐ অত্যাচার এবং অপমানজনিত শাস্তি ছিল তাদের নিজেদের হাতের অর্জিত ফল। কেননা তোমাদের রাব্ব কারও প্রতি অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করেননা।

বানী ইসরাঈলও কিন্তু যুল্‌ম ও বাড়াবাড়ী করতে এতটুকুও ত্রুটি করেনি। সাধারণ লোকতো দূরের কথা, নাবীদেরকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করেনি। বহু আলেমকেও তারা হত্যা করেছিল। বাখতে নাসর সিরিয়ার উপর আধিপত্য লাভ করে। সে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে, তথাকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করে। তারপর সে দামেশকে পৌঁছে। সেখানে সে দেখে যে, একটি কঠিন পাথরের উপর রক্ত উৎসারিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করে ঃ 'এটা কি?' জনগণ উত্তরে বলেন ঃ ' আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে দেখে আসছি, এই রক্ত বরাবরই উৎসারিত হতেই থাকছে।' সে তখন সেখানেই সাধারণ হত্যা শুরু করে দেয়। সত্তর হাজার মুসলিম তার হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। ঐ সময় ঐ রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/৩৬৯) বাখতে নাসর তাওরাতের আলেমদেরকে, হাফিযদেরকে এবং সমস্ত সম্মানিত লোককে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। তারপর সে বন্দী করতে শুরু করে। ঐ বন্দীদের মধ্যে নাবীদের ছেলেরাও ছিলেন। মোট কথা এক ভয়াবহ হাঙ্গামা হয়ে যায় যার বর্ণনা দিতে গেলে বইয়ের পাতা বেড়ে যাবে। তাছাড়া ওর সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা অথবা সহীহ'র কাছাকাছি রিওয়ায়াত দ্বারা কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না, তাই আমরা এগুলো উল্লেখ করছিনা। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেরাই লাভবান হয়, আর যারা খারাপ কাজ করে তারাও নিজেদেরই ক্ষতি করে। যেমন মহামহিমন্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৫)

ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় হাঙ্গামা

فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ অতঃপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় এলো এবং পুনরায় বানী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ ও মন্দ কাজে লেগে গেল, আর নির্লজ্জভাবে যুল্ম করতে শুরু করল, তখন আবার শত্রুরা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তারা তাদের ধ্বংস সাধন করে এবং পূর্বে যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদকে নিজেদের দখলে এনেছিল, আবারও তাই করল। সাধ্যমত তারা সব কিছুরই সর্বনাশ সাধন করল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় ওয়াদাও পূর্ণ হল।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের রাব্বতো পরম দয়ালুই বটে। সুতরাং তাঁর থেকে নিরাশ হওয়া মোটেই শোভনীয় নয়। খুব সম্ভব, তিনি পুনরায় তোমাদের শত্রুদেরকে তোমাদের পদানত করবেন। وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا তবে হ্যাঁ, তোমাদের এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আবারও যদি তোমরা তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এতো হল পার্থিব শাস্তি। এখনও পরকালের ভীষণ ও চিরস্থায়ী শাস্তি বাকী রয়েছে।

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا জাহান্নাম কাফিরদের কয়েদখানা, যেখান থেকে তারা বের হতেও পারবেনা এবং পালাতেও পারবেনা। সব সময় তাদেরকে ঐ শাস্তির মধ্যে পড়ে থাকতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, *'হাসির'* শব্দের অর্থ হচ্ছে জেল বা কয়েদখানা। (তাবারী ১৭/৩৯০) মুজাহিদ (রহঃ) আয়াতের অর্থ করেছেন, তাদেরকে ওর ভিতর আটক করে রাখা হবে। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ *হাসির* শব্দের অর্থ হচ্ছে আগুনের বিছানা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আবার বানী ইসরাঈলরা যুল্ম করতে শুরু করে, আল্লাহর ফরমানকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে তাদের উপর বিজয়ী করেন এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদেরকে জিযিয়া কর দিয়ে মুসলিমদের অধীনে থাকতে হয়। (তাবারী ১৭/৩৮৯)

৯। এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎ কর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।	٩. إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
১০। আর যারা পরকালে বিশ্বাস করেনা তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।	١٠. وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

কুরআনুল কারীমের প্রশংসা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পবিত্র কিতাবের প্রশংসায় বলেন যে, এই কুরআন সুপথ প্রদর্শন করে। যে সব মু'মিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমানের উপর আমল করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং সেখানে পাবে তারা অফুরন্ত নি'আমাত। وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا পক্ষান্তরে যাদের ঈমান নেই তাদেরকে এই কুরআন এই খবর দেয় যে, কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অতঃপর তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৮)

১১। মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষতো তার মনে যা আসে, চিন্তা না করে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে।	١١. وَيَدْعُ ٱلْإِنسَـٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولًا

মানুষ ত্বরা করে নিজের শাস্তি নিজেই ডেকে আনে

আল্লাহ তা'আলা মানুষের একটা বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা কখনও কখনও নিরাশ হয়ে ভুল করে নিজের জন্য অমঙ্গলের প্রার্থনা করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য বদ দু'আ করতে শুরু করে। কখনও মৃত্যুর, কখনও ধ্বংসের এবং কখনও অভিশাপের দু'আ করে। কিন্তু তার রাব্ব আল্লাহ তার নিজের চেয়েও তার উপর বেশী দয়ালু। সে যা দু'আ করে তা যদি তিনি কবূল করেন তাহলে সাথে সাথেই সে ধ্বংস হয়ে যেত (কিন্তু তিনি তা করেননা)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

আর আল্লাহ যদি মানুষের উপর ত্বরিত ক্ষতি সাধন করতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত! (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১১)

হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের জান ও মালের জন্য বদ দু'আ করনা। হয়তবা আল্লাহর দু'আ কবূল হওয়ার মুহুর্তে কোন খারাপ কথা তোমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।' (মুসলিম ৪/২৩০৪) এর একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের চাঞ্চল্যকর অবস্থা ও দ্রুততা। وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً মানুষ আশু রূপায়ণ কামনাকারীই বটে।

সালমান ফারসী (রাঃ) ও ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আদমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তখনও তাঁর রূহ তাঁর পায়ের নিম্নদেশ পর্যন্ত পৌঁছেনি, অথচ তখনই তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। রূহ্ মাথার দিক থেকে এসেছিল। যখন মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌঁছে তখন তাঁর হাঁচি এলো। তিনি বললেন ঃ اَلحَمْدُ لِلّٰه (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا اٰدَمُ (হে আদম! তোমার রাব্ব তোমার প্রতি দয়া করুন)।

রূহ্ যখন চোখ পর্যন্ত পৌঁছল তখন তিনি চোখ খুলে দেখতে লাগলেন। তারপর যখন নীচের অঙ্গগুলিতে পৌঁছল তখন তিনি খুশী হয়ে নিজের দিকে তাকাতে থাকলেন। রূহ তখনও পা পর্যন্ত পৌঁছেনি, অথচ হাটার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু হাটতে পারলেননা। তখন দু'আ করতে লাগলেন ঃ 'হে আল্লাহ! রাত হওয়ার পূর্বেই যেন চলতে পারি!' (তাবারী ১৭/৩৯৪, ৩৯৫)

১২। আমি রাত ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতকে করেছি নিরালোক এবং দিবসকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।	١٢. وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَـٰهُ تَفْصِيلاً

রাত্রি ও দিন আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে দু'টি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, দিন ও রাতকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সৃষ্টি করেছেন। রাতকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য। মানুষ যেন ঐ সময় কাজ-কর্ম করতে পারে ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে পারে। আর পর্যায়ক্রমে দিন ও রাতের পরিবর্তনের ফলে মানুষ সপ্তাহ, মাস ও বছরের গণনা জানতে পারে যাতে আদান-প্রদান, খাজনা/ট্যাক্স, ঋণের লেন-দেন এবং ইবাদাতের কাজ-কর্মে সুবিধা হয়। যদি সময় একটাই থাকত তাহলে সবকিছু খুবই কঠিন হয়ে পড়ত।

সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু রাতই রেখে দিতেন। কারও ক্ষমতা হতনা যে, সে দিন করতে পারে। আর তিনি যদি সর্বদা দিনই রেখে দিতেন তাহলে কার এমন ক্ষমতা ছিল যে, সে রাত আনতে পারে? মহান আল্লাহর ক্ষমতার এই নিদর্শনগুলি শোনার, দেখার ও অনুধাবন করার যোগ্যই বটে। এটা একমাত্র তাঁরই রাহমাত যে, তিনি বিশ্রাম ও শান্তির জন্য রাত বানিয়েছেন এবং দিনকে বানিয়েছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের জীবন ব্যবস্থায় এবং জ্ঞানান্বেষনে ও খাদ্যের সন্ধানে তোমরা যে ঘুরে বেড়াও তা সহজ করে দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিন ও রাত। **وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ** দিন-রাত্রির পরিবর্তনের ফলে তোমরা দিন, মাস ও বছরের হিসাব করতে পারছ। যদি এগুলির কোন পরিবর্তন না হয়ে বরাবর একই থাকত তাহলে কি অবস্থা হত তা একবার ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি কর্ণপাত করবেনা? বল ঃ ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন ইলাহ কে আছে যে তোমাদেরকে রাত দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবেনা? তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭১-৭৩)

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ! এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও

কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১-৬২)

وَهُوَ ٱلَّذِى يُحۡىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخۡتِلَـٰفُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা মুমিনূন, ২৩ ঃ ৮০)

يُكَوِّرُ ٱلَّيۡلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيۡلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجۡرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفَّـٰرُ

তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা মু'মিনূন, ৩৯ ঃ ৫)

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنًا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬)

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ . وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِى لِمُسۡتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৭-৩৮)

আল্লাহ তা'আলা রাতকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিদর্শনাবলীকে অন্যদের থেকে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য। যেমন এতে রয়েছে অন্ধকার, আবার চাঁদের মাধ্যমে পাচ্ছি সুনির্মল কিরণ, রয়েছে স্নিগ্ধ জোৎসনার আলো। অন্যদিকে দিনেরও রয়েছে

নিজস্ব স্বকীয়তা। সূর্যের আলোয় সমস্ত জগৎ হয় আলোকিত। সূর্যের আলোর সাথে চাঁদের আলোর রয়েছে ভিন্নতা।

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান। নিঃসন্দেহে রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আল্লাহ যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহর ভয় পোষণ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫-৬)

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এগুলি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৯)

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً রাতের অন্ধকার সরে যায় এবং দিনের ঔজ্জ্বল্য এসে পড়ে। সূর্য দিনের লক্ষণ এবং চাঁদ রাতের আলামত। আল্লাহ তা'আলা চাঁদকে কিছু কালিমাযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। (তাবারী ১৭/৩৯৬) সুতরাং তিনি রাতের নিদর্শন চাঁদকে সূর্যের তুলনায় কিছুটা অস্পষ্ট আলো বিশিষ্ট করেছেন।

১৩। প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তার জন্য বের	١٣. وَكُلَّ إِنسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ

طَٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا	করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।
١٤. ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبًا	১৪। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

প্রতিটি লোকের আমলনামা তার হাতে তুলে দেয়া হবে

উপরের আয়াতে সময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে সময়ের মধ্যে মানুষ আমল করে থাকে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِه মানুষ ভাল বা মন্দ যা কিছু আমল করে তা তার সাথেই সংলগ্ন হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, *'তায়িরাহ'* শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষের আমল যা তাদের কাছ থেকে উড়ে চলে যায়। ভাল কাজের প্রতিদান ভাল হবে এবং মন্দ কাজের প্রতিদান মন্দ হবে, তা পরিমাণে যতই কম হোক না কেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৭-৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

স্মরণ রেখ, দুই মালাক তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৭-১৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَـٰفِظِينَ. كِرَامًا كَـٰتِبِينَ. يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ; সম্মানিত লেখকবর্গ; তারা অবগত হয় যা তোমরা কর। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ১০-১২) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেয়া হবে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৬) অন্যত্র বলেন ঃ

مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا يُجۡزَ بِهِۦ

যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৩) উদ্দেশ্য এই যে, আদম সন্তানের ছোট-বড়, গোপনীয়, প্রকাশ্য, ভাল-মন্দ কাজ, সকাল-সন্ধ্যা, দিন ও রাতে অনবরতই লিখে নেয়া হয়।

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا মানুষের আমলের সমষ্টির কিতাবটি (আমলনামা) কিয়ামাতের দিন তার ডান হাতে দেয়া হবে অথবা বাম হাতে দেয়া হবে। সৎ লোকদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং মন্দ লোকদেরকে আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। এই আমলনামা খোলা থাকবে, যেন সে নিজে পাঠ করে এবং অন্যরাও দেখে নেয়। তার সারা জীবনের সমস্ত আমল তাতে লিখিত থাকবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُاْ ٱلۡإِنسَـٰنُ يَوۡمَئِذِۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بَلِ ٱلۡإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ بَصِيرَةٌ. وَلَوۡ أَلۡقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩-১৫) ঐ সময় তাকে বলা হবে ঃ

اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا *তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।* তুমি ভালরূপেই জান যে, তোমার উপর যুল্‌ম করা হবেনা। এতে ওটাই লিখা আছে যা তুমি

করেছ। সেই বিস্মরণ হওয়া জিনিসও স্মরণ হয়ে যাবে যে কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন ওযর পেশ করার সুযোগই থাকবেনা। তাছাড়া সামনে কিতাব (আমলনামা) থাকবে যা সে পড়তে থাকবে। যদিও দুনিয়ায় সে মূর্খ ও নিরক্ষর থেকে থাকে তাহলেও সেই দিন সে পড়তে পারবে।

أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِه *প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি।* এখানে গ্রীবাকে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, ওটা এমন একটা বিশেষ অংশ যাতে যে জিনিস লটকে দেয়া হয় তা ওর সাথে সংলগ্ন থাকে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত **طَائِر** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলা হয় ঃ 'হে আদম সন্তান! তোমার ডানে ও বামে মালাক বসে রয়েছে এবং সহীফা (ক্ষুদ্র পুস্তিকা) খুলে রেখেছে। ডান দিকের মালাক সাওয়াব লিখছে এবং বাম দিকের মালাক/ফিরেশতা পাপ লিখছে। এখন তোমার ইচ্ছা, মৃত্যু আসা পর্যন্ত হয় তুমি বেশী সাওয়াবের কাজ কর অথবা বেশী পাপের কাজ কর। তোমার মৃত্যুর পর এই খাতা গুটিয়ে নেয়া হবে এবং তোমার কাবরে তোমার গ্রীবাদেশে লটকিয়ে দেয়া হবে। কিয়ামাতের দিন খোলা অবস্থায় তোমার সামনে পেশ করা হবে এবং তোমাকে বলা হবে ঃ 'তোমার আমলনামা তুমি স্বয়ং পাঠ কর এবং তুমি নিজেই তোমার হিসাব ও বিচার কর।' আল্লাহর শপথ! তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক, যিনি তোমার কর্মসমূহের ভার তোমার উপর অর্পণ করেছেন যাতে সব কিছু সঠিকভাবে লিখা হয়। (তাবারী ১৭/৪০০)

১৫। যারা সৎ পথ অবলম্বন করবে তারাতো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য তা অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারাতো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কারও ভার বহন করবেনা; আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা।	١٥. مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولاً

একজন অপরজনের পাপের বোঝা বহন করবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, রাসূলের সত্য পথ অনুসরণ করে এবং নাবুওয়াতকে স্বীকার করে, এটা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি সৎ পথ থেকে সরে যায়, সঠিক রাস্তা থেকে ফিরে আসে, এর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى কেহকেও অন্য কারও পাপের কারণে পাকড়াও করা হবেনা। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই রয়েছে। এমন কে হবে যে অপরের বোঝা বহন করবে? আর কুরআনুল কারীমে যে রয়েছে ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮)

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৩)

وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫) যারা অপরকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার পাপের বোঝা বহন করার সাথে সাথে নিজের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। এটা নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে তাদের পাপ হালকা করে তাদের বোঝা এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কারণ আল্লাহ ন্যায় বিচারক, আমাদের আল্লাহ অন্যরূপ করতেই পারেননা। তিনি বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا *আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা।*

কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আল্লাহ শাস্তি দেননা

এরপর মহান আল্লাহ নিজের একটি রাহমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে কোন উম্মাতকে শাস্তি দেননা। তিনি বলেন ঃ

كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٞ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٞ. قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٞ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ كَبِيرٖ

যখন (কাফিরদের) কোন একটি দল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন ওর রক্ষকগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের কাছে কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী (নাবী) আগমন করেননি? তারা উত্তরে বলবে ঃ নিশ্চয়ই আমাদের কাছে ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন, কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আর তোমরা মহাভ্রমে পতিত আছ। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৮-৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ

কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَهُمۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ

বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭)

মোট কথা, আরও বহু আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণ না করে কেহকেও জাহান্নামের শাস্তি দেননা।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যাপারে ফাইসালা

কাফিরদের যে নাবালগ শিশু শৈশবেই মারা যায়, যারা পাগল অবস্থায় রয়েছে, যারা সম্পূর্ণরূপে বধির, যারা মানসিক রোগে ভুগছে এবং যারা এমন যুগে কালাতিপাত করেছে যখন কোন নাবী রাসূলের আগমন ঘটেনি কিংবা তারা দীনের সঠিক শিক্ষা পায়নি এবং তাদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছেনি এবং যারা জ্ঞানশূন্য বৃদ্ধ, এসব লোকদের হুকুম কি? এ ব্যাপারে সালফে সালিহিন থেকে আজ পর্যন্ত মতভেদ চলে আসছে। এ সম্পর্কে যে হাদীসগুলি রয়েছে তা আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে আসওয়াদ ইব্ন সারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে ঃ আল আসওয়াদ ইব্ন সারী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চার প্রকারের লোক কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করবে। প্রথম হল বধির লোক যে কিছুই শুনতে পায়না; দ্বিতীয় হল সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল লোক যে কিছুই জানেনা। তৃতীয় হল অত্যন্ত বৃদ্ধ ও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। চতুর্থ হল ঐ ব্যক্তি যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোন নাবী আগমন করেননি কিংবা কোন ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিলনা। বধির লোকটি বলবে ঃ 'হে প্রভু! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পাইনি।' পাগল বলবে ঃ ' হে আমার রাব্ব! ইসলাম এসেছিল বটে, কিন্তু আমার অবস্থাতো এই ছিল যে, শিশুরা আমার উপর গোবর নিক্ষেপ করত।' বৃদ্ধ বলবে ঃ ' হে আমার রাব্ব! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। আমি কিছুই বুঝতামনা।' আর যে লোকটির কাছে কোন রাসূলও আসেনি এবং সে তার কোন শিক্ষাও পায়নি সে বলবে ঃ ' হে আমার রাব্ব! আমার কাছে কোন রাসূলও

আসেননি এবং আমি কোন হক পথও পাইনি, সুতরাং আমি আমল করতাম কিরূপে?' তাদের এসব কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিবেন ঃ 'আচ্ছা যাও, জাহান্নামে লাফিয়ে পড়।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! যদি তারা আল্লাহর আদেশ মেনে নেয় এবং জাহান্নামে ঝাপিড়ে পড়ে তাহলে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে যাবে।'

অন্য রিওয়ায়াতে কাতাদাহ (রহঃ) হাসান (রহঃ) থেকে, তিনি রাফী (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে বর্ণনা একই ধরণের। হাদীসের শেষে বলা হয়েছে ঃ যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তাদের জন্য তা হয়ে যাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা লাফিয়ে পড়বেনা তাদেরকে হুকুম অমান্যের কারণে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (আহমাদ ৪/২৪) ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) নিম্নের ঘোষণাটিও উল্লেখ করেছেন ঃ 'এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً এই কালেমাও পাঠ করতে পার। অর্থাৎ আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না রাসূল প্রেরণ করি। (তাবারী ১৭/৪০৩)

মা'মারও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাউস (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি মাওকূফ হাদীস। (কুরতুবী ১০/২৩২)

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক শিশুর দীন ইসলামের উপরই জন্ম হয়ে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন বকরীর নিখুত অঙ্গ বিশিষ্ট বাচ্চার কান কাটা হয়ে থাকে। জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি সে শৈশবেই মারা যায়?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক ও পূর্ণ অবগত আছেন।' (বুখারী ১৩৮৫, মুসলিম ২৬৫৮) মুসনাদের হাদীসে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যে, জান্নাতে মুসলিম শিশুদের দায়িত্ব ইবরাহীমের (আঃ) উপর অর্পিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে কুদুসীতে রয়েছে, আইয়ায ইব্‌ন হাম্মাদ (রাঃ)

হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদী, একনিষ্ঠ এবং খাঁটি বানিয়েছি।’ (মুসলিম ২৮৬৫) অন্য রিওয়ায়াতে ‘মুসলিম’ শব্দটিও রয়েছে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

হাফিয আবূ বাকর আল বারকানি (রহঃ) আউফ আল আরাবী (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ রাজা আল উতারদী (রহঃ) থেকে, তিনি সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের (প্রকৃতির) উপর জন্ম গ্রহণ করে।’ জনগণ তখন উচ্চ স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘মুশরিকদের শিশুরাও কি?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘মুশরিকদের শিশুরাও। (বুখারী ৭০৪৭)

তাবারানী (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমরা মুশরিকদের শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুশরিকদের শিশুদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানানো হবে। (মুজাম আল কাবীর ৭/২৪৪, আল মাজমা ৭/২১৯)

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে হাসনা বিন্ত মুআবিয়া (রহঃ) বর্ণিত হাদীস

হাসনা বিন্ত মুআবিয়া (রহঃ) বানী সুরাইম (রহঃ) হতে বলেন যে, তার চাচা তাকে বলেছেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জান্নাতে কারা কারা যাবে?’ জবাবে তিনি বলেন ঃ ‘শহীদ, শিশু এবং জীবন্ত প্রোথিত মেয়ে শিশুরা।’ (আহমাদ ৫/৫৮, আল মাজমা ৭/২১৯)

নাবালক শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করা অপছন্দনীয়

এ বিষয়ে আলোকপাত করার ব্যাপারে ঐ সমস্ত লোকদেরই এগিয়ে আসা উচিত যাদের শারীয়াতের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রয়েছে এবং দলীল প্রমাণাদী জানা আছে। মূর্খ লোকদের এ বিষয়ে কোন মতামত দেয়া উচিত নয়। এ বিষয়ের গুরুত্বের কারণে অনেক আলেম তাদের মতামত প্রকাশে বিরত থেকেছেন, এমনকি আলাপ করতেও ইচ্ছুক হননি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাসিম ইব্ন

মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাকর সিদ্দীক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়্যিয়াহ (রহঃ) এবং আরও অনেকের এ ধরণেরই অভিমত ছিল। (আহমাদ ৫/৭৩)

ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জারীর ইব্ন হাজিম (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি আবূ রাজা আল উতারদিকে (রহঃ) বলতে শুনেছি যে, তিনি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমার উম্মাত ততদিন পর্যন্ত মঙ্গলের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং তাকদীর সম্পর্কে (নিজস্ব) মতামত ব্যক্ত না করবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মূর্তি পূজকদের শিশু সন্তান। (ইব্ন হিব্বান ৮/২৫৬) আবূ বাকর আল বাজ্জারও (রহঃ) জারীর ইব্ন হাজিম (রহঃ) থেকে তার গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ একটি দল আবূ রাজা (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ওটি মাওকূফ হাদীস। (কাস্ফ আল আসতার ৩/৩৫)

১৬। যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি।	١٦. وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَـٰهَا تَدۡمِيرًا

اَمَرْنَا শব্দের অর্থ

এ শব্দের অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্যকারী বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে যে, এখানে যে অর্থে *'আমারনা'* (أَمَرْنَا) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে বিলাসবহুল জীবন। অতঃপর তারা যথেচ্ছাচার শুরু করে। ফলে আমি তাদের উপর আমার বিধি-ব্যবস্থা অর্পণ করি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلاً أَوۡ نَهَارًا

তখন দিনে অথবা রাতে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে পড়ল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৪) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে **اَتَاهَا اَمْرُنَا ... الخ**। অর্থাৎ সেখানে আমার নির্ধারিত আদেশ এসে পড়ে রাতে অথবা দিবসে।

আল্লাহ তা'আলা মন্দের হুকুম করেননা। ভাবার্থ এই যে, তারা অশ্লীল ও নির্লজ্জতার কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। আর এ কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। এও অর্থ করা হয়েছে ঃ 'আমি তাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম করে থাকি। যখন তারা মন্দ কাজে লেগে পড়ে তখন আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের উপর অবধারিত হয়ে যায়।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) এ মন্তব্য করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরেরও (রহঃ) অনুরূপ মতামত রয়েছে। (তাবারী ১৭/৪০৩)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ **أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا** এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি দুষ্ট লোকদেরকে তথাকার নেতা বানিয়ে দেই। তারা সেখানে অসৎ কাজ করতে শুরু করে। অবশেষে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে তাদের বস্তিসহ ধ্বংস ও তছনছ করে দেয়। যেমন এক জায়গায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের জন্য কিছু নেতা নিয়োগ করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৩) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং রাবীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪০৪)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا *যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে; অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায়।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি তাদের শত্রুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকি। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) মতামত অনুরূপ। (তাবারী ১৭/৪০৫)

১৭। নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার রাব্বই তাঁর দাসদের পাপাচারণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।	١٧. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا

কুরাইশদের প্রতি হুশিয়ারী

মাক্কার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে কুরাইশের দল! তোমরা জ্ঞান ও বিবেকের সাথে কাজ কর এবং আমার এই সম্মানিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করনা এবং শাস্তি থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিত হয়ে যেওনা। তোমাদের পূর্ববর্তী নূহের পরযুগের লোকদের কথা চিন্তা করে দেখ যে, রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, নূহের (আঃ) পূর্বে আদম (আঃ) পর্যন্ত মানুষ দীন ইসলামের উপর ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশটি প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে। (আল মাজমা ৬/৩১৮) সুতরাং হে কুরাইশরা! আল্লাহর কাছে তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশী প্রিয় নও। তোমরা নাবীকূল শিরমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করছ! অতএব তোমরা আরও বেশী শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছ।

وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوب عِبَاده خَبِيرًا بَصِيرًا আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কোন বান্দার কোন কাজ গোপন নেই। ভাল ও মন্দ সবই তাঁর কাছে প্রকাশমান। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই তিনি জানেন। প্রত্যেক আমল তিনি দেখতে রয়েছেন।

১৮। কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়।	١٨. مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا

১৯। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।	١٩. وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

দুনিয়াদারী ও আখিরাত মুখীদের জন্য পরকালের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে তার সব চাহিদা পূর্ণ হবে তা নয়। বরং তিনি যার যে চাহিদা পূর্ণ করতে চান পূর্ণ করেন। **ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ** তবে হ্যাঁ, এরূপ লোক পরকালে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হস্ত রয়ে যাবে। সেখানে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকবে। সে ধ্বংসশীলকে চিরস্থায়ীর উপর এবং দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল। এ জন্যই সেখানে সে আল্লাহর করুণা হতে দূরে থাকবে।

২০। তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত।	٢٠. كُلًّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا
২১। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।	٢١. ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

দুই প্রকারের লোককে আমি (আল্লাহ) বাড়িয়ে দিয়ে থাকি। এক প্রকার হল তারা, যারা শুধু দুনিয়াই কামনা করে। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল তারা, যারা পরকাল চায়। এদের যারা যেটা চায়, তাদের জন্য সেটাই বৃদ্ধি করে থাকি। হে নাবী! এটা তোমাদের রবের বিশেষ দান। তিনি এমন দানকারী ও এমন বিচারক যিনি কখনও যুল্ম করেননা। ভাগ্যবানকে সৌভাগ্য এবং হতভাগাকে তিনি দুর্ভোগ দিয়ে থাকেন। তার আহকাম কেহ খন্ডন করতে পারেনা।

وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا তোমার রবের দান অবারিত। তা কারও বন্ধ করা দ্বারা বন্ধও হয়না এবং কেহ দূর করার চেষ্টা করলে তা সরেও যায়না। তাঁর দান অফুরন্ত, তা কখনও কমেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ লক্ষ্য কর, দুনিয়ায় আমি মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী রেখেছি। তাদের মধ্যে ধনীও আছে, ফকীরও আছে এবং মধ্যবিত্তও আছে। কেহ দেখতে সুন্দর, কেহ দেখতে কুৎসিত এবং কেহ এর মাঝামাঝি। কেহ বাল্যাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে, কেহ পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মারা যাচ্ছে, আবার কেহ এই দুইয়ের মাঝামাঝি বয়সে মারা যাচ্ছে।

وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً শ্রেণী বিভাগের দিক দিয়ে আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। কেহ শৃংখল পরিহিত অবস্থায় জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করবে, কেহ আল্লাহর করুণা ও দয়ায় জান্নাতে পরম সুখে কালাতিপাত করবে। তারা সেখানে বিরাট অট্টালিকায় নি'আমাত প্রাপ্ত হবে এবং শান্তিতে আরামের মধ্যে থাকবে। জাহান্নামীদের অনুরূপ জান্নাতীদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এক একটি শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান ও তারতম্য রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে একশ'টি শ্রেণী রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা জান্নাতের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করবে তারা ইল্লীয়িনের লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা কোন উজ্জ্বল তারকাকে উচ্চাকাশে দেখে থাক। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৭)

وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً সুতরাং আখিরাত শ্রেণী ও ফাযীলাতের দিক দিয়ে খুবই বড়।

২২। আল্লাহর সাথে অপর কোন মা'বূদ স্থির করনা; তাহলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

٢٢. لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومًا مَّخۡذُولًا

ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করনা

ইবাদাতের বাধ্য বাধকতা যাদের উপর রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা এখানে সম্মোধন করছেন। তিনি বলছেন ঃ তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর। তাঁর ইবাদাতে অন্য কেহকে শরীক করনা। যদি এরূপ কর তাহলে লাঞ্ছিত হবে এবং তোমাদের উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য সরে যাবে। ঐ সময় তোমাদেরকে তারই কাছে সমর্পণ করা হবে যার তোমরা ইবাদাত করবে। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়। ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর যার কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ এক ও অংশীবিহীন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে দারিদ্রতায় পতিত হয় এবং লোকদের কাছে ঐ দারিদ্রতা দূর করার জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার ক্ষুধা নিবারণ করেননা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তার প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাকে সম্পদশালী করে দেন, তাড়াতাড়ি হোক অথবা বিলম্বেই হোক।' (আহমাদ ১/৪০৭, আবূ দাউদ ২/২৯৬, তিরমিযী ৬/৬১৭)

২৩। তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলনা এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা

٢٣. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَـٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل

لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيمًا	করনা; তাদের সাথে কথা বল সম্মান সূচক নম্রভাবে।
٢٤. وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا	২৪। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন।

আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে

এখানে قَضَى শব্দের অর্থ আদেশ করা। আল্লাহ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ আদেশ যা কখনও নড়বার নয়। তা এই যে, ইবাদাত করতে হবে শুধু আল্লাহর এবং মাতা-পিতার আনুগত্যে যেন তিল পরিমানও ত্রুটি না হয়। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং যাহহাক ইব্ন মাযাহিমের (রহঃ) কিরাআতে قَضَى এর স্থলে وَصَّى রয়েছে। এই দু'টি হুকুম একই সাথে যেমন এখানে রয়েছে, অনুরূপভাবে আরও বহু আয়াতেও রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪)

وَلَا تَنْهَرْهُمَا বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যের সময় তাদের সাথে ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করা, কোন বড় কথা মুখ দিয়ে বের না করা, এমনকি তাদের সামনে কোন বিরক্তিসূচক কথা উচ্চারণ না করা।

'আতা ইব্ন রাবাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল বেআদবীর সাথে নিজের হাত তাদের দিকে না বাড়ানো। (তাবারী ১৭/৪১৭)

বরং وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا আদব ও সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলা, ভদ্রতার সাথে কথোপকথন করা, তারা যে সৎ কাজে সন্তুষ্ট থাকেন সেই কাজ করা, তাদেরকে দুঃখ না দেয়া। وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ তাদের সামনে বিনয় প্রকাশ করা, তাদের বার্ধক্যের সময় এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু'আ করা অবশ্য কর্তব্য।

বিশেষ করে নিম্নরূপ দু'আ করতে হবে ঃ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا হে আমার রাব্ব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কাফিরদের জন্য দু'আ করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৩) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার অনেক হাদীস রয়েছে। একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বরের উপর উঠে তিনবার আমীন বলেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন। এসে তিনি বলেন ঃ 'হে নাবী! ঐ ব্যক্তির নাক ধূলা-মলিন হোক, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ সে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। বলুন আমীন।' সুতরাং আমি আমীন বললাম। আবার তিনি বললেন ঃ 'ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুসরিত হোক যার জীবনে রামাযান এলো এবং চলেও গেল, অথচ তাকে ক্ষমা করা হলনা; বলুন আমীন।' আমি আমীন বললাম। পুনরায় তিনি বললেন ঃ 'ঐ ব্যক্তিকেও আল্লাহ ধ্বংস করুন যে, তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে পেল, অথচ তাদের খিদমাত করে জান্নাতে যেতে পারলনা; আমীন বলুন।' আমি তখন আমীন বললাম। (তিরমিযী ৫/৫৫০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! যে তার মাতা-পিতার একজনকে অথবা উভয়কে পেল, অথচ তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েও জান্নাত হাসিল করতে পারলনা। (আহমাদ ২/৩৪৬, মুসলিম ৪/১৯৭৮)

মুয়াবিয়া ইব্‌ন জাহিসাহ আস সুলামী (রহঃ) বলেন যে, জাহিসাহ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি জিহাদের যাওয়ার জন্য আপনার কাছে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার মা (বেঁচে) আছে কি?' উত্তরে সে বলল ঃ হ্যাঁ, আছে।' তখন তিনি লোকটিকে বললেন ঃ 'যাও, তারই খিদমাতে লেগে থাক, জান্নাত তার পায়ের কাছে রয়েছে।' (আহমাদ ৩/৪২৯, নাসাঈ ৬/১১, ইব্ন মাজাহ ২/৯৩০)

মিকদাম ইব্ন মা'যীকারিব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে অসীয়াত করেছেন, প্রথমে সর্বাপেক্ষা নিকটতমদের ব্যাপারে এবং এরপর তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে (অসীয়াত করেছেন)। (আহমাদ ৪/১৩২, ইব্ন মাজাহ ২/১২০৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আইয়াস থেকে)

বানু ইয়ারবু গোত্রের এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে। তখন তিনি এক লোককে বলছিলেন ঃ 'দাতার হাত উপরে। তোমরা সদাচরণ কর তোমাদের মাতাদের সাথে, পিতাদের সাথে, বোনদের সাথে, ভাইদের সাথে এবং এরপর পরবর্তী নিকটতম আত্মীয়দের সাথে এভাবে স্তরের পর স্তর। (আহমাদ ৪/৬৪)

২৫। তোমাদের রাব্ব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি তাদের (আল্লাহ অভিমুখীদের) প্রতি ক্ষমাশীল।	٢٥. رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا۟ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا

ভুলক্রমে মাতা-পিতার সাথে ব্যবহারে কোন অপরাধ হলে তা উত্তম ব্যবহার ও অনুশোচনা দ্বারা মিটে যায়

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যাদের হঠাৎ করে পিতা-মাতাদের সাথে কোন কথা বলা হয়ে যায় যা তাদের কাছে মনে হয়নি যে, ওটা দোষের ও পাপের হতে পারে। তাদের নিয়্যাত ভাল

বলে আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখেন। (তাবারী ১৭/৪২২) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا *তোমাদের রাব্ব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি তাদের (আল্লাহ অভিমুখীদের) প্রতি ক্ষমাশীল।*

শু'বাহ (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা পাপ করে, অতঃপর তাওবাহ করে। আবার পাপ করে এবং আবার তাওবাহ করে। (তাবারী ১৭/৪২৩)

আ'তা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা ভালর দিকে ফিরে আসে। (তাবারী ১৭/৪২৪, ৪২৫) মুজাহিদ (রহঃ) উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন ঃ এখানে ঐ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে, সে একাকী নির্জনে থাকা অবস্থায় তার কৃত পাপসমূহের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এ বিষয়ে মুজাহিদও (রহঃ) তার সাথে একমত পোষণ করেন। (তাবারী ১৭/৪২৪)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ এ বিষয়ে তাদের মতামত/দৃষ্টিভঙ্গি উত্তম যারা বলেন যে, এ আয়াতে ঐ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে যারা পাপ করার পর অনুতপ্ত হয়, যারা অবাধ্যতা থেকে ফিরে এসে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা ভালবাসেন, আল্লাহর খুশির জন্য তারা তা পছন্দ করেন। (তাবারী ১৭/৪২৫) তিনি যা বলেছেন এটাই উত্তম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ

নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২৫)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর হতে ফিরার সময় বলতেন ঃ

آئِــبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী এবং আমরা আমাদের রাবের প্রশংসাকারী। (ফাতহুল বারী ৩/৭২৪)

২৬। আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও, এবং কিছুতেই অপব্যয় করনা।	٢٦. وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
২৭। নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শাইতানের ভাই এবং শাইতান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।	٢٧. إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا
২৮। আর তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তুমি তোমার রবের নিকট হতে অনুকম্পা লাভের প্রত্যাশায় ও সন্ধানে থাক তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল।	٢٨. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অপব্যয় না করার নির্দেশ

মাতা-পিতার সাথে সদয় আচরণের নির্দেশ দানের পর আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাতার সাথে সদাচরণ কর এবং পিতার সাথেও সদাচরণ কর। তারপর তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর যে বেশী নিকটবর্তী, তারপর তার পরবর্তী যে বেশী নিকটবর্তী।' (আহমাদ ২/২২৬) অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার জীবিকায় ও বয়স বৃদ্ধি বা উন্নতি চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।' (মুসলিম ৪/১৯৮২)

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا খরচের হুকুমের পর অপব্যয় করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। মানুষের কৃপণ হওয়াও উচিত নয় এবং অপব্যয়ী হওয়াও উচিত নয়, বরং মাধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কার্পন্যও করেনা; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৭)

তারপর আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ের মন্দগুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا۟ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ অপব্যয়কারী লোকেরা শাইতানের ভাই। تَبْذِيْرا বলা হয় অন্যায় পথে ব্যয় করাকে।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে বিনা প্রয়োজনে অহেতুক অর্থ কড়ি খরচ করা। (তাবারী ১৭/৪২৮) ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার কাছে থাকা সমস্ত সম্পদও সঠিক কাজে ব্যয় করে তাহলে ঐ ব্যয় করাকে অপব্যয় বলা যাবেনা। কিন্তু সে যদি অহেতুক/বাজে কাজে সামান্য অর্থও ব্যয় করে তা'ই অপব্যয়। (তাবারী ১৭/৪২৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ অপব্যয় হল আল্লাহর অবাধ্যতায় পাপ কাজে, ভুল পথে এবং অনাচার/নীতি বিবর্জিত কাজে কোন কিছু ব্যয় করা। (তাবারী ১৭/৪২৯)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানূ তামীম গোত্রের এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে, আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি রয়েছে। আমি বিলাস বহুল শহুরে জীবন যাপন করছি। দয়া করে আমাকে বলুন! আমি কিভাবে ব্যয় করব এবং কতটুকু ব্যয় করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ

'প্রথমে তুমি যাকাতকে তোমার সম্পদ হতে পৃথক করে নাও, তাহলে তোমার সম্পদ পবিত্র হবে। তারপর তোমার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার কর, ভিক্ষুককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনদের উপরও খরচ কর।' সে আবার বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অল্প কথায় পূর্ণ উদ্দেশ্যটি আমাকে বুঝিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় কর এবং বাজে খরচ করনা।' সে তখন বলল ঃ حَسْبِيَ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা জনাব! যখন আপনার যাকাত আদায়কারীকে আমার যাকাতের সম্পদ প্রদান করব তখন কি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুক্ত হয়ে যাব? (অর্থাৎ আমার উপর আর কোন দায়িত্ব থাকবেনাতো?)' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে তাকে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যখন তুমি আমার পক্ষ থেকে যাকাত আদায়কারীকে তোমার যাকাতের মাল প্রদান করবে তখন তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তোমার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যে উহা উল্টে দিবে, এর পাপ তার উপরই বর্তাবে।' (আহমাদ ৩/১৩৬)

এখানে বলা হয়েছে ঃ অপব্যয়, নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহর আনুগত্য হতে ফিরে আসা এবং অবাধ্যতার কারণে অপব্যয়ী লোকেরা শাইতানের ভাই। وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا শাইতানের মধ্যে এই বদঅভ্যাসই আছে যে, সে আল্লাহর নি'আমাতের না শোকরী করে এবং তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের কেহ যদি তোমার কাছে কিছু চায় এবং ঐ সময় তোমার হাতে কিছুই না থাকে, আর এ কারণে তোমাকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে তাকে নরম কথায় বিদায় করতে হবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৩১, ৪৩২)

২৯। তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।	٢٩. وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ

فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا	
٣٠. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا	**৩০। তোমার রাব্ব যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন।**

ব্যয় করার ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ খরচ করার ব্যাপারে তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ কৃপণও হয়োনা এবং অপব্যয়ীও হয়োনা। তোমার হাত তোমার গ্রীবার সাথে বেধে রেখনা। অর্থাৎ এমন কৃপণ হয়োনা যে, কেহকেও কিছু দিবেনা। ইয়াহুদীরাও এই বাক পদ্ধতিই ব্যবহার করত এবং বলত যে, আল্লাহর হাত বন্ধ রয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তারা কার্পণ্যের দিকে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপন করত। অথচ আল্লাহ তা'আলা বড় দাতা, দয়ালু এবং পবিত্র। কার্পণ্য থেকে তিনি বহু দূরে রয়েছেন। মহান আল্লাহ কার্পণ্য করা থেকে নিষেধ করার পর অপব্যয় করা থেকেও নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন ঃ

وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ তোমরা এত মুক্তহস্ত হয়োনা যে, সাধ্যের অতিরিক্ত দান করে ফেলবে। অতঃপর তিনি এই হুকুম দু'টির কারণ বর্ণনা করছেন যে, কৃপণতা করলে তোমরা নিন্দার পাত্র হবে। সবাই বলবে যে, লোকটি বড়ই কৃপণ। সুতরাং সবাই তোমার থেকে দূরে সরে থাকবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দান খাইরাত করার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, শেষে সে অসমর্থ হয়ে বসে পড়ে। তার হাত শূন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে সে দুর্বল ও অপারগ হয়ে পড়ে। যেমন কোন জন্তু চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পথে আটকে যায়। حَسِيْرٌ এর অর্থ হচ্ছে ক্লান্ত হওয়া। সূরা মুল্‌ক-এ এসেছে ঃ

ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ. ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৩-৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘কৃপণ ও দাতার দৃষ্টান্ত ঐ দুই ব্যক্তির মত যাদের শরীরে গলা হতে বক্ষ পর্যন্ত দু’টি লোহার জামা রয়েছে। দাতা ব্যক্তি যখন খরচ করে তখন ওর বর্মটি বৃদ্ধি পেয়ে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়, এমন কি তার সমস্ত শরীরও ঢেকে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে তখনই তার জুব্বার কড়াগুলি আরও সংকুচিত হয়ে যায়। সে যতই ওটাকে প্রশস্ত করার ইচ্ছা করে ততই তা সংকুচিত হয় এবং একটুও প্রশস্ত হয়না।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৫৮, মুসলিম ২/৭০৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মুয়াবিয়া ইব্ন আবী মুজাররিদ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় দু’জন মালাক আকাশ থেকে অবতরণ করেন। একজন প্রার্থনা করেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি দাতাকে প্রতিদান দিন।’ আর অন্যজন প্রার্থনা করেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করুন।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দান খাইরাতে কারও সম্পদ কমে যায়না এবং প্রত্যেক দাতাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশক্রমে অন্যদের সাথে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করে, আল্লাহ তা‘আলা তার মর্যাদা উঁচু করেন।’ (মুসলিম ৪/২০০১)

আবূ কাসীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা লোভ হতে বেঁচে থাক। এই লোভ লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। লোভ

লালসার প্রথম হুকুম হল ঃ 'তুমি কার্পণ্য কর।' তখন সে কার্পণ্য করে। তারপর সে বলে ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কর।' সুতরাং সে সম্পর্ক ছিন্ন করে। অতঃপর সে বলে ঃ 'অসৎ কাজে লিপ্ত হও।' এবারও সে তার কথা মতই কাজ করে।' (আহমাদ ২/১৫৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন তাঁর বান্দাদের রিয্কদাতা। তিনিই রিয্ক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই হ্রাস করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাত বা নিপুণতায় পরিপূর্ণ।

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا তিনি ভাল রূপে জানেন কে সম্পদ লাভের যোগ্য, আর কে দরিদ্র অবস্থায় কালাতিপাত করার যোগ্য।তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কতক লোকের পক্ষে ধনের প্রাচুর্যতা ঢিল বা অবকাশ হিসাবে হয়ে থাকে এবং কতক মানুষের পক্ষে দারিদ্রতা শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দুটো হতে রক্ষা করুন! আমীন!!

৩১। তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করনা, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।	٣١. وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

শিশু সন্তানকে হত্যা করা নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ দেখ, আমি তোমাদের উপর তোমাদের মাতা-পিতার চেয়েও বেশী দয়ালু। তিনি মাতা-পিতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে ধন-সম্পদ প্রদান করে। তাদেরকে আরও আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করে। অজ্ঞতার যুগে মানুষ তাদের কন্যাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রদান করতনা এবং তাদেরকে জীবিত রাখাও পছন্দ করতনা। এমনকি গরীব হওয়ার ভয়ে কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কাবর দেয়া তাদের একটা সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এই জঘন্য প্রথাকে খন্ডন করছেন। তিনি বলছেন ঃ

نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم এটা কতই না অবাস্তব ধারণা যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে কোথা থেকে? জেনে রেখ যে, কারও জীবিকার দায়িত্ব কারও উপর নেই। সবারই জীবিকার ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করেন। সূরা আন'আমে রয়েছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫১) إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا তাদের হত্যা করা মহাপাপ (বড় পাপ/কাবীরাহ গুনাহ)।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ এই যে, তুমি তার শরীক স্থাপন করছ, অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এরপর কোনটি?' তিনি জবাবে বলেন ঃ 'তুমি তোমার সন্তানদেরকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, তারা তোমার খাদ্যে অংশী হবে।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এরপর কোন্টি?' তিনি উত্তর দেন ঃ 'তুমি তোমার প্রতিবেশিনীর সাথে ব্যভিচার করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৩)

৩২। তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।	٣٢. وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

অবৈধ মিলন এবং এ পথে প্ররোচিত করে এমন কাজ করা হতে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচার ও ওতে উৎসাহিত করে বা প্ররোচিত করে এমন সমস্ত দুষ্কার্য হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শারীয়াতে ব্যভিচারকে কাবীরা বা বড় পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ উমামাহ (রাঃ) বলেন ঃ একজন যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা

করে। জনগণ প্রতিবাদ করে বলে ঃ ‘চুপ কর, কি বলছ?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন ঃ ‘বসে যাও।’ সে বসে গেলে তিনি তাকে বলেন ঃ ‘তুমি এই কাজ কি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর?’ উত্তরে সে বলে ঃ ‘ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আল্লাহর শপথ! আমি কখনও এটা পছন্দ করিনা।’ তখন তিনি তাকে বললেন ঃ ‘অন্যরাও তাদের মায়ের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’ এরপর তিনি তাকে বললেন ঃ ‘আচ্ছা, এই কাজটি তুমি তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ কর কি?’ সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।’ তিনি বললেন ঃ ‘ঠিক এরূপই অন্যরাও তাদের মেয়ের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।

তারপর তিনি বললেন ঃ ‘এই কাজটি তুমি তোমার বোনের জন্য পছন্দ করবে কি? এবারও সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘এরূপ অন্যরাও তাদের বোনের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’ অতঃপর তিনি বললেন ঃ ‘কেহ তোমার ফুফুর সাথে এই কাজ করুক এটা তুমি পছন্দ কর কি?’ সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘এরূপ অন্যরাও তাদের ফুফুর জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’

এরপর তিনি বলেন ঃ ‘তোমার খালার জন্য এ কাজ তুমি পছন্দ কর কি?’ উত্তরে সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘এরূপ অন্যরাও তাদের খালার জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত তার মাথার উপর স্থাপন করে দু‘আ করলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি এর পাপ ক্ষমা করুন! এর অন্তর পবিত্র করে দিন এবং একে অপবিত্রতা হতে বাঁচিয়ে নিন!’ অতঃপর তার অবস্থা এমন হল যে, সে কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাতও করতনা। (আহমাদ ৫/২৫৬)

৩৩। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি	٣٣. وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ

مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَـٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا	**প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই।**

শারঈ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, শারীয়াতের কোন হক ছাড়া কেহকেও হত্যা করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাকে তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়। কারণগুলি হচ্ছে ঃ হয়ত সে কেহকেও হত্যা করেছে অথবা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করেছে কিংবা দীন হতে ফিরে গিয়ে জামা'আতকে পরিত্যাগ করেছে। (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২)

সুনানের হাদীসে রয়েছে যে, সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন মু'মিনকে হত্যা করা অনেক বড় অপরাধ। (তিরমিযী ৪/২৫৬, নাসাঈ ৭/৮২, ইব্ন মাজাহ ২/৮৭৪)

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا যদি কোন লোক কারও হাতে অন্যায়ভাবে নিহত হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উত্তরাধিকারীদেরকে হত্যাকারীর উপর অধিকার দান করেছেন। তার উপর কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) লওয়া বা রক্তপণ গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়া তাদের ইখতিয়ারে রয়েছে।

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কুরআনের বিশেষজ্ঞ এবং দীনী জ্ঞানের সাগর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের হুকুমকে সাধারণ হিসাবে ধরে নিয়ে মুআবিয়ার (রাঃ) রাজত্বের উপর এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে, তিনি শাসনকার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। কেননা উসমানের (রাঃ) ওয়ালী তিনিই ছিলেন। আর উসমান (রাঃ) শেষ পর্যায়ে যুল্মের সাথে শহীদ হয়েছিলেন। মুআবিয়া (রাঃ) আলীর (রাঃ) নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন যে, উসমানের (রাঃ)

হত্যাকারীদের উপর যেন কিসাস নেয়া হয়। কেননা মুআবিয়াও (রাঃ) উমাইয়া বংশীয় ছিলেন। আলী (রাঃ) এ ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা করছিলেন। এদিকে তিনি মুআবিয়ার (রাঃ) নিকট আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন সিরিয়াকে তার হাতে অর্পণ করেন। মুআবিয়া (রাঃ) আলীকে (রাঃ) পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন ঃ 'যে পর্যন্ত না আপনি উসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে সমর্পণ করবেন, ততদিন আমি সিরিয়াকে আপনার শাসনাধীন করবনা।' সুতরাং তিনি সমস্ত সিরিয়াবাসীসহ আলীর (রাঃ) হাতে বাইআত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী কলহ শুরু হয় এবং মুআবিয়া (রাঃ) সিরিয়ার শাসনকর্তা হয়ে যান। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ওয়ারিসদের জন্য এটা উচিত নয় যে, হত্যার বদলে হত্যার ব্যাপারে তারা সীমা লংঘন করে। যেমন তার মৃতদেহকে নাক, কান কেটে বিকৃত করা অথবা হত্যাকারী ছাড়া অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা ইত্যাদি। শারীয়াতে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে অধিকার ও ক্ষমা প্রদানের দিক দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করা হয়েছে।

৩৪। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।	٣٤. وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا
৩৫। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।	٣٥. وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাপে ও ওযনে সততা বজায় রাখার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ *পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা।* অর্থাৎ তোমরা অসদুদ্দেশে ইয়াতীম বা পিতৃহীনের মালে হেরফের করনা।

وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ

অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা সত্ত্বরতা সহকারে আত্মসাৎ করনা; এবং দেখাশোনাকারী যদি অভাবমুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ যারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আবূ যার (রাঃ)! আমি তোমাকে খুবই দুর্বল দেখছি এবং তোমার জন্য আমি ওটাই পছন্দ করছি যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। সাবধান! তুমি কখনও দুই ব্যক্তির ওয়ালী হবেনা এবং কখনও পিতৃহীনের মালের মুতাওয়াল্লী হবেনা।' (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। যে প্রতিশ্রুতি ও লেনদেন হবে তা পালন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনা। জেনে রেখ যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

তারপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মাপ ও ওযন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন ঃ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ তোমরা কোন কিছু মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে মেপে দিবে। মোটেই কম করবেনা। আর কোন জিনিস ওযন করে দেয়ার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করে দিবে। এখানেও কেহকে ঠকানোর চেষ্টা করবেনা। মাপ ও ওযন সঠিকভাবে করলে দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জগতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ

'হে বনিকের দল! তোমাদেরকে এমন দু'টি বিষয়ের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে যার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। ঐ দু'টি জিনিস হচ্ছে মাপ ও ওযন (সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে)।' (তাবারী ১৭/৪৪৬)

৩৬। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়োনা; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় - ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।	٣٦. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সেই সম্পর্কে কিছু বলা নিষেধ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তোমার যেটা জানা নেই সেই বিষয়ে মুখ খুলনা। না জেনে কারও উপর দোষারোপ করনা এবং কেহকেও মিথ্যা অপবাদ দিওনা। না দেখে দেখেছি বলনা, না শুনে শুনেছি বলনা। এবং না জেনে জানার কথাও বলনা। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে এই সব কিছুরই জবাবদিহি করতে হবে। মোট কথা, সন্দেহ ও ধারনার বশবর্তী হয়ে কিছু বলতে নিষেধ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ যেমন এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১২)

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা সন্দেহ করা থেকে বেঁচে থাক, সন্দেহ করা হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা। (ফাতহুল বারী ৯/১০৬) সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ঐ ধরনের কথা খুবই খারাপ যা মানুষ ধারনা করে থাকে।' (আবূ দাঊদ ৫/২৫৪) অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জঘন্যতম অপবাদ এই যে, মানুষ মিথ্যা সাজিয়ে গুছিয়ে বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে, অথচ সে স্বপ্ন দেখেনি। (ফাতহুল বারী ১২/৪৪৬) অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন নিজে বানিয়ে নেয় (অথচ সে তা স্বপ্নে দেখেনি), কিয়ামাতের দিন তাকে বলা হবে যে, সে যেন দু'টি যবের মধ্যে গিরা লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তার

দ্বারা তা কখনওই সম্ভব হবেনা। (ফাতহুল বারী ১২/৪৪৬) কিয়ামাতের দিন চোখ, কান ও হৃদয়ের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

৩৭। ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনওই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা।	٣٧. وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا
৩৮। এই সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য।	٣٨. كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

দাম্ভিকদের মত পদচারণা করা নিষেধ

وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে দর্পভরে ও বাবুয়ানা চালে চলতে নিষেধ করেছেন। উদ্ধত ও অহংকারী লোকদের এটা অভ্যাস। এরপর তাদেরকে নীচু করে দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً তুমি যতই মাথা উঁচু করে চল না কেন, তুমি পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নীচেই থাকবে। আর যতই খট্ খট করে দম্ভভরে মাটির উপর দিয়ে চলনা কেন, তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবেনা। বরং এরূপ লোকদের অবস্থা বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি জাকজমকের পোশাক পড়ে দর্পভরে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সে নীচে নামতেই থাকবে। কুরআনুল কারীমে কারুনের কাহিনী বর্ণিত আছে যে, তাকে তার প্রাসাদসহ যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ৩/১৬৫৪) পক্ষান্তরে, যারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা উঁচু করে দেন।

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا *এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য।* কোন কোন বিজ্ঞজন *'সাইয়িআতান'* (سَيِّئَةً)

শব্দ পাঠ করতেন, যার অর্থ হচ্ছে খারাপ কাজ, গর্হিত কাজ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছুর ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا. وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً. وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً. وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করনা, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়োনা। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় - ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা। এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য) (১৭ ঃ ৩১-৩৮)

سَيِّئُهُ এর দ্বিতীয় পঠন سَيِّئَةً রয়েছে। তখন অর্থ হবে ঃ 'আমি তোমাদেরকে যে সব কাজ থেকে নিষেধ করেছি ঐ সব কাজ অত্যন্ত মন্দ এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয়। অর্থাৎ 'সন্তানদেরকে হত্যা করনা' থেকে 'দর্পভরে চলনা' পর্যন্ত সমস্ত কাজ। আর سَيِّئُه পড়লে অর্থ হবে ঃ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ *তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা।* যে হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে যত খারাপ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওগুলো সবই আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় কাজ। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

৩৯। তোমার রাব্ব অহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমাত দান করেছেন এগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত; তুমি আল্লাহর সাথে কোন মা'বূদ স্থির করনা, তাহলে তুমি নিন্দিত ও (আল্লাহর) অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।	٣٩. ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে রয়েছে হিকমাত

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ হে নাবী! যে সব হুকুম আমি নাযিল করেছি সবগুলি উত্তম গুণের অধিকারী এবং যে সব জিনিস থেকে আমি নিষেধ করেছি সেগুলি সবই জঘন্য। এসব কিছু আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছি যে, তুমি লোকদেরকে নির্দেশ দিবে এবং নিষেধ করবে।

وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ স্থির করবেনা। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে যখন তুমি নিজেকেই ভর্ৎসনা করবে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তুমি তিরস্কৃত হবে। আর তোমাকে সমস্ত কল্যাণ থেকে দূরে রাখা হবে। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাঁর উম্মাতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তিনিতো সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ।

٤٠. أَفَأَصْفَىٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنَـٰثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا	**৪০। তোমাদের রাব্ব কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজে (মালাইকা/ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরাতো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক।**

‘মালাইকা আল্লাহর কন্যা-সন্তান’ এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত মুশরিকদের কথা খন্ডন করছেন। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ এটা তোমরা খুব চমৎকার বন্টনই করলে যে, পুত্র তোমাদের আর কন্যা আল্লাহর! যাদেরকে তোমরা নিজেরা অপছন্দ কর, এমনকি জীবন্ত কাবর দিতেও দ্বিধাবোধ করনা, তাদেরকেই আল্লাহর জন্য স্থির করছ, আবার তাদের ইবাদাতও করছ! অন্যান্য আয়াতসমূহে তাদের এই ধীকৃত নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে ঃ

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫)

৪১। এই কুরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।	٤١. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا۟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـــذَا الْقُرْآنِ এই পবিত্র কিতাবে (কুরআনে) আমি সমস্ত দৃষ্টান্ত খুলে খুলে বর্ণনা করেছি। প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে মানুষ মন্দ কাজ ও আল্লাহর অসন্তুটি থেকে বেঁচে থাকে। وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا কিন্তু তবুও অত্যাচারী লোকেরা সত্যকে গ্রহণ করতে ঘৃণা করছে এবং ওর থেকে দূরে পলায়ন করা বেড়েই চলেছে।

৪২। বল ঃ তাদের কথা মত যদি তাঁর সাথে আরও মা'বূদ থাকত তাহলে তারা আরশ অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষন করত।	٤٢. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا
৪৩। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে।	٤٣. سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

যে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরও ইবাদাত করে এবং তাদেরকে তাঁর শরীক মনে করে, আর মনে করে যে, তাদের কারণে তারা তাঁর নৈকট্য লাভ করবে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমাদের এই বাজে ধারণার যদি কোন মূল্য থাকত তাহলে তারা যাদেরকে ইচ্ছা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাতো

এবং যাদের জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করত। কিন্তু ব্যাপারতো এই যে, স্বয়ং ঐ মা'বূদই তাঁর ইবাদাত করত ও তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান করত। সুতরাং তোমাদেরও শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা উচিত। তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা মোটেই উচিত নয়। অন্য মা'বূদের কোন প্রয়োজনই নেই যে, তারা তোমাদের জন্য মাধ্যম হবে। এই মাধ্যম আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। তিনি এটা অস্বীকার করছেন। তিনি তাঁর সমস্ত নাবী ও রাসূলের নিজ ভাষায় এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ আল্লাহর সত্তা অত্যাচারীদের বর্ণনাকৃত এই বিশেষণ হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। এই মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে আমাদের রাব্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র। তিনি এক ও অভাবমুক্ত, কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির তাঁকে প্রয়োজন। তিনি পিতা-মাতা ও সন্তান হতে পবিত্র। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই।

৪৪। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যের সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ।	٤٤. تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে

সাত আকাশ, যমীন ও এগুলির অন্তর্বর্তী সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। মুশরিকরা যে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বাজে ও মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করছে, এর থেকে সমস্ত মাখলূক নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছে এবং তিনি যে মা'বূদ ও রাব্ব এটা তারা অকপটে স্বীকার করছে। তারা এটাও স্বীকার করছে যে তিনি এক, তাঁর কোন

অংশীদার নেই। অস্তিত্ব বিশিষ্ট সব কিছু আল্লাহর একাত্মের জীবন্ত সাক্ষী। এই নালায়েক, অযোগ্য ও অপদার্থ লোকদের আল্লাহ সম্পর্কে জঘন্য উক্তিতে সারা মাখলূক কষ্টবোধ করছে।

تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ

هَدًّا. أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَـٰنِ وَلَدًا

এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯০-৯১) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ মাখলূকের মধ্যে সমস্ত কিছু তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করে। কিন্তু হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারনা। কেননা তাদের ভাষা তোমাদের জানা নেই। প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জড় পদার্থ সবকিছুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তাঁর খাওয়ার সময় খাদ্যের তাসবীহ শুনতে পেতেন। (ফাতহুল বারী ৬/৬৭৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলি লোককে দেখেন যে, তারা তাদের উষ্ট্রী ও জন্তুগুলির উপর আরোহণরত অবস্থায় ওগুলিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ইহা দেখে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'সওয়ারীতে শান্তির সাথে আরোহণ কর এবং উত্তমরূপে ওদেরকে মুক্ত কর। ওগুলিকে পথে ও বাজারের লোকদের সাথে কথা বলার চেয়ার বানিয়ে রেখনা। জেনে রেখ, অনেক সওয়ারী তাদের সওয়ারের চেয়েও উত্তম হয়ে থাকে।' (আহমাদ ৩/৪৩৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাঙকে মারতে নিষেধ করেছেন। (নাসাঈ ৭/২১০)

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞানময় ও ক্ষমাশীল। তিনি তাঁর পাপী বান্দাদেরকে শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেননা, বরং বিলম্ব করেন এবং অবকাশ দেন। কিন্তু এরপরেও যদি সে কুফরী ও পাপাচারে লিপ্ত থেকে যায় তখন অনন্যোপায় হয়ে তাকে পাকড়াও করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা।' (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জনপদকে তাদের অত্যাচার-অবিচারের কারণে পাকড়াও করেন তখন এরূপই পাকড়াও হয়ে থাকে ... (শেষ পর্যন্ত)। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১০২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভংগ করেননা, তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনায় সহস্র বছরের সমান। এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৫-৪৮) তবে হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ

যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে এবং নিজের নাফসের উপর যুল্‌ম করে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا *নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ।* সূরা ফাতিরের শেষ আয়াতাংশে তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا. أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র ওর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তাহলে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের

কখনও কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবেনা। তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারাতো এদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪১-৪৫)

৪৫। তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই।	٤٥. وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا
৪৬। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি। তোমার রাব্ব এক, এটা যখন তুমি কুরআন হতে আবৃত্তি কর তখন তারা সরে পড়ে।	٤٦. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَـٰرِهِمْ نُفُورًا

মূর্তি পূজকদের অন্তরে পর্দা রয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার এবং মূর্তি পূজকদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা টেনে দিই। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ তখন তাদের হৃদয়ে একটি আবরণ পরে যায়। (তাবারী ১৭/৪৫৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٌ وَمِنۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٌ

তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫) অর্থাৎ তোমার বলা বাক্য আমাদের কাছে পৌঁছার ব্যাপারে কোন কিছুতে বাধা দিচ্ছে।

حِجَابًا مَّسْتُورًا *এক প্রচ্ছন্ন পর্দা*। অর্থাৎ এমন কিছু রয়েছে যা ঢেকে ফেলে, যা দেখা যায়না। সুতরাং তাদের মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা তাদের হিদায়াতের জন্য বাধা স্বরূপ। ইব্ন জারীর (রহঃ) একেই উত্তম ব্যাখ্যা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

মুসনাদ আবি ইয়ালা মুসিলীতে আসমা বিন্ত আবূ বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ** সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন এক চোখ কানা বিশিষ্ট (আবূ লাহাবের স্ত্রী) উম্মে জামীল একটি তীক্ষ্ণ পাথর হাতে নিয়ে 'এই নিন্দিত ব্যক্তিকে আমরা মানবনা' (বর্ণনাকারী আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আমার ঠিক মনে নেই যে, সে কি বাক্য উচ্চারণ করেছিল) এ কথা চীৎকার করে বলতে বলতে আসে। সে আরও বলে ঃ তার দীন আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। আমরা তার ফরমানের বিরোধী।' ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন এবং আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর পাশেই ছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেতো আসছে! আপনাকে দেখে ফেলবে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'নিশ্চিন্ত থাকুন, সে আমাকে দেখতে পাবেনা।' অতঃপর তিনি তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে কুরআন থেকে **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا** এই আয়াতটিই পাঠ করেন। সে এসে আবূ বাকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ 'আমি শুনেছি যে, তোমাদের নাবী নাকি আমার দুর্নাম করেছে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'না, না। কা'বার রবের শপথ! তিনি তোমার কোন দুর্নাম বা নিন্দা করেননি।' 'সমস্ত কুরাইশ জানে যে, আমি তাদের নেতার কন্যা' এ কথা বলতে বলতে সে ফিরে গেল। (মুসনাদ আবূ ইয়ালা ১/৫৩) **وَجَعَلْنَا عَلَى**

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً *তোমার ও তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই।* اَكِنَّة শব্দটি كِنَان শব্দের বহুবচন। ঐ পর্দা তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যার কারণে তারা কুরআন বুঝতে পারেনা। তাদের কানে বধিরতা রয়েছে, ফলে তারা তা ঐভাবে শুনতে পায়না যাতে তাদের উপকার হয়।

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! যখন তুমি কুরআনের ঐ অংশ পাঠ কর যাতে আল্লাহর একাত্মবাদের বর্ণনা *(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)* রয়েছে তখন তারা পালাতে শুরু করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأَخِرَةِ

একক আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৫) মুসলিমদের *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* পাঠ মুশরিকদের মন বিষিয়ে তোলে। ইবলীস এবং তার সেনাবাহিনী এতে খুবই বিরক্ত হয় এবং এটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তাদের বিপরীত। তিনি চান তাঁর এই কালেমাকে সমুন্নত করে এটিকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে। ইহা এমন একটি কালেমা যে, এর উক্তিকারী সফলকাম হয় এবং এর উপর আমলকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। দেখ, এই উপদ্বীপের অবস্থা তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এই পবিত্র কালেমা ছড়িয়ে পড়েছে। (তাবারী ১৭/৪৫৮)

৪৭। যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন তা শুনে আমি তা ভাল জানি, এবং এটাও জানি যে, গোপনে আলোচনা কালে সীমা লংঘনকারীরা বলে ঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।	٤٧. نَّحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَسۡتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذۡ يَسۡتَمِعُونَ إِلَيۡكَ وَإِذۡ هُمۡ نَجۡوَىٰٓ إِذۡ يَقُولُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسۡحُورًا

৪৮। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ খুঁজে পাবেনা।	٤٨. ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

কুরআন তিলাওয়াত শোনার পর কাফিরদের পরামর্শ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ কাফির নেতৃবর্গ পরস্পর কথা বানিয়ে নিত। সেটাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে নাবী! যখন তুমি কুরআন পাঠে মগ্ন থাক তখন এই কাফির ও মুশরিকদের দল চুপে চুপে পরস্পর বলাবলি করে ঃ ‘এর উপর কেহ যাদু করেছে।’ ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ ‘এতো একজন মানুষ, যে পানাহারের মুখাপেক্ষী।’ যদিও এই শব্দটি এই অর্থে কবিতায়ও এসেছে এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকে সঠিকও বলেছেন, কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এ স্থলে তাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, স্বয়ং এ ব্যক্তি যাদুর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। কেহ কি আছে যে, তাকে এ সময় কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়? কাফিরেরা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করত। কেহ বলত যে, তিনি কবি। কেহ বলত যাদুকর এবং কেহ বলত পাগল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً দেখ, কিভাবে এরা বিভ্রান্ত হচ্ছে! তারা সত্যের দিকে আসতেই পারছেনা।

মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিবাহ আয যুহরী (রহঃ) থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে আল্লাহর কালাম শোনার উদ্দেশে এক রাতে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, আবূ জাহল ইব্ন হিশাম এবং আখনাস ইব্ন শুরাইক ইব্ন আমর ইব্ন অহাব আশ শাকাফী নিজ নিজ ঘর হতে বেরিয়ে আসে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরে রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায়

করছিলেন। ঐ তিন ব্যক্তি চুপে চুপে এখানে ওখানে বসে পড়ে। তাদের একের অপরের ব্যাপারে কোন খবর জানা ছিলনা। রাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা কুরআন পাঠ শুনতে থাকে। ফাজর হয়ে গেলে তারা সেখান থেকে চলে যায়। পথে তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়। তখন তারা একে অপরকে তিরস্কার করে বলে ঃ 'এভাবে তোমরা আর এসোনা, তাহলে লোকদের কাছে তোমরা ভুল ধারণা পৌঁছাবে। ফলে সব লোকই তাঁর হয়ে যাবে।' কিন্তু পরের রাতেও আবার ঐ তিন জনই আসে এবং নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে কুরআন শুনতে শুনতে রাত কাটিয়ে দেয়। ফাজরের সময় তারা চলে যায়। পথে আবার তাদের সাক্ষাত ঘটে। আবার তারা পূর্ব রাতের কথার পুনরাবৃত্তি করে। তৃতীয় রাতেও এরূপই ঘটে। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'এসো, আমরা অঙ্গীকার করি যে, এরপর আমরা এভাবে আর কখনওই আসবনা।' এভাবে অঙ্গীকার করে তারা পৃথক হয়ে যায়। সকালে আখনাস ইব্ন সুরাইক তার লাঠিটি হাতে ধরে আবূ সুফিয়ানের (রাঃ) বাড়ী যায় এবং বলে ঃ 'হে আবূ হানযালা'! সত্যি করে বলত! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনলে সেই ব্যাপারে তোমার মতামত কি?' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'হে আবূ সা'লাবাহ, আল্লাহর শপথ! আমি কুরআনের যে আয়াতগুলি শুনেছি সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই ভাবার্থ আমি বুঝেছি, কিন্তু বহু আয়াতের অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।' আখনাস বলল ঃ 'তুমি যার শপথ করেছ, আমি তাঁর শপথ করেই বলছি! আমার অবস্থাও তাই।'ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আখনাস আবূ জাহলের কাছে গেল এবং তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করল। তখন আবূ জাহল বলল ঃ 'শোন! শরাফাত ও নেতৃত্বের ব্যাপার নিয়ে আবদে মানাফের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের প্রতিযোগিতা চলে আসছে। তারা মানুষকে খাদ্য দান করেছে, তাদের দেখাদেখি আমরাও মানুষকে খাদ্য দান করেছি। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি; তারা দান-খাইরাত করেছে, আমরাও দান-খাইরাত করেছি। ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতার মত আমাদের দুই গোত্রের মধ্যে সমান সমান মর্যাদার লড়াই চলে আসছিল। কোন ব্যাপারেই আমরা তাদের পিছনে থাকা পছন্দ করিনি। এসব কাজে যখন তারা ও আমরা সমান হয়ে গেলাম এবং কোনক্রমেই তারা আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারলনা তখন হঠাৎ করে তারা বলে বসল যে, তাদের মধ্যে নাবুওয়াত এসেছে। তাদের মধ্যে এমন একটি লোক রয়েছে যার কাছে নাকি আকাশ থেকে অহী এসে থাকে। এখন তুমি বল, আমরা কি করে

একে মানতে পারি? আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও তাঁর উপর ঈমান আনবনা এবং কখনও তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবনা।' ঐ সময় আখনাস তাকে ছেড়ে চলে যায়। (ইব্ন হিশাম ১/৩৩৭)

৪৯। তারা বলে ঃ আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হব?	٤٩. وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا وَرُفَـٰتًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ خَلۡقًا جَدِيدًا
৫০। বল ঃ তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ -	٥٠. قُلۡ كُونُواْ حِجَارَةً أَوۡ حَدِيدًا
৫১। অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তারা বলবে ঃ কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বল ঃ তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে ঃ ওটা কবে হবে? বল ঃ হবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই।	٥١. أَوۡ خَلۡقًا مِّمَّا يَكۡبُرُ فِى صُدُورِكُمۡ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنۡغِضُونَ إِلَيۡكَ رُءُوسَهُمۡ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا
৫২। যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে	٥٢. يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا	**তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।**

পুনরায় জীবিত হওয়া অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

কাফির, যারা কিয়ামাতে বিশ্বাসী ছিলনা এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করত, তারা অস্বীকারের উদ্দেশ্য নিয়ে জিজ্ঞেস করত ঃ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا আমরা অস্থি ও মাটি হয়ে যাওয়ার পরেও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? অন্যত্র এই অস্বীকারকারীদের উক্তি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ. أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً. قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

তারা বলে ঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই, গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? তারা বলে ঃ তা'ই যদি হয় তাহলেতো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন। (সূরা নাযিয়াত, ৭৯ ঃ ১০-১২) অন্যত্র বলা রয়েছে ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৮-৭৯) সুতরাং তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে ঃ

قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ হাড়তো দূরের কথা, তোমরা পাথর হয়ে যাও বা লোহা হয়ে যাও অথবা এর চেয়ে শক্ত কিছু হয়ে যাও, যেমন পাহাড় বা যমীন অথবা আসমান, এমনকি যদি তোমাদের

মৃত্যুও হয়, তবুও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই সহজ। তোমরা যা'ই হয়ে যাও না কেন, পুনরুত্থিত হবেই।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ইহা হল মৃত ব্যক্তি। আতিয়্যিয়াহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তুমি যদি মৃতও হও তবুও আমি তোমাকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। (তাবারী ১৭/৪৬৩) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৬৩) এর অর্থ হল এই যে, আল্লাহ যখনই চান তখনই তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম। তিনি যখন যা চান তা করতে কিংবা বাধা দিতে পারে এমন কেহ নেই। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আকাশ, পৃথিবী কিংবা পাহাড় যেখানেই পালিয়ে বেড়াও না কেন, তোমার মৃত্যুর পর আল্লাহ তোমাকে পুর্নজীবিত করবেনই। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا তারা (কাফির ও মুশরিকরা) জিজ্ঞেস করে ঃ 'আচ্ছা, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, অথবা পাথর ও লোহা হয়ে যাব, বা এমন কিছু হয়ে যাব যা খুবই শক্ত, তখন কে এমন আছে যে আমাদেরকে নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত করবে? **قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ** হে নাবী! তুমি তাদের এই প্রশ্ন ও বাজে প্রতিবাদের জবাবে তাদেরকে বুঝিয়ে বল ঃ তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন তিনিই যিনি তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা কিছুই ছিলেনা। তাহলে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কঠিন হতে পারে কি? না, বরং এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ, তোমরা যা কিছুই হয়ে যাও না কেন।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

এ উত্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে নির্বাক হয়ে যাবে বটে, কিন্তু এর পরেও তারা হঠকারিতা ও দুষ্টামি হতে বিরত থাকবেনা এবং তাদের বদ আকীদাহ পরিত্যাগ করবেনা। বরং তারা উপহাসের ছলে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলবে ঃ **وَيَقُولُونَ**

مَتَى هُوَ *এবং বলবে ঃ ওটা কবে?* ‘আচ্ছা, ওটা হবে কখন? যদি সত্যবাদী হও তাহলে এর নির্দিষ্ট সময় বলে দাও?’

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪৮)

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) বেঈমানদের অভ্যাস এই যে, তারা সব কাজেই তাড়াহুড়া করে। তাই তাদের প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে ঃ

قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا এই সময় অতি নিকটবর্তী। তোমরা এ জন্য অপেক্ষা করতে থাক। এটা যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আসার তা আসবেই এটা মনে করে নাও।

إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি ‘হও,’ ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪০)

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথেই তোমাদের দ্বারা হাশরের মাইদান পূর্ণ হয়ে যাবে। কাবর হতে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর নির্দেশ পালনে তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে।

وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ঐ সময় মানুষের বিশ্বাস হবে যে, তারা খুব অল্প সময় দুনিয়ায় অবস্থান করেছে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সুরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ৪৬)

يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে ঃ তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করনি। (সূরা, তা-হা, ২০ ঃ ১০২-১০৪)

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ

যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৫)

قَـٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ. قَـٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১২-১১৪)

৫৩। আমার দাসদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল; শাইতান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শাইতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।	٥٣. وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا۟ ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا

মানুষের উচিত নম্রভাবে উত্তম কথা বলা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ তুমি আমার মু'মিন বান্দাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন উত্তম ভাষায়, সুবাক্যে এবং ভদ্রতার সাথে কথা বলে। অন্যথায় শাইতান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যাবে। মনে রেখ যে, আদমের সৃষ্টি এবং তাকে ইবলীসের সাজদাহ করতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে যে শত্রুতা শুরু হয়েছে তা এখনও আদম সন্তানের মধ্যেও সে বজায় রেখেছে। এ কারণে কোন মুসলিম ভাইয়ের দিকে কোন লৌহ শলাকা দ্বারা ইশারা করাও নিষেধ। কেননা হয়ত শাইতান ওটা দ্বারা তার শরীরে ছোয়া লাগিয়ে দিবে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেহ তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কখনও অস্ত্র দ্বারা ইশারা করবেনা। কারণ সে জানেনা যে, ঐ অস্ত্র দ্বারা শাইতান তাকে আঘাত করতে প্ররোচিত করছে এবং এর ফলে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (আহমাদ ২/৩১৭, ফাতহুল বারী ১৩/২৬, মুসলিম ৪/২০২০)

৫৪। তোমাদের রাব্ব তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন; ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন; আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।	٥٤. رَّبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِكُمۡ ۖ إِن يَشَأۡ يَرۡحَمۡكُمۡ أَوۡ إِن يَشَأۡ يُعَذِّبۡكُمۡ ۚ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلاً
৫৫। যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার রাব্ব ভালভাবে জানেন; আমিতো নাবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; দাঊদকে আমি যাবুর দিয়েছি।	٥٥. وَرَبُّكَ أَعۡلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ۗ وَلَقَدۡ فَضَّلۡنَا بَعۡضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعۡضٍ ۖ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ তোমাদের মধ্যে কারা হিদায়াত লাভের যোগ্য তা তোমাদের রাব্ব ভালভাবেই জানেন। إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ তিনি যাকে চান তার উপর দয়া করেন, নিজের আনুগত্যের তাওফীক দেন এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। পক্ষান্তরে যাকে চান দুস্কার্যের উপর পাকড়াও করেন এবং শাস্তি দেন। وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً হে নাবী! তোমার রাব্ব তোমাকে তাদের উপর উকিল নির্ধারণ করেননি। তোমার কাজ হচ্ছে শুধু তাদেরকে সতর্ক করা। যারা তোমাকে মেনে চলবে তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা মানবেনা তারা জাহান্নামী হবে। وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ তোমার রাব্ব যমীন ও আসমানের

সমস্ত দানব, মানব ও মালাক/ফেরেশতার খবর রাখেন এবং প্রত্যেকের মর্যাদা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

কোন নাবীকে অন্য নাবীর উপর আল্লাহর প্রাধান্য দেয়া

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ তিনি একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে নাবীদের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। কেহ আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং কারও অন্য দিক দিয়ে মর্যাদা রয়েছে।

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ

এই সকল রাসূল, আমি যাদের কারও উপর কেহকে মর্যাদা প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেহকে পদমর্যাদায় সমুন্নত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৩)

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা আমাকে নাবীদের উপর ফাযীলাত দিওনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৫১৯, মুসলিম ৪/১৮৪৪) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ শুধু গোড়ামীর কারণে ফাযীলাত কায়েম করা। এ হাদীস দ্বারা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত ফাযীলাত অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। যে নাবীর যে মর্যাদা দলীল দ্বারা প্রমাণিত তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। সমস্ত নাবীর উপর যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা রয়েছে এটা অনস্বীকার্য। আবার রাসূলগণের মধ্যে স্থির প্রতিজ্ঞ পাঁচজন রাসূল বেশী মর্যাদাবান। তাঁরা হলেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ

স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৭) নিম্নের আয়াতেও এই পাঁচজন রাসূলের নাম বিদ্যমান রয়েছে।

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৩)

এটাও যেমন সমস্ত উম্মাত মেনে থাকে, অনুরূপভাবে এটাও সর্বজন স্বীকৃত যে, মূহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। এর পর হলেন ইবরাহীম (আঃ), এর পর হলেন মূসা (আঃ), এরপর ঈসা (আঃ) যেমন এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমরা এর দলীলগুলি অন্য জায়গায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা‘আলাই তাওফীক প্রদানকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا আমি দাঊদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম। এটাও তাঁর মর্যাদা ও আভিজাত্যের দলীল। সহীহ বুখারীতে রয়েছে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘দাঊদের (আঃ) উপর যাবুরকে এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, জন্তুর বাহনের জিন বাধতে যেটুকু সময় লাগে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি যাবূর পড়ে নিতেন।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫২২)

৫৬। বল ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা‘বূদ মনে কর তাদেরকে আহ্বান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।	٥٦. قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا
৫৭। তারা যাদেরকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাইতো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা	٥٧. أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا	**করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।**

মুশরিকদের দেবতারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেনা, বরং তারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুসন্ধান করে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ** হে নাবী! যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ইবাদাত করে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা তাদেরকে খুব ভাল করে আহ্বান করে দেখে নাও যে, তারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে কি না। তাদের কি এই শক্তি আছে যে, তোমাদের কষ্ট কিছু লাঘব করে? **فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ** জেনে রেখ যে, তাদের কোনই ক্ষমতা নেই। ব্যাপক ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহ। তিনি এক। তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা এবং হুকুমদাতা একমাত্র তিনিই। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন ঃ এই মুশরিকরা বলত যে, তারা মালাইকার, ঈসার (আঃ) এবং উযায়েরের (আঃ) ইবাদাত করে। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে বলেন ঃ **أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ** তোমরা যাদের ইবাদাত কর তারা নিজেরাইতো আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান করে।

সহীহ বুখারীতে সুলাইমান ইব্ন মাহরান (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) থেকে, তিনি ইবরাহীম (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ মা'মার (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এই মুশরিকরা যে জিনদের ইবাদাত করত তারা নিজেরাই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ সমস্ত জিনেরা মুসলিম হয়ে গেলেও

তাদেরকে যারা ইবাদাত করত তারা মুশরিকই থেকে যায় এবং ঐ জিনদের ইবাদাত করতে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৯, ২৫০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ *তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।* ইবাদাত পূর্ণ হতে পারেনা যদি তাতে ভয় ও আশংকার সাথে সাথে পাবার আশা না থাকে। যে সমস্ত কাজ অবৈধ, তা করা থেকে বিরত রাখে মানুষের অন্তরে থাকা ভয়-ভীতি। আর পাবার আশা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আরও বেশি বেশি ভাল কাজ করার।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا *নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।* তাই তাঁর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রত্যেকের উচিত দীনের কাজ করে যাওয়া এবং মনে এই ভয় রাখা যে, না জানি কখন বিচার দিবসের কঠিন সময় এসে যায় এবং বিচারের ফলাফল কি হয়! এমন কঠিন দিনে কামিয়াবী হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৮। এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামাত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করবনা অথবা কঠোর শাস্তি দিবনা; এটাতো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।	٥٨. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا
৫৯। পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্ম করেছিল; আমি	٥٩. وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْـَٔايَـٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ

ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।	بِٱلْأَيَـٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

কিয়ামাতের পূর্বে সমস্ত মুশরিকদের শহর ধ্বংস হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সেই লিখিত বস্তু যা লাওহে মাহফূযে লিখে দেয়া হয়েছে, সেই হুকুম যা জারি করে দেয়া হয়েছে, এটা অনুযায়ী পাপীদের জনপদগুলি নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা তাদের উপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। এটা হবে তাদের পাপের কারণে।

وَمَا ظَلَمْنَـٰهُمْ وَلَـٰكِن ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০১)

আমার পক্ষ থেকে এটা তাদের কৃতকর্মেরই শাস্তি, আমার আয়াতসমূহে এবং আমার রাসূলদের সাথে ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা করারই পরিণাম।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَـٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا

অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৯)

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ

কত জনপদ তাদের রাব্ব ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৮)

যে কারণে আল্লাহ মু'জিযা প্রেরণ করেননা

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কাফিরেরা তাঁকে বলেছিল ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্ববর্তী নাবীদের কারও অনুগত ছিল বাতাস, কেহ মৃতকে জীবিত করতেন ইত্যাদি। আপনি যদি চান যে, আমরাও আপনার উপর ঈমান আনি তাহলে আপনি এই সাফা পাহাড়টিকে সোনার পাহাড় করে দিন। তাহলে আমরা আপনার সত্যবাদীতা স্বীকার করে নিব।' ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী এলো ঃ 'হে নাবী! তারা যা বলে তা আমি শুনেছি। যদি

তোমারও এই আকাংখা হয় যে, আমি একে সোনা করি দেই তাহলে এখনই আমি এটাকে সোনা করে দিব। কিন্তু মনে রাখবে যে, এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে তাহলে আর তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা। এর পরে তাদের আর কোন অজুহাতের সুযোগ থাকবেনা। সাথে সাথেই শাস্তি নেমে আসবে এবং এদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। আর যদি তুমি তাদেরকে অবকাশ দেয়া ও চিন্তা করার সুযোগ দেয়া পছন্দ কর তাহলে আমি তা'ই করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! তাদেরকে আরও সময় প্রদান করুন।' কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৭/৪৭৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ মাক্কার কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল যে, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন এবং মাক্কার আশে-পাশে যে পাহাড়সমূহ রয়েছে তা যেন ওখান থেকে সরিয়ে ফেলেন যাতে তারা চাষাবাদ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন ঃ তুমি চাইলে আমি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করব এবং তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে অবকাশ দিব। আর তুমি যদি চাও তাহলে তারা তোমার কাছে আরও যা দাবী করছে তাও আমি তাদেরকে প্রদান করব। কিন্তু এর পরেও যদি তারা কুফরীকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তাদের পূর্বের জাতিসমূহের মত ধ্বংস করা হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাদেরকে আরও সময় দিন। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ ঃ *পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে।* (আহমাদ ১/২৫৮, নাসাঈ ৬/৩৮০, তাবারী ১৭/৪৭৬)

অন্য এক হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ কুরাইশ কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ তুমি তোমার রাব্বকে বল, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। তাহলে আমরা তোমার দা'ওয়াতকে স্বীকার করব। তিনি বলেন ঃ সত্যিই কি তোমরা তা করবে? তারা উত্তরে বলেছিল ঃ হ্যাঁ। সুতরাং তিনি তাঁর রাব্বকে বললেন ঃ তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেন ঃ 'আপনার রাব্ব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি আপনি চান তাহলে সকালেই এই পাহাড়টিকে সোনা বানিয়ে দিবেন। কিন্তু এর পরেও যদি তাদের মধ্যে কেহই ঈমান না আনে তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যা

ইতোপূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। আর যদি আপনি চান তাহলে তিনি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ বরং তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখুন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا *আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে, ভীত হয়ে কুফরী থেকে ফিরে এসে তাঁর দীনকে আঁকড়ে ধরে।

ইব্ন মাসউদের (রাঃ) যুগে কুফায় ভূমিকম্প হয়। তখন তিনি জনগণকে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা চান যে, অনতিবিলম্বে তোমাদের তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।' (তাবারী ১৭/৪৭৮) উমারের (রাঃ) যুগে মাদীনায় কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তখন তিনি জনগণকে বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমাদের দ্বারা নতুন কিছু (অন্যায়) সংঘটিত হয়েছে। এর পর যদি তোমাদের দ্বারা এইরূপ কিছু ঘটে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন।' (ইব্ন আবী শাইবাহ ২/৪৭৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এগুলিতে কারও মরণ ও জীবনের কারণে গ্রহণ লাগেনা, বরং আল্লাহ তা'আলা এগুলির মাধ্যমে মানুষকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা এরূপ দেখবে তখন আল্লাহর যিক্র, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে ঝুকে পড়বে। হে মুহাম্মাদের উম্মাত! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক লজ্জা ও মর্যাদাবোধ আর কারও নেই যখন বান্দা ও বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী।' (ফাতহুল বারী ২/৬১৫, মুসলিম ২/৬১৮)

৬০। স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রাব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন; আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা	٦٠. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا

ٱلرُّءۡيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيۡنَـٰكَ إِلَّا فِتۡنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلۡمَلۡعُونَةَ فِى ٱلۡقُرۡءَانِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمۡ فَمَا يَزِيدُهُمۡ إِلَّا طُغۡيَـٰنًا كَبِيرًا	**কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। কিন্তু এটা তাদের প্রচন্ড অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।**

সবাই আল্লাহর অধীনস্ত, রাসূল প্রেরণ তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীনের দা‘ওয়াতের কাজে উৎসাহিত করছেন এবং তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলছেন যে, সমস্ত লোক তাঁরই ক্ষমতাধীন। তিনি সবারই উপর জয়যুক্ত। সবাই তাঁর অধীনস্ত। অতএব হে নাবী! তোমার রাব্ব তোমাকে এই সব কাফির ও মুশরিক থেকে রক্ষা করবেন।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ *স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রাব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন।* মুজাহিদ (রহঃ), উরওয়াহ ইব্নুয যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তিনি (আল্লাহ) সকল কিছু থেকে তোমাকে সুরক্ষা করেন। (তাবারী ১৭/৪৭৯, ৪৮০)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ আমি তোমাকে যা দেখিয়েছি তা জনগণের জন্য একটা স্পষ্ট পরীক্ষা। এই দেখানো ছিল মি‘রাজের রাতের সাথে সম্পর্কিত, যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। **وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ** আর ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত বৃক্ষ দ্বারা ‘যাক্কুম’ বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৫০, আহমাদ ১/২২১, আবদুর রায্যাক ২/৩৮০) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), মাশরূক (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকের হতে বর্ণিত আছে যে, এই দেখানো ছিল যা মি‘রাজের রাতে হয়েছিল। মি‘রাজের হাদীসগুলি

খুবই বিস্তারিতভাবে এই সূরার শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছি। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, মি'রাজের ঘটনা শুনে বহু মুসলিম ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে যায় এবং সত্য হতে ফিরে যায়। কেননা তাদের জ্ঞান এটা মেনে নিতে পারেনি। তাই তাঁরা অজ্ঞতা বশতঃ এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং দীনকে ত্যাগ করে। অপরপক্ষে যাদের ঈমান ছিল পূর্ণ, তাদের ঈমান এতে আরও বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনাকে জনগণের পরীক্ষার একটা মাধ্যম করে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খবর দেন এবং কুরআনুল কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, জাহান্নামীদের যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ানো হবে, আর তিনি স্বয়ং ঐ গাছ দেখে এসেছেন, তখন অভিশপ্ত আবূ জাহল বিদ্রুপের ছলে বলেছিল ঃ 'খেজুর ও মাখন নিয়ে এসো। এরপর ঐ দু'টি মিশ্রিত করে খাচ্ছিল আর বলছিল ঃ এ দুটোকে মিশ্রিত করে খেয়ে নাও। এটাই যাক্কুম। এটা ছাড়া অন্য কিছুকে যাককুম বলে মনে করিনা। সুতরাং এই খাদ্যে ভয় পাওয়ার কি আছে?' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যানদের থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মি'রাজের রাতের ব্যাপারে যারাই বর্ণনা করেছেন তারাই যাককুম বৃক্ষ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৮৪-৪৮৬) যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) ও হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا আমি কাফিরকে শাস্তি ইত্যাদি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করছি। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা ও বেঈমানীতে বেড়েই চলেছে।

৬১। স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাকে বললাম ঃ আদমের প্রতি সাজদাহবনত হও; তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহবনত হল; সে বলল ঃ আমি কি তাকে সাজদাহ করব যাকে আপনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন?	٦١. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

৬২। সে আরও বলল ঃ লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব।	٦٢. قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইবলীসের প্রাচীন শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলছেন ঃ 'দেখ, এই শাইতান তোমাদের পিতা আদমের প্রকাশ্য শত্রু ছিল। তার সন্তানেরা অনুরূপভাবে বরাবরই তোমাদের শত্রু। সাজদাহর নির্দেশ শুনে সমস্ত মালাক/ফেরেশতা বিনা বাক্য ব্যয়ে আদমের (আঃ) সামনে মাথা নত করে। কিন্তু ইবলীস গর্ব প্রকাশ করে এবং তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞানে সাজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানায়।' সে বলল ঃ **قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا** যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তার সামনে আমার মাথা নত হবে এটা অসম্ভব। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ

আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২) অতঃপর সে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে স্পর্ধা দেখিয়ে বলে ঃ **قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَـٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ** *সে আরও বলল ঃ লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন।* আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আচ্ছা, আপনি যে আদমকে (আঃ) আমার উপর মর্যাদা দান করলেন তাতে কি হল? জেনে রাখুন যে, আমি তার সন্তানদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ব। আমি তাদের সকলকে ঘিরে রাখব। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি তাদের সকলকে বেষ্টন করে রাখব। ইব্ন

যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ আমি তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করব। (তাবারী ১৭/৪৮৯) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাদের সকলের ব্যাখ্যার মূল কথা একই। তা হচ্ছে, আপনি যাকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সম্মানীত করলেন, আপনি আমাকে অবকাশ দিলে আমি তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কিছু লোক ব্যতীত সকলকে বিপথে পরিচালিত করব। অল্প কিছু লোক আমার ফাঁদ থেকে ছুটে যাবে বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই আমি ধ্বংস করব।

৬৩। (আল্লাহ) বললেন ঃ যা, জাহান্নামই তোর সম্যক শাস্তি এবং তাদের, যারা তোর অনুসরণ করবে।	٦٣. قَالَ ٱذۡهَبۡ فَمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمۡ جَزَآءً مَّوۡفُورًا
৬৪। তোর আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যূত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।	٦٤. وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ وَعِدۡهُمۡۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا
৬৫। আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট।	٦٥. إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

আল্লাহ তা'আলার কাছে ইবলীস অবকাশ চায়, তিনি তা মঞ্জুর করেন। ইরশাদ হয় ঃ

فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ. إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোকে অবকাশ দেয়া হল। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮০-৮১)

قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ তোর ও তোর অনুসারীদের দুষ্কার্যের প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম, যা পূর্ণ শাস্তি। **وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ** *তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর।* তোর আহ্বান দ্বারা তুই যাকে পারিস বিভ্রান্ত কর অর্থাৎ গান, তামাশা দ্বারা তাদেরকে বিপথগামী করতে থাক। যে শব্দ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে সেটাই শাইতানী শব্দ। অনুরূপভাবে তুই তোর পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা যার উপর পারিস আক্রমণ চালাতে থাক। **وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ** হে শাইতান! তোর সাধ্যমত তুই তাদের উপর তোর আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রয়োগ কর। এটা হল *'আমরে কদ্‌রী'*, নির্দেশ সূচক 'আমর' নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৩)

শাইতানদের অভ্যাস এটাই যে, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে থাকে। তাদেরকে পাপ কাজে উৎসাহিত করে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার কাজে যে ব্যক্তি সওয়ারীর উপর চলে বা পদব্রজে চলে সে শাইতানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ১৭/৪৯১, ৪৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এরূপ দলে মানবও রয়েছে এবং দানবও রয়েছে যারা শাইতানের অনুগত। (তাবারী ১৭/৪৯১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ হে ইবলীস! তুই তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতেও শরীক থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তুই তাদেরকে তাদের সম্পদ আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে খরচ

করাতে থাক। যেমন তারা সুদ খাবে, হারাম উপায়ে সম্পদ জমা করবে এবং হারাম কাজে তা ব্যয় করবে। আর সন্তান সন্ততিতে তাঁর শরীক হওয়ার অর্থ হল ঃ যেমন ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হওয়া, বাল্যকালে অজ্ঞতা বশতঃ মাতা-পিতারা তাদের সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা, তাদের ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মাজূসী ইত্যাদি বানিয়ে দেয়া, সন্তানদের নাম আবদুল হারিস, আবদুশ-শামস, আবদে ফুলান (অমুকের দাস) ইত্যাদি রাখা। মোট কথা, যে কোনভাবে শাইতানকে তার সঙ্গী করে নিল। এটাই হচ্ছে সন্তান-সন্ততিতে শাইতানের শরীক হওয়া।

وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ *এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা।* যদিও এ আয়াতে শুধুমাত্র সম্পদ ও সন্তানদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক, এ দু'টি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন বিষয়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয় এবং নিজের খেয়াল-খুশি অথবা অন্যের দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করা হয় তাহলে তা'ই হবে শাইতানকে ঐ কাজে শরীক করে নেয়া।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'আমি আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ একাত্মবাদী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শাইতান এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং হালাল জিনিসগুলিকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়। (মুসলিম ৪/২১৯৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেহ যখন তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন যেন সে পাঠ করে ঃ

اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাও এবং আমাদের যে সন্তান দান করবে তাকেও শাইতান থেকে রক্ষা কর। এর ফলে যদি কোন সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে টিকে যায়, তাহলে শাইতান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৭৬, মুসলিম ২/১০৫৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا হে শাইতান! যা, তুই তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতে থাক। কিয়ামাতের দিন এই শাইতান তার অনুসারীদেরকে বলবে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً আমার মু'মিন বান্দারা আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। আমি তাদেরকে বিতাড়িত শাইতান হতে রক্ষা করতে থাকব। আল্লাহর কর্মবিধান, তাঁর হিফাযাত, তাঁর সাহায্য এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট।

৬৬। তোমাদের রাব্ব তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।	٦٦. رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

নৌযান আল্লাহর দয়ার একটি উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা নিজের ইহ্সান ও অনুগ্রহের কথা বলছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের সুবিধার্থে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সহজ করার জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেছেন। তাঁর ফাযল ও কারম এবং স্নেহ ও দয়ার এটাও একটি নিদর্শন যে, তাঁর বান্দারা বহু দূর দেশে যাতায়াত করতে পারছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছে। তিনি বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا *তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।* তিনি তোমাদের জন্য এসব নি'আমাতের ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের প্রতি তাঁর অশেষ দয়া ও রাহমাতের কারণে।

৬৭। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।	٦٧. وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا

বিপদের সময় কাফিরেরা একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ বান্দা বিপদের সময় আন্তরিকতার সাথে তাদের রবের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অনুনয় বিনয় করে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ *সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়।* কিন্তু যখনই মহান আল্লাহ তাদেরকে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখনই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মাক্কা বিজয়ের সময় যখন আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমাহ (রাঃ) আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়েন এবং একটি নৌকায় আরোহণ করেন। তখন ঘটনাক্রমে সমুদ্রে ঝড় তুফান শুরু হয়। ঐ সময় ঐ নৌকায় যত কাফির ছিল তারা একে অপরকে বলতে থাকে ঃ ‘এই সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ কোনই উপকার করতে পারবেনা। সুতরাং এসো, আমরা তাঁকেই ডাকি।’ তৎক্ষণাৎ ইকরিমাহর (রাঃ) মনে খেয়াল জাগলো যে, সমুদ্রে যখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহ উপকার করতে পারেননা, তখন এটা স্পষ্ট কথা যে, স্থলেও একমাত্র আল্লাহই উপকারে লাগবেন, আর কেহ উপকার করতে সক্ষম নয়। তখন তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যদি আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমি

সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে হাতে হাত দিব। নিশ্চয়ই তিনি আমার উপর দয়া করবেন।' অতঃপর ঝড় থেমে গেলে তিনি সমুদ্র তীরে নেমে যান এবং তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি ইসলামের একজন বড় অনুসারী রূপে খ্যাতি লাভ করেন। (হাকিম ৩/২৪১) আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ কিন্তু যখনই আল্লাহ ঐ বিপদ সরিয়ে দেন তখনই তোমরা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে আবার অন্যদের কাছে প্রার্থনা শুরু কর। তখন তোমরা সমুদ্রের বিপদের সময় যে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহকে ডেকেছিলে তা ভুলে যাও। وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا সত্যি মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ যে, সে আল্লাহর নি'আমাতরাশির কথা ভুলে যায়, এমন কি অস্বীকার করে বসে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যাকে বাঁচিয়ে নেন ও ভাল হওয়ার তাওফীক দান করেন সে ভাল হয়ে যায়।

৬৮। তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা।	٦٨. أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا

যমীনেও আল্লাহর দেয়া বিপদ পতিত হয়

বিশ্ব-রাব্ব আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে বলছেন ঃ তোমরা কি মনে কর, যে আল্লাহ তোমাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারতেন তিনি কি তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম নন? অথবা পাথর বর্ষণ করে শাস্তি দিতে? নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا

আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচন্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে, আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩৪-৩৫)

وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল (বর্ষিত হচ্ছিল)। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮২)

ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ. أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী! (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৬-১৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمۡ وَكِيلًا ঐ সময় তোমরা পাবেনা কোন সাহায্যকারী, বন্ধু, কর্মবিধায়ক এবং রক্ষক।

٦٩. أَمۡ أَمِنتُمۡ أَن يُعِيدَكُمۡ فِيهِ تَارَةً أُخۡرَىٰ فَيُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغۡرِقَكُم بِمَا كَفَرۡتُمۡ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمۡ عَلَيۡنَا بِهِۦ تَبِيعًا

৬৯। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেননা এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝটিকা পাঠাবেননা এবং তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেননা? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবেনা।

আল্লাহ তোমাদেরকে আবারও সমুদ্রে পাঠাতে পারেন

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّيحِ ওহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারীর দল! সমুদ্রে তোমরা আমার তাওহীদের স্বীকারোক্তি করে পার হয়ে এসেছ। এসেই আবার অস্বীকার করতে শুরু করেছ। তাহলে এটা কি হতে পারেনা যে, তোমরা পুনরায় সামুদ্রিক সফর করবে এবং আবার প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হয়ে তোমাদের নৌকার মাস্তুল ভেঙ্গে দিবে এবং নৌকাকে উল্টে দিবে এবং তোমরা সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে? فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا আর এভাবে তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ করবে! এরপর তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেনা। আর তোমরা এমন কেহকেও পাবেনা যারা তোমাদের জন্য আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। আমার পশ্চাদ্ধাবনের ক্ষমতা কারও নেই।

৭০। আমিতো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; আর তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।	٧٠. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

উত্তম এবং আদর্শবান লোকদের বর্ণনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আদম সন্তানকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী করে সবার উপরে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

আমিতো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৪) তিনি মানব জাতিকে দুই পায়ে হাটা-চলা করা এবং দুই হাতে খাবার তৈরী করে পাক-পবিত্র খাদ্য আহার করার ব্যবস্থা করেছেন। পক্ষান্তরে বেশির ভাগ প্রাণী চার পায়ে হাটে এবং খাদ্যদ্রব্য পরিস্কার করার সুযোগ না পেয়ে মুখের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করছে। তিনি মানুষকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং ভাল-মন্দ বুঝার জন্য একটি হৃদয় দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন যার দ্বারা তারা ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছে এবং এর ফলে দুনিয়ায় এবং আখিরাতের দীনী ও অন্যান্য কাজে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিভিন্ন বাহনের ব্যবস্থা করেছেন যার ফলে অতি সহজে ও দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে ব্যবসা-বানিজ্য ও অন্যান্য আয়ের তথা জীবিকার অন্বেষনে অনেক পথ পাড়ি দিতে পারছে। তাদের জন্য স্থলপথে রয়েছে ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি এবং নৌপথে যাতায়াতের জন্য রয়েছে ছোট-বড় বিভিন্ন নৌযান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ আমি তাদের জন্য উৎপন্ন করি উত্তম জীবনোপকরণ। অর্থাৎ মানুষের খাদ্য হিসাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ফল, গোশত, দুধ ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সবের এক একটির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, বর্ণ ও সুগন্ধ। তাদের পরিধানের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র। ওর কোনটি মোটা, কোনটি সূক্ষ্ম। এসব বস্ত্র তারা নিজেরা তৈরী করে অথবা অন্য এলাকা থেকে তাদের জন্য তৈরী করে নিয়ে আসা হয়।

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً তাদেরকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা যেন আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এ আয়াতটি এটাই প্রকাশ করছে যে, মানব জাতিকে মালাইকা/ফেরেশতাদের চেয়েও সম্মানিত করা হয়েছে।

৭১। স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ	٧١. يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍۭ

بِإِمَـٰمِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَـٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا	**আহ্বান করব; যাদেরকে ডান হাতে 'আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের 'আমলনামা পাঠ করবে (আনন্দের সাথে) এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুল্‌ম করা হবেনা।**
٧٢. وَمَن كَانَ فِى هَـٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا	**৭২। যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।**

কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নেতার নামসহ আহ্বান করা হবে

এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য নাবী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতকে কিয়ামাতের দিন তাদের নাবীসহ ডাকা হবে।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষীর উক্তি রয়েছে যে, এতে আহলে হাদীসের খুবই বড় মর্যাদা রয়েছে। কেননা তাঁদের ইমাম হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা তাদের শারীয়াতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই তাফসীরকে খুবই পছন্দ করেছেন। ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কিতাব।

আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সম্ভবতঃ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আহ্‌কামের কিতাব অথবা আমলনামা। (তাবারী ১৭/৫০২) আবুল 'আলিয়া (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) এটাই বলেছেন। (তাবারী ১৭/৫০২, ৫০৩) আর এটাই বেশী প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُلَّ شَىۡءٍ أَحۡصَيۡنَـٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ

আমি প্রত্যেক বিষয়কে স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১২) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَوُضِعَ ٱلۡكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدۡعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَـٰبِهَا ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ. هَـٰذَا كِتَـٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيۡكُم بِٱلۡحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৮-২৯) এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই তাফসীর প্রথম তাফসীরের বিপরীত নয় যে, একদিকে আমলনামা হাতে বান্দাদের বিচার হতে থাকবে এবং অপর দিকে স্বয়ং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও সামনে বিদ্যমান থাকবেন। কিন্তু এখানে ইমাম দ্বারা আমলনামাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ *স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব; যাদেরকে ডান হাতে 'আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের 'আমলনামা পাঠ করবে।* তারা যে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় উত্তম আমল করেছে তারই প্রতিদান হিসাবে যখন তাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তখনই তারা তাদের জান্নাত প্রাপ্তির খবরের ব্যাপারে আশংকামুক্ত হবে এবং আল্লাহর এমন বিশেষ অনুগ্রহের কথা আমলনামা থেকে পাঠ করতে থাকবে। মহান

আল্লাহর এমন দয়া ও করুণায় তারা হবে আনন্দে উৎফুল্লিত। এ জন্যই এরপরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَـٰبِيَهْ. إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَـٰقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَـٰبِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَـٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ. مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ۜ. هَلَكَ عَنِّى سُلْطَـٰنِيَهْ

তখন যাকে তার 'আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ নাও, আমার 'আমলনামা পাঠ করে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুমহান জান্নাতে, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। কিন্তু যার 'আমলনামা তার বাম হস্তে দেয়া হবে সে বলবে ঃ 'হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার 'আমলনামা! এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এলোনা। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৯-২৯)

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً *এবং তাদের উপর 'ফাতিল' পরিমাণও যুল্ম করা হবেনা।* আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, খেজুরের বিচির ফাঁকা অংশে যে সাদা সূতার মত দেখতে পাওয়া যায় তাকে *'ফাতিল'* বলে।

হাফিয আবূ বাকর আল বায্যার (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন ঃ 'একটি লোককে ডেকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। তখন তার দেহ সুগঠিত হবে, চোহারা উজ্জ্বল হবে এবং মাথায় উজ্জ্বল হীরার মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। সে তার দলীয় লোকদের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা দূর থেকে তাকে ঐ অবস্থায় আসতে দেখে সবাই আকাংখা করে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আসতে দিন। আমাদেরকেও এটা দান করুন এবং আমাদেরকেও এরূপ প্রতিদান দিয়ে দয়া করুন।' ঐ লোকটি তাদের কাছে এসে বলবে ঃ 'তোমরা আনন্দিত হও।

তোমাদের প্রত্যেককেও এটা দেয়া হবে।' কিন্তু কাফিরের চেহারা কালো ও মলিন হয়ে যাবে এবং তার দেহও বৃদ্ধি পাবে। তাকে দেখে তার সঙ্গীরা বলবে ঃ 'আমরা তার থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তার দুষ্কৃতি থেকে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আনবেননা।' ইতোমধ্যে সে সেখানে চলে আসবে। তারা তখন তাকে বলবে ঃ 'আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন!' সে জবাবে তাদেরকে বলবে ঃ 'তোমাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন! এটা আল্লাহর মার। এটা তোমাদের সবারই জন্য অবধারিত রয়েছে।' আল বায্যার (রহঃ) বলেন যে, এ বর্ণনাটি শুধু এই একটি ধারা থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (মাওয়ারিদ আল যামান ২৫৮৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এই দুনিয়ায় যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ হতে, তাঁর কিতাব হতে এবং তাঁর হিদায়াতের পথ হতে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছে, পরকালে প্রকৃতপক্ষেই তারা অন্ধ হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট হবে। আমরা এর থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তাবারী ১৭/৫০৪, ৫০৫)

৭৩। আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তোমার পদস্খলন ঘটানোর জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর। সফলকাম হলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করত।	٧٣. وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۖ وَإِذًا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلاً
৭৪। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।	٧٤. وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَـٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلاً
৭৫। তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে	٧٥. إِذًا لَّأَذَقْنَـٰكَ ضِعْفَ

ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতেনা।	ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

বিধর্মীদের দাবী ছিল যে, রাসূল (সাঃ) নিজে অহীর পরিবর্তন করেছেন

আল্লাহ তা'আলা চক্রান্তকারী ও পাপীদের চালাকি ও চক্রান্ত হতে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বদা রক্ষা করেছেন। তাঁকে তিনি রেখেছেন নিষ্পাপ ও স্থির। তিনি নিজেই তাঁর সাহায্যকারী ও অভিভাবক রয়েছেন। সদা সর্বদা তিনি তাঁকে নিজের হিফাযাতে ও তত্ত্বাবধানে রেখেছেন। তিনি তাঁর দীনকে দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত রেখেছেন। তাঁর শত্রুদের উঁচু বক্র বাসনাকে নীচু করে দিয়েছেন। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর কালেমাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই দু'টি আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করতে থাকুন। আমীন!

৭৬। তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত।	٧٦. وَإِن كَادُوا۟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَـٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا
৭৭। আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন	٧٧. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ

لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلاً	**পরিবর্তন দেখতে পাবেনা।**

১৭ ঃ ৭৬-৭৭ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

কুরাইশ কাফিরেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা থেকে বিতারিত করতে চেয়েছিল সেই বিষয়ের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু কাফিরদেরকে হুশিয়ার করে বলছেন যে, তারা যদি তাঁর রাসূলকে মাক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এর পর তাদেরকেও আর বেশি দিন ওখানে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হবেনা। বাস্তবেও হয়েছিল তাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাত করার কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের উপর আল্লাহর বিভিন্ন রকমের শাস্তি আপতিত হয় এবং সফল পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। মাত্র দেড় বছর পরেই বিনা প্রস্তুতি ও বিনা ঘোষণায়ই আকস্মিকভাবে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে কাফিরদের ও কুফরীর মাজা ভেঙ্গে পড়ে। তাদের গন্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিহত হয়। তাদের শান শওকত মাটির সাথে মিশে যায়। তাদের বড় বড় নেতারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ বন্দী হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا এই অভ্যাস প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে। পূর্ববর্তী রাসূলদের সাথেও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল যে, কাফিরেরা যখন তাঁদেরকে ত্যক্ত বিরক্ত করে এবং দেশান্তর করে তখন তারাও রক্ষা পায়নি। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেন। তবে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন রাহমাত ও করুণার রাসূল, ফলে কোন সাধারণ আসমানী আযাব ঐ কাফিরদের উপর আসেনি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡ

(হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৩)

٧٨. أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ	**৭৮। সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার**

ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا	**পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ।**
٧٩. وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	**৭৯। আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।**

নির্দিষ্ট ওয়াক্তে যথা সময়ে সালাত আদায় করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা সালাতের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সকল সালাতই যেন নির্দিষ্ট ওয়াক্তে (যথা সময়ে) আদায় করা হয়। أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ *(সূর্য হেলে পড়ার পর সালাত কায়েম করবে)* হুশাইম (রহঃ) মুগিরাহ (রহঃ) হতে, তিনি শা'বী (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, *'দুলুক'* (دُلُوْك) শব্দের অর্থ হচ্ছে মাথার উপর সোজাসুজি আকাশের অংশ। (তাবারী ১৭/৫১৪) নাফিও (রহঃ) এটি ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম মালিক (রহঃ) তার তাফসীরে যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে একই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আবূ বারযাহ আসলামী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ জাফর আল বাকীর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫১৫, ৫১৬) دلوك শব্দ দ্বারা সূর্য অস্তমিত হওয়া বা হেলে পড়া উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে বুঝা হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের সময়েরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ *সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের*

ঘন অন্ধকার পর্যন্ত। غَسَقَ এর অর্থ হচ্ছে অন্ধকার। যারা বলেন যে, دُلُوْك এর অর্থ হচ্ছে সূর্য অস্তমিত হওয়া তাঁদের মতে এতে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাতের বর্ণনা আছে। আর ফাজরের বর্ণনা রয়েছে وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ এর মধ্যে। হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের এই ধারাবাহিকতা হতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের সময় সাব্যস্ত আছে এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, মুসলিমরা এখন পর্যন্ত এর উপরই রয়েছে। প্রত্যেক পরবর্তী যুগের লোক পূর্ববর্তী যুগের লোকদের হতে বরাবরই এটা গ্রহণ করে আসছে। যেমন এই মাসআলাগুলির বর্ণনার জায়গায় এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

ফাজ্‌র এবং আসরের সময় মালাইকা একত্রিত হন

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *(ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ।)* ফাজরের কুরআন পাঠের সময় দিন ও রাতের মালাইকা একত্রিত হন। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ-* এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ যে সকল মালাইকা রাতে অবস্থান করেন এবং যারা দিবসের দায়িত্ব পালন করার জন্য মানুষের কাছে আগমন করেন তারা উভয়ে এই সালাত (ফাজ্‌র) আদায়ের সাক্ষী থাকেন। (তাবারী ১৭/৫২০)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একাকী সালাত আদায় করার পরিবর্তে জামাআতের সালাতে সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। ফাজরের সালাতের সময় দিন ও রাতের মালাইকা একত্রিত হন। এটা বর্ণনা করার পর এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা কুরআনের وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ-* এই আয়াতটি পড়ে নাও।' (ফাতহুল বারী ৮/২৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের এবং দিনের কর্তব্যরত মালাইকা এর (সালাত আদায়ের)

সাক্ষী থাকেন। (আহমাদ ২/৪৭৪, তিরমিযী ৮/৫৬৯, নাসাঈ ৬/৩৮১, ইব্ন মাজাহ ১/২২০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'রাত ও দিনের মালাক/ফেরেশতা তোমাদের কাছে পর্যায়ক্রমে আসতে রয়েছেন। ফাজর ও আসরের সময় তাঁরা (উভয় দল) একত্রিত হন। তোমাদের মধ্যে মালাইকার যে দলটি রাত অতিবাহিত করেন তারা যখন আকাশে উঠে যান তখন আল্লাহ তা'আলার জানা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ?' তারা উত্তরে বলেন ঃ 'আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেখি যে, তারা সালাত আদায় করছে, ফিরে আসার সময়েও তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায়ই রেখে এসেছি।' (ফাতহুল বারী ২/৪১, মুসলিম ১/৪৩৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই প্রহরী মালাইকা ফাজরের সালাতে একত্রিত হন। তারপর একদল আকাশে উঠে যান এবং অপর দল রয়ে যান। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে তাদের তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫২১)

রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করার আদেশ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাহাজ্জুদ সালাতের নির্দেশ দিচ্ছেন। ফার্য সালাতের নির্দেশতো রয়েছেই। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ফার্য সালাতের পরে কোন্ সালাত উত্তম?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ '(রাতের) তাহাজ্জুদ সালাত।' (মুসলিম ২/৮২১) তাহাজ্জুদ বলা হয় রাতে ঘুম থেকে উঠে আদায়কৃত সালাতকে। আলকামাহ (রহঃ), আল আসওয়াদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আরও অনেকেই এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আরাবী অভিধানেও এটা বিদ্যমান রয়েছে। আর বহু হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাসও ছিল এটাই যে, তিনি ঘুম হতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এর প্রমাণ মিলে। (ফাতহুল বারী ৮/৮৩, ৩/৩৯) তবে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, ইশার পরে যে সালাত আদায় করা হয় ওটাই তাহাজ্জুদ সালাত। খুব সম্ভব তাঁর এই উক্তিরও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইশার পরে

ঘুমানোর পর জেগে উঠে যে সালাত আদায় করা হয় তা'ই তাহাজ্জুদ সালাত। (তাবারী ১৭/৫২৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ نَافِلَةً لَّكَ হে নাবী! এটা তোমার একটা অতিরিক্ত কর্তব্য। এই বিশেষত্বের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর উম্মাতেরা এটা পালন করলে অতিরিক্ত সালাত হিসাবে তাদের পাপ দূর হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (আহমাদ ৫/২৫৫, তাবারী ১৭/৫২৫) এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا হে নাবী! তুমি আমার এই নির্দেশ পালন করলে আমি তোমাকে এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করব যেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে সমস্ত সৃষ্টজীব তোমার প্রশংসা করবে, আর স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তাও প্রশংসা করবেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ মন্তব্য করেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতের শাফা'আতের জন্য এই মাকামে মাহমূদে যাবেন যাতে সেই দিনের কোন কোন ভয়াবহতা থেকে তিনি তাঁর উম্মাতের মনে শান্তি আনয়ন করতে পারেন। (তাবারী ১৭/৫২৬)

হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, সমস্ত মানুষকে একই মাইদানে একত্রিত করা হবে, ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যাবে এবং তাদের সকলকে দেখা যাবে। তারা খালি পায়ে ও নগ্ন দেহে থাকবে যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহ কথা বলতে পারবেনা। বলা হবে ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তিনি উত্তরে বলবেন ঃ আমি আপনার খিদমাতে উপস্থিত হে আমার রাব্ব! সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়। সুপথ প্রাপ্ত সে যাকে আপনি সুপথ দেখিয়েছেন। আপনার দাস আপনার সামনে বিদ্যমান। সে আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আপনার দিকেই ঝুকে পড়েছে। আপনার দয়া ছাড়া কেহ আপনার পাকড়াও হতে রক্ষা পাবেনা। আপনার দরবার ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থল নেই। আপনি কল্যাণময় ও সমুচ্চ। আপনিই পবিত্র গৃহের (কা'বা) মালিক।' এটাই হল মাকামে মাহমূদ, যার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে করেছেন। (তাবারী ১৭/৫২৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই স্থানই হচ্ছে শাফাআতের স্থান। (তাবারী

১৭/৫২৭) ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) থেকে এবং হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যমীন হতে বের হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বপ্রথম শাফা'আত তিনিই করবেন। (তাবারী ১৭/৫২৮) আহলুল উল্ম বলেন যে, এটাই মাকামে মাহ্মুদ, যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا এ আয়াতে করেছেন। নিঃসন্দেহে কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন বহু মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে যাতে তাঁর সমকক্ষ কেহ হবেনা। সর্বপ্রথম তাঁরই যমীনের কাবর ফেটে যাবে এবং তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে হাশরের মাইদানের দিকে যাবেন। তাঁর কাছে একটা পতাকা থাকবে যার নীচে আদম (আঃ) থেকে সবাই থাকবেন। তাঁকে হাউজে কাওসার দান করা হবে যার কাছে সবচেয়ে বেশী লোক জমায়েত হবে। শাফা'আতের জন্য মানুষ আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) কাছে যাবে, কিন্তু তাঁরা সবাই অস্বীকার করবেন এবং তারা প্রত্যেকে বলবেন ঃ আমি এটা করতে সক্ষম হবনা। শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশের জন্য আসবে। তিনি সম্মত হবেন, যেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহে আসছে ইনশাআল্লাহ।

যাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হবে তাদের ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করবেন। অতঃপর তাদেরকে তাঁর সুপারিশের কারণে ফিরিয়ে আনা হবে। সর্বপ্রথম তাঁর উম্মাতেরই ফাইসালা করা হবে। তিনিই নিজের উম্মাতসহ সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবেন। জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই প্রথম সুপারিশকারী, যেমন এটা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মুসলিম ১/১৮২)

সূর বা শিঙ্গার ফুৎকার দেয়ার হাদীসে আছে যে, মু'মিনরা তাঁরই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে যাবে। সর্বপ্রথম তিনিই জান্নাতে যাবেন এবং তাঁর উম্মাত অন্যান্য উম্মাতের পূর্বে জান্নাতে যাবে। তাঁর শাফাআতের কারণে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিম্ন স্তরের জান্নাতীরা উচ্চ স্তরের জান্নাত লাভ করবেন। 'ওয়াসীলা' এর অধিকারী তিনিই হবেন, যা জান্নাতের সর্বোচ্চ মানযিল। এটা তিনি ছাড়া আর কেহই লাভ করবেনা। এটা সঠিক কথা যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মুসলিম পাপীদের জন্য মালাইকা, নাবীগণ এবং মু'মিন বান্দাগণ শাফাআত করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত অন্য কেহ এত

বেশী লোকের শাফাআত করতে সক্ষম হবেননা এবং তাদের সংখ্যা কত হবে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ হবেনা। (তাবারানী ৩৬)

কিতাবুস্ সীরাতের শেষাংশে বাবুল খাসায়েসে বিস্তারিতভাবে আমি (ইব্ন কাসীর) এটি বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এখন মাকামে মাহমূদের ব্যাপারে যে হাদীসসমূহ রয়েছে সেগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাহায্য করুন!

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন মানুষ হাঁটুর ভরে পড়ে থাকবে। প্রত্যেক উম্মাত তাদের নাবীর পিছনে থাকবে। তারা বলবে ঃ 'হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! শেষ পর্যন্ত শাফাআতের দায়িত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অর্পিত হবে। সুতরাং এটা হচ্ছে ঐ দিন যে দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' (ফাতহুল বারী ৮/২৫১)

ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সূর্য খুবই নিকটে হবে, এমনকি ঘাম কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ঐ সময় মানুষ সুপারিশের জন্য আদমের (আঃ) নিকট যাবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এর উপযুক্ত নই। তারপর তারা মূসার (আঃ) কাছে যাবে। তিনিও উত্তরে বলবেন ঃ 'আমি এর যোগ্য নই।' তারা তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবে। তিনি মাখলূকের শাফাআতের জন্য অগ্রসর হবেন এবং জান্নাতের দরজার পাল্লা ধরে নিবেন। সুতরাং ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছিয়ে দিবেন। (তাবারী ১৭/৫২৯) সহীহ বুখারীতে যাকাত অধ্যায়ে এই রিওয়ায়াতের শেষাংশে এও রয়েছে যে, হাশরের মাইদানের সমস্ত লোক সেই সময় তাঁর প্রশংসা করবে। (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৬)

আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা শাফাআতের অনুমতি দিবেন। তখন রূহুল কুদুস জিবরাঈল (আঃ) দাঁড়িয়ে যাবেন। তারপর দাঁড়াবেন আল্লাহর নিকটতম বন্ধু ইবরাহীম (আঃ), তারপর মূসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)। আবুয যারা (রাঃ) বলেন ঃ আমার মনে নেই যে, এদের দু'জনের কার নাম আগে বলা হয়েছে। এরপর তোমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে যাবেন এবং শাফাআত করবেন। তাঁর চেয়ে বেশী

আর কারও দ্বারা শাফাআত হবেনা। এটাই হল মাকামে মাহমূদ, যার বর্ণনা عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا এই আয়াতে রয়েছে। (আবূ দাউদ ৫১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা কিছু গোশত আনা হয়। তিনি কাঁধের গোশত খুবই পছন্দ করতেন বলে ঐ গোশত থেকে তিনি তা তুলে নিয়ে এক লোকমা মুখে দিয়ে বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের নেতা আমিই হব। তোমরা কি জান এর কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই মাঠে জমা করবেন এবং তাদের সবাইকে দেখা যাবে। সূর্য খুবই নিকটে আসবে এবং মানুষ এত কঠিন দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে যে, তা সহ্য করার মত নয়। ঐ সময় তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করছনা? চল, কেহকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য বলি। এভাবে পরামর্শে একমত হয়ে তারা আদমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে ঃ 'আপনি সমস্ত মানুষের পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে নিজের রূহ্ ফুঁকে দিয়েছে। আর মালাইকাকে হুকুম দিয়ে আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন। আপনি কি আমাদের দুরাবস্থা দেখছেননা? আপনি আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট শাফা'আত করুন।' আদম (আঃ) উত্তরে বলবেন ঃ 'আজ আমার রাব্ব এত রাগান্বিত রয়েছেন যে, এর পূর্বে তিনি কখনও এত রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও কখনও এত রাগান্বিত হবেননা। তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারা তাঁর অবাধ্যাচরণ হয়ে গেছে। আমি আজ নিজের চিন্তায়ই ব্যাকুল রয়েছি। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা নূহের (আঃ) কাছে যাও।'

তারা তখন নূহের (আঃ) কাছে যাবে এবং বলবে ঃ 'হে নূহ (আঃ)! আপনাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীর কাছে সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। আপনাকে তিনি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আপনি আমাদের জন্য রবের কাছে শাফা'আত করুন! আমরা কি ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!' নূহ্ (আঃ) জবাবে বলবেন ঃ 'আজ আমার রাব্ব এত ক্রোধান্বিত রয়েছেন যে, ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত

হননি এবং এর পরেও এত বেশী ক্রোধান্বিত হবেননা। আমার জন্য একটি প্রার্থনা ছিল যা আমি আমার কাওমের বিরুদ্ধে করেছিলাম। আজতো আমি নিজেই নাফসী! নাফসী! করতে রয়েছি। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাও।'

তারা তখন ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে ঃ 'দুনিয়াবাসীর মধ্যে আপনি আল্লাহর নাবী ও তাঁর বন্ধু। আপনি কি আমাদের এই দুরাবস্থা দেখছেননা?' ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলবেন ঃ 'আজ আমার রাব্ব ভীষণ রাগান্বিত রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও কখনও এত বেশী রাগান্বিত হবেননা।' তারপর তাঁর মিথ্যা কথা বলা স্মরণ হবে এবং তিনি নাফ্সী! নাফ্সী! করতে শুরু করবেন এবং বলবেন ঃ 'তোমরা মূসার (আঃ) কাছে যাও।'

তারা তখন মূসার (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে ঃ 'হে মূসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আপনার সাথে কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের রবের কাছে গিয়ে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! দেখছেনতো আমরা কি দুরাবস্থায় রয়েছি!' তিনি জবাব দিবেন ঃ 'আজ আমার রাব্ব কঠিন রাগান্বিত হয়ে রয়েছেন। ইতোপূর্বে কখনও তিনি এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও হবেননা। আমি একবার তাঁর বিনা হুকুমে একটি লোককে মেরে ফেলেছিলাম যার ব্যাপারে আমাকে আদেশ করা হয়নি। অতএব আমি আজ নিজের চিন্তায়ই ব্যাকুল রয়েছি। সুতরাং তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও এবং অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা বরং ঈসার (আঃ) কাছে যাও।'

তারা তখন বলবে ঃ 'হে ঈসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর কালেমা এবং তাঁর রূহ! যা তিনি মারইয়ামের (আঃ) প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। শৈশবে দোলনায়ই আপনি কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের জন্য রবের নিকট সুপারিশ করুন! আমরা যে কত উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!' ঈসা (আঃ) উত্তরে বলবেন ঃ 'আমার রাব্ব আজ খুবই রাগান্বিত রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এরপরে আর কখনও এত বেশী ক্রোধান্বিত হবেননা। তিনিও নাফ্সী! নাফ্সী করতে থাকবেন। কিন্তু তিনি নিজের কোন পাপের কথা উল্লেখ করবেননা। অতঃপর তিনি তাদেরকে বলবেন ঃ 'তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যাও।'

তারা তখন আমার কাছে আসবে এবং বলবে ঃ 'আপনি সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য শাফা'আত করুন! আমরা যে কি কঠিন বিপদের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!' আমি তখন দাঁড়িয়ে যাব এবং আরশের নীচে এসে আমার মহামহিমান্বিত রবের সামনে সাজদাহয় পড়ে যাব। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের ঐ সব শব্দ খুলে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারও কাছে খুলেননি। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উত্তোলন কর। চাও, তোমাকে দেয়া হবে এবং শাফা'আত কর, কবূল করা হবে।' আমি তখন সাজদাহ হতে আমার মাথা উত্তোলন করব এবং বলব ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাত (এর কি অবস্থা হবে) হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাত (এর কি অবস্থা হবে!), হে আল্লাহ! আমার উম্মাত (কে রক্ষা করুন)! তখন তিনি আমাকে বলবেন ঃ 'যাও তোমার উম্মাতের ঐ লোকদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও যাদের কোন হিসাব নেই। তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে পৌঁছে দাও। এরপর অন্যান্য সব দরজা দিয়ে তারা অন্যান্য উম্মাতের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! জান্নাতের দু'টি তোরণের মধ্যে এত দূর ব্যবধান রয়েছে যতদূর ব্যবধান রয়েছে মাক্কা ও 'হাযারের' মধ্যে অথবা মাক্কা ও বসরার মধ্যে।' (আহমাদ ২/৪৩৫, বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৮৯৪)

৮০। বল ঃ হে আমার রাব্ব! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষ-জনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।	٨٠. وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا
৮১। আর বল ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে;	٨١. وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ

ٱلْبَـٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا	**মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।**

হিজরাত করার আদেশ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁর প্রতি হিজরাতের হুকুম হয় এবং নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا *বল ঃ হে আমার রাব্ব! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষ-জনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।* (আহমাদ ১/২২৩, তিরমিযী ৮/৫৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ মাক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অথবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার কিংবা বন্দী করার পরামর্শ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা মাক্কাবাসীকে তাদের দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করার ইচ্ছা করেন এবং স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাদীনায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। এই আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। (তাবারী ১৭/৫৩৩)

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ এর ভাবার্থ হচ্ছে মাক্কা হতে বের হওয়া ও মাদীনায় প্রবেশ করা। এই উক্তিটিই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। (আহমাদ ১/২২৩) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৩৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا *এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।* হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এই প্রার্থনার কারণে আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও রোম দেশ বিজয় এবং ওদের শাসনভার তাঁর উপর প্রদানের ওয়াদা করেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এটাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, বিজয় লাভ ছাড়া দীনের প্রচার, প্রসার এবং পূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। এ জন্যই তিনি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয় কামনা করেছিলেন যাতে তিনি আল্লাহর কিতাব, তাঁর হুদুদ, শারীয়াতের কর্তব্যসমূহ এবং দীনের প্রতিষ্ঠা চালু করতে পারেন। এই বিজয় দানও আল্লাহ তা‘আলার এক বিশেষ রাহমাত। এটা না হলে সবল দুর্বলকে আক্রমন করত এবং একে অপরকে গ্রাস করে ফেলত। (তাবারী ১৭/৫৩৬) সত্যের সাথে বিজয় ও শক্তিও যরুরী, যাতে সত্যের বিরোধীরা জব্দ থাকে এবং তাদের আচরণ স্তব্ধ করা যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা লোহা অবতীর্ণ করার অনুগ্রহকে কুরআনুল কারীমে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ

আমি লৌহও দিয়েছি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫)

কুরাইশ কাফিরদের প্রতি হুশিয়ারী

এরপর কুরাইশ কাফিরদের সতর্ক করা হচ্ছে ঃ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সত্যের আগমন ঘটেছে যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কুরআন, ঈমান এবং লাভজনক সত্য ইল্‌ম আল্লাহর পক্ষ হতে এসে গেছে এবং কুফরী ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়েছে। ওটা সত্যের মুকাবিলায় হাত-পাহীন দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে।

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৮)

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কায় (বিজয়ী বেশে) প্রবেশ করেন সেই সময় বাইতুল্লাহর চারিদিকে তিনশ’ ষাটটি মূর্তি ছিল। তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা ওগুলিকে আঘাত করছিলেন এবং মুখে নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করছিলেন।

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا *সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।*

جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَـٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ

সত্যের আগমন ঘটেছে এবং মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েই থাকে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৯) (ফাতহুল বারী ৮/২৫২)

৮২। আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।	٨٢. وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

কুরআন হল প্রতিষেধক এবং করুণা

যে কিতাবে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, মহান আল্লাহ তাঁর সেই কিতাব সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন ঈমানদারদের অন্তরের রোগসমূহের জন্য উপশম স্বরূপ। সন্দেহ, কপটতা, শির্ক, বক্রতা, মিথ্যার সংযোগ ইত্যাদি সব কিছু এর মাধ্যমে বিদূরিত হয়। ঈমান, হিকমাত, কল্যাণ, করুণা, সৎকাজের প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি এর দ্বারা লাভ করা যায়। যে কেহই এর উপর ঈমান আনবে, একে সত্য মনে করে এর অনুসরণ করবে, এ কুরআন তাকে আল্লাহর রাহমাতের ছায়াতলে দাঁড় করিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে যে অত্যাচারী হবে এবং একে অস্বীকার করবে সে আল্লাহর রাহমাত থেকে দূরে সরে পড়বে। কুরআন পাঠ শুনে তার কুফরী আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং এই বিপদ স্বয়ং কাফিরের পক্ষ থেকে তার কুফরীর কারণেই ঘটে থাকে, কুরআনের পক্ষ থেকে নয়। এতো সরাসরি রাহমাত ও প্রশান্তি। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য

অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا إِلَىٰ رِجۡسِهِمۡ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪-১২৫) এ বিষয়ে আরও আয়াত রয়েছে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ *আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ মু'মিন এই পবিত্র কিতাব শুনে উপকার লাভ করে। সে একে মুখস্থ করে এবং মনে গেঁথে রাখে। وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا আর অবিশ্বাসী কাফির এর দ্বারা কোন উপকারও পায়না, একে মুখস্থও করেনা, এর রক্ষণাবেক্ষণও করেনা। আল্লাহ একে উপশম ও রাহমাত বানিয়েছেন শুধু মাত্র মু'মিনদের জন্য।

৮৩। যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।	٨٣. وَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦۖ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسٗا
৮৪। বল ঃ প্রত্যেকে তার নিজ নিজ রীতি অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তোমার রাব্ব ভাল	٨٤. قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ عَلَىٰ

شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا	**করে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।**

অকৃতজ্ঞেরা সুখের সময় আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে এবং বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে

ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারে মানুষের যে অভ্যাস রয়েছে, কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষের অভ্যাস এই যে, সে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ, দৈহিক সুস্থতা, বিজয়, জীবিকা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, স্বচ্ছলতা এবং সুখ শান্তি লাভ করলেই আল্লাহর আনুগত্যতা ও ইবাদাত করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহ হতে দূরে সরে পড়ে। দেখে মনে হয় যেন সে কখনও বিপদে পড়েনি বা পড়বেওনা। এর অনুরূপ একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ

অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২)

فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭)

كَانَ يَؤُوسًا যখন তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, সে আর কখনও কল্যাণ, মুক্তি ও সুখ-শান্তি লাভ করবেইনা। কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ

لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

আর যদি আমি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, অতঃপর তা তার হতে ছিনিয়ে নিই তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি তাকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করার পর আমি তাকে নি'আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলতে শুরু করে ঃ আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯-১১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ** প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এতে মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল ঃ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২১)

فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً তারা যে নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছে এবং ওটাকেই সঠিক মনে করছে, কিন্তু ওটা যে সঠিক পন্থা নয় তা তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে জানতে পারবে, যেদিন প্রত্যেককে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে এবং কোন কিছুই আর গোপন থাকবেনা।

৮৫। তোমাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল ঃ রূহ্ আমার রবের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।	٨٥. وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً

‘রূহ’ কী

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার ফসলী ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলছিলেন। তাঁর হাতে একটি খেজুর গাছের লাঠি ছিল। আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। ইয়াহুদীদের একটি দল তাঁকে দেখে পরস্পর বলাবলি করে ঃ ‘এসো, আমরা তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করি।’ কেহ কেহ বলল ঃ ‘এতে আমাদের কি লাভ?’ আবার কেহ কেহ বলল ঃ ‘তিনি হয়ত এমন উত্তর দিবেন যা তোমরা পছন্দ করবেনা। সুতরাং যেতে দাও, প্রশ্ন করার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এসে প্রশ্ন করেই বসলো। তারা রূহ সম্পর্কে জানতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝে নিলাম যে, তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং আমিও নীরবে দাঁড়িয়ে গেলাম। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি পাঠ করলেন ঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي *তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল ঃ রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত ব্যাপার।*

এ দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এটি মাদানী আয়াত। অথচ সম্পূর্ণ সূরাটি মাক্কী। কিন্তু হতে পারে যে, মাক্কায় অবতীর্ণ আয়াত দ্বারাই এই স্থলে মাদীনার ইয়াহুদীদেরকে জবাব দেয়ার অহী হয়েছিল কিংবা এও হতে পারে যে, দ্বিতীয়বার এই আয়াতটিই অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারাও এই আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হওয়া বুঝা যায়।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ইয়াহুদীরা বলল ঃ ‘আমাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে। আমরা তাওরাত লাভ করেছি এবং যার কাছে তাওরাত আছে সে বহু কল্যাণ লাভ করেছে। ইয়াহুদীদের রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের ঐ অপছন্দনীয় কথার প্রতিবাদে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া বর্ণিত আছে ঃ

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬৯)

وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَـٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـٰتُ ٱللَّهِ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৭) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা যদি জাহান্নাম হতে রক্ষা করে তাহলে সেই জ্ঞান একটা বড় বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় এটা অতি নগন্য। (তাবারী ১৭/৫৪২)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে, দেহের সাথে রূহের শাস্তি কেন হয়? ওটাতো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে? এ ব্যাপারে তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি বলে তিনি তাদেরকে কোন জবাব দেননি। তৎক্ষণাৎ তার কাছে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً** *তুমি বল ঃ রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে* - এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে ইয়াহুদীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'এর খবর আপনাকে কে দিল?' তিনি জবাবে বলেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে এ খবর নিয়ে এসেছিলেন।' তারা তখন বলতে শুরু করল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আপনার জন্য যে বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে সেই জিবরাঈল (আঃ) আমাদের শত্রু।' তাদের এই কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন ঃ

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَـٰفِرِينَ

তুমি বল ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দিচ্ছে; যে ব্যক্তি

আল্লাহর, তাঁর মালাইকার, তাঁর রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৭-৯৮)

'রূহ' এবং 'নাফস' এর মধ্যে সম্পর্ক

সুহাইলী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, রূহ্ কি নাফ্স, নাকি অন্য কিছু? এটাকে এভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, রূহ্ দেহের মধ্যে বাতাসের মত চালু রয়েছে এবং এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিস, যেমন গাছের শিরায় পানি চলাচল করে থাকে। আর মালাক/ফেরেশতা যে রূহ মায়ের পেটের বাচ্চার মধ্যে ফুঁকে থাকেন তা দেহের সাথে মিলিত হওয়া মাত্রই নাফ্স হয়ে যায়। এর সাহায্যে ওটা ভাল-মন্দ গুণ নিজের মধ্যে লাভ করে। হয় আল্লাহর যিক্রের সাথে প্রশান্তি আনয়নকারী হয় (৮৯ ঃ ২৭), না হয় মন্দ কাজের হুকুমদাতা হয়ে যায়। (১২ ঃ ৫৩) যেমন পানি গাছের জীবন। ওটা গাছের সাথে মিলিত হওয়ার কারণে একটা বিশেষ জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করে নেয়। আঙ্গুর সৃষ্টি হয়, অতঃপর ওর পানি বের করা হয় অথবা মদ তৈরী করা হয়। সুতরাং ঐ আসল পানি অন্য রূপ ধারণ করেছে। এখন ওটাকে আসল পানি বলা যেতে পারেনা। অনুরূপভাবে দেহের সাথে মিলিত হওয়ার পর রূহকে আসল রূহ বলা যাবেনা এবং নাফসও বলা যাবেনা। মোট কথা, রূহ হল নাফ্স ও মূল পদার্থের মূল। আর নাফ্স হল রূহের এবং ওর দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দ্বারা যা হয় সেটাই। সুতরাং রূহটাই নাফ্স। কিন্তু একদিক দিয়ে নয়, বরং সবদিক দিয়েই। এতো হল বুঝে নেয়ার জন্য বিশ্লেষণ, কিন্তু এর হাকীকাতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। (আর রাওয়াদ আল আন্ফ ২/৬২) মানুষ এ ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছেন এবং এর উপর বড় বড় স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। ঐ সব কিতাবে হাফিয ইব্ন মানদাহ (রহঃ) কৃত লিখা বইটি উত্তম বলে মনে করা হয় যাতে রূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮৬। ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তাহলে তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতেনা।	٨٦. وَلَئِن شِئۡنَا لَنَذۡهَبَنَّ بِٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيۡنَا وَكِيلًا

৮৭। এটা প্রত্যাহার না করা তোমার রবের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁর মহা অনুগ্রহ।	٨٧. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا
৮৮। বল ঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবেনা।	٨٨. قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
৮৯। আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর সব কিছুই অস্বীকার করে।	٨٩. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

আল্লাহ্ যখন চাবেন তখন কুরআন উঠিয়ে নিবেন

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বড় অনুগ্রহ ও ব্যাপক নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে নি‘আমাত তিনি তাঁর প্রিয় বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর উপর ঐ পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কখনও কোন মিথ্যা অনুপ্রবেশ করা অসম্ভব। সম্মুখ থেকেও না, পিছন থেকেও না। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, শেষ যুগে সিরিয়ার দিক থেকে এক লাল বায়ু প্রবাহিত হবে। ঐ সময় কুরআনের পাতা থেকে এবং হাফিযদের অন্তর হতে কুরআন তুলে নেয়া হবে। একটি আয়াতও বাকী

থাকবেনা। তারপর তিনি উপরের وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ এ আয়াতটি পাঠ করেন।

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

এরপর মহান আল্লাহ নিজের ফায্ল ও কারম এবং অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁর এই পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের এক বড় প্রমাণ হচ্ছে ঃ সমস্ত মাখলূক এর মুকাবিলা করতে অপারগ। কারও ক্ষমতা নেই, এর মত ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন নযীরবিহীন ও তুলনাবিহীন, অনুরূপভাবে তাঁর কালামও অতুলনীয়। যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর বাক্য কি করে ঐ সৃষ্টির বাক্যের সমতুল্য হতে পারে? মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ আমি এই পবিত্র কিতাবে সর্ব প্রকারের দলীল বর্ণনা করে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছি এবং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে। আর তারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবেই রয়ে যাচ্ছে।

৯০। আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে।	٩٠. وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا
৯১। অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদী-নালা।	٩١. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَـٰرَ خِلَـٰلَهَا تَفْجِيرًا
৯২। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে	٩٢. أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا

খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও মালাইকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে।	زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ قَبِيلًا
৯৩। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা তখনও বিশ্বাস করবনা যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব। বল ঃ পবিত্র আমার মহান রাব্ব! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল।	٩٣. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَـٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

কুরাইশদের মু'জিযা আহ্বান এবং তা প্রত্যাখ্যান

ইবন জারীর (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে মিসরের এক লোক আগমন করেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, রাবী'আহর দুই ছেলে উতবাহ ও শাইবাহ, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, বানূ আবদিদ্দার গোত্রের একটি লোক, বানূ আসাদ গোত্রের আবুল বাখতারী, আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ, জামআহ ইব্ন আসওয়াদ, ওয়ালী ইব্ন মুগীরাহ, আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া, উমাইয়া ইব্ন খালাফ, আস ইব্ন ওয়াইল, হাজ্জাজের দুই পুত্র নাবীহ ও মুনাব্বিহ এবং হাজ্জাজ আশ শাহমিনের দুই পুত্র। এরা সবাই বা এদের মধ্যের কিছু লোক সূর্যাস্তের পরে কা'বা ঘরের পিছনে একত্রিত হয় এবং পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'কেহকে পাঠিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে নাও, তার সাথে আজ আলাপ আলোচনা করে

একটা ফাইসালা করে নেয়া যাক যাতে কোন ওয্‌র আপত্তি বাকী না থাকে।' সুতরাং দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে খবর দিল ঃ 'আপনার কাওমের সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের কাছে আপনার উপস্থিত কামনা করেছেন।' দূতের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সঠিক বোধশক্তি প্রদান করেছেন, অতএব তারা হয়ত সত্যপথে চলে আসবে। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে তাদের কাছে গমন করেন। তাঁকে দেখেই তারা সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'দেখ আজ আমরা তোমার সামনে যুক্তি প্রমাণ পূরা করে দিচ্ছি যাতে আমাদের উপর কোন অভিযোগ না আসে। এ জন্যই আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের উপর যত বড় বিপদ চাপিয়ে দিয়েছ, এত বড় বিপদ কেহ কখনও তার কাওমের উপর চাপায়নি। তুমি আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে গালি দিচ্ছ, আমাদের দীনকে মন্দ বলছ, আমাদের বড়দেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করছ, আমাদের মা'বূদ বা উপাস্যদেরকে খারাপ বলছ এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের অকল্যাণ সাধনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনি। এখন পরিষ্কারভাবে শুনে নাও এবং বুঝে শুনে জবাব দাও। এসব করার পিছনে সম্পদ জমা করা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা এজন্য প্রস্তুত আছি। আমরা তোমাকে এমন সম্পদশালী বানিয়ে দিব যে, আমাদের মধ্যে তোমার সমান ধনী আর কেহ থাকবেনা। আর যদি নেতৃত্ব করা তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ জন্যও আমরা তৈরী আছি। আমরা তোমারই হাতে নেতৃত্ব দান করব এবং আমরা তোমার অধীনতা স্বীকার করে নিব। যদি বাদশাহ হওয়ার তোমার ইচ্ছা থাকে তাহলে বল, আমরা তোমার বাদশাহীর ঘোষণা করছি। আর যদি কোন জিনের মাধ্যমে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রেও আমরা প্রস্তুত আছি যে, টাকা পয়সা খরচ করে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এতে হয় তুমি আরোগ্য লাভ করবে, না হয় আমাদেরকে অপারগ মনে করা হবে।'

তাদের এসব কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'জেনে রেখ, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটেনি, আমি এই রিসালাতের মাধ্যমে ধনী হতেও চাই না, আমার নেতৃত্বেরও লোভ নেই এবং আমি বাদশাহ হতেও চাইনা। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের সকলের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করি এবং

(জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শন করি। আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তোমরা যদি এটা কবূল করে নাও তাহলে উভয় জগতেরই সুখের অধিকারী হবে। আর যদি না মানো তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব, শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য ফাইসালা করবেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই জবাব শুনে কাওমের নেতারা বলল ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আমাদের এই প্রস্তাবগুলির একটিও যদি তুমি সমর্থন না কর তাহলে শোন! তুমিতো নিজেও জান যে, আমাদের মত ছোট্ট শহর আর কারও নেই। আর আমাদের মত কম সম্পদও আর কোন কাওমের নেই এবং আমাদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত কম রুযীও কোন কাওম অর্জন করেনা। তুমি যখন বলছ যে, তোমার রাব্ব তোমাকে স্বীয় রিসালাত দিয়ে পাঠিয়েছেন তখন তাঁর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন এই পাহাড় আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেন যাতে আমাদের অঞ্চলটি প্রশস্ত হয়ে যায়, শহরটিও বড় হয়, তাতে নদী ও প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়, যেমন সিরিয়া ও ইরাকে রয়েছে। আর এটাও প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন আমাদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে দেন এবং তাদের মধ্যে কুসাই ইব্‌ন কিলাব যেন অবশ্যই থাকেন। তিনি আমাদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করব, তিনি তোমার দা'ওয়াত সম্পর্কে যা বলবেন তাতে আমাদের মনে তৃপ্তি আসবে। যদি তুমি এটা করে দিতে পার এবং তারা তোমার দা'ওয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দেন তাহলে আমরা খাঁটি অন্তরে তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিব।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এগুলো নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়নি। এগুলো কোনটিই আমার শক্তির মধ্যে নয়। আমিতো শুধু আল্লাহ তা'আলার কথাগুলি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি। কবূল করলে তোমরা উভয় জগতে সুখী হবে এবং কবূল না করলে আমি ধৈর্য ধরব এবং বিচার দিবসে মহান আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করব যেদিন তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন।'

তারা তখন বলল ঃ 'আচ্ছা, তুমি যদি এটাও না পার তাহলে আমরা স্বয়ং তোমার জন্য এটাই বিবেচনা করতে বলছি যে, তুমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন যিনি তোমার কথাকে সত্যায়িত করে তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে উত্তর দেন। আর তাঁকে বলে তোমার নিজের জন্য বাগ-বাগিচা, ধনভাণ্ডার এবং সোনা রূপার অট্টালিকা

তৈরী করে নাও যাতে তোমার অবস্থা সুন্দর ও পরিপাটী হয়ে যায় এবং তোমাকে খাদ্যের সন্ধানে আমাদের মত বাজারে ঘুরে বেড়াতে না হয়। এটাও যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা স্বীকার করে নিব যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সত্যিই তোমরা মর্যাদা রয়েছে এবং বাস্তবিকই তুমি আল্লাহর রাসূল।'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না আমি এগুলো করব, আর না এগুলোর জন্য আমার রবের কাছে প্রার্থনা জানাব এবং না আমি এজন্য প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যদি মেনে নাও তাহলে উভয় জগতে নিজেদের কল্যাণ আনয়ন করবে এবং না মানলে দেখি আমার রাব্ব আমার ও তোমাদের মধ্যে কি ফাইসালা করেন সেই জন্য ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করব।'

তারা বলল ঃ 'তাহলে আমরা বলছি যে, তোমার রাব্বকে বলে আমাদের উপর আকাশ নিক্ষেপ করিয়ে নাও; তুমিতো বলছই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এরূপ এরূপ করবেন। এটা না করা পর্যন্ত আমরা তোমাতে ঈমান আনবনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ 'এটা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তিনি যদি চান তাহলে তা করবেন।' মুশরিকরা তখন বলল ঃ 'দেখ, আল্লাহ তা'আলার কি এটা জানা ছিলনা যে, আমরা এ সময়ে তোমার কাছে বসব এবং তোমাকে এ সবগুলো করতে বলব? সুতরাং তাঁরতো উচিত ছিল এগুলো তোমাকে পূর্বে অবহিত করা? আর এটাও তাঁর বলে দেয়া উচিত ছিল যে, তোমাকে কি জবাব দিতে হবে? আর যদি আমরা না মানি তাহলে আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? দেখ, আমরা শুনেছি যে, ইয়ামামাহর রাহমান নামক এক লোক তোমাকে এগুলো শিখিয়ে থাকে। আল্লাহর শপথ! তোমাকে এ কাজে আমরা মুক্ত ছেড়ে দিতে পারিনা। হয় তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে, না হয় আমরাই তোমাকে ধ্বংস করব।' কেহ কেহ বলল ঃ 'আমরাতো মালাইকার পূজা করি, যারা আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)।' অন্য কেহ কেহ বলল ঃ 'যে পর্যন্ত তুমি আল্লাহকে ও তাঁর মালাইকাকে সরাসরি আমাদের সম্মুখে হাযির না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা।'

অতঃপর মাজলিস ভেঙ্গে গেল। আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযুম (রাঃ), যে তার ফুফু আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের ছেলে ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে চলল। তাঁর ফুফাতো ভাই তাঁকে বলল ঃ 'দেখ, এটাতো খুবই অন্যায় হল

যে, তোমার কাওম যা বলল তুমি সেটাও স্বীকার করলেনা এবং তারা যা চাইল তুমি সেটাও করতে পারলেনা। তারপর তুমি তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছিলে ওটা তারা চাইল, কিন্তু সেটাও তুমি করলেনা। এখন আল্লাহর শপথ! আমিও তোমার উপর ঈমান আনবনা যে পর্যন্ত না তুমি সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে কোন কিতাব আনবে ও চার জন মালাক/ফেরেশতাকে স্বাক্ষী হিসাবে তোমার সাথে আনবে।' আল্লাহর শপথ! এর পরও আমি ভেবে দেখব যে, তোমার দা'ওয়াতে আমি সাড়া দিব কিনা। এরপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সমুদয় কথায় খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি বড়ই আশা নিয়ে এসেছিলেন যে, হয়ত তাঁর কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁর কথা মেনে নিবে। কিন্তু তিনি তাদের ঔদ্ধত্যপনা দেখতে পেলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, তারা ঈমান থেকে বহু দূরে সরে গেছে এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও দৃঢ় ভাব ধারণ করেছে। (তাবারী ১৭/৫৫৭, এ বর্ণনা সম্পূর্ণ সঠিক নয়)

মুশরিকদের দাবী প্রত্যাখ্যানের কারণ

কথা হল এই যে, তাদের এ সব কথার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাটো করা এবং তাঁকে লা-জবাব করা। ঈমান আনার উদ্দেশ্য তাদের মোটেই ছিলনা। যদি সত্যিই ঈমান আনার উদ্দেশে তারা এই প্রশ্নগুলি করত তাহলে খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই মু'জিযাগুলি দেখিয়ে দিতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছিল ঃ 'যদি তুমি চাও তাহলে এরা যা চাচ্ছে আমি তা দেখিয়ে দিই। কিন্তু জেনে রেখ, এর পরেও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব যা কখনও কেহকেও দেইনি। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখব।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়টিই পছন্দ করেছিলেন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। ইহা নিম্নের আয়াতসমূহের অনুরূপ ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্‌ম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا. ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَـٰلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًۢا. بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও বলে ঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবেনা। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদ-নদী প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭-১১)

حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا তাদের আবেদন ছিল, আরাব মরুভূমিতে যেন নদী-নালা প্রবাহিত হয় অথবা প্রস্রবণের ব্যবস্থা হয়ে যায় ইত্যাদি। এতো

স্পষ্ট কথা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলার কাছে এগুলি কোনটিই কঠিন নয়। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। তিনি শুধু আদেশ করলেই হয়ে যায়। কিন্তু তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন যে, ঐসব নিদর্শন দেখেও ঐ কাফিরেরা ঈমান আনবেনা। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১)

ঐ কাফিরেরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ **أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ** এটাও যদি না হয় তাহলেতো বলছ যে, কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তাহলে আজই আমাদের উপর ওর টুকরাগুলি নিক্ষেপ করা হোক! তারা নিজেরাও আল্লাহ তা'আলার কাছে এই প্রার্থনাই করেছিল ঃ

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

হে আল্লাহ! এসব যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২)

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৭)

শু'আইবের (আঃ) কাওমও এই ইচ্ছাই পোষণ করেছিল, যার ফলে তাদের উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিশ্ব-শান্তির দূত এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যেন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করেন, এই আকাংখায় যে, তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কেহ কেহ অংশীবিহীন আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর ইবাদাত করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর এ প্রার্থনা কবূল করেছিলেন। তাই তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করেননি। পরে তাদের অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া, যে সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাওয়ার পথে তাকে অনেক কথা শুনিয়েছিল এবং ঈমান না আনার শপথ নিয়েছিল, সেও ইসলাম গ্রহণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করে।

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ *অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে।* **زُخْرُفْ** শব্দ দ্বারা স্বর্ণকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরাআতে **من ذهب** রয়েছে।

أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ

কাফিরদের আরও আবেদন ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখের সামনে যেন সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে উঠে যান এবং সেখান থেকে কোন কিতাব নিয়ে আসেন যা প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা কিতাব হবে। ঘুম থেকে জাগার আগেই যেন ঐ দলীল-দস্তাবেজগুলে তাদের শিয়রে পৌঁছে যায়। তাদের এই কথার উত্তরে মহান আল্লাহ তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহর সামনে কারও কোন ওযর-আপত্তি বা বাহানা খাটবেনা। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের মালিক নিজেই। তিনি যা চাবেন করবেন, যা চাবেননা তা করবেননা। তোমাদের চাওয়ার জিনিসগুলো প্রকাশ করা বা না করার অধিকার তাঁর। আমিতো শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি

আমার কর্তব্য পালন করেছি। আল্লাহ তা'আলার আহকাম আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা যা কিছু চেয়েছ সেগুলি আল্লাহর ক্ষমতার জিনিস। আমার সাধ্য নেই যে, এগুলি আমি তোমাদের নিকট আনয়ন করি।

৯৪। 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' - তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ।	٩٤. وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا
৯৫। বল ঃ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাক/ফেরেশতাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম।	٩٥. قُل لَّوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا

'রাসূল (সাঃ) মানব সন্তান'
এ অজুহাতে মুশরিকদের ঈমান না আনার জবাব

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ অধিকাংশ লোক ঈমান আনা হতে এবং রাসূলদের আনুগত্য হতে এ কারণেই বিরত থাকছে যে, কোন মানুষ যে আল্লাহর রাসূল হতে পারেন এটা তাদের বোধগম্যই হয়না, এতে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। তাদেরকে পরিস্কারভাবে বলে দেয়া হয় ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর

এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬) ফির'আউন ও তার কাওম এ ধরনের কথাই বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ

আমরা আমাদের মতই দু'টি মানুষের উপর কি করে ঈমান আনতে পারি? বিশেষ করে ঐ অবস্থায় যে, তাদের কাওমের সমস্ত লোক আমাদেরই অধীনে রয়েছে? (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৭) এ কথাই অন্যান্য উম্মাতেরাও নিজ নিজ যামানার নাবীদেরকে বলেছিল ঃ

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ

তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১০) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ নিজের স্নেহ, দয়া এবং মানুষের মধ্য হতেই রাসূল পাঠানোর কারণ বর্ণনা করেছেন এবং এর নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন ঃ মালাইকা যদি রিসালাতের কাজ চালাত তাহলে না তোমরা তাদের কাছে উঠা-বসা করতে পারতে, আর না ভালভাবে তাদের কথা বুঝতে পারতে। মানবীয় রাসূল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে বলেই তোমরা তাদের সাথে মেলামেশা করতে পার, তাদের আচার-আচরণ দেখতে পার এবং তাদের সাথে মিলেমিশে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। আর তাদের আমল দেখে শিখে নিতে সক্ষম হও। যেমন আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮)

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ. فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫১) সব কিছুরই ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ‘এটাতো আল্লাহ তা‘আলার এক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠিয়েছেন। সে তোমাদেরকে (পাপ থেকে) পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা জানতেনা তা তোমাদেরকে শিখিয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের উচিত আমাকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করা, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমাদের উচিত আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া।’ এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً অবশ্যই আমি কোন মালাইকাকে রাসূল করে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু তোমরা নিজেরা মানুষ এই যুক্তিতেই মানুষের মধ্য হতেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি।

৯৬। বল ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।	٩٦. قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! তুমি এই কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ আমার সত্যতার ব্যাপারে আমি অন্য কোন সাক্ষী খোঁজ করব কেন? আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমি যদি তাঁর পবিত্র সত্তার উপর অপবাদ আরোপ করে থাকি তাহলে তিনি আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا আল্লাহর কাছে তাঁর কোন বান্দার অবস্থা গোপন নেই। কারা ইন'আম, ইহসান, হিদায়াত ও স্নেহ পাওয়ার যোগ্য এবং কারা পথভ্রষ্ট ও হতভাগ্য হওয়ার যোগ্য তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন।

৯৭। আল্লাহ যাদের পথ প্রদর্শন করেন তারাইতো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেনা। কিয়ামাত দিবসে আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব।

٩٧. وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِۦ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

ঈমান আনা, আর না আনা আল্লাহর ইখতিয়ারে

আল্লাহ তা‘আলা এখানে এই বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের সব ব্যবস্থাপনা শুধু তাঁর হাতেই রয়েছে। তাঁর কোন হুকুম টলেনা। তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা।

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭)

বিপদগামীদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ আমি কিয়ামাতের দিন তাদেরকে হাশরের মাইদানে মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করব। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ এটা কি করে হতে পারে যে, মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘যিনি পায়ের ভরে চালাচ্ছেন তিনি মাথার ভরেও চালাতে পারবেন। (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ৪/২১৬১) মুশরিকরা ঐ সময় অন্ধ, মূক, বধির হয়ে যাবে। সত্যের প্রতি তাদের অন্ধত্ব, দা‘ওয়াতে তাদের সাড়া না দেয়া এবং দা‘ওয়াত শুনতে না চাওয়ার কারণে তাদের বিভিন্ন অবস্থা হবে। পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। দুনিয়ায় তারা ছিল সত্য হতে বধির, অন্ধ ও বোবা। তাই কঠিন প্রয়োজন ও অভাবের দিনে তারা সত্যি সত্যিই অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে যাবে।

مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ তাদের প্রকৃত ঠিকানা ও ঘুরাফিরার জায়গা হবে জাহান্নাম।’ প্রবল পরাক্রম আল্লাহ বলেন ঃ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا জাহান্নাম যখন স্তিমিত হবে তখন ওর অগ্নি তাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া হবে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি শুধু তোমাদের যাতনাই বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩০)

৯৮। এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল ঃ আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হব?	٩٨. ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا وَرُفَـٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
৯৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ! যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওগুলির অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোন সন্দেহ নেই; তথাপি সীমা লংঘনকারীরা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর সবই অস্বীকার করে।	٩٩. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّـٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অস্বীকারকারীদের যে অন্ধ, মূক ও বধির হওয়ার শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারা ওরই যোগ্য ছিল। তারা আমার দলীল প্রমাণাদিকে মিথ্যা মনে করত এবং পরিষ্কারভাবে বলত ঃ وَقَالُوٓا۟ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا আমরা পচা অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব? এটাতো আমাদের জ্ঞানে আসেনা। তাদের এই প্রশ্নের জবাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ একটি দলীল এই পেশ করছেন যে, বিরাট আসমানকে বিনা নমুনায়ই প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যাঁর প্রবল ক্ষমতা এই উচ্চ ও

প্রশস্ত এবং কঠিন মাখলূককে সৃষ্টি করতে অপারগ হয়নি, তিনি কি তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা তোমাদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক কঠিন ছিল। এগুলি সৃষ্টি করতে তিনি যখন ক্লান্ত ও অপারগ হননি, তিনি কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে অপারগ হবেন? আসমান ও যমীনের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন?

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭)

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩)

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১-৮২)

বস্তুর অস্তিত্বের জন্য তার হুকুমই যথেষ্ট। কিয়ামাতের দিন তিনি মানুষকে দ্বিতীয় বার অবশ্যই নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ *তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ! যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওগুলির অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান?* তিনি তাদেরকে কাবর হতে বের করার ও পুনরুজ্জীবিত করার সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। ঐ সময় এগুলো সবই হয়ে যাবে।

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৪)

এখানে কিছুটা বিলম্বের কারণ হচ্ছে শুধু ঐ সময়কে পূর্ণ করা। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, এত স্পষ্ট ও প্রকাশমান দলীলের পরেও মানুষ কুফরী ও ভ্রান্তিকে পরিত্যাগ করেনা।

১০০। বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে, মানুষতো অতিশয় কৃপণ।	١٠٠. قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ قَتُورًا

কোন কিছু ধরে রাখা হল মানব প্রকৃতির ধর্ম

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানব প্রকৃতির অভ্যাস বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার রাহমাত বা দয়ার ভাণ্ডারেরও অধিকারী হয়ে যেত, যা কখনও কিছুতেই কম হবার নয়, তবুও 'খরচ হয়ে যাবে' এই ভয়ে তারা তা ধরে রাখত। তাই আল্লাহ বলেন ঃ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا *মানুষতো অতিশয় কৃপণ।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মানুষ অতিশয় কৃপণতা করে এবং অর্থ সম্পদ ধরে রাখে। (তাবারী ১৭/৫৬৩) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৩) এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয় এবং উত্তম তাওফীক লাভ করে তারা এই বদ অভ্যাসকে ঘৃণা করে। তারা দানশীল হয় এবং অপরের কল্যাণ সাধন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ

মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি কৃপণ। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৯-২২) এ ধরনের আয়াত কুরআনুল কারীমে আরও বহু রয়েছে। এগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ফাযল ও কারম এবং দান ও দয়ার পরিচয় মিলে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ রয়েছে, দিন রাতের খরচে তা হতে কিছুই কমে যায়না। আকাশ ও পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বন্টন করেই যাচ্ছেন, তথাপি তাঁর ডান হাতে যা রয়েছে তার কিছুই কমেনি। (ফাতহুল বারী ৪/২০২, মুসলিম ২/৬৯১)

১০১। তুমি বানী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন সে তাদের নিকট এসেছিল তখন ফির'আউন তাকে বলেছিল ঃ হে মূসা! আমিতো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।	١٠١. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ ۖ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا
১০২। মূসা বলেছিল ঃ তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফির'আউন! আমিতো দেখছি, তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ।	١٠٢. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

১০৩। অতঃপর ফির‘আউন তাদেরকে দেশ হতে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল; তখন ফির‘আউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে আমি নিমজ্জিত করলাম।	١٠٣. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا
১০৪। এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম ঃ তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।	١٠٤. وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

মূসার (আঃ) নয়টি মু‘জিযা

মূসা (আঃ) নয়টি মু‘জিযা লাভ করেছিলেন যেগুলি তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতার স্পষ্ট দলীল ছিল। তিনি ফিরআউনের কাছে যে বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন তা ছিল আল্লাহর তরফ থেকেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নয়টি মু‘জিযা হচ্ছে ঃ লাঠি, হাত (এর ঔজ্জ্বল্য), দুর্ভিক্ষ, সমুদ্র, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। (তাবারী ১৭/৫৬৪) এগুলি বিস্তারিত বিবরণযুক্ত আয়াত। মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘বের (রহঃ) উক্তি এই যে, মু‘জিযাগুলি হল ঃ হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি সাপ হওয়া এবং পাঁচটি মু‘জিযা যা সূরা আ’রাফে বর্ণিত আছে, আর সম্পদ কমে যাওয়া এবং পাথর। (তাবারী ১৭/৫৬৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা’বী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, মু‘জিযাগুলি ছিল তাঁর হাত, তাঁর লাঠি, দুর্ভিক্ষ, শষ্য হ্রাস পাওয়া, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। (তাবারী ১৭/৫৬৬)

فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৩) এই সমুদয় মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও ফির'আউন এবং তার লোকেরা অহংকার করে এবং তাদের পাপ কাজের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের অন্তরে বিশ্বাস জমে গেলেও তারা যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করে কুফরী ও ইনকারের উপরই কায়েম থেকে যায়। ফির'আউন যেমন মূসার (আঃ) কাছে মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল এবং তার সামনে সেগুলি প্রকাশিতও হয়েছিল, তবুও ঈমান তার ভাগ্যে জুটেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তদ্রুপই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাওমও যদি মু'জিযা আসার পরেও কাফিরই থেকে যায় তাহলে তাদেরকে আর অবকাশ দেয়া হবেনা এবং তারাও সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বয়ং ফির'আউন মু'জিযাগুলি দেখার পর মূসাকে (আঃ) যাদুকর বলে নিজেকে তার থেকে সরিয়ে নেয়। **إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا** *হে মূসা! আমিতো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।*

বলা হয়েছে ঃ সে মনে করেছিল যে, মূসা (আঃ) একজন বড় যাদুকর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, তাঁর নাবী কি? বিভিন্ন ইমামগণ মূসা (আঃ) থেকে যে নয়টি মু'জিযার কথা বলে থাকেন তার সারাংশ নিম্নের আয়াত থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ. إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ۖ فِى تِسْعِ ءَايَـٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ

তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালনা। বলা হল ঃ হে মূসা! ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায়না। তবে যারা যুল্ম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে;

এটা ফির‘আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১০-১২)

এই আয়াতগুলির মধ্যে লাঠি ও হাতের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। বাকীগুলির বর্ণনা সূরা আ’রাফে রয়েছে। এগুলি ছাড়াও আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) আরও বহু মু‘জিযা দিয়েছিলেন। যেমন তাঁর লাঠির আঘাতে একটি পাথরের মধ্য হতে বারোটি প্রস্রবণ হওয়া, মেঘের ছায়া দান, মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। এসব নি‘আমাত মিসর শহর ছেড়ে যাওয়ার পর বানী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল। এই মু‘জিযাগুলির বর্ণনা এখানে না দেয়ার কারণ এই যে, ফির‘আউন ও তার লোকেরা এগুলো দেখেনি। এখানে শুধু ঐ মু‘জিযাগুলির কথা বলা হয়েছে যেগুলি ফির‘আউন ও তার লোকেরা মিসরে বসেই দেখেছিল। তারপরও তারা অবিশ্বাস করেছিল। মূসা (আঃ) ফির‘আউনকে বলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـــؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ হে ফেরাউন! তোমারতো ভালরূপেই জানা আছে যে, সব মু‘জিযা সত্য। এগুলির এক একটি আমার সত্যতার উপর উজ্জ্বল দলীল। وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا আমার ধারণা হচ্ছে যে, তুমি ধ্বংস হতে চাচ্ছ। তোমার উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক এটা তুমি কামনা করছ; তুমি পরাস্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, مَثْبُوْر শব্দের অর্থ হল ধ্বংস হওয়া। (তাবারী ১৭/৫৭১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে অভিশপ্ত হওয়া। (তাবারী ১৭/৫৭০)

অভিশপ্ত ফির‘আউন এবং তার অনুসারীদের ধ্বংস

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الأَرْضِ ফির‘আউন মূসাকে (আঃ) দেশান্তর করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বরং তাকেই দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করলেন। আর তার সমস্ত সঙ্গীকেও পানিতে নিমজ্জিত করেছিলেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে বলেছিলেন ঃ এখন যমীন তোমাদেরই অধিকারভুক্ত হয়ে গেল। তোমরা এখন সুখে শান্তিতে বসবাস কর এবং পানাহার করতে থাক।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একটি বিরাট সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাঁর হাতেই মাক্কা বিজিত হবে। অথচ যখন এই

সূরাটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল তখনও তিনি মাদীনায় হিজরাতই করেননি। বাস্তবে হয়েছিলও এটাই যে, মাক্কাবাসীরা তাঁকে মাক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করে। যেমন কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلاً. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য। তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত। আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৬-৭৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জয়যুক্ত করেন এবং মাক্কার অধিকারী বানিয়ে দেন। আর বিজয়ীর বেশে তিনি মাক্কায় আগমন করেন এবং এখানে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ধৈর্য ও করুণা প্রদর্শন করে স্বীয় প্রাণের শত্রুদেরকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের ন্যায় দুর্বল জাতিকে যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং তাদেরকে ফির'আউনের ন্যায় কঠোর ও অহংকারী বাদশাহর ধন-সম্পদ, ফল-ফসল, জমি-জমা এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক করে দেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ফির'আউনের ধ্বংসের পর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম ঃ এখন তোমরা এখানে বসবাস কর। কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতির দিন তোমরা ও তোমাদের শত্রুরা সবাই আমার সামনে হাযির হবে। আমি তোমাদের সবাইকেই আমার কাছে একত্রিত করব।

١٠٥. وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَـٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا	**১০৫। আমি সত্যি সত্যিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ করেছি; আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।**
١٠٦. وَقُرْءَانًا فَرَقْنَـٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَـٰهُ تَنزِيلًا	**১০৬। আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।**

পর্যায়ক্রমে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ সত্যই বটে।

لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৬) এতে ঐ জিনিসই রয়েছে যা তিনি নিজের জ্ঞানে অবতীর্ণ করেছেন। এর সমস্ত হুকুম-আহকাম এবং নিষেধাজ্ঞা তাঁর পক্ষ হতেই হয়েছে। সত্যের অধিকারী যিনি তিনিই সত্যসহ এটি অবতীর্ণ করেছেন এবং সত্যসহই তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। না পথে কোন বাতিল এতে মিশ্রিত হয়েছে, না বাতিলের ক্ষমতা আছে যে, এর সাথে মিশ্রিত হতে পারে। এসব হতে এই কুরআন সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত। এটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতেও পাক ও পবিত্র। পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বস্ত মালাকের মাধ্যমে এটি অবতীর্ণ হয়েছে, যে মালাক আকাশে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও নেতা।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا *আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।* হে নাবী! তোমার কাজ হল মু'মিনদেরকে

সুসংবাদ দেয়া ও কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ এই কুরআনকে আমি লাউহে মাহ্ফুয হতে 'বাইতুল ইয্যাহ' এর উপর অবতীর্ণ করেছি, যা প্রথম আকাশে রয়েছে। সেখান থেকে অল্প অল্প করে ঘটনা অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে তেইশ বছরে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৭৪) এও বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) *'ফাররাকনাহু'* (فَرَّقْنَاهُ) পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে এক একটি করে আয়াত তাফসীর ও বিশ্লেষণসহ অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তুমি লোকদের কাছে সহজেই পৌঁছে দিতে পার এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে শুনিয়ে দিতে সক্ষম হও। (তাবারী ১৭/৫৭৩) وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً আমি এগুলি অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি।

১০৭। তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটি পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ে -	١٠٧. قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا
১০৮। এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।	١٠٨. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
১০৯। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। (সাজদাহ)	١٠٩. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩

যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা কুরআনকে স্বীকার করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (হে কাফিরের দল!) তোমাদের ঈমান আনার উপর কুরআনের সত্যতা নির্ভরশীল নয়। তোমরা একে মান কিংবা না মান, এতে কিছু যায় আসেনা। কুরআন যে আল্লাহর কালাম এবং সত্য গ্রন্থ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সদা সর্বদা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এর বর্ণনা চলে আসছে।

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِه إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا

যে সমস্ত আহলে কিতাব সৎ ও আল্লাহর কিতাবের উপর আমলকারী এবং যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেননি তারাতো এই কুরআন শোনামাত্রই আবেগ উদ্বেলিত হয়ে সাজদায়ে শোক্‌র আদায় করেন এবং বলেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً হে আল্লাহ! আপনার শোক্‌র যে আপনি আমাদের বর্তমানেই এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন এবং এই কালাম অবতীর্ণ করেছেন।' আর তারা আল্লাহর পূর্ণ ও ব্যাপক শক্তির কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে থাকেন। তারা জানতেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, মিথ্যা নয়। আজ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হতে দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান এবং তাদের রবের তাসবীহ পাঠে রত থাকেন, আর তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতা স্বীকার করে নেন। **وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ** **وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا** তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে তাদের রবের সামনে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়েন।

وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدًى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৭)

আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে তাদের ঈমান, ইসলাম, হিদায়াত, তাকওয়া, এবং ভয়-ভীতি আরও বৃদ্ধি পায়। এই সংযোগ সিফাত বা বিশেষণের উপর বিশেষণের সংযোগ 'যাত' বা সত্তার উপর সত্তার সংযোগ নয়।

١١٠. قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا	**১১০। বল ঃ তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে আহ্বান কর অথবা ‘রাহমান’ নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাঁর সব নামইতো সুন্দর! তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা; এই দুই এর মধ্য পন্থা অবলম্বন কর।**
١١١. وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًۢا.	**১১১। বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হননা যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে; সুতরাং স্বসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।**

আল্লাহরই জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ

কাফিরেরা আল্লাহ তা‘আলার করুণার বিশেষণে অস্বীকারকারী ছিল। তাঁর একটি গুণবাচক নাম যে রাহমান তা তারা মানতনা বা বুঝতনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য এটা সাব্যস্ত করছেন এবং বলছেন ঃ **ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـــنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى** এটা নয় যে, তাঁর নাম শুধু আল্লাহই হবে এবং শুধু রাহমানই হবে, অন্য কিছু হবেনা। বরং এ ছাড়াও তাঁর আরও বহু উত্তম ও সুন্দর নাম রয়েছে, যে পবিত্র নামের মাধ্যমেই ইচ্ছা তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। সূরা হাশরের শেষেও তিনি তাঁর অনেক নাম বর্ণনা করেছেন।

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ.

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২২-২৪)

মাকহুল (রহঃ) বলেন, এক মুশরিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদাহ অবস্থায় **يَا رَحِيْمُ** ও **يَا رَحْمٰنُ** বলতে শুনে বলে ওঠে ঃ 'এই একাত্মবাদীকে দেখ, দুই খোদাকে ডাকছে!' ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৮০)

না উচ্চৈঃস্বরে, আর না নিচু স্বরে কুরআন পাঠ করতে বলা হয়েছে

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا** সালাতে স্বর খুব উচুও করনা এবং খুব ক্ষীণও করনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই আয়াত অবর্তীণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় গোপনে প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন তিনি সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে

সালাত আদায় করতেন এবং তাতে উচ্চ শব্দে কিরাআত পাঠ করতেন তখন মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে, আল্লাহকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিত। তাই উচ্চ স্বরে কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করলেন। এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً এত ক্ষীণ স্বরেও পাঠ করনা যে তোমার সাথীরাও তা শুনতে পায়না, বরং এ দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। (আহমাদ ১/২৩, ফাতহুল বারী ৮/২৫৭, মুসলিম ১/৩২৯) যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরও যোগ করেন যে, অতঃপর যখন তিনি হিজরাত করে মাদীনায় এলেন, তখন এই বিপদ কেটে যায়। তখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই কিরাআত পাঠ করতেন। (তাবারী ১৭/৫৮৪)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ যেখানে আস্তে আস্তে কুরআন পাঠ করা হত সেখান থেকে মুশরিকরা চলে যেত। কেহ কুরআন তিলাওয়াত শোনার ইচ্ছা করলে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনত যেন তাকে কেহ দেখতে না পায়। যদি সে বুঝতে পারত যে, কেহ তার তিলাওয়াত শোনা দেখতে পাচ্ছে তাহলে সে ওখান থেকে সরে যেত যাতে সে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। এখন খুব জোরে পাঠ করলে মুশরিকদের গালির ভয় এবং খুবই আস্তে পাঠ করলে যারা লুকিয়ে শুনতে চায় তারা বঞ্চিত থেকে যায়। তাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়। মোট কথা সালাতের কিরাআতের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যাতে যারা তিলাওয়াত শুনতে চায় তারা শুনতে পেয়ে লাভবান হতে পারে।

তাওহীদের আহ্বান

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا তোমরা এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা কর যাতে তাঁর সমস্ত গুণ ও পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে। এভাবেই তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করতে হবে যেন তাঁর সমস্ত নাম উত্তম ও সুন্দর, তিনি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত, তাঁর সন্তান নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি এক ও একক। তিনি অভাবমুক্ত, তাঁর মাতা-পিতা নেই ও সন্তানও নেই, তাঁর সমকক্ষও কেহ নেই। তিনি এমন তুচ্ছ নন যে, তিনি কারও সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন পরামর্শদাতারও প্রয়োজন নেই। বরং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র তিনিই। তিনি সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনিই সবার

ব্যবস্থাপক। তিনি সৃষ্টজীবের উপর যা ইচ্ছা তা'ই করতে পারেন। তিনি এক ও অংশীবিহীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তিনি কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেননা এবং তিনি কারও সাহায্যেরও আকাংখী নন। (তাবারী ১৭/৫৯০)

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا তোমরা সব সময় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, পবিত্রতা ও বুযর্গী বর্ণনা করতে থাক। আর মুশরিকরা তাঁর উপর যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র তা তোমরা ঘোষণা করে দাও। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরাতো বলত যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আর মুশরিকরা বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ الاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِك.

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে হাযির আছি, আপনার কোন অংশীদার নেই, শুধু যে একজন অংশী রয়েছে তারও মালিক আপনিই। সে যা কিছুর মালিক তারও মালিক আপনিই।' সাবী' মাজুসীরা বলত ঃ 'যদি আল্লাহর অলীরা না থাকত তাহলে তিনি একাই সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারতেননা (নাউযুবিল্লাহ)।' ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا** *(বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হননা যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর)* (তাবারী ১৭/৫৯০)

সূরা ইসরা -এর তাফসীর সমাপ্ত।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

চতুর্দশ খন্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

চতুর্দশ খন্ড

(সূরা ১৮ ঃ কাহফ থেকে সূরা ২২ ঃ হাজ্জ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৩০০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৭। সূরা 'আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাঊন, ৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে

একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ১৮ কাহফ, মাক্কী ١٨ – سورة الكهف، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ১১০, রুকু ১২ (اَيَاتُهَا : ١١٠، رُكُوْعَاتُهَا : ١٢)

সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ ১০ আয়াতের মর্যাদা

সূরার ফাযীলাত বিশেষ করে প্রথম দশটি আয়াতের ফাযীলাতের বর্ণনা এবং সূরাটি যে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষাকারী উহার বর্ণনা ঃ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একজন সাহাবী এই সূরাটি পাঠ করতে শুরু করেন। তার বাড়ীতে একটি পশু ছিল, সে ভয়ে লাফাতে শুরু করে। সাহাবী গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে সামিয়ানার মত এক খন্ড মেঘ দেখতে পান যা তার উপর ছায়া দিচ্ছিল। তিনি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি এটি পাঠ করতে থাক। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে ঐ সাকীনা যা কুরআন পাঠের সময় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। (আহমাদ ৪/২৮১, ফাতহুল বারী ৬/৭১৯, মুসলিম ১/৫৪৮) এই সূরা পাঠকারী সাহাবী ছিলেন উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ), যেমনটি সূরা বাকারাহর তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি।

মুসনাদ আহমাদে আরও এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা করা হবে। (আহমাদ ৫/১৯৬) সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ এবং নাসাঈ গ্রন্থসমূহেও এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (হাদীস নং ১/৫৫৫, ৪/৪৯৭, ৬/২৩৬) জামে তিরমিযীতে প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (তিরমিযী ৮/১৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মুসতাদরাক হাকিমে মারফূ রূপে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্য দুই জুমু‘আর মধ্যবর্তী সময় আলোকিত হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩৬৮)

ইমাম বাইহাকীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফকে ঐভাবে পাঠ করবে যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, তার জন্য কিয়ামাতের দিন জ্যোতি হবে। (বাইহাকী ৩/২৪৯)

বাংলা	আরবি
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি অসঙ্গতি রাখেননি।	١. ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَـٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ
২। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার	٢. قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأۡسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرًا حَسَنًا
৩। যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী	٣. مَّـٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا
৪। এবং সতর্ক করার জন্য তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।	٤. وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا
৫। এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও ছিলনা; তাদের মুখ-নিঃসৃত	٥. مَّا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ وَلَا لِأَبَآئِهِمۡۚ كَبُرَتۡ كَلِمَةً تَخۡرُجُ مِنۡ

বাক্য কি উদ্ভট! তারাতো শুধু মিথ্যাই বলে।	أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

পবিত্র কুরআনে রয়েছে সুখবর এবং সতর্ক বাণী

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের শুরুতে ও শেষে তাঁর প্রশংসা করে থাকেন। সর্বাবস্থায়ই তিনি প্রশংসার যোগ্য, প্রথমে ও শেষে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি স্বীয় নাবীর উপর কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন যা তাঁর একটি বড় নি'আমাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর সমস্ত বান্দা অন্ধকার হতে বেরিয়ে আলোর দিকে আসে। এই কিতাবকে তিনি সরল-সোজা ও সঠিক রেখেছেন। এতে কোনই বক্রতা নেই এবং নেই কোন ত্রুটি। এটি সুস্পষ্ট, পরিস্কার ও প্রকাশমান। এই কিতাব অসৎ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে এবং সৎ লোকদেরকে সুসংবাদ দেয়।

لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا من لَّدُنْهُ এটি বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভয়াবহ শাস্তির খবর দেয়, যে শাস্তি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দুনিয়ায়ও হবে এবং আখিরাতেও হবে, এমন শাস্তি যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ দিতে পারেনা।

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا যারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, ঈমান আনবে এবং আমল করবে, এই কিতাব তাদেরকে মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দিচ্ছে, যে পুরস্কার হচ্ছে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর যা তারা জান্নাতে প্রাপ্ত হবে, যা কখনও ধবংস হবেনা এবং যে নি'আমাতরাশি চিরকাল বজায় থাকবে।

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا এই কিতাব ঐ লোকদেরকে ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে সর্তক করছে যারা বলছে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। যেমন মাক্কার মুশরিকরা বলত যে, মালাইকা/ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। না জেনে শুনেই তারা এ কথা বলত। শুধু তারাই নয়, তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ কথা বলত।

তাদের কথা যে খুবই মন্দ ও জঘন্য তারই এখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, **إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا** তারা শুধু মিথ্যা বলে।

সূরা কাহফ নাযিল হওয়ার কারণ

এই সূরার শানে নুযুল সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কুরাইশরা নাযার ইব্ন হারিস ও উকবাহ ইব্ন মুঈতকে মাদীনার ইয়াহুদী আলেমদের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং তাদেরকে বলে ঃ তোমরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। তারাই প্রথম কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। পূর্ববর্তী নাবীগণ সম্পর্কে তাদের বেশি জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের মতামত কি তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। এই দু'জন তখন মাদীনার ইয়াহুদী আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাক্যাবলী ও গুণাবলী বর্ণনা করে। তারা এদেরকে বলে ঃ দেখ, আমরা তোমাদেরকে একটা মীমাংসাযুক্ত কথা বলছি। তোমরা ফিরে গিয়ে তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি তিনি উত্তর দিতে পারেন তাহলে তিনি যে সত্য নাবী এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে তাঁর মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবেনা। তখন তোমরা তাঁর ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে পার। (১) তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করবে ঃ পূর্বযুগে যে যুবকগণ বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের ঘটনা বর্ণনা করুন। এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। (২) তারপর তাঁকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন। (৩) আর তাঁকে তোমরা রুহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন তাহলে তোমরা তাঁকে নাবী বলে স্বীকার করে তাঁর অনুসরণ করবে। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে জানবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী। সুতরাং যা ইচ্ছা তা'ই করবে।

এরা দু'জন মাক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে বলল ঃ "চূড়ান্ত ফাইসালার কথা ইয়াহুদী আলেমগণ বলে দিয়েছেন। সুতরাং চল আমরা তাকে প্রশ্নগুলি করি।" অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে এবং তাঁকে ঐ তিনটি প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা আগামীকাল এসো, আমি তোমাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) বলতে ভুলে যান। এরপর পনের দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর কাছে না কোন অহী আসে, আর না আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে এই প্রশ্নগুলির জবাব জানিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে মাক্কাবাসী সন্দেহ করতে থাকে এবং পরস্পর বলাবলি করে ঃ দেখ, এক দিনের ওয়াদা ছিল, অথচ আজ পনের দিন কেটে গেল, তবুও সে জবাব দিতে পারলনা। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিগুণ দুঃখে জর্জরিত হতে লাগলেন। একতো কুরাইশদেরকে জবাব দিতে না পারায় তাদের কথা শুনতে হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ অহী আসা বন্ধ হয়েছে। এরপর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং সূরা কাহফ অবতীর্ণ হয়। এতেই ইনশাআল্লাহ না বলায় তাঁকে ধমকানো হয়, ঐ যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়, ঐ ভ্রমণকারীর বর্ণনা দেয়া হয় এবং রূহের ব্যাপারেও জবাব দেয়া হয়।

৬। তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।	٦. فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا
৭। পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভনীয় করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ?	٧. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
৮। ওর উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করব।	٨. وَإِنَّا لَجَـٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

কাফিরেরা ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত না হতে আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে নাবী! মুশরিকরা যে তোমার নিকট থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং ঈমান আনছেনা এতে তুমি

মোটেই দুঃখ করনা। এভাবে মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) অন্যত্র আছে ঃ

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

তাদের জন্য দুঃখ করনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৭) আর এক আয়াতে আছে ঃ

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৩) এখানেও তিনি বলেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيث তারা এই বাণী বিশ্বাস করছেনা বলে তাদের পিছনে পড়ে থেকে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। দা'ওয়াতের কাজে অবহেলা করনা। যে সুপথ প্রাপ্ত হবে সে নিজেরই মঙ্গল সাধন করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে সেও নিজেরই ক্ষতি করবে। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই থাকবে।

পৃথিবী হল পরীক্ষা ক্ষেত্র

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ দুনিয়া ধ্বংসশীল। এর শোভা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর আখিরাত অবশিষ্ট থাকবে। এর নি'আমাত চিরস্থায়ী। তাই তিনি বলেন ঃ **إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا**
পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভনীয় করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

আবূ সালামাহ (রহঃ) আবূ নাদরাহ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া হচ্ছে মিষ্ট, সবুজ রং বিশিষ্ট। আল্লাহ তাতে তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধি বানিয়ে দেখতে চান তোমরা কেমন আমল কর। তোমরা দুনিয়া হতে ও মহিলাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। বানী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারীদের থেকে। (তাবারী ৩/২২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا যমীন অনাবাদী পড়ে থাকবে। তাতে কোন প্রকার উদ্ভিদ থাকবেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, এর উপরিস্থিত সবকিছু ধ্বংস করে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে। (তাবারী ১৭/৫৯৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ উহা হবে শুস্ক, উদ্ভিদশূন্য এবং অনুর্বর। (তাবারী ১৭/৫৯৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা হবে বৃক্ষ-লতাহীন সমতল ভূমি। (তাবারী ১৭/৬০০)

৯। তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?	٩. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا
১০। যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।	١٠. إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
১১। অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম।	١١. فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
১২। পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম এটা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের অবস্থিতি	١٢. ثُمَّ بَعَثْنَٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ

কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।	ٱلۡحِزۡبَيۡنِ أَحۡصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدٗا

গুহাবাসীর ঘটনার বর্ণনা

আসহাবে কাহফের ঘটনা প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হচ্ছে, পরে এর বিস্ত ারিত বর্ণনা করা হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا আসহাবে কাহফের এই ঘটনাটি আমার ক্ষমতা প্রকাশের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। এর চেয়ে বড় বড় ঘটনা দৈনন্দিন তোমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, দিন ও রাতের পরিবর্তন, সূর্য ও চন্দ্রের আনুগত্য ইত্যাদি হচ্ছে মহাক্ষমতাবানের ক্ষমতার নির্দশন, যেগুলি এটাই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর কাছে কোন কিছুই কঠিন নয়। আসহাবে কাহফের চেয়েও বড় বড় বিস্ময়কর ঘটনা তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলা হয়েছে ঃ হে নাবী! কিতাব ও সুন্নাহর যে জ্ঞান আমি তোমাকে দান করেছি তার গুরুত্ব আসহাবে কাহফের ঘটনা অপেক্ষা অনেক বেশী। (তাবারী ১৭/৬০১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অনেক সাক্ষী ও প্রমাণ আমি বান্দাদের উপর খুলে দিয়েছি যা আসহাবে কাহফের ঘটনা অপেক্ষা বেশি প্রকাশমান। (তাবারী ১৭/৬০১)

কাহফ বলা হয় ঐ পাহাড়ের গর্তকে যেখানে এই যুবকরা লুকিয়েছিলেন। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, রাকীম হল ঈলা পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যকার নাম। (তাবারী ১৭/৬০২) আতিয়্যিয়া (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, কাহফের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইহা হল একটি গুহা এবং 'রাকীম' হচ্ছে ওর উপত্যকার নাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'রাকীম' হচ্ছে ঐ জায়গার একটি অট্টালিকার নাম। অন্যান্যরা বলেন যে, 'রাকীম' হচ্ছে ঐ পাহাড়ের নাম। (তাবারী ১৭/৬০২)

আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) *'রাকীম'* সম্পর্কে বলেন ঃ কা'ব (রাঃ) বলতেন যে, উহা হল একটি শহর। ইব্ন যুরাইজ

(রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, *'রাকীম'* হল ঐ পাহাড়টি যার গুহায় আসহাবে কাহফের বাসিন্দাগণ অবস্থান করছিলেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ওটা পাথরের একটি ফলক ছিল যার উপর আসহাবে কাহফের ঘটনা লিখে ঐ গুহার দরজার উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।

এই যুবকরা তাদের দীনকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের কাওমের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল যে, না জানি তারা তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। তারা পালিয়ে গিয়ে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রাহমাত নাযিল করুন। আমাদেরকে আমাদের কাওম হতে লুকিয়ে রাখুন এবং আমাদের এই কাজের পরিণতি ভাল করুন। হাদীসে একটি দু'আয় রয়েছে ঃ

وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عِقَبَتَهُ رَشَدًا

হে আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে আপনি যে ফাইসালা করবেন তার পরিণাম আমাদের জন্য ভাল করুন। (আহমাদ ৬/১৪৭) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রার্থনায় আরয করতেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত কাজের পরিণাম ভাল করুন! আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের শাস্তি হতে বাঁচান।

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ঐ গুহায় প্রবেশ করে তারা ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুমের মধ্যেই বহু বছর অতিবাহিত হয়। **ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ** অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। তাদের মধ্যে একজন দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) নিয়ে কিছু কেনার উদ্দেশে বাজারের দিকে রওয়ানা হন, এর বর্ণনা সামনে আসছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম এটা জানানোর জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের গুহায় অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

১৩। আমি তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি ঃ তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।	١٣. نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى
১৪। আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করেছিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল ঃ আমাদের রাব্ব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মা'বূদকে আহ্বান করবনা; যদি করি তাহলে তা অতিশয় গর্হিত হবে।	١٤. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا
১৫। আমাদেরই এই স্বজাতিরা তাঁর পরিবর্তে অনেক মা'বূদ গ্রহণ করেছে, তারা এই সব মা'বূদ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করেনা কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমা লংঘনকারী আর কে?	١٥. هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَٰنٍۭ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا
১৬। তোমরা যখন তাদের হতে বিচ্ছিন্ন হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের	١٦. وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا

يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا	**ইবাদাত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।**

আল্লাহর প্রতি গুহাবাসীদের ঈমান আনা এবং তাদের প্রতি লোকদের আচরণ

এখান থেকে আল্লাহ তা‘আলা আসহাবে কাহফের বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করেছেন ঃ তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা সত্য দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হিদায়াত লাভ করে। তাদের সময়ে বয়স্করা দীন থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে চলছিল এবং তারা (যুবকেরা) সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুরাইশদের মধ্যেও এ রূপ ঘটেছিল যে, যুবকরা সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু বড়দের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সবাই ইসলাম কবূল করা থেকে সরে পড়েছিল।

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, গুহায় যারা অবস্থান করছিল তারা ছিল যুবক। মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমাকে জানানো হয়েছে যে, তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন যে, আল্লাহকে তাদের ভয় করা উচিত। সুতরাং তারা তাঁর একাত্মবাদকে স্বীকার করে নেয় এবং এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তিনি ছাড়া আর কেহ ইবাদাত পাবার যোগ্য নেই। (ফাতহুল বারী ১/৬০) এখানে রয়েছে ঃ **وَزِدْنَاهُمْ هُدًى** আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। এ ধরনের আরও আয়াত এবং হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এর স্তরওহ্রাস-বৃদ্ধি হয়। (ফাতহুল বারী ৬/৪২৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৭) অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪) অন্য এক স্থানে রয়েছে ঃ

لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَـٰنًا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ

যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ৪) কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ের উপর আরও বহু আয়াত রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, এই যুবকরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) দীনের উপর ছিলেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তবে বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, ইহা ঈসার (আঃ) পূর্বযুগের ঘটনা। এর একটি দলীল এও যে, যদি ঐ যুবকরা খৃষ্টান হতেন তাহলে ইয়াহুদীরা এত মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে তাদের অবস্থাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখতনা এবং অন্যদেরকে অবহিত করারও চেষ্টা করতনা। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মাক্কার কুরাইশরা তাদের দু'জন প্রতিনিধিকে ইয়াহুদী আলেমদের কাছে পাঠিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহুদী আলেমরা যেন তাদেরকে এমন কতগুলি কথা বলে দেয় যা তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করবে। তখন ইয়াহুদী আলেমরা প্রতিনিধিদ্বয়কে বলেছিল ঃ তোমরা তাঁকে গুহাবাসীদের ঘটনা ও যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করবে এবং রূহ সম্পর্কেও প্রশ্ন করবে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইয়াহুদীদের কিতাবে এর বর্ণনা ছিল এবং এ ঘটনা তারা জানত। এটা যখন প্রমাণিত হল তখন এটা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ইয়াহুদীদের কিতাবতো খৃষ্টানদের কিতাবের পূর্বের। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(*আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করেছিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল ঃ আমাদের রাব্ব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব*) আমি তাদেরকে তাদের কাওমের বিরোধিতার উপর ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করেছিলাম। তারা নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এবং আরাম ও শান্তি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয়।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষীর বর্ণনা রয়েছে যে, এই লোকগুলি রোম সম্রাটের সন্তান এবং রোমের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। একবার তারা তাদের কাওমের সাথে উৎসব উদযাপন করতে গিয়েছিলেন। বাদশাহর নাম ছিল দাকিয়ানুস। সে অত্যন্ত উদ্ধত ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে সকলকে শির্কের শিক্ষা দিত এবং মূর্তি পূজা করতে বাধ্য করাতো। এই যুবকগণও তাঁদের বাপ-দাদাদের সাথে এই উৎসব মেলায় গিয়েছিলেন। প্রতি বছর তারা একবার সেখানে যেত এবং তাদের মূর্তির পূজা করত ও তার নামে পশু কুরবানী করত। ঐ যুগের লোকদের তামাশা দেখে তাদের মনে ধারণা জন্মে যে, মূর্তি পূজা নিছক বাজে কাজ। ইবাদাত-বন্দেগী ও উৎসর্গ একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। সুতরাং এই লোকগুলি এক এক করে সেখান থেকে সরে পড়েন। তাদের একজন গিয়ে এক গাছের নীচে বসে পড়েন। পরে দ্বিতীয় জন, তৃতীয় জন, চতুর্থ জন সেখানে যান। মোট কথা, এক এক করে সবাই ঐ গাছের নীচে একত্রিত হন। তাদের একে অপরের সাথে কোন পরিচয় ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে যে ঈমানের নূর সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার ফলে তারা সবাই এক জায়গায় মিলিত হন। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রূহসমূহও একটি নির্বাচিত সেনাবাহিনী। ইমাম বুখারী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মা হল নিয়োগপ্রাপ্ত সৈন্যদের মত। তাদের মধ্যে যারা একে অন্যকে চিনতে পারে তারা পরস্পর একত্রিত হয়, আর যারা একে অপরকে চিনতে পারেনা তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ১/৮৭) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) সুহাইল (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২০৩১)

গাছের নীচে উপবিষ্ট এ যুবকগণ নীরব ছিলেন। তাদের একের অপর হতে ভয় ছিল যে, যদি তিনি মনের কথা বলে ফেলেন তাহলে তার সঙ্গী তার শত্রু হয়ে

যাবেন। তারা একে অপর সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। তারা জানতেননা যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের কাওমের অজ্ঞতাপূর্ণ ও শির্কপূর্ণ কাজে অসন্তুষ্ট। অবশেষে তাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ভাইসব! আপনারা সবাই সাধারণ ব্যস্ততাপূর্ণ জন-সমাবেশ ছেড়ে এখানে এসে বসেছেন; আমি চাই যে, প্রত্যেকেই এর কারণ প্রকাশ করবেন যে কারণে স্বীয় কাওমকে ছেড়ে এসেছেন। তখন একজন বলেন ঃ আমার কাওমের প্রথা, চাল-চলন ও রীতি-নীতি মোটেই ভাল লাগেনা, আসমান ও যমীনের এবং আমাদের ও আপনাদের সৃষ্টিকর্তা যখন একমাত্র আল্লাহ তখন আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদাত কেন করব? তার এ কথা শুনে দ্বিতীয়জন বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! এই ঘৃণাই আমাকে এখানে এনেছে। তৃতীয়জনও এ কথাই বললেন। যখন সবাই একই কারণ বর্ণনা করলেন তখন সবার অন্তরেই প্রেমের এক ঢেউ খেলে গেল। একাত্মবাদের আলোকে আলোকিত এই যুবকবৃন্দ পরস্পর সত্য ও খাঁটি দীনী ভাইয়ে পরিণত হন। তারা তখন একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নেন এবং সেখানে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে তাদের কাওমের কাছেও তাদের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদেরকে ধরে ঐ অত্যাচারী বাদশাহর নিকট নিয়ে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বাদশাহ এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে নিজেদের একাত্মবাদ ও দর্শনের বর্ণনা দেন। এমন কি, স্বয়ং বাদশাহ, তার সভাষদবর্গ এবং সারা দুনিয়াকে এর দা'ওয়াত দেন। তারা মন শক্ত করে নেন এবং পরিস্কারভাবে বলেন ঃ

رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا আমাদের রাব্ব তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তাঁকে ছাড়া অন্য কেহকেও মা'বূদ বানিয়ে নেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের দ্বারা এটা কখনও হতে পারেনা যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কেহকে আহ্বান করব। কেননা এটা শির্ক। এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার, অনর্থক কাজ ও বক্র পথ। **هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ** আমাদের এই কাওম মুশরিক। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে আহ্বান করছে

এবং তাদের ইবাদাতে মগ্ন রয়েছে। এর কোন দলীল প্রমাণ তারা পেশ করতে পারবেনা। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী।

বর্ণিত আছে যে, তাদের স্পষ্টবাদিতায় বাদশাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং তাদেরকে শাসন-গর্জন ও ভয় প্রদর্শন করে। সে নির্দেশ দেয় ঃ তাদের পোশাক খুলে নাও এবং তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করার সুযোগ দাও।

বাদশাহ মনে করেছিল যে, হয়তো তারা ভয় পেয়ে আবার বাতিল ধর্মে ফিরে আসবে। এটা ছিল আল্লাহ সুবহানাহুর তরফ থেকে বাদশাহর অবচেতন মনে তাদেরকে ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দান। কিন্তু যখন তারা এটা অবগত হন যে, ওখানে থেকে তারা দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেননা তখন তারা কাওম, দেশ এবং আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন। শারীয়াতে এই হুকুমও রয়েছে যে, মানুষ যখন দীনের আমল করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয় তখন যেন হিজরাত করে। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ খুব শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হবে তোমাদের ভেড়ার পাল। ওগুলি নিয়ে তোমরা পাহাড়ের উপর গিয়ে অবস্থান করবে যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত হয়। ইহাই হবে ধর্ম পালনের কারণে অত্যাচারিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবার উপায়। (ফাতহুল বারী ৭/১১) তবে হ্যাঁ, যদি পরিস্থিতি এরূপ না হয় এবং দীন নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকে তাহলে লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া শারীয়াত সম্মত নয়। কেননা এমতাবস্থায় জুমু'আ ও জামাআতের ফাযীলাত হাতছাড়া হয়ে যাবে। যখন এই লোকগুলি দীন রক্ষার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ উৎসর্গে উদ্যত হন তখন তাদের উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمته ঠিক আছে, তোমরা যখন তাদের দীন থেকে পৃথক হয়ে গেছ তখন দেহ হতেও পৃথক হয়ে পড়। যাও তোমরা কোন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের উপর তোমাদের রবের করুণা বর্ষিত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের দৃষ্টির অগোচরে রাখবেন। তোমাদের কাজ তিনি সহজ করে দিবেন এবং তোমাদের শান্তির ব্যবস্থা করবেন।

সুতরাং এই লোকগুলি সুযোগ বুঝে ওখান থেকে পালিয়ে যান এবং পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাদের প্রতিবেশীরা এবং বাদশাহও লক্ষ্য করল যে,

তাদেরকে আর কোথাও দেখা যাচ্ছেনা। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও যখন তাদের কোন হাদীস পাওয়া গেলনা তখন তারা ধরে নিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাদশাহর কাছ থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়েছেন, অতএব তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচর আবূ বাকরের (রাঃ) বেলায়ও আল্লাহ সুবহানাহু অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা যখন মাক্কা ত্যাগ করে মাদীনার পথে হিজরাত করেছিলেন তখন পথিমধ্যে *'সাওর'* গুহায় আশ্রয় নেন। মাক্কার কাফির কুরাইশরা তাদের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছিল। এমন কি ঐ সাওর গুহার পাশ দিয়েও যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁদের দু'জনকে তারা দেখতে পাচ্ছিলনা। আবূ বাকর (রাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা যদি তাদের পায়ের দিকে তাকায় তাহলেইতো তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ বাকর! আমাদের দু'জনের সাথে তৃতীয় জন রয়েছেন, অতএব ভয় পাবেননা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাকে দেশান্তর করেছিল, যখন দু'জনের মধ্যে একজন ছিল সে, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবূ বাকরকে) বলেছিল ঃ তুমি বিষণ্ন হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণী সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৪০)

সত্যতো এটাই যে, এই ঘটনাটি গুহাবাসীদের ঘটনা হতেও বেশি বিস্ময়কর ও অসাধারণ।

١٧. وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا	**১৭। তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে শায়িত। এসবই আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা।**

কাহফের গুহার অবস্থান স্থল

এটা হচ্ছে ঐ বিষয়ের দলীল যে, ঐ গুহাটির মুখ ছিল উত্তর দিকে। বলা হয়েছে, সূর্য উদয়ের সময় ওর আলো গুহায় প্রবেশ করত। সুতরাং দুপুরের সময় সেখানে রোদ মোটেই থাকতনা। সূর্য উপরে উঠার সাথে সাথে এরূপ জায়গা হতে রোদের আলো কমে যায় এবং সূর্যাস্তের সময় তাদের গুহার দিকে ওর দরজার উপর দিক থেকে রোদ প্রবেশ করে থাকে। জ্যোর্তিবিদ্যায় পারদর্শী লোকেরা এটা খুব ভালভাবে বুঝতে পারেন, যাদের সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির চলন গতি সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। যদি গুহার দরজাটি পূর্বমুখি হত তাহলে সূর্যাস্তের সময় সেখানে রোদ মোটেই প্রবেশ করতনা, আর যদি পশ্চিমমুখি হত তাহলে সূর্যোদয়ের সময় সেখানে সূর্যের আলো পৌছতনা। বরং সূর্য হেলে পড়ার পরে আলো ভিতরে প্রবেশ

করত। তারপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বরাবরই আলো থাকত। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করলাম সঠিক কথা ওটাই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **تَقْرِضُهُمْ** এর অর্থ করেছেন ছেড়ে দেয়া ও পরিত্যাগ করা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাদেরকে এটা জানিয়ে দিলেন যাতে আমরা চিন্তা করি ও বুঝি। ঐ গুহাটি কোন্ শহরের কোন্ পাহাড়ে রয়েছে তা তিনি বলে দেননি। কারণ এটা জেনে আমাদের কোনই উপকার নেই। এর দ্বারা শারীয়াতের কোন উদ্দেশ্যই লাভ হয়না। ওটা যে কোথায় রয়েছে এর প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। যদি এতে আমাদের কোন দীনী উপকার থাকত তাহলে অবশ্যই তিনি তা আমাদেরকে তাঁর নাবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে কাজ তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম হতে দূরে রাখে ওগুলির একটিও বলতে বাদ রাখিনি। সবই আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করেছি। (আবদুর রায্যাক ১১/১২৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ওর বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ওর জায়গার উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন যে, **وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ** সূর্যোদয়ের সময় তাদের গুহা হতে ওটা ডানে-বামে ঝুঁকে পড়ে এবং সূর্যাস্তের সময় তাদেরকে বাম দিকে ছেড়ে দেয়। তারা গুহার মাঝখানে রয়েছে। সুতরাং তাদের উপর সূর্যের তাপ পৌঁছেনা। অন্যথায় তাদের দেহ ও কাপড় পুড়ে যেত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৬২০) **ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ** এটা আল্লাহ তা'আলার একটি নিদর্শন যে, তিনি তাদেরকে ঐ গুহায় পৌঁছিয়েছেন, সেখানে তাদেরকে কয়েক শত বছর জীবিত রেখেছেন। সেখানে রোদও পৌঁছেছে, বাতাসও পৌঁছেছে এবং চন্দ্রালোকও প্রবেশ করেছে যাতে তাদের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটে এবং তাদের দেহেরও না কোন ক্ষতি হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটাও তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শন। **مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي** ঐ একাত্মবাদী যুবকদেরকে হিদায়াত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দান করেছিলেন। কারও ক্ষমতা ছিলনা যে, তাদেরকে

পথভ্রষ্ট করে। وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا পক্ষান্তরে তিনি যাদেরকে হিদায়াত দান করবেননা তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা কারও নেই।

১৮। وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

১৮। তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে; তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

গুহার মধ্যে তাদের ঘুমের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ** তারা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করে। কেননা তাদের চোখ খোলা রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, নেকড়ে বাঘ যখন ঘুমায় তখন সে একটি চোখ বন্ধ করে এবং অপর একটি চোখ খোলা রাখে। আবার ওটাকে বন্ধ করে এবং অন্যটিকে খোলা রাখে।

জীব-জন্তু ও পোকা-মাকড়ও শত্রু হতে রক্ষা পাবার জন্য নিদ্রিত অবস্থায়ও তাদের চোখ খোলা রাখে। **وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال** *আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মাটি যেন খেয়ে না ফেলে এ জন্য তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতে থাকেন। (তাবারী ১৭/৬২০) **وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيد** তাদের কুকুরটিও তাদের পাহারাদার হিসাবে দরজার পাশের নিকটবর্তী জায়গায় মাটিতে তার সামনের পা দু'টি প্রসারিত করে শুইয়ে ছিল। অন্যান্য কুকুর যেমন তাদের অভ্যাস মত শুইয়ে

থাকে, ওদের মতই তাদের কুকুরটিও গুহার মুখে শুইয়ে ছিল। ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ দরজায় শোয়া অবস্থায় কুকুরটি তাদের পাহারা দিচ্ছিল। (তাবারী ১৭/৬২৫) যদিও কুকুরটি ওর স্বভাবগতভাবে দরজার কাছে শুইয়ে ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন ও পাহারা দিচ্ছে। কুকুরটির দরজার বাইরে থাকার কারণ এই যে, একটি হাসান হাদীসে এসেছে, যে ঘরে কুকুর, ছবি, অপবিত্র ব্যক্তি এবং কাফির ব্যক্তি থাকে সেই ঘরে মালাক/ফেরেশতা প্রবেশ করেননা। (আবূ দাঊদ ২/১৯২, ১৯৩) ঐ কুকুরটিও ঐ অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়ে। এটা সত্য কথা যে, ভাল লোকের সংস্পর্শে এলে ভাল হওয়া যায়। এরই প্রমাণ হিসাবে দেখা যায়, ঐ কুকরটি এমন মর্যাদা লাভ করে যার ফলে আল্লাহর কিতাবে ওরও বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ঐ কুকরটি তাদেরই কোন একজনের পালিত শিকারী কুকুর ছিল। একটা উক্তি এও আছে যে, ওটা ছিল বাদশাহর বাবুর্চীর কুকুর। সেও ছিল ঐ যুবকদেরই পন্থী। সেও তাদের সাথে হিজরাত করেছিল। তার কুকরটিও তাদের পিছন পিছন চলে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا আমি তাদেরকে এমন প্রভাব দিয়েছিলাম যে, কেহই তাদের দিকে তাকাতে পারতনা। এটা এ কারণে যে, লোকেরা যেন তাদের কাছে চলে না যায়, কেহ তাদের স্পর্শ করতে না পারে। তারা যেন ঐ সময় পর্যন্ত আরাম ও শান্তিতে ঘুমাতে পারে যত দিন পর্যন্ত তাদের ঘুমানো আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর হিকমাত, তাঁর নিদর্শন এবং তাঁর মহানুভবতা প্রকাশ পায়।

১৯। এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেহ বলল ঃ এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ; কেহ বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান	١٩. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا	করেছ তা তোমাদের রাব্বই ভাল জানেন; এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম এবং তা হতে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে; সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কেহকেও কিছু জানতে না দেয়।
٢٠. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا	২০। তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তাহলে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবেনা।

গুহাবাসীর ঘুম থেকে জাগরণ এবং কিছু কেনার জন্য সাথীকে প্রেরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেমনভাবে আমি তাদেরকে আমার পূর্ণ ক্ষমতার মাধ্যমে নিদ্রিত করেছিলাম তেমনিভাবেই ঐ ক্ষমতার বলেই তাদেরকে জাগ্রত করলাম। তারা তিনশ' নয় বছর ঘুমিয়েছিল। কিন্তু যখন জেগে ওঠে, তখন ঠিক ঐরূপই ছিল যেরূপ ছিল ঘুমানোর সময়। দেহ, চুল, চামড়া সবই ঐ আসল অবস্থায়ই ছিল, যেমন শোয়ার সময় ছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ كَمْ

لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ আচ্ছা বলত, আমরা কতকাল ঘুমিয়েছিলাম? উত্তরে বলা হল ঃ এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম। কেননা সকালে তারা ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন, আর যখন জেগে ওঠেন তখন ছিল সন্ধ্যা। এ জন্য তাদের ধারণা এটাই হয়। তারপর তাদের নিজেদের মনে ধারণা জন্মে যে, এরূপতো হওয়ার কথা নয়। এ জন্য তারা আর মস্তিস্ক পরিচালিত না করে মীমাংসিত কথা বলেন ঃ

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। তাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল বলে তারা বাজার হতে কিছু কিনে আনার পরামর্শ করেন। তাদের কাছে কিছু দিরহাম ছিল। পথে কিছু খরচ করেছিলেন এবং কিছু তাদের সাথেই ছিল। তারা একে অপরকে বললেন ঃ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ কেহকে মুদ্রাসহ শহরে পাঠিয়ে দাও। فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى সেখান থেকে সে কিছু উত্তম খাদ্য ক্রয় করে নিয়ে আসুক অর্থাৎ উত্তম ও পবিত্র জিনিস। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতেনা। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ২১) অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ১৪) যাকাতকে যাকাত এ কারণেই বলা হয় যে, ওটা সম্পদকে পবিত্র করে। তারা বললেন ঃ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ খাদ্য আনয়নকারীকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যতদূর সম্ভব জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে যাতে কেহ আমাদের খবর জানতে না পারে। যদি তারা কোনভাবে জেনে ফেলে তাহলে মঙ্গলের কোনই আশা নেই। يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ দাকিয়ানূস বাদশাহর লোকেরা যদি

আমাদের এই অবস্থান স্থলের খবর পায় তাহলে তারা আমাদেরকে নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দিবে। অথবা হয়ত আমরা তাদের ভয়ে এই সত্য দীন ছেড়ে পুনরায় কাফির হয়ে যাব। অথবা তারা হয়ত আমাদেরকে হত্যা করেই ফেলবে। وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا যদি আমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাই তাহলে আমাদের মুক্তির কোন আশা নেই। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

٢١. وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ عَلَيْهِم بُنْيَٰنًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا	**২১। এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাতে কোন সন্দেহ নেই; যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল ঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর; তাদের রাব্ব তাদের বিষয় ভাল জানেন; তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল ঃ আমরাতো নিশ্চয়ই তাদের উপর মাসজিদ নির্মাণ করব।**

নগরবাসীদের অবহিত হওয়া এবং তাদের অবস্থান স্থলে সৌধ/মাসজিদ নির্মাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا এভাবেই আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে মানুষকে

গুহাবাসীদের অবস্থা অবহিত করলাম, যাতে তাঁর ওয়াদা এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সত্যতার জ্ঞান লাভ করে। কোন কোন সালাফ হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ যুগে তথাকার লোকদের কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ হয়েছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের একটি দল বলছিল যে, শুধু আত্মার পুনরুত্থান হবে, দেহের নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা কয়েক শতাব্দী পর গুহাবাসীদেরকে জাগিয়ে দিয়ে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার এবং দেহের পুনরুত্থান হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ কায়েম করলেন। (তারিখ আত তাবারী ২/৯)

তারা বর্ণনা করেন যে, যখন তারা তাদের এক সঙ্গীকে কিছু খাদ্য কেনার জন্য শহরে পাঠানোর ইচ্ছা করল তখন তাকে ছদ্মবেশে এবং ভিন্ন পথে পাঠিয়ে দেয়। বর্ণিত আছে যে, ঐ শহরটির নাম ছিল *'দাকসু'স'*। সে মনে করছিল যে, তারা যে গুহায় অবস্থান করছিল তা খুব বেশি দিনের জন্য নয়। কিন্তু তা যে শত শত বছর, বংশের পর বংশ এবং জাতির পর জাতি পার হয়ে গেছে তা মোটেই বুঝতে পারেনি।

ঐ গুহাবাসী লোকটি দেখেন যে, না শহরের কোন জিনিস পূর্বাবস্থায় রয়েছে, আর না শহরের পরিচিত একটি লোকও রয়েছে। তিনিও কেহকে চিনছেননা এবং তাকেও কেহ চিনছেনা। তিনি মনে মনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কারণ তিনি মনে মনে বলছিলেন ঃ এইতো কাল সন্ধ্যায় আমি এই শহর ছেড়ে গেছি, তারপর হঠাৎ এ হল কি! সব সময় তিনি চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু কিছুই বুঝে আসছেনা। অবশেষে তিনি ধারণা করলেন যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন, অথবা তার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অথবা তাকে কোন রোগে ধরেছে, কিংবা তিনি স্বপ্ন দেখছেন! তাই কিছুই বোধগম্য হচ্ছেনা। এ কারণে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, কিছু কিনে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার ঐ শহর ছেড়ে চলে যাওয়াই উত্তম। অতঃপর তিনি একটি দোকানে গিয়ে দোকানদারকে মুদ্রা দেন ও আহার্য দ্রব্য চান। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে কঠিন বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং ওটা তার প্রতিবেশী দোকানদারকে দেখতে দেয়। বলে ঃ ভাই, দেখ তো! এই মুদ্রাটি কেমন? এটা কখনকার ও কোন যুগের মুদ্রা? সে আবার অন্য দোকানদারকে দেখায়, সে আবার অন্যকে দেয়। এভাবে মুদ্রাটি হাতের পর হাত বদল হতে থাকে। মোট কথা, গুহাবাসী লোকটি একটি তামাশার পাত্র হয়ে যান। সবার মুখ দিয়ে এ কথা বের হয় যে, সে কোন প্রাচীন যুগের ধনভান্ডার লাভ করেছে এবং তা থেকেই এটা নিয়ে এসেছে। সুতরাং তাকে

জিজ্ঞেস করা হোক যে, সে কোথাকার লোক, সে কে এবং ঐ মুদ্রা সে কোথায় পেল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমিতো ভাই এই শহরেরই অধিবাসী। গতকাল সন্ধ্যায় আমি এখান থেকে গেছি। এখানকার বাদশাহ হচ্ছে দাকিয়ানূস। তাঁর এ কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে ফেললো এবং বলল ঃ এতো এক পাগল লোক! অবশেষে তারা তাকে নিয়ে ওখানকার বাদশাহর সামনে হাযির হল। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। তখন একদিকে বাদশাহ ও অপরদিকে জনতা বিস্মিত ও হতভম্ব! আর একদিকে গুহাবাসী লোকটিও হতভম্ব! পরিশেষে সমস্ত লোক তার সঙ্গী হয়ে বলল ঃ আচ্ছা আমাদেরকে তোমার সঙ্গীদের কাছে নিয়ে চল এবং তোমাদের গুহাটিও দেখিয়ে দাও। গুহাবাসী লোকটি তখন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। গুহার কাছে পোঁছে তাদেরকে বললেন ঃ আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে আমার সঙ্গীদেরকে খবর দিয়ে আসি। এই গুহাবাসী লোকটি জনতা থেকে পৃথক হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বেখবরীর পর্দা নিক্ষেপ করলেন। তারা জানতেই পারলনা যে, তিনি কোথায় গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ রহস্য গোপন করলেন।

আর একটি রিওয়ায়াতে এও আছে যে, বাদশাহসহ ঐ লোকগুলি সেখানে গিয়েছিলেন। গুহাবাসীদের সাথে তাদের সালাম, কালাম ও আলিঙ্গন হয়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, ঐ বাদশাহর নাম ছিল টেডোশিষ। ঐ বাদশাহ স্বয়ং মুসলিম ছিলেন। গুহাবাসীরা তার সাথে মিলিত হয়ে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অত্যন্ত মুহাব্বাতের সাথে কথা-বার্তা বলেন। তারপর তারা ফিরে গিয়ে নিজ নিজ জায়গায় শুইয়ে পড়েন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যুদান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবারই উপর সদয় হোন! এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞান রাখেন। (তারিখ আত তাবারী ২/৯) তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ

أَمْرَهُمْ যেমনভাবে আমি গুহাবাসীদের সুদীর্ঘ তিনশ' বছর পরে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে পুনর্জাগরিত করেছি, তেমনিভাবে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকরূপে এ শহরবাসীকে তাদের অবস্থা অবহিত করেছি, যেন তাদের এই জ্ঞান লাভ হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও যেন তাদের

কোন সন্দেহ না থাকে। ঐ সময় ঐ শহরবাসী লোকেরা কিয়ামাতের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করত। কেহ কেহ কিয়ামাতে বিশ্বাসী ছিল এবং কেহ কেহ অস্বীকার করত, সুতরাং আসহাবে কাহফের প্রকাশ অস্বীকারকারীদের উপর হুজ্জাত এবং বিশ্বাসীদের জন্য দলীল হয়ে গেল।

ঐ এলাকার লোকদের ইচ্ছা হল যে, গুহাবাসীদের গুহামুখ বন্ধ করে দেয়া হোক এবং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হোক। তাদের উপর যাদের প্রাধান্য ছিল তারা বলল ঃ **قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا** আমরা তাদের আশে পাশে মাসজিদ নির্মাণ করব। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ঐ লোকদের ব্যাপারে দু'টি উক্তি বর্ণনা করেছেন। একটি এই যে, তাদের মধ্যে মুসলিমরা এ কথা বলেছিল, আর দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে এই যে, ঐ উক্তিটি ছিল কাফিরদের। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এই উক্তিকারীরা ছিল মুসলিম। তবে তাদের এ কথা বলা ভাল ছিল, কি মন্দ ছিল সেটা অন্য কথা। এ ব্যাপারেতো স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন যে, তারা তাদের নাবী ও ওয়ালীদের কাবরগুলিকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/৬৩৪) তারা যা করত তা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে বাঁচাতে চাইতেন। এ জন্যই আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফাত আমলে যখন ইরাকে দানইয়ালের (আঃ) কাবরের সন্ধান পান তখন তা গোপন করার নির্দেশ দেন এবং যে লিপি প্রাপ্ত হন, যাতে কোন কোন যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা ছিল, তা পুঁতে ফেলার আদেশ দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/৮৮)

২২। অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেহ কেহ বলে ঃ তারা ছিল তিন জন, চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর; এবং কেহ কেহ বলে ঃ তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল	٢٢. سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ

سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا	**তাদের কুকুর; আবার কেহ কেহ বলে ঃ তারা ছিল সাত জন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বল ঃ আমার রাব্বই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে; সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করনা এবং তাদের কেহকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করনা।**

গুহাবাসীদের মোট সংখ্যা

জনগণ গুহাবাসীদের সংখ্যার ব্যাপারে বলাবলি করত। তারা তিন প্রকারের লোক ছিল। চতুর্থটি গণনা করা হয়নি। প্রথম দু'টি উক্তিকে বাতিল বলা হয়েছে। তারা অনুমানের উপর নির্ভর করে বলেছে অর্থাৎ অনুমানের তীর মেরেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় উক্তিটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এটা তিনি খন্ডন করেননি। **وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ** তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টম ছিল তাদের কুকুরটি। এর দ্বারা অনুমিত হচ্ছে যে, এটা সঠিক কথা এবং প্রকৃত পক্ষে এটাই সঠিকও বটে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم এ স্থলে উত্তম পন্থা হচ্ছে এর জ্ঞান আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া। এসব ব্যাপারে কোন সঠিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এর পিছনে লেগে থেকে চিন্তা করা ও অনুসন্ধান চালানো বৃথা। যে সম্পর্কে যা জানা থাকবে তা মুখে প্রকাশ করতে হবে, আর যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই সেখানে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। **مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ** তাদের সংখ্যার সঠিক জ্ঞান খুব কম লোকেরই রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যাদের এর সঠিক জ্ঞান আছে

সেই স্বল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আমি একজন। আমি জানি যে, তারা ছিলেন সাতজন। 'আতা খুরাসানীও (রহঃ) তার উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তারা ছিলেন সাত জন। (তাবারী ১৭/৬৪২) সঠিকতার দিক থেকে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা উত্তম যে, তারা ছিলেন সাত জন। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটাই জানা যাচ্ছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاء ظَاهِرًا হে নাবী! তুমি এ ব্যাপারে বেশি তর্ক বিতর্ক করবেনা। এটা নিতান্ত ছোট কাজ। এতে বড় কোন উপকার নেই। **وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا** এ সম্পর্কে তুমি কেহকেও জিজ্ঞাসাবাদও করনা। কেননা সবাই অনুমানে কথা বলবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে কিছু বলে দিবে। কোন সঠিক ও সত্য দলীল তাদের কাছে নেই। আর হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা তোমার কাছে যা কিছু বর্ণনা করছেন তা মিথ্যা হতে পবিত্র, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য। এটাই সত্য এবং সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

২৩। কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলনা - আমি ওটা আগামীকাল করব -	٢٣. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا
২৪। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' - এই কথা না বলে; যদি ভুলে যাও তাহলে তোমার রাব্বকে স্মরণ কর ও বল ঃ সম্ভবতঃ আমার রাব্ব আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।	٢٤. إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا

কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে 'ইনশাআল্লাহ' বলা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ যে কাজ তুমি কাল করতে চাও ঐ ব্যাপারে তুমি বলনা ঃ আমি কাল এটা করব, বরং এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বল। কেননা কাল কি হবে, তার জ্ঞান শুধু আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। একমাত্র তিনিই ভবিষ্যতের খবর রাখেন এবং সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সুলাইমান ইব্ন দাঊদের (আঃ) সত্তর জন স্ত্রী ছিল। একটি রিওয়ায়াতে নব্বই জন, অন্য একটি রিওয়ায়াতে একশ' জনের কথা বলা হয়েছে। একদা তিনি বলেন ঃ আজ রাতে আমি আমার সমস্ত স্ত্রীর কাছে যাব (তাদের সাথে সহবাস করব), প্রত্যেক স্ত্রীর সন্তান হবে এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। ঐ সময় মালাক/ফেরেশতা তাঁকে বলেছিলেন ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু তিনি তা না বলে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঐ সব স্ত্রীর নিকট গমন করেন। কিন্তু একটি স্ত্রী ছাড়া আর কারও সন্তান হয়নি। যার সন্তান হয় সেই সন্তানটিও আবার অর্ধদেহ বিশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি সুলাইমান (আঃ) ইনশাআল্লাহ বলতেন তাহলে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হত এবং তাঁর প্রয়োজনও পূরা হত। তাঁর এ সব সন্তান যুবক হয়ে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হয়ে যেত। (ফাতহুল বারী ৬/৪১, মুসলিম ৩/১২৭৫)

এই সূরার তাফসীরের শুরুতেই এই আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসহাবে কাহফের ঘটনা জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এর উত্তর দিব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। এরপর পনের দিন পর্যন্ত তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি। (তাবারী ১৭/৫৯২) এই হাদীসটিকে আমরা এই সূরার তাফসীরের শুরুতে পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ যখন তুমি ভুলে যাবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে। অর্থাৎ যদি যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যাও তাহলে যখনই স্মরণ হবে তখনই ইনশাআল্লাহ বলবে। আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং হাসান বাসরীর (রহঃ) ইহাই অভিমত। (তাবারী ১৭/৬৪৫)

আল আমাশকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আপনি কি ইহা মুজাহিদ (রহঃ) হতে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ লাইস ইব্‌ন আবী সালিম (রহঃ) আমাকে ইহা বলেছেন। (তাবারী ১৭/৬৪৫)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যায় এবং তা যদি কোন শপথ করার এক বছর পরেও মনে পরে এবং তখন যদি ইনশাআল্লাহ বলে তাহলে তা শপথ করার সময়ে ইনশাআল্লাহ বলা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে, এমন কি যদি ঐ শপথের সময় সীমাও পার হয়ে যায়। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৭/৬৪৬)

তিনি আরও বলেন যে, এর ভাবার্থ এটা নয় যে, তখন তার কসমের কাফফারা থাকবেনা এবং তার ঐ শপথ ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই উক্তির ভাবার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন এবং এটা সঠিকও বটে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) যা বলেছেন তা সঠিক এবং ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) ব্যাখ্যার সঠিক বুঝ পেতে এটাই উত্তম পন্থা। আল্লাহই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তারপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا .وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

نَسِيتَ তোমাকে যদি এমন কোন প্রশ্ন করা হয় যা তোমার জানা নেই তাহলে তুমি তা আল্লাহকেই জিজ্ঞেস কর এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ কর, যাতে তিনি তোমাকে সঠিক কথা বলে দেন এবং হিদায়াত লাভের পথ বাতলে দেন। এ ব্যাপারে আরও বহু উক্তি রয়েছে। এ সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

২৫। তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরও নয় বছর।	٢٥. وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا
২৬। তুমি বল ঃ তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন, আকাশমন্ডলী ও	٢٦. قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ۖ

لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا	**পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই; তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; তিনি কেহকেও নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেননা।**

গুহাবাসীদের গুহায় অবস্থান কাল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ সময়কালের খবর দিচ্ছেন যে সময়কাল পর্যন্ত গুহাবাসীরা তাদের গুহার মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করেছিলেন। ঐ সময় ছিল সূর্যের হিসাবে তিন শ' বছর এবং চাঁদের হিসাবে তিন শ' নয় বছর। প্রকৃত পক্ষে 'শামসী' (সৌর) ও 'কামারী' (চান্দ্র) বছরের মধ্যে প্রতি একশ' বছরে তিন বছরের পার্থক্য থাকার কথা বর্ণনা করার পর, আলাদাভাবে নয় বছর বর্ণনা করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا হে নাবী! তোমাকে যদি গুহাবাসীদের শয়নকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং এ সম্পর্কে তোমার সঠিক জ্ঞান না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা জানিয়ে না থাকেন তাহলে তুমি সামনে আগ বাড়িয়ে যেওনা। এবং এরূপ স্থলে উত্তর দিবে ঃ এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। আসমান ও যমীনের গাইবের খবর তিনি রাখেন। তবে তিনি যাকে চান তা জানিয়ে দেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা গুহায় তিন শ' বছর ছিলেন, এটা আহলে কিতাবের উক্তি। আল্লাহ তা'আলা এই উক্তিটি খন্ডন করে বলেছেন ঃ এর পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। (তাবারী ১৭/৬৪৭) মুতাররাফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও এই অর্থের কিরাআত বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৭/৬৪৮) কিন্তু কাতাদাহর (রহঃ) উক্তিটি বিবেচনাযোগ্য। কেননা আহলে কিতাবের মধ্যে 'শামসী' (সৌর) বছরের প্রচলন রয়েছে এবং তারা গুহাবাসীদের অবস্থানের সময়কাল তিন শ' বছর মেনে থাকে। তিন শ' নয় বছর

তাদের উক্তি নয়। যদি এটা তাদেরই উক্তি হত তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলতেননা যে, তারা তিনশ' বছর ঘুমিয়েছিল এবং আরও নয় বছর বেশি করেছিল। এটাই ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে খুবই দেখতে রয়েছেন, তাদের কথাও তিনি শুনছেন। এই দু'টি শব্দে প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। অর্থাৎ খুব বেশি শ্রোতা ও খুব বেশি দ্রষ্টা। প্রত্যেক বিদ্যমান জিনিস তিনি দেখছেন এবং সমস্ত কথা তিনি শুনছেন। কোন কাজ ও কোন কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তাঁর চেয়ে বেশি কেহ শ্রবণকারীও নেই, দর্শনকারীও নেই। প্রত্যেকের আমল তিনি দেখছেন এবং প্রত্যেকের কথা তিনি শুনছেন। مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا সৃষ্টির স্রষ্টা এবং হুকুমের মালিক তিনিই। কেহ তাঁর আদেশকে প্রতিরোধ করতে পারেনা। তাঁর কোন উযীর ও সাহয্যকারী নেই। তাঁর কোন অংশীদারও নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই। তিনি এই সমুদয় অভাব হতে মুক্ত ও পবিত্র। এই সব ত্রুটি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

২৭। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার রবের কিতাব আবৃত্তি কর; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নেই; তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় স্থল পাবেনা।	٢٧. وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا
২৮। নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা	٢٨. وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا

تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطًا	**করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করনা।**

কুরআন পাঠ এবং মু'মিন বান্দাদের সাহচর্যে থাকার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের কালাম পাঠ এবং ওর দা'ওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه وَلَن تَجِدَ مِن دُونِه مُلْتَحَدًا তাঁর কথাগুলি কেহ পরিবর্তন করতে পারবেনা, মুলতবী রাখতে সক্ষম হবেনা এবং এদিক ওদিক করার ক্ষমতা রাখবেনা। তুমি জেনে নাও যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে তুমি আশ্রয় পাবেনা। সুতরাং তুমি যদি তিলাওয়াত ও দা'ওয়াতের কাজ ছেড়ে দাও তাহলে তোমাকে রক্ষা করার কোন পথ থাকবেনা। (তাবারী ১৭/৬৫১) যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭) আর এক আয়াতে আছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৫)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

সুতরাং তুমি আল্লাহর যিক্‌র, তাসবীহ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনাকারীদের সাথে উঠা বসা করতে থাক, যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকে। তারা ফকীর হোক বা আমীরই হোক, ইতর হোক বা ভদ্রই হোক এবং সবল হোক কিংবা দুর্বলই হোকনা কেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেছিল ঃ আপনি আর্থিকভাবে দুর্বল লোকদেরকে সাথে নিয়ে মাজলিসে উঠা-বসা করবেননা, যেমন বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। বরং আপনি আমাদের মাজলিসে উঠাবসা করবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেন। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ

আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫২)

সা’দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা ছয়জন গরীব শ্রেণীর লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে বসেছিলাম। যেমন সা’দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হুযাইল গোত্রের এক লোক, বিলাল এবং আরও দু’জন লোক যাদের নাম আমি ভুলে গেছি। এমন সময় সেখানে সম্ভ্রান্ত মুশরিকরা আগমন করে এবং বলে ঃ এসব লোককে এরূপ সাহসিকতার সাথে আপনার মাজলিসে বসতে দিবেননা যাতে তারা আমাদের সম পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোভাব কি হয়েছিল তা আল্লাহ তা‘আলা ভাল জানেন। তবে তৎক্ষণাৎ **وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ** ... **الخ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম ৪/১৮৭৮) এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ

وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তুমি তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা। আল্লাহর যিক্‌রকারীদেরকে ছেড়ে দিয়ে সম্পদশালীদের খোঁজে ব্যস্ত থেকনা। যারা দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত হতে দূরে সরে রয়েছে, যাদের পাপকাজ বেড়ে চলেছে এবং যাদের আমলগুলি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ তুমি তাদের অনুসরণ করনা, তাদের রীতিনীতি পছন্দ করনা এবং তাদের সম্পদের প্রতি হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করনা, আর তাদের সুখ সম্ভোগের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩১)

২৯. وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ

২৯। বল ঃ সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক; আমি সীমা লংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে; তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা নিকৃষ্ট পানীয় এবং আগুন কত

নিকৃষ্ট আশ্রয়!	ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا

আল্লাহর নিকট থেকেই আসে সত্য বাণী এবং অস্বীকারকারীরাই শাস্তির যোগ্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে, তিনি যেন জনগণকে বলে দেন ঃ আমি আমার রবের নিকট থেকে যা কিছু এনেছি তা'ই হক ও সত্য। তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। **فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا** এখন যার ইচ্ছা হবে সে মানবে এবং যার মন চাবেনা সে মানবেনা। যারা মানবেনা তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। ওর চার প্রাচীরের আগুনের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ শক্তিহীনভাবে অবস্থান করবে।

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ *তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ *'মাহল'* হল ঘন/পুরু পানীয় যা তেলের গাদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (তাবারী ১৮/১৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল নিঃসৃত রক্ত ও পুঁজ। (তাবারী ১৮/১৩) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল সর্বোচ্চ তাপ মাত্রার পানীয়। অন্যান্যরা বলেন ঃ ইহা সমস্ত কিছুর গলিত পদার্থ। (তাবারী ১৮/১২)

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) একবার সোনা গলিয়ে দেন। যখন ওটা পানির মত হয়ে যায় ও ফুটতে থাকে এবং উপরে ফেনা ভাসতে থাকে তখন তিনি বলেন ঃ **'مهـــل'** এর সাদৃশ্য এতে রয়েছে। (তাবারী ১৮/১৩) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামের পানিও কালো, জাহান্নাম নিজে কালো এবং জাহান্নামীও কালো। (তাবারী ১৮/১৩) **'مهـــل'** হল কালো রং বিশিষ্ট, দুর্গন্ধময়, ঘন, মালিন্য ও কঠিন গরম জিনিস। ঐ পানীয়র কাছে মুখ মুখমন্ডল নেয়া মাত্রই মুখমন্ডল দগ্ধিভূত করে, মুখ পুড়িয়ে দিবে। কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ তাদেরকে পুঁজ পান করানো হবে। অতি কষ্টে ওটা তাদের গলা দিয়ে নামবে। মুখমন্ডলের কাছে আসা মাত্রই চামড়া পুড়ে ওতে খসে পড়বে। সাঈদ ইব্ন

যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামীরা ক্ষুধার কথা জানালে তাদেরকে যাককুম গাছ খেতে দেয়া হবে। এর ফলে তাদের দেহের চামড়া দেহ থেকে এমনভাবে খসে পড়বে যে, তাদের পরিচিত লোকেরা গাছে লেগে থাকা ঐ চামড়াগুলি দেখেই তাদেরকে চিনে ফেলবে। পিপাসা মিটানোর জন্য পানি চাইলে তাদেরকে কঠিন গরম উত্তপ্ত পানি (**مهــل**) পান করতে দেয়া হবে এবং তাদের মুখের কাছে পৌঁছা মাত্রই চামড়া খসে পড়ার কারণে মুখমন্ডলের যে মাংস বের হয়ে গেছে সেই মাংস পুড়িয়ে/ভেজে দিবে। (তাবারী ১৮/১৪) **بِئْسَ الشَّرَابُ** হায়! কি জঘন্য পানি!

وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ

এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৫)

يَطُوفُونَ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৪)

تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٍ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ৫) তাদের ঠিকানা, তাদের ঘর, তাদের বাসস্থান এবং তাদের বিশ্রামস্থলও অতি জঘন্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৬)

৩০। যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা।	٣٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا

نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً	
٣١. أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا	**৩১। তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকণে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থুল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!**

সৎ আমলকারী মু'মিনদের জন্যই রয়েছে উত্তম প্রতিদান

পাপীদের দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করার পর এবার মহান আল্লাহ সৎ আমলকারীদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী এবং তাঁদের কিতাবকেও মান্যকারী। তারা সৎকার্যাবলী সম্পাদনকারী। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত জান্নাতুন আদ্‌ন। এই জান্নাতের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচার নিম্নদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত রয়েছে। তাদেরকে বিশেষ করে সোনার কংকনও পড়ানো হবে। তাদের পোশাকগুলির কোনটি হবে নরম পাতলা এবং কোনটি হবে নরম মোটা।

وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৩) এ আয়াতে আরও পরিস্কার করে তাদের পোশাকের বর্ণনা

দেয়া হয়েছে ঃ **وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ** *তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র।* **مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ** সেখানে তারা গদির আসনে হেলান দিয়ে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে পরম সুখে বসবাস করবে। বলা হয়েছে যে, চার জানুতে বসাকেও **'اتكاء'** বলে। খুব সম্ভব এখানে অর্থ এটাই হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ব্যাপার হল এই যে, আসন দিয়ে (দু পা' আড়াআড়ি করে) বসে খাদ্য খাওয়া আমি পছন্দ করিনা। (তিরমিযী ৫/৫৫৭) **اَرَائِك** শব্দটি **اَرِيْكَـــة** শব্দের বহু বচন। এর অর্থ হচ্ছে চৌকি, তক্তপোষ/খাট ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا তাদের পুরস্কার কতই না উত্তম এবং ওটা কতই না আরামদায়ক জায়গা! এটা জাহান্নামীদের বিপরীত। তাদেরকে সেখানে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের বাসস্থান কতই না জঘন্য ও নিকৃষ্ট! ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا *কত নিকৃষ্ট পানীয় এটা এবং আগুন কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!* অনুরূপভাবে তিনি সূরা ফুরকানে জান্নাত/জাহান্নামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৬) অতঃপর তিনি বিশ্বাসী মু'মিনদের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰمًا. خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

তাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, কত উত্তম সেখানে অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৫-৭৬)

৩২। তুমি তাদের কাছে পেশ কর দুই ব্যক্তির উপমা; তাদের এক জনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুরের উদ্যান এবং এই দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্য ক্ষেত।	٣٢. وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـٰبٍ وَحَفَفْنَـٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا
৩৩। উভয় উদ্যানই ফল দান করত এবং এতে কোন ক্রটি করতনা এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নাহর।	٣٣. كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهَرًا
৩৪। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল; অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল ঃ ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।	٣٤. وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَـٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا
৩৫। এভাবে নিজের প্রতি যুল্‌ম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমি মনে করিনা যে, এটা কখনও ধ্বংস হবে।	٣٥. وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِۦٓ أَبَدًا

৩৬। আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত হবে, আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তাহলে আমিতো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।	٣٦. وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

ধনী কাফির এবং গরীব মু'মিনের তুলনা

ইতোপূর্বে সম্পদশালী ও অহংকারী মূর্তি পূজকদের বর্ণনা করা হয়েছে যারা দরিদ্র ও অভাবী মুসলিমদের সাথে একত্রে বসাকে তাদের সম্মান, প্রতিপত্তি ও অহমিকার কারণে পছন্দ করেনি। এখানে তাদের একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন। দু'টি লোক ছিল, তাদের একজন ছিল সম্পদশালী। তার ছিল আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান এবং এই দু'য়ের মাঝে ছিল শস্যক্ষেত। বাগান ছিল ফুলে-ফলে ভরপুর এবং শস্যক্ষেত ছিল শ্যামল-সবুজ। তার কাছে সব সময় নানা প্রকারের উন্নত মানের শস্য ও ফলমূল বিদ্যমান থাকত। সে এ রকম সম্পদশালী ছিল যে, তার কাছে কোন ফল-ফসলের কমতি ছিলনা।

ঐ ধনী লোকটি একদিন তার এক বন্ধুকে অহমিকা ও গর্ব করে বলল ঃ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا আমি ধন-সম্পদে, মান-সম্মানে, সন্তান-সন্ততিতে, জায়গা জমিতে এবং চাকর-চাকরাণীতে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ পাপাচারী ব্যক্তির আশা আকাংখা এ রূপই হয়ে থাকে যে, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি যেন তার কাছে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং কখনও শেষ না হয় (তাবারী ১৮/২২) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ একদা সে নিজের বাগানে গেল এভাবে নিজের উপর যুল্মকৃত অবস্থায়। অর্থাৎ সে গর্ব ও অহংকার, কিয়ামাতকে অস্বীকার এবং কুফরী করার কাজে এত মত্ত ছিল যে, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঃ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا আমার এই সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত ফল-ফুলে ভরপুর বাগান এবং এর চারিদিকে প্রবাহিত নদী নালা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে এটা অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল তার নির্বুদ্ধিতা,

বেঈমানী, দুনিয়ার প্রতি প্রবল আকর্ষন এবং কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করারই কারণ। এ জন্যই সে বলে ফেলল ঃ **وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا** আমার ধারণা, কিয়ামাত সংঘটিত হবেইনা। আর যদি হয়ও তাহলে এটাতো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, আমি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। তা না হলে তিনি আমাকে এত বেশি ধন-সম্পদ দান করলেন কেন? অতএব তিনি পরকালেও আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ

আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে তাঁর নিকট আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫০) আর এক আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৭) সে আল্লাহ তা'আলার সামনে বীরত্বপনা প্রকাশ করছে, তাঁর পক্ষ থেকে বানিয়ে কথা বলছে, অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেননি, সে আল্লাহর নাম দিয়ে সেই কথা বলছে। এই আয়াতটি আস ইব্ন ওয়াইলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা যথা স্থানে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৩৭। তদুত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল ঃ তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানব আকৃতির?	٣٧. قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلاً

৩৮। কিন্তু আমি বলি ঃ আল্লাহই আমার রাব্ব এবং আমি কেহকেও আমার রবের সাথে শরীক করিনা।	٣٨. لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا
৩৯। তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললেনা ঃ আল্লাহ যা চেয়েছেন তা'ই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।	٣٩. وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا
৪০। সম্ভবতঃ আমার রাব্ব আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে অগ্নি বর্ষণ করবেন যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মাইদানে পরিণত হবে।	٤٠. فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤۡتِيَنِ خَيۡرٗا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَانٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصۡبِحَ صَعِيدٗا زَلَقًا
৪১। অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা।	٤١. أَوۡ يُصۡبِحَ مَآؤُهَا غَوۡرٗا فَلَن تَسۡتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبٗا

গরীব মু'মিনের প্রতি সাড়া দেয়া

ঐ সম্পদশালী কাফির ব্যক্তিকে তার বন্ধু দরিদ্র মুসলিমটি যে উত্তর দিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ বর্ণনা দিচ্ছেন। সে তাকে বহু উপদেশ দেয় এবং

তাকে ঈমান ও বিশ্বাসের হিদায়াত করে এবং বিভ্রান্তি ও অহংকার হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। তাকে বলে ঃ যে আল্লাহ মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন ঠনঠনে মাটি দ্বারা, এরপর নগন্য শুক্রের মাধ্যমে বংশক্রম চালু রেখেছেন, তুমি তাঁর সাথে কুফরী করছ? যেমন আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) কি করে তুমি এই মহান রবের সত্তা ও তাঁর নি‘আমাতরাজিকে অস্বীকার করছ? তাঁর নি‘আমাতসমূহ ও তাঁর মহাশক্তির অসংখ্য নমুনা স্বয়ং তোমার মধ্যে ও তোমার উপরে বিদ্যমান রয়েছে। এমন কোন অজ্ঞ আছে কি যে, পূর্বে সে কিছুই ছিলনা, আল্লাহই তাকে অস্তিত্বে এনেছেন, এটা সে জানেনা? নিজে নিজেই হয়ে যাবার ক্ষমতা তার ছিলনা। আল্লাহ তা‘আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। সেই আল্লাহ কেমন করে অস্বীকারের যোগ্য হয়ে গেলেন? কে তাঁর একাত্মতা ও মহানত্মকে অস্বীকার করতে পারে?

মুসলিম ব্যক্তিটি তাকে আরও বলল ঃ **لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي** তুমি যা বলছ তার সাথে আমি একমত নই, বরং আমি তোমার সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, ঐ আল্লাহই আমার রাব্ব, তিনি এক ও অংশীবিহীন। আমার রবের সাথে আমি কেহকেও শরীক করিনা। এরপর তাকে সে কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য বলে ঃ **وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا** তুমি তোমার সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং ফল-মূলে পরিপূর্ণ বাগান দেখে মহান রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ না কেন? কেন তুমি **مَاشَآءَ اللَّهُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللَّه** বলছনা? অর্থাৎ আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।

এই আয়াতকে সামনে রেখেই সালাফগণের কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তান-সন্ততি বা ধন-সম্পদ অথবা অবস্থা দেখে আনন্দিত হয়, তার এই কালেমাটি পড়ে নেয়া উচিত। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে

জান্নাতের একটি কোষাগারের কথা বলব? ঐ কোষাগার হচ্ছে **لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه** এই কালেমাটি পাঠ করা। (ফাতহুল বারী ১১/২৭১, মুসলিম ৪/২০৭৬)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, ঐ সৎ লোকটি কাফির ধনী লোকটিকে বলল ঃ

فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء

আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমাকে আখিরাতে উত্তম নি'আমাত দান করবেন। আর তোমার এই বাগানটিকে তিনি ধ্বংস করে দিবেন যা তুমি চিরস্থায়ী মনে করছ। তিনি আকাশ হতে ওর উপর শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন। হতে পারে যে, আকাশ হতে তিনি অতি প্রবল বৃষ্টি বর্ষন করবেন যার ফলে ওটা বিধ্বস্ত হয়ে উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত হবে। **أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا** অথবা তিনি ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত করবেন এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ

বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি? (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৩০) অর্থাৎ যে পানি সর্বত্র আপন গতিতে চলতে রয়েছে তা যদি আল্লাহ তা'আলা বন্ধ করে দেন তাহলে তা পুনরায় প্রবাহিত করার আর কেহ আছে কি? এখানে আল্লাহ বলছেন ঃ

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا *অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা।* غَوْرًا শব্দটি **مَصْدَر** যা **غَائِرٌ** অর্থাৎ **اِسْم فَاعِل** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ

বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি? (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৩০)

৪২। তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল, যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল। সে বলতে লাগল ঃ হায়! আমি যদি কেহকেও আমার রবের সাথে শরীক না করতাম!	٤٢. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا
৪৩। এবং আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিলনা এবং সে নিজেও প্রতিকারে সামর্থ্য হলনা।	٤٣. وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا
৪৪। এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহরই যিনি সত্য; পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।	٤٤. هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

কুফরীর কু-পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ঐ লোকটির সমস্ত মাল ধ্বংস হয়ে গেল। ঐ মু'মিন লোকটি তাকে যা থেকে ভয় প্রদর্শন করেছিল তা হয়েই গেল। যে সুদৃশ্য বাগানের ব্যাপারে তার ধারণা ছিল যে, তা কখনও ধ্বংস হবেনা, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে তাকে গাফিল করেছিল, হঠাৎ এক প্রচন্ড ঝড় এসে বিধ্বস্ত করে ফেলল। অতএব তাঁরই প্রশংসা কর। ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যাবার পর সে দুঃখে হাত কচলাতে লাগল এবং আফসোস/অনুতপ্ত হয়ে বলল ঃ

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ হায়! যদি আমি আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! যেগুলির

উপর সে গর্ব করত সেগুলি তার কোনই কাজে এলোনা। সন্তান-সন্ততি, কবীলা-গোত্র সব থেকে গেল। কেহই তাকে সাহায্য করতে পারলনা। তার গর্ব/অহংকার মাটির সাথে মিশে গেল। না কেহ তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো, আর না সে নিজে প্রতিকারে সমর্থ হল। কেহ কেহ **هُنَالكَ** এর উপর **وَقْف** বা বিরতি মেনে থাকেন এবং পূর্বের বাক্যটিকে ওর সাথে মিলিয়ে নেন। অর্থাৎ সেখানে সে প্রতিশোধ নিতে পারলনা। আবার কেহ কেহ **مُنْتَصِرًا** এর উপর আয়াত শেষ করে এর পর থেকে নতুন বাক্য শুরু করেন। **وَلاَيَة** শব্দটি দ্বিতীয় পঠনে **وِلاَيَة** ও রয়েছে। প্রথম পঠনে ভাবার্থ হবে ঃ প্রত্যেক মু'মিন ও কাফির আল্লাহ তা'আলার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী, তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। শাস্তির সময় তিনি ছাড়া অন্য কেহই কাজে আসবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪) যেমন ফির'আউন ডুবে যাওয়ার সময় বলেছিল ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدۡرَكَهُ ٱلۡغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتۡ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ. ءَآلۡـَٰٔنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল ঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯০-৯১)

وَاو এ যের দেয়া অবস্থায় অর্থ হবে ঃ সেখানে সঠিকভাবে হুকুম আল্লাহর জন্যই لِلّٰهِ الْحَقِّ এর দ্বিতীয় কিরাআত "ق" এর উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। কেননা এটা اَلْوِلَايَةُ এর **صفت** বা বিশেষণ। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬) আবার কেহ কেহ "ق" কে যেরসহ পড়ে থাকেন। তাদের মতে এটা **الله** এর **صفت** বা বিশেষণ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ

তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬২) এ জন্যই আবার তিনি বলেন ঃ **هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا** যে আমল শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হয় তার সাওয়াব খুব বেশি হয় এবং পরিণাম হিসাবেও হয় খুবই উত্তম।

৪৫। তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের - এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর তা বিশুস্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।	٤٥. وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَىۡءٍ مُّقۡتَدِرًا	
٤٦. ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيۡرٌ أَمَلاً	**৪৬। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎ কাজ, যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।**

দুনিয়াদারী জীবনের তুলনা

দুনিয়া নষ্ট, ধ্বংস ও শেষ হওয়ার দিক দিয়ে আকাশের বৃষ্টির মত। এই বৃষ্টি যমীনের বীজ ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়, ফলে হাজার হাজার চারা গাছ সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। প্রত্যেক জিনিসের উপর সজীবতার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়, কিন্তু কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পরই সব শুকিয়ে যায় এবং এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওগুলিকে ডানে বামে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পূর্বের ঐ অবস্থার উপর যিনি সক্ষম ছিলেন, তিনি এই অবস্থার উপরও সক্ষম। সাধারণতঃ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বৃষ্টির সাথেই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন সূরা ইউনুসের এক আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ مِمَّا يَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡأَنۡعَٰمُ

বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের অবস্থা এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলি অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা আহার করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৪) সূরা যুমারে রয়েছে ঃ

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يُخۡرِجُ بِهِۦ زَرۡعًا مُّخۡتَلِفًا أَلۡوَٰنُهُۥ

তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; অতঃপর ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২১) সূরা হাদীদে আছে ঃ

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ

তোমরা জেনে রেখ যে, পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; ওর উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ দুনিয়া হল সবুজ এবং মিষ্ট। (মুসলিম ৪/২০৯৮)

সম্পদ এবং উত্তম আমলের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণের ... আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৫) অর্থাৎ তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁরই ইবাদাতে মগ্ন থাকা দুনিয়ার সম্পদ অনুসন্ধান, তাদের মোহে পরে থাকা এবং তাদের জন্য উৎফুল্ল হওয়া হতে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا *ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।* ইব্ন

আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে বলেছেন যে, উত্তম আমল যা স্থায়ী তা হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের সালাত। (তাবারী ১৮/৩২) 'আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ উত্তম আমল যা স্থায়ী তা হল সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার। (তাবারী ১৮/৩৩) বিশ্বাসীগণের নেতা উসমান ইব্‌ন আফফানকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ উত্তম আমল কোন্‌টি যা স্থায়ী? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আযীম। (আহমাদ ১/৭১)

মুসনাদ আহমাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক গোলাম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন পাঁচটি কালেমা রয়েছে যেগুলি মীযানে বা দাঁড়ি-পাল্লায় খুবই ওযনসই হবে। সেগুলি হচ্ছে ঃ **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ للَّه** এবং ঐ শিশু যার মৃত্যুতে তাঁর পিতা ধৈর্য ধারণ করেছে ও পুরস্কার কামনা করেছে। পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে যে, যারা ৫টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী। ঐগুলি হচ্ছে এই যে, তারা বিশ্বাস রাখবে আল্লাহ তা'আলা উপর, কিয়ামাত দিবসের উপর, জান্নাতের ও জাহান্নামের উপর, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর এবং হিসাবের উপর। (আহমাদ ৪/২৩৭)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **بَقِيَات صَالِحَات** হল আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র এবং নিম্নের কালেমাগুলি ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ للَّه تَبرَكَ اللَّهُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه وَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُلِ اللَّه

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি তাবারাকাল্লাহু ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়াসতাগফিরুল্লাহা, ওয়া সাল্লাল্লাহু 'আলা রাসূলিল্লাহ।

আর সিয়াম, সালাত, হাজ্জ, সাদাকাহ গোলাম আযাদ করা, জিহাদ করা, রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সমস্ত সাওয়াবের কাজ হচ্ছে **بَقِيَات صَالِحَات** বা

চিরস্থায়ী সাওয়াব। এগুলির সাওয়াব জান্নাতবাসীদেরকে আসমান ও যমীন স্থায়ী হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা পৌঁছাতে থাকবেন। (তাবারী ১৮ /৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বলা হয়েছে যে, পবিত্র কথাও এর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ১৮ /৩৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত সৎকাজই এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ১৮ /৩৫)

৪৭। স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব উন্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা।	٤٧. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
৪৮। আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবনা।	٤٨. وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا
৪৯। এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটাতো ছোট বড়	٤٩. وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا

ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا	**কিছুই বাদ দেয়নি, বরং এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্‌ম করেননা।**

কিয়ামাত দিবসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দিন যে সব বিস্ময়কর বড় বড় কাজ সংঘটিত হবে, তিনি সেগুলি বর্ণনা করছেন। وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً সেই দিন আকাশ ফেটে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا. وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا

যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৯-১০)

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, অথচ সেদিন ওগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৮)

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কা'রি'আহ, ১০১ ঃ ৫)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫-১০৭)

যমীন সম্পূর্ণরূপে সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। তাতে কোন উঁচু-নীচু থাকবেনা। এই যমীনে না থাকবে কোন বাড়ীঘর, না থাকবে কোন ছাউনি। কোন আড়াল ছাড়াই সমস্ত সৃষ্টজীব মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। কেহই তাঁর থেকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবেনা। কোথাও কোন আশ্রয়স্থল ও মাথা লুকানোর জায়গা থাকবেনা। কোন গাছ-পালা, পাথর ও তৃণ-লতা দেখা যাবেনা।

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত লোক রয়েছে সবাই একত্রিত হবে। ছোট বড় কেহই অনুপস্থিত থাকবেনা। সমস্ত লোক আল্লাহ তা‘আলার সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০)

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৩)

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا রূহ ও মালাইকা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রূহ্ ও মালাইকা/ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা

নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮) সেদিন সমস্ত মানুষের সারি একটি হবে অথবা তারা কয়েকটি সারিতে বিভক্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে। (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ২২) কিয়ামাতকে যারা অস্বীকার করত তাদেরকে সেই দিন ধমকের স্বরে বলা হবে ঃ

لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ দেখ, যেমনভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে আমার সামনে দাঁড় করিয়েছি; তোমরাতো এটা অস্বীকার করতে।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ তাদের সামনে আমলনামা হাযির করা হবে, যাতে ছোট বড়, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ থাকবে। পাপীরা তাদের দুস্কর্মগুলি দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং অত্যন্ত আফসোস করে বলবে ঃ **وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا** হায়! আমরা আমাদের জীবন ও আয়ুকে কি অবহেলায় কাটিয়ে দিয়েছিলাম! বড়ই অনুতাপ যে, দুনিয়ায় আমরা শুধু দুষ্কর্মেই লিপ্ত থাকতাম।

مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا দেখ, এমন কোন কাজ নেই যা এই কিতাবে (আমলনামায়) লিখা হয়নি। বরং তারা যে ছোট/বড় পাপ করেছে তা সবই এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে তারা দেখতে পাবে।

يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٍ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٍ مُّحۡضَرًا

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকাজ হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩০)

يُنَبَّؤُاْ ٱلۡإِنسَـٰنُ يَوۡمَئِذِۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩)

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) সেই দিন গোপনীয় সবকিছুই প্রকাশিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটি পতাকা থাকবে। ঐ পতাকা দ্বারা তারা পরিচিত হবে। (আহমাদ ৩/১৪২) অন্য হাদীসে আছে যে, ঐ ঝান্ডাটি তার পিছনে লটকানো থাকবে এবং তাতে লিখা থাকবে এটা অমুকের পুত্র অমুক বিশ্বাসঘাতক। (ফাতহুল বারী ১২/৩৫৪, মুসলিম ৩/১৩৬১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। ক্ষমা করে দেয়া তাঁর বিশেষত্ব। তবে হ্যাঁ, পাপী ও অপরাধীদেরকে তিনি স্বীয় ক্ষমতা, নিপুণতা এবং আদল ও ইনসাফের সাথে শাস্তি প্রদান করে থাকেন। অপরাধী ও অবাধ্য লোকদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ হবে। তারপর কাফির ও মুশরিক ছাড়া মু'মিনরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০)

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন ঃ একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস শুনেছেন এই খবর আমার কাছে পৌঁছে। ঐ হাদীসটি আমি স্বয়ং তাঁর মুখে শোনার উদ্দেশে একটি উট ক্রয় করি এবং ওর উপর আসবাব পত্র উঠিয়ে নিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়ি। সুদীর্ঘ এক মাস

ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় আমি সিরিয়ায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইসের (রাঃ) কাছে পৌঁছি। আমি দারোয়ানকে বললাম ঃ যাও, তাকে খবর দাও যে, যাবির (রাঃ) দরযার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি খবর পেয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ কি? আমি উত্তরে বললাম ঃ জি হ্যাঁ। এটা শোনা মাত্রই তিনি গায়ের চাদর ঠিক করতে করতে তড়িৎ গতিতে আমার কাছে ছুটে এলেন। এসেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাকে বললাম ঃ আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি কিসাসের ব্যাপারে কোন একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন। আমি স্বয়ং আপনার মুখে ঐ হাদীসটি শোনার উদ্দেশে এখানে এসেছি এবং খবর শোনা মাত্রই আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীসটি শোনার পূর্বেই যদি আমি মৃত্যুবরণ করি অথবা আপনার মৃত্যু হয়! এখন আপনি আমাকে ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন। তিনি তখন বলতে শুরু করলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে তাঁর সামনে একত্রিত করবেন। ঐ সময় তারা নগ্ন দেহ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় থাকবে। তাদের কাছে কোন কিছুই থাকবেনা। তারপর তাদের সামনে ঘোষণা করা হবে যে ঘোষণা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই সমানভাবে শুনতে পাবে। মহান আল্লাহ বলবেন ঃ আমিই সর্বাধিরাজ, আমিই মালিক, আমিই বিচারের মালিক। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাহান্নামী জাহান্নামে যাবেনা যতক্ষণ না আমি তার ঐ হক আদায় করে না দিব যা কোন জান্নাতীর জিম্মায় রয়েছে। আর কোন জান্নাতীও জান্নাতে যেতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার ঐ প্রাপ্য আদায় করে দিব যা কোন জাহান্নামীর জিম্মায় রয়েছে; ঐ হক বা প্রাপ্য যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সবাইতো সেদিন খালি পায়ে, খৎনাবিহীন, নগ্ন দেহ ও ধন-সম্পদশূন্য অবস্থায় থাকব, এ অবস্থায় কেমন করে প্রাপ্য আদায় করা হবে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ (যেভাবেই হোক না কেন), সেই দিন সৎ আমলকারী ও পাপীদের নিকট থেকে হক বা প্রাপ্য আদায় করে নেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৪৯৫) ইমাম আহমাদের ছেলে আবদুল্লাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস অন্য সনদে বর্ণিত আছে।

শুবা’হ (রহঃ) আল আওয়াম ইব্‌ন মুজাহিদ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ উসমান (রহঃ) হতে, তিনি উসমান ইব্‌ন আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন শিংবিহীন

পশুকে যদি কোন শিংবিশিষ্ট পশু শিং দ্বারা গুঁতো মেরে থাকে তাহলে কিয়ামাত দিবসে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে। (যাওয়ায়িদ আল মুসনাদ ১/১২) ইমাম আহমাদের (রহঃ) ছেলে আবদুল্লাহ (রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য সূত্র থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

৫০। এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকাগণকে বলেছিলাম ঃ তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা।	٥٠. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا

আদম (আঃ) এবং ইবলীসের ঘটনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ইবলীস তোমাদের এমনকি তোমাদের মূল পিতা আদমেরও প্রাচীন শত্রু। সুতরাং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে ছেড়ে তার অনুসরণ করা তোমাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও স্নেহ-মমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রতিপালন করছেন। সুতরাং তাঁকে ছেড়ে তাঁর এবং তোমাদের নিজেদেরও শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা কত মারাত্মক ভুল! এর পূর্ণ তাফসীর সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةَ اسْجُدُوا لآدَمَ আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সমস্ত মালাইকা/ফেরেশতাগণকে তাঁর সামনে সাজদাহ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন ঃ আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাহবনত হও। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২৮-২৯) সবাই হুকুম পালন করে, কিন্তু ইবলীসের মূল ছিল খারাপ, তাকে ধূম্রহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই সে মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং পাপাচারী হয়ে যায়। মালাইকাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ মালাইকাকে সৃষ্টি করা হয় নূর (জ্যোতি) থেকে, ইবলীস সৃষ্টি হয় ধূম্রবিহীন অগ্নিশিখা হতে, আর আদমকে (আঃ) যা থেকে সৃষ্টি করা হয় তোমাদের সামনে তা বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসলিম ৪/২২৯৪) এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, প্রত্যেক জিনিসই তার মূলের গুণাগুণের উপর ফিরে এসে থাকে। ইবলীস যদিও মালাইকার মতই আমল করছিল এবং তাঁদের সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত ছিল, আর আল্লাহর ইবাদাতের কাজে দিনরাত নিমগ্ন ছিল। কিন্তু আল্লাহর ঐ নির্দেশ শোনা মাত্রই ওর আসল রূপ ফুটে উঠল। সুতরাং সে অহংকার করল এবং পরিস্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করল। তাই আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিলেন যে, সে ছিল জিন এবং ওর সৃষ্টিই হয়েছিল আগুন থেকে, যেমন সে নিজেই বলেছে ঃ

أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ

আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। (সূরা সা'দ, ৩৮ ঃ ৭৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ ইবলীস কখনই মালইকাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। সে হচ্ছে জিনদের মূল, যেমন আদম (আঃ) হলেন মানুষের মূল। (তাবারী ১৮/৫০৬)

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (*সে তার রবের আদেশ অমান্য করল*) অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের বাইরে তার আচরণের দ্বারা সে অবাধ্য হল। *'ফাসিক'* এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার বিপরীত কাজ করা অথবা যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা না করা। ফুল থেকে যখন খেজুর বের হয় তখন আরাবরা ওকে

‘ফাসাকাত’ বলে। ইঁদুর যখন ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য তার গর্ত থেকে বের হয় তখনও ঐ একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে ভর্ৎসনা করছেন যারা ইবলীসের অনুসরণ করে ঃ **فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ** (*সে তার রবের আদেশ অমান্য করল*)

মোট কথা, ইবলীস আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেল। সুতরাং হে মানবমন্ডলী! তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করনা এবং আমাকে (আল্লাহকে) ছেড়ে তার সাথে সম্পর্কে জুড়ে দিওনা। **بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا** অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীরা মন্দ প্রতিফল পাবে। এটা ঠিক ঐ রূপ যেভাবে সূরা ইয়াসীনে কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্যের এবং পাপী ও সৎ আমলকারীদের পরিণাম বর্ণনা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱمْتَٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৯-৬২)

৫১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করার নই।	٥١. مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا

মুশরিক, কাফিরদের দেবতারা কোন সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করেনি, এমনকি তাদের নিজেদের সৃষ্টিও না

মহান আল্লাহ মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা তোমাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছ তারা তোমাদের মতই আমার গোলাম। তাদের কোন কিছুরই মালিকানা নেই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে আহ্বান করিনি, বরং তারা নিজেরাই সেই সময় বিদ্যমান ছিলনা: সমস্ত কিছু একমাত্র আমিই সৃষ্টি করেছি। সবাইকে আমিই পরিচালনা করি। আমার কোন অংশীদার, উযীর ও পরামর্শদাতা নেই। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

তুমি বল ঃ তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বূদ মনে করতে। তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমান কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ নেই এবং না তারা সাহায্যকারী। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২২-২৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا আমার জন্য এটা শোভণীয় নয়; আমার কোন প্রয়োজনও নেই যে, তাদেরকে এবং বিশেষ করে বিভ্রান্তকারীদেরকে নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করব।

৫২। এবং সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন তিনি বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর; তারা তখন তাদেরকে আহ্বান	٥٢. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا	করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা এবং আমি তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস গহ্বর।
٥٣. وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا	৫৩। পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা।

মুশরিকরা যাদেরকে শরীক করে তারা কারও ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়, অপরাধীদেরকে অবশ্যই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে

সমস্ত মূর্তি পূজক মুশরিকদেরকে কিয়ামাতের দিন লজ্জিত করার উদ্দেশে সবার সামনে বলা হবে ঃ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ আজ তোমরা তোমাদের ঐ শরীকদেরকে আহ্বান কর যাদেরকে দুনিয়ায় আহ্বান করতে, যাতে তারা তোমাদেরকে আজকের বিপদ হতে রক্ষা করে। তারা তখন আহ্বান করবে, কিন্তু কোন সাড়া পাবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজকর্মে (আমার) শরীক; বাস্তবিকই তোমাদের

পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৪)

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ *তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা।* অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৪) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫) সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا তাদের মধ্যে ও তাদের বাতিল মা'বূদদের মধ্যে পর্দা ও ধ্বংসের গর্ত বানিয়ে দিব: যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। যেন সুপথ প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টরা পৃথকভাবে থাকে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। মূর্তি পূজকরা যাদের পূজা করছে তাদের কাছে তারা কখনও পৌঁছতে পারবেনা। আর কিয়ামাত দিবসেও তারা একে অপরের সাথে দেখা/সাক্ষাত করার সুযোগ পাবেনা। তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রাখা হবে। তাদের মাঝে থাকবে ভয়ংকর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আতংক। কেননা তাদের মাঝে ভয়াবহ

অবস্থা সৃষ্টি হবে। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি ঐ মুশরিক ও মুসলিমদের মাঝে আড়াল করে দিব, যেমন নিম্নের আয়াতসমূহে রয়েছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪)

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৩)

وَٱمْتَٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৯)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَٰفِلِينَ. هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব ঃ তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব এবং তাদের সেই শরীকরা বলবে ঃ তোমরাতো আমাদের ইবাদাত করতেনা। বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদাত সম্বন্ধে অবগত ছিলামনা। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলি পরীক্ষা করে নিবে, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। আর যে সব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮-৩০)

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে,

বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। এই পাপী ও অপরাধীরা এমন অবস্থায় জাহান্নাম দেখবে যে, সত্তর হাজার লাগামে তারা আবদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক লাগামের জন্য সত্তর হাজার করে মালাক/ফেরেশতা থাকবে। দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে, ওটাই তাদের কয়েদখানা। জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বেই তাদের উপর কঠিন বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। এগুলো হবে প্রকৃত শাস্তির পূর্বের শাস্তি। وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا কিন্তু তারা তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাবেনা।

৫৪। আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।	٥٤. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

পবিত্র কুরআনে রয়েছে সঠিক দিক নির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মানুষের জন্য আমি আমার কিতাবে সমস্ত কথা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি যাতে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে, হিদায়াতের পথ হতে সরে না যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সবাই মুক্তির পথ থেকে সরে গিয়ে মিথ্যার পংকিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা (রাঃ) ও আলীর (রাঃ) বাড়ীতে গমন করেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা যে শুইয়ে রয়েছ, সালাত আদায় করছ না কেন? উত্তরে আলী (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তা'আলার হাতে রয়েছে, যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখনই আমাদের উঠিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীর (রাঃ) মুখে এ কথা শুনে আর কিছু না বলে ফিরে যেতে উদ্যত হন। ফিরার পথে তিনি হাঁটুর উপর হাত মেরে বলতে বলতে যাচ্ছিলেন ঃ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে অতি বেশি তর্কপ্রিয়। (আহমাদ ১/১১২, ফাতহুল বারী ৩/১৩, মুসলিম ১/৫৩৮)

৫৫। হিদায়াত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে	٥٥. وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟

বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের পূর্ব-পুরুষদের অনুরূপ আযাব অথবা কখনই বা তারা তা প্রত্যক্ষ করবে।	إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّهُمۡ إِلَّآ أَن تَأۡتِيَهُمۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِينَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ قُبُلٗا
৫৬। আমি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই রাসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সবকে তারা বিদ্রুপের বিষয় রূপে গ্রহণ করে থাকে।	٥٦. وَمَا نُرۡسِلُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوٗا

অবিশ্বাসী কাফিরদের হঠকারিতা

আল্লাহ তা'আলা পূর্ব যুগের ও বর্তমান সময়ের কাফিরদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও তারা তা হতে দূরে সরে থাকছে। তারা আল্লাহর শাস্তি স্বচক্ষে দেখে নেয়া কামনা করছে। কেহ কেহ আকাংখা করছে যে, তাদের উপর যেন আকাশ ফেটে পড়ে যায়। তাদের কেহ কেহ তাদের রাসূলকে বলেছিল ঃ

فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৭) অন্যেরা বলেছিল ঃ

ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৯)

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২)

وَقَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে হাযির করছনা কেন? (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬-৭)

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলার শাস্তির অপেক্ষা করছে, তা দেখতে চাচ্ছে। **وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ** রাসূলদের কাজতো শুধু মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া এবং কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। **بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِه الْحَقَّ** সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে চায় এবং দূর করে দেয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের এই মনোবাঞ্ছা কখনও পূর্ণ হবার নয়। হক তাদের মিথ্যা কথায় দমে যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا এই লোকগুলি আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যদ্দারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেগুলিকে বিদ্রুপের বিষয় রূপে গ্রহণ করছে এবং নিজেদের বে-ঈমানীতে আরও বেড়ে চলছে।

৫৭। কোন ব্যক্তিকে তার রবের নিদর্শনাবলী স্মরণ	٥٧. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ

করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তাহলে তার অপেক্ষা অধিক সীমা লংঘনকারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তুমি তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করলেও তারা কখনও সৎ পথে আসবেনা।	بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعۡرَضَ عَنۡهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُۚ إِنَّا جَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۖ وَإِن تَدۡعُهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ فَلَن يَهۡتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدٗا
৫৮। এবং তোমার রাব্ব ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহুর্ত, যা হতে তাদের পরিত্রাণ নেই।	٥٨. وَرَبُّكَ ٱلۡغَفُورُ ذُو ٱلرَّحۡمَةِۖ لَوۡ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلۡعَذَابَۚ بَل لَّهُم مَّوۡعِدٞ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِۦ مَوۡئِلٗا
৫৯। ঐ সব জনপদ - তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমা লংঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।	٥٩. وَتِلۡكَ ٱلۡقُرَىٰٓ أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلۡنَا لِمَهۡلِكِهِم مَّوۡعِدٗا

সৃষ্টির নিকৃষ্ট লোক তারাই যারা সত্যকে অস্বীকার করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় পাপী ও অপরাধী আর কে হতে পারে যার সামনে যখন তার রবের কালাম পাঠ করা হয় তখন সে ওর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনা এবং ওর প্রতি আকৃষ্টও হয়না, বরং মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পূর্বে যে সব দুষ্কর্ম করেছে সেগুলি সবই ভুলে যায়?

وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ তার এই দুর্ব্যবহারের শাস্তি এই যে, তার অন্তরের উপর পর্দা পড়ে যায়। ফলে ভাল কাজের প্রতি তার কোন মনোযোগই থাকেনা এবং কুরআন বুঝতে পারেনা।

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا তার কানেও বধিরতা এসে যায়। **وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا** সুতরাং তাকে হিদায়াতের প্রতি লাখো দা'ওয়াত দেয়া হোক না কেন, সুপথ প্রাপ্তি তার জন্য অসম্ভব। **وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ** হে নাবী! তোমার রাব্ব বড়ই দয়াবান। তিনি উচ্চ মানের করুণার অধিকারী।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৬)

এটাতো শুধু তাঁর সহনশীলতা, গোপনীয়তা রক্ষা ও ক্ষমা, যাতে পথভ্রষ্টরা সৎ পথে ফিরে আসে এবং পাপীরা তাওবাহ করে তাঁর করুনার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু যারা তাঁর এই সহনশীলতা দ্বারা উপকার লাভ করবেনা এবং নিজেদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর পাকড়াও করার দিন অতি নিকটবর্তী। ওটা এমন কঠিন দিন যে, শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে এবং গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে।

بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ঐ দিন কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা এবং পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখা যাবেনা। তোমার পূর্ববর্তী

উম্মাতেরাও তোমাদের মতই আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশেষে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলেছি। তাদের ধ্বংস হওয়ার নির্ধারিত সময় এসে পড়ায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। সুতরাং হে মুশরিকদের দল! তোমরাও আমার শাস্তির ভয় কর। তোমরা শ্রেষ্ঠ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছ এবং তাঁর প্রতি অত্যাচার করছ! তাঁকে অবিশ্বাস করছ! অথচ পূর্ববর্তী কাফিরদের তুলনায় তোমাদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম খুবই কম এবং তাদের তুলনায় তোমরা আমার কাছে অধিক প্রিয়ও নও। সুতরাং তোমরা সব সময় আমার শাস্তির ভয় মনে রেখ এবং উপদেশ গ্রহণ কর।

৬০। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল ঃ দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌঁছে আমি থামবনা, অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।	٦٠. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا
৬১। তারা যখন উভয়ের সংযোগস্থলে পৌঁছল, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; ওটা সুরঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।	٦١. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًا
৬২। যখন তারা আরও অগ্রসর হল, মূসা তার সংগীকে বলল ঃ আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো, আমরাতো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।	٦٢. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـٰذَا نَصَبًا

৬৩। সে বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শাইতানই এ কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।	٦٣. قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًا
৬৪। মূসা বলল ঃ আমরাতো ঐ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম; অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।	٦٤. قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا
৬৫। অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের যাকে আমি আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।	٦٥. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَـٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

মূসা (আঃ) ও খিয্রের (আঃ) ঘটনা

মূসা (আঃ) তাঁর গৃহভৃত্য ইউশা ইব্ন নূনকে বলেন যে, দুই সমুদ্রের মিলন স্থলের (মোহনার) পাশে আল্লাহ তা'আলার এমন এক বান্দা রয়েছেন যার ঐ জ্ঞান রয়েছে যে জ্ঞান মূসার (আঃ) নেই। তাই মূসা (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি তাঁর গৃহভৃত্যকে বলেন ঃ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا আমি সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত থামবনা, বিশ্রাম গ্রহণ করবনা, বরং যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।

মূসা (আঃ) বলেন ঃ আমাকে যদি যুগ যুগ ধরেও চলতে হয় তবুও কোন ক্ষতি নেই। বলা হয়েছে যে, কায়েসের অভিধানে বছরকে **حُقُبْ** বলা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, **حُقُبْ** দ্বারা আশি বছর বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) সত্তর বছর বলেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **حُقُبْ** এর অর্থ যুগ বলেছেন। মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছিলেন ঃ তুমি লবণ মাখানো একটি (মৃত) মাছ সাথে নিবে, যেখানে ঐ মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তুমি আমার ঐ বান্দার সাক্ষাৎ পাবে।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا মাছটিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করেন এবং চলতে চলতে দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছেন। সেখানে নাহরে হায়াত ছিল। সেখানে তাঁরা দু'জন ঘুমিয়ে পড়লেন। নাহরের পানির ছোয়ায় মাছটি জীবন ফিরে পেল। মাছটি তার সঙ্গী ইউশার (আঃ) থলের ভিতর রাখা ছিল। ওটা সমুদ্রের পাশেই ছিল। মাছটি থলে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গমন করল। তখন ইউশা (আঃ) জেগে ওঠেন। মাছটি তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পানিতে নেমে যায়। **فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا** যমীনে যেমনভাবে সুড়ঙ্গ হয় ঠিক তেমনি মাছটির সাতার দিয়ে গমনের পথে সুড়ঙ্গ হয়ে যায়। পানি এদিক ওদিক খাড়া হয়ে যায় এবং ঐ সুড়ঙ্গটি সম্পূর্ণরূপে খোলা থাকে।

মাছটির কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা দু'জন সামনের দিকে এগিয়ে যান। এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখার বিষয় যে, একটি কাজ দু'জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। মাছটির কথা ভুলে গেলেন শুধু ইউশা (আঃ), অথচ বলা হয়েছে যে, তাঁরা দু'জন ভুলে গেলেন। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২২) অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মণিমুক্তা শুধু লবণাক্ত পানির সমুদ্র হতেই বের হয়।

কিছু পথ অতিক্রম করার পর মূসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীকে বললেন ঃ **لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا** আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো। আমরাতো

আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাঁরা এই ক্লান্তি অনুভব করেছিলেন তাঁদের গন্তব্য স্থান অতিক্রম করার পর। গন্তব্য স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা কোন ক্লান্তি অনুভব করেননি। ঐ সময় তাঁর সঙ্গীর মাছের কথা মনে পড়ে। তাই তিনি মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ যখন আমরা শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে যাই, তখন মাছের কথা বর্ণনা করতে শাইতানই আমাকে ভুলিয়ে দেয়। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে যায়। ইউশার (আঃ) এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বলেন ঃ আমরাতো ঐ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দার সাক্ষাৎ পেল যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ তা'আলার এই বান্দা হলেন খিয্র (আঃ)।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ নাউফ ইব্ন বিকালী নামক লোকটির ধারণা এই যে, খিয্রের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎকারী মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মূসা (আঃ) ছিলেননা। এ কথা শুনে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর ঐ শত্রু মিথ্যাবাদী। আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) থেকে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

একদা মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে খুৎবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ঃ সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আমি। তিনি জবাবে "আল্লাহ জানেন" এ কথা না বলায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কাছে অহী নাযিল করেন ঃ আমার এমন এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়েও বড় আলেম। তখন মূসা (আঃ) বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমি তাঁর সাথে কিরূপে দেখা করতে পারি? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন ঃ তুমি একটি মাছ সঙ্গে নাও এবং ওটা থলেতে রেখে দাও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি আমার ঐ বান্দার সাক্ষাৎ লাভ করবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আঃ) ইউশা ইব্ন নূনকে (আঃ) সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু

করেন। একটি শিলাখন্ডের পাশে গিয়ে ওর উপর মাথা রেখে কিছুক্ষণের জন্য তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে থলের মধ্যে মাছটি লাফাতে শুরু করে এবং এভাবে সমুদ্রে নেমে যায় যেমন কেহ সুড়ঙ্গ দিয়ে যমীনের মধ্যে নেমে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পানির প্রবাহ ও চলাচল বন্ধ করে দেন এবং তাকের (rack) মত সমুদ্রের মধ্যে ঐ সুড়ঙ্গটি বাকী থেকে যায়। তিনি জেগে উঠলে তাঁর সঙ্গী ইউশা (আঃ) তাঁকে মাছের ঐ ঘটনাটি বলতে ভুলে যান। অতঃপর তাঁরা সেখান থেকে চলতে শুরু করেন। দিন শেষে সারা রাত তাঁরা চলতে থাকেন। পরদিন মূসা (আঃ) ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেখানে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই জায়গা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মোটেই ক্লান্তি অনুভব করেননি। তিনি তাঁর সঙ্গীর কাছে নাশতা চান এবং ক্লান্তির কথা বলেন। তখন তাঁর সঙ্গী তাঁকে বলেন ঃ যখন আমরা পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ঐ সময় আমি মাছটির ব্যাপারটি ভুলে গিয়েছিলাম এবং ঐ কথা আপনার কাছে বর্ণনা করতে শাইতান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে তাতে নেমে যায়। সমুদ্রে তার জন্য সুড়ঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তখন মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ আমরা ঐ স্থানটিরই সন্ধানে ছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। ঐ পাথরটির নিকট পোঁছে দেখেন, সেখানে একটি লোক কাপড় জড়িয়ে বসে রয়েছেন।

মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ "এই ভূখন্ডে এই সালাম কেমন? তিনি বলেন ঃ আমি মূসা। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ বানী ইসরাঈলের মূসা কি? তিনি জবাবে বলেন ঃ হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এ জন্যই এসেছি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আপনি যেসব ভাল কথা শিখেছেন তা আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তিনি বললেন ঃ হে মূসা! আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা। কারণ আমার যে জ্ঞান রয়েছে আপনার তা নেই, আর আপনার যে জ্ঞান রয়েছে তা আমার নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দু'জনকে পৃথক পৃথক জ্ঞান দান করেছেন।

তখন মূসা (আঃ) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ! আপনি দেখবেন যে, আমি ধৈর্য ধারণ করব। আপনার কোন কাজেরই আমি বিরুদ্ধাচরণ করবনা। খিয্র (আঃ) তখন তাঁকে বললেন ঃ আচ্ছা, আপনি যদি আমার সাথে থাকতেই চান তাহলে আমাকে নিজে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেননা, যে পর্যন্ত না আমি আপনাকে জানিয়ে দেই। এভাবে কথা বলে তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করলেন। নদীর তীরে

একটি নৌকা ছিল। মাঝিকে খিয্র (আঃ) তাঁদেরকে নৌকায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। মাঝি খিয্রকে (আঃ) চিনে ফেলে এবং বিনা ভাড়ায়ই তাঁদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নেয়। নৌকায় চড়ে তাঁরা কিছু দূর গেছেন, এমতাবস্থায় মূসা (আঃ) দেখেন যে, খিয্র (আঃ) নীরবে কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা ফুটো করছেন। এ দেখেই মূসা (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ আপনি এ করছেন কি? মাঝিতো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে এবং আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠিয়েছে। আর আপনি তার নৌকা ছিদ্র করছেন? এর ফলেতো নৌকার সব আরোহী ডুবে মরবে। এতো বড়ই অন্যায় কাজ। জবাবে খিয্র (আঃ) তাকে বললেন ঃ দেখুন! আমিতো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা? মূসা (আঃ) তখন ওযর পেশ করে বললেন ঃ আমার ত্রুটি হয়ে গেছে। ভুলবশতঃ আমি প্রশ্ন করে বসেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি কঠোর হবেননা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সত্যিই তাঁর প্রথম ত্রুটিটি ভুলবশতঃই ছিল। বর্ণিত আছে যে, ঐ নৌকাটির একটি তক্তার উপর একটি পাখি এসে বসে এবং পানিতে চঞ্চু ডুবিয়ে পানি নিয়ে উড়ে যায়। এ সময় খিয্র (আঃ) মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ হে মূসা! আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞান ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখীটি তার চঞ্চুতে সমুদ্রের সমস্ত পানি থেকে তুলে নিয়েছে। অতঃপর নৌকাটি তীরে ভিড়ে যায়। নৌকা থেকে নেমে তাঁরা চলতে থাকেন। পথে কতকগুলি শিশু খেলা করছিল। খিয্র (আঃ) ওদের একজনকে ধরে এমনভাবে তার গলা মুচড়ে দেন যে সাথে সাথেই সে মারা যায়। এতে মূসা (আঃ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বলে ফেলেন ঃ আপনি কি করলেন! অন্যায়ভাবে এই শিশুটিকে মেরে ফেললেন? আপনি বড়ই অপরাধমূলক কাজ করলেন! উত্তরে খিয্র (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ আমিতো পূবেই বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা? এবার খিয্র (আঃ) পূর্বাপেক্ষা বেশি কঠোর হলেন।

তখন মূসা (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ ঠিক আছে, এরপরে যদি আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেননা, এ অধিকার আমি আপনাকে দিলাম। আমার ওযর আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে। আবার তাঁরা চলতে থাকেন। তাঁরা এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছেন। তাঁরা ঐ গ্রামবাসীর কাছে খেতে চাইলে তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে পরিস্কারভাবে অস্বীকার করে। অতঃপর তাঁরা সেখানে এক পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পান। খিয্র (আঃ) ওটিকে সুদৃঢ় করে দেন। মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ আমরা তাদের অতিথি হতে চাইলাম, কিন্তু তারা

আমাদের আতিথেয়তা করলনা। এর পরেও যখন আপনি তাদের এই কাজটি করে দিলেন তখন এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিয্র (আঃ) তখন বললেন ঃ এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি ওর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মূসা (আঃ) যদি ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে আল্লাহ তাঁদের দু’জনের আরও বহু কথা আমাদের সামনে বর্ণনা করতেন।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কিরাআতে **وَكَانَ اَمَامَهُمْ** এর স্থলে **وَكَانَ وَرَآءَهُمْ** রয়েছে এবং **سَفِيْنَـــــةً** এর পরে **صَالِحَةً** শব্দটিও রয়েছে। আর **اَمَّ الْغُلاَمُ** এরপরে **فَكَانَ كَافِرًا** শব্দও আছে।

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে ঃ অতঃপর মূসা (আঃ) তাঁর গৃহভৃত্য ইউশা ইব্ন নূনকেসহ বের হলেন। তাদের সাথে মাছটিও ছিল। তারা একটি শিলাখন্ডের কাছে পৌঁছলেন এবং সেখাসে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছা করলেন। মূসা (আঃ) সেখানে শুইয়ে পরলেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। ঐ শিলাখন্ডের পাশ দিয়ে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছিল যার নাম ছিল ‘*আল হায়াত*’। ওর পানি যা কিছুর উপর পতিত হত তা’ই প্রাণ ফিরে পেত। ঐ পানি যে কোনভাবেই হোক মাছের শরীর স্পর্শ করে। ফলে ওটি নড়াচড়া করতে করতে এক সময় পাত্র থেকে লাফিয়ে পানিতে পরে যায়। মূসা (আঃ) ঘুম থেকে জেগে তাঁর ভৃত্যক বলেন ঃ **لفَتَاهُ آتنَا غَدَاءنَا** (*আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো*)

এরপর ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর একটি পাখি এসে নৌকার পাশে বসে এবং ওর চঞ্চু সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে নেয়। খিয্র (আঃ) মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ আমার এবং আপনার জ্ঞান এবং পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকূলের জ্ঞান আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞানের তুলনায় ঐ রকম যেমন ঐ পাখিটি তার চঞ্চুতে সমুদ্র থেকে পানি তুলে নিতে পেরেছে। অতঃপর তিনি হাদীসটির বাকি অংশ বর্ণনা করেন।

৬৬। মূসা তাকে বলল ঃ সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন - এই শর্তে	٦٦. قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا

আমি আপনার অনুসরণ করব কি?	عُلِّمۡتَ رُشۡدًا
৬৭। সে বলল ঃ তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেনা।	٦٧. قَالَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرًا
৬৮। যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে কেমন করে?	٦٨. وَكَيۡفَ تَصۡبِرُ عَلَىٰ مَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِۦ خُبۡرًا
৬৯। মূসা বলল ঃ আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করবনা।	٦٩. قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعۡصِي لَكَ أَمۡرًا
৭০। সে বলল ঃ আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই তাহলে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করনা, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।	٧٠. قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعۡتَنِي فَلَا تَسۡـَٔلۡنِي عَن شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ أُحۡدِثَ لَكَ مِنۡهُ ذِكۡرًا

খিয্‌রের (আঃ) সাথে মূসার (আঃ) সাক্ষাত এবং তাঁর সাথে সফর সঙ্গী হওয়া

এখানে ঐ কথোপকথনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মূসা (আঃ) ও খিয্‌রের (আঃ) মধ্যে হয়েছিল। খিয্‌র (আঃ) ঐ বিদ্যার সাথে বিশিষ্ট ছিলেন যে বিদ্যা মূসার (আঃ) ছিলনা। আর মূসার (আঃ) ঐ বিদ্যা জানা ছিল যা খিয্‌রের (আঃ) জানা ছিলনা। قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ মূসা (আঃ) আদবের সাথে খিয্‌রের (আঃ)

কাছে আবেদন জানালেন যাতে তাঁর প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করেন। জ্ঞানী ব্যক্তিকে এভাবে আদবের সাথে প্রশ্ন করাই শিক্ষার্থীর উচিত। মূসা (আঃ) খিয্‌রের (আঃ) কাছে আবেদন করছেন ঃ আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার কাছে থাকব ও আপনার সাথে আমার সময় কাটাব এবং আপনার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করব যদ্দারা পথ নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে আমি উপকৃত হব। আর এর ফলে আমার আমল ভাল হবে। জবাবে খিয্‌র (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ

إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি আমার কাছে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা। আমার কাজকর্ম আপনার জ্ঞানের বিপরীত মনে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা আপনার নেই এবং আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা আমার নেই। আমি একটি পৃথক খিদমাতের কাজে লেগে রয়েছি এবং আপনিও একটা পৃথক খিদমাতের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। আপনার যে জ্ঞান আছে তার বিপরীত কাজ দেখে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন এটা অসম্ভব। আর ঐ অবস্থায় আপনি ক্ষমার্হ বলে বিবেচিত হবেন। কেননা কিছু গোপনীয় নিপুণতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান নেই। আর আল্লাহ আমাকে ঐ জ্ঞান দান করেছেন। তাঁর এ কথা শুনে মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ

سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا আপনি যা কিছু করবেন আমি তা দেখে ধৈর্যসহকারে সহ্য করব। কোন ব্যাপারেই আমি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবনা। তখন খিয্‌র (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ **فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا** আপনি যদি একান্তই আমার সাথে থাকতে চান তাহলে শর্ত এই যে, কোন কিছুর ব্যাপারে আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেননা। আমি যা বলব তা'ই শুনবেন এবং যা করব তা নীরবে দেখে যাবেন। নিজের পক্ষ থেকে আপনি কোন প্রশ্নের সূচনা করবেননা।

৭১। অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করল। পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তাতে ছিদ্র করে দিল; মূসা বলল ঃ আপনি কি	٧١. فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا

لِتُغۡرِقَ أَهۡلَهَا لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـًٔا إِمۡرًا	আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়ার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।
٧٢. قَالَ أَلَمۡ أَقُلۡ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرًا	৭২। সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা?
٧٣. قَالَ لَا تُؤَاخِذۡنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرۡهِقۡنِي مِنۡ أَمۡرِي عُسۡرًا	৭৩। মূসা বলল ঃ আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেননা এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেননা।

নৌকার ক্ষতি সাধন করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ দু'জনের মধ্যে যখন শর্ত মীমাংসিত হয়ে গেল যে, মূসা নিজ থেকে কোন প্রশ্ন করবেননা যে পর্যন্ত না ওর হিকমাত ও যৌক্তিকতা তাঁর উপর প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তখন উভয়ে যাত্রা শুরু করেন। পূর্বে বিস্তারিত রিওয়ায়াতগুলি বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকার মালিকরা খিযরকে (আঃ) চিনে নিয়ে বিনা ভাড়ায়ই তাঁদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিল। নৌকাটি চলতে চলতে যখন সমুদ্রের মধ্যভাগে পোঁছে তখন খিযর (আঃ) নৌকাটির একটি তক্তা তুলে ফেলেন এবং উপর থেকেই জোড়া লাগিয়ে দেন। এ দেখে মূসা (আঃ) ধৈর্য ধারণ করতে পারলেননা। শর্তের কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং হঠাৎ করে বলে ফেললেন ঃ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ إِمْرًا শব্দের অর্থ হল খারাপ জিনিস। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ বিস্ময়কর।

খিযর (আঃ) তখন মূসাকে (আঃ) তাঁর ওয়াদা স্মরণ করিয়ে বলেন ঃ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি শর্তের উল্টো করেছেন। আমিতো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি এসব বিষয় অবগত নন এবং এগুলোর জ্ঞান আপনার নেই। সুতরাং চুপ থাকবেন, কোন প্রশ্ন করবেননা। এ সব কাজের যৌক্তিকতা ও হিকমাত আল্লাহ তা‘আলা আমাকে দান করেছেন, আর আপনার কাছে এগুলি গুপ্ত রয়েছে। মূসা (আঃ) তখন খিয্রকে (আঃ) বললেন ঃ

لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا আমার এই ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেননা। পূর্বে বিস্তারিত ঘটনার যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে রয়েছে যে, এই প্রথম প্রশ্নটি বাস্তবিকই ভুলবশতঃই ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/২৬২)

৭৪। অতঃপর তারা চলতে লাগল, চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে সে তাকে হত্যা করল; তখন মূসা বলল ঃ আপনি এক নিস্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই! আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।	٧٤. فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا
৭৫। সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা?	٧٥. قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا
৭৬। (মূসা) বলল ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে	٧٦. قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِى ۖ قَدْ

রাখবেননা; তখন আমার ওযর আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে।	بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا

খিয্‌র (আঃ) নাবালক ছেলেকে হত্যা করলেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এরপর তাঁরা এক সাথে চলতে চলতে এক গ্রামে কতকগুলি বালককে খেলায় রত অবস্থায় দেখতে পান। তাদের মধ্যে একটি বালক ছিল খুবই সুশ্রী ও বুদ্ধিমান। খিয্‌র (আঃ) বালকটিকে মেরে ফেলেন। এ দেখে মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا আপনি এটা কি কাজ করলেন? এক নিষ্পাপ ছোট ছেলেকে কোন শারীয়াত সম্মত কারণ ছাড়াই মেরে ফেললেন! আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!

পঞ্চদশ পারা সমাপ্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, খিয্‌র (আঃ) দ্বিতীয়বার মূসাকে (আঃ) তাঁর অঙ্গীকার কৃত শর্তের বিপরীত আচরণ করার কারণে তিরস্কার করেন।

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا *সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা?* এ কারণেই মূসাও (আঃ) এবার অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলেন ঃ

إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا

আচ্ছা ঠিক আছে, এবারও আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর যদি আমি আপনার কোন কাজের প্রতিবাদ করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেননা। সত্যিই আপনি বারবার আমাকে সতর্ক করে আসছেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেই ত্রুটি করেননি। এবার যদি আমি ভুল করি তাহলে এর শাস্তি আমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তাঁর কারও কথা স্মরণ হত এবং তিনি তার জন্য দু'আ করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন। একদা তিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করুন এবং মূসার (আঃ) উপরও দয়া করুন! যদি তিনি স্বীয় সঙ্গীর সাথে (খিয্‌রের (আঃ)) আরও অনেকক্ষণ অবস্থান করতেন এবং

ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে আরও বহু বিস্ময়কর বিষয় আমরা অবগত হতাম। কিন্তু তিনিতো বলে ফেলেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেননা; তখন আমার ওযর আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে। (তাবারী ১৮/৭৭)

৭৭। অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল এবং তাদের নিকট খাদ্য চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল; অতঃপর সেখানে তারা এক পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে ওটাকে সুদৃঢ় করে দিল; (মূসা) বলল ঃ আপনিতো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।	٧٧. فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرًا
৭৮। সে বলল ঃ এখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।	٧٨. قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيۡنِي وَبَيۡنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأۡوِيلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرًا

দেয়াল পুর্ননির্মাণ করার বর্ণনা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ দু'বারের দু'টি ঘটনার পর আবার তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ইমাম ইব্ন সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, ঐ গ্রামটির নাম ছিল 'আইলাহ।' (তাবারী ১৮/৭৮) বর্ণিত আছে, তথাকার লোকেরা ছিল খুবই

কৃপণ। (আহমাদ ৫/১১৯) তাঁরা দু'জন (ক্ষুধার্ত ব্যক্তি) তাদের কাছে খেতে চাইলে তারা পরিস্কারভাবে অস্বীকার করে। তাঁরা সেখানে দেখতে পান যে, একটি দেয়াল পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ওটা স্বস্থান ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে। দেয়ালটিকে ঐ অবস্থায় দেখা মাত্রই খিয্‌র (আঃ) ওটা সুদৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে দেন এবং ওটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায়।

পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, খিয্‌র (আঃ) পতনোম্মুখ দেয়ালটিকে স্বহস্তে ঠিক করে দেন, ফলে তা সুদৃঢ় হয়ে যায়। ঐ সময় মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এ গ্রামের লোকেরা আমাদেরকে খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্ঞেসতো করলইনা, এমন কি আমরা তাদের কাছে খাবার চাওয়ার পরেও তারা আমাদেরকে খেতে দিতে অস্বীকার করল। অথচ আপনি বিনা পারিশ্রমিকেই তাদের দেয়াল ঠিক করে দিলেন। **لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا** আপনি ইচ্ছা করলে পারিশ্রমিক চাইতে পারতেন? এটাতো আপনার ন্যায্য পাওনা? তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে খিয্‌র (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ **هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ** দেখুন! এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল। কেননা শিশুটিকে হত্যা করার সময় আপনি আমার ঐ কাজের প্রতিবাদ করলে আমি আপনাকে ভৎর্সনা করেছিলাম। ঐ সময় আপনি নিজেই বলেছিলেন ঃ এরপর যদি আমি আপনার কোন কাজের প্রতিবাদ করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেননা, বরং আমাকে পৃথক করে দিবেন। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

৭৯। নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই যে), ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে প্রত্যেক (নিখুত) নৌকা ছিনিয়ে নিত।	٧٩. أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

৮০। আর কিশোরটি, তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন; আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে।	٨٠. وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَـٰنًا وَكُفْرًا
৮১। অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের রাব্ব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্টতর।	٨١. فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

নৌকার ক্ষতি সাধন করার কারণ

এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যাপারে খিয্‌র (আঃ) মূসাকে (আঃ) বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছেন, যে জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন তার মাধ্যমে যে কাজগুলি তিনি করেছিলেন। মূসার (আঃ) কাছে তা কখনও অযৌক্তিক এবং কখনও কঠোর মনে হয়েছিল। খিয্‌র (আঃ) বলেন ঃ আমি নৌকাটির ক্ষতি করেছিলাম এ কারণে যে, যে এলাকা দিয়ে নৌকাটি চলছিল ওখানের বাদশাহ ছিল অত্যাচারী। তার লোকেরা অক্ষত নৌকাটি দেখতে পেলে ওটি বাজেয়াপ্ত করে রেখে দিত। আমি নৌকাটির ক্ষতি করার মাধ্যমে বাদশাহর তরফ থেকে ওটি হস্তগত হওয়া বন্ধ করেছি। ফলে নৌকার গরীব মালিকেরা আয়ের পথ বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। এও বর্ণিত আছে যে, ঐ নৌকাটির মালিকেরা ছিল ইয়াতীম।

নাবালক ছেলেকে হত্যা করার কারণ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে বালকটিকে খিয্‌র (আঃ) হত্যা করেছিলেন তার জন্ম থেকেই তার তাকদীরে কাফির হিসাবে লিখিত ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এরূপ উল্লেখ করেছেন। (মুসলিম ২৩৮০, তাবারী ১৮/৮৫) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا *তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন - আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে।* খিয্র (আঃ) বলেন যে, খুব সম্ভব ঐ ছেলের প্রতি ভালবাসা তার পিতা-মাতাকেও কুফরীর দিকে টেনে নিয়ে যেত। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার জন্মের কারণে তার পিতা-মাতা খুবই আনন্দিত হয়েছিল এবং তার মৃত্যু হওয়া দেখে তারা খুবই দুঃখিত হয়, অথচ তার জীবন তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মীমাংসার উপরই মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের রাব্ব আমাদের পরিণাম সম্যক রূপে অবগত। আর আমরা তাঁর থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। মু'মিন তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তারচেয়ে ওটাই বেশি উত্তম যা আল্লাহ তার জন্য পছন্দ করেন। (তাবারী ১৮/৮৬) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ফাইসালা করেন তা সরাসরি উত্তমই হয়ে থাকে। (আহমাদ ৩/১১৭) কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬) খিয্র (আঃ) বলেন ঃ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا আমি চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাদেরকে এই ছেলের বিনিময়ে এমন ছেলে দান করবেন যে হবে আল্লাহভীরু, পিতা-মাতার নিকট হবে অত্যন্ত প্রিয়। অথবা সেই ছেলে তার পিতা মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

٨٢. وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَـٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَـٰلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ	**৮২। আর ঐ প্রাচীরটি - ওটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং তোমার রাব্ব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং**

أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا	**তারা তোমার রবের দেয়া তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক; আমি নিজ হতে কিছু করিনি; তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে এটাই তার ব্যাখ্যা।**

পারিশ্রমিক ছাড়াই দেয়াল পুর্ননির্মাণ করে দেয়ার কারণ

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বড় শহরের উপরও গ্রামের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কেননা পূর্বে মহান আল্লাহ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ... الخ (১৮ ঃ ৭৭) বলেছেন। অর্থাৎ যখন তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল। আর এখানে فِى الْمَدِيْنَةِ বা শহর বলেছেন। অনুরূপভাবে মাক্কা মুকাররামাকেই গ্রাম বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ

তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৩) অন্যত্র মাক্কা ও তায়েফ উভয় শহরকেই গ্রাম বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১)

এই আয়াতে (১৮ ঃ ৮২) আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ ঐ দেয়ালটিকে ঠিক করে দেয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা এই ছিল যে, ওটা ছিল ঐ শহরের দু'টি পিতৃহীন বালকের অধিকারভুক্ত। ওর নীচে তাদের সম্পদ প্রোথিত ছিল। সঠিক তাফসীরতো এটাই। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, ওটা ছিল জ্ঞান ভান্ডার।

এই আয়াত দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয় যে, মানুষের সাওয়াবের কারণে তার সন্ত ান সন্ততিরাও দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর করুণা লাভ করে থাকে। ইহা তাদের

সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করার কারণে হয়ে থাকবে। এর ফলে তাদেরকে জান্নাতের সর্বোত্তর স্তরে পৌঁছে দেয়া হবে, যাতে তারা সবাই মিলে আনন্দে থাকতে পারে। পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস থেকে এর প্রমাণ মিলে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তাদেরকে জান্নাতের উঁচু স্তরে স্থান দেয়া হবে তাদের পিতা-মাতার উত্তম আমলের কারণে, যদিও উল্লেখ করা হয়নি যে, তারাও উত্তম আমলকারী ছিল। (তাবারী ১৮/৯০) এ আয়াতে রয়েছে ঃ

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا তোমার রাব্ব ইচ্ছা করলেন। এখানে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে স্থাপন করার কারণ এই যে, যৌবনে পৌঁছাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেহই সক্ষম নয়। দেখা যায় যে, শিশুর ব্যাপারে ও নৌকার ব্যাপারে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে লাগিয়েছেন। যেমন বলেছেন ঃ **فَأَرَدْنَا** (আমি ইচ্ছা করলাম) এবং **فَأَرَدْتُ** (আমি ইচ্ছা করলাম)। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

খিয্র (আঃ) কি নাবী ছিলেন?

অতঃপর খিয্র (আঃ) মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ যে তিনটি ঘটনাকে আপনি বিপজ্জনক মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহর রাহমাত। নৌকার মালিকরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে। কিন্তু তা ত্রুটিযুক্ত করার ফলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়েছে। শিশুটি হত্যার ফলে তার পিতা-মাতা সাময়িকভাবে দুঃখ পেলেও চিরদিনের দুঃখ ও আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এরপরে তারা সুসন্তান লাভ করেছে। আর দেয়াল ঠিক করে দেয়ার ফলে ঐ সৎকর্মশীল লোকটির সন্তানদ্বয়ের গুপ্তধন রক্ষিত হয়েছে। এই কাজগুলি আমি আমার খেয়াল খুশীমত করিনি, বরং আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করেছি মাত্র। এর দ্বারা কেহ কেহ খিয্রের (আঃ) নাবুওয়াতের উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। ইতোপূর্বে (১৮ ঃ ৬৫) আয়াতের ব্যাখ্যায় এর উপর পূর্ণভাবে আলোচনা সমালোচনা হয়ে গেছে। কারও কারও মতে তিনি রাসূল ছিলেন।

তাঁকে খিয্র বলার কারণ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাঁকে *'খিয্র'* বলার কারণ এই যে, তিনি সাদা বর্ণের শুষ্ক ঘাসের

উপর বসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওর নীচ থেকে সবুজ বর্ণের ঘাস উদগত হয়েছিল। (আহমাদ ২/৩১২) হাম্মান (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনি শুষ্ক ঘাসের উপর বসেছিলেন, অতঃপর তা সবুজ বর্ণ ধারণ করেছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৯) বিষয়টি তখন পর্যন্ত অস্পষ্ট ও কঠিন মনে হয়। তিনি আরও পরিস্কারভাবে জানানোর জন্য বললেন ঃ

سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا

যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৭৮) ক্রিয়া বাচক শব্দ ব্যবহারের তীব্রতা প্রমাণ করে যে, তার মনে কতখানি সন্দেহ ও দ্বিধা কাজ করছিল। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَا ٱسْطَٰعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ

এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৯৭) খিয্‌র (আঃ) মূসাকে (আঃ) প্রকৃত রহস্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন এবং তাঁর কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ

ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا

তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে এটাই তার ব্যাখ্যা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৮২)

পূর্বে মূসার (আঃ) আগ্রহ ও কাঠিন্য বেশি ছিল বলে মহান আল্লাহ **لَمْ تَسْتَطِعْ** শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর খিয্‌র (আঃ) যখন রহস্য খুলে দিলেন তখন আর কাঠিন্য থাকলনা, কাজেই **لَمْ تَسْطِعْ** শব্দ নিয়ে এলেন। এর সিফাত বা বিশ্লেষণ নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

فَمَا ٱسْطَٰعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَٰعُواْ لَهُۥ نَقْبًا

এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা বা ভেদ করতে পারলনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৯৭) ভেদ করার তুলনায় অতিক্রম করা সহজ বলে **ثـــقيـــل** বা ভারীর মুকাবিলা ভারীর দ্বারা করা হয়েছে এবং **خفيف** বা হালকার

মুকাবিলা করা হয়েছে হালকা দ্বারা। এভাবে শাব্দিক ও মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

মূসার (আঃ) সঙ্গীর আলোচনা ঘটনার শুরুতে ছিল। কিন্তু পরে আর তাঁর আলোচনা করা হয়নি। কেননা মূসা (আঃ) ও খিয্‌রের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মূসার (আঃ) ঐ সাথী ছিলেন ইউশা ইব্‌ন নূন (আঃ)। তাঁকেই মূসার (আঃ) পরে বানী ইসরাঈলের ওয়ালী বানানো হয়েছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৮৩। তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বলে দাও ঃ আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব।	٨٣. وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا
৮৪। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম।	٨٤. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا

যুলকারনাইনের ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ হে মুহাম্মাদ! তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মাক্কার কাফিরেরা আহলে কিতাবকে বলেছিল ঃ আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করব এবং তিনি তার উত্তর দিতে পারবেননা। তখন তারা তাদেরকে বলেছিল ঃ প্রথম প্রশ্ন তোমরা তাঁকে ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যিনি সারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছিলেন। তোমরা তাঁকে দ্বিতীয় প্রশ্ন ঐ যুবকদের সম্পর্কে করবে যারা সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আর তৃতীয় প্রশ্ন করবে রূহ সম্পর্কে। তাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তরে এই সূরা কাহফ অবতীর্ণ হয়।

যুলকারনাইন ছিলেন একজন অতি শক্তিশালী যোদ্ধা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। সাথে সাথে আমি তাকে সামরিক শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রও দান করেছিলাম। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আরাব, অনারাব সবাই তাঁর কর্তৃত্বধীন ছিল। আমি তাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম। তিনি সমস্ত ভাষা জানতেন। যে কাওমের সাথে তাঁর যুদ্ধ হত তিনি তাদের ভাষায়ই কথা বলতেন। কেহ কেহ বলেন যে, তার নাম ছিল যুলকারনাইন। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, তিনি সূর্যের দুই দিগন্তে অর্থাৎ পূর্বে ও পশ্চিমে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (*এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম*) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। কাতাদাহ (রহঃ) এর আরও অর্থ করেছেন ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের গুণাগুণ। বিলকীস সম্পর্কেও কুরআনুল কারীমে এই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ

তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২৩) এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, বাদশাহদের কাছে সাধারণতঃ যা কিছু থাকে ওর সবই তার (বিলকিসের) নিকট বিদ্যমান ছিল। অনুরূপভাবে যুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন ব্যাপকভাবে বিজয় লাভ করতে পারেন এবং যমীনকে যেন মুশরিক ও কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারেন। আর যেন আল্লাহর তাওহীদ বা একাত্মবাদের সাথে একাত্মবাদীদের রাজত্ব ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব কাজে যে সব আসবাব ও সরঞ্জামের প্রয়োজন ঐ সব কিছুই মহামহিমান্বিত আল্লাহ যুলকারনাইনকে প্রদান করেছিলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৮৫। সে এক পথ অবলম্বন করল।	٨٥. فَأَتْبَعَ سَبَبًا

৮৬। চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল পানিতে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল; আমি বললাম ঃ হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।	٨٦. حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
৮৭। সে বলল ঃ যে কেহ সীমা লংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।	٨٧. قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا
৮৮। তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দিব।	٨٨. وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

যুলকারনাইনের সূর্যাস্তের প্রান্তসীমায় (পশ্চিমে) পৌঁছা

যুলকারনাইন একটি পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। যমীনের একটি দিক অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করলেন। যমীনের উপর যে সব নিদর্শন ছিল ওগুলিকে অবলম্বন করে তিনি চলতে লাগলেন। পশ্চিম দিকে যতদূর পারলেন চলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছে গেলেন। এটা

স্মরণ রাখার বিষয় যে, এর দ্বারা আকাশের ঐ অংশকে বুঝানো হয়নি যেখানে সূর্য অস্তমিত হয়। কেননা সেখান পর্যন্ত পৌঁছা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বরং তিনি ওর ঐ পার্শ্ব পর্যন্ত পৌঁছেন যে পর্যন্ত পৌঁছা মানুষের পক্ষে সম্ভব। কতগুলি কাহিনী প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি সূর্য অস্তগমনের স্থান অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং সূর্য তাঁর পিছনে অস্তমিত হত। এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। অনুমিত হয় যে, এটা আহলে কিতাবের অশ্লীল কথন। তাদের এটা মনগড়া কথা। যাহোক, যখন তিনি পশ্চিম দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেন তখন এরূপ মনে হল, যেন সূর্য সাগরে অস্ত যাচ্ছে। কেহ যদি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখে তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার এরূপই মনে হবে যে, ওটা যেন পানির মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে। অথচ সূর্য তার আপন বলয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ওর কক্ষপথ থেকে কখনও পৃথক হয়না।

حَمِـــأَة শব্দ **حَمْأَةٌ** হতে বের হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মসৃন কাদা মাটি। কুরআনুল হাকীমের নিম্ন আয়াতের তাফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنِّى خَـٰلِقُۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

নিশ্চয়ই আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا যুলকারনাইন সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পান যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আদম সন্তানদের মধ্যে তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপরও তাকে বিজয় দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا *আমি বললাম ঃ হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার*। এখন এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবেন। তিনি আদল ও ঈমানের উপরই থাকলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ

أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّه فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا যারা এখনও কুফরী ও শির্কের উপরই রয়ে যাবে তাদেরকে আমি শাস্তি দিব হত্যা ও ধ্বংস দ্বারা। অতঃপর যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে

তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এর দ্বারা কিয়ামাতের দিনও প্রমাণিত হয়। وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءِ الْحُسْنَى পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে, সৎকার্যাবলী সম্পাদন করবে, তাদের জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি আমি নম্র ব্যবহারে কথা বলব।

৮৯। আবার সে এক পথ ধরল।	٨٩. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
৯০। চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছল তখন সে দেখল - ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য তাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি।	٩٠. حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا
৯১। প্রকৃত ঘটনা এটাই যে, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।	٩١. كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

যুলকারনাইনের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যুলকারনাইন পশ্চিম দিক থেকে ফিরে এসে পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেন। পথে যে সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ হত তাদেরকে তিনি আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর একাত্মবাদের দা'ওয়াত দিতেন। তারা স্বীকার করলেতো ভালই, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। আল্লাহর ফাযলে তাদের উপর বিজয় লাভ করে তিনি তাদেরকে নিজের অধীনস্থ করে তথাকার ধন-সম্পদ, গৃহ পালিত পশু, খাদেম প্রভৃতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হতেন। সূর্য উদিত হওয়ার স্থানে যখন তিনি পৌঁছেন তখন সেখানে দেখতে পান যে, একটি জনবসতি রয়েছে। কিন্তু সেখানের লোকেরা প্রায় চতুস্পদ জন্তুর মত ছিল। না তারা ঘরবাড়ী

তৈরী করে, না সেখানে কোন গাছপালা রয়েছে, না রোদের তাপের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কিছু সেখানে বিদ্যমান রয়েছে।

কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতনা। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা সুরঙ্গে চলে যেত, সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের জীবিকার অন্বেষনে দূরবর্তী ক্ষেত খামারে ছড়িয়ে পড়ত। (তাবারী ১৮/১০০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا প্রকৃত ঘটনা এটাই যার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। অর্থাৎ যুলকারনাইন ও তাঁর সঙ্গীদের কোন কাজ, কোন কথা এবং কোন চাল-চলন আল্লাহ তা'আলার অজানা ছিলনা। যদিও তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক ছিল এবং যমীনের প্রতিটি অংশে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তবুও কোন কিছুই মহান আল্লাহর অগোচরে ছিলনা।

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫)

৯২। আবার সে এক পথ ধরল।	٩٢. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
৯৩। চলতে চলতে সে যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছিলনা।	٩٣. حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا
৯৪। তারা বলল ঃ হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মা'জুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে রাজস্ব দিব এই শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক	٩٤. قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ

فِي ٱلۡأَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلَىٰٓ أَن تَجۡعَلَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَهُمۡ سَدًّا	প্রাচীর গড়ে দিবে?
٩٥. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيۡرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجۡعَلۡ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا	৯৫। সে বলল ঃ আমার রাব্ব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা'ই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবূত প্রাচীর গড়ে দিব।
٩٦. ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلۡحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيۡنَ ٱلصَّدَفَيۡنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرًا	৯৬। তোমরা আমার নিকট লৌহপিন্ডসমূহ নিয়ে এসো; অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল ঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন ওটা আগুনের মত উত্তপ্ত হল তখন সে বলল ঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি ওটা ঢেলে দিই ওর উপর।

যুলকারনাইনের ইয়াজুজ-মা'জুজদের এলাকায় প্রবেশ এবং তাদের জন্য বাধার প্রাচীর নির্মাণ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, যুলকারনাইন পূর্ব দিকে সফর শেষ করে একপথ ধরে চলতে থাকেন। চলতে চলতে দেখতে পান যে, দু'টি পাহাড় পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে, কিন্তু ঐ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে একটি উপত্যকা রয়েছে যেখান

দিয়ে ইয়াজুজ ও মা'জুজ বের হয়ে তুর্কীদের উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে থাকে। তারা তাদেরকে হত্যা করে, তাদের বাগান ও ক্ষেত খামার নষ্ট করে, শিশুদেরকেও মেরে ফেলে এবং সবদিক দিয়েই তাদের সর্বনাশ সাধন করে। ইয়াজুজ-মা'জুজও মানুষ, যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ আদমকে (আঃ) বললেন ঃ হে আদম! তিনি তখন বলবেন ঃ লাব্বাইকা ইয়া সাদাইকা (এইতো আমি হাযির আছি) আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আগুনের অংশ পৃথক কর। তিনি বলবেন ঃ কতটা অংশ পৃথক করব? জবাবে মহান আল্লাহ বলবেন ঃ প্রতি হাজার হতে নয়শ' নিরানব্বই জনকে পৃথক কর (অর্থাৎ হাজারের মধ্যে নয়শ' নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং একজন জান্নাতী)। এটা ঐ সময় হবে যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে দু'টি দল এমন রয়েছে যে, তারা যার মধ্যে থাকবে তাদেরকে বেশী করে দিবে। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মা'জুজ। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৫, মুসলিম ১/২০১)

যুলকারনাইন যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেন তখন তিনি সেখানে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন যারা দুনিয়ার অন্যান্য লোকদের হতে বহু দূরে অবস্থান করার কারণে এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট ভাষা হওয়ার কারণে অন্যদের ভাষা প্রায়ই বুঝতে পারতনা।

ঐ লোকগুলি যুলকারনাইনের শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তার নিকট আবেদন জানিয়ে বলে ঃ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا যদি আপনি সম্মত হন তাহলে আমরা কর হিসাবে আপনার জন্য বহু ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র জমা করব এবং এর বিনিময়ে আপনি ঐ পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে কোন সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিবেন, যাতে আমরা ঐ বিবাদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিদিনের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি। তাদের এ কথার জবাবে যুলকারনাইন বললেন ঃ

مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ তোমাদের ধন-সম্পদের আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আমার রাব্ব আমাকে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছেন তা তোমাদের ধন দৌলত অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম ও উৎকৃষ্ট। যেমন সুলাইমান (আঃ) সাবা দেশের রাণীর দূতদেরকে বলেছিলেন ঃ

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم

তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে উৎকৃষ্ট। (সুরা নামল, ২৭ ঃ ৩৬) অতঃপর যুলকারনাইন ঐ লোকদেরকে বলেন ঃ তোমরা আমাকে তোমাদের দৈহিক শক্তি ও শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। তাহলে আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দিচ্ছি। **زُبَرُ** শব্দটি **زُبْرَةَ** শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল খন্ড। **زُبَرَ** *(যুবার)* হল *'যুবরাহ'* শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর টুকরা বা খন্ডসমূহ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/১১৪) এই খন্ডসমূহ দেখতে ইটের অথবা এই আকারের ব্লকের সম পরিমান। আরও বলা হয়েছে যে, ওর প্রতিটির ওযন হল এক *'দামাসকাস কিনতার'* (এক কিনতার সমান ২৫৬.৪০ কেজি) অথবা ওর চেয়ে কিছু বেশি। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ *অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হল*। এরপর তিনি ঐ ব্লকগুলি দ্বারা পাহাড়ের ফাকা জায়গাগুলি পূরণ করে দেন। অর্থাৎ দুই পাহাড়ের মাঝখানের যে অংশ খালি ছিল তাতে একটির পর একটি ব্লক বসিয়ে পাহাড় দু'টি যতখানি উঁচু ছিল, ব্লকের দেয়ালও ততখানি উঁচু করে মিলিয়ে দেন। ফলে উভয় পাহাড়ের সমান দেয়ালও উঁচু হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ **قَالَ انفُخُوا** তোমরা আগুনের তাপ বাড়িয়ে দাও **آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا** এবং ওতে তামা (**قِطْرًا**) ঢেলে দাও। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) **قِطْرًا** শব্দের অর্থ করেছেন তামা। কেহ কেহ বলেন যে, উহা ছিল গলিত। (তাবারী ১৮/১১৬-১১৭, দুররুল মানসুর ৫/৪৬০) যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ

আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবন প্রবাহিত করেছিলাম। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২)

সুতরাং ঠান্ডা হওয়ার পর প্রাচীরটি অত্যন্ত মযবুত হয়ে গেল। প্রাচীরটি দেখে মনে হল যেন তা রেখাযুক্ত চাদর।

৯৭। এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা বা ভেদ করতে পারলনা।	٩٧. فَمَا ٱسۡطَـٰعُوٓاْ أَن يَظۡهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَـٰعُواْ لَهُۥ نَقۡبًا
৯৮। যুলকারনাইন বলল ঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ; যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওটাকে চূর্ন-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।	٩٨. قَالَ هَـٰذَا رَحۡمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعۡدُ رَبِّي حَقًّا
৯৯। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব একের পর এক তরঙ্গের আকারে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে; অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব।	٩٩. وَتَرَكۡنَا بَعۡضَهُمۡ يَوۡمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعۡضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعۡنَـٰهُمۡ جَمۡعًا

কিয়ামাতের শুরুতে ইয়াজুজ-মা'জুজের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ ইয়াজুজ ও মা'জুজের ক্ষমতা নেই যে, তারা ঐ প্রাচীরের উপর উঠে তা অতিক্রম করতে পারে এবং এই শক্তিও নেই যে, তাতে ছিদ্র করে ওর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। ভেঙ্গে দেয়ার তুলনায় উপরে চড়া সহজ বলে مَا اسْطَاعُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে مَااسْتَطَاعُوْا শব্দ আনা হয়েছে। মোট কথা, তারা ঐ প্রাচীরের উপর উঠতেও পারেনা এবং ওতে ছিদ্র করতেও সক্ষম নয়।

যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) (নাবীর স্ত্রী) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম হতে জাগেন। তাঁর মুখমন্ডল রক্তিম

বর্ণ ধারণ করেছিল এবং তিনি বলছিলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরাবের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মা'জুজের প্রাচীর এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি স্বীয় শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত করে তা দেখিয়ে দিলেন। উম্মুল মু'মিনীন যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মাঝে ভাল লোকগুলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি ধ্বংস করে দেয়া হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, যখন খারাপ ও কলুষিত লোকদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে। (আহমাদ ৬/৪২৮, ফাতহুল বারী ৬/৪৪০, মুসলিম ৪/২২০৮) ঐ প্রাচীরের নির্মাণ কাজ শেষ করে যুলকারনাইন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন ঃ

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء এটা আমার রবের অনুগ্রহ যে, তিনি দুষ্টদের দুষ্টামী হতে সৃষ্টজীবকে নিরাপত্তা দান করলেন। তবে যখন তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবেন। তখন এর দৃঢ়তা কোনই কাজে আসবেনা। উষ্ট্রীর কুঁজ যখন ওর পিঠের সাথে সমানভাবে মিলে থাকে, উঁচু হয়ে থাকেনা, তখন আরাববাসী ওকে **نـــاقة دكاء** বলে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে যে, যখন মূসার (আঃ) সামনে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করেন তখন ঐ পাহাড় যমীনের সমান হয়ে যায়।

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا

অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৩) সেখানেও **جعله دكا** শব্দ রয়েছে। সুতরাং কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে ঐ প্রাচীরটিও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং ইয়াজুজ ও মা'জুজের বের হওয়ার পথ বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অটল ও সত্য। কিয়ামাতের আগমনও সত্য। ঐ প্রাচীর ভাঙ্গা মাত্রই ইয়াজুজ মা'জুজ বেরিয়ে পড়বে এবং জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়বে, আপন পরের কোন পার্থক্য থাকবেনা। এই ঘটনা দাজ্জালের আগমনের পর কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ঘটবে। এর পূর্ণ বর্ণনা নিম্নের আয়াতের তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ

যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মা'জুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, বরং আমরা ছিলাম সীমা লংঘনকারী। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৬-৯৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। হাদীসে আছে যে, ওটা একটা যুগ যাতে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফুৎকারদাতা হবেন ইসরাফীল (আঃ), যেমন এটা প্রমাণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কি করে আমি শান্তি তে ও আরামে বসে থাকতে পারি অথচ শিংগার অধিকারী মালাক/ফেরেশতা শিংগা মুখে লাগিয়ে, কপাল ঝুঁকিয়ে এবং কান খাড়া করে বসে রয়েছেন যে, কখন আল্লাহর নির্দেশ হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তখন আমরা কি বলব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বল ঃ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কার্যনির্বাহক! আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি।' (তিরমিযী ৭/১১৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করব। অর্থাৎ তিনি সকলকেই হিসাবের জন্য জমা করবেন। সবারই হাশর তাঁর সামনে হবে। যেমন সূরা ওয়াকি'আহয় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَحَشَرۡنَـٰهُمۡ فَلَمۡ نُغَادِرۡ مِنۡهُمۡ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

১০০। আর সেইদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট -	١٠٠. وَعَرَضۡنَا جَهَنَّمَ يَوۡمَبِذٍ لِّلۡكَـٰفِرِينَ عَرۡضًا
১০১। যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ, আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।	١٠١. ٱلَّذِينَ كَانَتۡ أَعۡيُنُهُمۡ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكۡرِى وَكَانُواْ لَا يَسۡتَطِيعُونَ سَمۡعًا
১০২। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।	١٠٢. أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوۡلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَـٰفِرِينَ نُزُلاً

কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে প্রথমে জাহান্নাম প্রদর্শন করা হবে

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে কি করবেন এখানে তিনি তারই খবর দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ার পূর্বেই জাহান্নাম এবং ওর

শাস্তি অবলোকন করবে। তাদেরকে ঐ জাহান্নামের মধ্যে প্রবিষ্ট করা হবেই এই বিশ্বাস রেখে ওর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেই তারা চরমভাবে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন জাহান্নামকে হেঁচড়ে টেনে আনা হবে। ওর সত্তর হাজার লাগাম হবে, প্রতিটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা থাকবে। (মুসলিম ৪/২১৮৪)

ঐ কাফিরেরা পার্থিব জীবনে নিজেদের চোখ ও কানকে বেকার করে রেখেছে। না তারা সত্যকে দেখেছে ও শুনেছে, আর না আমল করেছে। **الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا** *যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ, আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।*

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬) তারা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের বাতিল মা'বূদরাই তাদের উপকার করবে। আর তাদের সমস্ত বিপদ-আপদ দূর করে দিবে।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء *যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে?*

ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا** ঐ কাফিরদের বাসস্থানতো জাহান্নাম। ঐ জাহান্নাম এখনও প্রস্তুত রয়েছে।

১০৩। বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব	**١٠٣. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم**

بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلاً	কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাপারে?
١٠٤. ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا	১০৪। ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎ কাজ করছে।
١٠٥. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًا	১০৫। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের রবের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওযনের ব্যবস্থা রাখবনা।
١٠٦. ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَـٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا	১০৬। জাহান্নাম - এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রুপের বিষয় স্বরূপ।

আমলের ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

মুসআ'ব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা, অর্থাৎ সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এর দ্বারা কি হারুরিয়্যা বা খারিজীদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ না, বরং এর দ্বারা ইয়াহুদী

ও খৃষ্টানরা উদ্দেশ্য। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর খৃষ্টানরা জান্নাতকে অস্বীকার করে বলেছে যে, সেখানে খাদ্য ও পানীয় কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, খারিজীরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়তার পর ভঙ্গ করেছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৭৮) সা'দ (রাঃ) খারিজীদেরকে ফাসিক বলতেন। আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে, এর দ্বারা খারিজীরাই উদ্দেশ্য। ভাবার্থ এই যে, এই আয়াত দ্বারা যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা উদ্দেশ্য, অনুরূপভাবে খারিজীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতটি সাধারণ। যে কেহই আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও আনুগত্য ঐ পদ্ধতিতে করবে যে পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় নয়, তারা সবাই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তারা নিজেদের এ আমলে খুশি হয় এবং মনে করে যে, তারা আখিরাতের অনেক পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়েছে এবং তাদের সৎ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় এবং তাদের সৎ আমলের বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাদের আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় নয়, বরং বর্জনীয়। তারা ভুল ধারণাকারী লোক।

এটি মাক্কায় অবতারিত আয়াত। আর প্রকাশ্য কথা এই যে, মাক্কায় অবতারিত আয়াতগুলি দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি এবং তখন পর্যন্ত খারিজীদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। সুতরাং এই বিজ্ঞজনদের উদ্দেশ্য এটাই বুঝানো যে, আয়াতে সাধারণ শব্দগুলি এদের সবাইকে এবং এদের মত অন্য যারা রয়েছে তাদের সবাইকে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন সূরা গাশিয়ায় রয়েছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً

সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে; কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে; তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২-৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯)

এরা ঐ সব লোক যারা নিজেদের পন্থায় ইবাদাত ও আমল করে এবং মনে করে যে, তারা অনেক সাওয়াবের কাজ করল এবং ওগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় ও পছন্দনীয়। কিন্তু তাদের ঐ আমলগুলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় ছিলনা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবেকও ছিলনা বলে সেগুলো গ্রহণীয় হওয়ার পরিবর্তে বর্জনীয় হয়ে গেল। প্রিয় হওয়ার পরিবর্তে অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হয়ে গেল।

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সমস্ত প্রমাণ তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা ওগুলি চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়ার পরেও অমান্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (*সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওযনের ব্যবস্থা রাখবনা*)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন এক দল মোটা-তাজা ও ভারী ওযনের লোক নিয়ে আসা হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ওযন একটি মশার পাখার সমানও হবেনা। তারপর তিনি বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে **فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا** এ আয়াতটি পাঠ করে নাও। (ফাতহুল বারী ৮/২৭৯, মুসলিম ৪/২১৪৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا জাহান্নামই হবে তাদের প্রতিদান। এটা হচ্ছে তাদের কুফরী, সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলদেরকে বিদ্রুপের পাত্র হিসাবে গ্রহণ করারই প্রতিফল।

১০৭। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল	١٠٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا	**ফিরদাউসের উদ্যান ।**
١٠٨. خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا	**১০৮। সেখানে তারা স্থায়ী হবে; তা হতে স্থানান্তর কামনা করবেনা।**

বিশ্বাসী মু'মিনদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে ওরাই যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে, তাঁর রাসূলদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে এবং তাদের কথা ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান। আবূ উমামা (রহঃ) বলেন, ফিরদাউস হল জান্নাতের নাভী স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ফিরদাউস হল সর্বোচ্চ জান্নাত যা অন্যান্য জান্নাতের মাঝখানে অবস্থিত। (তাবারী ১৮/১৩০) সামুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতুল ফিরদাউস হল জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর, জান্নাতের মধ্যমনি এবং সর্বোৎকৃষ্ট। আনাস ইবন্ মালিক (রাঃ) হতে কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে বলে বলা হয়েছে। সব বর্ণনাই ইব্ন জারীর (রহঃ) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (তাবারী ১৮/১৩৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা ওটাই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। ওখান হতেই জান্নাতের নাহরগুলি প্রবাহিত। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫)

এটাই হবে তাদের অতিথিশালা। সেখানে তারা অতিথি হিসাবে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবেনা এবং বের হওয়ার তারা কামনাও করবেনা। কেননা ওর চেয়ে সুখময় স্থান আর নেই। সেখানে সর্বপ্রকার উচ্চ মানের জীবনোপকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। কোন কিছুরই অভাব নেই। একের পর এক রাহমাত আসতেই থাকবে। সুতরাং দৈনন্দিন আগ্রহ,

প্রেম-প্রীতি এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। মনে কোন বিরক্তি আসবেনা, বরং ওরই প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا তারা এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবেনা। অর্থাৎ তারা এটা ছাড়া অন্যটা পছন্দ করবেনা এবং এটা ব্যতীত অন্য কিছু ভালবাসবেনা। এখান ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় তারা যেতেও চাবেনা।

১০৯। বল ঃ আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তাহলেও আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে - সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র নিয়ে এলেও।	١٠٩. قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا

আল্লাহর গুণাগুণ বর্ণনা করে কখনও শেষ করা যাবেনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যদি ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্রসমূহের সমস্ত পানিকে কালি বানানো হয়, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসাবলীর ব্যাক্যসমূহ, তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ, তাঁর গুণাবলীর কথা এবং তাঁর নিপুণতার কথা লিখতে শুরু করা হয় তাহলে এই সমুদয় কালি শেষ হয়ে যাবে, তথাপি তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হবেনা। **وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه** যদি আরও এই রূপ সমুদ্র আনা হয়, এরপর আবারও এবং এরপর আবারও আনা হয় তবুও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর নৈপূন্য এবং তাঁর দলীল প্রমাণাদির বর্ণনা শেষ হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَـٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৭)

রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন ঃ সমস্ত মানুষের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু, যতটুকু সমুদ্রের পানির একটি ফোঁটা ওর সমস্ত পানির তুলনায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সমস্ত গাছের কলমগুলি লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাবে, সমুদ্রের পানির সমস্ত কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তথাপি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণাবলীর বাক্যসমূহ তেমনই থেকে যাবে যেমন ছিল। তাঁর গুণাবলী ও প্রশংসা অপরিমিত ও অসংখ্য। কে এমন আছে যে, আল্লাহর সঠিক ও পূর্ণ মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে? এমন কে আছে যে তাঁর পূর্ণ প্রশংসা ও গুণগান করতে পারে? নিশ্চয়ই আমাদের রাব্ব ঐরূপই যেরূপ তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। আমরা তাঁর যতই প্রশংসা করিনা কেন তিনি তার বহু উর্ধ্বে। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সারা দুনিয়ার তুলনায় একটি সরিষার দানা যেমন, জান্নাত ও আখিরাতের নি'আমাতরাজির তুলনায় সারা দুনিয়ার নি'আমাত ঠিক তেমনই।

১১০। বল ঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কেহকেও শরীক না করে।	١١٠. قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا.

নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্যান্যদের মতই মাটির তৈরী একজন মানুষ ছিলেন

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তাহলে এই কুরআনের মত একটি কুরআন তোমরাও নিয়ে এসো। আমি কোন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও নই।

তোমরা আমাকে যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করেছ এবং গুহাবাসীদের ঘটনা সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছ। আমি তাদের ঘটনা তোমাদেরকে বর্ণনা করেছি যা প্রকৃত ঘটনার সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে গেছে। যদি আমার কাছে আল্লাহর অহী না আসত তাহলে আমি অতীতের ঘটনা সঠিকভাবে কি করে তোমাদের সামনে বর্ণনা করতে পারতাম? তোমরা একাত্মবাদী হয়ে যাও, শির্ক পরিত্যাগ কর, আমার দা'ওয়াত এটাই। তোমাদের যে কেহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বিনিময় ও পুরস্কার পেতে চায় সে যেন শারীয়াত অনুযায়ী আমল করে এবং শির্ককে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। এ দু'টো রুকন ছাড়া কোন আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আমলে আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং সুন্নাত মুতাবেক হতে হবে।

মাহমূদ ইব্ন লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শির্ককেই সবচেয়ে বেশি ভয় করছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ছোট শির্ক কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ রিয়া (লোক দেখানো কাজ)। কিয়ামাতের দিন মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ যাও, যাদের জন্য তোমরা আমল করতে তাদের কাছেই প্রতিদান প্রার্থনা কর। দেখতো, তাদের কাছে প্রতিদান বা পুরস্কার পাও কিনা। (আহমাদ ৫/৪২৮)

আবূ সাঈদ ইব্ন আবি ফাযালা আনসারী (রাঃ) যিনি সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব বান্দাদেরকে জমা করবেন এমন একদিন যে দিন সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই, সেই দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন আমলে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে মিলিয়ে নিয়েছে সে যেন তার ঐ আমলের বিনিময় অন্যের কাছেই চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা শরীকদের শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। (আহমাদ ৪/২১৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (তিরমিযী ৮/৫৯৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০৬)

সূরা কাহফের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৯ মারইয়াম, মাক্কী

١٩ – سورة مريم، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ৯৮, রুকূ ৬

(اَيَاتُهَا : ٩٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) তার সিরাত গ্রন্থে উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে ইথিওপিয়ায় হিজরাতের ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদও (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে একই বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) নাজাশী এবং তার সভাসদদের কাছে সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনান। (ইব্ন হিশাম ১/৩৫৭, আহমাদ ১/২০১, ৪৬১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কাফ হা ইয়া ‘আঈন সাদ।	١. كٓهيعٓصٓ
২। এটা তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ, তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি।	٢. ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ
৩। যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে।	٣. إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا
৪। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার রাব্ব! আপনাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।	٤. قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا
৫। আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দীনকে	٥. وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن

وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا	ধ্বংস করে দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার তরফ হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী -
٦. يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا	৬। যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারীত্ব পাবে ইয়াকূবের বংশের এবং হে আমার রাব্ব! তাকে করুন সন্তোষভাজন।

আল্লাহর কাছে যাকারিয়ার (আঃ) পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা

এই সূরার প্রারম্ভে যে পাঁচটি অক্ষর রয়েছে এগুলিকে হুরূফে মুকাত্তাআহ বলা হয়। সূরা বাকারাহর তাফসীরের প্রারম্ভে আমরা এগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও নাবী যাকারিয়ার (আঃ) প্রতি তাঁর যে দয়া ও অনুগ্রহ নাযিল হয় তারই বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। زَكَرِيَّا শব্দটি এক কিরাআতে زَكَرِيَّاء রয়েছে। زَكَرِيَّا শব্দটির مَد ও قَصَر উভয় কিরাআতই মাশহুর বা প্রসিদ্ধ। তিনি বানী ইসরাঈলের এক অতি খ্যাতি সম্পন্ন নাবী ছিলেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, তিনি ছুতার ছিলেন এবং এ কাজ করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। (মুসলিম ৪/১৮৪৭) তিনি নিভৃতে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। তাঁর নিভৃতে ও নির্জনে প্রার্থনা করার কারণ এই যে, নির্জনে ও নিভৃতের প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয়। এ ধরনের প্রার্থনা তাড়াতাড়ি কবূল হয়। আল্লাহভীরু অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা খুব ভালরূপেই জানেন। ধীরে ধীরে ও চুপি চুপি কথা বললেও তিনি পূর্ণরূপে শুনতে পান। (তাবারী ১৮/১৪২) যাকারিয়া (আঃ) প্রার্থনায় বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا হে আমার রাব্ব! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। এর দ্বারা তিনি দুর্বলতা ও বার্ধক্যকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ হে আমার রাব্ব! আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরের ও বাইরের দুর্বলতা আমাকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا হে আমার রাব্ব! আপনার কাছে প্রার্থনা করে আমি কখনও ব্যর্থ মনোরথ হইনি এবং আপনার দরবার হতে কখনও শূন্য হাতে ফিরিনি, বরং যখনই যা কিছু চেয়েছি তা'ই আপনি আমাকে দান করেছেন।

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ মাওয়ালী (مَوَالِيَ) দ্বারা যাকারিয়া (আঃ) তাঁর পরবর্তী বংশধরদেরকে বুঝিয়েছেন। (তাবারী ১৮/১৪৪) আমার পরে আমার নিজস্ব লোক খুবই কম থাকবে। প্রথম কিরাআতের অর্থ হবে আমার কোন সন্তান নেই বলে আমার আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদের ব্যাপারে আমি আশংকা করছি যে, না জানি আমার পরে তারা আমার মিরাসের সাথে অন্যায় আচরণ করবে। সুতরাং হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সন্তান দান করুন, যে আমার পরে আমার নাবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, এটা মনে করা কখনও উচিত নয় যে, যাকারিয়ার (আঃ) ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কেননা নাবীগণ (আঃ) এ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাঁরা এ উদ্দেশে সন্তান লাভের প্রার্থনা জানাবেন যে, সন্তান না থাকলে তাঁদের মীরাস বা উত্তরাধিকার দূরের আত্মীয়দের মধ্যে চলে যাবে, এটা হতে তাঁদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। দ্বিতীয়তঃ এটাও প্রকাশমান যে, যাকারিয়া (আঃ) সারা জীবন ছুতারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে কি এমন সম্পদ থাকতে পারে যার জন্য তিনি এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে, ঐ সম্পদ তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যাবে? নাবীগণতো এমনিতেই সারা দুনিয়া হতে, অধিক মাল হতে বহু দূরে সরে থাকেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণই থাকেনা।

তৃতীয় কারণ এটাও যে, কয়েকটি সনদে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীগণের কোন ওয়ারিশ নেই, আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সবই সাদাকাহ রূপে পরিগণিত হয়। (ফাতহুল বারী ৬/২২৭, মুসলিম ৩/১৩৮৩) জামে তিরমিযীতেও সহীহ সনদে এ হাদীস রয়েছে। (তিরমিযী ৫/২৩৪) সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, যাকারিয়া (আঃ) যে আল্লাহ তা'আলার নিকট পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর ওয়ারিশ হবেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নাবুওয়াতের ওয়ারিশ, ধন-সম্পদের ওয়ারিশ নয়। এ জন্য তিনি বলেছিলেন ঃ সে আমার ওয়ারিশ হবে এবং আলে ইয়াকূবের (আঃ) ওয়ারিশ হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ دَاوُۥدَ

সুলাইমান দাঊদের ওয়ারিশ হল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৬) অর্থাৎ নাবুওয়াতের ওয়ারিস হলেন, ধন-সম্পদের ওয়ারিশ নয়। অন্যথায় সম্পদে অন্য ছেলেরাও ওয়ারিশ হয়। অতএব সম্পদে বিশেষত্ব বুঝায়না।

চতুর্থ কারণ এটাও যে, ছেলে ওয়ারিশ হওয়াতো সাধারণ কথা। এটা সবারই মধ্যে এবং সমস্ত সম্প্রদায়ে আছে। সুতরাং এটার কোন প্রয়োজন ছিলনা যে, যাকারিয়া (আঃ) নিজের প্রার্থনায় এই কারণ বর্ণনা করবেন। এর দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ উত্তরাধিকার একটা বিশেষ উত্তরাধিকার ছিল এবং সেটাও হল নাবুওয়াতের উত্তরাধিকার। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে পরিগণিত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইল্‌মের উত্তরাধিকার। যাকারিয়া (আঃ) ইয়াকূবের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনিও তাঁর পূর্ব পুরুষের মত নাবী হবেন। (তাবারী ১৮/১৪৬) তিনি আরও বলেন ঃ

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا হে আল্লাহ! তাকে পছন্দনীয় গোলাম বানিয়ে দিন এবং এমন দীনদার বানিয়ে দিন যেন আপনার মুহাব্বাত ছাড়াও সমস্ত সৃষ্টিজীব তাকে মুহাব্বাত করে, সবাই যেন তার ধর্ম ও চরিত্রকে পছন্দনীয় ও প্রেম প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে।

৭। তিনি বললেন ঃ হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি - তার নাম হবে ইয়াহইয়া। এই নামে আমি পূর্বে কারও নামকরণ করিনি।	٧. يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনা কবূল করেন

যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনা কবূল হয় এবং তাঁকে বলা হয় ঃ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى তুমি একটি সন্তানের সুসংবাদ শুনে নাও যার নাম হবে ইয়াহইয়া (আঃ)। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ. فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

তখন যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করেছিল, সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। অতঃপর যখন সে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল তখন মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন - তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নাবী হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৮-৩৯)। এখানে মহান আল্লাহ বলেন যে, তাঁর পূর্বে এই নাম অন্য কেহকে দেয়া হয়নি।

৮। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি!	٨. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا
৯। তিনি বললেন ঃ এরূপই হবে। তোমার রাব্ব বললেন ঃ এটা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমিতো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলেনা।	٩. قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا

দু'আ কবূল হওয়ায় যাকারিয়ার (আঃ) আনন্দ ও বিস্ময়

যাকারিয়া (আঃ) তাঁর প্রার্থনা কবূল হওয়ায় এবং নিজের সন্তান হওয়ার সুসংবাদ শুনে আনন্দ ও বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন যে, বাহ্যতঃ এটা অসম্ভব

বলেই মনে হচ্ছে। কেননা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিক থেকেই শুধু নৈরাশ্যই বিরাজ করছে। স্ত্রী বন্ধ্যা, এ পর্যন্ত তার কোন ছেলে-মেয়েই হয়নি, আর তিনি শেষ পর্যায়ের বৃদ্ধ। তাঁর অস্থিগুলিও মজ্জাহীন হয়ে গেছে। তিনিও একেবারে প্রজনন ক্ষমতাহীন হয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় তাঁদের সন্তান হওয়া কি করে সম্ভব? তাই তিনি আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েই বিশ্ব-রবের কাছে এর অবস্থা জানতে চান। মালাইকা উত্তরে বললেন ঃ

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ আল্লাহ তা'আলা এটা ওয়াদাই করেছেন যে, এই অবস্থায়ই এই স্ত্রী হতেই তিনি আপনাকে ছেলে দান করবেন। তাঁর কাছে এ কাজ মোটেই কঠিন নয়।

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا এর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর এবং এর চেয়ে বড় শক্তির কাজ তোমরা স্বয়ং দেখেছ। সেটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব, যা কিছুই ছিলনা, আল্লাহ তা'আলাই তা বানিয়েছেন। সুতরাং যিনি তোমাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি কি তোমাদেরকে সন্তান দানে সক্ষম নন? যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا

কাল-প্রবাহে মানুষের উপর এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১)

১০। যাকারিয়া বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থাবস্থায় কারও সাথে তিন দিন বাক্যালাপ করবেনা।	١٠. قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
১১। অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এলো এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা	١١. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن

سَبِّحُوا۟ بُكْرَةً وَعَشِيًّا	**ঘোষণা করতে বলল।**

দু'আ কবূলের শর্ত

মনে আরও বেশি প্রশান্তি ও অন্তরে সান্ত্বনার জন্য যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন ঃ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً হে আল্লাহ! এর কোন একটি নিদর্শন প্রকাশ করুন যা দেখে আমার হৃদয় শান্ত হয় এবং আশ্বস্ত বোধ করি, যেমন ইবরাহীম (আঃ) মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করণ দর্শনের আকাংখা এ জন্যই প্রকাশ করেছিলেন।

رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى

হে আমার রাব্ব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করনা? সে বলল ঃ হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬০) যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন ঃ

أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا তুমি মূক বা বোবা হবেনা এবং রোগাক্রান্ত হবেনা, কিন্তু তুমি লোকদের সাথে কথা বলবেনা এবং ঐ সময় তোমার মুখ দিয়ে কথা বের হবেনা। তিন দিন ও তিন রাত এ অবস্থায়ই থাকবে। এটাই হল নিদর্শন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), অহাব (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ কোন শারীরিক অসুস্থতা কিংবা দুর্বলতার কারণ ছাড়াই তাঁর জিহ্বা নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। (তাবারী ১৮/১৫২) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ তিনি মুখে তাসবীহ পাঠ, ক্ষমা প্রার্থনা, প্রশংসা, গুণগান সবই করতে পারতেন। কিন্তু লোকদের সাথে কথা বলতে পারতেননা, একমাত্র ইশারা করা ছাড়া। আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, ক্রমাগত তিন দিন ও তিন রাত পার্থিব কথা হতে বিরত থাকবে। প্রথম উক্তিটিও তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে এবং তাফসীরও এটাই। আর এটাই সঠিকও বটে। যেমন সূরা আলে ইমরানে এর বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিদর্শন চাওয়ায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرٗا وَسَبِّحۡ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَٰرِ

সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জন্য কোন নিদর্শন নির্দিষ্ট করুন; তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেনা; এবং স্বীয় রাব্বকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪১) সুতরাং ঐ তিন দিন ও তিন রাত তিনি লোকদের সাথে কথা বলতে পারতেননা। ইশারা ইঙ্গিতে শুধু নিজের মনের কথা বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা নয় যে, তিনি মূক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর যে কক্ষে গিয়ে নির্জনে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন সেখান থেকে বের হয়ে আসেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে নি'আমাত দান করেছিলেন এবং যে যিক্র ও তাসবীহ পাঠের তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঐ হুকুম তাঁর কাওমের উপরও হয়। কিন্তু তিনি কথা বলতে পারতেননা বলে ইশারায় তাদেরকে বুঝিয়ে দেন অথবা মাটিতে লিখে বুঝিয়ে দেন।

১২। আমি বললাম ঃ হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর; আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান -	١٢. يَٰيَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ بِقُوَّةٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِيّٗا
১৩। এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল সাবধানী -	١٣. وَحَنَانٗا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةٗۖ وَكَانَ تَقِيّٗا
১৪। মাতা-পিতার অনুগত এবং সে উদ্ধ্যত, অবাধ্য ছিলনা।	١٤. وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُن جَبَّارًا عَصِيّٗا
১৫। তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করে	١٥. وَسَلَٰمٌ عَلَيۡهِ يَوۡمَ وُلِدَ وَيَوۡمَ

এবং শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হয় এবং যেদিন সে পুনরুজ্জীবিত হবে।	يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

ইয়াহইয়ার (আঃ) জন্ম এবং তাঁর গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলার শুভ সংবাদ অনুযায়ী যাকারিয়ার (আঃ) ঔরষে ইয়াহইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাওরাত শিক্ষা দেন যা তাঁর উপর পাঠ করা হত। তাঁর পূর্বে ইয়াহুদীদের মাঝে যে নাবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন তারাও তাওরাতের বাণী লোকদের কাছে প্রচার করতেন যার হুকুমসমূহ নাবীগণের সাথে সাথে সৎ লোকেরাও অন্যদের নিকট প্রচার করতেন। ঐ সময় তিনি ছোট বালক ছিলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর ঐ অসাধারণ নি'আমাতেরও বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি যাকারিয়াকে (আঃ) সন্তানও দান করেন এবং তাঁকে বাল্যাবস্থায়ই আসমানী কিতাবের আলেমও বানান। আর তাঁকে নির্দেশ দেন ঃ

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ হে ইয়াহইয়া! কিতাবকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তা শিখে নাও। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا সাথে সাথে আমি তাকে ঐ অল্প বয়সেই বোধসম্পন্ন জ্ঞান, শক্তি, দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং সহনশীলতা দান করেছিলাম। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আমার (আল্লাহর) তরফ থেকে দয়া/করুণা। (তাবারী ১৮/১৫৬) ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ একই অর্থ করেছেন। যাহহাক (রহঃ) আরও বলেন ঃ ঐ দয়া যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে পাবার সুযোগ নেই। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়াকে (আঃ) তাঁর করুণা দ্বারা সিক্ত করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ প্রদত্ত এই করুণা ছিল যাকারিয়ার (আঃ) ধীর-স্থির সুলভতা। (তাবারী ১৮/১৫৬) শৈশবেই তিনি সৎ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং চেষ্টা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত ও জনসেবার কাজ শুরু করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যাকারিয়ার জন্য ইয়াহইয়ার অস্তিত্ব ছিল আমার করুণার প্রতীক যার উপর আমি ছাড়া আর কেহই সক্ষম নয়। ইব্ন আব্বাস

(রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! **'حَنَانٌ'** এর ভাবার্থ অভিধানে এটা প্রেম-প্রীতি, করুণা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। বাহ্যত ভাবার্থ এটাই জানা যাচ্ছে ঃ তাকে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ এবং পবিত্রতা দান করেছিলাম।

ইয়াহইয়া (আঃ) সর্বপ্রকারের ময়লা হতে, পাপ হতে এবং নাফরমানী হতে মুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ ছিল সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করা। *'যাকাহ'* শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যায়, পাপ এবং অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সৎ কাজ। (তাবারী ১৮/১৫৯) যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ সৎ আমলই হচ্ছে *যাকাহ*। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, *যাকাহ* শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ হতে প্রাপ্ত অনুগ্রহ। তিনি পাপকাজ ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ হতে বহু দূরে ছিলেন। সাথে সাথে তিনি পিতা-মাতার অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। কখনও কোন কাজে তিনি পিতা-মাতার অবাধ্য হননি। কখনও তিনি তাদের কোন কথার বিরোধিতা করেননি। তারা যে কাজ করতে নিষেধ করতেন তা তিনি কখনও করতেননা। তাঁর মধ্যে কোন ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা ছিলনা। এই উত্তম গুণাবলী ও প্রশংসনীয় স্বভাবের কারণে তিনটি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছিলেন।

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا *তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করে এবং শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে পুনরুজ্জীবিত হবে*। অর্থাৎ জন্মের দিন, মৃত্যুর দিন এবং হাশরের দিন - এই তিনটি অবস্থাই অতি ভয়াবহ ও অজানা। মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্রই একটি নতুন দুনিয়া দেখা যায় যা পূর্বের দুনিয়া হতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুর দিন ঐ মাখলূকের সাথে সম্বন্ধ হয়ে যায় যাদের সাথে পার্থিব জীবনে কোনই সম্বন্ধ ছিলনা। তাদেরকে কখনও দেখেওনি। এভাবে হাশরের দিন নিজেকে একটা বিরাট জন সমাবেশে দেখে মানুষ অত্যন্ত হতভম্ব ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। কেননা ওটাও একটা নতুন পরিবেশ। এই তিন ভয়াবহ সময়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইয়াহইয়ার (আঃ) প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ রয়েছে। আল্লাহ সুবাহানাহু বলেন ঃ

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (*তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করে এবং শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হয় এবং যেদিন সে*

পুনরুজ্জীবিত হবে) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আহমাদ ইব্‌ন মানসুর আল মারওয়াযী (রহঃ) থেকে, তিনি সাদাকাহ ইবনুল ফাযল (রহঃ) থেকে, তিনি সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াইনাহ (রহঃ) থেকে এ বর্ণনাটি পেশ করেছেন।

১৬। বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।	١٦. وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَرۡيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانٗا شَرۡقِيّٗا
১৭। অতঃপর তাদের হতে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল; অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে (জিবরাঈলকে) পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।	١٧. فَٱتَّخَذَتۡ مِن دُونِهِمۡ حِجَابٗا فَأَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٗا سَوِيّٗا
১৮। মারইয়াম বলল ঃ তুমি যদি (আল্লাহকে) ভয় কর তাহলে আমি তোমা হতে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।	١٨. قَالَتۡ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحۡمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّٗا
১৯। সে বলল ঃ আমিতো শুধু তোমার রাব্ব হতে প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার (সুসংবাদ জানানোর) জন্য।	١٩. قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمٗا زَكِيّٗا
২০। মারইয়াম বলল ঃ কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি	٢٠. قَالَتۡ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞ وَلَمۡ أَكُ بَغِيّٗا

ব্যভিচারিণীও নই।	
২১। সে বলল ঃ এরূপই হবে; তোমার রাব্ব বলেছেন - এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং তাকে আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটাতো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।	٢١. قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

মারইয়াম (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) বর্ণনা

পূর্বে যাকারিয়ার (আঃ) ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এ বর্ণনা দেয়া হয়েছিল যে, যাকারিয়া (আঃ) পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সন্তানহীন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর মধ্যে সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নিজের ক্ষমতা বলে তাঁদেরকে সন্তান দান করেন। ইয়াহইয়া (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরচেয়েও বড় ক্ষমতার নিদর্শন পেশ করছেন। এখানে তিনি মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করছেন যাকে বিনা পুরুষেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে সন্তান দান করেন। তাঁর গর্ভে ঈসার (আঃ) জন্ম হয়, যিনি আল্লাহর মনোনীত নাবী এবং তাঁর রূহ ও কালেমা ছিলেন।

এই দু'টি ঘটনায় পরস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে বলে এখানে এবং সূরা আলে ইমরান ও সূরা আম্বিয়ায়ও আল্লাহ সুবহানাহু এ দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় ক্ষমতা এবং ব্যাপক প্রতিপত্তি বান্দা পর্যবেক্ষণ করে।

মারইয়াম (আঃ) ইমরানের কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন দাউদের (আঃ) বংশধর। এই পরিবারটি বানী ইসরাঈলের মধ্যে পবিত্র পরিবার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিল। সূরা আলে-ইমরানে তাঁর জন্মের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ঐ যুগের প্রথা অনুযায়ী মারইয়ামের (আঃ) মা তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে কুদসের খিদমাতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

অনন্তর তার রাব্ব তাকে উত্তম রূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৭)

তিনি আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী, দুনিয়ায় প্রতি ঔদাসীন্য এবং সংযমশীলতায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও তাকওয়ার কথা সর্বসাধারণের মুখে আলোচিত হতে থাকে। তাঁর লালন পালনের দায়িত্বভার তাঁর খালু যাকারিয়া (আঃ) গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন বানী ইসরাঈলের নাবী। সমস্ত বানী ইসরাঈল তাদের ধর্মীয় কাজে তাঁরই অনুসারী ছিল। যাকারিয়ার (আঃ) কাছে মারইয়ামের (আঃ) বহু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল।

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَـٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত তখন তার নিকট খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে বলত ঃ হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে বলত ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৭)

বর্ণিত আছে যে, তিনি তার ঘরে গ্রীস্মকালে শীতের ফল-মূল এবং শীতকালে গ্রীস্মকালের ফল-মূল দেখতে পেতেন। এসব বর্ণনা অবশ্য সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তার গর্ভে তাঁর একজন অন্যতম প্রসিদ্ধ বান্দা ও রাসূল জন্ম লাভ করাবেন ঃ

انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا *যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল*। অর্থাৎ তিনি জনগণের কাছ থেকে পৃথক হয়ে অন্য এলাকায় নির্জনে বসবাস করার ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি জেরুযালেমের পবিত্র মাসজিদ থেকে পূর্ব দিকে চলে গেলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আমার কাছে উত্তম জ্ঞান আছে যে, কেন খৃষ্টানরা পূর্ব দিককে তাদের উপাসনার জন্য কিবলাহ নির্ধারণ করেছে। তাদের ঐ দিকে ফিরে উপাসনা করার কারণ আল্লাহ তা'আলাই বলে দিয়েছেন ঃ

انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا *যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল*। অতএব তারা তাদের নাবীর

জন্মস্থানকে তাদের উপাসনার জন্য কিবলাহ বানিয়ে নিয়েছে। (তাবারী ১৮/১৬২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের (আঃ) গর্ভে ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, যিনি পাঁচজন স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের একজন ছিলেন।

انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا মারইয়াম (আঃ) মাসজিদ কুদসের পূর্ব দিকে গমন করেন।

فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

যখন মারইয়াম (আঃ) জনগণ হতে পৃথক হয়ে দূরে চলে যান এবং তাদের মধ্যে ও তাঁর মধ্যে যখন আড়াল হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে মালাক জিবরাঈলকে (আঃ) প্রেরণ করেন। তিনি পূর্ণ মানবাকৃতিতে তাঁর সামনে প্রকাশিত হন।

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا *অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে (জিবরাঈলকে) পাঠালাম*। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, জিবরাঈল (আঃ) তার কাছে একজন মানুষের রূপ ধরেই এসেছিলেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ), অহাব ইবন মুনাব্বিহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৮/১৬৩)

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا *তুমি যদি (আল্লাহকে) ভয় কর তাহলে আমি তোমা হতে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি*। অর্থাৎ মারইয়াম (আঃ) যখন সকলের কাছ থেকে পৃথক হয়ে এক নির্জন স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ) একজন মানুষের রূপ ধরে তার সম্মুখে উপস্থিত হন। মারইয়াম (আঃ) মনে মনে এই আশংকা করেন যে, হয়ত না জানি সে তার সাথে কু-কর্ম করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। তাই তিনি তাকে বললেন ঃ

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا তিনি তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন যে, কোন অবৈধ কাজের ব্যাপারে তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আসলে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিপক্ষকে প্রথমেই আল্লাহ ও তাঁর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত। ফলে তার মনে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভয়ের সৃষ্টি হবে, যদি সে মু'মিন হয়। তখন সে মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহ তা'আলার ভয়ে পাপ/অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবে।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আসীম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করার সময় আবূ ওয়াইল (রহঃ) বলতেন ঃ মারইয়াম (আঃ) জানতেন

যে, মু'মিন ব্যক্তি অবশ্যই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে, যখন কেহ মারইয়ামের (আঃ) মত বলবে ঃ

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن منكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا *তুমি যদি (আল্লাহকে) ভয় কর তাহলে আমি তোমা হতে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।* মালাক/ফেরেশতা মারইয়ামের (আঃ) ভয় ভীতি দূর করার জন্য পরিস্কারভাবে বলেন ঃ

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِأَهَبَ لَك غُلَامًا زَكِيًّا আপনি অন্য কোন ধারণা করবেননা, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতা। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার নাম শুনেই জিবরাঈল (আঃ) কেঁপে উঠেন এবং নিজের প্রকৃত রূপ ধারণ করে বলেন ঃ আমি আল্লাহর একজন দূত রূপে প্রেরিত হয়েছি। তিনি আমাকে এ জন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করবেন। জিবরাঈলের (আঃ) এ কথা শুনে মারইয়াম (আঃ) আরও বেশি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ সুবহানাল্লাহ! আমার সন্তান হওয়া কি করে সম্ভব? আমারতো বিয়েই হয়নি এবং কখনও কোন খারাপ খেয়াল আমার মনে জাগেনি। আমার দেহ কখনও কোন পুরুষ লোক স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিনীও নই। সুতরাং আমার সন্তান হবে এ কেমন কথা! জিবরাঈল (আঃ) তাঁর এই বিস্ময় দূর করার জন্য বলেন ঃ

كَذَلك قَالَ رَبُّك هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ এটা সত্য বটে, তবে স্বামী ছাড়া বা অন্য কোন উপকরণ ও উপাদান ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা সন্তান দানে সক্ষম। তিনি যা চান তাই হয়। তিনি এই সন্তান এবং এই ঘটনা মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চান। এটা আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন হবে যে, তিনি সর্ব প্রকারের সৃষ্টির উপরই সক্ষম। আদমকে (আঃ) তিনি পুরুষ ও নারীর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। হাওয়াকে (আঃ) তিনি সৃষ্টি করেছেন নারী ছাড়াই, শুধু পুরুষের মাধ্যমে। বাকী সমস্ত মানুষকে তিনি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। শুধু ঈসা (আঃ) এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি পুরুষ ছাড়াই শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন। সুতরাং মানব সৃষ্টির এই চারটি নিয়ম হতে পারে এবং সবটাই মহান আল্লাহ পূরা করে দেখিয়েছেন। এভাবে তিনি নিজের ব্যাপক ও পূর্ণ ক্ষমতা ও বিরাটত্বের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এটা বাস্তব কথা যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং কোন রাব্বও নেই। وَرَحْمَةً مِّنَّا এই শিশু আল্লাহর রাহমাতরূপে

পরিগণিত হবেন। তিনি তাঁর মনোনীত নাবী হবেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর একাত্মবাদ এবং ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করবেন। অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَـٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ. وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

যখন মালাইকা/ফেরেশতা বলেছিল ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট হতে একটি বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নন্দন ঈসা মসীহ - সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত। আর সে দোলনা হতে ও পরিণত বয়সে লোকের সাথে কথা বলবে এবং সে পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৫-৪৬) অর্থাৎ তিনি বাল্যাবস্থায় ও বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান করবেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا এটাতো এক স্থিরকৃত ব্যাপার। এটাও জিবরাঈলেরই (আঃ) উক্তি। এভাবে জিবরাঈল (আঃ) মারইয়ামের (আঃ) সাথে কথোপকথন শেষ করেন। তিনি তাকে জানিয়ে দেন যে, এটাই আল্লাহ সুবহানাহুর সিদ্ধান্ত যা তিনি পূর্ব হতেই ঠিক করে রেখেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তা এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ থাকেনা। (তাবারী ১৮/১৬৫)

২২। অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং ঐ অবস্থায় এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।	٢٢. فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًا قَصِيًّا
২৩। প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল; সে বলল ঃ হায়! এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম এবং লোকের স্মৃতি	٢٣. فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ

হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম!	قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا

মারইয়াম (আঃ) গর্ভবতী হলেন

সালাফগণের অনেক বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মারইয়াম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ শোনেন এবং তাঁর আদেশ মেনে নেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর জামার কলারের মধ্য দিয়ে ফুক দেন, ফলে আল্লাহর হুকুমে তিনি গর্ভবতী হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জিবরাঈল (আঃ) যখন মারইয়ামকে (আঃ) আল্লাহর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তখন মারইয়াম (আঃ) আল্লাহর ফরমান মেনে নিলেন। সালাফগণের অনেকেই বলে থাকেন যে, ঐ সময় জিবরাঈল (আঃ) মারইয়ামের (রহঃ) পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ খোলা ছিল সেখান দিয়ে ফুঁকে দেন। অতঃপর ঐ ফুঁক গর্ভাশয়ে গিয়ে পৌঁছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি গর্ভ ধারণ করেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ মারইয়াম (আঃ) গর্ভ ধারণ করার পর একটি জগে করে (কুয়া থেকে) পানি তোলেন এবং নিজ লোকালয়ে ফিরে যান। এরপর থেকে তার মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য গর্ভবতীরা গর্ভ ধারণের কারণে যে সমস্ত বিষয়ের সম্মুখীন হন যেমন অসুস্থতা, ক্ষুধা, বমি বমি ভাব, মাথা ঘুরানো, শরীরের বর্ণের পরিবর্তন, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ইত্যাদি তার ভিতরেও পরিলক্ষিত হয়। এ ঘটনার পর লোকেরা আগে যেমন যাকারিয়ার (আঃ) বাড়িতে আসা-যাওয়া করত তেমনভাবে আর কেহ আসতনা। মানুষের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে যায় যে, মারইয়ামের (আঃ) গর্ভ ধারণের জন্য ইউসুফ নাজ্জারই দায়ী। কারণ ঐ আবাস স্থলে সে ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ বাস করেনা। বলা হয়েছে যে, ইউসুফ নাজ্জার ঐ মাসজিদের খাদেম হিসাবে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, সংসার বিমুখ, সত্যবাদী ইবাদাতকারী। মানুষের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মারইয়াম (আঃ) একাকী বসবাস করতে থাকেন যেখান থেকে কেহ তাকে দেখতে পেতনা এবং তিনিও কারও কাছে যেতেননা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ *প্রসব বেদনা তাকে এক খর্জুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল*। তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হলে তিনি যে স্থানে লোকদের আড়াল করে অবস্থান করছিলেন সেখানের একটি খেজুর গাছের নিচে

আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তাফসীরকারকগণের মধ্যে তার অবস্থান স্থলের ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তার অবস্থান স্থল ছিল পূর্ব দিকে, যেখানে জেরুযালেমের পবিত্র মাসজিদ অবস্থিত। (তাবারী ১৮/১৬১) অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি দ্রুত চলতে থাকেন এবং যখন সিরিয়া ও মিসরের মাঝে পৌঁছেন তখন তার প্রসব বেদনা শুরু হয়। (তাবারী ১৮/১৭০) তার অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ যে স্থানে তিনি ঈসাকে (আঃ) প্রসব করেন তা ছিল জেরুযালেমের পবিত্র মাসজিদ থেকে আট মাইল দূরে এক গ্রামে। ঐ গ্রামের নাম *'বাইত আল লাহেম'* (বেথেলহেম)। (তাবারী ১৮/১৭০) আমার (ইব্ন কাসীর) মতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ইমাম নাসাঈর (রহঃ) হাদীস এবং সাদাদ ইব্ন আউস থেকে বর্ণিত ইমাম বাইহাকীর (রহঃ) হাদীসটি সঠিক, যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি তখন *'বাইত আল লাহেম'* এ অবস্থান করছিলেন। (নাসাঈ ১/২২১, দালায়িলুন নাবুওয়াহ ২/৩৫৫) খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, মারইয়াম (আঃ) ঈসাকে (আঃ) বেথেলহেমেই প্রসব করেছিলেন। আল্লাহই উত্তম জ্ঞানের অধিকারী।

قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ঐ সময় মারইয়াম (আঃ) মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। কেননা দীনের ফিতনার সময় এ কামনাও জায়িয। তিনি জানতেন যে, কেহই তাঁকে সত্যবাদিনী বলবেনা এবং তাঁর বর্ণিত ঘটনাকে সবাই মনগড়া মনে করবে। পূর্বে যারা তাঁকে একনিষ্ঠ ইবাদাতকারিনী বলতো তারাই তাঁকে অপরাধী ও ব্যভিচারিনী বলে আখ্যা দিবে। তাই তিনি বলতে লাগলেন ঃ হায়! এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম এবং যদি আমাকে সৃষ্টি করাই না হত! আমি যদি লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম! লজ্জা-শরম তাঁকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেলল যে, তিনি ঐ কষ্টের উপর মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিলেন এবং কামনা করলেন যে, তিনি যদি জনগণের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতেন তাহলে কতই না ভাল হত! না কেহ তাকে স্মরণ করত, না কেহ খোঁজ খবর নিত, আর না তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করত।

২৪। মালাক/ফেরেশতা তার নিম্ন পার্শ্ব হতে আহ্বান করে তাকে বলল ঃ তুমি দুঃখ করনা, তোমার পাদদেশে তোমার রাব্ব এক নাহর সৃষ্টি করেছেন।	٢٤. فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

২৫। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, ওটা তোমাকে সুপক্ক তাজা খেজুর দান করবে।	٢٥. وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
২৬। সুতরাং আহার কর, পান কর ও চোখ জুড়িয়ে নাও; মানুষের মধ্যে কেহকে যদি তুমি দেখ তখন বল ঃ আমি দয়াময়ের উদ্দেশে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি; সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবনা।	٢٦. فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا

ঈসার (আঃ) জন্মের পর মারইয়ামকে (আঃ) উপদেশ

مِنْ تَحتِهَا এর দ্বিতীয় কিরাআত مِنْ تَحْتَهَا ও রয়েছে। এই সম্বোধনকারী ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তাফসীরকারকগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, কে তাকে ডেকেছিল। আল আউফী (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَنَادَاهَا من تَحْتِهَا এ আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি হচ্ছেন জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৮/১৭৩) কারণ ঈসাকে (আঃ) লোকালয়ে না নিয়ে আসা পর্যন্ত তিনি কারও সাথে কথা বলেননি। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আমর ইব্‌ন মাইমুন (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন যে, অবশ্যই তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৮/১৭৩) তাই প্রমাণিত হল যে, জিবরাঈলই (আঃ) পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মারইয়ামকে (আঃ) ডেকেছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঈসা (আঃ) মারইয়ামকে (আঃ) ডেকেছিলেন। আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, হাসান (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহা ছিল মারইয়ামের (আঃ) পুত্র ঈসা

(আঃ)। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) থেকে দ্বিতীয় একটি মতামত পাওয়া যায় যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ ডাক ছিল ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ)। সাঈদ (রহঃ) বলেন ঃ তোমরা কি পাঠ করনি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَأَشَارَتْ إِلَيْه** (*অতঃপর মারইয়াম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখালো*) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) তাদের তাফসীরে এ বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَلاَ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا *তুমি দুঃখ করনা, তোমার পাদদেশে তোমার রাব্ব এক নাহর সৃষ্টি করেছেন*। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং শুবাহ (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বা'রা ইব্ন আযীব (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতের **سَرِيًّا** এর অর্থ হচ্ছে একটি ছোট ঝর্ণাধারা। (তাবারী ১৮/১৭৫) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **سَرِيًّا** এর অর্থ হচ্ছে নদী। (তাবারী ১৮/১৭৬)

আমর ইব্ন মাইমুনও (রহঃ) অনুরূপ ধারণা পোষণ করে বলেন যে, উহা হল একটি নদী যার পানি পান করতে মারইয়ামকে (আঃ) বলা হয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সিরিয়ার ভাষায় নদীকে **سَرِيًّا** বলা হয়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ **سَرِيًّا** হল স্বল্প পানিবাহিত নদী। অন্যান্যরা বলেন যে, **سَرِيًّا** বলতে ঈসাকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। তারা হলেন হাসান (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাফর (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ মত পোষণ করতেন। যা হোক, প্রথম মতামতই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু এর পরেই বলেন ঃ **وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ** তুমি গাছের ডালকে শক্ত করে ধর এবং ঝাঁকুনি দাও। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে (আঃ) খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে তার কষ্ট লাঘব করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ **فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا** তুমি ওর থেকে তৃপ্তি সহকারে আহার কর এবং পান কর, অতঃপর আনন্দিত হও। এ জন্যই আমর ইব্ন মাইমুন (রহঃ) বলেন ঃ প্রসূতির সন্তান প্রসব করার পর তার জন্য শুস্ক ও

সতেজ খেজুরের চেয়ে আর কোন উত্তম খাদ্য নেই। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৮/১৭৯) এরপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا তুমি কারও সাথে কথা বলনা, শুধু ইশারা ইঙ্গিতে তাদের বুঝিয়ে দাও যে, তুমি সিয়াম পালন করেছ। কিংবা উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সিয়াম পালন করার সময় কথা বলা নিষেধ ছিল। সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/১৮৩, কুরতুবী ১১/৯৮) অথবা ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি কথা বলা থেকেই সিয়াম পালন করছি। অর্থাৎ আমাকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, যখন ঈসা (আঃ) তাঁর মাকে বলেন, আপনি বিচলিতা হবেননা তখন তাঁর মা মারইয়াম (আঃ) বলেন ঃ কিরূপে আমি বিচলিত না হই? আমার স্বামী নেই এবং আমি কারও অধিকারভুক্ত বাঁদী বা দাসীও নই। দুনিয়াবাসী বলবে যে, এর সন্তান কিরূপে হল? আমি তাদের সামনে কি জবাব দিব? তাদের সামনে আমি কি ওযর পেশ করব? হায়! যদি আমি ইতোপূর্বেই মারা যেতাম! যদি আমি লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! ঐ সময় ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ হে আমার মা! কারও সামনে কিছু বলার আপনার কোন প্রয়োজন নেই, যা কিছু বলার আমিই বলব। আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। মানুষের মধ্যে কেহকেও যদি আপনি দেখেন তাহলে বলবেন ঃ আমি দয়াময়ের উদ্দেশে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবনা। তিনি বলেন যে, এগুলি সবই ঈসার (আঃ) তাঁর মায়ের উদ্দেশে উক্তি। (ইব্ন আবী হাতিম) অহাবও (রহঃ) এরূপই বলেছেন।

২৭। অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল; তারা বলল ঃ হে মারইয়াম! তুমিতো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ!	٢٧. فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا

২৮। হে হারূন ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলনা এবং তোমার মাতাও ছিলনা ব্যভিচারিণী।	٢٨. يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٍ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيًّا
২৯। অতঃপর মারইয়াম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখাল। তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?	٢٩. فَأَشَارَتۡ إِلَيۡهِۖ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيًّا
৩০। সে (ঈসা) বলল ঃ আমিতো আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নাবী করেছেন।	٣٠. قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
৩১। যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিষ ভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে -	٣١. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيًّا
৩২। আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা।	٣٢. وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
৩৩। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে	٣٣. وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوۡمَ وُلِدتُّ

وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا	এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।

ঈসাকে (আঃ) নিয়ে মারইয়াম (আঃ) জনপদে ফিরে আসেন এবং জনগণের প্রতিক্রিয়া ও এর উত্তর

মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার এই হুকুমও মেনে নেন এবং নিজের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে জনগণের নিকট হাযির হন। তাকে ঐ অবস্থায় দেখামাত্রই প্রত্যেকে কটাক্ষ করতে শুরু করে এবং মন্তব্য করতে থাকে। তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا মারইয়াম! তুমিতো বড়ই মন্দ কাজ করেছ!) নাউফ আল বিকালী (রহঃ) বলেন যে, লোকেরা মারইয়ামের (আঃ) খোঁজে বের হয়েছিল। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহর আর্শিবাদপুষ্ট এক পরিবারের সদস্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কি মাহাত্ম্য যে, তারা কোথাও তাঁকে খুঁজে পায়নি। পথে একজন রাখালের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ এরূপ এরূপ ধরণের কোন মহিলাকে এই জঙ্গলের কোন জায়গায় দেখেছ কি? উত্তরে সে বলে ঃ না তো। তবে রাতে আমি এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি। তারা জিজ্ঞেস করল, কি সেই দৃশ্য? সে উত্তরে বলল ঃ আমার এই সব গরু এই উপত্যকার দিকে সাজদাহয় পড়ে গিয়েছিল। (তাবারী ১৮/১৮৭) আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রহঃ) আরও বলেন ঃ আমি মনে রেখেছি যে, রাখাল বালকটি বলেছিল ঃ ইতোপূর্বে আমি কখনও এরূপ দৃশ্য দেখিনি, আমি স্বচক্ষে এর নূর (জ্যোতি) দেখেছি। লোকগুলি ঐ নিশানা ধরে চলতে শুরু করে। এমতাবস্থায় তারা মারইয়ামকে (আঃ) দেখতে পায় যে, তিনি সন্তানকে কোলে নিয়ে এগিয়ে আসছেন। লোকগুলিকে দেখে সেখানেই তিনি সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে পড়েন। তারা সবাই তাকে ঘিরে ধরে এবং বলতে থাকে ঃ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا হে মারইয়াম! তুমিতো এক অদ্ভূত কান্ড করে বসেছ।

يَا أُخْتَ هَارُونَ তারা তাঁকে হারূনের বোন বলে সম্বোধন করার কারণ এই যে, তিনি হারূনের (আঃ) বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটা এ রকমের যেমন তামীম গোত্রের লোককে বলা হয়, ওহে তামীমের ভাই অথবা মুযার গোত্রের লোককে বলা হয়, ওহে মুযার ভাই। অথবা হয়ত তাঁর পরিবারের মধ্যে হারূন

নামক একজন সৎ লোক ছিলেন এবং তিনি ইবাদাত বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় তাকেই অনুসরণ করছিলেন।

মারইয়ামের (আঃ) কাওম তাকে তিরস্কারের সুরে বলে ঃ কি করে তুমি এরূপ অসৎ কাজ করলে? তুমিতো ভাল ঘরের মেয়ে! তোমার মাতা-পিতা উভয়েই ভাল ছিলেন। তোমার পরিবারের সমস্ত লোকই পবিত্র। এতদসত্ত্বেও কি করে তুমি এ কাজ করলে? কাওমের এই ভর্ৎসনামূলক কথা শুনে মারইয়াম (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর শিশু সন্তানের দিকে ইশারা করেন। তারা তাঁর মর্যাদা স্বীকার করলনা এবং তাঁকে অন্যায়ভাবে অনেক কিছু বলল। তারা বলল ঃ **فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ** **قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا** তুমি কি আমাদেরকে পাগল পেয়েছ যে, আমরা তোমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব? সে আমাদেরকে কি বলবে?

ঈসা (আঃ) মায়ের কোল থেকেই বলে উঠলেন ঃ **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** হে লোকসকল! আমি আল্লাহর একজন দাস। ঈসার (আঃ) প্রথম উক্তি ছিল এটাই। তিনি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলেন এবং নিজের দাসত্বের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যাত বা সত্তাকে সন্তান জন্মদান হতে পবিত্র বলে ঘোষণা দিলেন। এমন কি তা সাব্যস্ত করে দিলেন। কেননা সন্ত ান দাস হয়না।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ **آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا** আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নাবী করেছেন। এতে তিনি তাঁর মায়ের দোষমুক্তির বর্ণনা করেছেন এবং দলীলও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ তা'আলা নাবী করেছেন এবং কিতাব দান করেছেন।

নাউফ আল বিকালী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ঐ লোকগুলি মারইয়ামকে (আঃ) তিরস্কার করছিল ঐ সময় ঈসা (আঃ) তাঁর দুধ পান করছিলেন। তাদের ঐ তিরস্কার শুনে তিনি স্তন থেকে মুখ টেনে নেন এবং বাম পাশে ফিরে তাদের দিকে মুখ করে এই উত্তর দেন।

ঈসা (আঃ) আরও বলেন ঃ **وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ** যতদিন আমি বেঁচে থাকব এবং যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি (আল্লাহ) আমাকে আশিষ ভাজন করেছেন। আমি মানুষকে কল্যাণের কথা শিক্ষা দিব এবং তারা আমার দ্বারা উপকৃত হবে। মুজাহিদ (রহঃ), আমর ইব্ন কায়িস (রহঃ) এবং শাউরী

(রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তিনি আমাকে উত্তম বিষয়ের শিক্ষক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

বানূ মাখযুম গোত্রের গোলাম উহাইব ইব্‌ন ওয়ার্‌দ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আলেম তাঁর চেয়ে বড় একজন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন! বলুন তো, আমার কোন্ আমল আমি ঘোষণা বা প্রচার করতে পারি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ। কেননা এটাই হচ্ছে আল্লাহর দীন যা সহ তিনি তাঁর নাবীগণকে তাঁর বান্দাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রবিদ এ বিষয়ে একমত যে, ঈসার (আঃ) এই সাধারণ বারাকাত দ্বারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি যেখানেই আসতেন, যেতেন, উঠতেন ও বসতেন সেখানেই তাঁর এ কাজ তিনি চালু রাখতেন। আল্লাহর কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি কখনও কার্পণ্য করতেননা।

ঈসা (আঃ) আরও বলেন ঃ **وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا** আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন যেন সালাত আদায় করি এবং যাকাত প্রদান করি। আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। তাঁর ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ

আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৯) সুতরাং ঈসাও (আঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ দু'টি কাজ আমার উপর ফার্‌য করে দিয়েছেন। এর দ্বারা তাকদীর সাব্যস্ত হয় এবং যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাদের দাবী খন্ডন করা হয়ে যায়। (কুরতুবী ১১/১০৩)

অতঃপর তিনি বলেন ঃ **وَبَرًّا بِوَالِدَتِي** আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সাথে সাথে আমাকে এ হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকি। কুরআনুল কারীমে এ দু'টি বর্ণনা প্রায়ই একই সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) তিনি বলেন ঃ **وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا** তিনি (আল্লাহ) আমাকে ঔদ্ধত্য ও হতভাগ্য করেননি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন উদ্ধ্যত করেননি যে, আমি তাঁর ইবাদাত এবং আমার মায়ের আনুগত্যের ব্যাপারে অহংকার করি এবং হতভাগা হয়ে যাই।

এরপর ঈসা (আঃ) বলেন ঃ **وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا** আমার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হব। এর দ্বারাও ঈসার (আঃ) দাসত্ব এবং সমস্ত মাখলূকের মত তিনিও যে আল্লাহর এক মাখলূক এটা প্রমাণিত হচ্ছে। সমস্ত মানুষ যেমন অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে এসেছে, অনুরূপভাবে তিনিও অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে এসেছেন। অতঃপর তিনিও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেন। অতঃপর কিয়ামাতের দিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিতও হবেন। তবে এই তিনটি অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে। তার মধ্যে কোন উদ্বেগ ও ভয়-ভীতি থাকবেনা, বরং তিনি পূর্ণভাবে শান্তি লাভ করবেন। তাঁর উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৩৪। এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে।	٣٤. ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ
৩৫। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন ঃ 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।	٣٥. مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	
٣٦. وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ	৩৬। আল্লাহই আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ।
٣٧. فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ	৩৭। অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং এই কাফিরদের এক মহাদিনের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে।

সকল মানুষের মত ঈসাও (আঃ) আল্লাহর দাস, তাঁর পুত্র নন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ঈসার ঘটনার ব্যাপারে যে লোকদের মতানৈক্য ছিল, ওর মধ্যে যা সঠিক, তা আমি বর্ণনা করলাম। অর্থাৎ মু'মিন এবং আল্লাহদ্রোহী কাফিরেরা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। একদল তাঁর দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং অপর দল তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ কারণেই বেশির ভাগ তিলাওয়াতকারী এ আয়াতে *'কাওলুল হাক'* পাঠ করে থাকেন, যার অর্থে ঈসাকে (আঃ) মনে করা হয়। আসীম (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) *'কাওলুল হাক'* পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে ঃ এখানে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা সবই সত্য। অন্য দিকে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আয়াতটিকে *'কাওলুল হাক্কা'* পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে তিনি (ঈসা আঃ) সত্য বলেছেন। (তাবারী ১৮/১৯৪) ব্যাকারণগতভাবে *'কাওলুল হাক'* শব্দদ্বয় প্রয়োগই এখানে যুক্তিযুক্ত মনে বলে হচ্ছে। قَوْلَ দ্বিতীয় পঠন قَوْلُও রয়েছে। ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরাআতে قَالُ الْحَقِّ রয়েছে। قَوْلُ শব্দের لام কে رفع বা

পেশ দিয়ে পড়াই বেশি প্রকাশমান। আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি এর প্রমাণ। তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬০) ঈসা (আঃ) যে আল্লাহর নাবী ও বান্দা ছিলেন এ কথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছেন ঃ

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ তাঁর মাহাত্ম্যের এটা সম্পূর্ণ বিপরীত যে, তাঁর সন্তান হবে। অজ্ঞ ও যালিম লোকেরা যে এই গুজব রটিয়ে ফিরছে তা থেকে মহান আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি এর থেকে দূরে রয়েছেন। তিনি যে কাজের ইচ্ছা করেন, সে জন্য তাঁর কোন উপকরণের প্রয়োজন হয়না।

إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ তিনি শুধু মাত্র বলেন ঃ হও, আর তেমনই তা হয়ে যায়। একদিকে হুকুম এবং অন্যদিকে জিনিস মওজুদ। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ. ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯-৬০)

ঈসা (আঃ) একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেছেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে মানুষ বিপরীত কাজ করছে

ঈসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বললেন ঃ **وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ** আল্লাহই আমার রাব্ব ও তোমাদের রাব্ব। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ! এটাই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট

থেকে নিয়ে এসেছি। যারা এর অনুসরণ করবে তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং যারা এর বিপরীত করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে।

ঈসা (আঃ) নিজের সম্পর্কে এই রূপ বর্ণনার পরেও আহলে কিতাবের দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলে ইয়াহুদীরা বলল যে, তিনি জারজ সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক যে, তারা তাঁর একজন উত্তম রাসূলের উপর জঘন্য অপবাদ দিয়েছে। তারা বলেছে যে, তাঁর এই কথা বলা ইত্যাদি সবই জাদু। অনুরূপভাবে খৃষ্টানরাও বিভ্রান্ত হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, তিনিতো স্বয়ং আল্লাহ এবং এ কথা আল্লাহরই কথা। অন্যরা বলেছে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। আর এক দল বলেছে যে, তিনি তিন মা'বূদের মধ্যে এক মা'বূদ। তবে একটি দল প্রকৃত ঘটনা মুতাবেক বলেছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এটাই হচ্ছে সঠিক উক্তি। ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলিমদের আকীদা এটাই। আর মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ যারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর সাথে সন্তান ও শরীক স্থাপন করে তারা দুনিয়ায় হয়ত অবকাশ লাভ করবে, কিন্তু ঐ ভীষণ ভয়াবহ দিনে চতুর্দিক থেকে তাদের উপর ধ্বংসের তান্ডবলীলা শুরু হবে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অবাধ্য বান্দাদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেননা বটে, কিন্তু তাদেরকে একেবারে ছেড়েও দেননা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দেন, কিন্তু যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন তার কোন আশ্রয়স্থল থাকেনা। এ কথা বলার পর তিনি কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

এরূপই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অপছন্দনীয় কথা শুনে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল আর কেহই নেই। মানুষ তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করে, তথাপি তিনি

তাদেরকে রিয্ক দিতেই রয়েছেন এবং তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করে নিরাপদে রেখেছেন। (ফাতহুল বারী ১০/৫২৭, মুসলিম ৪/২১৬০) আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ

তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২) ঐ কথা তিনি এখানেও বলছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ এই কাফিরদের এক মহাদিনের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে। উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর রূহ; আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা'ই হোক না কেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৬, মুসলিম ১/৫৭)

৩৮। তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু সীমা লংঘনকারীরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।	٣٨. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ ٱلظَّٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
৩৯। তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন সম্বন্ধে,	٣٩. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ

قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ وَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ	**যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে; এখন তারা অনুধাবন এবং বিশ্বাস স্থাপন করবেনা।**
٤٠. إِنَّا نَحۡنُ نَرِثُ ٱلۡأَرۡضَ وَمَنۡ عَلَيۡهَا وَإِلَيۡنَا يُرۡجَعُونَ	**৪০। চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর এবং ওর উপর যা আছে তাদেরও এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।**

কাফিরদেরকে এক ভয়াবহ দিনের ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে

কিয়ামাতের দিন কাফিরদের অবস্থা কিরূপ হবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আজ দুনিয়ায় কাফিরেরা তাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছে এবং কানে ছিপি দিয়েছে, (চোখেও দেখেনা এবং শুনেও শুনেনা), কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাদের চোখগুলি খুবই উজ্জ্বল হবে এবং কানও উত্তমরূপে খুলে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلۡمُجۡرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) সুতরাং সেই দিন দেখা ও শোনা কোনই কাজে আসবেনা এবং দুঃখ ও আফসোস করেও কোন লাভ হবেনা। যদি তারা দুনিয়ায় চোখ ও কান কাজে লাগিয়ে আল্লাহর দীনকে মেনে নিত তাহলে আজ আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যেত। সেই দিন চোখ ও কান খুলে যাবে, অথচ আজ তারা অন্ধ ও বধির সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ তুমি মানুষকে ঐ দুঃখ ও আফসোস করার দিন থেকে সাবধান করে দাও যখন সমস্ত কাজের ফাইসালা হয়ে যাবে,

জান্নাতীদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে, সেই দুঃখ ও আফসোস করার দিন হতে তারা আজ উদাসীন রয়েছে, এমনকি এটাকে তারা বিশ্বাসই করছেনা। তুমি তাদেরকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর মৃত্যুকে একটি নাদুস নুদুস ভেড়ার আকারে নিয়ে আসা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে করে দেয়া হবে। অতঃপর জান্নাতীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ ওহে জান্নাতীরা! একে চিন কি? তখন তারাও ওদিকে ফিরে তাকাবে এবং উত্তরে তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, এটা মৃত্যু। তারপর জাহান্নামীদেরকেও বলা হবে ঃ ওহে জাহান্নামীরা! একে চিন কি? তারাও তখন ওদিকে ফিরে তাকাবে এবং উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ, এটা মৃত্যু। তারপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে মৃত্যুকে যবাহ করা হবে। এরপর ঘোষণা করা হবে ঃ হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেল, আর মৃত্যু হবেনা। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের জন্যও চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেল, আর মৃত্যু হবেনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ... الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি ইশারা করে বলেন ঃ দুনিয়াবাসী গাফিলাতের দুনিয়ায় রয়েছে (দুনিয়ায় বাস করে পরকালকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে রয়েছে)। (আহমাদ ৯/৩, ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) একটি ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনার পর বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার জাহান্নাম ও জান্নাতের বাসস্থান দেখতে থাকবে। ঐ দিন হবে দুঃখ ও আফসোস করার দিন। জাহান্নামী তার জান্নাতী ঘরটি দেখতে থাকবে এবং তাকে বলা হবে ঃ যদি তুমি ভাল আমল করতে তাহলে এই ঘরটি লাভ করতে। তখন সে দুঃখ ও আফসোস করবে। পক্ষান্তরে জান্নাতীদেরকে তাদের জাহান্নামের ঘরটি দেখানো হবে এবং বলা হবে ঃ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না হত তাহলে তোমরা এই ঘরে যেতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক আমি ছাড়া আর কেহই নয়। আমি ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকব। আমি ছাড়া কোন কিছুর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দাবীদার কেহই হতে পারেনা।

আমার সত্তা যুল্ম থেকে পবিত্র। আমি ন্যায় বিচারক। কারও প্রতি অন্যায় করা হবেনা। প্রত্যেকে তার কাজের প্রতিদান পাবে, তা যদি একটি মশার ওযনের সমানও হয় কিংবা অণু পরিমানও হয়।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হাজম ইব্ন আবী হাজম আল কুতাই (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের বাদশাহ আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) কুফায় আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রাহমানকে একটি চিঠি লিখেন। তাতে তিনি লিখেন ঃ হামদ ও সানার পর, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করার সময়েই তাদের উপর মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। প্রত্যেকের গন্তব্য স্থল কোথায় হবে তাও নির্ধারণ করা হয়েছে। সবাইকেই তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি তাঁর এই নাযিলকৃত সত্য কিতাবে লিখে দিয়েছেন যে কিতাবকে নিজের ইল্ম দ্বারা মাহফূয বা রক্ষিত রেখেছেন এবং মালাইকার দ্বারা যে কিতাবকে তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন (তাতে লিখে দিয়েছেন যে,) ঃ পৃথিবী এবং ওর উপর যারা আছে তার চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী তিনিই এবং তারা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (ইব্ন আবী হাতিম ৭/২৪১০)

৪১। বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নাবী।	٤١. وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا
৪২। যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শুনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন?	٤٢. إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡـٔٗا
৪৩। হে আমার পিতা! আমার নিকটতো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ	٤٣. يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ

দেখাব।	فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا
৪৪। হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য।	٤٤. يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا
৪৫। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শাইতানের সাথী হয়ে যাবে।	٤٥. يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيّٗا

ইবরাহীমের (আঃ) পিতার প্রতি তাঁর সতর্কীকরণ

মাক্কার মুশরিকরা যার মূর্তিপূজক ছিল এবং নিজেদেরকে ইবরাহীমের (আঃ) অনুসারী মনে করত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন এবং স্বীয় নাবীকে বলছেন ঃ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ হে নাবী! তুমি তাদের সামনে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা কর। ঐ সত্য নাবী নিজের পিতাকেও পরওয়া করেননি। তার সামনে তিনি সত্যকে খুলে দিয়েছিলেন এবং তাকে মূর্তি পূজা করা হতে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তাকে তিনি পরিস্কারভাবে বলেছিলেন ঃ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا যে মূর্তি তোমার কথা শুনতে পায়না, দেখতে পায়না এবং তোমার কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা তার কেন পূজা করছ?

তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন ঃ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্র। কিন্তু আমার মধ্যে আল্লাহর দেয়া যে জ্ঞান রয়েছে তা

তোমাদের মধ্যে নেই। **فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا** তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব এবং আমি তোমাকে অকল্যাণের পথ হতে বের করে কল্যাণের পথে পৌঁছে দিব। **يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ** হে আমার পিতা! মূর্তি পূজা দ্বারাতো শাইতানেরই অনুসরণ করা হয়। সে ঐ পথে পরিচালিত করে এবং এতে সে খুশি হয়। যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছে ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০) আর এক আয়াতে আছে ঃ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًا مَّرِيدًا

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৭)

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে আরও বলেন ঃ **إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا** শাইতান আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য ও বিরোধী। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার ব্যাপারে সে অহংকারী। এ কারণেই সে মহান আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে। তুমিও যদি এই শাইতানের আনুগত্য কর তাহলে সে তোমাকেও তার অবস্থায় পৌঁছে দিবে।

ইবরাহীম (আঃ) আরও বলেন ঃ **يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا** হে আমার পিতা! তোমার এই শির্ক ও অবাধ্যতার কারণে আমি আশংকা করছি যে, হয়ত তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে এবং তুমি শাইতানের বন্ধু ও সঙ্গী হয়ে যাবে। কেহ তোমাকে সাহায্য করতে কিংবা রক্ষা করতে পারবেনা। আর এর ফলে তোমার উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য সহানুভূতিও দূর হয়ে যাবে। খেয়ার রেখ, শাইতানের কিংবা

অন্য কারও কোন ক্ষমতা নেই। শাইতানের আনুগত্য করলে তুমি অতি জঘন্য স্থানে পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে'ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৩)

৪৬। পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও।	٤٦. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا
৪৭। ইবরাহীম বলল ঃ তোমার নিকট হতে বিদায়; আমি আমার রবের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।	٤٧. قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا
৪৮। আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার রাব্বকে আহ্বান করি; আশা	٤٨. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

করি আমার রবের আহ্বান করে আমি ব্যর্থ হবনা।	وَأَدْعُواْ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا

ইবরাহীমের (আঃ) পিতার জবাব

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলে এবং মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতে বললে সে তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিল এখানে আল্লাহ তা'আলা তারই খবর দিচ্ছেন ঃ সে ইবরাহীমকে বলল ঃ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ তুমি কি আমার মা'বূদদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাদের উপাসনা করতে অস্বীকার করছ? তুমি কি তাদেরকে খারাপ বলছ, দোষ দিচ্ছ এবং গালাগালি করছ? জেনে রেখ যে, তুমি যদি এ কাজ থেকে বিরত না হও তাহলে আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব। তুমি আমাকে কষ্ট দিওনা এবং আমাকে কিছুই বলনা। وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا এটাই উত্তম যে, তুমি আমার নিকট থেকে চিরবিদায় নাও। নচেৎ আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব। অর্থাৎ তুমি আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। (তাবারী ১৮/২০৫) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমার কাছ থেকে কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার আগেই তুমি এখান থেকে নির্বিঘ্নে দূরে চলে যাও। যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ ইব্ন যাদালী (রহঃ), মালিক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইবন্ জারীর (রহঃ) এ মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) প্রতিউত্তর

উত্তরে ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেন ঃ سَلاَمٌ عَلَيْكَ আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি খুশি হও তাহলে আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিবনা। কেননা তুমি আমার পিতা। বরং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করব, তিনি যেন তোমাকে ভাল হওয়ার তাওফীক দেন এবং তোমার পাপ ক্ষমা করেন। মু'মিনদের নীতি এটাই যে, তারা অজ্ঞদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়না। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَـٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا

তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে ঃ সালাম। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৩) অন্যত্র আছে ঃ

وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَـٰهِلِينَ

তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে ঃ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাইনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৫)

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ **سَلاَمٌ عَلَيْكَ** আপনার এই অন্যায় আদেশের কারণে ওর সদুত্তর কিংবা উক্তি আমি আপনাকে করবনা, আমি আপনার কোন ক্ষতিও করবনা। কেননা পিতা হওয়ার কারণে আপনি আমার কাছে সম্মানীয়। শুধু তাই নয়, **سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي** বরং আপনাকে হিদায়াত দান এবং আপনার কৃত পাপ ক্ষমা করার জন্য আমি আমার রবের কাছে দু'আ করতে থাকব। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ **إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا** আমার রাব্ব আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। এটা তাঁরই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে ঈমান, ইখলাস এবং হিদায়াত দান করেছেন। আমি আশা রাখি যে, তিনি আমার প্রার্থনা কবূল করবেন। পিতার সাথে তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। সিরিয়ায় হিজরাত করার পরে, মাসজিদুল হারাম নির্মাণ করার পরে এবং তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরেও তিনি প্রার্থনা করতেন ঃ

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ

হে আমার রাব্ব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪১) তাঁকে অনুসরণ করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমরাও তাদের মুশরিক আত্মীয় স্বজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত। অতঃপর নিম্নের আয়াত নাযিল হয় ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি ঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (ইবরাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল) হে আমাদের রাব্ব ঃ আমরাতো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ৪) অর্থাৎ হে মুসলিমরা! নিঃসন্দেহে ইবরাহীম তোমাদের অনুসরণ যোগ্য। কিন্তু তিনি যে তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের অনুসরণ যোগ্য নন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪)

এরপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ **وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي** আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি, আমি শুধু আমার রাব্বকে আহ্বান করি। তাঁর ইবাদাতে অন্য কেহকেও আমি শরীক করিনা। আমি শুধু তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই। **عَسَى أَلاَ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا** আমি আশা রাখি যে, আমার রাব্বকে আহ্বান করে আমি ব্যর্থ হবনা, তিনি অবশ্যই আমার আহ্বানে সাড়া দিবেন। ঘটনাও এটাই বটে। এখানে **عَسَى** শব্দটি **يَقِيْن** এর অর্থে এসেছে। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া তিনিই হচ্ছেন অন্যান্য নাবীগণের সর্দার বা নেতা। তাদের সবারই উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৪৯। অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে করলাম নাবী।	٤٩. فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلۡنَا نَبِيًّا
৫০। এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ ও তাদের দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি।	٥٠. وَوَهَبۡنَا لَهُم مِّن رَّحۡمَتِنَا وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ لِسَانَ صِدۡقٍ عَلِيًّا

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) দান করেন ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূবকে (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইবরাহীম খলীল (আঃ) পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, দেশ ও গোত্রকে আল্লাহর দীনের কারণে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি নিজেকে তাদের থেকে মুক্ত ও পৃথক বলে ঘোষণা করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেন ইসহাককে (আঃ), দান করেন ইয়াকুবকে (আঃ)। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةً

এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকূবকে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭২) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمِن وَرَآءِ إِسۡحَـٰقَ يَعۡقُوبَ

ইসহাকের পর ইয়াকূবকে দান করেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) সুতরাং ইসহাক (আঃ) ছিলেন ইয়াকূবের (আঃ) পিতা। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِى قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٲهِـۧمَ وَإِسۡمَـٰعِيلَ وَإِسۡحَـٰقَ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? তখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল ঃ আমরা ইবাদাত করব আপনার এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৩) সুতরাং এখানে ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি তার বংশক্রম চালু রেখেছি। তাকে আমি পুত্র দান করেছি এবং পুত্রকে পুত্র দান করেছি এবং এভাবে তার চক্ষু ঠান্ডা রেখেছি। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ইয়াকূবের (আঃ) পর তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ) নাবী হন। এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেননা ইউসুফের (আঃ) নাবুওয়াতের সময় ইবরাহীম (আঃ) জীবিত ছিলেননা। এই দু'জন অর্থাৎ ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূবের (আঃ) নাবুওয়াত তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনেই ছিল। এ জন্য এই অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহর নাবী ইউসুফ (আঃ), তাঁর পিতা আল্লাহর নাবী ইয়াকূব (আঃ), তাঁর পিতা

আল্লাহর নাবী ইসহাক (আঃ) এবং তাঁর পিতা আল্লাহর নাবী ও খলীল ইবরাহীম (আঃ)। অন্য শব্দে রয়েছে ঃ কারীম ইব্‌ন কারীম, ইব্‌ন কারীম, ইব্‌ন কারীম ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব, ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন ইবরাহীম। (সবারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। (ফাতহুল বারী ৮/২১২)

একই ধরণের হাদীস অন্য বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই উত্তম ব্যক্তির উত্তম সন্তান হয়ে থাকে, যে নিজে উত্তম ব্যক্তির সন্তান এবং তার পিতাও উত্তম ব্যক্তি এবং তার পিতাও উত্তম। তারা হলেন ইয়াকূবের (আঃ) সন্তান ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর পিতা ইসহাক (আঃ) এবং তাঁর পিতা ইবরাহীম (আঃ)। (ফাতহুল বারী ৬/৪৬০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি। সারা দুনিয়াবাসী আজ তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের সবারই উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৫১। এই কিতাবে উল্লিখিত মূসার কথা বর্ণনা কর, সে ছিল বিশুদ্ধ চিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নাবী।	٥١. وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مُوسَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
৫২। আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি গুঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম।	٥٢. وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَـٰهُ نَجِيًّا
৫৩। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে, নাবীরূপে।	٥٣. وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّا

ইবরাহীমের (আঃ) পরেই মূসা (আঃ) এবং হারূনের (আঃ) কথা উল্লেখ করার কারণ

স্বীয় খলীলের (আঃ) বর্ণনার পর আল্লাহ স্বীয় কালীমের (অর্থাৎ মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ)) বর্ণনা শুরু করলেন।

مُخْلَصًا এর দ্বিতীয় পঠন **مُخْلِصًا**ও রয়েছে ঃ অর্থাৎ মূসা (আঃ) আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাতকারী ছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, ঈসাকে (আঃ) তাঁর অনুসারী হাওয়ারীরা প্রশ্ন করেছিল ঃ (হে রূহুল্লাহ (আঃ)! বলুন তো, মুখলিস ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ যে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে আমল করে, লোকে তার প্রশংসা করুক এটা তার উদ্দেশ্য থাকেনা। অন্য কিরাআত **مُخْلَصًا** রয়েছে ঃ অর্থাৎ মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও নির্বাচিত বান্দা ছিলেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ

আমি তোমাকে লোকদের উপর মনোনীত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৪) মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নাবী ও রাসূল ছিলেন। পাঁচজন বড় মর্যাদাসম্পন্ন ও স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। অর্থাৎ নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁদের উপর এবং অন্যান্য সমস্ত নাবীর উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে। এটা ঐ সময়ের ঘটনা যখন তিনি আগুনের সন্ধানে বের হয়ে তূর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পান এবং সেই দিকে অগ্রসর হন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا আমি মূসার উপর আর একটি অনুগ্রহ এই করেছিলাম যে, তার ভাই হারূনকে নাবী করে তার সাহায্যার্থে তার সঙ্গী করেছিলাম। এটা সে আকাংখা করেছিল ও প্রার্থনা জানিয়েছিল। যেমন মহান আল্লাহর তাঁর প্রার্থনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَأَخِى هَـٰرُونُ هُوَ أَفۡصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرۡسِلۡهُ مَعِىَ رِدۡءًا يُصَدِّقُنِىٓ‌ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৪) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ قَدۡ أُوتِيتَ سُؤۡلَكَ يَـٰمُوسَىٰ

হে মূসা! তোমার প্রার্থনা কবূল করা হল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৩৬) তাঁর দু'আর শব্দ فَاَرْسِلْ اِلَى هَرُوْنَ এরূপও রয়েছে ঃ

فَأَرۡسِلۡ إِلَىٰ هَـٰرُونَ. وَلَهُمۡ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ

সুতরাং হারূণের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান। আমার বিরুদ্ধেতো তাদের এক অভিযোগ রয়েছে, আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৩) এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, এরচেয়ে বড় প্রার্থনা এবং এরচেয়ে বড় সুপারিশ দুনিয়ায় কেহই কারও জন্য করেনি। মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) নাবী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ সুবহানুর কাছে আবেদন করেছিলেন। হারূন (আঃ) মূসার (আঃ) চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁদের উভয়ের উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৫৪। এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী।	٥٤. وَٱذۡكُرۡ فِى ٱلۡكِتَـٰبِ إِسۡمَـٰعِيلَ‌ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا
৫৫। সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষ ভাজন।	٥٥. وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيًّا

ইসমাঈলের (আঃ) বর্ণনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসামূলক বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি (ইসমাঈল) সারা হিজাযের পিতা। যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি যে নাযর এবং যে ইবাদাত করার ইচ্ছা করতেন তা পূরা করতেন। (তাবারী ১৮/২১১) প্রত্যেক হক তিনি আদায় করতেন এবং যে ওয়াদা করতেন তা পালন করতেন।

صَادِقَ الْوَعْدِ *সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী*। বলা হয়ে থাকে যে, এটা তাঁর ঐ ওয়াদার বর্ণনা যা তিনি তাঁকে যবাহ করার সময় তাঁর পিতার সাথে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১০২) সত্যিই তিনি তাঁর ঐ ওয়াদা পূরা করেছিলেন এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ করেছিলেন। ওয়াদা পূরা করা একটা ভাল কাজ এবং ওয়াদার খেলাফ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ২-৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে। (বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫) এসব আচরণ হতে মু'মিন মুক্ত ও পবিত্র থাকে। ওয়াদার এই সত্যতাই ইসমাঈলের (আঃ) মধ্যে ছিল বলে আল্লাহ সুবহানাহু তার প্রশংসা করেছেন। এই পবিত্র গুণাগুণ মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ছিল। কারও সাথে তিনি কখনও ওয়াদার খেলাফ করেননি। একবার তিনি আবুল আস ইব্‌ন রাবীর (রাঃ) প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন ঃ সে আমার সাথে যে কথা বলেছে সত্য বলেছে এবং আমার সাথে যে ওয়াদা করেছে তা পূর্ণ করেছে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮০) আবূ বাকর

(রাঃ) দায়িত্ব পেয়েই ঘোষণা করেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও সাথে কোন ওয়াদা করে থাকলে আমি পূরা করার জন্য প্রস্তুত আছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কারও ঋণ থাকলে আমি তা আদায় করার জন্য তৈরী আছি। তখন যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) আরয করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বাহরাইন হতে সম্পদ এলে তিনি আমাকে এত এত মাল দিবেন। আবূ বাকরের (রাঃ) নিকট বাহরাইন হতে যখন মাল এলো তখন যাবিরকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন ঃ হাতের দুই তালু ভরে মাল উঠিয়ে নাও। দ্বিতীয়বার তিনি তাকে তা করতে বলেন। এভাবে উঠিয়ে নিলে দেখা যায় যে, পাঁচশ' দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) উঠে এসেছে। তখন আবূ বাকর (রাঃ) তাঁকে আরও দ্বিগুণ প্রদান করলেন। (ফাতহুল বারী ৪/৫৫৪)অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ইসমাঈল রাসূল ও নাবী ছিলেন। অথচ ইসহাকের (আঃ) ব্যাপারে শুধু নাবী হওয়ার কথা বলেছেন। এর দ্বারা ভাইয়ের উপর ইসমাঈলের (আঃ) ফাযীলাত প্রমাণিত হচ্ছে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলকে (আঃ) পছন্দ করেছেন। (মুসলিম ৪/১৭৮২) তারপর তাঁর আরও প্রশংসা করা হচ্ছে যে, **وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا** তিনি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল ছিলেন, সালাত আদায় করতেন, যাকাত দিতেন এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও এই হুকুমই দিতেন। এই হুকুমই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا

তুমি তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের হুকুম করতে থাক এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের মালাইকা/ফেরেশতা, যারা অমান্য করেনা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা পালন করে। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৬) সুতরাং মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নিজেদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনকে ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা যেন তাদেরকে শিক্ষাহীনভাবে ছেড়ে না দেয়, অন্যথায় বিচার দিবসে তারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে অর্থাৎ জাহান্নাম তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ করুণা বর্ষন করুন যে রাতে (ঘুম থেকে জেগে) ওঠে এবং (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। অতঃপর তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর দয়া করুন যে রাতে (ঘুম হতে জেগে ওঠে এবং (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। অতঃপর তার স্বামীকে জাগায় এবং সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। (আবূ দাঊদ ২/৭৩, ইব্ন মাজাহ ১/৪২৪)

৫৬। এই কিতাবে উল্লিখিত ইদরীসের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যবাদী নাবী।	٥٦. وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِدۡرِيسَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيّٗا
৫৭। এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা।	٥٧. وَرَفَعۡنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা

ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি সত্য নাবী ছিলেন এবং আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। **وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا** তার আমলের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, (মিরাজে গিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইদরীসকে (আঃ) চতুর্থ আকাশে দেখতে পান।

সুফিয়ান (রহঃ) মানসুর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাকে চতুর্থ আসমানে স্থান দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১৮/২১৩) হাসান (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, **مَكَانًاعَلِيًّا** দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে।

৫৮। أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩	**৫৮। নাবীগণের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশদ্ভুত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশদ্ভুত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত; তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ত । [সাজদাহ]**

যে সকল নাবীদের (আঃ) কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলে ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, এরাই হচ্ছেন নাবীগণের দল অর্থাৎ যাঁদের বর্ণনা এই সূরায় রয়েছে, কিংবা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অথবা পরে বর্ণনা আসবে। তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার ইনআম প্রাপ্ত। সুতরাং এখানে ব্যক্তি বর্ণনা হতে জাতি বর্ণনার দিকে ফিরে যাওয়া হয়েছে।

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ *নাবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে*

নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশদ্ভুত। সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আদমের (আঃ) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেন ইদরীস (আঃ) এবং নূহের (আঃ) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেন ইবরাহীম (আঃ)। আর ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর দ্বারা ইসহাক (আঃ), ইয়াকূব (আঃ) ও ইসমাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। ইসরাঈলের (আঃ) বংশধর দ্বারা বুঝানো হয়েছে মূসা (আঃ), হারূন (আঃ) যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহইয়া (আঃ) এবং ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে (আঃ)। এ জন্যই তাদের বংশের কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও সবাই আদমের (আঃ) বংশধর। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কতক এমনও রয়েছেন যাঁরা ঐ মনীষীদের বংশোদ্ভূত নন, যাঁরা নূহের (আঃ) সাথী ছিলেন। কেননা ইদরীস (আঃ)তো নূহের (আঃ) দাদা ছিলেন। আমি বলি ঃ বাহ্যতঃ এটাই সঠিক কথা যে, ইদরীস (আঃ) নূহের (আঃ) পূর্ব পুরুষের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই আয়াতটিকে নাবীদের শ্রেণীভুক্ত আয়াত বলেছি। এর দলীল হচ্ছে সূরা আন‘আমের ঐ আয়াতগুলি যেগুলিতে নাবীগণের বর্ণনা রয়েছে।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ
وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ. وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ
وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ
مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ. أُو۟لَـٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا

بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَٰفِرِينَ. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ

আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা করি, সম্মান-মর্তবা ও মহত্ত্ব বাড়িয়ে দেই, নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ। আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, আর তার পূর্বে নূহকেও সঠিক পথের হিদায়াত দিয়েছি; আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাঊদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে এমনিভাবেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এমনভাবেই আমি সৎ ও পুণ্যশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস - তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ইসমাঈল, ঈসা, ইউনুস ও লূত - এদের প্রত্যেককেই আমি নাবুওয়াত দান করে সমগ্র বিশ্বের উপর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর এদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাইদের মধ্যে অনেককে আমি মনোনীত করে সঠিক ও সোজা পথে পরিচালিত করেছি। এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতিকে নিয়োগ করব, যারা ওটা অস্বীকার করবেনা। এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চল। তুমি বলে দাও ঃ আমি কুরআন ও দীনের দা'ওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা। এই কুরআন সমগ্র জগতবাসীর জন্য উপদেশের ভান্ডার ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৩-৯০) আল্লাহ তা'আলা এ কথাও বলেন ঃ

مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

তাদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৭৮)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ সূরা 'সাদ' এ কি সাজদাহ আছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি এই আয়াতটিই (৬ ঃ ৯০) তিলাওয়াত করে বলেন ঃ তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং তিনিও তাদের একজন যাকে অনুসরণ করতে হবে- অর্থাৎ দাঊদকে (আঃ)। (ফাতহুল বারী ৮/১৪) ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا যখন ঐ নাবীগণের (আঃ) সামনে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত তখন তাঁরা ওর দলীল প্রমাণাদি শুনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কাঁদতে কাঁদতে সাজদাহয় পড়ে যেতেন। এ জন্যই এ আয়াতে সাজদাহর হুকুমের ব্যাপারে আলেমগণ একমত, যাতে ঐ নাবীগণের অনুসরণ করা হয়।

৫৯। তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।	٥٩. فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا
৬০। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবাহ করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে; তারাতো জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি কোন যুল্ম করা হবেনা -	٦٠. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـًٔا

প্রতিটি অসৎ কাওমের পরে নাবীগণের আগমন ঘটেছে

আল্লাহ সৎ লোকদের বিশেষ করে নাবীগণের (আঃ) বর্ণনা করলেন, যাঁরা আল্লাহর হুদূদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, সৎ কাজের নমুনা স্বরূপ এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে অবস্থানকারী ছিলেন। এখন তিনি মন্দ লোকের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা ঐ

ভাল লোকদের পর এমনই হয় যে, তারা সালাত হতে বেপরোয়া হয়ে যায়। সালাতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফার্‌যকেও যখন তারা ভুলতে বসে তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য ফার্‌যগুলিকে কি তারা পরোয়া করতে পারে? কেননা সালাত হচ্ছে দীনের ভিত্তি এবং সমস্ত আমল হতে এটি উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন। ঐ লোকগুলি তাদের কুপ্রবৃত্তির পিছনে লেগে পড়ে। পার্থিব জীবনেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিয়ামাতের দিন তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল আওযায়ী (রহঃ) মূসা ইব্‌ন সুলাইমান (রহঃ) হতে, তিনি কাসিম ইব্‌ন মুখাইমিরাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি **فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ** (*তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত নষ্ট করল*) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, তারা হল ঐ লোক যারা সঠিক সময়ে সালাত আদায় করেনা। যারা সালাতই আদায় করেনা তারাতো ঈমানই ত্যাগ করেছে (অর্থাৎ তারা কাফির) (তাবারী ১৮/২১৫) ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন স্থানে সালাত সম্পর্কে উল্লেখ করেন ঃ

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী। (সূরা মা'উন, ১০৭ ঃ ৫) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ

যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ২৩) এবং তিনি আরও বলেন ঃ

عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ

আর যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯) অতঃপর ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে বলেন যে, এ আয়াতসমূহে সালাতের নির্ধারিত ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে। তখন লোকেরা তাকে বললেন ঃ আমরা মনে করেছিলাম যে, যারা সালাত আদায় করেনা তাদের ব্যাপারেই **فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ** এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বললেন ঃ তারাতো অবিশ্বাসী কাফির। (তাবারী ১৮/২১৫) মাসরুক (রহঃ)

বলেন ঃ যারা সঠিক সময়ে সালাত আদায় করেনা তাদেরকে সালাতে অমনোযোগী বলা হয়। তাদের অমনোযোগের কারণে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। অবহেলার কারণেই তারা নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করেনা। (তাবারী ১৮/২১৬)

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) ইবরাহীম ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ এ আয়াতটি পাঠ করার পর বলতেন ঃ তাদের ধ্বংস এ কারণে নয় যে, তারা সালাত আদায় করা পরিত্যাগ করে, বরং এর অর্থ হচ্ছে সালাত আদায় করার ব্যাপারে যে সঠিক সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময় পার করে দেরীতে সালাত আদায় করে। (তাবারী ১৮/২১৬) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ঐ সমস্ত লোকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (তাবারী ১৮/২১৯) কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থে বলেন ঃ তারা খারাপ কাজ করল। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ), শুবাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ আবূ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উবাইদাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ غَيًّا হচ্ছে জাহান্নামের একটি গহ্বর যা অত্যন্ত গভীর এবং ওতে রয়েছে পুতিঃ গন্ধময় খাদ্য। আল আমাশ (রহঃ) যায়িদ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ আইয়ায (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, غَيًّا হল জাহান্নামের একটি গহ্বর যাতে রয়েছে পুঁজ এবং গলিত রক্ত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا কিন্তু তারা নয় যারা তাওবাহ করেছে। অর্থাৎ সালাতে অবহেলা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন, তাদের পরিণাম ভাল করবেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন। তাওবাহর মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাওবাহকারী এমন হয়ে যায় যেন সে নিষ্পাপ। (ইব্ন মাজাহ ২/১৪২০) এই লোকগুলি যে সৎ কাজ করে তার প্রতিদান ও বিনিময় তারা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কোন একটি সাওয়াবের প্রতিদান কম হবেনা। তাওবাহর

পূর্ববর্তী পাপের জন্য পাকড়াও করা হবেনা। এটাই হচ্ছে ঐ দয়াময়ের দয়া ও সহনশীলের সহনশীলতা যে, তাওবাহ করার পর তিনি পূর্বের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছেন। সূরা ফুরকানে পাপসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর ওর শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন, অতঃপর ব্যতিক্রম দেখিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন উত্তম আমলের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮-৭০)

৬১। এটা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন; তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী।	٦١. جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا
৬২। সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবেনা এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে	٦٢. لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَـٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا

জীবনোপকরণ।	بُكۡرَةٗ وَعَشِيّٗا
৬৩। এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।	٦٣. تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّٗا

মু'মিন ও তাওবাহকারীদের জন্য নির্ধারিত জান্নাতের বর্ণনা

পাপ হতে তাওবাহকারীরা যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তা হবে চিরস্থায়ী, যার ওয়াদা তাদের রাব্ব তাদের সাথে করেছেন। ঐ জান্নাতকে তারা দেখেনি। তবুও তারা ওর উপর ঈমান এনেছে ও ওকে বিশ্বাস করেছে। সত্য কথা এটাই যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল। জান্নাত লাভ বাস্তব কথা। এই জান্নাত সামনে এসেই যাবে।

إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা খেলাপ করবেননা এবং ওয়াদা পরিবর্তনও করবেননা। এই লোকদেরকে সেখানে অবশ্যই পৌঁছানো হবে।

كَانَ وَعۡدُهُۥ مَفۡعُولاً

তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (সূরা মুযযামমিল, ৭৩ ঃ ১৮)

مَاْتِــــيًّا এর অর্থ **اَتِــــيًا** ও এসে থাকে। এর ভাবার্থ এটাও ঃ আমরা যেখানেই যাই ওটা আমাদের কাছে এসেই পড়ে। যেমন বলা হয়, আমার উপর পঞ্চাশ বছর এসেছে অথবা আমি পঞ্চাশ বছরে পৌঁছেছি। দু'টি বাক্যের অর্থ একই হয়ে থাকে।

لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ঐ জান্নাতীদের কানে কোন বাজে কথা, অপছন্দনীয় কথা আসবে এটা অসম্ভব। তাদের কানে শুধু শান্তির বাণীই পৌঁছবে। চতুর্দিক থেকে বিশেষ করে মালাইকা/ফেরেশতাগণের পবিত্র মুখ থেকে শান্তিপূর্ণ কথাই বের হবে এবং তা তাদের কানে গুঞ্জরিত হবে। যেমন সূরা ওয়াকি'আহয় রয়েছে ঃ

لَا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وَلَا تَأۡثِيمًا. إِلَّا قِيلاً سَلَٰمًا سَلَٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬)

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا সকাল ও সন্ধ্যায় উত্তম ও সুস্বাদু খাবার বিনা কষ্টে ও বিনা পরিশ্রমে তাদের কাছে আসতে থাকবে। এটা মনে করা ঠিক হবেনা যে, জান্নাতে দিন ও রাত হবে, বরং ঐ আলো বা জ্যোতি দেখে সময় চিনে নিবে যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের মুখমন্ডল চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে। সেখানে তাদের মুখে থুথুও আসবেনা এবং নাকে শ্লেষ্মাও জমবেনা। তাদের পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন হবেনা। তাদের আসবাবপত্র ও চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের দেহের ঘাম হবে মিশ্ক আম্বরের মত সুগন্ধময়। প্রত্যেক জান্নাতীর এমন দু'জন সুন্দরী স্ত্রী থাকবে যাদের পরিচ্ছন্ন পায়ের গোছা ভেদ করে হাড়ের মজ্জা বাহির থেকে দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য কিংবা একে অপরের প্রতি কোন ঘৃণা থাকবেনা, সবাই যেন একই হৃদয়ের লোক। সকাল সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে। (আহমাদ ২/৩১৬, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৭, মুসলিম ৪/২১৮০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ লোকেরা ঐ সময় জান্নাতের একটি নাহরের ধারে জান্নাতের দরজার পাশে সবুজ বর্ণের খিলান করা ছাদের নীচে অবস্থান করবে। তাদের কাছে সকাল সন্ধ্যায় খাবার পৌঁছানো হবে। (আহমাদ ২/৩৯০)

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ সেখানের সকাল ও সন্ধ্যার কথা দুনিয়ার হিসাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا (*এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে*) আমি যে জান্নাতের কথা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেছি ওখানে বসবাসের উপযুক্ত হবে তারাই যারা ধর্মভীরু, তারা তাদের সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখে। তাদের প্রতি যারা অন্যায় করে, শক্তি/ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের ক্রোধ দমন করে রাখে এবং ক্ষমা করে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ. أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ. ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। সুতরাং কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী এবং যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান, তারাই হবে উত্তরাধিকারী। অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা বসবাস করবে চিরকাল। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১-১১)

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১-২)

৬৪। আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা; যা আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এই দু'এর অন্তবর্তী তা তাঁরই এবং আপনার রাব্ব কোন কিছু ভুলেননা।	٦٤. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمۡرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيۡنَ أَيۡدِينَا وَمَا خَلۡفَنَا وَمَا بَيۡنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

৬৫। তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে সবারই রাব্ব; সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাক; তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কেহকে জান?	٦٥. رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَـٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا

আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন মালাইকা পৃথিবীতে অবতরণ করেননা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জিবরাঈলকে (আঃ) বলেন ঃ আপনি আমার কাছে যত বার আসেন, এর চেয়ে বেশী আসেননা কেন? এর উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ১/২৩১, ফাতহুল বারী ৮/২৮২) এটাও বর্ণিত আছে যে, একবার জিবরাঈলের (আঃ) আগমনে বিলম্ব হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ (*আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা*) এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। (তাবারী ১৮/২২২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا *যা আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে আছে*। এখানে ‘যা কিছু অগ্রে’ বলতে পৃথিবীর কথা বুঝানো হয়েছে এবং ‘যা কিছু পশ্চাতে’ বলতে কিয়ামাত দিবস/পরকালকে বুঝানো হয়েছে।

وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ এ আয়াতে ইসরাফীল (আঃ) যে দুইবার ফুঁক দিবেন তার মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে। আবুল আলীয়া (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/২২৪) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে বর্তমানে পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে এবং পরে পরকালে যা ঘটবে। আর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যা কিছু ইহকাল ও পরকালের মাঝখানে

ঘটবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) হতেও অনুরূপ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। (কুরতুবী ১১/১২৯) ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) দ্বিতীয় মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ১৮/২২৫) আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا *এবং তোমার রাব্ব কোনো কিছু ভুলেননা*। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাকে ভুলে যাননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا তিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুরই রাব্ব এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুর সৃষ্টিকারীও তিনিই। এমন কেহ নেই যে তাঁর হুকুম টলাতে পারে।

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا সুতরাং হে নাবী! তুমি তাঁরই ইবাদাত করতে থাক এবং তাঁরই ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাক, তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেহই নেই। তিনি বারাকাতময়। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নামে সমস্ত গুণ ও বিশেষণ বিদ্যমান। তিনি মহামহিমান্বিত।

৬৬। মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব?	٦٦. وَيَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا
৬৭। মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিলনা?	٦٧. أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا
৬৮। সুতরাং শপথ তোমার রবের! আমিতো তাদেরকে শাইতানদেরসহ একত্রে সমবেত করবই এবং পরে	٦٨. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَـٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا	আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই।
٦٩. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّا	৬৯। অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য, আমি তাকে টেনে বের করবই।
٧٠. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا	৭০। তারপর আমিতো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি।

পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহের উত্তর

কিয়ামাতকে অস্বীকারকারী লোকেরা কিয়ামাত সংঘটনকে অসম্ভব মনে করত এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন তাদের কাছে ছিল অবাস্তব। তারা ঐ কিয়ামাতের এবং ঐ দিন নতুনভাবে দ্বিতীয়বার জীবন শুরুর কথা শুনে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করত। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ

তুমি যদি বিস্মিত হও তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের বক্তব্য ঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৫) সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ

সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯) এখানেও কাফিরদের ঐ প্রতিবাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

أَوَلاَ يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا .وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا

خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا তারা বলে ঃ আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে আমরা কি জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হব? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিলনা? তারা প্রথমবারের সৃষ্টিকে স্বীকার করছে, আর দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিকে অস্বীকার করছে। যখন তারা কিছুই ছিলনা তখন যিনি তাদেরকে কিছু একটা করতে সক্ষম ছিলেন, তারপর যখন তারা কিছু না কিছু একটা হয়েছে। তখন কি তিনি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেননা? সুতরাং প্রথমবার সৃষ্টি করাতো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করারই অনুরূপ।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা তার জন্য উপযুক্ত ছিলনা। আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ এটাও তার জন্য সমীচীন নয়। আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এই যে, সে বলে ঃ যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেননা। অথচ এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশমান যে, প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টির তুলনায় কঠিনতর। আর আমাকে তার কষ্ট দেয়া এই যে, সে বলে ঃ আল্লাহর সন্তান রয়েছে। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী। না আমার পিতা-মাতা আছে, না সন্তান-সন্ততি আছে, আর না আমার সমতুল্য ও সমকক্ষ কেহ আছে। (আহমাদ ২/৩৫০) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ আমি আমার সত্তার শপথ করে বলছি, আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করব এবং আমাকে ছাড়া যে সব শাইতানের তারা ইবাদাত করত তাদেরকেও আমি একত্রিত করব। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের

সামনে নিয়ে আসা হবে যেখানে তারা হাটুর ভরে পতিত হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ একটি উক্তি এও আছে যে, দাঁড়ানো অবস্থায় তাদেরকে রাখা হবে। মুররাহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন মাসউদও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا *অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই।* শাউরী (রহ) আলী ইবনুল আকমার (রহঃ) থেকে, তিনি আবুল আহওয়াস (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন প্রথম ও শেষের সমস্ত মানুষ একত্রিত হবে তখন তাদের মধ্য হতে বড় বড় পাপী ও অবাধ্যদেরকে পৃথক করা হবে। তাদের সরদার ও আমীর এবং যারা মন্দ ও অসৎ কাজ ছড়াত, যারা তাদেরকে শির্‌ক ও কুফরীর শিক্ষা দিত এবং তাদেরকে পাপ কাজের দিকে আকৃষ্ট করত তাদের সকলকেই পৃথক করা হবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। অতঃপর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে ঃ আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮-৩৯) এরপর তাদের প্রথম ব্যক্তি শেষের ব্যক্তিকে বলবে ঃ তুমি আমাদের

চেয়ে উত্তম ছিলেনা। অতএব তুমি যা করেছ তার পরিনামে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এরপর তাদের কার্যাবলীর সাথে কার্যাবলী সংযোগ করে বলেন ঃ

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا সবচেয়ে বেশি শাস্তির যোগ্য কারা এবং কারা জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল করেই জানেন যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কে জাহান্নামের আগুনে জ্বলে-পুড়ে শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে ওতেই চিরদিন অবস্থান করবে এবং কে দ্বিগুণ শাস্তি পাবার উপযুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮)

৭১। এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।	٧١. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
৭২। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।	٧٢. ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

প্রত্যেককেই জাহান্নামের কাছে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর মু'মিনদেরকে তা থেকে রক্ষা করা হবে

وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুল ধারালো তরবারীর চেয়েও তীক্ষ্ণতর হবে। প্রথম দল বিদ্যুৎ গতিতে মুহুর্তের মধ্যে পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল বায়ুর গতিতে যাবে। তৃতীয় দল যাবে দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে। চতুর্থ দল দ্রুতগামী গাভীর গতিতে পার হবে। অবশিষ্টদের জন্য মালাইকা সব দিক থেকে প্রার্থনা করতে

থাকবেন। তারা বলবেন ঃ হে আল্লাহ! এদেরকে বাঁচিয়ে নিন। (তাবারী ১৮/২৩২) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বহু মারফূ হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসগুলি আনাস (রাঃ), আবূ সাঈদ (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), যাবির (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ হতে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) স্ত্রী উম্মে মুবাশশার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা হাফসার (রাঃ) ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ আমার রবের পবিত্র সত্তার কাছে আমি এই আশা রাখি যে, বদরের যুদ্ধে ও হুদাইবিয়ার মাইদানে যে সব মু'মিন শরীক ছিল তাদের একজনও জাহান্নামে যাবেনা। তাঁর এ কথা শুনে হাফসা (রাঃ) বলেন ঃ এটা কিরূপে সম্ভব, কুরআনুল কারীমেতো ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا তোমাদের ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করতে হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন ঃ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا অতঃপর মুত্তাকীরা তার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। (আহমাদ ৬/৩৬২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যুহরী (রহঃ) সাঈদ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার তিনটি সন্তান মারা গেছে তাকে আগুন স্পর্শ করবেনা, শুধু শপথ পূরা করা ছাড়া (আগুন স্পর্শ করবে)। (ফাতহুল বারী ৩/১৪২, মুসলিম ৪/২০২৮) এর দ্বারা এই আয়াতই উদ্দেশ্য।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুসলিমরা পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, আর মুশরিকরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। সুদ্দী (রহঃ) মুররাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহা হল শপথ যা বাস্তবায়িত হবেই। (তাবারী ১৮/২৩৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, *'হাতমান'* শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্ব নির্ধারিত। ইব্ন জুরাইযও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا পুলসিরাতের উপর দিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহভীরু লোকেরা পার হয়ে যাবে। আর পাপীরা তাদের আমল অনুযায়ী জাহান্নামে গড়িয়ে পড়তে থাকবে। মু'মিনরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। যে পরিমাণ

আমল হবে সেই পরিমাণ সেখানে কম বিলম্ব হবে। তারপর যে সকল মুসলিম কোন বড় পাপ (কাবিরাহ গুনাহ) এ দুনিয়ায় করেছে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলী, রাসূলগণ এবং মু'মিনগণ শাফাআত করবেন। এভাবে মুসলিমের একটি বিরাট দল যারা বড় পাপ করেছে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তারা এমন অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবে যে, আগুন তাদেরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ করে ফেলবে। শুধু মুখমন্ডলের সাজদাহর জায়গাটুকু বাকী থাকবে। তারা নিজ নিজ বাকী ঈমানের পরিমাণ হিসাবে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। যাদের অন্তরে দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা প্রথমে বের হবে। তারপর বের হবে তাদের চেয়ে কম ঈমানের অধিকারী লোকেরা। এরপর বের হবে ঐ লোকেরা যাদের ঈমান এদের চেয়ে কম হবে। এভাবে বের হয়ে আসতে আসতে যাদের ঈমান হবে অণু পরিমাণ তারা বের হবে। তারপর ঐ ব্যক্তিকে বের করা হবে যে সারা জীবনে একবার *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলেছে, যদিও তার সমস্ত জীবনে অন্য কোন সাওয়াব না'ও থাকে। এরপর জাহান্নামে শুধু তারাই থাকবে যাদের ভাগ্যে জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান লিখিত আছে। এ সবই হচ্ছে ঐ হাদীসসমূহের সারমর্ম যেগুলি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত বলে সঠিকতার সাথে এসেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (*পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব*)

৭৩। তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হলে কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ দু' দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেয়তর ও মাজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম?	٧٣. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا
৭৪। তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি বিনাশ	٧٤. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ

هُمْ أَحْسَنُ أَثَـٰثًا وَرِءْيًا	**করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।**

অবিশ্বাসী কাফিরেরা তাদের দুনিয়ার চাকচিক্যময় জীবন নিয়ে উল্লসিত

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর স্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং দলীল প্রমাণাদি মূলক বিশিষ্ট কালাম দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনা। তারা এগুলি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও চোখ বড় করে তাকায়। তারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের সাথে বিতর্ক করে এবং তাদের মিথ্যা ও বাতিল ধর্মকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে।

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا তারা তাদের বাহ্যিক শান শওকত ও জাঁকজমক দ্বারা মু'মিনদেরকে প্রভাবিত করতে চায়। মু'মিনদেরকে তারা বলে ঃ বল তো, কাদের ঘরবাড়ী সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ এবং কাদের মাজলিসগুলি গুলযার? সুতরাং আমরা যখন ধন দৌলতে, শান শওকতে ও মান মর্যাদায় তোমাদের চেয়ে উন্নত, তখন আমরাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নাকি তোমরা? তোমরাতো বাস করছ কুঁড়ে ঘরে। তোমরা ভাল ভাল খাবার খেতে, উত্তম পানীয় পান করতে পারছনা। কখনও তোমরা আরকাম ইব্ন আবি আরকামের ঘরে লুকিয়ে থাক এবং কখনও কখনও এদিকে ওদিক পালিয়ে থাক। যেমন অন্য আয়াতে আছে যে, কাফিরেরা বলেছিল ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ

মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে ঃ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১১) নূহের (আঃ) কাওমও এ কথাই বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

আমরা কি তোমার উপর এমন অবস্থায় ঈমান আনতে পারি যে, হীন প্রকৃতির লোকেরা তোমার অনুসরণ করেছে? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১১) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৩) কাফিরদের এ কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। অর্থাৎ তাদের দুষ্কার্যের ফলে তাদেরকে আমি ধ্বংস ও তছনছ করে দিয়েছি। তারা এই কাফিরদের তুলনায় বেশি সম্পদের অধিকারী ছিল। আল আমাশ (রহঃ) আবূ জিবাইন (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে **وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা ধন-দৌলত, গাড়ী-বাড়ী এবং শক্তি সামর্থ্যে এদের চেয়ে বহু গুণ বড় ছিল। কিন্তু তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ফির'আউন এবং তার লোকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর।

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্য-ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ২৫-২৬)

مَقَمٌ দ্বারা বাসভূমি ও নি'আমাতরাজিকে বুঝানো হয়েছে। **نَدِىٌّ** দ্বারা মাজলিস ও বৈঠককে বুঝানো হয়েছে। আরাবে বৈঠক ও লোকদের একত্রিত হওয়ার জায়গাকে **نَادِى** এবং **نَدِىٌّ** বলা হয়। যেমন একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ

এবং তোমরাইতো নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্য ঘৃণ্য কাজ করে থাক। সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৯)

৭৫। বল ঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন যতক্ষণ না তারা, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবে, তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামাতই হোক; অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কে দলবলে দুর্বল।	٧٥. قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا

অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে কিছু দিনের অবকাশ দেয়া হয়, কিন্তু তাদের ব্যাপারটি ভুলে যাওয়া হয়না

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যে সব কাফির দাবী করছে যে, তুমি ভুল পথে আছ এবং তারা সৎ পথে রয়েছে এবং নিজেদের স্বচ্ছল জীবনকে নিরাপদ ও শান্তিময় জীবন মনে করছে তাদেরকে বলে দাও, বিভ্রান্তদের রশি দীর্ঘ হয়ে থাকে। তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে অবকাশ দেয়া হয়, যে পর্যন্ত না কিয়ামাত সংঘটিত হয় অথবা তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا প্রকৃত পক্ষে কারা মন্দ লোক ছিল এবং কাদের সাথী দুর্বল ছিল, ঐ সময় তারা তা পূর্ণরূপে জানতে পারবে।

তারা যে দাবী করে যে, বিচার দিবসের পরেও তারা উত্তম বাসস্থান তথা সুরম্য প্রাসাদের অধিকারী হবে সেই বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের দাবী খন্ডন করছেন। মুশরিকরা দাবী করছে ঃ তারা যে আমল করছে এবং যে পথ অনুসরণ করছে তা’ই সঠিক সেই ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হল যে, তাদের ধারণা ভুল। তাদের মিথ্যা দাবী খন্ডন করে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বলছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা জুমু‘আ, ৬২ ঃ ৬)

তোমরা যাদেরকে বলছ যে, তারা ভুল পথে রয়েছে তাহলে তাদের সাথে একত্র হয়ে আল্লাহর কাছে দু‘আ চাও যে, আল্লাহ যেন তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দেন। তোমরা যদি সত্যিই সঠিক দীনের পথে থেকে থাক তাহলে এ দু‘আ তোমাদের কোন ক্ষতির কারণ হবেনা। কেননা হক পথে থাকার জন্য তোমরাতো উত্তম বস্তু প্রাপ্ত হবে! কিন্তু আল্লাহ জানেন যে, তোমরা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। এ বিষয়ে সূরা বাকারাহর তাফসীরে (২ ঃ ৯৪) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া খৃষ্টানদের ব্যাপারেও সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে (৩ ঃ ৬১) আলোচিত হয়েছে। খৃষ্টানরা মিথ্যা দাবী করে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। আল্লাহ সুবহানাহু তাদের মিথ্যা দাবী খন্ডন করে বলেন যে, ঈসা (আঃ) ছিলেন অন্যান্য মানুষের মত আল্লাহর একজন দাস বা বান্দা এবং আদমের (আঃ) মত সৃষ্টিধারার ব্যতিক্রম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ

অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল ঃ এসো, আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও তোমাদেরকে আহ্বান করি। অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬১)

সূরা জুমু‘আয় ইয়াহুদীদেরকে মুবাহালায় অবতীর্ণ হতে বলা হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

বল ঃ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা জুমু‘আ, ৬২ ঃ ৬)

৭৬। এবং যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন এবং স্থায়ী সৎ কাজ তোমার রবের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।	٧٦. وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى ۗ وَٱلْبَـٰقِيَـٰتُ ٱلصَّـٰلِحَـٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

সত্যাশ্রয়ী লোকদেরকেই সঠিক পথের সন্ধান দেয়া হয়

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ যেভাবে বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেইভাবে হিদায়াত প্রাপ্তদের হিদায়াত বাড়তে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪)

بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ এর পূর্ণ তাফসীর সূরা কাহফে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا এই স্থায়ী সৎ কাজ তোমার রবের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

৭৭। তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান-	٧٧. أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ

সন্ততি দেয়া হবেই।	مَالاً وَوَلَدًا
৭৮। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?	٧٨. أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا
৭৯। কখনই নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।	٧٩. كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا
৮০। সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।	٨٠. وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا

যে কাফিরেরা বলে, পরকালেও তাদেরকে সম্পদ এবং সন্তান দান করা হবে তাদের দাবীর খন্ডন

খাব্বাব ইব্ন আরত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আস ইব্ন ওয়াইলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তাকে তাগাদা করতে গেলে সে বলে আমি তোমার ঋণ ঐ পর্যন্ত পরিশোধ করবনা, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ করবে। আমি বললাম ঃ আমিতো এই কুফরী ঐ পর্যন্ত করতে পারবনা যে পর্যন্ত না তুমি মরে গিয়ে পুনরুজ্জীবিত হও। ঐ কাফির তখন বলল ঃ ঠিক আছে, তাই হল। যখন আমি মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হব তখন আমি মাল ও সন্তান সন্ততি অবশ্যই প্রাপ্ত হব। তখন তুমি এসো, তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিব। এ সময় أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৫/১১১, ফাতহুল বারী ৪/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৫৩) সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, খাব্বাব ইব্ন আরত (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি মাক্কার

আস ইব্‌ন ওয়াইলের একটি তরবারী বানিয়ে দিয়েছিলাম। তাই আমি আমার পারিশ্রমিক আনার জন্য তার কাছে গিয়েছিলাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

لأَوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا এ আয়াতের ভাবার্থে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সম্পদ ও সন্তান প্রদান করা হবে এ কথা তারা কোত্থেকে জানতে পারল? তারা কি গাইবের খবর জানে যে জন্য তারা এতখানি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, ওগুলি তাদের প্রদান করা হবে? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঐ অহংকারীকে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا তার পরকালের পরিণাম সম্পর্কে সে কি কোন সংবাদ রেখেছে? সে কি করুণাময় আল্লাহর নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? সে কি আল্লাহর একাত্মবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে যে, এ কারণে তার জান্নাতী হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে? এরপর মহান আল্লাহ তার কথাকে গুরুত্বের সাথে অস্বীকার করে বলেন ঃ

كَلاَ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا কখনই নয়! সে যা বলে এবং সে যা নিজের জন্য আশা করছে তা হবার নয়। সে যে কুফরীতে নিমজ্জিত আমি তা লিখে রাখব, তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। পরকালে তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাপ্তিতো দূরের কথা, বরং তার দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও ছিনিয়ে নেয়া হবে। **وَيَأْتِينَا فَرْدًا** সে একাকী আমার কাছে হাযির হবে।

৮১। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়।	٨١. وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا
৮২। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।	٨٢. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

৮৩। তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য।	٨٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا
৮৪। সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়া করনা; আমিতো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল।	٨٤. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

পূজারীদের দেবতারা তাদের পূজাকে অস্বীকার করবে

আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ঃ তারা ধারণা করছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যে সব মা'বূদের তারা উপাসনা করছে তারা তাদের সম্মান এবং প্রতিপত্তির জন্য সহায়ক ও সাহায্যকারী হবে। ফলে তারা ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী হবে। কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষিতার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তারা এদের উপাসনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে এবং তাদের শত্রু হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬)

সেই দিন এই কাফিরেরা নিজেরাও আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সেই দিন ছিন্ন হয়ে যাবে। একে অপরের চরম শত্রুতে পরিণত হবে। সাহায্য করাতো দূরের কথা, সেই দিন

তাদের মমত্ববোধও থাকবেনা। উপাস্যরা উপাসকদের জন্য এবং উপাসকরা উপাস্যদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে।

অবিশ্বাসী কাফিরদের উপরই শাইতানের প্রভাব রয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا হে নাবী! তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, তারা সব সময় তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে উষ্কানি দিচ্ছে। তাদেরকে তারা বিদ্রোহী ও উদ্ধত করে তুলছে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا তুমি তাদের বিষয়ে তাড়াহুড়া করনা এবং তাদের জন্য বদ দু'আ করনা। আমি ইচ্ছা করেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। তাদের পাপকাজ বৃদ্ধি পেতে থাকুক। তাদেরকে পাকড়াও করার দিন ও সময় আমি গণনা করে রেখেছি। যখন ঐ নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন আমি তাদেরকে পাকড়াও করব এবং কঠিন শাস্তি দিব। আমি যালিমদের কৃতকর্ম হতে উদাসীন নই। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ

যালিমরা যা করছে তা থেকে তুমি আল্লাহকে উদাসীন ও অমনোযোগী মনে করনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا

আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৮) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ আমি তাদের বছর, মাস, দিন এবং সময় গণনা করতে রয়েছি। নির্ধারিত সময় এলেই তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে।

৮৫। যেদিন আমি দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদের সম্মানিত মেহমান রূপে সমবেত করব।	٨٥. يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدًا
৮৬। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।	٨٦. وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا
৮৭। যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবেনা।	٨٧. لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا

কিয়ামাত দিবসে মু'মিন ও কাফিরদের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সংযমী বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যারা ইহকালে আল্লাহকে ভয় করে চলে, নাবীগণের সত্যতা স্বীকার করেছে, আল্লাহর

আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে, পাপকাজ থেকে দূরে রয়েছে তারা আল্লাহর সামনে সম্মানিত মেহমানরূপে হাযির হবে। তারা জ্যোতির্ময় উষ্ট্রীর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে আসবে এবং আল্লাহর অতিথিশালায় সম্মানের সাথে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর অবাধ্য পাপী ও রাসূলদের শক্রদেরকে উল্টোমুখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। (وِرْدًا) এর অর্থে 'আতা (রহঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, ঐ সময় সে পিপাসায় কাতর হয়ে থাকবে। তখন বলা হবে ঃ

أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا

দু' দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেয়তর ও মাজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৩)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আমর ইব্‌ন কায়িস (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন মারজুক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ মু'মিন তার কাবর হতে মুখ উঁচিয়ে দেখবে যে, তার সামনে একজন সুদর্শন লোক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র পোশাক পরিহিত হয়ে এবং সুগন্ধ ছড়িয়ে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে জিজ্ঞেস করবে ঃ আপনি কে? উত্তরে সে বলবে ঃ আমাকে চিনতে পারছেননা? আমিতো আপনার সৎ আমলেরই দেহাকৃতি। আপনার আমল ছিল জ্যোতির্ময়, সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত যা আপনি আপনার কাঁধে বহন করে চলতেন। এবার আসুন, এখন আপনাকে আমি আমার কাঁধে উঠিয়ে স্বসম্মানে হাশরের মাঠে নিয়ে যাব। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তি সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট যাবে।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا এর বিপরীত পাপী লোকেরা উল্টোমুখে শৃংখলে অন্ধ অবস্থায় জন্তুর মত ধাক্কা খেয়ে জাহান্নামের নিকট একত্রিত হবে। ঐ সময় পিপাসায় তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হবে। **لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ** তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী এবং তাদের পক্ষে একটা ভাল কথা উচ্চারণ করার কেহ থাকবেনা। মু'মিনরাতো একে অপরের জন্য সুপারিশ করবে। কিন্তু এই হতভাগারা এর থেকে বঞ্চিত থাকবে। তারা নিজেরাই বলবে ঃ

فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০০-১০১)

إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا তবে যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত। এটা 'ইসতিসনা মুনকাতা'। এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্যদান এবং ওর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করে, অন্যান্যদের ইবাদাত করা হতে বেঁচে থাকে, তাঁরই কাছে সাহায্যের আশা রাখে এবং তাঁরই কাছে সমস্ত আশা পূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রাখে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

৮৮। তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।	٨٨. وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا
৮৯। তোমরাতো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ।	٨٩. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا
৯০। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে -	٩٠. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا
৯১। যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে।	٩١. أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا
৯২। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়।	٩٢. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا
৯৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে।	٩٣. إِن كُلُّ مَن فِى

	ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا
৯৪। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন।	٩٤. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا
৯৫। এবং কিয়ামাত দিনে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।	٩٥. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

আল্লাহর সন্তান সম্পর্কে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান

এই পবিত্র সূরার প্রথমে এ কথার প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা পিতা ছাড়াই নিজের হুকুমে মারইয়ামের (আঃ) গর্ভে জন্মগ্রহণ করান। এ জন্য একদল লোক তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা এর থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। তাদের উক্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, شَيْئًا إِدًّا এটা বড়ই অন্যায় কথা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) اِدًّا শব্দের অর্থ করেছেন عَظِيْمًا অর্থাৎ ভয়ংকর। এটাকে اَدًّا – اِدًّا এবং اٰدًّا এই তিন রূপেই পড়া হয়েছে। কিন্তু اِدًّا পঠনই বেশি প্রসিদ্ধ।

أَن .تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا তাদের এই কথাটি এতই জঘন্য ও অপ্রীতিকর যেন অকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়বে এবং পর্বতরাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বুঝে। তারা

তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী। তারা জানে যে, এ দুষ্ট ও নির্বোধ লোকেরা আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ আরোপ করছে। তাঁর পিতামাতা নেই, স্ত্রী নেই, সন্তান-সন্ততি নেই, কোন অংশীদার নেই, কোন পীর নেই এবং সমতুল্যও কেহ নেই। তিনি একক, স্বয়ং সম্পূর্ণ, সমস্ত সৃষ্টি জগত তাঁর মুখাপেক্ষী।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রমাণ পেশ করছে। শির্ককারীদের শির্কের কারণে একমাত্র মানুষ ও জিন ব্যতীত আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বতসহ সমস্ত মাখলূক প্রকম্পিত হচ্ছে।

নিশ্চয়ই মানুষ এবং জিন জাতি ছাড়া ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলে যা কিছু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, এমন কি পাহাড় পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয়ে কেঁপে উঠে। আল্লাহর মহানত্ম ও বড়ত্বের কারণে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করার ব্যাপারে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া মনে করে। আল্লাহর সাথে শরীক করার কারণে মূর্তি পূজকরা দুনিয়ায় কোন ভাল কাজ করলেও আখিরাতে কোন প্রতিদান পাবেনা। আমরা আশা করি যে, যারা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাস করে ইবাদাতের মাধ্যমে তাঁর কাছে যাঞ্চা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং উত্তম প্রতিদান দিবেন।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* এর শাহাদাত পাঠ করাতে থাক। কেননা যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় এটি পাঠ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় এটা পাঠ করবে (তার হুকুম কি?) তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটাতো (জান্নাত) আরও বেশি ওয়াজিবকারী, এটাতো (জান্নাত) আরও বেশি ওয়াজিবকারী। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যমীন ও আসমান এবং এতদুভয়ের মাঝের সমস্ত কিছু এবং নিম্নের সমস্ত জিনিস যদি মীযানের এক পাল্লায় রাখা হয় এবং *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* এর শাহাদাত অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে এই শাহাদাতের ওযনই ভারী হবে। (তাবারী ১৮/২৫৮) এর আরও দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যাতে তাওহীদের একটি ক্ষুদ্র খন্ড পাপরাশির বড় বড় দফতরের চেয়ে ভারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী ৭/৩৩০)

সুতরাং তাদের 'আল্লাহর সন্তান আছে' এই উক্তিটি এত বড় অন্যায় যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের কারণে আকাশ যেন কেঁপে ওঠে এবং যমীন যেন ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। আর পাহাড় যেন চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে পড়বে।

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কষ্টদায়ক কথায় আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক ধৈর্য ধারণকারী আর কেহ নেই। মানুষ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর জন্য সন্তান নির্ধারণ করে, অথচ তিনি তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করেন এবং আহার্য প্রদান করেন। তাদের থেকে তিনি বিপদাপদ দূর করেন। (আহমাদ ৪/৪০৫, ফাতহুল বারী ১০/৫২৭, মুসলিম ৪/২১৬০)

وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অস্বস্তিবোধ মোটেই শোভনীয় নয়। কারণ সমস্ত সৃষ্টিজীব তাঁরই দাসত্ব করছে। তাঁর সঙ্গী সাথী বা তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا যমীন ও আসমানে যত কিছু রয়েছে সবাই তাঁর আদেশাধীন ও তাঁর অনুগত দাস। তিনি সবারই রাব্ব এবং রক্ষক। সবারই গণনা তাঁর কাছে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সবাইকে পরিবেষ্টন করে আছে। সবাই তাঁর ক্ষমতার আওতার মধ্যে রয়েছে। সমস্ত পুরুষ, নারী, ছোট ও বড় এবং ভাল ও মন্দের খবর তিনি রাখেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে। তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই, তাঁর সঙ্গী ও অংশীদার নেই।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا প্রত্যেকে বন্ধু বান্ধব ও সহায়হীন অবস্থায় কিয়ামাতের দিন তাঁর সামনে হাযির হবে। সমস্ত মাখলূকের ফাইসালা তাঁরই হাতে। তিনি এক ও অংশীবিহীন। সবারই ফাইসালা তিনিই করবেন। তিনি যা চাবেন তাই করবেন। তিনি ন্যায় বিচারক, অত্যাচারী নন। কারও অণু পরিমান হকও নষ্ট করা তাঁর নীতির পরিপন্থী।

৯৬। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।	٩٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَيَجۡعَلُ

	لَهُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وُدًّا
৯৭। আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।	٩٧. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا
৯৮। তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কেহকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?	٩٨. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের একে অপরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা একাত্মবাদে বিশ্বাসী এবং যাদের আমলে সুন্নাতের নূর রয়েছে, তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। যেমন আবূ হুরাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেন ঃ আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈলও (আঃ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আকাশে ঘোষণা করে দেন ঃ আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন সমস্ত আকাশবাসী তাকে ভালবাসে। তারপর দুনিয়াবাসীর অন্তরে তার কবূলিয়ত রেখে দেয়া হয়। আর যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেন ঃ আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করছি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশবাসীর নিকট এই ঘোষণা করেন

যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে দুশমন মনে কর। তখন আকাশবাসীর সবাই তাকে ঘৃণা করে। তারপর পৃথিবীতে তার জন্য মানুষের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। (আহমাদ ২/৪১৩, ৫১৪, ফাতহুল বারী ১/৪৭৬, মুসলিম ৪/২০৩০)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেন ঃ অবশ্যই আমি অমুককে ভালবাসি, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাস। জিবরাঈল (আঃ) তখন আকাশমন্ডলীর সকলকে ডেকে জানিয়ে দেন, ফলে পৃথিবীতে তার জন্য ভালবাসার বান বর্ষিত হতে থাকে। ইহাই হল আল্লাহ তা'আলার إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا এ আয়াতের মর্মার্থ। (আবদুর রায্যাক ১০/৪৫০, মুসলিম ৪/১০৩১, তিরমিযী ৮/৬০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সুসংবাদ দান এবং সতর্ক করার উদ্দেশে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ আমি এই কুরআনকে তোমার ভাষায় অর্থাৎ আরাবী ভাষায় সহজ করে দিয়েছি। এই ভাষা বাকরীতি ও বাক্যালংকারের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ভাষা। হে নাবী! এই কুরআনকে আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করার কারণ এই যে, তুমি যেন আল্লাহভীরু ও ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহর সুসংবাদ শুনিয়ে দিতে পার। وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا আর যারা বিতন্ডা প্রবণ ও সত্য থেকে বিমুখ তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও এবং তাঁর শাস্তি থেকে সতর্ক করতে পার। যেমন কুরাইশ কাফিরদের ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নাবীগণকে অস্বীকার করেছিল, তুমি তাদের কেহকে দেখতে পাও কি? অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও কি! অর্থাৎ তাদের কেহই অবশিষ্ট নেই, সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا তুমি কি তাদের কেহকে দেখতে পাচ্ছ অথবা তাদের থেকে সামান্যতম ফিসফিস শব্দও শুনতে পাচ্ছ? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, **رِكْزٌ** এর অর্থ হচ্ছে শব্দ। (তাবারী ১৮/২৬৫) হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তোমরা কি নিজেদের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছ অথবা কান দিয়ে কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ? (তাবারী ১৮/২৬৫)

সূরা মারইয়ামের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২০ তা-হা, মাক্কী

٢٠ – سورة طه ' مَكِّيَّةٌ

আয়াত ১৩৫, রুকু ৮

(اَيَاتُهَا : ١٣٥ ' رُكُوْعَاتُهَا : ٨)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। তা-হা	١. طه
২। তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।	٢. مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ
৩। বরং যারা ভয় করে তাদের উপদেশার্থে -	٣. إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ
৪। যিনি সমুচ্চ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এটা তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ।	٤. تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلْعُلَى
৫। দয়াময় আরশে সমাসীন।	٥. ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ
৬। যা আছে আকাশ-মন্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।	٦. لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ

৭। তুমি উচ্চ কণ্ঠে যা'ই বল তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন।	٧. وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى
৮। আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।	٨. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

কুরআন হল আল্লাহ প্রদত্ত বাণী ও উপদেশ

সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে হুরুফে মুকাত্তাআর পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

যুবাইর (রহঃ) যাহহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন অবতীর্ণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন কুরআনুল হাকীমের উপর আমল শুরু করেন তখন মুশরিকরা বলতে থাকে ঃ কুরআন নাযিলের মাধ্যমে এই লোকগুলিতো বেশ কষ্টে পড়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। (কুরতুবী ১১/১৬৭) আল্লাহ তা'আলা তাদের জানিয়ে দেন যে, কুরআন মানুষকে কষ্ট ও বিপদে ফেলার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং ইহা আল্লাহভীরু লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। ইহা আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান। যে ইহা লাভ করেছে সে খুব বড় সম্পদ লাভ করেছে। যেমন মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে তিনি ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। (ফাতহুল বারী ১/১৯৭, মুসলিম ২/৭১৯)

প্রথম দিকে লোকেরা আল্লাহর ইবাদাত করার সময় নিজেদেরকে রশিতে বেধে নিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে তাদের বলেন ঃ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى এই কুরআন তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চায়না। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

অতএব কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০) এ কুরআন ক্লেশ ও কষ্টদায়ক জিনিস নয়। বরং ইহা হচ্ছে করুণা, জ্যোতি, দলীল এবং জান্নাত প্রাপ্তির পথনির্দেশ। **إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى** এই কুরআন হচ্ছে সৎ ও আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ, হিদায়াত ও রাহমাত। ইহা শ্রবণ করে আল্লাহ তা'আলার সৎ বান্দারা হারাম-হালাল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ফলে তাদের উভয় জগত সুখময় হয়।

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى হে নাবী! এই কুরআন তোমার রবের কালাম, ইহা তাঁরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক, আহারদাতা এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান; যিনি যমীনকে নীচু ও ঘন করেছেন এবং আকাশকে করেছেন উঁচু ও সূক্ষ্ম।

জামে তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, প্রত্যেক আকাশের পুরুত্ব হচ্ছে পাঁচ শ' বছরের পথ। আর এক আকাশ হতে অপর আকাশের ব্যবধান হল পাঁচ শ' বছরের পথ। (তিরমিযী ৯/১৮৫)

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন। এর পূর্ণ তাফসীর সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলনা। নিরাপত্তাপূর্ণ পন্থা এটাই যে, আয়াত ও হাদীসসমূহের সিফাতকে পূর্ব যুগীয় বিজ্ঞজনদের নীতি অনুসারেই ওগুলির বাহ্যিক শব্দ হিসাবেই মানতে হবে। এর কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পুর্নলিখন করা চলবেনা।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى সমস্ত কিছু আল্লাহ তা'আলার অধিকারে রয়েছে। সবই তাঁর দখল, চাহিদা ও ইচ্ছাধীন। তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, উপাস্য ও পালনকর্তা। তাঁর কর্তৃত্বে কারও কোন প্রকারের কোন অংশ নেই। সপ্ত যমীনের নীচেও যা আছে তারও মালিক তিনিই। আল্লাহ তিনি যিনি কুরআন নাযিল করেছেন। উঁচু আসমান এবং পৃথিবী তাঁরই সৃষ্টি।

وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ তিনি প্রকাশ্য, গোপনীয়, উঁচু, নীচু, ছোট ও বড় সব কিছুই জানেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বানী আদম যা কিছু গোপন করে এবং তার উপর যা কিছু গোপন রয়েছে, তা সবই আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রকাশমান। তার আমলকে তার জানার পূর্বেও আল্লাহ জানেন। সমস্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ মাখলূক সম্পর্কে জ্ঞান তাঁর কাছে এমনই যেমন একজন লোকের সম্পর্কে জ্ঞান। সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি এবং তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাও তাঁর কাছে একটি মানুষ সৃষ্টি করার মত।

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকামন, ৩১ ঃ ২৮)

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى বর্তমান কৃত-কর্ম এবং যে আমল সে পরে করবে তাও তাঁর কাছে প্রকাশমান। **اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** তিনি সত্য ও একমাত্র যোগ্য উপাস্য। সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই জন্য। সূরা আ'রাফের তাফসীরের শেষে **اَسْمَاءُ حُسْنَى** সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহরই জন্য।

৯। মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?	٩. وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ
১০। সে যখন আগুন দেখল তখন তার পরিবারবর্গকে বলল ঃ তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখেছি; সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা ওর নিকটে কোন পথ প্রদর্শক পাব।	١٠. إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى

মূসার (আঃ) নাবুওয়াতের আলোচনা

এখান থেকে মূসার (আঃ) ঘটনা শুরু হচ্ছে। তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। এটা হল ঐ সময়ের ঘটনা যখন তিনি সেই সময়কাল পূর্ণ করেছিলেন যা তাঁর এবং তাঁর শ্বশুর (শুআইব (আঃ) এর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে দশ বছরেরও বেশি সময় পরে নিজের দেশ মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। শীতের রাত ছিল এবং তাঁরা পথও ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁরা পাহাড়সমূহের মধ্যস্থলে ছিলেন। অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল। আকাশে মেঘও ছিল। কুয়াশা এবং তুষারপাত হচ্ছিল। তিনি পাথরের দ্বারা আগুন ধরানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই আগুন বের হলনা। এমনকি পাথরের ঘর্ষণে স্ফুলিংও হচ্ছিলনা। তিনি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করলেন। ডান দিকের পাহাড়ের উপর তিনি কিছু আগুন দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন ঃ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই আমি সেখানে যাচ্ছি এবং আগুনের কিছু অঙ্গার নিয়ে আসছি, যাতে আগুন পোহাতে পার এবং কিছু আলোরও কাজ দিতে পারে। আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, সেখানে কোন মানুষকে পাওয়া যাবে যে আমাদেরকে পথ বাতলে দিবে। মোট কথা, পথের ঠিকানা অথবা আগুন পাওয়া যাবেই। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى *অথবা ওর নিকটে কোন পথ প্রদর্শক পাব*। অর্থাৎ কেহ হয়ত আছে যে পথ দেখাতে পারে? এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ আয়াত সম্পর্কে শাউরী (রহঃ) আবূ সাঈদ আল আওয়ার (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তখন ছিল প্রচন্ড ঠান্ডা। তদুপরি তারা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) যখন আগুন দেখতে পেলেন তখন তাদের লোকদেরকে বললেন ঃ ওখানে গিয়ে হয়ত কারও সাক্ষাত পাব যে আমাদেরকে পথের খোঁজ-খবর দিতে পারবে। আর তা যদি না'ও হয় তাহলে অন্ততঃ তোমাদের জন্য কিছু আগুন সংগ্রহ করে আনতে পারব যার মাধ্যমে তোমরা শীত নিবারণ করতে পারবে। (তাবারী ১৮/২৭৭)

১১। অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট এলো তখন আহ্বান করে বলা হল ঃ হে মূসা!	١١. فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ يَٰمُوسَىٰٓ
১২। আমিই তোমার রাব্ব। অতএব তোমার জুতা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র তূওয়া উপত্যকায় রয়েছ।	١٢. إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى
১৩। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা অহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।	١٣. وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰٓ
১৪। আমি আল্লাহ! আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।	١٤. إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ
১৫। কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।	١٥. إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخۡفِيهَا لِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا تَسۡعَىٰ
১৬। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামাত বিশ্বাস করেনা এবং নিজ	١٦. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنۡهَا مَن لَّا

يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَتَرْدَىٰ	**প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে প্রবৃত্ত না করে, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।**

মূসার (আঃ) প্রতি প্রথম অহী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ** মূসা যখন আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন ঐ বারাকাতময় মাঠের ডান দিকের গাছগুলির নিকট থেকে শব্দ এলো ঃ হে মূসা! আমি তোমার রাব্ব। তুমি তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

نُودِىَ مِن شَٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ

উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল ঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩০) আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ), আবূ যার (রাঃ), আবূ আইউব (রাঃ) প্রমুখ এবং অন্যান্য সালাফগণ বলেছেন যে, তাঁকে জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়ার কারণ হয়ত এই যে, তাঁর ঐ জুতা গাধার চামড়া দ্বারা নির্মিত ছিল যা যবাহ করা হয়নি, কিংবা হয়ত ঐ স্থানের সম্মানের কারণেই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৮/২৭৮) ঐ উপত্যকার নাম ছিল তুওয়া। কিংবা ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তুমি তোমার পা এই যমীনের সাথে মিলিয়ে নাও। অথবা ভাবার্থ হল, এই যমীনকে কয়েকবার পবিত্র করা হয়েছে এবং তাতে বারাকাত পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে বারবার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى

যখন তার রাব্ব পবিত্র 'তূওয়া' প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ আমি তোমাকে (রাসূলরূপে) মনোনীত করেছি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي

আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৪) অর্থাৎ ঐ সময়ের সমস্ত লোকের উপর আমি তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাকে সমস্ত মানুষের উপর মর্যাদা দান করে তোমার সাথে আমি যে কথা বলেছি এর কারণ তুমি জান কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! এর কারণতো আমার জানা নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন ঃ এর কারণ এই যে, তোমার মত কেহ আমার দিকে বিনয়ে ঝুঁকে পড়েনি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى যা অহী প্রেরণ করা হচ্ছে, তুমি তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর ঃ আমিই তোমার মা'বূদ, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। এটাই হল তোমার প্রথম কর্তব্য যে, তুমি শুধু আমারই ইবাদাত করবে; আর কারও কোন প্রকারের ইবাদাত করবেনা।

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর। আমাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা হল এটাই। অথবা এর ভাবার্থ হবে ঃ যখন আমাকে স্মরণ হবে তখন সালাত কায়েম কর। যেমন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যদি কারও ঘুম এসে যায় অথবা ভুলে যায় তাহলে যখন স্মরণ হবে তখনই যেন সালাত আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার স্মরণে তোমরা সালাত কায়েম কর। (আহমাদ ৩/১৮৪)

আনাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্তে *সালাত আদায় করার পূর্বে* ঘুমিয়ে যায় অথবা ভুলে যায় সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেয়। তার কাফফারা এটা ছাড়া আর কিছুই নয়। (ফাতহুল বারী ২/৮৪, মুসলিম ১/৪৭৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। এক কিরাআতে **أُخْفِيْهَا** এর পরে **مِنْ نَفْسِى** শব্দও রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার সত্তা হতে কোন কিছু গোপন নেই। সুতরাং অর্থ হবে ঃ এর জ্ঞান আমি আমা ছাড়া আর কেহকেও প্রদান করবনা। অতএব সারা ভূ-পৃষ্ঠে এমন কেহ নেই যার কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় জানা আছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য এ জ্ঞান বহন করা অতি ভারী, এটা বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى সেইদিন প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান দেয়া হবে।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযালাহ, ৯৯ ঃ ৭-৮)

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৬) তা অণু পরিমাণ সাওয়াবই হোক অথবা পাপই হোক। ঐ দিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে।

فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামাতে বিশ্বাস করেনা এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে কিয়ামাতে বিশ্বাস স্থাপন হতে নিবৃত্ত না করে। যদি সে তোমাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয় তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বার্তা সকলের জন্য, কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। যারা মেনে নিবেনা তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ

এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১১)

১৭। হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?	١٧. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ
১৮। সে বলল ঃ এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।	١٨. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ
১৯। (আল্লাহ) বললেন ঃ হে মূসা! তুমি ওটা নিক্ষেপ কর।	١٩. قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ
২০। অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল।	٢٠. فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ
২১। তিনি বললেন ঃ তুমি একে ধর। ভয় করনা, আমি একে এর পূর্ব রূপে ফিরিয়ে দিব।	٢١. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ

মূসার (আঃ) লাঠি সাপে রূপান্তরিত হল

এখানে মূসার (আঃ) একটি খুবই বড় ও স্পষ্ট মু'জিযার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া অসম্ভব এবং যা নাবী ছাড়া অন্য কারও হতে সম্ভব নয়। তূর পাহাড়ের উপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ঃ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? মূসার (আঃ) ভয় ভীতি দূর করার জন্যই

তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা ছিল আলোচনামূলক প্রশ্ন। অর্থাৎ তোমার হাতে লাঠিই আছে। এটা যে কি তা তুমি ভাল রূপেই জান। এখন এটা যা হতে যাচ্ছে তা তুমি দেখে নাও। এই প্রশ্নের জবাবে মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) বললেন ঃ

عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي এটি আমার লাঠি, এর উপর আমি ভর দিয়ে দাঁড়াই। অর্থাৎ চলার সময় এটা আমার সহায়ক রূপে কাজে লাগে। এর দ্বারা আমি আমার বকরীর জন্য গাছ হতে পাতা ঝরিয়ে থাকি। আবদুর রাহমান ইবনুল কাশিম (রহঃ) ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরূপ লাঠিতে কিছু লোহার আংটা লাগানো থাকে। এর ফলে গাছের পাতা ও ফল সহজে আহরণ করা যায় এবং লাঠিও ভাঙ্গেনা। তিনি বললেন যে, ঐ লাঠি দ্বারা তিনি আরও অনেক উপকার লাভ করে থাকেন। এই উপকারসমূহের বর্ণনায় কেহ কেহ এও বলেছেন যে, ঐ লাঠিটিই রাতে উজ্জ্বল প্রদীপরূপে তাঁর বকরীগুলি পাহারা দিত। ওটা তাঁবুর মত তাঁকে ছায়া দিত, ইত্যাদি বহু উপকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এগুলো বানী ইসরাঈলের বানানো কাহিনী।

আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ **أَلْقِهَا يَا مُوسَى** ওটাকে যমীনে নিক্ষেপ কর। যমীনে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র লাঠিটি বিরাট অজগর সাপে পরিণত হয় এবং এদিক ওদিক চলতে শুরু করে। ইতোপূর্বে এত ভয়াবহ অজগর সাপ কেহ কখনও দেখেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى *অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল*। অর্থাৎ মূসার (আঃ) নিচে ফেলে দেয়া লাঠিটি এক ভয়ংকর অজগর সাপে রূপান্তরিত হল এবং দ্রুত এদিক ওদিক চলতে লাগল। ছোট ছোট সাপ যেমন খুব দ্রুত চলাচল করে, অনুরূপ ঐ বৃহৎ অজগরটিও ছুটাছুটি করছিল। এ অবস্থা দেখা মাত্রই মূসা (আঃ) পিছন ফিরে পালাতে শুরু করেন। শব্দ আসে ঃ হে মূসা! ওটা ধরে নাও। কিন্তু তাঁর সাহস হলনা। আবার আওয়াজ আসে ঃ

وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى হে মূসা! ভয় করনা, ধরে ফেল। আমি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিব, যে অবস্থায় ওটার সাথে তুমি পরিচিত ছিলে।

২২। এবং তুমি হাত বগলে রাখ, ওটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শন স্বরূপ।	٢٢. وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ

غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ	
٢٣. لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَى	২৩। এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু।
٢٤. ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ	২৪। ফির'আউনের নিকট যাও, সে সীমা লংঘন করেছে।
٢٥. قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى	২৫। মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন,
٢٦. وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى	২৬। আমার কাজকে সহজ করে দিন,
٢٧. وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى	২৭। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন,
٢٨. يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى	২৮। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।
٢٩. وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى	২৯। আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে।
٣٠. هَـٰرُونَ أَخِى	৩০। আমার ভাই হারূন -
٣١. ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى	৩১। তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন।
٣٢. وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى	৩২। এবং তাকে আমার কাজে অংশী করুন।

৩৩। যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি প্রচুর।	٣٣. كَيۡ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا
৩৪। এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক।	٣٤. وَنَذۡكُرَكَ كَثِيرًا
৩৫। আপনিতো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।	٣٥. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا

মূসার (আঃ) হাত জ্যোর্তিময় হল

মূসাকে (আঃ) দ্বিতীয় মু'জিযা দেয়া হচ্ছে। তাঁকে বলা হচ্ছে ঃ **وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ** তোমার হাতটি বগলে রেখে তা আবার বের করে নাও।

تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ *ওটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে।* অর্থাৎ না তাঁর হাত শ্বেতী কিংবা শ্বেতকুষ্ঠ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, আর না অন্য কোন রোগের কারণে তাঁর হাতটি রোগাক্রান্ত হয়েছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৮/২৯৭, ২৯৮) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ মূসা (আঃ) তাঁর হাত বগলের নিচ থেকে বের করার পর আল্লাহর ইচ্ছায় তা থেকে এত আলো বের হচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল একটি বাতি। এই নিদর্শনসমূহ দেখতে পাবার পর মূসার (আঃ) মনে দৃঢ়তা এলো যে, তিনি আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন। (তাবারী ১৮/২৯৮) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এর পর বলেন ঃ **لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى** *এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাবো আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু।* অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

ٱسۡلُكۡ يَدَكَ فِي جَيۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَيۡضَآءَ مِنۡ غَيۡرِ سُوٓءٍ وَٱضۡمُمۡ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهۡبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرۡهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِيْهِۦٓ

তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ওটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় তোমার উপর চেপে ধর। এ দু'টি তোমার রাব্ব প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩২) অতঃপর মূসা (আঃ) যখন বগলে হাত রেখে তা আবার বের করেন তখন দেখা গেল যে, প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঝকমকে হয়ে গেছে। এর ফলে তিনি যে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলছেন এই বিশ্বাস তাঁর আরও বৃদ্ধি পেল। এ দু'টি মু'জিযা তাঁকে এখানে প্রদানের কারণ এই যে, তিনি যেন আল্লাহর নিদর্শনগুলি দেখে তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى তুমি মিসরের বাদশাহ ফির'আউনের কাছে চলে যাও, যার কাছ থেকে এক সময় পালিয়ে এসেছিলে। তুমি তাকে আমার ইবাদাত করার দাওয়াত দাও, যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। তাকে আরও বল যে, সে যেন বানী ইসরাঈলের সাথে সদয় ব্যবহার করে এবং তাদেরকে অত্যাচার/কষ্ট না দেয়। নিশ্চয়ই সে অনেক যুল্ম করছে এবং আল্লাহকে ভুলে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

আল্লাহর কাছে মূসার (আঃ) প্রার্থনা

মূসা (আঃ) তাঁর শৈশবকাল ফির'আউনের বাড়ীতেই কাটিয়েছিলেন, এমনকি তার ক্রোড়েই শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন। যৌবন পর্যন্ত মিসর রাজ্যে, প্রাসাদেই অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাঁর অনিচ্ছায়ই একজন কিবতী তাঁর হাতে মৃত্যু বরণ করে। ফলে তিনি সেখান থেকে পলায়ন করেন। তখন থেকে তাঁর তূর পাহাড়ে আগমন পর্যন্ত তিনি আর মিসরের মুখ দেখেননি। ফির'আউন একজন দুশ্চরিত্র ও কঠোর হৃদয়ের লোক ছিল। গর্ব ও অহংকার তার এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কে আল্লাহ তা সে বুঝতইনা। নিজের প্রজাদেরকে সে বলে দিয়েছিল ঃ তোমাদের ইলাহ আমিই। ধন সম্পদে, সৈন্য সামন্তে এবং আড়ম্বর ও জাঁকজমকে সারা দুনিয়ায় তার সমতুল্য আর কেহই ছিলনা। তাকে হিদায়াত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দিলেন তখন তিনি তাঁর নিকট প্রার্থনা জানালেন ঃ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي হে আল্লাহ! আপনি আমার বক্ষ খুলে দিন এবং আমার কাজকে সহজ করুন। আপনি আমাকে সাহায্য না করলে এত বড় কঠিন কাজের দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা।

يَفْقَهُوا قَوْلِي.وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। শৈশবে তাঁর সামনে খেজুর ও আগুনের অঙ্গার রাখা হয়েছিল। তিনি অঙ্গার উঠিয়ে মুখে পুরেছিলেন, ফলে তাঁর জিহ্বায় জড়তা এসে গিয়েছিল। তাই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। এটা মূসার (আঃ) ভদ্রতার পরিচয় যে, তিনি জিহ্বা সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানাননি, বরং এই আবেদন করেছেন, যেন জিহ্বার জড়তা দূর হয় যাতে লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। নাবীগণ (আঃ) শুধুমাত্র প্রয়োজন পূরা করার জন্যই প্রার্থনা করে থাকেন। এর বেশীর জন্য তাঁরা আবেদন জানাননা। তাই মূসার (আঃ) জিহ্বায় কিছুটা জড়তা থেকে গিয়েছিল। যেমন ফির'আউন বলেছিল ঃ

أَمْ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ

আমি কি শ্রেষ্ঠ নই এই ব্যক্তি হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫২)

এরপর মূসা (আঃ) প্রার্থনা করেন ঃ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي আমার প্রকাশ্য সাহায্যকারী হিসাবে আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচিত করুন, অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে (আঃ) আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দিন এবং তাঁকে নাবুওয়াত দান করুন। এখানেও লক্ষ্য করার বিষয় যে, তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কোন কিছু যাঞ্চা করছেননা। বরং দীনী কাজের সুবিধার লক্ষ্যে তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) সাহায্যকারী করার প্রার্থনা করেন। আশ শাউরী (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, তখনই হারূনকে (আঃ) মূসার (আঃ) সাথে নাবুওয়াত দান করা হয়। (দুররুল মানসুর ৫/৫৬৭)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার আয়িশা (রাঃ) উমরাহ করার উদ্দেশে গমন করেন। তিনি এক বেদুঈনের লোকালয়ে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় তিনি শুনতে পান যে, একজন লোক প্রশ্ন করছে ঃ দুনিয়ায় কোন ভাই তার নিজের ভাইকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত করেছিলেন? তার এই প্রশ্ন শুনে সবাই নীরব হয়ে যায় এবং বলে ঃ আমাদের এটা জানা নেই। ঐ লোকটি তখন বলে ঃ আল্লাহর শপথ! আমি ওটা জানি। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম ঃ এ লোকটিতো বৃথা সাহসিকতা প্রদর্শন করছে, ইনশাআল্লাহ না বলেই

শপথ করে বসেছে! জনগণ তখন তাকে বলল ঃ আচ্ছা, তুমি বল দেখি? সে উত্তরে বলল ঃ তিনি হলেন মূসা (আঃ), তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে তাঁর ভাই হারূনের (আঃ) নাবুওয়াতের মঞ্জুরী নিয়ে নেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি নিজেও তার এই জবাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই এবং মনে মনে বলি যে, লোকটিতো সত্য কথাই বলেছে। বাস্তবিকই মূসা (আঃ) অপেক্ষা কোন ভাই তার ভাইকে বেশি উপকার করতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন ঃ

وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا

মূসা আল্লাহর কাছে বড়ই মর্যাদাবান ছিলেন। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৯)

মূসা (আঃ) আরও প্রার্থনা করেন ঃ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا এই প্রার্থনার কারণ বলতে গিয়ে মূসা (আঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় হবে। তিনি আমার কাজে সহায়ক ও অংশীদার হিসাবে থাকবেন যাতে আমরা আপনার অনেক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং আপনাকে অধিক স্মরণ করতে পারি।

মূসা (আঃ) বলেন ঃ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا হে আল্লাহ! আপনিতো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। এটা আমাদের প্রতি আপনার করুণা যে, আমাদেরকে আপনি নাবীরূপে মনোনীত করেছেন এবং আপনার শত্রু ফির'আউনকে হিদায়াত করার জন্য আমাদেরকে তার নিকট পাঠিয়েছেন। আমরা আপনারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই বটে। আমাদের উপর আপনার যে নি'আমাতরাজি রয়েছে এ জন্য আমরা আপনার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ।

৩৬। তিনি বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।	٣٦. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ
৩৭। এবং আমিতো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।	٣٧. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ

৩৮। যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা এখানে বর্ণিত হচ্ছে -	٣٨. إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ
৩৯। যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর তা নদীতে ভাসিয়ে দাও যাতে নদী ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে; আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও।	٣٩. أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ
৪০। যখন তোমার বোন এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব কে এই শিশুর দায়িত্ব নিবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দিই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর	٤٠. إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَـٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَـٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّـٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ

مَدۡيَنَ ثُمَّ جِئۡتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَـٰمُوسَىٰ	মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে। হে মূসা! এরপরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে।

আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাঁকে পূর্বে দেয়া অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন

মূসার (আঃ) সমস্ত প্রার্থনা কবূল হয় এবং মহান আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। এই অনুগ্রহের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা আরও একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে ঐ ঘটনাটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ হে মূসা! আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা নির্দেশ দেয়ার ছিল। তুমি ছিলে ঐ সময় দুগ্ধপোষ্য শিশু। তোমার মা ফির'আউন ও তার লোক-লস্করকে ভয় করছিল। কেননা ঐ বছর তারা বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করছিল। ঐ ভয়ে সে সদা প্রকম্পিতা হচ্ছিল। তখন আমি তার কাছে অহী করলাম (ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিলাম) ঃ একটি সিন্দুক নির্মাণ কর। দুধপান করিয়ে শিশুকে ঐ সিন্দুকে রেখে দাও এবং নীল নদে ওটাকে ভাসিয়ে দাও। তোমার মা তা'ই করে। সে তাতে একটি রশি বেঁধে রাখত যার মাথাটি ঘরের সাথে বেঁধে দিত। একদা রজ্জুটি সে সিন্দুকে বাঁধতে ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তা তার হাত থেকে ছুটে যায়। ফলে ঢেউ এর দোলায় সিন্দুকটি ভেসে চলে যায়। এতে তোমার মা কিংকর্তব্যবিমুঢ়া হয়ে পড়ে।

وَأَصۡبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتۡ لَتُبۡدِى بِهِۦ لَوۡلَآ أَن رَّبَطۡنَا عَلَىٰ قَلۡبِهَا

মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল; যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয়তো প্রকাশ করেই দিত। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১০) সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের প্রাসাদের পাশ দিয়ে চলতে থাকে।

فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡ عَدُوًّا وَحَزَنًا

অতঃপর ফির'আউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণামতো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮) ফির'আউন যে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাচ্ছিল তা তার সামনেই এসে পড়ে। যার জীবন প্রদীপ সুরক্ষা করার লক্ষ্যে নিস্পাপ শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছিল, সেই শিশু তারই তেলে তারই বাড়িতে জ্বলে উঠল। আল্লাহর ইচ্ছা বিনা বাধায় পূর্ণ হতে চলল। ফির'আউনের শত্রু তারই বিছানায় তারই তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে লাগল। তার স্ত্রী যখন শিশুকে দেখলেন তখন তার শিরায় শিরায় শিশুর প্রতি ভালবাসা জেগে উঠল। তাঁকে তিনি লালন পালন করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে নয়নের মনি মনে করলেন। অত্যন্ত আদরের সাথে তাঁকে তিনি প্রতিপালন করতে থাকলেন। শাহী দরবারই হয়ে গেল তাঁর অবস্থান স্থল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম। ফির'আউন তোমার শত্রু হলেও আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে কে? তোমার প্রতি ভালবাসা শুধু ফির'আউনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলনা, বরং যে দেখে সে'ই তোমাকে ভালবাসতে থাকে। **وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي** এটা এ জন্যই ছিল যে, তোমার প্রতিপালন যেন আমার চোখের সামনে হয়। তুমি যেন শাহী খাবার খেতে থাক এবং মর্যাদার সাথে অবস্থান কর।

ফির'আউনের লোকেরা সিন্দুকটি উঠিয়ে নিল। তারা সেটা খুলে দেখল, শিশুকে পেল এবং লালন পালন করার ইচ্ছা করল। কিন্তু তিনি কারও দুধ পান করলেননা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ

পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১২) তাঁর বোন সিন্দুকটি দেখতে দেখতে নদীর তীর ধরে আসছিল। সেও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। সে বলে উঠল ঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ

তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১২)

অর্থাৎ আপনারা যদি এই শিশুটিকে প্রতিপালনের ইচ্ছা করেন এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক দেন তাহলে আমি একটি পরিবারের কথা আপনাদেরকে বলতে পারি যারা একে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন পালন করবে এবং চরম হিতাকাংখী হবে। সবাই বলে উঠল ঃ আমরা সম্মত আছি। তাঁর বোন তখন তাঁকে নিয়ে মায়ের নিকট গেল এবং তাঁর কোলে রেখে দিল। মায়ের কোলে রাখা মাত্রই তিনি দুধ পান করতে শুরু করলেন। এতে ফির'আউন ও তার লোকজনের খুশির কোন সীমা থাকলনা।

তাঁর মায়ের জন্য বেতন নির্ধারিত হল। তিনি নিজের ছেলেকে দুধও পান করাতে থাকলেন; আবার বেতন, ও মানসিক প্রশান্তিও লাভ করলেন। আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা! মূসার (আঃ) মা দুনিয়াও পেলেন, দীনও পেলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ এটাও আমারই একটি অনুগ্রহ যে, আমি তোমাকে তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যাতে তার চোখ ঠান্ডা হয় ও দুঃখ দূর হয়।

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ অতঃপর তোমার হাতে একজন ফির'আউনী কিবতী নিহত হয়। তখনও আমি তোমাকে রক্ষা করেছিলাম। ফির'আউনের লোকেরা তোমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং গুপ্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ঐ সময় আমি তোমাকে মুক্তি দান করি এবং তুমি ওখান হতে পালিয়ে যাও। মাদইয়ানের কুপের কাছে গিয়ে তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সেখানে আমার এক সৎ বান্দা তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করে ঃ

لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

ভয় করনা, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৫)

৪১। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।	٤١. وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى
৪২। তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহসহ যাত্রা	٤٢. ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ

শুরু কর এবং আমার স্মরণে তোমরা উভয়ে শৈথিল্য করনা।	بِـَٔايَـٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكۡرِى
৪৩। তোমরা উভয়ে ফির'আউনের নিকট যাও, সেতো সীমা লংঘন করেছে।	٤٣. ٱذۡهَبَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ
৪৪। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে।	٤٤. فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ

আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) ফির'আউনের কাছে গিয়ে নম্রভাবে দাওয়াত দেয়ার আদেশ দেন

মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করে বলেন ঃ হে মূসা! তুমি ফির'আউনের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়ে মাদইয়ানে পৌঁছেছিলে। সেখানে তুমি শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলে এবং শর্ত অনুযায়ী কয়েক বছর ধরে তোমার শ্বশুরের বকরী চড়িয়েছিলে। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে তুমি তাঁর কাছে পৌঁছেছ। তোমার রবের কোন চাহিদা পূর্ণ হতে বাকী থাকেনা এবং কোন ফরমান ছুটে যায়না। ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর নির্ধারিত সময়ে তোমাদের তাঁর কাছে পৌঁছা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার ছিল। ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ তুমি তোমার মর্যাদায় পৌঁছে গেছ। অর্থাৎ তুমি নাবুওয়াত লাভ করেছ। আমি তোমাকে আমার মনোনীত নাবী করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (*এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি*) অর্থাৎ হে মূসা! আমি তোমাকে আমার একজন সম্মানিত রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছি। এটি তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ যা আমি যাকে খুশি তাকে প্রদান করি। এ আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম (আঃ) ও মূসার (আঃ) পরস্পর সাক্ষাৎ

হয়। তখন মূসা (আঃ) আদমকে (আঃ) বলেন ঃ আপনিতো ঐ ব্যক্তি যে মানবমন্ডলীর ভাগ্যে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাত হতে বহিস্কার করেছেন? উত্তরে আদম (আঃ) মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ আপনিতো ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন এবং নিজের জন্য আপনাকে পছন্দ করেছেন, আর আপনার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন? জবাবে মূসা (আঃ) বলেন ঃ হ্যাঁ। আদম (আঃ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি ওটা আমার সৃষ্টির পূর্বে লিখিত ছিল বলে জানতে পাননি? মূসা (আঃ) জবাব দেন ঃ হ্যাঁ তাই পেয়েছি। অতঃপর আদম (আঃ) মূসার (আঃ) অভিযোগ খন্ডন করে বিজয়ী হলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৮৮, মুসলিম ৪/২০৪৩, ২০৪৪)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي** হে মূসা! তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা তোমাদের দাওয়াতের কাজে শ্লথ হয়োনা। (তাবারী ১৮/৩১২) মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে দাওয়াতের কাজে তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করনা। অর্থাৎ তারা নিজেরা যেমন আল্লাহকে স্মরণ করা হতে গাফিলতি করবেনা তেমনি যখন তাঁরা ফির'আউনের সম্মুখে উপস্থিত হবে তখনও যেন তার সামনে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহর স্মরণ তাদের মনে শক্তি যোগাবে এবং কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবে। ফলে তারা পরাভূত হবে।

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও, সেতো সীমা লংঘন করেছে। সে মাথা উঁচু করে রয়েছে এবং আমার অবাধ্যতার সীমা লংঘন করেছে। আর নিজের মালিক ও সৃষ্টিকর্তাকে সে ভুলে গেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَقُولاَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে। এই আয়াতে বড় উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা এই যে, ফির'আউন হচ্ছে চরম অহংকারী ও আত্মম্ভরী। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ) হলেন আল্লাহর মনোনীত রাসূল যিনি অত্যন্ত ভদ্র ও নির্মল চরিত্রের

অধিকারী। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিচ্ছেন।

এর কারণ এই যে, তাদের নম্রভাবে দাওয়াত দেয়ার কারণে ফির'আউন এবং তার সভাসদদের অন্তরে এক ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে, ফলে তাদের মনের গভীরে এটি আন্দোলিত হবে এবং পরিণামে উত্তম ফলাফলের আশা করা যায়। এ জন্যই অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৫) এর পরে বলা হয়েছে ঃ

لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ *হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে।* এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য উপদেশ যে উপদেশ গ্রহণ করে অথবা ভয় করে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورًا

তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬২) সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করার অর্থ হল মন্দ কাজ থেকে সরে যাওয়া এবং ভয় করার অর্থ হল আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়া।

৪৫। তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদেরকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমা লংঘন করবে।	٤٥. قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفۡرُطَ عَلَيۡنَآ أَوۡ أَن يَطۡغَىٰ
৪৬। তিনি বললেন ঃ তোমরা ভয় করনা, আমিতো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি।	٤٦. قَالَ لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي

مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ	
٤٧. فَأۡتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبۡهُمۡۖ قَدۡ جِئۡنَٰكَ بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكَۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلۡهُدَىٰٓ	৪৭। সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল ঃ অবশ্যই আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। সুতরাং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা, আমরাতো তোমার নিকট এনেছি তোমার রবের নিকট হতে নিদর্শন। এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে।
٤٨. إِنَّا قَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡنَآ أَنَّ ٱلۡعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ	৪৮। আমাদের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মূসার (আঃ) ফির‘আউন ভীতি এবং আল্লাহর সাহস দান

আল্লাহর দু’জন নাবী তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে নিজেদের দুর্বলতার কথা তাঁর সামনে পেশ করছেন। তাঁরা বলেন ঃ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفۡرُطَ عَلَيۡنَا أَوۡ أَن يَطۡغَىٰ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, না জানি ফির‘আউন হয়ত আমাদের উপর যুল্‌ম করবে, আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, আমাদের মুখ বন্ধ করার জন্য তাড়াতাড়ি আমাদেরকে কোন বিপদে জড়িয়ে ফেলবে এবং আমাদের প্রতি অবিচার করবে। তাঁদের এ কথার জবাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى তাকে তোমরা মোটেই ভয় করবেনা। আমি স্বয়ং তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি তোমাদের ও তার কথাবার্তা শুনতে থাকব এবং তোমাদের কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকতে পারেনা। তার ঘাড় আমার হাতের নাগালে রয়েছে। সে আমার অনুমতি ছাড়া নিঃশ্বাসও গ্রহণ করতে পারেনা। সে কখনও আমার আয়ত্বের বাইরে যেতে পারবেনা। আমার হিফাযাত ও সাহায্য সহযোগিতা সর্বদা তোমাদের সাথে থাকবে।

ফির'আউনকে মূসার (আঃ) হুশিয়ারী

মূসা (আঃ) হারূনকে (আঃ) সাথে নিয়ে ফির'আউনের নিকট হাযির হলেন এবং তাকে বললেন ঃ **قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى** আমরা আল্লাহর রাসূল, তুমি আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদের প্রতি যুল্ম করনা। আমরা বিশ্বের রবের নিকট থেকে আমাদের রিসালাতের প্রমাণ ও মু'জিযাসহ আগমন করেছি। তুমি যদি আমাদের কথা মেনে নাও তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চিঠি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে পাঠিয়েছিলেন তাতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর পর লিখিত ছিল "এই চিঠিটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে লিখিত। যে হিদায়াতের অনুসরণ করে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তুমি ইসলাম কবূল কর, শান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। (ফাতহুল বারী, ১/৪২)

মোট কথা, আল্লাহর রাসূল মূসা কালীমুল্লাহও (আঃ) ফির'আউনকে ঐ কথাই বলেন যে, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সত্যের অনুসারী। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অহীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর শাস্তির যোগ্য শুধু তারাই যারা আল্লাহর কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

অনন্তর যে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, জাহান্নামই হবে তার অবস্থান স্থল। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩৭-৩৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى. ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান আগুন হতে সতর্ক করে দিয়েছি। তাতে প্রবেশ করবে সে'ই যে নিতান্ত হতভাগা, যে অসত্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৪-১৬) অন্যত্র আছে ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا .صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২)

৪৯। ফির'আউন বলল ঃ হে মূসা! কে তোমাদের রাব্ব?	٤٩. قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ
৫০। মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।	٥٠. قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ
৫১। ফির'আউন বলল ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?	٥١. قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ
৫২। মূসা বলল ঃ এর জ্ঞান আমার রবের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে; আমার রাব্ব ভুল করেননা এবং বিস্মৃত হননা।	٥٢. قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَٰبٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى

মূসার (আঃ) সাথে ফির'আউনের কথোপকথন

আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ফির'আউন মূসার (আঃ) মুখে আল্লাহর পয়গাম শুনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কারণ হিসাবে তাঁকে প্রশ্ন করে ঃ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى তোমাকে প্রেরণকারী রাব্ব কে? আমিতো তাকে জানিনা,

বুঝিনা এবং মানিনা; বরং আমার জ্ঞানেতো তোমাদের সবারই রাব্ব আমি ছাড়া আর কেহ নয়। তার এ কথার জবাবে আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ) তাকে বলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى আমার রাব্ব তিনিই যিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জোড়া দান করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন ঃ যিনি মানুষকে মানুষের আকারে, গাধাকে গাধার আকারে, বকরীকে বকরীর আকারে, এভাবে প্রত্যেক প্রাণীকে পৃথক পৃথক আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেককে ওর বিশিষ্ট আকার দান করেছেন। প্রত্যেক সৃষ্টিকে পৃথক গুণ বিশিষ্টরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির পন্থা আলাদা, চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টির নিয়ম পৃথক এবং হিংস্র জন্তুর গঠন-রীতি পৃথক। প্রত্যেক জোড়ার গঠন-কৌশল স্বতন্ত্র। খাদ্য ও পানীয় এবং পানাহারের জিনিসগুলিও সব পৃথক পৃথক। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ৩) আমল, আযল এবং রিয্ক নির্ধারণ করে ওরই উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত মাখলূকের কাজকারবার সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কেহই এগুলি এদিক ওদিক করতে পারেনা। সৃষ্টির স্রষ্টা, তাকদীর নির্ধারণকারী এবং ইচ্ছামত সৃষ্টিকারীই হলেন আমার রাব্ব।

এ সব শুনে ঐ নির্বোধ আবার প্রশ্ন করল ঃ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى আচ্ছা, যারা আমাদের পূর্বে চলে গেছে এবং আল্লাহর ইবাদাত অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা কি? এই প্রশ্নটি সে খুব গুরুত্বের সাথে করল। কিন্তু মূসা (আঃ) এমনভাবে এর উত্তর দিলেন যে, সে হতবাক হয়ে গেল।

তিনি বললেন ঃ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى তাদের সবারই জ্ঞান আমার রবের কাছে রয়েছে। তিনি লাউহে মাহফূজে তাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। পুরস্কার প্রদান ও শাস্তি দেয়ার দিন নির্ধারিত রয়েছে। তিনি ভুল করবেননা এবং ছোট-বড় কেহই তাঁর পাকড়াও হতে ছুটে যেতে পারবেনা। এমন নয় যে, ভুলে কোন অপরাধী তাঁর শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে যাবে। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তাঁর পবিত্র সত্তা ভুল ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কোন কিছুই তার জ্ঞান বহির্ভূত নয়। জানার পরে ভুলে যাওয়া তাঁর বিশেষণ নয়। তিনি জ্ঞানের স্বল্পতা ও ভুলে যাওয়ার ত্রুটি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

৫৩। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষন করেন। আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।	٥٣. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مَهۡدًا وَسَلَكَ لَكُمۡ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ
৫৪। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য।	٥٤. كُلُواْ وَٱرۡعَوۡاْ أَنۡعَٰمَكُمۡۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّأُوْلِى ٱلنُّهَىٰ
৫৫। আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বার বের করব।	٥٥. مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ
৫৬। আমিতো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে।	٥٦. وَلَقَدۡ أَرَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

ফির‘আউনের কাছে মূসা (আঃ) দাওয়াত দিলেন

মূসা (আঃ) ফির‘আউনের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলেন ঃ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ঐ আল্লাহই যমীনকে লোকদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন। مَهْدًا শব্দটি অন্য কিরাআতে مِهَادًا ও রয়েছে।

মহান আল্লাহ যমীনকে বিছানা রূপে বানিয়ে দিয়েছেন যেন তোমরা তার উপর স্থির থাকতে পার এবং ওরই উপর ঘুমাতে, বসতে ও চলাফিরা করতে পার। **وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا** তিনি যমীনে তোমাদের চলাফিরা ও সফর করার জন্য পথ বানিয়ে দিয়েছেন যাতে তোমরা পথ ভুলে না যাও এবং সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩১)

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং এর মাধ্যমে যমীন হতে বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপন্ন করেন। ওর কোনটি টক, কোনটি মিষ্টি, কোনটি তিক্ত এবং কোনটি অন্য স্বাদের।

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ তোমরা তা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশুগুলিকেও আহার করাও। ওর কোনটি সবুজ-সতেজ, কোনটি শুস্ক। তোমাদের খাদ্য, ফল-ফলাদি এবং তোমাদের জীব-জন্তুর জন্য চারা-ভুষি, শুস্ক ও সিক্ত সবকিছুই এই বৃষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা উৎপন্ন করে থাকেন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ এই সব নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা হওয়া এবং তাঁর একাত্মতা ও অস্তিত্বের প্রমাণ হওয়ার দলীল, তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। এর থেকেই তোমাদের সূচনা। কেননা তোমাদের পিতা আদমের সৃষ্টি এই মাটি থেকেই। এর মধ্যেই তোমাদেরকে আবার ফিরে যেতে হবে। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে ওতেই দাফন করা হবে। অতঃপর আমি এটা হতেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করব। বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) অন্য আয়াতে আছে ঃ

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

তিনি বললেন ঃ সেই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৫)

মূসা (আঃ) বিভিন্ন নিদর্শন দেখালেন, কিন্তু ফির'আউন ঈমান আনলনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى *আমিতো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে।* মোট কথা, ফির'আউনের সামনে সমস্ত দলীল প্রমাণ এসে যায়। সে মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ স্বচক্ষে দেখে নেয়। কিন্তু সবকিছুই সে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই থাকে। সে কুফরী, ঔদ্ধত্যপনা, হঠকারিতা এবং অহংকার হতে বিরত থাকেনি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪)

৫৭। সে বলল ঃ হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিস্কার করার জন্য?	٥٧. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ
৫৮। আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে	٥٨. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ

فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى	নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় এবং এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবনা এবং তুমিও করবেনা।
৫৯. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى	৫৯। মূসা বলল ঃ তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হোক।

মূসার (আঃ) নিদর্শনসমূহকে ফির‘আউন যাদু বলে অভিহিত করল এবং ফাইসালার জন্য দিন নির্দিষ্ট করা হল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ মূসার লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হওয়া ইত্যাদি মু‘জিযা দেখে ফির‘আউন তাঁকে বলল ঃ এটাতো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। তুমি যাদুর জোরে আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চাও। তুমি অহংকার করনা। আমরাও এ যাদুতে তোমার মুকাবিলা করতে পারি। দিন ও জায়গা নির্ধারণ করা হোক এবং মুকাবিলার ব্যবস্থা করা হোক। আমরাও ঐ দিন ঐ জায়গায় যাব এবং তুমিও যাবে। এটা যেন না হয় যে, কেহ আসবেনা। খোলা মাঠে সবারই সামনে হার/জিত নির্ধারিত হবে। মূসা (আঃ) তার এ কথার জবাবে বললেন ঃ

فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا আমি এটা মেনে নিলাম। مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ আমার মতে এর জন্য তোমাদের ঈদের দিনটাই নির্ধারিত হওয়া উচিত। কেননা এটা অবকাশের দিন। সেই দিন সবাই একত্রিত হতে পারবে। সুতরাং তারা দেখে-শুনে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবে। মু‘জিযা ও যাদুর পার্থক্য সবার উপরই প্রকাশিত হবে। ওটা হতে হবে সূর্য ওঠার সময়, যাতে যা কিছু মাইদানে আসবে সবাই তা দেখতে পায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের ঐ ঈদ বা খুশির দিনটি ছিল আশুরার দিন (১০ মুহাররাম)। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এরূপ স্থলে নাবীগণ (আঃ) কখনও পিছনে সরে যাননা। তাঁরা এমন কাজ করেন যাতে সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং সবারই উপর তা

প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ জন্যই তিনি প্রতিযোগিতার জন্য তাদের ঈদের দিনটি ধার্য করেন।

সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ উহা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় পবিত্র উৎসবের দিন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ উহা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় মেলার দিন। উভয় বর্ণনার মধ্যে অবশ্য কোন বৈপরীত্য নেই। আমি (ইব্ন কাসীর) বলি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফির'আউন এবং তার সেনাদলকে এমন এক দিনেই ধ্বংস করেন, যেমনটি সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়। (ফাতহুল বারী ৮/২৮৮) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আর সময় নির্ধারণ করলেন বেলা বেড়ে ওঠার সময় এবং জায়গা রূপে সমতল ভূমিকে নির্ধারণ করলেন যাতে সবাই দেখতে পায়। (তাবারী ১৮/৩২৩)

৬০। অতঃপর ফির'আউন উঠে গেল এবং পরে তার কৌশলসমূহ একত্রিত করল ও অতঃপর ফিরে এলো।	٦٠. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
৬১। মূসা তাদেরকে বলল ঃ দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করনা, তা করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন; যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে'ই ব্যর্থ হয়েছে।	٦١. قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ
৬২। তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল।	٦٢. فَتَنَٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ
৬৩। তারা বলল ঃ এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর,	٦٣. قَالُوٓا۟ إِنْ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ

يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ	**তারা চায় তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিস্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিনাশ করতে।**
٦٤. فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ	**৬৪। অতএব তোমরা তোমাদের যাদু ক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হবে সেই সফল হবে।**

উভয় দল মিলিত হলে মূসা (আঃ) দীনের দাওয়াত দেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন ফির'আউনের সঙ্গে মূসার (আঃ) মুকাবিলার দিন, সময় ও স্থান নির্ধারিত হয়ে গেল তখন ফির'আউন বিভিন্ন দিক থেকে যাদুকরদের একত্রিত করতে শুরু করল। ঐ যুগে যাদুকরদের খুবই শক্তি ও প্রভাব ছিল এবং বড় বড় যাদুকর বিদ্যমান ছিল। ফির'আউন সাধারণভাবে নির্দেশ জারী করে দিয়েছিল ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ

এবং ফির'আউন বলল ঃ আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরদের উপস্থিত কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭৯) সময় মত সমস্ত যাদুকর একত্রিত হয়। ফির'আউন ঐ মাঠেই তার সিংহাসনটি বের করে আনে এবং ওর উপর উপবেশন করে। সভাষদ ও মন্ত্রীবর্গ নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়ে। জনসাধারণও একত্রিত হয়। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিতে ভর দিয়ে তাঁর ভাই হারূনসহ (আঃ) ঐ মাঠে উপস্থিত হন। যাদুকরেরা সিংহাসনের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। ফির'আউন তাদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করে এবং বলে ঃ আজ তোমাদেরকে এমন কলা-কৌশল প্রদর্শন করতে হবে যাতে তা দুনিয়ায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। যাদুকরেরা বলল ঃ

أَءِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَـٰلِبِينَ. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? ফির'আউন বলল ঃ হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার নিকটজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৪১-৪২)

আর এদিকে মূসা (আঃ) তাদের কাছে দীনের দা'ওয়াতের কাজ শুরু করে দেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করনা, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। তোমরা মানুষের চোখে ধূলো দিওনা যে, আসলে কিছুই নয়, অথচ যাদুর মাধ্যমে তোমরা অনেক কিছু দেখবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই যে বাস্তবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে।

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ জেনে রেখ, মিথ্যা উদ্ভাবনকারীরা কখনও সফলকাম হতে পারেনা। মূসার (আঃ) এ কথা শুনে তাদের মধ্যে তাদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ বুঝে নেয় যে, এটা যাদুকরদের কথা নয়। সত্যি সত্যিই ইনি আল্লাহর রাসূল। আবার অন্যরা বলল যে, তিনি যাদুকরই বটে। সুতরাং তাঁর সাথে মুকাবিলা করতেই হবে। এসব আলাপ আলোচনা তারা অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে করল।

انْ هَذَانِ এর দ্বিতীয় পঠন انَّ هَذَيْنِও রয়েছে। দু'টির ভাবার্থ একই। অতঃপর তারা স্বশব্দে বলল ঃ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর। তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিস্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব ধ্বংস করতে চায়। যদি তারা আজ জয়যুক্ত হয় তাহলে স্পষ্ট কথা এই যে, শাসন ক্ষমতা তাদের হাতেই চলে যাবে। তারা তোমাদের হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিবে এবং সাথে সাথে তোমাদের ধর্মও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى রাজত্ব, আরাম-আয়েশ সবকিছুই তারা ছিনিয়ে নিবে। তোমাদের মান-মর্যাদা, জ্ঞান-বিবেক, রাজত্ব ইত্যাদি সবকিছুই তাদের অধিকারভুক্ত হবে। তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে,

বাদশাহ ফকীর হয়ে যাবে, তোমাদের জাঁকজমক ও শান শওকত বিনষ্ট হবে এবং সবকিছুই বানী ইসরাঈলের দখলে চলে যাবে যারা আজ তোমাদের দাস-দাসীরূপে জীবন যাপন করছে। অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে হাযির হও।

وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى জেনে রেখ, যে আজ বিজয় লাভ করবে সে'ই হবে প্রকৃত সফলকাম। আজ যদি আমরা জয়যুক্ত হই তাহলে বাদশাহ আমাদেরকে তার দরবারে বিশিষ্ট লোক বানিয়ে নিবেন।

৬৫। তারা বলল ঃ হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।	٦٥. قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلۡقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَلۡقَىٰ
৬৬। মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল যে, তাদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করছে।	٦٦. قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ
৬৭। মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল।	٦٧. فَأَوۡجَسَ فِى نَفۡسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ
৬৮। আমি বললাম ঃ ভয় করনা, তুমিই প্রবল।	٦٨. قُلۡنَا لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ
৬৯। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে	٦٩. وَأَلۡقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلۡقَفۡ

مَا صَنَعُوٓاْ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيۡدُ سَـٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ	**ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল। যাদুকরেরা যা'ই করুক কখনও সফল হবেনা।**
٧٠. فَأُلۡقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ	**৭০। অতঃপর যাদুকরেরা সাজদাহবনত হল ও বলল ঃ আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।**

মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের প্রতিযোগিতা এবং যাদুকরদের ঈমান আনা

যাদুকরেরা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى হে মূসা! তুমি কি প্রথমে তোমার যাদুর ক্রিয়াকৌশল দেখাবে, নাকি আমরাই প্রথমে দেখাব? উত্তরে মূসা (আঃ) বললেন ঃ তোমরাই প্রথমে দেখাও যাতে দুনিয়াবাসী দেখে নেয় যে, তোমরা কি করলে; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কীর্তিকলাপ কিভাবে মিটিয়ে দেন। তখন যাদুকরেরা তাদের লাঠিগুলি ও রশিগুলি মাঠে নিক্ষেপ করল। মনে হল যেন ওগুলি সাপ হয়ে চলতে ফিরতে রয়েছে এবং মাইদানে দৌড়াতে শুরু করেছে। যাদুকরেরা বলতে লাগল ঃ

بِعِزَّةِ فِرۡعَوۡنَ إِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡغَـٰلِبُونَ

ফির'আউনের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৪৪)

سَحَرُوٓاْ أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرۡهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحۡرٍ عَظِيمٍ

তখন লোকের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করল, তারা এক বড় রকমের যাদু দেখালো। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১১৬) তারা সংখ্যায়ও ছিল অনেক। তাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠির মাধ্যমে সারা মাঠ সাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى এই দৃশ্য দেখে মূসা (আঃ) আতংকিত হয়ে উঠলেন যে, না জানি হয়ত জনগণ তাদের কলাকৌশল ও নৈপুণ্য দেখে তাদেরই দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং মিথ্যার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ তাঁর কাছে অহী পাঠালেন ঃ হে মূসা! তোমার ডান হাতে যা আছে তা (লাঠিটি) তুমি মাইদানে নিক্ষেপ কর এবং মোটেই ভয় করনা। তিনি হুকুম পালন করলেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঐ লাঠিটি এক বিরাট অজগর সাপে রূপান্তরিত হল। সাপটির পা, মাথা এবং দাঁতও ছিল। সে সবার চোখের সামনে সারা মাইদান পরিস্কার করে দিল। মাঠে যাদুকরদের যাদুর যতগুলি সাপ ছিল তা সবই গ্রাস করে ফেলল। এবার সবারই কাছে সত্য উদঘাটিত হয়ে গেল এবং তারা মু'জিযা ও যাদুর পার্থক্য বুঝে নিল এবং হক ও বাতিলের পরিচয় পেয়ে গেল। সবাই জানতে পারল যে, যাদুকরদের সবকিছুই কৃত্রিম এবং তাতে বাস্তবতা কিছুই নেই। সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

যাদুকরেরা যখন এটা দেখল তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটা মানবীয় শক্তির বাইরে। তারা ছিল যাদু বিদ্যায় পারদর্শী। প্রথম দর্শনেই তারা বুঝে নেয় যে, প্রকৃত পক্ষে এটা ঐ আল্লাহরই কাজ যাঁর ফরমান অটল। তিনি যা কিছু চান তা তাঁর নির্দেশক্রমে হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস এত দৃঢ় হয় যে, তৎক্ষণাৎ ঐ মাইদানেই সবার সামনে বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা আল্লাহর সামনে সাজদাহয় পড়ে যায় এবং বলে ওঠে ঃ আমরা মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) রবের প্রতি ঈমান আনলাম। তিনিই হলেন বিশ্ব-রাব্ব। এ জন্যই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) বলেন ঃ সকালে যারা ছিল কাফির ও যাদুকর, সন্ধ্যায় তারা হয়ে গেল আল্লাহয় দৃঢ় বিশ্বাসী মু'মিন। (তাবারী ১৮/৩৪০, ১৩/৩৬) বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল সংখ্যায় আশি হাজার। এটা মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বের (রহঃ) উক্তি। কাসিম ইব্ন আবি বুযযা (রহঃ) বলেন যে, তারা সংখ্যায় সত্তর হাজারের কিছু বেশি ছিল। সাওরী (রহঃ) বলেন ঃ ফির'আউনের যাদুকরদের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তারা সংখ্যায় ছিল পনের হাজার। কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন যে, তারা ছিল বার হাজার।

যাদুকরদের সংখ্যা

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা ছিল সত্তর জন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৭/২৪২৮) সকালে ছিল তারা যাদুকর এবং সন্ধ্যায় হয়ে গেল মু'মিন। فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তারা সাজদাহয় পড়ে যায় তখন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দেখিয়ে দেন এবং তারা জান্নাতে নিজেদের স্থান স্বচক্ষে দেখে নেয়। (তাবারী ১৮/৩৩৪) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا *অতঃপর যাদুকরেরা সাজদাহবনত হল*। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাসিম ইব্‌ন আবী বিয্‌যার (রহঃ) বলেন যে, যাদুকরেরা যখন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সাজদাহয় পড়ে যান তখন তাদের মাথা উত্তোলন করার আগেই আল্লাহ সুবহানাহু জান্নাতে তাদের বাসস্থান দেখিয়ে দেন। (তাবারী ১৮/৩৩৪)

৭১। ফির'আউন বলল ঃ কি, আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মূসায় বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখছি সেতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; সুতরাং আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবই এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডে শূলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোর ও অধিক স্থায়ী।	٧١. قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ
৭২। তারা বলল ঃ আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে	٧٢. قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا

جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ	তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে কিছুতেই আমরা প্রাধান্য দিবনা, সুতরাং তুমি তা কর যা তুমি করতে চাও, তুমিতো শুধু এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার।
٧٣. إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ	৭৩। আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা; আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

যাদুকরদেরকে ফির‘আউনের ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের জবাব

ফির‘আউন সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ তার উচিত ছিল এই প্রতিযোগিতার পরে সঠিক পথ গ্রহণ করা। যাদেরকে সে প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করেছিল তারা জনসাধারণের সমাবেশে পরাজিত হয়। তারা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তারা নিজেদের কাজকে যাদু এবং মূসার (আঃ) ক্রিয়াকলাপকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত মু‘জিযা বলে মেনে নেয়। স্বয়ং তারা ঈমান এনেছে যাদেরকে মুকাবিলার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। সাধারণ সমাবেশে তারা জনগণের সামনে নির্দ্ধিধায় সত্য ধর্ম কবূল করে। কিন্তু ফির‘আউনের শাইতানী ও ঔদ্ধত্যপনা আরও বেড়ে যায় এবং নিজের শক্তির দাপট দেখাতে থাকে। কিন্তু সত্য পথের পথিকরা এই সব শক্তিকে কিছুই মনে করেনা। প্রথমতঃ সে ঐ আত্মসমর্পণকারী যাদুকরের দলটিকে বলল ঃ

آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ আমার বিনা অনুমতিতে তোমরা তার উপর ঈমান আনলে কেন? অতঃপর সে এমন অপবাদমূলক কথা বলল যা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে যাদুকরদেরকে বলল ঃ إِنَّهُ

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ মূসা তোমাদের উস্তাদ। তার কাছেই তোমরা যাদুবিদ্যা শিখেছ। তোমরা পরস্পর একই। আমাকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্দেশে তোমরা পরামর্শক্রমে পূর্বে তাকে প্রেরণ করেছিলে। তারপর তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য তোমরা নিজেরা এসেছ। অতঃপর নিজেদের আভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত মুতাবেক নিজেরা পরাজয় বরণ করলে এবং তাকে জিতিয়ে দিলে। এরপর তোমরা তার দীন কবূল করলে। উদ্দেশ্য এই, যেন তোমাদের দেখাদেখি আমার প্রজাবর্গও এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে।

إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সত্বরই তোমরা এর পরিণাম জ্ঞাত হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৩)

فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডে শূলবিদ্ধ করব। এমন কঠোরতার সাথে তোমাদের প্রাণ হরণ করব যাতে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এই ফির'আউনই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে শূলবিদ্ধের শাস্তি প্রদান করেছে। সে আরও বলল ঃ

وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى তোমরা মনে করছ যে, তোমরা হিদায়াতের উপর রয়েছ, আর আমি ও আমার কাওম ভ্রান্ত পথে রয়েছি। তোমরা এখনই জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। আল্লাহর ঐ ওয়ালীদের উপর ফির'আউনের এই হুমকির ক্রিয়া বিপরীত হল। এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা হল পূর্ণ ঈমানের অধিকারী। তাই তারা অত্যন্ত বেপরওয়াভাবে ভয়-ভীতিহীন চিত্তে তাকে জবাব দিল ঃ

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ আমরা আমাদের এই হিদায়াত ও বিশ্বাসের ফলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা লাভ করেছি তা ছেড়ে আমরা কোন ক্রমেই তোমার ধর্ম কবূল করতে পারিনা। তোমাকে আমরা আমাদের প্রভু খালিক ও মালিকের সামনে কিছুই মনে করিনা। অথবা এটা শপথসূচক বাক্য হতে পারে- যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর শপথ! আমরা এই

সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের উপর তোমার গুমরাহীকে প্রাধান্য দিতে পারিনা, তাতে তুমি আমাদের সাথে যে ব্যবহারই করনা কেন। ইবাদাতের যোগ্য তিনিই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তুমি নও। তুমি নিজেওতো তাঁরই সৃষ্টি।

فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ তোমার যা কিছু করার আছে তাতে তুমি মোটেই ত্রুটি করনা। তুমিতো আমাদেরকে ততক্ষণই শাস্তি দিতে পার যতক্ষণ আমরা এই পার্থিব জীবনে রয়েছি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, এরপরে আমরা চিরস্থায়ী শান্তি ও অবিনশ্বর সুখ ও আনন্দ লাভ করব।

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا আমরা আমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি। আমরা আশা রাখি যে, তিনি আমাদের পূর্ববর্তী অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বিশেষ করে ঐ অপরাধ যা তাঁর সত্য নাবীর (আঃ) সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ফির‘আউন বানী ইসরাঈলের মধ্য হতে চল্লিশজন ছেলে বাছাই করে যাদুকরদের হাতে সমর্পন করে, যেন তারা তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দেয়। তারা তাদেরকে যাদুবিদ্যায় এমন পারদর্শী করে তুলেছিল যে, দুনিয়ায় তাদের তুলনা ছিলনা। তারাই وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ এই উক্তি করেছিল। (দুররুল মানসুর ৫/৫৮৭) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ১৮/৩৪১)

তারা ফির‘আউনকে আরও বলল ঃ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى আমাদের রাব্ব আল্লাহ তোমার তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। তিনি আমাদেরকে চিরস্থায়ী পূর্ণতা দানকারী। আমাদের না আছে তোমার শাস্তির ভয় এবং না আছে তোমার পুরস্কারের লোভ। আল্লাহর সত্তাই এর যোগ্য, যেন তাঁরই ইবাদাত করা হয়। তাঁর শাস্তিও চিরস্থায়ী এবং অত্যন্ত ভয়াবহ, যদি তাঁর নাফরমানী করা হয়।

সুতরাং ফির‘আউন তাদের সাথে এই ব্যবহারই করল যে, তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলে তাদেরকে শূলে চড়ালো। তাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং সালাফগণের অনেকে বলেন ঃ সূর্যোদয়ের সময় যে দলটি ছিল কাফির সূর্যাস্তের পূর্বেই ঐ দলটিই হয়ে গেল আল্লাহর পথের শহীদ! আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

৭৪। যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।	٧٤. إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
৭৫। আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায়, সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা -	٧٥. وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَـٰتُ ٱلْعُلَىٰ
৭৬। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র।	٧٦. جَنَّـٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ

ফির'আউনকে যাদুকরদের হিতোপদেশ

এটা প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, যাদুকরেরা ঈমান আনার পর ফির'আউনকে যে সব উপদেশ দিয়েছিল, এই আয়াতগুলি ওরই অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيِى তারা তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছে এবং তাঁর নি'আমাতরাজির শুভ সংবাদ দিচ্ছে। তারা তাকে আরও বলছে যে, অপরাধীদের বাসস্থান জাহান্নাম, যেখানে মৃত্যুতো কখনও হবেইনা, কিন্তু জীবনও হবে খুবই কষ্টপূর্ণ, মৃত্যু অপেক্ষা কঠিনতর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ

তারা মরবেওনা এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। কাফিরদেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬) অন্যত্র আছে ঃ

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى. ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা। সে ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করবে। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ১১-১৩) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَنَادَوْا۟ يَـٰمَـٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّـٰكِثُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা) তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৭)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকৃত জাহান্নামীরা জাহান্নামে পড়েই থাকবে। সেখানে না তাদের মৃত্যু হবে, আর না তারা সুখের জীবন লাভ করবে। তবে এমন লোকও সেখানে থাকবে যাদেরকে তাদের পাপের প্রতিফল হিসাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা পুড়ে কয়লার মত হয়ে যাবে। অতঃপর শাফা'আতের অনুমতির পরে তাদের এক একটি দলকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের ধারে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে। জান্নাতীদেরকে বলা হবে ঃ তাদের উপর পানি ঢেলে দাও। তোমরা যেমন নদীর ধারে জমিতে বীজ অংকুরিত হতে দেখ তেমনিভাবে তারাও অংকুরিত হবে। এ কথা শুনে একটি লোক বলে উঠল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন উদাহরণ দিলেন যেন তিনি কিছু দিন মরুভূমিতে বসবাস করেছেন। (আহমাদ ৩/১১৪, মুসলিম ১/১৭২, ১৭৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَأْته مُؤْمنًا قَدْ عَملَ الصَّالحَات যারা আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎ কাজ করে তারা কোলাহলশূন্য উঁচু প্রাসাদবিশিষ্ট জান্নাত লাভ

করবে। উবাইদা ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের একশ’টি স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের মাঝে ততটা ব্যবধান রয়েছে যতটা ব্যবধান রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সবচেয়ে উপরের স্তরে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখান থেকে চারটি নাহর প্রবাহিত হয়ে থাকে। ওর উপরে রয়েছে রাহমানের (দয়াময় আল্লাহর) আর্‌শ। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ তা‘আলার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। (আহমাদ ৫/৩১৬, তিরমিযী ৭/২৩৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ ইল্লিয়্যিনে অবস্থানকারীদের উপরে যারা থাকবে তাদেরকে তারা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা আকাশের সীমানায় তারাগুলি দেখে থাক। এটা হবে তাদের আমলের পরিমানের বিভিন্ন পার্থক্যের কারণে। জনগণ বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই উঁচু শ্রেণীগুলি কি নাবীগণের (আঃ) জন্যই নির্ধারিত হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তারা হবে ঐ সব লোক যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নাবীগণকে (আঃ) সত্যবাদীরূপে স্বীকার করে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১১৭) সুনানের হাদীসে এও রয়েছে যে, আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করা হবে। (আবূ দাঊদ ৪/২৮৭, তিরমিযী ১০/১৪১, ইব্‌ন মাজাহ ১/৩৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى ওটা হল স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র, যারা অপবিত্রতা, পাপকাজ এবং শির্‌ক ও কুফরী হতে দূরে থাকে। যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায় তাদেরই জন্য রয়েছে এই লোভনীয় ও হিংসাযোগ্য বাসস্থান।

৭৭। আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতযোগে বহির্গত হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে	٧٧. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ

طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ	**এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পশ্চাৎ হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা।**
٧٨. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ	**৭৮। অতঃপর ফির‘আউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত করল।**
٧٩. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ	**৭৯। আর ফির‘আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎ পথ দেখায়নি।**

বানী ইসরাঈলীদের মিসর ত্যাগ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ফির‘আউন যেন বানী ইসরাঈলকে তার দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়ে মূসার হাতে সমর্পণ করে, মূসার এই কথাও ফির‘আউন প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই মহান আল্লাহ মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দেন ঃ তুমি রাতেই তাদের অজান্তে অতি সর্ন্তপণে বানী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়। এর বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনুল হাকীমের বহু সূরায় বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশানুসারে মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর হতে হিজরাত করেন। সকালে ফির‘আউনের লোকেরা ঘুম থেকে জেগে যখন দেখে যে, শহরে একজনও বানী ইসরাঈল নেই। তখন তারা ফির‘আউনকে এ সংবাদ দেয়। এ খবর শুনে ফির‘আউন রাগে ফেটে পড়ে এবং মিসরের বিভিন্ন নগরী থেকে সৈন্য এনে একত্রিত করার নির্দেশ দেয়। রাগে ক্ষোভে/আক্রোশে সে বলে ঃ

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ

এরাতো ক্ষুদ্র একটি দল। এবং অবশ্যই তারা আমাদেরকে চরম ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে! (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৫৪-৫৫) সূর্য উঠার সাথে সাথেই সেনাবাহিনী এসে একত্রিত হল। তৎক্ষণাৎ ফির‘আউন সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে

তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে পড়ল। বানী ইসরাঈল সমুদ্রের তীরে পৌঁছেই ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনীকে পিছনে দেখতে পায়।

قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ

মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি! মূসা বলল ঃ কক্ষণই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রাব্ব; সত্ত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬১-৬২) হতবুদ্ধি হয়ে তারা তাদের নাবীকে বলল ঃ জনাব! এখন উপায় কি? সামনে সমুদ্র এবং পিছনে ফির'আউনের বাহিনী! মূসা (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ ভয়ের কোন কারণ নেই, আমার রাব্বই আমাকে সাহায্য করবেন। তিনি এখনই আমাকে পথ দেখিয়ে দিবেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে মূসা (আঃ) তাঁর স্বজাতিকে নিয়ে নীল নদের পাশে উপস্থিত হলেন। সামনে তাঁর নদীর অথৈ পানি এবং পিছনে প্রাণ সংহার করার জন্য রয়েছে ফির'আউন এবং তার বাহিনী। তৎক্ষণাৎ অহী এলো ঃ

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর, ওটা সাথে সাথেই সরে গিয়ে তোমাদের জন্য পথ করে দিবে। মূসা (আঃ) তখন সমুদ্রে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর নির্দেশক্রমে সরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ওর পানি পাহাড়ের মত এদিক ওদিক জমে গেল এবং মধ্য দিয়ে পথ হয়ে গেল।

এদিক ওদিকের পানি বড় বড় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল এবং প্রখর ও শুস্ক বায়ু প্রবাহিত হয়ে পথকে একেবারে শুকনা যমীনের মত করে দিল। সুতরাং না ফির'আউনীদের হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকল, আর না সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার আশংকা রইল। ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনী এই অবস্থা অবলোকন করছিল। ফির'আউন তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিল ঃ তোমরাও এই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যাও। এ কথা বলে স্বয়ং সে তার সেনাবাহিনীসহ ঐ পথে নেমে পড়ল।

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ ফির'আউনীরা সমুদ্রে নামা মাত্রই পানিকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হল এবং চোখের পলকে সমস্ত ফির'আউনীকে ডুবিয়ে দেয়া হল, সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাদেরকে গোপন করে দিল। এখানে যে বলা হয়েছে 'সমুদ্রের যে জিনিস তাদেরকে ঢেকে ফেলার ঢেকে ফেলল' এ কথা বলার কারণ এই যে, এটা সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বিষয়, নাম

নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গ তাদেরকে ঢেকে ফেলল। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ. فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ

তিনি উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। ওকে আচ্ছন্ন করল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি! (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৩-৫৪)

মোট কথা, ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ প্রদর্শন করেনি। দুনিয়ায় যেমন সে আগ বাড়িয়ে তার লোকদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল, অনুরূপভাবে কিয়ামাতের দিনও সে সামনে থেকে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে যা অত্যন্ত জঘণ্য স্থান!

৮০। হে বানী ইসরাঈল! আমিতো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পাশে এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম।	٨٠. يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ
৮১। তোমাদেরকে আমি যা দান করেছিলাম তা হতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এ বিষয়ে সীমা লংঘন করনা, করলে তোমাদের উপর আবার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সেতো ধ্বংস হয়ে যায়।	٨١. كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ
৮২। এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে	٨٢. وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ

তাওবাহ’ করে, ঈমান আনে, সৎ কাজ করে ও সৎ পথে অবিচল থাকে।	وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বানী ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

আল্লাহ তা‘আলা বানী ইসরাঈলের উপর যে বড় বড় ইহসান করেছিলেন তা তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, তাদেরকে তিনি তাদের শত্রুদের কবল হতে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি তাদের শত্রুদেরকে তাদের চোখের সামনে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন। তাদের একজনও রক্ষা পায়নি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

আমি ফির‘আউনের স্বজনদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫০) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, মাদীনার ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন (১০ মুহাররাম) সিয়াম পালন করতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলে ঃ এই দিনই আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) ফির‘আউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ তাদের তুলনায় মূসাতো (আঃ) আমাদেরই বেশি নিকটতর। অতঃপর তিনি মুসলিমদেরকে ঐ দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৮৮, মুসলিম ১/৭৯৫)

ফির‘আউনের ধ্বংস প্রাপ্তির পর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মূসা কালীমুল্লাহকে (আঃ) তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশের প্রতিশ্রুতি দেন। এই পাহাড়ের দিকেই মূসার (আঃ) কাওমকে তাকাতে বলেছিলেন যখন তারা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল। এই পাহাড়ে অবস্থান রত অবস্থায়ই আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) তাওরাত প্রদান করেছিলেন। আর এদিকে তার অনুপস্থিতির সুযোগে বানী ইসরাঈল গো-বৎসের পূজা শুরু করে দেয়। এর বর্ণনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ! অনুরূপভাবে আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর আর একটি অনুগ্রহ করেন তা এই যে, তাদের আহার্য হিসাবে তাদেরকে মান্না ও সালওয়া দান করেন যা সূরা বাকারাহর তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। মান্না ছিল এক প্রকার মিষ্টি

জাতীয় খাদ্য যা তাদের জন্য আকাশ হতে অবতীর্ণ হত। আর সালওয়া ছিল এক প্রকারের পাখী যা আল্লাহর হুকুমে তাদের সামনে এসে পড়ত। ওগুলি হতে তারা একদিনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে রাখত। ইহা ছিল তাদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى আমার প্রদত্ত এই আহার্য হতে ভাল ভাল বস্তু তোমরা আহার কর, কিন্তু সীমালংঘন করনা। বিনা প্রয়োজনে বা হারাম পন্থায় তা গ্রহণ করনা। অন্যথায় আমার ক্রোধ অবতারিত হবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ অবতারিত হয়, বিশ্বাস রেখ যে সে বড়ই হতভাগা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার উপর, যে তাওবাহ করে ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং সৎপথে অটল থাকে।

বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা গো-বৎসের পূজা করেছিল তাদের তাওবাহর পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মোট কথা, কেহ যদি কুফরী, শির্ক, পাপকাজ এবং নাফরমানী করার পর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। তবে অন্তরে বিশ্বাস রাখা এবং সৎ আমল করা অপরিহার্য কর্তব্য। আর থাকতে হবে সৎ পথে এবং কোন সন্দেহ পোষণ করবেনা, সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) রীতি নীতির অনুসরণ করতে হবে এবং এতে সাওয়াবের আশা রাখতে হবে।

এখানে ثُمَّ اهْتَدَى শব্দটি খবরের (বিধেয়র) উপর বিন্যস্ত করার জন্য আনা হয়েছে। অর্থাৎ এ বিষয়গুলি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হবে এবং আমল করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ

অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১৭)

৮৩। হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করল কিসে?	٨٣. وَمَآ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَـٰمُوسَىٰ

৮৪। সে বলল ঃ এইতো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার রাব্ব! আমি ত্বরায় আপনার নিকট এলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এ জন্য।	٨٤. قَالَ هُمۡ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلۡتُ إِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضَىٰ
৮৫। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।	٨٥. قَالَ فَإِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۢ بَعۡدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ
৮৬। অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল ক্রুদ্ধ হয়ে; সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রাব্ব কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তাহলে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রবের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?	٨٦. فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ غَضۡبَٰنَ أَسِفًاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ أَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًاۚ أَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡعَهۡدُ أَمۡ أَرَدتُّمۡ أَن يَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخۡلَفۡتُم مَّوۡعِدِى
৮৭। তারা বলল ঃ আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুন্ডে	٨٧. قَالُواْ مَآ أَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلۡنَآ أَوۡزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنَٰهَا

فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ	নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে।
٨٨. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ	৮৮। অতঃপর সে তাদের জন্য গড়লো এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যা হাম্বা আওয়াজ করত; তারা বলল ঃ এটা তোমাদের মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ, কিন্তু মূসা ভুলে গেছে।
٨٩. أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا	৮৯। তবে কি তারা ভেবে দেখেনা যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয়না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখেনা?

মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গমন করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে বানী ইসরাঈলরা গাভীর পূজা শুরু করে

মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলসহ সমুদ্র অতিক্রম করার পর তাদেরকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

অতঃপর তারা মূর্তি পূজারত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বলল ঃ হে মূসা! তাদের যেরূপ মা'বূদ রয়েছে, আমাদের জন্যও ঐরূপ মা'বূদ বানিয়ে দাও। সে বলল ঃ তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। এ সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৮-১৩৯) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসাকে

(আঃ) ত্রিশ দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। তারপর তা বাড়িয়ে চল্লিশ দিন করা হয়। তিনি দিন-রাত সিয়াম অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি তিনি তূর পর্বতের দিকে যান এবং বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى. قَالَ هُمْ أُولاَء عَلَى أَثَرِي হে মূসা! কিসে তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে আমার কাছে আসতে ত্বরা করতে বাধ্য করল? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এইতো আমার পশ্চাতে তারা রয়েছে। তিনি আরও বললেন ঃ **وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى** হে আমার রাব্ব! আমি তাড়াহুড়া করে আপনার নিকট এলাম যাতে আপনি খুশি হন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ হে মূসা! তোমার চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা গো-বৎসের পূজা শুরু করেছে।

মূসার (আঃ) তূর পাহাড়ে অবস্থানকালীন সময়ে মূসাকে (আঃ) দান করার জন্য তাওরাতের ফলকে লিখে নেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَىْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا۟ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُو۟رِيكُمْ دَارَ ٱلْفَٰسِقِينَ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) এই হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। আমি ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের আবাসস্থান শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রদর্শন করাব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫)

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا মূসা (আঃ) যখন স্বীয় কাওমের শির্কপূর্ণ কাজের খবর পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ক্রোধ ও ক্ষোভের অবস্থায় তূর পাহাড় থেকে ফিরে এলেন। তিনি দেখতে পান যে, তাঁর কাওমের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নি'আমাত রাশি লাভ করার পরেও

অজ্ঞতাপূর্ণ ও শির্ক জনিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় তাঁর কাওমের কাছে এসে বললেন ঃ

يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রাব্ব কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তোমাদেরকে কি তিনি বড় বড় নি'আমাত দান করেননি? কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা তাঁর নি'আমাতসমূহ ভুলে গেলে?

أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ তাহলে কি তোমরা চাচ্ছ যে, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রবের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে? তাঁর কাওম তখন তাঁর কাছে ওযর পেশ করে বলল ঃ

مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا আমরা এই কাজ নিজেদের ইচ্ছায় করিনি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ফির'আউনীদের যে সব অলংকার আমাদের নিকট ছিল সেগুলি নিক্ষেপ করাই আমরা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমরা সবকিছুই আল্লাহর ভয়ে নিক্ষেপ করে দিলাম। সামিরীর আবেদনে ওটা গো-বৎস হয়ে যায় এবং ওর থেকে শব্দও বের হতে থাকে। বানী ইসরাঈল বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় এবং ওর পূজা করতে শুরু করে।

তাদের অন্তরে ভালবাসা জমে ওঠে যেমন ভালবাসা ইতোপূর্বে অন্য কারও জন্য তৈরী হয়নি। অর্থ এও হতে পারে যে, সামিরী সত্য ও সঠিক মা'বূদকে এবং পবিত্র দীন ইসলামকে ভুলে বসেছিল। সে এত নির্বোধ যে, ঐ বাছুর যে একেবারে নির্জীব এতটুকুও সে বুঝতে পারেনি।

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ওটাতো তাদেরকে কোন কথার জবাব দিতে পারেনা এবং কিছু শুনতেও পায়না। দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কাজে তার অধিকার নেই এবং লাভ-ক্ষতি করারও তার কোন ক্ষমতা নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তার থেকে যে শব্দ বের হত ওর একমাত্র কারণতো এই যে, তার পিছনের ছিদ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে সামনের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যেত। ওতেই শব্দ হত। (নাসাঈ ৬/৩৯৬)

হাসান বাসরী (রহঃ) কর্তৃক 'ফিতনাহ' সম্পর্কিত বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঐ গো-বৎসটির নাম করণ করা হয়েছিল 'বাহমুত'। (নাসাঈ

৬/৩৯৬) বানী ইসরাঈলের সাধারণ লোকেরা তাদের অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বলেছিল যে, মিসরে থাকা অবস্থায় তাদের কাছে কিবতীরা যে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার জমা রেখেছিল তা তাদের কাছে ফেরত দেয়ার সুযোগ না পাওয়ায় সাথে করেই নিয়ে এসেছিল। ঐ সমস্ত অলঙ্কার যেহেতু তাদের নিজেদের ছিলনা তাই ওর দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সামিরীর জ্বালানো আগুনে ওগুলি নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু পরিশেষে ফল দাড়ালো এই যে, দেনার দায় মিটিয়ে দিতে গিয়ে তারা ছোট অপরাধের পরিবর্তে বড় অপরাধে লিপ্ত হল। অর্থাৎ ঐ স্বর্ণালঙ্কার গলিত করে যে গো-বৎস তৈরী করা হল সেই গো-বৎসের পূজা শুরু করে শির্কের পংকিল পথে হেটে নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুনের খোরাকী করল। তারা ছিল কত নির্বোধ যে ছোট পাপ হতে বাঁচার জন্য তাঁরা বড় পাপ করে বসলো। এর দৃষ্টান্ততো এটাই হল, কোন এক ইরাকবাসী আবদুল্লাহ ইব্ন উমারকে (রাঃ) ‘কাপড়ে যদি মশার রক্ত লেগে যায় তাহলে সালাত হবে কি’ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে জনগণকে বলেন ঃ তোমরা ইরাকবাসীদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম কন্যা ফাতিমার (রাঃ) কলিজার টুকরা হুসাইনকে (রাঃ) হত্যা করেছে, অথচ আজ মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞেস করছে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৪০)

৯০। হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারাতো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে; তোমাদের রাব্ব দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।	٩٠. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى
৯১। তারা বলেছিল ঃ আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হবনা।	٩١. قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ

হারূন (আঃ) বানী ইসরাঈলকে গাভীর পূজা করতে নিষেধ করেন, কিন্তু তাদেরকে বিরত রাখতে পারেননি

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) ফিরে আসার পূর্বেই হারূন (আঃ) বানী ইসরাঈলকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ঃ তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমরা দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে সাজদাহয় পতিত হয়োনা। তিনি সবকিছুরই খালিক ও মালিক। সবার ভাগ্য নির্ধারণকারী তিনিই, মর্যাদা সম্পন্ন আরশের তিনিই মালিক। তিনি যা চান তা'ই করতে পারেন। তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে যা করতে বলি তা কর এবং যা থেকে নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক। কিন্তু ঐ ঔদ্ধত ও হঠকারী লোকগুলি উত্তরে বলল ঃ

لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى মূসা ফিরে এসে আমাদেরকে নিষেধ করলে আমরা মেনে নিব। কিন্তু তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এই বাছুর পূজা হতে বিরত হবনা। সুতরাং তারা হারূনের (আঃ) কথা প্রত্যাখ্যান করল, তাঁর সাথে বিবাদ করল এবং তাঁকে হত্যা করতেও প্রস্তুত হল।

৯২। মূসা বলল ঃ হে হারূন! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল -	٩٢. قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓاْ
৯৩। আমার অনুসরণ হতে? তাহলে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?	٩٣. أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى
৯৪। হারূন বলল ঃ হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ করনা; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বানী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও	٩٤. قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَمۡ تَرۡقُبۡ قَوۡلِي	আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি।

মূসার (আঃ) ও হারূনের (আঃ) মাঝে কি ঘটেছিল

মূসা (আঃ) ভীষণ ক্রোধ ও ক্ষোভ অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। তাওরাত লিখিত ফলক তিনি মাটিতে ফেলে দেন এবং নিজের ভাই হারূনের (আঃ) দিকে কঠিন রাগান্বিত অবস্থায় এগিয়ে যান এবং তাঁর মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে থাকেন। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আ'রাফের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যে, শোনা খবর দেখার মত নয়। (আহমাদ ১/২৭১) মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) তিরস্কার করতে শুরু করেন যে, ঐ মূর্তি পূজা শুরু হবার সময়েই কেন তিনি তাঁকে খবর দেননি? তাহলে কি তিনি তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন? তিনি তাঁকে আরও বলেন ঃ আমিতো তোমাকে পরিস্কারভাবে বলেছিলাম ঃ

ٱخۡلُفۡنِي فِي قَوۡمِي وَأَصۡلِحۡ وَلَا تَتَّبِعۡ سَبِيلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

তুমি আমার কাওমের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্তরূপে কাজ করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪২)

হারূন (আঃ) উত্তরে বলেন ঃ يَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي হে আমার মায়ের পুত্র! এ কথা তিনি এ জন্যই বলেছিলেন যাতে মূসার (আঃ) তাঁর উপর দয়া ও মমতা হয়। এটা নয় যে, তাঁদের পিতা আলাদা ছিলেন। তাঁদের উভয়েরই পিতা এবং মাতা একই। তাঁরা ছিলেন একেবারে সহোদর ভাই। হারূন (আঃ) ওযর পেশ করে বলেন ঃ আমি এটা মনেও করেছিলাম যে, আপনার কাছে গিয়ে আপনাকে এ সংবাদ অবহিত করি। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম যে, এদেরকে এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হবেনা। কেননা এতে আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হতেন এবং বলতেন ঃ কেন তুমি এদেরকে ছেড়ে গেলে? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হারূন (আঃ) ছিলেন মূসার (আঃ) অত্যন্ত অনুগত। তিনি মূসাকে (আঃ) অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। (তাবারী ১৮/৩৫৯)

৯৫। মূসা বলল ঃ ওহে সামিরী! তোমার ব্যাপার কি?	٩٥. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ
৯৬। সে বলল ঃ আমি যা দেখেছিলাম তারা তা দেখেনি; অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হতে এক মুষ্টি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আর আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল এরূপ করা।	٩٦. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى
৯৭। মূসা বলল ঃ দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে ঃ আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবেনা এবং তুমি তোমার সেই মা'বূদের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।	٩٧. قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا
৯৮। তোমাদের মা'বূদতো শুধুমাত্র আল্লাহই যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত।	٩٨. إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ

	شَىۡءٍ عِلۡمًا

সামিরী কিভাবে গাভী তৈরী করেছিল

মূসা (আঃ) সামিরীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ওহে সামিরী! এটা করতে তোমাকে কিসে উদ্ধুদ্ধ করেছে? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ঐ লোকটি আহলে বাজারমা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার কাওম গরু-পূজারী ছিল, তার অন্তরেও গরুর মুহাব্বাত বাসা বেঁধে ছিল। সে বাহ্যিকভাবে বানী ইসরাঈলের সাথে ঈমান এনেছিল। তার নাম ছিল মূসা ইব্‌ন যাফর। (তারিখ আত তাবারী ১/৪২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যে, তার গ্রামের নাম ছিল সামাররা। (তাবারী ১৮/৩৬৩)। সে মূসার (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে বলে ঃ ফির'আউনকে ধ্বংস করার জন্য যখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন তখন আমি তাঁর ঘোড়ার খুরের নিচ হতে কিছুটা মাটি উঠিয়ে নিই। (তাবারী ১৮/৩৬২) অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে প্রসিদ্ধ কথা এটাই।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ জিবরাঈলের (আঃ) ঘোড়ার খুরের নিচ থেকে সামিরী ঐ মাটি সংগ্রহ করেছিল। তিনি আরও বলেন ঃ 'কাবদাহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতের তালুতে যে পরিমান নেয়া যায়। আবার ঐ পরিমানের কথাও বলা হয়েছে যা আঙ্গুলের মাথায় করে তোলা যায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সামিরীর কাছে যে মাটি ছিল তা সে বানী ইসরাঈলীদের যে স্বর্ণ আগুনে নিক্ষেপ করেছিল তার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। ফলে সবকিছু গলে গিয়ে একটি গো-বৎসের আকার ধারণ করে, যা থেকে ক্ষীণ হাম্বা ধ্বনি বের হয়ে আসত। ওর ভিতর যখন বাতাস প্রবেশ করে আবার বের হয়ে আসত তখন ঐ রূপ শব্দ হত। (তাবারী ১৮/৩৬২) সামিরী বলল ঃ فَنَبَذۡتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتۡ لِي نَفۡسِي তারা যে স্বর্ণালঙ্কার নিক্ষেপ করেছিল তার মধ্যে আমিও নিক্ষেপ করলাম, কারণ আমার মন এরূপ করতে উদ্ধুদ্ধ করেছিল এবং আমি এটা করতে আনন্দ পাচ্ছিলাম।

সামিরীর শাস্তি এবং গাভীকে জ্বালিয়ে দেয়া

তখন মূসা (আঃ) তাকে বললেন ঃ فَاذۡهَبۡ فَإِنَّ لَكَ فِي الۡحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ দূর হও! তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে ঃ 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার ব্যাপারে যার ব্যতিক্রম হবেনা।

لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا আর তুমি তোমার যে মা'বূদের পূজায় রত ছিলে তার প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই। অতঃপর মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا তোমাদের মা'বূদ এটা নয়, ইবাদাতের যোগ্যতো একমাত্র আল্লাহ। বাকী সমস্ত জগত তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর অধীন। সব কিছুই তিনি অবগত আছেন।

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে রয়েছে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২)

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ২৮)

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩)

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৬) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৯৯। পূর্বে যা ঘটেছে উহার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে দান করেছি উপদেশ।	٩٩. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا
১০০। এটা হতে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামাত দিবসে মহাভার বহন করবে।	١٠٠. مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا
১০১। তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামাত দিবসে এই বোঝা তাদের জন্য কত মন্দ!	١٠١. خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًا

সম্পূর্ণ কুরআনেই রয়েছে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার তাগিদ এবং অবাধ্যকারীদের শাস্তির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ আমি যেমন মূসার সত্য ঘটনাকে সঠিকভাবে তোমার কাছে বর্ণনা করেছি তেমনিভাবে ফির'আউন, তার সেনাবাহিনী এবং আরও অনেক অতীতের ঘটনা তোমার সামনে আমি হুবহু বর্ণনা করেছি। এ সব বর্ণনা করার ব্যাপারে তোমাকে কোন কম-বেশি করিনি। আমি তোমাকে মহান কুরআন দান করেছি। ইতোপূর্বে কোন নাবীকে এর চেয়ে বেশি পূর্ণতা প্রাপ্ত, বেশি অর্থবহ এবং বেশি বারাকাতময় কিতাব প্রদান করা হয়নি। এর মাধ্যমে তোমাকে নাবুওয়াত প্রদান করে রিসালাতের ইতি টানা হয়েছে। এই কুরআনুল কারীমই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উন্নত মানের কিতাব। এতে অতীতের ঘটনাবলী, ভবিষ্যতের কার্যাবলী এবং প্রতিটি কাজের পন্থা বর্ণিত হয়েছে।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا যারা এটিকে মানেনা, যারা এর থেকে বিমুখ হয়, এর আহকাম হতে পালিয়ে যায় এবং এটিকে বাদ দিয়ে

অন্য কিছুতে হিদায়াত অনুসন্ধান করে তারা পথভ্রষ্ট এবং জাহান্নামী। কিয়ামাতের দিন তারা নিজেদের বোঝা নিজেরাই বহন করবে এবং ওটা হবে খুবই মন্দ বোঝা। যে এর সাথে কুফরী করবে সে জাহান্নামে যাবে।

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) কিতাবী হোক কিংবা গায়ের কিতাবী হোক, আরাবী হোক অথবা আজমী হোক যে'ই এটিকে অস্বীকার করবে সে'ই জাহান্নামী হবে। যেমন ঘোষিত হয়েছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) সুতরাং এর অনুসরণকারী হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং এর বিরোধিতাকারী পথভ্রষ্ট ও হতভাগ্য। দুনিয়ায় তারা ধ্বংস হল এবং আখিরাতেও হবে তারা জাহান্নামী।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا. خَـٰلِدِينَ فِيهِ

এটা হতে যে বিমুখ হবে, সে কিয়ামাত দিবসে মহাভার বহন করবে। (১০১) তাতে তারা স্থায়ী হবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০০-১০১) এ আযাব থেকে তারা কখনও মুক্তি ও পরিত্রাণ পাবেনা এবং সেখান থেকে পালিয়ে যেতেও সক্ষম হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة حِمْلًا সেই দিন তারা যে বোঝা বহন করবে তা হবে খুবই মন্দ বোঝা।

১০২। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব।	١٠٢. يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا
১০৩। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান	١٠٣. يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن

لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا	**করেছিলে।**
١٠٤. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا	**১০৪। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।**

শিংগাধ্বনি এবং কিয়ামাত দিবসের সূচনা

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'সুর' কি জিনিস? উত্তরে তিনি বলেন ঃ ওটা এমন একটা শিংগা যাতে ফুঁক দেয়া হবে। (তিরমিযী ৯/১১৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে শিংগা সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে ঃ ওর ব্যাপ্তি/বেড় হবে আসমান ও যমীনের সমান। ইসরাফীল (আঃ) তাতে ফুঁক দিবেন। (তাবারানী ৩৬) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিরূপে শান্তি লাভ করব যখন শিংগায় ফুৎকারদানকারী শিংগায় মুখ লাগিয়ে কপাল ঝুঁকিয়ে রয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমের শুধু অপেক্ষায় রয়েছেন। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমরা কি পাঠ করব? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমার পাঠ করতে থাক ঃ

حَسْــبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلنَا

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। (তাবারী ১৮/৩৭১) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا সেই দিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা তাদের পরস্পরের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ আমরা দুনিয়ায় মাত্র দশ দিন অর্থাৎ অতি অল্প সময় অবস্থান করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ আমি তাদের ঐ গোপন কথাবার্তাও সম্যক অবগত আছি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে ঃ

إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا আমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলাম। মোট কথা, কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবন অতি অল্প সময় বলে মনে হবে। এর মাধ্যমে অবিশ্বাসী কাফিরেরা এটা বুঝাতে চাবে যে, যেহেতু তারা পৃথিবীতে খুব অল্প সময়ই কাটিয়েছে তাই উত্তম আমল করার মত তারা যথেষ্ট সময় পায়নি। অতএব তাদের ব্যাপারে যেন কোন অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেয়া না হয়। ঐ সময় তারা শপথ করে বলবে ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَـٰنَ

যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে ঃ তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাইতো পুনরুত্থান দিন, কিন্তু তোমরা জানতেনা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৫-৫৬) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ

আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ. قَـٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ১১২-১১৪) আসলে আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এরূপই বটে। কিন্তু তোমরা যদি এটা জানতে বা বুঝতে তাহলে এই অস্থায়ী জগতকে ঐ স্থায়ী জগতের উপর কখনও প্রাধান্য দিতেনা, বরং এই দুনিয়া থেকেই তোমরা আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহ করে নিতে।

১০৫। তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।	١٠٥. وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا
১০৬। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে।	١٠٦. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
১০৭। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা।	١٠٧. لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا
১০৮। সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবেনা; দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তদ্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবেনা।	١٠٨. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

পর্বতমালা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং যমীন হবে মসৃন ও সমতল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ তোমাকে জনগণ জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামাতের দিন এই পাহাড়গুলি বাকী থাকবে কি? তুমি উত্তরে তাদেরকে বলে দাও ঃ

فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ওগুলি চলছে, ফিরছে বলে মনে হবে এবং শেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে قَـــاع শব্দের অর্থ হল মসৃণ সমতল মাইদান এবং صفصفا শব্দকে ওরই গুরুত্বের জন্য

আনা হয়েছে। আবার صفصف এর অর্থ অনুর্বর যমীনও হয়। কিন্তু প্রথম অর্থটি উৎকৃষ্টতর। আর দ্বিতীয় অর্থটিও অপরিহার্য। যমীনে না কোন উপত্যকা থাকবে, না কোন টিলা থাকবে, আর না থাকবে উঁচু নিচু। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণেরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৮/৩৭২, দুররুল মানসুর ৫/৫৯৮, ৫৯৯)

আহ্বানকারীর আহ্বানের দিকে মানুষ দৌড়ে যাবে

يَوْمَئِذ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ এই ভীতিপ্রদ অবস্থার সাথে সাথেই এক শব্দকারী শব্দ করবে। সমস্ত সৃষ্টিজীব ঐ শব্দের পিছনে ছুটবে। যেভাবে যেদিকে দৌড়াতে হুকুম করা হবে সেই অনুযায়ী সেই দিকে চলতে থাকবে। এদিক ওদিকও হবেনা এবং বক্র পথেও চলবেনা। হায়! দুনিয়ায় যদি এই ব্যবহার ও চলন থাকত এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা হত! তাহলে তা'ই হত তাদের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু সেই দিন এই ব্যবহার ও চালচলন কোন কাজে আসবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৮)

يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ সেই দিন মানুষ আল্লাহ তা'আলার হুকুমের খুবই মান্যকারী হয়ে যাবে এবং হুকুমের সাথে সাথেই তা পালন করবে। হাশরের মাঠ হবে নীরব নিশ্চুপ অন্ধকার জায়গা। আওয়াজদাতার আওয়াজে সব দাঁড়িয়ে যাবে। ঐ একই মাইদানে সমস্ত সৃষ্টিজীব একত্রিত হবে। সেই দিন দয়াময় আল্লাহ তা'আলার সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا *সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবেনা।* সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, هَمْسًاশব্দের অর্থ হচ্ছে মৃদু পদচারণা। (তাবারী ১৮/৩৭৪) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে একই অর্থ করেছেন। (তাবারী

১৮/৩৭৫) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) هَمْسًا শব্দের অর্থ করেছেন ফিসফিস শব্দ। অন্যত্র ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরের (রহঃ) বরাতে বলা হয়েছে যে, هَمْسًا শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিসফিস কথা-বার্তা এবং মৃদু পদচারণা।

১০৯। দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবেনা।	١٠٩. يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا
১১০। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা।	١١٠. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا
১১১। স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ-পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে যুল্‌মের ভার বহন করবে।	١١١. وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
১১২। এবং যে সৎ কাজ করে মু'মিন হয়, তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও।	١١٢. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا

	تَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

শাফা‘আত এবং প্রতিদান প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ يَوْمَئِذٍ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا কিয়ামাতের দিন কারও ক্ষমতা হবেনা যে, সে অন্যের জন্য সুপারিশ করে। তবে যাকে তিনি অনুমতি দিবেন সে তা করতে পারবে।

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫)

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

আকাশে কত মালাইকা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬)

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮)

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩)

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রুহ ও মালাইকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮)

সবাই সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ করা চলবেনা। মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলী ও রূহ (জিবরাঈল (আঃ) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহই মুখ খুলতে পারবেনা। স্বয়ং সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আরশের নীচে আল্লাহর সামনে সাজদাহয় পড়ে যাবেন। খুব বেশি বেশি তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবেন যা শুধু ঐ সময়েই তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হবে। দীর্ঘক্ষণ তিনি সাজদাহয় পড়ে থাকবেন, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে; সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। তারপর সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করে তিনি জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আবার তিনি ফিরে আসবেন এবং এটাই চলতে থাকবে । (ফাতহুল বারী ৮/২৪৭, মুসলিম ১/১৮৪) এরূপ চারবার ঘটবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত নাবীর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

অন্য এক হাদীসে আরও আছে, আল্লাহ তা'আলা হুকুম করবেন ঐ লোকদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিয়ে এসো যাদের অন্তরে এক দানা পরিমাণও ঈমান আছে। তখন বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম হতে বের করে নিয়ে আসা হবে। আবার তিনি বলবেন ঃ যাদের অন্তরে অর্ধদানা পরিমাণও ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। যাদের অন্তরে অণু পরিমানও ঈমান আছে তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো। যাদের অন্তরে এর চেয়েও কম এবং তারচেয়েও কম ঈমান রয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিয়ে এসো। (তাবারী ১৮/৩৭৭, ৩৭৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবকে নিজের জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তাদের জ্ঞান দ্বারা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) তিনি বলেন ঃ

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ তাঁর নিকট সবাই হবে অধোবদন এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে, যুল্‌মের ভার বহন করবে। কেননা তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান। তিনি ঘুমাননা এবং তাঁকে তন্দ্রাও আচ্ছন্ন করেনা। তিনি নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং কৌশল ও ক্ষমতা বলে সব কিছুকেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। সবকিছুর দেখা শোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তিনিই করে থাকেন। সবারই উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্ত সৃষ্টিজীব তাঁরই মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহ সৃষ্টিও হতে পারেনা এবং জীবিতও থাকতে পারেনা।

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا এখানে যে যুল্‌ম করবে কিয়ামাত দিবসে সে ধ্বংস হবে। কেননা সেই দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করে দিবেন। এমন কি শিংবিহীন ভেড়াকেও তিনি শিংবিশিষ্ট ভেড়া হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করাবেন।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যুল্‌ম করা থেকে দূরে থাক। কেননা কিয়ামাতের দিন যুল্‌ম অন্ধকার রূপে প্রকাশ পাবে। আর সেই দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঐ ব্যক্তি যে মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। কেননা

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্‌ক হচ্ছে বড় যুল্‌ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) (আহমাদ ২/১০৬, মুসলিম ৪/১৯৯৬)

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا

যালিমদের পরিণাম ফল বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের প্রতি অবিচারের কোন আশংকা নেই এবং ক্ষতিরও কোন ভয় নেই। অর্থাৎ তাদের খারাবী আর বৃদ্ধি পাবেনা এবং উত্তম আমলকেও কমিয়ে দেয়া হবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৮/৩৭৯, ৩৮০) *'যুল্‌ম'* হল কোন ব্যক্তির আমলনামায় অন্য ব্যক্তিদের বদ/খারাপ আমল যোগ করা এবং *'হাযম'* (**هَضْمًا**) শব্দের অর্থ হল কমিয়ে দেয়া।

১১৩। এ রূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ।	١١٣. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا
১১৪। আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি কুরআনের আয়াত সম্পূর্ণ হবার পূর্বে তুমি ত্বরা করনা এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন।	١١٤. فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

আল্লাহভীতি ও সৎ আমলের জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ কিয়ামাতের দিন অবশ্যই আসবে এবং সেই দিন ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে, তাই আমি লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পবিত্র কুরআন পরিস্কার আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে। আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে ভয় প্রদর্শন করেছি।

أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا যাতে তারা পাপ থেকে বাঁচতে পারে, কল্যাণ লাভের কাজে তৎপর হয়, তাদের অন্তরে চিন্তা ভাবনা ও উপদেশ এসে যায়, তারা আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ভাল কাজের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে।

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ সুতরাং মহান পবিত্র ঐ আল্লাহ যিনি প্রকৃত অধিপতি এবং ইহজগত ও পরজগতের একচ্ছত্র মালিক। তিনি স্বয়ং সত্য, তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাঁর ভয় প্রদর্শন সত্য, তাঁর রাসূলগণ সত্য এবং তাঁর জান্নাত ও

জাহান্নাম সত্য। তাঁর ফরমান এবং তাঁর পক্ষ হতে যা কিছু হয় সবই ন্যায় ও সত্য। তাঁর সত্তা এর থেকে পবিত্র যে, তিনি পূর্বে সতর্ক না করেই কেহকেও শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি সবারই ওযরের সুযোগ মিটিয়ে দেন এবং কারও সন্দেহ তিনি বাকী রাখেননা।

কুরআন নাযিলের সময় রাসূলকে (সাঃ) ত্বরা করে মুখস্ত না করার নির্দেশ

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ তোমার প্রতি আমার অহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি তাড়াহুড়া করনা। প্রথমে ভাল করে শুনে নাও। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ. فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ

তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা দ্রুততার সাথে সঞ্চালন করনা। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করাই তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৬-১৯)

হাদীসে আছে ঃ প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলের (আঃ) সাথে সাথেই দ্রুত কুরআন পাঠ করতেন। তাতে তাঁর খুব কষ্ট হত। (ফাতহুল বারী ১/৩৯) যখন উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তাঁর থেকে ঐ কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং তিনি প্রশান্তি লাভ করেন যে, আল্লাহ যত অহীই নাযিল করুন না কেন তা তাঁর মুখস্ত হবেই, একটা অক্ষরও তিনি ভুলবেননা। কেননা আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা সত্য।

فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ

সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করাই তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৮-১৯) এখানেও এ কথাই বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ তিনি যেন মালাক/ফেরেশতার কুরআন পাঠ শ্রবণ করেন এবং তার পাঠ শেষ করার পর যেন তিনি পাঠ শুরু করেন। আর তাঁর কর্তব্য হবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا *এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন*। সুতরাং তিনি দু'আ করেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করেন। তাই মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ইল্‌ম বাড়তেই থাকে।

১১৫। আমিতো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।	١١٥. وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا
১১৬। স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাকে বললাম ঃ আদমের প্রতি সাজদাহবনত হও, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল; সে অমান্য করল।	١١٦. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ
১১৭। অতঃপর আমি বললাম ঃ হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে দিতে না পারে, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।	١١٧. فَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ
১১৮। তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবেনা এবং নগ্নও হবেনা।	١١٨. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

১১৯। এবং তুমি সেখানে পিপাসার্ত হবেনা এবং রৌদ্র ক্লিষ্টও হবেনা।	١١٩. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ
১২০। অতঃপর শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?	١٢٠. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ
১২১। অতঃপর তারা তা হতে আহার করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল; আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল।	١٢١. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ
১২২। এরপর তার রাব্ব তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হলেন এবং তাকে পথ নির্দেশ করলেন।	١٢٢. ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

আদম (আঃ) ও ইবলীস শাইতানের ঘটনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে *'ইনসান'* বলার কারণ এই যে, মানুষের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার (*নসীয়া*) নেয়া হয়েছিল তা সে ভুলে গিয়েছিল। (তাবারী ১৮/৩৮৩) মুজাহিদ (রহঃ) ও হাসান (রহঃ) বলেন যে, ঐ অঙ্গীকার

আদম সন্তান পরিত্যাগ করেছে। এরপর আদমের (আঃ) মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সূরা বাকারাহ, সূরা আ'রাফ, সূরা হিজর এবং সূরা কাহফে আদমকে (আঃ) শাইতানের সাজদাহ না করার ঘটনার পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সূরা **'ص'** এও এর বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ। এ সব সূরায় আদমের (আঃ) জন্মবৃত্তান্ত, অতঃপর তাঁর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে মালাইকাকে তাঁর প্রতি সাজদাহবনত হওয়ার নির্দেশ দান এবং ইবলীসের গোপন শত্রুতা প্রকাশ যা এখনও আদম সন্তানের উপর রয়েছে ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। সে অহংকার করে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে। ঐ সময় আদমকে বলা হয় ঃ

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ হে আদম! এই শাইতান তোমার ও তোমার স্ত্রী হাওয়ার (আঃ) শত্রু। সে যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, অন্যথায় তোমরা বঞ্চিত হয়ে জান্নাত হতে বহিস্কৃত হবে এবং কঠিন বিপদে পড়বে। তোমাদের জীবিকা অন্বেষণে কষ্ট করতে হবে।

إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى এখানে তোমরা বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে জীবিকা প্রাপ্ত হচ্ছ। এখানে যে তোমরা ক্ষুধার্ত থাকবে তা অসম্ভব, এবং নগ্ন থাকবে তাও অসম্ভব। এখানে ক্ষুধা এবং নগ্নপনাকে একই বাক্যে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বিড়ম্বনা এবং অপরটি হচ্ছে বাহ্যিক বিড়ম্বনা। তাই ভিতরের ও বাইরের কষ্ট হতে এখানে বেঁচে আছ।

وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى আর এখানে না তোমরা আভ্যন্তরীণ পিপাসার তীব্রতার শাস্তি পাচ্ছ, না বাহ্যিকভাবে রোদের প্রখরতার কষ্ট পাচ্ছ। যদি শাইতান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে তাহলে তোমাদের থেকে এই আরাম ও শান্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তোমরা বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা শাইতানের ফাঁদে পড়েই যান।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ يَبْلَى *অতঃপর শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?* পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাইতানের ধোকায় পড়ে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন।

وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ

সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল ঃ আমি তোমাদের হিতাকাংখীদের অন্যতম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২১)

পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন ঃ তোমরা জান্নাতের সব গাছেরই ফল খেতে থাক, কিন্তু সাবধান! এই গাছটির নিকটেও যেওনা। কিন্তু শাইতান তাঁদেরকে মিষ্টি কথায় এমনভাবে ভুলিয়ে দেয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঐ নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলেন।

ঐ গাছটি ছিল অনন্ত জীবন লাভের গাছ বা *'শাজারাতুল খুল্দ'*। অর্থাৎ ঐ গাছ থেকে কেহ খেলে সে অনন্ত জীবন লাভ করত এবং কখনও মৃত্যু হতনা। *'শাজারাতুল খুল্দ'* (**شَجَرَةِ الْخُلْد**) সম্পর্কিত একটি হাদীস ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) তার গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় আরোহী একশ বছর চলতে থাকবে, তথাপি তা শেষ হবেনা। ঐ গাছের নাম হল *শাজারাতুল খুল্দ*। (আবূ দাঊদ ২/৩৩২, আহমাদ ২/৪৫৫)

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا তাঁরা দু'জন ঐ নিষিদ্ধ গাছটির ফল খাওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের পরিধেয় পোশাক খসে পড়ে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উম্মুক্ত হয়ে যায় এবং লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে।

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) ঘন চুল বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছিলেন। দেহ খেজুর গাছের সমান দীর্ঘ ছিল। যখনই তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন তখনই পরিধেয় পোশাক কেড়ে নেয়া হয়। প্রথমেই লজ্জাস্থানের দিকে নযর পড়া মাত্রই লজ্জায় জান্নাতে গিয়ে লুকাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পথে একটি গাছে চুল জড়িয়ে যায়। তিনি তাড়াতাড়ি চুল ছুটানোর চেষ্টা করলেন। আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বলেন ঃ হে আদম! আমা হতে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ? আল্লাহর কালাম শুনে অত্যন্ত আদবের সাথে আরয করেন ঃ হে আমার রাব্ব! লজ্জায় আমি মাথা লুকানোর চেষ্টা করছি। দয়া করে বলুন! তাওবাহ করার পরে কি আমি জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারব? উত্তরে বলা হয় ঃ হ্যাঁ। (তাবারী ১২/৩৫৪) অতঃপর আদম (আঃ) তাঁর রবের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন।

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

অতঃপর আদম স্বীয় রাব্ব হতে কতিপয় বাণী শিক্ষা লাভ করল, আল্লাহ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিলেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩৭) অবশ্য এ বর্ণনাধারায় হাসান (রহঃ) এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) এর মাঝে ছেদ রয়েছে। এ হাদীসটি উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) থেকে হাসান (রহঃ) শ্রবণ করেননি। তাই প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আদৌ বর্ণিত হয়েছে কি না।

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) হতে যখন পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন তাঁরা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের দেহ আবৃত করতে থাকেন। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৮/৩৮৮) আল্লাহ তা'আলার প্রতি নাফরমানী করার কারণে তাঁরা সঠিক পথ হতে সরে পড়েন। কিন্তু অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁদের তাওবাহ কবূল করেন এবং নিজের বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মূসা (আঃ) ও আদমের (আঃ) মধ্যে পরস্পর বাক্যালাপ হয়। মূসা (আঃ) বলেন ঃ আপনিতো আপনার পাপের কারণে সমস্ত মানুষকে জান্নাত হতে বের করেছেন এবং তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। উত্তরে আদম (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় রিসালাত ও সরাসরি কথা বলা দ্বারা বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আমাকে এমন কাজের সাথে দোষারোপ করছেন যা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্মের পূর্বেই আমার ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন? অতএব আদম (আঃ) মূসার (আঃ) অভিযোগ খন্ডন করে বিজয়ী হলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৮৮, ৬/৫০৮, মুসলিম ৪/২০৪২, ২০৪৩, আহমাদ ২/২৮৭, ৩১৪)

১২৩। তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হতে	١٢٣. قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا

يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ	তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ এলো ঃ যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবেনা ও দুঃখ-কষ্ট পাবেনা।
١٢٤. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ	১২৪। যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামাত দিবসে উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।
١٢٥. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا	১২৫। সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো ছিলাম চক্ষুস্মান!
١٢٦. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ	১২৬। তিনি বলবেন ঃ এ রূপেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।

আদমকে (আঃ) পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া, সৎ আমলকারীকে উত্তম প্রতিদান এবং অসৎ আমলকারীকে শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার

আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) এবং ইবলীসকে বলেন ঃ তোমরা সবাই জান্নাত হতে বেরিয়ে যাও। সূরা বাকারাহয় এর পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩৬) অর্থাৎ আদম সন্তান ও ইবলীস পরস্পর পরস্পরের শত্রু।

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى তোমাদের কাছে আমার দিক নির্দেশনা আসবে। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, এই দিক নির্দেশনা হচ্ছে নাবী, রাসূল এবং দলীল প্রমাণাদী। (তাবারী ১/৫৪৯)

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى যারা আমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে তারা দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত হবেনা এবং পরকালেও অপমানিত হবেনা। (তাবারী ১৮/৩৮৯)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا আর যারা আমার হুকুমের বিরোধিতা করবে, আমার রাসূলদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করবে এবং অন্য পথে চলবে তারা দুনিয়ায় সংকীর্ণ অবস্থায় থাকবে। তারা প্রশান্তি ও স্বচ্ছলতা লাভ করবেনা। নিজেদের গুমরাহীর কারণে সংকীর্ণ অবস্থায় কালাতিপাত করবে। যদিও বাহ্যতঃ পানাহার ও পরিধানের ব্যাপারে প্রশস্ততা পরিদৃষ্ট হবে, কিন্তু অন্তরে ঈমান ও হিদায়াত না থাকার কারণে সদা সর্বদা সন্দেহ, সংশয়, সংকীর্ণতা এবং স্বল্পতার মধ্যেই জড়িয়ে পড়বে। তারা হবে হতভাগা, আল্লাহর রাহমাত হতে বঞ্চিত এবং কল্যাণশূন্য। কেননা মহান আল্লাহর উপর তারা ঈমানহীন, তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসহীন, মৃত্যুর পর তাঁর নি'আমাতের মধ্যে তাদের কোন অংশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ করে উঠানো হবে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু তার নযরে পড়বেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ

কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭) সে বলবে ঃ

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا হে আমার রাব্ব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো ছিলাম চক্ষুষ্মান। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى এরূপই আমার আয়াতসমূহ তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـٰذَا

আজকে আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫১) সুতরাং এটা তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল।

যে ব্যক্তি কুরআনুল হাকীমের উপর বিশ্বাস রাখে এবং ওর হুকুম অনুযায়ী আমলও করে, সে যদি ওর শব্দ ভুলে যায় তাহলে সে এই প্রতিশ্রুত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তার জন্য অন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্ত করার পর তা ভুলে যায় তার জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

১২৭। এবং এভাবেই আমি প্রতিফল দিই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনা; পরকালের শাস্তিতো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।	١٢٧. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ

সীমা লংঘনকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যারা আল্লাহর সীমারেখার পরওয়া করেনা এবং তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিই। যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَّهُمْ عَذَابٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তিতো আরও কঠোর! এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৪) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى দুনিয়ার শাস্তির কঠোরতা ও দীর্ঘ মেয়াদী হিসাবে আখিরাতের শাস্তির সাথে তুলনীয় হতে পারেনা। আখিরাতের শাস্তি চিরস্থায়ী ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। পরস্পর পরস্পরের উপর লা'নতকারীদের, যারা স্বামী স্ত্রীর উপর এবং স্ত্রী স্বামীর উপর একে অপরের প্রতি অবৈধ যৌনাচারের অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা ও অতি নগন্য। (মুসলিম ২/১১৩১)

১২৮। এটাও কি তাদেরকে সৎ পথ দেখালনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? অবশ্যই এতে বিবেক সম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।	١٢٨. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ
১২৯। তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি।	١٢٩. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى
১৩০। সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, আর দিনের প্রান্তসমূহেও যাতে	١٣٠. فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِٕ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ

তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।	ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

আল্লাহ তা'আলা পূর্বের অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছেন যার মাধ্যমে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! যারা তোমাকে মানেনা এবং তোমার শারীয়াতকে অস্বীকার করে তারা কি এর দ্বারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেনা যে, তাদের পূর্বে যারা এরূপ আচরণ করেছিল, আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছিলাম? আজ তাদের মধ্যে চোখ দিয়ে দেখার মত, শ্বাস গ্রহণ করার মত এবং মুখে কিছু বলার মত কেহ অবশিষ্ট আছে কি? তাদের সুউচ্চ, সুদৃশ্য এবং জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদগুলির ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে মাত্র। সেই পথ দিয়েই এরা চলাফিরা করে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى তাদের যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকত তাহলে এর দ্বারা তারা বহু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬) সূরা সাজদাহয়ও উপরোল্লিখিত আয়াতের মত আয়াত রয়েছে।

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ

এটাও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করলনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানব গোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করছে? (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৬) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত ত্বরিত শাস্তি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৯) ঐ নির্ধারিত সময় এসে গেলেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

ধৈর্য ধারণ করা এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ সুতরাং হে নাবী! তারা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। জেনে রেখ যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে নয়।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ সূর্যোদয়ের পূর্বে এ কথা দ্বারা ফাজরের সালাত উদ্দেশ্য এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হল আসরের সালাত। জারীর ইব্ন আবদিল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা সত্তরই তোমাদের রাব্বকে এভাবেই দেখতে পাবে যেভাবে এই চাঁদকে কোন প্রতিবন্ধক ছাড়াই দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং সম্ভব হলে তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্যাস্তের পূর্বের সালাতের হিফাযাত কর। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ২/৪০, মুসলিম ১/৪৩৯)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) উমারাহ ইব্ন রুআইবাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করে সে কখনও জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবেনা। (আহমাদ ৪/১৩৬, মুসলিম ১/৪৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ এবং রাত্রিকালে (তোমার রবের) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। অর্থাৎ রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় কর। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মাগরিব ও ইশার সালাত।

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى আর দিনের প্রান্তসমূহেও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর যাতে তাঁর পুরস্কার ও প্রতিদান পেয়ে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ

অচিরেই তোমার রাব্ব তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসী! তারা উত্তরে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা হাযির আছি। তখন তিনি বলবেন ঃ তোমরা খুশি হয়েছ কি? তারা জবাব দিবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা খুশি হবনা? আপনিতো আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন যা আপনার সৃষ্টজীবের আর কেহকেও দেননি! আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ এগুলি অপেক্ষাও উত্তম জিনিস আমি তোমাদেরকে প্রদান করব। তারা উত্তরে বলবে ঃ এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন ঃ আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি প্রদান করছি। এরপরে আর কোন দিন আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবনা। (ফাতহুল বারী ১১/৪২৩)

অন্য হাদীসে আছে যে, বলা হবে ঃ হে জান্নাতবাসী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে ঃ আল্লাহ তা'আলার সব ওয়াদাতো পূর্ণ হয়েই গেছে। আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়েছে, আমাদের সাওয়াবের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়েছেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। সুতরাং আর কিছুইতো বাকী নেই। তৎক্ষণাৎ পর্দা উঠে যাবে এবং তারা মহামহিমান্বিত আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহর শপথ! এর চেয়ে উত্তম নি'আমাত আর কিছুই হবেনা, এটাই প্রচুর। (আহমাদ ৪/৩৩২)

১৩১। তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের	١٣١. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ

زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِ ۚ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ	উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।
١٣٢. وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا ۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقًا ۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَ ۗ وَٱلۡعَـٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ	১৩২। আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাইনা, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণামতো মুত্তাকীদের জন্য।

দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি খেয়াল না করে, ধৈর্য সহকারে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি কাফিরদের পার্থিব সৌন্দর্য ও সুখ ভোগের প্রতি আফসোসপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবেনা। এটাতো অতি অল্প দিনের সুখভোগ মাত্র। তাদের পরীক্ষার জন্যই এ সব তাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমি দেখতে চাই যে, তারা এসব পেয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে নাকি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের ধনীদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ উত্তম নি‘আমাত তোমাকে দান করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَـٰكَ سَبۡعًا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ

আমিতো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন। তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করনা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮৭-৮৮) অনুরূপভাবে হে নাবী! তোমার জন্য তোমার রবের নিকট আখিরাতে যে আতিথেয়তার ব্যবস্থা রয়েছে তার কোন তুলনা নেই এবং এটা বর্ণনাতীত। বলা হয়েছে ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ

অচিরেই তোমার রাব্ব তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৫) وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার শপথ করেছিলেন। তিনি একটি নির্জন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। উমার (রাঃ) সেখানে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি বালিতে ভরপুর একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুইয়ে আছেন। চাড়ার একটা টুকরা এক দিকে পড়ে রয়েছে এবং ঝুলন্ত কয়েকটি জিনিস রয়েছে। আসবাবপত্রহীন ঘরের ঐ অবস্থা দেখে তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! (রোম সম্রাট) কাইসার এবং (পারস্যের বাদশাহ) সিজার কত সুখে শান্তিতে ও আরাম আয়েশের জীবন যাপন করছে। সৃষ্টিজীবের মধ্যে আপনি আল্লাহর কাছে বন্ধুত্বের সম্মানে আসীন হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই অবস্থা! তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! এখনও আপনি সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছেন! তারা এমন সম্প্রদায় যে, পার্থিব জীবনেই তাদেরকে সুখ ভোগের সুযোগ দেয়া হয়েছে (পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই)। (ফাতহুল বারী ৫/১৩৭)

সুতরাং জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি তিনি খুবই অনাসক্ত ছিলেন। যা কিছু তাঁর হাতে আসত তা'ই আল্লাহর রাস্তায় একে একে দান করতেন এবং নিজের প্রয়োজনে পরবর্তী দিনের জন্য এক পয়সাও রাখতেননা।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে ঐ সময়কেই সবচেয়ে বেশি ভয় করি যখন দুনিয়া, তার সমস্ত সৌন্দর্য ও আসবাবপত্র তোমাদের করতলগত হবে । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ দুনিয়ার সৌন্দর্য ও আসবাবপত্রের অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ যমীনের বারাকাত। (ইব্ন আবী হাতিম ৭/২৪৪২)

কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য হল ওর ভিতরের বিভিন্ন নি'আমাতরাজী এবং চাকচিক্যময় আসবাবপত্র। (তাবারী

১৮/৪০৪) কাতাদাহ (রহঃ) **لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে হকের পথে থাকে এবং কে বিপথগামী হয়। (তাবারী ১৮/৪০৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও যাতে তারা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারে। নিজেও ওর উপর অবিচল থাক। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৬)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা এবং ইয়ারফা (রাঃ) উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) সাথে রত্রি যাপন করতেন। রাতের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে উমার (রাঃ) জেগে উঠে সালাত আদায় করতেন। সালাত শেষে তিনি বলতেন ঃ আমি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠি (সালাত আদায় করার জন্য) তখন আমি আমার পরিবারের সদস্যদেরকে জাগাতামনা, যদি **وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا** (*আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক*) এ আয়াতটি নাযিল না হত। (তাবারী ১৮/৪০৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ আমি তোমার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাইনা। তুমি সালাতে পাবন্দী হও, আল্লাহ তোমাকে এমন জায়গা হতে রিয্ক দিবেন যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২৩)

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে। আল্লাহই রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬-৫৮) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ আমি তোমার কাছে রিয্ক চাইনা, বরং আমিই তোমাকে রিয্ক দান করি।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে ইব্ন আদম! তুমি নিজেকে আমার ইবাদাতে লিপ্ত রেখ, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্য ও অভাবহীনতা দ্বারা পূর্ণ করে দিব। আর যদি তা না কর তাহলে আমি তোমার অন্তরকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করব এবং তোমার দারিদ্রতা দূর করবনা। (তিরমিযী ৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৬)

যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যার সমস্ত চিন্তা ফিকির এবং ইচ্ছা ও খেয়াল একমাত্র দুনিয়ার জন্য হয় এবং তাতেই মগ্ন থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ার সমস্ত উদ্বেগে নিক্ষেপ করেন এবং তার দারিদ্রতা তার চোখের সামনে করে দেন। সে দুনিয়া হতে ঐ পরিমানই প্রাপ্ত হবে, যে পরিমাণ তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে তার কেন্দ্রস্থল বানিয়ে নিবে এবং নিজের নিয়াত শুধু ওটাই রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কাজে প্রশান্তি আনয়ন করবেন এবং তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করবেন। আর দুনিয়া তার পায়ে হুমরি খেয়ে পড়বে। (ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى শুভ পরিণামতো মুত্তাকীদের জন্যই। সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমরা যেন উকবা ইব্ন রা'ফের (রাঃ) বাড়ীতে রয়েছি। সেখানে আমাদের সামনে ইব্ন তা'ব (রাঃ) এর বাগানের রসাল খেজুর পেশ করা হয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা এই নিয়েছি যে, পরিণামের দিক দিয়ে দুনিয়ায়ও আমাদেরই পাল্লা ভারী হবে। উচ্চতা ও উন্নতি আমরাই লাভ করব। আর আমাদের দীন পবিত্র এবং পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। (মুসলিম ৪/১৭৭৯)

১৩৩। তারা বলে ঃ সে তার রবের নিকট হতে আমাদের জন্য কোন নিদর্শন কেন	**١٣٣. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِءَايَةٍ**

আনয়ন করেনা? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?	مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمۡ تَأۡتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ
১৩৪। আমি যদি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেননা? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম।	١٣٤. وَلَوۡ أَنَّآ أَهۡلَكۡنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبۡلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبۡلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخۡزَىٰ
১৩৫। বল ঃ প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে।	١٣٥. قُلۡ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ مَنۡ أَصۡحَٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ

কাফিরদের মু'জিযা দাবী, অথচ পবিত্র কুরআনই একটি মু'জিযা

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ঃ তারা বলত, এই নাবী তাঁর সত্যবাদিতার প্রমাণ স্বরূপ কোন মু'জিযা দেখাচ্ছেন না কেন? তাদেরকে উত্তরে বলা হচ্ছে ঃ এ হচ্ছে কুরআন যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের খবরসহ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উম্মী নাবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন, যিনি

লিখাপড়া জানেননা এবং পূর্ববর্তী কিতাবে কি লিখা ছিল তাও তার জানা নেই। এতে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং ঠিক ঐ সব কিতাব মুতাবেকই রয়েছে যেগুলি ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআনুল কারীম এ সবগুলির রক্ষক। পূর্ববর্তী কিতাবগুলি হ্রাস বৃদ্ধি হতে পবিত্র নয় বলে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন এটি ওগুলির শুদ্ধ ও অশুদ্ধকে পৃথক করে দেখিয়ে দেয়। সূরা আনকাবূতে কাফিরদের এই প্রতিবাদের জবাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তারা বলে ঃ রবের নিকট হতে তার প্রতি নিদর্শন প্রেরিত হয়না কেন? বল ঃ নিদর্শন আল্লাহর ইচ্ছাধীন, আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫০-৫১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীকে এমন মু'জিযা দেয়া হয় যা দেখে মানুষ তাঁর নাবুওয়াতের উপর ঈমান আনে। কিন্তু আমাকে (মু'জিযা রূপে) অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন দান করেছেন। আমি আশা করি যে, কিয়ামাতের দিন সমস্ত নাবীর অনুসারী অপেক্ষা আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশি হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯, মুসলিম ১/১৩৪)

এটি স্মরণীয় বিষয় যে, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তা হল আল কুরআন। এর অর্থ এ নয় যে, এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন মু'জিযা ছিলইনা। এই পবিত্র কুরআন ছাড়াও তাঁর মাধ্যমে বহু মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবেনা। কিন্তু ঐ অসংখ্য মু'জিযার উপর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল এই কুরআনুল কারীম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِه لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

আমি যদি এই সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন শেষ নাবীকে প্রেরণ করার পূর্বেই এই কাফিরদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা ওযর পেশ করে বলত ঃ

যদি আমাদের কাছে কোন নাবী আসতেন এবং আল্লাহ তা'আলার কোন অহী অবতীর্ণ হত তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁর উপর ঈমান আনতাম এবং তাঁর অনুসরণ করতাম। আর তাহলে এই লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে বাঁচতে পারতাম। এ জন্য আমি তাদের ঐ ওযরের সুযোগও রাখলামনা। তাদের কাছে রাসূল পাঠালাম এবং কিতাবও অবতীর্ণ করলাম। কিন্তু তবুও ঈমান আনার সৌভাগ্য তারা লাভ করলনা। আমি খুব ভালই জানি যে, একটি কেন, হাজার হাজার নিদর্শন দেখলেও তারা ঈমান আনবেনা। তবে হ্যাঁ, যখন তারা স্বচক্ষে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ঈমান আনবে, কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৭)

وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَـٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ

আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বারাকাতময় ও কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। যেন তোমরা না বলতে পার - ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর

আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৫-১৫৭) তিনি আরও বলেন ঃ

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪২)

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا

আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করে তারা বলে ঃ কোন নিদর্শন (মু‘জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১০৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى

হে মুহাম্মাদ! যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং তাদের কুফরী ও হঠকারিতার উপর স্থির থাকছে তাদেরকে বলে দাও ঃ প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে। এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا

যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪২) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৬)

ষষ্ঠদশ পারা ও সূরা তাহা -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২১ আম্বিয়া, মাক্কী | ٢١ - سورة الأنبياء، مَكِّيَّةٌ

১১২ আয়াত, ৭ রুকু | (اَيَاتُهَا : ١١٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

সূরা আম্বিয়ার ফাযীলাত

সহীহ বুখারীতে আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযিদ (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা ইসরা, সূরা কাহফ, সূরা মারইয়াম, সূরা তাহা এবং সূরা আম্বিয়া (সূরা ১৭-২১) হল প্রথম মনোনীত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সূরাসমূহ এবং এগুলোই '**تلادى**'। (ফাতহুল বারী ৪/২৮৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।	١. ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٍ مُّعۡرِضُونَ
২। যখনই তাদের নিকট তাদের রবের কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে।	٢. مَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ
৩। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, সীমা লংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে ঃ এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর	٣. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمۡۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡۖ

أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ	কবলে পড়বে?
٤. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ	৪। বল ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার রাব্ব অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
٥. بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍۭ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ	৫। তারা এটাও বলে ঃ এ সব অলীক কল্পনা হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি; অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ।
٦. مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ	৬। তাদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা ঈমান আনেনি; তাহলে কি তারা ঈমান আনবে?

কিয়ামাত অতি নিকটে, কিন্তু লোকেরা নির্ভয় হয়ে গেছে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করছেন যে, কিয়ামাত নিকটবর্তী হয়ে গেছে, অথচ মানুষ তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। তারা ওর জন্য এমন কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করছেনা যা সেই দিন তাদের উপকারে আসবে। বরং তারা সম্পূর্ণ রূপে দুনিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়ায় তারা এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, ভুলেও একবার কিয়ামাতকে স্মরণ করেনা। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ. وَإِن يَرَوۡاْ ءَايَةً يُعۡرِضُواْ

কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১-২) এরপর আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ এবং তাদের মত অন্যান্য কাফিরদের সম্পর্কে বলেন ঃ

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ যখনই তাদের নিকট তাদের রবের কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। তারা আল্লাহর কালাম ও তাঁর অহীর দিকে কানই দেয়না। তারা এক কানে শোনে এবং অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। তাদের অন্তর হাসি তামাশায় লিপ্ত থাকে।

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আহলে কিতাবদেরকে কিতাবের কথা জিজ্ঞেস করা তোমাদের কি প্রয়োজন? তারাতো আল্লাহর কিতাবের বহু কিছু রদ-বদল করে ফেলেছে, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। তোমাদের কাছে নতুনভাবে নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। এতে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি। (ফাতহুল বারী ১৩/৫০৫)

وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ *সীমা লংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে।* তারা একে অপরকে গোপনে বলে ঃ **هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** আমাদেরই মত একজন মানুষের আমরা অধীনতা স্বীকার করতে পারিনা। **أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ** তোমরা কেমন লোক যে, দেখে শুনে যাদুকে মেনে নিচ্ছ? এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মতই একজন মানুষকে রিসালাত ও অহী দ্বারা বিশিষ্ট করবেন। সুতরাং এত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, লোকেরা জেনে বুঝেও তার যাদুর খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ তুমি বল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার রাব্ব অবগত আছেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি এই পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। এতে পূর্বের ও পরের সমস্ত খবর বিদ্যমান রয়েছে। যার এসব বিষয় জানা নেই সে

কিভাবে নিজে এটা রচনা করবে? এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এটি অবতীর্ণকারী হলেন আলীমুল গায়িব।

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তিনি তোমাদের সব কথাই শোনেন এবং তিনি তোমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সুতরাং তোমাদের উচিত তাঁকে ভয় করা।

কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মনোভাব, তাদের মু'জিযা দাবী প্রত্যাখ্যান

এরপর কাফিরদের ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলে ঃ এ সব অলীক কল্পনা হয় সে উদ্ভাবন করেছেন, না হয় সে একজন কবি। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়রান পেরেশান রয়েছে। কোন এক কথার উপর তারা স্থির থাকতে পারছেনা। তাই তারা আল্লাহর কালামকে কখনও যাদু বলছে, কখনও কবিতা বলছে এবং কখনও আবার বিক্ষিপ্ত ও উদ্ভট কথা বলছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সৎ পথ খুঁজে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৮)

মোট কথা, তাদের মুখে যা আসছে তাই তারা বলছে। কখনও তারা বলছে ঃ

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ যদি মুহাম্মাদ সত্য নাবী হন তাহলে সালিহর (আঃ) মত কোন উষ্ট্রী আমাদের নিকট আনয়ন করুন কিংবা মূসার (আঃ) মত কোন মু'জিযা প্রদর্শন করুন অথবা ঈসার (আঃ) মত কোন মু'জিযা প্রকাশ করছেন না কেন? তাদের জানা উচিত যে, অবশ্যই আল্লাহ এ সবের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯) কিন্তু যদি এগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং পরে তারা ঈমান না আনে তাহলে আল্লাহ তা'আলার নীতি অনুযায়ী তারা তাঁর শাস্তির কোপানলে পড়ে যাবে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এ কথাই বলেছিল এবং ঈমান আনেনি। ফলে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে এরাও মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়ে পড়লে তারা ঈমান আনবেনা। সুতরাং পূর্ববর্তী লোকদের মত তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা ঈমান আনবেইনা। তাদের চোখের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য মু'জিযা বিদ্যমান ছিল। এমন কি তাঁর মু'জিযাগুলি ছিল অন্যান্য নাবীগণের মু'জিযা অপেক্ষা বেশি প্রকাশমান।

৭। তোমার পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।	٧. وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۖ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
৮। আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতনা; তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা।	٨. وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَٰلِدِينَ

৯। অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং যালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস।	٩. ثُمَّ صَدَقْنَـٰهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَـٰهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ

রাসূল (সাঃ) অন্যান্যের মতই একজন মানুষ ছিলেন

মানুষের মধ্য হতে কেহ যে রাসূল হতে পারেন কাফিরেরা এটা অস্বীকার করত। তাদের ঐ বিশ্বাস খন্ডন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ হে নাবী! তোমার পূর্বে যত নাবী/রাসূল এসেছিল সবাই মানুষই ছিল, তাদের কেহই মালাক ছিলনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

বল ঃ আমি এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৯) এই কাফিরদের পূর্ববর্তী কালেমা ও তাদের নাবীগণকে মান্য করার ব্যাপারে এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল। যেমন কুরআনুল কারীমে এই বর্ণনা রয়েছে যে, তারা বলেছিল ঃ

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

একজন মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ আচ্ছা, তোমরা আহলে ইল্‌ম অর্থাৎ ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য দলকে জিজ্ঞেস করে দেখ যে, তাদের কাছে কি মানুষই রাসূল হয়ে এসেছিল, নাকি মালাক? এটাও আল্লাহ তা'আলার একটি

অনুগ্রহ যে, মানুষের কাছে তাদেরই মত মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন যাতে তারা তাদের সাথে উঠা-বসা করতে পারে এবং তাদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আর যাতে তারা তাদের কথা বুঝতে পারে।

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ তাদের কেহই এরূপ দেহ বিশিষ্ট ছিলনা যে, তাদের পানাহারের প্রয়োজন হতনা। বরং তারা সবাই পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِى ٱلۡأَسۡوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অর্থাৎ তারা সবাই মানুষই ছিল। মানুষের মতই তারা পানাহার করত এবং কাজকর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাজারে গমনাগমন করত। সুতরাং এগুলি তাদের নাবী হওয়ার পরিপন্থী নয়। যেমন মুশরিকরা বলত ঃ

مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأۡكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشِى فِى ٱلۡأَسۡوَاقِ لَوۡلَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا. أَوۡ يُلۡقَىٰٓ إِلَيۡهِ كَنزٌ أَوۡ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأۡكُلُ مِنۡهَا

তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭-৮) অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী নাবীগণও দুনিয়ায় চিরস্থায়ী অবস্থান করেননি। তারা এসেছেন এবং চলে গেছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا جَعَلۡنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبۡلِكَ ٱلۡخُلۡدَ

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দান করিনি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৪)

তাদের কাছে অবশ্যই আল্লাহর অহী আসত এবং মালাইকা তাঁর কাছে আহকাম পৌঁছে দিতেন। অন্যায়কারীরা তাদের যুল্মের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং যারা ঈমান এনেছিল তারা পরিত্রাণ পায়। তাদের অনুসারীরা সফলকাম হয় এবং নাবীগণকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল সেই সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেন।

১০। আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা?	١٠. لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَـٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
১১। আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।	١١. وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ
১২। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল।	١٢. فَلَمَّآ أَحَسُّوا۟ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ
১৩। তাদেরকে বলা হল ঃ পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে।	١٣. لَا تَرْكُضُوا۟ وَٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ
১৪। তারা বলল ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো	١٤. قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا

ظَـٰلِمِينَ	ছিলাম যালিম।
١٥. فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيدًا خَـٰمِدِينَ	১৫। তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুন সদৃশ করি।

কুরআনের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের ফাযীলাত বর্ণনা করে ওর মর্যাদার প্রতি আগ্রহ উৎপাদনের উদ্দেশে বলেন ঃ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ তোমাদের উপর আমি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। এতে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, তোমাদের দীন, তোমাদের শারীয়াত এবং তোমাদের কথা আলোচিত হয়েছে। أَفَلاَ تَعْقِلُونَ তবুও কি তোমরা বুঝবেনা এবং জ্ঞান লাভ করবেনা? তোমরা কি এই গুরুত্বপূর্ণ নি'আমাতের সম্মান করবেনা? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ

নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ, তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৪)

যালিমরা কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালিম। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ

এবং নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) অন্যত্র আরও রয়েছে ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৫)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ** তাদেরকে ধ্বংস করার পর আমি তাদের পরিবর্তে সৃষ্টি করেছি অপর জাতিকে। এক কাওমের পর অন্য কাওম এবং এরপর আর এক কাওম। এভাবেই তারা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হতে রয়েছে।

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ যখন ঐ লোকগুলি শাস্তি আসতে দেখে তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আল্লাহর নাবীর ফরমান মোতাবিক আল্লাহর শাস্তি এসে গেছে। তখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। তারা এদিক ওদিক দৌড়াতে শুরু করে। তখন তাদেরকে বলা হয় ঃ

لاَ تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ পলায়ন করনা, বরং নিজেদের সুরম্য ঘর-বাড়ির দিকে এবং আরাম আয়েশ ও সুখ-সামগ্রীর দিকে ফিরে এসো। তোমাদের সাথে প্রশ্নোত্তর চলবে যে, তোমরা আল্লাহর নি'আমাতরাজির জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলে কি না। এই নির্দেশ হবে তাদেরকে ধমক দেয়া এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হিসাবে। ঐ সময় তারা নিজেদের পাপরাশির কথা স্বীকার করবে। তারা স্পষ্টভাবে বলবে ঃ

يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ আমরাতো ছিলাম অত্যাচারী। **فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ** কিন্তু তখন স্বীকার করায় কোনই লাভ হবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুন সদৃশ না করি।

১৬। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।	١٦. وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ
১৭। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে	١٧. لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا

আমি আমার নিকট যা আছে তা দিয়েই ওটা করতাম, আমি তা করিনি।	لَّٱتَّخَذۡنَـٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَـٰعِلِينَ
১৮। কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য।	١٨. بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَـٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ
১৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তাঁরই, তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকার করে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয়না এবং ক্লান্তিও বোধ করেনা।	١٩. وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَنۡ عِندَهُۥ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ
২০। তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, শৈথিল্য করেনা।	٢٠. يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ

সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি আকাশ ও যমীনকে হক ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন।

لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى

যাতে যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১) এগুলিকে তিনি খেল-তামাশা ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। অন্য আয়াতে এই বিষয়ের সাথে সাথেই এই বর্ণনা রয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ আমি যদি খেল-তামাশা ও ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা রয়েছে তা দিয়েই ওটা করতাম। এর একটি ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যদি আমি খেল-তামাশা চাইতাম তাহলে ওর উপকরণ বানিয়ে নিতাম আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই। আর তাহলে আমি জান্নাত, জাহান্নাম, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং হিসাব সৃষ্টি করতামনা। ইব্‌ন আবি নাজীহ (রহঃ) এই অর্থ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ওটা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনা। যারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করছে, তাদের এই বাজে ও ভিত্তিহীন কথার কারণে তাদের দুর্ভোগ পোহাতেই হবে।

প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহ তা'আলা এবং প্রত্যেকে তাঁর আজ্ঞাবহ দাস/দাসী

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ** মালাইকাকে তোমরা আল্লাহর কন্যা বলছ? তাদের অবস্থা শোন এবং

আল্লাহ তা'আলার বিরাটত্বের প্রতি লক্ষ্য কর যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাঁরই অধিকারভুক্ত। মালাইকা তাঁরই ইবাদাতে মগ্ন রয়েছে। তারা কোন সময় তাঁর অবাধ্য হবে এটা অসম্ভব।

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে মাসীহ্ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত মালাইকার কোনই সংকোচ নেই; এবং যারা তাঁর সেবায় সংকুচিত হয় ও অহংকার করে তিনি তাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭২)

وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ঐ মালাইকা দিন-রাত আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তও হয়না এবং শৈথিল্যও করেনা। দিন-রাত তারা আল্লাহর আদেশ পালনে, তাঁর ইবাদাত করায় এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ ও আনুগত্যের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের মধ্যে নিয়াত ও আমল উভয়ই বিদ্যমান।

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

যারা অমান্য করেনা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা'ই করে। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৬)

২১। তারা মাটি হতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?	٢١. أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ
২২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া বহু মা'বূদ থাকত তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের রাব্ব (অধিপতি) আল্লাহ পবিত্র, মহান।	٢٢. لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

২৩। তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।	٢٣. لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ

মিথ্যা মা'বূদদের প্রত্যাখ্যান

আল্লাহ তা'আলা শির্ককে খন্ডন করে বলেন ঃ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ হে মুশরিকের দল! আল্লাহ ছাড়া তোমরা যে সবের পূজা কর তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মৃতকে জীবিত করতে পারে। একজন কেন, সবাই মিলিত হলেও তাদের এ ক্ষমতা হবেনা। তাহলে যে আল্লাহ এ ক্ষমতা রাখেন তাঁর সমান অন্যদের মর্যাদা দেয়া অন্যায় নয় কি? এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا আচ্ছা, যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আরও বহু মা'বূদ রয়েছে তাহলে আসমান ও যমীনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَـٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهِۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ ۚ سُبۡحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন মা'বূদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা'বূদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র! (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯১) তিনি বলেন ঃ

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র ও মহান। অর্থাৎ সন্তান হতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। অনুরূপভাবে তিনি সঙ্গী, সাথী, অংশীদার ইত্যাদি হতেও উর্ধ্বে।

لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ তাঁর উপর কোন শাসনকর্তা হুকুমের কৈফিয়ত চাইতে পারেনা এবং কেহ তাঁর কোন ফরমান টলাতেও পারেনা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, বড়ত্ব, জ্ঞান, হিকমাত, ন্যায় বিচার এবং মেহেরবানী অতুলনীয়।

সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও নিরূপায়। কেহ এমন নেই যে, তাঁর সামনে কথা বলার সাহস রাখে। ‘এ কাজ কেন করলেন’ এবং ‘কেন এটা হবে’ এরূপ প্রশ্ন তাঁকে করতে পারে এমন সাধ্য কারও নেই। তিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং সবারই তিনি মালিক বলে তিনি যাকে ইচ্ছা যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। প্রত্যেকের কাজের তিনি হিসাব গ্রহণ করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সেই বিষয়ে, যা তারা করে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২-৯৩)

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

তিনিই আশ্রয় দান করেন, যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ৮৮)

২৪। তারা তাঁকে ছাড়া বহু মা’বূদ গ্রহণ করেছে? বল ঃ তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটাই আমার সাথে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানেনা, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٢٤. أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَـٰنَكُمْ ۖ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ
২৫। আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।	٢٥. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ঐ লোকগুলো আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা'বূদ বানিয়ে রেখেছে, তাদের ইবাদাতের ব্যাপারে কোন প্রমাণ তাদের আছে কি? কিন্তু মু'মিনরা যে আল্লাহর ইবাদাত করছে তাতে তারা সত্যের উপর রয়েছে। তাদের হাতে উচ্চতর দলীল হিসাবে আল্লাহর কালাম কুরআন বিদ্যমান রয়েছে। এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিতেও এর প্রমাণ মওজুদ রয়েছে, যা তাওহীদের স্বপক্ষে ও কাফিরদের মূর্তি পূজার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে নাবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এই বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ মুশরিক সত্য হতে উদাসীন হয়ে আল্লাহর কথাকে অস্বীকার করছে। সমস্ত রাসূলকেই তাওহীদের শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعۡبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) সুতরাং রাসূল ও নাবীগণের সাক্ষ্যও এটাই এবং স্বয়ং আল্লাহর প্রকৃতিও এরই সাক্ষী যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। মানব জাতি যে ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করছে তারও এই একই দাবী। আর মুশরিকদের কোন দলীল প্রমাণ নেই। তাদের সমস্ত দাবী বৃথা। তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

২৬। তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারাতো তাঁর সম্মানিত বান্দা।	٢٦. وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبۡحَـٰنَهُۥ ۚ بَلۡ عِبَادٌ

مُّكۡرَمُونَ	
٢٧. لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ	২৭। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলেনা; তারাতো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।
٢٨. يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ وَهُم مِّنۡ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ	২৮। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।
٢٩. وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ	২৯। তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ ‘তিনি ব্যতীত আমিই মা‘বূদ’ তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম। এভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

যারা বলে যে, মালাইকা আল্লাহর কন্যা সন্তান তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান এবং মালাইকার মর্যাদা ও কাজ

মাক্কার কাফিরদের ধারণা ছিল যে, মালাইকা/ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা‘আলার কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এই ধারণা খন্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং মালাইকা তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা বড়ই মর্যাদাসম্পন্ন। কথায় ও কাজে তারা সদা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে নিমগ্ন।

لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ কোন সময়েই তারা আগে বেড়ে কথা বলেনা, কোন কাজে তারা তাঁর আদেশের বিপরীতও করেনা। বরং যা তিনি আদেশ করেন তা'ই তারা পালন করে। তারা আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে পরিবেষ্টিত।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। সামনের, পিছনের, ডানের ও বামের সব খবরই তিনি রাখেন। অণু পরমাণুর জ্ঞানও তাঁর অগোচরে নেই।

وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى এই পবিত্র মালাইকাও এ সাহস রাখেননা যে, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীর জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ *এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ 'তিনি ব্যতীত আমিই মা'বূদ' তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম।* এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। মালাইকা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দারা সবাই তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপতে থাকবেন। তাদের মধ্যে যে কেহ নিজকে মা'বূদ বলে দাবী করবে তাকে আল্লাহ প্রতিফল দিবেন জাহান্নাম। যালিমদেরকে তিনি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহর এ কথাটি শর্ত সাপেক্ষ। আর শর্তের জন্য ওটা সংঘটিত হওয়া যরুরী নয়। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَـٰبِدِينَ

বল ঃ দয়াময় ‘রাহমানের’ কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِينَ

তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৫)

৩০। যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবেনা?	٣٠. أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَىۡءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤۡمِنُونَ
৩১। এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক টলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে।	٣١. وَجَعَلۡنَا فِى ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمۡ وَجَعَلۡنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ
৩২। এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٣٢. وَجَعَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ سَقۡفًا مَّحۡفُوظًا ۖ وَهُمۡ عَنۡ ءَايَـٰتِهَا مُعۡرِضُونَ

৩৩। (আল্লাহই) সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।	٣٣. وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

ভূমন্ডল, নভোমন্ডল এবং রাত্রি-দিনের মধ্যে রয়েছে তাঁর নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তাঁর শক্তি অসীম এবং প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অপরিসীম। তিনি বলেন ঃ যে সব কাফির আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা করছে তাদের কি এটুকুও জ্ঞান নেই যে, সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ? আর সব জিনিসের রক্ষকও তিনিই? সুতরাং হে কাফিরদের দল! তোমরা তাঁর সাথে অন্যদেরকে ইবাদাতে শরীক করছ কেন? প্রথমে আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিতভাবে ছিল। একটি অপরটি হতে পৃথক ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা পরে ওগুলিকে পৃথক করে দিয়েছেন। যমীনকে নীচে ও আসমানকে উপরে রেখে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে অত্যন্ত কৌশলের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সাতটি যমীন ও সাতটি আসমান বানিয়েছেন। যমীন ও প্রথম আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রেখেছেন। আকাশ হতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্ন করেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী তিনি পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। ঐ সমুদয় জিনিসের প্রত্যেকটি তাঁর কারিগীরর একচেটিয়ে ক্ষমতা ও একাত্মতা প্রমাণ করছে। এ লোকগুলি নিজেদের সামনে এসব কিছু বিদ্যমান পাওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করেও শির্ক পরিত্যাগ করছেনা।

প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন বহন করছে

فَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَهُ اَيَةٌ * تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ পূর্বে রাত ছিল, নাকি দিন?

উত্তরে তিনি বলেন ঃ প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল। তবে এটাতো প্রকাশমান যে, তাতে অন্ধকার ছিল। আর অন্ধকারের নামইতো রাত। সুতরাং প্রমাণিত হল যে পূর্বে রাতই ছিল। (তাবারী ১৮/৪৩৩)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে প্রশ্ন করেন যে, কখন পৃথিবী এবং আকাশসমূহ একত্রিত ছিল এবং কখনইবা তাদেরকে পৃথক করা হয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ এ ব্যাপারে ঐ বয়স্ক (শায়খ) ব্যক্তির নিকট চলে যান এবং তার কাছ থেকে উত্তর জেনে নেয়ার পর দয়া করে আমাকে জানাবেন যে, তিনি কি উত্তর দিলেন। লোকটি তখন ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। তিনি জবাবে বলেন ঃ যমীন ও আসমান সব এক সাথেই ছিল। না বৃষ্টি বর্ষিত হত, আর না ফসল উৎপন্ন হত। যখন আল্লাহ তা'আলা আত্মাবিশিষ্ট মাখলূক সৃষ্টি করলেন তখন তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্ন করলেন। প্রশ্নকারী লোকটি ইহা ইব্‌ন উমারের (রাঃ) কাছে বর্ণনা করলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন ঃ আজকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) কুরআনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে। মাঝে মাঝে আমার ধারণা হত যে, হয়তবা ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাপারে সাহসিক উদ্যম বেড়ে গেছে। কিন্তু আজ ঐ কুধারণা আমার মন থেকে দূর হয়ে গেল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৮/২৪৫০)

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ পৃথিবী এবং আকাশসমূহ একে অপরের সাথে একত্রিত ছিল। অতঃপর যখন আকাশসমূহ উপরে উত্থিত করা হয় তখন পৃথিবী স্বাভাবিকভাবে পৃথক হয়ে যায়। এ কথাই আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর পবিত্র কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা সবাই একত্রিত ছিল, অতঃপর বাতাস তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ *এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি* হতে। পৃথিবীর সব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে পানি থেকে। সাঈদের (রহঃ) তাফসীরে আছে যে, এ দু'টি পূর্বে একটিই ছিল, পরে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রাখা হয়েছে। পানিকে সমস্ত প্রাণীর আসল বা মূল করে দেয়া হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার প্রাণ খুব খুশি হয় এবং আমার চক্ষু ঠান্ডা হয়ে যায়। আপনি আমাদেরকে সমস্ত জিনিসের মূল সম্পর্কে অবহিত করুন! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! জেনে রেখ যে, সমস্ত কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি পুনরায় বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা পালন করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন ঃ লোকদের মাঝে সালামের প্রচলন করবে, আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবে; তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ ২/২৯৫, ৩২৩, ৩২৪) সহীহ হাদীস দু'টির শর্তে এ বর্ণনাধারা ত্রুটিমুক্ত। এ ছাড়া বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন আবী মাইমুনাহ (রহঃ), যিনি সুনান গ্রন্থের প্রণেতা। তার প্রথম নাম হল সালিম এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার বর্ণনাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ যমীনকে আল্লাহ তা'আলা পর্বতরূপ পেরেক দ্বারা দৃঢ় করেছেন যাতে তা হেলে দুলে মানুষকে কষ্ট না দেয় এবং তাদেরকে প্রকম্পিত না করে। কারণ পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত, বাকী এক ভাগ স্থল। পৃথিবীর উপরের অংশ আকাশ এবং সূর্য দ্বারা ঘেরা। ফলে মানুষ পৃথিবীর মনোহর শোভা এবং আল্লাহর অপরিসীম কুদরাত অবলোকন করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাতের গুণে যমীনে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন যাতে মানুষ সহজে তাদের সফরের কাজ চালিয়ে যেতে পারে এবং দূর দূরান্তে পৌঁছতে পারে। আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, এক শহর হতে অন্য শহরের মাঝে পর্বত রাজি প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এর ফলে চলাফিরা অব্যাহত রাখা কষ্টকর মনে হচ্ছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা বলে ঐ পর্বত রাজির মধ্যে পথ বানিয়ে দিয়েছেন যাতে এখানকার লোক সেখানে এবং সেখানকার লোক এখানে পৌঁছতে পারে এবং নিজেদের কাজ কারবার চালিয়ে যেতে পারে।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا তিনি আসমানকে যমীনের উপর ছাদরূপে বানিয়ে রেখেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَـٰهَا بِأَيۡيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا

শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তাঁর। (সূরা আশ শাম্‌স, ৯১ ঃ ৫) আরও বলেন ঃ

أَفَلَمۡ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৬)

قبة বলা হয় ছাদ ও তাঁবু খাড়া করাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/৬৪) যেমন পাঁচটি স্তম্ভের উপর কোন তাবু দাঁড়িয়ে থাকে।

অতঃপর এই যে আকাশ যা ছাদের মত, তা আবার সুরক্ষিত ও প্রহরীযুক্ত, যাতে ওর কোন জায়গায় কোন ক্ষতি না হয়। ওটি সুউচ্চ ও নির্মল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ কিন্তু তারা আকাশের মধ্যস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّنۡ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ يَمُرُّونَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সবের প্রতি উদাসীন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫) অর্থাৎ তারা মোটেই চিন্তা গবেষনা করেনা যে, কত প্রশস্ত, সুউচ্চ ও বিরাট এই আকাশ তাদের মাথার উপর বিনা স্তম্ভে আল্লাহ তা‘আলা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতঃপর ওকে সুন্দর সুন্দর তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। ওগুলির কিছু কিছু স্থির আছে এবং কিছু কিছু চলমান রয়েছে। সূর্যের কক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে। যখন

ওটা বিদ্যমান থাকে তখন দিন হয় এবং যখন ওটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় তখন রাত হয়। ওর চলার সময় সীমা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তোমরা রাত ও অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য কর এবং দিন ও ওর আলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারপর এ দু'টির পরস্পর ক্রমাগত সুশৃংখলভাবে গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য কর এবং একটি কমে যাওয়া ও অপরটি বেড়ে যাওয়া দেখ। আরও লক্ষ্য কর সূর্য ও চন্দ্রের দিকে। সূর্যের আলো নিজস্ব এক বিশেষ আলো এবং ওর চলাচলের কক্ষপথ নির্দিষ্ট এবং ওর চলনগতি পৃথক। চন্দ্রের আলো পৃথক, কক্ষপথ পৃথক এবং চলনগতিও পৃথক।

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে তৎপর রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ৯৬)

৩৪। আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে?	٣٤. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِين مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ
৩৫। জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি	٣٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ	**তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।**

পৃথিবীতে কেহই চিরদিন বাঁচেনা, বেঁচে থাকতে পারবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ** হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে দুনিয়ায় অনন্ত জীবন দান করিনি।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ঃ ২৬-২৭) এই আয়াত দ্বারাই আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, খিয্‌র (আঃ) মারা গেছেন, তিনি আজও জীবিত আছেন বলা ভুল। কেননা তিনিও মানুষই ছিলেন। হোন তিনি ওয়ালী বা নাবী অথবা রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর তাহলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে? অর্থাৎ তারা কি আশা করছে যে, তোমার মৃত্যুর পর তারা দুনিয়ায় চিরদিন বেঁচে থাকবে? না, এটা হতে পারেনা, বরং প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা, সুখ ও দুঃখ দ্বারা, মিষ্ট ও তিক্ত দ্বারা এবং প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা দ্বারা পরীক্ষা করি যাতে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল ও হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঐশ্বর্য ও দারিদ্রতা, কঠোরতা ও কোমলতা, হালাল ও হারাম, হিদায়াত ও গুমরাহী, আনুগত্য ও অবাধ্যতা এ সবই পরীক্ষামূলক। এর দ্বারা ভাল ও মন্দ প্রকাশ পায়।

وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ তোমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। ঐ সময় কে কেমন আমল করেছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। পাপীরা শাস্তি এবং উত্তম আমলকারীরা পুরস্কার লাভ করবে।

৩৬। কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে। তারা বলে ঃ এই কি সে যে তোমাদের দেবতাগুলির সমালোচনা করে? অথচ তারাইতো 'রাহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।	٣٦. وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَٰفِرُونَ
৩৭। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব; সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলনা।	٣٧. خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

নাবী মুহাম্মাদকে (সাঃ) মূর্তি পূজকরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا হে নাবী! কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে অর্থাৎ কুরাইশ কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে (যেমন আবূ জাহল প্রভৃতি) তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে এবং তোমার সাথে বেআদবী শুরু করে দেয়। তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ দেখ, এই কি ঐ ব্যক্তি যে আমাদের দেবদেবীগুলির সমালোচনা করে? প্রথমতঃ এটা তাদের হঠকারিতা, দ্বিতীয়তঃ তারা নিজেরাই রাহমান (দয়াময় আল্লাহ) এর উল্লেখের বিরোধিতাকারী ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকারকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً

তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন! সেতো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ৪১-৪২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولاً

মানুষতো অতি ত্বরাপ্রবণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১)

প্রথম আয়াতে কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দেয়ার পর পরই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির ত্বরা প্রবণতার বর্ণনা দিয়েছেন। এতে নিপুণতা এই রয়েছে যে, কাফিরদের হঠকারিতা ও ঔদ্বত্যপূর্ণ কাজ দেখামাত্রই মুসলিমরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তারা অতি তাড়াতাড়ি বদলা নেয়ার ইচ্ছা করে। কেননা মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ত্বরা প্রবণ। কিন্তু মহান আল্লাহর নীতি এই যে, তিনি অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। আমার দেয়া শাস্তি কত কঠোর তা তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে। তোমরা অপেক্ষা করতে থাক এবং আমাকে তাদের শাস্তির ব্যাপারে ত্বরা করতে বলনা।

৩৮। আর তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি	٣٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا

ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ	কখন পূর্ণ হবে?
٣٩. لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ	৩৯। হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবেনা।
٤٠. بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ	৪০। বস্তুতঃ ওটা তাদের উপর আসবে অতর্কিতে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে; ফলে তারা ওটা রোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা।

মূর্তি পূজকরা তাদের প্রতি শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করত বলে স্পর্ধা দেখিয়ে বলত ঃ

مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় প্রদর্শন করছ তা কখন সংঘটিত হবে এবং এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে জবাব দিচ্ছেন ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ তোমরা যদি বিবেকবান হতে এবং ঐ দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে তাহলে কখনও এর জন্য তাড়াহুড়া করতেনা! ঐ শাস্তি

তোমাদেরকে তোমাদের উপর হতে ও তোমাদের পায়ের নীচ হতে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন তোমরা তোমাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে ঐ শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারবেনা।

لَهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحۡتِهِمۡ ظُلَلٌ

তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১৬)

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٍ

তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর । (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪১)

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغۡشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৫০) وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ কেহই তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেনা।

وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই। (সূরা রাদ, ১৩ ঃ ৩৪)

بَلۡ تَأۡتِيهِم بَغۡتَةً ঐ শাস্তি তাদের উপর অতর্কিতে এসে পড়বে এবং তাদেরকে হতভম্ব ও হতবুদ্ধি করে দিবে। ফলে তারা সেই আগুন রোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে মোটেই অবকাশও দেয়া হবেনা।

৪১। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।	٤١. وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنۡهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ
৪২। বল ঃ 'রাহমান' এর পরিবর্তে কে তোমাদেরকে	٤٢. قُلۡ مَن يَكۡلَؤُكُم بِٱلَّيۡلِ

وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ۗ بَلۡ هُمۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِم مُّعۡرِضُونَ	রক্ষা করছে রাতে ও দিনে? তবুও তারা তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
٤٣. أَمۡ لَهُمۡ ءَالِهَةٌ تَمۡنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَ أَنفُسِهِمۡ وَلَا هُم مِّنَّا يُصۡحَبُونَ	৪৩। তাহলে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন আরাধ্য আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারাতো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারেনা এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবেনা।

রাসূলকে (সাঃ) যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তাদের প্রাপ্ত শাস্তি থেকে শিক্ষা নিতে হবে

মুশরিকরা যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ও মিথ্যা প্রতিপাদন করে কষ্ট দেয়, সেই জন্য তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون হে নাবী! মুশরিকরা যে তোমাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে সেই কারণে তুমি উদ্বিগ্ন ও মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা। কাফিরদের এটা পুরাতন অভ্যাস। পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও তারা এরূপ ব্যবহারই করেছে। ফলে অবশেষে তারা আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٌ مِّن قَبۡلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدۡ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করার কেহ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নাবীর কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনীতো পৌঁছে গেছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩৪) এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নি‘আমাত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ তিনিই তোমাদের সবারই হিফাযাত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তিনি কখনও ক্লান্ত হননা এবং কখনও নিদ্রা যাননা। এখানে **مِنَ الرَّحْمَنِ** দ্বারা **بَدْلُ الرَّحْمَنِ** অর্থ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাহমানের পরিবর্তে বা রাহমান ছাড়া দিন-রাত তোমাদেরকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করছে? অর্থাৎ তিনিই করছেন।

بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ *তবুও তারা তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।* মুশরিক ও কাফিরেরা শুধু যে আল্লাহর একটি নি‘আমাত ও অনুগ্রহকে অস্বীকার করছে তা নয়, বরং তারা তাঁর সমস্ত নি‘আমাতকেই অস্বীকার করে থাকে। এরপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا তাহলে কি আল্লাহ ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে? তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এমনকি তাদের এই বাজে মা‘বূদরা নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারেনা।

لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ এবং তারা আল্লাহর আযাব থেকেও বাঁচতে পারেনা। **وَلاَ هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ** *এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবেনা।* এ বাক্যের একটি অর্থ এটাও যে, তারা কেহকে বাঁচাতেও পারেনা এবং নিজেরাও বাঁচতে পারেনা।

৪৪। বস্তুতঃ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়েছিলাম; অধিকন্ত তাদের আয়ুস্কালও হয়েছিল দীর্ঘ;	٤٤. بَلْ مَتَّعْنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ

তারা কি দেখছেনা যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে সংকুচিত করে আনছি; তবুও কি তারা বিজয়ী হবে?	ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ
৪৫। বল ঃ আমিতো শুধু অহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্কবাণী শোনেনা।	٤٥. قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ
৪৬। তোমার রবের শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা নিশ্চয়ই বলে উঠবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের, আমরাতো ছিলাম যালিম!	٤٦. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ
৪৭। এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট।	٤٧. وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ

মূর্তি পূজকরা দীর্ঘ জীবন এবং ধন-দৌলত লাভ করার ফলে ভুল ধারণায় নিপতিত হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতারণা এবং তাদের গুমরাহীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি তাদেরকে পানাহার ও ভোগের সামগ্রী প্রদান করেছি এবং দীর্ঘ জীবন দান করেছি বলেই তারা মনে করেছে যে, তাদের কৃতকর্ম আমার কাছে পছন্দনীয়। এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ

أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا তারা কি দেখেনা যে, আমি কাফিরদের জনপদগুলিকে তাদের কুফরীর কারণে ধ্বংস করেছি? এই বাক্যের আরও অনেক অর্থ করা হয়েছে, যা সূরা রা'দে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক সঠিক অর্থ এটাই। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭) হাসান বাসরী (রহঃ) এর একটি ভাবার্থ করেছেন ঃ আমি ইসলামকে কুফরীর উপর জয়যুক্ত করে আসছি। (তাবারী ১৮/৪৯৪) সুতরাং তোমরা কি এর দ্বারাও উপদেশ গ্রহণ করবেনা যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদেরকে তাঁর শত্রুদের উপর বিজয় দান করেন এবং কিভাবে পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপাদনকারী উম্মাতদেরকে ধ্বংস করেছেন ও মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়েছেন? এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ তবুও কি তারা বিজয়ী হবে? অর্থাৎ এখানে কি তারা নিজেদেরকে বিজয়ী মনে করছে? না, না। বরং তারা পরাজিত, লাঞ্ছিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি শুধু অহী দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করি। যে সব শাস্তি থেকে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি ওটা আমার নিজের পক্ষ থেকে নয়, আল্লাহ তা'আলার কথাই আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি মাত্র। কিন্তু আল্লাহ যাদের অন্তর্চক্ষু অন্ধ করে

দিয়েছেন এবং কর্ণে ও অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন তাদের জন্য মহান আল্লাহর এ কথাগুলি কোন উপকারে আসবেনা।

وَلاَ يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ বধিরকে সতর্ক করা বৃথা। কেননা তাকে ডাকা হলেও সে কিছুই শুনতেই পায়না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ হে নাবী! তোমার রবের শাস্তির কিছুমাত্র তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলবে ঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম যালিম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا কিয়ামাতের দিন আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। অধিকাংশ আলেমের মতে এই দাঁড়ি-পাল্লা একটিই হবে। কিন্তু যে আমলগুলি তাতে ওযন করা হবে ওগুলি অনেক হবে বলে একে বহুবচনে আনা হয়েছে।

فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ঐ দিন কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবেনা। কেননা হিসাব গ্রহণকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ, তিনি একাই সমস্ত মাখলূকের হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও উপর যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) আল্লাহ তা'আলা লুকমানের (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি কথা এমন যে, মুখে বলতে গেলে কথায় হালকা, মীযানে ভারী এবং রাহমানের (আল্লাহর) নিকট খুবই পছন্দনীয়। তা হল ঃ

سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيْمِ

"আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমি মহান আল্লাহর।" (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৭, মুসলিম ৪/২০৭২)

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার দু'টি গোলাম (ক্রীতদাসী) রয়েছে যারা মিথ্যা কথা বলে, খিয়ানাত করে এবং আমার অবাধ্যাচরণও করে। আমি তাদেরকে মার-ধরও করি এবং গাল-মন্দও করি। এখন বলুন, তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থান কি হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তাদের খিয়ানাত, অবাধ্যাচরণ, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি একত্রিত করা হবে। আর তাদেরকে তোমার মারধর করা, গাল মন্দ করা ইত্যাদিও জমা করা হবে। অতঃপর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমান হয় তাহলেতো তুমি পবিত্রাণ পেয়ে যাবে। তোমার শাস্তি ও হবেনা এবং তুমি পুরস্কারও পাবেনা। যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তাহলে তুমি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি তাদের দোষের তুলনায় বেশি হয়ে যায় তাহলে তোমার ঐ বেশি শাস্তির প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ কথা শুনে ঐ সাহাবী উচ্চ স্বরে কাঁদতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তার কি হল, সে কি কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি পাঠ করেনি ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ *এবং কিয়ামাত দিবসে*

আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। সাহাবী তখন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এদের থেকে পৃথক হওয়া ছাড়া আমি অন্য কিছুই আর ভাল মনে করছিনা। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি এদেরকে মুক্ত করে দিলাম। (আহমাদ ৪/২৮০)

৪৮। আমিতো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য -	٤٨. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ
৪৯। যারা না দেখেও তাদের রাব্বকে ভয় করে এবং কিয়ামাত সম্পর্কে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত।	٤٩. ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
৫০। এটা কল্যাণময় উপদেশ; আমি এটা অবতীর্ণ করেছি; তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে?	٥٠. وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ

কুরআন এবং তাওরাত নাযিল হওয়া প্রসঙ্গ

আমরা পূর্বেও এ কথা বলেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূসা (আঃ) ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা মিলিতভাবে এসেছে এবং অনুরূপভাবে কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনা প্রায়ই এক সাথে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ (*আমিতো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ*) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ। (তাবারী ১৮/৪৫৩) আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল তাওরাত যাতে বর্ণিত ছিল কি করতে হবে এবং কি বর্জন করতে হবে; আর ছিল সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী বর্ণনা। সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, আসমানী কিতাবে রয়েছে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য, হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার বর্ণনা, অবাধ্যতা এবং দীনের প্রতি আনুগত্যের দিক নির্দেশনা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপনের মাপকাঠি। এর অনুসরণে হৃদয়ে আসে নূরের পরিপূর্ণতা, লাভ হয় সঠিক পথ প্রাপ্তি এবং আল্লাহর প্রতি তাকওয়া। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ মুত্তাকী বা আল্লাহভীরুদের জন্য এটি জ্যোতি ও উপদেশ। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করছেন ঃ

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ তারা না দেখেও তাদের রাব্বকে ভয় করে। যেমন জান্নাতীদের গুণাবলী বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন ঃ

مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَـٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ

যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১২) মুত্তাকীদের দ্বিতীয় বিশেষণ এই যে, তারা কিয়ামাত সম্পর্কে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ওর ভয়াবহ অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা প্রকম্পিত হয়। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ এই মহান ও পবিত্র কুরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি। এর আশেপাশেও মিথ্যা আসতে পারেনা। এটি বিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এত স্পষ্ট, সত্য ও জ্যোতিপূর্ণ কুরআনকেও তোমরা অস্বীকার করছ।

৫১। আমিতো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান	**٥١. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ**

দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত।	رُشۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ
৫২। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ এই মূর্তিগুলি কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ?	٥٢. إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ
৫৩। তারা বলল ঃ আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।	٥٣. قَالُواْ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ
৫৪। সে বলল ঃ তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে	٥٤. قَالَ لَقَدۡ كُنتُمۡ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمۡ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
৫৫। তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, নাকি তুমি কৌতুক করছ?	٥٥. قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا بِٱلۡحَقِّ أَمۡ أَنتَ مِنَ ٱللَّٰعِبِينَ
৫৬। সে বলল ঃ না, তোমাদের রাব্বতো আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব, যিনি ওগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।	٥٦. قَالَ بَل رَّبُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ

	ٱلشَّٰهِدِينَ

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বন্ধু ইবরাহীমকে (আঃ) বাল্যকাল হতেই হিদায়াত দান করেছিলেন। তাঁকে তিনি তাঁর দলীল প্রমাণ প্রদান করেছিলেন ও কল্যাণের জ্ঞান দিয়েছিলেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ

আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৩) মোট কথা, এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُنَّا بِه عَالمِينَ ইতোপূর্বে আমি ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

ইবরাহীম (আঃ) বাল্যকালেই তাঁর কাওমের গাইরুল্লাহর পূজা করা অপছন্দ করতেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কঠোরভাবে তিনি ওটা অস্বীকার করেন। তাঁর কাওমকে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলেন ঃ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ এই মূর্তিগুলো কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ? ইবরাহীমের (আঃ) এ প্রশ্নের কোন জবাব তাঁর কাওমের কাছে ছিলনা। তারা তাঁকে বলল ঃ

وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এগুলোর পূজা করতে দেখেছি। তিনি তখন তাদেরকে বললেন ঃ

لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ এটা কি কোন দলীল হল? তোমাদের ঘৃণ্য কাজে আমি যে প্রতিবাদ করছি এই প্রতিবাদ তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের উপরও বটে। তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও স্পষ্ট বিভ্রান্তির উপর রয়েছ। তাঁর এ কথা শুনে তাদের কান সজাগ হয়ে যায়। কেননা তারা দেখল যে, তিনি তাদের জ্ঞানী লোকদেরকে অবজ্ঞা করছেন। তাদের পিতৃপুরুষদের সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করলেন তা তারা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলনা। আর তিনি তাদের উপাস্য দেব-দেবীদেরকেও অবজ্ঞা করলেন। তাই তারা হতবুদ্ধি হয়ে তাঁকে বলল ঃ

أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ হে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের নিকট কোন সত্য এনেছ, নাকি তুমি আমাদের সাথে কৌতুক করছ? আমরাতো এরূপ কথা পূর্বে কখনও শুনিনি। এবার তিনি (ইবরাহীম (আঃ) তাদের কাছে সত্য প্রচার করার সুযোগ পেলেন এবং পরিস্কারভাবে ঘোষনা করলেন ঃ

بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ তোমাদের রাব্বতো আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব, যিনি ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই।

وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। তিনি ছাড়া অন্য কেহই উপাস্য হতে পারেনা।

৫৭। শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।	٥٧. وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَـٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ
৫৮। অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, তাদের বড় (প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।	٥٨. فَجَعَلَهُمْ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
৫৯। তারা বলল ঃ আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারী।	٥٩. قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

৬০। কেহ কেহ বলল ঃ আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে বলা হয় ইবরাহীম।	٦٠. قَالُواْ سَمِعۡنَا فَتًى يَذۡكُرُهُمۡ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبۡرَٰهِيمُ
৬১। তারা বলল ঃ তাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।	٦١. قَالُواْ فَأۡتُواْ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعۡيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡهَدُونَ
৬২। তারা বলল ঃ ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর উপর এরূপ করেছ?	٦٢. قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلۡتَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ
৬৩। সে বলল ঃ সে'ইতো এটা করেছে, এইতো এদের প্রধান। এদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি এরা কথা বলতে পারে।	٦٣. قَالَ بَلۡ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمۡ هَٰذَا فَسۡـَٔلُوهُمۡ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ

ইবরাহীমের (আঃ) মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে মূর্তিপূজা হতে বিরত থাকতে বলেন এবং তাওহীদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে শপথ করে বলেন ঃ তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তাঁর এ কথা তাঁর কাওমের কতগুলি লোক শুনতে পায়। আবূ ইসহাক (রহঃ) আবুল আহওয়াস (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) কাওমের লোকেরা যখন তাদের উৎসব উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গমন করছিল তখন তারা ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তুমি কি আমাদের সাথে যাবেনা? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আমি অসুস্থ। ইহা ছিল ঐ দিনের পরের দিনের ঘটনা যেদিন তিনি বলেছিলেন ঃ

وَتَاللَّه لاَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ *শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব*। তাঁর ঐ কথা তাঁর কাওমের কেহ কেহ শুনেও ছিল।

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا *অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, তাদের বড় (প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত।* অর্থাৎ তিনি ঐ মূর্তিগুলোর সবগুলোকেই ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন। শুধু তাদের বড়টি বাদ রেখেছিলেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ

অতঃপর সে তাদের উপর সবলে ডান হাত দিয়ে আঘাত হানলো। (৩৭ ঃ ৯৩)

لَعَلَّهُمْ إِلَيْه يَرْجِعُونَ *যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে*। বর্ণিত আছে যে, তিনি বড় মূর্তিটির কাঁধে একটি কুঠার রেখে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, বড় মূর্তিটির সাথে অন্যান্য ছোট মূর্তিগুলোর পূজা করা হত বলে বড় মূর্তিটির হিংসা হওয়ার কারণেই সে ছোট মূর্তিগুলোকে নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলেছে। এর প্রমাণ স্বরূপ ছোট মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার পর বড় মূর্তিটি তার নিজের কাঁধেই কুঠারটি ঝুলিয়ে রেখেছে।

ঐ মুশরিকরা মেলা থেকে ফিরে এসে দেখতে পায় যে, তাদের সমস্ত দেবতা মুখ থুবরে পড়ে রয়েছে এবং নিজেদের অবস্থার মাধ্যমে বলতে রয়েছে যে, তারা শুধু প্রাণহীন তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। লাভ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদের মোটেই নেই। তারা যেন তাদের ঐ অবস্থা দ্বারা তাদের পূজারী ও উপাসকদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী প্রকাশ করতে রয়েছে। কিন্তু এতে ঐ নির্বোধদের উপর উল্টা প্রতিক্রিয়া হল। তারা বলতে শুরু করল ঃ

مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ কোন্ যালিম ব্যক্তি আমাদের উপাস্যদের এই অবস্থা ঘটিয়েছে? ঐ সময় যে লোকগুলি ইবরাহীমের (আঃ) ঐ কথা শুনেছিল তাদের তা স্মরণ হল। তারা বলল ঃ

سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ইবরাহীম নামক যুবকটিকে আমরা আমাদের দেবতাদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তারা বলল ঃ

فَأْتُوا بِه عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ তাকে জনসম্মুখে হাযির কর যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে। ইবরাহীমও (আঃ) এটাই চাচ্ছিলেন যে, এরূপ একটা সমাবেশের

ব্যবস্থা করা হলে তিনি তাদের বোকামী ও ত্রুটিগুলি তাদের চোখের সামনেই দেখিয়ে দিবেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্যে একাত্মবাদ প্রচার করবেন এবং তাদেরকে বলবেন ঃ তোমরা কত বড় অজ্ঞ যে, যারা কারও কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা, এমন কি নিজেদের জীবনেরও যারা কোন অধিকার রাখেনা, তাদের ইবাদাত কর তোমরা কোন যুক্তিতে? তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ

أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ এই বড় মূর্তিটিই এ কাজ করেছে। এ কথা বলার সময় তিনি ঐ মূর্তিটির প্রতি ইশারা করেন যেটাকে তিনি ভেঙ্গে ফেলেননি। তারপর তাদেরকে বলেন ঃ

فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ তোমরা বরং এই দেবতাগুলোকেই প্রশ্ন কর যদি এরা কথা বলতে পারে। এর দ্বারা ইবরাহীমের (আঃ) উদ্দেশ্য ছিল, ঐ লোকগুলি যেন নিজেরাই বুঝতে পারে যে, ঐ পাথরগুলি কি করে কথা বলবে, আর তারা যখন এতই অপারগ তখন তারা মা'বূদ হতে পারে কি করে? আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) মাত্র তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। একটি হল তাঁর এ কথা বলা ঃ এই মূর্তিগুলিকে বড় মূর্তিটিই ভেঙ্গেছে; দ্বিতীয়টি হল তার এ কথা বলা ঃ

إِنِّي سَقِيمٌ

আমি রুগ্ন বা অসুস্থ। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৮৯) তৃতীয়টি হল এই যে, একবার তিনি তাঁর স্ত্রী সারাসহ সফরে ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এক অত্যাচারী রাজার রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করছিলেন। সেখানে তিনি তাবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঐ সময় কে একজন বাদশাকে খবর দেয় যে, একজন মুসাফিরের সাথে একটি সুন্দরী মহিলা রয়েছে এবং তারা এখন তাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যেই রয়েছে। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ সারাকে ধরে আনার জন্য একজন সিপাহীকে পাঠিয়ে দেয়। সে ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ এ মহিলা আপনার কে? ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলেন ঃ এ আমার বোন। সে বলে ঃ একে বাদশাহর দরবারে পাঠিয়ে দিন। তিনি সারার কাছে গিয়ে বলেন ঃ এই যালিম বাদশাহ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে এবং আমি তোমাকে আমার বোন পরিচয় দিয়েছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমি এ কথাই বলবে। আর দীনের দিক দিয়ে তুমি আমার বোনও বটে। জেনে রেখ, ভূ-পৃষ্ঠে আমি ও তুমি ছাড়া কোন মুসলিম নেই। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রীকে তার সম্মুখে নিয়ে আসেন। সারা

তার সাথে বাদশাহর দরবারে চলে যাবার পর তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ঐ যালিম বাদশাহ সারাকে দেখামাত্রই তাঁর দিকে ধাবিত হয়। সাথে সাথে আল্লাহর আযাব তাকে পাকড়াও করে। তার হাত পা অবশ হয়ে যায়। সুতরাং সে হতবুদ্ধি হয়ে তাকে বলে ঃ তুমি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর; আমি ওয়াদা করছি যে, তোমার কোন ক্ষতি করবনা। তিনি দু'আ করলেন এবং সে ভাল হয়ে গেল। কিন্তু ভাল হওয়া মাত্রই সে আবার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইচ্ছা করল। সুতরাং পুনরায় সে আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হল। আর এই শাস্তি পূর্বাপেক্ষা কঠিনতর। ফলে আবার সে তাঁর কাছে অনুনয় বিনয় করল। এভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটল। তৃতীয়বার মুক্তি পাওয়া মাত্রই সে তার নিকট অবস্থানরত পরিচারিকাকে বলল ঃ তুমি আমার কাছে কোন মানুষ মহিলাকে নিয়ে আসনি, বরং কোন শাইতান মহিলাকে এনেছ। একে তুমি বের করে দাও এবং হাজারকে তার সাথে পাঠিয়ে দাও। তৎক্ষণাৎ তাকে সেখান হতে বের করে দেয়া হয় এবং হাজারকে (দাসী হিসাবে) তাঁর কাছে সমর্পণ করা হয়। ইবরাহীম (আঃ) তাদের পদধ্বনি শুনেই সালাত শেষ করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ বল, খবর কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ মহান আল্লাহ ঐ কাফিরের চক্রান্ত বানচাল করে দিয়েছেন এবং হাজারকে আমার খিদমাতের জন্য প্রদান করা হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ হে আকাশের পানির সন্তানরা! ইনি হলেন তোমাদের মা। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৭, মুসলিম ৪/১৮৪০)

৬৪। তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল ঃ তোমরাইতো সীমা লংঘনকারী।	٦٤. فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ
৬৫। অতঃপর তাদের মাথা নত হয়ে গেল এবং তারা বলল ঃ তুমিতো জানই যে, এরা কথা বলেনা।	٦٥. ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمۡ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا هَـٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ

৬৬। সে বলল ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত কর যারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারেনা, ক্ষতিও করতে পারেনা?	٦٦. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ
৬৭। ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদেরকে। তোমরা কি বুঝবেনা?	٦٧. أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ইবরাহীমের (আঃ) কাওমের লোকেরা স্বীকার করল যে, তাদের দেবতারা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমের (আঃ) কাওম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, যখন তিনি তাদেরকে যা বলার তা বললেন। তাঁর কাওম তাঁর কথা শুনে নিজেদের বোকামীর কারণে নিজেদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হল। তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ

فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ আমরাতো আমাদের দেবতাদের হিফাযাতের জন্য কেহকেও রেখে না গিয়ে চরম ভুল করেছি! অতঃপর চিন্তা ভাবনার পর তারা ইবরাহীমকে (আঃ) বলল ঃ আমাদের দেবতাদেরকে নিশ্চয়ই তুমিই ভেঙ্গে ফেলেছ। তারা কিছুটা নরম হয়ে বলল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ তুমিতো জান যে, আমাদের দেবতাগুলি কথা বলতে পারেনা? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ অপারগতা, বিস্ময় ও অত্যন্ত নিরুত্তর অবস্থায় তাদেরকে এ কথা স্বীকার করতেই হল যে, তাদের দেবতাদের কথা বলারও শক্তি নেই। কাজেই তিনি তাদেরকে যব্দ করার বিশেষ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে বললেন ঃ

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ যারা কথা বলতে পারেনা এবং লাভ-ক্ষতি করারও যাদের কোন ক্ষমতা নেই তাদের পূজা করছ কেন? তোমরা এত নির্বোধ হয়েছ কেন?

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ তোমাদেরকে ও তোমাদের বাতিল মা'বূদদেরকে ধিক! বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা এক আল্লাহকে ছেড়ে এসব বাজে জিনিসের ইবাদাত করছ। এগুলোই ছিল এর দলীল যার বর্ণনা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ

আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৩)

৬৮। তারা বলল ঃ তাকে পুড়িয়ে দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলিকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।	٦٨. قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ
৬৯। আমি বললাম ঃ হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।	٦٩. قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ
৭০। তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	٧٠. وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ

ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ এবং আগুনের উত্তাপ থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেন

এটাই নিয়ম যে, মানুষ যখন দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে পড়ে তখন সৎ কাজ তাকে আকর্ষন করে, আর না হয় পাপ তার উপর জয়যুক্ত হয়।

এখানে এই লোকগুলিকে তাদের মন্দ ভাগ্য ঘিরে ফেলে এবং তারা দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে ইবরাহীমের (আঃ) উপর শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল।

حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ পরস্পর পরামর্শক্রমে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করা হোক, যাতে তাদের দেবতাদের মর্যাদা রক্ষা পায়। এর উপর তারা সবাই একমত হয়ে গেল এবং জ্বালানী কাঠ জমা করল। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তাদের রুগ্না নারীরাও মানত করল যে, যদি তারা রোগ হতে আরোগ্য লাভ করে তাহলে তারাও ইবরাহীমকে (আঃ) পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসবে। তারা মাঠে একটা বড় ও গভীর গর্ত খনন করল এবং জ্বালানী কাঠ দ্বারা তা পূর্ণ করল। জ্বালানী কাঠের স্তুপে তারা আগুন ধরিয়ে দিল। ভূ-পৃষ্ঠে কখনও এমন ভয়াবহ আগুন দেখা যায়নি। অগ্নিশিখা যখন আকাশচুম্বী হয়ে উঠল এবং ওর পাশে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন তারা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল যে, কেমন করে তারা ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করবে? শেষ পর্যন্ত পারস্যের কুর্দিস্তানের এক বেদুঈনের পরামর্শক্রমে একটি লোহার দোলনা তৈরী করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁকে ওতে বসিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে এবং এভাবে তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে। (কুরতুবী ১১/৩০৩) সু'আইব আল আল জাবাই বলেন ঃ ঐ বেদুঈন লোকটির নাম ছিল হাইযান। বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকটিকে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ যমীনে ধসিয়ে দেন। কিয়ামাত পর্যন্ত সে যমীনে প্রোথিত হতেই থাকবে। তাঁকে যখন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হল তখন তিনি বললেন ঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক। (তাবারী ১৮/৪৬৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় তখন তিনিও বলেছিলেন ঃ

إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সব লোক সমবেত হয়েছে; অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল ঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক।

(সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৩) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, বৃষ্টির মালাক সব সময় প্রস্তুত ছিলেন যে, কখন আল্লাহর হুকুম হবে এবং তিনি ঐ আগুনে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা ঠান্ডা করে দিবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ সরাসরি আগুনকেই হুকুম করলেন ঃ

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও। বর্ণিত আছে যে, এই হুকুমের সাথে সাথেই সারা পৃথিবীর আগুন ঠান্ডা হয়ে যায়। (তাবারী ১৮/৪৬৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আগুনকে শুধু ঠান্ডা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হত তাহলে ঠান্ডা তাঁর ক্ষতি করত। (তাবারী ১৮/৪৬৫, ৪৬৬)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ঐ দিন যত জীব-জন্তু বের হয়েছিল তারা সবাই ঐ আগুন নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে, একমাত্র গিরগিট (টিকটিকির চেয়ে বড় এক প্রকার বিষাক্ত প্রাণী) এর ব্যতিক্রম। (তাবারী ১৮/৪৬৭) যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিরগিটকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন এবং ওকে অনিষ্টতর প্রাণী বলেছেন। (তাবারী ১৮/৪৬৭, মুসলিম ২২৩৮) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

৭১। আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।	٧١. وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ
৭২। এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইস্‌হাক এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকূব; এবং প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎ কর্মপরায়ণ।	٧٢. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَـٰلِحِينَ

৭৩। আর আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। তাদের কাছে আমি অহী প্রেরণ করেছিলাম সৎ কাজ করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদাত করত।	٧٣. وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ
৭৪। এবং লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, আর তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে। তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়; সত্যত্যাগী।	٧٤. وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ
৭৫। এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম; সে ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।	٧٥. وَأَدْخَلْنَٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

ইবরাহীমের (আঃ) সিরিয়ায় হিজরাত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাঁর বন্ধু ইবরাহীমকে (আঃ) কাফিরদের আগুন হতে রক্ষা করে সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে পৌঁছে দেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক, উপহার স্বরূপ ইয়াকূবকে। 'আতা (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'নাফিলাতান' এর অর্থ হচ্ছে উপহার। (তাবারী ১৮/৪৭১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং হাকাম ইব্ন ওআইনাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল সন্তানকে

উপহার দেয়া যার নিজেরও সন্তান রয়েছে। অর্থাৎ ইসহাকের (আঃ) সন্তান ইয়াকূব (আঃ)। (দুররুল মানসুর ৫/৬৪৩) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ

আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৭১) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) শুধু একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

হে আমার রাব্ব! আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১০০) আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা কবূল করেন। তিনি তাঁকে ইসহাককে (আঃ) দান করেন এবং অতিরিক্ত ইয়াকূবকে (আঃ)। আর প্রত্যেককেই তিনি সৎকর্মপরায়ন করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত।

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ আর আমি তাদেরকে সৎ কাজ করার অহী করেছিলাম যে, তারা উত্তম কাজ করবে, সালাত আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। এই সাধারণ কথার উপর আত্ফ বা সংযোগ করে তিনি বিশেষ কথা অর্থাৎ সালাত ও যাকাতের বর্ণনা দেন। বলা হয় যে, তাঁরা জনগণকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং সাথে সাথে নিজেরাও ভাল কাজ করতেন।

লূতের (আঃ) হিজরাত

এরপর লূতের (আঃ) বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তিনি হলেন লূত ইব্ন হারান ইব্ন আযার (আঃ)। তিনি ইবরাহীমের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁর অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে হিজরাত করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ

লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। (ইবরাহীম) বলল ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৬)

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ করেন এবং তাঁকে নাবীগণের দলভুক্ত করেন। তাঁকে তিনি সাদুম এবং ওর পার্শ্ববর্তী জনপদগুলির দিকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এ কারণে তারা আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। তাদের ধ্বংসের ঘটনা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

আমি তাকে এমন জনপদ হতে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে। তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায় ও সত্যত্যাগী। আর সে সৎকর্মপরায়ন ছিল বলে আমি তার উপর আমার করুণা বর্ষণ করি।

৭৬। স্মরণ কর নূহকে; পূর্বে সে যখন আহ্বান করেছিল তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার আহ্বানে এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম।	٧٦. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ
৭৭। এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়; এ জন্য তাদের সবাইকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।	٧٧. وَنَصَرْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ أَجْمَعِينَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওমের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, নূহকে (আঃ) তাঁর কাওম যখন মিথ্যা প্রতিপাদন করে ও কষ্ট দেয় তখন তিনি তাঁর রাব্বকে বলেন ঃ

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ

হে আল্লাহ! আমি অপারগ হয়ে গেছি। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন! (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০) তিনি আরও বলেন ঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا۟ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

নূহ বলল ঃ হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেননা। যদি তাদেরকে অব্যাহতি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুস্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৬-২৭)

إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন। তিনি তাঁকে ও তাঁর মু'মিন অনুসারীদেরকে পরিত্রাণ দেন এবং তাঁর পরিবার পরিজনকেও রক্ষা করেন।

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ

এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিনদেরকেও। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪০) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী নূহকে (আঃ) তাঁর কাওমের যুল্‌ম ও অবিচার হতে মুক্তি দেন। সাড়ে নয়শত বছর তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই শির্‌ক ও কুফরীর উপরই রয়ে যায়। এমন কি তারা তাঁকে কষ্ট দিতে থাকে এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে একে অপরকে প্ররোচিত করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ আমি নূহকে সাহায্য করেছিলাম ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল এবং তাকে তাদের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করেছিলাম এবং তার প্রার্থনা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে একজন কাফিরও পরিত্রাণ পায়নি, সবাইকে ডুবিয়ে মারা হয়।

৭৮। এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।	٧٨. وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ
৭৯। এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকূলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এ সমস্ত আমিই করেছিলাম।	٧٩. فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ
৮০। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে ওটা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবেনা?	٨٠. وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ
৮১। এবং সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; ওটা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত	٨١. وَلِسُلَيۡمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةٗ تَجۡرِي بِأَمۡرِهِۦٓ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ٱلَّتِي

بَـٰرَكۡنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيۡءٍ عَـٰلِمِينَ	সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত।
٨٢. وَمِنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعۡمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمۡ حَـٰفِظِينَ	৮২। এবং শাইতানদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এটা ছাড়া অন্য কাজও করত; আমি তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

দাঊদ (আঃ) এবং সুলাইমানকে (আঃ) বিশেষ জ্ঞান দেয়া হয়েছিল এবং বাগানে বকরীর গাছ-পালা খাওয়ার ফাইসালা

ইসহাক (রহঃ) মুররাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বলেন ঃ ওটা ছিল আঙ্গুরের বাগান। ঐ সময় আঙ্গুরের গুচ্ছ বের হয়েছিল। সুরায়িয়াহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৪৭৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ *'নাফাশ'* (نَفَش) শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘাস খাওয়ানো। (তাবারী ১৮/৪৭৭, ৪৭৮) অন্যত্র সুরায়িয়াহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'نَفَش' শব্দের অর্থ হল রাতে পশুর চারণভূমিতে চরতে থাকা। দিবাভাগে চরাকে আরাবী ভাষায় هَمل বলা হয়।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ ঐ বাগানটিকে বকরীগুলি নষ্ট করে দেয়। দাঊদ (আঃ) ফাইসালা দেন যে, বাগানের ক্ষতিপূরণ বাবদ বকরীগুলি বাগানের মালিক পাবে। সুলাইমান (আঃ) এই ফাইসালা শুনে বলেন ঃ হে আল্লাহর নাবী! এটা ছাড়া অন্য একটা ফাইসালা হতে পারত। দাঊদ (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ওটা কি

? তিনি জবাব দেন ঃ প্রথমতঃ বকরীগুলি বাগানের মালিকের হাতে সমর্পন করা হোক। সে ওগুলি দ্বারা ফাইদা নিবে। আর বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব বকরীর মালিককে দেয়া হোক। সে আঙ্গুরের চারার পরিচর্যা করতে থাকবে। অতঃপর যখন আঙ্গুর গাছগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে তখন বাগানের মালিককে বাগান ফিরিয়ে দিবে এবং বাগানের মালিকও বকরীগুলি ওদের মালিককে ফিরিয়ে দিবে। এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই ঃ আমি এই ঝগড়ার সঠিক ফাইসালা সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/৪৭৫)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আইয়াস ইব্ন মুআবিয়াকে (রহঃ) যখন বিচারক পদে নিয়োগ দান করা হয় তখন হাসান বাসরী (রহঃ) তার কাছে এলে তিনি কেঁদে ফেলেন। হাসান বাসরী (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ সাঈদ (রহঃ)! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমার কাছে এই খবর পৌঁছেছে যে, বিচারক যদি ইজতিহাদ করার পরেও ভুল করে তাহলে সে জাহান্নামী হবে। আর যে বিচারক নিজের খায়েশের কারণে ভুল ফাইসালা দেয় সেও জাহান্নামী। কিন্তু যে ইজতিহাদ করার পর সঠিকতায় পৌঁছে সে জান্নাতে যাবে। তাঁর এ কথা শুনে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ শুনুন, আল্লাহ তা'আলা দাঊদ (আঃ) ও সুলাইমানের (আঃ) ফাইসালার কথা বর্ণনা করেছেন। আর এটা প্রকাশমান যে, নাবীগণ (আঃ) ন্যায় বিচারক হয়ে থাকেন এবং তাঁদের কথা দ্বারা এই লোকদের কথা খন্ডন করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু দাঊদকে (আঃ) তিনি নিন্দা করেননি। হাসান বাসরী (রহঃ) আরও বলেন ঃ জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'আলা বিচারকদের নিকট তিনটি কথার অঙ্গীকার নিয়েছেন। প্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁরা যেন পার্থিব লোভের বশবর্তী হয়ে শারীয়াতের আহকাম পরিবর্তন না করেন। দ্বিতীয় অঙ্গীকার এই যে, তাঁরা যেন অন্তরের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির পিছনে না পড়েন বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন। তৃতীয় অঙ্গীকার এই যে, বিচারের ব্যাপারে তাঁরা যেন আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেহকেও ভয় না করেন। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ

মানুষকে ভয় করনা, বরং আমাকেই ভয় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلاً

তোমরা সামান্য বা নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ বিক্রি করনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৫৮) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি ঃ নাবীগণ যে নিষ্পাপ এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁদেরকে যে সাহায্য করা হয়েছে এ বিষয়ে পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় বিজ্ঞজনদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। তাঁদের ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে কথা এই যা আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিচারক যখন ইজতিহাদ ও চেষ্টা করার পর সঠিকতায় পৌঁছে তখন সে দু'টি প্রতিদান লাভ করে। আর ইজতিহাদের পর যদি তার ভুল হয় তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৩০) আইয়াশ (রহঃ) ভেবেছিলেন যে, কোন নালিশের বর্ণনা ও গুণাগুণ পর্যালোচনা করার পর যদি কেহ কোন রায় দেয় এবং ঐ রায় যদি ভুল হয় তাহলে বিচারক জাহান্নামী হবে। এ হাদীস থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, তার এ ধারণা সঠিক নয়।

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত এই ঘটনার কাছাকাছি আর একটি ঘটনা মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুই মহিলা ছিল, যাদের সাথে তাদের দু'টি পুত্র সন্তান ছিল, (তারা ছিল দুগ্ধ পোষ্য শিশু)। একজনের শিশুকে বাঘ ধরে নিয়ে যায়। তখন মহিলা দু'জন প্রত্যেকেই একে অপরকে বলে ঃ বাঘে তোমার শিশুকে ধরে নিয়ে গেছে এবং যেটি আছে ওটি আমার। অবশেষে তারা দাঊদের (আঃ) নিকট এই মুকাদ্দামা পেশ করে। তখন তিনি ফাইসালা দেন যে, শিশুটি বয়স্ক মহিলাটির প্রাপ্য। অতঃপর তারা দু'জন বেরিয়ে আসে। পথে ছিলেন সুলাইমান (আঃ)। তিনি তাদেরকে ডেকে (লোকদেরকে) বললেন ঃ একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি এই শিশুটিকে কেটে দু' টুকরা করব এবং অর্ধেক করে দু'জনকে প্রদান করব। এতে যুবতী মহিলাটি বলল ঃ আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন!

শিশুটিকে কেটে ফেলবেননা, এটি বয়স্ক মহিলাটিরই, সুতরাং তাকেই দিয়ে দিন। সুলাইমান (আঃ) প্রকৃত ব্যাপার বুঝে নেন এবং শিশুটিকে ঐ যুবতী মহিলাটিকে দিয়ে দিন। (আহমাদ ২/৩২২, বুখারী ৬৭৬৯, মুসলিম ১৭২০, নাসাঈ ৫৯৫৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ আমি পাহাড় ও বিহঙ্গকূলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যে, তারা যেন দাঊদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। দাঊদকে (আঃ) এমন মিষ্টি কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল যে, যখন তিনি মিষ্টি সুরে ও আন্তরিকতার সাথে যাবূর পাঠ করতেন তখন পক্ষীকূল উড্ডয়ন বাদ দিয়ে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকত। অনুরূপভাবে পাহাড় পর্বতও তাসবীহ্ পাঠ করত।

বর্ণিত আছে যে, একদা রাতে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) কুরআন পাঠ করছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন ঃ তাকেতো দাঊদের (আঃ) মত মিষ্টি সুর দান করা হয়েছে। আবূ মূসা (রাঃ) এটা জানতে পেরে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি জানতাম যে, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছিলেন তাহলে আমি আরও উত্তমরূপে পাঠ করতাম। (ফাতহুল বারী ৮/৭১১) আল্লাহ তা'আলা তাঁর আর একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ আমি দাঊদকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে ওটা তোমাদেরকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাঁর যুগের পূর্বে হলকাবিহীন বর্ম নির্মিত হত। হলকাবিশিষ্ট বর্ম তিনিই তৈরী করেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ. أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ

তার জন্য আমি লোহাকে নমনীয় করেছিলাম। (হে দাঊদ)! উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে পার। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১০-১১) এই বর্ম যুদ্ধের মাঠে কাজে লাগত। সুতরাং এটা ছিল এমনই নি'আমাত যার কারণে মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাই তিনি বলেন ঃ

فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবেনা?

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) অনেক ক্ষমতাশালী করেছিলেন

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا আমি সুলাইমানের বশীভূত করেছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, ওটা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত সেখানে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। অর্থাৎ ঐ বায়ু তাঁকে সিরিয়ায় পৌঁছে দিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। কাঠের তেরী সুলাইমানের (আঃ) একটি বৃহৎ আসন ছিল। সুলাইমান (আঃ) তাঁর লোক-লস্কর, তাবু, ঘোড়া-উট, সাজ-সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসহ তাঁর আসনে বসে যেতেন। অতঃপর বায়ু তাঁকে তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিত। সিংহাসনের উপর হতে তাপ থেকে রক্ষার জন্য ছায়া দান করা হত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ

আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানেই ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২)

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ অনুরূপভাবে অবাধ্য শাইতানদেরকেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর জন্য ডুবুরীর কাজ করত। তারা সমুদ্রে ডুব দিয়ে ওর তলদেশ হতে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে আনত। وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ আরও বহু কাজ তারা করত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ

এবং শাইতানদেরকে (আমি তার বাধ্য করেছিলাম), যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৭) এরা ছাড়া অন্যান্য শাইতানরাও তাঁর অনুগত ছিল, যাদেরকে শিকলে আবদ্ধ রাখা হত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ আমি তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। কোন শাইতানই তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারতনা। বরং সবাই ছিল তাঁর অনুগত ও অধীনস্থ। কেহই তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারতনা। তাদের উপর তাঁরই শাসন চলত। যাকে ইচ্ছা তিনি বন্দী করতেন এবং যাকে ইচ্ছা ছেড়ে দিতেন। তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে ঃ

وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ

এবং শৃংখলে আবদ্ধ করলাম আরও অনেককে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৮)

৮৩। আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।	٨٣. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ
৮৪। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের সাথে তাদের মত আরও দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রাহমাত রূপে এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।	٨٤. فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ

আইউবের (আঃ) ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা আইউবের (আঃ) কষ্ট ও বিপদাপদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তা ছিল আর্থিক, দৈহিক এবং সন্তানগত। তাঁর বহু প্রকারের জীব-জন্তু, ক্ষেত-খামার,

বাগ-বাগিচা ইত্যাদি ছিল। তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত সন্তান-সন্ততিসহ দাস-দাসী, ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুই বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা আসে এবং সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি তাঁর দেহেও কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পায়। শুধুমাত্র অন্তর ও জিহ্বা ছাড়া তাঁর দেহের কোন অংশই এই রোগ হতে রক্ষা পায়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে শহরের এক জন-মানবহীন প্রান্তে অবস্থান করতে হয়। একমাত্র তাঁর স্ত্রী ছাড়া সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঐ বিপদের সময় তাঁর থেকে সবাই সরে পড়ে। এই একমাত্র স্ত্রী তাঁর সেবা করতেন। সাথে সাথে মজুরী খেটে তাঁর পানাহারেরও ব্যবস্থা করতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নাবীগণের উপর। তারপর সৎ লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের উপর এবং এরপরে আরও কম মর্যাদাপূর্ণ লোকদের উপর আল্লাহর পরীক্ষা এসে থাকে। (তাবারী ২৫/২৪৫, ২৪৬) অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, প্রত্যেকের পরীক্ষা তার দীনের আমলের পরিমাণ হিসাবে হয়ে থাকে। যদি কেহ দীনের ব্যাপারে দৃঢ় হয় তাহলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। (আহমাদ ১/১৮০) আইউব (আঃ) ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল, এমনকি তাঁর ধৈর্যশীলতার কথা সর্বসাধারণের মুখে মুখে রয়েছে।

ইয়াযীদ ইব্ন মাইসারা (রাঃ) বলেন যে, যখন আইউবের (আঃ) পরীক্ষা শুরু হয় তখন তাঁর সন্তান-সন্ততি মারা যায়, ধন-সম্পদ ধ্বংস হয় এবং তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত হয়ে পড়েন। এতে তিনি আরও বেশি আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত থাকেন। তিনি বলতে থাকেন ঃ হে সকল পালনকারীদের পালনকর্তা! আমাকে আপনি বহু ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন। ঐ সময় আমি ঐগুলিতে সদা ব্যস্ত থাকতাম। অতঃপর আপনি ঐগুলি আমার থেকে নিয়ে নেয়ার ফলে আমার অন্তর ঐ সবের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন আমার অন্তরের মধ্যে ও আপনার মধ্যে কোনই প্রতিবন্ধকতা নেই। যদি আমার শত্রু ইবলীস আমার প্রতি আপনার এই মেহেরবানীর কথা জানতে পারত তাহলে সে আমার প্রতি হিংসায় ফেটে পড়ত। ইবলীস তাঁর এই কথায় এবং তাঁর ঐ সময়ের ঐ প্রশংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে। তিনি নিম্নরূপ প্রার্থনাও করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনের অধিকারী করেছিলেন। আপনি খুব ভাল জানেন যে, ঐ সময় আমি কখনও অহংকার করিনি এবং কারও প্রতি যুল্ম কিংবা অবিচারও করিনি। হে আল্লাহ! এটা আপনার অজানা নয় যে, আমার জন্য নরম বিছানা প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমি তা পরিত্যাগ করে আপনার ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দিতাম এবং আমার নাফ্সকে ধমকের সুরে বলতাম ঃ তুমি নরম বিছানায়

আরাম করার জন্য সৃষ্টি হওনি। হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমি সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিতাম। (হিলইয়াত আল আউলিয়া ৫/২৩৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন আইউবকে (আঃ) আরোগ্য দান করেন তখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর উপর সোনার ফড়িংসমূহ বর্ষণ করেন। আইউব (আঃ) তখন ওগুলি ধরে কাপড়ে জমা করতে শুরু করেন। ঐ সময় তাঁকে বলা হয় ঃ হে আইউব! এখনও তুমি পরিতৃপ্ত হওনি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার রাহমাত হতে কে পরিতৃপ্ত হতে পারে? (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৬১, বুখারী ৩৩৯১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাঁর পূর্বের সন্তানদেরকেই তাঁর কাছে আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। (তাবারী ১৮/৫০৬, ৫০৭) আল আউফীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) হতেও প্রায় অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ মত পোষণ করতেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তাকে বলা হয় ঃ হে আইউব! তোমার পরিবার পরিজন সবাই জান্নাতী, তুমি যদি চাও তাহলে তাদের সবাইকে দুনিয়ায় এনে দেই, অথবা যদি চাও তাহলে তাদেরকে তোমার জন্য জান্নাতেই রেখে দেই এবং প্রতিদান হিসাবে দুনিয়ায় তোমাকে তাদের অনুরূপ প্রদান করি। তিনি বললেন ঃ না, বরং তাদেরকে জান্নাতেই রেখে দিন। তখন তাদেরকে জান্নাতেই রেখে দেয়া হয় এবং দুনিয়ায় তাঁকে তাদের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا এটা ছিল আমার বিশেষ রাহমাত এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। এসব কিছু এ জন্যই হল যে, বিপদে পতিত ব্যক্তিরা যেন আইউবের (আঃ) নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ধৈর্যহারা হয়ে যেন অকৃতজ্ঞ না হয়, আর লোকেরাও যেন কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে ঢালাওভাবে খারাপ বান্দা বলে ধারণা না করে। আইউব (আঃ) ছিলেন ধৈর্যের পর্বত সমান এবং স্থিরতার নমুনা স্বরূপ। আল্লাহর দেয়া তাকদীরের লিখন এবং উহার পরীক্ষার উপর মানুষের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এতে যে তাঁর কি হিকমাত ও রহস্য নিহিত রয়েছে তা মানুষের জানা নেই।

৮৫। আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুল্‌কিফল- এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।	٨٥. وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ
৮৬। এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম, তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ।	٨٦. وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ইসমাঈল (আঃ), ইদরীস (আঃ) এবং যুলকিফল (আঃ)

ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন ইবরাহীম খলিলের (আঃ) পুত্র। সূরা মারইয়ামে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। যুলকিফলকে বাহ্যত নাবীরূপে জানা যাচ্ছে। কেননা নাবীগণের বর্ণনার সাথে তাঁর নামও এসেছে। কিন্তু লোকেরা বলেন যে, তিনি নাবী ছিলেননা, বরং একজন সৎলোক ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের বাদশাহ ও ন্যায় বিচারক ছিলেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। (তাবারী ১৮/৫০৭) সুতরাং এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৮৭। আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবনা; অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী।	٨٧. وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৮৮। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে	٨٨. فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ

ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ	**উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।**

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা

এই ঘটনাটি এখানেও বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা 'সাফফাত' ও সূরা 'নূন'এও বর্ণিত হয়েছে। ইনি হলেন নাবী ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আঃ)। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা মুসিল অঞ্চলের *নীনওয়া* নামক গ্রামে নাবী রূপে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ঐ গ্রামবাসীদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন: কিন্তু তারা ঈমান আনলনা। তখন তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে যান এবং তাদেরকে বলে যান যে, তাদের উপর তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে। অতঃপর তাঁর কথায় তাদের বিশ্বাস হয় এবং তারা বুঝে নেয় যে, নাবীর (আঃ) কথা মিথ্যা হয়না। তাই তারা তাদের শিশুদেরকে ও গৃহপালিত পশুগুলিকে নিয়ে মাইদানের দিকে বেরিয়ে পড়ে। শিশুদেরকে তারা মায়েদের থেকে পৃথক করে দেয়। অতঃপর তারা কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতে থাকে। এক দিকে তাদের কান্নার রোল, আর অপর দিকে জীব-জন্তুগুলোর ভয়ানক চীৎকার। এর ফলে আল্লাহর রাহমাত উথলে উঠে। সুতরাং তিনি তাদের উপর হতে শাস্তি উঠিয়ে নেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজণক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৮)

ইউনুস (আঃ) ওখান হতে চলে গিয়ে একটি নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকা কিছুদূর এগিয়ে গেলে তুফানের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষ পর্যন্ত নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। নৌকার আরোহীদের মধ্যে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যে, নৌকার ভার হালকা করার জন্য কোন একজন লোককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোক। সুতরাং নির্বাচনের গুটি নিক্ষেপ করা হলে দেখা গেল যে,

ইউনুসেরই (আঃ) নাম এসেছে। কিন্তু কেহই তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা পছন্দ করলনা। দ্বিতীয়বার গুটি নিক্ষেপ করা হল। এবারও তাঁর নামই উঠল। তৃতীয়বার গুটি ফেলা হলে এবারও তাঁর নামই দেখা গেল। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ

সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাভূত হল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪১) তখন ইউনুস (আঃ) নিজেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাপড় খুলে ফেলে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লেন। ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) উক্তি অনুসারে, আল্লাহ তা'আলা *'বাহরে আখযার'* (সবুজ সাগর) হতে একটি বিরাট মাছ পাঠিয়ে দেন। মাছটি পানি ফেড়ে ফেড়ে এলো এবং ইউনুসকে (আঃ) গিলে ফেলল। কিন্তু মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে মাছটি তাঁর মাংসও খেলনা, অস্থিও ভেঙ্গে ফেললনা এবং কোন ক্ষতিও করলনা। মাছটির তিনি খাদ্য ছিলেননা, বরং ওর পেট ছিল তাঁর জন্য কয়েদখানা স্বরূপ। আরাবী ভাষায় মাছকে নূন বলা হয়। ইউনুসের (আঃ) ক্রোধ ছিল তাঁর কাওমের উপর।

فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ তাঁর ধারণা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাছের পেটে সংকুচিত করে শাস্তি দিবেননা। এখানে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন **نَقْدر** এর অর্থ এটাই করেছেন। (তাবারী ১৮/৫১৪, ৫১৫) ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। দলীল হিসাবে আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি পেশ করা হয়েছে ঃ

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে, আল্লাহ যা তাকে দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেননা। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৭)

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ *অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী।* ঐ অন্ধকারের

মধ্যে প্রবেশ করে ইউনুস (আঃ) মহান আল্লাহকে ডাকতে শুরু করেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ সেখানে সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার এই তিন অন্ধকার একত্রিত হয়েছিল। (কুরতুবী ১১/৩৩৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আমর ইব্ন মাইমুন (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/৫১৬, ৫১৭) সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (রহঃ) বলেন ঃ উহা ছিল সমুদ্রের অন্ধকারের মাঝে একটি মাছের পেটের মধ্যে অপর একটি মাছের পেটের অন্ধকার। (তাবারী ১৮/৫১৭) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ সমুদ্রে ঝাপ দেয়ার পর একটি মাছ তৎক্ষণাত তাঁকে নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে যায়। সেখানে তিনি নুড়ি/কংকর ও পাথরসমূহকে আল্লাহর যিক্র করতে শুনতে পান। তখন তিনিও বলেন ঃ

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন। (ইব্ন আবী শাইবাহ ১১/৫৪১, ১৩/৫৭৮) আল আউফী আল আরাবী (রহঃ) বলেন ঃ তিনি মাছের পেটে গিয়ে প্রথমতঃ মনে করেছিলেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর তিনি পা নেড়ে দেখেন এবং তা নড়ে ওঠে। সুতরাং মাছের পেটের মধ্যেই তিনি সাজদাহয় পড়ে যান এবং বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমি এমন এক জায়গাকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছি যে, সম্ভবতঃ কেহই এই জায়গাকে ইতোপূর্বে সাজদাহর জায়গা বানায়নি। (তাবারী ১৮/৫১৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা হতে। আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। সে বিপদে পতিত হয়ে যখন আমাকে আহ্বান করল, আমি তখন তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং ঐ বিপদ থেকে তাকে মুক্তি দিলাম।

যারা বিপদাপদের সময় এই দু'আ ইউনুস পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উসমান ইব্ন আফফানের (রাঃ) নিকট মাসজিদে গমন করি। আমি তাকে সালাম দেই। তিনি আমাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্তু আমার সালামের জবাব দিলেননা। আমি তখন আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) নিকট গিয়ে জানতে চাই ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! দীনের ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটেছে কি? আমি তাকে দু'বার এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ না, তুমি কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ? আমি বললাম ঃ আমি মাসজিদের কাছে উসমানের (রাঃ) পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু সালামের জবাব দিলেননা। তিনি উসমানকে (রাঃ) ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেন ঃ আপনি আপনার এই মুসলিম ভাইয়ের সালামের জবাব দেননি কেন? উসমান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ ইহা কি সত্য? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ (অর্থাৎ আমি এসেছি ও সালাম দিয়েছি)। শেষ পর্যন্ত তিনি শপথ করলেন এবং আমিও শপথ করলাম। তারপর ঘটনা মনে পড়ায় উসমান (রাঃ) বললেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তাওবাহ করছি, অবশ্যই তিনি ইতোপূর্বে আমার কাছে এসেছিলেন, কিন্তু ঐ সময় আমি মনে মনে ঐ কথা বলছিলাম যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যখন আমার ঐ কথা মনে হয় তখন শুধু আমার চোখের উপরই পর্দা পড়েনা, বরং আমার অন্তরের উপরও পর্দা পড়ে যায়। আমি তখন বললাম ঃ আমি আপনাকে ঐ খবর দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আমাদের সামনে দু'আর প্রথম অংশ বর্ণনা শেষ করেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে পড়ে এবং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্য বিষয়ে ব্যস্ত রাখে। এভাবে অনেক ক্ষণ কেটে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে উঠে যান এবং নিজের বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করেন। আমিও তাঁর পিছনে চলতে থাকি। যখন তিনি বাড়ীর কাছাকাছি এসে যান তখন আমি আশংকা করি যে, তিনি হয়ত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবেন, আর আমি এখানেই রয়ে যাব। সুতরাং আমি জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন ঃ আরে! তুমি আবূ ইসহাক? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ, আমিই বটে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ খবর কি? আমি জবাব দিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি দু'আর প্রথম অংশ বর্ণনা করেন। এমন সময় ঐ বেদুঈন এসে

পড়ে এবং আপনি কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তিনি আমার এ কথা শুনে বললেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা ছিল যুননূনের (আঃ) দু'আ, যা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় পাঠ করেছিলেন। তা ছিল ঃ

لَآ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ এই দু'আটি। জেনে রেখ, যে কোন মুসলিম যে কোন ব্যাপারে যখনই তার রবের কাছে এই দু'আটি করবে, তিনি তা কবূল করবেন। (আহমাদ ১/১৭০, তিরমিযী ৯/৪৭৯, নাসাঈ ৬/১৬৮)

সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেহ ইউনুসের (আঃ) এই দু'আর মাধ্যমে দু'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার দু'আ কবূল করবেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম) আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, এই আয়াতেই এর পরেই রয়েছে ঃ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (হাকিম ২/৫৮৪)

৮৯। এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে একা ছেড়ে দিবেননা, আপনি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।	٨٩. وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ
৯০। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়াকে, আর তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম; তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল	٩٠. فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ

আমার নিকট বিনীত।	وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ

যাকারিয়া (আঃ) এবং ইয়াহইয়া (আঃ)

আল্লাহ স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার (আঃ) খবর দিচ্ছেন যে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ঃ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا আমাকে একটি সন্তান দান করুন, যে আমার পরে নাবী হবে। সূরা মারইয়াম ও সূরা আলে-ইমরানে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এই দু'আ নির্জনে করেছিলেন।

'আমাকে একা ছেড়ে দিবেননা' এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে ঃ আমাকে সন্তানহীন করবেননা। দু'আ চাওয়ার জন্য তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাঁর যে স্ত্রী বার্ধ্যক্যে উপনীতা হয়েছিলেন তাকে তিনি সন্তান ধারণের যোগ্য করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, তিনি বন্ধ্যা ছিলেন, অতঃপর তিনি সন্তান প্রসব করেন। (তাবারী ১৮/৫২০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত। তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, *'খাশিয়ীন'* (خَاشِعِينَ) শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে তা বিশ্বস্ততার সাথে মেনে নেয়া। (তাবারী ১৬/২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ উহা যে সত্য তা বিশ্বাস করা। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ ভয়ের সাথে। আবূ সীনান (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল *'খুশু'* বা ভয় যা হৃদয়ের গভীরে থাকে, যা কখনও হৃদয় থেকে মুছে যায়না। মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, *'খাশিয়ীন'* অর্থ হচ্ছে যে বিনয়ী। হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন ঃ *'খাশিয়ীন'* হল তারা যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়। (আল কাশশাফ ৩/১৩৩, বাগাবী ৩/২৬৭, ইব্ন আবী শাইবাহ ১৩/৫৮০)

৯১। আর স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, এবং তাকে	٩١. وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَـٰهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ	**ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।**

ঈসা (আঃ) এবং মারইয়াম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা/বান্দী

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম (আঃ) ও ঈসার (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কুরআনুল কারীমে প্রায়ই যাকারিয়া (আঃ) ও ইয়াহইয়ার (আঃ) ঘটনার সাথে সাথে মারইয়াম (আঃ) ও ঈসার (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তাঁদের মধ্যে পুরাপুরি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। যাকারিয়া (আঃ) পূর্ণ বার্ধক্যে পদার্পণ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সন্তান দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ নিজের এই ক্ষমতা প্রদর্শনের পর স্বামী ছাড়াই শুধু স্ত্রীলোককে সন্তান দান করে তাঁর আর এক ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সূরা আলে-ইমরান ও সূরা মারইয়ামেও এই শ্রেণীবিন্যাসই রয়েছে।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا 'যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল' এই উক্তি দ্বারা মারইয়ামকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ সূরা তাহরীমে বলেন ঃ

وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا

আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ১২) আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ আমি তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন, যাতে বিশ্ববাসী আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা, সৃষ্টি কৌশলের ব্যাপক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তাঁর ব্যাপারটি এই যে, যখন তিনি ইচ্ছা করেন, বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়। ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর কুদরাতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এরই প্রতিফলন দেখতে পাই আর এক আয়াতে ঃ

وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ

আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২১)

৯২। এই যে তোমাদের জাতি, এটাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রাব্ব, অতএব আমার ইবাদাত কর।	٩٢. إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ
৯৩। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে; প্রত্যেকেই প্রত্যাবর্তিত হবে আমার নিকট।	٩٣. وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ
৯৪। সুতরাং যদি কেহ মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তাহলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবেনা এবং আমিতো তা লিখে রাখি।	٩٤. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَـٰتِبُونَ

বিশ্বের সমস্ত মানুষই এক উম্মাত

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, اَنَّ هَذِه اُمَّتُكُمْ اُمَّةًوَّاحِدَةً এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের দীন হচ্ছে একই দীন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে যা হতে বিরত থাকতে হবে এবং যা করতে হবে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের সবার পথ একই পথ।

অবশ্যই এটাই তোমাদের জন্য শারীয়াতী বিধান, যা আমি তোমাদের কাছে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছি। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ আমিই তোমাদের সকলের রাব্ব, তোমাদের মালিক। অতএব অন্য সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু আমারই ইবাদাত কর। অন্যত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কাজ কর; তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। এবং তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রাব্ব; অতএব আমাকে ভয় কর। (২৩ ঃ ৫১-৫২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের সবারই একই দীন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) তা হল এক শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮)

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ অতঃপর লোকেরা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। কেহ কেহ তাদের নাবীগণের (আঃ) উপর ঈমান এনেছে এবং কেহ কেহ ঈমান আনেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ কিয়ামাতের দিন সকলকেই আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল লোকদেরকে দেয়া হবে ভাল প্রতিদান, মন্দ লোকদেরকে দেয়া হবে মন্দ প্রতিদান। সুতরাং কেহ যদি মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তাহলে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবেনা এবং আল্লাহ তা'আলা তা লিখে রাখেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩০)

আল্লাহ তা'আলা অণু পরিমাণ যুল্ম করাও সমীচীন মনে করেননা।

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ তিনি স্বীয় বান্দাদের সমস্ত আমল লিখে রাখেন। একটিও ছুটে যায়না।

৯৫। যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত -	٩٥. وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
৯৬। যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মা'জুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।	٩٦. حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ
৯৭। অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, বরং আমরা ছিলাম সীমা লংঘনকারী।	٩٧. وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ

ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ *যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত।* ইব্ন আব্বাস

(রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে সমস্ত জনপদকে ধ্বংস করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, কিয়ামাত পর্যন্ত তারা আর সেখানে ফিরে আসবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ছাড়াও আবূ জাফর আল বাকীর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (বাগাবী ৩/২৬৮, তাবারী ১৮/৫২৫, আর রাযী ২২/১৯১)

ইয়াজুজ ও মা'জুজদের বর্ণনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মা'জুজ আদমেরই (আঃ) বংশোদ্ভূদ। এমনকি তারা নুহের (আঃ) পুত্র ইয়াফাসের সন্তান যে ছিল তুর্কের পিতা। এদেরকে যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের বাইরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি প্রাচীরটি নির্মাণ করে বলেছিলেন ঃ

هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ

এটা আমার রবের অনুগ্রহ; যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওটাকে চূর্ন-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব একের পর এক তরঙ্গের আকারে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৯৮-৯৯) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার সময় ইয়াজুজ মা'জুজ সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক উঁচু জায়গাকে আরাবী ভাষায় **'حَدَب'** বলা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), শাউরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৮/৫৩২) বর্ণিত আছে যে, তাদের বের হওয়ার সময় তাদের এই অবস্থাই হবে। এই খবরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শ্রোতাদের সামনে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন তারা স্বচক্ষে দেখতে রয়েছেন।

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪) আর বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক সত্য খবরদাতা আর কে

হতে পারে? তিনিতো দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যা হয়ে গেছে ও যা হবে তা তিনি সম্যক অবগত। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবী ইয়াযিদ (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ছেলেদেরকে লাফাতে, খেলতে, দৌড়াতে এবং একে অপরের উপর চড়াও হতে দেখে বলেন ঃ এভাবেই ইয়াজুজ মা'জুজ আসবে। (তাবারী ১৮/৫২৮) বহু হাদীসে তাদের বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ইয়াজুজ-মা'জুজকে যখন খুলে দেয়া হবে এবং তারা লোকদের কাছে পৌঁছবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হতে ছুটে আসবে। তখন তারা জনগণের মধ্যে ছেয়ে যাবে এবং মুসলিমরা তাদের শহর ও দুর্গের মধ্যে ঢুঁকে পড়বে। আর তারা তাদের গৃহ-পালিত পশুকে ওর মধ্যে নিয়ে যাবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠের পানি পান করতে থাকবে। ইয়াজুজ মা'জুজ যে নদীর পাশ দিয়ে যাবে, ওর সমস্ত পানি তারা পান করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে ধূলা উড়তে থাকবে। তাদের অন্য দল যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ সম্ভবতঃ কোন যুগে এখানে পানি ছিল। যখন তারা দেখবে যে, এখন ভূ-পৃষ্ঠে আর কেহই অবশিষ্ট নেই। আর বাস্তবিকই যে সব মুসলিম নিজেদের শহরে ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা ছাড়া যমীনের উপর আর কেহই বাকী থাকবেনা। তখন তারা বলবে ঃ পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে আমরা শেষ করে ফেলেছি, সুতরাং এখন আকাশবাসীদের খবর নেয়া যাক। অতঃপর তাদের একজন দুষ্ট ব্যক্তি তার বর্শাটি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে। তখন মহান আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্ত মাখানো অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। এটাও হবে একটা পরীক্ষা। এ সমস্ত ঘটনা যখন ঘটতে থাকবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরণের পোকা সৃষ্টি করবেন যা দেখতে অনেকটা ঐ পোকার মত যা সাধারণতঃ খেজুরের বীচি অথবা বকরীর নাসারন্ধ্রে জন্মে। ঐ পোকার আক্রমনে তারা সবাই একই সাথে মৃত্যুবরণ করবে। তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবেনা। তাদের সমস্ত শোরগোলের সমাপ্তি ঘটবে। মুসলিমরা বলবে ঃ এমন কেহ আছে কি, যে আমাদের মুসলিমদের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাইরে গিয়ে শত্রুদের অবস্থা দেখে আসতে পারে? তখন এক ব্যক্তি এ জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং নিজেকে নিহত হতে হবে মনে করেই আল্লাহর পথে মুসলিমদের

সাহায্যের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে। তখন সে দেখতে পাবে যে, শত্রুদের মৃতদেহের স্তুপ পড়ে রয়েছে। সবাই ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে। তখন উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বলবে ঃ হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং খুশি হও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন, তাদের মৃতদেহের স্তুপ পড়ে রয়েছে। তার এ কথা শুনে মুসলিমরা বেরিয়ে আসবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকেও সাথে আনবে। তাদের পশুগুলির খাদ্য হিসাবে মৃতদেহগুলির মাংস ছাড়া আর কিছু থাকবেনা। ওগুলি খেয়ে তারা খুব মোটা তাজা হবে। (আহমাদ ৩/৭৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৬৩)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ নাওয়াস ইব্‌ন সামআন আল কিলাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের বর্ণনা দেন এবং কখনও তিনি তার ব্যাপারে এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যেন তা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আবার তিনি এমন ভয়ংকর কথাও শোনাচ্ছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল যেন সে খেজুর গাছের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। আর মনে হয় যেন সে বের হতে চাচ্ছে। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে দাজ্জালের চেয়ে অন্য কিছুর বেশি ভয় করি। আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয় তাহলে তোমাদের মাঝে আমি তার প্রতিবন্ধক হয়ে যাব। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবনা এমন অবস্থায় যদি সে বের হয় তাহলে আমি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করছি। সে হবে কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট এবং উপরের দিকে উত্থিত চক্ষুবিশিষ্ট খাটো যুবক। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান হতে বের হবে। ডান দিকে ও বাম দিকে সে ঘুরতে থাকবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অটল ও স্থির থেক। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে কত সময় অবস্থান করবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ চল্লিশ দিন। একটি দিন এক বছরের সমান, একটি দিন এক মাসের সমান, একটি দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিন হবে সাধারণ দিনের মত।

আমরা আবার প্রশ্ন করলাম ঃ যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে এক দিন ও এক রাতের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেই কি যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ না, বরং অনুমান করে তোমাদেরকে সময় মত সালাত আদায় করতে হবে। আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম ঃ তার চলন গতি কেমন হবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ বায়ু যেমন মেঘকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে যায়

তেমনই সে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এক গোত্রের কাছে যাবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার কথা মেনে নিবে। সে আকাশকে নির্দেশ দিবে, ফলে সে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে। যমীন তাদের জন্য ফসল উৎপাদন করবে। তাদের পশুগুলি পেটপূর্ণ অবস্থায় মোটা তাজা হয়ে ফিরে আসবে এবং তাদের বাটে দুধ পূর্ণ থাকবে। অতঃপর সে অন্য গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা অস্বীকার করবে। সেখান থেকে সে চলে আসবে। তখন তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ তার পিছন পিছন চলে আসবে এবং তারা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে। সে অনাবাদী জঙ্গলে যাবে এবং যমীনকে বলবে ঃ তোমার গুপ্তধন উঠিয়ে দাও। যমীন তখন তা উপরে উঠিয়ে ফেলবে। তখন সমস্ত ধন ভান্ডার তার পিছনে এমনভাবে চলে যাবে যেভাবে মৌমাছি তাদের নেতাদের পিছনে চলে থাকে। সে এও দেখাবে যে, একজন লোককে তরবারী দ্বারা দু' টুকরা করে ফেলবে এবং ঐ টুকরা দু'টিকে এদিক ওদিক বহু দূরে নিক্ষেপ করবে। তারপর তার নাম ধরে ডাক দিবে এবং তৎক্ষণাৎ সে জীবিত হয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার কাছে চলে আসবে। এমতাবস্থায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ মাসীহকে (আঃ) অবতীর্ণ করাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারের পাশে অবতরণ করবেন। তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় মালাইকার ডানার উপর রাখবেন। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং পূর্ব দরজা 'লুদ' এর কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। তারপর ঈসার (আঃ) কাছে আল্লাহর অহী আসবে ঃ আমি আমার এমন বান্দাদেরকে পাঠাচ্ছি যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তোমার নেই, সুতরাং তুমি আমার বান্দাদেরকে 'তুরের' কাছে একত্রিত কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মা'জুজকে পাঠাবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান হতে ছুটে আসবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৬)

তাদের কাজে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। তখন তিনি গুটি বসন্তের রোগ পাঠাবেন যা তাদের ঘাড়ে আক্রমণ করবে। তখন এক ভোরে তাদের সবার এক সাথে মৃত্যু হবে, মনে হবে যেন একটি দেহ। অতঃপর ঈসা (আঃ) তাঁর মু'মিন সঙ্গীগণসহ এসে দেখবেন যে, সমস্ত যমীন তাদের মৃতদেহের স্তুপ হয়ে গেছে। যমীনের কোন জায়গাই খালি থাকবেনা। তাদের দুর্গন্ধে থাকা যাবেনা। ঈসা (আঃ) তখন আবার দু'আ করবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা উটের গর্দানের ন্যায় পাখি পাঠিয়ে দিবেন যারা ঐ মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে সেখানে ফেলে দিবে যেখানে আল্লাহ তা'আলা চাইবেন।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ ‘আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ আস সাকসাকী (রহঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি কা‘ব (রহঃ) হতে, তিনি অন্য এক জনের কাছ থেকে শুনেছেন ঃ তারা ঐ মৃতদেহগুলি ‘আল মাহবাল’ নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, আমি তখন বললাম ঃ হে আবূ ইয়াযীদ! ‘আল মাহবাল’ কোথায় অবস্থিত? তিনি বললেন ঃ ইহা পূর্বে অবস্থিত (যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়)। এরপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনবরত যমীনে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। তার ছোয়া থেকে কোন ঘর-বাড়ি কিংবা পশুর লোম পর্যন্ত বাদ যাবেনা। ফলে যমীন ধুয়ে মুছে আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে ঃ তুমি তোমার ফল উৎপন্ন কর এবং তোমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও আর্শিবাদ পুনর্বহাল হল। ঐ সময় একটি দল একটি ডালিম খেয়েই পরিতৃপ্ত হবে এবং ওর বাকলের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে। সব কিছুতেই বারাকাত নাযিল হবে। একটি উষ্ট্রীর দুধ একটি দলের লোকদের জন্য, একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের জন্য এবং একটি বকরীর দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। তারপর এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হবে যা মুসলিমদের বগলের নীচ দিয়ে বয়ে যাবে এবং তাদের রূহ কবয হয়ে যাবে। তখন যমীনে শুধু দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে, যারা গাধার মত যত্রতত্র যৌনাচারে লিপ্ত হবে। তাদের উপরই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। (আহমাদ ৫/১৮১, মুসলিম ৪/২২৫০, আবূ দাঊদ ৪/৪৯৬, তিরমিযী ৬/৪৯৯, নাসাঈ ৬/২৩৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৫৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ হারমালাহ (রাঃ) তাঁর খালা হতে বর্ণনা করেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঐ সময় তাঁর আঙ্গুলে বৃশ্চিকে দংশন করেছিল বলে তিনি ঐ আঙ্গুলে পট্টি বেঁধেছিলেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ তোমরা বলছ যে, এখন দুশমন নেই। কিন্তু তোমরা দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজুজ মা’জুজকে পাঠাবেন। তারা হবে চওড়া চেহারা, লালচে চুল ও ছোট চোখ বিশিষ্ট। তারা প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে নেমে আসবে। তাদের চেহারা হবে প্রশস্ত ঢালের মত। (আহমাদ ৫/২৭১)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর (রহঃ) হতে, তিনি খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবন্ হারমালাহ আল মুদলাযী (রহঃ) হতে, তিনি তার ফুফু হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৮/২৪৬৮)

একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) *‘বাইত আল আতীকে’* (কাবা ঘরের) তাওয়াফ করবেন। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনি অবশ্যই এই ঘরে আগমন করবেন এবং হাজ্জ ও উমরাহ পালন করবেন। তা হবে ইয়াজুজ মা’জুজদের আবির্ভাবের পর। (আহমাদ ৩/২৭, বুখারী ১৫৯৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ *অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন।* অর্থাৎ যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে। তার প্রারম্ভে ভূমিকম্প এবং অন্যান্য বিভীষিকাময় আলামত প্রকাশ পাবে, মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হবে। যখন কিয়ামাতের আলামত প্রকাশ পাবে তখন কাফিরেরা বলবে ঃ এটি একটি কঠিন দিনই বটে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا *অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।* অর্থাৎ ভয়ে ও ত্রাসে তাদের চক্ষুগুলি স্থির হয়ে যাবে এবং অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে তারা বলবে ঃ

يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন। আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছি। সত্যি, আমরা সীমা লংঘনকারীই ছিলাম। এভাবে তারা নিজেদের পাপের কথা অকপটে স্বীকার করবে এবং লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা।

৯৮। তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।	٩٨. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ
৯৯। যদি তারা উপাস্য হত তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতনা; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে।	٩٩. لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ

১০০। সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবেনা।	١٠٠. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ
১০১। যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে।	١٠١. إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
১০২। তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেনা এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে।	١٠٢. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ
১০৩। মহা-ভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা এবং মালাইকা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে ঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।	١٠٣. لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

মূর্তি পূজক এবং তাদের দেবতারা হবে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী

আল্লাহ তা'আলা মাক্কাবাসী কুরাইশ মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ তোমরা ও তোমাদের উপাস্য মূর্তিগুলি জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقُوْدُ هَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

ওর ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৬) *'হাসাবু জাহান্নামা'* এর অর্থ হচ্ছে জাহান্নামের দাহ্য পদার্থ। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ এর জ্বালানী। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামের জ্বালানী বলার অর্থ এই যে, ওর ভিতর নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৮/৫৩৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। তারা যদি মা'বূদ হত তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতনা।

وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

সেখানে তাদের জন্য থাকবে আর্তনাদ ও চীৎকার। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৬)

وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ সেখানে তারা (এই আর্তনাদ ও চীৎকার ছাড়া) কিছুই শুনতে পাবেনা।

উত্তম প্রতিদান প্রাপ্তদের বর্ণনা

জাহান্নামের বাসিন্দাদের এবং তাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন সৎ লোক ও তাদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ যাদের জন্য আমার নিকট পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে ঐ জাহান্নাম হতে দূরে

রাখা হবে। তাদের সৎ আমলের কারণে সৌভাগ্য তাদের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিল। **حُسْنَى** দ্বারা করুণা ও সৌভাগ্য বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

সৎ কর্মশীলদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০) তাদের দুনিয়ার আমল ভাল, তাই তারা আখিরাতে পুরস্কার ও উত্তম বিনিময় লাভ করবে, শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে এবং আল্লাহর করুণা প্রাপ্ত হবে।

أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا তাদের জাহান্নাম হতে এত দূরে রাখা হবে যে, তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেনা এবং জাহান্নামীদেরকে জ্বলতে/পুড়তেও দেখতে পাবেনা। জান্নাতীরা জাহান্নামীদের চিৎকারের শব্দও শুনতে পাবেনা। তাদেরকে কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে। শুধু এটাই নয়, বরং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। বলা হয়েছে ঃ

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ *এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে*। অর্থাৎ তারা যে আযাবের ভয় করত তা থেকে তারা রক্ষা পাবে এবং ওর পরিবর্তে যা ভালবাসত এবং আল্লাহর কাছে আশা করত তা পেয়ে যাবে। বলা হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য এই যে, যাদের ইবাদাত করা হত, অথচ তারা তাদের ইবাদাত করার জন্য মানুষকে কখনও আহ্বান করেননি, তারা যে শাস্তির যোগ্য নন তা জানিয়ে দেয়া। যেমন উযাইর (আঃ) এবং মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ)। হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মাদ আল আওয়ার (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে এবং উসমান ইব্ন 'আতা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ** *তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা*

যাদের ইবাদাত কর সেগুলি জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। এ আয়াতটি পাঠ করার পর এর ব্যতিক্রম হিসাবে **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ** *যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে*। এ আয়াতটি পাঠ করেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এখানে মালাইকা, ঈসা (আঃ) এবং অন্যদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদাত করা হয়। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) এ কথা তার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার সাথে মাসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় নাযর ইব্ন হারিছ সেখানে আগমন করে। ঐ সময় মাসজিদে বহু কুরাইশও উপস্থিত ছিল। নাযর ইব্ন হারিছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলে যাচ্ছিল যতক্ষণ না তিনি তার সাথে তর্কে জিতে যান। অতঃপর সে নিরুত্তর হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম **اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ** হতে **لاَ يَسْمَعُوْنَ** পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। এরপর তিনি ঐ মাজলিস হতে উঠে আবদুল্লাহ ইব্ন যাব‘আরী আস সাহমার কাছে গিয়ে বসেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যাব’আরীকে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা বলে ঃ ‘আল্লাহর শপথ! নাযর ইব্ন হারিস আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের সাথে একমত হতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সম্পর্কে এ কথা বলে উঠে গেছেন যে, আমরা এবং আমাদের এই উপাস্য দেবতারা সবাই নাকি জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হব।’ তাদের এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন যাব‘আরী বলে ঃ আমি থাকলে তাঁকে উত্তর দিতাম যে, আমরা মালাইকার পূজা করি, ইয়াহুদীরা উযাইরের (আঃ) পূজা করে এবং খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) পূজা করে। তাহলে এরাও সবাই কি জাহান্নামে যাবে? ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরাসহ যারা ওখানে বসা ছিল তাদের সবার এই উত্তর খুব পছন্দ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এটা বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন ঃ যে নিজের ইবাদাত করিয়েছে সে’ই ইবাদাতকারীদের সাথে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু এই বুযুর্গ ব্যক্তিরা নিজেদের ইবাদাত করাননি। আসলেতো এই লোকগুলি তাঁদের নয়, বরং শাইতানদের পূজা করছে। শাইতানই

তাদেরকে তাদের ইবাদাতের পন্থা বাতলে দিয়েছে। তাঁর জবাবের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ

যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে। তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেনা এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। এ আয়াতটি ঈসা (আঃ), উযাইর (আঃ) এবং তৎকালীন ধর্ম জাযক ও উপাসনালয়ের পাদ্রীদের ব্যাপারে নাযিল হয়। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদ ও ইবাদাতে মশগুল রাখতেন। কিন্তু তাদের পরবর্তীরা বিপদগামী হয়ে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়ে আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে মাওলা নির্ধারণ করে নেয়। যারা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে তাদের ইবাদাত করত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ

তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারাতো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলেনা; তারাতো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত; তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ আমিই মা'বূদ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৬-২৯) আল্লাহর সাথে সাথে যারা ঈসারও (আঃ) ইবাদাত করত যেমন ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরা এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন

যাব'আরী, যাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিতর্ক হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে নাযিল হয় ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ. وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয় এবং বলে ঃ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়। সেতো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৫৭-৬১) অর্থাৎ তাদের দ্বারা যে মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল যেমন মৃতকে জীবিত করা, অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করা ইত্যাদি কিয়ামাত দিবসের আগমনের কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (৪৩ ঃ ৬৩) (ইব্‌ন হিশাম ১/৩৮৪)

ইব্‌ন যাব'আরী বড়ই ভুল করেছিল। কেননা এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মাক্কাবাসী কাফিরদেরকে এবং উক্তি করা হয়েছে তাদের মূর্তি ও পাথরগুলি সম্পর্কে, যেগুলির তারা (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) ইবাদাত করত। এ উক্তি ঈসা (আঃ) প্রভৃতি পবিত্র ও একাত্মবাদী লোকদের সম্পর্কে নয়। তাঁরাতো গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা হতে মানুষকে বিরত রাখতেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ মহাভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবেনা। অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়, শিঙ্গার ফুৎকারের আতংক, জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশের সময়ের ভীতি বিহ্বলতা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে মৃত্যুকে যবাহ করে দেয়ার আতংক ইত্যাদি কিছুই তাদের থাকবেনা। তারা চিন্তা ও দুঃখ হতে বহু দূরে থাকবে। তারা হবে পুরাপুরিভাবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত। অসন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবেনা। মালাইকা তাদেরকে অভ্যর্থনা করে বলবে ঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

১০৪। সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর। যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই।	١٠٤. يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

কিয়ামাত দিবসে আকাশসমূহ গুটিয়ে নেয়া হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এটা কিয়ামাতের দিন হবে। তিনি বলেন ঃ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ আমি আকাশকে গুটিয়ে নিব যেমন করে বই গুটিয়ে নেয়া হয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৭)

নাফি (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী আল্লাহ তা‘আলার ডান হাতে থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪)

سِجِلٍّ দ্বারা উদ্দেশ্য কিতাব। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে **سِجِل** দ্বারা ঐ মালাককে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে, যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তিনি তার কিতাব (আমলনামা) অন্যান্য কিতাবগুলির সাথে গুটিয়ে নিয়ে কিয়ামাতের দিনের জন্য সিজ্জিলে রেখে দেন। কিন্তু যা সঠিক তা হল ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, *‘সিজ্জিল’* হল আমলনামার দলীল দস্তাবেজ। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফীও (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে এ কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) একই কথা বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/৫৪৩) ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ এই যে, আরাবী ভাষায় *‘সিজ্জিল’* এর অর্থে এটাকেই বেশির ভাগ মানুষ জ্ঞাত। এর উপর ভিত্তি করে আমরা যে অর্থ করতে পারি তা হল ঃ পৃথিবী যখন কাগজ/চামড়ার ফালির মত গুটিয়ে নেয়া হবে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ

যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১০৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রথম সৃষ্টি করতে আমি যেমন সক্ষম ছিলাম তেমনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আমি আরও বেশি সক্ষম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। আর প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি এটা পালন করবই।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে এক উপদেশ মূলক ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে যান। তিনি বলেন ঃ তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার সামনে নগ্ন পায়ে ও বস্ত্রহীন দেহে এবং খৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য তেমনিভাবে আমি পালন করবই। (আহমাদ ১/২৩৫, ফাতহুল বারী ৮/২৯২, মুসলিম ৪/২১৯৪)

১০৫। আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।	١٠٥. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ
১০৬। এতে রয়েছে বাণী, সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ইবাদাত করে।	١٠٦. إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ
১০৭। আমিতো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রাহমাত রূপেই প্রেরণ করেছি।	١٠٧. وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

সৎ আমলকারীরাই পৃথিবীতে রাজ্য শাসনের উপযুক্ত

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর সৎ বান্দাদেরকে যেমন আখিরাতে ভাগ্যবান করেন তেমনি দুনিয়ায়ও তাদেরকে রাজ্য ও ধন-সম্পদ দান করেন। এটা আল্লাহর নিশ্চিত ওয়াদা এবং সত্য ফাইসালা। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করে থাকেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভতো আল্লাহভীরুদের জন্য। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৮) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করব এবং যেদিন সাক্ষীরা দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৫) আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এটা শারইয়্যা ও কাদরিয়্যাহ কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এটা অবশ্য অবশ্যই হবে। তাই তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি।

আল আমাশ (রহঃ) বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ যাবূর দ্বারা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৮/৫৪৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 'যাবূর' দ্বারা কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), শা'বি (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, যাবূর হল ঐ কিতাবের নাম যা দাউদের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যিক্‌র দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাওরাত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ *'আয যুবুর'* হল ঐ গ্রন্থ যা *'আয যিক্‌র'* এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আর *'আয যিক্‌র'* হল উম্মুল কুরআন, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। (তাবারী ১৮/৫৪৭) যায়িদ ইব্ন আসলামের (রহঃ) অভিমত এই যে, ইহাই প্রথম গ্রন্থ (যা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে) শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা লাউহে মাহফূজে রক্ষিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (*আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে*) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে জান্নাতই হবে তাদের বাসস্থান। (তাবারী ১৮/৫৪৯) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ), শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং

শাউরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৫৪৯, ৫৫০) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ (*এতে রয়েছে বাণী, সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ইবাদাত করে*) অর্থাৎ আমি আমার বান্দা মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছি তা অতি সহজ এবং পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, যাতে রয়েছে তোমাদের হিদায়াতের জন্য পূর্ণ বিবরণ। অতএব যারা শুধু আল্লাহরই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং শাইতান অথবা তার অনুসারীদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে বিরত থেকে যারা আল্লাহর ইবাদাত করতে চায় তাদের দিক নির্দেশনার জন্য এই কুরআনই যথেষ্ট। তারা কিভাবে ইবাদাত করবে অথবা আল্লাহ তাদের কোন্ আচরণে সন্তষ্ট তা এই গ্রন্থ পাঠ করে জেনে নিতে পারবে।

রাসূল (সাঃ) ছিলেন পৃথিবীর জন্য রাহমাত স্বরূপ

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ হে নাবী! আমি তোমাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি শুধু রাহমাত বা করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। সুতরাং যারা এই রাহমাতের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তারা হবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম। পক্ষান্তরে যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা উভয় জগতে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে - জাহান্নাম, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল! (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮-২৯) কুরআনুল কারীমের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

(হে নাবী!) তুমি বলে দাও ঃ মু'মিনদের জন্য এটি (কুরআন) পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং

কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে! (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আবী উমার (রহঃ) আমাদেরকে বলেন ঃ মারওয়ান ফাজারী (রহঃ) ইয়াযিদ ইব্ন কিসান (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আবী হাযিম (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মুশরিকদের জন্য বদ দু'আ করুন! তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমি লা'নতকারী রূপে প্রেরিত হইনি, বরং রাহমাত রূপে প্রেরিত হয়েছি। (মুসলিম ৪/২০০৬)

বর্ণিত আছে যে, আমর ইব্ন আবী কুররাহ আল কিনদী (রহঃ) বলেন ঃ হুযাইফা (রাঃ) মাদায়েনে অবস্থান করছিলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু আলোচনা করছিলেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। একদা হুযাইফা (রাঃ) সালমান ফারসীর (রাঃ) নিকট আগমন করেন। তখন সালমান (রাঃ) বলেন ঃ হে হুযাইফা (রাঃ)! একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলেছিলেন ঃ ক্রোধের সময় যদি আমি কেহকেও ভাল-মন্দ কিছু বলি অথবা লা'নত করি তাহলে জেনে রেখ যে, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমাদের মত আমারও রাগ হয়। তবে হ্যাঁ, যেহেতু আল্লাহ আমাকে সারা বিশ্বের জন্য রাহমাত স্বরূপ পাঠিয়েছেন সেহেতু আমার প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ যেন কিয়ামাত দিবসে আমার এই শব্দগুলিকেও মানুষের জন্য করুণার কারণ বানিয়ে দেন। (আহমাদ ৫/৩৩৭, আবূ দাউদ ৫/৪৫, মুসলিম ২৬০১)

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কাফিরদের জন্য কি করে তিনি রাহমাত হতে পারেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** এই আয়াতেরই তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনদের জন্যতো তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে রাহমাত স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু যারা মু'মিন নয় তাদের জন্য তিনি শুধু দুনিয়ায়ই রাহমাত স্বরূপ ছিলেন। তারা তাঁরই রাহমাতের বদৌলতে ভূমিকম্প হওয়া থেকে, আকাশ হতে পাথর বর্ষণ হওয়া হতে রক্ষা পেয়ে যায় যা পূর্ববর্তী অবাধ্য উম্মাতের উপর শাস্তি স্বরূপ এসেছিল। (তাবারী ১৮/৫৫২)

১০৮। বল ঃ আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ; সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আত্মসমর্পনকারী।	١٠٨. قُلۡ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ
১০৯। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বল ঃ আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আমি জানিনা, তা আসন্ন, না দূরস্থিত।	١٠٩. فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ ءَاذَنتُكُمۡ عَلَىٰ سَوَآءٖۖ وَإِنۡ أَدۡرِيٓ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٞ مَّا تُوعَدُونَ
১১০। তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন কর।	١١٠. إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡتُمُونَ
১১১। আমি জানিনা, হয়ত এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবন উপভোগ কিছু কালের জন্য।	١١١. وَإِنۡ أَدۡرِي لَعَلَّهُۥ فِتۡنَةٞ لَّكُمۡ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ
১১২। রাসূল বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিন, আমাদের রাব্বতো দয়াময়, তোমরা যা বলেছ সেই বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই।	١١٢. قَٰلَ رَبِّ ٱحۡكُم بِٱلۡحَقِّۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সকলকে দা'ওয়াত দেয়াই হল অহী নাযিলের একমাত্র উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তুমি মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ **إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ** আমার কাছে এই অহী করা হচ্ছে যে, সত্য ও প্রকৃত মা'বূদ শুধু আল্লাহ তা'আলা। তোমরা সবাই এটা মেনে নাও।

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء যদি তোমরা আমার কথা না মেনে চল তাহলে আমি ও তোমরা পৃথক। তোমরা আমার শত্রু এবং আমিও তোমাদের শত্রু। তোমাদের ও আমার সাথে শত্রুতা শুরু হল। আমার জন্য তোমাদের কোন দায় নেই এবং তোমাদের ব্যাপারেও আমি দায়মুক্ত। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১) তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ

তুমি যদি কোন কাওমের বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গের আশংকা কর তাহলে তৎক্ষণাত তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে দাও। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫৮) অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা এখানেও বলেন ঃ

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কেহ জানেনা কবে কিয়ামাত সংঘটিত হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, তোমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে, তা এখনই হোক অথবা বিলম্বেই হোক।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন রাখ আল্লাহ তা সবই জানেন। বান্দাদের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় সংবাদ তাঁর নিকট প্রকাশমান। ছোট, বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সবই তাঁর জানা।

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ খুব সম্ভব ওয়াদা পূরণে বিলম্ব করার মধ্যেও তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা রয়েছে এবং কিছু কালের জন্য তোমরা জীবনোপভোগ করবে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ এটা সম্ভবতঃ এ কারণে বিলম্বিত করা হয় যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায় এবং আনন্দ উল্লাস করার যে সময় বেধে দেয়া হয়েছে তা অতিক্রম করে। (তাবারী ১৮/৫৫৪) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আউনও (রহঃ) এরূপ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ (*রাসূল বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিন*) অর্থাৎ আমাদের এবং তাদের সাথে ন্যায় বিচার করুন, যারা সত্য বিমুখ হয়ে শাইতানের পথ অনুসরণ করছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন এবং অন্যান্যদেরকেও পাঠ করতে বলতেন। রাসূলদেরকে যে দু'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা হল ঃ

رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের কাওমের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করুন এবং একমাত্র আপনিই উত্তম ফাইসালাকারী। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৯) (কুরতুবী ১১/৩৫১)

মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধে গিয়ে যে দু'আ করতেন তা হল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিন। আমরা আমাদের দয়াময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ হে কাফির ও মুশরিকের দল! তোমরা যা কিছু মিথ্যা আরোপ করছ সেই বিষয়ে আমাদের একমাত্র সহায়স্থল তিনিই, তিনিই আমাদের সাহায্যকারী।

সূরা আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২২ হাজ্জ, মাদানী

۲۲ – سورة الحج، مَدَنِيَّةٌ

৭৮ আয়াত, ১০ রুকু

(اَيَاتُهَا : ۷۸، رُكُوْعَاتُهَا : ۱۰)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার।	۱. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ
২। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন।	۲. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَـٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَـٰرَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ

সেই সময়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে সংযমশীল ও ধর্মভীরু হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আগমনকারী ভয়াবহ ব্যাপার হতে সতর্ক করছেন। বিশেষ করে তিনি তাদেরকে সতর্ক করছেন কিয়ামাতের দিনের প্রকম্পন হতে। এটা ঐ প্রকম্পন যা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমূহ বের করে দিবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ১-২) মহিমময় আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ

পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৪-১৫) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا. وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا

যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পবর্তমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৪-৫) বলা হয়েছে যে, এই প্রকম্পন হবে দুনিয়ার শেষ অবস্থায় ও কিয়ামাতের প্রাথমিক অবস্থায়। তাফসীর ইব্ন জারীরে আলকামা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই প্রকম্পন হবে কিয়ামাতের পূর্বে। (তাবারী ১৮/৫৫৭) অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই। অন্যান্যরা বলেন যে, এর পূর্বে ভূমিকম্প, মানুষের মাঝে ত্রাস এবং বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হবে। কাবর থেকে সবাইকে উত্থিত করা হবে। ইব্ন জারীর (রহঃ) এটিকে সমর্থন জানিয়েছেন। এর দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে ইমাম আহমাদ বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

প্রথম হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাহাবীগণের কেহ কেহ পিছনে পরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি উচ্চ স্বরে নিম্নের আয়াত দু’টি পাঠ করেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক

গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন। সাহাবীগণ এ শব্দ শোনা মাত্রই সবাই তাদের সওয়ারীগুলি নিয়ে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হন। তাদের ধারণা ছিল যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে কিছু বলবেন। তারা তাঁর কাছে আসার পর তিনি বললেন ঃ এটা কোন্ দিন হবে তা তোমরা জান কি? এটা হবে ঐ দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) বলবেন ঃ হে আদম! জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! কতজনের মধ্য হতে কতজনকে বের করব? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য এবং একজনকে জান্নাতের জন্য। এটা শোনা মাত্রই সাহাবীগণের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং তাদের মুখমন্ডল থেকে হাসি উধাও হয়ে যায় এবং তারা কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে তাদেরকে বললেন ঃ দুঃখিত ও চিন্তিত হয়োনা, বরং আনন্দিত হও এবং আমল করতে থাক। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের সাথে দু'টি মাখলূক রয়েছে যাদের সংখ্যা তোমাদের তুলনায় অনেক । তারা হচ্ছে ইয়াজুজ মা'জুজ। এ ছাড়া বানী আদম এবং ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে মারা গেছে (জাহান্নামীদের মধ্যে এরাও রয়েছে)। এ কথা শুনে সাহাবীগণের ভীতি বিহ্বলতা কমে আসে এবং তাদেরকে খুশি মনে হল। তখন তিনি আবার বললেন ঃ আমল করতে থাক এবং সুসংবাদ শোন। যাঁর অধিকারে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা অন্যান্য লোকদের তুলনায় তেমন যেমন উটের পাঁজরে অথবা পশুর সম্মুখের পায়ের দাগ। (আহমাদ ৪/৪৩৫, তিরমিযী ৯/১২, নাসাঈ ৬/৪১০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ অন্য এক বর্ণনায় ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ নিম্নের আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক

গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

তিনি বলেন ঃ এটা কোন দিন হবে তা তোমরা জান কি? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হবে ঐ দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) বলবেন ঃ হে আদম! জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! কতজনের মধ্য হতে কতজনকে জাহান্নামের জন্য বের করব? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য এবং একজনকে জান্নাতের জন্য।

এটা শোনা মাত্রই সাহাবীগণের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং তাঁরা ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কাছাকাছি হও এবং সরল-সঠিক পথে থাক। (ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা জেনে রেখ যে,) প্রত্যেক নাবুওয়াতের পূর্বেই অজ্ঞতার যুগ থেকেছে। ঐ যুগের লোকদের দ্বারাই (জাহান্নামীদের) এই সংখ্যা পূরণ হবে। যদি তাদের দ্বারা পূরণ না হয় তাহলে মুনাফিকরা এই সংখ্যা পূরণ করবে। তোমাদের সাথে অন্য জাতির তুলনা হল যেমন কোন পশুর সম্মুখের পায়ে কোন একটি চিহ্ন অথবা উটের পাঁজরে একটি তিলক চিহ্ন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আশা করি যে, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরাই। এ কথা শুনে সাহাবীগণ 'আল্লাহু আকবার' বলেন। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি আশা করি যে, জান্নাতীদের মধ্যে তোমরাই হবে এক তৃতীয়াংশ। এবারও সাহাবীগণ তাকবীর ধ্বনি করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বলেন ঃ আমি আশা রাখি যে, তোমরাই হবে জান্নাতীদের অর্ধেক। তখন তারা আবার তাকবীর ধ্বনি দেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলেছিলেন কি না তা আমার স্মরণ নেই। (তিরমিযী ৯/৯, আহমাদ ৪/৪৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন বলবেন ঃ হে আদম! তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার দরবারে হাযির আছি। অতঃপর উচ্চ স্বরে ঘোষণা করা হবে ঃ আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি তোমার সন্ত

ানদের মধ্যে যারা জাহান্নামী তাদেরকে বের কর। তিনি জিজ্ঞেস করবেন ঃ হে আমার রাব্ব! কত জনের মধ্য হতে কত জনকে বের করব? তিনি উত্তরে বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে। এ সময় গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে, আর শিশুরা হয়ে যাবে বৃদ্ধ। মানুষকে সেই দিন মাতাল সদৃশ দেখা যাবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয়ের কারণেই তাদের এ অবস্থা হবে। এ কথা শুনে সাহাবীগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেন ঃ ইয়াজুজ মা'জুজের মধ্য হতে নয়শত নিরানব্বই জন (জাহান্নামী) এবং তোমাদের মধ্য হতে একজন (জান্নাতী)। তোমরা লোকদের মধ্যে এমনই যেমন সাদা রংয়ের গরুর একটি কালো লোম ওর পার্শ্বদেশে থাকে অথবা কালো রংয়ের গরুর একটি সাদা লোম ওর পার্শ্বদেশে থাকে। আমি আশা করি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীর তোমরাই হবে এক চতুর্থাংশ। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা তখন তাকবীর ধ্বনি *'আল্লাহু আকবার'* বললাম। আবার তিনি বলেন ঃ তোমরাই হবে জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ। এবারেও আমরা আল্লাহু আকবার বললাম। এরপর তিনি বললেন ঃ জান্নাতীদের অর্ধাংশ হবে তোমরাই। আমরা এবারেও তাকবীর ধ্বনি দিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৫, মুসলিম ১/২০১, নাসাঈ ৬/৪০৯) কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহ এবং ওর ভয়াবহতা সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে যেগুলির জন্য অন্য স্থান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ নিশ্চয়ই কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। ভীতি বিহ্বলতার সময় অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠাকে **زَلْزَلَة** বলা হয়। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا

তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ যে দিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে। ঐ দিনের কাঠিন্যের কারণে স্তন্যদাত্রী মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে।

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى মানুষ হয়ে যাবে মাতাল সদৃশ। তাদেরকে নেশাগ্রস্ত বলে মনে হবে, আসলে তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বরং শাস্তির কঠোরতার ভয় তাদেরকে অজ্ঞান করে রাখবে।

৩। মানুষের কতক অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করছে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতানের।	٣. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَـٰنٍ مَّرِيدٍ
৪। তার সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেহ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্বলিত আগুনের দিকে।	٤. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতানের অনুসারীদেরকে ধিক্কার দেয়া হয়েছে

যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে আর মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা এটা করতে সক্ষম নন, তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে, নাবীগণের (আঃ) আনুগত্য পরিত্যাগ করে হঠকারী এবং উদ্ধ্যত মানব ও দানবের আনুগত্য করে, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই নিন্দা করছেন। তিনি বলেন ঃ যত বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট লোক রয়েছে তারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বাতিল ও মিথ্যার আনুগত্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে ছেড়ে দেয় এবং পথভ্রষ্ট লোকদের আনুগত্য করে ও তাঁদের মনগড়া মতবাদের উপর আমল করে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে। তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান নেই। وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ তারা

অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতানের। فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ তারা এদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং এদেরকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত আগুন ও শাস্তির দিকে। আগুনের রয়েছে তীব্র তাপ যার দহন জ্বালা সহ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব হবেনা এবং তা হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আবূ মালিক (রহঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি নায্‌র ইব্‌ন হারিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। (দুররুল মানসুর ৬/৮) ইব্‌ন যুরাইজও (রহঃ) অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ১৮/৫৬৬)

٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى

৫। হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও তাহলে (জেনে রেখ) - আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে, এরপর জমাট বাধা রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড হতে; তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও; তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা।

ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ	তুমি ভূমিকে দেখ শুস্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।
٦. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	৬। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।
٧. وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ	৭। আর কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন।

মানুষ ও গাছপালার সৃষ্টিতে রয়েছে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারার প্রমাণ

যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা দলীল পেশ করছেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ তোমরা তোমাদের পুনর্জীবনকে অস্বীকার করলে আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রথমবারের সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের মূল সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখতো! আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছি মাটি দ্বারা, তোমরা হলে তারই বংশধর।

ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ

অতঃপর শুক্র হতে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩৭)

গর্ভাশয়ে সন্তান সৃষ্টির বর্ণনা

চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঐ শুক্র নিজের আকারেই মায়েদের গর্ভে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্তপিন্ড হয়। আরও চল্লিশ দিন পর ওটা একটা মাংস খন্ডের রূপ ধারণ করে। তখনও ওকে কোন আকার বা রূপ দেয়া হয়না। অতঃপর মহান আল্লাহ ওকে রূপ দান করেন। তাতে তিনি মাথা, হাত, বুক, পেট, উরু, পা এবং সমস্ত অঙ্গ গঠন করেন। কখনও কখনও এর পূর্বেই বাচ্চা ঝরে পড়ে, আবার কখনও এর পরেও বাচ্চা ঝরে পড়ে। হে মানুষ! এটাতো তোমাদের পর্যবেক্ষণ করার বিষয়।

لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى কখনও আবার ঐ বাচ্চা পেটের মধ্যে স্থিতিশীল হয়। যখন ঐ পিন্ডের বয়স চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা একজন মালাক/ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি ওতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সুশ্রী, কুশ্রী, ছেলে কিংবা মেয়ে বানিয়ে দেন। আর রিয্ক, কত বছর জীবিত থাকবে, ভাল ও মন্দ তখনই লিখে দেন।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের সৃষ্টি (সূত্র) চল্লিশ রাত (দিন) পর্যন্ত তোমাদের মায়ের পেটে জমা হয়। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্তপিন্ডের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিন্ডের আকারে অবস্থান করে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু একজন মালাককে চারটি জিনিস লিখে দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। তা হল রিয্ক, আমল, হায়াত এবং সৌভাগ্যবান অথবা হতভাগা হওয়া। তারপর তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী ৬/৪১৮, মুসলিম ৪/২০৩৬)

শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সে রূপান্তর

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا এরপর ওটা শিশু রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ সময় না থাকে তার কোন জ্ঞান এবং না থাকে কোন বোধশক্তি। সে অত্যন্ত দুর্বল থাকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন শক্তি থাকেনা। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে বড় করতে থাকেন এবং মাতা-পিতার অন্তরে তার প্রতি দয়া ও মমতা

ঢেলে দেন। তারা রাত-দিন সব সময় তারই চিন্তায় মগ্ন থাকে। বহু কষ্ট সহ্য করে তারা তাকে লালন পালন করে।

ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ অতঃপর সে যৌবনে পদার্পন করে এবং সুন্দর রূপ ধারণ করে। وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ কেহ কেহ যৌবন অবস্থায়ই মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেয়, আবার কেহ কেহ অতি বার্ধক্যে পৌঁছে। তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধিও লোপ পায় এবং শিশুর মত দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্বের সমস্ত জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪)

মৃতকে জীবিত করার আর একটি উদাহরণ

মৃতকে জীবিত করার উপরোক্ত দলীল বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা আরও একটি দলীল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً তোমরা ভূমি দেখে থাক শুস্ক, অতঃপর ওতে আমি বারি বর্ষণ করি। ফলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকারের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। যেখানে কিছুই ছিলনা সেখানে সবকিছুই হয়ে যায়। মৃত ভূমি সঞ্জীবনী প্রশস্ত শ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করে। নানা প্রকার টক-মিষ্টি, সুস্বাদু ও সৌন্দর্যপূর্ণ ফলে গাছ ভর্তি হয়ে গেছে। ছোট ছোট সুন্দর গাছগুলি বসন্ত কালে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চোখ জুড়িয়ে দেয়। এটাই ঐ মৃত যমীন যেখান থেকে কাল পর্যন্ত ধূলা উড়ছিল, আর আজ ওটা হয়ে গেল মনের আনন্দ ও চোখের জ্যোতি। আজ ওটা স্বীয় জীবন-যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করছে।

وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ছোট ছোট ফুলের সুঘ্রানে মন মস্তিস্ক সতেজ হয়ে উঠছে। দূর হতে প্রবাহিত সুগন্ধি মৃদু-মন্দ বায়ু মন মাতিয়ে তুলছে। সুতরাং কতইনা মহান ঐ আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ এটা বাস্তব কথা যে, নিজের ইচ্ছামত সৃষ্টিকারী একমাত্র তিনিই। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনিই। প্রকৃত শাসনকর্তা ও বিচারক তিনিই বটে।

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى তিনিই মৃতকে পুনরায় জীবনদানকারী। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে মৃত ও শুস্ক যমীনকে পুনরায় শ্যামল সবুজ করে তোলা। এটা মানুষের চোখের সামনে ঘটছে।

إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ

যিনি জীবন দেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৯)

إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২) এটা অসম্ভব যে, তিনি এ কথা বলার সাথে সাথেই ওটা হয়ে যাবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে তিনি নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন। তিনি অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম। এ কাজে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡىِ ٱلۡعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلۡأَخۡضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنۡهُ تُوقِدُونَ

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ

হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৮-৮০) এ ব্যাপারে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৮। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।	٨. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ
৯। সে বিতন্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য; তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা। ইহলোকে এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তাকে আস্বাদন করাব দহন যন্ত্রণা।	٩. ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ
১০। (সেদিন তাকে বলা হবে) এটা তোমার কৃতকর্মের ফল। কারণ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেননা।	١٠. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

বিদ'আতীরা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়

উপরোক্ত আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতী আমলকারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অনুসরণকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি তাদের অনুসৃত পীর মুরশিদদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা কিছু না জেনে বিনা দলীলে শুধু নিজেদের মত ও ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহর ব্যাপারে বাক-বিতন্ডা করে। সত্য হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বভরে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

ثَانِيَ عِطْفِهِ শব্দের অর্থ করেছেন ঃ সত্যের দিকে আহ্বান করার পরেও যারা গর্বভরে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যায়। (তাবারী ১৮/৫৭৩)

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, **ثَانِيَ عِطْفِهِ** এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাকে যখন সত্যের পথে আহ্বান করা হয় তখন সে ঘাড় বাকিয়ে হেলে দুলে অত্যন্ত গর্বভরে ও দেমাকের সাথে অন্য দিকে চলে যায়। তাদের ব্যাপারে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَفِي مُوسَىٰٓ إِذۡ أَرۡسَلۡنَـٰهُ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ بِسُلۡطَـٰنٍ مُّبِينٍ. فَتَوَلَّىٰ بِرُكۡنِهِۦ

এবং নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে প্রমাণসহ ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তখন সে ক্ষমতা দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিল। সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৩৮-৩৯) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬১) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৫) লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন ঃ

وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করনা। (সূরা লুকামন, ৩১ ঃ ১৮) অর্থাৎ নিজেকে বড় মনে করে তাদেরকে দেখে অবজ্ঞা করনা। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا

যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৭)

لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ (*লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য*) সম্ভবতঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য এও হতে পারে ঃ আমি তাকে এরূপ দুশ্চরিত্র এ জন্যই করেছি যে, সে যেন পথভ্রষ্টদের সরদার হয়ে যায়।

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ তার জন্য দুনিয়ায়ও লাঞ্ছনা ও অপমান রয়েছে, যা তার অহংকারের প্রতিফল। এখানে সে অহংকার করে বড় হতে চাচ্ছিল। আমি তাকে আরও ছোট করে দিব। এখানেও সে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে। আর আখিরাতেও জাহান্নাম তাকে গ্রাস করবে। তাকে ধমকের সুরে বলা হবে ঃ

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ এটা তোমার কৃতকর্মের ফল। আল্লাহর সত্তা যুল্‌ম হতে পবিত্র। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ. إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ

(বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৭-৫০)

১১। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে	١١. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ

যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়ায় ও আখিরাতে; এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি।	ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ
১২। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা, এটাই চরম বিভ্রান্তি !	١٢. يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ
১৩। সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট এই সহচর!	١٣. يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ

সুবিধাবাদীদের আল্লাহর ইবাদাত করা

মুজাহিদ (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে حرف এর অর্থ হল সন্দেহ। (তাবারী ১৮/৫৭৬) অন্যরা বলেন যে, حرف এর অর্থ হল প্রান্ত। তারা যেন দীনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। উপকার হলে তারা খুশিতে ফুলে ওঠে এবং ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর ক্ষতি হলে ওটা পরিত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কেহ কেহ হিজরাত করে মাদীনায় গমন করত। সেখানে গিয়ে

যদি তার স্ত্রী ছেলে সন্তান প্রসব করত এবং জীব-জন্তু যেমন পোষা প্রাণী, ঘোড়া ইত্যাদি ও ধন সম্পদে বারাকাত হত তাহলে তখন বলত ঃ এটি খুবই ভাল দীন। আর এরূপ না হলে তারা বলত ঃ এই দীনতো খুবই খারাপ। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৬)

আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ ধরনের লোকও ছিল যারা মাদীনায় আসত, অতঃপর সেখানে কোন বালা মুসীবাত এলে, মাদীনার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হলে, ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে এবং সাদাকাহর মাল না পেলে শাইতানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে যেত এবং পরিস্কারভাবে বলে ফেলত ঃ এই দীনেতো শুধু কাঠিন্য ও দুর্ভোগই রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে তখন বলত ঃ এ দীন-ধর্ম পালন শুরু করার পর আমি উত্তম জিনিসই প্রত্যক্ষ করছি। (তাবারী ১৮/৫৭৫)

انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ (*সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়*) মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সে তখন হয়ে যায় ধর্মত্যাগী কাফির। (তাবারী ১৮/৫৭৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ এর ফলে সে দুনিয়া থেকে কোনই লাভবান হতে পারেনা। আর আখিরাতেও আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও কুফরীর কারণে হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। সে হবে অপমানিত ও অপদস্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইহাই হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষতি। কারণ **يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ** সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব দেব-দেবী ও মূর্তির ইবাদাত করছে যারা তার ডাকে সাড়া দেয়না, কোন সাহায্য করতে কিংবা আহার যোগাতেও পারেনা। তারা না পারে উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে।

يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ সে এমন কেহকে ডাকে যার দ্বারা সে উপকারের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্তই হয় বেশি। **لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ** (*কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট এই সহচর!*) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হল মূর্তি। (তাবারী ১৮/৫৭৯) তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কেহকে তাদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে যারা না পারে কোন সাহায্য করতে আর না পারে সহযোগিতা করতে।

يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ من نَّفْعه তারা এমন যে, তাদের প্রতি আশা-ভরসা করে মূর্তি পূজকরা তাদের মূল্যবান সময় ইবাদাতে ব্যয় না করে শুধু সময়ের অপচয় করেছে।

১৪। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা'ই করেন।	١٤. إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

সৎ আমলকারীদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

মন্দ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ভাল লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ যাদের অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতি রয়েছে এবং যাদের আমলে সুন্নাত প্রকাশ পায়, যারা সৎকাজের দিকে অগ্রসর হয় ও মন্দ কাজ হতে দূরে থাকে তারা সুউচ্চ জান্নাতের প্রাসাদ লাভ করবে এবং উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে। কেননা তারা সুপথ প্রাপ্ত। তাদের ছাড়া অন্যরা হল বিপদগামী।

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা'ই হয়। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার কেহই নেই।

১৫। যে মনে করে, আল্লাহ কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেননা সে আকাশের দিকে রজ্জু প্রলম্বিত করুক এবং এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তাঁর আক্রোশের হেতু দূর করে কি না!	١٥. مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ

كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ	
١٦. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ	১৬। এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে ওটা অবতীর্ণ করেছি; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন।

আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই তাঁর রাসূলের জন্য

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে এটা ধারণা করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ায়ও সাহায্য করবেননা এবং আখিরাতেও না, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তার এটা শুধু ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। তাঁকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাহায্য করতেই থাকবেন, যদিও সে এ কারণে রাগে-দুঃখে মৃত্যু বরণ করে। বরং তারতো উচিত, সে যেন তার ঘরের ছাদে রশি বেঁধে নিজের গলায় ফাঁস লাগায় এবং এভাবে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। (তাবারী ১৮/৫৮১) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), আবূ আল যাওজা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৫৮০-৫৮৩) আয়াতের মূল কথা হল ঃ যারা মনে করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তাঁর প্রতি নাযিলকৃত দীনকে এবং পবিত্র কিতাবকে সর্বদিক দিয়ে সহায়তা করবেননা, তাদের উচিত তাদের আশা ভঙ্গের কারণে নিজেদেরকে হত্যা করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর রাসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ তারা রজ্জু বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিক, পরে রজ্জু বিচ্ছিন্ন করুক, অতঃপর দেখুক, তাদের প্রচেষ্টা তাদের আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা! মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَات بَيِّنَات এই কুরআনকে আমি অবতীর্ণ করেছি যার আয়াতগুলি শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে খুবই স্পষ্ট। তাঁর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর এটা প্রমাণপত্র।

وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ পথ প্রদর্শন করা আল্লাহ তা'আলারই হাতে। তিনি যাকে চান তাকে বিপদগামী করেন এবং যাকে চান তাকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। ইহা করার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এবং যখন খুশি তখন করতেও সক্ষম।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) তিনি সবারই বিচারপতি। তিনি ন্যায় বিচারক, প্রবল প্রতাপান্বিত, বড়ই নিপুণ, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সর্বজ্ঞাতা। তাঁর কাজের উপর কেহ কোন অধিকার রাখেনা। তিনি যা চান তা'ই করেন, সবারই তিনি হিসাব গ্রহণকারী।

১৭। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিনে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী।	١٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে ফির্কাবাজী বাতিলপন্থীদের বিচারের সম্মুখীন করবেন

এরপর আল্লাহ তা'আলা ধর্মবিশ্বাসী মু'মিন এবং অন্যান্য বাতিল পন্থী যেমন ইয়াহুদী, সাবিয়ীন ইত্যাদি লোকদের বর্ণনা করছেন। তাদের ব্যাপারে আমরা সূরা বাকারায় (২ ঃ ৬২) আলোচনা করেছি এবং উল্লেখ করেছি যে, তারা ঐ সব লোক যারা দীনের ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে আরও আছে খৃষ্টান, মা'জুসীসহ আরও অনেকে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অথবা তাঁকেসহ অন্যান্যদের ইবাদাত করে।

صَابِءِيْنَ এর বর্ণনা, মতভেদসমূহ সূরা বাকারাহর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ এখানে মহান আল্লাহ বলছেন ঃ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ফাইসালা কিয়ামাতের দিন পরিস্কার হয়ে যাবে। তিনি ঈমানদারদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সবারই কথা ও কাজ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশমান।

١٨. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ

১৮। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে - সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পবর্তরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু এবং সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেহই নেই; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। [সাজদাহ]

ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ ۩	

সব সৃষ্টিই আল্লাহকে সাজদাহ করে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ইবাদাতের হকদার একমাত্র তিনিই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কাছে সমস্ত কিছুই মাথা নত করে, তা খুশিতে হোক অথবা বাধ্য হয়েই হোক- প্রত্যেক জিনিসের সাজদাহ ওর স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰلُهُۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدٗا لِّلَّهِ وَهُمۡ دَٰخِرُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয়? (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ *তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে*। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে এবং নভোমন্ডলে মানুষ, জিন এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবসহ মালাইকাও আল্লাহকে সাজদাহ করে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ

এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪)

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ তাদের সাথে সাথে আকাশের সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাসমূহও আল্লাহকে সাজদাহ করছে।

সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, কতক লোক এগুলির উপাসনা করে। অথচ ঐগুলি নিজেরাই আল্লাহর সামনে সাজদাহবনত হয়। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ

তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৭)

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই সূর্য কোথায় যায় তা জান কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তিনি তখন বলেন ঃ ওটা আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহকে সাজদাহ করে। আবার ওটা তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। সত্তরই এমন সময় আসবে যে, ওকে বলা হবে ঃ তুমি যেখান থেকে এসেছিলে সেখানেই ফিরে যাও। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪২, মুসলিম ১/১৩৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ একটি লোক নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে নিজের এক স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি যেন একটি গাছের পিছনে সালাত আদায় করছি। আমি যখন সাজদাহয় গেলাম তখন দেখি যে, গাছটিও সাজদাহয় গেল এবং আমি শুনতে পেলাম যে, গাছটি সাজদাহয় গিয়ে নিম্ন লিখিত দু‘আ পাঠ করছে ঃ

اَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَّضَعْ عَنِّى بِهَا وِزْرًا وَّاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

হে আল্লাহ! এই সাজদাহর কারণে আমার জন্য আপনি আপনার নিকট প্রতিদান ও সাওয়াব লিপিবদ্ধ করুন! আর আমার পাপ ক্ষমা করে দিন এবং এটিকে আমার জন্য আখিরাতের সঞ্চিত ধন হিসাবে রেখে দিন! আর এটিকে কবূল করুন যেমন কবূল করেছিলেন আপনার বান্দা দাউদের সাজদাহকে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সাজদাহর আয়াত পাঠ করেন, অতঃপর সাজদাহ করেন এবং সাজদাহয় ঐ লোকটি গাছের সাজদাহ করার সময় যে দু‘আটির কথা উল্লেখ করেছিলেন তা তিনি পাঠ করেন। (তিরমিযী ৩/১৮১, ইব্ন মাজাহ ১/৩৩৪, ইব্ন হিব্বান ৪/১৯১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ (*জীব-জন্তু এবং সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে*) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পশুর পিঠকে তোমরা কথা বলার স্থান বানিওনা। কেননা বহু সওয়ারী পশু রয়েছে যারা সওয়ার অপেক্ষাও ভাল হয় এবং বেশি যিক্‌রকারী হয়ে থাকে। (আহমাদ ৩/৪৪১) মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহকে সাজদাহ করে।

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ আবার তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছে যে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। তারা অহংকার করে ও উদ্ধত হয়। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেহই নেই। তিনি যা ইচ্ছা তা'ই করেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তান যখন সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদাহ করে তখন শাইতান সরে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে ঃ হায় আফসোস! ইব্ন আদমকে সাজদাহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সে সাজদাহ করেছে, ফলে সে জান্নাতী হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমাকে সাজদাহ করতে বলার পর আমি অস্বীকার করেছি, ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে গেছি। (মুসলিম ১/৮৭)

খালিদ ইব্ন মা'দান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা হাজ্জকে অন্যান্য সূরাসমূহের উপর এই ফাযীলাত দেয়া হয়েছে যে, তাতে দু'টি সাজদাহ রয়েছে। (আল মারাসিল ৭৮, আহমাদ ১৭৪১৩)

হাফিয আবূ বাকর আল ইসমাঈলী (রহঃ) আবুল জাহাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) হুদায়বিয়ায় অবস্থান করার সময় এই সূরাটি পাঠ করেন এবং দু'টি সাজদাহ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই সূরাটিকে দু'টি সাজদাহর ফাযীলাত দেয়া হয়েছে। (বাইহাকী ২/৩১৭)

১৯। এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করে। যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি -	١٩. هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ

২০। যদ্দারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে।	٢٠. يُصۡهَرُ بِهِۦ مَا فِي بُطُونِهِمۡ وَٱلۡجُلُودُ
২১। আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর।	٢١. وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنۡ حَدِيدٍ
২২। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার।	٢٢. كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا مِنۡ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ

২২ ঃ ১৯ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ

বর্ণিত আছে যে, আবূ যার (রাঃ) শপথ করে বলতেন ঃ

هَـٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡ ...

এই আয়াতটি হামযা (রাঃ) ও তাঁর দু'জন কাফির প্রতিদ্বন্দ্বী যারা বদরের যুদ্ধে তাঁর সাথে দ্বৈত যুদ্ধে নেমেছিল এবং উৎবা ও তার দুই সঙ্গীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৭, মুসলিম ৪/২৩২৩)

কায়িস ইব্ন ইবাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আলী ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি কিয়ামাতের দিন সর্ব প্রথম আমার যুক্তি পেশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সামনে হাঁটুর ভরে পড়ে যাব।' কায়িস (রহঃ) বলেন যে, তার ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কায়িস (রহঃ) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন এই লোকগুলি একে অপরে দ্বৈত যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হয়েছিল। মুসলিমদের পক্ষ হতে ছিলেন আলী (রাঃ), হামযা (রাঃ) ও উবাইদাহ (রাঃ)। তাদের মুকাবিলায় কাফিরদের পক্ষ হতে এসেছিল যথাক্রমে শাইবা ইব্ন রাবিয়াহ, উতবা ইব্ন রাবিয়াহ এবং ওয়ালিদ ইব্ন উতবা। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে মু'মিন ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে যারা কিয়ামাত

সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, ইহা হল মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পুনর্জীবিত করার ব্যাপারে বিতর্ক। অন্য এক বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে বর্ণিত দুই প্রতিপক্ষ হল মু'মিন ও কাফির।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন যে, তাদের এ বিতর্কের বিষয় হল (বদরের যুদ্ধসহ) সকল বিষয়ে। কারণ মু'মিনরা আল্লাহ এবং তাঁর দীনের সত্যতার পক্ষে বিতর্ক করে, অন্যদিকে কাফিরেরা দীনের আলোকে নিভিয়ে ফেলতে এবং সত্যকে পরাস্ত করে তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এটি অতি উত্তম ব্যাখ্যাও বটে।

অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তির বর্ণনা

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ এর পরেই রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ ওটা হবে তামার তৈরী। কারণ ওতে তাপ দিলে অতি তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। (তাবারী ১৮/৫৯০)

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

আর তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে সর্বোচ্চ প্রচন্ড তাপের ফুটন্ত পানি। এর ফলে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত হয়ে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের নাড়ি-ভুড়ি ইত্যাদি পেট থেকে বেরিয়ে পায়ের উপর পড়ে যাবে। তারপর যেমন ছিল তেমনই অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। আবার একই রূপ করা হবে। (তাবারী ১৮/৫৯১, তিরমিযী ৭/৩০১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন সারিয়ী (রহঃ) হতে বলেন যে, মালাক গরম পানির ঐ বালতিকে ওর কড়া দু'টি ধরে আনবেন এবং জাহান্নামীদের মুখে ঢেলে দিতে চাবেন। তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিবে। মালাক তখন তার মাথার উপর লোহার হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করবেন। ফলে তার মাথা ফেটে যাবে এবং মগজ বেরিয়ে যাবে। তার মগজ প্রতিস্থাপন

করা হবে এবং সেখান দিয়ে মালাক/ফেরেশতা ঐ ফুটন্ত পানি ঢেলে দিবেন এবং ওটা সরাসরি তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে। (দুররুল মানসুর ৬/২১)

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ *আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ঐ হাতুড়ির আঘাত লাগা মাত্রই জাহান্নামীদের দেহের এক একটি অঙ্গ খসে পড়বে এবং সে হায়! হায়! বলে চীৎকার করবে। (তাবারী ১৮/৫৯৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا যখন তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাবে তখনই তাকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আল আমাশ (রহঃ) আবূ জিবিয়ান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, সালমান (রহঃ) বলেন যে, জাহান্নামের আগুন হবে অত্যন্ত কালো ও ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ওর শিখাও উজ্জ্বল নয় এবং ওর অঙ্গারও আলোকোজ্জ্বল হবেনা। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।

তাদেরকে বলা হবে ঃ **وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ** এখন স্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

তাদেরকে বলা হবে ঃ যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২০)

২৩। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের।	٢٣. إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ

	وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ
২৪। তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসা ভাজন (আল্লাহর) পথে।	٢٤. وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ

সৎ আমলকারীদের আমলের প্রতিদান

উপরে জাহান্নামী, তাদের শাস্তি, তাদের পায়ের শৃংখল, হাতের কড়া, তাদের আগুনে জ্বলে/পুড়ে যাওয়া এবং তাদের জন্য আগুনের পোশাক হওয়া ইত্যাদি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা এখন জান্নাতের নি'আমাতরাজি এবং ওর অধিবাসীদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। আমরা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার প্রাসাদ ও বাগিচার চর্তুদিকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত রয়েছে। তারা যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই ওগুলিকে ঘুরাতে ফিরাতে পারবে।

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মনি মুক্তা দ্বারা। অর্থাৎ তাদের হাতে/বাহুতে অলংকার পরানো হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনের অংলকার ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত তার উযূর পানি পৌঁছে। (ফাতহুল বারী ১০/৩৯৮, মুসলিম ১/২১৯)

উপরে জাহান্নামীর পোশাকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এবার জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا

তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। অবশ্যই এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃতি প্রাপ্ত। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ২১-২২)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রেশম কিংবা স্বর্ণ খচিত পোশাক পরিধান করনা। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ওগুলি পরিধান করবে সে পরকালে এর থেকে বঞ্চিত হবে। (মুসলিম ৩/১৬৪২, ১৬৩৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঐ দিন (পরকালে) রেশমী পোশাক থেকে বঞ্চিত থাকবে সে জান্নাতে যাবেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ *এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের*। (নাসাঈ ৫/৪৬৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী হবে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ

মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (তারা বলবে) তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি (সালাম)! কতই না ভাল এই পরিণাম! (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪) অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلاً سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬)

সুতরাং তাদেরকে এমন জায়গা দেয়া হবে যেখানে শুধু মনোমুগ্ধকর শব্দ ও সালাম আর সালামই তারা শুনতে পাবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰمًا

তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৫) অপরপক্ষে জাহান্নামীদেরকে সদা ধমক ও শাসন গর্জন করা হবে এবং বলা হবে ঃ **وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ** আস্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে। তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মুখ দিয়ে বের হবে আল্লাহর প্রশংসা।

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ বিনা ইচ্ছায় ও বিনা কষ্টে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস আসে ও যায়, অনুরূপভাবে জান্নাতীদের প্রতি তাসবীহ ও প্রশংসার ইলহাম হবে। (মুসলিম ৪/২১৮০, ২১৮১)

কোন কোন তাফসীরকারের উক্তি এই যে, **طِيْب كَلَام** দ্বারা কুরআনুল কারীমকে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হয়েছে এবং হাদীসের অন্যান্য যিক্‌রকেও বুঝানো হয়েছে। আর **صِرَاط حَمِيْد** দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসলামী পথ। এই তাফসীরও প্রথম তাফসীরের বিপরীত নয়।

২৫। যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে ও মাসজিদুল হারাম হতে, যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য	٢٥. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى

جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ	**সমান, আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমালংঘন করে, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি।**

যারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয় তাদেরকে হুশিয়ারী

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের এ কাজ খন্ডন করছেন যে, তারা মুসলিমদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত রাখত এবং তাদেরকে হাজ্জের আহকাম পালন করা হতে বিরত রাখত। এ সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী/তদারককারী ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত।

অথচ তাঁর ওয়ালীতো তারাই যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৪) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী আয়াত। যেমন মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ

তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়। আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মাসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ *যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে ও মাসজিদুল হারাম হতে।* অর্থাৎ তারা নিজেরা শুধু ঈমান না এনেই ক্ষান্ত হয়না, বরং যারা ইবাদাতের উদ্দেশে মাসজিদুল হারামে যেতে চায় তাদেরকেও বাধা দেয়। অথচ মাসজিদুল

হারামে যাওয়া এবং ওখানে সালাত আদায় করা/ইবাদাত করার অধিকারতো কাফিরদের পরিবর্তে তাদেরই রয়েছে। কারণ মাসজিদ হল আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই তৈরী। এ বর্ণনার সাথে অন্য এক আয়াতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৮)

মাক্কায় বাড়ি ভাড়া দেয়া প্রসঙ্গ

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ *যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য সমান।* মাসজিদুল হারামকে আল্লাহ তা'আলা সবার জন্য সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এতে স্থানীয় ও বহিরাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মাক্কাবাসীরাও মাসজিদুল হারামে যেতে পারে এবং বাইরের লোকেরাও পারে। সেখানকার ঘরবাড়ীতে সেখানের বাসিন্দা ও বাইরের লোক সবারই সমান অধিকার রাখে।

سَوَاءِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ *স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য সমান।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সবার জন্য সমান অধিকার এই যে, যে কোন দেশের যে কোন লোক মাক্কা নগরীর যে কোন স্থানে গমন এবং বসবাস করার অধিকার রাখে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেন যে, মাক্কার এবং এর বাইরের সবার জন্যই অধিকার রয়েছে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার ও অবস্থান করার। (তাবারী ১৮/৫৯৬) মুজাহিদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন সাবিত (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) হতে, তিনি কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ওখানের এবং বাইরের সকলের জন্য একই সমান অধিকার রয়েছে।

এই মাসআলায় ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (রহঃ) সাথে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) ও ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (রহঃ) এর মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন যে, মাক্কার ঘর-বাড়ীগুলিকে মালিকানাধীন আনা যেতে পারে, ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে এবং ভাড়াও দেয়া যেতে পারে। দলীল হিসাবে তিনি ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেছেন। তা এই

যে, উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আগামীকাল আপনি আপনার মাক্কার বাড়ীতে গিয়ে অবস্থান করবেন কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আকীল আমার জন্য কি কোন বাড়ী রেখে দিয়েছে? অতঃপর তিনি বলেন ঃ কাফিরেরা মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয়না এবং মুসলিমও কাফিরের ওয়ারিস হয়না। (বুখারী ৬৭৬৪, মুসলিম ১৬১৪)

ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) আরও দলীল হল এই যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার (রাঃ) মাক্কার বাড়ীটি চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে ওটাকে জেলখানা বানিয়েছিলেন। তাউস (রহঃ) এবং আমর ইব্‌ন দীনার (রহঃ) প্রমুখও এই মাসআলায় ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) সাথে একমত হয়েছেন।

ইমাম ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (রহঃ) ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন ঃ মাক্কার ঘরবাড়ী ওয়ারিসদের মধ্যেও বন্টন করা যাবেনা এবং ভাড়া দেয়াও চলবেনা। সালাফগণের একটি দলও এদিকেই মতামত দিয়েছেন। মুজাহিদ (রহঃ) ও ‘আতা (রহঃ) এ কথাই বলেন। তাদের দলীল হল নিম্নের হাদীসটি ঃ

উসমান ইব্‌ন আবি সুলাইমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলকামাহ ইব্‌ন নাযলাহ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন, (তাদের যামানায়) মাক্কার ঘরবাড়ীকে আযাদ ও মালিকবিহীন হিসাবে গন্য করা হত। তাদের কেহই মাক্কায় তাদের সম্পত্তি দাবী করেননি। একমাত্র তারা শুধু তাদের পশুকে ওখানের ঘাস খেতে দিতেন। এ ছাড়া তাদের মধ্যে যিনি যখন ওখানে থাকা প্রয়োজন মনে করতেন তখন কোন গৃহে থাকতেন। প্রয়োজন শেষে ওখান থেকে যখন তাঁরা চলে যেতেন তখন ঐ গৃহে অন্য কেহ বসবাস করতেন। (ইব্‌ন মাজাহ ৩১০৭)

আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) থেকে বলেন ঃ মাক্কার ঘরবাড়ী বিক্রি করাও জায়িয নয় এবং ভাড়া নেয়াও বৈধ নয়। তিনি আরও বলেন যে, ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেছেন ঃ ‘আতাও (রহঃ) হারাম এলাকার বাড়ির ভাড়া নিতে নিষেধ করেছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মাক্কার ঘরে দরজা রাখতে নিষেধ করতেন। কেননা আঙ্গিনা বা চত্বরে হাজীরা অবস্থান করতেন। সর্বপ্রথম ঘরের দরজা নির্মাণ করেন সুহাইল ইব্‌ন আমর (রাঃ)। উমার (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাকে তার কাছে হাযির হতে নির্দেশ দেন। তিনি এসে বলেন ঃ হে আমিরুল মু’মিনীন! আমাকে ক্ষমা করুন! আমি একজন

ব্যবসায়ী। আমি প্রয়োজন বশতঃ এই দরজা বানিয়েছি যাতে আমার সওয়ারী পশু আমার আয়ত্বের মধ্যে থাকে। তখন উমার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ তাহলে ঠিক আছে, তোমাকে অনুমতি দেয়া হল।

অন্য রিওয়ায়াতে আবদুর রাযয্যাক (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ উমার ফারূকের (রাঃ) নির্দেশ নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত আছে ঃ হে মাক্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের ঘরগুলিতে দরজা করনা, যাতে বাইরের লোক যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান নিতে পারে। (দুররুল মানসুর ৪/৬৩৩)

তিনি আরও বলেন, মা'মার (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, 'আতা (রহঃ) বলেন ঃ এতে শহুরে লোক ও বিদেশী লোক সমান। তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করতে পারে।

দারাকুতনী (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ যারা মাক্কার ঘর-বাড়ীর ভাড়া আদায় করে তারা আগুন ভক্ষণ করে। (দারাকুতনী ২/৩০০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এই দুইয়ের মাঝামাঝি পথ পছন্দ করেছেন। তার ছেলে সালিহ (রহঃ) তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ মাক্কার বাড়ী-ঘরের অধিকার ও উত্তরাধিকারকে জায়িয বলেছেন বটে, কিন্তু ভাড়া নেয়াকে অবৈধ বলেছেন। এ সব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হারাম এলাকায় অন্যায়কারীর প্রতি হুশিয়ারী

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমা লংঘন করে তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি।* **الْحَادِ** শব্দের ভাবার্থ হল কাবীরা ও লজ্জাজনক পাপ। এখানে **ظُلم** এর অর্থ হল ইচ্ছাপূর্বক। **وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ** *আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমা লংঘন করে তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি।* **بِظُلْمٍ** এর অর্থ করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার অন্যায়/অপরাধ করা, ভুল বশতঃ নয়। যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইহা হল ঐ ব্যক্তি যে জেনে শুনে অপরাধ করে। (তাবারী ১৮/৬০১) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **ظُلم**

অর্থ হল শির্ক। (তাবারী ১৮/৬০০) আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটাও ভাবার্থ করেছেন যে, হারাম এলাকার মধ্যে আল্লাহর হারামকৃত কাজকে হালাল মনে করা। যেমন কোন দুষ্কর্ম করা, কেহকে হত্যা করা এবং যে যুল্‌ম করেনি তার উপর যুল্‌ম করা, যে যুদ্ধ করেনি তাকে হত্যা করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ যে করে সেই লোক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির যোগ্য। (তাবারী ১৮/৬০০) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সেখানে যে কোন দুষ্কর্ম করাই হল যুল্‌ম।

মুজাহিদ (রহঃ) **بِظُلْمٍ** এর অর্থ করেছেন, যে কোন ধরণের খারাপ/অন্যায় কাজ করা। এ জন্য সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তের একটি হল এই যে, হারাম এলাকায় যদি কেহ কোন খারাপ কাজ করে অথবা করার ইচ্ছা করেছিল বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) **وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ** (*আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কার্যের সীমা লংঘন করে*) এর অর্থ করেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি হারাম এলাকায় খারাপ কাজ (**إِلْحَاد**, *ইলহাদ*) করার ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। (তাবারী ১৮/৬০১, আহমাদ ১/৪২৮) আমি (ইব্‌ন কাসীর) বলি ঃ সহীহ বুখারীর শর্তে এর বর্ণনাধারা সহীহ এবং হাদীসটি *'মারফূ'* হওয়ার চেয়ে *'মাওকূফ'* হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ বাড়ীর ভৃত্যকে গাল-মন্দ করা কিংবা এর চেয়ে বেশি কিছু করাও **إِلْحَاد** এর অন্তর্ভুক্ত। হাবীব ইব্‌ন আবি সাবিত (রাঃ) বলেন যে, উচ্চ মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশে শস্যকে মাক্কায় গুদামজাত করাও ইলহাদের মধ্যে গণ্য। মুসনাদ ইব্‌ন আবি হাতিমেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি দ্বারা এটাই বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একজন মুহাজির ও একজন আনসারের সাথে পাঠিয়েছিলেন। একবার তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নসবনামার (বংশ তালিকার) উপর গর্ব করতে শুরু করে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস (রহঃ) তখন ক্রোধান্বিত হয়ে আনসারীকে হত্যা করে, অতঃপর সে মাক্কায় পালিয়ে যায় এবং মুরতাদ হয়ে যায়।

তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। তাহলে ভাবার্থ হবে, যে সীমা লংঘন করে (ইসলাম ত্যাগ করে) মাক্কায় আশ্রয় নিবে (তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি)।

এ আছারসমূহ দ্বারা যদিও এটা বুঝা যাচ্ছে যে, এ সব কাজ ইলহাদ বা সীমা লংঘনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা এ সমস্ত হতে অধিকতর সাধারণ। বরং এতে সতর্কতা রয়েছে এর চেয়ে বড় বিষয়ের উপর। এ জন্যই যখন হাতীওয়ালারা বাইতুল্লাহ ধ্বংস করার ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়ে দেন, যেগুলি তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে এবং এটাকে অন্যদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম বানিয়ে দেন।

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন। (সূরা ফীল, ১০৫ ঃ ৪-৫) এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর এই ঘর একদল সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হবে। যখন তারা খোলা চত্বরে এসে একত্রিত হবে তখন তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে যমীন গ্রাস করবে। (ফাতহুল বারী ৪/৩৯৭)

২৬। আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান। তখন বলেছিলাম ঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির করনা এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দন্ডায়মান থাকে, রুকু করে ও সাজদাহ করে।	٢٦. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ
২৭। এবং মানুষের কাছে হাজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্ব প্রকার	٢٧. وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ

ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে	ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

কা'বাগৃহ নির্মাণ এবং হাজ্জের জন্য আহ্বান

এখানে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যে ঘরটির ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাওহীদের উপর স্থাপন করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীকবিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে সংশ্লিষ্ট না করা। ওর মধ্যে তারা শির্ক চালু করেছে। ঐ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী হলেন ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ)। সর্ব প্রথম তিনিই ওটি নির্মাণ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ইবরাহীমকে (আঃ) ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বস্ত এবং একাগ্রতার জন্য পরিচালিত করেন এবং মাক্কায় একটি মাসজিদ (কা'বা) তৈরী করার অনুমতি দেন। এ আয়াত থেকে অধিকাংশ আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বাঘরের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করেন এবং তাঁর পূর্বে অন্য কেহ এটি নির্মাণ করেননি।

আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ মাসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়? উত্তরে তিনি বলেন ঃ মাসজিদুল হারাম। আবার তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তারপর কোন্টি? তিনি জবাব দেন ঃ 'বাইতুল মুকাদ্দাস'। তিনি বলেন ঃ এই দু'টি মাসজিদের মাঝে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি উত্তর দেন ঃ চল্লিশ বছরের ব্যবধান রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ. فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা

সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে এবং যদি কেহ অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬-৯৭) আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারী এবং রুকু ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রেখ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَن لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

একে শুধুমাত্র আমার নামে নির্মাণ কর, ওকে পবিত্র রাখ শির্ক ইত্যাদি হতে এবং ওকে বিশিষ্ট কর ঐ লোকদের জন্য যারা একাত্মবাদী। 'তাওয়াফ' এমন একটি ইবাদাত যা সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠের উপর একমাত্র বাইতুল্লাহ ছাড়া আর কোথাও করা জায়িয নয়।

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাওয়াফের সাথে সালাতকে মিলিয়ে দেন এবং কিয়াম, রুকু ও সাজদাহর উল্লেখ করেন। কেননা তাওয়াফ যেমন ওর সাথে সংশ্লিষ্ট, অনুরূপভাবে সালাতের কিবলাও এটিই। তবে যখন মানুষ কিবলা কোন্ দিকে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেনা অথবা জিহাদে ব্যস্ত থাকবে অথবা সফরে নফল সালাত আদায় করতে থাকে, তখন অবশ্যই কিবলার দিকে মুখ না করা অবস্থায়ও কিবলাহর দিক অনুমান করে সালাত আদায় করলে সালাত আদায় করা হয়ে যাবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানে। অতঃপর ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয় ঃ

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ মানুষের নিকট তুমি হাজ্জের ঘোষণা দাও, সমস্ত মানুষকে হাজ্জের জন্য আহ্বান কর। বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন ঃ হে আমার রাব্ব! তাদের সকলের কাছে কিভাবে দা'ওয়াত পৌঁছাব, যেহেতু সকলের কাছে আমার গলার আওয়ায পৌঁছবেনা? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন ঃ তোমার দায়িত্ব শুধু ডাক দেয়া, আওয়ায পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। সুতরাং ইবরাহীম (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ডাক দেন ঃ হে লোকসকল! তোমাদের রাব্ব তাঁর একটি ঘর

বানিয়েছেন, সুতরাং তোমরা এই ঘরে হাজ্জ করার জন্য এসো। বলা হয় যে, তখন পাহাড় ঝুঁকে পড়ে যাতে তাঁর শব্দ সারা দুনিয়ায় গুঞ্জরিত হয়। এমনকি যে তার পিতার পিঠে ও মায়ের পেটে ছিল তার কানেও তাঁর শব্দ পৌঁছে যায়। প্রত্যেক গ্রাম, শহর ও দেশে কিয়ামাত পর্যন্ত যাদের ভাগ্যে হাজ্জ লিখিত, সবাই সমস্বরে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে উঠে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকের থেকে এটা বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৮/৬০৫-৬০৭) ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) থেকেও এটি বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ** তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেটে ও সর্ব প্রকারের ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে। তারা আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। এর দ্বারা কোন মনীষী দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যার শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তার জন্য পায়ে হেটে হাজ্জ করা সওয়ারীর উপর চড়ে হাজ্জ করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা কুরআনুল কারীমে প্রথমে পদব্রজীদের উল্লেখ রয়েছে, তারপর সওয়ারীর কথা বলা হয়েছে। অতএব পদব্রজের দিকে আকর্ষণ বেশি হওয়া এবং তাদের সাহসিকতার মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

ওয়াকী (রহঃ) আবূ উমাইশ (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হালহালাহ (রহঃ) থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমার এ আকাংখা থেকে গেল যে, যদি আমি পায়ে হেটে হাজ্জ করতে পারতাম! কেননা আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **يَأْتُوكَ رِجَالًا** (*তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে*) কিন্তু অধিকাংশ আলেমের উক্তি এই যে, সওয়ারীর উপর হাজ্জ করাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পায়ে হেটে হাজ্জ করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا

এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩১) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ** তারা আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), শাউরী (রহঃ) এবং আরও

অনেকে عَمِيق এর অর্থ করেছেন দূরত্ব। (তাবারী ১৮/৬০৮) আল্লাহর খলীলের (আঃ) প্রার্থনাও এটাই ছিল। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেন ঃ

فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ

সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৭) সত্যিই আজ দেখা যায় যে, দুনিয়ায় এমন কোন মুসলিম নেই যার অন্তর কা'বা গৃহের যিয়ারাতের জন্য আকৃষ্ট হয়না এবং তাওয়াফের আকাংখা জাগেনা। তারা আসছেন পৃথিবীর বিভিন্ন শহর, বন্দর, নগর ও গ্রাম থেকে।

২৮। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ পশু হতে যা রিয্ক হিসাবে দান করেছেন ওর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা ওটা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।	٢٨. لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ
২৯। অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে ও তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।	٢٩. ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

হাজ্জের প্রতিদান রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ওটা হল দুনিয়ার ও

আখিরাতের কল্যাণ। আখিরাতের কল্যাণ হল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়ার কল্যাণ হল দৈহিক উপকার, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

তোমরা স্বীয় রবের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৮)

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসাবে দান করেছেন ওর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। শুবাহ (রহঃ) এবং হুশাইম (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) থেকে, তিনি সাঈদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ নির্দিষ্ট ১০ দিন হল যিলহাজ্জ মাসের ১০ দিন। (ফাতহুল বারী ২/৫৩১, মুসলিম ৪/২০৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি বর্ণনাধারার ছেদসহ লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে মনে হচ্ছে যে, এতে সত্যতা নিরূপনের ব্যাপারে তার নিজের অনুমোদন প্রাধান্য পেয়েছে।

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও প্রায় একই ধরণের বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/৬১০, আর রাযী ২৩/২৬)

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট অন্য কোন দিনের আমল এই দিনগুলির আমল অপেক্ষা উত্তম নয়। জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ জিহাদও নয় কি? তিনি জবাবে বলেন ঃ না, জিহাদও নয়; তবে ঐ মুজাহিদের আমল এর ব্যতিক্রম যে তার জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার উদ্দেশে বেরিয়েছে এবং সে কিংবা তার আসবাব কোন কিছুই ফিরে আসেনা। (ফাতহুল বারী ২/৫৩০)

একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট অন্য কোন দিনের আমল এই দিনগুলির আমল অপেক্ষা বড় ও প্রিয় নয়। সুতরাং তোমরা এই দশদিন খুব বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর এবং তাহমীদ (*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার* এবং *আলহামদুলিল্লাহ*) পাঠ করবে। (আহমাদ ২/৭৫)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন উমার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এই ১০ দিন মাঝে মাঝে বাজারে অথবা জনসমাবেশে গমন করতেন এবং তাকবীর বলতেন। তাদের তাকবীর বলা শুনে লোকেরাও তাদের সাথে তাকবীর পাঠ করতেন। (ঈদায়ীন অনুচ্ছেদ)

এই ১০ দিনের মধ্যে আরাফার দিনও অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দিন সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি আশা করি যে, এর ফলে আল্লাহ সুবহানাহু পিছনের এক বছর এবং সামনের এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম ২/৮১৯) এই ১০ দিনের মধ্যে কুরবানীর দিনও অন্তর্ভুক্ত যা হাজ্জের অংশ হিসাবে একটি মহান দিন। হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর কাছে এই দিনটি হল পবিত্র দিন। (আহমাদ ৪/৩৫০)

عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ *তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসাবে দান করেছেন ওর উপর*। এখানে কুরবানী করার কথা বলা হয়েছে। যবাহ করার পশু হল উট, গরু এবং মেষ কিংবা ছাগল, যে বিষয়ে সূরা আন'আমে (৬ ঃ ১৪৩) বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ তোমরা নিজেরা ওটা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদেরকে আহার করাও। হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পশু কুরবানী করতেন তার প্রতিটি থেকে কিছু অংশ রান্না করার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি ঐ গোশত আহার করতেন ও ঝোল পান করেন। (আহমাদ ১/৩১৪)

হুশাইম (রহঃ) হুসাইন (রহঃ) থেকে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **فَكُلُوا مِنْهَا** এ আয়াতাংশটি নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟

আর তোমরা যখন ইহ্রাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২)

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। (সূরা জুমু'আহ, ৬২ ঃ ১০) (তাবারী ১৮/৬১১) ইব্ন জারীরও (রহঃ) তার তাফসীরে একে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, اَلْبَائِسَ الْفَقِيْرَ দ্বারা ঐ দুঃস্থ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার অভাব প্রকটভাবে লোকদের কাছে প্রকাশ পায় যে, তার খুবই সাহায্যের প্রয়োজন এবং অপর দল হল তারা যারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি হতে নিবৃত্ত থাকে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল, যে ভিক্ষার হাত লম্বা করেনা। (তাবারী ১৮/৬১২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ওটা হল ইহরাম খুলে ফেলা, মাথা মুন্ডন করা, কাপড় পরিধান করা, নখ কাটা ইত্যাদি। (তাবারী ১৮/৬১৩) 'আতা (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজীও (রহঃ) অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। (তাবারী ১৮/৬১০) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল তারা কুরবানীর জন্য যে উট নাযর মেনেছে তা যেন পূরণ করে। (তাবারী ১৮/৬১৪)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ তারা যেন তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এই তাওয়াফ হল কুরবানীর দিনের ওয়াজিব তাওয়াফ। (দুররুল মানসুর ৪/৬৪৩) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হামজাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি সূরা হাজ্জ এর وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ এবং *তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের* - এ আয়াতটি পাঠ করেছ? (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৯০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হাজ্জের শেষ কাজ হল বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাই করেছেন। তিনি যখন ১০ যিলহাজ্জ মিনার দিকে ফিরে আসেন তখন সর্বপ্রথম বড় শাইতানকে সাতটি পাথর মারেন। তারপর কুরবানী করেন। এরপর মাথা মুন্ডন করেন, তারপর ফিরে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাদের শেষ কাজ হল বাইতুল্লাহর তাওয়াফ। তবে হ্যাঁ, ঋতুবতী নারীদের জন্য হালকা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩/৬৮৪, মুসলিম ২/৯৬৩)

اَلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (প্রাচীন ঘর) শব্দ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, বাইতুল্লাহ প্রদক্ষিণকারীদেরকে তাদের প্রদক্ষিণের মধ্যে হাতীমকেও নিয়ে নিতে হবে। কেননা ওটাও বাইতুল্লাহর মূল অংশ, যা ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কুরাইশরা ঐ ঘর নতুনভাবে নির্মাণ করার সময় অর্থের স্বল্পতার কারণে হাতীমকে বাইরে রেখে দেয়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতীমের পিছন থেকে (কা'বার অংশ হিসাবে) তাওয়াফ করেন এবং এবং তিনি বলেন যে, হাতীম বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। তিনি শামী রূকনদ্বয়ে হাত লাগাননি এবং চুমুও দেননি। পরবর্তীতেও ও দু'টি কা'বাঘরের ভিতরে রেখে ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি অনুযায়ী তৈরী করা হয়নি।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ এ আয়াত সম্পর্কে হাসান বাসরী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এটিই প্রথম গৃহ যা মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। (কুরতুবী ১২/৫২) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৬১৫) খুশাইম (রহঃ) বলেন ঃ কা'বাঘরকে বাইতুল আতীক বলার কারণ এই যে, এই ঘর কখনও কোন দুর্বৃত্তবাহিনী দ্বারা দখল হয়নি।

৩০। এটাই বিধান এবং কেহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার রবের নিকট তা উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুস্পদ পশু, ঐগুলি ব্যতীত যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে

٣٠. ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ

وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ	থাক মিথ্যা কথা বলা হতে,
٣١. حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ	৩১। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে। আর যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল।

পাপ থেকে মুক্ত থাকার পুরস্কার

উপরে হাজ্জের আহকাম এবং ওর পুরস্কারের কথা বর্ণনা করার পর এবার মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করবে অর্থাৎ পাপ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকবে তার জন্য আল্লাহর নিকট বড় প্রতিদান রয়েছে। ভাল কাজ করলে যেমন পুরস্কার আছে তেমনই মন্দ কাজ হতে বিরত থাকলেও সাওয়াব রয়েছে।

গবাদি পশু খাদ্য হিসাবে হালাল

وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুগুলি হালাল, তবে যেগুলি হারাম সেগুলি তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। মুশরিকরা *‘বাহীরাহ’ ‘সাইবাহ’ ‘ওয়াসীলাহ’* এবং *‘হাম’* নাম দিয়ে যেগুলিকে ছেড়ে থাকে ওগুলি নামকরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করার কথা বলেননি। যেগুলি হারাম করার ছিল সেগুলি তিনি বর্ণনা করেছেন যেমন মৃত পশু, যবাহ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলা টিপে মেরে ফেলা পশু ইত্যাদি। এ ছাড়া কাতাদাহ

(রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ কঠিন আঘাতের ফলে মৃত প্রাণী, মাথায় কোন ভারী বস্তু পতনের ফলে কিংবা শিংয়ের আঘাতে মৃত প্রাণী, বন্য পশুর (আংশিক) খাওয়া কোন হালাল প্রাণী যা জীবিত থাকা অবস্থায় যবাহ করা সম্ভ হয়নি কিংবা যা *'নুসুব'* (জাহিলিয়াত যামানায় কাবায় রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি) এর নামে যবাহ করা প্রাণী। (তাবারী ১৮/৬১৮)

শির্ক ও মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকার আদেশ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ** সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে। **مِنْ** এখানে *বায়ানে জিন্স* এর জন্য এসেছে। এই আয়াতে শির্কের সাথে মিথ্যা কথনকে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৩) মিথ্যা সাক্ষ্যও এরই অন্তর্ভুক্ত।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা বলবনা? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বলুন)। তিনি বলেন ঃ (তা হল) আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। ঐ সময় তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এ কথা বলার পর তিনি সোজা হয়ে বসেন। তারপর বলেন ঃ আরও জেনে রেখ, (সব চেয়ে বড় পাপ হল) মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি এ কথা

বারবার বলতেই থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন ঃ যদি তিনি চুপ করতেন। (ফাতহুল বারী ১০/৪১৯, মুসলিম ১/৯১)

খুরাইম ইব্‌ন ফাতিক আল আসাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে বলেন ঃ (পাপ হিসাবে) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মহামহিমান্বিত আল্লাহর সাথে শির্‌ক করার সমান অপরাধ। তারপর তিনি **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ** *সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা বলা হতে, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে।* উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেন। (আহমাদ ৪/৩২১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধর, বাতিল হতে দূরে থাক, সত্যের দিকে ধাবিত হও এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। এরপর মহান আল্লাহ মুশরিকদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঃ

وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء যে কেহ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল। আল বারা (রহঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ মালাইকা যখন কাফিরের রূহ নিয়ে আকাশে উঠে যান তখন আকাশের দরজা খোলা হয়না। ফলে তার ঐ রূহ সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হয়। (আহমাদ ৪/২৮৭) অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। এই হাদীসটির পূর্ণ বর্ণনা সূরা ইবরাহীমের তাফসীরে আলোচিত হয়েছে। সূরা আন'আমে মুশরিকদের আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ

তুমি বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করব, যারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে

পারবেনা? অধিকন্তু আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টা পথে ফিরে যাব? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হব যাকে শাইতান মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং যে দিশেহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরছে? তার সহচরেরা তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে - তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। তুমি বল ঃ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭১)

৩২। এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেহ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।	٣٢. ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ
৩৩। এ সবগুলিতে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। অতঃপর ওগুলির কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।	٣٣. لَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

আল্লাহর বিধানকে সম্মান করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (*এবং কেহ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ*) এতে রয়েছে ঃ যখন আল্লাহর আদেশ পালনের সময় উপস্থিত হয় তখন যেন অতি উত্তমভাবে তা পালন করা হয়। যেমন আল হাকাম (রহঃ) মিকসাম (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ হল ঃ (কুরবানীর পশু) যেন হয় মোটা-তাজা ত্রুটিবিহীন ও নিরোগ। (তাবারী ১৮/৬২১) আবূ উমামাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমরা মাদীনাবাসীরা কুরবানীর পশুকে লালন-পালন করে মোটা-তাজা করতাম এবং অন্যান্য মুসলিমরাও তা করতেন। (ফাতহুল বারী ১০/১১) আবূ রাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটা-তাজা ও শিংওয়ালা দু'টি খাসী যবাহ করতেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৩১, ইব্ন মাজাহ ২/১০৪৩)

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আমরা যেন কুরবানীর পশু ক্রয় করার সময় চোখ ও কান

ভাল করে দেখে নিই এবং সামনের দিক থেকে কান কাটা বিশিষ্ট, লম্বাভাবে ফাটা কান বিশিষ্ট ও ছিদ্রযুক্ত কান বিশিষ্ট পশু যেন কুরবানী না করি। (আহমাদ ১/১০৮, আবূ দাঊদ ৩/২৩৭, তিরমিযী ৫/৮২, নাসাঈ ৭/২১৭, ইব্ন মাজাহ ২/১০৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চার ধরণের পশু কুরবানী করা যাবেনা। এক চোখ কানা পশু, রুগ্ন ও অসুস্থ পশু, খোঁড়া পশু এবং হাড় ভেঙ্গে গেছে এমন পশু, যা তোমরা পছন্দ করবেনা। (আহমাদ ৪/২৮৪, আবূ দাঊদ ২৮০২, তিরমিযী ১৪৯৭, নাসাঈ ৭/২১৫, ইব্ন মাজাহ ৩১৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

কুরবানীর পশুতে রয়েছে নানাবিধ উপকার

মহান আল্লাহ বলেন ঃ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ এ সমস্ত আন'আমে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে। যেমন এগুলির পশমে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে। তোমরা এগুলির উপর সওয়ার হয়ে থাক। এগুলির চামড়া তোমরা কাজে লাগিয়ে থাক। إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى মিকসাম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন ঃ এটা একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত এই পশুগুলিকে তোমরা আল্লাহর নামে যবাহ না কর।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে তার কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে তাকে বলেন ঃ এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি তখন বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি একে কুরবানী করার নিয়াত করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার ঐ কথাই বলেন। (ফাতহুল বারী ৫/৪৫০, মুসলিম ২/৯৬০)

যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রয়োজন হলে তোমরা উত্তম পন্থায় (কুরবানীর পশুর উপর) সওয়ার হয়ে যাও। (মুসলিম ২/৯৬১)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ অতঃপর এগুলি কুরবানীর জন্য প্রাচীন গৃহের নিকট নিয়ে আসা হয়। যেমন এক আয়াতে আছে ঃ

هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ

নেয়ায্ স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৫) এবং অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ

এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫)

৩৪। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুস্পদ পশু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পন কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতজনকে,	٣٤. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ
৩৫। যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে	٣٥. ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ

ব্যয় করে।	وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ

প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী করার নিয়ম চালু ছিল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ সমস্ত উম্মাতের মধ্যে আমি কুরবানীর নিয়ম চালু করেছিলাম। وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا তাদের জন্য ঈদের একটা দিন নির্ধারিত ছিল। তারা আল্লাহর নামে পশু যবাহ করত। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ সবাই মাক্কায় নিজেদের কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিত। কারণ আল্লাহ তা‘আলা মাক্কা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও হাজ্জের পর কুরবানী করার কোন স্থান নির্ধারণ করেননি। (দুররুল মানসুর ৬/৪৮)

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যেসব চতুস্পদ পশু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মোটা-তাজা এবং বড় বড় শিং বিশিষ্ট দু’টি ভেড়া নিয়ে আসা হয়। তিনি ওগুলিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওগুলির ঘাড়ে পা রেখে *বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার* বলে যবাহ করেন। (ফাতহুল বারী ১০/২৫, মুসলিম ৩/১৫৫৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا তোমাদের সবারই মা‘বূদ একই মা‘বূদ। সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পন কর। শারীয়াতের কোন কোন হুকুমের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও আল্লাহর একাত্মবাদের ব্যাপারে কোন রাসূলের মধ্যে এবং কোন উম্মাতের মধ্যে কোনই মতানৈক্য নেই।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫)

فَلَهُ أَسْلِمُوا সুতরাং তোমরা সবাই তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর হুকুম মেনে চল এবং দৃঢ়ভাবে তাঁর আনুগত্য করতে থাক। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে। যারা মানুষের উপর অত্যাচার করেনা, অত্যাচারিত অবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক নয় এবং সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও। তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এর পরের আয়াতে এর আরও বিবরণ পাওয়া যায়। মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ

আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়, সুতরাং তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর তারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। তারা আল্লাহর বাধ্যতামূলক কাজগুলির ব্যাপারে পাবন্দী এবং তাঁর হক আদায়ের ব্যাপারে পূর্ণ তৎপর। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। তারা আত্মীয় স্বজনকে, অভাবী ও দরিদ্রদেরকে এবং আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মধ্যে যারাই অভাবগ্রস্ত তাদেরকে আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ হতে দান করে। আর তারা সবার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষণাবেক্ষণ করে। তারা মুনাফিকদের মত নয় যে, একটা করবে এবং একটা ছেড়ে দিবে। সূরা বারাআতেও (সূরা তাওবাহ) তাদের গুণাগুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সেখানে আমরা এর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণনা করেছি। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

٣٦. وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَـٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ

৩৬। এবং উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলির অন্যতম; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে; সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় ওগুলির উপর তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَـٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	**তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে। এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।**

পশু কুরবানী করতে বলা হয়েছে

এটাও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলিকে তাঁর নামে কুরবানী করার ও কুরবানীর পশুগুলিকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ওগুলিকে তিনি তাঁর নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২)

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ *এবং উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলির অন্যতম।* সুতরাং যে উট ও গরু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় ওটা *'বুদ্‌ন'* (**بُدْنَ**) এর অন্তর্ভুক্ত। ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, এ আয়াতে বর্ণিত পশু সম্পর্কে 'আতা (রহঃ) বলেন যে, তা হল উট এবং গরু। (তাবারী ১৮/৬৩০) ইব্‌ন উমার (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) এবং হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। (মুসলিম ২/৮৮২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, *'বুদ্‌ন'* হচ্ছে উট।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সাত ব্যক্তি উটের ও গরুর কুরবানীতে শরীক হই। (মুসলিম ২/৮৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ এই পশুগুলিতে তোমাদের জন্য (পারলৌকিক) মঙ্গল রয়েছে। এই কুরবানীতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। প্রয়োজন বোধে তোমরা ওর দুধ পান করতে পার এবং ওর উপর সওয়ার হতে পার। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ওগুলিকে কুরবাণী করার সময় আল্লাহর নাম নাও।

আল মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হানতাব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল আযহার সালাত আদায় করি। সালাত শেষ হওয়ার পর তাঁর সামনে ভেড়া হাযির করা হয়। অতঃপর তিনি ওটাকে **بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي** *হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ হতে এবং আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কুরবানী দিতে পারেনি তাদের পক্ষ হতে*- বলে যবাহ করেন। (আহমাদ ৩/৩৫৬, আবূ দাঊদ ৩/২৩০, তিরমিযী ৫/১১৩)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াযীদ আবী হাবিব (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঈদুল আযহার দিন দু'টি ভেড়া আনা হয়। তিনি ঐ দু'টিকে কিবলামুখী করে পাঠ করেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّه رَبِّ الْعَالَمِينَ. لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ * اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مَحَمَّدٍ وَّأُمَّتِه

আমার মুখমন্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭৯) *আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।* (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬২-১৬৩) হে আল্লাহ! এটা (পশু) আপনার পক্ষ হতে এবং আপনার জন্য মুহাম্মাদের পক্ষ হতে এবং তাঁরই উম্মাতের পক্ষ হতে (কুরবানী)। অতঃপর তিনি **بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ** বলে যবাহ করেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৩০, ২৩১)

আবূ রাফে (রাঃ) হতে আলী ইব্‌ন হুসাইন (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর সময় মোটা-তাজা বড় বড় শিং বিশিষ্ট দু’টি ভেড়া কুরবানী দিতেন। যখন তিনি ঈদের সালাতের পর খুৎবা শেষ করতেন তখন একটা ভেড়া তাঁর সামনে আনা হত। ওটাকে তিনি ওখানেই নিজের হাতে যবাহ করতেন এবং বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعِهَا : مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لِي بِالبَلاَغِ

(হে আল্লাহ! এটা আমার উম্মাতের পক্ষ হতে, যে তাওহীদ ও সুন্নাতের সাক্ষ্য দেয়)। তারপর অপর ভেড়াটি আনা হত। ওটা যবাহ করে তিনি বলতেন ঃ

هَذَا عَنْ مُحَمَّد وَاَلِ مُحَمَّد

(এটা মুহাম্মাদ এবং তার আল ও আহলের পক্ষ হতে) অতঃপর ঐ ভেড়া দু’টির গোশত তিনি মিসকীনদেরকে খাওয়াতেন এবং পরিবারবর্গকে নিয়ে নিজেও খেতেন। (আহমাদ ৬/৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৪৩, ১০৪৪)

আল আমাশ (রহঃ) আবূ যাবিইয়ান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) **صَوَاۤفَّ** শব্দের অর্থ করেছেন উটকে তিন পায়ের উপর খাড়া করে ওর সামনের পা বেঁধে **بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ** (আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই। হে আল্লাহ! ইহা আমার তরফ থেকে তোমরা কাছে) পাঠ করে যবাহ কর।

ইব্ন উমার (রাঃ) একটি লোককে দেখেন যে, সে নিজের উটকে যবাহ করার জন্য বসিয়েছে। তিনি তাকে বলেন ঃ ওকে দাঁড় করিয়ে দাও এবং পা বেঁধে নাহর কর। এটাই হল আবুল কাসিমের সুন্নাত। (বুখারী ১৭১৩)

যাবির (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) উটের তিন পা খাড়া রাখতেন এবং এক পা বেঁধে ফেলতেন, অতঃপর এভাবেই নাহর করতেন।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا *যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায়*। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বলেন ঃ এর অর্থ হল যখন কুরবানীর পশু (উট) যবাহ করার পর মাটিতে পড়ে যাবে। (তাবারী ১৮/৬৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যখন তারা (পশু) মারা যাবে। (তাবারী ১৮/৬৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদের (রহঃ) মন্তব্য থেকে এটাই প্রকাশ পায়। কারণ কুরবানীর পশুর দেহ যতক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করে এবং প্রাণের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলোপ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওর দেহ থেকে গোশত কেটে রান্না করে খাওয়া নিষেধ। একটি মারফূ হাদীস থেকে জানা যায় ঃ তোমরা তাড়াহুড়া করনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিশ্চিত হচ্ছ যে, কুরবানীর পশু মারা গেছে। (বাইহাকী ৯/২৭৮)

শাউরী (রহঃ) তার 'জামি' গ্রন্থে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনিও এটা সমর্থন করেছেন যা শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রাঃ) কর্তৃক সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুশলতা ফার্য করে দিয়েছেন। যখন হত্যা করবে উত্তমভাবে হত্যা করবে, যখন কুরবানী করবে তখন উত্তমভাবে কুরবানী করবে, পশু যবাহ করার সময় তোমাদের অস্ত্রকে ধারালো করে নাও যাতে যবাহ করার সময় পশু কম কষ্ট পায়। (মুসলিম ৩/১৫৪৮)

আবূ ওয়াকীদ আল লাইসী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে পশু এখনও জীবিত সেই পশু থেকে যদি গোশত কেটে নেয়া হয় তাহলে তা *'মাইতাহ'* (**مَيْتَةٌ**) অর্থাৎ মৃত প্রাণীর গোশত। (আহমাদ ৫/৫১৮, আবূ দাঊদ ৩/২৭৭, তিরমিযী ৫/৫৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ *তা হতে তোমরা (নিজেরা) আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে।* এটি আল্লাহর আদেশ যে, তোমরা নিজেরা খাবে এবং অন্যদেরকে খেতে দিবে।

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ *'কানি' (قَانِع)* হল ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই খুশি থাকে এবং অন্যের কাছে যাঞ্চা না করে নিজের ঘরেই অবস্থান করে। আর *'মুতার'* (مُعْتَر) হল সে যে লোকদের কাছে গিয়ে কোন কিছু চায়না বটে, তবে তার মোসাহেবি ভাব দেখে গোশতের কিছু অংশ প্রদান করা হয়। (তাবারী ১৮/৬৩৬) মুজাহিদ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ *'কানি' (قَانِع)* হল ঐ ব্যক্তি যে কারও কাছে কিছু চাওয়া পছন্দ করেনা এবং *'মুতার'* (مُعْتَر) হল ঐ ব্যক্তি যে মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়। (তাবারী ১৮/৬৩৭) কাতাদাহ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকেও অন্য এক বর্ণনায় এরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় যা আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই আয়াত থেকে কেহ কেহ এই প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন যে, কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা উচিত। এক ভাগ নিজে খাওয়ার জন্য, এক ভাগ বন্ধু বান্ধবদের দেয়ার জন্য এবং এক ভাগ সাদাকাহ করার জন্য। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ *তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে।* কিন্তু সহীহ হাদীস থেকে যা জানা যাচ্ছে তাতে এই আয়াতের আর কার্যকারিতা থাকেনা।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম যে, এ গোশত যেন তিন দিনের বেশি জমা রাখা না হয়। কিন্তু এখন তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হল যেভাবে ইচ্ছা ও যতদিনের জন্য ইচ্ছা জমা রাখতে পার। (নাসাঈ ৭/২৩৪) অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা খাও, জমা করে রাখ এবং সাদাকাহ কর। (নাসাঈ ৭/১৭০) অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নিজেরা খাও, অন্যদেরকে খাওয়াও এবং আল্লাহর পথে দান কর। (ফাতহুল বারী ১১/২৯)

কুরবানীর পশুর চামড়ার ব্যাপারে মুসনাদ আহমাদে কাতাদাহ ইব্‌ন নূমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ তোমরা খাও, আল্লাহর পথে দান কর এবং ঐ চামড়া হতে উপকার নাও, কিন্তু বিক্রি করনা। (আহমাদ ৪/১৫)

মাসআলাহ ঃ বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদুল আযহার দিন আমাদের উচিত সর্বপ্রথম ঈদের সালাত আদায় করা। তারপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে সুন্নাত আদায় করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বেই কুরবানী করল সে যেন নিজের পরিবারের লোকদের জন্য শুধু গোশত সংগ্রহ করল, যার কুরবানীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। (ফাতহুল বারী ২/৫২৬, মুসলিম ৩/১৫৫৩)

এ জন্যই ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদের (রহঃ) একটি জামা'আতের মত এই যে, কুরবানীর প্রথম সময় হল যখন সূর্য উদিত হয় এবং এতটুকু সময় অতিবাহিত হয় যে, সালাত আদায় করা হয় এবং দু'টি খুৎবা দেয়া হয়। ইমাম আহমাদের (রহঃ) মতে ঃ আরও একটু সময় যেন কেটে যায় যে, ইমাম সাহেব কুরবানী করে ফেলেন। কেননা সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ তোমরা কুরবানী করনা যে পর্যন্ত না ইমাম কুরবানী করে। (মুসলিম ৫০৮৩)

কুরবানীর দিন হল ঈদের দিন এবং ওর পরবর্তী তিন দিন যাকে *আইয়ামুত তাশরীক* বলা হয়। কেননা যুবাইর ইব্‌ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আইয়ামে তাশরীকের সব দিনই হল কুরবানীর দিন। (আহমাদ ৪/৮২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ এভাবেই আমি পশুগুলিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি। তোমরা যখন ইচ্ছা ওগুলির উপর সওয়ার হয়ে থাক, যখন ইচ্ছা দুধ দোহন কর এবং যখন ইচ্ছা যবাহ করে গোশত খেয়ে থাক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ. وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। তাদের জন্য ওগুলিতে রয়েছে বহু উপকারিতা, আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭৩)

এখানে এই বর্ণনাই রয়েছে যে, كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যাতে তোমরা তাঁর নি'আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ না হও।

৩৭। আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎ কর্মশীলদেরকে।	٣٧. لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দার আনুগত্য এবং তাকওয়া

ইরশাদ হচ্ছে কুরবানী করার বিধান তাঁর বান্দাদের জন্য এ কারণে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে কুরবানী করার সময় তারা বেশি বেশি আল্লাহর নাম স্মরণ করে, যে আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও আহারদাতা । কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা। এতে তাঁর কোন উপকারও নেই। তিনিতো সারা মাখলূক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত। বান্দাদের হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। অজ্ঞতার যুগে এটাও একটা বড় বোকামী ছিল যে, তারা কুরবানীর

গোশতের কিছু অংশ তাদের মূর্তিগুলির সামনে রেখে দিত এবং ওগুলির উপর রক্ত ছিটিয়ে দিত। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا *আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত*। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) যুরাইজ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ জাহিলিয়াত যামানার লোকেরা তাদের উৎসর্গকৃত পশুর গোশত নিজেরা খাবার জন্য রেখে দিত এবং ওর রক্ত ঘরে ছিটিয়ে দিত। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন ঃ তাদের চেয়ে আমাদেরই এরূপ করার অধিকার বেশি। তখন আল্লাহ সুবহানাহু এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ **لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ** *আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া*।

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দৈহিক গঠন কিংবা রূপ-লাবন্য দেখেননা এবং তোমাদের দিকেও তাকাননা, বরং তাঁর দৃষ্টি থাকে তোমাদের অন্তরের উপর এবং তোমাদের আমলের উপর। (মুসলিম ৪/১৯৮৭) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ দান খাইরাত যাঞ্চাকারীর হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে চলে যায়। কুরবানীর পশুর রক্তের ফোঁটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। (আল হিলইয়াহ ৪/৮১, বুখারী ১৪১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ এই চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন।

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ যে সমস্ত সৎ প্রকৃতির লোক আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমার মধ্যে থাকে, শারীয়াত মুতাবেক আমল করে এবং রাসূলদেরকে সত্যবাদী রূপে বিশ্বাস করে তারাই হল প্রশংসা পাওয়ার ও (জান্নাতের) সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য।

একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে পরপর দশটি বছর কুরবানী করেছেন। (তিরমিযী ৫/৯৬) আবূ আইউব (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবিতাবস্থায় পূরা বাড়ীর পক্ষ হতে একটি বকরী আল্লাহর পথে কুরবানী করতেন। তা হতে তারা নিজেরা

খেতেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়াতেন। লোকেরা এখন এ ব্যাপারে যে সমস্ত গর্বের পন্থা অবলম্বন করছে তাতো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। (তিরমিযী ৫/৯০, ইব্ন মাজাহ ২/১০৫১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রহঃ) নিজের এবং নিজের পরিবারবর্গের পক্ষ হতে একটি বকরী কুরবানী করতেন। (ফাতহুল বারী ১৩/২১৩)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (কুরবানী হিসাবে) তোমরা *মুসিন্না* ছাড়া যবাহ করনা। (যে বকরী বা ভেড়ার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে অথবা দাঁত গজিয়েছে তাকে মুসিন্না বলে) তোমাদের পক্ষে যদি মুসিন্না কুরবাণী করা কষ্টকর হয় তাহলে *'জাযাআহ'* (جَذَعَة) বা ছয় মাসের মেষের বাচ্চা কুরবানী করতে পার। (মুসলিম ৩/১৫৫৫)

৩৮। আল্লাহ রক্ষা করেন মু'মিনদেরকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেননা।	٣٨. إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর নিরাপত্তা দানের সুসংবাদ

এখানে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যে বান্দা তাঁর উপর নির্ভরশীল হয় এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করেন। দুষ্টদের দুষ্টামি ও দুশমনদের অনিষ্টতা হতে তাকে রক্ষা করেন। তার উপর তিনি নিজের সাহায্য অবতীর্ণ করেন। তাকে সব সময় তিনি নিজের হিফাযাতে রাখেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৬) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৩)

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ লোকেরা মহান আল্লাহর রাহমাত হতে বঞ্চিত। যারা নিজেদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেনা এবং আল্লাহর নি'আমাতরাজীকে অস্বীকার করে তারা তাঁর দয়া, অনুকম্পা এবং ভালবাসা হতে বহু দূরে রয়েছে।

৩৯। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।	٣٩. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
৪০। তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান, সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থল, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ	٤٠. ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ

إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ	শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

জিহাদ করতে বলার প্রথম আয়াত

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে মাক্কা থেকে বিতারিত করার পর। (তাবারী ১৮/৬৪৩) মুজাহিদ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, জিহাদের ব্যাপারে এটিই প্রথম আয়াত আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা হতে মাদীনায় হিজরাত করেন তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই কাফিরেরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জন্মভূমি হতে বের করে দিল! নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। নিঃসন্দেহে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম*। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ এবার আমি জেনে গেলাম যে, এদের সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ধর্মযুদ্ধে অংশ নেয়ার ব্যাপারে এটিই প্রথম আয়াত। (আহমাদ ১/২১৬, তিরমিযী ৯/১৫, নাসাঈ ৬/৪১১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। ইচ্ছা করলে বিনা যুদ্ধেই তিনি তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করতে চান। যেমন মহামহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে অপরদের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেননা। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪-৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা

প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৪-১৫) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১) এ ব্যাপারে আরও বহু আয়াত রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম*। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আর এটাই হয়েছিল। (তাবারী ১৮/৬৪৩)

জিহাদ যে সময় শারীয়াত সম্মত হয় ঐ সময়টাও ছিল ওর জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযোগী ও সঠিক। যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় ছিলেন ততদিন মুসলিমরা ছিলেন খুবই দুর্বল। সংখ্যায়ও ছিলেন তারা খুবই কম। মুশরিকদের দশজনের স্থলে মুসলিমরা মাত্র একজন।

শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের উৎপীড়ন চরম সীমায় পৌঁছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। এমনকি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের উপরও বিপদের পাহাড় চেপে বসে এবং তাদের ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ছেড়ে যে যেখানে পারলেন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেহ চলে যান আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়ায়) এবং কেহ গেলেন মাদীনায়। এমন কি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও মাদীনা চলে গেলেন। মাদীনাবাসী মুহাম্মাদী পতাকা তলে সমবেত হন। ফলে ওটা একটা সেনাবাহিনীর রূপ নিল। মুসলিমদেরকে

এক ঝান্ডার নীচে দেখা যেতে লাগল। তাদের পা রাখার জায়গা হয়ে গেল। তখন ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার হুকুম নাযিল হল। শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশে এটাই হল নাযিলকৃত প্রথম আয়াত।

এতে বলা হয় যে, **أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ** এই মুসলিমরা অত্যাচারিত। তাদের ঘর-বাড়ী তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, অন্যায়ভাবে তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, মাক্কা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় তারা মাদীনা পোঁছেন। তাদের কোনই অপরাধ ছিলনা, একমাত্র অপরাধ এই যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করেছে, তাঁকে শারীকবিহীন বলে স্বীকার করেছে। তারা তাদের রাব্ব হিসাবে একমাত্র আল্লাহকেই মেনেছে। আসলে মুশরিকদের কাছে এটা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ

তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১)

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেত, খৃষ্টান-সংসারবিরাগীদের উপাসনার স্থান অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি হত। শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ খৃষ্টান পাদরীদের ছোট ছোট উপাসনালয়কে **صَوَامِعُ** বলা হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সাবিয়ী মাযহাবের লোকদের উপাসনালয়কে

صَوَامِعُ বলা হয়। অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, অগ্নি উপাসকদের উপাসনালয়কে **صَوَامِعُ** বলে। মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, **صَوَامِعُ** হল ঐ ঘর যা পথের পাশে থাকে।

আবুল আলিয়া (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্‌ন সাখর (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), খুসাইব (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ **بِيَعٌ** হল **صَوَامِعُ** অপেক্ষা বড় ঘর, এতে বেশি সংখ্যক লোককে জায়গা দেয়া সম্ভব। এটাও খৃষ্টান পাদরীদের উপাসনার ঘর। মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এটা হল ইয়াহুদীদের উপাসনালয় যাকে **صَلَوَاتٌ** বলা হয়। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ **صَلَوَاتٌ** হল খৃষ্টান পাদ্রীদের গির্জা। (তাবারী ১৮/৬৪৯) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল ইয়াহুদীদের উপাসনালয়। আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সাবিয়ীদের উপাসনালয়। ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ **صَلَوَاتٌ** হল ঐ ইবাদাতের স্থান যা রাস্তার পাশে তৈরী করা হয়, যাতে আহলে কিতাবীরা উপাসনা করে এবং মুসলিমরাও সালাত আদায় করে। আর **مَسَاجِدُ** হল শুধুই মুসলিমদের জন্য সালাত আদায় করার স্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا *এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম।* **فِيْهَا** এর **هَا** সর্বনামটি **مَسَاجِدُ** এর দিকে ফিরেছে। কেননা এটাই এর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐসব উল্লিখিত জায়গাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংসারত্যাগীদের উপাসনালয় **صَوَامِعُ**, খৃষ্টানদের **بِيَعٌ** ইয়াহুদীদের **صَلَوَاتٌ** এবং মুসলিমদের **مَسَاجِدُ** যেগুলিতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। কোন কোন আলেমের উক্তি এই

যে, এখানে কম হতে ক্রমান্বয়ে বেশীর দিকে যাওয়া হয়েছে। কারণ দুনিয়ায় মাসজিদের সংখ্যা বেশি এবং এতে ইবাদাতকারীদের সংখ্যা অধিকতর। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা তাঁকে সাহায্য করে। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দিবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৭-৮)

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ এরপর আল্লাহ তা'আলা নিজের দু'টি বিশেষণের বর্ণনা দিচ্ছেন। ওর একটি হল তাঁর শক্তিশালী হওয়া এ কারণে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তা যথাযথ ও পরিমিতভাবে করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় বিশেষণ এই যে, তিনি হলেন মহামর্যাদাবান ও মহাপরাক্রমশালী। কেননা সমস্ত কিছুই তাঁর অধীন, সবই তাঁর সামনে হেয় ও তুচছ, সবাই তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তিনি সব কিছু হতে অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। যাকে তিনি সাহায্য করেন সে জয়যুক্ত হয়, আর যার উপর থেকে তিনি সাহায্যের হাত তুলে নেন সে হয় পরাজিত। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা জয়ী হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১-১৭৩) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১)

৪১। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।	٤١. ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ

ক্ষমতা লাভের পর মুসলিমের কর্তব্য

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাঃ) বলেন ঃ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ এই আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল শুধু এ কারণে যে, আমাদের মা'বূদ হচ্ছেন আল্লাহ। অতঃপর মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাম্রাজ্য ও রাজত্ব দান করেন। আমরা সালাত কায়েম করি, যাকাত প্রদান করি, মানুষকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করি ও বিরত রাখি এবং আল্লাহর উপরই আমরা সমস্ত কিছু ন্যস্ত করি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৮/২৪৯৬, ২৪৯৭) সুতরাং এই আয়াত আমার এবং আমার সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে।

আস সাবাহ ইব্‌ন সুওয়াদাহ আল কিনদী (রহঃ) বলেন, উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) স্বীয় খুতবায় الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ এই আয়াতটি

তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন ঃ এই আয়াতে শুধুমাত্র শাসকদের বর্ণনা নেই, বরং এতে শাসক ও শাসিতের উভয়েরই বর্ণনা রয়েছে। শাসকদের উপর দায়িত্ব এই যে, তিনি সব সময়েই আল্লাহর হক তোমাদের নিকট থেকে আদায় করবেন। তাঁর হকের ব্যাপারে তোমরা অবহেলা করলে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। আর একের হক অপরের নিকট হতে আদায় করে দিবেন এবং সাধ্য মত তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। তোমাদের উপর তাঁর হক এই যে, কোন প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে সব সময় প্রকাশ্যে ও গোপনে সন্তুষ্ট চিত্তে তোমরা তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করবে।

আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াতেরই অনুরূপ ভাব নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই ইখতিয়ারে। আল্লাহভীরু লোকদের পরিণাম ভাল হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلۡعَـٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ

শুভ *পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।* (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৩) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) **وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাদের প্রত্যেক সৎ কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে রয়েছে।

৪২। এবং লোকেরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের পূর্বেতো অস্বীকার করেছিল নূহের কাওম, ‘আদ ও ছামূদ -	٤٢. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدۡ كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٍ

	وَعَادٌ وَثَمُودُ
৪৩। এবং ইবরাহীম ও লূতের কাওম।	٤٣. وَقَوۡمُ إِبۡرَٰهِيمَ وَقَوۡمُ لُوطٍ
৪৪। এবং মাদইয়ানবাসী তাদের নাবীগণকে অস্বীকার করেছিল; এবং অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকেও; আমি কাফিরদের অবকাশ দিয়েছিলাম এবং পরে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি!	٤٤. وَأَصۡحَٰبُ مَدۡيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمۡلَيۡتُ لِلۡكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذۡتُهُمۡ ۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ
৪৫। আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম। এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।	٤٥. فَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئۡرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصۡرٍ مَّشِيدٍ
৪৬। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং	٤٦. أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٌ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا

অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।	تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

কাফিরদের পরিণতির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ হে নাবী! তোমার কাওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করছে এটা কোন নতুন কথা নয়। নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে মূসা (আঃ) পর্যন্ত কাফিরেরা সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করেছে। দলীল প্রমাণাদি তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল, সত্য উদঘাটিত হয়েছিল, তথাপি তারা কিছুই স্বীকার করেনি।

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ আমি ঐ সব কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম যে, চিন্তা-ভাবনা করে হয়ত তারা নিজেদের পরিণামকে ভাল করে নিবে। কিন্তু তারা নিমকহারামী থেকে ফিরে এলনা।

ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি। আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল!

আবূ মূসা (রহঃ) হতে সহীহায়িনে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু যখন তিনি পাকড়াও করেন তখন রক্ষা করার আর কেহ থাকেনা। যেমন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

'এরূপই তোমার রবের পাকড়াও। তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যেগুলির বাসিন্দা ছিল অত্যাচারী। এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। ঐগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তাদের সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদসমূহ আজ বিলীন হয়ে গেছে। পানির কূপগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। যেগুলি কাল ছিল বাসযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য আজ ঐ সবগুলিই হয়ে গেছে বাসের অযোগ্য ও অকেজো! আযাব থেকে রক্ষা পাবার সকল চেষ্টা তাদবীর করার পরও তাদেরকে শাস্তি থেকে কেহ রক্ষা করতে পারেনি। তাদের সবকিছু আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮) মহামহিম আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তারা কি কখনও এ বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করেনি?

ইমাম ইব্ন আবিদ দুনিয়া (রহঃ) *'কিতাবুত তাফাককুর ওয়াল ইতিবার'* নামক গ্রন্থে একটি রিওয়ায়াতে এনেছেন যে, এরূপ করলেতো তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত!

ইব্ন আবিদ দুনিয়া (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন বিজ্ঞ লোক বলেছেন ঃ ওয়াজ নাসীহাতের মাধ্যমে তোমরা অন্তরকে জীবিত কর, চিন্তা ফিক্রের মাধ্যমে ওকে জ্যোর্তিময় করে দাও, সংসারের প্রতি উদাসীনতা দ্বারা ওকে থামিয়ে দাও, ঈমানের দ্বারা ওকে দৃঢ় কর, মৃত্যুর কথা ওকে স্মরণ করাও, ধ্বংসের বিশ্বাস দ্বারা ওকে ধৈর্যশীল কর, পৃথিবী কিভাবে পরিবর্তীত হয়ে যাচ্ছে তা ওকে দেখিয়ে দাও। দুনিয়ার বিপদাপদগুলি ওর সামনে তুলে ধর, ওর চক্ষুগুলি খুলে দাও, যুগের সংকীর্ণতা দেখিয়ে ওকে ভীত সন্ত্রস্ত কর, অতীতের ঘটনাবলী দ্বারা ওকে শিক্ষা গ্রহণ করাও, পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী শুনিয়ে ওকে সতর্ক করে দাও এবং ভ্রমণের মাধ্যমে তাদের পরিণামের কথা চিন্তা করতে ওকে অভ্যস্ত কর যে, ঐ পাপীদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কি ব্যবহার করেছেন এবং যারা অস্বীকার করেছিল কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। এখানেও আল্লাহ তা'আলা ঐ কথাই বলেন ঃ

فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী তোমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে এবং অন্তরকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন করে তাদের ধ্বংসলীলার সত্য কাহিনী শুনে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করুক।

فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ বস্তুতঃ তোমাদের চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। তোমাদের হৃদয় অন্ধ হওয়ার কারণেই তোমরা পূর্বের ঘটনাবলী হতে শিক্ষা গ্রহণ করছনা। ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি তোমরা হারিয়ে ফেলেছ।

৪৭। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভংগ করেননা। তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনায় সহস্র বছরের সমান।	٤٧. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
৪৮। এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী। অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।	٤٨. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

কাফিরেরা শাস্তি কামনা করল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে বলছেন ঃ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ এই বিপদগামী কাফিরেরা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং কিয়ামাতের দিনকে মিথ্যা প্রতিপাদন করছে এবং তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলছে। তারা বলছে যে, তাদের উপর শাস্তি আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) তারাতো স্বয়ং আল্লাহকে বলত ঃ

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ মনে রেখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিয়ামাত ও শাস্তি অবশ্যই আসবে। আল্লাহর বন্ধুদের মর্যাদা লাভ এবং তাঁর শত্রুদের লাঞ্ছনা ও অপমান অবশ্যম্ভাবী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ আল্লাহর নিকট এক একটি দিন তোমাদের হাজার দিনের সমান। তিনি যে শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন এটা তাঁর সহনশীলতা। কেননা তিনি জানেন, যে কোন সময় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম। অতএব তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি? তাদের রশি যতই ঢিল দেয়া হোক না কেন, যখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করবেন তখন তাদের শ্বাস গ্রহণেরও সময় থাকবেনা। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ বহু জনপদবাসী অত্যাচার করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। আমি ওটা দেখেও দেখিনা। যখন তারা তাতে সম্পূর্ণ রূপে নিমগ্ন হয়ে গেল তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলি। তারা সবাই আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। এ ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্র মুসলিমরা ধনী মুসলিমদের

অর্ধ দিন পূর্বে (অর্থাৎ পাঁচ শ’ বছর পূর্বে) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী ৭/২১, নাসাঈ ৬/৪১২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

সা’দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমার উম্মাতকে অর্ধ দিন পিছিয়ে রাখবেন। সা’দকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ অর্ধ দিনের পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বলেন ঃ পাঁচ শত বছর। (আবূ দাঊদ ৪/৫১৭)

৪৯। বল ঃ হে মানুষ! আমিতো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।	٤٩. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৫০। সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।	٥٠. فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
৫১। আর যারা আমার আয়াত ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।	٥١. وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

মু’মিনদের উত্তম আমলের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান

কাফিরেরা যখন তাড়াতাড়ি শাস্তি চাইল তখন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ হে লোকসকল! আমিতো আল্লাহ তা‘আলার একজন প্রেরিত বান্দা। আমি তোমাদেরকে ঐ শাস্তি হতে সতর্ক করতে এসেছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে। তোমাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার নয়। শাস্তি আল্লাহ তা‘আলার অধিকারে রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি এখনই তা নাযিল করবেন, আর ইচ্ছা করলে বিলম্ব করবেন। কার ভাগ্যে

হিদায়াত রয়েছে এবং কে আল্লাহর রাহমাত হতে বঞ্চিত তা আমার জানা নেই। হুকুমাত তাঁরই হাতে। তিনি যা ইচ্ছা তা'ই করতে পারেন।

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

তাঁর আদেশ রদ করার কেহ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪১)

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ আমার অধিকার শুধু এটুকুই যে, আমি একজন সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শক। যাদের অন্তরে ইয়াকীন ও ঈমান রয়েছে এবং তাদের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা হওয়ার যোগ্য। তাদের কাছে সৎ কাজগুলিও প্রশংসা লাভের যোগ্যতা রাখে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহর কালামে পাবে **رِزْقٌ كَرِيْمٌ** তখন এর অর্থ হবে জান্নাত।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ যারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে বিরত রাখে তারা জাহান্নামী। তারা হবে কঠিন শাস্তির অংশ ও প্রজ্জ্বলিত আগুনের জ্বালানী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ওটা হতে রক্ষা করুন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮)

৫২। আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল কিংবা নাবী প্রেরণ করেছি তাদের কেহ যখনই কিছুর আকাংখা করেছে	٥٢. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ

তখনই শাইতান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াত-সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
৫৩। এটা এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের হৃদয় পাষাণ। অত্যাচারীরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে।	٥٣. لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ
৫৪। এবং এ জন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, ইহা (কুরআন) তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন।	٥٤. وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

রাসূলের (সাঃ) কিরা'আতে শাইতানের নিক্ষেপণ এবং আল্লাহ তা মিটিয়ে দেন

এখানে তাফসীরকারদের অনেকেই *'গারানীকের কাহিনী'* বর্ণনা করেছেন এবং এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনার কারণে আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী সাহাবীগণ মনে করেছিলেন যে, মাক্কার মুশরিকরা মুসলিম হয়ে গেছে, তাই তাঁরা মাক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এই রিওয়ায়াতটির প্রত্যেকটি সনদই মুরসাল। কোন বিশুদ্ধ সনদে এটা বর্ণিত হয়নি। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

فِي أُمْنِيَّتِه এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তিলাওয়াত করছিলেন তখন অভিশপ্ত শাইতান তার মধ্যে (কিছু অসত্য) নিক্ষেপ করেছিল যা আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথেই বাদ দিয়ে সংশোধন করে দেন। **ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِه** (*অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন*) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যখন তিনি পাঠ করছিলেন শাইতান তখন ওর ভিতর কিছু নিক্ষেপ করেছিল। (তাবারী ১৮/৬৬৭)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল বা নাবী পাঠিয়েছি তাদের কেহ যখনই কিছু আকাংখা করেছে, তখনই শাইতান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা তাঁর পূর্ববর্তী নাবী রাসূলদের সময়েও এরূপ ঘটনাই ঘটেছিল।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **تَمَنَّ** এর অর্থ হল **قَالَ** (যখন তিনি বলেন)। (তাবারী ১৮/৬৬৭) **اُمْنِيَّته** এর অর্থ **قِرَاءَتُهُ** (তার পঠনে)। **الاَّ اَمَانِىّ** এর ভাবার্থ হল তিনি পড়েন, কিন্তু লিখেননা। অধিকাংশ তাফসীরকারক **تَمَنّى** এর অর্থ **تَلاَ** করেছেন। অর্থাৎ যখন তিনি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেন তখন শাইতান ঐ তিলাওয়াতের মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত করে। (বাগাবী ৩/২৯৩)

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ إِذَا تَمَنَّى এ আয়াতাংশে تَمَنَّى শব্দটিকে পাঠ করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এই উক্তিটি খুবই নিকটের ব্যাখ্যা বিশিষ্ট। (তাবারী ১৮/৬৬৮)

فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ *তাদের কেহ যখনই কিছু আকাংখা করেছে তখনই শাইতান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে।* نَسَخَ এর আভিধানিক অর্থ হল ازاله–رفع অর্থাৎ সরিয়ে ফেলা ও উঠিয়ে দেয়া। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ সরিয়ে ফেলেন যা শাইতান প্রক্ষিপ্ত করে। (তাবারী ১৮/৬৬৮)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, কোন গোপনীয় কথা তাঁর কাছে অজানা থাকেনা। তিনি সবই জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর সব কাজই নিপুণতাপূর্ণ। لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ এটা এ জন্য যে, যাদের অন্তরে সন্দেহ, শির্ক, কুফর এবং নিফাক রয়েছে তাদের জন্য যেন এটা ফিতনা বা পরীক্ষার বিষয় হয়ে যায়।

সুতরাং لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে' এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এবং وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ 'আর যারা পাষাণ হৃদয়' এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে মূর্তি পূজক মুশরিকদেরকে। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ যালিমরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে। তারা হক থেকে বহু দূরে সরে গেছে, সরল সঠিক পথ তারা হারিয়ে ফেলেছে।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ من رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ আর এটা এ জন্যও যে, যাদেরকে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা মহান আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়।

যাদেরকে উপকারী জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের রবের তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাতে রয়েছে সত্য বাণী, আরও রয়েছে প্রজ্ঞা এবং যা সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনিই দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি একে হিফাযাত করবেন এবং কোন অসত্য একে কলূষিত করতে সক্ষম হবেনা। নিশ্চয়ই ইহা হচ্ছে মহাজ্ঞানী আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত পবিত্র গ্রন্থ।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৪১ ঃ ৪২)

فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ এটি আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে তাদের অন্তরে যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হয় এবং তারা যেন বিনম্র হয়ে আল্লাহর কালামকে গ্রহণ করে নেয়।

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ আল্লাহ তা‘আলা ঈমানদারদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন। দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে হিদায়াত দান করেন, সরল সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং আখিরাতে তিনি তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে তারা অফুরন্ত নি‘আমাতের অধিকারী হবে।

৫৫। যারা কুফরী করেছে তারা ওতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবেনা, যতক্ষণ না তাদের নিকট কিয়ামাত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, অথবা এসে পড়বে ঐ দিনের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই।

٥٥. وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ

৫৬। সেদিন আল্লাহরই আধিপত্য; তিনিই তাদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে।	٥٦. ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
৫৭। আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	٥٧. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ

কাফিরেরা সব সময়েই সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকবে

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর অহী অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের ব্যাপারে তাদের যে সন্দেহ রয়েছে তা তাদের অন্তর থেকে কখনও দূর হবেনা। ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ বক্তব্য পছন্দ করেছেন। (তাবারী ১৮/৬৭০)

কিয়ামাত এবং ওর শাস্তি তাদের উপর আকস্মিকভাবে চলে আসবে। তারা কিছু টেরই পাবেনা। মহান আল্লাহর তরফ থেকে যে কাওমের উপরই আল্লাহর শাস্তি এসেছে তা এই অবস্থায়ই এসেছে যে, তারা গর্বে গর্বিত হয়েছে, বিলাস বহুল জীবন যাপন করতে রয়েছে এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে নির্ভয় ও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর শাস্তি হতে উদাসীন শুধু তারাই থাকে যারা পুরাপুরিভাবে পাপাচার এবং প্রকাশ্যভাবে অপরাধী। আর অপরাধী ছাড়া আল্লাহ অন্য কেহকে শাস্তি প্রদান করেননা।

أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ *অথবা এসে পড়বে ঐ দিনের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই*। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ *'ইয়াওমিন আকীম'* দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে। অন্যত্র ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, *'ইয়াওমিন আকীম'* দ্বারা কিয়ামাতের দিন উদ্দেশ্য, যার পরে আর কোন রাত নেই। (বাগাবী ৩/২৯৫) এটাই সঠিক উক্তি, যদিও বদরের দিনটাও মুশরিকদের জন্য শাস্তির দিনই ছিল। যাহহাক (রহঃ) এবং হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (বাগাবী ৩/২৯৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ সেই দিন হবে আল্লাহরই আধিপত্য। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে ফাইসালা করে দিবেন। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

যিনি বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৪) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِيرًا

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬)

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস থাকবে এবং ঈমান মোতাবেক যাদের উত্তম আমল হবে, এবং যাদের মুখের কথার সাথে কাজের মিল থাকবে তারা হবে সুখময় জান্নাতের অধিকারী। ঐ নি'আমাত কখনও শেষ হবার নয়, কম হবার নয় এবং নষ্ট হবারও নয়।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অন্তর সত্যের অনুসরণ করায় অহংকার করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাণী এনেছেন তাতে বাধা দান করে তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। সত্য থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)

৫৮। আর যারা হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ তিনিইতো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা।	٥٨. وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ
৫৯। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহতো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।	٥٩. لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ
৬০। এটাই হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন; আল্লাহ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।	٦٠. ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

আল্লাহর উদ্দেশে হিজরাতকারীদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি নিজের দেশ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হিজরাত করে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দীনের সাহায্যার্থে সব কিছু ছেড়ে যায়, অতঃপর সে জিহাদের মাইদানে হাযির হয়ে শত্রুদের হাতে শহীদ হয় অথবা ভাগ্যের লিখন হিসাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ছাড়াই বিছানায়ই মৃত্যু বরণ করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অপরিমেয় পুরস্কার ও সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

আর যে কেহ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। এবং যে কেহ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করে, অতঃপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহর উপর ন্যস্ত রয়েছে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০০)

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا তার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। সে জান্নাতে জীবিকা লাভ করবে, যার ফলে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আল্লাহতো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা। তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যেখানে সে খুবই আনন্দিত হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ

যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়, তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় উদ্যান। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৮৮-৮৯) আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথের মুজাহিদদেরকে এবং তাঁর নি'আমাতের অধিকারীদেরকে ভালরূপেই জানেন। তিনি বড়ই সহনশীল। বান্দাদের পাপসমূহ তিনি ক্ষমা করেন। আর তাদের হিজরাতকে তিনি কবূল করেন। তাঁর উপর

ভরসাকারীদেরকে তিনি উত্তম রূপে অবগত আছেন। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তারা মুহাজির হোক আর না'ই হোক, তারা তাদের রবের কাছ থেকে রিয্ক পেয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ *তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহতো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।* যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রাব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৯) এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর পথের শহীদদের প্রতিদান ও পুরস্কার তাঁর যিম্মায় স্থির হয়ে রয়েছে। এটা এই আয়াতের দ্বারা এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, শুরাহবীল ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন ঃ রোমের একটি দুর্গ অবরোধ করার কাজে আমাদের বহু দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে সালমান ফারসী (রাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রস্তুতির কাজে মারা যায় তার প্রতিদান ও রিয্ক বরাবরই আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর চালু থাকে এবং বিচার থেকে তাকে রক্ষা করেন। তুমি ইচ্ছা হলে নিম্নের আয়াতগুলি তিলাওয়াত করতে পার। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৫০৩)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

আর যারা হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ

তিনিইতো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহতো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।

অন্যত্র তিনি বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন যাহদাম আল খাওলানী (রহঃ) ফাদালাহ ইব্ন উবাইদের (রহঃ) সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে দু'টি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ মৃত দুই ব্যক্তির একজন ছিলেন শহীদ এবং অপরজন ছিলেন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণকারী। ফাদালাহ ইব্ন উবাইদ (রহঃ) ঐ ব্যক্তির কাবরের কাছে গিয়ে বসে পড়েন যার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললেন ঃ আপনি কি শহীদ ব্যক্তিকে অবহেলা করছেন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণকারীকে প্রাধান্য দিচ্ছেন? এ কথা শুনে ফাদালাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমার কাছে এ দু' জনই সমান। এ দু' জনের যে কোন একজনের কাবর হতে উত্থিত হলেও আমার কোন পরোয়া নেই। তোমরা কি আল্লাহর কিতাবে পাঠ করনি? অতঃপর তিনি وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ... الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে যদি আল্লাহ তাঁর পছন্দনীয় জায়গায় স্থান দেন এবং উত্তম খাদ্য প্রদান করেন তাহলে এদের দু' জনের কোন্ কাবর থেকে উত্থিত হওয়ার ভাগ্য আমার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অন্বেষন করার কি'ইবা দরকার? (তাবারী ৯/১৮২) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে,

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ .

এই আয়াতটি সাহাবীগণের ঐ ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের সাথে মুশরিকদের এক সেনাবাহিনী মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলিতেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলিম বাহিনী ঐ মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলিতে যুদ্ধ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন । কিন্তু মুশরিক বাহিনী তা অগ্রাহ্য করে এবং যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ঐ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সাহায্য করেন এবং মুশরিকদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

٦١. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ	৬১। ওটা এ জন্য যে, আল্লাহ রাতকে প্রবিষ্ট করেন দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করেন রাতের মধ্যে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।
٦٢. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ	৬২। এ জন্যও যে, আল্লাহ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটাতো অসত্য এবং আল্লাহতো সমুচ্চ, মহান।

দুনিয়ার সৃষ্টিকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই ব্যবস্থাপক। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি যা চান তা'ই নির্দেশ করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ

তুমি বল ঃ হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে রয়েছে কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। আপনি রাতকে দিনে পরিবর্তিত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, এবং জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করেন ও মৃতকে জীবিত হতে বহির্গত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৬-২৭) দিনকে রাত এবং রাতকে দিনে রূপান্তরিত হওয়ার অর্থ হল দিনের শেষে রাতের আবির্ভাব এবং রাতের শেষে দিনের প্রভাব বা আবির্ভাব। কখনও দিন বড় ও রাত ছোট হয়, আবার কখনও রাত বড় হয় ও দিন ছোট হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে হয়ে থাকে।

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ আল্লাহ তা'আলা বান্দার সমস্ত কথা শোনেন। কোন অবস্থাই তাঁর কাছে গুপ্ত থাকেনা, তাঁর উপর কোন শাসনকর্তা নেই। তাঁর সামনে কারও মুখ খোলার শক্তি নেই। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন তা উল্টে দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার কারও নেই।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ তিনিই প্রকৃত মা'বূদ। ইবাদাতের যোগ্য তিনিই। তিনিইতো সমুচ্চ, মহান। তিনি যা চান তা'ই হয় এবং যা চাননা তা হওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও অক্ষম।

وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ তাঁকে ছাড়া মানুষ যাদের পূজা করে ওরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন। লাভ ও ক্ষতি কিছু করারই ক্ষমতা ওদের নেই। সবাই মহান আল্লাহর অধীনস্থ। সবাই তাঁর হুকুমের আজ্ঞাবহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি ছাড়া কোন রাব্বও নেই। তাঁর চেয়ে বড় কেহই নেই। কেহ তাঁর উপর বিজয়ী হতে পারেনা।

وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ

তিনি সমুন্নত, মহান। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪)

ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৯) তিনি সমস্ত পবিত্রতা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যালিমরা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু মন্তব্য করে তা

থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি সমস্ত সৎ গুণের অধিকারী এবং অসৎ ও অনিষ্টতা হতে তিনি বহু দূরে রয়েছেন।

৬৩। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হতে যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে ধরিত্রী? আল্লাহ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।	٦٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
৬৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহইতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ্।	٦٤. لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ
৬৫। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমূদয়কে এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি	٦٥. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ

দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।	لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ
৬৬। এবং তিনিতো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তিনিইতো তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। মানুষতো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।	٦٦. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحۡيَاكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَكَفُورٌ

আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপক ক্ষমতা ও বিরাট শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি শুষ্ক, অনাবাদী ও মৃত যমীনের উপর বাতাসের মাধ্যমে মেঘমালা সৃষ্টি করে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে, তা দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ

অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫)

فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً এখানে **'ف'** - **'تَعْقِيْب'** (পিছনে পিছনে আসা) এর জন্য এসেছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةً

পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১৪)

শুক্রের রক্তপিন্ড হওয়া, রক্তের মাংস পিন্ড হওয়া ইত্যাদি যেখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেখানেও **'ف'** এসেছে। অথচ সহীহায়িনে বলা হয়েছে যে, এই দুই অবস্থার মধ্যে চল্লিশ দিনের ব্যবধান থাকে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৫০, মুসলিম

৪/২০৩৬) فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً বৃষ্টি বর্ষণের ফলে শুষ্ক ও মৃত মাটি সবুজ বর্ণ ধারণ করে। হিজায এলাকার লোকদের থেকে জানা যায় যে, হিজাযের কতক মাটি এমনও আছে যার উপর বৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই ওটা রক্তিম ও সবুজ শ্যামল বর্ণ ধারণ করে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ প্রতিটি দানা তাঁর গোচরে রয়েছে। যমীনের প্রান্তে এবং ভিতরে যা কিছু আছে সবই তাঁর জানা। যেমন বীজের উপর পানি পতিত হওয়া, তাতে অংকুর বের হওয়া। লুকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

তারা নিবৃত্ত রয়েছে আল্লাহকে সাজদাহ করা হতে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২৫) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ সমস্ত বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই। তিনি সবকিছু হতে বেপরওয়া ও অভাবমুক্ত। সবাই তাঁর সামনে ফকীর, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সমস্ত মানুষ আল্লাহর গোলাম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে? সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ, বাগ-বাগিচা, ক্ষেত খামার তোমাদেরই উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৩)

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে তিনি তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। এই নৌযানগুলি তোমাদেরকে এদিকে হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এর মাধ্যমে তোমাদের মাল ও আসবাবপত্র এক স্থান হতে অন্য স্থানে পৌঁছে যায়। পানি কেটে, তরঙ্গ অতিক্রম করে আল্লাহর নির্দেশক্রমে বাতাসের সাথে নৌযানগুলি তোমাদের উপকারার্থে চলতে রয়েছে। এখানকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ওখানে এবং ওখানকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এখানে সদা পৌঁছতে রয়েছে। **وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ** তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন। ওটা যমীনের উপর

পড়ে যাচ্ছেনা। তিনি ইচ্ছা করলে এখনই আসমান যমীনের উপর পড়ে যাবে এবং যমীনের অধিবাসীরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। মানুষ পাপে নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এটা তাঁর পরম করুণার পরিচায়ক, যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৬)

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ

তিনিইতো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

বল ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। (৪৫ ঃ ২৬) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১) কালামের ভাবার্থ হল ঃ এ রূপ আল্লাহর সাথে তোমরা অন্যদেরকে শরীক করছ কেন? সৃষ্টিকর্তাতো একমাত্র তিনিই। আহারদাতাও তিনি ছাড়া অন্য কেহ নয়। সমস্ত আধিপত্য তাঁরই।

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ তোমরা কিছুই ছিলেনা। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করবেন, অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। মানুষ অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ বটে!

৬৭। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি ইবাদাত-পদ্ধতি যা তারা অনুসরণ করবে। সুতরাং তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক না করে। তুমি তাদেরকে তোমার রবের দিকে আহ্বান কর, তুমিতো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।	٦٧. لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِى ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ
৬৮। তারা যদি তোমার সাথে বিতন্ডা করে তাহলে বল ঃ তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত।	٦٨. وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
৬৯। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামাত দিনে সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার	٦٩. ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ

মীমাংসা করে দিবেন।	تَخْتَلِفُونَ

প্রতিটি জাতিরই রয়েছে ধর্মীয় উৎসবের দিন

আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য *'মানসাক'* (مَنسَكًا) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক নাবীর অনুসারীদের জন্য *'মানসাক'* রয়েছে। তিনি বলেন ঃ আরাবীর মূল শব্দ *'মান্সিক'* (مَنْسِك) এর অর্থ হচ্ছে ঐ জায়গা যেখানে কোন লোক আসা-যাওয়া করে, তা ভাল কাজের জন্যও হতে পারে অথবা খারাপ কাজের জন্যও হতে পারে। এখানে হাজ্জের আহকামসমূহ পালন করার জন্য লোকেরা যে যাতায়াত করে তা বুঝানোর জন্য *'মানাসিক'* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (তাবারী ১৮/৬৭৮, ৬৭৯)

বর্ণিত আছে যে, এখানে ভাবার্থ হল ঃ আমি প্রত্যেক নাবীর উম্মাতের জন্য শারীয়াত নির্ধারণ করেছি। 'এ ব্যাপারে তারা যেন বিতর্কে লিপ্ত না হয়' এর দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আমি নির্ধারণ করেছি ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা' এর অর্থ ধরে নেয়া হয়েছে যে, তা হল আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি যা তাদেরকে পালন করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا

প্রত্যেকের জন্য এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে, ঐ দিকেই সে মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তিত করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৮) এখানেও রয়েছে ঃ

هُمْ نَاسِكُوهُ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ইবাদাত পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি যা তারা অনুসরণ করে। তাহলে ضَمِيْر বা সর্বনামের পুনরাবৃত্তিও তাদের উপরই হবে। অর্থাৎ এগুলি তারা আল্লাহর নির্ধারণ ও ইচ্ছানুযায়ী পালন করে থাকে।

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ সুতরাং হে নাবী! তাদের বিতর্কের কারণে তুমি মন খারাপ করে সত্য হতে সরে পড়না, বরং তাদেরকে তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান করতে থাক। তুমিতো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ

তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কেহ যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিরত না রাখে। তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান করতে থাক। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৭)

وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ তারা যদি তোমার সাথে বিতন্ডা করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য, আমি যে আমল করছি তা হতে তোমরা দায়িত্বমুক্ত এবং তোমরা যে আমল করছ তা হতে আমিও দায়িত্বমুক্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১) সুতরাং এখানেও তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ

তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৮) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামাতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার

মীমাংসা করে দিবেন। ঐ সময় সমস্ত মতভেদ মিটে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ

সুতরাং তুমি ওর দিকে আহ্বান কর এবং ওতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা। বল ঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৫)

৭০। তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ।	٧٠. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানের পূর্ণতার খবর দিচ্ছেন ঃ আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু তাঁর জ্ঞানের পরিবেষ্টনের মধ্যে রয়েছে। অণু পরিমাণ জিনিস কিংবা তার চেয়ে কম অথবা বেশিও এর বাইরে নেই। জগতের অস্তিত্বের পূর্বেই জগতের জ্ঞান তাঁর ছিল। এমন কি এটা তিনি লাউহে মাহফূজে লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে, যখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল, সৃষ্ট জীবের তাকদীর লিখিয়ে নিয়েছিলেন। (মুসলিম ৪/২০৪৪)

সাহাবীগণের একটি দল হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর ওকে বলেন ঃ লিখ। কলম জিজ্ঞেস করে ঃ কি লিখব? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ (আগামীতে) যা কিছু হবে সবই লিখে নাও। তখন কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হবার কলম তা সবই লিখে নেয়। (আবূ দাঊদ ৫/৭৬, তিরমিযী ৯/২৩২)

٧١. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِۦ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ	৭১। এবং তারা ইবাদাত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর যে সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেননি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।
٧٢. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ	৭২। এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমন্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তুমি বল ঃ তাহলে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা অন্য কিছুর সংবাদ দিব? ওটা আগুন। এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

মূর্তি পূজকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করে এবং তারা আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে

এখানে বিনা দলীল ও বিনা সনদে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজাকারীদের অজ্ঞতা এবং কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। শাইতানী অন্ধ অনুকরণ এবং বাপ

দাদার দেখাদেখি ছাড়া কোন শারীয়াতসম্মত দলীল এবং কোন জ্ঞান সম্মত দলীল তাদের কাছে নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৭) এখানেও তিনি বলেন ঃ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই যে আল্লাহর কোন শাস্তি থেকে তাদেরকে বাঁচাবে।

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ তাদের কাছে আল্লাহর পবিত্র কালামের আয়াতসমূহ, সহীহ দলীল প্রমাণাদি, প্রকাশ্য যুক্তিসমূহ পেশ করা হলে তাদের শরীরে আগুন ধরে যায়। তাদের সামনে আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলদের অনুসরণের কথা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হলে তাদের মুখমন্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। **يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا** যারা তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করে তাদের প্রতি তারা মারমুখী হয়ে উঠে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا তাদেরকে বলে দাও ঃ যে দুঃখ তোমরা আল্লাহর দীনের প্রচারকদেরকে দিচ্ছ ওটাকে এক দিকে, আর অন্যদিকে ঐ দুঃখকে তুলনা করে দেখ যা নিঃসন্দেহে তোমাদের কুফরী ও সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে তোমাদের উপর আপতিত হবে, অতঃপর দেখ অতি নিকৃষ্ট কোন্‌টি? ঐ জাহান্নামের আগুন এবং সেখানকার বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি, নাকি যে কষ্ট তোমরা এই খাঁটি একাত্মবাদীদেরকে দিতে চাচ্ছ তা? অবশ্যই তাদের ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা তোমাদের নেই। জেনে রেখ যে,

তোমাদেরকে যে মন্দের সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা জাহান্নামের আগুন। আর ওটা কতই না জঘন্য স্থান! ওটা কতই না ভয়াবহ! কতই না কষ্টদায়ক!

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৬)

৭৩। হে লোকসকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেনা। পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল!	٧٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ
৭৪। তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।	٧٤. مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ

মূর্তির অক্ষমতা এবং তাদের পূজারীদের নির্বুদ্ধিতা

মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যে মূর্তি ও দেবতাগুলোর পূজা/উপাসনা করছে, মহান আল্লাহ এখানে ওগুলির দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং ওগুলোর পূজারী মুশরিকদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি মানুষকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ হে মানবমন্ডলী! এই অজ্ঞ ও নির্বোধেরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করছে, রবের সাথে এরা যে শির্ক করছে তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তা তোমরা খুব মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। এই উপাস্য দেবতাগুলো সবাই একত্রিত হয়ে যদি একটি ক্ষুদ্র মাছি সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে তথাপি তা করার ক্ষমতা তাদের কখনই হবেনা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) মারফু রূপে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে যে আমার সৃষ্টির মত কিছু সৃষ্টি করতে চায়? সত্যিই যদি কারও এ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে একটা পিপড়া কিংবা একটা মাছি অথবা একটা শস্যদানা সৃষ্টি করুক তো! (আহমাদ ২/৩৯১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে আছে যে আমার সৃষ্টি করার মত কিছু সৃষ্টি করতে চায়? তাহলে তারা একটা পিপড়া অথবা একটি যবের দানা সৃষ্টি করুক তো! (ফাতহুল বারী ১৩/৫৩৭, মুসলিম ৩/১৬৭১) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ এই বাতিল মা'বূদগুলোর আরও অক্ষমতা লক্ষ্য কর। তারা একটি মাছিরও মুকাবিলা করতে পারেনা। তাদেরকে প্রদত্ত কোন জিনিস যদি মাছি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা এতই শক্তিহীন যে, ঐ মাছির নিকট হতে ঐ জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারেনা! মাছির ন্যায় তুচ্ছ, নগন্য এবং অতি দুর্বল সৃষ্ট জীবের নিকট থেকেও যারা নিজেদের হক ফিরিয়ে নিতে পারেনা তাদের চেয়েও বেশি দুর্বল, শক্তিহীন ও অক্ষম আর কেহ হতে পারে কি?

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ *পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল!* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে **طَالِب** দ্বারা মূর্তি এবং **مَطْلُوْب** দ্বারা মাছিকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। আর বাহ্যিক শব্দ দ্বারাও এটাই প্রকাশমান। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা। তারা এটা উপলব্ধি করলে এত বড় শক্তিমান আল্লাহর সাথে এই নগণ্য ও তুচ্ছ মাখলূককে তারা শরীক করতনা, যাদের মাছি তাড়ানোরও শক্তি নেই, যেমন মুশরিকদের মূর্তিগুলো।

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ মহান আল্লাহ স্বীয় শক্তিতে অতুলনীয়। সমস্ত কিছু তিনি বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন। কারও কাছ থেকে তিনি সাহায্যও নেননি এবং কারও পরামর্শও গ্রহণ করেননি।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

إِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُۥ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيدُ

তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১২-১৩)

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ

আল্লাহইতো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৮) সবকিছুই তাঁর সামনে নত। কেহই তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারেনা, কেহই তাঁর আদেশ লংঘন করতে পারেনা। এমন কেহ নেই যে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতার মুকাবিলা করতে পারে। তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী।

৭৫। আল্লাহ মালাইকার মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।	٧٥. ٱللَّهُ يَصۡطَفِى مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ

৭৬। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	٧٦. يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ

মালাইকা এবং মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা বাণী বাহক নির্ধারণ করেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, নিজের নির্ধারিত তাকদীর জারি করা এবং নির্ধারিত শারীয়াত স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যে মালাককে চান নির্দিষ্ট করে নেন। অনুরূপভাবে তিনি লোকদের মধ্য হতে যাকে চান নাবুওয়াতের পোশাক পরিয়ে দেন। إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ তিনি বান্দাদের সমস্ত কথা শোনেন। প্রতিটি বান্দা তার আমলসহ তাঁর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। নাবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র কে তা তিনি খুব ভালই জানেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ রাসূলদের সামনের ও পিছনের খবর আল্লাহ রাখেন। তাঁদের কাছে তিনি কি পৌঁছালেন এবং তাঁরা কি পৌঁছে দিলেন এ সব কিছু তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। যেমন তিনি বলেন ঃ

عَـٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدًا. لِّيَعۡلَمَ أَن قَدۡ أَبۡلَغُواْ رِسَـٰلَـٰتِ رَبِّهِمۡ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ وَأَحۡصَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ عَدَدًۢا.

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন, রাসূলগণ তাদের রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কি না জানার জন্য। রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞান গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ২৬-২৮)

সুতরাং মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলদের রক্ষক। যা তাঁদের বলা হয় তার তিনি হিফাযাতকারী। তিনি তাঁদের সাহায্যকারী। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭)

৭৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সাজদাহ কর এবং তোমাদের রবের ইবাদাত কর ও সৎ কাজ কর যাতে সফলকাম হতে পার। [সাজদাহ]	٧٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩
৭৮। এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের	٧٨. وَجَـٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ.

ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত; তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা স্বাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

আল্লাহর ইবাদাত এবং জিহাদ করার আদেশ

এই দ্বিতীয় সাজদাহটির ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম সাজদাহর জায়গায় আমরা ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেছি যাতে উকবাহ ইব্ন আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা হাজ্জকে দু'টি সাজদাহর মাধ্যমে ফাযীলাত দান করা হয়েছে, যারা এ দু'টি সাজদাহ করেনা তারা যেন এই আয়াতটি পাঠ না করে। (হাকিম ১/২২১) আল্লাহ তা'আলা রুকূ, সাজদাহ, ইবাদাত ও সৎ কাজের হুকুম করার পর বলছেন ঃ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ তোমরা তোমাদের জান, মাল ও কথা দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং যেভাবে জিহাদ করা উচিত সেভাবেই কর। যেমন তিনি বলছেন ঃ

ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিৎ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০২)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। অন্যান্য উম্মাতবর্গের উপর তিনি তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। পূর্ণ রাসূল এবং পূর্ণ শারীয়াত দানের মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তোমাদেরকে তিনি সহজ এবং উত্তম দীন প্রদান করেছেন। এমন আহকাম তোমাদের উপর রাখেননি যা পালন করা তোমাদের পক্ষে কঠিন। এমন বোঝা তিনি তোমাদের উপর চাপিয়ে দেননি যা বহন করা তোমাদের সাধ্যের বাইরে।

‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল’ এ দু’টি সাক্ষ্য দানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে সালাত। বাড়ীতে অবস্থান কালে চার রাক‘আত বিশিষ্ট ফার্‌য সালাত চার রাক‘আতই আদায় করতে হয়। আর সফরে থাকাকালে চার রাক‘আতের পরিবর্তে দু’ রাক‘আত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। ভয়ের সালাততো হাদীস অনুযায়ী মাত্র এক রাক‘আত আদায় করার হুকুম আছে। তাও আবার পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীর উপর এবং কিবলামুখী হয়ে হোক কিংবা কিবলার দিকে মুখ না করে হোক। সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাক না কেন সালাত আদায় করা হয়ে যাবে। সফরের নাফ্‌ল সালাতেরও অনুরূপ হুকুম। রুগ্ন ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করতে পারে এবং বসে না পারলে শুইয়েও আদায় করতে পারে। অন্যান্য ফার্‌য ও ওয়াজিবগুলিকেও মহান আল্লাহ সহজসাধ্য করেছেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ আমি একনিষ্ঠ ও খুবই সহজ দীনসহ প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ, ৫/২৬৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয (রাঃ) এবং আবূ মূসাকে (রাঃ) ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ দিবে, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করবেনা এবং এমন কাজের হুকুম করবে যা পালন করা তাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হয়, কঠিন না হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৬৫৭) এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু হাদীস রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের নিম্নরূপ তাফসীর করেছেন ঃ তোমাদের দীনে কোন সংকীর্ণতা কিংবা কঠোরতা নেই। (তাবারী ১৮/৬৮৯) বলা হয়েছে ঃ

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ *এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত*। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় এর পূর্বের আয়াতাংশ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, এর পূর্বে তোমাদের পিতা ইবরাহীমকেও যে দীন প্রদান করা হয়েছিল সেই দীন ধর্মই তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে কোন কঠোরতা নেই। অতএব তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। (তাবারী ১৮/৬৯১) আমি (ইব্‌ন কাসীর) বলি ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নের আয়াতটিই উত্তম ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا

তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬১) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা পূর্বে ইবরাহীমের (আঃ) নামকরণ করেন মুসলিম। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে, তিনি ‘আতা (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ মুসলিম নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। (তাবারী ১৮/৬৯১) মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৬৯১, ৬৯২)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর পূর্বে দাঊদের (আঃ) উপর নাযিলকৃত *‘যাবূর’* এবং মূসার (আঃ) উপর নাযিলকৃত *‘তাওরাত’* এ আল্লাহর বান্দাদের নামকরণ করা হয়েছিল *‘মুসলিম’*। তারা দীনের অনুসারী ছিলেন। আর وَفِي هَذَا বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (কুরতুবী ১২/১০১) কারণ এর পরেই বলা হয়েছে ঃ

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ তিনি তোমাদের জন্য যে দীন ধর্মের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তাতে পূর্বের ধর্মের মতই কোন কঠোরতা নেই।

আর এটা সঠিকও বটে। কেননা ইতোপূর্বে এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ তাদের দীন সহজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এই দীনের প্রতি আরও বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য বলা হচ্ছে ঃ এটা হল ঐ দীন যা ইবরাহীমকে (আঃ) প্রদান করা হয়েছিল।

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ এরপর এই উম্মাতের জন্য এবং তাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের বর্ণনা আমার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিল। যুগ যুগ ধরে নাবীগণের (আঃ) আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের আলোচনা হতে থেকেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পাঠকেরা তোমাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং এই কুরআনের পূর্বে এবং এই কুরআনেও তোমাদের নাম মুসলিম। আর এই নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ।

হারিস আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এখনও অজ্ঞতার অনুসরণ করে (অর্থাৎ বাপ-দাদার এবং বংশের গর্ব করে: আর অন্যান্য মুসলিমদেরকে নগন্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করে) সে জাহান্নামে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি সে সিয়াম পালন করে ও সালাত আদায় করে (তবুও কি)? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, যদিও সে সিয়াম পালনকারী এবং সালাত আদায়কারী হয়। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের যে নাম রেখেছেন সেই নামেই একে অপরকে ডাক। তা হল মুসলিমীন, মু’মিনীন এবং ইবাদুল্লাহ। (নাসাঈ ১/৮৮৬৬) সূরা বাকারাহর ... يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ الخ। এই আয়াতের তাফসীরে আমরা এই হাদীসটি পূর্ণ বর্ণনা করেছি। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ আমি তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তম উম্মাত এ জন্যই বানিয়েছি এবং এ জন্যই আমি তোমাদের সুখ্যাতি অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হও। পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মাত উম্মাতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করবে। এই উম্মাত সমস্ত উম্মাতের উপর নেতৃত্বে লাভ করেছে। এ জন্য এই

উম্মাতের সাক্ষ্য অন্যান্য উম্মাতবর্গের উপর গৃহিত হবে। তাদের সাক্ষ্য হবে এটাই যে, পূর্ববর্তী উম্মাতবর্গের কাছে তাদের নাবীগণ (আঃ) আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর এই উম্মাতের উপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব তিনি পূর্ণভাবে পালন করেছেন। এ ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে এবং যত তাফসীর আছে সবই আমরা সূরা বাকারাহর **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ... الخ** এ আয়াতের (২ ঃ ১৪৩) তাফসীরে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ এত বড় নি'আমাতের অধিকারী যিনি তোমাদেরকে করেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। এর পন্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর যা কিছু ফার্য করেছেন তা অতি আগ্রহের সাথে খুশি মনে তোমরা পালন কর। বিশেষ করে সালাত ও যাকাতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হবে। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ওয়াজিব করেছেন তা আন্ত রিক মুহাব্বাতের সাথে পালন কর। যা কিছু তিনি হারাম করেছেন তার কাছেও যেওনা। সুতরাং সালাত, যা নির্ভেজাল আল্লাহরই জন্য এবং যাকাত, যার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত ছাড়াও তাঁর সৃষ্টি জীবের প্রতিও ইহসান করা হয়, ধনী লোকেরা বছরে একবার তাদের সম্পদের সামান্য একটি অংশ সন্তুষ্ট চিত্তে দরিদ্রদেরকে দান করে, এতে গরীবদের সাহায্য করা হয় এবং মনেও তৃপ্তি আসে। এতেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাকাতের সমস্ত নিয়ম কানূন সূরা তাওবাহর **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... الخ** (৯ ঃ ৬০) এ আয়াতের তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রেখ, তোমাদের সমস্ত কাজে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।

মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ **هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ** তিনিই তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)। তিনিই তোমাদের রক্ষক। তিনিই তোমাদের সহায়ক। তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের উপর বিজয় দানকারী

তিনিই, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক। তিনি যার অভিভাবক হন, তার আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই, সর্বোত্তম সাহায্যকারী তিনিই। দুনিয়ার সবাই যদি শত্রু হয়ে যায় তাতেও কিছু যায় আসেনা। সবারই উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।

সূরা হাজ্জ এর তাফসীর এখানেই সমাপ্ত হল। মহান আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি রাহমাত বর্ষণ করুন। তাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা তাদেরকে অনুসরণ করবেন তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকুন।

সপ্তদশ পারা ও সূরা হাজ্জ - এর তাফসীর সমাপ্ত।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

পঞ্চদশ খন্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)

অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

পঞ্চদশ খন্ড

(সূরা ২৩ ঃ মু'মিনূন থেকে সূরা ৩৩ ঃ আহযাব)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৫০০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন‘আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু’মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

২৪। সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ১৮)
২৫। সূরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৯)
২৬। সূরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১৯)
২৭। সূরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৯-২০)
২৮। সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২০)
১৯। সূরা আনকাবূত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২০-২১)
৩০। সূরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২১)
৩১। সূরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২১)
৩২। সূরা সাজদাহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২১)
৩৩। সূরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২১-২২)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৩৪। সূরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২২)
৩৫। সূরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২)
৩৬। সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২-২৩)
৩৭। সূরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৮। সূরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৯। সূরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ২৩-২৪)
৪০। সূরা গাফির বা মু'মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২৪)
৪১। সূরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২৪-২৫)
৪২। সূরা শূরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৫)
৪৩। সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২৫)
৪৪। সূরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৫)
৪৫। সূরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৫)
৪৬। সূরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৭। সূরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৮। সূরা ফাত্‌হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)

৮। সপ্তদশ খন্ড

৪৯। সূরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৬)
৫০। সূরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬)
৫১। সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬-২৭)
৫২। সূরা তূর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৭)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও ‘আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত ‘তাফসীর ইব্ন কাসীর’ আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন ‘ফাইসন্স’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন ‘তাফসীর মাজলিস’ এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ২৩ ঃ মু'মিনূন, মাক্কী

٢٣ – سورة المؤمنون، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১১৮, রুকূ ৬)

(اَيَاتُهَا : ١١٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ-	١. قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
২। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র -	٢. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَـٰشِعُونَ
৩। যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে -	٣. وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ
৪। যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয় -	٤. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَـٰعِلُونَ
৫। যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে -	٥. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ
৬। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা।	٦. إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ

৭। সুতরাং কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী,	٧. فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ
৮। এবং যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে -	٨. وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
৯। আর যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে -	٩. وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ
১০। তারাই হবে উত্তরাধিকারী।	١٠. أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ
১১। অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা বসবাস করবে চিরকাল।	١١. ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

মু'মিনদের কামিয়াবী হওয়ার গুণাগুণ

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *অবশ্যই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে।* অর্থাৎ তারা ভাগ্যবান হয়েছে এবং পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। এই মু'মিনদের বিশেষত্ব এই যে, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (*যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র*) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা সালাত আদায় করা অবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ী হয়। তাদের মন আল্লাহর দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং অন্যদের প্রতি থাকে বিনম্র। (তাবারী ১৯/৯) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৯/৮, ৯) আলী ইব্‌ন আবী

তালহা (রহঃ) বলেন ঃ ‘খুশু’ এর অবস্থান হল অন্তরে। ইবরাহীম নাখঈও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তাদের খুশু থাকে তাদের অন্তরে, আর তাদের দৃষ্টি থাকে নীচের দিকে।

সুতরাং এই বিনয় ও নম্রতা ঐ ব্যক্তিই লাভ করতে পারে যার অন্তঃকরণ খাঁটি ও বিশুদ্ধ হয়, সালাতে পুরোপুরিভাবে মনোযোগ থাকে এবং সমস্ত কাজ অপেক্ষা সালাতে বেশী আগ্রহী। তখন মন হয় আনন্দে আপ্লুত এবং চোখে আসে শীতলতা। যেমন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে সুগন্ধি ও মহিলা খুবই পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডাকারী হল সালাত। (আহমাদ ৩/১৯৯, নাসাঈ ১৭/৬১, ৬২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ মু’মিনরা বাতিল, শির্‌ক, পাপ এবং বাজে ও নিরর্থক কথা হতে দূরে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا

এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছ থেকে তারা যা প্রাপ্ত হয় তা তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। (আয যুহুদ ৫৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ যারা যাকাত দানে সক্রিয়। অর্থাৎ মু’মিনদের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, তারা তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করে। অধিকাংশ তাফসীরকারক এটাই অর্থ করেছেন। কিন্তু এতে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, এটাতো মাক্কী আয়াত, অথচ যাকাততো ফার্‌য হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরাতের দ্বিতীয় বছর। সুতরাং মাক্কী আয়াতে যাকাতের বর্ণনা কেমন করে হয়? এর উত্তর এই যে, যাকাত মাক্কায়ই ফার্‌য হয়েছিল, তড়ো ওর নিসাবের পরিমাণ কত ইত্যাদি হুকুমসমূহ মাদীনায় নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন দেখা যায় যে, সূরা আন‘আম মাক্কী সূরা, অথচ ওর মধ্যেও যাকাতের এই হুকুমই বিদ্যমান রয়েছে। ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

ফসল কাটার দিনই ওর যাকাত আদায় কর। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪১) আবার এও হতে পারে যে, এখানে যাকাতের অর্থ হচ্ছে নাফ্সকে তারা শির্ক এবং কুফরীর পংকিলতা থেকে পবিত্র করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

সে'ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। (সূরা আশ্ শাম্স, ৯১ ঃ ৯-১০) এও হতে পারে যে, নাফ্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং ধন-সম্পদ এই উভয় জিনিসের পবিত্রতা হাসিল করার কথা বলা হয়েছে। কারণ ধন-সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা করার কথা মানুষ তখনই খেয়াল করবে যখন তার হৃদয়-মন সব দিক থেকে পবিত্র থাকার চিন্তা-ভাবনা করে। আল্লাহ তা'আলাই এ বিষয়ে ভাল জানেন। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে নিষেধ করছন তা মেনে নিয়ে যারা নিজেদের গোপনাঙ্গের হিফাযাত করে এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে যেমন ব্যভিচার, লাম্পট্যতা, সমকামিতা পরিহার করে এবং বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের জন্য যাদেরকে বৈধ করেছেন এবং যুদ্ধলব্ধ দাসী, যাদেরকে আল্লাহ হালাল করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের কাছে গমন করেনা। নিম্নের আয়াতেও একটি উক্তি এই রয়েছে ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ

'দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য যারা নিজেদেরকে পবিত্র করেনা। (সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ ঃ ৬-৭) আবার এও হতে পারে যে, নাফ্সেরও যাকাত, মালেরও যাকাত। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ যারা এদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে কামনা করে তারা হবে সীমালংঘনকারী।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ মু'মিনদের আরও গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। তারা আমানাতের খিয়ানাত করেনা; বরং আমানাত আদায়ের ব্যাপারে তারা অগ্রগামী হয়। তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এর বিপরীত স্বভাব হল মুনাফিকের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হলে তার খিয়ানাত করে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৫২)

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ মহান আল্লাহ মু'মিনদের আর একটি বিশেষত্ব বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের সালাতে যত্নবান থাকে। অর্থাৎ তারা সালাতের সময়ের হিফাযাত করে। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সময়মত সালাত আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন আমল? তিনি জবাব দিলেন ঃ মাতা-পিতার খিদমাত করা। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (ফাতহুল বারী ১০/৪১৪, মুসলিম ১/৮৯)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সঠিক সময়ে যথাযথভাবে রুকূ, সাজদাহ ইত্যাদির হিফাযাত উদ্দেশ্য। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ কর্তৃক প্রথমে একবার সালাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং শেষেও আবার বর্ণিত হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৮৯) এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সালাতের গুরুত্ব ও ফাযীলাত সবচেয়ে বেশী। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সরল সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত থাক, আর তোমরা কখনও (আল্লাহর নি'আমাতরাশি) গণনা করে শেষ করতে পারবেনা। জেনে রেখ যে, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হল সালাত। আর অযূর হিফাযাত শুধু মু'মিনই করে থাকে। (ইব্ন মাজাহ ২/১০১) মু'মিনদের এই প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করলে ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। ওটি হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং জান্নাতের

মধ্যস্থলে অবস্থিত। সেখান হতেই জান্নাতের সমস্ত নাহর প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওরই উপর রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আরশ। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকেরই দু'টি মানযিল রয়েছে। একটি মানযিল জান্নাতে এবং একটি মানযিল জাহান্নামে। যদি কেহ মারা যায় ও জাহান্নামে প্রবেশ করে তাহলে তার (জান্নাতের) মানযিলের উত্তরাধিকারী হয় আহলে জান্নাত। أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ 'তারাই হবে উত্তরাধিকারী' আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। (ইব্ন মাজাহ ২/১৪৫৩)

মু'মিনগণ কাফিরদের জন্য তৈরী করা জান্নাতের বাসগৃহসমূহেরও অধিকারী হবেন। কারণ মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে শরীক না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তিগণ যেহেতু ওয়াদা মেনে চলে আল্লাহর একাত্মবাদ স্বীকার করে ইবাদাত করেছেন এবং কাফিরেরা তা থেকে বিরত থেকেছে সেহেতু মু'মিন ব্যক্তিগণ তাদের ইবাদাতের প্রতিদানে তাদের জন্য যা বরাদ্দ থাকবে তাতো পেয়েই যাবেন, এর পরেও তাদেরকে আরও অতিরিক্ত প্রদান করা হবে। সহীহ মুসলিমে আবূ বুরদাহ (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিমদের মধ্যে কতক লোক পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আসবে। তখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের পাপগুলো ইয়াহুদী ও নাসারার উপর চাপিয়ে দিবেন। (মুসলিম ৪/২১২০)

অন্য সনদে তার হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের নিকট একজন ইয়াহুদী অথবা একজন খৃষ্টানকে হাযির করবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে ঃ এ হল তোমার জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ পাওয়ার মুক্তিপণ। এ হাদীসটি শ্রবণ করার পর (হাদীসটির বর্ণনাকারী) উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) আবূ বুরদাহকে (রাঃ) আল্লাহর নামে শপথ করতে বলেন। তখন আবূ বুরদাহ (রাঃ) তিনবার শপথ করে হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করেন। (মুসলিম ৪/২১১৯) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি ঃ এ ধরনের আয়াত আরও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا

এটা হল ঐ জান্নাত যার অধিকারী আমি আমার এমন বান্দাদেরকে করে থাকি, যারা আমাকে ভয় করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৩) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এটা হল ঐ জান্নাত যার অধিকারী তোমাদেরকে বানিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় হিসাবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭২)

১২। আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে।	١٢. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ
১৩। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।	١٣. ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ
১৪। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়!	١٤. ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ
১৫। এরপর অবশ্যই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে।	١٥. ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ
১৬। অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তোমাদের পুনরুত্থিত	١٦. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ

تُبۡعَثُونَ	করা হবে।

আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে প্রথম মানব সৃষ্টি এবং শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করার মধ্যে

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রাথমিক সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা কাদা ও বেজে ওঠে এমন মসৃণ কাদা-মাটির আকারে ছিল। অতঃপর আদমের (আঃ) শুক্র হতে তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা এখন মানুষ রূপে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২০)

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন যমীন হতে গ্রহণ করেছিলেন। এ হিসাবেই আদমের (আঃ) সন্তানদের রূপ ও রং বিভিন্ন রকম হয়েছে। তাদের মধ্যে কেহ হয়েছে লাল, কেহ সাদা, কেহ কালো এবং কেহ হয়েছে অন্য রংয়ের। তাদের মধ্যে খারাপও রয়েছে, পবিত্রও রয়েছে এবং এর মাঝামাঝিও রয়েছে। (আহমাদ ৪/৪০০, আবূ দাউদ ৫/৬৭, তিরমিযী ৮/২৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً এর মধ্যে '**ه**' সর্বনামটি **جِنْسِ انْسَانْ** (মানব জাতি) এর দিকে ফিরেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَـٰنِ مِن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ

তিনি কাদা-মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ৭-৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَمۡ نَخۡلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ. فَجَعَلۡنَـٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করিনি, অতঃপর স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে? (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২০-২১) সুতরাং মানুষের জন্য একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তার মায়ের গর্ভাশয়ই হয়ে থাকে বাসস্থান।

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ

এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২২-২৩) সেখানে সে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে এবং এক আকার হতে অন্য আকারের দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। **ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً** তারপর শুক্র, যা তীব্রবেগে বহির্গত হয় এমন পানি, যা পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে ও নারীর বক্ষদেশ হতে বহির্গত হয়, রূপ পরিবর্তন করে লাল রংয়ের লম্বা একটি পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। **فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً** এরপর ওটা মাংসপিণ্ড রূপে পরিবর্তিত হয়। তখন তা কোন আকার বা অবয়ব অবস্থায় থাকেনা। **فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا** তারপর তাতে অস্থি তৈরী করেন এবং মাথা, হাত, পা, হাড়, শিরা-উপশিরা ইত্যাদি বানিয়ে দেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে আমি মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, যেন তা গুপ্ত ও দৃঢ় থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাতে রূহ ফুঁকে দেন, যাতে সে নড়া-চড়া করা ও চলা-ফিরা করার যোগ্য হয়ে ওঠে। ঐ সময় সে জীবন্ত মানবরূপ ধারণ করে। সে দেখার, শোনার, বুঝার, নড়ার এবং স্থির থাকার শক্তি প্রাপ্ত হয়। **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মায়ের পেটের মধ্যে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে হতে এক সময় অবুঝ ও জ্ঞানশূন্য শিশুরূপে সে জন্মগ্রহণ করে। তারপর সে ধীরে ধীরে বড় হতে হতে যৌবনে পদার্পণ করে। তারপর হয় পৌঢ় এবং এর পর বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। পরিশেষে সে সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। (তাবারী ১৯/১৮) মোট কথা, রূহ ফুঁকে দেয়া হয় এবং পরে এসব রূপান্তর সাধিত হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (শুক্রের মাধ্যমে) তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা থাকে। তারপর ওটা চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্তপিণ্ডের আকারে থাকে। এরপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন মালাককে পাঠিয়ে দেন, যিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে চারটি বিষয় লিখে নেন। তা হল তার রিয্ক, আয়ুষ্কাল, আমল এবং সে হতভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান হবে। যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীর আমল করতে থাকে, এমনকি সে জান্নাত হতে শুধুমাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার তাকদীরের লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়ে যায়, ফলে সে শেষ অবস্থায় জাহান্নামবাসীর আমল করতে শুরু করে এবং ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং সে জাহান্নামী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অন্য একটি লোক খারাপ কাজ করতে করতে জাহান্নাম হতে মাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়। কিন্তু তাকদীরের লিখন অগ্রগামী হয় এবং শেষ জীবনে সে জান্নাতবাসীর আমল করতে শুরু করে দেয়। সুতরাং সে জান্নাতবাসী হয়ে যায়। (আহমাদ ১/৩৮২, ফাতহুল বারী ৬/৪১৮, মুসলিম ৪/২০৩৬) এসব কথা এবং নিজের পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান!

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ এই প্রথম সৃষ্টির পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ

অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২০) অতঃপর কিয়ামাতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। তারপর তোমাদের হিসাব নিকাশ হবে এবং ভাল ও মন্দ কর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

১৭। আমিতো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্ত স্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।	١٧. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ

পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে আল্লাহর অপার নিদর্শন

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশসমূহের সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা সাধারণতঃ মানব সৃষ্টির উল্লেখ করার পর পরই ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলের সৃষ্টির কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭) সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহয়ও এরই বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন ফাজরের সালাতের প্রথম রাক'আতে এই সূরাটি পাঠ করতেন। সেখানে প্রথমে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর মানব সৃষ্টির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরপর পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَبْعَ طَرَآئِقَ আমিতো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্ত স্তর। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪) অন্য এক স্থানে রয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَوْا۟ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاقًا

তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে? (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই। অর্থাৎ তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন; তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশের উচ্চ হতে উচ্চতম স্থানে অবস্থিত জিনিস, যমীনের গোপনীয় জিনিস, পর্বতের শৃঙ্গ, সমুদ্রের তলদেশ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর সামনে প্রকাশমান। পাহাড়-পর্বত-টিলা, মরুভূমি, সমুদ্র, মাইদান ইত্যাদি সবকিছুরই খবর তিনি রাখেন।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

১৮। এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আমি ওকে অপসারিত করতেও সক্ষম।	١٨. وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ
১৯। অতঃপর আমি ওটা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা হতে তোমরা আহার কর।	١٩. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

২০। এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন।	٢٠. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْأَكِلِينَ
২১। এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে চতুস্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে। তোমাদেরকে আমি পান করাই ওদের যা আছে তা থেকে; এবং এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা এবং তোমরা উহা হতে আহার কর।	٢١. وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
২২। এবং তোমরা তাতে এবং নৌযানে আরোহণও করে থাক।	٢٢. وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

আল্লাহর করুণা ও নিদর্শন রয়েছে বৃষ্টি, গাছ-পালা ও পশু-পাখির মধ্যে

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নি'আমাত রয়েছে তাঁর বান্দাদের জন্য। এখানে তিনি তাঁর কতকগুলি বড় বড় নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে, তিনি প্রয়োজন অনুপাতে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি এত বেশী বৃষ্টি বর্ষণ করেননা যে, তার ফলে ঘর-বাড়ি, যমীন নষ্ট হয়ে যায় এবং শস্য পচে নষ্ট হয়ে যায়। আবার এত কমও নয় যে, ফল, শস্য ইত্যাদি জন্মেই না। বরং এমন পরিমিতভাবে তিনি বৃষ্টি দিয়ে থাকেন যে, এর ফলে শস্যক্ষেত সবুজ-শ্যামল থাকে এবং ফলের বাগান তরতাজা হয়। পুকুর, নদ-নদী এবং খাল-বিল পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে নিজেদের পান করা এবং গবাদি পশুগুলোকে পান

করানোর কোন অসুবিধা হয়না। যেখানে পানির বেশী প্রয়োজন সেখানে বেশী বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং যেখানে কম প্রয়োজন সেখানে কম। আর যেখানকার ভূমি এর যোগ্যতাই রাখেনা সেখানে বৃষ্টি মোটেই বর্ষিত হয়না। কিন্তু নদী-নালার সাহায্যে সেখানে পানি পোঁছে দেয়া হয় এবং এভাবে সেখানকার ভূমিকে পরিতৃপ্ত করা হয়। যেমন মিসর অঞ্চলের মাটি, যা নীল নদের পানিতে পরিতৃপ্ত হয়ে সদা সবুজ-শ্যামল ও সতেজ থাকে। ঐ পানির সাথে লাল মাটি বয়ে আসে, যা হাবশা বা আবিসিনিয়া অঞ্চলে বর্ষিত বৃষ্টির পানি নীল নদের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে আসা হয়ে থাকে। সেখানকার মাটি বৃষ্টির পানির সাথে মিসরের মাটিতে এসে মিশে যায় এবং এর ফলে জমি চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। আসলে মিসরের মাটি লবণাক্ত, মোটেই চাষের উপযোগী নয়। আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা! সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা, ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর কি ক্ষমতা ও নিপুণতা যে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করার মাধ্যমে পানিকে জমিতে স্থির রাখেন এবং জমিকে ঐ পানি শোষণ করার ক্ষমতা দান করেন, যাতে ওটা ওর মধ্যেই বীজকে পানি পোঁছে দিতে পারে। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ আমি ঐ পানিকে অপসারিত করতেও সক্ষম অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে বৃষ্টি বর্ষণ না'ও করতে পারি। আমি ইচ্ছা করলে ঐ বৃষ্টি কংকরময় ভূমিতে এবং পাহাড়ে ও জঙ্গলে বর্ষাতে পারি। আমি যদি চাই তাহলে পানিকে লবণাক্ত করতে পারি। ফলে তা তোমরা নিজেরাও পান করতে পারবেনা, তোমাদের গবাদি পশুকেও পান করাতে পারবেনা এবং ঐ পানি দ্বারা ফসল উৎপাদন করতেও সক্ষম হবেনা। আর তোমরা ঐ পানিতে গোসলও করতে পারবেনা। আমি ইচ্ছা করলে মাটিতে ঐ শক্তি দিবনা যার সাহায্যে সে পানি শোষণ করতে পারে। বরং ঐ পানি মাটির উপরেই ভেসে বেড়াবে। এটাও আমার অধিকারে আছে যে, আমি এ পানি মাটির এমন গভীরে প্রবেশ করাব যে, তোমরা তা নাগালেই পাবেনা এবং তোমাদের কোনই উপকার হবেনা। এটা আমার এক বিশেষ রাহমাত ও অনুগ্রহ যে, মেঘ হতে আমি সুমিষ্ট, উত্তম, হালকা ও সুস্বাদু বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি। অতঃপর ওটা জমিতে পোঁছিয়ে দিই। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে জমিতে ফসল ফলে এবং বাগানের গাছ-পালাগুলি সতেজ হয়। তোমরা নিজেরা এই পানি পান কর, জীব-জন্তুকে পান করাও এবং এই পানিতে গোসল করে দেহ-মন পবিত্র করে থাক। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে বিশ্বরাব্ব আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। জমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। ফলের বাগান সবুজ- শ্যামল রূপ ধারণ করে। বাগান তখন সুন্দর ও সুদৃশ্য হয় এবং সাথে সাথে খুব উপকারী হয়। মহান আল্লাহ আরাববাসীর পছন্দনীয় ফল খেজুর ও আঙ্গুর জন্মিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক দেশবাসীর জন্যই তিনি বিভিন্ন প্রকারের ফলের ব্যবস্থা করে দেন। যথাযথভাবে এগুলির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ক্ষমতা কারও নেই। বহু ফল আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, যেগুলির সৌন্দর্য উপভোগ করার সাথে সাথে তারা ওগুলির স্বাদও গ্রহণ করে থাকে।

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرۡعَ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلۡأَعۡنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ

তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতূন, খেজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ যাইতূন গাছের বর্ণনা দিচ্ছেন। তূরে সীনা হল ঐ পাহাড় যার উপর আল্লাহ তা‘আলা মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন এবং ওর আশে পাশের পাহাড়গুলি। তূর বলে ঐ পাহাড়কে যাতে গাছপালা জন্মে এবং থাকে সদা সবুজ-শ্যামল। এরূপ না হলে ওকে বলে ‘জাবাল’। সুতরাং তূরে সীনায় যে যাইতূন গাছ জন্মে তার থেকে তেল বের হয় এবং ওটা ভোজনকারীদের জন্য তরকারীর কাজ দেয়। কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/৯৫)

আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) তার মুসনাদে এবং তাফসীর গ্রন্থে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা যাইতূনের তেল খাও এবং (শরীরে) ব্যবহার কর, কারণ এটা কল্যাণময় গাছ হতে বের হয়ে থাকে। (আল মুনতাখাব ১৩, তিরমিযী ১৮১৫, ইব্ন মাজাহ ৩৩১৯)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ এরপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা চতুস্পদ জন্তুর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ঐগুলো দ্বারা মানুষ যে উপকার লাভ করে ঐসব নি‘আমাতের কথা উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা ওগুলোর দুধ পান করে থাক, গোশত আহার কর এবং লোম বা পশম দ্বারা পোশাক তৈরী করে থাক। আর তোমরা ওগুলোর উপর সওয়ার হও,

ওগুলোর উপর তোমাদের আসবাবপত্র চাপিয়ে দিয়ে দূর-দূরান্তে পৌঁছে থাক। যদি এগুলি না থাকত তাহলে তোমাদের এসব জিনিসপত্র অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর হত। সত্যি মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর খুবই দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতেনা; তোমাদের রাব্ব অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمًا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ. وَذَلَّلۡنَٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَأۡكُلُونَ. وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত পশু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। তাদের জন্য ওগুলিতে রয়েছে বহু উপকারিতা, আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭৩)

২৩। আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?	٢٣. وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ

২৪। তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিল ঃ এ লোকতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মালাক পাঠাতেন; আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যামানায় এরূপ ঘটেছে বলে শুনিনি।	٢٤. فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ
২৫। সেতো এক উম্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়; সুতরাং এর সম্পর্কে তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।	٢٥. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওমের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, নূহকে (আঃ) তিনি সুসংবাদাতা ও কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী রূপে তাঁর কাওমের নিকট প্রেরণ করেন যারা আল্লাহর সাথে শরীক করত এবং নাবীর দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে গিয়ে বলেন ঃ

فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের হকদার নয়। তোমরা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের যে উপাসনা করছ এতে কি তোমাদের ভয় হচ্ছেনা? তাঁর এ কথা শুনে তাঁর কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলল ঃ

مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ হে জনগণ! এই লোকটিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। নাবুওয়াতের দাবী করে সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। মানুষের কাছে কি অহী আসা সম্ভব?

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً আল্লাহ তা'আলার নাবী পাঠানোর ইচ্ছা থাকলে তিনি কোন আসমানী মালাইকা পাঠাতেন। এরূপ কথা আমরা কেন, আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও শুনেনি যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ তুমি একজন পাগল ছাড়া কিছুই নও। পাগল না হলে সে কখনও এরূপ দাবী করতনা এবং আত্মগর্বী হতনা। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ সুতরাং হে জনমণ্ডলী! তোমরা এর সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর (সে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে)।

২৬। নূহ বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে সাহায্য করুন। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।	٢٦. قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ
২৭। অতঃপর আমি তার কাছে অহী করলাম ঃ তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার অহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনূন উথলে উঠবে তখন উঠিয়ে নিবে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া স্ত্রী ও পুরুষ এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলনা, তারাতো নিমজ্জিত হবে।	٢٧. فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۙ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

২৮। যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বল ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহরই যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে।	٢٨. فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
২৯। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।	٢٩. وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ
৩০। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; আমিতো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।	٣٠. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) যখন তাঁর কাওমের হিদায়াত প্রাপ্তি হতে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন ঃ

رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ হে আমার রাব্ব! আমাকে সাহায্য করুন! যারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে তাদের উপর আমাকে জয়যুক্ত করুন! যেমন অন্য আয়াতে বলেন ঃ

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ

তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০) তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ তাঁর কাছে অহী করলেন ঃ তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার অহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর এবং তাতে প্রত্যেক জীবের, গাছের এবং ফলের এক এক জোড়া উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার-পরিজনকেও উঠিয়ে নাও।

إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ তাদেরকে ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলনা, তারাতো নিমজ্জিত হবে। তারা হল তাঁর কাওমের কাফির লোকেরা এবং তাঁর স্ত্রী ও তাঁর পুত্র। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এর পূর্ণ ঘটনা সূরা হূদের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুস্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল ঃ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২-১৪) সুতরাং নূহ (আঃ) এ কথাই বলেন যা তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর সে বলল ঃ তোমরা এতে আরোহণ কর, এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহরই নামে; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব ক্ষমাশীল, দয়াবান। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৪১) সুতরাং নৌকা চলতে শুরু করার সময়ও তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং যখন ওটা থামার উপক্রম হয় তখনও তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন।

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ তিনি প্রার্থনা করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করান যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ এতে অর্থাৎ মু’মিনদের মুক্তি ও কাফিরদের ধ্বংসের মধ্যে নাবীদের সত্যতার নিদর্শন রয়েছে এবং এই আলামত রয়েছে যে, আল্লাহ যা চান তাই করে থাকেন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু অবগত আছেন। নিশ্চয়ই তিনি রাসূলদেরকে পাঠিয়ে স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন।

৩১। অতঃপর তাদের পর আমি অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।	٣١. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ
৩২। এরপর তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা‘বূদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?	٣٢. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ
৩৩। তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ সম্ভার, তারা বলেছিল ঃ এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর	٣٣. وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْءَاخِرَةِ وَأَتْرَفْنَٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ	সেতো তা'ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তা'ই পান করে।
٣٤. وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَـٰسِرُونَ	৩৪। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
٣٥. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ	৩৫। সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?
٣٦. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ	৩৬। অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব!
٣٧. إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ	৩৭। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবনা।
٣٨. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا	৩৮। সেতো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই।

৩৯। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে সাহায্য করুন; কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।	٣٩. قَالَ رَبِّ ٱنصُرۡنِى بِمَا كَذَّبُونِ
৪০। (আল্লাহ) বললেন ঃ অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবেই।	٤٠. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصۡبِحُنَّ نَـٰدِمِينَ
৪১। অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম; সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়।	٤١. فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّيۡحَةُ بِٱلۡحَقِّ فَجَعَلۡنَـٰهُمۡ غُثَآءً ۚ فَبُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ

'আদ ও ছামূদ জাতির সংক্ষিপ্ত ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নূহের (আঃ) পরে অন্য উম্মাতের আগমন ঘটে। বলা হয়েছে যে, قَرْنًا آخَرِينَ দ্বারা 'আদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে ছামূদ সম্প্রদায়কে। فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ তাদের উপর বিকট শব্দের শাস্তি এসেছিল, যেমন এই আয়াতে রয়েছে। তাদের কাছেও রাসূল এসেছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদাত ও তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, বিরোধিতা করে এবং তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ শুধুমাত্র এটাই যে, তিনি মানুষ। তারা কিয়ামাতকেও অস্বীকার করে। শারীরিক পুনরুত্থানকে তারা অবিশ্বাস করে এবং বলে ঃ

إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذبًا ওটা অসম্ভব ব্যাপার। এই লোকটি নিজেই এটা বানিয়ে বলছে। আমরা এসব বাজে কথা বিশ্বাস করতে পারিনা। নাবী (আঃ) তখন বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون হে আমার রাব্ব! আমাকে সাহায্য করুন! কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادمِينَ অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে। **فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ** অতঃপর সত্যসত্যই এক বিকট আওয়ায তাদেরকে আঘাত করল এবং তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দেয়া হল। সুতরাং যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। তারা এই শাস্তির যোগ্যই ছিল। *'সাইবাহ'* (**الصَّيْحَةُ**) শব্দের অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা বাতাসসহ প্রচন্ড ঝড়। প্রচণ্ড ঝটিকার সাথে সাথে আল্লাহর মালাইকা তাদেরকে টুকরা টুকরা করে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিল।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ

আল্লাহর নির্দেশে এটা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রইলনা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৫) তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالمِينَ আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ

আমি তাদের প্রতি যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৬) সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে মানুষের সতর্ক হওয়া উচিত।

৪২। অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।	٤٢. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ

৪৩। কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারেনা, আর না পারে বিলম্বিত করতে।	٤٣. مَا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ
৪৪। অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর একেকে ধ্বংস করলাম; আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি; সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা!	٤٤. ثُمَّ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَتۡرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتۡبَعۡنَا بَعۡضَهُم بَعۡضًا وَجَعَلۡنَـٰهُمۡ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعۡدًا لِّقَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُونَ

অন্যান্য জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ তাদের পরে বহু জাতির আগমন ঘটেছিল, যাদেরকে আমিই সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাদের জন্য যে কাল নির্ধারণ করেছিলাম তা পূর্ণ হয়েছিল। তা ত্বরান্বিত হয়নি এবং বিলম্বিতও হয়নি।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا আমি একের পর এক রাসূল পাঠিয়েছি। প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল এসেছেন। তারা তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ ۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَـٰلَةُ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ

পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬)

كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ অধিকাংশ জাতিই তাদের নাবীকে অস্বীকার করে। যেমন সূরা ইয়াসীনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ

পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا আমি তাদের একের পর এককে ধ্বংস করে দিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِنۢ بَعۡدِ نُوحٍ

নূহের পরেও আমি বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ **وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ** আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَجَعَلۡنَـٰهُمۡ أَحَادِيثَ وَمَزَّقۡنَـٰهُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍ

ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৯)

৪৫। অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভাই হারূনকে পাঠালাম -	٤٥. ثُمَّ أَرۡسَلۡنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلۡطَـٰنٍ مُّبِينٍ
৪৬। ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট; কিন্তু তারা অহঙ্কার করল; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।	٤٦. إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا عَالِينَ

৪৭। তারা বলল ঃ আমরা কি এমন দু' ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?	٤٧. فَقَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عَـٰبِدُونَ
৪৮। অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।	٤٨. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡلَكِينَ
৪৯। আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়।	٤٩. وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَـٰبَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ

মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মূসা (আঃ) ও তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মতই তাঁদেরকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণে লেগে যায়। তারা তাঁদেরকে বলে ঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং আমরা তোমাদের নাবুওয়াতকে বিশ্বাস করিনা। তাদের অন্তর তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মতই শক্ত হয়ে যায়। অবশেষে একই দিনে একই সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকেই সমুদ্রে ডুবিয়ে মারেন।

এরপর লোকদেরকে হিদায়াত করার জন্য মূসাকে (আঃ) তাওরাত প্রদান করা হয়। মু'মিনদের হাতে যাতে কাফিরেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এ জন্য জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। ফির'আউন ও তার কাওম কিবতীদের সামগ্রিকভাবে আযাব দেয়ার পর আর কোন উম্মাত সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَـٰبَ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَهۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ ٱلۡأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحۡمَةً لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩)

৫০। এবং আমি মারইয়াম তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবন বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।	٥٠. وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

ঈসা (আঃ) এবং মারইয়ামের (আঃ) সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) তাঁর পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশের এক বড় নিদর্শন বানিয়েছেন। আদমকে (আঃ) তিনি নর ও নারীর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। হাওয়াকে (আঃ) স্ত্রী ছাড়া শুধু পুরুষের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ঈসাকে (আঃ) তিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ লোক ছাড়া শুধু স্ত্রীলোকের মাধ্যমে। আর অবশিষ্ট সমস্ত লোককে তিনি নর ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَة ذَات قَرَارٍ وَمَعِين *তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবন বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, رَبْوَةٌ বলা হয় ঐ উঁচু ভূমিকে যা সবুজ-শ্যামল ও কৃষি কাজের উপযোগী। (দুররুল মানসুর ৬/১০০) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৫/৫৩৬, ৫৩৭) مَعِينٍ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, উহা হল ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির প্রবাহ। (তাবারী ১৯/৩৮) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৩৯) সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ এর অর্থ করেছেন ওর উপর দিয়ে ধীর গতিতে পানি বয়ে যাওয়া।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) হতে وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ এ আয়াতের উল্লিখিত জায়গার কথা বলেছেন 'দামেস্ক'। (তাবারী ১৯/৩৭) তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ), হাসান (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং খালিদ ইব্‌ন মাদানও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বলেছেন। অন্যত্র ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতে দামেস্কের নদীর কথা বলা হয়েছে। (কুরতুবী ১২/১২৬) লাইস ইব্‌ন আবী সুলাইম (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ এ আয়াতাংশে ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মারইয়াম (আঃ) দামেস্কের যে সমতল ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার কথা বলা হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/১০০)

আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) তার গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ *এক নিরাপদ ও প্রস্রবন বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে*। ইহা হচ্ছে ফিলিস্তিনের *'রামলাহ'* এলাকা। তবে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হল ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে প্রাপ্ত আল আউফীর (রহঃ) বর্ণনা। তিনি বলেন ঃ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ এর অর্থ হচ্ছে প্রবাহিত পানি এবং ঐ নদী যা নিম্নের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু উল্লেখ করছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

তোমার রাব্ব তোমার পাদদেশে এক নাহর সৃষ্টি করেছেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২৪) সুতরাং এটা হল জেরুযালেমের একটি স্থান। তবে এ আয়াতটি যেন ঐ আয়াতেরই তাফসীর। আর কুরআনের তাফসীর প্রথমতঃ কুরআন দ্বারা, তারপর হাদীস দ্বারা এবং এরপর আসার দ্বারা করা উচিত।

৫১। হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কাজ কর; তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আমি সবিশেষ	٥١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى

অবগত।	بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ
৫২। এবং তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রাব্ব; অতএব আমাকে ভয় কর।	٥٢. وَإِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ
৫৩। কিন্তু মানুষ নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট।	٥٣. فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ
৫৪। সুতরাং কিছুকালের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।	٥٤. فَذَرۡهُمۡ فِي غَمۡرَتِهِمۡ حَتَّىٰ حِينٍ
৫৫। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা -	٥٥. أَيَحۡسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ
৫৬। তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা -	٥٦. نُسَارِعُ لَهُمۡ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ

হালাল খাবার খাওয়া এবং সৎ কাজের আদেশ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নাবীকে (আঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেন হালাল খাদ্য আহার করেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, হালাল খাদ্য সৎ কাজের সহায়ক। নাবীগণ (আঃ) সর্বপ্রকারের মঙ্গল

সঞ্চয় করেছেন। কথা, কাজ, পথ-প্রদর্শন, উপদেশ ইত্যাদি সবকিছুই জমা করেছেন। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রং, স্বাদ ইত্যাদি বর্ণনা করেননি, বরং শুধুমাত্র হালাল খাদ্য খেতে বলেছেন। সহীহ হাদীসে আছে যে, এমন কোন নাবী ছিলেন না যিনি ছাগল চড়াননি। সাহাবীগণ তখন জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিও কি (ছাগল চড়িয়েছেন)? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েকটি কীরাতের বিনিময়ে মাক্কাবাসীর ছাগল চড়াতাম। (বুখারী ২২২৬, ইব্ন মাজাহ ২/৭২৭) (এক কীরাত হল এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগ অথবা এর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি)

আর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, দাঊদ (আঃ) স্বহস্তের উপার্জন হতে আহার করতেন। (ফাতহুল বারী ৪/৩৫৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র ছাড়া তিনি কিছুই কবূল করেননা। মু'মিনদেরকে তিনি ঐ হুকুমই দিয়েছেন যে হুকুম তিনি রাসূলদেরকে (আঃ) দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কাজ কর; তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য আহার কর যা আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে দান করেছি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭২) অতঃপর তিনি এমন এক লোকের বর্ণনা দেন যে দীর্ঘ সফর করে, যার চুল থাকে এলোমেলো এবং চেহারা থাকে ধূলো-বালিতে আচ্ছন্ন। কিন্তু তার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম উপায়ে অর্জিত টাকার। তার শরীর বৃদ্ধি পেয়েছে হারাম খাদ্যে। সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে 'হে আমার রাব্ব! হে আমার রাব্ব!' তার দু'আ কিভাবে কবূল করা হবে। (কেননা সে হারাম পন্থায় উপার্জন করে ও হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে) (মুসলিম ১/৭০৩, তিরমিযী ৮/৩৩৫, আহমাদ ২/৩২৮)

সকল নাবীর দা'ওয়াত ছিল আল্লাহর একাত্মবাদ এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে না যাওয়া

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি। অর্থাৎ হে নাবীগণ! তোমাদের এই দীন একই দীন, এই মিল্লাত একই মিল্লাত। আর তা হল শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাতের দা'ওয়াত দেয়া। এ জন্যই এর পরে বলেন ঃ

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ আমিই তোমাদের রাব্ব! সুতরাং আমাকে ভয় কর। সূরা আম্বিয়ায় এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

أُمَّةً وَاحِدَةً এর উপর حال বা অবস্থা বোধক-এর কারণে যবর দেয়া হয়েছে। যে উম্মাতদের নিকট নাবীদেরকে (আঃ) পাঠানো হয়েছিল তারা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে শতধা বিভক্ত করে ফেলেছিল এবং এতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। তারা মনে করত যে, তারা সঠিক দীনের উপর রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত। সুতরাং তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ কিছুকালের জন্য তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে থাকতে দাও। অবশেষে তাদের ধ্বংসের সময় এসে পড়বে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا

তাদেরকে পানাহার ও হাসি খুশীতে মগ্ন থাকতে দাও। সত্বরই তারা তাদের কৃতকর্মের ফল জানতে পারবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৭)

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا۟ وَيَتَمَتَّعُوا۟ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

তাদের ছেড়ে দাও। তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং মিথ্যা আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৩) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لاَّ

يَشْعُرُونَ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছি তা তাদের মঙ্গলের জন্য? আমি তাদের উপর সন্তুষ্ট বলেই কি তাদেরকে এ সবকিছু দিয়েছি? কখনই না। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তারা প্রতারণার মধ্যে পড়ে গেছে। তারা মনে করছে যে, দুনিয়ায় যেমন তারা সুখে-শান্তিতে রয়েছে, অনুরূপভাবে আখিরাতেও তারা সুখ-শান্তি লাভ করবে। তাদেরকে সেখানে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবেনা, এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তারা বলে ঃ

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلاً وَأَوْلَـٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৫) কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। তাদের সেই আশা ধূলায় মিশে যাবে। আমি তাদেরকে এগুলি এ জন্য দিই যাতে তারা এগুলি নিয়ে ব্যস্ত থেকে তাদের পাপের বোঝা আরও ভারী করতে থাকে; এবং আরও সময় দিই তা আরও বৃদ্ধি করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

بَل لاَّ يَشْعُرُونَ কিন্তু তারা তা অনুধাবন করেনা। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى

ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহ এর দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا

তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا

يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِى لَهُمْ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে। আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪-৪৫)

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالاً مَّمْدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا.

وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّآ إِنَّهُۥ كَانَ لِأَيَـٰتِنَا عَنِيدًا

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ এবং তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ১১-১৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ

وَعَمِلَ صَـٰلِحًا

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৭) এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্রকে বন্টন করে দিয়েছেন যেমনভাবে তোমাদের মধ্যে বন্টন করেছেন তোমাদের জীবিকাকে। যাকে তিনি ভালবাসেন তাকেও দুনিয়া দান করেন এবং যাকে ভালবাসেন না তাকেও দুনিয়া (এর সুখ-ভোগ) দান করে থাকেন। আর দীন শুধু তাকেই তিনি দান করেন যাকে ভালবাসেন। সুতরাং যাকে আল্লাহ তা'আলা দীন দান করেন, জানবে যে, তাকে তিনি ভালবাসেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! বান্দা মুসলিম হয়না যে পর্যন্ত না তার হৃদয় ও জিহ্বা মুসলিম হয়। আর বান্দা মু'মিন হয়না যে পর্যন্ত না তার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ হয়।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তার অনিষ্টতা কি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'প্রতারনা, যুল্ম ইত্যাদি। জেনে রেখ, যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, অতঃপর তা থেকে খরচ করে, তার খরচে বারাকাত দেয়া হয়না এবং সে

যা দান করে সেই দান গৃহীত হয়না। সে যা কিছু ছেড়ে যাবে তা হবে তার জন্য জাহান্নামের খাদ্য সম্ভার। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছে ফেলেননা। বরং তিনি মন্দকে মিটিয়ে থাকেন ভাল দ্বারা। কলুষতা কলুষতাকে দূর করেনা। (আহমাদ ১/৩৮৭)

৫৭। যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত -	٥٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ
৫৮। যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে -	٥٨. وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
৫৯। যারা তাদের রবের সাথে শরীক করেনা।	٥٩. وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
৬০। আর যারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।	٦٠. وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ
৬১। তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।	٦١. أُو۟لَـٰٓئِكَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَـٰبِقُونَ

সৎ আমলকারীদের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন যে, ইহসান ও ঈমানের সাথে সাথে সৎ কাজ করা এবং এরপরেও আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হওয়া মু'মিনের বিশেষ গুণ। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মু'মিন ভাল কাজ করে এবং সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিক খারাপ কাজ করে, আবার আল্লাহ থেকে নির্ভয় থাকে। (তাবারী ১৯/৪৫) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ তারা তাদের রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। যেমন মহান আল্লাহ মারইয়ামের (আঃ) গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ

এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ১২) অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও শারীয়াতের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। তাঁর আদিষ্ট প্রতিটি কাজকে তিনি ভালবাসতেন। আর তাঁর নিষেধকৃত প্রতিটি কাজকে তিনি অপছন্দ করতেন। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ তারা তাদের রবের সাথে শরীক করেনা, বরং তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করে। তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ সম্পূর্ণ রূপে অভাবমুক্ত। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান নেই। তিনি অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই।

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ তাঁর নামে তারা দান-খাইরাত করে থাকে। কিন্তু তাদের দানের অর্থ সঠিকভাবে উপার্জিত হয়েছে কিনা এবং তা কবূল হবে কিনা এ ভয় তাদের অন্তরে থাকে। তাই আল্লাহর পথে খরচ করার সময় তারা ভীত-কম্পিত হয়। আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'যারা যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে' এর দ্বারা কি ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা চুরি করে, ব্যভিচার করে এবং মদ্যপান করে, অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহকে ভয় করে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আবূ বাকরের কন্যা! হে সিদ্দীকির কন্যা! না, তারা নয়; বরং যারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং দান-খাইরাত করে, অথচ আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। (আহমাদ ৬/১৫৯)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ওহে সিদ্দীকির মেয়ে! তারা হল ঐ লোক যারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং মনে মনে এই আশংকাও করে যে, তাদের আমলসমূহ কবূল হবে কি হবেনা। ইবন্ আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (*তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ*) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। (তাবারী ১৯/৪৫, ৪৬) মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।

৬২। আমি কেহকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন করিনা এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবেনা।	٦٢. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَـٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
৬৩। বরং এ বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত আরও কাজ আছে যা তারা করে থাকে।	٦٣. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ هَـٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَـٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَـٰمِلُونَ
৬৪। আর আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে।	٦٤. حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ

৬৫। তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ আর্তনাদ করনা, তোমরা আমার সাহায্য পাবেনা।	٦٥. لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ
৬৬। আমার আয়াত তোমাদের কাছে পাঠ করা হত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে -	٦٦. قَدْ كَانَتْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ
৬৭। দম্ভ ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে।	٦٧. مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَـٰمِرًا تَهْجُرُونَ

আল্লাহর আইন বনাম কাফির/মুশরিকদের অর্থহীন বাক-বিতন্ডা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি শারীয়াতকে সহজ করেছেন। তিনি বান্দাদেরকে এমন কাজের হুকুম দেননা যা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত। অতঃপর কিয়ামাতের দিন তিনি তাদের কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। ওগুলি তারা পুস্তক আকারে লিখিতরূপে বিদ্যমান পাবে।

وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ এই আমলনামা সঠিকভাবে তাদের প্রত্যেকটি কাজের কথা প্রকাশ করে দিবে। কারও উপর কোন প্রকার যুল্ম করা হবেনা। কারও সাওয়াব কমিয়ে দেয়া হবেনা। তবে অধিকাংশ মু'মিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতঃপর কাফির ও মূর্তিপূজক কুরাইশদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে ঃ

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا বরং এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ এ ছাড়া আরও কাজ আছে যা তারা করে থাকে। আল হাকাম ইব্ন আবান (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ)

হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ওয়া লাহুম আমালা' এর অর্থ হচ্ছে শির্‌ক। এ সবকিছু তারা নির্ভয়ে করেই চলেছে। (দুররুল মানসুর ৬/১০৭) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৯/৪৯, কুরতুবী ১২/১৩৪)

هُمْ لَهَا عَامِلُونَ মৃত্যু পর্যন্ত তারা এসব মন্দ কাজ করতেই থাকবে যাতে তাদের প্রতি সমস্ত শাস্তি ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায়। মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৫০) এটাই সুন্দর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। যেমন ইতোপূর্বে ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! কোন লোক জান্নাতের কাজ করতে করতে জান্নাত হতে মাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়, অতঃপর তার তাকদীরের লিখন তার উপর বিজয়ী হয় এবং সে জাহান্নামীদের কাজ করতে শুরু করে। পরিণামে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। (আহমাদ ১/৩৮২) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ আর আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে। সূরা মুয্‌যাম্মিলে রয়েছে ঃ

وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً. إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَجَحِيمًا

ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, আর কিছুকালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্জ্বলিত আগুন। (সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১১-১২) অন্য আয়াতে আছে ঃ

كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠি ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিলনা। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩) এখানে বলা হচ্ছে ঃ

لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ আজ তোমরা চিৎকার করছ কেন? কেন আজ আর্তনাদ করছ? আজ এসবের কিছুই তোমাদের কাজে আসবেনা। তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়েছে। এখন চিৎকারদ্ধ আর্তনাদ সবই

বৃথা। এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধের কথা জানিয়ে দিয়ে এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ আমার আয়াত তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হত, কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরে সরে পড়তে দম্ভভরে। তাদের ব্যাপারে আরও বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ ۖ وَإِن يُشۡرَكۡ بِهِۦ تُؤۡمِنُواْ ۚ فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِىِّ ٱلۡكَبِيرِ

তোমাদের এই পার্থিব শাস্তি এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১২)

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (*দম্ভ ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে*) তারা বাজে ও অর্থহীন গল্প-গুজব করত। রাত্রিকালে অযথা বসে থেকে তাদের গল্প-গুজবের মধ্যে তারা তাঁকে কখনও কবি বলত, কখনও বলত যাদুকর, কখনও বলত মিথ্যাবাদী এবং কখনও পাগল বলত। তারা বাইতুল্লাহর কারণে গর্ব করত। তারা নিজেদেরকে ওর অভিভাবক মনে করত। অথচ ওটা ছিল তাদের অলীক ধারণা মাত্র। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, আহমাদ ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, উবাইদিল্লাহ (রহঃ) আমাদেরকে ইসরাঈল (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল 'আলা (রহঃ) হতে বলেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) বলতে শুনেছেন যে, مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর গভীর রাতে একত্রিত হয়ে কথা-বার্তা বলা, গাল-গল্প করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

তিনি বলেন ঃ কা'বাঘর নিয়ে তারা দম্ভ করত এবং বলত, আমরা এই কা'বার লোক। তারা কা'বাঘরের চারিদিকে ঘুরাফিরা করত এবং বিভিন্ন দম্ভোক্তি করে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে দিত। কা'বাঘরের পবিত্রতা রক্ষা কিংবা ঐ ঘর যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেই উদ্দেশে তারা সেখানে অধিক রাত পর্যন্ত অবস্থান করতনা, যে কারণে তাদেরকে ওখানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। (নাসাঈ ৬/৪২)

৬৮। তাহলে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করেনা? অথচ তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট আসেনি?	٦٨. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ
৬৯। অথচ তারা কি তাদের রাসূলকে চিনেনা বলে তাকে অস্বীকার করে?	٦٩. أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ
৭০। অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? বস্তুতঃ সে তাদের নিকট সত্য এনেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।	٧٠. أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ
৭১। সত্য যদি তাদের কামনার অনুগামী হত তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সব কিছুই। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٧١. وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ
৭২। অথবা তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও?	٧٢. أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ

رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ	**তোমার রবের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।**
٧٣. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	**৭৩। তুমিতো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছ।**
٧٤. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ	**৭৪। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারাতো সরল পথ হতে বিচ্যুত।**
٧٥. وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ	**৭৫। আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে।**

কাফিরদের দাবী খন্ডন এবং ধিক্কার প্রদান

মুশরিকরা যে কুরআন বুঝতনা, ওর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতনা, বরং ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। কেননা তিনি তাদের প্রতি এমন পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা ইতোপূর্বে কোন নাবীর উপর অবতীর্ণ করেননি। এই কিতাব সবচেয়ে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ও উত্তম। তাদের যেসব পূর্বপুরুষ অজ্ঞতার যুগে মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ ছিলনা এবং তাদের কাছে কোন নাবীরও আগমন ঘটেনি। সুতরাং এদের উচিত ছিল আল্লাহর এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেয়া, তাঁর কিতাবের মর্যাদা দেয়া এবং দিবা-নিশি এর উপর আমল করতে থাকা, যেমন তাদের মধ্যকার বিবেকবান লোকেরা

করেছিলেন। তারা মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কাফিরেরা বিবেক-বুদ্ধির সাথে কাজ করেনি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা যদি কুরআনের স্পষ্ট আয়াতসমূহ অতি আগ্রহের সাথে পাঠ করত তাহলে ইহা থেকে জেনে নিতে পারত যে, ওর অস্বীকারকারীরা কি রূপ শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তা না করে বরং কুরআনুল হাকীমের অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট আয়াতগুলির পিছনে পড়ে তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। (দুররুল মানসুর ৬/১১০)

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তারা কি ওয়াকিফহাল নয়? তিনিতো তাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদেরই মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছেন। অথচ এখন কি কারণে তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করে দিল? জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ কথাই বলেছিলেন ঃ 'বিশ্বরাব্ব এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যাঁর বংশ গরিমা, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ অবগতি ছিল।' (ইব্ন হিশাম ১/৩৫৭)

মুগীরা ইব্ন শুবাহ (রাঃ) জিহাদের মাঠে পারস্য সম্রাট কিসরার সহকারীকেও এ কথাই বলেছিলেন। আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব (রাঃ) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং সদ্বংশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, যে সময় সম্রাট তাকে তার সঙ্গীদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। অথচ আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ঐ সময় মুসলিম ছিলেননা। (ফাতহুল বারী ১/৪২)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ কাফির ও মুশরিকরা বলত ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল কিংবা তিনি নিজেই কুরআন রচনা করেছেন, তিনি কি বলছেন তা তিনি নিজেই বুঝেননা। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। প্রকৃত কথা শুধু এটাই যে, তাদের অন্তর ঈমানশূন্য। তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনা। কুরআন আল্লাহর এমন কালাম যার তুল্য কিছু পেশ করতে সারা দুনিয়া অপারগ হয়ে গেছে। কঠিন বিরোধিতা, পূর্ণ চেষ্টা এবং সীমাহীন মুকাবিলা সত্ত্বেও

কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি যে, এই কুরআনের অনুরূপ নিজে বানিয়ে নেয় বা সবার সাহায্য নিয়ে এরূপ একটি সূরা আনয়ন করে।

بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ এটাতো সম্পূর্ণরূপেই সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।

মানুষের একগুয়েমী এবং খায়েশের উপর সত্য নির্ভরশীল নয়

মুজাহিদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) উক্তি করেছেন যে, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ এই আয়াতে حَقٌّ দ্বারা মহামহিমান্বিত আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৯/৫৭, কুরতুবী ১২/১৪০) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের বাসনা অনুযায়ী শারীয়াত নির্ধারণ করতেন তাহলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু বিশৃংখল হয়ে পড়ত। যেমন মহান আল্লাহ তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

দুই জনপদের মধ্য হতে কোন বড় (নেতৃস্থানীয়) লোকের উপর কেন এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়নি? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১) তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

তারাই কি তোমার রবের করুণা বন্টন করছে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩২) আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ

বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০০) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৩) সুতরাং এ সমুদয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, মানবীয় মস্তিষ্ক মাখলূকের

ব্যবস্থাপনায় মোটেই যোগ্যতা রাখেনা। এটা একমাত্র আল্লাহর মাহাত্ম্য যে, তাঁর গুণাবলী, তাঁর ফরমান, তাঁর কার্যাবলী, তাঁর শারীয়াত, তাঁর তাকদীর, তাঁর তাদবীর তাঁর সৃষ্টজীবের জন্য কামেল বা পূর্ণ এবং এ সবই সমস্ত মাখলূকের প্রয়োজন পূরণের অনুকূলে। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং নেই কোন রাব্ব। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ আমি তাদের দিয়েছি উপদেশ অর্থাৎ কুরআন, কিন্তু তারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দীনের দা'ওয়াতের জন্য রাসূল (সাঃ) কোন পারিশ্রমিক চাননি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? অর্থাৎ তুমি তাদের কাছেতো কোন প্রতিদান চাওনা।

فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ তোমার রবের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ

বল ঃ আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই, আমার পুরস্কারতো আছে আল্লাহর নিকট। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৭) তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

বল ঃ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ

বল ঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ.

ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا

নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এলো, সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ২০-২১) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা। তুমিতো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছ।

কাফির-মুশরিকদের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারাতো সরল পথ হতে বিচ্যুত। আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর পরিপক্কতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি তাদের প্রতি দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। এ জন্যই অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ জানতেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে শোনাতেন। আর যদি তাদেরকে শোনাতেনও তবুও তারা বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ. وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে

আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে। আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। তারা বলে ঃ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৯) সুতরাং এগুলো এমন বিষয় যা হবেনা, কিন্তু হলে কি হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কুরআনুল কারীমে যে বাক্য لَوْ দ্বারা শুরু করা হয়েছে তা কখনই সংঘটিত হবেনা।

৭৬। আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করলাম, কিন্তু তারা তাদের রবের প্রতি বিনত হলনা এবং কাতর প্রার্থনাও করলনা।	٧٦. وَلَقَدْ أَخَذْنَـٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
৭৭। অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দিই তখনই তারা হতাশ হয়ে পড়ে।	٧٧. حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ
৭৮। তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	٧٨. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

৭৯। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে।	٧٩. وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
৮০। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা?	٨٠. وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَـٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
৮১। এতদসত্ত্বেও তারা ত'াই বলে যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীরা।	٨١. بَلْ قَالُوا۟ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ
৮২। তারা বলে ঃ আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?	٨٢. قَالُوٓا۟ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
৮৩। আমাদেরকেতো এ বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও; এটাতো প্রাচীন কালের কল্পকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।	٨٣. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَـٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করলাম অর্থাৎ আমি তাদের দুষ্কর্মের কারণে তাদেরকে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করে ফেললাম। فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ কিন্তু এতেও তারা

না কুফরী পরিত্যাগ করল, আর না তাদের রবের প্রতি বিনত হল। বরং তখন তারা কুফরী ও বিভ্রান্তির উপর অটল থাকল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি এসে পৌঁছল তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলনা? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়ল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৩)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, এই আয়াতে ঐ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা রয়েছে যা কুরাইশদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না মানার কারণে পতিত হয়েছিল, যার অভিযোগ নিয়ে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করেছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বলছি যে, (দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়ে এখন) আমরা উটের পশম ও রক্ত খেতে শুরু করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا ... الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (নাসাঈ ৬/৪১৩)

এ হাদীসের মূল ভাবধারা সহীহায়িন থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, কুরাইশদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর বদ দু'আ করে বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! ইউসুফের (আঃ) যুগের মত এদের উপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন! (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৫, মুসলিম ৪/২১৫৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দরজা খুলে দেই তখনই তারা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যে শাস্তির কথা তারা কল্পনাও করেনি সেই শাস্তি আকস্মিকভাবে যখন তাদের উপর এসে পড়ে তখন তারা পরিত্রাণ লাভে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।

আল্লাহর নি'আমাত এবং অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন। তিনি চক্ষু, কর্ণ, অন্তঃকরণ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর একাত্মবাদ

ও ব্যাপক ক্ষমতা এবং একচ্ছত্র আধিপত্য অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু যতই নি'আমাত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই শুকরগুযারী কমে যাচ্ছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩)

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য এবং মহাশক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। তাঁর প্রথম সৃষ্টি থেকে সর্বশেষ সৃষ্টি পর্যন্ত সবাইকে পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করবেন। পুরুষ কিংবা নারী, ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ, পূর্বের ও পরের কেহই অবশিষ্ট থাকবেনা।

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ পচা-গলা হাড়কে জীবিতকারী এবং মানুষকে মৃত্যুদানকারী একমাত্র তিনিই। وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ তাঁর হুকুমেই দিন যাচ্ছে, রাত্রি আসছে এবং রাত্রি যাচ্ছে, দিন আসছে। সুশৃংখলভাবে একটার পর একটা আসছে ও যাচ্ছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا تَعْقِلُونَ তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? এত বড় বড় নিদর্শন দেখেও কি তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহকে চিনবেনা? তিনি যে মহা-ক্ষমতাবান ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী এটা তোমাদের মেনে নেয়া উচিত।

কাফির/মূর্তি পূজকরা মনে করে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন অসম্ভব

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এতদসত্ত্বেও তারা বলে, যেমন বলেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। প্রকৃত কথা এই যে, এ যুগের কাফির ও পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের অন্তর একই। তাদের ও এদের উক্তির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। ঐ উক্তি হল ঃ

قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব? তাদের কাছে এটা বোধগম্য নয়। তারা বলে ঃ

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ যে প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে, অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও একই প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিল। এটাতো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু আমরাতো মৃত্যুর পরে কেহকেও জীবিত হতে দেখিনি। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছে যে, পুনরুত্থান সম্ভব নয়। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন ঃ

أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً. قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? তারা বলে ঃ তা'ই যদি হয় তাহলেতো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন! এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১১-১৪) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)

৮৪। জিজ্ঞেস কর ঃ এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান তো বল?	٨٤. قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
৮৫। তারা বলবে ঃ আল্লাহর! বল ঃ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?	٨٥. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
৮৬। জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশের রাব্ব এবং কেই বা মহান আরশের রাব্ব?	٨٦. قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ
৮৭। তারা বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?	٨٧. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
৮৮। জিজ্ঞেস কর ঃ যদি তোমরা জান তাহলে বল সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, কে আশ্রয় দান করেন, যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই?	٨٨. قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
৮৯। তারা বলবে ঃ আল্লাহর! বল ঃ তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?	٨٩. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ
৯০। বরং আমিতো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি; কিন্তু	٩٠. بَلْ أَتَيْنَـٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

তারা মিথ্যাবাদী।	لَكَـٰذِبُونَ

কাফির/মূর্তি পূজকরা রুবুবিয়াতে বিশ্বাস করে, কিন্তু এর সাথে তাদের উলুহিয়াতেও বিশ্বাস করা যরুরী

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় একাত্মবাদ, সৃষ্টির কর্তৃত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা ও আধিপত্য সাব্যস্ত করছেন যাতে অবহিত হওয়া যায় যে, প্রকৃত মা‘বূদ একমাত্র তিনিই। তাঁর ইবাদাত ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা মোটেই উচিত নয়। তিনি এক, তাঁর কোনই অংশীদার নেই। তাই তিনি স্বীয় সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তুমি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে সেই সব কার, যদি তোমরা জান? তারা অবশ্যই উত্তরে বলবে ঃ আল্লাহর। সুতরাং তুমি তাদেরকে বল ঃ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা? সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক যখন একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া কেহ নয়, তখন তিনি একাই কেন মা‘বূদ হবেননা? কেনই বা তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদাত করা হবে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা তাদের মিথ্যা মা‘বূদদেরকেও আল্লাহর সৃষ্ট ও তাঁর দাস বলেই বিশ্বাস করে এবং তাঁর উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই তাও বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদেরকে তাঁর নৈকট্য লাভকারী মনে করে। তারা বলে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

আমরাতো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩) এই উদ্দেশে তাদের ইবাদাত করে যে, তাদের মাধ্যমে তারাও তাঁর নৈকট্য লাভ করবে। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে ঃ

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّه তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও আরশের অধিপতি? অবশ্যই তারা উত্তর দিবে যে, এগুলির অধিপতি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তাহলে হে রাসূল! তুমি আবারও তাদেরকে বল ঃ

قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ এই স্বীকারোক্তির পরেও কি তোমরা এতটুকুও বুঝনা যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই? অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ *জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশের রাব্ব এবং কে’ইবা মহান আরশের রাব্ব?* অর্থাৎ তিনি যে উর্ধ্বাকাশের আলোক রশ্মি, গ্রহ-নক্ষত্র, মালাইকা ইত্যাদিকে সৃষ্টি করেছেন তারা সবাই সব সময় সব দিক হতে তাঁর প্রতি সাজদাহবনত হচ্ছে। আর তিনি ছাড়া, তাঁর সব সৃষ্টির সর্বোচ্চ ও সর্ব বৃহৎ আরশের মালিক আর কেইবা হতে পারে? অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ১১৬) অর্থাৎ ঐ আরশ হল অতুলনীয়, জমকালো ও মনোমুগ্ধকর। উহার উচ্চতা ও প্রশস্ততা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে যে, উহা লাল রংয়ের পদ্মরাগমনি সুদৃশ্য মনি-মুক্তা দ্বারা তৈরী।

পূর্বযুগীয় কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, আরশ লাল রংয়ের ইয়াকূত বা মণি-মানিক্য দ্বারা নির্মিত। এই আয়াতে عَرْشٌ عَظِيْمٌ এবং এই সূরার শেষে عَرْشٌ كَرِيْمٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ অত্যন্ত বড় ও খুবই সুন্দর। সুতরাং দৈর্ঘে, প্রস্থে, বিরাটত্বে ও সৌন্দর্যে ওটা অতুলনীয়। এ কারণেই কেহ কেহ এটাকে রক্তিম বর্ণের ইয়াকূত বলেছেন।

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের রবের নিকট রাত-দিন কিছুই নেই। তাঁর চেহারার জ্যোতিতেই তাঁর আরশ জোতির্ময় হয়েছে। মোট কথা, এই প্রশ্নের জবাবে মুশরিক ও কাফিরেরা এ কথাই বলবে যে, আসমান, যমীন এবং আরশের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ তবুও আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করছনা কেন? কেন তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের উপাসনা করছ? এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ জিজ্ঞেস কর সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে?

مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآ

ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই নিম্নলিখিত শব্দগুলির

মাধ্যমে শপথ করতেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ!' কোন গুরুত্বপূর্ণ শপথের সময় বলতেন ঃ 'যিনি অন্তরসমূহের মালিক এবং যিনি অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী তাঁর শপথ!' ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ জিজ্ঞেস কর, কে তিনি যিনি সকলকে আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আর কেহ আশ্রয়দাতা নেই? অর্থাৎ তিনি এত বড় নেতা ও অধিপতি যে, সমস্ত সৃষ্টি, আধিপত্য ও হুকুমাত তাঁরই হাতে রয়েছে। আরাবে এই প্রথা ছিল যে, গোত্রপতি কেহকে আশ্রয় দান করলে সবাই তা মেনে নিত এবং গোত্রপতি যাকে আশ্রয় দিত তার বিরুদ্ধবাদীকে অন্য কেহ আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি দিতনা। সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি ব্যাপক ক্ষমতাবান এবং সবারই শাসনকর্তা। তাঁর ইচ্ছা কেহ পরিবর্তন করতে পারেনা। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) অর্থাৎ কারও ক্ষমতা নেই যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তাঁর কোন কাজের কৈফিয়াত তলব করে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাটত্ব, প্রভাব, মর্যাদা, ক্ষমতা, কৌশল এবং ন্যায়পরায়ণতা অতুলনীয়। সমস্ত মাখলূক তাঁর সামনে অপারগ, অক্ষম ও নিরুপায়। তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের কাছে তাদের কাজের কৈফিয়াত তলবকারী।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সেই বিষয়ে, যা তারা করে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২-৯৩) এইরূপ গুণে গুণান্বিত কে? এই প্রশ্নের জবাবেও এ মুশরিকরা বলতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই এত বড় ক্ষমতার অধিকারী। এই রূপ প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট একমাত্র আল্লাহ। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ তুমি তাদেরকে বল ঃ এর পরেও কি করে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছ? এই স্বীকারোক্তির পরেও কেমন করে তোমরা অন্যদের উপাসনা করছ? এটা তোমাদের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ বরং আমিতো তাদের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়েছি, কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী। তাদের কাছে আমি তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের সাথে সাথে তাওহীদে উলূহিয়্যাত বর্ণনা করেছি, সঠিক প্রমাণাদি ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পৌঁছে দিয়েছি। আমার সাথে অন্যদেরকে শরীক করার ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী। তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া স্বয়ং তাদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তিনি এই সূরারই শেষাংশে বলেন ঃ

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৭) সুতরাং মুশরিকরা কোন দলীলের মাধ্যমে এটা করছেনা, বরং তারা তাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করছে মাত্র, যারা ছিল অজ্ঞ এবং দ্বিধাগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩)

৯১। আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন মা'বূদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা'বূদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ অতি পবিত্র!

٩١. مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَـٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَـٰنَ

ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ	
٩٢. عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ	৯২। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

আল্লাহর কোন অংশীদার নেই এবং তাঁর কোন ব্যবস্থাপনা কমিটিও নেই

আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে সন্তান ও শরীক হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করছেন। অধিকারে, ব্যবস্থাপনায় ও ইবাদাতের হকদার হওয়ার ব্যাপারে তিনি একক। **مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ** তাঁর সন্তানও নেই এবং অংশীদারও নেই। যদি কয়েকটি মা‘বূদ মেনে নেয়া হয় তাহলে প্রত্যেক মা‘বূদের স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া যরুরী। আর এরূপ হলে সৃষ্টিজগতে শৃংখলা বজায় থাকা সম্ভব নয়। অথচ সৃষ্টিজগতের শৃংখলা ও পরিচালনা পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। উর্ধ্ব জগত, নিম্ন জগত, আসমান, যমীন ইত্যাদি পরস্পরের পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে নিজ নিজ নির্ধারিত কাজে নিযুক্ত ও ব্যস্ত রয়েছে। এগুলি বিধিবদ্ধ আইন-শৃংখলা থেকে ইঞ্চি পরিমাণও এদিক-ওদিক হয়না। সুতরাং জানা গেল যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, কয়েকজন নয়।

مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍ

দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৩) কয়েকটি মা‘বূদ মেনে নেয়া অবস্থায় এটাও প্রকাশমান যে, একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাবে। একজন বিজয়ী হলে অপরজন আর মা‘বূদ থাকেনা। আবার বিজয়ীজন বিজয় লাভে অসমর্থ হলে সেও আর মা‘বূদ থাকেনা। এ দু’টি দলীল এটাই প্রমাণ করছে যে, মা‘বূদ একজনই এবং তিনিই আল্লাহ। দার্শনিকদের পরিভাষায় এই দলীলকে *‘দলীলে তামানু’* বলা হয়। তাদের যুক্তি এই যে, যদি দুই বা ততোধিক আল্লাহ মেনে নেয়া হয় তাহলে এক দল চাবে

দেহকে গতি বিশিষ্ট রাখতে এবং অপরদল চাবে ওটাকে গতিবিহীন রাখতে। এখন যদি দু' দলেরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাহলে দু'জনই অপারগ প্রমাণিত হবে। তাহলে কেহই আল্লাহ হতে পারবেনা। কেননা ওয়াজিব কখনও অপারগ হয়না। আর দু' দলেরই উদ্দেশ্য যে সফল হবে এটাও সম্ভব নয়। কারণ এক দলের চাহিদা অপর দলের বিপরীত। সুতরাং দু' দলেরই চাহিদা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। আর এই অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি এ কারণেই হচ্ছে যে, দুই বা ততোধিক আল্লাহ মেনে নেয়া হয়েছিল। সুতরাং এই বেশী সংখ্যা বাতিল হয়ে গেল। এখন বাকী থাকল তৃতীয় অবস্থা, অর্থাৎ এক দলের চাহিদা পূর্ণ হল এবং অপর দলের পূর্ণ হলনা। যার চাহিদা পূর্ণ হল সে থাকল বিজয়ী ও ওয়াজিব, আর যার চাহিদা পূর্ণ হলনা সে হয়ে গেল পরাজিত ও মুমকিন বা সম্ভাবনাময়। কেননা ওয়াজিবের বিশেষণ এটা নয় যে, সে পরাজিত হবে। তাহলে এই অবস্থায়ও আল্লাহর সংখ্যার আধিক্য বাতিল হয়ে গেল। অতএব প্রমাণিত হল যে, মা'বূদ একজনই।

وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّه عَمَّا يَصِفُونَ এই উদ্ধত, যালিম ও সীমালংঘনকারী মুশরিকরা যে আল্লাহ তা'আলার সন্তান থাকার কথা বলছে এবং তাঁর শরীক স্থাপন করছে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। সৃষ্ট জীবের কাছে যা কিছু অজ্ঞাত আছে এবং যা কিছু তাদের কাছে প্রকাশমান এসব কিছুরই খবর আল্লাহ তা'আলা রাখেন। **فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ** মুশরিকরা যাদেরকে তাঁর শরীক করছে তাদের থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি তাদের থেকে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। তিনি হলেন অতুলনীয়।

৯৩। বল ঃ হে আমার রাব্ব! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তা যদি আপনি আমাকে দেখাতেন -	٩٣. قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ
৯৪। তবে হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেননা।	٩٤. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

৯৫। আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।	٩٥. وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَـٰدِرُونَ
৯৬। মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।	٩٦. ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
৯৭। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে।	٩٧. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَـٰطِينِ
৯৮। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে।	٩٨. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

বিপদাপদে আল্লাহকে ডাকা, উত্তম কাজ দ্বারা খারাপ কাজকে মুছে ফেলা এবং আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ নিচ্ছেন যে, শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি যেন দু'আ করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি যদি আমার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ঐ অসৎ লোকদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন তাহলে আমাকে ঐ শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন। যেমন হাদীসে এসেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আপনি কোন কাওমকে ফিতনায় পতিত করার ইচ্ছা করেন তখন ফিতনায় পতিত করার পূর্বেই আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন। (আহমাদ ৫/২৪৩, তিরমিযী

৯/১০৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই শিক্ষা দেয়ার পর বলেন ঃ

وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে ঐ কাফিরদের উপর যে শাস্তি ও বিপদ-আপদ আসবে তা ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে দেখাতে পারি।

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কথা শিখিয়ে দিচ্ছেন যা সমস্ত কঠিন সমস্যা ও বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। তা হল, তুমি মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত। যারা তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, তুমি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর যাতে তাদের শত্রুতা বন্ধুত্বে এবং ঘৃণা প্রেম-প্রীতিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান। (সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

মানুষের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা বলে দেয়ার পর মহান আল্লাহ শাইতানের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উপায় বলে দিচ্ছেন ঃ

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ বল, হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। কেননা তার প্ররোচনা হতে বাঁচার অস্ত্র এই প্রার্থনা ছাড়া তোমাদের অধিকারে আর কিছুই নেই। কোন কৌশল কিংবা সদাচরণ দ্বারা সে মানুষের বশে আসতে পারেনা। আশ্রয় প্রার্থনা করার বর্ণনায় আমরা লিখে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করতেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

আমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শাইতানের প্ররোচনা, কুমন্ত্রণা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবূ দাঊদ ১/৪৯০) কুরআনের উক্তি ঃ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। শাইতান যেন আমার কোন কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। সুতরাং প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে আল্লাহর স্মরণ ঐ কাজের মধ্যে শাইতানের প্রবেশ করাকে সরিয়ে রাখে। পানাহার, সহবাস, যবাহ ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজের শুরুতে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু'আটিও পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَمِنَ الْغرَقِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْت

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতি বার্ধক্য হতে, আশ্রয় চাচ্ছি পিষ্ট হয়ে (আকস্মিকভাবে) মৃত্যুবরণ করা হতে ও ডুবে মারা যাওয়া হতে এবং শাইতান যেন আমাকে আমার মৃত্যুর সময় বিভ্রান্ত করতে না পারে সেই জন্য আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবূ দাঊদ ২/১৯৪)

৯৯। যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন -	٩٩. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ
১০০। যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। না এটা হবার নয়; এটাতো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।	١٠٠. لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَـٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

মৃত্যু আসন্ন হওয়া অবিশ্বাসী কাফিরদের আশা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মৃত্যুর সময় কাফির ও পাপীরা ভীষণ লজ্জিত হয় এবং দুঃখ ও আফসোসের সাথে আকাংখা করে যে, হায়! যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে তারা সৎ কাজ করত! কিন্তু ঐ সময় তাদের এই আশা ও আকাংখা বৃথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ. وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ করতাম এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা। তোমরা যা কর আল্লাহ সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১০-১১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪) অন্যত্র বলা রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا۟ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ

যেদিন এর বিষয় বস্তু প্রকাশিত হবে সেদিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৩)

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا

وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ

رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟

لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَرَى ٱلظَّـٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে ঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি? (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৪) অন্যত্র আছে ঃ

قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثۡنَتَيۡنِ وَأَحۡيَيۡتَنَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلۡ إِلَىٰ خُرُوجٖ مِّن سَبِيلٖ

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিস্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি? (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭) এ সব আয়াতে এই বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, এইরূপ পাপী লোকেরা মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে জাহান্নামের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাংখা করবে এবং সৎ আমল করার অঙ্গীকার করবে। কিন্তু ঐ সময় তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেনা।

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا এটা ঐ কথা যা ঐ ভয়াবহ অবস্থায় বাধ্য হয়েই তারা বলে ফেলবে। আর প্রকৃতপক্ষে ওটা শুধু তাদের মুখের কথা। যদি তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়েও দেয়া হয় তবুও তারা ভাল কাজ করবেনা। বরং পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। তারাতো মিথ্যাবাদী।

وَلَوۡ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা

মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কতই না ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে এই পার্থিব জীবনে ভাল কাজ করে। আর ঐ লোকগুলো কতই না হতভাগ্য যারা ঐ বিচার দিবসে ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির আকাংখা করবেনা এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক তারা কামনা করবেনা, বরং দুনিয়ায় মাত্র কয়েক দিন বাস করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করার আকাংখা করবে। কিন্তু সেই দিনের আকাংখা, কামনা ও বাসনা সবই বৃথা হবে।

'বারযাখ' এবং ওখানের শাস্তি

وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ এর অর্থ করা হয়েছে ঃ তাদের সম্মুখে বারযাখ থাকবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ বারযাখ হল দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে পর্দা বা আড়। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ সে না সরাসরি দুনিয়ায় আছে যে, পানাহার করবে এবং না সরাসরি আখিরাতে আছে যে, আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। বরং রয়েছে এ দু'য়ের মাঝামাঝি জায়গায়। আবূ শাখর (রহঃ) বলেন ঃ বারযাখ হল কাবর। তা পৃথিবীর কোন জিনিস নয়, আর না কিয়ামাত দিবসের পরের কোন জিনিস। বারযাখ অবস্থায় সবাইকে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করতে হবে। (দুররুল মানসুর ৬/১১৬)

وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ সুতরাং এই আয়াতে অত্যাচারী ও সীমা লংঘন কারীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আলামে বারযাখেও তাদেরকে কঠিন শাস্তির মধ্যে রাখা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ

তাদের সামনে জাহান্নাম রয়েছে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১০) অন্যত্র আছে ঃ

وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ

তার সামনে রয়েছে খুবই কঠিন শাস্তি। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৭) إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর বারযাখের এই শাস্তি চালু থাকবে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ ওর মধ্যে সদা সর্বদা সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। (তিরমিযী ৪/১৮৩)

১০১। এবং যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা।	١٠١. فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ
১০২। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম।	١٠٢. فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ
১০৩। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।	١٠٣. وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ
১০৪। আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়।	١٠٤. تَلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمۡ فِيهَا كَٰلِحُونَ

শিংগাধ্বনি এবং দাঁড়ি-পাল্লায় আমলনামা ওযন করা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন পুনরুত্থানের জন্য শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং মানুষ জীবিত হয়ে কাবর হতে বেরিয়ে পড়বে তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং একে অপরের কোন খোঁজ খবর নিবেনা। না পিতার সন্তানের উপর কোন ভালবাসা থাকবে, আর না সন্তান পিতার দুঃখে দুঃখিত হবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمٗا. يُبَصَّرُونَهُمۡ

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১০-১১) অর্থাৎ কোন আত্মীয় তার আত্মীয়ের খবর নিবেনা, যদিও তাকে সে দেখতে পাবে, এমন কি যদি তার পাপের বোঝা অনেক ভারীও হয়। পৃথিবীতে বসবাস করা অবস্থায় সে যদি তার সবচেয়ে আপনজনও হয় তবুও তার দিকে সে ফিরেও তাকাবেনা এবং তার পাপের/আযাবের বোঝা বহন করতে রাযী হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ

সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে, তার মা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৪-৩৬)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ যার কোন হক অন্যের উপর রয়েছে সে যেন এসে তার হক তার নিকট থেকে নিয়ে যায়। এ কথা শুনে কারও হক তার পিতার উপর থাকলে বা সন্তানের উপর থাকলে অথবা স্ত্রীর উপর থাকলে সেও আনন্দিত হয়ে দৌড়ে আসবে এবং নিজের হক বা প্রাপ্যের জন্য তার কাছে তাগাদা শুরু করে দিবে তা যত কমই হোকনা কেন। যেমন **فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ** এই আয়াতে রয়েছে। (তাবারী ১৯/৭২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, যার একটি মাত্র সাওয়াব পাপের উপর বেশী হবে সে'ই পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। (দুররুল মানসুর ৬/৪১৮) সে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। তার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং যা থেকে সে ভয় করত তা থেকে সে বেঁচে যাবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ পক্ষান্তরে, যাদের পাল্লা হালকা হবে, অর্থাৎ সাওয়াবের চেয়ে পাপ বেশী হবে তারা হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। অর্থাৎ তারা চিরদিনই জাহান্নামে থাকবে। কখনও তাদেরকে তা থেকে বের করা হবেনা।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। আগুনকে সরিয়ে ফেলার ক্ষমতা তাদের থাকবেনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৫০)

لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ

হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানতো যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৯)

وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ তাদের চেহারা বীভৎস ও বিকৃত হয়ে যাবে। দাঁত বের হয়ে থাকবে, ওষ্ঠ উপরের দিকে উঠে যাবে এবং অধর নীচের দিকে নেমে থাকবে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, জাহান্নামের আগুনে তাদের দেহ ঝলসে যাবে। (তাবারী ১৯/৭৪)

১০৫। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি হতনা? অথচ তোমরা ওগুলি অস্বীকার করতে!	١٠٥. أَلَمْ تَكُنْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ
১০৬। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।	١٠٦. قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ
১০৭। হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা	١٠٧. رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ

عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ	যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব।

জাহান্নামীদের প্রতি ধিক্কার, তাদের দুর্দশা এবং জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনার করুণ আর্তনাদ

জাহান্নামীদেরকে তাদের কুফরী, পাপ ও সত্য-প্রত্যাখ্যানের কারণে কিয়ামাতের দিন তাদের ধ্বংসের মুখোমুখী করে যে কথা বলা হবে এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ আমি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তোমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলাম, তোমাদের সন্দেহ দূর করে দিয়েছিলাম, তোমাদের কোন যুক্তি-প্রমাণই অবশিষ্ট রাখিনি। এখন তোমাদের কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ

যাতে রাসূলদের পরে লোকদের জন্য আল্লাহর প্রতি কোন বাদানুবাদের সুযোগ না থাকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৫) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদানকারী নই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) তিনি আরও বলেন ঃ

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

نَذِيرٌ. قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ

أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ

ٱلسَّعِيرِ. فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ। এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ৮-১১) এ জন্যই তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন এবং পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাব। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟ ۚ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِىِّ ٱلْكَبِيرِ

আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিষ্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি? তোমাদের এই পার্থিব শাস্তিতো এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১-১২) অর্থাৎ এখন তোমাদের জন্য সব পথই বন্ধ। আমলের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন হল প্রতিদান প্রদানের সময়। সৎ আমল করার সময় তোমরা শির্‌ক করেছিলে। সুতরাং এখন অনুশোচনা করে কি লাভ!

১০৮। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই	**١٠٨. قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا**

থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা।	تُكَلِّمُونِ
১০৯। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর দয়া করুন, আপনিতো দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।	١٠٩. إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ
১১০। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরাতো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।	١١٠. فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ
১১১। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।	١١١. إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামীদের আযাব থেকে রক্ষা করার করুণ আর্তনাদের জবাবে আল্লাহর প্রত্যাখ্যান

আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফিরদেরকে জবাব দেয়া হচ্ছে যে, যখন তারা জাহান্নাম হতে বের হওয়ার আকাংখা করবে তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক। খবরদার! এ ব্যাপারে তোমরা আমার সাথে কথা বলনা! পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ এই উক্তি করার ফলে কাফির ও মুশরিকরা সমস্ত কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। (তাবারী ১৯/৭৯)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামীরা প্রথমে জাহান্নামের রক্ষককে চল্লিশ বছর ধরে ডাকতে থাকবে। কিন্তু সে কোন উত্তর দিবেনা। চল্লিশ বছর পরে উত্তর দেয়া হবে ঃ 'তোমরা এখানেই পড়ে থাক।' জাহান্নামের রক্ষকের কাছে এবং জাহান্নামের রক্ষকের মালিক মহান আল্লাহর কাছে তাদের ডাকের কোনই গুরুত্ব থাকবেনা। অতঃপর তারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে ও বলবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَـٰلِمُونَ

হে আমাদের রাব্ব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৬-১০৭) তাদের এ কথার জবাব তাদেরকে এই দুনিয়ার দ্বিগুণ বয়স পর্যন্তও দেয়া হবেনা। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ

اخْسَؤُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ তোমরা আমার রাহমাত হতে দূর হয়ে গিয়ে এই জাহান্নামের মধ্যেই লাঞ্ছিত অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। আমার সাথে আর একটি কথাও বলনা। তখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে এবং গাধার মত বিকট শব্দ করতে থাকবে, যেমন গাধারা প্রথমে উচ্চ আওয়াজ দ্বারা শুরু করে এবং আস্তে আস্তে তা নিচু হয়ে যায়। (আয যুহুদ ১/১৫৮)

তাদেরকে লজ্জিত করার উদ্দেশে তাদের সামনে তাদের একটি পাপকাজ স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। তারা মু'মিনদেরকে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে ঈমান আনার কারণে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا

আমার বান্দাদের মধ্যে এক দল এমন ছিল যারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ কিন্তু হে জাহান্নামীর দল! তোমরা আমার ঐ বান্দাদেরকে নিয়ে এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, ওটা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ

অপরাধীরা মু'মিনদেরকে উপহাস করত, তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেত। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ ঃ ২৯-৩০)

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে বলবেন ঃ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ আমি আজ আমার ঐ মু'মিন বান্দাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।

১১২। তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?	١١٢. قَـٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
১১৩। তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন!	١١٣. قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ
১১৪। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে।	١١٤. قَـٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
১১৫। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি	١١٥. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا

لَا تُرْجَعُونَ	করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা?
١١٦. فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ	১১৬। মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, দুনিয়ার সামান্য কয়েকদিনের বয়সে এই মুশরিক ও কাফিরেরা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যদি তারা মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করত তাহলে আজ আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান লাভ করত। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ তোমরা দুনিয়ায় কতদিন অবস্থান করেছিলে? তারা উত্তরে বলবে ঃ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ খুবই অল্প সময় আমরা দুনিয়ায় অবস্থান করেছিলাম। ঐ সময়টুকু হবে এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ। গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ

إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ এ সময়টুকু বেশীই বটে, কিন্তু আখিরাতের সময়ের তুলনায় নিঃসন্দেহে এটা অতি অল্প সময়। যদি তোমরা এটা জানতে তাহলে নশ্বর দুনিয়াকে কখনও অবিনশ্বর আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিতেনা, আর খারাপ কাজ করে এই অল্প সময়ে আল্লাহ তা'আলাকে এত অসন্তুষ্ট করতেনা। এই সামান্য সময় যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকতে তাহলে আজ পরম সুখে থাকতে। তোমাদের জন্য থাকত শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে সৃষ্টি

করার মধ্যে আমার কোন উদ্দেশ্য নেই, হিকমাত নেই? তোমাদেরকে কি আমি শুধু খেল-তামাশার জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তোমরা শুধু লাফ-ঝাঁপ দিয়ে বেড়াবে যেমন জন্তু জানোয়ারেরা করে থাকে? তোমরা পুরস্কার অথবা শাস্তির অধিকারী হবেনা? তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর নির্দেশ পালনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ তোমরা কি এটা মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবেনা? এটাও তোমাদের ভুল ধারণা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩৬)

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ আল্লাহর সত্তা এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি অযথা কোন কাজ করবেন, তিনি অনর্থক সৃষ্টি করবেন এবং ভেঙ্গে ফেলবেন। সত্য ও প্রকৃত সম্রাট এ সবকিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ *(তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব)* অর্থাৎ যে আরশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঐ আরশ হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত সৃষ্টি এবং একে বলা হয়েছে আরশিল কারীম। এটি দেখতে কেমন তা যেমন বর্ণনা করার মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবেনা, তেমনি এর সৌন্দর্য ও রং বৈচিত্রের বর্ণনাও কথার মালায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

আমি তাতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৭)

১১৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের	١١٧. وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا

حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ	নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা।
١١٨. وَقُل رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ.	১১৮। বল ঃ হে আমার রাব্ব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিইতো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

শির্‌ক হল সমস্ত খারাবীর মধ্যে বড় যুল্‌ম, শির্‌ককারী কখনও সফলকাম হবেনা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলছেন ঃ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ তারা যে শির্‌ক করছে এর কোন দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তাদের কাছে নেই। এর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে। إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ কাফিরেরা তাঁর কাছে কৃতকার্য হতে পারেনা। তারা পরিত্রাণ লাভে বঞ্চিত হবে, কিয়ামাত দিবসে তারা পরিত্রান লাভ করবেনা। এরপর মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ

وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ তুমি বল ঃ হে আমার রাব্ব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিইতো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি প্রার্থনার বাক্য, যা বান্দাদেরকে বলতে বলা হয়েছে। غَفْر শব্দের সাধারণ অর্থ হল পাপরাশি মিটিয়ে দেয়া এবং ওগুলো লোকদের থেকে গোপন রাখা। আর رَحْم এর অর্থ হল সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ভাল কথা ও কাজের তাওফীক দেয়া।

সূরা মু'মিনূন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৪ ঃ নূর, মাদানী
(আয়াত ৬৪, রুকূ ৯)

٢٤ – سورة النور، مَدَنِيَّةٌ
(اَيَاتُهَا : ٦٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি। এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	١. سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
২। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।	٢. ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

সূরা নূর এর গুরুত্ব

'আমি এই সূরা অবতীর্ণ করেছি' এ কথা দ্বারা এই সূরার ফাযীলাত ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অন্যান্য সূরাগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নেই।

মুজাহিদ (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, فَرَضْنَاهَا এর অর্থ হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা ইত্যাদির বর্ণনা, এর মান্যকারী এবং অমান্যকারীদের উত্তম প্রতিদান অথবা শাস্তির বর্ণনা এতে রয়েছে। (তাবারী ১৯/৮৯, দুররুল মানসুর ৬/১২৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ আমি তোমাদের উপর ও তোমাদের পরবর্তী লোকদের উপর এটা নির্ধারিত করে দিয়েছি। (ফাতহুল বারী ৮/৩০১)

وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَات بَيِّنَات এর মধ্যে সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি উজ্জ্বল নির্দেশাবলী বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পার, আমার হুকুমসমূহ স্মরণ রাখ এবং ওগুলির উপর আমল কর।

যিনা করার অপরাধের শাস্তির বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বিবাহিত ও বিবাহিতা হবে অথবা অবিবাহিত ও অবিবাহিতা হবে। সুতরাং অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের শাস্তির বিধান হল ওটাই যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একশ' বেত্রাঘাত। এ ছাড়া তাদেরকে এক বছরের জন্য দেশান্তরও করতে হবে। এর দলীল হল নিম্নের হাদীসটি ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দু'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। একজন বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ছেলে এ লোকটির বাড়ীতে মজুর ছিল। সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছে। আমি তার মুক্তিপণ হিসাবে একশটি বকরী ও একটি দাসী একে প্রদান করি। অতঃপর আমি জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, আমার ছেলের উপর শারঈ শাস্তি হল একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরকাল দেশান্তরকরণ। আর এর স্ত্রীর শাস্তি হল রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ!

আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সঠিক ফাইসালা করব। একশ' বকরী ও দাসী তুমি ফিরে পাবে এবং তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরকাল দেশান্তর। আর আসলাম গোত্রের উনাইস নামক একটি লোককে তিনি বললেন ঃ হে উনাইস! সকালে তুমি এই লোকটির স্ত্রীর নিকট গমন করবে। যদি সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে তাহলে তুমি তাকে রজম করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামত উনাইস সকালে ঐ মহিলাটির নিকট গমন করল এবং সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে নেয়ায় তাকে রজম করে দিল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫, মুসলিম ৩/১৩২৪)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে একশ' বেত্রাঘাতের সাথে সাথে এক বছরের জন্য দেশান্তরও করতে হবে। আর যদি সে বিবাহিত হয় এবং বিবাহিত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে এবং সে যদি পূর্ণ বয়স্ক ও অপ্রকৃতিস্থ না হয় তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে হামদ ও সানার পর বলেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর নিজের কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর এই কিতাবে রজম করার হুকুমের আয়াতও রয়েছে। আমরা তা পাঠ করেছি, মুখস্থ করেছি এবং আমলও করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও রজম হয়েছে এবং তাঁর (ইন্তেকালের) পরে আমরাও রজম করেছি। আমি ভয় করছি যে, কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর না জানি লোকেরা হয়তো বলতে শুরু করবে যে, তারা রজম করার হুকুম আল্লাহর কিতাবে পাচ্ছেনা। আল্লাহ না করুন তারা হয়তো আল্লাহর এই ফার্য কাজকে যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। রজমের সাধারণ হুকুম ঐ ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে যে ব্যভিচার করবে এবং বিবাহিত হবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক, যখন তার ব্যভিচারের উপর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা সে গর্ভবতী হবে কিংবা স্বীকারোক্তি করবে। (মু'আত্তা মালিক ২/৮২৩, ফাতহুল বারী ১৩/১৪৮, মুসলিম ৩/১৩১৭) এখানে শুধু প্রযোজ্য অংশটুকুই উল্লেখ করা হল।

অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে

প্রভাবান্বিত না করে। অন্তরের দয়া অন্য জিনিস, ওটা থাকবেই। কিন্তু আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ইমামের অবহেলা ও ত্রুটি করা যাবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যখন ইমাম বা শাসকের কাছে এমন কোন ঘটনার বিচারের জন্য পেশ করা হবে যাতে হদ জারী করা অপরিহার্য, এরূপ ক্ষেত্রে শাসকের উচিত হদ জারী করা এবং ওটা ছেড়ে না দেয়া। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং 'আতা ইব্ন রাবাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাগাবী ৩/৩২১) হাদীসে এসেছে ঃ তোমরা পরস্পরের মধ্যকার হদের ব্যাপারটি মীমাংসা করে নাও। হদযুক্ত কোন ঘটনা আমার কাছে পৌঁছে গেলে হদ জারী করা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে। (আবূ দাঊদ ৪/৫৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক তাহলে তোমাদের উচিত আল্লাহর নির্দেশ পুরা মাত্রায় পালন করা এবং ব্যভিচারীদের উপর হদ জারী করার ব্যাপারে টাল-বাহানা না করা। তাদেরকে কঠিনভাবে প্রহার করতে হবে, কিন্তু এই প্রহার এমন হওয়া উচিত নয় যাতে অস্থি ভেঙ্গে যায়। এই শাস্তি প্রদান এ কারণে যে, তারা যেন পাপ কাজ থেকে বিরত তাকে এবং তাদের এই শাস্তি দেখে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। দয়া খারাপ জিনিস নয়। হাদীসে এসেছে যে, একটি লোক বলল ঃ আমি বকরী যবাহ করি, কিন্তু আমার মনে মমতা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ এতেও তুমি সাওয়াব লাভ করবে। (আহমাদ ৫/৩৪)

জনসমক্ষে শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যাতে সবারই অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় এবং ব্যভিচারীও লাঞ্ছিত হয়, আর অন্য লোকেরাও এ কাজ থেকে বিরত থাকে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকাশ্যভাবে শাস্তি দিতে হবে। গোপনে মারধর করে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

৩। ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করেনা এবং	٣. ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ	**ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিয়ে করেনা, মু'মিনদের জন্য এদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।**

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ব্যভিচারীর প্রতি ঐ লোকই রাযী/আগ্রহী হতে পারে যে নিজে ব্যভিচারিণী বা শির্ককারিণী। সে ঐ সব অসৎ কাজকে খারাপই মনে করেনা। ঃ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً এরূপ অসতী ও ব্যভিচারিণীর সাথে ঐ পুরুষেরই বিয়ে হতে পারে যে তারই মত অসৎ, ব্যভিচারী বা মুশরিক। এ ধরণের কার্যকলাপ মু'মিনদের জন্য নিষিদ্ধ। ব্যভিচারিণী মহিলার সাথে শুধুমাত্র ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিকই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে।

কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অসতী ও ব্যভিচারিণী নারীদেরকে বিয়ে করা মুসলিমদের উপর হারাম। (দুররুল মানসুর ৬/১২৭) যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ

যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৫)

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ

তোমরা সতী নারীদেরকে পত্নী রূপে গ্রহণ কর, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫) অর্থাৎ যে নারীদেরকে মুসলিম পুরুষের বিয়ে করা উচিত তাদের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি গুণ থাকতে হবে। তারা হবে সচ্চরিত্রের অধিকারিণী, তারা ব্যভিচারিণী হবেনা এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও হবেনা। পুরুষদের মধ্যেও এই তিনটি গুণ থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক লোক উম্মে মাহ্যূল নাম্নী এক অসতী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে যে মহিলা অবৈধ যৌন কাজে লিপ্ত থাকত।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম اَلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যভিচারীর উপর চাবুক লাগানো হয়েছে সে তার অনুরূপের সাথেই বিবাহিত হতে পারে। (আবূ দাঊদ ২/৫৪৩)

৪। যারা সতী-সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাজির করেনা, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা; তারাই সত্যত্যাগী।	٤. وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَـٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَـٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ
৫। তবে যদি এরপর তারা তাওবাহ করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপকারীর শাস্তির বিধান

সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি বদনাম রটনাকারীদের জন্য কি শাস্তি রয়েছে তা উপরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। যারা স্বাধীনা, পূর্ণ বয়স্কা এবং সৎ চরিত্রের অধিকারিনী নারীর উপর চরিত্রহীনতার মিথ্যা অভিযোগ আনবে এমন বদনামকারীদের জন্য হদ জারীর শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তবে হ্যাঁ, যদি তারা

সাক্ষী হাযির করতে পারে এবং অভিযোগের সত্যতা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে অভিযোগকারীর উপর কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা। আর যাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে তাদের উপর হদ জারী করা হবে। যদি তারা সাক্ষী আনয়নে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের ব্যাপারে তিনটি রায় ধার্য হয়েছে। প্রথমতঃ তাদেরকে আশিটি চাবুক মারা হবে, দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে চিরদিনের জন্য তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে এবং তৃতীয়তঃ তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ বলা হবেনা, বরং সত্যত্যাগী বলা হবে।

মিথ্যা অপবাদকারী কিভাবে তাওবাহ্ করবে

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *তবে যদি এরপর তারা তাওবাহ করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু*। উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় রায়ের ব্যাপারে এই ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। নিজের দোষী হওয়ার কথা অপবাদকারী স্বীকার করুক অথবা না করুক, তাকে হদের শাস্তি পেতেই হবে। কোন কোন আলেম বলেন যে, এর পরে তার জন্য আর কোন শাস্তি নেই, সে যদি তাওবাহ করে তাহলে তার সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে আল্লাহদ্রোহীও বলা যাবেনা। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ), যিনি তাবেঈনদের মধ্যে অগ্রগন্য এবং সালাফগণেরও অনেকে এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/১০৫) শা'বী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, যদি সে তার পূর্বের অপবাদ দেয়ার কথা স্বীকার করে এবং পরে পূর্ণভাবে তাওবাহ করে নেয়ার কথা বলে তাহলে এর পরে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬। এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই	٦. وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ

সত্যবাদী।	ٱلصَّـٰدِقِينَ
৭। আর পঞ্চম বারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত।	٧. وَٱلْخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ
৮। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।	٨. وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ
৯। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।	٩. وَٱلْخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
১০। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা; এবং আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।	١٠. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

'লি'আন' এর বর্ণনা

এ কয়েকটি আয়াতে বিশ্বরাব্ব আল্লাহ ঐ স্বামীদের মুক্তির উপায় বর্ণনা করেছেন যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে। এমতাবস্থায় যদি তারা সাক্ষী পেশ করতে অপারগ হয় তাহলে তাদেরকে লিআন করতে হবে। এর রূপরেখা এই যে, স্বামী বিচারকের কাছে এসে নিজের অভিযোগ বর্ণনা করবে। যখন সে সাক্ষ্য পেশ করতে অপারগ হবে তখন বিচারক তাকে চারজন সাক্ষীর

স্থলাভিষিক্ত হিসাবে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করতে বলবেন এবং সে শপথ করে বলবে যে, সে সত্যবাদী এবং সে যা বলছে তা সত্য।

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ পঞ্চমবারে সে আল্লাহর নামের শপথ করে বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর যেন আল্লাহর লা'নত নেমে আসে। এটুকু বলা হলেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে এবং ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামী তার মোহর আদায় করবে এবং স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারকের সামনে ঐ স্ত্রীও যদি শপথ করে বলে তাহলে তার উপর থেকে শাস্তি উঠে যাবে। সেও চারবার শপথ করে বলবে যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে যেন তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। এখানে এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্ত্রীর জন্য 'গযব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ কোন পুরুষ এটা চায়না যে, অযথা স্ত্রীর উপর অপবাদ দিয়ে নিজের ও আত্মীয় স্বজনের বদনাম করবে। সুতরাং প্রায়ই সে সত্যবাদী হয় এবং তার সত্যবাদিতার ভিত্তিতেই তাকে ক্ষমার্হ মনে করা যেতে পারে। এ কারণেই পঞ্চমবারে স্ত্রীকে বলিয়ে নেয়া হয় যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। স্বামী তার নিজ চোখে দেখা অথবা ধারনা করার ব্যাপারে নালিশে কখনও অসত্য হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী নিশ্চয়ই বলতে পারে যে, সে দোষী কিনা। তাই গযব তার উপরই পতিত হয়ে থাকে যে সত্যকে জেনে শুনে ওর অপলাপ করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা; এবং আল্লাহ তাওবাহ কবূলকারী ও প্রজ্ঞাময়। তাদের পাপ যতই এবং যেমনই হোক না কেন, আর তারা যে সময়েই ঐ পাপের জন্য তাওবাহ করুক না কেন তিনি তা কবূল করেন। তিনি আদেশ ও নিষেধ করণে বড়ই প্রজ্ঞাময়। এই আয়াতের ব্যাপারে যেসব রিওয়ায়াত রয়েছে সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

'লিআন' এর আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ... الخ *ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করেনা*

এবং ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিয়ে করেনা ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আনসারগণের নেতা সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আয়াতটি কি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আনসারের দল! তোমাদের নেতা যা বলছে তা কি তোমরা শুনতে পাওনি? তারা জবাবে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। এটা শুধু তার অত্যধিক অভিমানের কারণ। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অত্যধিক অভিমানের কারণে অবস্থা এই যে, তাকে কেহ কন্যা দিতে সাহস করেনা। তখন সা'দ (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বিশ্বাসতো আছে যে, ইহা আল্লাহ হতে প্রেরিত সত্য। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে, যদি আমি কেহকে আমার স্ত্রীর পাশে শুয়ে থাকতে দেখতে পাই তবুও তাকে কিছুই বলতে পারবনা যে পর্যন্ত না আমি চারজন সাক্ষী নিয়ে আসব! এই সুযোগেতো সে তার কাজ শেষ করে ফেলবে! তাদের এসব আলাপ আলোচনায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় সেখানে হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) আগমন করেন। তিনি ছিলেন ঐ তিন ব্যক্তির একজন যাদের তাওবাহ কবূল হয়েছিল। তিনি ইশার সময় মাঠ থেকে বাড়ী ফিরেন। বাড়ীতে এসে তিনি একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর পাশে দেখতে পান। তিনি তাকে স্বচক্ষে দেখেন ও নিজের কানে তার কথা শুনতে পান। পরদিন সকাল পর্যন্ত তিনি কিছুই বললেননা। সকাল হলেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং তাঁকে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাতে আমি যখন মাঠ থেকে ফিরে আসি তখন আমার স্ত্রীর পাশে এক লোককে আমার নিজ চোখে দেখতে পাই এবং নিজ কানে তাদের কথা শুনতে পাই। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খুবই খারাপ বোধ হয় এবং তাঁর স্বভাবের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। সাহাবীগণ একত্রিত হন এবং বলতে শুরু করেন ঃ সা'দ ইব্ন উবাদাহর (রাঃ) উক্তির কারণেইতো আমরা বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। আবার এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলাল ইব্ন উমাইয়াকে (রাঃ) অপবাদের হদ লাগাবেন এবং তাঁর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করবেন? এ কথা শুনে হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি সত্যবাদী এবং আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি তিনি আমার মুক্তির একটা উপায় বের করে দিবেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম! আমি দেখছি যে, আমার কথা আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ হয়েছে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী এবং আল্লাহ এটা ভালরূপেই জানেন। কিন্তু তিনি সাক্ষী হাযির করতে অপারগ ছিলেন বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চাবুক মারার নির্দেশ দিতে উদ্যত হচ্ছিলেন এমন সময় অহী অবতীর্ণ হতে শুরু করল।

সাহাবীগণ তাঁর মুখমন্ডল দেখে বুঝতে পারলেন যে অহী নাযিল হচ্ছে। তা ছিল **وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ** *এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করবে*। অহী নাযিল শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলালের (রাঃ) দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তুমি খুশী হয়ে যাও। তখন হিলাল (রাঃ) বলেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর কাছে আমি এটাই আশা করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলালের (রাঃ) স্ত্রীকে ডেকে নেন এবং উভয়ের সামনে লি'আনের আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ দেখ, আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ার তুলনায় অনেক কঠিন। হিলাল (রাঃ) বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী। তাঁর স্ত্রী বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী মিথ্যা কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে, তোমরা লি'আন কর। হিলালকে (রাঃ) তিনি বললেন ঃ এভাবে চারবার শপথ কর এবং পঞ্চমবারে এইরূপ বল। হিলাল (রাঃ) যখন চারবার শপথ করে ফেলেন এবং পঞ্চমবারের পালা আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে হিলাল! আল্লাহকে ভয় কর। দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের তুলনায় খুবই সহজ। পঞ্চমবারে তোমার মুখ দিয়ে কথা বের হওয়া মাত্রই তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! যেভাবে তিনি আমাকে আমার সত্যবাদিতার কারণে দুনিয়ার শাস্তি হতে বাঁচিয়েছেন, অনুরূপভাবে আমার

সত্যবাদিতার কারণে পরকালের শাস্তি হতেও তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর পঞ্চমবারের ভাষাও তিনি মুখ দিয়ে বের করেন।

এরপর তার স্ত্রীকে বলা হল ঃ তুমি চারবার শপথ করে বল যে, তোমার স্বামী মিথ্যাবাদী। চারবার সে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পঞ্চমবারের বাক্য উচ্চারণ করা হতে বিরত রাখেন এবং যেমনভাবে হিলালকে (রাঃ) বুঝিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তাকেও বুঝাতে লাগলেন। ফলে তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। পঞ্চমবারের কালেমাটি উচ্চারণ করা হতে সে যবানকে সামলে নিল। এমন কি মনে হল যেন সে তার অপরাধ স্বীকার করেই ফেলবে। কিন্তু শেষে সে বলল ঃ চিরদিনের জন্য আমি আমার কাওমকে অপমানিত করতে পারিনা। অতঃপর সে বলে ফেললো ঃ যদি আমার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, তার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার সম্পর্ক যেন হিলালের (রাঃ) দিকে লাগানো না হয়। আর ঐ সন্তানকে অবৈধ সন্তানও যেন বলা না হয়। যে তাকে অবৈধ সন্তান বলবে বা ঐ স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করবে তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। তিনি এই ফাইসালাও দেন যে, তার পানাহারের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর অর্পিত হবেনা। কেননা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে। তালাকও হয়নি এবং স্বামী মৃত্যুবরণও করেনি। তিনি আরও বললেন ঃ শিশুর চুলের বর্ণ যদি লালচে হয় এবং পায়ের গোছা চিকন হয় তাহলে জানবে যে, ওটা হিলালের (রাঃ) সন্তান। আর যদি তার চুল কোকড়ানো হয়, পায়ের গোছা মোটা হয় এবং নিতম্ব ছড়ানো হয় তাহলে ঐ শিশুকে ঐ ব্যক্তির মনে করবে যার সাথে তাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে। সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা গেল যে, সে ঐ খারাপ গুণ বিশিষ্ট ছিল যা অপবাদের সত্যতার নিদর্শন ছিল। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যদি এই মাসআলাটি কসমের সাথে জড়িত না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি মহিলাটিকে হদ লাগাতাম। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ এই ছেলেটি বড় হয়ে মিসরের গভর্নর হয়েছিল। তার মায়ের সাথে তার সম্পর্ক লাগানো হত এবং তার কোন পিতৃ পরিচয় ব্যবহৃত হতনা। (আবূ দাঊদ ২/৬৮৮)

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। তাতে আছে যে, হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) তার স্ত্রীর উপর শারিক ইব্ন সাহমার সাথে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তা বর্ণনা

করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি সাক্ষী হাযির কর, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ লাগানো হবে। তখন হিলাল (রাঃ) বলেন ঃ ঐ আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি যা বলেছি তা সত্য বলেছি এবং শাস্তি থেকে আমার পিঠকে রক্ষা করার জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ অহী প্রেরণ করবেন। এর একটু পরেই জিবরাঈল (আঃ) অহীসহ অবতরণ করেন এবং তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

সে অবশ্যই সত্যবাদী। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬) অহী নাযিল হওয়া শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়কে চলে আসার জন্য খবর পাঠান। হিলাল (রাঃ) তার বক্তব্য পেশ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের দু'জনের একজন মিথ্যাবাদী। সে কি তাওবাহ করবে? তখন হিলালের স্ত্রীও উঠে দাঁড়ালো এবং তার পক্ষের সাফাই দিল। যখন ঐ মহিলা পঞ্চমতম সময়েও তার নির্দোষ হওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিল তখন তারা বললেন ঃ তুমি যদি পঞ্চমবারও তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা বল এবং তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে মনে রেখ যে, তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা শুনে ঐ মহিলা কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় এবং আমরা মনে করেছিলাম যে, সে তার মনোভাবের পরিবর্তন করেছে। কিন্তু একটু পরেই সে বলল ঃ আজ আমি আমার গোত্রের লোকদেরকে অপমানিত করবনা। অতঃপর সে তার পক্ষে সাফাই দিয়েই ফেলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। যদি ঐ সন্তানের চোখ দেখতে সুরমা দেয়া চোখের মত মনে হয়, ছড়ানো পাছা এবং মোটা নলাবিশিষ্ট হয় তাহলে ঐ সন্তান হবে শারিক ইব্ন সাহমার। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দেখা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঐ শিশুটি দেখতে ঠিক তেমনটি হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি আল্লাহর কিতাবে উল্লেখ না থাকত তাহলে তার ব্যাপারটি আমি দেখে নিতাম। এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারীর (রহঃ)। কিন্তু ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) অন্য বর্ণনা থেকে এখানে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩০৩, তিরমিযী ৫/১৭০)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) গভর্নর থাকা অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ পরস্পর লা'নতকারী বা লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর মাঝে

কি বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে? এর উত্তর দিতে আমি সক্ষম না হয়ে ইব্‌ন উমারের (রাঃ) নিকট হাযির হই এবং তাকে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! ঠিক এই প্রশ্নই ইতোপূর্বে অমুক ইব্‌ন অমুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিল। সে বলেছিল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন লোক তার স্ত্রীকে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত অবস্থায় পেয়ে যদি মুখ দিয়ে কোন কথা বের করে তাহলে সেটাও লজ্জার কথা, আবার যদি নীরব থাকে তাহলে সেটাও খুবই দুঃখজনক নীরবতা। সুতরাং এমতাবস্থায় কি করা যায়? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকেন। লোকটি আবার এসে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে যে প্রশ্নটি করেছি সেটা স্বয়ং আমারই ঘটনা। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরের এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন।

তিনি লোকটিকে উপদেশ দিতে শুরু করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি থেকে অনেক কঠিন। তখন লোকটি বলল ঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলিনি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহিলাটির দিকে ফিরে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে বলেন ঃ আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা। মহিলাটি তখন বলল ঃ আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! সে মিথ্যা বলছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে দিয়ে শুরু করলেন যে চারবার শপথ করে তার কথার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল এবং পঞ্চমবার সে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার উপর যেন আল্লাহর অভিশাপ (লা'নত) বর্ষিত হয়। এরপর তিনি মহিলাটির দিকে ফিরলেন। সেও চারবার শপথ করে বলল যে, সে মিথ্যা বলেনি। পঞ্চমবার সে বলল যে, সে যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে যেন তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। এরপর তিনি তাদের উভয়কে পৃথক করে দেন। (আহমাদ ২/১৯, নাসাঈ ৬/৪১৪, ফাতহুল বারী ৯/৩৬৭, মুসলিম ২/১১৩০)

১১। যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা; বরং এটাতো	١١. إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا

لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ	তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

আয়িশার (রাঃ) প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ঘটনা

এই আয়াত থেকে পরবর্তী দশটি আয়াত আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন মুনাফিকরা তার বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্বস্তিতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা এটাকে মর্যাদাহানিকর মনে করে আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন, যাতে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উপর কোন দাগ না পড়ে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ *যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল*। এই অপবাদ রচনাকারীদের একটি দল ছিল, যাদের অগ্রনায়ক ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। সে ছিল মুনাফিকদের নেতা। ঐ বেঈমানই কথাটিকে বানিয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে কানে কানে পৌঁছে দিয়েছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত কিছু মুসলিমও মুখ খুলতে শুরু করেছিল। এই কুৎসা রটনা প্রায় এক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা সহীহ হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ), আলকামাহ ইব্ন ওয়াক্কাস (রহঃ) এবং উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবাহ ইব্ন মাসউদ (রহঃ) আমার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে যে বদনাম করা হয়েছিল এবং তার পবিত্রতার কথা জানিয়ে আল্লাহ তা‘আলা যে আয়াত নাযিল করেছেন সেই ব্যাপারে বর্ণনা করেন। তারা প্রত্যেকেই এ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কেহ কারও চেয়ে হয়ত বেশি জানতেন কিংবা অন্যের চেয়ে বেশি মনে রাখতে

পেরেছেন। আমি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই এ ঘটনা জানতে পেরেছি যারা আয়িশার (রাঃ) নিজ মুখ থেকে শুনেছেন এবং সেই বর্ণনা একজন থেকে অন্য জনের কাছে একই রকম শুনেছি। তারা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধে অথবা সফরে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের নামে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠত তাকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন। ঘটনাক্রমে এক যুদ্ধে গমনের সময় লটারীতে আমার নাম উঠে। আমি তাঁর সাথে গমন করি। এটা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। যখন যাত্রীদল কোন জায়গায় অবতরণ করত তখন আমার হাওদাহ নামিয়ে নেয়া হত। আমি হাওদাহর মধ্যেই বসে থাকতাম। আবার যখন কাফেলা চলতে শুরু করত তখন আমার হাওদাহটি উষ্ট্রের উপর উঠিয়ে দেয়া হত। এভাবে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাই।

যুদ্ধ শেষে আমরা মাদীনার পথে ফিরতে শুরু করি। আমরা মাদীনার নিকটবর্তী হলে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করা হয় এবং এরপর আবার যাত্রার ঘোষণা দেয়া হয়। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করার উদ্দেশে বের হয়ে পড়ি এবং সেনাবাহিনীর তাঁবু থেকে কিছু দূরে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করে আমি ফিরে আসি। সেনাবাহিনীর তাঁবুর নিকটবর্তী হয়ে আমি গলায় হাত দিয়ে দেখি যে, গলায় হারটি নেই। আমি তখন হার খোঁজার জন্য আবার ফিরে যাই এবং হারটি খুঁজতে থাকি এবং এ জন্য কিছুটা সময় পার হয়ে যায়। ইত্যবসরে সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে দিল। যে লোকগুলো আমার হাওদাহ উঠিয়ে নিত তারা মনে করল যে, আমি হাওদাহর মধ্যেই রয়েছি, তাই তারা আমার হাওদাহটি উটের পিঠে উঠিয়ে নিল এবং চলতে শুরু করল। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ঐ সময় পর্যন্ত মহিলারা খুব বেশী পানাহার করতনা, ফলে তাদের দেহ বেশী ভারী হতনা। তাই হাওদাহ বহনকারীরা হাওদাহর মধ্যে আমার থাকা না থাকা টেরই পেলনা। তাছাড়া আমি ছিলাম ঐ সময় খুবই অল্প বয়সী মেয়ে। মোট কথা, দীর্ঘক্ষণ পর আমি আমার হারানো হারটি খুঁজে পেলাম। সেনাবাহিনীর বিশ্রামস্থলে পৌঁছে আমি কোন মানুষের নাম নিশানাও পেলামনা। আমি ঐ জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে আমার উটটি বসা ছিল। সেখানে আমি এ অপেক্ষায় বসে পড়লাম যে, সেনাবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে যখন আমার না থাকার খবর পাবে তখন অবশ্যই এখানে লোক পাঠাবে। বসে বসে আমার ঘুম এসে যায়।

ঘটনাক্রমে সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল সুলামী যাকওয়ানী (রাঃ) যিনি সেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন এবং শেষ রাতে চলতে শুরু করেছিলেন, সকালে

এখানে পৌঁছে যান। একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখে তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন বলে দেখা মাত্রই চিনে ফেলেন এবং উচ্চ স্বরে তাঁর মুখ দিয়ে إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বেরিয়ে পড়ে। তার এ শব্দ শোনা মাত্রই আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি চাদর দিয়ে আমার মুখ ঢেকে ফেলে নিজেকে সামলে নিই। তৎক্ষণাৎ তিনি তার উটটি বসিয়ে দেন এবং আমি উঠে উটের উপর সওয়ার হয়ে যাই। তিনি উটকে উঠিয়ে চালাতে শুরু করেন। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি এবং আমিও তার সাথে কোন কথা বলিনি। إِنَّا لِلَّهِ ছাড়া আমি তার মুখে অন্য কোন কথা শুনিনি। দুপুর নাগাদ আমরা আমাদের যাত্রীদলের সাথে একত্রিত হই।

এটুকু ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ধ্বংসপ্রাপ্তরা তিলকে তাল করে প্রচার শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা রচনাকারী ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। মাদীনায় এসেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং এক মাস পর্যন্ত রোগে ভুগতে থাকি ও বাড়ীতেই অবস্থান করি। আমি নিজেও কিছু শুনিনি এবং কেহ আমাকে কোন কথাও বলেনি। আলোচনা সমালোচনা যা কিছু হচ্ছিল তা লোকদের মধ্যেই হচ্ছিল। আমি ছিলাম এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর। তবে মাঝে মাঝে এরূপ ধারণা আমার মনে জেগে উঠত যে, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে প্রেম ও ভালবাসা ছিল তা কেন কমে যাচ্ছে? অন্যান্য সময় আমি রোগাক্রান্তা হলে তিনি আমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাতেন, এই রোগের অবস্থায় আমি তা দেখতে পেতামনা। তিনি আমার কাছে আসতেন, সালাম দিতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। এছাড়া তিনি আর কিছু বলতেননা। এতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেতাম। কিন্তু অপবাদদাতাদের অপবাদ সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অনবহিত।

ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে পায়খানা নির্মিত হয়নি এবং আরাবদের প্রাচীন অভ্যাসমত আমরা আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার জন্য মাঠে গমন করতাম। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ রাতেই যেত। বাড়ীতে পায়খানা তৈরী করতে মানুষ সাধারণভাবে ঘৃণাবোধ করত। অভ্যাসমত আমি উম্মে মিসতাহ বিন্ত আবি রুহম ইবনুল মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফের সাথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার জন্য গমন করি। ঐ সময় আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই উম্মে মিস্তাহ আমার আব্বার খালা ছিলেন। তার মা ছিল

সাখর ইব্ন আমিরের কন্যা। তার পুত্রের নাম ছিল মিসতাহ ইব্ন উশাশাহ ইব্ন ‘আব্বাদ ইবনুল মুত্তালিব। আমরা যখন বাড়ী ফিরছিলাম তখন উম্মে মিসতাহর পা তার কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে, মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। এটা আমার কাছে খুবই খারাপ বোধ হল। আমি তাকে বললাম ঃ আপনি খুব খারাপ কথা উচ্চারণ করলেন, সুতরাং তাওবাহ করুন। আপনি এমন লোককে গালি দিলেন যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তখন উম্মে মিসতাহ বললেন ঃ হে সরলমনা মেয়ে! তুমি কি কিছুই খবর রাখনা? আমি বললাম ঃ ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যারা তোমার উপর অপবাদ আরোপ করেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। তার এ কথায় আমি খুবই বিস্ময়বোধ করি এবং আমি আরও অসুস্থ হয়ে যাই। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন এবং সালাম দিয়ে আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন।

আমি তাঁকে বললাম ঃ আমাকে আপনি কি আমার পিতার বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আমার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা। তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতার বাড়ী চলে গেলাম। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আম্মাজান! লোকদের মধ্যে আমার সম্পর্কে কি কথা ছড়িয়ে পড়েছে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তুমি শান্ত হও! এটাতো খুবই সাধারণ ব্যাপার। এতে তোমার মন খারাপ করার কোনই কারণ নেই। যে স্বামীর কাছে তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন স্ত্রী খুবই প্রিয় হয় সেখানে এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমি বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ! তাহলে সত্যিই লোকেরা আমার সম্পর্কে এরূপ গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে? তখন আমি শোকে ও দুঃখে এত মুষড়ে পড়ি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। তখন থেকে যে আমার কান্না শুরু হয়, সারা রাত এভাবেই কেটে যায়। এক মুহুর্তের জন্যও আমার অশ্রু বন্ধ হয়নি। দিনেও ঐ একই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসতে বিলম্ব হয়। তাই তিনি আলী (রাঃ) ও উসামাহ ইব্ন যায়িদকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে পৃথক করে দিবেন কিনা এ বিষয়ে এ দু’জনের সাথে পরামর্শ করেন। উসামাহতো (রাঃ) স্পষ্টভাবে বলে দেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার এ স্ত্রীর কোন মন্দগুণ আমার জানা নেই। আমাদের হৃদয় তার মহব্বত, মর্যাদা ও ভদ্রতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সদা বিদ্যমান। তবে আলী (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আপনার উপর

কোন সংকীর্ণতা নেই। তিনি ছাড়া আরও বহু মহিলা রয়েছে। আপনার বাড়ীর চাকরানীকে জিজ্ঞেস করলে তার সম্পর্কে আপনি সঠিক তথ্য জানতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ বাড়ীর চাকরানী বারিরাহকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে বারিরাহ! তোমার সামনে আয়িশার (রাঃ) এমন কোন কাজ কি প্রকাশ পেয়েছে যা তোমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলেছে? উত্তরে বারিরাহ (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তাকে বদনাম দেয়ার মত কোন কাজ আমি কখনও হতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, এটুকু শুধু দেখেছি যে, তাঁর বয়স অল্প হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে ঠাসা আটা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে বকরী এসে ঐ আটা খেয়ে নেয়। এ ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলনা বলে ঐ দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে জনগণকে সম্বোধন করে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল সম্পর্কে বলেন ঃ কে এমন আছে যে আমাকে ঐ ব্যক্তির অনিষ্টতা ও কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে, যে আমাকে কষ্ট দিতে দিতে ঐ কষ্ট আমার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে শুরু করেছে? আল্লাহর শপথ! আমার জানা মতে আমার এ স্ত্রীর মধ্যে ভাল গুণ ছাড়া মন্দ গুণ কিছুই নেই। তার সাথে যে ব্যক্তিকে তারা এ কাজে জড়িয়ে ফেলেছে তার মধ্যেও সততা ছাড়া আমি কিছুই দেখিনি। সে আমার সাথেই আমার বাড়ীতে প্রবেশ করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে সা'দ ইব্ন মুআয আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রস্তুত রয়েছি। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে এখনই আমি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি। আর যদি সে আমাদের খাযরাজী ভাইদের মধ্যকার লোক হয় তাহলে আপনি নির্দেশ দিন, আমরা আপনার নির্দেশ পালনে মোটেই ত্রুটি করবনা। তার এ কথা শুনে সা'দ ইব্ন উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি খুবই সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু সা'দ ইব্ন মুআযের (রাঃ) ঐ সময়ের ঐ উক্তির কারণে তার গোত্রীয় মর্যাদায় আঘাত লাগে। তাই তিনি ওর পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে সা'দ ইব্ন মুআযকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে। না তুমি তাকে হত্যা করবে, না তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। সে যদি তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনও পছন্দ করতেনা। তাঁর এ কথা শুনে উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি ছিলেন সা'দ ইব্ন মুআযের (রাঃ) আত্মীয় সম্পর্কীয় ভাই। তিনি বলতে শুরু

করেন ঃ হে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রাঃ)! আপনি মিথ্যা বললেন। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। আপনি মুনাফিক বলেই মুনাফিকদের পক্ষপাতিত্ব করছেন।

তখন আউস এবং খাযরাজ গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর থেকেই তাদেরকে থামাতে থাকেন। অবশেষে উভয় দল নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও নীরবতা অবলম্বন করেন।

এই তো ছিল সেখানকার ঘটনা। আর আমার অবস্থা এই ছিল যে, সারা দিন আমার কান্নাকাটি করেই কেটে যায় এবং রাতেও আমার ঘুম ছিলনা। আমার পিতা-মাতা ধারণা করলেন যে, এ কান্না আমার কলিজা ফেড়েই ফেলবে। বিষণ্ন মনে আমার পিতা-মাতা আমার নিকট বসেছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় আনসারের একজন মহিলা আমাদের নিকট আগমন করে এবং সেও আমার সাথে কাঁদতে শুরু করে। আমরা সবাই এভাবেই বসেছিলাম, এমতাবস্থায় আকস্মিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেখানে আগমন ঘটে। তিনি সালাম দিয়ে আমার পাশে বসে পড়েন। আল্লাহর শপথ! যখন থেকে এই অপবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন থেকে ঐ দিনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার পাশে বসেননি। এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা ঐরূপই ছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি। অতএব কোন সিদ্ধান্তেও তিনি পৌঁছতে পারেননি। বসে বসেই তিনি তাশাহহুদ পাঠ করেন।

অতঃপর বলেন ঃ হে আয়িশা! তোমার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি যদি সত্যিই সতী-সাধ্বী থেকে থাক তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের কথা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি প্রকৃতই তুমি কোন পাপে জড়িয়ে পড়ে থাক তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ কর। কারণ বান্দা যখন কোন পাপ কাজে লিপ্ত হবার পর তা স্বীকার করে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাকে ক্ষমা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটুকু বলার পর নীরব হয়ে যান। তাঁর এ কথা শুনেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে যায়। অশ্রু শুকিয়ে যায়। এমন কি এক ফোঁটা অশ্রুও চোখে ছিলনা। আমি আমার পিতাকে বললাম যে, তিনি যেন আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব

দেন। কিন্তু তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে কি জবাব দিব তা বুঝতে পারছিনা। তখন আমি আমার মাকে লক্ষ্য করে বললাম ঃ আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তর দিন। কিন্তু তিনিও বলেন ঃ আমি তাঁকে কি উত্তর দিব তা খুঁজে পাচ্ছিনা। তখন আমি নিজেই জবাব দিতে শুরু করলাম। আমার বয়সতো তেমন বেশী ছিলনা এবং কুরআনও আমার বেশী মুখস্থ ছিলনা। আমি বললাম ঃ আপনারা সবাই একটা কথা শুনেছেন এবং মনে স্থান দিয়েছেন। আর হয়তো ওটা সত্য বলেই মনে করেছেন। এখন আমি যদি বলি যে, আমি এই বেহায়াপনা কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি আসলেও এ পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত, কিন্তু আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেননা। আর আমি যদি এটা স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিস্পাপ, তাহলে আপনারা আমার কথা মেনে নিবেন। এখন আমার ও আপনাদের দৃষ্টান্ততো সম্পূর্ণরূপে আবূ ইউসুফের (ইউসুফের (আঃ) পিতা ইয়াকূবের (আঃ) নিম্নের উক্তিটি ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সেই বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১৮) এটুকু বলেই আমি পাশ পরিবর্তন করি এবং আমার বিছানায় শুইয়ে পড়ি।

আল্লাহর শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু আমি পবিত্র ও দোষমুক্ত, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার দোষমুক্ত থাকার কথা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করবেন। কিন্তু আমি এটা কল্পনাও করিনি যে, আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে এবং এ বিষয়টি চিরদিনের জন্য লোকেরা পাঠ করতে থাকবে। আমি নিজেকে অতি নগণ্য মনে করতাম এবং ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, বড় জোর আমার ব্যাপারে এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হয়ত স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ত হওয়ার কথা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহর শপথ! তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জায়গা থেকে সরেননি এবং বাড়ীর কোন লোকও বাড়ী হতে বের হননি এমতাবস্থায় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু করে। তাঁর মুখমণ্ডলে ঐসব নিদর্শন প্রকাশ পায় যা অহীর সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর ললাট হতে ঘামের পবিত্র ফোঁটা পতিত হতে থাকে। কঠিন শীতের সময়ও অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় ওর গুরুভারের কারণে ঐ অবস্থাই প্রকাশ পেত। অহী অবতীর্ণ

হওয়া শেষ হলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর চেহারা মুবারক খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সর্বপ্রথম তিনি আমার দিকে চেয়ে বলেন ঃ হে আয়িশা! তুমি খুশী হয়ে যাও। কারণ মহান আল্লাহ তোমার দোষমুক্ত হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। তৎক্ষণাৎ আমার মা আমাকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে যাও। আমি উত্তরে বললাম ঃ আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সামনে দাঁড়াবনা এবং মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবনা। তিনিই আমার দোষমুক্তি ও পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। ঐ সময় যে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল তা হল ঃ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ হতে দশটি আয়াত। এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন আমার পবিত্রতা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন আমার অপবাদ রচনাকারীদের মধ্যে মিসতাহ ইব্‌ন উসাসাও (রাঃ) ছিল। আমার পিতা তার দারিদ্র্যতা ও তার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে বরাবরই তাকে যে সাহায্য করে আসছিলেন এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আসছিলেন তা বন্ধ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করে বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আয়িশার বিরুদ্ধে সে যে সব কথা বলেছে সেই কারণে আমি কখনও তার জন্য কোন কিছু ব্যয় করবনা। তখন মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى হতে وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ পর্যন্ত।

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা। তারা যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ২২) তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলে উঠেন ঃ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন এটা আমি ভালবাসি। অতঃপর তিনি ইতোপূর্বে মিসতাহর (রাঃ) উপর যে খরচ করতেন তা তিনি পুনরায় চালু করে দেন এবং বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! কখনও আমি তার থেকে এটা বন্ধ করবনা।

আমার এই ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী যাইনাবকেও (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত স্ত্রীর মধ্যে যাইনাব (রাঃ) আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। কিন্তু তার

আল্লাহ ভীতির কারণে তিনি আমার প্রতি কলংক আরোপ করা হতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার কর্ণ ও চক্ষুকে রক্ষিত রাখছি, আল্লাহর শপথ! আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানিনা। অথচ তার বোন হামনাহ বিন্‌ত জাহাশ আমার সম্পর্কে বহুকিছু বলেছিল এবং আমার বিরুদ্ধে বোনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। তথাপি যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) আমার সম্পর্কে একটিও মন্দ কথা উচ্চারণ করেননি। তবে তার বোন আমার অপবাদ রচনায় বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। (আহমাদ ১/১৯৪, ফাতহুল বারী ৮/৩০৬, মুসলিম ৪/২১২৯, ইব্‌ন হিশাম ৩/৩০৯) তিনি আরও বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে এবং অন্যত্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম আনসারী (রহঃ) আমরাহ (রহঃ) হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে উপরে বর্ণিত বিষয়টি হুবহু বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর*। আয়াতগুলির ভাবার্থ হল ঃ যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল। তারা সংখ্যায় কয়েকজন। হে আবূ বাকরের পরিবার! তোমরা এটাকে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা। বরং ফলাফলের দিক দিয়ে দীন ও দুনিয়ায় এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। দুনিয়ায় তোমাদের সত্যবাদিতা প্রমাণিত হবে এবং আখিরাতে তোমরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আয়িশাকে (রাঃ) নির্দোষ প্রমাণকারী আয়াতসমূহ কুরআনুল কারীমে অবতীর্ণ হবে, যার আশে পাশে মিথ্যা আসতেই পারেনা।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) এ কারণেই যখন উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তার কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ আপনি

সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। তিনি আপনাকে খুবই ভালবাসতেন এবং আপনি ছাড়া তিনি অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। আপনার দোষমুক্তি সম্বলিত আয়াতসমূহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ যারা (আয়িশার (রাঃ) প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে পাপ কাজের ফল। আর তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এর দ্বারা অভিশপ্ত আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলকে বুঝানো হয়েছে। সঠিক উক্তি এটাই। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন এবং সে অভিশপ্ত হোক। তবে কেহ কেহ বলেছেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হাসসান ইব্ন সাবিতকে (রাঃ)। কিন্তু এ উক্তিটি সঠিক নয়।

১২। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারনা করেনি এবং বলেনি ঃ এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ?	١٢. لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ
১৩। তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হাযির করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি, সেই কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী।	١٣. لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ

অপবাদ না ছড়ানোর ব্যাপারে মু'মিনদেরকে নির্দেশ প্রদান

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যারা আয়িশার (রাঃ) শানে জঘন্য কথা মুখ দিয়ে বের করেছে তাদের জন্য ওটা মোটেই শোভনীয় হয়নি।

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا বরং তাদের উচিত ছিল যে, যখনই তারা ঐ কথা শুনল তখনই তাদের শারয়ী মাসআলা সম্পর্কে তারা ঐ ধারণা করত, যে ধারণা তারা নিজেদের সম্পর্কে করে থাকে। তারা নিজেদের জন্যও এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন মনে করেনা। তাহলে উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদাতো তাদের মর্যাদার বহু উর্ধ্বে। ঠিক এ ধরনেরই একটা ঘটনা ঘটেও ছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আবূ আইউব খালিদ ইব্ন যায়িদ আনসারীকে (রাঃ) তাঁর স্ত্রী উম্মে আইউব (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আয়িশা (রাঃ) সম্পর্কে যেসব কথা বলা হচ্ছে তা কি আপনি শুনেছেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ! এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। হে উম্মে আইউব! তুমিই বলত, তুমি কি কখনও এরূপ কাজ করতে পার? উত্তরে তাঁর স্ত্রী বলেন ঃ নাউযুবিল্লাহ! এ কাজ আমি কখনও করতে পারিনা। এটা আমার জন্য অসম্ভব। তখন আবূ আইউব (রাঃ) বলেন ঃ তাহলে চিন্তা করে দেখ, আয়িশাতো (রাঃ) তোমার চেয়ে বহুগুণে উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্না (তাহলে তার দ্বারা এ কাজ কিরূপে সম্ভব হতে পারে?)। সুতরাং যখন আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় তখন প্রথমে অপবাদ রচনাকারীদের বর্ণনা দেয়া হয়, অর্থাৎ হাসসান (রাঃ) এবং তার সঙ্গীদের। তারপর এই আয়াতগুলিতে আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রীর এ কথাগুলির বর্ণনা দেয়া হয় যেগুলি উপরে বর্ণিত হল। (তাবারী ১৯/১২৯)

বলা হয়েছে ঃ هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ মু'মিনদের মন পরিষ্কার থাকা উচিত এবং ভাল ধারণা পোষণ করা কর্তব্য। আর মুখেও এরূপ ঘটনাকে খণ্ডন করা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা উচিত। কেননা যতটুকু ঘটনা ঘটেছে তাতে সন্দেহ করার কিছুই নেই। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) খোলাখুলিভাবে সাফওয়ান ইব্নুল মুআত্তালের (রাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহণ করেছেন, সবাই তা দেখতে পেয়েছে এবং দিন দুপুরে সেনাবাহিনীর দলের সাথে মিলিত হয়েছেন। সেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান রয়েছেন। আল্লাহ না করেন যদি তাঁর পদস্খলন ঘটে থাকত তাহলে এমন খোলাখুলিভাবে সেনাবাহিনীর সাথে

মিলিত হতেননা, বরং গোপনে মিলিত হয়ে যেতেন, কেহ টেরই পেতনা। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অপবাদ রচনাকারীরা যে কথা মুখ দিয়ে বের করেছে তা সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এর ফলে তারা নিজেদের ঈমান ও ইযযাত নষ্ট করে ফেলেছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْلاَ جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? তারা যখন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি তখন আল্লাহর বিধানে তারা মিথ্যাবাদী, পাপী ও অপরাধী প্রমাণিত হয়ে গেল।

১৪। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।	١٤. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
১৫। যখন তোমরা লোকমুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলনা এবং তোমরা একে তুচ্ছ গন্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়।	١٥. إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ

অপবাদকারীদেরকে তাদের অপরাধ থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে আল্লাহর সুযোগ প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ হে ঐ লোকসকল! যারা

আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে মুখে মন্দ ও অশোভনীয় কথা উচ্চারণ করেছ, জেনে রেখ যে, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, এইভাবে যে, তিনি দুনিয়ায় তোমাদের তাওবাহ কবূল করেছেন এবং আখিরাতে তোমাদের ঈমানের কারণে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তাহলে তোমরা মুখ দিয়ে যে কথা বের করেছ এ কারণে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি স্পর্শ করত। এই আয়াতটি ঐ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের অন্তরে ঈমান ছিল, কিন্তু ত্বরা প্রবণতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে ঐ কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। যেমন মিসতাহ (রাঃ), হাসসান (রাঃ) এবং হামনাহ বিন্‌ত জাহাস (রাঃ)! কিন্তু যাদের অন্তর ছিল ঈমান শূন্য, যারা ঐ তুফান উঠিয়েছিল, যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল এবং তার অনুরূপ মুনাফিকরা এই হুকুমের বহির্ভূত। কেননা তাদের অন্তরে ঈমান ছিলনা, আর না তারা সৎকার্য সম্পাদন করত এবং পরে তারা তাদের মিথ্যা কথনকে প্রত্যাহারও করেনি। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, যে অপরাধ ও পাপের উপর যে শাস্তির ভয় দেখানো হয় তা তখনই স্থির হয়ে যায় যদি ওর মুকাবিলায় তাওবাহ না থাকে বা ঐরূপ অথবা ওর চেয়ে বড় সাওয়াব না থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে অর্থাৎ এক মুখ হতে আর এক মুখে এবং আর এক মুখ হতে অন্য মুখে, এভাবে খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

অন্যদের কিরা'আতে إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ রয়েছে। অর্থাৎ যখন তোমরা ঐ মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিচ্ছিলে। সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) আয়াতটি إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ এভাবে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪০) তার মতে, এখানে ঐ মিথ্যাবাদীর ঐ মিথ্যাকে বলা হয়েছে যাতে সে অনড় থাকে। তবে প্রথমে যেভাবে আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে ওটিই বেশির ভাগ লোক অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ওভাবেই তারা পাঠ করে থাকেন। তবে মু'মিনদের মাতা আয়িশা (রাঃ) দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ তোমরা এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলনা। তোমরা এ কথাটিকে হালকা মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট এটা

ছিল গুরুতর বিষয়। কোন মুসলিমের স্ত্রীর প্রতি এরূপ অপবাদ রচনা করা গুরুতর অপরাধ। আর ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রী। তাহলে তার সম্পর্কে এই অপবাদ রচনা করা কত বড় অপরাধ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ *এবং তোমরা একে তুচ্ছ গন্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়।* অর্থাৎ তোমরা বলাবলি করছিলে যে, তোমরা যা বলেছ তা এমন কিইবা গুরুতর বিষয়, এ রকম কথাতো হাস্য কৌতুক হিসাবে বলা যেতেই পারে। সে যদি একজন সাধারণ মহিলাও হত এবং এরূপ বদনাম রটানো হত তাহলে আল্লাহর কাছে তা সামান্য বিষয় হতনা। আর এখানে যার ব্যাপারে বদনাম রটানো হয়েছে সেতো নাবীদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর ব্যাপারে করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে এটা অতি জঘন্য ব্যাপার, যা তাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত করেছে। কোন নাবীর স্ত্রীর ব্যাপারেই এরূপ অপবাদ দিলে তিনি এ অবস্থায় শাস্তি না দিয়ে পারতেননা।

এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে ছিল এটা গুরুতর বিষয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ কোন কোন সময় মানুষ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কোন কথা মুখে বলে ফেলে যার কোন গুরুত্ব তার কাছে থাকেনা। কিন্তু ঐ কারণে সে জাহান্নামের এত নিম্ন স্তরে পৌঁছে যায় যত নিম্ন স্তরে আকাশ হতে যমীন রয়েছে। এমন কি তার চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়। (ফাতহুল বারী ১১/৩১৪, মুসলিম ৪/২২৯০)

১৬। এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললেনা ঃ এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিৎ নয়; আল্লাহ পবিত্র, মহান! এটাতো এক গুরুতর অপবাদ।	١٦. وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ
১৭। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে	١٧. يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟

লِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	**কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করনা।**
١٨. وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَـٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	**১৮। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**

আরও নাসীহাতের বর্ণনা

পূর্বে লোকদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ভাল লোকদের সম্পর্কে সত্যাসত্য নিরূপন না করে কোন মন্দ কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবেনা। খারাপ ধারণা, জঘন্য অপবাদ এবং শাইতানী কুমন্ত্রণা হতে দূরে থাকতে হবে। কখনও এরূপ খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবেনা। যদি অন্তরে এরূপ শাইতানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েও যায় তবুও জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত না ওটা মুখে প্রকাশ করে অথবা কাজে পরিণত করে। (ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭, মুসলিম ১/১১৬, ১১৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا যখন তোমরা এটা শুনলে তখন কেন বললেনা, ‘এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়’? তোমাদের বলা উচিত ছিল ঃ আমরা এ বেআদবী করতে পারিনা যে, আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সম্পর্কে এরূপ বাজে ও জঘন্য কথা বলে ফেলি। আল্লাহর সত্তা পবিত্র। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ তোমরা যদি মু’মিন হও তাহলে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি কোন লোক ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকে তাহলে

সেতো বেআদব, অভদ্র এবং ভাল লোকদেরকে ঘৃণাকারী হবেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। তিনি সর্বজ্ঞ। বান্দার জন্য কি কল্যাণকর তা তিনি সম্যক অবগত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন হুকুমই নিপুণতা শূন্য নয়।

١٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	**১৯। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।**

অবৈধ যৌন মিলনের ঘটনা না ছড়ানোর ব্যাপারে নাসীহাত

এটা হল তৃতীয় সতর্কতা, যে ব্যক্তি এ ধরনের কথা শুনবে তার জন্য ওটা ছড়িয়ে দেয়া হারাম। যারা এ রকম জঘন্য কথা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদেরকে পার্থিব শাস্তি অর্থাৎ হদ লাগানো এবং পারলৌকিক শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। সুতরাং সমস্ত বিষয় আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরিয়ে দেয়া উচিত।

শাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দিওনা, তাদেরকে দোষারোপ করনা এবং তাদের গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করনা। যে তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তা'আলাও তার দোষ-ত্রুটির পিছনে লাগবেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করবেন, এমন কি সে নিজ গৃহে অবস্থান করলেও। (আহমাদ ৫/২৭৯)

২০। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা, এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।	٢٠. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
২১। হে মু'মিনগণ! তোমরা শাইতানের পদাংক অনুসরণ করনা; কেহ শাইতানের পদাংক অনুসরণ করলে শাইতানতো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়; আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতেনা, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٢١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ যদি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, দয়া, স্নেহ ও করুণা না হত তাহলে ঐ সময় অন্য কিছু ঘটে যেত। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাওবাহকারীদের তাওবাহ কবূল করে নিয়েছেন ও পবিত্রতা লাভ করতে

ইচ্ছুকদেরকে তিনি শারীয়াতের বিধান মতে শাস্তি প্রদানের পর পবিত্র করেছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ হে মু'মিনগণ! তোমরা শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, তার কথামত তাঁর প্রদর্শিত পথে চলনা। সেতো তোমাদেরকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং তার অনুসরণ করা থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। তোমাদের কর্তব্য হল তার কাজ-কর্ম এবং কুমন্ত্রণা হতে দূরে থাকা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইহা হল তার আমল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বাজে বিষয় নিয়ে কানাঘুষা করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ প্রতিটি পাপই হচ্ছে শাইতানী পদক্ষেপ। (দুররুল মানসুর ১/৪০৪) আবূ মিজলায (রহঃ) বলেন ঃ পাপ করার ব্যাপারে শপথ করা হল শাইতানী কাজ। (তাবারী ৩/৩০১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَد أَبَدًا তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও শির্‌ক ও কুফরী হতে পবিত্র হতে পারতেনা। এটা মহান রবের অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে তাওবাহ করার তাওফীক দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমাদের তাওবাহ কবূল করে তোমাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন এবং যাকে চান ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেন। কে সঠিক পথের পথিক এবং কে পথভ্রষ্ট সবই তাঁর গোচরে রয়েছে। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।

২২। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা; তারা	٢٢. وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ

وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**যেন তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**

যাদেরকে সম্পদ প্রদান করা হয়েছে, তাদের প্রতি দান করা এবং সহনশীল হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং দান-খাইরাতকারী তারা যেন এরূপ শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং মুহাজিরদেরকে কিছুই দিবেনা। এভাবে তাদের দিকে মনোযোগ ফিরানোর পর তাদেরকে আরও নরম করার জন্য বলেন ঃ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا তারা যদি কোন ভুল-ক্রটি করে বসে তাহলে যেন তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের ঐ দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে। এটাও আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতা, দয়া, স্নেহ ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর সৎ বান্দাদেরকে ভাল কাজেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

এই আয়াতটি আবূ বাকরের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি মিসতাহ ইব্‌ন উসাসার (রাঃ) প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ ও সাহায্য সহানুভূতি না করার শপথ করেন। কেননা তিনি আয়িশার (রাঃ) প্রতি অপবাদ রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

যখন প্রকৃত তথ্য আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে গেলেন, আর মুসলিমদের অন্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মু'মিনদের তাওবাহ কবূল করা হল এবং অপবাদ রচনাকারীদের কেহ কেহকে শারীয়াতের বিধান মতে শাস্তি প্রদান করা হল তখন মহান আল্লাহ আবূ

বাকরের (রাঃ) মনোযোগ মিসতাহর (রাঃ) দিকে ফিরাতে বলেন, যিনি তাঁর খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই দরিদ্র লোক। আবূ বাকর (রাঃ) তাঁকে লালন-পালন করে আসছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাজির। কিন্তু ঘটনাক্রমে আয়িশার (রাঃ) এ ঘটনায় তাঁর মুখ খুলে গিয়েছিল। তাঁর উপর অপবাদের হদও লাগানো হয়েছিল। আবূ বাকরের (রাঃ) মুক্ত হস্তে দান করার অভ্যাসের কথাটি ছিল সর্বজন বিদিত। তার দান ছিল আপন ও পর সবারই জন্য উম্মুক্ত।

أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এই আয়াতটি আবূ বাকরের (রাঃ) কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে ফেলেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা চাই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর তখন থেকেই তিনি মিসতাহর (রাঃ) সাহায্য ও দান পুনরায় চালু করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই মিসতাহকে (রাঃ) সাহায্য করতে থাকব।

২৩। যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।	٢٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
২৪। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে -	٢٤. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
২৫। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন	٢٥. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ

এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।	ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ

সৎ পথ অবলম্বনকারী নারীকে অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী

যারা সাধারণ সতী সাধ্বী, সরলমনা ও মু'মিনা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে এখানে আল্লাহর তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাদেরই শাস্তি যদি এরূপ হয় তাহলে যারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী, মুসলিমদের মাতাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদের শাস্তি কি হতে পারে? বিশেষ করে ঐ স্ত্রীর উপর যার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যিনি আবূ বাকরের (রাঃ) কন্যা ছিলেন।

উলামায়ে কিরামের এর উপর ইজমা রয়েছে যে, এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি আয়িশাকে (রাঃ) অপবাদের সাথে স্মরণ করে সে কাফির। কেননা সে কুরআনুল হাকীমের বিরুদ্ধাচরণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের ব্যাপারেও সঠিক উক্তি এটাই যে, তারাও আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) মতই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। যেমন তাঁর উক্তি অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৭)

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক অপবাদ রচনাকারী এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে এই হুকুম আরও বেশী প্রযোজ্য। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) সাধারণত্বকেই পছন্দ করেন এবং এটা সঠিকও বটে। (তাবারী ১৯/১৩৯)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাতটি ধ্বংসকারী পাপ

থেকে তোমরা বেঁচে থাক। জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐগুলো কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ ঐগুলো হল আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, বিনা কারণে কেহকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের মাইদান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, সরলা মু’মিনা স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ আরোপ করা। (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।* ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মুশরিকরা যখন দেখবে যে, জান্নাতে সালাত আদায়কারীরা ছাড়া আর কেহই প্রবেশ করেনা তখন তারা তাদের শিরকের কথা অস্বীকার করবে। তৎক্ষণাৎ তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে তখন সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। অতএব তারা আল্লাহর কাছে কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা। (দুররুল মানসুর ৭/৩১৯, তাবারী ৮/৩৭৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ (একদা) আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির ছিলাম এমন সময় তিনি এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর মুখের ভিতরের অংশের দাঁতগুলিও দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কেন হাসলাম তা তোমরা জান কি? আমরা উত্তরে বললাম ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তিনি তখন বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দা তার রবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমাকে যুল্ম হতে বিরত রাখেননি? আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বলবেন ঃ হ্যাঁ। সে বলবে ঃ আচ্ছা, আজ আমি নিজেই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব, আর কেহ নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী থাক। অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলা করা হবে, তোমরা বলতে থাক। তখন ওগুলি তার সবকিছুই প্রকাশ করে দিবে। সে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলবে ঃ তোমরা ধ্বংস হও, তোমাদের পক্ষ থেকেইতো আমি বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলাম। (মুসলিম ২৯৬৯)

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ *সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন।* ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে *‘দীনাহুম’* দ্বারা ‘হিসাব’

বুঝানো হয়েছে। কুরআনে যখনই এ শব্দটি এসেছে তখনই এর অর্থ করা হয়েছে 'তাদের হিসাব।' অন্যান্য আলেমগণও একই মত পোষণ করেন। (তাবারী ১৯/১৪১)

ঐ সময় মানুষ জানতে পারবে যে, আল্লাহর ওয়াদা/অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য। হিসাব গ্রহণে তিনি ন্যায়বান এবং যুল্ম হতে তিনি বহু দূরে। হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে তিনি বান্দার উপর তিল পরিমাণও যুল্ম করবেননা।

২৬। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।	٢٦. ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

আয়িশার (রাঃ) সততা, যার মানব সন্তানের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছিল

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এইরূপ মন্দ কথা মন্দ লোকদের জন্যই শোভা পায়। ভাল কথা ভাল লোকদের জন্যই শোভনীয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ, মুনাফিকরা আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) প্রতি যে অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর সম্পর্কে যে জঘন্য কথা উচ্চারণ করেছে তার যোগ্য তারাই। কেননা তারাই অশ্লীল ও ম্লেচ্ছ। আয়িশা (রাঃ) সতী-সাধ্বী বলে তিনি পবিত্র কথারই যোগ্য। এ আয়াতটিও আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৯/১৪২, দুররুল মানসুর ৬/১৬৭) মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান ইব্ন আবুল হাসান বাসরী (রহঃ), হাবিব ইব্ন আবী সাবিত (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ)

একে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৯/১৪৩, ১৪৪) তিনি এভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, খারাপ লোকেরাই খারাপ কথা প্রচার করে বেড়ায় এবং ভাল লোকদের কাছ থেকে ভাল কথাই প্রচারিত হয়। মুনাফিকরা আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে যে জঘন্য কথা প্রচার করেছিল তা তাদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তিনিতো উত্তম আমলকারীদের মধ্যে অন্যতম, তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বের। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ খারাপ নারীরাই খারাপ পুরুষের জন্য এবং খারাপ পুরুষেরাই খারাপ নারীদের জন্য। অন্যদিকে মু'মিনা নারীরা মু'মিন পুরুষের জন্য এবং মু'মিন পুরুষরা মু'মিনা নারীদের জন্য। (তাবারী ১৯/১৪৪) আয়াতটির পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সব দিক দিয়েই পবিত্র, তাঁর বিয়েতে যে আল্লাহ তা'আলা অসতী ও ম্লেচ্ছা নারী প্রদান করবেন এটা অসম্ভব। কলুষিতা নারী কলুষিত পুরুষের জন্য শোভনীয়। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ লোকে যা বলে তারা তা হতে পবিত্র। এই দুষ্ট লোকদের মন্দ ও ঘৃণ্য কথায় তারা যে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে এটাও ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা লাভের কারণ। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী বলে জান্নাতে আদনে তাঁর সাথেই থাকবে।

٢٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

২৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করনা; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٢٨. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ	২৮। যদি তোমরা গৃহে কেহকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।
٢٩. لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَـٰعٌ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ	২৯। যে গৃহে কেহ বাস করেনা তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

কারও গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি চাওয়া এবং উহার আদব

এখানে শারীয়াত সম্মত আদব বা ভদ্রতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। ঘোষিত হচ্ছে ঃ কারও বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা কর। অনুমতি পেলে প্রবেশ কর। প্রথমে সালাম বল। প্রথমবারের অনুমতি প্রার্থনায় যদি অনুমতি না মিলে তাহলে দ্বিতীয়বার অনুমতি চাও। এবারেও অনুমতি না পেলে তৃতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি এই তৃতীয়বারেও অনুমতি না পাও তাহলে ফিরে যাও।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা আবূ মূসা (রাঃ) উমারের (রাঃ) নিকট গমন করেন। তিনবার তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চান। যখন কেহই তাঁকে ডাকলেননা তখন তিনি ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পর উমার (রাঃ) লোকদেরকে বললেন ঃ দেখতো, আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) ভিতরে আসতে

চাচ্ছেন। তাকে ভিতরে ডেকে নাও। এক লোক বাইরে এসে দেখে যে, তিনি ফিরে গেছেন। লোকটি গিয়ে উমারকে (রাঃ) এ খবর দিল। পরে উমারের (রাঃ) সাথে আবূ মূসার (রাঃ) সাক্ষাৎ হলে উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি ফিরে গিয়েছিলেন কেন? উত্তরে আবূ মূসা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ এই যে, তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পরেও অনুমতি না পেলে ফিরে আসতে হবে। আপনার ওখানে গিয়ে আমি ভিতরে প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে হাদীসের উপর আমল করে ফিরে এসেছি। উমার (রাঃ) তখন তাকে বলেন ঃ আপনি এ হাদীসের পক্ষে সাক্ষী নিয়ে আসুন, অন্যথায় আমি আপনাকে শাস্তি দিব। আবূ মূসা (রাঃ) ফিরে এসে আনসারের এক দলের কাছে হাযির হন এবং তাদের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আনসারগণ বলেন ঃ এটাতো সাধারণ মাসআলা। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন এবং আমরা শুনেছি। আমরা আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে অল্প বয়সী ছেলেটিকেই আপনার সাথে পাঠাচ্ছি। সে’ই সাক্ষ্য দিয়ে আসবে। অতঃপর আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) গেলেন এবং উমারকে (রাঃ) বললেন ঃ আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ কথা শুনেছি। ঐ সময় উমার (রাঃ) আফসোস করে বলেন ঃ বাজারের লেন-দেন আমাকে এই মাসআলা থেকে উদাসীন রেখেছে। (তাবারী ১৯/১৪৪)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন ঃ আনাস (রাঃ) হতে অথবা অন্য কেহ হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা’দ ইব্ন উবাদাহর (রাঃ) কাছে (তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের) অনুমতি চান। তিনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। সা’দ (রাঃ) উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। কিন্তু তিনি এমন নিম্ন স্বরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনতে পাননি। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার সালাম দেন এবং তিনবারই একই অবস্থা ঘটে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে ফিরে আসতে শুরু করেন। এ দেখে সা’দ (রাঃ) তাঁর পিছনে দৌড়ে এসে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার প্রত্যেক সালামের শব্দই আমার কানে পৌঁছেছে এবং প্রত্যেক সালামের আমি জবাবও দিয়েছি, কিন্তু আপনার দু‘আ ও বারাকাত বেশী প্রাপ্তির আশায় এমন স্বরে সালামের জবাব দিয়েছি যেন আপনার কানে না পৌঁছে। সুতরাং মেহেরবানী করে এখন আমার বাড়ী ফিরে

চলুন। তার এ কথায় রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (সা'দের রাঃ) বাড়ীতে ফিরে আসেন। সা'দ (রাঃ) তাঁর সামনে কিশমিশ পেশ করেন। তিনি তা খেয়ে বলেন ঃ তোমার এ খাদ্য সৎ লোকে আহার করুন এবং মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী তোমার প্রতি রাহমাতের জন্য প্রার্থনা করুন। তোমার এ খাদ্য দ্বারা সিয়াম পালনকারীগণ ইফতার করুন। (আহমাদ ৩/১৩৮)

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনাকারী দরজার সামনে দাঁড়াবেনা। বরং তাকে ডানে বা বামে একটু সরে দাঁড়াতে হবে। কেননা সুনান আবূ দাঊদে আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারও বাড়ী যেতেন তখন তিনি তার বাড়ীর দরযার ঠিক সামনে দাঁড়াতেননা। বরং এদিক-ওদিক একটু সরে দাঁড়াতেন। আর তিনি সালাম দিতেন। তখন পর্যন্ত দরযার উপর পর্দা টানানোর কোন ব্যবস্থা ছিলনা। (আবূ দাঊদ, ৫/৩৭৪)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ কেহ যদি তোমার বাড়ীতে তোমার অনুমতি ছাড়াই উঁকি মারে এবং তুমি তাকে পাথর মেরে দাও, আর এর ফলে যদি তার চক্ষু বিদীর্ণ হয় তাহলে তাতে তোমার কোন অপরাধ হবেনা। (ফাতহুল বারী ১২/২৫৩, মুসলিম ৩/১৬৯৯)

বর্ণিত আছে যে, একদা যাবির (রাঃ) তাঁর পিতার ঋণ আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন। তিনি দরযায় করাঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ কে? যাবির (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি, আমি? তিনি যেন 'আমি' বলাকে অপছন্দ করলেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩৭, মুসলিম ৩/১২৯৬, আবূ দাঊদ ৫/৩৭৪, তিরমিযী ৭/৪৯১, নাসাঈ ৬/৯০, ইব্ন মাজাহ ৩/১২২২) কেননা 'আমি' বলায় ঐ ব্যক্তি কে তা জানা যায়না যে পর্যন্ত না নাম বা কুনিয়াত বলা হবে। 'আমি'তো প্রত্যেকেই নিজের জন্য বলতে পারে। অতএব এর দ্বারা প্রকৃত অনুমতি প্রার্থনাকারীর পরিচয় লাভ করা যেতে পারেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'মানুষের জন্য সহজ করে দেয়া' এর অর্থ হল কারও গৃহে প্রবেশ করার ব্যাপারে অনুমতি নেয়া। অন্যান্যরাও এ মত পোষণ করেন। (তাবারী ১৯/১৪৬)

কালাদাহ ইবনুল হাম্বল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মাক্কা বিজয়ের সময় সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) মুসলিম হওয়ার পর একদা তাকে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ঐ সময় উপত্যকার উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। কালাদাহ ইবনুল হাম্বল (রাঃ) সালাম প্রদান ও অনুমতি প্রার্থনা ছাড়াই তাঁর নিকট পৌঁছে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ ফিরে যাও এবং বল ঃ আসসালামু আলাইকুম, আমি আসতে পারি কি? (আহমাদ ৩/৪১৪, আবূ দাউদ ৫/৩৬৮, তিরমিযী ৭/৪৯০, নাসাঈ ৬/৮৭)

ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, ‘আতা ইব্‌ন রাবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনটি আয়াত এমন রয়েছে যেগুলির আমল মানুষ পরিত্যাগ করেছে। একটি এই যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩) অথচ লোকদের ধারণায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হল ঐ ব্যক্তি যার বাড়ী বড় এবং যে সম্পদ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী। আর কারও বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারে আদব ও ভদ্রতার আয়াতগুলির উপর আমলও মানুষ ছেড়ে দিয়েছে। ‘আতা (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমার বাড়ীতে আমার পিতৃহীন বোনেরা রয়েছে, যারা একই ঘরে থাকে। তাদের কাছে গেলেও কি আমাকে অনুমতি নিতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে। ‘আতা (রহঃ) দ্বিতীয়বার তাকে ঐ প্রশ্নই করেন যে, হয়ত কোন ছাড়ের (অব্যাহতির) সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু এবারও ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তুমি কি তাদেরকে অনাবৃত অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? তিনি জবাবে বলেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাহলে অবশ্যই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে। ‘আতা (রহঃ) তৃতীয়বার ঐ প্রশ্নই করেন। তিনি জবাবে বলেন ঃ তুমি কি আল্লাহর হুকুম মানবেনা? তিনি উত্তর দেন ঃ ‘হ্যাঁ, অবশ্যই মানবো। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে অবশ্যই তুমি তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিবে।

অন্যত্র ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, তাঊস (রহঃ) আমাকে বলেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ যাদের সাথে চিরতরে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদেরকে আমি তাদের অনাবৃত অবস্থায় দেখে ফেলি এর চেয়ে জঘন্য বিষয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, হুযাইল ইব্‌ন সুরাহবিল আল আউদী

আল আমাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ তুমি তোমার মায়ের কক্ষে প্রবেশ করার সময়েও তার অনুমতি চাবে।

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি 'আতাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ অনুমতি না নিয়ে কি স্ত্রীর কাছেও যাওয়া যাবেনা? উত্তরে তিনি বলেন ঃ এখানে অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাকেও সংবাদ দিলে অবশ্যই তা হবে উত্তম। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ঐ সময় হয়ত স্ত্রী এমন অবস্থায় রয়েছে, যে অবস্থায় তার স্বামী তাকে দেখুক এটাও সে পছন্দ করেনা।

যাইনাব (রাঃ) বলেন ঃ আমার স্বামী আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) যখন আমার কাছে আসতেন তখন তিনি গলা খাঁকর দিতেন অথবা থুথু ফেলতেন যাতে বাড়ীর লোকেরা তার আগমন সংবাদ জানতে পারে এবং তিনি যা অপছন্দ করেন সেই অবস্থায় যেন কেহকে দেখতে না পান। (তাবারী ১৯/১৪৮)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে সালামের কোন প্রচলন ছিলনা। একে অপরের সাথে মিলিত হত, কিন্তু তাদের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান হতনা। কারও সাথে দেখা হলে তারা বলত ঃ 'শুভ সকাল' 'শুভ সন্ধ্যা।' কেহ কারও বাড়ী গেলে অনুমতি নিতনা, এমনিতেই প্রবেশ করত। প্রবেশ করার পরে বলত ঃ 'আমি এসে গেছি।' এর ফলে কোন কোন সময় বাড়ীর লোকদের বড়ই অসুবিধা হত। এমনও হত যে, বাড়ীতে তারা স্ত্রী পরিবার নিয়ে এমন অবস্থায় থাকত, যে অবস্থায় তারা কারও প্রবেশকে খুবই অপছন্দ করত। আল্লাহ তা'আলা এই কু-প্রথাগুলো সুন্দর আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে দূর করে দেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৭৬) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। এতে আগমনকারী ও বাড়ীর লোক উভয়ের জন্যই শান্তি ও কল্যাণ রয়েছে। এগুলি তোমাদের জন্য উপদেশ ও শুভাকাঙ্ক্ষা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ যদি তোমরা গৃহে কেহকেও না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। কেননা এটা হল অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা, যা বৈধ নয়। বাড়ীর মালিকের এ অধিকার রয়েছে যে, ইচ্ছা হলে সে অনুমতি দিবে, না হলে দিবেনা।

وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ যদি তোমাদেরকে বলা হয় ঃ ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এতে মন খারাপ করার কিছুই নেই। বরং এটাতো বড়ই উত্তম পন্থা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কোন কোন মুহাজির (রাঃ) দুঃখ করে বলতেন ঃ আমাদের জীবনে এই আয়াতের উপর আমল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনুমতি চাওয়ার পর যদি কেহ আমাকে বলত 'ফিরে যাও' তাহলে আমি ফিরে যেতাম। তবে তা অতি সন্তুষ্ট চিত্তে নয়, যদিও আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ *যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।* (তাবারী ১৯/১৫০) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ যে গৃহে কেহ বাস করেনা তাতে তোমাদের দ্রব্য-সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই। এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত হতে বিশিষ্ট। এতে ঐ ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অবকাশ রয়েছে যে ঘরে কেহ বাস করেনা এবং ওর মধ্যে কারও কোন আসবাবপত্র থাকে। যেমন অতিথিশালা ইত্যাদি। এখানে প্রবেশের একবার যখন অনুমতি পাওয়া যাবে তখন বারবার আর অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই এ আয়াতটি যেন পূর্ববর্তী আয়াত হতে স্বতন্ত্র।

৩০। মু'মিনদেরকে বল ঃ তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।	٣٠. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

দৃষ্টি নীচু করা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ যেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমি হারাম করেছি ওগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করনা। হারাম জিনিস হতে চক্ষু নীচু করে নাও। যদি আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়েই যায় তাহলে দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি ফেলনা।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ সাথে সাথেই দৃষ্টি সরিয়ে নিবে। (মুসলিম ৩/১৬৯৯)

সহীহ হাদীসে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পথের উপর বসা হতে তোমরা বেঁচে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে এবং কথা বলাও যরুরী হয়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এমতাবস্থায় পথের হক আদায় করবে। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পথের হক কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ দৃষ্টি নিম্নমুখী করা, সালামের উত্তর দেয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। (ফাতহুল বারী ৫/১৩৪)

আবুল কাসিম আল বাগাবী (রহঃ) আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা আমাকে ছ'টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিব। ছ'টি জিনিস হল ঃ কথা বলার সময় মিথ্যা বলনা, আমানাতের খিয়ানাত করনা, ওয়াদা ভঙ্গ করনা, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে, হাতকে যুল্ম করা হতে বাঁচিয়ে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করবে। (তারিখ আল খাতীব ৭/৩৯২, তাবারানী ৮/৩১৪, ইব্ন হিব্বান ২/২০৪)

দৃষ্টি পড়ার পর অন্তরে ফাসাদ সৃষ্টি হয় বলেই লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার জন্য দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৃষ্টিও ইবলীসের তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর। সুতরাং ব্যভিচার হতে বেঁচে থাকার জন্য দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখাও যরুরী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ

যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের

লজ্জাস্থানের হিফাযাত কর, তোমার স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া। (আহমাদ ৫/৩, আবূ দাঊদ ৪/৩০৪, তিরমিযী ৮/৫৩, নাসাঈ ৫/৩১৩, ইব্ন মাজাহ ১/৬১৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ নিস্কলুষ থাকার ব্যাপারে এটাই তাদের জন্য উত্তম। অর্থাৎ তাদের অন্তর পবিত্র রাখার ব্যাপারে এটাই উত্তম পন্থা। যেমন বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে হারাম জিনিসের উপর নিক্ষেপ করেনা, আল্লাহ তার চক্ষু জ্যোতির্ময় করে তোলেন এবং তার অন্তরও আলোকময় করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ তারা যা করে আল্লাহ সেই বিষয়ে অবহিত। তাদের কোন কাজ তাঁর কাছে গোপন নেই।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৯)

সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইব্ন আদমের যিম্মায় ব্যভিচারের অংশ লিখে দেয়া হয়েছে, সে অবশ্যই তা পাবে। চোখের ব্যভিচার হল দেখা, মুখের ব্যভিচার বলা, কানের ব্যভিচার হল শোনা, হাতের ব্যভিচার স্পর্শ করা এবং পায়ের ব্যভিচার হল চলা। অন্তর কামনা ও বাসনা রাখে। অতঃপর যৌনাঙ্গ এ সবগুলোকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে অথবা সবগুলোকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দেয়। (ফাতহুল বারী ১১/২৮, মুসলিম ৪/২০৪৭) পূর্বযুগীয় অনেক মনীষী দাড়ি গজায়নি এমন বালকদের দিকে ফিরে তাকাতেও পুরুষদেরকে নিষেধ করতেন।

৩১। ঈমান আনয়নকারিনী নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত

٣١. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ
أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ
أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ
غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ
ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ
عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

পর্দা করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে হুকুম করছেন যাতে মর্যাদাশীল পুরুষদের মনে সান্ত্বনা আসে এবং অজ্ঞতা যুগের জঘন্য প্রথার অবসান ঘটে।

এ ছাড়া এটি হচ্ছে জাহিলিয়াত যামানার আচরণের অনুসরণ। বেপর্দা কাফির নারীদের সাথে পর্দা করা সম্মানিতা মুসলিম মহিলাদেরকে পার্থক্য করার এটি একটি বিশেষ প্রথা। পর্দা করার ব্যাপারে যে আয়াত নাযিল হয়েছে তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ আমরা শুনেছি, তবে আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিন্ত মুরশিদাহ (রাঃ) বানী হারিশাহ এলাকায় তার নিজ গৃহে বাস করতেন এবং তার প্রতিবেশি মহিলারা তার কাছে আসা-যাওয়া করত। তাদের পরিধানের কাপড় পায়ের নিচ পর্যন্ত না থাকার কারণে তাদের পায়ের টাখনু দেখা যেত। তারা বক্ষ ও চুল খুলে রাখা অবস্থায় আসত। আসমা (রাঃ) বলেন ঃ এটা কতই না জঘন্য প্রথা! ঐ সময় এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১৪৩৮৯, মুরসাল)

সুতরাং নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ মুসলিম নারীদেরকেও তাদের চক্ষু নিম্নমুখী রাখতে হবে। স্বামী ছাড়া আর কারও দিকে কাম-দৃষ্টিতে তাকানো যাবেনা।

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় মহিলারা তাদের মাহরাম নয় এমন ব্যক্তিকে দেখতে পারবেন। এ বিষয়ে তারা একটি হাদীসের উল্লেখ করে থাকেন। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে ইথিওপীয়দের বর্শা নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা দেখছিলেন। সেদিন ছিল ঈদের দিন। মু'মিনদের মা আয়িশা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। যখন তাদের প্রতিযোগিতা দেখতে আর ভাল লাগছিলনা তখন আয়িশা (রাঃ) ওখান থেকে চলে যান। (বুখারী ৪৫৪)

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (*এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে*) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে হিফাযাত

করা। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ কুরআনের যেখানেই গোপনাঙ্গের হিফাযাতের কথা বলা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হবে অবৈধ যৌনাচার থেকে মুক্ত থাকা। এর ব্যতিক্রম হল وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ এ আয়াতটি, যার অর্থ হচ্ছে অন্যরা যাতে দেখতে না পায় সেইভাবে হিফাযাতে রাখবে। (তাবারী ১৯/১৫৪) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا তারা যেন তাদের সৌন্দর্য মাহরিম ছাড়া অন্যদেরকে প্রদর্শন না করে, শুধুমাত্র ঐ অংশ ছাড়া যা কোনভাবেই আড়াল করে রাখা যায়না। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তা হল পরিধেয় কাপড়, বোরখা ইত্যাদি। অর্থাৎ মহিলারা তাদের পোশাকের উপর যে বোরখা পরিধান করেন তা সরে গিয়ে যদি পরিধেয় বস্ত্র কখনও কখনও দেখা যায় তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এটা তার ইচ্ছাকৃত নয় এবং এটা বন্ধ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। হাসান (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), আবুল জাওযা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্ন মাসউদের (রাঃ) এ মতামতের অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১৯/১৫৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ তারা এমন পোশাক ব্যবহার করবে যেন তাদের গলা, বুক কিংবা পাঁজর দেখা না যায়, যাতে তাদেরকে জাহিলিয়াতী মহিলাদের থেকে আলাদা করা যায়।

خُمُر শব্দটি خِمَار শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক ঐ জিনিসকে خِمَار বলা হয় যা ঢেকে ফেলে। দো-পাট্টা মাথাকে ঢেকে ফেলে বলে ওটাকেও خِمَار বলা হয়। বেপর্দা নারীরা মানুষের সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তাদের উম্মুক্ত বক্ষ প্রকাশ করে বেড়ায়, তাদের গলা, কপাল, চুল, এমনকি কানে ব্যবহৃত গহনাও প্রকাশমান থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনা নারীদেরকে আদেশ করছেন, তারা যেন নিজেদেরকে ঢেকে চলাফিরা করেন। তিনি আরও বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিনা নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৯)

আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলাদের উপর রহম করুন যারা প্রথম প্রথম হিজরাত করেছিল। যখন **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ** এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তারা নিজেদের চাদর ফেড়ে দো-পাট্টা বানিয়েছিল। কেহ কেহ নিজের তহবন্দের পাশ কেটে নিয়ে ওটা দ্বারা মাথা ঢেকে নেয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪৭)

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ পুরুষ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের সামনে নারীরা থাকতে পারে। খুব সাজসজ্জা ছাড়া লজ্জাবনতা অবস্থায় তাদের সামনে তারা যাতায়াত করতে পারে। যদি বাহ্যিক কোন আভরণের উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে এতে কোন অপরাধ হবেনা। তবে স্বামী এর ব্যতিক্রম। কেননা নারী তার সামনে পূর্ণ সাজ-সজ্জার সাথে থাকতে পারবে। ইব্ন মুনযির (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ চাচা ও মামার সাথেও বিবাহ নিষিদ্ধ, তথাপি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এই যে, তারা হয়তো তাদের ছেলেদের সামনে তাদের ভ্রাতুস্পুত্রী ও ভাগিনেয়ীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। এ জন্যই তাদের সামনেও দো-পাট্টা বাঁধা ছাড়া আসা উচিত নয়। (তাবারী ১৯/১৬০) স্বামীর ব্যাপারতো এই যে, স্ত্রীর সবকিছুই তার জন্য। অর্থাৎ স্বামীর খুশির জন্য স্ত্রী তার মনের মত করে সব ধরণের সাজ-গোজ করবে। তবে ঐ সাজ-সজ্জা নিয়ে সে স্বামী ছাড়া আর কারও কাছে যাবেনা।

এ আয়াতে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম নারীরা পরস্পরের সামনে নিজেদের আভরণ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু অমুসলিম নারীর সামনে যেমন ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু নারীদের সামনে মুসলিম নারী তার আভরণ প্রকাশ করবেনা। এর কারণ এই যে, খুব সম্ভব ঐ অমুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদের সামনে ঐ মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও এই আংশকা আছে বটে, কিন্তু শারীয়াত এটা হারাম করে

দিয়েছে বলে তারা এরূপ করতে পারবেনা। কিন্তু অমুসলিম নারীকে এর থেকে বাধা দিবে কিসে?

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য নারীর সাথে সাক্ষাত হলে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা তার স্বামীর সামনে এমনভাবে বলে যেন তার স্বামী ঐ নারীকে স্বয়ং দেখছে। (ফাতহুল বারী ৯/২৫০)

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ *এবং তাদের ডান হাত যাদের অধিকারী।* ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মূর্তি পূজকদের যে সমস্ত মহিলা মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে। ঐ মহিলাদের সামনে মুসলিম মহিলারা তাদের সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করতে পারবে, সে কাফিরা/মুশরিকা হলেও তাদের দাসী হিসাবে গন্য হচ্ছে। (তাবারী ১৯/১৬০) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিবও (রহঃ) অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৮৩) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন-কামনা রহিত তাদের সামনেও আভরণ প্রকাশ করা যাবে। অর্থাৎ গৃহের কর্মচারীদের মধ্যে যাদের পুরুষত্ব নেই এবং মহিলাদের প্রতি কোনই আকর্ষণ নেই তাদের হুকুম মাহরিম আত্মীয় পুরুষদের মতই। অর্থাৎ এসব আভরণ তাদের সামনে প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু সেই খোজা, যার মুখের ভাষা খারাপ এবং সদা মন্দ কথা ছড়িয়ে বেড়ায় সে এই হুকুম বহির্ভূত।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক খোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতে আসে। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এই আয়াতের মর্মানুযায়ী লোকটিকে আসতে নিষেধ করেননি। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়েন। ঐ সময় সে এক মহিলার কথা বর্ণনা করছিল ঃ সে যখন আসে তখন তার পেটের উপর চারটি ভাঁজ পড়ে এবং যখন ফিরে যায় তখন আটটি ভাঁজ দৃষ্টিগোচর হয়। তার এ কথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘সাবধান! এরূপ লোককে কখনও আসতে দিবেনা। অতঃপর তাকে মাদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সে তখন বাইদা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। প্রতি শুক্রবার সে পানাহারের জন্য কিছু জিনিস নিয়ে চলে যেত। (মুসলিম ৪/১৭১৫, আহমাদ ৬/১৫২, আবূ দাউদ ৫/২২৪, নাসাঈ ৫/৩৯৫)

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের সামনে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যারা এখনো মহিলাদের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, মহিলাদের প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি এখনো পতিত হয়না। তবে হ্যাঁ, যদি তারা এমন বয়সে পৌঁছে যে, মহিলাদের সুশ্রী হওয়া বা বিশ্রী হওয়ার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে এবং তাদের সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় তাহলে তাদের থেকেও পর্দা করতে হবে, যদিও তারা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ না করে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মহিলাদের কাছে আসা-যাওয়া হতে বেঁচে থাক। প্রশ্ন করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দেবর ও ভাসুর সম্পর্কে আপনার মত কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ দেবর ও ভাসুরতো মৃত্যু (সমতুল্য)। (ফাতহুল বারী ৫/২৪২, মুসলিম ৪/১১৭১)

রাস্তায় হাটার সময় মহিলাদের চলার ভদ্রতা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ মহিলারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না করে। অজ্ঞতার যুগে এরূপ হত যে, মহিলারা চলার সময় যমীনের উপর সজোরে পা ফেলত যাতে পায়ের অলংকার বেজে উঠে। ইসলামে এরূপ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নারীদেরকে প্রতিটি এমন কাজ থেকে নিষেধ করে দেয়া হয় যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে না যায়। তাই তার জন্য আতর ও সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়াও নিষিদ্ধ, যাতে সুগন্ধির কারণে তাদের মনে কোন কিছুর কামনা বাসনা জাগতে না পারে।

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক চক্ষু ব্যভিচারী। যখন নারী আতর মেখে, ফুল পরে, সুগন্ধি ছড়িয়ে পুরুষদের কোন মাজলিসের পাশ দিয়ে গমন করে তখন সে এরূপ এরূপ (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী)। (তিরমিযী ৮/৭০, আবূ দাঊদ ৪/৪০০, নাসাঈ ৮/১৫৩)

এরই আলোকে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মহিলারা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাফিরা করবেনা। কারণ এতে চরিত্রহীন স্বেচ্ছাচারী নারীদের আচরণ প্রকাশ পায়। আবূ উসাইদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে আসার সময় পথে পুরুষ ও

নারীদেরকে একত্রে মিলে-মিশে চলতে দেখে বলেন ঃ হে নারীরা! তোমরা এদিকে ওদিকে হয়ে যাও। মাঝপথ দিয়ে চলা তোমাদের জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলবে। তাঁর এ কথা শুনে নারীরা দেয়াল ঘেঁষে চলতে শুরু করে। এমনকি দেয়ালের সাথে তাদের কাপড়ের ঘর্ষণ লাগছিল। (আবূ দাঊদ ৫/৪২২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার বাতলানো গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যাও। অজ্ঞতার যুগের বদ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ কর। তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ তোমাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেইভাবে সুন্দর ও প্রশংসনীয় উপায়ে ঐ আমল করতে থাক এবং অজ্ঞতা যুগের লোকদের আচরণ পরিত্যাগ কর। মনে রেখ যে, সফল পরিণাম তাদেরই জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে বলেছেন তা পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকে। তোমাদের কামিয়াবী হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহকে মেনে চলার মধ্যে।

৩২। তোমাদের মধ্যে যারা "আইয়িম" (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা মহিলা) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহতো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।	٣٢. وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
৩৩। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ	٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا

يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ
مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ
ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ
ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟
فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ
مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের মধ্যে কেহ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও; আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, সেরূপ ক্ষেত্রে তাদের উপর যবরদস্তির পর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

٣٤. وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ
مُّبَيِّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟
مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

৩৪। আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

সামর্থ্যবানদের বিয়ে করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিষয়ে হুকুম করেছেন। প্রথমে তিনি বিয়ের ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন। وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ *তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম'*।

আলেম জামা'আতের মতামত এই যে, যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। দলীল হিসাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের বাণীটি গ্রহণ করেছেন ঃ হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিয়ে করে। বিয়ে হল দৃষ্টিকে নিম্নমুখীকারী এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষাকারী। আর যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেনা সে যেন সিয়াম পালন করে। এটাই তার জন্য আত্মরক্ষাকারী। (ফাতহুল বারী ৯/১৪, মুসলিম ২/১০১৯)

সুনান গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিয়ে কর এবং সন্তানদের জনক হও, যেন তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। আমি তোমাদের মাধ্যমে কিয়ামাতের দিন অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করব।

اَيَامَى শব্দটি اَيِّمْ শব্দের বহু বচন। জাওহারী (রহঃ) বলেন যে, ভাষাবিদদের মতে বিপত্নীক পুরুষ ও বিধবা নারীকে اَيِّمْ বলা হয়। সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য বলেন ঃ

إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ যদি সে দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ তাকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন, তা সে আযাদই হোক অথবা গোলামই হোক।

ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, বিবাহ দ্বারা তোমরা ঐশ্বর্য অনুসন্ধান কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ তারা দরিদ্র হলে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। (তাবারী ১৯/১৬৬, বাগাবী ৩/৩৪২)

আল লাইস (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আযলান (রহঃ) থেকে, তিনি সাঈদ আল মাকবুরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোককে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা হল বিবাহকারী যে

ব্যভিচার হতে বাঁচার উদ্দেশে বিয়ে করে, ঐ গোলাম - স্বাধীন হওয়ার জন্য মালিকের সাথে যে তার চুক্তিকৃত টাকা আদায় করার ইচ্ছা রাখে এবং আল্লাহর পথের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। (আহমাদ ২/২৫১, তিরমিযী ৫/২৯৬, নাসাঈ ৬/৬১, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৪১)

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির বিবাহ একটি স্ত্রীলোকের সাথে দিয়ে দেন যার কাছে তার একটি মাত্র লুঙ্গী ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এমনকি সে একটি লোহার আংটি ক্রয় করতেও সক্ষম ছিলনা। তার এত অভাব ও দারিদ্রতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিয়ে দিয়ে দেন এবং তার মোহর এই ধার্য করেন যে, তার কুরআনুল কারীম হতে যা কিছু মুখস্থ আছে তাই সে তার স্ত্রীকে মুখস্থ করিয়ে দিবে। এটা একমাত্র এরই উপর ভিত্তি করে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাকে এমন জীবিকা দান করবেন যা তার ও তার স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট হবে।

যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাকে পরিশুদ্ধ ও ধর্মপরায়ন হওয়ার আদেশ

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম পালন করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে। বিবাহ দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে এবং এটাই তার জন্য আত্মরক্ষাকারী। (ফাতহুল বারী ৯/১৪) এই আয়াতটি সাধারণ। সূরা নিসার আয়াতটি এর থেকে খাস বা বিশিষ্ট। ঐ আয়াতটি হল ঃ

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের ডান হাত অধিকারী সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে করে। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে জ্ঞাত আছেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্ভুত। অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবেনা। অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা দুস্কার্যকে ভয় করে। এবং যদি বিরত থাক তাহলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৫) সুতরাং দাসীদেরকে বিয়ে করা অপেক্ষা ধৈর্যধারণই শ্রেয়। কেননা এই অবস্থায় দাসীদের সন্তানরাও দাস/দাসী হিসাবে পরিচিত হবে এবং তাদের উপরও দাসত্বের অভিশাপ লেগে থাকবে।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا *যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।* ইকরিমাহ (রহঃ) এ আয়াতের ভাবার্থে বলেন, যে পুরুষ কোন মহিলাকে দেখে এবং দেখার পর তার অন্তরে কাম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, সে যেন তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়, যদি তার স্ত্রী বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার স্ত্রী না থাকে তাহলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ধৈর্যধারণ করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন।

দাস/দাসী মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করার আদেশ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গোলামদের মালিকদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাদের দাস-দাসীদের কেহ যদি তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়

তাহলে তারা যেন তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যদি তারা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পায়। গোলাম তার উপার্জনের মাধ্যমে ঐ মাল জমা করে মনিবকে দিয়ে দিবে এবং এভাবে তারা আযাদ বা মুক্ত হয়ে যাবে।

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) হতে রাহাও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি ‘আতাকে (রহঃ) বললাম, দাস/দাসীর কারও কাছে যদি মুক্ত (স্বাধীন) হওয়ার মত অর্থ আছে বলে আমি জানতে পারি তাহলে তার সাথে মুক্ত করার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া আমার জন্য কি বাধ্যতামূলক? তিনি বললেন ঃ আমি মনে করিনা যে, এটা বাধ্যতামূলক। আমর ইব্ন দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আমি ‘আতাকে (রহঃ) বললাম ঃ আপনি কি এটা কারও কাছ থেকে শুনে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন যে, মূসা ইব্ন আনাস (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, আনাসের (রাঃ) সীরীন নামক এক গোলাম ছিল যার অনেক অর্থকড়ি ছিল। সে আনাসের (রাঃ) কাছে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন তার সাথে তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু আনাস (রাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন গোলামটি উমারের (রাঃ) কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে। উমার (রাঃ) তখন আনাসকে (রাঃ) ডেকে গোলামের সাথে চুক্তি করতে নির্দেশ দেন। এবারেও আনাস (রাঃ) অস্বীকৃতি জানান। তখন উমার (রাঃ) তাঁকে চাবুক মারেন এবং **فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا** এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন তিনি তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ ঘটনাটি সূত্রছিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৫/২১৯)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এবং আবদুর রায্যাক (রহঃ) তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি যদি জানতে পারি যে, আমার গোলামের কাছে টাকা-পয়সা আছে তাহলে কি তার মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারি? তিনি বললেন ঃ আমি মনে করিনা যে, তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক; তুমি চাইলে করতে পার, আবার না’ও করতে পার। (আবদুর রায্যাক ৮/৩৭১) আমর ইব্ন দীনারও অনুরূপ বলেছেন ঃ আমি ‘আতাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কারও কাছ থেকে শুনে বলছেন? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) সাথে সীরীন (রহঃ) স্বাধীন হওয়ার একটি চুক্তি করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আনাস (রাঃ) বার বার পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন উমার (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তার মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই তোমাকে তার সাথে চুক্তি করতে হবে। এটির বর্ণনাধারা সহীহ। (তাবারী ১৯/১৬৭)

خَيْر إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও।* خَيْر দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা এবং সম্পদ উপার্জন করার ক্ষমতা ইত্যাদি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। ইহা হল যাকাত, যা সম্পদের অংশ থেকে বের করা হয় এবং এর প্রতি তাদের অধিকার রয়েছে। এটা দাতার করুণার দান নয়। হাসান (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার পিতা মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (তাবারী ১৯/১৭৩, বাগাবী ৩/৩৪৩)

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ *আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে।* ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু প্রতিটি স্বচ্ছল লোকের প্রতি এ আদেশ করছেন, তা সে গৃহের কর্তা হোক কিংবা অন্য কেহ। বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব আল আসলামী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন দাস/দাসীকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসীকে যৌনকাজে বাধ্য না করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা। অজ্ঞতা যুগের জঘন্য পন্থাসমূহের মধ্যে একটি পন্থা এও ছিল যে, তারা তাদের দাসীদেরকে বাধ্য করত যাতে দাসীরা ব্যভিচার করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে ঐ অর্থ মনিবদেরকে প্রদান করে। ইসলাম এসে এই কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করে।

বিভিন্ন তাফসীরকারকদের থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল মুনাফিকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তার অনেক দাসী ছিল। তাদেরকে সে ব্যভিচারী কাজে লাগাতো এবং এভাবে সে অর্থ রোজগার

করত। তারা গর্ভধারণ করে অনেক সন্তানও জন্ম দিত। ফলে সে ওদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করত।

এ বিষয়ের কিছু বর্ণনা ঃ

হাফিয আবূ বাকর আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল খালিক আল বায্যার (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের একটি দাসী ছিল যার নাম ছিল মু'আযাহ। সে জোরপূর্বক ঐ দাসীকে যৌন কাজে বাধ্য করত। তখন এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু **وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء** এ আয়াতটি নাযিল করেন। (কাসফ আল আসতার ৩/৬১)

আবূ সুফিয়ান (রহঃ) থেকে আমাস (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, জাবীর (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের এক দাসীর ব্যাপারে যার নাম ছিল মুসাইকাহ। সে তাকে অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য করত। সেই দাসী নিজে খারাপ ছিলনা এবং খারাপ কাজ করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করত। তখন আল্লাহ তা'আলা **وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১৯/১৭৪, নাসাঈ ৬/৪১৯)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ আমি শুনেছি, এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন, এ আয়াতটি ঐ দুই লোকের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা তাদের দাসীদেরকে যৌনাচারে বাধ্য করত। তাদের এক জনের নাম ছিল মুসাইকাহ। সে ছিল আনসারগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তার মা উমাইমাহ ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর গোত্রের। মু'আযাহ এবং অরওয়াও অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার হন। মুসাইকাহ এবং তার মা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা **وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء** এ আয়াতটি নাযিল করেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৯৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا** দাসীরা যদি তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে চায় তাহলে তাদের সেই সুযোগ দেয়া উচিত। **لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** (*পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায়*) অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে এবং

তাদের সন্তানদের মাধ্যমে তারা দুনিয়ায় বসে যা আয় করতে চাচ্ছে বা আয় করছে তা দুনিয়াদারীর জন্য খুবই নিকৃষ্ট এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিঙ্গা লাগানোর মজুরী, ব্যভিচারের মজুরী এবং গণকের মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ৩/১১৯৮)

অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, ব্যভিচারের দ্বারা আয়, সিঙ্গা লাগানো দ্বারা উপার্জন এবং কুকুরের মূল্য অবৈধ। (মুসলিম ৩/১১৯৯) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যে ব্যক্তি দাসীদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করে, আল্লাহ ঐ দাসীদেরকে তাদের প্রতি জবরদস্তি করার কারণে ক্ষমা করে দিবেন। ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এমতাবস্থায় তুমি যদি তা কর তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান। তাদের কৃত পাপের শাস্তি তাদের উপরেই বর্তাবে যারা তাদেরকে ঐ অবৈধ কাজে বাধ্য করেছিল। (তাবারী ১৯/১৭৫) মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), আল আমাশ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/১৭৫, ১৭৬, দুররুল মানসুর ৬/১৯৫) এ বিধান ব্যক্ত করার পর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَات مُّبَيِّنَات আমি আমার পবিত্র কালাম কুরআনুল হাকীমের এই উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট আয়াত তোমাদের সামনে বর্ণনা করেছি। পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলীও তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে যে, সত্যের ঐ বিরুদ্ধাচরণকারীদের পরিণাম কি হয়েছে এবং কেমন হয়েছে!

فَجَعَلْنَـٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْـَٔاخِرِينَ

অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৫৬) **لِّلْمُتَّقِينَ** যাতে আল্লাহভীরু লোকেরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ হতে বেঁচে থাকে।

৩৫। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর	٣٥. ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ	জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ; প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পুতঃ পবিত্র যাইতূন বৃক্ষের তেল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়, আগুন ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে; আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

আল্লাহর নূরের তুলনা

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমানবাসী ও যমীনবাসীদের পথ-প্রদর্শক। অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তিনিই এ দু'টির মধ্যে সূর্য, চন্দ্র ও

তারকারাজীর ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। (তাবারী ১৯/১৭৭) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নূর হল হিদায়াত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তাঁরই জ্যোতিতে আসমান ও যমীন উজ্জ্বল রয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে উঠতেন তখন বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَــيُّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই তাদের সকলের জ্যোতি। আসমান, যমীন এবং তাদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে, সব কিছুরই তুমি প্রতিষ্ঠাতা এবং সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। (ফাতহুল বারী ৫/৩, মুসলিম ১/৫৩২)

ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের রবের নিকট রাত ও দিন নেই। তাঁর চেহারার জ্যোতিতেই তাঁর আরশ জ্যোতির্ময়।

ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে **نُوْرِه** এর **'ه'** সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ আল্লাহর হিদায়াত যা মু'মিনের অন্তরে রয়েছে ওর উপমা এইরূপ। আবার কারও মতে **'ه'** সর্বনামটি মু'মিনের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ মু'মিনের অন্তরের জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেন একটি দীপাধার। সুতরাং মু'মিনের অন্তরের পরিচ্ছন্নতাকে প্রদীপের কাঁচের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অতঃপর কুরআন ও শারীয়াত দ্বারা যে সাহায্য সে পেয়ে থাকে ওটার উপমা দেয়া হয়েছে যাইতূনের ঐ তেলের সাথে যা স্বয়ং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চকমকে ও উজ্জ্বল। অতএব দীপাধার এবং দীপাধারের মধ্যে প্রদীপ এবং প্রদীপটিও উজ্জ্বল। বলা হয়েছে ঃ

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়েম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী আবৃত্তি করে? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) ইয়াহুদীরা প্রতিবাদ করে বলেছিল ঃ আল্লাহর জ্যোতি কিরূপে আকাশকে ভেদ করতে পারে? তাদের এ কথার উত্তর তাদেরকে উপমা দ্বারা বুঝানো হয় যে, যেমন প্রদীপের চিমনির মধ্য হতে আলো পাওয়া যায় তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার জ্যোতিও আকাশ ভেদ করে আসে। তাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।

مِشْكَوٰة এর অর্থ হল ঘরের তাক। এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজের আনুগত্যের উপমা দিয়েছেন এবং নিজের আনুগত্যকে তিনি নূর বা জ্যোতি বলেছেন। এর আরও বহু নাম রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, হাব্‌শের ভাষায় এটাকে তাক বলা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এটা এমন তাককে বলা হয় যার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকেনা ইত্যাদি। বলা হয়েছে যে, ওর মধ্যে প্রদীপ রাখা হয়। প্রথমটিই সবল উক্তি। অর্থাৎ প্রদীপ রাখার স্থান। কুরআনুল হাকীমে এ কথাই রয়েছে যে, তাতে প্রদীপ রয়েছে। সুতরাং **مِصْبَاح** দ্বারা নূর বা জ্যোতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও ঈমান যা মুসলিমের অন্তরে থাকে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা প্রদীপ উদ্দেশ্য। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রয়েছে এবং কাঁচের আবরণটিও স্বচ্ছ। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন, এটা হল মু'মিনের অন্তরের উপমা। (তাবারী ১৯/১৭৮) **الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ** কাঁচের আবরণটি মণি-মুক্তা সদৃশ, যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র। **دُرِّىٌّ** এর অন্য কিরআত **دُرْءِىٌّ** এবং **دِرْءِىٌّ**ও রয়েছে। এটা **دُرْ** হতে গৃহীত, যার অর্থ হল মনি-মুক্তা। তারকা যখন ছিটকে পড়ে তখন ওটা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। আর যে তারকা অপরিচিত ওটাকেও আরাবের লোকেরা **دِرَارِىٌّ** বলে থাকে। ভাবার্থ হচ্ছে চমকিত ও উজ্জ্বল তারকা, যা খুব প্রকাশমান ও বড় হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ এই প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যাইতূন বৃক্ষের তেল দ্বারা। **زَيْتُوْنَةٌ** শব্দটি **بَدل** বা **عَطْف بَيَان** হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ ঐ যাইতূন বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় যে, দিনের প্রথম ভাগ হতে ওর উপর রৌদ্র এসে পড়বেনা এবং প্রতীচ্যেরও নয় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে ওর উপর হতে ছায়া সরে যাবে। বরং বৃক্ষটি আছে মধ্যস্থলে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওটা সূর্যের পরিষ্কার আলোতে থাকে। তাই ওর তেলও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ঐ বৃক্ষটি মরুভূমিতে রয়েছে। কোন গাছ, পাহাড়, গুহা বা অন্য কোন কিছু ওর উপর ছায়া বিস্তার করেনা। এ কারণেই ঐ গাছের তেল খুবই পরিষ্কার হয়।

মুজাহিদ (রহঃ) **لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ** এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ এর অবস্থান পূর্বেও নয় যার ফলে সূর্য অস্ত যাবার সময় কোন আলো পতিত হয়না এবং পশ্চিমেও নয় যার ফলে সূর্য উদয়ের সময় ওর উপর আলো পতিত হয়না। বরং উহা এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উভয় সময় সূর্যের আলো পতিত হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬০০)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) **زَيْتُونِةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ইহা হল সর্বোৎকৃষ্ট তেল। সূর্যোদয়ের সময় ঐ গাছের পূর্ব দিকে আলো পৌঁছে এবং অস্ত যাবার সময় ওর পশ্চিম দিকে আলো পৌঁছে। সুতরাং ভোরে এবং বিকালে উভয় সময়েই ওতে আলো পৌঁছে। তাই ওটা পূর্বে নাকি পশ্চিমে অবস্থিত তা ধর্তব্য বিষয় নয়।

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ *আগুন ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে।* আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ ঐ তেল নিজেই আলোকিত/আলোকজ্জ্বল। (তাবারী ১৯/১৮৩)

نُّورٌ عَلَى نُورٍ (*জ্যোতির উপর জ্যোতি!*) আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈমান এবং আমল। (তাবারী ১৯/১৮২) সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে আগুনের আলো এবং তেলের আলো। আগুনের আলো এবং তেলের আলো যখন একত্রিত হয় তখন যে আলো হয় তা। তাদের একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আলোর সৃষ্টি হয়না। অনুরূপভাবে কুরআনের নূর যখন ঈমানের উপর প্রতিস্থাপিত হয় তখন মানুষ আলেকিত হয়, এর একটি ছাড়া অপরটির আলো প্রতিভাত হয়না। (দুররুল মানসুর ৬/২০২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টজীবকে এক অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি ঐ দিন তাদের

উপর নিজের জ্যোতি নিক্ষেপ করেন। সুতরাং ঐ দিন যে তাঁর ঐ নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে সে সুপথ প্রাপ্ত হয়েছে। আর যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যই আমি বলি যে, আল্লাহ সুবহানাহুর কলম তাঁর ইলম মুতাবেক চলার পর শুকিয়ে গেছে। (আহমাদ ২/১৭৬)

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরের হিদায়াতের উপমা নূর বা জ্যোতির সাথে দেয়ার পর বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই দৃষ্টান্তসমূহ মানুষের উপদেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইলমেও তাঁর মত কেহ নেই। কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত তা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অন্তর বা হৃদয় হল চার প্রকার। প্রথম হল উজ্জ্বল প্রদীপের মত পরিষ্কার হৃদয়, দ্বিতীয় শক্ত আবরণীর মধ্যে আবদ্ধ হৃদয়, তৃতীয় উল্টামুখী হৃদয় এবং চতুর্থ হল বর্ম ছাড়া অনাচ্ছাদিত হৃদয়। প্রথম অন্তর হল মু'মিনের অন্তর। দ্বিতীয় অন্তর হল কাফিরের অন্তর। তৃতীয় হল মুনাফিকের অন্তর যে, সে জানে কিন্তু অস্বীকার করে এবং চতুর্থ অন্তর হল ঐ অন্তর যাতে ঈমানও আছে এবং নিফাকও আছে। এতে ঈমানের দৃষ্টান্ত হল তরকারীর গাছ, যে ভাল পানি ওকে বাড়িয়ে তোলে। এতে নিফাকের দৃষ্টান্ত হল ফোড়া, যাকে রক্ত ও পূঁজ ওকে বাড়িয়ে তোলে। যেটা জয়যুক্ত হয় সেটা ঐ অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (আহমাদ ৩/১৭)

৩৬। সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।	٣٦. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ
৩৭। সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ	٣٧. رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا

بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ	হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে -
٣٨. لِيَجۡزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ	৩৮। যাতে তারা যে কাজ করে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে।

মাসজিদের মর্যাদা রক্ষার আদব এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণকারীর সম্মান

فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ মু'মিনের অন্তরে এবং ওর মধ্যে যে হিদায়াত ও ইল্ম রয়েছে ওর দৃষ্টান্ত উপরের আয়াতে ঐ উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে দেয়া হয়েছে যা স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে রয়েছে এবং পরিষ্কার যাইতূনের উজ্জ্বল তেল দ্বারা জ্বলতে থাকে এবং ওর অবস্থানের বর্ণনা মহান আল্লাহ দিচ্ছেন যে, ওটা রয়েছে ঐসব গৃহে অর্থাৎ মাসজিদে, যা সবচেয়ে উত্তম জায়গা এবং আল্লাহর প্রিয় স্থান, যেখানে তাঁর ইবাদাত করা হয় এবং তাঁর একাত্মবাদের বর্ণনা দেয়া হয়, যার রক্ষণাবেক্ষণ করা, পবিত্র রাখা এবং অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু মাসজিদে বসে বাজে ও অনর্থক কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (তাবারী ১৯/১৯১) ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), নাফি ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ বাকর ইব্ন সুলাইমান

ইব্ন আবী হাশামা (রহঃ), সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন (রহঃ) এবং বিজ্ঞজনদের আরও অনেকে তাদের তাফসীরে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মাসজিদ নির্মাণ করা, ওর আদব ও সম্মান করা এবং ওকে সুগন্ধময় ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে, যেগুলিকে আমি একটি পৃথক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এখানেও অল্প বিস্তর বর্ণনা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন! তাঁরই উপর আমাদের ভরসা।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ওর মত ঘর নির্মাণ করবেন। (ফাতহুল বারী ১/৬৪৮, মুসলিম ১/৩৭৮)

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি মাসজিদ নির্মাণ করে যাতে আল্লাহর যিকর করা হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (ইব্ন মাজাহ ১/২৪৩, নাসাঈ ২/৩১)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করার এবং ওকে পবিত্র ও সুগন্ধময় করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আহমাদ ৫/১৭, ৬/২৭৯, তিরমিযী ৩/২০৬, ইব্ন মাজাহ ১/২৫০, আবূ দাঊদ ১/৩১০-সামুরাহ ইব্ন যুন্দুব)

উমার (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা লোকদের জন্য মাসজিদ নির্মাণ কর যেখানে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে। কিন্তু সাবধান! সজ্জিত করার জন্য লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করবেনা, যাতে মানুষ ফিতনায় না পড়ে। (ফাতহুল বারী ১/৬৪২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ উঁচু ও পাকা করে মাসজিদ নির্মাণ করতে আমি আদিষ্ট হইনি। (আবূ দাঊদ ১/৩১০)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না লোকেরা মাসজিদগুলির ব্যাপারে পরস্পর একে অপরকে প্রদর্শনের জন্য ও গর্ব করার জন্য তৈরী করবে। (আহমাদ ৩/১৩৪, আবূ দাঊদ ১/৩১১, নাসাঈ ২/৩২, ইব্ন মাজাহ ১/২৪৪)

বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক তার হারানো উট খুঁজতে মাসজিদে এসে বলে ঃ আমার একটি লাল বর্ণের হারানো উটের কেহ কোন

খোঁজ-খবর দিতে পারে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ তুমি যেন তা কখনও না পাও। মাসজিদকে যে কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ওটা ঐ কাজেই ব্যবহৃত হবে। (মুসলিম ১/৩৯৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কেহকে দেখবে যে, সে মাসজিদে বেচা-কেনা করছে তখন তোমরা বলবে ঃ আল্লাহ তোমাকে তোমার ব্যবসায়ে লাভবান না করুন! আর যখন তোমরা কেহকে দেখবে যে, সে তার হারানো জিনিস মাসজিদে খোঁজ করছে তখন তোমরা বলবে ঃ আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার হারানো জিনিস কখনও ফিরিয়ে না দেন! (তিরমিযী ৪/৫৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

সাইব ইব্ন কিন্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা মাসজিদে দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে। আমি ফিরে দেখি যে, তিনি উমার (রাঃ)। তিনি আমাকে বলেন ঃ যাও, ঐ দু’টি লোককে আমার নিকট ধরে নিয়ে এসো। আমি ঐ দু’জনকে তার কাছে ধরে আনলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কে? অথবা প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা কোথাকার লোক? তারা উত্তরে বলে ঃ আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি তখন বলেন ঃ তোমরা যদি এখানকার অধিবাসী হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। তোমরা মাসজিদে নববীতে উচ্চ স্বরে কথা বলছিলে। (ফাতহুল বারী ১/৬৬৭)

ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) মাসজিদে (নববীতে) উচ্চ স্বরে একটি লোককে কথা বলতে শুনে বলেন ঃ তুমি কোথায় রয়েছ তা জান কি? (তিরমিযী ৮/৪)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) প্রত্যেক জুমু‘আর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাসজিদকে সুগন্ধময় করতেন। (আবী ইয়ালা ১/১৭০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যে সালাত একাকী বাড়ীতে আদায় করে অথবা বাজারে আদায় করে ঐ সালাতের উপর জামা‘আতের সালাতের সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী দেয়া হয়। এটা এ কারণে যে, যখন সে ভালরূপে অযূ করে শুধু সালাতের উদ্দেশে বের হয় তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটা মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পায় এবং একটা পাপ ক্ষমা করা হয়। তারপর সালাত শুরু করা থেকে যতক্ষণ সে তার জায়গায় বসে থাকে ততক্ষণ মালাইকা/ফেরেশতারা তার জন্য দু‘আ করতে থাকেন। তারা বলেন ঃ হে

আল্লাহ! তার উপর আপনি করুণা বর্ষণ করুণ! হে আল্লাহ! তার উপর আপনি দয়া করুন! আর যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে ততক্ষণ সে সালাত আদায় করার সাওয়াব পেতে থাকে। (বুখারী ৬৪৭, ৬৪৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ অন্ধকারে মাসজিদে গমনকারীদেরকে শুভ সংবাদ শুনিয়ে দাও যে, কিয়ামাতের দিন তারা পূর্ণ আলো প্রাপ্ত হবে। (আবূ দাঊদ ৫৬১, তিরমিযী ২২৩)

মাসজিদে প্রবেশকারীর জন্য বলা হয়েছে যে, সে যেন মাসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা রাখে এবং এই দু'আ পাঠ করে যা হাদীসে এসেছে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ ঃ মহান, সম্মানিত চেহারার অধিকারী এবং প্রাচীন সাম্রাজ্যের অধিপতি আল্লাহর নিকট আমি বিতাড়িত শাইতান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন, যখন কেহ এটা বলে তখন শাইতান বলে ঃ সে সারা দিনের জন্য আমার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। (আবূ দাঊদ ২/৩১৮)

আবূ হুমাইদ (রাঃ) অথবা আবূ উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন সে বলে اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনি আপনার রাহমাতের দরজা খুলে দিন! আর যখন মাসজিদ হতে বের হবে তখন যেন বলে اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি। (মুসলিম ১/৪৯৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাম দেয় এবং অতঃপর বলে اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ এবং যখন মাসজিদ থেকে বের হবে তখন

যেন বলে اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শাইতান হতে রক্ষা করুন! (নাসাঈ ২/৫৩, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৫৪, ইব্‌ন খুযাইমাহ ১/২৩১, ইব্‌ন হিব্বান ৩/২৪৬, ২৪৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩১)

وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের মনোযোগ স্থির রেখ এবং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৯)

وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ

এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। (সূরা নূহ, ৭২ ঃ ১৮)

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন মাসজিদে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ *সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ভুলিয়ে রাখেনা।* رِجَال বলা দ্বারা তাদের ভাল উদ্দেশ্য, সৎ নিয়াত এবং বড় কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯) অন্যত্র বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ

হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। (সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৯) ভাবার্থ এই যে, সৎ লোকদেরকে দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন রাখতে পারেনা। তাদের আখিরাত ও আখিরাতের নি'আমাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা ওটাকে অবিনশ্বর মনে করে। আর দুনিয়ার সবকিছুকে তারা অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বলে বিশ্বাস করে। এ জন্যই তারা দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের দিকে মনোযোগ দেয়। তারা আল্লাহর আনুগত্যকে, তাঁর মহব্বতকে এবং তাঁর হুকুমকে অগ্রাধিকার দেয়।

সালিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ একদা তিনি সালাতের জন্য যাচ্ছিলেন, তখন দেখতে পান যে, মাদীনার ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ পণ্যদ্রব্যকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়ে সালাতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি **رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّه** এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ এই লোকদেরই প্রশংসা এই আয়াতে করা হয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬০৭)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ **رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّه** এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া সালাত তারা আদায় করে। (তাবারী ১৯/১৯৩) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ যারা জামা'আতে সালাত আদায় করে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) আরও বলেন ঃ কোন কিছুই তাদেরকে সালাতে যোগ দিতে অথবা আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করার ব্যাপারে বিরত রাখতে পারেনা এবং তারা যথাসময়ে সালাত আদায় করার সাথে সাথে রোকনসমূহও যথাযথভাবে পালন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ *তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।* অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে

মানুষের হৃদয় ও চক্ষু থাকবে উদ্ভ্রান্ত ও আতংকগ্রস্ত। এর কারণ হল কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা এবং ভয়ার্ততা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ

তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৮)

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ

তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২)

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের রবের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্টতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৮-১২) এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا *যাতে তারা যে কাজ করে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন।* অর্থাৎ তারা হল ঐ সৌভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ গাফুরুর রাহীম নিজ অনুগ্রহে তাদের উত্তম আমলসমূহের প্রতিদানে তাদের প্রাপ্যের অধিক দান করবেন এবং পাপসমূহ অগ্রাহ্য করবেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ

আল্লাহ অণু পরিমাণ যুল্‌ম করেননা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَا

যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করে তার জন্য ওর দশগুণ প্রতিদান রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬০) অন্য এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا

কে এমন আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৫) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ

এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬১) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَاب আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৩৯। যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়, কিন্তু সে পাবে সেখানে আল্লাহকে। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন; আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	٣٩. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَـٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٍ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ
৪০। অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে	٤٠. أَوۡ كَظُلُمَـٰتٍ فِى بَحۡرٍ لُّجِّىٍّ

يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ	**গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই।**

দুই ধরণের কাফিরের উদাহরণ

আরও দু'প্রকার কাফিরের ব্যাপারে এ দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহর শুরুতে (২ ঃ ১৭-১৯) দু'শ্রেণীর মুনাফিকের দু'টি উপমা বর্ণনা করা হয়েছে, একটি আগুনের উপমা এবং একটি পানির উপমা। সূরা রা'দে (১৩ ঃ ১৭) মানুষের অন্তরে স্থান ধারণকারী ইল্ম ও হিদায়াতের এরূপই আগুন ও পানির দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দু'টি সূরায় ঐ আয়াতগুলির পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পুনরায় এর বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

প্রথমটি হচ্ছে ঐ কাফিরদের দৃষ্টান্ত যারা অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করে এবং মনে করে যে, তারা হিদায়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু ওটা শুধু তাদের কল্পনা মাত্র। তাদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ যেমন কোন পিপাসার্ত লোক মরুভূমিতে দূর থেকে চকচকে বালু দেখতে পায় এবং ওকে পানির তরঙ্গ মনে করে বসে।

قِيْعَةٍ শব্দের অর্থ হল জনশূন্য প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এরূপ মরুভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। দেখে মনে হয় যেন পানির প্রবাহ তরঙ্গায়িত

হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের মরীচিকা রয়েছে। এক ধরণের মরীচিকা দেখতে পাওয়া যায় দুপুরের পর পর এবং আর এক ধরণের মরীচিকা দেখতে পাওয়া যায় ভোর বেলা। দেখে মনে হয় যেন ওখানে পানি রয়েছে। মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে যখন কোন লোক পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যায়, আর উদ্ভ্রান্তের মত পানির খোঁজ করতে থাকে, তখন সে ওটাকে পানি মনে করে সেখানে পৌঁছে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, **لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا** সেখানে এক ফোঁটা পানিরও নাম-নিশানা নেই। তদ্রূপ এই কাফিরেরাও মনে করে নিয়েছে যে, তারা খুব ভাল কাজই করছে এবং উত্তম প্রতিদান পাবে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তারা দেখতে পাবে যে, তাদের কাছে একটু সাওয়াবও নেই। হয়ত তাদের সাওয়াব তাদের বদ নিয়াতের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা শারীয়াত মোতাবেক না হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩)

وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ মোট কথা, সেখানে পৌঁছার পূর্বেই তারা জাহান্নামীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে তারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত। হিসাব গ্রহণের সময় স্বয়ং মহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সেখানে বিদ্যমান থাকবেন। তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং ঐ কাফিরদের একটি আমলও সাওয়াবের যোগ্য রূপে পাওয়া যাবেনা। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/১৯৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামাতের দিন ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে? উত্তরে তারা বলবে ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ) উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা মিথ্যা কথা বলছ, আল্লাহর কোন পুত্র নেই। তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে ঃ আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও? তারা জবাবে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে কিছু পান করতে দিন! তখন তাদেরকে বলা হবে

ঃ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না (ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও না কেন)? অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। ওর একটি অংশ অপর অংশকে গ্রাস করবে। সুতরাং তারা পানি মনে করে ওদিকে দৌড় দিবে এবং সেখানে পতিত হবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩১, মুসলিম ১/১৬৮)

এ হল ঐ লোকের উদাহরণ যার অজ্ঞতা গভীর হতে গভীরতর স্তরে পৌঁছে গেছে। যাদের অজ্ঞতা খুবই সামান্য, যারা অশিক্ষিত, যারা অন্ধ কিংবা বোকা এবং কিছুই জানেনা ও বুঝেনা তারা যদি সমাজের তথাকথিত আলেম ও ফাসিক/ফাজিরদের দিক-দর্শনকে ও ধর্মীয় মতামতকে মেনে চলে সেক্ষেত্রে তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا *অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না*। এই অবস্থা ঐ অনুসরণকারী কাফিরদের হবে যারা নেতৃস্থানীয় কাফিরদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। যাদের তারা অনুসরণ করে তাদেরকেও তারা সঠিকভাবে চিনেনা। তারা ন্যায়ের উপর আছে নাকি অন্যায়ের উপর আছে সেটাও তারা জানেনা। তারা তাদের পিছনে চলতে রয়েছে, কিন্তু তারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ খবর তারা রাখেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কোন একজন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে সে বলে ঃ আমি এই লোকটির সাথে যাচ্ছি। আবার তাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে? জবাবে সে বলে ঃ তাতো আমি জানিনা।

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ *একের উপর এক অন্ধকার*। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেছেন যে, এই ধরনের লোক পাঁচটি অন্ধকারের মধ্যে থাকে। তার কথা, কাজ, যাওয়া, আসা এবং কিয়ামাত দিবসের পরিণতি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। (তাবারী ১৯/১৯৮) সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াতের জ্যোতি দান না করেন সে হিদায়াতশূন্য থাকে এবং অজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ

আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) এটা ওরই মুকাবিলায় বলা হয়েছে যা মু'মিনদের উপমার বর্ণনায় বলা হয়েছিল ঃ

يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৫) আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি করেন এবং আমাদের ডানে এবং বামেও যেন নূর বা জ্যোতি দান করেন। তিনি যেন আমাদের জ্যোতি বাড়িয়ে দেন এবং ওটিকে খুবই বড় ও বেশী করেন।

৪১। তুমি কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? তারা প্রত্যেকেই জানে তাঁর যোগ্য প্রার্থনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।	٤١. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَـٰٓفَّـٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ
৪২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং	٤٢. وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।	وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

প্রত্যেকেই আল্লাহর গুণগান করে, তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং তাঁরই সার্বভৌমত্ব

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে অর্থাৎ মানুষ, জিন, মালাক/ফেরেশতা এমনকি অজৈব বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় লিপ্ত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪)

وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ উড্ডীয়মান পক্ষীকূলও আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে। এ সবগুলির জন্য যথাযোগ্য তাসবীহ তিনি এগুলিকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ এবং নিজের ইবাদাতের বিভিন্ন পন্থাও তিনি তাদেরকে শিখিয়ে রেখেছেন। তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক, একচ্ছত্র মালিক, প্রকৃত উপাস্য এবং আসমান ও যমীনের বাদশাহ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তাঁর হুকুম কেহ টলাতে পারেনা। وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ কিয়ামাতের দিন সবাইকে তাঁরই সামনে হাযির হতে হবে। তিনি যা চাবেন তা তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে হুকুম জারী করে দিবেন।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১) সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত হাকিম। তাঁরই সত্তা প্রশংসা ও গুণগানের যোগ্য।

٤٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَـٰرِ	৪৩। তুমি কি দেখনা আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন? অতঃপর তুমি দেখতে পাও, ওর মধ্য হতে নির্গত হয় বারিধারা। আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে এটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।
٤٤. يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ	৪৪। আল্লাহ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।

মেঘমালা সৃষ্টি এবং উহা থেকে যা সৃষ্টি হয় তা আল্লাহরই কুদরাত বহন করে

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে যমীন হতে উপরে উঠে। তারপর ওগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয় এবং একে অপরের

উপর জমা হতে থাকে। তারপর ওগুলির মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, যমীনকে তিনি যোগ্য করে তোলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয় এবং বর্ষণ হতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ ব্যাকরণবিদগণ বলে থাকেন যে, প্রথম 'মিন' শব্দ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, উহা কোথা থেকে আসে, দ্বিতীয় 'মিন' শব্দ দ্বারা বর্ণিত হচ্ছে যে, উহা আকাশের কোন্ অংশ হতে আসে এবং তৃতীয় 'মিন' শব্দ দ্বারা কয়েক প্রকার পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। এ বর্ণনার ভিত্তি হল ঐ সমস্ত তাফসীরকারকদের বর্ণনা যারা বলেন যে, **مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ** এর অর্থ হচ্ছে আসমানে শিলাখন্ডের পাহাড় রয়েছে যা থেকে আল্লাহ তা'আলা শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারা পাহাড় শব্দটিকে ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে থাকেন, যার অর্থ হচ্ছে মেঘ। তারা মনে করেন যে, দ্বিতীয় 'মিন' শব্দটিও ঐ স্থানের বর্ণনার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে যেখান থেকে বরফ চলে আসে। এভাবে প্রথম 'মিন' এর সাথে পরস্পর সম্বন্ধীয় হয়ে যায়। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা যেখানে বর্ষণ করার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর করুনায় বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষেনা। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানী করেন তার ক্ষেত ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন।

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, ওটা যেন দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়েই নেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ তিনিই দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটান। যখন তিনি ইচ্ছা করেন দিন ছোট করেন ও রাত্রি বড় করেন এবং ইচ্ছা করলে দিন বড় করেন ও রাত্রি ছোট করেন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ এই সমুদয় নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এগুলি মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَـٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَـٰبِ

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯০)

৪৫। আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, ওদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে এবং কতক দু' পায়ে ভর করে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	٤٥. وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
৪৬। আমিতো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।	٤٦. لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

পশু-পাখি সৃষ্টি করায় আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ পায়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি একই পানি দ্বারা নানা প্রকারের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে দেখা যায় যে, ওগুলো পেটের ভরে চলে। মানুষ ও পাখী দুই পায়ে চলে এবং

জন্তুগুলো চলে চার পায়ে। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা কখনও হয়না।

এই নৈপুণ্যপূর্ণ আহকাম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ এই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলাই বর্ণনা করেছেন। তিনি জ্ঞানীদেরকে বুঝার তাওফীক দিয়েছেন। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

৪৭। তারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি। কিন্তু এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মু'মিন নয়।	٤٧. وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ
৪৮। আর যখন তাদেরকে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٤٨. وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ
৪৯। আর সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে।	٤٩. وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
৫০। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে, না কি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল	٥٠. أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ

তাদের প্রতি যুল্ম করবেন? বরং তারাইতো যালিম।	ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَرَسُولُهُۥۚ بَلۡ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
৫১। মু'মিনদের উক্তিতো এই, যখন তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর তারাইতো সফলকাম।	٥١. إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ
৫২। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।	٥٢. وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ

মুনাফিকদের প্রতারণা এবং তাদের প্রতি মু'মিনদের আচরণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা মুখে ঈমান ও আনুগত্যের কথা স্বীকার করছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোন মিল নেই। وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ তারা ঈমানদার নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য, অর্থাৎ যখন তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করা হয় এবং কুরআন ও হাদীস মানতে বলা হয় তখন তারা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা নিজেদের মুকাদ্দামা তাগুতের নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে; পক্ষান্তরে শাইতান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬০-৬১) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْه مُذْعِنِينَ যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শারীয়াতের ফাইসালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তাহলে অতি আনন্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শারয়ী ফাইসালা তাদের মনের চাহিদার উল্টা, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী, তাহলে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায়না। তখন তারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে যায় যে তাদের পক্ষে কথা বলবে। সুতরাং এইরূপ লোক পাকা কাফির। কেননা তাদের মধ্যে তিন অবস্থার যে কোন একটি অবশ্যই রয়েছে। হয়ত তাদের অন্তরে বেঈমানী বদ্ধমূল হয়ে গেছে, কিংবা তারা আল্লাহর দীনের সত্যতায় সন্দিহান রয়েছে, অথবা তারা এই ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের হক নষ্ট করেন এবং তাদের প্রতি যুল্‌ম করেন। এই তিনটাই কুফরীর অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই জানেন। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ প্রকৃতপক্ষে এই লোকগুলোই পাপী ও অত্যাচারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধারনা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا এরপর সঠিক ও খাঁটি মু'মিনের গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছুকেই দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেনা। তারা কুরআন ও হাদীস শোনা মাত্রই এবং এগুলির ডাক কানে আসা মাত্রই পরিষ্কারভাবে বলে ঃ 'আমরা শুনলাম ও মানলাম। এরাই সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোক।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ), যিনি আকাবাহয় উপস্থিত ছিলেন এবং একজন বাদরী সাহাবী এবং আনসারগণের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় লোক, মৃত্যুর সময় স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র জুনাদাহ ইব্‌ন আবি উমাইয়াহকে (রাঃ) বলেন ঃ তোমার উপর কি কর্তব্য এবং তোমার কি দায়িত্ব রয়েছে তা কি আমি তোমাকে বলে দিব? তিনি জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার কর্তব্য হল (ধর্মীয় উপদেশ) শ্রবণ করা ও মান্য করা কঠিন অবস্থায়ও এবং সহজ অবস্থায়ও, আনন্দের সময়ও এবং দুঃখের সময়ও, আর ঐ সময়েও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তোমার জিহ্বাকে তুমি ন্যায় ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যোগ্য শাসনকর্তার নিকট থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে নিবেনা। তবে সে যদি প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার হুকুম করে তাহলে তা কখনও মানবেনা। সে যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কিছু

বলে তাহলে তা কখনও স্বীকার করবেনা। সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬২৩)

আবূ দারদা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইসলাম নেই। আর সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে জামা'আতের মধ্যে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলিমদের খালীফা এবং সাধারণ মুসলিমদের মঙ্গল কামনার মধ্যে। তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে জানানো হয়েছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলতেন যে, ইসলামের দৃঢ় রজ্জু হল আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত প্রদান করা এবং মুসলিমদের শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করা। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬২৩, ২৬২৪)

আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং মুসলিম শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও আছার এসেছে সেগুলির সংখ্যা এত বেশী যে, সবগুলি এখানে বর্ণনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হবে, তাঁরা যা করতে আদেশ করেছেন তা পালন করবে, যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকবে, যে পাপ কাজ করে ফেলেছে তার জন্য সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে এবং আগামীতে ঐ সব পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে সে সমুদয় কল্যাণ জমাকারী এবং সমস্ত অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত। দুনিয়া ও আখিরাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

৫৩। তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে, তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা বের হবেই; তুমি বল ঃ শপথ করনা, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।	٥٣. وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا۟ ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
৫৪। বল ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি	٥٤. قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟

ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ	**তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে, রাসূলের দায়িত্বতো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।**

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নিজেদের ঈমানদারী ও শুভাকাংখার কথা প্রকাশ করত এবং শপথ করে করে বলত যে, তারাও জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। হুকুম হওয়া মাত্রই ঘরবাড়ী ও ছেলে-মেয়ে ছেড়ে জিহাদের মাঠে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ তোমরা শপথ করনা। তোমাদের আনুগত্যের মূলতত্ত্ব আমার জানা আছে। তোমাদের অন্তরে এক কথা, আর মুখে এক কথা। তোমাদের মুখ যতটা মু'মিন তোমাদের অন্তর ততটা কাফির। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ

তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৯৬) তিনি আরও বলেন ঃ

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً

তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৬) সূরা হাশরে তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ. لَئِنْ أُخْرِجُوا۟ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا۟ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানবনা এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুতঃ তারা বহিস্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবেনা এবং আক্রান্ত হলেও তারা তাদেরকে সাহায্য করবেনা এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবেনা। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ১১-১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অর্থাৎ তোমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাদের এই অপরাধের শাস্তি নাবীর উপর পতিত হবেনা। তার কাজতো শুধু আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলের কথা মেনে নেয়া এবং ওর উপর আমল করা ইত্যাদি। হিদায়াত শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যেই রয়েছে। কেননা সরল সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী তিনিই।

صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ

সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২)

৫৫। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে

٥٥. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ

তারাতো সত্যত্যাগী।	فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা হল তিনি তাদেরকে বিজয়ী করবেনই

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাঁর উম্মাতকে যমীনের মালিক বানিয়ে দিবেন, তাদেরকে তিনি লোকদের নেতা করবেন এবং দেশ তাদের দ্বারা জনবসতিপূর্ণ হবে। আল্লাহর বান্দারা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আজ যে জনগণ লোকদের থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে, কাল তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। হুকুমাত তাদের হবে এবং তারাই হবে সাম্রাজ্যের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! হয়েছিলও তাই। মাক্কা, খাইবার, বাহরাইন, আরাব উপদ্বীপ এবং ইয়ামানতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই বিজিত হয়েছিল। হিজরের মাজূসীরা জিযিয়া কর দিতে স্বীকৃত হয়ে মুসলিমদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। সিরিয়ার কোন কোন অংশেরও এই অবস্থাই হয়। রোম সম্রাট কাইসার উপহার উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন। মিসরের গভর্নরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে উপঢৌকন পাঠায়। ইসকানদারিয়ার বাদশাহ মাকুকীস এবং ওমানের বাদশাহরাও এটাই করেন এবং এভাবে নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাসী (রহঃ) মুসলিমই হয়ে যান যিনি আসহামার পরে হাবশের বাদশাহ হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন এবং আবূ বাকর (রাঃ) খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের (রাঃ) নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ক্রমান্বয়ে বিজয় লাভ করতে থাকেন এবং অবাধ্য কাফিরদেরকে হত্যা করে চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডিয়ন করেন। আবূ উবাদাহ ইব্ন জাররাহর (রাঃ) অধীনে অন্যান্য সেনাপতিসহ ইসলামের বীর সৈনিকদেরকে সিরিয়ার রাজ্যগুলির দিকে প্রেরণ করেন এবং তারা সেখানে মুহাম্মাদী পতাকা উত্তোলন করেন। আমর ইব্ন আসের (রাঃ) নেতৃত্বে অন্য একদল সেনাবাহিনী মিসরের দিকে প্রেরিত হয়। বসরা, দামেশ্ক, আম্মান প্রভৃতি রাজ্য বিজয়ের পর আবূ বাকরও (রাঃ) মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহান আল্লাহর ইঙ্গিতক্রমে উমারকে (রাঃ) তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। এটা সত্য কথা যে, আকাশের নীচে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে উমারের (রাঃ) যুগের মত যুগ আর আসেনি। তার স্বভাবগত শক্তি, তার সৎ কাজ, তার চরিত্র, তার ন্যায়পরায়ণতা এবং তার আল্লাহভীতির দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় তার পরে অনুসন্ধান করা বৃথা কালক্ষেপণ ছাড়া কিছুই নয়। সমগ্র সিরিয়া ও মিসর এবং পারস্যের অধিকাংশ অঞ্চল তার খিলাফাত আমলে বিজিত হয়। পারস্য সম্রাট কিসরার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। স্বয়ং সম্রাটের মাথা লুকানোর কোন জায়গা থাকেনি। তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় পালিয়ে বেড়াতে হয়। রোম সম্রাট কাইসারকেও সাম্রাজ্যচ্যুত করা হয়। সিরিয়া সাম্রাজ্য তার হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং কনস্টান্টিনোপলে পালিয়ে গিয়ে তাকে আত্মগোপন করতে হয়। এই সাম্রাজ্যগুলোর বহু বছরের সঞ্চিত ধন-সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হয়। আল্লাহর সৎ ও মধুর চরিত্রের অধিকারী বান্দাদের মধ্যে এগুলি বন্টন করা হয়। এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর ঐ ওয়াদা পূর্ণ করেন যা তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করেছিলেন।

অতঃপর উসমানের (রাঃ) খিলাফাতের যুগ আসে এবং পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আল্লাহর দীন ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর সেনাবাহিনী একদিকে পূর্ব দিকের শেষ প্রান্ত এবং অপরদিকে পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ইসলামী মুজাহিদদের উন্মুক্ত তরবারী আল্লাহর তাওহীদকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেন। পশ্চিম দিকের রাষ্ট্রসমূহ যেমন সাইপ্রাস, আন্দালুসিয়া, কাইরুয়ান এবং সাবতা পর্যন্ত মুসলিমদের দখলে চলে আসে। ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবেশ দ্বার খুলে যায়। পূর্ব দিকে চীন পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। কাফির সম্রাটদের সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। অগ্নি উপাসকদের হাজার হাজার বছরের উপাসনালয় নির্বাপিত হয় এবং প্রত্যেকটি উঁচু টিলা হতে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়। অপর দিকে ইরাক, খোরাসান, আহওয়ায ইত্যাদি সাম্রাজ্য জয় করা হয়। তুর্কীদের সাথে বিশাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে তাদের বড় বাদশাহ খাকান মাটির সাথে মিশে যায়। সে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হয়। যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হতে উসমানের (রাঃ) কাছে খাজনা পৌঁছতে থাকে। সত্য কথাতো এটাই যে, মুসলিম বীর পুরুষদের এই জীবন মরণ সংগ্রামের মূলে ছিল উসমানের (রাঃ) তিলাওয়াতে কুরআনের বারাকাত। কুরআনুল হাকীমের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ ছিল তা বর্ণনাতীত। কুরআনকে একত্রিতকরণ ও মুখস্থকরণ এবং প্রচার ও

প্রসারে তিনি যে খিদমাত আঞ্জাম দেন তার তুলনা মিলেনা। তাঁর যুগের প্রতি লক্ষ্য করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীটি মানসপটে ভেসে ওঠে। তিনি বলেছিলেন ঃ আমার জন্য যমীনকে এক জায়গায় একত্রিত ও জড় করা হয়, এমনকি আমি পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিক দেখে নিই। আমার উম্মাতের সাম্রাজ্য ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যেখান পর্যন্ত আমাকে দেখানো হয়েছিল। (মুসলিম ৪/২২১৫)

এখন আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানের প্রার্থনা করছি এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তিনি সন্তুষ্ট হন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আমরা তাঁর কাছে তাওফীক চাচ্ছি।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا *বল ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে, রাসূলের দায়িত্বতো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।*

রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবুল আলিয়া (রহঃ) আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, (ইসলামের আবির্ভাবের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচরবর্গ দশ বছরের মত মাক্কায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তাঁরা দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর একাত্মবাদ ও তাঁর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু ঐ যুগটি ছিল গোপনীয়তা, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার যুগ। তখন পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাযিল হয়নি। মুসলিমরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। এরপর হিজরাতের হুকুম হয় এবং তাঁরা মাদীনায় হিজরাত করেন। অতঃপর

জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। চতুর্দিক শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল। মুসলিমরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত। কোন সময়ই বিপদশূন্য ছিলনা। সকাল সন্ধ্যায় সাহাবীগণ (রাঃ) অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ১৯/২০৯)

অতঃপর আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাব উপদ্বীপের উপর বিজয় লাভ করেন। আরাবে কোন কাফির থাকলনা। সুতরাং মুসলিমদের অন্তর ভয়শূন্য হয়ে গেল। আর সদা-সর্বদা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত থাকারও কোন প্রয়োজন থাকলনা। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরেও তিনজন খালীফার যুগ পর্যন্ত সর্বত্র ঐ শান্তি ও নিরাপত্তাই বিরাজ করে। অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) যুগ পর্যন্ত। এরপর মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কাজেই আবার তাদের মধ্যে ভয় এসে পড়ে এবং প্রহরী, চৌকিদার, দারোগা ইত্যাদি নিযুক্ত করতে হয়। মুসলিমরা যখন নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে তখন তাদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সালাফগণের কোন কোন বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত আছে যে, তারা আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) খিলাফাতের সত্যতার ব্যাপারে এই আয়াতটিকে পেশ করেছেন।

বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) বলেন ঃ যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা অত্যন্ত ভয় ও দুর্ভাবনার অবস্থায় ছিলাম। (দুররুল মানসুর ৬/২১৫) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এই শংকায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। (এই অবস্থায়) আল্লাহই তোমাদেরকে (মাদীনায়) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৬) যেমন মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৯) অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫-৬) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) যখন প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি হীরা নামক দেশ দেখেছ? উত্তরে আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ জী না, আমি হীরা দেখিনি, তবে নাম শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আমার এই দীনকে পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দিবেন। তখন এমনভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এসে যাবে যে, হীরা হতে একজন মহিলা উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে কেহকে সঙ্গে না নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়বে এবং বাইতুল্লাহয় পৌঁছে তাওয়াফ সম্পন্ন করে ফিরে আসবে। জেনে রেখ যে, ইরানের বাদশাহ কিসরা ইব্ন হরমুযের কোষাগার বিজিত হবে। আদী (রাঃ) বিস্ময়ের সুরে বলেন ঃ ইরানের বাদশাহ কিসরা ইব্ন হরমুযের কোষাগার

মুসলিমরা জয় করবেন! উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, কিসরা ইব্‌ন হরমুযের কোষাগারই বটে। ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণকারী কেহ থাকবেনা। আদী (রাঃ) বলেন ঃ দেখুন, বাস্তবিকই মহিলারা হীরা হতে কারও আশ্রয় ছাড়াই যাতায়াত করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিসরার ধনভাণ্ডার উম্মুক্তকারীদের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিদ্যমান ছিলাম। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কেননা এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই ভবিষ্যদ্বাণী। (আহমাদ ৪/২৫৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا তারা আমার ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আনাস (রাঃ) মুআয ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি উটের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের (উটের গদীর) শেষ কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিলনা। তখন তিনি বললেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! কিছু সময় অতিক্রম হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! আবার কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি বললেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! তিনি (এবার) বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকতর ভাল জানেন ও জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আবার বললেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা তুমি জান কি? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে ভাল জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন ঃ তা যদি পালন করা হয় তাহলে আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে এই যে, তিনি

তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেননা। (আহমাদ ৫/২৪২, ফাতহুল বারী ১০/৪১২, মুসলিম ১/৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাতো সত্যত্যাগী অর্থাৎ এর পরেও যারা আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করবে সে আমার হুকুম অমান্য করল এবং এটা খুবই কঠিন ও বড় (কাবীরাহ) পাপ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যারা আল্লাহর আদেশ পুংখানুপুংখ মেনে চলেছিলেন তারা হলেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ। তারা ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত, বাধ্য। আল্লাহর প্রতি তাদের অনুরাগ ও কর্তব্য পরায়ণতার মাপকাঠি অনুযায়ী তারা তাদের কাজে জয়যুক্ত হয়েছেন। তারা আল্লাহর কালেমাকে পূর্বে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর এর প্রতিদান হিসাবে তিনি তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং প্রতিটি জনপদে তারা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। যখন থেকে লোকেরা আল্লাহর প্রতি তাদের ওয়াদা ও কর্তব্য পালনে গাফিলাতি শুরু করল তখন থেকে শৌর্য-বীর্য এবং নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা দুর্বল হতে শুরু করল।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের বিরোধীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। (মুসলিম ১/১৩৭) আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। (মুসলিম ৩/১৫২৩) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এই দলটিই দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। (আহমাদ ৪৩৭) আর একটি হাদীসে আছে যে, ঈসার (আঃ) অবতরণ পর্যন্ত এই লোকগুলি কাফিরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৩০৬) এই সব রিওয়ায়াত বিশুদ্ধ এবং সবগুলিরই ভাবার্থও একই, কোন বৈপরীত্য নেই।

৫৬। তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার।	٥٦. وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৫৭। তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করনা; তাদের আশ্রয়স্থল আগুন; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!	٥٧. لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করার আদেশ; কাফিরেরা পালানোর পথ পাবেনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে শুধু তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ তাঁরই জন্য তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং সাথে সাথে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও তাদের সাথে সৎ ব্যবহার কর। দুর্বল, দরিদ্র এবং মিসকীনদের খবরাখবর নিতে থাক। মালের মধ্য হতে আল্লাহর হক অর্থাৎ যাকাত বের কর এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতে থাক। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। জেনে রেখ যে, আল্লাহর রাহমাত লাভের এটাই একমাত্র পন্থা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أُو۟لَـٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ

এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭১) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ হে নাবী! তুমি ধারণা করনা যে, তোমাকে অবিশ্বাসকারীরা আমার উপর জয়যুক্ত হবে বা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়ে আমার কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি তাদের প্রকৃত বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে রেখেছি যা বাসের পক্ষে অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

৫৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-	٥٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟
ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن
قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ
وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَـٰثُ
عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ
طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ
لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফাজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই; তোমাদের এক জনকে অপর জনের নিকটতো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٥٩. وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَـٰلُ مِنكُمُ
ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا
ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

৫৯। এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের ন্যায়। এভাবে আল্লাহ

তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ءَايَـٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
৬০। আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিয়ের আশা রাখেনা, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٦٠. وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـٰتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দাস-দাসী এবং ছোট শিশুরা কক্ষে প্রবেশে কখন অনুমতি চাবে

এ আয়াতে নিকটাত্মীয়দেরকেও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে এই সূরার প্রথম দিকের আয়াতে যে হুকুম ছিল তা ছিল পর পুরুষ ও অনাত্মীয়ের জন্য। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিন সময়ে গোলামদেরকে এমনকি নাবালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ঐ তিন সময় হল ঃ ফাজরের সালাতের পূর্বে। কেননা এটা হল ঘুমানোর সময়। দ্বিতীয় হল দুপুরের সময়, যখন মানুষ সাধারণতঃ কিছুটা বিশ্রামের জন্য কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুইয়ে থাকে। আর তৃতীয় হল ইশার সালাতের পরে। কেননা ওটাই হচ্ছে ঘুমানোর প্রকৃত সময়। সুতরাং এই তিন সময় যেন গোলাম ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরাও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করে। কেননা ঐ সময় স্বামী/স্ত্রীর ঘুমানোর সময়।

ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ *এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই*। তবে এই তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাদের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের ঘরে যাতায়াত যরুরী। তারা বারবার আসে ও যায়। সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্য এবং বাড়ীর লোকদের জন্যও বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। তারা যখন তখন কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে, কারণ বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের বিভিন্ন ঘরে যেতে হয়। এ কারণে তাদের বার বার বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু অন্যদের বেলায় এ ব্যবস্থা শিথিলযোগ্য নয়। তাদেরকে ক্ষমাও করা হবেনা। যদিও এ আয়াতটি কখনও বাতিল বা মানসুখ হয়নি, সব সময় এটা মেনে চলতে হবে, কিন্তু খুব কম লোকই এটা অনুসরণ করে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) লোকদের এ আচরণকে অপছন্দ করতেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ 'কারও গৃহে প্রবেশ করার ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে' আল্লাহর এ আদেশটি খুব কম লোকই মেনে চলে। কিন্তু আমি আমার দাসীকে বলে রেখেছি যে, সে যেন আমার কক্ষে প্রবেশ করার আগে আমার অনুমতি নেয়। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) আরও বলেন ঃ 'আতাও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এরূপই আদেশ করতেন। (আবূ দাঊদ ৫/৩৭৭)

মূসা ইব্ন আবি আয়িশা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শা'বীকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ **لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... الخ** এই আয়াতটি কি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ না, রহিত হয়নি। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন ঃ জনগণ এর প্রতি আমল করা ছেড়ে দিয়েছে যে? জবাবে তিনি বলেন ঃ (এই আয়াতের প্রতি আমল করার জন্য) আল্লাহ তাদের সাহায্য করুন। (তাবারী ১৯/২১৩)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ তবে হ্যাঁ, যখন সন্তানরা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যাবে তখন তাদেরকে এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়েও অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু যে তিন সময়ের কথা

মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এই তিন সময়ে ছোট ছেলেকেও তার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার সময় অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। আর প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পর সব সময়েই অনুমতি চাইতে হবে যেমন অন্যান্য বয়স্ক মানুষ অনুমতি চেয়ে থাকে, তারা নিজ গৃহের লোকই হোক অথবা অপর লোকই হোক। কারণ ঐ তিন সময়ে স্বামী-স্ত্রী এমন অবস্থায় থাকতে পারে যখন অন্যের প্রবেশ হবে জঘন্যতম ও বিব্রতকর।

বয়স্ক মহিলারা তাদের আলখেল্লা খুলে রাখলে তাতে কোন পাপ নেই

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء *আর বৃদ্ধা নারী*। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা হল ঐ মহিলা যাদের আর গর্ভ ধারণ করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ তারা এমন বয়সে পৌঁছে গেছে যে, পুরুষদের প্রতি তাদের কোনই আকর্ষণ নেই, তাদের জন্য অপরাধ নেই।

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ যদি তারা (বৃদ্ধারা) তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করার ইচ্ছা না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মত তাদের পর্দার দরকার নেই। (দুররুল মানসুর ৬/২২২, তাবারী ১৯/২১৬)

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ **وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ** (*ঈমান আনয়নকারিনী নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে হিফাযাত করে*) (২৪ ঃ ৩১) এ আয়াতটি রহিত হয়ে **وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا** (*আর বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখেনা*) এ আয়াতটি বলবত হয়েছে। (আবূ দাঊদ ৪/৩৬১)

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বোরখা এবং চাদর পরিধান না করে শুধু দো-পাট্টা এবং জামা ও পাজামা পরে থাকার অনুমতি রয়েছে। (তাবারী ১৯/২১৭) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ আশ শা'সা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ

(রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), আওযায়ী (রহঃ) প্রমুখ একই মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/২১৭, ২১৮) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ *সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে যদি তাদের বহির্বাস খুলে রাখে।* সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ তাদের পরিধেয় অতিরিক্ত কাপড় (বোরখা) খুলে উচ্ছৃংখল মেয়েদের মত যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ চাদর ব্যবহার না করা এরূপ বয়স্ক মহিলাদের জন্য জায়িয বটে, কিন্তু এটা হতে তাদের বিরত থাকাই (অর্থাৎ বোরখা ও চাদর ব্যবহার করাই) তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬১। অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, আর দোষ নেই রোগীর জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি রয়েছে

٦١. لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَـٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّـٰتِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَـٰلَـٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَـٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	**তোমাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রকৃত বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।**

কারও আত্মীয়ের ঘরে পানাহার করা

এই আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের অনেকে অন্ধ মুসলিমদের সাথে একত্রে বসে আহার করার ব্যাপারে বিব্রত বোধ করতেন। কারণ তারা খাদ্য দেখতে পাননা এবং উত্তম খাদ্য বাটির কোথায় রয়েছে তাও তারা জানেননা। ফলে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকেরা ভাল খাবারগুলি অন্ধদের আগেই খেয়ে ফেলতেন। তারা খোঁড়া লোকদের সাথেও খেতে অস্বস্তি বোধ করতেন এ কারণে যে, তারা অন্যদের মত আরাম করে বসতে পারতেননা। এর ফলে অন্যরা এ দুর্বলতার সুযোগ নিত।

তারা দুর্বল লোকদের সাথে এ জন্যও একত্রে খেতে চাইতেননা যে, তাদের অসুস্থতার সুযোগে অন্যরা বেশি খেয়ে ফেলে। এ সব কারণেই তারা ভীত ছিলেন যে, না জানি তাদের সাথে একত্রে খেতে বসে তাদের হকের প্রতি অবিচার করা হয়। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন যাতে খাদ্য বন্টনের ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংশয় না থাকে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং মিকসাম (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/২২৩, তাবারী ১৯/২২১)

মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ এইরূপ লোকদেরকে নিজেদের পিতা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিকটতম আত্মীয়দের নিকট পৌঁছে দিত, যেন তারা সেখানে আহার করে। কিন্তু এ লোকগুলি এটাকে দূষণীয় মনে করত যে, তাদেরকে অপরের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আবদুর রাযযাক ৩/৬৪)

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যখন তার পুত্র, ভাই, বোন, পিতা প্রমুখের বাড়ী যেত এবং ঐ ঘরের মহিলারা কোন খাদ্য তার সামনে হাযির করত তখন সে তা খেতনা এই মনে করে যে, সেখানে বাড়ীর মালিক উপস্থিত নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ খাদ্য খেয়ে নেয়ার অনুমতি দেন। এটা বলা হয়েছে যে, তোমাদের নিজেদের জন্যও কোন দোষ নেই, এটাতো প্রকাশমানই ছিল, কিন্তু এর উপর অন্যগুলির সংযোগ স্থাপনের জন্য এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তী বর্ণনা এই হুকুমের ব্যাপারে সমান। পুত্রদের বাড়ীর ব্যাপারে হুকুমও এটাই, যদিও তাদের নির্দিষ্ট শব্দে এর বর্ণনা দেয়া হয়নি। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটাও এসে যাচ্ছে। এমনকি এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে কেহ কেহ বলেছেন যে, পুত্রের সম্পদ পিতার সম্পদেরই স্থলবর্তী। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে কয়েকটি সনদে হাদীস এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। (আহমাদ ২/২০৪, ২১৪, ২৭৯ ইব্ন মাজাহ ২/৭৬৯)

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ আর যাদের নাম এসেছে তাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করে কেহ কেহ বলেছেন যে, নিকটতম আত্মীয়দের একে অপরের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব।

أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দীসহ (রহঃ) কেহ কেহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি 'যার চাবী তোমাদের মালিকানায় রয়েছে' দ্বারা গোলাম ও প্রহরীকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের মনিবের

সম্পদ হতে প্রয়োজন হিসাবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খেতে পারে। উরওয়াহ (রহঃ) হতে যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিহাদে গমন করতেন তখন তাঁর সাথের মুসলিমরা যাওয়ার সময় তাদের বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে চাবি দিয়ে যেত এবং তাদেরকে বলে যেত ঃ প্রয়োজনবোধে তোমরা আমাদের সম্পদ থেকে খেতে পারবে। আমরা তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু এরপরেও এরা নিজেদেরকে শুধু আমানাতদার মনে করতেন এই ভেবে যে, তারা হয়ত খোলা মনে অনুমতি দেয়নি। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **أَوْ صَدِيقِكُمْ** তোমরা তোমাদের বন্ধুদের গৃহেও খেতে পার, যতক্ষণ তোমরা জানবে যে, তারা এটা খারাপ মনে করবেনা এবং তাদের কাছে এটা কঠিনও ঠেকবেনা। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

হে মু’মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৯) যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ (রাঃ) পরস্পর বলাবলি করেন ঃ পানাহারের জিনিসগুলিওতো সম্পদ, সুতরাং এটাও আমাদের জন্য হালাল নয় যে, আমরা একে অপরের বাড়িতে আহার করি। অতএব তারা ওটা খাওয়া থেকেও বিরত হন। ঐ সময় **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا** এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে পৃথক পৃথকভাবে পানাহারকেও তারা খারাপ মনে করতেন। কেহ সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত তারা খেতেননা। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই হুকুমের মধ্যে দু’টিরই অনুমতি দিলেন, অর্থাৎ অন্যদের সাথে খেতে এবং পৃথক পৃথকভাবে খেতেও। (তাবারী ১৯/২২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানু কিনানা গোত্রের লোক বিশেষভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত থাকত, তথাপি সঙ্গে কেহকে না পাওয়া পর্যন্ত খেতনা।

সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে তারা সাথে আহারকারী সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা একাকী খাওয়ার অনুমতি দান সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করে অজ্ঞতাযুগের ঐ কঠিন প্রথাকে দূর করে দেন।

এ আয়াতে যদিও একাকী খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, লোকদের সাথে মিলিত হয়ে খাওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম। আর এতে বেশী বারাকাতও রয়েছে।

ওয়াহশী ইব্ন হারব (রহঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না (এর কারণ কি?)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ সম্ভবতঃ তুমি পৃথকভাবে একাকী খেয়ে থাক। তোমরা একত্রে খাও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু কর, তোমাদের খাদ্যে বারাকাত দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৫০১, আবূ দাঊদ ৩৭৬৪, ইব্ন মাজাহ ৩২৮৬)

অন্যত্র সালিম (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সবাই একত্রিতভাবে খাও, পৃথক পৃথকভাবে খেওনা। কেননা বারাকাত জামা'আতের উপর রয়েছে। (ইব্ন মাজাহ ৩২৮৭) এরপর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে ঃ

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের একে অপরের প্রতি অভিবাদন স্বরূপ সালাম করবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তোমরা একজন অপর জনকে সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাবে। (বাগাবী ৩/৩৫৮, তাবারী ১৯/২২৬) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, আবুয যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ আমি যুবাইর ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, যখন তুমি তোমার পরিবারের বাসগৃহে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহর শিখানো অভিবাদন সহকারে প্রবেশ করবে। তিনি আরও বলেন ঃ আমি একে অবশ্য কর্তব্য ছাড়া অন্য কিছু মনে করিনা। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, যিয়াদ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন তাউস (রহঃ) বলতেন ঃ তোমরা যখন তোমাদের কারও গৃহে প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে। (তাবারী ১৯/২২৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তোমরা যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন اَلسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰه বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দু‘আ করবে, যখন তোমরা নিজ গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম দিবে এবং যখন এমন গৃহে প্রবেশ করবে যেখানে কেহ অবস্থান করছেনা সেখানে প্রবেশ করার সময় বলবে ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰه الصَّالِحِيْنَ (*আসসালামু ‘আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন)*। (আবদুর রায্যাক ৩/৬৬) ইহাই লোকদেরকে করতে বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে, এইরূপ সময়ে আল্লাহর মালাইকা সালামের জবাব দিবেন। (দুররুল মানসুর ৬/২২৮) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং জ্ঞান লাভ কর।

٦٢. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

৬২। তারাই মু’মিন যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তার অনুমতি ব্যতীত তারা সরে পড়েনা; যারা অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী; অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে এবং

তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمُ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

একত্রে কোন কাজ করার সময় কেহ চলে যেতে চাইলে অনুমতি নিতে হবে

এখানে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে আরও একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ যেমন তোমরা আগমনের সময় অনুমতি নিয়ে আগমন করে থাক, অনুরূপভাবে প্রস্থানের সময়ও আমার নাবীর কাছে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান কর। বিশেষ করে যখন কোন সমাবেশ হবে এবং কোন যরুরী বিষয়ের উপর আলোচনা চলবে। যেমন জুমু‘আর সালাত, ঈদের সালাত, কোন জামা‘আত এবং পরামর্শ সভা ইত্যাদি। এরূপ স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তোমরা কখনও এদিক-ওদিক যাবেনা। পূর্ণ মু’মিনের এটাও একটা নিদর্শন। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ হে নাবী! তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন কোন মাজলিসে যাবে তখন সে যেন মাজলিসের লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন সেখান হতে চলে আসার ইচ্ছা করবে তখনও যেন সালাম দিয়ে আসে। মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বারের সালাম প্রথমবারের সালামের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। (আবূ দাঊদ ৫/৩৮৬, তিরমিযী ৭/৪৮৫, নাসাঈ ৬/১০০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৬৩। রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি	٦٣. لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ

بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	**আহ্বানের মত গণ্য করনা; তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।**

রাসূলকে (সাঃ) ডাকার আদব

যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘হে মুহাম্মাদ!’ এবং ‘হে আবুল কাসেম!’ বলে আহ্বান করত, যেমন তারা একে অপরকে ডেকে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এই বেআদবী আচরণ করা হতে নিষেধ করেন। তাদেরকে তিনি বলেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহকে নাম ধরে ডেকনা, বরং ‘হে আল্লাহর নাবী!’ অথবা ‘হে আল্লাহর রাসূল!’ এই বলে ডাকবে। (দুররুল মানসুর ৬/২৩০) তাহলে তাঁর বুযর্গী, মর্যাদা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) **لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা যখন তাকে কিছু বলার জন্য ডাকবে তখন ‘হে মুহাম্মাদ’, ‘হে আবদুল্লাহর পুত্র’ ইত্যাদি নামে ডাকবেনা। বরং সম্মানের সাথে তাকে ‘হে আল্লাহর রাসূল’, ‘হে আল্লাহর নাবী’ ইত্যাদি নামে ডাকবে।

لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا *রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করনা*। এর দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু‘আকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের দু‘আর মত মনে করনা। তাঁর দু‘আতো কবূল হবেই।

সুতরাং সাবধান! তোমরা আমার নাবীকে কষ্ট দিওনা। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন বদ দু'আ যদি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আতিয়্যিয়াহ আল আউফী (রহঃ) হতে ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। (তাবারী ১৯/২৩০)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا এ আয়াতের তাফসীরে মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, জুমু'আর দিন খুৎবায় বসে থাকা মুনাফিকদের কাছে খুবই কঠিন বোধ হত। আর মাসজিদে যাওয়া এবং খুৎবা শুরু হয়ে যাবার পর কেহ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারতনা। কারও বাইরে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আঙ্গুল তুলে অনুমতি চাইত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিতেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবাহ দেয়ার সময় কেহ কথা বললে তার জুমু'আর সালাত বাতিল হয়ে যেত। (দুররুল মানসুর ৬/২৩১) তখন এই মুনাফিকরা সাহাবীগণদের আড়ালে দৃষ্টি বাঁচিয়ে সটকে পড়ত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, জামা'আতে যখন এই মুনাফিকরা থাকত তখন একে অপরের আড়াল করে পালিয়ে যেত।

রাসূলের (সাঃ) আদেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যাবেনা

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ *সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক।* যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের, তাঁর সুন্নাতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শারীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তা ভাল। আর যদি সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা অবশ্যই অগ্রাহ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার আদেশ নেই তা অগ্রাহ্য। (ফাতহুল বারী ৪/৪১৬, মুসলিম ৩/১৩৪৩ **أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কেহই শারীয়াতে মুহাম্মাদীর বিপরীত করে তার অন্তরে কুফরী, নিফাক,

বিদ‘আত ও মন্দের বীজ বপন করে দেয়া হয়। তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, হয়ত দুনিয়ায়ই হত্যা, বন্দী, হদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা পরকালের পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সেই ব্যক্তি সেগুলোকে (আগুন থেকে) ফিরানোর চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে ঝাপ দিচ্ছে। সুতরাং এটাই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমিও তোমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি, কিন্তু আমার বাধা অতিক্রম করে তোমরা তাতে পতিত হচ্ছ। (আহমাদ ২/৩১২, মুসলিম ২২৮৪)

৬৪। জেনে রেখ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই, তোমরা যাতে ব্যাপৃত তিনি তা জানেন; যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।	٦٤. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ.

আল্লাহ তোমাদের সবার অবস্থা জ্ঞাত আছেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীন ও আসমানের মালিক, অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা এবং বান্দাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় কার্যাবলী অবগত আছেন একমাত্র আল্লাহ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ তোমরা যাতে ব্যাপৃত রয়েছ তিনি তা জানেন। তোমরা যে অবস্থায়ই থাক না কেন এবং যে আমল ও বিশ্বাসের উপর থাক না কেন সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আসমান ও যমীনের অণু পরিমাণ

জিনিসও তাঁর কাছে গোপন নেই। তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর কাছে প্রকাশমান। ছোট-বড় সমস্ত জিনিস স্পষ্ট কিতাবে রক্ষিত রয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে নিম্নের আয়াতের মত ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ. ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ. إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন সাজদাহকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা। তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৭-২২০)

وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৩) তাঁর বান্দারা কে কি করছে, তা ভাল কিংবা মন্দ, সবই তিনি দেখতে রয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৫)

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০)

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) এ ধরণের আরও অনেক আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস রয়েছে যাতে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا (*যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত*) অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সম্মুখে হাযির করবেন তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, দুনিয়ায় বসবাস করা অবস্থায় তারা কে কি করেছে। তাদের ছোট-বড় সব পাপ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, যেগুলোকে তারা কোন গুরুত্বই দিতনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গিয়েছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে ‘আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল ইয্যাতের, আমরা তাঁর করুণায় সিক্ত হয়ে, তাঁর দয়ায় স্নাত হয়ে দুনিয়ায় ও আখিরাতের সাফল্য প্রার্থনা করছি।

সূরা নূর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৫ ঃ ফুরকান, মাক্কী

(আয়াত ৭৭, রুকূ ৬)

٢٥ – سورة الفرقان، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٧٧، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ‘ফুরকান’ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে!	١. تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا
২। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।	٢. ٱلَّذِى لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدًا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلۡمُلۡكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىۡءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرًا

সমস্ত রাহমাত আল্লাহর কাছ থেকে

উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাহমাত বা করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যাতে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব জনগণের উপর প্রকাশিত হয়। তাঁর করুণা এই যে, তিনি তাঁর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীমকে স্বীয় বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বর্ণনা করেন ঃ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَـٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ. قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأۡسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرًا حَسَنًا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি অসঙ্গতি রাখেননি। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সৎকাজ করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১-২) এখানে তিনি নিজের সত্তাকে কল্যাণময় বলে বর্ণনা করেছেন।

এখানে মহান আল্লাহ نَزَّلَ ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বার বার বেশী বেশী করে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱلۡكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُ

এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৬) সুতরাং পূর্ববর্তী কিতাবগুলিকে نَزَّلَ এবং এই শেষ কিতাবকে (কুরআনকে) اَنْزَلَ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এটা এ কারণেই যে, পূর্ববর্তী কিতাবগুলি এক সাথেই অবতীর্ণ হয়েছিল। আর কুরআনুল কারীম প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। কখনও কয়েকটি আয়াত, কখনও কয়েকটি সূরা এবং কখনও কিছু আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে। এতে এক বড় নিপুণতা ছিল এই যে, লোকদের যেন ওর প্রতি আমল করা কঠিন ও কষ্টকর না হয়। তারা যেন ওগুলি ভালভাবে মনে রাখতে পারে। আর মেনে নেয়ার জন্য যেন তাদের অন্তর খুলে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যেই বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ جُمۡلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلۡنَـٰهُ تَرۡتِيلاً. وَلَا يَأۡتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئۡنَـٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا

কাফিরেরা বলে ঃ সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলনা কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, যে কেহ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সেটাতো তার অন্তরের তাকওয়ার প্রকাশ। *তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।* (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩২-৩৩) এখানে এই আয়াতে এর নাম ফুরকান রাখার কারণ এই যে. এটা সত্য ও মিথ্যা এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্যকারী। এর দ্বারা ভাল ও মন্দ এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়।

কুরআনুল হাকীমের এই পবিত্র বিশেষণ বর্ণনা করার পর যাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তাঁর পবিত্র গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাতে নিয়োজিত থাকেন। তিনি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা। এটাই হল সবচেয়ে বড় গুণ। এ জন্যই বড় বড় নি‘আমাতের বর্ণনার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বিশেষণেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন মি’রাজ সম্পর্কীয় ঘটনায় তিনি বলেন ঃ

سُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلاً

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১) অন্য জায়গায় দু‘আর স্থলে বলেন ঃ

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ ٱللَّهِ يَدۡعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيۡهِ لِبَدًا

আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। (সূরা নূহ, ৭২ ঃ ১৯) এই বিশেষণই কুরআনুল হাকীমের অবতরণ এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সম্মানিত মালাক/ফেরেশতার আগমনের মর্যাদার বর্ণনার সময় বর্ণিত হয়েছে। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا এই পবিত্র গ্রন্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। এটা এমন একটি কিতাব যা সরাসরি হিকমাত ও হিদায়াতে পূর্ণ। এই কিতাব বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন, স্পষ্টভাবে বর্ণিত ও সুদৃঢ়।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়ায় এর প্রচার চালিয়ে যান। তিনি প্রত্যেক লাল ও সাদাকে এবং দূরের ও কাছের লোকদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করেন যারা ‘গাছের ছায়ায়’ আশ্রয় নিতে ইচ্ছুক। যারাই আকাশের নীচে ও পৃথিবীর উপরে রয়েছে তাদের সবারই তিনি রাসূল। যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সমস্ত লাল ও কালো মানুষের নিকট রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ ৫/১৪৫) তিনি আরও বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, আমার পূর্ববর্তী এক একজন নাবী নিজ নিজ কাওমের নিকট প্রেরিত হতেন। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ১/৬৩৪) কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) অর্থাৎ আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণকারী এবং আমার উপর পবিত্র কিতাব অবতীর্ণকারী হলেন ঐ আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনের একক মালিক। তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন- হও, আর তখনই তা হয়ে যায়। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আসমান ও যমীনের তিনিই মালিক।

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا তাঁর কোন সন্তান নেই, কোন অংশীদারও নেই। وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ সবকিছুই তাঁরই সৃষ্ট। সবাই তাঁরই অধীনে লালিত পালিত। সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, রুযীদাতা, মা‘বূদ এবং রাব্ব তিনিই। তিনিই প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

৩। আর তারা তাঁর পরিবর্তে মা‘বূদ রূপে গ্রহণ করেছে অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি	٣. وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا

تَخۡلُقُونَ شَيۡـًٔا وَهُمۡ تُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرًّا وَلَا نَفۡعًا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا	**করেনা, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখেনা এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখেনা।**

মূর্তি পূজকদের আহাম্মকি

এখানে মুশরিকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, ক্ষমতাবান এবং যিনি ইচ্ছা করলে হয়ে যায় এবং ইচ্ছা না করলে তা কখনও হয়না, তাঁকে ছেড়ে তাদের ইবাদাত করছে যারা একটা মশাও সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাও আল্লাহর সৃষ্ট। তারা নিজেদেরও লাভ-ক্ষতির অধিকার রাখেনা, অপরের লাভ ক্ষতি করাতো দূরের কথা।

وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا তারা নিজেদের জীবন/মৃত্যুর মালিক নয় এবং পুনরায় জীবন লাভেরও ক্ষমতা রাখেনা। তাই যারা তাদের উপাসনা করছে তাদের এগুলির মালিক তারা কি করে হতে পারে? প্রকৃত কথা এটাই যে, এই সমুদয় কাজের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই জীবিত রাখেন এবং তিনিই মারেন। তিনিই কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূককে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। এ কাজ তাঁর কাছে মোটেই কঠিন নয়।

مَّا خَلۡقُكُمۡ وَلَا بَعۡثُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮)

وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمۡحِۭ بِٱلۡبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٌ وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ

ওটা একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ। আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৯) আল্লাহ তা‘আলা আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৩) সুতরাং তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, তিনি ছাড়া কোন রাব্ব নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করিনা। কারণ তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি এমনই যে, তাঁর কোন সন্তান নেই, পিতা নেই, সমকক্ষ নেই, স্থলাভিষিক্ত নেই, পীর নেই, উযীর নেই এবং তুলনা নেই। বরং তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কেহকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।

৪। কাফিরেরা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে; অবশ্যই তারা যুল্ম ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে।	٤. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا
৫। তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়।	٥. وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

٦. قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا	৬। বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে মুশরিকদের একটি অজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন যা তাঁর সত্তা সম্পর্কে ছিল। এখানে তিনি তাদের অন্য একটি অজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ তুমি এই কুরআনকে অন্যদের সাহায্যে নিজেই বানিয়ে নিয়েছ। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا এটা তাদের অত্যাচার ও মিথ্যা কথা যা তারা নিজেরাও জানে। তাদের অন্তরও এ কথা ভাল করে জানে যে, তারা যে দাবী করছে তা সত্য নয়। কিন্তু তাদের জানা কথারও বিপরীত কথা তারা বলছে।

কখনও কখনও তারা গলা উঁচু করে বলে ঃ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا এগুলিতো সেকালের উপকথা। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কাহিনীগুলো তিনি লিখিয়ে নিয়েছেন এবং ঐগুলোই সকাল সন্ধ্যায় তাঁর মাজলিসে পঠিত হয়। তাদের এটাও এমন একটা কথা যা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। কেননা শুধু মাক্কাবাসী নয়, বরং দুনিয়াবাসী জানে যে, আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরক্ষর ছিলেন। না তিনি লিখতে জানতেন, আর না পড়তে জানতেন। নাবুওয়াতের পূর্বের চল্লিশ বছরের জীবন তিনি মাক্কাবাসীদের মধ্যেই কাটিয়েছেন। তাঁর এ জীবন তাদের মধ্যে এমনভাবে কেটেছে যে, তাঁর এ দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন একটিও ঘটনা ঘটেনি যার ফলে তাঁর প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করা যেতে পারে। মাক্কাবাসী তাঁর এক একটি গুণের উপর পাগল ছিল। তাঁর মধুর চরিত্র এবং উত্তম ব্যবহারে তারা এমনভাবে মুগ্ধ ছিল যে, নাবুওয়াত

প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে তারা আল আমীন বলে অত্যন্ত স্নেহের সুরে আহ্বান করত। যখনই আসমানী অহীর তাঁকে আমীন বানানো হল তখনই ঐ নির্বোধের দল তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁর প্রতি নানারূপ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। কেহ তাঁকে কবি বলে, কেহ বলে যাদুকর এবং কেহ বলে পাগল। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلاً

দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সৎ পথ খুঁজে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৮) তাদের ঔদ্ধত্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ **قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** *(বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন)* অর্থাৎ আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে রয়েছে পূর্বের এবং পরবর্তী সকল মানুষের বিস্তারিত বর্ণনা। আরও রয়েছে সত্যসহ সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ। এখন তাদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ এই কুরআন তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন। যার থেকে এক অণু পরিমাণ জিনিসও লুকায়িত নয়। এতে অতীতের যেসব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তার সবই সত্য। ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটার বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেগুলিও সত্য। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে সবই আল্লাহর কাছে সমান। তিনি অদৃশ্যকে ঐভাবেই জানেন যেমন তিনি জানেন দৃশ্যকে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাঁর এ কথা বলার কারণ হল যাতে মানুষ তাঁর থেকে নিরাশ না হয়ে যায়। তারা যেন এ আশা করতে পারে যে, তারা যা কিছু অন্যায় ও দুষ্কার্য করুক না কেন, পরে যদি তারা শুদ্ধ অন্তঃকরণে সমস্ত পাপ হতে তাওবাহ করে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তিনি তাদের পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কতই না মহান ও দয়ালু যে, যারা তাঁর চরম অবাধ্য ও শত্রু, যারা তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কষ্ট দিচ্ছে, তাদেরকেও তিনি নিজের সাধারণ করুণার দিকে আহ্বান করছেন। যারা তাঁকে মন্দ বলছে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে খারাপ বলছে তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন এবং তাদের সামনে ইসলাম ও হিদায়াত পেশ করছেন! যেমন অন্য আয়াতে তিনি ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদিতার বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّآ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বূদের) এক', অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৩-৭৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ

যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা (নির্ধারিত)। (সূরা বুরুজ, ৮৫ ঃ ১০)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর এই দয়া ও দানের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, যারা তাঁর বন্ধুদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাদেরকে তিনি তাওবাহ ও রাহমাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। (এটা কত বড় দয়া ও সহনশীলতার পরিচায়ক)!

৭। তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা করে?	٧. وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ

তার কাছে কোন মালাক/ ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে?	يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا
৮। তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও বলে ঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।	٨. أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا
৯। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবেনা।	٩. ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَٰلَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا
১০। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদ-নদী প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।	١٠. تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا

١١. بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا	১১। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।
١٢. إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا۟ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا	১২। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার।
١٣. وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا	১৩। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে।
١٤. لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا	১৪। তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক।

রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্যের খন্ডন এবং তাদের সর্বশেষ গন্তব্য স্থল

আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত অস্বীকার করার কারণ বর্ণনা করছেন যে তারা বলে ঃ مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ

مَعَهُ نَذِيرًا তিনি পানাহারের মুখাপেক্ষী কেন? কেনই বা তিনি ব্যবসা ও লেনদেনের জন্য বাজারে গমনাগমন করেন? তাঁর সাথে কোন মালাককে কেন অবতীর্ণ করা হয়নি? তাহলে তিনি তাঁকে সত্যায়িত করতেন, জনগণকে তাঁর দীনের দিকে আহ্বান করতেন এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে সতর্ক করতেন? ফির'আউনও এ কথাই বলেছিল ঃ

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

কেন দেয়া হল না স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাইকা? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৩) সমস্ত কাফিরের অন্তর একই ধরণের বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের কাফিরেরাও বলেছিল ঃ

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا তাকে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয়না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? নিশ্চয়ই এ সবকিছু প্রদান করা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ। কিন্তু সাথে সাথে এগুলি না দেয়ার মধ্যে নিপুণতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে।

এই যালিমরা মুসলিমদেরকেও বিভ্রান্ত করত। তারা তাদেরকে বলত ঃ **الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُورًا** তোমরা এমন একজন লোকের অনুসরণ করছ যার উপর কেহ যাদু করেছে। তারা কতই না ভিত্তিহীন কথা বলছে! কোন একটি কথার উপর তারা স্থির থাকতে পারছেনা। তারা কথাকে এদিক-ওদিক নিয়ে যাচ্ছে। কখনও বলছে যে, কেহ তাঁর উপর যাদু করেছে, কখনও তাঁকে যাদুকর বলছে, কখনও বলছে যে, তিনি একজন কবি, কখনও বলছে যে, তাঁর উপর জিনের আসর হয়েছে, কখনও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছে, আবার কখনও বলছে যে, তিনি একজন পাগল। অথচ তাদের এসবই বাজে ও ভিত্তিহীন কথা। আর তারা যে ভুল কথা বলছে এটা এর দ্বারাও প্রকাশমান যে, স্বয়ং তাদের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী কথা রয়েছে। কোন একটি কথার উপর মুশরিকদের আস্থা নেই। তারা একটি কথার উপর অটল থাকতে পারছেনা। সঠিক ও সত্য এটাই যে, এ ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ থাকবেনা। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু- উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে এই পৃথিবীতে। তিনি বলেন ঃ যে ঘর পাথরের গাঁথুনির সাহায্যে তৈরী করা হয় সেই ঘরকেই কুরাইশরা প্রাসাদ বলে বর্ণনা করত, তা সেই ঘর বড় হোক অথবা ছোট হোক। (তাবারী ১৯/২৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ এরা এসব যা কিছু বলছে তা শুধু গর্ব, অবাধ্যতা, জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়েই বলছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا আর এরূপ লোকদের জন্যই আমি জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। ওটা থেকে তারা যা প্রাপ্য হবে তা তাদের সহ্যের বাইরে। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার। জাহান্নাম ঐ দুষ্ট লোকদেরকে দেখে ক্রোধে ভীষণ গর্জন ও চীৎকার করবে যে, কখন সে ঐ কাফিরদেরকে গ্রাস করবে, আর কখন সে ঐ যালিমদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ

যখন তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা উহার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে, আর ওটা হবে উদ্বেলিত। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৭-৮) অর্থাৎ তাদের প্রতি জাহান্নামের এতই ক্রোধ থাকবে যে, ঐ ক্রোধের প্রচন্ডতায় যেন ওটা ফেটেই যাবে।

ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নাম ভীষণ চীৎকার করবে এবং ক্রোধে এমনভাবে ফেটে পড়বে যে হাশরের মাঠে উপস্থিত জনতা সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তখন রাহমান (দয়ালু আল্লাহ) জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমার কি হল? উত্তরে জাহান্নাম বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! এতো আপনার নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। এ কথা শুনে তার প্রতি আল্লাহর দয়া হবে এবং তিনি নির্দেশ দিবেন ঃ

তাকে ছেড়ে দাও। এরপর আর এক লোককে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার সম্পর্কেতো এরূপ ধারণা আমার ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমার কিরূপ ধারণা ছিল? সে উত্তরে বলবে ঃ আমার ধারণা এটাই ছিল যে, আপনার রাহমাত আমাকে ঢেকে নিবে, আপনার করুণা আমার অবস্থার অনুকূলে হবে এবং আপনার প্রশস্ত রাহমাত আমাকে ঢেকে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা তখন (মালাইকাকে) নির্দেশ দিবেন ঃ আমার এই বান্দাকে ছেড়ে দাও।

এরপর আর এক লোককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হবে। তাকে দেখা মাত্রই জাহান্নাম ক্রোধে গাধার মত চীৎকার করতে থাকবে এবং এমনভাবে গোঙরাতে থাকবে যে, হাশরের মাঠে উপস্থিত লোকেরা ভীষণভাবে আতংকিত হবে। (তাবারী ৯/৩৭০)

উবাইদ ইব্ন উমাইর (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নাম যখন ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকবে এবং ভীষণ চীৎকার শুরু করে দিবে ও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠবে তখন সমস্ত নৈকট্য লাভকারী মালাক/ফেরেশতা এবং মর্যাদা সম্পন্ন নাবীগণ কম্পিত হবেন। এমনকি ইবরাহীম খালীলও (আঃ) হাঁটুর ভরে পড়ে যাবেন এবং বলতে থাকবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আজ আমি আপনার কাছে শুধু নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করছি। আর কিছুই চাচ্ছিনা। (আবদুর রাযযাক ৩/৬৭)

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ *দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন*। আবূ আইউব (রহঃ) থেকে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ এই লোকদেরকে জাহান্নামের অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থান দিয়ে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হবে যেমনভাবে বর্শাকে ছিদ্রে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। (দুররুল মানসুর ৬/২৪০, আয যুহুদ ৮৬) **مُقَرَّنِينَ** ঐ সময় তারা শৃংখলিত অবস্থায় থাকবে এবং ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করবে। তাদেরকে তখন বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক।

১৫। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এটাই শ্রেয়, নাকি স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে! এটাই	١٥. قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ

كَانَتۡ لَهُمۡ جَزَآءً وَمَصِيرًا	**তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।**
١٦. لَّهُمۡ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعۡدًا مَّسۡـُٔولاً	**১৬। সেখানে তারা যা কামনা করবে তা'ই পাবে এবং তারা স্থায়ী হবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার রবেরই দায়িত্ব।**

জাহান্নামের আগুন, নাকি জান্নাত উত্তম

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঐ দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাদেরকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় উল্টামুখে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মাথার ভরে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। ঐ সময় তারা শৃংখলিত থাকবে। তারা থাকবে অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে, যেখান থেকে না তারা ছুটতে পারবে, না নড়তে পারবে, আর না পালাতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এটাই কি শ্রেয়, নাকি স্থায়ী জান্নাত শ্রেয়, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদেরকে দেয়া হয়েছে? অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা পাপ কাজ হতে বেঁচে থেকেছে এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখেছে, আজ তারা ওর বিনিময়ে প্রকৃত বাসস্থানে পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ জান্নাতে। **لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُوْنَ** সেখানে রয়েছে তাদের চাহিদা মত নি'আমাতরাজি, চিরস্থায়ী ভোগ্যবস্তু এবং এমন আনন্দের জিনিস যা কখনও শেষ হবার নয়। এগুলি চোখে দেখাতো দূরের কথা, কেহ কখনও কল্পনাও করতে পারেনা। এগুলি কমে যাবার, খারাপ হওয়ার, ভেঙ্গে যাওয়ার এবং শেষ হয়ে যাওয়ার কোনই আশংকা নেই। তারা সেখান হতে কখনও বহিষ্কৃত হবেনা। তারা সেখানে চিরন্তন উত্তম জীবন, সীমাহীন রাহমাত এবং চিরস্থায়ী সম্পদ লাভ করবে। এ সব হল রবের ইহসান ও ইনআম, যা তারা লাভ করেছে এবং যেগুলি তাদের প্রাপ্য ছিল।

كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُوْلًا এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি যা তিনি নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এটা পূর্ণ হবেই। এটা পূর্ণ না হওয়া অসম্ভব এবং এতে ভুল হওয়াও সম্ভব নয়।

এখানে প্রথমে জাহান্নামীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর প্রার্থনার পরে জান্নাতীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা সাফফাতে জান্নাতীদের সম্পর্কে আলোচনা করে প্রার্থনার পরে জাহান্নামীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ. إِنَّا جَعَلْنَٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّٰلِمِينَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ. فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ. فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ

আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ, না কি যাককুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি ওটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। ওটার মোচা যেন শাইতানের মাথা। ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। আর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬২-৭০)

١٧. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ

১৭। এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে, তিনি সেদিন জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?

١٨. قَالُواْ سُبۡحَـٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَـٰكِن مَّتَّعۡتَهُمۡ وَءَابَآءَهُمۡ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكۡرَ وَكَانُواْ قَوۡمَۢا بُورًا	**১৮। তারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র ও মহান! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারিনা। আপনিইতো এদেরকে ও এদের পিতৃ-পুরুষদেরকে দিয়েছিলেন ভোগ-সম্ভার। পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।**
١٩. فَقَدۡ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسۡتَطِيعُونَ صَرۡفًا وَلَا نَصۡرًا ۚ وَمَن يَظۡلِم مِّنكُمۡ نُذِقۡهُ عَذَابًا كَبِيرًا	**১৯। আল্লাহ (মুশরিকদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবেনা, সাহায্যও পাবেনা। তোমাদের মধ্যে যে সীমা লংঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাব।**

কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকদের দেবতারা তাদের ইবাদাতকারীদেরকে অস্বীকার করবে

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যেসব মা'বূদের ইবাদাত করত, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে তাদের সামনে শাস্তি প্রদান ছাড়াও মৌখিকভাবেও তিরস্কার করা হবে, যাতে তারা লজ্জিত হয়।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه *এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে ঈসা (আঃ), উযাইর (আঃ) এবং মালাইকার কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ১৯/২৪৭) ঐ সময় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ঐ

উপাস্যদেরকে (ঈসা (আঃ) উযাইর (আঃ) প্রমুখ) জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে তোমাদের উপাসনা করতে বলেছিলে, নাকি তারা নিজেদের ইচ্ছায়ই তোমাদের ইবাদাত করতে শুরু করেছিল? ঈসাকেও (আঃ) অনুরূপ প্রশ্ন করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে তাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬-১১৭)

তদ্রূপ এসব উপাস্য যাদের মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করত এবং তাঁরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা ও শিরকের প্রতি অসন্তুষ্ট, উত্তরে বলবেন ঃ

نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء কোন মাখলূকের, আমাদের ও তাদের জন্য এটা শোভনীয় ছিলনা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করে। হে আমাদের রাব্ব! আমরা কখনও তাদেরকে শিরকের শিক্ষা দিইনি। তারা নিজেদের ইচ্ছায়ই অন্যদের পূজা শুরু করে দিয়েছিল। আমরা তাদের থেকে এবং তাদের উপাসনা থেকে অসন্তুষ্ট। আমরা তাদের ঐ শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আমরাতো নিজেরাই আপনার উপাসনাকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَهَـٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ. قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ

যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? মালাইকা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান! (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪০-৪১)

نَتَّخِذَ এর দ্বিতীয় পঠন **نُتَّخَذَ**ও রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের জন্য এটা উপযুক্ত ছিলনা যে, লোকেরা আমাদের উপাসনা করতে শুরু করে দেয় এবং আপনার ইবাদাত পরিত্যাগ করে। কেননা আমরাতো আপনার দ্বারের ভিখারী। দুই অবস্থায়ই ভাবার্থ কাছাকাছি, একই।

তাদের বিভ্রান্তির কারণ আমরা এটাই বুঝি যে, এমন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, রাসূলদের মাধ্যমে যে উপদেশাবলী তাদের নিকট পৌঁছেছিল সেগুলিও তারা ভুলে গিয়েছিল। তারা আপনার উপাসনা ও তাওহীদ হতে সরে পড়েছিল। তারা এসব হতে ছিল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। তাই তারা ধ্বংসের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের সর্বনাশ ঘটে। **وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا** *এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন, তারা ধ্বংস হয়ে গেল। (তাবারী ১৯/২৪৮) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাদের মধ্যে ভাল বলতে কিছু নেই। (তাবারী ১৯/২৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদেরকে বলবেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ এখন তোমাদের উপাস্যরা তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তোমরাতো তাদেরকে নিজের মনে করে এই বিশ্বাস রেখে তাদের উপাসনা করেছিলে যে, তাদের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। কিন্তু আজ তারা তোমাদের থেকে পৃথক হচ্ছে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন

ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬)

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا সুতরাং কিয়ামাতের দিন এই মুশরিকরা না নিজেদের থেকে আল্লাহর শাস্তি দূর করতে পারবে, না নিজেদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে, আর না কেহকেও নিজেদের সাহায্যকারী রূপে প্রাপ্ত হবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا** তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাবো।

২০। তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? তোমার রাব্ব সব কিছু দেখেন।	٢٠. وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

সকল নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ

কাফিরেরা এ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, নাবী-রাসূলদের পানাহার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কি প্রয়োজন? তাদের এ কথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন ঃ পূর্ববর্তী সব নাবীই মনুষ্যজনিত প্রয়োজন রাখতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি সবকিছুই করতেন। এগুলি নাবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। তবে হ্যাঁ, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর বিশেষ সাহায্য দ্বারা তাঁদেরকে ঐ পবিত্র গুণাবলী, উত্তম চরিত্র, ভাল কথা, পছন্দনীয় কাজ, প্রকাশ্য দলীল এবং উন্নত মানের মু'জিযা দান করেন যেগুলি দেখে প্রত্যেক জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাঁদের

নাবুওয়াত ও সত্যবাদিতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ আয়াতের অনুরূপ আয়াত আরও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيۡهِم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا جَعَلۡنَٰهُمۡ جَسَدًا لَّا يَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি যাতে অনুগত ও অবাধ্যের পার্থক্য প্রকাশিত হয় এবং ধৈর্যশীল ও অধৈর্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তোমার রাব্ব সবকিছুই দেখেন এবং সবকিছু জানেন। নাবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য কে তা তিনি ভালরূপেই জানেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪) হিদায়াতের হকদার কে সেটাও তাঁরই জানা আছে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হল বান্দাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা। এ জন্যই নাবীদেরকে তিনি সাধারণ অবস্থায় রাখেন। অন্যথায় যদি তাঁদেরকে তিনি দুনিয়ার প্রাচুর্য দান করতেন তাহলে ধন-সম্পদের লোভে বহু লোক তাঁর অনুগামী হত, ফলে তখন সত্য ও মিথ্যা এবং খাঁটি ও নকল মিশ্রিত হয়ে যেত।

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি স্বয়ং তোমাকে এবং তোমার কারণে অন্যান্য লোকদেরকে পরীক্ষা করব। (মুসলিম ২৮৬৫)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল ও বাদশাহ হওয়ার অথবা রাসূল ও বান্দা হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি রাসূল ও বান্দা হওয়াই পছন্দ করেন।

অষ্টাদশ পারা সমাপ্ত।

২১। যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক/ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে।	٢١. وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَوۡ نَرَىٰ رَبَّنَاۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوّٗا كَبِيرٗا
২২। যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা এবং তারা বলবে ঃ যদি কোনো বাধা থাকত!	٢٢. يَوۡمَ يَرَوۡنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ لَا بُشۡرَىٰ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُجۡرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا
২৩। আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।	٢٣. وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا
২৪। সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।	٢٤. أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ يَوۡمَئِذٍ خَيۡرٞ مُّسۡتَقَرّٗا وَأَحۡسَنُ مَقِيلٗا

কাফিরদের অনমনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা এবং হঠকারিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা বলে ঃ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ আমাদের নিকট মালাক/ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়না কেন? অর্থাৎ রিসালাতের সাক্ষী নিয়ে মালাক কেন অবতীর্ণ করা হয়না যাতে তারা বলবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ

أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ قَبِيلاً

অথবা তুমি আল্লাহ ও মালাইকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯২) এ জন্যই তারা বলে ঃ

أَوْ نَرَى رَبَّنَا অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করিনা কেন? আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা এবং তারা বলবে ঃ রক্ষা কর, রক্ষা কর। এটা ঐ সময়ের জন্যও প্রযোজ্য যখন মৃত্যুর মালাক অসৎ, বেদীন লোকের কাছে উপস্থিত হয়।

ঐ সময় মালাইকা কাফিরকে তার প্রাণবায়ু বের হবার সময় বলবেন ঃ হে কলুষিত দেহের মধ্যে অবস্থিত কলুষিত আত্মা! তুমি বের হয়ে এসো! বের হয়ে এসো অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানির দিকে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রছায়ার দিকে। তখন ঐ আত্মা বের হতে অস্বীকার করবে এবং দেহের মধ্যে লুকাতে থাকবে। সুতরাং তারা ওকে প্রহার করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـٰرَهُمْ

তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫০) তিনি আর এক আয়াতে বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ

আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে ঃ আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন অহী নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এও বলে ঃ যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন, তদ্রূপ আমিও আনয়ন করছি। আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করেছিলে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় বলেন ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ *যেদিন তারা মালাইকা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা।* মু'মিনদের অবস্থা

কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনদেরকে সেই দিন আল্লাহর মালাইকা কল্যাণ ও আনন্দ লাভের সুসংবাদ দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা এবং বলে ঃ তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩০-৩২)

সহীহ হাদীসে বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মালাইকা মু'মিনের আত্মাকে বলেন ঃ পবিত্র দেহের মধ্যে অবস্থিত হে পবিত্র আত্মা! বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে এসো আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও এমন রবের দিকে যিনি রাগান্বিত নন। (মুসলিম ৪/২২০২)

অন্যেরা বলেছেন যে, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেছেন। তবে এ কথা এবং পূর্বের কথা পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ এই দুই দিন অর্থাৎ মৃত্যুর দিন ও কিয়ামাতের দিন মু'মিন ও কাফিরদের নিকট উপস্থিত হবে। মালাইকা মু'মিনদেরকে করুণা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিবেন এবং কাফিরদেরকে সংবাদ দিবেন ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততার। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সেই দিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবেনা। আর সেই দিন তারা বলবে ঃ রক্ষা কর, রক্ষা কর। মালাইকা/ফেরেশতারা কাফিরদেরকে বলবেন ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى আজকে তোমাদের জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণ হারাম করে দেয়া হয়েছে। حَجْرٌ শব্দের মূল হচ্ছে مَنْعٌ অর্থাৎ নিষেধ করা বা বিরত রাখা। এর থেকেই বলা হয় حَجَرَ الْقَاضِىْ عَلَى فُلاَنٍ অমুকের উপর বিচারক নিষিদ্ধ করেছেন যখন তিনি তার উপর খরচ নিষিদ্ধ করেন, হয়ত বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে অথবা নির্বুদ্ধিতার কারণে কিংবা বাল্যাবস্থার কারণে অথবা এ ধরনের অন্য কোন কারণে। আর এটা হতেই বাইতুল্লাহর (কালো) পাথরের নাম حَجَرٌ اَسْوَدُ রাখা হয়েছে। কেননা ওর মধ্যে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ওর পিছন দিয়ে তাওয়াফ করার নির্দেশ রয়েছে। এই একই কারণে عَقْل (জ্ঞান)-কে حَجَر বলা হয়। কেননা এই জ্ঞান জ্ঞানীকে এমন কিছু গ্রহণ করা হতে বিরত রাখে যা তার পক্ষে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য নয়।

মোটকথা, يَقُوْلُوْنَ এর মধ্যে যে ضَمِيْر বা সর্বনাম রয়েছে ওটা مَلاَئِكَة (মালাইকার) দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), খুসাইফ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের উক্তি। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এটা হচ্ছে মুশরিকদের কথা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ (যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে), অর্থাৎ তারা মালাইকা হতে আশ্রয় কামনা করবে। আরাববাসীদের এটা নিয়ম ছিল যে, যখন তাদের কারও উপর কোন বিপদ আসত বা তারা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হত তখন তারা حِجْرًا مَّحْجُوْرًا এ কথা বলত। ইব্‌ন যুরাইজের (রহঃ) এ কথা বলার কারণ ও যৌক্তিকতা থাকলেও এটা বাকরীতি ও রচনাভঙ্গীর বিপরীত কথা। তা ছাড়া বেশির ভাগ উলামা এর বিপক্ষে দলীল এনেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব। এটা কিয়ামাতের দিন হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের ভালমন্দ কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। ঐ সময় তিনি খবর দিবেন যে, এই মুশরিকরা তাদের যে কৃতকর্মগুলোকে তাদের মুক্তির মাধ্যম মনে করেছিল সেগুলো সবই বিফলে গেছে। আজ ওগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। এটা এই কারণে যে, ওগুলো শারীয়াতের শর্ত অথবা আইন/নিয়ম অনুযায়ী করা হয়নি। শর্ত ছিল যে, ওগুলোতে আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং আল্লাহর শারীয়াতের অনুগামী হতে হবে। সুতরাং যে আমলে আন্তরিকতা থাকবেনা এবং আল্লাহর শারীয়াত অনুযায়ী যে আমল হবেনা তা বাতিল ও বিফল হয়ে যাবে। কাফিরদের আমলের কোন একটি অথবা উভয়টির কোনটাই নেই। অতএব তা কবূল হওয়া সুদূর পরাহত।

এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব।

فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল সূর্যের কিরণ যা ছিদ্রপথে প্রবেশ করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৯/২৫৭, ২৫৮) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হচ্ছে আলোক রশ্মি যা ছোট জানালা পথে প্রবেশ করে এবং যদি কেহ উহা আসা বন্ধ করতে চায় তাহলে তা সে করতে সক্ষম হবেনা। (তাবারী ১৯/২৫৭) আবুল আহওয়াস (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি হারিস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ *'হাবা'* (هَبَاء) হল ঐ ধূলিকণা যা পশুর চলাচলের সময় উৎক্ষিপ্ত হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا) কাতাদাহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ তুমি কি ঐ শুষ্ক বৃক্ষকে দেখেছ যখন প্রচন্ড বাতাসে তা উড়ে যায়? এটি হল ঐ গাছের পাতার উদাহরণ। (তাবারী ১৯/২৫৮)

উবাইদ ইব্‌ন ইয়ালা (রহঃ) বলেন যে, **هَبَاء** হল ঐ ভস্ম যাকে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ফলে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মোট কথা, এসব হচ্ছে সতর্কতামূলক কথা যে, কাফির ও মুশরিকরা তাদের কৃত আমলগুলোকে নাজাতের মাধ্যম মনে করে নিয়েছে বটে, কিন্তু যখন ওগুলোকে মহাবিজ্ঞানময় ও ন্যায় বিচারক আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে তখন তারা দেখবে যে, সবগুলোই বিফলে গেছে। ওগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَـٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ

যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের উপমা - তাদের কাজসমূহ ছাই সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ

হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি ব্যর্থ করে ফেলনা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করেনা। ফলতঃ তার উপমা যেমন এক বৃহৎ মসৃন প্রস্তর খন্ড যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হল প্রবল বর্ষা, অতঃপর তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবেনা এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬৪) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) এ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই জন্য।

কারা হবেন জান্নাতের অধিবাসী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا** সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) ওটা এই যে, জান্নাতবাসীরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং শান্তি ও আরামদায়ক কক্ষে অবস্থান করবে। তারা থাকবে নিরাপদ স্থানে যা সুদৃশ্য ও মনোরম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, কত উত্তম সেখানে অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৬) পক্ষান্তরে জাহান্নামবাসীরা অতি জঘন্য ও নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করবে, হা-হুতাশ করবে এবং বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৬) অর্থাৎ তাদের অবতরণ স্থল কতই না খারাপ এবং আশ্রয়স্থল হিসাবে ওটা কতই না জঘন্য! এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। অর্থাৎ তারা যে গ্রহণীয় আমল করেছে তার বিনিময়ে তারা যা পাওয়ার তা পেয়েছে এবং যে স্থানে অবস্থান করার সে স্থানে অবস্থান করেছে। কিন্তু জাহান্নামীদের অবস্থা এর

বিপরীত। কারণ তাদের একটি আমলও এমন নেই যার মাধ্যমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যবানদের অবস্থা দ্বারা হতভাগাদের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করছেন যে, তাদের জন্য কোনই কল্যাণ নেই।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, দিনের অর্ধভাগে আল্লাহ তা'আলা বিচার কাজ সম্পন্ন করবেন। অতঃপর জান্নাতবাসীরা জান্নাতে মধ্য দিনের বিশ্রাম গ্রহণ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ ঐ সময় আমার জানা আছে যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন দুনিয়ার দিবসের প্রথম অংশে অবস্থান করবে (যখন দিনের প্রথম ভাগে সূর্য অনেকটা উপরে উঠে যাবে), যে সময় মানুষ দুপুরের বিশ্রামের জন্য তাদের পরিবারের নিকট গমন করে থাকে। সুতরাং ঐ সময় জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে গমন করবে। পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জান্নাতে তারা তাদের দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করবে। সেখানে তাদেরকে এক ধরনের তিমি মাছের কলিজা আহার করানো হবে এবং তারা সবাই তাতে পরিতৃপ্ত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

২৫। যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া হবে,	٢٥. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَـٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا
২৬। সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।	٢٦. ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِيرًا
২৭। যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে	٢٧. وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ

يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا	**করতে বলবে ঃ হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎ পথ অবলম্বন করতাম!**
٢٨. يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا	**২৮। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম!**
٢٩. لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا	**২৯। আমাকেতো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর; শাইতানতো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।**

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা; বিপথগামী কাফিরেরা বলবে ঃ আমরা যদি নাবীগণের অনুসারী হতাম!

কিয়ামাতের দিন যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং যেসব বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই সংবাদ দিচ্ছেন। ওগুলির মধ্য হতে কয়েকটি যেমন ঃ আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হওয়া এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া। সেই দিন মালাইকা/ফেরেশতারা একত্রিত হওয়ার স্থানে সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে ফেলবেন। অতঃপর মহা কল্যাণময় রাব্ব বিচার-ফাইসালার জন্য আগমন করবেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ

তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ শুভ্র মেঘমালার ছায়াতলে মালাইকাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নিকট সমাগত হবেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

الْمُلْكُ يَوْمَئِذ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৬)

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে গুটিয়ে নিয়ে ডান হাতে এবং যমীনসমূহকে বাম হাতে ধারণ পূর্বক বলবেন ঃ আমি বাদশাহ এবং আমি মহাবিচারক। যমীনের বাদশাহরা কোথায়? কোথায় শক্তিশালীরা? অহংকারীরা কোথায়? (ফাতহুল বারী ১১/৩৭৯, মুসলিম ৪/২১৪৮) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا

ঐ দিন কাফিরদের জন্য হবে অত্যন্ত কঠিন। কেননা ওটা হবে ন্যায়বিচার ও ফাইসালার দিন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

সেদিন হবে এক সংকটের দিন যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৯-১০) সুতরাং ঐ দিন এটা হবে কাফিরদের জন্য। পক্ষান্তরে মু'মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করবে আর বলবে ঃ আমি কেন রাসূলের পথ অবলম্বন করলামনা। এই উক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঐ যালিমের অনুতাপের সংবাদ দিচ্ছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তিনি যে সুস্পষ্ট সত্য বার্তা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নিয়ে এসেছেন তা থেকে সরে পড়েছে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথের বিপরীত পথে চলেছে। সুতরাং যে দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং শোকে ও দুঃখে স্বীয় হাত কামড়াতে থাকবে। কিন্তু ঐ সময় সে কোনই উপকার লাভ

করতে সক্ষম হবেনা। এ আয়াতটি উকবা ইব্ন আবি মুঈত এবং অন্যান্য দুষ্ট শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও প্রত্যেক যালিমের ব্যাপারে এটা সাধারণ এবং সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ

যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল আগুনে উলট পালট করা হবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৬) অতএব কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক যালিমই অত্যন্ত লজ্জিত হবে এবং স্বীয় হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে ঃ

يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا হায়! আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! অর্থাৎ যে তাকে হিদায়াতের পথ হতে সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গিয়েছিল তার কথা মান্য করার কারণে সে এরূপ আক্ষেপ করবে। এটা উমাইয়া ইব্ন খালফ অথবা তার ভাই উবাই ইব্ন খালফ অথবা অন্যান্য সমস্ত যালিমের ব্যাপারেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي আমাকেতো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ অর্থাৎ কুরআন পৌঁছার পর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا** শাইতানতো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। সে প্রতারণা করে মানুষকে সত্য পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি ও বাতিলের পথে নিয়ে যায়। আর শাইতান সব সময় তার দিকেই আহ্বান করে।

৩০। তখন রাসূল বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছিল।	٣٠. وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا
৩১। এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। তোমার জন্য	٣١. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ

بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا	**তোমার রাব্ব পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট।**

রাসূল (সাঃ) তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে নালিশ করবেন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে। এটা এভাবে যে, মুশরিকরা কুরআনুল কারীম শ্রবণ করতনা এবং তাতে কর্ণপাত করতনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ

কাফিরেরা বলে ঃ তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ২৬) কাফিরদের সামনে যখন কুরআনুল কারীম পাঠ করা হত তখন তারা হট্টগোল ও গোলমাল করত এবং অর্থহীন বাজে কথা বলত যাতে তারা কুরআন শুনতে না পায়। এটাই হল তাদের কুরআন পরিত্যাগ করা ও ওর প্রতি ঈমান না আনা। কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করার অর্থও হল ওটা পরিত্যাগ করা। কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা পরিত্যাগ করাও হল কুরআনকে পরিত্যাগ করা। কুরআন অনুযায়ী আমল, ওর নির্দেশাবলী প্রতিপালন এবং ওর নিষেধাবলী থেকে পরহেযগারী অবলম্বন না করাও হল কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করা। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কবিতা, গান এবং খেল-তামাশার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও হল ওকে পরিত্যাজ্য মনে করা। সুতরাং অনুগ্রহশীল ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নিকট আমরা প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে এমন বিষয় হতে পরিত্রাণ দান করেন যার উপর তাঁর ক্রোধ পতিত হয় এবং তিনি যেন আমাদেরকে এমন বিষয়ের আমলকারী বানিয়ে দেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। যেমন তাঁর কিতাব হিফয করা, ইহার অর্থ বুঝা এবং দিন রাত ওর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু ও দাতা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ এভাবেই প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওম যেমন কুরআনকে পরিত্যাগ করছে, পূর্ববর্তী নাবীদের উম্মাতেরাও তেমনই ছিল।

কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক নাবীরই শত্রু করেছেন অপরাধীদেরকে। তারা মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ও কুফরীর দিকে আহ্বান করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا তোমার জন্য তোমার রাব্বই পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট। অর্থাৎ যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর কিতাবের উপর ঈমান আনবে এবং ওর সত্যতা স্বীকার করে ওর অনুসরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ হবেন তার পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী। পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা লোকদেরকে কুরআনের অনুসরণ করা হতে বাধা প্রদান করত, যাতে কেহই এর দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে না পারে। তারা চাইত যে, তাদের পন্থা যেন কুরআনের পন্থার উপর জয়যুক্ত হয়। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি অপরাধীদেরকে (শেষ পর্যন্ত)।

৩২। কাফিরেরা বলে ঃ সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারেই অবতীর্ণ হলনা কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমার হৃদয় ওর দ্বারা মযবূত হয় এবং তা সম্পূর্ণ রূপে আস্তে আস্তে আত্মস্থ করতে পার।	٣٢. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا
৩৩। তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত	٣٣. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا

جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا	**করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।**
٣٤. ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا	**৩৪। যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।**

ক্রমান্বয়ে কুরআন নাযিল হওয়ার কারণ, কাফিরদের অস্বীকার এবং তাদের করুণ পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অত্যধিক প্রতিবাদ, হঠকারিতা এবং নিরর্থক কথার খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা বলেছিল ঃ

لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً সমগ্র কুরআন তার উপর (মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর) একবারে অবতীর্ণ হলনা কেন? অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে তা একযোগেই কেন অবতীর্ণ হয়নি যেমন তাঁর পূর্বে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহ একযোগে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি কুরআনকে ক্রমান্বয়ে তেইশ বছরে ঘটনার প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয় বিধান অনুপাতে অবতীর্ণ করেছেন যাতে এর দ্বারা মু'মিনদের হৃদয় মযবূত হয়। তিনি বলেন ঃ

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৬) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে ওটা দ্বারা মযবূত করার জন্য এবং আমি ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি

করেছি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। (তাবারী ১৯/২৬৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। অর্থাৎ হে নাবী! তারা তোমার কাছে যে কোন সমস্যা উপস্থিত করেছে তারই সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করেছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ কাদরের রাতে কুরআনুল কারীম দুনিয়ার আকাশে একযোগে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর বিশ বছরে অল্প অল্প করে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। (নাসাঈ ৬/৪২১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَـٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍۢ وَنَزَّلْنَـٰهُ تَنزِيلًا

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দুরাবস্থা, কিয়ামাতের দিন তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল এবং অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় ও নিকৃষ্ট পরিবেশে তাদের জাহান্নামে একত্রিত হওয়ার সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

সহীহ হাদীসে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কাফিরকে কিভাবে মুখের ভরে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই যিনি তাকে পায়ের ভরে চালিয়ে থাকেন তিনিই তাকে মুখের ভরে চালাতেও সক্ষম। (আহমাদ ৩/২২৯)

৩৫। আমিতো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভাই	**٣٥. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى**

ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَـٰرُونَ وَزِيرًا	হারূনকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম।
٣٦. فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا فَدَمَّرْنَـٰهُمْ تَدْمِيرًا	৩৬। এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে; অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছিলাম।
٣٧. وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا۟ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَـٰهُمْ وَجَعَلْنَـٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا	৩৭। আর নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করল তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম; যালিমদের জন্য আমি মর্মন্তদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।
٣٨. وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَأَصْحَـٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا	৩৮। আমি ধ্বংস করেছিলাম ‘আদ, ছামূদ, রা’স্ এবং তাদের অর্ন্তবর্তী কালের বহু সম্প্রদায়কেও।
٣٩. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَـٰلَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا	৩৯। আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণ রূপে

	ধ্বংস করেছিলাম।
٤٠. وَلَقَدْ أَتَوْا۟ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا۟ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا	৪০। তারাতো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি; তাহলে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করেনা? বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করেনা।

কুরাইশ কাফিরদের প্রতি ভয় প্রদর্শন

নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কাওমের মুশরিক ও কাফির লোকেরা যে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন এবং অতীতের উম্মাতদের যারা তাদের রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে যেমন তিনি ধ্বংস করেছিলেন, তেমনিভাবে মাক্কার এই মুশরিকদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। মূসাকে (আঃ) তিনি কিতাব দিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) তাঁর সাহায্যকারী করেছিলেন। অতঃপর তাঁদের দু'জনকে তিনি ফির'আউন ও তার অধীনস্থ লোকদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করেছিল।

دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১০) আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ ব্যবহার নূহের (আঃ) কাওমের সাথেও করেছিলেন যখন তারা নূহকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল। যারা একজন রাসূলকে অবিশ্বাস করে তাদের সমস্ত রাসূলকেই অবিশ্বাস করা হয়। কারণ রাসূলদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে সমস্ত রাসূলও প্রেরণ করতেন তাহলে তারা সকলকেই অবিশ্বাস করত। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নূহের (আঃ) সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল (শেষ পর্যন্ত)। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট শুধুমাত্র

নূহকেই (আঃ) নাবীরূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে সাড়ে নয়শ' বছর অবস্থান করেছিলেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদেরকে তাঁর শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন।

وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ

আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪০) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই নিমজ্জিত করেছিলেন এবং তাদের কেহকেও বাকী রাখেননি। নূহের (আঃ) নৌকার আরোহীগণ ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে তিনি কোন আদম সন্তানকে জীবিত রাখেননি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً তাদেরকে আমি মানব জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম। অর্থাৎ অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় করলাম যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) অর্থাৎ তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করিয়ে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করলাম যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন এবং তোমাদের ভাবী বংশধরদের এটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে গেল যে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তারা এভাবে মুক্তি পাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ আদ ও ছামূদের ঘটনা অন্য সূরায়, যেমন সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে তাদের ঘটনা বর্ণনার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। এখানে রাস্সবাসী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, তারা ছিল ছামূদ সম্প্রদায়ের গ্রামসমূহের একটি গ্রামের অধিবাসী। (তাবারী ১৯/২৬৯) আশ শাউরী (রহঃ) আবূ বুকাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বলেন যে, আসহাবুর

রাস্‌স হল একটি কূপ যেখানে তাদের নাবীকে (আঃ) কাবর দেয়া হয়েছিল। (বাগাবী ৩/৩৬৯, কুরতুবী ১৩/৩২) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا আমি ধ্বংস করেছিলাম, তাদের অর্ন্তবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও। **قَرْنٌ** এর অর্থ হল সম্প্রদায় বা জাতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ *আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম*। অর্থাৎ তাদেরকে আমি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন দেখিয়েছি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর পরে তাদের আর কোন অজুহাত দেখানোর সুযোগ নেই। (তাবারী ১৯/২৭২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ

নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) প্রজন্ম (**الْقُرُون**) বলতে এখানে বিভিন্ন মানব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ

অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪২)

কেহ কেহ প্রজন্ম বলতে ১২০ বছর বুঝিয়েছেন। আবার কেহ বলেছেন ১০০ বছর, কেহ বলেছেন ৮০ বছর, আবার কেহ বলেছেন ৪০ বছর ইত্যাদি। তবে সঠিক ব্যাপার এই যে, এক পুরুষের পর যখন তার পরবর্তী পুরুষ বা সন্তান স্থলবর্তী হয় উহাই হল পরবর্তী প্রজন্ম।

যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ আমার যুগ সর্বোত্তম যুগ। তারপর উত্তম হল ওর নিকটবর্তী যুগ এবং তারপর ওর নিকটবর্তী যুগ। (ফাতহুল বারী ৫/৩০৬, মুসলিম ৪/১৯৬৩) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ *তারাতো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি*। অর্থাৎ লূতের

(আঃ) কাওমের গ্রাম, যেটাকে সুদূম বলা হয়, যাকে আল্লাহ উল্টিয়ে দেন এবং প্রস্তর-কংকর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ

তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ. وَبِٱلَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরাতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে এবং সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৩৭-১৩৮)

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ

ওটা লোক চলাচলের পথপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৬)

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

ওদের উভয়ই প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا তাহলে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করেনা? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করলে ঐ লোকগুলো রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُورًا বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করেনা। অর্থাৎ এই কাফিরদের যারা ঐ জনপদ দিয়ে গমনাগমন করে তারা ঐ লোকদের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করেনা। কেননা তারা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে হাযির হওয়াকে বিশ্বাসই করেনা।

৪১। তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ	٤١. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ

এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন!	ٱللَّهُ رَسُولاً
৪২। সেতো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।	٤٢. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً
৪৩। তুমি কি দেখনা তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?	٤٣. أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً
৪৪। তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? তারাতো পশুরই মত; বরং তারা আরও অধম।	٤٤. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً

কাফিরেরা যেভাবে নাবীর (সাঃ) প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মুশরিকরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তখন তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৬) অর্থাৎ তারা তাঁকে দোষ-ত্রুটির সাথে বিশেষিত করে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্য এ কথা বলে। তাই আল্লাহ তাদের দুষ্কৃতি ও বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ

তোমার পূর্বে যে সব রাসূল এসেছিল তাদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০) কাফিরদের উক্তি হল ঃ

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا সে আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে দূরে সরিয়ে দিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তারা বলে ঃ আমরা আমাদের দেবতাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সে আমাদেরকে তাদের ইবাদাত হতে সরিয়ে দিত। আল্লাহ তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির সুরে বলেন ঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন জানবে কে ছিল সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

যারা তাদের খেয়াল খুশিকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের পরিণতি পশুর চেয়েও খারাপ

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, যার তাকদীরে আল্লাহ দুর্ভোগ ও পথভ্রষ্টতা লিখে দিয়েছেন তাকে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কেহই সুপথ প্রদর্শন করতে পারেনা। তাই তিনি বলেন ঃ

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ তুমি কি দেখনা তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করছে? অর্থাৎ যে প্রবৃত্তির দাস এবং প্রবৃত্তি যা চায় তাকেই সে ভাল মনে করে, সেটাই তার দীন ও মাযহাব রূপে গ্রহণ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ

কেহকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎ কাজ করে? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) এ জন্যই তিনি এখানে বলেন ঃ

أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে?

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে এক লোক কিছুকাল যাবত সাদা পাথরের ইবাদাত করত। অতঃপর যখন দেখত যে, ওটার চেয়ে অন্যটি উৎকৃষ্টতর, তখন পূর্বটির পূজা ছেড়ে দিয়ে ঐ দ্বিতীয়টির পূজা শুরু করে দিত। (দুররুল মানসুর ৬/২৬০) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারাতো মাঠে চরে খাওয়া পশুর মত। না, বরং তাদের অবস্থা বিচরণকারী পশুর চেয়েও খারাপ। কারণ পশুরা ঐ কাজই করে যে কাজের জন্য ওগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। কিন্তু তারা তা পালন করেনা। বরং তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করে এবং তাদের কাছে দলীল প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাদের নিকট রাসূলদেরকে প্রেরণ করা সত্ত্বেও তারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে।

৪৫। তুমি কি তোমার রবের প্রতি লক্ষ্য করনা, কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে স্থির রাখতে পারতেন। অনন্তর আমি	٤٥. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا

সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।	ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
৪৬। অতঃপর আমি একে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।	٤٦. ثُمَّ قَبَضْنَـٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا
৪৭। এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ স্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়েছেন দিন।	٤٧. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا

বিশ্ব স্রষ্টা এবং তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে স্বীয় অস্তিত্ব ও বিভিন্ন প্রকার জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার উপর পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার দলীল প্রমাণাদি বর্ণনা শুরু করছেন। তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, কিভাবে তোমার রাব্ব ছায়া সম্প্রসারিত করেন? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), মাসরূক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এটা হচ্ছে ফাজর প্রকাশিত হওয়া থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়। (তাবারী ১৯/২৭৫, কুরতুবী ১৩/৩৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে স্থির অর্থাৎ স্থায়ী ও সদা বিরাজমান রাখতে পারতেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا

বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭১) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অর্থাৎ যদি সূর্য উদিত না হত তাহলে রাত ও দিনের পরিচয় পাওয়া যেতনা। কেননা বিপরীতকে বিপরীতের মাধ্যমেই চেনা যায়। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ সূর্য হল নির্দেশক যাকে ছায়া তার বিলিন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকে। (দুররুল মানসুর ৬/২৬২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا অতঃপর আমি এটাকে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। অর্থাৎ সহজে গুটিয়ে আনি। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, **قَبْضًا يَسِيرًا** এর অর্থ হল গোপনীয়ভাবে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয়া। শেষ পর্যন্ত ছাদের নীচ ও গাছের নীচ ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের অন্য কোন জায়গায় ছায়া থাকেনা। সূর্য ছায়া দিবে যা ওর উপরে রয়েছে। আইউব ইব্ন মূসা (রহঃ) বলেন যে, **قَبْضًا يَسِيرًا** এর অর্থ হল অল্প অল্প করে গুটিয়ে নেয়া। (দুররুল মানসুর ৬/২৬২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ। অর্থাৎ রাত্রি তার আবরণ দ্বারা সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

শপথ সূর্যের যখন সে আচ্ছন্ন করে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالنَّوْمَ سُبَاتًا বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা। অর্থাৎ দেহের বিশ্রামের জন্য গতিশীলতা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দিনের বেলায় জীবিকা উপার্জনের জন্য গতিশীল থাকে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাত্রি আসে তখন সবকিছু শান্ত হয়ে যায় এবং গতিশীলতা বন্ধ

হয়ে যায়। ফলে দেহ বিশ্রাম নেয়। আর এর ফলে ঘুম এসে যায় এবং এতে একই সাথে দেহ ও আত্মা শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا আর দিনের বেলা মানুষ জীবিকা ও জীবনের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্তে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ

তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭৩)

৪৮। তিনিই স্বীয় রাহমাতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি -	٤٨. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا
৪৯। যদ্বারা আমি মৃত ভূ-খন্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যের বহু জীব জন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।	٤٩. لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَـٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا
৫০। আর আমি এটা তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে; কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।	٥٠. وَلَقَدْ صَرَّفْنَـٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۟ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

এটাও আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার পরিচায়ক যে, তিনি মেঘের আগমনের সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন। কি উদ্দেশে বায়ু ব্যবহার করা হবে তার উপর ভিত্তি করে এই বায়ু বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। এক ধরণের বায়ু পানি থেকে পানীয়-বাস্প উপরে তুলে নিয়ে যায়। আর এক ধরণের বায়ু পানীয়-বাস্পকে একত্রিত করে ঘন মেঘের সৃষ্টি করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নিয়ে যায় এবং উপরের ঠান্ডার প্রভাবে বৃষ্টি আকারে বর্ষিত হয়। আর এক ধরণের বায়ু বৃষ্টিঘন মেঘকে আল্লাহ তা'আলা যেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করেন সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার আগে আর এক ধরণের বায়ু, যা সাধারণ বায়ুর চেয়ে একটু ঠান্ডা অনুভূত হয়, বৃষ্টি বর্ষণের আগাম সুখবর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ কোন বায়ুর কাজ হল পানিকে বৃষ্টি হওয়ার আঞ্জাম সৃষ্টি করে দেয়া এবং কোন বায়ুর কাজ হল আল্লাহর হুকুমে সেই বৃষ্টিবাহিত মেঘকে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হতে সাহায্য করে পৃথিবীকে শস্য শ্যামলে ভরপুর হওয়ার উপযোগী করে তোলা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُوراً আর আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। **طَهُور** এর অর্থ হল অতি পবিত্র এবং যা অন্য কিছুকেও পবিত্র করে।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা বুযাআর কূপের পানিতে অযূ করতে পারি কি? এটা এমন একটি কূপ, যার মধ্যে ময়লা আবর্জনা এবং কুকুরের মাংস নিক্ষেপ করা হয়। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই পানি পবিত্র, ওকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারেনা। (মুসনাদ শাফিয়ী ২/২১, আহমাদ ৩/৩১, আবূ দাঊদ ১/৫৩, তিরমিযী ১/২০৩, নাসাঈ ১/১৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ওর দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি। অর্থাৎ যে ভূমি দীর্ঘদিন যাবত পানির জন্য অপেক্ষমান ছিল এবং পানি না থাকার কারণে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তাতে না ছিল কোন গাছ-পালা, না ছিল কোন তরু-লতা। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন তখন সেই মৃতপ্রায় ভূমি নব-জীবন লাভ করল এবং তাতে বৃক্ষ ও তরু-লতার জন্ম হল ও সেগুলি ফুলে-ফলে ভরে উঠল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। (সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ ঃ ৩৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا আমার সৃষ্টির মধ হত্যে বহু জীব-জন্তু ও মানুষকে ঐ পানি আমি পান করাই। অর্থাৎ সেই পানি বিভিন্ন জীব-জন্তু ও মানুষ পান করে থাকে যারা ঐ পানির বড়ই মুখাপেক্ষী। মানুষ সেই পানি নিজেরা পান করে এবং তাদের ফসলের জমিতে তা সেচ করে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৮) আর এক স্থানে বলেন ঃ

فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ

আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন! (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫০) বলা হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا আমি এটা (এই পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। অর্থাৎ আমি এক ভূমিতে পানি বর্ষণ করি এবং অন্য ভূমিতে বর্ষণ করিনা। মেঘমালা এক ভূমি অতিক্রম করে অন্য ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং যে ভূমিকে অতিক্রম করে যায় ওর উপর এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষণ করেনা। এর মধ্যে পূর্ণ কৌশল ও নিপুণতা রয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, এক বছর অন্য বছর অপেক্ষা বেশী বৃষ্টি বর্ষিত হয়না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা যেভাবে চান বিতরণ করে থাকেন। অতঃপর তাঁরা পাঠ করেন ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا আমি ওটা (ঐ পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। (তাবারী ১৯/২৮০) অর্থাৎ তারা যেন স্মরণ করে যে, যে আল্লাহ মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম সেই আল্লাহ মৃতকে ও গলিত

অস্থিকে পুনর্জীবন দান করতেও নিঃসন্দেহে সক্ষম। অথবা সে যেন স্মরণ করে যে, তার পাপের কারণে যদি আল্লাহ তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন তাহলে সে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এটা স্মরণ করে যেন সে পাপ কাজ হতে বিরত থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃজ্ঞতাই প্রকাশ করে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বলে ঃ অমুক অমুক নক্ষত্রের আকর্ষণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। (তাবারী ১৯/২৪০) যেমন একদা রাত্রিকালে বৃষ্টিপাত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমাদের রাব্ব যা বলেছেন তা তোমরা জান কি? সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে কারও কারও আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী রূপে সকাল হয়েছে এবং কারও কারও আমাকে অস্বীকারকারী রূপে সকাল হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে ঃ 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলে ঃ 'অমুক অমুক তারকার কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং তারকার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। (মুসলিম ১/৮৩)

৫১। আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদের জন্য একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম।	٥١. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا
৫২। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করনা এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও।	٥٢. فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

٥٣. وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا	**৫৩। তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।**
٥٤. وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا	**৫৪। এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার রাব্ব সর্ব শক্তিমান।**

রাসূলের (সাঃ) দা'ওয়াতের বিশ্ববরণ্যতা, তাঁর দা'ওয়াতের সহযোগিতা করা এবং মানব জাতির প্রতি আল্লাহর রাহমাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন ভয়-প্রদর্শক প্রেরণ করতে পারতাম যে জনগণকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর দিকে আহ্বান করত। কিন্তু হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সারা যমীনবাসীর নিকট প্রেরণের মাধ্যমে বিশিষ্ট করেছি এবং তোমাকে আমি আদেশ করেছি যে, তুমি তাদের কাছে এই কুরআনের বাণী পৌঁছে দিবে। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হয়েছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা যেন সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭) আরও বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লাল এবং কালোর নিকট প্রেরিত হয়েছি। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অন্য নাবীকে তাঁর কাওমের নিকট বিশিষ্টভাবে প্রেরণ করা হত, কিন্তু আমি সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের নিকট নাবী রূপে প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ১/৬৩৪, মুসলিম ১/৩৭০) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করনা এবং তুমি এর সাহায্যে অর্থাৎ কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ

হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর। অর্থাৎ তিনি পানিকে দুই প্রকারের করে দিয়েছেন। একটি মিষ্ট ও অপরটি লবণাক্ত। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ নদী, প্রস্রবণ ও কূপের পানি সাধারণতঃ মিষ্টি, স্বচ্ছ এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। আর পৃথিবীতে এমন কোন সমুদ্র নেই যার পানি স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার এই নি'আমাতের জন্য তাঁর বান্দাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। এর ফলে বান্দাদের জন্য অপরিহার্য হল তাদের প্রতি তাদের মালিকের দয়া ও অনুকম্পা অনুধাবন করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মানুষের বসবাসের এলাকায় মিঠা পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রেখেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা বিভিন্ন এলাকায় বন্টন করে দিয়েছেন। ঐ পানি দ্বারা আল্লাহর বান্দারা তাদের নিজেদের চাহিদা পূরণ করছে এবং গবাদী পশু ও জমির সেচ কাজেও তারা তা ব্যবহার করছে। কোন কোন সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে। প্রতি মাসের প্রাথমিক দিনগুলিতে তাতে বর্ধন ও প্রবাহ থাকে। অতঃপর চন্দ্রের হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ওটাও হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত ওটা স্বীয় অবস্থায় এসে পড়ে। তারপর আবার চন্দ্র বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ওটাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চাঁদের সাথে বাড়তেই থাকে। তারপর আবার কমতে শুরু করে। এই সমুদয় সমুদ্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তিনি পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। লবণাক্ত ও গরম পানি সাধারণভাবে পান করার কাজে ব্যবহৃত হয়না বটে, কিন্তু ঐ পানি বায়ুকে নির্মল করে যার ফলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়না। তাতে যে জন্তু মরে যায় ওর দুর্গন্ধে মানুষ কষ্ট পায়না। লবণাক্ত পানির কারণে ওর বাতাস স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় এবং ওর স্বাদ পবিত্র ও উত্তম হয়। এ জন্যই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আমরা সমুদ্রের পানিতে অযূ করতে পারি কি? তখন তিনি উত্তর দেন ঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং ওর মৃত প্রাণী হালাল। (মুআত্তা ১/২২, মুসনাদ শাফিয়ী ১/২৩, আহমাদ ২/৩৬১, আবূ দাঊদ ১/৬৪, তিরমিযী ১/২২৪, নাসাঈ ১/৫০, ইব্ন মাজাহ ১/১৩৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ তিনি উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় অসীম ক্ষমতা বলে মিষ্টি ও লবণাক্ত পানিকে পৃথক পৃথক রেখেছেন। না লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির সাথে মিশ্রিত হতে পারে, আর না মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিলিত হতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারেনা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ১৯-২১) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

বলতো, কে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তাকে স্থির রাখার জন্য স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানেনা। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬১) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে দুর্বল শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করে নর ও নারী বানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে সে থাকে শিশু সন্তান। অতঃপর বিবাহের মাধ্যমে সে হয় কারও মেয়ের স্বামী বা জামাতা। এরপর তার নিজেরই হয় জামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। আল্লাহর কি মহিমা যে, এ সবই হচ্ছে সামান্য এক ফোটা স্খলিত পানীয় বিন্দু থেকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ **وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا** তোমার রাব্ব সর্বশক্তিমান।

৫৫। তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করে যা তাদের উপকার করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা; কাফিরতো স্বীয়	٥٥. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ

রবের বিরোধী।	ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا
৫৬। আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি।	٥٦. وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
৫৭। বল ঃ আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা, তবে যে ইচ্ছা করে সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।	٥٧. قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا
৫৮। তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।	٥٨. وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا
৫৯। তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওগুলির মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন; তিনিই রাহমান। তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।	٥٩. ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا

٦٠. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩	৬০। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ সাজদাহবনত হও 'রাহমান' এর প্রতি, তখন তারা বলে ঃ রাহমান আবার কে? তুমি কেহকে সাজদাহ করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজদাহ করব? এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। [সাজদাহ]

মূর্তি পূজকদের মূর্খতা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অজ্ঞতার খবর দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে বিনা দলীল প্রমাণে মূর্তি/প্রতিমাগুলোর পূজা করছে যারা তাদের উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারেনা। শুধু পূর্বপুরুষদের দেখাদেখি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মূর্তিগুলোর প্রতি তাদের প্রেম-প্রীতি নিজেদের অন্তরে জমিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে। তারা ঐ মূর্তিগুলোকে তাদের রক্ষাকারী বানিয়ে নিয়েছে, ওদের হিফাযাতের জন্য যুদ্ধ করছে এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীর বিরোধী হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا *কাফিরতো স্বীয় রবের বিরোধী।* অর্থাৎ আল্লাহর বিরুদ্ধে সে শাইতানের কার্যকলাপের সমর্থক। কিন্তু যারা আল্লাহর কথা বলে এবং আল্লাহর পথে চলে তারাই পরিনামে কামিয়াবী হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ

তারাতো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এসব ইলাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের বাহিনী রূপে উপস্থিত করা হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৪-

৭৫) আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে দেব-দেবীর উপাসনা করে তারা তাদের উপাসনাকারীদের কোনই সাহায্য করতে সক্ষম নয়। ঐ মূর্খ লোকেরা তাদের দেব-দেবীর সৈনিক হয়ে তাদের মিথ্যা মা'বূদদের পক্ষে তাদের রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিমদের বিজয় হবে, এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও।

মুজাহিদ (রহঃ) **وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে চলে তাদের অবাধ্যতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু শাইতানকে তাদের জন্য নিয়োজিত করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। যারা আল্লাহর আনুগত্যকারী তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিবে এবং যারা তাঁর অবাধ্য তাদেরকে তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবে। জনগণের মধ্যে তুমি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিবে ঃ

لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ

তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। (সূরা তাকভীর, ৮১ ঃ ২৮) আমি শুধু এটাই চাই যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসতে চায় তার সামনে সঠিক রাস্তা প্রকাশ করে দিব।

আল্লাহর প্রতি রাসূলকে (সাঃ) পূর্ণ আস্থা রাখার নির্দেশ এবং তাঁর কতিপয় গুণাগুণ

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আরও বলছেন ঃ **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ** হে নাবী! তুমি প্রতিটি কাজে ঐ আল্লাহর উপর নির্ভর করবে যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই।

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

যিনি আদি ও অন্ত, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৩) যিনি চিরঞ্জীব ও চির বিরাজমান এবং যিনি প্রত্যেক জিনিসেরই মালিক ও রাব্ব, তাঁকেই তুমি তোমার প্রকৃত আশ্রয়স্থল মনে করবে। তাঁর সত্তা এমনই যে, তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত এবং ভীতি-বিহ্বলতার সময় তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়া কর্তব্য। সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। মানুষের উচিত তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِه তুমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তিনি বলতেন ঃ

سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। (ফাতহুল বারী ২/৩২৮) মহান আল্লাহর এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছে ঃ অকৃত্রিম ইবাদাত করবে শুধু আল্লাহরই এবং শুধু তাঁর সত্তার উপরই ভরসা করবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রাব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلۡ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيۡهِ تَوَكَّلۡنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মুলক, ৬৭ ঃ ২৯) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। অর্থাৎ বান্দাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাঁর সামনে প্রকাশমান। অণু পরিমাণ কাজও তাঁর কাছে গোপন নয়।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ *তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই*। অর্থাৎ তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁর বিনাশ নেই। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি। তিনিই সব কিছুর আহারদাতা। তিনি স্বীয় ক্ষমতা বলে আসমান ও যমীনকে বিরাট উঁচু ও প্রশস্ত করে মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। কার্যাবলীর তাদবীর ও ফলাফল তাঁরই পক্ষ হতে এবং তাঁরই হুকুম ও তাদবীরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাঁর ফাইসালা সত্য, সঠিক ও উত্তমই হয়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ অবগতি একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই ছিল যিনি ছিলেন দুনিয়া ও আখিরাতে সাধারণভাবে সমস্ত আদম সন্তানের নেতা। একটি কথাও তিনি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলেননি। বরং তিনি যা কিছু বলতেন তা আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়েই বলতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যে গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলির সবই সত্য। তিনি যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সবই সঠিক। প্রকৃত ও সত্য ইমাম তিনিই। সমস্ত বিবাদের মীমাংসা তাঁরই নির্দেশক্রমে করা হবে। যে তাঁর কথা বলে সে সত্যবাদী। আর যে তাঁর বিপরীত কথা বলে সে মিথ্যাবাদী এবং তার কথা প্রত্যাখ্যাত হবে, তা সে যে কেহই হোক না কেন। আল্লাহর ফরমান অবশ্যই পালনীয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করনা কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১০) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗا

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) অর্থাৎ তিনি সত্য বলেছেন এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ ন্যায়ানুগ ও সঠিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا** *তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।*

মূর্তি পূজকদের আচরণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন

মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সাজদাহ করত। তাদেরকে যখন 'রাহমান'কে সাজদাহ করার কথা বলা হত তখন তারা বলত ঃ আমরা রাহমানকে চিনিনা। আল্লাহর নাম যে 'রাহমান' এটা তারা অস্বীকার করত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধি চুক্তির লেখককে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে বলেন তখন মুশরিকরা বলে ওঠে ঃ "আমরা রাহমানকে চিনিনা এবং রাহীমকেও না। বরং আমাদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখুন। (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম ১৭৮৪) তাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামইতো তাঁর! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১০) অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ এবং তিনিই রাহমান।

যখন **اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ** *তোমরা রাহমানের প্রতি সাজদাহবনত হও।* এ আয়াত নাযিল হয় তখন কাফিরেরা বলত ঃ **وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا**

রাহমান আবার কে? তুমি কেহকেও সাজদাহ করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজদাহ করব? وَزَادَهُمْ نُفُورًا মোট কথা, এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মু'মিনরা আল্লাহর ইবাদাত করে যিনি রাহমান এবং রাহীম। তাঁরা তাঁকেই ইবাদাতের যোগ্য মনে করে এবং তাঁর উদ্দেশেই সাজদাহ করে।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সূরা ফুরকানের এই আয়াতটির পাঠক ও শ্রোতার উপর সাজদাহ ওয়াজিব হওয়া শারীয়াতের বিধান। এসব ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৬১। কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ!	٦١. تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا
৬২। এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে।	٦٢. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

আল্লাহর অসীম শক্তি ও ক্ষমতার বিবরণ

মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, ব্যাপক ক্ষমতা এবং উচ্চ মর্যাদার কথা বলছেন যে, তিনি আকাশে গ্রহচক্র বানিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য বড় বড় তারকাও হতে পারে, আবার পাহারা দেয়ার বুরুজও হতে পারে। (তাবারী ১৯/২৮৯, বাগাবী ৩/৩৭৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা। (সূরা মুলক, ৬৭ ঃ ৫)

تبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا *কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ।* **سِرَاجٌ** দ্বারা সূর্যকে বুঝানো হয়েছে যা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে থাকে। এটা প্রদীপের মত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১৩) এর দ্বারা সূর্যকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقَمَرًا مُّنِيرًا আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্যোতির্ময় চন্দ্র। অর্থাৎ উজ্জ্বল ও আলোকময় করেছি যা সূর্যের আলোর মত নয়। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

أَلَمْ تَرَوْا۟ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاقًا. وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا

তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে? এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ১৫-১৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً *তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে।* মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) **خِلْفَةً**

শব্দের অর্থ করেছেন ভিন্নতা। কারণ রাতের রয়েছে অন্ধকারত্ব এবং দিনের রয়েছে উজ্জ্বলতা। (তাবারী ১৯/২৯০, ২৯১) দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন চক্রাকারে পরিবর্তন হতেই চলেছে। একটির পর অপরটির আবর্তন চলে আসছে। এটা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর ব্যবস্থাপনা যে, দিবস ও রজনী একের পরে এক আসছে ও যাচ্ছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৩) তিনি আরও বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০)

لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا *যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য।* তাঁর আদেশে ও দু'টির একটি অপরটিকে অনুসরণ করছে যাতে তাঁর মু'মিন বান্দারা ইবাদাতের জন্য সময় নির্ণয় করতে পারে। যদি কোন বান্দা/বান্দী রাতের সালাত আদায় করতে ভুলে যায় তাহলে দিনের বেলা তা আদায় করে নিতে পারে। তদ্রূপ দিনের কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে না পারলে রাতের মধ্যে তা আদায় করে নিতে পারে।

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাতে স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করেন যাতে দিনের পাপীরা তাওবাহ করতে পারে এবং দিনে তিনি স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করেন যাতে রাতের পাপীরা তাওবাহ করার সুযোগ পায়। (মুসলিম ৪/২১১৩)

৬৩। 'রাহমান' এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ	٦٣. وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَـٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا	লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে ঃ সালাম।
٦٤. وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَـٰمًا	৬৪। এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশে সাজদাহবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে।
٦٥. وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا	৬৫। এবং তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।
٦٦. إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا	৬৬। নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট!
٦٧. وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا	৬৭। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা এবং কার্পন্যও করেনা; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।

আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দার মর্যাদা

এখানে আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে বিনয় ও নম্রতার সাথে চলাফিরা করে। তারা গর্ব-অহংকার, ঝগড়া-ফাসাদ এবং যুল্‌ম-অত্যাচার করেনা। যেমন লুকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا

এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করনা। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৮) কৃত্রিমভাবে কোমর বাকিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে রুগ্ন ব্যক্তির মত পায়ে পায়ে চলা এখানে উদ্দেশ্য কখনই নয়। এটাতো রিয়াকারদের কাজ। তারা লোকদেরকে দেখানোর জন্য এবং দুনিয়ার দৃষ্টি তাদের দিকে ঘুরিয়ে নেয়ার উদ্দেশেই এরূপ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি এমনভাবে চলতেন যে, মনে হত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হতে নীচে নামছেন এবং যেন যমীনকে তাঁর জন্য জড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। এখানে উদ্দেশ্য হল শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে ভদ্রভাবে চলা, দুর্বলতা ও অসুস্থতার ঢঙ্গে নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা সালাতের জন্য এসো তখন দৌড়ে এসোনা, বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে এসো। জামা‘আতের সাথে যা পাবে তা আদায় করে নাও এবং যা ছুটে যাবে তা (পরে) পুরা করে নাও। (ফাতহুল বারী ২/৪৫৩)

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৎ বান্দাদের গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মূর্খ লোকেরা যখন তাদের সাথে মূর্খতাপূর্ণ কথা বলে তখন তারা এই মূর্খদের সাথে তদ্রূপ আচরণ করেনা। বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। মন্দ কথার প্রতিউত্তরে তারা কখনও মুখে মন্দ কথা উচ্চারণ করেনা। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস এই ছিল যে, কোন লোক যতই তাঁকে কড়া কথা বলত ততই তিনি তাকে নরম কথা বলতেন। কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতে এই গুণেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ

তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৫) তাদের রাত্রি যেভাবে অতিবাহিত হয় তার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশে সাজদাহবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। তারা বিছানা হতে পৃথক হয়ে যায়। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে।

كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ১৭-১৮)

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ

তারা শয্যা ত্যাগ করে ...। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৬)

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ

যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৯) তারা আল্লাহর রাহমাতের আশা রাখে। তাই তারা তাঁর ইবাদাতে রাত্রি কাটিয়ে দেয়। তারা বলে ঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

হে আমাদের রাব্ব! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন! ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।

হাসান (রহঃ) বলেন ঃ যে জিনিস আসে ও চলে যায় তা غَرَامٌ নয়। غَرَامٌ হল ওটাই যা আসার পরে আর চলে যায়না বা সরে যায়না। আদম সন্তান দৈনন্দিন যে শাস্তির সম্মুখীন হয় তাতো ক্ষণিকের জন্য, ওটা দীর্ঘস্থায়ী হয়না, কিছুক্ষণ কিংবা কিছু দিন পর ওর ফলাফল শেষ হয়ে যায়। স্থায়ী শাস্তি হল তা যার কোন বিরাম নেই, যে শাস্তিকে পৃথক করা যায়না এবং যা আকাশ ও পৃথিবী স্থায়ী থাকা পর্যন্ত চলতে থাকবে। (তাবারী ১৯/২৯৭) সুলাইমান আত তাইমীও (রহঃ) অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। (আবদুর রাযযাক ৩/৭২) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا তাদের জন্য কতইনা নিকৃষ্ট ঐ জায়গা যারা ওখানে বসবাস করবে কিংবা জীবনের সমস্ত সময় যাদের ওখানে কাটাতে হবে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, তারা তাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করার ব্যাপারেও

কার্পণ্য করেনা, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। নিম্নের আয়াতে আল্লাহ এ হুকুমই দিয়েছেন ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ

তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৯)

৬৮। এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে।	٦٨. وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
৬৯। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।	٦٩. يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا
৭০। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন উত্তম আমলের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٧٠. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

٧١. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا	৭১। যে ব্যক্তি তাওবাহ করে ও সৎ কাজ করে সে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।

আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ শির্ক, হত্যা এবং ব্যভিচার করা থেকে মুক্ত

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করে ঃ তারপর কোনটি? জবাবে তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে খাদ্য খাবে। পুনরায় লোকটি প্রশ্ন করে ঃ তারপর কোন পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি উত্তর দেন ঃ ঐ পাপটি এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ... الخ এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিকে সত্যায়িত করা হয়েছে। (আহমাদ ১/৩৮০, নাসাঈ ৬/৪২০, ফাতহুল বারী ১২/১১৬, মুসলিম ১/৯০, ৯১)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, তিনি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ মুশরিকদের কতক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে যারা বহু হত্যাকার্য ও ব্যভিচার করেছিল। তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যা কিছু বলছেন এবং যে দিকে আহ্বান করছেন তার সবই উত্তম ও সত্য। কিন্তু আমরা যেসব পাপকার্য করেছি সেগুলোর ক্ষমা আছে কি? ঐ সময় وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ... الخ এ আয়াতটি এবং নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) (তাবারী ১৯/৪১৪) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا *যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে।* আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, *'আছামা'* (**أَثَامًا**) হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা। (তাবারী ১৯/৩০৮) ইকরিমাহও (রহঃ) বলেন যে, **أَثَامًا** হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা, ওখানে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৯/৩০৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, **أَثَامًا** হল শাস্তি যা আয়াতের অর্থ থেকে বোধগম্য হচ্ছে। পরবর্তী আয়াত থেকে এর বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ঃ

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে।* অর্থাৎ বিরামহীন শাস্তি দেয়া হবে এবং শাস্তির কঠোরতাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে। **وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا** আর সেখানে তাকে ঘৃণিত ও ধিক্কৃত অবস্থায় রাখা হবে। এই কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا তারা নয় যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন উত্তম আমল দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হত্যাকারীর তাওবাহও গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে নিম্নের আয়াতের মধ্যেও সাংঘর্ষিকতা নেই। সূরা নিসার আয়াতটি উপরের ব্যাখ্যার বিপরীত নয়, যদিও এটা মাদানী আয়াত।

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু'মিনকে হত্যা করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৩) কেননা এটা সাধারণ কথা। অতএব সূরা নিসার আয়াতটির এ হুকুম প্রযোজ্য হবে ঐ হত্যাকারীদের উপর যারা তাদের এ কাজ হতে তাওবাহ করেনি। আর এখানকার এ আয়াতটি প্রযোজ্য ঐ হত্যাকারীদের উপর যারা তাওবাহ করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ক্ষমা না করার কথা ঘোষণা করেন।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৮) আর সহীহ হাদীস দ্বারাও হত্যাকারীর তাওবাহ কবূল হওয়া প্রমাণিত। যেমন ঐ লোকটির ঘটনা যে একশ’ জন লোককে হত্যা করেছিল এবং তারপর তাওবাহ করেছিল এবং আল্লাহ তা‘আলা তার তাওবাহ কবূল করেছিলেন। (বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ৭০০৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন সৎ আমলের দ্বারা।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম হতে বের হবে এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে আমি চিনি। সে হবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা‘আলার সামনে আনা হবে। আল্লাহ তা‘আলা (মালাইকা/ ফেরেশতাদেরকে) নির্দেশ দিবেন ঃ তার বড় বড় পাপগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট ছোট পাপগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ কর। সুতরাং তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ অমুক দিন কি তুমি অমুক কাজ করেছিলে? অমুক অমুক পাপ তুমি করেছিলে কি? সে একটিও অস্বীকার করতে পারবেনা, বরং সবটাই স্বীকার করে নিবে। শেষে আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন ঃ তোমার প্রতিটি পাপের পরিবর্তে তোমাকে সাওয়াব দান করা হল। তখন সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আরও কতকগুলো কাজ করেছিলাম যেগুলো এখানে দেখছিনা? আবূ যার (রাঃ) বলেন যে, এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর দাঁতের মাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। (আহমাদ ৫/১৭০, মুসলিম ১/১৭৭)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ যাবীর (রহঃ) মাকহুলকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন যে, একজন অতি বৃদ্ধ লোক, যার ভ্রুগুলি চোখের উপর এসে গিয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে আরয করে ঃ আমি এমন একটি লোক যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা, কোন পাপ এবং কোন দুষ্কার্য করতে বাকী রাখিনি। আমার পাপরাশি এত বেড়ে গেছে যে, যদি সেগুলো সমস্ত মানুষের উপর বন্টন করে দেয়া হয় তাহলে সবাই আল্লাহর গযবে পতিত হবে। এমতাবস্থায় আমার পাপরাশির ক্ষমার কোন উপায়

আছে কি? এখনো আমার তাওবাহ কবূল হতে পারে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উত্তরে বললেন ঃ তুমি মুসলিম হয়েছ কি? লোকটি জবাবে বলল ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি যা কিছু করেছিলে আল্লাহ সবই ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমার পাপগুলো সৎ আমলে পরিবর্তন করে দিবেন। সে তখন বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বিশ্বাসঘাতকতা ও দুষ্কর্মগুলোও (তিনি সৎ আমলে পরিবর্তন করে দিবেন)? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ও দুষ্কর্মগুলোও (আল্লাহ তা'আলা সৎ আমলে পরিবর্তন করে দিবেন)। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ছোট-বড় সব পাপই কি ক্ষমা হয়ে যাবে? তিনি জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ, সবই ক্ষমা হয়ে যাবে। সে তখন আনন্দের সাথে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে করতে চলে গেল। (দুররুল মানসুর ৬/২৮১) এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আনাস (রাঃ) হতে আবূ ইয়ালা (রহঃ), বাযযার (রহঃ) এবং তাবারানীও (রহঃ) সংক্ষিপ্তাকারে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّه مَتَابًا এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া, স্নেহ, অনুগ্রহ ও করুণার খবর দিতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি নিজের দুষ্কার্যের কারণে লজ্জিত হয়ে তাওবাহ করে, আল্লাহ তার তাওবাহ কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৪) আর এক আয়াতে আছে ঃ

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ

বল ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) অর্থাৎ যারা পাপ করার পর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে তারা যেন তাঁর করুণা হতে নিরাশ না হয়।

৭২। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে –	٧٢. وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا
৭৩। এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করেনা -	٧٣. وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا۟ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا
৭৪। আর যারা প্রার্থনা করে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন।	٧٤. وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ প্রাপ্ত

আল্লাহর সৎ বান্দাদের আরও গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না, মূর্তি পূজা হতে তারা বেঁচে থাকে। তারা মিথ্যা কথা বলেনা, পাপাচারে লিপ্ত হয়না, কুফরী করেনা, অসার বাক্য ও ক্রিয়া-কলাপ হতে দূরে থাকে, গান-বাজনা শোনেনা এবং মুশরিকদের আনন্দ-উৎসবে যোগদান করেনা। তারা মদ পান করেনা।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের খবর দিবনা? এ কথা তিনি তিনবার বলেন। সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ (খবর দিন)। তখন তিনি বললেন ঃ তা হল আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তখন পর্যন্ত তিনি বালিশে হেলান দিয়েছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন ঃ আর মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। এ কথা তিনি বারবার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ মনে মনে বলেন যে, তিনি যদি নীরব হতেন! (ফাতহুল বারী ৫/৩০৯, মুসলিম ১/৯১) কুরআনুল হাকীমের শব্দ দ্বারা এ অর্থই বেশী প্রকাশমান যে, তারা মিথ্যার ধারে কাছেও যায়না। এ জন্যই পরে বর্ণিত হয়েছে যে, **وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا** ঘটনাক্রমে তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তারা তা পরিহার করে চলে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا *স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করেনা।* মু'মিন ব্যক্তিদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের

সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২)

অন্যদিকে কাফিরদের এরূপ হয়না। তাদের অবস্থা হল এই যে, যখন তারা আল্লাহর কোন বাণী শোনে তাতে তাদের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়না এবং তাদের ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসার কোন চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়না। তারা তাদের কুফরী বিশ্বাস ও আচরণ এবং জাহিলিয়াতের ভাবধারা ও কুপথ অবলম্বনের উপর স্থায়ী থাকে। কুরআনের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়না।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। কিন্তু যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪-১২৫) সুতরাং তারা তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকেনা, কুফরী পরিত্যাগ করেনা এবং ঔদ্ধত্যপনা, হঠকারিতা এবং অজ্ঞতা হতে বিরত হয়না। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাদের ব্যাধি আরও বেড়ে যায়। অতএব, কাফিরেরা আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে বধির ও অন্ধ হয়।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ মু'মিনদের অভ্যাস এর বিপরীত। তারা হক হতে বধিরও নয় এবং অন্ধও নয়। তারা শুনে ও বুঝে। আর এর দ্বারা তারা উপকার লাভ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধিত করে। তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাদের ঔরষজাত সন্তানদেরকে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার, তাঁর ইবাদাত করার তাওফীক দান করার এবং যারা তাঁর সাথে শরীক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল তারা আল্লাহর পথে ধাবিত হবে এবং এর প্রতিদানে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা সুখে-শান্তিতে থাকবে। (তাবারী ১৯/৩১৮)

যুবাইর ইব্‌ন নুফাইর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা একদা মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদের (রাঃ) নিকট বসেছিলাম, এমন সময় একটি লোক তাঁর পাশ দিয়ে গমন করে। সে বলে ঃ তার ঐ দু' চক্ষুর জন্য মুবারকবাদ যে চক্ষুদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দর্শন করেছে! আপনি যেমন তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর সঙ্গ লাভ করেছেন তেমনই যদি আমরাও তাঁকে দেখতাম ও তাঁর সাহচর্য লাভ করতাম তাহলে আমাদের জীবনকে আমরা ধন্য মনে করতাম! তার এ কথা শুনে মিকদাদ (রাঃ) অসন্তুষ্ট হলেন। আমি বিস্মিত হলাম যে, লোকটিতো মন্দ কথা বলেনি, অথচ তিনি অসন্তুষ্ট হলেন কেন! মিকদাদ (রাঃ) তার দিকে ফিরে বললেন ঃ জনগণের কি হয়েছে যে, তারা এমন কিছুর আকাংখা করে যা তাদের শক্তির বাইরে এবং যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করেননি? তারা ঐ সময় থাকলে তাদের অবস্থা কি হত তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেতো ঐসব লোকও ছিল যারা না তাঁকে বিশ্বাস করেছে এবং না তাঁর আনুগত্য করেছে। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তোমরা কি আল্লাহর এ অনুগ্রহ স্বীকার করনা যে, তিনি ইসলাম ও মুসলিম ঘরে ঐ মায়ের গর্ভে তোমাদের জন্ম দিয়েছেন যিনি আল্লাহকে রাব্ব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দান করেছেন এবং ঐসব বিপদ-আপদ থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছে যেগুলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর পতিত হয়েছিল? আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন যুগে প্রেরণ করেন যখন দুনিয়ার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। ঐ সময় দুনিয়াবাসীদের নিকট মূর্তিপূজা অপেক্ষা উত্তম ধর্ম আর কিছুই ছিলনা। জাহিলিয়াতের দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফুরকান নিয়ে এলেন যা হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করল এবং এর ফলে পিতা ও পুত্র পৃথক হয়ে গেল। মুসলিমরা তাদের পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে কুফরীর উপর দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তারা সব জাহান্নামী। এর ফলে তাদের মনে তাদের ভালবাসার জনের প্রতি দরদের কারণে তারা থাকত উদ্বেগাকুল। কারণ তারাতো জাহান্নামী। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই জানিয়েছেন। এ জন্যই তাদের প্রার্থনা ছিল ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর হয়। (আহমাদ ৬/২) এই প্রার্থনার শেষে রয়েছে ঃ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন। আমরা যেন তাদেরকে সৎ কাজের শিক্ষা দিতে পারি। তারা যেন ভাল কাজে আমাদের অনুসারী হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন ঃ সত্য পথ প্রদর্শন করুন যারা অন্যদেরকেও সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। তারা চান যে, তাদের ইবাদাতের অনুসরণ করে যেন তাদের পরবর্তী সন্তানরা শিক্ষা লাভ করে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের বংশ পরম্পরায় সন্তানরা এ থেকে উপকার লাভ করে এবং অন্যান্যরাও উপকৃত হয়। ইহাই তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং সফল পরিসমাপ্তি। যেমন সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল বাকী থাকে। প্রথম হল সুসন্তান, যে তার জন্য প্রার্থনা করে; দ্বিতীয় হল সেই ইল্‌ম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরে জনগণ উপকৃত হয় এবং তৃতীয় হল সাদাকায়ে জারিয়া। (মুসলিম ৩/১২৫৫)

৭৫। তাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।	٧٥. أُوْلَـٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰمًا
৭৬। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, কত উত্তম সেখানে অবস্থান ও আবাস স্থল!	٧٦. خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
৭৭। বল ঃ তোমরা আমার রাব্বকে না ডাকলে তাঁর কিছুই আসে যায়না। তোমরা অস্বীকার করেছ, ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।	٧٧. قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ

فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.	

অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাদের জন্য প্রতিদান এবং মাক্কাবাসীদের প্রতি হুশিয়ারী

أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا মু'মিনদের পবিত্র গুণাবলী, তাদের ভাল কথা ও কাজের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা জান্নাত লাভ করবে যা উচ্চতম স্থান। আবূ জাফর আল বাকির (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইহার উন্নত মানের জন্য এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। কারণ এই যে, তারা উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত ছিল। তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। তাই সেখানে তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে।

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَمًا তাদের জন্য রয়েছে সেখানে শান্তি আর শান্তি! জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের খিদমাতে হাযির হবে এবং সালাম জানিয়ে বলবে ঃ তোমাদের পরিণাম ভাল হয়েছে, কেননা তোমরা ধৈর্যশীল ছিলে।

خَالِدِينَ فِيهَا তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। তারা সেখান হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করবেনা এবং তাদের বের করেও দেয়া হবেনা। সেখানকার নি'আমাত কম হবেনা এবং শান্তি ও আরামের সমাপ্তি হবেনা। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ

পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুতঃ তারা থাকবে জান্নাতে (এবং) তাতে তারা অনন্ত কাল থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮) حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا তারা হবে বড়ই ভাগ্যবান। তাদের উঠা, বসা এবং বিশ্রামের জায়গা খুবই মনোরম। দেখতেও সুন্দর এবং বাসের পক্ষেও আরামদায়ক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي হে নাবী! তুমি এসব কাফিরকে বলে দাও ঃ তোমরা আমার রাব্বকে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায়না। فَقَدْ كَذَّبْتُمْ তোমরা

অস্বীকার করছ। এখন হে কাফিরের দল! তোমরা মনে করনা যে, তোমাদের মুআ'মালা শেষ হয়ে গেল। **فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا** জেনে রেখ যে, তোমাদের উপর অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর শাস্তি তোমাদেরকে ঘিরে রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ইহা হল বদরের দিন। (তাবারী ১৯/৩২৪, আবদুর রাযযাক ৩/৭২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا *ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি*। হাসান বাসরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, ইহা হল কিয়ামাতের ঘটনা। (দুররুল মানসুর ৬/২৮৭) যা হোক, এ দু'এর বিশ্লেষণের ব্যাপারে মূলগত কোন পার্থক্য নেই।

সূরা ফুরকান এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৬ ঃ শু'আরা, মাক্কী ٢٦ – سورة الشعراء، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২২৭, রুকূ ১১) (اَيَاتها : ٢٢٧، رُكُوْعَاتُهَا : ١١)

মালিকের (রহঃ) রিওয়ায়াতকৃত তাফসীরে এই সূরার নাম দেয়া হয়েছে 'সূরা জামিআহ'।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। তা' সীন মীম।	١. طسٓمٓ
২। এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	٢. تِلۡكَ ءَايَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡمُبِينِ
৩। তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বে।	٣. لَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ
৪। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি।	٤. إِن نَّشَأۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتۡ أَعۡنَـٰقُهُمۡ لَهَا خَـٰضِعِينَ
৫। যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٥. وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٍ مِّنَ ٱلرَّحۡمَـٰنِ مُحۡدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهُ مُعۡرِضِينَ

৬। তারাতো মিথ্যা জেনেছে, সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে।	٦. فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৭। তারা কি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেনা? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট জিনিস উদগত করেছি।	٧. أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
৮। নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	٨. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
৯। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٩. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

কুরআন থেকে যে অবিশ্বাসীরা পালিয়ে বেড়ায়, আল্লাহ চাইলে তারাও ঈমান আনতে বাধ্য হত

হুরূফে মুকাত্তাআতের আলোচনা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ এগুলি হল সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত যা খুবই স্পষ্ট, সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দের মধ্যে ফাইসালা ও পার্থক্যকারী। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ তারা ঈমান আনছেনা বলে তুমি দুঃখ করনা এবং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলনা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا

তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং অন্যান্যরা **لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ** এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ এখন তুমি নিজেই নিজকে হত্যা কর। (তাবারী ১৯/৩৩০, দুররুল মানসুর ৬/৩৬০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করার ইচ্ছা করলে আমি এমন জিনিস আকাশ হতে অবতীর্ণ করতাম যে, তা দেখে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হত। কিন্তু আমিতো তাদের ঈমান আনা বা না আনা তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছি। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। তাহলে তুমি কি মানুষের উপর যবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনেই? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮) দীন ও মাযহাবের এই বিভিন্নতাও আল্লাহ তা‘আলারই নির্ধারণকৃত এবং এটা তাঁর নিপুণতা প্রকাশকারী। তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করেছেন, অতঃপর তিনি মানুষকে ঈমান আনা বা না আনার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এখন যে পথে ইচ্ছা সে চলতে থাকুক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা দয়াময় হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) তিনি আরও বলেন ঃ

يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ

পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ثُمَّ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَتۡرَاۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই কোন জাতির নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৪) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون তারাতো অস্বীকার করেছে; সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে। যালিমরা অতিসত্বরই জানতে পারবে যে, তাদেরকে কোন পথে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২২৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের শান-শওকত, ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ যাঁর কথা এবং যাঁর দূতকে তোমরা অবিশ্বাস করছ তিনি এত বড় ক্ষমতাবান ও চির বিরাজমান যে, তিনি একাই সারা যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রাণী ও নিস্প্রাণ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। ক্ষেত, ফল-মূল, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি সবই তাঁর সৃষ্ট।

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, শা’বী (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যমীনের উৎপন্নদ্রব্য স্বরূপ। তাদের মধ্যে যারা জান্নাতী তারা বিনয়ী ও ভদ্র এবং যারা জাহান্নামী তারা ইতর ও ছোটলোক। (দুররুল মানসুর ৬/২৮৯)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً এতে সৃষ্টিকর্তার বিরাট ক্ষমতার বহু নিদর্শনাবলী রয়েছে যে, তিনি বিস্তৃত যমীন ও উঁচু আসমান সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা। বরং উল্টা তারা নাবীদেরকে অস্বীকার করে। আল্লাহর কিতাবসমূহকে তারা স্বীকার করেনা, তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ করে থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ হে নাবী! তোমার রাব্ব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে তাঁর সৃষ্টজীব সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম। অপর দিকে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণাময় ও অনুগ্রহশীল। তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেননা, বরং শাস্তি দিতে তিনি বিলম্ব করেন, যাতে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। কিন্তু তবুও যদি তারা সৎ পথে ফিরে না আসে, তখন তিনি তাদেরকে অতি শক্তভাবে পাকড়াও করেন এবং তাদের থেকে পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আবুল আলিয়াহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করে তাদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর এবং তাঁকে রুখতে পারে এমন কেহ নেই। (তাবারী ৩/২৬০, ৫/৫১১) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ যারা তাওবাহ করে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসে তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়াবান।

১০। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট চলে যাও -	١٠. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
১১। ফির‘আউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করেনা?	١١. قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ

১২। তখন সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।	١٢. قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ
১৩। এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্বাতো সাবলীল নয়, সুতরাং হারূণের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান।	١٣. وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ
১৪। আমার বিরুদ্ধে তাদের এক অভিযোগ রয়েছে, আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।	١٤. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ
১৫। আল্লাহ বললেন ঃ না কখনই নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি শ্রবণকারী।	١٥. قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَـٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ
১৬। অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আউনের নিকট যাও এবং বল ঃ আমরা জগতসমূহের রবের রাসূল।	١٦. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১৭। আমাদের সাথে যেতে দাও বানী ইসরাঈলকে।	١٧. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
১৮। ফির'আউন বলল ঃ আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন পালন করিনি? এবং তুমিতো	١٨. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ।	
১৯। তুমিতো তোমার কাজ যা করার তা করেছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।	١٩. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ
২০। মূসা বলল ঃ আমিতো এটা করেছিলাম তখন যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম।	٢٠. قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ
২১। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম; অতঃপর আমার রাব্ব আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল করেছেন।	٢١. فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
২২। আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ তাতো এই যে, তুমি বানী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।	٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

মূসা (আঃ) এবং ফির‘আউনের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা এবং রাসূল মূসা কালীমুল্লাহকে (আঃ) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তূর পাহাড়ের ডান দিক হতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ডাক দেন, তাঁর সাথে কথা বলেন এবং তাঁকে নিজের রাসূল ও মনোনীত বান্দারূপে নির্বাচন করেন। তাঁকে তিনি ফির‘আউনের নিকট প্রেরণ করেন, যে ছিল চরম অত্যাচারী বাদশাহ। তার মধ্যে আল্লাহর ভয় মোটেই ছিলনা।

মূসা (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট স্বীয় দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেন এবং তা তাঁর পক্ষ থেকে দূর করে দেয়া হয়। যেমন সূরা তা-হা'য় তাঁর প্রার্থনায় বলা হয় ঃ

قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِى صَدۡرِى. وَيَسِّرۡ لِىٓ أَمۡرِى. وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةً مِّن لِّسَانِى. يَفۡقَهُواْ قَوۡلِى. وَٱجۡعَل لِّى وَزِيرًا مِّنۡ أَهۡلِى. هَـٰرُونَ أَخِى. ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِى. وَأَشۡرِكۡهُ فِىٓ أَمۡرِى. كَىۡ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا. وَنَذۡكُرَكَ كَثِيرًا. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. قَالَ قَدۡ أُوتِيتَ سُؤۡلَكَ يَـٰمُوسَىٰ

মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজকে সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে। আমার ভাই হারূণ, তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশী করুন। যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর। এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। আপনিতো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। তিনি বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২৫-৩৬) এখানে তিনি তাঁর ওযর বর্ণনা করে বলেন ঃ আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আমার জিহ্বায় জড়তা রয়েছে। সুতরাং (আমার বড় ভাই) হারূনকেও (আঃ) আমার সাথে নাবী বানিয়ে দিন। **وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ** আর আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন কিবতীকে বিনা দোষে মেরে ফেলেছিলাম। ঐ কারণে আমি মিসর ছেড়েছিলাম। তাই এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা হয়তো আমাকে হত্যা করে ফেলবে। জবাবে মহান আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার ভাইকে আমি তোমার সঙ্গী বানিয়ে দিলাম এবং তোমাদেরকে উজ্জ্বল দলীল প্রদান করলাম। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَلَا يَصِلُونَ إِلَيۡكُمَا ۚ بِـَٔايَـٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلۡغَـٰلِبُونَ

তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ

৩৫) সুতরাং তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা জয়যুক্ত হবে।

قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ তোমরা আমার নিদর্শনগুলি নিয়ে তার কাছে যাও এবং তাকে বুঝাতে থাক। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ

আমি তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৬) আমার হিফাযাত, সাহায্য-সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা তোমাদের সাথে রইলো। **فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ** অতএব তোমরা উভয়ে ফির‘আউনের কাছে গিয়ে বল, আমরা জগতসমূহের রবের রাসূল রূপে তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ

অবশ্যই আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৭) আল্লাহ তাদেরকে আরও বলতে বললেন ঃ

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ বানী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। তারা আল্লাহর মু’মিন বান্দা। তুমি তাদেরকে তোমার দাস বানিয়ে রেখেছ এবং তাদের অবস্থা করেছ অত্যন্ত শোচনীয়। তুমি তাদের মাধ্যমে লাঞ্ছনা ও অপমান জনক সেবার কাজ করিয়ে নিচ্ছ এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিচ্ছ। এখন তুমি তাদেরকে আযাদ করে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। মূসার (আঃ) এ পয়গাম ফির‘আউন অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞানে শুনল এবং তাঁকে ধমকের সুরে বলল ঃ

أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে প্রতিপালন করিনি? এবং তুমিতো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। আর তুমি আমাকে এর প্রতিদান এই দিয়েছ যে, আমাদের একটি লোককে হত্যা করেছ। তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ। তার এ কথার জবাবে মূসা (আঃ) তাকে বললেন ঃ

فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ আমিতো এটা করেছিলাম তখন যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম এবং ওটা ছিল আমার নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা। মূসা (আঃ) আরও বললেন ঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ঐ যুগ চলে গেছে, এখন অন্য যুগ এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে রাসূল করে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। এখন যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও তাহলে তুমি শান্তি লাভ করবে। আর যদি আমাকে অবিশ্বাস কর তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি যে ভুল করেছিলাম সেই কারণে তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমার প্রতি আল্লাহ এই অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং এখন পুরাতন কথার উল্লেখ না করে আমার দা‘ওয়াত কবূল করে নাও।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ জেনে রেখ যে, তুমি আমার একার প্রতি একটা অনুগ্রহ করেছিলে বটে, কিন্তু আমার কাওমের উপর তুমি যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করেছ। তাদেরকে তুমি অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। আমার সাথে তুমি যে সদাচরণ করেছ এবং আমার কাওমের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করেছ দু’টি কি সমান হবে?

২৩। ফির‘আউন বলল ঃ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি?	٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
২৪। মূসা বলল ঃ তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।	٢٤. قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ
২৫। ফির‘আউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল ঃ তোমরা শুনেছ তো!	٢٥. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
২৬। মূসা বলল ঃ তিনি তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও	٢٦. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ

রাব্ব।	ٱلْأَوَّلِينَ
২৭। ফির'আউন বলল ঃ তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি নিশ্চয়ই পাগল।	٢٧. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ
২৮। মূসা বলল ঃ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা বুঝতে।	٢٨. قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

ফির'আউন তার প্রজাবর্গকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল এবং তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, পূজনীয় ও রাব্ব শুধু সে'ই, সে ছাড়া আর কেহই নয়। ফলে তাদের সবারই বিশ্বাস এটাই ছিল। মূসা (আঃ) যখন বললেন যে, তিনি জগতসমূহের রবের রাসূল তখন সে বলল ঃ

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? তার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, সে ছাড়া কোন রাব্বই নেই। সুতরাং মূসা (আঃ) ভুল বলছেন। এর কারণ এই যে, সে তার লোকদেরকে বলত ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮)

فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ

এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৪) তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে অস্বীকার করত এবং ফির'আউন ছাড়া আর কেহ রাব্ব আছে এ কথা বিশ্বাস করতনা। মূসা (আঃ) যখন বললেন ঃ 'আমিই এই পৃথিবীর মালিকের (রবের) রাসূল' তখন ফির'আউন তাঁকে বলল ঃ আমি ছাড়া এই পৃথিবীর অন্য কেহ রাব্ব আছে বলে তুমি যে দাবী করছ সে কে? সালাফগণ এবং পরবর্তী

সময়ের ইমামগণ এ আয়াতের এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি হচ্ছে নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ. قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ

ফির'আউন বলল ঃ হে মূসা! কে তোমাদের রাব্ব? মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৯-৫০)

এখানে এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন কোন তর্কশাস্ত্রবিদ এখানে হোঁচট খেয়েছেন। তারা বলেছেন যে, ফির'আউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ তা'আলার মূল বা প্রকৃতি সম্পর্কে। কিন্তু এটা তাঁদের ভুল ধারণা। কেননা মূল সম্পর্কে সে তখনই প্রশ্ন করত যখন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হত। সেতো আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতনা। সে তার ঐ বিশ্বাসকেই প্রকাশ করত এবং প্রত্যেককে এই বিশ্বাস নামের গরল ঢোক পান করাত, যদিও ওর বিপরীত দলীল প্রমাণাদি তার সামনে খুলে গিয়েছিল। তাই সে যখন প্রশ্ন করল যে, রাব্বুল আলামীন কে? তখন মূসা (আঃ) উত্তর দেন যে, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا যিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, সবারই মালিক এবং যিনি সব কিছুর উপরই সক্ষম তিনিই রাব্বুল আলামীন। তিনি একাই পূজনীয়/ইবাদাতের যোগ্য, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। ঊর্ধ্বজগত আকাশ এবং ওর সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু আর নিম্নজগত পৃথিবী এবং ওর সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু সবারই তিনি সৃষ্টিকর্তা। এতদুভয়ের মধ্যস্থিত জিনিস যেমন সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, পশু-পাখি, ফুল-ফল, বাতাস ইত্যাদি সবই তাঁর সামনে নত এবং তাঁর ইবাদাতে লিপ্ত। তিনি বলেন ঃ

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ হে ফির'আউন! তোমার অন্তর যদি বিশ্বাসরূপ সম্পদ হতে শূন্য না হত এবং তোমার চক্ষু যদি উজ্জ্বল হত তাহলে তাঁর এসব গুণাগণ তাঁর সত্তাকে মানার পক্ষে যথেষ্ট হত। মূসার (আঃ) এ কথাগুলি শুনে ফির'আউন কোন উত্তর দিতে না পেরে কথাগুলিকে হাসি-তামাশা করে উড়িয়ে দেয়ার জন্য তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

أَلَا تَسْتَمِعُونَ দেখ, এ লোকটি আমাকে ছাড়া অন্যকে মা‘বূদ বলে বিশ্বাস করছে, এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! মূসা (আঃ) তার এ মনোভাবে হতবুদ্ধি হলেননা, বরং তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের আরও দলীল প্রমাণ বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের মালিক, সৃষ্টিকর্তা ও রাব্ব। তিনি ফির‘আউনের লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি ফির‘আউনকে রাব্ব বলে স্বীকার করে নাও তাহলে একটু চিন্তা করে দেখ যে, ফির‘আউনের পূর্বে জগতবাসীর রাব্ব কে ছিল? তার অস্তিত্বের পূর্বেও আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব ছিল, তাহলে এগুলির স্রষ্টা কে ছিল? সুতরাং আল্লাহই আমার রাব্ব, তিনিই সারা জগতের রাব্ব। আমি তাঁরই প্রেরিত রাসূল। ফির‘আউন মূসার (আঃ) কথাগুলির কোন সদুত্তর খুঁজে পেলনা। তাই সে উত্তর খুঁজে না পেয়ে তার লোকদেরকে বলল ঃ

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের এ রাসূলটি নিশ্চয়ই পাগল। তা না হলে আমাকে ছাড়া অন্যকে কেন সে রাব্ব বলে স্বীকার করবে? মূসা (আঃ) এর পরেও তাঁর দলীল বর্ণনার কাজ চালিয়ে গেলেন। তার বাজে কথায় কর্ণপাত না করে তিনি বললেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুরই রাব্ব। হে ফির‘আউনের লোকেরা! ফির‘আউন যদি তার নিজকে আল্লাহ দাবী করার ব্যাপারে সত্যবাদী হয় তাহলে এর বিপরীত দেখিয়ে দিক। আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে নক্ষত্রগুলি উদিত করেন, আর পশ্চিমে তারকারাজি অস্তমিত হয়। ফির‘আউন এগুলির রাব্ব হলে সে এর বিপরীত করে দেখিয়ে দিক। আল্লাহর খলীল ইবরাহীমও (আঃ) এ কথাই তাঁর সময়ের বাদশাহকে তর্কে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ

তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে ইবরাহীমের সাথে তার রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। ইবরাহীম বলেছিল ঃ আমার রাব্ব তিনিই যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। সে বলেছিল ঃ আমিই জীবন ও মৃত্যু দান করি। ইবরাহীম বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন করেন, কিন্তু তুমি ওকে পশ্চিম দিক হতে আনয়ন কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৮) অনুরূপভাবে মূসার (আঃ) মুখে ক্রমান্বয়ে এরূপ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল শুনে ফির'আউনের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। কিন্তু সে বুঝতে পারে যে, তার মত একটি লোক যদি মূসাকে (আঃ) না মানে তাহলে কি আসে যায়? এসব স্পষ্ট দলীল প্রমাণতো তার লোকদের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে যাবে। এ জন্যই সে তার শক্তি ও ক্ষমতার আশ্রয় নিল এবং মনে করল যে, ওভাবেই সে মূসাকে (আঃ) পরাস্ত করতে সক্ষম হবে, যে বর্ণনা সামনে আসছে।

২৯। ফির'আউন বলল ঃ তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।	٢٩. قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ
৩০। মূসা বলল ঃ আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও?	٣٠. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ
৩১। ফির'আউন বলল ঃ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে তা উপস্থিত কর।	٣١. قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
৩২। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সুস্পষ্ট অজগর হল।	٣٢. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

৩৩। আর মূসা হাত বের করল, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।	٣٣. وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ
৩৪। ফির‘আউন তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।	٣٤. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌ
৩৫। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার যাদুবলে বহিস্কার করতে চায়! এখন তোমরা কি করতে বল?	٣٥. يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
৩৬। তারা বলল ঃ তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও -	٣٦. قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ
৩৭। যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।	٣٧. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ

সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর
ফির‘আউন শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় নিল

ফির‘আউন যখন বিতর্কে হেরে গেল, দলীল ও বর্ণনায় বিজয়ী হতে পারলনা, তখন সে ক্ষমতার দাপট প্রকাশ করতে লাগল এবং গায়ের জোরে সত্যকে দাবিয়ে রাখার ইচ্ছা করল। সে বলল ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ হে মূসা! আমাকে ছাড়া অন্যকে যদি তুমি মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে জেলখানায় আমি তোমাকে বন্দী করব এবং সেখানেই তোমার জীবন শেষ করব। তখন মূসা (আঃ) তাকে বললেন ঃ

أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনলেও কি তুমি বিশ্বাস করবেনা? ফির'আউন উত্তরে বলল ঃ

فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো।

মূসা (আঃ) তখন তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। মাটিতে পড়া মাত্রই লাঠিটি এক বিরাটা অজগর হয়ে গেল। অতঃপর মূসা (আঃ) তাঁর হাতটি বের করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। কিন্তু ফির'আউনের ভাগ্যে ঈমান ছিলনা বলে এমন উজ্জ্বল নিদর্শন দেখার পরেও হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যপনা পরিত্যাগ করলনা। সে তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ

إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ এ লোকটিতো এক সুদক্ষ যাদুকর। **يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ** এ তোমাদেরকে তার যাদুবলে তোমাদের দেশ হতে বের করে দিতে চায়। এখন তোমরা আমাকে উপদেশ দাও যে, কি করা উচিত।

قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ *তারা বলল ঃ তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।* অর্থাৎ তোমরা তাকে এবং তার ভাইকে কিছু দিনের জন্য অপেক্ষায় রাখ, আর অন্য দিকে রাজ্যের প্রতিটি আনাচে-কানাচে লোক পাঠিয়ে দাও যারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ যাদুকরদের হাযির করবে যাতে মূসার (আঃ) চেয়েও উন্নত যাদু প্রদর্শন করার মাধ্যমে তাকে পরাজিত করে আমরা জয়ী হতে পারি। সুতরাং ফির'আউন তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করল এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কৌশলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকদেরকে যাদু দেখার জন্য মাইদানে

উপস্থিত হতে বলা হল। আল্লাহ চাইলেন যে, সমবেত জনতা ঐ দিন আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করবে।

৩৮। অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল।	٣٨. فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ
৩৯। আর লোকদেরকে বলা হল ঃ তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি?	٣٩. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلۡ أَنتُم مُّجۡتَمِعُونَ
৪০। যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।	٤٠. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِينَ
৪১। অতঃপর যাদুকরেরা এসে ফির‘আউনকে বলল ঃ আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?	٤١. فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرۡعَوۡنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا إِن كُنَّا نَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبِينَ
৪২। ফির‘আউন বলল ঃ হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার নিকটজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٤٢. قَالَ نَعَمۡ وَإِنَّكُمۡ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ
৪৩। মূসা তাদেরকে বলল ঃ তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।	٤٣. قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ

৪৪। অতঃপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল ঃ ফির‘আউনের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।	٤٤. فَأَلۡقَوۡاْ حِبَالَهُمۡ وَعِصِيَّهُمۡ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرۡعَوۡنَ إِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبُونَ
৪৫। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা ওটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।	٤٥. فَأَلۡقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ
৪৬। তখন যাদুকরেরা সাজদাহবনত হয়ে পড়ল।	٤٦. فَأُلۡقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ
৪৭। তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের রবের প্রতি -	٤٧. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
৪৮। যিনি মূসা ও হারুনেরও রাব্ব।	٤٨. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

মূসা (আঃ) এবং যাদুকরেরা মুখোমুখি হল

মূসা (আঃ) ও ফির‘আউনের মধ্যে যে মৌখিক তর্ক-বিতর্ক চলছিল তা শেষ হল এবং এখন কার্যের বিতর্ক শুরু হল। এই বিতর্কের আলোচনা সূরা আ‘রাফ, সূরা তা-হা এবং এই সূরায় রয়েছে। কিবতীদের ইচ্ছা ছিল আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করা, আর আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা ছিল নূরকে ছড়িয়ে দেয়া, যদিও কাফিরেরা তা পছন্দ করেনা। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা বিজয় লাভ করল। যেখানেই ঈমান ও কুফরীর মধ্যে মুকাবিলা হয়েছে সেখানেই ঈমান কুফরীর উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৮) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ

আর বল ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮১) এখানেও এটাই হয়েছিল। প্রতিটি শহরে লোক পাঠিয়ে বড় বড় খ্যাতনামা যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। তাদের সঠিক সংখ্যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। তাদের একজন বলেছিল ঃ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ যাদুকরদের বিজয় লাভের পর আমরা তাদেরই অনুসারী হয়ে যাব। অথচ এ কথা কারও মুখ দিয়ে বের হলনা ঃ ‘হক যে দিকে হবে, তা যাদুকর কিংবা মূসা (আঃ) যে’ই হোক, আমরাও সেই দিকের হয়ে যাব।’ তারা সবাই ছিল তাদের বাদশাহর ধর্মের অনুসারী। যথাস্থানে ফির‘আউন আমীর-ওমরাহকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে গমন করল। সাথে সৈন্য-সামন্তও ছিল। যাদুকরদেরকে সে তার সামনে ডাকিয়ে নিল। যাদুকেররা ফির‘আউনকে বলল ঃ

أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? জবাবে ফির‘আউন বলল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু পুরস্কার নয়, বরং তোমরা আমার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা তখন আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে মাইদানের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে তারা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ

يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟

হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৫-৬৬) অতঃপর যাদুকরেরা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল ঃ

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ফির‘আউনের ইয্যাতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো। যেমন সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা যখন কোন কাজ করে তখন বলে ঃ এটা অমুকের সৎ আমলের কারণে হয়েছে। সূরা আ’রাফে রয়েছে ঃ

سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

যখন যাদুকরেরা নিক্ষেপ করল তখন লোকের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করল, তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১১৬) সূরা তা-হায় আছে ঃ

وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ

যাদুকরেরা যা’ই করুক কখনও সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৯)

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ মূসার (আঃ) হাতে যে লাঠিটি ছিল তা তিনি মাইদানে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে ওটা বিরাট অজগর হয়ে যায় এবং মাইদানে যাদুকরদের যতগুলো নযরবন্দীর জিনিস ছিল সবগুলোকেই খেয়ে ফেলে।

فَوَقَعَ ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ. فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَٰغِرِينَ. وَأُلۡقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হল, আর তারা যা কিছু করেছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হল। আর ফির‘আউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার মাইদানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল। যাদুকরেরা তখন সাজদাহবনত হল। তারা বলল ঃ আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা ও হারূনের রবের প্রতি। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১১৮-১২২)

এত বড় পরিবর্তন ফির‘আউন স্বচক্ষে দেখতে পেল যে, যে যাদুকরদের মাধ্যমে সে মূসার (আঃ) উপর জয়ী হবে ভেবেছিল তারা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নিল এবং সারা জাহানের মালিক আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হল। এভাবে ফির‘আউন সবার সামনে পরাজিত ও অপমানিত হল যা এর পূর্বে আর কখনও ঘটেনি। কিন্তু ঐ অভিশপ্তের ভাগ্যে ঈমান লিখিত ছিলনা বলে তখনও তার চোখ খুললনা, বরং সে মহামহিমান্বিত আল্লাহর আরও বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। আল্লাহ, তাঁর মালাইকা এবং সমস্ত মানব জাতির অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হোক। স্বীয় ক্ষমতা বলে সে সত্যকে দূর করে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। সে যাদুকরদেরকে বলল ঃ

إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحۡرَ

সেতো দেখছি তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭১)

إِنَّ هَـٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِى ٱلْمَدِينَةِ

নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৩)

৪৯। ফির'আউন বলল ঃ আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? এইতো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে; আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই।	٤٩. قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
৫০। তারা বলল ঃ কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।	٥٠. قَالُوا۟ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ
৫১। আমরা আশা করি যে, আমাদের রাব্ব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী।	٥١. إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ফির‘আউন এবং যাদুকরদের মধ্যে বাদানুবাদ

তাদের প্রতি ফির‘আউনের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ফল উল্টা হল। আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরও বেড়ে গেল। তাদের অন্তর যে কুফরীর আবরণে আচ্ছাদিত ছিল তা দূর হল এবং ঈমানের নূরে তা পরিপূর্ণ হল। তারা এমন জ্ঞানের অধিকারী হল যা তাদের নেতা ফির‘আউন ও তার পরিষদবর্গের অন্তর স্পর্শ করলনা। তারা বুঝতে পারল যে, মূসা (আঃ) যা করে দেখালেন তা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ওটা ছিল ঐ সত্যের নিদর্শন যা তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। অতঃপর ফির‘আউন তাদেরকে বলল ঃ

آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ তোমাদের উচিত ছিল আগে আমার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া, আমি অনুমতি দিলে তোমরা তা করতে পার, আর অনুমতি না দিলে তোমরা তা করতে পারনা। কারণ আমি তোমাদের শাসক এবং আমাকে তোমাদের মেনে চলতেই হবে। তাই একটি কথা বানিয়ে নিয়ে বলল ঃ

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ *এইতো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে।* অর্থাৎ ঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা সবাই মূসার (আঃ) শিষ্য এবং সে তোমাদের গুরু। সে’ই তোমাদের সবাইকে যাদু শিখিয়েছে। এটা ছিল ফির‘আউনের সম্পূর্ণরূপে বে-ঈমানী ও প্রতারণামূলক কথা। ইতোপূর্বে যাদুকরেরা না মূসাকে (আঃ) দেখেছিল, না মূসা (আঃ) যাদুকরদেরকে চিনতেন। আল্লাহর নাবী নিজেইতো যাদু জানতেননা, সুতরাং অপরকে তিনি তা শিখাবেন কি করে? ফির‘আউন যাদুকরদের ধমকাতে শুরু করল এবং নিজের অত্যাচারমূলক নীতিতে নেমে এলো। সে যাদুকরদেরকে বলল ঃ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব। অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করে ছাড়ব। যাদুকরদের সবাই সমস্বরে জবাব দিল ঃ

لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ এতে কোন ক্ষতি নেই। তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পার। এটাকে আমরা মোটেই পরোয়া করিনা। আমাদেরকেতো আল্লাহ

তা'আলার নিকট ফিরে যেতেই হবে। আমরা তাঁরই নিকট আমাদের কাজের প্রতিদান চাই। তুমি আমাদেরকে যত কষ্ট দিবে ততই আমরা তাঁর নিকট থেকে সাওয়াব লাভ করব। সত্যের উপর বিপদ-আপদ সহ্য করাতো সাধারণ ব্যাপার, যাকে আমরা মোটেই ভয় করিনা। إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا আমাদের এখন কামনা এটাই যে, আমাদের রাব্ব আমাদের পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ *কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী*। অর্থাৎ মিসরবাসীদের মধ্যে আমরাই হলাম প্রথম মুসলিম। যাদুকরদের এ উত্তর শুনে ফির'আউন আরও চটে গেল এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলল।

৫২। আমি মূসার প্রতি অহী করেছিলাম এই মর্মে ঃ আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বহির্গত হও; তোমাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	٥٢. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ
৫৩। অতঃপর ফির'আউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল –	٥٣. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ
৫৪। এই বলে ঃ এরাতো ক্ষুদ্র একটি দল।	٥٤. إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
৫৫। তারাতো আমাদের ক্রোধের সৃষ্টি করেছে।	٥٥. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ
৫৬। এবং আমরাতো সদা সতর্ক একটি দল।	٥٦. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ
৫৭। পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠিকে বহিস্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবন হতে।	٥٧. فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ

৫৮। এবং ধন ভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে।	٥٨. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
৫৯। এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী।	٥٩. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

বানী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ

মূসা (আঃ) তাঁর নাবুওয়াতের দীর্ঘ বছর ফির‘আউন ও তার লোকদের মধ্যে কাটিয়ে দেন। তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনাবলী ও দলীল প্রমাণাদি তাদের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু তবুও তাদের মাথা নীচু হলনা, অহংকার কমলনা এবং দেমাগীর মধ্যে কোনই পার্থক্য দেখা দিলনা। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছে গেল যে, তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ার ব্যাপারে আর কিছুই বাকী থাকলনা। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) উপর অহী করলেন ঃ

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ আমার নির্দেশ মোতাবেক তুমি বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতারাতি মিসর হতে বেরিয়ে পড়। এই সময় বানী ইসরাঈল কিবতীদের নিকট হতে বহু অলংকার ধার স্বরূপ গ্রহণ করে এবং চাঁদ ওঠার সময় তারা চুপচাপ মিসর হতে প্রস্থান করে। কেহ কেহ বলেন যে, তখন আকাশে চাঁদ উদিত হচ্ছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ঐ রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৩৫৪) আল্লাহ তা‘আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। মূসা (আঃ) পথে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ ইউসুফের (আঃ) কাবর কোথায় আছে? বানী ইসরাঈলের একজন বৃদ্ধা তাঁর কাবরটি দেখিয়ে দেয়। মূসা (আঃ) ইউসুফের (আঃ) তাবূতটি (শবাধারটি) সাথে নেন। কথিত আছে যে, অন্যান্য জিনিসের সাথে তাবূতটি তিনি নিজেই বহন করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ইউসুফের (আঃ) অসিয়াত ছিল যে, বানী ইসরাঈল যদি মিসর ত্যাগ করে তাহলে যেন তাঁর তাবূতটি তাদের সাথে নিয়ে যায়। (তাবারী ১৯/৩৫৪)

বানী ইসরাঈলের লোকগুলিতো তাদের পথে চলতে থাকল। আর ওদিকে ফির‘আউন ও তার লোকেরা সকালে দেখল যে, ইসরাঈলী শিবিরে কেহই নেই। সুতরাং ফির‘আউন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্য জমা করতে লাগল। সকলকে একত্রিত করে সে তাদেরকে বলল ঃ

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ বানী ইসরাঈলতো একটি ক্ষুদ্র দল। তারা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। সদা-সর্বদা তারা আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট দিতে রয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে। **حَاذِرُوْنَ** এর কিরা‘আতে এই অর্থ হবে। পূর্বযুগীয় বিজ্ঞজনদের একটি দল **حَذِرُوْنَ** পড়েছেন। তখন অর্থ হবে ঃ আমরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রয়েছি এবং ইচ্ছা করছি যে, তাদেরকে তাদের ঔদ্ধত্যপনার স্বাদ গ্রহণ করাব। তাদের সকলকে এক সাথে ঘিরে ফেলে কচুকাটা করব। আল্লাহর কি মহিমা যে, এটা তাদের উপরই ফিরে এলো। ফির‘আউন ও তার কাওম লোক-লস্করসহ একই সময়ে ধ্বংস হয়ে গেল। (তার উপর ও তার অনুসারীদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ পরিণামে আমি ফির‘আউন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম। অর্থাৎ আল্লাহর রাহমাত থেকে তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের আগুনে তাদের বাসস্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যদিও তারা পৃথিবীতে রেখে গেছে বিশাল অট্টালিকা, রাজ প্রাসাদ, ধন-সম্পদ, সম্মান-প্রতিপত্তি, লোক-লস্কর এবং অনেক ক্ষমতা। এখানে বলা হয়েছে ঃ

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ *এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী*। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَـٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَـٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৩৭)

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫)

৬০। তারা সূর্যোদয় কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল।	٦٠. فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ
৬১। অতঃপর যখন দু' দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি!	٦١. فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ
৬২। মূসা বলল ঃ কিছুতেই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রাব্ব; সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন।	٦٢. قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ
৬৩। অতঃপর আমি মূসার প্রতি অহী করলাম ঃ তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।	٦٣. فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ
৬৪। আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে।	٦٤. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْءَاخَرِينَ
৬৫। এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে।	٦٥. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ
৬৬। অতঃপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।	٦٦. ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْءَاخَرِينَ

৬৭। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	٦٧. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
৬৮। এবং তোমার রাব্ব - তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٦٨. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

বানী ইসরাঈলীদেরকে ফির'আউনের পিছু ধাওয়া এবং সৈন্যবাহিনীসহ ফির'আউনের পানিতে ডুবে মরা

ফির'আউন তার সমস্ত লোক-লস্কর, সমস্ত প্রজা এবং মিসরের ভিতরের ও বাইরের লোক, নিজস্ব লোক ও নিজের কাওমের লোকদেরকে নিয়ে বড়ই আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে আটক করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল।

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ সূর্যোদয়ের সময় ফির'আউন তার দলবলসহ বানী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছে যায়। কাফিরেরা মু'মিনদেরকে এবং মু'মিনরা কাফিরদেরকে দেখতে পায়। হঠাৎ মূসার (আঃ) সঙ্গীদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ হে মূসা! বলুন, এখন উপায় কি? আমরাতো ধরা পড়ে যাব। সামনে রয়েছে লোহিত সাগর এবং পিছনে রয়েছে ফির'আউনের অসংখ্য সৈন্য। অতএব আমাদের এখন উভয় সংকট! মূসা (আঃ) অত্যন্ত শান্ত মনে জবাব দিলেন ঃ

كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমাদের উপর কোন বিপদ আসতে পারেনা। আমি নিজের ইচ্ছায় তোমাদেরকে নিয়ে বের হইনি, বরং আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে বের হয়েছি। তিনি কখনও ওয়াদা খেলাফ করেননা। তাদের অগ্রভাগে ছিলেন হারূন (আঃ)! তাঁর সাথেই ইউশা ইব্ন নূন ছিলেন এবং ফির'আউনের বংশের কোন একজন মু'মিন লোক ছিল।

আর মূসা (আঃ) তাঁর দলবলের শেষাংশে ছিলেন। ভয় ও পথ না পাওয়ার কারণে বানী ইসরাঈলের সবাই হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়ায়। ইউশা ইব্‌ন নূন অথবা ফির‘আউন পরিবারের মু’মিন ব্যক্তি উদ্বেগের সাথে মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ এই পথে চলারই কি আল্লাহর নির্দেশ ছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ। ইতোমধ্যে ফির‘আউনের সেনাবাহিনী তাদের একেবারে কাছেই এসে পড়ে। তৎক্ষণাৎ মূসার (আঃ) নিকট আল্লাহর অহী আসে ঃ

أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ হে মূসা! তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, তারপর আমার ক্ষমতার নিদর্শন দেখে নাও। মূসা (আঃ) তখন সমুদ্রে তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন।

فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ *ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল*। অনেক উঁচু পাহাড় পানির দুই দিকে প্রাচীরের সৃষ্টি করেছিল। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৯/৩৫৮) ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হচ্ছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে তৈরী পথসমূহ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সমুদ্র ১২ ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, ঐ ১২টি পথ দিয়ে বানী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র পার হয়ে যায়। (দুররুল মানসুর ৬/২৯৯) সুদ্দী (রহঃ) আরও যোগ করেন ঃ এর মাঝে মাঝে জানালাও ছিল যার মাধ্যমে তারা একে অপরকে দেখতে পেত এবং সমুদ্রের পানিকে শক্ত দেয়ালের মত স্থির করে রাখা হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৩৫৭) আল্লাহ তা‘আলা ওতে বাতাস প্রেরণ করেন যা সমুদ্রের তলদেশকে শুকিয়ে যমীনের মত শক্ত করে দিয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭৭) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ *আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে*। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ)

বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউন এবং তার সেনাবাহিনীকে সমুদ্রের কাছে একত্রিত করলেন। (তাবারী ১৯/৩৫৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ আমি মূসা এবং তার সাথে বানী ইসরাঈলকে ফির‘আউনের হাত থেকে রক্ষা করেছি যারা মূসার সাথে তার ধর্মে দীক্ষিত ছিল। কিন্তু ফির‘আউন এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের সবাইকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছি এবং তাদের কেহকেই ছাড় দেইনি। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً আমি তোমাদেরকে যে ঘটনার কথা বর্ণনা করলাম তার উদ্দেশ্য এই যে, মু’মিন ব্যক্তিদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, তারা যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর হিকমাত এবং ক্ষমতা অসীম, তা কখনও নিরুপণ করা সম্ভব নয়।

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ এর বিশদ বর্ণনা আমরা এ সূরার ৯ নং আয়াতে আলোচনা করেছি। তাই এর পুর্নবর্ণনা করা হলনা।

৬৯। তাদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।	٦٩. وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ إِبۡرَٰهِيمَ
৭০। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কিসের ইবাদাত কর?	٧٠. إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَا تَعۡبُدُونَ
৭১। তারা বলল ঃ আমরা মূর্তি পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় রত থাকব।	٧١. قَالُواْ نَعۡبُدُ أَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ
৭২। সে বলল ঃ তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে?	٧٢. قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ

৭৩। অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?	٧٣. أَوۡ يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ
৭৪। তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি।	٧٤. قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ
৭৫। সে বলল ঃ তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ -	٧٥. قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ
৭৬। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা?	٧٦. أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ
৭৭। তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের রাব্ব ব্যতীত।	٧٧. فَإِنَّهُمۡ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) শির্কের বিরুদ্ধে দাওয়াত

এখানে ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর উম্মাতের কাছে ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেন, যাতে তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, তাঁর ইবাদাত এবং শির্ক ও মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্টিতে তাঁর অনুসরণ করে। ইবরাহীম (আঃ) প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর একাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ তাওহীদের উপর কায়েম থাকেন।

তিনি তাঁর পিতাকে এবং কাওমকে বলেন ঃ **مَا تَعْبُدُونَ** তোমরা এসব কিসের ইবাদাত কর? তারা উত্তরে বলে ঃ **نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ** আমরাতো প্রাচীন যুগ থেকেই মূর্তি-পূজা করে আসছি। ইবরাহীম (আঃ) তাদের ভুল নীতি তাদের কাছে তুলে ধরে বলেন ঃ

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ তোমরাতো তাদের কাছে প্রার্থনা করে থাক এবং দূর থেকে ও নিকট থেকে তাদেরকে ডেকে থাক, তারা তোমাদের ডাক শোনে কি? যখন তোমরা উপকার লাভের আশায় তাদেরকে ডাক তখন তারা তোমাদেরকে কোন উপকার করতে পারে কি? কিংবা যদি তোমরা তাদের ইবাদাত ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে কি?

কাওমের পক্ষ থেকে তিনি যে উত্তর পেলেন তাতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের ঐ মা‘বূদগুলো এসব কাজের কোনটাই করতে সক্ষম নয়। তথাপিও তারা শুধু তাদের বড়দের অনুকরণ করছে মাত্র। তাদের এ জবাবে ইবরাহীম (আঃ) পরিষ্কারভাবে তাদেরকে বলে দিলেন ঃ

أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা এবং তোমরা যাদের পূজা করছ তারা সবাই আমার শত্রু। আমি খাঁটি একাত্মবাদী। তোমরা ও তোমাদের মা‘বূদরা আমার যে ক্ষতি করার ইচ্ছা কর করে নাও। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে এ কথাই বলেছিলেন ঃ

فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ

তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের ষড়যন্ত্র মযবূত করে নাও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭১) হুদও (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِنِّىٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّى تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡتَقِيمٍ

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ - তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬) অনুরূপভাবে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাওমকে বললেন ঃ

وَكَيۡفَ أَخَافُ مَآ أَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمۡ أَشۡرَكۡتُم بِٱللَّهِ

তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে তোমরা শরীক করছ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮১) তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আন। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬-২৮) ওটাকেই অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই তিনি কালেমা বানিয়ে নেন।

৭৮। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।	٧٨. ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ
৭৯। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।	٧٩. وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ
৮০। এবং অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।	٨٠. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
৮১। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।	٨١. وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ
৮২। এবং আশা করি, তিনি কিয়ামাত দিবসে আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।	٨٢. وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ

ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহর দয়ার বর্ণনা

এখানে ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় রবের গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ আমি এসব গুণে গুণান্বিত রবেরই ইবাদাত করি। তিনি ছাড়া আর কারও আমি ইবাদাত করবনা। তাঁর প্রথম গুণ এই যে, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর দ্বিতীয় গুণ এই যে, তিনিই হলেন প্রকৃত পথ প্রদর্শক। তিনি যাকে চান তাঁর পথে পরিচালিত করেন এবং যাকে চান ভুল পথে পরিচালিত করেন।

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ আমার রবের তৃতীয় গুণ এই যে, তিনি হলেন সৃষ্টজীবের আহারদাতা। আসমান ও যমীনের সমস্ত উপকরণ তিনিই প্রস্তুত করেছেন। মেঘ উঠানো, ছড়ানো এবং তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা, তা দ্বারা পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করা এবং এরপর যমীন হতে ফসল উৎপাদন এসব তাঁরই কাজ। তিনিই পিপাসা নিবারণকারী সুপেয় পানি আমাদেরকে দান করেন এবং তাঁর অন্যান্য সৃষ্টজীবকেও দান করে থাকেন। মোট কথা, আহার্য ও পানীয় দানকারী তিনিই।

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ সাথে সাথে আমাদেরকে সুস্থতা দানও তাঁরই কাজ। এখানে ইবরাহীম (আঃ) পূর্ণ ভদ্রতা রক্ষা করেছেন যে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্বন্ধ তিনি নিজের দিকে করেছেন, আর রোগমুক্তির সম্বন্ধ করেছেন আল্লাহ তা'আলার দিকে। অথচ রোগও তাঁরই নির্ধারণকৃত ও তৈরীকৃত। এই সৌন্দর্য ও নমনীয়তা সূরা ফাতিহায়ও রয়েছে।

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৬) ইনআম ও হিদায়াতের সম্বন্ধ রয়েছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার দিকে। আর গযবের ফায়েল বা কর্তাকে লুপ্ত রাখা হয়েছে। সূরা জিন-এ জিনদের উক্তিতেও এটাই পরিলক্ষিত হয়। তারা বলেছে ঃ

وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১০) এখানেও মঙ্গলের নিসবাত বা সম্বন্ধ রবের দিকে করা হয়েছে এবং অমঙ্গলের মধ্যে এই সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়নি। অনুরূপভাবে এই আয়াতেও রয়েছে ঃ

وَالَّذي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। ওষুধের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি করা তাঁরই হাতে।

وَالَّذي يُميتُني ثُمَّ يُحْيِينِ জীবন ও মরণের উপরও ক্ষমতাবান তিনিই। প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়বার তিনিই পুনরুত্থিত করবেন।

وَالَّذي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتي يَوْمَ الدِّينِ দুনিয়া ও আখিরাতের পাপরাশি মার্জনা করার ক্ষমতা তাঁরই। তিনি যা চান তাই করেন। ক্ষমাশীল ও দয়ালু তিনিই।

৮৩। হে আমার রাব্ব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিত করুন।	٨٣. رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ
৮৪। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন!	٨٤. وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْءَاخِرِينَ
৮৫। এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্ত র্ভুক্ত করুন!	٨٥. وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ
৮৬। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, সেতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।	٨٦. وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ
৮৭। এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেননা পুনরুত্থান দিবসে -	٨٧. وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ

৮৮। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা।	٨٨. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
৮৯। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।	٨٩. إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

ইবরাহীমের (আঃ) নিজের এবং পিতার জন্য দু‘আ করা

এটা হল ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা যে, তাঁর রাব্ব যেন তাঁকে **حُكْمًا** (হুক্ম) দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা (হুক্ম) হল ইলম বা জ্ঞান। (বাগাবী ৩/৩৯০)

وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করেন যে, তিনি যেন তাঁকে এগুলি দান করে দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ লোকদের সাথে মিলিত করেন। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ সময়ে বলেছিলেন **اَللَّهُمَّ فِىْ الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى** হে আল্লাহ! উচ্চ ও মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন। এ কথা তিনি তিন বার বলেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৭/৭০৩) এরপর তিনি আরও দু‘আ করেন ঃ

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ আমাকে আমার পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন। লোকেরা যেন আমার পরে আমাকে স্মরণ করে এবং কাজে কর্মে আমার অনুসরণ করে। এটি নিম্নের আয়াতের অনুরূপ ঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْأَخِرِينَ. سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ. كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১০৮-১১০) তিনি আরও দু‘আ করেন ঃ

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ হে আমার রাব্ব! আখিরাতে আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তিনি আরও প্রার্থনা করেন ঃ

وَاغْفِرْ لِأَبِي হে আল্লাহ! আমার পথভ্রষ্ট পিতাকেও আপনি ক্ষমা করে দিন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ

হে আমার রাব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৮) পিতার জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা করা তাঁর একটি ওয়াদার কারণে ছিল।

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) কিন্তু যখন তাঁর কাছে এটা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তাঁর পিতা ছিল আল্লাহর শত্রু এবং সে কুফরীর উপরই মৃত্যু বরণ করেছে তখন তার প্রতি তাঁর মহব্বত দূর হয়ে যায় এবং এরপর তিনি তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাও ছেড়ে দেন। ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন বড়ই পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী এবং খুবই সহনশীল। তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ

وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ

যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪) এরপর ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনায় বলেন ঃ

وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ হে আল্লাহ! আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করবেননা। অর্থাৎ যে দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মাখলূককে জীবিত করে একই মাইদানে দাঁড় করানো হবে সেই দিন যেন তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা না হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন ইবরাহীমের (আঃ) তাঁর পিতার সাথে সাক্ষাৎ হবে। তিনি দেখবেন যে, তাঁর পিতার চেহারা লাঞ্ছনায় ও ধূলো-বালিতে আচ্ছন্ন রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫৭)

অন্য রিওয়ায়াতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) পিতার সাথে তাঁর দেখা হবে। ঐ সময় তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা

করেছিলেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেননা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ জেনে রেখ যে, কাফিরদের জন্য জান্নাত সম্পূর্ণরূপে হারাম। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাত হবে। তখন মুখমণ্ডলে কালিমা ও ধূলাবালি মাখানো অবস্থায় আযরকে দেখা যাবে। পিতাকে ঐ অবস্থায় দেখে ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে বলেছিলাম না যে, তুমি আমার নাফরমানী করনা? পিতা উত্তরে বলবে ঃ আচ্ছা, আজ আর নাফরমানী করবনা। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এই দিন আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেননা। কিন্তু আজ এর চেয়ে বড় অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা আপনার রাহমাত হতে দূরে রয়েছে। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমিতো কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ হে ইবরাহীম! দেখ তো, তোমার পায়ের নীচে কি? তখন তিনি দেখবেন যে, এক কুৎসিত বেজি মল-মূত্র মাখা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫, নাসাঈ ৬/৪২২) প্রকৃতপক্ষে ওটাই হবে তাঁর পিতা যার ঐরূপ আকৃতি করে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়া হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। ঐ দিন মানুষ যদি তার ক্ষতিপূরণ ধন-সম্পদ দ্বারা আদায় করতে চায়, এমনকি যদি দুনিয়া ভর্তি সোনাও প্রদান করে তবুও তা নিষ্ফল হবে। ঐ দিন উপকার দানকারী হবে ঈমান, আন্তরিকতা এবং শির্ক ও মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্টি।

إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ যাদের অন্তর পরিষ্কার হবে, অর্থাৎ অন্তর শির্ক ও কুফরীর ময়লা আবর্জনা হতে পবিত্র থাকবে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে সত্য জানবে, কিয়ামাতকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করবে, পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখবে, আল্লাহর একাত্মবাদকে স্বীকার করবে তারাই হবে লাভবান। (তাবারী ১৯/৩৬৬) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন ঃ নির্মল হৃদয় হল সেই হৃদয় যা পরিশুদ্ধ। (বাগাবী ৩/৩৯০) ইহা হল মু'মিন ব্যক্তির হৃদয়। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০) আবূ উসমান নিশাপুরী (রহঃ) বলেন ঃ নির্মল হৃদয় হল ওটি যা বিদ‘আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সুন্নাতের পুংখানুপুংখ অনুসারী।

৯০। মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।	٩٠. وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
৯১। আর পথভ্রষ্টদের জন্য উম্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।	٩١. وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
৯২। তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে -	٩٢. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
৯৩। আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?	٩٣. مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ
৯৪। অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।	٩٤. فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ
৯৫। এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকেও।	٩٥. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ
৯৬। তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে -	٩٦. قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ

৯৭। আল্লাহর শপথ! আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম -	٩٧. تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৯৮। যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের রবের সমকক্ষ মনে করতাম।	٩٨. إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৯৯। আমাদেরকে দুস্কৃতকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।	٩٩. وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ
১০০। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।	١٠٠. فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ
১০১। কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই।	١٠١. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
১০২। হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!	١٠٢. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১০৩। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মু'মিন নয়।	١٠٣. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১০৪। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٠٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

তাকওয়া অবলম্বনকারী বনাম কিয়ামাত দিবসে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাদের বাদানুবাদ ও বিপথে যাওয়ার জন্য অনুশোচনা

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ *মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।* যারা সৎ কাজ করেছিল, অসৎ কাজ হতে বিরত থেকেছিল, যারা পৃথিবীর সব আরাম আয়েশ ত্যাগ করে জান্নাত প্রাপ্তির আশায় মেহনত করেছিল। ঐ দিন জান্নাত তাদের কাছে সৌন্দর্যমণ্ডিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ পক্ষান্তরে জাহান্নাম এরূপভাবেই অসৎ লোকদের সামনে প্রকাশিত হবে। ওর মধ্য হতে একটি গ্রীবা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, যে পাপীদের দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাবে এবং এমনভাবে চীৎকার শুরু করবে যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। মুশরিকদেরকে অত্যন্ত ধমকের সুরে বলা হবে ঃ

أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ *তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম।* আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব বাতিল মা‘বূদের পূজা করতে তারা আজ কোথায়? তারা আজ তোমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা। অথবা তারা নিজেরাই নিজেদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা। বরং তোমরা ও তারা সবাইকে আজ জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন করা হবে। নিশ্চয়ই আজ তোমরা ওতে প্রবেশ করবে।

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ অনুসারী ও অনুসৃত সকলকে সেদিন অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদেরকে ওতে (জাহান্নামে) সজোরে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৯/৩৬৭) অন্যান্যরা বলেন ঃ অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে এবং তাদের নেতাদেরকে একজনের উপর অপরজনকে নিক্ষেপ করা হবে, যারা শির্ক করেছে।

সেখানে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দুর্বল লোকেরা দাম্ভিক লোকদের সাথে ঝগড়া করবে ও বলবে ঃ আমরা সারা জীবন তোমাদের কথামত চলেছি। সুতরাং আজ তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করছ না কেন? তখন তারা বুঝতে পারবে যে, তারা সঠিক পথ গ্রহণ করেনি। তাই তারা বলবে ঃ

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ সত্য কথা এই যে, আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। তোমাদের নির্দেশাবলীকে আমরা আল্লাহর নির্দেশাবলী মনে করে

নিয়েছিলাম। বিশ্ব-রবের সাথে আমরা তোমাদেরও ইবাদাত করেছিলাম। আমরা তোমাদেরকে আমাদের রবের সমান মনে করেছিলাম।

وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পাপীরা আমাদেরকে ঐ ভুল ও বিপজ্জনক পথে পরিচালিত করেছিল। এখন আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নেই। তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ

فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ

এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৩) অতঃপর তারা বলবে ঃ

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ. وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ এখানে আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে এমন কেহকে দেখছিনা এবং কোন সত্যিকারের বন্ধুও পরিলক্ষিত হচ্ছে না যে, সে আমাদের এই দুঃখের সময় সাহায্য করবে। তারা আরও বলবে ঃ

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!* তারা চাইবে তাদেরকে একটি বারের জন্য আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হোক। তাহলে তারা তাদের রবের অত্যন্ত বাধ্য হবে এবং তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ পালন করবে। কিন্তু আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, তাদেরকে যদি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এর পূর্বে যেমন নিষিদ্ধ কাজ করত তদ্রূপই তারা পূর্বের কাজেই লিপ্ত হবে। কারণ তারা হল চরম মিথ্যাবাদী। সূরা **ص** এও আল্লাহ তা'আলা এই জাহান্নামীদের বিতর্কের কথা বর্ণনা করে বলেন ঃ

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ

এটা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ প্রতিবাদ। (সূরা সা'দ, ৩৮ ঃ ৬৪)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ *এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মু'মিন নয়।* ইবরাহীম (আঃ) নিজের কাওমের কাছে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং তাদের সামনে যেসব দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন ও

তাদেরকে তাওহীদের ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন তাতে নিশ্চিতরূপে আল্লাহর আল্লাহ হওয়া এবং তাঁর একাত্মবাদের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তবুও অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা। স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার রাব্ব মহাপরাক্রমশালী এবং সাথে সাথে তিনি পরম দয়ালুও বটে।

১০৫। নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।	١٠٥. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ
১০৬। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٠٦. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১০৭। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٠٧. إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১০৮। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٠٨. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১০৯। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা; আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।	١٠٩. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১১০। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١١٠. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

নূহের (আঃ) কাওমের প্রতি তাঁর দা‘ওয়াত এবং তাদের প্রতিক্রিয়া

ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যখন মূর্তি-পূজা শুরু হয় এবং জনগণ শাইতানী পথে চলতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীদের ধারাবাহিকতা নূহের (আঃ) দ্বারা শুরু করেন। তিনি জনগণকে মূর্তি পূজা করার কারণে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু তবুও তারা তাদের দুষ্কর্ম হতে বিরত হলনা। গাইরুল্লাহর ইবাদাত তারা পরিত্যাগ করলনা। বরং উল্টাভাবে নূহকেই (আঃ) তারা মিথ্যাবাদী বলল, তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং তাঁকে কষ্ট দিতে থাকল। নূহকে (আঃ) অবিশ্বাস করার অর্থ যেন সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করা। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ নূহের কাওম রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা? আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আর জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাইনা। আমার পুরস্কারতো শুধু জগতসমূহের রবের নিকটই আছে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ সুতরাং তোমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার আনুগত্য করা। আমার সত্যবাদিতা, আমার শুভাকাংখা তোমাদের উপর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সাথে সাথে আমার বিশ্বস্ততাও তোমাদের কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশমান।

১১১। তারা বলল ঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?	١١١. قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلۡأَرۡذَلُونَ
১১২। নূহ বলল ঃ তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার?	١١٢. قَالَ وَمَا عِلۡمِى بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

১১৩। তাদের হিসাব গ্রহণতো আমার রবেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে।	١١٣. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ
১১৪। মু’মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়,	١١٤. وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১১৫। আমিতো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।	١١٥. إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

নূহের (আঃ) কাওমের দাবী এবং উহার প্রতিউত্তর

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ নূহের (আঃ) কাওম তাঁর দাওয়াতের উত্তর দেয় যে, কতকগুলো ইতর শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে, অতএব তাদের সাথে তারা কি করে তাঁর অনুসরণ করতে পারে? তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহর নাবী নূহ (আঃ) বলেন ঃ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ আমার এটা দায়িত্ব নয় যে, আমার আহ্বানে যে সাড়া দিবে সে কি করে বা করেছে সেই সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। আমার দায়িত্ব তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করা। আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ রাখা এবং হিসাব গ্রহণ আল্লাহ তা‘আলারই কাজ। তোমাদের এ চাহিদা পূরণ করা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত যে, আমার মাজলিস হতে আমি গরীবদেরকে দূরে সরিয়ে দিই। মু’মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমিতো শুধুমাত্র একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। যে আমাকে মানবে সে’ই আমার লোক। আর যে আমাকে মানবেনা তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। যে আমার দা‘ওয়াত কবূল করবে সে আমার এবং আমি তার, সে সাধারণ লোক হোক অথবা ভদ্রই হোক এবং ধনী হোক কিংবা দরিদ্রই হোক।

১১৬। তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে	١١٦. قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰنُوحُ

নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ
১১৭। নূহ বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে।	١١٧. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ
১১৮। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে এবং আমার সাথে যে সব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করুন।	١١٨. فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১১৯। অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই করা নৌ-যানে।	١١٩. فَأَنجَيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ
১২০। অতঃপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।	١٢٠. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ
১২১। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	١٢١. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১২২। এবং তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, দয়ালু।	١٢٢. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

নূহের (আঃ) কাওমের ভীতি প্রদর্শনের কারণে আল্লাহর কাছে নূহের (আঃ) অভিযোগ এবং কাফিরদের ধ্বংস

দীর্ঘদিন ধরে নূহ (আঃ) তাঁর কাওমের মধ্যে অবস্থান করেন। দিন-রাত তাদেরকে তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু যতই তিনি সৎ কাজের দা‘ওয়াত দিতে এগিয়ে চলেন ততই তারা মন্দ কাজে এগিয়ে যায় এবং তাঁর প্রচারে বাধা দান বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা শক্তির দাপট দেখিয়ে বলে ঃ

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ তুমি যদি তোমার দা‘ওয়াত দেয়া থেকে বিরত না থাক তাহলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। তিনিও তখন তাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দেন। তিনি বলেন ঃ

رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মু’মিন রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করুন। যেমন অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ

তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০)

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন এবং মানুষ, জীবজন্তু ও আসবাব-পত্রে ভরপুর নৌকায় আরোহণের নির্দেশ দেন। এরপর আসমান ও যমীন হতে প্লাবন এসে পড়ে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত কাফিরের মূলোৎপাটিত হয়। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মু’মিন নয়। আল্লাহ পরাক্রমশালী, আবার সাথে সাথে তিনি পরম দয়ালুও বটে।

১২৩। ‘আদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।	١٢٣. كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ

১২৪। যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٢٤. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১২৫। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٢٥. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১২৬। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٢٦. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১২৭। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকট রয়েছে।	١٢٧. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১২৮। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে অনর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ?	١٢٨. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ
১২৯। আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে?	١٢٩. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
১৩০। এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে।	١٣٠. وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

১৩১। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٣١. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৩২। ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই সমূদয় জ্ঞান যা তোমরা জান।	١٣٢. وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ
১৩৩। তোমাদের দিয়েছেন পশু-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি।	١٣٣. أَمَدَّكُم بِأَنْعَـٰمٍ وَبَنِينَ
১৩৪। উদ্যান ও প্রস্রবন।	١٣٤. وَجَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ
১৩৫। আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিনের শাস্তির।	١٣٥. إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

'আদ জাতির প্রতি হুদের (আঃ) দা'ওয়াত

এখানে হুদের (আঃ) ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায় 'আদ জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। তারা ছিল আহকাফের অধিবাসী। আহকাফ হল ইয়ামান দেশের হায্‌রা মাউতের পার্শ্ববর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চল। হুদের (আঃ) যুগটি ছিল নূহের (আঃ) পরবর্তী যুগ। সূরা আ'রাফেও তাঁর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ بَصْۜطَةً

তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৯) 'আদ সম্প্রদায়কে বেশ স্বচ্ছলতা প্রদান করা হয়। তারা ছিল সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। জমি-জমা, বাগ-বাগিচা, ফল-মূল, নদী-প্রস্রবণ ইত্যাদির প্রাচুর্য ছিল তাদের। মোট কথা, সুখের

সামগ্রী তাদের সবই ছিল। কিন্তু তারা মহান আল্লাহর নি‘আমাতরাশির জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে অন্যদের উপাসনা করত। নাবীকে (আঃ) তারা অবিশ্বাস করেছিল। তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর রাসূল হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়ার পর তাঁর আনুগত্য করা এবং আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হওয়ার দা‘ওয়াত দেন, যেমন নূহ (আঃ) দা‘ওয়াত দিয়েছিলেন। নূহ (আঃ) তাঁর লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ *তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ?* তাফসীরকারকগণ ‘رِيعٍ’ শব্দের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তবে সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, উহা হল চলাচলের প্রশস্ত জায়গায় উঁচু উঁচু স্মৃতি-স্তম্ভ তৈরী করা যাতে কেহকে কিংবা কোন বিষয়ে স্মরণে আসে। এ জন্যই তিনি বলেছেন ঃ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً অর্থাৎ এ সব স্মৃতি স্তম্ভের তোমাদের কোন প্রয়োজনই ছিলনা। এর দ্বারা লোক দেখানো এবং অপচয় ছাড়া আর কিছুই সাধিত হয়না। তাদের নাবী তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন এ কারণে যে, এতে অযথা সময় ব্যয় করার সাথে সাথে অর্থ এবং অহেতুক শারীরিক শ্রমও ব্যয় হচ্ছে এবং পরিণামে কোন উপকার লাভ হচ্ছেনা, না দুনিয়ায় আর না আখিরাতে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ তোমরা মনে করছ যে, এর দ্বারা তোমরা এবং তোমরা যাদের জন্য এসব নির্মাণ করছ তারা চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু এটা হবার নয়। তোমাদের পূর্বেও যারা এরূপ করেছে তারাও একদিন মানুষের অন্তর থেকে মুছে গেছে। এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের কাছে তোমাদের কর্মের কোনই মূল্য থাকবেনা। কেহই তোমাদের কথা আলোচনা করবেনা। এমন কি তোমাদের পূর্বের লোকদের মত তোমাদেরকেও ঘৃণার চোখে দেখবে।

আল্লাহ তা‘আলা ‘আদ সম্প্রদায়ের ধন-দৌলত ও ঘর-বাড়ীর বর্ণনা দেয়ার পর তাদের প্রতিপত্তি ও শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন যে, তারা ছিল বড়ই উদ্ধত, অহংকারী ও পাষাণ হৃদয়। আল্লাহর নাবী হুদ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখালেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বললেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ঐ সব নি‘আমাতের কথা স্মরণ করালেন যেগুলি মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করেছিলেন। যেমন চতুস্পদ জন্তু, সন্তান-সন্ততি, উদ্যান এবং প্রস্রবণ। তারপর

তিনি তাদেরকে বললেন যে, তিনি তাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুখপ্রদ শান্তির সুখবর দেন এবং জাহান্নাম হতে ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু সবই বিফলে যায়।

১৩৬। তারা বলল ঃ তুমি উপদেশ দাও অথবা না'ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।	١٣٦. قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيۡنَآ أَوَعَظۡتَ أَمۡ لَمۡ تَكُن مِّنَ ٱلۡوَٰعِظِينَ
১৩৭। এটাতো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।	١٣٧. إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ
১৩৮। আমরা শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই।	١٣٨. وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ
১৩৯। অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٣٩. فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةًۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ
১৪০। এবং তোমার রাব্ব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٤٠. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

হুদের (আঃ) কাওমের সাড়া না দেয়া এবং তাদের ধ্বংসের বর্ণনা

হুদের (আঃ) হৃদয়গ্রাহী আহ্বান এবং উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনযুক্ত ভাষণ তাঁর কাওমের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হলনা। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ (হে হুদ)! তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও আর না'ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমরা তোমার কথা মেনে নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করতে পারিনা।

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৩) প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের অবস্থা এটাই। তাদেরকে বুঝানো ও উপদেশ দান বৃথা। সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা এ কথাই বলেছিলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করছে তাদের জন্য উভয়ই সমান; তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা ঈমান আনবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬)

إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ *এটাতো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।* خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

এর দ্বিতীয় কিরা‘আত خَلْقُ الْأَوَّلِينَও রয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন মাসউদের (রাঃ) মতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ হে হুদ! তুমি যে কথা আমাদেরকে বলছ এটাতো পূর্ববর্তীদের কথিত কথা। আলকামাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৯/৩৭৮) যেমন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ

وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫) অন্যত্র বলা রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

কাফিরেরা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা যুল্ম ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪-৫)

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৪) প্রসিদ্ধ কিরা'আত হিসাবে অর্থ হবে ঃ 'যার উপর আমরা রয়েছি ওটাই আমাদের পূর্বপুরুষদের মাযহাব। আমরাতো তাদের পথেই চলব এবং তাদের রীতি-নীতিরই অনুসরণ করব। আর এর উপরই আমরা মৃত্যু বরণ করব। তুমি যা বলছ তা বাজে কথা। মৃত্যুর পরে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে এটা ঠিক নয়। আমাদের বিচার করা হবেনা এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা।'

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অবিশ্বাস করার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কুরআনের একাধিক জায়গায় তাদের ধ্বংসের বর্ণনা রয়েছে। প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে তাদেরকে মূলোৎপাটিত করা হয় এবং ওর সাথে সাথে ছিল তীব্র হিমবাহ। এরাই ছিল প্রথম 'আদ। এভাবে তাদের শাস্তি প্রদানের জন্য যে ধরণের মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সেই ধরণের ব্যবস্থা করেন। তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক। তাই আল্লাহ সুবহানাহু আরও শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় তাদেরকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি? (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ৬-৭) ইরাম গোত্রের প্রথম আ'দ জাতির ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ

এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫০) ঐ আ'দ জাতি ছিল ইরাম ইব্ন শাম ইব্ন নূহের বংশধর। **ذَاتِ**

الْعِمَادِ তারা সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করত। কেহ কেহ ইরামকে একটি শহর বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়টি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত, যা কা'ব এবং অহাব বর্ণনা করেছেন, যার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ

যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি। (সূরা ফাজ্র, ৮৯ ঃ ৮) যদি ইরাম দ্বারা শহর উদ্দেশ্য হত তাহলে বলা হত ঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُبْنَ مِثْلُهَا فِىْ الْبِلاَدِ যার মত কোন শহর নির্মাণ করা হয়নি। কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةًۖ أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجۡحَدُونَ

আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهۡلِكُواْ بِرِيحٖ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٖ. سَخَّرَهَا عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٖ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومٗاۖ فَتَرَى ٱلۡقَوۡمَ فِيهَا صَرۡعَىٰ كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخۡلٍ خَاوِيَةٖ

আর 'আদ' সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৭) অর্থাৎ তাদেরকে দেখা গেছে মস্তকবিহীন নিথর দেহে। কারণ প্রচন্ড বাতাস তাদের এক একজনকে উপরে তুলে আবার মাথা নিম্নমুখী করে যমীনে নিক্ষেপ করেছে। ফলে তাদের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং

তাদের দেহ এক পাশে পড়ে রয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল যেন কোন খেজুর গাছ ওর শিকড় থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে।

তারা পাহাড়ের চূড়ায় এবং গুহায় তাদের দূর্গ নির্মাণ করেছিল। তারা আশ্রয়ের জন্য অর্ধ্ব-মানুষ সমান গভীর পরিখা খনন করেছিল। কিন্তু এসব কোন কিছুই তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ৪) তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ *অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম।*

১৪১। ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদের অস্বীকার করেছিল।	١٤١. كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৪২। যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٤٢. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১৪৩। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٤٣. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৪৪। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٤٤. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৪৫। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।	١٤٥. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতি

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল সালিহর (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তাঁকে তাঁর কাওম ছামূদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা ছিল আরাবীয় লোক। তারা হিজর নামক শহরে বাস করত। ওটা ছিল ওয়াদি আল কুরা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল কাওমে হুদের (অর্থাৎ 'আদের) পরে এবং কাওমে ইবরাহীমের পূর্বে। শাম অভিমুখে যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এখান দিয়ে গমন করার কথা সূরা আ'রাফের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। ছামূদ সম্প্রদায়কে তাদের নাবী সালিহ (আঃ) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে বলেন ঃ 'আমি তোমাদের নিকট এক বিশ্বস্ত রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য স্বীকার কর।' কিন্তু তারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করল এবং কুফরীর উপরই কায়েম থাকল। তারা সালিহকে (আঃ) অবিশ্বাস করল এবং তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও তারা পরহেযগারী অবলম্বন করলনা। বিশ্বস্ত রাসূলের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা হিদায়াতের পথে এলোনা। অথচ নাবী (আঃ) তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বললেন ঃ আমি এ কাজের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। তারপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর নি'আমাতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যেগুলি আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন।

১৪৬। তোমাদেরকে কি এ জগতে ভোগ বিলাসের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে -	١٤٦. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَٰهُنَآ ءَامِنِينَ
১৪৭। উদ্যানে, প্রস্রবণে -	١٤٧. فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ
১৪৮। ও শস্যক্ষেতে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে?	١٤٨. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ
১৪৯। তোমরাতো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ	١٤٩. وَتَنْحِتُونَ مِنَ

করেছ।	ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَٰرِهِينَ
১৫০। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٥٠. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৫১। এবং সীমা লংঘনকারীদের আদেশ মান্য করনা -	١٥١. وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ
১৫২। যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করেনা।	١٥٢. ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

ছামূদ জাতিকে পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তারা আল্লাহর বিভিন্ন নি‘আমাত ভোগ করেছে

সালিহ (আঃ) স্বীয় কাওমের মধ্যে দা‘ওয়াত দিতে রয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহর নি‘আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাদের জীবিকায় প্রশস্ততা দান করেছেন, যিনি তোমাদের জন্য বাগান, প্রস্রবণ, শস্যক্ষেত, ফল-মূল ইত্যাদি সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ *এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগান।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল পাকা খেজুর এবং ধনাঢ্যতা। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩১) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হল সুবিস্তৃত ফলন্ত খেজুরের বাগান। ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ) আমর ইব্ন আবী আমর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, যিনি সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তা পেঁকে যায় এবং নরম হয়। ইহা বর্ণনা করার পর ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন ঃ আবূ সালিহ (রহঃ) হতেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মযবূত দূর্গ, সুউচ্চ ও সুন্দর প্রাসাদে বাস করতে দিয়েছেন। তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। এসব চাকচিক্যময় প্রাসাদ তোমরা তৈরী করছ শুধুমাত্র তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি প্রকাশ করার জন্য, বসবাসের জন্য এগুলির তোমাদের প্রয়োজন নেই।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ সুতরাং এ সকল অহেতুক ব্যয় করার ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার আনুগত্য করা উচিত। তোমাদের উচিত সকাল সন্ধ্যায় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, নি'আমাতদাতা এবং অনুগ্রহকারীর ইবাদাত করা এবং তাঁর হুকুম মেনে চলা ও তাঁর একাত্মবাদ স্বীকার করে নেয়া।

وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ তোমাদের বর্তমান নেতৃবর্গকে মোটেই মেনে চলা উচিত নয়। তারা সীমালংঘন করেছে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন না করে শির্ক, নাফরমানী, পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং অন্যদেরকেও সেদিকে আহ্বান করছে। সত্যের আনুকূল্য করে নিজেদের সংশোধিত করার তারা মোটেই চেষ্টা করছেনা।

১৫৩। তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।	١٥٣. قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ
১৫৪। তুমিতো আমাদের মত একজন মানুষ, অতএব তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।	١٥٤. مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا فَأۡتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
১৫৫। সালিহ বলল ঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য	١٥٥. قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا

شِرۡبٌ وَلَكُمۡ شِرۡبُ يَوۡمٍ مَّعۡلُومٍ	রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে।
١٥٦. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابُ يَوۡمٍ عَظِيمٍ	১৫৬। এবং তোমরা ওর কোন অনিষ্ট সাধন করনা; তাহলে মহা দিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।
١٥٧. فَعَقَرُوهَا فَأَصۡبَحُواْ نَٰدِمِينَ	১৫৭। কিন্তু তারা ওকে বধ করল, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল।
١٥٨. فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ	১৫৮। অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।
١٥٩. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ	১৫৯। তোমার রাব্ব, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

ছামূদ জাতির মু‘জিযা চাওয়া এবং অবশেষে তাদের নিপাত হওয়া

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ঐ আচরণের কথা বর্ণনা করছেন যা ছামূদ জাতি সালিহর (আঃ) প্রতি করেছিল, যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আহ্বান করেছিলেন। قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ *তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।* মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তিনি যাদুগ্রস্ত হয়েছেন। (তাবারী ১৯/৩৮৪, ৩৮৫) অতঃপর তারা বলে ঃ

مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, তোমার দা'ওয়াতে আমরা কি করে সাড়া দিব? আমাদের কাছে আল্লাহর কোন বার্তা আসেনা, আর শুধু তোমার কাছেই কি অহী আসে, এ কি করে হয়? এটি ঐ আয়াতেরই অনুরূপ যেখানে তারা বলেছিল ঃ

أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৫-২৬) এর সাথে সাথেই তারা বলল ঃ

مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, সুতরাং আমাদের মধ্যে আর কারও উপর অহী না এসে শুধু তোমার উপর অহী আসবে এটা অসম্ভব। এটা তোমার বানানো কথা ছাড়া কিছুই নয়। তুমি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছ এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আচ্ছা, আমরা এখন বলি যে, তুমি যদি সত্যিই নাবী হও তাহলে কোন মু'জিযা দেখাওতো দেখি? ঐ সময় তাদের ছোট-বড় সবাই একত্রিত ছিল এবং একবাক্যে তারা সালিহর (আঃ) কাছে মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল। সালিহ (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি ধরণের মু'জিযা দেখতে চাও? তারা উত্তর দেয় ঃ এই যে আমাদের সামনে বিরাট পাহাড় রয়েছে এটা ফাটিয়ে দিয়ে এর মধ্য হতে দশ মাসের একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের কর। তিনি বললেন ঃ আমি যদি আমার রবের নিকট প্রার্থনা করি এবং তিনি তোমাদের আকাংখিত মু'জিযা আমার হাত দ্বারা দেখিয়ে দেন তাহলে তোমরা আমাকে নাবী বলে স্বীকার করবে তো? তারা তখন তাঁর কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করল যে, যদি তিনি এ মু'জিযা দেখাতে পারেন তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে নাবী বলে স্বীকার করবে। সালিহ (আঃ) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে সালাত আদায় করা শুরু করলেন এবং ঐ মু'জিযার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন। ঐ সময়ই ঐ পাহাড় ফেটে গেল এবং তাদের দাবী অনুযায়ী ওর মধ্য হতে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বেরিয়ে এলো।

কিছু লোক তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী মু'মিন হয়ে গেল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কাফিরই রয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ খেয়াল রেখ, একদিন আমার এই উষ্ট্রীর পানি পান করার পালা এবং অপরদিন তোমাদের পানি পান করার পালা থাকল।

وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ সাবধান! তোমরা আমার এ উষ্ট্রীর কোন প্রকার অনিষ্ট করবেনা, তাহলে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হবে। কিছুদিন পর্যন্ত তারা এটা মেনে চললো। উষ্ট্রীটি তাদের মধ্যেই অবস্থান করতে থাকল। ওটা ঘাস-পাতা খেত এবং ওর পানি পানের পালার দিন সবাই ওর দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হত। কিন্তু কিছুকাল পর তাদের ধ্বংসের অনিবার্যতা হেতু দুষ্কার্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাদের এক অভিশপ্ত ব্যক্তি উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করল এবং সমস্ত শহরবাসী তাকে সমর্থন করল।

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ অতঃপর ঐ দুরাচার উষ্ট্রীটির পা কেটে ফেলে ওকে হত্যা করল। ফলে তাদেরকে কঠিনভাবে লজ্জিত হতে হল। আকস্মিকভাবে তাদের যমীণ কেঁপে উঠল। প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত হানল এবং এরপর বিকট আওয়াজ তাদেরকে আচ্ছন্ন করল এবং তারা তাদের বাসগৃহেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল এবং ঐভাবেই তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। তারা যা ভাবেনি সেই দিক থেকে বিপদ তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং তারা তাদের ভিটামাটিতে মুখ থুবরে পড়ে রইল।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তোমার রাব্ব, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।*

১৬০। লূতের সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।	١٦٠. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ

১৬১। যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٦١. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১৬২। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٦٢. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৬৩। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٦٣. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৬৪। আমি এ জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে	١٦٤. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

লূতের (আঃ) আহ্বান

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল লূতের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন। তাঁর নাম ছিল লূত ইব্ন হারান ইব্ন আযর। তিনি ইবরাহীমের (আঃ) ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায়ই আল্লাহ তা'আলা লূতকে (আঃ) অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির উম্মাতের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ লোকগুলো সাদুম এবং ওর আশে পাশে বসবাস করত। তাদের দুষ্কর্মের কারণে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয় এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের বসতির জায়গাটি একটি ময়লাযুক্ত দুর্গন্ধময় পানির বিলে পরিণত হয়েছে। ওটা এখনো 'বিলাদে গাওর' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যা যেরুজালেমের পাহাড়ী ও সমতল ভূমির এলাকা 'বিলাদে কারক' ও 'শাওবাকের' মধ্যভাগে অবস্থিত। ঐ লোকগুলোও আল্লাহর রাসূল লূতকে (আঃ) অবিশ্বাস করে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর সাথে শরীক না করা এবং তিনি তাদের প্রতি যে নাবী প্রেরণ করেছেন তাঁর আনুগত্য করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম যে জঘন্যতম অনাসৃষ্টি শুরু করেছ তা থেকে বিরত থাক। অর্থাৎ

নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে যেওনা। কিন্তু তারা তাঁর কথা মানলনা, বরং তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করল।

১৬৫। সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে?	١٦٥. أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
১৬৬। আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	١٦٦. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
১৬৭। তারা বলল ঃ হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।	١٦٧. قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ
১৬৮। লূত বলল, আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি।	١٦٨. قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ
১৬৯। হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে, তারা যা করে তা হতে রক্ষা কর।	١٦٩. رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ
১৭০। অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার পরিজনের সবাইকে রক্ষা করলাম -	١٧٠. فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ

১৭১। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	١٧١. إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَـٰبِرِينَ
১৭২। অতঃপর অন্যদেরকে ধ্বংস করলাম।	١٧٢. ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ
১৭৩। তাদের উপর শাস্তি মূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট!	١٧٣. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ
১৭৪। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٧٤. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১৭৫। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٧٥. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

লূতের (আঃ) কাওমের কার্যাবলীর প্রতি ধিক্কার, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং তাদের জন্য শাস্তি

লূত (আঃ) তাঁর কাওমকে এই বিশেষ নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশে পুরুষদের নিকট যেওনা, বরং তোমরা তোমাদের হালাল স্ত্রীদের কাছে গিয়ে তোমাদের কাম বাসনা চরিতার্থ কর, যাদেরকে মহান আল্লাহ তোমাদের জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কাওমের লোকেরা তাঁকে বলল ঃ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ হে লূত! তুমি যদি এ কাজ হতে বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর, এরাতো এমন লোক যারা অতি পবিত্র সাজতে চায়। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫৬) তাদের এ অবস্থা দেখে লূত (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন ঃ

إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ আমি তোমাদের এ জঘন্য কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি এ কাজ মোটেই পছন্দ করিনা। তোমাদের এই অপকর্মের ব্যাপারে আমি নির্দোষ। আমি মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে এসব কাজ হতে মুক্তরূপে প্রকাশ করছি।

অতঃপর লূত (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট বদ দু'আ করেন এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্য মুক্তির প্রার্থনা করেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর কাওমের সাথে যোগ দিয়েছিল। তাই সেও তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যেমন সূরা আ'রাফ (৭ ঃ ৮০-৮১), সূরা হুদ (১১ ঃ ৭৭) এবং সূরা হিজরে (১৫ ঃ ৫৮-৭৬) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

লূত (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে রাতে ঐ জনপদ হতে সরে পড়লেন। অতঃপর পিছনে ফেলে আসা সবারই উপর আযাব এসে পড়ে এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়। তাদের জন্য এই প্রস্তর বৃষ্টি ছিল কতই না নিকৃষ্ট! তাদের এ ঘটনাটিও একটি শিক্ষামূলক বিষয়। এতে সবারই জন্য উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তবে আল্লাহ যে মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

১৭৬। আইকাবাসীরা রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল -	١٧٦. كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৭৭। যখন শু'আইব তাদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা	١٧٧. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ

কি সাবধান হবেনা?	أَلَا تَتَّقُونَ
১৭৮। আমিতো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।	١٧٨. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৭৯। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٧٩. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৮০। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা; আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।	١٨٠. وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

আইকাবাসীদের প্রতি শু'আইবের (আঃ) দা'ওয়াত

এ লোকগুলো মাদইয়ানের অধিবাসী ছিল। শু'আইবও (আঃ) তাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁকে তাদের ভাই না বলার কারণ শুধু এই যে, তারা আইকার পূজা করত। আর এই আইকার সাথেই তাদেরকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আইকা ছিল একটি গাছ। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, উহা ছিল গাছের সমষ্টি যে গাছসমূহের শাখা থেকে ছড়া বের হয়ে মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারণেই অন্যান্য নাবীদেরকে বংশগত সম্পর্কের কারণে যেমন তাঁদের উম্মাতের ভাই বলা হয়েছে, শু'আইবকে (আঃ) তাঁর উম্মাতের ভাই বলা হয়নি, যদিও বংশগত হিসাবে তিনিও তাদের ভাই ছিলেন। যাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি তাঁরা বলেন যে, আইকাবাসী এবং মাদইয়ানবাসী এক নয়। তারা অন্য কাওম ছিল। তারা দাবী করেন যে, শু'আইবকে (আঃ) তাঁর নিজের কাওমের নিকটও পাঠানো হয়েছিল এবং ঐ কাওমের নিকটও তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। আবার অন্যান্যরা বলেন যে, তিনি তৃতীয় একটি কাওমের নিকটও প্রেরিত হয়েছিলেন।

أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَيۡكَةِ (*আইকাবাসী*) ইসহাক ইব্ন বিশরের (রহঃ) মতে আইকাবাসী ছিল শু'আইবের (আঃ) কাওম। (দুররুল মানসুর ৬/৩১৮) অন্যান্যদের

মধ্যে যুআইবির (রহঃ) বলেন ঃ আইকা এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা মূলতঃ একই লোক। (তাবারী ১৯/৩৯০) আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

যদিও আর একটি মন্তব্য পাওয়া যায় যে, আইকাবাসী এবং মাদইয়ানবাসী দু’টি ভিন্ন জাতি, কিন্তু সঠিক মতামত হচ্ছে এই যে, তারা ছিল একই জাতি। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণনা করার কারণে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলে অনেকের কাছে মনে হয়েছে। শু‘আইব (আঃ) তাদের প্রতি আল্লাহর বাণী প্রচার করেন এবং তাদেরকে উপদেশ দেন যে, তারা যেন মাপে এবং ওযনে কম না করে। তিনি মাদইয়ানবাসীদের প্রতিও একই দা‘ওয়াত দেন। এতে প্রমাণ হয় যে, তারা একই জাতি ছিল।

১৮১। তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যারা মাপে কমতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	١٨١. أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ
১৮২। এবং তোমরা ওযন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।	١٨٢. وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ
১৮৩। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবেনা এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফিরনা।	١٨٣. وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
১৮৪। এবং তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।	١٨٤. وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ

সঠিক মাপে ওযন করার আদেশ

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ শু'আইব (আঃ) ওযন ও মাপ ঠিক করার হিদায়াত করছেন। মাপে কম করতে তিনি নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন ঃ যখন তোমরা কেহকে কোন জিনিস মেপে দিবে তখন পূর্ণমাত্রায় দিবে, তার প্রাপ্য হতে কম দিবেনা। অনুরূপভাবে কারও নিকট থেকে যখন কোন জিনিস নিবে তখন বেশী নেয়ার চেষ্টা করনা। অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে নেয়ার সময় যেমন সঠিক নিচ্ছ তেমনি অন্যকে দেয়ার সময়েও সঠিক মাপে দিবে।

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ দাঁড়ি-পাল্লা সঠিক রাখবে যাতে ওযন সঠিক হয়। ন্যায়ের সাথে ওযন করবে, ফাঁকি দিবেনা। কেহকে তার জিনিস কম দিবেনা।

وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ চুরি-ডাকাতি এবং লুটপাট করবেনা। লোকদেরকে ভয় দেখিয়ে তাদের মাল-ধন ছিনিয়ে নিবেনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْعُدُوا۟ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ

আর (জীবনের) প্রতিটি পথে এমনিভাবে দস্যি হয়ে যেওনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৬)

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ঐ আল্লাহর শাস্তিকে তোমরা ভয় কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত লোককে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তোমাদের ও তোমাদের বড়দের রাব্ব। এটি একই ধরণের আয়াত যাতে মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

তিনি তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও রাব্ব। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সুফিয়ান ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ 'وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ' এর অর্থ করেছেন ঃ তিনি পূর্ববর্তী জাতিকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর ইব্ন যায়িদ (রহঃ) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ

শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬২)

১৮৫। তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।	١٨٥. قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ
১৮৬। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বলে আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।	١٨٦. وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
১৮৭। তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।	١٨٧. فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
১৮৮। সে বলল ঃ আমার রাব্ব ভাল জানেন, যা তোমরা কর।	١٨٨. قَالَ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ
১৮৯। অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।	١٨٩. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّلَّةِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ
১৯০। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٩٠. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةًۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

১৯১। তোমার রাব্ব! তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٩١. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

শু'আইবকে (আঃ) তাঁর কাওমের অস্বীকার করা এবং শাস্তির আগমন বার্তার হুশিয়ারী

ছামূদ সম্প্রদায় তাদের নাবীকে (আঃ) যে উত্তর দিয়েছিল ঐ উত্তরই এই লোকগুলোও তাদের নাবী শু'আইবকে (আঃ) দিল। তারাও তাদের নাবীকে বলল ঃ

إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ তোমাকে কেহ যাদু করেছে। তোমার জ্ঞান ঠিক নেই। তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। আর আমাদের বিশ্বাস যে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমাদের কাছে নাবী রূপে প্রেরণ করেননি।

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء তুমি যদি সত্যিই নাবী হয়ে থাক তাহলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও দেখি? আসমানী শাস্তি আমাদের উপর নিয়ে এসো। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আকাশ থেকে শাস্তি পতিত হোক। যেমন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَـٰرَ خِلَـٰلَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ قَبِيلاً

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদীনালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও মালাইকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯০-৯২)

এমনকি তারা এ কথাও বলেছিল ঃ অথবা তুমি আকাশের একটা খণ্ড আমাদের উপর নিক্ষেপ করবে যেমন তুমি ধারণা করছ অথবা আল্লাহ কিংবা তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সরাসরি আমাদের সামনে নিয়ে আসবে। অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

আর যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) অনুরূপভাবে ঐ কাফির অজ্ঞ লোকেরা বলেছিল ঃ

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। নাবী (আঃ) উত্তরে বলেন ঃ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ তোমরা যা কর আমার রাব্ব তা ভালরূপে অবগত আছেন। তোমরা যা হওয়ার যোগ্য তিনি তোমাদেরকে তা'ই করবেন। তিনি কারও প্রতি অন্যায় করেননা। যদি তোমরা তাঁর কাছে আসমানী শাস্তির যোগ্য হয়ে থাক তাহলে তিনি অনতিবিলম্বে তোমাদের উপর ঐ শাস্তি অবতীর্ণ করবেন।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ শেষ পর্যন্ত যে শাস্তি তারা কামনা করেছিল সেই শাস্তিই তাদের উপর এসে পড়ে। তারা কঠিন গরম অনুভব করে। সাত দিন পর্যন্ত যমীন যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে। কোন জায়গায়, কোন ছায়ায় ঠাণ্ডা ও শান্তি তারা প্রাপ্ত হয়নি। তারা চরম অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। সাত দিন পর তারা দেখতে পায় যে, একখণ্ড কালো মেঘ তাদের নিকট চলে আসছে। ঐ মেঘখণ্ড এসে তাদের মাথার উপর ছেয়ে যায়। তারা গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিল। ঐ মেঘ দেখে তারা ওর নীচে জমায়েত হয়। যখন সবাই ওর নীচে এসে যায় তখন ঐ মেঘ হতে অগ্নি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথে যমীন প্রচণ্ডভাবে তার দিকে টানতে শুরু করে এবং এমন ভীষণ শব্দ করে যে, তাদের অন্তর ফেটে যায় এবং একই সাথে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।* কুরআনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বর্ণনার প্রেক্ষিত অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে

যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। সূরা আ’রাফে তিনি বলেন যে, তাদেরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তারা তাদের বাসগৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছিল। এর কারণ ছিল এই যে, তারা তাদের নাবী শু‘আইবকে (আঃ) বলেছিল ঃ

لَنُخۡرِجَنَّكَ يَـٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا

আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু’মিনদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিস্কার করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৮৮) তারা আল্লাহর নাবীকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিল। পরিণামে তাঁর কাওমকেই বরং আল্লাহ তা‘আলা ভূমিকম্পের মাধ্যমে বাড়ী ছাড়া করলেন। সূরা হুদে রয়েছে ঃ

وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيۡحَةُ

যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নাবীকে (আঃ) বিদ্রূপ করে বলেছিল ঃ

أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ أَن نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفۡعَلَ فِيٓ أَمۡوَٰلِنَا مَا نَشَـٰٓؤُاْۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلۡحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ

তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃ-পুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে বল যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড় সহিষ্ণু, সদাচারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৭)

তারা এসব বলেছিল হাসি-তামাসা এবং বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে। সুতরাং শু‘আইবকে (আঃ) তাদের কার্যকলাপের জবাব দেয়া যরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তাদের আচরণের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানও অবশ্যম্ভাবী ছিল। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা’ই করলেন। তিনি বলেন ঃ

فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّيۡحَةُ

অতঃপর মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৩)

وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيۡحَةُ

এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৪)

তারা বলেছিল ঃ **فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ** *তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।* তারা অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী ও দুর্দমনীয় ভাষায় সালিহকে (আঃ) এ কথা বলেছিল। ফলে তাদের জন্য এমন শাস্তি অবধারিত হয়েছিল যা তারা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।* মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইয়াযীদ ইব্‌ন বাহিলি (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

আমি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) **فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ** *পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল* - এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বজ্রপাত এবং ঠান্ডা বাতাস প্রেরণ করেন যা তাদেরকে অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল ও আতংকগ্রস্ত করে তোলে। ফলে তারা তাদের গৃহকোণে আশ্রয় নেয় যাতে বজ্রধ্বনি এবং ওর বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হচ্ছিলনা। তারা আবার সবাই খোলা মাঠে জড় হল। আল্লাহ তা'আলা তখন সূর্যের নিচে মেঘ জমা করেন। তারা ওর নিচে ছায়া এবং শীতলতা অনুভব করে এবং আরাম বোধ করে। তাই একজন অপর জনকে ডাকতে থাকে এবং এক এক করে সবাই ওর নিচে জমা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আগুন বর্ষণ করেন। ফলে সবাই পুড়ে মারা যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উহাই ছিল 'ছায়া দানের শাস্তির দিন', আসলে ওটা ছিল শাস্তির ভয়ংকর দিন। (তাবারী ১৯/৩৯৪)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৮-৯)

নিঃসন্দেহে এ ঘটনা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মহাশক্তির একটি বড় নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে মহাপরাক্রমশালী। কেহই তাঁর উপর বিজয় লাভ করতে পারেনা। তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের প্রতি পরম করুণাময়।

১৯২। নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত।	١٩٢. وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১৯৩। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে -	١٩٣. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ
১৯৪। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।	١٩٤. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ
১৯৫। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায়।	١٩٥. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

কুরআন আল্লাহ কর্তৃক নাযিল হয়েছে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّهُ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ

যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫)

لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ *ওটি (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে।* রূহুল আমীন দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী নিয়ে আসতেন। রূহুল আমীন দ্বারা যে জিবরাঈল (আঃ) উদ্দেশ্য এটা পূর্বযুগীয় বহু বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যুহরী (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) প্রমুখ। (তাবারী ১৯/৩৯৬) যুহরী (রহঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

তুমি বল ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ হে নাবী! এই মর্যাদা সম্পন্ন মালাক, যে মালাইকা/ফেরেশতাদের নেতা, তোমার হৃদয়ে আল্লাহর ঐ পবিত্র ও উত্তম কথা অবতীর্ণ করে যা সর্ব প্রকারের মলিনতা, হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বক্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, যেন তুমি পাপীদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার পথ প্রদর্শন করতে পার। আর যাতে তুমি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিতে পার। এটা সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায় অবতারিত যাতে সবাই এটা বুঝতে এবং পড়তে পারে, তাদের যেন ওজর-আপত্তি করার কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। আর যাতে এ কুরআনুল কারীম সরল সঠিক পথে চলার ব্যাপারে প্রত্যেকের উপর দলীল হতে পারে।

১৯৬। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে।	١٩٦. وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ
১৯৭। বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়?	١٩٧. أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَـٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
১৯৮। আমি যদি ইহা কোন আজমীর (অনারাবের) প্রতি অবতীর্ণ করতাম -	١٩٨. وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ
১৯৯। এবং ওটা সে তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে	١٩٩. فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا

তারা তাতে ঈমান আনতনা।	كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ

পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থেও কুরআনের কথা উল্লেখ আছে

মহান আল্লাহ বলেন যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলির মধ্যেও এই শেষ পবিত্র কিতাব আল-কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী, এর সত্যতা এবং গুণগান বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ববর্তী নাবীরাও এর সুসংবাদ দিয়েছেন, এমনকি এ সমস্ত নাবীর (আঃ) শেষ নাবী, যাঁর পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আর কোন নাবী ছিলেননা, অর্থাৎ ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে একত্রিত করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ

স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বলল ঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদদাতা। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৬)

زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ শব্দের বহুবচন। زَبُوْرٌ দাউদের (আঃ) কিতাবের নাম। زبر শব্দটি এখানে কিতাবসমূহের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ

তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে ‘আমলনামায়। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫২) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ যদি তারা বুঝে ও হঠকারিতা না করে তাহলে এটা কি কুরআনুল হাকীমের সত্যতার জন্য অনেক বড় দলীল নয় যা স্বয়ং বানী ইসরাঈলের আলেমরাও পাঠ করে? যারা সত্যবাদী ও যারা হঠকারী নয় তারা তাওরাতের ঐ আয়াতগুলি জনগণের সামনে প্রকাশ করছে যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেরিত

কুরআনের উল্লেখ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার সংবাদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) এবং তাদের ন্যায় সত্য উক্তিকারী মহোদয়গণ দুনিয়ার সামনে তাওরাত ও ইঞ্জীলের ঐ সমুদয় আয়াত দেখিয়ে দেন যেগুলি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও গুণাবলী প্রকাশ করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যে পড়তে কিংবা লিখতে জানেনা। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

কুরাইশদের ছিল কঠিন অবিশ্বাস

অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে যে, দীনের ব্যাপারে কুরাইশদের অস্বীকৃতি কত গভীর ছিল এবং কুরআনের প্রতি বাধা দানের ব্যাপারে তারা কতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

আমি যদি এই কালাম কোন আজমীর উপর অবতীর্ণ করতাম এবং সে ওটা মুশরিকদের নিকট পাঠ করত তাহলে তখনও তারা এতে ঈমান আনতনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে, তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪-১৫) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত তবুও তারা ঈমান আনতনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১১)

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬)

২০০। এভাবে আমি পাপীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।	٢٠٠. كَذَٰلِكَ سَلَكۡنَـٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ
২০১। তারা এতে ঈমান আনবেনা যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।	٢٠١. لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ
২০২। অতঃপর এটা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবেনা।	٢٠٢. فَيَأۡتِيَهُم بَغۡتَةً وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ
২০৩। তখন তারা বলবে ঃ আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে?	٢٠٣. فَيَقُولُواْ هَلۡ نَحۡنُ مُنظَرُونَ
২০৪। তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?	٢٠٤. أَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُونَ
২০৫। তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই,	٢٠٥. أَفَرَءَيۡتَ إِن مَّتَّعۡنَـٰهُمۡ سِنِينَ
২০৬। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে -	٢٠٦. ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ
২০৭। তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের	٢٠٧. مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ

কোন কাজে আসবে কি?	يُمَتَّعُونَ
২০৮। আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলনা।	٢٠٨. وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ
২০৯। এটা উপদেশ স্বরূপ, আর আমি অত্যাচারী নই।	٢٠٩. ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত অবিশ্বাসী কাফিরেরা ঈমান আনবেনা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ অবিশ্বাস, কুফরী, অস্বীকার ও অমান্যকরণ এই অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। তারা যে পর্যন্ত স্বচক্ষে শাস্তি প্রত্যক্ষ না করবে ততক্ষণে ঈমান আনবেনা। ঐ সময় যদি তারা ঈমান আনে তাহলে তা বিফলে যাবে। সেই সময় তারা অভিশপ্ত হয়েই যাবে। না অনুশোচনা করে কোন কাজ হবে, আর না ওজর করে কোন উপকার হবে। فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً তাদের অজ্ঞাতে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব চলে আসবে।

وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ঐ সময় তারা কামনা করবে যে, যদি তাদেরকে ক্ষণিকের জন্য অবকাশ দেয়া হত তাহলে তারা সৎ হয়ে যেত! শুধু তারা কেন, প্রত্যেক যালিম, পাপী, ফাসিক, কাফির ও বদকার ব্যক্তি শাস্তি প্রত্যক্ষ করা মাত্রই সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকবে, কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪)

যখন কোন পাপী এবং অন্যায় আচরণকারী শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তখন সে বুঝতে পারে যে, তার অস্বীকৃতির ফল কি হতে যাচ্ছে। মূসা (আঃ) যখন ফির‘আউনের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন ঃ

رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلاً فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا

হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির‘আউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু‘আ কবূল করা হল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮-৮৯)

ফির‘আউন যখন মূসার (আঃ) ফরিয়াদের জবাবে শাস্তি প্রত্যক্ষ করছিল তখন তার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল।

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ. ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল ঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা‘বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯০-৯১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) বলা হয়েছে ঃ

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ *তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?* মূসা (আঃ) দীন অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। কাফিরেরা মনে করত যে, তা কখনও সংঘটিত হবেনা। তাদের ঐ অস্বীকৃতির জবাবে ভয় প্রদর্শন করে আবার তাদের প্রতি এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। যেমন তারা বলেছিল ঃ

ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ

আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৯) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ. يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। সেদিন শাস্তি তাদেরকে

আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩-৫৫) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جَاءهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ *তুমি ভেবে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?* অর্থাৎ আল্লাহ যদি তাদের অপরাধের শাস্তি কিছু দিনের জন্য অথবা অনেক দিন পিছিয়ে দেন তাহলে তারা যেন না ভাবে যে, ওটা থেকে তারা বেঁচে গেছে। তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েই গেছে। তাদের চাকচিক্যময় জীবন কোনই কাজে আসবেনা।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ

তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৬)

وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ

এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১১) তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ সেদিন তাদের কোন উপকারে আসবেনা। সেই দিন যখন তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের শক্তি ও দাপট সব হারিয়ে যাবে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন কাফিরকে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে দেয়ার পর উঠানো হবে এবং বলা

হবে ঃ তুমি কখনও সুখ ও নি‘আমাত পেয়েছিলে কি? সে উত্তরে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার শপথ! আমি কখনোই সুখ-শান্তি পাইনি। অপর একটি লোককে নিয়ে আসা হবে যে সারা জীবনে কখনও সুখ-শান্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি, তাকে কয়েক মুহুর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে বের করে আনার পর জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি জীবনে কখনও দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলে কি? সে জবাবে বলবে ঃ আপনার সত্তার শপথ! আমি জীবনে কখনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিনি। (আহমাদ ৩/২০৩, মুসলিম ২৮০৭)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের ন্যায়পরায়ণতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করেননি যার জন্য তিনি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেননি। তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন এবং সতর্ক করে থাকেন যাতে অজুহাত দেখানোর কোন সুযোগ না থাকে। এরপরেও যারা অমান্য করে তাদের উপর তিনি বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ. ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ এরূপ কখনও হয়নি যে, নাবীদেরকে প্রেরণ না করেই আমি কোন উম্মাতের উপর শাস্তি পাঠিয়েছি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَـٰلِمُونَ

তোমার রাব্ব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেননা, ওর কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ওর বাসিন্দারা যুল্ম করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৯)

২১০। শাইতানরা ইহাসহ অবতীর্ণ হয়নি।	٢١٠. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ

২১১। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা।	٢١١. وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ
২১২। তাদেরকে শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।	٢١٢. إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

জিবরাঈল (আঃ) কুরআনের বাণী বহন করে নিয়ে আসতেন, শাইতান নয়

মহান আল্লাহ বলেন যে, এটি এমন এক পবিত্র কিতাব যার আশে পাশে মিথ্যা আসতে পারেনা। এটি (আল-কুরআন) মহাবিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ এটিকে শক্তিশালী মালাক/ফেরেশতা রূহুল আমীন (জিবরাঈল (আঃ) বহন করে এনেছেন, শাইতান আনয়ন করেনি।

অতঃপর শাইতান যে এটি আনয়ন করেনি তার তিনটি কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সে এর যোগ্যতাই রাখেনা। তার কাজ হল মাখলূককে পথভ্রষ্ট করা, সরল-সঠিক পথে আনয়ন করা নয়। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এই কিতাবের বৈশিষ্ট্য। অথচ শাইতানের কাজ হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কিতাব হল জ্যোতি ও হিদায়াত এবং এটি হল মযবূত দলীল। আর শাইতানরা এই তিনটিরই উল্টা। তারা অন্ধকার-প্রিয়। তারা ভ্রান্তপথ প্রদর্শক এবং অজ্ঞতার অনুসন্ধানী। সুতরাং এই কিতাব ও শাইতানদের মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। কোথায় ওরা এবং কোথায় এই কিতাব! দ্বিতীয় কারণ এই যে, সেতো এটি বহন করার যোগ্যতাই রাখেনা এবং ওদের মধ্যে এ শক্তিও নেই।

لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَـٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ

যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২১)

এরপর তৃতীয় কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এই কুরআন অবতীর্ণ করার সময় শাইতানদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা ওটা শুনতেই পায়নি। আকাশের চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত ছিল। শোনার জন্য যখনই তারা আকাশে উঠতে যাচ্ছিল তখনই তাদের উপর আগুনের তারকা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এর একটি অক্ষরও শোনার ক্ষমতা কোন শাইতানের ছিলনা। এর ফলে আল্লাহর কালাম নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবস্থায় তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর মাখলূকের কাছে এটা পৌঁছে। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ তাদেরকে শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। যেমন তিনি স্বয়ং জিনদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ৮-১০)

২১৩। অতএব তুমি অন্য কোন মা'বূদকে আল্লাহর সাথে ডেকনা, তাহলে তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٢١٣. فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ
২১৪। তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।	٢١٤. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

২১৫। এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও।	٢١٥. وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
২১৬। তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল ঃ তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই।	٢١٦. فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ
২১৭। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর।	٢١٧. وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ
২১৮। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য)।	٢١٨. ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ
২১৯। এবং দেখেন সাজদাহ-কারীদের সাথে তোমার উঠা বসা।	٢١٩. وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ
২২০। তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٢٢٠. إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন ঃ তুমি শুধু আমারই ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আর যে এরূপ করবে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে সে অবশ্যই শাস্তির যোগ্য হবে। তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিবে যে, ঈমান ও আমল ছাড়া অন্য কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু থেকে মুক্তিদাতা নয়। এরপর তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ একাত্মবাদী ও তোমার অনুসারী মু’মিনদের প্রতি বিনয়ী হবে। আর যে কেহই আমার আদেশ ও নিষেধ অমান্য করবে সে যে’ই হোক না কেন তার সাথে কোনই সম্পর্ক রাখবেনা এবং তার প্রতি স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করবে।

বিশেষ লোককে এই ভয় প্রদর্শন সাধারণ লোককে ভয় প্রদর্শন করার বিপরীত নয়। কেননা এটা তার একটা অংশ। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـٰفِلُونَ

যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

তুমি এর (কুরআন) সাহায্যে ঐ সব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫১) আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯)

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্যে যার কানে আমার খবর পৌঁছেছে, সে ইয়াহুদী হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, অতঃপর আমার উপর সে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/১৩৪) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আমরা ঐগুলি বর্ণনা করছি ঃ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তা‘আলা **وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** এই আয়াত অবতীর্ণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতের উপর উঠে **يَاصَبَاحَاهْ** [1] বলে উচ্চ স্বরে ডাক দেন। এ ডাক শুনে লোকেরা তাঁর নিকট একত্রিত হয়। যারা আসতে পারেনি তারা লোক পাঠিয়ে দেয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ হে বানী আবদুল মুত্তালিব! হে বানী ফিহর! হে বানী লুওয়াই! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে তোমাদের শত্রু-সেনাবাহিনী রয়েছে এবং তারা ওঁৎ পেতে বসে আছে, সুযোগ পেলেই তোমাদেরকে হত্যা করবে, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই এক বাক্যে উত্তর দেয় ঃ হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা সত্য বলেই বিশ্বাস করব। তিনি তখন বলেন ঃ তাহলে জেনে রেখ যে, সামনের কঠিন শাস্তি হতে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি। তাঁর এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলে ওঠে ঃ তুমি ধ্বংস হও। এটা শোনানোর জন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে? তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ‘মাসাদ’ (তাব্বাত ইয়াদা) অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ১/৩০৭)

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (সূরা মাসাদ, ১১১ ঃ ১) (আহমাদ ১/৩০৭, ফাতহুল বারী ৮/২০৬, মুসলিম ১/১৯৩, তিরমিযী ৯/২৯৬, নাসাঈ ৬/৫২৬)

---

[1] আকস্মিক কোন বিপদের সময় আরাবের লোকেরা বিপদ সংকেত হিসাবে এরূপ শব্দ উচ্চারণ করত। রাসূল (সঃ) ঐ প্রচলিত প্রথারই অনুসরণ করেছিলেন।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা! হে আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে সুফিয়া! হে বানী আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের জন্য কোন (উপকারের) অধিকার রাখবনা। তবে হ্যাঁ, আমার কাছে যে সম্পদ আছে তা হতে তোমরা যা চাওয়ার তা চেয়ে নাও। (আহমাদ ৬/১৮৭, মুসলিম ১/১৯২)

কাবিসাহ ইব্‌ন মুখারিক (রাঃ) এবং যুহাইর ইব্‌ন আমর (রাঃ) বলেন, যখন وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন যার চূড়ার উপর একটি পাথর ছিল। সেখান থেকে তিনি ডাক দিয়ে বলতে শুরু করেন ঃ হে বানী আবদে মানাফ! আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমার ও তোমাদের উপমা ঐ লোকটির মত যে শত্রু দেখল এবং দৌড়ে নিজের লোকদেরকে সতর্ক করতে এলো যাতে শত্রুরা তার আগে সেখানে পৌঁছে আক্রমণ করতে না পারে এবং তিনি তাদেরকে ডাকতে থাকেন ঃ হে লোকসকল! (আহমাদ ৫/৬০, মুসলিম ১/১৯৩, নাসাঈ ৬/৪২৩) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ তুমি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তিনিই তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। তিনিই তোমাকে শক্তি যোগাবেন এবং তোমার কথাকে সমুন্নত করবেন। তাঁর দৃষ্টি সব সময় তোমার উপর রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৮)

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তুমি আমার চোখের সামনে থাক। (কুরতুবী ১৩/১৪৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি সালাতে দন্ডায়মান হও, রুকূ কর ও সাজদাহ কর। (তাবারী ১৯/৪১২) হাসান (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি একাকী সালাত আদায় কর। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি শু’য়ে থাক অথবা বসে থাক। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩০) কাতাদাহ

(রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাক, বসে থাক এবং অন্যান্য অবস্থায়ও। (আবদুর রায্‌যাক ৩/৭৭) অর্থাৎ তুমি একাকী সালাত আদায় করলেও আমি দেখতে পাই এবং জামা‘আতে আদায় করলেও তুমি আমার সামনেই থাক। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩১, তাবারী ১৯/৪১৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা খুবই শুনে থাকেন এবং তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

২২১। তোমাদেরকে কি জানাব, কার নিকট শাইতানরা অবতীর্ণ হয়?	٢٢١. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ
২২২। তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।	٢٢٢. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
২২৩। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।	٢٢٣. يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَـٰذِبُونَ
২২৪। এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত।	٢٢٤. وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ
২২৫। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক	٢٢٥. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ

উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?	يَهِيمُونَ
২২৬। এবং যা তারা করেনা তা বলে।	٢٢٦. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
২২৭। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়?	٢٢٧. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

ধর্মীয় পুস্তক রদ-বদল করার জন্য মূর্তি পূজকদের প্রতি নিন্দাবাদ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, মুশরিকরা বলত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন নিয়ে আগমন করেছেন তা সত্য নয়। তিনি এটা স্বয়ং রচনা করেছেন। অথবা তাঁর কাছে জিনদের নেতা এসে থাকে যে তাঁকে শিখিয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আপত্তিকর কথা হতে পবিত্র করেছেন এবং প্রমাণ করছেন যে, তিনি যে কুরআন আনয়ন করেছেন তা আল্লাহর কালাম এবং তাঁর নিকট হতেই এটা অবতারিত। সম্মানিত, বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী মালাক জিবরাঈল (আঃ) এটি বহন করে এনেছেন। এটি কোন শাইতান বা জিন আনয়ন করেনি। শাইতানরাতো কুরআনের শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ বিমুখ। তাদের শিক্ষাতো কুরআনুল হাকীমের শিক্ষার একেবারে বিপরীত। সুতরাং কি করে তারা কুরআনের ন্যায় পবিত্র ও সুপথ প্রদর্শনকারী কালাম আনয়ন করে মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করতে

পারে? তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। কেননা তারা নিজেরাও চরম মিথ্যাবাদী ও পাপী। তারা চুরি করে আকাশ থেকে যে এক আধটি কথা শুনে নেয়, ওর সাথে বহু শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে তাদের কমরেড জ্যোতিষীদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। ঐ জ্যোতিষীরা তখন ওর সাথে নিজেদের পক্ষ হতে আরও বহু মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে লোকদের মধ্যে প্রচার করে। শাইতান লুকিয়ে যে সত্য কথাটি আকাশে শুনেছিল ওটা সত্যরূপেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু লোকেরা ঐ একটি সত্য কথার উপর ভিত্তি করে জ্যোতিষী/ভবিষ্যদ্বক্তার আরও শত শত মিথ্যা কথাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে। এভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভবিষ্যদ্বক্তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ তারা কিছুই না। জনগণ বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা এমনও কথা বলে যা সত্য হয়ে থাকে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, এটা ঐ কথা যা জিনেরা চুরি করে আকাশ হতে শুনে আসে এবং তা ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা বন্ধুদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। অতঃপর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা নিজের পক্ষ হতে শত মিথ্যা কথা ওর সাথে মিলিয়ে বলে দেয়। (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন কাজের ফাইসালা করেন তখন মালাইকা বিনয়ের সাথে নিজেদের পালক ঝুকিয়ে দেন। কোন পাথরে শিকল বাজানো হলে যেরূপ শব্দ হয় ঐরূপ শব্দ ঐ সময় আসতে থাকে। যখন ঐ বিহ্বলতা দূর হয় তখন মালাইকা/ফেরেশতারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন (কি হুকুম করেছেন)? উত্তরে বলা হয় ঃ তিনি সত্য বলেছেন (সঠিক হুকুম করেছেন)। তিনি সমুন্নত ও মহান। কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলার ঐ হুকুম চুরি করে শ্রবণকারী কোন জিনের কানে পৌঁছে যায় যা এভাবে একের উপর এক মাধ্যম হয়ে ঐ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রহঃ) স্বীয় হাতের অঙ্গুলীগুলি বিছিয়ে দিয়ে ওর উপর অপর হাত ঐভাবেই রেখে ওগুলিকে মিলিত করে বলেন ঃ এইভাবে। এখন উপরের জন নীচের জনকে, সে তার নীচের জনকে ঐ কথা বলে দেয়। শেষ পর্যন্ত সর্ব নীচের জন ঐ কথা ভবিষ্যদ্বক্তার কানে পৌঁছিয়ে থাকে। কখনও কখনও এমনও হয় যে, ঐ কথা পৌঁছানোর পূর্বেই শ্রোতা জিনকে অগ্নিশিখা ধ্বংস করে ফেলে,

সুতরাং শাইতান ঐ কথা পৌঁছাতে পারেনা। আবার কখনও কখনও অগ্নিশিখা পৌঁছার পূর্বেই শাইতান ঐ কথা পৌঁছিয়ে থাকে। ঐ কথার সাথে যাদুকর নিজের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে প্রচার করে। ঐ একটি কথা সত্যরূপে প্রকাশিত হওয়ায় জনগণ সবগুলোকেই সত্য মনে করে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯৮)

আয়িশা (রাঃ) হতে সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এও আছে যে, আল্লাহর মালাইকা পৃথিবী বিষয়ক কথা-বার্তা মেঘের উপর বলে থাকেন যা শাইতান শুনে নিয়ে ভবিষ্যদ্বক্তাদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। আর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা/জ্যোতিষী/ যাদুকর একটি সত্যের সাথে শতটি মিথ্যা মিলিয়ে দেয়। (বুখারী ৩২৮৮)

রাসূলকে (সাঃ) কবি বলায় নিন্দা জ্ঞাপন

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত*। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ অবিশ্বাসী কাফিরেরা মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে বিপদগামী লোকদের কথাকে মেনে চলে। (তাবারী ১৯/৪১৬) মুজাহিদ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৯/৪১৫, ৪১৬) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ দুই কবি তাদের কবিতার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি বিদ্রুপাত্মক কবিতা আবৃত্তি করছিল এবং লোকদের মধ্যে এক দল এক কবিকে এবং অপর দল অন্য কবিকে সমর্থন/উৎসাহ যোগাচ্ছিল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (দুররুল মানসুর ৬/৩২৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ *তুমি কি দেখ না যে, তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?* প্রত্যেক বাজে বিষয় তারা তাদের কবিতায় উল্লেখ করে থাকে। তারা কারও প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে দেয়। মিথ্যা প্রশংসা করে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। তারা হয় কথার সওদাগর, কিন্তু কাজে অলস। তারা নিজেরা যা করেনা তা বলে থাকে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা সমস্ত ধরনের অসার বাক্য দিয়ে কথার মালা গাঁথে। (তাবারী ১৯/৪১৮) যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মুখে যা

আসে তা’ই তারা বলে, কোন কিছুই তাদের বলতে আটকায়না। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩৪) মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা তার এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৯/৪১৭) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ *এবং যা তারা করেনা, তা বলে*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় দুই লোক কবিতার মাধ্যমে একে অপরের নিন্দা করছিল। তাদের একজন ছিল আনসার এবং অপর জন ছিল অন্য গোত্রভুক্ত। তাদের উভয়কেই দু’টি ভিন্ন ভিন্ন দল উৎসাহ যোগাচ্ছিল, যারা ছিল অশিক্ষিত ও মূর্খ। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন ঃ

وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং যা তারা করেনা তা বলে*। (তাবারী ১৯/৪১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিও নন, যাদুকরও নন, ভবিষ্যদ্বক্তাও নন এবং মিথ্যা আরোপকারীও নন। তাঁর বাহ্যিক অবস্থাই তাঁর এসব দোষ হতে মুক্ত হওয়ার বড় সাক্ষী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ

আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহাতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৯) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪০-৪৩)

ইসলামী কবিদের ব্যাপারে ব্যতিক্রম

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কুসাইদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তামিম আদ দারীর (রাঃ) মুক্ত করা দাস আবুল হাসান সালিম আল বাররাদ (রাঃ) বলেন যে, যখন وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত।* এ আয়াত নাযিল হয় তখন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাহ (রাঃ) এবং কা‘ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলেতো কবিদের অবস্থা খুবই খারাপ। আল্লাহতো নিশ্চয়ই জানেন যে, আমরাও কবি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ *কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে।* অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল তোমরাই এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণকারীও তোমরা। তোমরাই অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। সুতরাং তোমরা এদের হতে স্বতন্ত্র। (তাবারী ১৯/৪২০, আবূ দাঊদ ৫০১৬)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে শুধু আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার (রাঃ) কথা আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিওতো কবি? তাঁরই এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ... الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা এটা মাক্কী সূরা। আর আনসার কবিরা সবাই ছিলেন মাদীনায়। অতএব তাঁদের ব্যাপারে এ সূরা অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভবই বটে। যে হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে ওগুলো মুরসাল। সুতরাং এগুলোর উপর ভরসা করা যায়না। তবে এ আয়াতটি যে স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আর এই স্বাতন্ত্র্য শুধু এই আনসার কবিদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোন কবি তার অজ্ঞতার যুগে যদি ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে কবিতা লিখে থাকে, অতঃপর মুসলিম হয়ে তাওবাহ করে এবং পূর্বের দুষ্কর্মের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বেশি বেশি

আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে তারাও নিন্দনীয় কবিদের হতে স্বতন্ত্র হবে। কেননা সৎ কার্যাবলী দুষ্কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেয়। যখন সে মুসলিমদের ও ইসলামের প্রশংসা করল তখন ঐ দুষ্কর্ম সৎকর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেল। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাব‘আরী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খুবই প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যখন খারাপ লোক ছিলাম তখন আমার এই জিহ্বা শাইতানের প্ররোচনায় বিপদগামী হয়ে অনেক কথা উচ্চারণ করেছে। এখন আমি তা থেকে পরিত্রান পাবার জন্য আমার জিহ্বাকে ব্যবহার করব। নিশ্চয়ই যে শাইতানের পথে ঝুঁকে পড়ে সে হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। অনুরূপভাবে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একজন বড় শত্রু ছিলেন এবং তাঁর খুবই দুর্নাম ও উপহাস করতেন। কিন্তু যখন তিনি মুসলিম হলেন তখন এমন পাকা মুসলিম হলেন যে, সারা দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা বড় প্রিয়জন তার কাছে আর কেহই ছিলনা। প্রায়ই তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর সাথে গভীর ভালবাসা রাখতেন। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا তারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে তারা কাফিরদের নিন্দামূলক কবিতার জবাব দিয়ে থাকেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা ঐ সমস্ত লোকের নিন্দা করে যারা অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষ হয়ে মু’মিন ব্যক্তিদের নিন্দা করে। (তাবারী ১৯/৪২০) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/৪১৯, ৪২০) সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসসানকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ তুমি কাফিরদের নিন্দা করে কবিতা রচনা কর; অথবা বলেছিলেন ঃ তুমি কাফিরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা কর এবং জিবরাঈল (আঃ) তোমার সঙ্গে আছেন। (ফাতহুল বারী ৬/৩৫১)

কা‘ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি কুরআনুল কারীমে কবিদের নিন্দা জ্ঞাপনের কথা শোনেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা (কবিদের সম্পর্কে) যা নাযিল করার তাতো নাযিল করেছেন (তাহলে আমিও কি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত?)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

(না, না, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। জেনে রেখ যে,) মু'মিন তরবারী ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে থাকে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের কবিতাগুলি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) মুজাহিদের তীরের ন্যায় আক্রমণ করেছে। (আহমাদ ৬/৩৮৭)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ অত্যাচারীদের গন্তব্যস্থল কোথায় তা তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ

যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫২) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যুল্‌ম হতে বেঁচে থাক। কারণ কিয়ামাতের দিন যুল্‌ম অন্ধকারের কারণ হবে। (আহমাদ ২/১০৬)

কাতাদাহ ইব্‌ন দি'আমাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার **وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ** উক্তিটি আম বা সাধারণ, কবি হোক বা অন্য কেহ হোক, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা শু'আরা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৭ ঃ নাম্‌ল, মাক্কী

٢٧ – سورة النمل ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৯৩, রুকূ ৭)

(اَيَاتُهَا : ٩٣ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। তা সীন; এগুলি আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের।	١. طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ
২। পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।	٢. هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
৩। যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং যারা আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।	٣. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
৪। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকে আমি শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্তি তে ঘুরে বেড়ায়।	٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ
৫। এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	٥. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓءُ

ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِى ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ	
٦. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ	**৬। নিশ্চয়ই তোমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।**

মু'মিনদের জন্য কুরআন হল পথ নির্দেশ ও সুখবার্তা এবং কাফিরদের জন্য সতর্ক বাণী

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ আলোচনা সূরা বাকারাহর শুরুতে করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ওগুলির পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ এগুলি হল উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত। هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ এগুলি হল মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ। যারা এগুলিকে বিশ্বাস করে এগুলির অনুসরণ করে তারা কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং ওর উপর আমল করে থাকে।

এরাই তারা যারা সঠিকভাবে ফার্‌য সালাত আদায় করে এবং অনুরূপভাবে ফার্‌য যাকাত প্রদানের ব্যাপারেও কোন ত্রুটি করেনা। আর তারা পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এরপরে পুরস্কার ও শাস্তিকেও তারা স্বীকার করে। জান্নাত ও জাহান্নামকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) এখানেও মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভনীয় করেছি। তাদের কাছে তাদের মন্দ কাজও ভাল মনে হয়। তাই তারা ঔদ্ধত্য ও বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০)

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (*এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত*) তাদের জন্য এ শাস্তি দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও। মানব সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক অপরাধীকেই একত্রিত করা হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবেনা কোন ধন-সম্পদ এবং হৃদয়ের প্রশান্তি। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ হে নাবী! নিশ্চয়ই তোমাকে আল-কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে। তাঁর আদেশ ও নিষেধের মধ্যে কি নিপুণতা রয়েছে তা তিনিই ভাল জানেন। ছোট-বড় সমস্ত কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত। সুতরাং কুরআনুল হাকীমের সবকিছুই নিঃসন্দেহে সত্য। এর মধ্যে যেসব আদেশ ও নিষেধ রয়েছে সবই ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১৫)

৭। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল ঃ আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি সেখান হতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনব অথবা তোমাদের জন্য আনব জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।	٧. إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّيٓ ءَانَسْتُ نَارًا سَـَٔاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
৮। অতঃপর সে যখন ওর নিকট এলো তখন ঘোষিত হল ঃ ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুস্পার্শ্বে। জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত।	٨. فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৯। হে মূসা! আমিতো আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٩. يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
১০। তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালনা। বলা হল ঃ হে মূসা!	١٠. وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي

ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি

১১। তবে যারা যুল্‌ম করার পর মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١١. إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ
১২। তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে; এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	١٢. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ۖ فِي تِسْعِ ءَايَـٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ
১৩। অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত এলো তখন তারা বলল ঃ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।	١٣. فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَـٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ
১৪। তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল!	١٤. وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

মূসার (আঃ) ঘটনা এবং ফির‘আউনের ধ্বংস

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় প্রিয় পাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মূসার (আঃ) ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি মূসাকে (আঃ) মর্যাদাসম্পন্ন নাবী বানিয়েছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন, তাঁকে বড় বড় মু‘জিযা দান করেছিলেন এবং ফির‘আউন ও তার লোকদের কাছে তাঁকে নাবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ কাফিরের দল তাঁকে অস্বীকার করে। তারা কুফরী ও অহংকার করার মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

মূসা (আঃ) যখন নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে চলছিলেন তখন তিনি পথ ভুলে যান। রাত্রি এসে পড়ে এবং চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ঐ সময় এক দিকে তিনি অগ্নিশিখা দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বলেন ঃ

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আলো দেখতে পাচ্ছি এবং ঐ আলোর দিকে যাচ্ছি। হয়ত সেখানে কেহ রয়েছে, তার কাছে পথ জেনে নিব, অথবা সেখান হতে কিছু আগুন নিয়ে আসব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। হলও তাই। সেখান হতে তিনি একটি বড় খবর আনলেন এবং বড় একটা নূর (জ্যোতি) লাভ করলেন। এরপর বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا যখন মূসা (আঃ) ঐ আলোর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি সেখানকার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। তিনি একটি সবুজ রংয়ের গাছ দেখলেন যার উপর আগুন জড়িয়ে রয়েছে। অগ্নিশিখা যত প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, গাছের শ্যামলতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পান যে, ঐ নূর আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে ওটা আগুন ছিলনা, বরং ওটা ছিল জ্যোতি। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে ওটি ছিল বিশ্বরাব্ব এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর জ্যোতি। মূসা (আঃ) অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তিনি কোন কিছুই বুঝতে পারছিলেননা। হঠাৎ শব্দ এলো ঃ

نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুস্পার্শ্বে (অর্থাৎ মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী)। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যারা নূরের স্পর্শে এসেছে তাদের জন্য রয়েছে সৌভাগ্য। (তাবারী ১৯/৪২৮)

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। তিনি যা চান তা'ই করেন। তাঁর সৃষ্টের মধ্যে তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

নন। তিনি মাখলূকের সঙ্গে তুলনীয় হওয়া হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এরপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে মূসা! আমিতো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ সুবহানাহু তাঁকে (মূসাকে) বলেন যে, যিনি আহ্বান করছেন তিনিই তাঁর রাব্ব, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পৃথিবীর সবকিছু, যাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে রয়েছে প্রজ্ঞা। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَأَلْقِ عَصَاكَ হে মূসা! তুমি তোমার হাতের লাঠিখানা যমীনে ফেলে দাও যাতে তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাও যে, আল্লাহ তা'আলা স্বেচ্ছাচারী এবং তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ শ্রবণ মাত্রই মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দেন। তৎক্ষণাৎ লাঠিখানা এক বিরাট ভয়ংকর সাপ হয়ে যায় এবং অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও খুব দ্রুত চলতে ফিরতে শুরু করে। লাঠিকে এরূপ বিরাট জীবন্ত সাপ হতে দেখে মূসা (আঃ) ভীত হয়ে পড়েন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ *ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায়না*। কুরআনুল কারীমে **جان** শব্দ রয়েছে। এটা হল এক প্রকার সাপ যা অতি দ্রুত চলতে পারে এবং খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে।

وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ মূসা (আঃ) ঐ সাপ দেখে ভীত হয়ে পড়েন এবং ভয়ের কারণে স্থির থাকতে পারেননি, বরং পিছন ফিরে সেখান হতে পালাতে শুরু

করেন। তিনি এত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, একবার মুখ ঘুরিয়েও দেখেননি। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বললেন ঃ

لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ হে মূসা! ভীত হয়োনা। আমিতো তোমাকে আমার মনোনীত রাসূল ও মর্যাদা সম্পন্ন নাবী বানাতে চাই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ তবে যারা যুল্ম করার পর মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এই আয়াতে মানুষের জন্য বড়ই সুসংবাদ রয়েছে। যে কেহই কোন অন্যায় ও মন্দ কাজ করবে, অতঃপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ঐ কাজ ছেড়ে দিবে ও খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ

এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবাহ করে, ঈমান আনে, সৎ কাজ করে ও সৎ পথে অবিচল থাকে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮২) অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) এই বিষয়ের বহু আয়াত রয়েছে। লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া একটি মু'জিযা, এর সাথে সাথে মূসাকে (আঃ) আর একটি মু'জিযা দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও, তাহলে এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্ত র্গত, যেগুলি দ্বারা আমি বিভিন্ন সময়ে তোমার পৃষ্ঠপোষকতা করব, যাতে তুমি সত্যত্যাগী ফির'আউন ও তার কাওমের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পার।

ঐ নয়টি মু'জিয়া এগুলিই ছিল যেগুলির বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে যার পূর্ণ তাফসীর ওখানেই গত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَـٰتٍ بَيِّنَـٰتٍ... الخ

আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০১)

যখন এই সুস্পষ্ট ও প্রকাশমান মু‘জিযাগুলি ফির‘আউন ও তার লোকদেরকে দেখানো হল তখন তারা হঠকারিতা করে বলল ঃ **هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ** এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا *তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে*

তরফ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু তাদের ঔদ্ধত্যতা ও অবাধ্যতা সত্য স্বীকার করা থেকে বিরত রাখছে। তাদের এ অবাধ্যতা ও ভুল পথে চলার কারণ এই যে, তাদের অভ্যাসই হল সবকিছুতেই অবজ্ঞা প্রকাশ করা এবং তাদের ঔদ্ধত্যতার কারণ এই যে, সত্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ হে মুহাম্মাদ! দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কতই না বিস্ময়কর ও শিক্ষামূলক হয়েছিল। একই সাথে সবাই তারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং হে শেষ নাবীকে বিশ্বাসকারী দল! তোমরা এই নাবীকে অবিশ্বাস করে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করনা। কেননা এই নাবীতো মূসা (আঃ) অপেক্ষাও উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর। তাঁর দলীল প্রমাণাদি ও মু‘জিযাগুলিও মূসার (আঃ) মু‘জিযাগুলি অপেক্ষা বড় এবং মযবূত। স্বয়ং তাঁর ঐ অস্তিত্ব, তাঁর স্বভাব চরিত্র, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং পূর্ববর্তী নাবীদের (আঃ) তাঁর সম্পর্কে শুভ সংবাদ ও তাঁদের নিকট হতে তাঁর জন্য আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদা/অঙ্গীকার গ্রহণ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে না মেনে নির্ভয়ে থাকবে এটা মোটেই উচিত নয়।

১৫। আমি অবশ্যই দাউদকে ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মু’মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।	١٥. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ

	عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১৬। সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল ঃ হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু হতে প্রদান করা হয়েছে; এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।	١٦. وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ ۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ
১৭। সুলাইমানের সামনে সমবেত করা হল তার বাহিনীকে, জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে।	١٧. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
১৮। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপীলিকা বলল ঃ হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।	١٨. حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْا۟ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

১৯। সুলাইমান ওর উক্তিতে মৃদু হাস্য করল এবং বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তজ্জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎ কর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন।

١٩. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ

সুলাইমান (আঃ) এবং তাঁর বাহিনীর পিপীলিকার বাসস্থানের পাশ দিয়ে পদযাত্রা

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলার ঐ নি'আমাতরাশির বর্ণনা রয়েছে যেগুলি তিনি তাঁর দুই বান্দা দাঊদ (আঃ) ও সুলাইমানকে (আঃ) দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে দান করেছিলেন উভয় জগতের সম্পদ। এই নি'আমাতগুলি দান করার সাথে সাথে তিনি তাঁদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও তাওফীক দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদেরকে প্রদত্ত নি'আমাতরাজির কারণে সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ সুলাইমান হয়েছিল দাঊদের (আঃ) উত্তরাধিকারী।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী নয়। বরং রাজত্ব ও নাবুওয়াতের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য। যদি সম্পদের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য হত তাহলে শুধুমাত্র সুলাইমানের (আঃ) নাম আসতনা। কেননা দাঊদের (আঃ) একশ' জন স্ত্রী ছিল। আর নাবীদের (আঃ) সম্পদের মীরাস হয়না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীদের দল কেহকেও (সম্পদের)

উত্তরাধিকারী করিনা। আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ (রূপে পরিগণিত) হয়। (তিরমিযী ৫/২৩৪, বুখারী ৬৭২৭)

সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ *হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু হতে প্রদান করা হয়েছে।* এখানে আল্লাহ সুবহানাহু সুলাইমানকে (আঃ) জিন ও মানব সন্তানের উপর যে বিশেষ ক্ষমতা ও পরিচালনার নি'আমাত দান করেছেন সেই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) পশু-পাখির ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন যা অন্য কোন নাবী কিংবা মানুষকে আর শিক্ষা দেয়া হয়নি। পাখিরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যাওয়ার সময় যখন একে অপরের সাথে কথা বলত কিংবা পশুরা তাদের নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করত তা সবই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) বুঝতে পারার জ্ঞান দান করেছিলেন। সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর নি'আমাতরাজি স্মরণ করে বলেন ঃ

عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ হে লোকসকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা আমার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ যা অন্য কেহকেও দেয়া হয়নি। إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ এটা অবশ্যই তাঁর সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

فَهُمْ يُوزَعُونَ সুলাইমানের (আঃ) সৈন্য একত্রিত হল যাদের মধ্যে মানুষ, জিন, পাখী ইত্যাদি সবই ছিল। তাঁর নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তারপর জিন। পাখী তাঁর মাথার উপর থাকত। গরমের সময় তারা তাঁকে ছায়া দিত। সবাই নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যার জন্য যে জায়গা নির্ধারিত ছিল সে সেই জায়গায়ই থাকত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক দলের প্রধানকে তার দলের লোকদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর জন্য নিয়োজিত রাখা হত যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেমনটি বর্তমান শাসকরাও তাদের সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখে। (তাবারী ১৯/৫০০, ৫০১)

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ এই সেনাবাহিনীকে নিয়ে সুলাইমান (আঃ) চলছিলেন। পথিমধ্যে তাঁদেরকে এমন জায়গা দিয়ে গমন করতে হল

যেখানে পিপীলিকার বাহিনী ছিল। সুলাইমানের (আঃ) সেনাবাহিনীকে দেখে একটি পিপীলিকা অন্যান্য পিপীলিকাকে বলল ঃ

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান (আঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনী তাঁদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

[illegible] আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ এই যে, আপনি আমাকে পাখী ও জীব-জন্তু ইত্যাদির ভাষা শিখিয়েছেন এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনার ইনআম এই যে, তাঁরা মু'মিন ও মুসলিম ছিলেন ইত্যাদি।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ আর আমাকে তাওফীক দিন যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমার মৃত্যু ঘটানোর পর আপনার মু'মিন বান্দাদের এবং আপনার নিকটতর বন্ধুদের সাথে মিলিত করুন।

২০। সুলাইমান পক্ষীকুলের সন্ধান নিল এবং বলল ঃ ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছিনা যে! সে অনুপস্থিত না কি?	٢٠. وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ
২১। সে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি	٢١. لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا

দিব অথবা যবাহ করব।	أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ

হুদহুদ পাখির অনুপস্থিতি

মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদহুদ পাখিটি এতটাই পারদর্শী ছিল যে, সুলাইমান (আঃ) যখন তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন এবং তখন যদি সেখানে পানির প্রয়োজন হত তাহলে হুদহুদ পাখি জানিয়ে দিত যে, কোথায় পানি পাওয়া যাবে। বিভিন্ন অনুসন্ধানী দল যেমন নানা বিষয়ের অন্বেষনে পৃথিবী ঘুরে বেরিয়ে বিভিন্ন জিনিস আবিস্কার করে, হুদহুদ পাখিও অনুরূপভাবে বলে দিতে পারত যে, কোথায়, মাটির কত নিম্ন স্তরে পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ পাখি ঐ পানি প্রাপ্তির জায়গা খুঁজে পেয়ে সুলাইমানকে (আঃ) দেখিয়ে দিলে তিনি জিনদেরকে হুকুম করতেন যে, তারা যেন ঐ স্থানের মাটি খুঁড়ে পানির স্তরে পৌঁছে তা সংগ্রহ করে। এভাবে একদিন তিনি এক জঙ্গলে অবস্থান ছিলেন এবং পানির খোঁজ নেয়ার জন্য হুদহুদ পাখীর সন্ধান নেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় হুদহুদ উপস্থিত ছিলনা। তাকে দেখতে না পেয়ে সুলাইমান (আঃ) বলেন ঃ

مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ আমি আজ হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছিনা। সে কি পাখীদের মধ্যে কোন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে বলেই আমার চোখে পড়ছেনা, নাকি আসলেই সে অনুপস্থিত রয়েছে?

একদা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট এই তাফসীর শুনে নাফি ইবনুল আযরাক খারেজী প্রতিবাদ করে বসে। এই বাজে উক্তিকারী লোকটি প্রায়ই আবদুল্লাহর (রাঃ) কথার প্রতিবাদ করত। সে বলল ঃ হে ইব্ন আব্বাস (রাঃ)! আপনিতো আজ হেরে গেলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ এটা তুমি কেন বলছ? উত্তরে সে বলল ঃ আপনি বলছেন যে, হুদহুদ যমীনের নীচের পানি দেখতে পেত। কিন্তু কি করে এটা সত্য হতে পারে? ছেলেরা জাল বিছিয়ে ওকে মাটি দ্বারা ঢেকে ওর উপর দানা নিক্ষেপ করে হুদহুদ পাখীকে শিকার করে থাকে। যদি সে যমীনের নীচের পানি দেখতে পায় তাহলে যমীনের উপরের জাল সে দেখতে পায়না কেন? তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) উত্তর দেন ঃ তুমি মনে করবে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

হেরে যাওয়ার ফলে নিরুত্তর হয়ে গেছেন, এরূপ ধারণা আমি না করলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করতামনা। জেনে রেখ যে, যখন মৃত্যু এসে যায় তখন চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় এবং জ্ঞান লোপ পায়। এ কথা শুনে নাফি নিরুত্তর হয়ে যায় এবং বলে ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনও কুরআনের বিষয়ে আপনার কথার কোন প্রতিবাদ করবনা। (কুরতুবী ১৩/১৭৭, ১৭৮)

সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ **لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا** যদি সত্যিই সে অনুপস্থিত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব। আল আমাশ (রহঃ) মিনহাল ইব্‌ন আমর (রহঃ) থেকে, তিনি সাঈদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান (আঃ) যে শাস্তির কথা বুঝাতে

দাঁড় করিয়ে রাখার মাধ্যমে। (তাবারী ১৯/৪৪৩) একাধিক সালাফও বলেছেন যে, হুদহুদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তার পালক তুলে ফেলা এবং সূর্যের তাপে ফেলে রাখা যাতে পিপীলিকারা তাকে খেয়ে ফেলে।

أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ (*অথবা যবাহ করব*) অথবা যবাহ করেই ফেলবো। আর যদি সে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে।

সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াইনাহ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রহঃ) বলেন ঃ কিছুক্ষণ পর হুদহুদ এসে গেল। জীব-জন্তুগুলো তাকে বলল ঃ আজ তোমার রক্ষা নেই। বাদশাহ সুলাইমান (আঃ) তোমাকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হুদহুদ তখন তাদেরকে বলল ঃ বাদশাহ কি শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন বল দেখি? তারা তা বর্ণনা করল। তখন সে খুশী হয়ে বলল ঃ তাহলে আমি রক্ষা পেয়ে যাব।

২২। অনতি বিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল ঃ আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং 'সাবা' হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।	٢٢. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

২৩। আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।	٢٣. إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةٗ تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ
২৪। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না -	٢٤. وَجَدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يَسۡجُدُونَ لِلشَّمۡسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمۡ لَا يَهۡتَدُونَ
২৫। তারা নিবৃত্ত রয়েছে আল্লাহকে সাজদাহ করা হতে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।	٢٥. أَلَّا يَسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخۡرِجُ ٱلۡخَبۡءَ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُخۡفُونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ
২৬। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি মহাআরশের অধিপতি। [সাজদাহ]	٢٦. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ۩

হুদহুদ পাখির সুলাইমানের (আঃ) কাছে আগমন এবং সাবাবাসীর তথ্য প্রদান

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ হুদহুদ তার অনুপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই এসে পড়ল এবং আরয করল ঃ হে আল্লাহর নাবী (আঃ)! যে সংবাদ আপনি এবং আপনার বাহিনী অবগত নন সেই সংবাদ নিয়ে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আমি সাবা (একটি দেশের নাম যা ইয়ামানে অবস্থিত) হতে এলাম এবং সেখান থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। একজন নারী সেখানে রাজত্ব করছেন।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তার নাম ছিল বিলকিস বিন্ত শারাহীল। তিনি ছিলেন সাবা দেশের সম্রাজ্ঞী। (দুররুল মানসুর ৬/৩৫১)

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ পার্থিব প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র

সিংহাসনে তিনি বসেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, সিংহাসনটি স্বর্ণ দ্বারা মুণ্ডিত ছিল এবং দামী পাথর দ্বারা কারুকার্য খচিত। ওটা অনেক উঁচু ছিল। ওর পূর্ব অংশে তিনশ' ষাটটি জানালা ছিল। অনুরূপ সংখ্যক জানালা পশ্চিম অংশেও ছিল। ওটাকে এমন শিল্পচাতুর্যের সাথে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, প্রত্যহ সূর্য যখন উদিত হত তখন উহার এক দিকের জানালা দিয়ে আলোকিত হত এবং যখন অস্ত যেত তখন উহার বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে আলোকিত হত। দরবারের লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যকে সাজদাহ করত।

এ জন্যই হুদহুদ পাখি বলল ঃ **وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ** *আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে*। রাজ্যের রানী, প্রজা সবাই ছিল সূর্যপূজক। আল্লাহর উপাসক তাদের মধ্যে একজনও ছিলনা। শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভনীয় করে তুলত। সে তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করত। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ফলে তারা সৎ পথে আসেনি। তারা জানতনা যে, সত্য পথ কোন্‌টি। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের কেহকেই যে সাজদাহ

করা যাবেনা এ দা'ওয়াতও তাদের কাছে কেহ পৌঁছে দেননি। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৭) ঘোষিত হয়েছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنۡ أَسَرَّ ٱلۡقَوۡلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفِۭ بِٱلَّيۡلِ وَسَارِبُۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ তিনি একাই প্রকৃত মা'বূদ। তিনিই মহান আরশের অধিপতি, যার চেয়ে বড় আর কোন কিছুই নেই।

যেহেতু হুদহুদ কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী, এক আল্লাহর ইবাদাতের হুকুমদাতা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সাজদাহ করতে বাধাদানকারী, সেই হেতু তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ উঠিয়ে নেয়া হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো হল ঃ পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ এবং সুরদ্ অর্থাৎ লাটূরা। (আহমাদ, ১/৩৩২, আবূ দাঊদ ৫/৪১৮, ইব্ন মাজাহ ২/১০৭৪)

২৭। সুলাইমান বলল ঃ আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছ, না	٢٧. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقۡتَ أَمۡ

কি তুমি মিথ্যাবাদী?	كُنتَ مِنَ ٱلۡكَـٰذِبِينَ
২৮। তুমি যাও আমার এই পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পন কর; অতঃপর তাদের নিকট হতে দূরে সরে থেক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কি?	٢٨. ٱذۡهَب بِّكِتَـٰبِى هَـٰذَا فَأَلۡقِهۡ إِلَيۡهِمۡ ثُمَّ تَوَلَّ عَنۡهُمۡ فَٱنظُرۡ مَاذَا يَرۡجِعُونَ
২৯। সেই নারী বলল ঃ হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক	٢٩. قَالَتۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ إِنِّىٓ

৩০। ইহা সুলাইমানের নিকট হতে এবং ইহা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	٣٠. إِنَّهُۥ مِن سُلَيۡمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
৩১। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা, এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।	٣١. أَلَّا تَعۡلُواْ عَلَىَّ وَأۡتُونِى مُسۡلِمِينَ

বিলকিসকে সুলাইমানের (আঃ) পত্র প্রদান

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ হুদহুদের খবর শ্রবণ মাত্রই সুলাইমান (আঃ) এর সত্যতা নিরূপণ শুরু করলেন যে, যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে সে ক্ষমার যোগ্য হবে, আর যদি সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয় তাহলে সে হবে শাস্তির যোগ্য। তাই তিনি তাকেই বললেন ঃ

اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ তুমি আমার এ চিঠিখানা বিলকিসকে দিয়ে এসো যে সেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতা

রয়েছেন। তখন ঐ চিঠিখানা চঞ্চুতে করে অথবা পালকের সাথে জড়িয়ে হুদহুদ উড়ে চললো। সেখানে পৌঁছে সে বিলকিসের প্রাসাদে প্রবেশ করল। ঐ সময় বিলকিস নির্জন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। হুদহুদ একটি জানালার মধ্য দিয়ে ঐ চিঠিখানা তার সামনে রেখে দিল এবং ভদ্রতার সাথে একদিকে সরে গেল। এতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিতা হন এবং সাথে সাথে কিছুটা ভয়ও তার অন্তরে অনুভূত হল। চিঠিখানা তুলে নিয়ে ওর মোহর ছিঁড়ে ফেলে পড়তে শুরু করলেন। ওতে লিখা ছিল ঃ

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ. أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ *ইহা সুলাইমানের নিকট হতে এবং ইহা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা এবং আনুগত্য স্বীকার করে*

إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। ঐ পত্রটি যে সম্মানিত ছিল এটা তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। কারণ একটি পাখী ওটাকে নিয়ে এসেছে, অতি সতর্কতার সাথে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং তার সামনে আদবের সাথে রেখে দিয়ে এক দিকে সরে দাঁড়িয়েছে! তাই তিনি বুঝে নিলেন যে, নিঃসন্দেহে চিঠিটি সম্মানিত এবং কোন মর্যাদা সম্পন্ন লোকের পক্ষ হতে প্রেরিত।

তারপর তিনি পত্রটির বিষয়বস্তু সকলকে শুনিয়ে দিলেন। শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা রয়েছে এবং সাথে সাথে মুসলিম হওয়ার ও তাঁর অনুগত হওয়ার আহ্বান রয়েছে।

সুতরাং তারা সবাই বুঝে নিল যে, এটা আল্লাহর নাবীরই দা'ওয়াতনামা। তারা এটাও বুঝতে পারল যে, তাঁর সাথে মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই।

অতঃপর পত্রটির সুন্দর বাচনভঙ্গী, সংক্ষেপণ, অথচ গভীর ভাব তাদের সকলকেই বিস্ময়াভিভূত করল। অল্প কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ *অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা*। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে আমার সাথে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করনা। **وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ** (*এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও*) (দুররুল মানসুর

৬/৩৫৪) আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, আমার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করনা অথবা আমার পথে ফিরে আসতে ঔদ্ধত্যতা প্রদর্শন করনা। বরং وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও। (তাবারী ১৯/৪৫৩)

সুলাইমানের (আঃ) পত্রের বিষয়বস্তু শুধু নিম্নরূপই ছিল ঃ আমার সামনে হঠকারিতা করনা, আমাকে বাধ্য করনা, আমার কথা মেনে নাও, অহংকার করনা, বরং খাঁটি একাত্মবাদী ও অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো।

৩২। সেই নারী বলল ঃ হে পরিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও; আমি যা সিদ্ধান্ত নিই	٣٢. قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

৩৩। তারা বলল ঃ আমরাতো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন।	٣٣. قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ
৩৪। সে বলল ঃ রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তি-দেরকে অপদস্থ করে; এরাও এ রূপই করবে।	٣٤. قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
৩৫। আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি	٣٥. وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ

দূতেরা কি বার্তা নিয়ে ফিরে আসে!	فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرۡجِعُ ٱلۡمُرۡسَلُونَ

বিলকিস তার রাজন্যবর্গদের সাথে পরামর্শ করলেন ঃ রাজা-বাদশাহ্ যে জনপদে প্রবেশ করে সেখানেই ধ্বংস যজ্ঞ চালায়

বিলকিস তার সভাষদবর্গকে সুলাইমানের (আঃ) পত্রের বিষয়বস্তু শুনিয়ে তাদের কাছে পরামর্শ চেয়ে বললেন ঃ

أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ তোমরাতো জান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ না করি এবং তোমরা উপস্থিত না থাক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত একা গ্রহণ করিনা। অতএব

نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ আমাদের যুদ্ধের শক্তি যথেষ্ট রয়েছে এবং আমাদের ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। আপনি আমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনি যা হুকুম করবেন তা আমরা পালন করার জন্য প্রস্তুত আছি।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বিলকিসের সভাষদবর্গ ও সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধের প্রতি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করল বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী। তাই তিনি তার মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টাদেরকে বললেন ঃ

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً রাজা-বাদশাহদের নিয়ম এই যে, যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে। এরাও এরূপই করবে। এবং আল্লাহও তাই বলেন ঃ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (*এরাও এ রূপই করবে*) (তাবারী ১৯/৪৫৫)

অতঃপর তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন যে, সুলাইমানের (আঃ) সাথে সন্ধি করা যাক। সুতরাং তিনি তার কৌশলপূর্ণ কথা সভাষদবর্গের সামনে পেশ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ এখন আমি তাঁর কাছে এক মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখা যাক, দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে? খুব সম্ভব তিনি এটা কবূল করবেন এবং ভবিষ্যতেও প্রতি বছর আমরা এটা জিযিয়া হিসাবে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকব। সুতরাং তাঁর আমাদের দেশকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হবেনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এভাবে উপঢৌকন পাঠিয়ে তিনি বড়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। একজন মুসলিম হিসাবে এবং এর পূর্বে মুশরিক অবস্থায়ও তিনি জানতেন যে, উপঢৌকন এমনই জিনিস যা লোহাকেও নরম করে দেয়। আর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার কাওমকে বলেছিলেন ঃ যদি তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ করেন তাহলে বুঝবে যে, তিনি একজন বাদশাহ, অতএব তার সাথে যুদ্ধ করা যাবে। আর যদি গ্রহণ না করেন তাহলে

৩৬। অতঃপর যখন দূত সুলাইমানের নিকট এলো তখন সুলাইমান বলল ঃ তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে উৎকৃষ্ট। অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে আনন্দ বোধ করছ।	٣٦. فَلَمَّا جَآءَ سُلَيۡمَـٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيۡرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلۡ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمۡ تَفۡرَحُونَ
৩৭। তাদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান হতে বহিস্কার করব	٣٧. ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةً وَهُمۡ

লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অপমানিত।	صَـٰغِرُونَ

বিলকিসের উপঢৌকন পাঠানো এবং সুলাইমানের (আঃ) প্রতিক্রিয়া

সালাফগণের একাধিক ব্যক্তি বলেছেন যে, বিলকিস খুবই মূল্যবান উপঢৌকন যেমন সোনা, মণি-মাণিক্য ইত্যাদি সুলাইমানের (আঃ) নিকট প্রেরণ করলেন। কেহ কেহ বলেন যে, কিছু ছেলেকে মেয়ের পোশাকে এবং কতগুলি মেয়েকে ছেলের পোশাকে পাঠিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন ঃ যদি সুলাইমান (আঃ) তাদেরকে চিনে নিতে পারেন তাহলে তাঁকে নাবী বলে মেনে নেয়া হবে।

সুলাইমান (আঃ) ঐ রাণীর (বিলকিসের) উপঢৌকনের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলেননা। বরং তা দেখা মাত্রই বলেছিলেন ঃ

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ ঘুষ দিয়ে নিজেদেরকে শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার ইচ্ছা করছ? এটা কখনও সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বহু কিছু দিয়েছেন। রাজ্য-রাজত্ব, ধন-সম্পদ, সৈন্য-সামন্ত সবকিছুই আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। যে কোন দিক দিয়েই আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম অবস্থায় রয়েছি।

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً

তোমরা এগুলো নিয়ে তোমাদের লোকদের নিকট ফিরে যাও। জেনে রেখ যে, আমি অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তোমাদের নেই। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তোমরা হবে অবনমিত।

দূতেরা যখন উপঢৌকনগুলি ফিরিয়ে নিয়ে বিলকিসের নিকট পৌঁছল এবং শাহী পয়গাম তাকে জানিয়ে দিল তখন সুলাইমানের (আঃ) নাবুওয়াত সম্পর্কে তার আর কোন সন্দেহ থাকলনা। সুতরাং সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও প্রজাসহ তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন এবং তিনি তার সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে সুলাইমানের (আঃ) নিকট হাযির হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যখন সুলাইমান (আঃ)

বিলকিসের সংকল্পের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

৩৮। সুলাইমান আরও বলল ঃ হে আমার পরিষদবর্গ! তারা আমার নিকট এসে আত্মসমর্পন করার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?	٣٨. قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ
৩৯। এক শক্তিশালী জিন বলল ঃ আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বে আমি ওটা আপনার নিকট এনে দিব এবং	٣٩. قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن

৪০। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল ঃ আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিব। সুলাইমান যখন ওটা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল তখন সে বলল ঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে তার নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে	٤٠. قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ

জেনে রাখুক যে, আমার রাব্ব অভাবমুক্ত, মহানুভব।	فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ

মুহুর্তের মধ্যে যেভাবে বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসা হল

ইয়াযিদ ইব্ন রূমান (রহঃ) থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ দূতেরা যখন বিলকিসের নিকট ফিরে আসে এবং পুনরায় তার কাছে নাবুওয়াতের পয়গাম পৌঁছে তখন তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারেন যে, সুলাইমান (আঃ) একজন নাবী। তাই তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তিনি একজন নাবী এবং নাবীদের সঙ্গে কখনও মুকাবিলা করা যায়না। তৎক্ষণাৎ তিনি পুনরায় দূত পাঠিয়ে বললেন ঃ আমি আমার কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকজনসহ আপনার দরবারে হাযির হচ্ছি, যাতে স্বয়ং আপনার সাথে সাক্ষাত করে দীনী জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং আপনার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পেতে পারি। এ কথা বলে দূত পাঠিয়ে দিলেন এবং একজনকে তার দরবারে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে তার দায়িত্বে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার ভার দিয়ে নিজের মণি-মাণিক্য খচিত স্বর্ণের মহামূল্যবান সিংহাসনটি একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। ঐ কক্ষটি আর একটি কক্ষের মধ্যে এবং সেই কক্ষটি আর একটি কক্ষের মধ্যে এমনিভাবে সাতটি কক্ষের অভ্যন্তরে রেখে প্রত্যেকটি কক্ষ তালাবদ্ধ করে দেয়া হল এবং প্রতিনিধিকে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন যে, তার ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন তার সিংহাসন এবং লোকজনের প্রতি খেয়াল রাখে। অতঃপর বারো হাজার ইয়ামানী সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে সুলাইমানের (আঃ) রাজ্যাভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। ঐ বারো হাজার সেনাধ্যক্ষের প্রত্যেকের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য ছিল। জিনেরা বিলকিস ও তার লোকজনের প্রতিক্ষণের খবর সুলাইমানের (আঃ) নিকট পৌঁছে দিচ্ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তারা নিকটবর্তী হয়ে গেছেন তখন তিনি তাঁর রাজসভায় বিদ্যমান মানব ও জিনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ বিলকিস (তার মুসলিম হওয়ার পূর্বে) ও তার লোক-লস্কর এখানে পৌঁছে যাওয়ার পূর্বেই তার সিংহাসনটি আমার নিকট হাযির করে দিতে পারে এমন কেহ তোমাদের মধ্যে

আছে কি? (তাবারী ৯/৫২০) কেননা যখন সে এখানে এসে পৌঁছবে এবং ইসলাম কবূল করে নিবে তখন তার ধন-সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তাঁর এ কথা শুনে একজন শক্তিশালী জিন, সে ছিল এক বিরাট পাহাড়ের মত, বলল ঃ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ আপনার দরবারে আজকের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিতে পারি। (দুররুল মানসুর ৬/৩৫৯, বাগাবী ৩/৪২০)

সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ সুলাইমান (আঃ) জনগণের বিচার মীমাংসার জন্য সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত সাধারণ দরবারে বসতেন। জিনটি বলল ঃ

وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ এই সময়ের মধ্যেই আমি বিলকিসের সিংহাসনটি আপনার নিকট নিয়ে আসতে সক্ষম। আর আমি আমানাতদারও বটে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ ওটা বহন করে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ওতে যে মনি-মানিক্য রয়েছে তা হিফাযাত করার ব্যাপারেও আমি উত্তম আমানাতদার। সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ আমি চাই যে, এরও পূর্বে যেন তার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছে যায়। (বাগাবী ৩/৪২০) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, সুলাইমান ইব্ন দাঊদের (আঃ) ঐ সিংহাসনটি নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) যে একটি বড় মু'জিযা ও পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান করেছেন তার প্রমাণ বিলকিসকে প্রদর্শন করা। সুলাইমানকে (আঃ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন যা তাঁর পূর্বে এবং পরে এখন পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির অন্য কেহকে প্রদান করেননি। বিলকিস এবং তার সাথের লোকদেরকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সুলাইমান (আঃ) এটা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহর তরফ থেকে তিনি নাবুওয়াত প্রাপ্ত এবং বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, যার ফলে বিলকিস তার দেশ হতে রওয়ানা দিয়ে সুলাইমানের (আঃ) প্রাসাদে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন এনে উপস্থিত করা হয়েছে। অথচ বিলকিস ঐ সিংহাসনটি অনেক কক্ষ এবং তালাবদ্ধ করার মাধ্যমে অত্যন্ত নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এসেছেন। সুলাইমান (আঃ) যখন বললেন ঃ আমি ওটা এর চেয়েও দ্রুত এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা চাই তখন قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ *কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সে ছিল আসিফ, সুলাইমানের (আঃ) লিপিকার (লেখক)। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াযীদ

ইব্‌ন রূমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার নাম ছিল আসিফ ইব্‌ন বারখিইয়া এবং সে ছিল একজন মু'মিন ব্যক্তি যার আল্লাহর বড়ত্বের নামসমূহ (ইসমে আযম) জানা ছিল। (বাগাবী ৩/৪২০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ সে ছিল মানুষের মধ্য থেকে মু'মিন ব্যক্তি এবং তার নাম ছিল আসিফ।

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ *আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিব।* অর্থাৎ আপনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকুন এবং আপনার দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে চোখের পলক পড়ার আগেই আপনি ওটা আপনার সামনে দেখতে পাবেন। অতঃপর সে উঠে দাঁড়ালো, অযূ করল এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, সে বলেছিল ঃ

يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ ঃ হে মহিমাময়, মহানুভব! (তাবারী ১৯/৪৬৬) সুলাইমান (আঃ) যখন ওটা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেন ঃ **هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ** এটা আমার রবের অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, নাকি অকৃতজ্ঞ হই? যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যই এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৪) **وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ** (*এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জেনে রাখুক যে, আমার রাব্ব অভাবমুক্ত, মহানুভব*) তাঁর কোন বান্দা যদি তাঁকে আহ্বান (সালাত আদায়) না করে তাতে তাঁর কিছুই আসে যায়না। **كَرِيمٌ** তিনি প্রাচুর্যময়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। কেহ যদি তাঁর ইবাদাত না

করে তাহলে তাতে তাঁর মর্যাদা এতটুকুও কমে যাবেনা। যেমন মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮)

সহীহ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের এবং তোমাদের মানব ও দানব সবাই তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ও সৎ লোকটির মত হয়ে যায় তবুও আমার রাজত্ব ও মান-মর্যাদা একটুও বৃদ্ধি পাবেনা। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব সবাই তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে বেশি পাপী ও অবাধ্য লোকটির মত হয়ে যায় তবুও আমার আধিপত্য ও মান-মর্যাদা একটুও হ্রাস পাবেনা। এগুলিতো তোমাদের আমল মাত্র, যেগুলি লিখিত আকারে থাকবে এবং তোমরা যা করছ তার প্রতিদান লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কেহ কল্যাণ

৪১। সুলাইমান বলল ঃ তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না কি সে বিভ্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়।

٤١. قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرۡشَهَا نَنظُرۡ أَتَهۡتَدِيٓ أَمۡ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهۡتَدُونَ

৪২। ঐ নারী যখন এলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমার সিংহাসন কি এইরূপই? সে বলল ঃ এটাতো যেন ওটাই। আমাদেরকে ইতোপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা

٤٢. فَلَمَّا جَآءَتۡ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرۡشُكِۖ قَالَتۡ كَأَنَّهُۥ هُوَۚ وَأُوتِينَا ٱلۡعِلۡمَ مِن قَبۡلِهَا وَكُنَّا مُسۡلِمِينَ

আত্মসমর্পনও করেছি।	
৪৩। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা'ই তাকে সত্য হতে নিবৃত করেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।	٤٣. وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَـٰفِرِينَ
৪৪। তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওটা দেখল তখন সে ওটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করল। সুলাইমান বলল ঃ স্বচ্ছ স্ফটিক মন্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি যুল্ম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি।	٤٤. قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِى ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَـٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

বিলকিসকে পরীক্ষা করা হল

বিলকিস এবং তার সাথের লোকেরা সুলাইমানের (আঃ) দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসার পর সুলাইমান (আঃ) আদেশ করেন যে, সিংহাসনের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করা হোক যাতে পরীক্ষা করা যায় যে, বিলকিস তার সিংহাসনটি চিনতে পারেন কিনা এবং এর মাধ্যমে তার ভিতর কি প্রতিক্রিয়া হয় তাও লক্ষ্য করা যাবে। আরও জানা যাবে যে, তিনি কি

সিংহাসনটি দেখা মাত্রই বলেন যে, ওটাই তার সিংহাসন নাকি অন্য কোন মন্তব্য করেন। সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ

نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ *তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না কি সে বিভ্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়*। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ সিংহাসনের অলংকরণের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করে ফেল। (তাবারী ১৯/৪৬৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি এ আদেশ করেন যে, এর লাল রংকে হলুদ রংয়ে পরিবর্তন কর, সবুজ রংকে লাল রংয়ে পরিবর্তন কর ইত্যাদি। এভাবে সবকিছুই পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা ওতে কিছু কিছু যোগ করেছিল এবং কিছু অংশ ফেলে দিয়েছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ওর সম্মুখের কারুকাজ পিছনের দিকে এবং পিছনের কারুকাজ সামনের দিকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এ ছাড়া কোন কোন অংশ ফেলে দিয়ে ওখানে নতুন কিছু যোগ করা হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৪৬৯) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ *ঐ নারী যখন এলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমার সিংহাসন কি এইরূপই*। যোগ-বিয়োগ করার মাধ্যমে পরিবর্তন করা বিলকিসের সিংহাসনটি তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হল ঃ এটি দেখতে কি আপনার সিংহাসনের মত? বিলকিস ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, তরিৎকর্মা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি এর উত্তর তৎক্ষণাৎ প্রদান করলেননা যে, ওটাই তার সিংহাসন। কারণ ওটিতো তার থেকে তখন দূরে থাকার কথা। তিনি এ কথাও বললেননা যে, ওটাই তার সিংহাসন, যেহেতু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ওতে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই তিনি বললেন ঃ كَأَنَّهُ هُوَ মনে হচ্ছে যেন ওটাই। এই উত্তর দ্বারা তার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এটাই বুদ্ধিমান/বুদ্ধিমতিদের জন্য প্রকৃত উত্তর হওয়া উচিত। কেননা তিনি দেখেছেন যে, সিংহাসনটি সম্পূর্ণরূপে তার সিংহাসনেরই মত। কিন্তু ওটা সেখানে পৌঁছা অসম্ভব বলেই তিনি এইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, সুলাইমানের (আঃ) উক্তি ছিল ঃ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ এর পূর্বেই আমাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পনও করেছি। (তাবারী ১৯/৪৭১) বিলকিসকে তার কুফরী আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করতে এবং আল্লাহর একাত্মবাদ হতে ফিরিয়ে রেখেছিল। অথবা এও

হতে পারে যে, সুলাইমান (আঃ) বিলকিসকে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা হতে বিরত রেখেছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রথম উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা এ বিষয়টিও করছে যে, রাণী বিলকিস তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রাসাদে প্রবেশের পরে করেছিলেন। যেমন এটা সত্বরই আসছে।

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا

তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ করুন। যখন সে ওটা দেখল তখন সে ওটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করল। সুলাইমান (আঃ) জিনদের দ্বারা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন যা শুধু কাঁচ দ্বারা নির্মিত ছিল। কাঁচ ছিল খুবই স্বচ্ছ। সেখানে আগমনকারী ওটাকে কাঁচ বলে চিনতে পারতনা, বরং মনে করত যে, ওগুলি পানি ছাড়া কিছুই নয়। অথচ আসলে পানির উপরে কাঁচের আবরণ ছিল।

‘সারহুন’ এবং ‘কাওয়ারির’ এর বর্ণনা

صَرْحٌ বলা হয় প্রাসাদকে এবং প্রত্যেক উচ্চ ইমারাতকে। যেমন অভিশপ্ত ফির‘আউন তার উযীর হামানকে বলেছিল ঃ

يَـٰهَـٰمَـٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا

হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৩৬) ইয়ামানের একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সুউচ্চ প্রাসাদের নামও صَرْحٌ ছিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ ভিত্তি যা খুবই দৃঢ় ও মযবূত। সুলাইমানের (আঃ) ঐ প্রাসাদটি কাঁচ ও স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত ছিল। বিলকিস যখন সুলাইমানের (আঃ) এই শান-শওকত ও জাঁক-জমক অবলোকন করলেন এবং সাথে সাথে তাঁর উত্তম চরিত্র ও গুণ স্বচক্ষে দেখলেন তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তৎক্ষণাৎ তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي *হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি যুল্ম করেছিলাম*। নিজের পূর্ব জীবনের শির্ক ও কুফরী হতে তাওবাহ করে দীনে সুলাইমানীর (আঃ) অনুগত হয়ে গেলেন। এরপর তিনি ঐ আল্লাহর ইবাদাত করতে শুরু করলেন যিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, ব্যবস্থাপক এবং যিনি তার আদেশ বাস্তবায়নে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী।

৪৫। আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল।	٤٥. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ
৪৬। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছনা, যাতে তোমরা	٤٦. قَالَ يَٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

৪৭। তারা বলল ঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল ঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।	٤٧. قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতি

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমের কাছে এলেন এবং আল্লাহর রিসালাত আদায় করতে গিয়ে তাদেরকে তাওহীদের দা‘ওয়াত দিলেন তখন তাদের মধ্যে দু’টি দল হয়ে যায়। একটি মু’মিনদের দল এবং অপরটি কাফিরদের দল। এ দু’টি দল পরস্পরের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ

তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা তাদের মধ্যকার দুর্বল ও উৎপীড়িত মু'মিনদেরকে বলল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৭৫-৭৬) সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ হে আমার কাওম! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা রাহমাত চাওয়ার পরিবর্তে শাস্তি চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছনা, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার? তারা উত্তরে বলল ঃ

اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যেহেতু তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত তাই যখনই তাদের কারও প্রতি কোন বিপদ আপতিত হত তখনই তারা বলত ঃ সালিহ (আঃ) এবং তাঁর লোকদের কারণেই এরূপ হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা সালিহ (আঃ) এবং তাঁর লোকদেরকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করত। (দুররুল মানসুর ৬/৩৬৯) এ কথাই ফির'আউন ও তার লোকেরা মূসার (আঃ) ব্যাপারে বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩১) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ

এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল ঃ সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮)

আল্লাহ তা'আলা জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন, যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন তখন ঃ

قَالُوٓا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا۟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا۟ طَـٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ

তারা বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে। তারা বলল ঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১৮-১৯) এখানে রয়েছে যে, সালিহ (আঃ) বললেন ঃ

তিরস্কার দ্বারা এবং বিপদ-আপদ দ্বারাও। তবে এখানে তোমাদেরকে অবকাশ দেয়া হচ্ছে। এর পরে পাকড়াও করা হবে।

৪৮। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা।	٤٨. وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

৪৯। তারা বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলব ঃ তার ও তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

٤٩. قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ

৫০। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

٥٠. وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

৫১। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে- আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে

٥١. فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ

৫২। এইতো তাদের ঘরবাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

٥٢. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৫৩। এবং যারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি

٥٣. وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

উদ্ধার করেছি।	وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

ছামূদ জাতির দুস্কৃতকারীরা কু-পরামর্শ করল এবং ধ্বংস হল

এখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ছামূদ জাতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা লোকদেরকে কুফরী ও ঘৃণ্য কাজে আহ্বান করত এবং সালিহকে (আঃ) অস্বীকার করত। মু'জিযা স্বরূপ যে উষ্ট্রী পাঠানো হয়েছিল তারা ওটিকে হত্যা করল এবং সালিহকেও (আঃ) হত্যা করার পরিকল্পনা করল। তারা যুক্তি করল যে, রাতে পরিবারের লোকদের সাথে ঘুমন্ত অবস্থায় তারা সালিহকে (আঃ) হত্যা করবে এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে বলবে যে, ঐ হত্যার ব্যাপারে তারা কিছুই জানেনা। এ কথা বলা তাদের জন্য সহজ হবে এ কারণে যে, রাতের আঁধারে হত্যা করলে তা কেহ দেখতে পাবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ *আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা।* ঐ নয় ব্যক্তি ছামূদ জাতির লোকদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করল। কারণ তারা ছিল তাদের বিভিন্ন গোত্রের নেতা অথবা গোত্র প্রধান। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ওরাই ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছিল। অর্থাৎ তাদের প্ররোচনায়ই উষ্ট্রীটিকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের সবার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৯)

إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا

তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। (সূরা শাম্স, ৯১ ঃ ১২) আবদুর রাযযাক (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহইয়া ইব্ন রাবিয়াহ আস সানা'নী (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন ঃ আমি শুনেছি যে 'আতা (অর্থাৎ ইব্ন আবী রাবিয়াহ) **وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা রৌপ্য মুদ্রাকে ভেঙ্গে টুকরা করত। (আবদুর রাযযাক

৩/৮৩) তারা রৌপ্য মুদ্রা ভেঙ্গে টুকরা করে ওর দ্বারা ব্যবসায়ের লেন-দেন করত। ঐ সময় মুদ্রার ওযন না করে মুদ্রার সংখ্যার পরিমান দ্বারা লেন-দেন হত এবং ঐ নিয়ম তখন আরাবে প্রচলিত ছিল।

ইমাম মালিক (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা থেকে কিছু অংশ কেটে রেখে দেয়াও পৃথিবীতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর। এর অর্থ হল অবিশ্বাসী কাফিরেরা পৃথিবীতে যে কোন প্রকারে যে কোন বিষয় অবলম্বন করার মাধ্যমে দুর্নীতি ও অপরাধ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে।

تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ঐ অপবিত্র দল একত্রিত হয়ে পরামর্শ গ্রহণ করল ঃ ঐ রাতে সালিহকে (আঃ) যে'ই প্রথম দেখতে পাবে সে তাকে হত্যা করবে। এতে তারা সবাই একমত হয়ে দৃঢ়ভাবে শপথ ও প্রতিজ্ঞা করল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কিন্তু তারা সালিহর (আঃ) নিকট পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হল এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। (তাবারী ১৯/৪৭৮) আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, উষ্ট্রীকে হত্যা করা হয়েছে শোনার পর সালিহ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمْ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিন দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৫) তারা বলাবলি করল ঃ সালিহ (আঃ) আমাদের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে ৩ দিন সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কিন্তু তার আগেই আমরা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করব। সালিহর (আঃ) গৃহের কাছে একটি পাহাড় ছিল এবং ঐ পাহাড়ের একটি শিলাখণ্ডে বসে তিনি আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। সুতরাং তারা ঐ পাহাড়ের একটি গুহায় লুকিয়ে থাকার জন্য বের হল। উদ্দেশ্য এই যে, সালিহ (আঃ) যখন শিলাখণ্ডে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন তখন তারা তাঁকে হত্যা করে তাদের বাসগৃহে ফিরে আসবে। অতঃপর তারা সালিহর (আঃ) বাড়ী গিয়ে তাঁর পরিবারের লোকদেরকেও হত্যা করবে। তারা যখন পাহাড়ে আরোহণ করে তখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় পাহাড়ের উপর থেকে একটি শিলাখণ্ড তাদের দিকে গড়িয়ে আসছিল। শিলাখণ্ডটি তাদেরকে পিষে ফেলবে এই ভয়ে তারা দৌড়ে গিয়ে একটি গুহার ভিতর আশ্রয় নেয়। তৎক্ষণাৎ ঐ শিলাখণ্ডটি তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল ঐ গুহার মুখে থেমে গিয়ে গুহা থেকে তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ করে

দেয়। তাদের লোকেরা জানতেও পারলনা যে, তারা কোথায় আছে কিংবা তাদের ব্যাপারে কি ঘটেছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের কেহকে পাহাড়ের গুহায় এবং অন্যদেরকে তাদের আবাসস্থলে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন এবং সালিহ (আঃ) ও তাঁর ধর্মাদর্শে বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এইতো তাদের ঘর-বাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ তাদের যুল্ম ও বাড়াবাড়ির কারণে তাদের জাঁকজমকপূর্ণ শহর ধূলিসাৎ

৫৪। স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ?	٥٤. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
৫৫। তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরাতো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।	٥٥. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ

	قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
৫৬। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর, এরাতো এমন লোক যারা অতি পবিত্র সাজতে চায়।	٥٦. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
৫৭। অতঃপর তাকে ও তার পরিজনবর্গকে আমি উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।	٥٧. فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ
৫৮। তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।	٥٨. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ

লূত (আঃ) এবং তাঁর জাতি

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল লূতের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তিনি তাঁর উম্মাত অর্থাৎ তাঁর কাওমকে তাদের এমন জঘন্যতম কাজের জন্য ভীতি প্রদর্শন করেন যে কাজ তাদের পূর্বে কেহই করেনি অর্থাৎ কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হওয়া। সমস্ত কাওমের অবস্থা এই ছিল যে, পুরুষ

লোকেরা পুরুষ লোকদের দ্বারা এবং মহিলারা মহিলাদের দ্বারা তাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ (সমকামীতা) করত। সাথে সাথে তারা এত বেহায়া হয়ে গিয়েছিল যে, ঐ জঘন্য কাজ গোপনে করাও প্রয়োজন মনে করতনা।

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ *তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ।* প্রকাশ্যে তারা এই বেহায়াপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত। মহিলাদেরকে ছেড়ে তারা পুরুষ লোকদের কাছে আসত। এ জন্যই লূত (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ

بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ তোমরা তোমাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ হতে ফিরে এসো। তোমরা এমনই মূর্খ হয়ে গেছ যে, শারীয়াতের পবিত্রতার সাথে সাথে তোমাদের স্বাভাবিক পবিত্রতাও বিদায় নিতে শুরু করেছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে? আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৬৫-১৬৬) মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা উত্তরে বলেছিল ঃ

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ তোমরা লূতের পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, তারাতো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়। অর্থাৎ তোমরা যে কাজ করছ তাতে তারা বিব্রত বোধ করছে এবং যেহেতু তোমরা তোমাদের কাজকে ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত মনে করছ তাই তোমাদের উচিত তাদেরকে তোমাদের সমাজ থেকে উৎখাত করা। কারণ তারা তোমাদের সাথে তোমাদের শহরে বাস করার যোগ্য নয়। সুতরাং তারা সবাই এ

যখন কাফিরেরা লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারকে দেশান্তর করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সবাই একমত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন এবং লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাদের হতে এবং যে শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তা হতে রক্ষা করেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রী, যে তাঁর কাওমের সাথেই ছিল এবং ঐ ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম হতেই তার নাম লিপিবদ্ধ

হয়েছিল, সে বাকী রয়ে যায় এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা সে'ই লূতের (আঃ) অতিথিদের খবর তাঁর কাওমের নিকট পৌঁছে দিয়েছিল। তবে এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সে তাদের অশ্লীল কাজে শরীক ছিলনা। আল্লাহর নাবীর স্ত্রী বদকার হবে এটা নাবীর মর্যাদার পরিপন্থী।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ঐ কাওমের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়, যে পাথরগুলির উপর তাদের নাম লিখিত ছিল। প্রত্যেকের উপর তার নামেরই পাথর পড়েছিল এবং তাদের একজনও বাঁচেনি। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বিরোধিতাকরণ, অবিশ্বাসকরণ ও বেঈমানীর উপর অটল ছিল। তারা আল্লাহর নাবী লূতকে (আঃ) কষ্ট দিয়েছিল, এমনকি তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। **فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ** তাই ঐ মন্দ প্রস্তর-বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

৫৯। বল ঃ প্রশংসাহ আল্লাহই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করা হয়?	٥٩. قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ **قُلِ الْحَمْدُ للّه** হে রাসূল! তুমি বলে দাও যে, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন। তিনি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর নাম উচ্চ ও পবিত্র। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও হুকুম করছেন ঃ তুমি আমার মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম (শান্তি) পৌঁছে দাও। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তাঁরা হলেন তাঁর রাসূল ও নাবীগণ।

তাঁদের সবারই প্রতি উত্তম দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলার এ উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতই ঃ

سُبۡحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ.

وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

তোমার রাব্ব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৮০-১৮২)

আশ শাউরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত বান্দাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রায় একই রূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের উভয়ের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তারাও আল্লাহর বান্দা যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেছেন, যদিও এ বর্ণনা নাবী/রাসূলগণের জন্যই বেশি উপযুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু কাফিরদেরকে প্রশ্ন করছেন ঃ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ বল ঃ এক ও শরীকবিহীন আল্লাহকে বিশ্বাস

٦٠. أَمَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهۡجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمۡ أَن تُنۢبِتُواْ

৬০। বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি ওটা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। ওর বৃক্ষাদি উদ্গাত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা‘বূদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে

বিচ্যুত।	شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

তাওহীদের আরও কিছু দলীল

বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সারা বিশ্বের সবকিছুই নির্ধারণকারী, সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই আহারদাতা একমাত্র আল্লাহ। বিশ্ব জগতের সব কিছুর ব্যবস্থাপক তিনিই। أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات ঐ সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী এবং ঐ উজ্জ্বল তারকারাজি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই কঠিন ও ভারী যমীন, এই সুউচ্চ শৃংগবিশিষ্ট পর্বতরাজি এবং এই বিস্তীর্ণ মাঠ সৃষ্টি করেছেন তিনিই। এই ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, ফল-মূল, নদ-নদী, জীব-জন্তু, দানব-মানব এবং নৌ ও স্থল ভাগের সাধারণ প্রাণীসমূহের তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاءً তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী। এর দ্বারা স্বীয় সৃষ্টজীবের জীবিকার ব্যবস্থা তিনিই করেছেন।

فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ মনোরম উদ্যান ও বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তাঁর ছাড়া আর কারও নেই। এগুলি হতে ফল-মূল বের করেন তিনিই, যেগুলি চক্ষু জুড়ায় এবং খেতেও সুস্বাদু ও আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا হে মুশ্‌রিক ও কাফিরের দল! তোমাদের বাতিল মা'বূদদের কেহই না কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, আর না বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার শক্তি রাখে। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র আহারদাতা। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই যে রিয্‌কদাতা তা মুশ্‌রিকরাও স্বীকার করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭, সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৫) অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ওকে সঞ্জীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই। (সূরা ‘আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৩) মোট কথা, তারা জানে ও মানে যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র আল্লাহই বটে। কিন্তু তাদের জ্ঞান-বিবেক লোপ পেয়েছে যে, তারা ইবাদাতের সময় আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে। অথচ তারা জানে যে, তাদের মা‘বূদরা না পারে সৃষ্টি করতে এবং না পারে রুযী দিতে। আর প্রত্যেক জ্ঞানী লোক সহজেই এ কথার ফাইসালা করতে পারে যে, ইবাদাতের যোগ্য তিনিই যিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও রিয্‌কদাতা। এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে প্রশ্ন করেন ঃ

أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه আল্লাহর সাথে অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য আছে কি? মাখলূককে সৃষ্টি করার কাজে এবং তাদেরকে খাদ্য দান করার কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেহ শরীক আছে কি? মুশরিকরা সৃষ্টিকর্তা ও আহারদাতা রূপে একমাত্র আল্লাহকেই স্বীকার করত, অথচ ইবাদাতে অন্যদেরকেও শরীক করত।

৬১। বলত, কে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তাকে স্থির রাখার জন্য স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন	٦١. أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ

অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানেনা।	ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا আল্লাহ সুবহানাহুই পৃথিবীকে স্থির থাকার ব্যবস্থা করেছেন। ইহা কোন দিকে সরে যায়না এবং কোন দিকে হেলেও পড়েনা। যদি তা হত তাহলে কোন মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হতনা। তাঁর মহানুভবতা ও দয়ার কারণে পৃথিবী হয়েছে সমতল এবং নীরব। ওর নিজের কোন শব্দ নেই, কোন দিকে চলাচলও করছেনা কিংবা অনবরত ঝাঁকুনি দিচ্ছেনা। এ বিষয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً

আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪)

وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন যা দেশে দেশে পৌঁছে যমীনকে উর্বর করে দিচ্ছে, যার দ্বারা বাগ-বাগিচায় বীজ উদ্গত হয় এবং ফসল উৎপন্ন হতে পারে।

মহান আল্লাহ যমীনকে দৃঢ় করার জন্য ওর উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন নড়াচড়া ও হেলা-দোলা না করে। তাঁর কি অপূর্ব ক্ষমতা যে, একটি লবণাক্ত পানির সমুদ্র এবং আর একটি মিষ্টি পানির সমুদ্র, দু'টিই প্রবাহিত হচ্ছে।

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا এ দু'টি সমুদ্রের মাঝে কোন দেয়াল বা পর্দা নেই। তথাপি মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহ এ দু'টিকে পৃথক পৃথক করে রেখেছেন। না লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির সাথে মিশ্রিত হতে পারে, আর না মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিলিত হতে পারে। লবণাক্ত পানি নিজের উপকার পৌঁছাতে রয়েছে এবং মিষ্টি পানিও নিজের উপকার পৌঁছাচ্ছে। এর নির্মল ও সুপেয় পানি মানুষ নিজেরা পান করে এবং নিজেদের পশুগুলোকে পান করায়। শস্যক্ষেত, বাগান ইত্যাদিতেও এ পানি পৌঁছিয়ে থাকে। লবণাক্ত পানি দ্বারাও

মানুষ উপকার লাভ করে। এটা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত রয়েছে যাতে বাতাস খারাপ না হয়। অন্য আয়াতেও এ দু'টির বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৩) এ জন্যই তিনি এখানে বলেন ঃ **أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ** আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি যে এসব কাজ করতে পারে? এসব কাজ তারা করতে পারলেতো ইবাদাতের যোগ্য তাদেরকে মনে করা যেত? **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ** প্রকৃতপক্ষে মানুষ শুধু অজ্ঞতাবশতঃই গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে থাকে। অথচ ইবাদাতের যোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

৬২। কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূর করেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক।	٦٢. أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ তা'আলা অবহিত করছেন যে, বিপদ-আপদের সময় তাঁর সত্তাই

ব্যক্তিরা তাকেই ডেকে থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ

অতঃপর যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৩) এখানে তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ **أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ** তাঁর সত্তা এমনই যে, প্রত্যেক আশ্রয়হীন ব্যক্তি তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করে থাকে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ তিনি ছাড়া আর কেহই দূর করতে পারেনা।

বাল হাযীম থেকে আগত একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কোন জিনিসের দিকে আহ্বান করছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে আহ্বান করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার দিকে যিনি এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। যিনি ঐ সময় তোমার কাজে এসে থাকেন যখন তুমি কোন বিপদ-আপদে পতিত হও। যখন তুমি জঙ্গলে ও মরুপ্রান্তরে পথ ভুলে যাও তখন তুমি যাঁকে ডাকো এবং তিনি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে তোমাকে পথ-প্রদর্শন করেন। যদি খরা হয়, আর তুমি তাঁর নিকট প্রার্থনা কর তাহলে ফসল উৎপাদনের জন্য তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কিছু উপদেশ দিন! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ কেহকেও অপবাদ দিওনা, সাওয়াবের কোন কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করনা যদিও সেই কাজ মুসলিমের সাথে হাসি মুখে মিলিত হওয়া হয় এবং নিজের পাত্র খালি করে অন্যের পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করে দাও যদি সে তা চায়। আর স্বীয় লুঙ্গীকে পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত রাখবে। এর চেয়ে বেশি চাইলে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত

ফাতিমাহ বিনতুল হাসান উম্ম আহমাদ আল আলিয়াহর (রহঃ) জীবনী গ্রন্থে হাফিয ইব্‌ন আসাকির (রহঃ) একটি খুবই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফাতিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ মুসলিমদের এক সেনাবাহিনী এক যুদ্ধে কাফিরদের নিকট পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন বড়ই দানশীল ও সৎ লোক। তার দ্রুতগামী ঘোড়াটি হঠাৎ থেমে যায়। ঐ দানশীল লোকটি বহুক্ষণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঐ ঘোড়াটি একটি কদমও উঠালনা। শেষে অপারগ হয়ে ঘোড়াটিকে লক্ষ্য করে আফসোস করে তিনি বলেন ঃ তুমিতো বেঁকে বসলে, অথচ এইরূপ সময়ের জন্যই আমি তোমার খিদমাত করেছিলাম এবং তোমাকে অত্যন্ত ভালবেসে লালন-পালন করেছিলাম! সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াটিকে বাক-শক্তি দান করলেন। সে বলল ঃ আমার থেমে যাওয়ার কারণ এই যে, আপনি আমার জন্য যে ঘাস ও দানা আমাকে দেখা-শোনাকারীর হাতে সমর্পণ করতেন, ওর মধ্য হতে সে কিছু কিছু চুরি করে নিত। আমাকে সে খুব কমই খেতে দিত এবং আমার উপর যুল্‌ম করত। ঘোড়ার এ কথা শুনে ঐ সৎ ও আল্লাহভীরু লোকটি ওকে বললেন ঃ এখন তুমি চলতে থাক। আমি আল্লাহকে সামনে রেখে তোমার সাথে ওয়াদা করছি যে, এখন থেকে আমি সদা-সর্বদা তোমাকে নিজের হাতে খাওয়াব। মনিবের এ কথা শোনা মাত্রই ঘোড়াটি দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করল এবং তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী লোকটি ঘোড়াটিকে নিজের হাতেই খাওয়াতে থাকলেন। জনগণ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন এক লোকের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন সাধারণভাবে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং জনগণ এ ঘটনা শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে তার নিকট আসতে লাগল। বাইজান্টিয়ামের বাদশাহ এ খবর পেয়ে যে কোনভাবে এই দরবেশ লোকটিকে তার শহরে নিয়ে আসার ইচ্ছা করল। বাদশাহ বলল ঃ এমন লোক যে শহরে থাকবে সেই শহরে কোন বিপদ আসতে পারেনা। বহু চেষ্টা করেও কিন্তু সে তাকে তার শহরে নিয়ে আসতে সক্ষম হলনা। অবশেষে সে একটি লোককে পাঠালো যে, সে যেন কোন রকম কৌশল অবলম্বন করে তাকে তার কাছে পৌঁছে দেয়। প্রেরিত লোকটি পূর্বে মুসলিম ছিল, কিন্তু পরে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। সে সম্রাটের নির্দেশক্রমে দরবেশ লোকটির নিকট এলো এবং নিজের মুসলিম হওয়ার কথা প্রকাশ করল। সে তাওবাহ করে অত্যন্ত সৎ সেজে তাঁর নিকট থাকতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ঐ সৎ লোকটির নিকট বেশ বিশ্বাসভাজন হয়ে গেল।

একদিন তারা সমুদ্র তীরে হাঁটাহাঁটি করার জন্য বের হল। কিন্তু ঐ মুরতাদ তার একজন সঙ্গীকে নিয়ে, যে ছিল বাইজান্টাইনের অনুসারী, ঐ মুজাহিদকে আটক করে জেলে ঢুকানোর চক্রান্ত করে। তখন ঐ সৎ লোকটি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে প্রার্থনা করলেন ঃ হে আল্লাহ! এ লোকটি আমাকে আপনার নাম করে ধোঁকা দিয়েছে। এখন আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আপনি যেভাবেই চান আমাকে এ দু'জন হতে রক্ষা করুন! তৎক্ষণাৎ দু'টি হিংস্র জন্তু এসে ঐ দুই ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। আর আল্লাহর ঐ মু'মিন বান্দা নিরাপদে সেখান হতে ফিরে এলেন। (তারিখ দিমাস্‌ক ১৯/৪৮৯)

পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করার কারা হকদার

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণার মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। একজন একজনের পিছনে আসতে রয়েছে। ক্রমান্বয়ে এটা চলতেই রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ

তাঁর ইচ্ছা হলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৩) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ

আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

এবং যখন তোমার রাব্ব মালাইকা/ফেরেশতাদের বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩০) এ আয়াতের তাফসীরে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানকার এই আয়াতেরও ভাবার্থ

এটাই যে, একের পরে এক, এক যুগের পরে দ্বিতীয় যুগ এবং এক কাওমের পরে অপর কাওম প্রতিনিধিত্ব করবে।

সুতরাং এটা হল আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা এবং এতে মাখলূকের কল্যাণ রয়েছে। কারণ তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকেই একই সাথে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে এই নিয়ম রেখেছেন যে, একজন মারা যাবে এবং আর একজন জন্মগ্রহণ করবে। তিনি আদমকে (আঃ) মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর বংশাবলী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি এমন এক পন্থা রেখেছেন যে, যেন দুনিয়াবাসীদের জীবিকার পথ সংকীর্ণ না হয়। অন্যথায় হয়ত সমস্ত মানুষ একই সাথে জন্ম নিলে তাদেরকে পৃথিবীতে খুবই সংকীর্ণতার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে হত। সুতরাং বর্তমান পদ্ধতি মহান আল্লাহ তা'আলার নিপুণতারই পরিচায়ক। সবারই জন্ম, মৃত্যু এবং আগমন ও প্রস্থানের সময় তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে। সবকিছুই তাঁর অবগতিতে আছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নেই। তিনি এমনই একটা দিন আনয়নকারী যে দিন সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের কার্যাবলীর বিচার করবেন। সেই দিন তিনি পাপ ও সাওয়াবের প্রতিদান প্রদান করবেন। মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ক্ষমতার বর্ণনা দেয়ার পর প্রশ্ন করছেন ঃ

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّه এসব কাজ করতে পারে এমন অন্য কেহ আছে কি? অর্থাৎ অন্য কারওই এসব কাজের কোন ক্ষমতা নেই। তাদের ক্ষমতা যখন নেই তখন তারা ইবাদাতেরও যোগ্য হতে পারেনা।

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ কিন্তু মানুষ অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

৬৩। কে তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা

٦٣. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ

হতে বহু উর্ধ্বে।	تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি এমন কতগুলি দিক নির্দেশনা রেখে দিয়েছেন যে, নৌপথে ও স্থলে কেহ পথ ভুলে গেলে ওগুলি দেখে সঠিক পথে আসতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَعَلَـٰمَـٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

আর পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও; এবং নক্ষত্রের সাহায্যেও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার স্থল ভাগে এবং সমুদ্রে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৭)

وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করার পূর্বে বৃষ্টির সুসংবাদবাহী ঠাণ্ডা বাতাস প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, এখন রাহমাতের বারিধারা বর্ষিত হবে।

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ ছাড়া এসব কাজ করার ক্ষমতা আর কারও নেই। তিনি সমস্ত শরীক হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি এদের হতে বহু উর্ধ্বে।

৬৪। বলতো, কে আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ওর পুনরাবৃত্তি করবেন, এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন? আল্লাহর সাথে	٦٤. أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ

অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? বল ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।	قُلْ هَاتُواْ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ج

ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তিনিই যিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে সৃষ্টজীবকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন ও করতে রয়েছেন। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ

তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১২-১৩)

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা, জমি হতে ফসল উৎপাদন করা এবং আকাশ ও পৃথিবী হতে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করা তাঁরই কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ. وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ

শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি এবং শপথ যমীনের যা বিদীর্ণ হয়। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১১-১২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২) সুতরাং মহিমান্বিত আল্লাহই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী, ওটাকে যমীনে এদিক হতে ওদিকে প্রেরণকারী এবং এর মাধ্যমে নানা প্রকারের ফল, ফুল, শস্য এবং ঘাস-পাতা উদ্গতকারী, যা মানুষের নিজেদের ও তাদের জন্তুগুলোর জীবিকা।

كُلُواْ وَٱرۡعَوۡاْ أَنۡعَـٰمَكُمۡۚ إِنَّ فِى ذَٲلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّأُوْلِى ٱلنُّهَىٰ

তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা নিজের এসব শক্তি এবং এসব মূল্যবান অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার পর প্রশ্নের সুরে বলেন ঃ

أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه এসব কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেহ শরীক আছে কি, যার ইবাদাত করা যেতে পারে?

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা'বূদ রূপে মেনে নেয়ার দাবীকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে পার তাহলে দলীল পেশ কর। কিন্তু তাদের নিকট কোনই দলীল নেই বলে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৭)

৬৫। বল ঃ আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেনা এবং তারা জানেনা তারা কখন পুনরুত্থিত হবে।	٦٥. قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ
৬৬। বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে; তারাতো এ বিষয়ে সন্দেহের	٦٦. بَلِ ٱدَّٲرَكَ عِلۡمُهُمۡ فِى

মধ্যে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।	ٱلۡأٓخِرَةِۚ بَلۡ هُمۡ فِي شَكٍّ مِّنۡهَاۖ بَلۡ هُم مِّنۡهَا عَمُونَ

গাইবের খবর জানেন একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন সারা জগতবাসীকে জানিয়ে দেন যে, অদৃশ্যের খবর কেহ জানেনা। এখানে **اسْتِثْنَاء مُنْقَطِع** হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মানব, দানব এবং মালাক/ফেরেশতা গাইব বা অদৃশ্যের খবর জানেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪) এই বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ** তারা জানেনা তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে তা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের কেহই জানেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثَقُلَتۡ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَا تَأۡتِيكُمۡ إِلَّا بَغۡتَةً

তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে। অন্যেরা **بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ** পড়েছেন। অর্থাৎ আখিরাতের সঠিক সময় না জানার ব্যাপারে

সবারই জ্ঞান সমান। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলের (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ঃ যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানেননা। (মুসলিম ১/৩৬)

কাফিরেরা তাদের রাব্ব থেকে অজ্ঞ বলে তারা আখিরাতকেও অস্বীকারকারী! সেখান পর্যন্ত তাদের জ্ঞান পৌঁছেনি। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا বরং তারাতো এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। এর দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا

আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮) উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের মধ্যে কাফিরেরা এটা মনে করত।

সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতে যদিও ضَمِيْر টি جِنْس এর দিকে ফিরেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কাফিরই বটে! এ জন্যই শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُوْنَ বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। তারা চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে।

৬৭। কাফিরেরা বলে ঃ আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষরা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?	٦٧. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ
৬৮। এ বিষয়েতো আমাদেরকে এবং পূর্ব-পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন	٦٨. لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ

করা হয়েছিল। এটাতো পূর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।	وَءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ
৬৯। বল ঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।	٦٩. قُلۡ سِيرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ
৭০। তাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।	٧٠. وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُن فِى ضَيۡقٍ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ

সংশয়বাদীদের পুনর্জীবনের অমূলক ধারণার জবাব

এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদেরকে তাদের মৃত্যু হওয়া ও গলে-পচে যাওয়া এবং মাটি ও ভস্ম হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় কিভাবে সৃষ্টি করা হবে এটা এখন পর্যন্ত তাদের বোধগম্যই হয়না। তারা এটাকে বড়ই বিস্ময়কর মনে করে। তারা বলে ঃ

لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ পূর্ব যুগ হতেই আমরা এটা শুনে আসছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহকেও আমরা মৃত্যুর পর জীবিত হতে দেখিনি। এটা শুধু শোনা কথা। এক যুগের লোক তাদের পূর্বযুগীয় লোকদের হতে, তারা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের হতে শুনেছে এবং এভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু এ সবকিছুই অযৌক্তিক ও বিবেক বুদ্ধি বহির্ভূত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব বলে দিচ্ছেন ঃ

তুমি বল ঃ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমন করে দেখ, যারা রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল ও

কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে! তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে নাবীদেরকে ও মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন। এটা নাবীদের সত্যবাদীতারই দলীল। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ

وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ এই কাফির ও মুশরিকরা তোমাকে ও আমার কালামকে অবিশ্বাস করছে বলে তুমি দুঃখ করনা ও মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা। তারা তোমার ব্যাপারে যে ষড়যন্ত্র করছে তা আমার অজানা নেই। আমিই তোমার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোমাকে ও তোমার দীনকে জয়যুক্ত রাখব এবং দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তোমাকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করব।

৭১। তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?	٧١. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৭২। বল ঃ তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।	٧٢. قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ
৭৩। নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।	٧٣. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
৭৪। তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার রাব্ব অবশ্যই জানেন।	٧٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

৭৫। আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।	٧٥. وَمَا مِنۡ غَآئِبَةٍ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা কিয়ামাতকে স্বীকার করতনা বলে সাহসিকতা ও বাহাদুরির সাথে সত্বর এর আগমন কামনা করত এবং বলত ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল দেখি এটা আসবে কখন? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ খুবই সম্ভব যে, ওটা সম্পূর্ণরূপে নিকটবর্তী হয়েই গেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যে ব্যাপারে ত্বরান্বিত করতে বলছ তাতো তোমাদের কাছে প্রায় এসেই গেছে অথবা তার কিছু কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে। (তাবারী ১৯/৪৯২) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৪৯২, দুররুল মানসুর ৬/৩৭৫) নিম্নের আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا

সম্ভবতঃ ওটার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫১) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَـٰفِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৪) لَكُمْ এর لام অক্ষরটি رَدِفَ শব্দের عَجِلَ (তাড়াতাড়ি করা)-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আনা হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ মানুষের উপর আল্লাহর বহু দয়া ও অনুগ্রহ

রয়েছে এবং রয়েছে তাদের উপর তাঁর অসংখ্য নি'আমাত। তথাপি তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে তা তিনি অবশ্যই জানেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) অন্যত্র আছে ঃ

يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই তিনি জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭)

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। তিনি অদৃশ্যের সব খবরই রাখেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭০)

৭৬। বানী ইসরাঈল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।	٧٦. إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ

	ٱلَّذِى هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ
৭৭। আর নিশ্চয়ই এটি মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রাহ্‌মাত।	٧٧. وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
৭৮। তোমার রাব্ব নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।	٧٨. إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِى بَيۡنَهُم بِحُكۡمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ
৭৯। অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর কর; তুমিতো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।	٧٩. فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِينِ
৮০। মৃতকে তুমি কথা শোনাতে পারবেনা, বধিরকেও পারবেনা আহ্বান শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়।	٨٠. إِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَلَا تُسۡمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوۡاْ مُدۡبِرِينَ
৮১। তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবেনা। তুমি শোনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম)।	٨١. وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِى ٱلۡعُمۡىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمۡ ۖ إِن تُسۡمِعُ إِلَّا مَن يُؤۡمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسۡلِمُونَ

কুরআনে বানী ইসরাঈলের মতাদর্শ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর ফাইসালা

আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাব সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, কুরআন যেমন রাহমাত স্বরূপ তেমনই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী ফুরকানও বটে। বানী ইসরাঈল অর্থাৎ যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের বাহক তাদের মতভেদের ফাইসালা এই কিতাবে রয়েছে। যেমন ঈসার (আঃ) উপর ইয়াহুদীরা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এবং খৃষ্টানরা তাঁকে তাঁর সীমার চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কুরআন এর ফাইসালা করে দিয়েছে এবং ইফরাত (বাহুল্য) এবং তাফরীতকে (অত্যল্প) ছেড়ে দিয়ে সত্য কথা প্রকাশ করেছে। কুরআন বলেছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর হুকুমে তিনি সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র ও সতী-সাধ্বী। সঠিক ও সন্দেহহীন কথা এটাই।

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ

এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৪)

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ এই কুরআন মু'মিনদের অন্তরের হিদায়াত এবং তাদের জন্য সরাসরি রাহমাত। إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের ফাইসালা করবেন যিনি বদলা নেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং বান্দাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং দা'ওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকার আদেশ

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তুমিতো স্পষ্টভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা তোমার বিরোধিতা করছে তারা তাদের নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্যই এমন করছে। আর বিরুদ্ধবাদীরা চিরন্তন রূপে হতভাগ্য। তাদের

উপর তোমার রবের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং তাদের ভাগ্যে ঈমান নেই। তুমি যদি তাদের সমস্ত মু'জিযা প্রদর্শন কর তবুও তারা ঈমান আনবেনা।

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى তারা মৃতের ন্যায়। আর তুমিতো মৃতকে কথা শোনাতে পারবেনা এবং পারবেনা তুমি বধিরকে তোমার ডাক শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। আর যারা চোখ থাকতেও অন্ধ সাজে তাদেরকে তুমি পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে সক্ষম হবেনা।

إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا তুমি শোনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করে এবং তারাইতো আত্মসমর্পণকারী। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমল করে যায়।

৮২। যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহ্বর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।	٨٢. وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ

পৃথিবীতে হিংস্র প্রাণীর আবির্ভাবের বর্ণনা

যে জীবের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে তা শেষ যুগে প্রকাশিত হবে যখন মানুষ আল্লাহর দীনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে, যখন তারা সত্য দীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে। কেহ কেহ বলেন যে, এটা মাক্কা মুকাররামা হতে বের হবে। আবার অন্য কেহ বলেন যে, এটা অন্য স্থান হতে বের হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ এখনই আসবে ইনশাআল্লাহ। সে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে এবং বলবে যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, এ ছাড়া আলী (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, সে কথা বলবে অর্থাৎ সে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে। (তাবারী ১৯/৫০০) এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা এখানে ওর কয়েকটি উল্লেখ করছি।

হুযাইফা ইব্‌ন আসিদ আল গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কক্ষ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আগমন করেন। আমাদেরকে এই আলোচনায় লিপ্ত দেখে বলেন ঃ কিয়ামাত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা দশটি নিদর্শন দেখতে পাবে। ওগুলি হল পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, ধূম্র, দাব্বাতুল আরদ্‌, ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হওয়া, ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) আগমন, দাজ্জাল বের হওয়া, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরাব উপদ্বীপে তিনটি খাসফ (মাটিতে প্রোথিত হওয়া) এবং মধ্য ইয়ামান হতে এক আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে চালনা করবে বা তাদেরকে একত্রিত করবে। তাদের সাথেই রাত্রি কাটাবে এবং তাদের সাথেই দুপুরে বিশ্রাম করবে। (আহমাদ ৪/৬, মুসলিম ৪/২২২৫, ২২২৬, আবূ দাঊদ ৪/৪৯১, তিরমিযী ৬/৪১৩, নাসাঈ ৬/৪৫৬, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৪১)

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জায (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি একটি হাদীস মুখস্ত করেছি যা আমি কখনও ভুলে যাইনি। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের প্রথম লক্ষণ হবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বেই দাব্বাতের (ভয়ংকর প্রাণীর) মানব সমাজে আবির্ভাব। এর যেটি আগে হবে তার পরেরটিও এর পরপর দেখা যাবে। (মুসলিম ৪/২২৬০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছ'টি জিনিসের আগমনের পূর্বেই তোমরা জলদি করে বেশিবেশি সৎ কাজ করে নাও। ওগুলি হল সূর্যের পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, ধূম্র নির্গত হওয়া, দাজ্জালের আগমন ঘটা, দাব্বাতুল আর্‌য আসা এবং তোমাদের প্রত্যেকের প্রিয়জন মারা যাওয়া অথবা সর্বত্র দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়া। (মুসলিম ৪/২২৬৭)

মুসলিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছয়টি বিষয় প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই উত্তম আমল করার জন্য তোমরা অগ্রগামী হও। তা হল দাজ্জাল, কালো ধূয়া, দাব্বাতুল আর্‌দ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং (তোমাদের কারও প্রিয়জনের মৃত্যু) অথবা সাধারণ বিপর্যয়। (মুসলিম ৪/২২৬৭)

অপর একটি হাদীসে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা খুব বেশি বেশি উত্তম আমল করবে। তা হল পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়, ধূম্র প্রকাশ পাওয়া, দাব্বাত, দাজ্জাল এবং সাধারণ বিপর্যয়। এ হাদীসটি একমাত্র ইব্‌ন মাজাহই (রহঃ) তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৪৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দাব্বাতুল আর্‌দ বের হবে এবং তার সাথে থাকবে মূসার (আঃ) লাঠি ও সুলাইমানের (আঃ) আংটি। লাঠি দ্বারা কাফিরের নাকের উপর মোহর লাগানো হবে এবং আংটি দ্বারা মু'মিনের চেহারা উজ্জ্বল করা হবে। জনগণ যখন খাবার খাওয়ার জন্য দস্তরখানার কাছে একত্রিত হবে তখন তারা মু'মিন ও কাফিরকে পৃথকভাবে চিনে নিবে এবং তারা একে অপরকে সম্বোধন করে ডাকবে 'ওহে মু'মিন, ওহে কাফির। (তায়ালেসী ৩৩৪)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের নাকের উপর আংটি দ্বারা আঘাত করা হবে এবং মু'মিনদের চেহারা লাঠির ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল হয়ে যাবে। তারা যখন খাবার খাওয়ার জন্য দস্তরখানার কাছে একত্রিত হবে তখন মু'মিন ও কাফিরকে পৃথকভাবে চিনে নিবে এবং তারা একে অপরকে সম্বোধন করে ডাকবে 'ওহে মু'মিন, ওহে কাফির।' (আহমাদ ২/২৯৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৫১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ভূমি থেকে দাব্বাতুল আর্‌দ বের হবে। ওর মাথা হবে বলদের মাথার মত, চোখ হবে শূকরের চোখের মত, কান হবে হাতীর কানের মত এবং শিং হবে পুরুষ হরিনের শিংয়ের মত। ওর ঘাড় হবে উটপাখীর মত, বক্ষ হবে সিংহের মত, রং হবে বাঘের মত, ওর পাঁজর হবে বিড়ালের মত, লেজ হবে ভেড়ার মত এবং পা হবে উটের মত। প্রত্যেক দুই জোড়ের মাঝে বার গজের ব্যবধান থাকবে। ওর সাথে থাকবে মূসার (আঃ) লাঠি এবং সুলাইমানের (আঃ) আংটি। এমন কোন মু'মিন বান্দা বাদ থাকবেনা যার মুখমণ্ডলে সাদা দাগ অংকিত হবেনা যা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হতে থাকবে এবং সমস্ত মুখমণ্ডল সাদা আলোয় আলোকিত হবে। অন্যদিকে এমন কোন অবিশ্বাসী কাফির অবশিষ্ট থাকবেনা যার মুখে ওর দ্বারা কালো দাগ দেয়া হবেনা এবং এর ফলে তার সমস্ত মুখমণ্ডল কালিমাযুক্ত হয়ে যাবে। এরপর লোকেরা যখন তাদের সাথে ব্যবসায়িক লেন-দেন করবে তখন একে অপরকে (তাদের চিহ্ন দেখে)

বলবে ঃ ওহে মু'মিন! এটা কত? অথবা ওহে কাফির! এটা কত? পরিবারের সদস্যরা সবাই যখন একত্রে খেতে বসবে তখন তারাও বুঝতে পারবে যে, তাদের মধ্যে কে মু'মিন এবং কে কাফির। দাব্বাতুল আর্‌দ বলবে ঃ ওহে অমুক এবং অমুক! তোমরা আনন্দ করতে থাক, তোমরা হচ্ছ জান্নাতের অধিবাসী। এবং ওহে অমুক এবং অমুক! তোমরা হচ্ছ জাহান্নামের অধিবাসী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ *যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহ্বর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।* (বাগাবী ৩/৪২৯)

৮৩। স্মরণ কর সেই দিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি দলকে, যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করত এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।	٨٣. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ
৮৪। যখন তারা সমবেত হবে তখন (আল্লাহ তাদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ ওটা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে?	٨٤. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৮৫। সীমা লংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবেনা।	٨٥. وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ

٨٦. أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ	**৮৬। তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আমি রাত সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকপ্রদ? এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।**

কিয়ামাত দিবসে বদ আমলকারীদেরকে একত্রিত করা হবে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর নিদর্শনকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে এবং তাঁর বাণীকে স্বীকার করেনা তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তাঁর সামনে একত্রিত করা হবে। সেখানে তাদেরকে শাসন-গর্জন করা হবে যাতে তারা লাঞ্ছিত হয় এবং হেয় প্রতিপন্ন হয়। وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا প্রত্যেক কাওমের মধ্য হতে প্রত্যেক যুগের এ ধরনের মানুষের দলকে পৃথক পৃথকভাবে পেশ করা হবে। যেমন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَٰجَهُمْ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ

দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে। (সূরা তাকউয়ির, ৮১ ঃ ৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের প্রত্যেককে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ১৯/৫০১) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ১৯/৪৩৮) অতঃপর তাদের সবাইকেই আল্লাহ তা'আলার সামনে হাযির করা হবে। তাদের হাযির হওয়া মাত্রই ঐ প্রকৃত প্রতিশোধ গ্রহণকারী আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় তাদেরকে পুংখানুপুংখরূপে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবেন এবং হিসাব নিবেন।

قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তখন *(আল্লাহ তাদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ ওটা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে।* যেমন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২) সুতরাং ঐ সময় তাদের উপর তাদের অপরাধের প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তারা কোন অজুহাতই পেশ করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফূর্তি হবেনা এবং তাদেরকে ওয্‌র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩৫-৩৬) অনুরূপভাবে এখানে তিনি বলেন ঃ

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ সীমা লংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবেনা। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। নিজেদের যুল্‌মের প্রতিফল তারা পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হবে। দুনিয়ায় তারা যালিম ছিল। এখন তারা যাঁর সামনে দাঁড়াবে তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সব খবর রাখেন। কোন কথা তাঁর সামনে লুকিয়ে রাখলে কিংবা বানিয়ে বললে তা টিকবেনা।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং স্বীয় সমুন্নত মাহাত্ম্যের কথা বলছেন, যে বিষয়ে কারও অবাধ্য হওয়া চলবেনা। আর তিনি নিজের বিরাট সাম্রাজ্য প্রদর্শন করছেন যা তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য হওয়া, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যে নির্দেশাবলী জারী করা হয়েছিল তা মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য হওয়া এবং নাবীদেরকে বিশ্বাস করার মূলের উপর সুস্পষ্ট দলীল।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ তিনি মানুষের বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আর দিবসকে তিনি করেছেন উজ্জ্বল ও আলোকময়, যাতে তারা জীবিকার

অনুসন্ধানে বের হতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সফর যেন তাদের জন্য সহজ হয়। এ সবের মধ্যে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই যথেষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় নিদর্শন রয়েছে।

৮৭। আর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।	٨٧. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ
৮৮। তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, কিন্তু সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান, এটা আল্লাহরই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সব কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।	٨٨. وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ
৮৯। যে কেহ সৎ কাজ নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা শংকা হতে নিরাপদ থাকবে।	٨٩. مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ

٩٠. وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ هَلۡ تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ	**৯০। আর যে কেহ অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে (এবং তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।**

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা, সৎ আমলকারীদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং বদ আমলকারীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে

আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন মানুষের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হবে। হাদীসে শিংগা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উহা হল এমন একটি জিনিস যাতে আল্লাহর আদেশে ইসরাফীল মালাক (ফেরেশতা) ওতে ফুঁক দিবেন। ওতে তিনি প্রথমবার অনেক সময় ধরে ফুঁক দিবেন। এটি হল পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আলামত। তখন পৃথিবীতে খারাপ লোক ছাড়া আর কেহ বসবাস করবেনা। আকাশে ও যমীনে তখন যারা বেঁচে থাকবে তারা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পতিত হবে। إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ *আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ব্যতীত*। একমাত্র শহীদগণের উপর এর কোন প্রভাব পড়বেনা, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবে এবং তাদেরকে খাদ্য প্রদান করা হবে।

ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জায (রহঃ) বর্ণনা করেন, উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বলেন যে, তাঁর নিকট একটি লোক এসে তাকে বলে ঃ আপনি এটা কি কথা বলেন যে, এরূপ এরূপ লোকের উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে? উত্তরে তিনি সুবহানাল্লাহ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা এ ধরনের কোন কালেমা উচ্চারণ করে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ আমার সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমি কারও কাছে কোন হাদীসই বর্ণনা করবনা। আমি এ কথা বলেছিলাম যে, সত্তরই তোমরা বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে। বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করা হবে এবং এই হবে, ঐ হবে ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে, অতঃপর চল্লিশ (চল্লিশ দিন, মাস কিংবা বছর) অবস্থান করবে, চল্লিশ দিন, কি চল্লিশ মাস, কি চল্লিশ বছর তা আমার জানা

নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) অবতরণ করাবেন। তিনি দেখতে উরওয়া ইব্ন মাসউদের (রাঃ) মত হবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এরপর সাতটি বছর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, সারা দুনিয়ায় দু'জন লোক এমন থাকবেনা যাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করবেন, এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠে যারই অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে সে'ই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনকি কেহ যদি কোন পাহাড়ের গর্তেও ঢুকে পড়ে তাহলে সেই গর্তেও বায়ু প্রবেশ করে তার মৃত্যু ঘটিয়ে দিবে। তখন ভূ-পৃষ্ঠে শুধু দুষ্ট লোকেরাই অবস্থান করবে। তারা পাখীর মত হাল্কা ও চতুস্পদ জন্তুর মত জ্ঞান-বুদ্ধিহীন হবে। তাদের মধ্য হতে ভাল ও মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা উঠে যাবে। তাদের কাছে শাইতান এসে বলবে ঃ কে তা করবে যা আমি করতে বলব? তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তুমি কি করতে আদেশ করতে চাও? তখন সে মূর্তি পূজা করতে আদেশ করবে এবং তারা মূর্তি পূজা শুরু করে দিবে। তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করতেই থাকবেন এবং তাদেরকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে রাখবেন। এমতাবস্থায় ইসরাফীলকে (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। যার কানেই এই শব্দ পৌঁছবে সে'ই সেখানেই কান পেতে আরও পরিস্কারভাবে শুনতে চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম এই শব্দ ঐ লোকটি শুনতে পাবে যে তার উটগুলোর জন্য পানির হাউয ঠিক ঠাক করার কাজে লিপ্ত থাকবে। এই শব্দ শোনা মাত্রই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে এবং সব লোকই এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শিশিরের মত বারিবর্ষণ করবেন। ফলে দেহ অঙ্কুরিত বা উত্থিত হতে থাকবে। এরপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। এর ফলে সবাই কাবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে। তখন বলা হবে ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের সমীপে চল। তারা সেখানে উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। কারণ তাদের সওয়াল-জবাব হবে। তারপর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ঃ জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর। প্রশ্ন করা হবে ঃ কতজনের মধ্য হতে কতজনকে? উত্তরে বলা হবে ঃ প্রতি হাযারের মধ্য হতে নয় শত নিরানব্বই জনকে। এটা হবে ঐ দিন যে দিন ছোটদের চুলও ধূসর বর্ণের হয়ে যাবে। ওটা হবে ঐ দিন যে দিন হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হবে। (মুসলিম ৪/২২৫৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ তারা তাদের মুখমণ্ডল এদিক ওদিক ফিরাতে থাকবে যাতে তারা আরও পরিস্কারভাবে শুনতে পায় যে, আকাশের কোন্ প্রান্ত থেকে শব্দ আসছে। অর্থাৎ ওটিই প্রথম শব্দ যা সবাইকে ভয়ার্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলবে। অতঃপর আর একটি ফুঁক দেয়া হলে তখন সবার মৃত্যু ঘটবে। এর পরের ফুৎকারে সবাইকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং সবাই তাদের কাবর থেকে উত্থিত হয়ে তাদের রবের সম্মুখে তাদের কৃতকর্মের ফাইসালার জন্য উপস্থিত হবে।

وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়) এ আয়াতের **هَمْزَة** টিকে মদ দিয়েও পড়া হয়েছে। সবাই নিরুপায়, অসহায়, অধীনস্থ এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার সামনে হাযির হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার হুকুম রোধ করার ক্ষমতা কারও হবেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

সুর বা শিংগার হাদীসে রয়েছে যে, তৃতীয় ফুৎকারে (তাফসীরকারকের এ বর্ণনা সঠিক নয়। অধিকাংশ আলেমের মতে দুইবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, যা সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে সমস্ত রূহকে শিংগার ছিদ্রে রাখা হবে এবং দেহ কাবর হতে উদ্গত হতে শুরু করবে। তখন ইসরাফীল (আঃ) আবার শিংগায় ফুৎকার দিবেন। তখন রূহগুলি উড়তে থাকবে। মু’মিনদের রূহ জ্যোতির্ময় হবে এবং কাফিরদের রূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ আমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের শপথ! অবশ্যই প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে ফিরে যাবে। তখন রূহগুলি তাদের দেহগুলির মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমনভাবে গরল বা বিষ শিরার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। অতঃপর লোকেরা তাদের মাথা হতে কাবরের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ, অথচ সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৮) অর্থাৎ ঐ দিন পর্বতমালাকে মেঘপুঞ্জের ন্যায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে এবং টুকরা টুকরা হতে দেখা যাবে। ঐ টুকরাগুলির চলাচল শুরু হবে এবং শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا. وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا

যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৯-১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫-১০৭)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ এটা আল্লাহরই সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। তাঁর সর্বময় ক্ষমতার বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরতে পারেনা। তিনি তাঁর বান্দাদের ভাল-মন্দ সমস্ত কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাদের

প্রতিটি কাজের তিনি শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করবেন। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর মহান আল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا যে কেহ সৎ কাজ করে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা হল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা উত্তম আমল। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, তিনি তাদের প্রত্যেকের সৎ (উত্তম) আমলের প্রতিদান দশগুণ বাড়িয়ে দেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ কিয়ামাতের মাইদানের উৎকণ্ঠা এবং ভয়াবহতা থেকে তারা মুক্ত থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩)

أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ

শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪০)

وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ

আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৭)

وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ পক্ষান্তরে যে কেহ অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ **هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল কি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি?

৯১। আমিতো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রবের ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পন-

٩١. إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ

أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ	কারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।
٩٢. وَأَنْ أَتْلُوَاْ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ	৯২। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি কুরআন আবৃত্তি করতে। অতঃপর যে ব্যক্তি সৎ পথ অনুসরণ করে, সে তা অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বল ঃ আমিতো শুধু সর্তককারীদের মধ্যে একজন।
٩٣. وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.	৯৩। আর বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তোমাদের রাব্ব গাফিল নন।

আল্লাহর পথে কুরআনের মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ হে রাসূল! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি এই মাক্কা শহরের প্রভুর ইবাদাত ও আনুগত্য করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যিনি একে পবিত্র করেছেন এবং যিনি সব কিছুর মালিক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ

বলে দাও ঃ হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও তাহলে আমি সেই মা'বূদদের ইবাদাত করিনা, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর; কিন্তু আমি সেই আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৪)

এখানে মাক্কা মুকাররামার দিকে মহান রবের সম্বন্ধ শুধুমাত্র ওর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণেই লাগানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ৩-৪)

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, তিনি এই শহরকে সম্মানিত করেছেন। যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এই শহরকে সম্মানিত করেছেন সেই দিন হতে যে দিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহর সম্মান দানের কারণে এটা কিয়ামাত পর্যন্ত সম্মানিতই থাকবে। না এর কাঁটাযুক্ত ঝোপ-ঝাড় কেটে ফেলা যাবে, না এর শিকারকে তাড়া করা যাবে এবং না এখানে পতিত কোন জিনিস উঠানো যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি এটা এর মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ঘোষণা করে প্রচার করা হয় তাহলে তার জন্য এটা জায়িয হবে এবং এর ঘাসও কেটে নেয়া যাবেনা (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬, আবূ দাউদ ২/৫১৭, নাসাঈ ৫/২০৩, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৩৮, আহমাদ ১/২৫৩)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই বিশেষ বিষয়ের অধিকারের বর্ণনা দেয়ার পর নিজের সাধারণ অধিকারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ **وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ** সব কিছুরই উপর আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মালিক ও মা'বূদ নেই। প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও অধিপতি তিনিই।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ **وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ** তুমি আরও বলে দাও ঃ আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন আবৃত্তি করি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَٰتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ

আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও নিদর্শনাবলী হতে এটা আবৃত্তি করছি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৮) অন্য জায়গায় আছে ঃ

نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ

আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩)

فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন বলছেন ঃ যদি তোমরা আমার কথা মেনে নিয়ে সৎপথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা নিজেরাই কল্যাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা আমার কথা অমান্য করে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন কর তাহলে তোমরা নিজেদেরই অকল্যাণ ডেকে আনবে। আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি আল্লাহ তা'আলার কালাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়ে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। সুতরাং তোমাদের কাজের জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। পূর্ববর্তী রাসূলগণও এরূপই করেছিলেন। তাঁরাও আল্লাহর কালাম জনগণের নিকট পৌঁছে দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ

তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় বান্দাদের উপর তাদের বে-খবর অবস্থায় শাস্তি নাযিল করেননা। বরং প্রথমে তাদের কাছে

দা'ওয়াত পাঠিয়ে দেন, স্বীয় করণীয় সমাপ্ত করেন এবং ভাল ও মন্দ বুঝিয়ে দেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْأَفَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

আমি শীঘ্র তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই সত্য। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ তোমরা যা করছ সেই সম্বন্ধে তোমার রাব্ব গাফিল নন। বরং ছোট-বড় সব জিনিসকেই তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে আছে।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) প্রায়ই নিম্নের ছন্দ দু'টি পাঠ করতেন, যা তাঁর নিজের রচিত অথবা অন্য কারও রচিত ঃ

যদি কোন এক দিন তুমি নির্জনে থাক তখন তুমি বলনা ঃ আমি একা, বরং তুমি বল ঃ আমাকে একজন দেখতে রয়েছেন। তুমি কখনও ধারণা করনা যে, আল্লাহ এক মুহূর্ত উদাসীন রয়েছেন বা কোন গোপনীয় জিনিস তাঁর জ্ঞানের বাইরে রয়েছে।

সূরা নাম্‌ল এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৮ ঃ কাসাস, মাক্কী

٢٨ - سورة القصص، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮৮, রুকূ ৯)

(اَيَاتُهَا : ٨٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

মা'দীকারিব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা আবদুল্লাহর (রাঃ) নিকট এসে আবেদন জানালাম যে, তিনি যেন আমাদেরকে সূরা **طسم** দু' শত বার পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটা আমার মুখস্থ নেই, তোমরা বরং খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ত (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁর থেকে এটা শুনে নাও। সুতরাং আমরা খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ত (রাঃ)-এর নিকট গমন করলে তিনি আমাদেরকে সূরাটি পড়ে শুনিয়ে দেন। (আহমাদ ১/৪১৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। তা-সীন-মীম।	١. طسٓمٓ
২। এই আয়াতগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের।	٢. تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ
৩। আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে।	٣. نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
৪। নিশ্চয়ই ফির'আউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল	٤. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ

أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ	করেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখত। সেতো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।
٥. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ	৫। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে,
٦. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ	৬। আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির‘আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত।

মূসা (আঃ) ও ফির‘আউনের ঘটনা এবং তাদের কাওমের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত

حُرُوْفُ مُقَطَّعَةٌ এর বর্ণনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ এই আয়াতগুলি হল সুস্পষ্ট কিতাবের অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের। সমস্ত কাজের মূল এবং অতীতের ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবর এই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ হে নাবী! আমি তোমার নিকট মূসা (আঃ) ও ফির‘আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। যেমন অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ

আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৩) তাঁর সামনে এটা এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি যেন ঐ সময় সেখানে বিদ্যমান ছিলেন।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ

ফির‘আউন একজন অহংকারী, উদ্ধত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে জনগণের উপর জঘন্যভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সে তাদেরকে পরস্পরে মধ্যে লড়াইয়ের মাধ্যমে মতানৈক্য সৃষ্টি করে তাদেরকে দুর্বল করে স্বয়ং তাদের উপর জোরপূর্বক প্রভুত্ব চালাতে থাকে। বিশেষ করে বানী ইসরাঈলকে সে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। অথচ মাযহাব হিসাবে সেই যুগে তারাই ছিল সর্বোত্তম। ফির‘আউন তাদেরকে খুবই নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল। সে সমস্ত ঘৃণ্য কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিত। এত করেও তার প্রাণ ভরেনি। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল যাতে তারা শক্তিশালী হতে না পারে। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার একটি বড় কারণ এই ছিল যে, ফির‘আউন আশংকা করত যে, বানী ইসরাঈল থেকে কোন ছেলে বড় হয়ে তার (ফিরা‘আউনের) ধ্বংসের কারণ হতে পারে এবং ফির‘আউনের রাজত্বেরও অবসান হতে পারে। তাই সাবধানতা অবলম্বন হিসাবে ফির‘আউন এই আইন জারী করে দিল যে, বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হবে। কিন্তু মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। মূসা (আঃ) জীবিত রয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা‘আলা ঐ উদ্ধত কাওমকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ হতে **يَحْذَرُونَ** পর্যন্ত। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে। আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফির‘আউন, হামান ও তাদের

বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। এটা প্রকাশমান কথা যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَـٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَـٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫৯)

ফির'আউন ছিল এমন ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী ব্যক্তি যে মনে করেছিল যে, ওর মাধ্যমে সে মূসা (আঃ) থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারবে। ফির'আউন তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল, কিন্তু আল্লাহর শক্তি সে অনুমানও করতে পারেনি। শেষে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হয় এবং যে শিশুর কারণে সে হাজার হাজার নিস্পাপ শিশুর রক্ত প্রবাহিত করেছিল তাঁকেই তিনি তারই ক্রোড়ে লালন-পালন করিয়ে নেন, আর তাঁরই হাতে তিনি তাকে ও তার লোক-লস্করকে ধ্বংস করেন, যাতে সে জেনে ও বুঝে নেয় যে, সে আল্লাহ তা'আলার এক লাঞ্ছিত ও অসহায় দাস ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারও নেই। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

৭। আমি মূসার মায়ের অন্ত রে ইংগিতে নির্দেশ করলাম	٧. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ

ঃ শিশুটিকে তুমি স্তন্য দান করতে থাক; যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করনা, দুঃখ করনা; আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব।	أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
৮। অতঃপর ফির‘আউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণামতো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফির‘আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।	٨. فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ
৯। ফির‘আউনের স্ত্রী বলল ঃ এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। তাকে হত্যা করনা, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃত পক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি।	٩. وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

মূসার (আঃ) মাকে ইলহাম পাঠানো হয়

বর্ণিত আছে যে, যখন বানী ইসরাঈলের হাজার হাজার পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয় তখন কিবতীদের এই আশংকা হয় যে, এভাবে যদি বানী ইসরাঈলকে খতম করা হতে থাকে তাহলে যেসব নিকৃষ্ট কাজ প্রশাসনের পক্ষ হতে তাদের দ্বারা করিয়ে নেয়া হচ্ছে সেগুলো হয়তো কিবতীদের দ্বারাই করিয়ে নেয়া হবে। তাই দরবারে তারা সভা ডাকলো এবং ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে এক বছর হত্যা করা হবে এবং পরের বছর হত্যা করা হবেনা। ঘটনাক্রমে যে বছর হারূন (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন সেই বছর ছিল হত্যা বন্ধ রাখার বছর। কিন্তু মূসা (আঃ) ঐ বছর জন্মগ্রহণ করেন যে বছর বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে সাধারণভাবে হত্যা করা হচ্ছিল। মহিলা পরিদর্শকেরা ঘুরে-ফিরে গর্ভবতী নারীদের খোঁজ খবর নিচ্ছিল এবং তাদের নামগুলি তালিকাভুক্ত করছিল। বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় ঐ মহিলাগুলি হাযির হত। কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তারা ফিরে যেত। আর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা সাথে সাথে জল্লাদদেরকে খবর দিত এবং তৎক্ষণাৎ জল্লাদেরা এসে পিতা-মাতার সামনে তাদের ঐ পুত্র সন্তানকে টুকরা টুকরা করে দিয়ে চলে যেত। তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

মূসার (আঃ) মা যখন তাঁকে গর্ভে ধারণ করেন তখন সাধারণ গর্ভধারণের মত তাঁর গর্ভ প্রকাশ পায়নি। তাই যেসব নারী ও ধাত্রী গর্ভের সত্যতা নির্ণয়ের কাজে নিয়োজিতা ছিল তারা তাঁর গর্ভবতী হওয়া টের পায়নি। অবশেষে মূসার (আঃ) জন্ম হয়। তাঁর মা অত্যন্ত আতংকিতা হয়ে পড়েন। তাঁর প্রতি তাঁর মায়ের স্নেহ-মমতা এত বেশী ছিল যা সাধারণতঃ অন্যান্য নারীদের থাকেনা। মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) চেহারা এমনই মায়াময় করেছিলেন যে, শুধু তাঁর মা কেন, যে'ই তাঁর দিকে একবার তাকাতো তারই অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত জমে যেত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৩৯)

ফির'আউনের বাড়িতে মূসা (আঃ) লালিত পালিত হন

মূসার (আঃ) মা যখন তাঁর ব্যাপারে সদা আতংকিতা ও উৎকণ্ঠিতা থাকেন তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেন ঃ

أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ তুমি শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং তুমি ভয় করনা, দুঃখ করনা; আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব। তার বাড়ী নীল নদের তীরেই অবস্থিত ছিল। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী মূসার (আঃ) মা একটি বাক্স বানিয়ে নিলেন এবং তাঁকে ঐ বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন। তাঁর মা তাঁকে দুধ পান করিয়ে ঐ বাক্সের মধ্যে শুইয়ে দিতেন। আতংকের অবস্থায় ঐ বাক্সটিকে তিনি নদীতে ভাসিয়ে দিতেন এবং একটি দড়ি দ্বারা বাক্সটিকে বেঁধে রাখতেন। ভয় কেটে যাওয়ার পর ওটা আবার টেনে নিতেন।

একদিন এমন একটি লোক তার বাড়ীতে এলো যাকে দেখে তিনি অত্যন্ত ভয় পেলেন। তাড়াতাড়ি তিনি শিশুকে বাক্সে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু ভয়ে তাড়াতাড়ি এ কাজ করার কারণে তিনি দড়ি দ্বারা বাক্সটিকে বেঁধে রাখতে ভুলে গেলেন। বাক্সটি পানির স্রোতে ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের প্রাসাদের পাশ দিয়ে চলতে থাকল। এ দেখে দাসীরা ওটা উঠিয়ে নিয়ে ফির'আউনের স্ত্রীর কাছে গেল। পথে তারা এই ভয়ে বাক্সটি খুলেনি যে, হয়ত বা তাদের উপর কোন অপবাদ দেয়া হবে। ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট বাক্সটি খোলা হলে দেখা গেল যে, ওর মধ্যে একটি নূরানী চেহারার অত্যন্ত সুন্দর সুস্থ শিশু শায়িত রয়েছে। শিশুটিকে দেখা মাত্রই তার অন্তর তার প্রতি মহব্বতে পূর্ণ হয়ে গেল। আর তার প্রিয় রূপ/সৌন্দর্য তার অন্তরে জায়গা করে নিল। এতে মহান রবের যুক্তি ছিল এই যে, তিনি ফির'আউনের স্ত্রীকে সুপথ প্রদর্শন করবেন এবং ফির'আউনের দর্পকে চূর্ণ করে দিবেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ফির'আউনের লোকেরা তাকে (শিশুকে) উঠিয়ে নিল। এর পরিণামতো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। এতে একটি কথা এও আছে যে, যাঁর থেকে তারা বাঁচতে চেয়েছিল তিনিই তাদের মাথার উপর চড়ে বসলেন। এ জন্যই এর পরই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

শিশুটিকে দেখা মাত্রই ফির'আউন চমকে উঠল এই ভেবে যে, হয়তো বানী ইসরাঈলের কোন মহিলা শিশুটিকে নদীতে নিক্ষেপ করেছে এবং হতে পারে যে, এটা ঐ শিশুই হবে যাকে হত্যা করার জন্যই সে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করেছে। এটা চিন্তা করে সে ঐ শিশুকেও হত্যা করার ইচ্ছা করল। তখন তার স্ত্রী আসিয়া বিন্ত মুজাহিম (রাঃ) শিশুটির প্রাণ রক্ষার জন্য ফির'আউনের নিকট সুপারিশ করে বললেন ঃ

قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। তাকে হত্যা করনা। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। উত্তরে ফির'আউন বলেছিল ঃ সে তোমার জন্য নয়ন-প্রীতিকর হতে পারে। কিন্তু আমার জন্য নয়। আল্লাহর কি মাহাত্ম্য যে, হলও তাই। তিনি আসিয়াকে (রাঃ) স্বীয় দীন লাভের সৌভাগ্য দান করলেন এবং মূসার (আঃ) কারণে তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তা হলেন। আর ঐ অহংকারী ফির'আউনকে তিনি স্বীয় নাবীর (আঃ) মাধ্যমে ধ্বংস করেন। আসিয়া (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

عَسَى أَن يَنفَعَنَا সে আমাদের উপকারে আসতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তার এ আশা পূর্ণ করেন। মূসা (আঃ) দুনিয়ায় তার হিদায়াত লাভের মাধ্যম হন এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের মাধ্যম হয়ে যান। আসিয়া (রাঃ) আরও বলেন ঃ

أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। তাদের কোন সন্তান ছিলনা। তাই আসিয়া (রাঃ) শিশু মূসাকে (আঃ) সন্তান হিসাবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিভাবে গোপনে গোপনে স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন তা তারা বুঝতে পারেনি।

১০। মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয়তো প্রকাশ করেই দিত।	١٠. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

১১। সে মূসার বোনকে বলল ঃ এর পিছনে পিছনে যাও, সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখছিল।	١١. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
১২। পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার বোন বলল ঃ তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?	١٢. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَٰصِحُونَ
১৩। অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানেনা।	١٣. فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

মূসার (আঃ) মায়ের অতীব দুঃখ এবং তার কোলে সন্তানকে ফিরিয়ে দেয়া

إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, মূসার (আঃ) মা যখন তাঁকে বাক্সের মধ্যে রেখে ফির‘আউনের লোকজনের ভয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন এবং অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন, আর তার কলিজার টুকরা মূসার (আঃ) চিন্তা

ছাড়া অন্য কোন খেয়াল তার অন্তরে জেগেই উঠেনি, ঐ সময় যদি মহান আল্লাহ তার অন্তরকে দৃঢ় না করতেন তাহলে ধৈর্যহারা হয়ে গোপন রহস্য তিনি প্রকাশ করে ফেলতেন। ফলে তার পুত্র ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু মহামহিমান্বিত আল্লাহ তার হৃদয়কে দৃঢ় করে দেন এবং তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দেন যে, তার পুত্রকে অবশ্যই তিনি ফিরে পাবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ উবাইদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/৫২৯)

وَقَالَتْ لِأُخْتِه قُصِّيه মূসার (আঃ) মা তার বড় মেয়েকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি এই বাক্সের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমুদ্রের তীর ধরে চলে যাও, পরিশেষে কি ঘটে তা দেখা যাক। পরে তুমি আমাকে খবর জানাবে।

মায়ের কথা মত মূসার (আঃ) বোনটি দূর হতে বাক্সের দিকে দৃষ্টি রেখে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে থাকেন। তিনি এমন অন্যমনস্কভাবে চলতে থাকেন যে, তিনি যে বাক্সটির দিকে খেয়াল রেখে চলছেন তা কেহ টেরও পেলনা। যখন বাক্সটি ফির'আউনের প্রাসাদের নিকট পৌঁছল এবং দাসীরা তা উঠিয়ে নিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশ করল তখন কি ঘটে তা জানার আশায় তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখানে এই ঘটলো যে, যখন আসিয়া (রাঃ) ফির'আউনকে মূসার (আঃ) হত্যার আদেশ জারী করা হতে বিরত রাখলেন এবং শিশু মূসাকে (আঃ) লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন শাহী মহলে যতগুলি ধাত্রী ছিল সবাইকেই শিশুটি দেয়া হল এবং সবাই অতি আদরের সাথে শিশুটিকে দুধ পান করাতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে শিশু মূসা (আঃ) কারও দুধ এক ঢোকও পান করলেননা। অবশেষে আসিয়া (রাঃ) শিশুটিকে তার দাসীদের হাতে দিয়ে তাদেরকে বাইরে পাঠালেন যে, তারা যেন ধাত্রী অনুসন্ধান করে এবং শিশুটি যার দুধ পান করবে তাকে যেন তার কাছে নিয়ে যায়।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ *পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম।* বিশ্ব জগতের রবের ইচ্ছা ছিল এটাই যে, তাঁর নাবী (আঃ) যেন স্বীয় মা ছাড়া আর কারও দুধ পান না করেন এবং এতে বড় যৌক্তিকতা এই ছিল যে, এই বাহানায় যেন মূসা (আঃ) তাঁর মায়ের নিকট পৌঁছতে পারেন। দাসীরা শিশু মূসাকে (আঃ) নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তাঁর বোন তাঁকে চিনে নেন। কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই প্রকাশ করলেননা এবং তারাও কিছু বুঝতে পারলনা। তাঁর মা প্রথমে খুবই অস্থির ও উদ্বিগ্না ছিলেন বটে, কিন্তু পরে মহান

আল্লাহ তাকে ধৈর্য ও স্থিরতা দান করেছিলেন। ফলে তিনি নীরব ও শান্তই ছিলেন। মূসার (আঃ) বোন দাসীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা এত ব্যতিব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন কেন? তারা উত্তরে বলল ঃ এই শিশুটি কারও দুধ পান করছেনা। তাই আমরা এমন এক ধাত্রীর খোঁজে বেরিয়েছি যার দুধ এ শিশু পান করবে। তাদের এ কথা শুনে মূসার (আঃ) বোন তাদেরকে বললেন ঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ তোমরা বললে আমি একজন ধাত্রীর খোঁজ দিতে পারি। সম্ভবতঃ এ শিশু তার দুধ পান করবে এবং সে একে উত্তমরূপে লালন-পালন করবে এবং এর শুভাকাংখিনী হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তার এ কথা শুনে ফির'আউনের লোকদের মনে কিছু সন্দেহ জাগল যে, এ মেয়েটি শিশুটির পিতা-মাতার খবর রাখে, সুতরাং তারা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি করে জানলে যে, ঐ মহিলাটি এ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নিবে এবং এর শুভাকাংখিনী হবে? তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন ঃ কারণ আমরা চাই যে, রাজা সুখী হোক এবং লালন-পালন করার জন্য তারাও ভাল বখশীশ লাভ করুক। তার এ জবাবে তারাও বুঝে নিল যে, তাদের পূর্ব ধারণা ভুল ছিল, মেয়েটি সঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ আচ্ছা, তাহলে চল, ঐ ধাত্রীটির বাড়ী আমাদেরকে দেখিয়ে দাও। তিনি তখন তাদেরকে নিয়ে তাদের বাড়ী গেলেন এবং তার মায়ের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ একে দিয়ে দাও। সরকারী লোকেরা শিশুটি তাকে প্রদান করলে তিনি তার দুধ পান করতে শুরু করলেন। সাথে সাথে এ খবর আসিয়ার (রাঃ) নিকট পৌঁছে দেয়া হল। এ খবর শুনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাকে তিনি তার প্রাসাদে ডেকে নেন এবং বহু কিছু পুরস্কার দেন। কিন্তু তিনি জানতেননা যে, তিনিই শিশুটির প্রকৃত মা। তিনি তাকে পুরস্কৃত করলেন শুধু এ কারণে যে, শিশুটি তার দুধ পান করেছে। আসিয়া (রাঃ) মূসার (আঃ) মায়ের উপর অত্যন্ত খুশী হন এবং তাকে তার রাজপ্রাসাদে থেকেই শিশুটিকে দুধ পান করানোর জন্য অনুরোধ করেন। উত্তরে মূসার (আঃ) মা বলেন ঃ এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আমার ছেলে-মেয়ে ও স্বামী রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি বরং শিশুটিকে আমার নিজ বাড়ীতেই দুধ পান করাব, তারপর আপনার নিকট পাঠিয়ে দিব। শেষে এটাই মীমাংসিত হয় এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়াও (রাঃ) এতে সম্মত হন। সুতরাং মূসার (আঃ) মায়ের ভয় নিরাপত্তায়, দারিদ্রতা ঐশ্বর্যে, লাঞ্ছনা সম্মানে এবং ক্ষুধা পরিতৃপ্তি বা স্বচ্ছলতায় পরিবর্তিত হয়। শাহী দরবার থেকে তিনি বেতন ও

পুরস্কার পেতে থাকলেন এবং পেতে লাগলেন খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র। আর সবচেয়ে বড় সুযোগ তিনি এই পেলেন যে, নিজের ছেলেকে নিজেরই ক্রোড়ে লালন-পালন করতে থাকলেন। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এভাবেই পরম করুণাময় আল্লাহ তার কষ্ট ও বিপদকে সুখ ও আরামে পরিবর্তিত করলেন। আল্লাহর সত্তা অতি পবিত্র। তাঁরই হাতে সমস্ত কাজ। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা কখনও হয়না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতিটি লোককে সাহায্য করেন যে তাঁর উপর ভরসা করে। তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারীর সহায়ক তিনিই। তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের বিপদের সময় এগিয়ে আসেন এবং তাদের বিপদ দূর করে দেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا অতঃপর আমি তাকে তার জননীর নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার দ্বারা তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে, আর যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সে যেন এটা বিশ্বাস করে নেয় যে, সে অবশ্যই নাবী ও রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মূসার (আঃ) মা মনের সুখে স্বীয় সন্তানের লালন-পালনে নিমগ্ন হলেন এবং এমনভাবে মূসা (আঃ) লালিত-পালিত হতে থাকলেন যেভাবে একজন উচ্চমানের রাসূলকে লালন-পালন করা উচিত।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ তা'আলার নিপুণতা এবং তাঁর আনুগত্যের শুভ পরিণাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা। তারা শুধু বাহ্যিক লাভ-লোকসানের প্রতিই দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরকালকে পরিত্যাগ করে।

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡ

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬)

فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

কিন্তু যদি অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ কর আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৯)

১৪। যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল তখন আমি তাকে হিকমাত ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।	١٤. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
১৫। সে নগরীতে প্রবেশ করল, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেখানে সে দু'টি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখল - একজন তার নিজ দলের এবং অপর জন তার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল, এতেই তার মৃত্যু হল। মূসা বলল ঃ এটা শাইতানের কান্ড, সেতো প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী।	١٥. وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ
১৬। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো আমার নিজের প্রতি যুল্ম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনিতো	١٦. قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	
১৭। সে আরও বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি যেহেতু আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবনা।	١٧. قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

মূসা (আঃ) এক কিবতীকে মেরে ফেলেন

মূসার (আঃ) বাল্যকালের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর যৌবনের ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে হিকমাত ও দীনী জ্ঞান দান করলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাঁকে নাবুওয়াত দিলেন। (দুররুল মানসুর ৫/২৩১) وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ সৎ লোকেরা এরূপই প্রতিদান পেয়ে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) কিভাবে নাবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন এবং কিভাবে আল্লাহর সাথে তাঁর কথোপকথন হয়েছে। এর আগে তিনি এক কিবতীকে মেরে ফেলেছিলেন যে কারণে তিনি মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ান চলে যান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا *সে নগরীতে প্রবেশ করল, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক।* ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঐ সময়টি ছিল মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়। (তাবারী ১৯/৫৩৮) ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) 'আতা আল ইয়াসার (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, উহা ছিল দ্বিপ্রহর। (তাবারী ১৯/৫৩৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِن شِيعَتِه وَهَذَا مِنْ عَدُوِّه দুই লোক একে অপরের সাথে মারামারি করছিল যাদের একজন ছিল মূসার (আঃ) দলের লোক অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের লোক এবং অপর জন ছিল তাঁর শত্রু পক্ষের লোক অর্থাৎ একজন কিবতী। (তাবারী ১৯/৫৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ

(রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৯/৫৪০) বানী ইসরাঈলের লোকটি মূসাকে (আঃ) দেখতে পেয়ে ফাইসালার জন্য তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিবতী লোকটি মূসার (আঃ) কথায় কোন কর্ণপাত না করায় মূসা (আঃ) কিবতীর কাছে গেলেন।

فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ (*তখন মূসা তাকে আঘাত করল, এতেই তার মৃত্যু হল*) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ মূসা (আঃ) কিবতীকে একটি ঘুষি মারেন এবং এর ফলে সে মারা যায়। (তাবারী ১৯/৫৪০) মূসা (আঃ) এতে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং বলেন ঃ

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

এটা শাইতানের কান্ড, সেতো প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো আমার নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এরপর মূসা (আঃ) বলেন ঃ

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

হে আমার রাব্ব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবনা। এটা আমি ওয়াদা করলাম।

১৮। অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনতে পেলো, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মূসা তাকে বলল ঃ তুমিতো সুস্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।

١٨. فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِينٌ

১৯। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হল তখন সেই ব্যক্তি বলে উঠল ঃ হে মূসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমিতো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাওনা?	١٩. فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ

কিবতীকে মেরে ফেলার ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ল

মূসার (আঃ) ঘুষিতে কিবতী মারা যায় এই কারণে তাঁর মনে ভয় বাসা বেধেছিল। তাই তিনি শহরে খুবই সতর্কতার সাথে চলাফিরা করছিলেন যে, দেখা যাক কি ঘটে! রহস্য খুলে যায়নিতো? পরের দিন আবার তিনি শহরে বের হলে দেখেন যে, গতকাল যে ইসরাঈলীকে তিনি কিবতীর হাত হতে রক্ষা করেছিলেন সে আজ আর এক কিবতীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। তাঁকে দেখে সে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করে। কিবতীকে লক্ষ্য করে মূসা (আঃ) বললেন ঃ

إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ তুমি খুবই দুষ্ট লোক। তাঁর এ কথা শুনে সে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। মূসা (আঃ) যখন ঐ যালিম কিবতীকে বাধা দেয়ার উদ্দেশে তার দিকে হাত বাড়ান তখন ঐ ইসরাঈলী তার কাপুরুষতার কারণে মনে করে বসে যে, মূসা (আঃ) তাকে দুষ্ট বলেছেন, অতএব তাকেই হয়তো তিনি ধরতে চাচ্ছেন। তাই সে নিজের প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশে তাঁকে লক্ষ্য করে বলে ঃ

يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ হে মূসা! আপনি গতকাল যেমন এক কিবতীকে হত্যা করেছেন সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাচ্ছেন? গতকালের ঘটনার সময় শুধু সে'ই উপস্থিত ছিল। এ জন্য এ পর্যন্ত কেহই জানতে পারেনি যে, মূসার (আঃ) দ্বারা এ কাজ সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু আজ তার মুখে এ কথা শুনে কিবতী জানতে পারে যে, তিনিই এ কাজ করেছেন। কিবতী ঐ ইসরাঈলীকে ছেড়ে দিয়ে দৌড় দেয় এবং ফির'আউনের দরবারে পৌঁছে খবর দেয়। এ খবর শুনে ফির'আউন অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং মূসাকে (আঃ) হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁকে তার নিকট ধরে আনার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়।

২০। নগরীর দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এলো এবং বলল ঃ হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, আমিতো তোমার মঙ্গলকামী।	٢٠. وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ يَسۡعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلۡمَلَأَ يَأۡتَمِرُونَ بِكَ لِيَقۡتُلُوكَ فَٱخۡرُجۡ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ

এই আগন্তুককে رَجُل বলা হয়েছে। আরাবীতে 'পা' কে رِجْل বলা হয়। এ লোকটি যখন দেখল যে, ঐ লোকটি মূসার (আঃ) পিছনে লেগেছে এবং তাঁকে ধরার জন্য বেরিয়ে গেছে তখন সে দ্রুত দৌড়াতে শুরু করে এবং কাছের পথ ধরে অতি তাড়াতাড়ি মূসার (আঃ) নিকট পৌঁছে তাঁকে এ খবর অবহিত করে। সে তাঁকে বলে ঃ

إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করে ফেলার পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমিতো তোমার হিতকাঙ্ক্ষী। সুতরাং হে মূসা (আঃ)! আমার কথা মেনে নাও।

২১। ভীত সতর্ক অবস্থায় সে সেখান হতে বের হয়ে পড়ল এবং বলল ঃ হে আমার	٢١. فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ

রাব্ব! আপনি যালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন।	قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
২২। যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা শুরু করল তখন বলল ঃ আশা করি, আমার রাব্ব আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।	٢٢. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ
২৩। যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন নারী তাদের পশুগুলিকে আগলাচ্ছে। মূসা বলল ঃ তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল ঃ আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারিনা, যতক্ষণ রাখালরা তাদের পশুগুলিকে নিয়ে সরে না যায়, আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।	٢٣. وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
২৪। মূসা তখন তাদের পশুগুলিকে পানি পান করালো। অতঃপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করল ও	٢٤. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ

إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ	**বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল।**

মাদইয়ানে মূসার (আঃ) পলায়ন এবং সেখানে দুই মহিলার মেষপালকে পানি পান করানো

ঐ লোকটির মাধ্যমে মূসা (আঃ) যখন ফির'আউন ও তার লোকদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত হন তখন তিনি অতি সন্তর্পণে একাকী সেখান থেকে পালিয়ে যান। ইতোপূর্বে তিনি রাজপুত্রদের মত জীবন যাপন করেছিলেন বলে এই সফর তাঁর কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ *ভীত সতর্ক অবস্থায় সে সেখান হতে বের হয়ে পড়ল।* ভয় ও ত্রাসের কারণে তিনি এদিক ওদিক দেখছিলেন এবং সোজা পথে দ্রুত এগিয়ে চলছিলেন। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছিলেন ঃ

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি ফির'আউন ও তার লোকদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করুন। বর্ণিত আছে যে, মূসাকে (আঃ) মিসরের পথ-প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন মালাক/ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন যিনি ঘোড়ায় চড়ে তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে পথ-প্রদর্শন করেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অতঃপর তিনি মরুভূমি অতিক্রম করে মাদইয়ানের পথে পৌঁছে যান। এতে তিনি খুবই খুশী হন এবং বলে ওঠেন ঃ

عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, তিনি আমাকে সঠিক পথে চালিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ আশাও পূরণ করেন এবং তাঁকে শুধু দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক পথ-প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হলেননা, বরং তাঁকে অন্যদের জন্য সঠিক পথ-প্রদর্শকও বানালেন।

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ মাদইয়ান পৌঁছে পানি পান করার জন্য একটি কূপের নিকট গিয়ে তিনি দেখলেন যে, রাখালেরা কূপ হতে পানি উঠিয়ে তাদের পশুগুলোকে পান করাচ্ছে। তিনি এটাও দেখতে পেলেন যে, দুই মহিলা তাদের বকরীগুলোকে ঐ পশুগুলোর সাথে

পানি পান করানো হতে বিরত রয়েছে। তিনি যখন এ অবস্থা অবলোকন করলেন যে, মহিলাদ্বয় নিজেরাও তাদের বকরীগুলোকে পানি পান করাতে পারছেনা এবং ঐ রাখালেরাও তাদের পশুগুলোর সাথে ঐ বকরীগুলোকে পানি পান করানোর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেনা তখন তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হল। তাই তিনি মহিলা দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ **مَا خَطْبُكُمَا** তোমরা তোমাদের এ বকরীগুলোকে পানি পান করানো হতে বিরত থাকছ কেন? তারা উত্তরে বলল ঃ

لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ আমরা বকরীগুলোকে পানি পান করাতে পারিনা যতক্ষণে রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। **فَسَقَى لَهُمَا** তাদের এ কথা শুনে তিনি নিজেই পানি উঠিয়ে তাদের বকরীগুলোকে পান করালেন।

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তিনি একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। (তাবারী ১৯/৫৫৬)

২৫। তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত চরণে তার নিকট এলো এবং বলল ঃ আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক আপনাকে দেয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল ঃ ভয় করনা, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ।	٢٥. فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

২৬। তাদের একজন বলল ঃ হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন; কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।	٢٦. قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ
২৭। সে মূসাকে বলল ঃ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।	٢٧. قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
২৮। মূসা বলল ঃ আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার স্বাক্ষী।	٢٨. قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

মূসার (আঃ) সাথে ঐ দুই মহিলার এক জনের সাথে বিয়ে হল

ঐ মেয়ে দু'টির বকরীগুলোকে যখন মূসা (আঃ) পানি পান করিয়ে দিলেন তখন তারা তাদের বকরীগুলো নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। তাদের পিতা যখন দেখলেন যে, তাঁর মেয়েরা সময়ের পূর্বেই ঐদিন বাড়ীতে ফিরে গেছে তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? তারা উত্তরে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের একজনকে পাঠিয়ে দিলেন মূসাকে (আঃ) ডেকে আনতে। মেয়েটি মূসার (আঃ) নিকট গেলেন।

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء তিনি গেলেন সতী-সাধ্বী মেয়েরা যেভাবে পথে চলে সেই ভাবে। যেমনটি মু'মিনদের নেতা উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি গেলেন অত্যন্ত লজ্জাজড়িত চরণে চাদর দ্বারা সারা দেহ আবৃত করে। (তাবারী ১৯/৫৫৮) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মাইমূন (রহঃ) বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ তিনি অতি লজ্জাশীলা অবস্থায় তাঁর নিকট যান, তখন তার মুখমণ্ডলের উপর কাপড় জড়ানো ছিল। তিনি ঐ ধরণের প্রগলভ নারীর মত ছিলেননা যারা তাদের খেয়াল খুশি মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। (তাবারী ১৯/৫৫৯) এর বর্ণনাধারা সহীহ। অতঃপর তার সত্যবাদিতা ও বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হতে হয় যে, তিনি 'আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন' এ কথা বললেননা। কেননা এতে সন্দেহের অবকাশ ছিল। বরং তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন ঃ

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। মূসা (আঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একজন সদাশয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মনে করে তার কাছে তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর ঘটনা শুনে নারীদ্বয়ের পিতা তাঁকে সহানুভূতির সুরে বললেন ঃ

لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ তোমার আর কোন ভয় নেই। ঐ অত্যাচারীদের কবল হতে তুমি রক্ষা পেয়েছ। এখানে তাদের কোন শাসন কর্তৃত্ব নেই।

يَا أَبَت اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুরায়িহ আল কাযী (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, যখন মহিলাটি

পিতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে পিতা! আপনি এ লোকটিকে আমাদের বকরী চরানোর কাজে নিযুক্ত করুন! কেননা সে'ই উত্তমরূপে কাজ করতে পারে যে হয় শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা তখন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! তার মধ্যে যে এ দু'টি গুণ রয়েছে তা তুমি কি করে জানতে পারলে? উত্তরে মেয়েটি বললেন ঃ দশজন শক্তিশালী লোক মিলিতভাবে কূপের মুখের যে পাথরটি সরাতে সক্ষম হত তা তিনি একাকী সরিয়ে ফেলেছেন। এর দ্বারা অতি সহজেই তার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আর তার বিশ্বস্ততার পরিচয় আমি এভাবে পেয়েছি যে, তাকে সাথে নিয়ে যখন আমি আপনার নিকট আসতে শুরু করি তখন তিনি পথ চিনেন না বলে আমি অগ্রবর্তী হই। তিনি তখন আমাকে বললেল ঃ না, তুমি বরং আমার পিছনে থাক। যখন পথ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে তখন ঐ দিকে তুমি একটি কংকর ছুঁড়ে মারবে। তাহলেই আমি বুঝতে পারব যে, ঐ পথে আমাকে চলতে হবে। (তাবারী ১৯/৫৬২-৫৬৪)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ তিন ব্যক্তির মত বোধশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা আর কারও মধ্যে পাওয়া যায়নি। তারা হলেন ঃ (১) আবূ বাকর (রাঃ), তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় এই যে, তিনি খিলাফাতের জন্য উমারকে (রাঃ) মনোনীত করেন। (২) মিসরের অধিবাসী ইউসুফের (আঃ) ক্রেতা, যিনি প্রথম দৃষ্টিতেই ইউসুফের (আঃ) মর্যাদা বুঝে নেন এবং তাঁকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে স্বীয় স্ত্রীকে বলেন ঃ সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর। আর (৩) এই মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোকটির কন্যা যিনি মূসাকে (আঃ) তাদের কাজে নিয়োগ করার জন্য তার পিতার নিকট সুপারিশ করেছিলেন। (ইব্ন আবী শাইবাহ ১৪/৫৭৪) মেয়ের কথা শোনা মাত্রই তার পিতা মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। এই শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার বকরী চরাবে। ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটি আরও বললেন ঃ

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর তাহলে সেটা তোমার ইচ্ছা। এটা তোমার জন্য অবশ্য করণীয় নয়। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন রাবাহ (রহঃ) আল লাখমী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী উতবাহ ইব্ন নাযার আস সুলামীকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জাস্থানের হিফাযাত এবং পেট পুরে খাদ্যের বিনিময়ে মূসা (আঃ) নিজেকে চাকুরীতে নিয়োজিত করেন। (বাজ্জার ১৪৯৫) মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) ঐ মহানুভব ব্যক্তির ঐ শর্ত কবূল করে নেন এবং তাঁকে বলেন ঃ

ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইলো। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।

যদিও দশ বছর পূর্ণ করা আইনানুমোদিত, কিন্তু ওটা অতিরিক্ত বিষয়, যরুরী নয়। যরুরী হল আট বছর। যেমন মিনার শেষ দুই দিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে।

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

অতঃপর কেহ যদি দু' দিনের মধ্যে (মাক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াহুড়া করে তাহলে তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দু' দিন বিলম্ব করে তাহলে তার জন্যও পাপ নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০৩) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযা ইব্ন আমর আসলামীকে (রাঃ) সফরে সিয়াম পালন করা সম্পর্কে তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন এবং তিনি অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করতেন ঃ সফরে সিয়াম পালন করা ও না করা তোমার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হলে সিয়াম পালন করবে, আর ইচ্ছা না হলে না করবে। (বুখারী ১৯৪৩) যদিও অন্য দলীল দ্বারা সিয়াম পালন করাই উত্তম। এখানেও এই দলীলই রয়েছে যে, মূসা (আঃ) দশ বছরই পূর্ণ করেছিলেন।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হীরাবাসী এক ইয়াহুদী আমাকে জিজ্ঞেস করে ঃ মূসা (আঃ) আট বছর পূর্ণ করেছিলেন, নাকি দশ বছর? আমি উত্তরে বললাম ঃ এটা আমার জানা নেই। অতঃপর আমি আরাবের খুবই বড় আলেম ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট যাই এবং তাকে এটা জিজ্ঞেস করি। তিনি জবাবে বলেন ঃ এ দু'টোর মধ্যে যেটা বেশী ও পবিত্র মেয়াদ সেটাই তিনি পূর্ণ করেন অর্থাৎ তিনি দশ বছর পূর্ণ করেন। আল্লাহর কোন নাবী যা বলেন তা'ই করে থাকেন। (তাফসীর দেখুন (২০ ঃ ১১-১৬)

٢٩. فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

২৯। মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করার পর স্বপরিবারে যাত্রা শুরু করল তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল ঃ তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান হতে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি, অথবা এক খন্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

٣٠. فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

৩০। যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল ঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের রাব্ব।

٣١. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا

৩১। আরও বলা হল ঃ তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে

وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَٰمِنِينَ	দেখল তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরে তাকালোনা। তাকে বলা হল ঃ হে মূসা! সামনে এসো, ভয় করনা, তুমিতো নিরাপদ।
٣٢. ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ	৩২। তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ওটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় তোমার উপর চেপে ধর। এ দু'টি তোমার রাব্ব প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

মূসার (আঃ) মিসরে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে মু'জিযা প্রাপ্তি

পূর্বেই এটা বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। কুরআনুল হাকীমের اَلْأَجَلَ শব্দের দ্বারাও ঐ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মূসার (আঃ) মনে খেয়াল ও আগ্রহ জাগে যে, তিনি চুপে চুপে স্বদেশে চলে যাবেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হবেন। তাই তিনি স্বীয় স্ত্রী ও তাঁর শ্বশুরের দেয়া বকরীগুলো সাথে নিয়ে মাদইয়ান হতে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন। রাতে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয় এবং ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। চতুর্দিক অন্ধকারে চেয়ে যায়। তিনি বারবার প্রদীপ জ্বালানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনক্রমেই আলো জ্বালাতে পারলেননা। তিনি খুবই বিস্মিত ও হতবাক হয়ে

গেলেন। ইতোমধ্যে তিনি কিছু দূরে তূর পাহাড়ে আগুন জ্বলতে দেখতে পেলেন। তাই তিনি স্বীয় পরিজনকে বললেন ঃ

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ

تَصْطَلُونَ তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। ওখানে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। আমি ওখানে যাচ্ছি। সেখানে যদি কেহ থেকে থাকে তাহলে আমি তার কাছ থেকে রাস্তা জেনে নিব, যেহেতু আমরা পথ ভুল করেছি এবং সেখান হতে কিছু আগুন নিয়ে আসব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ যখন তিনি সেখানে পৌঁছেন তখন ঐ উপত্যকার ডান দিকের পশ্চিমের পাহাড় হতে শব্দ শুনতে পান। যেমন কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ

মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৪) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মূসা (আঃ) আগুনের উদ্দেশে কিবলার দিকে গিয়েছিলেন এবং পশ্চিম দিকের পাহাড়টি তাঁর ডান দিকে ছিল। এক সবুজ-শ্যামল গাছে আগুন দেখা যাচ্ছিল যা পাহাড় সংলগ্ন উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে এ অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন যে, সবুজ-শ্যামল গাছ হতে অগ্নিশিখা বের হচ্ছে! অথচ কোন জিনিসে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছেনা। মূসা (আঃ) শুনতে পেলেন যে, শব্দ আসছে ঃ

أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের রাব্ব। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করতে পারি। আমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেহ নেই। আমি ব্যতীত রাব্বও কেহ নেই। আমি এক ও অদ্বিতীয়। আমি অতুলনীয়। আমার কোন অংশীদার নেই। আমার সত্তায়, আমার গুণাবলীতে, আমার কাজে এবং আমার কথায় আমার কোন শরীক ও সঙ্গী-সাথী নেই। সর্বদিক দিয়েই আমি পবিত্র। আমার কোন লয় ও ক্ষয় নেই। এই শব্দে তাঁকে আরও বলা হল ঃ

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর এবং আমার ক্ষমতা তুমি স্বচক্ষে দেখে নাও। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا۟ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِىَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ

হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? সে বলল ঃ এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষ পত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৭-১৮) অর্থ হল এই যে, তোমার যে লাঠিটি তুমি চেনো, **اَلْقَاهَا** অর্থাৎ তুমি ওটাকে নিক্ষেপ কর।

فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ

অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২০) এটা ঐ বিষয়েরই প্রমাণ ছিল যে, শব্দকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলাই বটে। যিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যে জিনিসকে যা বলে দেন তা টলাবার নয়। সূরা তা-হা এর তাফসীরে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৪২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন পিছন ফিরে ছুটতে লাগল এবং পিছনের দিকে ফিরেও তাকালনা। যদিও ওটি ছিল খুবই বৃহদাকার, তথাপিও ওটি খুব দ্রুত চলাচল করছিল। ওর ছিল বিরাট মুখ গহ্বর ও ছোবল। কোন শিলাখণ্ডের পাশ দিয়ে ওটা যখন যাচ্ছিল তখন ঐ শিলাখণ্ড গিলে ফেলছিল এবং প্রতিটি শিলাখণ্ড ওর মুখে পতিত হওয়ার সময় যে শব্দ হচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হচ্ছে। তখন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে শব্দ এলো ঃ

يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ হে মূসা! সামনে এসো, ভয় করনা; তুমিতো নিরাপদ। এ শব্দ শুনে মূসার (আঃ) ভয় কেটে গেল। তিনি নির্ভয়ে শান্তভাবে নিজের স্থানে এসে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই মু‘জিযা দান করার পর আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বলেন ঃ

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল একটি চাঁদের মত অথবা আলোকিত রশ্মির মত যা হবে নির্দোষ। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় তোমার উপর চেপে ধর। যে ব্যক্তি ভয় ও ত্রাসের সময় আল্লাহর এই নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় হাত বুকের উপর রাখবে, ইনশাআল্লাহ তার ভয় দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার উপরই আমাদের সমস্ত আস্থা ও নির্ভরশীলতা। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ *এ দু'টি তোমার রাব্ব প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য।* এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, প্রথম প্রমাণ হচ্ছে মাটিতে লাঠি নিক্ষেপ করা এবং ওটা ভয়ংকর সাপে রূপান্তরিত হওয়া। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে পোশাকের মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়ে বের করে আনার পর ওটি রোগবিহীন অতি উজ্জ্বল শ্বেত শুভ্র রূপ ধারণ করা। এ দু'টি দৃষ্টান্ত থেকে দু'টি বিষয় প্রকাশ পায় যে, মহান আল্লাহ যখন যেভাবে যাকে চান তাকে তাঁর কাজের জন্য মনোনীত করেন এবং নাবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ যাকে দ্বারা চান তার মাধ্যমে মু'জিযা প্রকাশ করেন।

৩৩। মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।	٣٣. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ
৩৪। আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।	٣٤. وَأَخِي هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ
৩৫। (আল্লাহ) বললেন ঃ আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা	٣٥. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَـٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَـٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَـٰلِبُونَ	**তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।**

মূসাকে (আঃ) সাহায্য করার জন্য তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে আবেদন এবং আল্লাহ তা কবূল করেন

এটা বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) ফির‘আউনের ভয়ে তার শহর হতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা যখন তাঁকে সেখানে তারই কাছে নাবীরূপে যেতে বললেন তখন তাঁর সব কিছু স্মরণ হয়ে গেল এবং তিনি আরয করলেন ঃ

رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا হে আমার রাব্ব! আমিতো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি হয়তো তার প্রতিশোধ হিসাবে তারা আমাকে হত্যা করবে।

শৈশবে মূসার (আঃ) পরীক্ষার জন্য তাঁর সামনে একখণ্ড জ্বলন্ত আগুনের কাঠ এবং একটি খেজুর বা মুক্তা রাখা হয়েছিল। তখন তিনি আগুনের কাঠটি ধরে মুখে পুরে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর কথা বলতে কিছুটা তোতলামি এসে গিয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى. يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى. وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى.

هَـٰرُونَ أَخِى. ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى. وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى

আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে। আমার ভাই হারূণ, তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশী করুন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২৭-৩২) এখানেও তাঁর অনুরূপ প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেন ঃ

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী। অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সুতরাং হারূন আমার সাথে থাকলে সে আমার কথা জনগণকে বুঝিয়ে দিবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে জবাবে বলেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ আমি তোমার দু'আ কবূল করলাম। তোমার ভাইয়ের দ্বারা আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। অর্থাৎ তাকেও তোমার সাথে নাবী বানিয়ে দিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ

তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৩৬) অন্যত্র বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّا

আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে, নাবীরূপে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৩) এ জন্যই পূর্ব যুগীয় কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন ঃ কোন ভাই তার ভাইয়ের উপর ঐরূপ অনুগ্রহ করেনি যেরূপ অনুগ্রহ করেছিলেন মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনের (আঃ) উপর। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে তাঁকে নাবী বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।

وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا

এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا আমি তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَـٰلَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেহকেও ভয় করতনা। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৯) সাহায্যকারী এবং পথ প্রদর্শনকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের এবং তাদের যারা অনুসরণ করবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কি রয়েছে। তিনি বলেন ঃ **أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ** *তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।* যেমন অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আর এক আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১)

৩৬। মূসা যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি	٣٦. فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ

بِـَٔايَـٰتِنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ	নিয়ে এলো তখন তারা বলল ঃ এটাতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে আমরা কখনো এরূপ কথা শুনিনি।
٣٧. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ	৩৭। মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব সম্যক অবগত, কে তাঁর নিকট হতে পথ নির্দেশ নিয়ে এসেছে, এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হবেনা।

মূসা (আঃ) ফির‘আউন এবং তার লোকদের কাছে উপস্থিত হন

মূসা (আঃ) নাবুওয়াত রূপ উপহার লাভ করে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে মিসরে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ফির‘আউন ও তার লোকদের সামনে আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তাঁর রিসালাতের ঘোষণা দেন এবং তাঁকে প্রদত্ত মু‘জিযাগুলি তাদেরকে প্রদর্শন করেন। ফির‘আউনসহ সবারই এ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, নিশ্চয়ই মূসা (আঃ) আল্লাহর নাবী। কিন্তু সে যুগ যুগ ধরে যে অহংকার করে আসছিল তা এবং তার পুরাতন কুফরী মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাই অন্তরের বিশ্বাসকে গোপন রেখে সে মুখে বলতে শুরু করল ঃ

مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى এটাতো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। অতঃপর সে স্বীয় চাতুরী ও শক্তির দাপট দেখিয়ে সত্যের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে গেল এবং আল্লাহর নাবীর (আঃ) সামনে বলল ঃ

وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ আমরাতো কখনও শুনিনি যে, আল্লাহ এক। শুধু আমরা কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরাও কখনও এরূপ কথা শুনেনি।

আমরা বড়, ছোট সবাই বহু খোদার উপাসনা করে আসছি। এই নাবী কোথা হতে এই নতুন কথা নিয়ে এসেছে? উত্তরে মূসা (আঃ) বললেন ঃ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِه আমাকে ও তোমাদেরকে আল্লাহ খুব ভাল রূপেই অবগত আছেন যে, কে সঠিক পথের উপর রয়েছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। আল্লাহর সাহায্য কার সাথে রয়েছে তা তোমরা সত্বরই জানতে পারবে।

إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ যালিম অর্থাৎ মুশরিকদের পরিণাম কখনও শুভ হয়না। সুতরাং তারা সফলকাম হবেনা।

৩৮। ফির'আউন বলল ঃ হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার মা'বূদকে দেখতে পাব। তবে আমি অবশ্য মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদী।	٣٨. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَـٰهَـٰمَـٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ
৩৯। ফির'আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা।	٣٩. وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ
৪০। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও	٤٠. فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ

করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।	فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ
৪১। তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।	٤١. وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ
৪২। এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামাত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	٤٢. وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ

ফির‘আউনের আত্মম্ভরিতা এবং তার সকরুণ পরিণতি

এখানে ফির‘আউনের ঔদ্ধত্যপনা এবং তার রাব্ব দাবীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে তার কাওমকে নির্বোধ বানিয়ে তাদের দ্বারা তার দাবী আদায় করত।

فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ

এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৫৪) সে ঐ ইতর ও অজ্ঞদেরকে একত্রিত করে উচ্চৈস্বরে বলে ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي তোমাদের রাব্ব বা প্রভু আমিই। সবচেয়ে উচ্চ ও উন্নত অস্তিত্ব আমারই। ফির‘আউন সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ. فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلۡأَخِرَةِ وَٱلۡأُولَىٰٓ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةً لِّمَن يَخۡشَىٰٓ

সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ২৩-২৬) অর্থাৎ ফির‘আউন তার লোকদেরকে একত্রিত করল এবং অতি উচ্চ স্বরে তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করল এবং তার লোকেরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। তার এই ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তিতে পাকড়াও করেন। আর অন্যান্যদের জন্য এটাকে শিক্ষণীয় বিষয় করেন। ঐ ইতর লোকেরা তাকে খোদা মেনে নিয়ে তার দম্ভ এত বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, সে কালীমুল্লাহ মূসাকে (আঃ) ধমকের সুরে বলেছিল ঃ

لَئِنِ ٱتَّخَذۡتَ إِلَٰهًا غَيۡرِي لَأَجۡعَلَنَّكَ مِنَ ٱلۡمَسۡجُونِينَ

তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা‘বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২৯) তার উযীর হামানকে বলল ঃ

فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ ওহে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; যেন আমি তাতে উঠে দেখতে পারি যে, সত্যি মূসার (আঃ) কোন মা‘বূদ আছে কি না। সে যে প্রতারক এটাতো আমার নিকট পরিষ্কার, কিন্তু আমি চাই যে, সে যে মিথ্যাবাদী এটা যেন তোমাদের সবারই নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحًا لَّعَلِّيٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَٰبَ أَسۡبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًاۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِۚ وَمَا كَيۡدُ فِرۡعَوۡنَ

ফির'আউন বলল ঃ হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন, আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন আমি দেখতে পাই মূসার মা'বূদকে; তবে আমিতো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফির'আউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফির'আউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণ রূপে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৩৬-৩৭) ফির'আউন যে অতি উঁচু ভবন নির্মাণ করেছিল তা ছিল পৃথিবীতে তৈরী সবচেয়ে উঁচু ভবন। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তার লোকদের কাছে এটা প্রমাণ করা যে, মূসা (আঃ) যে বলছেন, ফির'আউন ছাড়া অন্য কেহ রাব্ব রয়েছেন তা মিথ্যা প্রমাণ করা। ফির'আউন যে শুধু মূসার (আঃ) রিসালাতকে অস্বীকার করেছিল তা নয়, বরং সেতো আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতনা, যেহেতু সে মূসাকে (আঃ) প্রশ্ন করেছিল ঃ

وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৩) সে এও বলেছিল ঃ

لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ

তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৯) ফির'আউন তার পারিষদবর্গকে বলেছিল ঃ

أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন মা'বূদ আছে বলে আমার জানা নেই। তার ও তার কাওমের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে যায়, দেশে তাদের বিপর্যয় সৃষ্টি সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং কিয়ামাতের হিসাব নিকাশকে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসে।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

সুতরাং তোমার রাব্ব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন। নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব সবই দেখেন ও সময়ের প্রতীক্ষায় থাকেন। (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ১৩-১৪)

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং তারা ভূ-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একই

শাস্তি সবাইকে পেয়ে বসে এবং একই দিনে, একই সময়ে এবং একই সাথে তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়।

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ সুতরাং হে লোকসকল! তোমরা চিন্তা করে দেখ, যালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে এবং তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। যারাই তাদের পথে চলেছে তাদেরকেই তারা জাহান্নামে নিয়ে গেছে। যারাই রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করেছে তারাই তাদের পথে রয়েছে।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কোন সাহায্য করা হবেনা। উভয় জগতেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَهۡلَكۡنَـٰهُمۡ فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ

আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেহ ছিলনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৩)

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً দুনিয়ায়ও এরা অভিশপ্ত হল। তাদের উপর এবং তাদের বাদশাহ ফির'আউনের উপর আল্লাহর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের, তাঁর নাবীদের এবং সমস্ত সৎ লোকের অভিসম্পাত। যে কোন ভাল লোক তাদের নাম শুনবে সে'ই তাদেরকে অভিশাপ দিবে। সুতরাং দুনিয়ায়ও তারা অভিশপ্ত হল এবং আখিরাতেও তারা হবে ঘৃণিত। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَأُتۡبِعُواْ فِي هَـٰذِهِۦ لَعۡنَةً وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِۚ بِئۡسَ ٱلرِّفۡدُ ٱلۡمَرۡفُودُ

এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামাতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তারা লাভ করবে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৯) (তাবারী ১৯/৫৮৩)

৪৩। আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম	٤٣. وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى

ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ	**কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।**

মূসার (আঃ) প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঐ বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছেন যা তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসার (আঃ) প্রতি করেছিলেন। তাঁর প্রতি ছিল আল্লাহর বিশেষ রাহমাত। মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। আল্লাহ তাঁকে তাওরাত প্রদান করেছিলেন। এটা ঘটেছিল ফির'আউন এবং তার পরিষদবর্গকে পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করার পর। এই আয়াতে একটি সূক্ষ্ম কথা এই যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত ফির'আউন ও তার লোকদের পরবর্তী লোকেরা এভাবে আসমানী আযাবে ধ্বংস হয়নি। বরং যে জাতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে তাদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি ঐ যুগের সৎ লোকদের দ্বারাই প্রদান করেছেন। মু'মিনরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে থেকেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ. فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً

ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, কঠোর সেই শাস্তি! (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৯-১০) এই দলের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরেও আল্লাহর ইনআ'ম মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ) উপর অবতীর্ণ হতে থাকে। ওগুলির মধ্যে একটি বড় ইনআ'মের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। তা এই যে, তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলা তাওরাত অবতীর্ণ করেন। এরপর তাওরাতের বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ এটা জনগণকে অন্ধত্ব ও পথভ্রষ্টতা হতে বাহিরকারী ছিল, রবের দয়া স্বরূপ ছিল, তাদের জন্য ছিল জ্ঞানবর্তিকা এবং পথ-নির্দেশ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৪৪। মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেনা।	٤٤. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ
৪৫। বস্তুতঃ আমি অনেক মানব গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে। তুমিতো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা, তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।	٤٥. وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
৪৬। মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেনা। বস্তুতঃ এটা তোমার রবের নিকট হতে দয়া স্বরূপ যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	٤٦. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
৪৭। রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন	٤٧. وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ

বিপদ হলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা হতাম মু'মিন।	بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

মুহাম্মাদ (সাঃ) নাবী হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের দলীল দিচ্ছেন যে, তিনি এমন একজন লোক যাঁর কোন আক্ষরিক জ্ঞান নেই, যিনি একটি অক্ষরও কারও কাছে শিক্ষা করেননি, পূর্ববর্তী কিতাবগুলি যাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত, যাঁর কাওমের সবাই বিদ্যাচর্চা ও অতীতের ইতিহাস হতে সম্পূর্ণ বে-খবর, তিনি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে এবং পূর্ণ বাকপটুতার সাথে ও সঠিকভাবে অতীতের ঘটনাবলী এমনভাবে বর্ণনা করছেন যে, যেন তিনি সেগুলি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তিনি যেন সেগুলি সংঘটিত হওয়ার সময় সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। এটা কি এ কথার প্রমাণ নয় যে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শিক্ষাদান করা হয়েছে, স্বয়ং আল্লাহ অহীর মাধ্যমে ওগুলি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন? মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়েও এটা পেশ করেন এবং বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَـٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৪) সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান না থাকা এবং অবহিত না থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনাকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তিনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁর সামনেই ঘটনাটি

সংঘটিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে নূহের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

এটা হচ্ছে গাইবি সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী মারফত পৌঁছে দিচ্ছি। ইতোপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার কাওম। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪৯)

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكَ

এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০০) সূরা ইউসুফেও শেষে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল তখন তুমি তাদের সাথে ছিলেনা। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০২) সূরা তা-হায় রয়েছে ঃ

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ

পূর্বে যা ঘটেছে উহার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৯৯) অনুরূপভাবে এখানেও মূসার (আঃ) জন্ম, নাবুওয়াতের সূচনা ইত্যাদি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ (হে মুহাম্মদ!) যখন আমি মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেনা। বস্তুতঃ আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে।

وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا তুমিতো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا আর হে নাবী! যখন আমি মূসাকে আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে হাযির ছিলেনা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ

যখন তোমার রাব্ব মূসাকে আহ্বান করলেন। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১০) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى

যখন তার রাব্ব পবিত্র ‘তূওয়া’ প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করেছিলেন। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর একটি আয়াতে বলেন ঃ

وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا

আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি গূঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ এগুলির মধ্যে একটি ঘটনাও তোমার উপস্থিতকালে এবং তোমার চোখের সামনে সংঘটিত হয়নি, বরং তোমার রবের নিকট হতে দয়া স্বরূপ তোমার কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا এটা এ জন্যও যে, তাদের যেন কোন দলীল পেশ করার সুযোগ না থাকে এবং ওযর করারও কিছু না থাকে যে, তাদের কাছে কোন রাসূল আসেননি এবং তাদেরকে কেহ সুপথ প্রদর্শন করেননি, করলে অবশ্যই তারা আল্লাহর নিদর্শন মেনে চলত এবং তারা মু’মিন হত।

وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا *রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন?* অর্থাৎ আমিতো তোমাকে তাদের কাছে এ জন্যই প্রেরণ করেছি যাতে তাদের জন্য শাস্তি ন্যায়ানুগ হয়, যাতে তারা কিয়ামাত দিবসে তাদের কুফরীর স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে এ কথা বলতে না পারে যে, তাদের কাছে কোন বাণী বাহক সাবধান করার জন্য আসেনি। মহান কুরআনে একই ধরণের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

যেন তোমরা না বলতে পার, ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৬-১৫৭) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ

আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৫) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

হে আহলে কিতাব! রাসূলদের আগমন দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে পৌঁছেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হুকুম)

বলে দিচ্ছে, যেন তোমরা (কিয়ামাত দিবসে) বলতে না পার যে, তোমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রর্দশনকারী আগমন করেনি। (এখন তো) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রর্দশনকারী এসে গেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৯) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৪৮। অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য এসে গেল, তারা বলতে লাগল ঃ মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল অনুরূপ তাকে দেয়া হলনা কেন? কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল ঃ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিল ঃ আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি।	٤٨. فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ
৪৯। বল ঃ তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যে পথ নির্দেশ এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব।	٤٩. قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
৫০। অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, তারা শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি	٥٠. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ

ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ	**নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।**
٥١. وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ	**৫১। আমিতো তাদের নিকট উপর্যুপরি বাণী পৌঁছে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।**

অবিশ্বাসী কাফিরদের অনড় মনোভাব

ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ যদি নাবীদেরকে প্রেরণ করার পূর্বে আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতাম তাহলে তাদের এ কথা বলার অধিকার থাকত যে, তাদের কাছে নাবী আগমন করলে অবশ্যই তারা তাঁদেরকে মেনে চলত। এ জন্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। বিশেষ করে আমি শেষ নাবী মুহাম্মাদকে পাঠিয়েছি। যখন তিনি জনগণের নিকট আগমন করেন তখন তারা চক্ষু ফিরিয়ে নেয়, মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং অত্যন্ত দর্পভরে বলে ঃ

لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى মূসাকে (আঃ) যেমন বহু মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যথা-লাঠি, হাতের ঔজ্জ্বল্য, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত এবং শস্য ও ফলের হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি, যেগুলো দেখে আল্লাহর শত্রুরা বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সমুদ্রকে বিভক্ত করা, মেঘ দ্বারা ছায়া করা ও মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি, যেগুলো ছিল বড় বড় মু'জিযা, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন দেয়া হয়না? তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এ লোকগুলো যে ঘটনাকে উদাহরণ রূপে পেশ করছে এবং যেসব মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে এসব মু'জিযা মূসার (আঃ) থাকা সত্ত্বেও কতজন লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল? তারা আরও বলেছিল ঃ

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরীকা হতে, যাতে আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনও মানবনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭৮)

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ

অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের শামিল হল। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৮)

কাফিরেরা মু'জিযায় বিশ্বাস করেনা

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ *কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি?* তারাতো পরিষ্কারভাবে বলেছিল ঃ মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) এ দুই ভাই যাদুকর ছাড়া কিছুই নয়। তারা আমাদের হতে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়। সুতরাং আমরা কখনও তাদের কথা মানতে পারিনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারা বলেছিল ঃ

قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ এই দুই ভাই যাদুকর, তারা একত্রিত হয়ে আমাদেরকে খাটো করার জন্য ও নিজেদের বড়ত্ব প্রচার করার জন্যই এসেছে। আমরা তাদের প্রত্যেককেই প্রত্যাখ্যান করি।

এখানে শুধু মূসার (আঃ) উল্লেখ রয়েছে বটে, কিন্তু তারা দু' ভাই এমনভাবে মিলে গিয়েছিলেন যে, যেন তাঁরা দু'জন এক। এ জন্য একজনের উল্লেখই অপরজনের জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়।

মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) প্রতি মিথ্যারোপ যে, তারা যাদু দেখান

মুজাহিদ ইব্ন যাবির (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা কুরাইশদেরকে বলে যে, তারা যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ 'এই দুই ভাই

যাদুকর, তারা একত্রিত হয়ে আমাদেরকে খাটো করার জন্য ও নিজেদের বড়ত্ব প্রচার করার জন্যই এসেছে।' তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদে বলেন ঃ পূর্বে মূসাকে (আঃ) যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল ঃ উভয়ই যাদু, তারা একে অপরকে সমর্থন করে, অর্থাৎ মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)। কুরাইশরা এই উত্তর পেয়ে নীরব হয়ে যায়। (তাবারী ১৯/৫৮৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবূ রাযীনও (রহঃ) **سِحْرَانِ تَظَاهَرَا** বলতে মূসা (আঃ) এবং হারূনকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে বলেছেন। (তাবারী ১৯/৫৯৮) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কাফিরদের মিথ্যারোপের জবাব

سِحْرَانِ تَظَاهَرَا *উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে*। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে তাওরাত এবং কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৯/৫৮৯) কারণ এর পরেই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ তোমরা তাহলে এ দু'টি অপেক্ষা বেশী হিদায়াত দানকারী কোন কিতাব আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নিয়ে এসো, যার আনুগত্য আমি করব? কুরআনুল কারীমে তাওরাত ও কুরআনকে অধিকাংশ জায়গায় একই সাথে আনয়ন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ

তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (ঐ কিতাব দ্বারা) তোমাদেরকে বহু বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা জানতেনা; তুমি বলে দাও ঃ তা আল্লাহই

অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক। আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুবই বারাকাতময় কিতাব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯১-৯২) এই সূরারই শেষের দিকে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ

অতঃপর মূসাকে আমি এমন কিতাব প্রদান করেছিলাম, যা ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কিতাব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৪)

وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৫) জিনেরা বলেছিল ঃ

إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩০) ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল (রাঃ) বলেছিলেন ঃ এটা আল্লাহর রহস্যবিদ (অর্থাৎ জিবরাঈল) যাকে মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় শাস্ত্রে গভীরভাবে মনোনিবেশকারী ব্যক্তির কাছে এটা স্পষ্ট যে, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এই কুরআনুম মজীদ ও ফুরকান হামীদই বটে যা প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় দয়ালু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। এর পরেই আল্লাহর কাছ থেকে নাযিলকৃত যে ধর্মীয় গ্রন্থ মর্যাদা লাভ করেছে তা হল তাওরাত, যা মূসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ ধর্মীয় গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল। আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। কারণ এই যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর সাক্ষী। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪)

ইঞ্জীলতো শুধু তাওরাতকে পূর্ণকারী এবং বানী ইসরাঈলের প্রতি কোন কোন হারামকে হালালকারী ছিল। এ জন্যই এখানে বলা হয়েছে ঃ

فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথ-নির্দেশে এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব।

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ অতঃপর হে নাবী! তারা যদি এতে অপারগ হওয়া সত্ত্বেও তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, তারাতো শুধু নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ আর আল্লাহর পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? **إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** এভাবে যারা নিজেদের নাফসের উপর যুল্‌ম করে সে শেষ পর্যন্ত সঠিক পথ লাভে বঞ্চিত হয়।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ *আমিতো তাদের নিকট উপর্যুপরি বাণী পৌঁছে দিয়েছি*। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ আমি তাদের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। (তাবারী ১৯/৫৯৩) সুদ্দীও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৯/২৯৮৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতীতে তিনি তাঁর কার্যব্যবস্থা কিভাবে সম্পাদন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও কি ধরণের পদক্ষেপ নিবেন **لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** যাতে তারা এটা স্মরণে রেখে উত্তম কাজ করতে আগ্রহী হয়। (তাবারী ১৯/৫৯৩)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা **وَصَّلْنَا لَهُمُ** এর অর্থ করেছেন যে, এখানে কুরাইশদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ১৯/৫৯৪)

৫২। এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে।	٥٢. ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤۡمِنُونَ
৫৩। যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম।	٥٣. وَإِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبۡلِهِۦ مُسۡلِمِينَ
৫৪। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে।	٥٤. أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ يُنفِقُونَ
৫৫। তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে ঃ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাইনা।	٥٥. وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعۡمَـٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَـٰلُكُمۡ سَلَـٰمٌ عَلَيۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِي ٱلۡجَـٰهِلِينَ

আহলে কিতাবীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে

আহলে কিতাবের আলেমগণ, যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা কুরআনকে মেনে চলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ

আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ لَمَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِمۡ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ مِن قَبۡلِهِۦٓ إِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ يَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبۡحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُولاً

যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৮) আর একটি আয়াতে রয়েছে

وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَـٰرَىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانًا وَأَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ (٨٣) وَإِذَا

سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ

তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে, আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে; এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়। আর যখন রাসূলের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন তুমি দেখতে পাও যে, তাদের অশ্রু বইছে; এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা মু'মিন হয়ে গেলাম, সুতরাং আমাদেরকেও ঐ সব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন, যারা (মুহাম্মাদ ও কুরআনকে সত্য বলে) স্বীকার করে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮২-৮৩)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাদের ব্যাপারে এটা অবতীর্ণ হয়েছে তারা ছিলেন সত্তরজন খৃষ্টান আলেম। তারা আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সূরা 'ইয়াসীন' শুনিয়ে দেন। শোনা মাত্রই তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং সাথে সাথেই মুসলিম হয়ে যান। তাদের ব্যাপারেই পরবর্তী আয়াতগুলিও অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ৯/২৯৮৮)

وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ *যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম।* এখানে তাদেরই প্রশংসা করা হয় যে, আয়াতগুলি শোনা মাত্রই তারা নিজেদেরকে খাঁটি একাত্মবাদী ঘোষণা করেন এবং ইসলাম কবূল করে মু'মিন ও মুসলিম হয়ে যান। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। প্রথম পুরস্কার তাদের নিজেদের কিতাবের উপর ঈমান আনার কারণে

এবং দ্বিতীয় পুরস্কার কুরআনকে বিশ্বাস করে নেয়ার কারণে। তারা সত্যের অনুসরণে অটল থাকেন, যা প্রকৃতপক্ষে একটি বড় কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সহীহ হাদীসে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোককে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। প্রথম হল ঐ আহলে কিতাব যে নিজের নাবীকে মেনে নেয়ার পর আমার উপরও ঈমান আনে। দ্বিতীয় হল ঐ গোলাম যে আল্লাহর প্রতি এবং পার্থিব মনিবের প্রতি আনুগত্য করে। তৃতীয় হল ঐ ব্যক্তি, যার কোন ক্রীতদাসী রয়েছে, তাকে আদব ও বিদ্যা শিক্ষা দেয়। অতঃপর তাকে আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করে নেয়। (ফাতহুল বারী ১/২২৯)

আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মাক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীর সাথে সাথে ছিলাম এবং তাঁর খুবই নিকটে ছিলাম। তিনি খুবই ভাল ভাল কথা বলেন। সেদিন তিনি এ কথাও বলেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারার মধ্যে যে মুসলিম হয়ে যায় তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। তার জন্য আমাদের সমান (অর্থাৎ সাধারণ মুসলিমের সমান) অধিকার রয়েছে। মূর্তি পূজকদের যে মুসলিম হয়ে যায় তার জন্য একটি পুরস্কার। তার জন্য আমাদের সমান অধিকার রয়েছে। (আহমাদ ৫/২৫৯)

وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ

أَعْرَضُوا عَنْهُ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা গ্রহণ করেননা, বরং ক্ষমা করে দেন। তাদের সাথে যারা মন্দ ব্যবহার করে তাদের সাথে তারা উত্তম ব্যবহারই করে থাকেন। তাদের হালাল ও পবিত্র জীবিকা হতে তারা আল্লাহর পথে খরচ করেন, নিজেদের সন্ত ানদেরকেও লালন পালন করেন, আত্মীয় স্বজনদেরকে দান-খাইরাত করার ব্যাপারেও তারা কার্পণ্য করেননা এবং বাজে ও অসার কার্যকলাপ হতে তারা দূরে থাকেন। যারা অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে তাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব করেননা। ওদের মাজলিস হতে তারা দূরে থাকেন। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا

এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭২) এইরূপ লোকদের সাথে তারা

মেলামেশা করেননা এবং তাদের সাথে ভালবাসাও রাখেননা। পরিষ্কারভাবে তাদেরকে বলে দেন ঃ

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাইনা। অর্থাৎ তারা অজ্ঞদের কঠোর ভাষাও সহ্য করে নেন। তাদেরকে এমন জবাব দেন না যাতে তারা আরও উত্তেজিত হয়ে যায়। বরং তারা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। যেহেতু তারা নিজেরা পবিত্র, সেহেতু মুখ দিয়ে পবিত্র কথাই বের করে থাকেন।

৫৬। তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎ পথ অনুসরণকারী।	٥٦. إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ
৫৭। তারা বলে ঃ আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে। আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ “হারাম” প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।	٥٧. وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ যাকে চান সৎ পথ প্রদর্শন করেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ হে মুহাম্মাদ! কেহকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা তোমার শক্তির বাইরে। তোমার দায়িত্ব শুধু আমার বাণী জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়া। হিদায়াতের মালিক আমি। আমি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত কবূল করার তাওফীক দান করি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩)

إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ হিদায়াত লাভের হকদার কে এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার হকদার এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ তালিবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যিনি তাঁকে খুবই সাহায্য সহানুভূতি করেছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে তাঁকে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর এ ভালবাসা ছিল আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে প্রকৃতিগত। এ ভালবাসা শারীয়াতগত ছিলনা। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তিনি তাকে ঈমান আনার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তার তাকদীরের লিখন এবং আল্লাহর ইচ্ছা জয়যুক্ত হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং কুফরীর উপরই অটল থাকেন।

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব আমাকে বলেছেন যে, তার পিতা মুসাইয়িব ইব্ন হাজান আল মাখযুমী (রাঃ) বলেছেন ঃ আবূ তালিব যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তার কাছে আসেন এবং দেখতে পান যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল ইব্ন হিশাম এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উমাইয়াহ ইবনুল মুগীরাহ ওখানে বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে আমার চাচা! আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করুন। এ কারণে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারব। তখন আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উমাইয়াহ তাকে বলে ঃ হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে? এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য বুঝাতে থাকেন এবং তারা দু'জন বলতে থাকে ঃ তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে? অবশেষে তার মুখ দিয়ে শেষ কথা বের হয় ঃ আমি এ কালেমা পাঠ করবনা, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাকে এর থেকে বিরত রাখেন। তৎক্ষণাৎ এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৩)

আর আবূ তালিবের ব্যাপারেই إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৬৫, মুসলিম ১/৫৪)

মাক্কাবাসীর ঈমান না আনার অজুহাত এবং তাদের অজুহাতের দাবী খন্ডন

إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا মুশরিকরা তাদের ঈমান না আনার একটি কারণ এও বর্ণনা করত যে, তারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত হিদায়াত মেনে নেয় তাহলে তাদের ভয় হচ্ছে যে, এই

ধর্মের বিরোধী লোকেরা যে তাদের চতুর্দিকে রয়েছে তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে, তাদেরকে কষ্ট দিবে, তাদের ধন-সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাবে, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا এটাও তাদের কূট কৌশল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাতো তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে অর্থাৎ মাক্কা মুকাররামায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেখানে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিরাপত্তা বিরাজ করছে। কুফরী অবস্থায় যখন তারা সেখানে নিরাপত্তা লাভ করছে, তখন আল্লাহর দীন গ্রহণ করলে কি করে ঐ নিরাপত্তা উঠে যেতে পারে?

يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

এটাতো ঐ শহর যেখানে তায়েফ ইত্যাদি বিভিন্ন শহর হতে ফলমূল, ব্যবসার মাল ইত্যাদি বহুল পরিমাণে আমদানী হয়ে থাকে। সমস্ত জিনিস এখানে অতি সহজে চলে আসে এবং এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। এ জন্যই তারা এরূপ বাজে ওযর পেশ করে।

৫৮। কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলিইতো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমিতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।	٥٨. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ
৫৯। তোমার রাব্ব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, ওর কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত এবং	٥٩. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ

আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ওর বাসিন্দারা যুল্‌ম করে।	عَلَيۡهِمۡ ءَايَـٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِى ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَـٰلِمُونَ

শাস্তির যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন জনপদকে ধ্বংস করেননা

وَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا মাক্কাবাসীকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার বহু নি'আমাত লাভ করে ভোগ সম্পদের দম্ভ করত এবং হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যপনা প্রকাশ করত, আল্লাহ ও তাঁর নাবীদেরকে (আঃ) অমান্য ও অস্বীকার করত এবং আল্লাহর রিয্‌ক ভক্ষণ করে নিমকহারামী করত, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে ধ্বংস করেছেন যে, আজ তাদের নাম নেয়ারও কেহ নেই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرۡيَةً كَانَتۡ ءَامِنَةً مُّطۡمَئِنَّةً يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ. وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُولٌ مِّنۡهُمۡ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَهُمۡ ظَـٰلِمُونَ

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সব দিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। তাদের নিকট এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১২-১১৩) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের গর্ব

করত! এইতো তাদের ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে; তাদের পর এগুলিতে লোকজন খুব কমই বসবাস করেছে। আমিইতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি কেহকেও যুল্ম করে ধ্বংস করেননা। প্রথমে তিনি তাদের সামনে তাঁর আদেশ ও দলীল প্রমাণ পেশ করেন এবং তাদের ওযর উঠিয়ে দেন। রাসূলদেরকে প্রেরণ করে তিনি তাদের কাছে নিজের বাণী পৌঁছে দেন।

এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত ছিল সাধারণ। তিনি উম্মুল কুরা বা জনপদের কেন্দ্রে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁকে সারা আরাব-আজমের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

যেন তুমি কেন্দ্রীয় মাক্কা নগরী এবং ওর চতুস্পার্শ্বস্থ জনপদের লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا

এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামাত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করবনা অথবা কঠোর শাস্তি দিবনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৮) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা খবর দিলেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে তিনি সত্বরই প্রত্যেক জনপদকে ধ্বংস করবেন। অন্যত্র মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত বা প্রেরিতত্বকে সাধারণ করেছেন এবং সারা দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল মাক্কাভূমিতে তাঁকে প্রেরণ করে বিশ্বজাহানের উপর স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি প্রত্যেক লাল-কালোর নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। (মুসলিম ১/৩৭০) এ জন্যই তাঁর উপরই নাবুওয়াতকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর পরে কিয়ামাত পর্যন্ত আর কোন নাবী বা রাসূল আসবেননা। কিন্তু তিনি যে রিসালাত নিয়ে এসেছেন তা কিয়ামাত পর্যন্ত, যত দিন ও রাত অতিবাহিত হতে থাকবে ততদিন জারী থাকবে।

৬০। তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তাতো পার্থিব জীবনের ভোগ শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবেনা?	٦٠. وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيۡءٖ فَمَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتُهَاۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ
৬১। যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সে যা পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর যাকে কিয়ামাত দিনে অপরাধী রূপে হাযির করা হবে?	٦١. أَفَمَن وَعَدۡنَٰهُ وَعۡدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعۡنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ثُمَّ هُوَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلۡمُحۡضَرِينَ

এ দুনিয়া হল একটি সরাইখানা, যে দুনিয়াদারী নিয়ে ব্যস্ত সে তার মত নয় যে আখিরাত নিয়ে চিন্তিত

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, ওর জাঁকজমকের নগণ্যতা এবং অস্থায়িত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং অপরপক্ষে আখিরাতের নি'আমাতরাজির স্থায়িত্ব ও উৎকৃষ্টতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَا عِندَكُمۡ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৬) আরও বলেন ঃ

وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٌ لِّلۡأَبۡرَارِ

এটা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎ কর্মশীলদের জন্য বহুগুণে উত্তম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৮)

وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ

অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৬) তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ

পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০) অন্যত্র তিনি লেন ঃ

بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا. وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٌ وَأَبۡقَىٰٓ

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক, অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ১৬-১৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এমনই যেমন কেহ সমুদ্রের পানিতে তার অঙ্গুলী ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর তা উঠিয়ে নিলে দেখতে পায় যে, তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যতটুকু পানি উঠেছে তা সমুদ্রের পানির তুলনায় কতটুকু। (আহমাদ ৪/২৩০) তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلاَ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ যারা আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে তারা কি মোটেই জ্ঞান রাখেনা? মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাই বলেন ঃ

أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে উত্তম আমলের প্রতিদান হিসাবে পাবে সে কি কখনও ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করাকে অস্বীকার করে?

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ সে হবে ঐ সমস্ত লোকের দলভুক্ত যাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। কিছু দিনের জন্য সে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকুক। অতঃপর তাকে কিয়ামাতের দিন হাযির করা হবে (ও খুঁটিনাটি হিসাব নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে)।

বর্ণিত আছে যে, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অভিশপ্ত আবূ জাহলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একটি উক্তি এও আছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হামযা (রাঃ), আলী (রাঃ) ও আবূ জাহলের ব্যাপারে। উভয় বর্ণনাই মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। (তাবারী ১৯/৬০৪, ৬০৫) এটা প্রকাশমান যে, আয়াতটি সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, জান্নাতী মু'মিন জান্নাত হতে ঝুঁকে দেখবে এবং জাহান্নামীকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পেয়ে বলবে ঃ

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ

আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিওতো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৫৭) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৫৮)

৬২। আর সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে	٦٢. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ

তারা কোথায়?	تَزْعُمُونَ
৬৩। যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এদেরকেও আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা আমাদের ইবাদাত করতনা।	٦٣. قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ
৬৪। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে; হায়! তারা যদি সৎ পথ অনুসরণ করত!	٦٤. وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ
৬৫। আর সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে?	٦٥. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ
৬৬। সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেনা।	٦٦. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ

৬৭। তবে যে ব্যক্তি তাওবাহ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল ও সৎ কাজ করেছিল সেতো সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٦٧. فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ

মূর্তি পূজক এবং তাদের দেবতাদের মধ্যে কিয়ামাত দিবসে থাকবে শত্রুতা

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ডেকে সামনে দাঁড় করাবেন এবং বলবেন ঃ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ আমি ছাড়া যেসব মূর্তি/প্রতিমা ও পাথরের তোমরা পূজা করতে সেগুলো আজ কোথায়? তাদেরকে আজ ডাক এবং দেখ যে, তারা তোমাদের কোন সাহায্য করতে বা তাদের নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারে কি না? এ বিষয়ে তাদের কাছে কৈফিয়াত চাওয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহর শরীক দাবী করতে; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্কতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৪) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا ... مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা সেদিন বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম এবং তারা আমাদের কুফরীপূর্ণ কথা শুনেছিল ও মেনে নিয়েছিল। আমরা নিজেরাও ছিলাম পথভ্রষ্ট এবং তাদেরকেও করেছিলাম পথভ্রষ্ট। আজ আমরা আপনার সামনে তাদের ইবাদাতের জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) আল্লাহ তা'আলা আর এক আয়াতে বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) তিনি আরও বলেন ঃ (ইবরাহীম) খলীলুল্লাহ (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। (সূরা 'আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) মহান আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রুপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা আগুন হতে উদ্ধার পাবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬-১৬৭) তাদেরকে বলা হবে ঃ

ادْعُوا شُرَكَاءكُمْ দুনিয়ায় যাদের তোমরা পূজা-অর্চনা করতে এখন তাদেরকে ডাকছো না কেন?

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ তখন তারা ডাকতে শুরু করবে, কিন্তু কোন জবাব তারা পাবেনা। তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে যেতেই হবে।

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ঐ সময় তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত! যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا. وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا

এবং সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন তিনি বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর; তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা এবং আমি তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস গহ্বর। পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা

করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫২-৫৩)

কিয়ামাত দিবসে নাবীদের (আঃ) প্রতি মূর্তি পূজকদের দৃষ্টিভঙ্গি

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ এই কিয়ামাতের দিনই তাদের সবাইকে শুনিয়ে একটা প্রশ্ন এও করা হবে ঃ তোমরা নাবীদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে এবং তাদেরকে কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলে? প্রথমে তাওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন ও বিচার-বিশ্লেষণের আলোচনা ছিল। এখন রিসালাত সম্পর্কে সওয়াল-জবাবের আলোচনা হচ্ছে। অনুরূপভাবে কাবরেও প্রশ্ন করা হয় ঃ তোমার রাব্ব কে? তোমার নাবী কে? এবং তোমার দীন কি? মু'মিন উত্তর দেয় ঃ আমার রাব্ব ও মা'বূদ আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আমার দীন হল ইসলাম। তবে কাফির কোন উত্তর দিতে পারেনা। ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে বলে ঃ হায়! হায়! আমি এসব জানিনা। সে অন্ধ ও বধির হয়ে যাবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعۡمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلٗا

যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭২)

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَاءلُونَ *সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেনা।* সমস্ত দলীল প্রমাণ তার দৃষ্টি হতে সরে যাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যাবে। বংশ তালিকার কোন প্রশ্ন করা হবেনা। এক জন অপর জনকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করতে সক্ষম হবেনা, তা সেই ব্যক্তি যদি রক্তের সম্পর্কেরও হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

তাহলে যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে তাওবাহ করে, ঈমান আনে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে সে অবশ্যই সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে **عَسَى** শব্দটি **يَقِيْن** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিন অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে।

৬৮। তোমার রাব্ব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র মহান এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে।	٦٨. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
৬৯। আর তোমার রাব্ব জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা ব্যক্ত করে।	٦٩. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
৭০। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই আয়ত্বাধীন; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٧٠. وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কোন কিছু সৃষ্টির জ্ঞান ও পছন্দ করার ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত আধিপত্য তাঁরই। না তাঁর সাথে কেহ বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে, আর না কেহ তাঁর শরীক হতে পারে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন এবং যাকে চান নিজের বিশিষ্ট বান্দা বানিয়ে নেন। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয়না। ভাল ও মন্দ সব তাঁরই হাতে। সবাইকেই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারও কোন পছন্দ করার অধিকার নেই। خَيْرَةٌ শব্দের অর্থ এটাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৬) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ হে নাবী! তোমার রাব্ব জানেন তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে এবং তারা যা প্রকাশ করে।

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রাদ, ১৩ ঃ ১০)

وَهُوَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ মা'বূদ হওয়ার ব্যাপারেও তিনি একক। দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর হুকুম কেহই রদ করতে পারেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই করতে পারেন।

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ এমন কেহ নেই যে তাঁর ইচ্ছা থেকে তাঁকে ফিরাতে পারে। হিকমাত ও রাহমাত তাঁরই পবিত্র সত্তায় রয়েছে। কিয়ামাতের দিন তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে। তিনি তোমাদের সকলকেই তোমাদের আমলের প্রতিদান দিবেন। তাঁর কাছে তোমাদের কোন কাজই গোপন নেই। তিনি সেই দিন সৎ লোকদেরকে পুরস্কার ও অসৎ লোকদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। ঐ দিন তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে পূর্ণ ফাইসালা করে দিবেন।

৭১। বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী	٧١. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ

করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি কর্ণপাত করবেনা?	عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ
৭২। বল ঃ ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন ইলাহ কে আছে যে তোমাদেরকে রাত দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবেনা?	٧٢. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
৭৩। তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	٧٣. وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রাত্রি ও দিবসের মধ্যে রয়েছে তাওহীদের নিদর্শন এবং আল্লাহর রাহমাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلاَ تَسْمَعُونَ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা একটু চিন্তা করে দেখত, তিনি তোমাদের কোন চেষ্টা তদবীর ছাড়াই বরাবরই দিবস ও রাতকে আনয়ন করতে রয়েছেন।

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيه কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যদি শুধু রাত্রিই থেকে যায় তাহলে তোমরা কঠিন অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাবে, তোমাদের কাজ-কর্ম হয়ে যাবে বন্ধ এবং তোমাদের জীবন যাপন করা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। এমতাবস্থায় তোমরা এমন কেহকেও পাবে কি, যে তোমাদের জন্য দিন আনয়ন করতে পারে, যার ফলে তোমরা নিজেদের কাজ-কর্ম করতে পার? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তোমরা আল্লাহর কথায় মোটেই কর্ণপাত করনা।

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيه অনুরূপভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ যদি কিয়ামাত পর্যন্ত শুধু দিনই রেখে দেন তাহলেও তোমাদের জীবন তিক্ত ও দুঃখময় হয়ে যাবে। তোমরা হয়ে পড়বে ক্লান্ত, শ্রান্ত। বিশ্রামের কোন সুযোগ তোমরা পাবেনা। এমতাবস্থায় এমন কেহ আছে কি, যে তোমাদেরকে রাত্রি এনে দিতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার?

أَفَلاَ تُبْصِرُونَ কিন্তু তোমাদের চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ কাজগুলি দেখে কিছুই চিন্তা ভাবনা করছনা, এটা বড়ই দুঃখজনক ব্যাপারই বটে।

وَمِن رَّحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيه وَلِتَبْتَغُوا من فَضْله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই মেহেরবানী যে, তিনি তোমাদের জন্য দিবস ও রাতের দু'টিরই ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে তোমরা রাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিনে কাজ-কর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য ও ইবাদাতে লিপ্ত থাকতে পার, আর যিনি তোমাদের প্রকৃত মালিক, যিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। যারা দিনের কোন কাজ কিংবা ইবাদাত পূরা করতে পারেনি তারাও যেন পরবর্তী দিনের আগমনের পূর্বে এ কাজ আদায় করতে পারে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬২) এ ধরণের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

৭৪। সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়?	٧٤. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
৭৫। প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব এবং বলব ঃ তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা জানতে পারবে, মা'বূদ হবার অধিকার আল্লাহরই এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।	٧٥. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

মূর্তি পূজকদের দাবী খন্ডন

বহু ঈশ্বরবাদী মুশরিকদেরকে এখানে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ

أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ দুনিয়ায় যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে গণ্য করতে তারা আজ কোথায়?

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّة شَهِيدًا *প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী হাযির করব।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হতে একজন

সাক্ষী অর্থাৎ ঐ উম্মাতের নাবী মনোনীত করা হবে। (তাবারী ১৯/৬১৪) মুশরিকদেরকে বলা হবে ঃ

فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ আল্লাহর সাথে তোমরা যে শির্ক করতে তোমাদের শির্কের কোন দলীল তোমরা পেশ কর এবং ঐ সময় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে, প্রকৃতপক্ষেই ইবাদাতের যোগ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। সুতরাং তারা কোন জবাব দিতে পারবেনা। তাই তারা খুবই বিচলিত হয়ে পড়বে **وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ** এবং তারা আল্লাহ তা'আলার উপর যা কিছু মিথ্যা আরোপ করেছিল তা সবই তাদের অন্তর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

৭৬। কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, বস্তুতঃ সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভান্ডার যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল ঃ দম্ভ করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেননা।	٧٦. إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ
৭৭। আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেওনা; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আর	٧٧. وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن

كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ	পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেননা

কুরআন এবং এর অনুসারীদের জন্য রয়েছে উপদেশাবলী

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কারূন ছিল মূসার (আঃ) চাচাতো ভাই। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৯/৩০০৫) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইবনুল হারিশ ইব্‌ন নাউফিল (রহঃ), সাম্মাক ইব্‌ন হার্‌ব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মালিক ইব্‌ন দীনার ইবনুল যুরাইজ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৬১৬) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, তার নসবনামা (বংশ তালিকা) হল ঃ কারূন ইব্‌ন ইয়াশার ইব্‌ন কাহিস। আর মূসা (আঃ) ছিলেন ইমরান ইব্‌ন কাহিসের ছেলে। (তাবারী ১৯/৬১৫)

مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ তার এতো বেশী ধন-সম্পদ ছিল যে, তার কোষাগারের চাবিগুলি উঠানোর জন্য শক্তিশালী লোকদের একটি দল নিযুক্ত ছিল। তার অনেকগুলি কোষাগার ছিল এবং প্রত্যেক কোষাগারের চাবি ছিল পৃথক পৃথক, যা ছিল এক আঙ্গুল সমান লম্বা। ঐ চাবিগুলি ষাটটি খচ্চরের উপর বোঝাই করা হত। ওদের কপাল ও চারটি পা সাদা চিহ্নযুক্ত ছিল। এ ছাড়া আরও বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তার কাওমের সম্মানিত, সৎ ও আলেম লোকেরা যখন তার দম্ভ এবং ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছতে দেখলেন তখন তারা তাকে উপদেশ দিলেন ঃ

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ এত দাম্ভিকতা প্রকাশ করনা, আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়োনা, অন্যথায় তুমি তাঁর কোপানলে পতিত হবে। জেনে রেখ যে, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেননা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ এর অর্থ হচ্ছে যারা আনন্দ-ফূর্তি ও সংকীর্ণ আত্ম-তৃপ্তিতে মশগুল থাকে। (তাবারী ১৯/৬২২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে যারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বেপরোয়া এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে

নি‘আমাত দান করেছেন সেই জন্য যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। (তাবারী ১৯/৬২৩) উপদেশদাতাগণ তাকে আরও বলতেন ঃ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا আল্লাহর দেয়া নি‘আমাত যে তোমার নিকট রয়েছে তদ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান কর এবং তাঁর পথে ওগুলি হতে কিছু কিছু খরচ কর যাতে তুমি আখিরাতের অংশও লাভ করতে পার। আমরা এ কথা বলছি না যে, দুনিয়ায় তুমি মোটেই সুখ ভোগ করবেনা। বরং আমরা বলি যে, তুমি দুনিয়ায়ও ভাল খাও, ভাল পান কর, ভাল পোশাক পরিধান কর, বৈধ নি‘আমাত দ্বারা উপকৃত হও এবং বিবাহ দ্বারা যৌন ক্ষুধা নিবারণ কর।

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ কিন্তু নিজের চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে তুমি আল্লাহর হক ভুলে যেওনা। তিনি যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তেমনি তুমি তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি অনুগ্রহ কর। জেনে রেখ যে, তোমার সম্পদে দরিদ্রদেরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হকদারের হক তুমি আদায় করতে থাক।

وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ আর তুমি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করনা। মানুষকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক এবং জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহর মাখলূককে কষ্ট দেয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেননা।

٧٨. قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةً وَأَكۡثَرُ جَمۡعًا ۚ وَلَا يُسۡـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ

৭৮। সে বলল ঃ এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী? কিন্তু অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হয়না।

কাওমের আলেমদের উপদেশবাণী শুনে কারূন যে জবাব দিয়েছিল তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে বলেছিল ঃ

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي তোমাদের উপদেশ তোমরা রেখে দাও। আমি খুব ভাল জানি যে, আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। তাই তিনি যা দিয়েছেন আমি তার যথাযোগ্য উপযুক্ত। আর আল্লাহ এটা জানেন বলেই আমাকে এসব দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ

মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে ঃ আমিতো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৯) এর অন্য রকম ব্যাখ্যা হল এই ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত বলেই তিনি আমাকে এই অর্থ সম্পদ দান করেছেন। তাদের কথার জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِى

দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলেই থাকে - এটা আমার প্রাপ্য। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫০)

ইমাম আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) **قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي** এ আয়াতটির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কারূন বলেছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু কারূনের প্রতি রাযী-খুশি ছিলেন এবং তার যোগ্যতা আছে বলেই আল্লাহ তাকে অঢেল ধন-সম্পদ দান করেছেন। কারূন যদি সত্যি সত্যি জ্ঞানী হত তাহলে আয়াতের পরবর্তী অংশটুকুও তার স্মরণে রাখা উচিত ছিল যে, **أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا** *সে কি জানতনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী?*

এ কারণেই যাদের জ্ঞান সীমিত তারা অন্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা দেখে আফসোস করে এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে বলে ঃ আহা! ঐ সম্পদ যদি তাকে না দেয়া হত! ঐ সম্পদ যদি আল্লাহ আমাকে দিতেন!

৭৯। কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল ঃ আহা! কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান!	٧٩. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
৮০। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেহ পাবেনা।	٨٠. وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ

কারূনের ধ্বংস এবং জ্ঞানীদের মন্তব্য

একদা কারূন অতি মূল্যবান পোশাক পরিহিত হয়ে, অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে উত্তম সওয়ারীতে আরোহণ করে, স্বীয় গোলামদের মূল্যবান পোশাক পরিয়ে সামনে ও পিছনে নিয়ে দাম্ভিকতার সাথে বের হল। তার এই জাঁকজমক ও শান-শওকত দেখে দুনিয়াদারদের অন্তর আফসোস ও পরিতাপে ভরে গেল এবং তারা বলতে লাগল ঃ

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ আহা! কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। যাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বললেন ঃ

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا তোমরা মিথ্যা আফসোস করছ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ ও মু'মিন বান্দাদের জন্য নিজের কাছে যা কিছু তৈরী করে রেখেছেন তা এর চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীলগণ ছাড়া কেহ এটা লাভ করতে পারেনা।

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উত্তম আমলকারী বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরী করে রেখেছেন যা চোখ কখনও দেখেনি, কান কখনও শোনেনি এবং কোন মানব সন্তানের মনে কখনও কল্পনায়ও আসেনি। আল্লাহর এ ওয়াদার কথা যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে পাঠ কর ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কেহই জানেনা, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৭) (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৫)

وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ *এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেহ পাবেনা।* সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ বিজ্ঞজনদের থেকে এ অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে, 'ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া কেহ জান্নাতে পৌঁছতে পারবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম ৯/৩০১৬) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ ইহা তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা ত্যাগ করে আখিরাতের জন্য মেহনত করে।

৮১। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিলনা যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও	٨١. فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا

আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলনা।	كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ
৮২। পূর্বদিন যারা তার অবস্থা কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল ঃ দেখলেতো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তাহলে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফিরেরা সফলকাম হয়না।	٨٢. وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ

কারূন এবং তার ধন-সম্পদকে যমীন গ্রাস করল

উপরে কারূনের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে তার ঔদ্ধত্য ও বেঈমানীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এবার তার পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কিভাবে তার বাসগৃহ ও সম্পদসহ মাটি তাকে গ্রাস করেছিল।

সালিম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি লোক তার লুঙ্গী লটকিয়ে গর্বভরে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে ভূ-গর্ভে প্রোথিত করা হয়। কিয়ামাত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে। (তাবারী ১৯/৬২৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্বে একটি লোক দু'টি সবুজ কাপড়ে নিজেকে আবৃত করে দম্ভভরে চলছিল, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নির্দেশ দিলেন ঃ 'তাকে গিলে ফেল' এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে। (আহমাদ ৩/৪০, হাসান)

فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ *তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিলনা যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলনা*। অর্থাৎ তার সম্পদ, লোক-লস্কর, চাকর-চাকরানী, প্রভাব-প্রতিপত্তি তার কোনই কাজে আসেনি। আল্লাহ তা'আলার গযব এবং আযাব থেকে তাকে কেহই রক্ষা করতে পারেনি। সে নিজে নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি এবং অন্যেরাও তাকে সাহায্য করতে পারেনি।

কারূনের লোকেরা এ থেকে শিক্ষা লাভ করল

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ পূর্বদিন যারা তার মত হওয়ার কামনা করেছিল তারা তার শোচনীয় অবস্থা দেখে বলতে লাগল ঃ আমরা ভুল বুঝেছিলাম। সত্যি ধন-দৌলত আল্লাহর সন্তুষ্টির নিদর্শন নয়। এটাতো আল্লাহর হিকমাত বা নৈপুণ্য, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। তাঁর হিকমাত তিনিই জানেন। যেমন ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্যে চরিত্রকে ঐভাবে বন্টন করেছেন, যেমনভাবে তোমাদের মধ্যে রিয্ক বন্টন করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে দুনিয়া (অর্থাৎ ধন-দৌলত) দান করেন এবং যাকে ভালবাসেননা তাকেও দান করেন। আর দীন একমাত্র ঐ ব্যক্তিকে দান করেন যাকে তিনি ভালবাসেন। (আহমাদ ১/৩৮৭) কারূনের মত হওয়ার বাসনাকারীরা আরও বলল ঃ

لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তাহলে আমাদেরও তিনি ভূ-গর্ভে প্রোথিত করতেন। সত্যি, কাফিরেরা কখনও সফলকাম হয়না। না তারা দুনিয়ায় কৃতকার্য হয়, আর না আখিরাতে তারা পরিত্রাণ পাবে।

৮৩। এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ	٨٣. تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي

ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ	**করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।**
٨٤. مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	**৮৪। কেহ যদি সৎ কাজ করে তাহলে সে তার কাজ অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে, আর যে মন্দ কাজ করে সেতো শাস্তি পাবে শুধু তার কাজ অনুপাতে।**

বিনয়ী মু'মিনদের জন্য পরকালে রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জান্নাত ও আখিরাতের নি'আমাত শুধু ঐ ব্যক্তিরাই লাভ করবে যাদের অন্তর সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে এবং যারা পার্থিব জীবন বিনয়, নম্রতা ও উত্তম চরিত্রের সাথে অতিবাহিত করে এবং নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ও উচ্চ মনে করেনা। তারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করেনা এবং কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেনা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেনা। ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ

لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا *যারা এই পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না।* এর অর্থ হচ্ছে ঔদ্ধ্যতপনা, যুল্‌মবাজী এবং দুর্নীতি পরায়ণতা। (তাবারী ১৯/৬৩৭)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, তার জুতার ফিতা তার সঙ্গীর জুতার ফিতা অপেক্ষা ভাল হোক সে'ই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এর দ্বারা গর্ব ও অহংকার করবে। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে যেন জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা অন্যদের প্রতি এতখানি বিনয়ী

হবে যাতে তোমাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না পায় এবং অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেনা। (মুসলিম ৪/২১৯৯) আর যদি উদ্দেশ্য শুধু সৌন্দর্য প্রকাশ হয় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো এতে সন্তুষ্ট থাকি যে, আমার চাদর ভাল হোক, আমার জুতা সুন্দর হোক, এটাও কি অহংকার হিসাবে গণ্য হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ না। এটাতো সৌন্দর্য। আর আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। (মুসলিম ১/৯৩) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ যে কেহ সৎ কাজ করে সে তার কাজ অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে। আর এটা কেনইবা হবেনা! তিনিতো ওয়াদা করেছেন যে, তিনি প্রত্যেক সৎ কাজের প্রতিদান বহু গুণ বাড়িয়ে দিবেন।

وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করে সে শাস্তি পাবে শুধু তার কাজ অনুপাতে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ

আর যে কেহ অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৯০) আর এটাই হল অতিরিক্ত প্রদান ও ন্যায় বিচারের স্থান।

৮৫। যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। বল ঃ আমার রাব্ব ভাল জানেন কে সৎ পথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট	٨٥. إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٖۚ قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ مَن جَآءَ بِٱلۡهُدَىٰ

বিভ্রান্তিতে আছে।	وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৮৬। তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটাতো শুধু তোমার রবের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সাহায্যকারী হয়োনা।	٨٦. وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَـٰفِرِينَ
৮৭। তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কেহ যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিরত না রাখে। তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান করতে থাক এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٨٧. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
৮৮। তুমি আল্লাহর সাথে অন্যকে ইলাহ হিসাবে ডেকনা, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	٨٨. وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

তাওহীদের বাণী প্রচার করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে রাসূল! তুমি তোমার রিসালাতের দাওয়াত দিতে থাক, মানুষকে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে যাও। **إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ** আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কিয়ামাতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অতঃপর সেখানে তোমাকে নাবুওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ

অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ

এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে **لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এখানে মাক্কায় প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৬৯) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন। (নাসাঈ ৬/৪২৫, তাবারী ১৯/৬৪১) আল আউফী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন মাক্কা থেকে হিজরাত করতে বলেছিলেন তেমনি তাঁকে আবার মাক্কায় প্রত্যাবর্তনেরও সুখবর জানিয়ে দেন। (তাবারী ১৯/৬৪১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন যে, তোমাকে আমি আবার তোমার জন্মস্থান মাক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

(তাবারী ১৯/৬৪১) এ ছাড়া ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন মৃত্যু, মৃত্যুর পর কিয়ামাত দিবস, কিয়ামাত দিবসে বিচারের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাত দান; যেহেতু মানব সন্তানের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি এবং মানব ও জিনদের মধ্যে তাঁর প্রতি অর্পিত অহীর দায়িত্ব তিনি সঠিকভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ *বল ঃ আমার রাব্ব ভাল জানেন কে সৎ পথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।* অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের লোক এবং মূর্তি পূজক কাফির ও তাদের মধ্যের যারা তাদেরকে অনুসরণ করছে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যারা আমার দা'ওয়াতকে অস্বীকার করছ এবং নিজেদেরকে কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত রাখছ তারা জেনে রেখ যে, আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ফাইসালা করে দিবেন যে, কে হকের পথে আছে এবং কে বিপথগামী হয়েছে। তোমরা জানতে পারবে যে, পরকালে কে শান্তি লাভ করবে। এবং অচিরেই আরও জানতে পারবে যে, কার জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য ও সফল সমাপ্তি।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ঐ সব নি'আমাতের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যা তিনি তাঁর রাসূলকে অর্পণ করার মাধ্যমে তাঁকে নিজের এবং মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ **وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ** (*তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে*)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আশা করেননি যে, তাঁর উপর আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটাতো শুধু তাঁর প্রতি তাঁর রবের অনুগ্রহ। সুতরাং কাফিরদের সহায়ক হওয়া তাঁর জন্য মোটেই সমীচীন নয়। তাদের থেকে তাঁর পৃথকই থাকা উচিত। তাঁর এই ঘোষণা দেয়া উচিত যে, তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণকারী। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ হে নাবী! তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই কাফিরেরা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি থেকে বিমুখ না করে। অর্থাৎ এই লোকগুলো যে তোমার ও দীনের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং তোমার অনুসরণ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে এতে তুমি যেন মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তোমার কাজ থেকে বিরত না হও। বরং তুমি তোমার

কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহ তোমার কালেমাকে পূর্ণতা দানকারী, তোমার দীনের পৃষ্ঠপোষণকারী, তোমার রিসালাতকে জয়যুক্তকারী এবং তোমার দীনকে সমস্ত দীনের উপর বুলন্দকারী।

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ সুতরাং তুমি জনগণকে তোমার রবের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাক, যিনি এক ও শরীকবিহীন। তোমার জন্য এটা উচিত নয় যে, তুমি কাফিরদের সহায়তা করবে। আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও আহ্বান করনা। ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। উলুহিয়্যাতের যোগ্য একমাত্র তাঁরই বিরাট সত্তা। **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ** তিনিই চিরস্থায়ী ও সদা বিরাজমান। সমস্ত সৃষ্টজীব মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৬-২৭) **وَجْهٌ** দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কবি লাবীদ একটি চরম সত্য কথা বলেছে। সে বলেছে ঃ

اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল বা অসার। (ফাতহুল বারী ৭/১৮৩) সমস্ত প্রাণী ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাবে, শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে যা ধ্বংস ও নষ্ট হওয়া থেকে বহু ঊর্ধ্বে। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। সবকিছুর পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং সবকিছুর পরেও তিনি থাকবেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি প্রত্যেককেই সৎ কাজ ও পাপের প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি সৎ কাজের পুরস্কার এবং পাপের জন্য শাস্তি দিবেন।

সূরা কাসাস এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৯ ঃ আনকাবূত, মাক্কী

٢٩ – سورة العنكبوت، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬৯, রুকূ ৭)

(اَيَاتُهَا : ٦٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম মীম,	١. الٓمٓ
২। মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?	٢. أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ
৩। আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।	٣. وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَـٰذِبِينَ
৪। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!	٤. أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسۡبِقُونَاۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ

বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করা হয় যাতে প্রমাণিত হয় যে, কে তার কথায় সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক

হুরূফে মুকাত্তাআতের আলোচনা সূরা বাকারাহর শুরুতে আলোচিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ *মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?* মু'মিনদেরকেও পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে- এটা অসম্ভব। তাদেরকে তাদের আমলের ধাপ/স্তর অনুযায়ী অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে।

যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয় নাবী/রাসূলদের উপর, তারপর সৎ লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়েও নিম্ন মর্যাদার লোকদের উপর। পরীক্ষা তাদের দীনের আমলের অনুপাতে হয়ে থাকে। যদি সে তার দীনের উপর দৃঢ় হয় তাহলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। (তিরমিযী ৭/৭৮) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪২) অনুরূপ আয়াত সূরা বারাআয়ও (সূরা তাওবাহ) রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ সূরা বাকারাহয় বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি

রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) এ জন্যই এখানেও বলেন ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। এর দ্বারা এটা মনে করা চলবে না যে, আল্লাহ এটা জানতেননা। বরং যা হয়ে গেছে এবং যা হবে সবই তিনি জানেন। যা সংঘটিত হয়নি তাও যদি সংঘটিত হত তাহলে তার ফল কি হত তাও তিনি জানেন। এর উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সমস্ত ইমাম একমত। এখানে **عِلْم** অর্থ **رُؤْيَةٌ** বা দেখার অর্থে ব্যবহৃত। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **لِنَعْلَم** এর অর্থ **لِنَرَى** করেছেন। কেননা দেখার সম্পর্ক বিদ্যমান জিনিসের সাথে হয়ে থাকে এবং **عِلْم** এর থেকে **عَام** বা সাধারণ।

পাপীরা কখনও আল্লাহ্ হতে পলায়ন করতে পারবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا** যারা খারাপ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! অর্থাৎ যারা ঈমান আনেনি তারাও যেন এ ধারণা না করে যে, তারা পরীক্ষা হতে বেঁচে যাবে। তাদের জন্য বড় বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে। তারা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে যেতে পারবেনা। **سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** তাদের ধারণা খুবই মন্দ, যার ফল তারা সত্বরই জানতে পারবে।

৫। যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٥. مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَءَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

৬। যে কেহ (কঠোর) সাধনা করে, সে তা করে নিজেরই জন্য; আল্লাহতো বিশ্ব জগত হতে অমুখাপেক্ষী।	٦. وَمَن جَـٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَـٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৭। আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দ কাজগুলি মিটিয়ে দিব এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করব।	٧. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

মু'মিনদের আশা-আকাংখা আল্লাহ পূরণ করবেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ اللَّه যাদের আখিরাতে বিনিময় লাভের আশা রয়েছে এবং ওটাকে সামনে রেখে তারা সৎ কাজ করে তাদের আশা পূর্ণ হবে, তারা এমন পুরস্কার লাভ করবে যা কখনও শেষ হবার নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা শ্রবণকারী। তিনি জগতসমূহের সৃষ্টির সব খবরই রাখেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسه *যে কেহ কঠোর সাধনা করে, সে তা করে নিজেরই জন্য*। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা'আলা মানুষের আমলের মুখাপেক্ষী নন। যদি সমস্ত মানুষ তাদের মধ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির মত আল্লাহভীরু হয়ে যায় তবুও তাঁর সাম্রাজ্য সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পাবেনা। মানুষ ভাল কাজ করলে তা আল্লাহ তা'আলার কোন

উপকারে আসবেনা, তবুও এটা তাঁর বড় মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে তার ভাল কাজের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। এ কারণে তিনি তার পাপ ক্ষমা করে দেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম সৎ আমলেরও তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং এর জন্য বড় রকমের পুরস্কার প্রদান করেন। একটি সৎ আমলের বিনিময়ে তিনি দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর পাপকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেন অথবা ওর সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করেন। তিনি যুল্ম হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ *আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, নিশ্চয়ই আমি তাদের মন্দ কর্মগুলি মিটিয়ে দিব এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করব।*

٨. وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

৮। আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; কিন্তু তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদেরকে মান্য করনা। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব যা তোমরা করতে।

৯। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।	٩. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّـٰلِحِينَ

মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁর তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দেয়ার পর এখন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা মাতা-পিতার মাধ্যমেই মানুষ অস্তিত্বে এসে থাকে। পিতা সন্তানের জন্য খরচ করে এবং মা তাকে স্নেহ দান করে, ভালবাসে এবং লালন-পালন করে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলনা এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করনা; তাদের সাথে কথা বল সম্মানসূচক নম্রভাবে। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩-২৪)

وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, যদি তারা শিরকের দিকে আহ্বান করে তাহলে তাদের কথা মানা যাবেনা। মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার

নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তারা যা করত তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। যদি মানুষ আল্লাহর সাথে শির্ক করার ক্ষেত্রে তাদের মাতা-পিতার আদেশ না মানে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে যারা ভালবাসবেন, পছন্দ করবেন, তাদের সাথেই কিয়ামাতের মাঠে একত্রে উত্থিত করবেন।

সা'দ (রাঃ) বলেন, আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এগুলির মধ্যে وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ এই আয়াতটিও একটি। এটা এ জন্য অবতীর্ণ হয় যে, আমার মা আমাকে বলে ঃ (হে সা'দ! আল্লাহ কি তোমাকে মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি? আল্লাহর শপথ! তুমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে অস্বীকার না কর তাহলে আমি পানাহার ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুবরণ করব। সে তা'ই করে। শেষ পর্যন্ত লোকেরা জোরপূর্বক তার মুখ হা করে তার মুখে খাদ্য ও পানীয় প্রবেশ করিয়ে দিত। ঐ সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী ৯/৪৮, আহমাদ ১/১৮১, মুসলিম ৪/১৮৭৭, আবূ দাঊদ ৩/১৭৭, নাসাঈ ৬/৩৪৮)

١٠. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَـٰلَمِينَ

১০। মানুষের মধ্যে কতক লোক বলে ঃ 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি।' কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা কষ্টে পতিত হয় তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার রবের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে তারা বলতে থাকে, 'আমরাতো তোমাদের সাথেই ছিলাম'। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?

১১। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক।	١١. وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ

মুনাফিকদের আচরণ এবং লোকদেরকে আল্লাহর পরীক্ষা করা

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ **كَعَذَابِ اللَّهِ** এখানে ঐ মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা মুখে ঈমানের দাবী করে, কিন্তু যখন বিরোধীদের পক্ষ হতে কোন দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর আপতিত হয় তখন তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এ অর্থই করেছেন। (তাবারী ২০/১৩) সালাফগণের আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ. يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়ায় ও আখিরাতে; এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা, এটাই চরম বিভ্রান্তি! (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১১-১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ আর যখন তোমার রবের নিকট হতে কোন সাহায্য (গাণীমাত) আসে তখন বলে ঃ আমরাতো তোমাদের সাথেই ছিলাম। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ওরা এমন যারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছে; এবং যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে জয়লাভ কর তাহলে তারা বলে ঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? এবং যদি ওটা অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে তাহলে বলে- আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪১) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ

অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫২) আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ তোমার রবের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে তারা বলতে থাকে ঃ আমরাতো তোমাদের সাথেই ছিলাম। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? অর্থাৎ মুনাফিকরা তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন রেখেছে, আল্লাহ সবই অবগত আছেন।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন ঈমানদারদেরকে এবং অবশ্যই তিনি প্রকাশ করবেন মুনাফিকদেরকে। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ও বিপদ-আপদের মাধ্যমে তিনি মু'মিন ও মুনাফিকদেরকে পৃথক করে দিবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১) যেমন আল্লাহ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে লোকদেরকে পরীক্ষা করার ঘটনার পরে বলেন ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯)

১২। কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ 'আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।' কিন্তু তারাতো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবেনা। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	١٢. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ وَمَا هُم بِحَـٰمِلِينَ مِنْ خَطَـٰيَـٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ
১৩। এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা; এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।	١٣. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

দাম্ভিক কাফিরেরা বলত যে, তারা অন্যদের পাপের বোঝাও বহন করবে, যদি তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়

وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ কুরাইশ কাফিরেরা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদেরকে এ কথাও বলত ঃ তোমরা আমাদের মাযহাবে ফিরে এসো, এতে যদি কোন পাপ হয় তাহলে তা আমরাই বহন করব।

وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কেহ কারও পাপের বোঝা বহন করবে এটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। কেহ তার নিকটতম আত্মীয়ের পাপের বোঝাও বহন করবেনা এবং বহন করতে সক্ষমও হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮)

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১০-১১) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ তবে হ্যাঁ, এ লোকগুলো নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের পাপের বোঝাও এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ঐ পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের বোঝা হতে মুক্ত হবেনা। যারা পাপ করবে তাদের পাপের বোঝা তাদের উপরই থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি লোকদেরকে হিদায়াতের দা'ওয়াত দিবে, কিয়ামাত পর্যন্ত যেসব লোক ঐ হিদায়াতের উপর চলবে তাদের সবারই সৎ আমল ঐ একটি লোক লাভ করবে, অথচ আমলকারীদেরকে তাদের সৎ আমল হতে কিছুই কম করা হবেনা। অনুরূপভাবে যে ভ্রান্ত পথে আহ্বান করবে এবং যারা ওর উপর আমল করবে তাদের সবারই পাপ কিয়ামাত পর্যন্ত তার উপর বর্তাবে এবং যারা পাপ করবে তাদের পাপের বোঝা হতে কিছুই কম করা হবেনা। (মুসলিম ৪/২০৬০)

আর একটি সহীহ হাদীসে আছে ঃ ভূ-পৃষ্ঠে যত খুনাখুনি হবে, সবগুলোর পাপ আদমের (আঃ) ঐ পুত্রের উপর পতিত হবে, যে অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। কেননা হত্যার সূচনা তার থেকেই হয়েছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৪১৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

আবূ উমামা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন ঃ তোমরা যুল্ম হতে দূরে থাক। কেননা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেন ঃ আমার ইযয্াত ও মর্যাদার শপথ! আজ একটি যুল্মও ছেড়ে দিবনা। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ অমুকের পুত্র অমুক কোথায়? সে তখন আসবে এবং পাহাড় সমান সৎ আমল তার সাথে থাকবে। এমনকি হাশরের মাঠে উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি তার দিকে পড়বে। সে আল্লাহর সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ এ ব্যক্তি কারও উপর যুল্ম করে থাকলে সে যেন আজ প্রতিশোধ নিয়ে নিজের হক আদায় করে নেয়। এ কথা শুনে এদিক-ওদিক হতে লোকেরা এসে তাকে ঘিরে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ আমার এই বান্দাদেরকে তাদের হক আদায় করিয়ে দাও। মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন ঃ কিভাবে আমরা তাদের হক আদায় করিয়ে দিব? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেন ঃ তার সৎ আমলগুলি এদেরকে বন্টন করে দাও। এরূপই করা হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তার আর কোন সৎ আমল অবশিষ্ট থাকবেনা। কিন্তু অত্যাচারিত ও হকদার আরও বাকী থেকে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ এদেরকেও এদের হক আদায় করিয়ে দাও। মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন ঃ এখনতো তার কাছে আর কোন সৎ আমল অবশিষ্ট নেই! আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তাদের পাপগুলো তার উপর

চাপিয়ে দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ... الخ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (দুররুল মানসুর ৫/২৭২)

ভিন্ন বর্ণনাধারায় অন্য একটি সহীহ হাদীসে এর সমর্থন মিলে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ বিচার দিবসে এমন এক লোককে হাজির করা হবে যার আমলের পরিমান হবে পাহাড় সমান। কিন্তু সে কারও সাথে খারাপ আচরণ করেছে, কারও সম্পদ কেড়ে নিয়েছে কিংবা কারও নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং ঐ সবের পরিবর্তে তারা সবাই তার সৎ আমল থেকে বদলা নিয়ে নিবে। এরপরও যদি কোন পাওনাদার থাকে, অথচ তার আর কোন সৎ আমল না থাকে তাহলে যাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে তাদের পাপসমূহ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় যোগ হবে। (মুসলিম ৪/১৯৯৭)

১৪। আমিতো নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম এবং সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে। কারণ তারা ছিল সীমা লংঘনকারী।	١٤. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ
১৫। অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন।	١٥. فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَصْحَٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওম

এখানে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ

ظَالِمُونَ হে নাবী! তোমাকে আমি খবর দিচ্ছি যে, নূহ দীর্ঘ সময় ও যুগ ধরে তাঁর কাওমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকে। দিবসে, রাতে প্রকাশ্যে ও গোপনে তিনি তাদের কাছে দীনের দা'ওয়াত দিতে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর উপর ঈমান আনে। অবশেষে প্লাবনের আকারে তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। ফলে তারা সমূলে বিনাশ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুতরাং হে নাবী! তোমার কাওম যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে এটা নতুন কিছু নয়। অতএব তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা। সুপথ প্রদর্শন করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহরই হাতে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ

كُلُّ ءَايَةٍ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) পরিশেষে যেমনভাবে নূহ (আঃ) মুক্তি পায় ও তার কাওম পানিতে নিমজ্জিত হয়, তেমনিভাবে তুমি বিজয় লাভ করবে এবং তোমার বিরুদ্ধচারীরা পরাজিত হবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, চল্লিশ বছর বয়সে নূহ (আঃ) নাবুওয়াত লাভ করেন এবং নাবুওয়াতের পর সাড়ে নয়শ' বছর ধরে স্বীয় কাওমের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। বিশ্বব্যাপী প্লাবনের পরেও নূহ (আঃ) ষাট বছর জীবিত থাকেন, যখন আদম সন্তানদের বংশ ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। (ইব্ন আবী হাতিম ১৭১৮৬, দুররুল মানসুর ৫/২৭৩)

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ নূহের (আঃ) কাওমের উপর যখন আল্লাহর গযব নাযিল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে স্বীয় নাবীকে এবং ঈমানদারদেরকে বাঁচিয়ে নেন যারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। সূরা হুদে (১১ ঃ ২৫) এর পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা এখানে আর এর পুনরাবৃত্তি করছিনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ আমি বিশ্বজগতের জন্য এটাকে করলাম একটি নিদর্শন। অর্থাৎ আমি স্বয়ং ঐ নৌকাকে নিদর্শন হিসাবে রেখে দিলাম। যেমন কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, ইসলামের প্রথম যুগ পর্যন্ত ঐ নৌকাটি জুদী পর্বতে বিদ্যমান ছিল। অথবা ঐ নৌকাটি দেখে লোকেরা সামুদ্রিক সফরের জন্য যে নৌকাগুলি বানিয়ে নেয় ঐগুলি, যাতে ওগুলি দেখে মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে রক্ষা করার কথা স্মরণে আসে। (তাবারী ২০/১৮) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍ

তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সেই অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবেনা এবং তারা পরিত্রাণও পাবেনা আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপকরণ ভোগ করতে না দিলে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪১-৪৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ *অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন।* পূর্বে একটি নির্দিষ্ট জাতির (নূহ

(আঃ) ব্যাপারে নৌযানের উল্লেখ করার পর এবার এখানে সাধারণভাবে সকল নৌযান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৫) এখানে আল্লাহ তা'আলা তারকামণ্ডলীকে আকাশের সৌন্দর্য হিসাবে বানানোর কথা বর্ণনা করার পর বলেন যে, ওগুলিকে তিনি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণও করেছেন। অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২-১৩)

১৬। স্মরণ কর ইবরাহীমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁকে ভয় কর, তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।	١٦. وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
১৭। তোমরাতো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহর নিকট এবং তাঁরই ইবাদাত কর ও তাঁর	١٧. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ

وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।
١٨. وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ	১৮। তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরাও নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।

ইবরাহীমের (আঃ) লোকদের প্রতি তাঁর দা'ওয়াত

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ একাত্মবাদীদের ইমাম, রাসূলদের পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় কাওমকে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন, রিয়া হতে বেঁচে থাকা এবং পরহেযগারী কায়েম করার হুকুম দেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর নি'আমাতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলেন। আর এর উপকারের কথাও তিনি তাদেরকে বলেন যে, এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে এবং দোজাহানের নি'আমাত তারা লাভ করবে।

সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا *তোমরাতো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ।* যে মূর্তিগুলোর তোমরা উপাসনা করছ ওগুলো তোমাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই করতে পারেনা। তোমরা নিজেরাই ওদের নাম রেখেছ এবং দেহ তৈরী করেছ। এরা তোমাদের মতই সৃষ্ট। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) এ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/১৯) মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। আল ওয়ালিবী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'তোমরা মিথ্যা উদ্ভাবন করছ' এর অর্থ হল তোমরা মূর্তি

খোদাই করছ, যার কোন ক্ষমতা নেই যে, সে তোমাদেরকে আহার যোগাবে। (তাবারী ২০/১৯) এমন কি এরা তোমাদের চেয়েও দুর্বল। এরাতো তোমাদের জীবনোপকরণেরও মালিক নয়। فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ আল্লাহ তা'আলার নিকটই তোমরা রিয্ক যাঞ্চা কর, আর কারও কাছে নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলতে শিখিয়েছেন ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫) এই সীমাবদ্ধতা আসিয়ার (রাঃ) প্রার্থনায়ও রয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ

হে আমার রাব্ব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ১১)

وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ আর যেহেতু তাঁরই রিয্ক আহার কর তখন তাঁর ছাড়া আর কারও ইবাদাত করনা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ কর। তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন।

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী বলে তোমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করনা। চিন্তা করে দেখ যে, তোমাদের পূর্বে যারা নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে!

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ জেনে রেখ যে, নাবীদের কাজ শুধু আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। হিদায়াত করা ও না করা আল্লাহরই হাতে। নিজেদেরকে তোমরা সৌভাগ্যবান বানিয়ে নাও। হতভাগ্যদের দলে নিজেদেরকে শামিল করনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এর ভাবার্থের চাহিদা এই যে, প্রথম বাক্য এখানে শেষ হয়েছে এবং এরপর فَمَا

كَانَ جَوَابَ قَوْمِه (২৯ ঃ ২৪) পর্যন্ত বাক্যগুলি جُمْلَة হিসাবে এসেছে। ইমাম ইব্‌ন জারীরতো স্পষ্ট ভাষায় এ কথাই বলেছেন। কিন্তু কুরআনুল হাকীমের শব্দ দ্বারা এটা প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, সমুদয়ই ইবরাহীম খলীলুল্লাহরই (আঃ) উক্তি। তিনি কিয়ামাত কায়েম হওয়ার দলীল প্রমাণাদি পেশ করেছেন। কেননা এই সমুদয় কালামের পর তাঁর কাওমের জবাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ।	١٩. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ
২০। বল ঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন? অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٢٠. قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
২১। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	٢١. يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ
২২। তোমরা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবেনা পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ ব্যতীত	٢٢. وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا

لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ	তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।
٢٣. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يَئِسُوا۟ مِن رَّحْمَتِى وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	২৩। যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার প্রমাণ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি দেখেনা যে, তারাতো কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করেনা। অথচ এর উপর কোন দলীলের প্রয়োজন হয়না। যিনি প্রথমে সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুবই সহজ। এরপর তিনি তাদেরকে হিদায়াত করছেন ঃ

أَوَلَمْ يرَوْا كَيْفَ يُبْدئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ إِنَّ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسيرٌ

তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান ও বিরাজমান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা কর। আকাশমণ্ডলী, নক্ষত্ররাজি, ভূ-মণ্ডল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, ফল-মূল, ক্ষেত-খামার ইত্যাদির প্রতি তাকিয়ে দেখ যে, এগুলির কোনই অস্তিত্ব ছিলনা। এগুলির সবই আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি মনে কর যে, এত বড় কারিগর ও ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ কিছুই করতে পারেননা? তিনিতো শুধু 'হও' বললেই সবই হয়ে যায়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই করতে পারেন। তাঁর জন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। এ জন্যইতো তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يرَوْا كَيْفَ يُبْدئُ اللَّهُ ... তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টি করবেন কিয়ামাতের দিন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তিনি পরম বিচারপতি, অধিপতি। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই করেন। কেহ তাঁর হুকুম নড়াতে-টলাতে পারেনা। কেহ তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেনা। পক্ষান্তরে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তিনি সবারই উপর বিজয়ী ও পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করবেন। সবাই তাঁর অধিকারভুক্ত, সবাই তাঁর অধীনস্থ। সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুরই মালিক তিনিই। তিনি যা কিছু করেন সবই ন্যায়ের ভিত্তিতে করেন। তিনি যুল্ম করা হতে পবিত্র। হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সপ্ত আসমানবাসী ও সপ্ত যমীনবাসীর উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন তবুও তিনি অত্যাচারী সাব্যস্ত হবেননা। (আবূ দাঊদ ৫/৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/৩০)

يُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ শাস্তি দেয়া এবং দয়া করা সবই তাঁরই হাতে। কিয়ামাতের দিন সবাই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীদের কেহই আল্লাহকে ব্যর্থ ও অসমর্থ করতে পারেনা। তিনি সবারই উপর বিজয়ী। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি সবকিছু হতে অভাবমুক্ত। আল্লাহ ব্যতীত মানুষের কোন অভিভাবকও নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারাই তাঁর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২৪। সুতরাং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের লোকেরা এ ছাড়া কোন জবাব দিলনা, তারা বলল ঃ তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	٢٤. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
২৫। ইবরাহীম বলল ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।	٢٥. وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ

ইবরাহীমের (আঃ) দা'ওয়াতে তাঁর কাওমের জবাব এবং আল্লাহ যেভাবে আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ইবরাহীমের (আঃ) এই জ্ঞান সম্মত ও শারীয়াত সম্মত যুক্তি প্রমাণ এবং উপদেশাবলী তাঁর কাওমের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হলনা। তারা ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতেই থাকল। ইবরাহীম (আঃ) তাদের সামনে যেসব দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন সেগুলির জবাব

দেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। তাই শক্তির বলে সত্যকে তারা রুখে দিতে চেষ্টা করতে থাকে। শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ **اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ** তাকে (ইবরাহীমকে (আঃ) হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।

قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَـٰنًا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ

তারা বলল ঃ এর জন্য এক ইমারাত তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করেছিলাম। ((সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৭-৯৮)

কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে আগুন হতে রক্ষা করলেন। বহুদিন ধরে তারা জ্বালানী কাঠ জমা করতে থাকে এবং একটি গর্ত খনন করে ওর চতুর্দিকে প্রাচীর খাড়া করে দেয়, তারপর কাঠে আগুন ধরিয়ে দেয়। যখন অগ্নি-শিখা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এমন ভীষণভাবে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় যে, দুনিয়ায় ঐরূপ আগুন কখনও দেখা যায়নি, এমতাবস্থায় তারা ইবরাহীমকে (আঃ) ধরে বেঁধে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ ইবরাহীমের (আঃ) জন্য ঐ অগ্নিকুণ্ডকে আরামদায়ক স্থানে পরিণত করেন। কয়েক দিন পরে তিনি নিরাপদে ও সহীহ-সালামতে ওর মধ্য হতে বেরিয়ে আসেন। এটা এবং এ ধরনের আরও বহু আত্মত্যাগ তাঁর ছিল বলেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে মানব জাতির ইমামতির আসনে অধিষ্ঠিত করেন। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রাণকে রাহমানের (আল্লাহর) জন্য, স্বীয় দেহকে আগুনের জন্য, নিজের সন্তানকে কুরবানীর জন্য এবং স্বীয় সম্পদকে মেহমানের জন্য রেখে দেন। এ কারণেই দুনিয়ার সমস্ত মু'মিন তাঁকে ভালবাসে। এই ঘটনায় ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেন ঃ

إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। এই মূর্তি-পূজার মাধ্যমে যদিও তোমরা দুনিয়ার ভালবাসা লাভে সমর্থ হও, কিন্তু জেনে রেখ যে, কিয়ামাতের দিন সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হবে। বন্ধুত্বের স্থানে ঘৃণা এবং মতৈক্যের স্থলে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে।

يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا সেদিন তোমরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত দিবে।

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا

যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) একদল অপর দলকে অভিশাপ দিতে থাকবে। বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে। তবে আল্লাহভীরু লোকেরা আজও একে অপরের বন্ধু হিসাবে রয়েছে এবং সেদিনও তাই থাকবে।

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ

বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মু'মিনরা ব্যতীত। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৬৭)

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ কাফিরেরা সবাই কিয়ামাতের মাঠে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পরিশেষে জাহান্নামে চলে যাবে। এমন কেহ থাকবেনা যে তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করতে পারে। পক্ষান্তরে মু'মিন ব্যক্তিদের অবস্থা হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

২৬। লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইবরাহীম বলল ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। তিনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢٦. فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
২৭। আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাকে পুরস্কৃত করেছিলাম দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও। নিশ্চয়ই	٢٧. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ

সে হবে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম।	فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

লূতের (আঃ) ঈমান আনা এবং ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তাঁর হিজরাত

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, লূত (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন। বলা হয় যে, লূত (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন লূত (আঃ) ইব্‌ন হারান ইব্‌ন আযর। তাঁর পূরা কাওমের মধ্যে তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন শুধু তাঁর স্ত্রী সারা (রাঃ) এবং লূত (আঃ)।

এ থেকে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ঐ যুগীয় যালিম বাদশাহ যখন তার সিপাইদের মাধ্যমে সারাকে (রাঃ) তার নিকট আনিয়ে নেয় তখন ইবরাহীম (আঃ) সারাকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি বাদশাহর সামনে বলেছি যে, তোমার সাথে আমার ভাই-বোনের সম্পর্ক রয়েছে। তুমিও এ কথাই বলবে যে, তুমি আমার বোন। কেননা বর্তমানে সারা দুনিয়ায় আমি ও তুমি ছাড়া আর কোন মু'মিন নেই। সম্ভবতঃ এ কথা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মু'মিন এমন কোন যুগল তখন কেহ ছিলেননা। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

লূত (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন বটে, কিন্তু তখনই তিনি হিজরাত করে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁকে ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায়ই আহলে সুদুমের নিকট নাবী করে পাঠানো হয়, যেমন ইতোপূর্বে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সামনেও আসছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৭)

وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي *তিনি বললেন ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করব।* এখানে قَالَ এর মধ্যস্থিত هُوَ সর্বনামটি সম্ভবতঃ লূতের (আঃ) দিকে ফিরেছে। কেননা আলোচ্য দুই জনের মধ্যে তিনিই নিকটবর্তী। আবার এও হতে পারে যে, সর্বনামটি ইবরাহীমের (আঃ) দিকে ফিরেছে যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক (রাঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। তাহলে হয়তো লূতের (আঃ) ঈমান আনার পরে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি সেখান হতে অন্য জায়গায় চলে যাবেন এবং হয়তো সেখানকার লোকেরা আল্লাহ-ভক্ত হবে।

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ শক্তি ও সম্মানতো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর বিধান, তাঁর সিদ্ধান্ত সবই যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়ানুগ।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) কুফার কাছে 'কুসা' হতে হিজরাত করে সিরিয়ার দিকে গিয়েছিলেন। (তাবারী ২০/২৬)

ইবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহর ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূবকে (আঃ) দান এবং তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে নাবুওয়াত প্রদান

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব। তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নাবী করলাম। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৯) এ আয়াতে এরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পৌত্র ইয়াকূবও (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন। ইসহাক (আঃ) ছিলেন তাঁর পুত্র এবং ইয়াকূব (আঃ) ছিলেন অতিরিক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَـٰلِحِينَ

আমি তাকে দান করলাম ইসহাককে এবং অতিরিক্ত দান করলাম ইয়াকূবকে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭২) যেমন অন্যত্র বলেন ঃ

فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ

তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) অর্থাৎ হে ইবরাহীম (আঃ)! তোমার জীবদ্দশায়ই তোমার সন্তানের সন্তান হবে, যার ফলে তোমাদের দু'জনের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে। এর দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, ইয়াকূব (আঃ) ইসহাকের (আঃ) পুত্র

ছিলেন। সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারাও এটা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ তার বংশধরদের জন্য আমি স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। ইবরাহীম (আঃ) খলীলুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত এবং তাঁকে ইমাম বলা হয়। তাঁর পরে তাঁরই বংশধরের মধ্যে নাবুওয়াত ও হিকমাত থেকে যায়। বানী ইসরাঈলের সমস্ত নাবী ইয়াকূব (আঃ) ইব্‌ন ইসহাক (আঃ) ইব্‌ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর হতেই হয়েছেন। ঈসা (আঃ) পর্যন্ত এই ক্রম এভাবেই চলে এসেছে। বানী ইসরাঈলের এই শেষ নাবী পরিষ্কারভাবে স্বীয় উম্মাতকে বলে দিয়েছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে নাবী আরাবী, কুরাইশী, হাশিমী, শেষ রাসূল, আদমের (আঃ) সন্তানদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ দিচ্ছি, যাঁকে আল্লাহ তা‘আলা মনোনীত করেছেন, যিনি হবেন দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মানুষের নেতা। তিনিই ছিলেন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশোদ্ভূত। তিনি ছাড়া অন্য কোন নাবী ইসমাঈলের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেননা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবে। ইবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ায় স্বচ্ছলতা দান করেছিলেন, আর দান করেছিলেন সতী-সাধ্বী স্ত্রী, পবিত্র বাসভূমি, উত্তম প্রশংসা এবং উত্তম আলোচনা। সারা দুনিয়াবাসীর অন্তরে তিনি তাঁর মহব্বত জাগিয়ে তোলেন। তাঁকে তিনি তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ পূরা মাত্রায় তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর আনুগত্য করে গেছেন। যেমন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭) আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২২)

২৮। স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করেনি।	٢٨. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
২৯। তোমরা পুরুষের উপর উপগত হচ্ছ এবং তোমরা রাহাজানি করে থাক এবং তোমরা নিজেদের মাজলিশে প্রকাশ্য ঘৃণ্য কাজ করে থাক। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল ঃ আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।	٢٩. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ

ٱلصَّـٰدِقِينَ	
٣٠. قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ	**৩০। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।**

লূতের (আঃ) দা'ওয়াত এবং তাঁর লোকদের পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী লূত (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর কাওমকে তাদের অনৈতিক বদভ্যাস হতে বাধা দিতে থাকেন। তাদেরকে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মত অশ্লীল কাজ তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আদম সন্তানদের কেহই করেনি। কুফরী, রাসূলকে অবিশ্বাস, আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা ইত্যাদিতো তারা করতই, কিন্তু তারা পুরুষে উপগত হত, যে কাজ তাদের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে কেহ কখনও করেনি।

দ্বিতীয় বদভ্যাস তাদের এই ছিল যে, তারা রাহাজানি করত, লুটপাট করত, হত্যা করত এবং অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করত। নিজেদের মাজলিসে, সভা-সমিতিতে তারা প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এমনকি তারা প্রকাশ্যে যৌন মিলন করত। (তাবারী ২০/২৯, বাগাবী ৩/৪৬৬) কেহ কেহকেও বাধা দিতনা। আয়িশা (রাঃ) এবং কাসিম (রহঃ) বলেন যে, তারা পরস্পর গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ছেড়ে দিয়ে হো হো করে হাসত । (তাবারী ২০/৩০) কেহ কেহ বলেন যে, তারা ভেড়ার লড়াই করত, মোরগের লড়াই করত এবং এ ধরনের আরও বহু অসার ও বাজে কাজে তারা লিপ্ত থাকত। প্রকাশ্যভাবে আমোদ-স্ফূর্তি করে তারা পাপের কাজ করত। কুফরী, হঠকারিতা এবং ঔদ্ধত্যপনা তাদের এত বেড়ে গিয়েছিল যে, নাবী (আঃ)-এর উপদেশের জবাবে তাঁকে তারা বলত ঃ

ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ছেড়ে দাও তোমার উপদেশ বাণী। তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এসো। শেষে অসহ্য হয়ে লূত (আঃ) আল্লাহর সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেন ঃ

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ হে আমার রাব্ব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

৩১। যখন আমার প্রেরিত মালাইকা/ফেরেশতা সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট এলো, তারা বলেছিল ঃ আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীতো সীমা লংঘনকারী।	٣١. وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَـٰلِمِينَ
৩২। ইবরাহীম বলল ঃ এই জনপদে লূত রয়েছে। তারা বলল ঃ সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি; আমরাতো লূতকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত; সে পশ্চাতে অবস্থান-কারীদের অন্তর্ভুক্ত।	٣٢. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ
৩৩। এবং যখন আমার প্রেরিত মালাইকা লূতের নিকট এলো তখন তাদের জন্য সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল। তারা বলল ঃ ভয় করনা, দুঃখও করনা; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা	٣٣. وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ۖ وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ

كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ	করব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত; সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
٣٤. إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ	৩৪। আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা ছিল পাপাচারী।
٣٥. وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	৩৫। আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

ইবরাহীম (আঃ) ও লূতের (আঃ) কাছে আল্লাহর মালাইকা প্রেরণ

লূতের (আঃ) কাওম যখন তাঁর কথা মানলনা তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ফলে মহান আল্লাহ মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করলেন। মানুষের রূপ ধরে মালাইকা প্রথমে ইবরাহীমের (আঃ) বাড়ীতে মেহমান হিসাবে আগমন করলেন। ইবরাহীম (আঃ) তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের সামনে তা হাযির করলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁরা খাদ্যের প্রতি মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করছেননা তখন তিনি মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন। মালাইকা/ফেরেশতারা তখন তাঁর মনতুষ্টি করতে গিয়ে বললেন যে, তাঁদের একটি সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তাঁর স্ত্রী সারা (রাঃ), যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এ খবর শুনে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলেন। সূরা হুদে এবং সূরা হিজরে এর বিস্তারিত তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মালাইকা তাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের উদ্দেশ্য অবগত হয়ে ধারণা করলেন যে, যদি লূতের (আঃ) কাওমকে আরও কিছুদিন অবকাশ দেয়া হয় তাহলে হয়তো তারা সুপথে ফিরে আসবে। তাই তিনি মালাইকাকে বললেন ঃ

إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ সেখানেতো লূত (আঃ) রয়েছেন! উত্তরে আল্লাহর মালাইকা বললেন ঃ তাঁর ব্যাপারে আমরা উদাসীন বা অমনোযোগী নই। তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। তবে তার স্ত্রী অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা সে তার কাওমের সাথে সহযোগিতা করে থাকে। এখান হতে বিদায় গ্রহণ করে তাঁরা সুদর্শন যুবকের বেশে লূতের (আঃ) নিকট পৌঁছলেন।

سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا তাঁদেরকে দেখেই লূতের (আঃ) অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তাঁর কেঁপে উঠার কারণ এই যে, যদি তাঁর কাওম তাঁর মেহমানদের আগমন সংবাদ শুনতে পায় তাহলে দৌড়িয়ে তাঁর বাড়ীতে আসবে এবং তাঁকে অপ্রস্তুত ও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলবে। যদি তিনি তাঁর এই মেহমানদেরকে তাঁর বাড়ীতে না রাখেন তাহলেও তাঁরা এদের হাতে পড়ে যাবেন। তিনিতো তাঁর কাওমের বদভ্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ জন্যই তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মালাইকা/ফেরেশতারা তার মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ আপনি ভয় করবেননা, দুঃখও করবেননা। আমরা আল্লাহর প্রেরিত মালাইকা/ফেরেশতা। আপনার কাওমকে ধ্বংস করার জন্য আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে আমরা রক্ষা করব। তবে আপনার স্ত্রীকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। কেননা সেও আপনার কাওমের সাথে সহযোগিতা করেছে। তাদের উপর আসমানী গযব নাযিল করা হবে এবং তাদের দুষ্কর্মের ফল দেখিয়ে দেয়া হবে।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাদের জনপদকে যমীন হতে আকাশে উঠিয়ে উল্টিয়ে ফেলে দেন। তারপর তাদের নাম অংকিত পাথর তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং যে শাস্তিকে তারা বহু দূরের মনে করছিল তা খুবই নিকট হল।

حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِىَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ

ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল (বর্ষিত হচ্ছিল), যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮২-৮৩) তাদের বসতি

স্থলে একটি পঁচা ও দুর্গন্ধময় জলাশয় রয়ে গেল। কিয়ামাত পর্যন্ত এটা লোকদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ জ্ঞানী লোকেরা তাদের দুরাবস্থা ও ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ করে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণের স্পর্ধা না দেখায়। আরাববাসীরা তাদের ভ্রমণের পথে রাত-দিন এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেত। এটি নিম্নের সূরাটির মত ঃ

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ. وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরাতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৩৭-১৩৮)

৩৬। আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআ'ইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, শেষ দিনকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিওনা।	٣٦. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
৩৭। কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল; ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।	٣٧. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ

শু'আইব (আঃ) এবং তাঁর কাওম

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর বান্দা ও রাসূল শুআইব (আঃ) মাদইয়ানে স্বীয় কাওমকে উপদেশ দেন। তাদেরকে তিনি এক ও অংশীবিহীন

আল্লাহর ইবাদাত করার হুকুম করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করেন। তাদেরকে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করাতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ আখিরাতের জন্য তোমরা কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ কর। ঐ দিনের খেয়াল রেখে লোকদের উপর যুল্‌ম ও অবিচার করা হতে বিরত থাক। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ

তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৬) **وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ** আল্লাহর যমীনে বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করনা। অন্যায় ও দুষ্কর্ম হতে দূরে থাক।

তাদের মধ্যে একটি দোষ এও ছিল যে, তারা মাপে ও ওজনে কম করত, মানুষের হক তারা নষ্ট করে দিত। তারা রাস্তা বন্ধ করে জটলা করত এবং সাথে সাথে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আঃ) সাথে কুফরী করত। তারা তাদের নাবীর (আঃ) উপদেশের প্রতি কর্ণপাতও করেনি। বরং তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলত। এর ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। কঠিন ভূমিকম্প শুরু হয় এবং প্রচণ্ড শব্দে তাদের দেহ থেকে প্রাণবায়ু উড়ে যায়। তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকে। এ ছাড়া ছায়া দানকারী মেঘের মাধ্যমেও তাদের প্রাণ তাদের দেহ হতে নির্গত হয়েছিল। তাদের পূর্ণ ঘটনা সূরা আ'রাফ (১৭ ঃ ৮৫), সূরা হূদ (১১ ঃ ৮৪) ও সূরা শু'আরায় (২৬ ঃ ৩৬) বর্ণিত হয়েছে।

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ *ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল*। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তারা মারা গিয়ে ওখানেই পড়ে রইল। (তাবারী ২০/৩৪) অন্যান্যরা বলেন যে, তাদেরকে এক জনের উপর অপর জনকে ফেলে স্তুপাকারে জমা করে রেখে দেয়া হয়েছিল।

৩৮। এবং আমি 'আদ ও ছামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শাইতান তাদের কাজকে	٣٨. وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ

তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।	وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ
৩৯। স্মরণ কর কারূন, ফির‘আউন ও হামানকে; মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।	٣٩. وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ
৪০। তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচন্ড ঝটিকা, তাদের কেহকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কেহকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কেহকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল।	٤٠. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

যে কাওম তাদের নাবীদেরকে অস্বীকার করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে

'আদ ছিল হুদের (আঃ) সম্প্রদায়। তারা আহকাফে বাস করত। ওটা ছিল ইয়ামানের শহরগুলির মধ্যে একটি শহর। এটা হাযরা মাউতের নিকটবর্তী ছিল।

ছামূদ জাতি ছিল সালিহর (আঃ) কাওমের লোক। তারা হিজরে বসবাস করত, যা ওয়াদী আল কুরার নিকটে ছিল। আরাববাসীরা এই দুই সম্প্রদায়ের বাসভূমি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং তাদের যাত্রাপথে তারা ঐ দু'টি জায়গা অতিক্রম করত।

কারূন ছিল একজন সম্পদশালী লোক, যার পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডারের চাবি একদল শক্তিশালী লোককে বহন করতে হত।

ফির'আউন ছিল মিসরের বাদশাহ। আর হামান ছিল তার প্রধানমন্ত্রী। তার যুগেই মূসাকে (আঃ) নাবীরূপে তার নিকট প্রেরণ করা হয়। ফির'আউন ও হামান উভয়েই ছিল কিবতী।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا যখন তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে, তারা আল্লাহর একাত্মবাদকে অস্বীকার করে বসে, রাসূলদেরকে (আঃ) কষ্ট দেয় এবং তাদেরকে অবিশ্বাস করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন। 'আদ সম্প্রদায়ের উপর তিনি প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। তারা তাদের শক্তির বড়ই গর্ব করত। কেহ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এটা তারা বিশ্বাসই করতনা। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন, যা যমীন হতে পাথর উঠিয়ে উঠিয়ে তাদের উপর বর্ষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ বায়ু এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, তাদেরকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান হতে উল্টো মুখে নীচে নিক্ষেপ করে। মাথার ভরে পড়ে তাদের মাথা দেহ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং তাদের এমন অবস্থা হয় যে, যেন খেজুরের গাছ, যার মূল কাণ্ড থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ছামূদ সম্প্রদায়ের উপরও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। তাদেরকে নিদর্শন দেয়া হয়। তাদের দাবী ও চাহিদামত পাথরের মধ্য থেকে তাদের চোখের সামনে উষ্ট্রী বের হয়ে আসে। কিন্তু তথাপি তাদের ভাগ্যে ঈমান আসেনি। বরং হঠকারিতায় তারা বাড়তেই থাকে। নাবী সালিহকে (আঃ)

ভয় প্রদর্শন করতে থাকে। সালিহসহ (আঃ) ঈমানদারদেরকে তারা বলতে শুরু করে ঃ তোমরা আমাদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করব। ফলে তাদেরকে প্রচণ্ড এক শব্দ দ্বারা ধ্বংস করা হয়।

وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ কারূন ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। সে মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যমীনে সে গর্বভরে চলতে থাকে এবং ধনের গর্বে গর্বিত হয় ও ফুলে-ফেপে ওঠে। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার দলবল ও প্রাসাদসহ ভূ-গর্ভে প্রোথিত করেন। কিয়ামাত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে।

وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ফির'আউন, তার মন্ত্রী হামান এবং তাদের দলবলকে এক প্রভাতে একই সাথে একই মুহুর্তে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়। তাদের মধ্যে এমন একজনও বাঁচেনি যে তাদের নাম নিতে পারে।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসব কিছু যে করেছিলেন তা তাদের প্রতি তাঁর যুল্ম ছিলনা। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই ফল।

৪১। আল্লাহর পরিবর্তে যারা অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে; এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরইতো দুর্বলতম, যদি তারা জানত।	٤١. مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

৪২। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ তা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٤٢. إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
৪৩। মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে।	٤٣. وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ

মূর্তি পূজকদের দেবতাদের তুলনা হল মাকড়সার জালের মত

যেসব লোক আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের পূজা-অর্চনা করে, তাদের পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা তাদের তৈরী মূর্তির কছে এবং পীর দরবেশের কাছে সাহায্য প্রার্থী হয় এবং বিপদ আপদে তাদের কাছে উপকার লাভের আশা করে। এদের দৃষ্টান্ত ওদের মত যারা মাকড়সার জালের নিচে আশ্রয় পাওয়ার আশা করে। যদি তাদের জ্ঞান থাকত তাহলে তারা সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে সৃষ্টের কাছে কোন কিছু আকাংখা করতনা। সুতরাং তাদের অবস্থা ঈমানদারদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনরা এক মযবূত হাতলকে ধরে রয়েছে। পক্ষান্তরে এই মুশরিকরা মাকড়সার জালে নিজেদের মস্তক লুকিয়ে রেখেছে। মু'মিনদের অন্তর আল্লাহর দিকে এবং তাদের দেহ সৎ আমলের দিকে ঝুকে রয়েছে। তারা যেন এমন শক্ত হাতল ধরে আছে যা কখনও ভেঙ্গে যাবেনা। আর এই কাফির ও মুশরিকদের অন্তর সৃষ্টবস্তুর দিকে এবং তাদের দেহ সৃষ্টবস্তুর উপাসনার দিকে আকৃষ্ট রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ তা অবগত আছেন। তিনি তাদেরকে তাদের দুষ্কর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন। তিনি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছেন এতে তাঁর যুক্তি ও নিপুণতা রয়েছে। তাদেরকে অবকাশ দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাদের থেকে বে-খবর। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ মানুষের (বুঝের) জন্য আমি এই সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি। কিন্তু শুধু (আমলকারী) আলেমরাই এটা অনুধাবন করে।

আমর ইব্ন মুররা (রাঃ) বলেন ঃ কুরআনুল হাকীমের যে আয়াত আমি পাঠ করি এবং ওর অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অপারগ হই তখন আমার মন খুবই বিচলিত হয় এবং অন্তরে খুব ব্যথা পাই ও ভীত হই যে, না জানি হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি মূর্খ বলে গণ্য হই। কেননা আল্লাহ তা'আলাতো বলে দিয়েছেন ঃ

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ মানুষের সামনে আমি এসব দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকি, কিন্তু আলেমরা ছাড়া কেহই এগুলি বুঝতে পারেনা। (ইব্ন আবী হাতিম ১৭৩৪৪, দুররুল মানসুর ৬/৪৬৪)

৪৪। আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	٤٤. خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শক্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এগুলি খেল-তামাশার জন্য ও অযথা সৃষ্টি করেননি। তিনি কুরআন নাযিলের মাধ্যমে নির্দেশনা দিয়েছেন ঃ

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৫)

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১)

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৭) অর্থাৎ এতে রয়েছে পরিস্কার প্রমাণ যে, সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণ তাঁরই আয়ত্বাধীন এবং এর গূঢ় তত্ত্ব তাঁরই জ্ঞানে রয়েছে।

বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৪৫। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।	٤٥. ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়া, কুরআন পাঠ করা এবং সালাত আদায় করার নির্দেশ

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেন কুরআনুল কারীম নিজেরা পাঠ করেন এবং অন্যদেরকেও শুনিয়ে দেন। আর তাঁরা যেন নিয়মিতভাবে সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।

সালাতের সাথে দু'টি বিষয় জড়িত। প্রথমতঃ এর মাধ্যমে অনৈতিক আচার/আচরণ দূর হয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সালাত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তার থেকে এ দু'টি বিষয় অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে ঃ হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক লোক সালাত আদায় করে, কিন্তু দিন হলে সে চুরিও করে।

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অতি সত্বরই তার সালাত তার এ মন্দ কাজ ছাড়িয়ে দিবে। (আহমাদ ২/৪৪৭) সালাত আল্লাহর যিকরের নাম, এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে ঃ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ *নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে।* আবুল আলিয়া (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সালাতে তিনটি বিষয় রয়েছে। এ তিনটি বিষয় না থাকলে সালাত আদায় করা হবেনা। প্রথম হল ইখলাস বা আন্তরিকতা অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সালাত আদায় করতে হবে, দ্বিতীয় হল আল্লাহর ভয় এবং তৃতীয় হল আল্লাহর যিক্‌র। ইখলাস দ্বারা মানুষ সৎ আমলকারী হয়ে যায়। আল্লাহর ভয়ের কারণে মানুষ পাপ কাজ পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহর যিক্‌র অর্থাৎ কুরআন মানুষকে ভাল ও মন্দ জানিয়ে দেয় এবং আদেশও করে, নিষেধও করে।

ইব্‌ন আউন আনসারী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি সালাতে থাক তখন ভাল কাজে থাক এবং সালাত তোমাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। আর ওর মধ্যে যে যিক্‌র তুমি কর তা তোমার জন্য বড়ই উপকারের বিষয়।

٤٦. وَلَا تُجَـٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

৪৬। তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী এবং বল ঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পনকারী।

আহলে কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করা

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যখন কাফিরদের সাথে কোন ধর্মীয় ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তখন তা করতে হবে হিকমাতের সাথে, অতি উত্তম বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়ে। অন্যেরা যেমন ধর্ম বিষয়ে তর্ক জুড়ে দেয় তা না করে বরং উত্তম কথা দ্বারা তাদেরকে বুঝাতে হবে। অন্যত্র যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা। (সূরা নাহল ঃ ১৬ ঃ ১২৫) যেমন অন্য আয়াতে সাধারণ হুকুম বিদ্যমান রয়েছে ঃ

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৫) মূসা (আঃ) ও হারূনকে (আঃ) যখন ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করা হয় তখন মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নির্দেশ দেন ঃ

فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ

তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৪)

إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ *তবে তাদের সাথে (তর্ক) করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী।* তাদের মধ্যে যে যুল্ম ও হঠকারিতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তার সাথে আলোচনা বৃথা। এরূপ লোকের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের

সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এই যে, উত্তম ও নম্র ব্যবহারের পর যে তা না মানবে তার প্রতি কঠোর হতে হবে এবং যে যুদ্ধ করবে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। যাবির (রাঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর কিতাবের (কুরআন) বিরোধিতা করবে তাদেরকে তরবারি দ্বারা আঘাত করবে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ বল ঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ যখন আমাদেরকে এমন কিছুর খবর দেয়া হবে যা সত্য নাকি মিথ্যা তা আমাদের জানা নেই ওটাকে মিথ্যাও বলা যাবেনা এবং সত্য বলাও চলবেনা। কেননা এরূপ করলে হতে পারে যে, আমরা কোন সত্যকে মিথ্যা বলে দিব এবং হয়তো কোন মিথ্যাকে সত্য বলে ফেলব। সুতরাং শর্তের উপর সত্যতা স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ বলতে হবে ঃ "আল্লাহর বাণীর উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। যদি তোমাদের পেশকৃত বিষয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে আমরা তা মেনে নিব। আর যদি তোমরা তাতে পরিবর্তন করে ফেলে থাক তাহলে আমরা তা মানতে পারিনা।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত ইবরানী ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলিমদের জন্য আরাবী ভাষায় ওর তাফসীর করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাদেরকে সত্যবাদীও বলনা, মিথ্যাবাদীও বলনা। বরং তোমরা বল ঃ আমরা আল্লাহয় ঈমান এনেছি। তিনি আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ একই এবং তাঁরই প্রতি আমরা আত্মসমর্পণকারী। (ফাতহুল বারী ৮/২০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কি করে তোমরা আহলে কিতাবকে (দীন সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করতে পার? তোমাদের উপরতো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সবে মাত্রই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত এবং এর মধ্যে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটেনি। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বলেই দিয়েছেন যে, আহলে

কিতাব আল্লাহর দীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা আল্লাহর কিতাবকে পাল্টে ফেলেছে এবং নিজেদের হাতের লিখা কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে চালাতে শুরু করেছে। আর এভাবে তারা পার্থিব ক্ষুদ্র উপকার লাভ করতে রয়েছে। তোমাদের কাছে যে আল্লাহর ইলম রয়েছে তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞেস করতে যাবে? এটা কত বড় লজ্জার কথা যে, তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছ অথচ তারাতো তোমাদেরকে কখনও কিছুই জিজ্ঞেস করেনা। (বুখারী ৭৩৬৩)

হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, তিনি একদা মুআ'বিয়াকে (রাঃ) মাদীনায় কুরাইশদের একটি দলকে বলতে শুনেছেন ঃ দেখ, এসব আহলে কিতাবের মধ্যে তাদের কথা বর্ণনায় সবচেয়ে উত্তম ও সত্যবাদী হচ্ছেন কা'ব-আল আহবার (রহঃ)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা কখনও কখনও তাঁর কথার মধ্যেও মিথ্যা পেয়ে থাকি। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেন। বরং তিনি যে কিতাবগুলির উপর নির্ভর করেন ওগুলির মধ্যেই সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত রয়েছে। তাদের মধ্যে মযবূত ইল্‌মের অধিকারী হাফিযদের দল ছিলইনা। এ উম্মাতের (উম্মাতে মুহাম্মাদীর) উপর আল্লাহর এটা একটি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তাদের মধ্যে উত্তম মন মস্তিষ্কের অধিকারী, বিচক্ষণ, মেধাবী এবং ভাল স্মরণশক্তি সম্পন্ন লোক তিনি সৃষ্টি করেছেন। তবুও দেখা যায় যে, এখানেও কতইনা জাল ও বানানো হাদীস জমা হয়েছে। তবে মুহাদ্দিসগণ এসব মিথ্যাকে সত্য হতে পৃথক করে দিয়েছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যই।

৪৭। এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও (মাক্কাবাসী) কেহ কেহ এতে বিশ্বাস করে। শুধু কাফিরেরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।	٤٧. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَٰفِرُونَ

৪৮। তুমিতো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।	٤٨. وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ
৪৯। বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। শুধু যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।	٤٩. بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ

আল্লাহই যে কুরআন নাযিল করেছেন তার প্রমাণ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! আমি যেমন পূর্ববর্তী নাবীদের প্রতি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আমার এই কিতাবের মর্যাদা দিয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে এটা পাঠ করে। সুতরাং যেমন তারা তাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর ঈমান এনেছে, অনুরূপভাবেই এই পবিত্র কিতাবকেও তারা মেনে চলে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ। আর ঐ লোকেরাও অর্থাৎ কুরাইশ প্রভৃতি গোত্রের মধ্য হতেও কতক লোক এর উপর ঈমান এনে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই শুধু এই কিতাবকে অস্বীকারকারী। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ تَتْلُو من قَبْله من كتَاب وَلاَ تَخُطُّهُ بيَمينكَ হে নাবী! তোমার উপর এই কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমিতো তোমার বয়সের একটা বড় অংশ এই কাফিরদের মধ্যে অতিবাহিত করেছ। সুতরাং তারা ভালরূপেই জানে যে, তুমি লিখা পড়া জানতেনা। সমস্ত গোত্র ও সারা দেশবাসী এ খবর রাখে যে, তোমার কোন আক্ষরিক জ্ঞান ছিলনা। এতদসত্ত্বেও যখন তুমি এক চারুবাক

সম্পন্ন ও জ্ঞানপূর্ণ কিতাব পাঠ করছ তখনতো তা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এই কথাটিই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিল। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

মজার কথা এই যে, আল্লাহর নিস্পাপ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব সময়ের জন্য লিখা হতে দূরে রাখা হয়। একটি অক্ষরও তিনি লিখতে পারতেননা। তিনি লেখক নিযুক্ত করেছিলেন, যারা আল্লাহর অহী লিখতেন। প্রয়োজনের সময় দুনিয়ার বাদশাহদের নিকট চিঠি-পত্র তারাই লিখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরক্ষরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলার বলেন ঃ

إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ তুমি লিখাপড়া জানলে মিথ্যাচারীরা তোমার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ পেত যে, তুমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পড়ে, লিখে বর্ণনা করছ। কিন্তু এখানে এরূপ হচ্ছেনা। এতদসত্ত্বেও এই লোকগুলো আল্লাহর নাবীর উপর এই অপবাদ দিচ্ছে যে, তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের কাহিনী বর্ণনা করছেন, যা তাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়। তাদের কথার উত্তরে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫)

قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

তুমি বলে দাও ঃ এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমান ও যমীনের গোপনীয় বিষয় সম্যক অবগত আছেন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬) এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। অর্থাৎ এই কুরআনের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। আলেমদের পক্ষে এগুলি বুঝা, মুখস্থ করা এবং জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া খুবই সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٍ

কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) এমন একটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা দেখে লোকে ঈমান আনে। অনুরূপভাবে আল্লাহ আমার প্রতি একটি জিনিস অহী করেছেন। আমি আশা করি যে, সব নাবীর (আঃ) অনুসারীদের চেয়ে আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯)

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হিমার (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা (স্বীয় নাবীকে) বলেন ঃ হে নাবী! আমি তোমাকে পরীক্ষা করব এবং তোমার মাধ্যমে জনগণকেও পরীক্ষা করব। আমি তোমার উপর এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করব যা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা যাবেনা। তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করে থাক। (মুসলিম ৪/২১৯৭) অর্থাৎ কাগজে কোন লিখা ধুইয়ে ফেললে তা নষ্ট হলেও কুরআন কখনও নষ্ট হবেনা। কেননা তা বক্ষে রক্ষিত থাকবে। এটা অন্তরে সদা গাঁথা থাকে। শব্দ ও অর্থের দিক দিয়েও এটি একটি জীবন্ত মু'জিযা। এ কারণেই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এই উম্মাতের একটি বিশেষণ এও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَنَا جِيْلُهُمْ فِىْ صَدُوْرِهِم তাদের কিতাব তাদের বক্ষে থাকবে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। যারা সত্যকে বুঝেওনা এবং ওদিকে আকৃষ্টও হয়না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

৫০। তারা বলে ঃ রবের নিকট হতে তার প্রতি নিদর্শন প্রেরিত হয়না কেন? বল ঃ নিদর্শন আল্লাহর ইচ্ছাধীন, আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।	٥٠. وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৫১। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।	٥١. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
৫২। বল ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। যারা বাতিলকে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত।	٥٢. قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

মূর্তি পূজকদের মু'জিযা দাবী এবং এর জবাব

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের হঠকারিতা ও অহংকারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমনই নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল যেমন সালিহর (আঃ) কাছে তাঁর কাওম নিদর্শন তলব করেছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّه হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আয়াত, মু'জিযা এবং নিদর্শনাবলী দেখানো আমার সাধ্যের বিষয় নয়। এটা আল্লাহর কাজ। তিনি তোমাদের সৎ নিয়াতের কথা জানলে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে মু'জিযা দেখাবেন। আর যদি তোমরা হঠকারিতা কর এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেই থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ নন যে, তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি কাজ করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بِهَا

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্‌ম করেছিল। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। আমার কাজ শুধু তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। সুপথে পরিচালিত করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর কাজ। মহান আল্লাহর বলেন ঃ

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

مَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيّٗا مُّرۡشِدٗا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭)

আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুশরিকদের অত্যধিক মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে, অথচ তাদের কাছে অতি মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এসেছে, যার মধ্যে কোনক্রমেই মিথ্যা প্রবেশ করতে পারেনা। না সম্মুখ থেকে, আর না পিছন থেকে। এতদসত্ত্বেও তারা নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! এই কিতাবতো সবচেয়ে বড় মু'জিযা। দুনিয়ার সমস্ত বাকপটু এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং এর মত কালাম পেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয়েছে। সমস্ত কুরআনের মুকাবিলা করাতো দূরের কথা, দশটি সূরা, এমন কি একটি সূরা আনয়ন করার চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ তাহলে এত বড় মু'জিযা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তারা অন্য নিদর্শন তলব করছে? এটিতো একটি পবিত্র গ্রন্থ যার মধ্যে অতীতের ও ভবিষ্যতের খবর এবং বিবাদের মীমাংসা রয়েছে। এটা এমন এক ব্যক্তির মুখে পঠিত হচ্ছে যিনি আক্ষরিক জ্ঞানশূন্য। যিনি কারও কাছে 'আলিফ, 'বা'ও পাঠ করেননি। যিনি কখনও একটি অক্ষরও লিখেননি এবং লিখতে জানেননা। যিনি কখনও বিদ্বানদের সাথেও উঠাবসা করেননি। তিনি এমন একটি কিতাব পাঠ করছেন যার দ্বারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা জানা যাচ্ছে। যার মধ্যে দুনিয়াপূর্ণ উৎকৃষ্টতা বিদ্যমান রয়েছে।

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَـٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৭)

وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ

তারা বলে ঃ সে তার রবের নিকট হতে আমাদের জন্য কোন নিদর্শন কেন আনয়ন করেনা? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে? (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন নাবী/রাসূল ছিলেননা যাদেরকে কোন না কোন মু'জিযা প্রদান করা হয়নি যার মাধ্যমে তাদের নাবুওয়াতের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অহী প্রদান করেছেন যা আমার উপর প্রত্যাদেশ করা হয় এবং আমি আশা করছি যে, কিয়ামাত দিবসে আমার অনুসারীরাই হবে সবচেয়ে বেশি। (আহমাদ ২/৩৪১, ফাতহুল বারী ৮/৬১৯, মুসলিম ১/১৩৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। এই কুরআন সত্যকে প্রকাশকারী, মিথ্যাকে ধ্বংসকারী। এই কিতাব পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী মানুষের সামনে তুলে ধরে মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে এবং পাপীদের পরিণাম প্রদর্শন করে মানুষকে পাপকাজ হতে বিরত রাখছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাদের অবিশ্বাস ও হঠকারিতা এবং আমার সত্যবাদিতা ও শুভাকাঙ্ক্ষা সম্যক অবগত। আমি যদি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করতাম তাহলে অবশ্যই তিনি আমা হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৭) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তিনি অবগত। অর্থাৎ কোন গোপন বিষয়ই তাঁর কাছে গোপন থাকেনা। অতঃপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। এখানে তারা যে ঔদ্ধত্যপনা দেখাচ্ছে এর শাস্তি তাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে। আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং মূর্তির ইবাদাত করার চেয়ে বড় যুল্ম আর কি হতে পারে? তারা যা করছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু জ্ঞাত আছেন এবং ঐ পাপ কাজের জন্য অবশ্যই তিনি শাস্তি দিবেন।

৫৩। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিতকাল না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে।	٥٣. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
৫৪। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।	٥٤. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ
৫৫। সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।	٥٥. يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

মূর্তি পূজকদের শাস্তি ত্বরান্বিত করার দাবী

মুশরিকরা যে অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর আযাব চাচ্ছিল তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই মুশরিকরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর শাস্তি

তড়িৎ আনয়নের কথা বলেছিল এবং স্বয়ং আল্লাহর নিকটও প্রার্থনা করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) এখানে তাদেরকে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ যদি বিশ্বরবের পক্ষ হতে এটা নির্ধারিত না থাকত যে, এই কাফিরদেরকে কিয়ামাতের দিন শাস্তি দেয়া হবে তাহলে তাদের শাস্তি চাওয়া মাত্রই তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি নেমে আসতো। এখন তাদের এর প্রতিও বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের উপর শাস্তি আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। যারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলছে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, জাহান্নামতো তাদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত কথা যে, শাস্তি তাদের উপর আসবেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ সেই দিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪১) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও (আগুনের) আচ্ছাদন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১৬) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ

হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানতো যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৯) এসব আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই কাফিরদেরকে চতুর্দিক হতে আগুন পরিবেষ্টন করবে। তাদের সম্মুখ হতে, পিছন হতে, উপর হতে, নীচ হতে, ডান দিক হতে এবং বাম দিক হতে আগুন তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ

ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। সুতরাং প্রথমতঃ এই বাহ্যিক ও দৈহিক শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ এই মানসিক শাস্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَـٰهُ بِقَدَرٍ

যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সেই দিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৮-৪৯) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে। (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৬)

৫৬। হে আমার মু'মিন বান্দারা! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।	**٥٦. يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّـٰىَ فَٱعْبُدُونِ**

৫৭। জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	٥٧. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
৫৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎ কর্মশীলদের -	٥٨. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ
৫৯। যারা ধৈর্য অবলম্বন করে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।	٥٩. ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
৬০। এমন কত জীব জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা; আল্লাহই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٦٠. وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

হিজরাতের আদেশ, উত্তম রিয্কের প্রতিশ্রুতি এবং উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে হিজরাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যেখানে তারা দীনকে কায়েম রাখতে পারবেনা সেখান থেকে তাদেরকে এমন

জায়গায় চলে যেতে হবে যেখানে তারা দীনের কাজ স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون আল্লাহর যমীন খুব প্রশস্ত। সুতরাং যেখানে তারা আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক তাঁর ইবাদাতে মশগুল থেকে তাঁর একাত্মবাদ ঘোষণা করতে পারবে সেখানেই তাকে হিজরাত করতে হবে।

সাহাবায়ে কিরামের জন্য মাক্কায় অবস্থান করা যখন কষ্টকর হয়ে গেল তখন তারা হিজরাত করে ইথিওপিয়া চলে যান, যাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তখনকার ইথিওপিয়ার বুদ্ধিমান ও দীনদার বাদশাহ্ আশামাহ নাজ্জাশী (রহঃ) পূর্ণভাবে তাদের আশ্রয়, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করেন। সেখানে তারা মর্যাদার সাথে বসবাস করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় হিজরাত করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তোমাদের সবাইকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং আমার সম্মুখে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে। অতএব তোমাদের জীবন আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার কাজে নিয়োজিত করা উচিত যাতে মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়ে বিপদে পড়তে না হয়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ মু'মিন ও সৎ লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আদনের সুউচ্চ প্রসাদে স্থান দিবেন, যার পাদদেশে বিভিন্ন নদী প্রবাহিত যাতে তারা ইচ্ছা করলে পানি, মদ, মধু কিংবা দুধের প্রবাহ যে দিকে খুশি সেই দিকে বইয়ে দিতে পারবে।

خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম! সেখান হতে তাদেরকে কখনও বের করা হবেনা। না সেখানকার নি'আমাতরাজি কখনও শেষ হবে, আর না কিছু হ্রাস পাবে। তারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে এবং আল্লাহর পথে

হিজরাত করে। তারা আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে ত্যাগ করে এবং তাঁর নি'আমাত ও পুরস্কারের আশায় পার্থিব সুখ-শান্তির অন্বেষনে মেতে থাকেনা।

আবূ মূ'আনিক আল আশ'আরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) তার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন অট্টালিকা রয়েছে যার বাইরের দিক ভিতরের দিক হতে এবং ভিতরের দিক বাইরের দিক হতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা তা এমন লোকদের জন্য তৈরী করেছেন যারা (মানুষকে) খাদ্য খেতে দেয়, ভাল কথা বলে, নিয়মিত সালাত আদায় করে ও সিয়াম পালন করে এবং রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে, যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। (তাবারানী ১৯/৩৭২)

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।* অর্থাৎ দুনিয়াদারী এবং দীনের ব্যাপারে সবকিছুতেই তারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জীবন ধারণের জন্য আহার্য কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়নি, বরং যেখানেই তাঁর সৃষ্টি রয়েছে সেখানেই তিনি তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অবশ্য মুহাজিরগণ যখন হিজরাত করে মাদীনায় চলে যান সেখানে তারা পূর্বের চেয়ে আরও বেশি আহার্য পান এবং তাদের হিজরাতের কয়েক বছরের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। এটা ছিল মুসলিমদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا *এমন কত জীব জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা।* অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ করে মওজুদ করে রাখার মত ক্ষমতা ও সুযোগ তাদের নেই যা দিয়ে তারা ভবিষ্যতের প্রয়োজন মিটাতে পারে।

اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ *আল্লাহই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে।* আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও কষ্টে ফেলেননা। প্রতিদিনের খাদ্য যাতে তারাও পেতে পারে সেই ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন, যদিও তাদের কেহ কেহ শারীরিকভাবে দুর্বল কিংবা অসমর্থ। তিনি প্রত্যেকের জন্য পরিমিতভাবে খাদ্য যোগান দেন। মাটির গর্তে অবস্থানরত পিপীলিকা, আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখি কিংবা সমুদ্রে বিচরণশীল মাছ কেহকেই আল্লাহ তা'আলা অনাহারে রাখেননা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তিনি সর্বশ্রোতা অর্থাৎ তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা শ্রবণকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ বান্দাদের গতি-বিধি সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

৬১। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?	٦١. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
৬২। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।	٦٢. ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
৬৩। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ওকে	٦٣. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ

ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ	**সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুভব করেনা।**

তাওহীদের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সঠিক ও প্রকৃত মা'বূদ তিনিই। স্বয়ং মুশরিকরাও এটা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, সূর্য ও চন্দ্রকে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিতকারী, দিবস ও রজনীকে পর্যায়ক্রমে আনয়নকারী, সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের খাদ্যেরও বিভিন্নতা রেখেছেন, যার ফলে কেহ ধনী এবং কেহ গরীব। কে ধনী হওয়ার হকদার এবং কে দরিদ্র হওয়ার হকদার তা তিনিই ভাল জানেন। বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনিই ভাল খবর রাখেন।

সুতরাং মুশরিকরা নিজেরাই যখন স্বীকার করে যে, সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ এবং সবকিছুরই উপর তিনিই পূর্ণ ক্ষমতাবান, তখন তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা কেন করছে? আর কেনই বা তারা অন্যদের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে? রাজ্যের মালিক যখন একমাত্র তিনিই তখন ইবাদাতের যোগ্যও একমাত্র তিনিই হবেন। পালনকর্তা হিসাবে একমাত্র তাঁকে মেনে নিচ্ছে, অথচ একমাত্র উপাস্য হিসাবে তারা তাঁকে এক মানছেনা। এটা অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। মাক্কার মুশরিকরা তাওহীদে রুবূবিয়্যাতকে স্বীকার করত। তাই তাদেরকে বিবেচক হতে বলে তাওহীদে উলূহিয়্যাতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। মুশরিকরা হাজ্জ ও উমরাহ করার সময় 'লাব্বাইক' বলার মাধ্যমেও আল্লাহকে অংশীবিহীন স্বীকার করত। তারা বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

হে আল্লাহ! আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু এমন অংশীদার রয়েছে যার মালিক এবং যার রাজ্যেরও মালিক আপনি।

৬৪। এই পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।	٦٤. وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ
৬৫। তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়।	٦٥. فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
৬৬। তাদের প্রতি আমার দান তারা অস্বীকার করে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই তারা জানতে পারবে।	٦٦. لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

দুনিয়ার তুচ্ছতা, ঘৃণ্যতা, নশ্বরতা এবং ধ্বংসশীলতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। এ দুনিয়া খেল-তামাশার জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ পক্ষান্তরে আখিরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী ও অবিনশ্বর। এটা ধ্বংস, নষ্ট, হ্রাস ও তুচ্ছতা হতে মুক্ত। যদি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকত তাহলে কখনও এই স্থায়ী জিনিসের উপর অস্থায়ী জিনিসকে প্রাধান্য দিতনা।

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْك دَعَوُا اللَّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدِّينَ এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, এই মুশরিকরা অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় এক ও অংশীবিহীন

আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় এবং কষ্ট দূর হয়ে যায় তখন অন্যদেরকে ডাকতে শুরু করে। তাহলে সব সময়েই কেন তারা অন্যদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে ডাকেনা? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশী করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ) (ইব্ন আবূ জাহল) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা জয় করেন তখন ইকরিমাহ (রাঃ) ইব্ন আবূ জাহল সেখান হতে পালিয়ে যান এবং ইথিওপিয়ায় গমনের ইচ্ছা করে জাহাজে আরোহণ করেন। ঘটনাক্রমে ভীষণ ঝড়-তুফান শুরু হয়ে যায় এবং জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন সবাইকে বলল ঃ হে লোকসকল! তোমরা সবাই বিশুদ্ধ চিত্তে একমাত্র আল্লাহকে ডাক। এখন মুক্তি দেয়ার ও উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। এ কথা শোনা মাত্রই ইকরিমাহ (রাঃ) বলে উঠেন ঃ আল্লাহর শপথ! সমুদ্রের বিপদে যদি উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই থাকে তাহলে স্থল ভাগের বিপদ হতেও উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, যদি আমি এই বিপদ হতে রক্ষা পাই তাহলে সরাসরি গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে তাঁর কালেমা পাঠ করব। আমার বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার অপরাধ মার্জনা করবেন এবং আমার প্রতি দয়া করবেন। এবং ঘটেছিলও তাই। (তাবারানী ৩/৩০১)

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا *তাদের প্রতি আমার দান তারা অস্বীকার করে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে।*

৬৭। তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়; তাহলে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٧. أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ
৬৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাসস্থল নয়?	٦٨. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـٰفِرِينَ
৬৯। যারা আমার উদ্দেশে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।	٦٩. وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ.

পবিত্র মাসজিদের মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা প্রদান

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের উপর তাঁর একটি অনুগ্রহের কথা বলছেন যে, তিনি তাদেরকে নিজের হারামে (মাক্কায়) স্থান দিয়েছেন। এটা এমন এক জায়গা যে, এখানে স্থানীয় কিংবা অস্থানীয় কেহ প্রবেশ করলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। এখানে প্রবেশাধিকার সবার জন্য সমান। এর আশে-পাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লুট-

পাট হতে থাকে। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ. إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীস্ম সফরের, অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ১-৪)

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّه يَكْفُرُونَ তাহলে এত বড় নি'আমাতের শুকরিয়া কি এটাই যে, তারা আল্লাহর সাথে মূর্তি ও অন্যান্যদেরও ইবাদাত করবে?

بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮) তাদের উচিত ছিল, তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী থাকবে এবং শেষ নাবী ও বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরোপুরি অনুসারী হবে। কিন্তু এর বিপরীত তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করতে, কুফরী করতে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করতে ও তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য এমন চরমে পৌঁছেছে যে, তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা থেকে বের করে দিতেও দ্বিধা করেনি। অবশেষে আল্লাহর নি'আমাত তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া শুরু হয়েছে। বদরের যুদ্ধে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিহত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মাক্কা জয় করিয়েছেন এবং তাদেরকে করেছেন লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ তার চেয়ে বড় যালিম আর কেহ হতে পারেনা, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। অহী না এলেও বলে যে, তার উপর আল্লাহর অহী এসেছে। তার চেয়েও বড় যালিম কেহ নেই যে হক এসে যাওয়ার পরেও ওকে অবিশ্বাস করার কাজে

উঠে পড়ে লেগে যায়। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এরূপ মিথ্যা আরোপকারী ও অবিশ্বাসী লোকেরা কাফির।

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ আর কাফিরদের বাসস্থান হল জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আমার উদ্দেশে সংগ্রামকারীদেরকে অবশ্যই আমি আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবীবর্গ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবেন। দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আমার রাস্তায় চলার জন্য আমি তাদেরকে সাহায্য করব। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আব্বাস আল হামদানী আবূ আহমাদ (রহঃ), যিনি ছিলেন একজন আক্কার (ফিলিস্তিন) অধিবাসী বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যারা নিজেদের ইলম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে ঐ সব বিষয়েও সুপথ প্রদর্শন করবেন যা তাদের ইলমের মধ্যে নেই।

আহমাদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ারী (রহঃ) বলেন, আবূ সুলাইমান দারানীর (রহঃ) সামনে আমি এটা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ যার অন্তরে কোন কথা জেগে ওঠে, যদিও তা ভাল কথাও হয়, তবুও ওর উপর আমল করা ঠিক হবেনা যে পর্যন্ত না কুরআন ও হাদীস দ্বারা ওটা প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয়ে গেলে ওর উপর আমল করতে হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে যে, তিনি তার অন্তরে এমন কথা জাগিয়ে দিয়েছেন যা কুরআন ও হাদীস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আশ শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঃ) বলেন ঃ ইহসান হচ্ছে ওরই নাম যে, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যে সদ্ব্যবহার করে তার সাথে সদ্ব্যবহার করার নাম ইহসান নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা আনকাবূত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩০ ঃ রূম, মাক্কী

٣٠ - سورة الروم، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬০, রুকূ ৬)

(اَيَاتُهَا : ٦٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম মীম।	١. الٓمٓ
২। রোমকরা পরাজিত হয়েছে -	٢. غُلِبَتِ ٱلرُّومُ
৩। নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে -	٣. فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ
৪। কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে -	٤. فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
৫। আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٥. بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ
৬। এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা, কিন্তু অধিকাংশ লোক	٦. وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ

জানেনা।	لَا يَعْلَمُونَ
৭। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল।	٧. يَعْلَمُونَ ظَـٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَـٰفِلُونَ

রোম সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

এই আয়াতগুলি ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন পারস্য সম্রাট সা'বূর সিরিয়া রাজ্য ও আরাব উপদ্বীপের আশে পাশের শহরগুলির উপর বিজয় লাভ করে এবং রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পরাজিত হয়ে কনস্টান্টিনোপলে অবরুদ্ধ হন। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ চলতে থাকে। পরিশেষে পরিবর্তন হয় এবং হিরাক্লিয়াসের বিজয় লাভ হয়। বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ এই আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রোমকদেরকে পরাজয়ের উপর পরাজয় বরণ করতে হয় এবং অতঃপর তারা বিজয় লাভ করে। রোমদের পরাজয়ে মুশরিকরা খুবই আনন্দিত হয়। কেননা তাদের মত পারস্যবাসীরাও ছিল মূর্তিপূজক। আর মুসলিমরা কামনা করত যে, রোমকরা যেন পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে। কেননা কমপক্ষে তারা আহলে কিতাবতো ছিল। রোমানরা যে আহলে কিতাব এ কথা আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রোমকরা সত্বরই বিজয় লাভ করবে। আবূ বাকর (রাঃ) এ খবর মুশরিকদের নিকট পৌঁছালে তারা বলে ঃ আসুন, একটি সময়কাল নির্ধারণ করি। যদি এই সময়ের মধ্যে রোমকরা বিজয় লাভ না করে তাহলে আপনারা আমাদেরকে এত এত দিবেন। আর যদি আপনাদের কথা সত্যে পরিণত হয় তাহলে আমরা আপনাদেরকে এত এত দিব। সুতরাং পাঁচ বছরের মেয়াদ নির্ধারিত হল। এই মেয়াদও পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু রোমকরা বিজয় লাভে সমর্থ হলনা। আবূ বাকর (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ খবরও পৌঁছে দিলেন। তিনি বললেন ঃ দশ বছরের মেয়াদ কেন নির্ধারণ করেননি?

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, কুরআনুল কারীমে মেয়াদের জন্য بِضْعٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রয়োগ হয়ে থাকে দশ হতে কমের উপর। হয়েছিলও তাই। দশ বছরের মধ্যেই রোমকরা জয়যুক্ত হয়েছিল। এরই কারণ এ আয়াতে রয়েছে। (আহমাদ ১/২৭৬, তিরমিযী ৯/৫১, নাসাঈ ৬/৪২৬) ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান দুর্বল বলেছেন।

আবূ ঈসা আত তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নাইআর ইব্‌ন মুকরাম আস আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ যখন الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بِضْعِ سِنِينَ এ আয়াতটি নাযিল হয় সেই সময় পারস্যবাসীরা রোমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। মুসলিমরা চাচ্ছিল যে, রোমানরা যেন পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে। তখনকার রোমানরা আহলে কিতাবের অনুসারী ছিল।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কুরাইশরা চাচ্ছিল, পারস্যবাসীরা যেন রোমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার অব্যাহত রাখতে পারে। কারণ তারা উভয়েই আল্লাহর কোন কিতাবের অনুসারী ছিলনা এবং তারা কিয়ামাত দিবসকেও অস্বীকার করত।

الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بِضْعِ سِنِينَ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ বাকর (রাঃ) মাক্কার আনাচে কানাচে গিয়ে এটি পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। কুরাইশদের কেহ কেহ আবূ বাকরকে (রাঃ) বলল ঃ আসুন! আপনার এবং আমাদের মধ্যে বাজি ধরি। আপনার সাথী (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাবী করছেন যে, রোমানরা পারসিকদেরকে (بِضْع) তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে পরাজিত করবে, এ বিষয়ে আপনার এবং আমাদের মাঝে বাজি ধরা হোক। আবূ বাকর (রাঃ) তখন বললেন ঃ ঠিক আছে, তা হতে পারে। এটা ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন পর্যন্ত বাজি ধরা নিষিদ্ধ করা হয়নি। মুশরিকরা আবূ বাকরকে (রাঃ) বলল ঃ আমরা যদি তিন এবং নয়- এর মাঝামাঝি সময় ষষ্ঠ বছরকে বাজি ধরার সময়

নির্ধারণ করি তাহলে সেই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আসুন আমরা ঐ সময়কেই সাব্যস্ত করে নেই। সুতরাং ঐ ষষ্ঠ বছরকেই তারা বাজি হিসাবে মেনে নিল। ষষ্ঠ বছর পার হওয়ার পরেও রোমানরা পারসিকদের উপর জয়লাভ করতে সক্ষম হলনা। সুতরাং কুরাইশ কাফিরেরা আবূ বাকরের (রাঃ) কাছ থেকে বাজির অর্থ নিয়ে নিল। সপ্তম বছরে যখন রোমানরা পারসিকদের উপর জয়লাভ করে তখন মুসলিমরা আবূ বাকরকে (রাঃ) দোষারোপ করলেন যে, তিনি কেন ছয় বছরের ব্যাপারে বাজি ধরতে রাজি হলেন। আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ বলেছেন بِضْعِ। আর بِضْعِ শব্দের অর্থ হচ্ছে তিন থেকে নয়। যা হোক, পারসিকদের উপর বিজয় লাভের পর কুরআনের বাণী সত্য প্রমাণিত হওয়ায় অনেক অমুসলিম তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। (তিরমিযী ৯/৫২, হাসান)

রোমান কারা

এখন আয়াতের শব্দগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। হুরূফে মুকাত্তাআ'ত যেগুলি সূরার প্রথমে এসে থাকে, এগুলি সম্পর্কে আমি সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে আলোচনা করেছি।

রোমকরা সবাই আইয়ায ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশোদ্ভূত। এরা বানী ইসরাঈলের চাচাতো ভাই। রোমকদেরকে বানু আসফারও বলা হয়। এরা গ্রীকদের (ইউনানী) মাযহাবের উপর ছিল। গ্রীকরা ছিল ইয়াফীস ইব্ন নূহের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। এরা তুর্কীদের চাচাচো ভাই। এরা ছিল তারকার পূজারী। এরা সাতটি তারকার উপাসনা করত। এরা উত্তরমুখী হয়ে সালাত আদায় করত। এদের দ্বারাই দামেশক শহরের পত্তন হয়েছিল। তারা সেখানে উপাসনালয় তৈরী করে। ওর মেহরাব উত্তরমুখী। ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের পর তিন শত বছর পর্যন্ত রোমকরা তাদের পূর্ব মতবাদে অটল ছিল। তাদের মধ্যে যে কেহই সিরিয়া থেকে পারস্য উপসাগর এলাকার (অথবা জাযিরাহ উপদ্বীপের) বাদশাহ হতো তাকেই সিজার (কাই্সার) বলা হত। সর্বপ্রথম রোমকদের বাদশাহ কনস্টানটাইন ইব্ন কসতাস খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তার মা ছিল মারইয়াম হাইলানিয়্যাহ সাদকানিয়্যাহ। সে ছিল হারান এলাকার অধিবাসিনী। সে'ই সর্বপ্রথম খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার কথায় তার ছেলেও এই মাযহাব অবলম্বন করে। এর পূর্বে এ লোকটি ছিল দর্শনবাদে বিশ্বাসী। এ কথাও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, সে আসলে আন্তরিকতার সাথে এ ধর্ম গ্রহণ করেনি।

একদা বহু খৃষ্টান তার দরবারে একত্রিত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা, মতানৈক্য এবং তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন আরিউসের সাথে তর্ক-বিতর্ক হয়। ফলে তাদের মধ্যে বড় ধরনের বিভেদের সৃষ্টি হয়। ৩১৮ জন পাদরী মিলিতভাবে একখানা পুস্তক রচনা করেন যা কনস্টানটাইনকে প্রদান করা হয়। এতে বাদশাহর আকীদাহ ও মতাদর্শকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটাকে আমানাতে কুবরা বা বৃহত্তম সমঝোতা চুক্তি বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল খিয়ানাতে হাকীরাহ (ঘৃণ্য খিয়ানাত)। এ সময় তাকে তাদের নিয়ম-নীতির কিতাব প্রদান করা হয় এবং তাতে হারাম/হালালসহ অনেক কিছু বর্ণনা করা হয়। তাদের আলেমরা মনের আনন্দে যা খুশী তাই লিখে তাতে যুক্ত করে এবং দীনে মাসীহকে তারা মন খুলে কম বেশী পরিবর্তন করে। ফলে আসল দীন পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিকল্পিত হয়ে যায়। তারা পূর্বদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা শুরু করে এবং শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে তারা বড় দিন ধার্য করে। তারা ক্রুসের উপাসনা শুরু করে। শূকরকে তারা হালাল করে নেয়। বহু নতুন নতুন উৎসব তারা আবিষ্কার করে। যেমন ঈদ, ক্রুশ, নৈশভোজের উৎসব, ‘পাম সানডে’ ‘ইষ্টার সানডে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর তাদের আলেমদের মর্যাদার স্তর তারা নির্ধারণ করে নিয়েছে এবং তাদের একজন বড় পাদরী হয়ে থাকে। তার অধীনে ছোট ছোট পাদরীদের ক্রমিক পর্যায়ে মর্যাদার স্তর বন্টন করে দেয়া হয়। তারা রুহবানিয়্যাত ও বৈরাগ্যের নতুন বিদ‘আত আবিষ্কার করে নিয়েছে। তাদের জন্য বাদশাহ বহু সংখ্যক গীর্জা ও মন্দির তৈরী করে দেয়। বাদশাহ একটি নতুন শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যে শহরের নামকরণ করা হয় কনস্টানটিনোপল। বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ সেখানে বারো হাজার গীর্জা নির্মাণ করে। বাইতে-লাহমে তিনটি মেহরাব তৈরী করা হয়। তার মা’ও যিশুর নামে একটি পুন্য সমাধি (কামাকিমা) তৈরী করে দেয়। তারা সবাই বাদশাহর দীনের উপর ছিল।

তারপর আসে ইয়াকূবিয়্যাহ ও নাসতূরিয়্যাহ। এরা সবাই ইয়াকূব আল আসকাফ এবং নাসতূরের অনুসারী ছিল। তাদের বহু দল সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, এদের ছিল ৭২টি ফিরকা। খৃষ্টধর্ম অনুসরণ করে তাদের রাজত্ব ও আধিপত্য বরাবর চলে আসছিল। একের পর এক সিজার (কাইসার) হয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত হিরাক্লিয়াস সিজার (কাইসার) হন। ইনিই ছিলেন সমস্ত বাদশাহর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। তিনি একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন বড় জ্ঞানী ও দূরদর্শী লোক। এ

ব্যাপারে তার কোন জোড়া ছিলনা। তার রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারস্য সম্রাট কিসরা উঠে পড়ে লাগে। ইরাক, খুরাসানসহ ঐ এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও তার সাথে মিলিত হয়। তার নাম ছিল সাবুর যুল আখতাফ। তার রাজ্য সিজারের রাজ্য অপেক্ষাও বড় ছিল। কিসরা ছিল অগ্নি উপাসক।

কিভাবে সিজার (কাইসার) কর্তৃক কিসরাহ পরাজিত হয়েছিল

ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, কিসরার সেনাপতি সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, স্বয়ং কিসরা সিজারের (কাইসারের) মুকাবিলা করেছিল। সিজার যুদ্ধে পরাজিত হন। এমনকি তিনি কনষ্টান্টিনোপলে (কুসতুনতুনিয়ায়) অবরুদ্ধ হন। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ চলতে থাকে। খৃষ্টানরা তার খুব সম্মান করত। বহু দিন অবরোধ করে রাখার পরেও কিসরার সেনাবাহিনী রাজধানী দখল করতে পারলনা। কারণ ঐ শহরের রক্ষাবুহ্য ব্যবস্থা ছিল খুবই মযবূত। ঐ শহরের অর্ধাংশ সমুদ্রের দিকে ছিল। আর বাকী অংশ ছিল স্থলভাগ সংলগ্ন। সামুদ্রিক পথে খাদ্য ও রসদ সিজারের নিকট বরাবরই পৌঁছতে থাকে। অবশেষে সিজার এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি কিসরাকে বলে পাঠালেন ঃ আপনি যা ইচ্ছা আমার নিকট হতে গ্রহণ করুন এবং যে শর্তের উপর ইচ্ছা সন্ধি করুন। আপনি অর্থ কিংবা যা চাইবেন আমি তাই দিতে প্রস্তুত আছি। কিসরা এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হল। অতঃপর সে এত বেশী স্বর্ণ, রত্ন, দাস-দাসী ইত্যাদি চেয়ে বসলো যা পৃথিবীর কোন বাদশাহ শত চেষ্টা করলেও তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেনা। কিন্তু সিজার এটাও মেনে নিলেন। কারণ এর দ্বারা তিনি কিসরার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পেলেন। তিনি ভালরূপেই বুঝতে পারলেন যে, কিসরা অত্যন্ত নির্বোধ বাদশাহ। সে যে মাল চেয়েছে তা যদি তারা দু'জনে মিলে সংগ্রহ করতে চায় তবুও তাদের পক্ষে দশ ভাগের এক ভাগও জমা করা সম্ভব নয়। তিনি কিসরার কাছে আবেদন করলেন যে, সে যেন তাকে তার রাজ্যের অপর প্রান্ত সিরিয়া গিয়ে সময় মত এ মাল তাকে প্রদান করার ব্যাপারে সুযোগ দেয়। কিসরা তার এই আবেদন মঞ্জুর করে। সুতরাং রোম সম্রাট কনষ্টান্টিনোপল (কুসতুনতুনিয়া) ত্যাগ করার সময় জনগণকে একত্রিত করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুর সাথে কোথাও যাচ্ছি। যদি আমি এক বছরের মধ্যে ফিরে আসি তাহলে আমিই এ দেশের বাদশাহ থাকব। আর যদি এক বছরের মধ্যে ফিরে আসতে না পারি তাহলে ইচ্ছা করলে তোমরা আমার প্রতি অনুগত থাকতে পার অথবা তোমরা

যাকে খুশী বাদশাহ নির্বাচিত করবে। তার প্রজাবর্গ উত্তরে বলল ঃ আমাদের বাদশাহতো আপনিই, দশ বছর যাবতও যদি আপনি ফিরে না আসেন তাহলেও আপনিই আমাদের বাদশাহ থাকবেন।

প্রাণ নিয়ে বাজি ধরে এরূপ অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি রওয়ানা হন। তিনি যখন কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করেন তখন ছোট্ট একটি পদাতিক বাহিনী তার সাথে নেন। কনস্টান্টিনোপলের বাইরে কিসরা তার সেনাবাহিনী নিয়ে সিজারের আশায় অপেক্ষা করতে থাকে যে, কখন তিনি কিসরার জন্য ধন-রত্ন সংগ্রহ করে ফিরে আসবেন। আর ওদিকে সিজার তার ছোট্ট বাহিনী নিয়ে কিসরার এলাকা পারস্যে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তখন খুব কম সংখ্যক সৈন্যই অবস্থান করছিল, যেহেতু সবাই কিসরার সাথে যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে সিজার যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন নবীন/যুবকদের হত্যা করলেন এবং এভাবে হত্যা করতে করতে তিনি মাদায়িন পৌঁছেন। ঐ স্থানই ছিল কিসরার ক্ষমতার উৎস/কেন্দ্র। সেখানে কিসরার সিংহাসন অবস্থিত ছিল। সেখানকার রক্ষীবাহিনীর উপর তিনি জয়লাভ করলেন এবং ঐ শহরের সবাইকে হত্যা করেন এবং ওখানকার সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। সেখানের সমস্ত মহিলাকে বন্দী করেন এবং যুদ্ধোপযোগী লোকদেরকে হত্যা করেন। কিসরার ছেলেকে জীবন্ত বন্দী করলেন। কিসরার অন্দরবাসিনী মহিলাদেরকেও পাকড়াও করলেন। তার ছেলের মাথা মুণ্ডন করে গাধায় চড়িয়ে মহিলাদেরসহ অবমাননাকর অবস্থায় কিসরার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে লিখে পাঠালেন ঃ তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলে তা এখন গ্রহণ কর। তখনও কিসরা কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করেই ছিল ও সিজারের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। এ সময় তার পরিবারবর্গ ও অন্যান্য লোকদেরকে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হল ও কঠিনভাবে আক্রমণ করার ইচ্ছা করল। তখন সে যাইহুন নদীর দিকে অগ্রসর হল। কেননা এটাই ছিল কুসতুনতুনিয়া যাবার পথ। এ পথে সিজার বাহিনীকে বাধা দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। সিজার এটা জানতে পেরে পূর্বেই বড় রকমের কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সৈন্যকে নদীর মোহনায় মোতায়েন করেন এবং বাকীদের নিয়ে নদীর উপরের দিকে চলে যান। প্রায় এক দিন এক রাত চলার পর তিনি নিজের সাথে যে খড়কুটা, জন্তুর গোবর ইত্যাদি এনেছিলেন সবই পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। এগুলি ভাসতে ভাসতে কিসরার সেনাবাহিনীর সম্মুখ দিয়ে চলতে লাগল। তখন তারা মনে করল যে, সিজার ওখান থেকে চলে গেছেন। কারণ, সে বুঝেছিল যে, ওগুলো সিজারের পশুর

খাদ্য, গোবর ইত্যাদির অবশিষ্টাংশ। অতঃপর সিজার আবার তাঁর সেনাবাহিনীর নিকট ফিরে এলেন। এক দিকে কিসরা তাঁর সন্ধানে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আর অন্য দিকে সিজার যাইহুন নদী অতিক্রম করে পথ পরিবর্তন করে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে গেলেন।

যেদিন তিনি রাজধানীতে পৌঁছলেন সেই দিন খৃষ্টানরা অত্যন্ত আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। কিসরা যখন এ খবর জানতে পারল তখন তার বিস্ময়কর কিংকর্তব্যমূলক অবস্থা হল। বসার জায়গাটুকুও চলে গেল এবং চলার স্থানটুকুও শেষ হয়ে গেল। না রোম বিজিত হল, না পারস্য টিকে থাকল। সুতরাং সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। রোমকরা জয়লাভ করল। পারস্যের নারী এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারে এসে গেল। এসব ঘটনা নয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হল। রোমকরা তাদের হারানো দেশ পারসিকদের হাত হতে পুনরুদ্ধার করে নিল। পরাজয়ের পর পুনরায় তারা বিজয় মাল্যে ভূষিত হল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে, রোমান এবং পারসিকদের মধ্যের এই বিবাদ চলতেই থাকে যতদিন না রোমানরা আযুরাত (সিরিয়া) এবং বসরার মাঝের অঞ্চলগুলির উপর আধিপত্য লাভ করে। ইহার অবস্থান হল হিজাযের সীমানা পার হয়ে সিরিয়ার প্রান্ত সীমায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা ছিল একটি আরাব উপদ্বীপ যা পারস্যের চেয়ে রোমানদের কাছাকাছি অবস্থিত। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং তা বাস্তবায়ন করার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোন কিছুই হয়না।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ *আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে।* বলা হয়েছে যে, (তখনকার) সিরিয়ার বাদশাহ সিজার এবং তার লোকেরা আনন্দ উল্লাস করবে। তা এ কারণে যে, তাদের হাতে পারস্যের সম্রাট কিসরার বাহিনী, যারা ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিল ইয়াহুদী, পরাজিত হবে। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আশ শাউরী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে রোমানদের হাতে পারসিকদের পরাজয় ঠিক ঐ দিনই ঘটেছিল যে দিন বদরের মাঠে মুসলিমদের হাতে কাফির কুরাইশরা পরাজয় বরণ করেছিল। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ), ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং বাজ্জার (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন ঃ বদরের দিন

রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করেছে এ খবর জানতে পেরে মুসলিমরা আনন্দোৎসব করে। সেই ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।* (তিরমিযী ৯/৫০, তাবারী ২০/৭৩)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, যুবায়ের কিলাবী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রোমকদের উপর পারসিকদের বিজয় দেখেছি, আবার পারসিকদের উপর রোমকদের বিজয় দেখেছি, অতঃপর রোমক ও পারসিক উভয়ের উপর মুসলিমদের বিজয় প্রত্যক্ষ করেছি যা মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ** আল্লাহ তাঁর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরাক্রমশালী এবং প্রিয় বান্দাদের ভুল-ভ্রান্তিকে উপেক্ষা করার ব্যাপারে পরম দয়ালু।

وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ খবর দেয়া হয়েছে যে, হে মুহাম্মাদ! রোমকরা সত্বরই পারসিকদের উপর জয়লাভ করবে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত খবর ও ওয়াদা। এটা আল্লাহর ফাইসালা। এটা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। যারা হকের নিকটবর্তী, তাদেরকে আল্লাহ হক হতে দূরে অবস্থানকারীদের উপর সাহায্য দান করে থাকেন।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ অবশ্য আল্লাহর কর্মপন্থা মানুষ স্বল্প জ্ঞানে বুঝতে পারেনা।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ অনেক লোক আছে যারা বৈষয়িক জ্ঞান খুব ভাল রাখে। এক মিনিটেই সে সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। আবার তা নিয়ে গবেষণা করে, ওর ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান ভালরূপে উপলব্ধি করে। দুনিয়ার কাজ-কারবার ও হিসাব-নিকাশ খুব ভাল বুঝে। কিন্তু তারা দীনী কাজে এবং আখিরাতের কাজে অত্যন্ত বোকা ও মূর্খ হয়ে থাকে। সহজ সরল হলেও তা তার বুঝে আসেনা। আখিরাত সম্পর্কে না সে চিন্তা ভাবনা করে, না তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস করে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন

যে, অনেক লোক আছে যারা ঠিকমত সালাতও আদায় করতে পারেনা, অথচ একটি দিরহাম আঙ্গুলে তুলে নিয়েই বলতে পারে যে, ওর ওযন কত।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... الخ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কাফিরেরা দুনিয়ার সমৃদ্ধি ও জাঁকজমক সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে, কিন্তু দীন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এবং আখিরাত হতে উদাসীন। (তাবারী ২০/৭৬)

৮। তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতোদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই এক নির্দিষ্ট কালের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।	٨. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ
৯। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা এবং দেখেনা যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে? শক্তিতে তারা ছিল তাদের অপেক্ষা প্রবল; তারা জমি চাষ করত, তারা (পূর্ববর্তীরা) ওটা আবাদ করত তাদের অপেক্ষা অধিক। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুল্ম করা	٩. أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ

আল্লাহর কাজ ছিলনা, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল।	رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ
১০। অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।	١٠. ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسۡتَهۡزِءُونَ

তাওহীদের পরিচয়

যেহেতু এ সৃষ্টি জগতের অণু-পরমাণু আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার প্রকাশ এবং তাঁর আধিপত্য ও সার্বভৌম ক্ষমতার নিদর্শন, সেহেতু ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা সমগ্র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা কর। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ দেখে তাঁর পরিচয় লাভ কর এবং তাঁর মহাশক্তির মর্যাদা দাও। কখনও কখনও ঊর্ধ্বাকাশের সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য কর এবং কখনও কখনও যমীনের সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এসব বৃথা বা বিনা কারণে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগুলি সৃষ্টি করেছেন। এগুলিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শনরূপে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার জন্য। অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত। এরপর নাবীদের সত্যবাদিতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ চেয়ে দেখ, তাদের বিরুদ্ধবাদীদের পরিণাম হয়েছে কত মন্দ! কারণ তাদের বিরুদ্ধবাদীরা ছিল

কাফির। পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে মেনে নিয়েছে, উভয় জগতে তারা মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছে!

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً তোমরা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখ, তোমাদের পূর্বের ঘটনাবলীর নিদর্শন দেখতে পাবে। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলি তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। তাদের তুলনায় তোমাদেরকে এক দশমাংশও প্রদান করা হয়নি। তোমাদের অপেক্ষা ধন-দৌলত তাদের বেশী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যও তারা তোমাদের চেয়ে বেশী করত। জমি-জমা ও ক্ষেত-খামারও ছিল তাদের তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তাদের কাছে রাসূলগণ মু'জিযা ও দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগারা তাঁদেরকে মেনে নেয়নি, বরং তাঁদেরকে তারা অবিশ্বাস করেছিল। তারা নানা প্রকারের মন্দকার্যে লিপ্ত থাকত। অবশেষে আল্লাহর গযব তাদের উপর পতিত হল। ঐ সময় তাদেরকে উদ্ধার করে এমন কেহ ছিলনা। তখন তাদের সন্তান ও সম্পদ কোন কাজে আসেনি। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর যুল্ম ছিলনা।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون তিনি তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি হিসাবেই তাদের প্রতি শাস্তি নাযিল করেছিলেন। আল্লাহর আয়াতসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, তাঁর কথায় তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) তিনি আরও বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৫) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ

অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৯) **السُّوْأَى** শব্দটি এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তাদের পরিণাম মন্দ হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এই হিসাবে এই শব্দটি যবরযুক্ত হবে **كَانَ** এর **خَبَر** বা বিধেয় হয়ে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৭৯) যাহহাক (রহঃ) এবং ইমাম মুজাহিমও (রহঃ) এ কথাই বলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন। এরপরেই আছে ঃ **وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون** তা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

১১। আল্লাহ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	١١. ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
১২। যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।	١٢. وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ
১৩। তাদের দেব-দেবীগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবেনা এবং তারাই তাদের দেব-দেবীগুলোকে অস্বীকার করবে।	١٣. وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَٰٓؤُا۟ وَكَانُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ كَٰفِرِينَ

১৪। যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।	١٤. وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
১৫। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে।	١٥. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
১৬। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।	١٦. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَلِقَآئِ ٱلْـَٔاخِرَةِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ** তিনি প্রথমে যেমন সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে তিনি প্রথমে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হবেন। **ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** সবাইকেই কিয়ামাতের দিন তাঁর সামনে হাযির করা হবে। সেখানে তিনি প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করবেন।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের উপাসনা করেছে, তাদের কেহই সেদিন তাদের সুপারিশের জন্য এগিয়ে আসবেনা। কিয়ামাতের দিন পাপী ও অপরাধীরা অত্যন্ত অপদস্থ ও একেবারে নির্বাক হয়ে যাবে। যখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে তখন তাদের মিথ্যা ও বাতিল উপাস্যরা তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذ يَتَفَرَّقُونَ কিয়ামাত সংঘটিত হবার সাথে সাথেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তারপর আর তাদের মধ্যে কোন দেখা সাক্ষাৎ হবেনা। (তাবারী ২০/৮১) সৎকর্মশীলরা ইল্লীঈনে চলে যাবে এবং পাপী ও অপরাধীরা চলে যাবে সিজ্জীনে। জান্নাতীরা সবচেয়ে উঁচু স্থানে অতি উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান করবে। আর জাহান্নামীরা সর্বনিম্ন স্থানে অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে এ কথাই বলছেন যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে এবং যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৭। সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে -	١٧. فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
১৮। আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়; এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা তাঁরই।	١٨. وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
১৯। তিনিই মৃত হতে জীবন্তের এবং জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।	١٩. يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই তাঁর প্রশংসা করছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, তারাও যেন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর গুণগান করে। প্রতিদিন দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিনের প্রকাশ তিনিই ঘটান। তিনি চাইলে পৃথিবীতে শুধু দিনই চলতে থাকবে অথবা চাইলে শুধু রাতের আঁধার অনবরত বইতে থাকবে। তাঁরই আদেশে রাতের আঁধার কেটে আলোকোজ্জ্বল দিনের উন্মেষ ঘটে, আবার দিনের আলো বিলীন হয়ে রাতের কালো আবরণ পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে। এমন কেহ নেই যে, তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছু সম্পাদন করতে সক্ষম।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ দুনিয়া ও আসমানে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তাঁর সৃষ্টিই স্বয়ং তাঁর মর্যাদার ও বুযুর্গীর দলীল। সকাল-সন্ধ্যার তাসবীহ পাঠের কথা বলার পর ইশা ও যুহরের সময়ের কথা তিনি জুড়ে দিয়েছেন। রাত্রি হল কঠিন অন্ধকারের সময় এবং ইশা ও যুহর হল পূর্ণ অন্ধকার ও আলোকোজ্জ্বলের সময়। নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্রতা ও মহিমা তাঁরই জন্য শোভনীয় যিনি রাত্রির অন্ধকার ও দিনের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিকারী। তিনিই সকালকে প্রকাশকারী ও রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য সৃষ্টিকারী। এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا. وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

শপথ দিনের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে। শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (সূরা শাম্‌স, ৯১ ঃ ৩-৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلضُّحَىٰ. وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১-২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটিয়ে

থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের উদ্ভব এবং ওর বিপরীতের উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি বীজ হতে গাছ, গাছ হতে বীজ, মুরগী হতে ডিম, ডিম হতে মুরগী, বীর্য হতে মানুষ ও মানুষ হতে বীর্য, মু'মিন হতে কাফির ও কাফির হতে মু'মিন বের করে থাকেন। মোট কথা, তিনি প্রত্যেক বিষয় ও তার প্রতিপক্ষ বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন।

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا শুষ্ক মাটিতে তিনি আর্দ্রতা আনয়ন করেন এবং অনুর্বর ভূমি থেকেও তিনি ফসল উৎপাদন করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّـٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَـٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবন। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩-৩৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও তাহলে (জেনে রেখ), আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে, এরপর জমাট বাধা রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড হতে; তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও; তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে কেহকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সেই সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা। তুমি ভূমিকে দেখ শুস্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও

স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। আর কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কাবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫-৭)

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে তখন আমি ঐ মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে প্রেরণ করি। অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্ব প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন করি। এমনিভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করে থাকি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৭) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ এভাবেই তোমরাও সবাই মৃত্যুর পরে (কাবর হতে) উত্থিত হবে।

২০। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।	٢٠. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ
২১। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে	٢١. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ	**তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।**

আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন অনেক রয়েছে। নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি মানব জাতির পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর সমগ্র মানব জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু অপবিত্র পানি (বীর্য) দ্বারা। অতঃপর মানুষকে তিনি খুবই সুদর্শন করে গড়েন। শুক্রকে তিনি জমাট রক্তে, অতঃপর গোশতে পরিণত করেন ও তার উপর অস্থি তৈরী করেন। আর অস্থিগুলিকে তিনি গোশতের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন। এরপর নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু সৃষ্টি করেন এবং মায়ের পেট হতে নিরাপদে বের করে আনেন। অতঃপর দুর্বলতা দূর করে দিয়ে সবলতা প্রদান করেন। দিন দিন শক্তিকে আরও মযবূত করেন। বিভিন্ন শহর-নগর তৈরী করার নানা প্রকার উপকরণ ও শারীরিক শক্তি দান করেছেন। সাগরের পানিতে, মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নানা প্রকার আরোহণযোগ্য যন্ত্র ও জন্তুর ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষমতা, ধ্যান, গবেষণা ইত্যাদির জন্য ধী-শক্তি দান করেছেন। তিনি পার্থিব কাজ কারবার বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। আখিরাতে পরিত্রাণ লাভের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমল শিখিয়েছেন।

পবিত্রময় ঐ আল্লাহ যিনি মানব জাতিকে প্রত্যেক কাজের বিষয়ে অনুমান করার শক্তি দিয়েছেন, প্রত্যেককে এক এক মর্যাদায় রেখেছেন। দৈহিক গঠন ও আকৃতি, কথা-বার্তা, ধনী-গরীব, জ্ঞানী-মূর্খ, ভাল-মন্দ নির্বাচন শক্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও কার্পণ্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক করেছেন, যাতে প্রত্যেকে মহান রবের বহু নিদর্শন নিজের মধ্যে ও অন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেখে নিতে পারে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ তাঁর *নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।* আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবী হতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তা দিয়ে আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। অতএব পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির রংয়ের ন্যায় মানুষের রং হয়ে থাকে। কেহ সাদা, কেহ কালো, কেহ লাল, আবার কেহ কেহ এর মাঝামাঝি। কেহ অত্যন্ত খারাপ স্বভাবের, কেহ অত্যন্ত ভাল স্বভাবের, কেহ খুব মিশুক, কেহ বদ-মেজাযী, আবার কেহ এর মাঝামাঝি হয়ে থাকে। (আহমাদ ৪/৪০৬, আবূ দাঊদ ৫/৬৭, তিরমিযী ৮/২৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ব্যক্তি হতেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৯)

আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) বাম দিকের ক্ষুদ্র বক্ষাস্থি হতে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। অতএব এটা চিন্তার বিষয় যে, মহান আল্লাহ যদি মানুষের সঙ্গিনী মানুষ হতে সৃষ্টি না করে অন্য প্রাণী হতে, যেমন জিন ইত্যাদি হতে সৃষ্টি করতেন তাহলে মানুষ এখন যেমন স্ত্রী নিয়ে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করে থাকে তা কখনও লাভ করতে পারতনা। প্রেম ও ভালবাসা শুধুমাত্র একই প্রকারের মৌলিক বস্তু হতে লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। স্বামীতো ভালবাসার কারণেই স্ত্রীর দেখা-শোনা করে থাকে, তার প্রতি দয়া করে এবং তাকে সদা খেয়ালে রাখে। কারণ তার থেকে তার সন্তান জন্মেছে। তাদের দেখা-

শোনা তাদের উভয়ের মেলামেশার উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই মানুষ নিজ নিজ জীবন-সঙ্গিনী নিয়ে আরাম ও সুখে জীবন যাপন করছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ এগুলিও রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানী এবং তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার একটি বড় নিদর্শন।

২২। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।	٢٢. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّلْعَـٰلِمِينَ
২৩। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।	٢٣. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

وَمِنْ آيَاتِه خَلْقُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَاخْتلاَفُ أَلْسنَتكُمْ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাশক্তির নিদর্শন বর্ণনা করছেন। এ মহা প্রশস্ত আকাশের সৃষ্টি এবং তা তারকামণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, এগুলির চাকচিক্য, এগুলির মধ্যে কিছু কিছু আবর্তনশীল, কোন কোনটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে থাকে, পৃথিবীকে একটি মযবূত রূপদান করে সৃষ্টি করা, তাতে ঘনঘন বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করা, পাহাড়-পর্বত, প্রশস্ত মাঠ, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, উঁচু উঁচু টিলা, পাথর, বড় বড় গাছ ইত্যাদি সৃষ্টি করা, মানুষের ভাষা ও রংয়ের বিভিন্নতা,

আরাবের ভাষা তাতারীরা বুঝেনা, কুর্দিদের ভাষা রোমকরা বুঝেনা, ইংরেজদের ভাষা তুর্কিরা বুঝেনা, বার্বারদের ভাষা হাবশীরা বুঝতে পারেনা, ভারতীয়দের ভাষা ইরাকীরা বুঝেনা, ইনতাকালিয়া, আরমানিয়া, জাযীরিয়া ইত্যাদি, আল্লাহ জানেন আরও কত ভাষা আছে যা আদম সন্তানরা বলে থাকে। এগুলি বিশ্ব রবের মহাশক্তির নিদর্শন নয় কি? ভাষার বিভিন্নতার পরে আসে রংয়ের পার্থক্য। এগুলি নিঃসন্দেহে আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার বিকাশ ও অসীম শক্তির নিদর্শন।

একটু চিন্তা-গবেষণা করলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কত লক্ষ কোটি আদম সন্তান সৃষ্টি হয়েছে। কেহ কেহ একই বংশের, একই গোত্রের, একই দেশের এবং একই ভাষাভাষী লোক হতে পারে। মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসাবে তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন দিক দিয়েই কোন পার্থক্য থাকবেনা এটা সম্ভব নয়। সবারই দু'টি চক্ষু, দু'টি ভ্রু, একটি নাক, দু'টি কান, একটি কপাল, একটি মুখ, দু'টি ঠোঁট, দু'টি গাল ইত্যাদি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও একজন অপরজন হতে পৃথক। কোন না কোন এমন গুণ বা বিশেষত্ব রয়েছে যদ্বারা একজনকে অপরজন হতে অবশ্যই পৃথক করা যাবে। যেমন গাম্ভীর্য, স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা বলার ভঙ্গিমা ইত্যাদি সবারই এক রকম নয়, যদিও তা কোন কোন সময় গুপ্ত ও হালকা হয়ে থাকে। কেহ খুবই সুন্দর, কেহ বদমেজাযী। সুতরাং রূপ ও আকারে একই মনে হলেও ভালভাবে লক্ষ্য করলে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবেই। হয়তো প্রত্যেকেই জ্ঞানী, খুবই শক্তিশালী, বড় কারিগর, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের কীর্তি-কলাপের মাধ্যমে তাদেরকে পৃথক করা যাবেই।

وَمِنْ آيَاتِه مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِه নিদ্রা কুদরাতের একটি নিদর্শন। এর দ্বারা মানুষ তার ক্লান্তি দূর করে এবং আরাম ও শান্তি লাভ করে। এ জন্যই পরম করুণাময় আল্লাহ রাত্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আবার দুনিয়ার লাভালাভের জন্য, আয়-উপার্জনের জন্য, জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য মহামহিমান্বিত আল্লাহ দিবস বানিয়েছেন। দিবস রজনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ অবশ্যই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের জন্য এগুলি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতার বড় নিদর্শন।

২৪। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে	٢٤. وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	যে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারক রূপে এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।
٢٥. وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ	২৫। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে।

وَمِنْ آيَاتِه يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا আল্লাহ তা'আলার বিরাট সত্তার দলীল স্বরূপ এখানে আর একটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। আকাশে তাঁরই আদেশে বিদ্যুৎ চমকায়। তা দেখে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয় যে, না জানি হয়তো বিদ্যুচ্ছটা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই তারা কামনা করে যে, বিদ্যুৎ যেন তাদের উপর পতিত না হয়। আবার মানুষ কখনও আশান্বিত হয় যে, ভালই হয়েছে, এখন বৃষ্টি হবে এবং পানি থৈ থৈ করবে, চারদিকে পানি বয়ে চলবে ইত্যাদি ধরনের আশায় আশান্বিত হয়ে থাকে।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর ফলে যে ভূমি শুষ্ক হয়ে পড়েছিল, যাতে মোটেই রস ছিলনা, ওকে তিনি পুনর্জীবিত করেন।

ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٍ

তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫) এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ آيَاته أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِه তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, যমীন ও আসমান তাঁরই হুকুমে স্থিতিশীল রয়েছে।

وَيُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓ

এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫)

إِنَّ ٱللَّهَ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَا

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যূত না হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪১)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন কোন কিছু বিশ্বাস করানোর জন্য শপথ করতেন তখন বলতেন ঃ সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আসমান ও যমীনকে ধারণ করে আছেন। অতঃপর কিয়ামাতের দিন যমীনকে পরিবর্তন করে দিবেন এবং মৃতরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে কাবর থেকে উত্থিত হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে উঠানোর জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بِحَمۡدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلًا

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র। ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪) আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৩)

২৬। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।	٢٦. وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ
২৭। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই, এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢٧. وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমান ও যমীনের যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ সবাই তাঁর দাস-দাসী। সবকিছুর অধিপতি একমাত্র তিনিই। তাঁর সামনে সবকিছুই অসহায়।

সৃষ্টির পুনরাবর্তন আল্লাহর কাছে খুবই সহজ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তিনি এটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।

পুনর্বারের সৃষ্টি সাধারণতঃ প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর হয়ে থাকে। ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু সৃষ্টি করা তাঁর জন্য খুবই সহজ। (তাবারী ২০/৯২) মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ কোন কিছু পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে সহজ, আর প্রথমবার সৃষ্টি করাও তাঁর জন্য অতি সহজ। (তাবারী ২০/৯২) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মন্তব্য করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ তা করা তাদের উচিত নয়। তারা আমাকে গালি দেয়, অথচ এটা তাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। তাদের আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এই যে, তারা বলে ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে আমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেইভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেননা।’ অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি সহজতর। আর তাদের আমাকে গালি দেয়া এই যে, তারা বলে ঃ ‘আল্লাহর সন্তান আছে।’ অথচ আল্লাহ এক এবং তিনি অভাব মুক্ত। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই। (ফাতহুল বারী ৮/৬১১, ৬১২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর উপর কারও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। সবাই তাঁর অধীনস্থ। প্রত্যেকেই তাঁর সামনে শক্তিহীন ও অসহায়। তাঁর কথায়, তাঁর কাজে, তাঁর আইনে, তাঁর নির্বাচনে, এক কথায় সর্বক্ষেত্রেই তিনি একচ্ছত্র অধিপতি। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন ঃ এ আয়াতটি হচ্ছে নিম্নের আয়াতটির অনুরূপ ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১১)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনকাদির (রহঃ) বলেছেন যে, **وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى** দ্বারা উদ্দেশ্য হল **لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ** অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই।

২৮। (আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের	٢٨. ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ

মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনাবলী বিবৃত করি।	أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
২৯। বস্তুতঃ সীমা লংঘনকারীরা অজ্ঞতা বশতঃ তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে তাকে সৎ পথে পরিচালিত করবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।	٢٩. بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ

তাওহীদের তুলনা

মাক্কার কুরাইশ ও মুশরিকরা যাদের মেনে চলত তাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ মনে করত। সেই সাথে তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, এরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর অধীনস্থ। সুতরাং তারা হাজ্জ ও উমরাহর সময় لَبَّيْكَ বলার সাথে সাথে বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ الاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ আমি আপনার নিকট হাযির আছি, আপনার কোন শরীক বা অংশীদার নেই, ঐ শরীক ছাড়া যে

নিজে এবং যে জিনিসের সে মালিক তা সবই আপনার অধিকারভুক্ত। অর্থাৎ শরীকরা এবং তারা যা কিছুর মালিক তার সব কিছুর মালিক আপনিই।

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء সুতরাং তাদেরকে এমন এক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যা মুশরিকরা নিজেদেরই মধ্যে পেয়ে থাকে এবং যেন তারা এ কথাটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারে। তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ যা তোমরা বলছ তাতে তোমরা নিজেরাই কি সম্মত হবে? মালিকের ধন-সম্পদের উপর তার গোলাম কি সমানভাবে মালিক হয়?

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ আর সব সময় কি তার এ উৎকণ্ঠা থাকে যে, তার গোলামরা তার ধন-সম্পদ বন্টন করে নিয়ে যাবে? না, তা কখনোই নয়। আবূ মিজলিয (রহঃ) বলেন ঃ তোমরা যেমন আশা কর যে, তোমাদের দাস-দাসীরা তোমাদের সম্পদের কোন অংশ পাবেনা যেহেতু তা পাবার অধিকার তাদের নেই, তেমনি আল্লাহর সৃষ্টির কারও কোন অধিকার নেই তাঁর অংশীদার হওয়া। (তাবারী ২০/৯৬) তাই বিষয় হল এই যে, তোমাদের দাস-দাসীদের তোমাদের যে বিষয়ের ব্যাপারে অধিকার নেই তা তাদেরকে দেয়ার ব্যাপারে তোমরা যেমন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর, তেমনি আল্লাহ যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের কেহকে কি করে তাঁর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করছ?

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাফিরেরা লাব্বাইক বলত এবং লা শারীকা লাকা বলে আল্লাহর অংশীদার বাতিল করে দিত। তারাই আবার পরক্ষণে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে তাদের দেবতাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিত। এ কারণেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বলা হয়েছে ঃ

هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ *তোমাদেরকে আমি যে রিয্‌ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর?* (তাবারানী ১২/২০) 'তুমি যখন নিজ গোলামকে শরীক স্বীকার করতে পারছনা তখন আল্লাহর বান্দাকে তাঁর শরীক মনে কর কোন বিচারে' এ পরিষ্কার কথাটা বলার পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। মুশরিকদের কাছে জ্ঞান সম্মত ও শারীয়াত সম্মত কোনই দলীল নেই।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم তারা যা কিছু বলছে সবই অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই বলছে। **فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ** যখন তারা হক পথ হতে সরে গেছে তখন তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেহই হক পথে আনতে পারবেনা। **وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ** তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। কে আছে যে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠোঁট নাড়াতে পারে? কে আছে যে তার উপর দয়া করতে পারে যার উপর আল্লাহ দয়া না করেন? তিনি যা চান তা'ই হয় এবং যা চান না তা হয়না।

৩০। তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।	٣٠. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
৩১। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٣١. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

৩২। যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।	٣٢. مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের (আঃ) দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, যে দীনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন যাতে রয়েছে পথ নির্দেশ ও হিদায়াত। রবের শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির উপর (ফিতরাত) তারাই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যারা এই দীন ইসলামের অনুসারী। এরই উপর অর্থাৎ তাওহীদের উপর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রোজে আযলের উপর সকলকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ

যখন তোমার রাব্ব বানী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি তোমাদের রাব্ব (প্রভু) নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭২) একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। (মুসলিম ৪/২১৯৭)

এ হাদীসটিতে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে নিজ দীনের উপর (ফিতরাত) সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী সময়ে লোকেরা কেহ ইয়াহুদিয়্যাত কেহ নাসরানিয়্যাত, কেহ মাজুসীয়াত কবূল করে নিয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه *আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।* কেহ কেহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করনা। যদি তা কর তাহলে তিনি যে ফিতরাতের উপর তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দূরে সরিয়ে ফেললে। সুতরাং এ আদেশটি হল নির্দেশনা মূলক। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৭) এটি একটি সুন্দর ও সঠিক ব্যাখ্যা। অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সবারই স্বভাবগত ধর্ম (ফিতরাত) একই ধরণের। তারা একই অভ্যাস/প্রকৃতিসহ জন্ম নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে পৃথিবীর কোন মানুষের মধ্যেই বৈষম্য নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ **لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এখানে ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৯৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হল আল্লাহর মনোনীত ধর্ম এবং ইসলামের ফিতরাত। অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিশু ফিৎরাত বা প্রকৃতির উপর ভূমিষ্ট হয়ে থাকে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা মাজূসী করে গড়ে তোলে, যেমন প্রতিটি পশুর নিখুঁত বাচ্চা পয়দা হয়। তোমরা কি তাদের জন্মের সময় কোন খুঁত দেখতে পাও? তারপর তিনি **فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ... الخ** এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭২, মুসলিম ৪/২০৪৭, ২০৪৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ এটাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। তারা অজ্ঞতার কারণেই আল্লাহর পবিত্র দীন হতে দূরে সরে যায়, ফলে দীনের সুফল হতে বঞ্চিত হয়। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِى ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, তাঁরই দিকে ঝুঁকে থাক এবং তাঁরই দিকে মনোনিবেশ কর। তোমরা সালাত কায়েম কর যা সব থেকে বড় ইবাদাত এবং সবচেয়ে বড় আনুগত্য। তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। তোমরা নিখুঁতভাবে তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হও। তাঁকে ছেড়ে তোমার মনোবাসনা অন্যের কাছে পূরণের আশা করনা।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্ন আবী মারিয়াম (রহঃ) বলেন ঃ উমার (রাঃ) মুয়ায ইব্ন জাবলের (রাঃ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমার (রাঃ) তাকে বললেন ঃ এই উম্মাতের দীনের ভিত্তি কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এগুলি হচ্ছে তিনটি জিনিস এবং এগুলিই নাজাতের উপায়। প্রথম হল ইখলাস বা আন্ত রিকতা, যা হল ফিৎরাত বা প্রকৃতি, যার উপর আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় হল সালাত যা মানুষকে মুসলিম কিংবা কাফির হিসাবে চিহ্নিত করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই দীন। তৃতীয় হল ইতাআ'ত বা আনুগত্য। এটাই হল মানুষের জন্য রক্ষাকবচ। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। (তাবারী ২০/৯৮)

দলে দলে বিভক্ত হওয়া বনাম একই দলভুক্ত থাকা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ তোমরা ঐ মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা যারা নিজেদের দীনকে বদল করে দিয়েছে। তারা কোন কোন কথা মেনে নিয়েছে এবং কোন কোন কথা অস্বীকার করেছে।

فَرَّقُوا এর দ্বিতীয় পঠন فَارِقُوْا রয়েছে। অর্থাৎ তারা দীনকে অবহেলা করছে এবং ছেড়ে দিয়েছে। যেমন ইয়াহুদী, নাসারা, মাজুসী, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক ও অন্যান্য বাতিল পন্থীরা কার্যতঃ তাদের দীনকে ছেড়ে দিয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই, তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সমর্পিত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৯)

উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তারা সবাই বাতিল দীনকে ধারণ করে নিয়েছিল। প্রত্যেক দলই দাবী করত যে, তারা সত্য দীনের উপর রয়েছে এবং অন্যান্য সব দলই বিপথে আছে। আসলে হক বা সত্য তাদের সব দল হতেই লোপ পেয়েছে। এই উম্মাতের মধ্যেও বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে একটি দল সত্যের উপর রয়েছে এবং অন্যান্য সব দলই বিভ্রান্ত। এই সত্যপন্থী দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, যারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মযবূতভাবে ধারণ করে রয়েছে, যার উপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও মুসলিম ইমামগণ ছিলেন। পূর্বযুগেও এবং এখনও। যেমন মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল ঐটি যারা ওরই অনুসরণ করবে যার উপর আজ আমি ও আমার সাহাবীগণ রয়েছি। (হাকিম ১/১২৯)

৩৩। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের রাব্বকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ	٣٣. وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا۟ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم

আস্বাদন করান তখন তাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে -	مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
৩৪। তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।	٣٤. لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
৩৫। আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে?	٣٥. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا۟ بِهِۦ يُشْرِكُونَ
৩৬। আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন তারা উৎফুল্ল হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হলেই তারা হতাশ হয়ে পড়ে।	٣٦. وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ
৩৭। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক প্রশস্ত করেন অথবা তা সীমিত করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	٣٧. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

যেভাবে মানুষ তাওহীদ ও শির্ক এবং আশা ও নিরাশার দোলাচলে দোদুল্যমান

আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব ও অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন অংশীবিহীন আল্লাহর কাছে তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কষ্ট ও বিপদ হতে মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাত তাদের উপর বর্ষণ করেন তখন তারা তাঁর সাথে শির্ক করতে শুরু করে এবং তাদেরকে ইবাদাতে শামিল করে। আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতরাজির প্রতি তারা কতইনা অকৃতজ্ঞ!

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ অতঃপর তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে যে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন ঃ আইন প্রয়োগকারী কোন পুলিশ যদি কেহকে ভয় দেখায় ও ধমক দেয় তাহলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ঐ সত্তার ধমকে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইনা যাঁর অধিকারে সব কিছুই রয়েছে এবং কোন কিছু করার জন্য 'হও' বলাই যাঁর জন্য যথেষ্ট।

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا অতঃপর মুশরিকদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি তাদের শিরকের কোন দলীল অবতীর্ণ করিনি।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا এরপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী মানুষের একটি বদ-স্বভাবের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সব মানুষই সুখের সময় আল্লাহকে ভুলে যায়। তখন সে অহংকারী হয়ে উঠে এবং বলে ঃ

ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّيٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল। (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০)

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ আর বিপদে পড়লে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং বলে ঃ হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার সুখ-শান্তির আর কোন আশা নেই।

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১১) যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ মু'মিনের জন্য বিস্ময় যে, আল্লাহ তার জন্য যা ফাইসালা করেন তা তার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণকরই হয়। যদি তার উপর সুখ-শান্তি আপতিত হয় এবং এ জন্য সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তাকে বিপদ ও দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে এবং সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সেটাও হয় তার জন্য মঙ্গলজনক। (মুসলিম ৪/২২৯৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্‌ক প্রশস্ত করেন অথবা সীমিত করেন? তিনিই মালিক মুখতার। তিনি স্বীয় কৌশল অনুযায়ী দুনিয়াকে সাজিয়েছেন। তিনি কেহকে প্রচুর রিয্‌ক দান করেন এবং কেহকে অভাব-অনটনে রাখেন। কেহ অভাবের জীবন বয়ে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, আবার কেহ প্রাচুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এসবের মধ্যে অবশ্যই মু'মিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৩৮। অতএব আত্মীয়কে দিয়ে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।	٣٨. فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
৩৯। মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায়না। বরং	٣٩. وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ

عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ	**আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যা দান কর তার পরিবর্তে তোমরা বহুগুণ প্রাপ্ত হবে।**
٤٠. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزَقَكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ۖ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفۡعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىۡءٍ ۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ	**৪০। আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন; তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেহ আছে কি, যে এ সবের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।**

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সুদ নিষিদ্ধ করণ

ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক যুক্ত রাখার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মিসকীন বলা হয় তাকে যার কাছে কিছু না কিছু থাকে, কিন্তু তা তার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাদের সাথেও সদ্ব্যবহারের ও তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের আদেশ করা হয়েছে। যে মুসাফির বিদেশে গিয়ে অর্থের অভাবে পড়েছে তার প্রতিও দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এগুলি তার জন্য উত্তম কাজ যে আশা পোষণ করে যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের আমলের জন্য এগুলি উত্তম পন্থা যা দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। এ ধরনের লোকেই দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাত পাবে।

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ এ আয়াতের তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), আশ শা'বি (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন লোক এ নিয়াত করে কোন লোকদেরকে দান করে যে, তারা তাকে তার চেয়ে বেশী প্রতিদান হিসাবে ফেরত দিবে তাহলে তাতে তার কোন সাওয়াব হবেনা। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য এর কোনই বিনিময় নেই। (তাবারী ২০/১০৪, ১০৫) যাহহাক (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার উক্তি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করনা। (সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা'ই বৃদ্ধি পায় ও তারাই সমৃদ্ধশালী। অর্থাৎ তাদের জন্য সাওয়াব ও প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ হালাল উপার্জন দ্বারা একটি মাত্র খেজুর সাদাকাহ করা হলে আল্লাহ রাহমানুর রাহীম স্বীয় ডান হাতে তা গ্রহণ করেন এবং তা এমনভাবে প্রতিপালন করেন ও বাড়িয়ে দেন, যেমনভাবে তোমাদের কেহ ঘোড়া বা উটের বাচ্চা প্রতিপালন করে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত একটি খেজুর উহুদ পাহাড় অপেক্ষাও বড় হয়ে যায়। (মুসলিম ২/৭০২)

সৃষ্টি, রিয্‌ক, হায়াত এবং মাউত সবই আল্লাহর হাতে

আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা। মানুষ মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় উলঙ্গ, অজ্ঞ, শ্রবণশক্তিহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন, শারীরিক শক্তিহীন অবস্থায় থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ সবকিছু দান করেন। ধন-দৌলত, মালিকানা প্রদান করেন, উপার্জনক্ষম করেন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মালিকানা লাভ করার বুদ্ধি দান করেন। মোট কথা, অসংখ্য নি'আমাত দান করেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم তিনি এই জীবনের অবসানের পর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর কিয়ামাতের দিন পুনরায় জীবিত

করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেহ আছে কি, যে এসবের কোন একটিও করতে পারে?

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তাঁর মহান পবিত্রতম সত্তা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কেহ তাঁর শরীক হোক এ হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর সমকক্ষ কেহ নেই, সন্ত ানাদি ও পিতা-মাতা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে। তিনি একক, তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই।

৪১। মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।	٤١. ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
৪২। বল ঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমন কর এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।	٤٢. قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

এই পৃথিবীতে অর্জিত পাপের পরিণাম

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এখানে بَرّ দ্বারা উদ্ভিদহীন মরু প্রান্তরকে বুঝানো হয়েছে। আর بَحْرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শহর ও গ্রামকে। অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, بَرٌّ দ্বারা ঐ সমস্ত শহরকে বুঝানো হয়েছে যা

নদীর তীরে অবস্থিত। (তাবারী ২০/১০৮) بَحْرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সমুদ্রকে যা মানুষের নিকট পরিচিত।

যায়িদ ইব্ন রাফি (রহঃ) ظَهَرَ الْفَسَادُ এর অর্থ করেছেন ঃ স্থল ভাগের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফসল ও ফল-মূল সৃষ্টি না হওয়া এবং দুর্ভিক্ষ হওয়া। আর সমুদ্রের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল পানিতে থাকা প্রাণীদের বিপর্যয় হওয়া। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আল মুকরী (রহঃ) সুফিয়ান (রহঃ) হতে, তিনি হুমাইদ ইব্ন কায়িস আল আরায (রহঃ) হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে বলেন যে, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এর অর্থ হচ্ছে মানব সন্তান হত্যা করা এবং জোরপূর্বক নৌযান ছিনিয়ে নেয়া। কিন্তু প্রথম বর্ণিত ব্যাখ্যাটি বেশী প্রকাশমান।

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ফল বা খাদ্যশস্যের ক্ষতি মানুষের পাপের কারণে হয়ে থাকে। আবুল আলিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ যারা আল্লাহর অবাধ্য তারাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কারণ আসমান ও যমীনের স্বাভাবিক অবস্থা আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের দ্বারা হয়ে থাকে। সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে ঃ যমীনে একটি হদ (পাপের শাস্তি) কায়েম হওয়া যমীনবাসীর উপর বর্ষিত চল্লিশ দিনের বৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম। (আবূ দাঊদ ৮/৭৫) এটা এ কারণে যে, হদ কায়েম হলে পাপীরা পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে। আর দুনিয়ায় যখন পাপ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তখন দুনিয়াবাসী আসমান ও যমীনের বারাকাত লাভ করবে।

শেষ যুগে যখন ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরিত হবেন ও পবিত্র শারীয়াত মুতাবেক ফাইসালা দিতে থাকবেন, যেমন শূকরের হত্যা, ক্রুসকে ভেঙ্গে ফেলা, জিযিয়া কর বন্ধ অর্থাৎ হয় ইসলামের কবূলিয়ত, না হয় যুদ্ধ। তারপর তাঁর সময় দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের পতন ও ইয়াজূজ-মা'জূজের ধ্বংস সাধন হয়ে যাবে, তখন যমীনকে বলা হবে ঃ তোমার বারাকাত ফিরিয়ে আন। সেই দিন একটি ডালিম ফল একটি বড় দলের (খাদ্য হিসাবে) যথেষ্ট হবে। এ ডালিম এত বড় হবে যে, ওর বাকলের নীচে এসব লোক ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। একটি উষ্ট্রীর দুগ্ধ একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। এসব বারাকাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত জারীকরণের ফলে হবে। তাঁর দেয়া শারীয়াত-বিধি যেমন বাড়তে থাকবে এ বারাকাতের পরিমাণও তেমন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ফাজের বা পাপাচারী লোকের ব্যাপারে

হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাদের মৃত্যুর কারণে শহরের লোকজন, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি সবাই শান্তি লাভ করে থাকে। (তিরমিযী ২০১৩, হাসান)

মুসনাদ আহমাদে আবূ কাহযাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যিয়াদ অথবা ইব্ন যিয়াদের আমলে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল যাতে খেজুরের বড় আঁটির মত গমের দানা ছিল। তাতে লিখা ছিল ঃ এটা ঐ সময় উৎপন্ন হতো যখন ন্যায়-নীতি বিদ্যমান ছিল। (আহমাদ ২/২৯৬)। এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ এর ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে, যেমন সম্পদের ক্ষতি, ফল-ফসলের ক্ষতি অথবা নিজ জীবনের ক্ষতি ইত্যাদি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَبَلَوْنَـٰهُم بِٱلْحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে! কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। সেগুলি দেখে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৪৩। তুমি সরল দীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর নির্দেশে অনিবার্য দিন আসার পূর্বে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।	٤٣. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
৪৪। যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই; যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা।	٤٤. مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

৪৫। কারণ যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেননা।	٤٥. لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ

কিয়ামাতের আবির্ভাবের পূর্বেই সরল পথ অবলম্বনের তাগিদ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে সরল সঠিক দীনের উপর দৃঢ় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর ইবাদাত করার হিদায়াত করছেন। তিনি বলেন ঃ জান-মাল দিয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড় কিয়ামাত আসার পূর্বে। যখন কিয়ামাত সংঘটনের আদেশ হয়ে যাবে তখন ঐ সময়কে কেহই বন্ধ করতে পারবেনা।

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ সেদিন ভাল ও মন্দ পৃথক হয়ে যাবে। একদল জান্নাতে যাবে এবং আর একদল জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। কাফির তার কুফরীর বোঝার নীচে চাপা পড়ে যাবে। সৎ লোকেরা তাদের কৃত সৎ কাজের কারণে উত্তম ও সুখময় স্থানে অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ আমল অনেক গুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং এভাবে তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তাদের এক একটি সৎ আমল দশগুণ হতে বাড়াতে বাড়াতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হবে। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেননা। তা সত্ত্বেও তাদের উপর কোন যুল্‌ম করা হবেনা।

৪৬। তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেয়ার জন্য ও তোমাদেরকে তাঁর	٤٦. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن

رَّحۡمَتِهِۦ وَلِتَجۡرِىَ ٱلۡفُلۡكُ بِأَمۡرِهِۦ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ	অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য, এবং যেন তাঁর বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।
٤٧. وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوۡمِهِمۡ فَجَآءُوهُم بِٱلۡبَيِّنَـٰتِ فَٱنتَقَمۡنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ	৪৭। আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল বাতাস

وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِه আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পূর্বে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করে জনগণকে বৃষ্টির আশায় আশান্বিত করা তাঁরই কাজ। তারপর বৃষ্টি প্রদান করে থাকেন তিনিই, যাতে লোকবসতি আবাদ হয়, জীবজন্তু জীবিত থাকে এবং সাগরে জাহাজ চলতে পারে। وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِه জাহাজ চলাও আবার বায়ুর উপর নির্ভরশীল। তখন মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ও রুযী-রোজগারের জন্য সেখানে চলাফিরা করতে পারে। وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ অতএব মানুষের উচিত আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এরপর মহান আল্লাহ প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا তারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে জানবে যে, এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও তাদের উম্মাতরা বাঁকা বাঁকা কথা বলেছিল। তাদের কাছে তারাও উজ্জ্বল দলীল প্রমাণ আনয়ন করেছিল এবং মু'জিযা দেখিয়েছিল। অবশেষে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের আল্লাহর আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এবং মু'মিনরা ঐ আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজ ফাযল ও কারমে স্বীয় সৎ বান্দাদেরকে সাহায্য করা নিজের উপর অবশ্য কর্তব্য করে নিয়েছেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

তোমাদের রাব্ব নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪)

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যদি কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হওয়া থেকে রক্ষা করে তাহলে আল্লাহর উপর এটা হক যে, তিনি তাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবেন। অতঃপর তিনি وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ এ আয়াতাংশটি পাঠ করেন। (বুখারী ৬৫১২)

৪৮। আল্লাহ! তিনি বায়ু প্রেরণ করেন; ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খন্ড বিখন্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও ওটা হতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে

٤٨. ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِۦ ۖ

ইচ্ছা তাদের নিকট ওটা পৌঁছে দেন তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল -	فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
৪৯। যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।	٤٩. وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ
৫০। আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর - কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন! এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	٥٠. فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَـٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
৫১। এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে যে, শষ্য পীত বর্ণ ধারণ করেছে তখনতো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।	٥١. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ

যমীনের পুনর্জীবন কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার একটি নিদর্শন

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন যে, তিনি বায়ু পাঠিয়ে দেন, আর তা মেঘমালাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। সাগর থেকে অথবা অন্য যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে হুকুম করে মেঘমালা আনয়ন করেন।

فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء অতঃপর রাব্বুল আলামীন মেঘকে আকাশে ছড়িয়ে দেন, বিস্তার করেন এবং অল্প থেকে বেশী করেন। তারপর তা আকাশের চতুর্দিককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এও দেখা যায় যে, সাগর হতে মেঘ উত্থিত হয়ে ঘন ও ভারী হচ্ছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرۡسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَىۡ رَحۡمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتۡ سَحَابًا ثِقَالاً سُقۡنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلۡنَا بِهِ ٱلۡمَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে তখন আমি এই মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে প্রেরণ করি। অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্ব প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন করি। এমনিভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৭) অতঃপর এখানে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا *আল্লাহ! তিনি বায়ু প্রেরণ করেন; ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খন্ড বিখন্ড করেন।* মুজাহিদ (রহঃ), আবূ আমর ইবনুল আলা (রহঃ), মাতার আল ওয়াররাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে টুকরা টুকরা করে ফেলা। (তাবারী ২০/১১৪) যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ছড়িয়ে দেয়ার পর আবার তা স্তুপাকৃতি করা। অন্যান্যরা বলেন যে, কালো বর্ণ। কারণ তা অনেক পানি বহন করে এবং তা কখনও কখনও ভারী হয়ে পৃথিবীর নিকটতর হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِه তোমরা তখন দেখতে পাও যে, ওর থেকে বর্ষিত হচ্ছে বৃষ্টি যা আসছে ওর (কালো মেঘের) মধ্য থেকে।

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ *অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তাদের নিকট ওটা পৌঁছে দেন তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল।* যখন বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার ফলে তারা আনন্দোল্লাস করে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ *যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।* বৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে যারা একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করতে থাকে যে, আল্লাহর রাহমাতের বৃষ্টি মনে হয় তাদের উপর আর কখনই বর্ষিত হবেনা তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অর্থাৎ উহা এমন সময় বর্ষিত হয় যখন তা হয় তাদের জন্য এক বিরাট আর্শিবাদ। এ জন্য তারা হয়ে পড়ে উল্লসিত। এমনও হয় যে, বৃষ্টির মৌসুম এসে গেছে, লোকজন তাদের চাষাবাদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য বৃষ্টির অপেক্ষা করছে, অথচ বৃষ্টি বর্ষণের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় মানুষ নিরাশ হয়ে যায়। ঠিক তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের শুস্ক ভূমি সতেজ করার জন্য, তাদের আশাহত হৃদয়কে উজ্জীবিত করার জন্য তাঁর রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে মানুষ পানি পানে তৃপ্ত হয়, মৃত যমীন পুনর্জীবন লাভ করে এবং বিভিন্ন নয়নাভিরাম গাছ-পালা, ফল-ফুল ও শব্জি উৎপাদন করে বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যের যোগান দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

পূর্বে তারা সময়মত বৃষ্টি বর্ষিত না হওয়ার কারণে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এই নৈরাশ্যের মধ্যে হঠাৎ মেঘ উঠলো ও বৃষ্টি বর্ষিত হল। বৃষ্টির পানি চারদিকে জমে গেল এবং তাদের শুষ্ক ভূমি সিক্ত হয়ে উঠলো। দুর্ভিক্ষ প্রাচুর্যে পরিবর্তিত হল। অথবা মাঠ শুষ্ক ছিল, ফসলবিহীন ছিল, এখন বৃষ্টি বর্ষণের ফলে চতুর্দিকে সবুজ ফসল দেখা যেতে লাগল। তাইতো আল্লাহ বলেন ঃ

فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনর্জীবিত করেন। كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করবেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا *এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি।* এখানে ঐ বায়ুর কথা বলা হয়েছে যার স্পর্শে মাঠে ফসলের গাছ ও চারা শুকিয়ে হলুদ তথা বিবর্ণ আকার ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত মাঠের মধ্যে থেকেই পঁচে গলে ধ্বংস হয়ে যায়। তা থেকে ঘরে ফসল তোলার আর কোন সুযোগ থাকেনা। এমতাবস্থায় মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ। এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে নি'আমাত দান করেছিলেন তা তারা ভুলে যায়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ. لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি ওকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। বলবে ঃ আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে! আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৬৩-৬৭)

৫২। তুমিতো মৃতকে শোনাতে পারবেনা, বধিরকেও পারবেনা আহ্বান শোনাতে, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ে।	٥٢. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ
৫৩। আর তুমি অন্ধকেও ফিরিয়ে আনতে পারবেনা তাদের পথভ্রষ্টতা হতে। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শোনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পনকারী।	٥٣. وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِ ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ

কাফিরদের তুলনা হল যেন ওরা মৃত, মূক এবং বধির

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ হে নাবী! কাবরের মৃত ব্যক্তিদেরকে কিছু শোনানো তোমার সাধ্যের অতীত। মৃত ব্যক্তি, যারা কাবরে আছে তাদেরকে তোমার কথা শোনানো যেমন অসম্ভব, তেমনিই কানে যারা বধির, যারা শুনেও শুনেনা, যারা তোমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদেরকেও তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবেনা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হক হতে অন্ধ হয়ে গেছে তাকে তুমি পথ দেখাতে ও হিদায়াত করতে পারবেনা। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি যদি চান তাহলে মৃতকে জীবিতদের কথা শোনাতে পারেন। সুপথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা তাঁরই কাজ।

إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ তুমিতো শুধু তাকেই শোনাতে পার যে ঈমানের নিকটবর্তী, আল্লাহর কাছে নতশির হতে প্রস্তুত ও তাঁর বাধ্য। এরা হক কথা শোনে এবং মানে। এগুলি হল মুসলিমদের অবস্থা। আর পূর্বে যা বর্ণনা দেয়া হল সেগুলো কাফিরদের অবস্থা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

যারা শুনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তারা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩৬)

এ আয়াত প্রসঙ্গে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে যেসব মুশরিক মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছিল এবং যাদেরকে বদরের উপত্যকায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাদের মৃত্যুর তিন দিন পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে সম্বোধন করে ধমকের সুরে লজ্জিত করছিলেন তখন উমার (রাঃ) তাঁর নিকট আরয করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা মরে গেছে তাদেরকে আপনার এভাবে সম্বোধন করার কারণ কি (তারা কি শুনতে পাচ্ছে)? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি তাদেরকে যা বলছি তা আপনারা ততোটা শুনতে পাননা যতটা তারা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারছেনা। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১) আয়িশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারের (রাঃ) মুখে এ ঘটনা শুনে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলেছিলেন ঃ তারা এখন খুব ভালরূপেই জানছে যে, আমি তাদেরকে যা কিছু বলতাম সবই সত্য ছিল। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১) অতঃপর আয়িশা (রাঃ) মৃত ব্যক্তিদের শোনতে না পাওয়ার দলীল إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى এই আয়াত দ্বারা গ্রহণ করেছেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনতে পেয়েছিল, যেন তারা যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১)

৫৪। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	٥٤. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ ضَعۡفًا وَشَيۡبَةً ۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡقَدِيرُ

মানুষের ক্রম বিকাশ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করে। মানুষের উৎস মাটি। এর পর থেকেই তাদের সৃষ্টি শুক্র থেকে। এরপর জমাট বাধা রক্ত। তারপর গোশত, এরপর অস্থি, অস্থির উপর গোশত এবং অবশেষে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। তারপর মায়ের পেট হতে ছোট্ট ও দুর্বল হয়ে বের হয়ে আসে। আবার ধীরে ধীরে বড় হয়, শক্তি সঞ্চয় করে ও মযবূত হয়। তারপর বাল্যকালের শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে।

ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء অতঃপর তাকে বার্ধক্যে পেয়ে বসে, তার চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করে এবং সে চলাচলের জন্য

শক্তিহীন হয়ে পড়ে। শক্তিশালী হওয়ার পর মানুষের এই দুর্বলতা তার একটি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপার। তার চলাফিরা, উঠা-বসা ইত্যাদি সব ব্যাপারে তার সমস্ত শক্তি লোপ পায়। শরীরের চামড়া কুঁচকে যায়, দাঁত পড়ে যায়, গাল বসে যায় এবং চুল সাদা হয়ে যায়। আল্লাহ যা চান তাই করেন। সৃষ্টি ও ধ্বংস তার সীমাহীন শক্তির সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। না তাঁর মত কারও জ্ঞান আছে, আর না তাঁর মত কারও শক্তি আছে।

৫৫। যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত।	٥٥. وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ
৫৬। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে ঃ তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাইতো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতেনা।	٥٦. وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَـٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَـٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَـٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
৫৭। সেদিন সীমা লংঘনকারীর ওযর আপত্তি তাদের কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেয়া হবেনা।	٥٧. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

দুনিয়া এবং আখিরাতের ব্যাপারে কাফিরদের অজ্ঞতা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কাফিরেরা দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে একেবারেই মূর্খ। তাদের মূর্খতা এভাবেই প্রকাশ পায় যে, তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে মূর্তি পূজা করে। পরকালেও তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমরা দুনিয়ায় মাত্র এক ঘন্টার বেশি অবস্থান করিনি। এ কথা বলে তারা প্রমাণ করতে চাইবে যে, এত কম সময়ের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমার্হ মনে করা হোক। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ এভাবেই দুনিয়ায় তারা সত্যভ্রষ্ট হত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা (এই অজ্ঞ কাফিরদেরকে) বলবে ঃ তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। আর এটাইতো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতেনা। তাই তোমরা অজ্ঞই থেকে গেলে।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ সুতরাং কিয়ামাতের দিন এই সীমালংঘনকারীদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাদের ওযর আপত্তি তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। তাদেরকে আবার দুনিয়ায়ও ফেরত পাঠানো হবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ

এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেনা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ২৪)

৫৮। আমিতো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন হাজির কর তাহলে কাফিরেরা অবশ্যই বলবে ঃ তোমরাতো	٥٨. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِـَٔايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُبۡطِلُونَ	মিথ্যাশ্রয়ী।
٥٩. كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ	৫৯। যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ তাদের হৃদয় এভাবে মোহর করে দেন।
٦٠. فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّۖ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ.	৬০। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

কুরআন এবং কাফিরদের সাথে তুলনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ সত্যকে আমি এই পবিত্র কালামে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছি যাতে সত্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা যেন তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করে।

وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ কিন্তু তাদের কাছে যে কোন মু'জিযাই আসুক না কেন, সত্যের নিদর্শন তারা যতই দেখুক না কেন, কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তারা অবশ্যই বলবে ঃ তোমরাতো মিথ্যাশ্রয়ী। যখন চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা হয় তখনও তারা বলেছিল ঃ এটা যাদু, বাতিল ও মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা

যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) তাই এখানে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ এভাবে তাদের অন্তরে মোহর করে দেন। হে নাবী! তুমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার উপর ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর বিজয় দান করবেন। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, কাজের উপর দৃঢ় থাক। তোমার কাজ হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক-ওদিক হয়োনা। এরই মধ্যে সমস্ত হিদায়াত লুকায়িত আছে, বাকীগুলো সবই বাতিলের স্তুপ।

সূরা আর রূম এর গুরুত্ব এবং ফাজরের সালাতে এটি তিলাওয়াত করা

এই পবিত্র সূরাটির ফাযীলাত এবং ফাজরের সালাতে এটি পাঠ করা সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছিলেন। এই সালাতে তিনি সূরা রূম তিলাওয়াত করেন। কিরা'আত পাঠ করার সময় তাঁর মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। সালাত আদায় করা শেষে তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমনও কতক লোক আমাদের সাথে সালাতে শামিল হয় যারা ভালভাবে এবং নিয়মিত অযূ করেনা। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা সালাতে দাঁড়াবে তারা যেন উত্তমরূপে অযূ করে নেয়। (আহমাদ ৩/৪৭১, হাসান)

এই হাদীসটি দ্বারা একটি বিস্ময়কর রহস্য উদঘাটিত হল এবং একটি বড় খবর এই পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্তাদীদের অযূ সম্পূর্ণরূপে ঠিক না হওয়ার ক্রিয়া বা প্রভাব তার উপরও পড়েছিল। **সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, ইমামের সালাতের সাথে মুক্তাদীদের সালাতও মুআল্লাক বা দোদুল্যমান হয়ে থাকে।**

সূরা রূম এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩১ ঃ লুকমান, মাক্কী
(আয়াত ৩৪, রুকূ ৪)

٣١ - سورة لقمان، مَكِّيَّةٌ
(اَيَاتُهَا : ٣٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম মীম	١. الٓمٓ
২। এগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।	٢. تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْحَكِيمِ
৩। পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, সৎ কর্ম পরায়ণদের জন্য।	٣. هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ
৪। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।	٤. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
৫। তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।	٥. أُوْلَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

সূরা বাকারাহর তাফসীরের প্রারম্ভেই হুরূফে মুকাত্তাআ'তের অর্থ ও ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা শারীয়াতের পূর্ণ অনুসারী তাদের জন্য এই কুরআন হিদায়াত, শিক্ষা ও রাহমাত স্বরূপ। তারা সালাত কায়েম করার সময় সালাতের রুকন, সময় ইত্যাদির পূর্ণ হিফাযাতের সাথে সাথে নাফল, সুন্নাত ইত্যাদিও পূর্ণভাবে আদায়

করে। তারা ফার্য যাকাত আদায় করে, আত্মীয়দের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করে ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। দানশীলতার কাজ নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে যায় এবং আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে বলে আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তারা সৎ কাজ করে এবং মহান রবের পুরস্কারের আশা রাখে। তারা রিয়াকারী বা লোক দেখানো কাজ করেনা এবং লোকদের প্রশংসাও চায়না। এ ধরনের গুণবিশিষ্ট লোকেরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এবং এরাই তারা যারা দীন ও দুনিয়ায় হবে সফলকাম ও কৃতকার্য।

৬। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।	٦. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
৭। যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে এটা শুনতে পায়নি, যেন তার কর্ণ দু'টি বধির; অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।	٧. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অনর্থক কথা বলা মানুষকে ধ্বংস করে, তা আল্লাহর কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে

উপরে বর্ণিত সৎকর্মশীল লোকেরা আল্লাহর কিতাব হতে হিদায়াত গ্রহণ করে, কিতাব পাঠ শুনে লাভবান হয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰبًا مُّتَشَـٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২৩) অতঃপর এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, পাপী ও দুষ্ট লোকেরা আল্লাহর কিতাব শুনে কোন উপকার লাভ করেনা, বরং এর পরিবর্তে গান-বাজনা নিয়ে মত্ত থাকে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ *মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে।* এ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গান-বাজনা নিয়ে লিপ্ত থাকা।" (তাবারী ২০/১২৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! সে হয়ত তার অর্থ দ্বারা উহা ক্রয় করেনা। কিন্তু এখানে 'অসার বাক্য ক্রয় করা' বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, সে উহা বলতে অথবা শোনতে পছন্দ করে। তাই সে যত বেশি এটা পছন্দ করবে তত বেশি পথভ্রষ্ট হবে। সত্যের বিপরীতে সে যত বেশি এটা পছন্দ করবে এবং অগ্রাধিকার দিবে তত বেশি সে তার কল্যাণকে ত্যাগ করে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হবে। (তাবারী ২০/১২৭) কেহ কেহ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, গান শোনার জন্য গায়ক/গায়িকাদের ভাড়া করে নিয়ে আসা, কিংবা তাদের আসরে গিয়ে গান শোনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সব ধরণের কথা ও বাক্য যা আল্লাহর বাণী শোনা এবং তাঁর পথে চলার ব্যাপারে মানুষকে বিরত রাখে। (তাবারী ২০/১৩০) তাই এর পরেই বলা হয়েছে ঃ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث *(অসার বাক্য ক্রয় করে)* অর্থাৎ ইসলামের কথা শোনা এবং তা অনুসরণ করা হতে বাধা দেয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا তারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যেমন তারা আল্লাহর পথ ও তাঁর কিতাবকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, তেমনই কিয়ামাতের দিন তাদেরকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হবে। তাদেরকে বিরতিহীনভাবে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে। এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ এই হতভাগারা, যারা খেল-তামাশায়, গান-বাজনায় ও রাগ-রাগিণীতে মত্ত থাকে তারা কুরআন থেকে দূরে সরে যায়, তা শোনা হতে তারা নিজেদের কানকে বধির করে ফেলে, এগুলো তাদের ভাল লাগেনা, শুনলেও তারা তা শোনার মত শোনেনা, বরং তা শোনা তাদের কাছে খুবই অপছন্দনীয়। এটাকে তারা বাজে কাজ মনে করে। এ কারণে এর সম্মান তাদের কাছে নেই। এ জন্য এ থেকে তারা কিছুই লাভবান হয়না। এ থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। এখানে আল্লাহর বিধি-বিধান দেখে তারা যেমন বিরক্ত হয়, কিয়ামাতের দিন তারা আল্লাহর আযাব দেখেও বিরক্ত হবে। এখানে আল্লাহর আয়াত শুনে তারা বিরক্তি বোধ করছে বটে, কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে সুখ কানন,	٨. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ
৯। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٩. خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

মু'মিনদের সুখপ্রদ লক্ষ্যস্থল

لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ এখানে ভাল লোকদের শেষ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নিয়েছে, শারীয়াত মুতাবেক কাজ করেছে তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে, যার মধ্যে নানা প্রকারের নি‘আমাত থাকবে। বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয়, সুন্দর ঝকঝকে পোশাক, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, পবিত্র ও পরমা সুন্দরী হুরীরা বিদ্যমান থাকবে। সেখানে এসব নি‘আমাত কখনও নিঃশেষ হবেনা। না এগুলি নষ্ট হবে, না ধ্বংস হবে, আর না কমে যাবে।

وَعْدَ اللَّه حَقًّا এটা আল্লাহর ওয়াদা এবং তিনি তাঁর ওয়াদা কখনও ভঙ্গ করেননা। তিনি দয়ালু, অনুগ্রহশীল ও পরম করুণাময়। তিনি যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। **وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই। সবকিছুই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। সবাই তাঁর কাছে নত শির। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কথা, কোন কাজ জ্ঞান-বিবেক বহির্ভূত নয়। তিনি কুরআনুল কারীমকে মু'মিনদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও শিক্ষাদানকারী করেছেন। আর বেঈমানদের জন্য এটা বোঝা স্বরূপ। মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২)

১০। তিনি আকাশমন্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্ব প্রকার জীব-জন্তু এবং আমিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্ভব করি সর্ব প্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।	١٠. خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجٖ كَرِيمٍ
১১। এটা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমা লংঘনকারীরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তি তে রয়েছে।	١١. هَـٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ بَلِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِي ضَلَـٰلٖ مُّبِينٖ

তাওহীদের প্রমাণ

خَلَقَ السَّمَاوَات بِغَيْرِ عَمَدٍ আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যমীন, আসমান ও সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনিই। আসমানকে তিনি কোন স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন এবং উচ্চে স্থাপন করে রেখেছেন। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আসলে আকাশের কোন স্তম্ভই নেই। (তাবারী ২০/১৩২) এ প্রশ্নের পূর্ণ বিবরণ সূরা রা'দের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ পৃথিবী পৃষ্ঠকে দৃঢ় করার জন্য ও নড়াচড়া করা হতে বাঁচানোর জন্য তিনি এর উপর

পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে মানুষ ভূমিকম্প ও ঝাঁকুনি হতে রক্ষা পায়। তিনি এত বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকার জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেগুলির সংখ্যা, বর্ণ ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ নিরূপণ করতে পারবেনা।

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ তিনি যে একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা তা বর্ণনা করার পর তিনিই যে আহারদাতা তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনিই আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এর মাধ্যমে জমি হতে সর্বপ্রকারের কল্যাণকর উদ্ভিদ তিনি জোড়ায় জোড়ায় উদ্‌গত করেন। এগুলি কোনটি দেখতে সুন্দর, কোনটি খেতেও সুস্বাদু এবং খেলে কোন ক্ষতিও হয় না, বরং উপকার হয়। আশ শা'বী (রহঃ) বলেছেন যে, যমীনের সৃষ্টের মধ্যে মানুষও একটি সৃষ্টি। জান্নাতীরা সম্মানিত এবং জাহান্নামীরা হীন ও নিন্দনীয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ আল্লাহ তা'আলার এই সমুদয় সৃষ্টি তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। তবুও তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে পূজা করতে রয়েছ তাদের সৃষ্টবস্তু কোথায়? তারা যখন সৃষ্টিকর্তা নয় তখন তারা পূজনীয়ও হতে পারেনা। সুতরাং তাদের উপাসনা করা চরম অন্যায় ও অবিচার নয় কি? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে শির্‌ক্‌কারীদের অপেক্ষা বড় অন্ধ, বধির, অজ্ঞান এবং নির্বোধ আর কে আছে?

১২। আমি অবশ্যই লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেতো তা করে নিজের জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	١٢. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَـٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

লুকমান হাকিম

লুকমান নাবী ছিলেন কি না এ ব্যাপারে সালাফগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞজনের মতে তিনি নাবী ছিলেন না; বরং পরহেযগার এবং আল্লাহর

প্রিয় বান্দা ছিলেন। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আশ‘আস (রহঃ) হতে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একজন ইথিওপিয় ক্রীতদাস ও ছুতার ছিলেন। (তাবারী ২০/১৩৫) তাঁকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল, কিন্তু নাবুওয়াত দেয়া হয়নি।

লুকমান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) কর্তৃক যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তিনি ছিলেন বেঁটে ও চেপ্টা নাক বিশিষ্ট একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। (ইব্ন আবী হাতিম ৯/৩০৯৭, দুররুল মানসুর ৫/৩১০) ইয়াহইয়াহ ইব্ন সাঈদ আল আনসারী (রহঃ) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, লুকমান ছিলেন (দক্ষিণ) মিসরের কৃষ্ণ বর্ণের লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তার ঠোঁট দু’টি ছিল পুরু। আল্লাহ তাকে অগাধ জ্ঞান দান করেছিলেন, কিন্তু তাকে নাবী মনোনীত করেননি। (তাবারী ২০/১৩৫)

আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ আবদুর রাহমান ইব্ন হারমালা (রহঃ) আমাকে বলেছেন ঃ একদা এক কৃষ্ণ বর্ণের হাবশী ক্রীতদাস সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবের (রহঃ) নিকট একটি প্রশ্ন করার জন্য আগমন করে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) তাকে বলেন ঃ তোমার দেহের রং কালো বলে তুমি নিজেকে ঘৃণ্য মনে করনা। তিনজন লোক, যারা সমস্ত লোক অপেক্ষা উত্তম ছিলেন তারা সবাই কালো বর্ণের ছিলেন। তারা হলেন বিলাল (রাঃ); দ্বিতীয় হলেন মাহজা (রাঃ), যিনি ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) গোলাম; তৃতীয় হলেন লুকমান হাকীম, যিনি ছিলেন মোটা ঠোঁট বিশিষ্ট একজন ইথিয়পিও সাধারণ অধিবাসী। (তাবারী ২০/১৩৫)

খালিদ আর রাবা’ঈ (রহঃ) বলেন যে, লুকমান ছিলেন একজন ইথিয়পিও ক্রীতদাস ও ছুতার। একদা তার মনিব তাকে বলে ঃ তুমি একটি বকরী যবাহ কর এবং ওর গোশতের উৎকৃষ্ট দু’টি টুকরা আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর পুনরায় তার মনিব তাকে এই আদেশই করল এবং বকরীর গোশতের নিকৃষ্ট দু’টি খণ্ড আনতে বলল। তিনি তখনও উক্ত দু’টি জিনিসই নিয়ে গেলেন। তার মনিব তখন বলল ঃ ব্যাপার কি? এটা কি ধরনের কাজ হল? আমি যখন দু’টি উৎকৃষ্ট টুকরা আমার কাছে নিয়ে আসতে বললাম তখন যা নিয়ে এলে, আবার দু’টি নিকৃষ্ট টুকরা নিয়ে আসতে বললে ঐ একই জিনিস নিয়ে এলে। উত্তরে তিনি বললেন ঃ এ দু’টি যখন ভাল থাকে তখন দেহের কোন অঙ্গই এ দু’টির চেয়ে ভাল নয়। আবার এ দু’টি

জিনিস যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস এ দু'টোই হয়ে থাকে। (তাবারী ২০/১৩৫)

শু'বাহ (রহঃ) হাকাম (রহঃ) থেকে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, লুকমান নাবী ছিলেননা, তিনি ছিলেন একজন সৎ লোক। তিনি ছিলেন কালো বর্ণের একজন ক্রীতদাস। (তাবারী ২০/১৩৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ *আমি অবশ্যই লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।* হিকমাত দ্বারা বোধশক্তি, জ্ঞান ও শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার সমসাময়িক লোকদের মধ্য থেকে তোমার প্রতি যিনি অনুগ্রহ করেছেন এবং প্রজ্ঞা দান করেছেন সেজন্য সেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। জেনে রেখ, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজেরই মঙ্গলের জন্য করে, এতে আল্লাহর লাভ-লোকসান কিছুই নেই। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে শান্তির আবাস। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৪) এখানে বলা হয়েছে ঃ যে অকৃতজ্ঞ হয় তার জানা উচিত যে, এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। তিনি বান্দাদের কাজের ব্যাপারে বেপরোয়া। বান্দাদের সবাই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কারও মুখাপেক্ষী নন। সমগ্র বিশ্ববাসী যদি কাফির হয়ে যায় তাহলেও তাঁর কিছুই আসে যায়না। তিনি সবকিছু হতেই অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমরা তাঁর ছাড়া আর কারও দাসত্ব করিনা।

১৩। স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম।	١٣. وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
১৪। আমিতো মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের	١٤. وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ	নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট।
١٥. وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	১৫। তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখি হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।

পুত্রের প্রতি লুকমানের উপদেশ

লুকমান তাঁর পুত্রকে যে নাসীহাত করেছিলেন ও উপদেশ দিয়েছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তার পূরা নাম লুকমান ইব্‌ন আনকা ইব্‌ন সাদূন। সুহাইলীর (রহঃ) বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, তার ছেলের নাম ছিল সা'রান। আল্লাহ তা'আলা তার উত্তম বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, তাকে হিকমাত দান করা হয়েছিল। তিনি যে উত্তম ওয়াজ-নাসীহাত স্বীয় পুত্রকে করেছিলেন তা বিশদভাবে আল্লাহ তা'আলা এখানে তুলে ধরেছেন। পুত্র অপেক্ষা প্রিয় মানুষের কাছে আর কিছুই নেই। মানুষ তার ছেলেকে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু ও মূল্যবান সামগ্রী

দিতে চায়। তাই লুকমান তাঁর ছেলেকে সর্বপ্রথম যে নাসীহাত করলেন তা হচ্ছে ঃ হে আমার প্রিয় বৎস! একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করনা। **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** জেনে রেখ যে, এর চেয়ে বড় নির্লজ্জতাপূর্ণ ও জঘন্যতম কাজ আর কিছুই নেই। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ

যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে (শির্‌কের সাথে) মিশ্রিত করেনি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৮২) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের কাছে এটা খুবই কঠিন ঠেকে। তারা বলেন ঃ ‘আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার ঈমানকে যুল্‌মের সাথে মিশ্রিত করেনা?’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা যা বুঝেছো তা নয়। তোমরা কি লুকমানের কথা শুননি? তিনি বলেছিলেন ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করনা, নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম যুল্‌ম। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭২)

এই উপদেশের পর লুকমান তার ছেলেকে দ্বিতীয় যে উপদেশ দেন সেটাও গুরুত্বের দিক দিয়ে বাস্তবিক এমনই যে, প্রথম উপদেশের সাথে এটা মিলিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ মাতা-পিতার প্রতি ইহসান করা ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) কুরআনুল হাকীমে প্রায়ই এ দু’টির বর্ণনা একই সাথে দেয়া হয়েছে।

আল কুরআন কখনও কখনও দু’টি বিষয় একই আয়াতে অথবা পর পর বর্ণনা করেছে। যেমন এখানে বলা হয়েছে ঃ **وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ** *আমিতো মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ গর্ভে সন্তান ধারণ করা মায়ের জন্য একটি কষ্টকর ব্যাপার। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল পরিশ্রান্তির উপর আরও পরিশ্রান্তি। (তাবারী

২০/১৩৭) ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ তা হল দুর্বলতার সাথে আরও দুর্বলতা যোগ হওয়া।

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ অতঃপর মা সন্তানকে দু’বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। এই দু’বছর মাকে তার শিশু সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

এবং যদি কেহ স্তন্য পানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৩) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَـٰلُهُۥ ثَلَـٰثُونَ شَهْرًا

তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫) এ জন্যই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও বড় বড় ইমামগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল কমপক্ষে ছয় মাস হবে। মায়ের এই কষ্টের কথা সন্তানের সামনে এ জন্যই প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যেন সন্তান মায়ের এই মেহেরবানীর কথা স্মরণ করে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আনুগত্য ও ইহসান করে। আর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দেন ঃ

وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৪) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। সুতরাং যদি তোমরা আমার এ আদেশ মেনে নাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান দিব। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا

তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। কিন্তু এর

অর্থ এটা নয় যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি ইহসান করাও পরিত্যাগ করবে। তোমাদের উপর তাদের পার্থিব যে হক রয়েছে তা অবশ্যই পূরণ করবে।

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করবে। আর জেনে রেখ যে, তোমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।

সা'দ ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এ আয়াতটি আমারই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আমার মায়ের খুবই খিদমাত করতাম এবং তার পূর্ণ অনুগত থাকতাম। আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দান করলেন তখন আমার মা আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। সে আমাকে বলল ঃ তুমি এই নতুন দীন কোথায় পেলে? আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, এই দীন তোমাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে, নচেৎ আমি পানাহার বন্ধ করে দিব। আর এভাবে না খেয়ে মারা যাব এবং লোকেরা তোমাকে ছি! ছি! করবে। আমি তাকে বললাম ঃ আপনি এরূপ করবেননা, আমি ইসলাম ত্যাগ করবনা। তিনি এক রাত ও এক দিন খাবার না খেয়ে কাটালেন এবং খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। তার এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করে আমি তাকে বললাম ঃ হে আমার মা! আল্লাহর শপথ! আপনার যদি একশতটি প্রাণও থাকত এবং কষ্টের কারণে একটির পর একটি প্রাণবায়ু বের হয়ে যেত তথাপি আমি আমার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবনা। সুতরাং ইচ্ছা হলে আপনি খাবার খেতে পারেন, আর ইচ্ছা না হলে খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন। তখন তিনি খাবার খেলেন। (উস্‌দ আল গাবাহ ২/২১৬)

১৬। হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে	١٦. يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ

খবর রাখেন।	يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
১৭। হে বৎস! সালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, এটাইতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।	١٧. يَـٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ
১৮। অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করনা। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেননা।	١٨. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
১৯। পদচারণায় মধ্য পন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নীচু; স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।	١٩. وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ

এগুলি লুকমানের অন্যান্য উপদেশ। যেহেতু এগুলি হিকমাতে পরিপূর্ণ সেহেতু কুরআনুল কারীমে এগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, যেন লোকেরা এর উপর আমল করতে পারে। বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ মন্দ কাজ, যুল্‌ম, ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি সরিষার দানা পরিমাণই হোক না কেন এবং তা যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা

হোক না কেন, **يَأْتِ بِهَا اللَّهُ** কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই উপস্থিত করবেন। মীযানে তা ওযন করা হবে এবং তার প্রতিফল দেয়া হবে। যদি তা উত্তম আমল হয় তাহলে উত্তম পুরস্কার দেয়া হবে, আর খারাপ আমলের জন্য দেয়া হবে শাস্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৭-৮) সেই সৎ আমল অথবা বদ আমল যদি থাকে কোন পাথরের মধ্যে, আসমানের উপরে, মাটির নীচে, মোটকথা যেখানেই রাখা হোক না কেন আল্লাহ তা'আলার কাছে তা গোপন থাকেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা পেশ করবেনই।

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সকল বিষয়ের খবর রাখেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর কাছে অপ্রকাশিত থাকেনা। অন্ধকার রাতে পিপীলিকা চলতে থাকলেও তিনি ওর পায়ের শব্দ শুনতে পান। এরপর লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি সালাতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ওর ফার্‌য, ওয়াজিব, আরকান, সময় ইত্যাদির পূর্ণ হিফাযাত করবে। **وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ** সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর কথা সকলের নিকট পৌঁছে দিবে। প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য সকলকে উৎসাহিত করবে। মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। **وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ** যেহেতু ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেকের কাছে তিক্ত লাগে, সত্যভাষী লোকদের সাথে সবাই শত্রুতা রাখে, সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর পথে উন্মুক্ত তরবারীর নীচে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করার সময় চুপ হয়ে

বসে না থাকা খুব বড় বাহাদুরীর কাজ। লুকমান তাই স্বীয় পুত্রকে এ কাজের উপদেশই দিয়েছেন। এরপর লুকমান স্বীয় পুত্রকে বলেন ঃ

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ অহংকারবশে তুমি মানুষের দিক হতে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিওনা। তাদেরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান ও নিজেকে বড় মনে করনা। বরং তাদের সাথে সদা সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ... এমন কি উহা যদি তোমার ভাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানোর মাধ্যমেও হয়। আর তোমার পোশাককে টাখনুর নিচে পরিধান করার ব্যাপারে সাবধান থেক! কারণ উহা হল এক ধরণের অহংকার। আর আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেননা। (আবূ দাঊদ ৪/৩৪৫) অতঃপর লুকমান বলেন ঃ

وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করনা। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেননা। এমন যেন না হয় যে, তুমি আল্লাহর বান্দাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করবে, তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং গরীব ও মিসকীনদের সাথে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করবে। দাম্ভিক ও অহংকারীরা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারেনা। তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وَلَا تَمۡشِ فِى ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولاً

ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩৭) এ আয়াতের তাফসীরও যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

চলাফিরায় মধ্যম পন্থা অবলম্বনের আদেশ

মহান আল্লাহ লুকমানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন ঃ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ তুমি মধ্যম চালে চলবে। খুব ধীরে ধীরেও না, অলসভরেও না এবং ঠাট-বাট করে কিংবা দম্ভভরেও না। আর কথা বলার সময় খুব বাড়াবাড়ি করবেনা। অযথা

চীৎকার করে কথা বলবেনা। জেনে রেখ যে, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সবচেয়ে খারাপ আওয়াজ হচ্ছে গাধার ডাক। অর্থাৎ যখন কোন লোক তার গলার স্বর উচ্চ করে তখন ঐ শব্দকে গাধার ডাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ ধরণের আওয়াজ আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। তাই গাধা যেমন উচ্চ স্বরে ডাকে তেমনি মানুষও যেন তদ্রুপ উচ্চ স্বরে কথা না বলে সেই ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। এটি একটি নিন্দনীয় স্বভাবও বটে। রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মন্দ দৃষ্টান্তের যোগ্য আমরা নই। যে নিজের জিনিস দান করে ফিরিয়ে নেয় তার উপমা হল ঐ কুকুর যে বমি করে ঐ বমি চাটতে থাকে। (তিরমিযী ৪/৫২২)

লুকমানের উপদেশ

লুকমান হাকীমের এ উপদেশগুলি অত্যন্ত উপকারী ও লাভজনক বলেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এগুলি বর্ণনা করেছেন। তার আরও বহু জ্ঞানগর্ভ উক্তি ও উপদেশ বর্ণিত আছে। নমুনা ও নিয়ম-রীতি হিসাবে আমরাও অল্প কিছু বর্ণনা করছি ঃ

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লুকমান হাকীম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহকে কোন জিনিস সপে দেয়া হয় তখন তিনি ওর হিফাযাত করে থাকেন। (আহমাদ ২/৮৭)

আস সারী ইব্ন ইয়াহইয়া (রহঃ) বর্ণনা করেন, লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয়ই হিকমাত বা প্রজ্ঞা মিসকীনদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। (দুররুল মানসুর ৫/৩১৬)

আউন ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লুকমান তার ছেলেকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় বৎস! যখন তুমি কোন মাজলিসে হাযির হবে তখন ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালাম করবে। তারপর মাজলিসের এক দিকে বসে পড়বে। অন্যের বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কিছু বলবেনা, বরং নীরব থাকবে। মাজলিসের লোকেরা যদি আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকে তাহলে তুমি তাতে অগ্রণী হতে চেষ্টা করবে। আর যদি তারা বাজে গল্প শুরু করে দেয় তাহলে তুমি ঐ মাজলিস ছেড়ে চলে আসবে। (আয যুহুদ ৩৩২)

২০। তোমরা কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা	٢٠. أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم

مَّا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَـٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ	কিছু আছে সবই আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে পথ নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।
٢١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ	২১। তাদেরকে যখন বলা হয় - আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শাইতান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে তবুও কি?

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ দেখ, আকাশের তারকারাজি তোমাদের সেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সর্বক্ষণ জ্বলজ্বল করে তোমাদেরকে আলো প্রদান করছে। বৃষ্টি, শিশির, শুষ্কতা ইত্যাদি সবই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত আছে। আকাশ তোমাদের মযবূত ছাদ স্বরূপ। তিনি তোমাদেরকে নাহর, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, গাছ-পালা, ক্ষেত-খামার, ফল-ফুল ইত্যাদি যাবতীয় নি'আমাত দান করেছেন। এ প্রকাশ্য অসংখ্য নি'আমাত ছাড়াও অপ্রকাশ্য আরও অসংখ্য নি'আমাত তিনি দান করেছেন।

যেমন রাসূলদেরকে প্রেরণ, কিতাব নাযিলকরণ ইত্যাদি। যিনি এতগুলি নি'আমাত দান করেছেন, তাঁর সত্তার উপর সবারই একান্তভাবে ঈমান আনা উচিত ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এখনো বহু লোক আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে। এর পিছনে তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কোন দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা নির্লজ্জের মত উত্তর দেয় ঃ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। তাদের এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ

যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামীও ছিলনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭০) অর্থাৎ তোমরা কেন ভেবে দেখছনা যে, তোমরা যারা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের আমলকে সত্যের মাপকাঠি ধরে নিয়েছ এবং তদনুযায়ী নিজেরাও আমল করছ, অথচ তারা ছিল বিপথগামী? আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ *শাইতান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে আহ্বান করে তবুও কি?*

২২। যদি কেহ সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে তাহলে সেতো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবূত হাতল, যাবতীয় কাজের	٢٢. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ

عَـٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ	পরিণাম আল্লাহর দিকে।
٢٣. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحۡزُنكَ كُفۡرُهُۥٓۚ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ	২৩। কেহ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অন্তরে যা রয়েছে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।
٢٤. نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلٗا ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٖ	২৪। আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিত্তে আমল করে, যে সত্যিকারভাবে আল্লাহর অনুগত হয়, যে শারীয়াতের অনুসারী হয়, যে আল্লাহর আদেশের উপর আমল করে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে সে দৃঢ় রজ্জুকে ধারণ করল, সে যেন আল্লাহ হতে ওয়াদা নিয়েছে যে, সে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা পাবে। কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ তুমি কাফিরদের কুফরীর কারণে মোটেই চিন্তিত হয়োনা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করছে। কিন্তু তাদেরকে আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেই সময় আমি তাদেরকে তাদের আমলের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করব। আমার কাছে তাদের কোন আমলই গোপন

নেই। আমি স্বল্পকালের জন্য তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০)

২৫। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানেনা।	٢٥. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
২৬। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	٢٦. لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

মূর্তি পূজকরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মুশরিকরা এটা স্বীকার করত যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। তা সত্ত্বেও তারা অন্যদের ইবাদাত করত। অথচ তারা ভালরূপেই জানত যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। সবই তাঁর অধীন।

مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?' এ প্রশ্ন তাদেরকে করলে তারা সাথে সাথেই উত্তর দিতো যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই বটে। তাই আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও, প্রশংসা যে আল্লাহরই তাতো তোমরা স্বীকারই করছ। প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, মুশরিকদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয় যা কিছু আছে সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং সব তাঁরই মালিকানাধীন। তিনি সবকিছু হতেই অভাবমুক্ত এবং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তিনিই। সৃষ্টিকাজে ও আহকাম ধার্য করার ব্যাপারে তিনিই প্রশংসার যোগ্য।

২৭। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢٧. وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَـٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
২৮। তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।	٢٨. مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

আল্লাহর কথা বলে কখনও শেষ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইয্যাত, শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। নিজের পবিত্র গুণাবলী, মহান নাম ও অসংখ্য কালেমার বর্ণনা প্রদান

করছেন। না কেহ তা গণনা করে শেষ করতে পারে, আর না তার পরিধি কারও জানা আছে। মানব-নেতা, শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা ও গুণগান করে আমি শেষ করতে পারবনা, আপনি তেমনটি যেমন আপনি নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন। (মুসলিম ১/৩৫২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ জগতের সমস্ত গাছ-পালাকে যদি কলম বানানো হয় এবং সাগরের সমস্ত পানিকে যদি কালি বানানো হয়, এরপর আরও সাতটি সাগরের পানি মিলিত করা হয়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, গুণাবলী, মর্যাদা এবং বাণীসমূহ লিখতে শুরু করা হয় তাহলে এই সমুদয় কলম ও কালি শেষ হয়ে যাবে, তথাপি একক ও শরীকবিহীন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী লিখা শেষ হবেনা। এতে এটা মনে করা চলবেনা যে, যদি সাতের অধিক সাগরের পানি একত্রিত করা হয় তাহলে আল্লাহর গুণাবলী লিখার জন্য যথেষ্ট হবে। এটা কখনও নয়। এ গণনা শুধু আধিক্য প্রকাশের জন্য বলা হয়েছে। এটাও মনে করা চলবেনা যে, মাত্র সাতটি সাগর আছে যা সমগ্র দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। অবশ্য বানী ইসরাঈলের রিওয়ায়াতে এ সাতটি সাগরের কথা বলা হয়েছে বটে, তাকে আমরা সত্যও বলতে পারিনা এবং মিথ্যাও না। তবে আমরা যে তাফসীর করেছি তার পৃষ্ঠপোষক নিম্নের আয়াতটিকে বলা যেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا

বল ঃ আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তাহলেও আমার রবের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে - সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র নিয়ে এলেও। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১০৯) এখানে আরও একটি সমুদ্র উদ্দেশ্য নয়, বরং এক একটি করে যতগুলি সমুদ্রই হোক না কেন, তবুও আল্লাহর কালেমা শেষ হবেনা।

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আল্লাহ তা‘আলা সবকিছুর উপরই বিজয়ী। সবকিছুই তাঁর কাছে যৎকিঞ্চিৎ ও বিজিত। কিছুই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারেনা। তিনি নিজের কথায়, কাজে, আইন-কানূনে, বুদ্ধিতে ও অন্যান্য গুণাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববিজয়ী এবং প্রতাপশালী। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা আমার কাছে একটি লোককে জীবিত করার মতই সহজ। কোন কিছু হওয়ার ব্যাপারে আমার শুধু হুকুম করাই যথেষ্ট। কোন কিছু করতে আমার চোখের পলক ফেলার সমানও সময় লাগেনা।

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২)

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১৩)

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু দেখেন। একটি লোকের কথা ও কাজ যেমন তাঁর কাছে গোপন থাকেনা, অনুরূপভাবে সারা দুনিয়ারও কিছুই তাঁর কাছে লুকায়িত নয়।

২৯। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান? তিনি চাঁদ-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; তোমরা যা কর আল্লাহ সে	٢٩. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ

تَجۡرِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ	সম্পর্কে অবহিত।
٣٠. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ	৩০। এর কারণ এই যে, আল্লাহ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহতো সমুচ্চ, মহান।

আল্লাহ অসীম ক্ষমতাশালী

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى রাত্রিকে কিছু ছোট করে দিবসকে বাড়িয়ে দেয়া এবং দিবসকে কিছু ছোট করে রাত্রিকে বাড়িয়ে দেয়া আমারই কাজ। শীতের দিনে রাত্রি বড় ও দিন ছোট এবং গ্রীষ্মকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হওয়া আমারই শক্তির প্রমাণ। চন্দ্র-সূর্যের চক্র ও আবর্তন আমারই আদেশক্রমে হয়ে থাকে। এগুলি নির্ধারিত স্থানের দিকেই চলে। নিজ স্থান থেকে এতটুকুও এদিক ওদিক যেতে পারেনা।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ হে আবূ যার (রাঃ)। এই সূর্য কোথায় যায় তা তুমি জান কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটা গিয়ে আল্লাহর আরশের নীচে সাজদায় পড়ে যায় এবং স্বীয় রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে। ঐ দিন খুব নিকটবর্তী যে দিন তাকে বলা হবে ঃ যেখান হতে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। (বুখারী ৪৮০৩, মুসলিম ১৫৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূর্য যেন প্রবাহিত পানির মত। দিনে নিজের চক্রের কাজে লেগে থাকে, তারপর অস্তমিত হয়ে আবার রাতে যমীনের অপর

দিকে চলে গিয়ে ঘুরতে থাকে। অতঃপর পরের দিন আবার সকালে উদিত হয়। এভাবেই চাঁদও কাজ করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ তোমরা যা কর আল্লাহ সেই সম্পর্কে অবহিত। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭০) তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই খবর তিনিই রাখেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ এগুলি এরই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহ, তিনিতো সমুচ্চ, সুমহান। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সৃষ্ট এবং তাঁর দাস। কারও ক্ষমতা নেই যে, তাঁর হুকুম ছাড়া একটি অণুকে নড়াতে পারে। একটি মাছি সৃষ্টি করার জন্য যদি সমস্ত দুনিয়াবাসী একত্রিত হয় তবুও তারা তাতে অপারগ হয়ে যাবে। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ এগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। তাঁর উপর কারও কোন কর্তৃত্ব চলেনা। তাঁর কাছে সবাই হেয় ও তুচ্ছ।

৩১। তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন	٣١. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ

ءَايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ	**করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।**
٣٢. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ	**৩২। যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা আল্লাহকে ডাকে বিশুদ্ধ চিত্তে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে। শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নির্দেশনাবলী অস্বীকার করে।**

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে তাঁর আদেশে সাগরে জাহাজ চলতে থাকে। যদি তিনি জাহাজগুলিকে পানিতে ভাসার ও পানি কেটে চলার আদেশ না করতেন এবং ওগুলির মধ্যে নৌযান ধারণ করার ক্ষমতা না রাখতেন তাহলে ওগুলি পানিতে চলতে পারতনা? অতঃপর তিনি বলেন ঃ

لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ এর মাধ্যমে আমি মানুষের কাছে আমার শক্তির প্রমাণ পেশ করছি। দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী ও সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীরা এ থেকে বহু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ যখন কাফিরদেরকে সমুদ্রের তরঙ্গমালা ঘিরে ফেলে এবং তাদের জাহাজ ডুবুডুবু অবস্থায় পতিত হয় আর পাহাড়ের ন্যায় তরঙ্গমালা জাহাজকে এ দিক থেকে ও দিকে এবং ও দিক থেকে এ দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তখন তারা শির্‌ক ও কুফরী ভুলে যায় এবং কেঁদে কেঁদে বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) অন্যত্র বলেন ঃ

فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ মুজাহিদ (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেহ কেহ কাফির হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৫) এরপর তিনি বলেন ঃ

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ *শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নির্দেশাবলী অস্বীকার করে।* যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, *খাত্তার* (**خَتَّارٍ**) শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা করা অথবা পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করা। এ শব্দের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, *খাত্তার* হল ঐ ব্যক্তি যে ওয়াদা/শপথ করে তা ভঙ্গ করে এবং এটা হল বেঈমানী করার সবচেয়ে খারাপ পন্থা।

كَفُوْرٍ বলা হয় **مُنْكِرٌ** বা অস্বীকারকারীকে যে আল্লাহর নি'আমাতরাশিকে অস্বীকার করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, বরং ভুলে যায় এবং মনে করার চেষ্টাও করেনা।

৩৩। হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের	٣٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ

وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ	যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবেনা তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

আল্লাহকে ভয় করা এবং কিয়ামাত দিবসকে স্মরণ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিয়ামাত দিবসের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতির নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ

لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِه তোমরা এমন দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা পুত্রের কোন উপকার করতে পারবেনা এবং পুত্রও পিতার কোন কাজে আসবেনা। সেই দিন একে অপরকে কোন সাহায্য করতে পারবেনা।

فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا তোমরা দুনিয়ার উপর কোন ভরসা করনা এবং আখিরাতকে ভুলে যেওনা। এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّه الْغَرُورُ *এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীর করেছেন ঃ তোমরা শাইতানের প্রতারণায় পড়না। (তাবারী ২০/১৫৯) শাইতানতো শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে, কিন্তু ওর প্রতিশ্রুতিতে কোন সারবস্তু নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২০)

অহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, উযায়ের (আঃ) যখন নিজ সম্প্রদায়ের কষ্ট দেখলেন এবং তাঁর চিন্তা ও দুঃখ বেড়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তিনি বলেন ঃ তাদের কষ্ট দেখে আমি ঘুমাতে পারছিলামনা। আমি অনুনয়-বিনয়ের সাথে খুব কাঁদলাম ও মিনতি করলাম। আমি সালাত আদায় করলাম, সিয়াম পালন করলাম ও দু'আ করতে থাকলাম। এমন সময় আমার সামনে একজন মালাক/ফেরেশতা এলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি বলুনতো! ভাল লোক কি মন্দ লোকের জন্য সুপারিশ করবে? পিতা কি পুত্রের কোন কাজে আসবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ কিয়ামাতের দিনতো ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার দিন। ঐ দিন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সামনে থাকবেন। কেহই তাঁর বিনা হুকুমে মুখ খুলতে পারবেনা। কেহ কারও ব্যাপারে কথা বলতে পারবেনা। না পিতাকে পুত্রের পরিবর্তে এবং না পুত্রকে পিতার পরিবর্তে কথা বলতে দেয়া হবে। ভাই ভাইয়ের পরিবর্তে দোষী বলে সাব্যস্ত হবেনা এবং প্রভুর পরিবর্তে গোলাম ধরা পড়বেনা। কেহ কারও জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশ করবেনা এবং কারও প্রতি কারও কোন খেয়ালই থাকবেনা। কেহ কারও উপর কোন দয়া করবেনা এবং কারও প্রতি কেহ কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবেনা। কারও প্রতি কেহ কোন ভালবাসা দেখাবেনা। সেদিন কেহকেও কারও পরিবর্তে পাকড়াও করা হবেনা। সবাই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে, নিজের ব্যাপারেই কাঁদতে থাকবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বোঝা বহন করে ফিরবে, কেহ সেই দিন একে অপরের বোঝা বহন করবেনা।

৩৪। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু	٣٤. إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى

نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ.	**ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।**

গাইবের খবর জানেন একমাত্র আল্লাহ

এগুলি হচ্ছে গাইবের চাবিকাঠি যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। আল্লাহ যাকে যতটুকু জানিয়ে দেন সে ততটুকু ছাড়া আর কিছুই জানতে পারেনা। কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় না কোন নাবী-রাসূলের জানা আছে, আর না কোন নৈকট্য লাভকারী মালাকের/ফেরেশতার জানা আছে।

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ

এ সম্পর্কীয় জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭)

অনুরূপভাবে বৃষ্টি কখন, কোথায়, কতটুকু বর্ষিত হবে তার জ্ঞান আল্লাহরই আছে। তবে এ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত মালাককে/ফেরেশতাকে যখন নির্দেশ দেয়া হয় তখন তিনি জানতে পারেন। এভাবে গর্ভবতী নারীর গর্ভে পুত্র সন্তান হবে নাকি কন্যা সন্তান হবে তা একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করেন। অবশ্যই এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মালাককে যখন হুকুম করা হয় তখন তিনি তা জানতে পারেন যে, সন্তান পুরুষ হবে নাকি নারী হবে, সৎ আমলকারী হবে নাকি পাপী হবে। অনুরূপভাবে কেহই জানেনা যে, আগামীকাল কিংবা কিয়ামাত দিবসে সে কি অর্জন করবে। **وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ** এবং এটাও কেহই জানেনা যে, কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) হাদীসে রয়েছে যে, গাইবের চাবি হচ্ছে এই পাঁচটি জিনিস।

গাইবের খবরের ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস

মুসনাদ আহমাদে বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ পাঁচটি জিনিস রয়েছে যেগুলির খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। অতঃপর তিনি إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ... الخ এ আয়াতটিই পাঠ করেন। (আহমাদ ৫/৩৫৩)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গাইবের চাবি হচ্ছে পাঁচটি। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটিই পাঠ করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ *কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।* (আহমাদ ২/২৪)

ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে (ইস্তিস্কা সালাত অনুচ্ছেদে) উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারী ২/৬০৯) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ গাইবের চাবি পাঁচটি। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ *কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে।* (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের মাজলিসে বসেছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট একটি লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঈমান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ঃ ঈমান হল এই যে, আপনি বিশ্বাস স্থাপন করবেন আল্লাহর উপর,

তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর, আখিরাতের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইসলাম কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ইসলাম এই যে, আপনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবেন ও তাঁর সাথে কেহকেও শরীক করবেননা, সালাত কায়েম করবেন, ফার্য যাকাত আদায় করবেন এবং রামাযানের সিয়াম পালন করবেন। লোকটি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইহসান কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ ইহসান এই যে, আপনি আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন, অথবা যদিও আপনি তাঁকে দেখছেননা কিন্তু তিনি আপনি দেখছেন। লোকটি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তিনি উত্তর দিলেন, এটা জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানেনা। তবে আমি আপনাকে এর কতগুলি নিদর্শনের কথা বলছি ঃ যখন দাসী তার মনিবের জন্ম দিবে এবং যখন নগ্ন পা ও উলঙ্গ দেহ বিশিষ্ট লোকেরা নেতৃত্ব লাভ করবে। কিয়ামাতের জ্ঞান ঐ পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলি আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। অতঃপর তিনি **إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ** ... এ আয়াতটি পাঠ করলেন। এরপর লোকটি চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ যাও, তোমরা লোকটিকে ফিরিয়ে আন। জনগণ দৌঁড়ে গেল। কিন্তু লোকটিকে কোথাও দেখতে পেলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। মানুষকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আগমন করেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৩, ১/১৪০, মুসলিম ১/৩৯) আমরা এ হাদীসের ভাবার্থ সহীহ বুখারীর শরাহয় বিস্তারিত বর্ণনা করেছি যেখানে মুসলিমদের নেতা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) বর্ণিত কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ *এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে*। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এমন কতগুলি বিষয় আছে যেগুলির জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। ওগুলির জ্ঞান নাবীদেরও নেই, মালাইকা/ফেরেশতাদেরও নেই।

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ কিয়ামাতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। কারও এ জ্ঞান নেই যে, তার মৃত্যু কোন সালে, কোন মাসে এবং কোন

দিন আসবে। وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ অনুরূপভাবে বৃষ্টি কখন হবে এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ গর্ভবতী নারীর জরায়ুতে পুত্র সন্তান আছে নাকি কন্যা সন্তান আছে, সন্তান লাল বর্ণের হবে নাকি কালো বর্ণের হবে এ জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا কেহ এটা জানেনা যে, সে আগামীকাল ভাল কাজ করবে নাকি মন্দ কাজ করবে, মারা যাবে নাকি বেঁচে থাকবে। হতে পারে যে, কালই মৃত্যু হবে অথবা কোন বিপদ এসে পড়বে।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ কেহই জানেনা যে, কোথায় তার মৃত্যু হবে, কোথায় তার কাবর হবে। হতে পারে যে, তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হবে অথবা সে কোন জনমানবহীন জঙ্গলে মৃত্যুবরণ করবে। কেহই জানেনা যে, সে কঠিন মাটিতে, না নরম মাটিতে প্রোথিত হবে। আল মুযাম আল কাবীর গ্রন্থে হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, উসামাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মৃত্যু যেখানে লিখা থাকে আল্লাহ তাকে কোন কারণের মাধ্যমে সেখানে যাবার ব্যবস্থা করেন। (তাবারানী ১/১৭৮)

সূরা লুকমান এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩২ ঃ সাজদাহ, মাক্কী

٣٢ – سورة السجدة، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩০, রুকূ ৩)

(اَيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

আলিফ, লাম, মীম সাজদাহর গুরুত্ব ও ফাযীলাত

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আ'র দিন ফাজরের সালাতে 'আলিফ-লাম-মীম-তানযীল আস্-সাজদাহ' (৩২ নং সূরা) এবং 'হাল 'আতা আলাল ইনসান' (৭৬ নং সূরা) পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ২/৪৩৮, মুসলিম ২/৫৯৯)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলিফ-লাম- মীম-তানযীল আস্-সাজাদাহ' এবং 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্ক' (৬৭ নং সূরা) এ দু'টি সূরা (রাতে) তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেননা। (আহমাদ ৩/৩৪০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। আলিফ লাম মীম।	١. الٓمٓ
২। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।	٢. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ
৩। তাহলে কি তারা বলে ঃ এটা সে নিজে রচনা করেছে? না, এটা তোমার রাব্ব হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী	٣. أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُ ۚ بَلۡ هُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوۡمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبۡلِكَ

আসেনি। হয়তো তারা সৎ পথে চলবে।	لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

কুরআন আল্লাহর কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআ'ত রয়েছে ওগুলির পূর্ণ আলোচনা আমরা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে করে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, এই কিতাব আল কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। মুশরিকদের এ কথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা স্বয়ং রচনা করেছেন। না, না, এটা চরম সত্য কথা যে, এ কিতাব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি এ জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কাওমকে ভয় প্রদর্শন করেন যাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন নাবী আগমন করেননি। যাতে তারা সত্যের অনুসরণ করে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

৪। আল্লাহ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	٤. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
৫। তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর	٥. يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ

৬। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু -	٦. ذَٰلِكَ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছয় দিনে যমীন, আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করে আরশের উপর সমাসীন হন। এর তাফসীর ইতোপূর্বে (৭ ঃ ৫৪) বর্ণিত হয়েছে।

مَا لَكُم مِّن دُونِه مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ মালিক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের পূর্ণতা প্রাপ্তি তাঁরই হাতে। সবকিছুর তাদবীর ও তদারক তিনিই করে থাকেন। সবকিছুর উপর আধিপত্য তাঁরই। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের কোন বন্ধু ও অভিভাবক নেই। তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও কোন সুপারিশ চলবেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ হে জনমণ্ডলী! আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করছ এবং যাদের উপর নির্ভরশীল হচ্ছ, তোমরা কি বুঝতে পারনা যে, এত বড় শক্তিশালী সত্তা কি করে তাঁর একজন শরীক গ্রহণ করতে পারেন? তিনি তাঁর সমকক্ষতা, পরামর্শদাতা, পীর ও শরীক হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি ছাড়া কোন উপাস্যও নেই, পালনকর্তাও নেই।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْه আল্লাহ তা'আলার আদেশ সপ্তম আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং সাত স্তর যমীনের নীচ পর্যন্ত চলে যায়। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَـٰوَٰتٍ۬ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নিজ দপ্তরের দিকে উঠিয়ে নেন যা দুনিয়ার আকাশের উপরে রয়েছে। যমীন হতে প্রথম আসমান পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধানে রয়েছে। ঐ পরিমাণই ওর ঘনত্ব/পুরুত্ব। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এত দূরের ব্যবধান সত্ত্বেও মালাইকা/ফেরেশতারা চোখের পলকে নীচে আসেন ও উপরে যান। এ জন্যই বলা হয়েছে ঃ

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ তোমাদের হিসাবে সহস্র বছরের সমান। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ প্রতিদিন আমলগুলি অবগত হন। ছোট ও বড় সব আমল তাঁর কাছে আনীত হয়। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু নিজের অধীনস্থ করে রেখেছেন। সমস্ত বান্দার গ্রীবা তাঁর সামনে ঝুঁকে থাকে। তিনি মু'মিন বান্দাদের উপর বড়ই স্নেহশীল। তাদের উপর তিনি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

৭। যিনি তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম রূপে এবং কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।	٧. ٱلَّذِىٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَـٰنِ مِن طِينٍ
৮। অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।	٨. ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ
৯। পরে তিনি ওকে করেছেন সুষম এবং ওতে ফুঁকে দিয়েছেন রূহ্ তাঁর নিকট হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ; তোমরা	٩. ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا

অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	تَشْكُرُونَ

মানুষ সৃষ্টির ক্রমধারা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনি (আল্লাহ) সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। সবই তিনি এমন সুন্দরভাবে ও উত্তম পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন যা ধারণা করা যায়না। প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিই কত উত্তম, কত দৃঢ় ও কত মযবূত! আকাশ-পাতাল সৃষ্টির সাথে সাথে মানব-সৃষ্টির উপর চিন্তা-ভাবনা করলে বিস্মিত হতে হয়।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ তিনি কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। **ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ** অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে যা পুরুষের পিঠ ও স্ত্রীর বক্ষস্থল হতে বের হয়ে থাকে।

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন নিজের নিকট হতে। মানুষকে তিনি চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ দান করেছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এর পরও মানুষ খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাদের পরিণতি অতি উত্তম ও আনন্দদায়ক যারা আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তিসমূহকে তাঁর আদেশ অনুযায়ী তাঁর পথে ব্যবহার করে। মহান তাঁর শান এবং মর্যাদাপূর্ণ তাঁর নাম।

১০। তারা বলে ঃ আমরা মাটিতে পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বস্তুতঃ তারা তাদের রবের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।	١٠. وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلۡنَا فِي ٱلۡأَرۡضِ أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدِۭۚ بَلۡ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمۡ كَٰفِرُونَ
১১। বল ঃ তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতা তোমাদের	١١. قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ

প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে।	ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

যারা মনে করে যে, পুনর্জীবন অসম্ভব, তাদের ধারণার জবাব

أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ কাফিরদের আকীদাহ বা বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে তারা বিশ্বাসী নয়। ওটা তারা অসম্ভব বলে মনে করে। তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে পঁচে যাব এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তারপর আবার কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? দুঃখের কথা এই যে, আল্লাহকে তারা নিজেদের সাথে তুলনা করে থাকে। তারা তাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে আল্লাহর অসীম শক্তির সাথে তুলনা করে। তারা জানে ও স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যজনক কথা এই যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করারও শক্তি যে তাঁর আছে এটা তারা স্বীকার করেনা। অথচ তাঁরতো শুধু হুকুম মাত্র। যখনই তিনি কোন কিছুকে বলেন ঃ হও, আর তেমনি তা হয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ তারা তাদের রবের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ তোমাদের জন্য নিযুক্ত মালাক/ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, 'মালাকুল মাউত' একজন মালাকের উপাধী। সূরা ইবরাহীমে (১৪ ঃ ২৭) বারা (রাঃ) কর্তৃক যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ওর দ্বারাও প্রথম কথাটি বোধগম্য হয়ে থাকে। আর কোন কোন আছারে তাঁর নাম আযরাঈলও (আঃ) রয়েছে এবং এটাই প্রসিদ্ধও বটে। কাতাদাহও (রহঃ) এরূপ মতামত পোষণ করতেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গী-সাথী ও তাঁর সাথে সাহায্যকারী আরও মালাক রয়েছেন। (তাবারী ২০/১৭৫) তাঁরা দেহ হতে রূহ বের করে থাকেন এবং হুলকুম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর মালাকুল মাউত ওটা নিয়ে নেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের জন্য দুনিয়াকে ছোট করে দেয়া হয়। যেমন আমাদের সামনে খাবারের খাঞ্চা থাকে। মন চায় যে, সেটা এমন স্থানে রাখা হোক যাতে সেটা থেকে খাবার

উঠিয়ে নেয়ার সুবিধা হয়। মালাইকা/ফেরেশতাদের কাছে দুনিয়াও ঠিক তদ্রূপ। (তাবারী ২০/১৭৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ অবশেষে তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যানীত হবে। কাবর থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে এবং সেখানে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

১২। এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী।	١٢. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
১৩। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতাম; কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য ঃ আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।	١٣. وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ
১৪। এখন শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমিও	١٤. فَذُوقُوا۟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ ۖ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ

وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	**তোমাদেরকে বিস্মৃত হলাম, তোমরা যা করতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।**

কিয়ামাত দিবসে মুশরিক মূর্তি পূজকদের করুণ অবস্থার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এ পাপীরা যখন নিজেদের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দেখবে তখন অত্যন্ত লজ্জিত অবস্থায় মাথা নীচু করে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। তখন তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا হে আমাদের রাব্ব! আমাদের চোখ এখন উজ্জ্বল হয়েছে এবং আমাদের কানগুলি খাড়া হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে ও জানতে পেরেছি। এখন আমরা বুঝে শুনে কাজ করব। আমাদের অন্ধত্ব ও বধিরতা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন। আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। (সূরা তাওবাহ, ১৯ ঃ ৩৮) ঐ সময় কাফিরেরা নিজেদের তিরস্কার করতে থাকবে। জাহান্নামে প্রবেশের সময় তারা আক্ষেপ করে বলবে ঃ

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুলক, ৬৭ ঃ ১০) অনুরূপভাবে এরা বলবে ঃ

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন (পার্থিব জগতে)। তাহলে আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। অর্থাৎ আমাদের এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনার সাক্ষাৎকার সত্য। আর আল্লাহ তা'আলাও জানেন যে, যদি তিনি তাদেরকে পার্থিব জগতে ফিরিয়ে দেন তাহলে তারা পূর্বের মতই

কাফির হয়ে যাবে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে ও তাঁর রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই দানব ও মানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। এটা আল্লাহর অটল ফাইসালা। আমরা তাঁর সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং তাঁর সমুদয় কথা হতে ও তাঁর শাস্তি হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ঐ দিন জাহান্নামীদেরকে বলা হবে ঃ

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا এবার শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। একে তোমরা অসম্ভব মনে করতে। আজ আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হলাম। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ভুল-ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এটা শুধু বদল বা বিনিময় হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৪) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক। অর্থাৎ তোমাদের কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাক। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. جَزَآءً وِفَاقًا. إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًا. وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًا. فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

সেখানে তারা আস্বাদন করতে পাবেনা কোন ঠান্ডা কিংবা (অন্য) কোন পানীয়- উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত; এটাই সমুচিত প্রতিফল। তারা কখনও হিসাবের আশংকা করতনা এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল। সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে। অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমিতো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ২৪-৩০)

১৫। শুধু তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা ওর দ্বারা উপদিষ্ট হলে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। [সাজদাহ]	١٥. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩
১৬। তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রাব্বকে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।	١٦. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا

وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	
١٧. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	**১৭। কেহই জানেনা, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।**

মু'মিনদের ঈমান আনা এবং উহার প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا সত্যিকারের ঈমানদারদের লক্ষণ এই যে, তারা আন্তরিকতার সাথে কান লাগিয়ে আমার কথা শ্রবণ করে। আর ঐ অনুযায়ী তারা আমল করে। মুখে তারা এগুলি স্বীকার করে ও সত্য বলে মেনে নেয় এবং অন্তরেও তারা এগুলিকে সত্য বলেই জানে। তারা সাজদাহয় পড়ে তাদের রবের তাসবীহ পাঠ করে ও প্রশংসা করে। সত্যের অনুসরণে তারা মোটেই পিছ পা হয়না। তারা কাফিরদের মত হঠকারিতা করেনা। কাফিরদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ খাঁটি ঈমানদারদের একটি লক্ষণ এও যে, রাতে তারা বিছানা ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তারা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। (তাবারী ২০/১৮০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইশা ও ফাজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا এই মু'মিনরা আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়া ও তাঁর নি'আমাত লাভ করার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে বিনয়ের সাথে

ও আশার সাথে। সাথে সাথে তারা দান খাইরাতও করে থাকে। নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী তারা আল্লাহর পথে খরচ করে। এসব সৎ আমলের কাজে তারা অনুসরণ করে তাকে যিনি সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী, যাঁর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ আদম-সন্তানদের নেতা ও দোজাহানের গৌরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মুআ'য ইব্ন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। সকালের দিকে আমি তাঁর খুব নিকটবর্তী হয়ে চলছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ও জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তুমি খুব বড় প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ যার জন্য তা সহজ করে দেন তার জন্য তা সহজ হয়ে যায়। তাহলে শোন, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবেনা, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের সিয়াম পালন করবে ও বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহের কথা বলে দিবনা? তা হল ঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ, দান-খাইরাত এবং মধ্য রাতের সালাত পাপ ও অপরাধ মুছে ফেলে। অতঃপর তিনি تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ হতে جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এই বিষয়ের (দীনের) স্তম্ভ এবং ওর চূড়া ও উচ্চতার কথা বলবনা? আমি বললাম ঃ অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ সব কিছুর উপরে হল ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত এবং এর চূড়া বা উচ্চতা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। তারপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এসব কাজ কিসের উপর নির্ভর করে তা বলে দিবনা? আমি বললাম ঃ অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন ঃ এটাকে সংযত রাখবে। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা যে কথা বলি এ কারণেও কি আমাদেরকে পাকাড়ও করা হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ওহে বোকা মুআ'য (রাঃ)! তোমার কি এটুকুও জানা নেই যে, মানুষকে জাহান্নামে (অথবা বলেছেন, মুখের ভরে জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে শুধু তার জিহ্বা দ্বারা সে যা বলে সেই কারণে। (আহমাদ ৫/২৩১, তিরমিযী ৭/৩৬১, নাসাঈ ৬/৪২৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৩১৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ কেহই জানেনা তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। যেহেতু তারা গোপনে ইবাদাত করত সেহেতু আমিও গোপনে তাদের জন্য তাদের নয়নপ্রীতিকর নি'আমাতরাজি মওজুদ করে রেখেছি যা কেহ না চোখে দেখেছে, না কানে শুনেছে, আর না কল্পনা করেছে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যদি গোপনে ভাল আমল করে তাহলে এর প্রতিদান হিসাবে আল্লাহও তার জন্য উত্তম প্রতিদান জমা রাখবেন যা চোখ কখনও দেখেনি, মন কখনও কল্পনাও করেনি। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি যা কেহ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে পার ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

কেহই জানেনা তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৫, মুসলিম ৪/২১৭৪, তিরমিযী ৯/৫৬)

আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে যে নি'আমাত দেয়া হবে তা কখনও কেড়ে নেয়া হবেনা। তার কাপড় পুরাতন হবেনা, তার যৌবনে ভাটা পড়বেনা। তার জন্য জান্নাতে এমন নি'আমাত রয়েছে যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনাও জাগেনি। (মুসলিম ৪/২১৮১)

১৮। তাহলে কি যে ব্যক্তি মু'মিন হয়েছে সে পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়।	١٨. أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ
১৯। যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের	١٩. أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟

কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থল।	ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
২০। আর যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।	٢٠. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ
২১। বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।	٢١. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
২২। যে ব্যক্তি তার রবের নির্দেশনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।	٢٢. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

মু'মিন এবং কাফির কখনও সমান নয়

কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলার আদল, ইনসাফ ও করুণার কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি সৎকর্মশীল ও পাপাচারীকে সমান চোখে দেখবেননা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই মন্দ! (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৮) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০)

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسقًا لاَ يَسْتَوُونَ এখানেও বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন মু'মিন ও কাফির একই মর্যাদার হবেনা। 'আতা ইব্ন ইয়াশার (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এ আয়াত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) এবং উকবাহ ইব্ন আবি মুঈতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২০/১৮৮)

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই দুই প্রকারের লোকের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কালামের সত্যতা

স্বীকার করে এবং ঐ অনুযায়ী আমল করে তাকে এমন জান্নাত দেয়া হবে যেখানে বাড়ী-ঘর রয়েছে, অট্টালিকা রয়েছে, উঁচু উঁচু প্রাসাদ রয়েছে এবং শান্তিতে বসবাসের উপযোগী সমস্ত উপকরণ রয়েছে। এটা হবে তার ভাল কাজের বিনিময়ে আপ্যায়ন।

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। সেখান থেকে তারা বের হতে চাইলেও বের হতে পারবেনা। তাদেরকে আবার জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا

যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২২)

ফুযাইল ইব্ন আইয়ায (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তাদের হাত বাঁধা থাকবে, পা শিকল দ্বারা শৃংখলাবদ্ধ থাকবে। অগ্নিশিখা তাদেরকে নিয়ে উপরে-নীচে যাওয়া-আসা করবে। মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন। তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে ঃ

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ যে আগুনের শাস্তি কে তোমরা অস্বীকার করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ *বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

عَذَابِ الْأَدْنَى বা লঘু শাস্তি দ্বারা পার্থিব বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো এ জন্যই দেয়া হয় যে, মানুষ যেন সতর্ক হয়ে যায় ও আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পারলৌকিক ভীষণ শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। (তাবারী ২০/১৮৯) উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), আবুল আলিয়াহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আলকামাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল কারীম যাজারী (রহঃ) এবং হুসাইফও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/১৮৯, ১৯০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا *যে ব্যক্তি তার রবের নির্দেশনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?* অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কেহ বড় অন্যায়কারী নেই যাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শন পৌঁছেছে এবং তাঁর দীনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে বলা হয়েছে, অথচ এর পরেও তারা সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যেন তাদেরকে যিনি সত্যের দা'ওয়াত দিচ্ছেন তাঁকে তারা চিনেইনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর যিক্র হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। যারা এরূপ করে তারা সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্ট, নীতিহীন ও বড় পাপী। তাই তাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করব।

২৩। আমিতো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম; অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করনা, আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম।	٢٣. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
২৪। আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।	٢٤. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يُوقِنُونَ
২৫। তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে	٢٥. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ

তোমার রাব্বই কিয়ামাত দিবসে ওর ফাইসালা করে দিবেন।	يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

মূসার (আঃ) কিতাব এবং বানী ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর কিতাব তাওরাত দান করেন। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ না করেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মি'রাজের রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/১৯৩)

অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, আবুল আলিয়াহ আর রিয়াহী (রহঃ) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে মূসা ইব্‌ন ইমরানকে (আঃ) আমি দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের দীর্ঘ দেহ ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তিনি দেখতে শানু'আহ গোত্রের লোকের মত ছিলেন। ঐ রাতে আমি ঈসাকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি মধ্যম দেহ বিশিষ্ট সাদা ও লাল মিশ্রিত রংয়ের ছিলেন। তাঁর চুলগুলি ছিল সোজা ও লম্বা। ঐ রাতে আমি মালিককেও (আঃ) দেখেছি যিনি হলেন জাহান্নামের দারোগা। আর আমি দাজ্জালকে দেখেছি। এগুলি হল ঐসব নিদর্শন যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দেখিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ সুতরাং তুমি তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করনা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই মিরাজের রাতে মূসার (আঃ) সাথে সাক্ষাত করেছেন। (তাবারী ২০/১৯৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ আমি মূসাকে (আঃ) দেয়া কিতাবের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক করেছিলাম। আবার এ অর্থও হতে পারে ঃ আমি মূসাকে প্রদত্ত কিতাবকে পথ-নির্দেশক বানিয়েছিলাম। যেমন সূরা ইসরায় রয়েছে ঃ

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِى وَكِيلًا

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমি ব্যতীত অপর কেহকেও কর্ম বিধায়ক রূপে গ্রহণ করনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

তাদের মধ্যে যারা আমার হুকুম পালন করেছিল, আমার নিষেধকৃত কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল, আমার রাসূলদের অনুসরণে ধৈর্য সহকারে দৃঢ় থেকেছিল, তাদেরকে আমি নেতা মনোনীত করেছিলাম। তারা আমার আহকাম জনগণের কাছে পৌঁছে দিত এবং মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখত। কিন্তু তারা যখন আল্লাহর কালামে পরিবর্তন-পরিবর্ধন শুরু করে দিল তখন আমি তাদের এ পদ-মর্যাদা ছিনিয়ে নিলাম ও তাদের অন্তর শক্ত করে দিলাম। তারা আল্লাহর কালামের পরিবর্তন এবং উত্তম আমল ত্যাগ করার ফলে তাদের অন্তরে আর ঈমান অবশিষ্ট থাকলনা।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا *আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত।* কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুফিয়ান (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তারা দুনিয়ার বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে ধৈর্যের সাথে দীনকে মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। হাসান ইব্ন সালিহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ তাদের সৎ আমলকারীদের অবস্থা এরূপই ছিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াদারী থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে আখিরাতের আমলসমূহ নিজের মধ্যে অবশ্য করণীয় করে না নেয় সে কখনও অনুসরণযোগ্য হতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ. وَءَاتَيْنَٰهُم بَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ

আমিতো বানী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৬-১৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে (অর্থাৎ বিশ্বাস ও আমলের বিষয়ে) মতবিরোধ করছে, তোমার রাব্বই কিয়ামাতের দিন ওর ফাইসালা করে দিবেন।

২৬। এটাও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করলনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানব গোষ্ঠি, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করছে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি তারা শুনবেনা?	٢٦. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
২৭। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আমি উষর ভূমির পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে তাদের গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তুগুলি এবং তারা নিজেরাও? তাদের কি দৃষ্টিশক্তি নেই?	٢٧. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ এসব দেখার পরেও কি এই অবিশ্বাসীরা সত্য পথের অনুসারী হবেনা? তাদের পূর্ববর্তী কত পথভ্রষ্টদেরকে আমি ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। আজ কেহ তাদের খোঁজ-খবরও নেয়না। তারাও রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল এবং আল্লাহর কথা হতে বেপরোয়া হয়ে গেছে। সবাই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

তুমি কি তাদের কেহকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও কি শুনতে পাও? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৮) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে। অর্থাৎ এই অবিশ্বাসীরা ঐ অবিশ্বাসকারীদের বাসভূমিতে চলাফিরা করে যেখানে তারা বসবাস করত, কিন্তু তাদের কেহকেও এরা দেখতে পায়না। যারা তাদের বাসভূমিতে চলাফিরা করত, বসবাস করত তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ

যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনও বসবাস করেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৮) অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓاْ

এইতো তাদের ঘর-বাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম। এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৫-৪৬) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ *এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।* অর্থাৎ ঐ লোকেরাতো ভুল পথে চলছিল, ফলে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। এর কারণ অন্য কিছু নয়, বরং তারা আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। যারা তাঁকে স্বীকার করেছে তারা রক্ষা পেয়েছে। আল্লাহর তরফ থেকে অনেক নিদর্শন, প্রমাণ এবং শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত মানুষের কাছে পৌঁছানো হয়েছে।

أَفَلاَ يَسْمَعُونَ তবুও *কি তারা শুনবেনা।* অর্থাৎ তাদের পূর্বে যে সমস্ত লোক গত হয়েছে তাদের পরিণামের কথা জেনে এবং তাদের ধ্বংসের কিছু কিছু

আলামত তাদের মাঝে বিদ্যমান দেখতে পাওয়ার পরেও কি তাদের ঈমান আনার সময় এখনও হয়নি?

পানি দ্বারা যমীনকে পুনর্জীবন দানের মধ্যে নিহিত রয়েছে পুনরায় সৃষ্টি করার প্রমাণ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, দয়া, অনুগ্রহ, ইহ্সান ও ইনআ’মের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে তাদের চতুস্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও, তারা কি তবুও চিন্তা-ভাবনা করবেনা? এই আয়াতের অনুরূপ নিম্নের আয়াতটিও ঃ

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ. أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি। (সূরা আ’বাসা, ৮০ ঃ ২৪-২৫) অনুরূপভাবে এখানেও বলেন যে, أَفَلَا يُبْصِرُونَ এর পরও কি তারা লক্ষ্য করবেনা?

২৮। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, কখন হবে এই ফাইসালা?	٢٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
২৯। বল ঃ ফাইসালার দিন কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা।	٢٩. قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِيمَـٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
৩০। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা	٣٠. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ

কর; তারাও অপেক্ষা করছে।	إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ.

কাফিরেরা যেভাবে শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চায় এবং তাদের পরিণতি

আল্লাহ সুবহানাহু এবার বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা কিভাবে তাদের উপর শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে, কিভাবে তারা আল্লাহর আযাব ও গযবকে উপেক্ষা করছে। তারা মনে করছে যে, আল্লাহর শাস্তি কখনও তাদের উপর পতিত হবেনা। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্যতার কারণে তারা বলে ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ *কখন হবে এই ফাইসালা।* অর্থাৎ হে নাবী! তুমি যে বলে থাক এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে থাক যে, তুমি আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে এবং আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, সেই সময় কখন আসবে? আমরাতো তোমাকে বহুদিন থেকেই পরাজিত, অধীনস্থ ও দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। এখন তুমি আমাদেরকে আমাদের উপর তোমার বিজয় লাভের সময়টা বলে দাও। তাদের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَ يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ আল্লাহর আযাব যখন এসে যাবে এবং যখন তাঁর গযব ও ক্রোধ পতিত হবে, তা দুনিয়ায়ই হোক অথবা আখিরাতেই হোক, তখন না ঈমান আনয়নে কোন উপকার হবে, আর না তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ. فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ. فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِۦ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلۡكَٰفِرُونَ.

তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করল। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক

করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৩-৮৫)

যারা বলে থাকেন যে, এখানে মাক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে তারা একটি বড় ভুল করেছেন। এর দ্বারা মাক্কা বিজয় উদ্দেশ্য নয়। কেননা মাক্কা বিজয়ের দিনতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের ইসলাম গ্রহণ কবূল করে নিয়েছিলেন এবং প্রায় দু'হাজার লোক ইসলাম কবূল করেছিল। যদি এই বিজয় দ্বারা মাক্কা বিজয় উদ্দেশ্য হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ইসলাম গ্রহণ কবূল করতেননা। যেমন এখানে বলা হয়েছে যে, সেই দিন কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবেনা। এখানে **فَتْحٌ** -এর অর্থ হচ্ছে ফাইসালা। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন। (সূরা শূ'আরা, ২৬ ঃ ১১৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ

বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবাহ, ৩৪ ঃ ২৬) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

وَٱسْتَفْتَحُوا۟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

তারা বিচার কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৫) আরও এক জায়গায় আছে ঃ

وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

এবং যা পূর্ব হতেই তারা কাফিরদের নিকট বর্ণনা করত। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৯) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

إِن تَسْتَفْتِحُوا۟ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ

(হে কাফিরেরা!) তোমরাতো ফাইসালা চাচ্ছ, ফাইসালাতো তোমাদের সামনেই এসে গেছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (হে নাবী)! অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ তুমি এই মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর এবং তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা জনগণের কাছে পৌঁছাতে থাক। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা'বূদ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৬) তুমি অপেক্ষা করতে থাক যতক্ষণে আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ না করেন এবং যারা তোমার বিরোধিতা করছে তাদের উপর তোমাকে জয়যুক্ত না করেন। জেনে রেখ যে, তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ

তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩০)

إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ তুমি অপেক্ষায় রয়েছ এবং তারাও অপেক্ষমান রয়েছে। তারা চায় যে, তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হোক। কিন্তু তাদের এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেনা। আল্লাহ তা'আলা নিজের লোকদেরকে ভুলেননা। তাদেরকে তিনি পরিত্যাগও করেননা। তুমি ধৈর্য ধারণ কর। যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাঁর ফরমান অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয় তারা আল্লাহর সাহায্য হতে বঞ্চিত হতে পারেনা। কাফির ও মুশরিকরা মু'মিনদের উপর যে বিপদ-আপদ দেখতে চায় তা তিনি তাদের উপরই নাযিল করে থাকেন। তারা আল্লাহর আযাবের শিকার হবেই। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

সূরা সাজদাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৩ ঃ আহযাব, মাদানী
٣٣ – سورة الأحزاب، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৭৩, রুকূ ৯) (اٰيَاتُهَا : ٧٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে রাসূল! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করনা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَـٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَـٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
২। তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী হয় উহার অনুসরণ কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সেই বিষয়ে সম্যক অবহিত।	٢. وَٱتَّبِعۡ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرًا
৩। আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহর উপর এবং কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।	٣. وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে কাফির ও মুনাফিকদের মুকাবিলা করতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে

সতর্ক করার সুন্দর পন্থা এই যে, বড়দেরকে বলতে হবে যাতে ছোটরা তা শুনে সাবধান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন কোন কথা গুরুত্বের সাথে বলেন তখন বুঝে নিতে হবে যে,

অন্যদের জন্য এর গুরুত্ব আরও বেশী। তালক ইব্‌ন হাবীব (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর হিদায়াত অনুযায়ী সাওয়াব লাভের নিয়াতে তাঁর ফরমানের আনুগত্য করা এবং তাঁর ফরমান অনুযায়ী তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার উদ্দেশে তাঁর নাফরমানী পরিত্যাগ করার নাম হল তাকওয়া। আর কাফির ও মুনাফিকদের কথা না মানা, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করা এবং স্বীকার করে নেয়ার নিয়াতে তাদের কথা না শোনার নামও তাকওয়া।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীতো একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেক কাজের ফল বা পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁর সীমাহীন হিকমাতের কারণে তাঁর কোন কাজ, কোন কথা বিবেচনা ও নীতি বহির্ভূত হয়না। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ অতএব তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী করা হয় তুমি তারই অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ কর, যাতে তুমি খারাপ পরিণতি ও বিভ্রান্তি হতে বাঁচতে পার। আল্লাহ তা‘আলার কাছে কারও কার্যকলাপ গোপন নেই। সুতরাং নিজের সমস্ত কাজকর্মে শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা কর।

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا তাঁর উপর যে ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। কারণ তিনি সমস্ত কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর প্রতি যে আকৃষ্ট হয় বা তাঁর দিকে যে ঝুঁকে পড়ে সে’ই সফলকাম হয়ে থাকে।

৪। আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু’টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি; ঐগুলি	٤. مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ

أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ	তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।
٥. ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	৫। তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায় সঙ্গত, যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই অথবা বন্ধু; এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পালিত সন্তানের ব্যাপারটি বাতিল করণ

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পূর্বে ভূমিকা ও প্রমাণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু' একটি ঐ কথা বলেছেন যা সবাই অনুভব করে থাকে। অতঃপর সেদিক থেকে চিন্তা ও খেয়াল ফিরিয়ে নিজের উদ্দেশের দিকে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেন ঃ কোন মানুষের হৃদয় বা অন্তর দু'টি হয়না। এভাবেই তুমি বুঝে নাও যে, তুমি যদি তোমার কোন স্ত্রীকে মা বল তাহলে সে সত্যিই তোমার

মা হয়ে যাবেনা। অনুরূপভাবে অপরের পুত্রকে তুমি পুত্র বানিয়ে নিলে সে সত্যিকারের পুত্র হবেনা। কেহ যদি ক্রোধের সময় তার স্ত্রীকে বলে ফেলে ঃ তুমি আমার কাছে এমনই যেমন আমার মায়ের পিঠ। এরূপ বললে সে সত্যি সত্যিই মা হয়ে যাবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ

তারা তাদের মা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মা। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২)

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ এ দু'টি কথা বর্ণনা করার পর মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মানুষের পালক পুত্র তার প্রকৃত পুত্র হতে পারেনা। এ আয়াতটি যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াতের পূর্বে তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসাবে পালন করেছিলেন। তাঁকে যায়িদ (রাঃ) ইব্ন মুহাম্মাদ বলা হত। এ আয়াত দ্বারা এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উদ্দেশ্য। যেমন এই সূরারই মধ্যে রয়েছে ঃ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪০) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ এটাতো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। তোমরা কারও ছেলেকে অন্য কারও ছেলে বলবে এবং এভাবেই বাস্তব পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা হতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে তার পিতা সে যার পিঠ হতে সে বের হয়েছে। একটি ছেলের দু'জন পিতা হওয়া অসম্ভব, যেমন একটি বক্ষে দু'টি অন্তর থাকা অসম্ভব।

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলেন ও সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, হাসান (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, যুহাইর (রহঃ) কাবূস (রহঃ) থেকে অর্থাৎ ইব্ন আবী যিবাইন (রহঃ) থেকে

বলেন যে, তার পিতা তাকে বলেছেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বললাম, مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه এ আয়াত সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের জন্য দাঁড়ালেন। এমতাবস্থায় তিনি আতংকগ্রস্ত হলেন। তখন যেসব মুনাফিক তাঁর সাথে সালাত আদায় করছিল তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ দেখ, তাঁর দু'টি অন্তর রয়েছে, একটি তোমাদের সাথে এবং অপরটি তাদের সাথে। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/২৬৭, তিরমিযী ৯/৫৮, তাবারী ২০/২০৪)

পালিত সন্তানকে ডাকতে হবে তার পিতার নাম অনুসারে

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه পূর্বে এর অবকাশ ছিল যে, পালক পুত্রকে পালনকারীর দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে তার পুত্র বলে ডাকা যাবে। কিন্তু এখন ইসলাম এটাকে রহিত করে দিয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাকে তার প্রকৃত পিতার দিকে সম্পর্ক লাগিয়ে ডাকতে হবে। ন্যায়, হক ও সত্য এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়িদ ইব্ন হারিসাহকে (রাঃ) ইব্ন মুহাম্মাদ বলতাম। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এটা বলা পরিত্যাগ করি। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭, মুসলিম ৪/১৮৮৪, তিরমিযী ৯/৭২, নাসাঈ ৬/৪২৯) পূর্বেতো পালক পুত্রের ঐ সমুদয় হক থাকত যা ঔরষজাত ছেলের থাকে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ হুযাইফার (রাঃ) স্ত্রী সাহলা বিন্ত সুহায়েল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সালিমকে (রাঃ) মৌখিক পুত্র বানিয়ে রেখেছিলাম। এখন আল্লাহ তার ব্যাপারে ফাইসালা করে দিয়েছেন। আমি এখন পর্যন্ত তার থেকে পর্দা করিনি। সে আসে এবং যায়। আমার স্বামী হুযাইফা (রাঃ) তার এভাবে যাতায়াত পছন্দ করছেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ তাহলে যাও, সালিমকে (রাঃ) তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। এতে তুমি তার উপর হারাম হয়ে যাবে (শেষ পর্যন্ত)।

মোট কথা পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ায় এরূপ পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণকারীদের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তারা তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করতে পারে। যায়িদ ইব্‌ন হারিসাহ (রাঃ) যখন তাঁর স্ত্রী যাইনাব বিনতে জাহশকে (রাঃ) তালাক দেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন এবং এভাবে মুসলিমরা একটি কঠিন সমস্যা হতে রক্ষা পেলেন। এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًا

যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৭) অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ

এবং তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীদেরকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৩) পালক পুত্রের স্ত্রীর প্রসংগ এখানে উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, সে ঔরষজাত সন্তান নয়। তবে এখানে দুগ্ধ সম্পর্কীয় ছেলেরাও ঔরষজাত ছেলেদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুধপানের কারণে ঐ সব আত্মীয় হারাম যা বংশের কারণে হারাম হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২, মুসলিম ২/১০৬৯) তবে কেহ যদি স্নেহ বশতঃ কেহকেও পুত্র বলে ডাকে তাহলে সেটা অন্য কথা, এতে কোন দোষ নেই। এ ব্যাপারে মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমাদের ন্যায় আবদুল মুত্তালিব বংশের ছোট বালকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফাহ হতে রাতেই জামরাহর দিকে বিদায় করে দেন এবং আমাদের উরুতে চাপড় দিয়ে বলেন ঃ হে আমার ছেলেরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরাহর উপর কংকর মারবেনা। (আহমাদ ১/২৩৪, আবূ দাউদ ২/৪৮০, নাসাঈ ৫/২৭১, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০০৭) এটা দশম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের ঘটনা। এটা প্রমাণ করছে যে, স্নেহের বাক্য ধর্তব্য নয়।

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ) যার ব্যাপারে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে, ৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধে শহীদ হন। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 'হে আমার প্রিয় পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন। (মুসলিম ৩/১৬৯৩, আবূ দাঊদ ৫/২৪৭, তিরমিযী ৮/১২০) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধু।

উমরাহতুল কাযা করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন হামযার (রাঃ) কন্যা তাঁকে চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করে। আলী (রাঃ) তখন তাকে ধরে ফাতিমার (রাঃ) কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ এ তোমার চাচাতো বোন, একে ভালভাবে রেখ। তখন আলী (রাঃ), যায়িদ (রাঃ) ও জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) প্রত্যেকে বলে উঠলেন ঃ এই শিশু কন্যার হকদার আমিই। আমিই একে লালন-পালন করব। আলী (রাঃ) প্রমাণ পেশ করলেন যে, সে তার চাচার মেয়ে। আর যায়িদ (রাঃ) বললেন যে, সে তাঁর ভাইয়ের কন্যা। জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) বললেন ঃ এটা আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার বাড়ীতেই আছে অর্থাৎ আসমা বিন্ত উমাইস (রাঃ)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ফাইসালা করলেন যে, এ কন্যা তার খালার কাছেই থাকবে, যেহেতু খালা মায়ের স্থলাভিষিক্তা। আলীকে (রাঃ) তিনি বললেন ঃ তুমি আমার ও আমি তোমার। জাফরকে (রাঃ) বললেন ঃ তোমার আকৃতি ও চরিত্রতো আমার সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত। যায়িদকে (রাঃ) তিনি বললেন ঃ তুমি আমার ভাই ও আমার আযাদকৃত দাস। (ফাতহুল বারী ৭/৫৭০) এ হাদীসে বহু হুকুম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়ের হুকুম শুনিয়ে দিলেন, অথচ দাবীদারদেরকেও তিনি অসন্তুষ্ট করলেননা, বরং নম্র ভাষার মাধ্যমে তাদের অন্তর জয় করলেন। তিনি এ আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে যায়িদকে (রাঃ) বললেন ঃ তুমি আমার ভাই ও আযাদকৃত দাস। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ তোমরা যদি তোমাদের সাধ্যমত তাহকীক ও যাচাই করার পর কেহকেও কারও দিকে সম্পর্কিত কর এবং সেটা ভুল

হয়ে যায় তাহলে এতে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন বলি ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

হে আমাদের রাব্ব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৬) সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, যখন বান্দা এ প্রার্থনা করে তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ আমি তাই করলাম অর্থাৎ তোমাদের প্রার্থনা কবূল করলাম। (মুসলিম ১/১১৬)

আমর ইব্ন আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি বিচারক (বিচারের ব্যাপারে) ইজতিহাদ (সঠিকতায় পৌঁছার জন্য চেষ্টা-তাদবীর ও চিন্তা-ভাবনা) করে এবং এতে সে সঠিকতায় পৌঁছে যায় তাহলে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। আর যদি তার ইজতিহাদে ভুল হয়ে যায় তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৩০)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের স্মরণ না থাকার কারণে এবং যে কাজ তাদের দ্বারা জোরপূর্বক করিয়ে নেয়া হয় তা ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী ১/৬৫৯) এখানেও মহান আল্লাহ এ কথা বলার পর বলেন ঃ

وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ

তোমাদের নিরর্থক শপথসমূহের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহ পাকড়াও করবেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রজমের আয়াত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রজম করেছেন অর্থাৎ ব্যভিচারের অপরাধে বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমরা পাঠ করতাম কুরআনুল

হাকীমের وَلاَ تَرْغَبُوْا عَنْ أَبَاءِكُمْ فَاِنَّهُ كَفُوْرٌ اِنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اَبَاءِكُمْ *তোমরা তোমাদের পিতার দিক থেকের সম্পর্ক অন্যের দিকে ফিরিয়ে নিওনা। কারণ তোমাদের পিতার দিক থেকের সম্পর্ক অন্যের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে কুফরী।* এ আয়াতটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা, যেমন ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল। আমিতো আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে। একটি রিওয়ায়াতে শুধু 'মারইয়ামের ছেলেকে খৃষ্টানরা প্রশংসা করত' বলা হয়েছে। (আহমাদ ১/৪৭) আর একটি হাদীসে আছে যে, মানুষের মধ্যে তিনটি কুফরী (স্বভাব) রয়েছে। ওগুলো হচ্ছে ঃ বংশকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, মৃতের উপর ক্রন্দন করা এবং তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। (মুসলিম ৯৩৪, আহমাদ ৫/৩৪২)

٦. ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَـٰتُهُمْ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا

৬। নাবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর এবং তার স্ত্রীরা তাদের মা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মু'মিন মুহাজির অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতম। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে করতে পার। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি আনুগত্যতা এবং তাঁর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবন অপেক্ষা তাঁর উম্মাতের উপর অধিকতর দয়ালু। এ জন্য তিনি তাঁর রাসূলকে তাদের উপর তাদের জীবনের চেয়েও বেশী অধিকার দিয়েছেন। তারা নিজেদের জন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা, বরং তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক হুকুমকে জান-প্রাণ দিয়ে কবূল করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তষ্ট চিত্তে কবূল না করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৫) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেহ মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে প্রিয় হই তার নিজের জান, মাল, সন্তান এবং সমস্ত লোক অপেক্ষা। (ফাতহুল বারী ১/৭৫) সহীহ হাদীসে আরও বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া সবকিছু হতেই প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে উমার! না (এতেও আপনি মু'মিন হতে পারেননা), বরং আমি যেন আপনার কাছে আপনার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় হই। তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! (এখন হতে) আপিন আমার নিকট সব কিছু হতেই প্রিয় হয়ে গেলেন। এমনকি আমার নিজের জীবন হতেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ হে উমার! এখন (আপনি পূর্ণ মু'মিন হলেন)। (ফাতহুল বারী ১১/৫৩২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত মু’মিনের সবচেয়ে বেশী নিকটতর আমিই। তোমরা ইচ্ছা করলে **النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ** এই আয়াতটি পড়ে নাও। জেনে রেখ যে, যদি কোন মুসলিম মাল-ধন রেখে মারা যায় তাহলে সেই মালের হকদার হবে তার উত্তরাধিকারীরা। আর যদি কোন মুসলিম তার কাঁধে ঋণের বোঝা রেখে মারা যায় অথবা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রেখে মারা যায় তাহলে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের দায়িত্বও আমারই উপর ন্যস্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৬, ৫/৭৫) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ রাসূলুল্লাহর পত্নীগণ মু’মিনদের মাতাতুল্য। তাঁরা তাদের সম্মানের পাত্রী। সম্মান, আদব ইত্যাদির দিক দিয়ে তাঁরা যেন তাদের মা। তবে হ্যাঁ, মায়ের সাথে অন্যান্য আহকাম যেমন নির্জনতা ইত্যাদিতে পার্থক্য আছে। তাঁদের গর্ভজাত কন্যাদের সাথে কিংবা তাদের বোনদের সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার কথা এখানে বলা হয়নি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ আল্লাহর বিধান অনুসারে মু’মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন এবং এর ফলে তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পদের তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হতেন। (বুখারী ২২৯২, ৪৫৮০, ৬৭৪৭) শপথ করে যাঁরা সম্বন্ধ জুড়ে দিতেন তারাও তাদের সম্পত্তির হকদার হয়ে যেতেন। এ আয়াত দ্বারা এগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং তার পূর্বাপর বিজ্ঞজনেরাও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও কিংবা হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় করতে চাও তাহলে তা করতে পার। তুমি তার জন্য অসীয়াত করে যেতে পার। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا *এ কথা আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল।* এ আয়াতে যে বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারা অবশ্যই তাদের চেয়ে অগ্রগন্য, যাদের সাথে শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। এটাই আল্লাহর বিধান যা প্রথম থেকেই জারী রয়েছে এবং ইহা কখনও পরিবর্তনযোগ্য নয়। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ আইনের বিপরীতে যে বিধান জারী করেছিলেন তার মধ্যেও কল্যাণ নিহিত ছিল। তিনি নিজেতো জানতেনই যে, ঐ বিধান হবে সাময়িক এবং পরবর্তী সময়ে তিনি মূল আইনের আওতায় তাঁর বান্দাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন, যা পূর্ব হতেই চলে আসছিল। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

৭। স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার -	٧. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا
৮। সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি!	٨. لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

নাবী/রাসূলগণের ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি এই পাঁচজন স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীর নিকট হতে এবং সাধারণ সমস্ত নাবীর নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তারা আমার দীনের প্রচার করবে ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা পরস্পরে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং একে অপরকে সমর্থন করবে। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক কায়েম রাখবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَـٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ

এবং আল্লাহ যখন নাবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রত্যায়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও বলেছিলেন ঃ তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল - আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮১) তাঁদের প্রত্যেকের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। এখানে সাধারণ নাবীদের বর্ণনা দেয়ার পর বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন নাবীদের নামও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁদের নাম নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম

ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৩)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ *স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে*। এ আয়াতে সর্বপ্রথম সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নাবী। অতঃপর একের পর এক ক্রমানুযায়ী অন্যান্য নাবীদের উল্লেখ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের কাছ থেকে যে প্রধান অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তা ছিল আল্লাহর একাত্মবাদ। (তাবারী ২০/২১৩)

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ *সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বাণী প্রাপ্ত হয়ে অন্যদের কাছে সেই দা‘ওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। (তাবারী ২০/২১৪) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا *তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তদ শাস্তি!* নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করেছে তারা শাস্তির যোগ্য। আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, মহান রবের কাছ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা তিনি যথাযথভাবে তাঁর জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তারাও তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূলগণ তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর বাণী কমবেশী করা ছাড়াই পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা পূর্ণভাবে, সত্যকে উত্তম পন্থায় জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, যদিও হতভাগ্য ও হঠকারীরা তাঁদেরকে মানেনি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর রাসূলদের সমস্ত কথা ন্যায় ও সত্য। যারা তাঁদের পথ অনুসরণ করেনি তারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। তারা বাতিলের উপর রয়েছে। জান্নাতের অধিবাসীরা বলবেন ঃ

لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩)

৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।	٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
১০। যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষন করছিলে।	١٠. إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠

আহযাবে যুদ্ধের বর্ণনা

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন, যখন মুশরিকরা মুসলিমদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশে পূর্ণ শক্তিসহ বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, উহা হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে। মূসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ

হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের ঘটনা এই যে, বানু নাযীরের ইয়াহুদী নেতৃবর্গ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে মাদীনা থেকে খাইবারে বিতারিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে সালাম ইব্ন আবূ হুকাইক, সালাম ইব্ন মিশকাম, কিনানাহ, ইব্ন রাবী প্রমুখ ছিল। তারা মাক্কায় এসে কুরাইশদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করল এবং তাদের সাথে অঙ্গীকার করল যে, তারা তাদের অধীনস্থ লোকদেরকে সাথে নিয়ে তাদের দলে যোগদান করবে। কুরাইশরা তাদের প্রস্তাবে রাযী হল। সেখানে তাদের সাথে কথা শেষ করে তারা গাতাফান গোত্রের লোকদের নিকট গমন করল এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকেও তাদের সাথে একমত হতে বাধ্য করল। কুরাইশরা বিভিন্ন গোত্র থেকে লোক সংগ্রহ করে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল। তাদের নেতা নির্বাচিত হলেন আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব এবং গাতাফান গোত্রের নেতা নির্বাচিত হল উয়াইনাহ ইব্ন হিসন ইব্ন বদর। এভাবে তারা দশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত করল এবং মাদীনার দিকে অগ্রসর হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে সালমান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শক্রমে মাদীনার পূর্ব দিকে মুসলিমদের খন্দক খনন করতে বললেন। সমস্ত মুহাজির ও আনসার এ খনন কাজে অংশগ্রহণ করলেন। এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ কাজে অংশ নিলেন। স্বয়ং তিনি মাটি বহন করতে লাগলেন এবং খনন কাজও করলেন। খন্দক (পরিখা) খনন করা কালিন অনেক অলৌকিক (মু'জিযা) বিষয় প্রকাশ পায়। মুশরিকদের সেনাবাহিনী বিনা বাধায় মাদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং মাদীনার উত্তরে নিজেদের শিবির স্থাপন করল। তাদের এক বিরাট সৈন্য দল মাদীনার উঁচু অংশে শিবির স্থাপন করল যেখান থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ جَآؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ *যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে*। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজারেরও কম ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে শুধু সাতশ' বলা হয়েছে। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাবিলার জন্য এলেন। তিনি সাল পাহাড়কে পিছনের দিকে রেখে শত্রুদের দিকে মুখ করে সৈন্য সমাবেশ করলেন। তাদের উভয়ের মাঝে ছিল খন্দক যা তিনি খনন করেছিলেন। ফলে কোন পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী বাহিনী তাদের কাছে পৌঁছতে পারছিলনা। তাতে পানি

ছিলনা। তা ছিল শুধু একটি গর্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু ও মহিলাদেরকে মাদীনার একটি মহল্লায় একত্রিত করে রেখে দেন। মাদীনায় বানু কুরাইযা নামক ইয়াহুদীদের একটি গোত্র বসবাস করত। তাদের মহল্লা ছিল মাদীনার পূর্ব দিকে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের দৃঢ় সন্ধিচুক্তি ছিল। তাদেরও বিরাট দল ছিল। প্রায় আটশ' জন বীর যোদ্ধা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মুশরিক ও ইয়াহুদীরা তাদের কাছে হুয়াই ইব্ন আখতাব নাযারীকে পাঠিয়ে দিল। সে তাদেরকে নানা প্রকারের লোভ-লালসা দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে করে নিল। তারা মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং সন্ধি-চুক্তি ভেঙ্গে দিল। খন্দকের (পরিখা) অপর দিকে দশ হাজার শত্রু সৈন্য ছাউনি ফেলে বসে আছে। এদিকে ইয়াহুদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতা তাদের যুদ্ধাবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে উঠল। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا

তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১১) শত্রুরা একমাস ধরে অবরোধ অব্যাহত রাখল। যদিও মুশরিকরা খন্দক অতিক্রম করতে সক্ষম হলনা, তবে তারা মাসাধিককাল ধরে মুসলমাদেরকে ঘিরে বসে থাকল। এতে মুসলিমরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমর ইব্ন আবদে ওয়াদ্দ, যে ছিল জাহিলিয়াত আমলের আরাবের একজন বিখ্যাত বীর ঘোড়-সাওয়ার, সেনাপতিত্ব বিষয়ে যে ছিল অদ্বিতীয়, একবার সে নিজের সাথে কয়েকজন দুঃসাহসী বীরপুরুষকে নিয়ে সাহস করে অশ্ব চালিয়ে খন্দক পার হল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় অশ্বারোহীদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু বলা হয় যে, তাদেরকে তিনি প্রস্তুত না পেয়ে আলীর (রাঃ) সাথে তাদেরকে একক যুদ্ধে আহ্বান করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকল। অবশেষে আল্লাহর সিংহ আলী (রাঃ) শত্রুকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করেন। এতে মুসলিমদের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে গেল এবং তারা বুঝে নিলেন যে, তাদের জয় সুনিশ্চিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ভীষণ বেগে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসসহ ঝড় ও ঘূর্ণিবার্তা প্রবাহিত হতে শুরু করল। এর ফলে কাফিরদের সমস্ত তাঁবু মূলোৎপাটিত হল। কিছুই অবশিষ্ট থাকলনা। তাদের পক্ষে আগুন জ্বালানো কঠিন হয়ে গেল। কোন আশ্রয়স্থল তাদের দৃষ্টিগোচর হলনা। পরিশেষে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এরই বর্ণনা কুরআনুল কারীমে দেয়া হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا *হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী।* এ আয়াতে যে বায়ুর কথা বলা হয়েছে মুজাহিদের (রহঃ) মতে ওটা ছিল পূবালী হাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের উক্তিও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। তিনি বলেন ঃ পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং 'আদ সম্প্রদায়কে 'পশ্চিমা বায়ু' দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ২/৬০৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا আমি এমন এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যা তোমরা দেখনি। তারা ছিলেন মালাইকা/ফেরেশতা। তারা মুশরিকদের অন্তর ও বক্ষ ভয়, ত্রাস এবং প্রভাব দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তাদের সমস্ত নেতা তাদের অধীনস্থ সৈন্যদেরকে কাছে ডেকে ডেকে বলেছিল ঃ তোমরা মুক্তির পথ অন্বেষণ কর, বাঁচার পথ বের করে নাও। এটা ছিল মালাইকা/ফেরেশতাদের নিক্ষিপ্ত ভয় ও প্রভাব এবং তারাই ছিলেন ঐ সেনাবাহিনী যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ) তার পিতা থেকে বলেন ঃ আমরা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের (রাঃ) সাথে বসা ছিলাম এমন সময় এক লোক এসে তাকে বললেন ঃ আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় থাকতাম তাহলে আমিও তাঁর সাথে থেকে আমার সাধ্যমত প্রাণপণ যুদ্ধ করতাম। তখন হুযাইফা (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি কি সত্যিই তা করতে পারতে? আহযাবের যুদ্ধের সময় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন কনকনে শীতের রাতে হিমবায়ু বইতে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কেহ আছে কি যে প্রতিপক্ষের শিবিরের খবর নিয়ে আসতে পারবে? কিয়ামাত দিবসে সে আমার সাথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে। কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কেহই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলনা। এভাবে তিনি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে হুযাইফা! তুমি উঠ এবং শত্রুদের খবর নিয়ে এসো। তিনি যখন আমার নাম ধরে ডাকলেন তখন তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিলনা। তিনি বললেন ঃ তাদের খবর নিয়ে আসার ব্যাপারে সাবধান যে, তারা যেন তোমার উপস্থিতি টের না

পায়। সুতরাং একজন সাধারণ লোকের ছদ্মবেশে আমি বের হয়ে পড়লাম এবং এক সময় আবূ সুফিয়ানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, তিনি আগুনের দিকে পিছন ফিরে বসে শরীর গরম করছেন। আমি তার দিকে নিক্ষেপ করার জন্য আমার ধনুকে তীর সংযোজন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল যে, তিনি এমন কিছু করতে নিষেধ করেছেন যাতে তারা আমার গতিবিধি টের পেয়ে যায়। অথচ তখন আমি তীরের সাহায্যে অনায়াসে তাকে বিদ্ধ করতে পারতাম। অতঃপর আমি ওখান থেকে আগের মত অতি সন্তর্পনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে এলাম। ফিরে আসার পর আমি তীব্র শীত অনুভব করছিলাম এবং তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালাম। তাঁর কাছে অতিরিক্ত এক প্রস্থ কাপড় ছিল যা তিনি সালাত আদায় করার জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি তা আমাকে দিলেন। আমি তা মুড়ি দিয়ে শুইয়ে পড়লাম এবং ভোর না হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালাম। ফাজরের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন ঃ ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি! উঠ।

إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ *যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে*। এখানে **إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ** দ্বারা কাফির কুরাইশ বাহিনীকে এবং **وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ** দ্বারা বানূ কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে। আবূ হুযাইফা (রহঃ) এরূপ বলেছেন।

وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ *তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত*। অর্থাৎ প্রচন্ড ভয় ও ত্রাসের কারণে এরূপ হয়েছিল। **وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا** (*এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে*) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যারা ছিলেন তাদের কারও কারও মনে এই সংশয় দেখা দিয়েছিল যে, আহযাবের যুদ্ধের ফলাফল মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং যে কোন সময় আল্লাহ তা ঘটাবেন। এ আয়াত সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ মুসলিমরা সংশয় সন্দেহ পোষণ করছিল এবং মুনাফিকরা এতখানি সন্দিহান হল যে, বানূ আমর ইব্ন আউফ গোত্রের মু'আত্তিব ইব্ন কুশাইর বলেই ফেলল ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস

দিচ্ছেন যে, আমরা এক সময় সিজার এবং কিসরার ধন-সম্পদ হস্তগত করব, অথচ এখন আমরা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছিনা। (ইব্‌ন হিশাম ১/৫২২) এ আয়াত সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন ঃ তখন বিভিন্ন জনের মনে বিভিন্ন চিন্তার উদ্রেগ হয়েছিল। মুনাফিকরা মনে করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর মুসলিমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করত যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াদা সত্য এবং অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর দীনকে সমুন্নত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। (তাবারী ২০/২২১)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের প্রাণতো হয়েছে কণ্ঠাগত, এখন আমাদের বলার কিছু আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা বল ঃ

اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মর্যাদা রক্ষা করুন এবং আমাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করুন। এদিকে মুসলিমদের এ দু'আ উচ্চারিত হচ্ছিল, আর ঐ দিকে বাতাসের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছে দেন (আহমাদ ৩/৩)

১১। তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।	١١. هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا
১২। এবং মুনাফিকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।	١٢. وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا

١٣. وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

১৩। আর তাদের এক দল বলেছিল ঃ হে ইয়াসরিববাসী! তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। এবং তাদের মধ্যে একদল নাবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ আমাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

খন্দকের যুদ্ধে মু'মিনদের পরীক্ষা এবং মুনাফিকদের অবস্থা

আহযাবের যুদ্ধে মুসলিমরা যে ভীতি-বিহ্বলতা ও উদ্বেগপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহির হতে আগত শত্রুরা পূর্ণ শক্তি ও বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ভিতরে শহরের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। ইয়াহুদীরা হঠাৎ করে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছে। মুসলিমরা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে পতিত হয়েছে। মুনাফিকরা প্রকাশ্যভাবে পৃথক হয়ে গেছে। দুর্বল মনের লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে শুরু করেছে। তারা একে অপরকে বলছে ঃ পাগল হয়েছো নাকি? দেখতে পাচ্ছনা যে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যে পট পরিবর্তন হতে যাচ্ছে? চল, পালিয়ে যাই। তারা বলছে ঃ

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا *এবং মুনাফিকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।* মুনাফিকদের মুনাফিকীতো প্রকাশ হয়েই পড়েছিল। আর যাদের অন্তরের বিশ্বাস ছিল দুর্বল তাদের ঈমান আরও নড়বড়ে হয়ে গেল। ঈমানের দুর্বলতার কারণে তাদের মনে যা আশংকা ছিল তা প্রকাশ করে দিল। কারণ ঐ কঠিন

সময়ের সম্মুখীন হওয়ার মত মনের দৃঢ়তা তাদের ছিলনা। আর এক দল বলেছিল ঃ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ *হে ইয়াসরিববাসী!* একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বপ্নে আমাকে তোমাদের হিজরাতের স্থান দেখানো হয়েছে। তা দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রথমে আমার ধারণা হয়েছিল যে, ওটা বোধহয় *হাজার* হবে। কিন্তু না, তা *ইয়াসরিব*। (ফাতহুল বারী ১২/৪৩৯) আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, ঐ স্থানটি হল মাদীনা।

বর্ণিত আছে যে, আমালিক গোত্রের যে লোকটি এখানে এসে অবস্থান করেছিল তার নাম ছিল ইয়াসরিব ইব্ন উবাইদ ইব্ন মাহলাবীল ইব্ন আউস ইব্ন আমলাক ইব্ন লাওয়ায ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আঃ)। তার নামানুসারেই এ শহরটিও ইয়াসরিব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আস সুহাইলী (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তাদের থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তাওরাতে এর এগারটি নাম রয়েছে। ওগুলি হল ঃ মাদীনা, তাবাহ, তাইয়্যিবাহ্, মিসকিনাহ, জাবিরাহ, মুহিব্বাহ, মাহবূবাহ, কাসিমাহ, মাজবূরাহ, আযরা এবং মারহুমাহ।

لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ *তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। এবং তাদের মধ্যে একদল নাবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিল।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, বানু হারিসা গোত্র বলতে শুরু করে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের বাড়ীতে চুরি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি উহা বলেছিল তার নাম ছিল আউশ ইব্ন কাইযী। (তাবারী ২০/২২৫)

তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল যে, শত্রুদের হতে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এবং তা দেখাশোনা করার জন্যও কেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا *অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।* অর্থাৎ তারা যা দাবী করছে তা সত্য নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়া।

১৪। যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত তাহলে অবশ্যই তারা তাই করে বসত; তারা এতে কালবিলম্ব করতনা।	١٤. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا
১৫। তারা পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	١٥. وَلَقَدْ كَانُواْ عَـٰهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولاً
১৬। বল ঃ তোমাদের কোন লাভ হবেনা যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।	١٦. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً
১৭। বল ঃ কে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে কে তোমাদের ক্ষতি করবে? তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।	١٧. قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا যারা ওযর করে জিহাদ হতে পালিয়ে যাচ্ছিল যে, তাদের ঘর-বাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, যার বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে কুফরীর মধ্যে প্রবেশের জন্য প্ররোচিত করত তাহলে তারা অবশ্যই কোন চিন্তা-ভাবনা না করে কুফরীকে কবূল করে নিত। তারা সামান্য ভয়-ভীতির কারণে ঈমানের কোন হিফাযাত করতনা ও ঈমানকে আঁকড়ে ধরে থাকতনা। এভাবে মহান আল্লাহ তাদের নিন্দা করছেন। কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২০/২২৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا এরাতো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবেনা। তারা জানেনা যে, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلًا এভাবে মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে কোন লাভ হবেনা, এতে তোমাদের প্রাণ রক্ষা পেতে পারেনা। বরং হতে পারে যে, এর কারণে অকস্মাৎ আল্লাহর পাকড়াও এসে যাবে এবং দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ

তুমি বল ঃ পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তাহলে এমন কেহ নেই যে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে, তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন তাহলে এমন কেহ নেই যে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।

১৮। আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে ঃ আমাদের সঙ্গে এসো। তারা কমই যুদ্ধে অংশ নেয়।	١٨. قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا
১৯। তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ষাবোধ করে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিস্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।	١٩. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ব্যাপক ও প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বারা ঐ লোকদের ভালরূপেই অবগত আছেন যারা অন্যদেরকেও জিহাদে গমন করা হতে বাধা দেয় এবং নিজেদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে বলে ঃ তোমরাও আমাদের সঙ্গেই থাক এবং নিজেদের ঘর-বাড়ী, আরাম-আয়েশ, জমি-জমা ও পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে জিহাদে যোগদান করনা। তারা

নিজেরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করেনা। কোন কোন সময় তারা তাদের উপস্থিতি প্রকাশ করে চলে যায় কিংবা নাম লিখিয়ে নেয় - সেটা অন্য কথা। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদেরকে বলেন ঃ

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ এরা অত্যন্ত কৃপণ। তাদের নিকট থেকে তোমরা কোন আর্থিক সাহায্য পাবেনা এবং তোমাদের প্রতি তাদের অন্তরে কোন সহানুভূতিও নেই। তোমরা যখন গাণীমাতের মাল প্রাপ্ত হও তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়।

فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ যখন বিপদ আসে তখন তোমরা দেখতে পাও যে, মৃত্যু ভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ দূর হয়ে যায় তখন তারা ধনের লোভে তোমাদের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলে এবং সাহসিকতার বিভিন্ন বর্ণনা পেশ করে। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ আমরাতো আপনারই সঙ্গী। আমরা আপনার সঙ্গে থেকে রীতিমত যুদ্ধ করেছি। সুতরাং গাণীমাতের মালে আমাদেরও অংশ রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা মুখও দেখায়না। তারা পলাতকদের আগে এবং যোদ্ধাদের পিছনে থাকে এবং সত্যকে সমর্থন দেয়না। যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে তারা মাছির মত লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। মিথ্যা ও কাপুরুষতা এ দু'টো দোষই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের কাছ থেকে কল্যাণের কোন আশা করা যায়না। শান্তির সময় প্রতারণা, দুশ্চরিত্রতা এবং রূঢ়তা, আর যুদ্ধের সময় ভীরুতা ও নারীত্বপনা! আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।

২০। তারা মনে করে যে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি তারা	٢٠. يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ

يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْـَٔلُونَ عَنْ أَنبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَـٰتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا	**যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করত।**

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا এই মুনাফিকদের কাপুরুষতা ও ভীতি-বিহ্বলতার অবস্থা এই যে, কাফির সৈন্যরা যে ফিরে গেছে এ বিশ্বাসই তাদের হয়নি। তাদের মনে এ ভয় রয়েই গেছে যে, না জানি হয়তো তারা আবার ফিরে আসবে। মুশরিক সৈন্যদেরকে দেখেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, যদি তারা মুসলিমদের সাথে ঐ শহরেই না থাকত তাহলে কতই না ভাল হত! বরং তারা যদি অশিক্ষিত ও অজ্ঞদের সাথে কোন জনমানবহীন গ্রামে অথবা কোন বন জঙ্গলে অবস্থান করত এবং কোন পথিককে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত তাহলে কতই না ভাল হত! মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلًا তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও যুদ্ধ অল্পই করত। তাদের মন মরে গেছে। কাপুরুষতার ঘুণ তাদেরকে ধরে বসেছে।

٢١. لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ	**২১। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের**

মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।	يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا
২২। মু'মিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল ঃ এটাতো তা'ই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।	٢٢. وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَـٰنًا وَتَسْلِيمًا

শুধু রাসূলকেই (সাঃ) অনুসরণ করার নির্দেশ

এ আয়াত ঐ বিষয়ের উপর বড় দলীল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কথা, কাজ ও অবস্থা আনুগত্য ও অনুসরণের যোগ্য। আহযাবের যুদ্ধে তিনি যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও বীরত্বের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যেমন আল্লাহর পথের প্রস্তুতি, জিহাদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ এবং কাঠিন্যের সময়ও আসমানী সাহায্যের আশা যে তিনি করেছিলেন, এগুলি নিঃসন্দেহে এ যোগ্যতা রাখে যে, মুসলিমরা এগুলিকে জীবনের বিরাট অংশ বানিয়ে নেয়। আর যেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের জন্য উত্তম নমুনা বানিয়ে নেয় এবং তাঁর গুণাবলী যেন নিজেদের মধ্যে আনয়ন করে। এ কারণেই ভয় ও উদ্বেগ প্রকাশকারী লোকদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা দেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তোমরা আমার নাবীর অনুসরণ করছ না কেন? আমার রাসূলতো তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছেন। তার নমুনা তোমাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। তোমাদেরকে তিনি ধৈর্য ও

সহনশীলতা অবলম্বনের কথা শুধু শিক্ষাই দিচ্ছেননা, বরং কাজে অটলতা, ধৈর্য এবং দৃঢ়তা তিনি নিজের জীবনেও ফুটিয়ে তুলেছেন।

لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا *তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।*

আহযাবের যুদ্ধের ব্যাপারে মু'মিনদের দৃষ্টিভঙ্গি

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর সেনাবাহিনী, খাঁটি মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য সঙ্গীদের পাকা ঈমানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মু'মিনরা যখন শত্রুপক্ষীয় ভীরু ও কাপুরুষ যৌথ বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল ঃ

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ এটাতো তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর যে ওয়াদার দিকে এতে ইঙ্গিত রয়েছে তা হচ্ছে সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটি ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) (তাবারী ২০/২৩৬) অর্থাৎ এটাতো পরীক্ষা মাত্র। এদিকে তোমরা যুদ্ধে অটল থেকেছ, আর ওদিকে আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন এবং এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ তাদের ঈমান পূর্ণ হয়ে গেল এবং আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পেলো। ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়ার এ আয়াতটি একটি দলীল। প্রসিদ্ধ ইমামগণও এ কথাই বলেন যে, ঈমান বাড়ে ও কমে। আমরা সহীহ বুখারীর শরাহের শুরুতে এটা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا তাদের যে ঈমান ছিল, কঠিন বিপদের সময় তা আরও বৃদ্ধি পেল।

২৩। মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।	٢٣. مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا
২৪। কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٢٤. لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّـٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

মু'মিনদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা এবং মুনাফিকদের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত

এখানে মু'মিন ও মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সময় আসার পূর্বে মুনাফিকরা বড় বড় বুলি আওড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন সময় এসে যায় তখন অত্যন্ত ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা ভুলে যায়। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করার পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ পক্ষান্তরে মু'মিনরা তাদের ওয়াদা পূর্ণভাবে পালন করে। কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করে এবং কেহ কেহ শাহাদাতের প্রতীক্ষায় থাকে।

যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন আমি কুরআনুম মাজীদ লিখতে শুরু করি তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি খুঁজে পাচ্ছিলামনা। অথচ সূরা আহযাবে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তা শুনেছিলাম। অবশেষে আমি খুযাইমা ইব্‌ন সাবিত আনসারীর (রাঃ) নিকট আয়াতটি পেলাম। তিনি ঐ সাহাবী, যার একার সাক্ষ্যকে একটি আয়াতের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান মূল্যায়ন করতেন। আয়াতটি হল ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ *মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।* (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭, আহমাদ ৫/১৮৮, তিরমিযী ৮/৫২০, নাসাঈ ৬/৪৩০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ... الخ এ আয়াতটি সম্ভবতঃ আনাস ইব্‌ন নাযারের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭)

অন্যত্র ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমার চাচা আনাস ইব্‌ন নাযার (রাঃ), যার নাম অনুযায়ী আমারও নাম রাখা হয় আনাস, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি বলে তার মনে খুবই আফসোস ছিল। তিনি বলতেন ঃ কাফিরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রথম যে যুদ্ধ করেছিলেন তাতে

আমি যোগ দিতে পারিনি। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে আমি দেখিয়ে দিব যে, আমি কি করতে পারি। তাই তিনি অঙ্গীকার করে বলেন ঃ আবার যদি জিহাদের সুযোগ এসে যায় তাহলে অবশ্যই আমি আল্লাহ তা'আলাকে আমার সত্যবাদিতা ও সৎ সাহসিকতা প্রদর্শন করব, আর এও দেখিয়ে দিব যে, আমি কি করছি! অতঃপর যখন উহুদ যুদ্ধের সুযোগ আসলো তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, সামনের দিক হতে সা'দ ইব্ন মুআয (রাঃ) ফিরে আসছেন। তাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ আমর (রাঃ)! কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ! উহুদ পাহাড়ের এই দিক হতে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। এ কথা বলেই তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রবেশ করে বহুক্ষণ ধরে তরবারী চালনা করেন। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তার দেহে আশিটিরও বেশী যখম হয়েছিল। শাহাদাতের পর তাকে কেহ চিনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমার ফুফু, তার বোন রাবাইয়ি বিন্ত নাযার (রাঃ) তাকে তার হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ দেখে চিনতে পারেন। তার ব্যাপারেই مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ... الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/১৯৪, মুসলিম ৩/১৫১২, তিরমিযী ৯/৬০, নাসাঈ ৬/৪৩০)

মূসা ইব্ন তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ উহুদের যুদ্ধ হতে মাদীনায় ফিরে এসে মিম্বরের উপর আরোহন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগানের পর মুসলিমদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মর্যাদার বর্ণনা দেন। অতঃপর তিনি مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ... الخ এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ যেসব লোকের বর্ণনা রয়েছে তাদের মধ্যে তালহাও (রাঃ) একজন। (তিরমিযী ৩৪৩২, ৩৪৩৩) এদের বর্ণনা দেয়ার পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ আর কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আবার যুদ্ধের সুযোগ এলে তারা তাদের কাজ আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (রহঃ) বলেন ঃ তাদের এক দল অঙ্গীকার পূরণ করে এবং দীনের প্রতি সত্যবাদী হয়ে শহীদ হয়েছেন, একদল অনুরূপ সুযোগ আসার অপেক্ষায় আছেন যাতে শহীদের পিয়ালা পান করতে পারেন। আর এক

দল এমন রয়েছে যে, তারা তাদের অঙ্গীকারের পরিবর্তন করেননি। (তাবারী ২০/২৩৯) কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেহ কেহ বলেছেন যে, *নাহবাহ* (**نَحْبَه**) শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিজ্ঞা।

وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا *তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি*। অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দৃঢ় আছেন এবং এ ব্যাপারে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেননা, বরং তারা যে ওয়াদা করেছেন তা ভঙ্গ না করে অটুট রাখতে সচেষ্ট। তারা ঐ মুনাফিকদের মত নয় যারা বলে ঃ

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৩)

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ

তারাতো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৫)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ *কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন।*

এই ভীতি এবং এই পরীক্ষা এ কারণেই ছিল যে, আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ তা'আলা হলেন আলিমুল গাইব। তাঁর কাছে প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই সমান। যা হয়নি তা তিনি তেমনি জানেন যেমন জানেন যা হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর অভ্যাস এই যে, বান্দা কোন কাজ যে পর্যন্ত না করে সেই পর্যন্ত তাকে শুধু নিজের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শাস্তি প্রদান করেননা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১) সুতরাং অস্তিত্বের পূর্বের জ্ঞান, তারপর

অস্তিত্ব লাভের পরের জ্ঞান উভয়ই আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। আর অস্তিত্বে আসার পর হবে পুরস্কার অথবা শাস্তি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গাইবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ *কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীতার জন্য।* অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

অপর দিকে **وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ** *এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন।* তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করার তাওফীক দেন। ফলে তারা তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাঁর করুণা ও রাহমাত তাঁর গযব ও ক্রোধের উপর বিজয়ী।

২৫। আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। কোন কল্যাণ তারা লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।	٢٥. وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

খন্দকের যুদ্ধে কাফিরদেরকে হতাশ অবস্থায় সর্বস্ব হারিয়ে বিতাড়িত করা হয়

আল্লাহ তা'আলা নিজের ইহসান বা অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি ঝড়-তুফান ও অদৃশ্য মালাইকার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শক্তি-সাহস সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। তারা কঠিন নৈরাশ্যের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অকৃতকার্য অবস্থায় তারা মাদীনার অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। যদি তারা বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের সাথে জড়িয়ে না থাকত তাহলে এ ঝড়-তুফান তাদের সাথে ঐ ব্যবহারই করত যেমন ব্যবহার করেছিল 'আদ জাতির সাথে। যেহেতু বিশ্ব রাব্ব আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

(হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৩) সুতরাং প্রচন্ড হিমবায়ু প্রবাহের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে তাদের দুষ্টামির স্বাদ গ্রহণ করালেন তাদের একতাকে ভেঙ্গে দিয়ে, তাদেরকে তিনি ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন এবং নিজের আযাব সরিয়ে নিলেন। তাদের একতাবদ্ধতা তাদের প্রবৃত্তি প্রসূত ছিল বলে ঝড়-তুফানই তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। যারা লাভজনক চিন্তা-ভাবনা করে এসেছিল তারা সবাই মাটির সাথে মিশে গেল। কোথায় গেল তাদের গাণীমাতের মাল এবং কোথায় গেল তাদের বিজয়! ঘুরানো চক্রে আপতিত হয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াই অকৃতকার্য হয়ে তারা ফিরে গেল। দুনিয়ার ক্ষতি তাদের পৃথকভাবে হল এবং আখিরাতের শাস্তিতো পৃথকভাবে আছেই। কেননা কেহ যদি কোন কাজ করার নিয়াত করে এবং তা কাজে পরিণত করে তাহলে সে তাতে কৃতকার্য হোক আর নাই হোক, পাপ তার হবেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা ও তাঁর দীনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ইত্যাদি সব কিছুই যেহেতু তারা করেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা উভয় জগতের বিপদ তাদের উপর আপতিত করে তাদের অন্তর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেন।

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ *যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট*। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের পক্ষ থেকে তাদের মুকাবিলা করেন। মুসলিমরা না

তাদের সাথে লড়েছে, না তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। বরং মুসলিমরা তাদের জায়গায়ই অবস্থান করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাহায্য করলেন এবং নিজেই তিনি যথেষ্ট হয়ে গেলেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلاَ شَىْءَ بَعْدَهُ

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর ওয়াদা সত্য, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন। মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন এবং তাঁর পরে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। (ফাতহুল বারী ৭/৪৬৯, মুসলিম ৩/২০৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহযাবের যুদ্ধে কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছিলেন ঃ

اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابَ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللَّهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী, হে তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী! সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন এবং তাদেরকে প্রকম্পিত ও পরাজিত করুন। (ফাতহুল বারী ৭/৪৬৯, মুসলিম ৩/১৩৬৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এতে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যে, মুসলিমরা শুধু এই যুদ্ধ হতেই মুক্ত হননি, বরং আগামীতে সদা-সর্বদার জন্য সাহাবীগণ (রাঃ) যুদ্ধ হতে মুক্তি লাভ করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁদের উপর আর কখনও আক্রমণ করার সাহস করেনি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রহঃ) বলেন, আহযাবের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ এবার আমরা তাদেরকে আক্রমণ করব, তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবেনা। ইমাম বুখারীও (রহঃ) এটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/১৬২, ফাতহুল বারী ৭/৪৬৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে কাফিরদেরকে নিরাশার সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে এবং অনেক ক্ষতির সম্মুখীন করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। ঐ অভিযানে ক্ষতি ছাড়া তারা আর কোন কিছু লাভ করতে সক্ষম হলনা। অন্য দিকে তিনি ইসলামকে এবং ওর অনুসারীদেরকে বিজয়ী করলেন, তাঁর বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন।

২৬। কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; ফলে তোমরা তাদের কতককে হত্যা করেছ এবং কতককে করছ বন্দী।	٢٦. وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَـٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا
২৭। তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন সম্পদের এবং এমন ভূমি যা তোমরা এখনও পদানত করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٢٧. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا

বানু কুরাইযার বিরুদ্ধে তৎপরতা

ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, যখন মুশরিক ও ইয়াহুদীদের সেনাবাহিনী মাদীনায় আসে ও অবরোধ সৃষ্টি করে তখন বানু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহুদীরা যারা মাদীনার অধিবাসী ছিল এবং যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি হয়েছিল, তারাও ঠিক ঐ সময় বিশ্বাসঘাতকতা

করল এবং সন্ধি ভেঙ্গে দিল। তাদের সর্দার কা'ব ইব্ন আসাদ আলাপ আলোচনার জন্য এলো। অভিশপ্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব আন নাযারী ঐ সর্দারকে সন্ধি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করল। তাই ইহা ঘটেছিল অভিশপ্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব আন নাযারীর ওকালতির কারণে।

হুয়াই ইব্ন আখতাব আন নাযারী বানূ কুরাইযার নেতা কা'ব ইব্ন আসাদের দূর্গে উপস্থিত হয় এবং মুসলিমদের সাথে তাদের স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য চাপ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বানূ কুরাইযা চুক্তি ভঙ্গ করতে রাযী হয়। সে তাকে বলেছিল ঃ ধিক তোমাকে! বিজয় লাভের এত বড় সুযোগ পেয়েও তুমি কেন তা গ্রহণ করছনা? কুরাইশ এবং তাদের সাথে যোগ দেয়া অন্যান্য গোত্র, বানূ গাতাফান এবং তাদের মিত্ররা তোমার কাছে চলে এসেছে। মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেনা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কা'ব তাকে বলল ঃ কক্ষণও না, আল্লাহর শপথ! এটাতো একটি অবমাননাকর সুযোগ বলে আমি মনে করি। হে হুয়াই! তোমার ধ্বংস হোক, তুমি একজন অশুভ লোক। আমাদেরকে তুমি আমাদের মত থাকতে দাও। কিন্তু হুয়াই তাকে বারবার চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে চুক্তি ভঙ্গ করতে রাযী হয়ে যায়। হুয়াই তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যৌথবাহিনী যদি কোন কারণে যুদ্ধের মাইদান ত্যাগ করে চলে যায় তাহলেও সে কা'বের শিবিরে এসে তাদের অদৃষ্টের ভাগীদার হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বানূ কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গের খবর পৌঁছার পর তিনি এবং অন্যান্য মুসলিমরা মনে খুবই কষ্ট পেলেন।

বানু কুরাইযা সন্ধি ভঙ্গ করল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাঃ) অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং এটা তাঁদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকলো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে বিজয়ীর বেশে মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সাহাবীগণ (রাঃ) অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলে উম্মে সালামাহর (রাঃ) গৃহে ধূলো-ধূসরিত অবস্থায় হাযির হলেন এবং পাক সাফ হওয়ার জন্য গোসল করতে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) আবির্ভূত হন। তাঁর মস্তকোপরি রেশমী পাগড়ী ছিল। তিনি খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ওর পিঠে রেশমী গদি ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলেছেন? তিনি উত্তরে

বললেন ঃ হ্যাঁ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ মালাইকা/ফেরেশতারা কিন্তু এখনো অস্ত্র-শস্ত্র হতে পৃথক হয়নি। আমি কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন হতে এইমাত্র ফিরে এলাম। জেনে রাখুন! আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, বানু কুরাইযার দিকে চলুন! তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করুন!

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ আপনি কি ধরণের যোদ্ধা! আপনি কি অস্ত্রমুক্ত হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। জিবরাইল (আঃ) বললেন ঃ আমরা কিন্তু এখনও আমাদের অস্ত্র তুলে রাখিনি, উঠুন এবং ঐ লোকদের সাথে লড়াই করার প্রস্তুতি নিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায়? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ বানূ কুরাইযার কাছে, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৈরী হলেন এবং সাহাবীগণকেও বানূ কুরাইযার দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। তাদের দূর্গ ছিল মাদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে। (বুখারী ৪১১৭, ৪১১৮, আহমাদ ৬/৫৬, আল মাজমা ৬/১৪০) ইহা ছিল যুহরের সালাতের ওয়াক্তের পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যান। নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করে সাহাবীগণকেও প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা সবাই বানু কুরাইযার ওখানেই আসরের সালাত আদায় করবে। (বুখারী ৪১১৯, মুসলিম ১৭৭০) বানু কুরাইযার দুর্গ মাদীনা হতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পথেই আসরের সালাতের সময় হয়ে গেল। তাদের কেহ কেহ সালাত আদায় করে নিলেন। তারা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি চলি। আবার কেহ কেহ বললেন ঃ আমরা বানু কুরাইযা না পৌঁছে সালাত আদায় করবনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর জানতে পেরে দু'দলের কেহকেই তিনি ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করলেননা। তিনি ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে (রাঃ) মাদীনার দায়িত্ব প্রদান করলেন। সেনাবাহিনীর পতাকা আলী ইব্‌ন আবী তালিবের (রাঃ) হাতে প্রদান করলেন। তিনি নিজেও সৈন্যদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তিনি তাদের দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী হল।

অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইয়াহুদীদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। তারা সা'দ ইব্‌ন মুআযকে (রাঃ) নিজেদের সালিশ বা মীমাংসাকারী নির্ধারণ করল। কারণ তিনি আউস গোত্রের সর্দার ছিলেন এবং জাহিলিয়াতের যামানায় বানু কুরাইযা ও আউস গোত্রের মধ্যে যুগ-যুগ ধরে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা চলে

আসছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, সা'দ (রাঃ) তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন, যেমন আবদুল্লাহর ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল বানু কাইনুকা গোত্রকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। তারা জানতনা যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় সা'দের (রাঃ) দেহে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল, যার কারণে সেখান হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ক্ষতস্থানে দাগ লাগিয়েছিলেন এবং মাসজিদের পাশে একটি তাঁবুতে তার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তাকে দেখতে যাওয়ার সুবিধা হয়। সা'দ (রাঃ) দু'আ করেছিলেন ঃ হে আমার রাব্ব। যদি আরও কোন যুদ্ধ আপনার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর থেকে থাকে যেমন কাফির মুশরিকরা আপনার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন যেন আমি তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি। আর যদি কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট না থেকে থাকে তাহলে আমার ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকুক। কিন্তু হে আমার রাব্ব! যে পর্যন্ত আমি বানু কুরাইযা গোত্রের বিদ্রোহের পূর্ণ শাস্তি দেখে আমার চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা করতে না পারি সেই পর্যন্ত আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করুন। সা'দের (রাঃ) প্রার্থনা কবূল হওয়ার দৃশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি এদিকে প্রার্থনা করছেন, আর ওদিকে বানু কুরাইযা গোত্র নিজেরাই প্রস্তাব পাঠালো যে, সা'দ (রাঃ) তাদের যে মীমাংসা করবেন তা তারা মেনে নিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দের (রাঃ) নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি যেন এসে তাদেরকে তার ফাইসালা শুনিয়ে দেন।

সা'দকে (রাঃ) গাধার উপর সওয়ার করিয়ে নিয়ে আসা হল। আউস গোত্রের সমস্ত লোক তাকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ দেখুন, বানু কুরাইযা গোত্র আপনারই লোক। তারা আপনার উপর ভরসা করেছে। তারা আপনার কাওমের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সুতরাং আপনি তাদের উপর দয়া করুন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন! সা'দ (রাঃ) নীরব ছিলেন। তাদের কথার কোন জবাব তিনি দিচ্ছিলেননা। তারা তাকে উত্তর দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং তাঁর পিছন ছাড়লনা। অবশেষে তিনি বললেন ঃ ঐ সময় এসে গেছে, সা'দ এটা প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহর পথে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের তিনি কোন পরওয়া করবেননা। তার এ কথা শোনা মাত্রই ঐ লোকগুলো হতাশ হয়ে পড়ল এবং বুঝে নিল যে, বানু কুরাইযা গোত্রের আর রেহাই নেই। যখন সা'দের (রাঃ) সওয়ারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাঁবুর নিকট এলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তোমাদের

সর্দারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তখন মুসলিমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে সওয়ারী হতে নামানো হল। এরূপ করার কারণ ছিল এই যে, ঐ সময় তিনি ফাইসালাকারীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং ঐ সময় তার ফাইসালাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।

তিনি উপবেশন করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ বানু কুরাইযা গোত্র তোমার ফাইসালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। সুতরাং তুমি এখন তাদের ব্যাপারে ফাইসালা দিয়ে দাও। সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ তাদের ব্যাপারে আমি যা ফাইসালা করব তা'ই কি পূর্ণ করা হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ এই তাঁবুবাসীদের জন্যও কি আমার ফাইসালা মেনে নেয়া যরুরী হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এই দিকের লোকদের জন্যও কি? ঐ সময় তিনি ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যে দিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযয্যত ও মর্যাদার জন্য তিনি তাঁর দিকে তাকালেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ, এই দিকের লোকদের জন্যও এটা মেনে নেয়া যরুরী হবে। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে এখন আমার ফাইসালা শুনুন! বানু কুরাইযার মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মত যত লোক রয়েছে তাদের সবাইকেই হত্যা করা হবে। তাদের শিশু সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হবে। তার এই ফাইসালা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে সা'দ! তুমি এ ব্যাপারে ঐ ফাইসালাই করেছ যা আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের উপর ফাইসালা করেছেন। অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে সা'দ! প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর যে ফাইসালা সেই ফাইসালাই তুমি শুনিয়েছ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ তুমি সর্বময় নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়মানুযায়ীই ফাইসালা দিয়েছ। (বুখারী ৪১২২, মুসলিম ১৭৬৮, ১৭৬৯, আহমাদ ৬/১৪১-১৪২)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে গর্ত খনন করা হয় এবং বানু কুরাইযা গোত্রের লোকদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় এবং শিরোচ্ছেদ করে তাতে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল সাতশ' বা

আটশ'। তাদের নারীদেরকে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে এবং তাদের সমস্ত মালধন বাজেয়াপ্ত করা হয়। (তাবারী ২০/২৪৭, (ফাতহুল বারী ৭/৪১৪)

এ সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ, প্রমাণ এবং হাদীসের উদ্ধৃতিসহ আমি আমার সিরাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। অতএব সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে করছ বন্দী।

এই সেই বানু কুরাইযা যে গোত্রের বড় নেতা দ্বারা পূর্ব যুগে এই বংশ চালু হয়েছিল এবং এই আশায় হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করেছিল যে, যে শেষ নাবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যেহেতু হিজায প্রদেশে আবির্ভূত হবেন সেহেতু তারা যেন সর্বপ্রথম তাঁর আনুগত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। কিন্তু শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন আগমন ঘটল তখন সেই বানু কুরাইযার অযোগ্য উত্তরসূরীরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ

অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব এল তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৯) ফলে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হল।

مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ *তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন।* মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ **صَيَاصِيهِمْ** এর অর্থ করেছেন শক্ত অবস্থান স্থল। (তাবারী ২০/২৪৯) আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে দিলেন। তারাই মুশরিকদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। শিক্ষিত ও মূর্খ কখনও সমান হয়না। তারাই মুসলিমদেরকে সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনা তার বিপরীত হয়ে গেল। শক্তি দুর্বলতায় এবং সফলতা বিফলতায় পরিবর্তিত হল। দৃশ্যপট পাল্টে গেল। মিত্ররা পলায়ন করল এবং তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। সম্মানের জায়গা অসম্মান দখল করে

নিল। মুসলিমদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিততো হলই, বরং তারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এরপর আখিরাতের হিসাব নিকাশতো রয়েই গেছে।

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হল এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আতিয়্যিয়া কারাযী (রাঃ) বলেন ঃ বানু কুরাইযার দিন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হল। তখন তিনি বললেন ঃ দেখ, যদি এর নাভীর নীচে চুল গজিয়ে থাকে তাহলে একে হত্যা করে দিবে। অন্যথায় একে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করবে। দেখা গেল যে, তখনও আমার শৈশবকাল কাটেনি। সুতরাং অন্যান্য বন্দীদের সাথে আমাকেও বন্দী করে রাখা হল। (আহমাদ ৪/৩৮৩, আবূ দাউদ ৪/৫৬১, তিরমিযী ৫/২০৭, নাসাঈ ৫/১৮৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ মুসলিমদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের অধিকারী করে দেয়া হল। **وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا** এমনকি তাদেরকে ঐ ভূমিরও মালিক করে দেয়া হল যা তখনও পদানত হয়নি। অর্থাৎ খাইবারের ভূমি কিংবা পারস্য অথবা রোমের ভূমি। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, হতে পারে যে, সব জায়গারই ভূমি, যেমন বলা হয়েছে ঃ **وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا** *আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান*। (তাবারী ২০/২৫০)

২৮। হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল ঃ তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং ওর ভুষণ কামনা কর তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই।	٢٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

২৯। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।	٢٩. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণকে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দান

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর সহধর্মিণীদেরকে দু’টি জিনিসের একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেন। যদি তারা পার্থিব জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য ও জাঁক-জমক পছন্দ করে তাহলে তিনি যেন তাদেরকে তাঁর বিবাহ-সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আর যদি দুনিয়ার অভাব অনটনে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সুখ-শান্তি কামনা করে তাহলে যেন তারা তাঁর সাথে ধৈর্য অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং আখিরাতকেই পছন্দ করে নেন। ফলে মহান আল্লাহ তাদের সবারই উপর খুশী হন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়ার আনন্দ ও সুখ-শান্তিও দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেই তার নিকট আগমন করেন এবং বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তোমার তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ার দরকার নেই। বরং তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দাও। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত দু’টি পাঠ করে আমাকে শুনিয়ে দেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল ঃ তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও ওর ভুষণ কামনা কর তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। আমি উত্তরে তাঁকে বললাম ঃ এ ব্যাপারে আমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করার কিছুই নেই। আমার মাতা-পিতা যে তাঁর বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হবার পরামর্শ আমাকে দিবেন এটা অসম্ভব। আমার আল্লাহ কাম্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাম্য এবং আখিরাতের সুখ-শান্তিই কাম্য। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৯) কোন বর্ণনাধারার সূত্র অব্যাহত রাখা ছাড়াই এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সমস্ত স্ত্রী আমার মতই একই কথা বলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮০)

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ার প্রদানের পর আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম, সুতরাং এটা তালাকের মধ্যে গণ্য হলনা। (আহমাদ ৬/৪৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/২৮০, মুসলিম ২/১১০৪)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। জনগণ তাঁর দরযার উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রবেশের অনুমতি পাননি এমতাবস্থায় উমার (রাঃ) এসে পড়েন। তিনিও অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু অনুমতি পেলেননা। কিছুক্ষণ পর দু'জনকেই অনুমতি দেয়া হল। তারা ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, তাঁর স্ত্রীরা তাঁর পাশে বসে আছে এবং তিনি নীরব হয়ে আছেন। উমার (রাঃ) বললেন ঃ দেখ, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কিছু বলব যার ফলে তিনি হেসে উঠবেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন যে, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই জানা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী (যায়িদের কন্যা) যদি তার জন্য ব্যয় করার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করছে তাহলে আমি তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলতাম। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতও দেখা যাচ্ছিল। তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ এখানেও এ ব্যাপারই ঘটেছে। দেখুন, এরা সবাই আমার কাছে ধন-মাল চাইতে শুরু করেছে! এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) আয়িশার (রাঃ) দিকে এবং উমার (রাঃ) হাফসার (রাঃ) দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কিছু চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের দু'জনকে থামিয়ে দিলেন। তখন তাঁর সব স্ত্রীই বলতে লাগলেন ঃ আমাদের অপরাধ হয়েছে। আর কখনও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কিছু চাবনা যা দেয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। অতঃপর এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) নিকট গমন করলেন এবং তাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। তুমি তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করনা। বরং তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দাও। আয়িশা (লাঃ) বললেন ঃ বলুন, তা কি? তখন তিনি নিম্নের **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ** হতে **مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا** পর্যন্ত আয়াত দু'টি পাঠ করে আমাকে শুনিয়ে দেন ঃ

আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ আমার মাতা-পিতার সাথে আলাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেই আমি পছন্দ করলাম। সাথে সাথে আয়িশা (রাঃ) আবেদন জানালেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যে আপনাকে গ্রহণ করলাম এ কথাটি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীকে বলবেননা। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে গোপনকারী রূপে প্রেরণ করেননি, বরং তিনি আমাকে সহজ ও ভদ্রভাবে শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমাকে যে যা বলবে, আমি তাকে তার সঠিক ও পরিষ্কারভাবেই উত্তর দিব। (আহমাদ ৩/৩২৮, মুসলিম ২/১১০৪, নাসাঈ ৫/৩৮৩)

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুম স্বীয় সহধর্মিণীদেরকে শুনিয়ে দেন তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। পাঁচজন ছিলেন কুরাইশ বংশের। তারা হলেন ঃ আয়িশা (রাঃ), হাফসা (রাঃ), উম্মে হাবীবাহ (রাঃ), সাওদাহ (রাঃ) এবং উম্মে সালামাহ (রাঃ)। আর বাকী চারজন হলেন ঃ সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ), তিনি ছিলেন নাযার গোত্রের নারী। মাইমূনাহ বিনতে হারিস (রাঃ), তিনি ছিলেন

হালালিয়্যাহ গোত্রের নারী। যাইনাব বিন্ত জাহাশ (রাঃ), তিনি ছিলেন আসাদিয়্যাহ গোত্রের নারী। যুওয়াইরিয়্যাহ বিন্ত হারিস (রাঃ), তিনি ছিলেন মুসতালিক গোত্রের নারী। (তাবারী ২০/২৫২)

৩০। হে নাবী-পত্নীরা! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তা করলে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ।	٣٠. يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণের মর্যাদা অন্যান্য নারীদের মত নয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা অর্থাৎ মু’মিনদের মায়েরা যখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আখিরাতকে পছন্দ করলেন তখন মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী-সহধর্মিণীরা! তোমাদের কাজ কারবার সাধারণ নারীদের মত নয়। মনে কর, যদি তোমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যাচরণ কর কিংবা তোমাদের দ্বারা কোন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে জেনে রেখ যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমরা সাধারণ নারীদের হতে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং পাপ কাজ হতে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা উচিত। অন্যথায় মর্যাদা অনুসারে তোমাদের শাস্তিও বহুগুণ বেশী হবে। আল্লাহ তা‘আলার কাছে সবকিছুই সহজ। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, এ কথাগুলো শর্তের উপর বলা হয়েছে এবং শর্ত হয়ে যাওয়া যরুরী নয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৫) অন্য এক জায়গায় নাবীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِن كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَـٰبِدِينَ

দয়াময় 'রাহমানের' কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪) অন্যান্য নারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা এত উচ্চে যে, তারা যদি কেহ কখনও পাপ করতেন তাহলে তার শাস্তিও হতে পারতো অন্যদের তুলনায় বেশি। তাই বলা হয়েছে যে, তাদের শুদ্ধিতার জন্য এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তারা যেন হিযাব (পর্দা) ব্যবহার করেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

مَن يَأْت منكُنَّ بفَاحشَة مُّبَيِّنَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضعْفَيْن *যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তা করলে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।* যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে মালিক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এর পরিণামে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় শাস্তি পেতে হত। মুজাহিদ (রহঃ) হতে ইব্ন আবী নাযিহও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ **وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسيرًا** কেহকে শাস্তি দেয়া কিংবা শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি করা আল্লাহর জন্য অতি সহজ। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার কেহ নেই।

এক বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৩১। তোমাদের যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের	٣١. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ

প্রতি অনুগত হবে ও সৎ কার্য করবে তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্য রেখেছি সম্মানজনক রিয্ক।	وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَـٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَمَن يَقْنُتْ منكُنَّ للّه وَرَسُوله যারা তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে তাদের প্রতি তিনি এ আয়াতে তাঁর দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا *তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্য রেখেছি সম্মানজনক রিয্ক।* তোমাদেরকে তোমাদের আনুগত্য ও সৎ কাজের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হবে। তোমাদের জন্য জান্নাতে সম্মান জনক আহার্য প্রস্তুত রয়েছে। কেননা তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর বাসস্থানে অবস্থান করবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসস্থান ইল্লীঈনের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত রয়েছে। এটা সমস্ত মানুষের বাসস্থান হতে উঁচুতে রয়েছে। এরই নাম ওয়াসিলাহ। এটি জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মনযিল যার ছাদ হল আল্লাহর আরশ।

৩২। হে নাবীর পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলনা যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে।	٣٢. يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

٣٣. وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا	৩৩। এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে; হে নাবীর পরিবার! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।
٣٤. وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا	৩৪। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে; আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

কোন বিশেষ বিষয় অবলম্বন করা যার মাধ্যমে মু'মিনদের মায়েরা আদর্শবান হিসাবে চিহ্নিত হবেন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদেরকে আদব-কায়দা ও ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। সমস্ত মহিলাদের জন্য তারা আদর্শ। সুতরাং এই নির্দেশাবলী সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যই প্রযোজ্য।

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী-পত্নীরা! তোমরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের মত নও। তাদের তুলনায় তোমাদের মর্যাদা অনেক বেশী।

فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলনা যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। **وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا** *এবং তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে*। অর্থাৎ যারা মাহারাম নয় তাদের সাথে মোলায়েম স্বরে কথা বলা যাবেনা, যাতে যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে তাতে তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পায়। আর কোন মহিলারই মাহারাম নয় এমন লোকের সাথে নরম স্বরে কথা বলা উচিত নয় যেভাবে নারীরা স্বামীদের সাথে কথা বলে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ তোমরা বাড়িতেই অবস্থান করবে। কোন যরুরী শারীয়াত সম্মত কাজ ছাড়া তোমরা বাড়ী হতে বের হবেনা। এর মধ্যে সর্ব প্রথম যে কাজটির কথা জানা যায় তা হল মাসজিদে সালাত আদায় করতে যাওয়া শারয়ী প্রয়োজন, যদি তাতে শর্তসমূহ বজায় থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাধা প্রদান করনা। কিন্তু তারা যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। (আবূ দাউদ ১/৩৮১) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, মহিলাদের জন্য বাড়ীই উত্তম। (আবূ দাউদ ১/৩৮২)

وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى *প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা*। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যামানায় মহিলারা পুরুষদের সম্মুখ দিয়ে নমনীয় না হয়ে, কোন কিছুর পরোয়া না করে চলাফিরা করত। একেই **تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ** *(তাবাররুজাল জাহিলিয়া)* বলা হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৬০২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন তারা থাকে বেপর্দা লজ্জাহীন, প্রেমললিত, প্রগলভা নারীর মত। আল্লাহ তা'আলা এরূপভাবে চলাফিরা করতে নিষেধ করেছেন। (তাবারী ২০/২৫৯) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ *'তাবাররুজ'* হল ঐ নারী যে তার মাথায় 'খিমার' রাখে, কিন্তু তা যথাযথভাবে শক্ত করে বেধে

রাখেনা। (দুররুল মানসুর ৬/৬০২) সুতরাং তার গলার হার, কানের দুল, ঘাড় ইত্যাদি সবকিছুই দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল মুসলিম নারীকে *তাবাররুজ* হওয়া থেকে সাবধান করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ *তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে।* এ আয়াতের পূর্বে তিনি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এবার তিনি ঐ সমস্ত কাজ করতে আদেশ করছেন যার মাধ্যমে অন্যদের থেকে তাদের ভিন্ন মর্যাদা লাভ হবে। তা হল আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক না করে যথাসময়ে সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত থাকা। ইহা হল প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফার্‌য বা অবশ্য করণীয় যার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে, সে কি মুসলিম নাকি কাফিরদের দলভুক্ত।

রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত

যারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করে তাদের কাছে নিঃসন্দেহে এটি প্রতিভাত হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণও নিম্নের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ঃ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *হে নাবীর পরিবার! আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।* এই আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীরা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের শানে নুযূলতো আয়াতের আদেশ-নিষেধ মুতাবেক হয়ে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, আয়াতের বিষয়বস্তু তাদের উপর বর্তাবে যাদের শানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তারাতো হবেই, তা ছাড়া তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ক্রিয়া-কলাপ এদের অনুরূপ হবে। দ্বিতীয় কথাটিই অধিকতর সঠিক। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রাঃ) বাজারে বাজারে বলে বেড়াতেন ঃ

এ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ২০/২৬৭) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন যে,

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) এ কথা বলেছেন। ইকরিমাহ (রাঃ) বলতেন ঃ এ আয়াতটি শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি কেহ এ ব্যাপারে মুকাবিলা করতে চায় তাহলে আমি মুকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত এবং এ ব্যাপারে যারা মিথ্যা বলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রার্থনা করব। (দুররুল মানসুর ৫/৩৭৬) সুতরাং তাদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি নাযিল হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অন্যান্য নারীরাও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ আয়াতে বর্ণিত আহলে বাইত ছাড়া অন্যান্যরাও শামিল রয়েছে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সাফিইয়াহ বিন্ত শাইবাহ (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা ভোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো উটের চুলের তৈরী একটি ডোরাকাটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হন। তখন তাঁর কাছে হাসান (রাঃ) এলে তিনি তাকে চাদরের মধ্যে জড়িয়ে নেন। অতঃপর হুসাইন (রাঃ) তাঁর কাছে এলে তাকেও তিনি চাদরে জড়িয়ে নেন। এর পর ফাতিমা (রাঃ) এলে তাকেও তাঁর চাদরে জড়িয়ে নেন। অতঃপর আলী (রাঃ) তাঁর কাছে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও তাঁর চাদরে জড়িয়ে নেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। (তাবারী ২০/২৬১, মুসলিম ২০৮১)

ইয়াযীদ ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি, হুসাইন ইব্ন সাবরাহ (রহঃ) এবং উমার ইব্ন মুসলিম (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আরকামের (রাঃ) নিকট গমন করি। আমরা তাঁর কাছে উপবেশন করলে হুসাইন (রহঃ) তাকে বলেন ঃ হে যায়িদ (রাঃ)! আপনিতো বহু কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। সুতরাং হে যায়িদ (রাঃ)! আপনি বহু কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছেন! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে যা শুনেছেন তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি তখন বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! আল্লাহর শপথ! এখন আমার বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা দূরে চলে গেছে, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি তার কিছু কিছু বিস্মরণ হয়েছি। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই

কর এবং তা মেনে নাও এবং আমি যা বলতে ভুলে যাই সেই জন্য মনে কষ্ট নিওনা। শোন! মাক্কা ও মাদীনার মাঝখানে একটি পানির জায়গা রয়েছে যার নাম 'খাম'। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি একজন মানুষ। অতি সত্ত্বর আমার রবের পক্ষ হতে আমার নিকট একজন দূত আগমন করবেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিব। আমি তোমাদের কাছে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও জ্যোতি রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাবের দিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্ণভাবে আকর্ষণ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন হুসাইন (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে যায়িদ (রাঃ)! আহলে বাইত কারা? তাঁর স্ত্রীরা কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তাঁর স্ত্রীরাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত বটে, তবে তাঁর আহল তারা যাদের উপর তাঁর মৃত্যুর পরে সাদাকাহ হারাম। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কারা? জবাবে তিনি বললেন ঃ তারা হলেন আলীর (রাঃ) বংশধর, আকীলের (রাঃ) বংশধর, জাফরের (রাঃ) বংশধর ও আব্বাসের (রাঃ) বংশধর। তাকে প্রশ্ন করা হল ঃ এদের সবার উপরই কি সাদাকাহ হারাম? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। (মুসলিম ৪/১৮৭৩) এ বর্ণনাটি যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং এটি মারফূ নয়।

কুরআন এবং সুন্নাহকে অনুসরণ করার নির্দেশ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ *আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে।* অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কুরআন নাযিল করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেই অনুযায়ী তোমরা আমল করতে থাক। কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২০/২৬৮)

সুতরাং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তি হিসাবে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত দ্বারা কিতাব ও সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তারা ছাড়া আর কেহই লাভ করতে পারেনি। তা এই যে, তাঁদের

গৃহেই আল্লাহর অহী ও রাহমাতে ইলাহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) সবচেয়ে বেশী লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, আয়িশার (রাঃ) বিছানা ছাড়া আর কারও বিছানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী আসেনি। এটা এ কারণেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। তার বিছানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও জন্য ছিলনা। সুতরাং তিনি সঠিকভাবেই এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীরাই যখন তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়গণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

মুসনাদ ইব্ন আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আলীর (রাঃ) শাহাদাতের পর হাসানকে (রাঃ) খলীফা নির্বাচন করা হল। তিনি যখন সালাত আদায় করছিলেন তখন বানী আসাদের গোত্রভুক্ত এক ব্যক্তি হঠাৎ এসে তার সাজদাহরত অবস্থায় তাকে ছুরি মেরে দিল। ছুরিটি তার পাছায় আঘাত করল। কয়েক মাস তিনি অসুস্থ ছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি মাসজিদে এলেন এবং মিম্বরের উঠে খুৎবা পাঠ করলেন ও বললেন ঃ হে ইরাকবাসী! আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমি তোমাদের নেতা ও তোমাদের মেহ্মান। আমি আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا** *আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।* এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথাটির উপর তিনি খুব জোর দিলেন এবং বাক্যগুলি বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন। যারা মাসজিদে ছিল তারা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا *আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত।* অর্থাৎ তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের ফলেই তুমি এই মর্যাদা লাভ করেছ। তিনিই তোমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং এমন গুণে গুণান্বিত করেছেন যার ফলে তুমি অন্যান্যদের থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যতা লাভ করেছ।

সুতরাং তাফসীর ইব্ন জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে ঃ হে মু'মিনদের মা ও নাবীর স্ত্রীরা! তোমাদের উপর যে আল্লাহর নি'আমাত রয়েছে তা তোমরা স্মরণ কর। তিনি তোমাদেরকে এমন বাড়ীতে অবস্থান করতে দিয়েছেন

যেখানে আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা পঠিত হয়। আল্লাহর এসব নি'আমাতের জন্য তোমাদের তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এখানে হিকমাতের অর্থ হাদীস। আল্লাহ তা'আলা শেষ পরিণতিরও খবর রাখেন। তাই তিনি সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারিণী কারা হবেন তা তিনি নির্বাচন করেন। (তাবারী ২০/২৬৮) কাতাদাহ (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এগুলিও তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বড় অনুগ্রহ। (তাবারী ২০/২৬৮)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। এ আয়াত সম্পর্কে আল আউফী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কোথায়, কার মাধ্যমে তাঁর নির্দেশনা জারী করতে হবে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করার পর আরও বলেন যে, রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫। অবশ্যই আত্ম-সমর্পনকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী নারী,	٣٥. إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ

وَٱلْحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَـٰفِظَـٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا	**আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী - এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।**

৩৩ ঃ ৩৫ নং আয়াত নাযিল করার কারণ/উদ্দেশ্য

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন, আর আমরা মহিলা, আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন? উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি আমার ঘরে বসে আমার মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম এমন সময় মিম্বর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আমার চুলগুলি ঐ অবস্থায় জড়িয়ে নিলাম এবং কক্ষে বসে তাঁর কথাগুলি শুনতে লাগলাম। ঐ সময় তিনি মিম্বরে পাঠ করছিলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات

হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন ঃ অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিণী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী। (আহমাদ ৬/৩০৫, নাসাঈ ৬/৪৩১, তাবারী ২০/২৭০)

এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম ও ঈমানকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমান ইসলাম হতে পৃথক এবং ঈমান ইসলাম হতে ব্যাপকতর। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ

আরাব মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা ঈমান আনলাম। তুমি বল ঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল ঃ আমরা আত্মসমর্পন করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু’মিন থাকেনা। (ফাতহুল বারী ১০/৩৩, মুসলিম ১/৭৭) আবার এ বিষয়ের উপর সবাই একমত যে, ব্যভিচার দ্বারা মানুষ তখনকার মত ঈমানহারা হয়ে যায়, কিন্তু প্রকৃত কাফির হয়ে যায়না। এটা একটা দলীল যা আমি শরাহ বুখারীতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমাণ করেছি।

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ - قُنُوْت শব্দের অর্থ হল স্বাভাবিক সময়ে আনুগত্য করা। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ

যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে...। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৯) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৬) আরও এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সাজদাহ কর ও রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৩) অন্যত্র রয়েছে ঃ

قُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৮) অতএব বুঝা গেল যে, ঈমানের মর্যাদা ইসলামের উপরে। উভয়ের সম্মিলনে মানুষের ভিতর আনুগত্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَات সত্য কথা বলা পুরুষ ও নারী আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আর এ অভ্যাস সর্বাবস্থায়ই প্রশংসনীয়। সাহাবীগণের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। তিনিই ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি অজ্ঞতার যুগেও কখনও মিথ্যা কথা বলেননি এবং ঈমান আনার পরেও না। সত্যবাদিতা ঈমানের একটি লক্ষণ এবং মিথ্যা কথা বলা হল মুনাফিকীর লক্ষণ। সত্যবাদী লোক পরিত্রাণ পেয়ে থাকে। সত্যবাদিতা মানুষকে সৎ কাজের ও জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। মিথ্যা কথা বলা পরিহার করা উচিত। মিথ্যাবাদিতা মানুষকে অসৎ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর অসৎ কাজ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। সত্যবাদী লোক যখন সব সময় সত্য কথা বলে, সত্য কাজের প্রচেষ্টা চালায় তখন তার নামটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সত্যবাদী রূপে লিপিবদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদী সব সময় মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যার প্রচেষ্টা চালায়। তার নামটি আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। (মুসলিম ৪/২০১৩) এ সম্বন্ধে বহু হাদীস রয়েছে।

وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَات *ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী*। সাবর বলা হয় বিপদে-আপদে দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করাকে। তাকদীরের সাথে জড়িয়ে সাবরকে লিখার কোন দলীল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে কঠিন সাবর বলা হয় মানসিক আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করাকে। আল্লাহ তা'আলার কাছে এর প্রতিদান অত্যন্ত বেশী। অতঃপর যখন ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হয় তখন সাবর আপনা আপনিই এসে যায়।

خُشُوْع এর অর্থ হল শান্তি, সন্তুষ্টি ও অনুরোধ। মানুষের মনে যখন আল্লাহর ভয় বিরাজ করে তখন মানুষের মনে এটা আপনা আপনিই এসে পড়ে। সে এভাবে বিশ্বাস করে যে, তিনি সব সময় তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহকে দেখছে এ ধারণা যদি করতে না পারে তাহলে অবশ্যই এটা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তিনিতো তোমাকে দেখছেন। (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَات *দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী*। সাদাকাহ বলা হয় সেই দানকে যা গরীব-দুঃখীকে দেয়া হয়, যারা শারীরিকভাবে দুর্বল, যারা আয়-উপার্জন করার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা কিংবা তাদেরকে কেহ আর্থিক

সহায়তাও করছেনা। এ ধরনের লোককে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করাকেই সাদকাহ বলে। এ নিয়তে দান করলে এটা আল্লাহর আনুগত্য বলে বিবেচিত হবে। এর ফলে তাঁর সৃষ্টজীব উপকৃত হয়ে থাকে।

হাদীসে আছে যে, সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন যে দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা। এই সাত প্রকারের মধ্যে একটি এও আছে যে, সে যা কিছু দান-খাইরাত করে তা এত গোপনে করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা। (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫) হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, সাদকা খারাপ আমলগুলোকে মুছে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (তিরমিযী ৩/২৩৭) এ বিষয়ের উপর আরও বহু হাদীস রয়েছে যেগুলি স্ব-স্ব স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَات *সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী*। সিয়াম সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি শরীরের যাকাত। (ইব্ন মাজাহ ১/৫৫৫) অর্থাৎ এর দ্বারা শরীর পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। আর এটা মন্দ স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি রাযামান মাসের সিয়াম পালন করার পর প্রত্যেক মাসে তিনটি করে সিয়াম পালন করে সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। (দুররুল মানসুর ৫/৩৮০) সিয়াম কাম-শক্তিকে প্রশমিত করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিয়ে করে যাতে তোমাদের দৃষ্টি নিম্নমুখী হয় এবং তোমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পার। আর যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তারা যেন রোযা রাখে। কারণ এটা তাকে রক্ষা করবে। (ফাতহুল বারী ৯/১৪) এ জন্য সিয়ামের বিধানের সাথে সাথে মন্দ কাজ হতে বাঁচার পথ দেখানো হয়েছে।

এখানে পরবর্তী আয়াতটি উল্লেখ করা খুবই যুক্তিযুক্ত হবে যাতে বলা হয়েছে ঃ **وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات** *যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী নারী*। পাপ ও নিষিদ্ধ কাজ হতে তারা তাদের গোপন অঙ্গের হিফাযাত করে। তারা শুধু ঐভাবেই যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হয় যেভাবে তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী। (৭০ ঃ ২৯-৩১)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات *আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী।* আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয় এবং স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করে নেয়, ঐ রাতে তারা দু’জন وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (আবূ দাঊদ ২/৭৪, নাসাঈ ৬/৪৩৩, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪২৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কার পথ দিয়ে চলছিলেন। জুমদান (পাহাড়) নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বললেন ঃ এ জায়গাটি জুমদান। সামনে চলতে থাক, কারণ মুফাররিদুনরা অগ্রগামী হয়েছে। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুফাররিদুন কারা? জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীরা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিন। জনগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের জন্যও দু‘আ করুন! এবারও তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে আপনি ক্ষমা করুন! জনগণ পুনরায় বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করুন! এবার তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! যারা মাথার চুল ছেঁটেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন! (আহমাদ ২/৪১১) হাদীসের শেষের অংশ বাদ দিয়ে ইমাম মুসলিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ২/৯৪৬) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। অর্থাৎ উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট লোকদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই সমুদয় গুণের অধিকারী লোকদের পাপসমূহ

তিনি ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের জন্য রেখেছেন মহা প্রতিদান এবং ওটা হল জান্নাত।

৩৬। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।	٣٦. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

কুরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ জুলাইবিব (রাঃ) বড়ই আমোদী লোক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বাড়ীর অন্দর মহলে গিয়ে মহিলাদের সাথে হাসি তামাশা করতেন। এ জন্য আমি আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলাম ঃ এ লোকটি যেন তোমাদের কাছে না আসে, তাহলে আমি তোমার প্রতি এরূপ এরূপ করব। আনসারীদের অভ্যাস ছিল এই যে, তারা কোন মেয়েকে বিয়ে করতেননা যে পর্যন্ত না তারা জানতে পারতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করতে চাননা।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী সাহাবীকে বললেন ঃ তোমার মেয়েকে কি বিয়ে দিবে? আনসারী সাহাবী বললেন ঃ এত আমার সৌভাগ্য যে, আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমার জন্য তোমার মেয়ের বিয়ের কথা বলছিনা। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে কার জন্য বলছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ জুলাইবিবের জন্য। তখন সাহাবী বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ বিষয়ে তার মায়ের সাথে আলাপ করার আমাকে অবকাশ দিন। সুতরাং তিনি তার স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে

একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মা বললেন ঃ এত খুব খুশির খবর! উত্তরে তিনি বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মেয়েকে তাঁর নিজের জন্য বিয়ে প্রস্তাব দেননি, তিনি জুলাইবিবের (রাঃ) জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন মেয়ের মা বললেন ঃ কি বললেন! জুলাইবিব? অসম্ভব, আল্লাহর শপথ! আমি কখনও জুলাইবিবের (রাঃ) সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিবনা। মেয়ের মা যা বলেছেন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানোর জন্য মেয়ের পিতা যখন রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন? তখন তার মা জুলাইবিবের (রাঃ) কথা জানালেন। মেয়েটি বললেন ঃ আপনারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন? তার কথা মেনে নিন, আমি আশা করছি যে, এতে আমার কল্যাণই রয়েছে। সুতরাং তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন ঃ আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সাহাবীর মেয়েকে জুলাইবিবের (রাঃ) সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক যুদ্ধাভিযানে বের হন এবং ঐ যুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে বিজয় দান করেন। যুদ্ধশেষে তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা দেখতো আমাদের মাঝের কেহ অনুপস্থিত আছে কিনা। সাহাবীগণ বললেন ঃ আমাদের অমুক অমুক ভাই শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন ঃ খুঁজে দেখ, আরও কেহ অনুপস্থিত আছে নাকি। তারা বললেন ঃ আর কেহ অনুপস্থিত নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিন্তু আমিতো জুলাইবিবকে দেখতে পাচ্ছিনা। তোমরা আবার যাও এবং যারা শহীদ হয়েছে তাদের মাঝে তাকে খোঁজ কর। সুতরাং তারা আবার খুঁজতে বের হলেন এবং দেখতে পান যে, সাতটি শত্রু সৈন্যের পাশে তিনি পরে আছেন, যাদেরকে তিনি শহীদ হওয়ার আগে হত্যা করেছেন। সাহাবীগণ তার লাশ নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এই তার মৃতদেহ। নিহত হওয়ার আগে তিনি সাতজন শত্রু সৈন্য হত্যা করেছেন, অতঃপর তিনি নিজে শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলাইবিবের (রাঃ) লাশের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ যে সাতজনকে হত্যা করেছে, অতঃপর নিজে নিহত হয়েছে সে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমিও তার উত্তরাধিকারী। এ কথা তিনি দুই অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি নিজে

কাঁধে বহন করে তার লাশ কাবরের কাছে নিয়ে যান এবং নিজ হাতে তাকে কাবরে শায়িত করেন। তবে এ কথা বর্ণনা করা হয়নি যে, তিনি লাশের গোসল করিয়েছেন কিনা। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ আনসার মহিলাদের মধ্যে জুলাইবিবের (রাঃ) স্ত্রীর মত ভাগ্যবতী আর কোন মহিলা ছিলেননা। তার চেয়ে অন্য কোন আনসারী মহিলাকে বেশি সংখ্যক সাহাবী বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেননা। ইসহাক ইবনুল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) সাবিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কি জানা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলে ঐ মহিলার জন্য দু'আ করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! তার উপর আপনি রাহমাত বর্ষণ করুন এবং তার জীবনকে কঠিন করবেননা। এর ফলশ্রুতি এই যে, আনসারগণের বিধবা মহিলাদের মধ্যে তার মত আর কোন মহিলাকে বিয়ের ব্যাপারে এত বেশি প্রস্তাব পাঠানো হয়নি। (আহমাদ ৪/৪২২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ ঘটনাটি তাদের গ্রন্থের *ফাযায়িল* অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ২৪৮২, নাসাঈ ৮২৪৬)

হাফিয আবূ উমার ইব্‌ন আবদুল বার্‌র (রহঃ) তার *আল ইসতিয়াব* গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ঐ সাহাবীয়া (রাঃ) আড়াল থেকে মা-বাবার কথোপকথন শোনার পর যখন বললেন ঃ 'আপনারা কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ** *আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা।*

তাউস (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আসরের সালাতের পর দু' রাক'আত (নাফল) সালাত আদায় করা যায় কি? উত্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) নিষেধ করেন এবং ... وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (আবদুর রাযযাক ২/৪৩৩) সুতরাং এ আয়াতটি শানে নুযূলের দিক দিয়ে বিশিষ্ট হলেও হুকুমের দিক দিয়ে সাধারণ। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ থাকা অবস্থায় না কেহ ঐ হুকুমের বিরোধিতা করতে পারে, আর না ওটা মানা বা না মানার কারও কোন অধিকার থাকতে পারে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল না করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৫) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬৩)

٣٧. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا

৩৭। স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করছ, তুমি তাকে বলেছিলে ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর

وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا	**সঙ্গত। অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।**

যায়িদ (রাঃ) এবং যাইনাবের (রাঃ) ব্যাপারে রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর ভর্ৎসনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আযাদকৃত গোলাম যায়িদ ইব্ন হারিসাহকে (রাঃ) বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন। তার উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহেরবানী ছিল। তাকে তিনি ইসলাম ও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেছিলেন। তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাকে তিনি গোলামী হতে মুক্তি দান করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন কি সমস্ত মুসলিম তাকে حُبُّ الرَّسُوْل 'রাসূলের প্রিয়' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার পুত্র উসামাহকে (রাঃ) حُبُّ مِنْ حُبٍّ 'প্রিয়ের প্রিয়' নামে সবাই সম্বোধন করতেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন স্থানে সৈন্য পাঠালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই দলের নেতা মনোনীত করতেন। যদি তিনি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকেই হয়তো তিনি তাঁর খলীফা নিযুক্ত করে যেতেন। (আহমাদ ৬/২২৭, ২৮১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ফুফু উমাইমাহ বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের (রাঃ) কন্যা যাইনাব বিন্ত জাহাশ আসাদিয়্যাকে (রাঃ)

যায়িদের (রাঃ) সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ মোহর হিসাবে দশ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও ষাট দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) প্রদান করেছিলেন। আর দিয়েছিলেন একখানা শাড়ী, একখানা চাদর এবং একটি জামা। আরও দিয়েছিলেন পঞ্চাশ মুদ্দ (ওযন বিশেষ) খাদ্য ও দশ মুদ্দ খেজুর। এক বছর অথবা তা থেকে কিছু কম-বেশী তারা একত্রে সংসার করেছেন। পরে তাদের মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। যায়িদ (রাঃ) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন ঃ সংসার ভেঙ্গে দিওনা এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ

তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁর উপর অহীকৃত কিতাবুল্লাহর কোন আয়াত গোপন করতেন তাহলে অবশ্যই **وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ...** এ আয়াতটিই গোপন করতেন। (তাবারী ২০/২৭৪)

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا *অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম।* অর্থাৎ যায়িদের (রাঃ) সাথে যখন যাইনাবের (রাঃ) বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাইনাবের (রাঃ) বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং ঐ বিয়ের অলী হন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তা এভাবে যে, তিনি অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন যাইনাবকে (রাঃ) বিয়ে করেন। কোন কাবীন, মোহর কিংবা সাক্ষী ছাড়াই ঐ বিয়ে হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যাঁর বিয়ের অলী তাঁর জন্য আর কিইবা দরকার হতে পারে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, যখন যাইনাবের (রাঃ) ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ ইব্ন হারিসাকে (রাঃ) বললেন ঃ তুমি যাও এবং তাকে আমার বিবাহের প্রস্তাব পৌঁছে দাও। যায়িদ (রাঃ) গেলেন। ঐ সময় যাইনাব (রাঃ) আটা মাখছিলেন। যায়িদের (রাঃ) উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, সামনে থেকে তার সাথে কথা বলতে পারলেননা। বরং তিনি মুখ ফিরিয়ে বসে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব শুনিয়ে দিলেন। যাইনাব (রাঃ) তখন তাকে বললেন ঃ থামুন, আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট সালাত আদায় (ইসতিখারা দ্বারা শুভাশুভ বিচার) করে নিই। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। আর এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হল এবং তাঁকে বলা হল ঃ

وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করলাম। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন খবর না দিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ওলীমার দা‘ওয়াতে তিনি সাহাবীগণকে গোশত ও রুটি খাওয়ালেন। সব লোক খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে গেলেন। কতিপয় লোক সেখানে বসে থেকে খোশ-গল্পে মশগুল হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট গেলেন। তিনি তাদেরকে সালাম দিচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বলুন, আপনি আপনার (নতুন) স্ত্রীকে (যাইনাবকে (রাঃ) কিরূপ পেয়েছেন? বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন ঃ লোকেরা তাঁর বাড়ী হতে চলে গেছে এ খবর আমি তাঁকে দিলাম নাকি অন্য কারও মাধ্যমে তাঁকে এ খবর দেয়া হল তা আমার মনে নেই। এরপর তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। আমি তাঁর সাথে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। ফলে আমার ও তাঁর মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। ঐ সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল এবং তিনি সাহাবীগণের যা উপদেশ দেয়ার তা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ

তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৩) (আহমাদ ৩/১৯৫, মুসলিম ১৪২৮, নাসাঈ ৬/৭৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, যাইনাব বিন্ত জাহাশ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে গর্ব করে বলতেন ঃ তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবক ও ওয়ারিশরা। আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা সপ্তম আকাশের উপর থেকে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫)

সূরা নূরের তাফসীরে আমরা এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছি যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহশ বলেন, যাইনাব (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আমার বিবাহ আকাশ

হতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার এ কথার জবাবে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমার নিষ্কলুষতা ও সতীত্বের আয়াতগুলি আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। যাইনাব (রাঃ) তার এ কথা স্বীকার করে নেন। (তাবারী ১৯/১১৮) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا আমি তার সাথে তোমার বিবাহ বৈধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলেই সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।

নাবুওয়াতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ ইব্‌ন হারিসাহর (রাঃ) লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। তখনকার প্রথা অনুযায়ী লোকেরা তাকে বলত যায়িদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ। আল্লাহ সুবহানাহু জাহিলিয়াতের ঐ প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করে নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন ঃ

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ. ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ

আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি; ঐগুলি তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায় সঙ্গত। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪-৫)

যখন যাইনাব বিন্‌ত জাহাশ (রাঃ) এবং যায়িদ ইব্‌ন হারিসাহর (রাঃ) মাঝের বিবাহ বন্ধন ভেঙ্গে যায় তখন আরও পরিস্কার করে এবং জাহিলিয়াতের আর একটি প্রথাকে বাতিল করে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ

এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৩) এভাবে পালিত পুত্র বনাম ঔরষজাত পুত্রের ধর্মীয় বিধান পরিস্কার হয়ে গেল। তখনকার যামানায় আরাবে পালিত পুত্র রাখা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا *আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।* অর্থাৎ যা ঘটেছে তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়েছে, আর তিনি যা চান তা হবেই, কেহ তা রদ করতে পারেনা। যাইনাব (রাঃ) যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের একজন হবেন তা অবশ্যই আল্লাহর জ্ঞানে ছিল।

৩৮। আল্লাহ নাবীর জন্য যা বিধি সম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যে সব নাবী অতীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।	٣٨. مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ **مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ** পোষ্যপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা যখন বৈধ কাজ তখন এ কাজ যদি নাবীও করেন তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আরাইহি ওয়া সাল্লামের পালিত পুত্র যায়িদ ইব্‌ন হারিসার (রাঃ) স্ত্রী যাইনাবকে (রাঃ) তালাক দেয়ার পর তাকে বিয়ে করায় রাসূলের জন্য দোষ নেই।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ পূর্ববর্তী নাবীদের উপর আল্লাহ তা'আলা যে হুকুম নাযিল করতেন ওর উপর আমল করায় তাঁদের কোন দোষ ছিলনা। এখানে এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য মুনাফিকদের কথার প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছেলের স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন।

وَكَانَ أَمْرُ اللَّه قَدَرًا مَّقْدُورًا আল্লাহর আদেশ অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে। কোন কিছুই তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন না তা কখনই হয়না।

৩৯। তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেহকেও ভয় করতনা। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।	٣٩. ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَـٰلَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا
৪০। মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।	٤٠. مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

আল্লাহর আদেশ প্রচারকারীদের প্রতি প্রশংসা

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّه وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ

এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ঐ লোকদের (নাবীদের) প্রশংসা করছেন যারা আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছে দেন। তারা আল্লাহকে ভয় করেন এবং তাঁকে ছাড়া আর কেহকেও ভয় করেননা। কোন ভীতি-বিহ্বল কাজে অথবা কারও প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর দা'ওয়াত পৌঁছে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননা। وَكَفَى بِاللَّه حَسِيبًا তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহানুভূতিই যথেষ্ট।

এই পদ ও দায়িত্ব পালনে সবারই নেতা, এমন কি প্রত্যেক কাজে-কর্মে ও প্রতিটি বিষয়ে সবার সর্দার বা নেতা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পূর্বে ও পশ্চিমে সমস্ত বানী আদমের কাছে আল্লাহর দীনের প্রচার করেছেন তিনিই। যতদিন আল্লাহর এই দীন চারদিকে ছড়িয়ে না পড়েছে ততদিন তিনি বরাবরই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি আল্লাহর দীন প্রচারের ব্যাপারে সদা ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর পূর্বে যেসব নাবী-রাসূল এসেছিলেন তাঁরা নিজ নিজ জাতির জন্য এসেছিলেন। কিন্তু শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন সারা দুনিয়ার জন্য। মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮)

তাঁর পরে এ দীন প্রচারের দায়িত্ব তাঁর উম্মাতের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। তাঁর পরে নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর সাহাবীগণের উপর ন্যস্ত হয়েছে। তারা যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শিখেছিলেন তা তাদের পরবর্তীদের শিখিয়ে দেন। তারা সমস্ত কাজ ও কথা, পরিস্থিতি, রাত-দিনের সফর, তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। পরবর্তী লোকেরা উত্তরাধিকার সূত্রে এগুলি প্রাপ্ত হয়েছে। এভাবেই পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের ওয়ারিশ হয়েছে। আল্লাহর দীন এভাবেই ছড়াতে থাকে। হিদায়াত প্রাপ্তরা তাদের অনুসরণ করে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠেন। তারা ভাল কাজ করার তাওফীক লাভ করেছেন। করুণাময় আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

রাসূল (সাঃ) কোন পুরুষের পিতা নন

মহান আল্লাহ বলেন ঃ মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়। আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করছেন যে, এরপরে যেন যায়িদ ইব্ন মুহাম্মাদ বলা না হয়। অর্থাৎ তিনি যায়িদের (রাঃ) পিতা নন, যদিও তিনি তাকে পুত্র হিসাবে লালন-পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন পুত্র সন্ত ান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকেনি। কাসেম, তাইয়িব ও তাহির নামক তার তিনটি পুত্র সন্তান খাদীজার (রাঃ) গর্ভজাত ছিল। কিন্তু তিনজনই শৈশবে ইন্তিকাল করে। মারিয়াহ কিবতিয়াহর (রাঃ) গর্ভজাত একটি পুত্র সন্তান ছিল, তার নাম ছিল ইবরাহীম। সে দুগ্ধ পান অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন। খাদীজার

(রাঃ) গর্ভজাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার কন্যা সন্তান ছিলেন। তাঁরা হলেন যাইনাব (রাঃ), রুকাইয়া (রাঃ), উম্মে কুলসূম (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ)। তাদের মধ্যে তিনজন তাঁর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেছিলেন। শুধুমাত্র ফাতিমা (রাঃ) তাঁর ইন্তিকালের ছয় মাস পরে ইন্তিকাল করেন।

রাসূল (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নাবী

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا বরং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ও শেষ নাবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪) সুতরাং এ আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর পরে কোন নাবী নেই। আর তাঁর পরে যখন কোন নাবী নেই তখন তাঁর পরে কোন রাসূলও যে নেই তা বলাই বাহুল্য। রিসালাততো নাবুওয়াত হতে বিশিষ্ট। প্রত্যেক রাসূলই নাবী, কিন্তু প্রত্যেক নাবীই রাসূল নন। তিনি যে খাতামুন নাবীঈন তা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারাও প্রমাণিত।

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) তার পিতা কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নাবীদের মধ্যে আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি বাড়ী তৈরী করল এবং ওটা পূর্ণরূপে ও উত্তমভাবে নির্মাণ করল, কিন্তু তাতে একটা ইট পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিল। যেখানে সে গাঁথুনি গাঁথলনা লোকেরা চারিদিক থেকে তা দেখতে লাগল এবং ওর নির্মাণকার্যে সবাই প্রশংসা করল। কিন্তু তারা বলতে লাগল ঃ যদি এ স্থানটি খালি না থাকত তাহলে আরও কতই না সুন্দর হত! সুতরাং নাবীদের মধ্যে আমি ঐ নাবী যিনি ঐ ইটের সাথে তুলনীয়। (আহমাদ ৫/১৩৬, তিরমিযী ১০/৮১)

অপর একটি হাদীস ঃ আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রিসালাত ও নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। আমার পরে আর কোন রাসূল বা নাবী আসবেনা। সাহাবীগণের কাছে তাঁর এ কথাটি খুবই কঠিন বোধ হল। তখন তিনি বললেন ঃ কিন্তু সুসংবাদ দানকারীরা থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সুসংবাদদাতা কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ মুসলিমদের স্বপ্ন, যা নাবুওয়াতের একটি অংশ বিশেষ। (আহমাদ ৩/২৬৩, তিরমিযী ৬/৫৫১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে সহীহ গারীব বলেছেন।

অন্য একটি হাদীস ঃ যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত ও নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি ঘর বানাল এবং পূর্ণ ও সুন্দর করে বানাল। কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। সুতরাং যে'ই সেখানে প্রবেশ করে ও ওর দিকে তাকায় সে'ই বলে ঃ এটা কতইনা সুন্দর! যদি এই ইট পরিমাণ জায়গাটি ফাঁকা না থাকত! আমি ঐ খালি স্থানের ইট। আমার মাধ্যমে নাবীদের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে। (মুসনাদ তায়ালিসী ২৪৭, ফাতহুল বারী ৬/৬৪৫, মুসলিম ৪/১৭৯১, তিরমিযী ৮/১৫৮)

অন্য একটি হাদীস ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত ও নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে একটি ঘর পূর্ণভাবে নির্মাণ সম্পন্ন করল, কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। অতঃপর আমি আগমন করলাম এবং ঐ ইট পরিমাণ খালি জায়গাটি পূর্ণ করে দিলাম। (আহমাদ ৩/৯, মুসলিম ৪/১৭৯১)

অন্য একটি হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ও আমার পূর্বের নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে একটি ঘর নির্মাণ করল এবং তা পূর্ণরূপে ও উত্তমরূপে নির্মাণ করল। কিন্তু ওর কোনার একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। লোকেরা চর্তুদিক থেকে ঘরটি দেখতে লাগল এবং তা দেখে মুগ্ধ হল। অতঃপর তারা বলতে লাগল ঃ এখানে একটি ইট দিলে এ দালানটি পূর্ণ হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমিই ঐ ইট। (আহমাদ ২/৩১২, বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ৪/৩৭১)

আর একটি হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে সমস্ত নাবীর উপর ফাযীলাত দান করা হয়েছে। প্রথম ঃ আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ও সার্বজনীন কথা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঃ প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। তৃতীয় ঃ আমার জন্য গাণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে। চতুর্থ ঃ আমার জন্য সারা দুনিয়ার মাটিকে মাসজিদ ও অযূর জন্য নির্ধারণ করা

হয়েছে। পঞ্চম ঃ সমস্ত সৃষ্টির নিকট আমাকে নাবী করে পাঠানো হয়েছে। ষষ্ঠ ঃ আমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে এবং আমার দ্বারা নাবী আগমনের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১, তিরমিযী ৫/১৬০, ইব্ন মাজাহ ১/১৮৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এবং আমার পূর্বে যে সকল নাবী/রাসূলগণ এসেছেন তাঁদের সাথে তুলনা হল এই যে, এক লোক একটি ঘর তৈরী করল, কিন্তু তাতে একটি ইট গাঁথুনীর পরিমান জায়গা খালি রইল। অতঃপর আমি এসে ঐ খালি জায়গা ইটের গাঁথুনী দ্বারা সম্পূর্ণ করলাম। (আহামদ ৩/৯, মুসলিম ৪/১৭৯১)

অন্য একটি হাদীস ঃ যুবাইর ইব্ন মুতয়িম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমার কয়েকটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ। আমি মাহী, আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুফরীকে মিটিয়ে দিবেন। আমি হাশির, আমার পায়ের উপর দিয়ে জনগণকে একত্রিত করা হবে। আমি আকিব, আমার পরে আর কোন নাবী হবেনা। (আহমাদ ৪/৮০, ফাতহুল বারী ৮/৫০৯, মুসলিম ৪/১৮২৮) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে এবং বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতাওয়াতির হাদীসে এ খবর জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে আর কোন নাবী নেই। অতএব তাঁর পরে যদি কেহ নাবুওয়াত ও রিসালাতের দাবী করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। যদিও সে ফন্দী করে, যাদু করে, বড় বড় জ্ঞানীদের জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে, বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখিয়ে দেয়, বিভিন্ন প্রকারের ডিগবাজী প্রদর্শন করে, তবুও জ্ঞানীরা অবশ্যই জানে যে, এ সবই প্রতারণা ও চালাকী ছাড়া আর কিছুই নয়। ইয়ামানে নাবুওয়াতের দাবীদার আনসী ও ইয়ামামার নাবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাযযাবকে দেখলেই বুঝা যাবে যে, তারা যা করেছিল তা দেখে দুনিয়াবাসী তাদের মিথ্যা ছল-চাতুরী ধরে ফেলেছিল। তাদের আসল রূপ জনগণের কাছে উম্মোচিত হয়ে পড়েছিল। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদেরও ঐ অবস্থাই হবে যারা এ ধরনের মিথ্যা দাবী নিয়ে আল্লাহর বান্দার কাছে হাযির হবে। এমনকি সর্বশেষে আসবে মাসীহ দাজ্জাল। তার চিহ্নসমূহ দেখে প্রত্যেক আলেম এবং প্রত্যেক মু'মিন জেনে যাবে যে, সে

মিথ্যাবাদী। এটাও আল্লাহ তা'আলার এক অশেষ মেহেরবানী। এ ধরনের মিথ্যা দাবীদারদের এ নসীবই হয়না যে, তারা সৎ কাজের আহকাম জারী করে এবং মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে দেয়। তার কথা ও কাজ ধোঁকা ও প্রতারণামূলকই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

তোমাদেরকে কি জানাব, কার নিকট শাইতানরা অবতীর্ণ হয়? তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২২১-২২২)

সত্য নাবীদের ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সঠিক হিদায়াত দানকারী। তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁদের কথা ও কাজ সত্য বিজড়িত। তাঁরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া মু'জিযা বা অলৌকিক কাজের দ্বারা তাঁদের সত্যবাদিতা প্রকাশিত হয়। তাঁদের নাবুওয়াতের উপর এমন সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল থাকে যে, সুস্থির মন তাঁদের নাবুওয়াতকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নাবীর উপর কিয়ামাত পর্যন্ত দুরূদ ও সালাম নাযিল করতে থাকুন!

৪১। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর।	٤١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
৪২। এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٤٢. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
৪৩। তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহের প্রার্থনা করে অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য,	٤٣. هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَـٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ

এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।	بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
৪৪। যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান।	٤٤. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَـٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার উপকারিতা

অগণিত নি'আমাত প্রদানের মালিক আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ আমাকে অধিক মাত্রায় তোমাদের স্মরণ করা উচিত। এর প্রতিদান হিসাবে রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার উপায়। তাছাড়াও তিনি আরও বহু প্রকারের নি'আমাত প্রদানের ওয়াদা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন বুশর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, দু'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করল। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেলো ও ভাল কাজ করল। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের উপর ইসলামের বিধানতো অনেক রয়েছে। আমাকে এমন একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বিধান বাতলে দিন যার সাথে আমি সদা লেগে থাকবো।তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা সদা-সর্বদা তোমার জিহ্বাকে সিক্ত রাখবে। (আহমাদ ৪/১৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) হাদীসের দ্বিতীয় অংশ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৬/৬২১, ইব্ন মাজাহ ১/১২৪৬)

আবদুল্লহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে কাওম এমন মাজলিসে বসে যেখানে আল্লাহর যিক্‌র হয়না, তারা কিয়ামাতের দিন এ জন্য আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে। (আহমাদ ২/২২৪)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলার اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا এই উক্তির ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক ফার্‌য কাজের একটা সীমা আছে এবং বিশেষ ওজর বশতঃ তা ক্ষমাও করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর যিক্‌রের কোন সীমা নেই। কোন সময়েই তা সঙ্গ ছাড়া হয়না। তবে কেহ যদি তা না করতে বাধ্য করে তাহলে সেটা অন্য কথা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৩) দাঁড়িয়ে, বসে, রাতে, দিবসে, স্থলে, পানিতে, বাড়ীতে, সফরে, ধনী অবস্থায় ও দরিদ্র অবস্থায়, সুস্থ অবস্থায় ও অসুস্থ অবস্থায়, গোপনে ও প্রকাশ্যে, মোট কথা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে হবে। তুমি যখন এগুলি করতে থাকবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তাঁর রাহমাত বর্ষণ করতে থাকবেন। আর মালাইকাও তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। (তাবারী ২০/২৮০)

এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস ও আছার রয়েছে। এই আয়াতেও খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র করার হিদায়াত করা হয়েছে। অনেকে আল্লাহর যিক্‌র ও অযীফা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যেমন ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম মা'মারী (রহঃ) প্রমুখ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৭-১৮) অতঃপর এর ফাযীলাত বর্ণনা এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করার জন্য মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা তাঁর যিক্‌র হতে উদাসীন থাকবে? তোমরা তাকে স্মরণ কর, তিনিও তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولاً مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ. فَٱذۡكُرُونِىٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِى وَلَا تَكۡفُرُونِ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫১-১৫২)

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি, আর যে আমাকে কোন জামা‘আত বা দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমি তাকে এমন জামা‘আতের মধ্যে স্মরণ করি যা তার জামা‘আত হতে উত্তম।

সালাত শব্দের অর্থ

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবুল আলীয়া (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, صَلٰوة শব্দটি যখন আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন ওর অর্থ হয় আল্লাহ তা‘আলা তার কল্যাণ ও মঙ্গল তাঁর মালাইকার সামনে বর্ণনা করেন। আবূ জাফর আর রাযী (রহঃ) রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। صَلَوة শব্দটি আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে ওর অর্থ হবে রাহমাত। এ দু’টি উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আর صَلَوة শব্দটি

মালাইকা/ফেরেশতাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে তখন অর্থ হবে মানুষের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدۡخِلۡهُمۡ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ. وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং আপনি তাদেরকে পাপ হতে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭-৯)

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ এই দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে মু'মিন বান্দাদের উপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাহমাত বর্ষণ করেন। তাদেরকে তিনি অজ্ঞতা ও কুফরীর অন্ধকার হতে বের করে ঈমানের আলোকের দিকে নিয়ে আসেন।

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا *এবং তিনি (আল্লাহ) মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।* অর্থাৎ তিনি পার্থিব জীবন এবং পরকাল উভয় জায়গায় মু'মিনদের জন্য আর্শিবাদ স্বরূপ। পৃথিবীতে তিনি মু'মিনদেরকে মূর্খদের পথ থেকে বের করে নিয়ে এসে সৎ পথের নির্দেশনা দেন, তাদের মধ্যে যারা ধ্বংসের মুখোমুখী হয় তাদেরকে ঐ পথ থেকে তিনি ফিরিয়ে আনেন এবং যারা বিদ'আতী আমল করছে এবং

অন্যদেরকে ঐ পথে আহ্বান করছে এবং অন্যায় অপরাধে লিপ্ত রয়েছে তাদের থেকেও তিনি রক্ষা করেন। আর পরকালে তাঁর অনুগ্রহ/দয়া হল এই যে, কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা থেকে তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর মালাইকা দ্বারা মু'মিনদেরকে জান্নাত প্রাপ্তি এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার সুখবর দিতে বলবেন। তাঁর এই দয়া ও অনুগ্রহ এ জন্য যে, তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে ভালবাসেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে পথ চলছিলেন। ঐ সময় রাস্তার উপর একটি ছোট ছেলে ছিল। একটি দল আসছে দেখে ছেলেটির মা ভয় পেয়ে গেল এবং আমার ছেলে আমার ছেলে বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে এলো এবং ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে একদিকে সরে গেল। ছেলের প্রতি মায়ের এই স্নেহ ও মমতা দেখে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মা কি এই ছেলেটিকে আগুনে ফেলতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে বললেন ঃ না, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁর বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করবেননা। (আহমাদ ৩/১০৪) সহীহায়িনের শর্তে এ বর্ণনাধারা সঠিক, যদিও সহীহায়িন এবং সুনান গ্রন্থ চতুষ্টয়ের কোনটিতেই এটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সহীহ বুখারীতে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, মু'মিনদের নেতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বন্দিনী নারীকে দেখেন যে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখা মাত্রই উঠিয়ে নিল এবং বুকে লাগিয়ে দিয়ে দুধ পান করাতে শুরু করল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ আচ্ছা বল তো, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই মহিলাটি তার এই ছেলেটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে কি? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! এই মহিলা তার ছেলের প্রতি যতটা স্নেহশীল ও দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু। (ফাতহুল বারী ১০/৪৪০)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ পরকালে মু'মিনরা যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তারা একে অপরকে সালাম দিবে। এই উক্তির স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম (আসসালামু 'আলাইকুম), আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান। অর্থাৎ জান্নাত এবং ওর সমুদয় ভোগ্যবস্তু যেগুলি তাদের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। সেখানে তারা পানাহারের দ্রব্য, পরিধানের বস্ত্র, বাসস্থান, স্ত্রী, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অবলোকন ইত্যাদি সবকিছুই পাবে। এগুলির ধ্যান-ধারণা মানুষ করতেই পারেনা। এগুলি এমনই যে, মানুষ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি।

৪৫। হে নাবী! আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসাবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে -	٤٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
৪৬। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।	٤٦. وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا
৪৭। তুমি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের	٤٧. وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ

ٱللَّهِ فَضۡلٗا كَبِيرٗا	**জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ।**
٤٨. وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَدَعۡ أَذَىٰهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا	**৪৮। আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শোননা; তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং নির্ভর কর আল্লাহর উপর; কর্মবিধায়ক রূপে আল্লাহই যথেষ্ট।**

আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) প্রশংসা

'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'সের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম ঃ তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাকে বলুন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! কুরআনুল কারীমে তাঁর যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারই কতক অংশ তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। তাওরাতে রয়েছে ঃ হে নাবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকদেরকে তুমি সতর্ক করবে। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) রেখেছি। তুমি কঠোর চিত্ত ও কর্কশভাষী নও। তুমি বাজারে গোলমাল ও চীৎকার করে বেড়াওনা। তুমি মন্দকে মন্দ দ্বারা দূরীভূত করনা। বরং তুমি লোকদের দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চল এবং ক্ষমা করে থাক। আল্লাহ তোমাকে কখনও উঠিয়ে নিবেননা যে পর্যন্ত না তুমি মানুষের বক্রকৃত দীনকে সোজা করবে। আর তারা যে পর্যন্ত না বলবে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যার দ্বারা অন্ধের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে যাবে, বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে এবং মোহরকৃত অন্তর খুলে যাবে। (আহমাদ ২/১৭৪, ফাতহুল বারী ৪/৪০২, ৮/৪৪৯)

অহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের নাবীদের মধ্যে শাইয়া (আঃ) নামক একজন নাবীর নিকট অহী করলেন ঃ তুমি তোমার কাওম বানী ইসরাঈলের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখের ভাষায় আমার কথা বলব। আমি অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের মধ্যে একজন নিরক্ষর নাবীকে পাঠাব। সে না বদ স্বভাবের হবে, আর না কর্কশভাষী হবে। সে হাটে-বাজারে

হট্টগোল সৃষ্টি করবেনা। সে এত শান্ত-শিষ্ট হবে যে, জ্বলন্ত প্রদীপের পাশ দিয়ে সে গমন করলেও প্রদীপটি নিভে যাবেনা। যদি সে নল-খাগড়া/খড়-কুটার উপর দিয়েও চলে তবুও তাতে তার পায়ের শব্দ হবেনা। আমি তাকে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করব যে অনৈতিক কথা বলবেনা। আমি তার মাধ্যমে অন্ধের চক্ষু খুলে দিব, বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে এবং দাগ ও কালিমাযুক্ত অন্তরকে পরিষ্কার করে দিব। আমি তাকে প্রত্যেক ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করব। সমস্ত ভাল স্বভাব তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। লোকের অন্তর জয়কারী হবে তার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সৎ কাজ করা তার প্রকৃতিগত বিষয় হবে। তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে। তার কথাবার্তা হবে হিকমাত পূর্ণ। সত্যবাদিতা ও বিনয়ী হবে তার স্বভাবগত বিষয়। ক্ষমা ও সদাচরণ হবে তার চরিত্রগত গুণ। সত্য হবে তার শারীয়াত। তার স্বভাব-চরিত্রে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা। হিদায়াত হবে তার কাম্য। ইসলাম হবে তার মিল্লাত। তার নাম হবে আহমাদ। তার মাধ্যমে আমি পথভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করব, মূর্খদেরকে বিদ্বান বানিয়ে দিব। অধঃপতিতকে করব মর্যাদাবান। অপরিচিতকে করব খ্যাতি সম্পন্ন ও সকলের পরিচিত। স্বল্প সংখ্যক থেকে অধিক সংখ্যক করব তার অনুসারী। তার কারণে আমি রিক্ত হস্তকে দান করব প্রচুর সম্পদ। কঠোর হৃদয়ের লোকের অন্তরে আমি দয়া ও প্রেম-প্রীতি দিয়ে দিব। মতভেদকে ইত্তেফাকে পরিবর্তিত করব। মতপার্থক্যকে করে দিব একমত। তার মেহনতের মাধ্যমে দুনিয়ায় ইসলামের অস্তিত্ব/প্রভাব বিস্তার লাভের ফলে আমি দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করব। সমস্ত উম্মাত হতে তার উম্মাত হবে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদা সম্পন্ন। মানব জাতির উপকারার্থে তাদের আবির্ভাব ঘটবে, তারা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও মন্দ কাজে বাধা দিবে। তারা হবে একাত্মবাদী মু'মিন ও নিষ্ঠাবান। পূর্ববর্তী নাবীদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তারা মেনে নিবে। তারা মাসজিদে, মাজলিসে, চলা-ফিরায় এবং উঠা-বসায় আমার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী হবে। তারা আমার জন্য দাঁড়িয়ে ও বসে সালাত আদায় করবে। আল্লাহর পথে দলবদ্ধ ও সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক আমার সন্তুষ্টির অন্বেষণে ঘর-বাড়ী ছেড়ে জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। অযূ করার জন্য তারা মুখ-হাত ধৌত করবে। তারা তাদের কটিবন্ধ কষে বাঁধবে। আমার কিতাব তাদের বুকে বাঁধা থাকবে। আমার নামে তারা কুরবানী করবে। তারা হবে রাতে আবেদ এবং দিনে সিংহের

ন্যায় মুজাহিদ। এই নাবীর আহলে বাইত ও সন্তানদের মধ্য থেকে আমি অগ্রগামী, সত্যের সাধক, শহীদ ও সৎ লোকদেরকে সৃষ্টি করব। তার অবর্তমানে তার উম্মাত দুনিয়ায় সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করতে থাকবে এবং ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করবে। যারা তাদের কাছে সাহায্য চাবে তাদেরকে যারা সাহায্য করবে তাদেরকে আমি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করব।

পক্ষান্তরে তাদের যারা বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং অমঙ্গল কামনা করবে তাদের জন্য আমি খুব খারাপ দিন আনয়ন করব। আমি এই নাবীর উম্মাতকে নাবীর ওয়ারিশ বানিয়ে দিব। তারা তাদের রবের দিকে আহ্বানকারী হবে। তারা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ঐ ভাল কাজ আমি তাদের হাতেই সমাপ্ত করাবো, যা তারা শুরু করেছিল। এটা আমার অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ আমি যাকে ইচ্ছা প্রদান করে থাকি এবং আমি বড় অনুগ্রহশীল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১৭৭১৪)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি **شَاهِدًا** বা সাক্ষী দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষী হওয়াকে, আর কিয়ামাতের দিন মানুষের আমলের উপর সাক্ষী হওয়াকে। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا

এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪১) যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدًاۗ

যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا হে নাবী! তুমি মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং কাফিরদেরকে জাহান্নাম হতে ভয় প্রদশনকারী। **وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ** আর তুমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বানকারী। **وَسِرَاجًا مُّنِيرًا** তোমার সত্যতা ঐ রকম সুপ্রতিষ্ঠিত যেমন সূর্যের

আলো সুপ্রতিষ্ঠিত। কোন হঠকারী লোক ছাড়া এটা কেহ অস্বীকার করতে পারেনা। এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা মেনে নিওনা, বরং তাদের কথা ছেড়ে দাও। আর তারা যে তোমাকে কষ্ট দেয় ও তোমার প্রতি নির্যাতন করে সেটা তুমি উপেক্ষা কর, ওটাকে কিছুই মনে করনা, বরং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হও। কর্মবিধায়করূপে তিনিই যথেষ্ট।

৪৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নেই যা তোমরা গননা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

٤٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

বিয়ের পর মিলনের আগেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার হিসাবে কিছু দিতে হবে, ইদ্দাত হিসাবে নয়

এই আয়াতে অনেকগুলি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু বিবাহ বন্ধনের পরও তালাক দেয়া যেতে পারে। এর প্রমাণ হিসাবে এর চেয়ে উত্তম আর কোন আয়াত নেই। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সহবাসের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এখানে মু'মিনাতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, সাধারণতঃ মু'মিনরা মু'মিনা নারীদেরকেই বিয়ে করে থাকে। তবে আহলে কিতাব স্ত্রীদের ব্যাপারেও এটাই প্রযোজ্য হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন

যাইনুল আবেদীন (রহঃ) এবং সালাফগণের একটি বড় দল এ আয়াত হতে একটি দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তালাক তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বিবাহ বন্ধন বলবৎ থাকবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ এ আয়াতে বিবাহের পরে তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বিবাহের পূর্বে তালাক সহীহ নয় এবং তা প্রযোজ্যও হয়না। (তাবারী ২০/২৮৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় যে, যদি কেহ বলে ঃ 'আমি যে মহিলাকে বিয়ে করব তার উপরই তালাক প্রযোজ্য হবে', তাহলে এর হুকুম কি? উত্তরে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ এই অবস্থায় তালাক হবেনা। কেননা মহামহিমান্বিত বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ... *হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে ...*। সুতরাং বিবাহের পূর্বের তালাক তালাকই নয়। (দুররুল মানসুর ৫/৩৯২)

অন্য এক হাদীসে আমর ইব্ন শু'আইব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তান যার মালিক নয় তাতে তালাক নেই। (আহমাদ ২/২০৭, আবূ দাউদ ২/২৪০, তিরমিযী ৪/৩৫৫, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬০)

আলী (রাঃ) এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিয়ের পূর্বে তালাক নেই। (ইব্ন মাজাহ ১/৬৬০)

এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, যদি কোন নারীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয় তাহলে তার জন্য কোন ইদ্দাত নেই। সুতরাং সে তখনই যার সাথে ইচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, যদি এই অবস্থায় তালাক দেয়ার পূর্বেই তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবেনা। বরং তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করতে হবে, যদিও তার স্বামীর সাথে সহবাস না'ও হয়ে থাকে।

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا *তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে*। সুতরাং বিবাহের পরেই এবং

স্পর্শ করার পূর্বেই যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর যদি এ বিবাহের মোহরও ধার্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে। কিন্তু যদি মোহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে তাহলে বিশেষ উপহার স্ত্রীকে দিলেই তা যথেষ্ট হবে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ

যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক প্রদান কর তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দিবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার সাধ্যানুসারে বিহিত সংস্থান (করে দিবে); সৎ কর্মশীল লোকদের উপর ইহাই কর্তব্য। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৬)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) ও আবূ উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা দু'জনে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইয়া বিনতে শারাহীলকে বিয়ে করেন। অতঃপর সে যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো তখন তিনি তার দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু সে যেন এটা অপছন্দ করল। তখন তিনি আবূ উসাইদকে (রাঃ) হুকুম করলেন যে, তার বিদায়ের ব্যবস্থা করা হোক এবং মূল্যবান দু'খানা কাপড় তাকে প্রদান করা হোক। (ফাতহুল বারী ৯/২৬৯)

আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যদি স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারণ করা হয় এবং স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে

দেয়া হয় তাহলে তার জন্য অর্ধেক মোহর ছাড়া আর কিছুই নেই। আর মোহর ধার্য করা না হলে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচলিত নিয়ম মাফিক প্রদান করতে হবে এবং এটাই হবে সৌজন্যের সাথে বিদায় করা। (তাবারী ২০/২৮৩)

৫০. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـٰلَـٰتِكَ ٱلَّـٰتِى هَـاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ

৫০। হে নাবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে, যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি 'ফায়' হিসাবে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে, এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে যা আমি নির্ধারিত

عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	**করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**

যে নারীরা রাসূলের (সাঃ) জন্য হালাল/বৈধ ছিলেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ তুমি যেসব স্ত্রীর মোহর আদায় করেছ তারা তোমার জন্য হালাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মোহর ছিল সাড়ে বারো উকিয়া, যার মূল্য হয় তখনকার পাঁচশ' দিরহাম। তবে উম্মুল মু'মিনীন হাবীবা বিন্ত অড়্যূ সুফিয়ানের (রাঃ) মোহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নাজ্জাশী (রহঃ) প্রদান করেছিলেন চারশ' দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা)। অনুরূপভাবে উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যিয়া বিন্ত হুওয়াইর (রাঃ) মোহর ছিল শুধু তাকে আযাদী দান। খাইবারের ইয়াহুদীদের বন্দীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আজাদ করে বিয়ে করেন।

জুওয়াইরিয়াহ বিন্ত হারিস আল মুসতালাকিয়্যাহ যত অর্থের উপর মুক্তি লাভের জন্য চুক্তি করেছিলেন, তার সমুদয় অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন শাম্মাসকে (রাঃ) প্রদান করে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। এভাবেই যেসব বাঁদী গাণীমাতের মাল স্বরূপ তাঁর অধীনে এসেছিল তারাও তাঁর জন্য হালাল ছিল। সাফিয়্যিয়া (রাঃ) ও জুওয়াইরিয়্যার (রাঃ) মালিক হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে আযাদ করে দিয়ে বিবাহ করেছিলেন। রাইহানা বিনতে শামউন্ আন নায্রিয়্যাহ ও মারিয়া আল কিবতিয়্যাহরও তিনি মালিক ছিলেন। মারিয়ার (রাঃ) গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সন্তানও হয়েছিল যার নাম ছিল ইবরাহীম।

وَبَنَات عَمِّكَ وَبَنَات عَمَّاتِكَ وَبَنَات خَالِكَ وَبَنَات خَالاَتِكَ *তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে*। বিবাহের ব্যাপারে নাসারা ও ইয়াহুদীদের ভিতর খুব বাড়াবাড়ি প্রচলিত ছিল।

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ *এবং কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে, এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য।* নাসারারা সাত পুরুষ পর্যন্ত যে পুরুষ বা স্ত্রী লোকের নসবনামা (বংশ তালিকা) পেতনা তার বিবাহ জায়িয বলে মেনে নিতনা। ইয়াহুদীরা ভাই বা বোনের ছেলে মেয়েদেরকে বিবাহ করে নিত। ইসলাম এসে খৃষ্টানদের অতি বাড়াবাড়ি রহিত করে দিয়েছে এবং ভাতিজী ও ভাগিনীর সাথে বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া চাচার মেয়ে, ফুফুর মেয়ে, মামার মেয়ে ও খালার মেয়ের সাথে বিবাহ ইসলাম জায়িয রেখেছে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এ আদেশ দু'টি শর্তের উপর প্রযোজ্য হবে।

সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মহিলা এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নিজেকে আপনার জন্য নিবেদন করেছি। অতঃপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি তার প্রয়োজন আপনার না থাকে তাহলে আমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ তাকে তুমি মোহর হিসাবে দিতে পার এমন কোন জিনিস তোমার কাছে আছে কি? উত্তরে লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আমার এই পরিধেয় বস্ত্রটি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি যদি তোমার পরিধেয় বস্ত্র তাকে দিয়ে দাও তাহলে তোমার পরিধানের জন্য কিছুই থাকবেনা। অন্য কোন কিছু দিতে পারবে কি? লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আর কিছুই নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ একটি লোহার আংটি হলেও তুমি খোঁজ কর। তখন সে খোঁজ করল, কিন্তু কিছুই পেলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ তোমার কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে কি? লোকটি জবাব দিল ঃ হ্যাঁ, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ তাহলে

তুমি তাকে কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে বিয়ে করে নাও। (আহমাদ ৫/৩৩৬, ফাতহুল বারী ৯/৯৭, মুসলিম ২/১০৪০)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার পিতা থেকে বলেন যে, আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মহিলাটি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজেকে নিবেদন করেছে সে হল খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ)। (বাইহাকী ৭/৫৫)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সব স্ত্রী হতে আত্মগরিমায় থাকতাম যাঁরা নিজেদেরকে তাঁর নিকট নিবেদন করেছিলেন। আমি বিস্ময় বোধ করতাম যে, কেমন করে একজন মহিলা নিজেকে নিবেদন করতে পারে! অতঃপর যখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্ন লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫১) তখন আমি বললাম ঃ আপনার রাব্বতো আপনার পথ খুবই সহজ ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কোন মহিলা ছিলনা যে নিজেকে তাঁর কাছে নিবেদন করেছে। (তাবারী ২০/২৮৮) অর্থাৎ যেসব মহিলা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করেছে তাদের একজনকেও তিনি গ্রহণ করেননি, যদিও এটা তাঁর জন্য জায়িয ছিল। কেননা এটা তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا নাবী যদি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু’মিনদের জন্য নয়। তবে যদি মোহর আদায় করে তাহলে জায়িয হবে।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি কোন মহিলা তাকে বিয়ে করার জন্য কোন পুরুষকে প্রস্তাব দেয় তাহলে তাকে বিয়ে করা বৈধ হবেনা

এবং কোন মহিলাকে মোহর প্রদান করা ছাড়া বিয়ে করাও বৈধ হবেনা। (দুররুল মানসুর ৬/৬৩১) মুজাহিদ (রহঃ) আশ শা'বী (রহঃ) এবং আরও অনেকের এরূপ অভিমত। (তাবারী ২০/২৮৬, ২৮৭) অন্যভাবে বলা যায় যে, যদি কোন মহিলার সাথে কারও বিয়ে হয় এবং তাদের সাথে সহবাস হয় তাহলে বিয়ের সময় মোহর ধার্য করা না হলেও তার সম মর্যাদার অন্য মহিলাকে যে পরিমান মোহর দেয়া হয় সেই পরিমান মোহর তার জন্যও ধার্য করতে হবে। যেমন বারওয়া বিন্ত ওয়াশিকের (রাঃ) ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাইসালা দিয়েছিলেন যে, তার স্বামী মারা গেলে তার মর্যাদার অন্যান্য নারীদের যে পরিমান মোহর ধার্য করা হয় সেই পরিমান অর্থ তাকেও দিতে হবে। মোহর প্রদানের ব্যাপারে স্বামীর মৃত্যু অথবা সহবাস হয়ে থাকলে একই বিধান। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য যে কোন মুসলিমের বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাবিত স্ত্রীর মর্যাদা অনুযায়ী যে মোহর প্রদান করতে হবে এটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমের বাইরে রয়েছেন। ঐ স্ত্রী লোকদেরকে কিছু দেয়া তাঁর উপর ওয়াজিব ছিলনা। তাঁকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল যে, তিনি বিনা মোহরে, বিনা ওলীতে এবং বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন যাইনাব বিন্ত জাহাশের (রাঃ) ঘটনা। কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ কোন স্ত্রী লোকের এ অধিকার নেই যে, বিনা মোহরে ও বিনা ওলীতে সে কারও কাছে নিজেকে বিবাহের জন্য পেশ করতে পারে। এটা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই খাস ছিল। (তাবারী ২০/২৮৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হল যে, এরপর থেকে কোন পুরুষ এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারবেনা। (তাবারী ২০/২৯০) তবে হ্যাঁ, স্ত্রীদের ছাড়াও সে দাসীদেরকে রাখতে পারে এবং তাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। অনুরূপভাবে মু'মিনদের জন্য ওলী, মোহর ও সাক্ষীরও শর্ত রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের জন্য এই নির্দেশ। لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَّحِيمًا কিন্তু তাঁর জন্য এই ধরা-বাঁধা কোন বিধান নেই এবং এ কাজে তাঁর কোন দোষও নেই।

٥١. تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا	**৫১। তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এই বিধান এ জন্য যে, এতে তোমাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবেনা, আর তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।**

যে নারী রাসূলের (সাঃ) জন্য নিবেদন করেছেন তাকে বিয়ে করা না করার ব্যাপারে রাসূলকে (সাঃ) অনুমতি দেয়া হয়েছিল

উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) ঐ সব মহিলাদেরকে অবজ্ঞা করতেন যারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিনা মোহরে বিয়ে করার জন্য নিবেদন করতেন। তিনি বলতেন যে, নারীরা বিনা মোহরে নিজেকে হিবা করতে লজ্জা বোধ করেনা? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ আমি দেখছি যে, আপনার

রাব্ব আপনার চাহিদার ব্যাপারে প্রশস্ততা আনয়ন করেছেন। (আহমাদ ৬/১৫৮) ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

সুতরাং বুঝা গেল যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য এই মহিলারাই। এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা কবূল করবেন এবং যাকে ইচ্ছা কবূল করবেননা। تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء এর পরেও তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যাদেরকে তিনি কবূল করেননি তাদেরকেও ইচ্ছা করলে পরে কবূল করে নিতে পারেন।

وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ এই বাক্যের একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার দেয়া হয়েছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁদের মধ্যে (পালা) ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে পারতেন এবং ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারতেন। যাকে ইচ্ছা আগে করতে পারতেন এবং যাকে ইচ্ছা পরে করতে পারতেন। ইচ্ছা করলে তিনি কারও সাথে সহবাস করতে পারতেন, আবার ইচ্ছা করলে কারও সাথে না'ও করতে পারতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবূ রাযিন (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সারাটি জীবন স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ আদল ও ইনসাফের সাথে (পালা) ভাগ-বাটোয়ারা করে গেছেন। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও স্ত্রীর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে অনুমতি চাইতেন। কিন্তু সাফিঈদের একটি অংশ এবং আরও কিছু লোক বলেন যে, স্ত্রীদের প্রতি সময় বন্টন করা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বাধ্য-বাধকতা ছিলনা। এর দলীল হিসাবে তারা এ আয়াতটি (৩৩ ঃ ৫১) পেশ করে থাকেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কাছে (পালা বন্টনের ব্যাপারে) অনুমতি নিতেন। বর্ণনাকারী তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি বলতেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি বলতাম ঃ এটা যদি আমার প্রাপ্য হয়ে থাকে তাহলে আমি অন্য কেহকেও আমার উপর প্রাধান্য দিতে চাইনা। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব স্ত্রীদের জন্য সমভাবে পালা বন্টন করাও তাঁর জন্য অবশ্য করণীয় ছিলনা। বর্ণনার প্রথম অংশ থেকে জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াতটি মূলতঃ ঐ মহিলাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল যারা নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করতেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এ আয়াতটি সাধারণ। অর্থাৎ যে নারীরা তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করেছিলেন তারা এবং যে নারীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসাবেই তখন বিদ্যমান ছিলেন তাদের উভয় দলের যাকে খুশি তার জন্য সময় বন্টন করে দেয়া কিংবা না দেয়া। (তাবারী ২০/৩০৪) আর এটাই উভয় বর্ণনার মধ্যে উত্তম সমন্বয় বলে মনে হচ্ছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ *এতে তোমাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবেনা, আর তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে*। অর্থাৎ তারা যখন জানতে পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পালা বণ্টন যরুরী নয় তবুও তিনি সমতা প্রতিষ্ঠিত রাখছেন তখন তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তারা তাঁর ইনসাফকে মুবারাকবাদ জানাবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। অর্থাৎ কার প্রতি কার আকর্ষণ আছে তা আল্লাহ ভালরূপেই অবগত আছেন। যেমন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (পালা) বণ্টন করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ

হে আল্লাহ! যা আমার অধিকারে ছিল তা আমি আমার সাধ্যমত করলাম, এখন যা আপনার অধিকারে আছে, কিন্তু আমার অধিকারে নেই সেজন্য আপনি আমাকে তিরস্কার করবেননা। (আহমাদ ৬/১৪৪)

চারটি সুনানের লেখকবৃন্দও এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) ‘সুতরাং যা আপনার অধিকারে আছে, কিন্তু আমার অধিকারে নেই’ এ কথা লিখার পরে আরও যোগ করেছেন ঃ ‘এর অর্থ অন্তর’। (আবূ দাঊদ

২০/৬০১, তিরমিযী ৪/২৯৪, নাসাঈ ৭/৬৩, ইব্ন মাজাহ ১/৬৩৩) এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ এবং যাদের মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তারা সবাই বিশ্বস্ত। অতঃপর এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا *আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল*। অর্থাৎ তিনি সবকিছুই জ্ঞাত আছেন, তা যতই গোপনে অথবা গভীরে থাকুকনা কেন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের অনেক অপরাধ দেখতে পেয়েও তাদেরকে অপরাধী না করে ক্ষমা করে দেন।

٥٢. لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٍ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبًا	**৫২। এরপর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।**

রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, যারা তাঁর সাথে থাকাকে পছন্দ করেছিলেন

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীরসহ (রহঃ) আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীরা ইচ্ছা করলে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে পৃথক হয়ে যেতে পারেন এ অধিকার তিনি তাঁদেরকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মু'মিনদের মায়েরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়াকে পছন্দ করেননি।

আল্লাহ সুবহানাহু এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টিকে এবং পরকালের বাসস্থানকে তারা তাদের প্রধান উপজীব্য বলে মেনে

নেয়ায় আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি খুশি হলেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্দেশ দিলেন ঃ এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয় এবং তা তোমার জন্য কোন দোষের নয়। পরে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর থেকে এই বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নিয়েছিলেন (৩৩ ঃ ৫০) এবং তাঁকে আরও বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আহমাদ ৬/৪১) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপরে আর কোন বিয়ে করেননি। এতদসত্ত্বেও তা না করার মধ্যে এক বড় যৌক্তিকতা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ইহসান তাঁর স্ত্রীদের উপর রয়েছে। যেমন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেননি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকেও তাঁর জন্য হালাল করেছেন। (তিরমিযী ৯/৭৮, নাসাঈ ৬/৫৬)

এই আয়াতের অন্য আর একটি অর্থও অনেক আলেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য হল ঃ যেসব স্ত্রীলোকের বর্ণনা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে যাদেরকে তুমি মোহর প্রদান করেছ, তোমার অধীনে যে দাসীরা রয়েছে, তোমার চাচা, ফুফু, মামা, খালাদের মেয়ে এবং যারা তোমাকে বিয়ের জন্য নিবেদন করে তারা ছাড়া অন্যেরা তোমার জন্য বৈধ নয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'বকে (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এরূপ জবাব দিয়েছিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এই আয়াতে হিজরাতকারিণী মু'মিনা নারীরা ছাড়া অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকে বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মু'মিনা নারীদেরকে এবং যে সমস্ত মু'মিনা নারী নিজেদেরকে বিয়ে করার জন্য নিবেদন করেন তাদেরকে ছাড়া অন্য কোন অমুসলিম মহিলাদের সাথে বিবাহ হারাম করেছেন। কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ

আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী মিশ্রিত করবে তার 'আমল নিস্ফল হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি সর্বজনীন। যে মহিলাদের প্রসঙ্গে এটি অবতীর্ণ হয়েছে তারা ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

বিবাহিত নয় জন স্ত্রীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। তিনি যা বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ সালাফগণেরও অনেকে বলেছেন এবং তাদের বর্ণনার মাঝে কোন সাংঘর্ষিকতা নেই। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কেহকে তালাক দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কেহকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। তবে দাসীদের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়নি।

৫৩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَـٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ

৫৩। হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই আহারের জন্য নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা। তবে তোমাদেকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নাবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেননা। তোমরা তার স্ত্রীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য

مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا	অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।
٥٤. إِن تُبْدُوا۟ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا	৫৪। তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

রাসূলের (সাঃ) গৃহে প্রবেশ করার আদব এবং তাঁর স্ত্রীগণকে পর্দা করার নির্দেশ

এ আয়াতে পর্দার হুকুম রয়েছে এবং আদবের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। উমারের (রাঃ) মনে উক্তি উত্থিত হওয়ার জন্য যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ওগুলির মধ্যে এটিও একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমি আমার মহামহিমান্বিত রাব্ব আল্লাহর আনুকূল্য লাভ করেছি। আমি বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কেন মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নিচ্ছেননা? তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى

তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫) আমি বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার স্ত্রীদের গৃহে সৎ ও অসৎ সবাই এসে থাকে। সুতরাং আপনি কেন তাদেরকে পর্দা করতে বলছেননা? আল্লাহ তা‘আলা তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা মর্যাদা বোধের কারণে ষড়যন্ত্র করেন তখন আমি বললাম ঃ অহংকার করবেননা, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাদেরকে তালাক দেন তাহলে সত্বরই আল্লাহ তা‘আলা আপনাদের পরিবর্তে তাঁকে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبۡدِلَهُۥٓ أَزۡوَٰجًا خَيۡرًا مِّنكُنَّ

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৫) (ফাতহুল বারী ১/৬০, মুসলিম ৪/১৭৬৫) সহীহ মুসলিমে চতুর্থ আর একটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তা হল বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে ফাইসালা সংক্রান্ত বিষয়। (মুসলিম ৪/১৭৬৫)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কাছে সৎ ও অসৎ সর্বপ্রকারের লোকই এসে থাকে। সুতরাং যদি আপনি মু’মিনদের মায়েদেরকে পর্দার নির্দেশ দিতেন (তাহলে ভাল হত)। তখন আল্লাহ তা‘আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৭)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিন্ত জাহাশকে (রাঃ) বিয়ে করেন তখন তিনি জনগণকে ওলীমার দা‘ওয়াত করেন। তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গল্প-গুজবে মেতে উঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচ্ছিলেন যে, তারা উঠে চলে যাক। কিন্তু তখনও তারা উঠলেননা। তা দেখে তিনি নিজেই উঠে গেলেন এবং কিছু লোক তাঁর সাথে সাথে উঠে চলে গেল। কিন্তু এর পরেও তিনজন লোক বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীতে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দেখেন যে, তখনও লোকগুলো বসেই আছে।

এরপর তারা উঠে চলে গেল। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি তখন এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। তখন তিনি এসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সাথে যেতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ফেলে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৭, ১১/২৪, মুসলিম ২/১০৫০, নাসাঈ ৬/৪৩৫)

আনাস (রাঃ) হতেই অন্য বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব (রাঃ) এবং তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে জনগণকে রুটি ও গোশ্ত খেতে দিয়েছিলেন। আনাসকে (রাঃ) তিনি লোকদেরকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। এক এক দল আসছিল এবং খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছিল। এভাবে একদল আসছিল ও খেয়ে চলে যাচ্ছিল। যখন আর কেহকেও ডাকতে বাকী থাকলনা তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দস্তরখান উঠিয়ে নিতে বললেন। পানাহার শেষ করে সবাই চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তিনজন লোক পানাহার শেষ করার পরেও বসে বসে গল্প করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গিয়ে আয়িশার (রাঃ) কক্ষে গেলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে আহলে বাইত! তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রাহমাত ও তাঁর বারাকাত বর্ষিত হোক! উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আপনার (নব-পরিণিতা) স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? আপনাকে আল্লাহ বারাকাত দান করুন! এভাবে তিনি তাঁর সমস্ত স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং সবারই সাথে একই কথা-বার্তা হল। অতঃপর ফিরে এসে দেখলেন যে, ঐ তিন ব্যক্তি তখনো গল্পে মেতে আছে। তারা তখনও চলে যাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের লজ্জা-শরম খুব বেশী ছিল বলে তিনি তাদেরকে কিছু বলতে পারলেননা। তিনি আবার আয়িশার (রাঃ) ঘরের দিকে চলে গেলেন। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি জানিনা যে, লোকগুলো চলে গেছে এ খবর তাঁকে আমিই দিলাম নাকি অন্যেরা দিল। এ খবর পেয়ে তিনি ফিরে এলেন এবং এসে তাঁর এক পা দরযার চৌকাঠের উপর রাখলেন এবং অপর পা দরযার বাইরে ছিল এমন সময় তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা ফেলে দিলেন এবং ঐ সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৮, নাসাঈ ৬/৭৫)

لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ *নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা।* এখানে মুসলিমদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া তাঁর ঘরে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগেও তারা কারও ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নিতেননা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাদেরকে কারও গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছেন ঃ কোন মহিলার সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে তোমরা সাবধান থেক। (মুসলিম ৪/১৭১১) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু দেখা-সাক্ষাত করার ব্যাপারে তাঁর আদেশকে নমনীয় করেন ঃ

إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ *তোমরা খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই আহারের জন্য নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা*। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কারও গৃহে আগেই প্রবেশ করবেনা। (তাবারী ২০/৩০৬) এর বিশ্লেষণ এভাবে করা যেতে পারে যে, খাদ্য কতখানি প্রস্তুত হয়েছে এবং আরও কত সময় লাগবে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তোমরা খাবার প্রস্তুত হওয়ার আগেই কারও গৃহে প্রবেশ করনা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা এরূপ অভ্যাসকে পছন্দ করেননা, বরং ঘৃণা করেন। এতে এটা প্রমাণ করে যে, খাদ্য তৈরীর আয়োজন দেখার জন্য আগে-ভাগেই কারও বাড়ীতে উপস্থিত হওয়া নিষেধ। আরাবে এরূপ আগমনকারী লোকদেরকে বলা হয় *‘তাতফীল’* অর্থাৎ অযাচিত মেহমান। খাতীব আল বাগদাদী (রহঃ) এ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছেন এবং এই ঘৃণিত স্বভাবের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا *তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে তোমরা চলে যেও*। সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার কোন ভাই যদি দা‘ওয়াত দেন তাহলে তা গ্রহণ কর, তা বিয়ের ব্যাপারে হোক অথবা অন্য কোন ব্যাপারে হোক। (মুসলিম ২/১০৫৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ *তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়না*। এখানে ঐ তিন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা খাদ্য খাবার পরেও বিভিন্ন খোশ গল্প করে

অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। এতে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুবিধা হচ্ছিল সেই দিকে তারা মোটেই মনোযোগী ছিলেননা। তাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ *কারণ তোমাদের এই আচরণ নাবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে।* অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে তাঁর অনুমতি ছাড়া অনেকক্ষণ অবস্থান করা তাঁর জন্য কষ্টের কারণ হয়েছে এবং তাঁকে বিব্রত ও রাগান্বিত করেছে। কিন্তু লজ্জাশীলতার কারণে তিনি তাদেরকে চলে যেতেও বলতে পারছিলেননা। তাই আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর বান্দাদের কি করা উচিত সেই ব্যাপারে নাসীহাত করছেন।

وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ *কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেননা*। তোমাদের এই আচরণের জন্য আদেশ করা হচ্ছে যে, এ বিষয়ে তোমরা সাবধান থাকবে। কারও অনুমতি ছাড়া তার গৃহে অধিক সময় অতিবাহিত করবেনা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَاب *তোমরা তার স্ত্রীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাবে*। কারও গৃহে প্রবেশ করার জন্য যেমন অনুমতি নিতে হবে তেমনি গৃহে প্রবেশ করার পরও গৃহবাসিনীদের দিকে তোমরা তাকাবেনা। তোমাদের কারও কোন কিছু প্রয়োজন হলে তাদের কাছে গিয়ে নয়, বরং পর্দার আড়াল থেকেই তাদের কাছে চাবে এবং গ্রহণ করবে।

রাসূলকে (সাঃ) রাগান্বিত করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং মু’মিনদের জন্য তাঁর স্ত্রীদেরকে অবৈধ করা হয়েছে

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِه أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا *তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।*

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, **وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ** *তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায়

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর এক স্ত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি সুফিয়ানকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করল ঃ ঐ স্ত্রী কি আয়িশা (রাঃ)? তখন তিনি বললেন ঃ এ রূপই লোকেরা বলে থাকে। (দুররুল মানসুর ৬/৬৪৩) কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৩১৬) সুদ্দীর (রহঃ) বরাতে তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ)। তখন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে অন্য কেহ বিয়ে করতে পারবেনা বলে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর এ আয়াতের ভিত্তিতে বিজ্ঞজনের সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের কেহকে বিয়ে করা কারও জন্য বৈধ নয়। তারা যেমন ইহকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন তেমনি পরকালেও তাঁর স্ত্রী থাকবেন। তারা মুসলিম উম্মাতের মা। আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের বিষয়কে অত্যন্ত গুরুতরভাবে নিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّه عَظِيمًا *আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।* অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ

إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا *তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপনই রাখ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।* অর্থাৎ তুমি তোমার মনের গহীনে যা'ই লুকিয়ে রাখনা কেন, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। তোমরা কিছুই লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৯)

৫৫। নাবী-পত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুস্পুত্রগণ,	**٥٥. لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ ءَابَآئِهِنَّ**

وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا	**ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় কোন অপরাধ নেই। হে নাবীর পত্নিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সবকিছু অবলোকন করেন।**

যাদের সাথে মহিলাদের পর্দা করতে হবেনা

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মহিলাদের যেসব নিকটতম আত্মীয়ের সামনে বের হলে কোন দোষ হবেনা, এ আয়াতে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা নূরে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ

তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩১)

এর পূর্ণ তাফসীর এই আয়াতের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। আশ শা'বী (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতে চাচা ও মামার উল্লেখ এ

জন্যই করা হয়নি যে, সম্ভবতঃ তারা তাদের ছেলেদের সামনে এদের বিশেষ গুণাগুন বা আচার-আচরণ বর্ণনা করবে। (তাবারী ২০/৩১৮)

وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ *সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসী।* অর্থাৎ মু'মিনা নারীদের এদের সামনে পর্দা করতে হবেনা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, স্বাভাবিক পোশাকের ব্যাপারেও তারা কোন রূপ হালকা করে বিবেচনা করবে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا আল্লাহকে ভয় কর, তিনি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন। অতএব যিনি সব সময় দেখতে রয়েছেন তাঁর ব্যাপারে সাবধান।

٥٦. إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا	**৫৬। আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।**

রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করার আদেশ

সহীহ বুখারীতে আবুল আলিয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করার ভাবার্থ হল তাঁর নিজ মালাইকা/ফেরেশতাদের কাছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা। আর মালাইকার তাঁর উপর দুরূদ পাঠের অর্থ হল তাঁর জন্য দু'আ করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, তারা বারাকাতের জন্য দু'আ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২)

আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং আরও অনেক বিজ্ঞজন বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সালাত পাঠানোর অর্থ

হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ এবং মালাইকার পক্ষ থেকে সালাতের অর্থ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ও দু‘আ করা। (তিরমিযী ২/৬১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের নির্দেশ সম্পর্কে বহু মুতাওয়াতির হাদীস এসেছে। ওগুলির মধ্যে আমরা কিছু কিছু বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। তাঁরই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) কা‘ব ইব্ন উযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, জিজ্ঞেস করা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে সালাম করাতো আমরা জানি। কিন্তু আপনার উপর সালাত বা দুরূদ পাঠ কেমন? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বল ঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২)

আর একটি হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আবী লাইলাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কা‘ব ইব্ন উযরাহ (রাঃ) তার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ আমি কি তোমাকে একটি উপহার প্রদান করবনা? একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং আমরা তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা জানি যে, কিভাবে আপনাকে সালাম দিতে হয়, কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার প্রতি সালাত পাঠাব? তিনি বললেন ঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অন্য হাদীস ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আপনার উপর সালাম, কিন্তু আপনার উপর আমরা দুরূদ পাঠ করব কিভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর, যেমন দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর এবং বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর। আবূ সালিহ (রহঃ) লাইস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ

মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের প্রতি, যেমন আপনি অনুগ্রহ করেছেন ইবরাহীমের পরিবারের প্রতি।

ইবরাহীম ইব্ন হামযাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবী হাযিম (রহঃ) এবং দারাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াযীদ (রহঃ) অর্থাৎ ইবনুল হা'দ বলেন ঃ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ' وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ

আপনি যেমন ইবরাহীমের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এবং মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের প্রতি বারাকাত নাযিল করুন যেমন বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপর। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২, নাসাঈ ৩/৪৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৯২)

অন্য হাদীস ঃ আবূ হুমাইদ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে আমরা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? জবাবে তিনি বলেন, তোমরা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে আল্লাহ! দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর স্ত্রীদের উপর ও তাঁর সন্তানদের উপর যেমন দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর এবং বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের উপর, যেমন বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত। (আহমাদ ৫/৪২৪, ফাতহুল বারী ১১/১৫৭, মুসলিম ১/৩০৬, আবূ দাঊদ ১/৬০০, নাসাঈ ৩/৪৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৯৩)

অন্য হাদীস ঃ আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা’দ ইব্‌ন উবাদাহসহ (রাঃ) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। অতঃপর বাশীর ইব্‌ন সা’দ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আপনার উপর দুরূদ পাঠ করি। সুতরাং কিভাবে আমরা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক ক্ষণ নীরব থাকলেন। আমরা মনে মনে ভাবছিলাম যে, এমন প্রশ্ন তাঁকে না করাই মনে হয় ভাল ছিল। তারপর তিনি বললেন, তোমরা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَلَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلاَّمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরের উপর যেমন আপনি দুরূদ বর্ষণ করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর, এবং আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর সারা বিশ্বজগতে, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। আর সালামতো তেমনই যেমন তোমরা জান। (মুসলিম ১/৩০৫, আবূ দাঊদ ১/৬০০, নাসাঈ ৬/৪৩৬, তিরমিযী ৯/৮৪, ইব্ন জারীর ২০/৩২১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

দু'আ চাওয়ার পূর্বে রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করা

ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, হাদীসটি সহীহ। এ ছাড়া ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্ন খুযাইমাহ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ তাদের সহীহ গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ফাযালাহ ইব্ন উবাইদ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে তার সালাতে দু'আ করতে শুনতে পান, যে দু'আয় সে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদও পাঠ করেনি। তখন তিনি বললেন ঃ এ লোকটি খুব তাড়াহুড়া করল। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্য কেহকে বললেন ঃ তোমাদের কেহ যখন দু'আ করবে তখন যেন প্রথমে মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা করে ও তাঁর উপর সানা পাঠ করে, তারপর যেন নাবীর উপর দুরূদ পাঠ করে। অতঃপর যা ইচ্ছা করে তা'ই যেন সে চায়। (আহমাদ ৬/১৮, আবূ দাঊদ ২/১৬২, তিরমিযী ৯/৪৫০, নাসাঈ ৩/৪৪, ইবন্ খুযাইমাহ ১/৩৫১, ইব্ন হিব্বান ৩/৩০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠানোর ফাযীলাত

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠতেন ও বলতেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর! প্রথম প্রকম্পন সমাসন্ন এবং ওকে অনুসরণকারীও নিকটবর্তী। মৃত্যু তার মধ্যস্থিত ভয়াবহতা নিয়ে চলে আসছে, মৃত্যু তার মধ্যস্থিত ভয়াবহতা নিয়ে চলে

আসছে। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) তখন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার উপর অনেক দুরূদ পাঠ করে থাকি। বলুন তো, আমি আমার সালাতের (দু'আ/যিক্‌রে) কত অংশ আপনার উপর দুরূদ পাঠে ব্যয় করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ তুমি যা চাবে। তিনি বললেন ঃ এক চতুর্থাংশ? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি যা ইচ্ছা করবে। তবে তুমি যদি বেশী সময় ব্যয় কর তাহলে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। উবাই (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে অর্ধেক? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যা চাবে, তবে তুমি যদি বেশী কর তখন তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। উবাই (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি যা ইচ্ছা করবে। তবে যদি তুমি বেশী কর তা তোমার জন্য হবে কল্যাণকর। তখন উবাই (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে কি আমার যিক্‌রের সমস্ত সময়ই আমি আপনার উপর দুরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তোমাকে সমস্ত চিন্তা ও দুর্ভাবনা হতে রক্ষা করবেন এবং পাপ ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী ৭/১৫২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

আর একটি হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তাঁকে খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছিল। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে আজ খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে! তিনি বললেন ঃ আজ আমার কাছে মালাক এসেছিলেন এবং বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এতে খুশি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তাকে দশটি প্রতিদান (সাওয়াব) দিবেন। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার সালাম পাঠাবে আল্লাহ তাকে দশটি সালাম পাঠাবেন। (আহমাদ ৪/৩০, নাসাঈ ৩/৪৪)

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ তালহা আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ একদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব খোশ মেজাজে ও আনন্দিত দেখা গেল। তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আপনাকে খুব আনন্দ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে? তিনি বললেন ঃ তোমরা ঠিকই ধরেছ। আমার রবের পক্ষ থেকে এই মাত্র একজন মালাক আমার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ আপনার উম্মাতের যে ব্যক্তি

আপনার প্রতি একবার দুরূদ পাঠাবে আল্লাহ তার আমলনামায় দশটি উত্তম আমল লিখে রাখবেন, দশটি খারাপ আমল মুছে ফেলবেন, তার মর্যাদা দশগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং তার দুরূদের অনুরূপ সম্ভাষণ তিনি তার প্রতি প্রেরণ করবেন। (আহমাদ ৪/২৯) এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেননি।

আর একটি হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার অনুগ্রহ পাঠাবেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ বিষয়ে আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), আমীর ইব্ন রাবীয়াহ (রাঃ), আম্মার (রাঃ), আবূ তালহা (রাঃ), আনাস (রাঃ) এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ১/৩০৬, আবূ দাঊদ ২/১৮৪, তিরমিযী ২/৬০৮, নাসাঈ ৩/৫০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ কর, কেননা এটা তোমাদের যাকাত। আর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসিলা যাঞ্চা কর। এটা জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জায়গা। ওটা একজন লোকই শুধু লাভ করবে। আমি আশা করি যে, ঐ লোকটি হব আমিই। (আহমাদ ২/৩৬৫, মুসলিম ৩৮৪)

অন্য হাদীস ঃ হুসাইন ইব্ন আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি বখীল বা কৃপণ যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয় অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। (আহমাদ ১/২০১, তিরমিযী ৯/৫৩১)

আর একটি হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলো-মলিন হোক যার উপর রামাযান মাস অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ তার পাপ ক্ষমা হলনা। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যে তার মাতা-পিতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ (তাদের খিদমাত করে) সে জান্নাতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারলনা। (তিরমিযী ৯/৫৩০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

কখন রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠাতে হবে

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বহুবার দুরূদ পাঠের নির্দেশ এসেছে। যেমন আযান সম্পর্কে হাদীসে এসেছে ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমরা মুআয্যিনকে আযান দিতে শোন তখন সে যা বলে তোমরাও তা'ই বল। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কেননা যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রাহমাত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্চা করবে। নিশ্চয়ই ওটা জান্নাতের এমন একটি স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা ছাড়া আর কেহ পাবার যোগ্যতা অর্জন করবেনা। আর আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা যাঞ্চা করবে তার জন্য আমাকে শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে। (আহমাদ ২/১৬৮, মুসলিম ১/২৮৮, আবূ দাঊদ ১/৩৫৯, তিরমিযী ১/৮৩, নাসাঈ ২/২৫)

মাসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময় দুরূদ পাঠ করতে হবে। কেননা এরূপ হাদীস রয়েছে যা ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ফাতিমা (রাঃ) বিন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি দুরূদ পাঠ করতেন, তারপর বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রাহমাতের দরযাগুলি খুলে দিন। আর যখন মাসজিদ হতে বের হতেন তখনও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করতেন, তারপর বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

হে আল্লাহ! আমার পাপগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহের দরযাগুলি খুলে দিন! (আহমাদ ৬/২৮২)

জানাযার সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়তে হবে। সুন্নাত তরীকা এই যে, প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে, দ্বিতীয় তাকবীরে পড়তে হবে দুরূদ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্য দু'আ করতে হবে এবং চতুর্থ তাকবীরে পাঠ করতে হবে ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

হে আল্লাহ! এর পুণ্য হতে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেননা এবং এর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবেননা।

আশ শাফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি আবূ উমামাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হুনাইফকে (রহঃ) বলেন ঃ জানাযার সালাতের সুন্নাতী তরীকা হল ঃ ইমাম তাকবীর পাঠ করে আস্তে আস্তে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করবেন। অতঃপর মৃতের জন্য আন্তরিকতার সাথে দু‘আ করবেন এবং এসব তাকবীরের পর কুরআন থেকে কোন কিছু পাঠ করবেননা। তারপর চুপে চুপে সালাম ফিরাবেন। (নাসাঈ ৪/৭৫) সঠিক মতামত হচ্ছে এই যে, সাহাবীগণের মধ্য থেকে যেহেতু এটি বর্ণিত হয়েছে তাই এটি মারফূ হাদীসের দাবীদার।

এটাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করার পর অন্যান্য দু‘আ পাঠ করে সালাত শেষ করতে হবে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ দু‘আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থাকে যে পর্যন্ত না তুমি তোমার নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ কর। (তিরমিযী ২/৬১০)

মুয়ায ইব্ন হারিস (রহঃ) আবূ কুবরাহ (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) হতে, তিনি উমারের (রাঃ) বরাতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাযীন ইব্ন মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর কিতাবে মারফূ’রূপে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু‘আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থেকে যায় যে পর্যন্ত না আমার উপর দুরূদ পাঠ করা হয়। তোমরা আমাকে অতিরিক্ত পানির পাত্রের মত বিবেচনা করনা। তোমরা দু‘আর প্রথমে, শেষে ও মধ্যে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। (জামি’ আল উসূল ৪/১৫৫) দু‘আ কুনূতে দুরূদ পাঠের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি কালেমা শিখিয়ে দিয়েছেন যা বিত্রের সালাতে আদায় করে থাকি। সেগুলি হল ঃ

اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَإِنَّكَ تَقْضِيْ

وَلاَ يُقْضَي عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَرَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ.

হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন তাদের সাথে আমাকেও হিদায়াত দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপদে রেখেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপদে রাখুন, যাদের আপনি কর্ম সম্পাদন করেছেন তাদের মধ্যে আমারও কর্ম সম্পাদন করুন, আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তাতে আমার জন্য বারাকাত দান করুন, আপনি যে অমঙ্গলের ফাইসালা করেছেন তা হতে আমাকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ফাইসালা করেন এবং আপনার উপর ফাইসালা করা হয়না। নিশ্চয়ই যাকে আপনি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন সে লাঞ্ছিত হয়না এবং যার সাথে আপনি শত্রুতা রাখেন সে সম্মান লাভ করেনা। হে আমাদের রাব্ব! আপনি কল্যাণময় এবং সমুচ্চ। সুনান নাসাঈতে এর পরে রয়েছে ঃ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ দুরূদ নাযিল করুন। (আহমাদ ১/১৯৯, আবূ দাঊদ ২/১৩৩, তিরমিযী ২/৫৬২, নাসাঈ ৩/২৪৮, ইব্ন মাজাহ ১/৩৭২, ইব্ন খুযাইমাহ ২/১৫১, ইব্ন হিশাম ২/১৪৮, হাকিম ৩/১৭২)

জুমু'আর রাতে (বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে) ও দিনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে। আউস ইব্ন আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বোত্তম দিন হল জুমু'আর দিন। এ দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়, এই দিনই তাঁর রূহ কবয করা হয়। এই দিহে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনই সবাই অজ্ঞান হবে। সুতরাং তোমরা এই দিন খুব বেশী বেশী আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দুরূদ আমার উপর পেশ করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনাকেতো যমীনে দাফন করে দেয়া হবে, সুতরাং এমতাবস্থায় কিভাবে আমাদের দুরূদ আপনার উপর পেশ করা হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যমীনের উপর নাবীদের দেহকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। (আহমাদ ৪/৮, আবূ দাঊদ ১/৬৩৫, নাসাঈ ৩/৯১, ইব্ন মাজাহ ১/৫২৪, ইব্ন খুযাইমাহ ৩/১১৮, ইব্ন হিব্বান ২/১৩২, নবাবী (আযকার) ৯৭) ইব্ন খুযাইমাহ (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫৬। আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।	٥٦. إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا
৫৭। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	٥٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
৫৮। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।	٥٨. وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) যে রাগান্বিত করে সে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত

যারা আল্লাহর আহকামের বিরোধিতা করে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত না থেকে তাঁর অবাধ্যতায় চরমভাবে লিপ্ত থাকে এবং এভাবে তাঁকে অসন্তুষ্ট করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধমক দিচ্ছেন ও ভয় প্রদর্শন করছেন। তাছাড়া তারা

তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নানা প্রকারের অপবাদ দেয়। তাই তারা অভিশপ্ত ও শাস্তির যোগ্য। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা যারা মূর্তি/প্রতিমা তৈরী করে কিংবা ছবি আঁকে কিংবা ছবি তোলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/৩২২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়, অথচ যুগতো আমিই। আমিই রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন আনয়ন করি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৭, মুসলিম ৪/১৭৬২)

ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা বলত ঃ ‘হায়, হায়! কি যুগ এলো! খারাপ যুগের কারণেই আমাদের এ অবস্থা হল! এভাবে আল্লাহর কাজকে যুগের উপর চাপিয়ে দিয়ে যুগকে গালি দেয়। ফলে যুগের যিনি পরিবর্তনকারী প্রকারান্তরে তাঁকেই গালি দেয়া হল। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সাফিয়াহ বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাবকে (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেন তখন কতগুলো লোক সমালোচনা শুরু করে দিয়েছিল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু **إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২০/৩২৩) তবে আয়াতটি সাধারণ। যে কোন দিক দিয়েই যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে সেই এই আয়াতের মর্মমূলে অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার অর্থ আল্লাহকেই কষ্ট দেয়া।

অপবাদকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا** মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। আল্লাহ তা‘আলার এই শাস্তির প্রতিজ্ঞার মধ্যে প্রথমে কাফিরেরা শামিল ছিল, পরে রাফেযী এবং শীআ’রাও এর অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঐ সাহাবীগণের (রাঃ) দোষ অন্বেষণ করত, অথচ আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, তিনি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি সন্তুষ্ট। কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রশংসা ও স্তুতি বিদ্যমান

রয়েছে। কিন্তু এই নির্বোধ ও স্থূল বুদ্ধির লোকেরা তাঁদের মন্দ বলে ও তাঁদের নিন্দা করে। তারা তাদেরকে এমন দোষে দোষারোপকরে যে দোষ তাদের মধ্যে মোটেই ছিলনা। সত্য কথা এই যে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের অন্তর উল্টে গেছে। এ জন্যই তাদের জিহ্বাও উল্টে গেছে। ফলে তারা তাদের দুর্নাম করছে যারা প্রশংসার যোগ্য, আর যারা নিন্দার পাত্র তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গীবত কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন আলোচনা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ আমি আমার ভাই সম্পর্কে যা বলি তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে (তাহলেও কি ওটা গীবত হবে)? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ভাই সম্বন্ধে যা বললে তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে তাহলেইতো তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি তার সম্বন্ধে যা বললে তা যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলেতো তুমি তাকে অপবাদ দিলে। (আবূ দাঊদ ৫/১৯২, মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ৬/৬৩)

৫৯। হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিনা নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا
৬০। মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল	٦٠. لَّئِن لَّمۡ يَنتَهِ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡمُرۡجِفُونَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ

করব; এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে -	لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلاً
৬১। অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।	٦١. مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلاً
৬২। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।	٦٢. سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً

পর্দা করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তুমি মু'মিনা নারীদেরকে বলে দাও, বিশেষ করে তোমার স্ত্রীদেরকে ও তোমার কন্যাদেরকে, কারণ তারা সারা দুনিয়ার মহিলাদের জন্য আদর্শ স্থানীয়া, উত্তম মর্যাদার অধিকারিণী, তারা যেন চাদর দিয়ে নিজেদের সারা দেহ আচ্ছাদিত করে নেয়, যাতে তাদের এবং জাহিলিয়াত যুগের নারী ও দাসীদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

'যিলবাব' ঐ চাদরকে বলা হয় যা মহিলারা তাদের দো-পাট্টার উপর পরে থাকে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), উবাইদাহ (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল যাওহারী (রহঃ) বলেন ঃ *যিলবাব* হল যা পোশাকের উপর আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তারা যখন কোন কাজে বাড়ীর বাইরে

যাবে তখন যেন তারা তাদের চাদর (যিলবাব) মুখের নীচে টেনে দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়। শুধুমাত্র একটি চোখ খোলা রাখবে। (তাবারী ২০/৩২৪)

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ আমি উবাদাহ আস সালমানীকে (রহঃ) **يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ** *তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়* - এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার মাথা এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলে শুধু বাম চোখ খোলা রেখে দেখিয়ে দিলেন। (তাবারী ২০/৩২৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ *এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা।* তারা যদি এরূপ করে তাহলে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, তারা মুসলিম এবং স্বাধীনা নারী, তারা দাসী নয় এবং বেশ্যাও নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا জাহিলিয়াতের যুগে বেপর্দাভাবে চলার যে প্রচলন ছিল, তা পরিত্যাগ করে যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের উপর আমলকারী হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। যেহেতু তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ঐ সমস্ত মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করছেন যারা মুখে ঈমান আনার কথা বলে বেড়ায়, কিন্তু তারা অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করে। **وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ** *এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ব্যভিচারের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৩২৬) **وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ** *এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে।* অর্থাৎ যারা বলে যে, শত্রুরা আমাদের এলাকায় আসার পর থেকে যুদ্ধ এবং অশান্তি শুরু হয়েছে তাদের এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য এবং এটা তাদের মনগড়া কথা। তারা যদি এরূপ বলা ত্যাগ না করে এবং সত্যের পথে ফিরে না আসে তাহলে **لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ** আমি অবশ্যই তোমাকে তাদের উপর প্রবলতর করব। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি তোমাকে তাদের উপর ক্ষমতাশালী করব।

(তাবারী ২০/৩২৮) কাতাদাহ (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ তোমাকে আমি তাদের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করব। (তাবারী ২০/৩২৮) সুদ্দী (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ তাদের ব্যাপারে আমি তোমাকে জানিয়ে দিব। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا *এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।* অর্থাৎ তাদেরকে আর খুব অল্প সময়ই মাদীনায় থাকতে দেয়া হবে। এবং হয়েছিলও তাই। এ আয়াত নাযিলের পর মাত্র কয়েক দিন তারা মাদীনায় থাকতে পেরেছিল। তাদের মুনাফিকীর কারণে তারা মুসলিমদের রোষানলে পতিত হয় এবং আল্লাহর আদেশে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। হে নাবী! তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।

৬৩। লোকেরা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল ঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে। তুমি এটা কি করে জানবে যে, সম্ভবতঃ কিয়ামাত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে?	٦٣. يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
৬৪। আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।	٦٤. إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

٦٥. خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا	৬৫। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।
٦٦. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠	৬৬। যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল আগুনে উলট পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম!
٦٧. وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠	৬৭। তারা আরও বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।
٦٨. رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا	৬৮। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।

আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা কবে কিয়ামাত হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, লোকেরা তাঁকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেও তাঁর সেই সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। সূরা আ'রাফেও এই বর্ণনা আছে এবং এই সূরায়ও রয়েছে। সূরা আ'রাফ মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মাদীনায়। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কিয়ামাতের সঠিক জ্ঞান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিলনা।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে এটুকু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কিয়ামাত অতি নিকটবর্তী। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১) অন্যত্র তিনি আরও বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) অন্যত্র বলেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১)

কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ, উহার ব্যাপ্তি এবং তাদের আবেদন নাকচ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا** আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন অর্থাৎ তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূর করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য (পরকালে) প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। অর্থাৎ সেখান হতে তারা বের হতেও পারবেনা এবং নিষ্কৃতিও লাভ করবেনা। সেখানে তাদের অভিযোগ শোনার মত কেহ থাকবেনা। সেখানে তাদের জন্য এমন কোন বন্ধু-বান্ধব থাকবেনা যারা তাদেরকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে কিংবা ঐ কঠিন বিপদ হতে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

তাদেরকে উল্টামুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা সেদিন আফসোস করে

বলবে ঃ হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আল্লাহকে মানতাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানতাম! যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً. يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً. لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِلْإِنسَـٰنِ خَذُولاً

যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে ঃ হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎ পথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকেতো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর; শাইতান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৭-২৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ

কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত! (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে ঐ কাফিরদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। সুতরাং হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে আপনি দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। একতো এই কারণে যে, তারা নিজেরা কুফরী করেছে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমাদের সর্বনাশ সাধন করেছে। আর তাদেরকে মহাঅভিসম্পাত দিন!

আবুল কাসিম আল তাবারানী (রহঃ) আবূ রাফী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলীর (রাঃ) সাথে দ্বৈত যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের একজনের নাম ছিল হাজ্জাজ ইব্ন আমর ইব্ন গাজীয়াহ। সে হল ঐ ব্যক্তি যার সাথে দেখা হলে বলেছিল ঃ হে আনসারেরা! আমরা যখন আমাদের প্রভুর কাছে উপস্থিত হব তখন কি তোমরা বলবে ঃ

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا *হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।*

٦٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا

৬৯। হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।

মূসার (আঃ) ব্যাপারে ইয়াহুদীদের অসত্যারোপ

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মূসা (আঃ) একজন বড় লজ্জাবান লোক ছিলেন। অত্যধিক লজ্জার কারণে তিনি নিজের দেহের কোন অংশ কারও সামনে নগ্ন করতেননা। বানী ইসরাঈল তাঁকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করল। তারা গুজব রটিয়ে দিল যে, তাঁর দেহে শ্বেত-কুষ্ঠের দাগ রয়েছে অথবা এক শিরার কিংবা অন্য কোন রোগ রয়েছে যে কারণে তিনি এভাবে তাঁর দেহকে ঢেকে রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর থেকে এই খারাপ ধারণা দূর করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। একদা তিনি নির্জনে নগ্ন অবস্থায় গোসল করছিলেন। একটি পাথরের উপর তাঁর পরনের কাপড় রেখে দিয়েছিলেন। গোসল শেষ করে তিনি কাপড় নিতে যাবেন এমতাবস্থায় পাথরটি তার পরিধানের কাপড়সহ দূরে সরে গেল। তিনি তাঁর লাঠিটি নিয়ে পাথরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পাথরটি দৌড়াতেই থাকল। তিনিও হে পাথর! আমার কাপড়, আমার কাপড় বলে চীৎকার করতে করতে পাথরের পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করলেন। বানী ইসরাঈলের একটি

দল এক জায়গায় বসেছিল। যখন তিনি লোকগুলোর কাছে পৌঁছেন তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে পাথরটি সেখানে থেমে গেল। তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। বানী ইসরাঈল তাঁর সমস্ত শরীর দেখে নিল। যে গুজব তারা শুনেছিল তা থেকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে (আঃ) মুক্ত করে দিলেন। রাগে মূসা (আঃ) পাথরের উপর তাঁর লাঠি দ্বারা তিনবার বা চারবার অথবা পাঁচবার আঘাত করেছিলেন। আল্লাহর শপথ! ঐ পাথরের উপর তাঁর লাঠির দাগ পড়ে গিয়েছিল। এই بَرَأَتْ বা মুক্ত করার কথাই এই আয়াতে বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৫০২)

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের মধ্যে গাণীমাতের মাল বন্টন করেন। আনসারগণের একটি লোক বলল ঃ এই বন্টন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়নি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ ওরে আল্লাহর শত্রু! আমি অবশ্যই তোমার এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা জানিয়ে দিলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ মূসার (আঃ) উপর সদয় হোন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তথাপি তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। (আহমাদ ১/৩৮০, বুখারী ৩৪০৫, মুসলিম ১০৬২) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا *এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।* হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তাঁর দু'আ মহান আল্লাহর নিকট গৃহিত হত। (বাগাবী ৩/৫৪৫) সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি তাঁর ভাইয়ের নাবুওয়াতের জন্য দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট তা'ও গৃহিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّا

আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে, নাবীরূপে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৩)

৭০। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।	٧٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

৭১। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।	٧١. يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَـٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا

মু'মিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন এবং সত্য কথা বলার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁকে ভয় করার হিদায়াত করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদাত এমনভাবে করে যেন তারা তাঁকে দেখছে এবং তারা যেন সত্য ও সঠিক কথা বলে। তাদের কথায় যেন কোন বক্রতা কিংবা প্যাঁচ না থাকে। যখন তারা অন্তরে তাকওয়া পোষণ করে এবং মুখে সত্য কথা বলে তখন এর বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করেন। তাদের পিছনের সমস্ত পাপ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আর ভবিষ্যতেও ক্ষমার সুযোগ দান করেন, যেন পাপ বাকী রয়ে না যায়।

وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যই হল সত্যিকারের সফলতা। এর মাধ্যমেই মানুষ জাহান্নাম হতে দূরে থাকে এবং জান্নাতের নিকটবর্তী হয়।

৭২। আমিতো আসমান, যমীন ও পবর্তমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল; সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।	٧٢. إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡہَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَـٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً

৭৩। পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٧٣. لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَـٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًۢا.

কিভাবে মানুষ আমানাতের খিয়ানাত করে

আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে **اَمَانَت** অর্থ হল **اِطَاعَت** বা আনুগত্য। এটা আদমের (আঃ) উপর পেশ করার পূর্বে যমীন, আসমান ও পাহাড়ের উপর পেশ করা হয়। তারা সবাই এই বিরাট দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ওটা আদমের (আঃ) সামনে পেশ করেন এবং বলেন ঃ ওরা সবাই অস্বীকার করেছে, এখন তুমি কি বলবে বল। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন ঃ এতে যা রয়েছে তা যদি তুমি মেনে চল তাহলে তুমি সাওয়াব লাভ করবে ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আর যদি অমান্য কর তাহলে শাস্তি পাবে। তখন আদম (আঃ) বললেন ঃ আমি এ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত আছি। তাই এখানে বলা হয়েছে ঃ

وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا *কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল; সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।* আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) *আল আমানাহ* বলতে ফারায়েজের জ্ঞান বুঝিয়েছেন। আকাশ, পৃথিবী এবং পাহাড়কে আমানাতের দায়িত্ব নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তারা যদি ওর হক আদায় করতে পারে তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে এবং হক আদায় করায় ত্রুটি করলে শাস্তি পেতে হবে। তাদের কেহই ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। এর অর্থ

এই নয় যে, আমানাতের হক আদায় না করার ব্যাপারে আগে থেকেই তাদের মনে অপরাধ করার ইচ্ছা বাসা বেঁধে ছিল। বরং তাদের মনে এই ভয় ছিল যে, তাদেরকে যে দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে তা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হক আদায় করে চলতে না পারে তাহলে যে শাস্তি পেতে হবে তা তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবেনা। অতঃপর তিনি আদমকে (আঃ) প্রস্তাব করলে আদম (আঃ) সব শর্তসহ তা মেনে নেন।

এ কথাই **وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا** এ আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর নির্দেশনাকে খুব কম গুরুত্ব দিয়েই বুঝেছিলেন। (তাবারী ২০/৩৩৭) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে *আল আমানাহ* বলতে ফারায়েযকেই বুঝাতেন। (তাবারী ২০/৩৩৭) অন্যেরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আনুগত্যতা। আল আমাশ (রহঃ) আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে, তিনি মাশরুক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ *আমানাহর* একটি অর্থ হচ্ছে মহিলাদের সতীত্বকে তাদের কাছে আমানাত হিসাবে রাখা হয়েছে। (তাবারী ২০/৩৩৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমানাত হচ্ছে ধর্ম, ফার্য আমলসমূহ এবং নির্ধারিত শাস্তিসমূহ। (তাবারী ২০/৩৩৯) মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আমানাত হল তিনটি বিষয়। সালাত, সিয়াম এবং স্ত্রী সহবাসের পর পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করা।

উপরোক্ত মতামতের ব্যাপারে আসলে কোন ভিন্নতা নেই। সব মতামতেই এটা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমানাত হল এমন একটি বিষয় যা পালন করার অর্থ হল কোন কোন বিষয় মেনে চলা এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে দূরে থাকা। যারা এ বিষয়সমূহ মেনে চলবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং যারা মেনে চলবেনা তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। শারীরিকভাবে দুর্বল, অজ্ঞ এবং ন্যায়-পরায়ণ না হওয়া সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে আমানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অবশ্য আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার জন্য তিনি এটা সহজ করে দেন। আমরাও আল্লাহর কাছে আমানাতের হক আদায় করার ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি।

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটির বাস্তবতা আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। প্রথমটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমানাত মানুষের অন্তরের

মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং তারা এখন কুরআন এবং হাদীস থেকে জানতে পারছে। অতঃপর তিনি আমানাত উঠে যাওয়া সম্পর্কে আমাদেরকে বলেন ঃ মানুষ ঘুমিয়ে যাবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানাত উঠে যাবে। কিন্তু এমন একটি দাগ তার পায়ে থেকে যাবে যা দেখে মনে হবে যেন কোন জ্বলন্ত কাঠ তার পায়ে লেগে আছে এবং এর ফলে ফোস্কা পড়ে গেছে। অতঃপর তিনি একটি কংকর নিয়ে নিজ পায়ে চেপে ধরে লোকদেরকে তা দেখিয়ে বলেন ঃ তুমি দেখতে পাবে যে, ওটা বেশ উঁচু হয়ে আছে। কিন্তু তার ভিতরে কিছুই থাকবেনা। জনগণ লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার থাকবেনা। এমন কি বলা হবে যে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানাতদার লোক রয়েছে এবং এতদূর পর্যন্ত বলা হবে যে, এ লোকটি কতই না জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ! অথচ তার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবেনা।

অতঃপর হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ দেখ, ইতোপূর্বে আমি অনেককেই ধার-কর্জ দিতাম এবং অনেকের নিকট হতে ধার নিতাম। কেননা সে মুসলিম হলেতো আমার প্রাপ্য আমাকে দিয়ে যাবে। আর সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হলে ইসলামী শাসন তার নিকট হতে আমাকে আমার প্রাপ্য আদায় করিয়ে দিবে। কিন্তু বর্তমানে আমি শুধু অমুক অমুককে ধার-কর্জ দিয়ে থাকি এবং বাকী সবাইকে ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি। (আহমাদ ৫/৩৮৩, ফাতহুল বারী ১১/৩৪১, মুসলিম ১/১২৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন চারটি জিনিস তোমার মাঝে থাকবে তখন সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। সেগুলি হল ঃ আমানাত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, চরিত্র ভাল হওয়া এবং পরিমিত খাদ্যাভাস। (আহমাদ ২/১৭৭)

আমানাতের হক আদায় করার প্রতিদান

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ *পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন*। অর্থাৎ যেহেতু আদম সন্তান আমানাতের হক আদায় করার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তাই তাদের মধ্যের যে সমস্ত নারী-পুরুষ আমানাতের হক আদায় করবেনা, মুনাফিকী করবে, যারা শাস্তির ভয়ে লোকদের

কাছে তাদের ঈমান আছে বলে মিথ্যা কথা বলে বেড়াবে, অথচ তাদের অন্তর কুফরীর প্রতি আনুগত্যে ভরপুর অর্থাৎ যারা মূলতঃ কাফিরদের অনুসারী তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ *এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে।* এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা অন্তরে ও বাহিরে সব সময় আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং তাঁর রাসূলের দাওয়াতের বিরুদ্ধে কাজ করে, তারাও আল্লাহর শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ *এবং আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীকে ক্ষমা করবেন।* আল্লাহ সুবহানাহু মানব সন্তানদের মধ্যে তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস করে আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর কিতাবকে এবং তাঁর রাসূলকে। কারণ সবার জেনে রাখা উচিত যে, এমন লোকদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ। **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا** *আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

সূরা আহযাব এর তাফসীর সমাপ্ত।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

VOLUME - 16

মূলঃ

হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)

অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্ন কাসীর

ষষ্ঠদশ খন্ড

(সূরা ৩৪ ঃ সাবা থেকে সূরা ৪৮ ঃ ফাত্হ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর (রহঃ)

অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০14 ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১4২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন‘আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু’মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৭। সূরা 'আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং

অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ

নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে

পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ‘ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ’ অর্থাৎ ‘প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ৩৪ ঃ সাবা, মাক্কী
(আয়াত ৫৪. রুকূ ৬)

٣٤ – سورة سبأ، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٥٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِى ٱلۡأَخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ	১। প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।
٢. يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلۡغَفُورُ	২। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

সমস্ত প্রশংসা এবং গাইবের মালিক আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত নি'আমাত ও রাহমাত তাঁরই নিকট হতে আসে। সমস্ত হুকুমাতের হাকিম তিনিই। সুতরাং সর্ব প্রকারের প্রশংসা ও গুণ-গানের হকদার একমাত্র তিনিই। তিনিই মা'বূদ। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই।

হুকুমাত একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। যমীনে ও আসমানে যা কিছু আছে সবই তাঁর স্ত। যত কিছু আছে সবাই তাঁর দাস ও অনুগত। আর সবই তাঁর আয়ত্তাধীন। সবারই উপর তাঁর আধিপত্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই আয়ত্বাধীন; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৮ ঃ ৭০) যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ لَنَا لَلْـَٔاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ

আমিই মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৩)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ আখিরাতে তাঁরই প্রশংসা হবে। তাঁর কথা, তাঁর কাজ এবং তাঁর আহকাম তাঁরই হুকুমাতে বিরাজিত। যুহরী (রহঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি যা আদেশ করেন তার পরিণতি সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি এত সজাগ যে, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকেনা। তাঁর কাছে একটি অণুও গোপন থাকার নয়।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا *তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, তা হতে যা নির্গত হয়।* পানির যতগুলি ফোঁটা যমীনে যায়, যতগুলি বীজ যমীনে বপন করা হয়, কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যমীন হতে যা কিছু বের হয় সেটাও তিনি জানেন। প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা, প্রকৃতি এবং গুণাগুণ তাঁর জানা।

وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ মেঘ হতে যে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাতে কতটা ফোঁটা আছে তা তাঁর অজানা থাকেনা। যে খাদ্য সেখান হতে বরাদ্দ হয় সেই সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ভাল কাজ যা আকাশের উপর উঠে যায় সেই খবরও তিনি রাখেন।

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। এ কারণেই তাদের পাপরাশি অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেননা। বরং তাদেরকে তাওবাহ করার সুযোগ দেন। তিনি অত্যন্ত

ক্ষমাশীল। তাওবাহকারীকে তিনি ধমক দিয়ে সরিয়ে দেননা। তাঁর উপর ভরসাকারীরা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না।

৩। কাফিরেরা বলে ঃ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।	٣. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأۡتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأۡتِيَنَّكُمۡ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ ۖ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَآ أَصۡغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ
৪। এটা এ জন্য যে, যারা মু'মিন ও সৎ কর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।	٤. لِّيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ
৫। যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।	٥. وَٱلَّذِينَ سَعَوۡ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مِّن رِّجۡزٍ أَلِيمٞ

٦. وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ	৬। যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। ইহা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসাহ আল্লাহর পথ নির্দেশ করে।

কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেকে তাদের আমল অনুপাতে উত্তম অথবা খারাপ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে

সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমে তিনটি আয়াত রয়েছে যেখানে কিয়ামাত আগমনের উপর শপথ করা হয়েছে। কারণ উদ্ধ্যত কাফিরেরা অস্বীকার করছে যে, তা কখনও হবেনা। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, আমার রবের শপথ!! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৩)

দ্বিতীয় হল এই সূরা সাবার وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا এ আয়াতটি। আর তৃতীয় হল সূরা তাগাবুনের নিম্নের আয়াতটি ঃ

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৭)

قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ *বল ঃ (কিয়ামাত) আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; বরং ওর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।* এখানেও কাফিরদের কিয়ামাতের অস্বীকৃতির উল্লেখ করে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথমূলক উত্তর দিতে বলার পর আরও গুরুত্বের সাথে বলছেন ঃ সেই আল্লাহ তিনি, যিনি আলিমুল গাইব, যাঁর অগোচর নয় আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু। যে হাড়গুলি পচে গলে যায়, মানুষের শরীরের জোড়াগুলি যে খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ওগুলি কোথায় যায় এবং ওগুলির সংখ্যাই বা কত ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। তিনি এগুলি একত্রিত করতে সক্ষম, যেমন তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত কিছুই জানেন। সবকিছুই তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামাত আসার হিকমাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ

এটা এ জন্য যে, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মান জনক রিয্ক। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি। সৎকর্মশীল মু'মিনরা পুরস্কৃত হবে এবং দুষ্ট ও পাপী কাফিরেরা হবে শাস্তিপ্রাপ্ত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ

نَجۡعَلُ ٱلۡمُتَّقِينَ كَٱلۡفُجَّارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের আর একটি হিকমাত বর্ণনায় বলেন ঃ

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ

কিয়ামাতের দিন ঈমানদার লোকেরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত হতে এবং পাপীদেরকে শাস্তিপ্রাপ্ত হতে দেখে নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করবে। ঐ সময় তারা বলে উঠবে ঃ

لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّ

আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) আরও বলা হবে ঃ

هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَصَدَقَ ٱلۡمُرۡسَلُونَ

দয়াময় (আল্লাহ) তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَقَدۡ لَبِثۡتُمۡ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡبَعۡثِ فَهَـٰذَا يَوۡمُ ٱلۡبَعۡثِ

তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাইতো পুনরুত্থান দিবস। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৬)

আল্লাহ পরাক্রমশালী অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, মহাশক্তির অধিকারী, ক্ষমতাবান শাসক এবং পূর্ণ বিজয়ী। তাঁর উপর কারও কোন আদেশ চলেনা এবং কারও কোন জোরও খাটেনা। বরং তাঁর কাছে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর কাছে শক্তিহীন ও অপারগ। তাঁর কথা ও কাজ, তাঁর বিধান অবধারিত। তাঁর সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

৭। কাফিরেরা বলে ঃ আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদেরকে	٧. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ

বলে তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা সৃষ্টি রূপে উত্থিত হবে?	نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ
৮। সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ? বস্তুতঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	٨. أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ فِى ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَٰلِ ٱلْبَعِيدِ
৯। তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশ মন্ডলীর পতন ঘটাবো; আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।	٩. أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

কাফিরেরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকার করত এবং তাদের ঐ ধারণার জবাব

কাফির ও বিপথগামী, যারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তাদেরই খবর দিচ্ছেন। তারা পরস্পর বলাবলি করত ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ দেখ, আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে বলে, যখন আমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তার পরেও নাকি আমরা আবার জীবিত হয়ে উঠব! এ লোক সম্পর্কে দু'টি কথা বলা যায়। হয় সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছে, না হয় সে উন্মাদ। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ না, এ কথা সত্যি নয়। বরং মুহাম্মাদ সত্যবাদী, সৎ, সুপথ প্রাপ্ত ও জ্ঞানী যে তোমাদের জন্য সত্য নিয়ে এসেছে। তোমরাই বরং মিথ্যাবাদী, তোমরা বোকার রাজ্যে বাস করছ। তোমাদের এই অস্বীকৃতি তোমাদেরকে কঠিন আযাবের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সত্য থেকে তোমরা দূরে সরে যাচ্ছ। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? তিনি এত ক্ষমতাবান যে, এমন উদার আকাশ ও বিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করেছেন। না আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে, আর না যমীন ধ্বসে যাচ্ছে! যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَـٰهَا بِأَيۡيۡدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَٱلۡأَرۡضَ فَرَشۡنَـٰهَا فَنِعۡمَ ٱلۡمَـٰهِدُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭-৪৮)

إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ

তিনিতো ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারেন অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটিয়ে দিতে পারেন! এরূপ অবাধ্য বান্দা কিন্তু এরূপ

শাস্তিরই যোগ্য। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর অভ্যাস। তিনি মানুষকে অবকাশ দিচ্ছেন মাত্র।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ যার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে, আছে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা, যার মধ্যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার যোগ্যতা আছে, যার অন্তর আছে এবং অন্তরে জ্যোতি আছে, সে এসব বিরাট বিরাট নিদর্শন দেখার পর মহাশক্তির অধিকারী ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর এ সৃষ্টিতে সন্দেহই পোষণ করতে পারেনা যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবেনা। আকাশের ন্যায় সামিয়ানা এবং পৃথিবীর ন্যায় বিছানা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়! যিনি প্রথমবার হাড়-গোশত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেগুলি পঁচে গলে টুকরা টুকরা হয়ে যাবার পর আবার ঐগুলিকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে কেন তিনি সক্ষম হবেননা? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলছেন ঃ

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো মানব সৃষ্টি অপেক্ষা বেশী কঠিন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭)

১০। আমি নিশ্চয়ই দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকূলকেও। তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ -	١٠. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَـٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ

১১। (এই আদেশ করে) 'তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং তোমরা সৎ কাজ কর।' তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দ্রষ্টা	١١. أَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

দাঊদের (আঃ) প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা এখানে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল দাঊদের (আঃ) উপর পার্থিব ও পারলৌকিক রাহমাত নাযিল করেছিলেন। তাঁকে তিনি নাবুওয়াত দান করেছিলেন, রাজত্ব দিয়েছিলেন, সৈন্য-সামন্ত প্রদান করেছিলেন, শক্তি সামর্থ্য দিয়েছিলেন এবং আরও একটি মু'জিযা দান করেছিলেন। এক দিকে দাঊদ (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর একাত্মবাদের গান ধরতেন, আর অপর দিকে পাখিদের যারা ভোরে বের হয়ে বিকেলে ফিরে আসত তারাও দাঊদের (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর গুণগান শুনে থেমে যেত এবং তাঁর সুরে সুর মিলাতো। তিনি পাখিদের ভাষাও বুঝতেন এবং কথা বলতেন। পাহাড় পর্বত সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা শুরু করত।

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) কুরআন পাঠ শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। অতঃপর বলেন ঃ একে দাউদের (আঃ) মিষ্টি সুরের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ১/৫৪৬)

আবূ উসমান নাহ্দী (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) সুরের চেয়ে মিষ্টি সুর কোন বাদ্যযন্ত্রে শুনিনি। (ফাযায়িলুল কুরআন ৭৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, হাবশী ভাষায় أَوِّبِي শব্দের অর্থ হল ঃ 'তাসবীহ পাঠ কর।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ أَوِّبِي এর অর্থ করেছেন আল্লাহর প্রশংসা। (তাবারী ২০/৩৫৭) এ শব্দের মূলের (তা'য়িব) অর্থ হচ্ছে বার বার বলা বা সাড়া দেয়া। সুতরাং পাখি কিংবা পাহাড়-পর্বতকে বলা হয়েছে যে, তাঁর সাথে তারাও যেন বার বার তা পাঠ করে।

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ তাঁর উপর এ অনুগ্রহও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আল আমাশ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ঐ লোহাকে উত্তপ্ত করার জন্য হাপরে দিবার কোন প্রয়োজন হতনা বা হাতুড়ী দিয়ে পিটানোরও দরকার হতনা। পিটানোর কাজ হাত দিয়েই হয়ে যেত। তাঁর হাতে লোহাকে সূতার মত মনে হত। ঐ লোহা দিয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে বর্ম তৈরী করতেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে লৌহ নির্মিত যুদ্ধ-পোশাক বা বর্ম তৈরী করেছিলেন। (তাবারী ২০/৩৫৯) وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ যেরা বা বর্ম তৈরীর পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আংটা যেন ঠিকমত দেয়া হয়, ছোট বড় যেন না হয়, মাপ যেন সঠিক হয়। আংটাগুলি যাতে মযবূত হয় তা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। (তাবারী ২০/৩৬১) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ سَرْدِ এর অর্থ হচ্ছে লোহার আংটা। কেহ কেহ বলেছেন যে, উহা হল চেইনের মত যা কোন কিছুর সাথে আটকে রাখা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা নিজের এসব নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এখন তোমাদেরও উচিত সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং আমার আদেশের বিপরীত কিছু না করা। তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দ্রষ্টা। তোমাদের সব আমল, ছোট হোক, বড় হোক, ভাল হোক অথবা মন্দই হোক, আমার কাছে প্রকাশমান। কিছুই আমার কাছে গোপন নেই।

১২। সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবন প্রবাহিত করেছিলাম।	١٢. وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن

এবং ছিল জিন সম্প্রদায় যারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে নিজেদের কতক তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব।	يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ
১৩। তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ় ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।	١٣. يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـٰرِيبَ وَتَمَـٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَـٰتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ

সুলাইমানের (আঃ) প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ

দাউদের (আঃ) উপর আল্লাহ তা‘আলা যে নি‘আমাতরাজি অবতীর্ণ করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর পুত্র সুলাইমানের (আঃ) উপর যেসব নি‘আমাত নাযিল করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি বাতাসকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছিলাম। সে সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং একই পরিমাণ পথ সন্ধ্যায়ও অতিক্রম করত। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ সুলাইমান (আঃ) সিংহাসনে বসে দামেস্ক হতে লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জামসহ উড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে *‘ইসতাখারে’* পৌঁছে যেতেন এবং সেখানে দুপুরের খাবার খেতেন। অতঃপর ইসতাখার থেকে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যায়ই তিনি কাবুলে পৌঁছে যেতেন। একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্য দামেস্ক হতে ইসতাখার পর্যন্ত এক মাসের পথ এবং ইসতাখার থেকে কাবুলের দূরত্বও একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্য এক মাসের পথ। (তাবারী ২০/৩৬২) মহান

আল্লাহ তাঁর জন্য শক্ত/কঠিন তামাকে তরল করে দিয়ে ওর নাহর বইয়ে দিয়েছিলেন। যখন যে কাজে যে অবস্থায় লাগাতে ইচ্ছা করতেন, বিনা কষ্টে অতি সহজে সেই কাজে ওটাকে লাগাতে পারতেন।

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের *'কিত্‌র'* শব্দের অর্থ করেছেন তামা। (তাবারী ২০/৩৬৩, ৩৬৪)

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ মহামহিমান্বিত আল্লাহ জিনদেরকে তাঁর অধীনস্ত ও অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করতেন তখন সেই কাজ তাঁর সামনে তাদের দ্বারা করিয়ে নিতেন। **وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا** কোন জিন কাজে ফাঁকি দিলে সাথে সাথে তাঁকে তা জানিয়ে দেয়া হত।

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ *তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী নির্মাণ করত প্রাসাদ, ভাস্কর্য।* **مَحَارِيْب** বলা হয় উৎকৃষ্ট ইমারাতকে, বাড়ীর উৎকৃষ্টতম অংশকে এবং কোন সমাবেশের সভাপতির আসনকে। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, বাড়ীর আসবাবপত্রকে **مَحَارِيْب** বলা হয়। আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, **تَمَاثِيل** শব্দের অর্থ হচ্ছে ছবি। (তাবারী ২০/৩৬৬)

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ *হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ।* **جوَاب** শব্দটি **جَابِيَة** শব্দের বহুবচন। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, **جَابِيَة** ঐ হাউজকে বলা হয় যাতে পানি রাখা হয়। আর *'কুদুর রাসিয়াত'* বলা হয় ঐ সব বড় পাত্রকে যেগুলি খুব বড় ও ভারি হওয়ার কারণে ওগুলিকে এদিক ওদিক সরানো ও নড়ানো-চড়ানো সম্ভব হতনা। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছিলেন ঃ

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক।

شُكْر শব্দটি فِيْل ছাড়াই مَصْدر রূপে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা مَفْعُول لَهُ হয়েছে এবং দু'টিই হয়েছে উহ্যরূপে। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, শোকর যেমন কথা ও নিয়াত দ্বারা হয়, তেমনি কাজ দ্বারাও হয়।

আবূ আবদুর রাহমান আল হুবিলী (রহঃ) বলেন যে, সালাতও শোকর, সিয়াম পালন করাও শোকর এবং প্রত্যেক ভাল আমল যা মহিমান্বিত আল্লাহর জন্য করা হয় সবই শোকর। অর্থাৎ এগুলি সবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। আর সর্বোৎকৃষ্ট কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হচ্ছে হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা করা। (তাবারী ২০/৩৬৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট দাউদের (আঃ) সালাতই ছিল সবচেয়ে পছন্দনীয়। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং এর পরের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সিয়াম ছিল দাউদের (আঃ) সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম অবস্থায় থাকতেন এবং পর দিন সিয়াম পালন করতেননা। তাঁর মধ্যে আর একটি উত্তম গুণ এই ছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে কখনও পালাতেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৫২৫, মুসলিম ২/৮১৬)

এখানে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ফুযাইল (রহঃ) হতে দাউদ (আঃ) সম্পর্কে একটি অত্যন্ত দীর্ঘ আছার বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, দাউদ (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন ঃ হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারাতো আপনার একটি নি'আমাত! জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, সমস্ত নি'আমাত আমারই পক্ষ থেকে আসে তখনই তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে। (দুররুল মানসুর ৬/৬৮০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। এটি একটি সত্য ও বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে খবর দান।

১৪। যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন	١٤. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ

مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ	**জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানালো শুধু মাটির পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতনা।**

সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যু

এখানে আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর পরেও তাঁর মৃতদেহটি তাঁর লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়েই ছিল। তাঁর অধীনস্ত জিনেরা তিনি জীবিত আছেন ভেবে বড় বড় কঠিন কাজগুলি করেই যাচ্ছিল। (তাবারী ২০/৩৭০)

এভাবেই প্রায় এক বছর কেটে যায়। যে লাঠিটির সাহায্যে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তা যখন উঁই পোকায় খেয়ে শেষ করে ফেলে তখন তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে যায়। ঐ সময় জিনেরা তাঁর মৃত্যুর খবর জানতে পারে। তখন শুধু মানুষই নয়, বরং জিনদেরও এ দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাদের মধ্যে কেহই গাইবের খবর রাখেনা। এটাই এখানে বলা হয়েছে যে ঃ **مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ** *তখন জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানালো শুধু মাটির পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতনা।*

১৫। সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন! দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের রাব্ব!

١٥. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا۟ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

১৬। অতঃপর তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।

١٦. فَأَعْرَضُوا۟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ

১৭। আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কেহকেও এমন শাস্তি দিইনা।

١٧. ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِمَا كَفَرُوا۟ ۖ وَهَلْ نُجَٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ

সাবাবাসীর অস্বীকৃতি এবং তাদের শাস্তি

সাবা গোত্র ইয়ামানে বসবাস করত। তাদের প্রাচীন বাদশাহর নাম ছিল তুব্বা। বিলকীসও এ গোত্রেরই নারী ছিলেন। এরা বড় নি'আমাত ও শান্তির মধ্যে

ছিল। অনেক প্রাচুর্য, ভোগ-বিলাস এবং বড়ই সুখ-শান্তিতে তারা জীবন যাপন করছিল। ফল-ফসল এবং প্রচুর খাদ্যের তারা অধিকারী ছিল। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উপদেশ দেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের কথা বুঝালেন। কিছু দিন তারা দা'ওয়াত মেনে চলল। কিন্তু পরে যখন তারা বিরুদ্ধাচরণ করল, মুখ ফিরিয়ে নিল এবং আল্লাহর আহকামকে উপেক্ষা করল তখন তাদের উপর ভীষণ বন্যা নেমে এলো। সারা দেশ, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। এর বিবরণ হল নিম্নরূপ ঃ

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ফারওয়াহ ইব্ন মুসাইক আল গুতাফি (রাঃ) বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, সাবা কোন স্ত্রীলোকের নাম না পুরুষ লোকের নাম, নাকি কোন জায়গার নাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা কোন নারীর নামও ছিলনা এবং কোন এলাকাও ছিলনা, বরং সে একজন পুরুষ লোক ছিল, যার দশটি পুত্র ছিল। এদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং চারজন ছিল সিরিয়ায়। যে ছয়জন ইয়ামানে বসবাস করছিল তাদের নাম ছিল ঃ কিনদাহ, আশআ'রীউন, আয্দ, মুয্হিজ, হিমাইয়ার এবং আনমার। যারা সিরিয়ায় ছিল তাদের নাম ছিল ঃ লাখাম, জুযাম, আ'মিলাহ এবং গাসসান। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ *'আনমার'* কারা? তিনি বললেন ঃ যারা *'গাসাম'* এবং *'বাযিলাহ'*। (তাবারী ২০/৩৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৯/৮৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ সাবার পূরা নাম ছিল আব্দ সাম্স ইব্ন ইয়াশযুব ইব্ন ইয়া'রুব ইব্ন কাহতান। তাকে সাবা বলার কারণ ছিল এই যে, সে'ই প্রথম আরাব যে নিজ এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে গিয়েছিল। সে'ই শত্রুদেরকে বন্দী করার প্রথা চালু করেছিল। তাকে 'আর রইশ'ও বলা হত। কারণ সে'ই প্রথম যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে তার লোকদেরকে বিতরণ করেছিল। আরাবরা সম্পদকে 'রিশ' অথবা 'রিয়াশ' বলে থাকে।

কাহ্তানের ব্যাপারে তিনটি উক্তির উপর মতানৈক্য রয়েছে। প্রথম উক্তি হল ঃ তিনি ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহের (আঃ) বংশধর। দ্বিতীয় উক্তি হল ঃ তিনি আবির অর্থাৎ হুদের (আঃ) বংশধর। তৃতীয় উক্তি হল ঃ তিনি ইসমাঈল ইব্ন

ইবরাহীম খলীলের (আঃ) বংশধর।

এসবগুলি ইমাম হাফিয আবূ উমার আবদুল বার নামারী (রহঃ) তাঁর *আল মুসাম্মা আল ইনবাহ 'আলা যিক্‌র উসূল আল কাবা'ইল আল রুওআত* নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

'সে আরাবেরই একজন ছিল' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার অর্থ হল সে ছিল মূল আরাবদের একজন। অর্থাৎ ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বেও সে সেখানে ছিল, যার বংশধারা চলে আসছে সাম ইব্‌ন নূহ থেকে। উপরে উল্লিখিত তৃতীয় মতামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এ বিষয়টি সবার কাছে গ্রহণীয় হয়নি। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। তবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার 'আসলাম' গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা নিক্ষেপ কর, কারণ তোমাদের পিতা ছিলেন তীরন্দাজ। (ফাতহুল বারী ৬/২৬১)

এর দ্বারা জানা যায় যে, সাবার বংশক্রম ইবরাহীম খলীল (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আসলাম আনসারগণেরই একটি গোত্র ছিল। আর আনসারগণের আউস এবং খাযরাজ গোত্রের সবাই ছিলেন গাসসান বংশোদ্ভূত। তারা সবাই ছিলেন ইয়ামানী। সবাই সাবার সন্তান। এরা ঐ সময় মাদীনায় আগমন করে যখন বন্যায় তাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। একটি দল এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং আর একটি দল সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল। তাদেরকে গাস্‌সানী বলার কারণ এই যে, ঐ নামের পানি বিশিষ্ট একটি জায়গায় তারা অবস্থান করেছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঐ স্থানটি মুশাল্লালের নিকট অবস্থিত। হাসসান ইব্‌ন সাবিতের (রাঃ) কবিতায়ও এটা পাওয়া যায়। তিনি তার কবিতায় বলেন ঃ তুমি যদি আমাদের ব্যাপারে জানতে চাও তাহলে জেনে রেখ যে, আমরা হলাম এক অভিজাত বংশধর যাদের সাথে সংযোগ রয়েছে আল আজ্‌দ গোত্রের এবং আমরা হলাম গাসসান পানির এলাকার লোক। গাসসান ছিল একটা কূপের নাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন ঃ সাবার দশ পুত্র ছিল, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকৃত বা ঔরষজাত পুত্র নয়। কেননা তাদের কেহ কেহ দুই দুই বা তিন তিন পুরুষের পরের সন্তানও ছিল, যেমন নসবনামার কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে সিরিয়া ও ইয়ামানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল সেটাও বন্যার পরের কথা। কেহ কেহ সেখানে থেকে গেল; আবার কেহ কেহ সেখান হতে এদিক ওদিক চলে গেল।

'মা আরিব' এর বাঁধ এবং প্লাবন

বাঁধের ঘটনা এই যে, তার দুই দিকে পাহাড় ছিল। সেখান থেকে ঝর্ণাধারা বেরিয়ে শহরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। এ জন্যই শহরের এদিকে-ওদিকে অনেক নদী-নালা ছিল। তাদের বাদশাহদের মধ্যে কোন এক বাদশাহ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি শক্ত বাঁধ বেঁধে দিয়েছিল। ঐ বাঁধের কারণে পানি পাহাড়ের অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠত। ঐ বাঁধের দুই দিকে তারা বাগান ও চাষাবাদের জমি তৈরী করেছিল। পানির কারণে সেখানকার মাটি খুবই উর্বরা হয়ে উঠেছিল। সব সময় ওটা ফল-ফুলে তরু-তাজা থাকত। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন মহিলা ডালা নিয়ে গাছের নীচ দিয়ে গেলে কিছু দূর যেতে না যেতেই ডালাটি ফলে ভর্তি হয়ে যেত। গাছ হতে যে ফলগুলি আপনা আপনি পড়ত ওগুলি এত বেশী হত যে, হাত দ্বারা গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে নেয়ার কোন প্রয়োজনই হতনা। এ দেয়ালটি মা'রিবে অবস্থিত ছিল। ওটা সানআ' হতে তিন দিনের দূরে ছিল। আল্লাহর ফাযল ও কারমে সেখানকার আবহাওয়া এমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ছিল যে, সেখানে মশা, মাছি এবং বিষাক্ত পোকা-মাকড় ছিলইনা। এটা এ জন্যই ছিল যে, যেন সেখানকার লোকেরা আল্লাহর একাত্মবাদকে মেনে নেয় এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত করে। এগুলিই ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন যার বর্ণনা এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

পাহাড়ের মাঝে ছিল গ্রাম। গ্রামের এদিকে-ওদিকে ফল-ফুল সুশোভিত বাগান ছিল এবং ছিল নাহর ও শস্যক্ষেত্র। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন ঃ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের রাব্ব।

فَأَعْرَضُوا কিন্তু পরে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং তাঁর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে গেল। তারা সূর্য পূজায় মেতে উঠল। যেমন হুদহুদ এসে সুলাইমানকে (আঃ) খবর দিল ঃ

وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ

مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

এবং আমি 'সাবা' হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২২-২৪)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ *ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ), অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ যখন তাদেরকে শাস্তি দানের ইচ্ছা করেন তখন তিনি বাঁধের উপর বড় বড় ইঁদুর প্রেরণ করেন। তারা বাঁধটিতে গর্তের সৃষ্টি করে। (তাবারী ২০/৩৭৮, ৩৮০) অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা তাদের গ্রন্থে লিখা পেয়েছিল যে, তাদের বাঁধ ইঁদুরের গর্ত করার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য তারা কিছু দিনের জন্য বিড়াল নিয়ে এসে পুষতে শুরু করে। কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন বিড়ালের ভয় উপেক্ষা করে ইঁদুরেরা বাঁধে পৌঁছে যায় এবং ওতে গর্ত করতে থাকে, যার পরিণামে বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। (তাবারী ২০/৩৮১) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ ঐ ইঁদুরগুলি ছিল মরুভূমির বৃহদাকারের ইঁদুর। ওগুলি গর্ত করে বাঁধের তলদেশে পৌঁছে যায়। ফলে ওটি খুব দুর্বল হয়ে যায়। অতঃপর প্লাবনের পানির চাপে বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পানি বইতে থাকে এবং ওর চলার পথের মাঠের ফসলসহ ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা যা কিছু ছিল সব ধ্বংস হয়ে যায়। (তাবারী ২০/৩১)

পাহাড়ের চারিদিকে যে সমস্ত গাছ-পালা ছিল তার উপর দিয়ে বন্যার পানি বয়ে যাওয়ার ফলে, পানি চলে যাওয়ার পর ওগুলি শুকিয়ে মরে যায়। সবুজ শ্যামল যে গাছগুলি বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন করত তা মরে শুকিয়ে অন্য রূপ ধারণ করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ

قَلِيلٍ *এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ উহা ছিল তিক্ত ও ঝাঝযুক্ত খারাপ জাতীয় ফল। (তাবারী ২০/৩৮২, ৩৮৩)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) وَأَثْلٍ এর অর্থ করেছেন ঝাউ গাছ। অন্যেরা বলেছেন যে, ইহা হল ঝাউ গাছ জাতীয় এক প্রকার গুল্ম যা থেকে কস বের হয়। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ *এবং কিছু কুল গাছ।* বলা হয়েছে যে, ঐ বাগানগুলিতে যে সমস্ত গাছ-পালা পরবর্তী সময়ে জন্মেছিল তার মধ্যে উত্তম গাছ ছিল ঐ কুল গাছ, যার সংখ্যা ছিল খুবই কম। যে বাগান দু'টি ছিল বিভিন্ন সুস্বাদু ফলে সাজানো, মানুষকে শান্তির ছায়া দানকারী, প্রকৃতির রূপে-বর্ণে ভরপুর তা পরিণত হল তিক্ত, বিস্বাদ ও কাঁটাযুক্ত বাগানে, যা থেকে কোন আহার্য ফল আর উৎপন্ন হতনা। এর কারণ ছিল এই যে, ওখানকার বাসিন্দারা আল্লাহর সাথে শির্ক করেছিল এবং পাপ কাজে নিমজ্জিত হয়েছিল। তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ *আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কেহকেও এমন শাস্তি দিইনা।* অর্থাৎ তাদের অবিশ্বাসের কারণেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ অবিশ্বাসী কাফির ছাড়া আল্লাহ আর কেহকেও শাস্তি দেননা। (বাগাবী ৩/৫৫৫)

১৮। তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেইগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে	١٨. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ۖ

বলেছিলাম ঃ তোমরা এই সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিনে ও রাতে।	سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ
১৯। কিন্তু তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের সফরের মনযিলগুলির ব্যবধান বর্ধিত করুন! এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।	١٩. فَقَالُواْ رَبَّنَا بَـٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَـٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَـٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

সাবাবাসীদের ব্যবসা-বানিজ্য এবং তাদের ধ্বংস

এখানে আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সাবাবাসী আল্লাহর কাছ থেকে কি ধরণের নি‘আমাত লাভ করেছিল। তাদের ছিল বড় বড় বিলাস বহুল অট্টালিকা, প্রচুর খাদ্যসম্ভার, নিরাপদ খিলান করা বাসস্থান, বিভিন্ন প্রকার গাছ-পালা ও ফলের বাগান এবং ফল ও ফসল। তারা যখন ভ্রমণে বের হত তখন তাদের সাথে খাদ্য কিংবা পানি বহন করে নিয়ে যেতে হতনা। যেখানেই তারা বিশ্রামের জন্য থামত সেখানেই তারা পানি এবং ফল পেত। তারা তাদের চলতি পথে দুপুরে এক জায়গায় বিশ্রাম নিত এবং রাতে অন্য জায়গায় পৌঁছে ঘুমিয়ে যেত। এ সবই তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পেত। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا *তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম।* মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখ যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে এবং অন্যান্যরা যেমন কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) ইব্ন যায়িদ

(রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এটি সিরিয়ার একটি শহর। এর অর্থ হল তারা ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অতি সহজে ও আরামের সাথে ভ্রমণ করত, যার একটির সাথে অপরটির যোগাযোগ ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত শহরে আল্লাহর রাহমাত ছিল তার মধ্যে জেরুযালেমও একটি। (তাবারী ২০/৩৮৬)

قُرًى ظَاهِرَةً ঐ সমস্ত শহরের পরিবেশ ছিল সুন্দর এবং যাতায়াত ব্যবস্থাও ছিল উন্নত। ফলে এক জায়গায় দুপুরের খাবার খেয়ে রওয়ানা দিয়ে রাত কাটানোর জন্য অন্য জায়গায় পোঁছে যেত।

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ভ্রমণ যাতে সহজ হয় সেই জন্য তাদেরকে এই সুযোগ সুবিধা করে দেয়া হয়েছিল। আর রাতে কিংবা দিনে সব সময়েই ভ্রমণে যাতে কোন বিপদাপদ না হয় সেই রকম সুরক্ষিত ছিল ভ্রমণের পথগুলি।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ *কিন্তু তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের সফরের মনযিলগুলির ব্যবধান বর্ধিত করুন!* ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তারা আল্লাহর নি'আমাতসমূহের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে ব্যর্থ হল। তারা চাইল যেন ভ্রমণের সময় তাদের সাথে খাদ্য দ্রব্য বহন করে নিতে হয়, পথে যেন ভ্রমণের ঝুকি থাকে এবং গরমের কষ্ট ও বিপদের আশংকা থাকে।

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ *এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম।* এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি যাদেরকে এত প্রাচুর্য দান করেছিলেন তারা আল্লাহর নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে বরং নিজেদের উপর যুল্‌ম চাপিয়ে নেয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন শাস্তি প্রদান করেন যে, তারা ইতিহাসের পাতায় ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকায় স্থান পেয়ে যায়। তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, যে সুরম্য প্রাসাদে তারা বসবাস করত এবং যে সুস্বাদু ফল ও খাদ্য তারা আহার করত তা ধ্বংস হওয়ার ফলে উত্তম বাসস্থান ও খাদ্যের অন্বেষনে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তাই যারা তাদের বাসস্থান থেকে অন্যত্র চলে যায় তাদেরকে আরাবরা 'সাবা'র মত ছড়িয়ে পড়েছে' বলে থাকে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ *(এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে)* তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলছেন যে, যারা আল্লাহর অশেষ নি'আমাত, সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি লাভ করার পরেও আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে শির্ক ও পাপের কাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যারা এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় তাদের জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষণীয় রয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য বিস্ময়কর ফাইসালা করেছেন যে, যদি তারা আরাম ও শান্তি লাভ করে ও তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে পুরস্কার পাবে এবং যদি বিপদ-আপদে পতিত হয় ও তাতে ধৈর্যধারণ করে তাহলেও পুরস্কার লাভ করবে। মোট কথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মু'মিনকে সাওয়াব প্রদান করা হয়, এমন কি খাদ্যের যে গ্রাস সে তার স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেয় তাতেও সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। (আহমাদ ১/১৭৩, নাসাঈ ৬/২৬৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনের জন্য বিস্ময় যে, আল্লাহ তার জন্য যে ফাইসালাই করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। সে যদি শান্তি ও আরাম লাভ করে এবং শুকরিয়া আদায় করে তাহলে তা হয় তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে এবং তাতে সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু এটা শুধু মু'মিনের জন্যই। (ফাতহুল বারী ১০/১০৭)

মুতাররিফ (রহঃ) বলেন যে, ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী কতই না উত্তম! যখন সে কোন নি'আমাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞ হয় এবং যখন বিপদে পড়ে তখন ধৈর্যশীল হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯২)

২০। তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল।	٢٠. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

২১। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার রাব্ব সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।	٢١. وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْءَاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ

কাফিরদের ব্যাপারে ইবলীসের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে সত্য হল

সাবার ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা শাইতান ও তার মুরীদদের সাধারণভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, ভালর বদলে মন্দ বেছে নিয়েছে। ইবলীস তাদের উপাসনার স্থানে বসে গেছে। সে বলেছিল ঃ

أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬২) সে আরও বলেছিল ঃ

ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ

অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭) এ ধরণের আরও বহু আয়াত বর্ণিত রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ *তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা*

আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য নেই। সে শুধু মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং তার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে। আর তার এই প্রতারণার জালেই মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায়। এতে আল্লাহর হিকমাত এই ছিল যে, যাতে মু'মিন ও কাফিরদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর সত্য হয়ে যায়। যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে তারা কখনও শাইতানকে মানবেনা। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহরই অনুগত থাকবে।

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। মু'মিনগণ তাঁরই হিফাযাতের আশ্রয় নেয়। এ কারণে শাইতান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনা।

২২। তুমি বল ঃ তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বূদ মনে করতে। তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমান কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ নেই এবং না তারা সাহায্যকারী।	٢٢. قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ
২৩। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঃ তোমাদের রাব্ব কী বললেন?	٢٣. وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ

তদুত্তরে তারা বলবে ঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।	ٱلۡعَلِىُّ ٱلۡكَبِيرُ

মূর্তি পূজকদের দেবতাদের অসহায়ত্বতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি এক ও একক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোনই মা'বূদ নেই। তিনি তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন। তাঁর কোন পীর নেই, কোন শরীক নেই, সঙ্গী নেই, পরামর্শদাতা নেই, মন্ত্রী নেই এবং পরিচালক নেই। সুতরাং কে তাঁর সামনে হঠকারিতা করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ যাদের কাছে তোমরা আবেদন করে থাক, জেনে রেখ যে, অণু পরিমাণও ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শক্তিহীন ও অক্ষম। না দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা চলে, আর না আখিরাতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ

আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুর বীচির আবরণেরও অধিকারী নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৩) তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং মালিকানার ভিত্তিতে কোন রাজত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজে তাদের থেকে কোনই সাহায্য গ্রহণ করেননা। অথচ তারা সবাই দরিদ্র, ফকীর ও অন্যের মুখাপেক্ষী। তারা সবাই গোলাম ও বান্দা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, ইয্যাত ও মর্যাদা এমনই যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কেহ কারও জন্য সুপারিশ করার সাহস রাখেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥۤ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغۡنِى شَفَـٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ

আকাশে কত মালাইকা/ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আদম-সন্তানের নেতা ও সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাতের দিন যখন মাকামে মাহমূদে শাফাআ'তের জন্য দাঁড়াবেন এবং সবাই ফাইসালার জন্য তাদের রবের নিকট আসবে, ঐ সময়ের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে সাজদাহয় পড়ে যাব। কতক্ষণ যে আমি সাজদাহয় পড়ে থাকব তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। ঐ সাজদাহয় আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব যা আমি এখন বলতে পারছিনা। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও এবং তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৮, মুসলিম ১/১৮৫)

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ *অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদুরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঃ তোমাদের রাব্ব কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে ঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন।* ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রবের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তিনি স্বীয় অহীর মাধ্যমে কথা বলেন, আর আকাশসমূহে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মালাইকা/ফেরেশতারা তা শুনে থাকেন, তখন তারা ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং তাঁদের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয় তখন তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই সময় রবের কি হুকুম নাযিল হল? আহলে আরশ তাদের পার্শ্ববর্তীদের নিকট ধারাবাহিকভাবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর আদেশ পৌঁছিয়ে থাকেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আশ শা'বী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যখন তাদের অন্তর

থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন তাদের কেহ কেহ অন্যদেরকে বলেন ঃ তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন? যে মালাইকা আরশ ধারণ করে আছেন তারা বলেন ঃ তিনি সত্য বলেছেন। এভাবে তাদের কাছে যারা থাকেন তারা এবং তাদের কাছে যারা থাকেন তারা, এভাবে পর্যায়ক্রমে নিম্ন আসমান পর্যন্ত সবাই একই কথা বলতে থাকেন। তারা এর সাথে বাড়িয়ে বলেননা এবং কমও করেননা।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ *তিনি সমুচ্চ, মহান* - এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই আল্লাহ তা'আলা কোন বিষয়ে অহী নাযিল করেন তখনই মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ডানাসমূহ নাড়তে থাকেন। ফলে তা থেকে যে শব্দ হয় তা যেন কোন পাথরের উপর শিকলের আঘাতের ঝনঝনানির শব্দ। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের রাব্ব কি বললেন? উত্তরে তারা বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ সত্য বলেছেন। তারা যে বাণী শোনেন তা তাদের কাছের মালাইকাকে জানিয়ে দেন। বর্ণনাকারীদের একজন সুফিয়ান (রহঃ) তার হাতের আঙ্গুলগুলি একটির উপর আর একটি খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দেন। এভাবে একদল মালাইকা তার কাছের দলকে জানিয়ে দেন। সেই দল আবার তাদের নিকটের দলকে জানিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তা নিম্ন আকাশের মালাইকার কাছে পৌঁছে যায়। কখনও কখনও ঐ বাণী দুষ্ট জিন/শাইতান চুরি করে শুনে ফেলে এবং সে তা কোন গণক অথবা জোতিষীর কাছে বলে দেয়। জিন/শাইতানের কাছ থেকে গণক বা জোতিষী যা শুনতে পায় তার সাথে আরও শত শত মিথ্যা যোগ করে অন্যদেরকে বলে। তার বলা কথাগুলোর মধ্য থেকে যে সত্য কথাটি রয়েছে তা যখন মানুষ দেখতে পায় তখন বলা হয় যে, সে অমুক কথা বলেছিল এবং তা সত্যি হয়েছে। ফলে তার অন্যান্য মিথ্যা কথাও লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯৮, আবূ দাউদ ৪/২৮৮, তিরমিযী ৯/৯০, ইব্ন মাজাহ ১/৬৯)

২৪। বল ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাকে রিয্ক প্রদান করে? বল ঃ আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।	٢٤. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ

	هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
২৫। বল ঃ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা।	٢٥. قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
২৬। বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ।	٢٦. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ
২৭। বল ঃ তোমরা আমাকে দেখাও তাদেরকে যাদেরকে শরীক রূপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনও নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢٧. قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর অংশীদার নয়

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, শুধু তিনিই সৃষ্টিকারী ও আহারদাতা এবং একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। যেমন তারা স্বীকার করে যে, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্নকারী একমাত্র আল্লাহ। অনুরূপভাবে তাদের এটাও মেনে নেয়া উচিত যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ হে নাবী! তুমি এই কাফির

মুশরিকদেরকে বল ঃ যখন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এত মতানৈক্য ও মতভেদ রয়েছে তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একদল হিদায়াতের উপর এবং অপর দল বিভ্রান্তির উপর রয়েছে। এটা হতে পারেনা যে, উভয় দলই হিদায়াতের উপর রয়েছে বা উভয় দলই বিভ্রান্তির উপর রয়েছে।

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ আমরা হলাম একাত্মবাদী এবং আমরা একাত্মবাদের স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান দলীল-প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি। আর তোমরা রয়েছ শিরকের উপর, তোমরা যা করছ তার কোন দলীল তোমাদের কাছে নেই। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আবী মারিয়াম (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন ঃ সুতরাং নিঃসন্দেহে আমরা হিদায়াতের উপর রয়েছি এবং তোমরা রয়েছ বিভ্রান্তির উপর। (তাবারী ২০/৪০১) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ *বল ঃ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সেই সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা।* আমরা তোমাদের হতে ও তোমাদের আমল হতে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত। তবে হ্যাঁ, আমরা যে পথে রয়েছি তোমরাও যদি সেই পথে চল তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের হবে এবং আমরা তোমাদের হব। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক থাকবেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ. لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ. وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ.

বল ঃ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর, এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি, এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ, এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল। (সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১-৬) জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا হে নাবী! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ কিয়ামাতের মাঠে সকলকে একত্রিত করবেন এবং আমাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালা করে দিবেন। সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার এবং দুষ্কর্মকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। ঐ দিন আমাদের সত্যতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। ঐ দিন তারা জানতে পারবে যে, কে সফলকাম এবং কে নিরবচ্ছিন্ন সুখী জীবন লাভ করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَلِقَآئِ ٱلْءَاخِرَةِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪-১৬)

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ফাইসালাকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আমাকে তাদেরকে দেখিয়ে দাও যাদেরকে তোমরা শরীকরূপে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনও না। তোমরা আল্লাহর শরীক হিসাবে তাদেরকে দেখাতে সক্ষম হবেনা। কেননা তিনিতো তুলনাবিহীন এবং শরীকবিহীন। তিনি একক। তিনি পরাক্রমশালী। তিনি সকলকেই নিজের অধিকারভুক্ত করে রেখেছেন। তিনি সবারই উপর বিজয়ী। তিনি প্রজ্ঞাময়। তিনি অতি পবিত্র ও মহান। মুশরিকরা তাঁর প্রতি যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

২৮। আমিতো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।	٢٨. وَمَآ أَرۡسَلۡنَـٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ
২৯। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?	٢٩. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِينَ
৩০। বল ঃ তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন যা মুহুর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবেনা, ত্বরান্বিত করতেও পারবেনা।	٣٠. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوۡمٍ لَّا تَسۡتَـٔۡخِرُونَ عَنۡهُ سَاعَةً وَلَا تَسۡتَقۡدِمُونَ

সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূলকে (সাঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তাদের সবাইকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) আর এক আয়াতে আছে ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে

বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানেনা। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ *আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি।* মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আরাব এবং অনারাব সবার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি অনুগত। (তাবারী ২০/৪০৫)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে শুধু প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে (এক মাসের পথের দূরত্ব হতে শত্রুরা আমার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়)। (২) আমার জন্য সমস্ত যমীনকে সাজদাহর জায়গা এবং ওর মাটি পবিত্র করা হয়েছে, ফলে আমার উম্মাতের যে কেহই যে কোন জায়গায়ই থাকুক, সালাতের সময় হলে সে সেখানেই সালাত আদায় করে নিতে পারে। (৩) আমার পূর্বে কোন নাবীর জন্য গাণীমাতের মাল হালাল ছিলনা, কিন্তু আমার জন্য তা হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে শাফা'আত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধু তার কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল, আর আমাকে সমস্ত মানুষের নিকট নাবী করে পাঠানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ আমাকে সাদা ও কালো উভয়ের জন্য

নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। (আহমাদ ৫/১৪৫) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ করা হয়েছে দানব ও মানব উভয়ের জন্য নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আরাব ও অনারাব উভয়ের জন্য নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা এবং ওর উত্তর

এরপর কাফিরেরা যে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এই প্রতিশ্রুতি (কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি) কখন বাস্তবায়িত হবে? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ

যারা এটা (কিয়ামাত) বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন, যা তোমরা বিলম্বিত করতে পারবেনা এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবেনা। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৪-১০৫)

৩১। কাফিরেরা বলে ঃ আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবনা, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও না। হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।	٣١. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ
৩২। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে অপরাধী।	٣٢. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ
৩৩। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো	٣٣. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ

وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَـٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	**দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে।**

কাফিরদের পৃথিবীতে সত্য অস্বীকার এবং কিয়ামাত দিবসে একে অপরের সাথে বাক-বিতন্ডা

কাফিরদের ঔদ্ধত্যপনা ও বাতিল জিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারা ফাইসালা করে নিয়েছে যে, যদিও তারা কুরআনুল হাকীমের সত্যতার হাজার দলীল দেখে নেয় তবুও ওর উপর ঈমান আনবেনা। এমনকি ওর পূর্ববর্তী কিতাবগুলির উপরও না। তারা তাদের এই কথার স্বাদ ঐ সময় গ্রহণ করবে যখন আল্লাহর সামনে জাহান্নামের কাছে দাঁড়িয়ে ছোটরা বড়দেরকে এবং বড়রা ছোটদেরকে দোষারোপ করবে। প্রত্যেকেই অপরকে দোষী বলবে। অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবে ঃ

لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা রাসূলকে (সাঃ) বিশ্বাস করতাম এবং মু'মিন হতাম। অনুসৃতরা তখন অনুসারীদেরকে জবাবে বলবে ঃ

أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم তোমাদের কাছে সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? আমরা তোমাদেরকে যে কথা বলেছিলাম তোমরা জানতে যে, ওটার কোন দলীল নেই।

অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দলীলসমূহ তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তোমরা ঐগুলির অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কথা কেন মেনেছিলে? সুতরাং তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। অনুসারীরা আবার অনুসৃতদেরকে জবাব দিবে ঃ

بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ প্রকৃতপক্ষে তোমরাইতো দিবা-রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। তোমরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলে যে, তোমাদের আকীদাহ ও আমল ঠিক আছে। তোমরা বার বার আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেন তাঁর শরীক স্থাপন করি। আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং কুফরী ও শির্ক পরিত্যাগ না করি। আমাদের ঈমান আনা হতে বিরত থাকার এটাই কারণ। ইসলাম থেকে তোমরাই আমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছিলে।

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ এভাবে একদল অপর দলকে দোষারোপ করবে এবং প্রত্যেক দলই নিজেকে দোষমুক্ত বলে দাবী করবে। অতঃপর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে।

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিবেন। ঐ শিকল দিয়ে তাদের দুই হাতও বাঁধা থাকবে। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। যারা পথভ্রষ্ট করেছিল এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল উভয় দলই মন্দ প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের একটি মাত্র লেলিহান শিখায় তাদের দেহ ঝলসে যাবে। দেহ ঝলসানো মাংস তাদের পায়ের উপর এসে পড়বে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/৩৬৩)

৩৪। যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।	٣٤. وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ
৩৫। তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা।	٣٥. وَقَالُواْ نَحۡنُ أَكۡثَرُ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ
৩৬। বল ঃ আমার রাব্ব যার প্রতি ইচ্ছা রিয্ক বর্ধিত করেন, অথবা এটা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানেনা।	٣٦. قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ
৩৭। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।	٣٧. وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ
৩৮। যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তারা	٣٨. وَٱلَّذِينَ يَسۡعَوۡنَ فِيٓ

ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ	**শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।**
٣٩. قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ	**৩৯। বল ঃ আমার রাব্ব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা ওটা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।**

যারা যৌলুসের সাথে বসবাস করে তারা রাসূলকে (সাঃ) অবিশ্বাস করে এবং সম্পদ ও সন্তানের মোহে বিপদগামী হয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের মত চরিত্র গড়ে তোলার উপদেশ দিচ্ছেন। যে লোকালয়েই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই তাঁদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁদেরকে অমান্য করেছে। তবে গরীবেরা তাঁদের অনুগত হয়েছে। যেমন নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১১) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا

আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৭) সালিহর (আঃ) কাওমের প্রভাবশালী অহংকারী লোকেরা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলেছিল ঃ

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَـٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ

তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৭৫-৭৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَـٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّـٰكِرِينَ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৩) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৩) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًا

যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ যখন আমি কোন লোকালয়ে সতর্ককারী অর্থাৎ নাবী বা রাসূল প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী, ধনাঢ্য এবং প্রভাবশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ

তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ কাফির ও মুশরিকেরা বলত ঃ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। এ কথা তারা ফখর করে বলত যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যদি তাদের উপর তাঁর বিশেষ মেহেরবানী না হত তাহলে তিনি তাদেরকে এতসব নি'আমাত দান করতেননা। আর দুনিয়ায় যখন তিনি তাদের উপর মেহেরবানী করেছেন তখন আখিরাতেও তাদের উপর মেহেরবানী করবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জায়গায়ই তাদের এ দাবী খণ্ডন করেছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫) অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالاً مَّمْدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِءَايَٰتِنَا عَنِيدًا. سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ এবং তাকে

দিয়েছি স্বচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। (সূরা মুদ্‌দাসসির, ৭৪ ঃ ১১-১৭)

ঐ ব্যক্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে, যার দু'টি বাগান ছিল। সে ধনশালী ছিল, ফল-ফুলের মালিক ছিল, সন্তানাদিও ছিল। কিন্তু কোন জিনিসই তার উপকার করেনি। আল্লাহর আযাবে সবকিছুই ধ্বংস ও মাটি হয়ে গিয়েছিল আখিরাতের পূর্বেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্‌ক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন। দুনিয়ায় তিনি শত্রু-মিত্র সকলকেই দান করে থাকেন। গরীব বা ধনী হওয়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। বরং তাতে অন্য কোন হিকমাত লুকায়িত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও তোমাদের সম্পদের দিকে তাকাননা, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে। (আহমাদ ২/৫৩৯, মুসলিম ৪/১৯৮৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৮৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ তবে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার, তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। তাদের এক একটি সৎ কাজের প্রতিদান দশগুণ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। জান্নাতের বালাখানায় তারা নিরাপদে অবস্থান করবে। তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবেনা।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির

থেকে ভিতর দেখা যাবে। তখন একজন বেদুঈন জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কার জন্য? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে উত্তম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খেতে দেয়, অধিক সিয়াম পালন করে এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। (ইব্ন আবী শাইবাহ ৮/৪৩৭) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিবে এবং রাসূলদের অনুসরণ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ لَهُ আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ হিকমাত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা করেন দুনিয়ায় বহু কিছু দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা খুব কম দেন। একজন সুখ-সাগরে ভেসে আছে এবং আর একজন অতি দুঃখ-কষ্টে কাল যাপন করছে। তাঁর এ হিকমাতের কথা কেহ বুঝতে পারবেনা। এর গোপন রহস্য তিনিই জানেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১) অর্থাৎ আখিরাতের ফাযীলাত ও মর্যাদা সবচেয়ে বড়। এখানে যেমন ধনী ও গরীবের ভিত্তিতে মর্যাদার উঁচু ও নীচু স্তর আছে, ঠিক তেমনই আখিরাতেও আমলের ভিত্তিতে মর্যাদা কম-বেশী হবে। সৎ লোকেরা জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদে অবস্থান করবে। আর অসৎ লোকেরা জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে মর্যাদাহীন অবস্থায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, দুনিয়ায় সবচেয়ে উত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে খাঁটি মুসলিম এবং প্রয়োজন মত রুযী পায়, আর আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে অল্পে তুষ্ট রাখা হয়। (মুসলিম ২/৭৩০)

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর বৈধ করা কাজের সীমার মধ্যে থেকে মানুষ যা কিছু খরচ করবে তার বিনিময় তিনি

তাদেরকে দুনিয়ায় এবং অখিরাতে প্রদান করবেন।

হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যহ সকালে একজন মালাক/ফেরেশতা দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণের মালকে ধ্বংস করুন। আর একজন মালাক দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! (আপনার পথে) খরচকারীকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। (মুসলিম ১/৭০০)

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে বিলাল (রাঃ)! খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের পক্ষ হতে সংকীর্ণতার আশংকা করনা। (তাবারানী ১০/১৯১)

৪০। যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?	٤٠. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ
৪১। মালাইকা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক আপনারই সাথে, তাদের সাথে নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।	٤١. قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ
৪২। আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নেই। যারা যুল্ম করেছিল তাদেরকে বলব ঃ তোমরা যে আগুনের শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।	٤٢. فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

কিয়ামাত দিবসে মালাইকা তাদের ইবাদাতকারীদেরকে অস্বীকার করবে

কিয়ামাত দিবসে সমস্ত সৃষ্টির সামনে মুশরিকদেরকে লজ্জিত, নিরুত্তর এবং ওযরবিহীন করার জন্য মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, যাদের কৃত্রিম ছবি তৈরী করে মুশরিকরা পূজা-অর্চনা করত এই আশায় যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে। বলা হবে ঃ

أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ তোমরা কি এই মুশরিকদেরকে তোমাদের ইবাদাত করতে বলেছিলে? যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানে বলেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَـٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ

তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১৭) যেমন তিনি ঈসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করবেন ঃ

ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ

তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬) অনুরূপভাবে মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন ঃ

سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم আপনি পবিত্র ও মহান। আপনার কোন শরীক নেই। আমরা নিজেরাইতো আপনার বান্দা। আমরা এই মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এখনও আমরা তাদের হতে পৃথক।

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ তারাতো পূজা করত শাইতানদের। শাইতানেরাই তাদের জন্য মূর্তি-পূজাকে শোভনীয় করেছিল। আর তারাই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস শাইতানের উপরই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا. لَّعَنَهُ ٱللَّهُ

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৭-১১৮) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلاَ ضَرًّا সুতরাং হে মুশরিকের দল! তোমরা যাদের সাথে সম্পর্ক করেছিলে তাদের একজনও তোমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা। এই কঠিন দিনে তাদের সবাই তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কারণ তাদের কারও কোন প্রকারের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই। আজ আমি আল্লাহ স্বয়ং এই যালিম মুশরিকদেরকে বলব ঃ

ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ তোমরা যে আগুনের লেলিহান শিখার শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।

٤٣. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

৪৩। তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ তোমাদের পূর্ব-পুরুষ যার ইবাদাত করত এই ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে তোমাদেরকে বাঁধা দিতে চায়। তারা আরও বলে ঃ এটাতো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয়। এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলে ঃ এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু!

৪৪। আমি তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি।	٤٤. وَمَآ ءَاتَيۡنَـٰهُم مِّن كُتُبٍ يَدۡرُسُونَهَا ۖ وَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِمۡ قَبۡلَكَ مِن نَّذِيرٍ
৪৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবুও তারা আমার রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি!	٤٥. وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَمَا بَلَغُواْ مِعۡشَارَ مَآ ءَاتَيۡنَـٰهُمۡ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ

রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য এবং উহা খন্ডন

কাফিরদের ঐ দুষ্টামি ও দুষ্কর্মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহর কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার জীবন্ত বাণী তাঁর শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে থাকে। তা মেনে নেয়া এবং ওর উপর আমল করাতো দূরের কথা, তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ

مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ দেখ, তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদাত করত এই ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় এবং তার বাতিল চিন্তাধারার দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছে। এই কুরআন তার নিজের মনগড়া কিতাব, যা সে নিজেই তৈরী করে নিয়েছে।

مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى আর এটাতো যাদু এবং এটা যাদু হওয়া কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ আমি

তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা এরা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। এ জন্য বহু দিন থেকে তারা আকাংখা করে আসছিল যে, যদি আল্লাহর কোন রাসূল তাদের কাছে আসেন অথবা যদি আল্লাহর কিতাব তাদের উপর নাযিল করা হয় তাহলে তারা সবচেয়ে বেশী অনুগত এবং মান্যকারী হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন তখন তারা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করল।

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ তাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের পরিণাম তাদের সামনে রয়েছে, যারা পার্থিব শক্তি এবং ধন-সম্পদে তাদের উপরে ছিল। এরাতো তাদের দশ ভাগের এক ভাগও লাভ করেনি। কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসেনি। তাদের দৈহিক শক্তিও তাদের কোন উপকার করেনি। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা'ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৬)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮২)

فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ সুতরাং এদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে,

আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে তিনি স্বীয় আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

৪৬। বল ঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই জন অথবা এক এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ - তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।	٤٦. قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

রাসূলকে (সাঃ) কাফিরদের পাগল বলা এবং উহা খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ হে মুহাম্মদ! যে কাফিরেরা তোমাকে পাগল বলছে তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা এক কাজ কর, নিষ্ঠার সাথে চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেস কর, মুহাম্মাদ কি পাগল? আর ঈমানদারীর সাথে একে অপরকে জবাবও দাও। তোমরা এককভাবেও চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেসও কর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, একগুঁয়েমী, হঠকারিতা এবং কথার প্যাঁচ তোমাদের মস্তিষ্ক হতে দূর করে দাও। এভাবে চিন্তা করলে তোমরা নিজেরাই জানতে ও বুঝতে পারবে যে, মুহাম্মাদ পাগল নন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد বরং তিনি সবারই শুভাকাংখী। তিনি তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করছেন যে বিপদ হতে তোমরা বে-খবর ও অসতর্ক রয়েছ। এই নাবীতো তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং আরাবের প্রথা অনুযায়ী **يَاصَبَاحَاهُ** বলে উচ্চস্বরে ডাক দিতে লাগলেন। কুরাইশের লোকেরা এ ডাক শুনেই দৌড়ে এলো এবং সেখানে একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ শোন, আমি যদি বলি যে, শত্রু সৈন্য তোমাদের উপর হামলা করতে আসছে, তারা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিবে? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলল ঃ হ্যাঁ, আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে ঐ আযাব থেকে ভয় দেখাচ্ছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে। তাঁর এ কথা শুনে অভিশপ্ত আবূ লাহাব বলল ঃ তুমি ধ্বংস হও, এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের সূরাটি নাযিল হয় ঃ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (সূরা মাসাদ, ১১১ ঃ ১) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলি **وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** (২৬ ঃ ২১৪) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

৪৭। বল ঃ আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই, আমার পুরস্কারতো আছে আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।	٤٧. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ
৪৮। বল ঃ আমার রাব্ব সত্য নিক্ষেপ করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।	٤٨. قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ
৪৯। বল ঃ সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু	٤٩. قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ

ٱلۡبَـٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ	**সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।**
٥٠. قُلۡ إِن ضَلَلۡتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفۡسِي ۖ وَإِنِ ٱهۡتَدَيۡتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّيٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ	**৫০। বল ঃ আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি তাহলে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি আমার রাব্ব অহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট।**

'দা'ওয়াত প্রচারের জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাইনা' এর ভাবার্থ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেন ঃ

مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّه আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের কাছে আমি দীনী আহকাম পৌঁছে দিচ্ছি। তোমাদেরকে উপদেশ ও পরামর্শ দিচ্ছি। এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছিনা। বিনিময়তো আমাকে আল্লাহ তা'আলাই দিবেন। তিনি সবকিছুর রহস্য অবগত আছেন। আমার ও তোমাদের অবস্থা প্রকাশিত হয়ে যাবে। নিম্নের আয়াতটিও এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

يُلۡقِي ٱلرُّوحَ مِنۡ أَمۡرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৫) পৃথিবীতে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার কাছে খুশি সত্যসহ মালাইকা অবতীর্ণ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তাঁর কাছে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই।

جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ আল্লাহর নিকট হতে হক এবং মুবারাক শারীয়াত এসেছে। আর বাতিল ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন মহান

আল্লাহ বলেন ঃ

بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَـٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৮) মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানকার মূর্তিগুলোকে স্বীয় ধনুক দ্বারা আঘাত করছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেন ঃ

وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَـٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আর বল ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮১) আরও বলেছিলেন ঃ

قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ *বল ঃ সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।* (ফাতহুল বারী ৮/২৫২, মুসলিম ৩/১৪০৯, তিরমিযী ৮/৫৭৩, নাসাঈ ৬/৪৮৩)

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي

বল ঃ আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি তাহলে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি আমার রাব্ব অহী প্রেরণ করেন। যা কিছু উত্তম তা আল্লাহর নিকট থেকে এসে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলা যে অহী প্রেরণ করেন তাতে রয়েছে হক, পথ নির্দেশ এবং হিকমাত। সুতরাং যে বিপথগামী হয় তা হয় তার নিজের আমলের কারণে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) কোন এক বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমি যা বুঝি তা তোমাদেরকে বলি; যদি তা সঠিক হয় তাহলে জানবে যে, তা আল্লাহর তরফ থেকে, আর তা যদি সঠিক না হয় তাহলে তা আমার পক্ষ থেকে অথবা শাইতানের তরফ থেকে। তখন সেই ব্যাপারে আল্লাহ কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। (আবূ দাউদ ২/৫৮৯)

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন, তিনি খুব নিকটেই আছেন। আহ্বানকারীর আহ্বানে তিনি সদা সাড়া দেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন ঃ তোমরা

কোন বধিরকেও ডাকছনা এবং কোন অনুপস্থিতকেও ডাকছনা, বরং তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী, যিনি নিকটেই রয়েছেন এবং যিনি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দানকারী এবং তোমাদের প্রার্থনা কবূলকারী। (নাসাঈ ৬/৪৩৮, ফাতহুল বারী ৯/১৫৭, মুসলিম ৪/২০৭৬)

৫১। তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে! তারা অব্যাহতি পাবেনা এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে।	٥١. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ
৫২। আর তারা বলবে ঃ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে?	٥٢. وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ
৫৩। তারাতো পূর্বে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; তারা দূরবর্তী স্থান হতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুড়ে মারত।	٥٣. وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ
৫৪। তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।	٥٤. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍۭ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি ঐ কাফিরদের কিয়ামাতের দিনের ভীতি-বিহ্বলতা দেখতে! সব সময় তারা শাস্তি হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবে। কিন্তু পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় খুঁজে পাবেনা। পালিয়েও না, লুকিয়েও না, কারও সাহায্যেও না এবং কারও আশ্রয়েও না। **وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ** বরং পাশ হতেই তাদেরকে পাকড়াও করে নেয়া হবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এদিকে কাবর হতে বের হবে আর ওদিকে আবদ্ধ হয়ে যাবে। (তাবারী ২০/৪২৩) এদিকে দাঁড়াবে আর ওদিকে পাকড়াও হয়ে যাবে।

কিয়ামাতের দিন তারা বলবে ঃ **آمَنَّا بِهِ** আমরা এখন ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের উপর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ কিন্তু কোন লোক কোন দূরের জিনিস পাবার জন্য দূর থেকে হাত বাড়ালে তা যেমন ধরতে পারেনা, ঠিক তেমনই অবস্থা হবে ঐ লোকদের। আখিরাতের জন্য যে কাজ দুনিয়ায় করা উচিত ছিল সেই কাজ সে আখিরাতে করতে চায়। সুতরাং আখিরাতে ঈমান আনা বৃথা। তখন আর না তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হবে, আর না সেখানে কেঁদে-কেটে কোন লাভ হবে। না তাওবাহ, ফরিয়াদ, ঈমান ও ইসলাম কোন কাজ দিবে। ইতোপূর্বে দুনিয়ায় তারা সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছিল। না তারা আল্লাহকে মেনেছিল, না রাসূলের উপর ঈমান এনেছিল, আর না কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেছিল। এভাবেই নিজের খেয়াল-খুশী মত তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এসেছে, তাঁর নাবীকে যাদুকর বলেছে, আবার কখনও পাগল বলেছে, কিয়ামাতকে মিথ্যা বলেছে, বিনা প্রমাণে অন্যের ইবাদাত করেছে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনে উপহাস

করেছে। এখন তারা ঈমান আনছে ও অনুতপ্ত হচ্ছে।

মুজাহিদ (রহঃ) **وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ** এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ কিন্তু এখন তা কি করে সম্ভব? এখনতো (পরকালে) তাদের ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা পড়ে গেছে। (দুররুল মানসুর ৬/৭১৪) যুহরী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তারা যখন পরকালে পৌঁছে যাবে তখন চাবে যে, তারা যাতে ঈমান আনতে পারে, কিন্তু তখনতো পার্থিব আমলের সমস্ত বিষয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তারা তখন (পরকালে) এমন জিনিসের প্রার্থনা করবে যা অর্জন করা আর কখনও সম্ভব নয়, কারণ ঈমান আনার ব্যাপারটি পৃথিবীতেই শেষ হয়ে গেছে যা অন্য এক জগতের জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। দুনিয়া তাদের কাছ থেকে সরে গেছে, দুনিয়া হতে তারা এখন পৃথক হয়ে গেছে।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ তারাতো এর পূর্বে পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় ঈমান আনেনি, এখন ঈমান আনা কিংবা সৎ কাজ করে তা থেকে প্রতিদান পাবার আর কোন সুযোগ নেই।

وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ তারা তখন ঈমানের দা'ওয়াত কবূল করার ব্যাপারে ছিল ঘোর বিরোধী। তারা অদৃশ্য বিষয়ে ছিল সন্দিহান। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ

অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২২)

إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

আমরা মনে করি এটা একটি ধারনা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩২)

কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কিয়ামাত দিবস, জান্নাত এবং জাহান্নামের কোন অস্তিত্ব নেই বলে তারা অনুমান ভিত্তিক কথা বলত। (তাবারী ২০/৪২৯)

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ *তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে।* হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার সময় শেষ হয়ে গেছে। (তাবারী

২০/৪৩০) সুদ্দী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তাওবাহ করার সময় শেষ হয়ে গেছে। (দুররুল মানসুর ৬/৭১৫) মুজাহিদ (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ দুনিয়ার শান-শওকত এবং লোকবলের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। (তাবারী ২০/৪৩১) ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং আরও অনেকেরও একই অভিমত। আসলে এ দুই মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করা হবে। তারা দুনিয়ায় বসে যার আশা করত এবং পরকালে যা থেকে আশ্রয় পেতে চায় তার কোনটাই তাদেরকে দেয়া হবেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারাও মরণের পূর্বে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করত। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ.

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহয়ই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫)

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ তাদের সাথে আল্লাহর এই নিয়ম জারীই থাকল। কাফিরেরা উপকার লাভে বঞ্চিত হল। সারা জীবন তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে কাটিয়েছে। আযাব দেখে নেয়ার পর ঈমান আনয়ন বৃথা।

কাতাদাহর (রহঃ) একটি উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ তোমরা শক-সন্দেহ হতে বেঁচে থাক। এর উপর যার মৃত্যু হবে কিয়ামাতের দিন তাকে তারই উপর উঠানো হবে। আর যে ঈমানের উপর মারা যাবে তাকে ঈমানের উপরই উঠানো হবে।

সূরা সাবা -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৫ ঃ ফাতির, মাক্কী

٣٥ – سورة فاطر ' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৫. রুকূ ৫)

(اٰيَاتُهَا : ٤٥ ' رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই যিনি বাণীবাহক করেন মালাইকাকে যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	١. ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ جَاعِلِ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٍ مَّثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۚ يَزِيدُ فِي ٱلۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি فَاطِر শব্দের সঠিক অর্থ সর্বপ্রথম একজন আরাব বেদুঈন থেকে জানতে পেরেছি। ঐ লোকটি তার এক সঙ্গী বেদুঈনের সাথে ঝগড়া করতে করতে এলো। একটি কূপের ব্যাপারে তাদের বিরোধ ছিল। ঐ বেদুঈনটি বলল ঃ اَنَا فَطَرْتُهَا আমিই প্রথমে ওটা বানিয়েছি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এর অর্থ করেছেন ঃ পৃথিবী এবং আকাশমন্ডলীর উদ্ভাবক। (দুররুল মানসুর ৭/৩) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ যখনই কুরআনে فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ শব্দসমূহ উল্লেখ করা হয় তখনই এর অর্থ হবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা। (দুররুল মানসুর ৭/৩)

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ আল্লাহ তা'আলা নিজের ও তাঁর নাবীগণের মাঝে মালাইকাকে দূত করেছেন। মালাইকার ডানা রয়েছে, যার দ্বারা তারা উড়তে পারেন। যাতে তারা তাড়াতাড়ি আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূলদের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই ডানা বিশিষ্ট, কারও কারও তিন তিনটি ডানা আছে এবং কারও আছে চার চারটি ডানা। কারও কারও ডানা এর চেয়েও বেশী আছে। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাতে জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল। প্রত্যেক দুই ডানার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের সমপরিমাণ ব্যবধান ছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬১) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ইচ্ছা করলে তাদের ডানা বৃদ্ধি করেন অথবা যেভাবে খুশি সেইভাবে সৃষ্টি করেন। (দুররুল মানসুর ৭/৪)

২। আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেহ ওটা নিবারন করতে পারেনা এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে অতঃপর কেহ ওর উম্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢. مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আল্লাহর করুণা কেহ স্থগিত করতে পারেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায়। আর যা তিনি ইচ্ছা করেননা তা কখনও হয়না। যখন তিনি কেহকেও কিছু দেন তখন তা কেহ বন্ধ করতে পারেনা। আর যাকে তিনি দেননা তাকে কেহ দিতে পারেনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুগিরাহ ইব্ন শু'বাহর (রাঃ) আযাদকৃত দাস ওয়াররাদ (রাঃ) বলেন ঃ মু'আবিয়া (রাঃ) মুগিরাহ ইব্ন শু'বাহকে (রাঃ) একটি চিঠিতে লিখেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

থেকে আপনি যা শুনেছেন তা আমাকে লিখে জানান। তখন মুগিরাহ (রাঃ) লিখার জন্য আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমি লিখলাম ঃ ফার্য সালাত আদায় করার পর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠ করতে শুনেছি ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ‘ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَــدِيْر. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য-রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেহ রোধ বা বন্ধ করতে পারেনা এবং আপনি যা দেননা তা কেহ দিতে পারেনা। আর ধনবানকে ধন তার নিজ হতে কোন উপকার পৌঁছাতে পারেনা।

আমি তাঁকে পরচর্চা/খোশগল্প করা, বেশি বেশি প্রশ্ন করা, অর্থের অপচয় করা, শিশু কন্যাকে জীবন্ত কাবর দেয়া, মায়ের অবাধ্য হওয়া, নিজে গ্রহণ করে অথচ অন্যকে তা প্রদান না করার ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছি। (আহমাদ ৪/২৫০, ফাতহুল বারী ২/৩৭৮, ১১/১৩৭, ৫২১, মুসলিম ১/৪১৪, ৪১৫)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকূ’ হতে মাথা উঠানোর পর ঃ **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলতেন এবং তারপর নিম্নলিখিত কালেমাগুলি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ‘ مِلْءَ السَّمَوَات وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ‘ اَللَّهُمَّ أَهْلَ الثَّــنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ‘ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আপনার জন্যই প্রশংসা আকাশপূর্ণ, যমীনপূর্ণ এবং এর পরে আপনি যা চান সবকিছু পূর্ণ। হে আল্লাহ! আপনি প্রশংসা ও মর্যাদা বিশিষ্ট। বান্দা যা বলে তা থেকে যা সত্য তা হল আমরা প্রত্যেকেই আপনার বান্দা। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেহ বন্ধ করতে পারেনা এবং যা দেননা

তা কেহ দিতে পারেনা এবং ধনীকে তার ধন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন উপকার পৌঁছাতে পারেনা। (মুসলিম ১/৩৪৭) এ আয়াত আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের আয়াতের মত ঃ

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেহ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শান্তি পৌঁছাতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের কোন অপসারণকারী নেই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৭)

৩। হে লোকসকল! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রিয্ক দান করে? তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ?	٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

তাওহীদের উদাহরণ

এ কথারই দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সত্তা। কেননা সৃষ্টিকর্তা ও রিয্কদাতা শুধুমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁকে ছাড়া অন্যকে তাঁর অংশী করা অর্থাৎ মূর্তি কিংবা কোন দেব-দেবীর ইবাদাত করা সম্পূর্ণ ভুল।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ *তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ।* আসলে তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। অতএব তোমরা এত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সত্ত্বেও কেমন করে

অন্যদিকে ফিরে যাচ্ছ? কি করেই বা তোমরা অন্যের ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে পড়ছ? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৪। তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তোমার পূর্বেও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। আল্লাহর নিকটই সব কিছু প্রমানিত হবে।	٤. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ
৫। হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।	٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ
৬। শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়।	٦. إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও অস্বীকার করা হয়েছিল বলে সান্ত্বনা দান এবং কিয়ামাত দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যদি তোমার যুগের কাফিরেরা তোমার

বিরুদ্ধাচরণ করে, তোমার প্রচারিত তাওহীদকে এবং স্বয়ং তোমার রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে এতে তুমি মোটেই নিরুৎসাহিত হবেনা। তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও এরূপ আচরণ করা হয়েছিল।

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ জেনে রাখবে যে, সবকিছুই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। সৎকর্মশীলদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন এবং পাপীদেরকে দিবেন শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ হে লোকসকল! কিয়ামাত একটি ভীষণ ঘটনা। এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ এর ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা চরম সত্য। সেখানকার চিরস্থায়ী নি'আমাতের পরিবর্তে এখানকার ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগে জড়িয়ে পড়না।

فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তির মোহ যেন তোমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত না করে!

وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّه الْغَرُورُ *এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।* অর্থাৎ শাইতানের চক্রান্ত হতে খুব সতর্ক থাকবে। তার প্রতারণার ফাঁদে কখনও পড়না। তার মিথ্যা, চটকদার ও চমকপ্রদ কথায় কখনও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য কালামকে পরিত্যাগ করনা। সূরা লুকমানের শেষেও অনুরূপ আয়াত রয়েছে।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ

সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৩) এখানে প্রবঞ্চক ও প্রতারক বলা হয়েছে শাইতানকে। এরপর মহান আল্লাহ শাইতানের শত্রুতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخذُوهُ عَدُوًّا *শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর।* সে যা বলে তোমরা তার বিরোধিতা করবে। সে তোমাদেরকে কথার প্যাচে উত্তেজিত করতে চাইলে তোমরা তাকে উল্টা উত্তেজিত করে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিবে।

إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়। তাহলে কেন তোমরা তার কথা মানবে এবং তার প্রতারণায় প্রতারিত হবে?

আমরা মহাশক্তিশালী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে শাইতানের শত্রু করে রাখেন এবং আমাদেরকে তার প্রতারণা হতে রক্ষা করেন। আর আমাদেরকে যেন তিনি তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন! নিশ্চয়ই তিনি যা চান তা করতে তিনি সক্ষম এবং তিনি প্রার্থনা কবূলকারী।

এই আয়াতে যেমন শাইতানের শত্রুতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে সূরা কাহফের নিম্নের আয়াতেও তার শত্রুতার বর্ণনা রয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا

এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম ঃ তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

৭। যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।	**٧. ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ**

٨. أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ	**৮। কেহকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎ কাজ করে? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।**

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং মু'মিনদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাইতানের অনুসারীদের স্থান জাহান্নাম। এ জন্য এখানে বলা হচ্ছে ঃ কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, যেহেতু তারা শাইতানের অনুসারী ও রাহমানের অবাধ্য। মু'মিনদের যদি কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে হয়তো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের যে সৎ আমল রয়েছে সেজন্য তারা বড় রকমের বিনিময় লাভ করবে। কাফির ও বদ লোকেরা তাদের দুষ্কর্মকে ভাল কাজ মনে করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء এরূপ বিভ্রান্ত লোকদের উপর তোমার কি ক্ষমতা আছে? হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর হাতে।

فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ সুতরাং তোমার উচিত তাদের জন্য চিন্তা না করা। তাদের কথা চিন্তা করে তোমার নিজেকে ধ্বংস করা উচিত না। আল্লাহর লিখন জারী হয়ে গেছে। কাজের গোপন তথ্য সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ছাড়া আর কেহ জানেনা। পথভ্রষ্ট ও হিদায়াত করণেও তাঁর হিকমাত নিহিত রয়েছে। তাঁর কোন কাজই হিকমাত বহির্ভূত নয়।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ বান্দার সমস্ত কাজ তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

৯। আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি ওটা দ্বারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এ রূপেই হবে।	٩. وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابٗا فَسُقۡنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٖ مَّيِّتٖ فَأَحۡيَيۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ
১০। কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে, আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই।	١٠. مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ أُوْلَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ
১১। আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে; অতঃপর শুক্র বিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ	١١. وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ جَعَلَكُمۡ أَزۡوَٰجٗاۚ وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ

إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ	**ধারণ করেনা এবং প্রসবও করেনা; কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।**

জীবন ও মৃত্যুর আলামত

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর কুরআনুল কারীমে প্রায়ই মৃত ও শুষ্ক জমি পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা হাজ্জে উল্লেখ করা রয়েছে।

ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ

অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫) এতে বান্দার জন্য পূর্ণ উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং মৃতদের জীবিত হওয়ার পূর্ণ দলীল এতে বিদ্যমান রয়েছে যে, জমি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে এবং তাতে সজীবতা মোটেই পরিলক্ষিত হয়না। কিন্তু যখন মেঘ জমে বৃষ্টি হয় তখন ঐ জমির শুষ্কতা সজীবতায় এবং মরণ জীবনে পরিবর্তিত হয়। এভাবেই বানী আদমের উপকরণ কাবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আরশের নীচ থেকে, আল্লাহর হুকুমের সাথে সাথে সবগুলি একত্রিত হয়ে কাবর থেকে উদগত হতে শুরু করবে, যেমন মাটি হতে গাছ বের হয়ে আসে কিংবা মাটি হতে চারা বের হয়। সহীহ হাদীসে আছে যে, সমস্ত আদম সন্তান মাটিতে গলে পচে যায়। কিন্তু তার একটি হাড় আছে যাকে বলা হয় *রেড়* বা জন্ম হাড়, সেটা পচেও না, নষ্টও হয়না। এ হাড়ের দ্বারাই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আবার সৃষ্টি করা হবে। (মুসলিম ৪/২২৭১)

كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ঠিক তেমনই বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আবার জীবন আছে। আবূ রাযীন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন? আর তাঁর সৃষ্টিজগতে এর কি নিদর্শন আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আবূ রাযীন! তুমি কি তোমার আশে-পাশের যমীনের উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াওনি? তুমি কি দেখনি যে, জমিগুলি শুষ্ক ও ফসলবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে? অতঃপর যখন তুমি পুনরায় সেখান দিয়ে গমন কর তখন কি তুমি দেখতে পাওনা যে, ঐ জমি সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠেছে? আবূ রাযীন (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, এমনতো প্রায়ই চোখে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন। (আহমাদ ৪/১২)

দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং বিজয় তাদেরই জন্য যারা আল্লাহকে মেনে চলে

মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا কেহ ক্ষমতা, সম্মান প্রতিপত্তি চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সব ক্ষমতাতো আল্লাহরই। অর্থাৎ যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত থাকতে চায় তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে চলতে হবে। তিনিই তার এ উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহই একমাত্র সত্তা যাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা, ইয্যাত ও সম্মান বিদ্যমান রয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

যারা মু'মিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৯) অন্যত্র আছে ঃ

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলি বিষণ্ন না করে। সকল ক্ষমতা এবং ইয্যাত আল্লাহরই জন্য। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু সম্মানতো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা

এটা জানেনা। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৮)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মূর্তি/প্রতিমা পূজায় ইয্যাত নেই, ইয্যাতের অধিকারীতো একমাত্র আল্লাহ। (তাবারী ২০/৪৪৩) ভাবার্থ এই যে, ইয্যাত অনুসন্ধানকারীর আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কাজে লিপ্ত থাকা উচিত। আর এটাও বলা হয়েছে যে, কার জন্য ইয্যাত তা যে জানতে চায় সে যেন জেনে নেয় যে, সমস্ত ইয্যাত আল্লাহরই জন্য। (তাবারী ২০/৪৪৪)

উত্তম আমল আল্লাহরই তরফ হতে

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ *কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই।* মুখারিক ইব্ন সুলাইম (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) আমাদেরকে বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে যতগুলি হাদীস বর্ণনা করি সবগুলিরই সত্যতা আল্লাহর কিতাব হতে পেশ করতে পারি। জেনে রেখ যে, মুসলিম বান্দা যখন ঃ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ اَكْبَرُ' تَبَارَكَ اللَّهُ

এই কালেমাগুলি পাঠ করে তখন মালাইকা/ফেরেশতারা এগুলি তাদের ডানার নীচে নিয়ে আসমানের উপর উঠে যান। এগুলি নিয়ে তারা মালাইকার যে দলের পাশ দিয়ে গমন করেন তখন ঐ দলটি এই কালেমাগুলি পাঠকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত জগতসমূহের রাব্ব মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে এই কালেমাগুলি পেশ করা হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২০/৪৪৪)

নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিক্র করে তাদের জন্য এই কালেমাগুলি আরশের আশে-পাশে মৌমাছির মত গুনগুন করে আল্লাহর সামনে তাদের কথা আলোচনা করে। তোমরা কি পছন্দ করনা যে, সদা-সর্বদা তোমাদের যিক্র আল্লাহর সামনে আলোচিত হতে থাকুক? (আহমাদ ৪/২৬৮, ইব্ন মাজাহ ২/১২৫২)

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ *এবং সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে।* আলী ইব্ন আবী

তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম কথা হল আল্লাহর যিক্‌র এবং উত্তম আমল হচ্ছে যথাসময়ে ফার্‌য কাজসমূহ পালন করা। যখন কেহ আল্লাহর যিক্‌র করার সাথে সাথে ফার্‌য আমলসমূহ পালন করতে থাকে তখন তার সমস্ত আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। অন্য দিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র করে, কিন্তু সে ফার্‌য আমলসমূহ করা থেকে বিরত থাকে তখন তার যিক্‌র আল্লাহ সুবহানাহু প্রত্যাখ্যান করেন। (তাবারী ২০/৪৪৫)

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَات *আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি আটে*। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং শাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ) বলেন ঃ যারা মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে তারা হল ঐসব লোক যারা ফাঁকিবাজ ও রিয়াকারী বা লোক দেখানো কাজ করে থাকে। (তাবারী ২০/৪৪৭) বাহ্যিকভাবে যদিও এটা লোকদের কাছে প্রকাশিত হয় যে, তারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ও চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। তাদের মিথ্যাবাদিতা আজ না হলেও কাল প্রকাশ পাবেই। জ্ঞানীরা তাদের চক্রান্ত ধরে ফেলবে। কোন লোক যে কাজ করে তার লক্ষণ তার চেহারায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার ভাষা ও কথা ঐ রংয়েই রঞ্জিত হয়ে থাকে। ভিতর যেমন হয় তেমনিভাবে তার প্রতিচ্ছায়া বাইরেও প্রকাশ পায়। রিয়াকারীর বে-ঈমানী বেশীদিন গোপন থাকেনা। নির্বোধরা তাদের চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে থাকে সেটা অন্য কথা। মু'মিন ব্যক্তি পুরামাত্রায় জ্ঞানী ও বিবেকবান হয়ে থাকে। তারা তাদের ধোঁকাবাজি হতে বেশ সতর্ক থাকে।

আল্লাহই গাইবের মালিক এবং তিনিই ওয়াকিফহাল

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا আল্লাহ তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বংশকে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানির (শুক্র বিন্দুর) মাধ্যমে জারী রেখেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন অর্থাৎ নর ও নারী। এটাও আল্লাহর এক বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি নরদের জন্য নারী বানিয়েছেন, যারা তাদের শান্তি ও আরামের উপকরণ।

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِه আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করেনা এবং সন্তানও প্রসব করেনা।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫৯) নিম্নের আয়াতগুলিও এ আয়াতের অনুরূপ ঃ

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ. عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা’দ, ১৩ ঃ ৮-৯) এর পূর্ণ তাফসীর এখানে বর্ণিত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه إِلَّا فِي كِتَاب কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না, কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে।

وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه তে ‘ه’ সর্বনামটির ফিরবার স্থান **جنس** অর্থাৎ মানব। কেননা দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যাপারটি কিতাবে রয়েছে এবং আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞানে তার আয়ু হতে কম করা হয়না।

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা যে ব্যক্তির জন্য দীর্ঘায়ু নির্ধারণ করে রেখেছেন সে তা পুরা করবেই। কেননা ঐ দীর্ঘায়ু তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যার

জন্য তিনি স্বল্পায়ু নির্ধারণ করেছেন তার জীবন ঐ পর্যন্তই পৌঁছবে। এ সবকিছু আল্লাহর কিতাবে পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই সহজ।

কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যে নির্ধারিত কাল লিখিত হয়েছে এবং ওর মধ্য হতে যা কিছু অতিবাহিত হয়েছে সবই আল্লাহর অবগতিতে আছে এবং তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে চায় যে, তার রিয্ক ও বয়স বেড়ে যাক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে। (ফাতহুল বারী ৪/৫৫৩, মুসলিম ৪/১৯৮২, আবূ দাঊদ ২/৩২১, নাসাঈ ৬/৪৩৮)

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ এটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। এটা তাঁর অবগতিতে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি সব কিছুই জানেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই।

১২। দু'টি দরিয়া একরূপ নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং অলংকার যা তোমরা পরিধান কর, এবং রত্নাবলী আহরণ কর এবং তোমরা দেখ যে, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।	١٢. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহর দয়া ও নিদর্শন

বিভিন্ন প্রকার জিনিস সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের অসীম ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশ করছেন। তিনি দুই প্রকারের সাগর সৃষ্টি করেছেন। একটির পানি স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও সুপেয়। এই প্রকারের পানি হাটে, মাঠে, জঙ্গলে, বাগানে সব সময় প্রবাহিত হতে রয়েছে।

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا অন্যটির পানি লবণাক্ত ও তিক্ত, যার উপর দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলাচল করে। এ দুই প্রকারের সাগর থেকে মানুষ মাছ ধরে এবং তাজা গোশত খেয়ে থাকে।

وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا আবার ওর মধ্য হতে অলংকার বের করে। অর্থাৎ মণি-মুক্তা ইত্যাদি।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২২-২৩) وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ এই জাহাজগুলি পানি কেটে চলাফিরা করে। বাতাসের মুকাবিলা করে চলতে থাকে, যেন মানুষ তার সাহায্যে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারে। যেন তারা এক দেশ হতে অন্য দেশে পৌঁছতে পারে। সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তারা যে বানিজ্য করার সুযোগ পেয়েছে এ জন্য যেন তারা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। তিনি এগুলিকে মানুষের অনুগত করেছেন। মানুষ সাগর, দরিয়া ও নদী হতে জাহাজ দ্বারা লাভবান হতে পারে। সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহ আসমান ও যমীনকে মানুষের অনুগত করেছেন। এগুলি সবই তাঁর ফাযল ও কারম।

১৩। তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ	١٣. يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ

وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ	করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব! সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুর বীচির আবরণেরও অধিকারী নয়।
١٤. إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ	১৪। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করছ তা তারা কিয়ামাত দিনে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা।

মূর্তি পূজকদের দেবতারা *‘এক কিতমীর’* পরিমানেরও মালিক নয়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পূর্ণ শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাতকে অন্ধকারময় এবং দিনকে জ্যোতির্ময় করে সৃষ্টি করেছেন। কখনও তিনি রাতকে বড় করেছেন আবার কখনও দিনকে বড় করেছেন। আবার কখনও রাত-দিনকে সমান করেছেন। কখনও হয় শীতকাল, আবার কখনও হয় গ্রীষ্মকাল।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তিনি সূর্য, চন্দ্র এবং স্থির ও চলমান তারকারাজিকে বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে রয়েছে। পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ এই ব্যবস্থা কায়েম রেখেছেন كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى আর নির্ধারিত সময় অর্থাৎ

কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে।

ذَلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ যে আল্লাহ এ সবকিছু করেছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বূদ হওয়ার যোগ্য। তিনি সবারই পালনকর্তা। তিনি ছাড়া কেহই মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয়।

وَالَّذينَ تَدْعُونَ من دُونه আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করছে, তারা মালাইকাই হোক না কেন, সবাই তাঁর সামনে উপায়হীন ও ক্ষমতাহীন। খেজুরের আঁটির আবরণেরও তারা অধিকারী নয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ আল আউফী (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, *'কিতমির'* শব্দের অর্থ হচ্ছে খেজুরের বীচির সাথে সাদা যে আবরণ থাকে তা। (তাবারী ২০/৪৫৩) অন্যভাবে বলা যায় যে, আকাশ ও পৃথিবীর অতি নগণ্য জিনিসেরও তারা মালিক নয়। তাই মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের ডাক শোনেই না। তোমাদের এই মূর্তিগুলোতো প্রাণহীন। তাদের কান নেই যে, তারা শুনতে পাবে। যাদের প্রাণ নেই তারা শুনবে কিরূপে?

وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ আর যদি মনে করা হয় যে, তারা তোমাদের ডাক শুনতে পায়, তাহলেও কিন্তু তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। কেননা তারাতো কোন কিছুরই মালিক নয়। সুতরাং তারা তোমাদের কোন প্রয়োজন পুরা করতে পারেনা।

وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفُرُونَ بشِرْككُمْ কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের ইবাদাত তথা শির্ককে অস্বীকার করবে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা

কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২)

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ আল্লাহ তা'আলার ন্যায় সত্য সংবাদ আর কে দিতে পারে? তিনি যা কিছু বলেন তা অবশ্য অবশ্যই হবে। যা কিছু হচ্ছে বা হবে তিনি সেই সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর মত খবর আর কেহই দিতে পারেনা।

১৫। হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	١٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ
১৬। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন।	١٦. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
১৭। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।	١٧. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ
১৮। কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা	١٨. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا

تُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ	**হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি শুধু সতর্ক করতে পার তাদেরকে যারা তাদের রাব্বকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেহ নিজেকে পরিশোধন করে সেতো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহরই নিকট।**

প্রতিটি মানুষ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল; তারা প্রত্যেকে কিয়ামাত দিবসে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলূক হতে অভাবশূন্য, আর সমস্ত মাখলূক তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত এবং সবাই অভাবী। তিনি বেপরোয়া এবং সমস্ত সৃষ্টজীবই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সামনে হেয় ও তুচ্ছ এবং তিনি মহা প্রতাপশালী ও বিজয়ী। সৃষ্টি জগতের সবাই অসহায় ও নিরুপায়। বেপরোয়া, অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত একমাত্র আল্লাহ।

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি যা করেন সবকিছুতেই তিনি প্রশংসনীয়। তাঁর কোন কাজই হিকমাত ও প্রশংসাশূন্য নয়। নিজ কথা ও কাজে, নিজ বিধানে, তাকদীর নির্ধারণে, মোট কথা তাঁর সব কাজই প্রশংসার যোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ হে লোকসকল! আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কিয়ামাতের দিন কেহ তার বোঝা অন্যের উপর চাপাতে চাইলে তা পূর্ণ হবেনা। এমন কেহ সেখানে থাকবেনা যে তার বোঝা বহন করবে। বন্ধু-বান্ধব ও নিকটতম আত্মীয়রা সবাই সেদিন মুখ ফিরিয়ে নিবে।

হে লোকেরা! জেনে রেখ যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। সেদিন সবারই উপর একই রকম বিপদ আসবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ হে নাবী! তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তোমার প্রচারিত বাণীকে বিশ্বাস করে, তাদের রাব্বকে না দেখে ভয় করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের রবের সব আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ যে কেহ নিজেকে সংশোধন করে সেতো সংশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহর কাছেই তাদের ফিরে যেতে হবে। তার কাছে হাযির হয়ে হিসাব দিতে হবে। তিনি স্বয়ং আমলের বিনিময় প্রদান করবেন। উত্তম আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলের জন্য খারাপ প্রতিদান।

১৯। সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান -	١٩. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ
২০। অন্ধকার ও আলো -	٢٠. وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ
২১। ছায়া ও রোদ -	٢١. وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ
২২। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে।	٢٢. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ

২৩। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র	٢٣. إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ
২৪। আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।	٢٤. إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
২৫। তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল; তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।	٢٥. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ
২৬। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর আমার শাস্তি!	٢٦. ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

মু'মিন এবং কাফির কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, মু'মিন ও কাফির সমান নয়, যেমন সমান হয়না অন্ধ ও চক্ষুস্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত। এগুলোর মাঝে যেমন আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনই ঈমানদার ও কাফিরদের মাঝে সীমাহীন পার্থক্য বিরাজমান। মু'মিন ও কাফিরের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনের হৃদয় হচ্ছে জীবিত এবং কাফিরের হৃদয় মৃত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২২) আর এক আয়াতে আছে ঃ

مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু' ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৪) মু'মিনেরতো চোখ আছে ও কান আছে। সে আলোক প্রাপ্ত। সে সরল সঠিক পথে রয়েছে। সে ছায়া ও নাহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কাফির অন্ধ ও বধির। সে দেখতেও পায়না, শুনতেও পায়না। অন্ধকারে সে জড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের অন্ধকার হতে বের হতে পারবেনা। সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে যা অত্যন্ত গরম ও কঠিন তাপবিশিষ্ট এবং দাহনকারী কালো ধোয়া সমৃদ্ধ আগুনের ভাণ্ডার।

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء আল্লাহ যাকে চাইবেন শুনিয়ে দিবেন অর্থাৎ এমনভাবে শোনার তাওফীক দিবেন যে, সে শুনে কবূলও করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ যে কাবরে আছে তাকে তুমি (মুহাম্মাদ সঃ) শোনাতে সমর্থ হবেনা। অর্থাৎ কেহ যখন মরে যায় এবং তাকে সমাধিস্থ করা হয় তখন তাকে ডাকা যেমন বৃথা, তেমনই কাফিরদেরকে হিদায়াতের দা'ওয়াত দেয়া বৃথা। অনুরূপভাবে মুশরিকদের উপরও দুর্ভাগ্য ছেয়ে গেছে। সুতরাং তাদের হিদায়াত লাভের কোন আশা নেই।

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ হে নাবী! তুমি তাদেরকে কখনও হিদায়াতের উপর আনতে পারনা। তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। তোমার কাজ শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করার মালিক আল্লাহ।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا *আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে।* অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ এবং কাফিরদের জন্য সতর্ক বাণী। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلاَ فِيهَا نَذِيرٌ আদম সন্তানদের মধ্যে এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেননি, যাতে তাদের কোন রকম অযুহাত পেশ করার অবকাশ না থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً

আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ অতএব এদের এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্বের লোকেরাও তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল। তবুও তারা তাঁদেরকে বিশ্বাস করেনি।

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ তাদের অবিশ্বাস করার পরিণাম এই হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলেন এবং তাঁর শাস্তি ছিল কতই না ভয়ংকর।

২৭। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি? পাহাড়ের	٢٧. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ

মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের ফল - শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো।	ثَمَرَٰتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ
২৮। এভাবে রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।	٢٨. وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

আল্লাহরই রয়েছে সুনিশ্চিত শক্তি

রবের পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয় যে, একই প্রকারের বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের নমুনা চোখে পড়ে! আসমান হতে একই পানি বর্ষিত হয়, আর এই পানি হতে বিভিন্ন রং বেরংয়ের ফল উৎপাদিত হয়। যেমন লাল, সবুজ, সাদা ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটির স্বাদ পৃথক, গন্ধ পৃথক। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَـٰوِرَٰتٌ وَجَنَّـٰتٌ مِّنْ أَعْنَـٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শস্যক্ষেত, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খেজুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব

দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪)

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا অনুরূপভাবে পাহাড়ের সৃষ্টিও বিভিন্ন প্রকারের। কোনটি সাদা, কোনটি লাল এবং কোনটি কালো। কোনটিতে রাস্তা ও ঘাঁটি আছে, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি অসমতল। আবূ মালিক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু কিছু পাহাড় রয়েছে যা খুবই কালো। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ *'আল গারা'বিব'* হল উঁচু এবং কালো পাহাড়। আবূ মালিক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২০/৪৬১) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আরাবরা যখন কোন জিনিসকে অত্যন্ত কালো বুঝাতে চায় তখন *'গিরবিব'* শব্দটি ব্যবহার করে।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ এই প্রাণহীন জিনিসের পর এখন প্রাণীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। এদের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ, জানোয়ার এবং চতুস্পদ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের বিভিন্ন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা যাবে যদিও তারা সবাই পায়ে ভর দিয়ে হাটে। মানুষের মধ্যে বার্বার, ইথিওপিয়ান এবং আরও অনেক জাতি সম্পূর্ণ কালো বর্ণের হয়ে থাকে। রোমানরা হয় অত্যন্ত সাদা বর্ণের, আরাবীয়রা এই দুইয়ের মধ্যম বর্ণের এবং ভারতীয়রা তাদের কাছাকাছি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২২) অনুরূপভাবে চতুস্পদ জন্তু ও অন্যান্য প্রাণীর রং এবং রূপও পৃথক পৃথক। এমনকি একই প্রকারের জন্তুর মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের রং রয়েছে এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, একটি জন্তুরই দেহের রং বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুবহানাল্লাহ! সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না কল্যাণময়! এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। কারণ তারা জানে ও বুঝে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি যত

বেশী আল্লাহ সম্বন্ধে অবগত হবে ততই সে মহান, শক্তিশালী ও জ্ঞানী আল্লাহর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে এবং তার অন্তরে তাঁর ভয় তত বেশী হবে। যে জানবে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান সে পদে পদে তাঁকে ভয় করতে থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান যার অন্তরে স্থান পাবে সে তাঁর সাথে কেহকেও শরীক করবেনা। তাঁর কৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানবে, তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং তাঁর কথা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে সে সত্য বলে মেনে নিবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ ভীতিও একটি শক্তি। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এ ভীতি পর্দা স্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহর নাফরমানীর মাখঝানে এটা বাধা হয়ে যায়। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, আলেম তাকেই বলে যে আল্লাহকে না দেখেই তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে ও তাঁর অসন্তুষ্টির কাজকে ঘৃণা করে এবং তা হতে বিরত থাকে।

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আবূ হাইয়ান আত তাইমী (রহঃ) থেকে, তিনি এক লোক থেকে বর্ণনা করেন ঃ জ্ঞানী হল তিন প্রকারের। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে এবং তাঁর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, কিন্তু তাঁর হুকুম সম্পর্কে কিছুই জানেনা এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, কিন্তু সে আল্লাহ সম্পর্কে জানেনা। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানে এবং তাঁর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে সে'ই আল্লাহকে ভয় করে; সে তাঁর হুকুমাতের সীমা সম্পর্কে জানে এবং তার জন্য কি কি করা ফার্‌য তাও সে জানে। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানে, কিন্তু তাঁর আদেশ সম্পর্কে অবগত নয় সে আল্লাহকে ভয় করে, কিন্তু আল্লাহর আইন এবং ফার্‌য আমলসমূহের ব্যাপারে সে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে অবহিত কিন্তু আল্লাহকে চিনেনা/জানেনা সে যে ফার্‌য আমলসমূহ করতে হবে তা জানলেও তার ভিতর আল্লাহ ভীতি নেই। তাই সে আল্লাহকে ভয় করে চলেনা।

২৯। যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের	٢٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই -	يَرْجُونَ تِجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ
৩০। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।	٣٠. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ

মুসলিমরাই পরকালে প্রতিদান পাবার যোগ্য

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু’মিন বান্দাদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়নে রত থাকে, ঈমানের সাথে তা পাঠ করে, ভাল আমল ছেড়ে দেয়না, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান খাইরাত করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এ সবের সাওয়াবের আশা করে শুধু আল্লাহর কাছে, আর তা পাওয়া নিশ্চিতরূপেই সত্য। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِه আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দিবেন যা তাদের কল্পনায়ও থাকবেনা। إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল এবং বড় গুণগ্রাহী। ছোট ছোট আমলেরও তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

৩১। আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কিছু জানেন ও দেখেন।	٣١. وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ

কুরআন হল সত্য বাণী বহনকারী আল্লাহর কিতাব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। পূর্ববর্তী কিতাবগুলি যেমন এর সত্যতার খবর দেয়, অনুরূপভাবে এই কিতাবও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতার সমর্থক।

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন। অনুগ্রহের হকদার কে তিনি তা ভালরূপেই জানেন। নাবীদেরকে তিনি স্বীয় প্রশস্ত জ্ঞানে সাধারণ লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতঃপর নাবীদেরও পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা ও ফাযীলাত নির্ধারণ করেছেন এবং সাধারণভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সবচেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। নাবীগণের সবারই প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

৩২। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থি এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ।	٣٢. ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

তিন ভাগে কুরআনের ওয়ারিশ ভাগ হয়ে গেছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি এই সম্মানিত কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আমার মনোনীত বান্দাদের হাতে প্রদান করেছি অর্থাৎ এই উম্মাতে মুহাম্মাদীর হাতে। অতঃপর তাদের মধ্যে তিন প্রকারের লোক হয়ে যায়।

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ কেহ কেহতো কিছু আগে-পিছে হয়ে যায়, তারা ফারয

কাজগুলি করার ব্যাপারে সতর্ক নয়। তাদের দ্বারা কিছু হারাম কাজও হয়ে যায়।

وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যপন্থী রয়েছে, যারা তাদের জন্য নির্ধারিত আমলের প্রতি মনোযোগী এবং হারাম থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ওয়াজিবগুলি পালন করেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভাল কাজ তাদের থেকে ছুটেও গেছে এবং কখনও কখনও অপছন্দনীয় কাজও তাদের দ্বারা হয়ে গেছে।

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ আর কতকগুলি লোক আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী রয়েছে। তাদের প্রতি নির্ধারিত কাজগুলিতো তারা পালন করেছেই, এমনকি যে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সেই কাজগুলিকেও তারা কখনও ছাড়েনি। আর হারাম কাজগুলো হতেতো দূরে থেকেছেই, এমনকি অপছন্দনীয় কাজগুলোকেও ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া কোন কোন সময় মুবাহ কাজগুলোকেও ভয়ে পরিত্যাগ করেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মনোনীত বান্দা দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর সব কিতাবেরই ওয়ারিস বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি করেছে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। তাদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী তাদের সহজভাবে হিসাব নেয়া হবে। আর যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২০/৪৬৫)

আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্যই আমার শাফা'আত।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী লোকেরাতো বিনা হিসাবেই জান্নাতে চলে যাবে। যারা মধ্যপন্থি তারাও আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে জান্নাতে যাবে। আর নিজেদের উপর অত্যাচারকারী ও আ'রাফবাসীরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা'আতের ফলে জান্নাতে যাবে। (তাবারানী ১১/১৮৯) সালাফগণের অনেকে বলেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর অনেকে আছে যারা নিজেদের জীবনে অনেক অত্যাচার করেছে, কিন্তু তথাপিও মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেছেন, যদিও তারা আমলের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নয়, বরং তাদের আমলে ঘাটতি রয়েছে। পূর্বযুগীয় কোন কোন মনীষী এটাও বলেছেন যে, এ লোকগুলো না এই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত, না তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং

না তারা আল্লাহর কিতাবের ওয়ারিশ। বরং এর দ্বারা কাফির, মুনাফিক ও বাম হাতে আমলনামা প্রাপকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এটাই যে, তারা এই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত।

আলেমগণের মর্যাদা

এই নি'আমাতের অধিকারী লোকদের মধ্যে আলেমগণ সবচেয়ে বেশী ঈর্ষার পাত্র এবং এই নি'আমাতের তাঁরাই সবচেয়ে বেশী হকদার। যেমন কায়েস ইব্ন কাসীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাদীনাবাসী একজন লোক দামেস্কে আবূ দারদার (রাঃ) নিকট গমন করে। তখন আবূ দারদা (রাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ভাই! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? উত্তরে লোকটি বলে ঃ একটি হাদীস শোনার জন্য যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে থাকেন। তিনি বললেন ঃ কোন ব্যবসার উদ্দেশে আসনি তো? জবাবে সে বলল ঃ না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তাহলে অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছ কি? সে উত্তর দিল ঃ না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে তুমি কি শুধু এই হাদীসের সন্ধানেই এসেছ? সে জবাব দিল ঃ জি, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্মের সন্ধানে সফরে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে চালিত করেন এবং (রাহমাতের) মালাইকা/ফেরেশতারা ইল্ম অনুসন্ধানকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের উপর তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও যমীনে অবস্থানকারী সবাই বিদ্যানুসন্ধানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যে মাছগুলিও (ক্ষমা প্রার্থনা করে)। (মূর্খ) ইবাদাতকারীদের উপর আলেমের ফাযীলাত এমনই যেমন চন্দ্রের ফাযীলাত সমস্ত তারকার উপর। নিশ্চয়ই আলেমরা নাবীগণের ওয়ারিশ। আর নাবীগণ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) রেখে যাননা, বরং তাঁরা রেখে যান ইল্ম। যে তা গ্রহণ করে সে খুব বড় সৌভাগ্য লাভ করে। (আহমাদ ৫/১৯৬, আবূ দাঊদ ৪/১৫৭, তিরমিযী ৭/৪৫০, ইব্ন মাজাহ ১/৮১)

৩৩। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং	٣٣. جَنَّٰتُ عَدۡنٍ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ

সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের।	وَلُؤۡلُؤًاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٌ
৩৪। এবং তারা বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করেছেন! আমাদের রাব্বতো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।	٣٤. وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَذۡهَبَ عَنَّا ٱلۡحَزَنَۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
৩৫। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা। এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা।	٣٥. ٱلَّذِيٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلۡمُقَامَةِ مِن فَضۡلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ সৌভাগ্যবান লোকদেরকে আমি আমার কিতাবের ওয়ারিশ করেছি, আর কিয়ামাতের দিন তাদেরকে আমি চিরস্থায়ী নি'আমাত বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করাব।

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا সেখানে আমি তাদেরকে স্বর্ণ ও মুক্তা নির্মিত কংকন পরাবো। যেমন সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনের অলংকার ঐ পর্যন্ত হবে যে পর্যন্ত অযূর পানি পৌঁছে থাকে। (মুসলিম ১/২১৯)

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ সেখানে তাদের পোশাক হবে খাঁটি রেশমের, দুনিয়ায় তাদেরকে যা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি রেশম পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পাবেনা। (ফাতহুল বারী ১০/২৯৬) তিনি আরও বলেছেন ঃ ওটা (রেশম) তাদের (কাফিরদের) জন্য দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখিরাতে। (ফাতহুল বারী ১০/১৯৬)

وَقَالُوا الْحَمْدُ للّه الَّذي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ তারা বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন, যিনি আমাদের থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা, উদ্বেগ, লজ্জা ও অনুতাপ দূর করে দিয়েছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বলেছেন ঃ তিনি তাদের বড় (কাবিরাহ) পাপগুলো ক্ষমা করে দেন এবং দু'একটি ছোট খাট আমল করলে তার প্রশংসা করেন। তারা আরও বলবে ঃ

الَّذي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَة من فَضْله শোকর আল্লাহর যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। আমাদের আমলতো এর যোগ্যই ছিলনা। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহকেও তার আমল কখনও জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকেও না? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, আমাকেও না, তবে এ অবস্থায় আল্লাহ আমাকে তাঁর রাহমাত ও অনুগ্রহ দ্বারা ঢেকে নিবেন। (ফাতহুল বারী ১০/১৩২) তারা বলবে ঃ

لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ এখানেতো ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা। রূহতে থাকবে আলাদা খুশী এবং দেহেও থাকবে আলাদা শান্তি। দুনিয়ায় তাদেরকে আল্লাহর পথে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল এটা তারই প্রতিদান। আজ শুধু শান্তি আর শান্তি। তাদেরকে বলা হবে ঃ

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৪)

৩৬। কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা।	٣٦. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم

مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ	এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।
٣٧. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ	৩৭। সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

কাফিরদের শাস্তি এবং জাহান্নামে তাদের অবস্থান

সৎ লোকদের (জান্নাতের) সুখ-শান্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদের আর কখনও মৃত্যু হবেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

সেখানে তারা মরবেও না, বাঁচবেও না। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭৪) সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী তাদের সেখানে মৃত্যুও হবেনা এবং তারা সেখানে বেঁচেও থাকবেনা (অর্থাৎ সুখময় জীবন লাভ করবেনা)। (মুসলিম ১/১৭২) তারা বলবে ঃ

وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা) তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে।.(সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৭) এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুকেই নিজেদের জন্য আরাম ও শান্তি দায়ক মনে করবে। কিন্তু মৃত্যু আসবেনা এবং তাদের শাস্তিও কম করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবেনা এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৪-৭৫) তারা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে যাবে। যেমন এক জায়গায় ঘোষিত হয়েছে ঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

যখনই তা (জাহান্নাম) স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমিতো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩০) মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন এবং দুনিয়ায় ফিরে যেতে দিন। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা সৎ কাজ করব এবং পূর্বে যা করতাম তা করবনা। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুবই ভাল জানেন যে, তারা দুনিয়ায় ফিরে গেলে আবার অবাধ্যাচরণই করবে। সুতরাং তাদের ঐ মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবেনা। অন্য স্থানে তাদের আকাঙ্ক্ষার জবাবে বলা হয়েছে ঃ

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟

এখন নিস্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি? তোমাদের এই পার্থিব শাস্তিতো এ

জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১-১২) অতএব তোমাদেরকে আর সেই সুযোগ দেয়া হবেনা। তোমাদেরকে যদি আবার দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা তাই করবে যা করতে নিষেধ করা হত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও বলবেন ঃ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ আমি কি দুনিয়ায় তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিনি? আমার মু'মিন বান্দারা যেমন তাদের বেঁচে থাকা অবস্থায় সময়ের সদ্ব্যবহার করে সৎ আমল করেছে, তোমরাও চাইলে এ দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু করতে পারতে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে এতদিন জীবিত রেখেছেন যে, তার বয়স ষাট অথবা সত্তর বছরে পৌঁছে গেছে, আল্লাহর কাছে তার কোন ওযর চলবেনা, আল্লাহর কাছে তার কোন ওযর চলবেনা। (আহমাদ ২/২৭৫)

সহীহ বুখারীর কিতাবুর রিকাকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির ওযর আল্লাহ কেটে দিয়েছেন যাকে তিনি দুনিয়ায় ষাট বছর জীবিত পর্যন্ত রেখেছেন। (ফাতহুল বারী ১১/২৪৩)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে ষাট বছর পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন দান করেছেন তার জন্য আল্লাহ কোন অযুহাতের অবকাশ রাখেননা। (তাবারী ২০/৪৭৮, আহমাদ ২/৪১৭, তুহফাতুল আশরাফ ৯/৪৭২) যেহেতু সাধরণতঃ কোন লোকের ষাট বছর বয়স প্রাপ্ত হওয়া একটি দীর্ঘ সময় এবং এই সময়ের মধ্যেই আমলের দ্বারা নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে তাই এর পরে তার আর অযুহাত দেখানোর সুযোগ নেই। যেমন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের বয়স ষাট হতে সত্তর বছর। এর চেয়ে বয়স বেশী হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। (তিরমিযী ৩৫৫০, ইব্ন মাজাহ ৪২৩৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ জাফর ইব্ন বাকীর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তোমাদের সাদা চুল দেখা দিয়েছিল। (বাগাবী ৩/৫৭৩) সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তোমাদের কাছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। এই দ্বিতীয় উক্তিটি সঠিকতর। অতঃপর ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) পাঠ করেন ঃ

هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ

অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৬) (তাবারী ২০/৪৭৮)

এটিই উত্তম মতামত, যেমন কাতাদাহ (রহঃ) থেকে শাইবান (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ তাদের ব্যাপারে এই প্রমাণ উপস্থিত করা হবে যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা'ওয়াতও তাদের কাছে পৌঁছে ছিল। (দুররুল মানসুর ৭/৩২) ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এরূপ মতামত পেশ করেছেন। নিম্নের আয়াত থেকেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

وَنَادَوْا۟ يَـٰمَـٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّـٰكِثُونَ. لَقَدْ جِئْنَـٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা) তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে। আল্লাহ বলবেন ঃ আমিতো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৭-৭৮) যখন জাহান্নামীরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হবে ঃ তোমাদের কাছে সত্য এসেছিল। অর্থাৎ আমি রাসূলদেরকে তোমাদের কাছে সত্যসহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা স্বীকার করনি। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ

যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৮-৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ সুতরাং তোমরা আগুনের আযাব আস্বাদন কর। অর্থাৎ তোমরা যে নাবীগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে তার শাস্তির স্বাদ আজ আগুনের আযাব দ্বারা গ্রহণ কর। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। আজ অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদের সাহায্যের জন্য কেহই এগিয়ে আসবেনা। আর তাদের কেহই আগুনের আযাব এবং শৃংখলের বেড়ি থেকে বাঁচার কোন পথ পাবেনা এবং কেহ তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতেও পারবেনা।

৩৮। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।	٣٨. إِنَّ ٱللَّهَ عَـٰلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
৩৯। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী শুধু তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।	٣٩. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَـٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَـٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَـٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ও অসীম জ্ঞানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুই পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। মানুষের অন্তরের গোপন কথাও তাঁর কাছে পরিষ্কার। তিনি স্বীয় বান্দার প্রত্যেক কাজের বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ

এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? (সুরা নামল, ২৭ ঃ ৬২)

فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ কাফিরদের কুফরীর শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে। একের শাস্তি অপরে বহন করবেনা।

وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا তারা যত কুফরীর দিকে অগ্রসর হয়, তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ততো বেড়ে যায়। ফলে আখিরাতে তাদের ক্ষতিও আরও বৃদ্ধি পাবে।। পক্ষান্তরে মু'মিনের বয়স যত বেশী হয় ততই আল্লাহ তাকে বেশি ভালবাসেন এবং তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং জান্নাতে তার মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তা পছন্দনীয় হয়।

৪০। বল ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেসব দেবদেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমন্ডলী সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে? বস্তুতঃ যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

٤٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا

৪১। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ।	٤١. إِنَّ ٱللَّهَ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَاۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنۡ أَمۡسَكَهُمَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا

মিথ্যা মা'বূদদের অসহায়ত্ব এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেন ঃ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকছ তারা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে তা একটু দেখিয়ে দাও, অথবা এটাই প্রমাণ করে দাও যে, আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কি অংশ রয়েছে। তারাতো অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয়। এমনকি খেজুরের বীচির সাদা আবরণেরও তারা মালিক নয়। তাই তারা যখন সৃষ্টিকারী নয় এবং সৃষ্টিতে অংশীদারও নয় এবং অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয় তখন তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে কেন ডাকছ?

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ আচ্ছা, এটাও যদি না হয় তাহলে কমপক্ষে তোমরা তোমাদের কুফরী ও শিরকের কোন লিখিত দলীল পেশ কর। কিন্তু তোমরা এটাও পারবেনা।

بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা শুধু তোমাদের প্রবৃত্তি ও খেয়াল খুশির পিছনে লেগে রয়েছ। দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই। তোমরা বাতিল, মিথ্যা ও প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েছ। একে অপরকে তোমরা প্রতারিত করছ।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির

প্রতি লক্ষ্য কর যে, আসমান ও যমীনে তাঁরই হুকুম কায়েম রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে স্থির রয়েছে। এদিক ওদিক চলে যায়না।

وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ

এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া? (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫)

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫) আকাশকে তিনি যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে মাহফূয রেখেছেন। প্রত্যেকটিই তাঁর হুকুমে নিশ্চল ও স্থির রয়েছে।

وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِه তিনি ছাড়া অন্য কেহই এগুলিকে স্থির রাখতে পারেনা এবং সুশৃংখলভাবে কায়েম রাখতে পারেনা। এই সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহকে দেখ যে, তাঁর সৃষ্টজীব ও দাস তাঁর নাফরমানী, শির্ক ও কুফরীতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তিনি সহনশীলতার সাথে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার সময় দিয়ে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করছেন। তিনি তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করছেন এবং ক্ষমা করে চলছেন। অবকাশ ও সুযোগ দিয়ে তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করতে রয়েছেন।

৪২। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে; কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল -	٤٢. وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

٤٣. ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا	৪৩। পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র ওর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তাহলে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবেনা।

প্রতীক্ষা করার পর অবশেষে যখন রাসূল (সাঃ) আগমন করলেন তখন কাফিরেরা তাঁকে অস্বীকার করল

لَئِن جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ কুরাইশ ও অন্যান্য আরাবরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে শপথ করে করে বলেছিল যে, যদি তাদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার কোন রাসূল আগমন করেন তাহলে দুনিয়ার সবার আগে তারা তাঁর অনুগত হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَـٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ

যেন তোমরা না বলতে পার, ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৬-১৫৭)

وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ. لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ. لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ. فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

তারাইতো বলে এসেছে, ‘পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম’। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৬৭-১৭০)

فَلَمَّا جَاءهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا তাদের কাছে আল্লাহর শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম এসে গেছে। কিন্তু এরপরেও তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা আরও বেড়ে গেছে।

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ তারা আল্লাহ তা‘আলার কথা মানতে অস্বীকার করেছে ও অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেরাতো মানেইনি, এমনকি চক্রান্ত করে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর পথে আসতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তারা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষতি করছেনা, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ তারা কি প্রতীক্ষা করছে তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের মতই অন্যায় ও

অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার যে গযবে পতিত হয়েছিল এ লোকগুলো তারই অপেক্ষায় রয়েছে। وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই এবং তাঁর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও কখনও হয়না।

وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ

কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১) তাদের উপর থেকে আযাব সরে যাবেনা এবং তারা তা থেকে বাঁচতেও পারবেনা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৪। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারাতো এদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	٤٤. أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا
৪৫। আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ	٤٥. وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا.	দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ হবেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

রাসূলগণকে অস্বীকারকারীদের করুণ পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিচ্ছেন ও তাঁকে বলতে হুকুম করছেন ঃ ঐ অস্বীকারকারীদেরকে বলে দাও যে, দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে দেখ, তোমাদের মত পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের কি পরিণতি হয়েছে? তাদের নিকট থেকে নি'আমাত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস হয়েছে, তাদের সন্তান-সন্ততিকেও ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহর আযাব তাদের উপর থেকে কোনক্রমেই সরেনি। তাদের উপর থেকে বিপদ কেহই সরাতে পারেনি। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। কেহই তাদের কোন উপকার করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলাকে কেহ অপারগ করতে পারেনা। তাঁর কোন ইচ্ছা লক্ষ্যশূন্য হয়না। তাঁর কোন আদেশ কেহ রদ করতে পারেনা।

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا সারা বিশ্বজগত সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সব কিছুই করতে পারেন।

শাস্তি পিছিয়ে দেয়ার মধ্যে হিকমাত রয়েছে

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষকে তাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন ও শাস্তি দিতেন তাহলে আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে এবং ফল-ফসল সবই ধ্বংস হয়ে যেত। জীব-জন্তু, খাদ্যবস্তু সবই বরবাদ হয়ে যেত। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ যদি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ করে দিতে চাইতেন তাহলে মানুষের সাথে সাথে পশু-পাখিরাও ধ্বংস হয়ে যেত।

وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى কিন্তু এখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং আযাবকে বিলম্বিত করা হয়েছে। সময় আসছে যে, কিয়ামাত

সংঘটিত হবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। আনুগত্যের বিনিময়ে পুরস্কার এবং অবাধ্যতার বিনিময়ে শাস্তি দেয়া হবে।

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا সময় এসে যাবার পর আর মোটেই বিলম্ব করা হবেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর লক্ষ্য রাখছেন। তিনি উত্তম দর্শক।

সূরা ফাতির -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৬ ঃ ইয়াসীন, মাক্কী	٣٦ – سورة يس ، مَكِّيَّةٌ
(আয়াত ৮৩, রুকূ ৫)	(اَيَاتُهَا : ٨٣ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

‘সূরা ইয়াসীন’ এর মর্যাদা

হাফিয আবূ ইয়া’লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে সূরা দুখান পাঠ করে, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদ আবূ ইয়া’লা ১১/৯৩) এর বর্ণনাধারা সহীহ।

ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (ইব্ন হিব্বান ৪/১২১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। ইয়া সীন।	١. يسٓ
২। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।	٢. وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ
৩। তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।	٣. إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ
৪। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।	٤. عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡتَقِيمٍ
৫। কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে।	٥. تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

٦. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـٰفِلُونَ	৬। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল।
٧. لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ	৭। তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা।

সতর্ককারী হিসাবে রাসূল পাঠানো হয়েছে

حُرُوْفٌ مُقَطَّعَاتٌ বা বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত শব্দগুলি যা সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, যেমন এখানে يَس এসেছে, এগুলির পূর্ণ বর্ণনা আমরা সূরা বাকারাহর শুরুতে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, যার সম্মুখ দিয়ে অথবা পিছন দিয়ে বাতিল আসতে পারেনা। এরপর তিনি বলেন ঃ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর সত্য রাসূল। তুমি সরল সঠিক পথে রয়েছ। আর তুমি আছ পবিত্র দীনের উপর। তুমি যে সরল পথে রয়েছ তা হল দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর পথ। এই দীন অবতীর্ণ করেছেন তিনি যিনি মহা মর্যাদাবান এবং মু'মিনদের উপর বিশেষ দরদী। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ

তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ, সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম

আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২-৫৩)

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। শুধু তাদেরকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, অন্যেরা এর থেকে পৃথক। যেমন কিছু লোককে সম্বোধন করণে জনসাধারণ তা হতে বাদ পড়ে যায়না। ইতোপূর্বে আমরা আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সারা দুনিয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। যেমন এটা নিম্নের আয়াতের তাফসীরেও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অর্থাৎ তাঁর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা। তারাতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করতেই থাকবে। (তাবারী ২০/৪৯২)

৮। আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে।	٨. إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ
৯। আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায়না।	٩. وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

১০। তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবেনা।	١٠. وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ
১১। তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় রাহমানকে ভয় করে। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সংবাদ দাও।	١١. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكۡرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحۡمَـٰنَ بِٱلۡغَيۡبِ ۖ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٍ وَأَجۡرٍ كَرِيمٍ
১২। আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক বিষয়কে স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।	١٢. إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَـٰرَهُمۡ ۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَـٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ

যাদের ব্যাপারে ধ্বংস সাব্যস্ত হয়েছে তাদের অবস্থা

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন ঃ যাদের ব্যাপারে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে সেই হতভাগাদের হিদায়াত পাওয়া খুবই কঠিন, এমনকি অসম্ভব। এরাতো ঐ লোকদের মত যাদের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, আর যাদের হাত তাদের চিবুকের সাথে শক্ত করে লটকানো আছে। ফলে তাদের চিবুক উপরের দিকে উঠে রয়েছে।

غِلّ শব্দের অর্থই হল দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত তুলে নিয়ে ঘাড়ের সাথে বেঁধে

দেয়া। এ জন্যই ঘাড়ের উল্লেখ করা হয়েছে, আর হাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ভাবার্থ হল ঃ আমি তাদের হাত তাদের ঘাড়ের সাথে বেঁধে দিয়েছি, সেহেতু তারা কোন ভাল কাজের দিকে হাত বাড়াতে পারেনা। তাদের মাথা উঁচু এবং হাত তাদের মুখে, তারা সমস্ত ভাল কাজ করার ব্যাপারে শক্তিহীন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৯)

وَجَعَلْنَا من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا *আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি।* মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তাদের মাথাকে উপরের দিকে তোলা হয়েছে এবং হাতকে মুখের উপর রাখা হয়েছে। ফলে তারা কোন ভাল আমল করতে সক্ষম হচ্ছেনা।

মুজাহিদ (রহঃ) **وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا** এর অর্থ করেছেন ঃ তাদের এবং হকের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। (তাবারী ২০/৪৯৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ঝাপিয়ে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে। (তাবারী ২০/৪৯৫)

فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ এর অর্থ হচ্ছে সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া থেকে আমি তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছি। ফলে তারা হিদায়াতের পথে ভাল কিছু অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেনা। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **فَاعَشَيْنَهُ** অর্থাৎ **عَيْن** দিয়ে পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে এক ধরণের চক্ষু রোগ।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু তাদের মাঝে এবং ইসলাম ও ঈমানের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তারা কখনও সেখানে পৌঁছতে পারবেনা। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও

ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ তা'আলা যেখানে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, কে এমন আছে যে ঐ প্রাচীর সরাতে পারে? (তাবারী ২০/৪৯৫)

ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার অভিশপ্ত আবূ জাহল বলেছিল ঃ আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাই তাহলে এই করব, সেই করব। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। লোকেরা তাকে বলত ঃ এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম? কিন্তু সে তাঁকে দেখতেই পেতনা। সে জিজ্ঞেস করত ঃ কোথায় সে? আমি যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা। (তাবারী ২০/৪৯৫)

وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ *তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবেনা।* অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তারা বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকবে। তাই তাদেরকে যতই সতর্ক করা হোকনা কেন তা তাদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবেনা। সূরা বাকারাহর প্রথম দিকেও প্রায় অনুরূপ একটি আয়াতে (২ ঃ ৬) তা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং এমন স্থানেও তাঁকে ভয় করে যেখানে দেখার কেহই নেই। তারা জানে যে, আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের আমলগুলি দেখতে রয়েছেন। সুতরাং হে নাবী! তুমি এ ধরনের লোকদেরকে পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى আমিই মৃতকে জীবিত করি। কিয়ামাতের দিন আমি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এতে এরই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু মৃত অন্তরকেও জীবিত করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি পথভ্রষ্টদেরকে পথ দেখাতে সক্ষম। অন্য স্থানে মৃত অন্তরগুলোর বর্ণনা দেয়ার পর কুরআনুল হাকীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ

জেনে রেখ, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূর হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা পশ্চাতে রেখে যায়। অর্থাৎ তারা যা করেছে এবং যাদেরকে তারা রেখে এসেছে তা যদি ভাল হয় তাহলে পুরস্কার এবং খারাপ হলে শাস্তি রয়েছে। যেমন জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নীতি চালু করে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তাদের আমলেরও প্রতিদান সে পাবে এবং এতে ঐ আমলকারীদের প্রতিদান কিছুই কম করা হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ নীতি চালু করে এ জন্য সে পাপী হবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তাদের পাপের দায়ভারও তার উপর পড়বে এবং ঐ আমলকারীদের পাপ কিছুই কম করা হবেনা। (মুসলিম ২/৭০৪) একটি দীর্ঘ হাদীসে এর সাথেই মুযার গোত্রের উলের ছিন্নবস্ত্র পরিহিত লোকদের ঘটনাও রয়েছে এবং শেষে **وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا** পাঠ করারও বর্ণনা রয়েছে। (মুসলিম ২/৭০৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ইব্‌ন আদম মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল বাকী থাকে। একটি হল ইলম যার

দ্বারা উপকার লাভ করা হয়, দ্বিতীয় হল সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে এবং তৃতীয় হল সাদাকায়ে জারিয়া, যা তার পরেও বাকী থাকে। (মুসলিম ৩/১২৫৫)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ (রহঃ) বলেন যে, আমি মুজাহিদকে (রহঃ) **إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ** এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, পথভ্রষ্ট লোক তার পিছনে পথভ্রষ্টতা রেখে যায়।

ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) প্রমুখ মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **مَا قَدَّمُوا** এর অর্থ হচ্ছে 'তাদের আমল' এবং **وَآثَارَهُمْ** এর অর্থ হচ্ছে 'তাদের পথচিহ্ন'। (তাবারী ২০/৪৯৭) হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ হে ইব্‌ন আদম! যদি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমার কোন কাজ হতে উদাসীন থাকতেন তাহলে বাতাস তোমার যে পদচিহ্নগুলি মিটিয়ে দেয় সেগুলি হতে তিনি উদাসীন থাকতেন। (তাবারী ২০/৪৯৯) আসলে তিনি তোমার কোন আমল হতেই গাফিল বা উদাসীন নন। তোমার যতগুলি পদক্ষেপ তাঁর আনুগত্যের কাজে অথবা বিরোধিতার মধ্যে পড়ে তা সবই তাঁর কাছে লিখিত হয়। তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব সে যেন আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পা বাড়ায়। এই অর্থের বহু হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাসজিদে নববীর আশেপাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। তখন বানু সালামাহ গোত্র তাদের মহল্লা হতে উঠে এসে মাসজিদের নিকটবর্তী জায়গায় বসবাস করার ইচ্ছা করে। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মাসজিদের কাছাকাছি বাস করতে চাও এটা কি সত্য? তারা উত্তরে বলে ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ হে বানু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর। তোমাদের পদক্ষেপ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত হয়। এ কথা তিনি দুইবার বললেন (আহমাদ ৩/৩৩২, মুসলিম ১/৪৬২)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একটি লোক মাদীনায় মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হায়! সে যদি

নিজের জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে মারা যেত তাহলে কতই না ভাল হত! তখন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যখন কোন মুসলিম তার জন্মস্থান থেকে দূরে কোথাও মারা যায় তখন তার জন্মস্থান থেকে ঐ স্থান পর্যন্ত স্থান মাপা হয় এবং সেই পরিমান দীর্ঘ জায়গা জান্নাতে তার স্থান লাভ হয়। (আহামদ ২/১৭৭, নাসাঈ ৪/৭, ইব্ন মাজাহ ১/৫১৫)

সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালাত আদায় করার জন্য আনাসের (রাঃ) সাথে চলতে থাকি। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি চলতে থাকি। তখন তিনি আমার হাত ধরে নেন এবং তার সাথে ধীরে ধীরে হালকা হালকা পা ফেলে আমাকে নিয়ে চলতে থাকেন। আমরা সালাত আদায় শেষ করলে তিনি বলেন ঃ আমি একদা যায়িদ ইব্ন সাবিতের (রাঃ) সাথে মাসজিদের দিকে চলছিলাম। আমি দ্রুত পদক্ষেপে চলছিলাম। তখন তিনি (যায়িদ) আমাকে বলেন ঃ হে আনাস! তোমার কি এটা জানা নেই যে, এই পদক্ষেপগুলি লিখে নেয়া হচ্ছে? (তাবারী ২০/৪৯৮) এই উক্তিটি প্রথম উক্তির আরও বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কেননা যখন পদচিহ্নকে পর্যন্ত লিখে নেয়া হয় তখন ওর সাথে জড়িত ভাল-মন্দকে কেন লিখে নেয়া হবেনা? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। অর্থাৎ যা কিছু রয়েছে তা সবই অতি পরিস্কারভাবে লাউহে মাহফূযে রক্ষিত রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৪৯৯) আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَـٰمِهِمْ

স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭১) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ

আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا

مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্‌ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

১৩। তাদের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; তাদের নিকটতো এসেছিল রাসূলগণ।	١٣. وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَـٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ
১৪। যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল ঃ আমরাতো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।	١٤. إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ
১৫। তারা বলল ঃ তোমরাতো আমাদের মত মানুষ, দয়াময় কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ।	١٥. قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ

১৬। তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।	١٦. قَالُوا۟ رَبُّنَا يَعۡلَمُ إِنَّآ إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُونَ
১৭। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।	١٧. وَمَا عَلَيۡنَآ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

শহরের বাসিন্দাদের বর্ণনা, তারা তাদের নাবীকে অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের কাছে তুমি ঐ লোকদের ঘটনা বর্ণনা কর যারা এদের মত তাদের রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কা'ব আল আহবার (রহঃ) এবং অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা হল এন্টিওক (ইনতাকিয়া) শহরের ঘটনা। সেখানকার বাদশাহর নাম এন্টিওকাস (ইনতায়খাস)। তার পিতা ও পিতামহেরও এই নামই ছিল। রাজা ও প্রজা সবাই মূর্তিপূজক ছিল। তাদের কাছে সাদিক, সাদূক ও শালূম নামে আল্লাহর তিনজন রাসূল আগমন করেন। বুরাইদাহ ইব্ন হুসাইব (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যুহরীও (রহঃ) এন্টিওকের নাম উল্লেখ করেছেন। (তাবারী ২০/৫০০) সত্বরই এই বর্ণনা আসছে যে, এটা যে এন্টিওকের ঘটনা এ কথা কোন কোন ইমাম স্বীকার করেননি।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا প্রথমে তাদের কাছে দু'জন নাবী আগমন করেন। তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করে। فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ তাঁদের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে তৃতীয় একজন নাবী আসেন। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) অহাব ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) থেকে, তিনি শু'আইব ইব্নুল যাবাই (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম দু'জন নাবীর নাম ছিল শামঊন ও ইউহান্না এবং তৃতীয়জনের নাম ছিল বু'লাস। তাঁরা তিনজনই বলেন ঃ

إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ আমরা আল্লাহর প্রেরিত যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং তাঁর সাথে শরীক করবেনা।

কাতাদাহ ইব্ন দাআমাহর (রহঃ) ধারণা এই যে, এই তিনজন ধার্মিক ব্যক্তি ঈসা (আঃ) কর্তৃক এন্টিওকবাসীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ঐ গ্রামের লোকগুলো তাঁদেরকে বলল ঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। তাহলে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমাদের কাছে আল্লাহর অহী আসবে আর আমাদের কাছে আসবেনা? তোমরা যদি রাসূল হতে তাহলে তোমরা মালাক/ফেরেশতা হতে। অধিকাংশ কাফিরই নিজ নিজ যুগের রাসূলদের সামনে এই সন্দেহই পেশ করেছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবূন, ৬৪ ঃ ৬) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قَالُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ

তারা বলত ঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১০) অন্যত্র আছে ঃ

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ

যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ৩৪) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَبَعَثَ

ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً

'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৪)

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ *(তারা বলল ঃ তোমরাতো আমাদের মত মানুষ, দয়াময় কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ। তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি)* এ কথা ঐ লোকগুলো তিনজন নাবীকে (আঃ) বলেছিল। নাবীগণ উত্তরে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমরা তাঁর সত্য রাসূল। যদি আমরা মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে মিথ্যা বলার জন্য শাস্তি দিতেন। কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যে, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদেরকে সম্মানিত করবেন। ঐ সময় তোমাদের কাছে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, পরিণাম হিসাবে কে ভাল! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

বল ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। যারা বাতিলকে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫২) নাবীগণ বললেন ঃ

وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই শুধু আমাদের দায়িত্ব। মেনে নিলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদেরই লাভ, আর না মানলে তোমাদেরকেই এ জন্য অনুতাপ করতে হবে। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কাল কিয়ামাত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

১৮। তারা বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।	١٨. قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرۡنَا بِكُمۡۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهُواْ لَنَرۡجُمَنَّكُمۡ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
১৯। তারা বলল ঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এ জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুতঃ তোমরা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	١٩. قَالُواْ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡۚ أَئِن ذُكِّرۡتُمۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٌ مُّسۡرِفُونَ

ঐ গ্রামবাসীরা রাসূলদেরকে বলল ঃ **إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ** তোমাদের আগমনে আমরা বারাকাত ও কল্যাণ লাভ করিনি, বরং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তারা বলত ঃ আমাদের উপর যে সমস্ত দৈব-দুর্বিপাক পতিত হচ্ছে তা তোমাদের উপস্থিতির কারণেই হচ্ছে। (তাবারী ২০/৫০২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা বলত ঃ তোমাদের মত এমন লোকেরা যে শহরেই উপস্থিত হয় সেখানেই আল্লাহর আযাব পতিত হয়।

لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ জেনে রেখ যে, তোমরা যদি তোমাদের এ কাজ হতে বিরত না হও, বরং এসব কথাই বলতে থাক তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। রাসূলগণ উত্তরে বললেন ঃ

طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। তোমাদের কাজই খারাপ, তোমাদের উপর বিপদ আপতিত হওয়ার এটাই কারণ হবে।

এ কথাই ফির'আউন ও তার লোকেরা মূসা (আঃ) ও তাঁর কাওমের মু'মিনদেরকে বলেছিল ঃ

فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। তোমরা জেনে রেখ যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩১) অর্থাৎ তাদের বিপদাপদের কারণ তাদের খারাপ আমল, যার শাস্তি আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর আপতিত হচ্ছে।

সালিহর (আঃ) কাওমও তাঁকে এ কথাই বলেছিল এবং তিনিও এ জবাবই দিয়েছিলেন ঃ

ٱطَّيَّرۡنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَۚ قَالَ طَٰٓئِرُكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ

তারা বলল ঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল ঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৭) স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ কথাই বলা হয়েছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِكَۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا

এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল ঃ সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করেনা! (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮) নাবীগণ তাদেরকে বললেন ঃ

أَئِن ذُكِّرۡتُم بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ এটা কি এ জন্য যে, আমরা

তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি? তোমাদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে আহ্বান করছি? তোমরা আমাদেরকে তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করলে এবং আমাদেরকে ভয় দেখালে! আর তোমরা আমাদের সাথে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। কাতাদাহ (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন ঃ দেখ, আমরা তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি, আর তোমরা আমাদের অমঙ্গল কামনা করছ। এটা কি ইনসাফের কাজ হচ্ছে? বড়ই আফ্সোসের বিষয় যে, তোমরা সীমালংঘন করেছ এবং ইনসাফ হতে বহু দূরে সরে পড়েছ! (তাবারী ২০/৫০৪)

২০। নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এলো, সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর।	٢٠. وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ
২১। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না এবং তারা সৎ পথপ্রাপ্ত।	٢١. ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কা'ব আল আহ্বার (রহঃ) এবং অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে জানতে পেরেছেন যে, ঐ গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত ঐ নাবীদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একজন মুসলিম ছিল যে ঐ গ্রামেরই শেষ প্রান্তে বসবাস করত। তার নাম ছিল হাবীব, তিনি রেশমের কাজ করতেন এবং তিনি একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব দানশীল। তিনি যা উপার্জন করতেন তার অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করতেন। তার হৃদয় ছিল খুবই কোমল এবং স্বভাব ছিল খুবই উত্তম। তিনি তার কাওমের লোকদের আক্রমন থেকে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলেন। শাবিব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঐ লোকটির নাম ছিল হাবীব আন নাজ্জার এবং তিনি তার লোকদের হাতে নিহত হন। আল্লাহ তার প্রতি রাহমাত নাযিল করুন! তিনি এসে

তার কাওমকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ তোমরা এই রাসূলদের অনুসরণ কর। তাঁদের কথা মেনে চল। اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا তাঁরা নিজেদের উপকারের জন্য কোন কাজ করছেননা। তাঁরা যে তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন এ জন্য তোমাদের কাছে তাঁরা কোন বিনিময় প্রার্থনা করছেননা। আন্তরিকতার সাথে তাঁরা তোমাদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে আহ্বান করছেন! তোমাদেরকে তাঁরা সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করছেন! সুতরাং তোমাদের উচিত, অবশ্যই তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেয়া ও তাঁদের আনুগত্য করা।

দ্বাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

২২। আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদাত করবনা?	٢٢. وَمَا لِىَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ
২৩। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করব? দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা।	٢٣. ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَـٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغۡنِ عَنِّى شَفَـٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ
২৪। এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত হব।	٢٤. إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
২৫। আমিতো তোমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি,	٢٥. إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمۡ

অতএব তোমরা আমার কথা শোন।	**فَٱسۡمَعُونِ**

অতএব যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে অন্য কেহকে শরীক না করে একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁরই ইবাদাত করার ব্যাপারে কে আমাকে বাধা দিতে পারে? আর পরিশেষে আমাদের সকলকেই কিয়ামাত দিবসে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হবে, যেদিন সকলের আমলের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। উত্তম আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলকারীর জন্য প্রস্তুত থাকবে দহন জ্বালার শাস্তি।

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً অতএব জেনে শুনে আমি কি অন্যদেরকে মা'বূদ সাব্যস্ত করব? **إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ** *(দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা)* তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে মা'বূদ বলে ইবাদাত করছ তাদের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, কিয়ামাত দিবসে তারা আমাকে সাহায্য করতে পারবে? আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাইতো তাদের নেই। এমন কি তাদের নিজেদের জন্যও নয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ

তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেহ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৭) এসব মূর্তি না কারও ক্ষতি করতে সক্ষম, আর না কারও সুখ-শান্তি এনে দিতে পারে। কোন কারণে যদি দুর্দশা নেমে আসে তখন এরা কখনও এগিয়ে আসবেনা।

إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ আমি যদি এরূপ করি তাহলে অবশ্যই আমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।

فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ

তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেহ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৭) হে আমার কাওম! তোমরা তোমাদের যে প্রকৃত মা'বূদকে অস্বীকার করছ, জেনে রেখ যে, আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব, তোমরা আমার কথা শোন।

এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, ঐ সৎ লোকটি আল্লাহ তা'আলার ঐ রাসূলদেরকে বলেছিলেন ঃ আপনারা আমার ঈমানের উপর সাক্ষী থাকুন। আমি ঐ আল্লাহর সত্তার উপর ঈমান এনেছি যিনি আপনাদেরকে সত্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। (তাবারী ২০/৫০৭) পূর্বের চেয়ে এই অর্থটি বেশী স্পষ্ট। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কা'ব (রাঃ), অহাব (রহঃ) প্রমুখ হতে জানতে পেরেছেন যে, ঐ লোকটি এ কথা বলামাত্র তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। সেখানে এমন কেহ ছিলনা যে তার পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে বাধা প্রদান করে। (তাবারী ২০/৫০৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা তাকে পাথর মারতে থাকে আর তিনি মুখে উচ্চারণ করেন ঃ হে আল্লাহ! আমার কাওমকে আপনি হিদায়াত দান করুন, যেহেতু তারা জানেনা। এমতাবস্থায় তারা তাকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন! (তাবারী ২০/৫০১)

২৬। তাকে বলা হল ঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে উঠল ঃ হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত -	٢٦. قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَ ۖ قَالَ يَـٰلَيۡتَ قَوۡمِى يَعۡلَمُونَ
২৭। কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন।	٢٧. بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ
২৮। আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলনা।	٢٨. وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ
২৯। ওটা ছিল শুধুমাত্র এক মহানাদ। ফলে তারা নিথর	٢٩. إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةً

নিস্তব্দ হয়ে গেল।	وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَـٰمِدُونَ

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, ঐ কাফিরেরা ঐ পূর্ণ মু'মিন লোকটিকে নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করল। তাঁকে ফেলে দিয়ে তাঁর পেটের উপর চড়ে বসলো এবং পা দিয়ে পিষ্ট করতে লাগল, এমন কি তাঁর পিছনের রাস্তা দিয়ে নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে পড়ল!

ادْخُلِ الْجَنَّةَ তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দেয়া হল। মহান আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার চিন্তা ও দুঃখ হতে মুক্তি দান করলেন এবং শান্তির সাথে জান্নাতে পোঁছে দিলেন। তাঁর শাহাদাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হলেন। জান্নাত তাঁর জন্য খুলে দেয়া হল এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন। নিজের সাওয়াব ও পুরস্কার এবং ইয্যাত ও সম্মান দেখে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঃ

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ হায়! আমার কাওম যদি জানতে পারত যে, আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে খুবই সম্মান দান করেছেন। (তাবারী ২০/৫০৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তি সবারই শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক ও মঙ্গলাকাঙ্খী এবং বলতেন ঃ

يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ *হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর।* এবং মৃত্যুর পরেও তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীই থাকেন এবং বলেন ঃ

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ *আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত যে, কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন।* সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আসীম আল আহওয়াল (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ মিযলাজ (রহঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তিনি বলেন ঃ হায়! যদি আমার কাওম এটা জানতো যে, কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কি কারণেই বা আমাকে সম্মানিত করেছেন তাহলে অবশ্যই তারাও ওটা লাভ করার চেষ্টা করত। তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনত এবং রাসূলদের (আঃ) আনুগত্য করত। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তিনি তাঁর কাওমের

হিদায়াতের জন্য কতইনা আকাংখী ছিলেন।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ

এরপর ঐ লোকদের উপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হয় এবং যে গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যায় তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেহেতু তারা আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে হত্যা করেছিল, সেই হেতু তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তা'আলা না আকাশ হতে কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, আর না প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল। তাঁর জন্যতো শুধু হুকুম দেয়াই যথেষ্ট। তাদের উপর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ করা হয়নি। বরং কোন অবকাশ ছাড়াই তাদেরকে আযাবে গ্রেফতার করা হয়। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাদের শহর এন্টিওকবাসীর দরযার চৌকাঠ ধরে এমন জোরে এক শব্দ করেন যে, তাদের কলিজা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের রূহ বেরিয়ে পড়ে। (তাবারী ২০/৫১০, ৫১১)

কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে যে তিনজন রাসূল এসেছিলেন তাঁরা ঈসার (আঃ) প্রেরিত দূত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ জানা যাচ্ছে যে, তাঁরা স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দুইজন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। তারপর ঐ তিনজন রাসূল এন্টিওকবাসীকে বলেন ঃ

إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। যদি ঐ তিনজন ঈসার (আঃ) সাহায্যকারীদের মধ্য হতে তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত হতেন তাহলে তাঁরা এরূপ কথা বলতেননা, বরং অন্য বাক্য বলতেন, যার দ্বারা এটা জানা যেত যে, তাঁরা ঈসার (আঃ) দূত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যে ঈসার (আঃ) প্রেরিত দূত ছিলেননা তার আর একটি ইঙ্গিত এই যে, তাঁদের কথার জবাবে এন্টিওকবাসীরা বলে ঃ

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১০) এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, কাফিরেরা সবর্দা এ উক্তিটি রাসূলদের ব্যাপারেই করত। যদি ঐ তিনজন রাসূল হাওয়ারীদের মধ্য হতেই হতেন তাহলে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে রিসালাতের দাবী কেন করবেন? আর ঐ এন্টিওকবাসীরা তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেনইবা করবে? কারণ ঐ এন্টিওকবাসীদের নিকট যখন ঈসার (আঃ) দূত গিয়েছিলেন তখন ঐ গ্রামের সমস্ত লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। এমনকি ওটাই ছিল প্রথম গ্রাম, যার সমস্ত অধিবাসীই ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। এ জন্যই খৃষ্টানদের যে চারটি শহরকে মুকাদ্দাস বা পবিত্র বলা হয়, ওগুলির মধ্যে এটিও একটি। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইবাদাতের শহর এ জন্যই বলে যে, ওটা ঈসার (আঃ) শহর। আর এন্টিওককে মর্যাদা সম্পন্ন শহর বলার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম সেখানকার লোকই ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার মর্যাদার কারণ এই যে, এখানে তারা তাদের মাযহাবী পত্রধারীদের বচনের উপর ইজমা' করেছে। আর রোমের মর্যাদার কারণ হচ্ছে এই যে, কনষ্টান্টানটাইন বাদশাহর শহর এটাই এবং সে'ই তাদের ধর্মের সাহায্য করেছিল। অতঃপর যখন কনষ্টান্টানটাইন শহরের পত্তন হয় তখন খৃষ্টান পাদ্রীরা রোম হতে এসে ওখানেই বসতি স্থাপন করে। সাঈদ ইব্ন বিতরীক প্রমুখ খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের ইতিহাসসমূহে এসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এটাই লিখেছেন। সুতরাং এটা স্বীকার করলে ব্যাপারটি এমন হয় যে, এন্টিওকবাসীরা ঈসার (আঃ) দূতদের কথা মেনে নিয়েছিল। অথচ এখানে আল্লাহ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা রাসূলদেরকে মানেনি এবং তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, এটা অন্য ঘটনা এবং ঐ তিনজন রাসূল স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তৃতীয়তঃ এন্টিওকবাসীদের ঘটনা, যা ঈসার (আঃ) হাওয়ারীদের সাথে ঘটেছিল ওটা হল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। আর আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও পূর্বযুগীয় বিজ্ঞজনদের একটি জামা'আত হতে বর্ণিত আছে যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরে কোন বস্তিকে আল্লাহ তা'আলা আসমানী আযাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেননি। বরং মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে কাফিরদের মাথা নীচু করেছেন। নিম্নের আয়াতের তাফসীরে তারা এ কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা এন্টিওকের ঘটনা নয়, যেমন পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি রয়েছে। এটাও হতে পারে যে, এটা এন্টিওক নামক অন্য কোন শহর। আর এটা হয়তো ঐ শহরেরই ঘটনা। কেননা যে এন্টিওক শহরটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে তা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণিত নয়। খৃষ্টানদের যুগেওনা এবং তাদের পূর্ববর্তী যুগেও না। মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩০। পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে।	٣٠. يَـٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৩১। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবেনা?	٣١. أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
৩২। এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।	٣٢. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَاد আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর দুঃখ ও আফ্সোস করছেন যে, কাল কিয়ামাতের দিন তারা কতই না লজ্জিত হবে! তারা

সেদিন বারবার বলবে ঃ হায়! আমরা নিজেরাইতো নিজেদের অমঙ্গল ডেকে এনেছি। কিয়ামাতের দিন আযাব দেখে তারা অনুশোচনা করতে থাকবে যে, কেন তারা দুনিয়ায় বসে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং কেনইবা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল?

مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ দুনিয়ায় তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং মন খুলে তাঁদের সাথে বেআদবী করেছে ও তাঁদেরকে অবজ্ঞা করেছে।

আত্মার বাড়াবাড়ি হেতু করা আমলের প্রতি ধিক্কার

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ যদি তারা একটু চিন্তা করত তাহলে বুঝতে পারত যে, রাসূলদেরকে অস্বীকার করার কারণে তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। তাদের কেহই রক্ষা পায়নি এবং তাদের কেহই আর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে আসেনি। অবিশ্বাসী কাফিরেরা যেমন অনেকে বিশ্বাস করত ঃ

إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এখানেই। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৩৭) এর দ্বারা দাহ্রিয়া সম্প্রদায়ের দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলে যে, মানুষ এই দুনিয়া হতে চলে যাবে এবং পরে আবার এই দুনিয়ায়ই ফিরে আসবে। কিন্তু মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষকে কিয়ামাতের দিন হিসাব নিকাশের জন্য হাযির করা হবে এবং সেখানে প্রত্যেকের ভাল-মন্দের প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আর নিশ্চিত এই যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১১১)

৩৩। তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে।	٣٣. وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
৩৪। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ -	٣٤. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّـٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَـٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ
৩৫। যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফলমূল হতে, অথচ তাদের হাত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা?	٣٥. لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
৩৬। পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।	٣٦. سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং মৃতকে আবার জীবিত করার প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا আমার অস্তিত্বের উপর, আমার সীমাহীন ক্ষমতার উপর এবং মৃতকে জীবিত করার উপর এটাও একটি নিদর্শন যে, মৃত

যমীন, যা শুষ্ক অবস্থায় পড়ে রয়েছে যাতে কোন সজীবতা ও শ্যামলতা নেই, যাতে তৃণ-লতা প্রভৃতি কিছুই জন্মেনা, তাতে যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হয় তখন তা নব জীবন লাভ করে এবং সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ আমি ঐ মৃত যমীনকে জীবিত করে তুলি এবং তাতে উৎপন্ন করি বিভিন্ন প্রকারের শস্য, যার কিছু কিছু তোমরা নিজেরা খাও এবং কিছু কিছু তোমাদের গৃহপালিত পশু খেয়ে থাকে।

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونَ ঐ যমীনে আমি তৈরী করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি নদ-নদী, যা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত্রকে পানিপূর্ণ ও সবুজ-শ্যামল করে থাকে। এটা এ কারণে, যাতে দুনিয়াবাসী এর ফলমূল হতে আহার করতে পারে, শস্যক্ষেত ও উদ্যান হতে উপকার লাভ করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পুরা করতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) **وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এগুলি আল্লাহর রাহমাত ও তাঁর ক্ষমতাবলে সৃষ্টি হচ্ছে, অন্য কারও ক্ষমতাবলে নয়। মানুষের হাত এগুলি সৃষ্টি করেনি। মানুষের না আছে এগুলি উৎপন্ন করার শক্তি, না আছে এগুলি রক্ষা করার ক্ষমতা এবং না আছে এগুলি পাকানোর কিংবা তৈরী করার অধিকার।

أَفَلاَ يَشْكُرُونَ সুতরাং মানুষের কি হয়েছে যে, তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেনা? এবং তাঁর অসংখ্য নি'আমাতরাশি তাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করছেনা? অবশ্য ইবন্ জারীর (রহঃ) 'মা' শব্দটিকে 'আল্লাযী' শব্দের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। সেই ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অফুরন্ত ফল-মূল প্রদান করেছেন; তা থেকে এবং নিজেদের হাতে জমি চাষ করে, বীজ বপন করে এবং গাছ-পালার পরিচর্যা করে যা উৎপন্ন করত তা থেকে আহার করত। ইব্ন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে আরও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাখ্যাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতটিকে যেভাবে পাঠ করতেন তাতে এ ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণীয়। তিনি পাঠ করতেন ঃ

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ (সুতরাং তারা তার ফল-মূল আহার করত এবং তারা নিজ হাতে যা উৎপন্ন করত তা থেকেও)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৯)

৩৭। তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।	٣٧. وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ
৩৮। এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।	٣٨. وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ
৩৯। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুস্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে।	٣٩. وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ
৪০। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে।	٤٠. لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

আল্লাহর প্রবল শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র ও রাত্রি-দিনের পরিবর্তন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তা হল দিন ও রাত্রি। একটি আলোকময়, অপরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বরাবরই একটি অপরটির পিছনে আসতে রয়েছে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ আমি রাত্রি হতে দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ যখন এখান হতে রাত্রি আসে এবং ওখান হতে দিন চলে যায়, আর সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে। বাহ্যিক আয়াত এটাই। (ফাতহুল বারী ৪/২৩১) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ *(এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ)* لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا এর দু'টি অর্থ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ঃ ওর গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যা আরশের নিচে এবং পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে ওর গতিপথ। ইহা যেখান দিয়েই চলুক না কেন তাঁর আরশের নিচ দিয়েই যাচ্ছে, যেমন অন্যান্য সৃষ্টি বস্তুও একইভাবে গমন করছে। কারণ আরশ হচ্ছে সৃষ্টিবস্তুর উপর ছাদ স্বরূপ। (অর্থাৎ সপ্ত আসমান আরশের নিচে অবস্থিত) জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা যে দাবী করে থাকেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগও গোলাকার (বর্তুলাকার) এটা সঠিক নয়। বরং ওটা গম্বুজের মত, যার পায়া রয়েছে, যা মালাইকা/ফেরেশতারা বহন করে আছেন। ওটা মানুষের মাথার উপর ঊর্ধ্ব জগতে রয়েছে। সুতরাং সূর্য যখন ওর কক্ষপথে ঠিক যুহরের সময় চলে আসে তখন ওটা আরশের খুবই নিকটে থাকে। অতঃপর যখন ওটা ঘুরতে ঘুরতে চতুর্থ আকাশে ঐ স্থানেরই বিপরীত দিকে আসে, ওটা তখন মধ্য রাতের সময় হয়। তখন ওটা আরশ হতে বহু দূরের হয়ে যায়। সুতরাং ওটা সাজদাহয় পড়ে যায় এবং উদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে,

যেমন হাদীসসমূহে রয়েছে।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাসজিদে ছিলেন। ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ হে আবূ যার! সূর্য কোথায় অস্ত মিত হয় তা তুমি জান কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ সূর্য আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সাজদাহ করে। অতঃপর তিনি **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا** *এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ* - এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০২)

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ ওর চক্রাকারে আবর্তন আরশের নীচে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪০২)

দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূর্য যখন তাকে বেঁধে দেয়া কার্যক্রমের সময় সীমায় পৌঁছে যাবে অর্থাৎ যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন ওর জন্য নির্দিষ্ট করা আর কোন কক্ষপথ থাকবেনা, তা বাতিল করে দেয়া হবে। ওকে অচল করে দেয়া হবে এবং ওকে গুটিয়ে নেয়া হবে। এ পৃথিবীর আয়ুও শেষ হয়ে যাবে এবং ওর অভ্যন্তরে যা কিছু থাকবে তাদেরও নির্দিষ্ট সময় সীমা এসে যাবে। এটাই হল আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা। কাতাদাহ (রহঃ) **لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এর দ্বারা ওর চলার শেষ সময় সীমাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/৫১৭) আবার অন্যত্র এও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা গ্রীস্ম ও শীতকালে ওর গতিপথের কথা বলা হয়েছে। গ্রীস্মের শেষ দিন পর্যন্ত সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতে থাকে এবং শীতকালে তার গতিপথ পরিবর্তন করে ভিন্ন কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। কখনওই সে বেধে দেয়া গতিপথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলেনা এবং নির্দিষ্ট সময়ও অতিক্রম করেনা। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটিকে **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لاَ مُسْتَقَرَّ لَهَا** এভাবে পাঠ করতেন। (সূর্য তার কক্ষপথে একটি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া চলাচল করেনা) অর্থাৎ সব সময় চলার জন্য একই স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। দিনে-রাতে সব সময় ও চলতে রয়েছে। চলার গতি কখনও

ধীরে অথবা দ্রুত হয়না, একই গতিতে চলছে, কোন নির্দিষ্ট জায়গায়ও স্থির হয়ে থাকেনা। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৩) কিয়ামাত পর্যন্ত এগুলি এভাবে চলতেই থাকবে।

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা হল ঐ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ যিনি প্রবল পরাক্রান্ত, যাঁর কেহ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনা এবং যাঁর হুকুম কেহ টলাতে পারেনা। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক গতি ও গতিহীনতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণতার মাধ্যমে ওর গতি নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হতে পারেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنًا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। ওটা এক পৃথক চালে চলে থাকে, যার দ্বারা মাসসমূহ জানা যায়, যেমন সূর্যের চলন দ্বারা দিন-রাত জানা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِ ۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّ

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এগুলি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৯) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءً وَٱلۡقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ

لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَ

তিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيۡنِ ۖ فَمَحَوۡنَآ ءَايَةَ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلۡنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبۡصِرَةً لِّتَبۡتَغُواْ فَضۡلاً مِّن رَّبِّكُمۡ وَلِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ فَصَّلۡنَٰهُ تَفۡصِيلاً

আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতকে করেছি নিরালোক এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১২) সুতরাং সূর্যের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ওর সাথেই বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের আলোক ওর মধ্যেই রয়েছে। ওর চলন গতিও পৃথক। সূর্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে এবং ঐ জ্যোতির সাথেই হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, ওর উদয় ও অস্তের স্থান শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পৃথক হয়ে থাকে। এ কারণেই দিন-রাত্রির দীর্ঘতা কম বেশী হয়। সূর্য দিবসের নক্ষত্র এবং চন্দ্র রাত্রির নক্ষত্র।

আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের জন্য তার মানযিলগুলি বিভিন্ন করে দিয়েছেন। মাসের প্রথম রাতে খুবই ক্ষুদ্র আকারে উদিত হয় এবং আলো হয় খুবই কম। দ্বিতীয় রাতে আলো কিছু বৃদ্ধি পায় এবং মানযিলও উন্নত হতে থাকে। তারপর যেমন উঁচু হয় তেমনি আলোও বাড়তে থাকে। যদিও ওটা সূর্য হতেই আলো নিয়ে থাকে। অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রাতে চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ওর আলোকও পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর কমতে শুরু করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় মাসের শুরুতে পুনরায় চন্দ্রকে প্রকাশ করেন।

আরাবরা চন্দ্রের কিরণ হিসাবে মাসের রাত্রিগুলির নাম রেখেছে। যেমন প্রথম তিন রাত্রির নাম 'গুরার'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'নুফাল'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'তুসআ'। কেননা এগুলির শেষ রাত্রিটি নবম হয়ে থাকে। এর

পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'উশার'। কেননা এগুলির প্রথম রাত্রিটা দশম হয়। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'বীয'। কেননা এই রাত্রিগুলিতে চন্দ্রের আলো সম্পূর্ণ রাত ব্যাপী থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম তারা 'দারঊন' রেখেছে। এই دَرْعٌ শব্দটি دَرْعَاء শব্দের বহুবচন। এ রাত্রিগুলির এই নামকরণের কারণ এই যে, ষোল তারিখের রাতে চন্দ্র কিছু বিলম্বে উদিত হয়। তাই কিছুক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার থাকে অর্থাৎ কালো হয়। আর আরাবে যে বকরীর মাথা কালো হয় তাকে شَاةٌ دَرْعَاء বলা হয়। এরপর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে 'যুলাম' বলে। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'হানাদিস'। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে 'দা'দী' বলা হয়। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'মিহাক', কেননা এতে চন্দ্রের আলো দেখতে পাওয়া যায়না এবং মাসও শেষ হয়।

আবূ উবাইদাহ (রাঃ) غَرِيْبُ الْمُصَنَّف নামক কিতাবে 'তুসআ' ও 'উশারকে গ্রহণ করেননি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া। এ সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কেহ আপন সীমা ছাড়িয়ে এদিক ওদিক যাবে এটা মোটেই সম্ভব নয়। একটির আবির্ভাবের সময় অপরটি হারিয়ে যায়। যখন একটির আবির্ভাবের সময় হয় তখন অন্যটি চলে যায়। যখন একটির অবস্থান অবধারিত তখন অপরটির উপস্থিতি অবলুপ্ত করা হয়। (তাবারী ২০/৫২০)

وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ এ আয়াত সম্পর্কে ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্রের জন্য অবস্থান করার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। এ কারণেই সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় রাতের আকাশে উপস্থিত হওয়া।

وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। অর্থাৎ রাত্রির পরে রাত্রি আসতে পারেনা, বরং মধ্যভাগে দিন এসে যাবে। সুতরাং সূর্যের রাজত্ব দিনে এবং চন্দ্রের রাজত্ব রাতে। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ রাত্রি এদিক দিয়ে চলে যায় এবং দিবস ওদিক দিয়ে চলে আসে। একটি অপরটির পিছনে রয়েছে। কিন্তু না ধাক্কা লাগার ভয় আছে, আর না বিশৃংখলার আশংকা আছে। একটি যাচ্ছে অপরটি আসছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে

উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকছে। وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র এবং দিন ও রাত নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২০/৫২০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় গুরুজন বলেন যে, এ ফালাকটি (চাঁদ) হচ্ছে চরকার বৃত্তের পরিধির মত।

৪১। তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।	٤١. وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ
৪২। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।	٤٢. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ
৪৩। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সেই অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবেনা এবং তারা পরিত্রাণও পাবেনা -	٤٣. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ
৪৪। আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপকরণ ভোগ করতে না দিলে।	٤٤. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍ

আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে আরও রয়েছে নৌযান সৃষ্টি

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন বর্ণনা করছেন যে, তিনি সমুদ্রকে মানুষের জন্য কাজে লাগিয়ে রেখেছেন যাতে তাদের নৌযানগুলি বরাবরই যাতায়াত করতে পারে। সর্বপ্রথম নৌকাটি ছিল নূহের

(আঃ), যার উপর সওয়ার হয়ে তিনি এবং তার সঙ্গীয় ঈমানদারগণেরা রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁরা ছাড়া সারা ভূ-পৃষ্ঠে আর একটি আদম সন্তানও রক্ষা পায়নি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। নৌকাটি পূর্ণরূপে বোঝাই থাকার কারণ ছিল এই যে, তাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র ছিল এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাতে অন্যান্য জীবজন্তুকেও উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক প্রকারের জন্তু এক জোড়া করে ছিল।

فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ *বোঝাই নৌযানে।* অর্থাৎ ঐ জাহাজটি আসবাবপত্র এবং পশু-পাখি দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন যে, জাহাজে যেন সবকিছু থেকে জোড়ায় জোড়ায় তুলে নেয়া হয়। ইবন্ আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আশ শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ২০/৫২২) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে নূহের (আঃ) জাহাজের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৫২২, ৫২৩)

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ *এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।* অনুরূপভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্থলভাগের সওয়ারীগুলোও মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেমন স্থলে উট ঐ কাজই দেয় যে কাজ সমুদ্রে নৌযান দ্বারা হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য চতুস্পদ জন্তুগুলোও স্থলভাগে মানুষের কাজে লেগে থাকে। (তাবারী ২০/৫২৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি জান যে, এ আয়াতটিতে কোন্ ব্যাপারে বলা হয়েছে? আমরা বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ এখানে নূহের (আঃ) নৌকাটির নমুনা স্বরূপ অন্যান্য যে নৌযান নির্মিত হয়েছে সেই ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৫২৩) আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২০/৫২২-৫২৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ চিন্তা করে দেখ যে,

কিভাবে আমি তোমাদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিতে পারি। গোটা নৌকাটি পানির নীচে বসিয়ে দিতে আমি পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। তখন এমন কেহ থাকবেনা যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে।

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ কিন্তু এটা একমাত্র আমারই রাহমাত যে, তোমরা দীর্ঘ সফর আরামে ও নিরাপদে অতিক্রম করছ এবং আমি তোমাদেরকে আমার ওয়াদাকৃত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বপ্রকার শান্তিতে রাখছি।

৪৫। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ যা তোমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার।	٤٥. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
৪৬। আর যখনই তাদের রবের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٤٦. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
৪৭। যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর তখন কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ খাওয়াতে পারতেন আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরাতো স্পষ্ট	٤٧. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا

বিভ্রান্তিতে রয়েছ।	فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

মূর্তি পূজকরা ভুল পথে পরিচালিত

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের হঠকারিতা, নির্বুদ্ধিতা, ঔদ্ধ্যত এবং অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন তারা এটা মেনে নেয়াতো দূরের কথা, বরং অহংকারে ফুলে ওঠে। তাদেরতো এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রত্যেক কথা হতেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। না তারা তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়, আর না এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করে। তাদের মধ্যে এটা কবূল করে নেয়ার কোন যোগ্যতাই নেই এবং তাদের এ অভিজ্ঞতাও নেই যে, এর থেকে উপকার লাভ করে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ তাদেরকে যখন আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করতে বলা হয় এবং বলা হয় যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তাতে মুসলিম ফকীর, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরও অংশ রয়েছে, তখন তারা উত্তর দেয় ঃ আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি নিজেই তাদেরকে খেতে দিতে পারতেন? অতএব আল্লাহর যখন ইচ্ছা নেই তখন আমরা কেন তাঁর মর্জির উল্টা কাজ করব? إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ তোমরা যে আমাদেরকে দান খাইরাতের কথা বলছ এটা তোমরা ভুল করছ। তোমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

৪৮। তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল - এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?	٤٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
৪৯। এরাতো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যা এদেরকে আঘাত করবে এদের বাক বিতন্ডা কালে।	٤٩. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

৫০। তখন তারা অসীয়ত করতে সমর্থ হবেনা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা।	٥٠. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

কাফিরেরা মনে করে যে, কখনই কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ যেহেতু কাফিরেরা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করতনা, সেহেতু তারা নাবীদেরকে (আঃ) ও মুসলিমদেরকে বলত ঃ কিয়ামাত আনয়ন করছ না কেন? আচ্ছা বলত ঃ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী হল ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ কিয়ামাত সংঘটিত করার ব্যাপারে আমার কোন আসবাব পত্রের প্রয়োজন হবেনা। শুধুমাত্র একবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, জনগণ প্রতিদিনের মত নিজ নিজ কাজে মগ্ন থাকবে, একে অন্যের সাথে কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ইসরাফীলকে (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিতে আদেশ করবেন। ইসরাফীল (আঃ) দীর্ঘ সময় ধরে বিরামহীনভাবে শিঙ্গায় ফুঁক দিতে থাকবেন। ফলে তখন যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তাদের সবার কানে শিঙ্গার আওয়াজ পৌঁছে যাবে এবং আরও পরিস্কারভাবে শোনার জন্য তারা মাথা উঁচু করে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে যে, কোথা থেকে ঐ আওয়াজ আসছে। অতঃপর তাদের সবাইকে এক জায়গায় সমবেত করা হবে এবং আগুন সেখানে তাদের সবাইকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ *তখন তারা অসীয়াত করতে সমর্থ হবেনা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা।* ঐ শব্দের পরে কেহকেই এতটুকুও সময় দেয়া হবেনা যে, কারও সাথে কোন কথা বলে বা কারও কোন কথা শুনে অথবা কারও জন্য কোন অসীয়াত করতে পারবে।

তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাবার ক্ষমতা থাকবেনা। এ আয়াত সম্পর্কে বহু ‘আসার’ ও হাদীস রয়েছে যেগুলি আমরা অন্য জায়গায় বর্ণনা করেছি। এই প্রথম ফূৎকারের পর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে সবাই মারা যাবে। সারা জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র সদা বিরাজমান আল্লাহ থাকবেন, যাঁর ধ্বংস নেই। এরপর পুনরায় উত্থিত হবার ফুৎকার দেয়া হবে।

৫১। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কাবর হতে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে।	٥١. وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ
৫২। তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠালো? দয়াময়তো (আল্লাহ) এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।	٥٢. قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ
৫৩। এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে।	٥٣. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
৫৪। আজ কারও প্রতি কোন যুল্‌ম করা হবেনা এবং তোমরা যা করতে শুধু তারই	٥٤. فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

شَيْـًٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	প্রতিফল দেয়া হবে।

কিয়ামাতের পূর্বে শিঙ্গাধ্বনি হবে

অতঃপর তৃতীয়বার শিঙ্গা বেজে উঠবে। পাঠকবৃন্দ! সূরা নামলের ৩৭ নং আয়াতটির (২৭ ঃ ৩৭) তাফসীরটি লক্ষ্য করুন। এখানে যে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তৃতীয় শিঙ্গাধ্বনির কথা বলা হয়েছে সেই ব্যাপারে উক্ত আয়াতের তাফসীর সহীহ না হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। শিঙ্গাধ্বনি হওয়ার সাথে সাথে লোকেরা তাদের কাবর থেকে উঠে আসবে।

فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ পৃথিবীতে যেমন কোন বিশেষ কাজে মানুষ তাড়াহুড়া করে তখনও তারা কাবর থেকে উঠে খুব দ্রুত কিয়ামাতের মাইদানে উপস্থিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩)

يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا যেহেতু দুনিয়ায় তারা কাবর হতে জীবিতাবস্থায় উত্থিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, সেই হেতু সেদিন তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠাল। এর দ্বারা কাবরে আযাব না হওয়া প্রমাণিত হয়না। কেননা ঐ সময় তারা যে ভীষণ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে তার তুলনায় কাবরের শাস্তি তাদের কাছে খুবই হালকা অনুভূত হবে। তারা যেন কাবরে আরামেই ছিল।

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কাবর হতে উত্থিত হওয়ার কিছু পূর্বে সত্যি সত্যিই তাদের ঘুম এসে যাবে। (তাবারী ২০/৫৩৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রথম ফুৎকার ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়বে। তাই কাবর হতে উঠার সময় তারা এ কথা বলবে। (তাবারী ২০/৫৩২) ঈমানদার লোকেরা এর জবাবে বলবে ঃ

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ দয়াময় আল্লাহতো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর রাসূলগণ সত্যি কথাই বলতেন। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ মালাইকা/ফেরেশতারা এই জবাব দিবেন। এ দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই যে, হয়তো এ জবাব মু'মিনরাও দিবে এবং মালাইকাও দিবেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ, তখনই তাদের সকলকে হাযির করা হবে আমার সামনে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

এবং কিয়ামাতের ব্যাপারতো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্ত্বর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৭) মহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) মোট কথা, হুকুমের সাথে সাথে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলবেন ঃ

فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ আজ কারও প্রতি যুল্ম করা হবেনা, বরং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

৫৫। এ দিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে।	٥٥. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ

৫৬। তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।	٥٦. هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَـٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ
৫৭। সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফল-মূল এবং থাকবে যা তারা ফরমায়েশ করবে।	٥٧. لَهُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ
৫৮। পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।	٥٨. سَلَـٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

জান্নাতীদের জীবন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জান্নাতীরা কিয়ামাতের মাইদান হতে মুক্ত হয়ে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানের বিবিধ নি'আমাত ও শান্তির মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, অন্য কোন দিকে না তারা ভ্রূক্ষেপ করবে, আর না তাদের অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল থাকবে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা জাহান্নামের আযাবের কষ্ট থেকে রক্ষা পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে। তারা নিজেদের ভোগ্য জিনিসের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, জাহান্নামীরা কে কিভাবে থাকবে তার কোন খবরই তারা রাখবেনা। তারা অত্যন্ত আনন্দ মুখর থাকবে।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ তারা কুমারী হুর লাভ করবে। তাদের সাথে তারা আমোদ-আহ্লাদে লিপ্ত থাকবে। এই আমোদ-আহ্লাদ ও আনন্দের মধ্যে তাদের স্ত্রীরা ও হুরেরাও শামিল থাকবে। জান্নাতী ফলমূল বিশিষ্ট বৃক্ষাদির সুশীতল ছায়ায় তারা আরামে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে তারা আপ্যায়িত হবে। প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূল তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। তাদের মন যে জিনিস চাবে তা'ই তারা পাবে।

عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ *আসনে হেলান দিয়ে বসবে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ),

মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং খুসাইফ (রহঃ) প্রমুখ الْأَرَائِكِ সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হচ্ছে জান্নাতের বাগানে পেতে রাখা আরামদায়ক আসন। (তাবারী ২০/৫৩৯, ৫৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ *পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।* ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ নিজেই শান্তি, তাঁর পক্ষ থেকে তিনি জান্নাতীদের উপর শান্তি বর্ষণ করবেন। নিম্নের আয়াত থেকেও ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَـٰمٌ

যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৪)

৫৯। আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।	٥٩. وَٱمْتَـٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ
৬০। হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?	٦٠. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
৬১। আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ?	٦١. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

৬২। শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি?	٦٢. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদেরকে মু'মিনদের থেকে পৃথক করা হবে

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৎ লোকদের থেকে অসৎ লোকদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব ঃ তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪) অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৩) অর্থাৎ লোকদেরকে দুই দলে ভাগ করা হবে।

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদাত করত আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ধাবিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২-২৩)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ জান্নাতীদের উপর যেমনভাবে নানা প্রকারের দয়া-দাক্ষিণ্য করা হবে তেমনই কাফিরদের উপর নানা প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। ধমক ও শাসন-গর্জনের সুরে তাদেরকে বলা হবে ঃ ওহে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা পরম দয়ালু আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেছ এবং শাইতানের আনুগত্য করেছ। সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আহারদাতা হলাম আমি, আর আনুগত্য করা হবে আমার দরবার হতে বিতাড়িত শাইতানের?

وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ আমিতো বলে দিয়েছিলাম যে, তোমরা শুধু আমাকেই মানবে এবং শুধুমাত্র আমারই ইবাদাত করবে। আমার কাছে পৌঁছার সঠিক, সরল ও সোজা পথ এটাই।

لَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا শাইতান তোমাদের বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে ও সঠিক পথ হতে সরিয়ে দিয়েছে। আর শাইতানের পরামর্শ গ্রহণ করে তোমাদের অধিকাংশ চলেছ উল্টা পথে। সুতরাং এখানেও উল্টাভাবেই থাক। সৎ লোকদের ও তোমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল। তারা জান্নাতী এবং তোমরা জাহান্নামী।

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ তোমাদের কি এটুকু জ্ঞান ছিলনা যে, তোমরা এর ফাইসালা করতে পারতে যে, পরম দয়ালু আল্লাহকে মানবে, না শাইতানকে মানবে? শরীকবিহীন সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করবে, নাকি সৃষ্টের উপাসনা করবে?

৬৩। এটা সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।	٦٣. هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
৬৪। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে।	٦٤. ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

৬৫। আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের।	٦٥. ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
৬৬। আমি ইচ্ছা করলে এদের চক্ষুগুলিকে লোপ করে দিতে পারতাম, তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত?	٦٦. وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ
৬৭। এবং আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম, ফলে এরা চলতে পারতনা এবং ফিরেও আসতে পারতনা।	٦٧. وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের যবান সীল করে দেয়া হবে

জ্বলন্ত, শিখাযুক্ত ও বিকট চীৎকার করা অবস্থায় জাহান্নাম সামনে আসবে এবং কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ

هَذِه جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ এটা ঐ জাহান্নাম আল্লাহর রাসূলগণ যার বর্ণনা দিতেন, যার থেকে তাঁরা ভয় দেখাতেন। কিন্তু তোমরা তাঁদেরকে অবিশ্বাস করতে ও মিথ্যাবাদী বলতে।

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ কর। ওঠো, এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়। যেমন মহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৫)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ কিয়ামাতের দিন যখন কাফির ও মুনাফিকরা নিজেদের পাপ অস্বীকার করবে এবং ওর উপর শপথ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সত্য সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন, এমন কি তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কেন হাসলাম তা তোমরা জান কি? উত্তরে আমরা বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দা তার রবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটাই আমাকে হাসিয়েছে। সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমাকে যুল্‌ম হতে রক্ষা করবেননা? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিবেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। বান্দা তখন বলবে ঃ তাহলে আমি ছাড়া আমার বিপক্ষে কোন সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য আমি স্বীকার করবনা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হবে এবং আমার সম্মানিত লিপিকার মালাইকা/ফেরেশতারা সাক্ষী হবে। তৎক্ষণাৎ তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলা হবে ঃ তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দাও যা সে করেছে। তারা তখন স্পষ্টভাবে প্রত্যেক কাজের কথা বলে দিবে, যা সে করেছে। তারপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে। সে তখন নিজের দেহের জোড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলবে ঃ তোমাদের জন্য অভিশাপ! তোমাদেরকে বাঁচানোর জন্যইতো আমি ঐসব করেছিলাম এবং তোমাদেরই উপকারার্থে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। (মুসলিম ৪/২২৮০, নাসাঈ ৬/৫০৮)

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনকে ডেকে তার সামনে তার পাপ পেশ করে বলবেন ঃ এটা কি ঠিক? সে উত্তরে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, অবশ্যই আমি এ কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা তখন তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তিনি এগুলো গোপন করে রাখবেন। তার একটি পাপও সৃষ্টজীবের কারও কাছে প্রকাশিত হবেনা। অতঃপর তার সৎ আমলগুলি নিয়ে আসা হবে এবং সমস্ত মাখলূকের সামনে ওগুলো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেয়া হবে। অতঃপর কাফির ও মুনাফিককে আহ্বান করা হবে এবং তাকে বলা হবে ঃ তুমি এসব কাজ করেছিলে কি? তখন সে অস্বীকার করে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার মর্যাদার শপথ! আপনার এই মালাক/ফেরেশতা এমন কিছু লিখেছেন যা আমি করিনি। তখন ঐ মালাক/ফেরেশতা বলবেন ঃ তুমি কি এ কাজ অমুক দিন অমুক জায়গায় করনি? সে জবাব দিবে ঃ না, হে আমার রাব্ব! আপনার ইয্যাতের শপথ! আমি এটা করিনি। যখন সে এ কথা বলবে তখন আল্লাহ তার মুখ বন্ধ করে দিবেন। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আমার ধারণায় সর্বপ্রথম তার ডান উরু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তিনি নিম্নের এই আয়াতটি পাঠ করেন।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের।* (তাবারী ২০/৫৪৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলিকে নষ্ট করে দিতে পারতাম, তখন তারা সৎ পথে চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত? আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদেরকে তাদের নিজেদের স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম। তাদের চেহারা পরিবর্তন করে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাদেরকে পাথর বানিয়ে দিতাম এবং তাদের পা ভেঙ্গে দিতাম।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلاَ يَرْجِعُونَ ফলে তখন তারা চলতে পারতনা। অর্থাৎ তারা সামনেও যেতে পারতনা এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারতনা। বরং মূর্তির মত একই জায়গায় বসে থাকত।

৬৮। আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝেনা?	٦٨. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
৬৯। আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহাতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।	٦٩. وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ
৭০। যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।	٧٠. لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

আল্লাহ তা‘আলা বানী আদম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের যৌবনে যেমন ভাটা পড়তে থাকে তেমনিভাবে তাদের বার্ধক্য, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা এসে পড়ে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ

তিনিই আল্লাহ! যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا

এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে কেহকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সেই সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ

৫) সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ এই যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্প সময়ের আবাস স্থল। এ দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। **أَفَلاَ يَعْقِلُونَ** তবুও কি এ লোকগুলো এ জ্ঞান রাখেনা যে, তারা নিজেদের শৈশব ও যৌবন পার করে ধূসর চুলের বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে এবং এরপরেও কি তারা হৃদয়ঙ্গম করেনা যে, এই দুনিয়ার পরে আখিরাত আসবে এবং এই জীবনের পরে আবার নবজীবন লাভ করবে?

আল্লাহ তাঁর নাবীকে কবিতা শিক্ষা দেননি

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ** আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং কাব্য রচনা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। কবিতার প্রতি তার ভালবাসা নেই এবং কোন আকর্ষণও নেই। এর প্রমাণ তার জীবনেই প্রকাশমান যে, তিনি কোন কবিতা পাঠ করলে তা সঠিকভাবে শেষ করতে পারতেননা এবং তা পুরোপুরিভাবে তাঁর মুখস্থও থাকতনা।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামীকে (রাঃ) বলেন ঃ তুমিইতো **أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ** এ কবিতাংশটি বলেছ? উত্তরে আব্বাস ইব্ন মিরদাস (রাঃ) বলেন ঃ **بَيْنَ لعُيَيْنَةَ وَلأَقْرَعِ** এইরূপ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সবই সমান। অর্থাৎ অর্থের দিক দিয়ে দুটো একই। (দায়ায়িলুল নুবুওয়াহ ৫/১৮১, মুসলিম ২৪৪৩) তাঁর উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) এটি কবিতার কোন পংক্তি নয় যা কাফির কুরাইশরা দাবী করত। এটি কোন যাদুবিদ্যা, তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা পাঠ করার জন্য কোন হেয়ালী বাক্যও নয়, যেমনটি বিভিন্ন বিপথগামী মূর্খ লোকেরা মন্তব্য করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতগতভাবেই কোন কবিতা মুখস্ত করে মনে রাখতে

পারতেননা এবং তাঁর জন্য এটা আল্লাহর তরফ থেকে নিষেধও করা ছিল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটাতো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে সামান্য পরিমাণও চিন্তা করবে তার কাছেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ এটা এ জন্যই যে, দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) এই কুরআন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান তাদের জন্য ক্রিয়াশীল ও ফলদায়ক হবে যাদের অন্তর জীবিত এবং ভিতর পরিষ্কার। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যাদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। (তাবারী ২০/৫৫০)

وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ আর শাস্তির কথাতো কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। অতএব, কুরআনুল কারীম মু'মিনদের জন্য রাহমাত স্বরূপ এবং কাফিরদের উপর সাক্ষী স্বরূপ।

৭১। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী।	٧١. أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ

৭২। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করেছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।	٧٢. وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
৭৩। তাদের জন্য ওগুলিতে রয়েছে বহু উপকারিতা, আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা?	٧٣. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

গৃহপালিত পশুতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইনআম ও ইহসানের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তুগুলো সৃষ্টি করে ওগুলো মানুষের অধিকারভুক্ত করে দিয়েছেন। একটি ছোট ছেলেও উটের লাগাম ধরে তাকে থামিয়ে দিতে পারে। ওদেরকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। ফলে মানুষ ওদেরকে যে দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় সেই দিকেই ওরা চলতে থাকে; কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করেনা। এমন কি একটি শিশুও যদি একটি পূর্ণ বয়স্ক উটকে বসতে বলে তাহলে সে বসে পড়ে, উঠতে বললে উঠে দাঁড়ায় এবং চলতে বললে হাটতে শুরু করে। যেভাবে যা করতে হবে তা ইশারা করলেই সে তা করতে থাকে। এমনকি কোন কাফিলায় যদি এক শতটি উট থাকে এবং তা যদি একটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তা উটেরা শান্তভাবে মেনে নিয়ে চলতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ এগুলোর কতককে মানুষ তাদের বাহন করে থাকে। তাদের পিঠে আরোহণ করে তারা বহু দূরের পথ অতিক্রম করে এবং তাদের আসবাবপত্রও তাদের পিঠের উপর চাপিয়ে থাকে। আর কতকগুলোর গোশত তারা আহার করে।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ অতঃপর ওগুলোর পশম, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা বহু উপকার লাভ হয়। তারা এগুলোর দুধও পান করে। আবার ওগুলোর প্রস্রাবও ওষুধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও আরও বহু উপকার তারা পায়।

أَفَلَا يَشْكُرُونَ এর পরেও কি আল্লাহর এই নি‘আমাতগুলির জন্য তাঁর প্রতি

তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়? তাদের কি উচিত নয় যে, তারা শুধু এগুলির সৃষ্টিকর্তারই ইবাদাত করবে, তাঁর একাত্মবাদকে মেনে নিবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা?

৭৪। তারাতো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।	٧٤. وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمۡ يُنصَرُونَ
৭৫। কিন্তু এসব ইলাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের বাহিনী রূপে উপস্থিত করা হবে।	٧٥. لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَهُمۡ وَهُمۡ لَهُمۡ جُندٌ مُّحۡضَرُونَ
৭৬। অতএব তাদের কথা তোমাদের যেন দুঃখ না দেয়। আমিতো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে।	٧٦. فَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمۡ إِنَّا نَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ

মুশরিকদের দেবতারা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ঐ বাতিল আকীদাহকে খণ্ডন করছেন যা তারা তাদের বাতিল মা'বূদদের উপর পোষণ করত। তারা এই আকীদাহ বা বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদাত করছে তারা তাদের সাহায্য করবে, তারা তাদের তাকদীরে বারাকাত আনয়ন করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এসব মা'বূদ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। তাদেরকে সাহায্য করাতো দূরের কথা, তারা এতই দুর্বল, ক্ষমতাহীন ও মূল্যহীন যে, তারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারেনা। এমন কি এই মূর্তিগুলো তাদের শত্রুদের আক্রমণ হতে নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা। কেহ এসে যদি তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে তবুও তারা তার কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তারাতো কথাও

বলতে পারেনা। কোন বোধ শক্তিও তাদের নেই।

وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ এই মূর্তিগুলো কিয়ামাতের দিন জনগণের হিসাব গ্রহণের সময় নিজেদের উপাসকদের সামনে অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে যাতে মুশরিকদের পুরোপুরি লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পায়। আর তাদের উপর ফাইসালা পুরা হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ মূর্তিগুলোতো তাদের কোন প্রকারেরই সাহায্য করতে পারেনা, তবুও এই নির্বোধ মুশরিকরা তাদের সামনে এমনভাবে বিদ্যমান থাকছে, যেন তারা কোন জীবন্ত সেনাবাহিনী। অথচ এগুলো তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা এবং কোন বিপদাপদ দূর করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই মুশরিকরা তাদের নামে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। তারা এগুলোর বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বললে তার সাথে লড়াই করছে। হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর সান্ত্বনা দান

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ হে নাবী! তাদের প্রত্যাখ্যান করা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমিতো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। সময় আসছে। পুংখানপুংখভাবে আমি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করব।

৭৭। মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী।	٧٧. أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
৭৮। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার	٧٨. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ

করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে?	وَهِىَ رَمِيمٌ
৭৯। বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত।	٧٩. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
৮০। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্বলিত কর।	٨٠. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ

মৃত্যুর পর কিয়ামাত দিবসে পুনর্জন্ম অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, একদা অভিশপ্ত উবাই ইব্ন খালফ একটি শুকনা হাড় হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে। সে হাড্ডিটি ভাঙ্গছিল এবং ওর গুড়াগুলি বাতাসে উড়াচ্ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! বল তো, এগুলিতে কি আল্লাহ পুনর্জীবন দান করবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ। আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে মৃত্যু দিবেন। এরপর তোমাকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন এবং তোমার হাশর হবে জাহান্নামে। ঐ সময় এই সূরার শেষের এই আয়াতগুলি (৭৭-৮৩) অবতীর্ণ হয়। অন্য রিওয়ায়াতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জরাজীর্ণ পুরানো হাড়টি নিয়ে আগমনকারী লোকটি ছিল আস ইব্ন ওয়াইল। সে ওটি পাহাড়ের পাদদেশ হতে সংগ্রহ করেছিল এবং ওটি ভেঙ্গে গুড়া করে বলেছিল ঃ এগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ কি পুনরায় এগুলিকে জীবন

দিবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ। আল্লাহ তোমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তোমাকে জীবন দিবেন এবং এরপর তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর এই সূরার শেষের আয়াতগুলি নাযিল হয়। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) থেকে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৫৫৪) যা হোক, এ আয়াতগুলি উবাই ইব্‌ন খালফ অথবা আস ইব্‌ন ওয়াইল, যার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোকনা কেন অথবা উভয়ের জন্য অবতীর্ণ হলেও এ আয়াতগুলি সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। যে কেহ পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী হবে তার জন্যই এটা জবাব হবে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَة এ লোকগুলোর নিজেদের সৃষ্টির সূচনার প্রতি চিন্তা করা উচিত যে, তাদেরকে এক ঘৃণ্য ও তুচ্ছ শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পূর্বে তাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। এর পরেও মহামহিমান্বিত আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কি অর্থ হতে পারে? মহান আল্লাহ এ বিষয়টিকে আরও বহু আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ. فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২০-২১) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ২)

বিশর ইব্‌ন জাহহাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তে থুথু ফেলেন। অতঃপর তিনি তাতে অঙ্গুলী রেখে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমরা কি আমাকে অপারগ ও শক্তিহীন করতে পার? আমি তোমাদেরকে এরূপ (থুথুর মত তুচ্ছ) জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে এরূপ আকৃতিতে গঠন করেছি। তারপর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফিরা করতে শুরু করেছ এবং ধন-সম্পদ জমা করতে ও দরিদ্রদেরকে সাহায্যদানে বিরত থাকছ। অতঃপর প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়েছে তখন বলতে শুরু করেছ ঃ এখন আমি আমার সম্পদ আল্লাহর পথে সাদাকাহ করতে চাই। কিন্তু সাদাকাহ করার ব্যাপারে অনেক দেরী হয়ে

গেছে (আহমাদ ৪/২১০, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯০৩)

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ তারা এখন ঐ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করছে যিনি আসমান, যমীন এবং সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। যদি তারা চিন্তা করত তাহলে এই আযীমুশ্‌শান মাখলূকের সৃষ্টি ছাড়াও নিজেদেরই জন্মলাভকে আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতার এক বড় নিদর্শন রূপে দেখতে পেত। কিন্তু তাদের জ্ঞান চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে গেছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ এই অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত। শরীরের কোন্ অংশ পৃথিবীর কোথায় মিশে গেছে অথবা মিলিয়ে গেছে তা সবই তাঁর জানা আছে।

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রিব'ই (রহঃ) বলেন ঃ একদা উকবাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হুযাইফাকে (রাঃ) বলেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন এমন কোন হাদীস আমাদেরকে শুনিয়ে দিন। তখন হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে তার ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যে, তারা যেন তার মৃত্যুর পর বহু কাঠ সংগ্রহ করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাতে তার মৃত দেহকে পুড়িয়ে ভস্ম করে। তারপর যেন ঐ ভস্ম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। তার কথামত ওয়ারিশরা তাই করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তার ভস্মগুলো একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে উত্তরে বলে ঃ আপনার ভয়ে (আমি এরূপ করেছিলাম)। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। উকবাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) তখন বলেন ঃ আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি। ঐ প্রশ্নকারী ছিলেন একজন কাবর খননকারী। (আহমাদ ৫/৩৯৫)

একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, লোকটি বলেছিল ঃ আমার ভস্মগুলো অর্ধেক বাতাসে উড়িয়ে দিবে এবং বাকি অর্ধেক সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে। তারা তাই করল। আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে আদেশ করেন যে, সে যেন তার ভিতর থাকা ঐ

লোকের দেহভস্ম জমা করে। যমীনকেও তিনি অনুরূপ আদেশ করেন। সমুদ্রে যতগুলো ভস্ম ছিল সমুদ্র ওগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে জমা করে দেয় এবং অনুরূপভাবে বাতাসও তা জমা করে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 'হও' ফলে লোকটি জীবিতাবস্থায় দাঁড়িয়ে যায় (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯৪, মুসলিম ৪/২১১০)

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ *তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর।* অর্থাৎ যিনি এই সবুজ গাছপালাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং উহা যখন নানা রকম ফল উৎপাদন করতে শুরু করছে তখন তিনি ওকে শুকনা দাহ্য কাঠে পরিবর্তন করে দেন। কারণ তিনি যখন যা করতে মনস্থ করেন তখন তা করেন এবং তাঁকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে বাধা দেয়ার কেহই নেই। কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ যিনি সবুজ গাছ থেকে আগুনের দাহ্য সৃষ্টি করেন তিনি ওকে আবার জীবিত করতেও সক্ষম। বলা হয়েছে যে, এখানে যে গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল *'মার্‌ক'* এবং *'আফার'* গাছ যা হিজাযে জন্মে। যদি কেহ আগুন জ্বালাতে চায় এবং তার সাথে যদি আগুন জ্বালানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ঐ গাছের দু'টি শাখা নিয়ে একটির সাথে অপরটি ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলে উঠবে। সুতরাং ওটি যেন দিয়াশলাইয়ের মত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন।

৮১। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।	٨١. أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ
৮২। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর	٨٢. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن

ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।	يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ
৮৩। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	٨٣. فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সাত আসমান এবং ওর গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সাত যমীনকে এবং ওর মধ্যকার পাহাড়-পর্বত, মাইদান, বালু, সমুদ্র, গাছ-পালা ইত্যাদিও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি এত বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি মানুষের মত ছোট মাখলূককে সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? এটাতো জ্ঞানেরও বিপরীত কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭) এখানেও তিনি বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে কি সমর্থ নন? আর এতে যখন তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান তখন অবশ্যই তিনি তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু ওকে বলেন ঃ হও, ফলে ওটা হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি একবারই মাত্র নির্দেশ দেন, বারবার নির্দেশ দেয়ার ও তাগীদ করার কোন প্রয়োজনই তাঁর হয়না।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পাপী; কিন্তু তারা ব্যতীত, যাদেরকে আমি ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। তোমাদের প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু তারা ব্যতীত যাদেরকে আমি ধনবান করি। আমি বড়ই দানশীল এবং আমি বড় মর্যাদাবান। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করে থাকি। আমার ইনআম বা পুরস্কারও একটা কালাম বা কথা এবং আমার আযাবও একটা কালাম। আমার ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি তখন ওকে বলি ঃ হও, ফলে তা হয়ে যায়। (আহমাদ ৫/১৫৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।* সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান সেই আল্লাহর যিনি সকল খারাবী এবং ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে, যাঁর কর্তৃত্বে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবকিছু, যাঁর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং আদেশ দেয়ার মালিকও তিনি। তাঁরই কাছে কিয়ামাত দিবসে সকলকে হাযির করা হবে। অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী হয় উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে অথবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি মুক্ত হস্ত, উদার দাতা, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে কখনও ভুল করেননা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

قُلْ مَنْ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ

জিজ্ঞেস কর ঃ যদি তোমরা জান তাহলে বল সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? (২৩ ঃ ৮৮) আরও বলেন ঃ

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ

মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব। (৬৭ ঃ ১)

সুতরাং **مُلْك** ও **مَلَكُوْت** একই অর্থ। কেহ কেহ বলেছেন যে, **ملك** দ্বারা দেহের জগত এবং **مَلَكُوْت** দ্বারা রূহের জগতকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক উক্তি এবং অধিকাংশ মুফাসসিরদেরও উক্তি এটাই।

হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রাঃ) বলেন ঃ একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (তাহাজ্জুদ সালাতে) দাঁড়িয়ে যাই। তিনি সাত রাক‘আতে সাতটি লম্বা সূরা পাঠ করেন।

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে তিনি রুকূ’ হতে মাথা উত্তোলন করেন এবং **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ** এ কালেমাগুলি পাঠ করেন। তাঁর রুকূ’ দাঁড়ানো অবস্থার মতই দীর্ঘ ছিল এবং সাজদাহও ছিল রুকূ’র মতই দীর্ঘ। যখন তিনি সালাত আদায় সমাপ্ত করলেন তখন আমার পদদ্বয় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (আহমাদ ৫/৩৯৬)

আউফ ইব্ন মালিক আশজায়ী (রাঃ) বলেন ঃ একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করি। তিনি সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করেন। রাহমাতের বর্ণনা রয়েছে এরূপ প্রতিটি আয়াতে তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট রাহমাত প্রার্থনা করতেন এবং যে সমস্ত আয়াতে শাস্তির বর্ণনা রয়েছে সেখানেও তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহর কাছে শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতেন। তারপর তিনি রুকূ’ করেন এবং এটাও দাঁড়ানো অবস্থা অপেক্ষা কম সময়ের ছিলনা। রুকূ’তে তিনি **سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ** পাঠ করেন। এরপর তিনি সাজদাহ করেন এবং ওটাও প্রায় রুকু অবস্থার সমপরিমাণই ছিল এবং সাজদাহয়ও তিনি ওটাই পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাক‘আতে তিনি সূরা আলে-ইমরান পাঠ করেন। এভাবেই তিনি এক এক রাক‘আতে এক একটি সূরা তিলাওয়াত করেন। (আবূ দাঊদ ১/৫৪৪, তিরমিযী ১৬৪, নাসাঈ ২/২২৩)

সূরা ইয়াসীন -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৭ ঃ সাফ্‌ফাত, মাক্কী — ٣٧ – سورة الصافات، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৮২, রুকূ ৫) (اٰيَاتُهَا : ١٨٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

সূরা সাফফাত এর ফাযীলাত

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হালকাভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি সূরা সাফ্‌ফাত পাঠ করে আমাদের ইমামতি করতেন। (নাসাঈ ২/৯৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।	١. وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفًّا
২। এবং যারা কঠোর পরিচালক।	٢. فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًا
৩। এবং যারা যিক্‌র আবৃত্তিতে মশগুল।	٣. فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكْرًا
৪। নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বূদ এক।	٤. إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌ
৫। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্ত বর্তী সব কিছুর রাব্ব, এবং রাব্ব সকল উদয়স্থলের।	٥. رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَٰرِقِ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই তিনটি আয়াতে বর্ণিত শপথের দ্বারা মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মাসরুক (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (কুরতুবী ১৫/৬১-৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে,

মালাইকা/ফেরেশতাদের সারি আকাশের উপরে রয়েছে। (তাবারী ২১/৭)

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাদের সারিকে মালাইকার সারির মত করা হয়েছে, সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য মাসজিদ বানানো হয়েছে এবং পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটিকে আমাদের জন্য অযূর পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১)

যাবির ইব্ন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হন সেইভাবে তোমরা সারিবদ্ধ হওনা কেন? সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন ঃ আল্লাহর মালাইকা কিভাবে তাদের রবের সামনে কাতারবন্দী হন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ তারা প্রথম সারিকে পূরণ করে নেন এবং এরপর অন্যান্য সারিগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নেন। (মুসলিম ১/২২৩, আবূ দাউদ ১/৪৩১, নাসাঈ ২/৯২, ইব্ন মাজাহ ১/৩১৭)

فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا *যারা কঠোর পরিচালক।* এ আয়াতের তাফসীরে সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ গুরুজন মেঘ-বৃষ্টিকে একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালনাকারী মালাক/ফেরেশতা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا *এবং যারা যিক্র আবৃত্তিতে মশগুল।* সুদ্দীর (রহঃ) মতে ঃ এরা হলেন ঐ মালাইকা যাঁরা আল্লাহর সহীফা এবং কুরআন বহন করে বান্দাদের নিকট আনয়ন করে থাকেন।

আল্লাহই হচ্ছেন সত্যিকারের মা'বূদ

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ এই শপথসমূহের পর এখন যে বিষয়ের উপর শপথ করা হয়েছে তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ তোমাদের সবারই সত্য ও সঠিক মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব এবং রাব্ব সকল উদয়স্থলের। তিনিই আকাশের উপর তারকারাজি, চন্দ্র এবং সূর্যকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন, যেগুলি পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। মাশরিকের উল্লেখ করে মাগরিবের ইঙ্গিত থাকার কারণে ওর উল্লেখ করা

হয়নি। অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঘোষিত হয়েছে ঃ

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪০)

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ

তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ১৭) অর্থাৎ শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের উদয় ও অস্তের স্থানের রাব্ব তিনিই।

৬। আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।	٦. إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ
৭। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে।	٧. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ
৮। ফলে তারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে -	٨. لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ
৯। বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি।	٩. دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
১০। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।	١٠. إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

নভোমন্ডলকে আল্লাহ তা'আলা সুসজ্জিত করেছেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার আকাশকে তারকামণ্ডলী দ্বারা

তিনি সুশোভিত করেছেন। আকাশের নক্ষত্ররাজি এবং ওর সূর্যের কিরণ যমীনকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৫) অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّٰهَا لِلنَّٰظِرِينَ. وَحَفِظْنَٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ. إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ

আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য। প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করি। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৬-১৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ আমি আসমানকে হিফাযাত করেছি প্রত্যেক দুষ্ট ও উদ্ধত শাইতান হতে। ফলে তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা। চুরি করে শোনার চেষ্টা করলে এবং হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে তাদেরকে তাড়ানোর জন্য জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

لاَ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى তারা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনা। আল্লাহর শারীয়াত ও তাকদীর বিষয়ের মালাইকা/ফেরেশতাদের কোন আলাপ-আলোচনা তারা শুনতে সক্ষম হয়না। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি আমরা নিম্নের আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদুরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঃ তোমাদের রাব্ব কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে ঃ

যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ যে দিক থেকে তারা আকাশে উঠতে চায় সেই দিক থেকেই তাদের উপর অগ্নিপিন্ড নিক্ষেপ করা হয়। তাদেরকে বিতাড়িত ও লজ্জিত করার উদ্দেশে বাধা দেয়া ও আসতে না দেয়ার জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তাদের জন্য পরকালের স্থায়ী শাস্তিতো বাকী রয়েছেই যা হবে খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং চিরস্থায়ী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৫) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ *তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে।* অর্থাৎ এর ব্যতিক্রম হল এই যে, শাইতানদের মধ্য থেকে কেহ চুরি করে হঠাৎ কোন কথা শুনে ফেলে তা তার নিকটবর্তী শাইতানের কাছে বলে দেয়। অতঃপর সে তার পরের জনকে বলে দেয় এবং এভাবে তা পৃথিবীতে শাইতানের লোকজনের কাছে পৌঁছে যায়। কখনও তা পৃথিবীতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর আদেশে অগ্নিপিন্ড তাদেরকে আঘাত করে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কখনও অগ্নিপিন্ড তাদেরকে আঘাত করার পূর্বেই তা পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। ঐ খবর তারা যাদুকর/জোতিষীর কাছে বলে দেয়। এ বিষয়টি আমরা পূর্বের একটি হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

ثَاقِبٍ শব্দের অর্থ অত্যন্ত তেজ এবং অত্যধিক উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে শাইতানরা আকাশে গিয়ে বসতো এবং অহী শুনত। ঐ সময় তাদের উপর তারকা নিক্ষিপ্ত হতনা। সেখানকার কথা নিয়ে তারা একের জায়গায় দশটি কথা বেশী করে বানিয়ে জোতিষী/যাদুকরদেরকে বলে দিত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত লাভ করেন তখন তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে তারা সেখানে গিয়ে কান পাতলে তাদের উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হত। যখন তারা এই নতুন ঘটনা অভিশপ্ত ইবলীসকে জানালো তখন সে বলল ঃ নতুন বিশেষ কোন যরুরী ব্যাপারে এরূপ সতর্কতা

অবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং সংবাদ জানার জন্য সে তার দলবলকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিল। তারা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাখলার দু’টি পাহাড়ের মাঝে সালাত আদায় করছেন। তারা এ খবর ইবলীস শাইতানকে জানালে সে বলল ঃ এ কারণেই তোমাদের আসমানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। (তাবারী ২১/১২)

১১। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর নাকি আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা সৃষ্টি কঠিনতর? তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল মাটি হতে।	١١. فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَهُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَم مَّنۡ خَلَقۡنَآ ۚ إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّن طِينٖ لَّازِبِۭ
১২। তুমিতো বিস্ময় বোধ করছ, আর তারা করছে বিদ্রুপ।	١٢. بَلۡ عَجِبۡتَ وَيَسۡخَرُونَ
১৩। এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তা গ্রহণ করেনা।	١٣. وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذۡكُرُونَ
১৪। তারা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে।	١٤. وَإِذَا رَأَوۡاْ ءَايَةٗ يَسۡتَسۡخِرُونَ
১৫। এবং বলে ঃ এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।	١٥. وَقَالُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٌ
১৬। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখন কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?	١٦. أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ

১৭। এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও?	١٧. أَوَءَابَآؤُنَا ٱلۡأَوَّلُونَ
১৮। বল ঃ হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।	١٨. قُلۡ نَعَمۡ وَأَنتُمۡ دَٰخِرُونَ
১৯। ওটা একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ। আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে।	١٩. فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٞ وَٰحِدَةٞ فَإِذَا هُمۡ يَنظُرُونَ

মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরায় জীবিত করা হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তুমি কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে প্রশ্ন কর ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, নাকি আসমান, যমীন, মালাক/ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি সৃষ্টি করা কঠিন? ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তারাতো স্বীকার করে যে, তাদের তুলনায় ওগুলো সৃষ্টি করা কঠিন; তাহলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা কেন অস্বীকার করে? অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَخَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقۡنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ আমি তাদেরকে আঠালো মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, মানুষকে এমন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা আঠালো জাতীয় বলে হাতে লেগে থাকে। (কুরতুবী ১৫/৬৯, তাবারী ২১/২২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ইহা আঠালো এবং খুবই কার্যকরী (তাবারী ২১/২৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা আঠালো যা হাতে লেগে থাকে। (তাবারী ২১/২৪) আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি ঃ

وَإِذَا ذُكِّرُوا لاَ يَذْكُرُونَ.بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ হে নাবী! তুমিতো বিস্ময়বোধ করছ, আর তারা বিদ্রূপ করছে। কারণ তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, আর তুমি তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের গলিত দেহ পুনর্গঠন করা হবে, এ কথা শুনে তারা তামাশা করছে।

وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ আর যখন কোন প্রকাশ্য প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন তারা বিদ্রূপ করে বলে যে, এটাতো নিছক যাদুর খেলা। তারা বলে ঃ

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ.أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ মৃত্যুর পর আমরা মাটিতে মিশে যাব এবং এরপর পুনর্জীবিত হব, এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষদেরও পুনরায় জীবিত করা হবে, এ কথাতো আমরা কখনও মানতে পারিনা। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা ধূলায় পরিণত হও অথবা হাড্ডির অবশিষ্টাংশ যে অবস্থায়ই থাক না কেন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। কারণ তোমরা সবাই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। অতঃপর তোমাদেরকে অপমানিত অবস্থায় শাস্তি প্রদান করা হবে। তাঁর সামনে কারও কোন শক্তি/ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ

এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৭) আরও বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ এটাতো একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, আর তখনই তারা অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ যেটাকে তোমরা খুবই কঠিন

মনে করছ তা আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে, আর তখনই সবাই কাবর হতে বের হয়ে কিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২০। এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটাইতো কর্মফল দিন।	٢٠. وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ
২১। এটাই ফাইসালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।	٢١. هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ
২২। (মালাইকাকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত -	٢٢. ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ
২৩। আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ত্বারিত কর জাহান্নামের পথে।	٢٣. مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ
২৪। অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে;	٢٤. وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ
২৫। তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছনা?	٢٥. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
২৬। বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে।	٢٦. بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

প্রতিফল দিবসের বর্ণনা

এখানে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কিয়ামাত দিবসে কিভাবে কাফিরেরা একে অপরকে দোষারোপ করবে এবং তারা এও স্বীকার করবে যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায় করেছে। যখন তারা কিয়ামাতের ভয়াবহতা নিজেদের চোখে দেখতে পাবে তখন মনে মনে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু তখনকার অনুশোচনা তাদের জন্য কোন সুখকর বার্তা বয়ে আনবেনা। কিয়ামাত অস্বীকারকারীরা বলবে ঃ

يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটাইতো প্রতিফল দিবস! মু'মিন ও মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের লজ্জা আরও বাড়ানোর জন্য বলবেন ঃ

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ হ্যাঁ, এটাই ফাইসালার দিন যা তোমরা অবিশ্বাস করতে। অতঃপর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন ঃ

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ মু'মিনদের থেকে পৃথক করে ভিন্নভাবে একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। নুমান ইব্‌ন বাশীর (রাঃ) বলেন ঃ 'তাদের সাথীদের' বলতে এখানে তাদের একই পথ অবলম্বনকারীদের বুঝানো হয়েছে যারা তাদের মতই নিজেদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছিল। (তাবারী ২১/২৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আবুল আলীয়াহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/২৭, ২৮) শারিক (রহঃ) সিমাক (রহঃ) হতে, তিনি নুমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আমি উমারকে (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ তারা হল তাদেরই মত যারা বিপথে চলেছিল। সুতরাং যারা ব্যভিচার করেছে, যারা সুদ খেয়েছে কিংবা সুদের লেন-দেন করেছে, যারা মদ পান করেছে কিংবা মদ পান করিয়েছে তারা সবাই একে অন্যের সাথী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **وَأَزْوَاجَهُمْ** এর অর্থ হচ্ছে 'তাদের বন্ধুরা'।

وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. مِن دُونِ اللَّهِ *এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে।* অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে পীর, দেব-দেবীদের ইবাদাত করত তাদের সবাইকে একই জায়গায় উপস্থিত করা হবে।

অতঃপর **فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ** তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আরও বলবেন ঃ

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ তাদেরকে জাহান্নামের নিকট কিছু সময়ের জন্য দণ্ডায়মান রাখ। কেননা তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, পৃথিবীতে তারা কি করেছে এবং কি বলেছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাদেরকে থামাও, কারণ তাদের আমলের হিসাব নেয়া হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক (রহঃ) বলেন ঃ আমি উসমান ইব্ন যায়িদাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, মানুষকে সর্বপ্রথম তার বন্ধু/সঙ্গীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর তাকে ভর্ৎসনার সুরে প্রশ্ন করা হবে ঃ

مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ কি ব্যাপার! আজ কেন একে অপরকে সাহায্য করছনা? অথচ তোমরা দুনিয়ায় বলে বেড়াতে ঃ আমরা সবাই একত্রে রয়েছি এবং আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করব?

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ কিন্তু আজ তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। না আজ তারা তাঁর কোন বিরুদ্ধাচরণ করবে, না তারা তাঁর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে, আর না পালাতে পারবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

২৭। এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।	٢٧. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ

২৮। তারা বলবে ঃ তোমরাতো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে।	٢٨. قَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَأۡتُونَنَا عَنِ ٱلۡيَمِينِ
২৯। তারা বলবে ঃ তোমরাতো বিশ্বাসীই ছিলেনা।	٢٩. قَالُواْ بَل لَّمۡ تَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ
৩০। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা; বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	٣٠. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنِۭۖ بَلۡ كُنتُمۡ قَوۡمًا طَٰغِينَ
৩১। আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের কথা সত্য হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।	٣١. فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَآۖ إِنَّا لَذَآئِقُونَ
৩২। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।	٣٢. فَأَغۡوَيۡنَٰكُمۡ إِنَّا كُنَّا غَٰوِينَ
৩৩। তারা সবাই সেদিন শাস্তি তে শরীক হবে।	٣٣. فَإِنَّهُمۡ يَوۡمَئِذٖ فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ
৩৪। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি।	٣٤. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفۡعَلُ بِٱلۡمُجۡرِمِينَ

৩৫। যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তখন তারা অহংকার করত।	٣٥. إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
৩৬। এবং বলত ঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বূদদেরকে বর্জন করব?	٣٦. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ
৩৭। বরং সেতো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে সমস্ত রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছে।	٣٧. بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ

কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকরা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা জাহান্নামের মধ্যে যেভাবে জ্বলতে থাকবে ও পরস্পর দ্বন্দ্বে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে ঠিক তেমনিভাবে তারা কিয়ামাতের মাঠে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ

দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে ঃ আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে? দাম্ভিকেরা বলবে ঃ আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৭-৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَـٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩) অনুরূপ বর্ণনা এখানেও রয়েছে যে, তারা তাদের নেতৃবর্গকে বলবে ঃ

إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ *তোমরাতো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট* আসতে। যাহহাক (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ দুর্বলরা বলবে, যেহেতু আমরা তোমাদের চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন ছিলাম এবং তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলে সেই হেতু তোমরা আমাদেরকে জোরপূর্বক ন্যায় হতে অন্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিতে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ কথা মানুষ জিনদেরকে বলবে। মানুষ তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমাদেরকে ভাল কাজ হতে ফিরিয়ে মন্দ কাজ করতে প্ররোচিত

করতে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তোমরা পাপের কাজকে আমাদের চোখে সুন্দর করে দেখাতে এবং ভাল ও সৎ কাজকে কঠিন ও মন্দরূপে প্রদর্শন করতে। হক হতে ফিরিয়ে দিতে এবং বাতিলের প্রতি আমাদেরকে প্রভাবিত করতে। (তাবারী ২১/৩২) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ কোন কোন সময় যখন আমাদের মনে সৎ কাজের প্রতি খেয়াল জাগতো তখন তোমরা প্রতারণা করে আমাদেরকে তা হতে সরিয়ে দিতে। ইসলাম, ঈমান এবং সাওয়াব লাভ করা হতে তোমরা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছ। (তাবারী ২১/৩২) ইয়াযীদ আর রিশ্‌ক (রহঃ) বলেন ঃ *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* হতে আমাদেরকে তোমরা বহু দূরে নিক্ষেপ করেছ। মহান আল্লাহ দুষ্টদের নেতৃবৃন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ বরং তোমরাতো বিশ্বাসীই ছিলেনা। অর্থাৎ দুর্বলদের অভিযোগ শুনে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিল তারা ঐ দুর্বলদেরকে উত্তরে বলবে ঃ আমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা নিজেরাইতো অন্যায়কারী ছিলে। তোমাদের অন্তর ঈমান হতে দূরে ছিল। কুফরী ও পাপের কাজে তোমরা সদা লিপ্ত থাকতে।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা। বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমাদের মনের মধ্যে সত্যের প্রতি অবাধ্যতা ও দুষ্টামি ছিল। তাই তোমরা আমাদের কথা মান্য করেছিলে এবং নাবীগণের আনয়নকৃত সত্যকে পরিত্যাগ করেছিলে।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ তাই আমাদের সবারই উপর আল্লাহর আযাবের বাণী সত্যভাবে স্থির হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিলাম ও বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ তারা সবাই সেই দিন শাস্তিতে শরীক হবে। অর্থাৎ নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী সবাই জাহান্নামী। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ আর অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। যখন তাদেরকে বলতে বলা হতো *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* তখন তারা গর্বভরে

বলত ঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বূদদেরকে বর্জন করব? অর্থাৎ তারা অহংকার করে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করতনা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মানব জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই সে ইসলামের হক ছাড়া তার মাল ও জান আমা হতে বাঁচিয়ে নিবে এবং তার হিসাব মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট রয়েছে। (মুসলিম ১/৫২)

এ বিষয়টি আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে এবং এক অহংকারী সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এ কালেমা উচ্চারণ করতে গর্বভরে অস্বীকার করেছিল। কাফির ও মুশরিকরা কালেমায়ে তাওহীদ শুনে উত্তর দিত ঃ

أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ আমরা কি একজন কবি ও পাগলের কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবি ও পাগল বলে আখ্যায়িত করত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করে তাদের অভিমত খণ্ডন করে বলেন ঃ

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ বরং এই নাবী সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রাসূলকে সে সত্য বলে স্বীকার করেছে। অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) ইতোপূর্বে এই নাবী সম্বন্ধে যে গুণাবলী ও পবিত্রতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যেসবের সঠিক প্রমাণ তিনি নিজেই। পূর্ববর্তী নাবীগণ যেসব হুকুম বর্ণনা করেছেন তিনিও সেই সবেরই বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ

তোমার সম্বন্ধেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৩)

৩৮। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তদ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে।	٣٨. إِنَّكُمْ لَذَآئِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ
৩৯। এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে।	٣٩. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ

	تَعۡمَلُونَ
৪০। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা।	٤٠. إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ
৪১। তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয্‌ক -	٤١. أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ رِزۡقٌ مَّعۡلُومٌ
৪২। ফল-মূল এবং তারা হবে সম্মানিত।	٤٢. فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكۡرَمُونَ
৪৩। সুখ কাননে।	٤٣. فِي جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ
৪৪। তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে।	٤٤. عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ
৪৫। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সূরাপূর্ণ পাত্র -	٤٥. يُطَافُ عَلَيۡهِم بِكَأۡسٍ مِّن مَّعِينِۭ
৪৬। শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।	٤٦. بَيۡضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّـٰرِبِينَ
৪৭। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা।	٤٧. لَا فِيهَا غَوۡلٌ وَلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنزَفُونَ
৪৮। আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না আয়তলোচনা হুরবৃন্দ।	٤٨. وَعِندَهُمۡ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ عِينٌ
৪৯। তারা যেন সুরক্ষিত ডিম।	٤٩. كَأَنَّهُنَّ بَيۡضٌ مَّكۡنُونٌ

মূর্তি পূজকদের শাস্তি এবং মু'মিন বান্দাদেরকে প্রতিদানের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কাফির মূর্তি পূজকদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় মনোনীত বান্দাদের এর থেকে পৃথক করে নিচ্ছেন যে, তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلْعَصْرِ. إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে । (সূরা আসর, ১০৩ ঃ ১-৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

অর্থাৎ আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে। অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৪-৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭১-৭২) অন্যত্র প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (সূরা মুদ্‌দাসসির, ৭৪ ঃ ৩৮-৩৯) এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। বেদনাদায়ক শাস্তিতে পতিত ব্যক্তিদের হতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একনিষ্ঠ

বান্দাদেরকে পৃথক করে নিয়েছেন যাতে তারা কঠিন শাস্তি ও হিসাব-নিকাশের ভীষণ বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিছু কিছু ছোট খাট ভুল ভ্রান্তি থাকলেও তাদেরকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে। আর ঐ সব বান্দার সৎ আমলগুলিকে একটির বদলে দশগুণ অথবা তা হতে সাতশ' গুণ এমনকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্‌ক। কাতাদাহ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৩৫)

فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ তা হবে নানা প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ। সেখানে তারা হবে মহাসম্মানের অধিকারী। সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে সমাসীন থাকবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা এমনভাবে বসে থাকবে যে, কারও পৃষ্ঠদেশ কেহ দেখতে পাবেনা। (কুরতুবী ১৫/৭৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র। প্রবাহিত শরাব হতে পূর্ণ পেয়ালা তাদের মধ্যে পরিবেশিত হবে। তা হবে ধবধবে সাদা ও সুমিষ্ট। তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবেনা এবং নেশাও হবেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পান-পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ১৭-১৯) দুনিয়ার মদে এই ক্ষতি রয়েছে যে, ওটা পান করলে পেটে অসুখ হয়, মাথা ব্যথা করে এবং জ্ঞান লোপ পায়। কিন্তু জান্নাতের সুরার মধ্যে এসব মন্দ গুণ কিছুই নেই। এর রঙ সুদৃশ্য এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ *তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র।* প্রবাহিত ঝর্ণা থেকে এনে তাদেরকে মদ পান করতে দেয়া

হবে। তা কখনও বন্ধ হবেনা এবং স্থগিতও করা হবেনা। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) থেকে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ঐ মদ হবে সাদা রংয়ের। অর্থাৎ দুনিয়ায় যে মদ তৈরী করা হয়, যা থেকে উৎকট গন্ধ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণের ফলে লাল, কালো, হলুদ, ঘোলাটে কিংবা অন্য ধরণের দেখতে হয় এবং যা পান করলে মাতলামী, বমি ভাব ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেইরূপ প্রতিক্রিয়া জান্নাতের মদ পান করার পর হবেনা। বরং তা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু, সুদৃশ্য রংয়ের এবং সুঘ্রাণযুক্ত, যার সাথে দুনিয়ার মদের কোন তুলনাই হবেনা।

لاَ فِيهَا غَوْلٌ *তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের মতে **غَوْل** শব্দ দ্বারা পেটের ব্যথা বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৩৮) অর্থাৎ দুনিয়ার মদ্য পানে যেমন পেটের ব্যথা হয় জান্নাতের মদ্য পানে তা হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ *এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা পান করার ফলে জ্ঞান লোপ পাবেনা। (তাবারী ২১/৪০) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), হাসান (রহঃ), 'আতা ইব্‌ন আবী মুসলিম আল খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শরাবে চারটি মন্দ গুণ রয়েছে। যেমন মাতলামী, মাথা ব্যথা, বমন এবং মূত্র দোষ। (কুরতুবী ১৫/৭৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতের শরাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাতে উক্ত দোষগুলোর একটিও থাকবেনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না, সুলোচনা মহিলাগণ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ তারা নিজেদের স্বামীদের ছাড়া আর কারও চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করবেনা। **عَيْن** অর্থ সুলোচনা। কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বড় চক্ষু। আর একটি অর্থ হল আনত নয়না। অবশ্য এটা সৌন্দর্যের চরম বিকাশ ও উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ তারা যেন সুরক্ষিত ডিম। তারা সুন্দর তনুধারিণী উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গিনী।

আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, **كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ** এর অর্থ হচ্ছে, যেন তারা রক্ষিত মুক্তা। (তাবারী ২১/৪৩)

হাসান (রহঃ), বলেন যে, **بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ** এর অর্থ হচ্ছে ঐ সুরক্ষিত মুক্তা যেখানে কারও হাত পৌঁছেনি এবং যাকে ঝিনুক থেকে বের করা হয়নি। **مَكْنُونٌ** শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ওটা যেন এমন ডিম যার বাহির দিক পাখির ডানা কিংবা মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে, কিন্তু ভিতরের অংশ অর্থাৎ ওর কুসুম কিংবা লালা কেহ স্পর্শ করতে পারেনা। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৫০। তারা একে অপরের সাথে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।	٥٠. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ
৫১। তাদের কেহ বলবে ঃ আমার ছিল এক সঙ্গী।	٥١. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ
৫২। সে বলত ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর যে -	٥٢. يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ
৫৩। আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?	٥٣. أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ
৫৪। (আল্লাহ) বলবেন ঃ তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?	٥٤. قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ

৫৫। অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে।	٥٥. فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ
৫৬। সে বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে।	٥٦. قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ
৫৭। আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।	٥٧. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ
৫৮। আমাদের আর মৃত্যু হবেনা -	٥٨. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ
৫৯। প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা!	٥٩. إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
৬০। এটাতো মহা সাফল্য।	٦٠. إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
৬১। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিৎ সাধনা করা।	٦١. لِمِثْلِ هَـٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَـٰمِلُونَ

জান্নাতীদের কারও কারও সাথে জাহান্নামীদের কারও কারও বাক্য বিনিময় হবে; জান্নাতীরা আল্লাহর শোকর আদায় করবে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, জান্নাতবাসীরা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার মাঝে কে কেমন অবস্থায় ছিল এবং সেখানে তাদের দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল সেই সম্বন্ধে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাকিয়ার উপর পরস্পর তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে। শত শত সুদৃশ্য চেহারার সেবক তাদের হুকুমের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকবে। ঐ জান্নাতীরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় এবং রং-বেরংয়ের পোশাকে আবৃত থাকবে। তাদের মধ্যে সুরা পরিবেশিত হবে এবং তারা এমন সব সুখের সামগ্রী লাভ করবে যা কোন কানও শুনেনি, চক্ষুও অবলোকন করেনি এবং হৃদয়ও কল্পনা করেনি। কথা প্রসঙ্গে তাদের একজন বলবে ঃ

إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ দুনিয়ায় আমার এক বন্ধু ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, সে (বন্ধু) ছিল এক মুশরিক ব্যক্তি। দুনিয়ায় মু'মিনদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। (তাবারী ২১/৪৫) সে আমাকে বলত ঃ

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? এটা সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করত। কেননা সে অবিশ্বাস করত এবং ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করত।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, مَدِيْنُوْنَ এর অর্থ হল হিসাব গ্রহণ করা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তির প্রতিফল প্রদান করা। (তাবারী ২১/৪৭) উভয় মতই ঠিক।

মু'মিন ব্যক্তি যখন তার জান্নাতী বন্ধু ও সহচরকে পৃথিবীর ঐ বন্ধুর কথা বলবে ঃ তখন বলা হবে ঃ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ তোমরা কি প্রত্যক্ষ করতে চাও?

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), খুলাইদ আল আসারী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 'আতা আল

খুরাসানী (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, **سَوَاءِ الْجَحِيمِ** এর অর্থ হল জাহান্নামের মধ্যস্থল। (তাবারী ২১/৪৮) জান্নাতী ব্যক্তি তাকে দেখেই বলবে ঃ

إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ. وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ তুমি আমার জন্য এমন ফাঁদ পেতেছিলে যাতে আমাকে ধ্বংস করেই ছাড়তে। কিন্তু মহান আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে তোমার খপ্পর থেকে রক্ষা করেছেন। যদি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হত তাহলে আমাকেও তোমার মত জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হত। আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন করে একাত্মবাদের দিকে ধাবিত করেছেন।

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ

আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৪৩)

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ .أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ আমাদেরতো মৃত্যু হবেনা প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা। এটা মু’মিন বান্দাদের কথা, যাতে তাদের আনন্দ ও সাফল্যের সংবাদ রয়েছে। জান্নাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সেখানে না আছে মৃত্যু, না আছে ভয় এবং না আছে শাস্তির কোন সম্ভাবনা। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ এটাই মহাসাফল্য। (দুররুল মানসুর ৭/৯৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা মহান আল্লাহর উক্তি। অর্থাৎ এরূপ রাহমাত ও নি‘আমাত লাভ করার জন্য মানুষের পূর্ণ আগ্রহের সাথে দুনিয়ায় উত্তম আমল করা উচিত যাতে পরকালে উক্ত নি‘আমাত তারা লাভ করতে পারে। এই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কাহিনী রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ (তাবারী ২১/৫২)

দুই ইসরাঈলীর ঘটনা

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ফুরাত ইব্‌ন সালাবাহ আল বাহরানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ বানী ইসরাঈলের দু’জন লোক যৌথভাবে ব্যবসা করত। তাদের নিকট

আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা মওজুদ ছিল। তাদের একজন ব্যবসায়ের কৌশল ভাল জানত এবং অপরজন ব্যবসা তেমন বুঝতনা। তাই অভিজ্ঞ লোকটি তার সঙ্গীকে বলল যে, সে যেন তার অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং উভয়ে ভিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর ঐ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী দেশের বাদশাহর মৃত্যুর পর তার রাজ-প্রাসাদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিল এবং তার ঐ সঙ্গীটিকে ডেকে বলল ঃ দেখতো বন্ধু, আমি কেমন জিনিস ক্রয় করেছি? সঙ্গীটি তার খুব প্রশংসা করল। তারপর সে সেখান হতে বিদায় নিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! আমার এ সঙ্গী লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় পার্থিব প্রাসাদ ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘরের আবেদন জানাচ্ছি। আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার মিসকীন বান্দাদের মধ্যে দান করে দিচ্ছি। অতঃপর সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাদাকাহ করে দিল।

কিছুকাল পর ঐ অভিজ্ঞ লোকটি এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করে বিয়ে করল। বিয়েতে সে তার ঐ পুরাতন বন্ধুকে দা'ওয়াত করে আনলো এবং বলল ঃ বন্ধু! আমি এক হাজার দীনার খরচ করে ঐ সুন্দরী মহিলাটিকে বিয়ে করে ঘরে আনলাম। এবারও সে তার খুব প্রশংসা করল। বাইরে এসে সে মহান আল্লাহর পথে এক হাজার দীনার দান করল এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধুটি এ পরিমানই টাকা খরচ করে এই দুনিয়ার একটি স্ত্রী লাভ করেছে, আর আমি এর দ্বারা আপনার নিকট আয়তলোচনা হূর কামনা করছি।

আরও কিছুকাল পর ঐ দুনিয়াদার লোকটি এ লোকটিকে ডেকে নিয়ে বলল ঃ বন্ধু! আমি দুই হাজার দীনার খরচ করে দু'টি ফলের বাগান ক্রয় করেছি। দেখতো কেমন হয়েছে? এ লোকটি তার বাগান দু'টি দেখে খুব প্রশংসা করল এবং বাইরে এসে স্বীয় অভ্যাস মত আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করল ঃ হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধু দু'হাজার দীনারের বিনিময়ে দু'টি বাগান ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে দু'টি বাগানের জন্য আবেদন করছি। আর এই দু'হাজার দীনার আমি আপনার নামে সাদাকাহ করছি। অতঃপর সে দু'হাজার দীনার সাদাকাহ করল।

তারপর যখন তাদের দু'জনের মৃত্যু হল তখন ঐ সাদাকাহ প্রদানকারীকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হল। সেখানে সে এক অতি পরমা সুন্দরী রমণী লাভ করল যার আলোয় যমীন আলোকিত হল এবং দু'টি সুন্দর বাগানও প্রাপ্ত হল। এ ছাড়া আরও এমন বহু নি'আমাত সে লাভ করল যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। ঐ সময় তার পার্থিব ঐ সঙ্গীর কথা মনে পড়ল এবং বলল যে, তার বন্ধুরও

এরূপ এরূপ ছিল। সে বলত ঃ তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? মালাইকা/ফেরেশতারা তাকে বললেন ঃ সেতো জাহান্নামে রয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পার। সে তখন উঁকি দিয়ে দেখল যে, তার ঐ সঙ্গীটি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে। সে তখন তাকে সম্বোধন করে বলল ঃ

وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ তুমিতো আমাকেও প্রায় তোমার ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলে। এটা আমার প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। (তাবারী ২১/৪৫)

৬২। আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ, না কি যাক্কুম বৃক্ষ?	٦٢. أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ
৬৩। যালিমদের জন্য আমি ওটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ।	٦٣. إِنَّا جَعَلْنَـٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّـٰلِمِينَ
৬৪। এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে।	٦٤. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ
৬৫। ওটার মোচা যেন শাইতানের মাথা।	٦٥. طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَـٰطِينِ
৬৬। ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা দ্বারা।	٦٦. فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ
৬৭। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।	٦٧. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا

	مِّنْ حَمِيمٍ
৬৮। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে।	٦٨. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ
৬৯। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী।	٦٩. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ
৭০। আর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।	٧٠. فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ

যাক্কুম বৃক্ষ এবং ওর ভক্ষণকারী

আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের বিভিন্ন নি‘আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেন ঃ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ জান্নাতের এসব নি‘আমাত উত্তম, নাকি ‘যাক্কুম’ নামক বৃক্ষ যা জাহান্নামে রয়েছে? যাক্কুম নিকৃষ্ট একটি গাছ হতে পারে যা জাহান্নামের সকল প্রকোষ্ঠে প্রসারিত। যেমন ‘তূবা’ নামক একটি গাছ, যার শাখা জান্নাতের প্রতিটি কামরায় প্রবিষ্ট রয়েছে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ. لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৫১-৫২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ ইহা যাইতূন গাছ। এর সমর্থনে অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْأَكِلِينَ

এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ২০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ আমি এটা যালিমদের জন্য সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা

স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যাক্কুম গাছের উল্লেখ পথভ্রষ্টদের জন্য ফিতনা হয়ে গেছে। তারা বলে ঃ আরে দেখ, দেখ। এ নাবী বলে কি শোন! আগুনে নাকি গাছ জন্মাবে? আগুনতো গাছকে জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং এটা কোন ধরনের কথা? তাদের এ কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ নিশ্চয়ই এ বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। হ্যাঁ, এই গাছ আগুন থেকেই জন্মে এবং আগুনই ওর খাদ্য। (তাবারী ২১/৫২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল এ কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ত এবং বলত ঃ যাক্কুম হল খেজুর ও মাখন যা মজা করে খাই। *(আতাযাককুমুহু,* **أَتَزَقُّوْمُهُ***)* (তাবারী ২১/৫৩) আমি বলি (ইব্‌ন কাসীর) যাক্কুম গাছের উল্লেখ করার মধ্যে পরীক্ষা নিহিত আছে। ভাল লোকেরা এতে ভয়ে আঁৎকে উঠে, আর মন্দ লোকেরা একে হেসে উড়িয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَـٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَـٰنًا كَبِيرًا

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। কিন্তু এটা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ওর মোচা যেন শাইতানের মাথা। এ কথা দ্বারা উক্ত গাছের কদর্যতা, বিভৎসতা এবং ওর খারাপ গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ গাছের মোচাকে শাইতানের মাথার সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, যদিও কেহ কখনও শাইতানকে দেখেনি, তবুও ওর নাম শোনামাত্রই ওর জঘন্য রূপের ছবি মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ তারা এটা হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে এর দ্বারা। সেই দুর্গন্ধময় তীব্র তিক্ত তরু জোরপূর্বক তাদেরকে খাওয়ানো হবে। আর এটা তারা খেতেও বাধ্য হবে যেহেতু ওটা ছাড়া এবং ওর অনুরূপ কোন খাদ্য ছাড়া তাদের জন্য খাদ্য হিসাবে আর কিছুই থাকবেনা। এটাও এক প্রকারের শাস্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ. لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ

তাদের জন্য যারী[১] *বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা।* (সূরা গাসিয়া, ৮৮ ঃ ৬-৭) এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ *তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তাদেরকে যাক্কুম গাছ খেতে দেয়ার পর তারা যখন পিপাসার্ত হয়ে পানি পান করতে চাবে তখন অত্যধিক ফুটন্ত গরম পানি পান করতে দেয়া হবে। (তাবারী ২১/৫৫) কেহ কেহ বলেন যে, ঐ গরম পানি হবে ওটাই যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি আকারে বের হয়ে আসবে এবং তাদের চক্ষু হতে ও গুপ্তাঙ্গ হতে বেরিয়ে আসবে। (তাবারী ২১/৫২)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বলেন যে, জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধার কারণে খাদ্যের প্রার্থনা করবে তখন তাদেরকে যাক্কুম খাওয়ানো হবে। ফলে তাদের মুখের চামড়া সম্পূর্ণ খসে পড়বে। এমনকি কোন পরিচিত ব্যক্তি সেই মুখের চামড়া দেখেই তাদেরকে চিনে নিবে। তারপর পিপাসায় ছটফট করে যখন পানি চাইবে তখন ফুটন্ত গরম তেল তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। ঐ তেল হবে সর্বোচ্চ তাপ মাত্রার। ওটা মুখের সামনে আসা মাত্রই মুখমণ্ডলের মাংস ঝলসে যাবে। আর যে সামান্য অংশ তাদের পেটে গিয়ে পৌঁছবে ওর ফলে পেটের নাড়ি-ভূঁড়ি গলে যাবে। মুখের চামড়া খসে পড়া এবং নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় উপর থেকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা হবে। ফলে দেহের এক একটি অংশ পৃথক হয়ে যাবে। তখন তারা চিৎকার করে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ অতঃপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। সেখানে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি হতে থাকবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

---

[১] ضَرِيْع আরাব দেশের এক প্রকার গুল্ম। এটা যখন সবুজ থাকে তখন একে شِبْرَك (শিবরাক) বলা হয়। আর যখন শুকিয়ে যায় তখন একে ضَرِيْع (যারী) বলা হয়। এটা খুব বিষাক্ত এবং কোন জন্তুই এটা খায়না।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৪)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আতে **ثُمَّ اِنَّ مَقِيْلَهُمْ اِلَ الْجَحِيْمِ** রয়েছে। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! দুপুরের পূর্বেই জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৪) (তাবারী ২১/৫৬)

فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ.إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ এটা ওরই প্রতিফল যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী এবং কোন রকম সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াই তারাও তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, দৌড়ে দৌড়ে এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, নির্বোধের মত তারা তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল। (তাবারী ২১/৫৭)

৭১। তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।	٧١. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ
৭২। এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।	٧٢. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ
৭৩। সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল!	٧٣. فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ
৭৪। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।	٧٤. إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ

আল্লাহ তা'আলা পূর্বযুগের উম্মাতদের সংবাদ প্রদান করছেন যে, তাদের অধিকাংশই ছিল পথহারা। তারা আল্লাহ তা'আলার অংশী স্থাপন করত। তাদের নিকট আল্লাহর নাবী এসে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভয় দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অংশী স্থাপন করা, কুফরী করা এবং নাবীদেরকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি কাজে আল্লাহ চরম রাগান্বিত হন। এগুলো হতে বিরত না হলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। এতদসত্ত্বেও তারা রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে ও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী জেনেছে। ফলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় তারা ধ্বংস হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং জয়যুক্ত করে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ সুতরাং *লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল! তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।*

৭৫। নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী।	٧٥. وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ
৭৬। তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট হতে।	٧٦. وَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ
৭৭। তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়।	٧٧. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ
৭৮। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।	٧٨. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ
৭৯। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।	٧٩. سَلَـٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِى ٱلْعَـٰلَمِينَ

৮০। এভাবেই আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	٨٠. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
৮১। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	٨١. إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ
৮২। অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।	٨٢. ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওম

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে পূর্বযুগের মানুষের পথভ্রষ্টতার কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন। নূহ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদীর্ঘ নয় শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোককে সদা-সর্বদা উপদেশ দিতেন ও বুঝাতেন। এতদসত্ত্বেও তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে ছিল। শুধুমাত্র গুটিকতক লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। জাতির যখন এহেন অবস্থা চলতে থাকল এবং নাবীর (আঃ) উপর মিথ্যা আরোপ করতে লাগল এবং তাদের অত্যাচার নূহের (আঃ) জন্য সহ্য করা কষ্টকর হচ্ছিল তখন নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো অসহায়, অতএব আপনি এর প্রতিবিধান করুন। তখন আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর পতিত হল। সমস্ত কাফির পানিতে ডুবে মরল। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী। অর্থাৎ আমি তার আহ্বানে উত্তম রূপে সাড়া দিয়েছিলাম। তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম। আর তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়। কেননা তারাইতো শুধু অবশিষ্ট ছিল। আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, নূহের (আঃ) সন্তানরা ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট ছিলনা। (তাবারী ২১/৫৯) সাঈদ ইব্‌ন আবী আরুবাহ (রহঃ) হতে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সমগ্র মানব

জাতি নূহের (আঃ) সন্তানদের থেকেই হয়েছে। (তাবারী ২১/৫৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, সাম, হাম ও ইয়াফিসের সন্তানেরা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করে ও অবশিষ্ট থাকে। (তিরমিযী ৫/৩৬৫, তাবারী ২১/৫৯) ইমাম আহমাদ (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) হতে তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাম সমগ্র আরাব জাতির পিতা, হাম সমগ্র ইথিওপিয়দের পিতা এবং ইয়াফিস সমগ্র রোমের পিতা। (আহমাদ ৫/৯, তিরমিযী ৯/৯৮) অবশ্য বেশির ভাগ বিজ্ঞজন এ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এই হাদীসে রোম দ্বারা প্রথম রোম অর্থাৎ গ্রীসকে বুঝানো হয়েছে যা রোমা ইব্ন লি'তি ইব্ন ইউনান ইব্ন ইয়াফিস ইব্ন নূহের (আঃ) দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ *আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন, তার পরবর্তীরা তার সুনাম ও সুকীর্তি আলোচনা করত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল সমস্ত নাবীগণকে সম্মানের সাথে উল্লেখ করা। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সবার দ্বারা সব সময় তাঁর প্রশংসা করার মন মানসিকতা দান করেছেন। (তাবারী ২১/৬০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সালাম এবং প্রশংসা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! এটা যেন পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তাঁর যিক্র উত্তমরূপে অবশিষ্ট থাকার অর্থ এই যে, প্রত্যেক উম্মাত তাঁর উপর সালাম বর্ষণ করতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ আমার নীতি এই যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আমার ইবাদাত ও আনুগত্য করে তাকে এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ পরবর্তীদের মধ্যে তার কথা স্মরণে রাখি যার মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ নূহ ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও তাওহীদের উপর অটল। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের পরিণাম ভাল হয়েছিল এবং **ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ** বিরুদ্ধবাদীদেরকে ধ্বংস ও

নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছিল। তাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী ছিলনা। তবে হ্যাঁ, তাদের কলংকময় কার্যকলাপ মানুষের মাঝে প্রাচীন ঘটনা হিসাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়ে আসছে।

৮৩। ইবরাহীম তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।	٨٣. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ
৮৪। স্মরণ কর, সে তার রবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে।	٨٤. إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
৮৫। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তোমরা কিসের পূজা করছ?	٨٥. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ
৮৬। তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক মা'বূদগুলিকে চাও?	٨٦. أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ
৮৭। জগতসমূহের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?	٨٧. فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর কাওম

وَإِنَّ مِن شِيعَتِه لَإِبْرَاهِيمَ *ইবরাহীম তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত*। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) নূহের (আঃ) ধর্মমতের উপরই ছিলেন। (তাবারী ২১/৬১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি তাঁরই রীতি-নীতি ও চাল-চলনের উপর ছিলেন। (তাবারী ২১/৬১)

إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْب سَلِيم তিনি তাঁর রবের নিকট হাযির হয়েছিলেন বিশুদ্ধ চিত্তে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তিনি একাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। (কুরতুবী ১৫/৯১) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আল আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীনকে (রহঃ) বললাম ঃ قَلْبٍ سَلِيمٍ এর

অর্থ কী? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সত্য, অবশ্যই কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু সমস্ত মানুষকে কাবর থেকে উত্থিত করবেন তারাই **قَلْبٍ سَلِيمٍ**। (তাবারী ১৫/৯১) হাসান (রহঃ) বলেন ঃ তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি শির্‌ক করা থেকে মুক্ত। (তাবারী ২১/৬২) উরওয়াহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি অভিশাপ থেকে মুক্ত। (তাবারী ২১/৬২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তোমরা কিসের পূজা করছ? অর্থাৎ তিনি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজার বিরোধিতা করলেন এবং সব কিছুকেই ঘৃণার চোখে দেখলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ তোমরা কি তাহলে আল্লাহর পরিবর্তে অসত্য উপাস্য কামনা করছ, অতঃপর বিশ্বরাব্ব সম্বন্ধে তোমরা কিরূপ ধারণা পোষণ করছ? অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা করছ তার পরিণতি কি ভেবে দেখেছ যে, তোমরা যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তিনি যে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন তাঁকে কি ভুলে গেছ?

৮৮। অতঃপর সে একবার তারকারাজির দিকে একবার তাকাল।	٨٨. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ
৮৯। এবং বলল ঃ আমি অসুস্থ।	٨٩. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
৯০। অতঃপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল।	٩٠. فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ
৯১। পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলল ঃ তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?	٩١. فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

৯২। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বলনা?	٩٢. مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ
৯৩। অতঃপর সে তাদের উপর সবলে আঘাত হানলো।	٩٣. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ
৯৪। তখন ঐ লোকগুলি তার দিকে ছুটে এল।	٩٤. فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
৯৫। সে বলল ঃ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর?	٩٥. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
৯৬। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তা'ও।	٩٦. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
৯৭। তারা বলল ঃ এর জন্য এক ইমারাত তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।	٩٧. قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَـٰنًا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ
৯৮। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করেছিলাম।	٩٨. فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ

ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে এই কথা এ জন্যই বললেন যে, যখন তারা তাদের মেলায় বের হয়ে যাবে তখন তিনি যেন শহরে একাই থেকে যেতে পারেন এবং তাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার সুযোগ পান। এ জন্য তিনি এমন কথা বললেন যা প্রকৃত পক্ষে সত্য ছিল। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইবরাহীমকে (আঃ) অসুস্থ ভেবেছিল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ তাই তাঁকে রেখেই তারা বের হয়েছিল। আর এরই মাঝে তিনি দীনী খিদমাত করেছিলেন। কাতাদাহও (রহঃ) বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন আরাবীয়রা বলে ঃ তিনি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। অর্থ হচ্ছে এই যে, চিন্তিতভাবে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং অনুধাবন করা যে, কিভাবে ওর প্রভাবমুক্ত হওয়া যাবে?

إِنِّي سَقِيمٌ ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা-ভাবনা করে বললেন যে, তিনি পীড়িত অর্থাৎ দুর্বল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যা কথা ছাড়া আর কখনও মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দু’বার আল্লাহর দীনের জন্য মিথ্যা বলেছিলেন। যথা **إِنِّي سَقِيمٌ** (আমি অসুস্থ)। অপর স্থানে বলেছিলেন ঃ

بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا

সে’ই তো এটা করেছে, এইতো এদের প্রধান। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৬৩) (বরং তাদের এই বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে অর্থাৎ মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছে)। আর একবার তিনি স্বীয় স্ত্রী সারাকে তাঁর বোন বলেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৭, মুসলিম ৪/১৮৪০, আবূ দাঊদ ২/৬৫৯, তিরমিযী ৯/৫, নাসাঈ ৬/৪৪০) এ কথা স্মরণযোগ্য যে, এগুলোর একটিও আসল বা প্রকৃত মিথ্যা ছিলনা। এখানে রূপক অর্থে মিথ্যা বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁকে তিরস্কার করা চলবেনা। কথার মাঝে কোন শরঈ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এরূপ বাহানা করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যখন ইবরাহীমের (আঃ) সম্প্রদায় মেলায় যাচ্ছিল তখন তাঁকেও তারা তাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তখন তিনি ‘আমি অসুস্থ’ এ কথা বলে সরে পড়েন এবং একটি নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। যখন তারা সবাই মেলায় চলে যায় তখন তিনি অতি সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলোর নিকট গমন করেন এবং ওদেরকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। (তাবারী ২১/৬৩) ইবরাহীম (আঃ) তাদের মন্দিরে গিয়ে দেখেন যে, তারা তাদের দেবতাগুলোর সামনে যে নৈবেদ্য বা প্রসাদ রেখেছিল সেগুলো সবই পড়ে রয়েছে। তারা বারাকাতের আশায় যেসব উৎসর্গ রেখেছিল সেগুলো হতে তাদের দেবতাগুলো কিছুই খায়নি। ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ **أَلَا تَأْكُلُونَ** তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছনা কেন?

ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগুলো হতে তাঁর কথার কোন জবাব না পেয়ে আবার বললেন ঃ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ তোমাদের হয়েছে কি, কথা বলছনা কেন? আল ফাররাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) অতঃপর তাদের নিকটবর্তী হয়ে ডান হাত দ্বারা তাদেরকে আঘাত করেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও জাওহারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) তখন মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশে অগ্রসর হলেন এবং ডান হাত দ্বারা আঘাত করতে শুরু করেন। (তাবারী ২১/৬৭) কেননা ঐগুলো ছিল খুব শক্ত। তিনি সবগুলোকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেললেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় মূর্তিটাকে তিনি বহাল রেখে দিলেন, ভেঙ্গে ফেললেননা, যাতে ওর উপরই মন্দ ধারণা জন্মে, যেমন সূরা আম্বিয়ার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

মূর্তিপূজকরা মেলা হতে ফিরে এসে যখন তাদের মন্দিরে প্রবেশ করল তখন দেখল যে, মূর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও মাথা নেই এবং কারও কারও পূর্ণ দেহটিই নেই। তারা বিস্মিত হল যে, ব্যাপার কি! মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে এলো। অর্থাৎ বহু চিন্তা-ভাবনা করে, আলাপ আলোচনা করে তারা বুঝল যে, ওটা ইবরাহীমেরই (আঃ) কাজ। তাই তারা দ্রুত গতিতে তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল।

ইবরাহীম (আঃ) তাদের সকলকে এক সাথে পেয়ে দা'ওয়াতের কাজ করার বড় সুযোগ লাভ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তাদেরই কি তোমরা পূজা করে থাক? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর সেগুলোকেও। এই আয়াতে مَا অক্ষরটি সম্ভবতঃ مَصْدَرِيَّة হিসাবে এসেছে এবং এও হতে পারে যে, এটা اَلَّذِىْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী করেছ। তবে প্রথমটিই বেশী সুস্পষ্ট।

ইমাম বুখারী (রহঃ) 'কিতাবু আফ'আলিল ইবাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ হুযাইফা (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ *প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন*

তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।

যেহেতু এমন সুস্পষ্ট উক্তির উত্তর তাদের নিকট ছিলনা সেহেতু তারা নাবীর (আঃ) বিরুদ্ধে শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা বলল ঃ

ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ তার জন্য একটি ইমারাত (অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার জন্য) তৈরী কর, অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। মহান আল্লাহ স্বীয় বন্ধুকে ঐ জ্বলন্ত আগুন হতে রক্ষা করেন। তাঁকেই তিনি বিজয় মাল্যে ভূষিত করেন ও সাহায্য দান করেন। আর তাঁর শত্রুদেরকে করেন অতিশয় হেয় ও অপমানিত। এর পূর্ণ বর্ণনা ও পুরোপুরি তাফসীর সূরা আম্বিয়ায় (২১ ঃ ৬৮-৭০) বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ** আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম।

৯৯। এবং সে বলল ঃ আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন।	٩٩. وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ
১০০। হে আমার রাব্ব! আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।	١٠٠. رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১০১। অতঃপর আমি তাকে এক স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।	١٠١. فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ
১০২। অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি, বল। সে বলল ঃ	١٠٢. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ

হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।	يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ
১০৩। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল -	١٠٣. فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ
১০৪। তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম ঃ হে ইবরাহীম -	١٠٤. وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ
১০৫। তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	١٠٥. قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
১০৬। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।	١٠٦. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ
১০৭। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।	١٠٧. وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
১০৮। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।	١٠٨. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ
১০৯। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।	١٠٩. سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ

১১০। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	١١٠. كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ
১১১। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	١١١. إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ
১১২। আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নাবী, সৎ কর্মশীলদের অন্যতম।	١١٢. وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১১৩। আমি তাকে বারাকাত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।	١١٣. وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ

ইবরাহীমের (আঃ) হিজরাত, ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী দেয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ প্রদান করছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। কারণ তারা আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশক বহু নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনলনা। তখন তিনি সেখান থেকে হিজরাত করে অন্যত্র চলে যেতে ইচ্ছা করে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে বললেন ঃ

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ আমি আমার রবের দিকে চললাম। তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। আর তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন! অর্থাৎ ঐ সন্তান যেন একাত্মবাদে তাঁর সঙ্গী হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। ইনিই ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), ইবরাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান। বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যমতে ইসমাঈল (আঃ) ইসহাকের (আঃ) বড় ছিলেন। এ কথা আহলে কিতাবও মেনে থাকে। এমনকি তাদের কিতাবে এও লিখিত আছে যে, ইসমাঈলের (আঃ) জন্মের সময় ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল ছিয়াশি বছর। আর ইসহাকের (আঃ) যখন জন্ম হয় তখন ইবরাহীমের (আঃ) বয়স নিরানব্বই বছরে পৌঁছেছিল। তাদেরই গ্রন্থে এ কথাও লিখিত রয়েছে যে, ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করার হুকুম করা হয়েছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'প্রথম পুত্রকে।' এখানেই তারা ইচ্ছা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রথম পুত্র কিংবা একমাত্র পুত্র হিসাবে ইসমাঈলের (আঃ) পরিবর্তে ইসহাকের (আঃ) নাম উল্লেখ করেছে। একটু পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যাবে যে, তাদের মূল কিতাবের উল্টা কথাই তারা বলছে। তারা তাদের কিতাবে ইসহাকের (আঃ) নাম এ জন্য সংযোজন করেছে যে, তারা হল ইসহাকের (আঃ) পরবর্তী বংশধর। আর ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর যেহেতু আরাবরা, তাই তাদের কিতাব থেকে তাঁর নাম মুছে দিয়েছে। তারা আরাব তথা ইসমাঈলের (আঃ) বংশধরদের প্রতি এতখানি শত্রুতা ভাবাপন্ন যে, তাদের কিতাবে যে উল্লেখ ছিল 'একমাত্র ছেলে' তা পরিবর্তন করে লিখে নিয়েছে 'তোমার কাছে যে একমাত্র ছেলে রয়েছে।' কারণ ইসমাঈল (আঃ) তখন তাঁর মায়ের সাথে মাক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাদের এ প্রতারণা অন্যভাবেও ধরা পরে। কারণ একমাত্র ছেলে তখনই বলা যেতে পারে যখন কোন ব্যক্তির আর কোন পুত্র সন্তান থাকেনা। এটাওতো প্রমাণিত যে, ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন ইবরাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান। আর প্রথম সন্তানকে তার মাতা-পিতা যেভাবে স্নেহ-ভালবাসার চোখে দেখে সেইভাবে পরবর্তী সন্তানদেরকে দেখা হয়না, যেহেতু তখন তা তাদের সবার মাঝে বন্টন হয়ে যায়। তাই তাকওয়া তথা ঈমানের পরীক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়ই ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর প্রথম সন্তান ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করতে আদেশ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) বড় হলেন। তিনি পিতার সাথে চলাফিরা করতে পারেন। ঐ সময় তিনি তাঁর মায়ের সাথে ফারান নামক এলাকায় থাকতেন। ইবরাহীম (আঃ) প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) সেখানে বুরাক নামক বাহনে যাওয়া

আসা করতেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন ঃ **فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ** এই আয়াতাংশের অর্থ এও হতে পারে যে, ইসমাঈল (আঃ) ঐ সময় প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং পিতার ন্যায় চলাফিরা করা ও কাজকর্ম করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। (তাবারী ২১/৭২, ৭৩)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى *অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি, বল*। উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রাঃ) বলেন যে, নাবীগণের স্বপ্ন হল অহী। অতঃপর তিনি **قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى** এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২১/৭৫)

আল্লাহর প্রিয় নাবী ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানের পরীক্ষার জন্য এবং এ জন্যও যে, হঠাৎ কুরবানীর কথা শুনে তিনি যেন হতবুদ্ধি না হয়ে পড়েন, নিজের মত ও সত্য স্বপ্ন তাঁর সামনে প্রকাশ করলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান উত্তর দিলেন ঃ

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা সত্বর করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণকারী হিসাবে পাবেন। তিনি যা বললেন তাই করে দেখালেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী রূপে প্রমাণিত হলেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا.

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا

এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী। সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষ ভাজন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৪-৫৫)

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ পিতা-পুত্র উভয়ে একমত হওয়ার পর ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈলকে (আঃ) মাটিতে শায়িত করলেন অর্থাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা এটা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন। ইবারাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশের বাধ্য থেকেছেন এবং ইসমাঈলও (আঃ) আল্লাহর আদেশ এবং তাঁর পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে অনুগত থেকেছেন। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৭৭)

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ এর অর্থ হচ্ছে তিনি ইসমাঈলকে (আঃ) উপুড় করে শুইয়ে দিলেন যাতে যবাহ করার সময় তাঁর মুখমন্ডল দেখতে পাওয়া না যায়। ফলে তাঁর প্রতি স্নেহ-ভালবাসার বান জাগবেনা এবং যবাহ করতেও থমকে যেতে হবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) **وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ** এর এরূপ অর্থ করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, যখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানকে যবাহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শাইতান সামনে এসে হাযির হল। কিন্তু তিনি শাইতানকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হলেন। অতঃপর জিবরাঈলসহ (আঃ) জামরায়ে আকাবায় উপস্থিত হলেন। এখানেও শাইতান সামনে এলে তার দিকে তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি জামরায়ে উসতার নিকট এসে পুনরায় শাইতানের দিকে সাতটি কংকর ছুঁড়ে মারেন। অতঃপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ছেলেকে মাটিতে শায়িত করলেন। ঐ সময় ছেলের গায়ে সাদা রংয়ের জামা ছিল। তিনি পিতাকে জামাটি খুলে নিতে বললেন, যাতে ঐ জামা দ্বারা তাঁর কাফনের কাজ হয়। এহেন অবস্থায় পিতা হয়ে পুত্রের দেহ অনাবৃত করা অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। এমন সময় শব্দ এলো ঃ

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا.يَا إِبْرَاهِيمُ হে ইবরাহীম! তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। তখন তিনি পিছনে ফিরে একটি দুম্বা দেখতে পেলেন, যার শিং ছিল বড় বড় এবং দেখতে ছিল অতি সুন্দর।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ জন্যই আমরা কুরবানীর জন্য এই প্রকারের দুম্বা পছন্দ করে থাকি। (আহমাদ ১/২৯৭) *আল মানাসিক* কিতাবে হিশাম (রহঃ) এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা জান্নাতের দুম্বা ছিল। চল্লিশ বছর ধরে

সেখানে পালিত হয়েছিল। (তাবারী ২১/৯০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে (ইসমাঈল আঃ) কাত করে শায়িত করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا হে ইবরাহীম! তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে! সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাতে শুরু করলেন, কিন্তু ছুরি চললনা এবং গলাও কাটলনা। ছুরি ও গলার মাঝখানে একটি তামার পাত স্থাপিত হল। (তাবারী ২১/৭৪) তখন **قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا** এই শব্দ এলো। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২-৩)

এই আয়াত দ্বারা আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন কাজের আদেশ করার পর তা কার্যকর করার পূর্বেই হুকুম জারী হলে পূর্বেরটি রহিত হয়ে যায়। অবশ্য মু'তাযিলা সম্প্রদায় এটা মানেনা। এখানে দলীল গ্রহণের কারণ প্রকাশমান। কেননা ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে কুরবানী করেন। অতঃপর যবাহ করার পূর্বেই ফিদিয়ার মাধ্যমে এ হুকুম রহিত করে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, ইবরাহীমকে (আঃ) ধৈর্য ও আদিষ্ট কাজ প্রতিপালনে সদা প্রস্তুত থাকার উপর বিনিময় প্রদান করা। এ জন্যই ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। এক দিকে

হুকুম এবং অপর দিকে তা প্রতিপালন। এ জন্যই মহান আল্লাহ ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসায় বলেন ঃ

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীম, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭)

সাফিয়্যিআহ বিন্‌ত শাইবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানী সুলাইম গোত্রের এক মহিলা, যিনি আমাদের পরিবারের প্রায় সবারই ধাত্রী হিসাবে কাজ করতেন, আমাকে বলেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইব্‌ন তালহাকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। কোন এক অনুষ্ঠানে তিনি (ঐ মহিলা) উসমানকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দিন কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঃ কা’বা ঘরে প্রবেশ করে আমি ভেড়ার শিং দেখেছি। কিন্তু ওটা তোমাকে ঢেকে রাখতে বলার কথা আমি ভুলে গেছি। যাও, ওটা ঢেকে দাও। কা’বা ঘরে এমন কোন জিনিস থাকা ঠিক নয় যাতে সালাত আদায়কারীর সালাতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, ওটা কা’বা ঘরেই ছিল। পরবর্তীকালে কা’বা ঘরে আগুন লাগায় ওটা পুড়ে যায়। (আহমাদ ৪/৬৮) এর দ্বারাও ইসমাঈলের (আঃ) কুরবানী হওয়ার প্রমাণ মিলে। কেননা উক্ত শিং তখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে রক্ষিত ছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

যাকে কুরবানী করার কথা ছিল তিনি অবশ্যই ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আমির আশ শা‘বী (রহঃ), ইউসুফ ইব্‌ন মিহরান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ) প্রমুখ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আঃ) যাকে কুরবানী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। ইয়াহুদীরা যে ইসহাককে (আঃ) যাবীহুল্লাহ বলেছে তা তারা ভুল বলেছে। (তাবারী ২১/৮৩) ইব্‌ন উমার (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন মত প্রকাশ করেন যে, যাবীহুল্লাহ

ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। এ ছাড়া ইউসুফ ইব্‌ন মিহরানও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২১/৮২, ৮৪) শা'বী (রহঃ) বলেন ঃ যাবীহুল্লাহ ছিলেন ইসমাঈল (আঃ) এবং আমি কা'বা গৃহে ভেড়ার শিং দেখেছি। (তাবারী ২১/৮৪)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) হাসান ইব্‌ন দিনার (রহঃ) এবং আমর ইব্‌ন উবাইদ (রহঃ) থেকে, তারা হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে যে একজনকে কুরবানী করতে বলেছিলেন তিনি হলেন ইসমাঈল (আঃ)। (তাবারী ২১/৮৫) ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযীকে (রহঃ) আমি বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর পুত্রদের থেকে ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার নির্দেশ দেন। উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ

তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) ইবরাহীমকে (আঃ) পুত্র ইসহাকের (আঃ) জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে আরও বলা হয়েছে যে, ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবও (আঃ) জন্ম লাভ করবেন। সুতরাং ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মগ্রহণের পূর্বে তাঁকে কুরবানী করার হুকুম দেয়া কি করে সম্ভব? কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যে, ইসহাকের (আঃ) ঔরষে ইয়াকূবের (আঃ) জন্ম হবে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী দেয়ার হুকুম হয়েছিল, ইসহাককে (আঃ) নয়। (তাবারী ২১/৮৪) ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ এ কথা আমি তাকে বিভিন্ন সময় বলতে শুনেছি। (তাবারী ২১/৮৫)

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বুরাইদাহ ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন ফারওয়াহ আসলামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) যখন খলিফা ছিলেন এবং সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনিও তার সাথে ছিলেন। তিনি যখন এ ব্যাপারটি উল্লেখ করেন তখন উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমি কখনও চিন্তা-ভাবনা করিনি। তবে আপনি যা বললেন তা ভেবে দেখার বিষয়। তখন তিনি তার সাথে সিরিয়ায় অবস্থান রত এক লোককে জনৈক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন, যিনি পূর্বে একজন ইয়াহুদী পন্ডিত ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট

হয়ে মুসলিম হয়েছিলেন। উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ ঐ সময় আমিও উমার ইব্ন আবদুল আযীযের (রহঃ) কাছে ছিলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) দুই ছেলের মধ্য থেকে কাকে কুরবানী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন? ঐ পন্ডিত ব্যক্তি বললেন ঃ তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। আল্লাহর শপথ হে আমিরুল মু'মিনীন! ইয়াহুদীরাও ইহা ভাল করেই জানে। কিন্তু শুধুমাত্র হিংসার কারণে তারা এটা স্বীকার করেনা। আরাবদের মূল হলেন ইবরাহীমের (আঃ) ছেলে ইসমাঈল (আঃ), আর ইয়াহুদীদের মূল এসেছে ইসহাক (আঃ) থেকে। তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা ইসমাঈলকে (আঃ) প্রাধান্য দিতে অস্বীকার করে। (তাবারী ২১/৮৫)

কিতাবুয্ যুহুদে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বলকে (রহঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রহঃ) এই মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ যাবীহ্ ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। (কিতাবুয যুহুদ ৮০) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ সত্যি ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) যাকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। তিনি বলেন ঃ আলী (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবূ তোফাইল (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), আবূ জাফর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২১/৮২-৮৪)

বাগাবী (রহঃ) তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং আল কালবী (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (বাগাবী ৪/৩২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবূ আমর ইবনুল আলা (রহঃ) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার আদেশ করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ইবরাহীমকে (আঃ) আরও একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন ইসহাক (আঃ)। এ বিষয়ে সূরা হুদ (১১ ঃ ৭১) এবং সূরা হিজরেও (১৫ ঃ ৫৩-৫৫)

আলোচনা করা হয়েছে। نَبِيًّا এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাঁর মাধ্যমে দুনিয়ায় সৎ আমলকারী নাবীগণের আগমন ঘটবে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ

আমি তাকে বারাকাত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

বলা হল ঃ হে নূহ! অবতরণ কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও বারাকাতসমূহ নিয়ে, যা তোমার উপর নাযিল করা হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সাথে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব, অতঃপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৪৮)

১১৪। আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের উপর।	١١٤. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ
১১৫। এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সংকট হতে।	١١٥. وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ
১১৬। আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।	١١٦. وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ
১১৭। আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব।	١١٧. وَءَاتَيْنَٰهُمَا ٱلْكِتَٰبَ

	ٱلْمُسْتَبِينَ
১১৮। এবং তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।	١١٨. وَهَدَيْنَـٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ
১১৯। আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীতে স্মরণে রেখেছি।	١١٩. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْأَخِرِينَ
১২০। মূসা ও হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।	١٢٠. سَلَـٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ
১২১। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	١٢١. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
১২২। তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্ত র্ভুক্ত।	١٢٢. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ

মূসা (আঃ) এবং হারূনের (আঃ) বর্ণনা

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদেরকে ও যেসব লোক তাঁদের সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে ফির'আউনের ন্যায় শক্তিশালী শত্রুর কবল হতে মুক্তি দেয়ার কথাও বর্ণনা করছেন। ফির'আউন তাদেরকে জঘন্যভাবে অবনমিত

করত এবং তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখত। ফির'আউন তাদের দ্বারা নিকৃষ্ট ও নিম্ন পর্যায়ের কাজ করাতো। এরূপ নিকৃষ্টতম শত্রুকে আল্লাহ তাদের চোখের সামনে ধ্বংস করেন এবং মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) কাওমকে বিজয় দান করেন। ফির'আউন ও তার লোকদের ভূসম্পত্তি ও ধন-দৌলতের মালিক তাদেরকে বানিয়ে দেন যেগুলি তারা যুগ যুগ ধরে জমা করে রেখেছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ মূসাকে (আঃ) অতি স্পষ্ট, সত্য ও প্রকাশ্য মহাগ্রন্থ তাওরাত দান করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً

আমিতো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, জ্যোতি এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব এবং তাদেরকে পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে। অর্থাৎ কথায় ও আমলে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ আর আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। অর্থাৎ তাঁদের পরবর্তী লোকেরা তাঁদের প্রশংসা ও গুণগান করতে থাকবে। এর ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَلاَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ সবাই তাদের (মূসা ও হারূনের) উপর সালাম বর্ষণ করে থাকে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৩। ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন।	١٢٣. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
১২৪। স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কি সতর্ক হবেনা	١٢٤. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ

১২৫। তোমরা কি বা'লকে (দেবমূর্তি) ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা -	١٢٥. أَتَدۡعُونَ بَعۡلًا وَتَذَرُونَ أَحۡسَنَ ٱلۡخَٰلِقِينَ
১২৬। আল্লাহকে, যিনি রাব্ব তোমাদের এবং রাব্ব তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের?	١٢٦. ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ
১২৭। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।	١٢٧. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ
১২৮। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।	١٢٨. إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ
১২৯। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।	١٢٩. وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ
১৩০। ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।	١٣٠. سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلۡ يَاسِينَ
১৩১। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	١٣١. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ
১৩২। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	١٣٢. إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ইলিয়াস (আঃ)

কাতাদাহ (রহঃ) ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ বলা হয় যে, ইলিয়াস ছিল ইদরীসের (আঃ) নাম। (তাবারী ২১/৯৫) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ)

বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, ইলিয়াসই ছিলেন ইদরীস (আঃ)। (কুরতুবী ১৫/১১৫) যাহহাকও (রহঃ) এ মতামত পোষণ করতেন। (তাবারী ২১/৯৭) অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি ছিলেন ইলিয়াস ইব্‌ন ইয়াসীন ইব্‌ন ফিনহাস ইবনুল ইজার ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন ইমরান (রহঃ)। (তাবারী ২১/৯৭)

আল্লাহ তা'আলা হাযকীল নাবীর (আঃ) পরে তাঁকে বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈল ঐ সময় *'বা'ল'* নামক মূর্তির পূজা করত। ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করতে নিষেধ করেন। তাদের বাদশাহ তা কবূল করে নেয়। কিন্তু পরে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। অতঃপর তারা সবাই ভ্রান্ত পথেই রয়ে যায়। তাদের কেহই তাঁর উপর ঈমান আনলনা। আল্লাহর নাবী (আঃ) তাদের উপর বদ দু'আ করেন। ফলে তিন বছর ধরে সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ তাকে। তখন তারা সবাই ইলিয়াসের (আঃ) কাছে এসে বলে ঃ আপনি দু'আ করুন! আমরা শপথ করে বলছি যে, আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হলেই আমরা ঈমান আনব। ইলিয়াসের (আঃ) দু'আর ফলে আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরীর উপরই অটল থেকে গেল। তাদের এ আচরণ দেখে ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁকে যেন আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। ইয়াসা ইব্‌ন আখতূব (আঃ) তাঁর নিকটই লালিত পালিত হয়েছিলেন। ইলিয়াসের (আঃ) এই দু'আর পর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল যে, তিনি যেন অমুক নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং সেখানে যে যানবাহন পাবেন তাতেই আরোহণ করেন। যথাস্থানে পৌঁছে তিনি নূরের একটি ঘোড়া দেখতে পান এবং তাতেই আরোহণ করেন। আল্লাহ তাঁকেও জ্যোতির্ময় করলেন এবং পাখা প্রদান করলেন। তিনি মালাইকা/ফেরেশতাদের সাথে স্বীয় পাখার উপর ভর করে উড়তে লাগলেন। এভাবে একজন মানুষ আসমানী ও যমিনী মালাকে/ফেরেশতায় পরিণত হন। অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) আহলে কিতাব হতে এটা বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন যে, ইলিয়াস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ

أَلاَ تَتَّقُونَ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করনা যে, তাঁকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা কর? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ **بَعل** অর্থ হল 'রাব্ব'। (তাবারী ২১/৯৭) ইকরিমাহ

(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ইয়ামানীদের ভাষা। অন্যত্র কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ইযদ শানুআহদের ভাষা। (দুররুল মানসুর ৭/১১৯) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহা হল একটি মূর্তির নাম। দামেস্ক শহর থেকে পশ্চিমে অবস্থিত বা'লাবাক বা বা'লবেক শহরের লোকেরা ঐ মূর্তির উপাসনা করত। (তাবারী ২১/৯৭) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, উহা ছিল একটি মূর্তি তারা যার পূজা করত। (তাবারী ২১/৯৭) ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. وَاللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ তোমরা সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছ? অথচ আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা এবং রাব্ব। একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদেরকে তিনি রক্ষা করবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ আমি ইলিয়াসের (আঃ) জন্য পরবর্তী লোকদের উত্তম প্রশংসা প্রচলিত রেখেছি যে, প্রত্যেক মুসলিম তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকে।

سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ *ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।* ইসমাঈলের (আঃ) নামকে তারা ইসমাঈন নামেও ডাকত, যেমন আসাদ গোত্রের লোকেরা তাদের নিজস্ব স্থানীয় ভাষায় মিকাঈলকে (আঃ) বলত মিকাল, মিকাঈন ইত্যাদি। তারা বলত ইবরাহীম, ইবরাহাম, ইসমাঈল, ইসমাঈন, তুরসীনা, তুরসীনিন ইত্যাদি। এর সব উচ্চারণই সঠিক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ এভাবে আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। এর তাফসীর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৩৩। লূতও ছিল রাসূলদের একজন।	١٣٤. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৩৪। আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম।	١٣٤. إِذْ نَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ
১৩৫। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	١٣٥. إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ
১৩৬। অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছিলাম।	١٣٦. ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ
১৩৭। তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে -	١٣٧. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ
১৩৮। এবং সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা?	١٣٨. وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলার বান্দা ও রাসূল লূতের (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাঁকে তাঁর কাওমের নিকট প্রেরণ করা হলে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁর জাতির সাথেই ধ্বংস হয়ে গেল। বিভিন্ন প্রকার আযাব তাদের উপর আপতিত হয় এবং যেখানে তারা অবস্থান করত সেই স্থানটি এক দুর্গন্ধময় বিলে (মৃত সাগর বা Dead Sea) পরিণত হয়। ওর পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিবর্ণ। ওটি মানুষের চলাচলের রাস্তার ধারেই পড়ে রয়েছে। ভ্রমণকারীরা দিন-রাত সদা-সর্বদা ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করছে এবং সকাল-সন্ধ্যা উক্ত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে।

এ জন্য আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا تَعْقِلُونَ এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? অর্থাৎ তোমরা কি অনুধাবন করনা যে, কিভাবে

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন? এরূপ যেন না হয় যে, এই শাস্তিই তোমাদের উপরও এসে পড়ে।

১৩৯। য়ুনুসও ছিল রাসূলদের একজন।	١٣٩. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৪০। স্মরণ কর, যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল।	١٤٠. إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ
১৪১। অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাভূত হল।	١٤١. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ
১৪২। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল; তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।	١٤٢. فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
১৪৩। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত -	١٤٣. فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ
১৪৪। তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে।	١٤٤. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
১৪৫। অতঃপর তাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন	١٤٥. فَنَبَذْنَٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ

প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।	سَقِيمٌ
১৪৬। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম।	١٤٦. وَأَنۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةً مِّن يَقۡطِينٍ
১৪৭। তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।	١٤٧. وَأَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلۡفٍ أَوۡ يَزِيدُونَ
১৪৮। এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।	١٤٨. فَـَٔامَنُواْ فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٍ

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা সূরা আম্বিয়ায় (২১ ঃ ৮৭-৮৮) বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কারও এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম। (ফাতহুল বারী ৪/১৯৩, মুসলিম ৪/১৮৪৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذۡ أَبَقَ إِلَى ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা ছিল মালামাল ভর্তি নৌযান।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِينَ লটারী করা হল এবং তিনি পরাজিত হলেন। অর্থাৎ যখন তিনি পালিয়ে গিয়ে মালভর্তি জাহাজে আরোহন করেন তখন জাহাজ চলতে শুরু করা মাত্রই ঝড় এসে গেল এবং চারিদিক থেকে ঢেউ উঠতে লাগল

এবং জাহাজ দোল খেয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, সবাই মৃত্যুর আশংকা করতে লাগল। আরোহীরা বলল ঃ যাকে লটারীতে পাওয়া যাবে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, তাহলেই জাহাজ ঝটিকা মুক্ত হবে। তিনবার লটারী করা হল এবং প্রতিবারই ইউনুস নাবীর (আঃ) নাম উঠল। কিন্তু আরোহীরা তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছিল। তাই তিনি নিজেই কাপড় চোপড় ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মহান আল্লাহ সবুজ সাগরের (ভূমধ্য সাগরের) এক বৃহৎ মাছকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ইউনুস নাবীকে (আঃ) গলাধঃকরণ করে। উক্ত মাছটি তাঁকে গিলে ফেলে। তবে এতে নাবীর (আঃ) দেহে কোন আঘাত লাগেনি। মাছটি সমুদ্রে চলাফিরা করতে লাগল। যখন ইউনুস (আঃ) সম্পূর্ণরূপে মাছের পেটের মধ্যে চলে গেলেন তখন তিনি মনে করলেন যে, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু মাথা, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নড়তে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি বেঁচে আছেন। তখন তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শুরু করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার জন্য এমন এক স্থানে আমি মাসজিদ বানিয়েছি যেখানে এর পূর্বে কেহ কখনও পৌঁছেনি।

তিনি কত দিন মাছের পেটে ছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন তিন দিন। জাফর সাদিক (রহঃ) বলেন সাত দিন। আবূ মালিক (রহঃ) বলেন চল্লিশ দিন মাছের পেটের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। (তাবারী ২১/১১১) আশ শা'বি (রহঃ) থেকে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ মাছটি তাঁকে ভোরে গিলে ফেলে এবং ঐ দিনই বিকেলে তাঁকে উগড়ে ফেলে দেয়। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِه إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ *সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে* । অর্থাৎ ইউনুস (আঃ) যখন সুখ-সুবিধা ও স্বচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন তখন যদি সৎ কাজ না করতেন তাহলে তাঁকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ওর উদরে থাকতে হত। যাহহাক (রহঃ), ইব্‌ন কায়িস (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ বর্ণনাকে পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/১০৮, ১০৯) সহীহ হাদীস থেকেও এ মতামতের প্রমাণ মিলে যা একটু পরেই বর্ণনা করা হচ্ছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আরাম-আয়েশ ও সুখ ভোগের সময় আল্লাহর

ইবাদাত কর, তাহলে ক্লেশে ও চিন্তাক্লিষ্ট সময়ে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। (আহমাদ ১/৩০৭) এ কথাও বলা হয় যে, যদি তিনি সালাতের নিয়মানুবর্তী না হতেন বা মাছের পেটে সালাত আদায় না করতেন তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত মাছের পেটের মধ্যেই থাকতেন। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় এ কথাই বলেন ঃ

فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ. فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৭-৮৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/১১০)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যখন لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ এ কালেমা পাঠে রত ছিলেন তখন এই কালেমা আল্লাহর আরশের আশে পাশে ঘুরতে থাকে। তা শুনে মালাইকা/ফেরেশতারা বলেন ঃ হে আল্লাহ! এটাতো বহু দূরের ক্ষীণ শব্দ, কিন্তু এ আওয়াজতো আমাদের নিকট অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে (ব্যাপার কি?) উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বলতে পার, এটা কার কণ্ঠের শব্দ? মালাইকা/ফেরেশতারা জবাব দিলেন ঃ তাতো বলতে পারছিনা! তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ এটা আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শব্দ। মালাইকা/ ফেরেশতারা এ কথা শুনে আরয করলেন ঃ তাহলে কি তিনি ঐ ইউনুস যাঁর সৎকার্যাবলী এবং প্রার্থনা সব সময় আকাশে উঠতে থাকত! হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন! তাঁর প্রার্থনা কবূল করুন। তিনিতো সুখ স্বাচ্ছন্দের সময়ও আপনার নাম নিতেন। সুতরাং তাঁকে এই বিপদ হতে মুক্তি দিন! মহান আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তাকে মুক্তি দিব। অতঃপর তিনি মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে তাঁকে এক তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করল। (তাবারী ২১/১০৯) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ *অতঃপর তাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বলেন যে, তাঁকে এমন জায়গায় মাছটি উগড়ে ফেলল যেখানে কোন গাছ-পালা, শাক-শব্জি ছিলনা এবং কোন ঘর-বাড়ীও ছিলনা। তখন তাঁর শরীর ছিল খুবই দুর্বল।

وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ *পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম।* ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ), হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাউস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, **يَقْطِينٍ** এর অর্থ হচ্ছে পানি জাতীয় ফল। (তাবারী ২১/১১৩, ১১৪ দুররুল মানসুর ৭/১৩০, ১৩১)

কেহ কেহ ঐ পানি জাতীয় ফলের বিশেষ বিশেষ গুণগত মানের কথাও বর্ণনা করেছেন। যেমন এ গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে, গাছের পাতা বড় হওয়ায় এটি ছায়া দানকারী, পোকা-মাকড় ওর কাছে যায়না, ওর ফল অত্যন্ত পুষ্টিকর, ওটি কাঁচা এবং রান্না করা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়, ওর বাকল ও শাঁস উভয়টি খাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাবারটি খুবই পছন্দ করতেন এবং খাবারের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত থাকলে তিনি এটিকেই প্রাধান্য দিতেন। (বুখারী ২০৯২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। প্রথমে তাঁকে তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন দ্বিতীয়বার আবার তাঁকে তাদেরই প্রতি প্রেরণ করা হয় এবং তারা সবাই ঈমান আনে ও তাঁর সত্যতা স্বীকার করে।

أَوْ يَزِيدُونَ *অথবা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।* মাকহুল (রহঃ) বলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার। এ কথা ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, কোন কোন আরাব পন্ডিত এবং বাসরার লোকেরা **يَزِيدُونَ** এ শব্দের অর্থ করেছেন এক লক্ষ কিংবা তার চেয়েও বেশি। (তাবারী ২১/১১৬) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি আয়াতের উদাহরণ টেনেছেন ঃ

ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ أَوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةً

অতঃপর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং ওর চেয়েও কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ্, ২ ঃ ৭৪)

إِذَا فَرِيقٌ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةً

তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭)

فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ أَوۡ أَدۡنَىٰ

ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৯) অর্থাৎ এর চেয়ে কম নয়, বরং বেশি।

فَآمَنُوا ইউনুস (আঃ) যখন পুনরায় তাঁর কাওমের কাছে ফিরে যান তখন তারা সবাই ঈমান আনে এবং তাঁকে নাবী বলে স্বীকার করে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্য পার্থিব জীবনোপভোগ করতে দিলাম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَوۡلَا كَانَتۡ قَرۡيَةٌ ءَامَنَتۡ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوۡمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفۡنَا عَنۡهُمۡ عَذَابَ ٱلۡخِزۡيِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَمَتَّعۡنَـٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٍ

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৮)

১৪৯। এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তোমার রবের জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান?	١٤٩. فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَلِرَبِّكَ ٱلۡبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلۡبَنُونَ

১৫০। অথবা আমি কি মালাইকাকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছি, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করেছিল?	١٥٠. أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثًا وَهُمْ شَٰهِدُونَ
১৫১। দেখ তারা মনগড়া কথা বলে যে -	١٥١. أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ
১৫২। আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।	١٥٢. وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ
১৫৩। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন?	١٥٣. أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ
১৫৪। তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি রূপ বিচার কর?	١٥٤. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
১৫৫। তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	١٥٥. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
১৫৬। তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে?	١٥٦. أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ
১৫৭। তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর।	١٥٧. فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
১৫৮। আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে; অথচ জিনেরা	١٥٨. وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ

জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য।	نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
১৫৯। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান -	١٥٩. سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ
১৬০। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত।	١٦٠. إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ

‘মালাইকা/ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা’ এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অহমিকার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান পছন্দ করছে, আর আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করছে কন্যা সন্তান।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

তাদের কেহকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৮) তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, এটা কি ধরনের বন্টন যে, তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে কন্যা সন্তান?

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২১-২২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ আমি কি মালাইকাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ

سَتُكۡتَبُ شَهَـٰدَتُهُمۡ وَيُسۡـَٔلُونَ

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকারকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৯)

أَلاَ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের মিথ্যা উক্তি মাত্র যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। অথচ তিনি সন্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। এর ফলে তাদের তিনটি মিথ্যা ও তিনটি কুফরী পরিলক্ষিত হয়। (এক) মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান। (দুই) তারা আবার কন্যা সন্তান। (তিন) তারা নিজেরাই মালাইকার পূজা করে। পরিশেষে এমন কোন্ কারণ আল্লাহকে বাধ্য করেছে যে, তিনি নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করেননি, বরং গ্রহণ করেছেন কন্যা? অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَأَصۡفَىٰكُمۡ رَبُّكُم بِٱلۡبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِنَـٰثًا ۚ إِنَّكُمۡ لَتَقُولُونَ قَوۡلاً عَظِيمًا

তোমাদের রাব্ব কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজে (মালাইকার/ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরাতো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪০) আরও বলা হয়েছে ঃ

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ. أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ.مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই যে, তোমরা যুক্তিহীন কথা বলছ? তোমরা কি বুঝনা যে, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা খুবই বড় অপরাধ? তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? তোমাদের কি কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে তা পেশ কর? অথবা তোমাদের কাছে যদি কোন ঐশী বাণী থাকে তাহলে তা নিয়ে এসো। এটা এমনই এক বাজে কথা যে, এর স্বপক্ষে কোন জ্ঞানসম্মত ও শারীয়াত সম্মত দলীল প্রমাণ নেই। থাকতেই পারেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّة نَسَبًا তারা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা' মুশরিকদের এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রাঃ) প্রশ্ন করেন ঃ তাহলে তাদের মা কারা? উত্তরে তারা বলে ঃ জিন প্রধানদের কন্যারা।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ অথচ অবস্থা এই যে, স্বয়ং জিনেরা জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যারা এই রূপ বলে, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে আল্লাহর কতক শত্রু এমনই চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় যে, শাইতানকে তারা আল্লাহর ভাই বলে থাকে। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা) আল্লাহ তা'আলা এ থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন! **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ** তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে রয়েছেন।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ *আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত।* পূর্বোক্ত আয়াতাংশের **مُخْلَصِينَ** শব্দটি সমগ্র জাতিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতাংশে তাদেরকে বাদ দিয়েছেন যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন। তারা হল ঐ লোক যারা প্রত্যেক নাবীর প্রতি যে সত্য বাণী নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনে।

১৬১। তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর -	١٦١. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
১৬২। তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা -	١٦٢. مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ
১৬৩। শুধু প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।	١٦٣. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ
১৬৪। 'আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে,	١٦٤. وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

١٦٥. وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ	১৬৫। আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান,
١٦٦. وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ	১৬৬। এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণাকারী।”
١٦٧. وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ	১৬৭। তারাইতো বলে এসেছে -
١٦٨. لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ	১৬৮। “পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত -
١٦٩. لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ	১৬৯। তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম’।
١٧٠. فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ	১৭০। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

মূর্তি পূজকদের কথা তারাই বিশ্বাস করে যারা তাদের চেয়েও অধম

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও অংশীবাদী শিক্ষা শুধু তারাই গ্রহণ করবে যাদেরকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ

তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করেনা; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা দেখেনা। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনেনা।

তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭৯) অপর জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে'ই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৮-৯)

আল্লাহর মালাইকা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা ঘোষণা করে

অতঃপর মহান আল্লাহ মালাইকা/ফেরেশতাদের নিষ্কলুষতা, তাদের আত্মসমর্পণ, ঈমানে সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদেরকে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলছে। অথচ তারা নিজেরাই বলে ঃ

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে এবং ইবাদাতের জন্য বিশেষ জায়গা আছে। সেখান থেকে আমরা সরে যেতে পারিনা বা কমবেশীও করতে পারিনা।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার আকাশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন মালাক সাজদাহ রত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় না রয়েছেন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ *আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে।* (তাবারী ২১/১২৭)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ আসমানসমূহের মধ্যে এমন একটি আসমান আছে যেখানে এক হাত পরিমান জায়গা খালি নেই যেখানে মালাইকার কপাল অথবা পা রাখা নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (তাবারী ২১/১২৭) সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইবাদাতের জন্য মালাইকা সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হন।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ আমরা সব মালাক/ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে থাকি। এর বর্ণনা وَالصَّفَّتِ صَفًّا এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আবূ নাযরাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমার (রাঃ) ইকামাতের পর মানুষের দিকে মুখ করে বলতেন ঃ সারি ঠিক ও সোজা করে নাও এবং সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা মালাইকার মত তোমাদেরকেও সারিবদ্ধ দেখতে চান। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَالصَّفَّتِ صَفًّا আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হই। হে অমুক! তুমি সামনে বেড়ে যাও এবং হে অমুক! তুমি পিছনে সরে যাও। অতঃপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সালাতের তাকবীর দিতেন। (তাবারী ২১/১২৮)

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে লোকদের (অন্যান্য উম্মাতের) উপর ফাযীলাত বা মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমন আমাদের (সালাতের) সারিসমূহ মালাইকার সারির ন্যায় করা হয়েছে, আমাদের জন্য সমগ্র যমীনকে সাজদাহর স্থান বানানো হয়েছে এবং ওর মাটিকে পবিত্র করার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১) আল্লাহ সুবহানাহু মালাইকার উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অবশ্যই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী। আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে থাকি। আমরা স্বীকার করি যে, তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা হতে পবিত্র। আমরা সকল মালাইকা তাঁর আজ্ঞাবহ এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর সামনে আমরা আমাদের নম্রতা ও অপারগতা প্রকাশ করে থাকি।

কুরাইশরা কামনা করত যে, পূর্ববর্তীদের মত তাদেরও যদি একজন সতর্ককারী থাকত!

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنْ الْأَوَّلِينَ.لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ তারাইতো বলে এসেছে যে, পূর্ববর্তীদের মত যদি তাদের কাছেও কোন রাসূল প্রেরিত হত এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি তাদের কোন কিতাব থাকত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যেত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪২)

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে শপথ! করে তারা বলে ঃ কোন নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে, আর (হে মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৯)

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَـٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ

যেন তোমরা না বলতে পার ঃ ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৬-১৫৭)

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ এখানে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের এ আকাংখা পুরা করা হল তখন তারা কুফরী করতে লাগল। আল্লাহর সাথে কুফরী করা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি কি তা তারা অতিসত্বরই জানতে পারবে।

১৭১। আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে -	١٧١. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ
১৭২। অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।	١٧٢. إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ
১৭৩। এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।	١٧٣. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ
১৭৪। অতএব কিছু কালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর।	١٧٤. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ
১৭৫। তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে।	١٧٥. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
১৭৬। তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?	١٧٦. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
১৭৭। তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ!	١٧٧. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ
১৭৮। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর।	١٧٨. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ

১৭৯। তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।	١٧٩. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

মূর্তি পূজকদের থেকে দূরে থাকা এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও লিপিবদ্ধ করেছি এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের মাধ্যমেও দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছি যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার রাসূল ও তাদের অনুসারীদের পরিণামই হবে উত্তম। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) এখানেও মহান আল্লাহ ঐ কথাই বলেন ঃ

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ.وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ আমার রাসূলদের সাথে আমার এই ওয়াদা রয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আমি নিজেই কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করব। তুমিতো জান যে, কিভাবে রাসূলদের শত্রুদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ.وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ তুমি মনে রেখ যে, আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। সুতরাং তুমি একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে থাক। তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে যাও।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ.وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাক যে, তোমার বিরোধিতা করা এবং তোমার দা'ওয়াতকে অস্বীকার করার কারণে কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং কিভাবে তারা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত! তারা নিজেরাও শীঘ্রই তা প্রত্যক্ষ করবে।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তারা বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট আযাবের শিকার হওয়া সত্ত্বেও এখনো বড় আযাবকে অসম্ভব মনে করছে! আর বলছে যে, ঐ আযাব কখন আসবে? তাই তাদেরকে জবাবে বলা হচ্ছে ঃ

فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ তাদের আঙ্গিনায় অর্থাৎ তাদের গৃহসমূহে যখন শাস্তি নেমে আসবে ওটা তাদের জন্য খুবই কঠিন দিন হবে। তাদেরকে সেদিন সমূলে ধ্বংস করা হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি প্রত্যুষে খাইবারের মাঠে উপস্থিত হন। জনগণ অভ্যাস মত প্রতি দিনের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়েছে। হঠাৎ তারা মুসলিম সেনাবাহিনী দেখে পালিয়ে যায় এবং এলাকাবাসীকে খবর দেয় ঃ মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ! ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে ওঠেন ঃ আল্লাহু আকবার। খাইবারবাসীর জন্য বড়ই বিপদ। যখন আমরা কোন কাওমের মাইদানে অবতরণ করি তখন ঐ সতর্কীকৃতদের বড়ই দুর্গতি হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ২/১০৭, মুসলিম ২/১০৪৩)

পুনরায় মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ হে নাবী! কিছুকালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাক এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে যাও। শীঘ্রই তারা নিজেরাও (তাদের দুর্গতি) প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০। তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার রাব্ব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।	١٨٠. سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
১৮১। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি।	١٨١. وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ
১৮২। প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য।	١٨٢. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ আল্লাহ তা'আলা সেই সমুদয় বিষয় হতে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করছেন যেগুলো যালিম ও মিথ্যাবাদী মুশরিকরা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা অতি মহান এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যা কখনও নষ্ট হবার নয়। ঐ মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী মুশরিকদের অপবাদ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহর রাসূলদের (আঃ) প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা তাঁদের কথাগুলি ঐসব দোষ হতে মুক্ত যেসব দোষ মুশরিকদের কথাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। নাবীগণ (আঃ) যেসব কথা বলেন এবং তাঁরা মহান আল্লাহর সত্তার যে গুণাবলী বর্ণনা করেন সেগুলি সবই সঠিক ও সত্য। আল্লাহর সত্তার জন্যই প্রশংসা শোভনীয়। দুনিয়া ও আখিরাতে শুরুতে ও শেষে প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। সর্বাবস্থায়ই প্রশংসা প্রাপ্তির যোগ্য শুধুমাত্র তিনিই। তাঁর মহিমা ঘোষণা দ্বারা সর্ব প্রকারের ক্ষতি তাঁর পবিত্র সত্তা হতে দূরে প্রমাণিত হয়। তাহলে এটা অতি আবশ্যকীয় যে, সর্বপ্রকারের পূর্ণতা তাঁর একক সত্তার মধ্যে থাকবে। এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় হামদ বা প্রশংসা দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে ক্ষতিসমূহ না সূচক হয় এবং পূর্ণতা হ্যাঁ সূচক হয়। কুরআনুল হাকীমের বহু আয়াতে তাস্‌বীহ ও হামদের একই সাথে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সাঈদ ইব্‌ন আবী আরুবাহ (রহঃ) বলেন ঃ কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আমার উপর সালাম পাঠাবে তখন অন্যান্য নাবীগণের উপরও সালাম পাঠাবে। কেননা তাঁদেরই মধ্যে আমিও একজন নাবী। (তাবারী ২১/১৩৪)

আবূ মুহাম্মাদ বাগাবী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যারা কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক বড় প্রতিদান পেতে চাও তারা যেন বৈঠকের শেষে নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ কর। (বাগাবী ৪/৪৬)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

মাজলিসের কাফফারার ব্যাপারে বহু হাদীসে নিম্নোক্ত কালেমাটি পাঠ করার কথা বলা হয়েছে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আপনার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার নিকট তাওবাহ্ করছি। এই মাসআলার উপর আমি একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি।

সূরা সাফ্ফাত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৮ ঃ সাদ, মাক্কী

٣٨ – سورة ص، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮৮, রুকূ ৫)

(اَيَاتُهَا : ٨٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের!	١. صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ
২। কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।	٢. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
৩। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিলনা।	٣. كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

হুরফে মুকাত্তা'আত যেগুলি সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, ওগুলির পূর্ণ তাফসীর সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ এখানে মহান আল্লাহ কুরআনুল হাকীমের শপথ করছেন এবং ওকে শিক্ষা ও উপদেশপূর্ণ বলছেন। কেননা এর কথার উপর আমলকারীদের দীন ও দুনিয়া সুন্দর ও কল্যাণময় হয়ে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَـٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ), ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ), আবূ হুসাইন (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ذِي

الذِّكْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এটি হল অতি সম্মানের। (তাবারী ২১/১৩৯, ১৪০) এই দুই মতামতের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই। কারণ এটি এমন একটি মহান গ্রন্থ যাতে রয়েছে দিক নির্দেশনা এবং এটিকে যে মেনে চলতে ইচ্ছুক নয় তার জন্য সতর্ক বাণী। এ প্রতিজ্ঞা করার কারণ অন্য এক আয়াত থেকে জানা যায়।

إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই শপথের জবাব হল এর পরবর্তী আয়াতটি ঃ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ *কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।* ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ মতামতকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/১৪০)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ *কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।* অর্থাৎ এই কুরআন হল তাদের জন্য স্মরনিকা যারা স্মরণ করতে চায় এবং এতে আরও রয়েছে তাদের জন্য পথ নির্দেশ যারা সৎ পথে পরিচালিত হতে চায়। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিরেরা এ থেকে কোন উপকার লাভ করেনা। কারণ তারা উদ্ধ্যত এবং অহংকারী। তারা সব সময় কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এর বিরোধিতা করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, তারা তাদের নাবীগণের মাধ্যমে যে আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল তা অবিশ্বাস করা এবং নাবীগণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তেমনিভাবে তাদেরও যেন ঐ অবস্থা না হয়। তিনি বলেন ঃ

كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ *এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি।* পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে এরূপই অপরাধের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তারা খুব কান্নাকাটি করেছিল। কিন্তু ঐ সময় সবই বৃথা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল। তাদেরকে বলা হল ঃ পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১২-১৩) আত তামিমী (রহঃ) বলেন ঃ

فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ এ আয়াত সম্পর্কে আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে এখন পালানোরও সময় নয় এবং ফরিয়াদেরও সময় নয়। তখন ফরিয়াদ কেহ শুনবেনা এবং কিছু উপকারও করতে পারবেনা। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ যতই কান্নাকাটি ও চীৎকার করুক না কেন সবই বিফল হবে। ঐ সময় তাওহীদকে স্বীকার করলেও কোন লাভ হবেনা এবং তাওবাহ করেও কোন উপকার হবেনা। (দুররুল মানসুর ৭/১৪৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ করতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের কাছে তাদের তাওবাহ কবূল হওয়ার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এখনতো পালিয়ে যাওয়ার কিংবা দৌড়ে কোথাও লুকিয়ে থাকার সময় নেই। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

৪। তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফিরেরা বলে ঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী,	٤. وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ
৫। সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!	٥. أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ
৬। তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই বলে ঃ তোমরা চলে যাও	٦. وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ

এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অটল থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।	ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمۡۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ يُرَادُ
৭। আমরাতো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।	٧. مَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِي ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا ٱخۡتِلَٰقٌ
৮। আমাদের মধ্য হতে কি তারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হল? প্রকৃত পক্ষে তারা আমার কুরআনে সন্দিহান, তারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।	٨. أَءُنزِلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ مِنۢ بَيۡنِنَاۚ بَلۡ هُمۡ فِي شَكّٖ مِّن ذِكۡرِيۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ
৯। তাদের নিকট কি রয়েছে অনুগ্রহের ভান্ডার তোমার রবের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?	٩. أَمۡ عِندَهُمۡ خَزَآئِنُ رَحۡمَةِ رَبِّكَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡوَهَّابِ
১০। তাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছুর উপর? থাকলে তারা সিড়ি বেয়ে আরোহণ করুক।	١٠. أَمۡ لَهُم مُّلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَاۖ فَلۡيَرۡتَقُواْ فِي ٱلۡأَسۡبَٰبِ
১১। বহু দলের এই বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।	١١. جُندٞ مَّا هُنَالِكَ مَهۡزُومٞ مِّنَ ٱلۡأَحۡزَابِ

মূর্তি পূজকরা আল্লাহর বাণী, তাওহীদ এবং কুরআন শুনে হয়েছিল বিস্ময়াভিভূত

মুশরিকরা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে আগনের ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতামূলক বিস্ময় প্রকাশ করেছিল এখানে আল্লাহ তা'আলা তারই খবর দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ مُّبِينٌ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। কাফিরেরা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিতো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) এখানে রয়েছে ঃ

وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا তারা বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এলো এবং কাফিরেরা বলে উঠল ঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের উপর বিস্ময়ের সাথে সাথে আল্লাহর একাত্মবাদের উপরও তারা বিস্ময়বোধ করেছে এবং বলতে শুরু করেছে ঃ দেখ, এ লোকটি এতগুলো মা'বূদের পরিবর্তে বলছে যে, আল্লাহ একমাত্র মা'বূদ এবং তাঁর কোন প্রকারের শরীকই নেই। ঐ নির্বোধদের তাদের বড়দের দেখাদেখি যে শির্ক ও কুফরীর অভ্যাস ছিল, তার বিপরীত শব্দ শুনে তাদের অন্তরে আঘাত লাগে। তারা তাওহীদকে একটি অদ্ভুত ও অজানা বিষয় মনে করে। তাদের বড় ও প্রধানরা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের অধীনস্তদের সামনে ঘোষণা করে ঃ তোমরা তোমাদের প্রাচীন মাযহাবের উপর অটল থেক। তোমরা মুহাম্মাদের তাওহীদের বাণী শুননা। তোমরা তোমাদের মা'বূদগুলোর ইবাদাত করতে থাক।

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ এ লোকটিতো শুধু নিজের মতলব ও স্বার্থের কথা বলছে। এর মাধ্যমে সে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। তোমরা তার অধীনস্ত হয়ে থাক এটাই তার বাসনা। (তাবারী ২১/১৫২)

৩৮ ঃ ৮ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

আবূ জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আবূ তালিব যখন খুব অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শয্যায় তখন অভিশপ্ত আবূ জাহলসহ কুরাইশের কিছু লোক তার কক্ষে প্রবেশ করে এবং বলে ঃ আপনার ভাইয়ের ছেলে আমাদের দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করে, সে অমুক অমুক কাজ করছে এবং বলছে। আপনি তাকে ডেকে পাঠান এবং বলে দিন যেন সে এরূপ না করে। সুতরাং তিনি তাঁকে খবর দেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে চলে আসেন। আবূ তালিব এবং অভিশপ্ত আবূ জাহলের মাঝখানে একজন লোকের বসার মত জায়গা খালি ছিল। আবূ জাহল আশংকা করল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ জায়গায় আবূ তালিবের পাশে বসেন তাহলে তাঁর সাহচর্যের কারণে আবূ তালিবের হৃদয় ইসলামের দিকে ঝুকে যাবে। তাই সে লাফ দিয়ে উঠে ঐ খালি জায়গায় বসে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আবূ তালিবের কাছে বসার কোন জায়গা না পাওয়ায় দরযার এক পাশে বসলেন। আবূ তালিব তাঁকে বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার গোত্রের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করছে যে, তুমি নাকি তাদের দেবতাদের ব্যাপারে কটুক্তি করছ এবং এরূপ এরূপ কথা বলছ? তারা তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ নিয়ে এসেছে। এর উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আমার চাচা! আমিতো তাদের কাছ থেকে শুধু একটি শব্দের স্বীকৃতি চাচ্ছি, যদি তারা তা করে তাহলে সমগ্র আরাব জাতি তাদেরকে অনুসরণ করবে এবং অনারাবরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলতে চাচ্ছেন তা তারা চিন্তিত মনে বুঝতে চেষ্টা করল এবং শেষে বলল ঃ একটি মাত্র শব্দ! তোমার পিতার শপথ! একটি নয়, বরং আমরা দশটি শব্দও বলতে রাযী আছি। বল, কি সেই শব্দ? আবূ তালিবও বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! সেই শব্দটি কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা হল **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ**। এ কথা শোনার সাথে সাথে তারা সবাই রাগে-ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাদের পরিধেয়

বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এই বলে চলে গেল ঃ

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ *সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!* তখন এই আয়াতটিসহ **بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ** পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তারা বলল ঃ **مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ** আমরাতো এর পূর্বের ধর্মাদর্শে (অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্ম) তাওহীদের এরূপ কথা শুনিনি। যদি এটা সত্যি হত তাহলে নিশ্চয়ই খৃষ্টানরা আমাদেরকে বলে দিত। এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র। (তাবারী ২১/১৫২) এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা কথা। এটা কতই না বিস্ময়কর কথা যে, আল্লাহকে দেখাই গেলনা, আর তিনি এ ব্যক্তির উপর কুরআন নাযিল করলেন! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১) তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ

তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩২) মোট কথা, এই প্রতিবাদও তাদের বোকামি ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক ছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ প্রকৃত পক্ষে তারাতো আমার কুরআনে সন্দিহান। তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি। কাল কিয়ামাতের দিন যখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তাদের ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার শাস্তি আস্বাদন করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করছেন যে, তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন তা'ই দিয়ে থাকেন। সম্মান দান

ও লাঞ্ছিতকরণ তাঁরই হাতে। হিদায়াত দান ও বিভ্রান্তকরণ তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাঁর উপর ইচ্ছা অহী অবতীর্ণ করেন। তিনি যার অন্তরে চান মোহর মেরে দেন। তিনি ছাড়া হিদায়াত দানের ব্যাপারে মানুষের অধিকারে কিছুই নেই। তারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন, নিরুপায় ও বাধ্য। অণু পরিমান জিনিসের উপরেও তাদের কোন ক্ষমতা নেই। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ তাদের কাছে কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার রবের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা? অর্থাৎ তা তাদের নেই। মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকে ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৩-৫৫) অন্যত্র বলেন ঃ

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ قَتُورًا

বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে, মানুষতো অতিশয় কৃপণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০০) সালিহকেও (আঃ) তাঁর কাওম বলেছিল ঃ

أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৫-২৬) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ

তাদের কি কর্তৃত্ব আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর উপর? থাকলে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহন করুক। বহু দলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ এখানে উপরে আরোহনের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২১/১৫৬) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাহলে তারা সপ্তম আকাশে আরোহন করুক দেখি! (তাবারী ২১/১৫৭) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ *বহু দলের এই বাহিনীও সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।* অর্থাৎ তারা এবং তাদের পূর্ববর্তীরা যেমন তাদের অবিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা এবং বিরোধিতার কারণে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরাও তেমনি তাদের পূর্বসূরীদের মত অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ. سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ

এরা কি বলে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৪-৪৫) এর পরে রয়েছে ঃ

بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

অধিকন্ত কিয়ামাত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৬)

১২। তাদের পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী	١٢. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

বলেছিল নূহের সম্প্রদায়, 'আদ, বহু শিবিরের অধিপতি ফির'আউন -	وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ
১৩। আর ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আইকা'র অধিবাসী। তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।	١٣. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَـٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ
১৪। তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে যথার্থ।	١٤. إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ
১৫। তারাতো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচন্ড নিনাদের যাতে কোন বিরাম থাকবেনা।	١٥. وَمَا يَنظُرُ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ
১৬। তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও।	١٦. وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

পূর্বযুগীয় এসব কাফিরের ঘটনা বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের পাপের কারণে কিভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ পূর্বযুগের ঐ সব কাফিরের দল ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে এবং শক্তি-সামর্থ্যে এ যুগের এসব কাফিরের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। এদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং শক্তি-সামর্থ্য তাদের তুলনায় অতি

নগণ্য। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তি এসে যাবার পর এগুলি তাদের কোনই উপকারে আসেনি।

إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অতীত যুগের ঐ সব কাফিরদের ধ্বংসের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারা ছিল রাসূলদের চরম শত্রু। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ এরাতো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোন বিরাম থাকবেনা। আল্লাহ যখন ইসরাফীল (আঃ) মালাককে আদেশ করবেন তখন তা এমন সময় ঘটবে যখন তারা ধারণাও করতে পারবেনা। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে এবং তা কানে আসা মাত্রই সবাই অজ্ঞান ও প্রাণহীন হয়ে পড়বে। ঐ লোকগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবেনা যাদেরকে আল্লাহ স্বতন্ত্র করে নিবেন।

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ *তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও।* আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে ঐ লোকদেরকে সাবধান করছেন যারা বলে যে, কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য যে আযাব নির্ধারিত হয়ে আছে তা যেন কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার আগেই, এই দুনিয়ায় থাকতেই তাদেরকে দেয়া হয়। **قِطَّنَا** হচ্ছে লিখিত পুস্তক অথবা দলীল-দস্তাবেজ কিংবা তাকদীরে যা লিখিত রয়েছে তার বর্ণনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ তাদের তাকদীরে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা তারা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছে। (তাবারী ২১/১৬৪, দুররুল মানসুর ৭/১৪৮) যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২)

এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা তাদের জান্নাতের অংশ দুনিয়ায়ই চেয়েছিল। তারা যা কিছু বলেছিল তা সবই মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করার কারণেই ছিল। ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি এই যে, ভাল কিংবা মন্দ যা'ই তাদের ভাগ্যে থেকে থাকুক তা যেন দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়। (তাবারী ২১/১৬৫) এ উক্তিটিই সঠিক। যাহহাক (রহঃ) ও ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদের (রহঃ) তাফসীরের সারমর্মও এটাই। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। তারা এটা বলত তামাশা এবং বিদ্রুপের ছলে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বিদ্রুপের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিচ্ছেন এবং পরিণামে তিনিই যে জয়যুক্ত হবেন সেই সুখবর জানিয়ে দিচ্ছেন।

১৭। তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আর স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহর অভিমুখী।	١٧. ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ
১৮। আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, ওরা সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।	١٨. إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ
১৯। এবং সমবেত বিহংগকুলকেও, সবাই ছিল তার অভিমুখী।	١٩. وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ
২০। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফাইসালাকারী বাগ্মিতা।	٢٠. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ

দাঊদ (আঃ)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ذَا الْأَيْدِ দ্বারা জ্ঞান ও আমল সম্পর্কীয় শক্তি বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/১৬৬, ১৬৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বাধ্যতায় শক্তি। দাঊদকে (আঃ) ইবাদাতের শক্তি এবং ইসলামের বোধশক্তি দান করা হয়েছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দাঊদ (আঃ) রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় তাহাজ্জুদ সালাতে কাটিয়ে দিতেন এবং জীবনের অর্ধেক সময় সিয়াম পালন করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সালাত হল দাঊদের (আঃ) সালাত এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় সিয়াম হল দাঊদের (আঃ) সিয়াম। দাঊদ (আঃ) অর্ধরাত্রি শুইয়ে থাকতেন এবং এক তৃতীয়াংশ রাত সালাতে কাটিয়ে দিতেন। তারপর এক ষষ্ঠাংশ রাত আবার ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং পরদিন সিয়ামহীন অবস্থায় থাকতেন। আর দীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেননা। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু' করতেন। (ফাতহুল বারী ৩/২০, মুসলিম ২/৮১৬)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ

হে পবর্তমালা! তোমরা দাঊদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকূলকেও। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১০) অনুরূপভাবে পক্ষীকুলও তাঁর শব্দ শুনে তাঁর সাথে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে শুরু করত। উড়ন্ত পাখী তাঁর পাশ দিয়ে গমন করত। ঐ সময় তিনি তাওরাত পাঠ করলে তাঁর সাথে পাখীরাও তাওরাত পাঠে নিমগ্ন হয়ে পড়ত এবং উড্ডয়ন বন্ধ করে স্থির হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী দাঊদের (আঃ) সাথে পর্বতমালা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন চাশতের সময়

উম্মে হানীর (রাঃ) ঘরে আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমার ধারণা এই যে, এটাও সালাতের সময়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারা তার সাথে সকাল-সন্ধ্যায় আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফিল (রাঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) চাশতের সালাত আদায় করতেননা। আমি একদা তাকে উম্মে হানীর (রাঃ) নিকট নিয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম ঃ একে আপনি ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন যা আমাকে শুনিয়েছিলেন। তখন উম্মে হানী (রাঃ) বললেন ঃ মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাড়ীতে আমার কাছে এলেন এবং এসে একটি বড় বাটিতে পানি ভর্তি করিয়ে নিলেন। অতঃপর কাপড়ের পর্দা দিয়ে আড়াল করে গোসল করলেন। এরপর ঘরের চারিদিকে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং চাশতের আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এতে তাঁর কিয়াম, রুকূ', সাজদাহ এবং উপবেশন প্রায় সমান ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি শুনে সেখান হতে বেরিয়ে এলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন ঃ আমি কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণটাই পাঠ করেছি, কিন্তু চাশতের সালাত কি তা আমি এর পূর্বে জানতামনা। আজ জানলাম যে, এটা **يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ** এই আয়াতের মধ্যেই রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً** পক্ষীকুলও দাঊদের সাথে আল্লাহর তাসবীহ পাঠে অংশ নিত।

كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ *সবাই ছিল তার অভিমুখী।* অর্থাৎ তারা দাঊদের (আঃ) আদেশ মেনে চলত এবং তাঁর সাথে সাথে তারাও আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করত। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) প্রমুখ যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তারা তাঁর হুকুম মেনে চলত। (তাবারী ২১/১৬৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ আমি দাঊদের রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম। বাদশাহদের যতগুলি জিনিসের প্রয়োজন সবই তাঁকে দেয়া হয়েছিল। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে করা হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ আমি তাকে হিকমাত দান করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাত অর্থ বোধশক্তি, জ্ঞান ও নিপুণতা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর কিতাব এবং তাতে যা রয়েছে তার অনুসরণ। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাতের অর্থ হল নাবুওয়াত। (তাবারী ২১/১৭১) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَفَصْلَ الْخِطَابِ আর আমি তাকে দিয়েছিলাম ফাইসালাকারী বাগ্মিতা অর্থাৎ বিবাদ মীমাংসার সুন্দর নীতি। যেমন সাক্ষী নেয়া, শপথ করানো। শুরাইহ আল কাযী (রহঃ) এবং আশ শা'বী (রহঃ) বলেন যে, وَفَصْلَ الْخِطَابِ এর অর্থ হচ্ছে শপথ করা এবং সাক্ষ্য দেয়া। (তাবারী ২১/১৭৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অভিযোগকারীর পক্ষে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করা অথবা অভিযুক্তের পক্ষে শপথ করে বলা। (তাবারী ২১/১৭৩) এখানে ঐ বার্তার ব্যাপারে বলা হয়েছে যা নাবী/রাসূলগণ তাঁদের অনুসারীদের কাছে বর্ণনা করেন এবং অনুসারীরা তা বিশ্বাস করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করে। কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য এটাই পথের দিশারী যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত আইন মেনে চলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়িম রাখবে। আবূ আবদুর রাহমান আস সুলাইমী (রহঃ) এরূপ মন্তব্য করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ অতি মনোযোগের সাথে অভিযোগ শ্রবণ করা এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী সঠিক বিচার মীমাংসা করা। (তাবারী ২১/১৭২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল বাক্যে এবং বিচারে বিশুদ্ধ থাকা এবং উপরে যা বর্ণিত হয়েছে তা'ও। আসলে এই অর্থই হওয়া উচিত এবং ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২১/১৭৩)

২১। তোমার নিকট বিবাদকারী লোকের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি, যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এল ইবাদাতখানায় -	٢١. وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ
২২। এবং দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন তাদের	٢٢. إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ

কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল ঃ ভীত হবেননা, আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ - আমরা একে অপরের উপর যুল্‌ম করেছি; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেননা এবং আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন।	مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ
২৩। এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও সে বলে আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও, এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।	٢٣. إِنَّ هَـٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ
২৪। দাউদ বলল ঃ তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুল্‌ম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, করেনা শুধু মু'মিন ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার রবের নিকট	٢٤. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ

وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩	**ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল। [সাজদাহ]**
٢٥. فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ	**২৫। অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।**

দুই অনুপ্রবেশকারীর ঘটনা

তাফসীরকারগণ এখানে একটি গল্প বর্ণনা করেছেন যার অধিকাংশই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত হতে নেয়া হয়েছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুসনাদ ইব্‌ন আবি হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে বটে, কিন্তু ওর বর্ণনাধারা সঠিক নয়। কেননা ইয়াযীদ রাকাশী নামক এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি খুব সৎ লোক হলেও নিঃসন্দেহে দুর্বল। সুতরাং উত্তম কথা এই যে, কুরআনুল কারীমে যা আছে তা'ই সত্য এবং যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে তা'ই সঠিক।

فَفَزِعَ مِنْهُمْ দু'জন লোককে তার নিজস্ব কক্ষে দেখে দাউদের (আঃ) ভীত হওয়ার কারণ এই যে, তিনি নির্জন কক্ষে একাকী অবস্থান করছিলেন এবং প্রহরীদেরকে ঘরের মধ্যে সেই দিন কেহকেও প্রবেশ করতে দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই দু'জনকে ঘরে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করতে দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

عَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কথা-বার্তায় সে আমার উপর জয়লাভ করেছে এবং আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।

وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ দাউদ (আঃ) বুঝে ফেলেন যে, এটা তাঁর উপর মহান আল্লাহর পরীক্ষা। সুতরাং তিনি রুকূ' ও সাজদাহ করে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়েন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে কাজ সাধারণের জন্য সাওয়াবের হয় সেই কাজটিই বিশিষ্ট লোকদের জন্য পাপের হয়ে থাকে।

সূরা সাদ এর সাজদাহ্ প্রসঙ্গ

এ আয়াতটি (৩৮ ঃ ২৪) সাজদাহর আয়াত কি-না এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে সাজদাহ যরুরী নয়, এটাতো সাজদায়ে শোক্র। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, ص এর মধ্যে সাজদাহ বাধ্যতামূলক নয়। তিনি বলেন ঃ তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতে সাজদাহ করতে দেখেছি। (ফাতহুল বারী ২/৬৪৩, আবূ দাঊদ ২/১২৩, তিরমিযী ৩/১৭৬, নাসাঈ ৬/৩৪২, আহমাদ ১/৩৫৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সুনান নাসাঈতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সাজদাহ করার পর বলেন ঃ দাঊদের (আঃ) জন্য এই সাজদাহ ছিল তাওবাহর এবং আমাদের জন্য এ সাজদাহ হল শোকরের। (নাসাঈ ২/১৫৯)

আল আওয়াম (রহঃ) বলেন যে, তিনি মুজাহিদকে (রহঃ) সূরা সাদের সাজদাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আপনি কেন সাজদাহ করেন? তখন তিনি এই দলীল পেশ করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَـٰنَ

আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাঊদ, সুলাইমান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৪)

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ

এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯০)

তাহলে বুঝা গেল যে, তাঁদের অনুসরণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদিষ্ট ছিলেন। আর এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, দাঊদ (আঃ) সাজদাহ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই সাজদাহ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০৫)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বরের উপর *সূরা সাদ* পাঠ করেন। সাজদাহর আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করেন ও সাজদাহ করেন। তাঁর সাথে অন্যান্য সবাই সাজদাহ করেন। অন্য একদিন মিম্বরের উপর তিনি এই সূরাটি পাঠ

করেন। যখন তিনি সাজদাহর আয়াতে পৌঁছেন তখন জনগণ সাজদাহর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ দেখে তিনি বলেন ঃ এটা কিন্তু ছিল দাঊদের (আঃ) তাওবাহর সাজদাহ। আর আমি দেখছি যে, তোমরাও সাজদাহর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছ? অতঃপর তিনি মিম্বর হতে নেমে সাজদাহ করেন। (আবূ দাঊদ ১৪১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ আমার নিকট দাঊদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তিনি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। কেননা তিনি ছিলেন তাওবাহকারী এবং স্বীয় রাজ্যে তিনি ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নূরের মিম্বরের উপর রাহমানের (আল্লাহর) ডান দিকে অবস্থান করবে, আল্লাহর উভয় হাতই ডান, তারা ঐ সব সুবিচারক যারা তাদের পরিবার-পরিজন ও অধিনস্তদের প্রতি সুবিচার করে। (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

٢٦. يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

২৬। হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে বিস্মৃত হয়ে আছে।

নেতা ও শাসকদের প্রতি উপদেশ

এই আয়াতে শাসন ক্ষমতার অধিকারী লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফাইসালা করে। তারা যেন খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করে। কেননা এটা তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করবে কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আবূ যুর'আহ (রহঃ), যিনি আহলে কিতাবীদের ধর্মগ্রন্থও পাঠ করেছেন, তাকে (আবূ যুর'আহকে (রহঃ)) তৎকালীন বাদশাহ ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক একবার প্রশ্ন করেন ঃ খলিফাকেও কি আল্লাহ তা'আলার নিকট হিসাব দিতে হবে? আপনিতো কিতাবীদের প্রথম দিকের কিতাব পাঠ করেছেন এবং কুরআনও পাঠ করেছেন। তাই এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানা আছে। উত্তরে আবূ যুর'আহ (রহঃ) বলেন ঃ সত্য কথা বলব কি? খলিফা জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই সত্য কথা বলুন, আপনাকে আল্লাহর নামে সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা দান করা হল। তখন আবূ যুর'আ (রহঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! দাঊদের (আঃ) মর্যাদা আপনার চেয়ে বহুগুণে বেশী ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খিলাফাতের সাথে সাথে নাবুওয়াতও দান করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহর কিতাবে তাঁকে ধমকের সুরে বলা হয়েছে ঃ

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। আর জেনে রেখ, যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে পরের কথাটিকে পূর্বে এবং পূর্বের কথাটিকে পরে আনা হয়েছে। ভাবার্থ হল ঃ তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে বলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। (তাবারী ২১/১৮৯)

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হল ঃ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এই কারণে যে, তারা হিসাবের দিনের জন্য আমল জমা করেনি। আয়াতের শব্দগুলির সাথে এই উক্তিটিরই বেশী সম্বন্ধ রয়েছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন। (তাবারী ২১/১৮৯)

২৭। আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।	٢٧. وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ
২৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব?	٢٨. أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ
২৯। এক কল্যাণময় কিতাব ইহা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।	٢٩. كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

পৃথিবী সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিচক্ষণতা

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি বৃথা ও অনর্থক নয়। এগুলো একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর এমন একদিন আসবে যে দিন মান্যকারীদের মাথা উঁচু হবে এবং অমান্যকারীদের কঠিন শাস্তি

দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ কাফিরদের ধারণা এই যে, আমি তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। তাদের ধারণা আখিরাত ও পারলৌকিক জীবন বলতে কিছুই নেই। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিয়ামাতের দিনটি তাদের জন্য হবে খুবই ভয়াবহ। কেননা ঐ আগুনে তাদেরকে জ্বলতে হবে যে আগুনকে আল্লাহর মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ফুঁক দ্বারা প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহভীরু ও অপরাধীকে এক জায়গায় রাখবেন এটা অসম্ভব। যদি কিয়ামাতই না হত তাহলে এদের উভয়ের ফলাফল একই হত। কিন্তু এটাতো অবিচারমূলক কথা। কিয়ামাত অবশ্যই হবে। সৎকর্মশীলরা জান্নাতে যাবে এবং পাপীরা যাবে জাহান্নামে। সুতরাং জ্ঞানের চাহিদাও এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটিত হোক। আমরা দেখি যে, একজন যালিম পাপী গর্বভরে আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ায় সে বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করছে। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ইত্যাদি সবই তার রয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন আল্লাহভীরু, সৎ ও পবিত্র ব্যক্তি একটি পয়সার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, সুখ-শান্তি তার ভাগ্যে জুটেনা। তখন মহাবিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী ও সুবিচারক আল্লাহর চাহিদা এটাই যে, এমন এক সময়ও আসবে যখন এই নিমকহারাম ও অকৃতজ্ঞকে তার দুষ্কর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে এবং ঐ ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও অনুগত ব্যক্তিকেও তার সৎকর্মের পূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে। আর পরকাল এটাই। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, এই জগতের পর আর একটি জগত অবশ্যই রয়েছে। এই পবিত্র শিক্ষা কুরআন কারীম হতে লাভ করা যায় এবং এটাই মানুষের সৎপথের দিশারী। এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে ঃ

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করেছে, কিন্তু কুরআনের উপর আমল করেনি এবং কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাও করেনি, তার কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করায় কোনই লাভ নেই।

৩০। আমি দাঊদকে দান করলাম সুলাইমান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।	٣٠. وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ
৩১। যখন অপরাহ্নে তার সামনে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল -	٣١. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ
৩২। তখন সে বলল ঃ আমিতো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।	٣٢. فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ
৩৩। ওগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো। অতঃপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।	٣٣. رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ

সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা দাঊদকে (আঃ) যে একটি বড় নি'আমাত দান করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি সুলাইমানকে (আঃ) তাঁর নাবুওয়াতের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। এ জন্যই সুলাইমানের (আঃ) উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ দাঊদেরতো (আঃ) আরও বহু সন্তান ছিল। দাসীরা ছাড়াও তাঁর একশ' জন স্ত্রী ছিল। সুতরাং সুলাইমান (আঃ) দাঊদের (আঃ) নাবুওয়াতের ওয়ারিশ হয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ دَاوُۥدَ

সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৬) অর্থাৎ

নাবুওয়াতের ওয়ারিশ হলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। অর্থাৎ তিনি বড়ই ইবাদাতগুযার ছিলেন এবং খুব বেশী আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ সুলাইমানের (আঃ) রাজত্বের আমলে তাঁর সামনে তাঁর ঘোড়াগুলো হাযির করা হয় যেগুলো ছিল খুবই দ্রুতগামী। মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওগুলো তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকত এবং এক পা উঁচু করে রাখত। আর ওগুলির গতি ছিল খুবই দ্রুত। (তাবারী ২১/১৯২, ১৯৩) সালাফগণেরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। একটি উক্তি এও আছে যে, ওগুলো ছিল উড়ন্ত ঘোড়া, যেগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ। ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) ঘোড়াগুলোর সংখ্যা বিশ হাজার বলেছেন। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

সুনান আবূ দাঊদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক অথবা খাইবারের যুদ্ধ হতে ফিরছিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করছেন এমন সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। ফলে ঘরের এক কোণের পর্দা সরে যায়। ঐ জায়গায় আয়িশার (রাঃ) খেলনার পুতুলগুলো রাখা ছিল। ওগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি পড়লে তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ ওগুলো আমার পুতুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পান যে, ওগুলোর মধ্যে একটি ঘোড়ার মত কি যেন বানানো রয়েছে যাতে কাপড়ের তৈরী দু'টি ডানাও লাগানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ এটা ঘোড়া। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাপড়ের তৈরী ওর উপরে দুই দিকে ও দুটো কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ এ দুটো ওর ডানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঘোড়াও ভাল এবং ডানা দুটিও উত্তম। তখন আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ আপনি কি শুনেননি যে, সুলাইমানের (আঃ) ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির শেষ দাঁতটিও দেখা গেল। (আবূ দাঊদ ৫ /২২৭)

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

সুলাইমান (আঃ) ঘোড়াগুলো দেখতে গিয়ে এত ভুলো মন হয়ে গেলেন যে, তাঁর আসরের সালাতের খেয়ালই থাকলনা। সালাতের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ হয়ে গেলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের সময় একদিন যুদ্ধে মগ্ন থাকার কারণে আসরের সালাত আদায় করতে পারেননি। সূর্যাস্তের অনেক পর ঐ সালাত আদায় করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর উমার (রাঃ) কুরাইশ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিতে দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ এখন পর্যন্ত আমিও সালাত আদায় করতে সক্ষম হইনি। অতঃপর তাঁরা বাতহান নামক স্থানে গিয়ে অযু করলেন এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন এবং এর পরপরই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। (ফাতহুল বারী ২/৮২, মুসলিম ১/৪৩৮)

رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ *ওগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো। অতঃপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এর পরেই সুলাইমান (আঃ) ঐ ঘোড়াগুলোকে পুনরায় তলব করেন। তিনি ওগুলোকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ এগুলোতো আমাকে আবার আমার রবের ইবাদাত হতে উদাসীন করে ফেলবে। (তাবারী ২১/১৯৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, অতঃপর অস্ত্রের সাহায্যে ঐ ঘোড়াগুলোর পায়ের পেশী এবং ঘাড় কেটে ফেলা হয়। কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সুলাইমান (আঃ) শুধু ঘোড়াগুলোর কপাল, পা ইত্যাদির উপর হাত ফিরিয়েছিলেন। (তাবারী ২১/১৯৬) ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এই উক্তিটি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ বিনা কারণে জন্তুকে কষ্ট দেয়া অবৈধ। ঐ জন্তুগুলোর কোনই দোষ ছিলনা যে, তিনি ওগুলো কেটে ফেলবেন। কিন্তু আমি বলি যে, হয়তো তাঁদের শারীয়াতে এ কাজ বৈধ ছিল, বিশেষ করে ঐ সময়, যখন ঐগুলো আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করল এবং সালাতের ওয়াক্ত সম্পূর্ণরূপে চলেই গেল। তাহলে তাঁর ঐ ক্রোধ আল্লাহর জন্যই ছিল। আর এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওগুলোর চেয়ে দ্রুতগামী ও হালকা জিনিস দান করেছিলেন। অর্থাৎ বাতাসকে তিনি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি যেখানে চাইতেন সেখানে বাতাস তাঁকে বয়ে নিয়ে যেত। বাতাস তাঁকে নিয়ে

ভোরে এক মাসের দূরত্বের পথ অতিক্রম করত এবং বিকেলে আর এক মাসের পথ অতিক্রম করত। বাতাসের গতি থাকত একটি শক্তিশালী ঘোড়া যত দ্রুত দৌড়াতে পারে তার চেয়ে বেশি দ্রুত গতি সম্পন্ন।

আবূ কাতাদাহ (রহঃ) ও আবুদ দাহমা (রহঃ) প্রায়ই মাক্কা যেতেন। তাঁরা বলেন, একবার এক গ্রামে এক বেদুইনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে বহু কিছু দীনী শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাতে এও ছিল ঃ তুমি আল্লাহকে ভয় করে যে জিনিস ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করবেন। (আহমাদ ৫/৭৮)

৩৪। আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ; অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল।	٣٤. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ
৩৫। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনিতো পরম দাতা।	٣٥. قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ
৩৬। তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত।	٣٦. فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ
৩৭। এবং শাইতানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।	٣٧. وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ

৩৮। এবং শৃংখলে আবদ্ধ করলাম আরও অনেককে।	٣٨. وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ
৩৯। এসব আমার অনুগ্রহ, এটা তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এ জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা।	٣٩. هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
৪০। এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।	٤٠. وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন এবং পরে সবকিছু তাঁর জন্য সহজ করে দেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا আমি সুলাইমানের (আঃ) পরীক্ষা নিয়েছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর جَسَدًا (একটি দেহ) নিক্ষেপ করেছিলাম। এখানে আল্লাহর তরফ থেকে পরিস্কারভাবে জানানো হয়নি যে, جَسَدًا কি? তাই আমরা এ আয়াত থেকে এটাই বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সিংহাসনের উপর جَسَدًا রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যদিও আমরা জানিনা যে, جَسَدًا কি? এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় তা সবই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। তাই ঐ বর্ণনার সত্যতা যাচাই করা যাচ্ছেনা।

ثُمَّ أَنَابَ *অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল।* অর্থাৎ তাঁকে পরীক্ষা করার পর তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং আল্লাহ অভিমুখী হন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে এমন রাজ্যের প্রার্থনা করেন যা তাঁর পূর্বে অন্য কেহকে

কখনও দেয়া হয়নি। তিনি বলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ *হে আমার রাব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনিতো পরম দাতা।* কেহ কেহ এর অর্থ করেছেন ঃ আমার পরেও আর যেন কারও অনুরূপ রাজ্যের প্রার্থনা করার অধিকার না থাকে। আয়াতের ভাবার্থে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস থেকেও অনুরূপ অর্থ প্রকাশ পায়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক দুষ্ট জিন গত রাতে আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছিল এবং আমার সালাত আদায়ে বাধা দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং ইচ্ছা করেছিলাম যে, মাসজিদের স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখব যাতে সকালে তোমরা তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার ভাই সুলাইমানের (আঃ) দু'আর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي *হে আমার রাব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়।* হাদীসের বর্ণনাকারী রাওহ (রাঃ) বলেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুষ্ট জিনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছেড়ে দেন। (ফাতহুল বারী ১/৬৬০, মুসলিম ১/৩৮৪, নাসাঈ ৬/৪৪৩)

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ *আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।* তারপর তিনি বলেন ঃ

اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ *তোমার উপর আমি আল্লাহর লা'নত বর্ষণ করছি।* এ কথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যেন কোন জিনিস তিনি ধরতে চাচ্ছেন। তাঁর সালাত আদায় শেষ হলে আমরা বললাম

ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সালাতে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। আর আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখলাম (ব্যাপার কি?)। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহর শত্রু ইবলীস জ্বলন্ত আগুন নিয়ে আমার মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করার জন্য এসেছিল। তাই আমি তিনবার **اَعُوْذُ بِاللّٰه مِنْكَ** বলেছি। তারপর তিনবার তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষণ করেছি। কিন্তু তখনও সে সরে যাচ্ছিলনা। সুতরাং আমি তাকে বেঁধে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যদি আমাদের ভাই সুলাইমানের (আঃ) দু'আ না থাকত তাহলে তাকে আমি শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলতাম এবং সে মাদীনার শিশুদের জন্য খেলার মাঠের খেলনা হিসাবে পরিণত হত। (মুসলিম ১/৩৮৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ অতএব আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ সুলাইমান (আঃ) যখন আল্লাহর প্রেম ও মহব্বতে পড়ে ঐ সুন্দর, প্রিয়, বিশ্বস্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে কেটে ফেললেন তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে এগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম জিনিস দান করলেন। অর্থাৎ বায়ুকে তিনি তাঁর অনুগত করে দিলেন, যে বায়ু তাঁর এক মাসের পথ সকালে অতিক্রম করিয়ে দিত। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় তিনি এক মাসের পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করতেন। (তাবারী ২১/২০১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ শাইতানদেরকেও তার অধীনস্ত করে দিয়েছিলাম, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। তারা বড়-বড় উঁচু-উঁচু ও লম্বা-লম্বা পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করত যা মানবিক শক্তি বহির্ভূত ছিল। আর তাদের মধ্যে অনেকে ডুবুরীর কাজ করত। তারা ডুব দিয়ে সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে মণি-মুক্তা, জওহর ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে আসত যা অন্য কোথাও

পাওয়া যেতনা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ

তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ় ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে তার অধীন করে দিয়েছিলাম। এরা হয়তো তারাই ছিল যারা হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করত কিংবা কাজে অবহেলা করত অথবা মানুষকে জ্বালাতন করত ও কষ্ট দিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ এগুলি হল আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা। অর্থাৎ এই যে আমি তোমাকে পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করেছি যেমন তুমি প্রার্থনা করেছিলে, সুতরাং তুমি এখন যাকে ইচ্ছা দাও ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত কর, তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবেনা। অর্থাৎ তুমি যা করবে তা'ই তোমার জন্য বৈধ। তুমি যা চাও তা'ই ফাইসালা কর, ওটাই সঠিক।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া হল (১) বান্দা ও রাসূল হওয়ার অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিনি বন্টন করবেন এবং তাঁর আদেশ পালন করে যাবেন অথবা (২) তিনি নাবী ও বাদশাহ হবেন। যাকে ইচ্ছা দান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করবেন, তাঁর কোন হিসাব নেই। এ দু'টোর যে কোন একটি তিনি গ্রহণ করতে পারেন। তখন তিনি জিবরাঈলের (আঃ) সাথে পরামর্শ করেন এবং তাঁর পরামর্শক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করেন। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে এটাই উত্তম, যদিও নাবুওয়াত ও রাজত্ব বড় জিনিসই বটে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) পার্থিব মান-মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পরই বলেন ঃ আর (আখিরাতে) আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

<table>
<tr><td>৪১। স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।</td><td>٤١. وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَآ أَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيۡطَٰنُ بِنُصۡبٖ وَعَذَابٍ</td></tr>
<tr><td>৪২। আমি তাকে বললাম ঃ তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়।</td><td>٤٢. ٱرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَۖ هَٰذَا مُغۡتَسَلُۢ بَارِدٞ وَشَرَابٞ</td></tr>
<tr><td>৪৩। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।</td><td>٤٣. وَوَهَبۡنَا لَهُۥٓ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَذِكۡرَىٰ لِأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ</td></tr>
<tr><td>৪৪। আমি তাকে আদেশ করলাম ঃ এক মুষ্টি তৃণ তুলে নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করনা। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।</td><td>٤٤. وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ إِنَّا وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗاۚ نِّعۡمَ ٱلۡعَبۡدُۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٞ</td></tr>
</table>

আইউব (আঃ)

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল আইউবের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁর চরম ধৈর্য ও কঠিন পরীক্ষার প্রশংসা করছেন। তাঁর ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করে। তাঁর দেহে রোগ দেখা দেয়।

এমনকি তাঁর দেহে সূঁচের ছিদ্রের পরিমাণ এমন জায়গাও বাকী ছিলনা যেখানে রোগ দেখা দেয়নি। তাঁর অন্তরে শুধু প্রশান্তি বিরাজমান ছিল। আর তাঁর দারিদ্র অবস্থা এই ছিল যে, এক বেলার খাবারও তাঁর কাছে ছিলনা। ঐ অবস্থায় তাঁর কাছে এমন কোন লোক ছিলনা যে তাঁর খবরাখবর নেয়। শুধুমাত্র তাঁর এক স্ত্রী তাঁর কাছে থাকতেন ও তাঁর সেবা করতেন যার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও স্বামী প্রেম বিদ্যমান ছিল। তিনি লোকদের বাড়িতে কাজ করে যা কিছু পেতেন তা দ্বারাই নিজের ও স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করতেন। সুদীর্ঘ আঠারো বছর এ অবস্থাই থাকে। অথচ ইতোপূর্বে তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য ছিল। এতে তাঁর সমকক্ষ আর কেহই ছিলনা। দুনিয়ার সুখ-শান্তির উপকরণ সবই তাঁর ছিল। কিন্তু সবই শেষ হয়ে যায় এবং শহরের ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় তাঁকে রেখে আসা হয়। আপন ও পর সবাই তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন কেহ ছিলনা যে তাঁর অবস্থার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করে। শুধু তাঁর কাছে তাঁর এই পত্নীটিই ছিলেন যিনি সব সময় তাঁর সেবায় লেগে থাকতেন। শুধুমাত্র উভয়ের খাদ্য যোগারের জন্য তাকে অন্যের বাড়িতে মজুরী খাটতে যে সময়টুকু ব্যয় করতে হত ঐ সময়টুকুই বাধ্য হয়ে তিনি স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতেন। অবশেষে আইউবের (আঃ) পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই মনোনীত বান্দা তাঁর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেন ঃ

أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৩)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি এ প্রার্থনায় তাঁর শারীরিক দুঃখ কষ্ট এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দুঃখ-কষ্ট দূর করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন এবং বলেন ঃ

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ *তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়।* পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করা মাত্রই সেখানে একটি প্রস্রবণ উথলে উঠল। আল্লাহ

তা'আলার নির্দেশানুসারে তিনি ঐ পানিতে গোসল করলেন। ফলে তাঁর দেহের সব রোগ দূর হয়ে গেল এবং এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যে, তাঁর দেহে যেন কোন রোগ ছিলনা। আবার অন্য জায়গায় তাঁকে ভূমিতে পা দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়। আঘাত করা মাত্রই আর একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তাঁকে ঐ পানি পান করতে বলা হয়। ঐ পানি পান করা মাত্রই আভ্যন্তরীণ রোগও দূর হয়ে যায়। এভাবে বাহির ও ভিতরের পূর্ণ সুস্থতা তিনি লাভ করেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নাবী আইউব (আঃ) দীর্ঘ আঠারো বছর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জড়িত ছিলেন। তাঁর আপন ও পর সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তাঁর দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে আসত। একদিন তাদের একজন অপরজনকে বলল ঃ আমার মনে হয়, আইউব (আঃ) এমন কোন পাপ করেছেন যে পাপ দুনিয়ার আর কেহই করেনি। তার সাথী জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কেন এরূপ বলছ? সে বলল ঃ কারণ তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর এ রোগে ভুগছেন, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করছেননা! পরদিন ভোরে দ্বিতীয় লোকটি প্রথম লোকটির এ কথা আইউবকে (আঃ) বলে দেয়। এ কথা শুনে আইউব (আঃ) খুবই দুঃখিত হন এবং বলেন ঃ কেন সে এ কথা বলল? অথচ আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমি যখন কোন দুই ব্যক্তিকে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতাম এবং দু'জনই আল্লাহর নাম নিত আমি তখন বাড়ী গিয়ে তাদের দু'জনের পক্ষ হতে কাফফারা আদায় করে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতাম। কেননা আমি এটা পছন্দ করতামনা যে, সত্য ব্যাপার ছাড়া আল্লাহর নাম নেয়া হোক (কেননা এতে আল্লাহর নামে বেয়াদবী করা হয় এবং এটা আমার নিকট অসহনীয় ব্যাপার)।

ঐ সময় আইউব (আঃ) একাকী চলাফিরা করা এমন কি উঠা-বসাও করতে পারতেননা। তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন ও নিয়ে আসতেন। একদা তাঁর ঐ স্ত্রী হাযির ছিলেননা। তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। ঐ সময় তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাঁর শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করেন ঃ তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।

অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। গোসল করার পর তার চেহারা এমন রূপ লাভ করল যে, রোগ-ভোগের পূর্বেও এত সৌন্দর্য তাঁর ছিলনা। দীর্ঘক্ষণ পর তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁর রুগ্ন স্বামীতো নেই,

বরং তাঁর স্থানে একজন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুস্থ মানুষ বসে আছেন। তিনি তাঁকে চিনতে পারলেননা, তাই তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! এখানে একজন আল্লাহর নাবী রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন তাঁকে দেখেছেন কি? আল্লাহর শপথ! তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন তাঁর যেমন চেহারা ছিল, ঐ চেহারার সাথে আপনার চেহারার খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি দেখতে যেন প্রায় আপনার মতই ছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমিই সেই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী বলেন যে, আইউবের (আঃ) দু'টি গোলা ছিল। একটিতে গম রাখা হত এবং অপরটিতে রাখা হত যব। আল্লাহ তা'আলা দুই খণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দেন। এক খণ্ড মেঘ হতে সোনা বর্ষিত হয় এবং ঐ সোনা দ্বারা গমের গোলা ভর্তি হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় মেঘখণ্ড হতেও সোনা বর্ষিত হয় এবং তা দ্বারা যবের গোলাটি ভর্তি করা হয়। (তাবারী ২১/২১১, হাকিম ৪/৪১৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আইউব (আঃ) নগ্ন হয়ে গোসল করছিলেন এমন সময় আকাশ হতে সোনার ফড়িং বর্ষণ হতে শুরু হয়। আইউব (আঃ) তাড়াতাড়ি ওগুলি স্বীয় কাপড়ে জড়িয়ে নিতে শুরু করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ হে আইউব! তুমি যা দেখছ তা থেকে কি আমি তোমাকে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত করে রাখিনি? তিনি জবাবে বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, সত্যিই আপনি আমাকে এসব হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত রেখেছেন। কিন্তু আপনার রাহমাত হতে আমি বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী নই। (বুখারী ২৭৯, ৩৩৯১, ৭৪৯৩)

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর এই ধৈর্যশীল বান্দাকে এরপর আবার উত্তম প্রতিদান ও উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁকে তিনি তাঁর সন্তানগুলিও দান করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরও বেশী দেন। হাসান (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাঁর মৃত সন্তানগুলিকেও পুনর্জীবিত করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরও বেশী দান করেন। (তাবারী ২১/২১২) এটা ছিল আল্লাহর রাহমাত যা তিনি আইউবকে (আঃ) তাঁর ধৈর্য, দৃঢ়তা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং বিনয় ও নম্রতার প্রতিদান হিসাবে দান করেছিলেন। এটা বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ যে, ধৈর্যশীল লোকেরা পরিণামে এভাবেই স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি লাভ করে থাকে।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ *এক মুষ্টি তৃণ তুলে নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করনা।* কোন কোন লোক হতে বর্ণিত আছে যে, আইউব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর কোন এক কাজের কারণে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি শপথ করেছিলেন যে, আরোগ্য লাভ করার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে একশ' চাবুক মারবেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর শপথ পুরা করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু যে শাস্তি দেয়ার শপথ তিনি করেছিলেন তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রীর জন্য মোটেই তা যোগ্য ছিলনা। কারণ তিনি এমন সময় স্বামীর সেবায় লেগে থাকেন যখন তাঁর সেবা করার আর কেহই ছিলনা। এ জন্য বিশ্ব-জগতের রাব্ব পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হন এবং স্বীয় নাবীকে (আঃ) হুকুম করেন যে, তিনি যেন এক মুষ্টি তৃণ নেন (যাতে একশ'টি তৃণ থাকবে) এবং তা দ্বারা তাঁর স্ত্রীকে একবার আঘাত করেন এবং এভাবেই যেন নিজের শপথ পুরা করেন। এতে তাঁর শপথও পুরা হয়ে যাবে, আবার ঐ সতী-সাধ্বী ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণীর কোন কষ্ট হবেনা। আল্লাহ তা'আলার নীতি এই যে, তাঁর যেসব সৎ বান্দা-বান্দী তাঁকে ভয় করে তাদেরকে তিনি দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি হতে রক্ষা করেন।

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ এরপর মহান আল্লাহ আইউবের (আঃ) প্রশংসা করছেন যে, তিনি তাঁকে ধৈর্যশীল পেলেন। তিনি তাঁর কতই না উত্তম বান্দা ছিলেন! তিনি ছিলেন আল্লাহ অভিমুখী। তাঁর অন্তরে আল্লাহর খাঁটি প্রেম ছিল। তিনি তাঁর দিকেই সদা ঝুঁকে থাকতেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২-৩)

٤٥. وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ	**৪৫। স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।**
٤٦. إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ	**৪৬। আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল পরকালের স্মরণ।**
٤٧. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ	**৪৭। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।**
٤٨. وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ	**৪৮। স্মরণ কর ইসমাঈল, আল ইয়াসাআ’ ও যুলকিফলের কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।**
٤٩. هَـٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ	**৪৯। এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস -**

নাবীগণের মধ্যে যারা অগ্রগন্য

আল্লাহ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূলগণের (আঃ) ফাযীলাতের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদের সংখ্যা গণনা করছেন যে, তাঁরা হলেন ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূব (আঃ)।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ **أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দীনকে বুঝতে পারা। (তাবারী ২১/২১৫) কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ দীনকে বুঝা এবং তা পালন করার জন্য তাদেরকে প্রবল শক্তি দেয়া হয়েছিল।

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ *আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল পরকালের স্মরণ।* মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ পরকালে কামিয়াবী হওয়ার জন্য মেহনত করতে আমি তাদেরকে আদেশ করেছিলাম এবং এ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন কিছুই করতে বলা হয়নি। (তাবারী ২১/২১৮) সুদ্দী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ পরকালকে স্মরণ করা এবং এর জন্য মেহনত করা। (তাবারী ২১/২১৮) মালিক ইব্‌ন দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রতি লোভ-ভালবাসা দূর করে দেন এবং পরকালের আবাস স্থলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা লোকদেরকে তাদের পরকালের বাসস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং তা পাবার জন্য মেহনত করতে বলতেন। (তাবারী ২১/২১৭)

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কিয়ামাতের দিন উত্তম পুরস্কার ও উত্তম স্থান প্রদান করবেন। আল্লাহর দীনের এই মহান ব্যক্তিরা আল্লাহর খাঁটি ও বিশিষ্ট বান্দা।

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ ইসমাঈল (আঃ), ইয়াসাআ (আঃ) এবং যুলকিফলও (আঃ) আল্লাহর মনোনীত ও বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। তাঁদের অবস্থাবলী সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এখানে বর্ণনা করা হলনা।

هَذَا ذِكْرٌ তাদের ফাযীলাত বর্ণনায় তাদের জন্য উপদেশ রয়েছে যারা উপদেশ লাভ ও গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ এটাও যে, কুরআন হল যিক্‌র অর্থাৎ নাসীহাত বা উপদেশ। (তাবারী ২১/২২০)

৫০। চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার।	٥٠. جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً

لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ	
٥١. مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ	৫১। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে।
٥٢. وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ	৫২। আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা।
٥٣. هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ	৫৩। এটাই হিসাব দিনে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।
٥٤. إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ	৫৪। এটাই আমার দেয়া রিয্ক যা নিঃশেষ হবেনা।

আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্তগণের জন্যই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের জন্য পরকালে উত্তম পুরস্কার ও সুন্দর সুন্দর বাসস্থান রয়েছে এবং রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত। জান্নাতের দরযাগুলি তাদের জন্য বন্ধ থাকবেনা, বরং সব সময় খোলা থাকবে। দরযা খোলার কষ্টটুকুও তাদেরকে করতে হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ সেখানে তারা সামিয়ানার নিচে আসীন হবে হেলান দিয়ে। আর সেখানে তারা বহুবিধ ফল-মূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। অর্থাৎ যে ফল অথবা যে সুরা পানাহারের তাদের ইচ্ছা হবে, হুকুমের সাথে সাথে পরিচারকের

দল সেগুলি এনে তাদের কাছে হাযির করবে।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। (সূরা ওয়াকিয়াহ, ৫৬ ঃ ১৮)

وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ সেখানে তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না তরুণীগণ। তারা হবে সমবয়স্কা। তারা হবে অতি পবিত্র। তারা চক্ষু নীচু করে থাকবে এবং জান্নাতীদের প্রতি তারা চরমভাবে আসক্তা থাকবে। তাদের চক্ষু কখনও অন্যের দিকে উঠবেনা এবং উঠতে পারেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ এটাই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ এসব গুণ বিশিষ্ট জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের সাথে করছেন যারা তাঁকে ভয় করে উত্তম আমল করছে। তারা কাবর হতে উঠে, জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেয়ে এবং হিসাব হতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়ে এই জান্নাতে গিয়ে পরম সুখে বসবাস করবে, যা কখনও শেষ হবেনা, তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হবেনা এবং দূরেও সরিয়ে দেয়া হবেনা।

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এটাই তাঁর দেয়া রিয্ক যা কখনও নিঃশেষ হবেনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৬)

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ২৫) তিনি আরও বলেন ঃ

أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ

ওর ফলসমূহ এবং ওর ছায়া চিরস্থায়ী; যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, এবং কাফিরদের কর্মফল আগুন। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৫) এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৫৫। এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা -	٥٥. هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ
৫৬। জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল-	٥٦. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ
৫৭। এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।	٥٧. هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
৫৮। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি।	٥٨. وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ
৫৯। এইতো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, তারাতো জাহান্নামে জ্বলবে।	٥٩. هَـٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ
৬০। অনুসারীরা বলবে ঃ বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যওতো অভিনন্দন নেই। তোমরাইতো পূর্বে ওটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ,	٦٠. قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ

ٱلۡقَرَارُ	কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!
٦١. قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدۡهُ عَذَابًا ضِعۡفًا فِى ٱلنَّارِ	৬১। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন!
٦٢. وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلۡأَشۡرَارِ	৬২। তারা আরও বলবে ঃ আমাদের কি হল যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিনা?
٦٣. أَتَّخَذۡنَـٰهُمۡ سِخۡرِيًّا أَمۡ زَاغَتۡ عَنۡهُمُ ٱلۡأَبۡصَـٰرُ	৬৩। তাহলে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র মনে করতাম, নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?
٦٤. إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهۡلِ ٱلنَّارِ	৬৪। এটা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ প্রতিবাদ।

বিপর্যয়কারীদের শেষ গন্তব্য স্থল

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এবার তিনি অসৎ ও পাপী লোকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করত। তিনি বলেন যে, এই সব সীমালংঘনকারীর জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তা হচ্ছে অতি নিকৃষ্টতম স্থান। সেখানে তাদেরকে আগুন চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে। সুতরাং ওটা খুবই নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

حَمِيم ঐ পানিকে বলা হয় যার উষ্ণতা ও তাপ মাত্রা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আর **غساق** হল এর বিপরীত। অর্থাৎ যার শীতলতা সর্ব নিম্নে পৌঁছে গেছে, যা সহ্য করা খুবই কঠিন। সুতরাং এক দিকে আগুনের তাপের শাস্তি এবং অন্য দিকে শীতলতার শাস্তি! এ ধরনের নানা প্রকারের জোড়া জোড়া শাস্তি তারা ভোগ করবে যা একটি অপরটির বিপরীত হবে।

وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ *আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি।* তাদেরকে অনুরূপ আরও অনেক শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ এমন সব জিনিস দেয়া হবে যার বিপরীত জিনিসও তাদেরকে দেয়া হবে। যেমন অত্যধিক গরম পানি এবং ওর বিপরীত অত্যন্ত ঠান্ডা পানীয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে বিভিন্ন বিপরীতমুখী শাস্তি প্রদান করা হবে। (তাবারী ২১/২৩০)

মোট কথা, ঠাণ্ডার শাস্তি আলাদাভাবে হবে এবং গরমের শাস্তি আলাদাভাবে হবে। কখনও গরম পানি পান করানো হবে এবং কখনও যাক্কুম বৃক্ষ ভক্ষণ করানো হবে। কখনও আগুনের পাহাড়ের উপর চড়ানো হবে, আবার কখনও আগুনের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে।

জাহান্নামবাসীদের মধ্যে বিতর্ক

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের পরস্পর ঝগড়া করার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা একে অপরকে খারাপ বলবে ও তিরস্কার করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ...

যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৩৮) এভাবে এক দল অন্য দলকে অভিনন্দন না জানিয়ে বরং এক দল অন্য দলের উপর দোষ চাপাবে। প্রথম যে দলটি জাহান্নামে চলে যাবে ঐ দলটিকে জাহান্নামের দারোগা বলবে ঃ

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ *এইতো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, তারাতো*

জাহান্নামে জ্বলবে। কারণ তারা জাহান্নামে বাস করবে। পূর্বে আগত জাহান্নামীরা পরবর্তী আগমনকারীদেরকে বলবে ঃ

بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ তোমাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তখন আগমনকারী অনুসারীরা বলবে ঃ

بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا তোমাদের জন্যওতো অভিনন্দন নেই। তোমরাইতো আমাদেরকে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করতে, যার ফল এই দাঁড়ালো? কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল! তারা আরও বলবে ঃ

رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ হে আমাদের রাব্ব! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন! যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) কাফিরেরা জাহান্নামে মু'মিনদেরকে দেখতে না পেয়ে পরস্পর বলাবলি করবে ঃ

مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ. أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ আমাদের কি হল যে, আমরা যেসব লোককে বিপথগামী বলে গণ্য করতাম, অথচ তারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দিত, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিনা? তারা আরও বলবে ঃ আমরা তো তাদেরকে আমাদের সাথে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছিনা! মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আবূ জাহল বলবে ঃ বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ) প্রমুখ লোকগুলো কোথায়? তাদেরকেতো দেখতে পাচ্ছিনা! মোট কথা, প্রত্যেক কাফির এ কথাই বলবে ঃ আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখছিনা? তাহলে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম? না, বরং তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। জাহান্নামে

প্রবেশ করার পরেও দুনিয়ায় বসে তারা যে বিপথগামী হয়েছিল তা মনে করবেনা। তারা বলবে ঃ তাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল। তারা জাহান্নামের মধ্যেই কোথাও রয়েছে। কিন্তু এমন কোন জায়গায় রয়েছে যেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ছেনা। তৎক্ষণাৎ জান্নাতীদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, যেমন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّا ۖ قَالُواْ نَعَمۡ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ. ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلۡأَٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ. وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٌ يَعۡرِفُونَ كُلَّۢا بِسِيمَىٰهُمۡ ۚ وَنَادَوۡاْ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ ۚ لَمۡ يَدۡخُلُوهَا وَهُمۡ يَطۡمَعُونَ. وَإِذَا صُرِفَتۡ أَبۡصَٰرُهُمۡ تِلۡقَآءَ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ. وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالًا يَعۡرِفُونَهُم بِسِيمَىٰهُمۡ قَالُواْ مَآ أَغۡنَىٰ عَنكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ. أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍ ۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ

আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে) বলবে ঃ আমাদের রাব্ব যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা বাস্তবে তা সত্য রূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য ও বাস্তব রূপে পেয়েছো? তখন তারা বলবে ঃ হ্যাঁ পেয়েছি। অতঃপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যারা আল্লাহর পথে চলতে (মানুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত তারা পরকালকেও অস্বীকার করত। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে। এবং আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের ঊর্ধ্বস্থানে) কিছু

লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক; তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা প্রবেশ করার আকাংখা করবে। পরন্ত জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা) বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেননা। আ'রাফবাসীদের কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব, অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে এলোনা। এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৪-৪৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ হে নাবী! আমি তোমাকে খবর দিচ্ছি যে, জাহান্নামীরা পরস্পর ঝগড়া ও বাদ-প্রতিবাদ করবে এটা নিশ্চিত সত্য। এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

৬৫। বল ঃ আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই যিনি এক, পরাক্রমশালী -	٦٥. قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ
৬৬। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুর রাব্ব, যিনি পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল।	٦٦. رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ
৬৭। বল ঃ এটা এক মহা সংবাদ -	٦٧. قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ
৬৮। যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।	٦٨. أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ

৬৯। উর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিলনা।	٦٩. مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
৭০। আমার নিকটতো এই অহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।	٧٠. إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

রাসূলের (সাঃ) বাণী মানুষের জন্য মূল্যবান বার্তা

وَمَا مِنْ إِلَه إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন কাফির ও মুশরিকদেরকে বলেন ঃ আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমিতো তোমাদেরকে শুধু সতর্ককারী। আল্লাহ, যিনি এক ও শরীকবিহীন, তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। তিনি একক। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুই তাঁর অধীনস্ত।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ তিনি যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব জিনিসেরই মালিক। সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। তিনি বড় মর্যাদাবান এবং মহা পরাক্রমশালী। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব এবং মহাপরাক্রম সত্ত্বেও তিনি মহাক্ষমাশীলও বটে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ হে নাবী! তুমি বল ঃ এটা এক মহাসংবাদ। তা হল আল্লাহ তা'আলার আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করা। কিন্তু হে উদাসীনের দল! এরপরেও তোমরা আমার বর্ণনাকৃত প্রকৃত ও সত্য বিষয়গুলি হতে বিমুখ হয়ে রয়েছ! মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে আরও বল ঃ আদমের (আঃ) ব্যাপারে মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়েছিল, যদি আমার কাছে অহী না আসত তাহলে সেই ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারতাম কি? ইবলীসের আদমকে (আঃ) সাজদাহ না করা,

মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে শাইতানের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং নিজেকে বড় মনে করা ইত্যাদির খবর আমি কি করে দিতে পারতাম?

৭১। স্মরণ কর, তোমার রাব্ব মালাইকাকে বলেছিলেন ঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম হতে।	٧١. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ
৭২। যখন আমি ওকে সুষম করব এবং ওতে আমার সৃষ্টি রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও।	٧٢. فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ
৭৩। তখন মালাইকা/ ফেরেশতারা সবাই সাজদাবনত হল -	٧٣. فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
৭৪। শুধু ইবলীস ব্যতীত; সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।	٧٤. إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ
৭৫। তিনি বললেন ঃ হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সাজদাবনত হতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি, নাকি তুই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?	٧٥. قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ
৭৬। সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন	٧٦. قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى

এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে।	مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ
৭৭। তিনি বললেন ঃ তুই এখান হতে বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই বিতাড়িত।	٧٧. قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
৭৮। এবং তোর উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে, কর্মফল দিন পর্যন্ত।	٧٨. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ
৭৯। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত।	٧٩. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
৮০। তিনি বললেন ঃ তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলি -	٨٠. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ
৮১। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।	٨١. إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ
৮২। সে বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব।	٨٢. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
৮৩। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।	٨٣. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

৮৪। তিনি বললেন ঃ তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি -	٨٤. قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ
৮৫। তোর দ্বারা ও তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।	٨٥. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

আদম (আঃ) এবং ইবলীসের ঘটনা

এ ঘটনাটি সূরা বাকারাহ, সূরা আ'রাফ, সূরা হিজ্‌র, সূরা ইসরা, সূরা কাহফ এবং সূরা সাদে বর্ণিত হয়েছে। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ মালাইকাকে নিজের ইচ্ছার কথা বলেন যে, তিনি ঠনঠনে কালো মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদেরকে এ কথাও বললেন যে, যখন তিনি তাকে সৃষ্টি করবেন তখন যেন তারা তাঁকে সাজদাহ করেন, যাতে আল্লাহর আদেশ পালনের সাথে সাথে আদমেরও (আঃ) আভিজাত্যতা প্রকাশ পায়। মালাইকা/ফেরেশতারা সাথে সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করেন। কিন্তু ইবলীস এ আদেশ পালনে বিরত থাকে। সে মালাইকা/ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলনা। বরং সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। তার প্রকৃতিগত অশ্লীলতা এবং স্বভাবগত ঔদ্ধত্যপনা প্রকাশ পেয়ে গেল। সে আল্লাহর সাথে বাদানুবাদ করল এবং ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করল। মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সাজদাহবনত হতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি, নাকি তুই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কেননা আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। সুতরাং মর্যাদার দিক দিয়ে আমি তার চেয়ে বহু গুণে উঁচে। ঐ পাপী শাইতান বুঝতে ভুল করল এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তাকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করলেন, তাকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করলেন, তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলেন, তাঁর দয়া থেকে পৃথক করে দিলেন এবং তার নামকরণ করলেন 'ইবলীস', যার অর্থ হচ্ছে তার জন্য আল্লাহর রাহমাতের আর কোন আশা থাকলনা। তাকে অভিশপ্ত করে সকল শান্তি থেকে বঞ্চিত করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ইবলীস বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

মহান ও সহনশীল আল্লাহ, যিনি স্বীয় মাখলূককে তাদের পাপের কারণে তাড়াতাড়ি পাকড়াও করেননা, ইবলীসের এ প্রার্থনাও কবূল করলেন এবং তিনি তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। কিয়ামাত পর্যন্ত ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকার আশ্বাস পেয়ে ইবলীস আরও বেপরোয়া হল এবং বলল ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানকে পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদেরকে নয় যারা তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬২) এই স্বতন্ত্রকৃতদের কথা আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৫)

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ *তিনি বললেন ঃ তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, তোর দ্বারা ও তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।* এখানে **حَقٌّ** শব্দকে মুজাহিদ (রহঃ) পেশ দিয়ে পড়েছেন এবং ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ আমি স্বয়ং সত্য এবং আমার কথাও সত্য হয়ে থাকে। মুজাহিদ (রহঃ) হতেই আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এর অর্থ হল ঃ সত্য আমার পক্ষ হতে হয় এবং আমি সত্যই বলে থাকি। (তাবারী ২১/২৪২) অন্যেরা যেমন সুদ্দী (রহঃ) **حَقٌّ** শব্দ দুটোকেই যবর দিয়ে পাঠ করে থাকেন। তিনি (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ শপথ করেছেন। আমি (ইব্ন কাসীর (রহঃ)) বলি যে, এ আয়াতটি

আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَلَٰكِنْ وَلَوْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য ঃ আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৩) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا

(আল্লাহ) বললেন ঃ যা, জাহান্নামই তোর এবং তাদের সম্যক শাস্তি যারা তোর অনুসরণ করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৩)

৮৬। বল ঃ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।	٨٦. قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ
৮৭। ইহাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।	٨٧. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ
৮৮। এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুকাল পরে।	٨٨. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ হে মুহাম্মাদ! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি দীনের দা‘ওয়াত এবং কুরআনের আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাচ্ছিনা। এর দ্বারা পার্থিব কোন লাভ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এরূপও নই যে, আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেননি অথচ আমি নিজের পক্ষ হতে তা রচনা করব। বরং আল্লাহ তা‘আলা আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা’ই আমি

তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। তাতে আমি সামান্য পরিমাণও কম-বেশী করিনা। এর দ্বারা আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) এবং মানসুর (রহঃ) থেকে এবং তারা আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমরা একদা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কাছে গমন করি। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ হে লোকসকল! যে ব্যক্তি কোন মাসআলা জানে সে যেন জনগণের সামনে তা বর্ণনা করে। আর যা জানেনা সে সম্বন্ধে যেন বলে ঃ 'আল্লাহই ভাল জানেন।' (কুরতুবী ১৫/২৩০) 'আল্লাহই ভাল জানেন' বলাও তার জন্য জ্ঞানের পরিচায়ক, যে জানেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলাও তার নাবীকে এ কথাই বলতে বলেন ঃ

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (ফাতহুল বারী ৮/৪০৯, মুসলিম ২/২১৫৫) তিনি তাঁর নাবীকে এ কথাও বলতে বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কুরআন হল মানব ও জিনদের জন্য উপদেশ যাদেরকে পরকালে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) অন্য এক আয়াতে আরও আছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে। অর্থাৎ আল্লাহর কথার সত্যতা মানুষ সত্বরই জানতে পারবে। অর্থাৎ তারা এটা মৃত্যুর পর পরই এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া মাত্রই জানতে পারবে। এ সবকিছু মানুষ মৃত্যুর সময় বিশ্বাস করবে এবং কিয়ামাতের দিন স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবে।

সূরা সাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৯ ঃ যুমার, মাক্কী
(আয়াত ৭৫, রুকূ ৮)

٣٩ – سورة الزمر، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٧٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٨)

'সূরা যুমার' এর গুরুত্ব

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাফল সিয়াম এমন পর্যায়ক্রমে পালন করতেন যে, আমরা ধারণা করতাম, তিনি বুঝি আর সিয়াম পালন বন্ধই করবেননা। আবার কখনও কখনও এমনও হত যে, তিনি পরপর বেশ কিছু দিন সিয়াম পালন করতেনইনা। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি বুঝি (নাফল) সিয়াম পালনই করবেননা। আর তিনি প্রতি রাতে সূরা ইসরা ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। (আহমাদ ২৫৬৬৪, নাসাঈ ৬/৪৪৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে।	١. تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ
২। আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে।	٢. إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ
৩। জেনে রেখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ	٣. أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن

করে তারা বলে ঃ আমরাতো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফাইসালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।	دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ
৪। আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী।	٤. لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ

তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং শির্ককে বর্জন করার আদেশ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এই কুরআনুল কারীম তাঁরই কালাম এবং তিনিই এটা অবতীর্ণ করেছেন। এটা যে সত্য এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।

অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯২-২৯৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَإِنَّهُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌ. لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪১-৪২) মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে, যিনি তাঁর কথা, কাজ, শারীয়াত, তাকদীর ইত্যাদি সব কিছুতেই মহা বিজ্ঞানময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ হে নাবী! আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি নিজে আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে যাও। আর সারা দুনিয়াবাসীকে তুমি এদিকেই আহ্বান কর। কেননা আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। তিনি অংশীবিহীন ও অতুলনীয়। দীনে খালেস অর্থাৎ তাওহীদের সাক্ষ্যদানের যোগ্য তিনিই। অবিমিশ্র আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং নেই কোন সমকক্ষ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ তিনি কারও ইবাদাতই কবূল করেননা, যদি না তা শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য করা হয় এবং ঐ ইবাদাতে অন্য কেহকে শরীক করা না হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে ঃ আমরাতো তাদের পূজা এ জন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। যেমন তারা মালাইকাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মনে করে তাদের ছবি বানিয়ে পূজা-অর্চনা শুরু করে এই মনে করে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। এর ফলে তাদের রুযী রোযগারে এবং অন্যান্য বিষয়ে বারাকাত লাভ হবে। তাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কিয়ামাতের দিন মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে। কেননা তারাতো কিয়ামাতকে বিশ্বাসই করেনা। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে

কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা তাদেরকে তাদের সুপারিশকারী বলেও কেহ কেহ মনে করত। অজ্ঞতার যুগে তারা হাজ্জ করতে যেত এবং 'লাব্বাইক' শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে এটাও বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكَهُ وَمَا مَلَكَ

হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, শুধু এক অংশীদার রয়েছে, তার মালিকও আপনিই এবং সে যত কিছুর মালিক সেগুলোরও প্রকৃত মালিক একমাত্র আপনিই। পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় সমস্ত মুশরিকদের আকীদাহ বা বিশ্বাস এটাই ছিল এবং সমস্ত নাবী এ বিশ্বাস খণ্ডন করে তাদেরকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এ আকীদাহ মুশরিকরা বিনা দলীল প্রমাণেই গড়ে নিয়েছিল। তাদের এ ভ্রান্ত নীতিকে আল্লাহ তা'আলা অনুমোদন করেননি এবং অনুমতিও দেননি। বরং তিনি ঘৃণা করেন এবং নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, আকাশে যত মালাইকা রয়েছে তারা যত বড় মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা সবাই আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও শক্তিহীন। সবাই তাঁর দাস। তাদের এ অধিকারও নেই যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া তারা কারও সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল আকীদাহ যে, মালাইকা/ফেরেশতারা এ অধিকার রাখবেন যেমন রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রি/ রাষ্ট্রপতিদের দরবারে আমীর উমারাহ, উকিল/ব্যারিষ্টার ইত্যাদি চ্যালা চামুন্ডেরা রাখে এবং তারা এমন কারও জন্য সুপারিশ করে যাকে রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদিরা

পছন্দ করে কিংবা না'ও করে। কিন্তু সুপারিশের ফলে তারা তাদের কাজে সফল হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ভুল আকীদাহকে এভাবে খণ্ডন করছেন ঃ

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৪) তিনিতো বে-মিসাল বা অতুলনীয়। তাঁর সাথে কারও তুলনা চলেনা। তিনি এটা হতে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফাইসালা করে দিবেন। প্রত্যেককেই তিনি কিয়ামাতের দিন তার কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ. قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? মালাইকা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪০-৪১) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেননা। অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং দলীল প্রমাণাদির উপর কুফরী দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তাদেরকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেননা। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করে। যেমন মাক্কার মুশরিকরা বলত যে, মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, ইয়াহুদীরা বলত, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলত যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ)। তাদের এ আকীদাহ খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি সন্তান মনোনীত করতেন। অর্থাৎ তারা যা ধারণা করছে, বিষয়টি তার বিপরীত হত। এখানে শর্ত ঘটনার জন্যও নয় এবং সম্ভাবনার জন্যও নয়। বরং এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হবে। এখানে উদ্দেশ্য হল শুধু ঐ লোকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّٱتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ

আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা দিয়েই ওটা করতাম, আমি তা করিনি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৭) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ

বল ঃ দয়াময় 'রাহমানের' কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) সুতরাং এসব আয়াতে শর্ত ঘটে যাওয়াকে অসম্ভব বলা হয়েছে। এটা ঘটা বা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝানোর জন্য বলা হয়নি। ভাবার্থ এই যে, এটাও হতে পারেনা এবং ওটাও হতে পারেনা।

سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ আল্লাহ তা'আলা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। সব কিছুই তাঁর অধীনস্ত। সবাই তার কাছে বাধ্য, অপারগ, মুখাপেক্ষী, অভাবী এবং শক্তিহীন। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। সবারই উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য রয়েছে। যালিমদের এই আকীদাহ ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথা হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

৫। তিনি যথাযথভাবে আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন	٥. خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ ۖ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ

وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ	নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
٦. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَـٰتٍ ثَلَـٰثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ	৬। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

একক এবং অংশীবিহীন আল্লাহর ক্ষমতা

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং শাসনকর্তা। দিবস ও রাতের পরিবর্তনও তাঁরই হুকুমে হচ্ছে।

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ তাঁর নির্দেশক্রমে দিন-রাত্রি শৃংখলার সাথে একের পিছনে আর একটি বরাবরই চলে আসছে। একটির পর অপরটি আসেনা, এমন কখনই হয়না। যেমন তিনি বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (কুরতুবী ১৫/২৩৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى মহান আল্লাহ সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ করবে। কিয়ামাত পর্যন্ত এই শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবেনা।

أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। অন্যায়/অপরাধ করার পর তাওবাহ করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে। অথচ মানুষের মধ্যে কতই না পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের বর্ণ, চাল-চলন, ভাষা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবই পৃথক পৃথক। আদম (আঃ) হতেই তিনি তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আন'আম। যদিও *'আন'আম'* বলতে গৃহপালিত গরুকে বুঝানো হয়, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক। যে সমস্ত পশু ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে যেমন ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা ইত্যাদিও আন'আমের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে (৬ ঃ ১৪২-

১৪৪) আয়াতের তাফসীর দেখুন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ *তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।* তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। **فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ** তিন অন্ধকার হল ঃ গর্ভাশয়ের অন্ধকার, গর্ভাশয়ের উপরের আবরণ বা ঝিল্লীর অন্ধকার যা শিশুকে সুরক্ষিত রাখে এবং পেটের অন্ধকার। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/২৫৮, দুররুল মানসুর ৭/২৩৬) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২-১৪)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ *তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?* অর্থাৎ তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরসহ। তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে সবকিছু। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমাদের জ্ঞান-বিবেক সব লোপ পেয়েছে। তা না হলে তোমরা এমন মহান ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের কখনও ইবাদাত করতেনা।

৭। তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন। একের বোঝা অন্যে বহন করবেনা। অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত।	٧. إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
৮। মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অনুতপ্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার রাব্বকে ডাকে। কিন্তু পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় পূর্বে যাকে সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে	٨. وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ	**তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল ঃ কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছু কাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমিতো জাহান্নামেরই অধিবাসী।**

আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞকারীকে ভালবাসেন এবং অকৃতজ্ঞকে ঘৃণা করেন

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি স্বাধীন, বাঁধা-বন্ধনহীন, তিনি তাঁর বান্দাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু বান্দারা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যেমন কুরআনুল কারীমে মূসার (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

إِن تَكْفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮) সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের এবং জিনদের পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীদের সবাই সর্বাপেক্ষা পাপী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাহলে আমার রাজত্বের তিল পরিমাণও হ্রাস পাবেনা কিংবা আমার মর্যাদার অণু পরিমাণও ক্ষতি হবেনা। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা এবং তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আরও বেশী বেশী নি'আমাত দান করেন। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى একের ভার অন্যে বহন করবেনা। একজনের বদলে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবেনা।

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা*

করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত। আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। মানুষের অন্তরে যা রয়েছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন।

অবিশ্বাসী কাফিরেরা দুঃখের সময় আল্লাহকে ডাকে, অতঃপর দুঃখ-কষ্ট চলে গেলে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ** মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রাব্বকে ডেকে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁকে এক ও অংশীবিহীন মেনে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিল। অর্থাৎ পূর্বে বিপদের সময় সে যে আল্লাহকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডেকেছিল তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যায়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে

নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২) অর্থাৎ নিরাপদে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করতে শুরু করে।

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِه *এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য।* মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ কুফরীর জীবন কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম। এটা একটি শক্ত ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩০) তিনি আরও বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪)

৯। যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে তা করেনা? বল ঃ যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।	٩. أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَـٰبِ

আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি এবং পাপী কখনও সমান নয়

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনন্দিন ইবাদাতের সাথে সাথে রাত্রিকালে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকে সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং তাঁর প্রতিপক্ষ দাঁড় করায়? সে কখনও আল্লাহ তা'আলার নিকট মুশরিকদের সমতুল্য নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৩)

قُنُوْت দ্বারা এখানে সালাতের খুশূ'-খুযূ' (বিনয় ও নম্রতা) বুঝানো হয়েছে, শুধু দাঁড়ানো অবস্থাকে বুঝানো হয়নি। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে قَانِتٌ এর অর্থ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'অনুগত ও বাধ্য' বর্ণিত হয়েছে। (কুরতুবী ১৫/২৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, اَنَاءَ الَّيْلِ দ্বারা গভীর রাত বুঝানো হয়েছে।

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه এই আবেদ লোকেরা একদিকে আল্লাহর ভয়ে থাকেন ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অপরদিকে থাকেন তাঁর করুণার আশা পোষণকারী। সৎকর্মশীলদের অবস্থা এই যে, তাদের জীবদ্দশায় তাদের উপর আল্লাহর ভয় তাঁর রাহমাতের আশার উপর বিজয়ী থাকে। কিন্তু মৃত্যুর সময় ভয়ের উপর আশাই জয়যুক্ত হয়।

ইমাম আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ নিজেকে তুমি কি অবস্থায় পাচ্ছ? উত্তরে লোকটি বলে ঃ নিজেকে আমি এ অবস্থায় পাচ্ছি যে, আমি আল্লাহকে ভয় করছি ও তাঁর রাহমাতের আশা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এরূপ সময়ে যার অন্তরে এ দু'টো জিনিস

একত্রিত হয় তার আশা আল্লাহ পুরা করে থাকেন এবং যা হতে সে ভয় করে তা হতে তাকে মুক্তি দান করেন। (আব্দ ইব্ন হুমাইদ ৪০৪, তিরমিযী ৭/৫৭, নাসাঈ ৬/২৬২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪২৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে গারীব বলেছেন।

তামীমুদ্ দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করে, তার আমলনামায় সারা রাত্রির ইবাদাতের সাওয়াব লিখা হয়। (আহমাদ ৪/১০৩) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তার *ইয়াওমাল লাইলাহ* কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ সুতরাং এরূপ লোক এবং মুশরিকরা কখনও সমান হতে পারেনা। অনুরূপভাবে যারা আলেম এবং সহীহ আমল করে, আর যারা অনুরূপ আলেম নয় তারাও মর্যাদার দিক দিয়ে কখনও সমান হতে পারেনা। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির কাছে এই দুই শ্রেণীর লোকের পার্থক্য প্রকাশমান।

১০। বল (আমার এই কথা) ঃ হে আমার মু'মিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর। যারা এই দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহর পৃথিবী, ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।	١٠. قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
১১। বল ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদাত করতে।	١١. قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ

১২। আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্ম-সমর্পনকারীদের অগ্রণী হই।	١٢. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ

তাকওয়া অবলম্বন, হিজরাত করা এবং নিবিষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদাত করা

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে স্বীয় রবের আনুগত্যের উপর অটল ও স্থির থাকার এবং প্রতিটি কাজে ঐ পবিত্র সত্তার আদেশের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যারা এই দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল। অর্থাৎ তাদের জন্য ইহজগত ও পরজগত উভয় জায়গায়ই কল্যাণ রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সুতরাং কোন জায়গায় যদি মনোযোগ সহকারে আল্লাহর ইবাদাত করতে সক্ষম না হও তাহলে মুশরিকদের থেকে অন্য জায়গায় চলে যাও। (তাবারী ২১/২৬৯) আল্লাহর অবাধ্যতার কাজ হতে বাঁচার চেষ্টা কর। শির্ককে কোনক্রমেই স্বীকার করনা। আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ ধৈর্যশীলদেরকে বিনা মাপে ও ওযনে এবং বিনা হিসাবে প্রতিদান দেয়া হয়। জান্নাত তাদেরই বাসস্থান। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ তুমি বলে দাও ঃ আমাকে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। অর্থাৎ আমি যেন আমার সমস্ত উম্মাতের পূর্বে নিজেই আত্মসমর্পণকারী হই এবং আমার রবের অনুগত এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী হই।

১৩। বল ঃ আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমি ভয় করি মহা দিনের শাস্তির।	١٣. قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৪। বল ঃ আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।	١٤. قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِي
১৫। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত কর। বল ঃ কিয়ামাত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।	١٥. فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ
১৬। তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। এ দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর।	١٦. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ

অন্তরে আল্লাহর শাস্তির ভয় পোষণ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. হে মুহাম্মাদ! তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ যদিও قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

আমি আল্লাহর রাসূল, তবুও আমি আল্লাহর আযাব হতে নির্ভয় নই। আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে কিয়ামাতের দিন আমিও আল্লাহর আযাব হতে বাঁচতে পারবনা। এই বর্ণনাটি শর্তযুক্ত। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলার অর্থ হল, তাঁর আমলে যদিও কোন ঘাটতি বা কমতি নেই তথাপি তাঁকেই যদি কোন ছাড় দেয়া না হয় তাহলে অন্য লোকদের উচিত আল্লাহর অবাধ্যতা হতে আরও বহুগুণ বেশী বেঁচে থাকতে সচেষ্ট থাকা। হে নাবী! তুমি আরও ঘোষণা করে দাও ঃ আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত কর। এতেও ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে, অনুমতি নয়।

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামাতের দিন পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসে যাবে এবং তারা আর কখনও একত্রিত হতে পারবেনা। তাদের পরিজনবর্গ হয়ত জান্নাতে গেল আর কেহ কেহ গেল জাহান্নামে অথবা সবাই জাহান্নামে গেলে মন্দভাবে একে অপর হতে সরে থাকবে এবং হতবুদ্ধি ও চিন্তিত থাকবে। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ অতঃপর জাহান্নামে তাদের অবস্থার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তাদের জন্য থাকবে তাদের ঊর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ

তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর, এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪১) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ

৫৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ এতদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন তাঁর প্রকৃত শাস্তি হতে যে, নিশ্চিত রূপে ঐ শাস্তি দেয়া হবে। সুতরাং তাঁর বান্দাদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং পাপ কাজ ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ পরিত্যাগ করা তাদের একান্তভাবে কর্তব্য। তাই তিনি বলেন ঃ

يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার পাকড়াও, আমার শাস্তি, আমার ক্রোধ এবং আমার প্রতিশোধ ও হিসাব গ্রহণকে ভয় কর।

১৭। যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।	١٧. وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰۚ فَبَشِّرۡ عِبَادِ
১৮। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।	١٨. ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

উত্তম আমলকারীদের জন্য রয়েছে সুখবর

আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত দু'টি যায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল (রাঃ), আবূ যার (রাঃ) এবং সালমান ফারসীর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২১/২৭৪) কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এ আয়াত দু'টি যেমন এই মহান ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, অনুরূপভাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের

ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকে। এ ধরনের লোকদের জন্য উভয় জগতে সুসংবাদ রয়েছে। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, এই প্রকৃতির লোকদেরকে মহান আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এরাই বোধশক্তি সম্পন্ন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মূসাকে (আঃ) তাওরাত প্রদানের সময় বলেছিলেন ঃ

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا

এই হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫)

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ *তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন।* অর্থাৎ এখানে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন ঐ ব্যক্তিবর্গ, আল্লাহ যাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন।

وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ তারা হলেন ঐ দল যারা ন্যায়ানুগ পথ অবলম্বন করেন এবং যাদের রয়েছে সঠিক মন-মানসিকতাপূর্ণ হৃদয়।

১৯। যার উপর দন্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে?	١٩. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ
২০। তবে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।	٢٠. لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! হতভাগ্য হওয়া যার তাকদীরে লিখা আছে তুমি তাকে সুপথ প্রদর্শন করতে পারবেনা। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? তোমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, তুমি তাকে সুপথে আনতে পারবে এবং আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে।

مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ তবে হ্যাঁ, যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত রয়েছে আরও প্রাসাদ। সমস্ত আসবাবপত্র ওগুলির মধ্যে সুন্দরভাবে সজ্জিত রয়েছে। প্রাসাদগুলি প্রশস্ত, সুউচ্চ ও সুদৃশ্য।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন কক্ষসমূহ রয়েছে যেগুলির ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়। তখন একজন বেদুইন জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এগুলি কাদের জন্য? তিনি জবাবে বললেন ঃ এগুলি তাদের জন্য যারা কথাবার্তায় কোমল হয়, (ক্ষুধার্তকে) আহার করায় এবং রাত্রিকালে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। (আহমাদ ১/১৫৫, তিরমিযী ৭/২৩১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতীরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখবে যেমনভাবে তোমরা আকাশের প্রান্তে তারকাগুলি দেখে থাক। তিনি বলেন, আমি বিষয়টি নুমান ইব্ন আবী আইয়াশকে (রহঃ) জানালে তিনি বললেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরীকে (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ তুমি যেমনভাবে পূর্বের কিংবা পশ্চিমের আকাশের দিকচক্রবাল দেখতে পাও। (আহমাদ ৫/৩৪০, ফাতহুল বারী ১১/৪২৪, মুসলিম ৪/২১৭৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ফাজারা (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুলাইহ (রহঃ) আমাদের কাছে বলেছেন, তিনি হিলাল ইব্ন আলী (রহঃ) হতে, তিনি 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতের উঁচু উঁচু স্থান থেকে একে অপরকে দেখতে পাবে, তোমরা যেমন কোন উঁচু স্থান থেকে দিগন্ত রেখার উজ্জ্বল তারকাসমূহ দেখতে পাও। তাদের মাঝের মর্যাদার স্তরও এমনি দূরত্বের হবে।

তারা প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আপনি যাদের কথা বলছেন তারা কি জান্নাতে যে নাবী/রাসূলগণ থাকবেন তাদের মর্যাদার ব্যাপারে বলছেন? তিনি বললেন ঃ না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! বরং তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ এবং তাঁর নাবী/রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে। (আহমাদ ২/৩৩৯, তিরমিযী ৭/২৭২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّه لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ এ প্রাসাদগুলির পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তা এমন যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাতে পারে এবং যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারে। মু'মিন বান্দাদেরকে আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।

২১। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; অতঃপর ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা ওটা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি ওটা খড়কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।	٢١. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ
২২। আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে সে কি তার সমান (যে এরূপ নয়) ; দুর্ভোগ সেই	٢٢. أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে পরান্মুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	فَوَيْلٌ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

দুনিয়ার জীবনের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আকাশ হতে অবতীর্ণ পানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا

এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪৮) এই পানি যমীন শুষে নেয় এবং ভিতরে ভিতরেই তা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তা বের করেন এবং ছোট-বড় বিভিন্ন প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ *অতঃপর ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন।* সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আমির আশ শা'বি (রহঃ) বলেন, পৃথিবীতে যত পানি রয়েছে তার মূল উৎপত্তি আকাশ হতে। (দুররুল মানসুর ৭/২১৯) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এর উৎস হল বরফ। অর্থাৎ পাহাড়ের সাথে বরফ জমা হতে হতে ওর পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর ঝর্ণার মাধ্যমে তা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ *এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন।* আকাশ হতে বৃষ্টির মাধ্যমে অথবা ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে যে পানি বিভিন্ন নদ-নদীতে গিয়ে পৌঁছে সেই পানির মাধমে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বর্ণের ও স্বাদের ফল-ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন যার এক একটি দেখতে, ঘ্রাণে এবং আকারে ভিন্ন ভিন্ন। প্রস্রবণ ও ঝর্ণার পানি জমিতে পৌঁছে যায়, যার ফলে জমির ফসল সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে যা বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন স্বাদের এবং বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে।

ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا তারপর শেষ সময়ে ওর যৌবন বার্ধক্যে এবং শ্যামলতা হলুদে পরিণত হয়। এরপর শুষ্ক হয়ে যায় এবং

পরিশেষে কেটে নেয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ। অজ্ঞরা এটুকুও বুঝেনা যে, দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। আজ যে ব্যক্তি যুবক ও সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়, কাল ঐ ব্যক্তিকেই বৃদ্ধ ও কদাকার রূপে দেখা যায়। আজ যে লোকটি নব যুবক ও বলবান, কালই ঐ লোকটি হয়ে পড়ে বৃদ্ধ, কুৎসতি ও দুর্বল। পরিশেষে সে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যারা জ্ঞানী তারাই পরিণামের কথা চিন্তা করে। উত্তম ঐ ব্যক্তি যার পরিণাম হয় উত্তম। অধিকাংশ জায়গায় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত শস্য ও ক্ষেতের সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا

তাদের কাছে পেশ কর পার্থিব জীবনের উপমা - এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, অতঃপর তা বিশুস্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৫)

সত্যের পথিক এবং বিভ্রান্তরা কখনও সমান নয়

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ইসলামের জন্য আল্লাহ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অর্থাৎ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যে সত্য হতে দূরে সরে আছে তারা কি কখনও সমান হতে পারে? যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২২) সুতরাং এখানেও আল্লাহ তা‘আলা পরিণাম সম্পর্কে বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে বিনীত হৃদয় নয়! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ যাদের অন্তর আল্লাহর যিক্র দ্বারা নরম হয়না, আল্লাহর হুকুম মানার জন্য যারা প্রস্তুত হয়না, রবের সামনে যারা বিনয় প্রকাশ করেনা, আল্লাহকে যারা ভয় করেনা তাদের জন্য দুর্ভোগ! তারা প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

২৩। আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।	٢٣. ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

কুরআনের গুণাগুণ

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় কুরআন আযীমের প্রশংসা করছেন যা তিনি স্বীয় রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একই কথা অভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ২১/২৭৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কুরআনের এক একটি আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোন কোন শব্দও অনুরূপ। (তাবারী ২১/২৭৯) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ ইহা অভিন্নভাবে কুরআনের বিভিন্ন অংশে বর্ণনা করার কারণ এই যে, মানুষ যেন এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে যে, তাদের রাব্ব তাদেরকে কি বুঝাতে চান। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন ঃ এমন কোন কোন আয়াত রয়েছে যা কোন এক সূরায় বলা হয়েছে, আবার অন্য সূরায়ও অনুরূপ আয়াত বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন, পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করার অর্থ হল কুরআনের কোন অংশ অন্য অংশের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাবারী ২১/২৭৯) কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি **مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উআইনাহ (রহঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে কুরআনের কোন কোন অংশ কোন এক বিষয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছে যা অন্য অংশে অন্য কিছুর ব্যাপারে বুঝানো হয়েছে। আবার যেভাবে ঐ অংশটি বর্ণনা করা হয়েছে আসলে ভাবার্থে তার বিপরীত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে অথবা এর সাথে ওর বিপরীতটিরও বর্ণনা রয়েছে। যেমন মু'মিনদের বর্ণনার সাথে সাথে কাফিরদের বর্ণনা, জান্নাতের বর্ণনার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি। যেমন বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ. وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ

পুণ্যবানগণতো থাকবে পরম সুখ সম্পদে এবং দুস্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ১৩-১৪)

كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ. كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ .إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ. كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ

عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ. كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ. كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ

না, না, কখনই না; পাপাচারীদের ‘আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে; সিজ্জীন কি তা কি তুমি জান? ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক। সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের যারা কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে, আর সীমা লংঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারেনা। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটাতো পূরাকালীন কাহিনী। না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে। না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাত হতে অন্তরীণ থাকবে; অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; অতঃপর বলা হবে ঃ এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। অবশ্যই পুণ্যবানদের ‘আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে। (সূরা মুতাফফিফিন, ৮৩ ঃ ৭-১৮)

هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ. جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ. مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ. هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ. إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ. هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ

এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস - চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উম্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। আর তাদের পার্শ্বে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা। এটাই হিসাব দিনে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। এটাই আমার দেয়া রিয্ক যা নিঃশেষ হবেনা। এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা। (সূরা সা’দ, ৩৮ ঃ ৪৯-৫৫)

দেখা যায় যে, সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পরেই পাপীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, ইল্লীনের বর্ণনার সাথেই সিজ্জীনের বর্ণনা রয়েছে, আল্লাহভীরুদের

বর্ণনার সাথেই রয়েছে আল্লাহদ্রোহীদের বর্ণনা এবং জান্নাতের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। **مَثَانِيَ** এর অর্থ এটাই। আর **مُتَشَابِهَات** ঐ আয়াতগুলিকে বলা হয় যেগুলি একই প্রকারের বর্ণনায় মিলিতভাবে চলে আসে। এখানে এই শব্দের অর্থ এটাই। আর যেখানে নিম্ন আয়াতটি রয়েছে সেখানে অন্য অর্থ।

مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ

তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে, ওগুলি গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। শাস্তি ও ধমকের কথা শুনে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং তাদের শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়। তখন তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁর করুণা ও স্নেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা আশান্বিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন কারণে তাদের অন্তর অসৎ লোকদের কালো অন্তর হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রথমতঃ এরা আল্লাহর কালাম মনোযোগের সাথে শোনে, আর অন্যেরা গান-বাজনায় লিপ্ত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের সম্মুখে যখন আর রাহমানের (আল্লাহর) কোন বাণী পাঠ করা হয় তখন তারা বিনীতভাবে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ে ভয়, আশঙ্কা, আশা ও ভালবাসা অন্তরে রেখে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ. أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম

উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২-৪)

وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا۟ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৩) তারা যখন কোন আয়াত শ্রবণ করে তখন তাড়াহুড়া না করে মনোযোগসহকারে শোনে এবং ওর অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করে। অতঃপর তারা ওর উপর আমল করে এবং যথাস্থানে সাজদাহ করে। তারা ওদের মত নয় যারা কিছু না বুঝে অন্ধের মত অন্যদের অনুসরণ করে।

তৃতীয়তঃ তারা সত্যকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, যেমন সাহাবীগণ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোন কিছু শ্রবণ করতেন তখন তা আমল করতে সচেষ্ট থাকতেন। আল্লাহর স্মরণে মু'মিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়না। তারা হৈ হুল্লোর, চেঁচামেচিঁ করেনা, বরং শান্ত মনে, ভীরু অন্তরে অতি বিনয়ের সাথে উপবেশন করে, যার সাথে অন্য কোন কিছুর তুলনা হতে পারেনা। তারা তাদের রবের কাছ থেকে উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত দল - ইহকালে এবং পরকালেও। আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মা'মার (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, কাতাদাহ (রহঃ) **تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ** *এতে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে* - এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ ইহাই হল আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চরিত্র। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর স্মরণে প্রকৃত মু'মিনের দেহ রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু অশ্রুশিক্ত হয় এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তিনি এ কথা বলেননি যে, তাদের মন উদাস হয়ে যায় কিংবা বিষন্ন হয়। উহা হল বিদ'আতী এবং তাদের দোসরদের মনের প্রতিক্রিয়া। আর এর উদ্ভব হল শাইতানের

তরফ থেকে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ এটাই আল্লাহর পথ-নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

২৪। যে ব্যক্তি কিয়ামাত দিবসে তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে সে কি তার মত যে নিরাপদ? যালিমদের বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর।	٢٤. أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ
২৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল তাদের অজ্ঞাতসারে।	٢٥. كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
২৬। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তিতো কঠিনতর, যদি তারা জানত!	٢٦. فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

মু'মিনগণের শেষ গন্তব্য স্থল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে সে কি

তার মত যে নিরাপদ? তাকে ভর্ৎসনা করা হবে এবং তার মত অন্যায় অপরাধকারীকে বলা হবে ঃ

ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ *তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর।* এ ধরণের লোক কি তাদের মত যারা কিয়ামাত দিবসে উপস্থিত হবে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চয়তাসহ? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে? (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ

যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সেই দিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ

শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪০) এখানে এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কিন্তু এক প্রকারের বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় প্রকারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা এর দ্বারা ঐ প্রকারকেও বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল তাদের অজ্ঞাতসারে। ফলে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে পার্থিব জীবনেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করল এবং কেহই তা রদ করতে পারলনা। আর পরকালের কঠিন শাস্তি তো তাদের জন্য বাকী আছেই। সুতরাং তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে যারা সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ নাবীকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করছেন যে, দুনিয়ায় তাদের প্রতি যে শাস্তি আপতিত

হচ্ছে তা আখিরাতের তুলনায় অতি নগন্য, যা হবে অতি ভয়াবহ এবং কঠোরতম।

২৭। আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	٢٧. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
২৮। আরাবী ভাষার এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।	٢٨. قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
২৯। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ এক ব্যক্তির মালিক অনেক যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এক ব্যক্তির মালিক শুধু একজন; এই দুইয়ের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।	٢٩. ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৩০। তুমিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।	٣٠. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ
৩১। অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের রবের সামনে বাকবিতন্ডা করবে।	٣١. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

শির্কের তুলনা

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ *আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।* দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা নানা প্রকার দৃষ্টান্ত পেশ করেন যেন মানুষ ভালভাবে বুঝতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনাবলী বিবৃত করি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ আরাবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত। অর্থাৎ এই কুরআন স্পষ্ট আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে নেই কোন বক্রতা এবং নেই কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এতে রয়েছে খোলাখুলি দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি, যাতে মানুষ এগুলি পড়ে ও বুঝে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। তারা যেন এর শাস্তি সম্বলিত আয়াতগুলি পড়ে দুষ্কর্মসমূহ পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর সাওয়াবের আয়াতগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে সৎ আমলের প্রতি আগ্রহী হয়।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ

يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا এরপর মহান আল্লাহ একাত্মবাদী ও অংশীবাদীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, একজন গোলামের প্রভু অনেক এবং তারাও আবার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। আর অন্য একজন গোলামের শুধুমাত্র একজন প্রভু। ঐ প্রভু ছাড়া তার উপর অন্য কারও আধিপত্য নেই। এ দু'জন কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। অনুরূপভাবে একাত্মবাদী, যে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই ইবাদাত করে এবং মুশরিক, যে তার বহু মা'বূদ বানিয়ে রেখেছে, এ দু'জনও কখনও সমান হতে পারেনা। এ দু'জনের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে শির্কের অসারতা এবং তাওহীদের বাস্তবতা সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৮৫) এর পরেও মহান আল্লাহর সাথে একমাত্র ঐ ব্যক্তি শরীক স্থাপন করতে পারে যে একেবারে অজ্ঞান, যার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

الْحَمْدُ للَّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ *প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।* অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করা এবং স্থায়ী করার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি যখন যা চান তখন তা হয়। কিন্তু আদম সন্তান তা বুঝেও বুঝতে চায়না। তাই তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে এবং তাদের পূজা করে।

রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন এবং কুরাইশরা আল্লাহর সামনে তর্ক করবে

আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তি ঃ **إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ** *নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।* এবং

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ

এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর

কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪৪) এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে পাঠ করেন এবং জনগণকে বুঝিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর এ কথা শুনে সবারই বিশ্বাস হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, সবাই এই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণকারী এবং আখিরাতে সবাই আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত হবে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা অংশীবাদী ও একাত্মবাদীদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফাইসালা করবেন এবং সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাঁর চেয়ে উত্তম ফাইসালাকারী ও বড় জ্ঞানী আর কে আছে? ঈমানদার, একাত্মবাদী এবং সুন্নাতের পাবন্দী ব্যক্তি সেদিন মুক্তি পাবে এবং মুশরিক, কাফির ও মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী পূজারীরা কঠিন শাস্তির শিকার হবে। অনুরূপভাবে দুনিয়ায় যে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া ও বিরোধ ছিল, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে এবং মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন।

ইব্ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন **ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কি (দুনিয়ার) ঝগড়ার পুনরাবৃত্তি হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তখন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ তাহলেতো এটা খুবই কঠিন ব্যাপার হবে। (দুররুল মানসুর ৫/৬১৪) মুসনাদের এই হাদীসেই এও রয়েছে ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলে যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়ায় আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, কিয়ামাতের দিন ওটারই কি পুনরাবৃত্তি করা হবে? সাথে সাথে ওর পাপ সম্বন্ধেও কি প্রশ্ন করা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হবে এবং হকদারকে পূর্ণ হক দেয়া হবে। এ কথা শুনে যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ তাহলেতো তা হবে কঠিন ব্যাপার। (আহমাদ ১/১৬৪, তিরমিযী ৯/২৮৯)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

বলেন যে, ঐ দিন প্রত্যেক সত্যবাদী মিথ্যাবাদীর সাথে, প্রত্যেক অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে, প্রত্যেক সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে এবং প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করবে।

ইব্‌ন মানদাহ (রহঃ) *কিতাবুর রূহ* এর মধ্যে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, জনগণ কিয়ামাতের দিন ঝগড়া করবে, এমন কি আত্মা ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া বাঁধবে। আত্মা দেহের উপর দোষারোপ করে বলবে ঃ এসব দুষ্কার্যতো তুমিই করেছিলে। তখন দেহ আত্মাকে বলবে ঃ সমস্ত চাহিদা ও দুষ্টামিতো তোমারই ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলার পাঠানো একজন মালাক/ফেরেশতা তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন। তিনি বলবেন ঃ তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন দু'টি লোকের মত যাদের একজন চক্ষু বিশিষ্ট, কিন্তু খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ, চলাফিরা করতে পারেনা। দ্বিতীয়জন অন্ধ, কিন্তু তার পা ভাল, খোঁড়া নয়, সে চলাফিরা করতে পারে। তারা দু'জন একটি বাগানে গেল। খোঁড়া অন্ধকে বলল ঃ ভাই! এই বাগানটিতো ফলে ভরপুর রয়েছে। কিন্তু আমারতো পা নেই যে, গাছ থেকে ফল ছিড়ে আনব। তখন অন্ধ বলল ঃ এসো, আমারতো পা রয়েছে, আমি তোমাকে আমার পিঠের উপর চড়িয়ে নিচ্ছি। অতঃপর তারা দু'জন ইচ্ছা ও চাহিদা মত ফল ছিড়ে আনল। আচ্ছা বলত, এ দু'জনের মধ্যে অপরাধী কে? দেহ ও আত্মা উভয়ে জবাব দিল ঃ দু'জনই সমান অপরাধী। মালাক/ফেরেশতা তখন বলবেন ঃ তাহলেতো তোমরা নিজেরাই তোমাদের ফাইসালা করে দিলে। অর্থাৎ দেহ যেন সওয়ারী এবং আত্মা যেন সওয়ার বা আরোহী।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা বিস্ময়বোধ করছিলাম যে, আমাদের ও আহলে কিতাবের মধ্যেতো কোন ঝগড়া নেই। তাহলে কিয়ামাতের দিন কার সাথে আমরা ঝগড়া করব? এরপর যখন মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে ফিতনা শুরু হয়ে গেল তখন আমরা বুঝলাম যে, এটাই হল পরস্পরের ঝগড়া যা কিয়ামাতের দিন পেশ করা হবে। (নাসাঈ ১১৪৪৭)

আবুল আ'লিয়া (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আহলে কিবলার ঝগড়া বুঝানো হয়েছে। আর ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম ও কাফিরের ঝগড়া উদ্দেশ্য। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

ত্রয়োবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে সে অপেক্ষা যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?	٣٢. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـٰفِرِينَ
৩৩। যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাইতো মুত্তাকী।	٣٣. وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ
৩৪। তাদের বাঞ্ছিত সব কিছুই আছে তাদের রবের নিকট। এটাই সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার।	٣٤. لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ
৩৫। কারণ তারা যে সব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের সৎ কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন।	٣٥. لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কাফির ও মিথ্যাবাদীদের জন্য শাস্তি এবং অকৃত্রিম মুসলিমদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা আল্লাহর উপর

মিথ্যা আরোপ করেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়েছে। তাঁর সাথে তারা অন্যদেরকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে। কোন সময় তারা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা রূপে গণ্য করেছে এবং কখনও কখনও তারা সৃষ্টজীবের মধ্য হতে কেহকে তাঁর পুত্র বলেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি এগুলো হতে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

মুশরিকদের মধ্যে আর একটি বদ অভ্যাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের (আঃ) উপর যে সত্য অবতীর্ণ করেন তা তারা অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? অর্থাৎ এ ধরনের লোকই সবচেয়ে বড় যালিম। অতঃপর তাদের জন্য যে শাস্তি অবধারিত রয়েছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করছেন ঃ

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ঐ সব লোকের আবাসস্থল হল জাহান্নাম যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অস্বীকার ও অবিশ্বাসের উপরই থাকবে।

মুশরিকদের বদ অভ্যাস এবং ওর শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এবার মু'মিনদের উত্তম অভ্যাস ও ওর পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ যাঁরা সত্য আনয়ন করেছেন এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে 'সত্য আনয়নকারী' বলতে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৮৯, কুরতুবী ১৫/২৫৬) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, **وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ** বলতে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং **وَصَدَّقَ بِهِ** বলতে মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৯০)

أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাইতো মুত্তাকী। তাদের বাঞ্ছিত সব কিছুই আছে তাদের রবের নিকট।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করে এবং শির্ক

থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখে। (তাবারী ২১/২৯২) সাথে সাথে এই বিশেষণ সমস্ত মু'মিনের মধ্যেও রয়েছে। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার উপর তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের (আঃ) উপর ঈমান আনয়নকারী।

তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। সেখানে তাদের আকাংখিত সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে। তারা যখন যা চাবে তখনই তা পাবে। এই সৎকর্মশীলদের এটাই পুরস্কার। মহান আল্লাহ তাঁদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাঁদের সৎ কাজ কবূল করে থাকেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ

আমি এদের সু-কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৬)

৩৬। আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।	٣٦. أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ
৩৭। এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আল্লাহ কি পরাক্রমশালী দন্ডবিধায়ক নন?	٣٧. وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنتِقَامٍ

৩৮। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে।	٣٨. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَـٰشِفَـٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَـٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ
৩৯। বল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে -	٣٩. قُلْ يَـٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَـٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
৪০। কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।	٤٠. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

আল্লাহর বান্দাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট

একটি কিরা'আতে أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কি যথেষ্ট নন? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সমস্ত বান্দার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তাঁরই উপর সবার ভরসা করা উচিত। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ হে নাবী! তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখাচ্ছে। এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহই পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও দণ্ডবিধায়ক। যারা তাঁর উপর নির্ভর করে তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না এবং তাঁর দিকে যারা ঝুঁকে পড়ে তারা কখনও বঞ্চিত হয়না। তাঁর চেয়ে বড় মর্যাদাবান আর কেহই নেই। অনুরূপভাবে তাঁর চেয়ে বড় প্রতিশোধ গ্রহণকারীও আর কেহ নেই। যারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় তাদেরকে অবশ্যই তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

মূর্তি পূজকরাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তাদের দেবতারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ *তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ!* এরপর মুশরিকদের আরও অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়া সত্ত্বেও তারা এমন মিথ্যা ও অসার মা'বূদের উপাসনা করছে যারা কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নয়, যাদের কোন বিষয়েরই কোন অধিকার নেই।

قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه *বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে?* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার হিফাযাত করবেন। তুমি আল্লাহর যিকর কর, সব সময় তুমি তাঁকে তোমার কাছে পাবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর নি'আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কাঠিন্যের সময় তিনি তোমার কাজে আসবেন। কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাও এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রেখ যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সারা দুনিয়া মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলেও তোমার কোনই ক্ষতি তারা করতে পারবেনা। অনুরূপভাবে সবাই মিলে তোমার কোন উপকার করতে চাইলেও এবং সেটা তোমার তাকদীরে লিখিত না থাকলে তোমার কোন উপকার করতে তারা সক্ষম হবেনা। পুস্তিকার লিখা শুকিয়ে গেছে এবং কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সাথে ভাল কাজে নিমগ্ন হয়ে যাও। বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণে বড়ই সাওয়াব লাভ হয়। সাবরের সাথে সাহায্য রয়েছে। সংকীর্ণতার সাথে সাথেই রয়েছে প্রশস্ততা এবং কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি। (আহমাদ ১/৩০৭) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই (আল্লাহরই) উপর নির্ভর করুক। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬৭) হুদকে (আঃ) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল ঃ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ

আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ

তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪) তখন তাদের এ কথার উত্তরে তিনি বলেন ঃ

إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬) এরপর মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলতে বলা হচ্ছে ঃ

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। আর এটা হবে কিয়ামাতের দিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন!

৪১। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য। অতঃপর যে সৎ পথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সেতো বিপথগামী হয় নিজেরই	٤١. إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ

أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٍ	**ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।**
٤٢. ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَتَفَكَّرُونَ	**৪২। আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।**

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا হে নাবী! আমি সত্য ও সঠিকতার সাথে এই কুরআনকে সমস্ত দানব ও মানবের হিদায়াতের জন্য তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি এর আদেশ ও নিষেধ মেনে নিয়ে সত্য ও সরল পথে চলবে সে নিজেরই উপকার সাধন করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর বিদ্যমানতায় ভুল পথের উপর চলবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ তুমি তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক নও।

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ وَكِيلٌ

তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

আল্লাহই সকলের স্রষ্টা এবং মৃত্যু দানকারী

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে এবং তিনি তাঁর খুশি মত যখন ইচ্ছা তখন তা করেন। তিনি তাঁর নিয়োজিত মৃত্যুর মালাক দ্বারা তাঁর বান্দাদের মৃত্যু (বড় মৃত্যু) ঘটান এবং তাদের দেহ থেকে রূহ বের করে নিয়ে আসেন এবং যখন চান তখন সাময়িক মৃত্যু (ঘুম) ঘটান। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬০-৬১)

এ দু'টি আয়াতে প্রথমে ছোট মৃত্যু এবং পরে বড় মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে। আর এখানে এ আয়াতে (৩৯ ঃ ৪২) প্রথমে বড় মৃত্যু এবং পরে ছোট মৃত্যুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, এ সময় রূহগুলি উর্ধ্বাকাশে অবস্থান করে, যা ইব্ন মানদাহ (রাঃ) এবং আরও অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন হাদীসেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়েও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন তোমাদের বস্ত্র দ্বারা বিছানাটি ঝেড়ে/মুছে নিবে। কারণ তোমরা জাননা যে, তোমাদের বিছানা ত্যাগ করার পর ওতে কি এসেছে। অতঃপর সে যেন পাঠ করে ঃ

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَا إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

হে আমার রাব্ব! তোমার পবিত্র নামের বারাকাতে আমি শয়ন করছি এবং তোমার রাহমাতেই আমি জাগ্রত হব। তুমি যদি আমার প্রাণকে আটকিয়ে দাও তাহলে ওটার উপর দয়া কর, আর যদি ওকে পাঠিয়ে দাও তাহলে ওর এমনই হিফাযাত কর যেমন তোমার সৎ বান্দাদের হিফাযাত কর। (ফাতহুল বারী ১১/১৩০, মুসলিম ৪/২০৮৪)

فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ *যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন।* অর্থাৎ এ সময়ে তাদের স্থায়ী মৃত্যু (পৃথিবীতে) হওয়ার পর তাদের রূহ আর ফিরিয়ে আনা হয়না এবং যাদের মৃত্যু হতে আরও সময় বাকী থাকে তাদের রূহকে পৃথিবীতে তাদের দেহে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মৃতদের রূহগুলি আল্লাহ আটকে দেন এবং জীবিতদের রূহগুলি ফিরিয়ে দেন। এতে কখনও কোন ভুল হয়না। চিন্তা-গবেষণা করতে যারা অভ্যস্ত তারা এই একটি কথায়ই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন পেয়ে যায়।

৪৩। তাহলে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে সুপারিশ সাব্যস্ত করেছে? বল ঃ তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?	٤٣. أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ
৪৪। বল ঃ সুপারিশ ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।	٤٤. قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَـٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
৪৫। একক আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।	٤٥. وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

আল্লাহ ছাড়া শাফা‘আত কবূল করার কেহ নেই, দেবতারা তা করতে অক্ষম

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের নিন্দা করছেন যে, তারা মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে এবং বাজে ও মিথ্যা মা‘বূদদেরকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। আসলে তাদের মা‘বূদদের কোন

কিছুর অধিকার নেই এবং তাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি এবং অনুভূতিও নেই। তাদের নেই চক্ষু ও কর্ণ। তারাতো পাথর ও জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নয়। তারা জন্তু হতেও নিকৃষ্ট। এ জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ এমন কেহ নেই যে আল্লাহর সামনে তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও জন্য মুখ খুলতে পারে। সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই।

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫)

কিয়ামাতের দিন তোমাদের সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। সেই দিন তিনি তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবেন এবং প্রত্যেককেই তিনি তার উত্তম আমলের পুরোপুরি উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলের খারাপ বিনিময় প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ এই কাফিরদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর একাত্মবাদের কালেমা উচ্চারণ করা পছন্দ করেনা। আল্লাহর একাত্মবাদের বর্ণনা শুনলে তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা শুনতে তাদের মন চায়না। কুফরী ও অহংকার তাদেরকে এটা হতে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তখন তারা অহংকার করত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৩৫) তাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকারকারী বলে বাতিলকে তাড়াতাড়ি কবূল করে নেয়। তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬। বল ঃ হে আল্লাহ! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা!	٤٦. قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

وَٱلۡأَرۡضِ عَـٰلِمَ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ أَنتَ تَحۡكُمُ بَيۡنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ	আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে ওর ফাইসালা করে দিবেন।
٤٧. وَلَوۡ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفۡتَدَوۡاْ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلۡعَذَابِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يَكُونُواْ يَحۡتَسِبُونَ	৪৭। যারা যুল্ম করেছে, যদি তাদের দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং এর সম পরিমাণ সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামাত দিবসে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সকল বিষয় সম্পত্তি তারা দিয়ে দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।
٤٨. وَبَدَا لَهُمۡ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ	৪৮। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

কিভাবে দু‘আ করতে হবে

মুশরিকদের যে তাওহীদের প্রতি ঘৃণা এবং শিরকের প্রতি ভালবাসা রয়েছে তা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ... তুমি শুধু এক আল্লাহকেই ডাকতে থাক যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং এগুলি তিনি ঐ সময় সৃষ্টি করেছেন যখন এগুলির না কোন অস্তিত্ব ছিল এবং না এগুলির কোন নমুনা ছিল।

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং উদঘাটিত ও লুকায়িত সবই জানেন। এসব লোক যেসব বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করছে তার ফাইসালা ঐ দিন হয়ে যাবে যেদিন তারা কাবর হতে বের হয়ে হাশরের মাইদানে আসবে।

আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদ সালাত কিভাবে শুরু করতেন? আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদ সালাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আ দ্বারা সালাত শুরু করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ، فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রাব্ব! হে আসমান ও যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টিকারী! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের মতবিরোধের ফাইসালাকারী, যে যে জিনিসের মধ্যে মত বিরোধ করা হয়েছে, আপনি আমাকে ঐ সব ব্যাপারে স্বীয় অনুগ্রহে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (মুসলিম ২/৫৩৪)

কিয়ামাত দিবসে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا এখানে যালিম দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ যালিমদের অর্থাৎ মুশরিকদের যদি দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং ওর সমপরিমাণ সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামাতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সবকিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে, কিন্তু ঐ দিন কোন মুক্তিপণ এবং বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা, যদিও তারা দুনিয়াপূর্ণ স্বর্ণও দিতে চায়। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ ۗ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। ওদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে। দুনিয়ায় যে শাস্তির বর্ণনা শুনে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে।

৪৯। মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে। অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে ঃ আমিতো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এটা এক

٤٩. فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ ۚ بَلْ

পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝেনা।	هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৫০। তাদের পূর্ববর্তীরাও এটাই বলত। কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।	٥٠. قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
৫১। তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যুল্ম করে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবেনা।	٥١. فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ هَٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ
৫২। তারা কি জানেনা, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বৃদ্ধি করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	٥٢. أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাবার পর যেভাবে মানুষ পরিবর্তিত হয়

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বিপদের সময় সে অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সাথে আল্লাহকে ডাকে এবং তাঁরই প্রতি

সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই বিপদ দূর হয় এবং সে শান্তি লাভ করে তখনই উদ্ধত, হঠকারী ও অহংকারী হয় এবং বলতে শুরু করে ঃ

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ আল্লাহর উপর আমারতো এটা হক ছিল। আল্লাহর নিকট আমি এর যোগ্যই ছিলাম। আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেষ্টা-তাদবীরের কারণেই এটা লাভ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ আসলে তা নয়, বরং এটা আমার একটা পরীক্ষা। যদিও পূর্ব হতেই আমার এটা জানা ছিল, তথাপি আমি এটা প্রকাশ করতে চাই এবং দেখতে চাই যে, সে আমার এ দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, নাকি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ এরূপ দাবী ও এরূপ উক্তি তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছিল। কিন্তু তাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়নি এবং তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ যেমন তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তেমনই এদের মধ্যে যারা যুল্ম করেছে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা কারূন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাকে তার সম্প্রদায় বলেছিল ঃ

لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ. وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ. قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ

দম্ভ করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেননা। আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেওনা; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেননা। সে বলল ঃ এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতোনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী? কিন্তু অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হয়না। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭৬-৭৮) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلاً وَأَوْلَـٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৫) মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন?

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৫৩। বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥٣. قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
৫৪। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট	٥٤. وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ

لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ	আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।
٥٥. وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةً وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ	৫৫। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতে শাস্তি আসার পূর্বে -
٥٦. أَن تَقُولَ نَفۡسٌ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ	৫৬। যাতে কেহকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমিতো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।
٥٧. أَوۡ تَقُولَ لَوۡ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ	৫৭। অথবা কেহ যেন না বলে ঃ আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমিতো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।
٥٨. أَوۡ تَقُولَ حِينَ تَرَى	৫৮। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কেহকে বলতে না হয় ঃ আহা! যদি একবার

ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ	**পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমি সৎ কর্মশীল হতাম।**
٥٩. بَلَىٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـٰتِى فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ	**৫৯। প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে; আর তুমিতো ছিলে কাফিরদের একজন।**

শাস্তি আপতিত হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করতে হবে

এই পবিত্র আয়াতে সমস্ত নাফরমান ও অবাধ্যকে তাওবাহর দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে যদিও তারা মুশরিক ও কাফিরও হয়। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি প্রত্যেক তাওবাহকারীর তাওবাহ কবূল করেন। যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় তিনি তার দিকে মনোযোগ দেন। তাওবাহকারীর পূর্বের পাপরাশিও তিনি ক্ষমা করে দেন, ওগুলো যেমনই হোক না কেন এবং যত বেশীই হোক না কেন, এমনকি তা যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমানও হয়। তবে বিনা তাওবাহয় পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এমনটি এই আয়াতের অর্থ নেয়া ঠিক নয়। কেননা বিনা তাওবাহয় শিরকের পাপ কখনও ক্ষমা হয়না।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এমন কতকগুলো মুশরিক নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে যারা বহু হত্যাকাজে জড়িত ছিল এবং বহুবার ব্যভিচার করেছিল, তারা বলে ঃ আপনি যা কিছু বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা বাস্তবিক খুবই উত্তম। এখন বলুন, আমরা যেসব পাপ কাজ করেছি তার কাফফারা কিভাবে হতে পারে? তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (ফাতহুল বারী ৮/৪১১, মুসলিম ১/১১৩, আবূ দাঊদ ৪/১৬৬, নাসাঈ ৪৪৬) এ আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পরবর্তী আয়াত থেকে ঃ

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَٰلِحًا

তারা নয় যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭০)

আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে শোনেন ঃ

إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَٰلِحٍ

নিশ্চয়ই সে অসৎ কর্মপরায়ণ। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪৬) অতঃপর তিনি আরও পাঠ করেন ঃ **قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلاَ يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** *(বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; অবশ্যই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)* (আহমাদ ৬/৪৫৪, আবূ দাঊদ ৪/২৮৫, তিরমিযী ৯/১১১) সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাওবাহ দ্বারা সব পাপই ক্ষমা হয়ে যায়। অতএব আল্লাহর রাহমাত হতে বান্দাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়, পাপ যত বড় ও বেশী হোক না কেন। তাওবাহ ও রাহমাতের দরযা সব সময় খোলা রয়েছে এবং ওগুলি খুবই প্রশস্ত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল

করেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৪) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

এবং যে কেহ দুস্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৫-১৪৬) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٖۘ وَمَا مِنۡ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۚ وَإِن لَّمۡ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বূদের) এক', অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسۡتَغۡفِرُونَهُۥۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৪) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوبُواْ فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلۡحَرِيقِ

যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১০) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর অসীম দয়া ও মেহেরবানীর প্রতি লক্ষ্য করুন যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের ঘাতকদেরকেও তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে আহ্বান করছেন!

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীসটিও বর্ণিত আছে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করেছিল, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে বানী ইসরাঈলের একজন আবেদকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তার জন্য তাওবাহর কোন পথ খোলা আছে কি? আবেদ উত্তর দেন ঃ না (তার জন্য তাওবাহর আর কোন ব্যবস্থা নেই)। লোকটি তখন ঐ আবেদকেও হত্যা করে এবং একশ' পূর্ণ করে। অতঃপর তার জন্য তাওবাহর কোন ব্যবস্থা আছে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম উত্তরে তাকে বলেন ঃ তোমার এবং তোমার তাওবাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তারপর ঐ আলেম ঐ লোকটিকে এমন একটি গ্রামে যেতে বলেন যে গ্রামের লোকেরা আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকে। সুতরাং সে ঐ গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন তার ব্যাপারে রাহমাতের ও আযাবের মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন যমীনকে মাপার হুকুম করলেন। তখন দেখা গেল, যে সৎ লোকদের গ্রামে সে হিজরাত করে যাচ্ছিল সেটা তার প্রস্থানের গ্রাম থেকে দূরত্বের চেয়ে কম হল। তখন তাকে তাদেরই সাথে মিলিয়ে নেয়া হল এবং রাহমাতের মালাক তার রূহ নিয়ে চলে গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় সে বুকের ভরে হিঁচড়ে চলছিল। আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদের গ্রামটিকে নিকটবর্তী হওয়ার এবং মন্দ লোকদের গ্রামটিকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১) এটি হল হাদীসের সার সংক্ষেপ। অন্যত্র হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে স্বীয় ক্ষমার দিকে ডাকেন। তাদেরকেও, যারা মাসীহকে (আঃ) আল্লাহ বলত। তাদেরকেও, যারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলত। তাদেরকেও, যারা উযায়েরকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত; তাদেরকেও, যারা আল্লাহকে দরিদ্র বলত; তাদেরকেও, যারা আল্লাহর হাত মুষ্টিবদ্ধ বলত এবং তাদেরকেও যারা

আল্লাহকে তিন খোদার এক খোদা বলত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এসব লোক সম্পর্কে বলেন ঃ

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৪) অতঃপর মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও তাওবাহর দিকে আহ্বান করেন যার কথা এদের চেয়েও বড় ও মারাত্মক ছিল। সে বলেছিল ঃ

فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ

আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৪) সে আরও বলেছিল ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বান্দাদেরকে তাওবাহ হতে নিরাশ করে সে মহামহিমান্বিত আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ যে পর্যন্ত কোন বান্দার দিকে মেহেরবানী না করেন সেই পর্যন্ত সে তাওবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেনা। (দুররুল মানসুর ৫/৬২১)

শুতাইর ইব্ন শাকাল (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) ভাল ও মন্দের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আয়াত হল নিম্নের এ আয়াতটি।

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন করতে।

তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯০)

কুরআন মাজীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খুশীর আয়াত হল সূরা যুমার এর **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ** *বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা।* এ আয়াতটি (৩৯ ঃ ৫৩)। সবচেয়ে উৎসাহ ব্যঞ্জক আয়াত হল নিম্নের আয়াতটি ঃ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২-৩) এ কথা শুনে মাসরূক (রহঃ) তাঁকে বলেন ঃ নিশ্চয়ই আপনি সত্য বলেছেন। (তাবারানী ৯/১৪২)

নিরাশ না হওয়ার উপদেশ

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের পাপরাশিতে যদি আসমান ও যমীন পূর্ণ হয়ে যায়, অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের স্থলে এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করতেন যারা পাপ করত, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (আহমাদ ৩/২৩৮)

আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) মৃত্যুর সম্মুখীন অবস্থায় (জনগণকে) বলেন, একটি হাদীস আমি তোমাদের হতে গোপন রেখেছিলাম (আজ আমি তা বর্ণনা করছি)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ এমন এক কাওমকে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন। (আহমাদ ৫/৪১৪, মুসলিম ৪/২১০৫, তিরমিযী ৯/২২৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ *তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।* বান্দাদের নৈরাশ্যকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ক্ষমা করে দেয়ার আশা প্রদান করে মহান আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাওবাহ ও সৎ কাজের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, এতে যেন মোটেই বিলম্ব না করে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, যে সময় কারও কোন সাহায্য কাজে আসবেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল-কুরআন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে, যাতে কেহকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস! আমি যদি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতাম তাহলে কতই না ভাল হত! হায়! আমিতো বেঈমান ছিলাম! মহান আল্লাহর বাণীর উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করিনি, বরং তা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ কেহকেও যেন বলতে না হয় ঃ আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এবং দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানী হতে এবং আখিরাতে তাঁর আযাব হতে বেঁচে যেতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যেন কেহকে বলতে না হয় ঃ আহা! যদি পুনরায় আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমি অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ হতাম!

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বান্দা যে আমল করবে এবং যা কিছু বলবে, তাদের সেই আমল ও সেই উক্তির

পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার খবর প্রদান করেন। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁর চেয়ে বেশী খবর আর কে রাখতে পারে?

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

তাঁর মত কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা, তিনি সর্বজ্ঞ। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪) আর কেই বা তাঁর চেয়ে সত্য ও সঠিক খবর দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা পাপীদের উপরোক্ত তিনটি উক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ এই সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়েও দেয়া হয় তাহলে তখনও তারা হিদায়াত কবূল করবেনা, বরং আবার নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকবে। এখানে তারা যা কিছু বলছে সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক জাহান্নামীকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হবে। ঐ সময় সে বলবে ঃ

لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করতেন! সুতরাং এটা তার জন্য হবে দুঃখ ও আফসোসের কারণ। আর প্রত্যেক জান্নাতীকে তার জাহান্নামের বাসস্থান দেখানো হবে। তখন সে বলবে ঃ যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান না করতেন (তাহলে আমাকে ওখানেই যেতে হত)। সুতরাং এটা হবে তার জন্য শোকরের কারণ। (আহমাদ ১/৫১২, ১০৬৬০, নাসাঈ ৬/৪৪৭)

পাপীরা যখন পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাংখা করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করার কারণে আফ্সোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য না করার কারণে অনুতপ্ত হবে তখন মহান আল্লাহ বলবেন ঃ

بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছিল, কিন্তু তোমরা ওগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং তোমরাতো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। এখন তোমাদের এই দুঃখ, লজ্জা ও অনুতাপ বৃথা। এসব করে এখন আর কোনই লাভ হবেনা। তোমাদের প্রতি তোমাদের কর্মফল নির্ধারিত হয়ে গেছে।

٦٠. وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ	৬০। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামাত দিবসে তাদের মুখমন্ডল কালো দেখবে। ঔদ্ধত্যদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?
٦١. وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	৬১। আল্লাহ মুত্তাকীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবেনা এবং তারা দুঃখও পাবেনা।

আল্লাহ এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বিরূদ্ধে মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন দুই শ্রেণীর লোক হবে। এক শ্রেণীর লোকের মুখ হবে কালিমাযুক্ত এবং আর এক শ্রেণীর মুখ হবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারীদের চেহারা হবে কালো ও মলিন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময়। আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের এবং তাঁর সন্তান সাব্যস্ত কারীদেরকে দেখা যাবে যে, মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের কারণে তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। সত্যকে অস্বীকার করার এবং অহংকার প্রদর্শনের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা বড়ই লাঞ্ছনার সাথে কঠিন ও জঘন্য শাস্তি ভোগ করবে।

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ। তারা ঐ সব আযাব এবং লাঞ্ছনা হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাদেরকে অমঙ্গল মোটেই স্পর্শ করবেনা। কিয়ামাতের দিন যে ভীতি-বিহ্বলতা ও দুঃখ-দুর্দশা হবে তা থেকে এসব লোক সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। তারা সম্পূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। এভাবে তারা পরম সুখে কালাতিপাত করবে এবং মহান আল্লাহর সর্বপ্রকারের নি'আমাত ভোগ করতে থাকবে।

৬২। আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর কর্মবিধায়ক।	٦٢. ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ
৬৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।	٦٣. لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ
৬৪। বল ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করতে বলছ?	٦٤. قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَـٰهِلُونَ
৬৫। তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	٦٥. وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

৬৬। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।	٦٦. بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ

আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী, শির্ককারীদের সমস্ত উত্তম আমল ধ্বংস হয়ে যায়

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত প্রাণী এবং নির্জীব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রাব্ব এবং ব্যবস্থাপক আল্লাহ তা‘আলা একাই। সব জিনিসই তাঁর অধীনস্ত ও অধিকারভুক্ত। সব কিছুর কর্মবিধায়ক তিনিই।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি-কাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং সুফিয়ান ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ) **مَقَالِيدُ** শব্দের অর্থ করেছেন চাবি। (দুররুল মানসুর ৭/২৪৩, তাবারী ২১/৩২১) সমুদয় প্রশংসার যোগ্য এবং সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। কুফরী ও অস্বীকারকারীরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিক মূর্তি পূজকরা দীনের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রস্তাব করে যে, তিনি যদি ওদের মিথ্যা দীনের প্রভুর ইবাদাত করেন তাহলে তারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রবের ইবাদাত করবে। তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ.لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ. وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ.وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ.

বল ঃ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি এবং আমি

ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল। (সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১-৬) যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৮)

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ *অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।* আল্লাহ সুবহানাহু আদেশ করছেন ঃ তুমি এবং তোমাকে যারা বিশ্বাস করে এবং অনুসরণ করে তারা শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করতে থাক এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক স্থির করনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৮)

৬৭। তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।	٦٧. وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

কাফিরেরা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা। তাই তারা তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে। আল্লাহর চেয়ে বড় মর্যাদাবান, রাজত্বের অধিকারী এবং

ক্ষমতাবান আর কেহই নেই। তিনিই সবকিছুর মালিক, সবাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতটি কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তারা আল্লাহকে সেইভাবে সম্মান প্রদর্শন করতনা যেভাবে করা উচিত। (তাবারী ২১/৩২১) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহকে যেভাবে মূল্যায়ন করা উচিত সেইভাবে যদি তারা তা করত তাহলে তারা তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা উদ্ভাবন করতনা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ** *(তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা)* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ আয়াত কাফির কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা বুঝত তাহলে তাঁর কথাকে তারা ভুল মনে করতনা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান মনে করে সে'ই আল্লাহকে সম্মান করে ও তাঁর মর্যাদা দেয়। আর যে এ বিশ্বাস রাখেনা সে আল্লাহকে সম্মান করেনা। (তাবারী ২১/৩২১) এই আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে।

এ ধরনের আয়াতের ব্যাপারে পূর্ব যুগীয় সৎ লোকদের নীতিও এটাই ছিল যে, যেভাবে এবং যে ভাষায় ও শব্দে এটা এসেছে সেভাবেই এবং সেই শব্দগুলির সাথেই তাঁরা এটা মেনে নিতেন। এর অবস্থা তাঁরা অনুসন্ধান করতেননা এবং তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনও করতেননা।

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা এটা (লিখিত) পাচ্ছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সপ্ত আকাশকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন এবং যমীনগুলিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, আর বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং পানি ও মাটিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। আর বাকী সমস্ত মাখলূককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ আমিই সব কিছুর মালিক ও বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন, এমনকি তাঁর পবিত্র মাড়ি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর*

হাতের মুষ্টিতে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১২, ১৩/৪০৪, আহমাদ ১/৪২৯, মুসলিম ৪/২১৪৭, তিরমিযী ৯/১১২, নাসাঈ ৬/৪৪৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ যমীনকে কব্জায়ত্ব করে নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করবেন। অতঃপর বলবেন ঃ আমিই বাদশাহ। যমীনের বাদশাহরা কোথায়? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৩, মুসলিম ৪/২১৪৮)

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যমীনগুলি এক অঙ্গুলীর উপর রাখবেন এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ আমিই বাদশাহ। (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪)

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং স্বীয় ডান হাত নাড়াতে থাকেন। কখনও তিনি হাত সামনের দিকে করছিলেন এবং কখনও পিছনের দিকে ফিরাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের প্রশংসা করবেন এবং স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন। তিনি বলবেন ঃ 'আমি জাব্বার (বিজয়ী বা সর্বশক্তিমান), আমি মুতাকাব্বির (অহংকারী বা আত্মগর্বী), আমি মালিক (বাদশাহ), আমি আযীয (প্রতাপশালী) এবং আমি কারীম (মহান)। ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাগুলি বলার সময় এমনভাবে নড়ছিলেন যে, তিনি মিম্বরসহ পড়ে যাবেন নাকি, আমরা এই আশংকা করছিলাম। (আহমাদ ২/৭২, মুসলিম ৪/২১৪৮, নাসাঈ ৪/৪০০, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪২৯)

৬৮। এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে,	٦٨. وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ

نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ	তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।
٦٩. وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ	৬৯। যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, ‘আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবেনা।
٧٠. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ	৭০। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া, বিচার হওয়া এবং আল্লাহর প্রতিদান দেয়া

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকার, যার ফলে প্রত্যেক জীব মরে যাবে, সে আসমানেই থাকুক অথবা যমীনেই থাকুক। কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে জীবিত ও সজ্ঞান রাখার ইচ্ছা করবেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। মাশহুর হাদীসে আছে যে, এরপর অবশিষ্টদের রূহগুলি কবয করা হবে, এমন কি সর্বশেষে স্বয়ং মালাকুল মাউতের রূহ কবয করে নেয়া হবে। শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জীবিত থাকবেন, যিনি চিরঞ্জীব, যিনি পূর্ব হতেই ছিলেন এবং পরেও চিরস্থায়ীভাবে থাকবেন। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ

لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَ

আজ কর্তৃত্ব কার? (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৬) এ কথা তিনি তিনবার বলবেন। তারপর তিনি নিজেকেই নিজে উত্তর দিবেন ঃ

لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ

আজ কর্তৃত্ব এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৬) তিনিই আজ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে নিজের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। আজ তিনি সবকিছুকেই ধ্বংসের হুকুম দান করছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন। সর্বপ্রথম তিনি জীবিত করবেন ইসরাফীলকে (আঃ)। তাঁকে আবার তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দিবেন। এটা হবে তৃতীয় ফুৎকার। ফলে সমস্ত সৃষ্টজীব, যারা মৃত ছিল তারা জীবিত হয়ে যাবে, যার বর্ণনা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে যে, 'আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে'। এর আগেও বর্ণিত হয়েছে যে, একটি যঈফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থকার এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তাফসীরকারক যে কথা বলেছেন তা একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলেছেন যে, সর্বমোট দুইবার শিঙ্গাধ্বনি দেয়া হবে।

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ *অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।* অর্থাৎ তাদের শরীর পঁচে-গলে নষ্ট হয়ে গেলে, হাড়গুলি ধ্বংস কিংবা গুড়া গুড়া হয়ে যাওয়ার পরেও যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তারা জীবিত হয়ে ভয়-বিহ্বল অন্তরে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাশরের মাইদানে উপস্থিত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র। ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بِحَمۡدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلاً

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর

আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) বলে ঃ আপনি বলে থাকেন যে, এরূপ এরূপ সময়ে কিয়ামাত সংঘটিত হবে (তা কখন হবে?)। ইব্ন আমর (রাঃ) তার এ কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ আমার মন চায় যে, তোমাদের কাছে কিছুই বর্ণনা করবনা। আমিতো বলেছিলাম যে, অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর, নাকি চল্লিশ রাত তা আমি জানিনা। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) প্রেরণ করবেন। তিনি আকৃতিতে উরওয়া ইবন মাসউদ আস সাকাফীর (রাঃ) সাথে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিজয়ী করবেন এবং দাজ্জাল তাঁর হাতে মারা যাবে। এর পর সাত বছর পর্যন্ত লোকেরা এমনভাবে মিলে-মিশে থাকবে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন শত্রুতা থাকবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে এক হালকা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার দ্বারা সমস্ত মু'মিন ব্যক্তির জীবন কবয করে নেয়া হবে। এমনকি যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে সেও মারা যাবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন। যদি সে পাহাড়ের গহ্বরেও অবস্থান করে তবুও ঐ বায়ু সেখানে পৌঁছে যাবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আরও শুনেছি। অতঃপর শুধুমাত্র মন্দ ও পাপী লোকেরাই বেঁচে থাকবে যারা হবে পাখী ও পশুর মত বিবেক-বুদ্ধিহীন। না তারা ভাল চিনবে, না বুঝবে, আর না মন্দকে মন্দ বলে জানবে। তাদের উপর শাইতান প্রকাশিত হবে এবং সে তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমার অনুসরণ কর। অতঃপর সে তাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিবে এবং তারা তখন ওগুলোর পূজা শুরু করে দিবে। ঐ অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা তাদের রুযী-রোযগারে প্রশস্ততা দান

করতে থাকবেন এবং তাদের জীবন যাপন হবে প্রাচুর্যময়। তারপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং প্রত্যেকে তা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম এই শব্দ যার কানে পৌঁছবে সে হবে ঐ ব্যক্তি যে তার হাউয বা চৌবাচ্চা ঠিকঠাক করতে থাকবে। তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে মারা যাবে। তারপর সবাই এভাবে মারা যাবে এবং কেহই আর জীবিত থাকবেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা শিশিরের মত হবে, যার দ্বারা মানুষের দেহ উদগত হবে। তারপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন সবাই দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ হে লোকসকল! তোমাদের রবের দিকে চল। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৪)

তারপর বলা হবে ঃ জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। জিজ্ঞেস করা হবে ঃ কত? উত্তরে বলা হবে ঃ প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। এটা হবে ঐ দিন যে দিন (ভয়ে) শিশুদের চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করবে এবং পদনালী উম্মোচিত হবে। (আহমাদ ২/১৬৬, মুসলিম ৪/২২৫৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান থাকবে। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! তা কি চল্লিশ দিন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি জানিনা। তারা বলল ঃ তা কি চল্লিশ বছর? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি জানিনা। তারা জিজ্ঞেস করল ঃ তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাবে বললেন ঃ আমি জানিনা। প্রত্যেক মানুষের (দেহের) সব কিছুই পচে-গলে নষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মেরুদণ্ডের একটি অস্থি ঠিক থাকবে। ওটা দ্বারা পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ বিচার দিবসে বিশ্ব ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে আনয়ন করা হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাঁরা নিজেদের উম্মাতদের নিকট দা'ওয়াত বা প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। (তাবারী ২১/৩৩৬) আর বান্দাদের ভাল ও মন্দ

কাজের রক্ষক মালাইকাকে আনয়ন করা হবে এবং আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলূকের বিচার মীমাংসা করা হবে। কারও উপর কোন প্রকারের যুল্ম করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) (মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ প্রত্যেককে তার ভাল-মন্দ কার্যের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৭১। কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য

٧١. وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ	**হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তি র কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।**
٧٢. قِيلَ ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ	**৭২। তাদেরকে বলা হবে ঃ জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!**

কাফিরদেরকে যেভাবে জাহান্নামে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে

আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হতভাগ্য কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পশুর মত শাসন-গর্জন ও ধমকের সাথে লাঞ্ছিত অবস্থায় দলে দলে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩) অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারা হবে কঠিন পিপাসার্ত। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدًا. وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

যেদিন আমি দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদের সম্মানিত মেহমান রূপে সমবেত করব। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৫-৮৬) তা ছাড়া তারা সেদিন হবে বধির, মূক ও

অন্ধ এবং তাদেরকে মুখের ভরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا যখনই তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে তৎক্ষণাৎ ওর প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে, যাতে সাথে সাথেই শাস্তি শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে সেখানের রক্ষী মালাইকা/ফেরেশতারা লজ্জিত করার জন্য ধমকের সুরে বলবে ঃ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেননি যাঁরা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা জবাবে বলবে ঃ

بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ হ্যাঁ, আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এসেছিলেন, দলীলও কায়েম করেছিলেন, বহু কিছু আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করিনি, বরং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। কেননা আমরা হলাম হতভাগ্য। আমাদের ভাগ্যে এই দুর্গতিই ছিল। আমরাতো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মিথ্যার দিকে ধাবিত হয়েছিলাম। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে খবর দিতে গিয়ে অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا۟

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ। এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৮-১০) অর্থাৎ এভাবে তারা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং খুবই অনুতপ্ত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এর পরে বলেন ঃ

فَٱعْتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِينَ فِيهَا তাদেরকে বলা হবে ঃ জাহান্নামের দ্বারসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। অর্থাৎ যে'ই তাদেরকে দেখবে এবং তাদের অবস্থা জানবে সে'ই পরিষ্কারভাবে বলে উঠবে যে, নিশ্চয়ই এরা এরই যোগ্য। এই উক্তিকারীর নাম নেয়া হয়নি, বরং তাকে সাধারণভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে তার সাধারণত্ব বাকী থাকে। আর যাতে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়ের সাক্ষ্য পুরা হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হবে ঃ এখন তোমরা জাহান্নামে চলে যাও। সেখানে স্থায়ীভাবে জ্বলতে-পুড়তে থাক। ওখান হতে না তোমরা কখনও ছুটতে পারবে, আর না তোমাদের মৃত্যু হবে।

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ আহা! উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট, যেখানে তাদেরকে দিন-রাত জ্বলতে-পুড়তে হবে! অহংকারীদের অহংকার ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল এটাই, যা তাদেরকে এরূপ নিকৃষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। এটা কতই না জঘন্য অবস্থা! কতই না শিক্ষামূলক পরিণাম এটা!

৭৩। যারা তাদের রাব্বকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা	٧٣. وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا

সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য।	جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ
৭৪। তারা প্রবেশ করে বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!	٧٤. وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُۖ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ

মু'মিনদেরকে প্রদান করা হবে জান্নাতের সুখ-কানন

উপরে হতভাগ্য ও পাপীদের পরিণাম ও তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে ভাগ্যবান আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের বিভিন্ন দল থাকবে। প্রথমে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশিষ্ট লোকদের দল, তারপর সৎ লোকদের দল, এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ লোকদের দল এবং এরপর তাদের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের দল থাকবে। প্রত্যেক দলে থাকবে তাদের সম পর্যায়ের লোক। যেমন নাবীগণ থাকবেন নাবীগণের দলে, সিদ্দীকগণ থাকবেন তাঁদের সমপর্যায়ের লোকদের দলে, শহীদগণ থাকবেন শহীদগণের দলে এবং আলেমগণ থাকবেন আলেমদের দলে। মোট কথা, প্রত্যেকেই তাঁর সমপর্যায়ের লোকের সাথে থাকবেন।

حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا যখন তাঁরা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন এবং পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলবেন তখন সেখানে একটি পুলের উপর তাঁদেরকে দাঁড়

করানো হবে এবং পৃথিবীতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে যুল্ম ও উৎপীড়ন ছিল তার প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে। যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাক-পরিস্কার হয়ে যাবেন তখন তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।

সূর বা শিঙ্গার সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, জান্নাতের দরযার উপর পৌঁছে জান্নাতীরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করবে ঃ কার মাধ্যমে তারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি চাবে! অতঃপর তারা ইচ্ছা করবে আদমের (আঃ), তারপর নূহের (আঃ), তারপর ইবরাহীমের (আঃ), এরপর মূসার (আঃ), তারপর ঈসার (আঃ) এবং এরপর তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইচ্ছা পোষণ করবে, যেমন হাশরের মাঠে সুপারিশের ক্ষেত্রে করেছিল। এর দ্বারা সর্বক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাযীলাত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে আমিই হব প্রথম সুপারিশকারী। অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমিই হলাম এমন এক ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম জান্নাতের দরযায় করাঘাত করব। (মুসলিম ১/১৮৮)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আমি জান্নাতের দরযা খুলতে বললে সেখানের দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ আপনি কে? আমি উত্তরে বলব ঃ আমি হলাম মুহাম্মাদ! সে তখন বলবে ঃ আমার উপর এই নির্দেশই ছিল যে, আপনার আগমনের পূর্বে আমি যেন কারও জন্য জান্নাতের দরযা না খুলি। (আহমাদ ২/১৬৩, মুসলিম ১/১৮৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। থুথু, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি কিছুই জান্নাতীদের হবেনা। তাদের পানাহারের পাত্র এবং চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের *'অঙ্গারের পাত্র'* হতে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হবে। তাদের ঘাম হবে মিশ্ক আম্বর। তাদের প্রত্যেকের দু'জন স্ত্রী হবে, যাদের পদনালী এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে যে, ওর মজ্জা মাংসের বাহির হতে দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবেনা। তাদের অন্তরগুলি হবে যেন একটি অন্তর তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে। (আহমাদ ২/৩১৬, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৭, মুসলিম ৪/২১৮০)

হাফিয আবূ ইয়া'লা (রহঃ) তার হাদীস গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। তাদের কোন পায়খানা-প্রস্রাব কিংবা থুথু অথবা শ্লেস্মা হবেনা। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম থেকে মিশ্কের ঘ্রান বের হবে এবং *'অঙ্গারের পাত্র'* থেকে সুগন্ধি বের হবে। তাদের স্ত্রীগণ হবেন হুর, যারা হবেন চপল নয়না এবং তারা দেখতে হবেন একই রকমের। তাদের গঠন হবে যেন একই ব্যক্তির ৬০ হাত লম্বা বিশিষ্ট সন্তান। (ফাতহুল বারী ৪/৪১৭, মুসলিম ৪/২১৭৯, আবূ ইয়া'লা ১০/৪৭০)

অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। এ কথা শুনে উক্কাশা ইব্ন মুহসিন (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! অতঃপর একজন আনসারী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ উক্কাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৩, মুসলিম ১/১৯৭)

সত্তর হাজার ব্যক্তিকে যে বিনা হিসাবে জান্নাতে পাঠানো হবে এ ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), রিফা'আ ইব্ন আরাবা আল যুহানী (রাঃ) এবং উম্মুল কায়িস বিন্ত মিহসান (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আবূ হাযিম (রহঃ) সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা একে অপরকে ধরে থাকবে। তারা একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত (উজ্জ্বল)। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৪, মুসলিম ১/১৯৭)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ যখন এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জান্নাতের নিকট পৌঁছবেন তখন তাঁদের জন্য জান্নাতের দরযাগুলি খুলে দেয়া হবে। সেখানের রক্ষক মালাইকা তাঁদেরকে সালাম জানাবেন এবং বলবেন ঃ আপনারা উত্তম আমল করেছেন, সুতরাং চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য এখানে প্রবেশ করুন।

এটি একটি শর্তযুক্ত বাক্য। এখানে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যখন তাদেরকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাদের সম্মানে জান্নাতের দরযাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের পাহারায় নিযুক্ত মালাইকা তাদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর তাদের প্রতি সালাম জানাবেন, তাদের প্রশংসা করবেন এবং সুসংবাদ প্রদান করবেন। জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে তখন ওর পাহারাদার মালাইকা তাদেরকে ভর্ৎসনা করবেন ও ধিক্কার জানাবেন। অন্যদিকে জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের গুণগত মান ও পরিমান অনুযায়ী জান্নাতে যে স্তর প্রদান করা হবে তদনুযায়ী তারা আনন্দ-উল্লাস করতে থাকবে। এর পরবর্তীতে তাদের জন্য আরও কি রয়েছে এখানে তার উল্লেখ করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ হতে আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলি দরযা হতে ডাক দেয়া হবে। জান্নাতের কয়েকটি দরযা রয়েছে। সালাত আদায়কারীকে 'বাবুস্ সালাত' হতে, দাতাকে 'বাবুস সাদাকাহ' হতে, মুজাহিদকে 'বাবুল জিহাদ' হতে এবং সিয়াম পালনকারীকে 'বাবুর রাইয়ান' হতে ডাক দেয়া হবে। এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এরতো কোন প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দরযা হতে ডাক দেয়া হোক, কারণ যে দরযা হতেই ডাক দেয়া হোক না কেন, উদ্দেশ্যতো হল জান্নাতে প্রবেশ করা। কিন্তু এমন কোন লোক কি আছে যাকে সমস্ত দরযা থেকে ডাক দেয়া হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, আছে এবং আমি আশা করি যে, আপনিই হবেন তাদের মধ্যে একজন। (আহমাদ ২/২৬৮, ফাতহুল বারী ৪/১৩৩, মুসলিম ২/৭১১)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে একটির নাম হচ্ছে 'বাবুর রাইয়ান'। এটা দিয়ে শুধু সিয়াম পালনকারীই প্রবেশ করবে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৭৮, মুসলিম ২/৮০৮)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালভাবে ও পূর্ণমাত্রায় অযু করার পর পাঠ করে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরযা খুলে দেয়া হবে যে দরযা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম ১/২০৯)

মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ হচ্ছে জান্নাতের চাবি।

জান্নাতের প্রশস্ততা

আমরা মহান আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকেও জান্নাতের অধিবাসী করেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের হিসাব হবেনা তাদেরকে ডান দিকের দরযা দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাও। তারা কিন্তু অন্যান্য দরযাগুলিতেও জনগণের সাথে শরীক হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! জান্নাতের চৌকাঠ এত বড় ও প্রশস্ত যে, ওর প্রশস্ততা *মাক্কা* ও হাযারের মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা *হাযার* ও *মাক্কার* মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অন্য বর্ণনায় রয়েছে *মাক্কা* এবং *বাসরার* দূরত্বের সমান। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৭, মুসলিম ১/১৮৪)

উত্বা ইব্ন গাযওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আমার নিকট এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরযাগুলির প্রশস্ততা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান। এমন একটি দিন আসবে যে, ঐ দিন জান্নাতে প্রবেশকারীদের অত্যন্ত ভীড় হবে, ফলে এই প্রশস্ত দরযাগুলিও লোকে পূর্ণ হয়ে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৭৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ জান্নাতীরা যখন জান্নাতের নিকটবর্তী হবে তখন রক্ষক মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

তোমাদের আমল, কথাবার্তা, চেষ্টা-তাদবীর এবং বদলা-বিনিময় ইত্যাদি সবই আনন্দদায়ক। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন যুদ্ধের সময় স্বীয় ঘোষককে বলতে বলতেন জান্নাতে শুধু মুসলিমরাই যাবে কিংবা বলতেন, মু’মিনরাই শুধু জান্নাতে যাবে। (ফাতহুল বারী ১১/৩৮৫) মালাইকা/ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে আরও বলবেন ঃ

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ তোমাদেরকে এ জান্নাত হতে কখনও বের করা হবেনা। বরং তোমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। জান্নাতীরা নিজেদের এই অবস্থা দেখে খুশী হয়ে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন ঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। দুনিয়ায় তাদের এই প্রার্থনাই ছিল ঃ

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

হে আমাদের রাব্ব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেননা। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৪) অন্য আয়াতে আছে যে, তারা এ সময় বলবে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৪৩) তারা আরও বলবে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٥) ٱلَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত করেছেন! আমাদের রাব্বতো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা। এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৪-৩৫) মহান আল্লাহ জান্নাতীদের আরও উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ আল্লাহ আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম! এ আয়াতটি মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫) এ জন্যই তারা বলবে, জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা আমরা বসবাস করব। এটাই হল আমাদের আমলের উত্তম পুরস্কার।

মি'রাজের ঘটনায় আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখি যে, ওর তাঁবুগুলি মণিমুক্তা নির্মিত এবং ওর মাটি খাঁটি মিশক আম্বর। (ফাতহুল বারী ১১/৫৪৭, মুসলিম ১/১৪৮)

৭৫। এবং তুমি মালাইকাকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে। বলা হবে ঃ প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব	٧٥. وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ

আল্লাহর প্রাপ্য।	رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ.

আল্লাহ তা'আলার জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ফাইসালা শুনিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে পৌঁছে দেয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হতে ফারেগ হওয়া এবং তাতে নিজের আদল ও ইনসাফ প্রমাণ করার পর এবার এই আয়াতে তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! কিয়ামাতের দিন তুমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সমস্ত মাখলূকের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে। এই সরাসরি ন্যায় ও করুণাপূর্ণ ফাইসালায় খুশী হয়ে সারা বিশ্বজগত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করতে শুরু করবে এবং প্রাণী ও নিস্প্রাণ বস্তু হতে শব্দ উঠবে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব। যেহেতু ঐ সময় প্রত্যেক শুষ্ক ও সিক্ত জিনিস আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবে সেই হেতু এখানে **مَجْهُوْل** বা কর্মবাচ্যের রূপ আনয়ন করে কর্তাকে **عَام** বা সাধারণ করা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মাখলূককে সৃষ্টি করার সূচনাও হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১) আর মাখলূকের পরিসমাপ্তিও হয়েছে প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে ঃ প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য।

সূরা যুমার - এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪০ ঃ মু'মিন, মাক্কী

٤٠ – سورة غافر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮৫, রুকূ ৯)

(اٰيَاتُهَا : ٨٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

'হা মীম' দ্বারা যে সূরাসমূহ শুরু হয়েছে তার গুরুত্ব

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই মৌলিক গুণাবলী রয়েছে, আর حم সম্বলিত সূরাগুলি অথবা (বলেছেন) حَوَامِيْم সম্বলিত সূরাগুলি হল কুরআনুল হাকীমের মৌলিক সূরা। (দুররুল মানসুর ৭/২৬৮) মিস'আর ইব্ন কিদাম (রহঃ) বলেন যে, এই সূরাগুলিকে عَرَائِس বলা হত। عُرُوْس বলা হয় নব বধূকে। (কুরতুবী ১৫/২৮৮) এসব কিছু বিখ্যাত ইমাম ও পন্ডিত ব্যক্তি আবূ উবাইদ আল কাসিম ইব্ন সাল্লাম (রহঃ) তার *'ফাযায়িলুল কুরআন'* কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮)

হুমাইদ ইব্ন জানযাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, কুরআনুল হাকীমের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে তার পরিবারবর্গের জন্য কোন একটি ভাল মঞ্জিলের অনুসন্ধানে বের হল। সে এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখানে যেন সবেমাত্র বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে মুগ্ধ মনে আরও একটু অগ্রসর হল এবং সবুজ-শ্যামল কয়েকটি বাগান দেখতে পেল। সে প্রথমে সিক্ত ভূমি দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল, এরপর বাগানসমূহ দেখে সে আরও বেশি মুগ্ধ হল। তখন তাকে বলা হল ঃ প্রথমটির দৃষ্টান্ত হল কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত এবং ঐ বাগানগুলির দৃষ্টান্ত হল এমনই যেমন কুরআন কারীমে حم যুক্ত সূরাগুলি রয়েছে। (বাগাবী ৪/৯০)

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন আমি কুরআনুল কারীম পাঠ করতে করতে حم যুক্ত সূরাগুলির উপর পৌঁছি তখন আমার মনে হয়, আমি যেন সবুজ-শ্যামল ফুলে-ফলে ভর্তি বাগানসমূহে ভ্রমণ করছি। (বাগাবী ৪/৯০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

১। হা- মীম।	**١. حمٓ**
২। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে -	**٢. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ**
৩। যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবাহ কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।	**٣. غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوۡبِ شَدِيدِ ٱلۡعِقَابِ ذِى ٱلطَّوۡلِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ**

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআ'ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ আলোচনা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তুমি যখন রাতে ঘুমাতে যাবে তখন *'হা মীম লা ইউনসারুন'* পাঠ করবে। (আবূ দাঊদ ৩/৭৪, তিরমিযী ৫/৩২৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুম মাজীদ আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত যিনি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ, যিনি পবিত্র মর্যাদার অধিকারী, যাঁর কাছে অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন নেই যদিও তা বহু পর্দার মধ্যে লুকায়িত থাকে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী। যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনিও তার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে, যে তাঁর থেকে বেপরোয়া হয় তাঁর সামনে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তাকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَبِّئۡ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلۡعَذَابُ ٱلۡأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি! তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০)

কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যেগুলিতে রাহম ও কারমের সাথে সাথে আযাব ও শাস্তির কথাও রয়েছে, যাতে বান্দা ভয় ও আশা এই উভয় অবস্থার মধ্যে থাকে। তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ। তিনি বড়ই মর্যাদাবান, অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, সীমাহীন নি'আমাত ও করুণার আধার। বান্দাদের উপর তাঁর ইনআ'ম ও ইহসান এত বেশি রয়েছে যে, কেহ ওগুলির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারেনা।

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১৮)

لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ তাঁর মত কেহই নেই। তাঁর একটি গুণও কারও মধ্যে নেই। তিনি ছাড়া কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনি ছাড়া কেহ কারও পালনকর্তা হতে পারেনা। সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। ঐ সময় তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী।

৪। শুধু কাফিরেরাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে।	٤. مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَٰدِ
৫। তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করার জন্য অভিসন্ধি করেছিল	٥. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍۭ بِرَسُولِهِمْ

লِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَـٰدَلُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ	এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!
٦. وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ	৬। এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হল তোমার রবের বাণী - এরা জাহান্নামী।

কাফিরদের একটি চরিত্র এই যে, পরিনাম চিন্তা না করে আয়াত সম্পর্কে তর্ক করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার পর ওকে না মানা এবং তাতে ক্ষত সৃষ্টি করা কাফিরদেরই কাজ। অতএব হে নাবী! এ লোকগুলি যদি ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায় তাহলে তুমি যেন প্রতারিত না হও যে, এরা যদি আল্লাহর নিকট ভাল না হত তাহলে তিনি তাদেরকে এই নি'আমাতগুলি কেন দিয়েছেন? যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَـٰدِ. مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৬-১৯৭) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! লোকেরা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এ কারণে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়োনা। তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তাদেরকেও তাদের কাওম অবিশ্বাস করেছিল এবং তাদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

নূহ্ (আঃ), যিনি বানী আদমের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূল হয়ে এসেছিলেন, জনগণের মধ্যে যখন প্রথম প্রথম মূর্তি/প্রতিমা পূজা শুরু হয় তখন ঐ লোকগুলো তাঁকেও অবিশ্বাস করে এবং তাঁর পরেও যত নাবী এসেছিলেন তাঁদেরকেও তাঁদের উম্মাতরা অবিশ্বাস করতে থাকে। এমনকি সবাই নিজ নিজ যামানার নাবীকে বন্দী করা ও হত্যা করার ইচ্ছা করে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তা করেও ফেলে এবং নিজেদের সন্দেহ ও মিথ্যা দ্বারা সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে চায় এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ আমি ঐ বাতিল পন্থীদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে তাদের বড় পাপ ও ঘৃণ্য হঠকারিতার কারণে ধ্বংস করলাম। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, তাদের উপর আমার শাস্তি কত কঠোর ছিল! অর্থাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক। এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

যেমনভাবে তাদের উপর তাদের জঘন্য আমলের কারণে আমার শাস্তি আপতিত হয়েছিল, তেমনিভাবে এই উম্মাতের মধ্যে যারা এই শেষ নাবীকে অবিশ্বাস করছে, তাদের উপরও এরূপই শাস্তি আপতিত হবে। যদিও তারা পূর্ববর্তী নাবীদেরকে (আঃ) সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা শেষ নাবীর নাবুওয়াতকে স্বীকার না করবে, পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর তাদের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত হবে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৭। যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।	٧. ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ
৮। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٨. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
৯। এবং আপনি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করুন, সেই দিন আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবেন তাকেতো	٩. وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ

অনুগ্রহই করবেন, এটাইতো মহাসাফল্য।	وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

আরশ ধারণকারী মালাইকা আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং মু’মিনদেরকে ক্ষমা করার জন্য দু‘আ করেন

আরশ বহনকারী মালাইকা/ফেরেশতা এবং ওর আশেপাশের সমস্ত সম্মানিত মালাইকা এক দিকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেন এবং অপর দিকে তিনিই যে সমস্ত গুণ ও প্রশংসার যোগ্য তা মেনে নিয়ে তাঁর গুণগান করেন। মোট কথা, যা আল্লাহর মধ্যে নেই বলে অন্যেরা মনে করে তা হতে তারা তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত বলেন এবং যা তাঁর মধ্যে রয়েছে তা তারা সাব্যস্ত করেন। তারা তাঁর উপর ঈমান বা বিশ্বাস রাখেন এবং নিজেদের নীচতা ও অপারগতা প্রকাশ করেন।

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا যমীনবাসী সমস্ত মু’মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। আল্লাহকে না দেখেই পৃথিবীবাসীর তাঁর উপর ঈমান ছিল বলে তিনি তাদের অবগতি ছাড়াই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশে তাঁর নৈকট্য লাভকারী মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন। সুতরাং যখন কোন বান্দা তার মু’মিন ভাইয়ের অজ্ঞাতে দু‘আ করে তখন তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ যখন কোন মুসলিম তার কোন মু’মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু‘আ করে তখন মালাইকা তার দু‘আয় আমীন বলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকেও ওটাই প্রদান করুন যা তুমি তোমার ঐ মু’মিন ভাইয়ের জন্য চাচ্ছ। (মুসলিম ৪/২০৯৪)

সাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ) বলেন ঃ আর্‌শ বহনকারী মালাইকার সংখ্যা হল আট জন। তাদের চার জন আল্লাহর কাছে বলেন ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত মহিমা ও প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি মহান, জ্ঞানী এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীল। অপর চার জন বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং ক্ষমা প্রদর্শনকারী। মু’মিন বান্দা যখন তার মু’মিন ভাইয়ের জন্য দু‘আ করে তখন তারা বলে ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا *হে আমাদের রাব্ব! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী।* অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার দয়া তাদের পাপের উপর প্রভাব বিস্তার করুক এবং তাদের উত্তম কথা ও আমল তোমার জ্ঞানে থাকুক।

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ *অতএব যারা তাওবাহ করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর।* অর্থাৎ যারা অন্যায় অপরাধ করেছে তারা যদি তোমার কাছে তাওবাহ করে, অপরাধ স্বীকার করে এবং তাদের অনুসৃত বিপথ থেকে ফিরে এসে তোমার পথে ধাবিত হয় এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে উত্তম আমল করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ *এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।* অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে দূরে রাখ, যে আযাব হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন এবং সহ্য করার বাইরে। তারা আরও বলেন ঃ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ *হে আমাদের রাব্ব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও।* অর্থাৎ তাদের সবাইকে পরস্পর প্রতিবেশী রূপে জান্নাতে দাখিল কর যাতে তারা যখন খুশি একত্রিত হয়ে আনন্দ উপভোগ এবং চোখের শীতলতা লাভ করতে পারে। অন্যত্র যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٍ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করাব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ তাদের সবাইকেই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান করব, যাতে উভয় পক্ষের সাক্ষাতে সবাই আনন্দ লাভ করে। আর আমি এটা করবনা যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের মর্যাদা কমিয়ে দিব, বরং যাদের মর্যাদা কম তাদের মর্যাদা আমি বাড়িয়ে দিব এবং এটা তাদের উপর আমার দয়া ও অনুগ্রহেরই ফল।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে ঃ আমার মাতা-পিতা, আমার ভাই এবং আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়? উত্তর দেয়া হবে ঃ তাদের সাওয়াব এত ছিলনা যে, তারা তোমার আমলের

অনুরূপ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। সে বলবে ঃ আমিতো আমার জন্য এবং তাদের সবারই জন্য আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও তার মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।* (তাবারী ২১/৩৫৭)

মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখির (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি আন্তরিক হলেন তাঁর মালাইকা। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ **رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم** *হে আমাদের রাব্ব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ।* তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতক হল শাইতান। (কুরতুবী ১৫/২৯৫)

إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি এমন বিজয়ী যাঁর উপর কেহ বিজয় লাভ করতে পারেনা এবং যাঁকে কেহ বাধা দিতে পারেনা। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি স্বীয় কথায়, কাজে এবং শারীয়াতে ও তাকদীরে প্রজ্ঞাময়। সুতরাং মালাইকা/ফেরেশতারা প্রার্থনায় আরও বলেন ঃ

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ হে আল্লাহ! তুমি মু'মিনদেরকে তোমার শাস্তি হতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তার প্রতিতো তুমি অনুগ্রহই করবে। আর এটাইতো মহা সাফল্য।

১০। কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে ঃ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن

অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদের ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।	مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَـٰنِ فَتَكْفُرُونَ
১১। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রেখেছেন এবং দুই বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিস্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি?	١١. قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ
১২। তোমাদের এই পার্থিব শাস্তিতো এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।	١٢. ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟ ۚ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِىِّ ٱلْكَبِيرِ
১৩। তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিয্ক। আল্লাহর অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।	١٣. هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ

১৪। সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে।	١٤. فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কাফিরদের মনস্তাপ

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন যখন তারা আগুনের গভীর কূপে থাকবে এবং আল্লাহর আযাব পেতে থাকবে এবং যেসব শাস্তি সহ্য করা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, তখন তারা নিজেদেরকে জঘন্য থেকে জঘন্যতর ধিক্কার দিতে থাকবে। কেননা নিজেদের মন্দ কর্মের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হয়েছে। ঐ সময় মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলবেন ঃ আজ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা দুনিয়ায় তোমাদের উপর আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।

لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ *তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদের ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।* এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ায় যে লোকদেরকে ঈমানের দা'ওয়াত দেয়ার পরও কুফরী পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঐ অবস্থার চেয়েও আরও বেশি ঘৃণা করেন যখন কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে দেয়া শাস্তি অবলোকন করে নিজেদের কৃত আমলের কথা স্মরণ করে তারা নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে। (তাবারী ২১/৩৫৯) হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যার ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ আল হামাদানী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর আত তাবারীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষন করতেন। (তাবারী ২১/৩৫৮, ৩৫৯) তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ *হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন।* আশ শাউরী (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি আবুল আহওয়াস (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি নিম্নের

আয়াতটিরই অনুরূপ ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবূ মালিকেরও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ছিল। (তাবারী ২১/৩৬০) নিঃসন্দেহে এটিই হচ্ছে সঠিক মতামত। উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামাত দিবসে যখন কাফিরদেরকে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা তাঁর কাছে তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য আবেদন করতে থাকবে যাতে উত্তম আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২)

কিন্তু তাদের এ আকাংখা পূরণ করা হবেনা। অতঃপর যখন তারা জাহান্নাম এবং ওর আগুন দেখবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের পাশে পৌঁছে দেয়া হবে তখন দ্বিতীয়বার তারা ঐ আবেদন করবে এবং প্রথমবারের চেয়ে বেশি কাকুতি মিনতি করতে থাকবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৮)

এর পরে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ওর আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে, লোহার আংটা দিয়ে তাদের দেহকে ওলট-পালট করা হবে, শিকল দ্বারা বেধে ফেলা হবে। যখন তাদের আযাব শুরু হয়ে যাবে তখন তারা আরও জোর ভাষায় তাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে সৎ আমল করার সুযোগ দানের জন্য আকুল প্রার্থনা করতে থাকবে। ঐ সময় তারা অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে বলবে ঃ

رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭) তারা আরও বলবে ঃ

رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ. قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৭-১০৮)

এই আয়াতে ঐ লোকগুলো নিজেদের আবেদনের পূর্বে একটি মুকদ্দমা কায়েম করে আবেদনের মধ্যে এই ধরনের নমনীয়তা সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শক্তির বর্ণনা দিয়ে বলবে ঃ

رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ তারা মৃত ছিল, তিনি তাদেরকে জীবন দান করেছিলেন। তারপর আবার তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন এবং পুনরায় জীবন দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তাই তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করছি। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুল্ম করেছি ও সীমা লংঘন করেছি।

فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ এখন আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ আপনি আমাদের পরিত্রাণের উপায় বের করে দিন এবং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা ভাল কাজ করব এবং এটা হবে আমাদের পূর্বের কৃতকর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবার দুনিয়ায় গিয়েও যদি আমরা পূর্বের কর্মের পুনরাবৃত্তি করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই যালিম বলে গণ্য হব। জবাবে তাদেরকে বলা হবে ঃ

ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا এখন দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই। কেননা দুনিয়ায় যদি তোমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তোমরা পূর্বে যা করতে তাই করবে। তোমরা আসলে নিজেদের অন্তর বক্র করে ফেলেছ। এবারও তোমরা সত্যকে কবূল করবেনা, বরং বিপরীতই করবে। তোমাদের অবস্থাতো এই ছিল যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থাপন করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৮)

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ সুতরাং প্রকৃত হাকিম যাঁর হুকুমে কোন প্রকারের যুল্ম নেই, বরং যার ফাইসালায় ন্যায় ও ইনসাফই

রয়েছে তিনিই আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। যার উপর ইচ্ছা তিনি রাহমাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তাঁর ফাইসালা ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই। ঐ আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা লোকদের উপর প্রকাশ করে থাকেন। যমীন ও আসমানে তাঁর তাওহীদের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সবারই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা একমাত্র তিনিই।

وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا তিনি আকাশ হতে রুযী অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেন যার দ্বারা সর্বপ্রকারের শস্য, নানা প্রকারের উত্তম স্বাদের, বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন ঘ্রাণের এবং নানা আকারের ফল-ফুল উৎপন্ন হয়ে থাকে। পানি এবং যমীন এক হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ সত্য কথাতো এই যে, শিক্ষা ও উপদেশ এবং চিন্তা ও গবেষণার তাওফীক শুধু সেই লাভ করে যে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

যখন যে অবস্থায় থাকুক সেই অবস্থায়ই মু'মিনদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ *সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিরেরা এটা পছন্দ করেনা।* অর্থাৎ আল্লাহকে ডাকতে হবে খাঁটি অন্তরে কারও সাথে অংশী না করে। তোমরা মূর্তি পূজকদের মত মনে অবিশ্বাস পোষণ করনা এবং তাদের আচার আচরণ অবলম্বন করনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি প্রতি সালাতের শেষে পাঠ করতেন ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر. وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই জন্য, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কোন ভাল কাজ সম্পাদন এবং কোন মন্দ কাজ পরিহার করার সামর্থ্য কারও নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি ব্যতীত আমরা আর কারও ইবাদাত করিনা। যা কিছু ভাল তা সবই তাঁরই পক্ষ থেকে এবং সমস্ত সুন্দর ও উত্তম প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছি, যদিও কাফিরেরা তা পছন্দ করেনা। তিনি বলতেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাত শেষে এই দু'আটি পাঠ করতেন। (আহমাদ ৪/৪, মুসলিম ১/৪১৬, আবূ দাঊদ ২/১৭৩, নাসাঈ ৩/৭৮, ৭৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফার্য সালাতের সালামের পরে নিম্নের তাসবীহ পাঠ করতেন ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَــدِيْر. وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْــبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّــنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বেঁচে থাকার ও আল্লাহর ইবাদাতে লেগে থাকার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আমরা শুধু তাঁরই ইবাদাত করি। নি'আমাত, অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আমরা শুধু তাঁকেই ডাকি, যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে। (মুসলিম ১/৪১৫)

১৫। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের	١٥. رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ

অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে -	يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ
১৬। যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।	١٦. يَوْمَ هُم بَٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ
১৭। এদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; কারও প্রতি যুল্ম করা হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	١٧. ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

কিয়ামাত দিবসে সাক্ষাতের কঠিন সময় উল্লেখ করে অহী প্রেরণ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছেন এবং নিজের আরশের বড়ত্ব ও প্রশস্ততার বিবরণ দিচ্ছেন যা সমস্ত মাখলূককে ছাদের মত আচ্ছাদন করে রয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ. تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

মালাইকা/ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৩-৪) এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে যে, এই দূরত্ব হল সাত আসমান ও যমীন হতে আরশ পর্যন্ত স্থানের। যেমন পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় মনীষীদের উক্তি যা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গতই বটে। সেই অনুযায়ী সাত আসমান ও আরশের দূরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

একাধিক তাফসীরকারক হতে বর্ণিত আছে যে, আরশ রক্তিম বর্ণের মণি-মাণিক্য দ্বারা নির্মিত। এর দু'টি প্রান্তের প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের দূরত্বের সমান। আর এর উচ্চতা হল সপ্তম যমীন হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত অহীসহ মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪) এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **يَوْمَ التَّلَاقِ** কিয়ামাতের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম, যা হতে আল্লাহ তা'আলা

স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। (তাবারী ২১/৩৬৪) ইহা হল ঐ দিন যে দিন প্রত্যেকে তার আমলনামা দেখতে পাবে, তা ভাল হোক অথবা খারাপ হোক। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللَّه مِنْهُمْ شَيْءٌ সেই দিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। অর্থাৎ সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কিছুই তারা গোপন রাখতে পারবেনা। কোথাও তারা আশ্রয়ও পাবেনা। এমন কি কোন ছায়ার স্থানও থাকবেনা। ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّه الْوَاحِد الْقَهَّارِ আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার? সেই দিন কার এমন ক্ষমতা হবে যে, তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে? সুতরাং নিজেই তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে বলবেন ঃ আজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব হল এক, পরাক্রমশালী আল্লাহর। এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে জড়িয়ে নিয়ে স্বীয় ডান হতে রাখবেন এবং বলবেন ঃ (আজ) আমিই বাদশাহ, আমিই গর্বকারী। দুনিয়ার বাদশাহ, প্রতাপশালী ও অহংকারীরা আজ কোথায়? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৩, মুসলিম ৭০৫১, তাবারী ২১/৩২৭)

শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হাদীসে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টজীবের রূহ কবয করে নিবেন এবং ঐ এক অংশীবিহীন আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জীবিত থাকবেনা। ঐ সময় তিনি তিনবার বলবেন ঃ

لِلَّه الْوَاحِد الْقَهَّارِ আজ রাজত্ব কার? অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দিবেন ঃ আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই। অর্থাৎ আজ ঐ আল্লাহর কর্তৃত্ব যিনি এক, সর্ববিজয়ী এবং যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুরই আধিপত্য।

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ন্যায় ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুল্ম করা হবেনা। অর্থাৎ আজ আল্লাহ তা'আলা কারও প্রতি অণু পরিমাণও যুল্ম করবেননা। এমন কি সাওয়াবগুলি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর পাপরাশি ঠিকই রেখে দেয়া হবে, তিল পরিমাণও বেশি করা হবেনা। আবূ যার

(রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর যুল্মকে হারাম করে নিয়েছি (অর্থাৎ আমি বান্দার উপর যুল্ম করাকে নিজের উপর হারাম করে দিয়েছি)। সুতরাং তোমাদের কেহ যেন কারও উপর যুল্ম না করে। শেষের দিকে রয়েছে ঃ হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমলগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখছি (অর্থাৎ তোমাদের আমলগুলির উপর পূর্ণভাবে দৃষ্টি রাখছি), আমি এগুলির পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করব। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ পাবে সে যেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি এটা ছাড়া অন্য কিছু পাবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে (কেননা ওটা তার নিজেরই কৃতকর্মের ফল)। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) অতঃপর মহান আল্লাহ তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। সমস্ত সৃষ্টজীবের হিসাব গ্রহণ তাঁর কাছে একজনের হিসাব গ্রহণের মতই সহজ। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

১৮। তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।	١٨. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَـٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

১৯। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে তিনি অবহিত।	١٩. يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ
২০। আল্লাহ বিচার করেন সঠিকভাবে; আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	٢٠. وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

কিয়ামাত দিবসে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে

يَوْمَ الْآزِفَةِ কিয়ামাতের একটি নাম। কেননা কিয়ামাত খুবই নিকটবর্তী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ

কিয়ামাত আসন্ন, আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৭-৫৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমন্ডল ম্লান হয়ে যাবে। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৭) মোট কথা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কিয়ামাতের নাম آزِفَةِ হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হবে। সুতরাং তা বেরও হবেনা এবং স্বস্থানে ফিরে যেতেও পারবেনা। (তাবারী ২১/৩৬৮) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। *'কাযিমীন'* অর্থ নিশ্চুপ বা নীরব। কারণ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সেখানে কেহকেই কথা বলতে দেয়া হবেনা। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রুহ্ ও মালাইকা/ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮) ইবন্ যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ *'কাযিমীন'* শব্দের অর্থ হচ্ছে ফুঁপিয়ে কান্নাকাটি করা। (দুররুল মানসুর ৭/২৮১)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ *যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।* অর্থাৎ যারা দুনিয়ায় বসবাসকালে ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করেছে কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন এগিয়ে আসবেনা। তাদের জন্য কোন সুপারিশকারীও থাকবেনা এবং যা কিছু ভাল (আমল) রয়েছে তার সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হবে।

মহান আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ছোট-বড়,

প্রকাশ্য-গোপনীয় এবং মোটা ও পাতলা সবই তাঁর কাছে সমানভাবে প্রকাশমান। এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী তিনি যে, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তাঁকে প্রত্যেকেরই ভয় করা উচিত এবং কারও এ ধারণা করা উচিত নয় যে, কোন এক সময় সে তাঁর থেকে গোপন রয়েছে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। বরং সদা-সর্বদা তার এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তিনি তাকে দেখছেন। তাঁর জ্ঞান তাকে ঘিরে রয়েছে। সুতরাং সব সময় তাঁকে স্মরণ রাখা উচিত এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত। তিনি তাঁর বান্দার চোখের অপরাধ ভাল করেই জানেন, যদিও ঐ চোখ দেখতে নিস্পাপ মনে হয়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে হয়তো কোন বাড়ীতে গেল যেখানে কোন সুন্দরী মহিলা রয়েছে, কিংবা সে হয়তো ঐ বাড়ীতে যাতায়াত করে থাকে। তখন ঐ লোকটি আড়াল হতে ঐ মহিলাটির দিকে তাকায় যেখানে তাকে কেহ দেখতে পায়না। তার দিকে যখনই কারও দৃষ্টি পড়ে তখনই সে মহিলাটির দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়। আবার যখন সুযোগ পায় তখন পুনরায় তার দিকে তাকায়। তাই মহান আল্লাহ বলেন যে, বিশ্বাসঘাতক চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে তিনি অবহিত। অর্থাৎ তার অন্তরে হয়তো এটা রয়েছে যে, সম্ভব হলে সে মহিলাটির গুপ্তাঙ্গও দেখে নিবে। তার এই গোপন ইচ্ছাও আল্লাহ তা'আলার অজানা নয়।

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, **خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ** এর অর্থ হল চোখমারা, ইশারা করা এবং মানুষের কাছে বলা ঃ 'আমি দেখেছি' অথচ সে দেখেনি এবং তার বলা ঃ 'আমি দেখিনি' অথচ সে দেখেছে। (কুরতুবী ১৫/৩০৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দৃষ্টি যে নিয়তে নিক্ষেপ করা হয় তা আল্লাহ তা'আলার কাছে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান। আর অন্তরের মধ্যে এই লুকায়িত খেয়াল যে, যদি সুযোগ পায় এবং ক্ষমতা থাকে তাহলে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে সে বিরত থাকবে কি থাকবেনা এটাও তিনি জানেন। (তাবারী ২১/৩৬৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২১/৩৭০)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) **وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, তুমি যদি সুযোগ পাও তাহলে তুমি কোন মহিলার সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হবে কিনা। (তাবারী ২১/৩৬৯) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, অন্তরের কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে ও ন্যায়ের সাথে বিচার করেন। আল আমাশ (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ সাওয়াবের বিনিময়ে পুরস্কার এবং পাপের বিনিময়ে শাস্তি দানে তিনি সক্ষম। (তাবারী ২১/৩৬৯)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, অর্থাৎ মূর্তি/প্রতিমা ইত্যাদি, তারা বিচার করতে অক্ষম। অর্থাৎ তারা কোন কিছুরই মালিক নয় এবং তাদের হুকুমাত নেই, সুতরাং তারা বিচার ফাইসালা করবেই বা কি?

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সৃষ্টজীবের কথা শোনেন এবং তাদের অবস্থা দেখেন। যাকে ইচ্ছা তিনি পথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। এর মধ্যেও তাঁর পুরাপুরি ন্যায় ও ইনসাফ বিদ্যমান রয়েছে।

২১। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর।	٢١. أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُواْ هُمْ

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ	**অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহর শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেহ ছিলনা।**
٢٢. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَكَفَرُوا۟ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	**২২। এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনসহ এলে তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। তিনিতো শক্তিশালী, শাস্তি দানে কঠোর।**

কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ হে নাবী! তোমার রিসালাতকে অবিশ্বাসকারীরা কি এদিক ওদিক ভ্রমণ করে তাদের পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে অবিশ্বাসকারী কাফিরদের অবস্থা অবলোকন করেনি? তারাতো এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং কীর্তিতেও ছিল তারা এদের চেয়ে উন্নততর।

وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ তাদের ঘর-বাড়ী এবং আকাশচুম্বী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এদের চেয়ে তারা বয়সও বেশি পেয়েছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৬)

وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا

তারা জমি চাষ করত, তারা (পূর্ববর্তীরা) ওটা আবাদ করত তাদের অপেক্ষা অধিক। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৯)

যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হল তখন না কেহ তাদের হতে আযাব সরাতে পারলো, না কারও মধ্যে ঐ শাস্তির মুকাবিলা করার শক্তি পাওয়া গেল, আর না তাদের বাঁচার কোন উপায় বের হল। তাদের উপর আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হওয়ার বড় কারণ এই ছিল যে, তাদের কাছেও তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে।

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। অন্যান্য কাফিরদের জন্য এটাকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দেন।

إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং শাস্তিদানে তিনি অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এসব আযাব হতে পরিত্রাণ দান করুন!

২৩। আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম -	٢٣. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
২৪। ফির'আউন, হামান ও কারূণের নিকট; কিন্তু তারা বলেছিল ঃ এতো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।	٢٤. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَقَـٰرُونَ فَقَالُواْ سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ
২৫। অতঃপর যখন মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হল তখন তারা বলল ঃ মূসার উপর যারা ঈমান	٢٥. فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ

এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং নারীদেরকে জীবিত রাখ। কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।	ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَآءَهُمۡۚ وَمَا كَيۡدُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ
২৬। ফির'আউন বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবের শরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।	٢٦. وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ ذَرُونِيٓ أَقۡتُلۡ مُوسَىٰ وَلۡيَدۡعُ رَبَّهُۥٓۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمۡ أَوۡ أَن يُظۡهِرَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡفَسَادَ
২৭। মূসা বলল ঃ যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করেনা, সেই সব উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের রবের শরণাপন্ন হচ্ছি।	٢٧. وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذۡتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٖ لَّا يُؤۡمِنُ بِيَوۡمِ ٱلۡحِسَابِ

মূসা (আঃ) ও ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলদের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন যে, পরিণামে যেমন তাঁরাই জয়যুক্ত ও সফলকাম হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সময়ের কাফিরদের উপর বিজয়ী হবেন। সুতরাং তাঁর চিন্তিত ও ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই। যেমন মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) ঘটনা তাঁর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দলীল প্রমাণাদিসহ কিবতীদের বাদশাহ ফির'আউনের নিকট, যে ছিল

মিসরের সম্রাট, তার প্রধানমন্ত্রী হামানের নিকট এবং সেই যুগের সবচেয়ে ধনী এবং বণিকদের বাদশাহ নামে খ্যাত কারূনের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ হতভাগারা এই মহান রাসূল মূসাকে (আঃ) অবিশ্বাস করে এবং তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখে।

فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ তারা পরিষ্কারভাবে বলে ঃ এ ব্যক্তি যাদুকর মোহাচ্ছন্ন/বিভ্রান্ত এবং চরম মিথ্যাবাদী। এই উত্তরই তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণও পেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ. أَتَوَاصَوۡاْ بِهِۦۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ طَاغُونَ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২-৫৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ আমার রাসূল মূসা যখন আমার নিকট হতে সত্যসহ তাদের নিকট হাযির হল তখন তারা তাকে দুঃখ-কষ্ট দিতে শুরু করল। ফির'আউন হুকুম জারী করল ঃ এই রাসূলের উপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখ। এটি ছিল ফির'আউনের দ্বিতীয়বার আদেশ দান। এর পূর্বেও সে এই নির্দেশ জারী করে রেখেছিল। কেননা তার আশংকা ছিল যে, না জানি হয়তো মূসার (আঃ) জন্ম হবে, অথবা হয়তো এ জন্য যে, যেন বানী ইসরাঈলের সংখ্যা কমে যায়। ফলে তারা যেন দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অথবা সম্ভবতঃ এ দু'টি যুক্তিই তার সামনে ছিল। এখন দ্বিতীয়বার সে এই হুকুম জারী করে। এর কারণও ছিল এটাই যে, যেন বানী ইসরাঈল দলটি বিজিত থাকে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। আর তারা যেন লাঞ্ছিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। আর বানী ইসরাঈলের মনে যেন এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাদের এ বিপদের কারণ হল মূসা (আঃ)। যেহেতু তারা মূসাকে (আঃ) বলেও ছিল ঃ

আপনি আসার পূর্বেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং আপনার

আগমনের পরেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ

أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বলল ঃ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফির'আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বলল ঃ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ছিল ফির'আউনের দ্বিতীয়বারের হুকুম। (তাবারী ২১/৩৭৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। অর্থাৎ ফির'আউন যে চক্রান্ত করেছিল যে, বানী ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যাবে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। অতঃপর ফির'আউনের ঘৃণ্য ইচ্ছার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে মূসাকে (আঃ) হত্যা করার ইচ্ছা করে এবং স্বীয় কাওমকে বলে ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব। সে তার রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক, আমি এর কোন পরোয়া করিনা। আমি আশংকা করছি যে, যদি তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। মূসা (আঃ) যখন ফির'আউনের ঘৃণ্য উদ্দেশের বিষয় জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করেনা, ঐ সব উদ্ধত ও হঠকারী ব্যক্তি হতে আমি আমার ও (হে সম্বোধনকৃত ব্যক্তিরা) তোমাদের রবের শরণাপন্ন হয়েছি। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কাওম হতে ভীত হতেন তখন বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ

হে আল্লাহ! আমরা তাদের (শত্রুদের) অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আপনাকে তাদের মুকাবিলায় (দাঁড়) করছি। (নাসাঈ ৫/১৮৮)

২৮। ফির'আউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত, বলল ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেননা।	٢٨. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـٰنَهُۥٓ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَـٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
২৯। হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফির'আউন বলল ঃ আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তাই	٢٩. يَـٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَـٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ

فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ	**বলছি। আমি তোমাদেরকে শুধু সৎ পথই দেখিয়ে থাকি।**

ফির'আউনের পরিবারের একজন মুসলিম মূসাকে (আঃ) সমর্থন করেছিলেন

প্রসিদ্ধ কথাতো এটাই যে, এই মু'মিন লোকটি কিবতী ছিলেন। তিনি ছিলেন ফির'আউনের বংশধর। এমনকি সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন ফির'আউনের চাচাতো ভাই। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তিনি মূসার (আঃ) সাথে মুক্তি পেয়েছিলেন। (তাবারী ২১/৩৭৫)

ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ফির'আউনের বংশের মধ্যে একজন ঈমানদার ছিলেন এই লোকটি। আর একজন যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি ছিলেন ফির'আউনের স্ত্রী এবং তৃতীয় ঈমানদার ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি মূসাকে (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন ঃ

يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ

হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২০) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ১৫/৩০৬)

এই মু'মিন লোকটি নিজের ঈমান আনার কথা গোপন রেখেছিলেন। ফির'আউন যেদিন বলেছিল, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব' সেদিনই শুধু তিনি নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই সর্বোত্তম জিহাদ যে, অত্যাচারী বাদশাহর সামনে মানুষ সত্য কথা বলে দেয়, যেমন হাদীসে এসেছে। (তিরমিযী ৬/৩৯০) আর ফির'আউনের সামনে এর চেয়ে বড় ও সত্য কথা আর কিছুই ছিলনা। সুতরাং এ লোকটি বড় উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ ছিলেন, যার সাথে কারও তুলনা করা যায়না। তিনি ফির'আউনকে বলেছিলেন ঃ

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ *তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ।* সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে একটি ঘটনা কয়েকটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যার সারমর্ম এই যে, উরওয়াহ

ইব্ন যুবাইর (রাঃ) একদা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আচ্ছা, বলুন তো! মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বড় কষ্ট কি দিয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তাহলে শোন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরে সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় উকবা ইব্ন আবি মুঈত এসে তাঁর ঘাড় ধরে ফেললো এবং তার চাদরখানা তাঁর গলায় বেঁধে টানতে শুরু করল। ফলে তাঁর গলায় ফাঁস লেগে গেল এবং তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তৎক্ষণাৎ আবূ বাকর (রাঃ) দৌড়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ

তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন, 'আমার রাব্ব আল্লাহ' এবং যিনি তোমাদের রবের নিকট হতে দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৬) ঐ মু'মিন লোকটিও এ কথাই বলেছিলেন ঃ

وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ 'আমার রাব্ব আল্লাহ' অথচ তিনি তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছেন? তিনি তাদেরকে আরও বলেছিলেন ঃ

وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي

يَعِدُكُمْ যদি সে মিথ্যাবাদীই হয় তাহলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে'ই দায়ী হবে, আর যদি সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। সুতরাং বিবেক সম্মত কথা এটাই যে, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। যারা তাঁর অনুসারী হতে চায় তাদেরকে তাঁর অনুসারী হতে দাও এবং তোমরা তাদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করনা। মূসাও (আঃ) ফির'আউন এবং তার লোকদের নিকট হতে এটাই কামনা করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ

مُّبِينٍ. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِي فَٱعْتَزِلُونِ

এদের পূর্বে আমিতো ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল। সে বলল ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়োনা, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার তজ্জন্য আমি আমার রাব্ব ও তোমাদের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তাহলে তোমরা আমা হতে দূরে থাক। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ১৭-২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্বীয় কাওম কুরাইশকে এ কথাই বলেছিলেন ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর দিকে আমাকে ডাকতে দাও। তোমরা আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক। আমার আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে কষ্ট দিওনা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ

বল ঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৩) হুদায়বিয়ার সন্ধিও প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল, যাকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে। ঐ মু'মিন লোকটি তাঁর কাওমকে আরও বললেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ আল্লাহ সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেননা। তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য থাকেনা। তাদের কথা ও কাজ শীঘ্রই তাদের খিয়ানাতকে প্রকাশ করে দিবে। পক্ষান্তরে এই নাবী বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি সরল, সঠিক ও সত্য পথের উপর রয়েছেন। তিনি কথায় সত্যবাদী এবং আমলে সত্যাশ্রয়ী। যদি তিনি সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে তাঁর মধ্যে কখনও এই সততা ও সত্যবাদিতা থাকতনা। অতঃপর স্বীয় সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ হে আমার সম্প্রদায়! আজ

কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এদেশের শাসন ক্ষমতা তোমাদেরকেই দান করেছেন এবং তোমাদেরকে বড়ই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার এই নি'আমাতের জন্য তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যবাদী হিসাবে মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও এবং তাঁর রাসূলের (আঃ) প্রতি মন্দ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে। বলতো, ঐ সময় কে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমাদের এ সেনাবাহিনী, জান ও মাল তোমাদের কোনই কাজে আসবেনা।

ঐ ব্যক্তি, রাজ্য শাসনে যার অধিক যোগ্যতা ছিল, তার এ কথায় ফির'আউন কোন জ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে পারলনা। সুতরাং বাহ্যিকভাবে সহানুভূতি দেখিয়ে তার লোকদেরকে ফির'আউন বলল ঃ

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى আমিতো তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছিনা। আমি যা বুঝেছি তা'ই তোমাদেরকে বলছি। আমি তোমাদেরকে শুধু সৎ পথই দেখিয়ে থাকি যা তোমাদের এবং আমার জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল তার মিথ্যা কথন। সে ভালভাবেই জানত যে, মূসা (আঃ) আল্লাহর বাণী বাহক রাসূল। যেমন মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪)

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى অনুরূপভাবে তার 'আমি যা বুঝি, তা'ই তোমাদেরকে

বলছি’ এ কথাও ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে সে জনগণকে প্রতারিত করেছিল এবং প্রজাবর্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ‘আমি সরল মনে তোমাদেরকে সঠিক পথে আহ্বান করছি’ এ কথা বলাও ছিল ফির‘আউনের প্রতারণা। আসলে ফির‘আউনের কাওম তার প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তার কথা মেনে নিয়েছিল। ফির‘আউন তাদেরকে কোন ভাল পথে আনেনি। তার কাজ সঠিকই ছিলনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمۡرَ فِرۡعَوۡنَ ۖ وَمَآ أَمۡرُ فِرۡعَوۡنَ بِرَشِيدٍ

অতঃপর তারাও ফির‘আউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফির‘আউনের কোন কথা মোটেই সঠিক ছিলনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৭)

وَأَضَلَّ فِرۡعَوۡنُ قَوۡمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ

আর ফির‘আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎ পথ দেখায়নি। (সূরা তা হা, ২০ ঃ ৭৯) হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে নেতা তার প্রজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশ বছরের পথের ব্যবধান হতেও পাওয়া যাবে। (ফাতহুল বারী ১৩/১৩৬) সঠিক পথে পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা।

৩০। মু’মিন ব্যক্তিটি বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি -	٣٠. وَقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يَٰقَوۡمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُم مِّثۡلَ يَوۡمِ ٱلۡأَحۡزَابِ
৩১। যেমন ঘটেছিল নূহের কাওম, আদ, ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহতো বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করতে চাননা।	٣١. مِثۡلَ دَأۡبِ قَوۡمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلۡمًا لِّلۡعِبَادِ

৩২। হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি কিয়ামাত দিবসের -	٣٢. وَيَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ
৩৩। যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাবে, আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেহ থাকবেনা। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।	٣٣. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ
৩৪। পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে ঃ অতঃপর আল্লাহ আর কেহকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেননা। এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমা লংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে।	٣٤. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ
৩৫। যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং	٣٥. ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ

মু’মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণাহ। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন।	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

ফির‘আউনের পরিবারভুক্ত ঐ মু’মিন লোকটির নাসীহাতের শেষাংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় কাওমকে সম্বোধন করে আরও বলেন ঃ

يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ হে আমার কাওম! যদি তোমরা আল্লাহর এই রাসূলকে না মানো এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর স্থির থাক তাহলে আমি আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী কাওমের মত তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। নূহের (আঃ) সম্প্রদায়, ‘আদ সম্প্রদায় এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য কর যে, রাসূলদেরকে না মানার কারণে তাদের উপর কি ভীষণ আযাব পতিত হয়েছিল! এমন কেহ ছিলনা যে, তাদেরকে ঐ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে।

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ এতে তাদের প্রতি মহান আল্লাহর কোন যুল্ম ছিলনা। তাঁর মহান সত্তা বান্দাদের উপর যুল্ম করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাই নাবীর প্রতি ঈমান না আনার ফলে শাস্তি স্বরূপ ওটা ছিল তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল।

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ আমি তোমাদের ব্যাপারে কিয়ামাত দিবসের শাস্তিকে ভয় করি যে দিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ সেই দিন মানুষ পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাবে।

كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ

না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১১-১২) এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ

مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ আজ

অবস্থান স্থল এটাই। সেই দিন আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার কেহ থাকবেনা। আল্লাহ ছাড়া ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আর কেহই নেই। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ইতোপূর্বে মিসরবাসীদের নিকট ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নাবী হিসাবে আগমন করেছিলেন। তিনিই মূসার (আঃ) পূর্বে প্রেরিত হয়েছিলেন। মিসরের আযীযও তিনি ছিলেন। তিনি স্বীয় উম্মাতকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাওম তাঁর কথা মানেনি। তবে পার্থিব শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল বলে পার্থিব দিক দিয়ে তাদেরকে তাঁর অধীনতা স্বীকার করতেই হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে ঃ তার পরে আল্লাহ আর কেহকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেননা। এই ছিল তাদের কুফরী ও অবিশ্বাসকরণ।

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে। অর্থাৎ তোমাদের যে অবস্থা হয়েছে এ অবস্থা এমন সবারই হয়ে থাকে যারা সীমালংঘন করে সংশয় সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়, যারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা সরিয়ে দেয় এবং বিনা দলীলে প্রকৃত দলীলসমূহ পরিহার করে ও বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট।

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا তাদের এ কার্যকলাপ যখন আল্লাহ তা‘আলার অসন্তুষ্টির কারণ তখন মু’মিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যেসব লোকের মধ্যে এই ঘৃণ্য বিশেষত্ব থাকে তাদের অন্তরে আল্লাহ তা‘আলা মোহর মেরে দেন, যার কারণে এর পরে তারা না ভালকে ভাল বলে বুঝতে পারে, আর না মন্দকে মন্দ জ্ঞান করতে পারে। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন। ফলে সত্যকে অনুসরণ করার সৌভাগ্য তাদের হয়না। শা’বী (রহঃ) বলেন যে, **جَبَّار** হল ঐ ব্যক্তি যে দু’জন লোককে হত্যা করে। আবূ ইমরান জাওনী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)

বলেন যে, যে অন্যায়ভাবে কেহকেও হত্যা করে সেই হল جَبَّار। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৬। ফির‘আউন বলল ঃ হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন -	٣٦. وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَـٰهَـٰمَـٰنُ ٱبۡنِ لِى صَرۡحًا لَّعَلِّىٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَـٰبَ
৩৭। আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন আমি দেখতে পাই মূসার মা‘বূদকে; তবে আমিতো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফির‘আউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফির‘আউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণ রূপে।	٣٧. أَسۡبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَـٰذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيۡدُ فِرۡعَوۡنَ إِلَّا فِى تَبَابٍ

মূসার (আঃ) রাব্বকে ফির‘আউনের উপহাস

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের হঠকারিতা ও অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, সে তার উযীর হামানকে বলল ঃ হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। ইট ও চূর্ণ মিশ্রিত করে পাকা ও খুবই উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَأَوۡقِدۡ لِى يَـٰهَـٰمَـٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجۡعَل لِّى صَرۡحًا

হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮) ফির‘আউন বলল ঃ

لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ আমি এ প্রাসাদ এ জন্যই নির্মাণ করাতে চাচ্ছি যাতে আমি আসমানের দরযা এবং ওর আসার পথ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি। অতঃপর যেন আমি মূসার (আঃ) মা'বূদকে দেখতে পাই। তবে আমি জানি যে, মূসা (আঃ) মিথ্যাবাদী। সে যে বলছে, আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ বাজে ও মিথ্যা কথা।

وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِه وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ আসলে ফির'আউনের এটা একটা প্রতারণা ছিল এবং সে তার প্রজাবর্গের উপর এটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে, সে এমন কাজ করতে যাচ্ছে যার দ্বারা মূসার (আঃ) মিথ্যা দাবী প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তার মত তার প্রজাদেরও বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, মূসা (আঃ) প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ফির'আউনকে সরল পথ হতে নিবৃত্ত করা হয়েছিল এবং তার ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ওটা হয়েছিল তার জন্য ক্ষতিকর এবং ওটা তাকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দিয়েছিল।

৩৮। মু'মিন ব্যক্তিটি বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।	٣٨. وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ
৩৯। হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।	٣٩. يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلْءَاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ
৪০। কেহ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ	٤٠. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ

إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ	**শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।**

ফির'আউনের পরিবারের মুসলিম ব্যক্তিটি আরও যা বললেন

পূর্ববর্ণিত মু'মিন লোকটি স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্ধত, আত্মম্ভরী ও অহংকারী লোকদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরও বললেন ঃ

يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং আমার পথে চল। আমি তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পৌঁছে দিব। ঐ মু'মিন লোকটি তাঁর এ উক্তিতে ফির'আউনের ন্যায় মিথ্যাবাদী ছিলেননা। ফির'আউনতো স্বীয় কাওমকে প্রতারিত করেছিল, আর এ মু'মিন লোকটি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন।

অতঃপর ঐ মু'মিন তাঁর কাওমকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখিরাতের প্রতি আসক্ত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতের শাস্তি কিংবা দুর্ভোগ হবে চিরস্থায়ী।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا কেহ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হওয়া অবস্থায় সৎ কাজ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দেয়া হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সৎ পথে পরিচালনাকারী।

৪১। হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে আহ্বান করছ জাহান্নামের দিকে।	٤١. وَيَٰقَوۡمِ مَا لِيٓ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدۡعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ
৪২। তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।	٤٢. تَدۡعُونَنِي لِأَكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشۡرِكَ بِهِۦ مَا لَيۡسَ لِي بِهِۦ عِلۡمٞ وَأَنَا۠ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡغَفَّٰرِ
৪৩। নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করছ এমন এক জনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহর নিকট এবং সীমা লংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।	٤٣. لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِ لَيۡسَ لَهُۥ دَعۡوَةٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَلَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ
৪৪। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহয় অর্পণ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।	٤٤. فَسَتَذۡكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمۡۚ وَأُفَوِّضُ أَمۡرِيٓ إِلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ

৪৫। অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফির'আউন সম্প্রদায়কে।	٤٥. فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُواْ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ
৪৬। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে।	٤٦. ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বক্তব্য এবং উভয় দলের গন্তব্য স্থল

ফির'আউনের কাওমের মু'মিন লোকটি স্বীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা চালু রেখে আরও বলেন ঃ

وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে তাওহীদ অর্থাৎ এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করছি এবং রাসূলের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করার দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ কুফরী ও শির্কের দিকে! তোমরা চাচ্ছ যে, আমি যেন অজ্ঞ হয়ে যাই এবং বিনা দলীলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আঃ) বিরোধিতা করি! তোমরা একটু চিন্তা করে দেখতো যে, তোমাদের ও আমার দা'ওয়াতের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে! আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি যিনি বড়ই ইয্যাত ও মর্যাদার অধিকারী এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান। এতদ্সত্ত্বেও তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির তাওবাহ কবূল করেন যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ *তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে।* সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) **لَا جَرَمَ** (*লা জারামা*) এর অর্থ করেছেন সত্যিকারভাবে। যাহহাক (রহঃ) বলেছেন ঃ যা অসত্য নয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তোমরাতো আমাকে আহ্বান করছ ঐ মূর্তি ও মিথ্যা মাবূদের দিকে। **لَا جَرَمَ** এর অর্থ হল হক ও সত্যতা। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত সত্য যে, যেদিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করছ অর্থাৎ মূর্তি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদাতের দিকে, ওগুলো এমনই যে, ওদের দীন ও দুনিয়ার কোন আধিপত্য নেই। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের দেব-দেবীদের মালিকানায়/অধিকারে কোন কিছুই নেই। (তাবারী ২১/৩৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মুশরিকরা যাদের পূজা করে তাদের কোন ক্ষমতা নেই যে, তারা কারও উপকার কিংবা ক্ষতি করে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে যারা ডাকে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ারও কোন ক্ষমতা তাদের দেব-দেবীর নেই, তা ইহকালেই হোক অথবা পরকালেই হোক। এটা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ

তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪)

وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ মু'মিন লোকটি বললেন ঃ আমাদের প্রত্যাবর্তনতো

আল্লাহরই নিকট। অর্থাৎ পরকালে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিফল দিবেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ সীমা লংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। মু'মিন লোকটি তাদেরকে আরও বললেন ঃ

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। তখন তোমরা হা-হুতাশ ও আফসোস করবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা হবে। আমিতো আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। আমার ভরসা তাঁরই উপর। আমি আমার প্রতিটি কাজে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এখন তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তোমাদের কাজে ঘৃণা প্রকাশ করছি। তোমাদের হতে আমি এখন সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। যারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি হিদায়াত লাভে বঞ্চিত করেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ এবং তাঁর সমস্ত কৌশল কল্যাণময়।

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا আল্লাহ তা'আলা মু'মিন লোকটিকে ফির'আউন ও তার কাওমের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করলেন। দুনিয়ায়ও তিনি রক্ষা পেলেন অর্থাৎ মূসার (আঃ) সাথে মুক্তি পেলেন এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তি হতেও রক্ষা পেয়ে জান্নাত প্রাপ্ত হবেন।

কাবরের শাস্তির প্রমাণ

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ বাকী সবাই নিকৃষ্ট শাস্তির শিকার হল। অর্থাৎ ফির'আউন তার কাওমসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। এতো হল দুনিয়ার শাস্তি। আর আখিরাতেতো তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছেই।

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের এ শাস্তি হতেই থাকবে। আর কিয়ামাতের দিন তাদের আত্মাগুলোকে দেহসহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেই দিন তাদেরকে বলা হবে ঃ হে ফির'আউনীরা! তোমরা ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে চলে যাও।

আল্লাহ তা'আলা মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ

أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا *সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে।* এ আয়াতটি আহলে সুন্নাতের এই কথার উপর বড় দলীল যে, কাবরে শাস্তি হয়ে থাকে। তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন কোন হাদীসে এমন কতকগুলি বিষয় এসেছে যেগুলি দ্বারা জানা যায় যে, বারযাখের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবহিত হয়েছিলেন মাদীনায় হিজরাতের পর। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। তবে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের আত্মাগুলোকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে পেশ করা হয়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন ইয়াহুদিনী তাঁর খিদমাতে নিয়োজিতা ছিল। আয়িশা (রাঃ) তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করলেই সে বলত ঃ আল্লাহ আপনাকে কাবরের আযাব হতে রক্ষা করুন! একদা আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের পূর্বেও কি কাবরে আযাব হয়? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না। কে এ কথা বলেছে? আয়িশা (রাঃ) ঐ ইয়াহুদী মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইয়াহুদী মিথ্যাবাদী। তারাতো এর চেয়েও বড় মিথ্যা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে থাকে। কিয়ামাতের পূর্বে কোন শাস্তি নেই। ইতোমধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সময় কাপড় গুটানো অবস্থায় আগমন করেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি উচ্চ স্বরে বলছিলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! কাবর হল অন্ধকার রাত অতিবাহিত করার স্থান। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। হে লোকসকল! কাবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, কাবরের আযাব সত্য। (আহমাদ ৬/৮১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে এ হাদীসটি সহীহ। তবে তারা এটি তাদের সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে মাক্কায়, অথচ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে কাবরের আযাব প্রদান সম্পর্কে, তাহলে কিভাবে এর সমন্বয় হতে

পারে? সমন্বয়ের উপায় হচ্ছে এই যে, জাহান্নামের আগুনকে যে সকাল-সন্ধ্যায় রূহদেরকে দেখানো হচ্ছে তা হল ফির'আউন এবং তার কাওমের লোকদের রূহ। কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, তাদের দেহের উপর কাবরে ঐ শাস্তি প্রয়োগ হচ্ছে। সুতরাং হতে পারে যে, বিশেষভাবে তাদের রূহের উপরই এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এর ফলে কাবরে তাদের যে দেহ রয়েছে সেখানে তাদের দেহের উপর বারযাখের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তার সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। এ বিষয়ে যে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে তার কিছু কিছু আমরা নিম্নে বর্ণনা করছি ঃ

এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি কাফিরদের কাবরে আযাব ভোগ করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং মুসলিমদের পাপের জন্য তাদের কাবরে শাস্তি দেয়া হবেনা। এ বিষয়ে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট আসেন। ঐ সময় একজন ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট বসা ছিল। সে তাঁকে বলে ঃ আপনাদেরকে আপনাদের কাবরে শাস্তি দেয়া হবে এটা কি আপনি জানেন? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁপে ওঠেন এবং বলেন ঃ ইয়াহুদীকে শাস্তি দেয়া হবে। এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! তোমরা তোমাদের কাবরে আযাব প্রাপ্ত হবে। আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবরের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন। (আহমাদ ৬/২৪৮, মুসলিম ১/৪১০)

এটাও হতে পারে যে, এ আয়াত দ্বারা শুধু রূহের উপর শাস্তির কথা প্রমাণিত হয়, দেহের উপরও শাস্তি হওয়া প্রমাণিত হয়না। পরে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, কাবরের আযাব দেহ ও আত্মা উভয়ের উপর হয়ে থাকে। সুতরাং পরে তিনি এর থেকে মুক্তি পাবার প্রার্থনা শুরু করেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়া স্থায়ী থাকা পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় ফির'আউন সম্প্রদায়ের রূহগুলোকে জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওগুলোকে বলা হয় ঃ হে ফির'আউন সম্প্রদায়! এটা তোমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, যাতে তাদের দুঃখ-চিন্তা বেড়ে যায় এবং তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (তাবারী ২১/৩৯৬) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ সুতরাং আজও তারা শাস্তির মধ্যেই রয়েছে। আর স্থায়ীভাবে ওর মধ্যেই থাকবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন আল্লাহ তা‘আলা (মালাইকাকে) বলবেন ঃ ফির‘আউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। এই ফির‘আউনী লোকগুলো লাগাম দেয়া উটের মত। তারা মুখ নীচু করে পাথর ও গাছ চাটছে এবং তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞান ও নির্বোধ।

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার (স্থায়ী) বাসস্থান তাকে দেখানো হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাত এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নাম দেখানো হয়ে থাকে। অতঃপর তাকে বলা হয় ঃ এটা তোমার আসল বাসস্থান, যেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তোমাকে পাঠিয়ে দিবেন। (আহমাদ ২/১১৪, ফাতহুল বারী ৩/২৮৬, মুসলিম ৪/২১৯৯)

৪৭। যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে ঃ আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?	٤٧. وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ
৪৮। দাম্ভিকেরা বলবে ঃ আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।	٤٨. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ

حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ	
٤٩. وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ	৪৯। জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবে ঃ তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে লাঘব করেন শাস্তি, এক দিনের জন্য।
٥٠. قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ	৫০। তারা বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে ঃ তাহলে তোমরাই প্রার্থনা কর, আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

জাহান্নামের লোকদের মধ্যে বিতন্ডা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ফির'আউন এবং তার কাওমের লোকেরাও তাদের মধ্যে থাকবে। দুর্বলেরা সবলদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করবে। অর্থাৎ অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করত এবং বড় বলে মানত ও তাদের কথা মত চলত তাদেরকে বলবে ঃ

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে যা করার আদেশ করতে আমরা তা পালন করতাম। তোমাদের কুফরী ও বিভ্রান্তিমূলক হুকুমও আমরা মেনে চলতাম। এখন আমাদের শাস্তির কিছু অংশ তোমরা নিজেদের উপর উঠিয়ে নাও। তাদের এ কথার জবাবে ঐ নেতারা বলবে ঃ

إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ আমরা নিজেরাওতো তোমাদের সাথে জ্বলতে-পুড়তে রয়েছি। আমাদের উপর যে শাস্তি হচ্ছে তা মোটেই কম বা হালকা নয়। সুতরাং কি করে আমরা তোমাদের শাস্তির কিছু অংশ আমাদের উপর চাপিয়ে নিতে পারি? নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। প্রত্যেককেই তিনি তার অসৎ আমল অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছেন। এখন তোমাদের শাস্তির অংশ বহন করা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবে ঃ তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে এক দিনের শাস্তি লাঘব করেন। অর্থাৎ জাহান্নামীরা যখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবূল করবেননা, বরং তিনি তাদের কথার দিকে কানই দিবেননা। এমনকি তাদেরকে ধমকের সুরে বলে দিবেন ঃ

ٱخْسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৮) তখন তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, যাঁরা দুনিয়ার জেলখানার রক্ষক ও প্রহরীর মত জাহান্নামের প্রহরী হিসাবে রয়েছেন ঃ তোমরাই আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট একটু প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন এক দিনের জন্য হলেও আমাদের শাস্তি লাঘব করেন। তাঁরা উত্তরে বলবেন ঃ

أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আগমন করেননি? তারা জবাবে বলবে ঃ

بَلَى قَالُوا فَادْعُوا হ্যাঁ, আমাদের নিকট রাসূলদের (আঃ) আগমন ঘটেছিল বটে। তখন মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ তাহলে তোমরা নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কর। আমরা তোমাদের পক্ষ হতে তাঁর কাছে কোনই

আবেদন করতে পারবনা। বরং আমরা নিজেরাও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছি। আমরা তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি যে, তোমরা হয় নিজেরাই দু'আ কর অথবা অন্য কেহ তোমাদের জন্য দু'আ করুক, উভয়ই সমান। কারণ আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেননা এবং তোমাদের শাস্তিও লাঘব করবেননা।

وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ কাফিরদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত ও ব্যর্থই হয়ে থাকে।

৫১। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে -	٥١. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ
৫২। যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস।	٥٢. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ
৫৩। আমি অবশ্যই মূসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের -	٥٣. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ
৫৪। পথনির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ; বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।	٥٤. هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَـٰبِ

৫৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٥٥. فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ
৫৬। যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্ত রে আছে শুধু অহংকার, যা সফল হবার নয়। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	٥٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

নিশ্চিত বিজয় রাসূলের (সাঃ) এবং মু'মিনদের

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا *(নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে)* এখানে রাসূলদেরকে (আঃ) সাহায্য করার ওয়াদা রয়েছে। আমরা জানতে পারি যে, কতক নাবীকে (আঃ) তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে। আর কোন কোন নাবীকে (আঃ) হিজরাত করতে হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, দুনিয়ায় যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ হল কিরূপে? এর দু'টি উত্তর রয়েছে। একটি উত্তর এই যে, এখানে *খাবরে আ'ম* বা সাধারণ হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কতক। আর অভিধানে এটা প্রায়ই দেখা যায়। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে,

এখানে সাহায্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রতিশোধ গ্রহণ করা। দেখা যায় যে, এমন কোন নাবী গত হননি যাঁর কষ্টদাতাদের উপর চরমভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণ না করেছেন। যেমন ইয়াহ্ইয়া (আঃ), যাকারিয়া (আঃ) এবং শা'ইয়া (আঃ) প্রমুখের হত্যাকারীদের উপর তাদের শত্রুদেরকে বিজয় দান করেছেন, যারা তাদেরকে হত্যা করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে।

ইমাম সুদ্দী (রহঃ) বলেন, যে কাওমের মধ্যে আল্লাহর রাসূল এসেছেন অথবা মু'মিন বান্দা তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য মেহনত করেছেন, অতঃপর ঐ কাওম ঐ নাবী বা মু'মিনদের অসম্মান করেছে, তাঁদেরকে মারধোর করেছে বা হত্যা করেছে, তাদের উপর অবশ্যই ঐ যুগেই আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয়েছে। নাবীগণের (আঃ) হন্তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের রক্ত দ্বারা তৃষ্ণার্ত ভূমিকে সিক্ত করেছে। সুতরাং এখানে যদিও নাবীগণ (আঃ) ও মু'মিনরা নিহত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের রক্ত বৃথা যায়নি। তাঁদের শত্রুদেরকে তুষের ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁদের শত্রুদের উপর পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে।

নাবীকূল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী দুনিয়াবাসীর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং তাঁর সহচরদেরকে বিজয় দান করেন, তাঁর কালেমা সুউচ্চ করেন এবং তাঁর শত্রুদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তাঁর দীন দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর ছড়িয়ে যায়। যখন তাঁর কাওম চরমভাবে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে তখন মহান আল্লাহ তাঁকে মাদীনায় পৌঁছিয়ে দেন এবং মাদীনাবাসীকে তাঁর পরম ভক্ত-অনুরক্ত বানিয়ে দেন। মাদীনাবাসী তাঁর জন্য জীবন দান করতেও প্রস্তুত হয়ে যান। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। তাদের বহু নেতৃস্থানীয় লোক এ যুদ্ধে নিহত হয় এবং অনেকে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। এভাবে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। পরম দয়ালু আল্লাহ তাদের উপর ইহসান করেন এবং তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এর পরেও যখন তারা অন্যায় কাজ হতে বিরত হলনা, বরং পূর্বের দুষ্কর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকল তখন এমন এক সময়ও এসে গেল যে, যেখান হতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে পায়ে হেঁটে হিজরাত করতে হয়েছিল, সেখানে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন এবং অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় তাঁর শত্রুদেরকে তাঁর সামনে হাযির হতে হল। মাক্কাতুল হারাম শহরের ইযযাত ও হুরমাত মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে পূর্ণভাবে রক্ষিত হল। সমস্ত শির্ক ও কুফরী এবং সর্বপ্রকারের বে-আদবী হতে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করা হল। অবশেষে ইয়ামানও বিজিত হল এবং সারা আরাব উপদ্বীপের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর জনগণ দলে দলে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করল। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীয় সম্মানিত অতিথি হিসাবে নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

তাঁর পরে তাঁর সৎকর্মশীল সাহাবীগণকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন, যারা মুহাম্মাদী ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর মাখলূককে তাঁর একাত্মবাদের দিকে ডাকতে লাগলেন। তাঁরা পথের বাধাকে অতিক্রম করলেন এবং ইসলামরূপ বাগানের কাঁটাকে কেটে পরিস্কার করলেন। এভাবে তাঁরা গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দিলেন। এ পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল তাদেরকে তারা বিরোধিতার স্বাদ পাইয়ে দিলেন। এরূপে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করল। কিয়ামাত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত এই দীন দুনিয়ায় স্থায়ী থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে সাক্ষীগণ বলতে মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৪০২)

আল্লাহ তা'আলার **يَوْمَ لاَ يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ** *যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা* - এই উক্তিটি তাঁর **يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ** এ উক্তি হতে **بَدَل** হয়েছে। অন্যেরা **يَوْمَ** পড়েছেন, তখন এটা যেন পূর্বের **يَوْمَ** এর তাফসীর। এখানে যালিমদের দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো

হয়েছে। কিয়ামাতের দিন তাদের কোন ওযর-আপত্তি ও মুক্তিপণ গৃহীত হবেনা।

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لاَ يَنفَعُ الظَّالِمِينَ সেদিন তাদেরকে আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। তাদের জন্য হবে নিকৃষ্ট আবাস অর্থাৎ জাহান্নাম। তাদের পরিণাম হবে কত মন্দ।

রাসূল (সাঃ) এবং মু'মিনগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ .دًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ আমি অবশ্যই মূসাকে (আঃ) দান করেছিলাম পথ-নির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের। অর্থাৎ তাদেরকে ফির'আউনের ধন-দৌলত ও ভূমির ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আঃ) আনুগত্যে স্থির থেকে কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছিল। তাদেরকে যে কিতাবের ওয়ারিশ করা হয়েছিল তা ছিল বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য পথ-নির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ সুতরাং হে মুহাম্মাদ! তুমি ধৈর্য ধারণ কর; আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তোমারই পরিণাম ভাল হবে, আর তোমরাই হবে বিজয়ী। তোমার রাব্ব আল্লাহ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দীন সমুচ্চ থাকবে। তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর উম্মাতকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। রাতের শেষাংশে, দিনের প্রথমভাগে এবং দিনের শেষাংশে বিশেষভাবে মহান আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, আল্লাহর কালামের কোন মর্যাদা দেয়না, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, কিন্তু

যে বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা তারা কামনা করে তা কখনও সফল হবার নয়। ওটা তারা কখনও লাভ করতে সক্ষম হবেনা। অবশ্যই সত্যের বিজয় লাভ হবে। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও; আল্লাহতো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৭। মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা।	٥٧. لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
৫৮। সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর যারা দুস্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।	٥٨. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ
৫৯। কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করেনা।	٥٩. إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَـَٔاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

মৃত্যুর পরের জীবন

ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি কিয়ামাতের দিন মাখলূককে নতুনভাবে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তিনি যখন আকাশ ও পৃথিবীর মত বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম তখন মানুষকে সৃষ্টি করা অথবা ধ্বংস করে পুনরায়

তাদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর কাছে মোটেই কঠিন নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩)

যার সামনে এমন সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান তার পক্ষে এটা অবিশ্বাস করা তার অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক বটে। সে যে একেবারে নির্বোধ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বিরাট হতে বিরাটতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছে, অথচ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছেনা! বরং এটাকে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে!

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَلاَ الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্য যেমন প্রকাশমান, অনুরূপভাবে সৎ কর্মশীল মুসলিম ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্যও সুস্পষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ লোকই খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি অধিকাংশ লোকই এটা বিশ্বাস করেনা।

৬০। তোমাদের রাব্ব বললেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।	٦٠. وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

সব ব্যাপারে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার এই অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার জন্য হিদায়াত করছেন এবং তা কবূল করার ওয়াদা করছেন! সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলতেন ঃ হে ঐ সত্তা, যাঁর কাছে ঐ বান্দা খুবই প্রিয়পাত্র হয় যে তাঁর কাছে খুব বেশি প্রার্থনা করে এবং ঐ বান্দা খুবই মন্দ ও অপ্রিয় হয় যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেনা। হে আমার রাব্ব! এই গুণতো একমাত্র আপনার মধ্যেই রয়েছে। (ইব্‌ন আবী হাতিম) অনুরূপভাবে কবি বলেন ঃ

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, তুমি যদি তাঁর কাছে চাওয়া পরিত্যাগ কর তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, পক্ষান্তরে আদম সন্তানের কাছে যখন চাওয়া হয় তখন সে অসন্তুষ্ট হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, কা‘ব আল আহবার (রহঃ) বলেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীকে এমন তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী নাবীগণ ছাড়া আর কোন উম্মাতকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন নাবীকে (আঃ) পাঠাতেন তখন তাঁকে বলতেন ঃ তুমি তোমার উম্মাতের উপর সাক্ষী থাকলে। আর তোমাদেরকে (উম্মাতে মুহাম্মাদীকে) তিনি সমস্ত লোকের উপর সাক্ষী করেছেন। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবীকে বলা হত ঃ দীনের ব্যাপারে তোমার উপর কোন কঠোরতা অর্পন করা হয়নি। পক্ষান্তরে এই উম্মাতকে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৮) পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) বলা হত ঃ তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। আর এই উম্মাতকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (ইব্‌ন আবী হাতিম) নু’মান ইব্‌ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু‘আ হল ইবাদাত।

অতঃপর তিনি ... ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ৪/২৭১, তিরমিযী ৮/৩০৮, নাসাঈ ৬/৪০৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৫৮, তাবারী ২১/৪০৬, ৪০৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ

বলেছেন। এ ছাড়া অন্য সনদেও ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ ১/১৬১, তিরমিযী ৯/১২১, নাসাঈ ৬/৪৫০)

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ *যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।* অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি অনুগত নয় এবং তাঁকে ডাকা থেকে বিরত থাকায় গর্ববোধ করে তাদেরকে অতি অপমানজনকভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ আয়াতে ইবাদাত দ্বারা দু'আ ও তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আমর ইব্ন শুআইব (রহঃ) হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিঁপড়ার আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে অপমান করার লক্ষ্যে সবাই তাদের উপর দিয়ে হেটে চলে যাবে। অবশেষে তাদেরকে *বূলাস* নামক জাহান্নামের জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। প্রজ্জ্বলিত আগুন তাদেরকে খেতে দেয়া হবে এবং জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ এবং প্রস্রাব-পায়খানা পান করতে দেয়া হবে। (আহমাদ ১/১৭৯)

৬১। আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত এবং আলোকজ্জ্বল করেছেন দিনকে। আল্লাহতো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।	٦١. ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
৬২। তিনিই আল্লাহ তোমাদের রাব্ব, সব কিছুর	٦٢. ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَٰلِقُ

স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছ?	كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ
৬৩। এভাবেই বিপথগামী হয় তারা যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে।	٦٣. كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ
৬৪। আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। কত মহান জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ!	٦٤. ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৬৫। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর প্রাপ্য।	٦٥. هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য, আর দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল যাতে মানুষ তাদের কাজ-কর্ম, সফর এবং জীবিকা উপার্জনে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং সারা দিনের ক্লান্তি রাতের বিশ্রামের মাধ্যমে দূর হতে পারে।

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মহান আল্লাহর নি'আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ এই সমুদয় জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং এই শান্তি ও বিশ্রামের ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের পালনকর্তা আর কেহ নেই। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন ঃ এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব, সবকিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপদগামী হচ্ছ? আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদাত করছ তারাতো নিজেরাই সৃষ্ট। সুতরাং তারা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি। বরং তোমরা যেসব মূর্তির উপাসনা করছ সেগুলোতো তোমরা নিজেদের হাতেই তৈরী করে বিভিন্ন আকৃতি ও নাম দিয়েছ। এদের পূর্ববর্তী মুশরিকরাও এভাবেই বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং বিনা দলীলে তারা গাইরুল্লাহর ইবাদাত করত। নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে সামনে রেখে তারা আল্লাহর দলীল প্রমাণকে অস্বীকার করত। নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাকে সম্বল করে তারা বিভ্রান্ত হত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী। অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ প্রশস্ত করে বানিয়েছেন, যাতে আরাম-আয়েশে তোমরা এখানে জীবন যাপন করতে পার, চলা-ফিরা এবং গমনাগমন কর। যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তিনি যমীনকে হেলাদোলা করা থেকে বাঁচিয়ে রেখে যমীনকে স্থির রেখেছেন।

وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

আসমানকে তিনি ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন যা সব দিক দিয়েই রক্ষিত রয়েছে। তিনিই তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং ঐ আকৃতি করেছেন খুবই উৎকৃষ্ট।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তিনি সঠিকভাবে সজ্জিত করেছেন। মানানসই দেহ এবং সেই মুতাবেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুন্দর চেহারা দান করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক বা আহার্য। সুতরাং তিনিই জগতসমূহের রাব্ব। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٲشً۬ا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً۬ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً۬ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٲتِ رِزۡقً۬ا لَّكُمۡ‌ۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادً۬ا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করনা এবং তোমরা এটা অবগত আছ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১-২২) আল্লাহ তা'আলা এখানেও এ সমুদয় সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর বলেন ঃ

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব! কত মহান জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ! তিনি চিরঞ্জীব। তিনি শুরু হতেই আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন।

هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ তাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। তাঁর কোন গুণ অন্য কারও মধ্যে নেই। তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা তাঁর তাওহীদকে মেনে নিয়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকবে এবং তাঁরই ইবাদাতে লিপ্ত থাকবে। সমুদয় প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) প্রত্যেক সালাতের সালামের পরে নিম্নলিখিত কালেমাগুলি পাঠ করতেন ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বিরত থাকা যায়না এবং ইবাদাত করার শক্তিও থাকেনা। আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি। নি‘আমাত তাঁরই, অনুগ্রহ তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য করি, যদিও কাফিরেরা অসন্তুষ্ট হয়। আর তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঐ কালেমাগুলি প্রত্যেক সালাতের পরে পাঠ করতেন। (মুসলিম ১/৪১৫, ৪১৬১, আবূ দাউদ ২/১৭৩, নাসাঈ ৩/৭৯, ৮০, আহমাদ ৪/৪)

৬৬। বল ঃ আমার রবের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পূর্বে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।

٦٦. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَٰتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

৬৭। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্র বিন্দু হতে, তারপর তাদেরকে বের করেন শিশু

٦٧. هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن

تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	রূপে, অতঃপর তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার -
٦٨. هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	৬৮। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন ঃ হও, এবং তা হয়ে যায়।

শির্ক থেকে বেঁচে থাকা এবং তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজের ছাড়া অন্য যে কারও ইবাদাত করতে স্বীয় সৃষ্টজীবকে নিষেধ করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের হকদার নয়। এর বড় দলীল হল এর পরবর্তী আয়াতটি যাতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন (তোমাদের মায়ের পেট হতে) শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। এসব কাজ ঐ এক আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা যে, তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করা হবে। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে। কেহ পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শিশু পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হয়ে যায়। কেহ শৈশবেই মারা যায়, কেহ মারা যায় যৌবনাবস্থায় এবং বার্ধক্যের পূর্বে প্রৌঢ় অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। ইব্ন খুযাইমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তোমাদের অবস্থার এই পরিবর্তন দেখে তোমরা যেন এই বিশ্বাস স্থাপন কর যে, এই দুনিয়ার পরেও তোমাদেরকে নতুন জীবনে একদিন দণ্ডায়মান হতে হবে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তাঁর কোন হুকুমকে, কোন ফাইসালাকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে কেহ টলাতে পারেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে এবং যা তিনি চান না তা হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ব্যাপারতো এই যে, তিনি শুধু বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

৬৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা তাদের প্রতি যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে তাদেরকে	**٦٩. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ**

বিপথগামী করা হচ্ছে?	
৭০। যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে -	٧٠. ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
৭১। যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল পড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে -	٧١. إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ
৭২। ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে।	٧٢. فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ
৭৩। এরপর তাদেরকে বলা হবে ঃ কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে -	٧٣. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ
৭৪। আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে ঃ তারাতো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে, বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ কাফিরদের বিভ্রান্ত করেন।	٧٤. مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ

৭৫। এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা দম্ভ করতে।	٧٥. ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ
৭৬। তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরযা দিয়ে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!	٧٦. ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ

আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিতন্ডাকারীদের পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বাতিল দ্বারা সত্য সম্পর্কে বিতণ্ডা করে তাদের এ কাজে কি তুমি বিস্ময় বোধ করছনা? কিভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে তা কি তুমি দেখনা? কিভাবে তারা ভালকে ছেড়ে মন্দকে আঁকড়ে ধরে থাকছে তা কি লক্ষ্য করছনা?

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ অতঃপর কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যারা অস্বীকার করে কিতাব এবং যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, অর্থাৎ হিদায়াত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করায় তারা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে। যেমন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ১৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে এবং জাহান্নামের রক্ষকগণ টেনে নিয়ে যাবেন ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে। সেদিন তারা নিজেদের দুষ্কর্মের পরিণাম

জানতে পারবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৩-৪৪) অন্য আয়াতসমূহে তাদের যাক্কুম গাছ খাওয়া ও গরম পানি পান করার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ

আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬৮) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَأَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ. فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪১-৪৪) কয়েকটি আয়াতের পর আবার বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ. لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ. فَشَـٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ. فَشَـٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ. هَـٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে, এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। কিয়ামাত দিবসে ওটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৫১-৫৬) (৫৬ ঃ ৫১-৫৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ. طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ. كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ.

كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ. كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ. إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ

নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৩-৫০) উদ্দেশ্য এই যে, এক দিকেতো তারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে, যা উপরে বর্ণিত হল, অপর দিকে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য শাসন-গর্জন, ধমক, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সুরে তাদের সাথে কথা বলা হবে, যা উল্লেখ করা হল। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ

أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ. مِن دُونِ اللَّهِ দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করতে তারা আজ কোথায়? কোথায় গেল তোমাদের উপাস্য মূর্তি/প্রতিমাগুলো? কেন আজ তারা তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছেনা? তারা উত্তরে বলবে ঃ

ضَلُّوا عَنَّا তারাতো আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা আজ আমাদের কোনই উপকার করবেনা। অতঃপর তাদের মনে একটা খেয়াল জাগবে এবং বলবে ঃ

بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ইতোপূর্বে আমরা তাদের মোটেই ইবাদাত করিনি। পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। অর্থাৎ তারা তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ এভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেন ঃ

ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ জন্য যে, তোমরা দম্ভ-অহংকার করতে।

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ সুতরাং এখন জাহান্নামে প্রবেশ কর। সেখানে তোমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। আর উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট! অর্থাৎ তোমরা যে পরিমাণ গর্ব ও অহংকার করতে সেই পরিমাণই তোমরা আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭৭। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি দেখিয়েই দিই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই - তাদের প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট।	٧٧. فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
৭৮। আমিতো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। তাদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের	٧٨. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن

কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে, ন্যায় সংগতভাবে ফাইসালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ

ধৈর্য ধারণের আদেশ এবং বিজয় লাভের সুখবর

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কাফিরদের অবিশ্বাস করার উপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ হে রাসূল! যারা তোমার কথা মানছেনা, বরং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি এতে ধৈর্য ধারণ কর। তাদের উপর আল্লাহ তোমাকে জয়যুক্ত করবেন। পরিণামে সব দিক দিয়ে তোমারই মঙ্গল হবে। তুমি এবং তোমার অনুসারীরা সারা বিশ্বের উপর বিজয়ী থাকবে। আর আখিরাতের কল্যাণতো শুধু তোমাদেরই (মুসলিমদের) জন্য। জেনে রেখ যে, আমি তোমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছি তার কিছুটা আমি তোমার জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করে দেখিয়ে দিব। আর হয়েছিলও তাই। বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। কুরাইশদের বড় বড় নেতা মারা গিয়েছিল। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই মাক্কা বিজিত হয়। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেননি যে পর্যন্ত না সারা আরাব উপদ্বীপ তাঁর পদানত হয় এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় এবং মহান আল্লাহ তাঁর চক্ষু ঠাণ্ডা করেন।

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ আর যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মৃত্যু দান করে নিজের নিকট উঠিয়েও নেন তবুও তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ আমিতো তোমার

পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারও কারও কথা আমি তোমার নিকট বিবৃত করেছি, আর কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। যেমন সূরা নিসায়ও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যাদের ঘটনা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি তাদের সাথে তাদের কাওম কি দুর্ব্যবহার করেছিল এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তা তুমি দেখে নাও ও বুঝে নাও!

وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ আর তাদের কারও কারও ঘটনা আমি তোমার নিকট বিবৃত করিনি। এদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশী। যেমন আমরা সূরা নিসার তাফসীরে বর্ণনা করেছি। সুতরাং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন বা মু'জিযা দেখানো কোন রাসূলের কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুম ও অনুমতির পর তারা তা দেখাতে পারেন। কেননা নাবীগণের অধিকারে কোন কিছুই নেই।

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ যখন আল্লাহর আযাব কাফিরদের উপর এসে পড়ে তখন তারা আর রক্ষা পেতে সক্ষম হবেনা। মু'মিন পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং মিথ্যাশ্রয়ীরা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭৯। আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য এবং কতক তোমরা আহার করে থাক।	٧٩. ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
৮০। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার; তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর	٨٠. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ

وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ	**তোমাদেরকে বহন করা হয়।**
٨١. وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ	**৮১। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নি‘আমাত অস্বীকার করবে?**

গৃহ-পালিত পশু-পাখিও আল্লাহর নিদর্শন এবং অনুদান

আল্লাহ সুবহানাহু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আন‘আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে তিনি মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ওগুলো সওয়ারীর কাজে লাগে এবং কতকগুলের গোশ্ত খাওয়া হয়ে থাকে। উট দ্বারা সওয়ারীর কাজ হয়, গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয় এবং চাষাবাদের কাজেও লাগে। দূর-দূরান্তের সফর অতি সহজে অতিক্রম করা যায়। গরুর গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয়, লাঙ্গলও চালায়। ছাগলের গোশত খাওয়া হয় এবং দুধও দেয়। এগুলোর পশমও বহু কাজে লাগে। যেমন সূরা আন‘আম (৬ ঃ ১৪২), সূরা নাহল (১৬ ঃ ৫৮, ৬৬, ৮০) ইত্যাদির মধ্যে এর বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এতে তোমাদের জন্য রয়েছে বহু উপকার, তোমরা যা প্রয়োজনবোধ কর, এটা দ্বারা তা পূরণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيُرِيكُمْ آيَاته فَأَيَّ آيَات اللَّه تُنكِرُونَ তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। দুনিয়া এবং ওর প্রান্তে প্রান্তে, জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে এবং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য নি‘আমাত বিদ্যমান রয়েছে। সঠিক কথাতো এটাই যে, তাঁর অগণিত নি‘আমাত রাশির কোন একটিকেও কোন লোক প্রকৃত অর্থে অস্বীকার করতে পারেনা।

٨٢. أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ	**৮২। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল**

এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।	ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِنۡهُمۡ وَأَشَدَّ قُوَّةٗ وَءَاثَارٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ فَمَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ
৮৩। তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করল।	٨٣. فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ
৮৪। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহয়ই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।	٨٤. فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ
৮৫। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান	٨٥. فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَاۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي

قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَٰفِرُونَ.	**পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।**

পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার নাসীহাত

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ঐ সমস্ত জাতির বর্ণনা দিচ্ছেন যারা ইসলামপূর্ব যামানার নাবীগণের দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, তাদের তুলনায় তাদের পূর্ববর্তীরা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদেও ছিল অধিক প্রাচুর্যতা, বাসস্থানের জন্য তাদের ছিল বিশাল বিশাল অট্টালিকা যা তাদের শাস্তির সম্মুখীন হয়ে ধ্বংস হওয়ার পর পিছনে পড়ে রয়েছে। এত এত ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং চাকচিক্যময় জীবন যাপন তাদের কোনই উপকারে আসেনি। কেননা তাদের কাছে যখন রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীলসহ আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে এনেছিলেন মু'জিযা ও পবিত্র তা'লীম, তখন তারা তাদের দিকে চোখ তুলেও তাকায়নি, গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং রাসূলদের শিক্ষার প্রতি তারা ঘৃণা প্রদর্শন করেছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা বলেছিল যে, তাদের এর কোনই প্রয়োজন নেই। তারাই বড় আলেম বা বিদ্বান। তাদের মধ্যে বিদ্যার কোন অভাব নেই। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও সাওয়াব এগুলো কিছুই সত্য নয়। (তাবারী ২১/৪২২) সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ এভাবে নিজেদের অজ্ঞতাকে তারা জ্ঞান মনে করেছিল।

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর এমন শাস্তি এসে পড়ে যা তারা পূর্বে মিথ্যা বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিত। ঐ শাস্তি তাদেরকে তচনচ করে দেয়। তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তারা ঈমান আনার কথা বলে এবং একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয় এবং গাইরুল্লাহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকারও করে। কিন্তু ঐ সময়ের তাওবাহ, ঈমান আনা এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ সবই বৃথা হয়ে যায়। ফির'আউনও সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার সময় বলেছিল ঃ

ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা‘বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯০) তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহুর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯১) অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তার ঈমান কবূল করলেননা। কেননা তাঁর নাবী মূসা (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে যে বদ দু‘আ করেছিলেন তা তিনি কবূল করে নিয়েছিলেন। মূসা (আঃ) ফির‘আউন ও তার কাওমের বিরুদ্ধে বদ দু‘আয় বলেছিলেন ঃ

وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই চলে আসছে। অর্থাৎ এটাই আল্লাহর বিধান যে, যে কেহই শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাওবাহ করবে তার তাওবাহ গৃহীত হবেনা। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাহ কবূল করেন যে পর্যন্ত না তার গন্ডদেশে ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রাণ কন্ঠাগত হয়)। (ইব্ন মাজাহ ২/১৪২০) যখন প্রাণ কন্ঠাগত হয়ে যায় এবং মৃত্যুম্মুখ ব্যক্তি মালাকুল মাউতকে দেখতে পায় তখন তার তাওবাহ কবূল হয়না।

এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ** সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সূরা মু’মিন -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪১ ঃ ফুসসিলাত, মাক্কী

٤١ – سورة فصلت، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৪ রুকূ ৬) (اَيَاتُهَا : ٥٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা মীম।	١. حمٓ
২। ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ।	٢. تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
৩। এটা এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরাবী ভাষায়, কুরআন রূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য -	٣. كِتَـٰبٌ فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
৪। সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবেনা।	٤. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
৫। তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।	٥. وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَـٰمِلُونَ

কুরআন এবং এর অস্বীকারকারীদের বক্তব্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আরাবী ভাষার এই কুরআন পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ

তুমি বল ঃ তোমার রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২০) আর এক জায়গায় আছে ঃ

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত। ইহা আরাবীতে নাযিলকৃত। এর অর্থ প্রকাশমান এবং আহকাম মযবূত। এর শব্দগুলিও স্পষ্ট এবং পাঠ করতে সহজ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদী দ্বারা) মাযবূত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ এই বর্ণনা ও বিশদ ব্যাখ্যা জ্ঞানী সম্প্রদায়ই অনুধাবন করে থাকে। بَشِيرًا وَنَذِيرًا এই কুরআন এক দিকে মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় এবং অপর দিকে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ তাদের অধিকাংশই বিশেষ করে কুরাইশরা বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবেনা। অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের এমন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ কুরাইশ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা বলে ঃ

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত এবং আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা, আর তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। ফলে তুমি যা বলছ তার কিছুই আমাদের বোধগম্য হয়না। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি। অর্থাৎ তোমার পন্থায় তুমি কাজ করে যাও এবং আমরা আমাদের পন্থায় কাজ করে যাই। আমরা কখনও আমাদের নীতি পরিত্যাগ করে তোমার নীতি গ্রহণ করতে পারিনা।

৬। বল ঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র মা'বূদ। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য -	٦. قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ
৭। যারা যাকাত প্রদান করেনা এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।	٧. ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ
৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে	٨. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٍ

তাওহীদের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه হে মুহাম্মাদ! এই মিথ্যা প্রশ্নকারী মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমাকে অহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের সবারই মা‘বূদ এক আল্লাহ। তোমরা যে কতকগুলো মা‘বূদ বানিয়ে নিয়েছ এটা সরাসরি বিভ্রান্তিকর পন্থা। তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং ঠিক ঐভাবে কর যেভাবে তোমরা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে জানতে পারছ।

وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ আর তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপ হতে তাওবাহ কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ যারা যাকাত প্রদান করেনা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হল ঃ ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই’ এই সাক্ষ্য যারা প্রদান করেনা। (তাবারী ২১/৪৩০) ইকরিমাহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ২১/৪৩০) এই উক্তিটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ

সে’ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সে’ই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। (সূরা শাম্স, ৯১ ঃ ৯-১০) নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপ ঃ

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং স্বীয় রবের নাম

স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ১৪-১৫) আল্লাহ তা'আলার নিম্নের এ উক্তিটিও ঐরূপ ঃ

هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ

এবং (তাকে) বল ঃ তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও? (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৮) এ আয়াতগুলিতে যাকাত অর্থাৎ পবিত্রতা দ্বারা নাফ্স্কে বাজে কাজ হতে মুক্ত রাখা উদ্দেশ্য। আর এর সবচেয়ে বড় ও প্রথম প্রকার হচ্ছে শির্ক হতে পবিত্র হওয়া। অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতে যাকাত না দেয়া দ্বারা তাওহীদকে অমান্য করা বুঝানো হয়েছে। সম্পদের যাকাতকে যাকাত বলার কারণ এই যে, এটা সম্পদকে অবৈধতা হতে পবিত্র করে এবং সম্পদের বৃদ্ধি ও বারাকাতের কারণ হয়। আর আল্লাহর নির্ধারিত উত্তম পথে ঐ সম্পদ হতে কিছু খরচ করার তাওফীক লাভ হয়। কিন্তু কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন সম্পদের যাকাত না দেয়া এবং বাহ্যতঃ আয়াতের সাধারণ অর্থে এটাই বুঝা যাচ্ছে। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/৪৩১) কিন্তু এ উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা বিভিন্ন বিজ্ঞজনের মতে যাকাত ফার্য হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরাতের দ্বিতীয় বছর। আর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। যা হোক, বড় জোর এই তাফসীরকে মেনে নিয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, সাদাকাহ ও যাকাতের আসল হুকুমতো নাবুওয়াতের শুরুতেই ছিল। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

আর তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪১) তবে হ্যাঁ, ঐ যাকাত, যার নিসাব ও পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত হয় তা হয় মাদীনায়। এটি এমন একটি উক্তি যে, এর দ্বারা দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য এসে যায়।

অনুরূপভাবে সালাতের ব্যাপারেও এটা দেখা যায় যে, সালাত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নাবুওয়াতের শুরুতেই ফার্য হয়েছিল। কিন্তু মিরাজের রাতে হিজরাতের দেড় বছর পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিতভাবে আদায় করা ফার্য করা হয় এবং পরে ধীরে ধীরে এর সমুদয় শর্ত ও আরকানসমূহ নির্ধারিত হয়ে এ সম্পর্কিত বিষয় পূরা করে দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এটা কখনও শেষ হবেনা কিংবা কমতিও করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَّـٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا

যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩) অন্যত্র আছে ঃ

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮)

৯। বল ঃ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনিতো জগতসমূহের রাব্ব।	٩. قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১০। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য।	١٠. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ
১১। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে	١١. ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ	এসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে।
١٢. فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَـٰوَاتٍ فِي يَوۡمَيۡنِ وَأَوۡحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمۡرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَحِفۡظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ	১২। অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

নভোমন্ডলের কিছু বিষয়ের আলোচনা

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু মূর্তি পূজক মুশরিকদের কার্যাবলীর জন্য ধিক্কার দিচ্ছেন। সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, শাসনকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ। সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। যমীনের ন্যায় প্রশস্ত সৃষ্ট জিনিসকে তিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে মাত্র দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাথে মানুষের কুফরী করাও উচিতনা এবং শির্ক করাও না। ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ তিনিই যেমন সবারই সৃষ্টিকর্তা তেমনই তিনিই পৃথিবীর সবারই পালনকর্তা।

خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, অন্যান্য আয়াতে যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এখানে এগুলিকে সৃষ্টি করার সময় পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং জানা গেল যে, প্রথমে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইমারাত নির্মাণ করারও পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ভিত্তি ও নীচের অংশ নির্মাণ করা হয়। তারপর উপরের অংশ ও ছাদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৯) আর আল্লাহ তা'আলা যে বলছেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا. وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ. أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا. وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا. مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলির ভোগের জন্য। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৭-৩৩)

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, নভোমন্ডল সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবীকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নভোমন্ডলের সৃষ্টির আগে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম বুখারীর (রহঃ) তাফসীর গ্রন্থে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক লোক ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনে আমি কিছু বিষয় পেয়েছি যে ব্যাপারে আমি দ্বিধান্বিত। তা হল নিম্নের সূরাগুলি ঃ

فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ

এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৭) এক আয়াতে আছে ঃ

وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا

এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা তাদের কৃতকর্মকে গোপন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا. وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৭-৩০) এখানে মহান আল্লাহ আকাশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যমীনের পূর্বে। আর নিম্নের আয়াতে (৪১ ঃ ৯-১১) তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ... أَتَيْنَا طَائِعِينَ

বল ঃ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনিতো জগতসমূহের রাব্ব। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্ত র তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে এসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। এখানে তিনি যমীন সৃষ্টি

করার কথা উল্লেখ করেছেন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলছেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৩)

عَزِيزًا حَكِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, হিকমাতের অধিকারী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬)

سَمِيعًا بَصِيرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৮)

এরপর লোকটি বলল ঃ তাহলে কি এর অর্থ হবে, তিনি ছিলেন এবং এখন আর নেই? কারণ *কা'না* শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'ছিল'। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন ঃ

فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) এ আয়াতে যা বলা হয়েছে, উহা হবে ঐ সময় যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ

ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মুর্ছিত হয়ে পড়বে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৮) এ আয়াতের ভাবার্থ হল তখন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবেনা, আর না কেহ একে অন্যের বোঝা বহন করবে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ

এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৭)

وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) এবং

وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে ...। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪২) উপরের আয়াতদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর মু'মিন বান্দা তাদের ছোট-খাট পাপ আল্লাহ গাফুরুর রাহীম ক্ষমা করে দিবেন। তখন মূর্তি পূজক মুশরিকরা নিজেরা পরামর্শ করে বলবে ঃ এসো, আমরাও বলি যে, আমরা কখনও আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করিনি। এমতাবস্থায় তাদের মুখ সীল করে দেয়া হবে। তখন তাদের হাত কথা বলবে। তখন জানা যাবে যে, তারা যা কিছু করেছে তার কোন কিছুই আর গোপন থাকছেনা। তখন অবিশ্বাসী কাফির মুশরিকরা আশা করবে ঃ

يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সেদিন কামনা করবে ... (৪ ঃ ৪২) আহা! ওগুলি যদি গোপন রাখা যেত !

আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেন। অতঃপর উহার ছাদকে উচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন দুই দিনে। এরপর তিনি এতে পানি এবং তৃণভূমি ছড়িয়ে দিয়েছেন। ওতে তিনি সৃষ্টি করেছেন পাহাড়-পর্বতসহ বিভিন্ন প্রাণহীন পদার্থ। এগুলি তিনি দুই দিনে সৃষ্টি করেন যা তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ

এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩০) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ সুতরাং তিনি পৃথিবী এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন চার দিনে এবং নভোমন্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন আরও দুই দিনে।

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৩)

عَزِيزًا حَكِيمًا

হিকমাতের অধিকারী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬) এভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন এবং অতঃপর তিনি তাঁর স্থানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ

তা'আলা যখন যা চান তা হয়েই থাকে। অতএব কুরআনের ব্যাপারে তোমরা সংশয়ে পতিত হয়োনা। নিশ্চিতই ইহা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। এভাবেই এটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৮)

خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ যমীনকে আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ রবিবার ও সোমবারে।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا আর যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন। যমীনকে তিনি বারাকাতময় করেছেন। মানুষ এতে বীজ বপন করে এবং তা হতে গাছ, ফল-মূল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীবাসীর যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার সবই যমীনেই উৎপন্ন হয়। **وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا** ক্ষেত এবং বাগানের স্থানও তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। যমীনকে এভাবে সাজানো হয় মঙ্গল ও বুধবারে।

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ চার দিনে যমীনের সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত হয়। যে লোকগুলো এর জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছিল তারা পূর্ণ জবাব পেয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে তারা জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) **وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا** *এবং ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের* - এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এক এক ভূমিতে এক একটি বস্তু স্থাপন করেছেন যা শুধু ঐ স্থানের জন্যই উপযুক্ত ছিল। (তাবারী ২১/৪৩৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) **سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ** *সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য* - এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যারাই এর জন্য প্রার্থনা করে তাদেরকে তা দেয়া হয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) **وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ** *এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য* - এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ লোকেরা তাদের জীবিকার জন্য আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দান করেন। (তাবারী ২১/৪৩৮) এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ঃ

وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। আল্লাহ একে এবং পৃথিবীকে বললেন ঃ

أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। অর্থাৎ আমার হুকুম মেনে নিয়ে আমি যা বলি তাই হয়ে যাও, খুশি মনে অথবা বাধ্য হয়ে। উভয়েই খুশি মনে হুকুম মেনে নিতে সম্মত হল এবং বলল ঃ

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে আপনার আদেশ মেনে নিলাম এবং আমাদের মধ্যে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করতে চান যেমন মালাইকা, জিন, মানুষ ইত্যাদি সবাই আপনার অনুগত হবে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যদি আসমান ও যমীন আনুগত্য স্বীকার না করত তাহলে ওদেরকে শাস্তি দেয়া হত, যে শাস্তির যন্ত্রণা তারা অনুভব করত।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে। প্রত্যেক আকাশে তিনি ইচ্ছামত জিনিস ও মালাক/ফেরেশতামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়োজিত করেন। দুনিয়ার আকাশকে তিনি তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলি যমীনে আলো বিচ্ছুরিত করে এবং ঐ শাইতানদের প্রতি ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখে যারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শোনার উদ্দেশে উপরে উঠার ইচ্ছা করে এবং সব দিক হতে ঐ শাইতানদের প্রতি অগ্নিপিন্ড নিক্ষিপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ের খবর রাখেন।

১৩। তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল ঃ আমিতো তোমাদেরকে	**١٣. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ**

সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির; আদ ও ছামূদ জাতির অনুরূপ।	صَـٰعِقَةً مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ
১৪। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা তখন তারা বলেছিল ঃ আমাদের রবের এই রূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই মালাক প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।	١٤. إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَـٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ
১৫। আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।	١٥. فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ
১৬। অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন	١٦. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু, অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তিতো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদের সাহায্য করা হবেনা।	فِىٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْأَاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
১৭। আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।	١٧. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
১৮। আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।	١٨. وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ

‘আদ এবং ছামূদ জাতির বর্ণনা দ্বারা অবিশ্বাসীদেরকে সতর্কীকরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমাকে যারা অবিশ্বাস করছে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করছে তাদেরকে বলে দাও ঃ আমি তোমাদের জন্য যে বার্তা নিয়ে এসেছি তা হতে তোমরা যদি শিক্ষা ও উপদেশমূলক কথার ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমাদের পরিণাম শুভ হবেনা। জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা তাদের নাবীদেরকে অমান্য করার কারণে ধ্বংসের

মুখে পতিত হয়েছে, তোমাদের কৃতকর্ম যেন তোমাদেরকে তাদের মত না করে দেয়। 'আদ, ছামূদ এবং তাদের মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা তোমাদের সামনে রয়েছে।

إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ তাদের কাছে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের আগমন ঘটেছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ

স্মরণ কর, 'আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২১) তাঁরা গ্রামে-গ্রামে, বস্তীতে-বস্তীতে এসে তাদেরকে আল্লাহর বাণী শোনাতেন। কিন্তু তারা গর্বভরে তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে। তারা রাসূলদেরকে (আঃ) বলে ঃ

لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ আমাদের রবের এইরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, যেহেতু তোমরা মানুষ, তাই তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত। ভূ-পৃষ্ঠে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করত। তাদের গর্ব ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের ঔদ্ধত্য ও অগ্রাহ্যতা এমন সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা বলে উঠল ঃ

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী আর কে আছে? অর্থাৎ আমাদের মত শক্তিশালী, দৃঢ় ও মযবূত আর কেহ নেই। সুতরাং আল্লাহর আযাব আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً কিন্তু তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তাদের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী? তাঁর শক্তির অনুমানও করা যায়না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭) তারা আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রাসূলকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু অশুভ দিনে, যাতে তাদের দর্প চূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হল প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু। অন্যেরা বলেন যে, ইহা হল ঠান্ডা হিমবাহ। এও বর্ণিত আছে যে, ইহা হল প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত বাতাস যা শব্দ সৃষ্টি করে। সত্যি কথা হল এই যে, ওতে এগুলি সবই বিদ্যমান ছিল। ঐ বাতাস এত বেগে প্রবাহিত হয়েছিল যার ফলে তাদের কোন শক্তিই ওকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখেনি। ইহা অত্যন্ত ঠান্ডা ছিল বটে, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

আর 'আদ' সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬) অর্থাৎ অত্যন্ত ঠান্ডা বাতাস। ঐ বাতাস ভীতিকর আওয়াজের সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া তাদের পূর্ব দিকে একটি নদী প্রবাহিত ছিল যার পানি প্রবাহের তীব্রতার জন্য নাম রাখা হয়েছিল 'সারসার'। উহা প্রবাহিত হয়েছিল কয়েক দিন ধরে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৭) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فِى يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

(তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু) নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিন। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৯) অর্থাৎ ঐ বিপদ শুরু হয়েছিল এক অশুভ সংকেতের মাধ্যমে এবং তা চলতেই ছিল ঃ

سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৭) অর্থাৎ তাদের শেষ ব্যক্তি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ঐ ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল এবং তাদের ঐ পার্থিব ক্ষতি/কষ্টের অনুরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে কিয়ামাত দিবসেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى

অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু, অমঙ্গলজনক দিনে। আখিরাতের শাস্তিতো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক। অর্থাৎ পরকালে তাদের জন্য রয়েছে আরও নিগ্রহ।

وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ কিয়ামাত দিবসেও তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা যেমন সাহায্য করা হয়নি পার্থিব জীবনে। তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য থাকবেনা কোন সুপারিশকারী, আর না কোন সাহায্যকারী। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ *আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম*। হিদায়াতের পথ তাদের কাছে খুলে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করেছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ ছামূদ জাতিকে এ ব্যাপারে অভিহিত করা হয়েছিল। (তাবারী ২১/৪৪৮) আশ শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছিল এবং নাবীগণের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বাঁচিয়ে নেন। তাদের মোটেই কষ্ট হয়নি। তারা তাদের নাবীর (আঃ) সাথে আল্লাহ তা'আলার লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করে।

সালিহ (আঃ) তাদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সালিহর (আঃ) সত্যবাদিতার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ তা'আলা যে উষ্ট্রীটি পাঠিয়েছিলেন তারা ওকে হত্যা করে।

فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ফলে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো, অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই ফল।

১৯। যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।	١٩. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
২০। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।	٢٠. حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأَبۡصَـٰرُهُمۡ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ
২১। জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে ঃ আল্লাহ! যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	٢١. وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمۡ لِمَ شَهِدتُّمۡ عَلَيۡنَا ۖ قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىۡءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ
২২। তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে,	٢٢. وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَتِرُونَ أَن

يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ	**তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা; উপরন্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা।**
٢٣. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ	**২৩। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত।**
٢٤. فَإِن يَصْبِرُوا۟ فَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ	**২৪। এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস স্থল এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেনা।**

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের অঙ্গসমূহ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ এই মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন তাদের সকলকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে এবং জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে একত্রিত করবেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৬)

حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদেরকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, কান, চোখ এবং ত্বক তাদের আমলগুলির সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত দোষ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ বলে উঠবে ঃ সে আমার দ্বারা এই পাপ করেছে। তখন সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ভর্ৎসনা করে বলবে ঃ

لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছ? তারা উত্তরে বলবে ঃ

أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ আমরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করছি মাত্র। তিনি আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। সুতরাং আমরা সত্য কথা শুনিয়ে দিয়েছি। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টিকারী। তিনিই সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কেন হাসলাম তা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেনা? সাহাবীগণ (রাঃ) তখন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি হাসলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দার তার রবের সাথে ঝগড়ার কথা মনে করে আমি বিস্ময়বোধ করছি। বান্দা বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেননি যে, আপনি আমার উপর যুল্‌ম করবেননা? আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলবেন ঃ হ্যাঁ (অবশ্যই করেছিলাম)। সে বলবে ঃ আমিতো আমার আমলের উপর আমার নিজের ছাড়া আর কারও সাক্ষ্য কবূল করবনা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমি এবং আমার সম্মানিত মালাইকা/ফেরেশতারা কি সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যথেষ্ট নই? কিন্তু সে বারবার এ কথাই বলতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে যে, সে কি করেছে। সে তখন তাদেরকে তিরস্কার করে বলবে ঃ তোমরা চুপ কর, আমিতো তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যই তর্ক করছিলাম। (হাকিম ৪/৬০১, তাবারী ২১/৪৫২, মুসলিম ৪/২২৮০, নাসাঈ ৬/৫০৮)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ বারদাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আবূ মূসা আশআ'রী (রাঃ) বলেন ঃ কাফির এবং মুনাফিকদেরকে হিসাবের জন্য ডাক দেয়া হবে। তিনি তাদের প্রত্যেকের সামনে তাদের কৃতকর্ম পেশ করবেন। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করে করে নিজের কৃতকর্ম অস্বীকার করবে এবং বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার মহানত্বের শপথ করে বলছি ঃ আপনার মালাইকা এমন কিছু লিখে রেখেছেন যা আমি কখনও করিনি। মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন ঃ তুমি কি অমুক দিন অমুক জায়গায় অমুক কাজ করনি? সে উত্তরে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার মর্যাদার শপথ! আমি এ কাজ কখনও করিনি। অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। সর্বপ্রথম তার ডান উরু কথা বলবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ *তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা।* তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বলবে ঃ তুমি যা করতে তা আমাদের থেকে গোপন করে করতেনা, বরং খোলাখুলিভাবে তা করতে এবং কোন পরওয়া করতেনা এবং দাবী করতে যে, আল্লাহ তোমাদের কোন কাজের ব্যাপারেই খবর রাখেননা। কারণ তোমরা বিশ্বাসী ছিলেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ *উপরন্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে।* অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস করতেনা যে, আল্লাহ তোমাদের সবকিছু দেখছেন, এর ফলেই আজ তোমাদের এ দুর্ভোগ ও দুর্গতি এবং তোমাদের রবের কাছে আজ তোমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ আজ বিচারের সম্মুখীন হয়ে তোমাদের পরিবার-পরিজনসহ সবকিছু হারালে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আমি কা'বার গিলাফের আড়ালে অবস্থান করছিলাম, এমতাবস্থায় তিনজন লোক এলো যাদের

একজন ছিল কুরাইশ এবং অপর দুইজন ছিল তার শ্যালক যারা ছিল সাকিফ গোত্রের, অথবা একজন ছিল সাকিফ গোত্রের এবং অপর দুইজন ছিল কুরাইশ গোত্রের তার শ্যালক। তাদের পেট ছিল খুবই মোটা এবং তারা বুদ্ধিমানও ছিলনা। তারা চুপিচুপি কিছু বলাবলি করছিল, কিন্তু আমি তার কিছুই বুঝতে পারলামনা। অতঃপর তাদের একজন বলল ঃ তুমি কি মনে কর যে, আমরা এখন যা বললাম আল্লাহ তা শুনতে পেয়েছেন? অন্য জন বলল ঃ আমরা যদি উচ্চস্বরে বলি তাহলে তিনি শুনতে পাবেন, কিন্তু আমরা যদি উচ্চ স্বরে কথা না বলি তাহলে তিনি শুনতে পাননা। অপর জন বলল ঃ তিনি যদি আমাদের উচ্চ স্বরের কথা শুনতে পান তাহলে অন্য কথাও শুনতে পান। তাদের এ কথা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললে তখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ... مِّنْ الْخَاسِرِينَ

তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা; উপরন্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত। (আহমাদ ১/৩৮১, তিরমিযী ৯/১২৩) অন্য বর্ণনাধারা থেকেও ইমাম আহমাদ (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/৪০৮, মুসলিম ৪/২১৪২, তিরমিযী ৯/১২৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) অন্য বর্ণনাধারায় এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪২৪, ৪২৫, মুসলিম ৪/২১৪১, ২১৪২) এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেনা। অর্থাৎ জাহান্নামীদের জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যধারণ করা বা না করা সমান। তাদের কোন ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবেনা এবং তাদের পাপও ক্ষমা করা হবেনা। তাদের জন্য দুনিয়ায় পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পথও বন্ধ। এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ. رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا

مِنۡهَا فَإِنۡ عُدۡنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ. قَالَ ٱخۡسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৬-১০৮) (তাবারী ২১/৪৫৮)

২৫। আমি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল এবং তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানবদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। তারাতো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।	٢٥. وَقَيَّضۡنَا لَهُمۡ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ فِيٓ أُمَمٍ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ ۖ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَٰسِرِينَ
২৬। কাফিরেরা বলে ঃ তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।	٢٦. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسۡمَعُواْ لِهَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلۡغَوۡاْ فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَغۡلِبُونَ
২৭। আমি অবশ্যই কাফিরদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব -	٢٧. فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ

أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	
٢٨. ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ	২৮। জাহান্নাম; এটাই আল্লাহর শত্রুদের পরিণাম; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।
٢٩. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ	২৯। কাফিরেরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! যে সব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করব, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।

মূর্তি পূজকদের স্বজনেরা খারাপ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুশরিকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। এটা তাঁর ইচ্ছা এবং ক্ষমতা। তিনি তাঁর সমুদয় কাজে নিপুণ। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাত ও নিপুণতা পূর্ণ। তিনি কতক দানব ও মানবকে মুশরিকদের সাথী করে দেন।

فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তারা তাদের কৃত মন্দ আমলগুলোও তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখায়। তারা দূর অতীতের দিক দিয়ে এবং ভবিষ্যৎ কালের দিক দিয়েও তাদের আমলগুলোকে ভাল মনে করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৩৬-৩৭)

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ তাদের উপর আল্লাহর শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী দানব ও মানবদের উপর শাস্তি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এরাও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা এবং এরা সমান হয়ে গেছে।

কাফিরেরা একে অপরকে কুরআনের বাণী না শোনার উপদেশ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

কাফিরেরা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এই ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে, তারা আল্লাহর কালামকে মানবেনা এবং তাঁর হুকুমের আনুগত্য করবেনা। বরং তারা একে অপরকে বলে দেয় যে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন যেন শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়া হয়। যেমন হাততালি দেয়া, বাঁশী বাজানো এবং চিৎকার করা। কুরাইশরা তাই করত। তারা দোষারোপ করত, অস্বীকার করত, শত্রুতা করত এবং এটাকে নিজেদের বিজয় লাভের কারণ মনে করত। প্রত্যেক অজ্ঞ, মূর্খ কাফিরের এই একই অবস্থা যে, তার কুরআন শুনতে ভাল লাগেনা। এ জন্যই এর বিপরীত করতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০৪)

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ঐ কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, কুরআনুল হাকীমের বিরোধিতা করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আর অবশ্যই তারা

তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি আস্বাদন করবে। আল্লাহর এই শত্রুদের জন্য বিনিময় হল জাহান্নামের আগুন। এর মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী আবাস, আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।

الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا *যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।* আয়াতের ভাবার্থ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে *'জিন'* দ্বারা ইবলীস এবং *'ইনস'* (মানুষ) দ্বারা আদমের (আঃ) ঐ সন্তানকে বুঝানো হয়েছে যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। (তাবারী ২১/৪৬২)

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ) বলেন যে, কোন ব্যক্তির শির্ক করার দায়ভার ইবলীসের উপরও বর্তাবে এবং কারও দ্বারা বড় পাপ (কাবিরাহ গুনাহ) হলে তার দায়ভার আদমের (আঃ) ছেলের (কাবীল) উপর বর্তাবে। আসলে ইবলীস প্রতিটি পাপের ভাগী হবে, তা শির্ক হোক অথবা ছোট ছোট পাপ হোক। (তাবারী ২১/৪৬২) আদমের (আঃ) ছেলের পাপের দায়ভার বহনের ব্যাপারে নিম্নের হাদীস থেকে জানা যায় ঃ

যে কোন হত্যাকান্ড যা যৌক্তিক কারণ ছাড়া ঘটে তার পাপের দায়ভার আদমের (আঃ) ছেলের উপরও বর্তাবে। কারণ সে'ই প্রথম অন্যকে হত্যার সূচনা করেছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৪১৯)

نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا শাস্তি দানের জন্য তাদেরকে আমাদের পদানত করুন যাতে তারা আমাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছে এর চেয়ে আরও বেশি কষ্ট দিতে পারি।

لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ *যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।* অর্থাৎ জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরের অধিবাসী হয়। এ বিষয়ে সূরা আ'রাফের তাফসীরে আলোচিত হয়েছে। ওখানে বলা হয়েছে, অনুসারীরা তাদের অনুসৃত নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য আবেদন করবে। তখন বলা হবে ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ

بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮)

৩০। যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা এবং বলে ঃ তোমার ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।	٣٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ
৩১। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর।	٣١. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ
৩২। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ।	٣٢. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা আল্লাহয় বিশ্বাস করে এবং ওতে দৃঢ় থাকে তাদের জন্য রয়েছে সুখবর

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যারা মুখে আল্লাহ তা‘আলাকে রাব্ব বলে মেনে

নিয়েছে অর্থাৎ তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর এর উপর অটল থেকেছে, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে, তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই।

সাঈদ ইব্ন ইমরান (রহঃ) বলেন ঃ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا** এ আয়াতটি আবূ বাকরের (রাঃ) সামনে তিলাওয়াত করা হলে তিনি বলতেন যে, এর দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কালেমা পাঠ করার পর আর কখনও শির্ক করেনা। (তাবারী ২১/৪৬৪) অতঃপর তিনি আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا *যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে।* এ আয়াত সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ, অতঃপর ওতে তারা দৃঢ় থাকে এবং পাপ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। তিনি বললেন ঃ তোমরা এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলেনা। তা হবে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ। অতঃপর ওতে দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মিথ্যা মা'বূদের প্রতি তারা ঝুকে পড়েনা। (তাবারী ২১/৪৬৪) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখও এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৪৬৫)

সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একটি লোক বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে ইসলামের এমন একটি বিষয় বলে দিন যা সব সময় আমল করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ। অতঃপর ওর উপর অটল থাক। আমি বললাম ঃ এতো আমল হল। আমি বেঁচে থাকব কি হতে তা আমাকে বলে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন ঃ এটা হতে। (আহমাদ ৩/৪১৩, তিরমিযী ৭/৯১, ইব্ন মাজাহ ২/১৩১৪)

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা এবং বলে ঃ তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।* ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আস

সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইসলাম সম্পর্কে কিছু নাসীহাত করুন যে সম্পর্কে আপনার পরে আর কেহকে যেন আমার জিজ্ঞেস করতে না হয়। তখন তিনি বললেন ঃ বল, 'আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর,' অতঃপর এর উপর দৃঢ় থেক। অতঃপর তিনি হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করেন। (মুসলিম ১/৬৫)

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ *তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা।* মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার ছেলে (আবদুর রাহমান) বলেন ঃ ইহা হল মৃত্যুর সময়। অতঃপর তারা বলবে ঃ **أَلَّا تَخَافُوا** *তোমরা ভীত হয়োনা।* (তাবারী ২১/৪৬৬, কুরতুবী ১৫/৩৫৮) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে এরপর পরকালে তুমি যার সম্মুখীন হবে সেই জন্য ভয় করনা। (তাবারী ২১/৪৬৭)

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।* অর্থাৎ তোমার মৃত্যুর সময় তুমি তোমার পিছনে পৃথিবীতে যে স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ এবং ঋণ রেখে যাচ্ছ তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব তোমার পক্ষ থেকে।

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।* সুতরাং তারা দুঃখ-দৈন্য, অমঙ্গল ও কষ্টের সমাপ্তির এবং আগত সুখ-শান্তির সুখবর দিচ্ছেন। আল বা'রা (রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের রূহকে সম্বোধন করে মালাইকা/ফেরেশতারা বলেন ঃ হে পবিত্র রূহ, যে পবিত্র দেহে আছ, বের হয়ে এসো, আল্লাহর ক্ষমা, ইনআ'ম এবং নি'আমাতের দিকে। ঐ আল্লাহর দিকে চল যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। (আহমাদ ৪/২৮৭)

এটাও বর্ণিত আছে যে, মু'মিনরা যখন তাদের কাবর হতে উঠবে তখনই মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবেন এবং সুসংবাদ শোনাবেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ সে যখন মারা যায় তখন তারা তাকে সুসংবাদ দেন এবং আরও সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে কিয়ামাত দিবসে যখন উত্থিত হবে। ইব্ন

আবী হাতিম (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আলোচ্য বিষয়ে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে এটি একটি উত্তম অভিমত। মৃত্যুর সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ মু'মিনদেরকে এ কথাও বলবেন ঃ

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ পার্থিব জীবনেও আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের বন্ধু হিসাবে ছিলাম, আল্লাহর আদেশে তোমাদেরকে সাওয়াবের পথে পরিচালিত করতাম, কল্যাণের পথ দেখাতাম এবং তোমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতাম। অনুরূপভাবে আখিরাতেও তোমাদের সাথে থাকব, তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দিব, কাবরে, হাশরে, কিয়ামাতের মাঠে, পুলসিরাতের উপর, মোট কথা সব জায়গায়ই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী হিসাবে থাকব। সুখময় জান্নাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা তোমাদের থেকে পৃথক হবনা।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ জান্নাতে পৌঁছে তোমরা যা কিছু চাবে তা পাবে। তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। তাঁর স্নেহ, মেহেরবানী, ক্ষমা, দান সীমাহীন ও খুবই প্রশস্ত।

৩৩। ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে ঃ আমিতো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	٣٣. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
৩৪। ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।	٣٤. وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ

৩৫। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।	٣٥. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
৩৬। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٣٦. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

অন্যদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার উপকারিতা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর পথে আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকর্মশীল হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে ঃ ‘আমি একজন আনুগত্যকারী’ তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ হল সেই ব্যক্তি যে নিজেরও উপকার সাধন করেছে এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবেরও উপকার করেছে। ঐ ব্যক্তি তার মত নয় যে মুখে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু নিজেই তা পালন করেনা। পক্ষান্তরে, এ লোকটিতো নিজেও ভাল কাজ করে এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজ করতে অনুপ্রেরণা দেয় এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করে।

এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বোত্তম রূপে এর আওতায় পড়েন। (কুরতুবী ১৫/৩৬০) কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা মুআয্‌যিনকে বুঝানো হয়েছে যিনি সৎকর্মশীলও বটে। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ কিয়ামাতের দিন মুআয্‌যিনগণ সমস্ত লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ গ্রীবা বিশিষ্ট হবে। (মুসলিম ১/২৯০) সুনান গ্রন্থে

মারফূ’ রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যামীনদার এবং মুআয্যিন আমানাতদার। আল্লাহ ইমামদেরকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং মুআয্যিনদেরকে ক্ষমা করে দিন! (আবূ দাঊদ ১/৩৫৬, তিরমিযী ১/৬১৪) এর অর্থ হচ্ছে সালাতে এবং সালাত বিষয়ক কোন কোন ব্যাপারে লোকেরা সালাত আদায়কারী ইমামকে অনুসরণ করবে এবং সালাতের ওয়াক্ত হয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে মুয়াযযিনের আযানের অপেক্ষা করবে।

সঠিক কথা এটাই যে, আয়াতটি সাধারণ হওয়ার দিক দিয়ে মুআয্যিন ও গায়ির মুআয্যিন সবাইকেই শামিল করে। যে কেহই আল্লাহর পথে ডাক দেয় সেই এর অন্তর্ভুক্ত।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আযান দেয়ার প্রচলনই হয়নি। কেননা এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। আর আযান দেয়ার পদ্ধতি শুরু হয় মাদীনায় হিজরাতের পর, যখন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ আবদি রাব্বিহ্ (রাঃ) স্বপ্নে আযান দিতে দেখেন ও শুনেন এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ আযানের শব্দগুলি বিলালকে শিখিয়ে দাও, কেননা তার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও শ্রুতিমধুর। অতএব সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি আ’ম বা সাধারণ এবং মুআয্যিনও এর অন্তর্ভুক্ত।

আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা’মার (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) **وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ** (*ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে ঃ আমিতো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত*) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ এই লোকেরাই আল্লাহর বন্ধু। এরাই আল্লাহর নিকটতর। আল্লাহ তা‘আলার নিকট এরাই সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় এবং পৃথিবীতে এরাই আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কেননা তারা নিজেরা আল্লাহর কথা মেনে চলে এবং অন্যদেরকেও মেনে চলার দা‘ওয়াত দেয়। আর সাথে সাথে তারা নিজেরা ভাল কাজ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাই আল্লাহর প্রতিনিধি। (আবদুর রায্যাক ২/১৮৭) কিন্তু মা’মারের (রহঃ) সাথে হাসান বাসরীর (রহঃ) সাক্ষাত ঘটেনি।

দা'ওআতের উপকারিতা/বিচক্ষণতা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ভাল ও মন্দ সমান হতে পারেনা, বরং এ দু'য়ের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে।

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। এভাবে মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর।

উমার (রাঃ) বলেন ঃ তোমার ব্যাপারে যে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে, তার ব্যাপারে তুমি আল্লাহর আনুগত্য কর। এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কিছুই নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ যারা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের সাথে তুমি যদি ভাল ব্যবহার কর তাহলে তোমাদের মধ্যের বিবাদ সহজে মিটে যাবে, তোমাদের একের প্রতি অন্যের দরদ ও ভালবাসার সৃষ্টি হবে এবং তোমরা এক জন অন্য জনের বন্ধুতে পরিণত হবে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا যারা ধৈর্যশীল তারা ব্যতীত অন্য কেহ এই উপদেশ গ্রহণ করতে পারেনা। কারণ মানুষের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তোলা খুবই কঠিন।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ এই ভাল অভ্যাস তার মধ্যেই গড়ে উঠে যে এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে হয় সৌভাগ্যশালী ও সুখী। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার উপর নিজেদের সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন অপরের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখে। এরূপ লোককে আল্লাহ তা'আলা শাইতানের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন এবং তাদের শত্রুরা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৮) এতো হল মানবীয় অনিষ্টতা হতে বাঁচার পন্থা। এখন মহান আল্লাহ শাইতানী অনিষ্টতা হতে বাঁচার পন্থা বলে দিচ্ছেন ঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ যদি শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর শরণাপন্ন হবে এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়বে। তিনিই শাইতানকে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে, সে মানুষের অন্তরে

কুমন্ত্রণা দিবে। শাইতানের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁরই রয়েছে। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِل الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– مِنْ هَمَزِه وَنَفْخِه وَنَفْثِه

আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শাইতানের প্ররোচনা, ফুৎকার এবং অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আহমাদ ৫/২৫৩)

আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এই আয়াতের সাথে তুলনীয় সূরা আ'রাফের একটি আয়াত এবং সূরা মু'মিনূনের একটি আয়াত ছাড়া আর কোন আয়াত নেই। সূরা আ'রাফের আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তি ঃ

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯৯-২০০) সূরা মু'মিনূনের আয়াতটি হল মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তি ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা। তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮)

৩৭। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে,	٣٧. وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ	যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর।
٣٨. فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩	৩৮। তারা অহংকার করলেও যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারাতো দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি ও বোধ করেনা। [সাজদাহ]
٣٩. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَـٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	৩৯। আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি জীবন দেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

আল্লাহর কয়েকটি নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক শক্তি এবং অতুলনীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তা'ই করে থাকেন।

وَمِنْ آيَاتِه اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ সূর্য, চন্দ্র এবং দিন ও রাত তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার নিদর্শন। রাতকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে আলোকময়

বানিয়েছেন। এগুলি বিরামহীনভাবে একটির পিছনে আর একটি এসে থাকে। তিনি সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন দীপ্তিময় আলো সহকারে এবং চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন প্রতিফলিত আলোকের ধারক রূপে। তিনি তাদের জন্য করেছেন বিভিন্ন অবস্থান স্থল এবং নির্দিষ্ট করেছেন ওদের চলাচলের কক্ষপথ। প্রতিদিন ওর স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে দিন-ক্ষণ, সপ্তাহ, মাস, বছর ইত্যাদি। এর ফলে তাদের জন্য সহজ হয়েছে ইবাদাত, বিভিন্ন আচার-আচরণ এবং লেন-দেনের বিষয়। এ ছাড়া সূর্য ও চাঁদের আকাশে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের ফলে এবং ওদের সৌন্দর্যের কারণে মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, আনন্দের খোরাক ইত্যাদি প্রদান করা হয়। আর এর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং বড়ত্ব। তাই তিনি বলেন ঃ

لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ *তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর*। আসমান ও যমীনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উজ্জ্বল হল সূর্য ও চন্দ্র, এ জন্যই এই দু'টিকে মাখলূক বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ সূর্য ও চন্দ্রের সামনে তোমরা মাথা নত করনা, কেননা এ দু'টিতো মাখলূক বা সৃষ্ট। সৃষ্ট কখনও সাজদাহর যোগ্য হতে পারেনা। সাজদাহর যোগ্য একমাত্র তিনি যিনি সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাত করতে থাক। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোন মাখলূকের ইবাদাত কর তাহলে তোমরা তাঁর রাহমাতের দৃষ্টি হতে সরে যাবে এবং তিনি তোমাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। যারা শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করেনা, বরং তাঁর সাথে সাথে অন্যেরও ইবাদাত করে তারা যেন এটা ধারণা না করে যে, তারাই শুধু আল্লাহর ইবাদাতকারী। আর তারা যেন এটাও মনে না করে যে, যদি তারা তাঁর ইবাদাত ছেড়ে দেয় তাহলে তাঁর কেহ ইবাদাতকারী থাকবেনা। কখনও নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের ইবাদাতের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে রয়েছে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ

সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতির উপর অর্পন করব যারা ওটা অস্বীকার করবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৯) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তাঁর ক্ষমতার একটি নিদর্শন এই যে, তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম। তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, ঊষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি এই মৃত যমীনকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবনদানকারী। তিনিতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০। যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর; তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।	٤٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
৪১। যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার অভাব রয়েছে। ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ।	٤١. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌ

৪২। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।	٤٢. لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
৪৩। তোমার সম্বন্ধেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। তোমার রাব্ব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তি দাতা।	٤٣. مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

অস্বীকারকারীদের শাস্তি এবং কুরআনের কিছু বর্ণনা

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা মতে **الْحَاد** শব্দের অর্থ হল কালামকে ওর জায়গা হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেয়া। (তাবারী ২১/৪৭৮) আর কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এর অর্থ করেছেন কুফরী ও হঠকারিতা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا** যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। যারা আমার নাম ও গুণাবলীকে এদিক হতে ওদিক করে দেয় তারা আমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব।

أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَة যারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং যারা ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে তারা কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। **اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ** *তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর।* মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, এটি হল কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর সতর্ক বাণী। (তাবারী ২১/৪৭৮) পাপী, দূরাচার এবং কাফিরেরা যা ইচ্ছা আমল করে

যাক। **إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** তাদের কোন আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নেই। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়ায়না। তারা যা কিছু করে তিনি তার দ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ *যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে*। যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, এখানে যিক্‌র দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৪৭৯) এটা ইযযাত ও মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা, সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। কারও কালাম এর সমতুল্য হতে পারেনা। **تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ** এটা জগতসমূহের প্রশংসিত রবের নিকট হতে অবতারিত, যিনি তাঁর কথায় ও কাজে বিজ্ঞানময় ও নিপুণ। তাঁর সমুদয় হুকুম পালন করা উত্তম ফলদায়ক। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ তোমার যুগের কাফিরেরা তোমাকে ঐ কথাই বলে যা তোমার পূর্ববর্তী যুগের কাফিরেরা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল। তাদেরকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিল তেমনি তোমার কাওমও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঐ নাবীগণ যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তেমনই তুমিও ধৈর্যধারণ কর। (তাবারী ২১/৪৮১)

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে, আল্লাহ তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ হতে বিমুখ হয়, কুফরী ও হঠকারিতার উপর অটল থাকে, সত্যের বিরোধিতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করা হতে বিরত থাকেনা তাকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন।

৪৪। আমি যদি আরাবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ না করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলি	٤٤. وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥٓ

বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরাবীয়। বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে।	ءَاْعْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ
৪৫। আমিতো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার রবের পক্ষ হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তকর সন্দেহে রয়েছে।	٤٥. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

কুরআনকে অস্বীকার করা হচ্ছে পরিপূর্ণ অবাধ্যতা/একগুয়েমী

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের বাকপটুত্ব, শব্দালংকার এবং এর শাব্দিক ও মৌলিক উপকারের বর্ণনা দেয়ার পর এর উপর যারা ঈমান আনেনি তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ

আমি যদি ইহা কোন আজমীর (ভিন্ন ভাষী) প্রতি অবতীর্ণ করতাম এবং ওটা সে তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে তারা তাতে ঈমান আনতনা। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৮-১৯৯) ভাবার্থ এই যে, অমান্যকারীদের টাল-বাহানার কোন শেষ নেই। তাদের না আছে এতে শান্তি এবং না আছে ওতে শান্তি। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত ঃ এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরাবীয়। আবার যদি কিছু আরাবী ভাষায় এবং কিছু অন্য ভাষায় হত তবুও এই প্রতিবাদই করত যে, এর কারণ কি? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৪৮২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء মু'মিনদের জন্য এই কুরআন পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। অর্থাৎ এটা তাদের অন্তরের ব্যাধি দূরকারী। এর মাধ্যমে তাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী তাদের অন্তরে বধিরতা রয়েছে। কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধত্ব। তারা বুঝেনা যে, এতে কি রয়েছে। এরা এমন যে, যেন এদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২)

أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ তাদের দৃষ্টান্ত এমনই যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে বহু দূর হতে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল এমন যে, কেহ বহু দূর থেকে তাদেরকে যেন ডেকে বলছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছেনা যে, তাদেরকে কি বলা হচ্ছে। (তাবারী ২১/৪৮৪) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা, তারা বধির, মুক, অন্ধ; অতএব তারা বুঝতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১)

তোমাদের জন্য মূসা একটি উদাহরণ

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ আমিতো মূসাকে (আঃ) কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। অর্থাৎ তাকেও অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং কষ্ট দেয়া হয়েছিল। সুতরাং সে যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল, তদ্রুপ তোমাকেও ধৈর্যধারণ করতে হবে।

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৫)

وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ তোমার রাব্ব পূর্ব হতেই এটার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত এদের উপর হতে শাস্তি সরিয়ে রাখবেন। এ জন্যই তিনি এদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকলে এদের মীমাংসা হয়েই যেত। অর্থাৎ এখনই এদের উপর শাস্তি আপতিত হত।

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ এরা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। অর্থাৎ এরা যে অবিশ্বাস করছে এটা কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে নয়, বরং এরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে। (তাবারী ২১/৪৮৭) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৬। যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সে'ই	٤٦. مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ

بِظَلَّـٰمٍ لِّلۡعَبِيدِ	ভোগ করবে। তোমার রাব্ব বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা।

প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্ত হবে

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا এই আয়াতের ভাবার্থ খুবই পরিষ্কার। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার সুফল সেই লাভ করে। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করে, ওর কুফলও তাকেই ভোগ করতে হয়। মহান রাব্ব আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্ম করেননা। যুল্ম করা হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। একজনের পাপের কারণে তিনি অন্যজনকে কখনও পাকড়াও করেননা। যে পাপ করেনা তাকে তিনি কখনও শাস্তি প্রদান করেননা। প্রথমে তিনি রাসূল প্রেরণ করেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেন। এভাবে তিনি স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ শেষ করে দেন। সবারই কাছে তিনি নিজের বাণী পৌঁছিয়ে থাকেন। এর পরেও যারা মানেনা তারাই শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।

চতুর্বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

٤٧. إِلَيۡهِ يُرَدُّ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِۚ وَمَا تَخۡرُجُ مِن ثَمَرَٰتٍ مِّنۡ أَكۡمَامِهَا وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلۡمِهِۦۚ وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ أَيۡنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّـٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ	৪৭। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহতেই ন্যস্ত, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয়না, কোন নারী গর্ভধারণ করেনা এবং সন্তানও প্রসব করেনা। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ আমার শরীকরা কোথায়? তখন তারা বলবে ঃ আমরা আপনার নিকট নিবেদন করছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানিনা।

٤٨. وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ	**৪৮। পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলদ্ধি করবে যে, তাদের নিস্কৃতির কোন উপায় নেই।**

কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত আছেন

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মালাইকা/ফেরেশতাদের নেতা জিবরাঈল (আঃ) কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে তা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তিনি সমস্ত মানুষের নেতা হওয়া সত্ত্বেও উত্তরে বলেছিলেন ঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেননা। (ফাতহুল বারী ১/১৪০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَآ

এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪৪) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ

এ বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) ভাবার্থ এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটনের সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ প্রত্যেক জিনিসকে তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি যে ফল ওর আবরণ হতে বের হয়, যে নারী গর্ভধারণ করে এবং সন্তানও প্রসব করে, এ সবই তাঁর গোচরে থাকে। যমীন ও আসমানের একটি অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের বাইরে নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلۡأَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُۖ وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنۡ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১১)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূকের সামনে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বলবেন ঃ যাদেরকে তোমরা আমার সাথে ইবাদাতে শরীক করতে তারা আজ কোথায়? তারা উত্তরে বলবে ঃ

مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ আমরাতো আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, আপনার সাথে ইবাদাতে শরীক করে এমন কেহ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা।

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ সেই দিন তাদের বাতিল মা'বূদরা সবাই হারিয়ে যাবে। এমন কেহকেও তারা দেখতে পাবেনা যে তাদের কোন উপকার করতে পারে।

وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ তারা নিজেরাও জানতে পারবে যে, শাস্তি থেকে তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

وَرَءَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمۡ يَجِدُواْ عَنۡهَا مَصۡرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫৩)

৪৯। মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করেনা, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।	٤٩. لَّا يَسْـَٔمُ ٱلْإِنسَـٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُٔوسٌ قَنُوطٌ
৫০। দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলেই থাকে ঃ এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে; আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে তাঁর নিকটতো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।	٥٠. وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
৫১। যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।	٥١. وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ

কষ্টের পর সুখ প্রাপ্ত হলে মানুষের রূপ পাল্টে যায়

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কল্যাণের প্রার্থনা হতে মানুষ ক্লান্ত হয়না। কিন্তু যদি তার উপর বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে এত বেশি হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে যে, যেন আর কখনও সে কোন কল্যাণের মুখ দেখতেই পাবেনা। আবার যদি কোন বিপদ ও কাঠিন্যের পর সে কোন কল্যাণ ও সুখ লাভ করে তখন সে বলে বসে ঃ আল্লাহ তা'আলার উপরতো আমার এটা হক বা প্রাপ্যই ছিল। আমি এর যোগ্যই ছিলাম। এখন সে এই নি'আমাত লাভ করে ফুলে উঠে এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। মহান আল্লাহকে বিস্মরণ হয়ে যায় এবং পরিষ্কারভাবে তাঁকে অস্বীকার করে। তখন সে বলে ঃ

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً *এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে।* সে কিয়ামাত সংঘটনকে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করে বসে। ধন-দৌলত এবং আরাম-আয়েশ তার কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَيَطْغَىٰٓ. أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ

বস্তুতঃ মানুষতো সীমা লংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী মনে করে। (সূরা আ'লাক, ৯৬ ঃ ৬-৭) তাই সে মাথা উঁচু করে হঠকারিতা করতে শুরু করে।

মহান আল্লাহ বলেন যে, শুধু এটুকুই নয়, বরং এই দুষ্কার্যের উপর সে ভাল আশাও রাখে এবং বলে ঃ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয়েও যায় এবং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই তাহলে যেমন আমি এখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে রয়েছি, অনুরূপভাবে সেখানেও অর্থাৎ পরকালেও সুখেই থাকব। মোট কথা, সে কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকেও মানেনা, আবার বড় বড় আশাও পোষণ করে যে, দুনিয়ায় যেমন সুখে রয়েছে, আখিরাতেও তেমনি সুখেই থাকবে। যাদের আমল ও বিশ্বাস এইরূপ তাদেরকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ভয় প্রদর্শন করে বলেন ঃ

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ আমি এই কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি। মহামহিমান্বিত আল্লাহ মানুষের স্বভাব ও আচরণের

বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন (গর্বভরে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। كَلَام عَرِيْض (দীর্ঘ প্রার্থনা) ওকেই বলা হয় যার শব্দ বেশি এবং অর্থ কম হয়। আর যে কালাম বা কথা এর বিপরীত হয় অর্থাৎ শব্দ কম ও অর্থ বেশী, ওকে كَلَام وَجِيْز বলা হয়ে থাকে। এই বিষয়টিই অন্য জায়গায় নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২)

৫২। বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?	٥٢. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ
৫৩। আমি শীঘ্র তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের	٥٣. سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ	**নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রাব্ব সর্ব বিষয়ে অবহিত?**
٥٤. أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌۢ	**৫৪। জেনে রেখ, এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্ধিহান। জেনে রেখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।**

কুরআন যে সত্য বাণী তার প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ** তুমি কুরআন অমান্যকারী মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ এই কুরআন সত্যি সত্যিই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, অথচ তোমরা একে অবিশ্বাস করছ! তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের কি অবস্থা হবে! যে ব্যক্তি স্বীয় কুফরী ও বিরোধিতার কারণে সত্য পথ হতে বহু দূরে সরে পড়েছে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে আছে? এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ইসলামপন্থীদেরকে আমি বিজয় দান করব। তারা সাম্রাজ্যসমূহের শাসক হয়ে যাবে। সমস্ত দীনের উপর দীন ইসলামের প্রাধান্য থাকবে।

মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ বদর ও মাক্কা বিজয়ের নিদর্শন স্বয়ং মুশরিকদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে যে, তারা সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক মুসলিমের নিকট লাঞ্ছনাজনক পরাজয় বরণ করে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার হাজার হাজার নিদর্শন স্বয়ং মানব জাতির নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের সৃষ্টি ও গঠন কৌশল, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের পৃথক পৃথক চরিত্র, পৃথক পৃথক রূপ ও রং ইত্যাদি তাদের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং শিল্প চাতুর্যেরই পরিচায়ক, যেগুলি সদা তাদের

চোখের সামনে রয়েছে, এমন কি স্বয়ং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থা, যেমন বাল্যকাল, যৌবন, বার্ধক্য, তাদের রুগ্নতা ও সুস্থতা, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে তাদের উপর প্রকাশমান। মোট কথা, আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিদর্শনাবলী এত অধিক রয়েছে যে, মানুষ এগুলি দেখে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা ও কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি যখন বলছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সত্য নাবী, তখন মানুষের এটা স্বীকার করে নিতে বাধা কিসের? যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৬) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ জেনে রেখ যে, এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান অর্থাৎ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এটা তারা বিশ্বাসই করেনা, আর এ কারণেই তারা নিশ্চিন্ত রয়েছে, সাওয়াব অর্জনে রয়েছে উদাসীন এবং পাপ কাজ হতে বিরত থাকছেনা। অথচ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সবকিছুকে তিনি পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। কিয়ামাত ঘটানো তাঁর কাছে খুবই সহজ কাজ। সমস্ত সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তু তাঁর অধিকারে রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। কেহই তাঁর হাত ধরে রাখতে পারেনা। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা অবশ্যই হবেনা। তিনি ছাড়া প্রকৃত হুকুমদাতা আর কেহ নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারও সত্তা কোন প্রকারের ইবাদাতের যোগ্য নয়।

সূরা ফুসসিলাত - এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪২ ঃ শূরা, মাক্কী — ٤٢ – سورة الشورى ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৩, রুকূ ৫) (اٰيَاتُهَا : ٥٣ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা, মীম।	١. حمٓ
২। আইন, সীন, কাফ।	٢. عٓسٓقٓ
৩। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই তোমার পূর্ববর্তীদের মতই তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন।	٣. كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান।	٤. لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ
৫। আকাশমন্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য	٥. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِن فَوۡقِهِنَّۚ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِمَن

ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
৬। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।	٦. وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

কুরআন নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

হুরূফে মুকাত্তাআ'ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে নাবী! তোমার উপর যেমন এই কুরআনের অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলদের প্রতিও কিতাব ও সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলি সবই অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যিনি স্বীয় প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হারিস ইব্ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ কখনও ঘন্টার অবিরত শব্দের ন্যায়, যা আমার কাছে খুব কঠিন ও ভারী বোধ হয়। যখন ওটা অবতীর্ণ হওয়া শেষ হয় তখন আমাকে যা কিছু বলা হয় সবই আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আর কখনও মালাক/ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন। আমার সাথে তিনি কথা বলেন এবং যা কিছু তিনি বলেন সবই আমি মনে করে নিই। আয়িশা (রাঃ) বলেন, কঠিন শীতের সময় যখন তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হত তখন তিনি অত্যন্ত ঘেমে যেতেন, এমনকি তাঁর কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা যেত। (মুআত্তা ১/২০২, ফাতহুল বারী ১/২৫, মুসলিম ৪/১৮১৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ যমীন ও আসমানের সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁরই দাস এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর সামনে সবাই বিনীত ও বাধ্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৯)

هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

এবং আল্লাহতো সমুচ্চ, মহান। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬২) এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ তিনি সমুন্নত, মহান। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের অবস্থা এই যে, আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে তাঁর প্রতি বিনয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কা'ব আল আহবার (রহঃ) বলেন যে, এর কারণ হল তাঁর (আল্লাহর) ক্ষমতার ব্যাপারে তারা ভীত। (তাবারী ২১/৫০১)

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাঁদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭)

أَلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ *জেনে রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু* - এ বিষয়টি বান্দারা যাতে ভুলে না যায় সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তিনি স্বয়ং তাদেরকে পুরাপুরি শাস্তি প্রদান করবেন।

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ তোমার (নাবীর সাঃ) কাজ শুধু তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও, বরং সবকিছুর কর্মবিধায়ক হলেন আল্লাহ।

৭। এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	٧. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ
৮। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন। বস্তুতঃ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।	٨. وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

সতর্ককারী হিসাবে কুরআন নাযিল হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا হে নাবী! তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর যেমন আল্লাহর অহী অবতীর্ণ হত, অনুরূপভাবে তোমার উপরও এই কুরআন অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর ভাষা আরাবী এবং এর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও খোলাখুলি, যাতে তুমি মাক্কাবাসী এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে সতর্ক করতে পার। অর্থাৎ আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে পার। حَوْلَهَا দ্বারা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সমস্ত শহরকে ও জনপদকে বুঝানো হয়েছে। মাক্কাকে *'উম্মুল কুরা'* বলার কারণ এই যে, এটা সমস্ত শহর হতে ভাল ও উত্তম। এর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে যেগুলি নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে একটি দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যা সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টও বটে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আদী হামরা ইবনুল যুহ্রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কার এক বাজারে দাঁড়িয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁকে বলতে শোনেন ঃ হে মাক্কাভূমি! আল্লাহর শপথ! তুমি আল্লাহর সবচেয়ে উত্তম ভূমি এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আল্লাহর শপথ! যদি তোমার উপর হতে আমাকে বের করে দেয়া না হত তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা। (আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী ১০/৪২৬, নাসাঈ ২/৪৭৯, ইব্ন মাজাহ ১/১০৩৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ আর এই কুরআন আমি তোমার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষকে সতর্ক করতে পার কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই, যেদিন কিছু লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কিছু লোক জাহান্নামে যাবে। এটা এমন দিন হবে যে, জান্নাতীরা লাভবান হবে এবং জাহান্নামীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। (সূরা তাগাবূন, ৬৪ ঃ ৯) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ

এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে যারা পরকালের শাস্তি কে ভয় করে; ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৩-১০৫)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন। ঐ সময় তাঁর হাতে দু'টি কিতাব ছিল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ কিতাব দু'টি কি তা তোমরা জান কি? আমরা উত্তরে বললাম ঃ আমাদের এটা জানা নেই। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে এর খবর দিন। তখন তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এটা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার কিতাব। এতে জান্নাতীদের এবং তাদের পিতাদের ও গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। তাদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া রয়েছে এবং সর্বশেষ লোকটিরও বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে আর কম-বেশি করা হবেনা। অতঃপর তিনি তাঁর বাম হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এটা হল জাহান্নামীদের নাম সম্বলিত বই। এতেও তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম এবং তাদের গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। তাদের বিবরণসহ সর্বশেষ লোকটিরও বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে আর কম-বেশি করা হবেনা। তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে পরিশ্রম করে আমাদের আমল করার প্রয়োজন কি যখন কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ ঠিকভাবে থাক। তোমরা তোমাদের আমলের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর অথবা এর কাছাকাছি পর্যায়ের আমল করতে থাক। কারণ যার তাকদীরে জান্নাত রয়েছে সে জান্নাতের আমল করতে থাকবে এবং পিছনে কি করছে তার সে পরওয়া করবেনা। আর যার তাকদীরে জাহান্নাম রয়েছে সে জাহান্নামের আমল

করে মারা যাবে এবং পিছনে সে কি করেছে তা বিবেচনা করা হবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং বললেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ফাইসালা শেষ করে ফেলেছেন। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে। এর সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান ও বাম হাত দ্বারা ইশারা করেন যেন তিনি কোন কিছু নিক্ষেপ করছেন। (আহমাদ ২/১৬৭, তিরমিযী ৬/৩৫০, নাসাঈ ৬/৪৫২) এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজনের বর্ণনার সঠিকতার ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে। তবে বেশির ভাগ একে সহীহ বলেছেন।

আবূ নাযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবূ আবদুল্লাহ (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী রুগ্ন ছিলেন। সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে দেখতে যান। তারা দেখেন যে, তিনি ফুপিয়ে কাঁদছেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো আপনাকে শুনিয়েছেন ঃ গোঁফ ছোট করে রাখবে যে পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। ঐ সাহাবী (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ এটা ঠিকই বটে। কিন্তু আমাকেতো ঐ হাদীসটি কাঁদাচ্ছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ডান মুষ্টির মধ্যে কিছু মাখলূক রাখেন এবং অনুরূপভাবে অপর মুষ্টির মধ্যেও কিছু মাখলূক রাখেন, অতঃপর বলেন ঃ 'এ লোকগুলো জান্নাতের জন্য এবং এ লোকগুলো জাহান্নামের জন্য, আর এতে আমি কোন পরোয়া করিনা।' কিন্তু আমার জানা নেই যে, আমি তাঁর কোন মুষ্টির মধ্যে আছি। (আহমাদ ৪/১৭৬) তাকদীর প্রমাণ করার আরও বহু হাদীস আলী (রাঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ অনেক সাহাবী থেকে সহীহ, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِه وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন, অর্থাৎ হয় সকলকেই হিদায়াত দান করতেন, না হয় সকলকেই পথভ্রষ্ট করতেন। কিন্তু আল্লাহ এদের মধ্যে পার্থক্য রেখে দিয়েছেন। কেহকেও তিনি হিদায়াতের উপর রেখেছেন এবং কেহকেও সুপথ হতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর হিকমাত বা নিপুণতা তিনিই জানেন। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। আর যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, নেই কোন সাহায্যকারী।

৯। তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ! অভিভাবকতো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٩. أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
১০। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। বল ঃ তিনিই আল্লাহ! আমার রাব্ব। আমি নির্ভর করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী!	١٠. وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
১১। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন‘আমের জোড়া; এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	١١. فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ
১২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ব	١٢. لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن

বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।	يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহই সকলের স্রষ্টা, আশ্রয়দাতা এবং ন্যায় বিচারক

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের শির্কপূর্ণ কাজের নিন্দা করছেন যে, তারা শরীকবিহীন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করছে এবং অন্যদের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি বলছেন যে, সত্য ও সঠিক অভিভাবক এবং প্রকৃত কর্মসম্পাদনকারীতো আল্লাহ। মৃতকে জীবিত করা, এ বিশেষণতো একমাত্র তাঁরই। প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করনা কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। অর্থাৎ দীন ও দুনিয়ার সমুদয় মতভেদের ফাইসালার জিনিস হল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ ইনিই আল্লাহ, আমার রাব্ব, আমি নির্ভর করি তাঁরই উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। সব সময় আমি তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের (গরু, ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদির) মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন আন'আমের জোড়া এবং এগুলো আটটি। এভাবে তিনি বংশ বিস্তার করেন। যুগ ও শতাব্দী অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টিকাজ এভাবেই চলতে

রয়েছে। এদিকে মানব সৃষ্টি এবং ওদিকে জীবজন্তু সৃষ্টি।

لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ সত্য কথা এই যে, তাঁর মত সৃষ্টিকর্তা আর কেহ নেই। তিনি এক। তিনি বেপরোয়া, অভাবমুক্ত এবং অতুলনীয়।

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। এ বিষয়ে সূরা যুমারে (৩৯ ঃ ৬৩) এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, সারা জগতের ব্যবস্থাপক, অধিকর্তা এবং হুকুমদাতা তিনিই। তিনি এক ও অংশীবিহীন। يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তাঁর কোন কাজ হিকমাতশূন্য নয়। কোন অবস্থায়ই তিনি কারও উপর যুল্মকারী নন। তার প্রশস্ত জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

১৩। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।	١٣. شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

১৪। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ বশতঃ তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফাইসালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।	١٤. وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى لَّقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكّٖ مِّنۡهُ مُرِيبٖ

সব নাবীগণের (আঃ) ধর্মই ছিল একই ধর্ম

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের উপর যে নি'আমাত দান করেছেন, এখানে মহান আল্লাহ তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

আল্লাহ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ তোমাদের জন্য যে দীন ও শারীয়াত নির্ধারণ করেছেন তা ওটাই যা আদমের (আঃ) পরে দুনিয়ার সর্বপ্রথম রাসূল নূহ (আঃ) এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদের মধ্যবর্তী স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের (আঃ) ছিল। এখানে যে পাঁচজন নাবীর (আঃ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আহযাবেও। সেখানে রয়েছে ঃ

وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا

স্মরণ কর, যখন আমি নাবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ

৭) ঐ দীন, যা সমস্ত নাবীর মধ্যে মিলিতভাবে ছিল তা হল শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত। আমাদের সবারই একই দীন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) যেমন বৈমাত্রেয় ভাইদের পিতা একজনই। মোট কথা, শারীয়াতের আহকামে যদিও আংশিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মৌলিক নীতি হিসাবে দীন একই। আর তা হল মহামহিমান্বিত আল্লাহর একাত্মবাদ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةً وَمِنۡهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) এখানে এই অহীর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ তোমরা দীনকে কায়েম রেখ, দলবদ্ধ হয়ে একত্রিতভাবে বাস কর এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করে পৃথক হয়ে যেওনা। **كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ** তাওহীদের এই ডাক মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয়। সত্য কথা এই যে, হিদায়াত আল্লাহর হাতে। যে হিদায়াত লাভের যোগ্য হয় সে তার রবের দিকে ফিরে যায় এবং মহান আল্লাহ তার হাত ধরে তাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে নিজেই মন্দ পথ অবলম্বন করে এবং সঠিক ও সরল পথকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহও তখন তার ভাগ্যে পথভ্রষ্টতা লিখে দেন।

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ যখন তার কাছে সত্য এসে যায় এবং আল্লাহর বাক্য অবধারিত হয়ে যায় তখন পারস্পরিক হঠকারিতার ভিত্তিতে

পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى হে নাবী! যদি এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত তাহলে তাদের বিষয়ে এখনই ফাইসালা হয়ে যেত এবং তাদের উপর এই দুনিয়ায়ই শাস্তি আপতিত হত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসারী। দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের ঈমান নেই। বরং তারা অন্ধভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করছে যারা সত্যের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল।

১৫। সুতরাং তুমি ওর দিকে আহ্বান কর এবং ওতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা। বল ঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

١٥. فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতের মধ্যে দশটি স্বতন্ত্র কালেমা রয়েছে যেগুলির প্রত্যেকটির হুকুম পৃথক পৃথক। আয়াতুল কুরসী ছাড়া এ ধরনের আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে আর পাওয়া যায়না। প্রথম হুকুম হচ্ছে ঃ

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ হে নাবী! তোমার উপর অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং অনুরূপ অহী তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) উপরও হত। তোমার জন্য যে শারীয়াত নির্ধারণ করা হয়েছে, তুমি সমস্ত মানুষকে ওরই দা'ওয়াত দাও। প্রত্যেককে ওরই দিকে আহ্বান কর এবং ওকে মানার এবং ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় লেগে থাক।

وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ দ্বিতীয় হুকুম হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও একাত্মবাদের উপর তুমি নিজে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তোমার অনুসারীদেরকে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রেখ।

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ তৃতীয় হুকুম হচ্ছে ঃ মুশরিকরা যে মতভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, মিথ্যারোপ ও অবিশ্বাস করা যে তাদের অভ্যাস, গাইরুল্লাহর ইবাদাত করাই যে তাদের নীতি, সাবধান! কখনও তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা এবং তাদের একটা কথাও স্বীকার করনা।

وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ চতুর্থ হুকুম হচ্ছে ঃ প্রকাশ্যভাবে তোমার এই আকীদাহর কথা প্রচার করতে থাক। তা এই যে, তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলির উপরই আমি ঈমান রাখি। আমার এই কাজ নয় যে, কোনটি মানব এবং কোনটি মানবনা, একটিকে গ্রহণ করব ও অপরটিকে ছেড়ে দিব।

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ পঞ্চম হুকুম হচ্ছে ঃ তুমি বলে দাও, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে।

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ষষ্ঠ হুকুম হচ্ছে ঃ তুমি বল, সত্য মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ। তিনি আমাদের রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। তিনি সবারই পালনকর্তা ও আহারদাতা। আমরা খুশি মনে তাঁকে এবং তাঁর গুণাবলীকে স্বীকার করছি। খুশি মনে কেহ কেহ তাঁর দিকে ঝুঁকে না পড়লেও প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই তাঁর সামনে ঝুঁকে রয়েছে এবং সাজদাহয় পড়ে আছে।

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ সপ্তম হুকুম হচ্ছে, তুমি বলে দাও ঃ আমাদের আমল আমাদের সাথে এবং তোমাদের আমল তোমাদের সাথে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১)

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ অষ্টম হুকুম হচ্ছে, তুমি বলে দাও ঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই, নেই কোন তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ হুকুম মাক্কায় ছিল। মাদীনায় আগমনের পর জিহাদের হুকুম নাযিল হয়। খুব সম্ভব এটাই ঠিক। কেননা এটা মাক্কী আয়াত; আর জিহাদের আয়াতগুলি (২২ ঃ ৩৯-৪০) অবতীর্ণ হয় মাদীনায় হিজরাতের পর।

للَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا নবম হুকুম হচ্ছে, বলে দাও ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ সকলকেই একত্রিত করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৬)

وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ দশম হুকুম হচ্ছে, বল ঃ কিয়ামাত দিবসে প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

১৬। আল্লাহকে স্বীকার করার পর যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার	١٦. وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّتُهُمْ

এবং তারা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।	دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
১৭। আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদন্ড। তুমি কি জান, সম্ভবতঃ কিয়ামাত আসন্ন?	١٧. ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ
১৮। যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য; জেনে রেখ, কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতন্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	١٨. يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍ

ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্ককারীকে সাবধান করা হয়েছে

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّه من بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যারা মু'মিনদের সাথে বাজে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে হিদায়াত হতে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে এবং আল্লাহর দীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের যুক্তি-তর্ক মিথ্যা ও অসার। তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র।

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইসলামে প্রবেশের পর তারা (মুশরিক/কাফিরেরা) তাদের সাথে তর্ক করতে থাকবে যে, কেন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ অবলম্বন করছে। তারা তাদেরকে হিদায়াতের পথে চলতে বাধা দিবে এবং এই আশা করবে যে, তারা যেন আবার জাহিলিয়াতের পথ অবলম্বন করে। (তাবারী ২১/৫১৮, ৫১৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হল ইয়াহুদী ও খৃষ্টান যারা তাদেরকে বলে ঃ আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম থেকে উত্তম এবং আমাদের নাবী তোমাদের নাবীর পূর্বে আগমন করেছেন, তোমাদের চেয়ে আমরা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এবং তাঁর নিকটবর্তী। (তাবারী ২১/৫১৯) আসলে এগুলি তাদের বানানো ও মিথ্যা কথন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে তাঁর নাবীগণের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তুলাদণ্ড। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা হল আদল ও ইনসাফ। (তাবারী ২১/৫২০) আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মত ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫) অন্যত্র আছে ঃ

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْاْ فِى ٱلْمِيزَانِ. وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদন্ড যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মিযানে কম করনা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৭-৯) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ তুমি কি জান যে, কিয়ামাত খুবই আসন্ন? এতে ভয় ও লোভ উভয়ই রয়েছে। আর এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করাও উদ্দেশ্য। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ যারা এটাকে (কিয়ামাতকে) বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় এবং বলে যে, কিয়ামাত কেন আসেনা? তারা আরও বলে ঃ যদি সত্যবাদী হও তাহলে কিয়ামাত সংঘটিত কর। কেননা তাদের মতে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। অপর পক্ষে মু'মিনরা এ কথা শুনে কেঁপে ওঠে। কেননা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বিচার দিবসের আগমন সুনিশ্চিত। তারা এই কিয়ামাতকে ভয় করে এমন আমল করতে থাকে যা তাদের ঐ দিন কাজে লাগবে।

মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কিয়ামাত কখন হবে? এটা কোন এক ভ্রমনের সময়ের ঘটনা। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু দূরে ছিল। তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ তাই বল? সে জবাব দিল ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে তুমি মহব্বত কর। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৩, মুসলিম ৪/২০৩৩) আর একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে সে মহব্বত করে। (মুসলিম ৪/২০৩৪) এ হাদীসটি অবশ্যই মুতাওয়াতির। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটির প্রশ্নের জবাবে কিয়ামাতের সময় নির্দিষ্ট করে বলেননি, বরং তাকে কিয়ামাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। সুতরাং কিয়ামাতের সময়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাতের ব্যাপারে যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করে, ওকে অস্বীকার করে এবং ওটা সংঘটিত

হওয়াকে অসম্ভব বলে বিশ্বাস রাখে সে নিরেট মূর্খ। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা যমীন ও আসমানের প্রথম সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করছে, অথচ মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় যে তিনি জীবন দান করতে সক্ষম এটা স্বীকার করছেনা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

১৯। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিয্ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।	١٩. ٱللَّهُ لَطِيفُۢ بِعِبَادِهِۦ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلۡقَوِىُّ ٱلۡعَزِيزُ
২০। যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা।	٢٠. مَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأَخِرَةِ نَزِدۡ لَهُۥ فِى حَرۡثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلۡأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ
২১। তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ফাইসালার ঘোষনা না থাকলে, তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত।	٢١. أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ

নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
২২। তুমি যালিমদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য; আর এটাই আপতিত হবে তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাবে তাদের রবের নিকট তা'ই পাবে। এটাইতো মহা অনুগ্রহ।	٢٢. تَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا۟ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আহারদাতা একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়ালু। তিনি একজনকে অপরজনের মাধ্যমে রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন। একজনও এমন নেই যাকে তিনি ভুলে যান। সৎ ও অসৎ সবাই তাঁর নিকট হতে আহার পেয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১১ ঃ ৬) এ বিষয়ে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে।

يَرْزُقُ مَن يَشَاء তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন প্রশস্ত ও অপরিমিত জীবিকা নির্ধারণ করে থাকেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। কেহই তাঁর উপর বিজয়ী হতে পারেনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ যে কেহ আখিরাতের আমলের প্রতি মনোযোগী হয়, আমি স্বয়ং তাকে সাহায্য করি এবং তাকে শক্তি সামর্থ্য দান করি। তার সাওয়াব আমি বৃদ্ধি করতে থাকি। কারও সাওয়াব দশগুণ, কারও সাতশ' গুণ এবং কারও আরও বেশি বৃদ্ধি করে দিই। মোট কথা, আখিরাতের চাহিদা যার অন্তরে থাকে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়।

وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ পক্ষান্তরে, যার সমুদয় চেষ্টা দুনিয়া লাভের জন্য হয় এবং আখিরাতের প্রতি যে মোটেই মনোযোগ দেয়না, সে উভয় জগতেই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে দুনিয়ায় প্রদান করবেন, আর ইচ্ছা না করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও প্রদান করবেননা। খুব সম্ভব যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুনিয়া লাভে বঞ্চিত হবে। মন্দ নিয়াতের কারণে পরকালতো পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে, এখন দুনিয়াও সে লাভ করতে পারলনা। সুতরাং উভয় জগতকেই সে নষ্ট করে দিল। আর যদি দুনিয়ার সুখ কিছু ভোগও করে তাতেই বা কি হল? অন্য জায়গায় যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. كُلًّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْءَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও

অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৮-২১)

উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাতকে শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চতা, উচ্চ মর্যাদা, বিজয় এবং রাজত্বের সুসংবাদ দাও। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশে পরকালের কাজ করবে সে কিছুই লাভ করবেনা। (আহমাদ ৫/১৩৪)

আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন তৈরী করা শির্ক

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ এই মুশরিকরা আল্লাহর দীনের অনুসরণ করেনা, বরং তারা জিন, শাইতান ও মানবদেরকে নিজেদের পূজনীয় হিসাবে মেনে নিয়েছে। ওরা যে আহকাম এদেরকে বাতলে দেয় এগুলোর সমষ্টিকেই এরা দীন মনে করে। ইবাদাতের জন্য তারা মিথ্যা মা‘বূদ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের নামকরণ করেছে *বাহিরাহ, সাইবাহ, ওয়াসিলাহ, হাম* ইত্যাদি। বিস্তারিতের জন্য (৫ ঃ ১০৩) আয়াতের তাফসীর দেখুন। তারা ঐ সমস্ত পশুর মাংস ও রক্ত হালাল করেছে যেগুলি যবাহ করা ছাড়াই মারা গেছে। তারা মদ, জুয়াসহ নানাবিধ অবৈধ এবং ঘৃণিত কাজকেও বৈধ করেছে। জাহিলিয়াত যামানায় এভাবে তারা নিজেদের খেয়াল খুশি মত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছিল। তারা মিথ্যা মা‘বূদ বানিয়ে ওর ইবাদাত করত এবং দীনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমর ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কামআহকে দেখি যে, সে নিজের নাড়িভূড়ি নিয়ে জাহান্নামের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে চলছে। (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৩) সে ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম *সাইবাহর* নামে ইবাদাত করার প্রথা চালু করেছিল। সে ছিল খুযাআ’ গোত্রের বাদশাহদের একজন। সে’ই সর্বপ্রথম এসব কাজের সূচনা করেছিল। সে’ই কুরাইশদেরকে মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি অভিসম্পাত নাযিল করুন! প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ফাইসালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকতেন যে, তিনি পাপীদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ দিবেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি তাঁর শাস্তি আপতিত হত।

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ নিশ্চয়ই এই যালিমদেরকে কিয়ামাতের দিন কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সমবেত স্থানে মূর্তি পূজকরা উপস্থিত হবে ত্রাসের সাথে

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ তুমি এই যালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে। আর এটাই তাদের উপর আপতিত হবে। সেদিন এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে এই শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ পক্ষান্তরে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। পূর্বে এবং পরে যে দুই দলের বর্ণনা দেয়া হল তাদের একের সাথে অপরের কিভাবে তুলনা হতে পারে? যারা তাদের অন্যায় অপরাধের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে কিয়ামাত দিবসে ভীতি-বিহ্বল অবস্থায় উপস্থিত হবে তাদের সাথে কি আল্লাহ তা'আলার আর্শীবাদপুষ্ট ঐ বান্দাদের তুলনা হতে পারে যাদেরকে জান্নাতের সুশীতল বাগানে, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বিশাল অট্টালিকা, মনোহারিনী স্ত্রীসহ নানাবিধ জিনিস প্রদান করা হবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি এবং এ বিষয়ে কারও কোন চিন্তাও ঐ পর্যন্ত পৌঁছেনি? এরূপ লোকদের সাথে কিভাবে তুলনা হতে পারে? এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ এটাইতো মহা অনুগ্রহ। পূর্ণ সফলতা এটাই।

২৩। এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা	٢٣. ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ

عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ	ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। বল ঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।
٢٤. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ	২৪। তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? যদি তা'ই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ রয়েছে জান্নাত

উপরের আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ জান্নাতের নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর এখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বলেন ঃ আল্লাহ এই সু-সংবাদ তাঁর ঐ বান্দাদেরকে দেন যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। অতঃপর তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى আর হে মুহাম্মাদ! এই কুরাইশ মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমি এই দা'ওয়াতের কাজে এবং তোমাদের

মঙ্গল কামনার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাইনা। আমি তোমাদের কাছে শুধু এটুকুই চাই যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে আমার রবের বাণী জনগণের নিকট পৌঁছাতে দাও এবং আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক। এটুকু করলেই আমি খুশি হব।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা আলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে। তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছ। জেনে রেখ যে, কুরাইশের যতগুলো গোত্র ছিল সবারই সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাহলে ভাবার্থ হবে ঃ তোমরা ঐ আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখ যা আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩২৬, আহমাদ ১/২২৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি অর্থাৎ প্রতিদান ও পুরস্কার বৃদ্ধি করি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। তিনি সৎ কাজের মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং ওটা বৃদ্ধি করে দেন।

'রাসূল (সাঃ) কুরআনের বাক্যকে পরিবর্তন করেছেন' এ অভিযোগের জবাব

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? অর্থাৎ এই মূর্খ

কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত ঃ তুমি এই কুরআন নিজেই রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছ। মহান আল্লাহ তাদের এ কথার উত্তরে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ এটা কখনও নয়। যদি তাই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। যেমন মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৭) অর্থাৎ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালামের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করতেন তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতিশোধ এমনভাবে গ্রহণ করতেন যে, কেহ তাঁকে রক্ষা করতে পারতনা।

وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনিতো সবিশেষ অবহিত।* অর্থাৎ তিনি নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ দলীল প্রমাণ বর্ণনা করে এবং যুক্তি তর্ক পেশ করে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনিতো সবিশেষ অবহিত। অর্থাৎ অন্তরের গোপন কথা তাঁর কাছে প্রকাশমান।

২৫। তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।	٢٥. وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
২৬। তিনি মু’মিন ও সৎ কর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তার	٢٦. وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।	وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۚ وَٱلْكَـٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
২৭। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা মত সঠিক পরিমানেই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন।	٢٧. وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ
২৮। তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই অভিভাবক, প্রশংসাহ।	٢٨. وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ

আল্লাহ তা'আলা অনুশোচনা এবং তাওবাহ কবূল করেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ এবং দয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বান্দা যত বড় পাপীই হোক না কেন, যখন সে তার অসৎ ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকে এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবাহ করে তখন তিনি স্বীয় দয়া ও করুণা দ্বারা তাকে ঢেকে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন ও স্বীয় অনুগ্রহে তার পাপ ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যার উষ্ট্রীটি মরু প্রান্তরে হারিয়ে গেছে, যার উপর তার পানাহারের জিনিসও রয়েছে। লোকটি উষ্ট্রীর খোঁজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে পড়ল এবং ওটি আর ফিরে পাবার এবং নিজের জীবনের আশাও ত্যাগ করল। উষ্ট্রী হতে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখে যে, উষ্ট্রীটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং ওর লাগাম ধরে নিল। সে এত বেশি খুশি হল যে, আত্মভোলা হয়ে বলে ফেলল ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রাব্ব। অত্যধিক খুশির কারণেই সে এরূপ ভুল করল। (মুসলিম ৪/২১০৪) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৪/২১০৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ তিনি হলেন ঐ সত্ত্বা যিনি পাপ মোচন করেন। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের জন্য তাওবাহ কবূল করেন এবং অতীতের পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। এ আয়াত সম্পর্কে যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন মরুভূমিতে তার উটটি হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে তাকে মৃত্যুর আশংকায় পেয়ে বসে তখন উটটি ফিরে পেলে সে যতখানি আনন্দিত হয়, তার চেয়েও আল্লাহ সুবহানাহু আরও বেশি খুশি হন যখন তাঁর কোন বান্দা তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। (আবদুর রায্‌যাক ৩/১৯১)

হাম্মান ইব্‌ন হারিস (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) একবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে কোন মহিলার সাথে অবৈধ মেলামেশা করেছে, অতঃপর তাকে বিয়ে করেছে। তিনি বললেন ঃ এতে দোষের কিছু নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ** *তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন।* (তাবারী ২১/৫৩৩) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তথাপি যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার

তাওবাহ তিনি কবূল করে থাকেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ তিনি মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন। অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য আহ্বান করুক অথবা তাদের সাথীদের অথবা আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করুক, তিনি তাদের প্রার্থনা কবূল করে থাকেন।

وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ *এবং তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন।* অর্থাৎ তিনি তাদের প্রার্থনার জবাবে তারা যা চায় তা প্রদান করেন এবং এর চেয়েও আরও বেশি দান করেন। ইবরাহীম নাখঈ আল মুগনী (রহঃ) থেকে কাতাদাহ (রহঃ) **وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তারা তাদের ভাইদের জন্য সুপারিশ করে এবং **وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ** এর অর্থ করেছেন ঃ তারা তাদের ভাইদের ভাইয়ের জন্যও সুপারিশ করে। (তাবারী ২১/৫৩৪)

وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ *এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।* মু'মিন ব্যক্তিদের ব্যাপারে সুখবর জানানোর পর এবার আল্লাহ সুবহানাহু মুশরিক এবং মূর্তি পূজক কাফিরদের কথা বর্ণনা করছেন যে, কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে দেয়া হবে বিরামহীন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, যে দিন সকলের আমলের হিসাব নেয়া হবে।

রিয্ক বর্ধিত না করার কারণ

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ দান করলে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসত এবং ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতে শুরু করে দিত এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করত। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত

(জীবনোপকরণ) দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন। অর্থাৎ তিনি বান্দাকে ঐ পরিমাণ রিয্ক দিয়ে থাকেন যা গ্রহণের যোগ্যতা তার মধ্যে রয়েছে। কে ধনী হওয়ার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র হওয়ার যোগ্য এ জ্ঞান তাঁরই আছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ من بَعْد مَا قَنَطُوا তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ

যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৯) **وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ** মানুষ যখন রাহমাতের বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে করতে শেষে নিরাশ হয়ে পড়ে এরূপ পূর্ণ প্রয়োজন এবং কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। ফলে তাদের নৈরাশ্য দূর হয়ে যায় এবং অনাবৃষ্টির বিপদ হতে তারা মুক্ত হয়। সাধারণভাবে আল্লাহর রাহমাত ছড়িয়ে পড়ে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, একটি লোক উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) বলে ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! বৃষ্টি-বর্ষণ বন্ধ হয়েছে এবং জনগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে (এখন উপায় কি?) উত্তরে উমার (রাঃ) বললেন ঃ যাও, ইনশাআল্লাহ বৃষ্টি অবশ্যই বর্ষিত হবে।

অতঃপর তিনি ... **وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ من بَعْد مَا قَنَطُوا** এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২১/৫৩৭) অর্থাৎ তিনি হলেন এমন সত্ত্বা যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর কর্তৃত্ব। তাঁর সৃষ্টির কিভাবে উপকার হবে, কিভাবে তারা লাভবান হবে এসব কিছুর দেখভালকারী হলেন একমাত্র তিনি। পরকালের ভাল-মন্দের দিক নির্দেশনাও তিনিই দিয়ে থাকেন। তিনি যা করতে বলেন তার ফলাফল উত্তমই হয়ে থাকে। তাই সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিক তিনিই বটে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ তিনিই অভিভাবক, প্রশংসার্হ। অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। তাঁর সমুদয় কাজ প্রশংসার যোগ্য। মানুষের কিসে মঙ্গল আছে তা তিনি ভালই জানেন। তাঁর কাজ কল্যাণ ও উপকারশূন্য নয়।

২৯। তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।	٢٩. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ
৩০। তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।	٣٠. وَمَآ أَصَـٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ
৩১। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।	٣١. وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

পৃথিবী ও বায়ুমন্ডলসমূহ সৃষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই এবং এতদুভয়ের মধ্যে যত কিছু ছড়িয়ে রয়েছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের আকৃতি, চেহারা, বর্ণ, ভাষা, তাদের প্রকৃতি, ধরণ, মেজাজ ইত্যাদিও বিভিন্ন ধরণের। মালাক/ ফেরেশতা, মানব, দানব এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী যেগুলো প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে

রয়েছে, কিয়ামাতের দিন তিনি এ সকলকে একই মাইদানে একত্রিত করবেন। ঐ দিন এক ঘোষক ঘোষণা দিবেন যার ধ্বনি সবাই শুনতে পাবে এবং সবাইকে জমায়েতের জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে। সেদিন তিনি তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবেন।

পাপের কারণেই মানুষের জন্য দুর্ভোগ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। তবে আল্লাহ এমন ক্ষমাশীল ও দয়ালু যে, তিনি তোমাদের বহু অপরাধ ক্ষমা করে দেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেনন। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫)

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! মু’মিনের উপর যে কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় ওর কারণে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়, এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও (এর বিনিময়ে পাপ ক্ষমা করা হয়)। (আহমাদ ২/৩০৩)

মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ মু’মিনের প্রতি যে কষ্ট পতিত হয় সেই কারণে আল্লাহ তা‘আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। (আহমাদ ৪/৯৮, মুসলিম ৬৫৬৭)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার পাপ যখন বেশি হয়ে যায় এবং ঐ পাপকে মিটিয়ে দেয়ার মত কোন জিনিস তার কাছে না থাকে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দেন এবং ওটাই তার পাপ ক্ষমার কারণ হয়ে যায়। (আহমাদ ৬/১৫৭)

৩২। তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান	٣٢. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ

নৌযানসমূহ।	كَٱلۡأَعۡلَٰمِ
৩৩। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।	٣٣. إِن يَشَأۡ يُسۡكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظۡلَلۡنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهۡرِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّكُلِّ صَبَّارٖ شَكُورٍ
৩৪। অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।	٣٤. أَوۡ يُوبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعۡفُ عَن كَثِيرٖ
৩৫। আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন নিস্কৃতি নেই।	٣٥. وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٖ

নৌযান তৈরীতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন স্বীয় মাখলূকের কাছে রাখছেন যে, তিনি সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যাতে নৌযানসমূহ তাতে যখন-তখন চলাফিরা করতে পারে। সমুদ্রে বড় বড় নৌযানগুলিকে যমীনের বড় বড় পাহাড়ের মত দেখায়। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৫৪১)

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ যে বায়ু নৌযানগুলিকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায় তা তাঁর অধিকারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে যে দুঃখে ধৈর্যধারণ ও সুখে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। সে এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও অসীম ক্ষমতা ও আধিপত্য জানতে ও বুঝতে পারে।

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ যেমন বায়ুকে স্তব্ধ করে দিয়ে নৌযানসমূহকে নিশ্চল করে দিতে পারেন, অনুরূপভাবে পর্বত সদৃশ নৌযানগুলিকে ক্ষণিকের মধ্যে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে নৌযানের আরোহীদের পাপের কারণে ঐগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। **وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ** কিন্তু অনেককে তিনি ক্ষমা করে থাকেন।

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا যদি সমস্ত পাপের উপর তিনি পাকড়াও করতেন তাহলে নৌযানের সমস্ত আরোহীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতেন। এর অর্থ হচ্ছে তিনি যদি চান তাহলে এমন প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করতে পারেন যার ফলে নৌযানসমূহ তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে অন্য দিকে চলতে বাধ্য হয়। তিনি তাদেরকে এদিক থেকে ওদিকে এবং ওদিক থেকে এদিকে নিয়ে যেতে পারেন। এতে তারা পথহারা হয়ে যাবে এবং কখনই তাদের কাংখিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হবেনা। এ ব্যাখ্যা থেকেও এই ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের শামিল। এ থেকে এ অর্থও বুঝা যায় যে, আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি বাতাসের গতি বন্ধ করে দিতে পারেন এবং এর ফলে নৌযানের চলাচলও স্থির হয়ে যাবে। আবার তিনি যদি বাতাসের গতির তীব্রতা বাড়িয়ে দেন তাহলে নৌযানগুলি তাদের গতিপথ হারিয়ে ফেলবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণার ফলে তিনি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বাতাস প্রেরণ করেন, যেমন তিনি মানুষের যতটুকু দরকার ততটুকু পরিমান বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি যদি অতি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাহলে মানুষের ঘর-বাড়ি, আবাস স্থল ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাবে। আবার যদি কম বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাহলে ক্ষেতের ফল-ফসল সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে মিসরের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু সেখানে অন্য এলাকায় বর্ষিত বৃষ্টির পানি বহন করে আনার ব্যবস্থা করে মিসরবাসীর পানির প্রয়োজন মিটান। তিনি যদি মিসরেও বৃষ্টি বর্ষণ করাতেন তাহলে ওখানের ঘর-বাড়ি এবং উঁচু দেয়ালসমূহ ধ্বসে যেত। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ যারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা আমার ক্ষমতার বাইরে

নয়। আমি যদি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করি তাহলে তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। সবাই আমার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে।

৩৬। বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ। কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী - তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে।	٣٦. فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
৩৭। যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েও ক্ষমা করে দেয় -	٣٧. وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ
৩৮। যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে -	٣٨. وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ
৩৯। এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে -	٣٩. وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ

আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা পাবার ব্যাপারে যারা আশা রাখে

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার ধন-সম্পদের অসারতা, তুচ্ছতা এবং নশ্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, এটা জমা করে কেহ যেন গর্বে ফুলে না উঠে। কেননা এটাতো ক্ষণস্থায়ী। বরং মানুষের উচিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। সৎ কাজ করে সাওয়াব সঞ্চয় করা এবং পাপ কাজ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা এটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী। সুতরাং অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং স্বল্পতাকে আধিক্যের উপর প্রাধান্য দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ অতঃপর মহান আল্লাহ এই সাওয়াব লাভ করার পন্থা বলে দিচ্ছেন যে, ঈমান দৃঢ় হতে হবে, যাতে পার্থিব সুখ-সম্ভোগকে পরিত্যাগ করার উপর ধৈর্যধারণ করা যেতে পারে। আল্লাহ তা‘আলার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে যাতে ধৈর্যধারণে তাঁর নিকট হতে সাহায্য লাভ করা যায় এবং তাঁর আহকাম পালন করা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকা সহজ হয়।

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ আর যাতে বড় (কবীরাহ) পাপ ও নির্লজ্জতা পূর্ণ কাজ হতে দূরে থাকা যায়। এই বাক্যের তাফসীর সূরা আ’রাফে (৭ ঃ ৩৩) বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ক্রোধকে সম্বরণ করতে হবে, যাতে ক্রোধের অবস্থায়ও সচ্চরিত্রতা এবং ক্ষমাপরায়ণতার অভ্যাস পরিত্যক্ত না হয়। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও নিকট হতে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর আহকামের বিরোধীতা হলে সেটা অন্য কথা। (ফাতহুল বারী ১০/৫৪১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ (মু’মিনদের আরও বিশেষণ এই যে) তারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, সালাত কায়েম করে যা হল সবচেয়ে বড় ইবাদাত এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَشَاوِرۡهُمۡ فِى ٱلۡأَمۡرِ

কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫৯) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, তিনি যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে পরামর্শ করতেন যাতে তাদের মন আনন্দিত হয়। এর ভিত্তিতেই আমীরুল মু’মিনীন উমার (রাঃ) আহত হওয়ার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ছয়জন লোককে নির্ধারণ করেন, যেন তারা পরস্পর পরামর্শ করে তাঁর মৃত্যুর পরে কোন একজনকে খলীফা মনোনীত করেন। ঐ ছয় ব্যক্তি হলেন ঃ উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), সা’দ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ)। সুতরাং তারা সর্বসম্মতিক্রমে উসমানকে (রাঃ) খলীফা মনোনীত করেন।

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ এরপর আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের আর একটি বিশেষণ বর্ণনা করছেন যে, তাঁরা যেমন আল্লাহর হক আদায় করেন, অনুরূপভাবে মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারেও তাঁরা কার্পণ্য করেননা। তাদের সম্পদ হতে তারা দরিদ্র ও অভাবীদেরকেও কিছু প্রদান করেন এবং নিজেদের আপনজন থেকে সাহায্য করা শুরু করেন। অতঃপর তার চেয়ে দূরত্বের, অতঃপর আরও দূরত্বের লোকদের সাহায্য করেন।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ যারা অন্যায়কারী তাদের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের সামর্থ্য থাকলে প্রতিরোধ/প্রতিবাদ করেন। তাঁরা এমন দুর্বল ও কাপুরুষ নন যে, যালিমদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননা, বরং তাঁরা অত্যাচারিত হলে পুরাপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তাঁরা অত্যাচারিতদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার হতে রক্ষা করেন। এতদসত্ত্বেও কিন্তু অনেক সময় ক্ষমতা লাভের পরেও তারা ক্ষমা করে থাকেন। যেমন ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ

لَا تَثۡرِيبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَ ۖ يَغۡفِرُ ٱللَّهُ لَكُمۡ

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৯২) অথচ তখন ইচ্ছা করলে ইউসুফকে (আঃ) কূপের ভিতর নিক্ষেপ করার জন্য তাঁর ভাইদের প্রতি তিনি প্রতিশোধ নিতে পারতেন। আর যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ আশিজন কাফিরকে ক্ষমা করে দেন যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর সুযোগ খুঁজে চুপচাপ

মুসলিম সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল। যখন তাদেরকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। আর যেমন তিনি গাওরাস ইব্‌ন হারিস নামক লোকটিকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর তরবারীখানা হাতে উঠিয়ে নেয় এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠেন এবং তরবারীখানা তার হাতে দেখে তাকে এক ধমক দেন। সাথে সাথে ঐ তরবারী তার হাত হতে পড়ে যায় এবং তিনি তা উঠিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) ডেকে তাদেরকে এ দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ঘটনাটিও বর্ণনা করেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন।

৪০। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেননা।	٤٠. وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثۡلُهَا ۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ
৪১। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা।	٤١. وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ
৪২। শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	٤٢. إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৪৩। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তাতো হবে দৃঢ় সম্পর্কেরই কাজ।	٤٣. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ

অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা অথবা সম-পরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৬) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়িয। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়াই হচ্ছে ফাযীলাতের কাজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৫) আর এখানে বলেন ঃ

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। হাদীসে আছে ঃ ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৪/২০০১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেননা। অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে যে সীমালংঘন করে তাকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেননা। সে

আল্লাহর শত্রু। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর যুল্ম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, দুই গালিদাতা ব্যক্তির (পাপের) বোঝা প্রথম গালিদাতার উপর বর্তাবে যে পর্যন্ত না দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে সীমালংঘন করে। (মুসলিম ৪/২০০০) প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ এরূপ অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণকারী ব্যক্তির জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন এরূপ ব্যক্তি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াসি (রহঃ) বলেন, একবার আমি মাক্কায় আসি এবং খন্দক বা পরিখার কাছে চেকপোষ্টে আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বসরার গর্ভনর মারওয়ান ইব্ন মাহলাবের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ! আপনি কি চান? আমি উত্তরে বললাম ঃ আমি এই চাই যে, সম্ভব হলে আপনি বানু আদীর ভাইয়ের মত হয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ বানূ আদীর ভাই কে? আমি জবাব দিলাম ঃ তিনি হলেন আলা ইব্ন যিয়াদ। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে একবার কোন এক কাজে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তার কাছে এক পত্র লিখেন ঃ হাম্দ ও সানার পর সমাচার এই যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি তোমার কোমরকে (পাপের) বোঝা হতে শূন্য রাখবে, পাকস্থলীকে হারাম থেকে মুক্ত রাখবে এবং তোমার হাত যেন মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ দ্বারা অপবিত্র না হয়। যখন তুমি এরূপ কাজ করবে তখন তোমার উপর কোন পাপ থাকবেনা। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ *শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে*

বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এ কথা শুনে মারওয়ান বলেন ঃ আল্লাহ জানেন যে, তিনি সত্য বলেছেন এবং কল্যাণের কথাই জানিয়েছেন। আচ্ছা, এখন আপনি কি কামনা করেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ আমি চাই যে, আমাকে আমার বাড়ী পৌঁছে দেয়া হোক। তিনি তখন বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। (ইব্‌ন আবী শাইবাহ ৭/২৪৫) যুল্‌ম ও যালিম যে নিন্দনীয় এটা বর্ণনা করে এবং যুল্‌মের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে এখন ক্ষমা করে দেয়ার ফাযীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, ওটাতো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। এর ফলে সে বড় পুরস্কার এবং পূর্ণ প্রতিদান লাভের যোগ্য হবে।

৪৪। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে ঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?	٤٤. وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِىٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ
৪৫। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধ নির্মীলিত নেত্রে তাকাচ্ছে। মু'মিনরা কিয়ামাত দিবসে বলবে ঃ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন	٤٥. وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِىٍّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟

أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ	করেছে। জেনে রেখ, যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।
٤٦. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن سَبِيلٍ	৪৬। আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন অভিভাবক থাকবেনা এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নেই।

কিয়ামাত দিবসে অন্যায়কারীদের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যা চান তা'ই হয়। তাঁর ইচ্ছার উপর কেহ বাধা দিতে পারেনা এবং যা তিনি চান না তা হয়না। কেহ তাকে তা করাতে পারেনা। যাকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ সুপথে পরিচালিত করতে পারেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭)) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে ঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ মুশরিকরা কিয়ামাতের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। অবাধ্যাচরণের কারণে তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাতে থাকবে। কিন্তু যেটাকে তারা ভয় করবে ওটা থেকে তারা বাঁচতে পারবেনা। শুধু এটুকু নয়, বরং তাদের ধারণা ও কল্পনারও অধিক তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। ঐ সময় মু'মিনরা বলবে ঃ

إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। এখানে তারা নিজেরাও চিরস্থায়ী নি'আমাত হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজেদের পরিজনবর্গ ও আত্মীয় স্বজনকেও বঞ্চিত করেছে। আজ তারা পৃথক পৃথকভাবে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারা সেই দিন আল্লাহর রাহমাত হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে। এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে এই আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। কেহ তাদের শাস্তি হালকা করতেও পারবেনা। ঐ পথভ্রষ্টদের পরিত্রাণকারী সেই দিন আর কেহই থাকবেনা।

৪৭। তোমরা তোমাদের রবের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিন আসার পূর্বে যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল	٤٧. ٱسْتَجِيبُوا۟ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ

ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ	থাকবেনা এবং তোমাদের জন্য ওটা নিরোধ করার কেহ থাকবেনা।
٤٨. فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ	৪৮। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজতো শুধু প্রচার করে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

এর আগে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, কিয়ামাতের দিন ভীষণ বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে, ওটা হবে কঠিন বিপদের দিন। এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং ওর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ আকস্মিকভাবে ঐ দিন এসে যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহর ফরমানের উপর পুরাপুরি আমল কর। যখন ঐ দিন এসে পড়বে তখন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল মিলবেনা। ওটা সংঘটিত হবে চোখের পলকের মধ্যে এবং তোমরা এমন জায়গাও পাবেনা যেখানে গোপনে লুকিয়ে থাকবে যে, কেহ তোমাদেরকে চিনতে পারবেনা।

يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালানোর স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১০-১২) এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا** এই কাফির ও মুশরিকরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তাদেরকে হিদায়াত দান করা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয়া। আমিই তাদের হিসাব গ্রহণ করব। এ দায়িত্ব আমার।

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ মানুষের অবস্থা এই যে, আমি যখন তাদেরকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। ঐ সময় তারা পূর্বের নি'আমাতকেও অস্বীকার করে এবং শুধু তখনকার বিপদের কথাই বারবার বলতে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে বলেছিলেন ঃ হে নারীর দল! তোমরা (খুব বেশি বেশি) দান-খাইরাত কর, কেননা আমি তোমাদের অধিক সংখ্যককে জাহান্নামে দেখেছি। তখন একজন মহিলা বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ কারণ এই যে, তোমরা খুব বেশি অভিযোগ কর এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমাদের কারও প্রতি তার স্বামী যদি যুগ যুগ ধরে অনুগ্রহ করতে থাকে, অতঃপর একদিন যদি তার কমতি হয় তাহলে অবশ্যই সে তার স্বামীকে বলবে ঃ তুমি কখনও আমার প্রতি অনুগ্রহ করনি। (মুসলিম

১/৮৬) অধিকাংশ নারীদেরই অবস্থা এটাই। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন এবং সৎকাজের তাওফীক প্রদান করেন এবং প্রকৃত ঈমানের অধিকারিণী বানিয়ে দেন তার কথা স্বতন্ত্র।

যে প্রকৃত মু'মিন হয় সে'ই শুধু সুখের সময় কৃতজ্ঞ ও দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি সে সুখ ও আনন্দ লাভ করে তাহলে সে কৃতজ্ঞ হয়, আর এটাই হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে এবং ওটা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর এই বিশেষণ মু'মিন ছাড়া আর কারও মধ্যে থাকেনা। (মুসলিম ৪/২২৯৫)

৪৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা'ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।	٤٩. لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ
৫০। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	٥٠. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَـٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেননা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই সৃষ্টি করেন।

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন।

বাগাবী (রহঃ) বলেন ঃ যেমন লূত (আঃ)। (বাগাবী ৪/১৩২) وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ আর যাকে চান তাকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। বাগাবী (রহঃ) বলেন ঃ যেমন ইবরাহীম (আঃ), যার কোন কন্যা সন্তান ছিলনা। (বাগাবী ৪/১৩২)

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا আবার যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন, যেমন মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (বাগাবী ৪/১৩২)

وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا আর তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তানহীন করেন। বাগাবী (রহঃ) বলেন ঃ যেমন ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)। (বাগাবী ৪/১৩২) সুতরাং চারটি শ্রেণী হল ঃ শুধু কন্যা সন্তানের অধিকারী, শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী, উভয় সন্তানেরই অধিকারী এবং সন্তানহীন।

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ তিনি সর্বজ্ঞ, প্রত্যেক হকদার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামত বিভিন্নতা ও তারতম্য রাখেন।

সুতরাং এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঐ ফরমানের মতই যা ঈসার (আঃ) ব্যাপারে রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ

এটাকে যেন আমি লোকদের জন্য নিদর্শন করি। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২১) অর্থাৎ এটাকে আমি আমার শক্তির প্রমাণ বানাতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, আমি মানুষকে চার প্রকারে সৃষ্টি করেছি। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি শুধু মাটি দ্বারা, তাঁর পিতাও ছিলনা, মাতাও ছিলনা। হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি শুধু পুরুষের মাধ্যমে। আর ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে এবং ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি পুরুষ ছাড়াই, শুধু নারীর মাধ্যমে। সুতরাং ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করে মহাপ্রতাপান্বিত ও মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এই চার প্রকার পূর্ণ করেছেন। ঐ স্থানটি ছিল মাতা-পিতা সম্পর্কে এবং এই স্থানটি হল সন্তানদের সম্পর্কে। ওটাও চার প্রকার এবং এটাও চার প্রকার। সুবহানাল্লাহ! এটাই হল আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও ক্ষমতার নিদর্শন।

৫১। মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিত, অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।	٥١. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ
৫২। এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ -	٥٢. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
৫৩। সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।	٥٣. صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ.

কিভাবে অহী অবতীর্ণ হত

অহীর স্থান, স্তর ও অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়, যেটা আল্লাহর অহী হওয়া সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকেনা। যেমন ইব্ন হিব্বানের (রহঃ) সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রূহুল কুদুস (আঃ) আমার অন্তরে এটা ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করেনা যে পর্যন্ত তার রিয্ক ও সময় পূর্ণ না হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তমরূপে রুযী অনুসন্ধান কর। (মুসনাদ আশ শিহাব ২/১৮৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ অথবা পর্দার অন্তরাল হতে তিনি কথা বলেন। যেমন তিনি মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন। মূসা (আঃ) আল্লাহর কথা শোনার পর আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেই অনুমতি দেননি।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারও সাথে কথা বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে তিনি সামনা সামনি হয়ে কথা বলেছেন। (তিরমিযী ৮/৩৬০) আবদুল্লাহ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা ছিল আলামে বারযাখের কথা, আর এই আয়াতে যে কালামের কথা বলা হয়েছে তা হল ভূ-পৃষ্ঠের উপরের কালাম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ *অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে।* যেমন জিবরাঈল (আঃ) কিংবা অন্য মালাক/ফেরেশতা নাবীগণের (আঃ) নিকট আসতেন।

إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا *এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ।* এখানে রূহ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ

نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا আমি এই কুরআনকে অহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। তুমিতো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি! কিন্তু আমি এই কুরআনকে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

তুমি বল ঃ এটা ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য, আর যারা ঈমানদার নয় তাদের কানে আছে বধিরতা এবং চোখে আছে অন্ধত্ব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللَّهِ হে নাবী! তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ– সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। রাব্ব তিনিই। সবকিছুর মধ্যে ব্যবস্থাপক ও হুকুমদাতা তিনিই। কেহই তাঁর কোন হুকুম অমান্য করতে পারেনা।

الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই সব কাজের ফাইসালা করে থাকেন। তিনি পবিত্র ও মুক্ত ঐ সব দোষ হতে যা যালিমরা তাঁর উপর আরোপ করে। তিনি সমুচ্চ, সমুন্নত ও মহান।

সূরা শূরা -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৩ ঃ যুখরুফ, মাক্কী ٤٣ – سورة الزخرف، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮৯, রুকূ ৭) (اٰيَاتُهَا : ٨٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা, মীম।	١. حمٓ
২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের!	٢. وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ
৩। আমি এটা অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।	٣. إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ
৪। এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।	٤. وَإِنَّهُۥ فِيٓ أُمِّ ٱلۡكِتَٰبِ لَدَيۡنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
৫। আমি কি তোমাদের হতে এই উপদেশ বাণী সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহার করে নিব এই কারণে যে, তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়?	٥. أَفَنَضۡرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكۡرَ صَفۡحًا أَن كُنتُمۡ قَوۡمًا مُّسۡرِفِينَ
৬। পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নাবী প্রেরণ করেছিলাম।	٦. وَكَمۡ أَرۡسَلۡنَا مِن نَّبِيّٖ فِي ٱلۡأَوَّلِينَ

৭। এবং যখনই তাদের নিকট কোন নাবী এসেছে, তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে।	٧. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৮। তাদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।	٨. فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের শপথ করছেন যা সুস্পষ্ট, যার অর্থ জাজ্বল্যমান এবং যার শব্দগুলি উজ্জ্বল। যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও অলংকারপূর্ণ আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা এ জন্য যে, যেন লোকজন জানে, বুঝে ও উপদেশ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ **إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا** আমি এই কুরআনকে আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

স্পষ্ট আরাবী ভাষায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, উম্মুল কিতাব অর্থ লাউহে মাহফূয। (আর রাজী ২৭/১৬৭) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ **لَدَيْنَا** অর্থ হচ্ছে আমার নিকট, আমার সম্মুখে। (বাগাবী ৪/১৩৩)

عَلِيٌّ অর্থ মরতবা, ইযযাত, শরাফাত ও ফাযীলাত। (তাবারী ২১/৫৬৭) তিনি আরও বলেন যে, **حَكِيْمٌ** অর্থ দৃঢ়, মযবূত, বাতিলের দিকে ঝুঁকে না পড়া এবং অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত হওয়া হতে পবিত্র। অন্য জায়গায় এই পবিত্র কালামের গুরুত্বের বর্ণনা নিম্নরূপে দেয়া হয়েছে ঃ

إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٌ كَرِيمٌ. فِى كِتَـٰبٍ مَّكۡنُونٍ. لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি'আ, ৫৬ ঃ ৭৭-৮০) অন্যত্র রয়েছে ঃ

كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٌ. فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ. فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَّرۡفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ. بِأَيۡدِى سَفَرَةٍ. كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

না, এই আচরণ অনুচিত, এটাতো উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করবে সে ইহা স্মরণ রাখবে, ইহা আছে মর্যাদাময় পত্রসমূহে (লিখিত) (এবং) উন্নত পুতঃ লেখকদের হাতে (সুরক্ষিত)। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১১-১৬) এর পরবর্তী আয়াতের একটি অর্থ এই করা হয়েছে ঃ

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ তোমরা কি এটা মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদের আনুগত্য না করা এবং আদেশ নিষেধ মান্য না করা সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব এবং তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবনা? এ আয়াত সম্পর্কে ইহা হল ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) ব্যাখ্যা। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২১/৫৬৭-৫৬৮) এ বিষয়ে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এই উম্মাতের প্রাথমিক সময়ের লোকেরা যখন এই কুরআনকে অবিশ্বাস করেছিল তখনই যদি এটাকে উঠিয়ে নেয়া হত তাহলে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করে দেয়া হত। কিন্তু আল্লাহর প্রশস্ত রাহমাত এটা পছন্দ করেনি এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী এটি বিশ কিংবা তার অধিক বছর ধরে এ কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে। (তাবারী ২১/৫৬৮) এ উক্তির ভাবার্থ খুবই উত্তম। তা হল আল্লাহ তা'আলার স্নেহ ও দয়া যে, অস্বীকারকারী ও দুষ্টমতি লোকদের দুষ্টামির কারণে তাদেরকে ওয়ায-নাসীহাত ও উপদেশ দান পরিত্যাগ করা হয়নি, বরং তা এখনও চালু রাখা হয়েছে যাতে তাদের সৎ লোকেরা সংশোধিত হয়ে যায় এবং সংশোধন হতে অনিচ্ছুক লোকদের উপর যুক্তি-প্রমাণ সমাপ্ত হয়ে যায়।

কুরাইশদের ঈমান না আনার কারণে রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ হে নাবী! তোমাকে তোমার কাওম যে অবিশ্বাস করছে এতে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়োনা, বরং ধৈর্য ধারণ কর।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون এদের পূর্ববর্তী কাওমদের নিকটেও নাবী/রাসূলগণ এসেছিল, তখন তারাও তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا তাদের মধ্যে যে অবিশ্বাসকারীরা ছিল তারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম। আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮২) এই বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তাদের রীতি-নীতি, শাস্তি ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিণামকে পরবর্তী অবিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় করেছেন। যেমন তিনি এই সূরার শেষের দিকে বলেন ঃ

فَجَعَلْنَـٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْـَٔاخِرِينَ

অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৬) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ

আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৮৫) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلاً

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬২)

৯। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ এগুলিতো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ -	٩. وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ
১০। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার;	١٠. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مَهۡدًا وَجَعَلَ لَكُمۡ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ
১১। এবং যিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। এবং আমি তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূখন্ডকে। এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।	١١. وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَۢ بِقَدَرٍ فَأَنشَرۡنَا بِهِۦ بَلۡدَةً مَّيۡتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخۡرَجُونَ
১২। এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি	١٢. وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ	করেন এমন নৌযান ও আন'আম যাতে তোমরা আরোহণ কর -
١٣. لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ	১৩। যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল ঃ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে।
١٤. وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ	১৪। আমরা আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।

'মূর্তি পূজকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা' এর আরও কয়েকটি উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে যে, পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহই এগুলি সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তারা তাঁর একাত্মবাদকে স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও তাঁর সাথে ইবাদাতে তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকেও শরীক করছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا আমি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছি

শয্যা এবং ওতে করেছি তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার। অর্থাৎ যমীনকে আমি স্থির ও মযবূত বানিয়েছি, যাতে তোমরা এর উপর উঠা-বসা ও চলা-ফিরা করতে পার এবং শুইতে ও জাগতে পার। অথচ স্বয়ং এ যমীন পানির উপর রয়েছে, কিন্তু মযবূত পর্বতমালা এতে স্থাপন করে দিয়ে একে হেলা-দোলা ও নড়াচড়া করা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে।

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ এতে চলাচলের পথ বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা এক শহর হতে অন্য শহরে এবং এক দেশ হতে অন্য দেশে গমনাগমন করতে পার।

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ তিনি আকাশ হতে এমন পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, তা জমির জন্য যথেষ্ট হয়। এর ফলে ভূমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। এই পানি মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুও পান করে থাকে।

فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا এই বৃষ্টির দ্বারা মৃত ও শুষ্ক জমিকে সজীব করে তোলা হয়। শুষ্কতা সিক্ততায় পরিবর্তিত হয়। জঙ্গল ও মাঠ-মাইদান সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে এবং গাছপালা ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর ও সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন হয়। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পুনর্জীবিত করার দলীল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলছেন ঃ এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ অতঃপর তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শস্য, ফল-ফুল, শাক-সবজী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের উপকারের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন নানা প্রকারের জীবজন্তু।

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ সামুদ্রিক সফরের জন্য তিনি নৌযানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং স্থল ভাগের সফরের জন্য তিনি সরবরাহ করেছেন চতুস্পদ জন্তু। এগুলোর মধ্যে মানুষ কতকগুলোর গোশ্ত আহার করে থাকে এবং কতকগুলো তাদেরকে দুধ দিয়ে থাকে।

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ আর কতকগুলো তাদের সওয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। তারা ঐগুলোর উপর তাদের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেরাও সওয়ার হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ তোমাদের উচিত, সওয়ার হওয়ার পর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলবে ঃ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা (মৃত্যুর পর) আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। এই আগমন ও প্রস্থান এবং এই সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে আখিরাতের সফরকে স্মরণ কর। দুনিয়ার পাথেয়র বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পাথেয়র দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন ঃ

وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ

আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৭) অনুরূপভাবে পার্থিব পোশাকের বর্ণনা দেয়ার পর পারলৌকিক পোশাকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন ঃ

وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ

আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৬)

১৫। তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।	١٥. وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ
১৬। তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ	١٦. أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ

করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?	وَأَصْفَٰكُم بِٱلْبَنِينَ
১৭। দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকে সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।	١٧. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
১৮। তারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে আবৃত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?	١٨. أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
১৯। তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।	١٩. وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ
২০। তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারাতো শুধু মিথ্যাই বলছে।	٢٠. وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَٰهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

'আল্লাহর সন্তান রয়েছে' কাফিরদের এরূপ উক্তির প্রতি ধিক্কার

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ঐ অপবাদ ও মিথ্যার খবর দিচ্ছেন যে, তারা তাদের পশুদের কতক তাদের দেবতাদের নামে এবং কতক তাঁর নামে উৎসর্গ করত, যার বর্ণনা সূরা আন'আমের নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُوا۟ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৬) অনুরূপভাবে মুশরিকরা ছেলে ও মেয়েদের ভাগ বন্টন করে মেয়েদেরকে সাব্যস্ত করত আল্লাহর জন্য, যারা তাদের ধারণায় ঘৃণ্য ছিল, আর ছেলেদেরকে নিজেদের জন্য পছন্দ করত। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২১-২২) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে

নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা? এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উক্তিকে চরমভাবে অস্বীকার করেছেন। তারপর পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন ঃ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যায়। সমাজে মানুষের কাছে সে মুখ দেখায়না। এটা যেন তার কাছে খুবই লজ্জার ব্যাপার। অথচ সে নিজের পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে বলে যে, আল্লাহর কন্যা সন্তান রয়েছে। এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করেনা তা'ই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে! অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানদেরকে অসম্পূর্ণ মনে করা হয় এবং অলংকারে মণ্ডিত করে যাদের এ অসম্পূর্ণতাকে ঢেকে দেয়া হয় এবং বাল্যাবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত যারা সাজ সজ্জারই মুখাপেক্ষী থেকে যায়, আবার ঝগড়া-বিবাদ এবং তর্ক-বিতর্কের সময় যাদের কথাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়না, এদেরকেই মহামহিমান্বিত আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গণ্য করেছে। অর্থাৎ তারা এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তিকে অস্বীকার করে বলেন ঃ

أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে? অর্থাৎ আল্লাহ যে মালাইকাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন এটা কি তারা দেখেছে? এরপর তিনি বলেন ঃ

سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ তাদের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে। এরপর তাদের আরও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলে ঃ

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। অর্থাৎ আমরা মালাইকাকে নারী মনে করে ওদের মূর্তি বানিয়েছি এবং ওদের পূজা করছি, এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকত তাহলে তিনি আমাদের এবং ওদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতেন এবং তখন আমরা এদের আর পূজা করতে পারতামনা। সুতরাং আমরা যখন এদের পূজা করছি এবং তিনি আমাদের ও এদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমরা ভুল করছিনা, বরং ঠিকই করছি।

এ বাক্যের মাধ্যমে তারা কয়েকটি বড় ভুল করছে। তাদের প্রথম ভুল এই যে, তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করেছে। অথচ তিনি তা থেকে বহু উর্ধ্বে। তাদের দ্বিতীয় ভুল হল এই যে, তারা আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে। আর তাদের তৃতীয় ভুল হচ্ছে, তারা মালাইকার পূজা শুরু করে দিয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই এবং আল্লাহও তাদের অনুমতি দেননি। তারা শুধু জাহিলিয়াত যামানার তাদের পূর্বপুরুষদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে। তাদের চতুর্থ ভুল এই যে, তারা এটাকে আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বলছে এবং এর কারণ এই বের করেছে যে, যদি আল্লাহ তাদের এই কাজে অসন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে তাদের জন্য এদের পূজা করা সম্ভব হতনা। কিন্তু এটা তাদের সরাসরি মূর্খতা ও অবাধ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের এ কাজে চরম অসন্তুষ্ট। প্রত্যেক নাবী (আঃ) এটা খণ্ডন করে গেছেন এবং তাদের প্রতি নাযিলকৃত প্রতিটি কিতাবে এর নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَـٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিনাম কি হয়েছে! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা সবকিছু নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে। অর্থাৎ তাদের আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই।

২১। আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি, যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?	٢١. أَمْ ءَاتَيْنَـٰهُمْ كِتَـٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ
২২। বরং তারা বলে ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।	٢٢. بَلْ قَالُوٓا۟ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّهْتَدُونَ
২৩। এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।	٢٣. وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

২৪। সেই সতর্ককারী বলত ঃ তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি তাহলেও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? তারা বলত ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।	٢٤. قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ
২৫। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে!	٢٥. فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

মূর্তি পূজকদের দাবীর কোন প্রমাণ নেই

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভৎর্সনা করে বলেন, যে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করে তাদের কাছে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। তাই তিনি বলেন ঃ

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِه فَهُم بِه مُسْتَمْسِكُونَ আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? অর্থাৎ তাদের কাছে কি তাদের শির্কের দলীল স্বরূপ কোন কিতাব বিদ্যমান রয়েছে? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এরূপ দলীল সম্বলিত কোন কিতাব তাদের কাছে নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا۟ بِهِۦ يُشْرِكُونَ

আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩৫) অর্থাৎ এই রূপ নয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ তাদের কাছে কোন প্রমাণ না থাকায় তারা তাই বলে ঃ আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। অর্থাৎ শির্কের কোন দলীল তাদের কাছে নেই, শুধুমাত্র দলীল এটাই যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এরূপ করত। তাদেরকেই তারা অনুসরণ করছে। এখানে *‘ উম্মাত’* দ্বারা *‘দীন’কে* বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَٰحِدَةً

এবং তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ৫২) মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ এভাবে আমি তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর শক্তিশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ

وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ. أَتَوَاصَوۡاْ بِهِۦۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ طَاغُونَ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২-৫৩) সুতরাং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই মুখে এই একই কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হয়েছে ঃ

أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করবে? উত্তরে তারা বলত ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। অর্থাৎ তারা যদিও জানত যে, নাবীগণের

শিক্ষা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ হতে বহুগুণে শ্রেয়, তথাপি তাদের ঔদ্ধত্যতা ও হঠকারিতা তাদেরকে সত্য কবূল করতে দেয়নি। তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে! অর্থাৎ কাফিরদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কিভাবে মু'মিনরা মুক্তি পেয়েছে তা তুমি লক্ষ্য কর।

২৬। স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।	٢٦. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
২৭। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন।	٢٧. إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ
২৮। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।	٢٨. وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
২৯। বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের; অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল।	٢٩. بَلْ مَتَّعْتُ هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ
৩০। যখন তাদের নিকট সত্য এলো তখন তারা বলল ঃ	٣٠. وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟

এটাতো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি।	هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَٰفِرُونَ
৩১। এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?	٣١. وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
৩২। তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।	٣٢. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
৩৩। সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি যাতে তারা আরোহণ করে।	٣٣. وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

৩৪। এবং তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত।	٣٤. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ
৩৫। এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবইতো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার রবের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ।	٣٥. وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

তাওহীদের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) ঘোষণা

কুরাইশ কাফিরেরা বংশ ও দীনের দিক দিয়ে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) সুন্নাতকে তাদের সামনে তুলে ধরে বলেন ঃ দেখ, যে ইবরাহীম ছিলেন তাঁর পরবর্তী সমস্ত নাবীর পিতা, আল্লাহর রাসূল এবং একাত্মবাদীদের ইমাম, তিনিই স্পষ্ট ভাষায় শুধু নিজের কাওমকে নয়, বরং স্বয়ং নিজের পিতাকেও বলেন ঃ

إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِه তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক আছে শুধু ঐ আল্লাহর সাথে এবং আমি তাঁরই ইবাদাত করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। আমি তোমাদের এসব মা'বূদ হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ। এদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে তাঁর হক কথা বলার সাহসিকতা ও একাত্মবাদের প্রতি আবেগ ও উত্তেজনার প্রতিদান প্রদান করেন যে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে কালেমায়ে তাওহীদ *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* চিরদিনের জন্য জারী রেখে দেন। (তাবারী ২১/৫৮৯) তাঁর সন্তানেরা এই পবিত্র কালেমার উক্তিকারী হবেননা এটা অসম্ভব। তাঁর সন্তানেরাই এই তাওহীদী কালেমার প্রচার করবেন এবং দিকে দিকে ছড়িয়ে দিবেন।

মাক্কার কাফিরদের রাসূলের (সাঃ) দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান, তাঁর বিরোধিতা করা এবং প্রতিক্রিয়া

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ আমিই এই কাফিরদেরকে এবং এদের পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের, অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল। যখন তাদের নিকট সত্য এলো তখন তারা বলল ঃ هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ এটাতো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা সত্যকে অস্বীকার করল, কুরআনের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেল এবং বলে উঠল ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ সত্যিই যদি এটা আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে তাহলে কেন এটা মাক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলনা? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এ আয়াতের এ রূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৫৯২-৫৯৩)

অন্যান্য তাফসীকারকদের মতে, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি দ্বারা তারা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছিল যারা ছিল (মাক্কা ও তায়িফের) দুই শহরের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাদের মতে এই দুই জনপদের কোন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল। তাদের এই প্রতিবাদের জবাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ এরা কি তোমার রবের করুণার মালিক যে, এরাই তা বন্টন করতে বসেছে? আমার বিষয়টি আমারই অধিকারভুক্ত। আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা প্রদান করি। কোথায় আমার জ্ঞান এবং কোথায় তাদের জ্ঞান! রিসালাতের সঠিক হকদার কে তা আমিই জানি। এই নি'আমাত তাকেই দেয়া হয় যে সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, যার আত্মা পবিত্র, যার বংশ সবচেয়ে বেশি সম্ভ্রান্ত এবং যে মূলগতভাবেও সর্বাপেক্ষা পবিত্র। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আল্লাহর করুণা যারা বন্টন করতে চাচ্ছে তাদের জীবনোপকরণওতো তাদের অধিকারভুক্ত নয়। আমিই

তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আমি যাকে যা ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা দিয়ে থাকি এবং যখন যা ইচ্ছা ছিনিয়ে নিই। জ্ঞান, বিবেক, ক্ষমতা ইত্যাদিও আমারই দেয়া এবং এতেও আমি পার্থক্য রেখেছি। এগুলো সবাইকে আমি সমান দিইনি। এর হিকমাত এই যে, এর ফলে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। এর ওর প্রয়োজন হয় এবং ওর এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং একে অপরের অধীনস্থ থাকে। (তাবারী ২১/৫৯৫)

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ *এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।* অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ তাদের অবুঝের কারণে যে সমস্ত ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য বিলাস বহুল উপকরণ আল্লাহর কাছে কামনা করে, তার চেয়ে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু যে করুণা বর্ষণ করেন তা অনেক বেশি উত্তম। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (হে নাবী)! তারা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

সম্পদের মালিক হওয়া পরকালের শান্তির বার্তা বহন করেনা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ **وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ** আমি যদি এই আশংকা না করতাম যে, মানুষ ধন-সম্পদকে আমার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রমাণ মনে করে সত্য প্রত্যাখ্যানে এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, তাহলে আমি কাফিরদেরকে এত বেশি ধন-সম্পদ দিতাম যে, তাদের গৃহের ছাদ রৌপ্য নির্মিত হত, এমনকি ঐ সিঁড়িও হত রৌপ্য নির্মিত যাতে তারা আরোহণ করে। আর তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা এবং বিশ্রামের জন্য দিতাম রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত পালংক।

وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তবে এ সবই শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। এগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নি'আমাতরাশির তুলনায় এগুলো অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর আখিরাতে নি'আমাত ও কল্যাণ রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। দুনিয়া লোভীরা এখানে ভোগ-সম্ভার ও সুখ-সামগ্রী কিছুটা লাভ করবে বটে, কিন্তু আখিরাতে তারা হবে একেবারে শূন্য হস্ত। সেখানে

তাদের কাছে একটাও সাওয়াব থাকবেনা, যার বিনিময়ে তারা মহান আল্লাহর নিকট হতে কিছু লাভ করতে পারে। (মুসলিম ৪/২১৬২) যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত ঃ

আল্লাহর কাছে যদি এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার পরিমাণও হত তাহলে তিনি এখানে কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করাতেননা। (তিরমিযী ৬/৬১১, বাগাবী ৪/১৩৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ পরকালের কল্যাণ শুধু ঐ লোকদের জন্যই রয়েছে যারা দুনিয়ায় সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। পরকালে এরাই মহান রবের বিশিষ্ট নি'আমাত ও রাহমাত লাভ করবে, যাতে অন্য কেহ তাদের শরীক হবেনা।

একদা উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতে গমন করেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের হতে ঈলা করেছিলেন। কিছু দিনের জন্য স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করার শপথ করাকে শারীয়াতের পরিভাষায় ঈলা বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী ছিলেন। উমার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি একখণ্ড চাটাইয়ের উপর শুইয়ে রয়েছেন এবং তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রোম সম্রাট কাইসার (সিজার) এবং পারস্য সম্রাট কিসরা কত শান-শওকতের সাথে আরাম-আয়েশে দিন যাপন করছে! আর আপনি আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই (শোচনীয়) অবস্থা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, উমারের (রাঃ) এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ হে ইবনুল খাত্তাব! আপনি কি সন্দেহের মধ্যে রয়েছেন? অতঃপর তিনি বলেন ঃ এরা হল ঐ সব লোক যারা তাদের পার্থিব জীবনেই তাড়াতাড়ি তাদের ভোগ্য বস্তু পেয়ে গেছে। (মুসলিম ২/১১৩) অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন ঃ আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত? (মুসলিম ২/১১০)

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করনা এবং এগুলোর থালায় আহার করনা, কেননা এগুলো দুনিয়ায় তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য। (ফাতহুল বারী ৯/৪৬৫, মুসলিম ৩/১৬৩৭)

আল্লাহ তা'আলার কাফিরদেরকে এ দু'টি বস্তু ব্যবহার করার সুযোগ দেয়ার কারণ এই যে, এগুলো আখিরাতের তুলনায় খুবই নগন্য। যেমন সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মশার ডানার সমানও হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেননা। (তিরমিযী ৬/৬১১)

৩৬। যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।	٣٦. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ
৩৭। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে।	٣٧. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ
৩৮। অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে তখন সে শাইতানকে বলবে ঃ হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে!	٣٨. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَـٰلَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ
৩৯। যেহেতু তোমরা সীমা লংঘন করেছিলে, তাই আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবেনা, তোমরাতো সবাই	٣٩. وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ

শাস্তিতে শরীক।	مُشْتَرِكُونَ
৪০। তুমি কি শোনাতে পারবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ এবং যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে কি পারবে সৎ পথে পরিচালিত করতে?	٤٠. أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৪১। আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দিব।	٤١. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ
৪২। অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ করাই তাহলে তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	٤٢. أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَـٰهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ
৪৩। সুতরাং তোমার প্রতি যা অহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি সরল পথেই রয়েছ।	٤٣. فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ
৪৪। কুরআন তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু, তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।	٤٤. وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ
৪৫। তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম	٤٥. وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن

তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়?	قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

‘আর রাহমান’কে ত্যাগকারীর বন্ধু হল শাইতান

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ যে দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় ও অবহেলা প্রদর্শন করে তার উপর শাইতান প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সাথী হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়াকে আরাবী ভাষায় عَشَى فِى الْعَيْنِ বলা হয়ে থাকে।

نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ *অতঃপর সে হয় তার সহচর।* এই বিষয়টিই কুরআনুল হাকীমের আরও বহু আয়াতে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৫) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৫) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। (সূরা ফুসসিলাত,

৪১ ঃ ২৫) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا এরূপ গাফিল লোকের উপর শাইতান ক্ষমতা লাভ করে এবং তাকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। আর সে তার অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, তার নীতি খুব ভাল এবং সে সম্পূর্ণ সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিয়ামাতের দিন যখন সে আল্লাহর সামনে হাযির হবে এবং প্রকৃত তথ্য খুলে যাবে তখন সে তার ঐ সাথী শাইতানকে বলবে ঃ হায়! আজ যদি আমার ও তোমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত।

এক কিরা'আতে حَتَّى اذَا جَاءَانَا রয়েছে। অর্থাৎ যখন শাইতান ও এই গাফেল ব্যক্তি আমার (আল্লাহর) নিকট আসবে। তখন মহান আল্লাহ বলবেন ঃ

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, যেহেতু তোমরা সীমা লংঘন করেছিলে, তোমরাতো সবাই শাস্তিতে শরীক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে তুমি কি পারবে সৎ পথে পরিচালিত করতে? তোমার উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি যে, তাদের সবাইকে মুসলিম করতেই হবে। হিদায়াত তোমার অধিকারভুক্ত বিষয় নয়। তুমি তাদের সম্পর্কে এত চিন্তা করছ কেন? তোমার কর্তব্য হল শুধু দা'ওয়াত দেয়া অর্থাৎ আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। পথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা আমার কাজ। আমি ন্যায়বিচারক ও বিজ্ঞানময়। আমি যা চাব তা'ই করব। তুমি মন সংকীর্ণ করনা।

আল্লাহর ক্রোধ তাঁর রাসূলের (সাঃ) শত্রুদের প্রতি, যারা তাঁর কাছে একদিন প্রত্যাবর্তিত হবেই

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ হে নাবী! আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দিবই।

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি আমি যদি তা তোমাকে প্রত্যক্ষ করাই তাহলেও তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিতে অপারগ নই। মোট কথা, এভাবে এবং ঐভাবে দুইভাবেই আল্লাহ কাফিরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু ঐ অবস্থাকে পছন্দ করা হয়েছে যাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বেশি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়া হয়নি যে পর্যন্ত না তাঁর শত্রুদের উপর তাঁকে বিজয় দান করা হয় এবং তাদের জান ও সম্পদের তিনি অধিকারী হন। এইরূপ তাফসীর করেছেন সুদ্দী (রহঃ)। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটি পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/৬০৯)

কুরআনকে ধারণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ হে নাবী! তোমার প্রতি যে অহী করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন, যা সত্য ও নির্ভুল, যা সত্যের সোজা ও স্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে, তুমি তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। এটা সুখময় জান্নাতের সরল পথ-প্রদর্শক। যারা এর উপর চলে এবং এর আহকামের উপর আমল করে তারা কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারেনা।

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ নিশ্চয়ই এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য যিক্র অর্থাৎ সম্মানের বস্তু। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৬১০, ৬১১)

এতে তাঁর জাতীয় আভিজাত্য রয়েছে যে, কুরআনুল কারীম তাঁরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কুরাইশের পরিভাষায়ই নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটা প্রকাশমান যে, এরাই সবচেয়ে বেশি কুরআন বুঝবে। সুতরাং এই কুরাইশদের উচিত সবচেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে এর উপর আমল করতে থাকা। এতে বিশেষ করে ঐ মহান মুহাজিরদের বড় কৃতিত্ব ও আভিজাত্য রয়েছে যারা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরাতও করেছেন সবারই পূর্বে। আর যারা এদের পদাংক অনুসরণ করেছেন তাদেরও এ মর্যাদা রয়েছে।

ذِكْرٌ এর অর্থ উপদেশও নেয়া হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাওমের জন্য উপদেশ হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, অন্যদের জন্য এটা উপদেশ নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَـٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২১৪) মোট কথা, কুরআনের উপদেশ এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সাধারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, কাওম এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা আল্লাহর এই কালামের উপর কি পরিমাণ আমল করেছ এবং কতখানি মেনে চলেছ? মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ হে নাবী! তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? অর্থাৎ হে নাবী! সমস্ত রাসূল নিজ নিজ উম্মাতকে ঐ দা‘ওয়াতই দিয়েছে যে দা‘ওয়াত তুমি তোমার উম্মাতকে দিচ্ছ। প্রত্যেক নাবীর দা‘ওয়াতের সারমর্ম এই ছিল যে, তাঁরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার দা‘ওয়াত দিয়েছেন এবং অন্যের ইবাদাত করা থেকে বিরত থেকে শির্কের মূলোৎপাটন করেছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) মুজাহিদ এবং

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আতে নিম্নরূপ রয়েছে ঃ

وَسْئَلِ الَّذِيْنَ اَرْسَلْنَ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا

তোমার পূর্বে আমি যাদের কাছে নাবীগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (তাবারী ২১/৬১১) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ইবন্ মাসউদ (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২১/৬১১, ৬১২) তবে এটা তাফসীরের জন্য মিসাল, তিলাওয়াতের জন্য নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৬। মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল ঃ আমি জগতসমূহের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।	٤٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৪৭। সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।	٤٧. فَلَمَّا جَآءَهُم بِـَٔايَـٰتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ
৪৮। আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি যা ওর অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।	٤٨. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِىَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
৪৯। তারা বলেছিল ঃ হে যাদুকর! তোমার রবের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে অংগীকার করেছেন; তাহলে	٤٩. وَقَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا

আমরা অবশ্যই সৎ পথ অবলম্বন করব।	لَمُهْتَدُونَ
৫০। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম তখনই তারা অংগীকার ভংগ করতে লাগল।	٥٠. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

তাওহীদের বাণীসহ মূসাকে (আঃ) ফির'আউন ও তার প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) স্বীয় রাসূল করে ফির'আউন, তার সভাষদবর্গ, তার প্রজা কিবতী এবং বানী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করার দা'ওয়াত দেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক বড় বড় মু'জিযাও দান করেন। যেমন হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, প্লাবন, উকুন, রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি। কিন্তু ফির'আউন ও তার লোকেরা তাঁর কোন মর্যাদা দিলনা। বরং তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিল। তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এলো যাতে তাদের শিক্ষা লাভ হয় এবং মূসার (আঃ) উপর দলীলও হয়। তুফান এলো, আরও এলো ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং শস্য, সম্পদ, ফল ইত্যাদি কমতে শুরু করল। যখনই কোন আযাব আসত তখনই তারা অস্থির হয়ে উঠত এবং মূসাকে (আঃ) অনুনয়-বিনয় করে বলত যে, তিনি যেন ঐ আযাব সরিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন। আযাব সরে গেলেই তারা ঈমান আনবে। এভাবে তারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করত। কিন্তু মূসার (আঃ) দু'আর ফলে যখন আযাব সরে যেত তখন আবার তারা হঠকারিতায় লেগে পড়ত। আবার আযাব আসত এবং তারা ঐরূপ করত।

سَاحِر অর্থাৎ যাদুকর দ্বারা তারা খুব বড় আলেমকে বুঝাতো। তাদের যুগের লোকদের মধ্যে এটা একটা ইল্ম বলে গণ্য হত এবং তাদের যুগে এটা নিন্দনীয় ছিলনা। বরং এটা খুব মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত। সুতরাং তাদের মূসাকে (আঃ) 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন করা সম্মানের জন্য ছিল, প্রতিবাদ হিসাবে ছিলনা। কেননা তাদের কাজতো চলতেই থাকত। প্রত্যেকবার তারা মুসলিম হয়ে যাওয়ার

অঙ্গীকার করত এবং এ কথাও বলত যে, তারা বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু যখনই আযাব সরে যেত তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَـٰتٍ مُّفَصَّلَـٰتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا۟ يَـٰمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَـٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবণ, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, ওগুলি ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি। তাদের উপর কোন বালা মুসীবাত ও বিপদ-আপদ আপতিত হলে তারা বলত ঃ হে মূসা! আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট দু'আ কর। তাঁর সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে প্লেগ দূর করে দিতে পার তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বানী ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর হতে প্লেগের শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৩-১৩৫)

٥١. وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِۦ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِىٓ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

৫১। ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি দেখনা?

৫২। আমিতো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম।	٥٢. أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ
৫৩। মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাইকা/ ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে?	٥٣. فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ
৫৪। এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারাতো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	٥٤. فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ
৫৫। যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল তখন আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে।	٥٥. فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ أَجْمَعِينَ
৫৬। অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।	٥٦. فَجَعَلْنَـٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْـَٔاخِرِينَ

ফির‘আউন তার সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল এবং আল্লাহ যেভাবে তাদেরকে শাস্তি দিলেন

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের ঔদ্ধত্য ও আমিত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে তার কাওমকে একত্রিত করে ঘোষণা করল ঃ

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلاَ تُبْصِرُونَ আমি কি একাই মিসরের বাদশাহ নই? আর আমার বাগ-বাগিচায় ও প্রাসাদে কি নদীগুলি প্রবাহিত নয়? তোমরা কি আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্য দেখতে পাচ্ছনা? আর মূসা (আঃ) এবং তার সঙ্গীদেরকে দেখতো যে, তারা কেমন দুর্বল ও দরিদ্র! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ. فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْءَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ

সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৩-২৫)

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ *আমি কি শ্রেষ্ঠ নই এই ব্যক্তি হতে যে হীন।* সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তার কথা ছিল ঃ নিশ্চয়ই আমি তার চেয়ে উত্তম, সেতো একজন তুচ্ছ ব্যক্তি। (তাবারী ২১/৬১৬) বসরার কিছু কিছু ভাষাবিদ বলেন ঃ অভিশপ্ত ফির'আউন বলতে চেয়েছিল যে, সে মূসা (আঃ) থেকে উত্তম। কিন্তু ওটি ছিল একটি ডাহা মিথ্যা কথা। আল্লাহ বারী তা'আলা ফির'আউনের উপর কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বিরামহীন অভিশাপ বর্ষণ করুন। সুফিয়ান (রহঃ) বলেন যে, মূসাকে (আঃ) তুচ্ছ বলার অর্থ হল তাকে গুরুত্বহীন ব্যক্তি বলে মনে করা। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ সে তাকে মনে করেছিল একজন দুর্বল ব্যক্তি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ অভিশপ্ত ফির'আউন তাঁকে (মূসাকে (আঃ)) মনে করেছিল ক্ষমতাহীন ও সম্পদহীন একজন সাধারণ মানুষ।

আসলে এটাও ফির'আউনের প্রতারণামূলক ও মিথ্যা কথা। মূসাকে (আঃ) ফির'আউনের তুচ্ছ ব্যক্তি বলা ছিল একটি মিথ্যা কথা, বরং ফির'আউন নিজেই ছিল তুচ্ছ ও নগন্য ব্যক্তি যার ছিলনা কোন যুদ্ধবিদ্যা, ধর্মীয় জ্ঞান এবং শারীরিক শক্তি। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ) ছিলেন একজন আদর্শবান, সত্যবাদী, ধার্মিক এবং মর্যাদাবান। তিনি উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী ও প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু অভিশপ্ত ফির'আউন আল্লাহর নাবী মূসাকে (আঃ) কুফরীর চোখে দেখত বলে তাঁকে ঐরূপ দেখত। প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই ছিল ঘৃণ্য ও লাঞ্ছিত।

وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ সেতো স্পষ্ট কথা বলতে পারেনা। কথা বলার সময় তোতলায়, কথায় জড়তা আসে।

বাল্যকালে মূসা (আঃ) তাঁর মুখে আগুনের অঙ্গার পুরে দেয়ার কারণে তাঁর

কথা যদিও তোতলা হত, কিন্তু তাঁর তোতলামি যেন দূর হয়ে যায় এজন্য তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। ফলে আল্লাহর দয়ায় তাঁর ঐ তোতলামি চলে গিয়েছিল।

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ

তিনি বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (সূরা তাহা, ২০ ঃ ৩৬) আর যদি এটা মেনে নেয়াও হয় যে, এরপরেও তাঁর যবানের কিছুটা ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, কেননা তিনি প্রার্থনায় শুধু এটুকুই বলেছিলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জিহ্বার জড়তা আপনি দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে, তবুও এটা কোন দোষের কথা নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেন সেইভাবেই সে হয়ে থাকে, এতে দোষের এমন কি আছে? আসলে ফির'আউন একটা কথা বানিয়ে নিয়ে তার মূর্খ প্রজাদেরকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। যেমন সে বলেছিল ঃ

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ মূসাকে কেন দেয়া হলনা স্বর্ণ-বলয়। **أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ** অথবা তাঁকে সেবা করা কিংবা সব সময় সাহায্য করার জন্য কেন একজন মালাক/ফেরেশতা নিয়োগ করা হলনা যে তাঁর কথার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে? আসলে মূসার (আঃ) বাহ্যিক দিকেই তার নাযর সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর ভিতরগত দিক অর্থাৎ কথার তাৎপর্য এবং বাস্ত বতার দিকে যদি খেয়াল করত তাহলে এই ভ্রম হতনা। আসলে সেতো ঐ ব্যক্তি যে বুঝতে চায়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ সে তার লোকদেরকে কথার মারপ্যাচে মতিভ্রম করল এবং ভুল বুঝিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করল। ফলে তারাও তার ডাকে সাড়া দিল। আসলে **إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ** *তারাতো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।* অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ 'যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল' এর অর্থ হল তারা আমার থেকে গযব চেয়ে নিল। (তাবারী ২১/৬২২) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল তার প্রতি আমাকে রাগান্বিত হতে বাধ্য করল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ

(রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং বিজ্ঞ তাফসীরকারকদের অনেকেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৬২২, দুররুল মানসুর ৭/৩৮৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, উকবা ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি দেখ যে, আল্লাহ কোন মানুষকে ইচ্ছামত দিতে রয়েছেন, আর সে তাঁর অবাধ্যাচরণ করতে রয়েছে তখন তুমি বুঝবে যে, আল্লাহ তাকে অবকাশ দিচ্ছেন। অতঃপর তিনি **فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ** এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ ৪/১৪৫)

তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহর (রাঃ) সামনে হঠাৎ মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ মু'মিনের উপর এটা খুব সহজ, কিন্তু কাফিরের উপর এটা দুঃখজনক। অতঃপর এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। (দুররুল মানসুর ৭/৩৮৪)

উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, গাফিলাতি বা অমনোযোগিতার সাথে শাস্তি জড়িত রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরা যেন তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের পরিত্রাণ লাভের উপায় অনুসন্ধান করে।

আবূ মিযলিয (রহঃ) বলেন ঃ তারা হল তাদের অগ্রবর্তী দল যারা তাদের অনুরূপ কাজ করে। (কুরতুবী ১৬/১০২) তিনি এবং মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন ঃ তারা হল তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষনীয়। (তাবারী ২১/৬২৪, কুরতুবী ১৬/১০২) আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্ত্বা যিনি সৎ পথে পরিচালিত করেন। তাঁরই কাছে আমাদের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন।

৫৭। যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়।	٥٧. وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

٥٨. وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ

৫৮। এবং বলে ঃ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।

٥٩. إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡنَٰهُ مَثَلٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ

৫৯। সেতো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

٦٠. وَلَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَخۡلُفُونَ

৬০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত।

٦١. وَإِنَّهُۥ لَعِلۡمٞ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمۡتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ

৬১। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।

٦٢. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

৬২। শাইতান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

٦٣. وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ

৬৩। ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এলো তখন সে

বলল ঃ আমিতো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।	قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
৬৪। আল্লাহই আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব। অতএব তাঁর ইবাদাত কর; এটাই সরল পথ।	٦٤. إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ
৬৫। অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ, যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির।	٦٥. فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

ঈসার (আঃ) প্রতি কুরাইশদের মনোভাব এবং আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ *যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়।* এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা তাদের মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাসে অটল থেকেছিল এবং অযৌক্তিক তর্ক-বিতর্ক করত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, يَصِدُّوْنَ এর অর্থ হল ঃ তারা হাসতে লাগল। অর্থাৎ এতে তারা বিস্ময়বোধ করল। (কুরতুবী ১৬/১০৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তারা

হতবুদ্ধি হল এবং হাসতে লাগল। (তাবারী ২১/৬২৭) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। (কুরতুবী ১৬/১০৩)

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার সাথে মাসজিদে বসা ছিলেন। সেখানে নাযর ইব্ন হারিসও এসে যায় এবং ওখানে বসে পড়ে। কুরাইশদের আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিল। ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং হারিসের সাথে কথা-বার্তা হচ্ছিল। সে যুক্তি-তর্কে টিকতে না পেরে লা-জবাব বা নিরুত্তর হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা অম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮) তারপর তিনি সেখান হতে চলে আসেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন যাব'আরী আত তামীমী আগমন করে। তখন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা তাকে বলে ঃ আল্লাহর শপথ! নাযর ইব্ন হারিস আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের (পৌত্রের) নিকট হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে আমাদেরকে ও আমাদের মা'বূদদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বলে দাবী করে চলে গেল। সে (আবদুল্লাহ ইব্ন যাব'আরী) তখন বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমি যদি তাঁর সাক্ষাত পাই তাহলে তর্কে সে নিজেই নিরুত্তর হয়ে যাবে। যাও, তোমরা গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন কর ঃ আমরা এবং আমাদের সমস্ত মা'বূদ যখন জাহান্নামী তখন এটা অপরিহার্য যে, মালাইকা, উযায়ের (আঃ) এবং ঈসাও (আঃ) জাহান্নামী হবেন? কেননা আমরা মালাইকার উপাসনা করে থাকি, ইয়াহুদীরা উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করে এবং খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) ইবাদাত করে। তার এ কথা শুনে মাজলিসের লোকেরা সবাই খুব খুশি হল এবং বলল যে, এটাই সঠিক কথা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তর্কে পরাজিত করার জন্য এটি একটি শক্ত যুক্তি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে খুশি মনে নিজেদের ইবাদাত করিয়ে নেয়, এরূপ উপাসক ও উপাস্য উভয়েই জাহান্নামী। মালাইকা/ফেরেশতারা এবং নাবীগণ (আঃ) না নিজেদের ইবাদাত করার জন্য কেহকেও নির্দেশ দিয়েছেন, আর না তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট। তাঁদের নামে আসলে

এরা শাইতানের উপাসনা করে। সে'ই তাদেরকে শির্কের হুকুম দিয়ে থাকে। আর তারা তার সেই হুকুম পালন করে। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০১) অর্থাৎ ঈসা (আঃ), উযায়ের (আঃ) এবং এঁদের ছাড়া অন্যান্য যেসব আলেম ও ধর্ম যাজকদের এরা উপাসনা করে, যাঁরা নিজেরা আল্লাহর আনুগত্যের উপর কায়েম ছিলেন এবং শির্কের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তা হতে বাধাদানকারী ছিলেন, তাঁদের মৃত্যুর পরে পথভ্রষ্ট অজ্ঞ লোকেরা তাঁদেরকে মা'বূদ বানিয়ে নেয়। তাই তাঁদের ইবাদাতকারীদের ইবাদাত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ।

আর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে যে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করে তাদের উপাসনা করত তা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারাতো তাঁর সম্মানিত বান্দা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৬) আর ঈসার (আঃ) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ যখন মারইয়ামের (আঃ) দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়। এরপর মহান আল্লাহ ঈসার (আঃ) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

সেতো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন। অর্থাৎ ঈসার মাধ্যমে আমি যেসব মু'জিয়া দুনিয়াবাসীকে দেখিয়েছি, যেমন মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা ইত্যাদি, এগুলো কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকেই অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ। (ইব্‌ন হিশাম ১/৩৯৬-৩৯৮)

আল আউফী (রহঃ) থেকে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তাদের মা‘বূদদের জাহান্নামী হওয়ার কথা শুনে ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হয় ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮) তখন কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারা কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তিতো শুধু এটাই চায় যে, আমরা যেন তাকে প্রভু বানিয়ে নিই যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে (আঃ) প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ *তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।* (তাবারী ২১/৬২৫, মুশকিলুল আছার ১/৪৩১, হাকিম ২/৩৮৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের (**أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هَذَا**) এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমাদের মা‘বূদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উত্তম। ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে **اَمْ هَذَا** রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا এরা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। অর্থাৎ তাদের এটা বিনা দলীল-প্রমাণে ঝগড়া। মিথ্যার উপরই তারা তর্ক-বিতর্ক করছে। তারা নিজেরাও জানে যে, তারা যেটা বলছে ভাবার্থ

সেটা নয় এবং তাদের প্রতিবাদ ও আপত্তি নিরর্থক। কেননা প্রথমতঃ আয়াতে **مَا** শব্দ রয়েছে, যা জ্ঞান-বিবেকহীনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ আয়াতে কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা মূর্তি/প্রতিমা, পাথর ইত্যাদির পূজা করত।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮) তারা ঈসার (আঃ) পূজারী ছিলনা। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশেই এ কথা বলে। অর্থাৎ তারা যে কথা বলে সেটা যে বাকপটুত্ব শূন্য তা তারা নিজেরাও জানে।

আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন কাওম হিদায়াতের উপর থাকার পর কখনও পথভ্রষ্ট হয়না যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার রীতি চলে আসে।

অতঃপর তিনি **مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ** *তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।* এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ ৫/২৫৬, তিরমিযী ৯/১৩০, ইব্ন মাজাহ ১/১৯, তাবারী ২১/৬২৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাজ্জাজ ইব্ন দীনার (রহঃ) ছাড়া আমরা এ হাদীসটি আর কারও কাছ থেকে শুনিনি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ঈসাতো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন বানিয়ে বানী ইসরাঈলের নাবী হিসাবে তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম যেন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা’ই করার তিনি ক্ষমতা রাখেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাক/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তারা পৃথিবীতে

তোমাদের পরিবর্তে বসবাস করত। (তাবারী ২১/৬৩১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যেমনভাবে তোমরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছ তেমনিভাবে তাদেরকেও করে দিতাম। (তাবারী ২১/৬৩০) দুই অবস্থায়ই ভাবার্থ একই।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমাদের পরিবর্তে তাদের দ্বারা দুনিয়া আবাদ করতাম। (তাবারী ২১/৬৩০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন। বাক্যের **هُ** সর্বনামটি ফিরেছে ঈসার (আঃ) দিকে অর্থাৎ ঈসা (আঃ) কিয়ামাতের একটি নিদর্শন। কেননা উপর হতে তাঁরই আলোচনা চলে আসছে। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, এখানে ঈসার (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে নাযিল হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিবসে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৯)

এই ভাবার্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এই আয়াতেরই দ্বিতীয় পঠনে, যাতে রয়েছে **انَّهُ لَعلْمٌ لِّلسَّاعَة** *ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন।* অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে (ঈসা আঃ) কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার আলামত বা লক্ষণ।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল কিয়ামাতের লক্ষণ, অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে আগমন। (তাবারী ২১/৬৩২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), ইকরিমাহ (রাঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতেও অনুরূপই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২১/৬৩২, কুরতুবী ১৬/১০৬)

বিভিন্ন মুতাওয়াতির হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে ঈসা (আঃ) ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফকারী বিচারক রূপে অবতীর্ণ হবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা, বরং এটাকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর এবং আমি তোমাদেরকে যে খবর দিচ্ছি তাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর, এটাই সরল পথ।

وَلاَ يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ শাইতান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আমার এই সরল সঠিক পথ হতে নিবৃত্ত না করে। সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ঈসা (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ হে আমার কাওম! আমি তোমাদের নিকট এসেছি হিকমাত অর্থাৎ নাবুওয়াত নিয়ে এবং দীনী বিষয়ে তোমরা যে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটাই বলেন। (তাবারী ২১/৬৩৫) এই উক্তিটিই উত্তম ও পাকাপোক্ত। মহান আল্লাহ বলেন যে, ঈসা (আঃ) তাঁর কাওমকে আরও বলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমারই অনুসরণ কর। إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ আল্লাহইতো আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। মনে রেখ যে, তোমরা সবাই এবং আমি নিজেও তাঁর গোলাম এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। আমরা তাঁর দয়ার কাঙ্গাল। সুতরাং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা আমাদের সবারই একান্ত কর্তব্য। তিনি এক ও অংশীবিহীন। এটাই হল তাওহীদের পথ, এটাই সরল সঠিক পথ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কেহ কেহ ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলে স্বীকার করল এবং এরাই ছিল সত্যপন্থী দল। আবার কেহ কেহ তাঁর সম্পর্কে দাবী করল যে, তিনি আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। আর কেহ কেহ তাঁকেই আল্লাহ বলল (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। আল্লাহ তা'আলা তাদের দুই দাবী হতেই মুক্ত ও পবিত্র। তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান। এ জন্যই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ দুর্ভোগ এই যালিমদের জন্য। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

৬৬। তারাতো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামাত আসারই অপেক্ষা করছে।	٦٦. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
৬৭। বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মু'মিনরা ব্যতীত।	٦٧. ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ
৬৮। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা -	٦٨. يَـٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ
৬৯। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল।	٦٩. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ
৭০। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।	٧٠. ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ
৭১। স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে	٧١. يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ

فِيهَا خَـٰلِدُونَ	তোমরা স্থায়ী হবে।
٧٢. وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	৭২। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ।
٧٣. لَكُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ	৭৩। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করবে তা হতে।

আকস্মিকভাবে কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং কাফিরদের মধ্যে শত্রুতা দেখা দিবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ দেখ, এই মুশরিকরা কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই, কেননা এটা তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। কারণ এটা সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় কারও জানা নেই। হঠাৎ করে যখন এটা এসে পড়বে তখন এরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেও কোন উপকার হবেনা। এরা যদিও এই কিয়ামাতকে অসম্ভব মনে করছে, কিন্তু এটা শুধু সম্ভবই নয়, বরং নিশ্চিত। ঐ সময় বা ঐ সময়ের পরের আমল কোন কাজে আসবেনা।

الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ দুনিয়ায় যাদের বন্ধুত্ব গাইরুল্লাহর জন্য রয়েছে ঐ দিন সেটা শত্রুতায় পরিবর্তিত হবে। তবে হ্যাঁ, যে বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহর জন্য রয়েছে তা বাকী ও চিরস্থায়ী থাকবে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫)

সুখবর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য, তাদের বাসস্থান হচ্ছে জান্নাত

কিয়ামাতের দিন মুত্তাকীদেরকে বলা হবে ঃ

يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা। এরপর বলা হবে ঃ

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল, তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। এটা হল তোমাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতিদান। অর্থাৎ ভিতরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, আর বাইরে শারীয়াতের উপর আমল।

মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান (রহঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামাতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কাবর হতে উত্থিত হবে তখন সবাই অশান্তি ও ত্রাসের মধ্যে থাকবে। তখন একজন ঘোষক (আল্লাহর বাণী) ঘোষণা করবেন ঃ

يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা। এ ঘোষণা শুনে সবাই আশ্বস্ত হবে, কারণ তারা এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা মনে করবে যে এ ঘোষণা সবারই জন্য)। এরপর আবার ঘোষণা করা হবে ঃ

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং মুসলিম হয়েছিল। (তাবারী ২১/৬৩৯) এ ঘোষণা শুনে খাঁটি মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ

أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। সূরা রূমে-এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে।

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ সেখানে সবকিছু রয়েছে অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ এবং **تَشْتَهِى الْاَنْفُسُ** এই দুই কিরা'আতই রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য সুস্বাদু, সুগন্ধময় এবং সুন্দর রং-বেরংয়ের খাবার রয়েছে যা মনে চায়। এরপর মহান আল্লাহ তাদের উপর নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এটা দান করেছি আমার প্রশস্ত রাহমাতের গুণে। কেননা কোন ব্যক্তিই আল্লাহর রাহমাত ছাড়া শুধু নিজের কর্মের ফলে জান্নাতে যেতে পারেনা। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই জান্নাতের যে শ্রেণীভেদ হবে তা সৎ কার্যাবলীর পার্থক্যের কারণেই হবে।

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ জান্নাতের ফল-মূল ইত্যাদির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেখানে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল, তারা সেগুলি হতে আহার করবে। মোট কথা, তারা অশেষ নি'আমাতরাজিসহ মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ঘরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭৪। নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী।	٧٤. إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ
৭৫। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবেনা এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে।	٧٥. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

৭৬। আমি তাদের প্রতি যুল্‌ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।	٧٦. وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ
৭৭। তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক জাহান্নামের অধিকর্তা। তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে।	٧٧. وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ
৭৮। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ।	٧٨. لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ
৭৯। তারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।	٧٩. أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ
৮০। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রনার খবর রাখিনা? অবশ্যই রাখি। আমার মালাইকা/ফেরেশতাতো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।	٨٠. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

ক্ষতিগ্রস্তদের শাস্তি

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ এর আগে সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। এবার এখানে মন্দ ও

অসৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, পাপীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। এক মুহুর্তের জন্যও তাদের ঐ শাস্তি হালকা করা হবেনা। জাহান্নামে সে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে সে নিরাশ হয়ে যাবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ আমি তাদের প্রতি যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম। দুষ্কার্যের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছে। আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাযিল করেছিলাম এবং যুক্তি-প্রমাণ কায়েম করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন হতে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করেছি। এটা তাদের প্রতি আমার যুল্ম নয়, আমিতো আমার বান্দাদের প্রতি মোটেই যুল্ম করিনা। জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিককে চীৎকার করে ডাক দিয়ে বলবে ঃ

يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ তোমার রাব্ব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহায (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন, তিনি সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) থেকে, তিনি আমর ইব্ন ‘আতা (রহঃ) থেকে, তিনি সাফওয়ান ইব্ন ইয়া’লা (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরের উপর **وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ** এ আয়াতটি পাঠ করতে শোনেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে যাতে শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩১) কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে এটা ফাইসালা হয়ে গেছে যে, না তাদের মৃত্যু হবে এবং না তাদের শাস্তি হালকা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى. ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা। সে ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করবে। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ১১-১৩)

যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিকের কাছে আবেদন করবে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন, তখন মালিক উত্তরে বলবে ঃ **إِنَّكُم مَّاكِثُونَ** তোমরা এখানে এভাবেই থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা।

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ এরপর মহান আল্লাহ তাদের দুষ্কার্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তিনি তাদের সামনে সত্যকে পেশ করেন অর্থাৎ তাদের সামনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তখন তারা তা মেনে নেয়াতো দূরের কথা, ওর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওটা তারা মানতেই চায়না। তাই তারা হক পন্থীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা অসত্য ও অন্যায়ের দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং অসৎ পন্থীদের সাথেই রয়েছে তাদের খুব মিল মহব্বত। সুতরাং তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা আজ নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর এবং নিজেদের উপরই দুঃখ-আফসোস কর। কিন্তু সেদিন তাদের আফসোসেও কোন উপকার হবেনা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ তারা জঘন্য চক্রান্তের ইচ্ছা করেছিল, তখন আমিও কৌশল করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) এটার এই তাফসীর করেছেন (তাবারী ২১/৬৪৬) এবং এর স্বপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহুর নিম্নের উক্তিটি রয়েছে ঃ

وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫০) মুশরিকরা সত্যকে এড়িয়ে চলার জন্য নানা প্রকারের কৌশল অবলম্বন করত। আল্লাহ তা'আলাও তখন তাদেরকে ধোঁকার মধ্যেই রেখে দেন এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়া পর্যন্ত তাদের চক্ষু খুলল না। এ জন্যই এর পরেই প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখিনা? তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত গোপন বিষয়

অবগত রয়েছি। আর আমার মালাইকা তাদের নিকট থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। অর্থাৎ আমি নিজেইতো তাদের সমস্ত গোপন বিষয়ের খবর রাখি, তদুপরি আমার নির্ধারিত মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ছোট-বড় সব আমলই লিপিবদ্ধ করে রাখছে।

৮১। বল ঃ দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী।	٨١. قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ
৮২। তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মহান অধিপতি এবং আরশের অধিকারী।	٨٢. سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
৮৩। অতএব তাদেরকে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও।	٨٣. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ
৮৪। তিনিই মা'বূদ নভোমন্ডলের, তিনিই মা'বূদ ভূতলের এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	٨٤. وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ
৮৫। কত মহান তিনি, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এইগুলির মধ্যবর্তী সব কিছুর	٨٥. وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ

সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
৮৬। আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।	٨٦. وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
৮৭। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?	٨٧. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
৮৮। আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তি ঃ হে আমার রাব্ব! এই সম্প্রদায়তো ঈমান আনবেনা।	٨٨. وَقِيلِهِۦ يَـٰرَبِّ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ
৮৯। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ঃ সালাম! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।	٨٩. فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَـٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

আল্লাহর কোন সন্তান নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ হে

মুহাম্মাদ! তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে তাহলে আমিই হতাম প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর ইবাদাত করত। আমি তাঁর না কোন আদেশ অমান্য করি এবং না তাঁর হুকুম হতে বিমুখ হই। যদি এরূপই হত তাহলে আমিই সর্বপ্রথম এটা স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু মহান আল্লাহর সত্তা এরূপ নয় যে, কেহ তাঁর সমান ও সমকক্ষ হতে পারে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, শর্তরূপে যে বাক্য আনয়ন করা হয় তা পূর্ণ হয়ে যাওয়া যরুরী নয়। এমন কি ওর সম্ভাবনাও যরুরী নয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪)

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী। তিনিতো এক, অভাবমুক্ত। তাঁর কোন উযির-নাযীর, সমকক্ষ ও সন্তান নেই। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ হে নাবী! তাদেরকে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে তুমি বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও। তারা এসব খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায়ই তাদের উপর কিয়ামাত এসে পড়বে। ঐ সময় তারা তাদের পরিণাম জানতে পারবে।

আল্লাহর অনন্যতা/অদ্বিতীয়তা

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ এরপর মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের আরও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলূক তাঁর ইবাদাতে লিপ্ত রয়েছে এবং সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও শক্তিহীন। তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে ঐ এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩)

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কোন সন্তান থাকা থেকে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সর্বপ্রকারের দোষ হতে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সবারই অধিকর্তা। তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান। এমন কেহ নেই যে তাঁর কোন হুকুম টলাতে পারে। কেহ এমন নেই যে তাঁর মর্জীর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সবকিছুই তাঁর অধিকারভুক্ত। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতাধীন। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। তিনি ছাড়া কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময়ের জ্ঞান কারও নেই। তাঁর নিকট সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। প্রত্যেককেই তিনি তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। সৎ আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অসৎ আমলের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে।

মুশরিকদের সুপারিশ করার কোন সুযোগ থাকবেনা

وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।* অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই। অর্থাৎ কাফিরেরা তাদের যেসব বাতিল মা‘বূদকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে রেখেছে, তাদের কেহই সুপারিশের জন্য সামনে এগিয়ে যেতে পারবেনা। কারও সুপারিশে তাদের কোন উপকার হবেনা। এরপরে ‘ইসতিসনা মুনকাতা’ রয়েছে অর্থাৎ তবে তারা ব্যতীত যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয়। আর তারা নিজেরাও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। আল্লাহ তা‘আলা সৎ লোকদেরকে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন এবং সেই সুপারিশ তিনি কবূল করবেন।

মূর্তি পূজকরা স্বীকার করে যে, আল্লাহই স্রষ্টা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ হে নাবী! তুমি যদি এই কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা জবাবে অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? অর্থাৎ এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে এককভাবে সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়ার পরেও এর সাথে সাথে অন্যদেরও তারা উপাসনা করছে যারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন! তারা একটুও চিন্তা করে দেখেনা যে, সৃষ্টি যখন একজনই করেছেন তখন অন্যদের ইবাদাত করা যায় কি করে? তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা এত বেশি যে, এই সহজ সরল কথাটি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও তারা বুঝতে পারেনা। আর বুঝালেও তারা সেই অনুযায়ী আমল করেনা। তাইতো মহান আল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক বলেন ঃ তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে!

আল্লাহর কাছে রাসূলের (সাঃ) অভিযোগ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَقِيلِه يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ

নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের এ বক্তব্য বললেন অর্থাৎ স্বীয় রবের নিকট স্বীয় কাওমের অবিশ্বাসকরণের অভিযোগ করলেন এবং বললেন যে, তারা ঈমান আনবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِى ٱتَّخَذُواْ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورًا

রাসূল বলল ঃ হে আমার রাব্ব! নিশ্চয়ই আমার কাওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩০) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এই তাফসীরই করেছেন। (তাবারী ২১/৬৫৬)

رَبِّ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوۡمٌ لَّا يُؤۡمِنُونَ

হে আমার রাব্ব! এই সম্প্রদায়তো ঈমান আনবেনা। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) (৪৩ ঃ ৮৮) আয়াতটি وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ *এবং রাসূল তখন বলেন ঃ হে আমার রাব্ব!* এভাবে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩১) মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের

ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (তাবারী ২১/৬৫৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এটা তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি, তিনি স্বীয় রবের কাছে স্বীয় কাওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। (তাবারী ২১/৬৫৬) সূরার শেষে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (হে নাবী)! সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ঃ সালাম; শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন এ কাফিরদের মন্দ কথার জবাব মন্দ কথা দ্বারা না দেন, বরং তাদের মন জয়ের জন্য কথায় ও কাজে উভয় ক্ষেত্রেই যেন নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করেন এবং 'সালাম' (শান্তি) এ কথা বলেন। 'সত্বরই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে' এর দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুশরিকদেরকে কঠিনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এটা হয়েও গেল যে, তাদের উপর এমন শাস্তি আপতিত হবে যা টলানোর নয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দীনকে সমুন্নত করলেন এবং স্বীয় কালেমাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মু'মিন ও মুসলিম বান্দাদেরকে শক্তিশালী করলেন। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ এবং শত্রুদেরকে নির্বাসনের হুকুম দিয়ে দুনিয়ায় এমনভাবে জয়যুক্ত করলেন যে, আল্লাহর দীনের মধ্যে অসংখ্য লোক প্রবেশ করল এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আর তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল জ্ঞান রাখেন।

সূরা যুখরুফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৪ ঃ দুখান, মাক্কী ٤٤ – سورة الدخان، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৯, রুকূ ৩) (اَيَاتُهَا : ٥٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

মুসনাদ বাযযারে আবূ তুফাইল আমির ইব্ন ওয়াসিলাহ (রহঃ) থেকে, তিনি যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন সাইয়াদকে বলেন ঃ আমি মনে মনে কিছু গোপন রেখেছি, তুমি কি বলতে পার তা কি? আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (সাইয়াদের) থেকে যা গোপন রেখেছিলেন তা ছিল সূরা দুখান। সাইয়াদ উত্তরে বলল ঃ আদ দুখ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি ধ্বংস হও! আল্লাহ যা চান তাই হয়। (তাবারী ৫/৮৮) এ হাদীসটির বর্ণনার ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সাইয়াদের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে বর্ণনা করেছেন তাতে সূরার নাম উল্লেখ করা হয়নি। (বুখারী ১৩৫৪, মুসলিম ৭৩৪৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা মীম।	١. حمٓ
২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।	٢. وَٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡمُبِينِ
৩। আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারাক রাতে, আমিতো সতর্ককারী।	٣. إِنَّآ أَنزَلۡنَـٰهُ فِى لَيۡلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
৪। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় -	٤. فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ
৫। আমার আদেশক্রমে; আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি -	٥. أَمۡرًا مِّنۡ عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا

مُرْسِلِينَ	
٦. رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ	**৬। তোমার রবের অনুগ্রহ স্বরূপ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ -**
٧. رَبِّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ	**৭। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওগুলির মধ্যস্থিত সব কিছুর রাব্ব - যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।**
٨. لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ	**৮। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও রাব্ব।**

লাইলাতুল কাদরে কুরআন নাযিল হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই কুরআনুল কারীমকে তিনি কল্যাণময় রাতে অর্থাৎ কাদরের রাতে অবতীর্ণ করেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

নিশ্চয়ই আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে। (সূরা কাদর, ৯৭ ঃ ১) অর্থাৎ ইহা নাযিল হয়েছিল রামাযান মাসে। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৫) সূরা বাকারায় এর তাফসীর আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

কোন কোন লোক এ কথাও বলেছেন যে, যে মুবারাক রাতে কুরআনুল কারীম

অবতীর্ণ হয় তা হল শা'বান মাসের ১৫তম রাত। কিন্তু এটা সরাসরি কষ্টকর উক্তি। কেননা কুরআনের স্পষ্ট ও পরিষ্কার আয়াত দ্বারা কুরআন রামাযান মাসে নাযিল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, যা পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শা'বান মাসের ১৫ তারিখ থেকে পরবর্তী শা'বান মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজ নির্ধারণ করা হয়, যেমন ভাগ্যের ভাল-মন্দ, চাকরী প্রাপ্তি, আয়-উপার্জন, বিয়ে, সন্তান হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করা ইত্যাদিও নির্ধারিত হয়, ঐ হাদীস মুরসাল। এ ধরণের হাদীস দ্বারা কুরআনুল হাকীমের স্পষ্ট আয়াতের বিরোধিতা করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ আমি সতর্ককারী। অর্থাৎ আমি মানুষকে ভাল ও মন্দ এবং পাপ ও সাওয়াব সম্পর্কে অবহিতকারী, যাতে তাদের উপর যুক্তিপ্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা শারীয়াতের জ্ঞান লাভ করতে পারে।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ এই রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ লাউহে মাহফূয হতে লেখক মালাইকা/ফেরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। সারা বছরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন বয়স, জীবিকা এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত যা ঘটবে ইত্যাদি স্থিরীকৃত হয়। ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২২/৯) **حَكِيْم** শব্দের অর্থ হল মুহকাম বা মযবূত, যার পরিবর্তন নেই, সবই আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। তিনি রাসূল প্রেরণ করে থাকেন যেন তাঁরা তাঁর নিদর্শনাবলী তাঁর বান্দাদেরকে শুনিয়ে দেন, যেগুলি আল্লাহ সুবহানাহুর আদেশে, অনুমোদনে এবং জ্ঞাতেই হয়ে থাকে।

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ *আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি*। আল্লাহ তা'আলা নাবীদেরকে (আঃ) মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতে যা তাদের জানা খুবই প্রয়োজন।

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এটা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুরই রাব্ব এবং সবকিছুরই অধিকর্তা। সবারই সৃষ্টিকর্তা তিনিই। মানুষ যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্য যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا তিনিই একমাত্র মা'বূদ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনিই তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রাব্ব। এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮)

৯। বস্তুতঃ তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে।	٩. بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَلْعَبُونَ
১০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।	١٠. فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ
১১। এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	١١. يَغْشَى ٱلنَّاسَ ۖ هَـٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
১২। তখন তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব।	١٢. رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ
১৩। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো	١٣. أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ

এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এক রাসূল;	جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ
১৪। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলে ঃ সেতো শিখানো বুলি বলছে, সেতো এক পাগল।	١٤. ثُمَّ تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ
১৫। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।	١٥. إِنَّا كَاشِفُوا۟ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ
১৬। যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।	١٦. يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ

কাফিরদেরকে ঐ দিনের সাবধান করা হচ্ছে যেদিন আকাশ ধূম্রপুঞ্জে ছেয়ে যাবে

আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে সতর্ক করে বলেন ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ সত্য এসে গেছে, অথচ এই মুশরিকরা এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে এবং তারা খেল-তামাশায় মগ্ন রয়েছে! সুতরাং হে নাবী! তুমি তাদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যে দিন আকাশ হতে ভীষণ ধূম্র আসতে দেখা যাবে।

মাসরূক (রহঃ) বলেন ঃ একদা আমরা কুফার মাসজিদে গেলাম যা কিনদাহ্র প্রবেশের পথে রয়েছে। গিয়ে দেখি যে, এক ব্যক্তি সেখানে এ আয়াতটি তার সাথীদের পাঠ করে শোনান এবং বলেন যে, এই আয়াতে যে ধূম্রের বর্ণনা রয়েছে এর দ্বারা ঐ ধূম্রকে বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামাতের দিন মুনাফিকদের বধির ও অন্ধ করে দিবে এবং মু’মিনদের সর্দি হওয়ার মত অবস্থা হবে। আমরা সেখান হতে বিদায় হয়ে ইব্ন মাসউদের (রাঃ) নিকট গমন করি এবং ঐ লোকটির বক্তব্য তাঁর সামনে পেশ করি। তিনি ঐ সময় শায়িত অবস্থায়

ছিলেন। এ কথা শুনেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

বল ঃ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮৬) জেনে রেখ যে, মানুষ যা জানেনা তার 'আল্লাহই খুব ভাল জানেন' এ কথা বলে দেয়াও একটা ইল্‌ম। আমি তোমাদের নিকট এই আয়াতের ভাবার্থ বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে শোন। যখন কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতে থাকল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর বদ দু'আ করলেন যে, ইউসুফের (আঃ) যুগের মত বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ যেন তাদের উপর আপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দু'আ কবূল করলেন এবং তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ পতিত হল যে, তারা হাড় ও মৃত জন্তু খেতে শুরু করল। তারা আকাশের দিকে তাকাত। কিন্তু ধূম্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতনা। (মুসলিম ৪/২১৫৫)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, ক্ষুধার জ্বালায় তাদের চোখে চক্কর দিত। তখন তারা আকাশের দিকে তাকাতো এবং যমীন ও আসমানের মাঝে ধূম্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতনা। (মুসলিম ৪/২১৫৬) কিন্তু এরপর যখন জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে মুযার গোত্রের দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করল তখন তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন।

অতঃপর إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ *আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।* এ আয়াতটি নাযিল হয়। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, কিয়ামাত দিবসে তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হবে? আসলে তাদেরকে দেয়া এক ধরণের শাস্তির ব্যাপারে তারা যখন কিছুটা ধাতস্থ হবে তখন তাদেরকে অন্য ধরণের শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ *যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।* তিনি (ইব্‌ন

মাসউদ (রাঃ)) বলেন ঃ এখানে বদর দিবসের কথা বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৪) ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) আরও বলেন ঃ পাঁচটি জিনিস সংঘটিত হয়েছে। (এক) ধূম্র অর্থাৎ আকাশ হতে ধূম্র আসা, (দুই) রোম অর্থাৎ রোমকদের পরাজয়ের পর পুনরায় তাদের বিজয় লাভ, (তিন) চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, (চার) পাকড়াও অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে পাকড়াও করা এবং (পাঁচ) লিযাম অর্থাৎ খোঁচাদাতা শাস্তি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৪, আহমাদ ১/৩৮০, তিরমিযী ৯/১৩৩, নাসাঈ ৬/৪৫৫, তাবারী ২২/১৩, ১৪)

প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদরের দিনের যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) ধূম্র দ্বারা যে ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন সেই ব্যাপারে মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আতিয়্যা আউফী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনেরাও একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২২/১৬)

আবূ সারিহাহ (রহঃ) হুযাইফা ইব্‌ন আসিদ আল গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমরা একদা কিয়ামাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কক্ষ থেকে আমাদেরকে দেখছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ যত দিন তোমরা দশটি আলামত দেখতে না পাবে তত দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা। ওগুলো হল ঃ সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, ধূম্র, দাব্বাতুল আর্‌দ, ইয়াজূজ মা'জূজের আগমন, ঈসার (আঃ) আগমন, দাজ্জালের আগমন; পূর্বে, পশ্চিমে ও আরাব উপদ্বীপে তিনটি ভূমিকম্প হওয়া এবং আদন হতে আগুন বের হয়ে জনগণকে হাঁকিয়ে নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করা। লোকগুলো যেখানে রাত্রি যাপন করবে ঐ আগুনও সেখানে রাত্রি যাপন করবে এবং যেখানে তারা দুপুরে বিশ্রাম নিবে সেখানে ঐ আগুনও থাকবে। (মুসলিম ৪/২২২৫)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ এ আয়াতটি স্বীয় অন্তরে গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্‌ন সাইয়াদকে বলেছিলেন ঃ আমি আমার অন্তরে কি গোপন রেখেছি বলতো? সে উত্তরে বলে ঃ **دُخٌّ** রেখেছেন। তিনি তখন তাকে বলেন ঃ তুমি ধ্বংস হও। তুমি চাইলেও তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী আর সামনে আগ বাড়াতে পারবেনা। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অন্তরে যে কথাটি গোপন রেখেছিলেন তা হল ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ *অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।* তিনি বললেন ঃ কুরআনের যে আয়াতের অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা এর পূর্বে বর্ণিত হাদীসের (ফাতহুল বারী ৩/২৫৮, মুসলিম ৪/২২৪০) অংশ নয়। যা হোক, এতেও এক প্রকারের ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখনও এর জন্য অপেক্ষা করার সময় বাকী রয়েছে। ইব্‌ন সাইয়াদ ছিল একজন জোতিষী বা ভবিষ্যৎ বক্তা। সে জিন-শাইতানের কাছ থেকে যা শুনতে পেত তা মানুষকে বলত। তার বক্তব্য ছিল এলোমেলো-আগোছালো। তাই সে বলল ঃ আদ দুখ অর্থাৎ ধূম্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন যে, সে তার খবরের সূত্র কোথা থেকে পাচ্ছে অর্থাৎ শাইতান থেকে, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি ধ্বংস হও। তুমি এর পরে আর সামনে অগ্রসর হতে পারবেনা। মারফূ' হাদীসসমূহেও রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সহীহ, হাসান প্রভৃতি সব রকমেরই হাদীস আছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ধূম্র কিয়ামাতের একটি আলামত, যার আবির্ভাব আগামীতে ঘটবে। কুরআনুল হাকীমের বাহ্যিক শব্দও এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ *অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।* কেননা কুরআনে একে স্পষ্ট ধূম্র বলা হয়েছে, যা সবাই দেখতে পায়। আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'কঠিন ক্ষুধার সময়ের ধূম্রের দ্বারা' এর ব্যাখ্যা দেয়া ঠিক নয়। কেননা এটাতো একটা কাল্পনিক জিনিস।

অতঃপর তিনি **يَغْشَى النَّاسَ** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এটা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ উক্তিটিও এ ব্যাপারে পক্ষ সমর্থন করে। কেননা ক্ষুধার ঐ ধোঁয়া শুধু মাক্কাবাসীকে আবৃত করেছিল। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত লোককে ধূম্রাচ্ছন্ন করে ফেলবে। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ তাদেরকে এটা ধমক ও তিরস্কার হিসাবে বলা হবে। যেমন মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (সূরা তূর, ৫২

ঃ ১৩-১৪) অথবা ভাবার্থ এই যে, সেই দিন কাফিরেরা নিজেরাই একে অপরকে এই কথা বলবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে, তখন তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব। অর্থাৎ কাফিরেরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তা তাদের উপর হতে উঠিয়ে নেয়ার আবেদন করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এক রাসূল। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলে ঃ সেতো শিখানো বুলি বলছে, সেতো এক পাগল। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا۟ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا۟ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে! তারা অব্যাহতি পাবেনা এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে। আর তারা বলবে ঃ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে? (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫১-৫২) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি, কিন্তু তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ ঃ মনে করা যাক, যদি আমি আযাব সরিয়ে নেই এবং তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিই তাহলে সেখানে গিয়ে আবার তোমরা ঐ কাজই করবে যা পূর্বে করে এসেছ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৫) যেমন অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৮)

দ্বিতীয় অর্থ ঃ যদি শাস্তির উপকরণ কায়েম হয়ে যাওয়া এবং শাস্তি এসে যাওয়ার পরেও আমি অল্প দিনের জন্য শাস্তি রহিত করি তবুও তারা কপটতা, অশ্লীলতা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকবেনা। এর দ্বারা এটা অপরিহার্য হয়না যে, তাদের উপর আযাব এসে যাওয়ার পর আবার সরে যায়।

‘প্রবলভাবে পাকড়াও করা’ এর অর্থ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ *যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।* প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদর যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) بَطْشَةَ এর অর্থ করেছেন বদর দিবস। (তাবারী ২২/২২) সালাফগণের একটি বিরাট দল ইব্ন মাসউদের (রাঃ) ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন যা আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/২২) উবাই ইব্ন কা‘বও (রাঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/২৩) এটি বদরের দিনও হতে পারে। তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হচ্ছে যে, এটি হচ্ছে কিয়ামাত দিবস, যদিও বদরের দিনও কাফিরদের জন্য ছিল প্রতিশোধের স্বাদ গ্রহণ করার একটি ভীষন দুর্দিন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াকূব (রহঃ) আমার কাছে বলেছেন ঃ ইব্ন উলাইয়াহ (রহঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ খালিদ আল হায্যায (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, প্রবল পাকড়াওয়ের দিন হচ্ছে বদরের দিন। কিন্তু আমি বলি যে, উহা হল কিয়ামাত দিবস। তিনি বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন যে, তার কাছ থেকে যে দু’টি বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে এটিই অধিক সহীহ। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

১৭। এদের পূর্বে আমি ফির‘আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল।	١٧. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
১৮। সে বলল ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি	١٨. أَنْ أَدُّوٓاْ إِلَيَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّي

তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৯। এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়োনা, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ।	١٩. وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
২০। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরা -ঘাতে হত্যা করতে না পার তজ্জন্য আমি আমার রাব্ব ও তোমাদের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।	٢٠. وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ
২১। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তাহলে তোমরা আমা হতে দূরে থাক।	٢١. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِى فَٱعْتَزِلُونِ
২২। অতঃপর মূসা তার রবের নিকট নিবেদন করল ঃ এরাতো এক অপরাধী সম্প্রদায়।	٢٢. فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ
২৩। আমি বলেছিলাম ঃ তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	٢٣. فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ
২৪। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।	٢٤. وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ

২৫। তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ,	٢٥. كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ
২৬। কত শস্য ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ,	٢٦. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
২৭। কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত।	٢٧. وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَـٰكِهِينَ
২৮। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।	٢٨. كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَـٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ
২৯। আকাশ এবং পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।	٢٩. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ
৩০। আমি উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে -	٣٠. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ
৩১। ফির'আউনের; সেতো পরাক্রান্ত সীমা লংঘনকারীদের মধ্যে।	٣١. مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ
৩২। আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।	٣٢. وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَـٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ

৩৩। এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।	٣٣. وَءَاتَيۡنَـٰهُم مِّنَ ٱلۡأَيَـٰتِ مَا فِيهِ بَلَـٰٓؤٌاْ مُّبِينٌ

মূসা (আঃ) ও ফির‘আউনের ঘটনা এবং বানী ইসরাঈলের রক্ষা পাওয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি ঐ মুশরিকদের পূর্বে মিসরের কিবতীদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ তিনি তাদের কাছে তাঁর সম্মানিত রাসূল মূসাকে (আঃ) প্রেরণ করেছিলেন। মূসা (আঃ) তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ তোমরা বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা। আমি আমার নাবুওয়াতের প্রমাণ হিসাবে কতকগুলি মু‘জিযা নিয়ে এসেছি। যারা হিদায়াত মেনে নিবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

فَأَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبۡهُمۡۖ قَدۡ جِئۡنَـٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلۡهُدَىٰٓ

সুতরাং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা, আমরাতো তোমার নিকট এনেছি তোমার রবের নিকট হতে নিদর্শন। এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে। (সূরা তাহা, ২০ ঃ ৪৭)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাঁর অহীর আমানাতদার করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি।

وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ আল্লাহর বাণীকে মেনে না নিয়ে তোমাদের মোটেই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তাঁর বর্ণনাকৃত দলীল-প্রমাণাদি ও আহকামের সামনে মাথা নত করা একান্ত কর্তব্য। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)

إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ আমি তোমাদের সামনে প্রকাশ্য দলীল ও স্পষ্ট নিদর্শন পেশ করছি।

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ তোমাদের মন্দ কথন ও অপবাদ হতে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ এর অর্থ হল, আমি তোমাদের দেয়া মুখের কষ্ট ও হাতের কষ্ট হতে আমার রাব্ব ও তোমাদের রাব্ব আল্লাহর শরণাপন্ন হচ্ছি। (তাবারী ২২/২৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মৌখিক ভৎর্সনা করা অর্থাৎ ধিক্কার দেয়া। (তাবারী ২২/২৬) আর কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ নিয়েছেন পাথর দ্বারা হত্যা করা। মূসা (আঃ) তাদেরকে আরও বললেন ঃ

وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ যদি তোমরা আমার কথা মেনে না চল, আমার উপর যদি তোমাদের আস্থা না থাকে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনতে মন না চায় তাহলে কমপক্ষে আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক এবং ঐ সময়ের জন্য প্রস্তুত থাক যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন।

অতঃপর মূসা (আঃ) তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন, অন্তর খুলে তাদের মধ্যে প্রচার কাজ চালিয়ে গেলেন, তাদের সর্বপ্রকারের মঙ্গল কামনা করলেন এবং তাদের হিদায়াতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন। তারপরও দেখলেন যে, দিন দিন তারা কুফরীর দিকেই এগিয়ে চলছে। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন। অন্যত্র যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلاً فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا

আর মূসা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির'আউন ও তার প্রধানবর্গকে

দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হল। অতএব তোমরা দৃঢ় থাক এবং তাদের পথ অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮-৮৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ তুমি আমার বান্দাদেরকে অর্থাৎ বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে পড়, নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অন্যত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বহির্গত হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তাহা, ২০ ঃ ৭৭)

অতঃপর মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফির'আউন তার লোক-লস্কর নিয়ে বানী ইসরাঈলকে পাকড়াও করার উদ্দেশে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লেন। পানি শুকিয়ে গেল। সুতরাং তিনি সঙ্গীসহ সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) ইচ্ছা করলেন যে, সমুদ্রে লাঠি মেরে ওকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দিবেন, যাতে ফির'আউন এবং তার লোকজন সমুদ্র পার হতে না পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অহী করলেন ঃ **وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ** সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।

মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, সমুদ্রকে যেন প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া না হয় যে পর্যন্ত না শত্রুরা এক এক করে সবাই সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ে। এসে পড়লেই সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং এর

ফলে সবাই নিমজ্জিত হবে। رَهْوًا এর অর্থ হল শুষ্ক রাস্তা, যা নিজের প্রকৃত অবস্থার উপর থাকে।

وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا *সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও।* অর্থাৎ এখন যেভাবে আছে ওকে ওভাবেই থাকতে দাও। (দুররুল মানসুর ৭/৪১০) মুজাহিদ (রহঃ) رَهْوًا এর অর্থ করেছেন ওর (সমুদ্রের) পথটি এখন যেমন শুকনা আছে তেমনি থাকুক। তুমি ওকে ওর পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ পানিতে পূর্ণ) ফিরে যেতে বলনা, যতক্ষণ না ফির'আউন বাহিনীর সবাই ঐ শুস্ক পথে প্রবেশ করে। (তাবারী ২২/৩০) ইকরিমাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ), কা'ব আল আহবার (রহঃ), সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/৩০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য অট্টালিকা, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত! এসব ছেড়ে তারা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। وَمَقَامٍ كَرِيمٍ এর অর্থ হচ্ছে সুরম্য প্রাসাদসমূহ। (তাবারী ২২/৩২) মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ

وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ *ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত।* এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঐ জীবন যখন তারা আনন্দ উৎফুল্লতায় কাটিয়েছে, যখন যা খুশি খেতে মন চেয়েছে অথবা পরিধান করতে চেয়েছে তা পেয়েছে এবং তাদের ছিল অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা এবং মর্যাদা। এর সব কিছুই এক ভোরে আকস্মিকভাবে কেড়ে নেয়া হয়। এ পৃথিবীতেই তারা তাদের সব কিছু ফেলে চলে গেছে এবং তাদের জায়গা হয়েছে জাহান্নাম। আবাস স্থল হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট!

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ আল্লাহ তা'আলা এই সমুদয় নি'আমাতের উত্তরাধিকারী করে দেন বানী ইসরাঈলকে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَـٰرِقَ ٱلْأَرْضِ

وَمَغَـٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ আকাশ ও পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি। কেননা ঐ পাপীদের এমন কোন সৎ আমলই ছিলনা যা আকাশে উঠে থাকে এবং এখন না উঠার কারণে তারা কাঁদবে বা দুঃখ-আফসোস করবে। আর যমীনেও এমন জায়গা ছিলনা যেখানে বসে তারা আল্লাহর ইবাদাত করত এবং এখন তাদেরকে না পেয়ে ওটা দুঃখ ও শোক প্রকাশ করবে। অতএব এগুলি তাদের ধ্বংসের কারণে কাঁদলনা এবং দুঃখ প্রকাশ করলনা।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ অবিশ্বাস, ঔদ্ধত্যতা এবং অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ হে আবুল আব্বাস! আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ *আকাশ এবং পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।* আসমান ও পৃথিবী কি কারও জন্য কাঁদে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, দুনিয়াবাসীর এমন কেহ নেই যার রিয্ক বরাদ্দ হয়ে আসমানের দরযা দিয়ে নিচে নেমে না আসে এবং আমল উপরে উঠে না যায়। যখন কোন মু'মিন মারা যায় তখন ঐ দরযা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে তার অনুপস্থিতি অনুভব করে তার জন্য কাঁদতে থাকে। সে যে জায়গায় বসে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর যিক্রে মশগুল থাকে ঐ জায়গাও তার জন্য কাঁদতে থাকে। কিন্তু অভিশপ্ত ফির'আউন

কিংবা তার লোকেরা দুনিয়ায় কোন উত্তম আমল করে যায়নি যা আসমানের দরযা দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছেছে। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন করেনা। (তাবারী ২২/৩৪) আল আউফীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/৩৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের প্রতি নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ আমি উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে ফির'আউনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে। নিশ্চয়ই সে ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে। সে বানী ইসরাঈলকে ঘৃণার পাত্র মনে করত। তাদের দ্বারা সে নিকৃষ্টতম কাজ করিয়ে নিত। সে আত্মগর্বে ফুলে উঠেছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ

নিশ্চয়ই ফির'আউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪) আরও বলা হয়েছে ঃ

فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا عَالِينَ

কিন্তু তারা অহঙ্কার করল; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর নিজের আর একটি অনুগ্রহের কথা বলেন ঃ

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ ঐ যুগে যাদের সাথে বানী ইসরাঈলরা বসবাস করত তাদের উপর তিনি বানী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের সম সাময়িক লোকদের উপর তাদেরকে পছন্দ করা হয়েছিল এবং এটাই বলা হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক যামানায় আল্লাহর পছন্দনীয় লোকদেরকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ

হে মূসা! আমি তোমাকেই লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৪) অর্থাৎ তাঁর যুগের লোকদের উপর। যেমন মারইয়াম (আঃ)

সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপ ঃ

وَٱصۡطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪২) অর্থাৎ তাঁর যুগের সমস্ত নারীর মধ্যে মারইয়ামকে আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। সর্বযুগের নারীদের উপর যে মারইয়ামকে (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রাঃ) মারইয়াম (আঃ) অপেক্ষা উত্তম ছিলেন বা কমপক্ষে সমানতো ছিলেন। অনুরূপভাবে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্‌ত মাযাহিমও (রাঃ) ছিলেন। আর আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত সমস্ত নারীর উপর তেমনই যেমন সুরুয়ায় বা ঝোলে ভিজানো রুটির ফাযীলাত অন্যান্য খাদ্যের উপর।

وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَات مَا فِيه بَلَاء مُّبِينٌ মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর আরও একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে ঐ সব যুক্তি-প্রমাণ, নিদর্শন, মু'জিযা ও কারামাত দান করেছিলেন যেগুলির মধ্যে হিদায়াত অনুসন্ধানকারীদের জন্য সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

৩৪। তারা বলেই থাকে -	٣٤. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ
৩৫। আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হবনা।	٣٥. إِنۡ هِيَ إِلَّا مَوۡتَتُنَا ٱلۡأُولَىٰ وَمَا نَحۡنُ بِمُنشَرِينَ
৩৬। অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।	٣٦. فَأۡتُواْ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
৩৭। শ্রেষ্ঠ কি তারা না তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই	٣٧. أَهُمۡ خَيۡرٌ أَمۡ قَوۡمُ تُبَّعٖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ

তারা ছিল অপরাধী।	إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ

যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে তাদের জন্য জবাব

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কিয়ামাতকে অস্বীকারকরণ এবং এর দলীলের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে খণ্ডন করেন। তাদের ধারণা ছিল যে, কিয়ামাত হবেনা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনও নেই। আর হাশর নশর ইত্যাদি সবই মিথ্যা। তারা এই দলীল পেশ করে যে, তাদের মাতা-পিতা মারা গেছে, তারা জীবিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসেনা কেন? তাই তারা বলছে ঃ

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ *অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।*

তাদের এই দলীল কতইনা বাজে, অর্থহীন এবং নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ! পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এটা হবে কিয়ামাতের সময়। এর অর্থ এটা নয় যে, জীবিত হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসবে। ঐ দিন এই যালিমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। ঐ সময় উম্মাতে মুহাম্মাদী পূর্বের উম্মাতদের উপর সাক্ষী হবে এবং তাদের উপর তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষী হবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, এদের এই পাপের কারণে এদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি এসেছিল ঐ শাস্তিই না জানি হয়তো এদের উপরও এসে পড়বে এবং তাদের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের ঘটনাবলী সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। তারা ছিল কাহতানের আরাব এবং এরা হল আদনানের আরাব।

সাবার হিমাইরগণ তাদের বাদশাহকে *'তুব্বা'* বলত, যেমন পারস্যের বাদশাহকে *'কিসরা'*, রোমের বাদশাহকে *'সিজার'*, মিসরের বাদশাহকে *'ফির'আউন'* এবং ইথিওপিয়ার বাদশাহকে *'নাজ্জাসী'* বলা হত। তাদের মধ্যে একজন তুব্বা ইয়ামান হতে বের হন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করতে থাকেন। সব দেশের বাদশাহদেরকে পরাজিত করতে করতে তিনি সমরকন্দে পৌঁছেন এবং নিজের সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বিরাট সেনাবাহিনী এবং অসংখ্য প্রজা তার অধীনস্থ ছিল। তিনিই হীরা নামক শহরটি স্থাপন করেন। এটা স্বীকার করা হয় যে, তার যুগে তিনি মাদীনায়ও এসেছিলেন। সেখানের অধিবাসীদের সাথে তিনি যুদ্ধও করেন। কিন্তু জনগণ তাকে বাধা দেয়। মাদীনাবাসীরা তার সাথে এই আচরণ করে যে, দিনে তার সাথে যুদ্ধ করত, আবার রাতে তার

মেহমানদারী করত। সুতরাং তিনি লজ্জিত হন এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। সেখানের দু'জন ইয়াহুদী আলেম তার সঙ্গী হয়েছিলেন যাঁরা মূসার (আঃ) সত্য দীনের উপর ছিলেন। তারা সদা-সর্বদা তাকে ভাল-মন্দ সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকতেন। তারা তাকে বলেন ঃ আপনি মাদীনা ধ্বংস করতে পারেননা। কেননা এটা হল শেষ নাবীর হিজরাতের জায়গা। সুতরাং তিনি সেখান হতে ফিরে যান এবং ঐ দু'জন আলেমকেও সঙ্গে করে ইয়ামানে নিয়ে যান। যখন তিনি মাক্কায় পৌঁছেন তখন বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা করেন। কিন্তু ঐ দু'জন আলেম তাকে ঐ কাজ হতেও বিরত রাখেন এবং ঐ পবিত্র ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা তার সামনে তুলে ধরেন। তারা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন ইবরাহীম (আঃ) এবং শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এ ঘরের মূল শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রকাশ পাবে। ঐ বাদশাহ তুব্বা তাদের এ কথা শুনে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। এমনকি তিনি নিজেই বাইতুল্লাহর খুব সম্মান করেন, ওর তাওয়াফ করেন এবং ওর উপর গিলাফ চড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেখান হতে ইয়ামানে ফিরে যান। স্বয়ং তিনি মূসার (আঃ) ধর্মে প্রবেশ করেন এবং সমগ্র ইয়ামানে এ ধর্মই ছড়িয়ে দেন। তখন পর্যন্ত ঈসার (আঃ) আবির্ভাব ঘটেনি এবং ঐ যুগের লোকদের জন্য মূসার (আঃ) ঐ সত্য ধর্মই পালনীয় ছিল।

আবদুর রাযযাক (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুব্বা নাবী ছিলেন কিনা তা আমি জানিনা। (বাগাবী ৪/১৫৪) 'আতা ইব্ন আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন ঃ তোমরা তুব্বাকে গালি দিওনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। (আবদুর রায্যাক, ৩/২০৯) এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৩৮। আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।	٣٨. وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـٰعِبِينَ
৩৯। আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।	٣٩. مَا خَلَقْنَـٰهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ	
٤٠. إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَـٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ	৪০। নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস -
٤١. يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ	৪১। যেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবেনা এবং তারা সাহায্যও পাবেনা।
٤٢. إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ	৪২। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

পৃথিবী সৃষ্টির নিগুঢ়তা/তত্ত্ব

এখানে আল্লাহ তা‘আলা নিজের আদল ও ইনসাফ এবং তাঁর বৃথা ও অযথা কোন কাজ না করার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং

তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৫-১১৬)

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا

ফাইসালার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যে দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালা করবেন, কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিনদেরকে দিবেন পুরস্কার। ঐ দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে একত্রিত হবে। ওটা হবে এমন এক সময় যে, একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের কোনই উপকার করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১০-১১)

وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ কোন বন্ধু তার বন্ধুকে তার অবস্থা সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা, অথচ তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। ঐ দিন কেহ কেহকেও কোন সাহায্য করবেনা এবং বাহির হতেও কোন সাহায্য আসবেনা। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যার প্রতি দয়া করবেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৪৩। নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে –	٤٣. إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ
৪৪। পাপীর খাদ্য –	٤٤. طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ
৪৫। গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে -	٤٥. كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ

৪৬। ফুটন্ত পানির মত।	٤٦. كَغَلْيِ ٱلْحَمِيمِ
৪৭। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে।	٤٧. خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ
৪৮। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও।	٤٨. ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ
৪৯। এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।	٤٩. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ
৫০। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।	٥٠. إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ

বিচার দিবসে কাফিরদের অবস্থা এবং তাদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. طَعَامُ الْأَثِيمِ কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের জন্য যে শাস্তি রয়েছে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা কিয়ামাতকে অবিশ্বাস করে দুনিয়ায় সদা পাপ কাজে লিপ্ত থেকেছে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন যাক্কুম গাছ খেতে দেয়া হবে। একাধিক তাফসীরকারক বলেছেন ঃ এর দ্বারা আবূ জাহলকে বুঝানো হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, এ আয়াতের ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে সেও শামিল রয়েছে, কিন্তু শুধু তারই সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে এটা মনে করা ঠিক নয়। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. طَعَامُ الْأَثِيمِ *নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে*

পাপীর খাদ্য। এ আয়াতটি পাঠ করে শোনান। তখন ঐ লোকটি বলল ঃ উহা হবে ইয়াতীমদের খাদ্য। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন ঃ না, বরং বল যে, যাক্কুম হল বদ আমলকারীদের খাবার। (তাবারী ২২/৪৩) অর্থাৎ খারাপ আমলকারীর জন্য যাক্কুম ছাড়া আর কোন খাবার থাকবেনা।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই যাক্কুমের একটা বিন্দু যদি এই যমীনের উপর পড়ে তাহলে যমীনবাসীর সমস্ত জীবিকা নষ্ট হয়ে যাবে। (তাবারী ২২/৪৩) একটি মারফূ' হাদীসেও এটা এসেছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ এটা হবে গলিত তাম্রের মত, এটা তার পেটে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের রক্ষকদের বলবেন ঃ এই কাফিরকে ধর এবং টেনে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাও। তখন ৭০ হাজার মালাক তাকে ধরার জন্য দৌড়ে আসবেন।

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ তাকে টেনে হিঁচড়ে এবং পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ **خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ** এর অর্থ হচ্ছে তাকে পাকড়াও কর এবং ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাও **إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ** তীব্র আগুনের মাঝখানে।

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ *অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও।* যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ

তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৯-২০) ইতোপূর্বে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করবে। ফলে তাদের মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর উপর হতে তাদের মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। ঐ পানি শরীরের যেখানে যেখানে পৌঁছবে সেখানের হাড়কে চামড়া হতে পৃথক করে দিবে, এমনকি তাদের নাড়ি-ভূড়ি কেটে পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন! অতঃপর তাদেরকে আরও লজ্জিত করার জন্য বলা হবে ঃ

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত

অভিজাত। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীর করেছেন ঃ আজ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোটেই সম্মানিত ও মর্যাদাবান নয়।

তারপর ঐ কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ **إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ** এটাতো ওটাই (ঐ শাস্তি), যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৫)

৫১। মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে -	**٥١. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ**
৫২। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে।	**٥٢. فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ**
৫৩। তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে।	**٥٣. يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ**
৫৪। এরূপই ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়ত লোচনা হুর।	**٥٤. كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ**
৫৫। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে।	**٥٥. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ**

৫৬। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবেনা। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন -	٥٦. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ
৫৭। তোমার রাব্ব নিজ অনুগ্রহে। এটাইতো মহা সাফল্য।	٥٧. فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
৫৮। আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	٥٨. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, তারাওতো প্রতীক্ষমান।	٥٩. فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ.

তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ জান্নাতে আনন্দের সাথে বসবাস করবেন

আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়ার পর সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা দিচ্ছেন। এ জন্যই কুরআনুল কারীমকে مَثَانِي *(আল মাছানী)* বলা হয়েছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ দুনিয়ায় যারা অধিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং ক্ষমতাবান আল্লাহকে ভয় করে চলে তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। সেখানে তারা মৃত্যু, বহিষ্কার, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, শাইতান ও তার চক্রান্ত, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ইত্যাদি সমস্ত বিপদাপদ হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে।

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ কাফিরেরা সেখানে পাবে যাক্কুম বৃক্ষ এবং আগুনের মত গরম পানি, পক্ষান্তরে এই জান্নাতীরা লাভ করবে সুখময় জান্নাত এবং প্রবাহমান নদী ও প্রস্রবণ। তারা

আরও পাবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা বসে থাকবে মুখোমুখী হয়ে। কারও দিকে কারও পিঠ হবেনা, বরং তারা পরস্পর মুখোমুখী হবে।

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ এই দানের সাথে সাথে তারা আয়ত লোচনা হুর লাভ করবে, যাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানব অথবা দানব স্পর্শ করেনি।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৬)

كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ

তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৮)

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ *সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল-মূল আনতে বলবে।* তারা যা চাবে তা'ই পাবে। তাদের ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তাদের কাছে তা হাযির হবে। ওগুলি শেষ হওয়ার বা কমে যাওয়ার কোন ভয় থাকবেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবেনা। ইসতিসনা মুনকাতা এনে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে কখনই মৃত্যুবরণ করবেনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যুকে ভেড়ার আকারে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে আনা হবে, অতঃপর ওকে যবাহ করা হবে। তারপর ঘোষণা করা হবে ঃ হে জান্নাতবাসীরা! এটা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান, আর কখনও মৃত্যু হবেনা। আর হে জাহান্নামবাসীরা! তোমাদের জন্যও এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান। কখনও আর তোমাদের মৃত্যু হবেনা। (ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮) সূরা মারইয়ামের তাফসীরেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবদুর রাহমান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ (রহঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ

(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা সদা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা। সদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু বরণ করবেনা। সদা নি'আমাত লাভ করতে থাকবে, কখনও নিরাশ হবেনা। সদা যুবক থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে সে নি'আমাত লাভ করবে, কখনও নিরাশ হবেনা। সদা জীবিত থাকবে, কখনও মরবেনা। সেখানে তার কাপড় পুরাতন হবেনা এবং তার যৌবন নষ্ট হবেনা। (তাবারানী ৪৮৯৫)

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ এই আরাম, শান্তি এবং নি'আমাতের সাথে সাথে আরও বড় নি'আমাতও রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। সারমর্ম এই পাওয়া গেল যে, তাদের সর্বপ্রকারের ভয় ও চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এ জন্যই এর সাথে সাথেই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া, এটাইতো মহাসাফল্য। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যথাসাধ্য আমল করতে থাক এবং মেহনত করতে থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, কারও আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা। জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আমলও কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমার আমলও আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা যদি না আমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয়। (ফাতহুল বারী ১১/৩০০, মুসলিম ৪/২১৭০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (হে নাবী)! আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমকে খুবই সহজ, স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রকাশমান এবং উজ্জ্বল রূপে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁরই ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন, যা অত্যন্ত বাকচাতুর্য, অলংকার এবং মাধুর্যপূর্ণ, যাতে লোকদের সহজে বোধগম্য হয়। এতদসত্ত্বেও লোকেরা এটাকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

বলছেন ঃ **فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ** তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও এবং বলে দাও ঃ তোমরাও অপেক্ষা কর এবং আমিও অপেক্ষমান রয়েছি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কার প্রতি সাহায্য আসে, কার কালেমা সমুন্নত হয় এবং কে দুনিয়া ও আখিরাত লাভ করে তা তোমরা সত্বরই দেখতে পাবে। ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে নাবী! তুমি এ বিশ্বাস রেখ যে, তুমিই জয়যুক্ত ও সফলকাম হবে। আমার নীতি এই যে, আমি আমার নাবীদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সমুন্নত করে থাকি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। (সূরা মুযাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১-৫২)

সূরা দুখান এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৫ ঃ জাসিয়াহ, মাক্কী

٤٥ – سورة الجاثية مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩৭, রুকূ ৪)

(اٰيَاتُهَا : ٣٧ رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা মীম।	١. حمٓ
২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।	٢. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ
৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।	٣. إِنَّ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
৪। তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।	٤. وَفِي خَلۡقِكُمۡ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٞ لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ
৫। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।	٥. وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزۡقٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ

	مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ ءَايَـٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার নাসীহাত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে হিদায়াত করছেন যে, তারা যেন মহা ক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর উপর চিন্তা-গবেষণা করে, তাঁর নি'আমাতরাজিকে জানে ও বুঝে, অতঃপর এগুলির কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা যেন এটা দেখে যে, আল্লাহ কত বড় ক্ষমতাবান! যিনি আসমান, যমীন এবং বিভিন্ন প্রকারের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন! মালাক/ফেরেশতা, দানব, মানব, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবকিছুরই স্রষ্টা তিনিই। সমুদ্রের অসংখ্য সৃষ্টজীবেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। দিনকে রাতের পরে এবং রাতকে দিনের পিছনে আনয়ন তিনিই করছেন। রাতের অন্ধকার এবং দিনের ঔজ্জ্বল্য তাঁরই অধিকারভুক্ত জিনিস। প্রয়োজনের সময় মেঘমালা হতে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন। এখানে রিয্ক দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারাই খাদ্য জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হয়ে থাকে।

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا শুষ্ক ভূমি সিক্ত হয় এবং তা হতে নানা প্রকারের শস্য উৎপাদিত হয়।

وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ দিন ও রাতে উত্তরা হাওয়া ও দক্ষিণা হাওয়া এবং পূবালী হাওয়া ও পশ্চিমা হাওয়া এবং শুষ্ক ও সিক্ত হাওয়া তিনিই প্রবাহিত করেন। কোন কোন বায়ু মেঘ আনয়ন করে এবং কোন কোন বায়ু মেঘকে পানিপূর্ণ করে। কোন কোন বাতাস রূহের খোরাক হয় এবং এগুলি ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যও প্রবাহিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রথমে বলেন যে, لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য। এরপর বলেন ঃ يُوقِنُونَ এতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন এবং শেষে বলেন ঃ يَعْقِلُونَ এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। এটা একটা সম্মান বিশিষ্ট অবস্থা হতে অন্য

একটা বেশি সম্মান বিশিষ্ট অবস্থার দিকে উন্নীত করা। এ আয়াতটি সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, নৌ-পথে নৌযানসমূহের চলাচলে - যাতে রয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণ। মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করণে, তাতে নানাবিধ জীবজন্তু সঞ্চারিত করার জন্য আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে সত্যি সত্যিই জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৪) ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এখানে একটি দীর্ঘ আসার আনয়ন করেছেন, কিন্তু ওটা গারীব। ওতে মানুষকে চার প্রকারের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করার কথাও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬। এগুলি আল্লাহর আয়াত যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে?	٦. تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ
৭। দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর।	٧. وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
৮। যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে, অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা	٨. يَسْمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ

ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	শোনেনি, তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।
٩. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ	৯। যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন সে তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
١٠. مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْـًٔا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	১০। তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবেনা, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।
١١. هَـٰذَا هُدًى ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ	১১। কুরআন সৎ পথের দিশারী; যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

মিথ্যাবাদী পাপীর বর্ণনা এবং তার প্রতিবিধান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ এই যে কুরআন, যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে নাবীর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, ওর

আয়াতগুলি যথাযথভাবে তাঁর নিকট আবৃত্তি করা হয় তা কাফিরেরা শুনে, অথচ এর পরেও ঈমান আনেনা এবং আমলও করেনা। তাহলে আর কোন বাণীতে তারা বিশ্বাস করবে? তাদের জন্য দুর্ভোগ, وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ তাদের জন্য আফসোস! যারা কথায় মিথ্যাবাদী, আমলে পাপী এবং অন্তরে কাফির!

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا তারা আল্লাহর বাণী শুনেও স্বীয় কুফরী ও অবিশ্বাসের উপর অটল ও স্থির থাকছে! যেন ওটা তারা শুনেইনি। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ তুমি তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ যখন তারা আল্লাহর কোন আয়াত অবগত হয় তখন তা নিয়ে তারা পরিহাস করে। সুতরাং আজ যখন তারা আল্লাহর বাণীর অমর্যাদা করছে তখন কাল কিয়ামাতের মাইদানে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নিয়ে শত্রুদের শহরে সফর করতে নিষেধ করেছেন এই আশংকায় যে, তারা হয়তো কুরআনের অবমাননা করবে। (মুসলিম ৩/১৪৯১)

مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلاَ مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বাণীর অবমাননাকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের সম্মুখে রয়েছে জাহান্নাম। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সারা জীবন ধরে যেসব বাতিল মা‘বূদের তারা উপাসনা করে এসেছে তারাও তাদের কোনই কাজে আসবেনা। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ এই কুরআন সৎ পথের দিশারী। যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি। এসব ব্যাপারে মহামহিমান্বিত

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। আল্লাহই সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।	١٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
১৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।	١٣. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
১৪। মু'মিনদেরকে বল ঃ তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে যারা আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা, এটা এ জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।	١٤. قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَغْفِرُوا۟ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
১৫। যে সৎ কাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে	١٥. مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا

فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ	**ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।**

সমুদ্রের নমনীয়তায়ও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরই হুকুমে মানুষ তাদের ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্রে সফর করে থাকে। মালভর্তি বড় বড় নৌযানগুলি নিয়ে তারা এদিক হতে ওদিক ভ্রমণ করে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা এ জন্যই রেখেছেন যে, তারা যেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ *তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে।* আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের জিনিস যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি এবং পৃথিবীর জিনিস যেমন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস মানুষের উপকারের জন্য এবং তাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এগুলির সবই তাঁর অনুগ্রহ, ইহসান, ইনআম এবং দান। সবই তাঁর নিকট হতে এসেছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ

তোমরা যে সব অনুগ্রহ ভোগ কর তাতো আল্লাহরই নিকট হতে। অধিকন্ত যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৩

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, উপরের আয়াতের (৪৫ ঃ ১৩) ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব জিনিসই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং তাতে যে নাম রয়েছে তা তাঁর দেয়া নামসমূহের মধ্যের নাম। সুতরাং এগুলি সবই তাঁরই পক্ষ হতে আগত। কেহ এমন নেই যে তাঁর নিকট হতে এগুলি ছিনিয়ে নিতে পারে অথবা তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারে। সবাই এ বিশ্বাস রাখে যে, এরূপই হয়ে থাকে। (তাবারী ২২/৬৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

কাফিরদের অনিষ্টতার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা

قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّه এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মু'মিনদেরকে ধৈর্য ধারণের অভ্যাস রাখতে হবে। যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের মুখ হতে তাদেরকে বহু কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে এবং মুশরিক ও আহলে কিতাবের দেয়া বহু কষ্ট সহ্য করতে হবে।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, ইয়াহুদী-নাসারাদের অন্যায় অত্যাচার এড়িয়ে চলার লক্ষ্যে তারা যেন ধৈর্য ধারণ করে। ফলে মুসলিমদের প্রতি তাদের হৃদয় কিছুটা হলেও নরম থাকবে। অবশ্য মুশরিকরা যদি অন্যায় আচরণ করতেই থাকে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّه *তারা আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা* - এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা আল্লাহর করুণার না শোকরী করে। (তাবারী ২২/৬৬, ৬৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 'যারা আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা' এই উক্তির ভাবার্থ হল ঃ যারা আল্লাহর নি'আমাত লাভ করার চেষ্টা করেনা। তাদের ব্যাপারে মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা পার্থিব জীবনে তাদের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখ। তাদের আমলের শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রদান করবেন। এ জন্যই এর পরেই বলেন ঃ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। সেই দিন প্রত্যেককে তার ভাল ও মন্দের প্রতিফল দেয়া হবে। সৎকর্মশীলকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

১৬। আমিতো বানী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম	١٦. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ

জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর।	وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ
১৭। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার রাব্ব কিয়ামাত দিবসে তাদের মধ্যে সেই বিষয়ের ফাইসালা করে দিবেন।	١٧. وَءَاتَيْنَٰهُم بَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
১৮। এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা।	١٨. ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
১৯। আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবেনা; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।	١٩. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ

২০। এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রাহমাত।	٢٠. هَـٰذَا بَصَـٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর পছন্দ এবং অতঃপর তাদের ভিতরে দ্বন্দ্ব

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ বানী ইসরাঈলের উপর পরম করুণাময় আল্লাহর যেসব নি'আমাত ছিল এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে হুকুমাত দান করেছিলেন। আর ঐ যুগের লোকদের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। দীন সম্পর্কীয় উত্তম ও স্পষ্ট দলীল তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাদের উপর আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ তোমার রাব্ব আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে ঐ বিষয়ের ফাইসালা করে দিবেন।

বানী ইসরাঈলের অনুরূপ আচরণ না করার ব্যাপারে বর্তমান উম্মাহকে সাবধান করা হয়েছে

এর দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের চলনগতি যেন বানী ইসরাঈলের মত না হয়। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَاتَّبِعْهَا তুমি তোমার রবের অহীর অনুসরণ কর, অজ্ঞ মুশরিকদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করনা। তারা এক বন্ধু অপর বন্ধুকে ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করবেনা।

তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করনা। তারাতো পরস্পর বন্ধু।

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ আর তোমাদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ। অর্থাৎ মুত্তাকীদের বন্ধু হলেন আল্লাহ। তিনি তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে বের করে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের বন্ধু হল শাইতান। সে তাদেরকে জ্ঞানের আলো হতে সরিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও রাহমাত।

২১। দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!	٢١. أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ
২২। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ অনুযায়ী ফল পেতে পারে, আর তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবেনা।	٢٢. وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
২৩। তুমি কি লক্ষ্য করছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে	٢٣. أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ

নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

মু'মিন এবং কাফিরের হায়াত এবং মাউত সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মু'মিন ও কাফির সমান নয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ এরূপ হতে পারেনা যে, কাফির ও দুষ্কৃতিকারী এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীল জীবন ও মরণে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সমান হয়ে যাবে।

سَاء مَا يَحْكُمُونَ যারা এটা মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে দুষ্কৃতিকারী ও মু'মিনদেরকে সমান গণ্য করব, তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা মন্দ!

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) সীরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, কা'বা ঘরের ভিত্তির মধ্যে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লিখা ছিল ঃ তোমরা দুষ্কর্ম করছ, আর কল্যাণ লাভের আশা রাখছ। এটা ঠিক ঐরূপ যেমন কেহ কোন কন্টকযুক্ত গাছ হতে আঙ্গুর ফলের আশা করে।

সুবাহ (রহঃ) থেকে তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আমর ইব্ন মুররাহ (রহঃ) বলেন যে, আবুদ দুহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, মাসরূক (রহঃ) তাকে

বলেছেন যে, তামীম আদ দারী (রাঃ) এক রাতে নাফল সালাত আদায় করার সময় সমস্ত রাত ব্যাপী শুধু **أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** *দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে?* এ আয়াতটি কিরা'আতে পাঠ করে কাটিয়ে দেন। (তাবারানী ২/৫০) এ জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

سَاء مَا يَحْكُمُونَ তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ! এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্‌ম করা হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ হে নাবী! তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশিকে তার মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে। যে কাজ করতে তার মন চেয়েছে তা সে করেছে। আর যে কাজ করতে তার মন চায়নি তা পরিত্যাগ করেছে।

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ *আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন।* এর দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি হল আল্লাহ সুবহানাহু জানেন যে, ঐ ব্যক্তি বিপথগামী হবে, অতএব তিনি তাকে ঐ পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ ব্যক্তির বিপথগামী হওয়া, যা তার আমলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তার জন্য ভাল কিছু আর হওয়ার নেই। দ্বিতীয় অর্থটির ভিতর প্রথম অর্থটিও লুকায়িত আছে। তাই একটি অপরটির বিপরীত নয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً তার কর্ণে মোহর রয়েছে, তাই সে শারীয়াতের কথা শোনেই না এবং তার হৃদয়েও মোহর রয়েছে, তাই হিদায়াতের কথা তার হৃদয়ে স্থান পায়না। তার চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে আছে, তাই সে কোন দলীল-প্রমাণ দেখতে পায়না।

فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ অতএব, আল্লাহর পরে কে তাকে

পথ-নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬)

২৪। তারা বলে ঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর সময়ই (কাল) আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারাতো শুধু মনগড়া কথা বলে।	٢٤. وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
২৫। তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকেনা শুধু এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।	٢٥. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
২৬। বল ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই।	٢٦. قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা।	لَا يَعۡلَمُونَ

কাফিরদের শাস্তি, তাদের বাদানুবাদ এবং তার জবাব

কাফিরদের দাহরিয়্যাহ সম্প্রদায় এবং তাদের সমবিশ্বাসী আরাব-মুশরিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে এবং বলে ঃ

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا *তারা বলে ঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি।*

তারা বলে যে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন। মানুষের মধ্যে কেহ মারা যায়, আবার কেহ জন্মগ্রহণ করে। তাদের কোন পুনর্জীবন নেই এবং বিচারও হবেনা। এটা ছিল আরাবের মুশরিকদের ধারণা। এ ছাড়া নিরীশ্বরবাদী আরাব দার্শনিকরা পুনর্জীবন এবং বিচার-ফাইসালাকে অস্বীকার করত। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতনা এবং বলত যে, প্রতি ৩৬ হাযার বছরে পৃথিবী উহার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন ওর সবকিছু আবার নতুনভাবে শুরু হবে। তারা দাবী করে যে, এই পুরানো হওয়া এবং নতুন অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চক্রটি মহাকালের জন্য চলতে থাকবে। কিন্তু সঠিকভাবে তারা এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি এবং অহীকেও অস্বীকার করে। তারা বলে ঃ وَمَا يُهۡلِكُنَا إِلَّا الدَّهۡرُ *আর সময়ই (কাল) আমাদেরকে ধ্বংস করে।* এর উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنۡ عِلۡمٍ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ *বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারাতো শুধু মনগড়া কথা বলে।* আসলে তারা অনুমানের উপর কথা বলে। তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। দু'টি সুনান গ্রন্থ আবূ দাঊদ এবং নাসাঈতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যুগকে গালি দেয়। অথচ যুগতো আমি নিজেই। সমস্ত কাজ আমারই হাতে। দিন ও রাতের পরিবর্তন আমিই ঘটিয়ে থাকি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৭, মুসলিম ৪/১৭৬২, আবূ দাউদ ৫/৪২৩, নাসাঈ ৬/৪৫৭)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যুগকে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহ তা'আলাইতো যুগ। (মুসলিম ৪/১৭৬৩)

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ), ইমাম আবূ উবাইদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘তোমরা যুগকে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহই যুগ’ এই উক্তির তাফসীরে বলেন যে, অজ্ঞতা যুগের আরাবরা যখন কোন কষ্ট ও বিপদাপদে পড়ত তখন যুগকে সম্পর্কযুক্ত করে গালি দিত। প্রকৃতপক্ষে যুগ কিছুই করেনা। সবকিছুই করেন একমাত্র আল্লাহ। অতএব তাদের যুগকে গালি দেয়ার অর্থ আল্লাহকেই গালি দেয়া যাঁর হাতে ও যাঁর অধিকারে রয়েছে যুগ। সুখ ও দুঃখের মালিক তিনিই। অতএব, গালি আপতিত হয় প্রকৃত কর্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার উপরই। এ কারণেই আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে এ কথা বলেন এবং জনগণকে তা হতে নিষেধ করে দেন। এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। ইমাম ইব্ন হাযম (রহঃ) এবং যাহিরিয়াদের যারা বিজ্ঞজন তারা এই হাদীস দ্বারা মনে করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলার উত্তম নামসমূহের মধ্যে দাহরও একটি নাম, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকেনা। অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া এবং পুনর্জীবন দান করার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা একেবারে নিরুত্তর হয়ে যায়। তাদের দাবীর অনুকূলে তারা কোন যুক্তি পেশ করতে পারেনা। তখন তারা বলে ঃ

ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত কর। অর্থাৎ তাদেরকে জীবিত করে দেখাতে পারলে আমরা ঈমান আনব। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা তোমাদের জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণ স্বচক্ষে দেখছ। তোমরাতো কিছুই ছিলেনা। আল্লাহই তোমাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) অর্থাৎ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দানে কেন সক্ষম হবেননা? এটাতো জ্ঞানের দ্বারাই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, যিনি বিনা নমুনায় কোন জিনিস তৈরী করতে পারেন, ওটাকে দ্বিতীয়বার তৈরী করাতো তাঁর পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে বেশি সহজ। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

يَوۡمَ يَجۡمَعُكُمۡ لِيَوۡمِ ٱلۡجَمۡعِ

স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৯)

لِأَيِّ يَوۡمٍ أُجِّلَتۡ لِيَوۡمِ ٱلۡفَصۡلِ

এই সমূদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য? বিচার দিনের জন্য। (সূরা নাবা, ৭৭ ঃ ১২-১৩)

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعۡدُودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৪)

إِنَّهُمۡ يَرَوۡنَهُۥ بَعِيدًا

তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيبَ فِيهِ তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি তোমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় আনয়ন করবেননা, যেমন তোমরা বলছ যে, তোমাদের বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদেরকে পুনর্জীবন দান করে আবার দুনিয়ায় উপস্থিত করা হোক। দুনিয়া হল আমলের জায়গা। প্রতিফল ও প্রতিদানের জায়গা হবে কিয়ামাতের দিন। এই

পার্থিব জীবনে কিছুটা অবকাশ দেয়া হয় যাতে কেহ ইচ্ছা করলে ঐ পারলৌকিক জীবনের জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তোমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই বলেই তোমরা কিয়ামাতকে অস্বীকার করছ। কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا. وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا

তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর। কিন্তু আমি দেখছি ইহা আসন্ন। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৬-৭) তোমরা এটা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করলেও এটা সংঘটিত হবেই। এতে কোনই সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই মু'মিনরা জ্ঞানী ও বিবেকবান, তাইতো তারা এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমল করছে।

২৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	٢٧. وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ
২৮। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।	٢٨. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَـٰبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
২৯। এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।	٢٩. هَـٰذَا كِتَـٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

কিয়ামাত দিবসে ভয়াবহ বিচারের মাঠের কিছু বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আজ হতে চিরদিনের এবং আজকের পূর্বেও সমস্ত আকাশের, সমস্ত যমীনের মালিক, বাদশাহ, সুলতান, সম্রাট একমাত্র আল্লাহ। যারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে এবং কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করে তারা কিয়ামাতের দিন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذ يَخسَرُ الْمُبْطِلُونَ যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত!

ঐ দিন এত ভয়াবহ ও কঠিন হবে যে, প্রত্যেকে হাঁটুর ভরে পড়ে থাকবে। এ অবস্থা ঐ সময় হবে যখন জাহান্নাম সামনে আনা হবে এবং ওটা এক তপ্ত দীর্ঘশ্বাস নিবে। এমনকি ঐ সময় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং ঈসা রূহুল্লাহরও (আঃ) মুখ দিয়ে নাফসী নাফসী শব্দ বের হবে। তাঁরাও সেদিন প্রত্যেকে পরিষ্কারভাবে বলবেন ঃ হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া আপনার কাছে আর কিছুই চাইনা। ঈসা (আঃ) বলবেন ঃ হে আল্লাহ! আজ আমি আমার মা মারইয়ামের (আঃ) জন্যও আপনার কাছে কিছুই আরয করছিনা। সুতরাং আমাকে রক্ষা করুন! এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كُلُّ أُمَّة تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ

আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। অর্থাৎ আজ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিটি কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

يُنَبَّؤُاْ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذِۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ.

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অযুহাতের অবতারণা করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩-১৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। অর্থাৎ ঐ আমলনামা যা আমার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মালাইকা/ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, যাতে বিন্দুমাত্র কম-বেশী করা হয়নি, তা তোমাদের বিরুদ্ধে আজ সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। অর্থাৎ আমি আমার রক্ষক মালাইকা/ ফেরেশতাদেরকে তোমাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। সুতরাং তারা তোমাদের সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, মালাইকা/ফেরেশতারা বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধ করার পর ঐগুলি নিয়ে আকাশে উঠে যান। আসমানে আমলের সংরক্ষক মালাইকা ঐ আমলনামাকে লাউহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আমলের সাথে মিলিয়ে দেখেন যা প্রতি রাতে ওর পরিমাণ অনুযায়ী তাঁদের উপর প্রকাশিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তখন

মালাইকা/ফেরেশতারা একটি অক্ষরও কম-বেশি দেখতে পাননা। অতঃপর তিনি إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ এই অংশটুকু তিলাওয়াত করেন।

৩০। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাদের রাব্ব তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় রাহমাতে। এটাই মহা সাফল্য।	٣٠. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ
৩১। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।	٣١. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
৩২। যখন বলা হয় ঃ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাত - এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক ঃ আমরা জানিনা কিয়ামাত কি; আমরা মনে করি এটা একটি ধারনা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।	٣٢. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ
৩৩। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে	٣٣. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُواْ

পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।	وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৩৪। আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।	٣٤. وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ
৩৫। এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রুপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবেনা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবেনা।	٣٥. ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
৩৬। প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশমন্ডলীর রাব্ব, পৃথিবীর রাব্ব, জগতসমূহের রাব্ব।	٣٦. فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৩৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব গরিমা তাঁরই	٣٧. وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

এ আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাঁর ঐ ফাইসালার খবর দিচ্ছেন যা তিনি আখিরাতের দিন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা অন্তরে ঈমান এনেছে এবং স্বীয় হাত-পা দ্বারা শারীয়াত অনুযায়ী সৎ নিয়াতের সাথে ভাল কাজ করেছে তাদেরকে তিনি স্বীয় করুণায় জান্নাত দান করবেন।

এখানে রাহমাত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলবেন ঃ তুমি আমার রাহমাত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করব সে তোমাকে লাভ করবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৬০)

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ এটাই হল মহাসাফল্য।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন শাসন-গর্জন করে বলা হবে ঃ তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়নি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়েছিল এবং তোমরা ওগুলি শুনেছিলে, কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ তোমরা অন্তরে কুফরী রেখে বাইরেও তোমাদের কাজ-কর্মে আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে এবং বাহাদুরী দেখিয়ে পাপের উপর পাপ করছিলে। যখন মু'মিনরা তোমাদেরকে বলত যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই, তখন তোমরা পাল্টা জবাব দিতে ঃ

مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ কিয়ামাত কি তা আমরা জানিনা। আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র, আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم এখন তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের সামনে এসে গেছে। তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। যে

শাস্তির কথা তারা উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং যেটাকে অসম্ভব মনে করেছিল ঐ শাস্তি আজ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। তাদেরকে সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ করে দেয়ার জন্য বলা হবে ঃ

الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাব। যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং এমন কেহ হবেনা যে তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন স্বীয় বান্দাকে বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি দেইনি? তোমাদের উপর কি আমি আমার দয়া-দাক্ষিণ্য নাযিল করিনি। আমি কি তোমাদের জন্য উট, ঘোড়া ইত্যাদিকে অনুগত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি তোমাদের বাড়ীতে সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেইনি? তারা উত্তরে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এগুলি সবই সত্য। আল্লাহ সুবহানাহু বলবেন ঃ তুমি কি কখনও মনে করেছ যে, একদিন আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে? সে বলবে ঃ না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ সুতরাং আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাব যেমন তোমরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (মুসলিম ৪/২২৭৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا এই শাস্তি তোমাদেরকে এ জন্যই দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। তোমরা এর উপরই নিশ্চিন্ত ছিলে, ফলে আজ তোমাদেরকে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল।

فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ আজ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবেনা এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবেনা। অর্থাৎ এই আযাব হতে তোমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। এখন আমার সন্তুষ্টি লাভ করাও তোমাদের জন্য অসম্ভব। মু'মিনরা যেমন বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে, ঠিক তেমনই তোমরাও বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এখন তোমাদের তাওবাহ করা বৃথা।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে যা ফাইসালা করবেন এটা বর্ণনা

করার পর বলেন ঃ

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ প্রশংসা তাঁরই, যিনি আকাশমণ্ডলীর রাব্ব, পৃথিবীর রাব্ব এবং জগতসমূহের রাব্ব। অর্থাৎ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এতদুভয়ের মধ্যে যতকিছু রয়েছে সবকিছুরই যিনি অধিপতি, সমুদয় প্রশংসা ঐ আল্লাহরই প্রাপ্য। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব/গরিমা তাঁরই। আসমানে ও যমীনে আল্লাহ তা'আলারই রাজত্ব, আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি বড়ই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। সবাই তাঁর অধীনস্ত। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ শ্রেষ্ঠত্ব আমার জামা এবং অহংকার আমার চাদর। সুতরাং এ দু'টির কোন একটি আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। (আবূ দাউদ ৪/৩৫০, মুসলিম ৪/২০২৩)

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি *'আযীয'* অর্থাৎ পরাক্রমশালী। তিনি কারও কাছে কখনও পরাস্ত হননা। তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেহ নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কথা, কোন কাজ, তাঁর শারীয়াতের কোন বিষয় তাঁর লিখিত তাকদীরের কোন অক্ষর হিকমাত বা নিপুণতা শূন্য নয়। তিনি সমুচ্চ ও সমুন্নত। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।

পঞ্চবিংশতিতম পারা এবং সূরা জাসিয়াহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৬ ঃ আহকাফ, মাক্কী

٤٦ – سورة الأحقاف، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩৫, রুকূ ৪) (اَيَاتها : ٣٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা মীম।	١. حمٓ
২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।	٢. تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ
৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু কাফিরদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٣. مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ
৪। বল ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমন্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা	٤. قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ ۖ ٱئْتُونِى بِكِتَـٰبٍ مِّن

قَبْلِ هَـٰذَآ أَوْ أَثَـٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ	পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর - যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
٥. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ	৫। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়।
٦. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ	৬। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে।

কুরআন হল আল্লাহ হতে নাযিলকৃত এবং মহাবিশ্ব তাঁরই সৃষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এই কুরআনুল কারীম স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তিনি এমনই সম্মানের অধিকারী যে, তা কখনও বাতিল কিংবা কম হওয়ার নয় এবং তিনি এমনই প্রজ্ঞাময় যে, তাঁর কোন কথা ও কাজ প্রজ্ঞাশূন্য নয়।

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের সব জিনিসই যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কোনটাই তিনি অযথা ও বৃথা সৃষ্টি করেননি।

أَجَلٍ مُّسَمًّى এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কাল, যা বৃদ্ধিও পাবেনা এবং কমেও যাবেনা। وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এই কিতাব (কুরআন) এবং সতর্ককারী অন্যান্য নিদর্শনাবলী হতে যে দুষ্টমতি লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বেপরোয়া হয় তারা নিজেদের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে তা তারা সত্বরই জানতে পারবে।

কাফিরদের আচরণের জবাব

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ এই মুশরিকদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক এবং যাদের ইবাদাত কর, তাদের কথা কিছু ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো?

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, যে কোন জিনিসই হোক না কেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারও এক অণু পরিমাণ জিনিসেরও অধিকার নেই। সমগ্র রাজ্যের মালিক তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনি। তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। সবকিছুরই উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সুতরাং মানুষ তাঁকে ছাড়া অন্যদের ইবাদাত কেন করে? কেন তারা তাদের বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে? কে তাদেরকে এ শির্ক করতে শিখিয়েছে? প্রকৃতপক্ষে কোন সৎ ও জ্ঞানী মানুষের এ শিক্ষা হতে পারেনা। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেননি। তাই তিনি বলেন ঃ

ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু আসলে এটা তোমাদের বাজে ও বাতিল কাজ। সুতরাং তোমরা এর স্বপক্ষে না পারবে কোন শারীয়াত সম্মত দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে। এক কিরা‘আতে وَأَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ *অথবা তোমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে কি অন্য কিছু*

পেয়েছ? রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের হতে কোন সঠিক জ্ঞান থাকলে তা পেশ কর।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ এমন কেহকেও উপস্থিত কর যে সঠিক ইল্‌মের বর্ণনা দিতে পারে। (তাবারী ২২/৯৪) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ

وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। কেননা এগুলোতো পাথর এবং জড় পদার্থ। এরা না শুনতে পায়, আর না দেখতে পায়।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

কিয়ামাতের দিন যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এসব বাতিল মা'বূদ বা উপাস্য তাদের উপাসকদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা এদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) অর্থাৎ যখন এরা তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের

আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫)

৭। যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় তখন কাফিরেরা বলে ঃ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।	٧. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ
৮। তারা কি তাহলে বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে? বল ঃ যদি আমি উদ্ভাবন করে থাকি তাহলে তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবেনা। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٨. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
৯। বল ঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই। আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।	٩. قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের দাবীর জবাব

মুশরিকদের হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য এবং কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য, স্পষ্ট এবং পরিষ্কার আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন তারা বলে ঃ

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অপবাদ দেয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া এবং কুফরী করাই যেন তাদের নীতি। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু যাদুকর বলেই ক্ষান্ত হয়না, বরং এ কথাও বলে ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ তিনি নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তুমি তাদেরকে বল ঃ

إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا আমি যদি নিজেই কুরআন রচনা করে থাকি এবং আমি আল্লাহ তা'আলার সত্য নাবী না হই তাহলে অবশ্যই তিনি আমাকে আমার এ মিথ্যা বলার অপবাদের কারণে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তখন তোমরা কেন, সারা দুনিয়ায় এমন কেহ নেই যে আমাকে তাঁর এ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا. إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ

বল ঃ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহ আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয় পাবনা। কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছানো এবং তা প্রচার করাই আমার কাজ। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ২২-২৩) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৭)

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ এরপর কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, তারা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছে, সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। তিনি সবারই মধ্যে ফাইসালা করবেন।

এই ধমকের পর তাদেরকে তাওবাহ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যদি তোমরা তাঁর দিকে ফিরে আসো এবং তোমাদের কৃতকর্ম হতে বিরত থাক তাহলে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। সূরা ফুরকানে এ বিষয়েরই আয়াত রয়েছে। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫-৬)

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তুমি বল ঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই। আমার পূর্বে দুনিয়ায় মানুষের নিকট রাসূল আসতেই থেকেছেন। সুতরাং আমার আগমনে তোমাদের এত বিস্মিত হওয়ার কারণ কি? আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে তাও আমি জানিনা।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটির পর নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন । (সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ২) (তাবারী ২২/৯৯) অনুরূপভাবে ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান

(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এ আয়াতটি وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ এ আয়াতটি দ্বারা রহিত হয়েছে। যখন لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এ আয়াতটি (৪৮ ঃ ২) অবতীর্ণ হয় তখন একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ এ আয়াত দ্বারাতো আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে যা করবেন তা বর্ণনা করলেন, এখন আমাদের সাথে তিনি কি করবেন? তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ৫)

সহীহ হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে, মু'মিনরা বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে মুবারকবাদ! বলুন, আমাদের জন্য কি আছে? তখন আল্লাহ তা'আলা ... لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات (৪৮ ঃ ৫) এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫১৬)

খারিযাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন সাবিত (রহঃ) উম্মুল আলা আল আনসারী (রাঃ) হতে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন ঃ লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে যখন আনসারগণের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছিল তখন আমাদের ভাগে আসেন উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ)। আমাদের এখানেই তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমরা যখন তাকে কাফন পরিয়ে দিই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আগমন করেন তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ হে আবূ সায়িব (রাঃ)! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সম্মান দান করবেন! আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান প্রদান করবেন? তখন আমি বললাম ঃ আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি কিছুই জানিনা। তিনি তখন বললেন ঃ তাহলে জেনে রেখ যে, তার কাছে তার রবের পক্ষ হতে নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) এসে গেছে। তার সম্পর্কে আমি কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর

শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও (আমার মত্যুর পর) আমার সাথে কি করা হবে তা আমি জানিনা। আমি তখন আল্লাহর শপথ করে বললাম ঃ আজকের পরে আর কখনও আমি কেহকেও পবিত্র ও নিস্পাপ বলে নিশ্চয়তা প্রদান করবনা। আর এতে আমি বড়ই দুঃখিত হই। কিন্তু আমি স্বপ্নে দেখি যে, উসমান ইব্‌ন মাযউন (রাঃ) একটি প্রবাহিত ঝর্ণাধারার মালিক হয়েছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এটা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ এটা তার আমল। (আহমাদ ৬/৪৩৬, ফাতহুল বারী ৭/৩১০) ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করলেও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেননি। এর অন্য একটি সনদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা যে, তার সাথে কি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৩/১৩৭)

মোট কথা, এই হাদীস এবং এর অর্থেরই আরও অন্যান্য হাদীসসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান কারও নেই এবং কারও এ ধরনের মন্তব্য করা উচিতও নয় যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী। তবে ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ এর ব্যতিক্রম যাদেরকে শারীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ব্যক্তি (আশারায়ে মুবাশশারাহ) ঃ আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ), সা’দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), সা’দ ইব্‌ন যায়িদ (রাঃ) এবং আবূ উবাইদাহ ইবনুল যাররাহ (রাঃ)। ইব্‌ন সালাম (রাঃ), গুমাইসা (রাঃ)[১], বিলাল (রাঃ), সুরাকা (রাঃ), যাবিরের (রাঃ) পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম (রাঃ), বি’রে মাঊনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তরজন কারী (রাঃ), যায়িদ ইব্‌ন হারিসাহ (রাঃ), জা’ফর (রাঃ), ইব্‌ন রাওয়াহাহ (রাঃ) এবং এদের মত আরও যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ আমি আমার প্রতি অবতারিত অহীরই শুধু অনুসরণ করি এবং আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমার কাজ প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

[১] তিনি উম্মে সুলাইম (রাঃ) নামেই বেশি পরিচিত। তিনি হলেন আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) মা।

১০। বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্ত বানী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ যালিমদেরকে সৎ পথে চালিত করেননা।	١٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
১১। মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে ঃ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, বলে ঃ এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা।	١١. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ
১২। এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব - আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ এই কিতাব - এর সমর্থক, আরাবী ভাষায়, যেন এটা যালিমদেরকে সতর্ক করে এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়।	١٢. وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ

১৩। যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবেনা।	١٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
১৪। এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে এরা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল।	١٤. أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কুরআন হল আল্লাহর কালাম, এ বিষয়ে মু'মিন এবং কাফিরদের অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ হে মুহাম্মাদ! তুমি এই মুশরিক ও কাফিরদেরকে বল ঃ সত্যিই যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে এবং এর পরও যদি তোমরা এটিকে অস্বীকার করতেই থাক তাহলে তোমাদের অবস্থা কি হতে পারে তা চিন্তা করেছ কি? যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে সত্যসহ তোমাদের নিকট এই পবিত্র কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে কি শাস্তি প্রদান করবেন তা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা এই কিতাবকে অস্বীকার করছ এবং মিথ্যা মনে করছ, অথচ এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করছে ঐ সব কিতাব যেগুলি ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর নাযিল হতে থেকেছে এবং বানী ইসরাঈলের একজন এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এর হাকীকাতকে চিনেছে ও মেনেছে এবং এর উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা এর অনুসরণ হতে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ।

মাসরুক (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ সাক্ষী তার

নাবীর উপর এবং তার কিতাবের উপর বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তোমরা তোমাদের নাবীর সাথে ও তোমাদের কিতাবের সাথে কুফরী করছ। (তাবারী ২২/১০৩-১০৪)

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেননা।

شَاهِد শব্দটি **اسْم جِنْس** এবং এটা সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) প্রমুখ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি মাক্কী এবং এটা আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হয়। নিম্নের আয়াতটিও এ আয়াতের অনুরূপ ঃ

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ

যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৩) অন্য জায়গায় আছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

বল ঃ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৮)

সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনিনি যে, ভূ-পৃষ্ঠে চলাফিরাকারী কোন মানুষকে তিনি জান্নাতবাসী বলেছেন, একমাত্র আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ছাড়া। তাঁর ব্যাপারেই ... **وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ** *উপরন্ত বানী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল* - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২২/১০৪, ফাতহুল বারী ৭/১৬০, মুসলিম ৪/১৯৩০, নাসাঈ ৫/৭০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ),

ইকরিমাহ (রহঃ), ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রহঃ), হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সাওরী (রহঃ) মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন সালামকেই (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/১০৪-১০৫, কুরতুবী ১৬/১৮৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ এই কাফিরেরা বলে ঃ এই কুরআন যদি ভাল জিনিসই হত তাহলে আমাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং আল্লাহর গৃহীত বান্দাদের পরিবর্তে বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ) প্রমুখ এবং গৃহের চাকর-চাকরানীসহ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অগ্রগামী হতনা। বরং সর্বপ্রথম আমরাই এটা কবূল করতাম।

মূর্তি পূজকদের এ কথা বলার কারণ এই যে, তারা মনে করত যে, আল্লাহর কাছে তাদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ খেয়াল রাখেন। এর মাধ্যমে তারা একটি মারাত্মক ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৩) অর্থাৎ তারা বিস্মিত হয়েছে যে, কি করে এ দুর্বল লোকগুলি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে!

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ যদি এটা ভালই হত তাহলেতো তারাই অগ্রগামী হত। কিন্তু ওটা ছিল তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটা নিশ্চিত কথা যে, যাদের সুবুদ্ধি রয়েছে এবং যারা শান্তিকামী লোক তারা সদা কল্যাণের পথে অগ্রগামীই হয়। এ জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, যে কথা ও কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাঃ) হতে প্রমাণিত না, ওটা বিদ'আত। কেননা যদি তাতে কল্যাণ নিহিত থাকত তাহলে ঐ পবিত্র দলটি, যারা কোন কাজেই পিছনে থাকতেননা, তারা ওটাকে কখনও ছেড়ে দিতেননা।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই কাফিরেরা কুরআন দ্বারা পরিচালিত নয়

বলে তারা বলে ঃ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা কথন। এ কথা বলে তারা কুরআন এবং কুরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ভর্ৎসনা করে থাকে। এটাই ঐ অহংকার যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অহংকার হল সত্যকে সরিয়ে ফেলা এবং লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম ১/৯৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। ওটা হল তাওরাত। এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলির সমর্থক। এই কুরআন আরাবী ভাষায় অবতারিত। এর ভাষা অলংকার ও বাকচাতুর্যপূর্ণ এবং ভাবার্থ অতি স্পষ্ট ও প্রকাশমান। এটা যালিম ও কাফিরদেরকে সতর্ক করে এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়। এর পরবর্তী আয়াতের তাফসীর সূরা হা-মীম আস সাজদাহয় (৪১ ঃ ৩০) বর্ণিত হয়েছে।

فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাদের কোন ভয় নেই অর্থাৎ আগামীতে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা, অর্থাৎ তারা তাদের ছেড়ে যাওয়া জিনিসগুলির জন্য মোটেই দুঃখিত হবেনা।

أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই তাদের ভাল কর্মের ফল।

১৫। আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলে ঃ হে আমার

١٥. وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَـٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَـٰلُهُۥ ثَلَـٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ

رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ	**রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।**
١٦. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ	**১৬। আমি এদের সৎ কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।**

মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহর উপদেশ

এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ, আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত এবং ওর প্রতি অটলতার হুকুম করা হয়েছিল। এবার এখানে পিতা-মাতার হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই বিষয়েরই আরও বহু আয়াত কুরআনুল হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত

করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) এই বিষয়ে আরও অনেক আয়াত আছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫)

সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার মা তাকে বলে ঃ আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার আনুগত্য করার কি নির্দেশ দেননি? জেনে রেখ যে, আমি পানাহার করবনা যে পর্যন্ত না তুমি আল্লাহকে অমান্য করে কুফরী করবে। সা'দ (রাঃ) এতে অস্বীকৃতি জানালে তার মা তাই করে অর্থাৎ পানাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত জোরপূর্বক তার মুখ হা করে খাদ্য ও পানীয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তখন ... **وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا** *আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি* - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম ৪/১৮৭৮, আবূ দাঊদ ৩/১৭৭, তিরমিযী ৯/৪৮, নাসাঈ ৬/৩৪৮) এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ তায়ালেসীও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا *তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে।* অর্থাৎ সন্তান ধারণ করতে গিয়ে মা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন মূর্ছা যাওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, বমি হওয়া, শরীর ভারী হয়ে যাওয়া, শরীরের অবক্ষয় ইত্যাদি নানা ধরণের শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মুকাবিলা মাকেই করতে হয়। **وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا** *এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে।* যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হয় তখনও প্রসব বেদনা, খিঁচুনীসহ নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয় ঐ মাকেই। **وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا** *তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস* - এই আয়াতসহ পরবর্তী দু'টি আয়াতের মাধ্যমে আলী (রাঃ) প্রমাণ সাব্যস্ত করতেন যে, কোন মহিলার গর্ভ ধারণের সর্ব নিম্ন সময় হচ্ছে ছয় মাস।

وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ

এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। (সূরা লুকামান, ৩১ ঃ ১৪)

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

এবং যদি কেহ স্তন্য পানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৩) আলী (রাঃ) এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল হল কমপক্ষে ছয় মাস। তাঁর এই দলীল গ্রহণ খুবই দৃঢ় এবং সঠিক। উসমান (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

বা'যাহ ইব্ন আবদুল্লাহ আল জুহনী (রাঃ) বলেন যে, তার গোত্রের একটি লোক জুহনিয়্যাহ গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করে। ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই মহিলাটি সন্তান প্রসব করে। তখন তার স্বামী উসমানের (রাঃ) নিকট তার ঐ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। উসমান (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে মহিলাটিকে ধরে আনতে বলেন। মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে আসতে উদ্যতা হলে তার বোন কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মহিলাটি তখন তার বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে ঃ তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহর শপথ! আমার স্বামী ছাড়া দুনিয়ার কোন একটি লোকের সাথেও আমি কখনও মিলিত হইনি। আমার দ্বারা কখনও কোন দুষ্কর্ম হয়নি। সুতরাং আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কি ফাইসালা হচ্ছে তা তুমি সত্বরই দেখে নিবে। মহিলাটি উসমানের (রাঃ) নিকট হাযির হলে তিনি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেন। এ খবর আলীর (রাঃ) কর্ণগোচর হলে তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন উসমানকে (রাঃ) প্রশ্ন করেন ঃ আপনি এটা কি করতে যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ এই মহিলাটি তার বিয়ের ছয় মাস পরেই সন্তান প্রসব করেছে, যা অসম্ভব (সুতরাং আমি তাকে ব্যভিচারের অপরাধে রজম করার নির্দেশ দিয়েছি)। আলী (রাঃ) তখন তাকে বলেন ঃ আপনি কি কুরআন পড়েননি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই পড়েছি। আলী (রাঃ) তখন বলেন ঃ তাহলে কুরআনুল হাকীমের **وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا** (তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল ত্রিশমাস) এ আয়াতটি এবং **حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ** (দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল পূর্ণ দুই বছর) এ আয়াতটি পড়েননি? সুতরাং গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল হল ত্রিশ মাস। এর মধ্যে দুধ পান করানোর সময়কাল দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ গেলে বাকী থাকে ছয় মাস।

তাহলে কুরআনুল কারীম দ্বারা জানা গেল যে, গর্ভধারণের সময়কাল হল কমপক্ষে ছয় মাস। এ মহিলাটি এ সময়কালের মধ্যেই সন্তান প্রসব করেছে। সুতরাং তার উপর কি করে ব্যভিচারের অভিযোগ দেয়া যেতে পারে?

এ কথা শুনে উসমান (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এ কথা সম্পূর্ণরূপে সঠিক! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এটা আমি চিন্তাই করিনি। যাও, মহিলাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর জনগণ মহিলাটিকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে যে দোষমুক্ত তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। মুআ'ম্মার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! একটি কাকের সাথে অন্য কাকের এবং একটি ডিমের সাথে অন্য ডিমের যেমন সাদৃশ্য থাকে, মহিলাটির শিশুর সাথে তার পিতার সাদৃশ্য এর চেয়েও বেশি ছিল। স্বয়ং তার পিতাও তাকে দেখে বলে ঃ আল্লাহর শপথ! এটা যে আমারই সন্তান এ ব্যাপারে এখন আমার কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা মহিলাটির স্বামীকে একটা ক্ষত দ্বারা আক্রান্ত করেন যা তার মুখমন্ডলে দেখা দিয়েছিল। অবশেষে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে। এটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৯)

এ রিওয়ায়াতটি আমরা অন্য সনদে فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (৪৩ ঃ ৮১) এ আয়াতের তাফসীরে আনয়ন করেছি।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ফারওয়াহ ইব্ন আবুল মাগরা (রহঃ) বলেছেন যে, আলী ইব্ন মুশীর (রহঃ) তাদেরকে, তিনি দাঊদ ইব্ন আবী হিন্দ (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি কোন নারী নয় মাসে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার দুধ পান করানোর সময়কাল একুশ মাসই যথেষ্ট। আর যদি সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে দুধ পানের সময়কাল হবে তেইশ মাস। আর যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে তাহলে দুধ পান করানোর সময়কাল হবে পূর্ণ দুই বছর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল ত্রিশ মাস। (বাইহাকী ৭/৩৩২) তবে এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় অর্থাৎ সে শক্তিশালী হয়, যৌবন বয়সে পৌঁছে, পুরুষদের গণনাভুক্ত হয়, জ্ঞান পূর্ণ হয়, বোধশক্তি পূর্ণতায় পৌঁছে এবং সহিষ্ণুতা লাভ করে। এটা বলা হয়ে থাকে যে, চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাকী জীবন তার প্রায় ঐ অবস্থাই থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বান্দার দু'আর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে বলে ঃ

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নি'আমাত ও অনুগ্রহ আপনি দান করেছেন তার জন্য। আর যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করে দিন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।

এতে মানুষকে তাগাদা দেয়া হয়েছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে মানুষের উচিত পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ করা এবং নব উদ্যমে এমন কাজ করে যাওয়া যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

যে লোকদের বর্ণনা উপরে দেয়া হল অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ও নিজেদের পাপের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّة আমি তাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করি। তাদের অল্প আমলের বিনিময়েই আমি তাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

১৭। আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ আফসোস তোমাদের জন্য। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে! তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহর	١٧. وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبۡلِى وَهُمَا يَسۡتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيۡلَكَ ءَامِنۡ إِنَّ

নিকট ফরিয়াদ করে বলে ঃ দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে ঃ এটাতো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।	وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
১৮। এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।	١٨. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَـٰسِرِينَ
১৯। প্রত্যেকের মর্যাদা তার কাজ অনুযায়ী; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তার প্রতি অবিচার করা হবেনা।	١٩. وَلِكُلٍّ دَرَجَـٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَـٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
২০। যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ	٢٠. وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।	بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

কর্তব্যে অবহেলা করা সন্তানদের পরিণাম

পূর্বে ঐ লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা তাদের মাতা-পিতার জন্য দু'আ করে এবং তাদের খিদমাত করে, আর সাথে সাথে তাদের পারলৌকিক মর্যাদা লাভ ও সেখানে তাদের মুক্তি পাওয়া এবং তাদের রবের প্রচুর নি'আমাত প্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। এবার ঐ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা তাদের মাতা-পিতার অবাধ্য হয় এবং তাদেরকে বহু অন্যায় কথা শুনিয়ে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এ আয়াতটি আবূ বাকরের (রাঃ) পুত্র আবদুর রাহমানের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সঠিকতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকরতো (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন এবং উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এমন কি তাঁর যুগের উত্তম লোকদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারকেরও এ উক্তি রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। যে কেহই মাতা-পিতার অবাধ্য হবে তারই ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইউসুফ ইব্ন মাহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের মাধ্যমে মারওয়ান (ইব্ন হাকাম) হিজাযের গর্ভনর নিযুক্ত হন। মারওয়ান তার এক ভাষনে ইয়াযীদ ইব্ন মুয়াবিয়ার প্রশংসা করেন এবং জনগণকে বলেন যে, তারা যেন ইয়াযীদের কাছে বাইয়াত করেন। তার এ কথার উত্তরে আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) কিছু বললেন। তখন মারওয়ান বললেন ঃ তাকে গ্রেফতার কর। কিন্তু তিনি তখন আয়িশার (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করায় তাকে কেহ গ্রেফতার করতে পারলনা। মারওয়ান তখন বললেন ঃ এ হল সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي *আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ আফসোস*

তোমাদের জন্য। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে।

তখন পর্দার আড়াল থেকে আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ আমাদের পরিবারের কারও ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু কোন আয়াত নাযিল করেননি, একমাত্র আমার সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াত ছাড়া। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৯) তিনি সূরা নূরের, (২৪ ঃ ১১-১৮) আয়াতসমূহের কথা বুঝাতে চেয়েছেন।

অন্য এক বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বলা হয়েছে যে, মুয়াবিয়া যখন তার ছেলের পক্ষে বাইয়াত করার জন্য প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন তখন মারওয়ান ঘোষণা করেন ঃ এতো আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) যে পদ্ধতিতে খালীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হচ্ছে। এ কথা শুনে আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ এটাতো করা হল হিরাক্লিয়াস ও সিজারের পদ্ধতির অনুসরণ। মারওয়ান তখন প্রতি উত্তরে বললেন ঃ এ হল ঐ ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ **وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا** *আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ আফসোস তোমাদের জন্য।*

এ কথা যখন আয়িশাকে (রাঃ) জানানো হল তখন তিনি বললেন ঃ মারওয়ান মিথ্যুক। আল্লাহর শপথ! এ আয়াত তার (আবদুর রাহমানের) ব্যাপারে নাযিল হয়নি। আমি চাইলে যার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তার নাম বলে দিতে পারি। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারওয়ানের পিতা হাকাম ইব্ন আবুল আসকে অভিশাপ দেন যখন পর্যন্ত মারওয়ান হাকামের ঔরষে (হাড্ডির মজ্জায়) ছিল। সুতরাং মারওয়ান হল রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ অভিশাপেরই ফসল। (নাসাঈ ৬/৪৫৮) আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকটির উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, সে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ

أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ

আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? অর্থাৎ আমার পূর্বেতো লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে, তাদের একজনকেওতো পুনর্জীবিত হতে দেখিনি? তাদের একজনওতো ফিরে এসে কোন খবর দেয়নি?

وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ মাতা-

পিতা নিরুপায় হয়ে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করে বলে ঃ দুর্ভোগ তোমার জন্য! এখনও সময় আছে, তুমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু ঐ অহংকারী তখনও বলে ঃ এটাতো অতীতকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে, যারা তাদের পীরের সাথে সাথে নিজেদেরও ক্ষতি সাধন করেছে এবং পরিবার পরিজনকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিতে **اُولَئِكَ** রয়েছে, অথচ এর পূর্বে **اَلَّذِى** শব্দ আছে। অর্থাৎ পূর্বে এক বচন এবং পরে বহু বচন এনেছেন। এর দ্বারাও আমাদের তাফসীরেরই পূর্ণ সহায়তা লাভ হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য **عَام** বা সাধারণ। যে কেহ মাতা-পিতার সাথে বেআদবী করবে এবং কিয়ামাতকে অস্বীকার করবে তারই জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ কথাই বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাফির, দুরাচার, যারা তাদের মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করেনা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অণু পরিমানও অবিচার করা হবেনা।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জাহান্নামের শ্রেণীগুলো নীচের দিকে গেছে এবং জান্নাতের শ্রেণীগুলি গেছে উপরের দিকে। (তাবারী ২২/১১৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে ধমক হিসাবে বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের সাওয়াবের ফলতো দুনিয়ায়ই পেয়ে গেছ। সেখানেই তোমরা সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ।

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এই আয়াতটিকে সামনে রেখেই সুস্বাদু ও লোভনীয় খাদ্য খাওয়া হতে বিরত থেকেছিলেন। তিনি বলতেন

ঃ আমি ভয় করছি যে, আল্লাহ তা'আলা ধমক ও তিরস্কারের সুরে যেসব লোককে নিম্নের কথাগুলি বলবেন, না জানি আমিও হয়তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব ঃ **أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا** তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ।

আবূ মিযলিয (রহঃ) বলেন যে, কতক লোক এমনও রয়েছে যে, যারা তাদের দুনিয়ায় কৃত সাওয়াবের কাজগুলি কিয়ামাতের দিন দেখতে পাবেনা এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ। অতঃপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। অর্থাৎ তাদের যেমন আমল ছিল তেমনই তারা ফল পেলো। দুনিয়ায় তারা সুখ-সম্ভার ভোগ করেছে, পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং সত্যের অনুসরণ ছেড়ে অসত্য, অন্যায় ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণে মগ্ন থেকেছে। সুতরাং আজ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে মহা লাঞ্ছনাজনক ও অবমাননাকর এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিসহ জাহান্নামের নিম্ন স্তরে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব হতে রক্ষা করুন!

২১। স্মরণ কর, 'আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল এই বলে ঃ আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।	٢١. وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

২২। তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব দেবীগুলির পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ণ কর।	٢٢. قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
২৩। সে বলল ঃ এর জ্ঞানতো শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে; আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি শুধু তা'ই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।	٢٣. قَالَ إِنَّمَا ٱلۡعِلۡمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرۡسِلۡتُ بِهِۦ وَلَـٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمۡ قَوۡمًا تَجۡهَلُونَ
২৪। অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল ঃ ওটাতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। হুদ বলল ঃ এটাইতো ওটা যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এক ঝড় - মর্মন্তদ শাস্তি বহনকারী।	٢٤. فَلَمَّا رَأَوۡهُ عَارِضًا مُّسۡتَقۡبِلَ أَوۡدِيَتِهِمۡ قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمۡطِرُنَا ۚ بَلۡ هُوَ مَا ٱسۡتَعۡجَلۡتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
২৫। আল্লাহর নির্দেশে এটা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই	٢٥. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيۡءِۭ بِأَمۡرِ رَبِّهَا فَأَصۡبَحُواْ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَـٰكِنُهُمۡ ۚ

রইলনা। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।	كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ

‘আদ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ **وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ** হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমি তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) ঘটনাবলী স্মরণ কর যে, তাদের সম্প্রদায়ও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এখানে ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাই দ্বারা হূদকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁকে আ’দে উলার (প্রথম আ’দের) নিকট পাঠিয়েছিলেন, যারা আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করত। **اَحْقَاف** শব্দটি **حَقْفٌ** শব্দের বহু বচন। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, **حَقْف** হল বালুর স্তুপ। (তাবারী ২২/১২৫) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, আহকাফ হচ্ছে পাহাড় ও গুহা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ইয়ামানে সমুদ্রের তীরে বালুকার টিলায় একটি জায়গা রয়েছে, যার নাম শিহার, সেখানেই এ লোকগুলো বসতি স্থাপন করেছিল। (তাবারী ২২/১২৪)

ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) একটি বাব বা অনুচ্ছেদ করেছেন যে, যখন কেহ দু‘আ করবে তখন যেন সে নিজ হতেই শুরু করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাদের প্রতি ও ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের প্রতি দয়া করুন। (আবূ দাঊদ ৩৯৮৪, ইব্ন মাজাহ ২/১২৬৬) শায়খ আল বানী (রহঃ) এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে আল বুসাইরী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه *যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল।* অর্থাৎ আ‘দ জাতি যেখানে বসবাস করত সেখানে নাবীসহ বিভিন্ন সতর্ককারী পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের দা‘ওয়াতের ব্যাপারে কোন কর্ণপাত করেনি। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

অতঃপর আমি করেছিলাম এটা তাদের সমসাময়িক ও তাদের পরবর্তীদের

জন্য দৃষ্টান্ত। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةً مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ

তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল ঃ আমিতো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির; আদ ও ছামূদ জাতির অনুরূপ। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৩-১৪)

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।* হুদ (আঃ) তাঁর কাওমের লোকদেরকে এ কথা বলার পর তারা এর জবাবে বলেছিল ঃ

أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। তারা মহান আল্লাহর শাস্তিকে অসম্ভব মনে করত বলেই বাহাদুরী দেখিয়ে শাস্তি চেয়েছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮)

হুদ (আঃ) তার কাওমের কথার উত্তরে বলেন ঃ **إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ** এর জ্ঞানতো শুধু আল্লাহরই নিকট আছে। তিনি যদি তোমাদের এ শাস্তিরই যোগ্য মনে করেন তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন। আমার দায়িত্বতো শুধু এটুকুই যে, আমি আমার রবের রিসালাত তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি।

وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ কিন্তু আমি জানি যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। তোমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা তোমরা বুঝতে চাওনা।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ অতঃপর আল্লাহর আযাব তাদের উপর এসেই গেল। তারা লক্ষ্য করল যে, এক খণ্ড কালো মেঘ তাদের উপত্যকার

দিকে চলে আসছে। ওটা ছিল অনাবৃষ্টির বছর। কঠিন গরম ছিল। তাই মেঘ দেখে তারা খুবই খুশি হল যে, মেঘ তাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। কিন্তু আসলে মেঘের আকারে ওটা ছিল আল্লাহর গযব যা তারা তাড়াতাড়ি কামনা করছিল। তাতে ছিল ঐ শাস্তি যা তাদের বস্তীগুলোর ঐ সব জিনিসকে তচনচ করে দিয়েছিল যেগুলো ধ্বংস হওয়ার ছিল। আল্লাহ ওকে এরই হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ

এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ন বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই রইলনা। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি, যারা আমার আদেশ এবং আমার রাসূলের দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনও এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর আলজিহ্বা দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখন আকাশে মেঘ উঠতো এবং ঝড় বইতে শুরু করত তখন তাঁর চেহারায় চিন্তার চিহ্ন প্রকাশিত হত। একদিন আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মেঘ ও বাতাস দেখেতো মানুষ খুশি হয় যে, মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয় কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হে আয়িশা! ঐ মেঘের মধ্যে যে শাস্তি নেই এ ব্যাপারে আমি কি করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? একটি সম্প্রদায়কে বাতাস দ্বারাই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একটি সম্প্রদায় শাস্তির মেঘ দেখে বলেছিল ঃ এটা মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। (আহমাদ ৬/৬৬, ফাতহুল বারী ৮/৪৪১, মুসলিম ২/৬১৬)

আয়িশা (রাঃ) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আকাশের কোন প্রান্তে মেঘ দেখতেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত কাজ ছেড়ে দিতেন, যদিও তিনি সালাতের মধ্যেও থাকতেন। আর ঐ সময় তিনি নিম্নের দু'আটি পড়তেন ঃ

اَللَّهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ

হে আল্লাহ! এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আমি আপনার নিকট

আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা করতেন, আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখতেন তাহলে তিনি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ صَيِّـــبًا نَافِعًا

হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।

আয়িশা (রাঃ) হতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হত তখন তিনি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.
وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আপনার নিকট এর অমঙ্গল, এর মধ্যে যা আছে তার অমঙ্গল এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার অমঙ্গল ও অনিষ্টতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন ঃ যখন আকাশে মেঘ উঠত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রং পরিবর্তন হয়ে যেত। কখনও তিনি ঘর হতে বাইরে যেতেন এবং কখনও বাহির হতে ভিতরে আসতেন। যখন বৃষ্টি বর্ষন শুরু হত তখন তাঁর এই বিচলিত ভাব ও উদ্বেগ দূর হত। আয়িশা (রাঃ) এটা বুঝতে পারতেন। একবার তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ হে আয়িশা! আমি এই ভয় করি যে, না জানি হয়তো এটা ঐ মেঘই হয় নাকি যে সম্পর্কে 'আদ সম্প্রদায় বলেছিল ঃ

هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا এটাতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। (মুসলিম ২/৬১৬) সূরা আ'রাফে (৭ ঃ ৬৫-৭২) এবং সূরা হুদে (১১ ঃ ৫০-৬০) 'আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলার পূর্ণ ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা এখানে আর পুনরাবৃত্তি করছিনা। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২৬। আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি;	٢٦. وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰهُمْ فِيمَآ إِن

আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা'ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।	مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَـٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
২৭। আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে।	٢٧. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
২৮। তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করলনা কেন? বস্তুতঃ তাদের মা'বূদগুলি তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই।	٢٨. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে সুখ-ভোগের উপকরণ হিসাবে যে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দিয়েছিলাম, সেই পরিমান তোমাদেরকে এখনো দেয়া হয়নি। **وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون** তাদেরও কান, চোখ ও হৃদয় ছিল। কিন্তু তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করল এবং আমার আযাবের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। অবশেষে যখন তাদের উপর আমার আযাব এসেই পড়ল তখন তাদের এই বাহ্যিক উপকরণ তাদের কোনই কাজে এলোনা। ঐ আযাব তাদের উপর এসে পড়ল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। সুতরাং তোমাদের তাদের মত হওয়া উচিত নয়। এমন যেন না হয় যে, তাদের মত শাস্তি তোমাদের উপরও এসে পড়ে এবং তাদের মত তোমাদেরও মূলোৎপাটন করে দেয়া হবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ *আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম।* হে মাক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের আশে-পাশে একটু চেয়ে দেখ যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। কিভাবে তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়েছে। আহকাফ যা ইয়ামানের পাশেই হাযরা মাউতের অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানের অধিবাসী 'আদ সম্প্রদায়ের পরিণামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! আর তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণামের কথা একটু চিন্তা কর। ইয়ামানবাসী (সাবা) ও মাদইয়ানবাসী সম্প্রদায়ের পরিণামের প্রতি একটু লক্ষ্য কর। তোমরাতো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেখান দিয়ে (ফিলিস্তিনের গাজা এলাকা) প্রায়ই গমনাগমন করে থাক। লূতের (আঃ) সম্প্রদায় হতে (মৃত সাগর হতে) তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের বাসভূমিও তোমাদের যাতায়াতের পথেই রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ আমি আমার নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেছি যাতে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করেছিল, যদিও এতে তাদের ধারণা এই ছিল যে, তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ল এবং তারা তাদের ঐ মিথ্যা মা'বূদদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল তখন তারা তাদের কোন সাহায্য করল কি? কখনোইনা। বরং তাদের প্রয়োজনে ও বিপদের সময় তাদের ঐসব বাতিল মা'বূদ অন্তর্হিত হল। তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া গেলনা। মোট কথা, তাদেরকে পূজনীয় হিসাবে গ্রহণ করে তারা চরম ভুল করেছিল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এই রূপই হয়।

২৯। স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে।	٢٩. وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ
৩০। তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।	٣٠. قَالُوا۟ يَـٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

৩১। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।	٣١. يَـٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
৩২। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	٣٢. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনার ঘটনা

মুসনাদ আহমাদে যুবাইর (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ *স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল।* এটা নাখলা নামক স্থানের ঘটনা। নাখলাহ হল একটি উপত্যকা যা মাক্কা এবং তায়িফের মাঝে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় ইশার সালাত আদায় করছিলেন।

كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১৯) সুফিয়ান (রাঃ) বলেন ঃ এসব জিন তাঁর আশে-পাশে একত্রিতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। (আহমাদ ১/১৬৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম হাফিয আবূ বাকর বাইহাকী (রহঃ) তার *দালাইলুন নাবুওয়াত* গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও জিনদেরকে শোনানোর উদ্দেশে কুরআন পাঠ করেননি এবং তাদেরকে তিনি দেখেনওনি। তিনি স্বীয় সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে উকাযের বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন।

এদিকে প্রতি দিনের কার্যাবলীর অংশ হিসাবে জিনদের সাথীরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল যে, তাদের ব্যাপারে কি ঘটেছে? তারা তখন বলল ঃ চুরি করে আকাশবাসীর খবর আনার ব্যাপারে আমরা বাধাগ্রস্ত হয়েছি, আমরা যখনই কিছু শুনতে চেয়েছি তখনই বজ্রপাতের/উল্কাপিন্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে আক্রমন করা হয়েছে। তারা বলল ঃ তোমরা যে লুকিয়ে আকাশবাসীর কথা শুনতে চেষ্টা করছিলে তা করতে তোমাদেরকে যে বাধা দেয়া হয়েছে এর পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন কারণ রয়েছে। নিশ্চয়ই আকাশে বিশেষ কিছু ঘটেছে। সুতরাং তোমরা পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র ছড়িয়ে পড় এবং খবর নাও যে, আকাশ থেকে তোমাদের আঁড়ি পেতে শোনার ব্যাপারে বাধা দেয়ার কি কারণ ঘটেছে। অতএব তারা পৃথিবীর সর্বত্র অনুসন্ধান করার জন্য বের হয়ে গেল। তাদের একটি দল গেল তিহামাহ অঞ্চলে, যা মাদীনা থেকে ৭২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে তারা দেখতে পেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উকায বাজারের যাত্রাপথে নাখলাহ নামক স্থানে অবস্থান করছেন এবং সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছেন। জিনেরা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে ওখানেই থেমে যায় এবং মনোযাগ দিয়ে তিলাওয়াত শুনতে থাকে। তখন তারা নিজেরা বলাবলি করতে থাকে ঃ আল্লাহর শপথ! এ কারণেই তোমরা আকাশ থেকে গোপনে কিছু শুনতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছ। এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং বলল ঃ হে আমাদের জাতি! আমরা এক অপূর্ব বাণী (কুরআন) শুনতে পেয়েছি যা সকলকে সত্যের পথে আহ্বান করে। সুতরাং আমরা ওতে ঈমান এনেছি এবং এখন থেকে আমাদের ইবাদাতে আমাদের রবের সাথে অন্য কেহকে শরীক করবনা। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেন ঃ

قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلۡجِنِّ

বল ঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১) এভাবে তিনি যা নাযিল করেন তা'ই জিনের ভাষ্যে বলা হয়েছে। (আহমাদ ১/২৫২, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ২/২২৫,

বুখারী ৭৭৩, ৪৯২১, মুসলিম ১/৩৩১, তিরমিযী ৯/১৬৮, নাসাঈ ৬/৪৯৯)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ নাখলায় অবস্থান কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআন থেকে পাঠ করছিলেন তখন জিনেরা সেখানে অবতরণ করে। তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে তারা বলল ঃ **أَنصِتُوا** *চুপ করে শ্রবণ কর।* অর্থাৎ তোমরা চুপ করে তিলাওয়াত শোন। তাদের সংখ্যা ছিল নয় জন এবং তাদের একজনের নাম ছিল জাভীআহ। তখন আল্লাহ সুবহানাহু নাযিল করেন ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (হাকিম ২/৪৫৬) এ বর্ণনা এবং ইতোপূর্বে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেল যে, জিনেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠ শুনছিল

সেই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অবহিত ছিলেননা। তখনতো তারা নিঃশব্দে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়। পরে তাদের একটির পর একটি দল এমনিভাবে দলে দলে জিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গমন করে। অতঃপর তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ **وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ** *তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে।* অর্থাৎ এরপরে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছে সেই ব্যাপারে তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দেয়। এ ধরণের আরও একটি আয়াত অন্যত্র পাওয়া যায় ঃ

لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ (হে নাবী!) তুমি স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। এটা তাদের একটা আদব বা শিষ্টাচার। ঐ জিনগুলি তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য তাদের কাছে ফিরে যায়।

এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জিনদের মধ্যেও আল্লাহর বাণী প্রচারকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেহকেও রাসূল করা হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, জিনদের মধ্যে রাসূল নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) ইবরাহীম খলীল (আঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭) সুতরাং ইবরাহীমের (আঃ) পরে যত নাবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই তাঁরই বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু সূরা আন'আমের নিম্ন আয়াতে এই দুই শ্রেণী বা জাতির সমষ্টি উদ্দেশ্য।

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নাবী রাসূল আসেনি? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩০) সুতরাং এর প্রয়োগ শুধু একটি জাতির উপরই হতে পারে। আর তা হল মানব জাতি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২২) এখানে আয়াতের শাব্দিক অর্থে উভয়কে বুঝানো হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলি উৎপন্ন হয় একটি সমুদ্র হতেই। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে সাবধান করে দিচ্ছে ঃ

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার (আঃ) পরে। ঈসার (আঃ) কিতাব ইনজীলের বর্ণনা ছেড়ে দেয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এটা তাওরাতকে পূর্ণকারী। এতে বেশীর ভাগ উপদেশ অন্তরকে নরমকারী বর্ণনাসমূহ ছিল। হারাম ও হালালের মাসআলাগুলি খুবই কম ছিল। সুতরাং প্রকৃত জিনিস তাওরাতেই বিদ্যমান। এ জন্যই বিদ্বান জিনগুলি এরই কথা উল্লেখ করেছে। এটাকেই সামনে রেখে ওরাকা ইব্‌ন নাউফেল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে জিবরাঈলের (আঃ) প্রথমবারে আগমনের অবস্থা শুনেন তখন তিনি বলেছিলেন ঃ ইনি হলেন আল্লাহ তা'আলার ঐ পবিত্র রহস্যবিদ যিনি মূসার (আঃ) কাছে আসতেন। যদি আমি আরও কিছুদিন জীবিত থাকতাম ...। (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ১/৩০)

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ অতঃপর কুরআনুল হাকীমের অন্য একটি বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এটি এর পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং কুরআনুল কারীম দু'টি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি হল বার্তা এবং অপরটি হল আদেশ। অতএব, এর বার্তা হল সত্য এবং আদেশ হল ন্যায় সঙ্গত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ

তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৩) সুতরাং হিদায়াত হল উপকার দানকারী ইল্‌ম এবং দীন হল সৎ আমল। জিনদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল।

তারা আরও বলেছিল ঃ **يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ** *ইহা সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।*

জিনেরা আরও বলল ঃ **يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ** হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও। এতে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দানব ও মানব এই দুই দলের নিকটই রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তিনি জিনদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। মহান আল্লাহ জিনদের কথা আরও উদ্ধৃত করেন ঃ

يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ (এরুপ করলে) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এখানে 'কিছু কিছু' শব্দটি গৌনক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাহলে বলা যায় যে, এ রূপ ভাষা হ্যাঁ বোধক বিষয়ের জন্য খুব কমই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পাপের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।* বিচারের সময় তিনি তোমাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিবেন। এর পর

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা বলল ঃ

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ

أَوْلِيَاء কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

এই বক্তৃতার পন্থা কতই না পছন্দনীয় এবং এটা কতই না আকর্ষণীয়! উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে এবং ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কারণেই জিনদের অধিকাংশই সঠিক পথে চলে আসে এবং তারা দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন আমরা পূর্বে এটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এবং যার জন্য আমরা মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৩। তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	٣٣. أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
৩৪। যেদিন কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে ঃ আমাদের রবের শপথ! এটা সত্য। তখন	٣٤. وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ

ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ	তাদেরকে বলা হবে ঃ শাস্তি আস্বাদান কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।
৩৫. فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسۡتَعۡجِل لَّهُمۡۚ كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَ مَا يُوعَدُونَ لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍۭۚ بَلَٰغٌۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ.	৩৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তির) প্রার্থনায় তড়িঘড়ি করনা। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দন্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা এক ঘোষণা, আল্লাহ হতে বিমুখ সম্প্রদায় ব্যতীত কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকারকারী এবং কিয়ামাতের দিন দেহসহ পুনরুত্থানকে যারা অসম্ভব মনে করে তারা কি দেখেনা যে, মহামহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তিনি মোটেই ক্লান্ত হননি, বরং শুধু ‘হও’ বলার সাথে সাথেই সব হয়ে গেছে? তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে বিনয়ী হয়ে এবং অনুগত হয়ে। তিনি কি মৃতকে জীবন দানে সক্ষম নন? অবশ্যই তিনি এতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

لَخَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭)

بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী যখন সৃষ্টি করতে পেরেছেন তখন মানুষকে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, প্রথমবারই হোক অথবা দ্বিতীয়বারই হোক। এ জন্যই তিনি এখানে বলেন যে, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর ওগুলির মধ্যেই একটি হচ্ছে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা এবং এটার উপরও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ ধমকের সূরে বলছেন যে, কিয়ামাতের দিন কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পূর্বে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দেয়া হবে। তারা কোন যুক্তি খুঁজে পাবেনা। তাদেরকে বলা হবে ঃ

أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ এখন কি আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁর শাস্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করছ, নাকি এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছ? তখন তারা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পাবেনা। তাই তারা উত্তরে বলবে ঃ

بَلَى وَرَبِّنَا হ্যাঁ, আমাদের রবের শপথ! সবই সত্য। যা বলা হয়েছিল তা সবই সত্যি হয়ে গেছে। এখন আমাদের মনে আর তিল বরাবরও সন্দেহ নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ তাহলে এখন তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ **فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ** হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস করে এবং তোমার মর্যাদা না দেয় তাহলে এতে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনই কারণ নেই। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। তোমার পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদেরকেও তাদের সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল। ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের নাম হচ্ছে ঃ নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নাবীগণের (আঃ) বর্ণনায় তাঁদের নাম বিশিষ্টভাবে সূরা আহযাবে (৩৩ ঃ ৭) ও

সূরা শূরায় (৪২ ঃ ১৩) উল্লেখ আছে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ **وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ** হে নাবী! এদেরকে অবশ্যই শাস্তিতে জড়িয়ে ফেলা হবে, তুমি এজন্য তাড়াহুড়া করনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً

ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১১) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে যে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ

আর (ঐ দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এইরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন তারা পূর্ণ দিনের মুহুর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

بَلَاغٌ *এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা*। এতে অতি পরিস্কার ভাষায় সাবধান বাণী বর্ণিত হয়েছে।

فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ *আল্লাহ হতে বিমুখ সম্প্রদায় ব্যতীত*

কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেহকেই ধ্বংস করেননা, যদি না সে নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

এটা মহামহিমান্বিত আল্লাহর ওয়াদা যে, যে ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে, তিনি তাকেই শুধু ধ্বংস করবেন। তাকেই তিনি শাস্তি প্রদান করবেন, যে নিজেকে শাস্তির উপযুক্ত করে ফেলবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা আহকাফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৭ ঃ মুহাম্মাদ, মাদানী
٤٧ – سورة محمد، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৩৮, রুকূ ৪) (اَيَاتُهَا : ٣٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعۡمَـٰلَهُمۡ	১। যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দেন।
٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡ ۙ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡ	২। যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই কুরআন। তাদের রাব্ব হতে সত্য; তিনি তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।
٣. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلۡبَـٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلۡحَقَّ مِن رَّبِّهِمۡ ۚ كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمۡثَـٰلَهُمۡ	৩। এটা এ জন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের রাব্ব হতে প্রেরিত সত্যেরই অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মু'মিন ও কাফিরদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ যারা নিজেরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নষ্ট করে দিবেন এবং তাদের সৎ কাজ বৃথা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ যারা ঈমান আনে আন্তরিকতার সাথে এবং দেহ দ্বারা শারীয়াত মুতাবেক আমল করে অর্থাৎ বাহির ও ভিতর উভয়কেই আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং আল্লাহর ঐ অহীকেও মেনে নেয় যা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতেই আগত এবং যা নিঃসন্দেহে সত্য।

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের আবরণ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের বিষয় সম্পর্কিত। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের অবস্থা। আসলে অর্থের দিক দিয়ে এ সবই এক। একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলা হয়েছে যে, হাঁচি দানকারীর *'আলহামদুলিল্লাহ'* বলার উত্তরে শ্রবণকারী বলবে ঃ

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

যে হাঁচি দাতার (يَرْحَمُكَ اللَّهُ) বলে জবাব দেয়া হয়েছে সে যেন জবাবদাতার জন্য বলে ঃ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন! (তিরমিযী ৮/১১)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ কাফিরদের আমল নষ্ট করে দেয়া এবং মু'মিনদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করা ও তাদের অবস্থা ভাল করার কারণ এই যে, যারা কুফরী করে তারাতো সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার পথ অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে তারা তাদের রাব্ব প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অর্থাৎ তিনি তাদের পরিণাম বর্ণনা করেন। মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

٤. فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ

৪। অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেননা।

৫। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন।	٥. سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ
৬। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।	٦. وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ
৭। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।	٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ
৮। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দিবেন।	٨. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَأَضَلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ
৯। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কাজ নিস্ফল করে দিবেন।	٩. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ

শত্রুদের ঘাড়ে আঘাত করতে, বন্দীদেরকে কষে বাঁধতে এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা ক্ষমা করে ছেড়ে দিতে হবে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশাবলী জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন ঃ

إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করবে এবং হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে এবং তরবারী চালনা করে তাদের মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। অতঃপর যখন দেখবে যে, শত্রুরা পরাজিত হয়েছে এবং তাদের বহু সংখ্যক লোক নিহত হয়েছে তখন তোমরা অবশিষ্টদেরকে শক্তভাবে বন্দী করবে। অতঃপর যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমাদেরকে দু'টি জিনিসের কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। হয় তোমরা অনুগ্রহ করে বিনা মুক্তিপণে তাদেরকে ছেড়ে দিবে, অথবা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দিবে।

বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, বদরের যুদ্ধের পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা বদরের যুদ্ধে শত্রুদের অধিকাংশকে বন্দী করে তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় করা এবং তাদের খুব কম সংখ্যককে হত্যা করার কারণে মুসলিমদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

কোন নাবীর পক্ষে তখন পর্যন্ত বন্দী (জীবিত) রাখা শোভা পায়না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রু বাহিনী নির্মূল না হয়। তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চান তোমাদের পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর লিপি পূর্বেই লিখিত না হলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬৭-৬৮) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا যে পর্যন্ত না যুদ্ধ ওর বোঝা মুক্ত করে। মুজাহিদের (রহঃ) উক্তি মতে যে পর্যন্ত না ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হন। (তাবারী ২২/১৫৭) সম্ভবতঃ মুজাহিদের (রহঃ) দৃষ্টি নিম্নের হাদীসের উপর রয়েছে ঃ

আমার উম্মাত সদা সত্যের সাথে জয়যুক্ত থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাদের শেষ লোকটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। (আবূ দাঊদ ৩/১১)

যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রহঃ) সালামাহ ইব্ন নুফাইল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ আমি ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে ফেলেছি। কারণ আর যুদ্ধ নেই। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ এখন যুদ্ধের সময় এসে গেছে। আমার উম্মাতের একটি দল সব সময় লোকদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা বক্র করে দিবেন তাদের বিরুদ্ধে ঐ দলটি যুদ্ধ করবে এবং তাদের গাণীমাত হতে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা দান করবেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ এসে যাবে এবং তারা ঐ অবস্থায়ই থাকবে। নিশ্চয়ই মু'মিনদের বাসভূমির কেন্দ্র সিরিয়ায়। ঘোড়ার কেশরে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (আহমাদ ৪/১০৪, নাসাঈ ৬/২১৪) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে নিজের নিকট হতে আযাব পাঠিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। এ জন্যই তিনি জিহাদের আহকাম জারী করেছেন। সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা বারাআতের (সূরা তাওবাহ) মধ্যেও এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সূরা আলে-ইমরানে আছে ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪২) সূরা বারাআতে আছে ঃ

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর

বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৪-১৫)

শহীদদের মর্যাদা

যেহেতু এটাও ছিল যে, জিহাদে মু'মিনও শহীদ হয় সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেননা। বরং তাদেরকে তিনি খুব বেশি বেশি করে সাওয়াব দান করেন। কেহ কেহ বারযাখ হতে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত সাওয়াব লাভ করতে থাকে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, কাসীর ইব্ন মুররাহ (রহঃ) কায়িস আল জুযামী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদকে তার রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়া মাত্রই ছয়টি ইনআ'ম দেয়া হয়। (এক) তার সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। (দুই) তাকে তার জান্নাতের স্থান দেখানো হয়। (তিন) সুন্দরী, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। (চার) সে (কিয়ামাত দিবসের) ভীতি-বিহ্বলতা হতে নিরাপত্তা লাভ করে। (পাঁচ) তাকে কাবরের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নেয়া হয়। (ছয়) তাকে ঈমানের অলংকার দ্বারা ভূষিত করা হয়। (আহমাদ ৪/২০০)

আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জন লোকের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। (আবূ দাউদ ২৫২২) শহীদদের মর্যাদা সম্বলিত আরও বহু হাদীস রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَيَهْدِيهِمْ তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের রাব্ব তাদেরকে লক্ষ্য স্থলে (জান্নাতে) পৌঁছে দিবেন তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে, তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নাহরসমূহ বইতে থাকবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ আল্লাহ তাদের অবস্থা ভাল ও সুন্দর করবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ জান্নাতবাসী প্রত্যেক লোক নিজের ঘর ও জায়গা এমনভাবে চিনতে পারবে যেমনভাবে দুনিয়ায় নিজের বাড়ী ও জায়গা চিনত। কেহকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবেনা। তাদের মনে হবে যেন পূর্ব হতেই তারা সেখানে অবস্থান করছে। (তাবারী ২২/১৬০)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মু'মিনরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত এক সেতুর উপর আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুল্ম করেছিল তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পাক পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহর শপথ! যেমন তোমাদের প্রত্যেকেই তার এই পার্থিব ঘরের পথ চিনতে পারে তার চেয়ে বেশি তারা জান্নাতে তাদের ঘর ও স্থান চিনতে পারবে। (বুখারী ৬৫৩৫)

আল্লাহর কাজে সহযোগিতা কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ হে মু'মিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) কেননা যেমন আমল হবে তেমনই প্রতিদান দেয়া হবে।

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ আর আল্লাহ এরূপ লোকের অবস্থানও দৃঢ় করে থাকেন। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ যে ব্যক্তি কোন শাসকের কাছে কোন ব্যক্তির এমন কোন প্রয়োজনের কথা পৌঁছে দেয় যা ঐ ব্যক্তি নিজে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের উপর ঐ ব্যক্তির পদদ্বয়কে দৃঢ় করবেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। অর্থাৎ মু'মিনদের বিপরীত অবস্থা হবে কাফিরদের। সেখানে তাদের পদস্খলন ঘটবে। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও মখমলের দাসেরা ধ্বংস হোক। সে যদি কাঁটা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে তা তুলে ফেলার জন্য যেন কোন লোক না পায়। (ফাতহুল বারী ৬/৯৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৮৬)

وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল ব্যর্থ করে দিবেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ কেননা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অপছন্দ করে। না তারা এর সম্মান করে, আর না এটা মানার তাদের ইচ্ছা আছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

১০। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।	١٠. أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا
১১। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ মু'মিনদের	١١. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ	অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।
١٢. إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَـٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ	১২। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে; তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম।
١٣. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ	১৩। তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেহ ছিলনা।

কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি; আর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا যারা আল্লাহর শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করে তারা কি ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? করলে তারা জানতে পারত এবং স্বচক্ষে দেখে নিত যে, তাদের পূর্বে

যারা তাদের মত ছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল কতই না মারাত্মক! তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে শুধু মুসলিম ও মু'মিনরাই পরিত্রাণ পেয়েছিল। কাফিরদের জন্য এরূপই শাস্তি হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই। এ জন্যই উহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সর্দার আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্‌ন হারব যখন গর্বভরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দু'জন খলীফা আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু কোন উত্তর পায়নি তখন বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই এরা সবাই মারা গেছে। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জবাব দিলেন ঃ হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যা বললে। যাদের বেঁচে থাকা তোমার দেহে কাঁটার মত বিঁধছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তখন বলল ঃ জেনে রেখ যে, এটা বদরের প্রতিশোধের দিন। আর যুদ্ধেতো কখনও এ পক্ষ জয়ী হয়, আবার কখনও অন্য পক্ষ জয়ী হয়। তোমরা তোমাদের নিহতদের মধ্যে কতগুলোকে নাক, কান ইত্যাদি কর্তিত অবস্থায় পাবে। আমি এরূপ করার হুকুম জারী করিনি, তবে এ ব্যাপারে আমি নিষেধও করিনি। অতঃপর সে গর্ববোধক কবিতা পাঠ করতে শুরু করে। সে বলে ঃ

اُعْلُ هُبَلْ اُعْلُ هُبَلْ আমাদের 'হুবাল' দেবতা সমুন্নত হোক, আমাদের 'হুবাল' দেবতা সমুন্নত হোক।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন ঃ তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? তারা তখন বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি বলব? তিনি জবাবে বললেন ঃ

তোমরা বল **اَللَّهُ اَعْلَى وَاَجَلُّ** আল্লাহ অতি উচ্চ ও মহাসম্মানিত। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) আবার বলল ঃ

لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ আমাদের উয্‌যা (দেবতা) রয়েছে এবং তোমাদের উয্‌যা নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা জবাব দিচ্ছনা কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ এর জবাবে বলেন ঃ

اَللَّهُ مَوْلاَنَا وَلاَ موْلاَ لَكُمْ

আল্লাহ আমাদের অভিভাবক এবং তোমাদের কোন অভিভাবক নেই। (ফাতহুল বারী ৬/৮৮)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ মহামহিমান্বিত আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পানাহার ও পেট পূরণ করা। তারা জন্তু-জানোয়ারের মত উদর ভর্তি করে। অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার যেমন মুখের সামনে যা পায় তা'ই খায়, অনুরূপভাবে এ লোকগুলোও হারাম-হালালের কোন ধার ধারেনা। পেট পূর্ণ হলেই হল। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এটাই। তাদের নিবাস হল জাহান্নাম। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মু'মিন খায় একটি পাকস্থলীতে এবং কাফির খায় সাতটি পাকস্থলীতে। (ফাতহুল বারী ৯/৪৪৬)

وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ তাই তাদের কুফরীর প্রতিফল হিসাবে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ

نَاصِرَ لَهُمْ এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ মাক্কার কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে জনপদ হতে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, ওগুলোর অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কেননা এদের মত তারাও তাঁর নাবীদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। সুতরাং এরা যে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করছে এবং তাঁকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিচ্ছে, এদের পরিণাম কি হতে পারে? এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী! এটা স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে যে, এই বিশ্বশান্তির দূত সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় অস্তিত্বের কারণে পার্থিব শাস্তি

হয়তো এদের উপর আসবেনা, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে কঠিন শাস্তি হতে এরা কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারেনা।

مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ যখন মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করে এবং তিনি গুহায় এসে আত্মগোপন করেন, ঐ সময় তিনি মাক্কার দিকে মুখ করে বলেন ঃ হে মাক্কা! তুমি সমস্ত যমীন হতে আল্লাহ তা‘আলার নিকট অত্যধিক প্রিয় এবং অনুরূপভাবে আমার নিকটও তুমি আল্লাহর সমস্ত যমীন হতে অত্যন্ত প্রিয়। যদি মুশরিকরা আমাকে তোমার মধ্য হতে বের করে না দিত তাহলে আমি কখনও তোমার মধ্য হতে বের হতামনা। সুতরাং যারা সীমালংঘনকারী, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সীমা লংঘনকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পবিত্র ভূমিতে বাস করে সীমালংঘন করে, অথবা তাকে যে কখনও হত্যা করতে চেষ্টা করেনি তাকে যে হত্যা করে কিংবা অজ্ঞতা যুগের গোঁড়ামির উপর স্থির থেকে হত্যাকাজ চালিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ *তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেহ ছিলনা।* (তাবারী ২২/১৬৫)

১৪। যে ব্যক্তি তার রাব্ব হতে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দ কাজগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে?	١٤. أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم
১৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া	١٥. مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ

হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নাহর; আছে দুধের নাহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নাহর এবং পরিশোধিত মধুর নাহর। সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলসমূহ ও তাদের রবের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?	ٱلۡمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٍ وَأَنۡهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٌ مِّنۡ خَمۡرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٌ مِّنۡ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغۡفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمۡ ۖ كَمَنۡ هُوَ خَٰلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ

সত্যের ইবাদাতকারী, আর খায়েশের পূজারী কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনে বিশ্বাসের সোপান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে অন্তর্চক্ষু লাভ করেছে, যার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সাথে হিদায়াত ও ইল্মও রয়েছে সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমান যে দুষ্কর্মকে সৎকর্ম মনে করে নিয়েছে এবং নিজের কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে? এই দুই ব্যক্তি কখনও সমান হতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তিটি তার নিম্নের উক্তিগুলির মতই ঃ

أَفَمَن يَعۡلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ كَمَنۡ هُوَ أَعۡمَىٰٓ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? (সূরা রাদ, ১৩ ঃ ১৯) অর্থাৎ সে এবং অন্ধ কখনও সমান হতে পারেনা। অন্যত্র আছে ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২০)

জান্নাত এবং উহার নদীসমূহের বর্ণনা

فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ এরপর মহান আল্লাহ জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, তাতে পানির প্রস্রবণ রয়েছে, যা কখনও নষ্ট হয়না। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাতে কোন পরিবর্তনও আসেনা। (তাবারী ২২/১৬৬) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ এর পানি থেকে কোন দুর্গন্ধ আসেনা। (তাবারী ২২/১৬৭) এটা অত্যন্ত নির্মল পানি। মুক্তার মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এতে কোন খড়কুটা পড়েনা।

وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ *আছে দুধের নাহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়।* এর অর্থ হচ্ছে জান্নাতের দুধের সাথে পৃথিবীর দুধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জান্নাতের দুধের শ্বেতশুভ্রতা, মিষ্টতা এবং ওর গুণগত মান তুলনাহীন। একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে ঃ জান্নাতের দুধ কোন গাভী/উট ইত্যাদির বাট থেকে উৎসারিত হবেনা।

وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ *আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নাহর।* অর্থাৎ জান্নাতের মদের কোন খারাপ স্বাদ থাকবেনা এবং খারাপ ঘ্রানও থাকবেনা, যেমনটি পৃথিবীর মদে রয়েছে। বরং উহা দেখতে হবে যেমন আকর্ষনীয় তেমনি ওর স্বাদ, ঘ্রান এবং পান করার পরবর্তী আমেজও হবে অতি উত্তম। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ

তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তাতে তারা মাতালও হবেনা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। (সূরা

ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ১৯) তিনি আরও বলেন ঃ

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّـٰرِبِينَ

শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৬) মারফূ' হাদীসে এসেছে যে, ঐ সুরা মানুষের পা দ্বারা দলিত ফলের নির্যাস নয়, বরং ওটা আল্লাহর হুকুমে তৈরী। ওটা সুস্বাদু ও সুদৃশ্য।

وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى আর জান্নাতে আছে পরিশোধিত মধুর নাহর, যা সুগন্ধময় ও অতি সুস্বাদু। মারফূ' হাদীসে এসেছে যে, এটা মধুমক্ষিকার পেট হতে বহির্ভূত নয়। দুররুল মানসুরে বলা হয়েছে যে, এ বর্ণনাটি এবং এর পূর্বে যে বর্ণনা রয়েছে তা সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে ইব্‌ন মুনযির (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/২৫)

হাকীম ইব্‌ন মুআবিয়া (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ জান্নাতে দুধ, পানি, মধু ও সুরার হ্রদ রয়েছে। এগুলি হতে এসবের নাহর ও ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। (আহমাদ ৫/৫, তিরমিযী ৭/২৮৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলে ফিরদাউস জান্নাতের জন্য প্রার্থনা কর। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওটা হতেই জান্নাতের নাহরগুলি প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওর উপর রাহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ

সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৫৫) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَـٰكِهَةٍ زَوْجَانِ

উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যক ফল, জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫২)

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ *এবং তাদের রবের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে?* এসব নি'আমাতের সাথে সাথে এটা কত বড় নি'আমাত যে, তাদের রাব্ব তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য তাঁর ক্ষমাকে বৈধ করেছেন। এরপর তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। জান্নাতের এই নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে। পানি তাদের পেটের মধ্যে যাওয়া মাত্রই তাদের নাড়ি-ভূড়ি ছিন্ন-বিছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! এই জাহান্নামীরা এবং ঐ জান্নাতীরা কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। কোথায় জান্নাতী আর কোথায় জাহান্নামী! কোথায় নি'আমাত এবং কোথায় যহ্মত!

١٦. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ	**১৬। তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলে ঃ এই মাত্র সে কি বললো? এদের অন্তরের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীরই অনুসরণ করে।**
١٧. وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ	**১৭। যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন।**

١٨. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ	১৮। তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিক ভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে!
١٩. فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ	১৯। সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা, তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ যাঞ্চা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মেধাহীনতা, অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা মাজলিসে বসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কালাম শ্রবণ করা সত্ত্বেও তারা কিছুই বুঝেনা। মাজলিস শেষে জ্ঞানী সাহাবীগণকে (রাঃ) তারা জিজ্ঞেস করে ঃ

مَاذَا قَالَ آنِفًا এই মাত্র তিনি কি বললেন? মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ এরা হচ্ছে ওরাই যাদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন। এরা নিজেদের কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে। এদের সঠিক বোধশক্তি এবং সৎ উদ্দেশ্যই নেই। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরু হওয়ার তাওফীক দান করেন। ওতে তিনি তাদেরকে স্থির রাখেন এবং তাদের চলার পথ সহজ করে দেন। ফলে তাদের আমল করাও সহজ হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا** কিয়ামাতের লক্ষণতো এসেই পড়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাত যে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এর বহু লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আছে ঃ

هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ. أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ

অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী; কিয়ামাত আসন্ন, আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৬-৫৮) অন্যত্র রয়েছে ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়ায় রাসূল রূপে আগমন হচ্ছে কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। কেননা তিনি রাসূলদেরকে সমাপ্তকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা দীনকে পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় মাখলূকের উপর স্বীয় মিশন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাতের শর্তগুলি এবং নিদর্শনগুলি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পূর্বে কোন নাবী এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। যেমন স্ব-স্ব স্থানে এগুলি বর্ণিত হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন কিয়ামাতের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম হাদীসে এরূপ এসেছে ঃ **نَبِيُّ التَّوْبَةِ** অর্থাৎ তিনি তাওবাহর নাবী, **نَبِيُّ الْحَاشِرِ** অর্থাৎ লোকদেরকে তাঁর পায়ের উপর একত্রিত করা হবে, **نَبِيُّ الْعَاقِبِ** তাঁর পরে আর কোন নাবী আসবেননা।

সাহল ইব্ন সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মধ্যমা অঙ্গুলি এবং শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে বলেন ঃ আমি এবং কিয়ামাত এই অঙ্গুলিদ্বয়ের মত (অর্থাৎ এরূপ কাছাকাছি)। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে! অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণ বৃথা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ২৩) অর্থাৎ এই দিনের উপদেশ গ্রহণে কোনই লাভ নেই। অন্যত্র আছে ঃ

وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

আর তারা বলবে ঃ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে? (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ হে নাবী! তুমি জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলাই সত্য মা‘বূদ। তিনি ছাড়া কোনই মা‘বূদ নেই। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃতপক্ষে স্বীয় একাত্মবাদের সংবাদ দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা জানার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ জন্যই এর উপর সংযোগ স্থাপন করে বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ তুমি তোমার ও মু’মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْـــئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاسْرَا فِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ هَزْلِىْ وَ جِدِّىْ وَخَطَئِى وَعَمَدِى وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِىْ.

হে আল্লাহ! আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজে আমার সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি, প্রত্যেক ঐ জিনিস যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, এগুলো আপনি ক্ষমা করে দিন! হে আল্লাহ! আপনি আমার অনিচ্ছাকৃত পাপ, ইচ্ছাকৃত পাপ, আমার দোষ-ত্রুটি এবং আমার কামনা-বাসনা ক্ষমা করে দিন! এগুলো সবই আমার মধ্যে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১/২০০)

সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

হে আল্লাহ! আমি যেসব পাপ পূর্বে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, সবই ক্ষমা করে দিন! আপনিই আমার মা'বূদ, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩)

অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যহ সত্তর বারেরও বেশি তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। (ফাতহুল বারী ১১/১০৪) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রা রূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে

থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬০) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) ইব্ন জুরাইযের (রহঃ) উক্তি এটাই এবং ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা দুনিয়ার গতিবিধি এবং আখিরাতের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে।

٢٠. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ

২০। মু’মিনরা বলে ঃ একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের।

٢١. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

২১। আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত তাহলে তাদের জন্য এটা

মঙ্গলজনক হত।	
২২। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।	٢٢. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ
২৩। আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।	٢٣. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ

জিহাদের ব্যাপারে মু'মিন এবং দুর্বল হৃদয়ের লোকদের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সম্বন্ধে খবর দিচ্ছেন যে, তারাতো জিহাদের হুকুমের আকাঙ্ক্ষা করেছিল, কিন্তু যখন তিনি জিহাদ ফার্য করেন ও ওর হুকুম জারী করে দেন তখন অধিকাংশ লোকই পিছনে সরে পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্ত -সমূহ সংযত রাখ এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফার্য করে দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক; এবং তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্য করলেন? কেন আমাদেরকে আরও কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল

ঃ পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানেও বলেন ঃ

يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ মু'মিনরাতো জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু মুনাফিকরা যখন এই আয়াতগুলি শোনে তখন তারা মৃত্যুভয়ে ভীত বিহ্বল মানুষের মত তাকাতে থাকে। তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

এরপর তাদেরকে যোদ্ধা ও বীরপুরুষ হওয়ার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَوْلَى لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তাদের জন্য এটাই ভাল হত যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনত, মানত ও প্রয়োজনের সময় আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হত!

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।* অর্থাৎ জিহাদের দামামা বেজে উঠলে সম্ভবতঃ তোমরা পালিয়ে থাকার চেষ্টা করবে এবং যাতে জিহাদে যোগদান করতে না হয় সেই বাহানার চিন্তা করবে। তোমরা তখন জাহিলিয়াত যামানার আচরণে ফিরে গিয়ে অনর্থক ঝগড়ার সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। এর দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার হিদায়াত করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা, সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের আর্থিক সংকটের সময় তাদের উপকার করা। এ ব্যাপারে বহু সহীহ ও হাসান হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করলেন, অতঃপর যখন তা হতে ফারেগ হলেন তখন আত্মীয়তা উঠে দাঁড়াল এবং রাহমানের (আল্লাহ তা'আলার) বস্ত্রের নিম্নাংশ ধরে নিলো (অর্থাৎ আবদারের সুরে ফরিয়াদ করল)। তখন আল্লাহ বললেন ঃ থাম, কি চাও, বল? আত্মীয়তা আরয করল ঃ আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনারই মাধ্যমে সেই কাজ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেহ যেন আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে এবং আত্মীয়তার পবিত্রতা বহাল রাখতে বিরত না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ তুমি কি এতে খুশি নও যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল এবং সমুন্নত রাখবে তার সাথে আমিও সদাচরণ করব; আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? আত্মীয়তা বলল ঃ হ্যাঁ, আমি সম্মত আছি। আল্লাহ বললেন ঃ তাহলে তোমার সাথে আমার এ ওয়াদাই রইলো। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যদি চাও তাহলে নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ কর। **فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ** *ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।* ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্য সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেছিলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে **فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ**-এ আয়াতটি পাঠ কর।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পাপই এতটা যোগ্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্র এই দুনিয়ায়ই প্রতিফল দিবেন এবং আখিরাতে তার জন্য শাস্তি জমা করে রাখবেন। তবে হ্যাঁ, এরূপ দু'টি পাপ রয়েছে ঃ (এক) অন্যায় বিচার করা এবং (দুই) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। (আহমাদ ৫/৩৮, আবূ দাউদ ৫/২০৮, তিরমিযী ৭/২১৩, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে চায়, তার মৃত্যু বিলম্বে হোক এবং জীবিকায় প্রাচুর্য হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে। (আহমাদ ৫/২৭৯, বুখারী ৫৯৮৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে অন্যান্য সহীহ বর্ণনা এটি সমর্থন করে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মীয়তা আল্লাহ তা‘আলার আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে। ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যার সাথে তা রক্ষা করা হয়েছে (অর্থাৎ এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে শুধু তা রক্ষা করা হয়েছে)। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হল ঐ ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, আর সে সেই সম্পর্ককে যুক্ত রেখে আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৩৭, আহমাদ ২/১৬৩)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আত্মীয়তাকে রাখা হবে এমন অবস্থায় যে, ও দেখতে হবে সূতার চরকার মত। ওটা হবে অত্যন্ত পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ বাকশক্তি সম্পন্ন। ও বলতে থাকবে, যে ওকে ছিন্ন করেছে তাকেও ছিন্ন করা (অর্থাৎ আল্লাহর রাহমাত তার থেকে ছিন্ন করা) হোক এবং যে ওকে যুক্ত রেখেছে তার সাথে আল্লাহর রাহমাত যুক্ত রাখা হোক। (আহমাদ ২/১৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহকারীদের প্রতি রাহমান (আল্লাহ) অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। ‘রাহেম’ (আত্মীয়তা) শব্দটি (আল্লাহ তা‘আলার গুণবাচক) নাম ‘রাহমান’ হতে নির্গত। যে ব্যক্তি ওকে যোজনা করে আল্লাহ তার সাথে নিজের রাহমাত যোজনা করেন, আর যে ওকে ছিন্ন করে তিনি তার হতে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। (আহমাদ ২/১৬০)

আবূ দাউদ (রহঃ) এবং তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারার মধ্যে কোন ছেদ নেই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আবূ দাউদ ৫/২৩১, তিরমিযী ৬/৫১) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৪। তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? তাদের অন্তর তালাবদ্ধ -	٢٤. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

২৫। যারা নিজেদের নিকট সৎ পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শাইতান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশ্বাস দেয়।	٢٥. إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَـٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۙ ٱلشَّيْطَـٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ
২৬। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে ঃ আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব? আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।	٢٦. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ
২৭। মালাইকা/ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে তখন তাদের দশা কেমন হবে!	٢٧. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـٰرَهُمْ
২৮। এটা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি তাদের কাজ নিস্ফল করে দেন।	٢٨. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ

কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র কালামের প্রতি চিন্তা-গবেষণা করার ও তা অনুধাবন করার হিদায়াত করছেন এবং তা হতে বেপরোয়া ভাব দেখাতে ও মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করছেন। তাই তিনি বলেন ঃ

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারের চিন্তা-গবেষণা করেনা? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? অর্থাৎ তারা পাক কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে কি করে? তাদের অন্তরতো তালাবদ্ধ রয়েছে! তাই কোন কালাম তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়না। অন্তরে কালাম পৌঁছলেতো তা ক্রিয়াশীল হবে? অন্তরে তা পৌঁছার পথইতো বন্ধ রয়েছে।

হিশাম ইব্ন উরওয়া (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا । তখন ইয়ামানের একজন যুবক বলে ওঠেন ঃ বরং তাদের অন্তরের উপর তালা রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তা খুলে না দেন বা দূর না করেন (সেই পর্যন্ত তাদের অন্তরে আল্লাহর কালাম প্রবেশ করতে পারেনা)। উমারের (রাঃ) অন্তরে যুবকের এ কথাটি রেখাপাত করে। অতঃপর যখন তিনি খলীফা নির্বাচিত হন তখন ঐ যুবকের নিকট হতে পরামর্শক হিসাবে তিনি সাহায্য গ্রহণ করতেন। (তাবারী ২২/১৮০)

ধর্মত্যাগীদের প্রতি নিন্দাবাদ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে শাইতান তাদের নিকৃষ্ট কাজ তাদেরকে শোভনীয় রূপে প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। তারা শাইতান কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে। এটা হল মুনাফিকদের অবস্থা। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত তারা বাইরে প্রকাশ করে। তারা কাফিরদের সাথে মিলে-মিশে থাকার উদ্দেশে এবং তাদেরকে নিজের করে নেয়ার লক্ষ্যে অন্তরে তাদের সাথে বাতিলের আনুকূল্য করে তাদেরকে বলে ঃ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়োনা, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱللَّهُ يَكۡتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ

আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াফিকহাল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮১) অর্থাৎ এই মুনাফিকরা যে গোপনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে হাত মিলাচ্ছে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তাদের এই অভিসন্ধি আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকছে। তিনিতো মানুষের ভিতর ও বাইরের কথা সমানভাবেই জানেন। চুপে চুপে অতি গোপনে কথা বললেও তিনি তা শোনেন। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ মালাইকা যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۙ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ

তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা/ফেরেশতারা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫০) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ

আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা/ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করেছিলে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর

সন্তুষ্টি লাভের পদ্ধতিকে তারা অপছন্দ করে। তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।

২৯। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেননা?	٢٩. أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَـٰنَهُمْ
৩০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত।	٣٠. وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَـٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَـٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَـٰلَكُمْ
৩১। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি।	٣١. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

মুনাফিকদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ মুনাফিকদের ধারণা এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার কথা মুসলিমদের নিকট

প্রকাশ করবেননা। কিন্তু তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা এমনভাবে প্রকাশ করবেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ওগুলো জানতে পারবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ দুষ্ক্রিয়া হতে তারা বেঁচে থাকবে। তাদের বিভিন্ন অবস্থার কথা সূরা বারাআয় বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে তাদের কপটতাপূর্ণ বহু অভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এই সূরার অপর নাম ফা'যিহা' বা উম্মোচনকারী বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটা হল মুনাফিকদের চরিত্রকে উম্মোচনকারী সূরা।

اَضْغَان শব্দটি **ضَغْن** শব্দের বহুবচন। **ضَغْن** বলা হয় হিংসা ও শত্রুতাকে। অর্থাৎ ইসলামের প্রতি মুনাফিকরা যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সেই বিষয়ের বর্ণনা এই সূরায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে (নাবী সাঃ) তাদের (মুনাফিকদের) পরিচয় দিতাম। তখন তুমি খোলাখুলিভাবে তাদেরকে জেনে নিতে। কিন্তু আমি এরূপ করিনি। সমস্ত মুনাফিকের পরিচয় আমি প্রদান করিনি এ জন্য যে, যাতে মাখলূকের উপর তাদের পর্দা পড়ে থাকে, মানুষের কাছে যেন তাদের দোষ ঢাকা থাকে এবং প্রত্যেকের নিকট যেন তারা লাঞ্ছিত রূপে ধরা না পড়ে। ইসলামী বিষয়গুলি বাহ্যিকতার উপরই বিচার্য। আভ্যন্তরীণ বিষয়ের হিসাব রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই জানেন।

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ তবে মুনাফিকদেরকে তাদের কথা বলার ধরন দেখে চেনা যাবে।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মনের মধ্যে কোন কিছু গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলে ও কথায় তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ তার চেহারায় ও কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

আমি হুকুম আহকাম দিয়ে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পরীক্ষা করব এবং এভাবে জেনে নিব যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কারা এবং ধৈর্যশীল কারা? আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করতে চাই।

সমস্ত মুসলিম এটা জানে যে, অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস

এবং প্রত্যেক মানুষ ও তার আমল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ওগুলো সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তবে এখানে 'তিনি জেনে নিবেন' এর ভাবার্থ হল ঃ তিনি তা দুনিয়ার সামনে খুলে দিবেন এবং ঐ অবস্থা দেখবেন ও দেখাবেন। এ জন্যই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এরূপ স্থলে **لِنَعْلَم** এর অর্থ করতেন **لِنَرَى** অর্থাৎ যাতে আমি দেখে নিই।

৩২। যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করবেন।	٣٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيۡـًٔا وَسَيُحۡبِطُ أَعۡمَـٰلَهُمۡ
৩৩। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করনা।	٣٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَـٰلَكُمۡ
৩৪। যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেননা।	٣٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ

৩৫। সুতরাং তোমরা হীনবল হয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব করনা, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুন্ন করবেননা।	٣٥. فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ

কাফিরদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা কুফরী করে, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিয়ামাতের দিন তারা হবে শূন্যহস্ত, একটিও সাওয়াব তাদের কাছে থাকবেনা। যেমন সাওয়াব পাপকে সরিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে তাদের পাপকাজ সাওয়াবের কাজকে নষ্ট করে দিবে।

ইমাম আহমাদ ইব্ন নাসর আল মারওয়াযী (রহঃ) *'কিতাবুস সালাত'* অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন ঃ সাহাবীগণের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* এর সাথে কোন পাপ ক্ষতিকারক নয় যেমন শির্কের সাথে কোন সাওয়াব উপকারী নয়। তখন **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ** এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে সাহাবীগণ (রাঃ) ভীত হয়ে পড়েন যে, না জানি হয়তো পাপ কাজ সাওয়াবের কাজকে বিনষ্ট করে ফেলবে। (আল মাওয়াযী ২/৬৪৫)

অন্য সনদে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ আমরা সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক সাওয়াবের কাজ নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। অবশেষে যখন **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা একে অপরকে জানতে চাইতাম যে, আমাদের সৎ আমল কিভাবে বরবাদ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা ধরে নিলাম যে, আমাদের সাওয়াবের কাজ বিনষ্টকারী হচ্ছে বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) ও অন্যান্য অনৈতিক পাপ কাজ। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং

তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৮) সাহাবীগণ (রাঃ) তখন এ ব্যাপারে কোন কথা বলা হতে বিরত থাকেন এবং যারা বড় (কাবীরাহ) পাপ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে তাদের সম্পর্কে তাদের ভয় থাকত। আর যারা এর থেকে বেঁচে থাকেন তাদের ব্যাপারে তারা ছিলেন আশাবাদী। (আল মাওয়াযী ২/৬৪৬)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি তাদেরকে আরও নির্দেশ দেন যে, দীন থেকে তারা যেন দূরে সরে না যায়। তাহলে তারা যে সৎ আমল করেছে তা সবই বাতিল হয়ে যাবে। তাই তিনি বলেন ঃ

وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ *এবং তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করনা।* অর্থাৎ দীন-ধর্ম থেকে ফিরে গিয়ে তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে নষ্ট করে দিওনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তারপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেননা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৮) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায় হীনবল হয়োনা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করনা এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করনা। তোমরাতো প্রবল। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করবেননা। তবে হ্যাঁ, কাফিরেরা যখন শক্তিতে, সংখ্যায় ও অস্ত্রে-শস্ত্রে প্রবল হবে তখন যদি মুসলিমদের নেতা সন্ধি করার মধ্যেই কল্যাণ বুঝতে পারেন তাহলে এমতাবস্থায় কাফিরদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা জায়িয। যেমন হুদাইবিয়ায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। যখন মুশরিকরা সাহাবীবর্গসহ তাঁকে মাক্কায় প্রবেশে বাধা দেয় তখন তিনি তাদের সাথে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার ও সন্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখার চুক্তি করেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মু'মিনদেরকে বড় সুসংবাদ শোনাচ্ছেন ঃ

وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সুতরাং সাহায্য ও বিজয় তোমাদেরই জন্য। তোমরা এটা বিশ্বাস রেখ যে, তোমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম সাওয়াবের কাজও বিনষ্ট করা হবেনা, বরং ওর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৬। পার্থিব জীবনতো শুধু ক্রীড়া-কৌতুক। যদি তোমরা ঈমান আন ও তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চাননা।	٣٦. إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ
৩৭। তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে এবং তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরাতো কার্পন্য করবে, এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিবেন।	٣٧. إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا۟ وَيُخْرِجْ أَضْغَـٰنَكُمْ
৩৮। দেখ, তোমরাইতো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছ; যারা কার্পণ্য করে তারাতো কার্পণ্য করে	٣٨. هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا

يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم.	**নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা।**

পার্থিব জীবনকে গুরুত্বহীন মনে করতে হবে এবং আল্লাহর পথে বেশি বেশি ব্যয় করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, হীনতা ও স্বল্পতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়, তবে যে কাজ আল্লাহর জন্য করা হয় তা'ই শুধু বাকী থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার মোটেই মুখাপেক্ষী নন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ তোমাদের ভাল কর্মের সুফল তোমরাই লাভ করবে, তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের প্রত্যাশী নন। তিনি তোমাদের উপর যাকাত ফার্‌য করেছেন এ কারণে যে, যাতে ওর মাধ্যমে গরীব-দুঃখীরা লালিত-পালিত হতে পারে। আর এর মাধ্যমে তোমরাও যাতে পরকালের সাওয়াব সঞ্চয় করতে পার।

এরপর মহান আল্লাহ মানুষের কার্পণ্য এবং কার্পণ্যের পর অন্তরের হিংসা প্রকাশিত হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে এটাতো হয়েইথাকে যে, ওটা মানুষের নিকট খুবই প্রিয় হয় এবং তা ব্যয় করতে তার কাছে খুবই কঠিন মনে হয়।

وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ *এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চাননা।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিচ্ছেন যে, অন্যের প্রাপ্য অর্থ (যাকাত) নিজের কাছে রেখে দেয়ার ইচ্ছা করাও হল অন্যায় আশা করা।

আবদুর রায্যাক ৩/২২৪) কাতাদাহ (রহঃ) সত্য কথাই বলেছেন। কেননা সব মানুষের কাছেই অর্থ-সম্পদ খুবই প্রিয়। তারা তা ব্যয় করতে চায়না যদি না আরও পার্থিব লাভজনক খাতে তা ব্যয় করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ *দেখ, তোমরাইতো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছ।* অর্থাৎ ব্যয় করতে তারা মোটেই রাযী নয়।

هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ অতঃপর কৃপণদের কার্পণ্যের কুফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ খরচ করা হতে বিরত থাকলে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, এই কৃপণতার শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং মানুষ অভাবগ্রস্ত, আর তারা তাঁর চরম মুখাপেক্ষী। অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহ তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী হওয়া মাখলূক বা সৃষ্টজীবের অপরিহার্য গুণ। ঐ গুণ আল্লাহ তা'আলা হতে কখনও পৃথক হবেনা এবং এই গুণ মাখলূক হতে কখনও পৃথক হবেনা। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ তোমরা যদি শারীয়াত মেনে চলতে অস্বীকার কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে আনয়ন করবেন, যারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবেনা। তারা শারীয়াতকে পূর্ণভাবে মেনে চলবে।

সূরা মুহাম্মাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৮ ঃ ফাত্‌হ, মাদানী
٤٨ – سورة الفتح ، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২৯, রুকূ ৪) (اٰيَاتُهَا : ٢٩ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

সূরা ফাত্‌হ এর গুরুত্ব

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে পথ চলা অবস্থায় স্বীয় উষ্ট্রীর উপরই সূরা ফাত্‌হ তিলাওয়াত করেন এবং বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মধুর সুরে পড়তে থাকেন। বর্ণনাকারী মুআ'বিয়া (রাঃ) বলেন ঃ লোকদের জড় হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করেই তোমাদেরকে শুনিয়ে দিতাম। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সুবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।	١. إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِينًا
২। যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।	٢. لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسۡتَقِيمًا
৩। এবং তোমাকে আল্লাহ বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।	٣. وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصۡرًا عَزِيزًا

সূরা ফাত্‌হ নাযিল করার উদ্দেশ্য

ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ করার উদ্দেশে মাদীনা হতে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু মাক্কার

মুশরিকরা তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং মাসজিদুল হারামের যিয়ারাতের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। অতঃপর তারা সন্ধির প্রস্তাব করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন ঐ বছর ফিরে যান এবং আগামী বছর উমরাহ করার জন্য মাক্কায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তাদের সাথে সন্ধি করেন। সাহাবীগণের (রাঃ) একটি বড় দল এ সন্ধিকে পছন্দ করেননি, যাঁদের মধ্যে উমারও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই স্বীয় পশুগুলো কুরবানী করেন। অতঃপর মাদীনায় ফিরে আসেন। এ ঘটনা এখনই এই সূরারই তাফসীরে আসছে ইন্শাআল্লাহ।

মাদীনায় ফিরার পথেই এই পবিত্র সূরাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এই সূরায়ই এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এই সন্ধিকে ভাল পরিণামের দিক দিয়ে বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ মাক্কা বিজয়ের সূচনাকারী হল এই সন্ধি চুক্তি। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলতেন ঃ তোমরাতো মাক্কা বিজয়কেই বিজয় বলে থাক, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বিজয়রূপে গণ্য করে থাকি। যাবির (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২২/২০১)

সহীহ বুখারীতে বারা (ইব্ন আযীব) (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ তোমরা মাক্কা-বিজয়কে বিজয়রূপে গণ্য করে থাক, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ায় সংঘটিত বাইআতে রিয্ওয়ানকেই বিজয় হিসাবে গণ্য করি। আমরা চৌদ্দশ' জন সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই ঘটনাস্থলে ছিলাম। হুদাইবিয়া নামক একটি কূপ ছিল। আমরা ঐ কূপ হতে আমাদের প্রয়োজন মত পানি নিতে শুরু করি। অল্পক্ষণ পরেই ঐ কূপের সমস্ত পানি শুকিয়ে যায়, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট ছিলনা। কূপের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও পোঁছে। তিনি কূপের নিকট এসে ওর পাশে বসে পড়েন। অতঃপর এক বালতি পানি চেয়ে নিয়ে উযূ করেন। এরপর তিনি কুলি করেন। তারপর দু'আ করেন এবং ঐ পানি ঐ কূপে ফেলে দেন। অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম যে, কূপটি সম্পূর্ণরূপে পানিতে ভরে গেছে। ঐ পানি আমরা নিজেরা পান করলাম, আমাদের সওয়ারী উটগুলোকে পান করালাম, নিজেদের প্রয়োজন পূরা করলাম এবং পাত্রগুলি পানিতে ভরে নিলাম। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৫)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এক সফরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনবার আমি তাঁকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেননা। এতে আমি খুবই লজ্জিত হলাম যে, হায় আফসোস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিলাম! তিনি উত্তর দিতে চাননা, আর আমি অযথা তাঁকে প্রশ্ন করছি! অতঃপর আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, না জানি হয়তো আমার বারবার প্রশ্ন করার কারণে আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে যাবে! সুতরাং আমি আমার সওয়ারী উটকে দ্রুত চালাতে লাগলাম এবং সামনে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ আমি শুনলাম যে, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি উত্তর দিলে সে বলল ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ডাকছেন। এ কথা শুনেতো আমার আক্কেল গুড়ুম! ভাবলাম যে, অবশ্যই আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে। তাড়াতাড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলাম। তিনি বললেন ঃ গত রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিস হতে বেশি প্রিয়। অতঃপর তিনি আমাকে **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا** এই সূরাটি পাঠ করে শোনালেন। (আহমাদ ১/৩১)

ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারায় মালিক (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৫, তিরমিযী ৯/১৬৭, নাসাঈ ৬/৪৬১) আলী ইবনুল মাদানী (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি একটি উত্তম হাদীস যা মাদীনার বিজ্ঞ আলেমগণ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** *যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করেন* - এ আয়াতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুদাইবিয়াহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নাযিল হয়েছিল।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হুদাইবিয়াহ হতে ফিরার পথে **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রাতে আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকট দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত হতে বেশি প্রিয়। অতঃপর তিনি ... **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ** এ আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। তখন সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁকে মুবারকবাদ

জানালেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এতো আপনার জন্য, আমাদের জন্য কি আছে?

তখন لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ হতে فَوْزًا عَظِيمًا পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/১৯৭, ফাতহুল বারী ৭/৫১৬, মুসলিম ৩/১৪১৩)

মুগীরা ইব্ন শু’বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত (নাফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা দু’টি ফুলে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আল্লাহ তা‘আলা কি আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেননি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবনা? (আহমাদ ৪/৫৫, বুখারী ৪৮৩৬, মুসলিম ২৮১৯, তিরমিযী ৪১২, নাসাঈ ৩/২১৯, ইব্ন মাজাহ ১৪১৯)

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا *নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।* সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, فَتْح مُبِيْن (স্পষ্ট বিজয়) দ্বারা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু’মিনগণ বড়ই কল্যাণ ও বারাকাত লাভ করেছিলেন। জনগণের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা শুরু হয়। জ্ঞান ও ঈমান চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ লাভ হয়। ফলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে পরকালের শান্তির সন্ধান পাওয়ার সুযোগ লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস বা এটা তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা। এতে তাঁর সাথে আর কেহ শরীক নেই। তবে হ্যাঁ, কোন কোন আমলের সাওয়াবের ব্যাপারে অন্যদের জন্যও এ শব্দগুলো এসেছে। ইহা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা, যিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যতা, আমলের একাগ্রতা এবং সামগ্রিকভাবে সব ধরণের সরল সঠিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন যা পৃথিবীর অন্য কারও দ্বারা বিগত দিনে সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তা কারও দ্বারা সম্ভব হবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হলেন মানব সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সমস্ত মানব জাতির প্রধান পথ প্রদর্শক এবং মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী, দুনিয়ার জন্য এবং আখিরাতের জন্যও। আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেমন ছিলেন এবং থাকবেন সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে সম্মানিত এবং আদেশ-নিষেধ মান্য করার ব্যাপারে উত্তম আদর্শ।

যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশি অনুগত এবং তাঁর আহ্‌কামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী, সেই হেতু তাঁর উষ্ট্রীটি যখন তাঁকে নিয়ে বসে পড়ে তখন তিনি বলেন ঃ যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই এই উষ্ট্রীকে থামিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আজ এ কাফিরেরা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাদেরকে তা'ই দিব যদি সেটা আল্লাহর মর্যাদাহানিকর না হয়। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কথা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিজয়ের সূরা অবতীর্ণ করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় নি'আমাত তাঁর উপর পূর্ণ করে দেন।

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا *এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।* আর তিনি তাঁকে পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে। তাঁর বিনয় ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেন।

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا তাঁর শত্রুদের উপর তাঁকে বিজয় দান করেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা (মানুষের অপরাধ) ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তাকে সম্মান দান করেন এবং বিনয় প্রকাশ করলে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন। (মুসলিম ৪/২০০১)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে তাকে তুমি এর চেয়ে বড় শাস্তি দিওনা যে, তুমি আল্লাহরই আনুগত্য করতে থাকবে (অর্থাৎ এটাই তার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি)।

৪। তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়;	٤. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَـٰنًا

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
৫। এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য।	٥. لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا
৬। এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক মহিলা, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র তাদের জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা কত নিকৃষ্ট আবাস!	٦. وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَـٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

৭। আল্লাহরই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٧. وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের অন্তরে *‘সাকীনাহ’* প্রেরণ করেন

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি মু’মিনদের অন্তরে সাকীনাহ অর্থাৎ প্রশান্তি, করুণা ও মর্যাদা দান করেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা ছিল হুদাইবিয়াহর দিন। ইরশাদ হচ্ছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন যেসব ঈমানদার সাহাবী (রাঃ) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নেন, যদিও তাদের অন্তর তাতে সাড়া দিতে চাচ্ছিলনা, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। এর ফলে তাঁদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অন্তরে ঈমান বাড়ে ও কমে। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَلِلَّه جُنُودُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। তাঁর সেনাবাহিনীর কোন অভাব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। একজন মালাক প্রেরণ করলে তিনি সবাইকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মু’মিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তা এই যে, এর মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়ে যাবে এবং যাকে দ্বারা খুশি তিনি দীনকে জয়যুক্ত করবেন এ দলীল-প্রমাণও সামনে এসে যাবে। তিনি বলেন ঃ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কাজই জ্ঞান ও নিপুণতা শূন্য নয়। এতে এক যৌক্তিকতা এও আছে যে, ঈমানদারদেরকে তিনি স্বীয় উত্তম নি‘আমাত দান করবেন যার নিম্নে প্রবাহিত রয়েছে স্রোতস্বিনী নদী এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। পূর্বে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুবারাকবাদ দিলেন এবং তাঁদের জন্য কি রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَكَانَ

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا *এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে* - এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫১৬)।

وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ *এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন।* তাদের ভুল ত্রুটির জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা। বরং তাদের ক্ষমা করে দিবেন, তাদের সমস্যার সমাধান করে দিবেন, তাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন, তাদের কাজের প্রশংসা করবেন এবং তাঁর করুণা বর্ষণ করবেন।

وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৫)

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আর একটি কারণ বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারী, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ শির্ক ও নিফাকে জড়িত যেসব নর-নারী আল্লাহ তা'আলার আহকাম সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সম্পর্কে কু-ধারণা রাখে, তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া হবে, আজ হোক বা কাল হোক। এই যুদ্ধে যদি তারা রক্ষা পেয়ে যায় তাহলে অন্য যুদ্ধে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, অমঙ্গল চক্র তাদের জন্য। আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম এবং এ জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাস!

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا পুনরায় মহা

পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা এবং শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৮। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে।	٨. إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
৯। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٩. لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
১০। যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে, ওটা ভঙ্গ করার পরিনাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا হে নাবী! আমি তোমাকে আমার মাখলূকের উপর সাক্ষীরূপে, মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দানকারীরূপে এবং

কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সূরা আহযাবে (৩৩ ঃ ৪৫-৪৬) বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا যাতে তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর। আর এর সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, ভয় ও পবিত্রতা স্বীকার করে নিবে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

‘রিযওয়ানের চুক্তি’

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ

যে কেহ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অর্থাৎ তিনি তাদের সাথে আছেন এবং তাদের কথা শোনেন। তিনি তাদের স্থান দেখেন এবং তাদের বাইরের ও ভিতরের খবর জানেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণকারী আল্লাহ তা‘আলাই বটে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়। এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।* এখানে যে বাইয়াত করার কথা বলা হয়েছে তা রিযওয়ানে কৃত বাইয়াত। উহা ছিল হুদাইবিয়ায় সামুরাহ নামক স্থানে একটি গাছের নিচে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সাহাবীগণ তাঁর কাছে বাইয়াত করেন তাদের সংখ্যা ছিল ১৩০০, ১৪০০ অথবা ১৫০০ জন। যা হোক, মোট সংখ্যা ১৪০০ বলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

হুদাইবিয়াহর চুক্তি/সন্ধির বিবরণ

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন আমরা সংখ্যায় চৌদ্দশত ছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১, মুসলিম ৩/১৪৮৪)

সহীহায়িনে বর্ণিত আছে যে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ ঐ দিন আমরা চৌদ্দশ' জন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিতে হাত রাখেন, তখন তাঁর অঙ্গুলিগুলির মধ্য হতে পানির ঝর্ণা বইতে শুরু করে। সাহাবীগণের (রাঃ) সবাই ঐ পানি দিয়ে তাদের পিপাসা নিবারণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৫, মুসলিম ৩/১৪৮৪) এটা সংক্ষিপ্ত। এ হাদীসের অন্য ধারায় রয়েছে যে, ঐদিন সাহাবীগণ খুবই পিপাসার্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তূণ বা তীরদানী হতে একটি তীর বের করে তাদেরকে দেন। তারা ওটা নিয়ে গিয়ে হুদাইবিয়ার কূপে নিক্ষেপ করেন। তখন ঐ কূপের পানি উথ্লে উঠতে শুরু করে, এমন কি ঐ পানি সবারই পিপাসা মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। যাবিরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ঐ দিন আপনারা কতজন ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ ঐ দিন আমরা চৌদ্দশ' জন ছিলাম। কিন্তু যদি আমরা এক লক্ষও হতাম তবুও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় তাঁদের সংখ্যা ছিল পনের শ'।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে বলেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবকে (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ রিযওয়ানে বাইয়াত নেয়ার সময় মোট কতজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন? সাঈদ (রহঃ) উত্তরে বলেন ঃ ১৫০০ জন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, তারা ছিলেন ১৪০০ জন। সাঈদ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি ভুলে গেছেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে, তারা ছিলেন ১৫০০ জন। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৭) ইমাম বাইহাকী (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সংখ্যা পনের শতই ছিল এবং যাবিরের (রাঃ) প্রথম উক্তি এটাই ছিল। অতঃপর তার মনে কিছু সন্দেহ জাগে এবং তিনি তাঁদের সংখ্যা চৌদ্দশ বলতে শুরু করেন। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/৯৭)

রিযওয়ানের চুক্তির পিছনে নিহিত কারণ

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) স্বীয় সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন যে, তিনি যেন মাক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবর্গকে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের উদ্দেশে আসেননি, বরং শুধু বাইতুল্লাহয় উমরাহ করার উদ্দেশে এসেছেন। উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ধারণামতে এ কাজের জন্য উসমান ইব্ন আফ্ফানকে (রাঃ) মাক্কায় আবূ সুফিয়ান এবং কুরাইশ নেতাদের কাছে পাঠানো উচিত। মাক্কায় আমার বংশের এখন কেহ নেই। অর্থাৎ বানু আদ্দী ইব্ন কা'বের গোত্রের লোকেরা নেই যারা সহযোগিতা করত। কুরাইশদের সাথে আমার যা কিছু হয়েছে তাতো আপনার অজানা নেই। তারাতো আমার উপর ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় রয়েছে। তারা আমাকে পেলে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) এ মতকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং উসমানকে (রাঃ) আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবর্গের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উসমান (রাঃ) পথ চলতেই ছিলেন এমন সময় আবান ইব্ন সাঈদ ইবনুল আসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আবান তাকে তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়ে মাক্কায় পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি আবূ সুফিয়ান এবং কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের নিকট গেলেন এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তা পৌঁছে দিলেন। তারা তাঁকে বলল ঃ

আপনি একা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে করে নিন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করব এটা অসম্ভব। তখন তারা উসমানকে (রাঃ) মাক্কায় অবস্থান করার জন্য রেখে দিল। ওদিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমানকে (রাঃ) শহীদ করা হয়েছে।

এই বর্বরতা পূর্ণ খবর শুনে মুসলিমগণ এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে বলেন যে, এ খবর শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

এখন আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া এখান হতে সরে যাচ্ছিনা। (ইব্ন হিশাম ৩/৩২৯-৩৩০) সুতরাং তিনি সাহাবীগণকে (রাঃ) আহ্বান করলেন এবং একটি গাছের নীচে তাঁদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করলেন। এটাই বাইআতে রিযওয়ান নামে প্রসিদ্ধ। লোকেরা বলেন যে, মৃত্যুর উপর এই বাইআত গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু যাবির (রাঃ) বলেন যে, এটা মৃত্যুর উপর বাইআত ছিলনা, বরং এই অঙ্গীকারের উপর ছিল যে, তাঁরা কোন অবস্থায়ই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবেননা। ঐ মাইদানে যতজন মুসলিম সাহাবী (রাঃ) ছিলেন, সবাই এই বাইআতে রিযওয়ান করেছিলেন। শুধু জাদ্দ ইব্ন কায়েস নামক এক ব্যক্তি এই বাইআত করেনি যে ছিল বানু সালমা গোত্রের লোক। যাবির (রাঃ) বলেন ঃ সে তার উষ্ট্রীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে, ফলে কেহ তাকে দেখতে পায়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাঃ) জানতে পারেন যে, উসমানের (রাঃ) শাহাদাতের খবরটি মিথ্যা। (ইব্ন হিশাম ৩/৩২৯-৩৩০)

নাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকেরা বলে যে, উমারের (রাঃ) পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। ব্যাপারটি এই যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর উমার (রাঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) একজন আনসারীর নিকট পাঠান যে, তিনি যেন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর নিকট হতে নিজের ঘোড়াটি নিয়ে আসেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিকট হতে বাইআত নিচ্ছিলেন। উমার (রাঃ) এ খবর জানতেননা। তিনি গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে জনগণ বাইআত করছেন। তাদের দেখাদেখি তিনিও বাইআত করেন।

তারপর তিনি উমারের (রাঃ) ঘোড়াটি নিয়ে তার নিকট যান এবং তাকে খবর দেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করছে। এ খবর শোনা মাত্র উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে তাঁর হাতে বাইআত করেন। এর উপর ভিত্তি করেই জনগণ বলতে শুরু করেন যে, পিতার পূর্বেই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫২১) তাদের উভয়ের উপর আল্লাহ সুবহানাহু রাযী খুশি থাকুন।

সহীহ বুখারী অন্য রিওয়ায়াতে ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনগণ পৃথক পৃথকভাবে গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। উমার (রাঃ) দেখেন যে, সবারই দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রয়েছে এবং তারা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলেন ঃ হে আমার প্রিয় বৎস! দেখে এসো তো, ব্যাপারটা কি? আবদুল্লাহ (রাঃ) এসে দেখেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করছেন। এ দেখে তিনিও বাইআত করেন এবং এরপর ফিরে গিয়ে স্বীয় পিতা উমারকে (রাঃ) খবর দেন। উমারও (রাঃ) তখন তাড়াতাড়ি এসে বাইআত করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫২১, মুসলিম ৩/১৪৮৩)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন আমাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নেয়ার পর লক্ষ্য করলাম যে, উমার (রাঃ) গাছের নিচে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে আছেন। ঐ গাছটি ছিল কাঁটাযুক্ত (সামুরাহ)। আমরা আমাদের বাইয়াতে এই ওয়াদা করেছিলাম যে, আমরা যুদ্ধের মাইদান থেকে পালিয়ে যাবনা। আমরা তাঁর সাথে মৃত্যুর ব্যাপারে বাইয়াত করিনি।

মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) বলেন ঃ ঐ সময় আমি গাছের ঝুঁকে থাকা একটি ডালকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপর হতে উঁচিয়ে ধরেছিলাম। আমরা ঐ দিন চৌদ্দশ' জন ছিলাম। তিনি আরও বলেন ঃ ঐ দিন আমরা তাঁর হাতে মৃত্যুর উপর বাইআত করিনি, বরং বাইআত করেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্র হতে না পালানোর উপর। (মুসলিম ৩/১৪৮৫)

সালামাহ ইব্ন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলাম। ইয়াযীদ (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ মাসলামাহ (রাঃ)! আপনারা কিসের উপর বাইআত করেছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আমরা মৃত্যুর উপর বাইআত করেছিলাম। (ফাতহুল বারী ৬/১৩৬)

সালামাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করে পাশে সরে আসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে সালামাহ! তুমি বাইআত করবেনা? আমি জবাবে বললাম ঃ আমি বাইআত করেছি। তিনি বললেন ঃ এসো, বাইআত কর। আমি তখন তাঁর কাছে গিয়ে আবার বাইআত করি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ হে সালামাহ (রাঃ)! আপনি কিসের উপর বাইআত করেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ মৃত্যুর উপর। (ফাতহুল বারী ১৩/২১১, মুসলিম ৩/১৪৮৬) এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) আব্বাদ ইব্ন তামীম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ বাইয়াত ছিল মৃত্যুর উপর। (ফাতহুল বারী ৬/১৩৬)

সালামাহ ইব্ন আকওয়া (রাঃ) আরও বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা যখন হুদাইবিয়ায় পৌঁছি তখন আমাদের সংখ্যা ছিল এক হাযার চার শত। আমরা একটি কূপের কাছে পৌঁছি যে কূপে এতটুকু পানি ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীর পিপাসা মিটানোর জন্যও যথেষ্ট ছিলনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওর পাশে বসে দু'আ করলেন এবং তাতে থুথু নিক্ষেপ করেন। তখন ওর পানি উথলে ওঠে। ঐ পানি আমরাও পান করি এবং আমাদের জন্তুগুলোকেও পান করাই। ঐদিন আমরা চৌদ্দশ' জন ছিলাম। অতঃপর তিনি লোকদের বাইআত নিতে শুরু করেন। ঐ প্রথম দলে আমিও ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ হে সালামাহ! তুমি বাইআত করবেনা? আমি জবাবে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রথমে যারা বাইআত করেছিলেন আমিও তাদের সাথে বাইআত করেছি। যখন অর্ধেকের মত লোকের বাইয়াত নেয়া হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে সালামাহ! তুমি বাইয়াত নিবেনা? তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রথমে যারা বাইআত করেছিলেন আমিও তাদের সাথে বাইআত করেছিলাম।

তিনি বললেন ঃ তুমি আবার বাইয়াত নাও। সুতরাং আমি আবার তাঁর কাছে বাইয়াত নিলাম। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আমি যুদ্ধের বর্ম পরিহিত নই। তাই তিনি তাঁর থেকে আমাকে তা দান করলেন। এরপর তিনি অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে বাইয়াত নিতে থাকেন। যখন তা প্রায় শেষ পর্যায়ে তখন তিনি বললেন ঃ ওহে সালামাহ! তুমি কি আমার কাছে বাইয়াত হবেনা? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো প্রথম দিকে এবং

মাঝখানে বাইয়াত হয়েছি। তিনি বললেন ঃ আবার বাইয়াত নাও। সুতরাং তৃতীয়বারের মত আমি তাঁর কাছে বাইয়াত নিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে আমি যে বর্ম দিয়েছিলাম তা কোথায়? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সাথে আমিরের (রাঃ) সাক্ষাত হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তার কাছে কোন বর্ম নেই, তাই আমি ওটা তাকে দিয়ে দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন এবং বললেন ঃ তোমার অবস্থাতো পূরা কালের ঐ লোকের মত যে বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! আমার কাছে এমন একজনকে পাঠিয়ে দিন যে আমার নিকট আমার নিজের জীবন হতেও প্রিয়।

অতঃপর মাক্কাবাসী সন্ধির জন্য তোড়জোড় শুরু করে। যাতায়াত চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। আমি তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহর (রাঃ) কাজ করে দিতাম। আমি তার ঘোড়ার ও তার নিজের খিদমাত করতাম। বিনিময়ে তিনি আমাকে খেতে দিতেন। আমিতো আমার ঘর-বাড়ী, ছেলে-মেয়ে এবং মাল-ধন ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে হিজরাত করে চলে এসেছিলাম। যখন সন্ধি হয়ে যায় এবং এদিকের লোক ওদিকে এবং ওদিকের লোক এদিকে চলাফিরা শুরু করে তখন একদা আমি একটি গাছের নীচে গিয়ে কাঁটা ইত্যাদি সরিয়ে ঐ গাছের ছায়ায় শুইয়ে পড়ি। অকস্মাৎ মুশরিকদের চারজন লোক সেখানে আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু অসম্মানজনক মন্তব্য করতে শুরু করে। আমার কাছে তাদের কথাগুলো খুবই খারাপ লাগে। তাই আমি সেখান হতে উঠে আর একটি গাছের নীচে চলে আসি। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলে এবং গাছের ডালে লটকিয়ে রাখে। অতঃপর তারা সেখানে শুইয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় শুনি যে, উপত্যকার নীচের অংশে কোন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন ঃ হে মুহাজির ভাইয়েরা! ইব্ন যানীম (রাঃ) নিহত হয়েছেন! এ কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি আমার তরবারী উঠিয়ে নিই এবং ঐ গাছের নীচে গমন করি যেখানে ঐ চার ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল। সেখানে গিয়েই আমি সর্বপ্রথম তাদের হাতিয়ারগুলো নিজের অধিকারভুক্ত করে নিই। তারপর এক হাতে তাদেরকে দাবিয়ে নিই এবং অপর হাতে তরবারী উঠিয়ে তাদেরকে বললাম ঃ দেখ, যে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা দান করেছেন তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যের যে তার মাথা

উত্তোলন করবে, আমি এই তরবারী দ্বারা তার মাথা কর্তন করে ফেলব। যখন এটা মেনে নিল তখন আমি তাদেরকে বললাম ঃ উঠ এবং আমার আগে আগে চল। অতঃপর আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হলাম। ওদিকে আমার চাচা আমিরও (রাঃ) মিকরায নামক *আবলাত* এলাকার একজন মুশরিককে গ্রেফতার করে আনেন। এই ধরনের সত্তরজন মুশরিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সাহাবীগণকে বলেন ঃ

তাদেরকে ছেড়ে দাও। অন্যায়ের সূচনা তাদের থেকেই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিরও যিম্মাদার তারাই থাকবে। অতঃপর সবাইকেই ছেড়ে দেয়া হয়। এরই বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে।

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। (সূরা ফাত্‌হ. ৪৮ ঃ ২৪) (মুসলিম ১৮০৭, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/১৩৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িবের (রাঃ) পিতাও গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ পরের বছর যখন আমরা হাজ্জ করতে যাই তখন যে গাছের নীচে আমরা বাইআত করেছিলাম ওটা আমরা দেখতে পাইনি। অতএব এখন যদি তোমাদের নিকট তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমরা অনেক বেশি জান। (ফাতহুল বারী ৭/৫১২, মুসলিম ৩/১৪৮৫)

আবূ বাকর আল হুমাইদী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবাইকে তাঁর কাছে বাইয়াত নেয়ার জন্য ডাকছিলেন তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের কাওমের এক লোক যার নাম ছিল যাদ ইব্‌ন কায়িস, সে তার উটের কাঁধের পিছনে লুকাতে চেষ্টা করছিল। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫৩৭, মুসলিম ৩/১৪৮৩) হুমাইদী আরও বর্ণনা করেন, আমর বলেন যে, তিনি যাবিরকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ১৪০০

জন সাহাবী উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম।

যাবির (রাঃ) আরও বলেন ঃ আমার যদি এখনও দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে ঐ গাছটি কোথায় ছিল তা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫১৪, মুসলিম ৪৮১১) সুফিয়ান (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, পরবর্তী সময়ে ঐ গাছটির অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। (ফাতহুল বারী ৯/৫০৭, মুসলিম ৩/১৪৮৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যাবির (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা গাছের নিচে আমার কাছে বাইয়াত নিয়েছে তাদের কেহকেই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবেনা। (আহমাদ ৩/৩৫০)

আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি *সানিয়াতুল মুরারের* পথ অতিক্রম করে যাবে তার থেকে পাপ দূর হয়ে যাবে যেমন বানী ইসরাঈল থেকে দূর হয়েছিল। তখন সর্বপ্রথম বানু খাযরাজ গোত্রীয় একজন আনসার সাহাবী (রাঃ) ওর উপর আরোহণ করে যান। তারপর তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও সেখানে পৌঁছে যান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হবে, শুধু লাল উটের মালিক এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যাবির (রাঃ) বলেন, আমরা তখন ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললাম ঃ চল, তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। লোকটি জবাবে বলল ঃ আল্লাহর শপথ! যদি আমি আমার উট পেয়ে যাই তাহলে তোমাদের সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ সাঃ) আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার চেয়ে ওটাই হবে আমার জন্য বেশি আনন্দের ব্যাপার। এ কথা বলে ঐ লোকটি তার হারানো উট খোঁজ করা শুরু করল। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ (যাবির) (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। (মুসলিম ৪/২১৪৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ উম্মে মুবাশশির (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি যখন হাফসার (রাঃ) কাছে ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, হুদাইবিয়ায় রিযওয়ানের বাইআতকারীদের কেহই জাহান্নামে যাবেনা। তখন তিনি (হাফসা) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা মনে হয় ঠিক বলা হলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে থামিয়ে দেন এবং তিরস্কার করেন। তখন হাফসা (রাঃ)

আল্লাহর কালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭১) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, এরপরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭২) (মুসলিম ৪/১৯৪২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হাতিব ইব্ন আবী বুলতাআহর (রাঃ) গোলাম হাতিবের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় এবং বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হাতিব (রাঃ) অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে, সে জাহান্নামী নয়, সে বদরে এবং হুদাইবিয়ায় হাযির ছিল। (মুসলিম ৪/১৯৪২) এই সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রশংসায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাকে তিনি মহাপুরস্কার দেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

মু’মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১৮)

১১। যে সব আরাব মরুবাসী গৃহে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবে ঃ আমাদের ধন সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বল ঃ আল্লাহ তোমাদের কারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।	١١. سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۢا
১২। না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবেনা এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল; তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরাতো ধ্বংসমুখ এক সম্প্রদায়।	١٢. بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا
১৩। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান	١٣. وَمَن لَّمْ يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ

وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَـٰفِرِينَ سَعِيرٗا	**আনেনা, আমি সেই সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।**
١٤. وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ يَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا	**১৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।**

হুদাইবিয়ায় যারা অংশ না নিয়ে পিছনে পড়ে রয়েছিল তাদের অর্থহীন অযুহাত এবং তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী

যেসব আরাব বেদুঈন জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিল এবং মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী হতে বের হয়নি, আর ধারণা করে নিয়েছিল যে, এত বড় কুফরী শক্তির সামনে তারা কখনও টিকতে পারবেনা এবং যারা তাদের সঙ্গে লড়বে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তারা আর কখনও তাদের ছেলে-মেয়েদের মুখ দেখতে পাবেনা, যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা সবাই নিহত হবে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গসহ (রাঃ) আনন্দিত অবস্থায় ফিরে এলেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা ওযর পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্বেই অবহিত করেন যে, এই মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা তাঁর কাছে এসে মুখে অন্তরের বিপরীত কথা বলবে এবং মিথ্যা ওযর পেশ করবে। তারা বলবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং হে নাবী! তুমি

তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি আল্লাহ তোমাদের কারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তাহলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে?

بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا তোমরা জেনে রেখ যে, তোমরা যা কর সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক বা কপটদের কপটতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকেনা। তিনি ভালরূপেই জানেন যে, মুনাফিকদের যুদ্ধ হতে পিছনে সরে থাকা কোন ওযরের কারণে ছিলনা, বরং প্রকৃত কারণ ছিল তাদের অবাধ্যতা এবং কপটতা। তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে ঈমান শূন্য। তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে যে কল্যাণ রয়েছে এ বিশ্বাস তাদের নেই। তারা নিজেদের প্রাণ ভয়ে ভীত।

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا তারা নিজেরা যুদ্ধে মারা যাবে এ ভয়তো তাদের ছিলই, এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা সবাই নিহত হবেন, একজনও রক্ষা পাবেননা যে তাঁদের সংবাদ আনয়ন করতে পারেন। এই ধারণা তাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল। তাই, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরাতো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমি ঐ সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যদিও তাদের মনে যা লুকায়িত আছে তা প্রকাশ না করে মানুষের কাছে নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আধিপত্য, শাসন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই।

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। করুণাময় আল্লাহ তাওবাহকারীর তাওবাহ কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করেন।

১৫। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষনা করেছেন। তারা বলবে ঃ তোমরাতো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছ। বস্তুতঃ তাদের বোধশক্তি সামান্য।	١٥. سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে বেদুঈনরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের (রাঃ) সঙ্গে হুদাইবিয়ায় হাযির ছিলনা, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং সাহাবীগণকে (রাঃ) খাইবারের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখবে তখন তারাও তাদেরকে সাথে নেয়ার জন্য অনুরোধ করবে যাতে বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে তারাও অংশ পেতে পারে। বিপদের সময় তারা পিছনে সরে ছিল, কিন্তু সুখের সময় মুসলিমদের সঙ্গে তারা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদেরকে কখনোই যেন সঙ্গে নেয়া না হয়। যুদ্ধ যখন তারা করেনি তখন গানীমাতের অংশ তারা কি করে পেতে পারে? যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা খাইবারের গানীমাতের ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরকে নয় যারা বিপদের সময় সরে থাকে, আর আরামের সময় হাযির থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুআইবির (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলাতো আহলে হুদাইবিয়ার সাথে খাইবারের গানীমাতের ওয়াদা করেছেন, অথচ এই মুনাফিকরা চায় যে, হুদাইবিয়ায় হাযির না হয়েও তারা আল্লাহর ওয়াদাকৃত গানীমাত প্রাপ্ত হবে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। (তাবারী ২২/২১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তারা তখন বলবে ঃ

بَلْ تَحْسُدُونَنَا তোমরাতো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। তোমাদের উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে গানীমাতের অংশ না দেয়া। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ

بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন বোধশক্তি নেই।

১৬। যে সব আরাব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বল ঃ তোমরা আহুত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিবেন।	١٦. قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَـٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

১৭। অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোনো অপরাধ নেই। এবং যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।	١٧. لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে আরও জিহাদ হবে এবং এর মাধ্যমে পরিচয় পাওয়া যাবে যে, কে কত বড় ঈমানদার অথবা মুনাফিক

যেসব মরুবাসী বেদুঈন জিহাদ হতে পিছনে পড়ে রয়েছিল তাদেরকে যে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল তারা কোন্ জাতি ছিল এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের বিভিন্ন জন বিভিন্ন উক্তি করেছেন।

কেহ বলেন যে, তারা হল যুদ্ধ বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সম্প্রদায়। সুবাহ (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে অথবা ইকরিমাহ (রহঃ) হতে অথবা তাদের উভয় হতে বর্ণনা করেন যে, তারা হল হাওয়াযিন গোত্রের লোক। (তাবারী ২২/২২০) হুশাইমও (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) হতে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/২২০) অন্য এক বর্ণনায় কাতাদাহও (রহঃ) তার থেকে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় মতামত হচ্ছে এই যে, তারা হল সাকিফ গোত্রের লোক। যাহহাক (রহঃ) এরূপ বলেছেন।

তৃতীয় মতামত হচ্ছে এই যে, তারা বানূ হানিফা গোত্রের লোক। যুআইবির (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন, যেমনটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকমিরাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। (তাবারী ২২/২২০)

চতুর্থ মতামতে বলা হয়েছে যে, আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তারা হল পারস্যবাসী। 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) এ মতামতকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২২/২১৯, কুরতুবী ১৬/২৭২)

কা'ব আল আহবার (রহঃ) বলেন যে, তারা হল রোমানরা। (তাবারী ২২/২২১) অন্য দিকে ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় তার থেকে বলেন যে, তারা হল রোমান এবং পারস্যবাসী। (তাবারী ২২/২১৯) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন যে, তারা হল মূর্তি পূজক। (দুররুল মানসুর ৭/৫২০) অন্য বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা যুদ্ধে নিপুণ ছিল এবং এ বিষয়ে সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট লোকদেরকে বুঝানো হয়নি। শেষের ব্যাখ্যাটিকেই ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ তোমাদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হল এবং এই হুকুম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তাদের উপর জয়ী হও অথবা তারা আত্মসমর্পণ করে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا যদি তোমরা এই নির্দেশ পালন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করবেন অথবা তারা যুদ্ধ না করেই ইসলাম কবূল করে নিবে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا আর যদি তোমরা পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার ব্যাপারে যেমন তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করে গৃহে রয়ে গিয়েছিলে, নাবী ও সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে অংশগ্রহণ করনি, তেমনই যদি এখনও কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

জিহাদে অংশ নিতে না পারার গ্রহণযোগ্য কারণ

এরপর জিহাদকে ছেড়ে দেয়ার সঠিক ওযরের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ‘অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য এবং রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই।’ এখানে আল্লাহ তা‘আলা দুই প্রকারের ওযরের বর্ণনা দিয়েছেন। (এক) সদা বিদ্যমান ওযর এবং তা হল অন্ধত্ব ও খোঁড়ামী। (দুই) অস্থায়ী ওযর, এবং তা হল রুগ্নতা। এটা কিছু দিন থাকে এবং পরে দূর হয়ে যায়। সুতরাং রুগ্ন ব্যক্তিদের ওযরও গ্রহণযোগ্য হবে যতদিন তারা রুগ্ন থাকে। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাদের ওযর আর গৃহীত হবেনা। এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যে কেহ (যুদ্ধের নির্দেশ পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।

وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন। দুনিয়ায়ও সে লাঞ্ছিত হবে এবং আখিরাতেও তার দুঃখের কোন সীমা থাকবেনা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৮। মু’মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।	١٨. لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

১৯। এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١٩. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

রিযওয়ানের চুক্তিতে অংশ নেয়া মুসলিমের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং 'ফাই' প্রাপ্তির সুখবর

আল্লাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করছেন যে, যারা গাছের নিচে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এই বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। হুদাইবিয়া প্রান্তরে একটি বাবলা গাছের নীচে এই বাইআত কার্য সম্পাদিত হয়েছিল।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তারিক (রহঃ) হতে, তিনি আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার হাজ্জ করতে গিয়ে দেখতে পান যে, কতগুলি লোক এক জায়গায় সালাত আদায় করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কোন্ মাসজিদ? তারা উত্তরে বলে ঃ এটা ঐ বৃক্ষ, যার নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। আবদুর রাহমান (রহঃ) ফিরে এসে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবকে (রহঃ) ঘটনাটি বলেন। তখন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন ঃ আমার পিতাও এই বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পর বছর তারা সেখানে গমন করেন। কিন্তু তারা সবাই বাইআত গ্রহণের স্থানটি ভুলে যান। তারা ঐ গাছটিও দেখতে পাননি। অতঃপর সাঈদ (রহঃ) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ, যারা নিজেরা বাইআত করেছেন, তারাই ঐ জায়গাটি চিনতে পারেননি, আর তোমরা চিনে ফেললে! তাহলে তোমরাই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ হতে ভাল হয়ে গেলে! (ফাতহুল বারী ৭/৫১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা, ওয়াদা পালনের সদিচ্ছা এবং আনুগত্যের অভ্যাস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا সুতরাং তিনি তাদের অন্তরে

প্রশান্তি দান করলেন এবং আসন্ন বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। এ বিজয় হল ঐ সন্ধি যা হুদাইবিয়া প্রান্তরে হয়েছিল। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ সাধারণ কল্যাণ লাভ করেছিলেন এবং এর পরপরই খাইবার বিজিত হয়েছিল। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যে মাক্কাও বিজিত হয় এবং এরপর অন্যান্য দুর্গ ও অঞ্চল বিজিত হতে থাকে এবং মুসলিমরা ঐ মর্যাদা, সাহায্য, বিজয়, সফলতা এবং উচ্চাসন লাভ করেন যা দেখে সারা বিশ্ব বিস্ময়াবিভূত, স্তম্ভিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا *এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

২০। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং তিনি তোমাদের হতে মানুষের হস্ত নিবারিত করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং এটা মু’মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে।	٢٠. وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا
২১। আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٢١. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا

২২। কাফিরেরা তোমাদের মুকাবিলা করলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতনা।	٢٢. وَلَوْ قَـٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوَلَّوُا۟ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
২৩। ইহাই আল্লাহর বিধান, প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহর এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।	٢٣. سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا
২৪। তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।	٢٤. وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপারে সুখবর

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا *আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের এবং পরবর্তী সব যুগেরই গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে। **فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ** ত্বরান্বিত কৃত

গানীমাত দ্বারা খাইবারের বিজয় লাভ বলেছেন। (তাবারী ২২/২৩০)

আল আউফী (রহঃ) বলেন, **فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ** দ্বারা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন হুদাইবিয়াহর সন্ধি উদ্দেশ্য। (তাবারী ২২/২৩০)

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ আল্লাহ তা'আলার এটিও একটি অনুগ্রহ যে, তিনি কাফিরদের মন্দ বাসনা পূর্ণ হতে দেননি, না তিনি মাক্কার কাফিরদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন এবং না তিনি ঐ মুনাফিকদের মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়ে গিয়েছিল। তারা মুসলিমদের উপর না আক্রমণ চালাতে পেরেছে, আর না তাদের সন্তানদেরকে শাসন-গর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ এটা এ জন্য যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে প্রকৃত রক্ষক ও সাহায্যকারী এ শিক্ষা যেন মুসলিমরা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তারা যেন শত্রু সংখ্যার আধিক্য ও নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে সাহস হারিয়ে না ফেলে। তারা যেন এ বিশ্বাসও রাখে যে, প্রত্যেক কাজের পরিণাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবগত রয়েছেন। বান্দাদের জন্য এটাই উত্তম পন্থা যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে এবং এতেই যে তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে এ বিশ্বাস রাখবে, যদিও আল্লাহর ঐ নির্দেশ বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বভাব-বিরুদ্ধ রূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـًٔا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ **وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا** আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কারণে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং গানীমাত ও বিজয় ইত্যাদিও দান করেন, যা তাদের সাধ্যের বাইরে।

কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত মুসলিমদের বিজয় লাভের সুখবর

আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তিনি স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদের জন্য কঠিন কাজ সহজ করে দিবেন।

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا তাই তিনি বলেন ঃ আরও বহু বিজয় ও সম্পদ আছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি আল্লাহভীরু মু'মিন বান্দাদেরকে এমন জায়গা হতে রূযী দান করেন যা তারা ধারণাও করতে পারেনা।

বিভিন্ন তাফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এই গানীমাত দ্বারা খাইবারের গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে যার ওয়াদা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় করা হয়েছিল, নাকি এর দ্বারা মাক্কা বিজয় বা পারস্য ও রোমের সম্পদকে বুঝানো হয়েছে, কিংবা এর দ্বারা ঐ সমুদয় বিজয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলি কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমরা লাভ করতে থাকবে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এখানে খাইবার বিজয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) পরবর্তী আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যাটিই সঠিক বলে মনে হবে। বলা হয়েছে ঃ

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا *আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।* এখানে হুদাইবিয়ার চুক্তির কথা বলা হয়েছে। যাহহাক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ এরূপ অভিমত পোষন করতেন। (তাবারী ২৩/২৩৩, ২৩৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কুরআনের এই আয়াতাংশে মাক্কা বিজয়ের কথা বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২২/২৩৪) ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে এ আয়াতে পারস্য এবং রোম বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) তবে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমদের হাতে যত বিজয় লাভ হবে এবং গাণীমাত হস্তগত হবে তার সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) আবূ দাউদ তায়ালিসী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا *আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে* - এ আয়াতের ব্যাখ্যায়

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তা হল ঐ বিজয়সমূহ যা আজও হতে রয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩)

হুদাইবিয়ায় অংশ নেয়া মুসলিমদের সাথে মাক্কাবাসীরা যুদ্ধ করলে আল্লাহ্ তাদের পরাজিত করতেন

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا

কাফিরেরা তোমাদের মুকাবিলা করলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতনা। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা শুভসংবাদ শোনাচ্ছেন যে, তাদের কাফিরদেরকে ভয় করা ঠিক নয়। কেননা তারা যদি মুসলিমদের সাথে মুকাবিলা করতে আসে তাহলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা। কারণ এটা হবে তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই। সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন ঃ

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا আল্লাহর বিধান ও নীতি এটাই যে, যখন কাফির ও মু'মিনদের মধ্যে মুকাবিলা হয় তখন তিনি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন এবং সত্যকে প্রকাশ করেন ও মিথ্যাকে দাবিয়ে দেন। যেমন বদরের যুদ্ধে তিনি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। অথচ কাফিরদের সংখ্যা ছিল মু'মিনদের সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি এবং তাদের যুদ্ধাস্ত্রও ছিল বহু গুণ বেশি। এরপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই অনুগ্রহের কথাও ভুলে যেওনা যে, তিনি মাক্কা উপত্যকায় মুশরিকদের হাত তোমাদের হতে নিবারিত করেন এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। অর্থাৎ তিনি মুশরিকদের হাত তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি, তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করেনি। আবার তোমাদেরকেও তিনি মাসজিদে হারামের পাশে যুদ্ধ করা হতে ফিরিয়ে রাখেন এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। এটা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক দিয়েই উত্তম। এই সূরারই তাফসীরে সালামাহ

ইব্ন আকওয়া (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন সত্তর জন কাফিরকে বেঁধে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন তখন তিনি বলেন ঃ এদেরকে ছেড়ে দাও। মন্দের সূচনা এদের দ্বারাই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিও এদের দ্বারাই হবে। এ ব্যাপারেই নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا *তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।*

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন মাক্কার আশিজন কাফির সুযোগ পেয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় তানঈম পাহাড়ের দিক হতে নেমে আসে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসতর্ক ছিলেননা। তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণকে (রাঃ) খবর দেন। সুতরাং তাদের সকলকেই গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া করে তাদের সকলকেই ছেড়ে দেন। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। (আহমাদ ৩/২২, মুসলিম ৩/১৪৪২, আবূ দাঊদ ৩/১৩৭, নাসাঈ ৯/১৪৯)

২৫। তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জাননা,	٢٥. هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ

تَعۡلَمُوهُمۡ أَن تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۖ لِّيُدۡخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ لَوۡ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبۡنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا	তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম।
٢٦. إِذۡ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَلۡزَمَهُمۡ كَلِمَةَ ٱلتَّقۡوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡلَهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمًا	২৬। যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু’মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

হুদাইবিয়ার চুক্তির ফলে যা লাভ হয়েছিল

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن

يَبْلُغَ مَحِلَّهُ আরাবের মুশরিক কুরাইশরা এবং যারা তাদের সাথে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলো কুফরীর উপর রয়েছে। তারাই মু’মিনদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত করেছিল, অথচ এই মু’মিনরাই কা‘বার জিয়ারাতের অধিকতর হকদার ও যোগ্য ছিল। অতঃপর তাদের ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতা তাদেরকে এত দূর অন্ধ করে রেখেছিল যে, আল্লাহর পথে কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতেও বাধা দিয়েছিল। এই কুরবানীর পশুগুলো সংখ্যায় সত্তরটি ছিল। সত্বরই এর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء হে মু’মিনগণ! আমি যে তোমাদেরকে মাক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিনি এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য এই ছিল যে, এখনও কতক দুর্বল মুসলিম মাক্কায় রয়েছে যারা এই যালিমদের কারণে না তাদের ঈমান প্রকাশ করতে পারছে, না হিজরাত করে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হচ্ছে এবং না তোমরা তাদেরকে চেনো বা জান। সুতরাং যদি হঠাৎ করে তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হত এবং তোমরা মাক্কাবাসীর উপর আক্রমণ চালাতে তাহলে ঐ খাঁটি ও পাকা মুসলিমরাও তোমাদের হাতে শহীদ হয়ে যেত। ফলে তোমরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে। তাই এই কাফিরদের শাস্তিকে আল্লাহ কিছু বিলম্বিত করলেন যাতে ঐ দুর্বল মু’মিনরাও মুক্তি পেয়ে যায় এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান রয়েছে তারাও ঈমান এনে ধন্য হতে পারে।

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا যদি তারা পৃথক হত তাহলে আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করতাম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, এই অহমিকার বশবর্তী হয়েই তারা সন্ধিপত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতে

অস্বীকার করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে রাসূলুল্লাহ কথাটি যোগ করতেও অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের অন্তর খুলে দেন এবং তাঁদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করেন, আর তাঁদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করেন অর্থাৎ *লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ* কালেমার উপর তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। মুজাহিদ (রহঃ) এখানে তাকওয়ার অর্থ করেছেন সততা/আন্তরিকতা। (তাবারী ২২/২৫৫)

'আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ কারও অধিকার নেই যে, সে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে। সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি যা চান তা'ই করতে পারেন। (তাবারী ২২/২৫৫) ইউনুস ইব্ন বুকাইর (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন ইসহাক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি মিসওয়ার (রহঃ) হতে وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى *এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন* - এর ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, তা হল *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলা এবং তাঁর সাথে কেহকে শরীক না করা।

হুদাইবিয়াহ চুক্তি বিষয়ক হাদীসসমূহ

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে মিসওয়ার আল মাখরামাহ (রাঃ) এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রহঃ) হতে, যারা একে অন্যের বর্ণনা সত্যায়িত করেছেন, তারা বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কয়েক শত সাহাবীসহ হুদাইবিয়াহর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। যুল হুলাইফা পৌঁছে তাদের সাথে থাকা কুরবানীর পশুগুলিকে চিহ্নিত করেন, মালা পরিধান করান এবং নিজেরা উমরাহ করার উদ্দেশে ইহরামের কাপড় পরিধান করেন। অতঃপর তিনি খুযাআহ গোত্রের কিছু লোককে বার্তা বহন করে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং নিজেরাও অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি যখন *আল আসতাত* নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তাঁর বার্তা বাহকেরা তাঁর সাথে একত্রিত হয় এবং তাঁদেরকে বলে ঃ কুরাইশরা আপনাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে এবং সেখানে *আহাবিশ* গোত্রের লোকেরাও রয়েছে। তাদের ইচ্ছা হল আপনার সাথে যুদ্ধ করা, আপনাকে থামিয়ে দেয়া এবং উমরাহ করতে বাধা দেয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হে আমার সাহাবীবৃন্দ! তোমরা কি মনে কর যে, যারা আমাদেরকে কা'বা ঘরে পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে তাদের এবং তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আমাদের

আক্রমণ চালানো উচিত?

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, যারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করছে তাদের পরিবারবর্গকে আমাদের আক্রমন করা উচিত? তারা যদি আমাদের বাধা দিতে আসে তাহলে ঐ মুশরিক বাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে ফেলবেন অথবা আমরা তাদেরকে চরম দুর্দশায় ফেলে দিব।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তারা যেখানে জমায়েত হয়ে আছে সেখানেই যদি তারা অবস্থান করে তাহলে তা হবে তাদের মনস্তাপ, দিশেহারা এবং বিপর্যয়ের কারণ। তারা তাদের পরিবারকে রক্ষা করতে চাইলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের ঘাড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করবেন। অতএব আমরা কি কা'বা ঘরের দিকে অগ্রসর হব এবং কেহ যদি আমাদেরকে ওখানে পৌঁছতে বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করব?

আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনারতো কা'বা ঘরে তাওয়াফ করাই উদ্দেশ্য, কেহকে হত্যা করা কিংবা কারও সাথে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। অতএব কা'বা ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। যদি কেহ এ ব্যাপারে আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানেন যে, উমরাহ করার উদ্দেশে আমরা এখানে এসেছি, কারও সাথে লড়াই করার জন্য নয়। সুতরাং কেহ যদি কা'বা ঘরে পৌঁছতে বাধা দেয় তাহলে আমরা তার সাথে লড়াই করব। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে আপনারা এগিয়ে চলুন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তাহলে আল্লাহ সুবহানাহুর নাম নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন।

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কুরাইশদের সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব তোমরা ডান দিকের পথ ধরে এগিয়ে যাও।

খালিদ (রাঃ) এ খবর জানতে পারলেননা, যতক্ষণ না মুসলিম বাহিনীর পদযাত্রার ফলে ধূলি ধূসরিত বায়ু তার নিকট পৌঁছে। অবশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম *সানিয়া* নামক স্থানে পৌঁছলেন। খালিদের (রাঃ) সেনাবাহিনী যখন দেখল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ পরিবর্তন করেছেন তখন তারা তাড়াতাড়ি কুরাইশদের নিকট গিয়ে তাদেরকে এ খবর অবহিত করল।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন *সানিয়াতুল মিরারে* পৌঁছেন তখন তাঁর উষ্ট্রীটি বসে পড়ে। জনগণ তাদের সাধ্য মত উষ্ট্রীটিকে উঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হলনা। তাই তারা বলতে লাগল ঃ কাসওয়া একগুঁয়েমী করছে, কাসওয়া একগুঁয়েমী করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ঃ আমার এ উষ্ট্রী একগুঁয়েমীও করছেনা এবং ওর বসে যাওয়ার অভ্যাসও নেই। ওকে ঐ আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি (কা’বায় যাওয়া হতে) হাতীগুলোকে আটকে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ

ঐ আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জেনে রেখ যে, আজ কুরাইশরা আমার কাছে যা কিছু চাবে আমি তাদেরকে তা দিব যদি তা আল্লাহ সুবহানাহুর বিধি-বিধানের আওতার মধ্যে থাকে।

রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীটিকে ভর্ৎসনা করলেন এবং উষ্ট্রীটি তখন উঠে দাঁড়ালো। অতঃপর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করলেন এবং হুদাইবিয়ার দূরতম প্রান্তে পৌঁছে তাঁর উষ্ট্রী থেকে অবতরণ করেন। সেখানে একটি কূপ ছিল যাতে পানি ছিল খুবই সামান্য পরিমান। সাহাবীগণের তা ব্যবহার করার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে তারা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তূণ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং তা ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কি মহিমা! কূপের পানি তখন ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল এবং গতি প্রবাহের সৃষ্টি হল। ফলে সাহাবীগণ তৃপ্তিসহকারে আকণ্ঠ পানি পান করে তাদের তৃষ্ণা মিটালেন।

এমতাবস্থায় বুদাইল ইব্ন ওয়ারকা আল খুযাই তার খুযাআ গোত্রের কিছু লোকসহ সেখানে উপস্থিত হয়। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করত এবং তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন করতনা। তারা ছিল *তিহামা* এলাকার লোক। বুদাইল বলল ঃ আমি কা’ব ইব্ন লুআই এবং আমির ইব্ন লুআইকে পিছনে ফেলে রেখে এসেছি যারা হুদাইবিয়াহর ঐ প্রান্তে অবস্থান করছে যেখানে প্রচুর পানি রয়েছে। তাদের কাছে আরও আছে অনেকগুলি দুধেল উষ্ট্রী। তারা আপনার সাথে লড়াই করতে চায় এবং কা’বা ঘরের তাওয়াফ করায় বাধা দিতে চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

আমরা এখানে কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, উমরাহ করা আমাদের উদ্দেশ্য। সন্দেহ নেই যে, কুরাইশদেরকে যুদ্ধ দুর্বল করে ফেলেছে এবং তাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমরা তাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করতে পারি যে, চুক্তিবদ্ধ সময়ে আমার কিংবা অন্যান্য লোকদের বিষয়ে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে তারা বিরত থাকবে। আমি যদি ঐ সমস্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করি তাহলে কুরাইশদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকবে যে, তারাও চাইলে অন্যান্যদের মত ইসলাম কবূল করবে। আর পরে তারা যুদ্ধ করতে চাইলে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য প্রচুর সময়ও পাবে। কিন্তু যদি তারা শান্তি চুক্তি করতে রাযী না থাকে তাহলে ঐ আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না আমি মারা যাই। কিন্তু (আমি নিশ্চিত যে) আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর দীনকে সমুন্নত রাখবেন।

বুদাইল বলল ঃ আপনি যা বললেন তা আমি তাদেরকে অবহিত করব। সুতরাং সে ঐ স্থান ত্যাগ করল এবং কুরাইশদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে বলল ঃ আমি ঐ ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু কথাও শুনেছি। এখন আমি সেই কথাগুলি তোমাদের কাছে বলতে চাই, যদি তোমরা তা শুনতে আগ্রহী হও। এ কথা শুনে কুরাইশদের কিছু মূর্খ লোক চেঁচামেচি করতে শুরু করল। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর ব্যাপারে কোন তথ্য তাদের জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ছিল তারা বলল ঃ তুমি তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছ তা আমাদেরকে বল। অতঃপর বুদাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছিল তা বিস্তারিত বর্ণনা করল।

উরওয়া ইব্ন মাসউদ দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল ঃ হে লোকসকল! তোমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। সে আবার বলল ঃ আমি কি তোমাদের পিতৃ তুল্য নই? তারা এবারও বলল ঃ হ্যাঁ। সে তখন বলল ঃ তোমরা কি আমাকে অবিশ্বাস কর? তারা বলল ঃ না। সে বলল ঃ তোমাদের কি মনে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমি উকায এলাকাবাসীকে আহ্বান করেছিলাম, কিন্তু তারা তোমাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল। তখন আমি আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং যারা আমাকে মেনে চলত তাদের সবাইকে নিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলাম? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তখন সে বলল ঃ তোমাদের কথা শুনে আমি খুশি হলাম। এবার শোন! ঐ লোকটি তোমাদের কাছে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে তা একটি গ্রহণযোগ্য ও উত্তম প্রস্তাব,

তোমাদের জন্য উচিত হবে এটি গ্রহণ করা এবং তোমরা চাইলে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে পারি। তারা বলল ঃ হ্যাঁ, আপনি তা'ই করুন। তখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার জন্য রওয়ানা দিল।

তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হলে তাঁর কাছ থেকে ঐ জবাবই শুনল যা তিনি বুদাইলকে বলেছিলেন। তখন সে তাঁকে বলল ঃ শুনুন জনাব, দু'টি ব্যাপার রয়েছে, হয়তো আপনি বিজয়ী হবেন এবং তারা (কুরাইশরা) পরাজিত হবে, নয়তো তারাই বিজয়ী হবে এবং আপনি হবেন পরাজিত। যদি প্রথম ব্যাপারটি ঘটে অর্থাৎ আপনি বিজয় লাভ করেন এবং তারা হয় পরাজিত, তাতেই বা কি হবে? তারাতো আপনারই কাওম। আর আপনি কি এটা কখনও শুনেছেন যে, কেহ তার কাওমকে ধ্বংস করেছে? আর যদি দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটে যায় অর্থাৎ আপনি হন পরাজিত এবং তারা হয় বিজয়ী তাহলেতো আমার মনে হয় যে, আজ যে সমস্ত মর্যাদাহীন লোকেরা আপনার পাশে রয়েছে তারা সবাই আপনাকে ছেড়ে পালাবে।

ঐ সময় আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসেছিলেন। তিনি চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলেন ঃ যাও, 'লাত' এর (দেবী) স্তন চুষতে থাক! তুমি কি মনে কর যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে পালাব? উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ এটা আবূ কুহাফার পুত্র। উরওয়া তখন আবূ বাকরকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলল ঃ যদি পূর্বে আমার উপর তোমার অনুগ্রহ না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে এর সমুচিত শিক্ষা দিতাম! এরপর আরও কিছু বলার জন্য উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি স্পর্শ করল। মুগীরা ইব্ন শু'বা সেখানে মাথায় হেলমেট এবং হাতে খোলা তরবারীসহ রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি উরওয়ার এ বেআদবী সহ্য করতে পারলেননা। তার হাতে থাকা তরবারীর বাট দ্বারা তার হাতে আঘাত করে বললেন ঃ তোমার হাত দূরে রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ স্পর্শ করনা। উরওয়া তখন তাঁকে বলল ঃ তুমি বড়ই কর্কশভাষী ও বাঁকা লোক। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন। উরওয়া জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এটা তোমার ভ্রাতুস্পুত্র মুগীরা ইব্ন শু'বা (রাঃ)। উরওয়া তখন মুগীরাকে (রাঃ) বলল ঃ তুমি বিশ্বাসঘাতক।

ঘটনা এই যে, অজ্ঞতার যুগে মুগীরা (রাঃ) কাফিরদের একটি দলের সাথে ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি তাদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের মাল-ধন নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হন এবং ইসলাম কবূল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ তোমার ইসলাম আমি মঞ্জুর করলাম বটে, কিন্তু এই সম্পদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। উরওয়া এখানে এ দৃশ্যও দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থুথু ফেললে কোন না কোন সাহাবী তা হাতে ধরে নেন এবং তা তাদের শরীরে অথবা মুখমন্ডলে মেখে নেন। তাঁর ঠোট নড়া মাত্রই তাঁর আদেশ পালনের জন্য একে অপরের আগে বেড়ে যান। তিনি যখন অযূ করেন তখন অযূর বাকি পানি গ্রহণ করার জন্য সাহাবীগণ কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন। তারা যখন তাঁর সাথে কথা বলেন তখন নিম্ন স্বরে বলেন যে, শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায়না। তাঁকে তারা এমন সম্মান করেন যে, তাঁর চেহারা মুবারকের দিকেও তারা বেশীক্ষণ তাকাননা। বরং অত্যন্ত আদবের সাথে চক্ষু নীচু করে বসে থাকেন। উরওয়া কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে এই অবস্থার কথাই তাদেরকে শুনিয়ে দেয়।

উরওয়া কুরাইশদেরকে আরও বলে ঃ হে কুরায়েশের দল! আমি পারস্য সম্রাট কিসরার (সিজারের) এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি ঐ সম্রাটদেরও ঐরূপ সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি যেরূপ মর্যাদা ও সম্মান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখলাম। তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) তাঁর যে সম্মান করেন এর চেয়ে বেশি সম্মান করা অসম্ভব। আল্লাহর শপথ! যখন তিনি থুথু নিক্ষেপ করেন তখন তা মাটিতে পড়ার আগেই ওটা তারা তাদের হাতে নিয়ে নেয় এবং তা তাদের মুখমন্ডল এবং শরীরে মুছে নেয়। তিনি যদি কোন কিছু আদেশ করেন তাহলে সাথে সাথে তা পালিত হয়। তিনি যখন অযূ করেন অন্যেরা তখন অযূর বাকি পানি নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে। তারা যখন তাঁর সাথে কথা বলে তখন অতি নিচু স্বরে কথা বলে এবং শ্রদ্ধার কারণে তাঁর দিকে কেহ এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকেনা। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রস্তাব মেনে নাও।

কিনানা গোত্রের এক লোক বলল ঃ তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। তারা তাকে অনুমতি দিল। তাকে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন ঃ

সে হল অমুক গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর উটকে সম্মান করে। তোমরা তোমাদের কুরবানীর উটগুলিকে তার সামনে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা

কুরবানীর পশুগুলিকে তার কাছে নিয়ে এলো এবং *'লাব্বাইক'* পাঠ করতে করতে তাকে অভিনন্দন জানালো। এ দৃশ্য দেখে সে বলল ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! এ লোকদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে বাধা দেয়া ঠিক হবেনা। সে তার লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল ঃ আমি তাদের কাছে কুরবানীর উটগুলিকে চিহ্নিত করা এবং মালা পরিধান করানো অবস্থায় দেখেছি। আমি মনে করিনা যে, তাদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে বাধা দিতে উপদেশ দেয়া কারও জন্য উচিত হবে। অন্য এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে অনুমতি চাইল। তার নাম ছিল মিকরায। তাকে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে বললেন ঃ

ঐ দেখ, কলুষিত ও পাপাচারী মিকরায আসছে। তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলছিলেন তখন সুহাইল ইব্ন আমর সেখানে উপস্থিত হয়।

মা'মার (রহঃ) বলেন ঃ আইউব (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, সুহাইল ইব্ন আমর সেখানে উপস্থিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখন তোমাদের ব্যাপারটি সহজ হবে।

মা'মার (রহঃ) বলেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ সুহাইল ইব্ন আমর এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ আসুন, আমরা একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্ন আবী তালিবকে (রাঃ) ডেকে পাঠান এবং তাকে বললেন ঃ লিখ আল্লাহর নামে যিনি রাহমান এবং যিনি রাহীম (**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـــٰنِ الرَّحِيمِ**) সুহাইল ইব্ন আমর বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা জানিনা, আর রাহমান বলতে কি বুঝাচ্ছেন। বরং পূর্বে যেমন আপনারা লিখতেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার নামে - অনুরূপ লিখুন। তখন মুসলিমরা বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! বিসমিল্লাহ ছাড়া আমরা অন্য কিছু লিখবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ লিখ, হে আল্লাহ! তোমার নামে (**بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ**) অতঃপর তিনি লিখতে বললেন ঃ এই শান্তি চুক্তি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। (**هَـٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**)

সুহাইল বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে

জানতাম তাহলে নিশ্চয়ই কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে আপনাকে বাধা দিতামনা এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতামনা। সুতরাং লিখুন আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল যদিও তোমার লোকেরা আমাকে রাসূল বলে বিশ্বাস করেনা, লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।

এরপর যুহরী (রহঃ) আরও বলেন ঃ এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেয়া শর্তগুলি মেনে নিলেন, যেহেতু তিনি আগেই বলেছিলেন যে, তিনি তাদের সমস্ত শর্তই মেনে নিবেন যদি তা আল্লাহ প্রদত্ত দীনের বিধি-বিধানের বাইরে না হয়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলকে বললেন ঃ

তোমাদের সাথে এই শর্ত থাকল যে, তোমরা আমাদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে দিবে। সুহাইল বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা এখন তা হতে দিতে পারিনা। তাহলে আরাবরা মনে করবে যে, আমরা আপনাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছি। তবে আগামী বছর আপনাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা'ই লিখতে বললেন। অতঃপর সুহাইল বলল ঃ এই শর্তের ভিতর আরও যোগ করতে হবে যে, আমাদের কাছ থেকে যদি কেহ আপনাদের কাছে চলে যায় তাহলে আপনারা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন, তা সে যদি আপনাদের ধর্ম কবূল করে তবুও। এ কথায় মুসলিমগণ প্রতিবাদ করলেন। তারা বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! কোন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর কি করে তাকে কাফিরদের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে? তাদের এই কথোপকথনের মাঝে সুহাইলের ছেলে আবূ জানদাল ইব্ন সুহাইল ইব্ন আমর (রাঃ) পায়ে শিকলের বেড়ি পড়া অবস্থায় অনেক কষ্টে মুসলিমদের কাছে পৌঁছে মাটিতে পড়ে গেলেন। সুহাইল তখন বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথে শান্তি চুক্তির এটাই হল প্রধান শর্ত। সুতরাং আবূ জানদালকে (রাঃ) আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

এখনওতো শান্তি চুক্তি সম্পাদন চূড়ান্ত হয়নি। সুহাইল বলল ঃ আল্লাহর শপথ! তাহলে আমরা আপনার সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলকে বললেন ঃ তুমি তাকে আমাকে দিয়ে দাও। এর উত্তরে সুহাইল বলল ঃ আমি কখনও তাকে আপনার কাছে রেখে যাবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ হ্যাঁ তুমি অবশ্যই তাকে রেখে যাবে। সুহাইল বলল ঃ কখনও না। মিকরায বলল ঃ আমরা আপনার কাছে তার

থাকার অনুমতি দিব। আবূ জানদাল (রাঃ) বললেন ঃ হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি মুসলিম হয়ে তোমাদের কাছে চলে আসার পরেও তোমরা কি আমাকে কাফিরদের হাতে তুলে দিবে? তোমরা কি দেখছনা যে, কিভাবে আমার প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে? আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি ঈমান আনার কারণে আবূ জানদালকে (রাঃ) কঠিন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম ঃ আপনি কি সত্যি আল্লাহর রাসূল নন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমাদের দাবী কি সঠিক নয় এবং কাফিরদের দাবী কি অসত্য নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উমার (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে আমরা কেন ধর্ম বিষয়ে আপোষ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাঁর আদেশ অমান্য করিনা, তিনি আমাকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। উমার (রাঃ) বললেন ঃ আপনি কি বলেননি যে, আমরা কা'বা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি আপনাদেরকে এ কথা বলেছি যে, এ বছরই কা'বা ঘরের তাওয়াফ করব? উমার (রাঃ) বললেন ঃ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সুতরাং জেনে রাখুন, আপনারা কা'বার যিয়ারাত করবেন এবং তাওয়াফও করবেন।

উমার (রাঃ) বললেন ঃ অতঃপর আমি আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে যাই এবং তাকে বলি ঃ হে আবূ বাকর! তিনি কি সত্যি আল্লাহর রাসূল নন? আবূ বাকর (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমাদের দাবী কি মহৎ নয় এবং কাফিরদের দাবী কি মিথ্যা নয়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে কাফিরদের কাছে নতি স্বীকার করব? তিনি বললেন ঃ ওহে উমার! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করেননা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে জয়যুক্ত করবেন। অতএব তাঁর কথা মেনে চলুন। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সঠিক পথে আছেন। উমার (রাঃ) তাকে আরও বললেন ঃ তিনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা কা'বা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব? আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ বলেছিলেন, তবে তিনি কি এ কথা বলেছিলেন যে, এ বছরই আপনারা কা'বা ঘরের তাওয়াফ করবেন? উমার (রাঃ) বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ আপনারা কা'বা ঘরে যেতে পারবেন এবং তাওয়াফও করবেন।

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ তাদেরকে বার বার প্রশ্ন করার কারণে আমি আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাবার উদ্দেশে অনেক ভাল কাজ করতে থেকেছি।

শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা উঠ, তোমাদের কাছে থাকা পশু কুরবানী কর এবং তোমাদের মাথা মুন্ডন কর। আল্লাহর শপথ! তারা কেহই উঠে দাঁড়ালেননা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা তিনবার বললেন।

কিন্তু তাদের কেহই উঠে দাঁড়ালেননা। তখন তিনি তাদেরকে ওখানে রেখে উম্মে সালামাহর (রাঃ) কাছে চলে গেলেন এবং তাকে তাঁর প্রতি সাহাবীগণের আচরণের কথা ব্যক্ত করলেন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি তাদের দ্বারা আপনার আদেশ পালন করাতে চান? তাহলে তাদের কেহকে কিছু না বলে আপনি আপনার কুরবানীর পশু যবাহ করুন এবং নাপিত ডেকে আপনার মাথা মুন্ডন করতে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গেলেন এবং কেহকে কিছু না বলে উম্মে সালামাহর (রাঃ) পরামর্শ অনুযায়ী পশু কুরবানী করলেন এবং মাথা মুন্ডন করালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের পশু কুরবানী করলেন এবং একজনের পর একজন মাথা মুন্ডন করতে থাকলেন। তাদের অবস্থা শোকে/দুঃখে এমন বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল যে, তারা একজন যেন অপরজনকে হত্যা করে ফেলবে। ঐ সময় কিছু মু'মিনা নারী ওখানে আগমন করেন যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিওনা। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা

মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিরেরা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবেনা, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ১০)

তখন উমার (রাঃ) তার দু'জন স্ত্রীকে তালাক দেন যারা ছিল কাফির। পরে তাদের একজনকে মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রাঃ) বিয়ে করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখান হতে প্রস্থান করে মাদীনায় চলে আসেন। আবূ বাসীর (রাঃ) নামক একজন কুরাইশী, যিনি মুসলিম ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি মাক্কা হতে পলায়ন করে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে যান। এর পরপরই দু'জন কাফির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং আরয করে ঃ চুক্তি অনুযায়ী এ লোকটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন। আমরা কুরাইশদের প্রেরিত দূত। আবূ বাসীরকে (রাঃ) ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমরা এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং তিনি আবূ বাসীরকে (রাঃ) তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। তারা দু'জন তাঁকে নিয়ে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করল। যখন তারা যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছল তখন তাদের সাথে থাকা কিছু খেজুর খাওয়ার জন্য তারা সওয়ারী হতে অবতরণ করে। আবূ বাসীর (রাঃ) তাদের একজনকে বললেন ঃ তোমার তরবারীখানা খুবই উত্তম। উত্তরে লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ, উত্তমতো বটেই। ভাল লোহা দ্বারা এটা তৈরী। আমি বারবার এটাকে পরীক্ষা করেছি। এর ধার খুবই তীক্ষ্ণ। আবূ বাসীর (রাঃ) তাকে বললেন ঃ আমাকে ওটা একটু দাও তো, ওর ধার পরীক্ষা করে দেখি। সে তখন তরবারীটা আবূ বাসীরের (রাঃ) হাতে দিল। হাতে নেয়া মাত্রই তিনি ঐ কাফিরকে হত্যা করে ফেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে দৌড় দিল এবং একেবারে মাদীনার মাসজিদে পৌঁছে নিশ্বাস ছাড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখেই বললেন ঃ

লোকটি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত্র অবস্থায় রয়েছে। সে ভয়াবহ কোন দৃশ্য দেখেছে। ইতোমধ্যে সে কাছে এসে পড়ল এবং বলতে লাগল ঃ আল্লাহর শপথ! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমিও প্রায় নিহত হতে চলেছিলাম। দেখুন, ঐ যে সে আসছে। আবূ বাসীরকে (রাঃ) দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তার মা ধ্বংস হোক। যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন যোগানোর জন্য

সে কত বড় সাংঘাতিক কাজ করেছে।

আবূ বাসীর (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাকে ঐ কুরাইশ কাফিরের হাতেই তুলে দিবেন। তাই তিনি মাদীনা হতে বিদায় হয়ে গেলেন এবং দ্রুত পায়ে সমুদ্রের তীরের দিকে চললেন। সমুদ্রের তীরেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। এ খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আবূ জানদাল (রাঃ), যাকে এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া হতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সুযোগ পেয়ে মাক্কা হতে পালিয়ে আসেন এবং সরাসরি আবূ বাসীরের (রাঃ) নিকট চলে যান। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে যে কেহই ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনিই সরাসরি আবূ বাসীরের (রাঃ) কাছে চলে আসতেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের একটি দল হয়ে যায়। তখন তারা এ কাজ শুরু করেন যে, কুরাইশদের যে বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার দিকে আসত, এ দলটি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিতেন। ফলে তাদের কেহ কেহ নিহতও হত এবং তাদের মালধন এই মুহাজির মুসলিমদের হাতে আসত। শেষ পর্যন্ত মাক্কার কুরাইশরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে দেয়। তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দয়া করে সমুদ্রের তীরবর্তী ঐ লোকদেরকে মাদীনায় ডাকিয়ে নিন। আমরা তাদের দ্বারা খুবই উৎপীড়িত হচ্ছি। তাদের মধ্যে যে কেহ আপনার কাছে আসবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি। আমরা আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং তাদের আপনার নিকট ডাকিয়ে নিতে অনুরোধ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং ঐ মুহাজির মুসলিমদের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে ডাকিয়ে নিলেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিম্নের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ ... حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর

জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা।

মুশরিক কুরাইশদের অজ্ঞতা যুগের অহমিকা এই ছিল যে, তারা সন্ধিপত্রে *'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'* লিখতে দেয়নি এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে *'রাসূলুল্লাহ'* লিখার সময়েও প্রতিবাদ করেছিল এবং তাঁকে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত করতে দেয়নি। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮)

ইহা হল ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণনা যা তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১), উমরাত আল হুদাইবিয়াহ (ফাতহুল বারী ৭/৫১৮) এবং হাজ্জ ও অন্যান্য বিষয় (ফাতহুল বারী ৩/৬৩৪) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্ত্বা যাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। আমাদের সমস্ত নির্ভরশীলতা তাঁরই উপর। তিনি ছাড়া কোন কিছু করার ক্ষমতা আর কারও নেই। তিনি মহাজ্ঞানী এবং পরাক্রমশালী।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, হাবীব ইব্ন আবি সাবিত (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়াইলের (রাঃ) নিকট গেলাম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশে। তিনি বলেন, আমরা সিফফীনে ছিলাম। একটি লোক বললেন ঃ তোমরা কি ঐ লোকদেরকে দেখনি যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়? আলী ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন সাহল ইব্ন হুনাইফ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে কি সন্দিগ্ধ ছিলে? আমরা নিজেদেরকে হুদাইবিয়ার দিন দেখেছি অর্থাৎ ঐ সন্ধির সময় যা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুশরিকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যদি আমাদের যুদ্ধ করার সুযোগ থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম। অতঃপর উমার (রাঃ) এসে বললেন ঃ আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়? আমাদের শহীদরা জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) তখন বললেন ঃ তাহলে কেন আমরা দীনের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করব এবং ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে কোন ফাইসালা করেননি?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি কখনও আমাকে বিফল মনোরথ করবেননা। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) ফিরে এলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত।

উমার (রাঃ) অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ হে আবূ বাকর! আমরা কি সত্যের জন্য লড়ছিনা এবং কাফিরেরা কি অসত্যের জন্য লড়াই করছেনা? আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ হে ইবনুল খাত্তাব! তিনিতো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ কখনও তাঁকে ত্যাগ করবেননা। এরপর সূরা ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ বিষয়টি তার গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তারা আবূ ওয়াইল সুফিয়ান ইব্ন সালামাহ (রাঃ) থেকে, তিনি সাহল ইব্ন হুনাইফ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাদের কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে ঃ হে লোকসকল! শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে তোমরা কেহকে দোষী সাব্যস্ত করনা। আবূ জানদালের (রাঃ) ব্যাপারে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার সুযোগ থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অমান্য করতাম। অন্য বর্ণনায় আছে যে, সূরা ফাত্হ নাযিল হওয়ার পর উমারকে (রাঃ) ডেকে এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার সময় সুহাইল ইব্ন আমরও তাদের সাথে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) বললেন ঃ লিখ ঐ আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়।

সুহাইল বলল ঃ আমরা এর অর্থ বুঝিনা। বরং আমরা যা জানি তা লিখুন ঃ হে আল্লাহ! তোমার নামে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ লিখ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। তখন সুহাইল বলল ঃ আমরা যদি আপনাকে রাসূল বলে জানতাম তাহলেতো আপনাকেই আমরা অনুসরণ করতাম। বরং লিখুন আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করা চুক্তিতে এই শর্তও যুক্ত করতে চাইল

যে, যদি মুসলিমদের কেহ কাফিরদের কাছে ফিরে যায় তাহলে তারা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেনা। কিন্তু কাফিরদের কেহ যদি মুসলিমদের কাছে চলে যায় তাহলে তারা তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত দিবে। আলী (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই শর্তে কি আমাদের সম্মত হওয়া উচিত? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হ্যাঁ, অবশ্যই। যারা আমাদের দীন ইসলাম ত্যাগ করে তাদের কাছে চলে যাবে আল্লাহ যেন তাঁর রাহমাত থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম ৩/১৪১১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন হারুরিয়ারা বিদ্রোহ ঘোষনা করল এবং তাদের দলভুক্ত লোকদের নিয়ে ভিন্ন তাবু স্থাপন করল তখন আমি তাদেরকে বললাম ঃ হুদাইবিয়াহর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত হন তখন তিনি আলীকে (রাঃ) বলেন ঃ

হে আলী! তুমি লিখ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই শর্তসমূহে রাযী থাকলেন। তখন মূর্তি পূজক মুশরিকরা বলল ঃ আমরা যদি আপনাকে রাসূল রূপেই জানতাম তাহলেতো আপনার সাথে যুদ্ধ করতামনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হে আলী! তুমি ঐ লিখা মুছে ফেল। হে আল্লাহ! তুমিতো জান যে, আমি তোমার রাসূল। হে আলী, তুমি ইহা মুছে ফেল এবং এর পরিবর্তে লিখ ঃ ইহা হল শান্তি চুক্তির শর্তসমূহ যাতে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সম্মত আছেন।

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী থেকে উত্তম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঐ লিখা মুছে ফেলেন। আর এর অর্থ এই নয় যে, সত্যিকারভাবে তাঁর ব্যাপারে রাসূল নামের পদবী/দায়িত্ব মুছে ফেলা হল কিংবা বাতিল হয়ে গেল। এ ব্যাপারে আমি কি যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করিনি? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ। (আহমাদ ১/৩৪২, আবূ দাঊদ ৩/৩১৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হুদাইবিয়াহর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০টি উট কুরবানী করেন। ঐগুলির ভিতর একটি উষ্ট্রীর মালিক ছিল আবূ জাহল। যখন ঐ উষ্ট্রীটিকে যবাহখানা থেকে বের হয়ে আসতে বাধা দেয়া হচ্ছিল তখন ওটি এমন শব্দ করে কাঁদছিল যেমনভাবে সে তার বাচ্চাদের দেখে ডাকাডাকি করত। (আহমাদ ১/৩১৪)

২৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে - কেহ কেহ মাথা মুন্ডন করবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করবে; তোমাদের কোন ভয় থাকবেনা। আল্লাহ জানেন, তোমরা যা জাননা। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।	٢٧. لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا
২৮। তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।	٢٨. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সাঃ) অন্তঃদৃষ্টিতে যা দেখিয়েছিলেন তা পূরণ করেছেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মাক্কা গিয়েছেন এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। তাঁর এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত তিনি মাদীনায় স্বীয় সাহাবীগণের (রাঃ) সামনে বর্ণনা করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর যখন তিনি উমরাহর উদ্দেশে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন তখন এই স্বপ্নের

ভিত্তিতে সাহাবীগণের এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সফরে তারা সফলতার সাথে এই স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে দেখতে পাবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন তারা উল্টা ব্যাপার লক্ষ্য করেন এমনকি সন্ধিপত্র সম্পাদন করে তাদেরকে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত ছাড়াই ফিরে আসতে হয় তখন এটা তাদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিতো আমাদেরকে বলেছিলেন ঃ আমরা বাইতুল্লাহয় যাব ও তাওয়াফ করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, এটা সঠিক কথাই বটে, কিন্তু আমিতো এ কথা বলিনি যে, এই বছরই এটা করব? উমার (রাঃ) জবাব দেন ঃ হ্যাঁ আপনি এ কথা বলেননি এটা সত্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ তাহলে এত তাড়াহুড়া কেন? আপনারা অবশ্যই বাইতুল্লাহয় যাবেন এবং তাওয়াফও অবশ্যই করবেন। অতঃপর উমার (রাঃ) আবূ বাকরকে (রাঃ) একই প্রশ্ন করলেন এবং ঐ একই উত্তর পেলেন। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ *নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে।*

এখানে **إِن شَاء اللَّهُ** শব্দটি ইসতিসনা বা এর ব্যতিক্রমও হতে পারে এ জন্য নয়, বরং এখানে এটা নিশ্চয়তা এবং গুরুত্বের জন্য।

آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ এই বারাকাতময় স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে সাহাবীগণ (রাঃ) দেখেছেন এবং পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে মাক্কায় পৌঁছেছেন এবং ইহরাম ত্যাগ করে কেহ কেহ মাথা মুণ্ডন করিয়েছেন এবং কেহ কেহ চুল কাটান। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর দয়া করুন। সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ চুল কর্তনকারীদের উপরও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বারও ঐ কথাই বললেন। আবার জনগণ ঐ প্রশ্নই করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয়বারও ঐ কথাই বললেন। অবশেষে তৃতীয়বার বা চতুর্থবারে তিনি বললেন ঃ চুল-কর্তনকারীদের উপরও আল্লাহ দয়া করুন। (ফাতহুল বারী ৩/৬৫৬, মুসলিম ২/৯৪৬)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ لَا تَخَافُونَ তোমাদের কোন ভয় থাকবেনা। অর্থাৎ মাক্কায় যাওয়ার পথেও তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে এবং মাক্কায় অবস্থানও হবে তোমাদের জন্য নিরাপদ। এটাই হয়েছিল। এই উমরাহ সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া হতে যিলকাদ মাসে ফিরে এসেছিলেন। যিলহাজ্জ ও মুহাররাম মাসে মাদীনায়ই অবস্থান করেন। সফর মাসে খাইবার অভিযানে বের হন। ওর কিছু অংশ বিজিত হয় যুদ্ধের মাধ্যমে এবং কিছু অংশের উপর আধিপত্য লাভ করা হয় সন্ধির মাধ্যমে। এটা খুব বড় অঞ্চল ছিল। এতে বহু খেজুরের বাগান ও শস্য ক্ষেত্র ছিল। খাইবারের (পরাজিত) ইয়াহুদীদেরকে তিনি সেখানে খাদেম হিসাবে রেখে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের সম্পদ শুধু ঐ সব সাহাবীর মধ্যে বন্টন করেন যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাড়া আর কেহই এর অংশ প্রাপ্ত হননি। তবে তারা এর ব্যতিক্রম ছিলেন যারা হাবশে (ইথিওপিয়ায়) হিজরাত করার পর সেখান হতে ফিরে এসেছিলেন। যেমন জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা এবং আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা। আবূ মূসা (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যেসব সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই তাঁর সাথে খাইবার যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। তবে ইব্ন যায়িদের (রহঃ) মতে, শুধু আবূ দুজানাহ সিমাক ইব্ন খারাশাহ (রাঃ) শরীক ছিলেননা, যেমন এর পূর্ণ বর্ণনা স্বস্থানে রয়েছে। (তাবারী ২২/২৫৯)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় ফিরে আসেন। তারপর সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে উমরাহর উদ্দেশে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সাথে হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণও ছিলেন। যুল হুলাইফা হতে ইহরাম বাঁধেন এবং কুরবানীর উটগুলো সাথে নেন। বলা হয়েছে যে, ওগুলোর সংখ্যা ছিল ষাট। তাঁরা *‘লাব্বাইক’* শব্দ উচ্চারণ করতে করতে যখন মারর্ আয যাহরানের নিকটবর্তী হলেন তখন মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহকে (রাঃ) কিছু ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ আগে আগে পাঠিয়েছিলেন। এ দেখে মুশরিকদের প্রাণ উড়ে গেল, কলিজা শুকিয়ে গেল। তাদের ধারণা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামসহ এসেছেন। অবশ্যই তিনি এসেছেন যুদ্ধ করার উদ্দেশে। ‘উভয় দলের মধ্যে দশ বছর কোন যুদ্ধ হবেনা’ এই যে একটি শর্ত ছিল তিনি তা ভঙ্গ করেছেন। তাই তারা মাক্কায় দৌড়ে গিয়ে মাক্কাবাসীকে এ খবর দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারর্ আয যাহরানে পৌঁছেন যেখান হতে কা'বা ঘরের চারিদিকে মূর্তিগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন তিনি শর্ত অনুযায়ী সমস্ত বর্শা, বল্লম, তীর, কামান *বাতনে ইয়াজাজে* পাঠিয়ে দেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শুধু তরবারী সঙ্গে রাখেন এবং ওটাও কোষবদ্ধ থাকে। তখনও তিনি পথেই ছিলেন, ইতোমধ্যে মুশরিকরা মিকরাযকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে এসে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! চুক্তি ভঙ্গ করাতো আপনার অভ্যাস নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ ব্যাপার কি? সে উত্তরে বলল ঃ আপনি তীর, বর্শা ইত্যাদি সাথে এনেছেন? তিনি জবাব দেন ঃ না, আমিতো ওগুলো *বাতনে ইয়াজাজে* পাঠিয়ে দিয়েছি? সে তখন বলল ঃ আপনি যে একজন সৎ ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী ব্যক্তি এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অতঃপর মাক্কার মুশরিক কুরাইশরা মাক্কা শহর ছেড়ে চলে গেল। তারা দুঃখে ও ক্রোধে ফেটে পড়ল। আজ তারা মাক্কা শহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গকে দেখতে চায়না। যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু মাক্কায় রয়ে গেল তারা পথে, প্রকোষ্ঠে এবং ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এই পবিত্র, অকৃত্রিম ও আল্লাহ ভক্ত সেনাবাহিনীর দিকে তাকাতে থাকল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) 'লাব্বাইক' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে শহরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর পশুগুলোকে যু-তুওয়া নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে চলছিলেন, যার উপর তিনি হুদাইবিয়ার দিন আরোহণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ছিলেন এবং নিম্নের কবিতাটি পাঠ করছিলেন ঃ

তাঁর নামে, যাঁর দীন ছাড়া কোন দীন নেই। (অর্থাৎ অন্য কোন দীন গ্রহণযোগ্য নয়) তাঁর নামে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর রাসূল। হে কাফিরদের সন্তানেরা! তোমরা তাঁর পথ হতে সরে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা দূর কর। আজ আমরা তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তোমাদেরকে ঐ মারই মারব যে মার তাঁর আগমনের সময় মেরেছিলাম। এমন মার (প্রহার) যা মস্তিষ্ককে ওর ঠিকানা হতে সরিয়ে দিবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দিবে। করুণাময় (আল্লাহ) স্বীয় অহী অবতীর্ণ করেছেন যা ঐ সহীফাগুলির মধ্যে রক্ষিত রয়েছে যা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পঠিত হয়। সর্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্যু হল শাহাদাতের মৃত্যু যা তাঁর পথে হয়। হে আমার রাব্ব! আমি এই

কথার উপর ঈমান এনেছি। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এই উমরাহর সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা পৌঁছেন তখন সাহাবীগণ (রাঃ) শুনতে পান যে, মাক্কাবাসী বলছে ঃ লোকগুলি (সাহাবীগণ) ক্ষীণতা ও দুর্বলতার কারণে উঠা-বসা করতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীবর্গসহ মাক্কায় এলেন এবং সরাসরি বাইতুল্লাহয় গেলেন। কুরাইশরা হিজরের দিকে বসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন ঃ জনগণ যেন তোমাদের মধ্যে অলসতা ও দুর্বলতা অনুভব করতে না পারে। তিনি রুক্নকে চুম্বন করে দৌড়ের মত করে তাওয়াফ শুরু করলেন। রুকনে ইয়ামানীর নিকট যখন পৌঁছলেন, যেখানে কুরাইশদের দৃষ্টি পড়ছিলনা, তখন সেখান হতে ধীরে ধীরে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছলেন। তিনবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে হালকা দৌড়ে হাজরে আসওয়াদ হতে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত চলতে থাকলেন। তিন চক্র এভাবেই দিলেন।

তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেন যে, কা'বা ঘরের দুই কোনার মাঝের জায়গাটুকু তারা স্বাভাবিক কদমে হাটবে। কারণ মূর্তি পূজকরা যেখানে বসে তাদেরকে অবলোকন করছিল সেখান থেকে তাদেরকে ঐ জায়গাটুকুতে দেখা যাচ্ছিলনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়ার কারণেই তাওয়াফের প্রতিটি চক্করেই রমল করতে আদেশ করেননি। মূর্তি পূজকরা মন্তব্য করল, এরাই কি ঐ লোক যাদের ব্যাপারে তোমরা দাবী করেছিলে যে, জ্বরের কারণে তারা দুর্বল হয়ে গেছে? এখনতো দেখছি তারা অমুক অমুকের চেয়েও শক্তিশালী। (আহমাদ ১/২৯৪, ফাতহুল বারী ৭/৫৮১, মুসলিম ২/৯২৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, প্রথম দিকে মাদীনার আবহাওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়েছিল। জ্বরের কারণে তাঁরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ যিলকাদ মাসের চার তারিখ মাক্কায় পৌঁছেন তখন মুশরিকরা বলে ঃ এই যে লোকগুলো আসছে, এদেরকে মাদীনার জ্বর দুর্বল ও অলস করে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের এই উক্তির খবর অবহিত করেন। মুশরিকরা হাতীমের নিকট বসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে (রাঃ) নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন হাজরে আসওয়াদ

থেকে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে দুলকী চালে দৌড়ে চলেন এবং রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ সাত চক্রেই রমল বা দুলকী দৌড়ের নির্দেশ দেননি। এটা শুধু তাদের প্রতি তাঁর দয়ার কারণেই ছিল। (ফাতহুল বারী ৩/৫৪৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাথে শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উমরাহ পালন করতে আসেন তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলেন ঃ তাওয়াফ করার সময় তোমরা *'রমল'* করবে যাতে কাফিরেরা বুঝতে পারে যে, তোমরা শক্তিহীন নও। তাদের তাওয়াফ করার সময় কাফিরেরা *'কাওয়াকিয়ান'* এলাকায় বসে মুসলিমদের তাওয়াফকে পর্যবেক্ষণ করছিল। *কাওয়াকিয়ান* হল একটি ছোট্ট পর্বত যা কা'বার হিজরের কাছে অবস্থিত ছিল। (ফাতহুল বারী ৭/৫৮১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ীও করলেন, এ উদ্দেশে যে কাফিরেরা দেখুক যে মুসলিমরা শক্তিহীন নয়। (ফাতহুল বারী ৭/৫৮১)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহর উদ্দেশে বের হন, কিন্তু কাফির কুরাইশরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাঁকে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করতে দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই কুরবানী করেন অর্থাৎ হুদাইবিয়ায়ই কুরবানী দেন এবং মাথা মুণ্ডন করিয়ে নেন। আর তাদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, তিনি এই বছর উমরাহ না করেই ফিরে যাবেন এবং এর পরের বছর উমরাহ করার জন্য আসবেন। ঐ সময় তিনি তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে আনতে পারবেননা এবং মাক্কায় তিনি ঐ কয়দিন অবস্থান করবেন যা মাক্কাবাসী চাইবে। ঐ শর্ত অনুযায়ী পরের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐভাবেই মাক্কায় আসেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন। তারপর মুশরিকরা বলে ঃ এখন আপনি বিদায় গ্রহণ করুন! সুতরাং তিনি ফিরে এলেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫৭১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا আল্লাহ জানেন তোমরা যা জাননা। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। অর্থাৎ এই সন্ধির মধ্যে যে যৌক্তিকতা রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, তোমরা জাননা। এরই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এই বছর মাক্কা যেতে দেয়া হলনা,

বরং আগামী বছর যেতে দিবেন। আর এই যাওয়ার পূর্বেই যার ওয়াদা স্বপ্নের আকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছিল, তোমাদেরকে সেই আসন্ন বিজয় দান করা হল। আর ঐ বিজয় হল সন্ধি যা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে হয়ে গেল।

মুসলিমদের জন্য সুখবর, তারা শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব জয় করবে

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ এরপর আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই শত্রুদের উপর এবং সমস্ত শত্রুর উপর বিজয় দান করবেন। এ জন্যই তাঁকে তিনি পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। শারীয়াতে এ দু’টি জিনিসই থাকে, অর্থাৎ ইল্ম ও আমল। সুতরাং শারঈ ইল্মই সঠিক ও বিশুদ্ধ ইল্ম এবং শারঈ আমলই হল গ্রহণযোগ্য আমল। সুতরাং শারীয়াতের খবরগুলি সত্য এবং হুকুমগুলি ন্যায়সঙ্গত।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا আল্লাহ তা‘আলা এটাই চান যে, সারা দুনিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে ও মুশরিকদের মধ্যে দীন নামে যত কিছু রয়েছে সবগুলোর উপরই স্বীয় দীনকে জয়যুক্ত করবেন। এ কথার উপর আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। এসব ব্যাপারে মহিমাময় আল্লাহ তা‘আলারই উত্তম জ্ঞান রয়েছে।

٢٩. مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ

২৯। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সাজদাহয় অবনত দেখবে। তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন

ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا.	**থাকবে, তাওরাতে তার বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ওটা শক্ত পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের।**

মু'মিনের গুণাগুণ এবং তাদের শুদ্ধিতা

এই مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ আয়াতের প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষণ ও গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তারপর তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারী এবং মুসলিমদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৪) প্রত্যেক মু'মিনেরই এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত যে, সে মু'মিনদের সামনে বিনয় প্রকাশ করবে এবং কাফিরদের সামনে হবে কঠোর।

কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً

হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ও নম্রতার ব্যাপারে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যদি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সারা দেহ জ্বর অনুভব করে ও অস্থির থাকে এবং নিদ্রা হারিয়ে যায় ও জেগে থাকতে হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীর বা দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় ও শক্ত করে। তারপর তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৯)

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের সাওয়াব বৃদ্ধিকারী বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেন আন্তরিকতার সাথে এবং এর দ্বারা তারা কামনা করেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। তারা তাদের সৎ কাজের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকটই যাঞ্ছা করেন এবং তা হল সুখময় জান্নাত। মহান আল্লাহ তাদেরকে অশেষ নি'আমাতে পূর্ণ এই জান্নাত দান করবেন এবং সাথে সাথে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্টও থাকবেন। এটাই খুব বড় প্রাপ্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭২)

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ *তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন থাকবে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চেহারায় সাজদাহর চিহ্ন দ্বারা সচ্চরিত্র উদ্দেশ্য। (তাবারী ২২/২৬৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল বিনয় ও নম্রতা। (তাবারী ২২/২৬৩)

কোন কোন মনীষীর উক্তি আছে যে, সাওয়াবের কারণে অন্তরে নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি হয়, চেহারায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, জীবিকার পথ প্রশস্ত হয় এবং মানুষের

অন্তরে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়।

আমিরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) বলেন ঃ যারা তাদের কৃত কোন কিছু গোপন করে, হয় আল্লাহ তাদের সম্মুখে তা প্রকাশ করে দেন যে, তারা কি করেছে অথবা কোন এক ক্ষণে হঠাৎ করে কৃতকারীদের মুখ দিয়েই সেই গোপন কথাটি বের হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ভাল পন্থা, উত্তম চরিত্র এবং মধ্যম পথ অবলম্বন নাবুওয়াতের পঁচিশটি অংশের মধ্যে একটি অংশ। (আহমাদ ১/২৯৬, আবূ দাঊদ ৫/১৩৬)

মোট কথা, সাহাবীগণের (রাঃ) অন্তর ছিল কলুষমুক্ত এবং আমলও ছিল উত্তম। সুতরাং যার দৃষ্টি তাদের পবিত্র চেহারার উপর পড়ত, সে তাঁদের পবিত্রতা অনুভব করতে পারত এবং সে তাদের চাল-চলনে ও মধুর আচরণে খুশি হত।

মালিক (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, যখন সাহাবীগণ সিরিয়া জয় করেন তখন সেখানকার খৃষ্টানরা তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে ঃ আল্লাহর শপথ! এরাতো ঈসার (আঃ) হাওয়ারীগণ হতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম! প্রকৃতপক্ষে তাদের এ উক্তিটি অতি সত্য। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এই উম্মাতের ফাযীলাত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এই উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ (রাঃ)। এদের বর্ণনা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং পূর্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বিদ্যমান আছে।

এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন যে, **ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ** তাওরাতে তাদের বর্ণনা এই রূপই এবং ইঞ্জীলেও। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। অনুরূপভাবে সাহাবীগণও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী ছিলেন। তারা তাঁর সাথেই সম্পর্ক রাখতেন যেমন চারাগাছের সম্পর্ক থাকে ক্ষেতের সাথে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্ত

জ্বালা সৃষ্টি করেন।

এই আয়াতটির উপর ব্যাখ্যা করে ইমাম মালিক (রহঃ) এই আয়াতটি রাফেযী সম্প্রদায়ের কুফরীর উপর দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কেননা তারা সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আর যারা সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তারা কাফির। এই মাসআলায় উলামার একটি দল ইমাম মালিকের (রহঃ) সাথে রয়েছেন। সাহাবীগণের ফাযীলাত এবং তাদের পদস্খলন সম্পর্কে কটুক্তি করা হতে বিরত থাকা সম্পর্কীয় বহু হাদীস এসেছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়? এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কার অর্থাৎ উত্তম জীবিকা, প্রচুর সাওয়াব এবং বড় বিনিময় প্রদান করবেন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল। এটা কখনও পরিবর্তন হবেনা এবং এর ব্যতিক্রম হবেনা। সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণকারীদের জন্যও এ অঙ্গীকার সাব্যস্ত আছে। কিন্তু তাদের যে মর্যাদা ও ফাযীলাত রয়েছে তা এই উম্মাতের অন্য কারও নেই। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন। আর জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাদের আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল করুন! আর তিনি করেছেনও তাই।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) গালি দিওনা ও মন্দ বলনা। যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও স্বর্ণ খরচ করে (অর্থাৎ দান করে) তবুও তাদের কারও এক মুদ্দ (০.৬৭ কেজি) এমনকি অর্ধ মুদ্দ পরিমাণ শস্য দান করার সমান সাওয়াবও সে লাভ করতে পারবেনা। (অর্থাৎ তাদের কেহ এ পরিমাণ শস্য দান করে যে সাওয়াব পেয়েছেন, তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা দান করেও ঐ সাওয়াব লাভ করতে পারবেনা) (মুসলিম ৪/১৯৬৭)

সূরা ফাত্হ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

VOLUME - 17

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্ন কাসীর

সপ্তদশ খন্ড

(সূরা ৪৯ ঃ হুজুরাত থেকে সূরা ৭৭ ঃ মুরসালাত)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা 'আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা'দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু'মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)
২৪। সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ১৮)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও ‘আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত ‘তাফসীর ইব্‌ন কাসীর’ আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন ‘ফাইসন্স’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন ‘তাফসীর মাজলিস’ এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

সূরা ৪৯ ঃ হুজুরাত, মাদানী ٤٩ – سورة الحجرات، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১৮, রুকূ ২) (اٰيَاتُهَا : ١٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	১। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রনী হয়োনা এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَـٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ	২। হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করনা এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেই রূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলনা; কারণ এতে তোমাদের কাজ নিস্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।
٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصۡوَٰتَهُمۡ	৩। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু

عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقۡوَىٰۚ لَهُم مَّغۡفِرَةٌ وَأَجۡرٌ عَظِيمٌ	**করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।**

আল্লাহ ও তাঁর নাবীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপরীতে কারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের একান্ত কর্তব্য। তাদের উচিত সমস্ত কাজ-কর্মে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে থাকা। আরও উচিত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّه وَرَسُوله এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত কথা তোমরা বলনা।' (তাবারী ২২/২৭৫) কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদের কেহ কেহ বলত ঃ অমুক অমুক বিষয়ে কেন অহী নাযিল হচ্ছেনা, অমুক অমুক আমল করার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করা উচিত ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের এ ধরনের মনোভঙ্গি পছন্দ করেননি। (তাবারী ২২/২৭৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে মনে আল্লাহর ভয় রাখ।

'আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনে থাকেন এবং তিনি তোমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশের খবর রাখেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে আর একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ তারা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু

না করে। এ আয়াতটি আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় বলে বর্ণিত আছে।

আবূ মুলাইকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দুই মহান ব্যক্তি অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) যেন প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাচ্ছিলেন, যেহেতু তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিলেন যখন বানী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি হাযির হয়েছিলেন। তাদের একজন মুজাশিহ গোত্রের হাবিস ইব্ন আকরার (রাঃ) প্রতি সমর্থন করেন এবং অপরজন সমর্থন করেন অন্য একজনের প্রতি। বর্ণনাকারী নাফি' (রাঃ) এর তাঁর নাম মনে নেই। তখন আবূ বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনিতো সব সময় আমার বিরোধিতাই করে থাকেন?' উত্তরে উমার (রাঃ) আবূ বাকরকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনার এটা ভুল ধারণা।' এভাবে উভয়ের মধ্যে তর্কের ফলে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ 'এরপর উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, সাবিত ইব্ন কায়েসকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে কয়েক দিন পর্যন্ত দেখা যায়নি। একটি লোক বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে আমি তাঁর সম্পর্কে খবর এনে দিচ্ছি।' অতঃপর লোকটি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) বাড়ী গিয়ে দেখেন যে, তিনি মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় বসে আছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আপনার কি হয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করতাম। আমার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।' লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ হতে এক অতি বড় সুসংবাদ নিয়ে দ্বিতীয়বার সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) নিকট গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বলেছিলেন, তুমি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) কাছে গিয়ে বল ঃ 'আপনি জাহান্নামী নন, বরং জান্নাতী।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৫৪)

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ হতে لَا تَشْعُرُونَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, আর সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্মাস (রাঃ) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট লোক। সুতরাং তিনি তখন বলেন ঃ 'আমি আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর উঁচু করতাম, কাজেই আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে।' তাই তিনি চিন্তিত অবস্থায় বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে অনুপস্থিত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খোঁজ নিলে কাওমের কিছু লোক তার কাছে গিয়ে তাকে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে তাঁর মাজলিসে না পেয়ে আপনার খোঁজ নিয়েছেন।' তখন তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলেছি, সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে।' তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ খবর দেন।

তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না, বরং সে জান্নাতী।' আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'অতঃপর আমরা সাবিত ইব্‌ন কায়েসকে (রাঃ) জীবিত অবস্থায় চলাফিরা করতে দেখতাম এবং জানতাম যে, তিনি একজন জান্নাতী। অতঃপর ইয়ামামার যুদ্ধে যখন আমরা কিছুটা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি তখন আমরা দেখি যে, সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্মাস (রাঃ) সুগন্ধময় কাফন পরিহিত হয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং বলছেন ঃ 'সবচেয়ে খারাপ কাজ হল যা তোমরা শত্রুদের কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা তোমাদের সাথীদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত রেখে যেওনা।' এ কথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।' (আহমাদ ৩/১৩৭) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, নাবীর সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলনা, বরং তাঁর সাথে অতি সম্মান ও আদবের সাথে কথা বলতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضًا

রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করনা। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৬৩) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, হয়ত এর কারণে কোন সময় নাবী তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং এর ফলে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে ঃ

মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ওটা আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই পছন্দনীয় হয় যে, এ কারণে তিনি তাকে জান্নাতবাসী করে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন খারাপ কথা নয়, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামী করে দেন এবং তাকে জাহান্নামের এত নিম্ন স্তরে নামিয়ে দেন যে, ঐ গর্তটি আসমান ও যমীন হতেও গভীরতম। (ফাতহুল বারী ১১/৩১৪) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে স্বর নীচু করার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى যারা রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কিতাবুয্ যুহুদে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, উমারের (রাঃ) নিকট লিখিতভাবে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা নেই এবং সে কোন অবাধ্যতামূলক কাজ করেওনা এবং আর এক ব্যক্তি, যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা রয়েছে, কিন্তু এসব অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ হতে সে দূরে থাকে, এদের মধ্যে কে বেশি উত্তম?' উত্তরে উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি রয়েছে, তথাপি সে এসব কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকে সেই বেশি উত্তম। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪। যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চৈস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।	٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
৫। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত তাহলে তা'ই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গৃহের বাহির থেকে ডাকাডাকি করার ব্যাপারে নিন্দাবাদ

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা ঐ গ্রাম্য লোকগুলোর নিন্দা করছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঘরের পিছন হতে ডাকত যেখানে তাঁর স্ত্রীগণ থাকতেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অতঃপর এ ব্যাপারে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ হে নাবী! তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করত তাহলে ওটাই তাদের জন্য উত্তম হত। অতঃপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন যে, এরূপ লোকদের উচিত আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এ আয়াতটি আকরা ইব্ন হাবিস আত তামিমীর

(রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'হে মুহাম্মাদ!' 'হে মুহাম্মাদ!' এভাবে নাম ধরে ডাক দেয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ হে রাসূলুল্লাহ! কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জবাব দিলেননা। তখন সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার প্রশংসা করা (অন্যের জন্য) মহামূল্যবান এবং আমার নিন্দা করা (অন্যের জন্য) তার লাঞ্ছনার কারণ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'এরূপ সত্তাতো হলেন একমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ।' (আহমাদ ৩/৪৮৮)

৬। হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ণ করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।	٦. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ
৭। তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী।	٧. وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ

هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ	
٨. فَضۡلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعۡمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	**৮। এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**

পাপাচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবর যাচাই করা

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন পাপাচারীর খবরের উপর নির্ভর না করে। যে পর্যন্ত সত্যতা যাচাই ও পরীক্ষা করে প্রকৃত ঘটনা জানা না যায় সেই পর্যন্ত কোন কাজ করে ফেলা উচিত নয়। হতে পারে যে, কোন পাপাচারী ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা বলল অথবা সে ভুল করে ফেলল এবং তার খবর অনুযায়ী মু’মিনরা কোন কাজ করল, এতে প্রকৃতপক্ষে তারই অনুসরণ করা হল। আর পাপাচারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের অনুসরণ করা আলেমদের মতে হারাম। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন মুহাদ্দিস ঐ ব্যক্তির রিওয়ায়াতকেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না যার অবস্থা জানা নেই। কেননা হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি পাপাচারী।

রাসূলের সিদ্ধান্ত হল সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তোমাদের উচিত তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মেনে চলা। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তোমাদেরকে তিনি খুবই ভালবাসেন। তিনি কখনই তোমাদেরকে বিপদে ফেলতে চাননা। তোমরা নিজেদের ততো কল্যাণকামী নও যতটা তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡ

নাবী মু’মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ যদি মুহাম্মাদ বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে তোমরাই কষ্ট পেতে এবং তোমাদেরই ক্ষতি সাধিত হত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَـٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ

সত্য যদি তাদের কামনার অনুগামী হত তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সব কিছুই; পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৭১) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং ওটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ কুফরী, পাপাচার, অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমাত পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আবূ রিফাহ আয যুরাকী (রহঃ) বলেন, তার পিতা বলেছেন ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ফিরে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন ঃ 'তোমরা সোজাভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হও, আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহর গুণগান করব।' তখন জনগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু'আটি পাঠ করেন ঃ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ‘ اَللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَاسَطْتَّ وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلاَ هَادِىَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ‘ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ‘ وَلاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ‘ وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَّ‘ وَلاَ مُبَاعِدَ

لِمَا قَرَّبْتَ‘ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ‘ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لاَ يَحُوْ لُ وَلاَ يَزُوْلُ‘ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّى عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَ مِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَخَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رَسُوْلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلٰهَ الْحَقِّ

‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য। আপনি যাকে প্রশস্ততা দান করেন তার কেহ সংকীর্ণতা আনয়ন করতে পারেনা, আর আপনি যাকে সংকীর্ণতা দেন তার কেহ প্রশস্ততা আনয়ন করতে পারেনা। আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা, আর আপনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আপনি যাকে বঞ্চিত করেন তাকে কেহ দিতে পারেনা, আর আপনি যাকে দেন তাকে কেহ বঞ্চিত করতে পারেনা। আপনি যাকে দূরে রাখেন তাকে কেহ কাছে আনতে পারেনা, আর আপনি যাকে কাছে আনেন তাকে কেহ দূরে রাখতে পারেনা। হে আল্লাহ! আমাদের উপর আপনি আপনার বারাকাত, রাহমাত, অনুগ্রহ ও জীবিকা প্রশস্ত করে দিন! হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঐ চিরস্থায়ী নি‘আমাত যাঞ্চা করছি যা কখনও শেষ হবেনা এবং নষ্টও হবেনা। হে আল্লাহ! দারিদ্রতা ও প্রয়োজনের দিন আমি আপনার নিকট নি‘আমাত প্রার্থনা করছি এবং ভয়ের দিন আমি আপনার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দিয়েছেন এবং যা দেননি এসবের অনিষ্টতা হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনি ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপ্রিয় করুন! আর আমাদেরকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুসলিম অবস্থায় আমাদের মৃত্যু

দিন, মুসলিম অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে মিলিত করুন। আমাদেরকে অপমানিত করবেননা এবং ফিতনায় ফেলবেননা। হে আল্লাহ! আপনি ঐ কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন যারা আপনার রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে ও আপনার পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাদের উপর আপনার শাস্তি ও আযাব নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকেও ধ্বংস করুন, হে সত্য মা'বূদ!' (আহমাদ ৩/৪২৪) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি তার 'আমাল আল ইয়াওম ওয়াল লাইল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/১৫৬)

মারফূ' হাদীসে রয়েছে ঃ 'যার কাছে সাওয়াবের কাজ ভাল লাগে এবং পাপের কাজ মন্দ লাগে সে মু'মিন।' এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَضْلًا مِّنَ اللَّه وَنِعْمَةً এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ। সুপথ প্রাপ্তির হকদার ও পথভ্রষ্ট হওয়ার হকদারদেরকে তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯। মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

٩. وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

১০। মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।	١٠. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুসলিমদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা

এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি মুসলিমদের দুই দল পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাহলে অন্যান্য মুসলিমদের উচিত তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا *মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে।* পরস্পর বিবাদমান দু'টি দলকে আল্লাহ মু'মিনই বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন যে, কোন মুসলিম যত বড়ই পাপ করুক না কেন সে ঈমান হতে বের হয়ে যাবেনা, যদিও খারেজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায় এর বিপরীত মত পোষণ করে। নিম্নের হাদীসটিও এ আয়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করে ঃ

আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং হাসান ইব্ন আলীও (রাঃ) তাঁর পাশে ছিলেন। কখনও তিনি হাসানের (রাঃ) দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং কখনও জনগণের দিকে দেখছিলেন। আর বলছিলেন ঃ 'আমার এ ছেলে (নাতী) নেতা এবং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মুসলিমদের বিরাট দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিবেন।' (ফাতহুল বারী ৫/৩৬১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। সিরিয়াবাসী ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বড় বড় ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর তাঁরই মাধ্যমেই তাদের মধ্যে সন্ধি হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ যদি একদল অন্য দলের উপর আক্রমণ করে তাহলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

সহীহ হাদীসে এসেছে, আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক।' বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সাহায্য করতে পারি অত্যাচারিতকে, কিন্তু আমি অত্যাচারীকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'অত্যাচারীকে তুমি অত্যাচার করা হতে বাধা দিবে ও বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার তাকে সাহায্য করা।' (ফাতহুল বারী ৫/১১৮)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, খেজুর গাছের ডাল-পালা নিয়ে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে তর্কা-তর্কি করতে গিয়ে এক সময় হাতাহাতির রূপ নেয়। তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দুররুল মানসুর ৭/৫০০)

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইমরান নামক একজন আনসারী ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে যায়িদ। তিনি (তার স্ত্রী) তাঁর পিত্রালয়ে যেতে চান। কিন্তু তার স্বামী বাধা দেন এবং বলেন যে, তার স্ত্রীর পিত্রালয়ের কোন লোক যেন তার বাড়ীতে না আসে। স্ত্রী তখন তার পিত্রালয়ে এ খবর পাঠিয়ে দেন। খবর পেয়ে সেখান হতে লোক এসে উম্মে যায়িদকে বাড়ী হতে বের করে এবং সাথে করে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে। ঐ সময় তার স্বামী বাড়ীতে ছিলেননা। তার লোক তার চাচাতো ভাইদেরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে তারা দৌড়ে আসে এবং স্ত্রীর লোক ও স্বামীর লোকদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায় এবং মারামারি ও জুতা ছুঁড়াছুঁড়িও হয়। তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়পক্ষের লোকদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। (তাবারী ২২/২৯৪)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা দুই দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দুনিয়ায় ন্যায়-পরায়ণ বিচারকরা পরম দয়ালু, মহিমান্বিত আল্লাহর সামনে মণি-মুক্তার আসনে উপবিষ্ট থাকবে, এটা হবে তাদের দুনিয়ায় ন্যায়-পরায়ণতার প্রতিদান।' (নাসাঈ ৫৯১৭) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' অর্থাৎ মু'মিনরা সবাই পরস্পর দীনী ভাই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

প্রত্যেক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে অন্যের প্রতি অবিচার করেনা এবং নিজের অংশও ভুলে যায়না। (ফাতহুল বারী ৫/১১৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার (মু'মিন) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।' (মুসলিম ৪/২০৭৪) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে ঃ যখন কোন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে তখন মালাক/ফেরেশতা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপই প্রদান করুন।' (মুসলিম ৪/২০৯৪)

আরও একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'মুসলিমের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, দয়া-সহানুভূতি ও মিলা-মিশার দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যখন কোন অঙ্গে পীঃড়া হয় তখন সম্পূর্ণ দেহ ঐ ব্যথা অনুভব করে, সারা দেহে জ্বর এসে যায় এবং নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৯) অন্য সহীহ হাদীসে আছে ঃ 'এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য একটি দেয়ালের মত, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্ত ও দৃঢ় করে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিগুলিকে অপর হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। অর্থাৎ বিবাদমান দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। আর সমস্ত কাজ-কর্মের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। এর ফলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাদের সাথেই আল্লাহর রাহমাত থাকে।

১১। হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন	١١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ

مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ	**মহিলা অপর কোন মহিলাকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা; ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।**

একে অন্যকে হেয় না করা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদেরকে ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে আছে যে, গর্ব-অহংকার হল সত্য হতে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম। (মুসলিম ১/৯৩) আল্লাহ তা'আলা এর কারণ এই বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি মর্যাদাবান। পুরুষদেরকে এটা হতে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকেও এটা হতে নিষেধ করছেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একে অপরের দোষ অন্বেষণ করা এবং একে অপরকে দোষারোপ করা হারাম বলে ঘোষণা করছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (সূরা হুমাযাহ্, ১০৪ ঃ ১) هُمَز হয় কাজ দ্বারা এবং لُمَز হয় কথা দ্বারা। অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ

পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ১১) এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা।’ যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ

এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ‘তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করনা।’ এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা। অর্থাৎ তার এমন নামকরণ করনা যা শুনতে সে অপছন্দ করে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, এই হুকুম বানু সালামাহ গোত্রের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন তথাকার প্রত্যেক লোকের দু’টি বা তিনটি করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেহকেও যখন কোন একটি নাম ধরে ডাকতেন তখন লোকেরা বলত ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়।’ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৪/৪৬০, আবূ দাউদ ৫/২৪৬) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা বড়ই গর্হিত কাজ। সুতরাং যারা এই ধরনের কাজ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।

১২। হে মু’মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করনা এবং একে অপরের	١٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ	পশ্চাতে নিন্দা করনা। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চায়? বস্তুতঃ তোমরাতো এটাকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

অহেতুক সন্দেহ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সন্দেহ পোষণ করা হতে, অপবাদ দেয়া হতে, পরিবার পরিজন এবং অপর লোকদের অন্তরে অযথা ভয় সৃষ্টি করা হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন যে, অনেক সময় এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ পাপের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমার মুসলিম ভাইয়ের মুখ হতে যে কথা বের হয় তুমি যথা সম্ভব ওটার প্রতি ভাল ধারণাই পোষণ করবে।' (দুররুল মানসুর ৬/৯৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাক, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা কারও গোপন তথ্য সন্ধান করনা, একে অপরের দোষ-ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করনা, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করনা, একে অপরকে ঘৃনা করনা, একে অপর থেকে পৃথক থেকনা এবং হে আল্লাহর বান্দারা! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।' (মুআত্তা ২/৯০৭, ফাতহুল বারী ১০/৪৯৯)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করনা, একে অপরের সাথে মিলা-মিশা পরিত্যাগ করনা, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, বরং আল্লাহর বান্দারা সবাই মিলে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা

বলা ও মিলা-মিশা করা পরিত্যাগ করে।' (মুসলিম ৪/১৯৮৩, তিরমিযী ৬/৪৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوا۟ তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করনা।

تَجَسُّس শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ মন্দের উপরই হয়ে থাকে। আর **تَحَسُّس** এর প্রয়োগ হয় ভাল কিছুর উপর। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইয়াকূবের (আঃ) খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন ঃ

يَـٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের (সহোদর ভাইয়ের) অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৮৭) আবার কখনও কখনও এ দুটো শব্দেরই প্রয়োগ মন্দের উপর হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَبَا غَضُوْا وَلاَ تَدَا بَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّه اِخْوَانًا

তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করনা, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, একে অপরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলনা এবং তোমরা আল্লাহর বান্দারা সব ভাই ভাই হয়ে যাও। (ফাতহুল বারী ১০/৪৯৬)

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন যে, **تَجَسُّس** বলা হয় কোন বিষয়ে খোঁজ নেয়াকে। আর **تَحَسُّس** বলা হয় ঐ লোকদের কানা-ঘুষার উপর কান লাগিয়ে দেয়াকে যারা কেহকেও নিজেদের কথা গোপনে শোনাতে চায় এবং **تَدَابُر** বলা হয় একে অপরের উপর বিরক্ত হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গীবত করতে নিষেধ করছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গীবত কি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'গীবত হল এই যে, তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্বন্ধে এমন কিছু আলোচনা করবে যা সে

অপছন্দ করে।' আবার প্রশ্ন করা হয় ঃ 'তার সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয় তা যদি তার মধ্যে বাস্তবে থাকে?' জবাবে তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, গীবততো এটাই। আর যদি বাস্তবে ঐ দোষ তার মধ্যে না থাকে তাহলে ওটাতো অপবাদ।' (আবূ দাঊদ ৫/১৯১, মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ৬/৬৩) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মোট কথা, গীবত হারাম বা অবৈধ এবং এর অবৈধতার উপর মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। তবে হ্যাঁ, শারীয়াতের যৌক্তিকতায় কারও এ ধরনের কথা আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সতর্ককরণ, উপদেশ দান এবং মঙ্গল কামনা করা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাবে?' অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে যেমন ঘৃণা বোধ কর, গীবতকে এর চেয়েও বেশি ঘৃণা করা উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে কোন কিছু দান করার পর তা ফিরিয়ে নেয় সে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা ভক্ষণ করে।' আরও বলেন ঃ 'খারাপ দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য সমীচীন নয়।' (ফাতহুল বারী ৫/২৭৮) বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের উপর এমনই পবিত্র যেমন পবিত্র তোমাদের এই দিনটি, এই মাসটি ও এই শহরটি।' (ফাতহুল বারী ৩/৬৭০, মুসলিম ৩/১৩০৬, তিরমিযী ৮/৪৮১, আহমাদ ১/২৩০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের মাল, মান-সম্মান ও রক্ত হারাম (অর্থাৎ মাল আত্মসাৎ করা, মান-সম্মান হানী করা এবং খুন করা হারাম)। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করবে।' (আবূ দাঊদ ৫/১৯৫, তিরমিযী ৬/৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মায়িয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি ব্যভিচার করেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি মায়িয (রাঃ) চারবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কি সত্যিই ব্যভিচার করেছ?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'জী, হ্যাঁ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'ব্যভিচার কাকে বলে তা তুমি জান কি?' জবাবে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, মানুষ তার হালাল স্ত্রীর সাথে যা করে আমি হারাম স্ত্রীলোকের সাথে ঠিক তাই করেছি।' রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন করলেন ঃ 'এখন তোমার উদ্দেশ্য কি?' মায়িয (রাঃ) বললেন ঃ 'আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে আপনি এই পাপ হতে পবিত্র করবেন।' তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি কি তোমার গুপ্তাঙ্গকে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়েছিলে যেরূপভাবে শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে এবং রশি কুঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করে?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ ঐভাবেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রজম করার অর্থাৎ অর্ধেক পূঁতে ফেলে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং এভাবেই তাকে হত্যা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন লোককে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন ঃ 'এ লোকটিকে দেখ, আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ছাড়লনা, ফলে কুকুরের মত তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন যে, পথে একটি মৃত গাধা পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ 'অমুক অমুক কোথায়? তারা তাঁর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা সওয়ারী হতে অবতরণ কর এবং এই মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ কর।' তারা বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, এটা কি খাওয়ার যোগ্য?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের (মুসলিম) ভাইয়ের যে দোষ বর্ণনা করছিলে ওটা এর চেয়েও জঘন্য ছিল। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! সে (অর্থাৎ মায়িয (রাঃ)তো এখন জান্নাতের নদীতে সাঁতার কাটছে।' (মুসনাদ আবূ ইয়ালা ৬/৫২৪)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (সফরে) ছিলাম, এমন সময় মৃত পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বইতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'এটা কিসের দুর্গন্ধ তা তোমরা জান কি?' এটা হল ঐ লোকদের দুর্গন্ধ যারা মানুষের গীবত করে।' (আহমাদ ৩/৩৫১)

গীবতকারীর তাওবাহ কিভাবে কবূলযোগ্য

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللَّهَ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।' অর্থাৎ তাঁকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়। তাওবাহকারীর তাওবাহ আল্লাহ কবূল করে থাকেন। যে তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়, তিনি তার উপর দয়া করেন।

অধিকাংশ উলামা বলেন ঃ গীবতকারীর তাওবাহর পন্থা এই যে, সে ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করবে এবং আর কখনও ঐ পাপ করবেনা।

পূর্বে যা করেছে ওর উপরও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যার গীবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এটা শর্ত নয়। কারণ হয়তো সে কোন খবরই রাখেনা। সুতরাং যখন সে তার কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে তখন সে হয়তো দুঃখিত হবে। সুতরাং এর উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, যে মাজলিসে তার দোষ সে বর্ণনা করত সেই মাজলিসে তার গুণ বর্ণনা করবে। আর ঐ অন্যায় হতে সে যথাসাধ্য নিজেকে বিরত রাখবে। এটাই বিনিময় হয়ে যাবে।

১৩। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।	١٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

মানব জাতি আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) থেকে সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে। আদম (আঃ) হতেই তিনি তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে

(আঃ) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এ দু'জন হতে তিনি সমস্ত মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন গোত্র, উপগোত্রে ভাগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরাব شُعُوْب এর অন্তর্ভুক্ত। তারপর কুরাইশ, গায়ের কুরাইশ, এরপর আবার এটা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া এসবগুলি قَبَائِل এর মধ্যে পড়ে। কেহ কেহ বলেন যে, شُعُوْب দ্বারা অনারব এবং قَبَائِل দ্বারা আরাব দলগুলিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বানী ইসরাঈলকে اَسْبَاط বলা হয়েছে।

আমি এসব বিষয় একটি পৃথক ভূমিকায় লিখে দিয়েছি, যেগুলি আমি আবূ উমার ইব্‌ন আবদুল বার্‌র এর (রহঃ) 'কিতাবুল ইশবাহ' হতে এবং 'কিতাবুল ফাসদ ওয়াল উমাম ফী মা'রিফাতে আনসাবিল আরাবী ওয়াল আজামী' হতে সংগ্রহ করেছি। এই পবিত্র আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আদম (আঃ) যাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাঁর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার দিক দিয়ে সারা জাহানের মানুষ একই মর্যাদা বিশিষ্ট। এখন যিনি যা কিছু ফাযীলাত লাভ করেছেন বা করবেন তা হবে দীনী কাজকর্ম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ভিত্তিতে। রহস্য এটাই যে, এই আয়াতটিকে গীবত করা হতে বিরত রাখা এবং একে অপরকে অপদস্থ, অপমানিত এবং তুচ্ছ ও ঘৃণিত জ্ঞান করা হতে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতের পরে আনয়ন করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কের দিক দিয়ে সমান। জাতি, গোত্র ইত্যাদি শুধু পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য। যেমন বলা হয় ঃ অমুকের পুত্র অমুক, অমুক গোত্রের লোক। (তাবারী ২২/৩১২)

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, হুমায়ের গোত্র তাদের মিত্রদের দিকে সম্পর্কিত হত এবং হিজাযী আরাব নিজেদেরকে নিজেদের গোত্রসমূহের দিকে সম্পর্কযুক্ত করত।

সম্মান-প্রতিপত্তি নির্ভর করে আল্লাহভীতির উপর

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (আল্লাহ তা'আলার নিকট বংশ গরিমা মর্যাদা লাভের কোন কারণ নয়, বরং) আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের মধ্যের ঐ ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু (সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি)।' সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন ঃ 'আমরা আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করিনি।' তখন তিনি বললেন ঃ 'তাহলে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। তিনি নিজে আল্লাহর নাবী ছিলেন, আল্লাহর নাবীর তিনি পুত্র ছিলেন, তাঁর দাদাও ছিলেন নাবী এবং তাঁর দাদার পিতাতো ছিলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)।' তাঁরা পুনরায় বললেন ঃ 'আমরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করিনি।' তিনি বললেন ঃ 'তাহলে কি তোমরা আমাকে আরাবদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ?' তাঁরা জবাবে বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' তিনি তখন বললেন ঃ 'অজ্ঞতার যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/২১২, ৬/৪৭৭, ৪৮১; নাসাঈ ৬/৩৬৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে দেখেননা এবং তোমাদের ধন-মালের দিকেও দেখেননা, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে।' (মুসলিম ৪/১৯৮৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৮৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা তিনি রুকনগুলি স্পর্শ করেন। অতঃপর মাসজিদে উষ্ট্রীটিকে বসানোর মত জায়গা ছিলনা বলে জনগণ তাঁকে হাতে হাতে নামিয়ে নেন এবং উষ্ট্রীটিকে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন যাতে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন ঃ

'হে লোকসকল! এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে অজ্ঞতার যুগের উপকরণসমূহ এবং বাপ দাদার নামে গর্ব করার প্রথা দূর করে দিয়েছেন। এখন দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষতো সৎ আমলকারী, আল্লাহভীরু এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আমলহীন এবং আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত।' অতঃপর তিনি **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ... إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** এই

আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'আমি এ কথা বলছি এবং আমি আমার জন্য ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' (ইব্ন আবী হুমাইদ ৭৯৩)

উকবাহ ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের এই নসবনামা বা বংশ-তালিকা তোমাদের জন্য কোন ফলদায়ক নয়। তোমরা সবাই সমভাবে আদমেরই (আঃ) সন্তান। তোমাদের কারও উপর কারও কোন মর্যাদা নেই। মর্যাদা শুধু তাকওয়ার কারণে রয়েছে। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে হবে কর্কশ ভাষী, কৃপণ ও অকথ্য কথা উচ্চারণকারী।' মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন এবং তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের খবর রাখেন।' হিদায়াত লাভের যে যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যে এর যোগ্য নয় সে সুপথ প্রাপ্ত হয়না। করুণা ও শাস্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ফাযীলাত বা মর্যাদা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে চান তাকে বুযুর্গী দান করেন। সমস্ত বিষয়ের খবর তিনি রাখেন, কিছুই তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

এই আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদীসগুলিকে দলীল রূপে গ্রহণ করে আলেমগণ বলেন যে, বিবাহে বংশ ও আভিজাত্য শর্ত নয়। দীন ছাড়া অন্য কোন শর্তই ধর্তব্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

১৪। আরাব মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা ঈমান আনলাম। তুমি বল ঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল ঃ আমরা আত্মসমর্পন করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের কর্মফল	١٤. قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَـٰلِكُمْ

সামান্য পরিমানও কম করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
১৫। তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।	١٥. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ
১৬। বল ঃ তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।	١٦. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
১৭। তারা মনে করে আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বল ঃ তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করনা। বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের	١٧. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا۟ ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا۟ عَلَىَّ إِسْلَـٰمَكُم ۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ

ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	لِلْإِيمَـٰنِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
১৮। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।	١٨. إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

মুসলিম ও ঈমানদারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে

যেসব আরাব বেদুঈন ইসলামে দাখিল হওয়া মাত্রই বাড়িয়ে-বাড়িয়ে নিজেদের ঈমানের দাবী করতে শুরু করেছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়নি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই দাবী করতে নিষেধ করছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যেহেতু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেনি সেই হেতু তারা ঈমান এনেছে এ কথা যেন না বলে। বরং যেন বলে যে, তারা ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে এসেছে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা এটা জানা গেল যে, ঈমান হল ইসলাম হতে মাখসূস বা বিশিষ্ট, যেমন এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। জিবরাঈল (আঃ) হতে বর্ণিত বিবরণটি হতেও এটাই প্রমাণ করে। তিনি (জিবরাঈল আঃ) ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং পরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ইহসান সম্পর্কে। সুতরাং সাধারণ হতে ক্রমান্বয়ে বিশিষ্টের দিকে উঠে যান। তারপর উঠে যান আরও খাস বা বিশিষ্টের দিকে।

আমীর ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলো লোককে কিছু প্রদান করলেন এবং একটি লোককে কিছুই দিলেননা। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি অমুক, অমুককে দিলেন

আর অমুককে দিলেননা, অথচ সে মু'মিন?' এ কথা তিনি তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ 'এবং (বল) সে মুসলিম।' এই জবাবই তিনিও তিনবার দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমি কতক লোককে প্রদান করি এবং তাদের মধ্যে আমার নিকট যে খুবই প্রিয় তাকে ছেড়ে দিই, কিছুই দিইনা। এই ভয়ে দেই যে, (যাদেরকে প্রদান করি তাদেরকে প্রদান না করলে) তারা (হয়তো ইসলাম পরিত্যাগ করবে এবং এর ফলে) উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' (আহমাদ ১/১৭৬) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজ নিজ গ্রন্থে এটি তাখরিজ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/৯৯, মুসলিম ১/১৩২) সুতরাং এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করলেন এবং জানা গেল যে, ইসলামের তুলনায় ঈমান অধিক খাস বা বিশিষ্ট। আমরা এটাকে দলীল প্রমাণাদিসহ সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের শরাহতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

সুতরাং জানা গেল যে, এই আয়াতে যে বেদুঈনদের বর্ণনা রয়েছে তারা মুনাফিক ছিলনা, তারা ছিল মুসলিম, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়নি। তারা ঈমানের এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছার দাবী করেছিল যেখানে তারা আসলে পৌঁছতে পারেনি। এ জন্যই তাদেরকে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই ভাবার্থই হবে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তির। এটাকেই ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের কর্ম সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবেনা।' যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖ

এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا তারাই পূর্ণ মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং ঈমানের উপর অটল থাকে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খুশির লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ এরাই এমন লোক যারা বলতে পারে যে, তারা ঈমান এনেছে। তারা ঐ বেদুঈনদের মত নয় যারা শুধু মুখেই ঈমানের দাবী করে। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ তোমরা তোমাদের ঈমান ও দীনের কথা আল্লাহকে জানাচ্ছ? অথচ আল্লাহ এমনই যে, যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর নিকট গোপন নেই। যা কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে রয়েছে সবই তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم হে মুহাম্মাদ! যে সব আরাব বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছে তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা ইসলাম কবূল করেছ বলে আমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিওনা। তোমরা ইসলাম কবূল করলে, আমার আনুগত্য করলে এবং আমাকে সাহায্য করলে তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, এটা তোমাদের প্রতিই আল্লাহর বড় অনুগ্রহ, যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের শেষে আনসারগণকে বলেছিলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন? তোমরাতো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে। অতঃপর আমার দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করেছেন? তোমরাতো দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেছেন?' তারা তাঁর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে সমস্বরে বলতে থাকেন ঃ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর এর চেয়েও অনেক বেশি অনুগ্রহকারী।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু আসাদ গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা মুসলিম হয়েছি। আরাবরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।' তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘এদের বোধশক্তি কম এবং তাদের মুখ দ্বারা শাইতানরা কথা বলছে।’ তখন ... يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (নাসাঈ ১১৫১৯)

পুনরায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞান এবং বান্দাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তাঁর বান্দাদের সমস্ত আমলের তিনি পূর্ণ খবর রাখেন।

সূরা হুজুরাত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫০ ঃ কা'ফ, মাক্কী

(আয়াত ৪৫, রুকূ ৩)

٥٠ – سورة ق ' مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ٤٥ ' رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

মুফাসসাল সূরার শুরু

যেসব সূরাকে মুফাস্সাল সূরা বলা হয় ওগুলির মধ্যে সূরা কা'ফই প্রথম। তবে একটি উক্তি এও আছে যে, মুফাস্সাল সূরাগুলি সূরা হুজুরাত হতে শুরু হয়েছে। সর্ব-সাধারণের মধ্যে এটা যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, মুফাস্সাল সূরাগুলি সূরা নাজম (৭৮ নং) হতে শুরু হয় এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। গ্রহণযোগ্য আলেমদের কেহই এর উক্তিকারী নন। আউস (ইব্ন হুযাইফা) (রহঃ) বলেন ঃ আমি সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনারা কুরআন কারীমকে কিভাবে ভাগ করতেন? তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ 'আমাদের ভাগ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ৩টি সূরার একটি মনযিল, তারপর ৫টি সূরার এক মনযিল, এরপর ৭টি সূরার এক মনযিল, তারপর ৯টি সূরার এক মনযিল, অতঃপর ১১টি সূরার এক মনযিল এবং এরপর ১৩টি সূরার এক মনযিল আর শেষে মুফাসসাল সূরাগুলির এক মনযিল।' (আবূ দাঊদ ২/১১৪, ইব্ন মাজাহ ১/৪২৭, আহমাদ ৪/৯) সুতরাং প্রথম ছয় মনযিলে মোট সূরা হচ্ছে আটচল্লিশটি। তারপর মুফাসসালের সমস্ত সূরার একটি মনযিল হল। আর এই মনযিলের প্রথমেই সূরা কা'ফ রয়েছে। নিয়মিতভাবে গণনা নিম্নরূপ ঃ

প্রথম মনযিলের তিনটি সূরা হল ঃ সূরা বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসা। দ্বিতীয় মনযিলের পাঁচটি সূরা হল ঃ সূরা মায়িদাহ, সূরা আনআ'ম, সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল এবং সূরা বারাআত (তাওবাহ)। তৃতীয় মনযিলের সাতটি সূরা হচ্ছে ঃ সূরা ইউনুস, সূরা হুদ, সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইবরাহীম, সূরা হিজর এবং সূরা নাহল। চতুর্থ মনযিলের নয়টি সূরা হল ঃ সূরা সুবহান (ইসরা), সূরা কাহফ, সূরা মারইয়াম, সূরা তা-হা, সূরা আম্বিয়া, সূরা হাজ্ব, সূরা মু'মিনূন, সূরা নূর এবং সূরা ফুরকান। পঞ্চম মনযিলের এগারটি সূরা হচ্ছে ঃ সূরা শুআ'রা, সূরা নামল, সূরা কাসাস, সূরা আনকাবূত, সূরা রূম, সূরা লোকমান, সূরা আলিফ-লাম-মীম-আস্সাজদাহ, সূরা আহযাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির এবং সূরা ইয়াসীন। ষষ্ঠ মনযিলের তেরোটি সূরা হল ঃ সূরা আস-সাফফাত, সূরা সা'দ, সূরা যুমার, সূরা গাফির, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ (ফুসসিলাত), সূরা শুরা, সূরা যুখরুফ,

সূরা দুখান, সূরা জাসিয়াহ, সূরা আহকাফ, সূরা কিতাল (মুহাম্মাদ), সূরা ফাতহ এবং সূরা হুজুরাত। তারপর শেষের মুফাসসাল সূরাগুলির মনযিল, যেমন সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন এবং এটা সূরা কা'ফ হতেই শুরু হয়েছে যা আমরা বলেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

সূরা 'কাফ' এর মর্যাদা

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) আবূ ওয়াকিদ লাইসীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি পড়তেন?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা কা'ফ এবং সূরা ইকতারাবাত (কামার) পাঠ করতেন।' (আহমাদ ৫/২১৭, মুসলিম ২/৬০৭, আবূ দাঊদ ১/৬৮৩, নাসাঈ ৩/৭৯, ১৮৩; ইব্ন মাজাহ ১/৪০৮)

উম্মে হিশাম বিন্ত হারিসাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'দুই বছর অথবা এক বছর ও কয়েক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমাদের একটিই চুল্লী ছিল। আমি সূরা কা'ফ-ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ, এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে শুনে মুখস্থ করেছিলাম। কেননা প্রত্যেক জুমু'আর দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর দাঁড়াতেন তখন এই সূরাটি তিনি তিলাওয়াত করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৫, আহমাদ ৬/৪৩৫)

ইমাম আবূ দাউদও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হারিস ইব্ন নূমানের (রহঃ) মেয়ে বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি শুক্রবার খুতবা দেয়ার সময় যে সূরা কাফ তিলাওয়াত করতেন তা শুনে আমি সূরাটি মুখস্ত করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমাদের রান্না করার একই চুল্লি ছিল। (মুসলিম ২/৫৯৫, আবূ দাউদ ১/৬৬০, নাসাঈ ৩/১০৭) মোট কথা, বড় বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ ও জুমু'আয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরাটি পাঠ করতেন। কেননা এর মধ্যে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাস, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কাফ, শপথ কুরআনের তুমি অবশ্যই সতর্ককারী।	١. قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ
২। কিন্তু কাফিরেরা তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে এবং বলে ঃ এটাতো এক আশ্চর্য ব্যাপার।	٢. بَلۡ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡ فَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا شَيۡءٌ عَجِيبٌ
৩। আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত!	٣. أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗاۖ ذَٰلِكَ رَجۡعُۢ بَعِيدٞ
৪। আমিতো জানি, মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।	٤. قَدۡ عَلِمۡنَا مَا تَنقُصُ ٱلۡأَرۡضُ مِنۡهُمۡۖ وَعِندَنَا كِتَٰبٌ حَفِيظُۢ
৫। বস্তুতঃ তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান।	٥. بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ فَهُمۡ فِيٓ أَمۡرٖ مَّرِيجٍ

ق হুরূফে হিজার মধ্যে একটি হরফ বা অক্ষর যেগুলি সূরাসমূহের প্রথমে এসে থাকে। যেমন الم، ن، ص، طس، حم ইত্যাদি। আমরা এগুলির পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে করে দিয়েছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

অহী এবং বিচার দিবস সম্পর্কে কাফিরদের বিস্ময় বোধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ *শপথ প্রশংসিত কুরআনের।* আল্লাহ তা'আলা ঐ মহাসম্মানিত কুরআনের শপথ করে এ সূরাটি শুরু করেন। অন্যত্র তিনি কুরআন সম্পর্কে বলেন ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪২)

صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১-২)

এই কসমের জবাব হল কসমের পরবর্তী কালামের বিষয় অর্থাৎ নাবুওয়াত এবং দ্বিতীয় বারের জীবনকে সাব্যস্ত করণ, যদিও শব্দ দ্বারা এটা বলা হয়নি। এরূপ কসমের জবাব কুরআন কারীমে বহু রয়েছে। যেমন সূরা সা'দ এর শুরুতে এটা বর্ণিত হয়েছে। এখানেও ঐরূপ হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

কিন্তু কাফিরেরা তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলে ঃ এটাতো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার! অর্থাৎ তারা এ দেখে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে, তাদেরই মধ্য হতে একজন মানুষ কিভাবে রাসূল হয়ে গেল! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ...

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে চান রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্যে যাকে চান রাসূল রূপে মনোনীত করেন। এরই সাথে এটাও বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনকেও বিস্ময়ের

দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা বলেছে ঃ **أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ** আমরা যখন মরে যাব এবং আমাদের মৃতদেহ গলে পচে মৃত্তিকায় পরিণত হবে, এরপরেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? অর্থাৎ আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের পুনর্জীবন লাভ অসম্ভব। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ মৃত্তিকা তাদের কতটুকু ক্ষয় করে তাতো আমি জানি। অর্থাৎ তাদের মৃতদেহের অণু-পরমাণু মাটির কোথায় যায় এবং কি অবস্থায় কোথায় থাকে তা আমার অজানা থাকেনা। আমার নিকট যে রক্ষিত পুস্তক রয়েছে তাতে সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তাদের গোশত, চামড়া, হাড়, চুল ইত্যাদি যা কিছু মৃত্তিকায় খেয়ে ফেলে তা আমার জানা আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এটাকে অসম্ভব মনে করার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করছেন যে, তারা আসলে তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর যারা এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ভাল বোধশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়। **مَرِيْجٍ** শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন, অস্থির, প্রত্যাখ্যানকারী এবং মিশ্রণ। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে'ই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৮-৯)

৬। তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই?	**٦. أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ**
৭। আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি	**٧. وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا وَأَلْقَيْنَا**

পর্বতমালা এবং ওতে উদ্‌গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্ব প্রকার উদ্ভিদ -	فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
৮। আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।	٨. تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ
৯। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও উদগত করি শস্য।	٩. وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ
১০। ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর -	١٠. وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ
১১। আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ; আর আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।	١١. رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ

পুনরুত্থানের চেয়েও আল্লাহর সৃষ্টিসমূহে রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন

এ লোকগুলো যেটাকে অসম্ভব মনে করছে, বিশ্বের রাব্ব আল্লাহ ওর চেয়েও নিজের বড় শক্তির নমুনা তাদের সামনে পেশ করে বলছেন ঃ তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, ওর নির্মাণ কৌশলের কথা একটু চিন্তা কর, ওর উজ্জ্বল

নক্ষত্ররাজির প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং লক্ষ্য কর যে, ওর কোন জায়গায় কোন ছিদ্র বা ফাটল নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ. ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ৩-৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা যাতে যমীন হেলে-দুলে না পড়ে। কেননা যমীন চতুর্দিক হতে পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। আর আমি ওতে উদগত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৯) অতঃপর মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ আসমান, যমীন এবং এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার আরও বহু নিদর্শন রয়েছে, এগুলি আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا আমি আকাশ হতে কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি এবং সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। এগুলি আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত ও শুষ্ক ভূমিকে সঞ্জীবিত করি। ভূমি তখন সবুজ-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত হতে থাকে। এভাবেই মৃতকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং পুনরুত্থান এভাবেই ঘটবে। মানুষতো এসব নিদর্শন দৈনন্দিন দেখছে। এরপরেও কি তাদের জ্ঞানচক্ষু ফিরবেনা? তারা কি এখনো বিশ্বাস করবেনা যে, আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৫৭) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَـٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৯)

১২। তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও সামুদ সম্প্রদায় -	١٢. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَـٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ
১৩। আদ, ফির‘আউন ও লূত সম্প্রদায়।	١٣. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَٰنُ لُوطٍ
১৪। এবং আইকাহর অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি	١٤. وَأَصْحَـٰبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

আপতিত হয়েছে।	
১৫। আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে?	١٥. أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

কুরাইশদেরকে তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণগুলি জানিয়ে দেয়া হচ্ছে

আল্লাহ তা'আলা মাক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে ঐ শাস্তি হতে সতর্ক করছেন যা তাদের পূর্বে তাদের মত মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উপর আপতিত হয়েছিল। যেমন নূহের (আঃ) কাওম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এবং আসহাবুর রাস্‌স, যাদের পূর্ণ ঘটনা সূরা ফুরকানের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আর ছামূদ, 'আদ, ফির'আউন এবং লূতের (আঃ) সম্প্রদায়, যাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঐ যমীনকে আল্লাহ পঁচা কাদায় পরিণত করেছেন। এসব ছিল তাদের কুফরী, ঔদ্ধত্য এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণেরই ফল। আসহাবে আইকাহ দ্বারা শু'আইবের (আঃ) কাওমকে এবং কাওমু তুব্বা দ্বারা ইয়ামানীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সূরা দুখানে তাদের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীর করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। এসব উম্মাত তাদের রাসূলদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল। তাই তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন রাসূলকে (আঃ) অস্বীকারকারী যেন সমস্ত রাসূলকেই অস্বীকারকারী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ

নূহের (আঃ) কাওম রাসূলদেরকে অস্বীকার করে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০৫)

অথচ তাদের নিকটতো শুধু নূহই (আঃ) আগমন করেছিলেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তারা এমনই ছিল যে, যদি তাদের নিকট সমস্ত রাসূলও আসতেন তবুও তারা সকলকেই অবিশ্বাস করত। তাদের কৃতকর্মের ফল হিসাবে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। অতএব মাক্কাবাসী এবং অন্যান্য সম্বোধনকৃত লোকদেরও সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে, এই নাবীকে

অস্বীকার করা পরিত্যাগ করা উচিত। নচেৎ হয়তো ঐরূপ শাস্তি তাদের উপরও আপতিত হবে।

নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে পুনরায় রূপ দেয়া সহজ

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে? প্রথমবার সৃষ্টি করা হতেতো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুব সহজই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৮-৭৯)

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আদম-সন্তান আমাকে কটাক্ষ করে। সে বলে, আল্লাহ আমাকে পুনর্বার কখনই সৃষ্টি করতে পারবেননা। অবশ্যই আমার কাছে প্রথমবার সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়বারে সৃষ্টি করার চেয়ে মোটেই সহজ নয়। (ফাতহুল বারী ৮/৬১১)

১৬। আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রকৃতি তাকে যে কুমন্ত্রনা দেয় তা আমি জানি। আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমণী অপেক্ষাও নিকটতর।	١٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

	ٱلۡوَرِيدِ
১৭। স্মরণ রেখ, দুই মালাইকা/ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে।	١٧. إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ
১৮। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।	١٨. مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
১৯। মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এটা হতেই তোমরা অব্যাহিত চেয়ে আসছ।	١٩. وَجَآءَتۡ سَكۡرَةُ ٱلۡمَوۡتِ بِٱلۡحَقِّۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنۡهُ تَحِيدُ
২০। আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ওটাই সেই ভয় প্রদর্শনের দিন।	٢٠. وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِۚ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلۡوَعِيدِ
২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। তার সাথে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী।	٢١. وَجَآءَتۡ كُلُّ نَفۡسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ
২২। তুমি এই দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।	٢٢. لَّقَدۡ كُنتَ فِي غَفۡلَةٍ مِّنۡ هَٰذَا فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلۡيَوۡمَ حَدِيدٌ

আল্লাহ্ তা'আলা সকলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, এমনকি মানুষের মনে যে ভাল-মন্দ ধারণার উদ্রেক হয় সেটাও তিনি জানেন। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাতের অন্তরে যে ধারণা আসে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন যে পর্যন্ত না তা তাদের মুখ দিয়ে বের হয় অথবা কাজে বাস্তবায়িত করে।' মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। অর্থাৎ তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণ। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহর ইল্ম বা জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এই যে, যাতে 'মিলন' ও 'একত্রিত হওয়া' অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে যা হতে তাঁর পবিত্র সত্তা বহু উর্ধ্বে রয়েছে এবং তিনি এটা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। কিন্তু শাব্দিক চাহিদা এটা নয়। কেননা এখানে وَانَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد এ কথা বলা হয়নি যে, 'আমি' তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও বেশি নিকটে, বরং বলা হয়েছে وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد 'আমরা' তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও বেশি নিকটে। যেমন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফটকারীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ

'আমরা' তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছনা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৮৫) এর দ্বারাও মালাইকা/ফেরেশতাদের তার এরূপ নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

আমরা' যিক্র (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর হিফাযতকারী। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯) মালাইকা/ফেরেশতারাই কুরআন কারীমকে নিয়ে অবতীর্ণ হতেন এবং এখানেও মালাইকার এরূপ নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। এর উপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন। (ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭) সুতরাং মানুষের উপর মালাইকারও প্রভাব থাকে এবং শাইতানেরও প্রভাব থাকে। শাইতান মানুষের দেহের মধ্যে রক্তের মত চলাফিরা

করে। যেমন আল্লাহর সত্যবাদী নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। এ জন্যই এর পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ দু'জন মালাক/ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ. كِرَامًا كَـٰتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ১০-১২)

হাসান (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মালাইকা মানুষের ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করেন। (তাবারী ২২/৩৪৫)

বিলাল ইব্‌ন হারিস আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে বড় সাওয়াব বলে মনে করেনা, কিন্তু আল্লাহ ওরই কারণে কিয়ামাত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্য লিখে দেন। পক্ষান্তরে, সে কোন সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে ফেলে যেটাকে সে তেমন কোন বড় পাপ বলে মনে করেনা, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ স্বীয় সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন।' এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ৩/৪৬৯, তিরমিযী ৬/৬১০, নাসাঈ ২/৫৫৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩১২) আলকামা (রহঃ) বলেন ঃ 'এ হাদীসটি আমাকে বহু কথা হতে বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

'মৃত্যু যন্ত্রণা, শিংগায় ফুঁক দেয়া এবং হাশরের মাইদানে একত্রিত করা' স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ হে মানুষ! মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্যিই আসবে। ঐ সময় ঐ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে যাতে তুমি এখন জড়িয়ে পড়েছ। ঐ সময় তোমাকে বলা হবে ঃ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ

تَحِيدُ এটা ওটাই যা হতে তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছ। এখন ওটা এসে গেছে। তুমি ওটা হতে কোনক্রমেই পরিত্রাণ পাবেনা। না তুমি এটাকে রোধ করতে পারবে, না পারবে এর সাথে মুকাবিলা করতে, আর না তোমার ব্যাপারে কারও কোন সাহায্য ও সুপারিশ কোন কাজে আসবে।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় তখন তিনি চেহারা মুবারক হতে ঘাম মুছতে মুছতে বলেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! মৃত্যুর বড়ই যন্ত্রণা!' (ফাতহুল বারী ১১/৩৬৯)

ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হল ঃ তুমি যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কিংবা দূরে থাকতে চেষ্টা করছ তা এখন তোমার কাছে এসে গেছে এবং তোমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ এ থেকে তোমার পালিয়ে যাওয়ার কিংবা নির্বারিত করার সময় শেষ হয়ে গেছে।

সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি মৃত্যু হতে পলায়ন করে তার দৃষ্টান্ত ঐ খেঁকশিয়ালের মত যার কাছে যমীন তার ঋণ চাইলো, তখন সে পালাতে শুরু করল। পালাতে পালাতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন নিজের গর্তে প্রবেশ করল। যেহেতু যমীন সেখানেও ছিল সেহেতু ঐ যমীন তাকে বলল ঃ 'ওরে খেঁকশিয়াল! তুই আমার ঋণ পরিশোধ কর।' তখন সে সেখান হতে আবার পালাতে শুরু করল। অবশেষে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালো।' মোট কথা, ঐ খেঁকশিয়াল যেমন যমীন হতে পালানোর রাস্তা পায়নি, অনুরূপভাবে মানুষেরও মৃত্যুর হাত হতে পালানোর রাস্তা বন্ধ। (তাবারানী ৭/২২২)

এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস গত হয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিরূপে শান্তি ও আরাম পেতে পারি, অথচ শিংগায় ফুৎকার দানকারী মালাক/ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়ে রয়েছেন এবং গ্রীবা ঝুঁকিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন তিনি (আল্লাহ) নির্দেশ দিবেন! সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি বলব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বল ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। (তিরমিযী ৭/১১৭) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী। অর্থাৎ একজন মালাক তাকে আল্লাহ তা‘আলার দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং অপরজন তার কর্মের সাক্ষ্য দিবেন। প্রকাশ্য আয়াততো এটাই এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২২/৩৪৭) ইয়াহইয়া ইব্ন রাফী বলেন ঃ উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ ‘একজন চালক তাকে হাশরের মাইদানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন এবং একজন সাক্ষী তার কর্মের সাক্ষ্য দিবেন।’ (তাবারী ২২/৩৪৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا তুমি এই দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর। এ কথা প্রত্যেককেই বলা হবে যে, ‘তুমি এই দিন হতে উদাসীন ছিলে। কেননা কিয়ামাতের দিন প্রত্যেকের দৃষ্টিশক্তি পূর্ণভাবে খুলে যাবে। কাফিরেরাও সেদিন সবকিছু পরিস্কারভাবে দেখতে পাবে। কিন্তু তাদের জন্য তা কোন উপকারে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২)

২৩। তার সঙ্গী মালাক বলবে ঃ এইতো আমার নিকট ‘আমলনামা প্রস্তুত।	٢٣. وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَـٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ

২৪। আদেশ করা হবে ঃ তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে -	٢٤. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ
২৫। কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা দানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে -	٢٥. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ
২৬। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।	٢٦. ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ
২৭। তার সহচর শাইতান বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।	٢٧. قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَـٰكِن كَانَ فِي ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍ
২৮। আল্লাহ বলবেন ঃ আমার সামনে বাক-বিতন্ডা করনা; তোমাদেরকে আমিতো পূর্বেই সতর্ক করেছি।	٢٨. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا۟ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ
২৯। আমার কথার রদ বদল হয়না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করিনা।	٢٩. مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

মালাইকার সাক্ষ্য প্রদান এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যে মালাক আদম সন্তানের আমলের উপর নিযুক্ত রয়েছে সে কিয়ামাতের দিন তার আমলের সাক্ষ্যদান করবে। সে বলবে ঃ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ এইতো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত। এতে একটুও কম-বেশি করা হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলূকের মধ্যে ফাইসালা করবেন। اَلْقِيَا শব্দটি দ্বিবচনের রূপ। বাহ্যতঃ এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সম্বোধন উপরোক্ত দু’জন মালাক/ফেরেশতার প্রতি হবে। হাঁকিয়ে আনয়নকারী মালাক/ফেরেশতা তাকে হিসাবের জন্য পেশ করবেন এবং সাক্ষ্যদানকারী মালাইকা সাক্ষ্য দিয়ে দিবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিবেন ঃ

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ তোমরা দু’জন তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ কর। কত জঘন্য ঐ স্থান। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমীন!

আল্লাহ তা‘আলা এরপর বলেন ঃ কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, অপব্যয়কারী, সন্দেহ পোষণকারী, অসত্য ও কঠোর ভাষী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী লোককে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম স্বীয় ঘাড় উঁচু করে হাশরের মাইদানের সমস্ত লোককে শুনিয়ে বলবে ঃ ‘আমি তিন প্রকারের লোকের জন্য নিযুক্ত হয়েছি। (এক) উদ্ধত ও সত্যের বিরূদ্ধাচরণকারীর জন্য, (দুই) আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীর জন্য এবং (তিন) ছবি তৈরীকারীর জন্য।’ অতঃপর জাহান্নাম এসব লোকদের কাছে যাবে এবং তাদেরকে জড়িয়ে ধরে ওর গর্ভে নিক্ষেপ করবে। (আহমাদ ৩/৪০)

আল্লাহর সম্মুখে মানুষ এবং শাইতানের বিতর্ক

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ তার সহচর অর্থাৎ শাইতান বলবে, رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ হে আমার রাব্ব! আমি

তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। বাতিলকে সে স্বয়ং গ্রহণ করেছিল। সে নিজেই সত্যের বিরোধী ছিল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্যতো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২২) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি মানুষ ও তার সঙ্গী শাইতানকে বলবেন ঃ

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করনা, কেননা আমিতো তোমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করেছি। অর্থাৎ আমি রাসূলদের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলাম এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম। আর তোমাদের উপর দলীল-প্রমাণাদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব, জেনে রেখ যে, **مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ** আমার কথার রদবদল হয়না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করিনা যে, একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করব।

৩০। সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব ঃ তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে ঃ আরও আছে কি?	٣٠. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ
৩১। আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটস্থ করা হবে - কোন দূরত্ব থাকবেনা।	٣١. وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
৩২। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল - প্রত্যেক আল্লাহর অনুরাগী, হিফাযতকারীর জন্য।	٣٢. هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ
৩৩। যারা না দেখেই দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় -	٣٣. مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ
৩৪। তাদেরকে বলা হবে ঃ শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; এটা অনন্ত জীবনের দিন।	٣٤. ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ
৩৫। সেখানে তারা যা কামনা করবে তা'ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক।	٣٥. لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

জান্নাত-জাহান্নাম এবং উহার অধিবাসীদের বর্ণনা

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ওকে পূর্ণ করবেন। কিয়ামাতের দিন যে সমস্ত দানব ও মানব ওর যোগ্য হবে তাদেরকে

ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা ওকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ ‘তুমি পূর্ণ হয়েছ কি?’ উত্তরে জাহান্নাম বলবে ঃ ‘যদি আরও কিছু পাপী বাকী থাকে তাহলে তাদেরকেও আমার মধ্যে নিক্ষেপ করুন!’ এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি পূর্ণ হয়েছ কি? সে উত্তরে বলবে ঃ আরও কিছু আছে কি? অবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জাহান্নামের মুখে তাঁর পা রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে ঃ যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! আর জান্নাতে তখনও জায়গা ফাঁকা থাকবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে ঐ জায়গায় তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। (আহমাদ ৩/২৩৪, মুসলিম ৪/২১৭৮, ২১৮৮)

জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একবার জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন হয়। জাহান্নাম বলে ঃ ‘আমার কি হল যে, প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।’ আর জান্নাত বলে ঃ ‘আমার অবস্থা এই যে, যারা দুর্বল লোক, যাদেরকে দুনিয়ায় সম্মানিত মনে করা হতনা তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে।’ আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতকে বলেন ঃ ‘তুমি আমার রাহমাত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই রাহমাত দান করব।’ আর জাহান্নামকে তিনি বলবেন ঃ ‘তুমি আমার শাস্তি। তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করব। তবে হ্যাঁ, তোমরা উভয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।’ তবে জাহান্নামতো পূর্ণ হবেনা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পা ওতে রাখবেন। তখন সে বলবে ঃ ‘যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।’ ঐ সময় ওটা ভরে যাবে এবং ওর সমস্ত প্রান্ত পরস্পর মিলে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মাখলূকের কারও প্রতি কোন যুল্‌ম করবেননা। আর জান্নাতে তখনো জায়গা ফাঁকা থাকবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে ঐ জায়গায় তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৬০)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন যা দূরে নয়। কেননা যার আগমন নিশ্চিত সেটাকে দূরে মনে করা হয়না। কাতাদাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, জান্নাতকে মু’মিনদের খুব কাছে নিয়ে আসা হবে। (তাবারী ২২/৩৬৩)

এবং غَيْرَ بَعِيد এর অর্থ হচ্ছে ইহা ঘটবে বিচার দিবসে, যা খুব দূরে নয়। নিশ্চয়ই সবাই ঐ দিনের ভয়াবহতার সম্মুখীন হবে এবং এর মুকাবিলা করতে বাধ্য হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর সাথে কোন শির্ক না করে কিয়ামাত দিবসে বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়, তাদেরকে বলা হবে ঃ শান্তির সাথে তোমরা ওতে (অর্থাৎ জান্নাতে) প্রবেশ কর। হাদীসে আছে যে, ঐ ব্যক্তিও কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহর সমস্ত শাস্তি হতে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। (ফাতহুল বারী ২/১৬৮) আল্লাহর মালাইকা তাদেরকে সালাম দ্বারা সম্ভাষণ করবেন।

এটা অনন্তকালের জীবন অর্থাৎ তোমরা জান্নাতে যাচ্ছ চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য, যেখানে কখনও মৃত্যু হবেনা, যেখান হতে কখনও বের করে দেয়ার কোন আশংকা থাকবেনা এবং স্থানান্তরও করা হবেনা। আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا তাদের কাছে এনে উপস্থিত করা হবে যা তারা কামনা করবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ‘আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক।’ যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

‘যারা ভাল কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে এবং আরও অধিক রয়েছে।’ (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬)

সুহাইব ইব্ন সিনান আর রূমী (রহঃ) বলেন যে, এই আধিক্য হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার দর্শন। (মুসলিম ১/১৬৩)

৩৬। আমি তাদের পূর্বে আরও কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। পরে তাদের অন্য	٣٦. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِى ٱلْبِلَٰدِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ

কোন আশ্রয়স্থল রইলনা।	
৩৭। এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ, অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।	٣٧. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
৩৮। আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।	٣٨. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ
৩৯। অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।	٣٩. فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ
৪০। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাতের একাংশে এবং সালাতের পরেও।	٤٠. وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَٰرَ ٱلسُّجُودِ

কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং রাসূলকে (সাঃ) সালাত ও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ এই কাফিরেরা কতটুকু ক্ষমতা রাখে? এদের পূর্বে এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক লোকদের এই অপরাধের কারণেই

আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শহরে বহু ইমারাত তৈরী করেছিল। ভূ-পৃষ্ঠে তারা দীর্ঘ সফর করত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ পৃথিবীতে সর্বত্র তারা তাদের চিহ্ন রেখে গেছে। (তাবারী ২২/৩৭১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা তোমাদের চেয়েও অনেক দীর্ঘ সফর করত এবং জীবিকার জন্য তারা বিভিন্ন দেশে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য ঘুরে বেড়াত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

هَلْ مِن مَّحِيصٍ আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে পালিয়ে বেড়ানো কিংবা অন্য কোথাও যাবার ঠিকানা কি তাদের রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা যা সংগ্রহ করেছে তার প্রতিদান কি তারা পরিবর্তন করতে পারবে? না, কখনও না। তোমরা কোথাও তোমাদের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবেনা। না পারবে তা এড়িয়ে যেতে, আর না পাবে কোন আশ্রয় স্থল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى এটা হল তোমাদের জন্য সতর্কীকরণ যাতে তোমরা সাবধান হও। لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ এই নাসীহাত তাদেরই জন্য যাদের বুঝার মত হৃদয় আছে। মুজাহিদ (রহঃ) أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ এর অর্থ করেছেন ঃ সে মন দিয়ে শোনে, বুঝতে চেষ্টা করে এবং তা মেনে চলার উদ্যোগ নেয়। সে নিজে নিজেই কোন সিদ্ধান্ত নেয়না, বরং যা বলা হয় তা কান দিয়ে শোনে। (তাবারী ২২/৩৭৩) যাহ্‌হাক (রহঃ) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ আরাবরা বলে থাকে যে, কেহ তার কথা কানে কান লাগিয়ে শুনেছে যখন তার অন্তরও সেখানে উপস্থিত ছিল। শাউরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/৩৭৪) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে এবং এতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। এতেও এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। কেননা এত বড় মাখলূককে যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে মৃতকে পুনর্জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলত যে, আল্লাহ তা‘আলা ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

আর ঐ সপ্তম দিনটি ছিল শনিবার। এ জন্য ঐ দিনকে তার ছুটির দিন বলে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের এই বাজে ধারণাটি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ক্লান্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? কারণ কোন ক্লান্তি, অবসন্নতা কিংবা ঘুম তাকে স্পর্শ করেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩) আর যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক আয়াতে বলেন ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৫৭) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ২৭)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ** হে নাবী! তারা তোমাকে যা বলে তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা বরং ধৈর্যধারণ কর, তাদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

মি‘রাজের পূর্বে ফাজরের ও আসরের সালাত ফার্‌য ছিল এবং রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর উম্মাতের উপর এক বছর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সালাত ওয়াজিব থাকে। পরে তাঁর উম্মাতের উপর হতে এর বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়। অতঃপর মি‘রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য হয়, যেগুলির মধ্যে ফাজর ও আসরের নাম যেমন ছিল তেমনই থাকে।

জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমরা (একদা) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের

চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন ঃ ‘তোমাদেরকে তোমাদের রবের সামনে হাযির করা হবে এবং তাঁকে তোমরা এমনভাবে দেখতে পাবে যেভাবে এই চাঁদকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছেনা। সুতরাং তোমরা অবশ্যই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের সালাতকে কখনও ত্যাগ করবেনা।’ অতঃপর তিনি وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।’ (আহমাদ ৪/৩৬৫, ফাতহুল বারী ৮/৪৬২, মুসলিম ১/৪৩৯, আবূ দাঊদ ৫/৯৭, তিরমিযী ৭/২৬৫, নাসাঈ ৬/৪৬৯, ইব্ন মাজাহ ১/৬৩) এছাড়া সুনানের লেখকগণও ইসমাঈলের (রহঃ) রিওয়ায়াতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে আরও বলেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ রাতেও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯)

ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, أَدْبَارَ السُّجُودِ দ্বারা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে সালাতের পরে তাসবীহ পাঠকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/৩৮১)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ধনী লোকেরাতো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নি‘আমাত লাভ করে ফেলেছেন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘কিরূপে?’ তাঁরা জবাবে বললেন ঃ আমাদের মত তাঁরাও সালাত আদায় করেন ও সিয়াম পালন করেন। কিন্তু তাঁরা দান-খাইরাত করেন যা আমরা করতে পারিনা এবং তাঁরা গোলাম আযাদ করেন, আমরা তা করতে সমর্থ হইনা।’ তিনি তখন তাদেরকে বললেন ঃ ‘এসো, আমি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দিই যা তোমরা করলে তোমরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী হয়ে যাবে, তোমাদের উপর কেহই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে

পারবেনা। কিন্তু তারাই পারবে যারা তোমাদের মত আমল করবে। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পরে ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ তেত্রিশবার করে পাঠ করবে।’ কিছু দিন পর তাঁরা আবার এলেন এবং বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের ধনী ভ্রাতাগণও আমাদের এ আমলের মত আমল করতে শুরু করেছেন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ ‘এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।’ (ফাতহুল বারী ২/৩৭৮)

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা মাগরিবের পরে দুই রাকআত সালাতকে বুঝানো হয়েছে। উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), হাসান ইব্ন আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আবূ উমামাও (রহঃ) এ কথাই বলেন। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা’বী (রহঃ), নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহরও (রহঃ) এটাই উক্তি।

৪১। শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহ্বান করবে -	٤١. وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ
৪২। যেদিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ করবে মহানাদ, সেই দিনই পুনরুত্থান দিন।	٤٢. يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ
৪৩। আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।	٤٣. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ
৪৪। যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে, এই সমবেত সমাবেশ করণ আমার জন্য সহজ।	٤٤. يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ

٤٥. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ	**৪৫। তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।**

কিয়ামাতের বিভিন্ন আলামত বর্ণনার মাধ্যমে হুশিয়ারী

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ** হে মুহাম্মাদ, তুমি শোন! সেদিন (বিচার দিবসে) এক ঘোষণাকারী নিকটস্থ কোন স্থান থেকে সমবেত জনতাকে ডাক দিয়ে বলবে ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা, যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি ওতে প্রাণ দান করেছেন, যা তাঁর সৃষ্টি করার তুলনায় সহজ ছিল। তাঁর কাছেই সমস্ত সৃষ্টিকে ফিরে আসা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তিনি প্রত্যেকের কাজের ভাল-মন্দের উপর বিচার করে প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহ তা‘আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে মাখলূকের দেহ সৃষ্টি হতে থাকবে, যেমন মাটিতে পড়ে থাকা বীজ বৃষ্টি বর্ষণের ফলে অংকুরিত হয়। যখন দেহ পূর্ণরূপে গঠিত হবে তখন আল্লাহ তা‘আলা ইসরাফীলকে (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম করবেন। সমস্ত রূহ শিংগার ছিদ্রে থাকবে। ইসরাফীলের (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে রূহগুলি আসমান ও যমীনের মাঝে উড়তে থাকবে। ঐ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ ‘আমার ইয্যাত ও মর্যাদার শপথ! অবশ্যই প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহের মধ্যে চলে যাবে। তখন প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে চলে যাবে এবং যেভাবে বিষক্রিয়া শিরায় শিরায় অতি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় সেইভাবে ঐ দেহের শিরা উপশিরায় অতিসত্বর রূহ চলে যাবে। শরীরে যেমন নিভৃতে বিষক্রিয়া ঘটে তেমনি সবার অগোচরে প্রতিটি আত্মা তার পূর্বের শরীরে প্রবেশ করবে। তাদের উপর পৃথিবী উম্মুক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ তা‘আলার সামনে দৌড়ে দৌড়ে এসে অতি আগ্রহে নত শিরে দাঁড়িয়ে যাবে এ উদ্দেশে যে, তিনি যা আদেশ করবেন তা যেন তৎক্ষণাৎ পালন করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। কাফিরেরা বলবে ঃ কঠিন এই দিন। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৮)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৫২)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সর্বপ্রথম আমার কাবরের যমীন ফেটে যাবে।' (মুসলিম ৪/১৭৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ এই সমবেত করণ আমার জন্য সহজ। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮)

রাসূলকে (সাঃ) শান্ত্বনা প্রদান

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ** তারা যা বলে তা আমি জানি (এতে তুমি মন খারাপ করনা)। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّـٰجِدِينَ. وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৭-৯৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। অর্থাৎ তুমি তাদেরকে জোরপূর্বক হিদায়াতের উপর আনতে পারনা এবং এরূপ করতে আদিষ্টও নও। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে। এতে সে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং সঠিক পথে চলে আসবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্বতো আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) অন্যত্র আছে ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২)

অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ 'তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও, সুতরাং যে

আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।' কাতাদাহ (রহঃ) দু'আ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَابَارُّ يَارَحِيْمُ

হে আল্লাহ! যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার নি'আমাতের আশা রাখে, আমাদেরকে আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! হে অনুগ্রহশীল, হে করুণাময়! (কুরতুবী ১৭/২৯)

সূরা কা'ফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫১ ঃ যারিয়াত, মাক্কী — ٥١ – سورة الذاريات، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬০, রুকূ ৩) — (اَيَاتها : ٦٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার,	١. وَٱلذَّٰرِيَـٰتِ ذَرْوًا
২। শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের -	٢. فَٱلْحَـٰمِلَـٰتِ وِقْرًا
৩। অতঃপর স্বচ্ছন্দ গতিময় নৌযানের,	٣. فَٱلْجَـٰرِيَـٰتِ يُسْرًا
৪। আর শপথ কর্মবন্টনকারী মালাক/ফেরেশতার।	٤. فَٱلْمُقَسِّمَـٰتِ أَمْرًا
৫। তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।	٥. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ
৬। কর্মফল দিন অবশ্যম্ভাবী।	٦. وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٌ
৭। শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের!	٧. وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ
৮। তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।	٨. إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ
৯। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে'ই তা পরিত্যাগ করে।	٩. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ
১০। অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা।	١٠. قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ

১১। যারা অজ্ঞ ও উদাসীন -	١١. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي غَمۡرَةٖ سَاهُونَ
১২। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ কর্মফল দিন কবে হবে?	١٢. يَسۡـَٔلُونَ أَيَّانَ يَوۡمُ ٱلدِّينِ
১৩। (বল) সেই দিন, যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে আগুনে,	١٣. يَوۡمَ هُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ
১৪। এবং বলা হবে। তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।	١٤. ذُوقُواْ فِتۡنَتَكُمۡ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تَسۡتَعۡجِلُونَ

কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে নিশ্চিত করণ

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) একবার কুফায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনগণকে বলেন ঃ 'তোমরা আমাকে আল্লাহর কুরআনের যে কোন আয়াত বা যে কোন হাদীস সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার, আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব।' তখন ইব্ন কাওওয়া (রহঃ) দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলার وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا এই উক্তির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ বাতাস। সে জিজ্ঞেস করল ঃ حَامِلاَت এর অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এর অর্থ মেঘ। সে প্রশ্ন করল ঃ جَارِيَات এর ভাবার্থ কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ এর ভাবার্থ হল নৌযানসমূহ। সে জিজ্ঞেস করল ঃ مُقَسِّمَات এর অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হল মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী। (তাবারী ২২/৩৮৯-৩৯২, আবদুর রায্যাক ৩/৪১)

جَارِيَات এর অর্থ কেহ কেহ ঐ নক্ষত্ররাজি নিয়েছেন যেগুলি আকাশে চলাফিরা করে। এই অর্থ ধরে নিলে নীচ হতে উপরের দিকে উঠে যাওয়া হবে। প্রথমে বাতাস, তারপর মেঘ, তারপর নক্ষত্ররাজি এবং এরপর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী,

যারা কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিয়ে অবতরণ করেন এবং কখনও পাহারার কাজ করার জন্য নিচে নেমে আসেন। এ আয়াত সত্যায়ন করছে যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং লোকদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে। এগুলির পরেই বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং কর্মফল দিন অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর মহান আল্লাহ আকাশের শপথ করেছেন যা সুন্দর, উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। (তাবারী ২২/৩৯৫, ৩৯৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ আল আউফী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আরও অনেকেই حُبُك শব্দের এ অর্থই করেছেন। (তাবারী ২২/৩৯৬, ৩৯৭) যাহহাক (রহঃ), মিনহাল ইব্ন আমর (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, পানির তরঙ্গ, বালুকার কণা, ক্ষেতের ফসলের পাতা জোরে প্রবাহিত বাতাসে যখন আন্দোলিত হয় তখন এগুলিতে যেন রাস্তা এলোমেলো হয়ে যায়। ওটাকেই حُبُك বলা হয়েছে।

এই সমুদয় উক্তির সারাংশ একই অর্থাৎ এর দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশকে বুঝানো হয়েছে। আরও বুঝানো হয়েছে আকাশের উচ্চতা, ওর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওর পবিত্রতা, ওর নির্মাণ চাতুর্য, ওর দৃঢ়তা, ওর প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা ওর জাঁক-জমকপূর্ণ হওয়া, যেগুলির মধ্যে কতগুলি চলাচল করতে থাকে এবং কতগুলি স্থির থাকে, ওর সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুষমামণ্ডিত হওয়া, এসব হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্যের উপকরণ।

মূর্তি পূজকদের পরস্পর বিরোধী দাবী

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِف হে মুশরিকের দল! তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত রয়েছ। কোন কিছুর উপর তোমরা একমত হতে পারনি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের কেহ কেহতো সত্য বলে বিশ্বাস করত এবং কেহ কেহ মিথ্যা মনে করত। (আবদুর রায্যাক ৪/২৪২) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই ওটা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ এই অবস্থা ওদেরই হয় যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট। তারা নিজেদের বাতিল, মিথ্যা ও বাজে

উক্তির কারণে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়। সঠিক বোধ ও সত্য জ্ঞান তাদের মধ্য হতে লোপ পায়। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ

তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর, তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা, শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৬১-১৬৩) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শুধু সে'ই পথভ্রষ্ট হয় যে নিজেই পথভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর থেকে ঐ ব্যক্তিই দূর হয়ে যায় যাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ 'বাজে ও অযৌক্তিক উক্তিকারীরা ধ্বংস হোক।' অর্থাৎ তারাই ধ্বংস হোক যারা বাজে ও মিথ্যা উক্তি করত, যাদের মধ্যে ঈমান ছিলনা, যারা বলত ঃ আমাদের পুনরুত্থান ঘটবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ خَرَّاصُونَ এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যাবাদী। অন্যত্র خَرَّاصُونَ অর্থে ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা পুনরায় জীবিত করা কিংবা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। (তাবারী ২২/৪০০) এটি সূরা আবাসার একটি আয়াতের অনুরূপ ঃ

قُتِلَ ٱلْإِنسَـٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ

মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ১৭)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি অভিশাপ। (তাবারী ২২/৩৯৯) মুআযও (রাঃ) স্বীয় ভাষণে এ কথাই বলতেন। এরা প্রতারক ও সন্দিহান। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ওরা হল তারা যারা সন্দেহ পোষণ করে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ধ্বংস হোক তারা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। যারা বেপরোয়াভাবে কুফরী করছে। তারা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করে ঃ কর্মফল দিন কবে হবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন ঃ এটা হবে সেই দিন, যেই দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সোনাকে আগুনে উত্তপ্ত করার মত তারা আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এ কথা তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে।

১৫। সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে।	١٥. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ
১৬। উপভোগ করবে তা যা তাদের রাব্ব তাদেরকে প্রদান করবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ।	١٦. ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ
১৭। তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়,	١٧. كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
১৮। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত,	١٨. وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
১৯। এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।	١٩. وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ
২০। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে -	٢٠. وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَـٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
২১। এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবেনা?	٢١. وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
২২। আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয্কের উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।	٢٢. وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

২৩। আকাশ ও পৃথিবীর রবের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক স্ফূর্তির মতই এ সব সত্য।	٢٣. فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরু লোকদের পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন তারা ঝর্ণাবিশিষ্ট বাগানে অবস্থান করবে। তাদের অবস্থা হবে ঐ অসৎ লোকদের অবস্থার বিপরীত যারা শাস্তির মধ্যে, শৃংখল/জিঞ্জীরের মধ্যে এবং আগুনের মধ্যে থাকবে। মু'মিনদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য এসেছিল তা তারা যথাযথভাবে পালন করত। আল্লাহভীরু লোকেরা জান্নাতে আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতরাশি লাভ করবে। ইতোপূর্বে অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা ভাল কাজ করত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন যে, তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের উক্তি হচ্ছে ঃ তাদের উপর এমন কোন রাত্রি অতিবাহিত হতনা যার কিছু অংশ তাঁরা আল্লাহর স্মরণে না কাটাতেন। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যে মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ এমন রাত খুব কমই গত হত যখন তারা রাতের প্রথম ভাগে অথবা মধ্যভাগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদাতের জন্য সময় ব্যয় করতেননা। (তাবারী ২২/৪০৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ যদি থেকেও থাকে তাহলেও মাত্র কয়েকটি রাত তারা (শুরু থেকে ফজর পর্যন্ত) তাহাজ্জুদ সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। (তাবারী ২২/৪০৮) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) এবং আবুল আলিয়া (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ লোকগুলি মাগরিব ও ইশার সালাতের মাঝে কিছু নফল সালাত আদায় করতেন। (তাবারী ২২/৪০৭, ৪০৮) ইব্ন জারীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ)

প্রমুখ বলেন যে, তারা রাতের খুব কম সময়ই নিদ্রায় কাটাতেন। আর যখন ইবাদাতে মনোযোগ দিতেন তখন সকাল হয়ে যেত। (তাবারী ২২/৪০৮, ৪০৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন তখন জনগণ তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমায়। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আল্লাহর শপথ! তাঁর মুখমন্ডলে আমার দৃষ্টি পড়া মাত্রই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই জ্যোতির্ময় চেহারা কোন মিথ্যাবাদী লোকের হতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বপ্রথম যে কথা আমার কানে পৌঁছেছিল তা ছিল ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রেখ, (মানুষকে) সালাম দিতে থাক এবং রাতে সালাত আদায় কর যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযী ৭/১৮৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতে এমন কক্ষ রয়েছে যার ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।' এ কথা শুনে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কাদের জন্য?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তাদের জন্য, যারা নরম কথা বলে, (দরিদ্রদেরকে) খাবার খেতে দেয় এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়।' (আহমাদ ২/১৭৩) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ 'তারা সালাত আদায় করে।' (তাবারী ২২/৪১৩) অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'তারা রাতে (ইবাদাতে) দাঁড়িয়ে থাকে এবং সকাল হলে তারা নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ

সকালে তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭) এই ক্ষমা প্রার্থনা যদি সালাত আদায় করা অবস্থায় হয় তাহলে তা খুবই ভাল।

সহীহ হাদীসসমূহে সাহাবীগণের কয়েকটি রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন ঃ 'কোন তাওবাহকারী আছে কি? আমি তার তাওবাহ কবূল করব। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোন যাঞ্চাকারী আছে কি? আমি তাকে প্রদান করব।' ফাজর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরূপই বলতে থাকেন।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৫, ১১/১৩৩, ১৩/৪৭৩; মুসলিম ১/৫২১, ৫২৩, আবূ দাঊদ ২/৭৭, ৫/১০১; তিরমিযী ৯/৪৭১, ইব্ন মাজাহ ১/৪৩৫, নাসাঈ ৪/২৪)

অনেক তাফসীরকারক বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন ঃ

سَوۡفَ أَسۡتَغۡفِرُ لَكُمۡ رَبِّيٓ

আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৯৮) এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন যে, তাঁর এই ক্ষমা প্রার্থনা রাত্রির শেষ প্রহরেই ছিল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরা মানুষের হকের কথাও ভুলে যাননা। তাঁরা যাকাত আদায় করেন, জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন। তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদের (রহঃ) মতে মাহরূম বা বঞ্চিত হল ঐ ব্যক্তি যার ইসলামে কোন অংশ নেই। (তাবারী ২২/৪১৪) অর্থাৎ বাইতুল মালে কোন অংশ নেই, আয়ের কোন উৎস নেই এবং কোন কর্মসংস্থানও নেই। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, মাহরূম দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সহজভাবে আয় করার কোন ব্যবস্থা নেই যা দ্বারা তারা উপার্জন করে তাদের জীবন ধারণ করতে পারে। কাতাদাহ (রহঃ) ও কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ তারা মানুষের কাছে কোন কিছু চেয়ে বেড়ায়না। (তাবারী ২২/৪১৬) যুহরী (রহঃ) অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু' এক গ্রাস খাবার বা দু' একটি খেজুর যাঞ্চা করে, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার ঐ পরিমাণ উপার্জন নেই যা তার প্রয়োজন মিটায় এবং তার এমন অবস্থা প্রকাশ পায়না যে, মানুষ তার অভাবের কথা জানতে পেরে তাকে কিছু দান করে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯, নাসাঈ ৫/৮৫)

পৃথিবীতে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য ধরিত্রীতে নিদর্শন রয়েছে।

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন রয়েছে। এগুলি মহান সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব প্রমাণ করে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, কিভাবে তিনি দুনিয়ায় গ্রহ-নক্ষত্র জীব-জন্তু ও গাছ-পালা ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিভাবে তিনি পর্বতরাজিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, মাঠ-মাইদানকে করেছেন বিস্তৃত এবং সমুদ্র ও নদ-নদীকে করে রেখেছেন প্রবাহিত। মানুষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি তাদের ভাষা, বর্ণ, আকৃতি, কামনা-বাসনা, বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য বিভিন্ন প্রকারের করেছেন। তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি তাদের পাপ-সাওয়াব এবং দৈহিক গঠনের কথা চিন্তা করলেও বিস্মিত হতে হয়। প্রত্যেক অঙ্গ যেখানে যেমন উপযুক্ত সেখানে স্থাপন করেছেন। এ জন্যই এরপরেই বলেছেন ঃ 'তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে)। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা?'

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির কথা চিন্তা করবে, নিজের গ্রন্থিগুলির বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তাকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্যই। (কুরতুবী ১৭/৪০) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকার উৎস অর্থাৎ বৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু অর্থাৎ জান্নাত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ অর্থ করেছেন। (তাবারী ২২/৪২০) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বয়ং নিজেরই শপথ করে বলেন ঃ

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ আমি তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি অর্থাৎ কিয়ামাত, পুনরুত্থান, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি সবই সত্য। যেমন তোমাদের মুখ হতে বের হওয়া কথায় তোমাদের কোন সন্দেহ থাকেনা, অনুরূপভাবে এসব বিষয়েও তোমাদের সন্দেহ করা মোটেই উচিত নয়। মুআয (রাঃ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন ঃ 'নিশ্চয়ই এটা সত্য যেমন তুমি এখানে রয়েছ।'

২৪। তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?	٢٤. هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ
২৫। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ সালাম। উত্তরে সে বলল ঃ সালাম। এরাতো অপরিচিত লোক!	٢٥. إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَـٰمًا ۖ قَالَ سَلَـٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ
২৬। অতঃপর ইবরাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল।	٢٦. فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ
২৭। তাদের সামনে রাখল এবং বলল ঃ তোমরা খাচ্ছনা কেন?	٢٧. فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
২৮। এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল ঃ ভীত হয়োনা। অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।	٢٨. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍ
২৯। তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়িয়ে বলল ঃ এই বৃদ্ধ বন্ধ্যার সন্তান হবে?	٢٩. فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

٣٠. قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ	**৩০। তারা বলল ঃ তোমার রাব্ব এরূপই বলেছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।**

ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির বর্ণনা

এ ঘটনাটি সূরা হূদ ও সূরা হিজরে গত হয়েছে। মেহমান বা অতিথিরা মালাইকা/ফেরেশতা ছিলেন, যাঁরা মানুষের আকারে আগমন করেছিলেন।

মানবরূপী মালাইকা ইবরাহীমকে (আঃ) সালাম করেন। তিনিও সালামের জবাব দেন। দ্বিতীয় ঃ سَلَامٌ শব্দের উপর দুই পেশ হওয়াটাই এর প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এজন্যই বলেন ঃ

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ

যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা ওর চেয়ে উত্তম (শব্দ) দ্বারা জবাব দিবে অথবা ওটাই ফিরিয়ে দিবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৬) খলীল (আঃ) উত্তম পন্থাটিই গ্রহণ করেন। তাঁরা যে আসলে মালাইকা ছিলেন তা ইবরাহীম (আঃ) জানতেন না বলে তিনি বলেন ঃ 'এরাতো অপরিচিত লোক।' মালাইকা/ফেরেশতারা ছিলেন জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ) এবং ইসরাফীল (আঃ)। তাঁরা সুশ্রী যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তাঁদের চেহারায় মর্যাদা ও ভীতির লক্ষণ প্রকাশমান ছিল। ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের খাদ্য তৈরীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিঃশব্দে অতি তাড়াতাড়ি স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করেন।

فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ

অতঃপর অনতি বিলম্বে একটা ভাজা গো-বৎস আনয়ন করল। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৬৯) তিনি ঐ গোশত তাঁদের নিকট রেখে দেন এবং বলেন ঃ 'দয়া করে আপনারা কি খাবেন?' এর দ্বারা আপ্যায়নের আদব জানা যাচ্ছে যে, ইবরাহীম (আঃ) মেহমানকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই এবং তাঁদের জন্য তিনি যে খাবার নিয়ে আসছেন এ কথা তাঁদেরকে না বলেই নিঃশব্দে তাঁদের নিকট হতে চলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি উৎকৃষ্ট যে জিনিস তিনি পেলেন তা প্রস্তুত করে নিয়ে এলেন। তা ছিল অল্প বয়স্ক একটি তাজা গো-বৎসের ভাজা গোশত। এ খাদ্য

তাঁদের থেকে দূরে রেখে দিয়ে তিনি তাঁদেরকে 'খাবারের কাছে আসুন' এ কথা বললেননা। কেননা এতে এক ধরনের হুকুম হয়ে যাচ্ছে। বরং তিনি তাঁর সম্মানিত মেহমানদের কাছে খাদ্য রেখে অত্যন্ত বিনয় ও ভালবাসার স্বরে বলেন ঃ 'দয়া করে আপনারা কি খাবেন?' যেমন কোন ব্যক্তি কেহকেও বলে থাকে ঃ 'যদি আপনি দয়া ও অনুগ্রহ করে এ কাজটি করে দিতেন!' এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ

কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের থেকে শংকিত হল; (এ দেখে) তারা বলল ঃ ভয় করবেননা, আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আর তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭০-৭১) ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রী এটা জেনে হেসেছিলেন যে, লুতের লোকদের ঘৃণ্য আচরণের জন্য তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

قَالَتْ يَـٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوٓا۟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَـٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা (মালাইকা) বলল ঃ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও বারাকাত; নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭২-৭৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কেননা সন্তানের জন্মগ্রহণ উভয়ের জন্যই খুশির বিষয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এ সুসংবাদ শুনে ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রীর মুখ দিয়ে জোরে শব্দ বেরিয়ে এলো এবং কপালে হাত মেরে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বললেন ঃ 'যৌবনে আমি বন্ধ্যা ছিলাম। এখন আমিও বৃদ্ধা এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এমতাবস্থায় আমি গর্ভবতী হব?' তাঁর এই কথা শুনে মালাইকা বললেন ঃ 'এই সুসংবাদ আমরা আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে দিচ্ছিনা। বরং মহামহিমান্বিত আল্লাহই আমাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিতো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আপনারা যে মহাসম্মান পাওয়ার যোগ্য এটা তিনি ভালরূপেই জানেন। তাঁর ঘোষণা এই যে, এ বৃদ্ধ বয়সেই তিনি আপনাদেরকে সন্তান দান করবেন। তাঁর কোন কাজই প্রজ্ঞাশূন্য নয় এবং তাঁর কোন হুকুমও হিকমাতশূন্য হতে পারেনা।'

ষষ্ঠ বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৩১। সে (ইবরাহীম) বলল ঃ হে প্রেরিত মালাইকা! আপনাদের বিশেষ কাজ কি?	٣١. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ
৩২। তারা বলল ঃ আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।	٣٢. قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ
৩৩। তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা,	٣٣. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ
৩৪। যা সীমা লংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার রবের নিকট হতে -	٣٤. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ

৩৫। সেখানে যে সব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম	٣٥. فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
৩৬। এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পনকারী আমি পাইনি -	٣٦. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
৩৭। যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কে ভয় করে আমি তাদের জন্য ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি,	٣٧. وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য মালাইকা প্রেরণ

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করে দিল। বাস্তবিক ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়। হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও, তোমার রবের ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই প্রতিহত করার নয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭৪-৭৬)

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, তিনি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে প্রেরিত দূতগণ! আপনাদের বিশেষ কাজ কি?' মালাইকা জবাবে বলেন ঃ 'আমাদেরকে এক

অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।' এই সম্প্রদায় দ্বারা তাঁরা লূতের (আঃ) সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন ঃ 'আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি; যা সীমালংঘনকারীদের জন্য আপনার রবের নিকট হতে চিহ্নিত।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ঐ পাপীদের নাম ঢেলাগুলোর উপর পূর্ব হতেই লিখিত আছে। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ঢেলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সূরা আনকাবূতে রয়েছে ঃ

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ

সে বলল ঃ এই জনপদেতো লূত রয়েছে। তারা বলল ঃ সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি; আমরাতো লূতকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত; সেতো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৩২) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। এর দ্বারাও লূত (আঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, যে ঈমান আনেনি। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ এই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার মধ্যে ঐ লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন, শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে। তারা ঐ সব লোকের কৃতকর্মের পরিণাম দেখে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যাদের বাসস্থানকে আমি করেছি দুর্গন্ধময় 'মৃত সাগর'।

৩৮। এবং নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে প্রমাণসহ ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।	٣٨. وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
৩৯। তখন সে ক্ষমতা দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ	٣٩. فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ

এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ।	أَوْ مَجْنُونٌ
৪০। সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম; সেতো ছিল তিরস্কারযোগ্য।	٤٠. فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
৪১। এবং নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায় যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু।	٤١. وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ
৪২। এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ন বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।	٤٢. مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ
৪৩। আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হল ঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল,	٤٣. وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍ
৪৪। কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল।	٤٤. فَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ
৪৫। তারা উঠে দাঁড়াতে পারলনা এবং তা প্রতিরোধ	٤٥. فَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ مِن قِيَامٍ

وَمَا كَانُوا۟ مُنتَصِرِينَ	করতেও পারলনা।
٤٦. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ	৪৬। আমি ধ্বংস করেছিলাম তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

ফির‘আউন, ‘আদ, ছামূদ এবং নূহের (আঃ) কাওমের ধ্বংস, মানবতার জন্য শিক্ষণীয় সতর্ক বাণী

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ লূতের (আঃ) কাওমের পরিণাম দেখে মানুষ যেমন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, অনুরূপভাবে ফির‘আউন ও তার লোকদের ঘটনার মধ্যেও তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আমি তাদের কাছে আমার নাবী মূসাকে (আঃ) পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের নেতা অহংকারী ফির‘আউন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং আমার ফরমান হতে বেপরোয়া হয়।

ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

সে বিতন্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৯) আল্লাহর এই শত্রু স্বীয় শক্তির দাপট দেখিয়ে এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে তাঁর ফরমানের অসম্মান করে। মূসা (আঃ) সম্পর্কে সে মন্তব্য করে যে, তিনি যাদুকর অথবা পাগল। সুতরাং এই অহংকারী, পাপী, কাফির এবং উদ্ধত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা তার লোক লশকরসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন। সেতো ছিল তিরস্কারযোগ্য। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ নিদর্শন রয়েছে আ’দের ঘটনায়, যখন আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে অকল্যাণকর বায়ু। এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল। (তাবারী ২২/৪৩৪)

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ওটা ছিল দক্ষিণা বায়ু। (তাবারী ২২/৪৩৩) সহীহ হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমাকে পূবালী বায়ু দ্বারা

সাহায্য করা হয়েছে, আর 'আদ সম্প্রদায়কে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।' (ফাতহুল বারী ২/৬০৪, মুসলিম ২/৬১৭) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে , যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৭) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল, ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল।'

তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছিল যখন তারা শাস্তির লক্ষণ দেখতে ছিল। অবশেষে চতুর্থ দিন খুব ভোরে অকস্মাৎ তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়। এতটুকু তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি যে, পালানোর চেষ্টা করতে পারে অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবন রক্ষার চিন্তা করতে পারে। তাইতো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ তারা উঠে দাঁড়াতে পারলনা এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারলনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহের (আঃ) সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

ফির'আউন, 'আদ, ছামূদ এবং নূহের (আঃ) সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ঘটনাবলী ইতোপূর্বে কয়েকটি সূরার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৭। আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই	٤٧. وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ

মহাসম্প্রসারণকারী,	وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
৪৮। এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা।	٤٨. وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَـٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَـٰهِدُونَ
৪৯। আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	٤٩. وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
৫০। আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সতর্ককারী।	٥٠. فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৫১। তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা'বূদ স্থির করনা; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী	٥١. وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

আল্লাহর একাত্মবাদের প্রমাণ রয়েছে পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন সৃষ্টিতে

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا তিনি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত, সুউচ্চ ও সম্প্রসারিত করেছেন। অবশ্যই তিনি মহাসম্প্রসারণকারী। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সাওরী (রহঃ) এবং আরও বহু তাফসীরকার এ কথাই বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি আকাশকে স্বীয় শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি। (তাবারী ২২/৪৩৮) আমি মহাসম্প্রসারণকারী। আমি ওর প্রান্তকে প্রশস্ত করেছি, বিনা স্তম্ভে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি এবং স্থির করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا যমীনকে আমি আমার সৃষ্টজীবের জন্য বিছানা বানিয়েছি। আর একে বানিয়েছি অতি উত্তম বিছানা। সমস্ত মাখলূককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি। যেমন আসমান ও যমীন, দিন ও রাত, সূর্য ও চন্দ্র, পানি ও স্থল, আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও কুফর, জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, জান্নাত ও জাহান্নাম, এমন কি জীব-জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যেও জোড়া রয়েছে। এটা এ জন্য যে, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। তোমরা যেন জেনে নাও যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি শরীক বিহীন ও একক। সুতরাং তোমরা তাঁর দিকে দৌড়ে যাও এবং তাঁরই প্রতি মনোযোগী হও। আমার নাবীতো তোমাদেরকে স্পষ্ট সতর্ককারী। সাবধান! তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা'বূদ স্থির করনা।

৫২। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ!	٥٢. كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا۟ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
৫৩। তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়	٥٣. أَتَوَاصَوْا۟ بِهِۦ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
৫৪। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, এতে তুমি অপরাধী হবেনা।	٥٤. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ
৫৫। তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।	٥٥. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

৫৬। আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।	٥٦. وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
৫৭। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে।	٥٧. مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ
৫৮। আল্লাহইতো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।	٥٨. إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ
৫৯। যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।	٥٩. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَـٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ
৬০। কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের ঐ দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।	٦٠. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ

প্রত্যেক নাবী/রাসূলের কাওমই দীনের প্রতি তাঁদের আহ্বানকে অস্বীকার করেছে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ হে নাবী! এই কাফিরেরা যা

বলছে তা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্ববর্তী কাফিরেরাও নিজ নিজ যুগের রাসূলদেরকে এ কথাই বলেছিল। কাফিরদের এই উক্তিই ক্রমান্বয়ে চলে আসছে, যেন তারা পরস্পর এই অসিয়তই করে গেছে। সত্য কথাতো এটাই যে, ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। শক্ত অন্তরের দিক দিয়ে এরা সবাই একই। সুতরাং তুমি এদের কথা চোখ বুঁজে সহ্য করে যাও। তুমি তাদের এসব কথার উপর ধৈর্যধারণ করতে থাক।

তবে হ্যাঁ, দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাও, এটা ছেড়ে দিওনা। আল্লাহ পাকের বাণী তাদের কাছে পৌঁছাতে থাক। যাদের অন্তরে ঈমান কবূল করে নেয়ার তাওফীক রয়েছে তারা একদিন না একদিন অবশ্যই সত্যের পথে আসবে।

আল্লাহ্ তা'আলা জিন ও মানব জাতিকে শুধু তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** আমি দানব ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ জন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদাত করবে। তারা যেন সন্তুষ্ট চিত্তে অথবা বাধ্য হয়ে আমাকে প্রকৃত মা'বূদ মেনে নেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ *আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে। আল্লাহইতো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।*

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিম্নরূপ পাঠ করিয়েছেন ঃ **إِنِّىْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ** নিশ্চয়ই আমি রিয্কদাতা, ক্ষমতার উৎস এবং প্রবল পরাক্রান্ত। (আহমাদ ১/৪১৮) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আবূ দাঊদ ৪/২৯০, তিরমিযী ৮/২৬১, নাসাঈ ৬/৪৬৯)

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর

সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা তাকে তিনি উত্তম ও পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যারা তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবে তাকে তিনি জঘন্য শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা কারও মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত মাখলূক সর্বাবস্থায় এবং সর্বসময় তাঁর পূর্ণ মুখাপেক্ষী। তারা তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও দরিদ্র। তিনি একাই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও আহারদাতা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাত কর, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী করব। আর যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে আমি তোমার বক্ষকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করব এবং অন্যের প্রতি তোমার নির্ভরশীলতাও কখনও বন্ধ করবনা।' (আহমাদ ২/৩৫৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ

যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে, সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকে তার কাজের প্রতিফল হিসাবে শাস্তির অংশ প্রাপ্ত হবে। শাস্তি তরান্বিত করার জন্য তাদের বলতে হবেনা। কারণ ওটা তাদের নিকট আসবেই।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ *কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের ঐ দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।* অতএব আফসোস তাদের জন্য যারা ওকে (কিয়ামাত দিবসকে) অস্বীকার করেছিল, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল।

সূরা যারিয়াত -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫২ ঃ তূর, মাক্কী

٥٢ – سورة الطور ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৯, রুকূ ২)

(اَيَاتُهَا : ٤٩ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

যুবাইর ইব্ন মুতয়িম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি মাগরিবের সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সূরা তূর পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুমিষ্ট সুর বিশিষ্ট উত্তম কিরআতকারী লোক আমি একজনও দেখিনি।' (মুয়াত্তা ১/৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্য রিওয়ায়াতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে মালিকের নামও উল্লেখ রয়েছে। (ফাতহুল বারী ২/২৮৯, মুসলিম ১/৩৩৮)

উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'হাজ্জের সময় আমি অসুস্থা হয়ে পড়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি এ কথা বললে তিনি আমাকে বলেন ঃ 'তুমি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে জনগণের পিছনে পিছনে তাওয়াফ করে নাও।' সুতরাং আমি সওয়ারীর উপর বসে তাওয়াফ করলাম। ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের এক পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং وَالطُّورِ ، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ তিলাওয়াত করছিলেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৬৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ তুর পর্বতের,	١. وَٱلطُّورِ
২। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে -	٢. وَكِتَـٰبٍ مَّسۡطُورٍ
৩। উন্মুক্ত পত্রে।	٣. فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ
৪। শপথ বায়তুল মা'মুরের,	٤. وَٱلۡبَيۡتِ ٱلۡمَعۡمُورِ
৫। শপথ সমুন্নত আকাশের,	٥. وَٱلسَّقۡفِ ٱلۡمَرۡفُوعِ

৬। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের।	٦. وَٱلۡبَحۡرِ ٱلۡمَسۡجُورِ
৭। তোমার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,	٧. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٌ
৮। এর রোধ করার কেহ নেই।	٨. مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٍ
৯। যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে -	٩. يَوۡمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوۡرًا
১০। এবং পর্বত চলবে দ্রুত।	١٠. وَتَسِيرُ ٱلۡجِبَالُ سَيۡرًا
১১। দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের -	١١. فَوَيۡلٌ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِينَ
১২। যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।	١٢. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي خَوۡضٍ يَلۡعَبُونَ
১৩। যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে,	١٣. يَوۡمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا
১৪। বলা হবে ঃ এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে,	١٤. هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ
১৫। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা?	١٥. أَفَسِحۡرٌ هَٰذَآ أَمۡ أَنتُمۡ لَا تُبۡصِرُونَ

১৬। তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ করা অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।	١٦. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

আল্লাহ তা'আলার সাবধান বাণী, কিয়ামাত অতি নিকটে

আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক ও মহাশক্তির নিদর্শনগুলির শপথ করে বলেন ঃ তাঁর শাস্তি অবশ্যই আসবে। যখন তাঁর শাস্তি আসবে তখন কারও ক্ষমতা নেই যে, তা প্রতিরোধ করতে পারে।

যে পাহাড়ের উপর গাছ থাকে ঐ পাহাড়কে 'তূর' বলে। যেমন ঐ পাহাড়টি, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন এবং যেখান হতে ঈসার (আঃ) নাবুওয়াত শুরু হয়েছিল। আর যে পাহাড়ে গাছপালা থাকেনা ঐ পাহাড়কে 'জাবাল' বলা হয়। ওটাকে 'তূর' বলা হয়না।

كِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'লাওহে মাহফূয' বা রক্ষিত ফলক। অথবা এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অবতারিত ও লিখিত কিতাব সমূহকে বুঝানো হয়েছে যেগুলি মানুষের সামনে পাঠ করা হয়। এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে ঃ فِي رَقٍّ مَّنشُوْرٍ 'উন্মুক্ত পত্রে'।

'বাইতুল মা'মূর' এর ব্যাপারে মি'রাজ সম্বলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অতঃপর আমাকে বাইতুল মা'মূরে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাইকা/ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশে প্রবেশ করে তারা আর কখনো দ্বিতীয়বার ওখানে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৯, মুসলিম ১/১৫০) ভূ-পৃষ্ঠে যেমন কা'বা ঘরের তাওয়াফ হয়ে থাকে তেমনই বাইতুল মা'মূর হল মালাইকার তাওয়াফ ও ইবাদাতের জায়গা।' ঐ হাদীসেই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় ইবরাহীমকে (আঃ) বাইতুল মা'মূরের সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখেন। এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই রয়েছে যে, যেহেতু

ইবরাহীম (আঃ) বাইতুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁর হাতেই তা নির্মিত হয়েছে সেই হেতু সেখানেও তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওর সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখতে পান। এই বাইতুল মা'মূরের মর্যাদা কা'বা ঘরের সম মর্যাদা সম্পন্ন। প্রতিটি আকাশে এমনি একটি করে ইবাদাতের ঘর রয়েছে যেখানে ঐ আকাশের মালাইকা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে থাকেন। প্রথম আকাশে এরূপ যে ঘরটি রয়েছে ওটাকে বলা হয় বাইতুল ইয্যাত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ 'সমুন্নত ছাদ' দ্বারা আকাশকে বুঝানো হয়েছে। সুফিয়ান শাওরী (রহঃ), সুবাহ (রহঃ) এবং আহওয়াস (রহঃ) সিমাক (রহঃ) হতে, তিনি খালিদ ইব্ন আরারাহ (রহঃ) হতে বলেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আকাশ। সুফিয়ান শাওরী আরও বলেন যে, অতঃপর আলী (রাঃ) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ

এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩২) (তাবারী ২২/৪৫৭, ৪৫৮) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন যুরাইয (রহঃ), ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্ন জারীরও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

بَحْرِ مَسْجُوْرِ বা উদ্বেলিত সমুদ্র দ্বারা ঐ পানি উদ্দেশ্য যা আরশের নীচে রয়েছে। অধিকাংশ বলেন যে, এর দ্বারা সাধারণ সমুদ্র উদ্দেশ্য।

এটাকে **بَحْرِ مَسْجُوْرِ** বলার কারণ এই যে, কিয়ামাতের দিন এতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ

এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ৬) যখন তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং ওটা ছড়িয়ে গিয়ে সমস্ত এলাকাকে ঘিরে ফেলবে, বলেছেন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) থেকে। (তাবারী ২২/৪৫৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, مَسْجُورِ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ সমুদ্র। মুজাহিদ (রহঃ) এ অর্থটি পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন যে, সমুদ্রকে এখনো প্রজ্জ্বলিত করা হয়নি। তাই এটা এখনো পরিপূর্ণ।

যে বিষয়ের উপর এসব শপথ করা হয়েছে সেগুলির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা নিশ্চিত রূপেই আসবে এবং যখন তা এসে পড়বে তখন ওর নিবারণকারী কেহই হবেনা।

হাফিয আবূ বাকর ইব্ন আবিদ দুনিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, জাফর ইব্ন যায়িদ আল আবদী (রহঃ) বলেছেন যে, একদা রাতে উমার (রাঃ) শহরের অবস্থা দেখার উদ্দেশে বের হন। একজনের বাড়ীর পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি শুনতে পান যে, লোকটি রাতের সালাত আদায় করছেন এবং সূরা তূর পাঠ করছেন। লোকটি যখন পড়তে পড়তে إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ.مَا لَهُ مِن دَافِعٍ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ 'কা'বার রবের শপথ! এ প্রতিশ্রুতি সত্য।' অতঃপর তিনি স্বীয় গাধার উপর হতে নেমে পড়েন এবং দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। কিন্তু এই ভীতিপূর্ণ আয়াত তার উপর এমন ক্রিয়াশীল হল যে, দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় থাকেন। জনগণ তাঁকে দেখতে আসত, কিন্তু তিনি কি রোগে ভুগছেন তা তারা জানতে পারতনা। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

আবূ উবায়িদ (রহঃ) ফাযায়িলুল কুরআনের অংশে বর্ণনা করেছেন যে, একদা উমার (রাঃ) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ এই আয়াতগুলি পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর হেঁচকী বন্ধ হয়ে যায় এবং এটা তাঁর অন্তরে এমন ক্রিয়াশীল হয় যে, তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন। বিশ দিন পর্যন্ত জনগণ তাকে দেখতে আসতে থাকে।

কিয়ামাত ও বিচার দিবসের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ দিন আকাশ আন্দোলিত হবে। (তাবারী ২২/৪৬২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আরও বলেন যে, আকাশ ফেটে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ঘুরতে শুরু করবে। যাহহাক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহর তা'আলার আদেশে পৃথিবী ঘুরতে থাকবে এবং একে অপরের দিকে ধাবিত হবে। (তাবারী ২২/৪৬২) ইব্ন জারীর এ ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন।

কারণ مَوْرًا অর্থে ঘুর্ণন ও প্রকম্পনকেই বুঝায়। আর পর্বত দ্রুত চলতে থাকবে। ওগুলি ধুনো তূলার মত এদিক-ওদিক উড়তে থাকবে। এভাবে ওটার কোন নাম ও নিশানা থাকবেনা।

ঐ দিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ, যারা দীনী আমলের পরিবর্তে অসার কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকে। আল্লাহর শাস্তি, মালাইকার প্রহার এবং জাহান্নামের আগুন তাদের জন্যই হবে যারা দুনিয়াদারীতে মগ্ন ছিল। যারা দীনকে খেল-তামাশা রূপে নির্ধারণ করে নিয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ), আশ শা'বী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ সেই দিন তাদের ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ২২/৪৬৪, দুররুল মানসুর ৭/৬৩১) জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে বলবেন ঃ 'এটা ঐ অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।' তারপর আরও ধমকের সুরে বলা হবে ঃ 'এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? যাও, তোমরা এতে প্রবেশ কর। এটা তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তোমরা এখন ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। কোন ক্রমেই তোমরা এখান হতে বের হতে পারবেনা। এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার যুল্ম নয়, বরং তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।'

১৭। মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ভোগ করবে বিলাস।	١٧. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ
১৮। তাদের রাব্ব তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে।	١٨. فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ
১৯। তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক।	١٩. كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

২০। তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে।	٢٠. مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصۡفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجۡنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍ

সৌভাগ্যবানদের বাসস্থানের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যবানদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, তারা ঐ সব শাস্তি হতে রক্ষা পাবে যে সব শাস্তি হতভাগ্যদেরকে দেয়া হবে এবং তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে। সেখানে তারা উন্নতমানের নি'আমাত ভোগ করতে থাকবে। সেখানে তাদের জন্য সর্ব প্রকারের ভোগ্যবস্তু, নানা প্রকারের সুখাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের সুপেয় পানীয়, উন্নত মানের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাল ভাল সওয়ারী, সুউচ্চ অট্টালিকা এবং সব রকমের নি'আমাতরাশি প্রস্তুত রয়েছে যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং যা কেহ কখনো কল্পনাও করেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

كُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ هَنِيٓـَٔۢا بِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ فِى ٱلۡأَيَّامِ ٱلۡخَالِيَةِ

পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّصْفُوفَة অর্থাৎ তাদের একের মুখ অপরের মুখের দিকে থাকবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ

তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৪) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়ত-লোচনা হূরের সঙ্গে। অর্থাৎ আমি তাদের জন্য রাখব উত্তম সঙ্গিনী ও সুন্দরী স্ত্রী, যারা হবে আয়ত-লোচনা হুরদের মধ্য হতে। এদের গুণাবলী সম্বলিত হাদীসসমূহ বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওগুলির পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

২১। এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান- সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।	٢١. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ
২২। আমি তাদেরকে দিব ফল-মূল এবং গোশত যা তারা পছন্দ করে।	٢٢. وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
২৩। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান পাত্র, যা হতে পান করলে কেহ অসার কথা বলবেনা এবং অসৎ কাজেও লিপ্ত হবেনা।	٢٣. يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
২৪। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা সেখানে তাদের জন্য নিয়োজিত থাকবে।	٢٤. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ

২৫। তারা একে অপরের দিকে মুখোমুখি জিজ্ঞসাবাদ করবে -	٢٥. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ
২৬। এবং বলবে ঃ পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম -	٢٦. قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
২৭। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন,	٢٧. فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ
২৮। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম, তিনিতো কৃপাময়, পরম দয়ালু।	٢٨. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ

মু'মিনদের কম আমলপূর্ণ সন্তানদেরকে সম পর্যায়ে উন্নীত করণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ফযল ও কাওম এবং স্নেহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেসব মু'মিনের সন্তানরা ঈমানের ব্যাপারে বাপ-দাদাদের অনুসারী হয়, কিন্তু যদি সৎ কর্মের ব্যাপারে তাদের পিতৃপুরুষদের সমতুল্য না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ আমলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সমপর্যায়ে পৌঁছে দিবেন, যাতে পূর্বপুরুষরা তাদের উত্তরসূরীদেরকে তাদের পাশে দেখতে পেয়ে শান্তি লাভ করতে পারে। আর উত্তরসূরীরাও পূর্বসূরীদেরকে পাশে পেয়ে আনন্দ লাভ করবে। মু'মিনদের আমল কমিয়ে দিয়ে যে তাদের সন্তানদের আমল বাড়িয়ে দেয়া হবে তা নয়, বরং অনুগ্রহশীল ও দয়ালু আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হতে তা দান করবেন। এই বিষয়ের একটি মারফূ' হাদীসও আছে।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সেখানে পাবেনা তখন তারা আরয করবে ঃ 'হে

আল্লাহ! তারা কোথায়?' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'তারা তোমাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি।' তারা তখন বলবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আমরাতো নিজেদের জন্য ও সন্তানদের জন্য সৎ আমল করেছিলাম!' তখন মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে এদেরকেও তাদের সমমর্যাদায় পৌঁছে দেয়া হবে।

এও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের যে সব সন্তান ঈমান এনেছে তাদেরকেতো তাদের সাথে মিলিত করা হবেই, এমনকি তাদের যেসব সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), শা'বী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) এ কথাই বলেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঐ দুই সন্তানের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা জাহিলিয়াতের যুগে মারা গিয়েছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তারা দু'জন জাহান্নামে রয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুঃখিতা হতে দেখে বলেন ঃ 'তুমি যদি তাঁদের বাসস্থান দেখতে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে।' খাদীজা (রাঃ) পুনরায় বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার মাধ্যমে আমার যে সন্তান হয়েছে তার স্থান কোথায়?' জবাবে তিনি বলেন ঃ 'জান্নাতে।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই মু'মিনরা ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে যাবে এবং মুশরিকরা ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ** ... এ আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ১/১৩৫) অনেক বিজ্ঞজনের মতে এটি একটি দুর্বল হাদীস। এ হল পিতাদের আমলের বারাকাতে পুত্রদের মর্যাদার বর্ণনা। এখন পুত্রদের দু'আর বারাকাতে পিতাদের মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের মর্যাদা এভাবে হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেয়ার কারণ কি?' আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেন ঃ 'তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাই আমি তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি।' (আহমাদ ২/৫০৯) এ হাদীসটি ইসনাদ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ।

তবে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ শব্দগুলিসহ এভাবে বর্ণিত হয়নি।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমলের সাওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকে। (এক) সাদাকাহয়ে জারিয়াহ। (দুই) দীনী ইল্ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। (তিন) সৎ সন্তান, যে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে থাকে।' (মুসলিম ৩/১২৫৫)

পাপীদের প্রতিও আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার করবেন

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মু'মিনদের সন্তানেরা কম আমলকারী হলেও তাদের আমলের বারাকাতে তাদের সন্তানদের মর্যাদাও তাদের সমপর্যায়ে আনয়ন করা হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই নিজের আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কেহকেও অন্য কারও আমলের কারণে পাকড়াও করা হবেনা, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। পিতার পাপের বোঝা পুত্রের উপর এবং পুত্রের পাপের বোঝা পিতার উপর চাপানো হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ. فِى جَنَّـٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ. عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৩৮-৪১)

জান্নাতীদের জন্য সুস্বাদু খাবার এবং আনন্দ উল্লসিত হওয়া

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ আমি তাদেরকে দিব ফলমূল এবং গোশ্ত যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেহ অসার কথা বলবেনা এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ তারা কেহ একে অপরকে অভিশাপ দেয়না এবং নিজেরাও পাপ করেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ এখানে বর্তমান দুনিয়ায় মদ জাতীয় পানীয় পান করার পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শাইতান এ ব্যাপারে তাদেরকে প্ররোচিত ও

সাহায্য করে থাকে। দুনিয়ার মদ পান করার ফলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি সাধিত হয় তা থেকে পরকালের মদ সম্পূর্ণ মুক্ত। (তাবারী ২২/৪৭৪) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পর জান্নাতীদের যে মদ পান করার ব্যবস্থা করবেন তা হবে সব ধরনের ক্ষতি থেকে মুক্ত যেমন মাথা ধরা, পেটের পীড়া, মাতাল হওয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, তারা অসার ও অর্থহীন কথা বলবেনা কিংবা অন্যকে কষ্ট দিবেনা। আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, জান্নাতের মদ দেখতে হবে যেমন সুন্দর তেমনি তার স্বাদও হবে অতুলনীয়। যেমন তিনি বলেন ঃ যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بَيۡضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ. لَا فِيهَا غَوۡلٌ وَلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنزَفُونَ

শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৬-৪৭) অন্যত্র বলেন ঃ

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنۡهَا وَلَا يُنزِفُونَ

সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ১৯)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ. بِأَكۡوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأۡسٍ مِّن مَّعِينٍ

তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ১৭-১৮)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তারা একে অপরের দিকে ফিরে বাক্য বিনিময় করবে। অর্থাৎ পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে। তাদের পার্থিব আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে ঃ পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। আজকের দিনের শাস্তি সম্পর্কে আমরা সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। পূর্বেও আমরা তাঁকেই আহ্বান করতাম। তিনি আমাদের দু'আ কবূল করেছেন এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তিনিতো কৃপাময়, পরম দয়ালু।

২৯। অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উম্মাদও নও।	٢٩. فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ
৩০। তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি।	٣٠. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ
৩১। বল ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।	٣١. قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ
৩২। তাহলে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?	٣٢. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـٰمُهُم بِهَـٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
৩৩। তারা কি বলে ঃ এই কুরআন তার নিজের রচনা? বরং তারা অবিশ্বাসী।	٣٣. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ
৩৪। তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এই সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক।	٣٤. فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ

রাসূলের (সাঃ) প্রতি কাফিরদের বিভিন্ন দোষারোপের দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর রিসালাত তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছাতে থাকেন। সাথে সাথে দুষ্ট লোকেরা তাঁকে যে كَاهِنٍ 'কাহিন' হওয়ার দোষে দোষী করছে

তা হতে তাঁকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করছেন। কাহিন বা গণক ঐ ব্যক্তিকে বলে যার কাছে মাঝে মাঝে কোন জিন কোন খবর পৌঁছে থাকে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ **فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ** হে নাবী! তুমি উপদেশ দান করতে থাক। তোমার রাব্ব আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি গণকও নও এবং পাগলও নও।

এরপর কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, তারা বলে ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন কবি ছাড়া কিছুই নন। তিনি ইন্তিকাল করলে কেইবা তাঁর মত হবে এবং কেইবা তাঁর দীন রক্ষা করবে? তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর দীন বিদায় গ্রহণ করবে।' তাদের এ কথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। ভাল পরিণাম এবং চিরস্থায়ী সফলতা লাভ কার তা দুনিয়া শীঘ্রই জানতে পারবে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ মাক্কার কুরাইশরা দারুন নাদওয়ায় উপস্থিত হওয়ার পর তাদের একজন বলল ঃ তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে জেলে আটকে রাখা হোক। অতঃপর অপেক্ষা করতে থাক, যখন তাকে কোন দৈব দুর্বিপাক এসে মেরে ফেলবে, যেমনটি ঘটেছিল কবি যুহাইর এবং নাবিগাহ -এর ব্যাপারে। তারাওতো তাঁরই মত কবি ছিল। তাদের এ ধরনের মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ *তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি।* (তাবারী ২২/৪৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا তাহলে কি তাদের বুদ্ধি-বিবেক তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এরা বড়ই হঠকারী, উদ্ধত এবং বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।

হিংসা ও শত্রুতার কারণেই তারা জেনে শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করছে। তারা বলে যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং রচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারতো তা নয়। আসলে তাদের কুফরী তাদের মুখ দিয়ে এই মিথ্যা কথা বের করছে। তারা যদি তাদের এ কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক! এই কাফির কুরাইশরা শুধু নয়, বরং যদি তাদের সাথে সারা বিশ্বের সমস্ত জিন এবং মানুষও যোগ দেয় তবুও তারা এই কুরআনের অনুরূপ কিতাব পেশ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সূরা, এমনকি একটি সূরাও কিয়ামাত পর্যন্ত তারা আনতে পারবেনা।

৩৫। তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?	٣٥. أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ
৩৬। না কি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারাতো অবিশ্বাসী	٣٦. أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ
৩৭। তোমার রবের ভান্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা?	٣٧. أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَّيْطِرُونَ
৩৮। না কি তাদের কোন সিড়ি আছে যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।	٣٨. أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
৩৯। তাহলে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?	٣٩. أَمْ لَهُ ٱلْبَنَـٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ

৪০। তাহলে কি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে?	٤٠. أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ
৪১। না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?	٤١. أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
৪২। অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিরেরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।	٤٢. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ
৪৩। না কি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে? তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র।	٤٣. أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তাওহীদের সাব্যস্ত করণ এবং মূর্তি পূজকদের দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা এখানে রাবূবিয়্যাত ও তাওহীদে উলূহিয়্যাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন ঃ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ তারা কি কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? প্রকৃতপক্ষে এ দু'টির কোনটাই নয়। বরং তাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। পূর্বে তারা কিছুই ছিলনা। তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করতে শুনি। যখন তিনি أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন আমার অন্তর উড়ে যাবার উপক্রম হয়।' (ফাতহুল বারী ২/২৮৯, ৬/১৯৪, ৭/৩৭৫, ৮/৪৬৯;; মুসলিম ৩/৩৩৮, ৩৩৯) এই যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বদরের যুদ্ধ সংঘটিত

হওয়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য এসেছিলেন। ঐ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। এই আয়াতগুলির শ্রবণই তাঁর ইসলামে প্রবেশের কারণ হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? না, এটাও নয়। বরং তারা জানে যে, স্বয়ং তাদের ও সমস্ত সৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এটা জানা সত্ত্বেও তারা তাদের অবিশ্বাস হতে বিরত থাকছেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা কি তাদের হাতে আছে, না তারা সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক? তারাই সারা মাখলূকের রক্ষক? না, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং মালিক ও ব্যবস্থাপক হলেন একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা। তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ উঁচু আকাশে উঠে যাওয়ার কোন সিঁড়ি তাদের কাছে আছে কি? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে কথা শুনে আসে সে তার কথা ও কাজের কোন আসমানী দলীল পেশ করুক! কিন্তু না, তারা কোন দলীল পেশ করতে পারবেনা, তারা কোন সত্য পথের অনুসারী নয়।

এটাও তাদের একটা বড় অন্যায় কথা যে, তারা বলে ঃ মালাইকা আল্লাহর কন্যা (নাঊযুবিল্লাহ)। এটা কতই না জঘন্য ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্য যে কন্যাদেরকে অপছন্দ করে তাদেরকেই আবার স্থির করে আল্লাহ তা'আলার জন্য! তারা যখন শুনতে পায় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তখন দুঃখে ও লজ্জায় তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়। অথচ ঐ কন্যাদেরকেই তারা সাব্যস্ত করছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার জন্য! শুধু তাই নয়, বরং তারা তাদের ইবাদাতও করছে! তাইতো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ অত্যন্ত ধমকের সুরে বলছেন ঃ তাহলে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! তাহলে কি তুমি তোমার দা'ওয়াতী কাজের উপর তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যা তাদের উপর ভারী মনে হচ্ছে? না কি অদৃশ্য বিষয়ে

তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে? আসলে এই লোকগুলো আল্লাহর দীন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, মু’মিনদেরকে এবং সাধারণ লোকদেরকে প্রতারিত করতে চায়। কাফিরদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, পরিণামে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোন মা’বূদ আছে কি? কেন তারা আল্লাহর ইবাদাতে মূর্তি/প্রতিমা ও অন্যান্য জিনিসকে শরীক করছে? আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের এই কাজে চরম অসন্তুষ্ট। তারা যাকে শরীক স্থির করে তিনি তা হতে পবিত্র।

৪৪। তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে ঃ এটাতো এক পূঞ্জীভুত মেঘ।	٤٤. وَإِن يَرَوْاْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ
৪৫। তাদেরকে উপেক্ষা করে চল সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে।	٤٥. فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ
৪৬। যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবেনা।	٤٦. يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
৪৭। এ ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে যালিমদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা।	٤٧. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

৪৮। ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর -	٤٨. وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَا ۖ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
৪৯। এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাতে ও তারকার অস্ত গমনের পর।	٤٩. وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَإِدۡبَـٰرَ ٱلنُّجُومِ

মূর্তি পূজকদের হঠকারিতা এবং তাদের শাস্তি প্রদান

আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের ঔদ্ধত্য, জিদ ও হঠকারিতা এত বেড়ে গেছে যে, আল্লাহর শাস্তি অনুভব করার পরেও তারা ঈমানের তাওফীক লাভ করবেনা। তারা যদি দেখতে পায় যে, আকাশের কোন টুকরা শাস্তিরূপে তাদের মাথার উপর পড়ছে তবুও আল্লাহর শাস্তির সত্যতা স্বীকার করবেনা। বরং স্পষ্টভাবে তারা বলবে যে, ওটা ঘন মেঘ, যা পানি বর্ষানোর জন্য আসছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعۡرُجُونَ. لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتۡ أَبۡصَـٰرُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٌ مَّسۡحُورُونَ

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪-১৫) তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। কিয়ামাতের দিন তারা নিজেরাই জানতে পারবে। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবেনা। আজ তারা যাদেরকে আহ্বান করছে এবং নিজেদের সাহায্যকারী মনে করছে, ঐ দিন তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে। এমন কেহ হবেনা যে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। তারা তাদের পক্ষ থেকে কোন ওযরও পেশ করতে পারবেনা।

তাদেরকে যে শুধু কিয়ামাতের দিনই শাস্তি দেয়া হবে এবং এখানে তারা আরামে ও শান্তিতে থাকবে তা নয়, বরং এই দুর্বৃত্তদের জন্য ওর পূর্বে দুনিয়ায়ও শাস্তি অবধারিত রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২১) প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা। অর্থাৎ তারা যে দুনিয়ায়ও ধৃত হবে তা তারা জানেনা। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয় যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যখনই বিপদ কেটে যায় তখনই আবার তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। কোন কোন হাদীসে আছে যে, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত উটের মত। উটকে কেন বাধা হয় এবং বন্ধনমুক্ত করা হয় তা যেমন উট জানেনা বা বুঝেনা, অনুরূপভাবে মুনাফিককে কেন রোগাক্রান্ত করা হয় এবং কেন সুস্থ রাখা হয় তা সে জানেনা।

রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহর প্রশংসা করার আদেশ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا** হে নাবী! তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাদের দুর্ব্যবহারে ও কষ্ট প্রদানে মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা। তাদের পক্ষ হতে কোন বিপদে পড়ার তুমি মোটেই ভয় করনা। জেনে রেখ যে, তুমি আমার হিফাযাতে রয়েছ। আমি সব সময় তোমাকে দেখছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ তুমি তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। হাদীসে এসেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করেই পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য, আপনার নাম কল্যাণ ও বারাকাতময়, আপনার মর্যাদা সমুচ্চ এবং আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।' (মুসলিম ১/২৯৯, আহমাদ ৩/৫০, আবূ দাঊদ ১/৪৯০, তিরমিযী ২/৪৭, ৫০; নাসাঈ ২/১৩১, ইব্ন মাজাহ ১/২৬৪, ২৬৫)

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে জেগে নিম্নের কালেমাটি পাঠ করে, তারপর সে যদি দৃঢ় সংকল্প করে এবং উযূ করে সালাত আদায় করে তাহলে ঐ সালাতও কবূল করা হয়।' (আহমাদ ৫/৩১৩, ফাতহুল বারী ৩/৪৭, আবূ দাঊদ ৫/৩০৫, তিরমিযী ৯/৩৫৯, নাসাঈ ৬/২১৫, ইব্ন মাজাহ ২/১২৭৬)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ' وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـــدِيْر. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ اَكْبَرُ' وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই ও প্রশংসাও তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান, পাপ কাজ হতে ফিরার ও সৎ কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়।' এটা পাঠ করার পর সে ক্ষমা প্রার্থনাই করুক বা কিছু যাঞ্চা করুক, আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করে থাকেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার হুকুম প্রত্যেক মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময়ই রয়েছে। আবুল আহওয়াস (রহঃ)-এরও উক্তি এটাই যে, কেহ কোন মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তার নিম্নলিখিত কালেমাটি পাঠ করা উচিত ঃ **سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। (কুরতুবী ১৭/৭৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন মাজলিসে বসে বিভিন্ন কথা-বার্তা বলে, অতঃপর ঐ মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ' أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

এই কালেমাটি পাঠ করে, তাহলে ঐ মাজলিসে যা কিছু (ভুল-ক্রটি) হয়েছে তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।' (তিরমিযী ৯/৩৯২, নাসাঈ ৬/১০৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) এ হাদীসটিকে স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে রিওয়ায়াত করার পর বলেন যে, এর সনদ ইমাম মুসলিমের (রহঃ) শর্তের উপর রয়েছে। (হাকিম ১/৫৩৬) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে অর্থাৎ সালাতের মাধ্যমে ও তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে রাত্রিকালে তাঁর ইবাদাত ও যিক্র্ করতে থাক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'তারকার অস্ত গমনের পর' দ্বারা ফাজরের ফার্‌য সালাতের পূর্বের দুই রাকআত সালাতকে বুঝানো হয়েছে। তারকা যখন অস্তমিত হবার জন্য ঝুঁকে পড়ে তখন এই দুই রাকআত সালাত আদায় করা হয়ে থাকে। (তাবারী ২২/৩৭৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাক'আত সালাতের চেয়ে অন্য কোন নফল সালাতের বেশি পাবন্দী করতেননা। (ফাতহুল বারী ৩/৫৫, মুসলিম ১/৫০১)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ফাজরের ফার্‌য সালাতের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত সারা দুনিয়া ও ওর মধ্যস্থিত সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম।' (মুসলিম ১/৫০১)

সূরা তূর -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৩ ঃ নাজম, মাক্কী ٥٣ – سورة النجم، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬২, রুকূ ৩) (اٰيَاتُهَا : ٦٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

সাজদাহ করা বিষয়ে নাযিলকৃত প্রথম সূরা

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাজদাহ বিশিষ্ট সর্বপ্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয় তা হল এই আন্ নাজম সূরা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন এবং তাঁর পিছনে যত সাহাবী (রাঃ) ছিলেন সবাই সাজদাহ করেন। শুধু একটি লোক তার মুঠোর মধ্যে মাটি নিয়ে ওরই উপর সাজদাহ করে। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'পরে আমি দেখেছি যে, ঐ লোকটি কুফরীর অবস্থায়ই মারা যায়। ঐ লোকটি ছিল উমাইয়া ইব্ন খালাফ।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৮০) আবদুল্লাহর (রাঃ) বরাতে আবূ ইসহাকের (রহঃ) মাধ্যমে ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) ভিন্ন বর্ণনা ধারায় এটি তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ২/৬৪১, ৬৪৩, ৭/২০২, ৩৪৮; মুসলিম ১/৪০৫, আবূ দাঊদ ২/১২২, নাসাঈ ২/১৬০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ নক্ষত্রের, যখন ওটা হয় অস্তমিত,	١. وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ
২। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,	٢. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ
৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলেনা।	٣. وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ
৪। এটাতো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।	٤. إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٌ يُوحَىٰ

আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের (সাঃ) সত্যায়ন

শা'বী (রহঃ) বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টবস্তুর যেটার ইচ্ছা সেটারই শপথ করতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারও শপথ করতে পারেনা।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়া দ্বারা ফাজরের সময় সারিয়া তারকার অস্তমিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/৪৯৫) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ তারকা যা ঝরে গিয়ে শাইতানের দিকে ধাবিত হয়। এই আয়াতটি হল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলির মতই ঃ

فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ. وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَٰبٍ مَّكۡنُونٍ. لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের! অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৭৫-৮০)

তারপর যে বিষয়ের উপর শপথ করেছেন তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওয়াব, সততা ও হিদায়াতের উপর রয়েছেন। তিনি সত্যের অনুসারী। তিনি অজ্ঞতা বশতঃ কোন ভুল পথে পরিচালিত নন বা জেনে শুনে কোন বক্র পথের পথিক নন। পথভ্রষ্ট খৃষ্টান এবং জেনে শুনে সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী ইয়াহুদী, যারা সত্য জানার পরেও তা গোপন রাখে এবং মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাদের মত চরিত্র তাঁর নয়। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, ইল্‌ম অনুযায়ী তাঁর আমল, তাঁর পথ সোজা ও সরল।

রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন মানব জাতির জন্য রাহমাত, তিনি তাঁর খেয়াল খুশি মত কথা বলেননি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى তাঁর কোন কথা ও আদেশ তাঁর প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে হয়না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে বিষয়ের দা'ওয়াতের হুকুম করেন তা'ই তিনি তাঁর মুখ দিয়ে বের করেন।

সেখান হতে যা কিছু বলা হয় সেটাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা ও হুকুমের কম-বেশি করা হতে তাঁর কালাম পবিত্র।

আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ 'নাবী নয় এ রূপ একজন লোকের শাফাআতের দ্বারা দু'টি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র জান্নাতে যাবে। গোত্র দু'টি হল রাবীআহ ও মুযার।' তাঁর এ কথা শুনে একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাবীআহ কি মুযার গোত্রের উপগোত্র নয়?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'আমিতো ওটাই বলছি যা আমি বলেছি।' (আহমাদ ৫/২৫৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। অতঃপর কুরাইশরা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করে বলল ঃ 'তুমিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনছ তার সবই লিখে নিচ্ছ, অথচ তিনিতো একজন মানুষ। তিনি কখনও কখনও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিছু বলে ফেলেন।' আমি তখন লিখা হতে বিরত থাকলাম এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমাকে বললেন ঃ 'তুমি আমার কথাগুলি লিখতে থাক। আল্লাহর শপথ! আমার মুখ থেকে যা বের হয় তা সত্য।' (আহমাদ ২/১৬২, আবূ দাঊদ ৪/৬০)

৫। তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী -	٥. عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ
৬। প্রজ্ঞা সম্পন্ন; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল,	٦. ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ
৭। তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে।	٧. وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ
৮। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী।	٨. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ
৯। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম।	٩. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
১০। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার	١٠. فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ

তা অহী করলেন।	أَوْحَىٰ
১১। যা সে দেখেছে তার অন্ত ঃ-করণ তা অস্বীকার করেনি।	١١. مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ
১২। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে?	١٢. أَفَتُمَـٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
১৩। নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।	١٣. وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
১৪। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট,	١٤. عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ
১৫। যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।	١٥. عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ
১৬। যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত,	١٦. إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ
১৭। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।	١٧. مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ
১৮। সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।	١٨. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ

বিশ্বাসী মালাইকা বিশ্বাসী রাসূলের (সাঃ) কাছে অহী বহন করে নিয়ে আসতেন

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন (মালাক) দ্বারা। তিনি হলেন জিবরাঈল (আঃ)। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٍ. مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী। যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন। (সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ ঃ ১৯-২১) এখানেও বলা হয়েছে যে, তিনি (জিবরাঈল আঃ) শক্তিশালী, মন্তব্য করেছেন মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ)। (তাবারী ২২/৪৯৯, কুরতুবী ১৭/৮৫)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাদাকাহ ধনী ও সুস্থ-সবলের জন্য হারাম।' (আবূ দাঊদ ২/২৮৬, নাসাঈ ৫/৯৯) এখানে مِرَّةٍ শব্দ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَوَى 'সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল।' হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ২২/৫০১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে ছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, যেখান হতে সকাল হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যে জায়গা থেকে দিনের শুরু হয়। (তাবারী ১৭/৮৮) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যতবার চেয়েছেন ততবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর সঠিক আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর ছয়শ'টি পালক ছিল। এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের প্রান্তকে পূর্ণ করে ফেলছিল। ওগুলি হতে এত পান্না ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়ছিল যে, তার হিসাব একমাত্র আল্লাহই জানেন।' (আহমাদ ১/৩৯৫,৪১২)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানান। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'আপনি এ জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করলে দেখতে পান যে, কি একটা জিনিস পূর্ব দিক হতে উঁচু হয়ে উঠছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। ওটা দেখার সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর মুখের লালা মুছিয়ে দেন। (আহমাদ ১/৩২২)

'দুই ধনুকের চেয়েও কম/বেশি দূরত্ব' বলার ভাবার্থ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى 'অতঃপর সে (জিবরাঈল আঃ) তার (মুহাম্মাদ সঃ -এর) নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন ধনুকের শরকে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি করা হয় এমন দুই ধনুক দূরত্ব। (তাবারী ২২/৫০৩, আবদুর রায্যাক ৩/২৫০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

বরং ওর চেয়েও কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৭৪) অর্থাৎ তাদের হৃদয় পাথর হতে কম শক্ত কোন অবস্থায়ই নয়, বরং শক্ততে পাথরের চেয়েও বেশী। অন্যত্র আছে ঃ

أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭) অর্থাৎ তারা এক লক্ষের চেয়ে কমতো ছিলই না, বরং প্রকৃতপক্ষে ওর চেয়ে বেশীই ছিল। সুতরাং او এখানে খবরের সত্যতা প্রকাশের জন্য এসেছে, সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খবর সন্দেহের সাথে বর্ণিত হতেই পারেনা। এই নিকটে আগমনকারী ছিলেন জিবরাঈল (আঃ), যেমন উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আবূ যার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) উক্তি করেছেন। এই অনুচ্ছেদের হাদীসগুলিও আমরা ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই আনয়ন করছি।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলাম, তাঁর ছয়শ'টি পাখা ছিল।' (তাবারী ২২/৫০৩)

তালক ইব্‌ন গান্নাম (রহঃ) বলেন যে, যায়িদাহ (রহঃ) বলেন, আশ শাইবানী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি যিরকে (রহঃ) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছেন, তার ছয়শ'টি ডানা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى 'তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন।' এর ভাবার্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী নাযিল করলেন। অথবা ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার কাছে জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে অহী নাযিল করলেন। উভয় অর্থই সঠিক।

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ঐ সময়ের অহী ছিল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলি ঃ

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا

তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি? (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ৬) এবং

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৪) অর্থাৎ 'তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি?' এবং 'আর আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।' (কুরতুবী ১৭/৫২) অন্য কেহ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী করেন ঃ 'নাবীগণকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবেনা যে পর্যন্ত না তুমি তাতে প্রবেশ কর এবং অন্য উম্মাতদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবেনা যে পর্যন্ত না তোমার উম্মাত তাতে প্রবেশ করে।'

রাসূল (সাঃ) কি মি‘রাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছিলেন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى *সে যা দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে?* এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিবরাঈলকে (আঃ) দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মি‘রাজের রাত্রির ঘটনা। মি‘রাজের হাদীসগুলি বিস্তারিতভাবে সূরা বানী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে ওগুলির পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে তাঁর অন্তরে দু’বার দেখেছেন। (মুসলিম ১/১৫৮) সিমাকও (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করে করেছেন। (তাবারী ২২/৫০৭) এ ছাড়া আবূ সালিহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে তাঁর অন্তরে দু’বার দেখেছেন। (তাবারী ২২/৫০৮)

বর্ণিত আছে যে, মাসরূক (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে উম্মুল মু’মিনীন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর মহিমান্বিত রাব্বকে দেখেছেন?’ উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তোমার কথা শুনে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেছে। আমি বললাম ঃ তাহলে لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى এ আয়াতের কি অর্থ করবেন? তিনি বললেন ঃ তুমি কোথায় রয়েছ? জেনে রেখ যে, এই তিনটি কথা যে তোমাকে বলে সে মিথ্যা কথা বলে ঃ (১) যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাব্বকে দেখেছেন সে মিথ্যা কথা বলে (২) যে বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর কোন অংশ গোপন করেছেন সে মিথ্যা বলেছে এবং (৩) যে বলে যে, তিনি ঐ পাঁচটি বিষয় জানতেন যা একমাত্র আল্লাহ জানেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪)

এরপর তিনি বললেন ঃ 'তবে হ্যাঁ, তিনি জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। একবার তিনি দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহায় এবং অন্যবার দেখেছেন মাক্কার 'আযইয়াদ' এ। যখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন তখন তার ছয়শ' ডানা দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে ছিল।' (তিরমিযী ৯/১৬৭)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, আবূ যার (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি কিভাবে দেখব, তিনিতো নূর। (মুসলিম ১/১৬১) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি শুধু একটি আলো দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى *নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান*। এটা হল ঐ ঘটনা যখন জিবরাইলকে (আঃ) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার দেখতে পেয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁকে সাথে করে মি'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন। মি'রাজের ব্যাপারে 'সূরা ইসরা' এর প্রাথমিক আয়াতগুলির তাফসীরে আমরা বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছি। অতএব এখানে ওগুলির পুনঃবর্ণনা নিস্প্রয়োজন।

ইমাম আহমাদ **وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى** সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বলেছেন ঃ আমি জিবরাইলকে (আঃ) দেখেছি। তাঁর ছয়শ'তটি পাখা রয়েছে এবং পাখার পালক থেকে বিভিন্ন রংয়ের মুক্তা ও পদ্মরাগ ঝরে পড়ছিল। (আহমাদ ১/৪৬০) এ হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইলকে (আঃ) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন, যার ছয়শ'তটি ডানা ছিল এবং প্রতিটি ডানা দিগন্ত রেখাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। প্রতিটি ডানা থেকে এত পরিমান মূল্যবান

মনি-মুক্তা ঝড়ে পড়ছিল যার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। (আহমাদ ১/৩৫৫) এ হাদীসটিও উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরাইলকে (আঃ) ছয়শত ডানাসহ দেখতে পেয়েছি।

হাদীসটি বর্ণনাকারীদের একজন বলেন, আসীমকে (রহঃ) জিরবাঈলের (আঃ) ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এর বিস্তারিত জবাব দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তার সাথীদের কোন একজনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তার এক একটি ডানা যেন পূর্ব ও পশ্চিমকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। (আহমাদ ১/৪০৭) এ হাদীসটির বর্ণনাধারাও উত্তম।

ইমাম আহমাদ (রহ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকেই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাইল (আঃ) যখন আমার কাছে আসেন তখন তার ডানায় সবুজ রংয়ের মুক্তা ঝুলছিল। এ হাদীসের বর্ণনাধারাও উত্তম।

ইমাম আহমাদ (রহ) আমীর (রহ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ মাসরুক (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহকে দেখেছেন? আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এ কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেছে। নিম্নের তিনটি বিষয়ের কোন একটি বিষয়েও যদি তোমাকে কেহ কিছু বলে তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। যে বলবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত পাঠ করেন ঃ

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرَ

কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৩)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫১)

অতঃপর তিনি বলেন, যে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, আগামীকাল কি হবে তাহলে সে মিথ্যা বলে। তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪)

আয়িশা (রাঃ) অতঃপর বলেন ঃ যে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে সমস্ত আয়াত নাযিল করেছেন তার কিছু কিছু তিনি গোপন রেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭) এরপর তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইবার জিবরাঈলকে (আঃ) তার প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। (আহমাদ ৬/৪৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, মাসরূক (রহঃ) আয়িশার (রাঃ) সামনে কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করেন ঃ

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ

সেতো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২৩) ' তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন, এই উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই আয়াতগুলি সম্পর্কে আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'এর দ্বারা আমার জিবরাঈলকে (আঃ) দর্শন বুঝানো হয়েছে।' তিনি মাত্র দুইবার আল্লাহর এই বিশ্বস্ত মালাককে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় দেখেছিলেন যে, ঐ সময় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সমস্ত ফাঁকা জায়গা তাঁর দেহে পূর্ণ ছিল।' (আহমাদ ৬/২৪১, ফাতহুল বারী ৮/৪৭২, মুসলিম ১/৩৫৯)

আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ আমিতো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ তিনিতো নূর, সুতরাং কি করে আমি তাঁকে দেখতে পারি?' (মুসলিম) আহমাদ (রহঃ) বলেন ঃ 'এই হাদীসের ব্যাখ্যা যে কি করব তা আমার বোধগম্য হয়না।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'আমি নূর দেখেছিলাম।

মালাইকা, নূর ইত্যাদি দ্বারা সিদরাতুল মুনতাহা পরিপূর্ণ

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যমীন হতে যে জিনিস উপরে উঠে যায় তা এখান পর্যন্ত উঠে। তারপর ওটাকে এখান হতে উঠিয়ে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে যে জিনিস আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অবতারিত হয় তা এখান পর্যন্তই পৌঁছে। তারপর এখান হতে ওটাকে নামিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى *যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত।* তিনি বলেন ঃ ঐ সময় ঐ গাছের উপর সোনার ফড়িং পরিপূর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখান হতে তিনটি জিনিস দান করা হয়। (এক) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, (দুই) সূরা বাকারাহর শেষের আয়াতগুলি (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৪-২৮৬) এবং (তিন) তাঁর উম্মাতের মধ্যে যারা শির্‌ক করেনা তাদের পাপরাশি ক্ষমাকরণ। (আহমাদ ১/৪২২, মুসলিম ১/১৫৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى *তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।* ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার ডান-বাম কোন দিকে তাকাননি। (তাবারী ২২/৫২১) وَمَا طَغَى তাঁকে যা বলা হয়েছিল তার অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেননি। এই আয়াত থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উত্তম গুণ প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর অতি অনুগত। ফলে তাঁকে যা বলা হয়েছিল তিনি শুধু তাই'ই করেছেন এবং তাঁকে আদেশ করার বাইরে নিজ থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَى

এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২৩) এগুলি আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ও মহান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ আয়াত দু'টিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার দীদার লাভ করেননি। কেননা মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার বড় বড় নিদর্শনগুলি দেখেছেন। যদি তিনি স্বয়ং আল্লাহকে দেখতেন তাহলে ঐ দর্শনেরই উল্লেখ করা হত। আর লোকদের উপর ওটা প্রকাশ করে দেয়া হত।

১৯। তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্যা সম্বন্ধে?	١٩. أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ
২০। এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্বন্ধে?	٢٠. وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ
২১। তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য?	٢١. أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلۡأُنثَىٰ
২২। এই প্রকার বন্টনতো অসঙ্গত।	٢٢. تِلۡكَ إِذٗا قِسۡمَةٞ ضِيزَىٰٓ
২৩। এগুলির কতক নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারাতো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে।	٢٣. إِنۡ هِيَ إِلَّآ أَسۡمَآءٞ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ
২৪। মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়?	٢٤. أَمۡ لِلۡإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ
২৫। বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।	٢٥. فَلِلَّهِ ٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلۡأُولَىٰ

২৬। আকাশে কত মালাক/ ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।	٢٦. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

লাত, উয্যা এবং মূর্তি পূজকদের প্রতি তিরস্কার

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলিতে মুশরিকদের ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর ঘর নির্মাণ করেছেন তেমনিভাবে তারা নিজেদের বাতিল মা'বূদগুলোর জন্য ইবাদাতখানা বানিয়েছে।

লাত ছিল একটি সাদা পাথর যা অংকিত ও নক্সাকৃত ছিল। ওর উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। ওর উপর তারা গিলাফ উঠিয়েছিল। ওর জন্য তারা খাদেম, রক্ষক ও ঝাড়ুদার নিযুক্ত করেছিল। ওর আশে পাশের জায়গাগুলোকে তারা হারামের মত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করত। এটা ছিল তায়েফবাসীদের মূর্তির ঘর বা মন্দির। সাকীফ গোত্র এর উপাসক ছিল। তারাই ছিল এর মুতাওয়াল্লী। কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত আরাব গোত্রের উপর তারা নিজেদের গৌরব প্রকাশ করত।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো আল্লাহ শব্দ হতে লাত শব্দটি বানিয়ে নিয়েছে। তারা একে মহিলা রূপে আখ্যায়িত করেছিল। আল্লাহ তা'আলার সত্তা সমস্ত শরীক হতে পবিত্র।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, ওকে لَاتَ বলার কারণ এই যে, জাহিলিয়াত আমলে ঐ নামে একজন সৎলোক ছিল। হাজ্জের মৌসুমে সে হাজীদেরকে পানির সাথে ছাতু মিশিয়ে পান করাতো। তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কাবরের খিদমাত করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার ইবাদাতের প্রচলন শুরু হয়। (তাবারী ২২/৫২৩) অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) اللَّاتَ وَالْعُزَّى এর 'লাত' সম্পর্কে বলেন যে, সে

ছিল এক ব্যক্তি যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলিয়ে বিতরণ করত। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৮) অনুরূপভাবে عُزَّى শব্দটি عُزِيْزٌ শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত 'নাখলাহ' নামক স্থানে একটি বৃক্ষ ছিল। কুরাইশরা ওর নাম দেয় উয্যা। (তাবারী ২২/৫২৩) ওর উপরও গম্বুজ নির্মিত ছিল। ওটাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করা হত। কুরাইশরা ওর খুবই সম্মান করত। আবূ সুফিয়ানও (রাঃ) উহূদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন ঃ 'আমাদের উয্যা আছে এবং তোমাদের (মুসলিমদের) উয্যা নেই।' এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বলতে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ আমাদের মাওলা (মাওলানা) এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।' (ফাতহুল বারী ৬/১৮৮)

মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে কুদাইদ নামক স্থানের পাশে মুসাল্লাল নামক স্থানে মানাত মূর্তির অবস্থান ছিল। অজ্ঞতার যুগে খুযাআহ, আউস ও খাযরাজ গোত্র ওর খুব সম্মান করত। এখান হতে ইহরাম বেঁধে তারা কা'বার হাজ্জের জন্য যেত। ইমাম বুখারী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৯) এ তিনটি মূর্তি ছাড়া আরও বহু মূর্তি ছিল আরাবের লোকেরা যেগুলোর পূজা করত। কিন্তু এই তিনটির খুব খ্যাতি ছিল বলে কুরআনে শুধু এই তিনটিরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সীরাত ইব্ন ইসহাকে রয়েছে যে, আবূ তুফায়িল (রহঃ) বলেছেন ঃ কুরাইশ ও বানু কিনানাহ গোত্র উয্যার পূজারী ছিল যা ছিল নাখলায়। ওর রক্ষক ও মুতাওয়াল্লী ছিল বানু শায়বান গোত্র। ওটা ছিল সালীম গোত্রের শাখা। বানু হাশিমের সাথে তাদের ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিল। মাক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে (রাঃ) নাখলায় প্রেরণ করেন যেখানে গাছের উপর উয্যার মূর্তি স্থাপন করা ছিল। খালিদ (রাঃ) ঐ গাছটিকে কেটে ফেলেন এবং ওর চারিপাশের স্থাপনাগুলি ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর খালিদ (রাঃ) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'তুমি কিছুই করনি। আবার যাও।' তখন খালিদ (রাঃ) পুনরায় গেলেন। তথাকার রক্ষক ও খাদিমরা কৌশল অবলম্বন করল। তারা খুব চীৎকার করে 'হে উয্যা! হে উয্যা!' বলে ডাকছিল। খালিদ (রাঃ) তাদের কাছে গিয়ে দেখেন যে, একটি উলঙ্গ নারী রয়েছে, যার চুলগুলো এলোমেলো, আর সে তার মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করছে। খালিদ (রাঃ)

তরবারী দ্বারা তাকে হত্যা করেন। তারপর ফিরে গিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, ওটাই ছিল উয্যা। (নাসাঈ ৬/৪৭৪)

লাত ছিল সাকীফ গোত্রের মূর্তি। তারা ছিল তায়েফের অধিবাসী। ওর মুতাওয়াল্লী ও খাদেম ছিল বানু মু'তাব। (ইব্ন হিশাম ১/৮৭) ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রাঃ) ও আবূ সুফিয়ান সাখ্র ইব্ন হারবকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। তাঁরা ওটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ওর স্থলে মাসজিদ নির্মাণ করেন।

মানাত ছিল আউস, খাযরাজ এবং তাদের ন্যায় মত পোষণকারী ইয়াস্রিববাসী (মাদীনা) অন্যান্য লোকদের মূর্তি। ওটা মুসাল্লালের দিকে সমুদ্র তীরবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ সুফিয়ান শাখর ইব্ন হারবকে (রাঃ) অথবা আলী ইব্ন আবী তালিবকে (রাঃ) ওটা ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ওকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ যুলখালাসা ছিল দাউস, খাশআম, বাজীলাহ এবং তাদের নিকটবর্তী তাবালায় যেসব আরাব বসবাস করত তাদের এবং অন্যান্য লোকদের মূর্তির উপাসনালয়। (ইব্ন হিশাম ১/৮৭) ঐ লোকগুলো ওটাকে দক্ষিণের কা'বা বলত। আর মাক্কার কা'বাকে তারা বলত উত্তরের কা'বা। ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযালীর (রাঃ) হাতে ধ্বংস হয়।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ফাল্স ছিল তাই গোত্র এবং তাদের আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য আরাবীয়দের বুতখানা। ইব্ন হিশাম (রহঃ) বলেন, বিভিন্ন বিজ্ঞজন তাকে বলেছেন যে, ওটা সালমা ও আজ্জার মধ্যস্থিত তাই পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার কাজে আলী ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ওটাকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেখান হতে দু'টি তরবারী সংগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারী দু'টি তাঁকেই দিয়ে দেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আরও বলেন ঃ হিমায়ের গোত্র এবং ইয়ামানবাসী সানআয় তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল। ওটাকে 'রাইয়াম' বলা হত। কথিত আছে যে, ওর মধ্যে একটি কালো কুকুর ছিল এবং হিমায়িরী গোত্রের

ধার্মীক লোকেরা, যারা তুব্বার সঙ্গে বের হয়েছিলেন, তারা ঐ কুকুরটিকে বের করে হত্যা করেন এবং ঐ বুতখানাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেন।

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, বানু রাবীআহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়িদ মানাত ইব্‌ন তামীমের উপাসনালয়টির নাম ছিল রুযা। (ইব্‌ন হিশাম ১/৮৯) ওটা আল মুসতাওয়াগীর ইব্‌ন রাবীআহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইসলাম কবূল করার পর ভেঙ্গে ফেলেন। সিনদাদ নামক স্থানে ওয়াইল এর পুত্র বাকর ও তাগলিব গোত্রের এবং আয়াদ গোত্রের একটি দেবমন্দির ছিল যাকে যুলকা'বাত বলা হত।

যারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে এবং মালাইকাকে কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে তাদের প্রতি তিরস্কার

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى 'তাহলে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য?' কেননা এই মুশরিকরা নিজেদের বাজে ধারণার বশবর্তী হয়ে মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা বলত। (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্টন করতে বস তখন যদি কেহকেও শুধু কন্যা দাও এবং কেহকেও শুধু পুত্র দাও তাহলে যাকে শুধু কন্যা দেয়া হবে সে কখনও এতে সম্মত হবেনা এবং এই প্রকার বন্টনকে অসঙ্গত বন্টন মনে করা হবে। অথচ তোমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছ কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করছ পুত্র সন্তান! এই প্রকার বন্টনতো খুবই অন্যায় ও অসঙ্গত!

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের উপর ভাল ধারণা পোষণ করে তারা যা করত তাই করছে মাত্র। অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথ-নির্দেশ এসে গেছে। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করছেনা। এটা চরম পরিতাপের বিষয়ই বটে।

কেহ ইচ্ছা করলেই সৎ পথ প্রাপ্ত হবেনা

মহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ

না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৩) সে যদি বলে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে, তাহলে সে কি বাস্তবিকই সত্যের উপর রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে?

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন তোমাদের কেহ কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে তখন সে কিসের আকাঙ্ক্ষা করছে তা যেন চিন্তা করে। কারণ সে জানেনা যে, তার ঐ আকাঙ্ক্ষার কারণে তার জন্য কি লিখা হবে।’ (আহমাদ ২/৩৫৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তিনিই করে থাকেন। তিনিই রাজাধিরাজ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয়না।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ করার অধিকার নেই

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى আকাশে অসংখ্য মালাক/ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩) সুতরাং বড় বড় নৈকট্য লাভকারী মালাইকার যখন এই অবস্থা, তখন হে নির্বোধের দল! তোমাদের পূজনীয় এই মূর্তি এবং উপাসনাগুলো তোমাদের কি উপকার করতে পারে? তাদের উপাসনা করতে

আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এটা করেছেন তিনি তাঁর সমস্ত রাসূলের ভাষায় এবং তাঁর সমুদয় আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার মাধ্যমে।

২৭। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে মালাইকাকে।	٢٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ
২৮। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই।	٢٨. وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا
২৯। অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; সেতো শুধু পার্থিব জীবন কামনা করে।	٢٩. فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
৩০। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার রাব্বই ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত; তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।	٣٠. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ

মূর্তি পূজকদের মিথ্যা দাবী যে, মালাইকা আল্লাহর কন্যা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এই উক্তি খণ্ডন করছেন যে, আল্লাহর মালাইকা/ফেরেশতারা তাঁর কন্যা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَـٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৯) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারাই মালাইকাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।' এটা তাদের অজ্ঞতারই ফল। এটা তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট শির্‌ক ছাড়া কিছুই নয়। এটা তাদের অনুমান মাত্র। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা অনুমান করা হতে বেঁচে থাক, কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথন।' (ফাতহুল বারী ৫/৪৪১)

সৎ পথ থেকে বিচ্যুত লোকদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا হে নাবী! যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে তুমি উপেক্ষা করে চল। সেতো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। আর যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে তার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারেনা। দু'আ মাসূরায় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নলিখিত ভাষাও এসেছে ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দুনিয়ার জীবনকে কঠিন দুশ্চিন্তার বিষয় করবেননা এবং আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্যও শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ করবেননা।' (তিরমিযী ৯/৪৭৬)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى হে নাবী! নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই ভাল জানেন

কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং কে সৎপথ প্রাপ্ত। যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। সবকিছু তাঁরই ক্ষমতা, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের দ্বারা হচ্ছে। তিনি ন্যায় বিচারক। স্বীয় শারীয়াতে এবং পরিমাপ নির্ধারণে তিনি কখনও অন্যায় ও যুল্ম করেননা।

৩১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।	٣١. وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى
৩২। যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করনা, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।	٣٢. ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ

ছোট-বড় সব কিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে, তিনি প্রত্যেকের কাজের প্রতিদান দিবেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই আসমান ও যমীনের মালিক। তিনি অভাবমুক্ত, প্রকৃত শাহানশাহ, ন্যায় বিচারক ও সকলের সৃষ্টিকর্তা। সত্য ও ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তা'আলাই বটে। তিনি প্রত্যেককেই তার আমলের প্রতিদান প্রদানকারী। সাওয়াবের জন্য ভাল প্রতিদান এবং পাপের কারণে মন্দ শাস্তি তিনিই প্রদান করবেন।

সৎ আমলকারীদের ছোট-খাট ত্রুটি আল্লাহ মুছে দিবেন

তাঁর নিকট সৎলোক তারাই যারা তাঁর হারামকৃত জিনিস ও অনৈতিক কাজ হতে, বড় বড় পাপ হতে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে। মানুষ হিসাবে তাদের দ্বারা কোন ছোট-খাটো পাপ হলেও আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلاً كَرِيمًا

তোমরা যদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাব। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩১) আর এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি لَمَمٌ বা মানবীয় ছোট-খাটো অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক لَمَمٌ এর যে তাফসীর করা হয়েছে তার চেয়ে উত্তম তাফসীর আর কিছু হতে পারেনা, যা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানের উপর তার যিনা বা ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যা সে অবশ্যই পাবে। চোখের যিনা হল দর্শন করা, মুখের যিনা হল কথা বলা, অন্তরের অনুরাগ, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা জাগে, এখন লজ্জাস্থান ওকে সত্য করে দেখায় অথবা মিথ্যারূপে প্রদর্শন করে।' (ফাতহুল বারী ১১/২৮, মুসলিম ৪/২০৪৬, আহমাদ ২/২৭৬)

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ 'চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হল তাকানো, ওষ্ঠদ্বয়ের যিনা হচ্ছে চুম্বন করা, হস্তদ্বয়ের ব্যভিচার জড়িয়ে ধরা এবং পদদ্বয়ের জেনা হল চলা, আর লজ্জাস্থান ওটাকে সত্য অথবা মিথ্যারূপে প্রকাশ করে। অর্থাৎ লজ্জাস্থানকে যদি সে বাধা দিতে না পারে এবং কুকাজ করেই বসে তাহলে সমস্ত অঙ্গেরই যিনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে লজ্জাস্থান বা গুপ্তাঙ্গকে সামলে নিতে পারে এবং কুকার্যে লিপ্ত না হয় তাহলে ঐগুলো সবই لَمَمٌ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।' মাসরূক (রহঃ) এবং শা'বীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/৫৩৭)

আবদুর রাহমান ইব্‌ন নাফী (রহঃ), যিনি ইব্‌ন লুবাবাহ আত তাইমী নামেও পরিচিত, তিনি বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) لَمَمٌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ উহা হল চুম্বন করা, তাকানো ও জড়িয়ে ধরা। আর যখন গুপ্তস্থানগুলো মিলিত হয়ে যাবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে এবং ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে। (তাবারী ২২/৫৩৭)

নিজকে ত্রুটিমুক্ত না ভাবতে এবং তাওবাহ করতে উৎসাহিত করণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম। ওটা প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে নিয়েছে এবং সমস্ত পাপকে ওটা পরিবেষ্টনকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। তিনি জানেন

তোমরা কি আচরণ করবে, কি বলবে এবং কোন্ ধরণের পাপে লিপ্ত থাকবে। তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করেছেন, যারা পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন, একদলকে জান্নাতের জন্য এবং অপর দলকে জাহান্নামের জন্য। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান করছিলে অর্থাৎ ঐ সময় আল্লাহর নির্ধারিত মালাক তোমাদের জীবিকা, বয়স, আমল এবং সুখী কিংবা দুঃখী ইত্যাদি লিখে নেয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ অতএব তোমরা তোমাদের ব্যাপারে সাফাই গাইবেনা কিংবা আত্মপ্রশংসা করবেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী কে, কার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই খুব ভাল জানেন।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা এক সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৯)

মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন 'আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি আমার মেয়ের নাম বাররাহ রেখেছিলাম। তখন আমাকে যাইনাব বিন্ত আবি সালামাহ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। স্বয়ং আমার নামও বাররাহ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করনা, তোমাদের সৎ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবহিত।' তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ 'তাহলে এর নাম কি রাখতে হবে?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা এর নাম যাইনাব রেখে দাও।' (মুসলিম ৩/১৬৮৭)

আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকরাহ (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কোন এক লোকের খুব প্রশংসা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'তোমার অকল্যাণ হোক! তুমিতো তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে?' এ কথা তিনি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, কারও প্রশংসা যদি করতেই হয়

তাহলে বলবে ঃ ‘আমার ধারণা অমুক লোকটি এই রূপ। সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই আছে। আল্লাহর (ঘোষণার) পূর্বে আমি কখনই কারও সততার ব্যাপারে প্রশংসা করবনা ।’ (আহমাদ ৫/৪১, ৪৬; ফাতহুল বারী ৫/৩২৪, ১০/৪৯১, ৫৬৭; মুসলিম ৪/২২৯৬, আবূ দাঊদ ৫/১৫৪, ইব্ন মাজাহ ২/১২৩২)

হাম্মাম ইব্ন হারিস (রহঃ) হতে বর্ণিত, এক লোক উসমানের (রাঃ) সামনে তাঁর প্রশংসা করে। তখন মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রাঃ) লোকটির মুখে বালি নিক্ষেপ করেন এবং বলেন ঃ ‘আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীদের মুখে বালি নিক্ষেপ করি।’ (আহমাদ ৬/৫, মুসলিম ৪/২২৯৭, আবূ দাঊদ ৫/১৫৩)

৩৩। তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়;	٣٣. أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ
৩৪। এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়?	٣٤. وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰٓ
৩৫। তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে সে জানবে?	٣٥. أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ
৩৬। তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে,	٣٦. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ
৩৭। এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব?	٣٧. وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ
৩৮। ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা।	٣٨. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
৩৯। আর এই যে, মানুষ তা’ই পায় যা সে করে,	٣٩. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا

مَا سَعَىٰ	
٤٠. وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ	**৪০। আর এই যে, তার কাজ অচিরেই দেখানো হবে,**
٤١. ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ	**৪১। অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।**

যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং দান করা হতে বিরত থাকে তাদের প্রতি নিন্দাবাদ

যারা আল্লাহর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিন্দা করছেন। তিনি বলেন ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২) এখানে আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى সে দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২২/৫৪২) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সাঈদ (রহঃ) বলেছেন ঃ এটা হল ঐ লোকদের উদাহরণ যারা একটি কূপ খনন করছিল। কূপটি যখন খনন করার শেষের পথে তখন একটি পাথর খনন কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে। তখন তারা বলল ঃ 'আমরা আর খনন কাজে অগ্রসর হবনা'। অতঃপর তারা কাজটি ত্যাগ করে চলে গেল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে? অর্থাৎ সে কি জানতে পেরেছে যে, যদি সে আল্লাহর পথে খরচ করে তাহলে সে রিক্ত হস্ত হয়ে যাবে? আসলে তা নয়, বরং সে লোভ-লালসা, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণমনার কারণেই দান-খাইরাত করা হতে বিরত থাকছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে বেলাল! তুমি খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের নিকট হতে তুমি কমে যাওয়ার ভয় করনা।' (তাবারানী ১০/১৯১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯)

‘পরিপূর্ণ’ করার অর্থ

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) বলেন যে, وَفَّى এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে যা হুকুম করা হয়েছিল তা তারা পূর্ণ রূপে পৌঁছে দিয়েছে। (তাবারী ২২/৫৪৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই অর্থ করেছেন যে, যে হুকুম তিনি পেয়েছেন তা তিনি পূর্ণরূপে পালন করেছেন। (তাবারী ২২/৫৪৩) সঠিক কথা এই যে, অর্থ দু’টিই হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৪) অতএব ইবরাহীম (আঃ) তাঁর রবের আদেশ পুরাপুরি পালন করলেন, যে বিষয়ের প্রতি নিষেধ করা হল তা থেকে তিনি দূরে থাকলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত বাণী যথাযথভাবে প্রচার করলেন। সুতরাং মানুষের কল্যাণের জন্য তিনিই হতে পারেন সর্বোত্তম অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৩)

বিচার দিবসে কেহ কারও দায়ভার বহন করবেনা

এরপর মূসার (আঃ) কিতাবে এবং ইবরাহীমের (আঃ) কিতাবে কি ছিল তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর যুল্ম করেছে, যেমন শির্ক ও কুফরী করেছে তার শাস্তি স্বয়ং তারই উপর আপতিত হবে। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮) অর্থাৎ যেমন তার উপর অন্যের বোঝা চাপানো হবেনা এবং অন্যের দুষ্কার্যের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবেনা, অনুরূপভাবে অন্যের সাওয়াবও তার কোন উপকারে আসবেনা।

সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল (বন্ধ হয়না)। (এক) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে, (দুই) ঐ সাদাকা, যা তার মৃত্যুর পরেও জারী থাকে এবং (তিন) ঐ ইল্‌ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়।' (মুসলিম ৩/১২৫৫) এর ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি জিনিসও স্বয়ং মৃত ব্যক্তিরই চেষ্টা ও আমল। অন্য কারও আমলের প্রতিদান তাকে দেয়া হয়না। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ মানুষের সবচেয়ে উত্তম খাদ্য ওটাই যা সে স্বহস্তে উপার্জন করেছে। আর মানুষের সন্তানও তারই উপার্জিত। (নাসাঈ ৭/২৪১) সুতরাং প্রমাণিত হল যে, যে সন্তান তার পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য দু'আ করে তাও প্রকৃতপক্ষে তারই আমল। অনুরূপভাবে সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রভৃতিও তারই আমলের ফল এবং তারই ওয়াকফকৃত জিনিস। স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ

আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১২) এখন থাকল ঐ ইল্‌ম যা সে লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে এবং তার ইন্তিকালের পরেও জনগণ ওর উপর আমল করতে থাকে, ওটাও প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টা ও আমল যা তার পরে বাকী রয়েছে এবং ওর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছতে রয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে এবং যত লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিদায়াতের অনুসারী হয়, তাদের সবারই কাজের প্রতিদান তাকে প্রদান করা হয়, আর তাদের সাওয়াবের কিছুই কম করা হয়না।' (মুসলিম ৪/২০৬০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 'আর তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে।' অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাকে তার কর্ম দেখানো হবে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কাজ করতে থাক, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ; আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। উত্তম কাজের উত্তম প্রতিদান এবং মন্দ কাজের মন্দ প্রতিদান!

৪২। আর এই যে, সব কিছুর সমাপ্তিতো তোমার রবের নিকট।	٤٢. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ
৪৩। আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।	٤٣. وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ
৪৪। এবং এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,	٤٤. وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
৪৫। আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী -	٤٥. وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ
৪৬। শুক্র বিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়;	٤٦. مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

৪৭। আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই।	٤٧. وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ
৪৮। আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।	٤٨. وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ
৪৯। আর এই যে, তিনি 'শি'রা' নক্ষত্রের মালিক।	٤٩. وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ
৫০। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।	٥٠. وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ
৫১। এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও, কেহকেও তিনি বাকী রাখেননি।	٥١. وَثَمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ
৫২। আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও; তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।	٥٢. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ
৫৩। উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।	٥٣. وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ
৫৪। ওকে আচ্ছন্ন করল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি!	٥٤. فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ
৫৫। তুমি তোমার রবের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?	٥٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ

আল্লাহ তা'আলার কিছু বৈশিষ্ট্য

ঘোষিত হচ্ছে যে, সবশেষ প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহর নিকট। কিয়ামাতের দিন সবাইকেই তাঁরই সামনে হাযির হতে হবে। আমীর ইব্ন মাইমুন আল আউফী

(রহঃ) বলেন, মুআয (রাঃ) বানু আওদ গোত্রের প্রতি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'হে বানু আওদ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূতরূপে তোমাদের নিকট আগমন করেছি। তোমরা সবাই জেনে রেখ যে, তোমাদের সবাইকেই আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (হাকিম ১/৮৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান। অর্থাৎ হাসি-কান্নার মূল ও কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে পৃথক পৃথক। 'তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান।' যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ২) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى তিনিই শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী যখন তা স্খলিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ.

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলনা? অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩৬-৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই। অর্থাৎ যেমন তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করার দায়িত্ব তাঁরই। **وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى** তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন। ধন-সম্পদ তাঁরই অধিকারে রয়েছে যা তাঁর কাছে পুঁজি হিসাবে থাকে। তিনি তা

থেকে যাকে যতটুকু দান করেন সে তা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। আবূ সালিহ (রহঃ), ইব্‌ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক এরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ২২/৫৪৮, ৫৪৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে ভাবার্থ করা হয়েছে ঃ তিনি সম্পদ দিয়েছেন ও গোলাম দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى আর এই যে, তিনি 'শি'রা' নক্ষত্রের মালিক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, **شِعْرَى** 'শি'রা' ঐ উজ্জ্বল তারকার নাম যাকে 'মিরযামুল জাওযা'ও বলা হয়। আরাবের একটি দল ওর ইবাদাত করত। (তাবারী ২২/৫৫১)

আ'দে ঊলা অর্থাৎ হুদের (আঃ) কাওম, যাকে 'আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আঃ) বলা হত। এই কাওমকে আল্লাহ তা'আলা ঔদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ. ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَـٰدِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি? (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ৬-৮) এই সম্প্রদায়টি অত্যন্ত শক্তিশালী, বদ মেজাজী ও হিংস্র ছিল এবং সাথে সাথে তারা ছিল আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরম বিরোধী।

بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্‌কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৭) অনুরূপভাবে ছামূদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দেন এবং তাদের কেহকেও তিনি বাদ রাখেননি। তাদের পূর্বে নূহের (আঃ) সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছেন, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য। আর উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করে সমস্ত পাপীকে ধ্বংস করেছিলেন। তাদেরকে যা দিয়ে ঢেকে ফেলার তা দিয়ে ঢেকে

ফেলে। অর্থাৎ পাথরসমূহ, যেগুলির বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ

তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৭৩) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكَ تَتَمَارَى তাহলে হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?

ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে, এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু সম্বোধনকে সাধারণ রাখাই বেশি যুক্তিযুক্ত। ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) সাধারণ রাখাকেই পছন্দ করেছেন।

৫৬। অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী;	٥٦. هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ
৫৭। কিয়ামাত আসন্ন,	٥٧. أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ
৫৮। আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।	٥٨. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ
৫৯। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করছ!	٥٩. أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ
৬০। এবং হাসি- ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছনা?	٦٠. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
৬১। তোমরাতো উদাসীন,	٦١. وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ

৬২। অতএব আল্লাহকে সাজদাহ কর এবং তাঁর ইবাদাত কর। [সাজদাহ]	٦٢. فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩

সাজদাহ করা ও বিনয়ী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَذَا نَذِيرٌ ইনি ভয় প্রদর্শক। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন ভয় প্রদর্শক। তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী রাসূলদের রিসালাতের মতই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

বল ঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৯)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَزِفَتْ الْآزِفَةُ কিয়ামাত আসন্ন। না এটাকে কেহ প্রতিরোধ করতে পারবে, না এর নির্ধারিত সময়ের অবগতি আল্লাহ ছাড়া আর কারও আছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া এটা সংঘটনের নির্দিষ্ট সময় কারও জানা নেই।

আরাবী ভাষায় نَذِيْر ওকে বলা হয়, যেমন একটি দল রয়েছে, যাদের মধ্যে একটি লোক কোন ভয়ের জিনিস দেখে দলের লোককে সতর্ক করে। অর্থাৎ ভয়ের খবর শুনিয়ে দেয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৬)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গোত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ককারী বা ভয় প্রদর্শনকারী।' (ফাতহুল বারী ১১/৩২৩) অর্থাৎ যেমন কেহ কোন খারাপ জিনিস দেখতে পেয়ে ওটা তার কাওমের কাছে দৌড়ে গিয়ে সতর্ক করে এবং বলে ঃ 'দেখ, এই বিপদ খুব তাড়াতাড়িই আসছে, সুতরাং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর।' যেমন এর পরবর্তী সূরায় রয়েছে ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ

কিয়ামাত আসন্ন। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১)

সাহল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা ছোট ছোট পাপগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতে বেঁচে থাক। ছোট ছোট পাপগুলোর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি দল কোন পাহাড়ের পাদদেশে বসতী স্থাপন করল। সবাই এদিক-ওদিক থেকে জ্বালানী কাঠ নিয়ে এলো। অবশেষে একটা বড় স্তূপ হল যা দ্বারা অনেক খাদ্য রান্না করা যাবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে ওর সাথীকে ধ্বংস করবে।' (আহমাদ ৫/৩৩১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এ কাজের উপর ঘৃণা প্রকাশ করছেন যে, তারা কুরআন শ্রবণ করে বটে, কিন্তু তা হতে বিমুখ ও বেপরোয়া হয় এবং বিস্মিতভাবে ওর রাহমাতকে অস্বীকার করে, আর হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ-উপহাস করে। তাদের উচিত ছিল যে, মু'মিনদের মত ওটা শুনে কাঁদত এবং উপদেশ গ্রহণ করত। যেমন আল্লাহ মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ঃ

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের আনন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১০৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঃ **سَمَد** গানকে বলা হয়। এটা ইয়ামানী ভাষা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেই ঃ **سَامِدُوْنَ** এর অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (আবদুর রায্‌যাক ৩/২৫৫)

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাঁর রাসূলের অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁরই মত ইবাদাত করে, তারা যেন একাত্মবাদী ও অকপট হয়ে যায়। **فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا** অতএব আল্লাহকে সাজদাহ কর এবং তাঁর ইবাদাত কর।

আবূ মা'মার (রহঃ) আবদুল ওয়ারিশ (রহঃ) হতে, তিনি আইউব (রহঃ) হতে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা নাজমের সাজদাহর স্থলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন এবং তাঁর সাথে মুসলিম, মুশরিক এবং দানব ও মানব সবাই সাজদাহ করে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৮০)

মুত্তালিব ইব্ন আবি ওয়াদাআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় সূরা নাজম পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করেন এবং ঐ সময় তাঁর কাছে যারা ছিল তারা সবাই সাজদাহ করে। বর্ণনাকারী মুত্তালিব (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি তখন আমার মাথা উঠালাম এবং সাজদাহ করলামনা।’ তখন পর্যন্ত মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু এর পরপরই তিনি মুসলিম হয়ে যান। এরপরে যে কেহই এই সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন এবং তিনি যদি তা শুনতেন তখন তিনিও তার সাথে সাজদাহ করতেন। (আহমাদ ৬/৩৯৯, নাসাঈ ২/১৬০)

সূরা নাজম -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৪ ঃ কামার, মাক্কী

٥٤ – سورة القمر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৫, রুকূ ৩)

(اَيَاتُهَا : ٥٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

আবূ ওয়াকিদের (রহঃ) রিওয়ায়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাতে সূরা ق ও সূরা اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে বড় বড় জমায়েতেও তিনি এ দু’টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। কেননা এতে আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা, প্রথম সৃষ্টি ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এর সাথে সাথে তাওহীদ ও রিসালাত সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বর্ণনা রয়েছে।’

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে,	١. ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ
২। তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এটাতো চিরাচরিত যাদু।	٢. وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةً يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ
৩। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই যথাসময়ে লক্ষ্যে পৌঁছবে।	٣. وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ
৪। তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী।	٤. وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ

৫। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্ক বাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।	٥. حِكْمَةٌ بَٰلِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী

আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার খবর দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১) আরও বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) এই বিষয়ের উপর বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয আবূ বাকর আল বাযয্যার (রহঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণের সামনে ভাষণ দান করেন। ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হতে অতি অল্প সময় বাকী ছিল। ভাষণে তিনি বলেন ঃ ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! অতীত যুগের তুলনায় দুনিয়ার হায়াতও এই পরিমাণ বাকী আছে, যে পরিমাণ আজকের সময় গত হয়ে যাওয়ার পর বাকী রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য অংশই দেখতে পাচ্ছিলাম।’ (মাযমা আয যাওয়ায়িদ ১০/৩১১)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসরের পর যখন সূর্য ডুবু ডুবু প্রায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘অতীত যুগের তুলনায় তোমাদের সময় ততটুকু বাকী আছে যতটুকু এই দিনের গত হয়ে যাওয়া সময়ের পরে রয়েছে।’ (আহমাদ ২/১১৫)

সাহল ইব্ন সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমি ও কিয়ামাত এভাবে প্রেরিত হয়েছি।’ অতঃপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন। (আহমাদ ৫/৩৩৮, ফাতহুল বারী ১১/৩৫৫, মুসলিম ৪/২২৬৮)

ওহাব আস সুবাই (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি শেষ যামানার সামান্য কিছু আগে প্রেরিত হয়েছি, যেমন এটি এবং এটির মধ্যে দূরত্ব রয়েছে; যেন পূর্বেরটিকে পরেরটি প্রায় ধরেই ফেলবে। আমাশ (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন তখন তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি একত্র করে দেখালেন। (আহমাদ ৪/৩০৯)

আওযায়ী বলেন, ইসমাঈল ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) ওয়ালিদ ইব্ন আবদিল মালিকের নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁকে কিয়ামাত সম্বলিত হাদীসটি জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'তোমরা ও কিয়ামাত এ দু'টি অঙ্গুলির মত কাছাকাছি।' (আহমাদ ৩/২২৩) এর সাক্ষ্য এ হাদীস দ্বারাও হতে পারে, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামগুলির মধ্যে একটি নাম হাশির এসেছে। আর হাশির হলেন তিনি যাকে কিয়ামাতের মাঠে সর্ব প্রথম উপস্থিত করা হবে এবং অন্যান্যদেরকে এর পরে জমায়েত করা হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৬৪১)

চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ وَانشَقَّ الْقَمَرُ চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ঘটনা। যেমন মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে বিশুদ্ধতার সাথে এটা বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কাবাসী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু'জিযা দেখানোর আবেদন জানায়। ফলে দুই বার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়, যার বর্ণনা এই আয়াত দু'টিতে রয়েছে।' (আহমাদ ৩/১৬৫, মুসলিম ৪/২১৫৯)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু'জিযা দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন। সুতরাং তারা হিরার এদিকে এক খণ্ড এবং ওদিকে এক খণ্ড দেখতে পায়।' (ফাতহুল বারী ৭/২২১, ৮/৪৮৪; মুসলিম ৪/২১৫৯)

যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চন্দ্র

দ্বিখণ্ডিত হয়। এক খণ্ড এক পাহাড়ে এবং অপর খণ্ড অন্য পাহাড়ের উপর দেখা যায়। তখন তারা বলে ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর যাদু করেছে।' তখন জ্ঞানীরা বলল ঃ 'যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি আমাদের উপর যাদু করেছেন তাহলে তিনিতো সমস্ত মানুষের উপর যাদু করতে পারেননা।' (আহমাদ ৪/৮১, দালাইলুল নাবুওয়াহ ২/২৬৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চাঁদের বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল নাবুওয়াত প্রাপ্তির পরের ঘটনা। (ফাতহুল বারী ৭/২২১, ৮/৪৮৪; মুসলিম ৪/২১৫৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হিজরাতের পূর্বের ঘটনা। (তাবারী ২২/৫৬৯)

ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওর দু'টি টুকরো হয়, একটি চলে যায় পাহাড়ের পিছনে এবং অপরটি পাহাড়ের সামনে, ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' (দালাইলুল নাবুওয়াহ ২/২৬৭, মুসলিম ৪/২১৫৮, তিরমিযী ৯/১৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক।' (আহমাদ ১/৩৭৭, ফাতহুল বারী ৮/৪৮৩, মুসলিম ৪/২১৫৮) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় তখন আমিও দেখেছি যে, টুকরা দু'টি ভাগ হয়ে পাহাড়ের দুই দিকে চলে যায়।' (আহমাদ ১/৪১৩, তাবারী ২২/৫৬৭)

পরবর্তী আয়াতে রয়েছে যে, তারা বলে ঃ **وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ** এটাতো চিরাচরিত যাদু। এই বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের বিপরীত নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা হতে বিরত থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ আর প্রত্যেক ব্যাপারই তার লক্ষ্যে পৌঁছবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যাপারই সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ তাদের নিকট এসেছে সংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী; এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।

আল্লাহ তা'আলা যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন, এতেও তাঁর পরিপূর্ণ নিপুণতা বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে হতভাগা এটা তাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে। যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদেরকে কেহই হিদায়াত দান করতে পারেনা। এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَـٰلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ

তুমি বলে দাও ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৯) অনুরূপ নিম্নের উক্তিটিও ঃ

وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১)

৬। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।	٦. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍ نُّكُرٍ
৭। অপমানে অবনমিত নেত্রে সেই দিন তারা কাবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।	٧. خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ
৮। তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। কাফিরেরা বলবে ঃ কঠিন এই দিন।	٨. مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

বিচার দিবসে কাফিরদের করুণ পরিণতির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যেসব কাফির মু'জিযা দেখার পরও বলে যে, এটা যাদু, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে কিয়ামাতের জন্য অপেক্ষা করতে দাও। ঐদিন তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দাঁড়ানোর জন্য একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। যেখানে তাদেরকে বিপদাপদ ঘিরে ফেলবে। তাদের চেহারায় লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। লজ্জায় তাদের চক্ষু অবনমিত হবে। তারা কাবর হতে বের হবে। অতঃপর বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত তারা দ্রুত গতিতে হিসাবের মাঠের দিকে চলে যাবে। তাদের কান থাকবে আহ্বানকারীর আহ্বানের দিকে এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত চলবে। না তারা পারবে বিরুদ্ধাচরণ করতে, না বিলম্ব করার ক্ষমতা রাখবে। ঐ ভয়াবহ কঠিন দিনকে দেখে তারা অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং চীৎকার করে বলবে ঃ এটাতো বড়ই কঠিন দিন!

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

সেদিন হবে এক সংকটের দিন যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। (সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৯-১০)

৯। এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলেছিল ঃ এতো এক পাগল। আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।	٩. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ
১০। তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর।	١٠. فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ
১১। ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারি বর্ষণে।	١١. فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ

بِمَآءٍ مُّنۡهَمِرٍ	
١٢. وَفَجَّرۡنَا ٱلۡأَرۡضَ عُيُونًا فَٱلۡتَقَى ٱلۡمَآءُ عَلَىٰٓ أَمۡرٍ قَدۡ قُدِرَ	১২। এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবন। অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে।
١٣. وَحَمَلۡنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلۡوَٰحٍ وَدُسُرٍ	১৩। তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে,
١٤. تَجۡرِى بِأَعۡيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ	১৪। যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।
١٥. وَلَقَد تَّرَكۡنَـٰهَآ ءَايَةً فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٍ	১৫। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
١٦. فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ	১৬। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
١٧. وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٍ	১৭। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

নূহের (আঃ) ঘটনা এবং তা থেকে শিক্ষা লাভ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার এই উম্মাতের পূর্বে নূহের (আঃ) উম্মাতও তাদের নাবী আমার বান্দা নূহকে অবিশ্বাস করেছিল, পাগল বলেছিল এবং শাসন গর্জন ও ধমক দিয়ে বলেছিল ঃ

قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ

তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১৬) আমার বান্দা ও রাসূল নূহ (আঃ) তখন আমাকে ডাক দিয়ে বলল ঃ **فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ** হে আমার রাব্ব! আমিতো অসহায়। আমি কোনক্রমেই আর নিজেকে বাঁচাতে পারছিনা এবং আপনার দীনেরও হিফাযাত করতে পারছিনা। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাকে বিজয় দান করুন। তাঁর এ প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবূল করলেন। আকাশ হতে মুষলধারের বৃষ্টির দরজা খুলে দিলেন এবং যমীন হতে উথলিয়ে ওঠা পানির প্রস্রবণের মুখ খুলে দিলেন। ফলে চতুর্দিক পানিতে ভরে গেল। আকাশের মেঘ হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সময় আকাশ হতে পানির দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হচ্ছিল। এদিকে আকাশের এই অবস্থা, আর ওদিকে যমীনের উপর এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, ওটা যেন পানি উগলে দেয়। সুতরাং চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ আমি তাকে (নূহকে) আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, **دُسُر** শব্দের অর্থ হল পেড়েক। (তাবারী ২২/৫৮০, কুরতুবী ১৭/১৩২) ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২২/৫৭৮) বাম দিকের অংশ এবং প্রাথমিক অংশ যার উপর ঢেউ এসে লাগে। ওর মূল জোড়কেও বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا 'ওটা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলত, এটা পুরস্কার তার জন্য যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।' নূহকে (আঃ) সাহায্য করার মাধ্যমে এটা ছিল কাফিরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শন রূপে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এই উম্মাতের প্রথম যুগের লোকেরাও ঐ নৌকাটি দেখেছে।

(তাবারী ২২/৫৮২) কিন্তু এর প্রকাশ্য অর্থ হল ঃ ঐ নৌকার নমুনায় অন্যান্য নৌকাগুলি আমি নিদর্শন হিসাবে দুনিয়ায় কায়েম রেখেছি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ

তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪১-৪২) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ 'সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?'

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে **فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ** পাঠ করিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৪) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও এই শব্দের কিরআত এরূপই বর্ণিত আছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী। অর্থাৎ যারা আমার সাথে কুফরী করেছিল, আমার রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল এবং আমার উপদেশ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল! কিভাবেই না আমি আমার রাসূলদের শত্রুদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আর কেমন করে আমি সত্য ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ আমি কুরআনুল হাকীমের শব্দ ও অর্থ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য সহজ করে দিয়েছি যে, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

এক কল্যাণময় কিতাব এটা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৯) অন্যত্র বলেন ঃ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ আমি কুরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করেছি। তিনি আরও বলেন ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ সুতরাং কুরআন হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? অর্থাৎ এর থেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে সাহায্য করা হবে।

১৮। আ'দ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	١٨. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
১৯। তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবিচ্ছিন্ন দুর্ভোগের দিনে।	١٩. إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ
২০। মানুষকে ওটা উৎখাত করেছিল উন্মুলিত খর্জুর কান্ডের ন্যায়।	٢٠. تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ

২১। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	٢١. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ
২২। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেহ আছে কি?	٢٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

‘আদ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, হুদের (আঃ) কাওম আদও আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং নূহের (আঃ) কাওমের মতই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। ফলে তাদের প্রতি কঠিন ঠাণ্ডা ও ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রেরণ করা হয়। ওটা ছিল তাদের জন্য সরাসরি অশুভ ও অকল্যাণকর। ঐ ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রবাহ তাদের উপর আসত এবং তাদের কেহকেও উঠিয়ে নিয়ে যেত, এমন কি সে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেত। অতঃপর তাকে অধঃমুখে ভূমিতে নিক্ষেপ করা হত। তার মস্তক পিষ্ট করা হত এবং দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। দেখে মনে হত যেন উন্মুলিত খর্জুর গাছের কাণ্ড। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

দেখ, কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমিতো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং যে ইচ্ছা করবে সে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৩। ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।	٢٣. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ
২৪। তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তাহলেতো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদ রূপে গন্য হব।	٢٤. فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَـٰلٍ وَسُعُرٍ

২৫। আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	٢٥. أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
২৬। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	٢٦. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ
২৭। আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী; অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও,	٢٧. إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ
২৮। আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাযির হবে পালাক্রমে।	٢٨. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ
২৯। অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল।	٢٩. فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ
৩০। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	٣٠. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ
৩১। আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারী বিখন্ডিত শুস্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।	٣١. إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ

৩২। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেহ আছে কি?	٣٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ছামূদ জাতির ঘটনা

এখানে খবর দেয়া হচ্ছে যে, ছামূদ সম্প্রদায় আল্লাহর রাসূল সালিহকে (রাঃ) মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁর নাবী হওয়াকে অসম্ভব মনে করে বিস্মিত হয়ে বলে ঃ 'এটা কি হতে পারে যে, আমরা আমাদেরই একটি লোকের অনুগত হব? তাহলেতো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' এর চেয়ে আরও আগ বাড়িয়ে বলে ঃ 'আমরা এটা মেনে নিতে পারিনা যে, আমাদের সবার মধ্য হতে শুধুমাত্র এই লোকটির উপরই আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে।' তারপর তারা আল্লাহর নাবীকে প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় চরম মিথ্যাবাদী বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন ঃ এখন তোমরা যা চাও তা বলতে থাক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যায় সীমালংঘনকারী কে তা কালই প্রকাশিত হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী। ঐ লোকদের দাবী অনুযায়ী পাথরের এক কঠিন পাহাড় হতে এক বিরাট গর্ভবতী উষ্ট্রী বের হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে (আঃ) বলেন ঃ তাদের পরিণাম কি হয় তা তুমি দেখে নিও এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্য ধারণ কর। দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তোমারই হবে। তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ পানি এক দিন তোমাদের এবং এক দিন উষ্ট্রীর। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

সালিহ বলল ঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৫৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যেদিন উষ্ট্রীটি পানি পান করতনা সেদিন তারা পানি পেত, আর যেদিন উষ্ট্রীটি পানি পান করত সেদিন তারা ওর দুধ পান করত। (তাবারী ২২/৫৯২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। তাফসীরকারগণ বলেন যে, হত্যাকারী লোকটির নাম ছিল কুদার ইব্ন সালিফ। সে ছিল তার কাওমের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا

তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। (সূরা আশ্ শাম্স, ৯১ ঃ ১২) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। অর্থাৎ যেভাবে জমির কর্তিত পাতা শুকিয়ে মরে যায়, সেইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ আরাবের প্রথা ছিল যে, উটগুলোকে শুষ্ক কাঁটাযুক্ত বেড়ার মধ্যে রেখে দেয়া হত। যখন ঐ বেড়াকে পদদলিত করা হত তখন উটগুলোর যে অবস্থা হত ঐ অবস্থা তাদেরও হয়ে যায়। তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের একজনও রক্ষা পায়নি।

৩৩। লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে।	٣٣. كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطِۭ بِٱلنُّذُرِ
৩৪। আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচন্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে -	٣٤. إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍۖ نَّجَّيۡنَٰهُم بِسَحَرٍ
৩৫। আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	٣٥. نِّعۡمَةً مِّنۡ عِندِنَاۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي مَن شَكَرَ

৩৬। লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে। কিন্তু তারা সতর্ক বাণী সম্বন্ধে বিতন্ডা শুরু করল।	٣٦. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ
৩৭। তারা লূতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবী করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম।	٣٧. وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ
৩৮। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল।	٣٨. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ
৩৯। (আমি বললাম) আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।	٣٩. فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ
৪০। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	٤٠. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

লূতের (আঃ) কাওমের ঘটনা

লূতের (আঃ) কাওমের খবর দেয়া হচ্ছে যে, কিভাবে তারা তাদের রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল এবং কিভাবে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, যে কাজ তাদের পূর্বে কেহ কখনও করেনি, অর্থাৎ মেয়েদেরকে ছেড়ে ছেলেদের সাথে কুকার্যে লিপ্ত হওয়া! তাদের ধ্বংসের অবস্থাটাও ছিল তাদের কাজের মতই অসাধারণ ও অদ্ভুত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে জিবরাঈল (আঃ) তাদের বস্তীটিকে আকাশের কাছে উঠিয়ে নেন

এবং সেখান হতে উল্টোভাবে নীচে নিক্ষেপ করেন। আর আকাশ হতে তাদের নামে নামে পাথর বর্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু লূতের (আঃ) অনুসারীদেরকে প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত্রির শেষ ভাগে বাঁচিয়ে নেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন ঐ বস্তী ছেড়ে চলে যান। লূতের (আঃ) কাওমের কেহই ঈমান আনেনি। এমন কি স্বয়ং লূতের (আঃ) স্ত্রীও ছিল বেঈমান। তাঁর কাওমের সাথে সাথে তাঁর স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনি ও তাঁর কন্যাগণ এই ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা পান। মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিপদের সময় রক্ষা করেন এবং তাঁদেরকে তাঁদের কৃতজ্ঞতার সুফল প্রদান করেন। শাস্তি আসার পূর্বেই লূত (আঃ) স্বীয় কাওমকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় মোটেই কর্ণপাত করেনি। বরং তারা সন্দেহ পোষণ করে তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল।

তাঁর মেহমানদেরকে তাঁর নিকট হতে ছিনতাই করতে চেয়েছিল। জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ), ইসরাফীল (আঃ) প্রমুখ মর্যাদাসম্পন্ন মালাইকা মানুষের রূপ ধরে লূতকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্য তাঁর বাড়ীতে মেহমান হয়ে এসেছিলেন। এদিকে রাত্রিকালে তাঁরা লূতের (আঃ) বাড়ীতে অবতরণ করেন, আর ওদিকে তাঁর বে-ঈমান স্ত্রী কাওমকে খবর দেয় যে, লূতের (আঃ) বাড়ীতে সুদৃশ্য যুবকদের দল মেহমান রূপে আগমন করেছেন। এ খবর পেয়েই ঐ দুশ্চরিত্র লোকগুলো বিভিন্ন দিক হতে দৌড়ে আসে এবং লূতের (আঃ) বাড়ী ঘিরে ফেলে। লূত (আঃ) তখন দরজা বন্ধ করে দেন। কিভাবে এই মেহমানদেরকে হাতে পাওয়া যায় এই সুযোগের অপেক্ষায় ঐ লোকগুলো ওঁৎ পেতে থাকে। লূত (আঃ) বলছিলেন ঃ

قَالَ هَـٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ

আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭১)

কিন্তু ঐ দুর্বৃত্তের দল জবাবে বলেছিল ঃ

قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

তারা বলল ঃ তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন আবশ্যক নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭৯)

যখন এই তর্ক-বিতর্কে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এবং ঐ লোকগুলো আক্রমণোদ্যত হয় এবং লূত (আঃ) তাদের এই দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে

উঠেন তখন জিবরাঈল (আঃ) বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর ডানা দ্বারা তাদের চোখের উপর আঘাত করেন। ফলে তারা সবাই অন্ধ হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তারা তখন দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে এবং লূতকে (আঃ) গালমন্দ দিতে দিতে সকালের ওয়াদা দিয়ে পশ্চাদপদে ফিরে যায়। কিন্তু সকালেই তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে, যা হতে না তারা পালাতে পারল, না শাস্তি দূর করতে সক্ষম হল। তাইতো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ ‘আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ এই কুরআনুল কারীম খুবই সহজ, যে কেহই ইচ্ছা করলে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

৪১। ফির‘আউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারী	٤١. وَلَقَدۡ جَآءَ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ ٱلنُّذُرُ
৪২। কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।	٤٢. كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذۡنَـٰهُمۡ أَخۡذَ عَزِيزٍ مُّقۡتَدِرٍ
৪৩। তোমাদের মধ্যকার কাফিরেরা কি তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে?	٤٣. أَكُفَّارُكُمۡ خَيۡرٌ مِّنۡ أُوْلَـٰٓئِكُمۡ أَمۡ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ
৪৪। এরা কি বলে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?	٤٤. أَمۡ يَقُولُونَ نَحۡنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ

৪৫। এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে,	٤٥. سَيُهۡزَمُ ٱلۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ
৪৬। অধিকন্তু কিয়ামাত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।	٤٦. بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ وَٱلسَّاعَةُ أَدۡهَىٰ وَأَمَرُّ

ফির‘আউন ও তার কাওমের ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউন ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করছেন। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) এই খবর শোনাতে এলেন যে, তারা ঈমান আনলে তাদের জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদ রয়েছে এবং কুফরী করলে (জাহান্নামের) ভয় রয়েছে। তাঁদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে বড় বড় মু‘জিযা ও নিদর্শন প্রদান করা হয়। কিন্তু তারা সবকিছুই অবিশ্বাস করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

কুরাইশদের প্রতি পরামর্শ ও ভয় প্রর্দশন

এরপর বলা হচ্ছে ঃ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ হে কুরাইশ মুশরিকের দল! তোমরা কি ঐ ফির‘আউন ও তার সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, বরং তারাই তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। তাদের দলবলও ছিল তোমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী। তারাই যখন আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পায়নি, তখন তোমরা রক্ষা পাবে বলে কি মনে করছ? তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাঁর কাছে অতি সহজ। তোমরা কি ধারণা করছ যে, আল্লাহর কিতাবসমূহে এটা লিখা আছে যে, তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা? তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা একটি বড় দল রয়েছ, সুতরাং তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবেনা?

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু‘আ করছিলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! হে আল্লাহ! যদি আপনার ইচ্ছা এটাই থাকে যে, আজকের দিনের পর ভূ-পৃষ্ঠে আপনার ইবাদাত আর কখনও করা হবেনা।’ তিনি এটুকুই বলেছিলেন এমতাবস্থায় আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর হাতখানা ধরে ফেলেন এবং বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার রবের কাছে খুবই অনুনয় বিনয় করেছেন।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরিহিত অবস্থায় তাঁবু হতে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর মুখে ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ এ দু’টি আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৫, ৪৮৬)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘যে সময় আমি মাক্কায় অতি অল্প বয়সের বালিকা ছিলাম এবং আমার সঙ্গিনীদের সাথে খেলা করতাম ঐ সময় بَلِ السَّاعَةُ ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৬, ৮/৬৫৫)

৪৭। নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।	٤٧. إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَـٰلٍ وَسُعُرٍ
৪৮। যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সেই দিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।	٤٨. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ
৪৯। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।	٤٩. إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَـٰهُ بِقَدَرٍ
৫০। আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চক্ষুর	٥٠. وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ

পলকের মত।	كَلَمۡحٍۭ بِٱلۡبَصَرِ
৫১। আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলিকে; অতএব উহা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	٥١. وَلَقَدۡ أَهۡلَكۡنَآ أَشۡيَاعَكُمۡ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٍ
৫২। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে ‘আমলনামায়,	٥٢. وَكُلُّ شَيۡءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ
৫৩। আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব কিছুই লিপিবদ্ধ;	٥٣. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسۡتَطَرٌ
৫৪। মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে -	٥٤. إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ
৫৫। যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।	٥٥. فِي مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقۡتَدِرٍۭ

অপরাধীদের আবাসস্থল

পাপী ও অপরাধী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পথ হতে সরে গেছে। তারা সন্দেহ ও দুর্ভাবনার মধ্যে পতিত হয়েছে। এই দুষ্ট ও দুরাচার লোকগুলো কাফিরই হোক অথবা অন্য কোন দলের অপরাধী ও পাপী লোকই হোক, তাদের এই দুষ্কর্ম তাদেরকে উল্টোমুখে জাহান্নামের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখানে যেমন তারা উদাসীন রয়েছে, তেমনই ওখানেও তারা বে-খবর থাকবে যে, না জানি তাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে ঃ **ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ** তোমরা এখন জাহান্নামের অগ্নির স্বাদ গ্রহণ কর।

প্রতিটি জীবকে তার তাকদীরসহ সৃষ্টি করা হয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ২) অন্যত্র বলেন ঃ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى. ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ. وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১-৩)

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক জিনিস প্রকাশিত হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত হয়েছে। কাদরিয়া সম্প্রদায় এটা অস্বীকার করে। এ লোকগুলো সাহাবীগণের (রাঃ) প্রান্তিক সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। আহলে সুন্নাত ঐ লোকদের মাযহাবের বিপক্ষে এই প্রকারের আয়াতগুলিকে পেশ করে থাকেন। আর এই বিষয়ের হাদীসগুলিকেও আমরা সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যায় এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনায় লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে শুধু ঐ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করা হল যেগুলি আয়াতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মুশরিক কুরাইশরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে। তখন ... يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (আহমাদ ১/৪৪৪, মুসলিম ৪/২০৪৬, তিরমিযী ৯/১৭৬, ইব্ন মাজাহ ১/৩২)

আল বাযযার (রহঃ) আমর ইব্ন শুআয়িব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন ঃ এ আয়াতগুলি তাকদীর অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়।' (কাস্ফ আল আসতার ৩/৭২)

যুরারাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলি পাঠ করে বলেন ঃ 'এই আয়াতগুলি আমার উম্মাতের ঐ লোকদের

ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা শেষ যামানায় জন্মলাভ করবে এবং তাকদীরকে অবিশ্বাস করবে।'

'আতা ইব্ন আবি রাবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট গমন করি। ঐ সময় তিনি যম্‌যম্ কূপ হতে পানি উঠাচ্ছিলেন। তাঁর কাপড়ের নিম্নাংশ ভিজে গিয়েছিল। আমি বললাম ঃ তাকদীরের ব্যাপারে সমালোচনা করা হচ্ছে। কেহ এই মাসআলার পক্ষে রয়েছে এবং কেহ বিপক্ষে রয়েছে। তিনি তখন বললেন ঃ 'জনগণ এরূপ করছে।' আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, এরূপই হচ্ছে। তখন তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ **ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ** এ আয়াতগুলি তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। জেনে রেখ যে, এ লোকগুলো হল এই উম্মাতের নিকৃষ্টতম লোক। তারা রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেওনা এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় হাযির হয়োনা। তাদের কেহকেও যদি আমি আমার সামনে দেখতে পাই তাহলে আমার অঙ্গুলি দ্বারা তার চক্ষু উঠিয়ে নিব।' (ইব্ন আবী হাতিম ১৮৭১৫)

নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমাইরের (রাঃ) সিরিয়াবাসী একজন বন্ধু ছিল, যার সাথে তাঁর পত্র আদান প্রদান চলত। তিনি তাকে পত্র লিখেন ঃ আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি নাকি তাকদীরের ব্যাপারে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে থাক। যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে আজ হতে তুমি আমার নিকট আর কোন চিঠি লিখনা। আজ হতে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'আমার উম্মাতের মধ্যে তাকদীরকে অবিশ্বাসকারী লোকের আবির্ভাব ঘটবে।' (আহমাদ ২/৯০, আবূ দাঊদ ৫/২০)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপে রয়েছে, এমনকি অলসতা ও নির্বুদ্ধিতাও।' (আহমাদ ২/১১০, মুসলিম ৪/২০৪৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অপারগ ও নির্বোধ হয়োনা। যদি কোন বিপদ আপতিত হয় তাহলে বল যে, এটা আল্লাহ কর্তৃকই নির্ধারিত ছিল এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর এ কথা বলনা ঃ যদি এরূপ এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত। কেননা এভাবে 'যদি' বলায় শাইতানী আমলের দরজা খুলে যায়।' (মুসলিম ৪/২০৫২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, যদি সমস্ত উম্মাত একত্রিত হয়ে তোমার ঐ উপকার করার ইচ্ছা করে যা আল্লাহ তা‘আলা তোমার ভাগ্যে লিখেননি তাহলে তারা তোমার ঐ উপকার কখনও করতে পারবেনা। পক্ষান্তরে, যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করে যা তোমার তাকদীরে লিখা নেই তাহলে কখনও তারা তোমার ঐ ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা। কলম শুকিয়ে গেছে এবং দফতর জড়িয়ে নেয়া হয়েছে। (তিরমিযী ৭/২১৯)

উবাদাহ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন উবাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা উবাদাহ (রাঃ) যখন রোগ শয্যায় শায়িত হন এবং তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় তখন ওয়ালীদ (রহঃ) তাঁর পিতাকে বলেন ঃ ‘হে পিতা! আমাদেরকে কিছু অন্তিম উপদেশ দিন!’ তখন তিনি বলেন ঃ ‘আমাকে বসিয়ে দাও।’ তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলে তিনি বলেন ঃ ‘হে আমার প্রিয় বৎস! ঈমানের স্বাদ তুমি গ্রহণ করতে পার না এবং আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে তোমার যে জ্ঞান রয়েছে তার শেষ সীমায় তুমি পৌঁছতে পার না যে পর্যন্ত না তাকদীরের ভাল মন্দের উপর তোমার বিশ্বাস হয়।’ আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ঃ ‘আব্বা! কি করে আমি জানতে পারব যে, তাকদীরের ভাল মন্দের উপর আমার ঈমান রয়েছে?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘তুমি যা পেয়েছ তা পাওয়ারই ছিল এবং যা পাওনি তা পাওয়ারই ছিলনা এই বিশ্বাস যখন তোমার থাকবে। হে আমার প্রিয় বৎস! জেনে রেখ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে শুনেছি ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেন ঃ ‘লিখ।’ তখনই কলম কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার সবই লিখে ফেলল।’ হে আমার প্রিয় ছেলে! যদি তুমি তোমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বিশ্বাসের উপর না থাক তাহলে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ (আহমাদ ৫/৩১৭, তিরমিযী ৬/৩৬৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ হাসান গারীব বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলূকের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। ইব্ন ওহাব (রহঃ) আরও যোগ করেন ঃ

وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ

এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭) (তিরমিযী ৬/৩৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে নাসীহাত

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইচ্ছা ও আহকাম বিনা বাধায় জারী হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ আমি যা নির্ধারণ করেছি তা যেমন হবেই, ঠিক তেমনি যে কাজের আমি ইচ্ছা করি তার জন্য শুধু একবার ‘হও’ বলাই যথেষ্ট হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার গুরুত্বের জন্য হুকুম দেয়ার কোনই প্রয়োজন হয়না। চোখের পলক ফেলা মাত্রই ঐ কাজ আমার চাহিদা অনুযায়ী হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব ওটা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ

তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫৪)

তারা যা কিছু করেছে সবই তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা আল্লাহ তা‘আলার বিশ্বস্ত মালাইকার হাতে রক্ষিত আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে। এমন কিছুই নেই যা লিখতে বাদ পড়ে গেছে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ ‘হে আয়িশা! পাপকে তুচ্ছ মনে করনা, জেনে রেখ যে, আল্লাহর এমন কেহ রয়েছেন যারা সবকিছু লিখে রাখেন।’ (আহমাদ ৬/১৫১, নাসাঈ ১২/২৫০ এবং ইব্ন মাজাহ ২/১৪১৭)

আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফল পরিসমাপ্তি

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ যারা সৎ এবং আল্লাহভীরু তারা থাকবে জান্নাতের বাগানে যেখানে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদের অবস্থা হবে এই পাপী ও অপরাধী লোকদের অবস্থার বিপরীত, যারা থাকবে বিপদ ও কষ্টের মধ্যে এবং অধঃমুখে তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। আর তাদের উপর হবে কঠিন শাস্তি ও শাসন গর্জন। পক্ষান্তরে ঐ সৎ ও আল্লাহভীরুগণ মর্যাদা ও সম্মান, সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ, দান ও ইহসান, সুখ ও শান্তি, নি‘আমাত ও রাহমাত এবং সুন্দর ও মনোরম বাসভবনে অবস্থান করবে।

অধিপতি ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা গৌরবান্বিত হবে। যে আল্লাহ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই ভাগ্য নির্ধারণকারী। তিনি ঐ আল্লাহভীরু লোকদের সব চাহিদাই পূর্ণ করবেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদল ও ইনসাফকারী সৎলোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আলোর মঞ্চে রাহমানের (করুণাময় আল্লাহর) ডান দিকে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার দুই হাতই ডানই বটে। এই ন্যায় বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোক তারাই যারা তাদের বিচার কাজে, নিজেদের পরিবার পরিজনের প্রতি এবং যাদের উপর দায়িত্ব অর্পিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফরমানের ব্যতিক্রম করেনা।' (আহমাদ ২/১৬০, মুসলিম ৩/১৪৫৮, নাসাঈ ৮/২২১)

সূরা কামার এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৫ ঃ আর রাহমান, মাদানী ٥٥ – سورة الرحمن، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৭৮, রুকূ ৩) (اَيَاتُهَا : ٧٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

যির (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক (ইব্ন মাসউদকে) বলে ঃ مِنْ مَّاء غَيْرِ آسِنٍ এর মধ্যে آسِنٍ হবে নাকি أَسِنٍ হবে?' তখন তাকে জবাবে বলেন ঃ 'তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআনই পাঠ করেছ?' সে উত্তর দেয় ঃ 'আমি মুফাসসালের সমস্ত সূরা এক রাকআতে পড়ে থাকি।' তিনি তখন বলেন ঃ 'এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপারই বটে যে, কবিতা যেমন তাড়াতাড়ি পড়া হয়, তুমি হয়তো এভাবেই কুরআনও পাঠ করে থাক! আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুফাসসালের প্রাথমিক সূরাগুলির কোন দু'টি সূরা মিলিয়ে পড়তেন তা আমার খুব ভাল স্মরণ আছে। ইব্ন মাসউদের (রাঃ) মতে মুফাসসালের সর্বপ্রথম সূরা হল এই সূরা আর রাহমান।' (আহমাদ ১/৪১২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের (রাঃ) সমাবেশে আগমন করেন এবং সূরা আর-রাহমান প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নীরবে শুনতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেন ঃ 'আমি জিনের রাতে এ সূরাটি তাদের কাছে পাঠ করেছিলাম, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দিয়েছিল। যখনই আমি فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এই আয়াতে এসেছি তখনই তারা জবাবে বলেছে ঃ

لاَ بِشَىْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার অনুগ্রহসমূহের কোন অনুগ্রহকেই অস্বীকার করিনা। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। (তিরমিযী ৯/১৭৭, গারীব, হাকিম ২/৪৭৩)

এই রিওয়ায়াতটিই তাফসীর ইব্ন জারীরেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই সূরাটি পাঠ করেছিলেন অথবা তাঁর সামনে এটা পাঠ করা হয়েছিল। ঐ সময় সাহাবীগণকে নীরব থাকতে দেখে তিনি এ কথা বলেছিলেন। আর জিনদের উত্তরের শব্দগুলি নিম্নরূপ ছিল ঃ

لاَ بِشَىْءٍ مِّنْ نِّعَمِ رَبَّنَا نُكَذِّبُ

'আমাদের রবের এমন কোন নি'আমাত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি।' হাফিয বাযযারও (রহঃ) উপরোক্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। (তাবারী ২৩/২৩, কাস্‌ফ আল আসতার ৩/৭৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। দয়াময় আল্লাহ!	١. ٱلرَّحۡمَـٰنُ
২। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।	٢. عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ
৩। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ।	٣. خَلَقَ ٱلۡإِنسَـٰنَ
৪। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।	٤. عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ
৫। সূর্য ও চাঁদ আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।	٥. ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ
৬। 'তারকা ও বৃক্ষ উভয়ে (আল্লাহকে) সাজদাহ করে।	٦. وَٱلنَّجۡمُ وَٱلشَّجَرُ يَسۡجُدَانِ
৭। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদন্ড -	٧. وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ
৮। যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।	٨. أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِى ٱلۡمِيزَانِ
৯। ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিওনা।	٩. وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ

১০। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য।	١٠. وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ
১১। এতে রয়েছে ফল-মূল এবং খর্জুর বৃক্ষ, যার ফল আবরণযুক্ত -	١١. فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخۡلُ ذَاتُ ٱلۡأَكۡمَامِ
১২। এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম।	١٢. وَٱلۡحَبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّيۡحَانُ
১৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	١٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

আল্লাহই কুরআন নাযিল করেছেন এবং এর পঠন সহজ করেছেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় ফযল ও কাওমে ওর মুখস্থকরণ খুবই সহজ করে দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। এটা হাসানের (রহঃ) উক্তি। আর যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, بَيَانْ দ্বারা ভাল ও মন্দ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কথা বলা শিখানো অর্থ নেয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ এর সাথে সাথেই কুরআন শিক্ষা দেয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা তিলাওয়াতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক অক্ষরকে ওর মাখরাজ হতে জিহ্বা বিনা কষ্টে আদায় করে থাকে। তা কণ্ঠ হতে বের হোক অথবা ওষ্ঠাধরকে মিলানোর মাধ্যমেই হোক।

পৃথিবী, আকাশ, চাঁদ, সূর্য সবই আল্লাহর নির্দশন

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এতদুভয়ের আবর্তনের মধ্যে না আছে টক্কর এবং না আছে কোন অস্থিরতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৬) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান। মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, **شَجَر** বলা হয় ঐ গাছকে যে গাছের গুঁড়ি আছে। কিন্তু **نَجْم** এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, গুঁড়িবিহীন লতা গাছকে **نَجْم** বলা হয়, যে গাছ মাটির উপর ছড়িয়ে থাকে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং সুফিয়ান শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **نَجْم** হল ঐ তারকা যা আকাশে রয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ মত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ২৩/১২) এ উক্তিটিই বেশি প্রকাশমান, যদিও প্রথম উক্তিটিকেই ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) পছন্দ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটিও দ্বিতীয় উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা করে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ

তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে - সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রমন্ডলী, পবর্তরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু এবং সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে? (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড অর্থাৎ আদল ও ইনসাফ। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সত্য ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন যাতে সমস্ত জিনিস সত্য ও ন্যায়ের সাথে থাকে। তাই তিনি বলেন ঃ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিওনা। অর্থাৎ যখন ওযন করবে তখন সঠিকভাবে ওযন করবে। কম-বেশি করবেনা। অর্থাৎ নেয়ার সময় বেশি নিবে এবং দেয়ার সময় কম দিবে এরূপ করনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ

এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৫) এর পর তিনি বলেন ঃ

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ আল্লাহ তা'আলা আকাশকে সমুন্নত করেছেন, আর পৃথিবীকে নীচু করে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে মযবূত পাহাড়-পর্বতকে পেরেকের মত করে গেড়ে দিয়েছেন যাতে এটা হেলা-দোলা ও নড়াচড়া না করে। আর তাতে যে সব সৃষ্টজীব বসবাস করছে তারা যেন শান্তিতে অবস্থান করতে পারে। হে মানুষ! তোমরা যমীনের সৃষ্টজীবের প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন স্বভাব ও

অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার পরিমাপ করে নাও। সাথে সাথে যমীনের উৎপাদিত জিনিসের দিকে চেয়ে দেখ। এতে রং বেরংয়ের টক-মিষ্টি ফল, নানা প্রকারের সুগন্ধি বিশিষ্ট ফল। বিশেষ করে খেজুর বৃক্ষ যা একটি উপকারী বৃক্ষ এবং যা রোপন হওয়ার পর হতে শুকনো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং এর পরেও খাওয়ার কাজ দেয়। খেজুর একটি সাধারণ ফল। ওর উপর খোসা থাকে যা ভেদ করে ওটা বের হয়ে আসে। অতঃপর ওটা হয় কাদার মত, এরপর হয় রসাল এবং এরপর পেকে খাবার যোগ্য হয়। এটা খুবই উপকারী, আর এর গাছও হয় খুব সোজা ও সুন্দর।

এই যমীনে রয়েছে খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ عَصْفٌ এর অর্থ হল ঐ সবুজ পাতা যাকে কান্ড হতে কেটে দেয়া হয় এবং শুকিয়ে যায়। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবূ মালিক (রহঃ) বলেন যে, 'আসাফ' এর অর্থ হল খড়-কুটা। (তাবারী ২৩/১৮)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, رَيْحَانُ এর অর্থ হল সুগন্ধ গুল্ম অথবা ক্ষেতের সবুজ পাতা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে গাছের ঘ্রাণযুক্ত সুমিষ্টি পাতা। (বাগাভী ৪/২৬৮) ভাবার্থ এই যে, গম, যব ইত্যাদির ঐ দানা যা ওর মাথার উপর ভূষিসহ থাকে এবং যে পাতা ওগুলির গাছের উপর জড়িয়ে থাকে।

মানব জাতিকে ঘিরে আল্লাহর অনুগ্রহ ছড়িয়ে রয়েছে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অতএব তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ দানব ও মানব) তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? অর্থাৎ হে দানব ও মানব! তোমাদের আপাদমস্তক আল্লাহর নি'আমাতরাজির মধ্যে ডুবে রয়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন নি'আমাতকেই অস্বীকার করতে পারনা। এ জন্যইতো মু'মিন জিনেরা এ কথা শোনামাত্রই উত্তরে বলেছিল ঃ

اَللَّهُمَّ وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ اَلاءِكَ رَبَّنَا نَكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আপনার এমন কোন নি'আমাত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি। সুতরাং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (তাবারী ২৩/২৩)

১৪। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুস্ক মৃত্তিকা হতে -	١٤. خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ
১৫। আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে।	١٥. وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ
১৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	١٦. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
১৭। তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।	١٧. رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ
১৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	١٨. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
১৯। তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়,	١٩. مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
২০। কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারেনা।	٢٠. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ
২১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٢١. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
২২। উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।	٢٢. يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ

وَٱلْمَرْجَانُ	
٢٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	২৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
٢٤. وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَـَٔاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَـٰمِ	২৪। সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত সদৃশ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।
٢٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	২৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন ঃ তিনি মানুষকে শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যে মাটি মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত হয়। আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/২৭) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর (জ্যোতি) হতে, জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এবং আদমকে (আঃ) ঐ মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যার বর্ণনা তোমাদেরকে করা হয়েছে।' (আহমাদ ৬/১৬৮, মুসলিম ৪/২২৯৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নি'আমাতকে অস্বীকার না করার হিদায়াত দান করেন।

আল্লাহই হচ্ছেন দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের রাব্ব

এরপর তিনি বলেন ঃ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই উদয়াচল এবং গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই অস্তাচল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَـٰرِقِ وَٱلۡمَغَـٰرِبِ

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! (সূরা মা'আরিজ,৭০ ঃ ৪০) গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সূর্য উদিত হওয়ার দু'টি পৃথক জায়গা এবং অস্তমিত হওয়ারও দু'টি পৃথক জায়গা। ওখান হতে সূর্য উপরে উঠে ও নীচে নেমে আসে। ঋতুর পরিবর্তনে এটা পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلاً

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ঃ ৯) উদয় ও অস্তের দু'টি করে পৃথক পৃথক স্থান থাকার মধ্যে মানবীয় উপকার ও কল্যাণ রয়েছে বলে আবারও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ 'হে মানব ও জিন জাতি! তোমরা তোমাদের রবের কোন নি'আমাত অস্বীকার করবে?

আল্লাহই বিভিন্ন স্বাদের পানি সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ তাঁর ক্ষমতার দৃশ্য অবলোকন কর যে, দু'টি সমুদ্র সমানভাবে চলতে রয়েছে। একটির পানি লবণাক্ত এবং অপরটির পানি মিষ্টি। কিন্তু না ওর পানি এর পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এর পানিকে লবণাক্ত করতে পারে, না এর পানি ওর সাথে মিশ্রিত হয়ে ওর পানিকে মিষ্টি করতে পারে! বরং দু'টিই নিজ নিজ গতি পথে চলছে! উভয়ের মধ্যে এক অন্তরায় রয়েছে। এটা নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে এবং ওটাও নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে। আর কুদরতী ব্যবধান এ দুটোর মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে। অথচ দুটোর পানিই মিলিতভাবে রয়েছে। সূরা ফুরকানের নিম্নের আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা গত হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ هَـٰذَا عَذۡبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخًا وَحِجۡرًا مَّحۡجُورًا

তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ৫৩)

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (*উভয় হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল*) মুক্তার অর্থতো সবারই জানা, আর مَرْجَان *‘মারযান’* সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবূ রুজাইন (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, উহা হল ছোট ছোট মুক্তার সমাহার। আলীও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৩৩, কুরতুবী ১৭/১৬৩) সালাফগণের উদ্বৃতি দিয়ে ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল অতি উজ্জ্বল বড় বড় মুক্তা। (তাবারী ২৩/৩৪)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আসমানের পানির যে বিন্দু সমুদ্রের ঝিনুকের মুখে পড়ে তাতেই মুক্তার সৃষ্টি হয়। (তাবারী ২৩/৩৫) এ বর্ণনাটির বর্ণনাধারাও সহীহ। তাই এই নি‘আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর আবার বলেন ঃ তোমাদের যে রবের এসব অসংখ্য নি‘আমাত তোমাদের উপর রয়েছে তাঁর কোন নি‘আমাতকে তোমরা অস্বীকার করবে? এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, যেগুলি হাজার হাজার মণ মাল এবং শত শত মানুষকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এটাও আল্লাহ তা‘আলারই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বিরাট নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় বলেন ঃ এখন বল তো, তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করবে?

২৬। ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর,	٢٦. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
২৭। অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব।	٢٧. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ
২৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٢٨. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
২৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর	٢٩. يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

وَٱلۡأَرۡضِۚ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٍ	নিকট প্রার্থী, প্রতিনিয়ত তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।
٣٠. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	৩০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অভাবমুক্ত

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীনের সমস্ত মাখলূকই ধ্বংসশীল। এমন একদিন আসবে যে, এই ভূ-পৃষ্ঠে কিছুই থাকবেনা। প্রত্যেক সৃষ্টজীবের মৃত্যু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সমস্ত আকাশবাসীও মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে, তবে আল্লাহ যাকে চাবেন সেটা ভিন্ন কথা। শুধু আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে জগত সৃষ্টির বর্ণনা দিলেন, অতঃপর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দু'আগুলির মধ্যে একটি দু'আ নিম্নরূপও রয়েছে ঃ

يَاحَيُّ يَاقَيُّمْ يَابَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لَنَا شَاْنَنَا كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ

'হে চিরঞ্জীব, হে স্বাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতা! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আমরা আপনার করুণার মাধ্যমেই ফরিয়াদ করছি। আমাদের সমস্ত কাজ আপনি ঠিক করে দিন! চোখের পলক পরার সময়টুকুও আমাদেরকে আমাদের নিজেদের কাছে সমর্পণ করবেননা এবং আপনার সৃষ্টির কারও কাছেও নয়।'

শা'বী (রহঃ) বলেন ঃ 'যখন তুমি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ পাঠ করবে তখন সাথে সাথে وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এটাও পড়ে নিও।' (দুররুল মানসুর ৭/৬৯৮) এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

তাঁর (আল্লাহর) সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার প্রশংসায় বলেন ঃ 'তিনি মহিমময় ও মহানুভব।' অর্থাৎ তিনি সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য। তিনি এই অধিকার রাখেন যে, তাঁর উচ্চপদ সুলভ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নেয়া হবে, তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়া হবে এবং তাঁর ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবেনা। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৮) আর যেমন তিনি দান-খাইরাতকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর অর্থ হল তিনি শ্রেষ্ঠ ও আড়ম্বরপূর্ণ। (তাবারী ২৩/৮৬)

সমস্ত জগতবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে এই খবর দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, এরপর তাদেরকে আখিরাতে মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি আদল ও ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পুনরায় বলেন ঃ হে দানব ও মানব! সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত, বরং সমস্ত মাখলূক তাঁরই মুখাপেক্ষী। ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, তাঁর দয়ার ভিখারী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। তিনি প্রত্যেক আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন, প্রত্যেক প্রার্থীকেই তিনি দান করেন। যাদের অবস্থা সংকীর্ণ তাদেরকে প্রশস্ততা প্রদান করেন। বিপদগ্রস্ত দেরকে পরিত্রাণ দেন, রোগীদেরকে দান করেন সুস্থতা। (তাবারী ২৩/৩৯)

৩১। হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্র তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব।	٣١. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ
৩২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٢. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৩। হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা পারবেনা আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে।	٣٣. يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَـٰنٍ
৩৪। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٤. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৫। তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।	٣٥. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ
৩৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٦. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

জিন ও মানব জাতির প্রতি সতর্ক বাণী

ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, سَنَفْرُغُ لَكُمْ দ্বারা 'আমি তোমাদের বিচার করব' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শুধু তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। এখন সঠিকভাবে ফাইসালা হয়ে যাবে। ইমাম বুখারীর (রহঃ)

মতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'এখন আল্লাহ তা'আলাকে আর কোন কিছুই মশগুল করবেনা, বরং তিনি শুধু তোমাদেরই হিসাব গ্রহণ করবেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৭) আরাবদের বাক পদ্ধতি অনুযায়ী এ কথা বলা হয়েছে। যেমন ক্রোধের সময় কেহ কেহকে বলে ঃ 'আমি তোমাকে দেখে নিচ্ছি।' এখানে এ অর্থ নয় যে, এখন সে ব্যস্ত রয়েছে। বরং ভাবার্থ হচ্ছে ঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি তোমাকে দেখে নিব।

ثَقَلَيْنِ দ্বারা মানব ও দানবকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ **يَسْمَعُهُ كُلُّ شَىْءٍ الاَّ الثَّقَلَيْنِ** (কাবরে শায়িত ব্যক্তির চীৎকারের শব্দ) প্রত্যেক জিনিসই শুনতে পায় মানব ও দানব ব্যতীত। (ফাতহুল বারী ৩/২৪৪) অন্য রিওয়ায়াতে আছে ঃ **الاَّ الْانْسُ وَالْجِنُّ** মানুষ ও জিন ছাড়া। মহান আল্লাহ আবারও বলেন ঃ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে দানব ও মানব! তোমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং তাঁর নির্ধারণকৃত তাকদীর হতে পালিয়ে বাঁচতে পারবেনা, বরং তিনি তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। তাঁর হুকুম তোমাদের উপর বিনা বাধায় জারী রয়েছে। তোমরা যেখানেই যাবে সেখানেও তাঁরই রাজত্ব। এটা সত্যি সত্যিই ঘটবে হাশরের মাঠে। সেখানে সমস্ত মাখলূককে মালাইকা চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টন করবেন। চতুস্পার্শ্বে তাদের সাতটি করে সারি হবে। কোন লোকই আল্লাহর হুকুম ছাড়া এদিক ওদিক যেতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন ঃ

يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১০-১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর

শাস্তি) হতে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্ত কাল থাকবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ *তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **شُوَاظٌ** শব্দের অর্থ হল অগ্নিশিখা যা পুড়িয়ে বা ঝলসিয়ে দেয়। আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল ধূম্রবিহীন অগ্নির উপরের শিখা যা ধূম্রের নিচের অংশ।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ **وَنُحَاسٌ** এর অর্থ হচ্ছে ধূম্র। আবূ সালিহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবূ সীনাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আরাবরা সাধারণতঃ আগুনের ধূয়াকে 'নুহাস' এবং 'নিহাস' বলত। তিনি এও বলেন, কুরআনের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, এখানে এ আয়াতাংশের উচ্চারণ হবে 'নুহাস'। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **وَنُحَاسٌ** দ্বারা ঐ গলানো তামা বুঝানো হয়েছে যা তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে। (তাবারী ২৩২/৪৮) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মোট কথা, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যদি তোমরা কিয়ামাতের দিন হাশরের মাইদান হতে পালানোর ইচ্ছা কর তাহলে মালাইকা ও জাহান্নামের দারোগারা তোমাদের উপর আগুন বর্ষিয়ে, ধূম্র ছেড়ে দিয়ে এবং তোমাদের মাথায় গলিত তামা ঢেলে দিয়ে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। তোমরা তাদের মুকাবিলা করতে কিংবা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি'আমাতকে অস্বীকার করা তোমাদের মোটেই উচিত নয়।

৩৭। যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেইদিন ওটা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে;	٣٧. فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ

৩৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٨. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৯। সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবেনা, আর না জিনকে।	٣٩. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ
৪০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٠. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৪১। অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে; তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে।	٤١. يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَـٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ
৪২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٢. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৪৩। এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত।	٤٣. هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ
৪৪। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।	٤٤. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

৪৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। এটা অন্যান্য আয়াতগুলিতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তি ঃ

وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। (সূরা হাক্কাহ্, ৬৯ ঃ ১৬) অন্যত্র বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلاً

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ২৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ১-২) সোনা-রূপা ইত্যাদিকে যেমন গলিয়ে দেয়া হয় তেমনই আকাশের অবস্থা হবে। সেই দিন আকাশ লাল, হলুদ, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং ধারণ করবে। এটা হবে কিয়ামাত দিবসের কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থার কারণে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ فَيَوْمَئِذ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبه إِنسٌ وَلَا جَانٌّ সেই দিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জিনকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফূর্তি হবেনা এবং তাদেরকে ওয্র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩৫-৩৬) আবার অন্য আয়াতে তাদের কথা বলা, ওযর পেশ করা, তাদের হিসাব গ্রহণ করা ইত্যাদিরও বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ দিন প্রশ্ন করা হবে, হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং ওযর-আপত্তির সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং হাত, পা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে তারা কি করেছে। (তাবারী ২৩/৫২) এর পরেই রয়েছে ঃ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুখ হবে কালো ও মলিন এবং চোখ হবে নীল বর্ণ বিশিষ্ট। (তাবারী ২৩/৫২) অপর পক্ষে মু'মিনদের চেহারা হবে মর্যাদামণ্ডিত। তাদের উযূর অঙ্গগুলি চন্দ্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। জাহান্নামীদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), বলেছেন ঃ যেভাবে বড় জ্বালানী কাষ্ঠকে দুই দিকে ধরে চুল্লীতে নিক্ষেপ করা হয় তদ্রুপ তাদের গর্দান ও পা-কে এক করে বেঁধে ফেলা হবে এবং পা ও কপালকে মিলিয়ে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (দুররুল মানসুর ৭/৭০৪) ঐ পাপী ও অপরাধীদেরকে বলা হবে ঃ

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ এটা সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতে। এখন তোমরা ওটা স্বচক্ষে দেখছ। এ কথা তাদেরকে বলা হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য এবং তাদেরকে হেয় করার জন্য। অতঃপর তাদের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, কখনও তাদের আগুনের শাস্তি হচ্ছে, কখনও গরম পানি পান করানো হচ্ছে যা গলিত তাম্রের মত শুধু অগ্নি, যা নাড়ী-ভূঁড়ি ছিঁড়ে ফেলবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِذِ ٱلْأَغْلَـٰلُ فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ وَٱلسَّلَـٰسِلُ يُسْحَبُونَ (٧٢) فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল পড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭১-৭২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা হবে তাপমাত্রার সর্বোচ্চ উত্তাপ যা সবকিছু পুড়ে ধ্বংস করে ফেলে। (তাবারী ২৩/৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন

যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), শাওরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫৪, ৫৫, কুরতুবী ১৭/১৭৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির প্রাথমিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত ওটা গরম করা হচ্ছে। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, অপরাধী ব্যক্তির মাথার ঝুঁটি ধরে তাকে গরম পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হবে। ফলে দেহের সমস্ত গোশত খসে যাবে ও হাড় পৃথক হয়ে যাবে। শুধু দুই চোখ ও অস্থির কাঠামো রয়ে যাবে। এটাকেই বলা হয়েছে ঃ

فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ

ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ৫) যা কখনও পান করা যাবেনা। কেননা ওটা আগুনের মত সীমাহীন গরম। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنَىٰهُ

আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৩) এখানে এর দ্বারা খাদ্যের প্রস্তুতি ও রান্না হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পাপীদের শাস্তি এবং সৎ আমলকারীদের পুরস্কার এবং আল্লাহর ফাযল, রাহমাত, ইনসাফ ও স্নেহ, নিজের এই শাস্তির বর্ণনা পূর্বে দিয়ে দেয়া যাতে শির্ক ও অবাধ্যাচরণকারীরা সতর্ক হয়ে যায়, এটাও তাঁর নি'আমাত। সেই হেতু আবারও তিনি প্রশ্ন করেন ঃ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪৬। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।	٤٦. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ
৪৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্	٤٧. فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا

অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	تُكَذِّبَانِ
৪৮। উভয়ই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ।	٤٨. ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ
৪৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٩. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৫০। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ;	٥٠. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
৫১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥١. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৫২। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যক ফল, জোড়ায় জোড়ায়।	٥٢. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ
৫৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জান্নাতে আনন্দোল্লাস

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ *আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে।* ইহা হল বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া।

وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ৪০) তারা কু-কর্মের ব্যাপারে কোন আগ্রহীই হবেনা এবং পার্থিব জীবনের কোন বিষয়কেই প্রাধান্য দিবেনা। যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি হতে বাঁচিয়ে রাখে, হঠকারিতা করেনা, পার্থিব জীবনের পিছনে পড়ে আখিরাত হতে উদাসীন থাকে না, বরং আখিরাতের চিন্তাই

বেশি করে এবং ওটাকে উত্তম ও চিরস্থায়ী মনে করে, ফার্য কাজগুলি সম্পাদন করে এবং হারাম কাজগুলো হতে দূরে থাকে, কিয়ামাতের দিন তাকে দু'টি জান্নাত দান করা হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি জান্নাত রূপার হবে এবং ওর সমস্ত আসবাবপত্র রূপারই হবে। আর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণ নির্মিত। ওর আসবাবপত্র সবই হবে সোনার। ঐ জান্নাতবাসীদের মধ্যে ও আল্লাহর দীদারের (দর্শনের) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা, থাকবে শুধু তাঁর 'কিবরিয়ার আড়াল' যা তাঁর চেহারার উপর থাকবে। এটা থাকবে জান্নাতে আদনে।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩, তিরমিযী ৭/২৩২, নাসাঈ ৪/৪১৯, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬)

এ আয়াতটি সাধারণ, দানব ও মানব উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, জিনদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং আল্লাহর ভীতি অন্তরে রাখবে তারাও জান্নাতে যাবে। এ জন্যই এরপরে দানব ও মানবকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?'

এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দু'টির গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, উভয় জান্নাতই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। নানা প্রকারের সুস্বাদু ফল সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দানব ও মানবের উচিত নয় যে, তারা তাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, اَفْنَان বলা হয় শাখা বা ডালকে। এগুলি বহু সংখ্যক রয়েছে এবং একটি অপরটির সাথে মিলিতভাবে আছে।

ঐ জান্নাতদ্বয়ের মধ্য দিয়ে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে যাতে ঐ উদ্যানগুলির গাছ ও শাখা সজীব ও সতেজ থাকে এবং অধিক ও উন্নত মানের ফল দান করে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ অতএব হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, প্রস্রবণ দু'টির একটির নাম তাসনীম এবং অপরটির নাম সালসাবীল। (কুরতুবী ১৭/১৭৮) আতিইয়্যা (রহঃ) বলেন, এ দু'টি প্রস্রবণ পূর্ণভাবে প্রবাহিত রয়েছে। একটি হল স্বচ্ছ ও নির্মল পানির এবং অপরটি হল সুস্বাদু সুরার যাতে নেশা ধরবেনা। (কুরতুবী ১৭/১৭৮)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়। বহু ফল রয়েছে যেগুলির আকৃতি তোমাদের নিকট পরিচিত কিন্তু স্বাদ মোটেই পরিচিত নয়। কেননা তথাকার নি'আমাত না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শুনেছে, না মানুষের অন্তরে ওর কল্পনা জেগেছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নি'আমাত অস্বীকার করবে?

ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইব্ন আবান (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা ইকরিমাহ (রহঃ) হতে শুনেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়ায় যত প্রকারের তিক্ত ও মিষ্টি ফল আছে এগুলির সবই জান্নাতে থাকবে, এমনকি হানযাল ফলও থাকবে। (কুরতুবী ১৭/১৭৯) তবে হ্যাঁ, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি এবং জান্নাতের ঐ জিনিসগুলির নামেতো মিল থাকবে বটে, কিন্তু স্বাদ হবে সম্পূর্ণ পৃথক।

৫৪। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী।	٥٤. مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
৫৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৫৬। সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।	٥٦. فِيهِنَّ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ
৫৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٧. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৫৮। তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ;	٥٨. كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ

৫৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٩. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬০। উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?	٦٠. هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ
৬১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦١. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ জান্নাতী লোকেরা বালিশে হেলান দিয়ে থাকবে, শুইয়েই থাকুক বা আরামে বসেই থাকুক। তাদের বিছানাও এমন উন্নত মানের হবে যে, ওর ভিতরের আস্তরও হবে খাঁটি মোটা রেশমের তৈরী। তাহলে উপরটা কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আস্তর বা আবরণ যদি এরূপ হয় তাহলে বাইরের অংশতো অবশ্যই নূরানী বা জ্যোতির্ময় হবে যা সরাসরি রাহমাতের বহিঃপ্রকাশ ও নূর হবে। তাতে কত যে সুন্দর সুন্দর শিল্প ও কারুকার্য করা থাকবে তা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা। এই জান্নাতের ফলগুলি জান্নাতীদের খুবই নিকটে থাকবে। যখন চাইবে এবং যে অবস্থায় চাইবে সেখান হতেই নিয়ে নিবে। শুইয়ে থাকুক অথবা বসে থাকুক, ডালগুলি নিজে নিজেই ঝুঁকে পড়বে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১৪) সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।'

ফরাশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বলে আল্লাহ তা'আলা এরপর বলছেন যে, ঐ জান্নাতীদের সাথে ফরাশের উপর আয়ত নয়না হুরেরা থাকবে যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা তাদের জান্নাতী স্বামীদের ছাড়া আর কারও দিকে তাকাবেনা এবং তাদের জান্নাতী স্বামীরাও তাদের প্রতি চরমভাবে আসক্ত থাকবে। এই জান্নাতী হুরীরাও তাদের এই মু'মিন স্বামীদের অপেক্ষা উত্তম আর কেহকেও পাবেনা। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই হুর তার জান্নাতী স্বামীকে বলবে ঃ 'আল্লাহর শপথ! সমস্ত জান্নাতের মধ্যে আপনার চেয়ে সুদর্শণ আর কেহকে দেখিনি। আল্লাহ জানেন যে, আমার অন্তরে আর কারও জন্য ভালবাসা নেই যেমনটি আপনার প্রতি রয়েছে। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আপনাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ এই হুরদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা হচ্ছে সম বয়স্কা, উচ্ছল, উজ্জীবিত, সতী-সাধ্বী নারী যাদের সাথে কারও কোনদিন মিলন ঘটেনি, তা মানব হোক কিংবা জিন হোক। এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণ করে যে, জিনেরাও জান্নাতে যাবে।

আরতাত ইব্ন মুনযির (রহঃ) বলেন, যামরাহ ইব্ন হাবীবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'মু'মিন জিনও কি জান্নাতে যাবে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, মহিলা জিনদের সাথে তাদের বিয়ে হবে যেমন মানবী নারীর সাথে মানব পুরুষের বিয়ে হবে।' (তাবারী ২৩/৬৫) অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন।

এরপর ঐ হুরদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যে এমন যেমন ইয়াকূত (প্রবাল) এবং মারজান (পদ্মরাগ)। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, তাদেরকে খাঁটির (সচ্চরিত্র) দিক দিয়ে ইয়াকূতের সাথে এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে মারজানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে মারজান দ্বারা মুক্তাকে বুঝানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ গৌরব হিসাবে অথবা আলোচনা হিসাবে লোকদের মধ্যে এই তর্ক-বিতর্ক হয় যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে, না নারীর সংখ্যা বেশি হবে? তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এ উক্তি করেননি? তিনি বলেছেন ঃ 'প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় চেহারা

বিশিষ্ট। তাদের প্রত্যেকেরই এমন দু'জন করে স্ত্রী হবে যাদের পদনালীর মজ্জা গোশ্‌ত ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে। আর জান্নাতে কেহই স্ত্রীবিহীন থাকবেনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৭, ৪১৭; মুসলিম ৪/২১৭৮-২১৮০)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। জান্নাতে যে জায়গা তোমরা লাভ করবে ওর মধ্যে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। যদি জান্নাতের মহিলাদের মধ্য থেকে কোন একজন মহিলা দুনিয়ায় উঁকি মারে তাহলে যমীন ও আসমানের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তার সুগন্ধিতে সারা জগত সুগন্ধময় হবে। তাদের ছোট দোপাট্টাও দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম।' (আহমাদ ৩/১৪১, ফাতহুল বারী ৬/১৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে? অর্থাৎ ভাল কাজের জন্য ভাল পুরস্কার ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত কিছুও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬) যেহেতু এটা একটা খুব বড় নি'আমাত এবং যা প্রকৃতপক্ষে কোন আমলের বিনিময় নয়, সেই হেতু এর পর পরই বলেন ঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬২। এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে -	٦٢. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
৬৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৪। ঘন সবুজ এ উদ্যানটি দু'টি।	٦٤. مُدْهَآمَّتَانِ

৬৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৬। উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবন।	٦٦. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
৬৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٧. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৮। সেখানে রয়েছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার।	٦٨. فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
৬৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٩. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭০। সেই সকলের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।	٧٠. فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ
৭১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧١. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭২। তারা তাবুতে সুরক্ষিত হুর।	٧٢. حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ
৭৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৪। তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।	٧٤. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

৭৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপর।	٧٦. مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
৭৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٧. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৮। কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!	٧٨. تَبَـٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

এ আয়াতগুলিতে যে দু'টি জান্নাতের বর্ণনা রয়েছে এ দু'টি জান্নাত ঐ দু'টি জান্নাত অপেক্ষা নিম্ন মানের যে দু'টির বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসের বর্ণনাও গত হয়েছে যাতে রয়েছে যে, দু'টি জান্নাত স্বর্ণের ও দু'টি জান্নাত রৌপ্যের। প্রথমটি বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের স্থান এবং দ্বিতীয়টি আসহাবে ইয়ামীনের স্থান। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১) মোট কথা, এ দু'টির মান ঐ দু'টির তুলনায় কম। এর বহু প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রমাণ এই যে, ঐ দু'টির গুণাবলীর বর্ণনা এ দু'টির পূর্বে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বে বর্ণনা দেয়াই ঐ দু'টির ফাযীলাতের বড় প্রমাণ। তারপর এখানে **وَمِن دُونِهِمَا** বলা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, এ দু'টি ঐ দু'টি অপেক্ষা নিম্নমানের। ওখানে ঐ দু'টির প্রশংসায় **ذَوَاتَا أَفْنَانٍ** বলা হয়েছে অর্থাৎ বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। আর এখানে বলা হয়েছে **مُدْهَآمَّتَانِ** ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) অর্থ করেছেন পানি প্রবাহের ফলে ঘন সবুজ বর্ণ ধারণ করা। (দুররুল মানসুর ৭/৭১৫) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল সম্পূর্ণ সবুজাভ।

ঐ দু'টি উদ্যানের দু'টি প্রস্রবণের ব্যাপারে تَجْرِيَانِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ প্রবহমান দু'টি প্রস্রবণ। আর এই দু'টি উদ্যানের দু'টি প্রস্রবণ সম্পর্কে نَضَّاخَتَانِ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ উচ্ছ্বলিত দু'টি প্রস্রবণ। আর এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, উচ্ছ্বলিত হওয়ার চেয়ে প্রবহমান হওয়া উচ্চতর।

ঐখানে বলা হয়েছে যে, উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়। আর এখানে বলা হয়েছে যে, উদ্যান দু'টিতে রয়েছে ফলমূল-খর্জুর ও আনার। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, পূর্বের উদ্যান দু'টির শব্দগুলি সাধারণত্বের জন্য। ওটা প্রকারের দিক দিয়ে এবং পরিমাণ বা সংখ্যার দিক দিয়েও এটার উপর ফাযীলাত রাখে।

خَيْرَاتٌ এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যায় অধিক, অত্যন্ত সুন্দরী এবং খুবই চরিত্রবতী সতী-সাধ্বী। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, হুরেরা যে গান গাইবে, তাতে এও থাকবে ঃ 'আমরা সুন্দরী, চরিত্রবতী ও সতী-সাধ্বী। আমাদেরকে সম্মানিত স্বামীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (তাবারানী ৭/২৫৭) এই পূর্ণ হাদীসটি সূরা ওয়াকি'আহয় সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মু'মিনদেরকে এমন ধরণের তাবু দেয়া হবে যা হবে মনি-মুক্তার তৈরী এবং এর প্রশস্ততা হবে ৬০ মাইল। এর ভিতর মু'মিন ব্যক্তির স্ত্রীরা থাকবে যাদের একজন অন্যজনকে দেখতে পাবেনা এবং মু'মিন ব্যক্তি তাদের প্রত্যেকের কাছে যাবেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১)) অন্য বর্ণনায় তাঁবুটির প্রস্থ ত্রিশ মাইলের কথাও রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রশ্ন করছেন ঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। এখানেও ঐ পার্থক্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ওখানে বলা হয়েছিল হুরেরা নিজেরাই তাদের চক্ষু নীচু করে রাখে, আর এখানে বলা হচ্ছে তাদের চক্ষু নীচু করানো হয়েছে। সুতরাং নিজেই কোন কাজ করা এবং অপরের দ্বারা করানো এই দুয়ের মধ্যে কত বড় পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়, যদিও সবাই তাঁবুতে সুরক্ষিত।

আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতে একটি তাঁবু রয়েছে যা খাঁটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত।

ওর প্রস্থ ষাট মাইল। ওর প্রত্যেক কোণায় জান্নাতীদের স্ত্রীরা রয়েছে যারা অন্য কোণার স্ত্রীদেরকে দেখতে পায়না। মু'মিনরা তাদের সকলের কাছে আসা যাওয়া করতে থাকবে।' (মুসলিম ৪/২১৮২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ এদেরকে (অর্থাৎ এই হূরদেরকে) ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। এই প্রকারের আয়াতের তাফসীর পূর্বে গত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী জান্নাতীদের হূরদের গুণাবলী বর্ণনায় এ বাক্যটুকু বেশি আছে যে, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'রাফ রাফ" অর্থ হচ্ছে গদিআটা আসনসমূহ। (তাবারী ২৩/৮৩) মুজাহিদ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে 'রাফ রাফ' এর অর্থ একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৮৪) আল আলা ইব্ন বাদ্র (রহঃ) বলেছেন, 'রাফ রাফ' হল চৌকির উপর সাজানো আসনসমূহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (*সুন্দর গালিচার উপর*) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, 'আবকারী' এর অর্থ হল অতি উন্নত মানের কার্পেট। (তাবারী ২৩/৮৫)

'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।' তিনি যুল-জালাল বা মহিমান্বিত। তিনি এই যোগ্যতাও রাখেন যে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা হবে অর্থাৎ তাঁর ইবাদাত করা হবে এবং তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করা হবেনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবেনা। তাঁকে স্মরণ করা হবে এবং ভুলে যাওয়া চলবেনা। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বয়স্ক মুসলিমকে সম্মান করা, শাসককে মেনে চলা এবং কুরআনের ঐ হাফিযকে সম্মান করা যে কুরআন পাঠের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেনা (নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অথবা অজ্ঞতা বশতঃ ভুল অর্থ করেনা) এ বিষয়গুলি হল আল্লাহকে সম্মান করার সামিল। (আবূ দাউদ ৫/১৭৪)

রাবীআহ ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর সাথে

লটকে যাও।' (আহমাদ ৪/১৭৭, নাসাঈ ৬/৪৭৯)

সহীহ মুসলিমে ও সুনানে আরবায় আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত হতে সালাম ফিরানোর পর শুধু নিম্নের কালেমাগুলি পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকতেন ঃ

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّـــلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনা হতেই শান্তি, হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি কল্যাণময়। (মুসলিম ৪১৪, আবূ দাঊদ ২/১৭৯, তিরমিযী ২/১৯২, নাসাঈ ৩/৬৯, ইব্ন মাজাহ ১/২৯৮)

সূরা আর-রাহমান এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৬ ঃ ওয়াকি‘আহ, মাক্কী ٥٦ – سورة الواقعة‘ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৯৬ রুকূ ৩) (اَيَاتُهَا : ٩٦‘ رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

সূরা ওয়াকি‘আহর বৈশিষ্ট্য

আবূ ইসহাক (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একদা আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, আমাকে সূরা হুদ (১১), সূরা ওয়াকিআহ (৫৬), সূরা মুরসালাত (৭৭), সূরা আম্মা ইয়াতাসাআলুন (৭৮) এবং সূরা ইযাশ্ শামসু কুউয়িরাত (৮১) বৃদ্ধ করে ফেলেছে।’ (তিরমিযী ৯/১৮৪, হাসান গারীব)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে -	١. إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ
২। তখন সংঘটন অস্বীকার করার কেহ থাকবেনা।	٢. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ
৩। এটা কেহকে করবে নীচ, কেহকে করবে সমুন্নত;	٣. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿
৪। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী -	٤. إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا
৫। এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।	٥. وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا
৬। ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় -	٦. فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا
৭। এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে।	٧. وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَـٰثَةً

৮। ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল।	٨. فَأَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ
৯। এবং বাম দিকের দল! কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!	٩. وَأَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ
১০। আর অগ্রবর্তীগণইতো অগ্রবর্তী।	١٠. وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلسَّـٰبِقُونَ
১১। তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত -	١١. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ
১২। সুখ উদ্যানের।	١٢. فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ বর্ণনা

ওয়াকিআহ কিয়ামাতের নাম। কেননা এটা সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ

সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৫) এটার সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। না এটাকে কেহ টলাতে পারে, না কেহ হটাতে পারে। এটা নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হবেই। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ

তোমরা তোমাদের রবের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিন আসার পূর্বে যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِّلْكَـٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ

এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই। (সূরা মা‘আরিজ,৭০ ঃ ১-২) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

যেদিন তিনি বলবেন ঃ হাশর হও সেদিন হাশর হয়ে যাবে। তাঁর কথা খুবই যথার্থ বাস্তবানুগ। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন একমাত্র তাঁরই হবে বাদশাহী ও রাজত্ব। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তাঁর জ্ঞানায়ত্বে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭৩)

মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এটা অবশ্যই ঘটবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এটি থেমে যাবেনা, উঠিয়ে নেয়া হবেনা কিংবা পরিত্যাগও করা হবেনা। (তাবারী ২৩/৮৯)

এটা কেহকেও করবে নীচ, কেহকেও করবে সমুন্নত। ঐদিন বহু লোক নীচতম ও হীনতম হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে যারা দুনিয়ায় শক্তিশালী ও মর্যাদাবান ছিল। পক্ষান্তরে বহু লোক সেদিন সমুন্নত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও তারা দুনিয়ায় নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং মর্যাদার অধিকারী ছিলনা। হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এই কিয়ামাত নিকটের ও দূরের লোকদেরকে সতর্ক করে দিবে। এটা নীচু হবে এবং নিকটের লোকদেরকে শুনিয়ে দিবে। তারপর উঁচু হবে এবং দূরের লোকদেরকে শোনাবে। যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং দুলতে থাকবে। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তাসহ প্রকম্পিত হবে, যেমন করে চালুনী দ্বারা ওর মধ্যস্থিত সবকিছুকে নাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ১) অন্যত্র আছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১)

এরপর বলেন ঃ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন ঃ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا এর অর্থ হচ্ছে পর্বতসমূহকে নির্মমভাবে ধূলিকণায় পরিণত করা হবে। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ পর্বতমালাসমূহের ঐ অবস্থা হবে যেমনটি নিচের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كَثِيبًا مَّهِيلاً

পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৪) আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণায়।

আবূ ইসহাক (রহঃ) হারিস (রহঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ هَبَاء হল এমন প্রচন্ড ধূলি ধুসরিত ঝড় যা ক্ষণিকের মধ্যেই সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিবে যাতে ওর পূর্বের কোন অস্তিস্ব খুজে পাওয়া যাবেনা। আল আউফী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইহা হল ঐ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যখন উহা আগুনের উৎস থেকে উপরের দিকে উঠে এবং আবার নীচে পতিত হয়ে অতি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। (তাবারী ২৩/৯৪) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল ভাসমান বস্তু যাকে প্রচন্ড বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল যেন গাছের বিভিন্ন শুকনা অংশ, যা বাতাস এদিক ওদিক নিয়ে যায়।

বিচার দিবসে তিন ধরণের লোকের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে। একটি দল আর্‌শের ডান দিকে থাকবে। তারা হবে ঐসব লোক যারা আদমের (আঃ) ডান পার্শ্বদেশ হতে বের হয়েছিল এবং যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তাদেরকে ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তারা হবেন জান্নাতের বেশির ভাগ লোক। দ্বিতীয় দলটি আরশের বাম দিকে থাকবে। এরা হবে ঐসব লোক যাদেরকে আদমের (আঃ) বাম পার্শ্বদেশ হতে বের করা হয়েছিল। এদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং এদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এরা সব জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রক্ষা করুন!

তৃতীয় দলটি মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে থাকবেন। তাঁরা হবেন বিশিষ্ট দল। তাঁরা আসহাবুল ইয়ামীনের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান ও নৈকট্য লাভকারী। তাঁরা হবেন ডান দিকের জান্নাতবাসীদের নেতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নাবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ। ডান দিকের লোকদের চেয়ে তাঁরা সংখ্যায় কম হবেন। সুতরাং হাশরের মাইদানে সমস্ত মানুষ এই তিন শ্রেণীরই থাকবে, যেমন এই সূরার শেষে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের এই তিনটি ভাগই করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩২)

সাবেকুন বা অগ্রবর্তী লোক কারা এ ব্যাপারে বহু উক্তি রয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), আবূ হাজরাহ ইয়াকূব ইব্‌ন মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ এর অর্থ হচ্ছে নাবী/রাসূলগণ। (কুরতুবী ১৭/১৯৯) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তারা হলেন ইল্লীয়্যিনের বাসিন্দাগণ। যারা আগে বেড়ে গিয়ে অন্যদের উপর অগ্রবর্তী হয়ে আল্লাহ তা'আলার ফরমান পালন করে থাকেন তারা সবাই সাবেকুনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ

তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৩) অন্যত্র বলেন ঃ

سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২১) সুতরাং এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সাওয়াবের কাজে অগ্রগামী হবে, সে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতের দিকেও অগ্রবর্তীই থাকবে। প্রত্যেক আমলের প্রতিদান ঐ

শ্রেণীরই হয়ে থাকে। যেমন সে আমল করে তেমনই সে ফল পায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ **أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّات النَّعيم** তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত, তারাই থাকবে সুখদ উদ্যানে।

১৩। বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে;	١٣. ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ
১৪। এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে,	١٤. وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلۡأَخِرِينَ
১৫। স্বর্ণ খচিত আসনে -	١٥. عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوۡضُونَةٍ
১৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখী হয়ে।	١٦. مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيۡهَا مُتَقَـٰبِلِينَ
১৭। তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোররা -	١٧. يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ
১৮। পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।	١٨. بِأَكۡوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأۡسٍ مِّن مَّعِينٍ
১৯। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা।	١٩. لَّا يُصَدَّعُونَ عَنۡهَا وَلَا يُنزِفُونَ
২০। এবং তাদের পছন্দ মত ফলমূল -	٢٠. وَفَـٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ
২১। আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশত দিয়ে;	٢١. وَلَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ

২২। আর তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর -	٢٢. وَحُورٌ عِينٌ
২৩। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ -	٢٣. كَأَمْثَـٰلِ ٱللُّؤْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ
২৪। তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ।	٢٤. جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
২৫। সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য,	٢٥. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا
২৬। ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী ব্যতীত।	٢٦. إِلَّا قِيلًا سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا

অগ্রবর্তী দলের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা ঐ বিশিষ্ট নৈকট্য লাভকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। যেমন একটি উক্তি হল এই যে, পূর্ববর্তী দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহ এবং পরবর্তী দ্বারা এই উম্মাত অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) এরূপ বলেছেন এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই উক্তিটিকেই পছন্দ করেছেন (তাবারী ২৩/৯৮) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই উক্তির সবলতার পক্ষে ঐ হাদীসটি পেশ করেছেন যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমরা হলাম পরবর্তী, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরাই হব পূর্ববর্তী।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬) এই উক্তির সহায়ক মুসনাদ ইব্ন আবি হাতিমে বর্ণিত হাদীসটিও হতে পারে। তা হল ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, যখন কুরআনুল হাকীমের আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অবতীর্ণ হয় তখন এটা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। ঐ সময় ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَمِنَ الْآخِرِينَ এই আয়াত অবতীর্ণ

হয়। অর্থাৎ ‘বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং বহু সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ, বরং এক তৃতীয়াংশ এমনকি অর্ধাংশ। তোমরাই হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ। আর বাকী অর্ধ্বাংশের মধ্যেও তোমরা থাকবে।’ (আহমাদ ২/৩৯১)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) যে উক্তিটিকে পছন্দ করেছেন তাতে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে উক্তিটি খুবই দুর্বল। কেননা কুরআনের ভাষা দ্বারা এই উম্মাতের অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। তাহলে আল্লাহ তা‘আলার নিকট নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্য হতে বেশি এবং এই উম্মাতের মধ্য হতে কম কি করে হতে পারে? তবে হ্যাঁ, এ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সমস্ত উম্মাতের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ মিলে শুধু এই উম্মাতের নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা হতে অধিক হবেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত উম্মাতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা হতে শুধু এই উম্মাতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই বাক্যের তাফসীরে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই উম্মাতের প্রথম যুগের লোকদের মধ্য হতে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে এবং পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্য হতে কম হবে। এ উক্তিটি রীতি সম্মত।

শা’বি ইব্ন ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন ঃ ‘এই উম্মাতের মধ্যে যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ অনেক ছিলেন।’ ইমাম ইব্ন সীরীনও (রহঃ) এ কথাই বলেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে এই প্রথম যুগীয় লোকদের অনেকেই নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরবর্তী যুগের লোকদের খুব কম সংখ্যকই এই মর্যাদা লাভ করেছেন। তাহলে ভাবার্থ এরূপ হওয়াও সম্ভব যে, প্রত্যেক উম্মাতেরই প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে এ সংখ্যা কম। কারণ সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘সর্বযুগের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, তারপর এর পরবর্তী যুগ, এরপর এর পরবর্তী যুগ, (শেষ পর্যন্ত)।’ (বুখারী ৩৬৫১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

‘আমার উম্মাতের একটি দল সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজয়ী থাকবে। তাদের শত্রুরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। তাদের বিরোধীরা তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না কিয়ামাত সংঘটিত হবে।’ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ ... যে পর্যন্ত না আল্লাহর নির্দেশ হবে ততদিন তারা ঐ রূপই থাকবে। (বুখারী ৭১. ৩১১৬, ৩৬৪০, ৩৬৪১, ৭৩১১, ৭৩১২, ৭৪৫৯, ৭৪৬০)

মোট কথা, এই উম্মাত বাকী সমস্ত উম্মাত হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আর এই উম্মাতের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মাতদের তুলনায় বহুগুণ বেশি হবে। তারা হবে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা দীন পরিপূর্ণ হওয়া এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এরাই সর্বোত্তম। ধারাবাহিকতার সাথে এ হাদীসটি প্রামাণ্যে পৌঁছে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘এই উম্মাতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, ‘এই উম্মাতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এবং প্রতি জনের জন্য আরও সত্তর হাজার করে লোক থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ নৈকট্যপ্রাপ্তদের বিশ্রামের পালঙ্গটি সোনার তৈরী হবে। (তাবারী ২৩/৯৯) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১০০) তারা ঐ আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। কেহ কারও দিকে পিঠ করে বসবেনা।

তাদের সেবায় ঘুরাফিরা করবে চির কিশোরেরা। অর্থাৎ ঐ সেবকরা বয়সে একই অবস্থায় থাকবে। তারা বড়ও হবেনা, বৃদ্ধও হবেনা এবং তাদের বয়সে কোন পরিবর্তনও হবেনা, বরং তারা সদা কিশোরই থাকবে। তাদের হাতে থাকবে ঐ পানপাত্র যাতে চোঙ্গ এবং ধরে রাখার জিনিস থাকবে। এগুলি সুরার প্রবহমান প্রস্রবণ হতে পূর্ণ করা থাকবে, যে সুরা কখনও শেষ হবার নয়। কেননা ওর প্রস্রবণ সদা জারী থাকবে। এই সদা-কিশোরেরা সুরাপূর্ণ পানপাত্রগুলি তাদের নরম হাতে নিয়ে ঐ জান্নাতীদের সেবায় এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করতে থাকবে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়াও হবেনা এবং তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। সুতরাং পূর্ণ মাত্রায় তারা ঐ সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রতিটি মদের মধ্যে চারটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

(এক) নেশা, (দুই) মাথা ব্যথা, (তিন) বমি বমি ভাব এবং (চার) অতিরিক্ত প্রস্রাব। মহান রাব্ব আল্লাহ জান্নাতের সুরা বা মদের বর্ণনা দিয়ে ওকে এই চারটি দোষ হতে মুক্ত বলে ব্যক্ত করলেন। (কুরতুবী ১৭/২০৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আতিয়িয়াহ আল আউফী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا এর অর্থ হচ্ছে, ইহা পান করায় কোন মাথা ব্যথা বা ঝিমুনি আসবেনা। তারা আরও বলেন যে, وَلَا يُنزِفُونَ এর অর্থ হচ্ছে তাদের জ্ঞানও লোপ পাবেনা। (তাবারী ২৩/১০৪, ১০৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ঐ চির কিশোরেরা তাদের কাছে ঘুরাফিরা করবে তাদের পছন্দ মত নানা প্রকারের ফলমূল নিয়ে এবং তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্‌ত নিয়ে। যে ফল খাওয়ার তাদের ইচ্ছা হবে এবং যে গোশ্‌ত খেতে তাদের মন চাবে, সাথে সাথে তারা তা পাবে। এ আয়াতে এই দলীল রয়েছে যে, মানুষ ফল পছন্দ করে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী খেতে পারে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন খুব পছন্দ করতেন। কেহ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না তা তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন। কেহ কোন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে এবং তাতে তিনি আনন্দিত হলে ওটা খুব ভাল স্বপ্ন বলে জানা যেত। একদা এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে যেন কেহ এলো এবং আমাকে মাদীনা হতে নিয়ে গিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিল। তারপর আমি এক হৈ চৈ শুনলাম, যার ফলে জান্নাত কাঁদছিল। আমি চোখ তুলে তাকালে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখতে পাই।' এভাবে মহিলাটি বারোজন লোকের নাম করেন। এই বারোজন লোকেরই একটি বাহিনীকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তাদেরকেই স্বপ্নে জান্নাতে দেখানো হয়েছে। তাদের দেহের আঘাত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। শিরাগুলো ফুটতে ছিল। নির্দেশ দেয়া হয় ঃ 'তাদেরকে নাহরে বায়দাখ বা নাহরে বায়যাখে নিয়ে যাও।' যখন তাঁরা ঐ নদীতে ডুব দিলেন তখন তাঁদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত চমকাতে থাকল। অতঃপর তাঁদের জন্য সোনার থালায় খেজুর আনা হয় যা তাঁরা ইচ্ছা মত খেলেন। তারপর নানা প্রকারের ফল-মূল তাঁদের কাছে হাযির করা হল যেগুলি

চারদিক হতে বাছাই করে রাখা হয়েছিল। এগুলি হতেও তাঁরা তাঁদের মনের চাহিদা মত খেলেন। আমিও তাঁদের সাথে শরীক হলাম ও খেলাম।’

কিছুদিন পর একজন দূত এলো এবং বলল ঃ ‘অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন যাঁদেরকে আপনি রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন।’ দূতটি ঐ বারোজনেরই নাম করল যে বারোজনকে ঐ মহিলাটি স্বপ্নে দেখেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সতী মহিলাটিকে আবার ডাকিয়ে নেন এবং তাঁকে বলেন ঃ ‘পুনরায় তুমি তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর।’ মহিলাটি এবারও ঐ লোকগুলিরই নাম করলেন যাঁদের নাম ঐ দূতটি করেছিলেন। (আহমাদ ৩/১৩৫, মুসনাদ আবুল ইয়ালা (৬/৪৪) হাফিয আদ দি‘আ (রহঃ) বলেছেন যে, এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্ত পূরণ করে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জান্নাতের পাখী বড় বড় উটের সমান হয়ে জান্নাতের গাছে চরে ও খেয়ে বেড়াবে।’ এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে ঐ পাখীতো বড় নি‘আমাত উপভোগ করবে?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘যারা এই পাখীর গোশত খাবে তারাই হবে বেশি নি‘আমাতের অধিকারী।’ তিনবার তিনি এ কথাই বলেন। তারপর বলেন ঃ ‘হে আবূ বাকর (রাঃ)! আমি আশা করি যে, আপনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা এই পাখীগুলির গোশত খাবে।’ (আহমাদ ৩/২২১)

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ *সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ* । এই হুরগুলি এমন হবে যেমন সতেজ, সাদা ও পরিষ্কার মুক্তা হয়ে থাকে। যেমন সূরা সাফফাতে রয়েছে ঃ

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৯) সূরা আর-রাহমানেও এই বিশেষণ তাফসীরসহ গত হয়েছে।

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ এটা তাদের সৎ কাজের প্রতিদান। অর্থাৎ এই উপঢৌকন তাদের সৎকর্মেরই ফল।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য। ঘৃণ্য ও মন্দ কথার একটি শব্দও তাদের কানে আসবেনা। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً

সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবেনা। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ১১) তবে হ্যাঁ, তারা শুনবে শুধু ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٌ

সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৩) তাদের কথাবার্তা বাজে ও পাপ হতে পবিত্র হবে।

২৭। আর ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!	٢٧. وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ
২৮। তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ,	٢٨. فِي سِدۡرٍ مَّخۡضُودٍ
২৯। কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ,	٢٩. وَطَلۡحٍ مَّنضُودٍ
৩০। সম্প্রসারিত ছায়া,	٣٠. وَظِلٍّ مَّمۡدُودٍ
৩১। সদ্য প্রবাহমান পানি,	٣١. وَمَآءٍ مَّسۡكُوبٍ
৩২। ও প্রচুর ফলমূল -	٣٢. وَفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
৩৩। যা শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা,	٣٣. لَّا مَقۡطُوعَةٍ وَلَا مَمۡنُوعَةٍ
৩৪। আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ।	٣٤. وَفُرُشٍ مَّرۡفُوعَةٍ
৩৫। তাদের জন্য আমি করেছি বিশেষ সৃষ্টি।	٣٥. إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءً

৩৬। তাদেরকে করেছি কুমারী,	٣٦. فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا
৩৭। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা -	٣٧. عُرُبًا أَتْرَابًا
৩৮। (এ সবই) ডান দিকের লোকদের জন্য।	٣٨. لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ
৩৯। তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে।	٣٩. ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ
৪০। এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।	٤٠. وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ

ডান দিকের দলের পুরস্কার

অগ্রবর্তীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা সৎ আমলকারীদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যাদের মর্যাদা অগ্রবর্তীদের তুলনায় কম। এদের অবস্থা যে কত সুখময় তার বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ এরা ঐ জান্নাতে অবস্থান করবে যেখানে কুলবৃক্ষ রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইব্ন আহওয়াস (রহঃ), কাসামাহ ইব্ন যুহাইর (রহঃ), সাফর ইব্ন নুসাইয়ির (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবূ হাজরাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ঐ কুলবৃক্ষগুলি কন্টকহীন হবে। (তাবারী ২৩/১১০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ গাছে ফল হবে অধিক ও উন্নতমানের। দুনিয়ার কুলবৃক্ষগুলি হয় কাঁটাযুক্ত এবং কম ফলবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে, জান্নাতের কুলবৃক্ষগুলি হবে অধিক ফলবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে কন্টকহীন। ফলের ভারে শাখাগুলি নুয়ে পড়বে। উৎবাহ ইব্ন আবদ আস সুলামি (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় এক বেদুঈন এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি বলবেন, জান্নাতের ঐ গাছটি কোন গাছ যাতে প্রচুর কাটা রয়েছে এবং ওর চেয়ে বেশী কাটা আর কোন গাছে নেই? বলা হল, ওটা হল কুল গাছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঐ গাছের যেখানেই কাটা রয়েছে সেখানেই ওর

পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা কুল সৃষ্টি করে দিবেন এবং প্রতিটি কুলের থাকবে সত্তরটি রং এবং একটি থেকে অন্যটি হবে ভিন্নতর। (তাবারানী ৪০২, আহমাদ ৪/১৮৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ সেখানে আরও রয়েছে *মানদূদ বৃক্ষ।* طَلْحٌ হল এক ধরনের গাছ, যা হিজাযের ভূ-খণ্ডে জন্মে থাকে। এটা কন্টকময় বৃক্ষ। এতে কাঁটা খুব বেশি থাকে।

مَنْضُوْدٍ এর অর্থ হল কাঁদি কাঁদি ফলযুক্ত গাছ। এ দু’টি গাছের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরাবরা এই গাছগুলির গভীরতা ও মিষ্টি ছায়াকে খুবই পছন্দ করত। এই গাছ বাহ্যতঃ দুনিয়ার গাছের মতই হবে, কিন্তু কাঁটার স্থলে মিষ্টি ফল হবে।

জাওহারী (রহঃ) বলেন, এই গাছকে طَلْحও বলে এবং طَلْعও বলে। আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। তবে সম্ভবতঃ এটা কুলেরই গুণবিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ ঐ গাছগুলি কন্টকহীন এবং অধিক ফলদানকারী। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), হাসান (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাসামাহ ইব্‌ন যুহাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবূ হাজরাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন طَلْح দ্বারা কলা গাছকে বুঝিয়েছেন। (তাবারী ২৩/১১২, ১১৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) আরও বলেন যে, ইয়ামানবাসী কলাকে طَلْح বলে। আল্লাহ বলেন ঃ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ লম্বা ও সম্প্রসারিত ছায়া সেখানে থাকবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, ‘জান্নাতী গাছের ছায়ায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশ’ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তথাপি ছায়া শেষ হবেনা। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ এ আয়াতটি পাঠ কর।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৫, মুসলিম ৪/২১৭৫)

অন্যত্র আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জান্নাতী গাছের ছায়া অতিক্রম করতে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর একশ’ বছর পর্যন্ত চলতে লাগবে। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٍّ

مَّمْدُود এ আয়াতটি পাঠ কর।’ (আহমাদ ২/৪৮২, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৫) আরও আছে মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১১/৪১৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَفَاكِهَة كَثِيرَة. لَّا مَقْطُوعَة وَلَا مَمْنُوعَة আর তাদের কাছে থাকবে প্রচুর ফলমূল। ওগুলি হবে খুবই সুস্বাদু। এগুলি না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে, না মানুষের অন্তরে খেয়াল জেগেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًا

যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে ঃ আমাদেরতো এটা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল; বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫) জান্নাতের ফলগুলি দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই মনে হবে, কিন্তু যখন খাবে তখন স্বাদ অন্য রকম পাবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সিদরাতুল মুনতাহার বর্ণনায় রয়েছে যে, ওর পাতাগুলি হবে হাতীর কানের মত এবং ফলগুলি বড় বড় মটকার মত হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৯, মুসলিম ১/১৪৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসে তিনি সূর্যে গ্রহণ লাগা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এও রয়েছে যে, সালাত শেষে তাঁর পিছনে সালাত আদায়কারীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা এই জায়গায় আপনাকে সামনে অগ্রসর হতে এবং পিছনে সরে আসতে দেখলাম, ব্যাপার কি?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘আমি জান্নাত দেখেছি। জান্নাতের ফলের গুচ্ছ আমি নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে দুনিয়া থাকা পর্যন্ত তা থাকত এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।’ (ফাতহুল বারী ২/৬২৭, মুসলিম ২/৬২৬)

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, উতবাহ ইব্ন আবদ সুলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একজন বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাউযে কাওসার এবং জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। সে প্রশ্ন করে ঃ ‘সেখানে কি ফলও

আছে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ সেখানে তূবা নামক একটি গাছও আছে।' বর্ণনাকারী বলেন ঃ এর পরে আরও বর্ণনা করেন যা আমার স্মরণ নেই। তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করে ঃ 'ঐ গাছটি কি আমাদের ভূ-খণ্ডের কোন গাছের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ 'তোমাদের অঞ্চলে ওর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত কোন গাছ নেই। তুমি কোন দিন সিরিয়ায় গেছ কি?' উত্তরে সে বলল ঃ 'না।' তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সিরিয়ায় এক প্রকার গাছ জন্মে যাকে জাওযাহ বলা হয়। ও একটি মাত্র কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং ওর শাখা প্রশাখা থাকে চারিদিকে বিস্তৃত।' লোকটি প্রশ্ন করল ঃ 'ওর গুচ্ছ কত বড় হয়?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'একটি কাক এক মাস যত দূর পর্যন্ত উড়ে যাবে ততো বড়।' লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ 'ঐ গাছের গুঁড়ি কত মোটা?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তুমি যদি তোমার চার বছরের উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও এবং সে চলতে চলতে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তার কাঁধ বেঁকে যায় তবুও সে ঐ গাছের গুঁড়ি ঘুরে শেষ করতে পারবেনা।' লোকটি প্রশ্ন করল ঃ 'সেখানে কি আঙ্গুর ধরবে?' তিনি জবাব দেনঃ 'হ্যাঁ।' সে জিজ্ঞেস করল ঃ 'কত বড়?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তুমি কি তোমার পিতাকে তার যুথ হতে কোন মোটা-তাজা ভেড়া নিয়ে যবাহ করে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তোমার মাকে দিয়ে 'এর দ্বারা বালতি বানিয়ে নাও' এ কথা বলতে শুনেছ?' সে জবাবে বলে ঃ 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন ঃ 'বেশ, এরূপই বড় বড় আঙ্গুরের দানা হবে।' সে বলল ঃ 'তাহলেতো একটি আঙ্গুর দানাই আমার এবং আমার পরিবারের লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'শুধু তোমার ও তোমার পরিবারের জন্যই নয়, বরং তোমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্যও যথেষ্ট হবে।' (আহমাদ ৪/১৮৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ যা শেষ হবেনা ও যা নিষিদ্ধও হবেনা। এ নয় যে, শীতকালে থাকবে এবং গ্রীষ্মকালে থাকবেনা অথবা গ্রীষ্মকালে থাকবে এবং শীতকালে থাকবেনা। বরং এটা হবে চিরস্থায়ী ফল। চাইলেই পাওয়া যাবে। আল্লাহর ক্ষমতা বলে সদা-সর্বদা ওটা মওজুদ থাকবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এমন কি কোন কাঁটাযুক্ত শাখারও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা এবং দূরেরও হবেনা। (তাবারী ২৩/১১৮) গাছের ফল তুলে নিতে কোন কষ্টই হবেনা। এদিকে একটি ফল তুলবে, আর ওদিকে আর একটি ফল এসে ঐ স্থান পূরণ করে দিবে। যেমন এ ধরনের হাদীস ইতোপূর্বে গত হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ‘আর তাদের জন্য রয়েছে সমুচ্চ শয্যাসমূহ।’ এই বিছানা হবে খুবই নরম ও আরামদায়ক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ.إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا

এখানে ঐ মহিলাদের কথা বলা হয়েছে যারা থাকবেন উঁচু উঁচু সোফা এবং বিছানায়, কিন্তু এ আয়াতে তাদের কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা সুলাইমানের (আঃ) জবানে বলেন ঃ

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ. فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ

যখন অপরাহ্নে তার সামনে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল তখন সে বলল ঃ আমিতো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩১-৩২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء আমি এই স্ত্রীদেরকে করেছি কুমারী। ইতোপূর্বে তারা ছিল একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ী। আমি এদেরকে করেছি তরুণী ও কুমারী। তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্রতা এবং মিষ্টিত্বের কারণে তাদের স্বামীদের নিকট খুবই প্রিয়পাত্রী হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জান্নাতে মু’মিনকে এত এত স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার শক্তি দান করা হবে।’ আনাস (রাঃ) তখন জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এত ক্ষমতা সে রাখবে?’ জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘একশ’ জন লোকের সমান শক্তি তাকে দান করা হবে।’ (মুসনাদ তায়ালেসী ২৬৯, তিরমিযী ৭/২৪১, সহীহ গারীব)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হব?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘প্রতিদিন একজন লোক একশ’ জন কুমারীর সাথে মিলিত হবে।’ (তাবারানী সাগীর ২/৬৮) হাফিয আবূ

আবদুল্লাহ মাকদিসী (রহঃ) বলেন ঃ আমার মতে এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার শর্ত পূরণ করে। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) **عُرُبًا** এর তাফসীরে বলেন যে, জান্নাতে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আসক্তা হবে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে। (দুররুল মানসুর ৮/১৬) আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১২১-১২৩) যাহ্‌হাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ‘*আতরাব*’ অর্থ হচ্ছে, তারা হবে সবাই তেত্রিশ বছরের সম বয়স্কা। (দুররুল মানসুর ৮/১৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে একই ধরনের (বয়স)। (তাবারী ২৩/২৪) আতিয়্যিয়া (রহঃ) বলেছেন, ‘তুলনামূলক’। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ এই মহিলাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিয়ের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে ঐ সব লোকদের জন্য, যারা হচ্ছে ডান দিকের দল। ইহা হল ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) অভিমত।

أَتْرَاب এর অর্থ হল সমবয়স্কা অর্থাৎ সবাই তেত্রিশ বছর বয়স্কা। এও অর্থ হয় যে, স্বামী এবং তার স্ত্রীদের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ একই রকম হবে। স্বামী যা পছন্দ করে স্ত্রীও তাই পছন্দ করে এবং স্বামী যা অপছন্দ করে স্ত্রীও তাই অপছন্দ করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَتْرَابًا. لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ এদেরকে ডান দিকের লোকদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদেরই জন্য রক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু বেশি প্রকাশমান এটাই যে, এটা ... **إِنَّا أَنشَأْنَا هُنَّ** এর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি।

এও হতে পারে যে, এই **لاَم** সম্পর্কযুক্ত **اَتْرَابًا** এর সাথে। অর্থাৎ তাদেরই সমবয়স্কা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী দলের চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা

পায়খানা, প্রস্রাব, থুথু এবং নাকের শ্লেষ্মা হতে পবিত্র হবে। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণনির্মিত। তাদের দেহের ঘাম মৃগনাভীর মত সুগন্ধময় হবে। বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরেরা হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সবারই গঠন হবে একই রকম। তারা সবাই তাদের পিতা আদমের (আঃ) আকৃতিতে ষাট হাত দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট হবে।' (ফাতহুল বারী ৬/৪১৭, মুসলিম ৪/২১৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোক অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বলেন ঃ 'আজ আমার সামনে নাবীদেরকে তাঁদের উম্মাতসহ পেশ করা হয়। কোন কোন নাবীর (আঃ) একটি দল ছিল, কারও সাথে মাত্র তিনজন লোক ছিল এবং কারও সাথে একজনও ছিলনা।' হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রহঃ) এটুকু বর্ণনা করার পর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ লোক কেহ নেই? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ পর্যন্ত মূসা ইব্ন ইমরান (আঃ) আগমন করেন। তাঁর সাথে বানী ইসরাঈলের একটি বিরাট দল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আমার রাব্ব! ইনি কে? উত্তর হল ঃ 'ইনি তোমার ভাই মূসা ইব্ন ইমরান (আঃ) এবং তার সাথে রয়েছে তার অনুসারী উম্মাত। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ হে আমার রাব্ব! তাহলে আমার উম্মাত কোথায়? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন ঃ 'তোমার ডানে পাহাড়ের দিকে তাকাও।' আমি তাকালাম এবং এক বিরাট জামা'আতের লোকের চেহারা দেখা গেল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কি খুশি?' আমি উত্তরে বললাম ঃ হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, আমি খুশি হয়েছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন ঃ 'এখন তুমি তোমার বাম প্রান্তের দিকে তাকাও।' আমি তখন তাকিয়ে অসংখ্য লোকের চেহারা দেখলাম। আবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এখন তুমি খুশি হয়েছতো?' আমি উত্তর দিলাম ঃ হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, আমি খুশি হয়েছি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, এদের সাথে আরও সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।' এ কথা শুনে উক্কাশা ইব্ন মিহসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি বানু আসাদ গোত্রীয় লোক ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে

অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর জন্য দু'আ করেন। এ দেখে আর একটি লোক দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন ঃ 'হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্যও দু'আ করুন।' তিনি বলেন ঃ 'উক্কাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমাদের উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, তোমাদের দ্বারা সম্ভব হলে তোমরা ঐ সত্তর হাজার লোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। তা সম্ভব না হলে দিকচক্রবালের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। আমি অধিকাংশ লোককেই দেখেছি যে, তারা ওখানে জমায়েত হয়ে আছে।' তারপর তিনি বলেন ঃ 'আমি আশা রাখি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ তোমরাই হবে।' (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) তাঁর এ কথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ 'আমি আশা করি যে, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে।' আমরা তাঁর এ কথা শুনে পুনরায় তাকবীর পাঠ করলাম। আবার তিনি বললেন ঃ 'তোমরাই হবে সমস্ত জান্নাতবাসীর অর্ধেক।' এ কথা শুনে আমরা আবারও তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন ঃ

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

'তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।' এখন আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম যে, এই সত্তর হাজার লোক কারা হবে? তারপর আমরা মন্তব্য করলাম যে, এরা হবে ঐ সব লোক যারা ইসলামেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং কখনই শির্ক করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'বরং এরা হবে ঐসব লোক যারা শরীরে দাগ দিয়ে নেয়না, ঝাঁড় ফুঁক করায়না এবং পূর্ব লক্ষণ দেখে ভাগ্যের শুভাশুভ নির্ধারণ করেনা, বরং সদা রবের উপর নির্ভরশীল থাকে।' (হাকিম ৪/৫৭৭, ফাতহুল বারী ১০/১৬৪, ২২৪; ১১/৩১২, ৪১৩; মুসলিম ১/১৯৮, ১৯৯; তিরমিযী ৭/১৩৯, আহমাদ ১/৪০১)

৪১। আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল!	٤١. وَأَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ
৪২। তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,	٤٢. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
৪৩। কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়,	٤٣. وَظِلٍّ مِّن يَحۡمُومٍ
৪৪। যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।	٤٤. لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
৪৫। ইতোপূর্বে তারাতো মগ্ন ছিল ভোগ বিলাসে।	٤٥. إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ
৪৬। এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপ কর্মে।	٤٦. وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ
৪৭। তারা বলতো ঃ মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব আমরা?	٤٧. وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ
৪৮। এবং আমাদের পূর্বপুরুষরাও?	٤٨. أَوَءَابَآؤُنَا ٱلۡأَوَّلُونَ
৪৯। বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা -	٤٩. قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَوَّلِينَ

وَٱلْأَخِرِينَ	
٥٠. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ	৫০। সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে।
٥١. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ	৫১। অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!
٥٢. لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ	৫২। তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাককুম বৃক্ষ হতে,
٥٣. فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ	৫৩। এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে,
٥٤. فَشَـٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ	৫৪। তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি -
٥٥. فَشَـٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ	৫৫। পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।
٥٦. هَـٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ	৫৬। কিয়ামাত দিনে ওটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

বাম দিকের দলের প্রতিদান

আল্লাহ তা‘আলা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আসহাবুশ শিমাল বা বাম দিকের লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা কতই না কঠিন শাস্তি ভোগ করবে! অতঃপর তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ. ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ. كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌ صُفْرٌ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে। চল তিন কুন্ডল বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা হতে। ইহা উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকা তুল্য বৃহৎ স্ফুলিংগ। উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২৯-৩৪) এজন্যই এখানে বলেছেন ঃ

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ তারা থাকবে কৃষ্ণ বর্ণ ধূম্র ছায়ায়। যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। এটা আরাবদের বাক পদ্ধতি যে, তারা যখন কোন জিনিসের মন্দ গুণ অধিকবার বর্ণনা করে তখন ওর সর্বপ্রকারের খারাপ গুণ বর্ণনা করার পর **وَلَا كَرِيمٍ** বলে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে শাস্তির যোগ্য বলার কারণ বর্ণনা করছেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ দুনিয়ায় তাদেরকে যে নি'আমাতের অধিকারী করা হয়েছিল তার মধ্যে তারা মত্ত ছিল। রাসূলদের (আঃ) কথায় তারা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেনি। তারা ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল এবং অবিরাম ঘোরতর পাপকর্মে লিপ্ত ছিল।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, **حِنثِ الْعَظِيمِ** দ্বারা মূর্তি পূজা উদ্দেশ্য। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৩২) এরপর তাদের আর একটি দোষের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ তারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকেও অসম্ভব মনে করে। তারা এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং জ্ঞান সম্পর্কীয় দলীল পেশ করে যে, মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে গিয়ে পুনরায় জীবিত হওয়া কি কখনও সম্ভব হতে পারে? তাদেরকে উত্তর

দেয়া হচ্ছে ঃ **قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ** কিয়ামাতের দিন সমস্ত আদম সন্তানকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে এবং সবাই এক মাঠে একত্রিত হবে। একজন লোকও এমন থাকবেনা যে দুনিয়ায় এসেছে অথচ সেখানে থাকবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা, অনন্তর তাদের মধ্যে কতকতো দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৩-১০৫) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ **لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ** সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। কিয়ামাতের দিন এবং সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত রয়েছে। কম বেশি কিংবা আগে-পরে হবেনা। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কূম বৃক্ষ হতে এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। কেননা ওটা জোরপূর্বক তোমাদের কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি এবং ঐ পানি তোমরা পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কঠিন তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রকে **هَائِم** বলা হয়। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে উটের পিপাসাযুক্ত রোগ রয়েছে। সে পানি চুষে নেয় কিন্তু পিপাসা দূর হয়না। এই রোগেই সে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুরূপভাবে জাহান্নামীকে গরম পানি পান করানো হবে, যা নিজেই একটা

জঘন্যতম শাস্তি। সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা কিরূপে নিবারণ হতে পারে? এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ কিয়ামাতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। যেমন মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউসের উদ্যান। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১০৭) অর্থাৎ সম্মানিত আপ্যায়ন।

৫৭। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাহলে কেন তোমরা বিশ্বাস করছনা?	٥٧. نَحْنُ خَلَقْنَـٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
৫৮। তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?	٥٨. أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ
৫৯। ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?	٥٩. ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَـٰلِقُونَ
৬০। আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই -	٦٠. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
৬১। তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জাননা।	٦١. عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَـٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ
৬২। তোমরাতো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তাহলে	٦٢. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ

তোমরা অনুধাবন করনা কেন?	ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

কিয়ামাত দিবসে বিচার সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামাত সংগঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং পৌত্তলিক ও কাফিরদের ঐ দাবীও নাকচ করে দিচ্ছেন যারা বলে ঃ

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (৫৬ ঃ ৪৭)

আল্লাহ তা'আলা ঐ কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্য কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার এবং লোকদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন ঃ প্রথমবার যখন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তখন তোমরা কিছুই ছিলেনা, তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। লক্ষ্য কর! মানুষের বিশেষ পানির বিন্দুতো স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে থাকে। কিন্তু ঐ বিন্দুকে মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত করা কার কাজ? এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এতে তোমাদের কোনই দখল নেই, কোন হাত নেই, কোন ক্ষমতা নেই এবং কোন চেষ্টা-তাদবীর নেই। এ কাজতো শুধুমাত্র সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল ইয্যাত আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঠিক তদ্রূপ তোমাদের মৃত্যু ঘটাতেও তিনিই সক্ষম। আকাশ ও পৃথিবীবাসী সকলেরই মৃত্যুর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তাহলে যিনি এতো বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি এ ক্ষমতা রাখেননা যে, কিয়ামাতের দিন তোমাদের মৃতকে যে বিশেষণে ও যে অবস্থায় ইচ্ছা পরিবর্তিত করে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন? এটাকেই অন্য জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا

মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিলনা? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৭) অন্যত্র বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ.

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলনা? অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩৬-৪০)

৬৩। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি?	٦٣. أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ
৬৪। তোমরা কি ওকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?	٦٤. ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ

৬৫। আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা।	٦٥. لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَـٰهُ حُطَـٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
৬৬। বলবে ঃ আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে!	٦٦. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ
৬৭। আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি।	٦٧. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
৬৮। তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি?	٦٨. أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ
৬৯। তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি ওটা বর্ষণ করি?	٦٩. ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ
৭০। আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা?	٧٠. لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَـٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
৭১। তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি?	٧١. أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ
৭২। তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?	٧٢. ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ
৭৩। আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের	٧٣. نَحْنُ جَعَلْنَـٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَـٰعًا

প্রয়োজনীয় বস্তু।	لِّلْمُقْوِينَ
৭৪। সুতরাং তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা কর।	٧٤. فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

উদ্ভিদের অংকুরোদগম, বৃষ্টি বর্ষণ, আগুন প্রজ্জ্বলন এ সবই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ তোমরা জমি চাষাবাদ করে থাক, জমি চাষ করে বীজ বপন কর। আচ্ছা এখন বলত! তোমরা যে বীজ বপন কর তা অংকুরিত করার ক্ষমতা কি তোমাদের, না আমার? না, না, বরং ওকে অংকুরিত করা, তাতে ফুল-ফল দেয়ার কাজ একমাত্র আমার।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা বল ঃ ‘আমি বীজ বপন করেছি,’ এ কথা বলনা ‘আমি অংকুরিত করেছি’। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আমি এ হাদীসটি শোনার পর বলি, তোমরা কি আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি শুননি ঃ ‘তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি বীজ অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?’ (তাবারী ২৩/১৩৯, বায্যার ১২৮৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ আমি ইচ্ছা করলে ওকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। আমার এ ক্ষমতা আছে যে, আমি ইচ্ছা করলে ওকে শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। তখন তোমরা বলতে শুরু করবে ঃ হায়! আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে। আমাদেরতো আসলটাও চলে গেল। লাভতো দূরের কথা, আমাদের মূলধনও হারালাম! তখন তোমরা বিভিন্ন কথা মুখ দিয়ে বের করে থাক। কখনও কখনও বলে থাক ঃ হায়! যদি আমরা এবার বীজই বপন না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! যদি এরূপ করতাম বা ঐরূপ করতাম! ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ ঐ সময় তোমরা নিজেদের পাপের উপর লজ্জিত হয়ে থাক।

تَفَكَّه শব্দটির দু'টি অর্থই হতে পারে। একটি হল লাভ বা উপকার এবং অপরটি দুঃখ বা চিন্তা। **مُزْن** বলা হয় মেঘকে। মহান আল্লাহ পানির ন্যায় বড় নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন ঃ

أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ দেখ, বৃষ্টি বর্ষণ করাও আমার ক্ষমতাভুক্ত। কেহ কি মেঘ হতে পানি বর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে? যখন এ পানি বর্ষিত হয় তখন ওকে মিষ্ট ও লবণাক্ত করার ক্ষমতা আমার আছে। এই সুমিষ্ট পানি বসে বসেই তোমরা পেয়ে থাক। এই পানিতে তোমরা গোসল কর, থালা-বাসন ধৌত কর, কাপড় চোপড় পরিষ্কার কর, জমিতে, বাগানে সেচ কর এবং জীব-জন্তুকে পান করিয়ে থাক। তাহলে কেন তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতুন, খর্জুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১০-১১)

আরাবে মার্‌খ ও আফার নামক দু'টি গাছ জন্মে যেগুলির সবুজ শাখাগুলি পরস্পর ঘর্ষিত হলে আগুন বের হয়। এই নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً** এই যে আগুন, যদ্‌দ্বারা তোমরা রান্না-বান্না কর এবং আরও বহুবিধ উপকার লাভ করে থাক, বলত, এর মূল অর্থাৎ এই গাছ সৃষ্টিকারী তোমরা, না আমি? এই আগুনকে আমি উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছি। অর্থাৎ এই আগুন দেখে তোমরা জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করবে এবং তা হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।' সাহাবীগণ (রাঃ) এ কথা শুনে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাইতো (জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য) যথেষ্ট।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, এ আগুনকেও দু'বার পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে যাতে আদম সন্তান এর দ্বারা উপকার লাভ করতে পারে এবং ওর নিকট যেতে পারে।' (তাবারী ২৩/১৪৪) এ হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হাদীস।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) হতে একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যে আগুন ব্যবহার কর নিশ্চয়ই তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। অতঃপর উহা দু'বার সমুদ্রের পানিতে ধৌত করা হয়েছে যাতে উহা থেকে তোমরা উপকার পেতে পার। (আহমাদ ২/২৪৪)

ইমাম মালিক (রহঃ) অন্য এক হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যে আগুন জ্বালায় তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তখন তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উত্তাপের জন্য এই পৃথিবীর আগুনইতো যথেষ্ট! তিনি বললেন ঃ (জাহান্নামের আগুন) এর চেয়েও উনসত্তর গুণ বেশি গরম। (মুআত্তা ২/৯৯৪, ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং নায্র ইব্ন আরাবী (রহঃ) বলেন যে, مُقْوِيْن দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৫) কারও কারও মতে নির্জন ঘরকে مُقْوِيْن বলে। আবার আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক ক্ষুধার্তকেই مُقْوِيْن বলা হয়। মোট কথা, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার আগুনের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং আগুন দ্বারা উপকার লাভের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক আমীর, ফকীর, শহুরে, গ্রাম্য, মুসাফির এবং মুকীম সবারই আগুনের প্রয়োজন হয়। রান্নার কাজে, তাপ গ্রহণ করার কাজে, আগুন জ্বালানোর কাজে

ইত্যাদিতে আগুনের একান্ত দরকার। এটা আল্লাহ তা'আলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি গাছের মধ্যে এবং লোহার মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে মুসাফির ব্যক্তি ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাতে পারে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ যিনি এই বিরাট ক্ষমতার অধিকারী সদা-সর্বদা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। যে আল্লাহ আগুন জ্বালানোর মত জিনিস তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, যিনি পানিকে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি, যাতে তোমরা পিপাসায় কষ্ট না পাও, এই পানি তিনি করেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রচুর পরিমাণ। দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা এই আগুন তোমাদের উপকারের জন্য বানিয়েছেন এবং সাথে সাথে এজন্যও যে, যাতে তোমরা এর দ্বারা আখিরাতের আগুন সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করতে পার এবং তা হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলার বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাও।

৭৫। আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের!	٧٥. فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ
৭৬। অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে।	٧٦. وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ
৭৭। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন -	٧٧. إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٌ كَرِيمٌ
৭৮। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে,	٧٨. فِي كِتَٰبٍ مَّكۡنُونٍ
৭৯। যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা।	٧٩. لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ
৮০। এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতারিত।	٨٠. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
৮১। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে?	٨١. أَفَبِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَنتُم مُّدۡهِنُونَ

৮২। এবং তোমরা মিথ্যা-আরোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ!	٨٢. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের শপথ করছেন

لَا অক্ষরটি বিনা প্রয়োজনে অর্থহীনভাবে আলোচিত আয়াতে ব্যবহার করা হয়নি, যেমনটি বিভিন্ন বিজ্ঞজন বলেছেন। বরং যখন কোন জিনিসের উপর শপথ খাওয়া হয় এবং ওটাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয় তখন কসমের শুরুতে এই لَا এসে থাকে। যেমন আয়িশার (রাঃ) নিম্নের উক্তিতে রয়েছে ঃ

لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ

আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনও কোন স্ত্রীলোকের হাতকে স্পর্শ করেনি। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৪) অর্থাৎ বাইআত গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন নিঃসম্পর্ক স্ত্রীলোকের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করেননি। অনুরূপভাবে এখানেও لَا কসমের শুরুতে নিয়ম অনুযায়ী এসেছে, অতিরিক্ত হিসাবে নয়। তাহলে কালামের ভাবার্থ হবে ঃ কুরআন কারীম সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা আছে যে, এটা যাদু, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং এ পবিত্র কিতাবটি আল্লাহর কালাম। অতঃপর আসল বিষয়ের স্বীকৃতি শব্দে রয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৭)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ দ্বারা আসমানের তারকাদের উদয় ও অন্তর্ধানকে বুঝানো হয়েছে। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৪৮) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ তারকাগুলির অবস্থান বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৮) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ অবশ্যই এটা এক মহাশপথ! কেননা যে বিষয়ের উপর শপথ করা হচ্ছে তা খুবই বড় বিষয়। অর্থাৎ এই কুরআন বড়ই সম্মানিত কিতাব। এটা বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় কিতাবে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। অর্থাৎ শুধু মালাইকা/ফেরেশতারাই এটা স্পর্শ করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, দুনিয়ায় এটাকে সবাই স্পর্শ করে সেটা অন্য কথা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, পুতঃ পবিত্র বলতে মালাইকার বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৫০) আনাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), আবূ আশ শা’সা (রহঃ), যাবির ইব্ন যায়িদ আবূ নাহিক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৫১, কুরতুবী ১৭/২৩৫)

ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে **مَا يَمُسُّهُ** রয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এখানে পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষ নয়, মানুষতো পাপী। (তাবারী ২৩/১৫২) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এটা কাফিরদের জবাবে বলা হয়েছে। তারা বলত যে, এই কুরআন নিয়ে শাইতান অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় পরিষ্কারভাবে বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ. وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

শাইতানরা ওটাসহ অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। তাদেরকেতো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২১০-২১২) এ আয়াতের তাফসীরে এ উক্তিটিই মনে বেশি ধরছে। তবে অন্যান্য উক্তিগুলিও এর অনুরূপ হতে পারে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ এই কুরআন কবিতা, যাদু অথবা অন্য কোন বিষয়ের গ্রন্থ নয়, বরং এটা সরাসরি সত্য। কারণ এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। এটাই সঠিক ও সত্য কিতাব। এটা ছাড়া এর বিরোধী সবই মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি এটাই হবে যে, তোমরা একে অবিশ্বাস করবে?

ইব্ন জারীর (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (রহঃ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর (রহঃ) হতে, তিনি শুবাহ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ বিশর (রহঃ) হতে,

তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কোন কোন লোকের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হলে তারা কুফরী করত এই বলে যে, অমুক অমুক তারকার জন্য তোমরা বৃষ্টি পেয়েছ। এরপর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) পাঠ করেন وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ *এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ!* (তাবারী ২৩/১৫৪) এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ।

ইমাম মালিক (রহঃ) সালিহ ইব্ন কাইসান (রহঃ) হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদল্লাহ ইব্ন উতবাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রহঃ) হতে, তিনি যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বলেন ঃ ‘আমরা হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলাম, রাতে খুব বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। ফাজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের দিকে মুখ করে বলেন ঃ ‘আজ রাতে তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?’ জনগণ বললেন ঃ ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল জানেন।’ তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ঃ ‘আজ আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকে কাফির হয়েছে এবং অনেকে মু’মিন হয়েছে। যে বলেছে যে, আল্লাহর ফযল ও কাওমে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে যে, অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং তারকার উপর ঈমান এনেছে।’ (মুআত্তা মালিক ১৯২, ফাতহুল বারী ২/৩৮৮, মুসলিম ১/৮৩, আবূ দাঊদ ৪/২২৭, নাসাঈ ৩/১৬৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরী (রহঃ) মাঝে মাঝে বলতেন ঃ কতইনা হতভাগা তারা যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করার পরেও আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা কুরআন পাঠ করলেও ওর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার ফলে কোন উপকারই তারা লাভ করেনা।

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

৮৩। পরন্তু কেন নয় - প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়,	٨٣. فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ
৮৪। এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক,	٨٤. وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ

৮৫। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা।	٨٥. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ
৮৬। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও -	٨٦. فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
৮৭। তাহলে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!	٨٧. تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

মৃত্যুর সময় রূহ গলার কাছে আসার পর যেমন উহা আর ফিরে যায়না তেমনি কিয়ামাত দিবস সত্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যখন রূহ কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ. وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ. وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ. وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ

যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে ঃ কে তাকে রক্ষা করবে? তখন তার প্রত্যয় হবে যে, উহা বিদায়ক্ষণ। এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে। সেদিন তোমার রবের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ২৬-৩০) এ জন্যই এখানে বলেন ঃ তখন তোমরা তাকিয়ে থাক। অর্থাৎ একটি লোক বিদায় ক্ষণে উপস্থিত, সে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, রূহ বিদায় হতে চলেছে। তোমরা সবাই তার পার্শ্বে বসে তার দিকে তাকাতে থাক। কিন্তু তোমাদের কেহ কিছু করতে পারে কি? না, কেহই কিছু করতে সক্ষম নয়। আমার মালাইকা ঐ মৃত্যুমুখী ব্যক্তির তোমাদের চেয়েও বেশি নিকটে রয়েছে যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ

আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬১-৬২) আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَهَا তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা ওটা অর্থাৎ প্রাণ ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ যদি এটা সত্য হয় যে, তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবেনা এবং তোমাদেরকে হাশরের মাইদানে হাযির করা হবেনা, যদি তোমরা হাশর-নশরে বিশ্বাসী না হও এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা ইত্যাদি, তাহলে আমি বলি যে, তোমরা তাহলে ঐ রূহকে যেতে দিচ্ছ কেন? কিন্তু তোমরা তা কখনও পারবেনা। সুতরাং জেনে রেখ যে, যেমন এই রূহকে আমি দেহে নিক্ষেপ করতে সক্ষম ছিলাম তেমনই দ্বিতীয়বার ঐ রূহকে দেহে নিক্ষেপ করে নতুনভাবে জীবন দানেও আমি সক্ষম হব।

৮৮। যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয় -	٨٨. فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ
৮৯। তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় উদ্যান;	٨٩. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ
৯০। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় -	٩٠. وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ

	أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ
৯১। তাকে বলা হবে ঃ হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।	٩١. فَسَلَـٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ
৯২। কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় -	٩٢. وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ
৯৩। তাহলে রয়েছে আপ্যায়ন, অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা -	٩٣. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
৯৪। এবং দহন, জাহান্নামের।	٩٤. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
৯৫। এটাতো ধ্রুব সত্য।	٩٥. إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ
৯৬। অতএব তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٩٦. فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

মৃত্যুর সময় মানুষের অবস্থা

এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মৃত্যুর পর মানুষের হয়ে থাকে। হয়তো সে উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হবে বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, কিংবা হয়তো সে হতভাগ্য হবে, যে আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেছে এবং সত্য পথ হতে গাফিল থেকেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ যারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা, যারা তাঁর আহকামের উপর আমলকারী ছিল এবং অবাধ্যাচরণের কাজ পরিত্যাগকারী ছিল তাদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় মালাইকা নানা প্রকারের

সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন। যেমন ইতোপূর্বে বারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস গত হয়েছে যে, রাহমাতের মালাইকা তাদেরকে বলেন ঃ 'হে পবিত্র দেহের পবিত্র আত্মা! বিশ্রাম ও আরামের দিকে চল, পরম করুণাময় আল্লাহর দিকে চল যিনি কখনও অসন্তুষ্ট হবেননা। (আত তিওয়াল ২৫, আবূ দাঊদ) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, رَوْح এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রামের স্থান। (তাবারী ২৩/১৫৯)

মুজাহিদও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, رَوْحٌ *'রাওহ'* এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম। আবূ হাজরা (রহঃ) বলেন যে, *'রাওহ'* অর্থ হচ্ছে পৃথিবী থেকে বিশ্রাম লাভ। (তাবারী ২৩/১৬০) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আনন্দিত হওয়া। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ** এর অর্থ হচ্ছে জান্নাত ও আনন্দিত হওয়া। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে *'রাওহ'* অর্থ হচ্ছে ক্ষমা প্রদর্শন। ইব্ন আব্বাস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, *রাইহান,* এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী। এই তিনটি বর্ণনার ভিতর আসলে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা মারা যাওয়ার পর আল্লাহর কাছ থেকে পাবে তাঁর ক্ষমা, বিশ্রাম, খাদ্য সামগ্রী, আনন্দ-উৎফুল্লতা এবং **وَجَنَّةُ نَعِيمٍ** জান্নাতের বাগান। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটানো হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের *রাইহান* নামক স্থানের কোন এক জায়গায় তার রূহকে জায়গা দেয়ার ব্যবস্থা করা না হয়। (তাবারী ২৩/১৬০)

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই মরণমুখী প্রত্যেক ব্যক্তিই সে জান্নাতী নাকি জাহান্নামী তা জানতে পারে।

একটি সহীহ রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদদের রূহগুলি সবুজ রংয়ের পাখীর ভিতর অবস্থান করে, যে পাখী জান্নাতের সব জায়গায় ইচ্ছামত বিচরণ করে ও পানাহার করে এবং আরশের নীচে লটকানো লণ্ঠনে আশ্রয় নেয়। (মুসলিম ৩/১৫০২)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আ'তা ইব্ন সাঈদ (রহঃ) বলেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন আবি লাইলা (রহঃ) গাধায় সওয়ার হয়ে একটি জানাযার পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর চুল দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন যে, অমুকের পুত্র অমুক তাঁর নিকট বর্ণনা

করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।’ এ কথা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমরা কাঁদছ কেন?’ উত্তরে তাঁরা বলেন ঃ ‘আমরাতো মৃত্যুকে অপছন্দ করি (তাহলেতো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে আমাদের পছন্দ করা হলনা)।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ ‘আসলে তা নয়। ঐ সময় (মৃত্যুকালীন অবস্থায়) আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদেরকে সুখ-শান্তিময় ও আরামদায়ক জান্নাতের সুংবাদ দেয়া হয়, যার কারণে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চায়। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলাও তাদের সাথে আরও তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ কামনা করেন। কিন্তু যদি তারা সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় তাহলে তাদেরকে অত্যুষ্ণ পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামের দহনের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং তাদের রূহ আল্লাহ তা‘আলার নিকট হাযির হতে অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলাও তাদের সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।’ (আহমাদ ৪/২৫৯) সহীহ বুখারী ও মুসলিমেও আয়িশা (রাঃ) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ১১/৩৬৪,মুসলিম ৪/২০৬৫) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ যদি সে ডান দিকের লোকদের একজন হয় তাহলে মৃত্যুর মালাক তাকে সালাম দেয় এবং বলে ঃ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্ত র্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। তাকে বলা হবে ঃ হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি সালাম বা শান্তি। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে ঃ তোমার ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩০-৩২) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার জন্য আপ্যায়ন রয়েছে অত্যুষ্ণ পানির এবং জাহান্নামের দহন রয়েছে যা নাড়ী-ভুঁড়ি ঝলসে দিবে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ এটাতো ধ্রুব সত্য। অতএব, তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ** বলে তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ রোপণ করা হয়।' (তিরমিযী ৯/৪৩৪, নাসাঈ ৬/২০৭) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু পাল্লার ওযনে খুবই ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, বাক্য দু'টি হল ঃ **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ**

'মহা পবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৭)

সূরা ওয়াকি'আহ্ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৭ ঃ হাদীদ, মাদানী ٥٧ – سورة الحديد، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২৯, রুকূ ৪) (اَيَاتُهَا : ٢٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

সূরা হাদীদ এর মর্যাদা

ইরবায ইব্ন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়নের পূর্বে ঐ সূরাগুলি পাঠ করতেন যেগুলির শুরুতে ঃ سَبَّحَ বা يُسَبِّحُ রয়েছে এবং বলতেন ঃ ‘এগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম।’ (আহমাদ ৪/১২৮, আবূ দাউদ ৫/৩০৪, তিরমিযী ৮/২৩৮, ৯/৩৫১; নাসাঈ ১০৫৫১)

এ হাদীসে যে আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলাই খুব ভাল জানেন, আয়াতটি হল ঃ

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত *এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।* (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৩) এর বিস্তারিত বর্ণনা সত্বরই আসছে ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলাই আমাদের আশা ভরসার স্থল। আমরা তাঁরই উপর ঈমান এনেছি, তাঁরই উপর আমাদের নির্ভরশীলতা এবং সাহায্যকারী হিসাবে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু	٢. لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	**ঘটান; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।**
٣. هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ	**৩। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।**

পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ও গুণগান গায়

সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে। সপ্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূক ও প্রত্যেক জিনিস তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন রয়েছে। কিন্তু মানুষ এদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪) সবাই তাঁর সামনে নীচু, অক্ষম এবং শক্তিহীন। তাঁর নির্ধারিত শারীয়াত এবং তাঁর আহকাম হিকমাতে পরিপূর্ণ। প্রকৃত বাদশাহ তিনিই যাঁর কর্তৃত্বাধীনে আসমান ও যমীন রয়েছে। সৃষ্টজীবের ব্যবস্থাপক তিনিই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই অধিকারভুক্ত। তিনিই ধ্বংস করেন এবং তিনিই সৃষ্টি করেন। যাকে তিনি যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন, দিয়ে থাকেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারেনা।

এর পরে ... هُوَ الْأَوَّلُ এ আয়াতটি রয়েছে যার ব্যাপারে সূরার প্রথমে উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা এক হাজার আয়াত হতেও উত্তম।

আবূ যামীল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমার মনে এক সন্দেহ বা খট্‌কা আছে, কিন্তু মুখে তা আনতে ইচ্ছা হচ্ছেনা।' তাঁর এ কথা শুনে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন, সম্ভবতঃ এটা এমন সন্দেহ হবে যা থেকে কেহই বাঁচতে পারেনি। এমন কি কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ

অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৪) তারপর তিনি বলেন ঃ 'যখন তোমার মনে কোন সন্দেহ আসবে তখন ... هُوَ الْأَوَّلُ এ আয়াতটি পড়ে নিবে।' (আবূ দাঊদ ৫/৩৩৫)

এ আয়াতের তাফসীরে দশেরও অধিক উক্তি রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন ঃ ظَاهِر ও بَاطِن দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইলমের দিক দিয়ে ব্যক্ত ও গুপ্ত হওয়া। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭৪) এই ইয়াহইয়া (রহঃ) হলেন যিয়াদ ফারার পুত্র। তাঁর রচিত একটি পুস্তক রয়েছে যার নাম মাআনিল কুরআন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়ন করার সময় যখন বিছানায় যেতেন তখন নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِه. أَنْتَ الْأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْأٰخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

'হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশ এবং মহান আরশের রাব্ব! হে আমাদের এবং সমস্ত জিনিসের রাব্ব! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! হে দানা ও বিচি উদ্‌গীরণকারী! এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে। আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিলনা, আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবেনা। আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গুপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার কাছে গুপ্ত নয়, আপনি আমাদেরকে ঋণমুক্ত রাখুন এবং আমাদেরকে দারিদ্রতা হতে মুক্ত রাখুন।' (আহমাদ ২/৪০৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সাহল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমরা যখন ঘুমানোর আয়োজন করতাম তখন আবূ সালিহ (রহঃ) আমাদেরকে আদেশ করতেন যে আমরা যেন ডান কাতে শয়ন করে নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করি ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِه. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْأٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، إِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

হে আল্লাহ, হে আকাশ, পৃথিবী এবং আরশের রাব্ব! আমাদের রাব্ব এবং সমস্ত কিছুর রাব্ব! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! হে দানা ও বিচি উদ্‌গীরণকারী! এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিলনা, আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবেনা। আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গুপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার কাছে গুপ্ত নয়, আমাদের ঋণের বোঝা আপনি দূর করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্রমুক্ত করুন। (মুসলিম ৪/২০৮৪)

৪। তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।	٤. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
৫। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, এবং আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।	٥. لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ
৬। তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, এবং তিনি অর্ন্তযামী।	٦. يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বময়

আল্লাহ তা'আলার যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা এবং তাঁর আরশে সমাসীন হওয়ার কথা সূরা আ'রাফের তাফসীরে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে এর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

কি পরিমাণ বৃষ্টিবিন্দু আকাশ হতে যমীনে পড়ে, কতটি শস্যবীজ মাটিতে পতিত হয়, কতটি চারা জন্মে, কি পরিমাণ শস্য ও ফল উৎপন্ন হয় এসব খবর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) আকাশে যা কিছু উত্থিত হয় অর্থাৎ মালাইকা এবং আমলসমূহ, এ সব কিছুই তিনি জানেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 'রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের পূর্বে তাঁর নিকট পৌঁছে যায়।' (মুসলিম ১/১৬২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন তা যেমনই হোক, যা'ই হোক। আর তোমরা স্থলে থাক বা পানিতে থাক, রাত হোক বা দিন হোক, তোমরা বাড়ীতে থাক অথবা বাড়ীর বাইরে থাক, সবই তাঁর অবগতির পক্ষে সমান। সদা-সর্বদা তাঁর দর্শন ও তাঁর শ্রবণ তোমাদের সাথে রয়েছে। তোমাদের সমস্ত কথা তিনি শুনছেন এবং তোমাদের অবস্থা তিনি দেখছেন। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব খবর তিনি রাখেন। যেমন ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا۟ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

জেনে রেখ, তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে; সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়,

তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনিতো অন্তরের কথাও জানেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫) অন্য আয়াতে আছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) সত্য কথা এটাই যে, তিনিই রাব্ব এবং প্রকৃত ও সত্য মা'বূদ তিনিই।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, জিবরাঈলের (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'ইহসানের অর্থ হল ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যে, তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ আর তুমি যদি তাঁকে না দেখ তাহলে এ বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।' (ফাতহুল বারী ১/১৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ

আমিতো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৩) তাঁর এই মালিকানার উপর আমাদের তাঁর প্রশংসা করা একান্ত কর্তব্য। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০) অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأَخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

(সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১) সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের উপর মালিকানা রয়েছে একমাত্র তাঁরই। সমস্ত আসমান ও যমীনের সৃষ্টজীব তাঁরই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, তাঁরই খাদেম এবং তাঁর সামনে অবনত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিনে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৩-৯৫) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الأمُورُ কিয়ামাত দিবসে আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।' তিনি তাঁর মাখলূকের মধ্যে যা চান হুকুম দিয়ে থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি অবিচার ও যুল্‌ম করেননা। বরং এক একটি সৎ আমলকে তিনি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে বড় প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০)

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে,

আর তিনি অন্তর্যামী। অর্থাৎ মাখলূকের মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটানো তাঁরই কাজ। স্বীয় হিকমাতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনও দিন বড় করেন ও রাত ছোট করেন এবং কখনও রাত বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনও দু'টিকেই সমান করে দেন। কখনও করেন শীতকাল, কখনও করেন গ্রীষ্মকাল এবং কখনও করেন বর্ষাকাল, কখনও বসন্তকাল, আর কখনও শরৎকাল। এ সব কিছুই বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন। وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনি সকলের অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েরও খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকেনা।

৭। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।	٧. ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٌ كَبِيرٌ
৮। তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহয় ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।	٨. وَمَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدۡعُوكُمۡ لِتُؤۡمِنُواْ بِرَبِّكُمۡ وَقَدۡ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ
৯। তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন,	٩. هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦٓ

تোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে আসার জন্য; আল্লাহতো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।	ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ
১০। তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবেনা? আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানাতো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।	١٠. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
১১। কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে একে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।	١١. مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

ঈমান আনা এবং দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের উপর এবং নিজের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন ও ওর উপর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার হিদায়াত করছেন এবং তাঁর পথে খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে সম্পদ হস্তান্তর রূপে দিয়েছেন, তোমরা তাঁর আনুগত্য হিসাবে তা থেকে ব্যয় কর এবং বুঝে নাও যে, এই সম্পদ যেমন অন্যের হাত হতে তোমার হাতে এসেছে, তেমনিভাবে তোমার হাত হতে সত্বরই অন্যের হাতে চলে যাবে। আর তোমার জন্য রয়ে যাবে হিসাব ও শাস্তি। এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, হয়তো তোমার উত্তরাধিকারী সৎ হবে এবং তোমার সম্পদকে আমার পথে খরচ করে আমার নৈকট্য লাভ করবে, আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে অসৎ হবে এবং মন্দ কাজে ও অন্যায় পথে তোমার সম্পদ উড়িয়ে দিবে এবং এই অন্যায় কাজের উৎস তুমিই হবে। কারণ তুমি যদি এ সম্পদ ছেড়ে না যেতে তাহলে তোমার ওয়ারিস এটা অন্যায় কাজে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পেতনা।

আবদুল্লাহ ইব্ন শিখখির (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দেন ঃ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সূরা তাকাসূর, ১০২ ঃ ১) অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'আদম সন্তান বলে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মালতো ওটাই যা সে খেয়েছে, পড়েছে এবং দান খাইরাত করেছে। যা সে খেয়েছে তা নিঃশেষ হয়েছে, যা সে পরিধান করেছে তা পুরানো হয়ে গেছে, আর যা সে আল্লাহর পথে দান করেছে তা তাঁর কাছে সঞ্চিত রয়েছে। আর যা সে ছেড়ে গেল তা অন্যদের মাল। সে তা লোকদের জন্য ছেড়ে গেল।' (আহমাদ ৪/২৪, মুসলিম ৪/২২৭৩) এ দু'টি কাজের প্রতি আল্লাহ তা'আলা উৎসাহ প্রদান করছেন এবং খুব বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহয় ঈমান আননা? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করছে। তিনি মানুষের নিকট দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন এবং তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শন করছেন।

সহীহ বুখারীর শরাহর প্রাথমিক অংশ কিতাবুল ঈমানে আমরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমাদের নিকট উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি কে?’ উত্তরে তাঁরা বলেন ঃ ‘মালাইকা/ফেরেশতাগণ।’ তিনি বলেন ঃ ‘তারাতো আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে, সুতরাং তারা ঈমানদার হয়েছে এতে বিস্ময়ের কি আছে?’ তখন তাঁরা বললেন ঃ ‘তাহলে নাবীগণ।’ তিনি বলেন ঃ ‘তাঁদের উপরতো অহী ও আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তাঁরাতো ঈমান আনবেনই।’ তাঁরা তখন বলেন ঃ ‘তাহলে আমরা।’ তিনি বলেন ঃ ‘কেন তোমরা ঈমানদার হবেনা? আমিতো তোমাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছি। জেনে রেখ যে, উত্তম বিস্ময়পূর্ণ ঈমানদার হল ঐ লোকেরা যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা সহীফা ও গ্রন্থসমূহে সবকিছুই লিপিবদ্ধ দেখে ঈমান আনয়ন করবে।’ (আল মাজমা’ ১০/৬৫)

সূরা বাকারাহর শুরুতে **اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩) এর তাফসীরেও আমরা এরূপ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করেছি।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা মানুষকে তাদের কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ **وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ** আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَـٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭)

এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এই মীসাক বা ‘অঙ্গীকার’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ অঙ্গীকার যা আদমের (আঃ) পৃষ্ঠে তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। মুজাহিদেরও (রহঃ) এটাই মতামত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَات আল্লাহই তাঁর বান্দার প্রতি (মুহাম্মাদ সঃ) সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যুল্‌ম, অবিচার ও অন্যায়ের অন্ধকার হতে বের করে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হিদায়াত ও সত্যের পথে আনয়ন করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

এটা আল্লাহ তা'আলার বড় মেহেরবানী যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন, সংশয়-সন্দেহ দূর করেছেন এবং হিদায়াত সুস্পষ্ট করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈমান আনা ও দান-খাইরাতের হুকুম করেন, তারপর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করেন এটা বর্ণনা দিয়ে যে, ঈমান না আনার এখন আর কোন ওযর বা সুযোগ নেই। দান-খাইরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন ঃ আমার পথে খরচ করতে থাক এবং দারিদ্রতাকে ভয় করনা। কারণ যাঁর পথে তোমরা খরচ করছ তিনি যমীন ও আসমানের ধন-ভাণ্ডারের একাই মালিক। আরশ ও কুরসী তাঁরই এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের এ দান-খাইরাতের প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯) অন্যত্র বলেন ঃ

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৬)

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে খরচ করতে থাকে এবং আরশের মালিক হতে কমে যাওয়ার ভয় করেনা, সত্বরই তিনি তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তারা জানেন যে, আল্লাহর পথে যা খরচ করছে তার প্রতিদান তারা ইহকালে ও পরকালে অবশ্যই পাবে।

মাক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করা ও জিহাদ করার মর্যাদা

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন ঃ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ যারা মাক্কা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি, কিন্তু তাদের সম্পদ ব্যয় করেছে তারা তাদের সমান নয় যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে এবং সম্পদও ব্যয় করেছে। কারণ মাক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলিমদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ এবং শক্তি ছিল খুবই কম। আর এজন্যও যে, ঐ সময় ঈমান শুধু ঐ লোকেরাই কবূল করত যাদের অন্তর ছিল দৃঢ়তাপূর্ণ। মাক্কা বিজয়ের পর মুসলিমদের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং বহু অঞ্চল বিজিত হয়। সুতরাং ঐ সময় ও এই সময়ের মধ্যে যে পার্থক্য, ঐ সময়ের মুসলিম ও এই সময়ের মুসলিমদের মধ্যেও সেই পার্থক্য। ঐ সময়ের মুসলিমরা অনেক বড় প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন, যদিও উভয় যুগের মুসলিমরাই প্রকৃত কল্যাণ লাভে অংশীদার। বেশির ভাগ বিজ্ঞজনই মনে করে থাকেন যে, যে অভিযানের কথা আয়াতে বলা হয়েছে তা হচ্ছে মাক্কার অভিযান। তবে শা'বি (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে, এখানে বিজয় দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। মুসনাদ আহমাদের নিম্নের রিওয়ায়াতটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করে ঃ

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আউফের (রাঃ) মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। খালিদ (রাঃ) আবদুর রাহমান ইব্ন আউফকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনি আমার কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলেই আমার উপর গর্ব প্রকাশ করছেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ 'আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) আমার জন্য ছেড়ে দাও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমরা উহুদ বা অন্য কোন পাহাড়ের সমান সোনা খরচ কর তবুও তাদের আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবেনা।' (আহমাদ ৩/২৬৬)

প্রকাশ থাকে যে, এটা খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা এবং তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আর যে মতানৈক্যের বর্ণনা এই হাদীসে রয়েছে তা বানু জাযাইমা গোত্রের ব্যাপারে ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের পর খালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে একদল সৈন্য ঐ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যখন তাঁরা সেখানে পৌঁছেন তখন ঐ লোকগুলো বলতে শুরু করে ঃ 'আসলামনা অর্থাৎ আমরা মুসলিম হয়েছি। কিন্তু না জানার কারণে 'আমরা

ইসলাম গ্রহণ করেছি' এ কথা না বলে 'সা'বানা' অর্থাৎ 'আমরা সা'বী বা বেদীন হয়েছি' এ কথা বলেন। কেননা 'কাফিরেরা মুসলিমদেরকে এ কথাই বলত। খালিদ (রাঃ) এই কথার ভাবার্থ বুঝতে না পেরে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এমন কি তাদের মধ্যের যারা বন্দী হয় তাদেরকেও হত্যা করার আদেশ করেন। এই ঘটনায় আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) খালিদের (রাঃ) বিরোধিতা করেন। এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপরে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) মন্দ বলনা। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও সোনা (আল্লাহর পথে) খরচ করে তবুও তাদের এক মুদ শস্যের সাওয়াবেও পৌঁছতে পারবেনা।[১] এমন কি অর্ধ মুদ সাওয়াবেও পৌঁছতে সক্ষম হবেনা।' (মুসলিম ৪/২৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ মাক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং পরেও যে কেহ যা কিছু আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করেছে তার প্রতিদান তিনি তাকে অবশ্যই প্রদান করবেন। কেহকেও বেশি দেয়া হবে এবং কেহকেও কম দেয়া হবে। সেটা স্বতন্ত্র কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এবং

[১] এক মুদ সমান এক কেজির দুই তৃতীয়াংশ।

উপবিষ্টদের উপর ধর্মযোদ্ধাগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৫)

অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও রয়েছে ঃ 'আল্লাহর নিকট সবল মু'মিন, দুর্বল মু'মিন হতে উত্তম ও অধিক প্রিয়, তবে কল্যাণ উভয়ের মধ্যে রয়েছে।' (মুসলিম ৪/২০৫২)

যদি এই আয়াতের এই বাক্যটি না থাকত তাহলে সম্ভবতঃ মানুষ এই পরবর্তীদেরকে তুচ্ছ মনে করত। এ জন্যই পূর্ববর্তীদের ফাযীলাত বর্ণনা করার পর সংযোগ স্থাপন করে মূল প্রতিদানে উভয়কে শরীক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। মাক্কা বিজয়ের আগের ও পরের মুসলিমদের ব্যাপারে তিনি মর্যাদায় যে পার্থক্য রেখেছেন তা অনুমান ভিত্তিক নয়, বরং সঠিক জ্ঞান দ্বারা। হাদীসে এসেছে ঃ 'এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম হতে বেড়ে যায়।' (নাসাঈ ৫/৫৯) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই আয়াতের বড় অংশের অংশীদার হলেন আবূ বাকর (রাঃ)। কেননা এর উপর আমলকারী সমস্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে ইনি নেতা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নিজের সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দিয়েছিলেন। এর প্রতিদান তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে চাননি।

আল্লাহর পথে উত্তম ঋণ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا** 'কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ?' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা। কেহ কেহ বলেন যে, উদ্দেশ্য হল ছেলে-মেয়েদেরকে খাওয়া-পড়া ইত্যাদিতে খরচ। হতে পারে যে, এ আয়াতটি সাধারণত্বের দিক দিয়ে দু'টি উদ্দেশ্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, (যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে) তার জন্য তিনি ওটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ **وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ** 'এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।' (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৫) অর্থাৎ উত্তম পুরস্কার ও পবিত্র রিয্ক এবং কিয়ামাতের দিনে জান্নাত।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবুদ্ দাহদাহ আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ 'হ্যাঁ, হে আবুদ্ দাহদাহ!' তখন আবুদ্ দাহদাহ (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার হাতটি আমাকে দেখান (আপনার হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিন)।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতটি আবুদ্ দাহদাহর (রাঃ) হাতে রাখলেন। আবুদ্ দাহদাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ 'আমি আমার ঐ বাগানটি আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ স্বরূপ দিলাম। তার ঐ বাগানটিতে ছয়শটি খেজুরের গাছ ছিল।' তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা ঐ বাগানে বসবাস করতেন। তিনি এলেন এবং বাগানের দরযার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডাক দিলেন। স্ত্রী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এলেন। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি (ছেলে-মেয়ে নিয়ে) বেরিয়ে এসো। আমি আমার মহামহিমান্বিত রাব্বকে এ বাগানটি ঋণ স্বরূপ দিয়ে দিয়েছি।' স্ত্রী খুশি হয়ে বললেন ঃ 'এটাতো খুবই লাভজনক ব্যবসা।' অতঃপর তিনি ছেলে-মেয়ে ও ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কতইনা গুচ্ছ গুচ্ছ মিষ্টি খেজুর আবুদ্ দাহদাহর (রাঃ) জন্য জান্নাতে রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ কতইনা প্রচুর সুস্বাদু খেজুরের গুচ্ছ আবুদ দাহদাহর (রাঃ) জন্য জান্নাতে রয়েছে, যার শাখাগুলি ইয়াকূত ও মনিমুক্তার। (আহমাদ ৩/১৪৬, ইব্‌ন আবী হাতিম ২৪৩০, তাবারী ২/২৪৫)

১২। সেদিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে,

١٢. يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ

ٱلْيَوْمَ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ	এটাই মহা সাফল্য।
١٣. يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَـٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ	১৩। সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।
١٤. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِىُّ	১৪। মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে ঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ; তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা

حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ	তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত, আর মহা প্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।
١٥. فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ ۖ هِىَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ	১৫। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের মাওলা যোগ্য স্থান। , কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!

কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাসীদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী নূর প্রদান করা হবে

দান-খাইরাতকারী মু'মিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন তারা তাদের সৎ আমল অনুযায়ী নূর বা জ্যোতি লাভ করবে। ঐ জ্যোতি তাদের সাথে সাথে থাকবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা তাদের আমলের পরিমান অনুযায়ী দ্রুত থেকে দ্রুততর পুলসিরাত পার হবে। তাদের কারও কারও জ্যোতি হবে পাহাড়ের সমান, কারও হবে খেজুর গাছের সমান এবং কারও হবে দণ্ডায়মান মানুষের দেহের সমান। যে মু'মিনদের জ্যোতি সবচেয়ে কম হবে তার শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর থাকবে, যা কখনও জ্বলবে এবং কখনও নিভে যাবে। (তাবারী ২৩/১৭৯)

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ প্রথমতঃ প্রত্যেক লোককেই নূর দেয়া হবে। কিন্তু যখন পুলসিরাতের উপর যাবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। এ দেখে মু'মিনরাও ভীত হয়ে পড়বে যে, না জানি হয়তো তাদেরও জ্যোতি নিভে যাবে। তখন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জন্য আমাদের নূর পূরা করে দিন!'

যাহহাক (রহঃ) আরও বলেন যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ

যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে (শেষ পর্যন্ত)। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য।

কিয়ামাত দিবসে মুনাফিকদের অবস্থা

এর পরবর্তী আয়াতে কিয়ামাতের মাঠের ভয়াবহ ও কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে, সেখানে খাঁটি ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোক যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলেছে তারা ছাড়া আর কেহই পরিত্রাণ পাবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ *সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করে লাভবান হতে পারি।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন অন্ধকার পূর্ণভাবে ছেয়ে যাবে এবং মানুষ তার হাতটিও দেখতে পাবেনা তখন আল্লাহ তা'আলা একটা নূর প্রকাশ করবেন। মুসলিমরা আলো দেখতে পেয়ে ঐ দিকে যাবে, তখন মুনাফিকরাও তাদের পিছন পিছন যেতে শুরু করবে। মু'মিনরা যখন সামনের দিকে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে তখন মুনাফিকদের থেকে আলো সরিয়ে নেয়া হবে। তখন তারা মুসলিমদেরকে বলবে ঃ

انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। মু'মিনগণ উত্তরে বলবেন ঃ

ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ তোমরা পিছনে অন্ধকারে ফিরে যাও এবং সেখানে আলোর সন্ধান কর। (তাবারী ২৩/১৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে যে দেয়ালের কথা বলা হয়েছে তা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত। (তাবারী ২৩/১৮২, ইব্ন আবী সাইবাহ ১৩/১৭৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে যে দেয়ালের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে রয়েছে একটি পর্দা রয়েছে (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৬) মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/১৮২) এবং ইহাই সঠিক। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ **بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ** জান্নাত এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছুতে রয়েছে শান্তি! আর **وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ** জাহান্নাম, যেখানে রয়েছে আগুন এবং দহনের যন্ত্রণা! কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/১৮৪)

তখন এই মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবে ঃ 'দেখ, দুনিয়ায় আমরা তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম, জুমু'আর সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতাম, আরাফাতে ও যুদ্ধের মাঠে এক সাথে থাকতাম এবং এক সাথে অবশ্য পালনীয় কাজগুলি পালন করতাম (সুতরাং আজ আমাদেরকে তোমাদের সাথেই থাকতে দাও, পৃথক করে দিওনা)।' তখন মু'মিনরা বলবে ঃ 'দেখ, কথা তোমরা ঠিকই বলছ বটে, কিন্তু **وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ** নিজেদের কৃতকর্মগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করতো! সারা জীবন তোমরা কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ডুবে থেকেছ। 'আজ তাওবাহ করব, কাল মন্দ কাজ পরিত্যাগ করব' এ করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছ এবং মুসলিমদের পরিনাম কি হয় তার দিকেই চেয়ে থেকেছ। কিয়ামাত যে সংঘটিত হবেই এ বিশ্বাসও তোমাদের ছিলনা, কিংবা তোমরা এই আশা পোষণ করতে যে, যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয়েও যায় তাহলে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর মৃত্যু পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ার তাওফীক তোমরা লাভ করনি এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে

প্রতারক শাইতান তোমাদেরকে প্রতারণার মধ্যেই ফেলে রেখেছিল। অবশেষে আজ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছ।' ভাবার্থ হল ঃ হে মুনাফিকের দল! দৈহিক রূপে তোমরা আমাদের সাথে ছিলে বটে, কিন্তু অন্তর ও নিয়াতের সাথে আমাদের সঙ্গে ছিলেনা। বরং সন্দেহ ও রিয়াকারীর মধ্যেই পড়েছিলে এবং মন দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করারও সৌভাগ্য তোমরা লাভ করনি।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে বিয়ে-শাদী, মাজলিস-সমাবেশ এবং জীবন-মরণ ইত্যাদিতে শরীক থাকত। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক করে দেয়া হবে। বিচার দিবসে উভয় দলকে আলো দেয়া হবে। কিন্তু মুনাফিকরা যখন প্রাচীরের কাছে পৌঁছবে তখন তাদের আলো নিভে যাবে এবং উভয় দল পৃথক হয়ে যাবে। (তাবারী ২৩/১৮৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَأْوَاكُمُ النَّارُ আগুনই হবে তোমাদের সবশেষ ঠিকানা এবং ওটাই হবে তোমাদের বাসস্থানের জায়গা। অতঃপর তিনি বলেন هِيَ مَوْلَاكُمْ অন্য যে কোন বাসস্থান থেকে ওটাই হবে তোমাদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ। কারণ তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে। এবার বুঝে নাও, কেমন তোমাদের সর্বশেষ ঠিকানা!

১৬। যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।	١٦. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

১৭। জেনে রেখ, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।	١٧. ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ

খুশুর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং আহলে কিতাবীদের অনুসরণ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ মু'মিনদের জন্য কি এখনও ঐ সময় আসেনি যে, তারা আল্লাহর যিক্র, নাসীহাত, কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নাবীর হাদীসসমূহ শুনে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়? তারা শুনে ও মানে, আদেশসমূহ পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকে?

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'ঈমান আনার চার বছর অতিক্রান্ত হতেই আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিন্দা করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (মুসলিম ৪/২৩১৯, নাসাঈ ৬/৪৮১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন এরা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে ইয়াহুদী- নাসারাদের মত হতে নিষেধ করছেন। তারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিতাবুল্লাহকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে নিজেদের মনগড়া মত ও কিয়াসের পিছনে পড়ে গিয়েছিল। নিজেদের আবিষ্কৃত উক্তিগুলি তারা মানতে থাকে। আল্লাহর দীনে তারা অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে। নিজেদের আলেম ও দরবেশদের সনদবিহীন কথাগুলো তারা দীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই দুষ্কার্যের শাস্তি হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয় কঠোর করে দেন। কোন প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন তাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরাতে

সক্ষম হয়না। তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও প্রকাশ্য দুষ্কৃতিকারী হয়ে যায়। তাদের অন্তর অপবিত্র এবং আমলও মূল্যহীন হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ لَعَنَّـٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَـٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ

বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে বসেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৩) অর্থাৎ তাদের অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা আল্লাহর কথাগুলির পরিবর্তন ঘটায়, সৎকার্যাবলী পরিত্যাগ করে এবং অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই রাব্বুল আ'লামীন এই উম্মাতকে সতর্ক করছেন ঃ সাবধান! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত হয়োনা। সর্বদিক দিয়েই তাদের হতে পৃথক থাক। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ জেনে রেখ যে, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে ঐ বিষয়ের দিকে যে, আল্লাহ তা'আলা কঠোর হৃদয়কে কঠোরতার পরেও নরম করে দিতে সক্ষম। পথভ্রষ্টদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার পরেও তিনি সরল সঠিক পথে আনয়নের ক্ষমতা রাখেন। বৃষ্টি যেমন শুষ্ক ভূমিকে সিক্ত করে, তেমনই আল্লাহ তা'আলা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতে পারেন। অন্তর যখন গুমরাহীর অন্ধকারে ছেয়ে যায় তখন আল্লাহর কিতাবের আলো আকস্মিকভাবে ঐ অন্তরকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। আল্লাহর অহী অন্তরের তালা-চাবি স্বরূপ। সত্য ও সঠিক হিদায়াতকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। তিনিই পথভ্রষ্টতার পর সরল সঠিক পথে আনয়নকারী। তিনি যা চান তাই করে থাকেন। তিনি বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার অধিকারী। তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

১৮। দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম	١٨. إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ

وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ	ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।
١٩. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ	১৯। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, তারাই তাদের রবের নিকট সত্যনিষ্ঠ ও শহীদ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরী করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

সাদাকাহকারী, বিশ্বাসী এবং শহীদদের পুরস্কার এবং অবিশ্বাসী কাফিরদের ঠিকানা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ফকীর, মিসকীন ইত্যাদি অভাবগ্রস্ত দেরকে যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে স্বীয় হালাল ধন-সম্পদ থেকে সৎ নিয়তে দান করে, আল্লাহ বিনিময় হিসাবে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে ঐ দান দশ গুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং তারও বেশি বৃদ্ধি করবেন। তাদের জন্য রয়েছে বেহিসাব সাওয়াব ও মহাপুরস্কার। তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِه أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরাই সিদ্দীক ও

শহীদ। এই দুই গুণের অধিকারী শুধুমাত্র এই ঈমানদার লোকেরাই। আল আমাশ (রহঃ) আবূ আদ দুহা (রহঃ) থেকে, তিনি মাশরূক (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে **أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ** এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, তারা হলেন তিন ধরনের লোক ঃ যারা দান-সাদাকাহ করে, যারা সত্যবাদী এবং যারা শহীদ। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ

আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৯) এখানেও সিদ্দীক ও শহীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, যার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এঁরা দুই শ্রেণীর লোক। সিদ্দীকের মর্যাদা নিঃসন্দেহে শহীদ অপেক্ষা বেশী।

ইমাম মালিক (রহঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতবাসীরা তাদের অধিক মর্যাদা প্রাপ্ত জান্নাতীদেরকে এভাবেই দেখবে যেমন তোমরা পূর্ব দিকের ও পশ্চিম দিকের উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আকাশ প্রান্তে দেখে থাক।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জান্নাত লাভের মর্যাদাতো শুধু নাবীদের, তাঁরা ছাড়া এ মর্যাদায় অন্য কেহ পৌঁছতে পারবে কি?' জবাবে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এরা হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছে।' ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/৩৬৮, ৪/২১৭৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ তারা জান্নাতের বাগানে অবস্থান করবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, শহীদদের রূহ সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা পানাহার করে ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে ঝাড়বাতির মধ্যে আশ্রয় নেয়। তাদের রাব্ব তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ

‘তোমরা কি কিছু চাও?’ উত্তরে তারা বলে ঃ ‘আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আবার আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি।’ আল্লাহ তা‘আলা জবাবে বলেন ঃ ‘আমিতো এই ফাইসালা করেই দিয়েছি যে, দুনিয়ায় কেহ পুনরায় ফিরে যাবেনা।’ (মুসলিম ৩/১৫০২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি। ঐ নূর বা জ্যোতি তাদের সামনে থাকবে এবং তা তাদের আমলের স্তর অনুযায়ী হবে।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘শহীদগণ চার প্রকার। (এক) ঐ পাকা ঈমানদার যে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে, অবশেষে শহীদ হয়েছে। সে এমনই ব্যক্তি যে, (তার মর্যাদা দেখে) লোকেরা তার দিকে এভাবে তাকাবে।’ ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা এমনভাবে উঠালেন যে, তাঁর টুপিটি মাথা হতে নীচে পড়ে যায়। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় উমারেরও (রাঃ) মাথার টুপি নীচে পড়ে যায়। (দুই) ঐ ব্যক্তি যে ঈমানদার বটে এবং জিহাদের জন্য বেরও হয়েছে। হঠাৎ একটি তীর এসে তার দেহে বিদ্ধ হয় এবং দেহ হতে রূহ বেরিয়ে যায়। এ ব্যক্তি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। (তিন) ঐ ব্যক্তি যার ভাল ও মন্দ উভয় আমল রয়েছে। সে জিহাদের মাঠে নেমেছে এবং আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাফিরদের হাতে নিহত হয়েছে। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। (চার) ঐ ব্যক্তি যার পাপ খুব বেশি আছে। সে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে। এ হল চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ।’ (আহমাদ ১/২৩) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান গারীব বলেছেন। (৫/২৭৪)

এই সৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা অসৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

২০। তোমরা জেনে রেখ যে, পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ,	٢٠. ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ

وَتَفَاخُرٌۢ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَـٰدِ‌ۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَٰهُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَـٰمًا‌ۖ وَفِى ٱلۡأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغۡفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٌ‌ۚ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلۡغُرُورِ	ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; ওর উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ দেখতে পাও; অবশেষে ওটা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে (অবিশ্বাসীদের জন্য) রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং (সৎপথ অনুসারীদের জন্য রয়েছে) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।
٢١. سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ‌ۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُ‌ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ	২১। তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ত-তায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

এ দুনিয়ার জীবন হল ক্ষণিকের খেল-তামাশা

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই অতি ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও নগণ্য। **أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ** এখানে দুনিয়াবাসীর জন্য রয়েছে শুধুমাত্র ক্রীড়া-কৌতুক, শান-শওকত, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবস্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪)

এরপর পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এর শ্যামল-সজীবতা ধ্বংসশীল, এখানকার নি‘আমাতরাশি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। **غَيْث** বলা হয় ঐ বৃষ্টিকে যা মানুষের নৈরাশ্যের পর বর্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৮) সুতরাং যেমন বৃষ্টির কারণে যমীনে শস্য উৎপাদিত হয়, ক্ষেতের শস্য আন্দোলিত হতে থাকে এবং কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অনুরূপভাবে দুনিয়াবাসী কাফিরেরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পণ্যদ্রব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ করে অহংকারে ফুলে ওঠে। কিন্তু পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, ক্ষেতের ঐ সবুজ-শ্যামল ও নয়ন তৃপ্তিকর শস্য শুকিয়ে যায় এবং শেষে খড় কুটায় পরিণত হয়। ঠিক তদ্রূপ দুনিয়ার জীবনও তাই। দুনিয়ার সজীবতা ও চাকচিক্য এবং ভোগ্যবস্তু সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। প্রথমে আসে যৌবন, এর পরে অর্ধবয়স এবং শেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে চলৎশক্তিহীনে পরিণত হয়। তার শৈশব,

কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য, এসব অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনাবস্থার রক্তের গরম এবং শক্তির দাপট, আর কোথায় বার্ধক্যাবস্থার দুর্বলতা, কোমরের বক্রতা ও অস্থির শক্তিহীনতা! যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ ضَعۡفًا وَشَيۡبَةً ۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡقَدِيرُ

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪)

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় দেখাচ্ছেন ও অপরটির প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলেন ঃ

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং ওটা নিজের সাথে নিয়ে আসছে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি এবং তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়াতো শুধু প্রতারণার বেড়া। যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার অবস্থা এমনই হয় যে, এই দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সে খেয়ালই করেনা। দিন-রাত ওর চিন্তায়ই সে ডুবে থাকে। এই নশ্বর ও ধ্বংসশীল জগতকে সে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার এমন অবস্থাও হয় যে, সে আখিরাতকে অস্বীকার করে বসে।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য জান্নাত জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী, জাহান্নামও অনুরূপ।' (আহমাদ ১/৩৮৭, ফাতহুল বারী ১১/৩২৮) সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, ভাল ও মন্দ মানুষের খুবই নিকটে রয়েছে। তাই মানুষের উচিত মঙ্গলের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং মন্দ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাতে পাপ ও অন্যায় ক্ষমা হয়ে যায় এবং সাওয়াব ও মর্যাদা উঁচু হয়। এ জন্যই এর পরপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ
তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ত তায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ

তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ *যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।* অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে ঐ গুণাগুণ প্রদান করেছেন যার ফলে তারা তাঁর রাহমাত, প্রাচুর্যতা এবং ধৈর্যশক্তি লাভ করেছেন।

ইতোপূর্বে একটি বিশুদ্ধ হাদীস গত হয়েছে যে, একবার মুহাজিরদের মধ্য হতে দরিদ্র লোকেরা আরয করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্পদশালী লোকেরাতো জান্নাতের উচ্চশ্রেণী ও চিরস্থায়ী নি'আমাত রাশির অধিকারী হয়ে গেলেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ 'এটা কিরূপে?' উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ 'সালাত, সিয়ামতো তাঁরা ও আমরা সবাই পালন করি। কিন্তু মাল-ধনের কারণে তাঁরা দান খাইরাত ও গোলাম আযাদ করে থাকেন। কিন্তু আমরা দারিদ্রের কারণে এ কাজ করতে পারিনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ 'এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা তা কর তাহলে তোমরা সবারই অগ্রবর্তী হবে। তবে তাদের উপর তোমরা প্রাধান্য লাভ করতে পারবেনা যারা নিজেরাও এ কাজ করতে শুরু করবে। তা হল এই যে, তোমরা প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে।' কিছুদিন পর ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী ভাইয়েরাও পেয়ে গেছেন এবং তাঁরাও এটা পড়তে শুরু করেছেন!' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন।' (মুসলিম ১/৪১৬)

২২। পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত-ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।	٢٢. مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ
২৩। এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেননা ঔদ্ধত ও অহংকারীদেরকে,	٢٣. لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
২৪। যারা কার্পন্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	٢٤. ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

মানুষের উপর যা কিছু ঘটে তা তার জন্য নির্ধারিত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলূকাতকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে কোন বিপর্যয় আসে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কারও উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ওটা হওয়া নিশ্চিতই ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণসমূহ সৃষ্টি করার পূর্বেই ওদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সঠিকতম কথা এটাই যে, মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল।

যে কেহর কোন আঁচড় লাগে বা পা পিছলে পড়ে কোন আঘাত লাগে কিংবা কোন কঠিন পরিশ্রমের কারণে ঘর্ম নির্গত হয়, এসবই তার পাপের কারণেই হয়ে থাকে। আরও বহু পাপ রয়েছে যেগুলো গাফূরুর রাহীম আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তাবারী ২৩/১৯৬)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যমীন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর নির্ধারণ করেন। (আহমাদ ২/১৬৯) অন্য রিওয়ায়াতে আরও আছে যে, তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। (মুসলিম ৪/২০৪৪, তিরমিযী ৬/৩৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ কোন কিছু অস্তিত্বে আসার পূর্বে ওটা জেনে নেয়া, ওটা হওয়ার জ্ঞান লাভ করা এবং ওটাকে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট মোটেই কঠিন নয়। তিনিইতো ওগুলির সৃষ্টিকর্তা। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে তা তাঁর সীমাহীন জ্ঞানে সবই অন্তর্ভুক্ত করে।

ধৈর্য ধারণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ প্রদান

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ আমি তোমাদেরকে এ খবর এজন্যই দিলাম যে, তোমাদের উপর যে বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা কখনও টলানোর ছিলনা এ বিশ্বাস যেন তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সুতরাং বিপদের সময় যেন তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা এবং রূহানী শক্তি বিদ্যমান থাকে। তোমরা যেন হায়, হায়, হা-হুতাশ না কর এবং অধৈর্য হয়ে না পড়। তোমরা যেন নিশ্চিন্ত থাক যে, এ বিপদ আসারই ছিল। অনুরূপভাবে যদি তোমরা ধন-সম্পদ, বিজয় ইত্যাদি

অযাচিতভাবে লাভ কর তাহলে যেন অহংকারে ফেটে না পড়। এমন যেন না হও যে, ধন-মাল পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে। এই সময়েও তোমাদের সামনে আমার শিক্ষা থাকবে যে, তোমাদেরকে ধন-মালের মালিক করে দেয়া আমারই হাতে, এতে তোমাদের কোনই কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ যারা মানুষের সাথে উদ্ধত ব্যবহার করে এরূপ অহংকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেননা। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'অশান্তি ও শান্তি এবং আনন্দ ও নিরানন্দ সব মানুষের উপরই আসে। আনন্দকে কৃতজ্ঞতায় এবং দুঃখকে ধৈর্যধারণে কাটিয়ে দাও।'

কৃপণতা না করার আদেশ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ এ লোকগুলো নিজেরাও কৃপণ এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে তাঁর কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। কেননা তিনি সমস্ত মাখলূক হতে অভাবমুক্ত ও বেপরোয়া। তিনিতো প্রশংসার্হ। যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮)

২৫। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে	٢٥. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ	**দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।**

নাবী/রাসূলগণকে মু'জিযা ও স্পষ্ট দলীলসহ পাঠানো হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَات আমি আমার রাসূলদেরকে (আঃ) মু'জিযা দিয়ে, স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে এবং পূর্ণ দলীলসমূহ দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি। সাথে সাথে তাদেরকে কিতাবও প্রদান করেছি যা খাঁটি, পরিষ্কার ও সত্য। আর দিয়েছি আদল ও হক, যা দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের কথাকে কবূল করে নিতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়। তবে হ্যাঁ, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং বুঝেও বুঝতে চায়না তারা এর থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়েম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী আবৃত্তি করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا

আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৭) সুতরাং এখানে তিনি বলেন ঃ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط এটা এ জন্য যে, মানুষ যেন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে এবং তাঁর আদেশ পালন করে। তারা যেন রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কেননা তাঁর কথার মত অন্য কারও কথা সরাসরি সত্য নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) কারণ এটাই যে, যখন মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পুরাপুরিভাবে আল্লাহর নি'আমাতের অধিকারী হবে তখন তারা বলবে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩)

লোহার উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ আমি সত্য অস্বীকারকারীদেরকে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যারা তার বিরোধিতা করে তাদের দমন করার লক্ষ্যে লোহা তৈরী করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় সুদীর্ঘ তেরো বছর মুশরিকদেরকে বুঝাতে, তাওহীদ ও সুন্নাতের দা'ওয়াত প্রদানে এবং তাদের বদ আকীদা সংশোধন করণে কাটিয়ে দেন। তারা স্বয়ং তাঁর উপর যেসব বিপদ আপদ চাপিয়ে দেয় তা তিনি সহ্য করেন। কিন্তু যখন এই দা'ওয়াতের কাজ পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে হিজরাত করার আদেশ দেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। যারা কুরআনকে অস্বীকার করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দা'ওয়াতের কাজে বাধা দিয়েছে তাদের কপালে ও ঘাড়ে আঘাত করে যমীনকে আল্লাহর অহীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের হতে পবিত্র করা হোক।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের পূর্বে আমিই তরবারীসহ প্রেরিত

হয়েছি যে পর্যন্ত না শরীক বিহীন এক আল্লাহরই ইবাদাত করা হয়। আর আমার রিয্ক আমার বর্শার ছায়ার নীচে রেখে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননা ঐ লোকদের জন্য যারা আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আমল করে সে তাদেরই একজন। (আবূ দাঊদ ৪/৩১৪, আহমাদ ২/৫০)

সুতরাং লৌহ দ্বারা মারণাস্ত্র তৈরী করার ব্যাপারে সবকিছুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তরবারী, বর্শা, ছুরি, তীর, বর্ম এবং আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও। এছাড়া এর দ্বারা জনগণ আরও বহু উপকার লাভ করে। যেমন এই লৌহ দ্বারা মুদ্রা, কুড়াল, কোদাল, দা, আরী, চাষের যন্ত্রপাতি, বয়নের যন্ত্রপাতি, রান্নার পাত্র, রুটির তাওয়া ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করে থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে চোখে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই অস্ত্র-শস্ত্রগুলি হাতে তুলে নিয়ে সৎ উদ্দেশে কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করতে চায় তা আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান। আল্লাহতো শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তাঁর দীনের যে সাহায্য করবে সে নিজেরই সাহায্য করবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের দীনকে শক্তিশালী করেন। তিনিতো জিহাদের ব্যবস্থা করেছেন বান্দাদেরকে শুধু পরীক্ষা করার জন্য। বান্দার সাহায্যের তাঁর কোনই প্রয়োজন নেই। বিজয় ও সাহায্যতো তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে।

২৬। আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নাবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎ পথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।	٢٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

٢٧. ثُمَّ قَفَّيۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيۡنَا بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ وَجَعَلۡنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأۡفَةً وَرَحۡمَةً وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنَٰهَا عَلَيۡهِمۡ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ رِضۡوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوۡهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَـَٔاتَيۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۡهُمۡ أَجۡرَهُمۡ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ

২৭। অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূল-গণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু দরবেশী জীবনতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি করেছিলাম পুরস্কৃত এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

অধিকাংশ নাবী/রাসূলের কাওম ছিল ধর্মদ্রোহী

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ও রাসূল নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত যত নাবী এসেছেন সবাই নূহের (আঃ) বংশধর রূপে এসেছেন। আবার ইবরাহীম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নাবী/রাসূল এসেছেন সবাই ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর রূপে এসেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَجَعَلۡنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭) বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। সুতরাং নূহ (আঃ) ও ইবরাহীমের (আঃ) পরে বরাবরই রাসূলদের ক্রমধারা জারী থেকেছে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত, যাঁকে ইঞ্জীল প্রদান করা হয় এবং যাঁর অনুসারী উম্মাত কোমল হৃদয় ও নরম মেজায রূপে পরিগণিত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ ভীতি এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া, এই পবিত্র গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

এরপর খৃষ্টানদের একটি বিদ‘আতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তাদের শারীয়াতে ছিলনা, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ থেকে ওটা আবিষ্কার করে নিয়েছিল। ওটা হল সন্ন্যাসবাদ। এর পরবর্তী বাক্যের (আয়াতের) দু’টি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশেই তারা এটা প্রবর্তন করেছিল। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ গুরুজনের এটাই উক্তি। (তাবারী ২৩/২০৩) দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ আমি তাদের উপর এটা ওয়াজিব করিনি, বরং আমি তাদের উপর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ওয়াজিব করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। যেমনভাবে তাদের এটা পালন করা উচিত ছিল তেমনভাবে তারা পালন করেনি। সুতরাং তারা দু’টি মন্দ কাজ করল। (এক) তারা নিজেদের পক্ষ হতে আল্লাহর দীনে নতুন পন্থা আবিষ্কার করল। (দুই) যেটাকে তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করেছিল, ওর উপরও তারা প্রতিষ্ঠিত থাকলনা।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঈসার (আঃ) পরে বানী ইসরাঈলের বাদশাহরা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু কতক লোক ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আসল তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের হাতে থাকে যা তারা তিলাওয়াত করত। একবার আল্লাহর কিতাবে রদবদলকারী লোকেরা তাদের বাদশাহর কাছে এই খাঁটি মু’মিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ঃ ‘এই লোকগুলো আল্লাহর কিতাব বলে যে কিতাব পাঠ করে তাতেতো আমাদেরকে গালি দেয়া হয়েছে। তাতে লিখিত আছে ঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী বিচার করেনা, এমন লোকতো পূর্ণ কাফির। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) এ ধরনের আরও বহু আয়াত

রয়েছে। এ লোকগুলো আমাদের কাজের উপর দোষারোপ করে। সুতরাং আপনি তাদেরকে আপনার কাছে ডাকিয়ে নিন এবং তাদেরকে বাধ্য করুন যে, হয় তারা কিতাব ঐভাবে পাঠ করুক যেভাবে আমরা পাঠ করি এবং ঐরূপ আকীদাহ ও বিশ্বাস রাখুক যেরূপ বিশ্বাস আমরা রাখি।

তাদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ খাঁটি মু'মিনদেরকে বাদশাহর দরবারে ডেকে পাঠানো হল। তাদেরকে বলা হল ঃ 'হয় তোমরা আমাদের সংশোধনকৃত (বিকৃত) কিতাব পাঠ কর এবং তোমাদের হাতে যে আল্লাহ প্রদত্ত মূল কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিল রয়েছে তা পরিত্যাগ কর, না হয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও এবং বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হও।' তখন ঐ পবিত্র দলগুলির একটি দল বলল ঃ ' আমাদের প্রতি তোমরা কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছ? বরং তোমরা আমাদের জন্য একটি উঁচু বাড়ী তৈরী কর এবং আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে দাও। আমাদের জন্য রশি ইত্যাদির ব্যবস্থা কর যদ্বারা, আমাদের জন্য যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য রেখে দিবে তা আমরা উপর থেকে টেনে উঠিয়ে নিব। এভাবে তোমরা আমাদের সাহচার্য থেকে দূরে থাকবে।' আর একটি দল বলল ঃ 'আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা এখান হতে হিজরাত করে অন্যত্র চলে যাব। আমরা পাহাড়ে/জঙ্গলে চলে যাব। সেখান হতে আমরা জানোয়ারের মত খাদ্য ও পানীয় পান করব। এরপরে যদি তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ে দেখতে পাও তাহলে নির্দ্বিধায় আমাদেরকে হত্যা কর।' তৃতীয় দলটি বলল ঃ 'তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ের এক প্রান্তে বসবাস করার জন্য (গীর্জার জন্য) কিছু ভূখণ্ড দিয়ে দাও এবং নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দাও। আমরা সেখানেই কূপ খনন করব এবং চাষাবাদ করব। তোমাদের লোকালয়ে আমরা কখনই আসবনা।' এই আল্লাহভীরু দলগুলির সাথে ঐ লোকগুলির আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বলে তারা এদের আবেদন মঞ্জুর করল এবং এ লোকগুলি নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা **وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ** ... *কিন্তু দরবেশী জীবনতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি* এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৩/২০৩, নাসাঈ ৮/২৩১)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক নাবীর (আঃ) জন্যই সন্ন্যাসবাদ ছিল এবং

আমার উম্মাতের সন্ন্যাসবাদ হল মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' (আহমাদ ৩/২৬৬, আবুল ইয়ালা ৪২০৪)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে একজন লোক এসে বলে ঃ 'আমাকে কিছু অসিয়ত করুন।' তিনি তাকে বলেন ঃ 'তুমি আমার কাছে যে আবেদন করলে এই আবেদন আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলাম। সুতরাং আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি। এটাই সমস্ত সৎ কাজের মূল। তুমি জিহাদকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে নাও। এটাই হল ইসলামের সন্ন্যাসবাদ। আর আল্লাহর যিক্‌র এবং কুরআন পাঠকে তুমি নিজের উপর অবশ্য পালনীয় করে নাও। এটাই আকাশে তোমার মর্যাদার স্তর নির্ধারক এবং পৃথিবীতে তোমার সুনামের ভিত্তি।' (আহমাদ ৩/৮২)

২৮। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

২৯। এটা এ জন্য যে, কিতাবীরা যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই; অনুগ্রহ আল্লাহরই এখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা

٢٩. لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو

অনুগ্রহশীল।	ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ.

আহলে কিতাবীরা ঈমান আনলে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে মু'মিনদের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে এর দ্বারা আহলে কিতাবের মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তারা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। যেমন সূরা কাসাসের আয়াতে (৫২-৫৪ নং আয়াত) রয়েছে। আর একটি হাদীসে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। (এক) ঐ আহলে কিতাব, যে তার নাবীর (আঃ) উপর ঈমান এনেছে, তারপর আমার উপরও ঈমান এনেছে। সে দ্বিগুণ বিনিময় লাভ করবে। (দুই) ঐ গোলাম, যে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে এবং তার মনিবের হক আদায় করে। তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। (তিন) ঐ ব্যক্তি, যে তার ক্রীতদাসীকে যথাযথ শিক্ষা দিয়েছে এবং শরয়ী আদব শিখিয়েছে। অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে। তার জন্যও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ১/২২৯, মুসলিম ১/১৩৪) যাহহাক (রহঃ), উতবাহ ইব্‌ন আবী হাকিম (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এই মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৩/২০৮, ২১০)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانًا وَيُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণায়ক শক্তি দান করবেন, আর তোমাদের দোষক্রটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৯)

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদেরকে একটি সাওয়াবের বিনিময়ে সর্বাধিক কতগুণ প্রদান করা হয়? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'সাড়ে তিনশ' গুণ পর্যন্ত।' তখন উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের দ্বিগুণ দিয়েছেন।' সাঈদ (রহঃ) এটা বর্ণনা করার পর মহামহিমান্বিত আল্লাহর يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ... এ উক্তিটিই তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২৩/২১০)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার কোন একটি কাজে কতকগুলো লোক নিয়োগ করার ইচ্ছা করল। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল ঃ 'এমন কেহ আছে কি যে আমার নিকট হতে এক কীরাত (স্বর্ণ ওযন করার বিশেষ পরিমান) গ্রহণ করবে এবং এর বিনিময়ে ফাজর হতে যুহর পর্যন্ত আমার কাজ করবে?' তার এ কথা শুনে ইয়াহুদরা কাজ করল। সে আবার জিজ্ঞেস করল ঃ 'যে যুহর হতে আসর পর্যন্ত কাজ করবে তাকে আমি এক কীরাত প্রদান করব।' এতে নাসারাগণ রাযী হল এবং কাজ করল (ও মজুরী নিল)। পুনরায় লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ 'আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত যে কাজ করবে তাকে আমি দুই কীরাত প্রদান করব।' তখন তোমরা (মুসলিমরা) কাজ করলে। তাই ইয়াহুদী ও নাসারারা খুবই অসন্তুষ্ট হল। তারা বলতে লাগল ঃ 'আমরা কাজ করলাম বেশি অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম।' তখন তাদেরকে বলা হল ঃ তোমাদের হক কি নষ্ট করা হয়েছে?' তারা উত্তরে বলল ঃ 'না, আমাদের হক নষ্ট করা হয়নি বটে।' তখন তাদেরকে বলা হল ঃ 'তাহলে এটা হল আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা এটা প্রদান করি।' (আহমাদ ২/৬, ১১১; ফাতহুল বারী ৪/৫২১, ৬/৫৭১)

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির মত যে তার কোন কাজে কতকগুলো লোককে নিয়োগ করল এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ করল, আর বলল ঃ 'তোমরা সারা দিন কাজ করবে।' তারা কাজে লেগে গেল। কিন্তু অর্ধদিন কাজ করার পর তারা বলল ঃ 'আমরা আর কাজ করবনা এবং যেটুকু কাজ করেছি পারিশ্রমিকও নিবনা।' লোকটি তাদেরকে বুঝিয়ে বলল ঃ 'এরূপ করনা, বরং কাজ পূর্ণ কর এবং মজুরীও নিয়ে নাও।' কিন্তু তারা অস্বীকার করল এবং আধা কাজ ফেলে দিয়ে মজুরী না নিয়ে চলে গেল। সে তখন অন্য লোকদেরকে কাজে লাগিয়ে দিল এবং বলল ঃ 'তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবে

এবং পূরা এক দিনেরই মজুরী পাবে।' এ লোকগুলো কাজে লেগে গেল। কিন্তু আসরের সময়েই তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ 'আমরা আর কাজ করতে পারবনা এবং মজুরীও নিবনা।' লোকটি তাদেরকে অনেক বুঝালো এবং বলল ঃ 'দেখ, এখন দিনেরতো আর বেশি অংশ বাকী নেই। তোমরা কাজ কর এবং পারিশ্রমিক নিয়ে নাও।' কিন্তু তারা মানলো না এবং মজুরী না নিয়েই চলে গেল। লোকটি আবার অন্যদেরকে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল ঃ 'তোমরা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করবে এবং পূরা দিনের মজুরী পাবে।' অতঃপর তারা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করল এবং পূর্বের দু'টি দলের মজুরীও নিয়ে নিল। সুতরাং এটা হল তাদের (ইয়াহুদী ও নাসারাদের) দৃষ্টান্ত এবং ঐ নূরের (ইসলামের) দৃষ্টান্ত যা তারা কবূল করল।' (ফাতহুল বারী ৪/৫২৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ এটা এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরেও তাদের কোন অধিকার নেই এবং এটাও যেন তারা জানতে পারে যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তাঁর অনুগ্রহের হিসাব কেহই নিতে পারেনা। তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

সপ্তবিংশতিতম পারা এবং সূরা হাদীদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৮ ঃ মুজাদালাহ, মাদানী — ٥٨ – سورة المجادلة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২২, রুকূ ৩) — (اٰيَاتهَا : ٢٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَـٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ	১। (হে রাসূল) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা

সূরা মুজাদালাহ নাযিল হওয়ার কারণ

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যাঁর শ্রবণশক্তি সমস্ত শব্দকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। 'বাদানুবাদকারিণী মহিলাটি' এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত চুপে চুপে কথা বলতে শুরু করে যে, আমি ঐ ঘরেই থাকা সত্ত্বেও মোটেই শুনতে পাইনি যে, সে কি বলছে! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঐ গুপ্ত কথাও শুনে নেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করেন قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا।' ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই এ হাদীসটি তার গ্রন্থের 'তাওহীদ' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া নাসাঈ (রহঃ), ইব্ন মাজাহ (রহঃ), ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীরও (রহঃ)তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ৬/৪৬, ফাতহুল বারী ১৩/৩৮৪, ইব্ন মাজাহ ১/৬৭, ইমাম নাসাঈ ৬/১৬৮, তাবারী ২৩/২২৫)

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণিত আছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ কল্যাণময় যিনি উঁচু-নীচু সব শব্দই শুনতে পান। খাওলা বিন্ত

সা'লাবাহ্ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় তখন এত ফিস্‌ফিস করে কথা বলে যে, তার কোন কোন শব্দ আমার কানে আসছিলনা। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আমার সম্পদ ব্যবহার করেছে, আমার যৌবনতো তার সাথেই কেটেছে, আমি তার জন্য গর্ভ ধারণ করেছি। এখন আমি বুড়ি হয়ে গেছি এবং আমার সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা লোপ পেয়েছে, এমতাবস্থায় আমার স্বামী আমার সাথে যিহার করেছে। যাহেলী যুগে আরাব সমাজে যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ *তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ - এ কথা বলত তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলে)* হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে দুঃখের কান্না কাঁদছি।' তখনো মহিলাটি ঘর হতে বের হয়নি, ইতোমধ্যেই জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। তার স্বামীর নাম ছিল আউস ইব্‌ন সামিত (রাঃ)।

২। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা জেনে রাখুক যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা; তারাতো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল	٢. ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
৩। যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাহলে একে অপরকে স্পর্শ	٣. وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে - এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত।
٤. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ	৪। কিন্তু যার এ সামর্থ্য নেই, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে তাতেও অসমর্থ হবে সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এটা এ জন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

যিহার করা এবং উহার কাফফারা

খুওয়াইলাহ বিন্‌ত সা'লাবাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার এবং আউস ইব্‌ন সামিতের (রাঃ) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুজাদালাহর প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম। তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর চরিত্রও ভাল ছিলনা। একদা তিনি আমার কাছে আসেন, আমি তাঁকে এমন এক কথা বলে ফেলি যে, তিনি রাগান্বিত হন এবং আমাকে বলে ফেলেন ঃ اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠ সদৃশ। তারপর তিনি ঘর হতে বেরিয়ে যান এবং তার গোত্রের লোকদের সাথে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরে আসেন। এরপর তিনি আমার

সাথে সহবাস করতে চাইলে আমি বললাম ঃ কখনও না, যাঁর হাতে খুওয়াইলাহর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আপনার এ কথা (যিহারের কথা) বলার পর আপনি আপনার এ মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন না যে পর্যন্ত না আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাইসালা হয়। কিন্তু তিনি মানলেন না, বরং জোর পূর্বক তিনি মিলিত হতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বয়স্ক ছিলেন বলে আমি তাকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। আমি আমার প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়ে একটা কাপড় ধার নিয়ে তা গায়ে দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করলাম। আমার স্বামীর সাথে আমার যা কিছু ঘটেছিল তা আমি তাঁর সামনে নিঃসংকোচে বর্ণনা করলাম এবং তাঁর দুস্কর্মের অভিযোগ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলতে থাকলেন ঃ 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার স্বামীর ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, সেতো অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে।' আল্লাহর শপথ! ঐ স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়। শেষ হলে তিনি বলেন ঃ 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।' অতঃপর তিনি **قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ** হতে **وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ** পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন ঃ 'তোমার স্বামীকে বল যে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করে।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারতো কোন গোলামই নেই। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে সে যেন একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করে।' আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! তিনিতো অতি বৃদ্ধ। দুই মাস সিয়াম পালন করার শক্তি তাঁর নেই। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে সে যেন এক ওয়াসাক (প্রায় ৬০ সা') খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খেতে দেয়।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ পরিমাণ খেজুরও তাঁর কাছে নেই। তিনি বললেন ঃ 'আচ্ছা, আমি তাকে এক ঝুড়ি খেজুর দিচ্ছি।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঠিক আছে, বাকীটা আমি দিচ্ছি। তিনি বললেন ঃ 'বাহ! বাহ ! খুবই ভাল কাজ করলে তুমি। যাও, এটা আদায় কর। আর তোমার স্বামীর যত্ন নাও।' আমি তাই করলাম। (আহমাদ ৬/৪১০, আবূ দাঊদ ২/৬৬২, ৬৬৪)

কোন কোন রিওয়ায়াতে মহিলাটির নাম খুওয়াইলাহ এর স্থলে খাওলাহ রয়েছে এবং বিন্‌ত সা'লাবাহ্ এর স্থলে বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন সা'লাবাহ্ আছে। এসব উক্তিতে এমন কোন মতপার্থক্য নেই যে, একে অপরের বিরোধ হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এই সূরার প্রাথমিক এই আয়াতগুলির সঠিক শানে নুযূল এটাই।

ظِهَارٌ শব্দটি **ظَهْر** শব্দ হতে এসেছে। অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করার সময় বলত ঃ **اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ** তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ। জাহিলিয়াতের যুগে যিহারকে তালাক মনে করা হত। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের জন্য এতে কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করেছেন এবং এটাকে তালাক রূপে গণ্য করেননি, যেমন জাহিলিয়াতের যুগে এই প্রথা ছিল। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي *তাদের পত্নীগণ তাদের মা নয়, যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা।* অর্থাৎ কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে **كَظَهْرِ اُمِّيْ** **مِثْلُ اُمِّيْ** বা **اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ** অথবা কিংবা এগুলির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত কথা বলার দ্বারা স্ত্রী কখনও তার মা হতে পারেনা। বরং যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মা। **وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا** তারাতো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। তিনি জাহিলিয়াত যুগের এই সংকীর্ণতাকে তোমাদের হতে দূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ঐ কথা যা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সেটাও তিনি ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে নিজেদের উক্তি হতে ফিরে আসে। ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) উক্তি মতে এর ভাবার্থ হল ঃ যিহার করল, তারপর ঐ স্ত্রীকে আটক করে রাখলো। শেষ পর্যন্ত এমন অনেকটা সময় অতিবাহিত হল যে, ইচ্ছা করলে নিয়মিতভাবে তাকে তালাক দিতে পারত, কিন্তু তালাক দিলনা।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ঃ আবার ফিরে এলো সহবাসের দিকে অথবা সহবাসের ইচ্ছা করল। এটা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না উল্লিখিত কাফ্ফারা আদায় করে।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ সহবাস করার ইচ্ছা করল বা তার সাথে জীবন যাপন করার দৃঢ় সংকল্প করল।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যে বিষয়কে সে নিজের জীবনের উপর হারাম করে নিয়েছিল সেটা আবার যে বৈধ করতে চায় সে যেন কাফ্ফারা আদায় করে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি গুপ্তাঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে তাহলে কোন দোষ নেই।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এখানে مَسٌّ দ্বারা সহবাস করাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৩১) আ'তা (রহঃ), যুহরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

যুহ্রী (রহঃ) আরও বলেন যে, কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে চুম্বন করা, স্পর্শ করা ইত্যাদিও জায়িয নয়।

সুনান গ্রন্থকারগণ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি এবং কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাসও করে ফেলেছি (এখন উপায় কি?)।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন, তুমি এটা কেন করেছ?' উত্তরে সে বলে ঃ 'চাঁদনী রাতে তার পাঁয়জোর (পায়ের অলংকার) আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'এখন হতে আর তার নিকটবর্তী হয়োনা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্ফারা আদায় কর।' (আবূ দাউদ ২/৬৬৬, তিরমিযী ৪/৩৮০, নাসাঈও ৬/১৬৭, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান, গারীব, সহীহ বলেছেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ যিহারের কাফ্ফারার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, একটি দাস মুক্ত করতে হবে। দাসকে যে মু'মিন হতে হবে এ শর্ত এখানে আরোপ করা হয়নি, যেমন হত্যার কাফ্ফারায় দাসের মু'মিন হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। অর্থাৎ তোমাদের ধমকানো হচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের কার্যের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমাদের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا গোলাম আযাদ করার যার সামর্থ্য থাকবেনা, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে এতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসেও রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসে স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী লোকটিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৪/১৯৩, মুসলিম ২/৭৮১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ এই আহকাম আমি এ জন্যই নির্ধারণ করেছি যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। সাবধান! তোমরা তাঁর বিধানের উল্টা কাজ করনা, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ তোমরা কখনও এ ধারণা পোষণ করনা যে, যারা কাফির হবে, ঈমান আনবেনা, আমার আদেশ মান্য করবেনা, শারীয়াতের আহকামের অমর্যাদা ও অসম্মান করবে এবং ওর প্রতি বেপরোয়া ভাব দেখাবে, তারা আমার শাস্তি হতে বেঁচে যাবে। জেনে রেখ যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৫। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ	٥. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُوا۟ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَـٰتٍۭ

করেছি; কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	بَيِّنَـٰتٍۢ ۚ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ
৬। সেদিন, যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত; আল্লাহ উহার হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।	٦. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًۭا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ
৭। তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।	٧. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَـٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

ধর্মীয় বিরুদ্ধাচরণকারীর শাস্তি

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শারীয়াতের আহকাম হতে বিমুখ হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে যেমন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ এভাবেই সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছি, যাদের অন্তরে ঔদ্ধত্যপনা রয়েছে তারা ছাড়া কেহই এগুলি অস্বীকার করতে পারেনা। আর যারা এগুলি অস্বীকার করে তারা কাফির এবং এসব কাফিরের জন্য এখানে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং এরপর পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই মাইদানে একত্রিত করবেন এবং তারা দুনিয়ায় ভাল-মন্দ যা করত তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। যদিও তারা বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন। তাঁর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী ওগুলি লিখে রেখেছেন। না আল্লাহ হতে কোন কিছু গোপন থাকে এবং না তিনি কোন কিছু ভুলে যান।

আল্লাহর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে পরিব্যাপ্ত

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ তোমরা যেখানেই থাক এবং যে অবস্থায়ই থাক, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সব কথাই শোনেন এবং তোমাদের সব অবস্থাই দেখেন। তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকেনা। তাঁর জ্ঞান সারা দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রত্যেক কাল ও স্থানের খবর তাঁর কাছে সব সময়ই রয়েছে। আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টির খবর তিনি রাখেন। তিনজন লোক মিলিত হয়ে পরস্পর অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরামর্শ করলেও তিনি চতুর্থজন হিসাবে তা শুনে থাকেন। সুতরাং তাদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, তারা তিনজন আছে, বরং আল্লাহ তা'আলাকে চতুর্থজন হিসাবে গণ্য করা উচিত। অনুরূপভাবে পাঁচজন লোক পরস্পর গোপন পরামর্শ করলে ষষ্ঠজন আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন। তাদের এ ঈমান থাকতে হবে যে, তারা যেখানেই থাকুক না

কেন তাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন। তিনি তাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং তাদের কথা শুনছেন। আবার এর সাথে সাথে তাঁর ফেরেশ্তামণ্ডলীও লিখতে রয়েছেন যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? আর তাদের কি এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ সমস্ত গায়েবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন? (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭৮) অন্যত্র আছে ঃ

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রনার খবর রাখিনা? অবশ্যই রাখি। আমার মালাইকাতো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮০)

অধিকাংশ বিজ্ঞজন এর উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল **مَعِيَّةْ عِلْم** আল্লাহ তা'আলার সত্তা সব জায়গায়ই বিদ্যমান থাকা নয়, বরং তাঁর ইল্‌ম সব জায়গায়ই বিদ্যমান রয়েছে, এটাই উদ্দেশ্য। তিনজনের সমাবেশে চতুর্থটি হবে তাঁর ইল্‌ম। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ের উপর পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সত্তা সঙ্গে থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর ইল্‌ম সব জায়গায় বিদ্যমান থাকাই উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, এটা সুনিশ্চিত যে, তাঁর শোনা এবং দেখাও এভাবেই তাঁর ইল্‌মের সাথে রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত মাখলূকের কার্যাবলী সম্যক অবগত। তাদের কোন কাজই তাঁর নিকট গোপনীয় নয়। সুতরাং তারা যা কিছু করছে, তিনি কিয়ামাতের দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতকে ইল্‌ম দ্বারাই শুরু করেছেন এবং ইল্‌ম দ্বারাই শেষ করেছেন।

৮। তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনা, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে	٨. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟

عَنْهُ وَيَتَنَـٰجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

এবং পাপাচরণ, সীমা লংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধা-চরণের জন্য কানাকানি করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি উহার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেননা কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَـٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ۖ وَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমা লংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে।

١٠. إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ

১০। শাইতানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিন-দেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা

ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ	**ব্যতীত শাইতান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনদের কর্তব্য হল আল্লাহর উপর নির্ভর করা।**

ইয়াহুদীদের নিকৃষ্ট আচরণ

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্‌ন নাযিহ (রহঃ) বলেন যে, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা ছিল ইয়াহুদী। (তাবারী ২৩/২৩৬) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) আরও যোগ করে বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইয়াহুদীদের মাঝে যখন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন ইয়াহুদীরা এই কাজ করতে শুরু করে যে, যেখানেই তারা কোন মুসলিমকে দেখত এবং যেখানেই কোন মুসলিম তাদের কাছে যেত তখন তারা এদিকে-ওদিকে একত্রিত হয়ে চুপে-চুপে এবং ইশারা-ইঙ্গিতে এমনভাবে কানাকানি করত যে, যে মুসলিম একাকী তাদের কাছে থাকত সে ধারণা করত যে, তারা তাকে হত্যা করারই চক্রান্ত করছে। সুতরাং সে ঐ পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলে যেত। যখন এসব অভিযোগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছতে লাগল তখন তিনি ইয়াহুদীদেরকে এই ঘৃণ্য কাজ পরিত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু এর পরেও তারা আবার এ কাজে লিপ্ত থাকল। (দুররুল মানসুর ৮/৮০) তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُول তারা পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। অর্থাৎ তারা হয়তো পাপ কাজের উপর কানাকানি করে যাতে অন্যদের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে, অথবা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের উপর কানাকানি করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে।

وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ আল্লাহ তা‘আলা ঐ পাপী ও বদ লোকদের আর একটি জঘন্য আচরণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সালামের শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তাঁকে অভিবাদন করেননি।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলে ঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ *আস সামু আলাইকা ইয়া আবুল কাসিম* হে আবুল কাসেম! তোমার মৃত্যু হোক (তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক!)। তখন আয়িশা (রাঃ) প্রতিউত্তরে বলেন ঃ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ *(ওয়া আলাইকুমুস সামু)* তোমাদেরও মৃত্যু হোক। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে আয়িশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মন্দ বচন ও কঠোর উক্তিকে অপছন্দ করেন।' আয়িশা তখন বলেন ঃ 'আপনি কি শুনেননি যে, তারা আপনাকে اَلسَّامُ عَلَيْكَ বলেছে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি শুননি যে, আমি তাদেরকে وَعَلَيْكُمْ বলেছি?' তখন আল্লাহ তা'আলা ... وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী, ২৩/২৩৬, ২৩৭)

সহীহ হাদীসের অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেছিলেন ঃ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ وَاللَّعْنَةُ *তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ হতে মৃত্যু, অসম্মান ও অভিশাপ* এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ কবূল হয়েছে এবং আমাদের ব্যাপারে তাদের দু'আ কবূল হয়নি।' (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৬)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় একজন ইয়াহুদী এসে তাঁদেরকে সালাম করল। তাঁরা তার সালামের উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে কি বলল তা কি তোমরা জান?' তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেতো সালাম করল।' তিনি বললেন ঃ 'বরং সে ঃ سَامٌ عَلَيْكُمْ বলেছে। অর্থাৎ 'তোমাদের ধর্ম মিটে যাক' বা 'তোমাদের ধর্মের পরাজয় ঘটুক।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'তাকে ডেকে আনো।' তখন সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে ডেকে আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'তুমি কি ঃ سَامٌ

عَلَيْكُمْ বলেছ?' সে উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন ঃ 'যদি আহলে কিতাবদের কেহ তোমাদেরকে সালাম দেয় তাহলে তোমরা বলবে ঃ عَلَيْكَ অর্থাৎ তোমার উপরও ওটাই যা তুমি বললে। (তাবারী ২৩/২৪০, ফাতহুল বারী ১০/৪৬৩)

ঐ লোকগুলো নিজেদের কৃতকর্মের উপর খুশি হয়ে মনে মনে বলত ঃ 'যদি ইনি সত্যি আল্লাহর নাবী হতেন তাহলে আমাদের এই চক্রান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দুনিয়ায়ই আমাদেরকে শাস্তি দিতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলাতো আমাদের ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।' তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের জন্য পরকালের শাস্তিই যথেষ্ট, সেখানে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (আহমাদ ২/১৭০)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের শানে নুযূল হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াহূদীদের এভাবে সালাম দেয়ার পদ্ধতি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সত্যি সত্যি নাবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা যা বলি সেই জন্য আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

গোপন পরামর্শের ব্যাপারে শিক্ষণীয় আদব

এরপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদব শিক্ষা দিতে বলছেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ হে মু'মিনগণ! তোমরা এই মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের মত কাজ করনা। তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ কর তখন সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করবে। তোমাদের সদা-সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলা উচিত যাঁর কাছে তোমাদের সকলকেই একত্রিত হতে হবে, যিনি ঐ সময় তোমাদেরকে প্রত্যেক সাওয়াব ও পাপের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। আর তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা সম্পর্কে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন। তোমরা যদিও ভুলে গেছ, কিন্তু তাঁর কাছে সবই রক্ষিত ও বিদ্যমান রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ শাইতানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শাইতান বা অন্য কেহ তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনরা যদি এরূপ কোন কার্যকলাপের আভাস পায় তাহলে তারা যেন **اَعُوْذُ بِاللَّه** পাঠ করে ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে। এরূপ করলে ইনশাআল্লাহ শাইতান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।

যে কানাকানির কারণে কোন মুসলিমের মনে কষ্ট হয় এবং সে তা অপছন্দ করে এরূপ কানাকানি হতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন একজনকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে, কেননা এতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হয়।' (আহমাদ ১/৪২৫, ফাতহুল বারী ১১/৫৮, মুসলিম ৪/১৭১৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন তৃতীয় জনের অনুমতি ছাড়া তাকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে। কেননা এতে সে মনে দুঃখ ও কষ্ট পায়।' (মুসলিম ৪/১৭১৭, আবদুর রায্যাক ১১/২৬)

১১। হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ	١١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ

أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সেই সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

মাজলিসে বসার আদব

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে মাজলিসে বসার আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে এবং একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ যখন তোমরা কোন মাজলিসে একত্রিত হবে এবং তোমরা বসে যাওয়ার পর কেহ এসে পড়লে তখন তাঁর বসার জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশে তোমরা একটু একটু করে সরে বসবে এবং এভাবে জায়গা কিছুটা প্রশস্ত করে দিবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। কেননা প্রত্যেক আমলের বিনিময় ঐরূপই হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মাসজিদ বানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়ে দিবেন।' (ফাতহুল বারী ১/৬৪৮) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি কোন লোকের কাঠিন্য সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার (বিপদ-আপদের) কাঠিন্য সহজ করে দিবেন। অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যে পর্যন্ত বান্দা তার (মুসলিম) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।' (মুসলিম ৪/২০৭৪) এ ধরনের আরও বহু হাদীস রয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি যিক্রের মাজলিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন, ওয়ায্ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু উপদেশ বাণী প্রদান করছেন এবং জনগণ বসে শুনছেন। এমন সময় কেহ একজন এসে পড়লেন। কিন্তু কেহই নিজ জায়গা হতে একটু সরছেন না যে ঐ লোকটি বসতে পারেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আয়াত নাযিল করে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা একটু একটু করে সরে গিয়ে স্থান প্রশস্ত করে দাও, যাতে পরে আগমনকারীর বসার জায়গা হয়ে যায়। (তাবারী ২৩/২৪৪)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কোন মানুষ যেন কোন মানুষকে উঠিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় না বসে, বরং তোমরা মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও।' (আহমাদ ২/১২৬, ফাতহুল বারী ১/৬৪, মুসলিম ১/১৭১৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেহ অন্যকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবেনা, বরং জায়গা করে তারপর সেখানে বসবে। তাহলে আল্লাহও তোমাদের জন্য জায়গা করে দিবেন। (আহমাদ ২/৫২৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন ঃ কোন লোকের উচিত হবেনা যে, সে তার বসার জায়গা অন্যকে ছেড়ে দিবে, বরং সে তার অন্য ভাইয়ের জন্য জায়গা করে দিবে। ফলে আল্লাহ তা'আলাও তার জন্য জায়গা করে দিবেন। (আহমাদ ২/৩৩৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ব্যাপারে। অনুরূপভাবে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশও জিহাদের ব্যাপারেই দেয়া হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৪৪, কুরতুবী ১৭/২৯৯, দুররুল মানসুর ৮/৮২)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যখন তোমাদেরকে কল্যাণ ও ভাল কাজের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিবে। (তাবারী ২৩/২৪৫)

জ্ঞানী ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ যখন তোমাদেরকে মাজলিসে জায়গা করে দেয়ার কথা বলা হয় তখন জায়গা দেয়ায় এবং যখন উঠে যাওয়ার কথা বলা হয় তখন উঠে যাওয়ায় তোমরা নিজেদের জন্য মানহানিকর মনে করনা, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমাদের এ সৎ কাজ তিনি বিনষ্ট করবেননা। বরং এর বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকামের উপর বিনয়ের সাথে স্বীয় ঘাড় নুইয়ে দেয়, তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

আবূ তুফায়েল আমির ইব্ন ওয়াসিলাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসফান নামক স্থানে উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সঙ্গে নাফি' ইব্ন হারিসের (রাঃ) সাক্ষাৎ হয়। উমার (রাঃ) তাঁকে মাক্কার গর্ভনর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'মাক্কায় কাকে তুমি তোমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছ?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'ইব্ন আবযাকে (রাঃ) আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি।' তখন

উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'সেতো আমার আযাদকৃত গোলাম! সুতরাং কি করে তাকে মাক্কাবাসীর উপর আমীর নিযুক্ত করে এলে?' তিনি জবাবে বললেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি আল্লাহর কুরআনের পাঠক, ফারায়েযের আলেম এবং বিচার কাজেও একজন ভাল কাযী।' এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'তুমি সত্য বলেছ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের কারণে এক কাওমকে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করবেন এবং অন্যদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের মর্যাদা কমিয়ে দিবেন'।' (আহমাদ ১/৩৫, মুসলিম ১/৫৫৯)

আলেমদের যে ফাযীলাতের কথা এই আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, এ সবগুলি আমি সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলমের শারাহয় জমা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১২। হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে উহার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করবে, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক। যদি তাতে অক্ষম হও তাহলে এ জন্য তোমাদেরকে অপরাধী গণ্য করা হবেনা। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَـٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُ ۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
১৩। তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ্ প্রদান কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা সাদাকাহ দিতে পারলেনা, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত	١٣. ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَـٰتٍ ۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ

প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত।	فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

রাসূলের (সাঃ) সাথে গোপনে কথা বলার ব্যাপারে সাদাকাহ প্রদানের আদেশ

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুপি-চুপি কথা বলতে চাইবে তখন যেন কথা বলার পূর্বে তাঁর পথে সাদাকাহ প্রদান করে, যাতে তাদের অন্তর পবিত্র হয় এবং তোমরা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পরামর্শ করার যোগ্য হতে পার। তবে হ্যাঁ, যদি কেহ দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ক্ষমা রয়েছে। অর্থাৎ তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ হুকুম শুধুমাত্র ধনীদের উপর প্রযোজ্য। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ তোমরা কি চুপে-চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ প্রদানকে কষ্টকর মনে কর এবং ভয় কর যে, এই নির্দেশ কত দিনের জন্য রয়েছে? যাক, তোমরা যদি এই সাদাকাহ প্রদানকে কষ্টকর ও অসুবিধাজনক মনে করে থাক তাহলে তোমাদেরকে এজন্য কোন চিন্তা করতে হবেনা। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এখন আর তোমাদেরকে এ জন্য সাদাকাহ প্রদান করতে হবেনা। এখন তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কর।

কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গোপন পরামর্শ করার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করার গৌরব শুধুমাত্র আলীই (রাঃ) লাভ করেন। তারপর এ হুকুম উঠে যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা কঠিন বোধ হয়। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা এ হুকুম জারী করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হালকা হয়ে যায়। কেননা এরপর জনগণ প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের উপর প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং এ হুকুম রহিত করে দেন। (তাবারী ২৩/২৪৯) ইকরিমাহ (রহঃ) ও হাসান বাসরীরও (রহঃ) উক্তি এটাই যে, এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। কাতাদাহ্ (রহঃ) ও মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন। সাহাবীগণের কেহ কোন যরুরী কথা বলতে চাইলেও সাদাকাহ প্রদান না করা পর্যন্ত তা বলতে পারছিলেননা। ফলে তাদের জন্য এ বিষয়টি খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, শুধু দিনের এক ঘন্টার জন্য এ হুকুম জারী থাকে। (তাবারী ২৩/২৪৯) আলীও (রাঃ) এ কথাই বলেন যে, এই হুকুমের উপর শুধু আমিই আমল করতে সক্ষম হই এবং এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের জন্যই এটা জারী থাকে, অতঃপর এটা মানসূখ হয়ে যায়। (মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক ৩/২৮০)

১৪। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের (মুসলিমদের) দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও (ইয়াহুদীদের) দলভুক্ত নয় এবং তারা জেনে মিথ্যা শপথ করে।	١٤. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
১৫। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। কত মন্দ তারা যা করে!	١٥. أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

১৬। তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এভাবে তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	١٦. ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
১৭। আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবেনা; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।	١٧. لَّن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ
১৮। যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী।	١٨. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ
১৯। শাইতান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শাইতানেরই দল। সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।	١٩. ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ

ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ	

মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা অন্তরে ইয়াহুদীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু প্রকৃত তারা এ ইয়াহুদীদেরও দলভুক্ত নয় এবং মু'মিনদেরও দলভুক্ত নয়। তাদের ব্যাপারে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا

এরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে। তারা এ দিকেও নয় ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৩) তারা এদিকেরও নয়, ওদিকেরও নয়। তারা প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা শপথ করে থাকে। মু'মিনদের কাছে এসে তারা মু'মিনদের পক্ষেই কথা বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে শপথ করে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং বলে যে, তারা নিশ্চিতরূপে মুসলিম। অথচ অন্তরে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে। তারা যে মিথ্যাবাদী এটা জেনে শুনেও মিথ্যা শপথ করতে মোটেই দ্বিধা বোধ করেনা। তাদের এই দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। এই প্রতারণার জন্য তাদেরকে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। তারাতো তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে তারা আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। মুখে তারা ঈমান প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখে। কসমের মাধ্যমে তারা নিজেদের ভিতরের দুষ্কৃতিকে গোপন করে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর তারা কসমের দ্বারা নিজেদেরকে সত্যবাদী রূপে পেশ করে এবং তাদেরকে তাদের প্রশংসাকারী বানিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে তারা তাদেরকে নিজেদের রঙে রঞ্জিত করে এবং এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই মুনাফিকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই কাজে আসবে না,

তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কখনই তাদেরকে সেখান হতে বের করা হবেনা।

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সকলকেই এক মাইদানে একত্রিত করবেন, কেহকেও বাদ রাখবেননা। তখন দুনিয়ায় যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যে, নিজেদের মিথ্যা কথাকে তারা শপথ করে সত্য রূপে দেখাত, অনুরূপভাবে ঐ দিনও তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের হিদায়াত ও সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার উপর বড় বড় শপথ করবে এবং মনে করবে যে, সেখানেও বুঝি তাদের চালাকী ধরা পড়বেনা। কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর কাছে কি তাদের এই ফাঁকিবাজি ধরা না পড়ে থাকতে পারে? তিনিতো তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা এ দুনিয়ায়ও মু'মিনদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ শাইতান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং তাদের অন্তরকে নিজের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে, ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ 'যে গ্রামে বা মরু ভূমিতে তিনজন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সালাত প্রতিষ্ঠিত করা হয়না, তাদের উপর শাইতান প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তুমি জামা'আতকে অপরিহার্য করে নাও। বাঘ ঐ বকরীকে খেয়ে ফেলে যে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।' (আবূ দাঊদ ১/৩৭১) সায়েব (রহঃ) বলেন যে, এখানে জামা'আত দ্বারা সালাতের জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ তারা শাইতানেরই দল। অর্থাৎ যাদের উপর শাইতান প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং এর ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

২০। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের	٢٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ

অন্তর্ভুক্ত।	وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ
২১। আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।	٢١. كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ
২২। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।	٢٢. لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ.

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত, সফল পরিণাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই জন্য

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে অবিশ্বাসী বিদ্রোহীরা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, হিদায়াত হতে দূরে সরে পড়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং শারীয়াতের বিধানসমূহের আনুগত্য হতে পৃথক হয়ে গেছে তারা হবে চরম লাঞ্ছিত। তারা আল্লাহ তা'আলার রাহমাত হতে ও তাঁর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হতে হবে বঞ্চিত। তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي তিনি এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই বিজয়ী হবেন। অর্থাৎ লাউহে মাহফুজে এটা লিখিত হয়ে গেছে যা কখনও পরিবর্তন হবার নয় এবং তাঁর এ ইচ্ছার প্রতিফলনে বাধা দেয়ারও কেহ নেই। পরিশেষে তিনি, তাঁর কুরআন, তাঁর রাসূল এবং মু'মিন বান্দাগণ দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয়ী হবেনই। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْأَشْهَـٰدُ.يَقُومُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১-৫২) আর এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। অর্থাৎ ঐ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর শত্রুদের উপর জয়যুক্ত থাকবেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত অটল যে, ইহজগতে ও পরজগতে পরিণাম হিসাবে বিজয় ও সাহায্য লাভ মু'মিনদেরই জন্য।

অবিশ্বাসীরা কখনও বিশ্বাসীদের বন্ধু হতে পারেনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ হে নাবী! তুমি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে পাবেনা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে – হোকনা এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

(হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৪)

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীম (রহঃ) বলেন যে, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... এ আয়াতটি আবূ উবাইদাহ্‌ আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাররাহর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি তাঁর (কাফির) পিতাকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন। উমার (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বক্ষণে যখন খিলাফাতের জন্য একটি দলকে নির্ধারণ করেন (যে, তাঁরা মিলিতভাবে যাঁকে ইচ্ছা খালীফা নির্বাচন করবেন) ঐ সময় তিনি আবূ উবাইদাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ 'তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকেই আমি খালীফা নিযুক্ত করতাম।' এ কথাও বলা হয়েছে যে, এক একজনের মধ্যে পৃথক পৃথক গুণ ছিল। যেমন আবূ উবাইদাহ্‌ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেছিলেন, আবূ বাকর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুর রাহমানকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন, মুসআব ইব্‌ন উমায়ের (রাঃ) তাঁর ভ্রাতা উবায়েদ ইব্‌ন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন এবং উমার (রাঃ), হামযাহ্‌ (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং উবাইদাহ্‌ ইব্‌ন হারিস (রাঃ) নিজেদের নিকটতম আত্মীয় উৎবাহ্‌, শায়বাহ্‌ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উৎবাহ্‌কে হত্যা করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ ঘটনাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদের সম্পর্কে মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ 'তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক যাতে মুসলিমদের আর্থিক সংকট দূর হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধাস্ত্রসমূহ সংগৃহীত হতে পারে। আর এর বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। এতে হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিবেন। তাছাড়া তারাতো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন বটে।' কিন্তু উমার (রাঃ) এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে মুসলিমের যে আত্মীয় মুশরিক তাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন এবং তাকে নির্দেশ দিন যে, সে যেন তাকে হত্যা করে। আমরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখাতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশ্‌রিকদের প্রতি কোনই ভালবাসা নেই। আমার হাতে আমার অমুক আত্মীয়কে সমর্পণ করুন। আলীর (রাঃ) হাতে আকীলকে সঁপে দিন এবং অমুক সাহাবীর হাতে অমুক কাফিরকে সমর্পণ করুন!' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ যারা নিজেদের অন্তর আল্লাহর শত্রুদের সাথে সম্পর্কহীন এবং নিজেদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি

ভালবাসা পরিত্যাগ করে, যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়, তারা হল পূর্ণ ঈমানদার। তাদের অন্তরে ঈমানের মূল গেড়ে বসেছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী করেছেন নিজের পক্ষ হতে রূহ্ দ্বারা। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ঈমানকে সৌন্দর্যময় করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারা আল্লাহর জন্য তাদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল বলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এবং তাদেরকে এত বেশি করে দিয়েছেন যে, তারাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। তারাই আল্লাহর দল এবং আল্লাহর দলই হবে সফলকাম। আর শাইতানের দলটি অবশ্যই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা মুজাদালাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৯ ঃ হাশ্‌র, মাদানী

٥٩ – سورة الحشر، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২৪, রুকু ৩)

(اٰيَاتُهَا : ٢٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, এটা হল সূরা বানী নাযীর। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ 'এটা হল সূরা হাশ্‌র।' তখন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি বানু নাযীর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ 'এটা কি সূরা বানী হাশর?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ সূরা বানী নাযীর। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৭, মুসলিম ৪/২৩২২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
২। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ হতে;	٢. هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِ ۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْ ۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ

কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারনাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু’মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর!	حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ
৩। আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।	٣. وَلَوۡلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ
৪। উহা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এবং কেহ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলেতো আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।	٤. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ
৫। তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ	٥. مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّينَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَلِيُخۡزِيَ

পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।	ٱلۡفَـٰسِقِينَ

পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তাদের নিজ ভাষায় তাসবীহ্ পাঠ করে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪)

তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর সমুদয় হুকুম ও আদেশ দানের ব্যাপারে বিজ্ঞানময়।

বানী নাযিরদের করুণ পরিণতি

আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب তিনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকে অর্থাৎ বানু নাযীরকে আবাসস্থল হতে বিতাড়িত করেছিলেন।

এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, মাদীনায় হিজরাত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার এই ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেননা এবং তারাও তাঁর সাথে যুদ্ধ করবেনা। কিন্তু ঐ লোকগুলো এই চুক্তি ভঙ্গ করে যার কারণে তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের উপর বিজয় দান করেন এবং তিনি তাদেরকে এখান হতে বের করে দেন। তারা যে এখান হতে (মাদীনা হতে) বের হবে এটা মুসলিমরা কল্পনাও করেনি। স্বয়ং ইয়াহুদীরাও ধারণা করেনি যে, তাদের সুদৃঢ় দূর্গ বিদ্যমান থাকা

সত্ত্বেও কেহ তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর মার পড়ল তখন তাদের ঐ মযবূত দূর্গগুলি থেকেই গেল, হঠাৎ তাদের উপর এমনভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ল যে, তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিলেন। তাদের কেহ কেহ সিরিয়ার কৃষিভূমির দিকে চলে গেল এবং কেহ কেহ গেল খায়বারের দিকে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যেতে পারে। এ জন্য তারা তাদের নিজেদের হাতে তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিল এবং যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারল তা নিয়ে গেল। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারীদের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর যে, কিভাবে তাদের উপর অকস্মাৎ আল্লাহর আযাব এসে পড়ল এবং দুনিয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে গেল এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

আবদুর রাহমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ কাফিরেরা ইব্‌ন উবাই এবং তার আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিক সঙ্গীদেরকে পত্র লিখলো। এ পত্রটি বদরের যুদ্ধের পূর্বেই লিখিত হয়। পত্রটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ 'তোমরা আমাদের সাথীকে (রাসূলুল্লাহকে সঃ) তোমাদের ওখানে স্থান দিয়েছ। এখন তোমরা হয় তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে বের করে দাও, না হয় আমরাই তোমাদেরকে বের করে দিব এবং আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করব। অতঃপর তোমাদের সকল যোদ্ধা ও বীরপুরুষকে হত্যা করে ফেলব এবং তোমাদের নারীদেরকে দাসী বানিয়ে নিব।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সঙ্গীরা এ পত্র পেয়ে পরস্পর পরামর্শ করল এবং গোপনীয়ভাবে সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ণগোচর হলে তিনি স্বয়ং তাদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে বলেন ঃ 'আমি অবগত হয়েছি যে, কুরাইশদের পত্র তোমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তারা তোমাদের ততখানি ক্ষতি করতে পারবেনা যত

ক্ষতি তোমরা নিজেদের হাতে রচনা করতে যাচ্ছ। তোমরা কি নিজেরাই নিজেদের হাতে তোমাদের সন্তানদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করছ?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উপদেশ তাদের উপর ক্রিয়াশীল হল এবং তারা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। এ খবরটি কুরাইশদের কাছেও পৌঁছল। কিন্তু কুরাইশরা বদরের যুদ্ধ শেষে আবার পত্র লিখলো এবং তাদের শক্তি ও দুর্ভেদ্য দূর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এও জানিয়ে দিল যে, যদি মাদীনার ইয়াহুদী, নাসারা, কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ না করে তাহলে কুরাইশরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তাদের নারীদেরকে তাদের থেকে কেহ রক্ষা করতে পারবেনা। এর ফলে মাদীনার ঐ লোকগুলো আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করল। বানু নাযীর গোত্র তখন পরিষ্কারভাবে চুক্তি ভঙ্গের কথা ঘোষণা করল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিল যে, তিনি যেন ত্রিশজন লোকসহ তাদের দিকে অগ্রসর হন এবং তারাও তাদের ত্রিশজন পণ্ডিত লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উভয় দল মাঝামাঝি এক জায়গায় মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে। যদি তাদের এ লোকগুলো তাঁকে সত্যবাদী রূপে মেনে নেয় এবং ঈমান আনে তাহলে তারাও তাঁর সাথে ঈমান আনবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দুরভিসন্ধি তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দেন। ফলে তারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হলনা।

তাদের এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে পর দিন সকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করেন এবং বলেন ঃ 'তোমরা যদি আবার নতুনভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর কর তাহলেতো ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই।' তারা তাঁর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সারা দিন ধরে যুদ্ধ চললো। পরদিন প্রত্যুষে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু নাযীরকে উক্ত অবস্থায়ই ছেড়ে দিয়ে বানু কুরাইযাহর নিকট সেনাবাহিনীসহ গমন করলেন। তাদেরকেও তিনি নতুনভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তারা তা মেনে নেয় এবং তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান হতে পুনরায় বানু নাযীরের নিকট গমন করেন। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তারা পরাজিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাদীনা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ 'তোমরা উট বোঝাই করে যত আসবাব-

পত্র নিয়ে যেতে পার নিয়ে যাও।' সুতরাং তারা ঘর-বাড়ীর আসবাব-পত্র এমন কি দরজা ও কাঠগুলিও উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে সেখান হতে বিদায় গ্রহণ করে। তাদের খর্জুর-বৃক্ষগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এগুলি তাঁকেই দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে ফাই' তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, উহার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খর্জুর-বৃক্ষগুলির অধিকাংশই মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেন। আনসারগণের মধ্যে শুধু দু'জন অভাবগ্রস্তকে অংশ দেন। এ ছাড়া সবই তিনি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেন। যা বাকী থাকে ওটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদাকাহ যা বানু ফাতিমার হাতে এসেছিল। (আবূ দাউদ ৩/৪০৪)

এখন আমরা সংক্ষেপে গায্‌ওয়ায়ে বানী নাযীরের ঘটনা বর্ণনা করছি এবং এজন্য আল্লাহরই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

বানী নাযিরের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ

মুশরিকরা প্রতারণা করে বি'রে মাউনাহ নামক স্থানে সাহাবীগণকে শহীদ করে যাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর জন। তাঁদের মধ্যে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামারী (রাঃ) নামক সাহাবী কোন রকমে রক্ষা পেয়ে পলায়ন করেন এবং মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে সুযোগ পেয়ে তিনি বানু আমির গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করেন, অথচ এ গোত্রটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন। কিন্তু আমিরের (রাঃ) এ খবর জানা ছিলনা। মাদীনায় পৌঁছে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'তুমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছ? তাহলেতো এখন তাদের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বানু নাযীর ও বানু আমিরের মধ্যেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সন্ধি ছিল। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু নাযীরের নিকট গমন করলেন এ উদ্দেশে যে, রক্তপণের কিছু তারা আদায় করবে এবং কিছু তিনি আদায় করবেন, আর এভাবে বানু আমীরকে সন্তুষ্ট

করবেন। বানু নাযীর গোত্রের বস্তিটি মাদীনার পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। (ইব্‌ন হিশাম ৩/১৯৫)

সীরাত ইব্‌ন ইসহাকে আরও বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌঁছলে তারা তাঁকে বলল ঃ ‘হে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ, আমরা এ জন্য প্রস্তুত আছি।’ অতঃপর তারা তাঁর নিকট হতে সরে গিয়ে পরস্পর গোপন পরামর্শ করল ঃ ‘এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাওয়া যাবেনা। এখন তিনি আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছেন। এসো তাঁকে আমরা শেষ করে (হত্যা করে) ফেলি।’ তারা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, যে দেয়াল ঘেঁষে তিনি বসে আছেন ঐ ঘরের উপর কেহ উঠে সেখান হতে সে তাঁর উপর একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করবে। এতেই তাঁর জীবনলীলা শেষ হয়ে যাবে।

আমর ইব্‌ন জিহাশ ইব্‌ন কা‘ব সেচ্ছায় এ কাজে এগিয়ে এলো। অতঃপর কাজ সাধনের উদ্দেশে সে ছাদের উপর আরোহণ করল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা‘আলা জিবরাঈলকে (আঃ) স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন সেখান হতে চলে যান। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হতে উঠে দাঁড়ালেন এবং মাদীনায় চলে গেলেন, ফলে ঐ নরাধম তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হল।

ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। যেমন আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আলী (রাঃ) প্রমুখ। তিনি সেখান হতে সরাসরি মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। আর ওদিকে যেসব সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন না এবং মাদীনায়ই তাঁর জন্য অপেক্ষমান ছিলেন, তাঁরা তাঁর বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। পথে একটি লোকের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন যে, তিনি মাদীনায় পৌঁছে গেছেন। সুতরাং তাঁরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাঁদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সাহাবীগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং আল্লাহর পথে বানী নাযিরের দিকে বেরিয়ে পড়েন। বানী নাযিরের ইয়াহুদীরা মুসলিম সেনাবাহিনীকে দেখে তাদের দূর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করেন এবং তাদের আশে-

পাশের খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন ইয়াহুদীরা চীৎকার করে বলতে লাগল যে, এটা হচ্ছে কি? যিনি অন্যদেরকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মন্দ বলেন তিনি এটা কি করতে শুরু করলেন?

বানু আউফ ইব্‌ন খাযরাজের গোত্রটির মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল, ওয়াদীআহ, মালিক ইব্‌ন কাওকাল, দা'য়িস প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিল। তারা বানী নাযীর গোত্রকে বলে পাঠিয়েছিল ঃ 'তোমরা মুকাবিলায় স্থির ও অটল থাক, আত্মসমর্পণ করনা, আমরা তোমাদের সাহায্যার্থে রয়েছি। তোমাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু। আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করে তোমাদেরকে বের করে দিলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হব।' কিন্তু তারা ইয়াহুদীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। এদিকে বানী নাযীর গোত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করল যে, তিনি যেন তাদেরকে মাদীনা ছেড়ে চলে যেতে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু তাদের উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তা যেন তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তারা তাদের আবাসভূমি ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় তারা তাদের ঘরগুলি ভেঙ্গে দরজাগুলি পর্যন্ত সাথে নিয়ে যায়। ওগুলি নিয়ে গিয়ে তারা সিরিয়া ও খায়বারে বসতি স্থাপন করে। তাদের অবশিষ্ট মালগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস হয়ে যায় যা তিনি ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন। ওগুলি তিনি ঐ সব লোকের মধ্যে বন্টন করে দেন যাঁরা প্রথম দিকে হিজরাত করেছিলেন। আনসারগণের মাত্র দু'জন দরিদ্র লোককে তিনি কিছু অংশ দেন। তাঁরা হলেন সাহল ইব্‌ন হানীফ (রাঃ) ও আবূ দুযানাহ সিমাক ইব্‌ন খারাশাহ (রাঃ)। বানু নাযীর গোত্রের মাত্র দু'জন লোক মুসলিম হয় যাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছেই থেকে যায়। একজন হলেন ইয়ামীন ইব্‌ন উমাইর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যিহাশ (রাঃ) এবং অপর জন হলেন সা'দ ইব্‌ন অহাব (রাঃ)।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামীনকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে ইয়ামীন (রাঃ)! তোমার ঐ চাচাতো ভাইটির কথা জান কি যে আমার ক্ষতি সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল?' তাঁর এ কথা শুনে ইয়ামীন

(রাঃ) একটি লোকের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন। সূরা হাশ্‌র বানু নাযীরের এই ঘটনা বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়।

বানু নাযীরের ঐ দূর্গগুলি মাত্র ছয়দিন অবরোধ ছিল। দূর্গগুলির দৃঢ়তা, ইয়াহুদীদের সংখ্যাধিক্য, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও গোপন চক্রান্ত ইত্যাদি দেখে অবরোধকারী মুসলিমদের এটা কল্পনাও ছিলনা যে, তারা এত তাড়াতাড়ি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَـٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল; আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির।. (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৬) আল্লাহ তা'আলার নীতিই এই যে, চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্তের মধ্যেই থাকে, এমতাবস্থায় তাদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হয়। আর ত্রাসের সঞ্চার হবেইনা বা কেন? তাদেরকে অবরোধকারী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রভাব দান করা হয়েছিল। তাঁর নাম শুনে শত্রুদের অন্তর এক মাসের পথের ব্যবধান হতে কেঁপে উঠত। তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ইয়াহুদীরা তাদের নিজেদের হাতে তাদের ঘর-বাড়ীগুলি ধ্বংস করতে শুরু করে। ছাদের কাঠ ও ঘরের দরজাগুলি নিয়ে যাবার জন্য ভেঙ্গে ফেলতে থাকে। মু'মিনদের হাতেও ওগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! তোমরা এটা হতে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا যদি ঐ ইয়াহুদীদের ভাগ্যে নির্বাসন লিপিবদ্ধ না থাকত এবং আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তাহলে দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে আরও কঠিন শাস্তি দিতেন। যেমন যুহরী (রহঃ) বলেন যে, হয়তো তাদেরকে হত্যা করা হত ও বন্দী করা হত।

উরওয়াহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর তরফ হতে তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে শাস্তি ও লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের সম্মুখীন হতে হবে আগুনের দহন জ্বালা। (আর রাযী ২৯/২৪৫)

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ এই পার্থিব শাস্তির পরেই পারলৌকিক শাস্তিরও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানেও তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত রয়েছে। তাদের এই দুর্গতির প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং একদিক দিয়ে তারা সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছে। কেননা প্রত্যেক নাবীই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ঐ লোকগুলো তাঁকে পুরাপুরিভাবে চিনত ও জানত। এমনকি পিতা তার পুত্রকে যেমন চিনে তার চেয়েও অধিক তারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনত। আর প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের উপর তিনি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূল (সাঃ) ইয়াহুদীদের গাছপালা কেটে ফেলেছিলেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ** *তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।*

لِيْنَة বলা হয় ভাল খেজুরের গাছকে। আবূ উবাইদাহ (রাঃ) বলেন ঃ আযওয়াহ ও বারনী এই দুই প্রকার খেজুর লীনাহ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (আর রাযী ২৯/২৪৬) কেহ কেহ বলেন যে, শুধু আযওয়াহ ছাড়া অন্য সব খেজুরই লীনাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ২৩/২৬৮) কিন্তু ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, মুজাহিদের (রহঃ) মতে সর্বপ্রকারের খেজুরই এর অন্তর্ভুক্ত, বুওয়াইরাহও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানী নাযীর এলাকা অবরোধ করার ফলে তাদের অন্তরে ভয়, দুশ্চিন্তা ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁদের খেজুর গাছগুলিকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াজিদ ইব্‌ন রূমান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানের (রহঃ)

বরাতে বলেন ঃ বানী নাযীর গোত্রের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই বলে একটি বার্তা প্রেরণ করে যে, তিনিতো পৃথিবীতে অনাসৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, তাহলে কেন তিনি তাদের খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করে জানিয়ে দেন যে, মুসলিমরা যে গাছগুলি কেটে ফেলেছে এবং যা রেখে দিয়েছে তা সবই আল্লাহরই অনুমতিক্রমে হয়েছে। এটা এ জন্য যাতে শত্রুদল লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং অকৃতকার্য হয়। (তাবারী ২৩/২৭১)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ মুহাজিরগণ একে অপরকে ঐ গাছগুলি কেটে ফেলতে নিষেধ করছিলেন এ কারণে যে, শেষেতো ওগুলি গানীমাত হিসাবে মুসলিমরাই লাভ করবেন, সুতরাং ওগুলি কেটে ফেলে লাভ কি? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, বাঁধাদানকারীরাও একদিকে সত্যের উপর রয়েছে এবং কর্তনকারীরাও সত্যের উপর রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের উপকার সাধন করা এবং তাদের উদ্দেশ্য হল কাফিরদেরকে রাগান্বিত করে তোলা এবং তাদের দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করানো।

এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবীগণ (রাঃ) খেজুর গাছের কান্ড কেটে ফেলার পর ভাবলেন যে, না জানি হয়তো ঐ খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা অথবা বাকী রেখে দেয়ার কারণে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাই তাঁরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা ... مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ দু'টিতেই প্রতিদান বা সাওয়াব রয়েছে, কর্তন করার মধ্যেও এবং বাকী রেখে দেয়ার মধ্যেও। (নাসাঈ ৬/৪৮৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া উভয়েরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। (আহমাদ ২/৭, ফাতহুল বারী ৭/৩৮৩, মুসলিম ৩/১৩৬৫)

ঐ সময় বানু কুরাইযা ইয়াহুদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তাদেরকে মাদীনায়ই অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারাও যখন মুকাবিলায় যোগ দেয় তখন তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের নারী, শিশু ও তাদের সম্পদগুলি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ঈমান আনে তারা রক্ষা পায়।

অতঃপর মাদীনা হতে সমস্ত ইয়াহুদীকে বের করে দেয়া হয়। বানী কাইনুকাকেও বের করে দেয়া হয়। তাদের গোত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) ছিলেন এবং বানী হারিসাও। বাকী সমস্ত ইয়াহুদীকে নির্বাসন দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৮৩, মুসলিম ৩/১৩৬৫) ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) মতে এটা উহুদ ও বি'রে মাউনার পরবর্তী ঘটনা।

٦. وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

৬। আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে 'ফাই' তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, উহার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহতো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧. مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟

৭। আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।	ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۖ

‘ফাই’ এবং উহা ব্যয়ের খাত

ফাই কোন মালকে বলে, ওর বিশেষণ কি এবং হুকুম কি এসবের বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। ফাই কাফিরদের ঐ মালকে বলা হয় যা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই মুসলিমদের হস্তগত হয়। যেমন বানী নাযীরের ঐ মাল ছিল যার বর্ণনা উপরে গত হল যে, মুসলিমরা ওর জন্য তাদের অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। অর্থাৎ ঐ কাফিরদের সাথে সামনা-সামনি কোন যুদ্ধ হয়নি, বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে দেন এবং তারা তাদের দূর্গ শূন্য করে মুসলিমদের কর্তৃত্বে চলে আসে। এটাকেই ফাই বলা হয়। তাদের মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দখলে এসে যায়। তিনি ইচ্ছামত ওগুলি ব্যয় করেন। সুতরাং তিনি সাওয়াব ও ভাল কাজেই ওগুলি খরচ করেন, যার বর্ণনা এর পরবর্তী আয়াত এবং অন্য আয়াতে রয়েছে।

তাই এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বানু নাযীরের নিকট হতে প্রাপ্ত, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা (মুসলিমরা) অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহতো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করে থাকেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তাঁর উপর কারও কোন শক্তি নেই এবং কেহ তাঁর কোন কাজে বাধাদান করারও ক্ষমতা রাখেনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ যে জনপদ এভাবে বিজিত হবে ওর মালের হুকুম এটাই যে, ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দখলে নিয়ে নিবেন যার বর্ণনা এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। এটাই হল ফাই-এর মালের খরচের স্থান এবং এর খরচের হুকুম। হাদীসে এসেছে যে, বানী নাযীরের মাল ফাই হিসাবে খাস করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই হয়ে যায়। তা হতে তিনি স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে সারা বছরের খরচ দিতেন এবং যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাব-পত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন। (আহমাদ ১/২৫ ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ৩/১৩৭৬, আবূ দাঊদ ৩/৩৭১, তিরমিযী ৫/৩৮১, নাসাঈ ৭/১৩২)

মালিক ইব্‌ন আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'একদা কিছুটা বেলা হওয়ার পর আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে, তিনি একটি চৌকির উপর খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে আছেন যার উপর কাপড়, চাদর ইত্যাদি কিছুই নেই। আমাকে দেখে তিনি বলেন ঃ 'তোমার কাওমের কিছু লোক অভাব অনটনের কারণে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের জন্য কিছু সাহায্য দিয়েছি। তুমি তা নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও।' আমি বললাম ঃ জনাব! যদি এ কাজের দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পণ করতেন তাহলে খুবই ভাল হত। তিনি বললেন ঃ 'না, তোমাকেই এ দায়িত্ব দেয়া হল।' আমি বললাম ঃ ঠিক আছে। ইতোমধ্যে (তাঁর দ্বাররক্ষী) ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ), যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রাঃ) এবং সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এসেছেন। তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন কি?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে বল।' তারা এলেন। আবার ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'তাঁদেরকেও আসতে বল।' তাঁরা দু'জনও এলেন। আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মধ্যে ও এর (আলীর রাঃ) মধ্যে মীসাংসা করে দিন।' পূর্বে যে চারজন সম্মানিত ব্যক্তি এসেছিলেন তাদের মধ্য হতেও কোন একজন বললেন ঃ 'হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দু'জনের মধ্যে ফাইসালা করে দিন এবং তাঁদের শান্তি দিন।' ঐ সময় আমার ধারণা হল যে, এই দুই সম্মানিত ব্যক্তিই ঐ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে পূর্বে পাঠিয়েছেন। উমার (রাঃ) এই দু'জনকে বললেন ঃ 'আপনারা থামুন।' অতঃপর তিনি ঐ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, যে আল্লাহর হুকুমে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাঁর শপথ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন ঃ 'আমরা (নাবীরা) কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা, আমরা যা কিছু (মাল-ধন) ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়' এটা কি আপনাদের জানা আছে?' তারা উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ (আমাদের জানা আছে)।' অতঃপর তিনি আলী (রাঃ) ও আব্বাসকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেন, যে আল্লাহর হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম রয়েছে তাঁর শপথ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, 'আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি আপনাদের জানা আছে কি?' তাঁরা জবাবে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আছে।' তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু সম্পদ খাস করেছিলেন যা জনগণের মধ্যে কারও জন্য খাস করেননি।'

অতঃপর তিনি ... وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বানী নাযীরের মাল স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাই স্বরূপ দিয়েছিলেন। আল্লাহর শপথ! না তিনি এতে আপনাদের উপর অন্য কেহকেও প্রাধান্য দিয়েছেন, না তিনি নিজে সবই নিয়ে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা হতে তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের এক বছরের খরচ গ্রহণ করতেন এবং বাকীটা বাইতুল মালে জমা দিতেন।' তারপর তিনি ঐ চারজন মহান ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এটা কি আপনাদের জানা আছে?' তাঁরা 'হ্যাঁ' বলে উত্তর দেন। তারপর তিনি ঐ দুই সম্মানিত ব্যক্তিকে ঐ রূপ শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁরাও উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেন। অতঃপর উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আবূ বাকর (রাঃ) খালীফা নির্বাচিত হন। তারপর আপনারা দু'জন (আলী রাঃ ও আব্বাস রাঃ) তাঁর কাছে আসেন। হে আব্বাস (রাঃ)! আপনি আত্মীয়তার দাবী জানিয়ে আপনার ভ্রাতুস্পুত্র সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল হতে আপনার মীরাস যাঞ্চা করেন। আর ইনি অর্থাৎ আলী (রাঃ) নিজের প্রাপ্যের দাবী জানিয়ে স্বীয় স্ত্রী অর্থাৎ ফাতিমার (রাঃ) পক্ষ হতে তাঁর পিতা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মালের মীরাস চেয়ে বসেন। জবাবে আবূ বাকর (রাঃ) আপনাদের দু'জনকে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সাদাকারূপে গণ্য হয়'।' আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) নিশ্চিতরূপে একজন সত্যবাদী, সৎ আমলকারী, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী ছিলেন। তিনি যতদিন খালীফা ছিলেন ততদিন তিনি এ মালের জিম্মাদার ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা নির্বাচিত হয়েছি। তারপর ঐ মাল আমার জিম্মাদারীতে চলে আসে। এরপর এক পর্যায়ে আপনারা দু'জন আমার নিকট আগমন করেন এবং নিজেরা এই মালের জিম্মাদার হওয়ার প্রস্তাব ও দাবী জানান। জবাবে আমি আপনাদেরকে বলি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে এ মাল খরচ করতেন আপনারাও ঐভাবে খরচ করবেন এই

শর্তে যদি আপনারা এই মালের জিম্মাদার হতে চান তাহলে আমি এটা আপনাদের হাতে সমর্পণ করতে পারি। আপনারা এটা স্বীকার করে নিন এবং আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী রেখে আপনারা এ মালের জিম্মাদারী গ্রহণ করুন। অতঃপর এখন আপনারা আমার কাছে এসেছেন, তাহলে কি আপনারা এছাড়া অন্য কোন ফাইসালা চান? আল্লাহর শপথ! কিয়ামাত পর্যন্ত আমি এছাড়া অন্য কোন ফাইসালা করতে পারিনা। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, যদি আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী এই মালের রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচ করতে অপারগ হন তাহলে এর জিম্মাদারী আমাকে ফিরিয়ে দিন যাতে আমি নিজেই এটাকে ঐ রূপেই খরচ করি যেরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরচ করতেন এবং যেভাবে আবূ বাকর (রাঃ)-এর খিলাফাতের যুগে খরচ করা হত এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে।' (আবূ দাঊদ ৩৬৫, ফাতহুল বারী ১৩/২৯০, মুসলিম ৩/১৩৭৭, তিরমিযী ৫/২৩৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ফাই - এর মালের খরচের জায়গাগুলি আমি এজন্যই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। শুধু মালদারদের হাতে চলে গেলে তারা তাদের ইচ্ছামত তা খরচ করত এবং দরিদ্রদের হাতে তা আসতনা।

প্রতিটি কাজে এবং আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে রাসূলের (সাঃ) অনুসরণ করতে বলা হয়েছে

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا আমার রাসূল তোমাদেরকে যে কাজ করতে বলে তা তোমরা কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। তোমরা এ বিশ্বাস রেখ যে, রাসূল তোমাদেরকে যে কাজ করার আদেশ করে সেটাই ভাল কাজ এবং যে কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা নিঃসন্দেহে মন্দ কাজ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত বর্ষণ করেন ঐ নারীদের উপর যারা উল্কি করায় ও যারা উল্কি করে, যারা তাদের ভ্রু ও মুখের লোম উপড়ে ফেলে (ভ্রু প্লাক করে) এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাদের সামনের দাঁতগুলির মধ্যে ফাঁকা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর তৈরীকৃত সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়।' তাঁর এ কথা শুনে বানী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নাম্নী একটি মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আপনি কি এরূপ কথা বলেছেন?' উত্তরে

তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার উপর লা'নত করেছেন, আমি কেন তার উপর লা'নত করবনা? আর যা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে?' মহিলাটি বলল ঃ 'আমি কুরআনুল হাকীমের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবই পাঠ করেছি, কিন্তু আমি কোথাওতো এ হুকুম পাইনি?' তিনি বললেন ঃ 'তুমি যদি বুঝে ও চিন্তা করে পাঠ করতে তাহলে অবশ্যই তা পেতে। আল্লাহ তা'আলার وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا এই উক্তিটি কি তুমি কুরআন কারীমে পাওনি?' সে জবাবে বলল ঃ 'হ্যাঁ, এটাতো পেয়েছি!' তারপর তিনি তাকে ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দেন। তখন সে তাঁকে বলল ঃ 'আমার ধারণা যে, আপনার স্ত্রীও এই রূপ করে থাকে।' তিনি তাকে বললেন ঃ 'তুমি (আমার বাড়ীতে) যাও এবং তাকে দেখে এসো।' সে গেল, কিন্তু সে যা ধারণা করেছিল তার কিছুই দেখলনা। সুতরাং সে ফিরে এসে বলল ঃ 'আমি কিছুই দেখতে পেলামনা।' তিনি তখন বললেন ঃ 'যদি আমার স্ত্রী এরূপ করত তাহলে অবশ্যই আমি তাকে তালাক দিতাম।' (আহমাদ ১/৪৩৩, ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ৩/১৬৭৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা পালন করবে এবং যখন তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করি তখন তোমরা তা হতে বিরত থাকবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ২/৯৭৫) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা আল্লাহকে ভয় করতঃ তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং তাঁর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থাক। জেনে রেখ যে, যারা তাঁর নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা করে তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন।

৮। এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা	٨. لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا

وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ	করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাইতো সত্যাশ্রয়ী।
٩. وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ	৯। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্ত রে আকাংখা পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।
١٠. وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ	১০। যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো

دَيَارْدْر, পরম দয়ালু।	رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

কারা 'ফাই' এর অধিকারী এবং মুহাজির ও আনসারগণের মর্যাদা

উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, ফাই -এর মাল অর্থাৎ কাফিরদের যে মাল যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধেই মুসলিমদের অধিকারে আসে তা নির্দিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল বলে গণ্য হয়। তিনি ঐ মাল কাকে প্রদান করবেন এটাও উপরে বর্ণিত হয়েছে। এখন এই আয়াতগুলিতেও ওরই আরও হকদারদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই মালের হকদার হল ঐ দরিদ্র মুহাজিরগণ যাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করেছেন। এমনকি তাঁদেরকে তাঁদের প্রিয় জন্মভূমি ও নিজেদের হাতে অর্জিত সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর দীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যে সদা ব্যস্ত থেকেছেন। তারাইতো সত্যাশ্রয়ী। এই গুণাবলী মহান মুহাজিরদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এরপর আনসারগণের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাঁদের ফাযীলাত, শরাফাত ও বুযুর্গী প্রকাশ করা হচ্ছে। তাঁদের অন্তরের প্রশস্ততা, আন্তরিকতা, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপরের প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দেয়া এবং দানশীলতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাঁরা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মাদীনায়) বসবাস করেছেন ও ঈমান এনেছেন, তাঁরা মুহাজিরদেরকে ভালবাসেন এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তাঁরা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না এবং তাঁরা তাঁদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেন নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।

উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি আমার পরবর্তী খালীফাকে উপদেশ দিচ্ছি প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরদের সাথে উত্তম আচরণের, অর্থাৎ তিনি যেন তাদের অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাকে আমি আনসারগণের সাথেও উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা উত্তম আচরণকারী তাদের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার এবং তাদের মধ্যে যারা মন্দ আচরণকারী তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার উপদেশ দিচ্ছি।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৯, তিরমিযী ২৪৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন ঃ

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ *তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে* - এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাদীনার আনসারগণ মুহাজিরগণের প্রতি কতখানি

মহানুভব, দয়ার্দ্র ও ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় পোষন করতেন। এমনকি তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য আনসারগণ নিজেদের সম্পদ পর্যন্ত বন্টন করে দিয়েছেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাজিরগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়ায় আমরা আনসারগণের মত এমন ভাল মানুষ আর দেখিনি। অল্পের মধ্যে অল্প এবং বেশীর মধ্যে বেশি তাঁরা বরাবরই আমাদের উপর খরচ করছেন। তারা এসব করছেন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ও উৎফুল্লভাবে। কখনও তাঁদের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হয়না। তাঁরা এমন আন্তরিকতার সাথে আমাদের খিদমাত করছেন যে, আমাদের ভয় হচ্ছে না জানি হয়তো তাঁরা আমাদের সমস্ত সৎ আমলের প্রতিদান নিয়ে নিবেন!' তাঁদের এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না, না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে।' (আহমাদ ৩/২০০)

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আনসারগণকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'আমি বাহরাইন এলাকাটি তোমাদের নামে লিখে দিচ্ছি।' এ কথা শুনে তাঁরা বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে পর্যন্ত আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে এই পরিমাণ না দিবেন সেই পর্যন্ত আমরা এটা গ্রহণ করবনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেন ঃ 'সম্ভবতঃ না। আমার পরে এমন এক সময় আসবে যে, অন্যদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে বাদ দেয়া হবে। তখন তোমরা সাব্‌র করবে যতদিন না আমার সাথে সাক্ষাত হয়।' (ফাতহুল বারী ৭/১৪৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের মধ্যে এবং আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'না। আনসারগণ তখন মুহাজিরগণকে বললেন ঃ বাগানের কাজকর্ম তোমরাই করবে এবং উৎপাদিত ফলে আমাদেরকে শরীক করবে।' মুহাজিরগণ জবাব দিলেন ঃ 'আমরা আনন্দিত চিত্তে এটা মেনে নিলাম।' (ফাতহুল বারী ৫/১১)

আনসারগণ (রাঃ) কখনও মুহাজিরগণের (রাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেননা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا এই আনসারগণ (রাঃ) মুহাজিরগণের (রাঃ) মান-মর্যাদা ও বুযুর্গী দেখে অন্তরে হিংসা পোষণ করেনা। মুহাজিরগণ যা লাভ করে তাতে তারা মোটেই ঈর্ষা করেনা। অর্থাৎ তাদেরকে যা দেয়া হয় তা যদি আনাসারগণকে দেয়া না হয় তাহলে তারা ঈর্ষা পোষণ করেননা।

আনসারগণ (রাঃ) ছিলেন স্বার্থহীন

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ তারা (আনসাররা) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা তাদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অভাব মিটিয়ে দেয়াকে প্রাধান্য দিতেন এবং বাস্তবেও তারা তা পালন করতেন।

সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যার নিজেরই প্রয়োজন আছে, এতদ্‌সত্ত্বেও সাদাকাহ করে, তার সাদাকাহ হল উত্তম সাদাকাহ।' (আবূ দাঊদ ২/১৪৬) এই মর্যাদা ঐ লোকদের মর্যাদার চেয়েও অগ্রগণ্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।(সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৮) অন্যত্র আছে ঃ

وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৭) কিন্তু এই লোকগুলি অর্থাৎ আনসারগণের নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দান করে থাকেন। মালের প্রতি আসক্তি নেই এবং প্রয়োজনও থাকেনা এমন সময়ের দান-খাইরাত ঐ মর্যাদায় পৌঁছেনা, যে প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও দান করে।

এই প্রকারের দান ছিল আবূ বাকর সিদ্দীকীর (রাঃ) দান। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আবূ বাকর (রাঃ)! আপনার পরিবারবর্গের জন্য কি রেখে এসেছেন?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে এসেছি।’ (তিরমিযী ১০/১৬১) অনুরূপভাবে ঐ ঘটনাটিও এরই অন্তর্ভুক্ত যা ইয়ারমূকের যুদ্ধে ইকরিমাহ (রাঃ) (ইব্‌ন আবূ জাহল) এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে ঘটেছিল। যুদ্ধের মাইদানে মুজাহিদগণ (রাঃ) আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পিপাসায় কাতর হয়ে তাঁরা ছট্‌ফট্‌ করছেন এবং ‘পানি পানি’ করে চীৎকার করছেন! এমন সময় একজন মুসলিম পানির মশক কাঁধে নিয়ে এলেন। ঐ পানি তিনি আহত মুজাহিদগণের সামনে পেশ করলেন। কিন্তু একজন বললেন ঃ ঐ যে, ঐ ব্যক্তিকে দাও। তিনি ঐ দ্বিতীয় মুজাহিদের নিকট গেলেন। তিনি তখন তাঁর পার্শ্ববর্তী আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেন। ঐ মুসলিমটি তখন তৃতীয় মুজাহিদের নিকট গিয়ে দেখেন যে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে! ততক্ষণে বাকি অন্য দুই মুজাহিদও শহীদ হয়ে যান। তাদের কেহই ‘অপর ভাই পান করবেন’ এ আশায় নিজে পান করলেননা। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন!’

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দারিদ্রতা আমাকে আঘাত হেনেছে। মেহেরবানী করে আমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর স্ত্রীদের বাড়ীতে লোক পাঠান (যদি কারও কাছে কোন খাবার থেকে থাকে)। কিন্তু তাঁদের কারও বাড়ীতেই কিছুই পাওয়া গেলনা। তিনি তখন জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ‘আজ রাতে আমার এই মেহ্‌মানকে খাদ্য খাওয়াবে এমন কেহ আছে কি? আল্লাহ তার উপর দয়া করবেন।’ একজন আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি (আছি)।’ অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে বাড়ী চললেন। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললেন ঃ ‘দেখ, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহ্‌মান! তার জন্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা কর।’ এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! বাড়ীতে আজ শিশুদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই।’ আনসারী তখন তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ ‘রাতের খাবার না খাওয়ায়েই

শিশুদের শুইয়ে দাও। মেহ্‌মানের খাওয়ার সময় তুমি প্রদীপটি নিভিয়ে দিবে। তখন মেহ্‌মান মনে করবে যে, আমরা খেতে রয়েছি।' স্ত্রী তাই করলেন। সকালে আনসারী লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি বলেন ঃ 'মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই ব্যক্তির এবং তার স্ত্রীর রাতের কাজ দেখে খুশি হয়েছেন এবং হেসেছেন।' ঐ ব্যাপারেই وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৫০০, ৭/১৪৯; মুসলিম ৩/১৬২৪, ১৬২৫; তিরমিযী ৯/১৯৭, নাসাঈ ৬/৬৮৬) আবূ তালহা (রাঃ) আনসারী থেকে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে যা হুবহু একই। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা যুল্‌ম হতে বেঁচে থাক। কেননা এই যুল্‌ম কিয়ামাতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। হে লোকসকল! তোমরা কার্পণ্য ও লোভ-লালসাকে ভয় কর। কেননা এটা এমন একটা জিনিস যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। এরই কারণে তারা পরস্পর খুনা-খুনি করেছে এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছে।' (আহমাদ ৩/৩২৩, মুসলিম ৪/১৯৯৬)

আসওয়াদ ইব্‌ন হিলাল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক আবদুল্লাহর (রাঃ) নিকট এসে বলে ঃ 'হে আবূ আবদুর রাহমান (ইব্‌ন মাসউদ)! আমিতো ধ্বংস হয়ে গেছি।' তিনি তার এ কথা শুনে বলেন ঃ 'কেন, ব্যাপার কি?' লোকটি উত্তরে বলে ঃ 'আল্লাহতো বলেছেন, যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।' আর আমিতো একজন কৃপণ লোক। আমিতো আমার মালের কিছুই খরচ করতে চাই না!' তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ 'এখানে কার্পণ্য দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ যুল্‌ম করে ভক্ষণ করবে। তবে হ্যাঁ, কার্পণ্যও নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ অভ্যাস।' (তাবারী ২৮/২৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ যারা

তাদের (মুহাজির ও আনসারগণের) পরে এসেছে, তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু!

এরা হলেন ফাই -এর মালের তৃতীয় প্রকার হকদার। মুহাজির ও আনসারগণের দরিদ্রদের পরে তাঁদের অনুসারী হলেন তাঁদের পরবর্তী ঈমানদার লোকেরা। এই লোকদের মধ্যের মিসকীনরাও এই ফাই -এর মালের হকদার। এঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এঁদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। যেমন সূরা বারাআতে রয়েছে ঃ

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ

'মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট।' (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০০) অর্থাৎ এই পরবর্তী লোকেরা ঐ পূর্ববর্তী মুহাজির ও আনসারগণের লোকদের পদাংক অনুসরণকারী এবং তাঁদের উত্তম চরিত্রের অনুসারী ও ভাল দু'আর মাধ্যমে তাঁদেরকে স্মরণকারী। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় বলেন ঃ যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

এই দু'আ দ্বারা ইমাম মালিক (রহঃ) কতই না সুন্দর দলীল গ্রহণ করেছেন! তিনি বলেন যে, রাফেযী সম্প্রদায়ের কোন লোককে যেন সেই সময়ের নেতা ফাই -এর মাল হতে কিছুই প্রদান না করেন। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের জন্য দু'আ করার পরিবর্তে তাঁদেরকে গালি দিয়ে থাকে।

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ 'ঐ লোকদের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যে, কিভাবে তারা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করছে! কুরআন হুকুম করছে যে, মানুষ

যেন মুহাজির ও আনসারগণের জন্য দু‘আ করে, অথচ এ লোকগুলো (রাফেযীরা) তাঁদেরকে গালি দেয়।’ অতঃপর তিনি وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (মুসলিম ৪/২৩১৭)

১১। তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারও কথা মানবনা এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	١١. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ
১২। বস্তুতঃ তারা বহিস্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবেনা এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবেনা এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবেনা।	١٢. لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ
১৩। প্রকৃত পক্ষে, তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা	١٣. لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي

তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর। এটা এ জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।	صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ
১৪। তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেনা, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচন্ড। তুমি মনে কর তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই; এটা এ জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।	١٤. لَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۭ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ
১৫। তাদের তুলনা তাদের পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে, এবং তাদের জন্যও রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	١٥. كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১৬। তাদের তুলনা হচ্ছে শাইতান, যখন সে মানুষকে বলে, কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শাইতান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের রাব্ব	١٦. كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَـٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ

আল্লাহকে ভয় করি।	ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১৭। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের কর্মফল।	١٧. فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ

মুনাফিকদেরকে ইয়াহুদীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এবং তার মত অন্যান্য মুনাফিকদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা ইয়াহুদী বানী নাযীরের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তারা তাদের সাথে ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলে ঃ 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। প্রয়োজনে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। যদি তোমরা পরাজিত হও এবং তোমাদেরকে মাদীনা হতে বহিষ্কার করে দেয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে এই শহর ছেড়ে চলে যাব।' তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের আমরা কখনো মেনে নিবনা এবং তোমাদেরকে আক্রমণ করলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আসলে এই ওয়াদা করার সময় তা পূরণের নিয়াতই তাদের ছিলনা। তাদের এই মনোবলই ছিলনা যে, তারা এরূপ করতে পারে, যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং বিপদের সময় তাদের সাথে থাকবে। যদি তারা তাদের সাথে যোগও দেয়, কিন্তু তখনো তারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবেনা, বরং কাপুরুষতা প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। অতঃপর মু'মিনদেরকে ভবিষ্যতের একটি শুভ সংবাদ জানিয়ে দেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ প্রকৃতপক্ষে এই মুনাফিকরা আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদেরকেই অধিকতর ভয় করে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! এদের অন্তরে আল্লাহর ভয় অপেক্ষা তোমাদেরই ভয় বেশি আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ এটা এই জন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

তাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার অবস্থা এই যে, তারা মুসলিমদের সাথে সামনা-সামনি কখনও যুদ্ধ করার সাহস রাখেনা। তবে হ্যাঁ, যদি সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যে বসে থেকে কিংবা পরিখার মধ্যে লুকিয়ে থেকে কিছু করার সুযোগ পায় তাহলে তারা ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করা তাদের জন্য সুদূর পরাহত। তারা পরস্পরই একে অপরের শত্রু। তাদের পরস্পরের মধ্যে কঠিন শত্রুতা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ

তোমাদের কেহকেও তিনি কারও যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে থাকেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ হে নাবী! তুমি মনে কর যে, তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঐব্যবদ্ধ নয়, বরং বিচ্ছিন্ন। তাদের মনের মিল নেই। মুনাফিকরা এক দিকে রয়েছে এবং কিতাবীরা অন্য দিকে রয়েছে। তারা একে অপরের শত্রু। কারণ এই যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এদের তুলনা হল এদের অব্যবহিত পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানী কাইনুকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৯৩)

ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের তুলনা

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ **كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ** এদের (মুনাফিকদের) তুলনা শাইতান, যে মানুষকে বলে ঃ কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শাইতান বলে ঃ ‘তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মুনাফিকদের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই ইয়াহুদীদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া ও তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, অতঃপর সুযোগমত এই মুনাফিকদের ঐ ইয়াহুদীদের কাজে

না আসা, যুদ্ধের সময় তাদেরকে সাহায্য না করা এবং তাদের নির্বাসনের সময় ঐ মুনাফিকদের তাদের সঙ্গী না হওয়া। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বুঝাচ্ছেন ঃ দেখ, শাইতান এভাবেই মানুষকে কুফরী করতে উত্তেজিত করে। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে নিজেই তাকে তিরস্কার করতে শুরু করে এবং নিজেকে আল্লাহওয়ালা বলে প্রকাশ করে। ঐ সময় সে বলে ঃ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি। এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ফলে কুফরীকারী ও কুফরীর হুকুমদাতা উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর যালিমদের কর্মফল এটাই।

১৮। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।	١٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ
১৯। আর তাদের মত হয়োনা যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাইতো পাপাচারী	١٩. وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ
২০। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।	٢٠. لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۚ أَصۡحَٰبُ

ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ	

তাকওয়া অবলম্বন ও বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ

জারীর (রাঃ) বলেন ঃ ‘একদা সূর্য কিছু উপরে উঠার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। এমন সময় নগ্ন দেহ ও খালি পায়ে কতকগুলো লোক সেখানে আগমন করল। ডোরা কাটা কাপড় (আরাব দেশীয় পোশাক) দ্বারা তারা নিজেদের দেহ আবৃত করেছিল। তাদের কাঁধে তরবারী লটকানো ছিল। তাদের অধিকাংশই, বরং সবাই ছিল মুযার গোত্রীয় লোক। তাদের দারিদ্রতা ও দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ-মন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং আবার বেরিয়ে এলেন। অতঃপর তিনি বিলালকে (রাঃ) আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান হল, ইকামাত হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করালেন। তারপর তিনি খুৎবাহ্ শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ

‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ...।’ (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১) তারপর তিনি সূরা হাশরের وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি দান-খাইরাতের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেন। তখন জনগণ দান-খাইরাত করতে শুরু করেন। দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা), কাপড়-চোপড়, গম, খেজুর ইত্যাদি দান করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিতেই থাকেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা অর্ধেক খেজুর হলেও তা নিয়ে এসো।’ একজন আনসারী (রাঃ) মুদ্রা ভর্তি ভারী একটি থলে কষ্ট করে উঠিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর লোকেরা দানের পর দান করতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত খাদ্য ও কাপড়ের এক একটি স্তূপ হয়ে যায়। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সোনার মত ঝলমল করতে থাকে। তিনি বলেন ঃ ‘যে কেহ ইসলামের কোন ভাল কাজ শুরু করবে তাকে তার নিজের কাজের প্রতিদানতো দেয়া হবেই, এমনকি তার পরে যে কেহই ঐ কাজটি করবে, প্রত্যেকের সমপরিমাণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতিদানের কিছুই কম করা হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শারীয়াত বিরোধী কোন

কাজ শুরু করবে, তার নিজের এ কাজের পাপতো হবেই, এমনকি তার পরে যে কেহই ঐ কাজ করবে, প্রত্যেকেরই পাপ তার উপর পড়বে এবং তাদের পাপ কিছুই কম করা হবেনা।' (আহমাদ ৪/৩৫৮, মুসলিম ২/৭০৪) আয়াতে প্রথমে নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ আল্লাহর আযাব হতে বাঁচার ব্যবস্থা কর অর্থাৎ তাঁর হুকুম পালন করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থেকে তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা কর। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ সময়ের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর। চিন্তা করে দেখ যে, কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহর সামনে হাযির হবে তখন কাজে লাগার মত কতটা সঞ্চিত আমল তোমাদের কাছে রয়েছে! আবার তাগীদের সাথে বলা হচ্ছে ঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। না কোন ছোট কাজ তাঁর কাছে গোপন আছে, না কোন বড় কাজ তাঁর অগোচরে আছে। কোন গোপনীয় এবং কোন প্রকাশ্য কাজ তাঁর অজানা নেই। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর যিকর্‌কে ভুলে যেওনা, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে তোমাদের ঐ সৎকার্যাবলী ভুলিয়ে দিবেন যেগুলি আখিরাতে কাজে লাগবে। কেননা প্রত্যেক আমলের প্রতিদান ঐ শ্রেণীরই হয়ে থাকে। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ তারাইতো পাপাচারী। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯)

জান্নাতী এবং জাহান্নামীরা এক নয়

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন জাহান্নামী ও জান্নাতীরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সমান হবেনা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর যারা দুস্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৮) অন্যত্র বলেন ঃ

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৮)

এসব আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎ আমলকারীদেরকে সম্মানিত করবেন এবং পাপীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। অর্থাৎ মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে পরিত্রাণ লাভকারী।

২১। যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা করে।	٢١. لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَـٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
২২। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।	٢٢. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ
২৩। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান।	٢٣. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
২৪। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা,	٢٤. هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ

সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ.

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এই পবিত্র কুরআন প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। এর সামনে অন্তর ঝুঁকে পড়ে, লোম খাড়া হয়ে যায়, হৃদয় কেঁপে ওঠে। এর সত্য ওয়াদা ও ভীতি প্রদর্শন প্রত্যেককে কাঁপিয়ে তোলে এবং আল্লাহর দরবারে সাজদায় পতিত করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে অবশ্যই দেখা যেত যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই কুরআনকে কোন কঠিন ও উঁচু পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতেন এবং ওকে চিন্তা ও অনুভূতি শক্তি দান করতেন তাহলে ওটাও তাঁর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তাই মানুষের অন্তরেতো এটা আরও অধিক ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত। কেননা পর্বতের তুলনায় মানুষের অন্তর বহুগুণ নরম ও ক্ষুদ্র এবং তাতে পূর্ণমাত্রায় বোধ ও অনুভূতি শক্তি রয়েছে। মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন।

মুতাওয়াতির হাদীসে রয়েছে যে, মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ্ দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বর তৈরী হয়ে গেল ও বিছিয়ে দেয়া হল তখন তিনি তার উপর দাঁড়িয়েই খুৎবাহ্ দিতে লাগলেন এবং ঐ গুঁড়িটিকে সরিয়ে দেয়া হল। ঐ সময় ঐ গুঁড়ি হতে কান্নার শব্দ আসতে লাগল। শিশুর মত ওটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। কারণ এই যে, আল্লাহর যিক্‌র ও অহী ওকে কিছু দূর থেকে শুনতে হচ্ছে। (ফাতহুল বারী ১/৩৪, ৩৫)

ইমাম বাসরী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন ঃ 'হে লোকসকল! গাছের একটি গুঁড়ির যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এতো ভালবাসা হতে পারে তাহলেতো তোমাদের তাঁর প্রতি ওর চেয়ে বহুগুণ বেশি ভালবাসা থাকা উচিত।

অনুরূপভাবে এই আয়াতটিতে রয়েছে যে, যদি একটি পাহাড়ের এই অবস্থা হয় তাহলে তোমাদেরতো এর চেয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত। কারণ তোমরাতো শুনছ ও বুঝছ?' অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ

যদি কোন কুরআন এমন হত যদ্দারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেতো, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতনা। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩১) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ

নিশ্চয়ই প্রস্তর হতেও প্রস্রবন নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ওগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়। অতঃপর তা হতে পানি নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ঐগুলির মধ্যে কোনটি আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৭৪)

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাকতে হবে

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ আল্লাহ ছাড়া না কোন পালনকর্তা রয়েছে, না তাঁর সত্তা ছাড়া এমন কোন সত্তা রয়েছে যে, কেহ তার কোন প্রকার ইবাদাত করতে পারে। আল্লাহ ছাড়া মানুষ যাদের ইবাদাত করে সেগুলো সবই বাতিল। তিনি সারা বিশ্বের দৃশ্যের ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই তাঁর কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশমান। পৃথিবীতে এমন কোন কিছু নেই, তা ছোট হোক অথবা বড় হোক, গুরুত্বপূর্ণ হোক অথবা কম গুরুত্বের হোক, এমন কি অন্ধকার রাতের পিপীলিকাও তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারেনা। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে রাহমানও বটে

এবং রাহীমও বটে। আমাদের তাফসীরের শুরুতে এ দু'টি নামের পূরা তাফসীর গত হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৬) অন্য জায়গায় আছে ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

তোমাদের রাব্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আল্লাহর এই দান ও রাহমাতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা ওটা (পার্থিব সম্পদ) হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সমস্ত জিনিসের একক মালিক তিনিই। সব কিছুরই অধিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। এমন কেহ নেই যে তাঁর কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বা তাঁকে তাঁর কার্য সম্পাদন করা হতে বিরত রাখতে পারে। তিনিই পবিত্র। অর্থাৎ তিনিই প্রকাশমান ও কল্যাণময়। সত্তাগত ও গুণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সমস্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মালাক/ফেরেশ্‌তা এবং অন্যান্য সবাই তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় সর্বদা রত। তাঁর সমুদয় কাজকর্মেও তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তিনিই **الْمُؤْمِنُ** নিরাপত্তা বিধায়ক। তাঁর পক্ষ হতে কখনও কোন প্রকার অত্যাচার হবেনা। তিনি যে সত্য কথা বলেছেন, এ কথা বলে তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের ঈমানের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনিই রক্ষক অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত মাখলূকের সমস্ত আমল সদা প্রত্যক্ষ ও রক্ষাকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা। (সূরা বুরূজ, ৫৮ ঃ ৬) অন্যত্র বলেন ঃ

ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ

আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৬) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

أَفَمَنۡ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفۡسٍۭ بِمَا كَسَبَتۡ

তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৩)

তিনিই পরাক্রমশালী। প্রত্যেক জিনিস তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য। প্রত্যেক মাখলূকের উপর তিনি বিজয়ী। সুতরাং তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তিমত্তা এবং বড়ত্ব দেখে কেহই তাঁর মুকাবিলা করতে পারেনা। তিনিই প্রবল এবং তিনিই মহিমান্বিত। শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রকাশ করা শুধু তাঁরই জন্য শোভনীয়। অহংকার করা শুধু তাঁরই সাজে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'বড়াই করা আমার পোশাক এবং অহংকার করা আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'টির যে কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করবে, আমি তাকে শাস্তি প্রদান করব।' (মুসলিম ৪/২০২৩) সমস্ত কাজের সংস্কার ও সংশোধন তাঁরই হাতে। যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক স্থাপন করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, তিনিই উদ্ভাবনকর্তা। অর্থাৎ তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং তিনিই ওটাকে জারী ও প্রকাশকারী। তিনি যা চান তাই নির্ধারণ করেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য নির্ধারণ করেন, অতঃপর ওটা অনুযায়ী ওকে চালিয়েও থাকেন। কখনও তিনি এতে পার্থক্য সৃষ্টি হতে দেননা।

আল্লাহ তা'আলার শান বা মাহাত্ম্য এই যে, যে জিনিসকে তিনি যখন যেভাবে করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হও', আর তখনই তা ঐভাবেই এবং ঐ আকারেই হয়ে যায়। যেমন তিনি বলেন ঃ

فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ

যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ৮) এ জন্যই এখানে বলেন ঃ তিনি রূপদাতা। অর্থাৎ যাকে তিনি যেভাবে গঠন করার ইচ্ছা করেন সেইভাবেই করে থাকেন।

আল্লাহর উত্তম নাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى সকল উত্তম নাম তাঁরই। সূরা আ'রাফে এই বাক্যটির তাফসীর গত হয়েছে। তাছাড়া ঐ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যেটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ওগুলি সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি (আল্লাহ) বেজোড় অর্থাৎ তিনি একক এবং তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।' (ফাতহুল বারী ১১/২১৮, মুসলিম ৪/২০৬৩)

প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪)

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর বড়ত্বের ব্যাপারে কারও তুলনা হতে পারেনা, সবাই তাঁর কাছে বিনয়ী। তিনি তাঁর শারীয়াতের আহকামের ব্যাপারে অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

সূরা হাশর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬০ ঃ মুমতাহানাহ, মাদানী — ٦٠ – سورة الممتحنة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১৩, রুকূ ২) (اَيَاتُهَا : ١٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কৃত করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বহির্গত হয়ে থাক তাহলে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেহ এটা করে সেতো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে।	١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ ۙ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡ ۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ

২। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং কামনা করবে যেন তোমরা কুফরী কর।	٢. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ
৩। তোমাদের অত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামাত দিনে কোন কাজে আসবেনা। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন; তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।	٣. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

সূরা মুমতাহানাহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

হাতিব ইব্‌ন আবি বালতাআহর (রাঃ) ব্যাপারে এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, হাতিব (রাঃ) প্রথম দিকের মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ মাক্কায়ই ছিল এবং তিনি নিজে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেননা। শুধু তিনি উসমানের (রাঃ) মিত্র ছিলেন। অতঃপর তিনি হিজরাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাদীনায় অবস্থান করছিলেন। যখন মাক্কাবাসী চুক্তি ভঙ্গ করে এবং এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা-আক্রমণের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মনে বাসনা এই ছিল যে, আকস্মিকভাবে তিনি মাক্কা আক্রমণ করবেন। এ জন্যই তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট দু‘আ করেন ঃ ‘হে আল্লাহ! মাক্কাবাসীদের নিকট যেন আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর না পৌঁছে।’ এদিকে তিনি মুসলিমদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন।

হাতিব ইব্‌ন আবি বালতাআহ (রাঃ) এই পরিস্থিতিতে মাক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখেন এবং এক কুরাইশ মহিলার হাতে পত্রটি দিয়ে মাক্কাবাসীদের

উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। পত্রটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকল্পের কথা এবং মুসলিমদের মাক্কা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর লিখিত ছিল। হাতিবের (রাঃ) উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদের উপর কিছুটা ইহসান করা হবে যার ফলে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধন রক্ষিত থাকবে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই গোপন তথ্য অবহিত করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির পিছনে ঘোড়-সওয়ারদেরকে পাঠিয়ে দেন। পথে তারা তাকে আটক করেন এবং তার নিকট হতে পত্র উদ্ধার করেন। এই বিস্তারিত ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে পূর্ণভাবে এসেছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাফী (রহঃ) অথবা উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাফী (রহঃ) বলেন যে, তিনি আলীকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এবং যুবাইর (রাঃ) ও মিকদাদকে (রাঃ) পাঠানোর সময় বললেন ঃ ‘তোমরা যাত্রা শুরু কর, যখন তোমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছবে তখন সেখানে উষ্ট্রীর উপর আরোহিণী একজন মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে, তার নিকট হতে ওটা নিয়ে নিবে।’ আমরা তিনজন ঘোড়ার উপর আরোহণ করে দ্রুত বেগে ঘোড়া চালিয়ে চলতে লাগলাম। যখন আমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন দেখি যে, বাস্তবিকই এক মহিলা উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে চলছে। আমরা তাকে বললাম ঃ তোমার কাছে যে পত্রটি রয়েছে তা আমাদেরকে দিয়ে দাও। সে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বলল যে, তার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম ঃ তোমার কাছে অবশ্যই পত্র আছে। তুমি যদি খুশি মনে আমাদেরকে পত্রটি না দাও তাহলে আমরা বাধ্য হয়ে তোমার দেহ তল্লাশী করে তা জোর পূর্বক বের করে নিব। তখন মহিলাটি তার চুলের ঝুঁটি খুলে ওর মধ্য হতে পত্রটি বের করে দিল। পত্রটি নিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হলাম। পত্র পাঠে জানা গেল যে, ওটা হাতিব (রাঃ) লিখেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকল্পের খবর মাক্কার কাফিরদেরকে অবহিত করতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হাতিব! ব্যাপার কি?’ হাতিব (রাঃ) বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুগ্রহপূর্বক

তাড়াহুড়া করবেননা, আমার কাছ থেকে কিছু শুনে নিন! আমি কুরাইশদের সাথে মিলে-মিশে থাকতাম কিন্তু আমি নিজে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলামনা। অতঃপর আমি আপনার উপর ঈমান এনে হিজরাত করে মাদীনায় চলে আসি। এখানে যত মুহাজির রয়েছেন তাঁদের সবারই আত্মীয়-স্বজন মাক্কায় রয়েছে। তারা এই মুহাজিরদের সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। কিন্তু আমার কোন আত্মীয়-স্বজন মাক্কায় নেই যে, তারা আমার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের হিফাযাত করবে। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, কুরাইশ কাফিরদের প্রতি কিছুটা ইহ্সান করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করব। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কুফরী করিনি এবং ধর্মত্যাগীও হইনি। ইসলাম ছেড়ে কুফরীর উপর আমি সন্তুষ্ট হইনি।

হাতিবের (রাঃ) এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! হাতিব যে বক্তব্য পেশ করেছে তা সত্য। উমার (রাঃ) তখন বলে ওঠেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আপনি কি জানেন না যে, এ ব্যক্তি বদরে হাযির ছিল? আর আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযীতে এটুকু আরও রয়েছে যে, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। কিতাবুত্ তাফসীরে আছে যে, আমর (রাঃ) বলেন ঃ এই ব্যপারেই ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা আমরের (রাঃ) নিজের, নাকি এটা হাদীসে রয়েছে এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ আছে। ইমাম আলী ইব্ন মাদীনী (রহঃ) বলেন যে, সুফইয়ান ইব্ন উআইনাহকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'এ আয়াতটি হাতিবের (রাঃ) ঘটনার ব্যাপারেই কি অবতীর্ণ হয়?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'আমি এটা আমর (রাঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেছি এবং এর একটি অক্ষরও আমি ছাড়িনি। আর আমার ধারণা এই যে, আমি ছাড়া অন্য কেহ এটা মুখস্থ রাখেনি।' (ফাতহুল বারী ৬/১৬৬, ৭/৫৯২, ৮/৫০২; মুসলিম ৪/১৯৪১, আবূ দাউদ ৩/১০৮, তিরমিযী ৯/১৯৮, নাসাঈ ৬/৪৮৭)

অবিশ্বাসীদের সাথে শত্রুতা পোষণ এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ (*হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে*) এখানে ঐ মূর্তিপূজক ও কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা আমাদের শত্রু এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। মু'মিনদের প্রতি তিনি এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে, তাদের সমর্থন না করে, কিংবা তাদের সাথে উঠা-বসা না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫১)

এটা একটি কঠিন হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে করে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৭) অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৪) অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮) এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবের (রাঃ) ওযর কবূল করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং মাল-ধনের হিফাযাতের খাতিরেই শুধু এ কাজ করেছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সতর্ক করে বলেন ঃ

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ কেন তোমরা দীনের এই শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছ? অথচ তারাতো তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে কোন প্রকারের ত্রুটি করেনা? তোমরা কি এই নতুন ঘটনাটিও বিস্মৃত হয়েছ যে, তারা তোমাদেরকে এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও জোর পূর্বক মাতৃভূমি হতে বহিষ্কার করেছে? তোমাদের অপরাধতো এছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়েছ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করেছ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ

তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي তোমরা সত্যিই যদি আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বেরিয়ে থাক এবং আমার সন্তুষ্টিকামী হও তাহলে কখনও ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করনা যারা আমার শত্রু, আমার দীনের শত্রু এবং তোমাদের জান ও মালের ক্ষতি সাধনকারী। এটা কতই না বড় ভুল যে, তোমরা গোপনভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে! এই গোপনীয়তা কি আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকতে পারে যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই খবর রাখেন? সুতরাং জেনে রেখ যে, যে কেহ ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ তোমরা কি বুঝনা যে, এই কাফিরেরা যদি সুযোগ পায় তাহলে তারা তাদের হাত-পা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবেনা এবং মন্দ কথা বলা হতে নিজকে মোটেই সংযত রাখবেনা? তোমরা যখন তাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত রয়েছ তখন কি করে তাদেরকে বন্ধু মনে করে নিজেদের পথে নিজেরাই কাঁটা ছড়াচ্ছ? মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এমন কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামাতের দিন তোমাদের কোন কাজে আসবেনা, অথচ তাদের খাতিরে তোমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কাফিরদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছ! এটা তোমাদের বড়ই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত ক্ষতি কেহ রোধ করতে পারেনা এবং তাঁর প্রদত্ত লাভেও কেহ বাধা দিতে পারেনা। নিজের আত্মীয়-স্বজনদের

কুফরীর উপর যে আনুকূল্য করল সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সেই আত্মীয় যে'ই হোকনা কেন, এমন কি যদি তিনি নাবীও হন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'জাহান্নামে।' লোকটি (বিষণ্ন মনে) ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে নিয়ে বলেন ঃ 'আমার পিতা ও তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামে (রয়েছে)।' (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম ১/১৯১, আবূ দাঊদ ৫/৯০)

٤. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ

৪। তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি ঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (ইবরাহীম ও তার অনুসারীগণ

বলেছিল) হে আমাদের রাব্ব ঃ আমরাতো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট।	رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ
৫। হে আমাদের রাব্ব আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেননা, হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٥. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
৬। তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয়ই তাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	٦. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের, অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ একটি সুন্দর উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার হিদায়াত দানের পর তাদের জন্য তাঁর খলীল ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীদের (রাঃ) নমুনা বা আদর্শ পেশ করছেন যে, তাঁরা স্পষ্টভাবে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে বলে দেন ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

তোমাদের দীন ও পন্থাকে আমরা ঘৃণা করি। তোমরা আমাদেরকে শত্রু মনে করতে থাক যে পর্যন্ত তোমরা এই পন্থা ও মাযহাবের উপর রয়েছ। ভ্রাতৃত্বের কারণে যে আমরা তোমাদের কুফরী সত্ত্বেও তোমাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কায়েম রাখব এটা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যদি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেন এবং তোমরা এক ও শরীক বিহীন আল্লাহর উপর ঈমান আন ও তাঁর একাত্মবাদকে মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদাত করতে শুরু কর এবং যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক মনে করছ ও তাদের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছ তাদের সবাইকেই পরিত্যাগ কর এবং নিজেদের কুফরীর নীতি ও শির্কের পন্থা হতে সরে যাও তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা! এ অবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমাদের ভাই ও বন্ধু হয়ে যাবে। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক নেই। আমরা তোমাদের হতে ও তোমরা আমাদের হতে পৃথক। তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তা পূর্ণ করেছিলেন, এতে তাঁর অনুসরণ করা চলবেনা। কেননা এই ক্ষমা প্রার্থনা ঐ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যে পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার আল্লাহ তা'আলার শত্রু হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে জানতে পারেননি। যখন তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর শত্রু তখন তিনি স্পষ্টভাবে তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

কোন কোন মু'মিন নিজের মুশরিক মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দলীল হিসাবে ইবরাহীমের (আঃ) পিতার জন্য তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করার ঘটনাটি পেশ করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ. وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করাতো শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৩-১১৪) আর এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তবে ব্যতিক্রম তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি ঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি কোন অধিকার রাখিনা। অর্থাৎ মুশ্‌রিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার মধ্যে কোন আদর্শ নেই। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৩১৮)

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, কাওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট আরয করছেন ঃ **رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ** হে আল্লাহ! সমস্ত কাজে-কর্মে আমাদের ভরসা আপনার পবিত্র সত্তার উপরই রয়েছে। আমরা আমাদের সমস্ত কাজ আপনার কাছেই সমর্পণ করছি। আমাদের প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট। এরপর ইবরাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেননা। অর্থাৎ যেন এমন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলে। অনুরূপভাবে যেন এরূপও না হয় যে, আপনার পক্ষ হতে আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় এবং ওটা তাদের বিভ্রান্তির কারণ হয় যে, যদি আমরা সত্যের উপর থাকি তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এলো কেন? তদ্রূপ এও যেন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিতে দিতে আপনার দীন হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করছেন ঃ

وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন! আপনিতো পরাক্রমশালী। আমাদের অপরাধসমূহ অন্যের কাছে প্রকাশ করে আমাদেরকে লজ্জিত করবেননা। আপনি আপনার কথায়, কাজে, শারীয়াত ও ভাগ্য নির্ধারণে প্রজ্ঞাময়। আপনার কোন কাজই হিকমাতশূন্য নয়। এরপর গুরুত্ব হিসাবে মহান আল্লাহ পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে কেহ আল্লাহ তা'আলার উপর, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সত্যতার উপর ঈমান রাখে তার অনুসরণে আগ বেড়ে পা রাখা উচিত। আর যে কেহই আল্লাহর আহ্কাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত। তিনি কারও কোন পরওয়া করেননা। তিনি প্রশংসার্হ। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, غَنِيٌّ তাঁকেই বলা হয় যিনি অভাবহীন। একমাত্র আল্লাহরই মধ্যে এই বিশেষণ রয়েছে যে, তিনি সর্বপ্রকারের অভাবমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই। কেহই তাঁর সাথে তুলনীয় হতে পারেনা। তিনি প্রশংসার্হ। সমস্ত সৃষ্টজীব সদা তাঁর প্রশংসায় রত রয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত কথায় ও কাজে প্রশংসনীয়। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি ছাড়া কোন রাব্বও নেই।

৭। যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু।	٧. عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৮। দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননা। আল্লাহতো ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।	٨. لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
৯। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিঃস্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাতো অত্যাচারী।	٩. إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَـٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ وَظَـٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

তুমি যাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছ, আল্লাহ তাদেরকে তোমার বন্ধু করে দিতে পারেন

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞার পর এবং তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন বলেন ঃ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً হতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে

আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিবেন। শত্রুতা, ঘৃণা ও বিচ্ছেদের পর হয়তো তিনি তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। কোন্ জিনিস এমন আছে যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওর উপর ক্ষমতা রাখেননা? তিনি পৃথক পৃথক ও পরস্পর বিরোধী জিনিসকে একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন। শত্রুতার পর বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁরই রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا

অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা পৃথক পৃথক ছিলে, তারপর আমারই কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তিনি এমন (মহা শক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহা শক্তিমান ও মহা কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬২-৬৩)

একটি হাদীসে এসেছে ঃ 'তোমার প্রিয়জনকে স্বাভাবিক ভালবাসা প্রদান কর। যে কোন সময় সে শত্রু হয়ে যেতে পারে। আর শত্রুর সাথেও সাধারণ শত্রুতা

কর, এই শত্রুও পরে বন্ধু হয়ে যেতে পারে। (তিরমিযী ৬/১৩৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কাফির তাওবাহ করলে তিনি তার তাওবাহ কবূল করে থাকেন, সে যখন তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও আনুগত্য স্বীকার করে তখন তাকে নিজ করুণার ছায়ায় স্থান দেন, পাপ যত বড়ই হোক না কেন।

যে কাফির ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়না তার প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া যেতে পারে

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ 'যেসব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি এবং তোমাদেরকে বহিষ্কারও করেনি, যেমন মহিলা এবং দুর্বল লোকেরা, তাদের সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার, ইহসান এবং আদল ও ইনসাফ করতে থাক। তিনিতো এরূপ ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

আসমা বিন্‌ত আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমার মাতা মুশ্‌রিকা থাকা অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে, এটা ঐ যুগের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মাক্কার কুরাইশদের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত ছিল। আমি তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মাতা আমার নিকট আগমন করেছে এবং সে ইসলাম হতে বিমুখ। সে আমার কাছে কিছু পেতে চাচ্ছে, আমি কি তার সাথে ভাল ব্যবহার করব?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখ।' (আহমাদ ৬/৩৪৪, ফাতহুল বারী ৫/২৭৫, মুসলিম ২/৬৯৬)

মুসনাদ আহমাদের এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল কুতাইলাহ। সে পনীর, ঘি ইত্যাদি উপঢৌকন হিসাবে আসমা বিন্‌ত আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে এনেছিল। কিন্তু সে ছিল মুশরিকা। তাই আসমা (রাঃ) প্রথমে না তাঁর মাকে তাঁর বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন, আর না তার উপঢৌকন গ্রহণ করেছিলেন। তখন আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَا يَنْهَاكُمُ

اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ এ আয়াতটি নাযিল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আসমাকে (রাঃ) তার মায়ের দেয়া উপহার গ্রহণ করতে বললেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। (আহমাদ ৪/৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ এর পূর্ণ তাফসীর সূরা 'হুজুরাত' এ বর্ণিত হয়েছে। ওখানে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ উত্তম মীমাংসাকারী হল ঐ ব্যক্তি যে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে অন্যদের প্রতি, তার পরিবারের প্রতি এবং তার অধীনস্তদের প্রতি। তাদেরকে আরশের ডান দিকে ঝাড়বাতির উপর স্থান দেয়া হবে। (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

ধর্মের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে দয়া না করার নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুশরিকদের সাথে মেলা-মেশাকারী ও বন্ধুত্বকারীদেরকে ধমকের স্বরে বলছেন ঃ

وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাতো যালিম। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫১)

১০। হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তোমরা	١٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا

جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিওনা। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিরেরা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবেনা, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাবে এবং কাফিরেরা ফেরৎ চাবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١١. وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ

১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হয়ে

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিম হিজরাতকারিনীকে কাফিরের কাছে ফেরৎ না পাঠানোর নির্দেশ

সূরা ফাত্হর তাফসীরে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে যেসব শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল ওগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এও ছিল যে, যে কাফির মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যাবে তাকে তিনি মাক্কাবাসীর নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু কুরআনুল কারীম এর মধ্য হতে ঐ মহিলা বা নারীদেরকে খাস করে নেয় যারা ঈমান আনে এবং খাঁটি মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যাবে তাদেরকে তিনি কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেননা।

কুরআনুল কারীম দ্বারা হাদীসকে খাস করার এটা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত। কারও কারও মতে এই আয়াতটি এই হাদীসের নাসিখ বা রহিতকারী।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, যখন কোন মহিলা হিজরাত করে তাদের কাছে চলে আসে তখন যেন তার ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করে নেয়। যদি প্রমাণিত হয় যে, সে মু'মিনা তাহলে তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ হবেনা। কারণ কাফিরেরা তাদের জন্য বৈধ নয় এবং তারাও কাফিরদের জন্য বৈধ নয়। 'আল মুসনাদ আল কাবীর' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন জাহস (রহঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উম্মে কুলসূম বিন্ত উক্রা ইব্ন আবি মুঈত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরাত করে মাদীনায় চলে যান। উকবাহ এবং ওয়ালীদ নামক তাঁর

দুই ভাই তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে। তখন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চুক্তি করেছিলেন তা থেকে মহিলাদের ব্যাপারটি বাতিল করেন এবং মু'মিনা নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করেন। (বুখারী ৪১৮০, ৪১৮১)

ইমাম আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তাদের পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ছিল ঃ তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, পরীক্ষা করার অর্থ হল, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কেন তারা হিজরাত করেছে। যদি বুঝা যেত যে, তারা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য হিজরাত করেছে তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হত। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন জাগতিক কারণে হিজরাত করেছে যা তোমরা বুঝতে পারবে যে, সে ইসলামের কারণে হিজরাত করেনি তাহলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। (তাবারী ২৩/৩২৬)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ 'যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা (নারীরা) মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেনা।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কারও ঈমানদার হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে অবহিত হওয়া সম্ভব।

মুসলিমার জন্য কাফির এবং মুসলিমের জন্য কাফিরাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ** মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। এই আয়াত এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে হারাম করে দিয়েছে। ইতোপূর্বে মু'মিনা নারীদের বিবাহ কাফিরদের সাথে বৈধ ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যাইনাবের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল আবুল আ'স ইব্ন রাবীর (রাঃ) সাথে, অথচ ঐ সময় আবুল আ'স কুফরীর উপর ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনিও কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। ঐ যুদ্ধে যে কাফিরেরা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল তিনিও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। যাইনাব (রাঃ) তাঁর মাতা খাদীজার (রাঃ) হারটি তাঁর স্বামী আবুল আ'সের (রাঃ)

মুক্তিপণ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় এবং তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মুসলিমদেরকে বলেন ঃ 'যদি তোমরা আমার কন্যার বন্দীকে মুক্তি দেয়া পছন্দ কর তাহলে তাকে মুক্ত করে দাও।' মুসলিমরা মুক্তিপণ ছাড়াই সন্তুষ্টচিত্তে আবুল আ'সকে (রাঃ) মুক্ত করে দিতে সম্মত হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন তাঁর কন্যা যাইনাবকে (রাঃ) মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আ'স (রাঃ) তা স্বীকার করেন। মাক্কায় গিয়ে তিনি যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) সাথে যাইনাবকে (রাঃ) মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। (আবূ দাঊদ ৩/১৪০) এটা হল দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। যাইনাব (রাঃ) মাদীনায়ই অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অষ্টম হিজরীতে মহান আল্লাহ আবুল আ'স ইব্ন রাহীকে (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন এবং তিনি মুসলিম হয়ে যান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাকে পূর্বের বিবাহের উপরই নতুন মহর ছাড়াই আবুল আ'সের (রাঃ) কাছে সমর্পণ করেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا কাফির স্বামীরা তাদের ঐ মুহাজিরা স্ত্রীদের জন্য যা ব্যয় করেছে তা তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, যেমন মহর। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ হে মু'মিনগণ! এখন তোমরা হিজরাতকারিণী ঐ মুহাজিরা মু'মিনা নারীদেরকে মহর দিয়ে বিয়ে করে নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়া, ওলী নির্ধারণ করা ইত্যাদি যেসব বিষয় বিয়ের জন্য শর্ত, এসব শর্ত পূরণ করে ঐ মুহাজির নারীদেরকে যেসব মুসলিম বিয়ে করতে চায় করতে পারে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ হে মু'মিনগণ! তোমরা ঐ নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। অনুরূপভাবে কাফিরা নারীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম।

একটি সহীহ হাদীসে মিসওয়ার (রাঃ) এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ কাফিরদের সাথে হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর করার পর কিছু মহিলা মাদীনায় হিজরাত করেন। তাদের ব্যাপারেই يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

مُهَاجِرَاتٍ এই আয়াতটি নাযিল হয়। এই হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই উমার (রাঃ) তাঁর দু'জন কাফিরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন যাদের একজনকে মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফিয়ান (রাঃ) বিয়ে করেন এবং অপরজনের বিয়ে হয় সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সাথে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯১)

ইব্ন শাওর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মা'মার (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার পর ওখানেই অবস্থান করছিলেন। ঐ চুক্তিতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন যে, যে সমস্ত মহিলা কাফিরদের কাছ থেকে তাঁর কাছে চলে আসবে তিনি তাদেরকে মাক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিছু মহিলা হিজরাত করে চলে আসার পর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন যে, ঐ সমস্ত মহিলাদের জন্য তাদের স্বামীরা যে মহর প্রদান করেছে তা যেন তাদের স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করেন যে, ঈমান আনার পর যে মহিলা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায় সে যেন তার মুসলিম স্বামীর দেয়া মহর ফেরত দেয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের (কাফিরা) স্ত্রীদের উপর যা খরচ করেছ তা তোমরা কাফিরদের নিকট হতে নিয়ে নাও যখন তারা তাদের কাছে চলে যাবে। আর কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলিম হয়ে তোমাদের নিকট চলে আসবে তাদেরকে তোমরা তা দিয়ে দাও যা তারা তাদের এই স্ত্রীদের জন্য খরচ করেছে।

ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি মু'মিনদের মধ্যে ফাইসালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বান্দাদের জন্য কি যোগ্য ও উপযুক্ত তা তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। কারণ সর্বতোভাবে তিনিই প্রজ্ঞাময়।

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ ... এই আয়াতের ভাবার্থে মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এই বর্ণনা করেন ঃ হে মু'মিনগণ! যে কাফিরদের সাথে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি হয়নি, যদি কোন স্ত্রী তার মুসলিম স্বামীর ঘর হতে বের হয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয় তাহলে এটা প্রকাশমান যে, তার মুসলিম স্বামী তার জন্য যা খরচ করেছে তা তারা ফেরত দিবেনা। সুতরাং এর বিনিময়ে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, যদি তাদের মধ্য হতে কোন নারী মুসলিম হয়ে

তোমাদের মধ্যে চলে আসে তাহলে তোমরাও তার স্বামীকে কিছুই দিবেনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে দেয়। (তাবারী ২৩/৩৩৮)

যুহরী (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমরাতো আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম পালন করেছিল এবং কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলিম হয়ে হিজরাত করে চলে এসেছিল, তাদের স্বামীদেরকে তারা তাদের দেয়া মহর ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুশ্‌রিকরা আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম মানতে অস্বীকার করে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিমদেরকে অনুমতি দিয়ে বলা হয় ঃ যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেহ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তারা (কাফিরেরা) যদি তোমাদেরকে তোমাদের খরচকৃত জিনিস ফেরত না দেয় তাহলে যখন তাদের মধ্য হতে কোন নারী তোমাদের নিকট চলে আসবে তখন তোমরা তোমাদের কৃত খরচ রেখে দেয়ার পর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তাহলে তা তাদেরকে (কাফিরদেরকে) প্রদান করবে, অন্যথায় মুআমালা এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদেরকে কিছুই দিতে হবেনা। (তাবারী ২৩/৩৩৭)

১২। হে নাবী! মু'মিনা নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বাইআ'ত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবেনা এবং সত্য কাজে তোমাকে অমান্য করবেনা তখন তাদের বাইআ'ত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মুসলিম মহিলাদের কাছ থেকে যে বাইয়াত নেয়া হত

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'যেসব মুসলিম নারী হিজরাত করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসত তাদের পরীক্ষা এই আয়াত অনুসারেই নেয়া হত। যারা এ কথাগুলি স্বীকার করে নিত তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'আমি তোমাদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করলাম।' তিনি কখনও তাদের হাতে হাত রাখতেননা। আল্লাহর শপথ! বাইআত গ্রহণের সময় তিনি কখনও কোন নারীর হাতে হাত রাখেননি। শুধু মুখে বলতেন ঃ 'আমি এই কথাগুলির উপর তোমাদের বাইআত গ্রহণ করলাম।' (ফাতহুল বারী ৮/৫০৪)

উমাইমাহ বিন্ত রুকাইকাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'কয়েকজন মহিলার সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণের জন্য হাযির হই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী আমাদের নিকট হতে আহাদ-অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আমরা এগুলি স্বীকার করে নিলে তিনি বলেন ঃ 'আমরা আমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুসারে পালন করব' এ কথাও বল। আমরা বললাম ঃ আমাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণা আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবেননা? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'না, আমি নারীদের সাথে করমর্দন করিনা। আমার একজন নারীকে বলে দেয়া একশ' জন নারীর জন্য যথেষ্ট।' (আহমাদ ৬/৩৬৭, তিরমিযী ৫/২২০, ইব্ন মাজাহ ২/৯৫৯, নাসাঈ ৭/১৪৯, ৬/৪৮৮)

উম্মে আতিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত করলাম, তখন তিনি আমাদের সামনে ... لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئًا এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং তিনি আমাদেরকে মৃতের উপর বিলাপ করতেও নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইআত গ্রহণকালীন সময়ের মাঝেই একজন মহিলা তার হাতখানা টেনে নেয় এবং বলে ঃ 'মৃতের উপর বিলাপ করা হতে বিরত থাকার উপর এখনই বাইআত করছিনা। কারণ অমুক মহিলা আমার অমুক মৃতের উপর বিলাপ করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এর বিনিময় হিসাবে তার মৃতের উপর আমাকে বিলাপ করতেই হবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এ কথা শুনে নীরব থাকলেন, কিছুই বললেননা। অতঃপর সে চলে গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পর সে ফিরে এসে বাইআত করল। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৬) সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। (হাদীস নং ২/৬৪৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মাজলিসে আমাদেরকে বলেন ঃ 'আমার কাছে এই বাইআত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, যিনা করবেনা, তোমাদের শিশুদেরকে হত্যা করবেনা। অতঃপর তিনি **إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ** এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি এই বাইআতকে ঠিক রাখবে তার পুরস্কার আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে। যারা এর থেকে বিচ্যুত হবে এবং শরয়ী আইনে শাস্তি পাবে ঐ শাস্তি তার পাপের কাফফারা স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু করবে এবং তা মুসলিম হুকুমতের কাছে গোপন বা অপ্রকাশিত থাকবে তার হিসাব আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন।' (আহমাদ ৫/৩১৪, ফাতহুল বারী ৮/৫০৬, মুসলিম ৩/১৩৩৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ হে নাবী! মু'মিনা নারীরা যখন তোমার নিকট বাইআত করার জন্য আসে অর্থাৎ যখন তারা তোমার কাছে এসব শর্তের উপর রাইআত করার জন্য আসে তখন তুমি তাদের নিকট হতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ কর যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক করবেনা, অপর লোকের মাল চুরি করবেনা। তবে হ্যাঁ, যার স্বামী তার ক্ষমতা অনুযায়ী তার স্ত্রীকে খাদ্য ও পোশাক না দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্য এটা বৈধ যে, সে তার স্বামীর মাল হতে নিজের প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে, যদিও তার স্বামী তা জানতে পারুক অথবা না পারুক। এর দলীল হচ্ছে হিন্দা সম্পর্কীয় হাদীসটি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান (রাঃ) একজন কৃপণ লোক। তিনি আমাকে এই পরিমাণ খরচ দেননা যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি আমি তাঁর অজান্তে তাঁর মাল হতে কিছু গ্রহণ করি তাহলে তা আমার জন্য বৈধ হবে কি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন ঃ 'প্রচলিত পন্থায় তুমি তার মাল হতে এই পরিমাণ নিয়ে নিবে যা তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়।' (ফাতহুল বারী ১৩/১৮৩, মুসলিম ৩/১৩৩৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَزْنِينَ তারা ব্যভিচার করবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩২)

সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ব্যভিচারের শাস্তি জাহান্নামের অগ্নির যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রূপে বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ ৫/৯)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা বিন্‌ত উৎবাহ্ (রাঃ) যখন বাইআত করার জন্য আগমন করেন এবং তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ** ... এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি লজ্জায় তাঁর হাতখানা তাঁর মাথার উপর রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই লজ্জা দেখে মুগ্ধ হন। তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'হে মেয়ে! বাইআত নাও, সবাই এই শর্তগুলির উপর বাইআত করেছে।' এ কথা শুনে তিনিও বাইআত করেন। (আহমাদ ৬/১৫১)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ** তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। এই হুকুমটি সাধারণ। ভূমিষ্ট হয়ে গেছে এরূপ সন্তানও এই হুকুমেরই আওতায় পড়ে। যেমন জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা তাদের সন্তানকে পানাহারের ভয়ে হত্যা করত। আর সন্তান গর্ভপাত করাও এই নিষেধাজ্ঞারই আওতাধীন, তা যে কোন অজুহাত দেখিয়েই করা হোকনা কেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এর একটি ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীর সন্তান ছাড়া অন্যের সন্তানকে তাদের স্বামীর সন্তান বলবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ তারা সৎ কাজে তোমাকে (নাবী সঃ-কে) অমান্য করবেনা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাল (সৎ) কাজের

নির্দেশ দিবেন তা তারা মেনে চলবে এবং যা হতে নিষেধ করবেন তা হতে তারা বিরত থাকবে। ইহা হল মহিলাদের মেনে চলার শর্তসমূহের মধ্যের একটি শর্ত, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর নির্ধারণ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৬) মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাল কাজের আদেশকে মেনে চলতে বলেছেন। এবং এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম বাধ্যবাধকতা। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ 'দেখুন, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার হুকুমও শুধু সৎ কাজেই রয়েছে। (তাবারী ২৩/৩৪৫) এই বাইআত গ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের নিকট হতে মৃতের উপর বিলাপ না করার স্বীকৃতিও নিয়েছিলেন, যেমন উম্মে আতিয়্যার (রাঃ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতের উপর বিলাপ না করার শর্তের উপর একটি নারী বলেছিল ঃ 'অমুক গোত্রের মহিলারা আমার বিলাপের সময় আমার সাথে বিলাপে যোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাদের বিলাপের সময় আমিও তাদের সাথে যোগ দিয়ে অবশ্যই বিনিময় প্রদান করব (বিলাপ করব)।' তখন তাকে তাদের বিলাপে যোগ দেয়ার জন্য যেতে বলা হয়। সুতরাং সে যায় ও তাদের বিলাপে যোগ দেয় এবং সেখান হতে ফিরে এসে আর বিলাপ না করার উপর বাইআত করে। উম্মে সুলাইম (রাঃ), যাঁর নাম ঐ দুই মহিলার মধ্যে রয়েছে যাঁরা বিলাপ না করার বাইআত পূর্ণ করেছিলেন, তিনি হলেন মিলহানের মেয়ে এবং আনাসের (রাঃ) মা। (বুখারী ৪৮৯২)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আসীদ ইব্ন আবী আসীদ আল বাররাদ (রহঃ) বলেন যে, এক মহিলা যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন, তিনি বলেন ঃ যে সমস্ত শর্তের উপর আমরা বাইআত নিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল সৎ কাজের আদেশ যা তিনি আমাদেরকে নাসীহাত করেছেন, আমরা আমাদের মুখমন্ডল আঁচড়াবনা, চুল উপড়ে ফেলবনা এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলবনা (বিলাপ করার সময়)।

১৩। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করনা, তারাতো আখিরাত সম্পর্কে	١٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফিরেরা সমাধিস্থদের বিষয়ে।	قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْقُبُورِ

এই সূরার শুরুতে যে হুকুম ছিল ওটাই শেষে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইয়াহুদী, নাসারা এবং অন্যান্য কাফির, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত, যাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়েছে এবং যারা তাঁর রাহমাত ও ভালবাসা হতে দূরে রয়েছে, তাদের সাথে যেন মুসলিমরা বন্ধুত্ব স্থাপন না করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ তারা আখিরাতের পুরস্কার হতে এবং তথাকার নি'আমাত হতে এমনই নিরাশ হয়েছে যেমন নিরাশ হয়েছে কাবরবাসী কাফিরেরা।

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ এই যে, যেমন জীবিত কাফিরেরা তাদের মৃত কাবরবাসী কাফিরদের পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান হতে নিরাশ হয়েছে। ফলে কখনও আর তাদের সাথে দেখা হওয়ার আশা নেই। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যেমন মৃত কাবরবাসী কাফিরেরা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে গেছে। তারা মরে আখিরাতের শাস্তি অবলোকন করেছে এবং এখন তাদের কোন প্রকার কল্যাণ লাভের আশা নেই।

আল আমাশ (রহঃ) আবূ আদ দুহা (রহঃ) হতে, তিনি মাশরুক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, **كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ** আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ কাফিরদের মৃত্যুর পর যখন তাদের পাপের শাস্তির কথা জানতে পারে তখন নিরাশ হয়ে যায়। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ), আল কালবী (রহঃ) এবং মানসুরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৩৪৮)

সূরা মুমতাহিনাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬১ ঃ সাফ্ফ, মাদানী

٦١ – سورة الصف، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১৪, রুকূ ২)

(اٰيَاتُهَا : ١٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সূরা সাফ্ফ এর মর্যাদা

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমরা একদা পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেহ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করত যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু তখনও কেহ উঠে দাঁড়ায়নি, ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে আমাদের কাছে পাঠালেন এবং তিনি এই পূর্ণ সূরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শোনালেন।' (আহমাদ ৫/৪৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
২। হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল?	٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ
৩। তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।	٣. كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ

৪। যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।	٤. إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

যে যা করেনা তা অন্যকে করতে বলার ব্যাপারে ভর্ৎসনা করা হয়েছে

প্রথম আয়াতের তাফসীর কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যারা ওয়াদা করার পর তা পূরা করেনা।

পূর্বযুগীয় কোন কোন আলেম এই আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন যে, ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবেই ওয়াজিব। যার সাথে ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ করার তাগিদ করুক আর নাই করুক। তাঁরা তাঁদের দলীল হিসাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসটিও পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি। (এক) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (দুই) কথা বললে মিথ্যা বলে এবং (তিন) তার কাছে আমানাত রাখা হলে তা খিয়ানাত করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'চারটি অভ্যাস যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হল ওয়াদা ভঙ্গ করা। শারহে বুখারীর শুরুতে আমরা এই হাদীসগুলি পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এ জন্যই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন ঃ তোমরা যা করনা তা তোমাদের বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন রাবীআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন, ঐ সময় আমি নাবালক ছিলাম। খেলা করার জন্য আমি বের হলে আমার মাতা আমাকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ 'হে আবদুল্লাহ! এসো, তোমাকে কিছু দিতে চাই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাতাকে বললেন ঃ 'সত্যি কি তুমি তোমার ছেলেকে কিছু দিতে চাও?' আমার মাতা উত্তরে বললেন ঃ 'জ্বী হ্যাঁ, খেজুর দিতে চাই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'তাহলে ভাল, অন্যথায় জেনে রেখ যে, যদি কিছুই না দেয়ার ইচ্ছা করতে তাহলে মিথ্যা বলার পাপ তোমার উপর লিখা হত (তোমাকে মিথ্যাবাদিনী হিসাবে গণ্য করা হত)।' (আহমাদ ৩/৪৪৭, আবূ দাউদ ৫/২৬৫)

মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, মু'মিনরা বলেছিল ঃ 'কোন্ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তাহলে অবশ্যই আমরা ঐ আমল করতাম।' তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকে এটা জানাতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا 'যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে সংগ্রাম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।' অতঃপর উহুদের দিন তাদের পরীক্ষা হয়ে যায়। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল? তিনি বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে আমার পথে যুদ্ধ করেছে।' (দুররুল মানসুর ৮/১৪৬)

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন যে, এটা ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা নিজেদের বাহাদুরি দেখানোর জন্য বলত ঃ 'আমরা যুদ্ধ করেছি', অথচ তারা যুদ্ধ করেনি, বলত ঃ 'আমরা আহত হয়েছি', অথচ আহত হয়নি, বলত ঃ 'আমরা প্রহৃত হয়েছি' অথচ প্রহৃত হয়নি, বলত ঃ 'আমরা ধৈর্যধারণ করেছি', অথচ ধৈর্যধারণ করেনি ইত্যাদি।

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ না করা পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতেননা। সুতরাং কাতারবন্দী বা সারিবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। (কুরতুবী ১৮/৮১) তিনি বলেন যে, **كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ** এর অর্থ হচ্ছে ঃ যুদ্ধে তারা একে অপরের সাথে সম্মিলিতভাবে

সারিবদ্ধ হয়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ একজনের সাথে অপর জনের সুদৃঢ় বন্ধন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উহা হল এমন মযবূত কাঠামো/দেয়াল যা কখনও হেলে পড়েনা, যেহেতু একের সাথে অপরটি গ্রথিত রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/১৪৭)

৫। স্মরণ কর মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল? অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেননা।	٥. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ
৬। স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বলল ঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদ দাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে	٦. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ

লাগল ঃ এটাতো এক স্পষ্ট যাদু।	فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ

মূসার (আঃ) কাওমকে তাঁর ভর্ৎসনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসা ইব্ন ইমরান (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর কাওমকে বলেন ঃ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ 'হে আমার কাওম! তোমরাতো আমার রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছ, এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা আমার রিসালাতকে অস্বীকার করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?' এর দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক দিক দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। তাঁকেও মাক্কার কাফিরেরা কষ্ট দিত।

একবার তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) উপর রহম করুন, তাঁকেতো এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৫২) সাথে সাথে মু'মিনদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট না দেয় কিংবা বিব্রত না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوۡاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهٗا

হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমানিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৯) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ অতঃপর যখন তারা বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। অর্থাৎ যখন তারা জেনে শুনে সত্যের অনুসরণ হতে সরে গেল তখন আল্লাহ তা'আলাও তাদের অন্তরকে

হিদায়াত হতে সরিয়ে দিলেন এবং ওকে সন্দেহ ও ব্যর্থতা দ্বারা পূর্ণ করে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৫) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ

আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৪)

ঈসার (আঃ) আমাদের নাবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান

এরপর ঈসার (আঃ) ভাষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যে ভাষণ তিনি বানী ইসরাঈলের সামনে দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ **يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ** হে বানী ইসরাঈল! তাওরাতে আমার (আগমনের) শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছিল, আর আমি দৃঢ়ভাবে এর সত্যতা অনুমোদনকারী। এখন আমি তোমাদের সামনে একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছি যিনি হলেন নাবী, উম্মী, মাক্কী আহমাদ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং ঈসা (আঃ) হলেন বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সমস্ত নাবী ও রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নাবী ও রাসূল। তাঁর পরে কোন নাবীও আসবেননা এবং কোন রাসূলও আসবেননা। ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অতি সুন্দর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে ঃ যুবাইর ইব্‌ন মুতঈম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ 'আমার অনেকগুলি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি আহমাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি মা'হী, যার কারণে আল্লাহ কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করবেন, আমি হা'শির, আমাকে দিয়েই পুনরুত্থান শুরু হবে এবং আমি আ'কিব।' (ফাতহুল বারী ৮/৫০৯, মুসলিম ৪/১৮২৮)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, খালিদ ইব্‌ন মাদান (রহঃ) বলেছেন যে, একদা সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদেরকে আপনার নিজের কথা বলুন!' তখন তিনি বলেন ঃ 'আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) আল্লাহর কাছে চাওয়া দু'আ এবং ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ। আমার মা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, যেন তাঁর মধ্য হতে এমন এক নূর বা জ্যোতি বের হল যার কারণে সিরিয়ার বসরা শহরের প্রাসাদগুলি আলোকিত হয়ে উঠল।' (ইব্‌ন হিশাম ১/১৭৫)

ইরবায ইব্‌ন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট শেষ নাবী হিসাবে লিখিত ছিলাম, অথচ আদম (আঃ) তখন মাটি রূপে ছিলেন। তোমাদেরকে আমি আমার আগমনের ঘটনা শুনাচ্ছি। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ, ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন। নাবীগণের মায়েদেরকে এভাবেই স্বপ্ন দেখানো হয়ে থাকে।' (আহমাদ ৪/১২৭)

আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আগমনের প্রথম সুখবর কি ছিল?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ এবং ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ। আমার মা স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর মধ্য হতে এক নূর বের হয় যা সিরিয়ার প্রাসাদগুলিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।' (আহমাদ ৫/২৬২)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ বাদশাহ নাজ্জাশীর দেশে প্রেরণ করেন। আমরা প্রায় আশিজন লোক ছিলাম যাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উরফুতাহ (রাঃ), উসমান ইব্ন মায্‌ঊন (রাঃ) এবং আবূ মূসাও (রাঃ) ছিলেন। আর ওদিকে কুরাইশরা আমর ইব্ন আ'স এবং উমারাহ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজ্জাশীর নিকট উপঢৌকনসহ প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে নাজ্জাশীর সামনে হাযির হয়ে তাঁকে সাজদাহ করে। তারপর তারা ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর আমর ও উমারাহ আবেদন করে ঃ 'আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে কতক লোক আমাদের দীন পরিত্যাগ করে আপনার দেশে চলে এসেছে। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তারা কোথায়?' তারা জবাব দিল ঃ 'এখানেই এই শহরেই তারা রয়েছে।' তিনি তখন সাহাবীগণকে তাঁর সামনে হাযির করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ শাহী দরবারে হাযির হলেন। জা'ফর (রাঃ) স্বীয় সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ 'আমি আজ তোমাদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করব।' তখন সবাই তাঁর অনুসরণ করলেন। অতঃপর তিনি সভাষদবর্গকে সালাম দিলেন, কিন্তু তিনি সাজদাহ করলেননা। সভাষদবর্গ তখন বলল ঃ 'তোমরা বাদশাহকে কেন সাজদাহ করলেনা?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আমরা মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া কেহকেও সাজদাহ করিনা।' তারা প্রশ্ন করল ঃ 'কেন?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ না করি এবং সালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি।' তখন আমর ইব্ন আ'স (রাঃ) আর কথা না বলে থাকতে পারলেননা। তিনি বলে উঠলেন ঃ 'জনাব! ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে এদের আকীদা বা বিশ্বাস আপনাদের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত।' তখন বাদশাহ জা'ফরকে (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ ' ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা সম্পর্কে তোমাদের আকীদা কি?' জা'ফর (রাঃ) জবাবে বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমাদের আকীদা ওটাই যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ, যা তিনি কুমারী ও সতী-সাধ্বী নারী মারইয়ামের (আঃ) প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁকে কখনও কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। বাদশাহ এ ভাষণ শুনে ভূমি হতে একটি কুটা উঠিয়ে নিয়ে বললেন ঃ 'হে হাবশের অধিবাসী! হে বক্তাগণ! হে বিদ্বানমণ্ডলী! হে দরবেশবৃন্দ! এ ব্যাপারে এই লোকদের (মুসলিমদের) এবং আমাদের আকীদা একই। আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে এদের

আকীদা এবং আমাদের আকীদার মধ্যে এই কুটা পরিমাণও পার্থক্য নেই। হে মুহাজিরদের দল! তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে এবং ঐ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আমি মুবারকবাদ জানাচ্ছি যাঁর নিকট হতে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনিই ঐ রাসূল যাঁর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইঞ্জীলে পড়েছি। ইনিই ঐ নাবী যাঁর সুসংবাদ আমাদের নাবী ঈসা (আঃ) প্রদান করেছেন। আল্লাহর শপথ! যদি আমার উপর দেশ পরিচালনার ঝামেলাযুক্ত দায়িত্ব অর্পিত না থাকত তাহলে এখনই আমি এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তাঁর জুতা বহন করে এবং তাঁর উযূর পানি বহন করে সম্মান বোধ করতাম।' এটুকু বলে তিনি ঐ দুই কুরাইশীকে তাদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এই মুহাজিরদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদের (রাঃ) পরিবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হন এবং তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নাজ্জাশী বাদশাহর মৃত্যুর খবর পৌঁছলে তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (আহমাদ ১/৪৬১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে লাগলঃ এটাতো এক স্পষ্ট যাদু। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত খ্যাতি এবং তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নাবীগণের ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও যখন তিনি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তাদের কাছে এলেন তখন তারা অর্থাৎ কাফিরেরা ও বিরোধীরা বলে উঠলোঃ এটাতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

৭। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।	٧. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
৮। তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়,	٨. يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ

بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ	কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে।
٩. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ	৯। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুল্মকারী ব্যক্তি

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেহই হতে পারেনা। সে যদি বে-খবর হত তাহলেতো একটা কথা ছিল, কিন্তু তার অবস্থাতো এই যে, তাকে তাওহীদ ও ইখলাসের দিকে সদা-সর্বদা আহ্বান করা হচ্ছে, সুতরাং যে ব্যক্তি এ ধরনের যালিম তার ভাগ্যে হিদায়াত আসবে কোথা হতে? তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে ব্যক্তি সূর্যের রশ্মিকে মুখের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়। এটা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি এটাও অসম্ভব যে, এই কাফিরদের মাধ্যমে আল্লাহর দীন দুনিয়ার বুক হতে মুছে যাবে।

কিন্তু আল্লাহ এই ফাইসালা করেছেন যে, তিনি তাঁর নূরকে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। আর তিনিই তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

এই দু’টি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সূরা বারাআতে গত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

١٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ	১০। হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?
١١. تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ	১১। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।
١٢. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَمَسَـٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ	১২। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য।
١٣. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ	১৩। আর তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।

আল্লাহর শাস্তি থেকে যে ব্যবসা রক্ষা করতে পারে

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পূর্বে গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?' তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এতে তিনি বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

এসো, আমি তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলে দিই যাতে ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং ভয়ের কোন কারণ থাকবেনা। তা হচ্ছে এই যে, تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ তোমরা আল্লাহর একাত্মবাদে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এই ব্যবসা দুনিয়ার ব্যবসা হতে বহুগুণে উত্তম। যদি তোমরা এই ব্যবসায়ে হাত দাও তাহলে তোমাদের পদস্খলন ও পাপ-অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিব। আর তোমাদেরকে দাখিল করব এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। বিশ্বাস রেখ যে, মহাসাফল্য এটাই।

আরও জেনে রেখ যে, তোমরা সদা তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে থাক, এই মুকাবিলার সময় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে থাকব এবং তোমাদের ঈপ্সিত বিজয় দান করব। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) দুনিয়ার এই সাহায্য ও

বিজয় এবং আখিরাতের ঐ জান্নাত ও নি'আমাত ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কাজে সদা নিয়োজিত থাকে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর দীনের খিদমাত করে। তাইতো তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি আমার পক্ষ হতে মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।

١٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَـٰهِرِينَ

১৪। হে মু'মিনগণ! আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম তনয় ঈসা তার শিষ্যদেরকে বলেছিল ঃ আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিল ঃ আমরাইতো আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। পরে আমি মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হল।

প্রকৃতিগতভাবে সব মুসলিমই ইসলামের সমর্থনকারী

মহান আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সদা-সর্বদা জান-মাল দ্বারা আল্লাহকে সাহায্য করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসার (আঃ) ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহর পথে কে আমাকে সাহায্যকারী হবে? তখন ঈসার (আঃ) অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। অর্থাৎ আল্লাহর এই দীনের কাজে আমরাই

আপনার সঙ্গী হিসাবে কাজ করব, আপনাকে সাহায্য করব ও আপনার অনুসারী হিসাবে থাকব। তখন ঈসা (আঃ) তাদেরকে প্রচারক হিসাবে সিরিয়ার শহরগুলিতে পাঠিয়ে দেন।

হাজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও জিজ্ঞেস করতেন ঃ 'এমন কেহ আছে কি যে আমাকে সাহায্য করবে যাতে আমি আল্লাহর রিসালাতকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি? কুরাইশরা আমাকে আমার রবের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজে বাধা প্রদান করেছে।' (আহমাদ ৩/৩২২, হাকিম ২/৬২৪, বাইহাকী ৮/১৪৬)

মাদীনার অধিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকদেরকে মহান আল্লাহ এই সৌভাগ্যের অধিকারী করেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁর কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। তাঁরা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বাসভূমিতে চলে যান তাহলে কোনক্রমেই তাঁরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন হতে দিবেননা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সঙ্গীগণসহ হিজরাত করে তাঁদের বাসভূমি মাদীনা নগরীতে পৌঁছলেন তখন বাস্তবিকই তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। এ কারণেই তাঁরা 'আনসার' (সাহায্যকারী) এই মহান উপাধিতে ভূষিত হন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন।

বানী ইসরাঈলের একটি দল ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল, অপর দল তাঁকে অস্বীকার করেছিল

মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করল অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারী হাওয়ারীদেরকে নিয়ে দীনের দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলেন তখন বানী ইসরাঈলের কিছু লোক সঠিক পথে এসে গেল, আর কিছু লোক এ পথে এলোনা। এমনকি তারা তাঁকে এবং তাঁর সতী-সাধ্বী মাতার প্রতি জঘন্যতম অপবাদ রচনা করল। এই ইয়াহুদীদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর গযব পতিত হোক।

আবার যারা তাঁকে মেনে নিল তাদের মধ্যে একটি দল মানার ব্যাপারে সীমালংঘন করল এবং তাঁকে তার মর্যাদার চেয়েও বাড়িয়ে দিল। এদের মধ্যেও আবার কয়েকটি দল হয়ে গেল। একটি দল বলতে লাগল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর

পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। অন্য একটি দল বলল যে, ঈসা (আঃ) তিন আল্লাহর একজন অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদুস। আর একটি দলতো তাঁকে আল্লাহ বলেই স্বীকার করে নিল। এসবের আলোচনা সূরা নিসায় বিস্তারিতভাবে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে জয়যুক্ত করেন

মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ পরে আমি মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের শত্রু খৃষ্টানদের উপর বিজয়ী করলাম।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন ঈসা (আঃ) স্বীয় সহচরদের নিকট এলেন। ঐ সময় তাঁর মাথা হতে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তাঁর সহচরগণ ছিলেন বারোজন। তাঁরা একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে এসেই বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে আমার উপর ঈমান এনেছে বটে কিন্তু পরে কুফরী করবে। একবার নয়, বরং বারো বার।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে এ ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে যে, তাকে আমার চেহারার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমার পরিবর্তে তাকে হত্যা করা হবে, অতঃপর সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে?' তাঁর এ কথার জবাবে তাঁদের মধ্যে বয়সে যিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি বললেন ঃ 'আমি এ জন্য প্রস্তুত আছি।' ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'তুমি বস।' অতঃপর পুনরায় তিনি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও ঐ যুবকটি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আমিই এজন্য প্রস্তুত।' ঈসা (আঃ) এবারও তাঁকে বসে যেতে বললেন। তৃতীয়বার ঈসা (আঃ) ঐ কথাই বললেন এবং তৃতীয়বারও ঐ যুবকটিই দাঁড়িয়ে সম্মতি জানালেন। এবার তিনি বললেন ঃ 'আচ্ছা, বেশ!' তৎক্ষণাৎ তাঁর আকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঈসার (আঃ) মত হয়ে গেল এবং ঈসাকে (আঃ) ঐ ঘরের ছাদের একটি ছিদ্র পথে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হল। ঈসাকে (আঃ) অনুসন্ধানকারী ইয়াহুদীরা দৌড়ে এলো এবং ঐ যুবকটিকে ঈসা (আঃ) মনে করে গ্রেফতার করল ও শূলে চড়িয়ে হত্যা করল। ঈসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐ অবশিষ্ট এগারজন লোকের মধ্য হতে কেহ কেহ বারো বার কুফরী করল, অথচ ইতোপূর্বে তারা ঈমানদার ছিল।

অতঃপর ঈসাকে (আঃ) মান্যকারী বানী ইসরাঈলের দলটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একটি দল বলল ঃ 'স্বয়ং আল্লাহ ঈসার আকৃতিতে যতদিন ইচ্ছা

করেছিলেন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি আকাশে উঠে গেলেন।' এই দলটিকে ইয়াকূবিয়্যাহ বলা হয়। দ্বিতীয় দলটি বলল ঃ 'আল্লাহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমাদের মাঝে ছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন।' এই দলটিকে বলা হয় নাসতুরিয়্যাহ। তৃতীয় দলটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের আকীদাহ বা বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাদের মধ্যে ছিলেন, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। এই দলটি হল মুসলিমের দল।

অতঃপর ঐ কাফির দল দু'টির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা ঐ মুসলিম দলটিকে প্রহার করে হত্যা ও ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈলের ঐ মুসলিম দলটি তাঁর উপরও ঈমান আনয়ন করে। সুতরাং এই ঈমানদার দলটিকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজয়ী হওয়া এবং দীন ইসলামের অন্যান্য দীনগুলোকে পরাজিত করাই হল তাদের বিজয়ী হওয়া ও তাদের শত্রুদের উপর জয়লাভ করা।' (তাবারী ২৩/৩৬৬, নাসাঈ ৬/৪৮৯)

সুতরাং এই উম্মাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সদাসর্বদা বিজয়ীই থাকবে, শেষ পর্যন্ত কিয়ামাত এসে যাবে এবং এই উম্মাতের শেষের লোকেরা ঈসার (আঃ) সঙ্গী হয়ে মাসীহ দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, যেমন সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/৩০৬, মুসলিম ৩/১৫২৪, আবূ দাঊদ ৩/১১) এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা সাফ্‌ফ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬২ ঃ জুমু'আহ, মাদানী

٦٢ – سورة الجمعة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকূ ২)

(اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সূরা জুমু'আহর মর্যাদা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৭, ৫৯৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡمَلِكِ ٱلۡقُدُّوسِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ
২। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূল রূপে যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত; ইতোপূর্বেতো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।	٢. هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولاً مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

٣. وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ	৩। আর তাদের অন্যান্যের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
٤. ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ	৪। এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহতো মহা অনুগ্রহশীল।

প্রত্যেকে আল্লাহর মহিমা ও গুণগান করে থাকে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্ট সব কিছু বাকশক্তি সম্পন্ন হোক বা নির্বাক হোক, সদা-সর্বদা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মগ্ন রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ

এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪) সমস্ত মাখলূক, আসমানেরই হোক বা যমীনেরই হোক, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল রয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ্ এবং এ দু’টির মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে স্বীয় ব্যবস্থাপনা ও হুকুম জারীকারী। তিনি সর্ব প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি দোষ মুক্ত এবং সমস্ত উত্তম গুণাবলী ও বিশেষণের সাথে বিশেষিত। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। এর তাফসীর কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের প্রতি রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) পাঠিয়েছেন রাহমাত স্বরূপ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ উম্মী দ্বারা আরাবদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০)

এখানে উম্মী উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একমাত্র নাবী করে আরাবে পাঠানো হয়েছিল, বরং কারণ শুধু এটাই যে, আরাবদের উপর অন্যদের তুলনায় ইহ্সান ও ইকরাম বহুগুণে বেশি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

নিশ্চয়ই ইহাতো (কুরআন) তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৪) এখানেও কাওমকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা কুরআন সারা দুনিয়াবাসীর জন্য উপদেশ। অনুরূপভাবে অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৪) এখানেও উদ্দেশ্য এটা কখনই নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভীতি প্রদর্শন শুধুমাত্র তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্যই খাস, বরং তাঁর সতর্ককরণতো সাধারণভাবে সবারই জন্য। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) অন্যত্র আছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) অনুরূপভাবে কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) এই ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সারা বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল। সমস্ত মাখলূক তথা জিন ও ইনসানের তিনি নাবী। সূরা আনআ'মের তাফসীরে আমরা এটা পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি এবং বহু আয়াত ও হাদীসও আনয়ন করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই জন্য।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, আরাবদের মধ্যে তিনি স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। এটা এই জন্য যে, যেন ইবরাহীমের (আঃ) দু‘আ কবূল হওয়া জানা যায়। তিনি মাক্কাবাসীর জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমের (আঃ) এ দু‘আ কবূল করেন।

ঐ সময় সমস্ত মাখলূকের জন্য আল্লাহর নাবীর আগমন অত্যন্ত যরুরী হয়ে পড়েছিল। আহলে কিতাবের শুধুমাত্র কতক লোক ঈসার (আঃ) সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা ইফরাত ও তাফরীত হতে বেঁচে ছিলেন। তাঁরা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সত্য দীনকে ভুলে গিয়েছিল এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। তিনি ঐ নিরক্ষরদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করলেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিলেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল।

আরাবরা ইবরাহীমের (আঃ) দীনের দাবীদার ছিল বটে, কিন্তু অবস্থা এই ছিল যে, তারা ঐ দীনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বদল করে ফেলেছিল। তারা ঐ দীনের মধ্যে এত বেশি পরিবর্তন আনয়ন করেছিল যে, তাওহীদ শির্কে এবং বিশ্বাস সন্দেহে পরিবর্তিত হয়েছিল। তারা নিজেরাই বহু বিদ‘আত আবিষ্কার করে তা আল্লাহর দীনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবও তাদের কিতাবগুলি বদলে দিয়েছিল, সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আযীমুশ শান শারীয়াত এবং পরিপূর্ণ দীনসহ জিন ও ইনসানের নিকট প্রেরণ করেন, যেন তিনি আহলে কিতাবের নিকট মহান আল্লাহর আসল আহকাম পৌঁছে দেন, তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আহকাম জনগণকে জানিয়ে দেন, এমন আমল তাদেরকে বাতলে দেন যা তাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম হতে

পরিত্রাণ লাভ করাবে, তিনি সমস্ত মাখলূকের জন্য পথ প্রদর্শক হন, শারীয়াতের মূল ও শাখা সবই শিক্ষা দেন, ছোট বড় কোন কথা ও কাজ উল্লেখ করতে তিনি বাদ রাখেননি, সবারই সমস্ত শক-সন্দেহ দূর করে দেন এবং জনগণকে এমন দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যার মধ্যে সর্বপ্রকারের মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে।

এসব মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বগুণাবলি একত্রিত করেন যা, না তাঁর পূর্বে কারও মধ্যে ছিল এবং না তাঁর পরে কারও মধ্যে থাকবে। মহান আল্লাহ সদা-সর্বদা তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করতে থাকুন!

মুহাম্মাদ (সাঃ) আরাব-অনারাব সকলের জন্য রাসূল

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ এ আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ ‘একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে বসেছিলাম এমন সময় তাঁর উপর সূরা জুমু‘আহ অবতীর্ণ হয়। জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?’ কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেননা। তিনবার এই প্রশ্ন করা হয়। আমাদের মধ্যে সালমান ফারসীও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতখানা সালমান ফারসীর (রাঃ) উপর রেখে বললেন ঃ ‘ঈমান যদি সারিয়্যা নক্ষত্রের নিকট থাকত তাহলেও এই লোকগুলোর মধ্যে এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি এটা পেয়ে যেত।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫১০, মুসলিম ৪/১৯৭২, তিরমিযী ৯/২০৯, ১০/৪৩৩; নাসাঈ ৫/৭৫, ৬/৪৯০; তাবারী ২৩/৩৭৫)

এ রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী সূরা এবং এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়াবাসীর জন্য নাবী, শুধু আরাববাসীদের জন্য নয়। কেননা তিনি এই আয়াতের তাফসীরে পারস্যবাসীদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য ও রোমের সম্রাটদের নিকট ইসলামের দা‘ওয়াত পাঠিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও বলেন যে, এর দ্বারা অনারাবদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর অহীর সত্যতা স্বীকার করেছে।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি স্বীয় শারীয়াত ও তাকদীর নির্ধারণে প্রবল পরাক্রম ও মহাবিজ্ঞানময়। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা এটা তিনি দান করেন। আল্লাহতো বড় অনুগ্রহশীল। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ নাবুওয়াত দান করা আল্লাহ তা‘আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন।

৫। যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ ফাসিক/পাপাচার সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।	٥. مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৬। বল ঃ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠি নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٦. قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

٧. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ	৭। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।
٨. قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	৮। বল ঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার এবং তাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছিল

এই আয়াতগুলিতে ইয়াহুদীদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে যে, তাদেরকে তাওরাত প্রদান করা হয় এবং আমল করার জন্য তারা তা গ্রহণ করে, কিন্তু আমল করেনি। ঘোষিত হচ্ছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুস্তক বহনকারী গাধা। যদি গাধার উপর কিতাবের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে সে এটা বুঝতে পারে যে, তার উপর বোঝা রয়েছে, কিন্তু কি ধরণের বোঝা রয়েছে তা সে মোটেই বুঝতে পারেনা। অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদীরা বাহ্যিকভাবে তাওরাতের শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ করছে, কিন্তু ওসবের উপকারিতা সম্বন্ধে তারা কিছুই বুঝেনা। এর উপর তারা আমলতো করেইনা, এমন কি একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নির্বোধ ও অবুঝ জন্তু গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা মহান আল্লাহ এদেরকে বোধশক্তিই দান করেননি। কিন্তু এ লোকগুলোকেতো তিনি

বোধশক্তি দিয়েছেন, অথচ তারা তা ব্যবহার করেনা ও কাজে লাগায়না। এ জন্যই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَـٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَـٰفِلُونَ

তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭৯) এখানে বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট। তারা অত্যাচারী এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেননা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ হে ইয়াহুদীদের দল! যদি তোমাদের দাবী এই হয় যে, তোমরা সত্যের উপর রয়েছ আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচরবৃন্দ অসত্যের উপর রয়েছেন তাহলে তোমরা প্রার্থনা কর ঃ আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা অসত্যের উপর রয়েছে তাকে যেন আল্লাহ মৃত্যু দান করেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ কিন্তু তাদের হাত যা আগে প্রেরণ করেছে তার কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। অর্থাৎ তারা যে কুফরী, যুল্‌ম ও পাপের কাজ করেছে সেই কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ তা'আলা যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতগুলির তাফসীরে ইয়াহুদীদের সাথে মুবাহালার পূর্ণ বর্ণনা আগেই আলোচিত হয়েছে ঃ

قُلۡ إِن كَانَتۡ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلۡأَخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِينَ. وَلَن يَتَمَنَّوۡهُ أَبَدَۢا بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمۡ أَحۡرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ

ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

তুমি বল ঃ যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তজ্জন্য তারা কখনই তা কামনা করবেনা এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন। এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু-আকাংক্ষী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবেনা এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিদর্শক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৪-৯৬) সূরা আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টানদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ

অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল ঃ এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তান-দেরকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি। অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬১) আর মুশরিকদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে সূরা মারইয়ামের নিম্নের আয়াতে ঃ

قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَـٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدًّا

বল ঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহল (আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন!) বলে ঃ 'আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে কা‘বার নিকট দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তার ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ ‘যদি সে এরূপ করত তাহলে অবশ্যই মালাইকা জনগণের চোখের সামনে তাকে পাকড়াও করতেন। আর যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করত তাহলে অবশ্যই তারা সবাই মারা যেত এবং জাহান্নামে তাদের জায়গা দেখে নিত। আর আল্লাহর রাসূলের সাথে যারা মুবাহালা করতে চেয়েছিল তারা যদি মুবাহালার জন্য বের হত তাহলে অবশ্যই তারা ফিরে এসে তাদের পরিবারবর্গ এবং ধন-সম্পদ দেখতে পেতনা।’ (আহমাদ ১/২৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৯০, তিরমিযী ৯/২৭৭, নাসাঈ ৬/৫১৮, ৩০৮) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ বল ঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে। যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ তা‘আলার উক্তি রয়েছে ঃ

أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮)

٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

৯। হে মু’মিনগণ! জুমু’আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

১০। সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।	١٠. فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

জুমু‘আর দিন করণীয়

جُمُعَة শব্দটি جَمْع শব্দ হতে বের করা হয়েছে, কারণ এই যে, এই দিনে মুসলিমরা বড় বড় মাসজিদে ইবাদাতের জন্য জমা বা একত্রিত হয়ে থাকে। আর এটিও একটি কারণ যে, এই দিন সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি-কার্য পূর্ণ হয়েছিল। ছয় দিনে সারা জগত বানানো হয়। ষষ্ঠ দিন ছিল জুমু‘আর দিন। এই দিনেই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই জান্নাতে তাঁর অবস্থান ঘটে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়। এই দিনেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে যে, ঐ সময়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট যা যাঞ্চা করা হয় তা’ই তিনি দান করে থাকেন। এ সবই সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

প্রাচীন অভিধানে এটাকে ইয়াওমুল আরূবাহ বলা হত। পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকেও প্রতি সাত দিনে একটি বিশেষ দিন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জুমু‘আর দিনের হিদায়াত তারা লাভ করেনি। ইয়াহুদীরা শনিবারকে পছন্দ করে যেদিন মাখলূকের সৃষ্টি কার্য শুরুই হয়নি। নাসারারা রবিবারকে পছন্দ করে যেই দিন মাখলূক সৃষ্টির সূচনা হয়। আর এই উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জুমু‘আকে পছন্দ করেছেন যেই দিন তিনি মাখলূকের সৃষ্টিকার্য পরিপূর্ণ করেছেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে আগমনকারী, আর কিয়ামাতের দিন আমরা সর্বাগ্রে হব, যদিও আমাদের পূর্বের আগমনকারীদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য শুক্রবারকে আনন্দের দিন হিসাবে ধার্য করেছিলেন, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারেও তারা আমাদের পিছনে রয়েছে। ইয়াহুদীরা আগামী কাল এবং খৃষ্টানরা আগামী কালের পরের দিন।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬, মুসলিম ২/৫৮৬) এটা সহীহ বুখারীর শব্দ আর সহীহ মুসলিমের শব্দ হল ঃ আল্লাহ তা‘আলা জুমু‘আ হতে ভ্রষ্ট করেছেন আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। ইয়াহুদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য ছিল রবিবার। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আমাদেরকে আনয়ন করেন এবং জুমু‘আর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দান করেন। সুতরাং তিনি (দিনের ক্রমধারা) রেখেছেন শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার। এভাবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কিয়ামাতের দিন আমাদের পিছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীর হিসাবে আমরা শেষে রয়েছি। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের ব্যাপারে ফাইসালা করা হবে।’ (মুসলিম ২/৫৮৬)

জুমু‘আর খুতবাহ শোনা এবং সালাত আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ এখানে আল্লাহ তা‘আলা জুমু‘আর দিন স্বীয় মুসলিম বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। **سَعْىٌ** দ্বারা এখানে দৌড়ানো উদ্দেশ্য নয়, বরং ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা আল্লাহর যিক্র অর্থাৎ সালাতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়, কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে মাসজিদ পানে অগ্রসর হও।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরা‘আত **فَاسْعَوْا** এর স্থলে **فَامْضَوْا** রয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সালাতের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা ইকামাত শুনলে সালাতের জন্য ধীরে সুস্থে যাবে, দৌড়াবেনা। সালাতের যে অংশ (জামা‘আতের সাথে) পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূরা করবে।’ (ফাতহুল বারী ২/১৩৮, মুসলিম ১/৪২০) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় তিনি শব্দ শুনতে পান। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘ব্যাপার কি?’ সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তাড়াহুড়া করে সালাতে শরীক হয়েছি।' তখন তিনি বললেন ঃ 'না, না, এরূপ করনা। ধীরে সুস্থে সালাতে আসবে। যা পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূরা করে নিবে।' (ফাতহুল বারী ২/১৩৭, মুসলিম ১/৪২২) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এখানে এ হুকুম কখনও নয় যে, মানুষ সালাতের জন্য দৌড়ে আসবে। এটাতো নিষেধ। বরং এখানে উদ্দেশ্য হল অত্যন্ত আগ্রহ, মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ স্বীয় মন ও আমল দ্বারা চেষ্টা কর। (তাবারী ২৩/৩৮০) জুমু'আর সালাতের জন্য আগমনকারীর জুমু'আর পূর্বে গোসল করার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেহ যখন জুমু'আর জন্য আসবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়। (ফাতহুল বারী ২/৪১৫, মুসলিম ২/৫৭৯) এ দু' গ্রন্থেই আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জুমু'আর দিন প্রত্যেক মুসলিমের উপর গোসল ওয়াজিব।' (ফাতহুল বারী ২/৪১৫, মুসলিম ২/৫৮০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর হক এই যে, সে প্রতি সাত দিনে এক দিন গোসল করবে, যাতে সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে।' মুসলিম ২/৫৮২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রতি সাত দিনে একদিন গোসল রয়েছে এবং তা হল জুমু'আর দিন।' (আহমাদ ৩/৩০৪, নাসাঈ ৩/৯৩, ইব্ন হিব্বান ২/২৬২)

জুমু'আর দিনের মর্যাদা

আউস ইব্ন আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ 'যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ভালভাবে গোসল করে এবং সকালেই মাসজিদ পানে রওয়ানা হয়ে যায়, পায়ে হেঁটে যায়, সওয়ার হয়না, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে মনোযোগের সাথে খুতবাহ শুনে এবং কথা বলেনা, সে প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে সারা বছরের সিয়াম ও কিয়ামের (রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করার) সাওয়াব লাভ করে।' (আহমাদ ৪/৯, আবূ দাউদ ১/২৪৬-২৪৭, তিরমিযী ৩/৩, ইব্ন মাজাহ ১/২৪৬, নাসাঈ ৩/৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে খুবই উত্তম বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জুমু‘আর দিন যে ব্যক্তি নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে আউওয়াল ওয়াক্তে মাসজিদে গেল সে যেন একটা উট কুরবানী করল, যে দ্বিতীয় সময়ে হাযির হল সে যেন একটা গরু কুরবানী করল, যে তৃতীয় সময়ে পৌঁছলো সে যেন শিংওয়ালা একটা মেষ কুরবানী করল। যে হাযির হল চতুর্থ ওয়াক্তে সে যেন কুরবানী করল একটা মোরগ এবং যে হাযির হল পঞ্চম ওয়াক্তে, সে একটা ডিম আল্লাহর পথে সাদাকাহ করার সাওয়াব লাভ করল। অতঃপর যখন ইমাম (খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশে) বের হয় তখন মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী হাযির হয়ে খুতবাহ শুনতে থাকেন।’ (ফাতহুল বারী ২/৪২৫, মুসলিম ২/৫৮২)

জুমু‘আর দিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং গোসল করে স্বীয় সাধ্য অনুযায়ী ভাল পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং মিসওয়াক করে জুমু‘আর সালাতের জন্য আসা উচিত। পূর্বেও আমরা বর্ণনা করেছি, আবূ সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জুমু‘আর দিন প্রত্যেক মুসলিমের গোসল করা ওয়াজিব এবং সে মিসওয়াক করবে এবং ঘরে থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করবে। (ফাতহুল বারী ২/৪২৩)

আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করে ও সুগন্ধি মাখে (যদি থাকে); অতঃপর সবচেয়ে ভাল কাপড় পরিধান করে মাসজিদে আসে ও ইচ্ছা হলে কিছু নফল সালাত আদায় করে নেয় এবং কেহকেও কষ্ট দেয়না (অর্থাৎ কারও ঘাড়ের উপর দিয়ে যায়না ও কোন উপবিষ্ট লোককে উঠায়না), অতঃপর ইমাম এসে খুতবাহ শুরু করলে নীরবে তা শুনতে থাকে, তার এই জুমু‘আ হতে পরবর্তী জুমু‘আ পর্যন্ত যত পাপ হয় সবই কাফফারা বা ক্ষমা হয়ে যায়।’ (আহমাদ ৫/৪২০)

সুনান আবূ দাঊদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ‘তোমাদের মধ্যে কেহ যদি দৈনন্দিনের পরিধানের কাপড় ছাড়া দু’টি কাপড় ক্রয় করে জুমু‘আর সালাতের জন্য খাস বা নির্দিষ্টি করে রাখে তাতে ক্ষতি কি?’ (আহমাদ ১/৬৫০, ইব্ন মাজাহ ১/৩৪৮)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক জুমু‘আয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পান যে, লোকেরা ‘নিমার’ (আরাবদের পরিধেয় সাধারণ পোশাক) পরিধান করে সালাত আদায় করতে এসেছেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমাদের

মধ্যে যার সামর্থ্য রয়েছে সে যেন প্রতিদিন যে কাপড় পরিধান করে তা ছাড়া আরও দুই প্রস্থ কাপড় জুমু‘আর জন্য ক্রয় করে। (ইব্‌ন মাজাহ ১/৩৪৯)

এ সূরায় ‘আহ্বান’ এর অর্থ হচ্ছে আযান শুনে খুতবাহ শোনার জন্য এগিয়ে আসা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ এ আয়াতে যে আযানের বর্ণনা রয়েছে ওর দ্বারা ঐ আযান উদ্দেশ্য যা ইমামের মিম্বরের উপর বসার পর দেয়া হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর হতে বেরিয়ে এসে মিম্বরে উপবেশন করতেন তখন মাসজিদের দরজার কাছে এই আযান দেয়া হত। আমীরুল মু’মিনীন উসমান (রাঃ) শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দ্বিতীয় আযান চালু করেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, শা’বি ইব্‌ন ইয়াজিদ (রহঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমারের (রাঃ) যুগে জুমুআ’হ্‌র আযান শুধু ঐ সময় হত যখন ইমাম খুতবাহ দেয়ার জন্য মিম্বরে বসতেন। উসমানের (রাঃ) যুগে যখন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো তখন তিনি এই দ্বিতীয় আযান একটি পৃথক স্থানের উপর দিইয়ে নেন। ঐ স্থানটির নাম ছিল যাওরা। (ফাতহুল বারী ২/৪৫৭) মাসজিদের নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা উঁচু জায়গা এটাই ছিল।

জুমু‘আর আযান শোনার পর বেচা-কেনা করা নিষেধ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ذَرُوا الْبَيْعَ ‘তোমরা ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।’ অর্থাৎ বেচা-কেনা ত্যাগ করে তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও। উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু‘আর দিন যখন আযান হয়ে যাবে তখন এর পরে বেচা-কেনা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ বেচা-কেনা ছেড়ে আল্লাহর যিক্‌র ও সালাতের উদ্দেশে গমন করা তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। তবে হ্যাঁ, যখন তোমাদের সালাত আদায় করা হয়ে যাবে তখন সেখান হতে চলে যাওয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা তোমাদের জন্য বৈধ। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّه সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন জুমু'আর সালাত শেষ হত তখন ইরাক ইব্‌ন মালিক (রহঃ) মাসজিদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করত ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং সালাত আদায় করেছি যেভাবে তুমি আদেশ করেছ সেইভাবে। অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং আমার রিয্‌কের ব্যাপারে তুমিই একমাত্র উত্তম ফাইসালা দানকারী। (কুরতুবী ১৮/১০৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থায় কিংবা কোন কিছু দেয়া-নেয়ার সময়েও আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুনিয়ার লাভের মধ্যে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়বেনা যে, পরকালের কথা একেবারে ভুলে যাবে। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ 'যে ব্যক্তি কোন বাজারে গিয়ে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এক লক্ষ সাওয়াব লিখে নেন এবং এক লক্ষ পাপ ক্ষমা করে থাকেন। (তিরমিযী ৯/৩৮৬)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ' وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـــدِيْر

'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।'

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, বান্দা তখনই আল্লাহর অধিক যিক্‌রকারী হতে পারে যখন সে দাঁড়িয়ে, বসে, শুইয়ে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্‌র করে।

১১। যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। বল ঃ আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।	١١. وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ

ٱلتِّجَـٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ	আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্ক দাতা।

খুতবাহ দেয়া অবস্থায় মাসজিদ ত্যাগ করা নিষেধ

আবুল আলিয়া (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জুমু‘আর দিন মাদীনায় ব্যবসার মাল আসার কারণে যেসব সাহাবী খুতবাহ ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে এখানে আল্লাহ তা‘আলা ধমক দিয়ে বলেন ঃ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا এই সব লোক যখন কোন ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখে তখন ওদিকে ছুটে যায় এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দেয়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, ওটা ছিল দাহইয়া ইব্ন খালফিয়্যাহর (রাঃ) ব্যবসার মাল। তিনি জুমু‘আর দিন ব্যবসার মালসহ মাদীনায় আগমন করেন এবং খবর প্রচারের উদ্দেশে ঢোল বাজাতে শুরু করেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলিম হননি। ঢোলের শব্দ শুনে কয়েকজন ছাড়া সবাই মাসজিদ হতে বেরিয়ে পড়েন। মুসনাদ আহমাদে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাত্র বারো জন লোক বসে থাকেন এবং বাকী সবাই ঐ বাণিজ্যিক কাফেলার দিকে ছুটে যান। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/৩১৩, ফাতহুল বারী ৮/৫১১, মুসলিম ২/৫৯০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَتَرَكُوكَ قَائِمًا। এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, জুমু‘আয় দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতে হবে। সহীহ মুসলিমে যাবির ইব্ন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর দিন দু’টি খুতবাহ পাঠ করতেন, দুই খুতবাহর মাঝে তিনি বসতেন, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন। (মুসলিম ২/৫৮৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ হে নাবী! তুমি জনগণকে জানিয়ে দাও যে, আখিরাতের সাওয়াব, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা ক্রয়-বিক্রয় ও খেল-তামাশা হতে বহুগুণে উত্তম। আল্লাহর উপর ভরসা করে অনুমোদিত সময়ে যে ব্যক্তি রিয্ক তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম রিয্ক দান করবেন।

সূরা জুমু‘আ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৩ ঃ মুনাফিকূন, মাদানী

٦٣ – سورة المنافقون، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকূ ২)

(اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

বাংলা	العربية
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	١. إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَكَـٰذِبُونَ
২। তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল রূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ!	٢. ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
৩। এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।	٣. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

٤. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ	**৪। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, যদিও তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে?**

মুনাফিক এবং তাদের আচরণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসে তখন শপথ করে করে ইসলাম প্রকাশ করে এবং তাঁর রিসালাত স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম নয়, বরং এর বিপরীত। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّه এই মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে শপথ করে করে তোমার রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস রেখ যে, তাদের এই কসমের কোনই মূল্য নেই। এটা তাদের মিথ্যাকে সত্য বানানোর একটা মাধ্যম মাত্র।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততার ব্যাপারে মুনাফিকরা স্বীকৃতি দেয় বটে, কিন্তু অন্তরে তারা এ মত পোষণ করেনা, যদিও বাহ্যিকভাবে তারা কখনও কখনও স্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه যাহহাকের (রহঃ) কিরআতে **اِيْمَانَهُمْ** অর্থাৎ **هَمْزَه** তে যের দিয়ে রয়েছে। তখন ভাবার্থ হবে ঃ তারা তাদের

বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে নিজেদের জীবন রক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা হত্যা ও কুফরীর হুকুম হতে দুনিয়ায় বেঁচে যাবে। তাদের অন্তরে নিফাক স্থান করে নিয়েছে। মুনাফিকদের বাহ্যিক ব্যবহার ও কথা-বার্তায় কোন কোন মুসলিম প্রতারিত হয়ে থাকে। কারণ তাদের মিথ্যা কথন তারা বুঝতে পারেনা। ফলে তাদেরকে মু'মিন বলে ভুল করে। আবার কোন কোন মুসলিম মুনাফিকদের কথাকে বিশ্বাস করে এবং তাদের আচার আচরণকে অনুকরণ করে। মুনাফিকরাতো মনে প্রাণে এই চায় যে, ইসলাম এবং এর অনুসারীরা ধ্বংস হোক। তাই মুনাফিকদের অনুসরণ মুসলিমদের জন্য বয়ে আনতে পারে অপূরণীয় ক্ষতি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন **فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** *আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ!* (তাবারী ২৩/৩৯৪) আল্লাহ আরও বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ *এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝেনা*। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এ জন্যই মুনাফিক আখ্যায়িত করেছেন যে, তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে এবং হিদায়াতের পরিবর্তে ধ্বংসকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর সীল করে দিয়েছেন। ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না এবং কোন উত্তম কথাও তাদের অন্তরে পৌছেনা। তাদের হৃদয় না কোন কিছু বুঝতে পারে, আর না তা থেকে সুপথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ *তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর*। অর্থাৎ মুনাফিকদের রয়েছে মুখের মিষ্টি কথা এবং বাক-পটুতা। যখন কেহ তাদের কথা শুনতে পায় তখন তাদের কথার বাক্যালংকার এবং সাজিয়ে গুছিয়ে বলার কারণে সে মুগ্ধ হবে, যদিও মুনাফিকরা তাদের অন্তরে দুর্বল ও সশংক চিত্ত, ভয়ার্ত ও ভীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তখন তারা ধারণা করে

যে, তাদের উপর হয়তো তা আপতিত হচ্ছে। তাই তারা মৃত্যুর ভয়ে হা-হুতাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ষাবোধ করে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিস্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুনাফিকদের বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। তাদের সালাম হল লা'নত, তাদের খাদ্য হল লুঠতরাজ, তাদের গানীমাত হল চুরি, তারা মাসজিদের নিকটবর্তী হওয়াকে অপছন্দ করে, সালাতের জন্য তারা শেষ সময়ে এসে থাকে, তারা অহংকারী ও আত্মগর্বী হয় এবং তারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ হতে বঞ্চিত থাকে। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করেনা এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেনা। রাতের বেলা তারা এক টুকরা কাঠ এবং দিনে শোরগোলকারী।' (আহমাদ ২/২৯৩)

৫। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা	٥. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا۟

رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ	ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।
٦. سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ	৬। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।
٧. هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟ ۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ	৭। তারাই বলে ঃ আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করনা যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন ভান্ডারতো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝেনা।
٨. يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ	৮। তারা বলে ঃ আমরা মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান হতে প্রবল দুর্বলকে বহিস্কৃত করবেই। কিন্তু সম্মানতো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের।

মুনাফিকরা রাসূলকে (সাঃ) দ্বারা তাদের জন্য দু'আ করতে বলায় আগ্রহী ছিলনা

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন ঃ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ তাদের কৃত পাপের ব্যাপারে খাঁটি মুসলিমরা যখন তাদেরকে বলে ঃ এসো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা গর্বভরে মাথা দুলিয়ে থাকে। এভাবে তারা বিমুখ হয়ে যায়। এর প্রতিফল হল এই যে, তাদের জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। তাদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেননা। সূরা বারাআতে এই বিষয়েই আয়াত বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর তাফসীর এবং সাথে সাথে এই সম্পর্কীয় হাদীসসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। সালাফগণের অধিকাংশ বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন যে, এগুলো সবই আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল সম্পর্কে বর্ণনা। এর বিস্তারিত সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ।

সীরাতে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকে রয়েছে, ইব্ন শিহাব (রহঃ) তাকে জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল তার কাওমের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল। উহুদের যুদ্ধের পূর্বে প্রতি জুমু'আর দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবাহ দেয়ার জন্য দাঁড়াতেন তখন সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলত ঃ 'হে জনমণ্ডলী! ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল। ইনি তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছেন। এঁরই কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই তোমরা শক্তিশালী হয়েছ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁকে সম্মান করবে ও মর্যাদা দিবে এবং তিনি যা কিছু বলবেন সবই মেনে চলবে।' এ কথা বলে সে বসে পড়ত। উহুদের যুদ্ধে তার কপটতা প্রকাশ পায়। সেখান হতে সে প্রকাশ্যভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যাচরণ করে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মাদীনায় ফিরে আসে।

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় ফিরে আসেন এবং জুমু'আর দিন মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হন তখন অভ্যাসমত আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই সেদিনও দাঁড়িয়ে যায় এবং সে কথা বলতে যাবে এমতাবস্থায় কয়েক জন সাহাবী এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে যান এবং তার কাপড় টেনে ধরে বলে ওঠেন ঃ 'ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই বসে যা। এখন তোর কথা বলার মুখ নেই। তুই যা কিছু করেছিস তা আর কারও কাছে গোপন নেই। তোর আর ঐ যোগ্যতা নেই যে, মন যা চাইবে তাই বলবি।' সে তখন অসন্তুষ্ট হয়ে জনগণের ঘাড়ের উপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সে বলতে বলতে যাচ্ছিল ঃ 'আমি কি কোন মন্দ কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম? আমিতো তাঁর কাজ মযবূত করার উদ্দেশেই দাঁড়িয়েছিলাম।' মাসজিদের দরযার কাছে কয়েক জন আনসারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ব্যাপার কি?' উত্তরে সে বলল ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজকে দৃঢ় করার উদ্দেশেই দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় কয়েকজন সাহাবী আমার উপর লাফিয়ে পড়ে আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে শুরু করে এবং আমাকে ধমকাতে থাকে। তাদের ধারণায় আমি যেন কোন মন্দ কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। অথচ আমার উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, আমি তাঁর কথা ও কাজের সমর্থন করব।' এ কথা শুনে ঐ আনসারীগণ বললেন ঃ 'ভাল কথা, তুমি ফিরে চল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন জানাব যে, তিনি যেন তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।' সে তখন বলল ঃ 'আমার এর কোন প্রয়োজন নেই।' (ইব্ন হিশাম ৩/১১১)

কাতাদাহ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, তারই কাওমের এক মুসলিম যুবক তার এ ধরনের কার্যকলাপের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকিয়ে নেন। সে সরাসরি অস্বীকার করে। সে মিথ্যা শপথও করে। তখন আনসারীগণ ঐ সাহাবীকে তিরস্কার এবং শাসন-গর্জন করেন ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন। ঐ সময় এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকের মিথ্যা শপথের এবং যুবক সাহাবীর সত্যবাদীতার বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর ঐ মুনাফিককে বলা হয় ঃ 'চল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নাও।' তখন সে অস্বীকার করে এবং মাথা ঘুরিয়ে চলে যায়।

এই ঘটনায় মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) এবং আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে পানির জায়গার উপর যে জনসমাবেশ ছিল ওর মধ্যে জাহ্জাহ ইব্ন সাঈদ গিফারী (রাঃ) ও সিনান ইব্ন ইয়াযীদের (রাঃ) মাঝে ঝগড়া হয়। জাহ্জাহ্ (রাঃ) উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) একজন কর্মচারী ছিলেন। ঝগড়া চরম আকার ধারণ করে। সিনান (রাঃ) সাহায্যের জন্য আনসারগণকে আহ্বান করেন এবং জাহ্জাহ্ (রাঃ) আহ্বান করেন মুহাজিরদেরকে। ঐ সময় যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) প্রমুখ আনসারগণের একটি দল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর পাশে উববিষ্ট ছিলেন। এই ফরিয়াদ শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলতে শুরু করে ঃ 'আমাদের শহরেই এ লোকগুলো আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল? আমাদের ও এই কুরাইশদের দৃষ্টান্ত ওটাই যাকে একজন বলেছে ঃ 'স্বীয় কুকুরকে তুমি মোটা-তাজা করছ যাতে সে তোমাকেই কামড়ে দেয়।' আল্লাহর শপথ! আমরা মাদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই।' অতঃপর সে তার পাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতে শুরু করল ঃ 'সব বিপদ তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে এনেছ। তোমরা এই মুহাজিরদেরকে তোমাদের শহরে জায়গা দিয়েছ এবং নিজেদের সম্পদের অর্ধাংশ দান করেছ। এখনও যদি তোমরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্য না কর তাহলে তারা সংকটে পড়ে মাদীনা হতে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে।'

যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) এসব কথাই শুনলেন। ঐ সময় তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি সরাসরি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট উমার ইব্ন খাত্তাবও (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আব্বাদ ইব্ন বিশরকে (রাঃ) নির্দেশ দিন, সে তার গর্দান উড়িয়ে দিক।" তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'এ কাজ করলে এটা প্রচারিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকেও হত্যা করে থাকেন। এটা ঠিক হবেনা। যান, লোকদেরকে যাত্রা শুরু করার হুকুম দিন।' আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন এ খবর পেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা জেনে ফেলেছেন তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর কাছে হাযির হয়ে ওযর-আপত্তি, হীলা-বাহানা

করতে লাগল। আর শপথ করে বলতে লাগল যে, সে এরূপ কথা কখনও বলেনি। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তার সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ছিল। তার গোত্রের লোকেরাও বলতে লাগল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্ভবতঃ এই বালকটিই ভুল বলেছে। সে হয়তো ধারণা করেছে, প্রকৃত ঘটনা হয়তো এটা নয়।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ের পূর্বেই ওখান হতে তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন। পথে উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ) তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর নাবুওয়াতের যথাযোগ্য আদবের সাথে তাঁকে সালাম করেন। অতঃপর আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ যে সময়ের পূর্বেই যাত্রা শুরু করেছেন, ব্যাপার কি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'তোমার কি জানা নেই যে, তোমাদের সঙ্গী আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলেছে ঃ 'মাদীনায় পৌঁছে প্রবল ব্যক্তিরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করবে?' তখন উসায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্মানিততো আপনিই, আর লাঞ্ছিত হল সে। আপনি তার কথাকে মোটেই পরোয়া করবেননা। আপনি এটাকে গুরুত্ব দিবেননা। আসলে মাদীনায় আপনার আগমনে সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। আমরা মাদীনাবাসীরা তাকে নেতা নির্বাচন করার উপর ঐকমত্যে পৌঁছেছিলাম এবং তার মাথার মুকুটও তৈরী হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আপনাকে এখানে এনেছেন এবং সে মনে করছে যে, আপনার কারণে তার হাত হতে ক্ষমতা ছুটে গেছে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! চলতে থাকুন।' তাঁরা দুপুরেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। সন্ধ্যা হল, রাত শেষ হয়ে সকাল হলে তিনি শিবির স্থাপন করলেন, যাতে জনগণ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর ঐ কথা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত না থাকে। জনগণের ক্লান্তি ও রাত্রি জাগরণ ছিল বলে অবতরণ করা মাত্রই সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। আর এদিকে এই সূরা মুনাফিকূন অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন হিশাম ২/২৯০-২৯২)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। একজন মুহাজির একজন আনসারকে লাথি মারেন। এটাকে কেন্দ্র করে কথা বেড়ে চলে এবং উভয়েই নিজ নিজ দলের নিকট ফরিয়াদ জানান এবং তাঁদেরকে আহ্বান করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ 'একি অজ্ঞতার যুগের কাজ-কারবার শুরু করলে তোমরা? এই বেদুঈনী বদ

অভ্যাস পরিত্যাগ কর।' আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল বলতে লাগল ঃ 'মুহাজিরগণ এরূপ করল? আল্লাহর শপথ! মাদীনায় পৌঁছেই আমরা সম্মানীরা এই লাঞ্ছিতদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিব।' ঐ সময় মাদীনায় আনসারগণের সংখ্যা মুহাজিরদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশি ছিল। তবে পরবর্তীতে মুহাজিরদের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। উমার (রাঃ) যখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর এ কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ কাজ হতে বিরত রাখলেন এবং বললেন ঃ তার ব্যাপারটি বাদ দিন। তাহলে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করে। (আহমাদ ৩/৩৯২, বুখারী ৪৯০৭, মুসলিম ২৫৮৪, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/৫৩)

ইকরিমাহ (রহঃ) ও ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সেনাবাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় পৌঁছেন তখন ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) মাদীনার প্রবেশ পথে তরবারী হাতে তুলে দাঁড়িয়ে যান। জনগণ মাদীনায় প্রবেশ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা এসে পড়ে। তিনি স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'দাঁড়িয়ে যাও, মাদীনায় প্রবেশ করনা।' তার পিতা বলল ঃ 'ব্যাপার কি? আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?' আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'তুমি মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দেন। সম্মানিত তিনিই এবং তুমিই লাঞ্ছিত।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি সেনাবাহিনীর সর্বশেষ অংশে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে ঐ মুনাফিক তাঁর কাছে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আপনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আমার পিতাকে আমি মাদীনায় প্রবেশ করতে দিবনা।' অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে মাদীনায় প্রবেশ করতে দিলেন। (তাবারী ২৩/৪০৩, ৪০৫)

আবূ বাকর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর আল হুমাইদী (রহঃ) তার মুসনাদ হুমাইদীতে আবূ হারুন আল মাদানী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) তার পিতাকে বলেন ঃ 'যতক্ষণ

পর্যন্ত তুমি নিজের মুখে এ কথা না বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সম্মানিত এবং তুমি লাঞ্ছিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি মাদীনায় প্রবেশ করতে দিবনা। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি শুনেছি যে, আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার ফাইসালা দিয়েছেন। 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতার প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আজ পর্যন্ত আমি তার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করিনি, কিন্তু আপনি যদি তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার মাথা কেটে এনে আপনার নিকট হাযির করছি। অন্য কেহকেও তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেননা। এমনও হতে পারে যে, আমার পিতৃহন্তাকে আমি চলাফিরা করা অবস্থায় দেখতে পেয়ে ঘৃণা করব। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫২০)

৯। হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত।	٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ
১০। আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ্ করতাম	١٠. وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن

এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
১১। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।	١١. وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ.

দুনিয়াদারী বিষয়ে বেশি জড়িত না হয়ে, মৃত্যুর পূর্বেই বেশি বেশি দান করার তাগিদ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন খুব বেশী বেশী করে আল্লাহর যিক্র করে এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা যেন ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির প্রেমে পড়ে আল্লাহকে ভুলে না যায়। এরপর বলেন ঃ যারা দুনিয়ার চাকচিক্য, পদ মর্যাদা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আখিরাতে তারা নিজেরা এবং তাদের পরিবার হবে লাঞ্ছিত। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর আনুগত্যের কাজে মাল খরচ করার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ তারা যেন মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে প্রদত্ত মাল হতে খরচ করে। মৃত্যুর সময়ের নিরুপায় অবস্থা দেখে ধন-সম্পদ খরচ করে শান্তি লাভের আশা করা বৃথা হবে। ঐ সময় তারা চাইবে যে, তাদেরকে যদি অল্প সময়ের জন্যও ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে যা কিছু ভাল কাজ আছে সবই তারা করবে এবং মন খুলে আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করবে। কিন্তু তখন আর সময় কোথায়? যে বিপদ আসার তা এসেই গেছে। ওটা আর কিছুতেই টলাবার নয়। বিপদ মাথার উপর এসেই পড়েছে। প্রত্যেক অবিশ্বাসীকেই তার কাজের হিসাব দেয়ার সময় এসে গেছে। কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসীদের আর্তনাদের বর্ণনা নিম্নের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ. لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَـٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ

যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি; না এটা হবার নয়। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৯৯-১০০) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ নির্ধারিত সময়কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনও কেহকেও অবকাশ দিবেননা। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। এ লোকগুলোকে যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা এসব কথা ভুলে যাবে এবং পূর্বে যে কাজ করত পুনরায় ঐ কাজই করতে থাকবে।

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি জানেন যা মানুষ করে।

সূরা মুনাফিকূন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৪ ঃ তাগাবুন, মাদানী
(আয়াত ১৮, রুকূ ২)

٦٤ – سورة التغابن، مَدَنِيَّةٌ
(اَيَاتُهَا : ١٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	١. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
২। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু'মিন। তোমরা যা কর আল্লাহ সম্যক দ্রষ্টা।	٢. هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন এবং প্রত্যাবর্তনতো তাঁরই নিকট।	٣. خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

٤. يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ	**৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।**

আল্লাহর গুণগান করার আদেশ

সাব্বাহাতের সূরাগুলির মধ্যে এটাই সর্বশেষ সূরা। সৃষ্টি কুলের আল্লাহ পাকের তাসবীহ্ পাঠের বর্ণনা কয়েকবার দেয়া হয়েছে। রাজত্ব ও প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। সব কিছুরই উপর রয়েছে তাঁর কর্তৃত্ব। যে জিনিসের তিনি ইচ্ছা করেন তা তিনি কার্যে পরিণতকারী। কেহই তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা। তিনি না চাইলে কোন কিছুই হবেনা। তিনি সারা মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই ইচ্ছায় মানবমণ্ডলীর কেহ হয়েছে কাফির এবং কেহ হয়েছে মু'মিন। কে হিদায়াতের যোগ্য এবং কে গুমরাহীর যোগ্য তা তিনি সম্যক অবগত। তিনি স্বীয় বান্দাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী এবং তাদেরকে তিনি তাদের কাজের প্রতিদান প্রদানকারী। তিনি আদল ও হিকমাতের সাথে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ. ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ (٨) فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ

হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব (আল্লাহ) হতে প্রতারিত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। (সূরা ইন্ফিতার, ৮২ ঃ ৬-৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ قَرَارٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ

আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ প্রত্যাবর্তনতো তাঁরই নিকট। আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অবগত আছেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

৫। তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? তারা তাদের কর্মের মন্দফল আস্বাদন করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٥. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ فَذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৬। তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসত তখন তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	٦. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا۟ وَتَوَلَّوا۟ ۚ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

কাফির সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী

এখানে পূর্ববর্তী কাফিরদের কুফরী এবং তাদের মন্দ শাস্তি ও নিকৃষ্ট বিনিময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত পৌঁছেনি? তারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করছে। দুনিয়ায়ও তারা আল্লাহর কোপানলে পতিত হয়েছে এবং আখিরাতের শাস্তি তাদের জন্য বাকী রয়েছে। ঐ শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, রাসূলগণ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে স্পষ্ট

দলীল ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তারা ওগুলি অবিশ্বাস করেছিল। একজন মানুষ যে নাবী হতে পারেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রচার হতে পারে তা তারা অসম্ভব মনে করেছিল। তাই তারা নাবীদেরকে স্বীকার করেনি এবং সৎ আমল করা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাদেরকেতো আল্লাহ তা'আলারও প্রয়োজন নেই। তিনিতো সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

৭। কাফিরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।	٧. زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ
৮। অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।	٨. فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ
৯। স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার	٩. يَوۡمَ يَجۡمَعُكُمۡ لِيَوۡمِ ٱلۡجَمۡعِۖ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي

مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ	**পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহা সাফল্য।**
١٠. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ	**১০। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত মন্দ ঐ প্রত্যাবর্তন স্থল!**

মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে এটা সত্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কাফির, মুশরিক ও মুলহিদরা বলেছিল যে, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান হবেনা এবং বিচারও হবেনা। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। জেনে রেখ যে, এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

এটা হচ্ছে তৃতীয় আয়াত যাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথ করে কিয়ামাতের সত্যতা বর্ণনা করতে বলেছেন। প্রথম সূরা ইউনুসে রয়েছে ঃ

وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে - ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৩) দ্বিতীয় আয়াত সূরা সাবায় রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ

কাফিরেরা বলে ঃ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩) আর তৃতীয় হল এই আয়াতটি ঃ

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ কাফিরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং যে নূর আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার উপর অর্থাৎ কুরআনের উপর। আর তোমাদের কোন গোপন আমলও আল্লাহর নিকট অজানা নয়, বরং তিনি সব কিছুরই খবর রাখেন।

তাগাবুন এর বর্ণনা

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ সমাবেশের দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্বের ও পরের সকলকে একটি এলাকায় একত্রিত করবেন এবং সকলে একজন ঘোষককে বলতে শুনবে, যাকে সবাই দেখতে পাবে বলেই ঐ দিনকে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিনকে لِيَوْمُ الْجَمْعِ বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৩) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْـَٔاخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يَوْمُ التَّغَابُنِ হল কিয়ামাত দিবসের একটি নাম। কিয়ামাতের এই নামের কারণ এই যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪১৯, ৪২০) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ এর চেয়ে বড় তাগাবুন বা ক্ষতি কি হতে পারে যে, জান্নাতীদের সামনে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে? এর পরবর্তী আয়াতই যেন এর তাফসীর। মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তন স্থল!

১১। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয়না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।	١١. مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
১২। আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্ট ভাবে প্রচার করা।	١٢. وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ
১৩। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহ উপরই নির্ভর করে।	١٣. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

আল্লাহর অনুমতিতেই মানুষের কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে

সূরা হাদীদেও এ বিষয়টি গত হয়েছে (৫৭ ঃ ২২) যে, যা কিছু হয় তা আল্লাহর হুকুমেই হয়। তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণ ছাড়া কিছুই হয়না।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২২) এখন কোন লোকের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তার এটা বিশ্বাস করা উচিত যে, এ বিপদ আল্লাহর ফাইসালা ও নির্ধারণক্রমেই আপতিত হয়েছে। সুতরাং তার উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর মর্জির উপর স্থির থাকা। আর সে যেন সাওয়াব ও কল্যাণের আশা রাখে। সে যেন আল্লাহর ফাইসালাকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়। তাহলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার অন্তরে হিদায়াত দান করবেন। সে তখন সঠিক বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য স্বীয় অন্তরে দেখতে পাবে। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, ঐ বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায়ই অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার ঈমান দৃঢ় হয়। সে বিশ্বাস রাখে যে, যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা আপতিত হওয়ারই ছিল এবং যা আপতিত হয়নি তা হওয়ারই ছিলনা। (তাবারী ২৩/৪২১)

'মুত্তাফাকুন আলাইহি' এর হাদীসে রয়েছে ঃ মু'মিনের জন্য বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে ফাইসালাই করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে সবর করে, সুতরাং তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আবার তার জন্য আনন্দদায়ক কোন ব্যাপার ঘটলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। এটা মু'মিন ছাড়া আর কারও জন্য নয়।' (মুসলিম ৪/২২৯৫)

একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) মেনে চলতে হবে

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করার আদেশ করেছেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।

অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, (তাহলে জেনে রেখ যে) আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তা যথাযথভাবে পালন করা। যুহরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অহী আসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ হল তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং মানুষের দায়িত্ব হল তা পালন করা। (বুখারী, পরিচ্ছদ ৪৬) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহর উপরই নির্ভর করে। প্রথম বাক্যে তাওহীদের খবর দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তলব, অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদকে মেনে নাও এবং ইখলাসের সাথে শুধু তাঁরই ইবাদাত কর। যেহেতু নির্ভরযোগ্য একমাত্র আল্লাহ, সেই হেতু মু'মিনদের উচিত একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ঃ ৯)

১৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
১৫। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য	١٥. إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ

فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ	পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।
١٦. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ	১৬। তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর, শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম।
١٧. إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَـٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ	১৭। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ওটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল।
١٨. عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ	১৮। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন ঃ কতক স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এবং কতক সন্তান তাদের পিতা-মাতাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে রাখে যা প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাই বটে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاحْذَرُوهُمْ তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। দীনের রক্ষণাবেক্ষণকে তাদের প্রয়োজন ও ফরমায়েশ পূর্ণ করার উপর প্রাধান্য দিবে। মানুষ স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এবং মাল-ধনের খাতিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আল্লাহর নাফরমানী করে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, মাক্কাবাসী কতক লোক ইসলাম কবূল করেছিল, কিন্তু স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা তাদেরকে হিজরাত করতে দেয়নি। অতঃপর যখন তারা আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যায় তখন গিয়ে দেখে যে, যাঁরা পূর্বে হিজরাত করেছিলেন তাঁরা অনেক ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেছেন। তখন এই লোকদের মনে হল যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে শাস্তি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন ঃ

وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিরমিযী ৯/২২২, হাসান সহীহ) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা, আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, এগুলি পেয়ে কে নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ছে এবং কে আনুগত্য করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবস্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪) আরও, যা এর পরে রয়েছে।

বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন এমন সময় হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) লাল জামা পরিধান করে আসেন তারা জামার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন ও উঠছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর হতে নেমে তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন এবং সামনে বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলতে থাকলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর রাসূলও সত্য কথা বলেছেন। তা হল ঃ ‘তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাহ।’ এই দুই শিশুকে পড়তে ও উঠতে দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তাই খুতবাহ স্থগিত রেখে এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হল। (আহমাদ ৫/৩৫৪, আবূ দাঊদ ১/৬৬৩, তিরমিযী ১০/২৭৮, নাসাঈ ৩/১০৮, ইব্ন মাজাহ ২/১১৯০)

যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** ‘তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।’ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করব তখন তোমরা যথাসাধ্য তা পালন করবে এবং যখন নিষেধ করব (কোন কিছু হতে) তখন তা হতে বিরত থাকবে।’ (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪, মুসলিম ২/৯৭৫) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে যাও। তাদের আনুগত্য হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক হয়োনা। আগেও বেড়ে যেওনা এবং পিছনেও সরে এসোনা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন অথবা যে সিদ্ধান্ত দেন তার বাইরে তোমরা কিছু বলনা, কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করনা। তোমাদের প্রতি যে আদেশ করা হয়েছে তা

কখনও অবহেলা করনা এবং তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা কখনও করার চেষ্টা করে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

দান-সাদাকাহর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য ওটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে ফকীর-মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরকে দান করতে থাক। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যে ইহ্সান করেছেন ঐ ইহ্সান তোমরা তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি করে যাও। তাহলে এটা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি এটা না কর তাহলে দুনিয়ার ধ্বংস তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে আনবে।

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه এর তাফসীর সূরা হাশরের এই আয়াতে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ তুমি যা'ই ব্যয় করনা কেন, আল্লাহ তা পূরণ করে দিবেন। আর দান-সাদাকাহ হিসাবে যা প্রদান করবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। দান-সাদাকাহ করাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধার দেয়া হিসাবে গন্য করেন। যেমন একটি হাদীসে কুদ্সীতে বর্ণিত আছে ঃ কে তাঁকে ঋণ দিবে, যিনি অবিচারক নন এবং গরীবও নন। (মুসলিম ১/৫২২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

যাতে তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। অর্থাৎ তোমাদের অপরাধসমূহ তিনি মার্জনা করবেন।

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এর তাফসীর ইতোপূর্বে কয়েকবার গত হয়েছে।

সূরা তাগাবুন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৫ ঃ তালাক, মাদানী

٦٥ – سورة الطلاق، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১২, রুকূ ২)

(اَيَاتُهَا : ١٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ ۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥ ۚ لَا تَدۡرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرًا	১। হে নাবী! তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তাহলে তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দাতের হিসাব রেখ এবং তোমাদের রাব্ব আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বহিস্কার করনা এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলি আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জাননা, হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দিবেন।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সময় স্বামীর বাড়ীতে থাকবে

প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সম্বোধন করা হয়েছে, অতঃপর এরই অনুসরণে তাঁর উম্মাতকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে তালাকের মাসআলা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) তার স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় তালাক দেন। উমার (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ

‘সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং ঋতু হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীরূপেই রেখে দেয়। অতঃপর পুনরায় ঋতুবতী হওয়ার পর যখন পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা হলে এই পবিত্র অবস্থায়, সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই ঐ ইদ্দাত যার হুকুম আল্লাহ তা‘আলা দিয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫২১, ৯/২৫৮, ৩৯৩; মুসলিম ২/১০৯৪, ১০৯৫)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ যুবাইর (রহঃ) তাকে বলেছেন, আজজাহর (রহঃ) আজাদকৃত ভৃত্য আবদুর রাহমান ইব্‌ন আইমান (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে (রাঃ) প্রশ্ন করছিলেন এবং আবুয যুবাইর (রহঃ) তা শুনছিলেন ঃ ‘যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দেয় তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘ইব্‌ন উমার (রাঃ) অর্থাৎ তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীকে ঋতুর অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। তখন ইব্‌ন উমার (রাঃ) তাকে ফিরিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ যখন সে পবিত্র হবে তখন তাকে তালাক দিবে, না হয় রেখে দিবে।

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ** এই আয়াতটি পাঠ করেন।’ (মুসলিম ২/১০৯৮)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, **فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ** এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ‘যে তোহর বা পবিত্রাবস্থায় সহবাস করা হয়নি ঐ তোহরে তালাক দেয়া।’ ইব্‌ন উমার (রাঃ), আ’তা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মাইমুন ইব্‌ন মিহরান (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহ্‌হাকও (রহঃ) একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৩২-৪৩৪) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হায়েযের অবস্থায় তালাক দিওনা এবং ঐ তোহরেও তালাক দিওনা যাতে স্ত্রী-

সহবাস করেছ, বরং ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, আবার তার হায়েয হবে এবং ঐ হায়েয হতে আবার পবিত্রতা লাভ করবে। ঐ পবিত্র অবস্থায় একটি তালাক দিয়ে দাও। (তাবারী ২৩/৪৩৫)

এখান হতেই বিজ্ঞ আলেমগণ তালাকের আহকাম গ্রহণ করেছেন এবং তালাকের দুই প্রকার করেছেন। তালাকে সুন্নাত ও তালাকে বিদআত। তালাকে সুন্নাততো এটাই যে, এমন তোহরে বা পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেনি এবং মাসিক অবস্থায়ও নেই। আর গর্ভাবস্থায়ও তালাক দেয়া যাবে যদি গর্ভ স্পষ্ট হয়। আর তালাকে বিদআত এই যে, হায়েযের অবস্থায় তালাক দিবে অথবা এমন তোহরে তালাক দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেছে এবং গর্ভ ধারণ করেছে কি-না তাও জানা যায়নি। তালাকের তৃতীয় প্রকারও রয়েছে যা তালাকে সুন্নাত নয় এবং তালাকে বিদআতও নয়। ওটা হচ্ছে নাবালেগা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীর তালাক এবং ঐ স্ত্রীর তালাক যার হায়েযই হয়না এবং ঐ নারীর তালাক যার সাথে মিলন হয়নি। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ তোমরা ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইদ্দাতের হিসাব রাখবে। এমন যেন না হয় যে, ইদ্দাতের দীর্ঘতার কারণে স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আর এ ব্যাপারে তোমরা প্রকৃত মা'বূদ আল্লাহকে ভয় করবে।

ইদ্দাতের সময় স্ত্রীকে স্বামীর ভরণ পোষণ দিতে হবে

ইদ্দাতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর বসবাসের জায়গা দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর। তাকে বাড়ী হতে বের করে দেয়ার কোন অধিকার স্বামীর নেই এবং সে নিজেও বের হয়ে যাবেনা। কেননা সে তখন পর্যন্ত বিয়ের আইনানুযায়ী স্বামীর অধিকারে আবদ্ধা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার ইদ্দাত অবস্থায় স্বামীর ঘর ত্যাগ করবেনা। তবে সে যদি ফাহিশা কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সে তার স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসায়িব (রহঃ), শাবী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ কিলাবাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), সাঈদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), 'আতা আল খুরাশানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন হিলাল (রহঃ) এবং

আরও অনেকে বলেছেন যে. 'ফাহিশা' বলতে এখানে ব্যভিচার বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/৪৩৮, কুরতুবী ১৮/১৫৬, দুররুল মানসুর ৮/১৯৪) উবাই ইব্ন কাব (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, 'ফাহিশা মুবাইয়িনাহ' হল স্বামীর অবাধ্য হওয়া, সবার সম্মুখে তিরস্কার করা, স্বামীর পরিবারকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ইত্যাদি। (তাবারী ২৩/৪৩৮)

স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রীর ইদ্দাত পালন করার হিকমাত

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه এগুলি আল্লাহর বিধান অর্থাৎ তাঁর শারীয়াত ও সীমারেখা। যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا *হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দিবেন।* আল্লাহর ইচ্ছা কেহই জানতে পারেনা। ইদ্দাতের সময়কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর তার স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা, এটা আল্লাহর হুকুম। এর মধ্যে এই যৌক্তিকতা রয়েছে যে, হয়তো এই ইদ্দাতের মধ্যে তার স্বামীর মত পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে হয়তো তালাক দেয়ার কারণে লজ্জিত হবে। তার অন্তরে হয়তো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার খেয়াল জেগে উঠবে এবং সে স্ত্রীকে রাজআত (তালাক ফিরিয়ে) নিবে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে থাকবে। যুহরী (রহঃ) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে. ফাতিমা বিনত কায়িস (রহঃ) لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا এর ভাবার্থে বলেন, স্ত্রীকে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়া। (তাবারী ২৩/৪৪১) শা'বী (রহঃ), 'আতা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং শাউরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৪২, কুরতুবী ১৮/১৫৭, দুররুল মানসুর ৮/১৯৪)

ফিরিয়ে না নেয়ার দাবীদার স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণ পোষণ পাবেনা

এর ভিত্তিতেই কতক সালাফ এবং তাঁদের অনুসারীদের অভিমত এই যে, مَبْتُوْتَه নারী অর্থাৎ ঐ তালাকপ্রাপ্তা নারী যাকে রাজআত করার (ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার স্বামীর বাকী নেই, এর ইদ্দাত পূর্ণ হবার সময় পর্যন্ত বসবাসের জায়গা

দেয়া স্বামীর দায়িত্ব নয়। তাঁদের দলীল হল ফাতিমা বিন্ত কায়িস আল ফিহরিয়্যাহ (রাঃ) সম্পর্কীয় হাদীসটি। যখন তাঁর স্বামী আবূ আমর ইব্ন হাফস (রাঃ) তাঁকে তৃতীয় ও সর্বশেষ তালাক দিয়ে দেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট বিদ্যমান ছিলেননা। ঐ সময় তিনি ইয়ামানে ছিলেন। সেখান হতেই তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। তখন তিনি লোক মারফত তাঁর স্ত্রীর নিকট সামান্য বার্লি পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, এটা তাঁকে খোরাক হিসাবে দেয়া হল। এতে ঐ নারী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ওয়াকীল তাঁকে বললেন ঃ 'অসন্তুষ্ট হচ্ছ কেন? তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব আমার নয়।' মহিলাটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে এটা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হ্যাঁ, ঠিকই বটে। তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব তোমার এই স্বামীর উপর নয়।' সহীহ মুসলিমে আরও রয়েছে যে, তাকে তিনি বলেন ঃ 'তোমাকে বসবাসের জন্য ঘর দেয়াও তোমার এ স্বামীর দায়িত্ব নয়।' অতঃপর তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন উম্মে শারিকের (রাঃ) বাড়ীতে তার ইদ্দাতের দিনগুলি অতিবাহিত করেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সেখানেতো আমার অধিকাংশ সাহাবী যাতায়াত করে থাকে। তুমি বরং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূমের (রাঃ) গৃহে ইদ্দাত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ (সে তোমাকে দেখতে পাবেনা)। তুমি সেখানে তোমার কাপড় খুলেও রেখে দিতে পারবে (শেষ পর্যন্ত)।' (মুসলিম ১৪৮০)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মহিলাটিকে বলেন ঃ 'ওহে কায়িস পরিবারের মেয়ে! ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর উপর ঐ সময় রয়েছে যখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার আছে। ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার যখন নেই তখন ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও তার উপর বর্তায়না। তুমি এখান হতে চলে যাও এবং অমুক মহিলার বাড়ীতে তোমার ইদ্দাত পালন কর।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'সেখানেতো আমার সাহাবীগণ যাতায়াত করে থাকে! তুমি বরং ইব্ন উম্মে মাকতুমের (রাঃ) বাড়ীতে তোমার ইদ্দাতের দিনগুলি অতিবাহিত কর। সে অন্ধ মানুষ। সুতরাং সে তোমাকে দেখতে পাবেনা (শেষ পর্যন্ত)।' (আহমাদ ৬/৩৭৩)

আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা বিন্ত কায়েস (রাঃ) যাহহাক ইব্ন কায়েস কারাশীর (রাঃ) বোন ছিলেন। ফাতিমার স্বামী ছিলেন আবূ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরাহ আল মাখযূমী (রাঃ)। ফাতিমা

(রাঃ) বলেন ঃ ‘আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স (রাঃ) সেনাবাহিনীর সাথে ইয়ামান গিয়েছেন। সেখান হতে তিনি আমাকে তালাক পাঠিয়েছেন। আমি তখন আমার স্বামীর ওলীদের কাছে আমার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দাবী করলে তাঁরা বলেন ঃ ‘তোমার স্বামী আমাদের কাছে কিছুই পাঠায়নি এবং আমাদেরকে কোন অসিয়তও করেনি।’ আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আবূ আমর ইব্‌ন হাফস (রাঃ) আমাকে তালাক দিয়েছেন। আমি তখন তাঁর ওলীদের নিকট আমার বাসস্থান ও খাওয়া খরচ প্রার্থনা করলে তাঁরা বলেন যে, তিনি তাঁদের কাছে কোন কিছু পাঠাননি এবং তাঁদেরকে কোন অসিয়তও করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘এমন স্ত্রীর জন্য বাসস্থান ও খাওয়া খরচের দায়িত্ব স্বামীর উপর রয়েছে যাকে রাজআত করার (পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার তার স্বামীর উপর রয়েছে। অতঃপর অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত যে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হালাল নয় তার খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের দায়িত্বও তার স্বামীর নেই।’ (তাবারানী ২৪/৩৮২, নাসাঈ ৬/১৪৪)

٢. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا

২। তাদের ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু’জন ন্যায় পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। ওটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন -

৩। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।	٣. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ইদ্দাত বিশিষ্টা নারীদের ইদ্দাতের সময়কাল যখন পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন তাদের স্বামীদের দু'টি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় তাদেরকে যথাবিধি স্ত্রীরূপেই রেখে দিবে, অর্থাৎ যে তালাক তাদেরকে দিয়েছিল তা হতে রাজআত করে তাদেরকে যথা নিয়মে তাদের বিবাহ বন্ধনে রেখে দিয়ে তাদের সাথে স্ত্রীরূপে বসবাস করবে, না হয় তাদেরকে তালাক দিয়ে দিবে। কিন্তু তাদেরকে গাল মন্দ করবেনা, হেয় করবেনা, অভিশাপ দিবেনা অথবা শাসন গর্জন করবেনা। বরং সদয় ও উত্তমভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে।

স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সময় স্বাক্ষী রাখতে হবে

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে রাজআত করে নাও তাহলে তোমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। যেমন সুনান আবূ দাঊদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় বর্ণিত হয়েছে যে, ইমরান ইব্ন হুসাইনকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'একটি লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করেছে। অথচ না সে তালাকের উপর সাক্ষী রেখেছে, না রাজআতের উপর সাক্ষী রেখেছে। এর হুকুম কি হবে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'সে সুন্নাতের বিপরীত তালাক দিয়েছে এবং সুন্নাতের বিপরীত রাজআত করেছে। তার উচিত ছিল তালাকের উপরও সাক্ষী রাখা এবং রাজআতের উপরও সাক্ষী রাখা। সে ভবিষ্যতে আর যেন এর পুনরাবৃত্তি না করে।' (আবূ দাঊদ

২/৬৩৭ ইব্ন মাজাহ ১/৬৫২) ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বর্ণনা করেন, 'আতা (রহঃ) বলেন যে, বিবাহ, তালাক এবং রাজআত দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া জায়িয নয়। যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছে ঃ তবে নিরুপায় হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা। মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ সাক্ষী নির্ধারণ করার ও সত্য সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে। যারা শারীয়াতের পাবন্দী ও আখিরাতের শাস্তিকে ভয়কারী।

তাকওয়া অবলম্বনকারীকে আল্লাহ সহজ পথ প্রদর্শন করেন

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** যে কেহ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ সহজ করে দিবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শারীয়াতের আহকাম পালন করবে, আল্লাহর হারামকৃত জিনিস হতে দূরে থাকবে, তিনি তার মুক্তির পথ বের করে দিবেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক আয়াত হল নিম্নের আয়াতটি ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯০) এবং প্রশস্ততম ওয়াদার আয়াত হল **وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا** এই আয়াতটি।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। (তাবারী ২৩/৪৪৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মাশরূক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন ঃ সে জানে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে দিবেননা; আর তিনি এমন জায়গা হতে দিবেন যা সে জানেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ আল্লাহ তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় ও মৃত্যুর সময়ের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। আর তাকে এমন জায়গা হতে রিয্ক দান করবেন যা তার কল্পনাতীত। (তাবারী ২৩/৪৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ *যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ ‘ওহে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর হুকুমের হিফাযাত করবে, তাহলে তুমি আল্লাহকে তোমার পাশে পাবে। কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই চাবে। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তাঁর কাছেই করবে। উম্মাতের সবাই মিলিত হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায় এবং তা যদি আল্লাহ না চান তাহলে তারা তোমার সামান্যতম উপকারও করতে পারবেনা। অনুরূপভাবে সবাই মিলিত হয়ে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবেনা, তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে।’ (আহমাদ ১/২৯৩, তিরমিযী ৭/২১৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। অর্থাৎ তিনি স্বীয় আহকাম যেভাবে চান তাঁর মাখলূকের মধ্যে পূরা করে থাকেন।

আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ

এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৮)

٤. وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ج

৪। তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দাতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনও রজস্বালা

وَأُوْلَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا	হয়নি তাদেরও। এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন।
٥. ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا	৫। এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার।

যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে অথবা আদৌ শুরু হয়নি তাদের ইদ্দাতকাল

যে সব নারীর বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এখানে তাদের ইদ্দাতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের ইদ্দাত হল তিন মাস, ঋতুমতী নারীদের ইদ্দাতের মত তিন হায়েয নয়। যেমন সূরা বাকারাহর আয়াত (২ ঃ ২২৪) এটা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের এখনও মাসিক শুরু হয়নি তাদেরও ইদ্দাত তিন মাস।

إِنِ ارْتَبْتُمْ 'যদি তোমরা সন্দেহ কর' এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, তারা রক্ত দেখল এবং এতে সন্দেহ থাকল যে, এটা হায়েযের রক্ত, না ইসতেহাযা রোগের রক্ত। (তাবারী ২৩/৪৫০) আর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের ইদ্দাতের হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সেটা জানা না যায়, তাহলে সেটা হবে তিন মাস। এই দ্বিতীয় উক্তিটি করেছেন সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং এটিই বেশি প্রকাশমান। (তাবারী ২৩/৪৫২) এই রিওয়ায়াতটিও এর দলীল যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বহু স্ত্রীলোকের ইদ্দাত এখনও কুরআনে বর্ণনা করা হয়নি। যেমন নাবালেগ মেয়ে,

বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী মহিলাদের (ইদ্দাতের বর্ণনা দেয়া হয়নি)।' তখন এই আয়াত (৬৫ ঃ ৪) অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৩/৪৫১) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন ইদ্দাত সম্পর্কে সূরা বাকারাহয় একটি আয়াত নাযিল হয় তখন মাদীনার কেহ কেহ বলেন যে, কোন কোন মহিলাদের ইদ্দাতের ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তারা হল ঐ যুবতী যাদের এখনও মাসিক শুরু হয়নি এবং ঐ বয়স্কা মহিলা যারা গর্ভবতী। অতঃপর এই আয়াত (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৪) নাযিল হয়। (হাকিম ২/৪৯২)

গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দাতকাল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অতঃপর গর্ভবতীর ইদ্দাত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তার ইদ্দাত হল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। এটা তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু যে কোন কারণে হতে পারে। যেমন এটা কুরআনের এই আয়াত ও হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। তেমনি জমহুর উলামা এবং পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় আলেমদের উক্তিও এটাই।

আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট আগমন করে। ঐ সময় আবূ হুরাইরাহও (রাঃ) তাঁর নিকট বসা ছিলেন। লোকটি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ 'যে মহিলার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তার ব্যাপারে আপনার ফাতওয়া কি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'দু'টি ইদ্দাতের মধ্যে শেষের ইদ্দাতটি সে পালন করবে অর্থাৎ এই অবস্থায় তার ইদ্দাত হবে তিন মাস।' আবূ সালামাহ (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'কুরআন কারীমেতো রয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত হল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত?' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'আমিও আমার চাচাতো ভাই আবূ সালামাহর (রাঃ) সাথে এক মতে রয়েছি। তৎক্ষণাৎ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তাঁর গোলাম কুরাইবকে (রাঃ) উম্মে সালামাহর (রাঃ) নিকট এই মাসআলা জানার জন্য প্রেরণ করেন। উম্মে সালমাহ (রাঃ) বলেন যে, সুবাই'আহ আসলামিয়্যাহর (রাঃ) স্বামী যখন নিহত হন তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দেন। বিয়ের প্রস্তাবকারীদের মধ্যে আবুস সানাবিলও (রাঃ) ছিলেন।' কিছু দীর্ঘ বর্ণনার সাথে অন্যান্য কিতাবেও এটি বর্ণিত

হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫২১, ৯/৩৭৯; মুসলিম ২/১১২৩, তিরমিযী ৪/৩৭৫, নাসাঈ ৬/১৯২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রহঃ) বলেন, সুবাই'আহ আল আসলামিয়্যাহর (রাঃ) স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর একটি সন্তানের জন্ম হয়। তার নিফাসের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়া হয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাওয়া হলে তিনি তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন এবং যথারীতি তার বিয়ে হয়ে যায়। (আহমাদ ৪/৩২৭) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণনাধারায় পার্থক্য রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬০, ৯/৩৭৯; আবূ দাউদ ২/৭২৮, নাসাঈ ৬/১৯০, ১৯৬; ইব্ন মাজাহ ১/৬৫৪)

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উৎবাহ (রাঃ) বলেন যে, তার পিতা উমার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রাঃ) যুহরীর (রহঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, তিনি যেন সুবাইআহ বিন্ত হারিস আসলামিয়্যাহর (রাঃ) নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ঘটনাটি জিজ্ঞেস করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে যে ফাইসালা দিয়েছিলেন তা জেনে নিয়ে তাঁর কাছে পত্র লিখেন। তাঁর কথামত তিনি উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উৎবাহর (রাঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, সুবাইআহর (রাঃ) স্বামী ছিলেন সা'দ ইব্ন খাওলাহ (রাঃ)। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। বিদায় হাজ্জে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ সময় তাঁর স্ত্রী সুবাইআহ (রাঃ) গর্ভবতী ছিলেন। অল্পদিন পরেই তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রাঃ) বলেন যে, সুবাই'আহ বিন্ত হারিস আসলামিয়্যাহর স্বামীর মুত্যুর কয়েক দিন পর তিনি একটি বাচ্চা প্রসব করেন। নিফাস হতে পবিত্র হওয়ার পর তিনি ভাল কাপড় পরিহিতা হয়ে তাদের জন্য সাজ-সজ্জা করেন যারা তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। আবুস সানাবিল ইব্ন বা'কাক (রাঃ) তাঁর নিকট আসেন এবং তাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি যে এভাবে বসে রয়েছ, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারনা।' তিনি এ কথা শুনে পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং তাঁকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'সন্ত

ান প্রসবের পরেই তোমার ইদ্দাত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার।' (মুসলিম ১১২২, ফাতহুল বারী ৯/৩৭৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا যে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন। যে কোন বিপদ আপদ ও কষ্ট হতে তাকে শান্তি দান করে থাকেন।

এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি বান্দাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার।

---

٦. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দিও; তাদেরকে উত্যক্ত করনা সংকটে ফেলার জন্য, তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।

٧. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا	**৭। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে, আল্লাহ যা তাকে দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেননা। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।**

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার যথোপযুক্ত বাসস্থান পাওয়ার অধিকার রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, যখন তাদের মধ্যে কেহ তার স্ত্রীকে তালাক দিবে তখন যেন তার ইদ্দাতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে তার বসবাসের জায়গা দেয়। ইব্‌ন আব্বাস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এ জায়গা তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী হবে। (তাবারী ২৩/৪৫৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যদি সে খুবই সংকীর্ণ অবস্থার লোক হয় তাহলে যেন তার ঘরের এক কোণায়ই তাকে স্থান দেয়। (দুররুল মানসুর ৮/২০৭)

তালাকপ্রাপ্তার প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করার আদেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার উদ্দেশে কষ্ট দিওনা। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে এমন সংকটময় অবস্থায় ফেলে দিওনা যে, তারা সহ্য করতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। অথবা তোমাদের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা তাদের প্রাপ্য মোহর পরিত্যাগ করে। শাওরী (রহঃ) মানসুর (রহঃ) থেকে, তিনি আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে বলেন ঃ তোমরা তাদেরকে এমনভাবে তালাক দিবেনা যে, ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার দুই একদিন পূর্বে রাজআত করার ঘোষণা দিবে, এরপর আবার তালাক দিবে এবং ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে রাজআত করে নিবে। (কুরতুবী ১৮/১৬৮)

বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত 'রাজআত' মহিলার স্বামী থেকে ভরণ পোষণের অধিকার রয়েছে

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার খাওয়া-খরচের দায়িত্ব তার স্বামীর। অধিকাংশ আলেমের মতে এই হুকুম ঐ মহিলাদের জন্য খাস করে বর্ণনা করা হচ্ছে যাদেরকে শেষের তালাক দিয়ে দেয়া হয়েছে। যাদেরকে রাজআত করার (আবার ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার স্বামীর নেই। কেননা যাকে রাজআত করার অধিকার স্বামীর উপর রয়েছে তার খরচ বহন করার দায়িত্বতো স্বামীর উপরই রয়েছে। সে গর্ভবতী হোক, আর না'ই হোক।

তালাকপ্রাপ্তা মা বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য বিনিময় পাবে

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ যখন এই তালাকপ্রাপ্ত নারীরা সন্তান প্রসব করবে তখন যদি তারা তোমাদের সন্ত ান -দেরকে দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে দুধ পান করাতে দিতে হবে। তারা যদি রাজআত হয় তাহলে সন্তানদেরকে দুধ পান করানো বা না করানোর এখতিয়ার তাদের রয়েছে। কিন্তু প্রথম বারের দুধ পান অবশ্য তাদেরকে করাতেই হবে। কেননা শিশুর জীবন সাধারণতঃ এই দুধের সাথেই জড়িত। পরে পান না করাতেও পারে। সে যদি এর পরেও দুধ পান করাতে থাকে তাহলে পিতা-মাতার মধ্যে যে পারিশ্রমিক দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তোমরা পরস্পর যে কাজ করে থাক তা কল্যাণের সাথে ও নিয়ম মাফিক হওয়া উচিত। এটা নয় যে, ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং তাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবে। যেমন সূরা বাকারাহয় রয়েছে ঃ

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবেনা, এবং পিতার জন্যও একই বিধান। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى যদি পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয়, যেমন শিশুর পিতা কম দিতে চায় এবং মা তা স্বীকার করতে

না চায়, অথবা মা বেশি দাবী করে এবং পিতার নিকট তা কষ্টকর বোধ হয় এবং তারা যদি কোনক্রমেই একমত হতে না পারে তাহলে স্বামীর অন্য কোন ধাত্রী রাখার এখতিয়ার রয়েছে। তবে হ্যাঁ, ধাত্রীকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হবে সেটা নিতেই যদি মা সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে মায়েরই অগ্রাধিকার থাকবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

শিশুর পিতা অথবা অভিভাবক যে রয়েছে তার উচিত যে, সে যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুর উপর খরচ করে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৬)

তাকওয়া অবলম্বনকারী এক মহিলার বর্ণনা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে. অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৫-৬)

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীস এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে রয়েছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'পূর্ব যুগে এক স্বামী ও এক স্ত্রী বাস করত। তারা অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করত। তাদের কাছে জীবন ধারণের কিছুই ছিলনা। একদা স্বামী সফর হতে ফিরে আসে। সে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিল। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'কোন খাবার আছে কি?' স্ত্রী বললেন ঃ 'আপনি খুশি হন, আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে।' স্বামী বলল ঃ 'তাহলে নিয়ে এসো। যা আছে তাই এনে দাও। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।' স্ত্রী বলল ঃ 'আরও একটু ধৈর্য ধারণ করুন!' মহিলাটি আল্লাহর রাহমাতের অপেক্ষা করতে লাগল। যখন আরও কিছু বিলম্ব হয়ে গেল তখন স্বামী আবার

বলল ঃ 'তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আসনা কেন? আমি যে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি।' স্ত্রী বলল ঃ 'এতো তাড়াহুড়া করছেন কেন? এখনই আমি চুল্লী হতে পাতিল নামিয়ে আনছি।' কিছুক্ষণ পর স্ত্রী যখন দেখল যে, স্বামী আবার তাগাদা করতে উদ্যত হচ্ছে তখন সে নিজে নিজে বলতে লাগল ঃ 'চুল্লি হতে হাঁড়ি উঠিয়ে দেখি তো!' উঠে দেখে যে, আল্লাহর অসীম কুদরাতে তার ভরসার বিনিময়ে বকরীর গোশ্‌তে পাতিল পূর্ণ হয়ে আছে এবং আরও দেখে যে, ঘরের যাঁতা ঘুরতে রয়েছে এবং আটা বের হচ্ছে। সে হাঁড়ি হতে সমস্ত গোশ্‌ত বের করে নিল এবং যাঁতা হতে আটা উঠিয়ে নিল এবং যাঁতা ঝেড়ে ফেলল।' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'যাঁর হাতে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি সে যাঁতা না ঝাড়ত, বরং শুধু আটা নিয়ে নিত তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ যাঁতা ঘুরতে থাকত।' (আহমাদ ২/৪২১)

৮। কত জনপদ তাদের রাব্ব ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। ফলে আমি তাদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি।	٨. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَـٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَـٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا
৯। অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম।	٩. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَـٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا
১০। আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা	١٠. أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى

ٱلْأَلْبَـٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا	ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ।
١١. رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَـٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَـٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا	১১। প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাসী ও সৎ কর্ম-পরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। যে কেহ আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন।

আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করার শাস্তি

যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না মানে এবং তাঁর শারীয়াতের উপর না চলে তাদেরকে ধমকের সুরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যেও যারা তোমাদের নীতির উপর চলত, অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত, আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিত, তাদেরকে কঠিনভাবে হিসাব দিতে হয়েছিল এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। ক্ষতিই ছিল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম। দুনিয়ার এই শাস্তিই যদি শেষ শাস্তি হত তাহলেতো

একটা কথা ছিল। কিন্তু না, তা নয়! বরং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা তাদের মত হয়োনা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যিক্র। এখানে যিক্র দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

আমিই যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯)

নাবী/রাসূলগণের গুণাগুণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে থাকেন, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোকের দিকে আনার জন্য। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

এই কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত অহীকে নূর বা জ্যোতি বলেছেন। কেননা এর দ্বারা হিদায়াত ও সরল সঠিক পথ লাভ করা যায়। আর মহান আল্লাহ এর নাম রূহও রেখেছেন। কেননা এর দ্বারা অন্তর জীবন লাভ করে থাকে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে কেহ আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এর তাফসীর ইতোপূর্বে কয়েকবার করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য।

১২। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।	١٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا

আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা ও বিরাট সাম্রাজ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন মাখলূক তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর ফরমানকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার উপর আমল করতঃ তাঁকে খুশি করে। তাই তিনি বলেন ঃ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ যেমন নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبۡعَ سَمَـٰوَٰتٖ طِبَاقٗا

তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে? (সূরা নূহ,৭১ ঃ ১৫) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ 'ওগুলিরই অনুরূপ যমীনও (অর্থাৎ যমীনও সাতটি)।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি যুল্ম করে কারও এক বিঘত পরিমান ভূমি দখল করে নিবে, তাকে সপ্ত আকাশের গলাবদ্ধ পড়ানো হবে।' (ফাতহুল বারী ৫/১২৪, মুসলিম ৩/১২৩২) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। (ফাতহুল বারী ৫/১২৪) আমি এর সমস্ত সনদ ও শব্দ বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্ এর শুরুতে যমীন সৃষ্টির আলোচনায় বর্ণনা করেছি। (হাদীস নং ১/১৯, ২০) যেসব লোক বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাতটি অঞ্চল বা ভূ-খণ্ড, তাঁরা অযথা এ কথা বলেছেন এবং বিনা দলীলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

সূরা তালাক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৬ ঃ তাহ্‌রীম, মাদানী

٦٦ – سورة التحريم، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১২, রুকূ ২)

(اٰيَاتُهَا : ١٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। হে নাবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
২। আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	٢. قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ
৩। যখন নাবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নাবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন নাবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখল। যখন নাবী তা তার	٣. وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ ۖ

সেই স্ত্রীকে জানালো তখন সে বলল ঃ কে আপনাকে এটা অবহিত করল? নাবী বলল ঃ আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।	فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَـٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ
৪। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে (তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তোমরা যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎ আমলকারী মু'মিনগণও; উপরন্ত অন্যান্য মালাকও তার সাহায্যকারী।	٤. إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَـٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَـٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ
৫। যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পন-কারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্য-কারিনী, তাওবাহকারিনী, ইবাদাত - কারিনী, সিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী।	٥. عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَـٰتٍ مُّؤْمِنَـٰتٍ قَـٰنِتَـٰتٍ تَـٰٓئِبَـٰتٍ عَـٰبِدَٰتٍ سَـٰٓئِحَـٰتٍ ثَيِّبَـٰتٍ وَأَبْكَارًا

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অবহিত করলেন

সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের ক্ষেত্রে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিন্ত জাহশের (রাঃ) ঘরে মধু পান করতেন এবং এ কারণে তিনি তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ বিলম্ব করতেন। এই জন্য আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করেন যে, তাদের মধ্যে যারই কাছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন তিনি যেন তাঁকে বলেন ঃ 'আপনার মুখ হতে মাগাফীরের (লেবু বা আঠা জাতীয় জিনিস যাতে গন্ধ রয়েছে) গন্ধ আসছে, সম্ভবতঃ আপনি মাগাফীর খেয়েছেন!' সুতরাং তাঁরা এ কথাই বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আমি যাইনাবের (রাঃ) ঘরে মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, আর কখনও আমি মধু পান করবনা।' (ফাতহুল বারী ১১/৫৭২) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটিকে কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযূর-এর মধ্যেও কিছু বৃদ্ধি সহকারে আনয়ন করেছেন। তাতে রয়েছে যে, এখানে দু'জন স্ত্রী দ্বারা আয়িশা (রাঃ) ও হাফসাকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। আর চুপে-চুপে কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'আমি মধু পান করেছি' এই উক্তিটি। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৭) তিনি কিতাবুত তালাকে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন যে, মাগাফীর হল গাঁদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি জিনিস যা ঘাসে জন্মে থাকে এবং তাতে কিছুটা মিষ্টতা রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) কিতাবুত্ তালাকে এ হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত আছে ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টি ও মধু খুব ভালবাসতেন। আসরের সালাতের পর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং কেহকেও নিকটে করে নিতেন। একদা তিনি হাফসার (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং অন্যান্য দিন তার কাছে যতক্ষণ অবস্থান করতেন, সেই দিন তদপেক্ষা বেশীক্ষণ অবস্থান করেন। এতে আমার মনে হিংসাবোধ জেগে উঠে। খবর নিয়ে জানলাম যে, তার কাওমের এক মহিলা এক মশক মধু তার কাছে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ মধুর শরবত পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম যে, ঠিক আছে, কৌশল করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা হতে ফিরিয়ে দিব। সুতরাং আমি সাওদাহ্ বিন্ত যাম'আহকে (রাঃ) বললাম ঃ তোমার ঘরে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন এবং তোমার নিকটবর্তী হবেন তখন তুমি তাঁকে বলবে ঃ 'আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?' তিনি জবাবে বলবেন ঃ 'না।' তখন তুমি বলবে ঃ তাহলে এই গন্ধ

কিসের?’ তিনি তখন বলবেন ঃ ‘হাফসা (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন।’ তুমি তখন বলবে ঃ ‘সম্ভবতঃ মৌমাছি ‘উরফাত’ নামক কন্টকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ করেছে।’ আমার কাছে যখন আসবেন তখন আমিও তাই বলব। হে সাফিয়া (রাঃ)! তোমার কাছে যখন আসবেন তখন তুমিও তাই বলবে।’ পরবর্তী সময়ে সাওদাহ (রাঃ) বলেন ঃ ‘যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এলেন, তখনও তিনি দরজার উপরই ছিলেন, তখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, আয়িশা (রাঃ) আমাকে যা বলতে বলেছেন তাই বলে দিই। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন ঃ ‘আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?’ তিনি জবাবে বললেন ঃ ‘না।’ তখন সাওদাহ (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে এই গন্ধ কিসের?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘হাফসাহ (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন।’ সাওদাহ (রাঃ) তখন বললেন ঃ ‘সম্ভবতঃ মৌমাছি ‘উরফাত’ নামক কন্টকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ করেছে।’ অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলে আমিও তাঁকে একই কথা বললাম। তারপর তিনি সাফিয়ার (রাঃ) নিকট গেলে তিনিও ঐ কথাই বলেন। এরপর তিনি যখন আবার হাফসার (রাঃ) কাছে যান তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মধু পান করাতে চাইলে তিনি বলেন ঃ ‘আমার এর প্রয়োজন নেই।’ সাওদাহ (রাঃ) তখন বলতে লাগলেন ঃ ‘আফসোস! আমরা এটাকে হারাম করিয়ে দিলাম!’ আমি (আয়িশা রাঃ) বললাম ঃ চুপ থাক। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৭)

সহীহ মুসলিমে এটুকু বেশি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হোক তা তিনি পছন্দ করতেননা। (মুসলিম ২/১১০১, ১১০২) এ জন্যই ঐ স্ত্রীগণ বলেছিলেন ঃ ‘আপনি মাগাফীর খেয়েছেন কি?’ কেননা মাগাফীরেও কিছুটা দুর্গন্ধ রয়েছে। যখন তিনি উত্তর দিলেন যে, না, তিনি মাগাফীর খাননি। বরং মধু খেয়েছেন, তখন তাঁরা বললেন ঃ ‘তাহলে মৌমাছি ‘উরফাত’ গাছ হতে মধু আহরণ করে থাকবে, যার গাঁদের নাম হল মাগাফীর এবং ওরই ক্রিয়ার প্রভাবে এই মধুতে মাগাফীরের গন্ধ রয়েছে।’

মধু পান করানোর ঘটনায় দু’টি নাম বর্ণিত আছে। একটি হাফসার (রাঃ) নাম এবং অপরটি যাইনাবের (রাঃ) নাম। তাহলে মধু পান করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে যারা একমত হয়েছিলেন তারা হলেন আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)। সেক্ষেত্রে খুব সম্ভব ঘটনা দু’টি হবে। তবে এই দু’জনের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পরস্পর এই প্রকারের পরামর্শ গ্রহণকারিণী ছিলেন আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ), এটা এ হাদীস দ্বারাও জানা যাচ্ছে যা মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি (ইব্ন আব্বাস রাঃ) বলেন ঃ বহু দিন হতে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ...إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا এ আয়াতে যে দু'জন স্ত্রীর বর্ণনা রয়েছে তাদের নাম উমারের (রাঃ) কাছ থেকে জেনে নিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই খালীফা যখন হাজ্জের সফরে বের হন তখন আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। পথে এক জায়গায় খালীফা উমার (রাঃ) রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চললেন। আমি তখন পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে ফিরে এলেন। আমি পানি ঢেলে তাকে উযূ করালাম। সুযোগ পেয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! ... اِنْ تَتُوْبَا এ আয়াতে যে দুই জনকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা কারা? তিনি জবাবে বললেন ঃ 'হে ইব্ন আব্বাস! এটা বড়ই আফসোসের বিষয়!' যুহরী (রহঃ) বলেন যে, উমার (রাঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন। কিন্তু ওটা গোপন করা বৈধ ছিলনা বলে তিনি উত্তর দেন ঃ 'এর দ্বারা আয়িশা (রাঃ) ও হাফসাকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে।' অতঃপর উমার (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করতে শুরু করেন। তিনি বলেন ঃ 'আমরা কুরাইশরা আমাদের নারীদেরকে আমাদের আওতাধীনে রাখতাম। কিন্তু মাদীনাবাসীদের উপর তাদের নারীরা আধিপত্য করত। যখন আমরা হিজরাত করে মাদীনায় এলাম তখন আমাদের নারীরাও তাদের দেখাদেখি আমাদের উপর প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা করে। আমি মাদীনার উমাইয়া ইব্ন যায়িদের (রাঃ) বাড়ীতে বসবাস করতাম। একদা আমি আমার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু বলতে লাগলাম। তখন সে উল্টিয়ে আমাকেও জবাব দিতে শুরু করল। আমি মনে মনে বললাম ঃ এ ধরনের নতুন আচরণ কেন? আমাকে বিস্মিত হতে দেখে সে বলল ঃ 'আপনি কি চিন্তা করছেন? আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও তাকে জবাব দিয়ে থাকে। কোন কোন সময়তো তারা সারা দিন ধরে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলাও বন্ধ রাখে।' তার এই কথা শুনে আমি অন্য এক সমস্যায় পড়লাম। সরাসরি আমি আমার কন্যা হাফসার (রাঃ) বাড়ীতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব দিয়ে থাক এবং মাঝে মাঝে সারা দিন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখ' এটা কি সত্য? সে উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ, এটা সত্য বটে।' আমি তখন বললাম ঃ যারা এরূপ করে তারা ধ্বংস ও

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা কি ভুলে যাচ্ছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণে এরূপ নারীর উপর স্বয়ং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন? সাবধান! আগামীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন জবাব দিবেনা এবং তাঁর কাছে কিছুই চাবেনা। কিছু চাইতে হলে আমার কাছেই চাবে। আয়িশাকে (রাঃ) দেখে তুমি তার প্রতি লোভ বা হিংসা করবেনা। সে তোমার চেয়ে দেখতে সুন্দর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অধিকতর প্রিয়।

হে ইব্‌ন আব্বাস! আমার প্রতিবেশী একজন আনসারী ছিলেন। আমরা উভয়ে পালা ভাগ করে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি একদিন হাযির হতাম এবং একদিন তিনি হাযির হতেন। আমি আমার পালার দিনের সমস্ত হাদীস, আয়াত ইত্যাদি শুনে তাকে এসে শোনাতাম এবং তিনি তার পালার দিন সবকিছু আমাকে এসে শোনাতেন। আমাদের মধ্যে এ কথাটি ঐ সময় মশহুর হয়ে গিয়েছিল যে, গাস্‌সানী নেতা আমাদের উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। একদা আমার সঙ্গী তাঁর পালার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়েছিলেন! ইশার সময় এসে তিনি আমার দরযার কড়া নাড়লেন। আমি উদ্বেগের সাথে বের হয়ে বললাম ঃ খবর ভাল তো? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আজতো একটা কঠিন ব্যাপার ঘটে গেছে।' আমি বললাম ঃ গাস্‌সানীরা কি পৌঁছে গেছে? তিনি জবাবে বললেন ঃ 'এর চেয়েও কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।' আমি তখন বললাম ঃ আফ্‌সোস! হাফসাতো (রাঃ) ধ্বংস হয়ে গেল! আমি পূর্ব হতেই এটার আশংকা করছিলাম। ফাজরের সালাত আদায় করেই কাপড়-চোপড় পরে আমি সরাসরি হাফসার (রাঃ) বাড়ীতে হাযির হলাম। দেখলাম যে, সে কাঁদছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? সে জবাব দিল ঃ 'এ খবরতো বলতে পারছিনা। তবে তিনি আমাদের হতে পৃথক হয়ে নিজের কক্ষে অবস্থান করছেন।' আমি সেখানে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, একজন হাবশী গোলাম পাহারা দিচ্ছে। আমি তাকে বললাম ঃ যাও, আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দিলেননা।' আমি তখন সেখান হতে ফিরে এসে মাসজিদে গেলাম। দেখলাম যে, মিম্বরের পাশে সাহাবীগণের একটি দল বসে রয়েছেন এবং কারও কারও চক্ষু দিয়েতো অশ্রু ঝরছে! আমি অল্পক্ষণ সেখানে বসে থাকলাম। কিন্তু আমার মনে শান্তি কোথায়?

আবার উঠে দাঁড়ালাম এবং ঐ গোলামের কাছে গিয়ে বললাম ঃ বল, উমার ইবনুল খাত্তাব আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন। গোলাম এবারও এসে খবর দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দেননি। আবার আমি মাসজিদে চলে গেলাম। আমার ভিতর অস্থিরতার কারণে সেখান হতে আবার ফিরে এলাম এবং পুনরায় গোলামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে বললাম। গোলাম আবার গেল এবং ঐ একই জবাব দিল। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় গোলাম আমাকে ডাক দিল এবং বলল ঃ ‘আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।’ আমি প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলাম। দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানাহীন একটি মাদুরের উপর শুয়ে আছেন এবং তাঁর দেহে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে।

আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? তিনি মাথা উঠিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ ‘না।’ আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবার! হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কথা এই যে, আমরা কুরাইশরা আমাদের স্ত্রীদেরকে আমাদের আজ্ঞাধীনে রাখতাম। কিন্তু মাদীনাবাসীদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রাধান্য লাভ করে আছে। এখানে এসে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি তাদেরই আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর আমি আমার স্ত্রীর ঘটনাটিও বর্ণনা করলাম এবং তার এ কথাটিও বর্ণনা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও এরূপ করে থাকেন। তারপর আমি আমার এ কথাটিও বর্ণনা করলাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ যে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং এর ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এ ভয় কি তাদের নেই? আমার কথা শুনে তিনি মুচকি হাসলেন।

তারপর আমি আমার মেয়ে হাফসার (রাঃ) কাছে যাওয়া, তাকে আয়িশার (রাঃ) প্রতি হিংসা পোষণ না করার উপদেশ দেয়ার কথা বর্ণনা করলাম। এবারও তিনি মুচকি হাসলেন। এরপর আমি বললাম ঃ অনুমতি হলে আরও কিছুক্ষণ আপনার এখানে অবস্থান করতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি বসে পড়লাম। অতঃপর আমি মাথা উঠিয়ে ঘরের চতুর্দিকে লক্ষ্য করে দেখি যে, তিনটি শুষ্ক চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দু‘আ করুন যেন আল্লাহ তা‘আলা আপনার উম্মাতের উপর প্রশস্ততা দান করেন। দেখুন তো! পারসিক ও রোমকরা আল্লাহর

ইবাদাত করেনা, অথচ তারা দুনিয়ার কত বেশি নি'আমাতের মধ্যে ডুবে রয়েছে? আমার এ কথা শোনা মাত্রই তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ 'হে খাত্তাবের পুত্র! আপনিতো এখনও সন্দেহের মধ্যে রয়ে গেছেন। এই কাওমের (কাফিরদের) ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়েছে।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন!

ব্যাপারটা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে শপথ করেছিলেন যে, এক মাস তিনি তাদের সাথে মিলিত হবেননা। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অব্যহতি দেন।' (আহমাদ ১/৩৩, ৩৪; ফাতহুল বারী ৯/২১৮৭, মুসলিম ২/১১১, তিরমিযী ৯/২২৪, নাসাঈ ৫/৩৬৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'বছর ধরে আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, উমারকে (রাঃ) এই দু'জন স্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করব। কিন্তু উমারের (রাঃ) অত্যন্ত প্রভাবের কারণে তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছিলনা। শেষ পর্যন্ত হাজ্জ পালন করে প্রত্যাবর্তনের পথে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।' তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত হল। (ফাতহুল বারী ৮/৫২৫, মুসলিম ২/১১০৮)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ) তাকে বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর স্ত্রীদের থেকে অন্যত্র অবস্থান করছিলেন তখন আমি মাসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, লোকেরা পাথরের ছোট ছোট টুকরা মাটিতে ছুড়ে মারছে। তারা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। উহা ছিল পর্দা করার আদেশের পূর্বের ঘটনা। আমি মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করব। উমার (রাঃ) যেমন হাফসার (রাঃ) কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে এসেছিলেন, তেমনিভাবে আয়িশাকেও (রাঃ) বুঝিয়েছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, যে গোলামটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাহারা দিচ্ছিল তার নাম ছিল আবূ রিবাহ (রাঃ)। তাতে এও আছে যে, উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আপনার স্ত্রীদের ব্যাপারে এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? যদি আপনি তাদেরকে তালাকও দিয়ে দেন তাহলে আপনার সাথে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, তাঁর

মালাইকা, জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ), আমি, আবূ বাকর (রাঃ) এবং সমস্ত মু'মিন।' উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা, আমি এই প্রকারের কথা যে বলছিলাম, আমি আশা করছিলাম যে, আমার কথার সত্যতায় তিনি আয়াত নাযিল করবেন। হলও তাই। আল্লাহ তা'আলা وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ এবং عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি তখন আমি মাসজিদে গিয়ে দরযার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চ শব্দে সকলকে জানিয়ে দিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন।

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٌ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ ۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا

আর যখন তাদের নিকট কোন শান্তি অথবা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের আদেশ দাতাদের প্রতি সমর্পন করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৩) উমার (রাঃ) আয়াতটি এই পর্যন্ত পাঠ করে বলেন ঃ এ বিষয়ের তাহকীককারীদের মধ্যে আমিও একজন।' (মুসলিম ২/১১০৫) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন যে, صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ দ্বারা আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমারকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/৪৮৬) হাসান বাসরী (রহঃ) উসমানের (রাঃ) নামও উল্লেখ করেছেন এবং লাইস ইব্ন সুলাইম (রহঃ) বলেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) আলীর (রাঃ) নামও উল্লেখ করেছেন। একটি দুর্বল হাদীসে মারফূ'রূপে শুধু আলীর (রাঃ) নাম রয়েছে। কিন্তু এর সনদ দুর্বল এবং সম্পূর্ণরূপে মুনকার।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের প্রত্যেকে চাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন তাকেই বেশি ভালবাসেন। আমি তখন তাদেরকে বললাম ঃ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ যদি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর রাব্ব সম্ভবতঃ তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং আমার ভাষায়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা নাযিল করেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৫২৮) এটা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) বহু ব্যাপারে কুরআনের আনুকূল্য করেছেন। যেমন পর্দার ব্যাপারে (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৩), বদর যুদ্ধের বন্দীদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬৭) এবং মাকামে ইবরাহীমকে কিবলাহ নির্ধারণ করার ব্যাপারে (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫)।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি যখন উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে মন কষাকষির খবর পেলাম তখন আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে বললাম ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আপোষ করে নাও, অন্যথায় তিনি যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর রাব্ব সম্ভবতঃ তাঁকে তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করবেন। অবশেষে আমি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের শেষ জনের কাছে গেলাম। তখন সে বলল ঃ 'হে উমার (রাঃ)! আমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যথেষ্ট নন যে, আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিতে এলেন?' আমি তখন নীরব হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ... عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।' (তাবারী ২৩/৪৮৮) সহীহ বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে স্ত্রীটি উমারকে (রাঃ) এই উত্তর দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন উম্মে সালামাহ (রাঃ)। (ফাতহুল বারী ৮/১৬)

আল্লাহর বাণী مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ এর অর্থতো কুরআনের আয়াত থেকেই অতি পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে। سَائِحَاتٍ এর অর্থের ব্যাপারে এর একটি তাফসীরতো এই যে, তারা হবে সিয়াম পালনকারিণী। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ

(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আ'তা (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৯০, কুরতুবী ১৮/১৯৩, দুররুল মানসুর ৮/২২৪)

৬। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের মালাইকা, যারা অমান্য করেনা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা'ই করে।	٦. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ
৭। হে কাফিরেরা! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করনা। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে।	٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَۖ إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ
৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, বিশুদ্ধ তাওবাহ; সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের মন্দ কাজগুলি মোচন করে দিবেন এবং	٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ

سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন নাবী এবং তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করবেননা। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ধর্ম ও আদব সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে শিক্ষা দেয়া

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা আল্লাহর আদেশ মেনে চল এবং অবাধ্যাচরণ করনা। পরিবারের লোকদেরকে আল্লাহর যিক্রের তাগীদ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেন। (তাবারী ২৩/৪৯১)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরিবারের লোকদেরকেও ভয় করতে বল। (তাবারী ২৩/৪৯২)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, অর্থ হল ঃ আল্লাহর আনুগত্যের হুকুম কর এবং অবাধ্যাচরণ হতে নিষেধ কর। পরিবারের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম রেখ এবং তাদেরকে আল্লাহর আহকাম পালন করার তাগীদ করতে থাক। সৎ কাজে তাদেরকে সাহায্য কর এবং অসৎ কাজে তাদেরকে শাসন-গর্জন কর। (তাবারী ২৩/৪৯২)

যাহহাক (রহঃ) ও মুকাতিল (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর নিজের পরিবারভুক্ত লোকদেরকে এবং দাস-দাসীদেরকে আল্লাহর হুকুম পালন করার ও

তাঁর নাফরমানী হতে বিরত থাকার শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকা ফার্‌য। (কুরতুবী ১৮/১৯৬)

রাবী’ ইব্‌ন সাবরাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে সালাতের হুকুম কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাদেরকে সালাতে অবহেলার কারণে প্রহার কর।’ (আহমাদ ৩/৪০৪, আবূ দাঊদ ১/৩৩২, তিরমিযী ২/৪৪৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন।

জাহান্নামের ইন্ধন ও মালাইকার বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ** আদম সন্তান ও পাথর দ্বারা জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। তাহলে আগুন কত কঠিন তেজ সম্পন্ন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

وَالْحِجَارَةُ দ্বারা হয়তো ঐ প্রস্তর উদ্দেশ্য হতে পারে দুনিয়ায় যেগুলোর পূজা করা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবূ জা’ফর আল বাকির (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ওটা হবে গন্ধকের পাথর যা হবে অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। (তাবারী ১/৩৮১) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ এতে (এই শাস্তি দেয়ার কাজে) নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব মালাইকা/ফেরেশতাগণ। অর্থাৎ তাদের স্বভাব বা প্রকৃতি কঠোর। কাফিরদের জন্য তাদের অন্তরে কোন করুণা রাখা হয়নি।

এর পরের **عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ** আয়াতের **شِدَادٌ** শব্দের এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, মযবূত ও ভীতিকর। আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু আদেশ করেন, সামান্য সময়ও অযথা ব্যয় না করে তা তারা চোখের পলকে পালন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা সব ধরনের আদেশ পালন করতে সক্ষম।

তাদেরকে বলা হয়েছে '*যাবানিয়াহ*'। এরা হলেন জাহান্নামের পাহাড়াদার ও রক্ষক। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবেনা

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ হে কাফিরেরা! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করনা। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা কোন ওযর পেশ করনা, কারণ আজ তোমাদের কোন ওযর কবূল করা হবেনা। তোমাদেরকে আজ তোমাদের কৃতকর্মেরই শুধু প্রতিফল দেয়া হবে।

তাওবাহ হতে হবে অবিমিশ্রিত

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, বিশুদ্ধ তাওবাহ। অর্থাৎ সত্য ও খাঁটি তাওবাহ কর যার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশি মার্জনা করা হবে। আর তোমাদের মন্দ স্বভাব দূর হয়ে যাবে।

বলা হয়েছে ঃ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ *সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের মন্দ কাজগুলি মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।* আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বিষয়ে 'সম্ভবতঃ' শব্দটি ব্যবহার করেন তার অর্থ এই ধরে নেয়া হয় যে, তিনি তা করবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ আল্লাহ তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মু'মিন সঙ্গীদেরকে অপদস্থ করবেননা। কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে জ্যোতি দান করা হবে তা তাদের সামনে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। আর অন্যরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। যেমন ইতোপূর্বে এটা সূরা হাদীদের তাফসীরে গত হয়েছে। যখন মু'মিনগণ দেখবে যে, মুনাফিকরা যে জ্যোতি লাভ করেছিল, ঠিক প্রয়োজনের সময় তা তাদের হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু

খাচ্ছে, তখন তারা (মু'মিনরা) দু'আ করবেন ঃ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জ্যোতিতে আপনি পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন! আপনিতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে যখন মু'মিনরা দেখতে পাবে যে, মুনাফিকদের কাছ থেকে নূর নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে তখন তারা এ আয়াতটি পাঠ করবে। (তাবারী ২৩/৪৯৬)

বানু কিনানাহ গোত্রের একজন লোক বলেন ঃ 'মাক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করেছিলাম। আমি তাঁকে দু'আয় বলতে শুনেছিলাম ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ تُخْزِنِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! কিয়ামাতের দিন আপনি আমাকে অপদস্থ করবেননা।' (আহমাদ ৪/২৩৪)

৯। হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।	٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
১০। আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন; তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সংকল্প পরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর	١٠. ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا

عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ	**শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলনা এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।**

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রথম দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে এবং দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহর আইনের মাধ্যমে। আরও নির্দেশ দিচ্ছেন দুনিয়ায় তাদের প্রতি কঠোর হতে। আর পরকালেও তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

মু'মিন আত্মীয়ের কারণে কোন কাফির উপকার লাভে সক্ষম হবেনা

এরপর আল্লাহ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, কাফিরদের কুফরীর কারণে মুসলিমদের সাথে দুনিয়ায় মিলে মিশে থাকা কিয়ামাতের দিন কোনই উপকারে আসবেনা। তারা যতক্ষণে আল্লাহর উপর ঈমান না আনবে ততক্ষণে তারা আল্লাহর করুণা লাভে সক্ষম হবেনা। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেমন দুই জন নাবী, নূহ (আঃ) ও লূতের (আঃ) স্ত্রীদ্বয়, যারা সদা-সর্বদা এই নাবীগণের সাহচর্যে থাকত, তাঁদের সাথে সব সময় উঠা বসা করত, এক সাথে পানাহার করত এবং এক সাথে রাত্রি যাপনও করত, কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে ঈমান ছিলনা, বরং তারা কুফরীর উপর কায়েম ছিল, সেই হেতু নাবীগণের অষ্ট প্রহরের সাহচর্য তাদের কোন কাজে এলোনা। নাবীগণ তাদের পারলৌকিক কোন উপকার করতে পারলেননা এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে সক্ষম হলেননা। বরং তাদেরকে জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এখানে খিয়ানত দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়। নাবীগণের (আঃ) পবিত্রতা ও সততা এত ঊর্ধ্বে যে, তাদের স্ত্রীদের মধ্যে ব্যভিচার রূপ জঘন্য পাপকাজ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতে পারেনা। আমরা সূরা

নূরের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি। বরং এখানেও উদ্দেশ্য দীনের ব্যাপারে খিয়ানাত করা। অর্থাৎ দীনের কাজে তাদের স্বামীদের সঙ্গিনী হয়নি।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ব্যভিচার ছিলনা। নূহের (আঃ) স্ত্রী তাঁর গোপন তথ্য এবং গোপনে ঈমান আনয়নকারীদের নাম কাফিরদের কাছে প্রকাশ করে দিত। অনুরূপভাবে লূতের (আঃ) স্ত্রীও তার স্বামী লূতের (আঃ) বিরুদ্ধাচরণ করত এবং যাঁরা মেহমানরূপে তাঁর বাড়ীতে আসতেন তাঁদের খবর তার কাওমকে দিয়ে দিত, যাদের কু-কাজের অভ্যাস ছিল। (তাবারী ২৩/৪৯৮)

যাহহাক (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, কোন নাবীরই স্ত্রী কখনও ব্যভিচার করেনি, বরং তারা ধর্মের অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছিল। ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৯৮)

১১। আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফির'আউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও তার দুস্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।	١١. وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
১২। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে	١٢. وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ

গ্রহণ করেছিল; সে ছিল অনুগতদের একজন।	رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ

কাফিরেরা মু'মিনদের কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন ঃ যদি মুসলিমরা প্রয়োজনবোধে কাফিরদের সাথে মিলে মিশে থাকে তাহলে তাদের কোন অপরাধ হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সারা জগতের অবিশ্বাসী লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্ধত লোক ছিল ফির'আউন। কিন্তু তার কুফরীও তার স্ত্রীর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কেননা তার স্ত্রী তাঁর ঈমানের উপর পূর্ণমাত্রায় কায়েম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলাতো ন্যায় বিচারক। তিনি একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করেননা। (তাবারী ২৩/৫০০)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ সুলাইমান (রহঃ) বলেন যে, ফির'আউনের স্ত্রীর উপর সর্বপ্রকারের নির্যাতন করা হত। কঠিন গরমের সময় তাকে শাস্তি দেয়া হত। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ মালাইকার পাখা দ্বারা তাঁকে ছায়া দিতেন এবং তাঁকে গরমের কষ্ট হতে রক্ষা করতেন। এমন কি তিনি তাকে তার জান্নাতের ঘর দেখিয়ে দিতেন। (তাবারী ২৩/৫০০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন, আবুল কাসিম ইব্‌ন আবী কাজজাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ ফির'আউনকে তার স্ত্রী কখনও কখনও জিজ্ঞেস করতেন যে, কে জয়লাভ করল? সব সময় তিনি শুনতে পেতেন যে, মূসাই (আঃ) জয়লাভ করেছেন। তখন তিনি ঘোষণা করেন ঃ 'আমি মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) রবের প্রতি ঈমান আনলাম।'

ফির'আউন এ খবর জানতে পেরে তার লোকজনকে বলল ঃ 'সবচেয়ে বড় পাথর তোমরা খুঁজে নিয়ে এসো। সে যদি তার ঈমানকে পরিবর্তন না করে তাহলে তার উপর পাথর নিক্ষেপ কর। আর যদি বিরত থাকে তাহলে ভাল কথা, সে আমার স্ত্রী। তাকে মর্যাদা সহকারে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। অতঃপর

তার লোকেরা পাথর নিয়ে এলো। ঐ সময় ফির'আউনের স্ত্রী আকাশের দিকে তাকালেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য যে ঘর তৈরী করা হয়েছে তা তিনি স্বচক্ষে দেখে নিলেন। তখনই তাঁর রূহ বেরিয়ে গেল। যখন পাথর তাঁর উপর নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁর মধ্যে রূহ ছিলইনা। (তাবারী ২৩/৫০০) তিনি শাহাদাতের সময় দু'আ করেছিলেন ঃ **رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ** হে আমার রাব্ব। আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। ঐ মু'মিনা মহিলার নাম ছিল আসিয়া বিন্‌ত মাযাহিম (রাঃ)।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তা হল মারইয়াম বিন্‌ত ইমরানের (আঃ) দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতী-সাধ্বী রমণী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا আমি আমার মালাইকা/ফেরেশতা জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) মানুষের রূপ দিয়ে মারইয়ামের (আঃ) নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁর মুখ দিয়ে মারইয়ামের (আঃ) জামার ফাঁকে ফুঁকে দেন। তাতেই তিনি গর্ভবতী হয়ে যান এবং ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। এরপর মহান আল্লাহ মারইয়ামের (আঃ) আরও প্রশংসা করে বলেন ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাব সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, সে ছিল অনুগতদের একজন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে চারটি রেখা টানেন এবং সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এগুলি কি তা তোমরা জান কি?' তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' তিনি তখন বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, সর্বোত্তম জান্নাতী রমণীদের মধ্যে চারজন হলেন (১) খাদীজা বিন্‌তু খুওয়াইলিদ (রাঃ), (২) ফাতেমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ (রাঃ), (৩) মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান (আঃ) এবং (৪) ফির'আউনের স্ত্রী।' (আহমাদ ১/২৯৩)

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পুরুষ লোকদের মধ্যেতো পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক বহু রয়েছে।

কিন্তু রমণীদের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্তা রমণী রয়েছে শুধুমাত্র ফির‘আউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ), মারইয়াম বিন্‌তু ইমরান (আঃ) ও খাদীজা বিন্‌তু খূওয়াইলিদ (রাঃ)। আর সমস্ত রমণীর মধ্যে আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত এমনই যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে সারীদ নামক খাদ্যের ফাযীলাত।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫১৪, মুসলিম ৪/১৮৮৬)

আমি আমার কিতাব ‘*আল বিদায়াহ্‌ ওয়ান নিহায়া’য়* ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মায়ের বর্ণনায় এই হাদীসের সনদ ও শব্দসমূহ বর্ণনা করেছি। (হাদীস নং ২/৬১) সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

অষ্টাবিংশতিতম পারা এবং সূরা তাহরীম -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৭ ঃ মূল্ক, মাক্কী

٦٧ – سورة ة الملك، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৩০, রুকূ ২)

(اَيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সূরা মুল্ক এর ফাযীলাত

মুসনাদ আহ্মাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কুরআন কারীমে ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা ওর পাঠকের জন্য সুপারিশ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ওটা হল **تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِه الْمُلْكُ** এই সূরাটি।' (আহমাদ ২/৩২১, আবূ দাঊদ ২/১১৯, তিরমিযী ৮/২০০, নাসাঈ ৬/৪৯৬, ইব্ন মাজাহ ২/১২৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

ইমাম তিবরানী (রহঃ) এবং হাফিয যিয়া মুকাদ্দাসী (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কুরআন কারীমে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার সাথে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে। ওটা হল **تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِه الْمُلْكُ** এই সূরাটি।' (তাবারানী ৪/৩৯১)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন সাহাবী জঙ্গলের এমন এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করেন যেখানে একটি কাবর ছিল। কিন্তু ওটা তাঁর জানা ছিলনা। তিনি শুনতে পান যে, কে যেন সূরা মূল্ক পাঠ করছেন এবং পূর্ণ সূরাটি পাঠ করেন। ঐ সাহাবী এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এটা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'এ সূরাটি হল বাধাদানকারী এবং মুক্তিদাতা। এটা কাবরের আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে।'

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান,	١. تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

٢. ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ	২। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
٣. ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ	৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?
٤. ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ	৪। অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।
٥. وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ	৫। আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং জীবন, মৃত্যু, জান্নাত ইত্যাদি সৃষ্টি প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা করছেন এবং খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত মাখলূকের উপর তাঁরই আধিপত্য রয়েছে। তিনি যা চান তাই করেন। তাঁর হুকুমকে কেহ টলাতে পারেনা। তাঁর শক্তি, হিকমাত এবং ন্যায়পরায়ণতার কারণে কেহ তাঁর কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেনা। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা ঐ লোকগুলি দলীল গ্রহণ করেছেন যাঁরা বলেন যে, মৃত্যুর অস্তিত্ব রয়েছে। কেননা ওটাকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূকের অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন যাতে সৎকর্মশীলদের পরীক্ষা হয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) সুতরাং প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতাকে এখানে মৃত বলা হয়েছে এবং সৃষ্টিকে জীবন্ত বলা হয়েছে। এ জন্যই এর পরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে।' (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? অধিক কর্মশীল নয়, বরং উত্তম কর্মশীল। আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও অবাধ্য ও উদ্ধত লোকেরা তাওবাহ করলে তাদের জন্য তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীলও বটে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। অর্থাৎ উপর নীচ করে সৃষ্টি করেছেন, একটির উপর অপরটিকে। কেহ কেহ এ কথাও বলেছেন যে, একটির উপর অপরটি মিলিতভাবে রয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, মধ্যভাগে জায়গা রয়েছে এবং একটি হতে অপরটি পর্যন্ত দূরত্ব রয়েছে।

সর্বাধিক সঠিক উক্তি এটাই বটে। মি'রাজের হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা। বরং তুমি দেখবে যে, ওটা সমান রয়েছে। না তাতে আছে কোন হের-ফের, না কোন গরমিল। আবার তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), শাওরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ফাটল ধরা। (দুররুল মানসুর ৮/২৩৫, কুরতুবী ১৮/২০৯, তাবারী ২৩/৫০৭) ইমাম সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ছিন্ন ভিন্ন হওয়া। (কুরতুবী ১৮/২০৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ হে আদম সন্তান! তুমি কি এতে কোন অপূর্ণতা দেখতে পাচ্ছ? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখ তো, কোথাও কোন ফাটা-ফুটা ও ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় কি? এরপরেও যদি সন্দেহ হয় তাহলে বারবার দৃষ্টি ফিরাও। সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ বারবার দৃষ্টি ফিরালেও তুমি আকাশে কোন প্রকারের ত্রুটি দেখতে পাবেনা এবং তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, '*খাসিয়া*' শব্দের অর্থ হচ্ছে অবমাননা। (তাবারী ২৩/৫০৭) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) উভয়ে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে অবজ্ঞা/তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ২৩/৫০৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **وَهُوَ حَسِيرٌ** দ্বারা নিঃশেষিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/২৩৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ দুর্বলতার কারণে অবসাদগ্রস্থ হওয়া। অতএব এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তুমি যতই ওর প্রতি লক্ষ্য করনা কেন, তোমার দৃষ্টি আপনা আপনি নিজের দিকে ফিরে আসবে।

অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটির অস্বীকৃতি জানিয়ে এখন পূর্ণতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা, যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু চলাফিরা করে এবং কতকগুলি স্থির থাকে।

এরপর ঐ নক্ষত্রগুলির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করছেন যে, ওগুলি দ্বারা শাইতানদেরকে মারা হয়। ওগুলি হতে অগ্নি শিখা বের হয়ে ঐ শাইতানদের

উপর নিক্ষিপ্ত হয়, এ নয় যে, স্বয়ং তারকাই তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। শাইতানদের জন্যতো দুনিয়ায় এ শাস্তি, আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন সূরা সাফফাতের শুরুতে রয়েছে ঃ

إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِزِينَةٍ ٱلۡكَوَاكِبِ وَحِفۡظًا مِّن كُلِّ شَيۡطَٰنٍ مَّارِدٍ. لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ وَيُقۡذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا ۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنۡ خَطِفَ ٱلۡخَطۡفَةَ فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র রাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬-১০)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারকারাজি তিনটি উপকারের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। (এক) আকাশের সৌন্দর্য, (দুই) শাইতানদের মারা এবং (তিন) পথ প্রাপ্তির নিদর্শন। যে ব্যক্তি এ তিনটি ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করে সে তার নিজের মতের অনুসরণ করে এবং নিজের বিশুদ্ধ ও সঠিক অংশকে হারিয়ে ফেলে, আর অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বড় জ্ঞানী বলে প্রমাণিত করার কৃত্রিমতা প্রকাশ করে।' এটা ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ও ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৫০৮)

৬। যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল!	٦. وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ
৭। যখন তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা উহার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে, আর ওটা হবে উদ্বেলিত।	٧. إِذَآ أُلۡقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ

٨. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ	৮। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?
٩. قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ	৯। তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ।
١٠. وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ	১০। এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা।
١١. فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ	১১। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য!

জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বিবরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! এটা গাধার মত উচ্চ ও অপছন্দনীয়

শব্দকারী ও উত্তেজনাপূর্ণ জাহান্নাম। জাহান্নামের আগুনে তারা জ্বলতে পুড়তে থাকবে। **وَهِيَ تَفُورُ** এর অর্থ হচ্ছে টগবগ করে ফুটানো। শাওরী (রহঃ) বলেন যে, উহা এমন হবে যেমন অনেক পানিতে সামান্য কয়েকটি বীজ বা দানা ফুটানো হয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ** আগুনের তেজস্ক্রিয়তার কারণে শরীরের এক অংশে যখন তাপ লাগতে থাকবে তখন অপর অংশও শরীর থেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

ঐ জাহান্নামীদেরকে অত্যধিক লাঞ্ছিত করা এবং তাদের উপর শেষ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেন ঃ 'ওরে হতভাগ্যের দল! আল্লাহর রাসূলগণ কি তোমাদেরকে এটা হতে ভয় প্রদর্শন করেননি?' তখন তারা হায়, হায় করতে করতে উত্তর দিবে ঃ 'অবশ্যই আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূলগণ সতর্ককারীরূপে এসেছিলেন এবং আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী রূপে গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, আপনারাতো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছেন। এখন আল্লাহর ইনসাফ পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং তাঁর ফরমান পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যা বলেছিলেন তাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।' যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১৫) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

যখন তারা সেখানে (জাহান্নামে) উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।

(সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১) তারা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। আমরা বিবেক প্রয়োগ করলে প্রতারিত হতামনা এবং আমাদের মালিক ও খালিক আল্লাহকে অস্বীকার করতামনা। তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী জানতামনা এবং তাঁদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতামনা।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তারা নিজেরাই তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য অভিশাপ!

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষ কখনও ধ্বংস হবেনা যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ দেখে নিবে এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে।' (আহমাদ ৫/২৯৩)

১২। নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।	١٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
১৩। তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনিতো অন্তর্যামী।	١٣. وَأَسِرُّوا۟ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا۟ بِهِۦٓ ۖ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
১৪। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।	١٤. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ
১৫। তিনিইতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ	١٥. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى

مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ	হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থানতো তাঁরই নিকট।

আল্লাহকে না দেখে ভয় করায় মু'মিনদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

আল্লাহ ঐ লোকদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাদের রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে ভয় করে। যদিও তারা নির্জনে অবস্থান করে, যেখানে কারও দৃষ্টি পড়বেনা, তথাপিও তারা আল্লাহর ভয়ে তাঁর অবাধ্যতামূলক কাজ করেনা এবং তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাত হতে বিমুখ হয়না। আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং উত্তম প্রতিদান দিবেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ

'সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় এমন দিনে স্থান দিবেন যে দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা।' তাদের মধ্যে এক প্রকার হল ঐ ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের উদ্দেশে) আহ্বান করে, কিন্তু সে উত্তরে বলে ঃ 'আমি আল্লাহকে ভয় করি (সুতরাং আমি তোমার সাথে এ কাজে লিপ্ত হতে পারিনা)।' আর এক প্রকার হল ঐ ব্যক্তি যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনিতো অন্তর্যামী। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের খবরও তিনি জানেন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টজীব হতে বে-খবর থাকবেন এটাতো অসম্ভব। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতো সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুই সম্যক অবগত।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন অধীনস্ত

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর স্বীয় নি'আমাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا তিনিইতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। এটা স্থিরতার সাথে বিছানো রয়েছে। এটা

মোটেই হেলা-দোলা করছেনা। ফলে তোমরা এর উপর শান্তিতে বিচরণ করছ। এটা যেন নড়া-চড়া করতে না পারে তজ্জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পাহাড় পর্বতকে এতে পেরেক রূপে মেরে দিয়েছেন। এতে তিনি পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের উপকার তিনি এতে রেখে দিয়েছেন। এটা হতে তিনি ফল ও শস্য উৎপন্ন করছেন। তোমরা এখানে যথেচ্ছা ভ্রমণ করতে রয়েছ। এখানে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করতে রয়েছ। এভাবে তিনি তোমাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা তাদবীর করছ এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের চেষ্টাকে সফল করছেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, জীবনোপকরণ লাভ করার জন্য চেষ্টা করা নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। যেমন মুসনাদ আহমাদে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

'তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযোগ্য ভরসা করতে তাহলে তিনি তোমাদেরকে ঐভাবেই জীবিকা দান করতেন যেমনভাবে পাখীকে জীবিকা দান করে থাকেন, পাখী সকালে খালি পেটে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।' (আহমাদ ১/৫২, তিরমিযী ৮/৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৯৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। সুতরাং পাখীর সকাল-সন্ধ্যায় জীবিকার সন্ধানে গমনাগমন করাকেও নির্ভরশীলতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কেননা উপকরণ সৃষ্টিকারী এবং ওটাকে সহজকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই বটে। কিয়ামাতের দিন তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন مَنَاكِب এর অর্থ নিয়েছেন প্রান্তভাগ এবং ওর যাতায়াতের স্থান। (তাবারী ২৩/৫১২, কুরতুবী ১৮/২১৫)

১৬। তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে?	١٦. ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

١٧. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ	১৭। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী!
١٨. وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ	১৮। এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কি রূপ হয়েছিল আমার শাস্তি!
١٩. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَـٰٓفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَـٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ	১৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকূলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

আল্লাহ যেভাবে খুশি বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন, তাঁর হাত থেকে রক্ষা করার কেহ নেই

এই আয়াতগুলিতেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় স্নেহ-মমতা ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষের কুফরী ও শির্‌কের ভিত্তিতে তিনি নানা প্রকারের পার্থিব শাস্তির উপরও পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা তাঁর সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতারই পরিচায়ক যে, তিনি শাস্তি দেননা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদেরকে অবকাশ দেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا.

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ হবেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫)

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে কাঁপতে থাকবে?' অথবা তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? যেমন মহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৬৮)

অনুরূপভাবে এখানেও মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ধমকের সুরে ও ভীতি প্রদর্শন রূপে বলেন ঃ তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী! তোমরা দেখে নাও যে, যারা আমার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেনা তাদের পরিণতি কি হয়! তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

পাখিদের আকাশে উড়ে চলা এবং ছোট বড় সবকিছু আল্লাহর কুদরাতের চিহ্ন

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ তারা কি তাদের ঊর্ধ্বদেশে পক্ষীকূলের প্রতি লক্ষ্য করেনা, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। এটা তাঁর করুণা যে, তিনি বায়ুকে ওদের অধীন করে দিয়েছেন। সৃষ্টজীবের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণকারী এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তাদের সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণকারী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৯)

২০। দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যারা তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিরেরাতো বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	٢٠. أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ
২১। এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।	٢١. أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوا۟ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

২২। যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে?	٢٢. أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
২৩। বল ঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্ত ঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	٢٣. قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
২৪। বল ঃ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।	٢٤. قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
২৫। তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্ত বায়িত হবে?	٢٥. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
২৬। বল ঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট আছে, আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।	٢٦. قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
২৭। যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমন্ডল ম্লান হয়ে যাবে এবং তাদেরকে	٢٧. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ

وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ	**বলা হবে ঃ এটাইতো তোমরা চাচ্ছিলে।**

আল্লাহ ছাড়া সাহায্য কিংবা জীবিকা প্রদান করার আর কেহ নেই

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা ধারণা করত যে, তারা যে পীর-বুযুর্গদের ইবাদাত করছে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তাদেরকে আহার্য দান করতে তারা সক্ষম। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া না কেহ সাহায্য করতে পারে, আর না আহার্য দান করতে পারে। কাফিরদের বিশ্বাস প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তারা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? অর্থাৎ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের জীবনোপকরণ বন্ধ করে দিলে কেহ তা চালু করতে পারেনা। দেয়া-নেয়ার উপর, সৃষ্টি করার উপর, ধ্বংস করার উপর, জীবিকা দানের উপর এবং সাহায্য দানের উপর একমাত্র এক ও লা-শারীক আল্লাহই ক্ষমতাবান। এ লোকগুলো নিজেরাও এটা জানে, তথাপি কাজকর্মে তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই কাফিরেরা নিজেদের ভ্রান্তি, পাপ এবং ঔদ্ধত্যের মধ্যে ভেসে চলেছে। তাদের স্বভাবের মধ্যে হঠকারিতা, অহংকার, সত্যের অস্বীকৃতি এবং হকের বিরুদ্ধাচরণ বাসা বেঁধেছে। এমন কি ভাল কথা শুনতেও তাদের মন চায়না, আমল করাতো দূরের কথা।

মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন ঃ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে, দৃষ্টি

নিম্নমুখী করে চলছে, না সে পথ দেখছে, আর না তার জানা আছে যে, সে কোথায় চলছে, বরং উদ্বিগ্ন অবস্থায় পথ ভুলে হতভম্ব হয়ে গেছে। আর মু'মিনের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক সরল সোজা পথে চলতে রয়েছে। রাস্তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং একেবারে সোজা, ওতে কোন বক্রতা নেই। ঐ লোকটির কাছে ওটা খুবই পরিচিত পথ। সে বরাবর সঠিকভাবে উত্তম চলনে চলতে আছে। কিয়ামাতের দিন তাদের এই অবস্থাই হবে। কাফিরদেরকে উল্টামুখে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর মুসলিমরা সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদাত করত তারা আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ধাবিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২-২৩)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে লোকদেরকে মুখের ভরে চালিত করা হবে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যিনি পায়ের ভরে চালিত করেছেন তিনি কি মুখের ভরে চালিত করতে সক্ষম নন?' (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৬/৩৫০ মুসলিম ৪/২১৬১)

অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কিয়ামাত দিবসেও তিনি আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম

মহান আল্লাহ বলেন ঃ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলেনা। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। অর্থাৎ তোমাদেরকে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি। কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের এ শক্তিগুলিকে তাঁর

নির্দেশ পালনে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে বেঁচে থাকার কাজে তোমরা অল্পই ব্যয় করে থাক।

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তোমাদের ভাষা, বর্ণ ও আকৃতি করেছেন পৃথক এবং তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ তোমাদের এই বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার পর তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত করা হবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন ঐভাবেই তিনি একদিকে গুটিয়ে নিবেন। আর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তিনি তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, কাফিরেরা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেনা বলে এই পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের বর্ণনা শুনে প্রতিবাদ করে বলে ঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? অর্থাৎ আমাদেরকে যে পুনরুত্থানের সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা যদি সত্য হয় তাহলে হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে বলে দাও, এটা কখন সংঘটিত হবে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। আমাকে শুধু এটুকু জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবশ্যই ঐ সময় আসবে। আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাদেরকে ঐ দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করছি। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু তোমাদের নিকট এসব খবর পৌঁছে দেয়া, যা আমি পালন করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا যখন কিয়ামাত সংঘটিত হতে শুরু করবে এবং কাফিরেরা তা স্বচক্ষে দেখবে এবং জেনে নিবে যে, ওটা এখন নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কেননা আগমনকারী প্রত্যেক জিনিসের আগমন ঘটবেই, তা সত্বরই হোক অথবা বিলম্বেই হোক, যখন তারা এটাকে সংঘটিত অবস্থায় পাবে যেটাকে তারা এ পর্যন্ত মিথ্যা মনে করছিল, তখন এটা তাদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর মনে হবে। কেননা তারা নিজেদের উদাসীনতার প্রতিফল সামনে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৭-৪৮) তখন তাদেরকে ধমকের সুরে এবং লাঞ্ছিত করার লক্ষ্যে বলা হবে ঃ এটাইতো তোমরা চাচ্ছিলে!

২৮। বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি - যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাতে কাফিরদের কি? তাদেরকে কে রক্ষা করবে বেদনাদায়ক শাস্তি হতে?	٢٨. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
২৯। বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	٢٩. قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৩০। বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি?	٣٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ.

মুসলিমদের মৃত্যুতে অমুসলিমদের উৎফুল্ল হওয়ায় কোন লাভ নেই, তাতে তাদের মুক্তিও নেই

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! যে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতরাজিকে অস্বীকার করছে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা এটা কামনা করছ যে, আমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহলেই বা কি যদি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তই করেন অথবা তিনি আমার উপর এবং আমার সঙ্গীদের উপর দয়াপরবশ হন তাহলে তোমাদের তাতে কি? এর ফলে তোমাদের মুক্তি নেই। তোমাদের মুক্তির উপায়তো এটা নয়! মুক্তিতো নির্ভর করে তাওবাহর উপর, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ার উপর এবং তাঁর দীনকে মেনে নেয়ার উপর। আমাদের রক্ষা বা ধ্বংসের উপর তোমাদের মুক্তি নির্ভর করেনা। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান কর।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ বল, আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তাঁরই উপর নির্ভর করি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! তুমি মুশরিকদেরকে আরও বলে দাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ হে মুশরিকরা! তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে কে পরিত্রাণ লাভ করবে, আর কে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। হিদায়াতের উপর কে রয়েছে, আর কার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে এবং মন্দ পথে কে আছে?

পানিসহ বিভিন্ন অনুকম্পার কথা আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়া

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ قُلۡ أَرَأَيۡتُمۡ إِنۡ أَصۡبَحَ مَاؤُكُمۡ غَوۡرًا যে পানির উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল এই পানি যদি যমীন শোষণ করে নেয় অর্থাৎ এই পানি যদি ভূগর্ভ হতে বেরই না হয় এবং তা বের করার জন্য তোমরা

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি অসমর্থ হও তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেহ আছে কি, যে এই প্রবহমান পানি তোমাদেরকে এনে দিতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেহই তোমাদেরকে এ পানি এনে দিতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহই এর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর ফযল ও কাওমে পবিত্র ও স্বচ্ছ পানি ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত করেন যা এদিক হতে ওদিকে চলাচল করে এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে নদী প্রবাহিত করেন।

সূরা মূলক -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৮ ঃ কলম, মাক্কী
(আয়াত ৫২, রুকূ ২)

٦٨ – سورة القلم، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتهَا :٥٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। নুন, শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার।	١. نٓ ۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ
২। তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি উম্মাদ নও।	٢. مَآ أَنتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُونٍ
৩। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٣. وَإِنَّ لَكَ لَأَجۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُونٍ
৪। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।	٤. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
৫। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে -	٥. فَسَتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُونَ
৬। তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।	٦. بِأَييِّكُمُ ٱلۡمَفۡتُونُ
৭। তোমার রাব্বতো সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন তাদেরকে যারা সৎ পথপ্রাপ্ত।	٧. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

'নূন' প্রভৃতি হুরূফে হিজার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

কলমের বর্ণনা

এখন **قَلَم** শব্দ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহ্যতঃ এখানে قَلَم দ্বারা সাধারণ কলম উদ্দেশ্য, যা দ্বারা লিখা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ. ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ. عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পাঠ কর ঃ আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। (সূরা আ'লাক, ৯৬ ঃ ৩-৫)

এই কলমের শপথ করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এটা অবহিত করছেন যে, তিনি মানুষকে লিখন শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জন করছে, এটাও তাঁর একটা বড় নি'আমাত। এজন্যই এরপরই তিনি বলেন ঃ এবং শপথ তার যা তারা লিপিবদ্ধ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ শপথ ঐ জিনিসের যা তারা লিখে। (তাবারী ২৩/৫২৭, ৫২৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মালাইকা/ফেরেশতাদের লিখনকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা বান্দাদের আমল লিখে থাকেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, এর দ্বারা ঐ কলমকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁরা এর অনুকূলে ঐ হাদীস দু'টি পেশ করেছেন যা কলমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ওয়ালিদ ইব্‌ন উবাদাহ ইব্‌নুস সামিত (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি ডেকে এনে বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কলমকে বলেন ঃ লিখ। কলম বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি কি লিখব? তিনি বললেন ঃ লিখ আমার আইনসমূহ এবং পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে। (তাবারী ২৩/৫২৬) ইমাম আহমাদও (রহঃ) বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) আবূ দাউদ আত-তায়ালিসীর (রহঃ) হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। (আহমাদ ৫/৩১৭, তিরমিযী ৯/২৩২)

কলমের শপথ দ্বারা রাসূলের (সাঃ) বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তুমি তোমার রবের অনুগ্রহে পাগল নও, যেমন তোমার সম্প্রদায়ের মূর্খ ও সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলে থাকে। বরং তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। কেননা তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছ এবং আমার পথে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছ। তাই আমি তোমাকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করব।

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮)

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

তাদের জন্যতো আছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৬)

'নিশ্চয়ই তুমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী' এর অর্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, خُلُقٍ عَظِيْمٍ এর অর্থ হল دِيْن عَظِيْمٍ তুমি মহান দীনের উপর রয়েছ অর্থাৎ দীন ইসলাম। মুজাহিদ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫২৯, দুররুল মানসুর ৮/২৪৩) যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) এরূপই বলেছেন। আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন যে, خُلُقٍ عَظِيْمٍ দ্বারা اَدَب عَظِيْمٍ বা উত্তম শিষ্টাচার বুঝানো হয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি কুরআন পড়নি?' প্রশ্নকারী সা'দ ইব্ন হিশাম (রাঃ) বলেন ঃ 'হ্যাঁ, পড়েছি।' তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'কুরআন কারীমই তাঁর চরিত্র ছিল।' (তাবারী ২৩/৫২৯ আবদুর রাযযাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস

নং ৩/৩০৭) সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে যা সূরা মুয্যাম্মিলের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। (হাদীস নং ১/৫১৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃতিতে জন্মগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা পছন্দনীয় চরিত্র, উত্তম স্বভাব এবং পবিত্র অভ্যাস সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। সুতরাং এভাবেই কুরআনুল হাকীমের উপর তাঁর আমল এমনই ছিল যে, তিনি যেন ছিলেন কুরআনের আহকামের সাক্ষাত আমলী নমুনা। প্রত্যেকটি হুকুম পালনে এবং প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকায় তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা যেন তাঁরই অভ্যাস ও মহৎ চরিত্রের বর্ণনা। উত্তম চরিত্রের সাথে সাথে তিনি ছিলেন বিনয়ী, দয়ার্দ্র, ক্ষমা পরায়ণ, ভদ্র এবং বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। এ বিষয়ে সহীহায়িনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'দশ বছর ধরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকেছি, কিন্তু তিনি কোন এক দিনের জন্যও আমাকে উহ! (যন্ত্রণা প্রকাশক ধ্বনি) পর্যন্ত বলেননি। কোন করণীয় কাজ না করলেও এবং যা করণীয় নয় তা করে বসলেও তিনি আমাকে কোন শাসন গর্জন করা এবং ধমক দেয়াতো দূরের কথা 'তুমি এরূপ কেন করলে' অথবা 'কেন এরূপ করলেনা' এ কথাটিও বলেননি। তিনি সবারই চেয়ে বেশি চরিত্রবান ছিলেন। তাঁর হাতের তালুর চেয়ে বেশি নরম আমি কোন রেশম অথবা অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করিনি। আর তাঁর ঘাম অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময় কোন মিশ্‌ক অথবা আতর আমি শুঁকিনি। (ফাতহুল বারী ১০/৪৭১, মুসলিম ৪/১৮১৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন, ছিলেন সবচেয়ে মধুরতম ব্যবহারের ব্যক্তিত্ব। তিনি খুব লম্বাও ছিলেননা এবং খুব খাটোও ছিলেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৬৫২) এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) তাঁর 'কিতাবুশ শামায়েল' কিতাবে এ সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তাঁর হাত দ্বারা না তাঁর কোন দাসকে প্রহার করেছেন, না প্রহার করেছেন তাঁর কোন স্ত্রীকে এবং না প্রহার করেছেন অন্য কেহকেও। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন (এবং ঐ জিহাদে কেহকে মেরেছেন) সেটা অন্য কথা। যখন তাঁকে তাঁর পছন্দের দু'টি কাজের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হত তখন তিনি সহজটি

অবলম্বন করতেন। তবে সেটা পাপের কাজ হলে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। কখনও তিনি কারও নিকট হতে তাঁর নিজের কারণে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেহ আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করলে তিনি আল্লাহর আহ্‌কাম জারি করার জন্য অবশ্যই তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (আহমাদ ৬/২৩২ মুসলিম ৭/৮০)

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমি উত্তম ও পরিপূর্ণ আদব-আখলাক বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (অর্থাৎ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি)।' (আহমাদ ২/৩৮১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

سَيَعۡلَمُونَ غَدٗا مَّنِ ٱلۡكَذَّابُ ٱلۡأَشِرُ

আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৬) অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِنَّآ أَوۡ إِيَّاكُمۡ لَعَلَىٰ هُدًى أَوۡ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ

এবং নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৪) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তুমি এবং তারাও কিয়ামাত দিবসে জানতে পারবে। (কুরতুবী ১৮/২২৯) আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **مَفْتُوْن** বলা হয় পাগলকে। (তাবারী ২৩/৫৩১) মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীও এ কথাই বলেছেন। **مَفْتُوْن** এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সত্য হতে সরে পড়ে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এর প্রকৃতরূপ হল ঃ 'শীঘ্রই তুমি জানবে এবং তারাও জানবে' অথবা তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত তা শীঘ্রই তোমাকে জানানো হবে এবং তাদেরকেও জানানো হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তোমার রাব্ব অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত। অর্থাৎ কারা সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং কাদের পদস্খলন ঘটেছে তা আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত।

৮। সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করনা।	٨. فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ
৯। তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।	٩. وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
১০। এবং অনুসরণ করনা তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত -	١٠. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
১১। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় -	١١. هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ
১২। যে কল্যাণের কাজে বাঁধা দান করে, সে সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ -	١٢. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
১৩। রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।	١٣. عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ
১৪। সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।	١٤. أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
১৫। তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র।	١٥. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
১৬। আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব।	١٦. سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ

কাফিরদের খুশি করার উদ্দেশে কোন কিছু করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! আমিতো তোমাকে বহু নি'আমাত, সরল-সঠিক পথ, মহান চরিত্র দান করেছি। সুতরাং তোমার এখন উচিত যে, যারা আমাকে অস্বীকার করছে তুমি তাদের অনুসরণ করবেনা। তারাতো চায় যে, তুমি নমনীয় হবে, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ভাবার্থ এই যে, তুমি তাদের বাতিল মা'বূদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়বে এবং সত্য পথ হতে কিছু এদিক ওদিক হয়ে যাবে। (তাবারী ২৩/৫৩৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেব-দেবী সম্বন্ধে তুমি নীরব থাকবে এবং তোমার কাছে যে সত্য বাণী এসেছে তা ত্যাগ করবে। (তাবারী ২৩/৫৩৩) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ হে নাবী! তুমি অধিক শপথকারী ইতর প্রকৃতির লোকদের অনুসরণ করবেনা। যারা ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাদের লাঞ্ছনা ও মিথ্যা বর্ণনা প্রকাশ হয়ে পড়ার সদা ভয় থাকে। তাই তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে অন্যদের মনে নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মাতে চায়। তারা নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা শপথ করতে থাকে এবং আল্লাহর পবিত্র নামগুলিকে অনুপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مَهِينٍ এর অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায় এবং নানাবিধ কটু কথা বলে এক জনের সাথে অপর জনের যে সদ্ভাব ও সুন্দর সর্ম্পক আছে তাতে ফাটল ধরায়। অর্থাৎ গীবতকারী, চুগলখোর, যে বিবাদ লাগানোর জন্য এর কথা ওকে এবং ওর কথা একে লাগিয়ে থাকে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কাবরের পাশ দিয়ে গমন করার সময় বলেন ঃ 'এই দুই কাবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর এদেরকে খুব বড় (পাপের) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছেনা। এদের একজন প্রস্রাব করার সময় আড়াল করতনা এবং অপরজন ছিল চুগলখোর।' (ফাতহুল বারী ১/৩৫৮, মুসলিম ১/২৪০) এ হাদীসটি সুনান গ্রন্থের লেখকগণ মুজাহিদের (রহঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ ১/২৫, তিরমিযী ১/২৩২, নাসাঈ ১/২৮, ৪/৪১২, ইব্ন মাজাহ ১/১২৫)

মুসনাদ আহমাদে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ‘চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।’ (আহমাদ ৫/৩৮২, ফাতহুল বারী ১০/৪৮৭, মুসলিম ১/১০১, আবূ দাউদ ৫/১৯০, তিরমিযী ৬/১৭২ নাসাঈ ৬/৪৯৬)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ঐ সব লোকের আরও বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, তারা সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভাল কাজ করা হতে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখে, হালাল জিনিস ও হালাল কাজ হতে সরে গিয়ে হারাম ভক্ষণে ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা পাপী, দুষ্কর্মপরায়ণ ও হারাম ভক্ষণকারী। তারা দুশ্চরিত্র, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। তারা শুধু সম্পদ জমা করে এবং কেহকেও কিছুই দেয়না।

মুসনাদ আহমাদে হারিসাহ ইব্ন অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের পরিচয় দিব? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং নির্যাতিত ব্যক্তি। যদি সে আল্লাহর নামে কোন শপথ করে তাহলে সে তা বাস্তবায়িত করে। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীর সংবাদ দিব? প্রত্যেক অত্যাচারী, যালিম ও অহংকারী (জাহান্নামী)।’ (আহমাদ ৫/৩০৬, ফাতহুল বারী ৮/৫৩০, মুসলিম ৪/২১৯০, তিরমিযী ৭/৩৩১ নাসাঈ ৬/৪৯৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া আবূ দাউদ ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থেও এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। সকল গ্রন্থকারগণই সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) এবং শুবাহ (রহঃ) হতে সাঈদ ইব্ন খালিদের (রহঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন।

আরাবীতে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ‘*যাজারী*’ শব্দের অর্থ হল রূঢ় বা কর্কশ এবং ‘*যাওয়াজ*’ শব্দের অর্থ হল লোভী এবং প্রতারণা। এ সূরার ১৩ নং আয়াতের ‘*যানিম*’ শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তা হল এমন যে, কুরাইশদের এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল সে যেন একটি বকরী যার এক কান কাটা। (হাদীস নং ৪৯১৭)

এটাও বর্ণিত আছে যে, কর্তিত কান বিশিষ্ট বকরী, যে কান তার গলদেশে ঝুলতে থাকে, এরূপ বকরীকে যেমন পালের মধ্যে সহজেই চেনা যায় ঠিক তেমনই মু’মিনকে কাফির হতে সহজেই পৃথক করা যায়। এ ধরনের আরও বহু

উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবগুলিরই সারমর্ম হল এই যে, زَنِيْم হল ঐ ব্যক্তি যে কুখ্যাত এবং যার সঠিক নসবনামা এবং প্রকৃত পিতার পরিচয় জানা যায়না।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তাদের দুষ্কর্মের কারণ এই যে, তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। আমার নি'আমাতসমূহের শুকরিয়া আদায় করাতো দূরের কথা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং ঘৃণার স্বরে বলে ঃ এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالاً مَّمْدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأَيَـٰتِنَا عَنِيدًا. سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا. إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ। আর তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। সেতো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এটাতো মানুষেরই কথা। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ। তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবেনা এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবেনা। উহাতো

গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে। উহার তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ১১-৩০) আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ আমি তার নাক দাগিয়ে দিব। অর্থাৎ আমি তাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করব যে, তার লাঞ্ছনা কারও কাছে গোপন থাকবেনা। সবাই তার পরিচয় জেনে নিবে। (তাবারী ২৩/৫৪১) যেমন দাগযুক্ত নাক বিশিষ্ট লোককে এক নযর দেখলেই হাজার হাজার লোকের মধ্যেও চিনতে অসুবিধা হয়না এবং সে তার নাকের দাগ গোপন করতে চাইলেও গোপন করতে পারেনা। অনুরূপভাবে ঐ লাঞ্ছিত ও অপমানিত ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও অপমান কারও অজানা থাকবেনা। দুনিয়ায়ও সে অপমানিত হবে। সত্য সত্যই তার নাকে দাগ দেয়া হবে এবং কিয়ামাতের দিনেও সে দাগযুক্ত অপরাধী হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিকতমও বটে।

১৭। আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল,	١٧. إِنَّا بَلَوْنَـٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
১৮। এবং তারা ইন্‌শাআল্লাহ বলেনি।	١٨. وَلَا يَسْتَثْنُونَ
১৯। অতঃপর তোমার রবের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত।	١٩. فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ
২০। ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।	٢٠. فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ
২১। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল -	٢١. فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ

২২। তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে তরিৎ বাগানে চল।	٢٢. أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ
২৩। অতঃপর তারা চলল নিম্ন স্বরে কথা বলতে বলতে।	٢٣. فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ
২৪। অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।	٢٤. أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ
২৫। অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম - এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল।	٢٥. وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ
২৬। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল ঃ আমরাতো দিশা হারিয়ে ফেলেছি!	٢٦. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ
২৭। না, আমরাতো বঞ্চিত!	٢٧. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
২৮। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছনা কেন?	٢٨. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
২৯। তখন তারা বলল ঃ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা	٢٩. قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا

করছি, আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী।	كُنَّا ظَٰلِمِينَ
৩০। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।	٣٠. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَٰوَمُونَ
৩১। তারা বলল ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী।	٣١. قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ
৩২। আমরা আশা রাখি, আমাদের রাব্ব এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম।	٣٢. عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ
৩৩। শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর, যদি তারা জানত!	٣٣. كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

কাফিরদের উপার্জন ধ্বংস হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত

যে সকল কুরাইশ কাফির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে অস্বীকার করত, এখানে তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে একটি তুলনা দেয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অবিশ্বাসী কুরাইশদের প্রতি অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করল, ত্যাগ করল এবং বিরোধিতা করল। তাই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে। ঐ বাগানে বিভিন্ন প্রকারের ফল ছিল। ঐ লোকগুলো পরস্পর শপথ করে বলেছিল যে, অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত কিছুটা বাকী থাকতেই তারা

গাছের ফল আহরণ করবে, যাতে দরিদ্র, মিসকীন এবং ভিক্ষুকরা বাগানে হাযির হওয়ার সুযোগ না পায় ও তাদের হাতে কিছু দিতে না হয়, বরং সমস্ত ফল তারা বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। তারা তাদের এ কৌশলে কৃতকার্য হবে ভেবে খুব আনন্দ বোধ করল। তারা আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ থেকেও বিস্মরণ হয়ে গেল। তাই ইন্‌শাআল্লাহ কথাটিও তাদের মুখ দিয়ে বের হলনা। এ জন্যই তাদের এ শপথ পূর্ণ হলনা। রাতারাতিই তাদের পৌঁছার পূর্বেই আসমানী বিপদ তাদের সারা বাগানকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। তাদের বাগানটি এমন হয়ে গেল যে, যেন তা কালো ছাই ও কর্তিত শস্য।

সকালে তারা একে অপরকে চুপি চুপি ডাক দিয়ে বলে ঃ ফল আহরণের ইচ্ছা থাকলে আর দেরী করা চলবেনা, চল এখনই বের হয়ে পড়ি। তারা চুপে চুপে কথা বলতে বলতে চলল যাতে কেহ শুনতে না পায় এবং গরীব মিসকীনরা যেন টের না পায়। যেহেতু তাদের গোপনীয় কথা ঐ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট গোপন থাকতে পারেনা সেই হেতু তিনি বলেন, তাদের এ গোপনীয় কথা ছিল ঃ 'তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন কোন গরীব মিসকীন টের পেয়ে আজ আমাদের বাগানে আসতে না পারে। কোনক্রমেই কোন মিসকীনকে আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দিবেনা।'

এভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে গরীব দরিদ্রদের প্রতি ক্রোধের ভাব নিয়ে তারা তাদের বাগানের পথে যাত্রা শুরু করল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাগানের ফল তাদের দখলে রয়েছে। সুতরাং তারা ফল আহরণ করে সবই বাড়ীতে নিয়ে আসবে। কিন্তু বাগানে পৌঁছে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। দেখে যে, সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং পাকা পাকা ফলের গাছ সব ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। ফলসহ সমস্ত গাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন এগুলোর আধা পয়সারও মূল্য নেই। গাছগুলোর জ্বলে যাওয়া কালো কালো কাণ্ড ভয়াবহ আকার ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ তারা মনে করল যে, ভুল করে তারা অন্য কোন বাগানে এসে পড়েছে। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা বলল ঃ 'আমাদের কাজের পন্থাই ভুল ছিল, যার পরিণাম এই দাঁড়াল।' যা হোক পরক্ষণেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা বলল ঃ 'আমাদের বাগানতো এটাই, কিন্তু আমরা হতভাগ্য বলে আমরা বাগানের ফল লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) قَالَ أَوْسَطُهُمْ এর অর্থ করেছেন সবচেয়ে ন্যায় পরায়ণ ও উত্তম ব্যক্তি। (তাবারী ২৩/৫৫০)

তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পন্থী ছিল সে তাদেরকে বলল ঃ 'দেখ, আমিতো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম ঃ তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছনা কেন?' (তাবারী ২৩/৫৫১, দুররুল মানসুর ৮/২৫৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদের যুগে সুবহানাল্লাহ বলাও ইনশাআল্লাহ বলার স্থলবর্তী ছিল। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থই হল ইন্শাআল্লাহ বলা। (তাবারী ২৩/৫৫০) এটাও বলা হয়েছে যে, তাদের উত্তম ব্যক্তি তাদেরকে বলেছিল ঃ 'দেখ, আমিতো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন সেই জন্য তোমরা কেন আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছনা এবং প্রশংসা করছনা?' এ কথা শুনে তারা বলল ঃ 'আমাদের রাব্ব পবিত্র ও মহান। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুল্ম করেছি।' যখন শাস্তি পৌঁছে গেল তখন তারা আনুগত্য স্বীকার করল, যখন আযাব এসে পড়ল তখন তারা নিজেদের অপরাধ মেনে নিল।

অতঃপর তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগল এবং বলতে থাকল ঃ 'আমরা বড়ই মন্দ কাজ করেছি যে, মিসকীনদের হক নষ্ট করতে চেয়েছি এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হতে বিরত থেকেছি।' তারপর তারা সবাই বলল ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণেই আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়েছে।' অতঃপর তারা বলল ঃ 'সম্ভবতঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন।' অর্থাৎ দুনিয়ায়ই তিনি আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল বদলা দিবেন। অথবা এও হতে পারে যে, আখিরাতের ধারণায় তারা এ কথা বলেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পূর্বযুগীয় কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, এটা ইয়ামানবাসীর ঘটনা। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো ছিল যারওয়ানের অধিবাসী যা (তৎকালীন ইয়ামানের রাজধানী) সানআ হতে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম। অন্যান্য মুফাসসির বলেন যে, এরা ছিল ইথিওপিয়ার অধিবাসী। তারা আহলে কিতাব ছিল। ঐ বাগানটি তারা তাদের পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। তাদের পিতার নীতি এই ছিল যে, বাগানে উৎপাদিত ফল ও শস্যের মধ্য হতে বাগানের খরচ বের করে এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের সারা বছরের খরচ বের করে নিয়ে বাকীগুলি আল্লাহর নামে সাদাকাহ করে দিতেন। পিতার ইন্তিকালের পর তাঁর এই সন্তানরা পরস্পর পরামর্শ করে বলল ঃ 'আমাদের পিতা বড়ই নির্বোধ ছিলেন। তা না হলে তিনি এতগুলি ফল ও শস্য প্রতি বছর গরীবদেরকে দিতেননা। আমরা যদি এগুলি ফকীর মিসকীনদেরকে

প্রদান না করি এবং তা যথারীতি সংরক্ষণ করি তাহলে অতি সত্বর আমরা ধনী হয়ে যাব।' তারা তাদের এ সংকল্প দৃঢ় করে নিল। ফলে তাদের উপর ঐ শাস্তি এসে পড়ল যা তাদের মূল সম্পদকেও ধ্বংস করে দিল। তারা হয়ে গেল সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কেহই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর নি'আমাতের মধ্যে কার্পণ্য করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের হক আদায় করেনা, বরং তাঁর নি'আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার উপর এরূপই শাস্তি আপতিত হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ এটাতো হল পার্থিব শাস্তি, আখিরাতের শাস্তিতো এখনও বাকী রয়েছে যা কঠিনতর ও নিকৃষ্টতর।

৩৪। মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে ভোগ বিলাসপূর্ণ জান্নাত, তাদের রবের নিকট।	٣٤. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ
৩৫। আমি কি আত্মসমর্পন-কারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গন্য করব?	٣٥. أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ
৩৬। তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?	٣٦. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
৩৭। তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা অধ্যয়ন কর -	٣٧. أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
৩৮। যে, তোমাদের জন্য ওতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর?	٣٨. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ

৩৯। আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তা পাবে?	٣٩. أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
৪০। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?	٤٠. سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
৪১। তাদের কি কোন শরীক আছে? থাকলে তারা তাদের শরীকদের উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।	٤١. أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ

তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ পুরস্কৃত হবেন, কাফিরদের মত তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবেনা

উপরে পার্থিব বাগানের মালিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অবাধ্যাচরণ এবং তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করার কারণে তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। এরপর এখানে ঐ আল্লাহভীরু লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা আখিরাতে এমন জান্নাত লাভ করবে যার নি'আমাত শেষ হবেনা এবং হ্রাসও পাবেনা। আর তা কারও কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবেনা। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ আমি কি আত্মসমর্পণকারী/ মুসলিমদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করব? অর্থাৎ মুসলিম ও পাপীরা কি কখনও সমান হতে পারে? যমীন ও আসমানের শপথ! এটা কখনও হতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের এ কেমন বিচার? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ তোমাদের

হাতে কি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত এমন কোন কিতাব রয়েছে যা তোমাদের কাছে রক্ষিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের নিকট হতে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছ? আর তাতে তা'ই রয়েছে যা তোমরা চাচ্ছ ও বলছ? অথবা তোমাদের সাথে কি আমার কোন দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা যা কিছু বলছ তা হবেই? এবং তোমাদের সাথে এমন কোন চুক্তি রয়েছে কি যে, এই বাজে ও ঘৃণ্য বাসনা পূর্ণ হবেই? এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

سَلْهُم أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ হে নাবী! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদের মধ্যের এই দাবীর যিম্মাদার কে? তাদের কি কোন সাহায্যকারী আছে? অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ? থাকলে তারা তাদের ঐ সাহায্যকারীদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২। স্মরণ কর, গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা, সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সাজদাহ করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবেনা।	٤٢. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
৪৩। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখনতো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সাজদাহ করতে।	٤٣. خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ
৪৪। যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব	٤٤. فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ

যে, তারা জানতে পারবেনা।	حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُونَ
৪৫। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।	٤٥. وَأُمۡلِي لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٌ
৪৬। তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ দন্ড মনে করে?	٤٦. أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرًا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٖ مُّثۡقَلُونَ
৪৭। তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে?	٤٧. أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বিবরণ

উপরে যেহেতু বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহভীরুদের জন্য নি‘আমাত বিশিষ্ট জান্নাতসমূহ রয়েছে, সেই হেতু এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই নি‘আমাতরাশি তারা ঐ দিন লাভ করবে যে দিন পদনালী উম্মুক্ত করে দেয়া হবে, অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যেই দিন হবে চরম সংকটপূর্ণ, বড়ই ভয়াবহ, কম্পনযুক্ত এবং বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রকাশিত হওয়ার দিন। সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

‘আমাদের রাব্ব তাঁর পদনালী (নলা) খুলে দিবেন। তখন প্রত্যেক মু’মিন নর ও নারী সাজদায় পতিত হবে। তবে হ্যাঁ, দুনিয়ায় যারা লোক দেখানোর জন্য সাজদাহ করত তারাও সাজদাহ করতে চাবে। কিন্তু তাদের পিঠ তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা সাজদাহ করতে পারবেনা।’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহেও আছে যা কয়েকটি সনদে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণিত হয়েছে। এটি সুদীর্ঘ ও মাশহুর হাদীস। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩১, ৫৩২, মুসলিম ১/১৬৭) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে উঠবেনা, তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। কেননা তারা দুনিয়ায় বড়ই উদ্ধত ও অহংকারী ছিল। সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় যখন তাদেরকে সাজদাহর জন্য আহ্বান করা হত তখন তারা সাজদাহ করা হতে বিরত থাকত, যার শাস্তি এই হল যে, আজ তারা সাজদাহ করতে চাচ্ছে, কিন্তু করতে পারছেনা। আল্লাহর দ্যুতি বা তাজাল্লী দেখে সমস্ত মু'মিন সাজদায় পতিত হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকরা সাজদাহ করতে পারবেনা। তাদের কোমর তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ঝুঁকতেই পারবেনা, বরং যখনই তারা সাজদাহ করতে চাবে তখনই পিঠের ভরে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। দুনিয়ায়ও তাদের অবস্থা মু'মিনদের বিপরীত, পরকালেও তাদের অবস্থা হবে মু'মিনদের বিপরীত।

কুরআন অস্বীকারকারীর পরিণাম

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'আমাকে এবং আমার এই হাদীস অর্থাৎ কুরআনকে অবিশ্বাসকারীদের ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। এতে বড়ই ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি থাম, আমি এদেরকে দেখে নিচ্ছি। তুমি দেখতে পাবে, কিভাবে আমি এদেরকে ধীর ধীরে পাকড়াও করব। এরা ঔদ্ধত্য ও অহংকারে বেড়ে চলবে, আমার অবকাশ প্রদানের রহস্য এরা উপলব্ধি করতে পারবেনা, হঠাৎ করে আমি এদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করব। আমি এদেরকে বাড়াতে থাকব। এরা মদমত্ত হয়ে যাবে। এরা এটাকে সম্মান মনে করবে, কিন্তু মূলে এটা হবে অপমান ও লাঞ্ছনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৪) আর এখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দেন, অতঃপর যখন ধরেন তখন আর ছেড়ে দেননা।' তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

এরূপই তোমার রবের পাকড়াও। তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

হে নাবী! তুমিতো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছনা যা তাদের উপর খুবই ভারী বোধ হচ্ছে, যার ভার বহন করতে তারা একেবারে ঝুঁকে পড়ছে? তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে! এ দু'টি বাক্যের তাফসীর সূরা তূরে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে নাবী! তুমি তাদেরকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে আহ্বান করছ বিনা পারিশ্রমিকে! বরং তোমার প্রতিদানতো রয়েছে আল্লাহর কাছে! তথাপি এ লোকগুলো তোমাকে অবিশ্বাস করছে! এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপনা।

৪৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়োনা, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করছিল।	٤٨. فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ

৪৯। তার রবের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্তরে।	٤٩. لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ
৫০। পুনরায় তার রাব্ব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।	٥٠. فَٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
৫১। কাফিরেরা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন উহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে এবং বলবে 'এতো এক পাগল'।	٥١. وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ
৫২। কুরআনতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।	٥٢. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ

ধৈর্য ধারণ এবং ইউনুসের (আঃ) মত অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوت হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং অবিশ্বাস করছে এর উপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর। অচিরেই আমি ফাইসালা করে দিব। পরিশেষে তুমি এবং তোমার অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوت তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়োনা।' এর দ্বারা ইউনুস

ইব্‌ন মাত্তাকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের উপর রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর যা হওয়ার তা'ই হয় অর্থাৎ তাঁর নৌযানে সাওয়ার হওয়া, তাঁকে মাছের গিলে ফেলা, মাছের সমুদ্রের গভীর তলদেশে চলে যাওয়া, সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে তাঁর لَا اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ *আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী।* (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৭) এই কালেমা পাঠ করা, আর তাঁর দু'আ কবূল হওয়া এবং তাঁর মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।' আরও বলেন ঃ 'যদি সে তাসবীহ পাঠ না করত। তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই পড়ে থাকত।' ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৮)

فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

সে যদি আল্লাহর মহিমা ঘোষনা না করত তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৩-১৪৪) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। তখন ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, পুনরায় তার রাব্ব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কারও জন্য এটা উচিত নয় যে, সে বলে ঃ 'আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম'।' (আহমাদ ১/৩৯০, ফাতহুল বারী ৬/৫১৯) এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪, মুসলিম ৪/১৮৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ কাফিরেরা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে। অর্থাৎ হে নাবী! তোমার প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে এই কাফিরেরা তোমাকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আছড়ে ফেলতে চায়। তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে করুণা বর্ষিত না হলে অবশ্যই তারা তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিত।

চোখ লাগা সত্য

এ আয়াতে ঐ বিষয়ের উপর দলীল রয়েছে যে, নযর লাগা এবং আল্লাহর হুকুমে ওর প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য। যেমন বহু হাদীসেও রয়েছে, যা কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন মাজাহ (রহঃ) বুরাইদাহ ইব্নুল হুসাইব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বদ নজর এবং যাদু-টোনা ছাড়া অন্য কোন কারণে ঝাড়-ফুঁক নেই। (ইব্ন মাজাহ ২/১১৬১) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বুরাইদাহর (রাঃ) বরাতে তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/১৯৯) ইমাম বুখারী (রহঃ), আবূ দাউদ (রহঃ) এবং তিরমিযীও (রহঃ) ইমরান ইব্ন হুসাইনের (রাঃ) বরাতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমরানের (রাঃ) বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ ঝাড়ফুঁক করা যেতে পারে এক মাত্র বদ নজর এবং যাদু-টোনা থেকে ভাল হওয়ার জন্য। (ফাতহুল বারী ১০/১৬৩, আবূ দাউদ ৪/২১৩ এবং তিরমিযী ৬/২১৭)

সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নযর সত্য, তাকদীরের উপর কোন কিছু জয়যুক্ত হলে তা এই নযরই হত। যদি তোমরা গোসল করতে চাও (বদ নযর দূর করার জন্য) তাহলে ভাল করে গোসল করবে। (হাদীস নং ৪/১৭১৯) ইমাম মুসলিম (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণনায় এটি পাওয়া যায়না।

মুসনাদ আবদুর রায্যাকে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্ন লিখিত কালেমা দ্বারা হাসান (রাঃ) ও হুসাইনের (রাঃ) জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

'আমি তোমাদের দু'জনের জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা দ্বারা প্রত্যেক শাইতান হতে এবং প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক (বদ) নযর হতে যা লেগে যায়।' তিনি বলতেন ঃ ইবরাহীমও (আঃ) এ শব্দগুলি দ্বারা ইসহাক (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী (রহঃ) এবং আহলুস সুনান গ্রন্থসমূহেও বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৭০, আবূ দাউদ ৫/১০৪ এবং তিরমিযী ৬/২২০, নাসাঈ ৬/২৫০, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬৪)

সুনান ইব্ন মাজাহয় বর্ণিত আছে যে, আবূ উমামাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হুনাইফ (রাঃ) গোসল করছিলেন। আমির ইব্ন রাবীআহ (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ 'আমিতো এ পর্যন্ত কোন পর্দানশীল মহিলারও এরূপ (সুন্দর) ত্বক দেখিনি!' এ কথা বলার অল্পক্ষণ পরেই সাহল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জনগণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সাহলের (রাঃ) একটু খবর নিন, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ 'তোমাদের কারও উপর সন্দেহ আছে কি?' তাঁরা জবাবে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমির ইব্ন রাবীআহ্র (রাঃ) উপর সন্দেহ আছে।' তিনি তখন বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ কেন তার ভাইকে হত্যা করতে ইচ্ছুক? যখন তোমাদের কেহ তার ভাইয়ের এমন কোন জিনিস দেখবে যা তার খুব ভাল লাগবে তখন তার উচিত তার জন্য বারাকাতের দু'আ করা।' তারপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং আমীরকে (রাঃ) বললেন ঃ 'তুমি উযূ কর। সুতরাং তিনি মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত, হাঁটু এবং লুঙ্গীর মধ্যস্থিত দেহের অংশ ধৌত করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যেন সাহলের (রাঃ) উপর ঐ পানি ঢেলে দেয়া হয়। সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন যে, মা'মার (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যে, তিনি যেন সাহলের (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার উপর পানির পাত্রটি উপুড় করে ধরেন। (ইব্ন মাজাহ ৩৫০৯) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি অন্য রিওয়ায়াতে আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি তার পিছন দিক থেকে পাত্রটি উপুড় করে তার (সাহল) উপর ঢেলে দেন। (নাসাঈ ৭৬১৭-৭৬১৯)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন ও মানবের বদ নযর হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন সূরা

ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হল তখন এ দু'টিকে গ্রহণ করে অন্যান্য সবগুলিকে ছেড়ে দিলেন। (ইব্‌ন মাজাহ ২/১১৬১, তিরমিযী ৬/২১৮ নাসাঈ ৮/২৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি অসুস্থ?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ।' তখন জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيِّءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ. اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ.

'আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসুকের নয্‌র থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।' এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস সুনানও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদও (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) অথবা যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারীরিক অসুস্থতার জন্য কষ্ট পাচ্ছিলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে নিম্নের দু'আ পাঠ করতে বললেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيِّءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ. اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ.

আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসুকের নজর থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। (আহমাদ ৩/২৮, ৫৬, মুসলিম ৪/১৭১৮, তিরমিযী ৪/৪৬, নাসাঈ ৬/২৪৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/১১৬৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই নযর লাগা সত্য।' (আহমাদ ২/৩১৯, ফাতহুল বারী ১০/২১৩, মুসলিম ৪/১৭১৯)

উবায়েদ ইব্‌ন রিফাআহ যারাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জাফরের (রাঃ) সন্তানদের (বদ) নযর লেগে থাকে, সুতরাং আমি কোন ঝাড়-ফুঁক করাব কি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যদি কোন জিনিস তাকদীরের উপর জয়যুক্ত হত তাহলে তা হত এই (বদ) নযর।' এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৬/৪৩৮, ফাতহুল বারী ৬/২১৯ ও ইব্‌ন মাজাহ ২/১১৬০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমামাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মাক্কার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে সাহাবীগণও ছিলেন এবং তারা আল জুহফাহ এলাকায় খাররার নামক উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে তারা বিশ্রাম নেন এবং সাহল (রাঃ) গোসল করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা, সুদর্শন এবং মসৃন চামড়ার অধিকারী। তিনি যখন গোসল করছিলেন তখন বানী আদী ইব্‌ন কাব গোত্রের আমির ইব্‌ন রাবিয়্যিয়াহ (রাঃ) তার দিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ এত সুন্দর চামড়ার অধিকারী কোন সুন্দরী রমনীকেও দেখিনি, যা আজ আমি অবলোকন করলাম। তখন সাহল (রাঃ) হঠাৎ করে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বলা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সাহলের (রাঃ) ব্যাপারে কিছু করতে পারেন কি? সেতো মাথাও তুলছেনা এবং তার জ্ঞানও ফিরে আসছেনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার এ অবস্থার জন্য তোমরা কি কেহকে দায়ী করছ? তারা উত্তর দিলেন ঃ আমির ইব্‌ন রাবিয়্যিয়াহ (রাঃ) তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমিরকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেহ কি জেনে শুনে তার ভাইকে হত্যা করতে চাও? তোমরা যখন তোমাদের ভাইয়ের মাঝে তোমরা পছন্দ কর এমন কিছু দেখতে পাও তখন কেন আল্লাহর কাছে তার জন্য মঙ্গল কামনা করনা? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতঃপর বললেন ঃ তাকে গোসল করাও। সুতরাং তিনি

(আমির) তার মুখমন্ডল, হাতদ্বয়, টাখনু, পা, পায়ের নলা এবং শরীরের ভিতরের অংশের কাপড় একটি চৌবাচ্চায় ধৌত করেন। অতঃপর ঐ পানি সাহলের (রাঃ) উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এক লোক সাহলের (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার মাথায় এবং পিঠে পানি ঢেলে দেন। অতঃপর পানির পাত্রটি তার পিছন দিক দিয়ে উপুড় করে খালি করে ফেলা হয়। এর পর সাহল (রাঃ) আরোগ্য লাভ করেন এবং তার লোকদের সাথে তিনি ফিরে যান, যেন ইতোপূর্বে কোন রোগ-ভোগে কষ্টই পাননি। (আহমাদ ৩/৪৮৬)

ইমাম আহমাদের (রহঃ) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আমির (রহঃ) বলেছেন ঃ আমির ইব্‌ন রাবিয়াহ (রাঃ) এবং সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রাঃ) গোসল করার জন্য বের হন। তারা একজন থেকে অন্যজনে আড়াল করে গোসল করতে শুরু করেন। অন্যদের থেকে নিজের শরীরকে আড়াল করার জন্য সাহল (রাঃ) যে উলের তৈরী বস্ত্র ব্যবহার করতেন তা আমির (রাঃ) খুলে ফেলেন। আমির (রাঃ) বলেন ঃ সাহল (রাঃ) যখন গোসল করছিলেন তখন আমি তার দিকে তাকালাম। অতঃপর পানিতে কিছু পরে যাওয়ার উচ্চ শব্দ শুনতে পেলাম, যেখানে তিনি গোসল করছিলেন। সুতরাং আমি তার কাছে দৌঁড়ে গেলাম এবং তাকে তিনবার ডাকলাম, কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দিলেননা। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে চলে এলেন এবং তিনি লম্বা পা ফেলে চলছিলেন। আমার চোখে এখনও সেই দৃশ্য এবং তার পায়ের নলার শ্বেত-শুভ্রতার কথা ভাসছে। তিনি সাহলের (রাঃ) কাছে এলেন (তিনি তখন বেহুশ অবস্থায় ছিলেন) এবং তাঁর হাত দ্বারা সাহলের (রাঃ) বুকে আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ

اَللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

'হে আল্লাহ! তার থেকে গরম, ঠান্ডা এবং যন্ত্রণা দূর করে দাও।' তৎক্ষণাৎ সাহল (রাঃ) উঠে দাড়ালেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি তোমাদের কোন ভাইকে, নিজকে অথবা নিজের সম্পদ দেখে আনন্দ অনুভব কর তখন সে যেন আল্লাহর কাছে রাহমাত কামনা করে। কারণ নিশ্চয়ই অশুভ দৃষ্টি সত্য। (আহমাদ ৩/৪৪৭)

কাফিরদের দোষারোপ করণ এবং উহার জবাব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ কাফিরেরা সব সময়ই রাসূলের প্রতি বক্র নয়নে তাকাত এবং বাক্যবাণে জর্জরিত করত। তারা বলত যে, তিনি একজন পাগল। তারা এ জন্য এ কথা বলত যে, তিনি ছিলেন কুরআনের বাহক। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ 'কুরআনতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।'

সূরা কলম -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৯ ঃ হাক্কাহ, মাক্কী
(আয়াত ৫২, রুকূ ২)

٦٩ – سورة الحاقة، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتهَا : ٥٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।	١. ٱلۡحَآقَّةُ
২। কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?	٢. مَا ٱلۡحَآقَّةُ
৩। কিসে তোমাকে জানাবে সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি?	٣. وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحَآقَّةُ
৪। ‘আদ ও ছামূদ’ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়।	٤. كَذَّبَتۡ ثَمُودُ وَعَادُۢ بِٱلۡقَارِعَةِ
৫। আর ছামূদ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা।	٥. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ
৬। আর ‘আদ’ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা -	٦. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهۡلِكُواْ بِرِيحٍ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٍ
৭। যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে;	٧. سَخَّرَهَا عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٍ

তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়।	وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
৮। তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি?	٨. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ
৯। ফির‘আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল।	٩. وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَـٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ
১০। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, কঠোর সেই শাস্তি!	١٠. فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً
১১। যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে।	١١. إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ
১২। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে।	١٢. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক বাণী

'হাক্কাহ্' কিয়ামাতের একটি নাম। আর এ নামের কারণ এই যে, জান্নাতে শান্তি দানের অঙ্গীকার এবং জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞার সত্যতা ও যথার্থতার দিন এটাই। এ জন্যই এ দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! তুমি এই হাক্কাহর সঠিক অবস্থা অবগত নও।

কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করার বিবরণ

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঐ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা এই কিয়ামাতকে অবিশ্বাস করার ফলে প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ ছামূদ সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখ, এক দিকে মালাইকার প্রলয়ংকারী শব্দ আসা, আর অপর দিকে ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়, ফলে সব নীচ-উপর হয়ে যায়। কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি অনুসারে **طَاغِيَة** শব্দের অর্থ হল ভীষণ চীৎকার। (তাবারী ২৩/৫৭১) আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা পাপ বা পাপী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ) ও ইব্ন যায়িদের (রহঃ) উক্তি এই যে, এর দ্বারা তাদের ঔদ্ধত্যপনা উদ্দেশ্য। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর প্রমাণ হিসাবে কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পেশ করেছেন ঃ

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ

ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল। (সূরা আশ্ শাম্স, ৯১ ঃ ১১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আর 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু কল্যাণ ও বারাকাতশূন্য ছিল এবং মালাইকার হাত দ্বারা বের করা হচ্ছিল। আলী (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু তাদের জমা করা ফসলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। ওটা প্রবাহিত হয়েছিল **سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا** *সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শাউরী (রহঃ) প্রমুখ **حُسُوم** এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে, কোন রকম বিরতি ছাড়া। (তাবারী ২৩/৫৭৩, ৫৭৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, তাদের উপর অকল্পনীয়

বিপদাপদ আপতিত হয়। এতে তাদের জন্য অমঙ্গল ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এ আয়াতের অনুরূপ আয়াত অন্যত্রও বর্ণিত হয়েছে ঃ

فِىٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ

এক অমঙ্গলজনক দিনে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৬)

আরাবরা এই বায়ুকে **اَعْجَاز** এ জন্য বলে থাকে যে, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে ঃ 'আদ সম্প্রদায়ের অবস্থা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের ন্যায় হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ *তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **خَاوِيَة** শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। তিনি ছাড়া অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রচন্ড বাতাস উহাকে (খেজুর গাছ) আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিবে এবং ওর মাথা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে এবং ওটি নির্জীব মাটিতে পড়ে থাকবে যেন ওর কোন ডালপালা ছিলনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে 'সাবা' অর্থাৎ পূবালী বাতাস দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে পশ্চিমা বাতাস দ্বারা।' (মুসলিম ২/৬১৭)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ বলতো, এরপর তাদের কেহকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? অর্থাৎ তাদের কেহই মুক্তি পায়নি, বরং সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের থেকে কোন বংশধর রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা না করে আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন– কঠোর শাস্তি।

قَبْلَهُ এর দ্বিতীয় কিরআত **قِبْلَهُ** ও রয়েছে অর্থাৎ **قَاف** এর নীচে যের দিয়েও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে ঃ ফির'আউন এবং তার পাশের ও তার যুগের তার অনুসারী কাফির কিবতী সবাই। **مُؤْتَفِكَات** দ্বারা রাসূলদেরকে মিথ্যা

প্রতিপন্নকারী পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে বুঝানো হয়েছে। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন, **خَاطِئَة** এর অর্থ হল অবাধ্যতা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে অপরাধ করা। (তাবারী ২৩/৫৭৬) সুতরাং অর্থ হল ঃ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৪) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন নাবীকে অস্বীকার করার অর্থ সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ

নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০৫)

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ

'আদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১২৩)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ

ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৪১) অথচ সকলের নিকট অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রাসূলই এসেছিলেন। এখানেও অর্থ এটাই যে, তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছিলেন।

নৌযানে অবতরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ **إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء** দেখ, যখন নূহের (আঃ) দু'আর কারণে ভূ-পৃষ্ঠে তূফান এলো ও পানি সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে চতুর্দিক প্লাবিত করল এবং আশ্রয় লাভের কোন স্থান থাকলনা তখন আমি নূহ (আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে নৌযানে আরোহণ করালাম।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন নূহের (আঃ) সম্প্রদায় তাঁকে অবিশ্বাস করল, বিরোধিতা শুরু করল এবং উৎপীড়ন করতে লাগল তখন অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করলেন এবং ভয়াবহ তূফান নাযিল করলেন। নূহ (আঃ) এবং যারা তাঁর নৌযানে আরোহণ করেছিল তারা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের একটি লোকও বাঁচেনি, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং এখনকার সমস্ত মানুষ নূহের (আঃ) বংশধর এবং তাঁর সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিজের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ (পূর্ব পুরুষদেরকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে, যাতে এ নৌযান তোমাদের জন্য একটা নমুনা রূপে থেকে যায় এবং শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। আজও তোমরা ঐ রকমই নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্রের দীর্ঘ সফর করে থাক। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুস্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২-১৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ

তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪১-৪২)

কাতাদাহ (রহঃ) উপরের আয়াতের এ ভাবার্থও বর্ণনা করেছেন যে, নূহের (আঃ) ঐ নৌযানটিই বাকী ছিল, যেটাকে এই উম্মাতের পূর্ববর্তী লোকেরাও

দেখেছিল। (তাবারী ২৩/৫৭৮) কিন্তু সঠিক ভাবার্থ প্রথমটিই বটে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন أُذُنٌ وَاعِيَةٌ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ঐ কান যার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব থেকে শ্রবণ করে লাভবান হয়। যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঐ কান যা শোনে এবং স্মরণ রাখে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যার নিখুত শ্রবণশক্তি রয়েছে এবং যা শোনে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

১৩। যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার,	١٣. فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ
১৪। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।	١٤. وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً
১৫। সেদিন সংঘটিত হবে মহা প্রলয়।	١٥. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ
১৬। এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।	١٦. وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
১৭। মালাইকা আকাশের প্রান্ত দেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন মালাইকা তাদের রবের ‘আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।	١٧. وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ	
١٨. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ	**১৮। সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা।**

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সর্ব প্রথম ভয়ের কারণ হবে শিংগায় ফুৎকার দেয়া। এতে সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। তারপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে আসমান ও যমীনের সমস্ত মাখলূক অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাকে চাবেন তিনি অজ্ঞান হবেননা। এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার শব্দের কারণে সমস্ত মাখলূক তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। এখানে ঐ প্রথম ফুৎকারেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে গুরুত্ব আরোপের জন্য এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, এই উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফুৎকার মাত্র একটি। কেননা যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম হয়ে গেছে তখন না এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে, না তা টলতে পারে, না দ্বিতীয়বার আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে, আর না তাগীদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এর পরেই বলেছেন ঃ পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং চামড়ার মত ছড়িয়ে দেয়া হবে। যমীন পরিবর্তন করে দেয়া হবে এবং বিচার দিবসের সূচনা হবে । আসমান প্রতিটি খোলার জায়গা হতে ফেটে যাবে। ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا

আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বারবিশিষ্ট। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আকাশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে এবং আর্শ ওর সামনে থাকবে এবং মালাইকা ওর প্রান্তদেশে থাকবেন এবং আকাশের দৈর্ঘ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবেন। তাঁরা পৃথিবীবাসীদেরকে দেখতে থাকবেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ ثَمَانِيَةٌ কিয়ামাতের দিন আটজন মালাইকা/ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে বহন করবে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের কাছে আরশ বহনকারী মালাইকার মধ্যে একজন মালাইকা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করব। ঐ মালাইকার কাঁধ ও কানের নিম্ন ভাগের মধ্যকার ব্যবধান সাতশ' বছর ভ্রমনের সমান। (আবূ দাঊদ ৫/৯৬)

কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি আদম সন্তানকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হবে

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি প্রকাশমান জিনিস সম্পর্কে যেমন পূর্ণ অবহিত, অনুরূপভাবে গোপনীয় জিনিস সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ সেই দিন তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন জনগণকে তিনবার আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। প্রথম দু'বারতো ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক ও ওযর-আপত্তি চলবে। কিন্তু তৃতীয়বার তাদের হাতে আমলনামা তুলে দেয়া হবে। ঐ আমলনামা কারও ডান হাতে আসবে এবং কারও বাম হাতে আসবে।' (আহমাদ ৪/৪১৪, তিরমিযী ৭/১১১, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩০)

১৯। তখন যাকে তার 'আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ নাও, আমার 'আমলনামা পাঠ করে দেখ।	١٩. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ
২০। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।	٢٠. إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ

২১। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন -	٢١. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
২২। সুমহান জান্নাতে -	٢٢. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
২৩। যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।	٢٣. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ
২৪। তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।	٢٤. كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনন্দের বর্ণনা

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ভাগ্যবান লোকদেরকে কিয়ামাতের দিন ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা অত্যন্ত খুশি হবে এবং আনন্দের আতিশয্যে তারা প্রত্যেককে বলবে ঃ তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ! এটা এজন্য যে, মানবীয় স্বভাবের কারণে তাদের দ্বারা যা কিছু পাপের কাজ হয়েছিল সেগুলোও তাদের তাওবাহর কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। শুধু ক্ষমা করে দেয়াই হয়নি, বরং ঐগুলোর পরিবর্তে সাওয়াব লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা শুধু সাওয়াবের আমলনামা আনন্দের সাথে সকলকে দেখাতে থাকবে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, هَا এর পরে ؤُمْ বেশি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশমান কথা এই যে, هَاؤُمُ—هَا كُمُ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে বর্ণিত আছে, যে আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালাহকে (রাঃ) মালাইকা তাঁর শাহাদাতের পর গোসল দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন এবং তার আমলনামার পৃষ্ঠে তার মন্দ আমল লিখিত থাকবে, যেগুলো তার কাছে প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'বল তো, তুমি কি এ আমল করেছিলে?' সে উত্তরে বলবে ঃ 'হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, আমি এটা করেছিলাম।' আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন তাকে বলবেন ঃ 'দেখ, আমি দুনিয়াতেও তোমাকে অপদস্থ করিনি, এখন এখানেও তোমাকে ক্ষমা করে

দিলাম। তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করলাম।' মহান আল্লাহর এ বাণী শুনে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার আমলনামা সবাইকে দেখাতে থাকবে।

ইহা হবে ঐ সময়ের বাক্য যখন আল্লাহর বান্দা কিয়ামাত দিবসে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং সৎ আমল প্রকাশিত হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার ইব্ন উমারকে (রাঃ) ব্যক্তিগত গোপনীয় আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর কাছে হাজির করাবেন। সে যে সমস্ত পাপ করেছে তা স্বীকার করবে। অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে বান্দা তখন মনে করবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ পৃথিবীতে তুমি যে পাপ করেছিলে তা গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমার সেই পাপসমূহকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর তার সৎ আমলের বইটি তার ডান হাতে দেয়া হবে। অবশ্য যারা কাফির এবং মুনাফিক তাদের ব্যাপারে সাক্ষীগণ বলবেন ঃ এরা তাদের রবের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অবশ্যই খারাপ আমলকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। (বুখারী ৪৬৮৫, মুসলিম ১৭৬৮, আহমাদ ২/৭৪) পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ অর্থাৎ পৃথিবীতে বসবাসের সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবশ্যই আমাকে এই বিচার দিবসের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُواْ رَبِّهِمْ

যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাথে সম্মিলিত হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে বলবে ঃ দুনিয়ায়ই আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে অবশ্যই আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ সুতরাং তাদের প্রতিদান এই যে, তারা যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। তারা সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার অট্টালিকাগুলি হবে উঁচু উঁচু। ঐ জান্নাতের হুরেরা হবে অত্যন্ত সুন্দরী ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। ওর ঘরগুলি নি'আমাতে পরিপূর্ণ থাকবে। এই নি'আমাত রাশি কখনও শেষ হবেনা এবং কমেও যাবেনা, বরং এগুলি হবে চিরস্থায়ী।

অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, জান্নাতে একশটি শ্রেণী (স্তর) রয়েছে। এক শ্রেণী হতে অপর শ্রেণীর দূরত্ব হল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্বের সমান। (বুখারী ২৭৯০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ জান্নাতের ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। ইব্‌ন আযিব (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন ঃ জান্নাতে গাছের ফল এত অবনমিত থাকবে যে, জান্নাতীরা তাদের বিছানায় শুইয়ে শুইয়েই ফল তুলে নিতে পারবে। (তাবারী ২৩/৫৮৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ তোমরা খাও এবং পান কর। এটা তোমাদের অতীত দিনের ভাল কৃতকর্মের বিনিময়। ভাল কাজের বিনিময় বলা হয়েছে শুধুমাত্র স্নেহ ও মেহেরবানীর ভিত্তিতে।

একটি সহীহ হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের আমল, দীনের জন্য মেহনত, আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য সদা প্রচেষ্টা ইত্যাদি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে কোনই সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকেও কি নয়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ না, আমাকেও নয়, যদি দয়াময় আল্লাহ তাঁর দয়া ও করুণা দ্বারা আমাকে ঢেকে না দেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩০০)

২৫। কিন্তু যার 'আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ 'হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার 'আমলনামা!	٢٥. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَـٰبِيَهْ
২৬। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!	٢٦. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
২৭। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত!	٢٧. يَـٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ

২৮। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই এলোনা।	٢٨. مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ۜ
২৯। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।	٢٩. هَلَكَ عَنِّى سُلْطَـٰنِيَهْ
৩০। মালাইকাকে বলা হবে ঃ ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও।	٣٠. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ
৩১। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।	٣١. ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ
৩২। পুনরায় তাকে শৃংখলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে।	٣٢. ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ
৩৩। সে মহান আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলনা।	٣٣. إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ
৩৪। এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করতনা।	٣٤. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ
৩৫। অতএব সেদিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবেনা।	٣٥. فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَـٰهُنَا حَمِيمٌ
৩৬। এবং কোন খাদ্য থাকবেনা, ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত।	٣٦. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ

৩৭। যা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাবেনা।	٣٧. لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَـٰطِـُٔونَ

বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের করুণ আক্ষেপের বর্ণনা

এখানে পাপীদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের মাঠে যখন তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে তখন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয় ও দুঃখপূর্ণ। তারা ঐ সময় বলবে ঃ 'হায়! আমাদেরকে যদি আমাদের আমলনামা দেয়াই না হত তাহলে কতইনা ভাল হত! যদি আমাদেরকে আমাদের হিসাব অবহিতই না করা হত! হায়! যদি মৃত্যুই আমাদের সবকিছু শেষ করে দিত তাহলে কতই না আনন্দের কথা হত! যদি আমরা এই দ্বিতীয় জীবনই লাভ না করতাম।' মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, তারা ঐ ধরণের মৃত্যু কামনা করবে যে মৃত্যুর পর আর কোন জীবন থাকবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ায় যে মৃত্যুকে তারা অত্যন্ত ভয় করত, সেই দিন ঐ মৃত্যুই তারা কামনা করবে। (তাবারী ২৩/৫৮৭) তারা আরও বলবে ঃ আমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতাপ আজ আমাদের কোন কাজেই এলোনা। অর্থাৎ এগুলো আমাদের উপর হতে আল্লাহর আযাব সরাতে পারলনা। কোন সাহায্যকারীও আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলোনা। আজ আমরা আমাদের বাঁচার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিনা।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের প্রহরী মালাইকাকে নির্দেশ দিবেন যে, তারা যেন কিয়ামাতের মাইদান থেকে পাপীদেরকে পাকড়াও করে তাদের গলদেশে লোহার বেড়ি পড়িয়ে দেয় এবং ঐ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

অতঃপর পুনরায় তাকে শৃংখলিত করা হবে সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে। কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন যে, এই শৃংখলের এক একটি আংটা হবে সারা পৃথিবী-পূর্ণ লোহার সমান। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও ইব্ন জুরায়েজ (রহঃ) বলেন যে, এটা হবে মালাইকার হাতের মাপে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই শৃংখল তার দেহে পরিয়ে দেয়া হবে। পায়খানার পথ দিয়ে ভরে মুখ দিয়ে বের করে নেয়া হবে। তাকে এমনভাবে আগুনে ভাজা হবে যেমনভাবে কাবাব ভাজা হয়। এটাও বর্ণিত আছে যে, তার দেহের পিছন দিয়ে এই শৃংখল পরানো হবে এবং নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে তা বের করে নেয়া হবে, ফলে সে পায়ের ভরে দাঁড়াতে পারবেনা। (তাবারী ২৩/৫৮৯)

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আকাশ থেকে যদি একটি

পাথর যমীনে নিক্ষেপ করা হয় এবং এর দূরত্ব যদি পাঁচশত বছরের ভ্রমনের পথের সমান হয় তাহলে রাত হওয়ার পূর্বেই ঐ পাথর যমীনে পৌছে যাবে। ঐ পাথরটি যদি জাহান্নামের মুখ থেকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে উহার জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর। (আহমাদ ২/১৯৭, তিরমিযী ৭/৩১৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ সে মহান আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলনা এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতনা। অর্থাৎ না সে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করত, আর না তাঁর মাখলূকের হক আদায় করে তাদের উপকার করত। মাখলূকের উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আর বান্দাদের একের অপরের উপর হক এই যে, একে অপরের সাথে সদাচরণ করবে, সৎ কাজে সাহায্য করবে এবং সহানুভূতি দেখাবে। ভাল কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে। এ জন্যই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ দু'টি হককে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ 'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দাও।' নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের সময় এ দু'টিকে এক সাথে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোমরা সালাতের হিফাযাত করবে ও অধীনস্তদের সাথে সদাচরণ করবে।' (নাসাঈ ৪/২৫৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ অতএব এই দিন তাদের কোন সুহৃদ থাকবেনা। এমন কোন নিকটতম আত্মীয় ও সুপারিশকারী থাকবেনা যে তাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। আর তার জন্য ক্ষত নিঃসৃত পূঁজ ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, **غسلين** হল জাহান্নামীদের নিকৃষ্ট খাদ্য। (তাবারী ২৩/৫৯১) রাবী (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। শাবীব ইব্‌ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ **غسلين** হল জাহান্নামীদের দগ্ধ শরীর থেকে নিঃসৃত রক্ত। আর **غسلين** এর অর্থ এও করা হয়েছে যে, ওটা হল জাহান্নামীদের দেহ হতে প্রবাহিত রক্ত ও পানি। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, **غسلين** হল জাহান্নামীদের (ক্ষত নিঃসৃত) পূঁজ।

৩৮। আমি শপথ করছি উহার যা তোমরা দেখতে পাও।	٣٨. فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَا تُبۡصِرُونَ
৩৯। এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা -	٣٩. وَمَا لَا تُبۡصِرُونَ
৪০। নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।	٤٠. إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ
৪১। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।	٤١. وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٖۚ قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ
৪২। ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।	٤٢. وَلَا بِقَوۡلِ كَاهِنٖۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ
৪৩। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ।	٤٣. تَنزِيلٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

কুরআন হল আল্লাহ প্রদত্ত বাণী

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টবস্তুর মধ্য হতে তাঁর ঐ সব নিদর্শনের শপথ করছেন যেগুলি মানুষ দেখতে পাচ্ছে এবং ঐগুলিরও শপথ করছেন যেগুলি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। তিনি এর উপর শপথ করছেন যে, কুরআন কারীম তাঁর বাণী ও তাঁর অহী, যা তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যাঁকে তিনি রিসালাতের প্রচারের জন্য পছন্দ ও মনোনীত করেছেন। رَسُوْلٍ كَرِيْم দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এর সম্বন্ধ তাঁর সাথে লাগানোর কারণ এই যে, এর প্রচারক ও উপস্থাপকতো তিনিই। এ জন্য رَسُوْل শব্দ আনয়ন করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন যিনি

তাঁকে প্রেরণ করেছেন। ভাষা তাঁর হলেও উক্তি হল তাঁকে যিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর। এ কারণেই সূরা তাকভীরে এর সম্বন্ধ লাগানো হয়েছে মালাইকা/ফেরেশতা-দূতের সাথে (অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) সাথে)। ঘোষিত হয়েছে ঃ

إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٍ. مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী, যে সামর্থশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ১৯-২১) আর ইনি হলেন জিবরাঈল (আঃ)। এ জন্যই এর পরেই বলেন ঃ

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٍ

তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাগল নন। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২২) তারপর বলেন ঃ

وَلَقَدۡ رَءَاهُ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ

সেতো তাকে (জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে।' (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২৩) এরপর বলেন ঃ

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٍ

সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে কার্পন্য করেনা। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২৪)

وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَٰنٍ رَّجِيمٍ

এবং ইহা অভিশপ্ত শাইতানের বাক্য নয়। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২৫)

অনুরূপভাবে এখানেও বলেন ঃ 'এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরাতো অল্পই বিশ্বাস করে থাক। এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব অল্পই অনুধাবন করে থাক।' সুতরাং মহান আল্লাহ কোন কোন সময় নিজের বাণীর সম্বন্ধ লাগিয়েছেন মানব দূতের দিকে, আবার কখনও কখনও সম্বন্ধ লাগিয়েছেন মালাক দূতের দিকে। কেননা তারা উভয়েই আল্লাহর বাণীর প্রচারক এবং তারা বিশ্বাস ভাজন। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে বাণী কার? এটাও সাথে সাথে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৮০)

৪৪। সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত -	٤٤. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ
৪৫। আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।	٤٥. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ
৪৬। এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।	٤٦. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ
৪৭। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে।	٤٧. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ
৪৮। এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।	٤٨. وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
৪৯। আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।	٤٩. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ
৫০। এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে।	٥٠. وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ
৫১। অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য।	٥١. وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ
৫২। অতএব তুমি মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٥٢. فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

রাসূল (সাঃ) রিসালাতের কোন কিছু গোপন করলে আল্লাহ তাঁকে শাস্তি দিতেন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ হে কাফির ও মুশরিকদের দল! তোমাদের কথা হিসাবে সত্যিই যদি আমার রাসূল এরূপই হত, অর্থাৎ আমার রিসালাতের মধ্যে কিছু কম বেশি করত বা আমি যে কথা বলিনি সেই কথা আমার নামে চালিয়ে দিত তাহলে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ আমি তাকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতাম অর্থাৎ আমার ডান হাত দ্বারা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার ঐ শিরা কেটে ফেলতাম যার উপর হৃদয় লটকানো রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওয়াতিন (وَتِينَ) হচ্ছে হৃদপিন্ডের ধমনীসমূহ যা হৃদপিন্ডের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। (তাবারী ২৩/৫৯৩) ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাকিম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুসলিম আল বাতিন (রহঃ), আবূ শাখর হুমাঈদ ইব্ন জিয়াদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫৯৩, দুররুল মানসুর ৮/২৭৬) মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল হৃদপিন্ড, উহার রক্ত এবং যা কিছু ওর আশেপাশে রয়েছে। (কুরতুবী ১৮/২৭৬) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, এমতাবস্থায় আমার এবং তার মাঝে এমন কেহ আসতে পারতনা যে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। সুতরাং ভাবার্থ এই দাঁড়াল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী, পবিত্র ও সুপথগামী ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা দা‘ওয়াতের এ মহান দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। আর নিজের পক্ষ হতে বহু মু‘জিযা এবং তাঁর সত্যবাদিতার বড় বড় নিদর্শন তাঁকে প্রদান করেছিলেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ এই কুরআন অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্য এক উপদেশ। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ منكم مُّكَذِّبِينَ আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে। অর্থাৎ এভাবে স্পষ্ট বর্ণনার পরেও এমন কতকগুলো লোক রয়েছে যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করেই চলেছে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেছেন ঃ কাফিরদের ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিচার দিবসে ইহা হবে নিদারুন দুঃখ-যন্ত্রনার কারণ। (তাবারী ২৩/৫৯৫) তিনি তার তাফসীরে কাতাদাহ (রহঃ) থেকেও অনুরূপ একটি মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। এও হতে পারে যে, এ আয়াতে ব্যবহৃত সর্বনামটি (ইহা) কুরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এর ভাবার্থ হবে, কুরআনকে বিশ্বাস না করার ফলে কাফিরদের জন্য উহা হবে দুঃখ-যন্ত্রনার কারণ। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ

এভাবেই আমি পাপীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। তারা এতে ঈমান আনবেনা। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২০০-২০১) অন্যত্র বলেন ঃ

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫৪)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ** নিশ্চয়ই এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য খবর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ অতএব, হে নাবী! এই কুরআন অবতীর্ণকারী মহান রবের তুমি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা হাক্কাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭০ ঃ মা‘আরিজ, মাক্কী

٧٠ - سورة المعارج، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৪, রুকূ ২)

(اٰيَاتُهَا : ٤٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত -	١. سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
২। কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই।	٢. لِّلْكَـٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ
৩। ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।	٣. مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ
৪। মালাক/ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।	٤. تَعْرُجُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
৫। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, পরম ধৈর্য।	٥. فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا
৬। তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর।	٦. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا
৭। কিন্তু আমি দেখছি ইহা আসন্ন।	٧. وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا

কিয়ামাত দিবসে তাড়াতাড়ি বিচার করার অনুরোধ করা হবে

এখানে **بِعَذَابٍ** এর মধ্যে যে, **ب** অক্ষরটি রয়েছে তা এটাই বলে দিচ্ছে যে, এ জায়গায় **فِعْل** এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখানে যেন **فِعْل** উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এই কাফিরেরা শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভংগ করেননা। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৭) অর্থাৎ তাঁর আযাব ওর নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে এবং তা রদ করারও কেহ নেই।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) **سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ** আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এখানে কাফিরদের শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে প্রশ্ন করার কথা বলা হয়েছে যা তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। (তাবারী ২৩/৫৯৯) ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি **سَأَلَ سَائِلٌ** সম্পর্কে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি বিচারের শাস্তি তরান্বিত করার জন্য (কিয়ামাত দিবসে) অনুরোধ করবে। তাদের এই আযাব চাওয়ার শব্দগুলিও কুরআন কারীমে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! এটা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) (তাবারী ২৩/৫৯৯) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَاقِعٍ. لِّلْكَافِرِينَ এ শাস্তি কাফিরদের জন্য অবধারিত, এটা প্রতিরোধ করার কেহ নেই।

'মা'আরিজ' ও 'রূহ' শব্দের বিশ্লেষণ

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীর অনুসারে ذِى الْمَعَارِجِ এর অর্থ হল শ্রেণী বিশিষ্ট। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান বিশিষ্ট। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ذِى الْمَعَارِجِ এর অর্থ হল আকাশের সোপানসমূহ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল উর্ধ্বরোহন করা। অর্থাৎ এই আযাব ঐ রবের পক্ষ হতে অবতারিত যিনি এসব গুণ বিশিষ্ট। মালাক/ফেরেশতা এবং রূহ তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয়।

'রূহ' শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এটা এক প্রকারের সৃষ্টজীব যা মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত। আমি বলি যে, সম্ভবতঃ এর দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে এবং এটা হবে خَاص এর সংযোগ عَام এর উপর। আর এও হতে পারে যে, এর দ্বারা আদমের (আঃ) সন্তানদের রূহ উদ্দেশ্য। কেননা এটাও কবয হওয়ার পর আকাশের দিকে উঠে যায়। যেমন বারা (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, যখন মালাক পবিত্র রূহ বের করেন তখন ওটাকে নিয়ে মালাইকা এক আকাশ হতে অন্য আকাশে উঠে যান। শেষ পর্যন্ত সপ্ত আকাশের উপর উঠে যান।

'কিয়ামাত দিবসের এক দিনের সমান পঞ্চাশ হাজার বছর' এর ব্যাখ্যা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ এটা হবে এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হল বিচার দিবস। এ হাদীসটির বর্ণনাক্রম সহীহ। শাওরী (রহঃ) সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী) যাহ্হাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইহা হল

কিয়ামাত দিবস যখন সেখানের এক দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (তাবারী ২৩/৬০৩)

এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমার আল ঘাদানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি আবূ হুরাইরার (রাঃ) সাথে বসা ছিলাম। তখন বানি আমির ইব্‌ন সা'সাহ গোত্রের এক লোক তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। বলা হল, এই লোকটি বানি আমির গোত্রের সবচেয়ে ধনশালী ব্যক্তি। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন ঃ তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসুন। সুতরাং ঐ লোকটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। বানি আমির গোত্রের লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আমার একশত লাল বর্ণের উট, এক শত বাদামী বর্ণের উট ... রয়েছে। এভাবে সে বিভিন্ন রংয়ের উট, বিভিন্ন গোত্রের দাস-দাসী এবং ঘোড়ার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন লোহার বেড়ীর বর্ণনা দিচ্ছিল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ আপনার ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর পদাঘাত হতে সাবধান থাকুন। তিনি বার বারই এ কথা বলছিলেন। অবশেষে আমির গোত্রের লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! এর অর্থ কি? আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যাদের উট আছে অথচ তার হক আদায় করেনা তাদের জন্য রয়েছে '*নাজদাহ*' এবং '*রিসবিহা*'। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! *নাজদাহ* এবং *রিসবিহা* কি? তিনি বললেন ঃ উহা হল কঠিনতম এবং সহজতর অবস্থা। কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে (পশুগুলিকে) পূর্বের তুলনায় আরও বেশী শক্তিশালী ও মোটা তাজা করে উপস্থিত করা হবে। তারা সংখ্যায় হবে অনেক এবং হিংস্র। অতঃপর তাদেরকে তাদের মালিকসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে উপস্থিত করা হবে এবং তারা তাদের মালিককে পদদলিত করতে থাকবে। যখন ঐ দলের শেষ পশুটির পদদলন করা শেষ হবে তখন প্রথম পশুটি আবার শুরু করবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী। কোনো ব্যক্তির যদি গরু থাকে এবং পৃথিবীতে তার সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে উহার যাকাত না দিয়ে থাকে তাহলে তার গরুর সংখ্যাও

কিয়ামাত দিবসে আরও বাড়িয়ে দেয়া ও মোটা তাজা করা হবে এবং হিংস্র করা হবে। অতঃপর ওগুলিকে ওর মালিককেসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর ওরা ওদের মালিককে ওদের খুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারাও আঘাত করতে থাকবে। ঐগুলির মধ্যে এমন একটি গরুও থাকবেনা যার শিং থাকবেনা, আর না তাদের শিং বাঁকা থাকবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হচ্ছে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী। কোন ব্যক্তির যদি ছাগল থাকে এবং পৃথিবীতে তার সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে উহার যাকাত না দিয়ে থাকে তাহলে তার ছাগলের সংখ্যাও কিয়ামাত দিবসে আরও বাড়িয়ে দেয়া ও মোটা তাজা করা হবে এবং হিংস্র করা হবে। অতঃপর ওগুলিকে ওর মালিককেসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর ওরা ওদের মালিককে ওদের খুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারাও আঘাত করতে থাকবে। ঐগুলির মধ্যে এমন একটি ছাগলও থাকবেনা যার শিং থাকবেনা, আর না তাদের শিং বাঁকা থাকবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী।

অতঃপর আমির গোত্রের লোকটি বলল ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! তাহলে বলুন, ঐ উটগুলির জন্য আমাকে কি করতে হবে? আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন ঃ তা হল এই যে, আপনার মূল্যবান উটকে যাকাত হিসাবে প্রদান করবেন, যে উট সবচেয়ে বেশী দুধ দেয় তা অন্যকে ধার দিবেন, উটে চড়ার গদী মানুষকে ধার দিবেন, পান করার জন্য উটের দুধ মানুষকে হাদীয়া দিবেন এবং প্রজননের জন্য নর উটকে ধার দিবেন। (আহমাদ ২/৪৮৯) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ও নাসাঈও (রহঃ) তাদের সুনান গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/৩০৪, ১২/৫)

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূতকারী যে ব্যক্তি ওগুলির হক আদায় করেনা ওগুলি দ্বারা পাত তৈরী করা হবে এবং তা জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হবে ও তা দ্বারা তার ললাট,

পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগিয়ে দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন এমন এক দিনে যা হবে পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এ শাস্তি চলতেই থাকবে যতদিন বিচার কাজ শেষ না হয়। অতঃপর সে তার পথ দেখে নিবে, জান্নাতের পথ অথবা জাহান্নামের পথ।' এরপর উটের ও বকরীর বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয় সাল্লাম হতে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, ঘোড়া তিন ব্যক্তির জন্য। এক ব্যক্তির জন্য ওটা পুরস্কার, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ওটা রক্ষক এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ওটা বোঝা।' (আহমাদ ২/২৬২) এ হাদীসটি পূরাপুরিভাবে সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। (হাদীস নং ২/৬৮২) এই রিওয়ায়াতগুলিকে পূর্ণভাবে বর্ণনা করার ও সনদ এবং শব্দাবলী পূর্ণরূপে বর্ণনার জায়গা হল আহকামের কিতাবুয যাকাত। এখানে শুধুমাত্র এ শব্দগুলি দ্বারা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য আমাদের এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا** হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আযাব তাদের উপর আপতিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে ওর জন্য যে তাড়াহুড়া করছে, এতে তুমি ধৈর্যহারা হয়োনা, বরং ধৈর্য ধারণ কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ

যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) এ জন্যই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর, কিন্তু আমি দেখছি এটাকে আসন্ন। অর্থাৎ মু'মিনতো এর আগমন সত্য জানছে এবং বিশ্বাস রাখছে যে, এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। না জানি আকস্মিকভাবে কখন কিয়ামাত এসে পড়বে এবং আযাব আপতিত হবে। কেননা এর সঠিক সময়ের কথাতো আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। সুতরাং যার

আগমনে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই তার আগমন নিকটবর্তীই মনে করা হয়ে থাকে এবং ওটা এসে পড়ার ব্যাপারে সদা ভয় ও ত্রাস লেগেই থাকে।

৮। সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত।	٨. يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ
৯। এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত।	٩. وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ
১০। এবং সুহৃদ সুহৃদদের খোঁজ খবর নিবেনা।	١٠. وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا
১১। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাবে তার সন্তান-সন্ততিকে,	١١. يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ
১২। তার স্ত্রী ও ভাইকে,	١٢. وَصَـٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ
১৩। তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে যারা তাকে আশ্রয় দিত -	١٣. وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُـْٔوِيهِ
১৪। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়।	١٤. وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ
১৫। না, কখনই নয়, ইহাতো লেলিহান অগ্নি -	١٥. كَلَّآ ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ
১৬। যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে।	١٦. نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ
১৭। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ	١٧. تَدْعُوا۟ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ

প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল -	
১৮। যে সম্পদ পুঞ্জীভুত এবং সংরক্ষিত করে রাখছিল।	١٨. وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ

বিচার দিবসের ভয়াবহতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ যে শাস্তি তলব করছে ঐ শাস্তি ঐ তলবকারী কাফিরদের উপর ঐ দিন আসবে যেই দিন আকাশ গলিত ধাতুর মত হয়ে যাবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হল তেলের গাদের মত হয়ে যাবে। এ ছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, পর্বতসমূহ হবে ধূনিত পশমের মত। (তাবারী ২৩/৬০৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কা'রি'আহ, ১০১ ঃ ৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ-খবর নিবেনা। অর্থাৎ কোন বন্ধু তার বন্ধুর অথবা কোন নিকট আত্মীয় তার নিকট আত্মীয়ের কোন খবর নিবেনা। অথচ একে অপরকে মন্দ অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্তু নিজে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, অন্য কেহকে কিছু জিজ্ঞেস করার খেয়ালই তার থাকবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একে অপরকে দেখবে এবং চিনতেও পারবে, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكُلِّ ٱمۡرِيٍٕ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٍ شَأۡنٌ يُغۡنِيهِ

সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৭) (তাবারী ২৩/৬০৫)অন্যত্র বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يَوۡمًا لَّا يَجۡزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّ

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবেনা তার পিতার। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৩) আরও বলেন ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ

কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১০১) অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ. وَصَـٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৪-৩৭) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ.

'অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না, কখনই হবার নয়।' হায়! এটা কতই না মর্মান্তিক দৃশ্য! সেই দিন মানুষ তার কলিজার টুকরা এবং নিজের শাখা ও মূল এবং সবকিছুকেই মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে প্রস্তুত থাকবে, যেন

সে নিজে বেঁচে যায়! মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) وَفَصِيْلَتِه এর অর্থ করেছেন নিজ গোত্র এবং নিকটাত্মীয়। (তাবারী ২৩/৬০৬) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সে যে উপগোত্র থেকে এসেছে সেই উপগোত্র। আশহাব (রহঃ) মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'মা'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম ও উহার তাপের প্রচন্ডতা বর্ণনা করে বলেন যে, উহা মানুষকে দগ্ধ করবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى এর অর্থ হচ্ছে মাথার চামড়া। (তাবারী ২৩/৬০৮) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ছাবিত আল বুনানী (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মুখমন্ডলের বিভিন্ন অংশ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ এবং মুখমন্ডলের বিভিন্ন অংশ, ঠোট ইত্যাদি। (তাবারী ২৩/৬০৯) যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ইহা মাংস এবং চামড়া আচঁড়ে আঁচড়ে হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলবে এবং হাড্ডিতে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। (তাবারী) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা হল হাড্ডির মজ্জা। ইব্ন যিয়াদ (রহঃ) বলেন যে, شَوَى এর অর্থ হচ্ছে হাড্ডিসমূহ কেটে টুকরা টুকরা করা এবং চামড়াকে রূপান্তরিত করা এবং আবার তা পরিবর্তন করা। (তাবারী ২৩/৬০৯)

সেই দিন মানুষ আত্মরক্ষার জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তম জিনিসকেও মুক্তিপণ হিসাবে আন্তরিকভাবে দিতে চাইবে। কিন্তু কোন জিনিসই উপকারে আসবেনা। কোন বিনিময় ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা। বরং ঐ আগুনের শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে যা হবে লেলিহান শিখাযুক্ত এবং ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত। তা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। অস্থিকে করে দিবে মাংস শূন্য। শিরাগুলিকে করে দিবে নিষ্কাষিত, পদনালী হয়ে যাবে কর্তিত, চেহারাকে করে দিবে কুৎসিত ও বিবর্ণ, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করে দিবে, অস্থি হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى এই আগুন সুন্দর ভাষায় ও উচ্চৈঃস্বরে ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং وَجَمَعَ فَأَوْعَى যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল। যে মুখেও অস্বীকার করত এবং দৈহিক দিক থেকেও আমল পরিত্যাগ করত। যে সম্পদ শুধু জমা করেই রাখত এবং আল্লাহ তা'আলার

যরুরী নির্দেশের ক্ষেত্রে তা খরচ করতনা। এমনকি যাকাতও আদায় করতনা। হাদীসে রয়েছে ঃ 'সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রেখনা, অন্যথায় আল্লাহও (পাপ) পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রাখবেন।' (মুসলিম ২/৭১৩)

১৯। মানুষতো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে।	١٩. إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا
২০। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা হুতাশকারী।	٢٠. إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا
২১। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি কৃপণ।	٢١. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا
২২। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত।	٢٢. إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ
২৩। যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান।	٢٣. ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ
২৪। আর যাদের সম্পদের নির্ধারিত হক রয়েছে -	٢٤. وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
২৫। প্রার্থী ও বঞ্চিতের।	٢٥. لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ
২৬। এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে।	٢٦. وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ
২৭। আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত,	٢٧. وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

২৮। নিশ্চয়ই তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায়না -	٢٨. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ
২৯। এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।	٢٩. وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ
৩০। তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা।	٣٠. إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
৩১। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী।	٣١. فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ
৩২। এবং যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।	٣٢. وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
৩৩। আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল,	٣٣. وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَـٰدَٰتِهِمْ قَآئِمُونَ
৩৪। এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান -	٣٤. وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
৩৫। তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।	٣٥. أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى جَنَّـٰتٍ مُّكْرَمُونَ

মানুষ খুবই ধৈর্যহীন

এখানে মানব প্রকৃতির দুর্বলতা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা বড়ই অসহিষ্ণু ও অস্থির চিত্ত। যখন কোন বিপদে পড়ে তখন খুবই হা-হুতাশ করতে থাকে এবং নিরাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। পক্ষান্তরে, যখন কোন কল্যাণ লাভ করে ও অবস্থা স্বচ্ছল হয় তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ। আল্লাহ তা'আলার হকের কথাও তখন সে ভুলে যায়।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রাহমান (রহঃ) জানিয়েছেন যে, মূসা ইব্ন আলী ইব্ন রাবাহ (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, তার পিতা আবদুল আজিজ ইব্ন মারওয়ান ইব্নুল হাকিম (রহঃ) থেকে শুনেছেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষের নিকৃষ্টতম জিনিস হল অত্যন্ত কৃপণতা ও চরম পর্যায়ের কাপুরুষতা।' (আহমাদ ২/৩০২) আবূ দাউদ (রহঃ) এই হাদীসটি আবূ আবদুর রাহমান আল মুকরীর (রহঃ) বরাতে আবদুল্লাহ ইব্নুল জাররাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/২৬)

আল্লাহ যাদের প্রতি রাহমাত বর্ষণ করেন তারা নিন্দনীয় স্বভাব হতে মুক্ত

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِلَّا الْمُصَلِّينَ তবে হ্যাঁ, এই নিন্দনীয় স্বভাব হতে তারাই দূরে রয়েছে যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রাহমাত রয়েছে এবং যারা চিরন্তনভাবে কল্যাণের তাওফীক লাভ করেছে। তাদের গুণাবলীর মধ্যে একটি বড় গুণ এই যে, তারা সম্পূর্ণভাবে যথাসময়ে সালাত কায়েম করে। তারা সালাতের সময়ের প্রতি যত্নবান থাকে। ফার্য সালাত তারা ভালভাবে আদায় করে। নিজেদের সালাতে তারা নম্রতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ. ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১-২) আরাবরা বদ্ধ পানিকেও مَاءٌ دَائِمٌ বলে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সালাতে ইতমিনান বা স্থিরতা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ধীরে

সুস্থে ও স্থিরতার সাথে রুকু-সাজদাহ আদায় করেনা সে তার সালাতে সদা নিষ্ঠাবান নয়। কেননা সে সালাতে স্থিরতা প্রকাশ করেনা, বরং কাকের মত ঠোকর মারে। সুতরাং তার সালাত তাকে মুক্ত করাবেনা কিংবা পরিত্রাণ লাভে সহায়তা করবেনা। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ ভাল আমলকে বুঝানো হয়েছে যা স্থায়ী বা বিরতিহীন হয়। সহীহ হাদীসে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর নিকট ঐ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা চিরস্থায়ী হয়, (অর্থাৎ পূর্বাপর একই রকম) যদিও তা অল্প হয়।' (মুসলিম ১/৫৪১)

মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের। سَائِل ও مَحْرُوْم এর পূর্ণ তাফসীর সূরা যারিয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ এ লোকগুলি কর্মফল দিনকে সত্য বলে জানে। এ কারণেই তারা এমন সব আমল করে যাতে পুরস্কার লাভ করবে এবং আযাব হতেও পরিত্রাণ পাবে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের আরও গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের রবের শাস্তিকে ভয় করে, যে শাস্তি হতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নির্ভয় থাকতে পারেনা। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যাকে নিরাপত্তা দান করেন সেটা স্বতন্ত্র কথা।

আর এ লোকগুলি নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের স্ত্রী অথবা তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী। এ দু'টি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১) এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ এরা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আত্মসাৎ করেনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনা। এগুলি হল মু'মিনদের গুণাবলী। আর যারা এদের বিপরীত আমল করে তারা মুনাফিক। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 'মুনাফিকের লক্ষণ বা নিদর্শন তিনটি ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হলে তা আত্মসাৎ করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, কথা বললে মিথ্যা বলে, কখনও কোন অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে, আর ঝগড়া করলে গালি দেয়। (ফাতহুল বারী ১/১১১) এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ তারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল। অর্থাৎ তাতে কম বেশি করেনা ও সাক্ষ্য দানে অস্বীকৃতি জানিয়ে পালিয়েও যায়না। তারা সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কিছুই গোপন করেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৩) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ তারা তাদের সালাতে যত্নবান থাকে। অর্থাৎ সময় মত ওয়াজিব ও মুস্তাহাব পূর্ণভাবে বজায় রেখে সালাত আদায় করে। এ কথাটি এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, জান্নাতীর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুরুতেও সালাতের উল্লেখ করেছেন এবং শেষেও করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দীনের কার্যসমূহে সালাতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং এটা খুবই মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটা আদায় করা অত্যন্ত যরুরী এবং এর হিফাযাত করা একান্ত কর্তব্য। সূরা মু'মিনূনে ঠিক এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। ওখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসব বিশেষণ বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ

أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ. ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

তারাই হবে উত্তরাধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা বসবাস করবে চিরকাল। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১০-১১) আর এখানে বলেছেন ঃ তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্যবস্তু পেয়ে তারা আনন্দিত হবে এবং মহাসম্মান লাভ করবে।

৩৬। কাফিরদের হল কি যে, ওরা তোমার দিকে ছুটে আসছে -	٣٦. فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
৩৭। ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে?	٣٧. عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ

৩৮। তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?	٣٨. أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ
৩৯। না তা হবেনা, আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।	٣٩. كَلَّآ ۖ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ
৪০। আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম -	٤٠. فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ
৪১। তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠি তাদের স্থলবর্তী করতে; এবং আমি অক্ষম নই।	٤١. عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
৪২। অতএব তাদেরকে বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।	٤٢. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ
৪৩। সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে -	٤٣. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

৪৪। অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই সেদিন, যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তাদেরকে।	٤٤. خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۚ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ.

কাফিরদের অবিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন

মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঐ কাফিরদের উপর অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল, স্বয়ং তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল এবং তিনি যে হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের সামনেই ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁর ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে তাঁর থেকে ছুটে পালাচ্ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا لَهُمۡ عَنِ ٱلتَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِينَ. كَأَنَّهُمۡ حُمُرٞ مُّسۡتَنفِرَةٞ. فَرَّتۡ مِن قَسۡوَرَةِۭ

তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন ভীত- সন্ত্রস্ত গর্দভ, যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৪৯-৫১) অনুরূপভাবে এখানেও বলেন ঃ এই কাফিরদের কি হল যে, তারা ঘৃণা ভরে তোমার নিকট হতে সরে যাচ্ছে? কেন তারা ডানে বামে ছুটে চলছে? তারা বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে এর কারণ কি? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফীর (রহঃ) রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তারা বেপরোয়াভাবে ডান-বাম হতে তোমাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করে।

যাবির ইব্ন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে বিচ্ছিন্নভাবে দলে দলে বসতে দেখে বলেন ঃ 'তোমাদের কি হল যে, আমি তোমাদেরকে এভাবে দলে দলে বসা দেখছি?' (তাবারী ২৩/৬২০, আহমাদ ৫/৯৩, মুসলিম ১/৩২২, আবূ দাউদ ১/৫৬১, নাসাঈ ৩/৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে? না, তা হবেনা। অর্থাৎ তাদের অবস্থা যখন এই যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম হতে ডানে-বামে বক্র হয়ে চলছে তখন তাদের এ চাহিদা কখনও পূরণ হতে পারেনা। বরং তারা জাহান্নামী দল।

এখন তারা যেটাকে অসম্ভব মনে করছে তার সর্বোত্তম প্রমাণ তাদের নিজেদেরই অবগতি ও স্বীকারোক্তি দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঃ আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে। তা এই যে, আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি দুর্বল পানি হতে। তিনি কি তাহলে তাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে পারবেননা? যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২০) অন্যত্র বলেন ঃ

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ. إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ. فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

সুতরাং মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে। ওটা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে। নিশ্চয়ই তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান। যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না। (সূরা তা-রিক, ৮৬ ঃ ৫-১০) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ শপথ ঐ সত্তার যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম নির্ধারণ করেছেন এবং তারকারাজির গোপন হওয়ার ও প্রকাশিত হওয়ার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন! ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যা ধারণা করছ ব্যাপার তা নয় যে, হিসাব-কিতাব হবেনা এবং হাশর-নশরও হবেনা। এসব অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ জন্যই কসমের পূর্বে তাদের বাতিল ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন এবং এটাকে এমনভাবে সাব্যস্ত করেন যে, নিজের পূর্ণ শক্তির বিভিন্ন নমুনা তাদের সামনে পেশ করেন। যেমন আসমান ও যমীনের প্রাথমিক সৃষ্টি এবং এই দু’টির মধ্যে প্রাণীসমূহ, জড় পদার্থ এবং বিভিন্ন নি‘আমাতের বিদ্যমানতা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭)

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বৃহৎ হতে বৃহত্তম জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস সৃষ্টি করতে কেন সক্ষম হবেননা? অবশ্যই তিনি সক্ষম হবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১-৮২)

এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির– নিশ্চয়ই আমি তাদের এই দেহকে, যেমন এখন এটা রয়েছে, এর চেয়েও উত্তম আকারে পরিবর্তিত করতে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান। কোন জিনিস, কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ. بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ

মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবনা? বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃ বিন্যস্ত করতে সক্ষম। ' (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩-৪) আরও বলেন ঃ

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ

আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জাননা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৬০-৬১) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন তা হল ঃ নিশ্চয়ই আমি সক্ষম তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলবর্তী করতে, যারা হবে আমার পূর্ণ অনুগত, যারা আমার অবাধ্যাচরণ করবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم.

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) তবে প্রথম ভাবার্থটিই বেশি প্রকাশমান। কেননা এর পরবর্তী আয়াতগুলিতে এ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে যেন তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে অবনত নেত্রে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, মনে হবে যেন তারা কোন পতাকা তলে জমায়েত হওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাসির (রহঃ) বলেছেন যে, তারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ধাবিত হচ্ছে। হাসান বাসরী (রহঃ) একে *নুসুব'* উচ্চারণ করে পাঠ করতেন যার

অর্থ হচ্ছে মূর্তি। সেই ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ পৃথিবীতে তারা মূর্তি দেখলে উহার পূজা করার জন্য দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে অগ্রসর হত। তেমনিভাবে তারা যেন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা এত দ্রুত এগিয়ে যাবে যেন মনে হবে তাদের ভিতর এই প্রতিযোগিতা চলছে যে, কে প্রথম উহাকে স্পর্শ করবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইয়াহ্ইয়াহ ইব্ন আবী কাসির (রহঃ), মুসলিম আল বাতিন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আসীম ইব্ন বাহদালাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। এটা হল দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্য হতে সরে পড়া ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার ফল।

সূরা মা'আরিজ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭১ ঃ নূহ, মাক্কী

٧١ – سورة نوح، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২৮, রুকূ ২)

(اَيَاتُهَا : ٢٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার পূর্বে।	١. إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
২। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমিতো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী -	٢. قَالَ يَـٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৩। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	٣. أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ
৪। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না; যদি তোমরা এটা জানতে।	٤. يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

নূহের (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি নূহকে (আঃ) স্বীয় রাসূল রূপে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, শাস্তি আসার পূর্বেই তিনি যেন তাঁর কাওমকে এই বলে সতর্ক করেন যে, যদি তারা তাওবাহ করে ও আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাদের উপর হতে আযাব উঠিয়ে নিবেন। নূহ (আঃ) তখন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর এই পয়গাম পৌঁছে দিলেন। তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন ঃ জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলছি যে, তোমাদের অবশ্য করণীয় কাজ হল আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁকে ভয় করে চলা এবং আমার আনুগত্য করা। আর যে কাজ তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন সে কাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। পাপের কাজ হতে তোমরা দূরে থাকবে। যে কাজ আমি তোমাদেরকে করতে বলব তা করবে এবং যে কাজ হতে আমি বিরত থাকতে বলব তা হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। আর তোমরা আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিবে। এসব কাজ যদি তোমরা কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

যদি তোমরা এ তিনটি কাজ কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের এসব বড় পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের যেসব পাপের কারণে তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন ঐ ধ্বংসাত্মক শাস্তি তিনি সরিয়ে দিবেন। আর তিনি তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করবেন। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য, সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার কারণে প্রকৃতগতভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক মিলিতকরণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে।' (ইব্ন শিহাব ১/৯৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ তোমরা ভাল কাজ কর আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পূর্বেই। কেননা আযাব এসে পড়লে কেহ তা সরাতে পারবেনা এবং স্থগিত রাখতেও পারবেনা। ঐ মহান এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবকিছুকেই অধীনস্থ করে রেখেছে। তাঁর ইয্যাত ও মর্যাদার সামনে সমস্ত সৃষ্টজীব অতি তুচ্ছ ও নগণ্য।

৫। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো আমার	٥. قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي

সম্প্রদায়কে দিন-রাত আহ্বান করছি।	لَيْلًا وَنَهَارًا
৬। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করছে।	٦. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا
৭। আমি যখন তাদের আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে আংগুল দেয়, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।	٧. وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا۟ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا۟ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ ٱسْتِكْبَارًا
৮। অতঃপর আমি তাদের আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে।	٨. ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا
৯। পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।	٩. ثُمَّ إِنِّىٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا
১০। বলেছি ঃ তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনিতো মহা ক্ষমাশীল।	١٠. فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا
১১। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন।	١١. يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

১২। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।	١٢. وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا
১৩। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছনা?	١٣. مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا
১৪। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।	١٤. وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا
১৫। তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে?	١٥. أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗا
১৬। এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে;	١٦. وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٗا وَجَعَلَ ٱلشَّمۡسَ سِرَاجٗا
১৭। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে।	١٧. وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا
১৮। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।	١٨. ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا

১৯। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত -	١٩. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا
২০। যাতে তোমরা চলাফিরা করতে পার প্রশস্ত পথে।	٢٠. لِّتَسْلُكُوا۟ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

নূহের (আঃ) কাওম ঈমান না আনার কারণে আল্লাহর কাছে অভিযোগ

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে কিভাবে নূহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেন, তাঁর সম্প্রদায় কিভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁকে কি প্রকারের কষ্ট দেয় এবং কিভাবে নিজেদের জিদের উপর আঁকড়ে থাকে! নূহ (আঃ) অভিযোগের সূরে মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে আরয করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আদেশকে যথাযথ পালন করে চলেছি। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার সম্প্রদায়কে দিন-রাত্রি আপনার পথে আহ্বান করছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, যতই আমি তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করছি, ততই তারা আমার নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে অঙ্গুলী দেয় যাতে আমার কথা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। আর তারা আমা হতে বিমুখ হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

কাফিরেরা বলে ঃ তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ২৬) নূহের (আঃ) কাওম তাদের কানে অঙ্গুলীও দেয় এবং সাথে সাথে বস্ত্র দ্বারা নিজেদের চেহারা আবৃত করে যাতে তাদেরকে চেনা না যায় এবং তারা কিছু যেন শুনতেও না পায়। তারা হঠকারিতা করে কুফরী ও শির্কের উপর কায়েম থাকে

এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যকে শুধুমাত্র অস্বীকারই করেনি, বরং তা হতে বেপরোয়া হয়ে অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বিমুখ হয়ে যায়।

নূহ (আঃ) বলেন ঃ **ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا** হে আমার রাব্ব! আমি আমার সম্প্রদায়কে সাধারণ মাজলিসে এবং প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেছি, আবার তাদেরকে এক এক করে পৃথক পৃথকভাবেও গোপনে গোপনে সত্যের দিকে ডাক দিয়েছি। মোট কথা, তাদেরকে হিদায়াতের পথে আনয়নের জন্য আমি কোন কৌশলই বাদ রাখিনি এই আশায় যে, হয়তবা তারা সত্যের পথে আসবে।

নূহ (আঃ) দা'ওয়াত দিতে গিয়ে কি বলতেন

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا তাদেরকে আমি বলেছি ঃ কমপক্ষে তোমরা পাপ কাজ হতে তাওবাহ কর, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি তাওবাহকারীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকেন। শুধু তাই নয়, বরং দুনিয়ায়ও তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন। আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদ-নদী।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, বৃষ্টি বর্ষণের উদ্দেশে মুসলিমরা যখনই ইসতিসকার সালাতের জন্য বের হবে তখন ঐ সালাতে এই সূরাটি পাঠ করা মুস্ত াহাব। এর একটি দলীল হল এই আয়াতটিই। দ্বিতীয় দলীল হল এই যে, আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রাঃ) আমলও এটাই ছিল। তিনি একবার বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশে বের হন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন এবং খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইস্তিগফারের আয়াতগুলি তিলাওয়াত করেন। ওগুলির মধ্যে **فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا** এই আয়াতগুলিও ছিল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'আকাশে বৃষ্টির যতগুলি পথ আছে সবগুলি হতে আমি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি।'

নূহ (আঃ) আরও বলেন ঃ **فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ**

وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا হে আমার কাওমের লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর নিকট তাওবাহ কর ও তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তিনি অধিক পরিমাণে জীবিকা দান করবেন, আকাশের বারাকাত হতে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। আর তোমাদের জন্তুগুলোর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করে দেয়া হবে এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। তোমাদের জন্য স্থাপন করা হবে উদ্যান, যার বৃক্ষগুলো হবে ফলে ভরপুর। আর তিনি প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য নদ-নদী।

এই ভোগ্য-বস্তুর কথা বলে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের পর নূহ (আঃ) তাদেরকে ভীতিও প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন ঃ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছনা? তাঁর আযাব হতে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকছ কেন? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا তোমাদেরকে আল্লাহ কি কি অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তা কি তোমরা লক্ষ্য করছনা? প্রথমে শুক্র, তারপর জমাট রক্ত, এরপর গোশতের টুকরা, এরপর অস্থি-পঞ্জর, তারপর অন্য আকার এবং অন্য অবস্থা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? আর সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? মহান আল্লাহ একটির উপর আরেকটি এভাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন যদিও এটা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে জানা যায় এবং অনুভব করা যায়। নক্ষত্রের গতি এবং ওগুলির আলোহীন হয়ে পড়ার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। যেমন এটা জ্যোতির্বিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে এতেও কঠিন মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ওগুলি এখানে বর্ণনা করতে চাইনা, এবং এগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মহান আল্লাহ সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি একটির উপর আরেকটি, এভাবে রয়েছে। তারপর ওতে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন। এ দু'টির ঔজ্জ্বল্য ও কিরণ পৃথক পৃথক, যার ফলে দিন ও রাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের নির্দিষ্ট মানযিল ও কক্ষপথ রয়েছে। এর আলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমন এক সময় আসে যে, এটা একেবারে হারিয়ে যায়। আবার এমন এক

সময়ও আসে যে, এটা পূর্ণ মাত্রায় আলো প্রকাশ করে, যার ফলে মাস ও বছরের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءً وَٱلۡقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلۡأَيَٰتِ لِقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা হতে। এখানে **نَبَاتًا** এ **مَصْدَر** এনে বাক্যটিকে খুবই সুন্দর করে দেয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ অতঃপর ওতেই তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে এই মৃত্তিকাতেই প্রত্যাবৃত্ত করবেন। এরপর কিয়ামাতের দিন তিনি তোমাদেরকে এটা হতেই বের করবেন যেমন প্রথমবার তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا** আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত। এটা যেন হেলে-দুলে না পড়ে এ জন্য এর উপর তিনি পাহাড় স্থাপন করেছেন। এই ভূমির প্রশস্ত পথে তোমরা চলাফিরা করছ। এদিক হতে ওদিকে তোমরা গমনাগমন করছ।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য নূহের (আঃ) এটাই যে, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর ক্ষমতার নমুনা তাঁর কাওমের সামনে পেশ করে তাদেরকে এ কথাই বুঝাতে চান যে, আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাত দানকারী, সমস্ত জিনিস সৃষ্টিকারী, ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, আহার্যদাতা এবং সৃষ্টিকারী আল্লাহর কি তাদের উপর এটুকু হক নেই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে? সুতরাং তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা, তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক না করা, তাঁর সমকক্ষ কেহকেও মনে না করা এবং এটা বিশ্বাস করা যে, তাঁর স্ত্রী নেই,

সন্তান-সন্ততি নেই, পীর-মন্ত্রী নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই; বরং তিনি সুউচ্চ ও মহান।

২১। নূহ বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অমান্য করছে এবং অনুসরণ করছে এমন লোকের যার ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।	٢١. قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا۟ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا
২২। তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল।	٢٢. وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا
২৩। এবং বলেছিল ঃ তোমরা কখনও পরিত্যাগ করনা তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করনা ওয়াদ, সুওয়া, আগুছ, আউক ও নাসরকে।	٢٣. وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
২৪। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা।	٢٤. وَقَدْ أَضَلُّوا۟ كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلًا

নূহের (আঃ) কাওমের বিরুদ্ধে তাঁর প্রভুর কাছে নালিশ

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর অতীতের অভিযোগের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলার সামনে স্বীয় সম্প্রদায়ের আরেকটি আচরণের কথাও তুলে ধরে বলেছিলেন ঃ আমার আহ্বান যেন তাদের কানেও না পৌঁছে এ জন্য তারা তাদের কানে অঙ্গুলি দিয়েছিল, অথচ এটা ছিল তাদের জন্য খুবই উপকারী। তারা আমার অনুসরণ না করে অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি

করেনি। কেননা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যা সাধারণতঃ শাস্তির দিকে ধাবিত করে, তাদের গর্বে গর্বিত হয়ে তারা আল্লাহকেও ভুলে গিয়েছিল এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল।

কাফিরদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী ছিল তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا তারা (কাফিরেরা) তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে ভীষণ প্রতারণামূলক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদেরকে এই ধারণা দিয়েছিল যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত। তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে তারা বলবে ঃ

بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا

প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৩) তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলেছে ঃ তোমরা তোমাদের যে দেব-দেবীগুলোর পূজা করছ ওগুলোকে কখনও পরিত্যাগ করনা।

নূহের (আঃ) সময়ে মূর্তিগুলোর বর্ণনা

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

এর পূর্বে বর্ণিত আয়াত থেকে জানা গিয়েছিল যে, নূহের (আঃ) সম্প্রদায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করত। সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নূহের (আঃ) যুগের মূর্তিগুলোকে আরাবের কাফিরেরা গ্রহণ করে। 'দাওমাতুল জানদাল' এলাকায় কালব গোত্র *'ওয়াদ'* মূর্তির পূজা করত। হুযায়েল গোত্র পূজা করত *'সূওয়া'* নামক মূর্তির। মুরাদ গোত্র এবং সাবা শহরের নিকটবর্তী জারফ নামক স্থানের অধিবাসী বানু গাতীফ গোত্র *'ইয়াগূস'* নামক মূর্তির উপাসনা করত। হামাদান গোত্র *'ইয়াউক'* নামক মূর্তির পূজারী ছিল এবং হিমায়ের এলাকার 'যু কালা' গোত্র *'নাসর'* নামক মূর্তির পূজা করত। প্রকৃতপক্ষে এগুলি নূহের (আঃ) কাওমের সৎ লোকদের নাম ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর শাইতান ঐ যুগের লোকদের মনে এই খেয়াল জাগিয়ে তুলল যে, ঐ সৎ লোকদের নামে উপাসনালয়ে তাঁদের স্মারক হিসাবে কোন নিদর্শন স্থাপন করা উচিত। তাই তারা সেখানে কয়েকটি নিশান স্থাপন করে ও প্রত্যেকের নামে ওগুলোকে প্রসিদ্ধ করে।

তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত ঐ সৎলোকদের পূজা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর ও ইল্‌ম উঠে যাওয়ার পর যে লোকগুলোর আগমন ঘটে তারা অজ্ঞতা বশতঃ ঐ জায়গাগুলোর ও ঐ নামগুলোর নিদর্শনসমূহের পূজা শুরু করে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩৫) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন ইসহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নূহের (আঃ) আমলে এভাবেই বিভিন্ন লোকের নামের মূর্তি পূজা করা হচ্ছিল। (তাবারী ২৩/৬৪০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়েস (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলি ছিলেন আল্লাহর ইবাদাতকারী, দীনদার, আল্লাহওয়ালা ও সৎ। তাঁরা আদম (আঃ) থেকে নূহের (আঃ) আমল পর্যন্ত ছিলেন সত্য অনুসারী, যাঁদের অনুসরণ অন্য লোকেরাও করত। যখন তাঁরা মারা গেলেন তখন তাঁদের অনুসারীরা পরস্পর বলাবলি করল ঃ 'যদি আমরা এদের প্রতিমূর্তি (মুরাল) তৈরী করে নিই তাহলে ইবাদাতে আমাদের ভালভাবে মন বসবে এবং এঁদের প্রতিমূর্তি দেখে আমাদের ইবাদাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।' সুতরাং তারা তাই করল। অতঃপর যখন এ লোকগুলিও মারা গেল এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটল তখন ইবলিস শাইতান তাদের কাছে এসে বলল ঃ 'তোমাদের পূর্বপুরুষরাতো ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির মূর্তি পূজা করত এবং তাদের কাছে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করত। সুতরাং তোমরাও তাই কর!' তারা তখন নিয়মিতভাবে ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিল।

নূহের (আঃ) কাওমের কাফিরদের বিরুদ্ধে নালিশ এবং মু'মিনদের জন্য দু'আ

বলা হয়েছে, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا তারা মূর্তি পূজা করার ফলে বহু লোক সত্য দীন হতে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। ঐ সময় হতে আজ পর্যন্ত আরাব ও অনারাবে আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের পূজা হতে থাকে এবং মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। (ইবরাহীম) খলীল (আঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলেছিলেন ঃ

وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ

এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন, হে আমার রাব্ব। এই সব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৫-৩৬)

এরপর নূহ (আঃ) স্বীয় কাওমের উপর বদ দু'আ করেন। কেননা তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা, কুফরী এবং একগুয়েমী চরমে পৌঁছেছিল। তিনি বদ দু'আয় বলেন ঃ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا হে আমার রাব্ব! আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবেননা। যেমন মূসা (আঃ) ফির'আউন ও তার লোকদের উপর বদ দু'আ করে বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাময় আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮)

অতঃপর নূহের (আঃ) প্রার্থনা কবূল হয়ে যায় এবং তাঁর কাওমকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয় এবং তাদেরকে দাখিল করা হয় আগুনে। অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন ঃ

২৫। তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে, অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী।	٢٥. مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا۟ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا
২৬। নূহ আরও বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা।	٢٦. وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّارًا
২৭। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার	٢٧. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟

বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির।	عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
২৮। হে আমার রাব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।	٢٨. رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًۢا

خَطِيْٓئَتِهِمْ এর অন্য কিরআত **خطاياهم**ও রয়েছে। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ পাপের আধিক্যের কারণে নূহের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর এই আযাব হতে রক্ষা করার উদ্দেশে কেহ এগিয়ে আসেনি এবং তারা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও পায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) ঐ উক্তি উদ্ধৃত করেন যে উক্তি তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি করেছিলেন ঃ

لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ

আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহই রক্ষাকারী নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪৩)

নূহ (আঃ) স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতাবান ও মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে ঐ হতভাগ্যদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেন ঃ **رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا** হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেননা। হল তাই, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এমনকি নূহের (আঃ) নিজের পুত্র, যে তাঁর থেকে পৃথক ছিল, সেও রক্ষা পায়নি।

নূহ (আঃ) তাঁর ঐ পুত্রকে অনেক কিছু বলে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি। সে মনে করেছিল যে, পানি তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, সে কোন এক উঁচু পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু ওটা ছিল আল্লাহর আযাব ও গযব এবং নূহের (আঃ) বদ দু'আর ফল। কাজেই তা হতে রক্ষা করতে পারবে কে? শুধু ঐ ঈমানদার লোকদেরকে রক্ষা করা হয় যাঁরা নূহের (আঃ) সাথে তাঁর নৌকায় ছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে নূহ (আঃ) যাঁদেরকে তাঁর নৌকায় উঠিয়েছিলেন।

নূহ (আঃ) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কাওমের লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনবেনা, তাই তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করে বলেন ঃ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ হে আমার রাব্ব! আমার চাহিদা এই যে, সমস্ত কাফিরকে ধ্বংস করে দেয়া হোক। যদি আপনি তাদের মধ্য হতে কেহকেও অব্যাহতি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। তাদের পরবর্তী বংশধরেরা তাদের মতই বদকার ও কাফির হবে। সাথে সাথে তিনি নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন ঃ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا হে আমার রাব্ব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করবে তাদেরকে।

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, 'গৃহ' দ্বারা এখানে মাসজিদকে বুঝানো হয়েছে। তবে সাধারণ অর্থ গৃহই বটে।

মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ 'তুমি মু'মিন ছাড়া কারও সঙ্গী হয়োনা এবং আল্লাহভীরু ছাড়া কেহ যেন তোমার খাদ্য না খায়।'

এরপর নূহ (আঃ) তাঁর দু'আকে সাধারণ করেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত ঈমানদার নারী-পুরুষকেও আপনি ক্ষমা করে দিন, জীবিতই হোক বা মৃতই হোক। এ জন্যই মুস্তাহাব এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ তার দু'আয় অন্য মু'মিনকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। তাহলে নূহের (আঃ) অনুসরণও করা হবে এবং সাথে সাথে এ সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসগুলির উপর আমলও করা হবে।

এরপর দু'আর শেষে নূহ (আঃ) বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকেও ক্ষমা করে দিন এবং যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন!

সূরা নূহ্ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭২ ঃ জিন, মাক্কী
(আয়াত ২৮, রুকূ ২)

٧٢ – سورة الجن، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٢٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। বল ঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি -	١. قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا
২। যা সঠিক পথ নির্দেশ করে; ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কোন শরীক স্থির করবনা।	٢. يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلرُّشۡدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦۖ وَلَن نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدٗا
৩। এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের রবের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান।	٣. وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةٗ وَلَا وَلَدٗا
৪। এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত।	٤. وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطٗا
৫। অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন, আল্লাহ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ	٥. وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ

ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا	করবেনা।
٦. وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقًا	৬। আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।
٧. وَأَنَّهُمۡ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمۡ أَن لَّن يَبۡعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا	৭। আর জিনরা বলেছিল ঃ তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কেহকেও পুনরুত্থিত করবেননা।

জিন জাতির কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ হে নাবী! তুমি তোমার কাওমকে ঐ ঘটনাটি অবহিত কর যে, জিনেরা কুরআন কারীম শুনেছে, সত্য জেনেছে, ওর উপর ঈমান এনেছে এবং ওর অনুগত হয়েছে। জিনদের একটি দল কুরআন কারীম শুনে নিজেদের কাওমের মধ্যে গিয়ে বলে ঃ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا আজ আমরা এক অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর কিতাবের বাণী শুনেছি যা সত্য ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখন এটা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করব। এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতের মত ঃ

وَإِذۡ صَرَفۡنَآ إِلَيۡكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلۡجِنِّ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯) এর তাফসীর হাদীসসমূহের মাধ্যমে আমরা ঐ আয়াতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলে ঃ আমাদের রবের কার্য, ক্ষমতা ও নির্দেশ উচ্চ মানের ও বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর নি'আমাতরাজি, শক্তি এবং সৃষ্টজীবের প্রতি করুণা অপরিসীম। (তাবারী ২৩/৬৪৮) মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উচ্চাঙ্গের। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তাঁর মহত্ব ও সম্মান অতি উন্নত। আবূ দারদাহ (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর যিক্র উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর মাহাত্ম্য খুবই উন্নত মানের।

জিনদের স্বীকারোক্তি প্রদান যে, আল্লাহর কোন সন্তান কিংবা স্ত্রী নেই

ঐ জিনেরা তাদের কাওমকে আরও বলে ঃ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا আল্লাহ্ গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান। এর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, জিনরা ইসলাম কবূল করল এবং কুরআনকে আল্লাহ প্রেরিত বাণী বলে বিশ্বাস করল এবং আল্লাহর কোন সন্তান কিংবা অংশীদার নেই বলে সাক্ষ্য প্রদান করল।

তারা আরও বলে ঃ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا আমাদের নির্বোধরা অর্থাৎ শাইতানরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে ও অপবাদ দেয়। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণও হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আল্লাহর জন্য স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করে সে নির্বোধ এবং চরম মিথ্যাবাদী। সে বাতিল আকীদা পোষণ করে এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক কথা মুখ থেকে বের করে।

ঐ জিনেরা আরও বলতে থাকে ঃ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا আমাদের ধারণা ছিল যে, দানব ও মানব কখনও আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেনা। কিন্তু কুরআন পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম এবং বিশ্বাস করলাম যে, এ দু'টি জাতি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

জিনদের ঔদ্ধত্যতার এও একটি কারণ ছিল যে, মানুষেরা তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত

এরপর বলা হচ্ছে ঃ জিনদের খুব বেশি বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, তারা দেখত যে, যখনই মানুষ কোন জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে যেত তখনই সে বলত ঃ

আমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে বড় জিনের আশ্রয় গ্রহণ করছি। এ কথা বলার পর সে মনে করত যে, সে সমস্ত জিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। যেমন তারা যখন কোন শহরে যেত তখন ঐ শহরের বড় নেতার শরণাপন্ন হত। ফলে ঐ শহরের অন্যান্য লোকও তাদেরকে কোন কষ্ট দিতনা, যদিও তারা তার শত্রু হত। যখন জিনেরা দেখল যে, মানুষও তাদের আশ্রয়ে এসে থাকে তখন তাদের ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা আরও বেশি বেশি মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে দানবরা মানবদেরকে ভয় করত যেমন মানবরা দানবদেরকে ভয় করত, বরং তার চেয়েও বেশী। এমনকি যে জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে মানব যেত সেখান থেকে দানবরা পালিয়ে যেত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, যখন থেকে মুশরিকরা দানবদের শরণাপন্ন হতে শুরু করল এবং বলতে লাগল ঃ 'এই উপত্যকার জিন-সরদারের আমরা শরণাপন্ন হলাম এই স্বার্থে যে, সে আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ধন-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে জিনদের কাছে আশ্রয় চাওয়া শুরু করে তখন থেকে জিনদের সাহস বেড়ে গেল। (তাবারী ২৩/৬৫৫) কারণ তারা মনে করল যে, মানুষইতো তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং তারা নানা প্রকারে মানুষকে ভয় দেখাতে, কষ্ট দিতে ও উৎপীড়ন করতে লাগল।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, এক সময় জিনেরাও মানুষকে ভয় করত, বরং অনেক বেশী ভয় করত, যেমনটি মানুষেরা জিনদেরকে এখন ভয় করে। লোকেরা যখন পাহাড়-পর্বতে আরোহন করত জিনেরা তখন তাদের দেখে পালিয়ে যেত। মানুষের দলপতি পাহাড়ে উঠে বলত ঃ এই এলাকার বাসিন্দাদের দলপতির কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন জিনেরা বলতে লাগল ঃ আমরাতো লক্ষ্য করছি যে, আমরা যাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াই তারাইতো আমাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরপর জিনেরা আস্তে আস্তে মানুষের কাছে আসতে শুরু করল এবং তাদেরকে মস্তিস্ক বিকৃত ও পাগলামীতে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

আবুল আলিয়া (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, رَهَقًا এর অর্থ হচ্ছে পাপ বা দুস্কার্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, কাফিরদের দুস্কার্য শুধু বাড়তেই থাকবে।

৮। এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।	٨. وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا
৯। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।	٩. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا
১০। আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন।	١٠. وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

রাসূলের (সাঃ) রিসালাতের পূর্বে জিনেরা আকাশ থেকে খবর সংগ্রহ করত, কিন্তু নাবুওয়াতের পর তাদেরকে বজ্রপাতের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেয়া হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি’সাতের (রিসালাতের) পূর্বে জিনেরা আকাশের উপর গিয়ে কোন জায়গায় বসে পড়ত এবং কান লাগিয়ে এবং একটার সঙ্গে শতটা মিথ্যা মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের লোকদের এবং গনকদের কাছে বলে দিত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পয়গম্বর রূপে পাঠানো হল এবং তাঁর উপর কুরআন কারীম নাযিল হতে শুরু হল তখন আকাশের উপর কঠোর প্রহরী নিযুক্ত করা হল। ফলে ঐ শাইতানদের পূর্বের মত

সেখানে বসে পড়ার আর সুযোগ রইলনা, যাতে কুরআনুল কারীম ও গণকদের কথার মধ্যে মিশ্রণ না ঘটে এবং সত্যের সন্ধানীদের কোন অসুবিধা না হয়।

ঐ মুসলিম জিনগুলি তাদের সম্প্রদায়কে বলে ঃ পূর্বেতো আমরা আকাশে বিচরণ করতাম। কিন্তু এখনতো দেখা যায় যে, সেখানে কঠোর প্রহরী রয়েছে! তারা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে! وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا এর প্রকৃত রহস্য যে কি তা আমাদের জানা নেই। মহামহিমান্বিত আল্লাহ জগদ্বাসীর মঙ্গলই চান, নাকি তাদের অমঙ্গলই অভিপ্রেত তা আমরা বলতে পারিনা।

ঐ মুসলিম জিনদের আদব-কায়দা লক্ষ্যণীয় যে, তারা অমঙ্গলের সম্বন্ধের জন্য কোন কর্তা উল্লেখ করেনি, কিন্তু মঙ্গলের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সাথে লাগিয়েছে এবং বলেছে ঃ এই প্রহরী নিযুক্তিকরণের উদ্দেশ্য যে কি তা আমরা জানিনা। অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও এসেছে ঃ 'অমঙ্গল ও অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়।' (মুসলিম ১/৫৩৫) ইতোপূর্বেও মাঝে মাঝে তারকা নিক্ষিপ্ত হত, কিন্তু এত অধিকভাবে নয়। যেমন হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসেছিলাম, হঠাৎ আকাশে একটি তারা নিক্ষিপ্ত হল এবং আলো বিচ্ছুরিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা এটা সম্পর্কে কি বলতে?' আমরা উত্তরে বললাম ঃ আমরা বলতাম যে, কোন মহান ব্যক্তির জন্মের কারণে বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে এরূপ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'না, তা নয়। বরং যখন আল্লাহ আকাশে কোন কাজের ফাইসালা করেন (তখন এরূপ হয়ে থাকে)।' সূরা সাবার তাফসীরে এ হাদীসটি পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৪/১৭৫০) যা হোক, আল্লাহর এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর জিনেরা চতুর্দিকে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করল যে, তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণ কি? সুতরাং তাদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাজরের সালাতে কুরআন কারীম পাঠরত অবস্থায় পেল। তারা তখন বুঝতে পারল যে, এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি'সাত এবং এই কালামের অবতরণই তাদের আকাশে যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ। অতঃপর ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান জিনেরাতো মুসলিম হয়ে গেল। আর অবশিষ্ট জিনদের ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হলনা। সূরা আহকাফের وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

(সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯) এই আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩৭)

নক্ষত্ররাজির ঝরে পড়া এবং আকাশ সুরক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র জিনদের জন্যই নয়, বরং মানুষের জন্যও এক ভীতিপ্রদ নিদর্শন ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল এবং অপেক্ষমান ছিল যে, দেখা যাক কি ফল হয়। তারা মনে করেছিল যে, পৃথিবী বুঝি এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আকাশমন্ডলী কখনও পাহাড়া অবস্থায় থাকেনা, যদি না কোন নাবী পৃথিবীতে আর্বিভূত হতেন, অথবা আল্লাহর দীন বিজয়ী হয়ে অন্যান্য বাতিল মতবাদ পর্যুদস্ত না হত।

শাইতানরা ইতোপূর্বে আসমানী বৈঠকে বসে মালাইকার পারস্পরিক আলোচনা শুনত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন এক রাতে শাইতানদের প্রতি এক বড় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হল, যা দেখে তায়েফবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়ল যে, সম্ভবতঃ আকাশবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হল। তারা লক্ষ্য করল যে, ক্রমান্বয়ে তারকাগুলি ভেঙ্গে পড়ছে এবং অগ্নিশিখা উঠতে রয়েছে। আর দূর দূরান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে চলতে রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসী তাদের গোলামদের আযাদ করতে এবং ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ছেড়ে দিতে শুরু করল। পরিশেষে আবদে ইয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমায়ের, যিনি বিচার কাজ পরিচালনা করতেন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ 'হে তায়েফবাসী! তোমাদের সম্পদগুলি তোমরা ধ্বংস করছ কেন? তোমরা দিক-নির্দেশক তারকাগুলি গণনা করে দেখ, যদি তারকাগুলিকে নিজ নিজ জায়গায় পেয়ে যাও তাহলে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়নি। বরং এসব ব্যবস্থাপনা শুধু ইব্ন আবী কাবশার (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্যই হচ্ছে। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যি সত্যিই তারকাগুলি নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে নেই তাহলে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।' তারা তখন নক্ষত্রগুলি গণনা করে দেখতে পেল যে, তারকাগুলি নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানেই রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসীরাও আশ্বস্ত হল এবং শাইতানরাও পালিয়ে গেল। তারা ইবলীসের কাছে গিয়ে তাকে ঘটনাটি জানালো। ইবলীস তখন তাদেরকে বলল ঃ 'তোমরা প্রত্যেক এলাকা হতে আমার নিকট এক মুষ্টি করে মাটি নিয়ে এসো যাতে আমি ওর ঘ্রাণ নিতে পারি।' তারা তার নিকট মাটি নিয়ে এলো। সে মাটির ঘ্রাণ নিল এবং বলল ঃ 'এর হেতু মাক্কায় রয়েছে যেখানে তোমাদের বন্ধু রয়েছেন।' ইবলিস

তখন সাতজন জিন মাক্কায় প্রেরণ করল। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করছেন। তারা আরও কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। কুরআন শুনে ঐ জিনদের অন্তর কোমল হয়ে যায় এবং তারা মুসলিম হয়ে যায় এবং নিজেদের কাওমকেও ইসলামের দা‘ওয়াত দেয়।

আমরা এই পূর্ণ ঘটনাটি ‘কিতাবুস সীরাত’ এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সূচনার বর্ণনায় লিখে দিয়েছি। সুতরাং আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

১১। এবং আমাদের কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;	١١. وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا
১২। এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবনা এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবনা।	١٢. وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًا
১৩। আমরা যখন পথ নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোড় যবরদস্তির আশংকা থাকবেনা।	١٣. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا
১৪। আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমা লংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়।	١٤. وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ

فَأُولَٰٓئِكَ تَحَرَّوۡاْ رَشَدٗا	
١٥. وَأَمَّا ٱلۡقَٰسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبٗا	**১৫। অপর পক্ষে সীমা লংঘনকারীতো জাহান্নামেরই ইন্ধন।**
١٦. وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَٰهُم مَّآءً غَدَقٗا	**১৬। তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাদেরকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম -**
١٧. لِّنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَمَن يُعۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ يَسۡلُكۡهُ عَذَابٗا صَعَدٗا	**১৭। যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন দুঃসহ শাস্তিতে।**

জিনেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের মাঝেও মু'মিন ও কাফির রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ জিনেরা নিজেদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলে ঃ আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক রয়েছে দুষ্কৃতিকারী। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। (তাবারী ২৩/৬৫৯)

আ'মাশ (রহঃ) বলেন ঃ 'একটি জিন আমাদের কাছে আসত। আমি একদা তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি? সে উত্তরে বলল ঃ 'ভাত।' আমি তাকে ভাত এনে দিলাম। তখন দেখলাম যে, খাদ্যগ্রাস ক্রমাগত উঠতে রয়েছে বটে, কিন্তু খাদ্য ভক্ষণকারী কারও হাত দ্বারা তুলতে দেখা যাচ্ছেনা। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম ঃ আমাদের মত তোমাদেরও কি কামনা বাসনা রয়েছে? সে জবাব দিল ঃ 'হ্যাঁ, রয়েছে।' আমি তাকে আবার প্রশ্ন করলাম

ঃ রাফিযী সম্প্রদায়কে তোমাদের মধ্যে কিরূপ গণ্য করা হয়? উত্তরে সে বলল ঃ ‘তাদেরকে অতি নিকৃষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হয়।’ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিয্যী বলেন যে, আমাশের (রহঃ) বর্ণনাধারাটি সঠিক।

জিনেরা আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে স্বীকার করে

এরপর জিনদের আরও উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে এড়িয়ে চলতে পারবনা এবং তাঁর থেকে পলায়ন করে অন্য কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারবনা। কোনক্রমেই তাঁর নাযর থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব নয়।

অতঃপর গৌরব প্রকাশ করে জিনেরা বলে ঃ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর এটা গৌরব প্রকাশেরই স্থান বটে। এর চেয়ে বড় ফাযীলাত ও মর্যাদা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর কালাম শোনা মাত্রই তা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করল এবং সাথে সাথেই তারা ঈমান আনল?

এরপর তারা বলে ঃ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا যে ব্যক্তি তার রবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার কোন ক্ষতি কিংবা কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে যেন এ ভয় না করে যে, সে যে ভাল আমল করেছে তা থেকে তার প্রাপ্য কমে যাবে অথবা এ আশংকাও না করে যে, সে যে পাপ করেছে তা ছাড়া অন্যের বোঝা বহন করতে হবে। (তাবারী ২৩/৬৬০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

এবং যে সৎ কাজ করে মু’মিন হয়, তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১২)

তারপর ঐ জিনেরা আরও বলে ঃ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ

করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে যারা সীমালংঘনকারী তারাতো হবে জাহান্নামেরই ইন্ধন।

وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ এর দু'টি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হল ঃ যদি সমস্ত মানুষ ইসলামের উপর, সোজা-সঠিক পথের উপর এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত তাহলে আমি তাদের উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করতাম এবং তাদের জীবিকায় প্রশস্ততা ও স্বচ্ছলতা দান করতাম। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم

আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৬)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, কে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কে পথভ্রষ্ট হয়। মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম' এর অর্থ হল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, যারা পাপের কাজে নিয়োজিত থাকে তাদের থেকে কারা হিদায়াতের পথে ফিরে আসে। আল আউফীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসায়িব (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ) এবং যাহ্হাকও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এই

আয়াতটি কুরাইশ কাফিরদের প্রতি ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন পর পর সাত বছর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃষ্টির পানি থেকে বঞ্চিত রাখেন।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ যদি তারা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেত তাহলে আমি তাদের উপর জীবিকার দরজা খুলে দিতাম, যাতে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয় এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৪) অন্যত্র বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) ইহা ছিল আবূ মিলহাজের (রহঃ) দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইহা ইব্ন হুমাইদের (রহঃ) মতামতের সাথেও মিলে যায়। ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইহার অর্থ হল পথভ্রষ্টতার পথ। ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) উভয়ে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ২৩/৬৬৩) আল বাগাভীও (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আল কালবী (রহঃ) এবং ইব্ন কাইসান (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাগাভী ৪/৪০৪)

এরপর বলা হচ্ছে ঃ যে কেহ তার রবের যিক্র হতে বিমুখ হয়, তার রাব্ব তাকে তীব্র ও দুঃসহ যন্ত্রণাকাতর শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ

(রহঃ) عَذَابًا صَعَدًا আয়াতাংশ সম্পর্কে অর্থ করেছেন, কঠোরতা ও কোন রকম ছাড় না দেয়া।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, صَعَدٌ হল জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম। (তাবারী ২৩/৬৬৪) আর সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

১৮। এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কেহকেও ডেকনা।	١٨. وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا
১৯। আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।	١٩. وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
২০। বল ঃ আমি আমার রাব্বকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কেহকে শরীক করিনা।	٢٠. قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا
২১। বল ঃ আমি তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক নই।	٢١. قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
২২। বল ঃ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহ আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন	٢٢. قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ

আশ্রয় পাবনা।	مُلۡتَحَدًا
২৩। কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছানো এবং তা প্রচার করাই আমার কাজ। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।	٢٣. إِلَّا بَلَـٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا
২৪। যখন তারা প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।	٢٤. حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوۡاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعۡلَمُونَ مَنۡ أَضۡعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং শির্‌ক হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদাতে শির্‌ক করা হতে বিরত থাকে এবং তাঁর সমকক্ষ করে যেন অন্য কেহকেও না ডাকে। কেহকেও যেন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যে শরীক না করে। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা তাদের গীর্জা ও মন্দিরে গিয়ে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করত। তাই তাঁর নাবীর মাধ্যমে এই উম্মাতকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ইবাদাতে তাঁকেই এককভাবে ডাকে। (তাবারী ২৩/৬৬৫) অর্থাৎ উম্মাতের সবাই যেন একাত্মবাদী হয়ে থাকে।

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরাতো দূর দূরান্তে থাকি, সুতরাং আপনার মাসজিদে সালাত আদায় করতে আসতে পারি কি করে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'উদ্দেশ্য হল সালাত আদায় করা এবং আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকা, তা

যেখানেই হোক না কেন।' তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا *এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কেহকেও ডেকনা।* (তাবারী ২৩/৬৬৫)

কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য জিনেরা সমবেত হয়

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا এ আয়াতের একটি ভাবার্থে আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যখন কুরআন পাঠ শুনল তখন তারা অতি আগ্রহে এমনভাবে দ্রুত অগ্রসর হল যেন একে অপরের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। যখন তারা তাঁকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করতে শুনতে পেল তখন তারা তাঁর আরও কাছে এল। কিন্তু তিনি এর কিছুই অবগত ছিলেননা, যতক্ষণ না জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে বলেন। তখন তারা কুরআনের আয়াত শুনছিলেন। ইহা একটি দলের অভিমত যা যুবাইর ইব্নুল আওয়াম (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অভিমতটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জিনেরা যখন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সাহাবীগণকে রুকুর সময় রুকু এবং সাজদাহর সময় সাজদাহ করার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখল তখন তারা আশ্চর্যান্বিত ও বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়ল এবং لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا *যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো'।*

দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) তাঁর প্রতি আনুগত্যের অবস্থা এই যে, যখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে থাকেন তখন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আনুগত্য ও অনুকরণে এমনভাবে লেগে থাকেন যে, যেন একটা বৃত্ত। সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৬৭) তৃতীয় উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জনগণের মধ্যে একাত্মবাদ ঘোষণা করেন তখন কাফিরেরা দাঁত কটমট করে এই দীন ইসলামকে মিটিয়ে দিতে এবং এর আলোকে নির্বাপিত করে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এর বিপরীত, তিনি এই

দীনকে সমুন্নত করতে চান। (তাবারী ২৩/৬৬৮) ইহা হাসান বাসরীর (রহঃ) মন্তব্য। ইহা হল তৃতীয় উক্তি যা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটিকে পছন্দ করেছেন, আর পরবর্তী আয়াতের সাথে এর ভাবার্থ যুক্ত করলে এই মতামতই অধিক যুক্তি সংগত বলে মনে হচ্ছে। এই তৃতীয় উক্তিটিই বেশি প্রকাশমান। কেননা এর পরেই রয়েছে ঃ তুমি বল, আমি আমার রাব্বকেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কেহকেও শরীক করিনা।

অর্থাৎ সত্যের আহ্বান ও একাত্মবাদের শব্দ যখন কাফিরদের কানে পৌঁছে যার প্রতি তারা বহুদিন হতেই মনঃক্ষুণ্ন ছিল তখন তারা কষ্ট প্রদানে, বিরুদ্ধাচরণে এবং অবিশ্বাসকরণে উঠে পড়ে লাগে। আর সত্যকে মিটিয়ে দিতে চায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতার উপর একতাবদ্ধ হয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি আমার রবের ইবাদাত করি যাঁর কোন শরীক নেই।

রাসূল (সাঃ) হিদায়াত দেয়া কিংবা লাভ-ক্ষতি করার মালিক নন

এর পর বর্ণিত হয়েছে ঃ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا এর অর্থ হচ্ছে, বল ঃ আমি তোমাদের সকলের মতই একজন মানুষ, তবে আমার নিকট অহী প্রেরণ করা হয়। আল্লাহর অন্যান্য বান্দা বা দাসের মত আমিও তাঁর একজন বান্দা বা দাস। তোমাদের ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমার কোনই ক্ষমতা নেই, বরং সমস্ত কিছুর মীমাংসা বা ফাইসালা আল্লাহর কাছ থেকেই হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে তাঁকে রক্ষা করার অন্য আর কেহ নেই। অর্থাৎ তিনি (রাসূল) যদি আল্লাহর অবাধ্য হন তাহলে তাঁর (আল্লাহর) শাস্তি হতে তাঁকে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা।

দীনের প্রচার করাই ছিল রাসূলের (সাঃ) মূল কর্তব্য

বলা হয়েছে ঃ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِه আমার পদমর্যাদা শুধু প্রচারক ও রাসূল হিসাবেই রয়েছে। কারও কারও মতে إِلَّا শব্দের ইসতিসনা বা স্বাতন্ত্র لَا

اَمْلِكُ এর সাথে রয়েছে। অর্থাৎ আমি লাভ-ক্ষতি এবং হিদায়াত ও যালালাতের মালিক নই। আমিতো শুধু প্রচার করি ও আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি। আবার এও অর্থ করা যেতে পারে, আমাকে শুধু আমার রিসালাতের পালনই আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবেনা এবং শাস্তিও এড়াতে পারবেনা। যখন এই মুশরিক দানব ও মানবরা কিয়ামাতের দিন ভয়াবহ আযাব দেখতে পাবে তখন তারা বুঝতে পারবে কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প। অর্থাৎ কে একাত্মবাদে বিশ্বাসী মু'মিন, আর কে অবিশ্বাসী মুশরিক। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঐদিন মুশরিকদের শুধু নাম হিসাবেও কোন সাহায্যকারী থাকবেনা এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর সেনাবাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য।

২৫। বল ঃ আমি জানিনা, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না কি আমার রাব্ব এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন?	٢٥. قُلْ إِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّىٓ أَمَدًا
২৬। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর	٢٦. عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا	**অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা -**
٢٧. إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا	**২৭। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন -**
٢٨. لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا	**২৮। রাসূলগণ তাদের রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কি না জানার জন্য; রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞান গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।**

রাসূল (সাঃ) জানতেননা যে, কখন কিয়ামাত হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি জনগণকে বলে দাও ঃ কিয়ামাত কখন হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এমন কি ওর সময় নিকটবর্তী কি দূরবর্তী এটাও আমার জানা নেই। অধিকাংশ মূর্খ ও অজ্ঞ লোকের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যমীনের ভিতরের জিনিসেরও খবর রাখেন, এটা যে সম্পূর্ণ ভুল কথা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই আয়াতটি। এই রিওয়ায়াতের কোন মূল ভিত্তিই নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। আমরা এটা কোন কিতাবে পাইনি। হ্যাঁ, এর বিপরীতটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত আছে। জিবরাঈলও (আঃ) গ্রাম্য লোকের রূপ ধরে তাঁর নিকট এসে তাঁকে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি তাঁকে পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এর জ্ঞান যেমন জিজ্ঞেসকারীর নেই, তেমনই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরও নেই।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন গ্রাম্য লোক উচ্চৈঃস্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাত কখন হবে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'কিয়ামাততো অবশ্যই হবে, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ তা বল দেখি?' লোকটি বলল ঃ 'আমার কাছে সালাত, সিয়ামের আধিক্য নেই, তবে এটা সত্য যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তুমি থাকবে।' আনাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলিমরা এ হাদীস শুনে যত বেশি খুশি হয়েছিল অন্য হাদীস শুনে ততো বেশি খুশি হয়নি। (ফাতহুল বারী ১/১৪০, বুখারী ৬১৬৭) এ হাদীস দ্বারাও জানা গেল যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিলনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

আল্লাহ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) মানুষের মধ্য থেকেই হোক বা দানবের মধ্য থেকেই হোক, আল্লাহ যাকে যেটুকু চান অবহিত করে থাকেন। আবার এর আরও বিশেষত্ব এই যে, তার হিফাযাত এবং সাথে সাথে এই ইল্মের প্রসারের জন্য আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা হচ্ছে তার আশেপাশে নিয়োজিত সদা রক্ষক মালাইকা।

لِيَعْلَمَ এর ضَمِيْر বা সর্বনামটি কারও কারও মতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) সামনে ও পিছনে চারজন মালাইকা থাকতেন। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া যাহ্হাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবিবও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে, তিনি কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁরা তাঁদের রবের পয়গাম সঠিকভাবে তাঁর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। (আবদুর রাযযাক ৩/৩২৩) সাঈদ ইব্ন আবী আরুবাহও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আয়াতের ভাবার্থ হিসাবে একেই ইব্ন জারীর (রহঃ) অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী

২৩/৬৭৩) আল বাগাভী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াকূব (রহঃ) এ আয়াতটি لِيُعْلَمَ এভাবে পাঠ করতেন। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ জনগণ যেন জেনে নেয় যে, রাসূলগণ দা'ওয়াত দিয়েছেন। (বাগাভী ৪/৪০৬) আর সম্ভবতঃ ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যেন আল্লাহ নিজেই জেনে নেন। ইব্ন জাওযী (রহঃ) তার 'যাদ আল-মাসীর' গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর মালাইকাকে পাঠিয়ে তাঁর রাসূলদের হিফাযাত করে থাকেন, যেন তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন ও অহীর হিফাযাত করতে পারেন। আর এভাবে আল্লাহ তা'আলাও জেনে নেন যে, তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ

এবং তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তা আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায় আমি তা জেনে নিব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ

আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১১) এ ধরনের আরও আয়াতসমূহ রয়েছে। আর এটাতো জানা বিষয় যে, কোন কিছু হওয়ার আগেই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে যে, কি ঘটবে। এ জন্যই এখানে এর পরেই বলেন ঃ

وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا *এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।*

সূরা জিন-এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৩ ঃ মুয্‌যাম্মিল, মাক্কী — ٧٣ – سورة المزمل، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২০, রুকূ ২) — (آيَاتها : ٢٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে বস্ত্রাবৃত!	١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ
২। রাত জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।	٢. قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا
৩। অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম।	٣. نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا
৪। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।	٤. أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا
৫। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।	٥. إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا
৬। নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদাতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়ঙ্গম এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল।	٦. إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا
৭। দিনে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।	٧. إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحٗا طَوِيلٗا
৮। সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং	٨. وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ

إِلَيۡهِ تَبۡتِيلاً	**একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।**
٩. رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلاً	**৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর।**

রাতের সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন রাতে কাপড় মুড়ি দিয়ে শয়ন করা পরিত্যাগ করেন এবং(রাতের) তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ يُنفِقُونَ

তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রাব্বকে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবন এ হুকুম পালন করে গেছেন। তাহাজ্জুদের সালাত শুধু তাঁর উপর ফার্য ছিল। অর্থাৎ এ সালাত তাঁর উম্মাতের উপর ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯) এই হুকুমের সাথে সাথে পরিমাণও বর্ণনা করে দিলেন যে, অর্ধেক রাত্রি কিংবা কিছু কম-বেশী। এবং এতে কম-বেশি করলে তোমার কোনই দোষ হবেনা।

কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়ম

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, যাতে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমও বরাবর পালন করে এসেছেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন কারীম খুবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে পাঠ করতেন। ফলে খুব দেরীতে সূরা পাঠ শেষ হত। (মুসলিম ১/৫০৭) ছোট সূরাও যেন বড় হয়ে যেত। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আনাসকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব টেনে টেনে পাঠ করতেন।' তারপর তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـــٰنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে শুনিয়ে দেন, যাতে তিনি اللّٰه, رَحْمَن এবং رَحِيْم শব্দের উপর মদ করেন অর্থাৎ ওগুলি দীর্ঘ করে পড়েন। (ফাতহুল বারী ৮/৭০৯)

ইব্ন জুরায়েজ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালমাহকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকটি আয়াতের উপর পূর্ণ ওয়াক্ফ করতেন বা থামতেন। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـــٰنِ الرَّحِيمِ পড়ে থামতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পড়ে থামতেন اَلرَّحْمـــٰنِ الرَّحِيمِ এর উপর ওয়াক্ফ করতেন এবং مَـــٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়ে থামতেন।' (আবূ দাঊদ ৪/২৯৪, তিরমিযী ৮/২৪১, আহমাদ ৬/৩০২)

আমরা এই তাফসীরের শুরুতে ঐ সব হাদীস আনয়ন করেছি যেগুলি ধীরে ধীরে পাঠ মুস্তাহাব হওয়া এবং ভাল ও মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করার কথা বলে দেয়। যেমন ঐ হাদীসটি, যাতে রয়েছে ঃ কুরআনকে স্বীয় সুর দ্বারা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত কর এবং ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৫১০, ৫২৭) আর আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলা ঃ 'তাকে দাঊদের (আঃ) বংশধরের মধুর সুর দান করা হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/৭১০) এবং আবূ মূসা আশ-আরীর (রাঃ) এ কথা বলা ঃ 'আমি যদি জানতাম যে,

আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছিলেন তাহলে আমি আরও উত্তম ও মধুর সুরে পাঠ করতাম।'

আর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) এ কথা বর্ণনা করা ঃ 'বালুকার মত কুরআনকে ছড়িয়ে দিওনা এবং কবিতার মত কুরআনকে তাড়াহুড়া করে পাঠ করনা, ওর চমৎকারিত্বের প্রতি খেয়াল রেখ এবং অন্তরে তা ক্রিয়াশীল কর। আর সূরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পিছনে লেগে পড়না।' ইমাম বাগাভী (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (৮/২১৫)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবী ওয়াইল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ একটি লোক এসে ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলল ঃ 'আমি মুফাসসালের সমস্ত সূরা (সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) গত রাতে একই রাক'আতে পাঠ করেছি।' তার এ কথা শুনে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ 'তাহলেতো সম্ভবতঃ তুমি কবিতার মত তাড়াহুড়া করে পাঠ করেছ। ঐ সূরাগুলি আমার বেশ মুখস্থ আছে যেগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলিয়ে পড়তেন।' তারপর তিনি মুফাসসাল সূরাগুলির মধ্যে বিশিষ্ট সূরার নাম উল্লেখ করেন যেগুলির দু'টি করে সূরা মিলিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক রাক'আতে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ২/২৯৮)

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا** আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী। অর্থাৎ তা আমল করতেও ভারী হবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃহত্তের কারণে অবতীর্ণ হওয়ার সময়েও খুবই কষ্টদায়ক হবে। যেমন যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল। তখন অহীর বোঝা আমার উপর এমন ভারী বোধ হল যে, আমার ভয় হল না জানি হয়তো আমার উরু ভেঙ্গেই যাবে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮)

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আপনি কিছু অনুভব করেন কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'আমি এমন শব্দ শুনতে পাই যেমন গুনগুন শব্দ হয়। আমি তখন নিশ্চুপ হয়ে যাই। যখনই অহী অবতীর্ণ হয় তখন তা আমার উপর এমন

বোঝা স্বরূপ হয় যে, আমার মনে হয় যেন আমার প্রাণই বেরিয়ে যাবে।' (আহমাদ ২/২২২) এ হাদীসটি শুধু ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হারিস ইব্ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'কখনও কখনও ইহা গুনগুন শব্দ রূপে আমার কাছে আসে এবং তখন আমার খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে অহী আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও মালাইকা মানুষের রূপ ধরে আগমন করেন এবং তিনি যা বলতে থাকেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি।' আয়িশা (রাঃ) আরও বলেন ঃ 'আমি একবার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, তখন শীতকাল ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ছিল।' (ফাতহুল বারী ১/২৫)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার থাকতেন এবং ঐ অবস্থায়ই তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হত। তখন উষ্ট্রীর ঘাড় অহীর ভারে ঝুঁকে পড়ত। (আহমাদ ৬/১১৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) এও বলেন যে, অহীর ভার বহন করা কঠিন ছিল। আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ায় যেমন এটা ভারী কাজ, তেমনই আখিরাতেও এর প্রতিদান ও পুরস্কার ভারী হবে।

রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাতের মর্যাদা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا** *নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদাতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়ঙ্গম এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল।* উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত রাতকেই ***نَاشِئَة*** (*নাশিয়াহ*) বলা হয়। (তাবারী ২৩/৬৮৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই কথা বলেছেন। যখন কোন ব্যক্তি রাতের সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন তাকে *নাশা'আ* বলে। এক বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল ইশা সালাত আদায়ের পরের সময়। (তাবারী ২৩/৬৮২) আবূ মিযলাজ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) সালীম (রহঃ), আবূ হাজিম (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্নুল মুনকাদিরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৮৩) আসলে '*নাশিয়াহ*' হল '*নাশা'আ*' এর অংশবিশেষ। অর্থাৎ কিছু সময় বা ঘন্টা।

তাহাজ্জুদ সালাতের উৎকৃষ্টতা এই যে, এর ফলে অন্তর ও রসনা এক হয়ে যায়। তিলাওয়াতের যে শব্দগুলি মুখ দিয়ে বের হয় তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দিনের তুলনায় রাতের নির্জনতায় অর্থ ও ভাব অন্তরে ভালভাবে গেঁথে যায়। কেননা দিন হল কোলাহল ও অর্থ উপার্জনের সময়।

হাফিয আবূ ইয়ালা আল মাওসিলী (রহঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ আল যাওহারী (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আবূ উসামা (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, আল আমাশ (রহঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) আয়াতটি এভাবে পাঠ করতেন **إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَأَصْوَبُ قِيلًا** (বুঝতে পারার জন্য এবং সঠিকভাবে উচ্চারণের জন্য রাতের জাগরণ উত্তম।) তখন এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমরাতো এভাবেই পাঠ করি **أَقْوَمُ قِيلًا** আনাস (রাঃ) তাকে বললেন '*আসওয়াব*', '*আকওয়াম*' এবং '*আহ্ইয়াহ*' এই শব্দগুলি সমার্থ বোধক। (আবূ ইয়ালা ৭/৮৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (হে নাবী)! দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। তুমি শুয়ে-বসে থাকতে পার, বিশ্রাম করতে পার, বেশি বেশি নাফল আদায় করতে পার এবং তোমার পার্থিব কাজ সম্পন্ন করতে পার। অতএব রাত্রিকে তুমি তোমার আখিরাতের কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নাও। এ হুকুম ঐ সময় ছিল যখন রাতের সালাত ফার্য ছিল। তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং হালকা করণের জন্য রাতের কিয়ামের সময় হ্রাস করে দেন এবং বলেন ঃ তোমরা রাতের অল্প সময় কিয়াম কর। এই ফরমানের পর আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) **فَاقْرَؤُوا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ** হতে **مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০) পর্যন্ত পাঠ করলেন। তাঁর এ উক্তিটি সঠিকও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (রহঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন এবং মাদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন এই উদ্দেশে যে, তিনি তাঁর সেখানকার ঘরবাড়ী বিক্রি করে ফেলবেন এবং ওর মূল্য দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবেন এবং তিনি রোমকদের সাথে লড়াই করতে থাকবেন। অতঃপর হয় রোম বিজিত হবে, না হয় তিনি শাহাদাত বরণ করবেন। মাদীনায় পৌঁছে তিনি তাঁর কাওমের লোকদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের কাছে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। তার এই সংকল্পের কথা শুনে তারা বললেন ঃ তাহলে শুনুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আপনারই কাওমের ছয়জন লোক এটাই সংকল্প করেছিল যে, তারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিবে এবং ঘরবাড়ী ইত্যাদি বিক্রি করে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ 'আমি কি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নই? খবরদার! এ কাজ করনা।' এভাবে তিনি তাদেরকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। এ হাদীস শুনে সাঈদ (রহঃ) তার ঐ সংকল্প ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তার কাওমের লোকদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম।' তারপর তিনি সেখান হতে বিদায় নিয়ে স্বস্থানে চলে এলেন। স্বীয় জামা'আতের সাথে মিলিত হয়ে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আমি এখান থেকে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট গমন করি এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাত আদায় করার পদ্ধতি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এ মাসআলাটি আয়িশা (রাঃ) সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন। সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে তাকেই জিজ্ঞেস কর। তুমি তার কাছে যা শুনবে তা আমাকেও বলে যেও। আমি তখন হাকীম ইব্ন আফলাহর (রাঃ) কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম ঃ আমাকে একটু আয়িশার (রাঃ) কাছে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন ঃ 'আমি তার কাছে যেতে ইচ্ছুক নই। আমি তাকে দুই বিবাদমান দলের (আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ) ব্যাপারে মন্তব্য করতে কিংবা জড়িত হতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথা শুনেননি এবং দুই বিবাদমান দলের সাথে জড়িয়ে পড়েন।' এমতাবস্থায় আমি আল্লাহর শপথ করে আমার সাথে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। ফলে তিনি আমাকে নিয়ে রওয়ানা হন এবং আমরা তার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আয়িশা (রাঃ) হাকীমের (রাঃ) গলার স্বর শুনেই তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন ঃ 'এ কি সেই হাকীম যাকে আমি চিনি?' তিনি জবাব দিলেন ঃ

'হ্যাঁ, আমি হাকীম ইব্ন আফলাহ (রাঃ)।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার সাথে যে আছে সে কে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তিনি সাঈদ ইব্ন হিশাম।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কোন হিশাম, আমিরের ছেলে হিশাম কি?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, আমিরের ছেলে হিশাম।' এ কথা শুনে আয়িশা (রাঃ) আমিরের (রাঃ) জন্য রাহমাতের দু'আ করলেন এবং বললেন ঃ 'আমির (রাঃ) খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।' আমি (সাঈদ) তখন আরয করলাম ঃ 'হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি কি কুরআন পড়নি?' আমি উত্তর দিলাম ঃ হ্যাঁ, পড়েছি বটে। তিনি তখন বললেন ঃ 'কুরআনই তাঁর চরিত্র।' আমি তখন তার নিকট হতে বিদায় গ্রহণের অনুমতি চাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা দরকার। আমার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন ঃ 'তুমি কি সূরা মুযযাম্মিল পড়নি?' আমি জবাব দিলাম ঃ হ্যাঁ অবশ্যই পড়েছি। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে শোন। সূরার এই প্রথম ভাগে রাতের কিয়াম (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা) ফার্য করা হয় এবং এক বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ তাহাজ্জুদের সালাত ফার্য হিসাবে আদায় করতেন। এমন কি তাঁদের পা ফুলে যেত। বারো মাস পরে এই সূরার শেষের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ ভার লাঘব করে দেন। তাহাজ্জুদের সালাতকে তিনি ফার্য হিসাবে না রেখে নাফল হিসাবে রেখে দেন।'

এবার আমি বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাত আদায় করার ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়ে গেল। তাই আমি বললাম ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাতের পদ্ধতিও আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি তখন বললেন ঃ শোন! (রাতে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মিসওয়াক, উযূর পানি ইত্যাদি ঠিক করে একদিকে রেখে দিতাম। যখনই আল্লাহর ইচ্ছা হত তিনি ঘুম থেকে জাগতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন ও উযূ করতেন এবং আট রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে তাশাহহুদের জন্য বসতেননা। আট রাক'আত পূর্ণ করার পর তিনি আত্যাহিয়্যাতুতে বসতেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার যিক্র করতেন, দু'আ করতেন এবং সালাম না ফিরিয়েই উঠে পড়তেন। আর নবম রাক'আত

পড়ে যিক্‌র ও দু'আ করতেন এবং উচ্চ শব্দে সালাম ফিরাতেন। ঐ শব্দ আমরাও শুনতে পেতাম। তারপর বসে বসেই দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। হে আমার প্রিয় পুত্র! সব মিলিয়ে মোট এগারো রাক'আত হল। অতঃপর যখন তাঁর বয়স বেশি হয় এবং দেহ ভারী হয়ে যায় তখন থেকে তিনি সাত রাক'আত বিত্‌র আদায় করে সালাম ফিরাতেন এবং পরে বসে বসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। সুতরাং হে প্রিয় বৎস! এটা নয় রাক'আত হল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন সালাত আদায় করতে শুরু করতেন তখন তা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করতেন। তবে হ্যাঁ, কোন ব্যবস্থা বা ঘুম অথবা দুঃখ কষ্টের কারণে কিংবা রোগের কারণে রাতে ঐ সালাত আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় বারো রাক'আত আদায় করে নিতেন। আমার জানা নেই যে, তিনি সম্পূর্ণ কুরআন রাত থেকে শুরু করে সকাল হওয়ার মধ্যে পাঠ করে শেষ করেছেন এবং রামাযান ছাড়া অন্য কোন পূরা মাস সিয়াম পালন করেছেন।' অতঃপর আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার (রাঃ) নিকট হতে বিদায় নিয়ে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট এলাম এবং তাঁর সামনে সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি সবটারই সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ 'আমিও যদি তাঁর কাছে যেতে পারতাম তাহলে তিনি আমাকে না বলা পর্যন্ত এবং তার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত আমি তার কাছে অবস্থান করতাম। (মুসলিম ১/৫১২) মুসনাদ আহমাদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। (৬/৫৩)

আবূ আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত কিয়াম করেন, এমন কি তাঁদের পা ও পায়ের রগগুলি ফুলে যায়। অতঃপর **فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ** (সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০) অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা শান্তি পান। (তাবারী ২৩/৬৭৯) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীরও (রহঃ) উক্তি এটাই। (তাবারী ২৩/৬৮০) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাথমিক আয়াতগুলির হুকুম অনুযায়ী মু'মিনগণ রাতের কিয়াম শুরু করেন, কিন্তু তাঁদের খুবই কষ্ট হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি দয়া করেন এবং **عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى** হতে **مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ** পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন এভাবে তাঁদের প্রতি প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং সংকীর্ণতা দূর করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (তাবারী ২৩/৬৭৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কারবার হতে অবসর লাভ করে প্রশান্তির সাথে খুব বেশি বেশি তাঁর যিক্‌র করতে থাক, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ কর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ

অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا এর অর্থ হচ্ছে তুমি মনে প্রাণে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদাত করবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হও এবং তাঁর কাজেই নিজকে নিয়োজিত রাখ। (তাবারী ২৩/৬৮৮) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে '*মুতাবাত্তিল*' বলা হয়। একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম تَبَتَّلْ অর্থাৎ সংসার ধর্ম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দীন ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে নিষেধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/১৯, মুসলিম ২/১০২, তাবারী ২৩/৬৮৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا আল্লাহই হলেন মালিক ও ব্যবস্থাপক। পূর্ব ও পশ্চিম সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। সুতরাং হে নাবী! তুমি যেমন এই আল্লাহরই ইবাদাত করছ, তেমনই একমাত্র তাঁর উপরই নির্ভরশীল হয়ে যাও। তাঁকেই তোমার অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ কর এবং তাঁরই উপর আস্থা রেখ। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১২৩) এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫) এই অর্থের আরও বহু আয়াত রয়েছে যে, ইবাদাত, আনুগত্য এবং ভরসা করার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

১০। লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদেরকে পরিহার করে চল।	١٠. وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرًا جَمِيلاً
১১। ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও।	١١. وَذَرۡنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعۡمَةِ وَمَهِّلۡهُمۡ قَلِيلاً
১২। আমার নিকট আছে শৃংখল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।	١٢. إِنَّ لَدَيۡنَآ أَنكَالاً وَجَحِيمًا
১৩। আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তদ শাস্তি।	١٣. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا
১৪। সেই দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।	١٤. يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلۡجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً
১৫। আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম	١٥. إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولاً شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ

ফিরাআউনের নিকট।	فِرۡعَوۡنَ رَسُولاً
১৬। কিন্তু ফির‘আউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।	١٦. فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذۡنَـٰهُ أَخۡذًا وَبِيلاً
১৭। অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে?	١٧. فَكَيۡفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرۡتُمۡ يَوۡمًا يَجۡعَلُ ٱلۡوِلۡدَٰنَ شِيبًا
১৮। যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।	١٨. ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَفۡعُولاً

কাফিরদের অন্যায় আচরণের জন্য রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ

আল্লাহ তা’আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অজ্ঞ ও মূর্খ কাফিরদের বিদ্রুপাত্মক কথার উপর ধৈর্য ধারণের হিদায়াত করছেন এবং বলছেন ঃ তাদেরকে কোন তিরস্কার ধমক ছাড়াই এমন অবস্থার উপর ছেড়ে দাও যাতে তারা তোমাকে দোষারোপ করতে না পারে। তাদেরকে আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি স্বয়ং তাদেরকে দেখে নিব। আমার গযব ও ক্রোধের সময় দেখব কি করে তারা মুক্তি পেতে পারে! তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন কর এবং কিছু দিনের জন্য অবকাশ দাও। তারপর দেখে নিও, আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করি। অল্প কিছু দিন তারা দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকুক। পরিণামে তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلاً ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) কেমন আযাব? এমন কঠিন আযাব যে, তাদেরকে শৃংখল পরিয়ে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর তাদেরকে এমন খাদ্য খেতে দেয়া হবে যা কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে। নীচেও নামবেনা এবং উপরেও উঠবেনা। আরও নানা প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। এমন এক সময়ও হবে যখন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে। পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হয়ে যাবে। যে বালুকারাশিকে বাতাস এদিক-ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কারও কোন নাম-নিশানাও বাকী থাকবেনা। যমীন এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যেখানে কোন উঁচু-নীচু, পাহাড়-পর্বত পরিলক্ষিত হবেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا তাঁর কাছে রয়েছে মানুষকে পোড়ানোর জন্য আগুনের বেড়ি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ (রহঃ), আবূ ইমরান আল জাউনী (রহঃ), আবূ মিযলাজ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্নুল মুবারাক (রহঃ), আশ শাওরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৯০, ৬৯১; দুররুল মানসুর ৮/৩১৯)

ফির'আউনীদের কাছে প্রেরিত রাসূলের মত আমাদের নাবীও (সাঃ) একজন রাসূল

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ তা'আলা ফাসিক ও অন্যান্যদের বলেন ঃ **إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ... كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا** হে লোকসকল! আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ এক রাসূল পাঠিয়েছি, যে রাসূল সত্যবাদী ও সত্যায়িত, যেমন আমি ফির'আউনের নিকট আমার আহকাম পৌঁছানোর জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফির'আউন যখন তাকে অমান্য করল তখন আমি তাকে কিরূপ কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম তাতো তোমাদের জানা আছে।

আল্লাহ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন। যেমনটি তিনি নিম্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ

ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ২৫) সুতরাং আমার এই নাবীকে যদি তোমরা অমান্য কর তাহলে তোমাদেরও পরিণাম ভাল হবেনা। তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে এবং তোমাদেরকে তচনচ করে দেয়া হবে। কেননা এই রাসূল ইমরানের পুত্র মূসার চেয়েও আদর্শবান এবং সমস্ত রাসূলের নেতা। সুতরাং তাকে অমান্য করার শাস্তিও হবে অন্যান্য শাস্তি অপেক্ষা বড়।

বিচার দিবসের ব্যাপারে সাবধান বাণী

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا** এ আয়াতের দু’টি অর্থ হতে পারে। ইবন মাসউদের (রাঃ) পঠনের উল্লেখ করে ইব্ন জারীর (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে বলতো ঐ দিনের শাস্তি হতে তোমরা কিরূপে মুক্তি পেতে পার যে দিনের ভয়াবহতা কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে? (তাবারী ২৩/৬৯৪) সুতরাং এর প্রথম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ তোমরা যদি অবিশ্বাসী হও তাহলে কিয়ামাতের বিভীষিকা হতে কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবে? দ্বিতীয় অর্থ হল ঃ তোমরা যদি এত বড় ভয়াবহ দিনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস কর তাহলে তোমরা তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় কিরূপে লাভ করতে পার? এই উভয় অর্থই উত্তম হলেও প্রথম অর্থটিই বেশি উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম **يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا** এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ ‘এটা হল কিয়ামাতের দিন যে দিন আল্লাহ তা‘আলা আদমকে (আঃ) বলবেন ঃ ‘তোমার সন্তানদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে পাঠাও।’ তখন আদম (আঃ) বলবেন ঃ ‘হে আমার রাব্ব! কতজন?’ আল্লাহ তা‘আলা বলবেন ঃ প্রতি হাজারের মধ্য হতে নয়শ’ নিরানব্বই জন।’

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ঐ দিনের ওয়াদা নিশ্চিতরূপে সত্য। ওটা সংঘটিত হবেই। ঐ দিনের আগমনে কোন সন্দেহই নেই এবং ওটার মুখোমুখি না হওয়ারও কোন উপায় নেই।

১৯। ইহা এক উপদেশ, অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক!	١٩. إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذۡكِرَةٞۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا
২০। তোমার রাব্বতো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারনা, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন। অতএব কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। অতএব কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। সালাত কায়েম	٢٠. إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ۙ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ	**কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**

এটি এমন সূরা যাতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সূরাটি জ্ঞানীদের জন্য সরাসরি উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়। যে কেহ হিদায়াত প্রার্থী হবে সেই রবের মর্জি হিসাবে হিদায়াতের পথ পেয়ে যাবে এবং তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়ার সফলতা লাভ করবে। যেমন অন্য সূরায় বলেন ঃ

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৩০)

তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর ছাড় দেয়া

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! তুমি এবং তোমার সাহাবীগণের একটি দল যে কখনও কখনও দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম কর, কখনও কখনও অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত এবং কখনও কখনও এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করে থাক এবং তাহাজ্জুদের সালাতে কাটিয়ে দাও তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন। অবশ্য তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারছনা। কেননা এটা খুবই কঠিন কাজ। দিন ও রাতের সঠিক পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করে থাকেন। কারণ কখনও দিন ও রাত উভয়ই সমান সমান হয়ে থাকে, কখনও রাত ছোট হয় ও দিন বড় হয় এবং কখনও দিন ছোট হয় ও রাত বড় হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা

জানেন যে, এটা পালন করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং এখন থেকে তোমরা রাতের সালাত ততটাই আদায় কর যতটা তোমাদের জন্য সহজ। কোন সময় নির্দিষ্ট থাকলনা যে, এতটা সময় কাটানো ফার্য। এখানে কিরা'আত দ্বারা সালাত অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বানী ইসরাঈলে রয়েছে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১১০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এ আয়াতটি, বরং পূরা সূরাটি মাক্কী। এটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ সময় জিহাদ ছিলনা, বরং মুসলিমরা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। এরপরও গায়েবের এ খবর দেয়া এবং কার্যতঃ ওটা প্রকাশ পাওয়া যে, মুসলিমরা পরবর্তীকালে পুরাপুরিভাবে জিহাদে লিপ্ত হয়েছেন, সুতরাং এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের একটা বড় ও স্পষ্ট নির্দশন। উপরোক্ত ওযরগুলির কারণে মুসলিমরা রাতের কিয়ামের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ তোমরা কুরআন থেকে আবৃত্তি করতে থাক যতক্ষণ তা তোমাদের সালাতের জন্য আবৃত্তি করা সহজতর হয়। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। অর্থাৎ তোমরা ফার্য সালাতের হিফাযাত কর এবং ফার্য যাকাত আদায় কর। এ আয়াতটি ঐ বিজ্ঞজনদের দলীল যাঁরা বলেন যে, মাক্কায়ই যাকাত ফার্য হওয়ার হুকুম নাযিল হয়েছে। তবে কি পরিমাণ বের করা হবে, নেসাব কি ইত্যাদির বর্ণনা মাদীনায় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় মনীষীদের উক্তি এই যে, এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতে সকল মু'মিনদের রাতের কিয়ামের হুকুম সম্বলিত

আয়াতকে মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছে। (তাবারী ২৩/৬৭৯, ৬৮০; দুররুল মানসুর ৮/৩২২) ইহা সহীহায়িনের হাদীস হতে প্রমাণিত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বলেন ঃ 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্য।' লোকটি প্রশ্ন করে ঃ 'এ ছাড়া কি অন্য কোন সালাত আমার উপর ফার্য আছে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, তবে তুমি নাফল হিসাবে আদায় করতে পার।' (ফাতহুল বারী ১/১৩০, মুসলিম ১/৪১)

সাদাকাহ প্রদান ও উত্তম কাজ করার তাগিদ

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করতে থাক, যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তোমাদেরকে খুবই উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল কাজ যা কিছু অগ্রীম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। পৃথিবীর জীবন যাপন ও জাক-জমকতার জন্য তোমরা যে অর্থ ব্যয় করে থাক তা হতে ওটা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর।

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে (নিজের) উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি ভালবাসে?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই, যে নিজের সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি ভালবাসে।' তিনি বললেন ঃ 'যা বলছ চিন্তা করে বল।' তাঁরা বললেন ঃ 'হে

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরাতো এটা ছাড়া অন্য কিছু জানিনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি যা (আল্লাহর পথে) খরচ করবে তা শুধু তার নিজের সম্পদ, আর যা সে রেখে যাবে তা'ই তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।' (আবূল ইয়ালা ৯/৯৭) সহীহ বুখারী ও সুনান নাসাঈতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১/২৬৪, নাসাঈ ৬/২৩৭) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ খুব বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তোমাদের সমস্ত কাজে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ঐ ব্যক্তির উপর যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সূরা মুয্যাম্মিল -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৪ ঃ মুদ্দাস্‌সির, মাক্কী
(আয়াত ৫৬, রুকূ ২)

٧٤ – سورة المدثر مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٥٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ
২। উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর।	٢. قُمۡ فَأَنذِرۡ
৩। এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।	٣. وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ
৪। তোমার পরিচ্ছদ পরিস্কার রাখ।	٤. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ
৫। অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।	٥. وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ
৬। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করনা।	٦. وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ
৭। এবং তোমার রবের উদ্দেশে ধৈর্য ধর।	٧. وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ
৮। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে -	٨. فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ
৯। সেদিন হবে এক সংকটের দিন -	٩. فَذَٰلِكَ يَوۡمَئِذٍ يَوۡمٌ عَسِيرٌ
১০। যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়।	١٠. عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِينَ غَيۡرُ يَسِيرٍ

সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা ছিল 'পড়'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবূ সালামাহকে (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ায় যে দীর্ঘ বিরতি ঘটেছিল সেই সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন ঃ 'একদা আমি চলতে রয়েছি, হঠাৎ আকাশের দিক হতে একটা শব্দ শুনতে পেলাম! চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে, হেরা পর্বতের গুহায় যে মালাক/ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে রয়েছেন। তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য (ভয়ে) দ্রুত চলতে থাকি, কিন্তু মাটিতে পড়ে যাই। এর পর বাড়ী এসেই বললাম ঃ আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দাও। আমার কথামত বাড়ীর লোকেরা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তখন أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হতে قُمْ فَأَنذِرْ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৬১, মুসলিম ১/১৪৩)

এটি সহীহ বুখারীর শব্দ এবং এই হিসাবই রক্ষিত আছে। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, এর পূর্বেও কোন অহী এসেছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিটি বিদ্যমান রয়েছে ঃ 'ইনি ঐ মালাক/ফেরেশতা যিনি হেরা পর্বতের গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন।' অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ), যিনি তাঁকে সূরা আলাকের নিম্নের আয়াতগুলি গুহার মধ্যে পাঠ করিয়েছিলেন ঃ

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ. خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ. ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ.

ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ. عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। পাঠ কর ঃ আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। (সূরা আ'লাক, ৯৬ ঃ ১-৫)

এরপর কিছু দিনের জন্য তাঁর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন তাঁর যাতায়াত আবার শুরু হয় তখন প্রথম অহী ছিল সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলি। ইমাম আহমাদ (রহঃ), আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বলেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার কাছে কিছু দিন অহী আসা বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি যখন হেটে যাচ্ছিলাম তখন আকাশে

একটি শব্দ শুনতে পেলাম। সুতরাং আমি আকাশের দিকে তাকালাম এবং ঐ মালাক/ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যিনি আমার কাছে পূর্বে এসেছিলেন। তিনি একটি চেয়ারে বসা ছিলেন যা ছিল আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। আমি তার থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একটু পরেই আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে এলাম এবং তাদেরকে বললাম ঃ আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর! আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর! তখন তারা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করল। এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** এ আয়াতগুলি নাযিল করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদীসটি যুহরীর (রহঃ) বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ৩/৩২৫, ফাতহুল বারী ১/৩৭, মুসলিম ১/১৪৩)

ইমাম তাবারানী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাহ কুরাইশদের জন্য একটি খাবারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'এই লোকটি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমাদের কার কি মতামত রয়েছে? কেহ বলল যে, তিনি যাদুকর। তখন অন্যরা বলল ঃ না, তিনি যাদুকর নন। কেহ বলল ঃ তিনি গণক। আবার অন্যরা বলল ঃ না, তিনি গণকও নন। কেহ তাঁকে কবি বলে মন্তব্য করল। কিন্তু অন্যরা বলল যে, তিনি কবিও নন। তাদের কেহ কেহ এই মন্তব্য করল যে, তিনি যাদু শিক্ষা করেছেন। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তিনি ঐ যাদু শিক্ষা লাভ করেছেন যা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই দুঃখ পেলেন এবং তিনি কাপড় দ্বারা তাঁর মাথা ঢেকে নেন এবং সমস্ত শরীরকেও বস্ত্রাবৃত্ত করেন। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ (তাবারানী ১১/১২৫) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং জনগণকে আমার সত্তা হতে, জাহান্নাম হতে এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন কর।

প্রথম অহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী রূপে মনোনীত করা হয়েছে। আর এই অহী দ্বারা তাঁকে রাসূল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর বলেন ঃ

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ** এর অর্থ হচ্ছে, তুমি যে পোষাক পরিধান করছ তা যেন অবৈধ আয়ের অর্থে ক্রয় করা না হয়।

কেহ কেহ এ অর্থ করেছেন যে, এর অর্থ হল অবাধ্যতার লক্ষণ হিসাবে পোষাক পরিধান করনা। (তাবারী ২৪/১১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরীন (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে পানি দ্বারা তোমার কাপড় পরিস্কার কর। (তাবারী ২৪/১১) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, মূর্তিপূজকরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতনা, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেন যে, তিনি যেন নিজেকে এবং পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এই অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/১২)

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ নিজের অন্তরকে ও নিয়াতকে পরিষ্কার রাখ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব কারাযী (রহঃ) ও হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তোমার চরিত্রকে ভাল ও সুন্দর কর। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ প্রতিমা বা মূর্তি হতে দূরে থাক। (তাবারী ২৪/১৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) বলেন যে, **رُجْزَ** এর অর্থ হল প্রতিমা বা মূর্তি। (তাবারী ২৪/১৩) ইবরাহীম (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে নাফরমানী পরিত্যাগ কর। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে নাবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করনা। আল্লাহতো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ

মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আরও অধিক পাওয়ার আশায় তুমি দান করনা। খুসাইফ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কল্যাণ প্রার্থনার আধিক্য দ্বারা দুর্বলতা প্রকাশ করনা। (তাবারী ২৪/১৬) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ তোমার রবের উদ্দেশে ধৈর্যধারণ কর। অর্থাৎ আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে জনগণের পক্ষ হতে তোমাকে যে কষ্ট দেয়া হয় তাতে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ধৈর্য অবলম্বন কর। (তাবারী ২৪/১৬) এটি মুজাহিদের (রহঃ) ভাষ্য। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর খুশির জন্য তুমি যে দান করেছ সেই জন্য ধৈর্য ধারণ কর। (বাগাবী ৪/৪১৪)

বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) শা'বি (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ বলেন যে, نَاقُورِ শব্দ দ্বারা সূর বা শিংগাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল শিং-এর আকার বিশিষ্ট। (তাবারী ২৪/১৮) ইব্ন হাতিম (রহঃ) বলেন যে, আবূ সাঈদ আল আশায (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন, আসবাত ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ)

তাদেরকে মুতাররিফ (রহঃ) হতে, তিনি আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ‘আমি কি করে শান্তিতে থাকতে পারি? অথচ শিংগাধারণকারী মালাক/ফেরেশতা নিজের মুখে শিংগা ধরে রেখেছেন এবং ললাট ঝুঁকিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন হুকুম হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন।’ সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমাদেরকে আপনি কি করতে উপদেশ দিচ্ছেন?’ জবাবে তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা নিম্নের কালেমাটি বলতে থাকবে ঃ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করি।’ (আহমাদ ৩২৬)

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন হবে এক সংকটের দিন অর্থাৎ কঠিন দিন, যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

কাফিরেরা বলবে ঃ কঠিন এই দিন। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৮)

বর্ণিত আছে যে, যারারাহ ইব্‌ন আওফা (রহঃ) বসরার কাযী ছিলেন। একদা তিনি তাঁর মুক্তাদীদেরকে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছিলেন এবং সালাতে তিনি এই সূরাটিই তিলাওয়াত করছিলেন। পড়তে পড়তে যখন তিনি فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন তখন হঠাৎ তিনি ভীষণ জোরে চীৎকার করে ওঠেন এবং সাথে সাথে মাটিতে পড়ে যান। দেখা গেল যে, তার প্রাণ তার দেহ-পিঞ্জির থেকে বেরিয়ে গেছে! আল্লাহ তার প্রতি রাহমাত নাযিল করুন! (হাকিম ২/৫০৭)

১১। আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে।	١١. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

১২। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ।	١٢. وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًا مَّمْدُودًا
১৩। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ।	١٣. وَبَنِينَ شُهُودًا
১৪। এবং তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ।	١٤. وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا
১৫। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই।	١٥. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
১৬। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।	١٦. كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأَيَـٰتِنَا عَنِيدًا
১৭। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।	١٧. سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا
১৮। সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।	١٨. إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ
১৯। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল!	١٩. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
২০। আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল!	٢٠. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
২১। সে আবার চেয়ে দেখল।	٢١. ثُمَّ نَظَرَ
২২। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।	٢٢. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

২৩। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল।	٢٣. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ
২৪। এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।	٢٤. فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ
২৫। এটাতো মানুষের কথা।	٢٥. إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ
২৬। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ।	٢٦. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ
২৭। তুমি কি জান সাকার কি?	٢٧. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ
২৮। উহা তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবেনা এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবেনা।	٢٨. لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ
২৯। ইহাতো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে।	٢٩. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ
৩০। উহার তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী।	٣٠. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

যারা কুরআনকে যাদু বলে তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ঐ সমস্ত অবাধ্য বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন, যাদেরকে তিনি দুনিয়ায় অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর নি'আমাতসমূহের শোকর গুজারী করছেনা, বরং তারা অবিশ্বাসীদের সাথে ভালবাসা ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে এবং আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং দাবী করছে যে, উহা মানুষের রচিত বাক্য। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا সে একাকী মায়ের পেট হতে বের হয়েছে। তার না ছিল কোন ধন-সম্পদ এবং না ছিল কোন সন্তান-সন্ততি। সঙ্গে তার কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদশালী বানিয়েছেন। তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। কেহ কেহ বলেন যে, হাজার দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা, কারও কারও মতে লক্ষ দীনার, আবার কেহ কেহ বলেন যে, জমি-জমা ইত্যাদি দান করেছেন। তাকে অনেক সন্তান দান করা হয়েছিল। সুদ্দী (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) এবং আসীম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, তারা ছিল তেরোটি সন্তান। (দুররুল মানসুর ৮/৩২৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে দশটি সন্তান দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ২৪/২১) তারা সবাই তার পাশে বসে থাকত। চাকর-বাকর, দাস-দাসী তার জন্য কাজ-কর্ম করত এবং সে আনন্দ-স্ফূর্তি করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে জীবন যাপন করত। মোট কথা, তার ধন-দৌলত, দাস-দাসী এবং আরাম-আয়েশ সব কিছুই বিদ্যমান ছিল। তবুও প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ হতনা। সে আরও বেশি কামনা করত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا এখন কিন্তু আর এরূপ হবেনা। সেতো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। অর্থাৎ সে জ্ঞান লাভের পরেও আমার নি'আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, '*সাঊদ*' হল জাহান্নামের এক কংকরময় ভূমির নাম, যার উপর দিয়ে কাফিরকে মুখের ভরে টেনে আনা হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৩৩১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, সাঊদ হল জাহান্নামের এক শক্ত পিচ্ছিল পাথর যার উপর জাহান্নামীকে বেয়ে উঠতে বাধ্য করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আয়াতের ভাবার্থ হল ঃ আমি তাকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করব। (তাবারী ২৪/২৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এমন শাস্তি যা হতে কখনও বিরতি লাভ করা যাবেনা। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ আমি তাকে এই কষ্ট ও শাস্তির নিকটবর্তী এ জন্যই করেছি যে, সে ঈমান হতে বহু দূরে ছিল এবং চিন্তা-ভাবনা করে এটা স্থির করে নিচ্ছিল যে, কুরআন কারীম সম্পর্কে সে একটা মন্তব্য করবে!

অতঃপর তার উপর দুঃখ প্রকাশ করে বলা হচ্ছে ঃ অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! সে কতই না জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে! সে

কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে! বারবার চিন্তা-ভাবনা করার পর ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর সে পিছন ফিরেছে ও দম্ভ প্রকাশ করেছে। তারপর ঘোষণা করেছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পূর্ববর্তী লোকদের যাদুমন্ত্র বর্ণনা করছে এবং ওটাই মানুষকে শোনাচ্ছে। সে বলছে ঃ এটাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটাতো মানুষেরই কথা।

যার কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হল ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম হল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা মাখযূমী, যে কুরাইশদের নেতা ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঘটনাটি হল ঃ একদা এই অপবিত্র ওয়ালীদ আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে এলো এবং তাঁর নিকট হতে কুরআনুল হাকীমের কিছু অংশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আবূ বাকর (রাঃ) তখন তাকে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন। এতে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। ওখান থেকে বের হয়ে সে কুরাইশদের সমাবেশে গিয়ে হাযির হল এবং বলতে লাগল ঃ 'হে জনমন্ডলী! বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন পাঠ করে থাকেন, আল্লাহর শপথ! ওটা কবিতাও নয়, যাদু-মন্ত্রও নয় এবং পাগলের কথাও নয়। বরং খাস আল্লাহর কথা! এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।' কুরাইশরা তার এ কথা শুনে নিজেদের মধ্যে প্রমাদ গুণতে থাকে এবং বলে ঃ 'এ যদি মুসলিম হয়ে যায় তাহলে কুরাইশদের একজনও মুসলিম হতে বাকী থাকবেনা।' আবূ জাহল খবর পেয়ে বলল ঃ 'তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়োনা। দেখ, আমি কৌশলে তাকে ইসলাম হতে বিমুখ করে দিচ্ছি।' এ কথা বলে সে মাথায় এক বুদ্ধি এঁটে নিয়ে ওয়ালীদের বাড়ীতে গেল এবং তাকে বলল ঃ 'আপনার কাওম আপনার জন্য চাঁদা ধরে বহু অর্থ জমা করেছে এবং ওগুলো তারা আপনাকে দান করতে চায়।' এ কথা শুনে ওয়ালীদ বলল ঃ তাদের চাঁদা ও দানের আমার কি প্রয়োজন? সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। আমার সন্তান-সন্ততিও বহু রয়েছে।' আবূ জাহল বলল ঃ 'হ্যাঁ, তা ঠিক বটে। কিন্তু লোকদের মধ্যে এই আলোচনা চলছে যে, আপনি যে আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে যাতায়াত করছেন তা শুধু কিছু লাভের আশায়।' এ কথা শুনে ওয়ালীদ বলল ঃ 'আমার বংশের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে যে এসব গুজব রটেছে তাতো আমার মোটেই জানা ছিলনা? আচ্ছা, এখন আমি শপথ করে বলছি যে, আর কখনও আমি আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবনা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলে তাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।’ এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর **ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا** হতে **لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ** পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৪/২৪, হাকিম ২/৫০৭, বাইহাকী ২/১৯৮, ১৯৯)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ওয়ালীদ কুরআন কারীম সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল ঃ ‘কুরআনের ব্যাপারে বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, ওটা কবিতা নয়, ওতে মধুরতা রয়েছে, ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এটা বিজয়ী, বিজিত নয়। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা যাদু।’ এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করল! (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ১৬) তিনি আরও বলেন ঃ

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ২২) (তাবারী ২৪/২৫) আল্লাহ বলেন ঃ

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ আমি তার চর্তুদিক ‘*সাকার*’ দ্বারা গ্রাস করাব। এই আয়াতটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হল বান্দাদেরকে হুশিয়ার করে দেয়া এবং বিষয়টি যে অবশ্যম্ভাবি তা বুঝিয়ে দেয়া। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, **وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ** ঐ সাকারে পতিত ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে এতটুকু ছাড় দেয়া হবেনা এবং অবসরও দেয়া হবেনা। এরপর আল্লাহ তার শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ আমি তাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দিব যা অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তির আগুন যা গোশত, অস্থি, চর্ম সবই খেয়ে ফেলবে। আবার এগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং পুনরায় জ্বালিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং এ শাস্তি না তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে, আর না মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ **عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ** এই জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে রয়েছে

ঊনিশ জন প্রহরী। তারা হবে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়। তাদের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র থাকবেনা।

৩১। আমি তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্ত রে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিরেরা বলবে ঃ আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটাতো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।	٣١. وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ
৩২। কক্ষনো না, চন্দ্রের শপথ!	٣٢. كَلَّا وَٱلْقَمَرِ
৩৩। শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে।	٣٣. وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ

৩৪। শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল।	٣٤. وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ
৩৫। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম।	٣٥. إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ
৩৬। মানুষের জন্য সতর্ককারী।	٣٦. نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ
৩৭। তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্য।	٣٧. لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً শাস্তির কাজের উপর এবং জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি মালাইকাকে নিযুক্ত করেছি, যারা নির্দয় ও কঠোর ভাষী। এ কথার দ্বারা কুরাইশদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। যখন জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তখন আবূ জাহল বলে ঃ ‘হে কুরাইশদের দল! তোমাদের দশ জন কি তাদের এক জনের উপর জয় লাভ করতে পারবেনা?’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আমি জাহান্নামের প্রহরী করেছি মালাইকাকে। তারা মানুষ নয়। সুতরাং তাদেরকে পরাজিত করাও যাবেনা এবং ক্লান্ত করাও যাবেনা।

এটাও বলা হয়েছে যে, আবুল আশদাইন, যার নাম ছিল কালদাহ ইব্ন উসায়েদ ইব্ন খালফ, বলে ঃ ‘হে কুরাইশদের দল! তোমরা (জাহান্নামের ঊনিশ জন প্রহরীদের) দু’জনকে প্রতিহত কর, বাকী সতেরো জনকে প্রতিহত করার জন্য আমি একাই যথেষ্ট।’ সে ছিল বড় আত্মগর্বী এবং সে খুব শক্তিশালীও ছিল। তার শক্তি এত বেশি ছিল যে, সে যদি একটি গরুর চামড়ার উপর দাঁড়াত এবং দশজন লোক তার পায়ের নীচ হতে ঐ চামড়াকে বের করার জন্য জোরে টান দিত তাহলে চামড়া ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যেত, তথাপি তার পায়ের নিচ থেকে চামড়া সরানো যেতনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا এই সংখ্যার উল্লেখ পরীক্ষা স্বরূপই ছিল। এক দিকে কাফিরদের কুফরীর দরজা খুলে যায় এবং অপর দিকে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সত্য। কেননা তাদের কিতাবেও এই সংখ্যাই ছিল। তৃতীয়তঃ এর ফলে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। মু’মিন ও কিতাবীদের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ মুনাফিকরা এবং কাফিরেরা বলে উঠল ঃ আল্লাহ তা‘আলা এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এখানে এটা উল্লেখ করার মধ্যে কি হিকমাত রয়েছে? আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, এ ধরণের কথা দ্বারা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। আল্লাহর এ সমুদয় কাজই হিকমাত ও রহস্যে পরিপূর্ণ।

আল্লাহ ছাড়া তাঁর বাহিনী সম্পর্কে অন্য কারও জ্ঞান নেই

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই ওয়াকিফহাল। তাদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যার আধিক্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে। এটা মনে করনা যে, তাদের সংখ্যা মাত্র ঊনিশই। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মি‘রাজ সম্বলিত হাদীসে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মা’মূরের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ ‘ওটা সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে। ওর মধ্যে প্রত্যহ পালাক্রমে সত্তর হাজার মালাইকা/ফেরেশতা প্রবেশ করে থাকেন। কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে তাঁরা তাতে প্রবেশ করতেই থাকবেন। কিন্তু মালাইকার সংখ্যা এত অধিক যে, একদিন যে সত্তর হাজার মালাইকা ঐ বাইতুল মা’মূরে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁদের আর ওর মধ্যে প্রবেশ করার পালা আসবেনা।’ (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, মুসলিম ১/১৪৬) এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ জাহান্নামের এই বর্ণনাতো মানুষের জন্য সাবধান বাণী। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা চন্দ্রের অবসান ঘটা রাতের এবং আলোকোজ্জ্বল প্রভাতকালের শপথ করে বলেন ঃ এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। এর দ্বারা যে জাহান্নামের আগুনকে বুঝানো হয়েছে তা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং পূর্ব যুগীয় আরও বহু মনীষীর উক্তি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ. لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ এটা মানুষের জন্য সতর্ককারী বাণী, তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্য। অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে এই সতর্ক বাণীকে কবূল করে নিয়ে সত্যের পথে এসে যাবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে এর পরেও এটা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে থাকবে, এখান হতে দূরে সরে থাকবে এবং এটাকে প্রতিরোধ করতে থাকবে।

৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।	٣٨. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
৩৯। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়।	٣٩. إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ
৪০। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে -	٤٠. فِى جَنَّـٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ
৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে,	٤١. عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ
৪২। তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে?	٤٢. مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ
৪৩। তারা বলবে ঃ আমরা সালাত আদায় করতামনা -	٤٣. قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ
৪৪। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতামনা,	٤٤. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ
৪৫। এবং আমরা আলোচনা-কারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম,	٤٥. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ
৪৬। আমরা কর্মফল দিন অস্বীকার করতাম,	٤٦. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ
৪৭। আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।	٤٧. حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ

৪৮। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা।	٤٨. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَـٰعَةُ ٱلشَّـٰفِعِينَ
৪৯। তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে?	٤٩. فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
৫০। তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ,	٥٠. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ
৫১। যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর।	٥١. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍۭ
৫২। বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উম্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক।	٥٢. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً
৫৩। না ইহা হবার নয়, বরং তারাতো আখিরাতের ভয় পোষণ করেনা।	٥٣. كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ
৫৪। কখনও না, এটাতো উপদেশ মাত্র।	٥٤. كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ
৫৫। অতএব যার ইচ্ছা সে ইহা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক।	٥٥. فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
৫৬। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহ উপদেশ গ্রহণ করবেনা, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।	٥٦. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে কথোপকথন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ কিয়ামাতের দিন প্রত্যেককেই তার আমলের উপর পাকড়াও করা হবে। কিন্তু যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা জান্নাতের বাগানে শান্তিতে বসে থাকবে। তারা জাহান্নামীদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির মধ্যে দেখে তাদেরকে বলবে ঃ কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা উত্তরে বলবে ঃ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ আমরা আমাদের রবের ইবাদাত করিনি এবং তাঁর সৃষ্টজীবের সাথে সদ্ব্যবহার করিনি, গরীব মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করিনি। অজ্ঞতা বশতঃ আমাদের মনে যা এসেছে তা'ই বলেছি। যেখানেই কেহকেও ভ্রান্ত পথে চলতে দেখেছি সেখানেই আমরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি এবং কিয়ামাতকেও অস্বীকার করেছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। এখানে يَقِين দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের আয়াতেও মৃত্যু অর্থে يَقِين শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৯) উসমান ইব্‌ন মাযউনের (রাঃ) মৃত্যু সম্পর্কীয় হাদীসেও يَقِين শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

فَقَد جَاءَهُ الْيَقِيْنُ مِنْ رَّبِّه

'তার রবের পক্ষ হতে তার নিকট মৃত্যু এসে গেছে।' (বাইহাকী ৩/৪০৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা। কেননা শাফাআতের যোগ্যতর ব্যক্তির ব্যাপারেই শুধু শাফাআত ফলদায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু যার প্রাণ কুফরীর উপরই বের হয়েছে তার জন্য সুপারিশ কি করে ফলদায়ক হতে পারে? সে চিরতরে হাবিয়াহ জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

কাফিরদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, তারা সত্য ধর্ম থেকে এমনভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যেন কোন বন্য বানরকে বনের কোন হিংস্র সিংহ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। (তাবারী ২৪/৪২) হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ (রহঃ) আলী ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইউসুফ ইব্‌ন মিহরান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আরাবীতে قَسْوَرَةٌ (কাসওয়ারাহ) শব্দের অর্থ হচ্ছে সিংহ। আবিসিনিয়ান ভাষায়ও একে 'কাসওয়ারাহ' বলা হয়। ফার্সি ভাষায় একে বলা হয় 'শের' এবং নাবতিয়াহ ভাষায় বলা হয় 'আওবা'। (তাবারী ২৪/৪২)

ফারসী ভাষায় যাকে شِيْر বলে, আরাবী ভাষায় তাকে اَسَد বা সিংহ বলে। আর হাবশী ভাষায় তাকে قَسْوَرَةٌ বলা হয়। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এর অর্থ করেছেন ঃ মূর্তিপূজক কাফিরেরা চাচ্ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন কুরআন প্রদান করা হয়েছে, তাদেরকেও যেন অনুরূপ কিতাব প্রদান করা হয়। (কুরতুবী ১৯/৯০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা, রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪)

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ তারা চায় যে, তাদেরকে বিনা আমলেই ছেড়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/৪৩)

কুরআন হল সবার জন্য উপদেশ ও সতর্ক বাণী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আখিরাতের ভয় পোষণ করেনা। কারণ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এ বিশ্বাসই তাদের নেই। সুতরাং যেটাকে তারা বিশ্বাসই করেনা সেটাকে ভয় করবে কি করে?

মহান আল্লাহ বলেন ঃ প্রকৃত কথা এই যে, কুরআনই হল সকলের জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেহ উপদেশ গ্রহণ করবেনা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৩০, ৮১ ঃ ২৯) অর্থাৎ তোমাদের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ একমাত্র তিনিই (আল্লাহই) ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে ভয় করতে হবে এবং যে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার একমাত্র তিনিই মালিক। (তাবারী)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'একমাত্র আমিই ভয়ের যোগ্য, সুতরাং একমাত্র আমাকেই ভয় করতে হবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করা চলবেনা। (তাবারী ২৪/৪৪) যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা হতে বেঁচে গেল সে আমার ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে গেল।'

সূরা মুদ্দাস্সির-এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৫ ঃ কিয়ামাহ, মাক্কী

٧٥ – سورة القيامة، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪০, রুকূ ২)

(اٰيَاتُهَا : ٤٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আমি শপথ করছি কিয়ামাত দিবসের।	١. لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ
২। আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।	٢. وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ
৩। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবনা?	٣. أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ
৪। বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃ বিন্যস্ত করতে সক্ষম।	٤. بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ
৫। তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়;	٥. بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَـٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ
৬। সে প্রশ্ন করে ঃ কখন কিয়ামাত দিবস আসবে?	٦. يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَـٰمَةِ
৭। যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।	٧. فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ
৮। এবং চক্ষু হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন।	٨. وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ

৯। যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে।	٩. وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ
১০। সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালানোর স্থান কোথায়?	١٠. يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ
১১। না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।	١١. كَلَّا لَا وَزَرَ
১২। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট।	١٢. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ
১৩। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে।	١٣. يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
১৪। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।	١٤. بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ
১৫। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।	١٥. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ

কিয়ামাত দিবসে বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার শপথ এবং অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

একাধিকবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে জিনিসের উপর শপথ করা হয় ওটা যদি প্রত্যাখ্যান করার জিনিস হয় তাহলে ওর পূর্বে لَا এ কালেমাটি নেতিবাচকের গুরুত্বের জন্য আনয়ন করা বৈধ। এখানে শপথ করা হচ্ছে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার উপর এবং অজ্ঞ লোকদের এর প্রত্যাখ্যানের উপর যে, কিয়ামাত হবেনা। মহান আল্লাহ তাই বলছেন ঃ আমি শপথ করছি কিয়ামাত দিবসের এবং আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের শপথ এবং তিরস্কারকারী আত্মার শপথ দু'টিরই শপথ করছি। (তাবারী ২৪/৪৮) হাসান বাসরীর (রহঃ) মতে প্রথমটির শপথ এবং দ্বিতীয়টির শপথ নয়। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দু'টিরই শপথ করেছেন। যেমন কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (কুরতুবী ১৯/৯১, দুররুল মানসুর ৮/৪৭)

কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে সবাই অবহিত। **نَفْس لَوَّامَة** এর তাফসীরে হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মু'মিনের নাফ্‌স উদ্দেশ্য। এটা সব সময় নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে যে, এটা কেন করলে? কেন এটা খেলে? কেন এই ধারণা মনে এলো? তবে হ্যাঁ, ফাসিকের নাফ্‌স সদা উদাসীন থাকে। তার কি দায় পড়েছে যে, সে নিজের নাফ্‌সকে তিরস্কার করবে? (কুরতুবী ১৯/৯৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ নাফ্‌স উদ্দেশ্য যা ছুটে যাওয়া জিনিসের উপর লজ্জিত হয় এবং তজ্জন্য নিজেকে ভর্ৎসনা করে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ উক্তিগুলি ভাবার্থের দিক দিয়ে প্রায় একই ভাবার্থ। তা এই যে, এটা ঐ নাফ্‌স যা সাওয়াবের স্বল্পতার জন্য এবং দুষ্কার্য হয়ে যাওয়ার জন্য নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে। (তাবারী ২৪/৫০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবনা? এটাতো তাদের বড়ই ভুল ধারণা। আমি ওগুলিকে বিভিন্ন জায়গা হতে একত্রিত করে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দিব এবং ওকে পূর্ণভাবে গঠন করব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্বরই আমি ওগুলি একত্রিত করব। আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। আমি ইচ্ছা করলে সে পূর্বে যা ছিল তার চেয়েও কিছু বেশি দিয়ে তাকে পুনরুত্থিত করতে পারব। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ মানুষ তার ইচ্ছা মত পাপ কাজে লিপ্ত থেকে সামনে এগিয়ে যেতে চায়। বুকে আশা বেঁধে রয়েছে এবং বলছে ঃ পাপকাজ করেতো যাই, পরে তাওবাহ করে নিব। তারা কিয়ামাত দিবসকে, যা তাদের সামনে রয়েছে, অস্বীকার করছে। সে পদে পদে নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই বলা হয়েছে ঃ

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَة সে প্রশ্ন করে ঃ কখন কিয়ামাত দিবস আসবে? তার এ প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। তার বিশ্বাসতো এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَـْٔخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? বল ঃ তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন যা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবেনা, তরান্বিতও করতে পারবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৯-৩০) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ

নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৩) তারা ভয়ে ও ত্রাসে চোখ বড় বড় করে এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর থাকবেনা। কারণ কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা মানুষকে ভয়-ভীতিতে আচ্ছন্ন করে রাখবে। অন্যরা শব্দটিকে '*বারাকা*' হিসাবে উচ্চারণ করেছেন, যার অর্থ দাঁড়ায় হতবুদ্ধি হওয়া, নতজানু হওয়া এবং অবমাননা হওয়া। এসব কিছুই হবে কিয়ামাত দিবসের আতঙ্কময় বিচারের কাজ প্রত্যক্ষ করার আশঙ্কার কারণে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَخَسَفَ الْقَمَرُ চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ দু'টিকেই জ্যোতিহীন করে জড়িয়ে নেয়া হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে গুটিয়ে ফেলা হবে। (তাবারী ২৪/৫৭) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেছেন ঃ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ

সূর্য যখন নিস্প্রভ হবে এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। (সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ ঃ ১-২) ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে وَجَمَعَ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ রয়েছে।

মানুষ এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবে ঃ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ আজ পালানোর স্থান কোথায়? তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হবে ঃ না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। এই দিন ঠাঁই হবে তোমার রবেরই নিকট। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই ঃ

مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ

যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা, আর না (তোমাদের পাপ) অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৭)

বিচার দিবসে প্রত্যেকের কাছে তাদের আমলনামা দেয়া হবে

ঘোষিত হচ্ছে ঃ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ লোকেরা জানতে পারবে যে, বিগত জীবনে তারা কি করেছে, তা জীবনের প্রথমেই হোক অথবা শেষেই হোক, তা প্রথম কাজটি হোক অথবা সর্বশেষ কাজটিই হোক, তা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম হোক অথবা অনেক বড়ই হোক। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱقْرَأْ كِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১৪) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার চোখ-কান, হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। (তাবারী ২৪/৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে নিজেই তার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তুমি যদি তাকে দেখতে চাও তাহলে দেখতে পাবে যে, সে

অন্যদের দোষ-ত্রুটি দেখতে রয়েছে, আর নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে রয়েছে সম্পূর্ণ উদাসীন! বলা হয় যে, ইঞ্জিলে লিখিত রয়েছে ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ভাইয়ের চোখের ছোট ছোট অংশ দেখতে পাচ্ছ, অথচ তোমার নিজের চোখের গাছের গুড়িসম অংশটাও দেখতে পাচ্ছনা?' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ** এর অর্থ হচ্ছে সে নিজকে বাঁচানোর জন্য নানা যুক্তি, অজুহাত তুলে ধরতে থাকবে, যদিও তার কর্মকান্ডের জন্য সে নিজেই উত্তম সাক্ষী। (তাবারী ২৪/৬৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন মানুষ বাজে বাহানা, মিথ্যা প্রমাণ এবং নিরর্থক ওযর পেশ করবে, কিন্তু তার একটি ওযরও গৃহীত হবেনা। (তাবারী ২৪/৬৫) যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ তোমাদের নিকট শপথ করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৮) মোট কথা, কিয়ামাতের দিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ

যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫২)

وَأَلْقَوْا۟ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ

সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৭)

فَأَلْقَوُا۟ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ

অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে ঃ আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৮)

وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। ((সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) (তাবারী ২৪/৬৪) তারাতো শির্কের সাথে সাথে নিজেদের সমস্ত দুষ্কর্মকেই অস্বীকার করবে, কিন্তু সবই বৃথা হবে। তাদের ঐ অস্বীকৃতি তাদের কোনই উপকারে আসবেনা।

১৬। তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা দ্রুততার সাথে সঞ্চালন করনা।	١٦. لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ
১৭। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।	١٧. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ
১৮। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।	١٨. فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ
১৯। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।	١٩. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ
২০। না, তোমরা প্রকৃত পক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস।	٢٠. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ
২১। এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।	٢١. وَتَذَرُونَ ٱلْأَاخِرَةَ
২২। সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে।	٢٢. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ
২৩। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।	٢٣. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
২৪। কোন কোন মুখমন্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ,	٢٤. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ

২৫। এই আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।	٢٥. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

কিভাবে রাসূলের (সাঃ) কাছে অহী অবতীর্ণ হত

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি মালাক/ফেরেশতার নিকট হতে কিভাবে অহী গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী গ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়া করতেন। জিবরাঈল মালাক যখন অহীকৃত কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন তখন তিনিও তার সাথে সাথে মুখস্থ করতে চেষ্টা করতেন। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ যখন মালাক অহী নিয়ে আসবে তখন তুমি শুনতে থাকবে। অতঃপর যে ভয়ে তিনি এরূপ করতেন সেই ব্যাপারে তাঁকে সান্ত না দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ হে নাবী! তোমার বক্ষে ওটা জমা করে দেয়া এবং তোমার ভাষায় তা হুবহু পাঠ করিয়ে ও মুখস্থ করিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমার। অনুরূপভাবে তোমার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার। সুতরাং প্রথম অবস্থা হল মুখস্থ করানো, দ্বিতীয় অবস্থা হল পড়িয়ে নেয়া এবং তৃতীয় অবস্থা হল বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়ে নেয়া। তিনটিরই দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজে গ্রহণ করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

তোমার প্রতি আল্লাহর অহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করনা এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ হে নাবী! সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ করি অর্থাৎ আমার নাযিলকৃত মালাক ওটা পাঠ করে তখন তুমি ঐ পাঠের অনুসরণ কর অর্থাৎ শুনতে থাক এবং তার পাঠ শেষ হলে পর পাঠ কর।

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী গ্রহণ করতে খুবই কষ্ট বোধ হত এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। তাই তিনি মালাকের সাথে সাথে পড়তে থাকতেন এবং স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় নাড়াতে থাকতেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাস (রাঃ) স্বীয় ওষ্ঠ নেড়ে দেখিয়ে দেন এবং তাঁর শিষ্য সাঈদও (রহঃ) নিজের উস্তাদের মত নিজের ওষ্ঠ নেড়ে তাঁর শিষ্যকে দেখান। ঐ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ হে নাবী! তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করনা। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন জিবরাঈল এটা পাঠ করে তখন তুমি নীরবে তা শ্রবণ করবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ রিওয়ায়াতটি রয়েছে। সহীহ বুখারীতে এও রয়েছে যে, যখন অহী অবতীর্ণ হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকতেন এবং মালাক চলে যাওয়ার পর তিনি তা পাঠ করতেন। (আহমাদ ১/৩৪৩, ফাতহুল বারী ১/৩৯, ৮/৫৪৭, ৫৫০, ৭০৭ ১৩/৫০৮; মুসলিম ১/৩৩০)

বিচার দিবসকে অস্বীকার করার কারণ হল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. এই কাফিরদের কিয়ামাতকে অস্বীকার করতে, আল্লাহর পবিত্র কিতাবকে অমান্য করতে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করতে উদ্বুদ্ধকারী হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম এবং আখিরাত বর্জন। অথচ আখিরাত হল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দিন।

পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ঐ দিন বহু লোক এমন হবে যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে ঃ 'শীঘ্রই তোমাদের রাব্বকে তোমরা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে। বহু হাদীসে মুতাওয়াতির সনদে, যেগুলি হাদীসের ইমামগণ নিজেদের কিতাবসমূহে আনয়ন করেছেন, এটা বর্ণিত হয়েছে যে,

মু'মিনরা কিয়ামাতের দিন তাদের রাব্বকে দেখতে পাবে। এ হাদীসগুলিকে কেহ মুছে ফেলতে পারবেনা এবং অস্বীকারও করতে পারবেনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কি আমরা আমাদের রাব্বকে দেখতে পাব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট কিংবা অসুবিধা হয় কি?' উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ 'জী না।' তখন তিনি বললেন ঃ 'এভাবেই তোমরা তোমাদের রাব্বকে দেখতে পাবে।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩০, মুসলিম ১/১৬২, ১৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেই যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রাব্বকে দেখতে পাবে যেমনভাবে এই চাঁদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং সম্ভব হলে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বের সালাতে (অর্থাৎ ফাজরের সালাতে) এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের সালাতে (অর্থাৎ আসরের সালাতে) তোমরা কোন প্রকার অবহেলা করবেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৯, মুসলিম ১/৪৩৯)

সহীহ মুসলিমে সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'তোমাদেরকে যদি আমি আরও কিছু অতিরিক্ত দিই তা তোমরা চাও কি?' তারা উত্তরে বলবে ঃ 'আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমাদের আর কোন্ জিনিসের প্রয়োজন থাকতে পারে?' তৎক্ষণাৎ পর্দা সরে যাবে। তখন তাদের কাছে অতিরিক্ত আর কিছুই চাওয়ার থাকবেনা যখন তারা তাদের আনন্দ ও ভালবাসার পাত্র আল্লাহকে দেখতে পাবে। এটাকেই **زِيَادَة** বলা হয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬) (মুসলিম ১/১৬৩)

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের মাইদানে মু'মিনদের সামনে হাসি মুখে উপস্থিত হবেন। (মুসলিম ১/১৭৮)

এসব হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মু'মিনরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভে ধন্য হবে।

বিচার দিবসে কারও কারও মুখমন্ডল হবে কালো

ইহা হবে কিয়ামাত দিবসে খোলা মাঠে যখন সবাইকে উপস্থিত করা হবে। কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় আছে যে, ঈমানদারগণ খোলা মাঠে তাদের রাব্বকে তাকিয়ে দেখতে থাকবেন। অন্যরা বলেন যে, তারা (ঈমানদারগণ) জান্নাতে বসে আল্লাহকে দেখতে পাবেন। হাসান (রহঃ) বলেন যে, 'সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে' এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কতকগুলি চেহারা সেদিন অতি সুন্দর দেখাবে। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

সেদিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ (উজ্জ্বল) এবং কতক মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৬) মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তিগুলিও অনুরূপ ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ.

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ

সেদিন বহু আনন হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত। সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। তারাই কাফির ও পাপাচারী। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৮-৪২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذ بَاسرَةٌ. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ তারা হল ঐ সমস্ত পাপী ও অপরাধী যাদের মুখমন্ডল কিয়ামাত দিবসে হবে কালিমাচ্ছন্ন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের মুখমন্ডল হবে বিষন্ন। (তাবারী ২৪/৭৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদের মুখমন্ডল হয়ে যাবে বিবর্ণ। (কুরতুবী ১৯/১১০) تَظُنُّ অর্থাৎ তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা

ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, তারা ভাবতে থাকবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করানো হবে। মহিমান্বিত আল্লাহর এ উক্তিগুলিও ঐ রূপ ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً

সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে, কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২-৪)

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ. لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ. لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে, তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ৫-৭)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ. لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত। অবস্থান হবে সমুন্নত জান্নাতে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ৮-১০) এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

২৬। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।	٢٦. كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ
২৭। এবং বলা হবে ঃ কে তাকে রক্ষা করবে?	٢٧. وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ
২৮। তখন তার প্রত্যয় হবে যে, উহা বিদায়ক্ষণ।	٢٨. وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ
২৯। এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে।	٢٩. وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ
৩০। সেদিন তোমার রবের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।	٣٠. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ

৩১। সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি।	٣١. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ
৩২। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।	٣٢. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
৩৩। অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে।	٣٣. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ
৩৪। তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ!	٣٤. أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ
৩৫। আবার তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ!	٣٥. ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ
৩৬। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?	٣٦. أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى
৩৭। সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলনা?	٣٧. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ
৩৮। অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।	٣٨. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ
৩৯। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।	٣٩. فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ

ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ	
٤٠. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ	**৪০। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?**

মৃত্যুর আলামত

এখানে মৃত্যু ও মৃত্যু-যাতনার খবর দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ কঠিন অবস্থায় সত্যের উপর স্থির থাকার তাওফীক দান করুন! **كَلَّا** শব্দটিকে এখানে ধমকের অর্থে নেয়া হলে অর্থ হবে ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যে আমার খবরকে অবিশ্বাস করছ তা উচিত নয়, বরং তাঁর কাজ-কারবারতো তুমি দৈনন্দিন প্রকাশ্যভাবে দেখতে রয়েছ। আর যদি এটা **حَقًّا** অর্থে নেয়া হয় তাহলেতো ভাবার্থ বেশি প্রতীয়মান হবে। অর্থাৎ যখন তোমার রূহ্ তোমার দেহ থেকে বের হতে থাকবে এবং তোমার কন্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ. وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

পরন্তু কেন নয় - প্রাণ যখন কন্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক, আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা ওটা ফিরাওনা কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও! (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৮৩-৮৭) বলা হবে ঃ

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ কে তাকে রক্ষা করবে? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ঃ কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছে কি? আবূ কিলাবা (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ঃ কোন ডাক্তার ইত্যাদির দ্বারা কি আরোগ্য দান করা যেতে পারে?

কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদেরও (রহঃ) এটাই উক্তি। (তাবারী ২৪/৭৫) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। এর একটি ভাবার্থ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাত তার উপর জমা হয়ে যাবে। ওটা দুনিয়ার শেষ দিন হয় এবং আখিরাতের প্রথম দিন হয়। সুতরাং সে কঠিন হতে কঠিনতম অবস্থার সম্মুখীন হয়। তবে কারও উপর আল্লাহ রাহমাত করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। দ্বিতীয় ভাবার্থ ইকরিমাহ (রহঃ) হতে করা হয়েছে যে, একটি বড় ব্যাপার অন্য একটি বড় ব্যাপারের সাথে মিলিত হওয়া। বিপদের উপর বিপদ এসে পড়া।

তৃতীয় ভাবার্থ হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ মনীষী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং মরণোন্মুখ ব্যক্তির কঠিন যন্ত্রণার কারণে তার পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। (তাবারী ২৪/৭৮) পূর্বে সেতো এই পায়ের উপর চলাফিরা করত, কিন্তু এখনতো তা মৃত এবং তাকে আর বহন করে চলবেনা। (কুরতুবী ১৯/১১২) মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ সেই দিন আল্লাহর নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে। রূহ্ আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে নির্দেশ দেন ঃ তোমরা এই রূহকে পুনরায় যমীনেই নিয়ে যাও। কারণ আমি তাদের সবাইকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতেই পুনর্বার তাদেরকে বের করব। যেমন এটা বারা (রাঃ) বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে এসেছে। এ বিষয়টিই অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَـٰسِبِينَ

আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার

অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬১-৬২)

কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসীদের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ঐ কাফির ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে নিজের আকীদায় সত্যকে অবিশ্বাসকারী এবং স্বীয় আমলে সত্য হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ছিল। কোন মঙ্গলই তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিলনা। না সে আল্লাহর কথাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত, আর না শারীরিকভাবে তাঁর ইবাদাত করত, এমনকি সে সালাতও কায়েম করতনা। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩৩)

وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ

যখন তারা তাদের আপন জনের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ ঃ ৩১) অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا. إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ

সে তার স্বজনদের মধ্যেতো সহর্ষে ছিল, যেহেতু সে ভাবত যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবেনা। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ১৩-১৪) এর পরেই আল্লাহ বলেন ঃ

بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا

হ্যাঁ, (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে) নিশ্চয়ই তার রাব্ব তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ১৫)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ধমক ও ভয় প্রদর্শনের সুরে বলেন ঃ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেও তুমি দম্ভ প্রকাশ করছ! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ

আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৯) এটা তাকে ঘৃণা ও ধমকের সুরে কিয়ামাতের দিন বলা হবে। তিনি আরও বলেন ঃ

كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ

তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো অপরাধী। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৪৬) অন্যত্র বলেন ঃ

فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ

অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত করতে থাক। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১৫) আরও বলা হয়েছে ঃ

ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ

তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪০) এ সমুদয় স্থানে এসব কথা ধমকের সুরেই বলা হয়েছে।

সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ জাহলকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে হুবহু এই শব্দগুলি অবতীর্ণ করেন। (নাসাঈ ৬/৫০৪)

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ফরমানের পর আল্লাহর ঐ দুশমন বলেছিল ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ? জেনে রেখ যে, তুমি ও তোমার রাব্ব আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা, এই দুই পাহাড়ের মাঝে চলাচলকারীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।'

কোন লোককে বিনা জবাবদিহিতায় ছেড়ে দেয়া হবেনা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ **أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى** মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? অর্থাৎ সে কি এটা ধারণা করে যে, তাকে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা হবেনা? তাকে কোন হুকুম ও কোন কিছু হতে নিষেধ করা হবেনা? এরূপ কখনও নয়, বরং দুনিয়াতেও তাকে আদেশ ও নিষেধ করা হবে এবং পরকালেও তার কৃতকর্ম অনুসারে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার জীবনে সে যে সমস্ত কাজ করছে তার কোনটাই হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবেনা, আর কাবরে শায়িত অবস্থায়ও সাওয়াল-জবাব থেকে রেহাই দেয়া হবেনা। বরং ইহজগতে তাকে যে আদেশ নিষেধ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে বিচার দিবসে তাকে প্রশ্ন করা হবে। এ কথা জানানোর উদ্দেশ্য এই যে, যারা আল্লাহর দীন থেকে দূরে সরে গেছে, দীনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে এবং দীনের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করেছে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, কিয়ামাত অবশ্যম্ভবী। এখানে উদ্দেশ্য হল কিয়ামাতকে সাব্যস্ত করা এবং কিয়ামাত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা। এ জন্যই এর দলীল হিসাবে বলা হচ্ছে ঃ মানুষতো প্রকৃত পক্ষে শুক্রের আকারে প্রাণহীন ও ভিত্তিহীন পানির এক নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ফোঁটা ছাড়া কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওটাকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করেন, তারপর তা গোশতের টুকরায় পরিণত হয়, এরপর মহান আল্লাহ ওকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর নারী। যে আল্লাহ এই তুচ্ছ শুক্রকে সুস্থ ও সবল মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি কি তাকে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেননা? অবশ্যই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আরও বেশি সক্ষম হবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭) এই আয়াতের ভাবার্থের ব্যাপারেও দু'টি উক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ। যেমন সূরা রূমের তাফসীরে এর বর্ণনা ও আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা কিয়ামাহ পাঠের পর দু'আ পাঠ

সুনান আবূ দাঊদে মূসা ইব্ন আবী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক স্বীয় ঘরের ছাদের উপর উচ্চস্বরে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলেন। যখন তিনি এই সূরার **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى** এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন তখন তিনি বলেন, **بَلَى** অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই এতে সক্ষম। জনগণ তাকে এটা পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা পাঠ করতে শুনেছি।'

সুনান আবূ দাঊদেই আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা **وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ** পাঠ করবে এবং **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ** (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৮) এই আয়াত পর্যন্ত পড়বে সে যেন পাঠ করে ঃ **بَلَ وَاَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ** ('হ্যাঁ, আপনি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এবং সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমি নিজেও একজন সাক্ষী)।' আর যে, ব্যক্তি **لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ** এ সূরাটি পাঠ করবে এবং **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى** এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন যেন সে **بَلَى** (হ্যাঁ) পাঠ করে। (আবূ দাঊদ ১/৫৪৯) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) একাই এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি।

সূরা কিয়ামাহ্-এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৬ ঃ দাহ্‌র/ইনসান, মাদানী ٧٦ – سورة الإنسان، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৩১, রুকূ ২) (اَيَاتُهَا : ٣١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর দিন ফাজরের সালাতে সূরা আলিফ-লাম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কাল-প্রবাহ মানুষের উপর এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা।	١. هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَـٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـًٔا مَّذۡكُورًا
২। আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।	٢. إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٍ نَّبۡتَلِيهِ فَجَعَلۡنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا
৩। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।	٣. إِنَّا هَدَيۡنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি মানুষকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, তার নিকৃষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা। তিনি তাকে পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করার পর তাকে বর্তমান রূপ ও আকৃতি দান করেছেন। (তাবারী ২৪/৮৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি তাকে পরীক্ষা করার জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ২) সুতরাং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু দান করেছেন যাতে আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করতে পার।

মানুষের মধ্যে কেহ কৃতজ্ঞ এবং কেহ হয় অকৃতজ্ঞ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। অর্থাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আমার সরল সোজা পথ তার কাছে খুলে দিয়েছি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

এবং আমি তাদেরকে দু’টি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১০) অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দু’টি পথই প্রদর্শন করেছি। ইকরিমাহ (রহঃ), আতিয়্যাহ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের এরূপই তাফসীর করেছেন।

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا এখানে حَال হওয়ার কারণে شَاكِرًا এবং كَفُورًا এর উপর نَصَب বা যবর হয়েছে। এর ذُوالْحَال হল هَدَيْنَاهُ সর্বনামটি। অর্থাৎ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি এমন অবস্থায় যে সে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান।

যেমন সহীহ মুসলিমে আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে স্বীয় নাফ্‌সকে বিক্রিকারী হয়ে থাকে। হয় সে ওকে মুক্তকারী হয়, না হয় ওকে ধ্বংসকারী হয়।’ (মুসলিম ১/২০৩)

৪। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।	٤. إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًا وَسَعِيرًا
৫। সৎ কর্মশীলরা পান করবে মিশ্রিত পানীয় ‘কাফুর’ -	٥. إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
৬। এমন একটি প্রস্রবনের যা হতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এই প্রস্রবনকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারবে।	٦. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
৭। তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিন বিপত্তি হবে ব্যাপক।	٧. يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا
৮। তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।	٨. وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
৯। এবং বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য	٩. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا

দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়।	نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا
১০। আমরা আশংকা করি আমাদের রবের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।	١٠. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
১১। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্টতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।	١١. فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
১২। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।	١٢. وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا

মু'মিন ও মুশরিকদের আমলের প্রতিদান

এখানে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর মাখলূকের মধ্যে যে কেহই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে তার জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِذِ ٱلْأَغْلَـٰلُ فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ وَٱلسَّلَـٰسِلُ يُسْحَبُونَ. فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭১-৭২)

হতভাগ্যদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ ও ভাগ্যবানদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পান করানো হবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে

কাফুর। জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম 'কাফুর' যা হতে আল্লাহর খাস বান্দারা সুগন্ধি ও সুমিষ্ট পানি পান করবে এবং শুধু ওর দ্বারাই পরিতৃপ্তি লাভ করবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এই পানি সুগন্ধির দিক দিয়ে কর্পূরের মত অথবা ওটা আসলই কর্পূর। এ ঝর্ণা পর্যন্ত যাওয়াও তাদের প্রয়োজন হবেনা। তারা তাদের বাগানে, মহলে, মাজলিসে, বৈঠকে যেখানেই ইচ্ছা করবে তাদের কাছে ঐ পানি পৌঁছে দেয়া হবে।

تَفْجِير এর অর্থ হল প্রবাহিত করা বা উৎসারিত করা, যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৯০) অন্যত্র বলেন ঃ

وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهَرًا

এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নাহর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا** এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা ইচ্ছা করলে যেদিকে খুশি সেদিকে ইহার গতি পরিবর্তন করাতে পারবে। (তাবারী ২৪/৯৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (দুররুল মানসুর ৮/৩৬৯) শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যেখানে খুশি সেখানে তারা ইহার স্রোত বহাতে পারবে। (তাবারী ২৪/৯৫)

সৎ আমলকারীদের বর্ণনা

এখন এই লোকদের সাওয়াবপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ইবাদাতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর ছিল তাতো তারা যথাযথভাবে পালন করতই, এমন কি তারা যেসব দায়িত্ব নিজেরাই নিজেদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলোও তারা পূরাপুরিভাবে পালন করত। অর্থাৎ তারা তাদের নযর/প্রতিশ্রুতিও পূরা করত। ইমাম মালিক (রহঃ) তালহা ইব্‌ন আবদুল মালিক আল আইলী (রহঃ) হতে, তিনি আল-কাসিম ইব্‌ন মালিক (রহঃ) হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিজ্ঞা করবে তা যেন সে

পূরা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার প্রতিজ্ঞা করবে সে যেন তা পূরা না করে (অর্থাৎ যেন সে আল্লাহর নাফরমানী না করে)।' (মুআত্তা ২/৪৭৬, ফাতহুল বারী ১১/৫৮৯)

আর তারা কিয়ামাত দিবসের ভয়ে নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিত্যাগ করে, যে দিনের ত্রাস সাধারণভাবে সবাইকেই পরিবেষ্টন করবে। সেই দিন সবার খারাপ কাজগুলো মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কারও প্রতি রহম করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ঐ দিন ত্রাস আকাশ ও পৃথিবী পর্যন্ত ছেয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/৯৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا এই সৎকর্মশীল লোকগুলি আল্লাহর মহব্বতে হকদার লোকদের উপর সাধ্যমত খরচ করে থাকে। অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি চরম আসক্তি এবং ওর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা তা আল্লাহর পথে খরচ করে এবং অভাবগ্রস্তদেরকে দান করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ

সম্পদের প্রতি আসক্তি এবং ওর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ওটা সে আল্লাহর পথে খরচ করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৭) অন্যত্র বলেন ঃ

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯২)

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'উত্তম সাদাকাহ হল ঐ সাদাকাহ যা তুমি এমন অবস্থায় করছ যে, তুমি সুস্থ শরীরে রয়েছ, মালের প্রতি তোমার ভালবাসা রয়েছে, ধনী হওয়ার তোমার আকাংখা আছে এবং গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ও তোমার রয়েছে (এতদসত্ত্বেও তুমি সাদাকাহ করছ)।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৩৪) অর্থাৎ মালের প্রতি লোভ-লালসাও রয়েছে, ভালবাসাও আছে এবং অভাব অনটনও রয়েছে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহর পথে দান করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। ইয়াতীম ও মিসকীন কাকে বলে এর বর্ণনা ও বিশেষণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর বন্দী সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন

যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম বা আহলে কিবলা বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/৯৭) কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ সময়তো শুধু মুশরিক বন্দীরাই ছিল। (কুরতুবী ১৯/১২৯) এর প্রমাণ হল ঐ হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) বলেছিলেন যে, তাঁরা যেন তাদের সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশ অনুসারে সাহাবীগণ পানাহারের ব্যাপারে নিজেদের অপেক্ষা ঐ বন্দীদের প্রতিই বেশি লক্ষ্য রাখতেন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে বন্দী দ্বারা গোলামকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি আম বা সাধারণ হওয়ার কারণে ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন এবং মুসলিম ও মুশরিক সবাইকেই এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। (তাবারী ২৪/৯৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বক্তব্যই পেশ করেছেন। গোলাম ও অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাগীদ বহু হাদীসেই রয়েছে। এমন কি মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে শেষ উপদেশে বলেন ঃ 'তোমরা সালাতের হিফাযাত করবে এবং তোমাদের অধীনস্তদের (গোলাম ও বাঁদীদের) সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' (নাসাঈ ৪/২৫৮) মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা বলে ঃ

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি। আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! ঐ সৎ আমলের লোকেরা উপরোক্ত কথা মুখে প্রকাশ করেননা, বরং এটা তাদের মনের ইচ্ছা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন এবং তিনি তা প্রকাশ করে থাকেন যাতে এতে জনগণের আগ্রহ জন্মে। (তাবারী ২৪/৯৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا এই পবিত্র দলটি খাইরাত ও সাদাকাহ করে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের আযাব হতে বাঁচতে চায়, যা অত্যন্ত সংকীর্ণ, অন্ধকারময় এবং সুদীর্ঘ। তাদের বিশ্বাস যে, এর উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাদের উপর দয়া করবেন এবং ঐ ভীতিপ্রদ ও ভয়ংকর দিনে তাদের এই সাওয়াবের কাজগুলি তাদের উপকারে আসবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, عَبُوْس এর অর্থ হল কঠিনতা এবং قَمْطَرِيْر এর অর্থ হল দীর্ঘতা। (তাবারী ২৪/১০০) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ দিন কাফিরদের ভ্রু কুঞ্চিত হবে এবং তাদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে ঘাম বইতে থাকবে যা আলকাতরার মত হবে। (তাবারী ২৪/৯৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদের ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে যাবে এবং মুখমন্ডলে ত্রাসের রেখা পরিস্ফুটিত হবে। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে এবং কপাল সংকীর্ণ হয়ে যাবে। قَمْطَرِيْر শব্দের অর্থ হল ভয়ে ও ত্রাসে কপাল ও দুই চোখের মাঝে যা আছে তা সংকুচিত হওয়া। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হবে খুবই মন্দ ও কঠিন দিন।

জান্নাতীদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য নি'আমাতের কিছু বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا তাদের এ আন্তরিকতা ও সৎ কর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ দিনের ভয়ংকর অবস্থা হতে রক্ষা করবেন। শুধু তাই নয়, এমন কি সেই দিনের দূরাবস্থার স্থলে তাদের হৃদয়ে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। এখানে কতই না অলংকার পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

সেদিন বহু আনন হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৮-৩৯) এটা প্রকাশমান কথা যে, মন আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাকলে চেহারাও হবে উজ্জ্বল ও হাস্যময়।

কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় আনন্দিত হলে তাঁর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠত এবং মনে হত যেন এক খন্ড চাঁদ। (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩)

আয়িশার (রাঃ) দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন ঃ 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎফুল্ল অবস্থায় আমার নিকট আগমন করেন, ঐ সময় তাঁর মুখমন্ডলের শিরাগুলি আনন্দে উজ্জ্বল ও চমকাচ্ছিল (শেষ পর্যন্ত)।' (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। অর্থাৎ তাদের বসবাস ও চলাফিরার জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন প্রশস্ত জান্নাত ও পবিত্র জীবন এবং পরিধান করার জন্য দিবেন রেশমী বস্ত্র।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা সুলাইমান দারানীর (রহঃ) সামনে **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ** সূরাটি পাঠ করা হয়। পাঠকারী যখন **وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا** এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি বলেন যে, তাঁরা পার্থিব কামনা বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন।

১৩। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম ও অতিশয় শীত অনুভব করবেনা।	١٣. مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا
১৪। উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে।	١٤. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
১৫। তাদেরকে পরিবেশন করা হয়ে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে।	١٥. وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠
১৬। রূপালী স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করবে।	١٦. قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا
১৭। সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে যানযাবীল	١٧. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ

মিশ্রিত পানীয় -	مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً
১৮। জান্নাতের এমন এক প্রসবণের যার নাম সালসাবীল।	١٨. عَيۡنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِيلاً
১৯। তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।	١٩. وَيَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لُؤۡلُؤًا مَّنثُورًا
২০। তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।	٢٠. وَإِذَا رَأَيۡتَ ثَمَّ رَأَيۡتَ نَعِيمًا وَمُلۡكًا كَبِيرًا
২১। তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।	٢١. عَـٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٌ وَإِسۡتَبۡرَقٌۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُورًا
২২। অবশ্য এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃতি প্রাপ্ত।	٢٢. إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمۡ جَزَآءً وَكَانَ سَعۡيُكُم مَّشۡكُورًا

জান্নাতে উচ্চাসন, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা

জান্নাতীদের নি'আমাতরাশি, তাদের সুখ-শান্তি এবং ধন-সম্পদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা সর্বপ্রকারের শান্তিতে ও মনের সুখে জান্নাতের সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থাকবে। সূরা সাফফাতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, اتَّكَأَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল শয়ন করা বা কনুই পেড়ে বসা বা চার জানু পেতে বসা অথবা কোমর লাগিয়ে হেলান দিয়ে বসা। এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, اَرَائِك বলা হয় গদি আটা খাটকে।

অতঃপর এখানে আর একটি নি'আমাতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানে সূর্যের প্রখর তাপে তাদের কোন কষ্ট হবেনা কিংবা তারা অতিশয় শীতও বোধ করবেনা। অথবা না তারা অত্যধিক গরম বোধ করবে, না অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ করবে। বরং সেখানে সদা-সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। গরম-ঠাণ্ডার ঝামেলা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। জান্নাতী গাছের শাখাগুলি ঝুঁকে ঝুঁকে তাদের উপর ছায়া দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৪) গাছের ফলগুলি তাদের খুবই নিকটে থাকবে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৩) ইচ্ছা করলে তারা শুইয়ে শুইয়েই তা খেতে পারবে, ইচ্ছা করলে বসে বসে গাছ থেকে তুলে নিবে এবং ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও তুলে নিতে পারবে। কষ্ট করে গাছে চড়ার কোন প্রয়োজনই হবেনা। মাথার উপর ফলের ছড়া বা কাঁদি লটকে থাকবে। তুলে নিবে ও খাবে। দাঁড়ালে দেখবে যে, ডাল ঐ পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে, বসলে দেখতে পাবে যে, ডাল কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে এবং শুইয়ে গেলে দেখবে যে, ফলসহ ডাল আরও নিকটে এসে গেছে। (তাবারী ২৪/১০৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, না কাঁটার কোন প্রতিবন্ধকতা আছে, না দূরে থাকার কোন ঝামেলা রয়েছে। (তাবারী ২৪/১০৩)

এক দিকে দেখবে যে, সুশ্রী সুদর্শন ও কোমলমতি অনুগত কিশোর পরিচারক নানা প্রকারের খাদ্য রৌপ্যপাত্রে সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং অপরদিকে দেখতে পাবে যে, বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্র হাতে নিয়ে

পরিবেশনকারীরা আদেশের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। ঐ পানপাত্রগুলি পরিষ্কার ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে কাঁচের মত এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে রৌপ্যের মত। (তাবারী ২৪/১০৫, ১০৬) ভিতরের জিনিস বাহির থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের সমস্ত জিনিস শুধু বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হবে। কিন্তু আসলে ঐ রৌপ্য ও কাঁচের পানপাত্রগুলির কোন তুলনা দুনিয়ায় নেই।

পরিবেশনকারীরা পানপাত্র যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। অর্থাৎ পানকারীরা যে পরিমাণ পান করতে পারবে সেই পরিমাণ পানীয় দ্বারাই ঐ পানপাত্রগুলি পূর্ণ করা হবে। ঐ পানীয় পান করার পর কিছু বাঁচবেওনা, আবার তৃপ্তি সহকারে পান করতে গিয়ে তা কমেও যাবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন আবজা (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ), শা'বি (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ২৪/১০৬, ১০৭; কুরতুবী ১৯/১৪১)

আদা মিশ্রিত এবং সালসাবিল পানীয়ের বর্ণনা

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا জান্নাতীরা এই সব দুস্প্রাপ্য পানপাত্রগুলিতেও এই যে সুস্বাদু, আনন্দদায়ক নেশাবিহীন সুরা প্রাপ্ত হবে ওগুলি জানযাবিল (আদা) দ্বারা মিশ্রিত করে তাদেরকে প্রদান করা হবে। যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফূরের পানি দ্বারা মিশ্রিত করে দেয়া হবে। তাহলে ভাবার্থ এই যে, কখনও ঠাণ্ডা পানি মিশ্রিত করা হবে এবং কখনও গরম পানি মিশ্রিত করা হবে যাতে সমতা রক্ষা পায় এবং নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যায়। এটা সৎকর্মশীল লোকদের বর্ণনা। খাস ও নৈকট্যলাভকারী বান্দারাই এই নাহরের শরবত পান করবে।

ইকরিমাহর (রহঃ) মতে 'সালসাবীল' হল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ওটা সালসাবিল বলার কারণ এই যে, ওটা পর্যায়ক্রমে দ্রুতবেগে প্রবাহিত রয়েছে। (াবারী ২৪/১০৮)

চির কিশোর ও আপ্যায়নকারীদের বর্ণনা

এই নি'আমাতরাজির সাথে সাথে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে সুন্দর, সুশ্রী অল্প বয়স্ক কিশোরগণ, যারা তাদের খিদমাতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। এই জান্নাতী বালকরা চিরকাল এক বয়সেরই থাকবে। তাদের বয়সের কোন পরিবর্তন ঘটবেনা। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তারা মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরিহিত বিভিন্ন কাজে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এ

কারণেই মনে হবে যে তারা ছড়ানো মণি-মুক্তা। এরচেয়ে বড় উপমা তাদের জন্য আর কিছু হতে পারেনা। তারা এরূপ সৌন্দর্য, মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ এবং অলংকারাদি নিয়ে তাদের জান্নাতী মনিবদের খিদমাতের জন্য সদা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করবে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا হে নাবী! তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। হাদীসে রয়েছে যে, সর্বশেষে যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তাকে মহান আল্লাহ বলবেন ঃ 'তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়া পরিমাণ জিনিস এবং তারও দশগুণ।' (মুসলিম ১/১৭৩) এ অবস্থাতো হবে সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর। তাহলে সর্বোচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর মর্যাদা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকার

এরপর জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ তাদের দেহের আবরণ হবে উন্নত মানের সূক্ষ্ম রেশম ও ভেলভেট জাতীয় রেশম। سُندُسٍ হল ঐ উন্নত মানের রেশম যা খাঁটি ও নরম এবং যা দেহের সাথে লেগে থাকবে। এই পোশাক হবে উপরে পরিধান করার জন্য জামা এবং শরীরের নিচের অংশের আবরণ হবে ভেলভেটের কাপড়ের তৈরী বস্ত্র। আর إِسْتَبْرَقَ অর্থ ভেলভেট জাতীয় কাপড় যা অতি উত্তম ও অতি মূল্যবান রেশম যাতে উজ্জ্বল্য থাকবে। এটা হল সৎলোকদের পোশাক। আর বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের ব্যাপারে অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৩) এই বাহ্যিক ও দৈহিক নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় যা তাদের বাইরের ও ভিতরের সমস্ত কলুষতাকে দূর করে দিবে। যেমন আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ যখন জান্নাতীরা জান্নাতের দরযায় পৌঁছবে তখন তারা দু'টি ঝর্ণা দেখতে পাবে, যেন

ওর খেয়াল তাদের মনেই জেগেছিল। ওর একটির পানি তারা পান করবে। ফলে তাদের অন্তরের কালিমা সবই দূর হয়ে যাবে। অন্যটিতে তারা গোসল করবে। ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয় সৌন্দর্যই তারা পূরা মাত্রায় লাভ করবে। (কুরতুবী ১৯/৪৭) অতঃপর তাদেরকে খুশি করার জন্য এবং তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করার জন্য বারবার বলা হবে ঃ

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا এটা তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্‌কাহ, ৬৯ ঃ ২৪) অন্যত্র বলেন ঃ

وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে ঃ তোমরা যে (ভাল) আমল করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) এখানেও বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কম আমলের বিনিময়ে বেশি প্রতিদান প্রদান করেছেন।

২৩। আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে।	٢٣. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا
২৪। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যের কোনো পাপীষ্ঠ অথবা কাফিরের আনুগত্য করনা।	٢٤. فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا
২৫। এবং তোমার রবের নাম স্মরণ কর সকাল সন্ধ্যায়।	٢٥. وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً

وَأَصِيلاً	
٢٦. وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً	২৬। রাতের কিয়দংশ তাঁর প্রতি সাজদায় নত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।
٢٧. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً	২৭। তারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং পরবর্তী কঠিন দিনকে তারা উপেক্ষা করে চলে।
٢٨. نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلاً	২৮। আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব।
٢٩. إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلاً	২৯। ইহা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।
٣٠. وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا	৩০। তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٣١. يُدۡخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِۦۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَۢا	**৩১। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তদ শাস্তি।**

ক্রমান্বয়ে কুরআন নাযিল করা এবং রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে খাস অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে এই কুরআন তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এখন এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তুমি আমার পথে ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাও। আমার ফাইসালার উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাক। তুমি দেখবে যে, আমি তোমাকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে মহাসম্মানিত স্থানে পৌঁছে দিব। এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا কাফির ও মুনাফিকদের কথার প্রতি তুমি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করবেনা। তারা তোমাকে এই দা'ওয়াতের কাজে বাধা দিলেও তুমি তাদের বাধা মানবেনা। বরং দা'ওয়াতের কাজ তুমি নিয়মিত চালিয়ে যাবে। তুমি নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ণ হবেনা। আমার সত্তার উপর তুমি ভরসা রাখবে। আমি তোমাকে লোকদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করব। তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।

آثِم বলা হয় দুষ্কর্মশীল নাফরমানকে। আর كَفُور হল ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে আল্লাহর নাম স্মরণ কর। আর রাতের কিয়দংশে তাঁর প্রতি সাজদায় নত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ. قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً. نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً

হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।' (সূরা মুয্‌যাম্মিল,৭৩ ঃ ১-৪)

দুনিয়ার প্রতি মোহ ত্যাগ এবং আখিরাতের প্রতি মনোযোগের আহ্বান

এরপর কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ **إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا** তোমরা দুনিয়ার প্রেমে পড়ে আখিরাতকে পরিত্যাগ করনা। ওটা বড়ই কঠিন দিন। এই নশ্বর জগতের পিছনে পড়ে ঐ ভয়াবহ দিন হতে উদাসীন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ সবারই সৃষ্টিকর্তা আমিই। সবারই গঠন সুদৃঢ় আমিই করেছি। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতাও আমার রয়েছে। এটাকে অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টিকে পুনর্বার সৃষ্টিকরণের দলীল বানানো হয়েছে। আবার এর ভাবার্থ এও হবে ঃ আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। (তাবারী ২৪/১১৮, ১১৯) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

হে লোক সকল! যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩) অন্যত্র বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। আর এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৯-২০)

কুরআন হল মানুষের জন্য উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا নিশ্চয়ই এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ...

*আর এতে তাদের কি ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত? ...*শেষ পর্যন্ত’ (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৯) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ ব্যাপার এই যে, তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা হিদায়াত লাভের যোগ্য পাত্র তাদের জন্য তিনি হিদায়াতের পথ সহজ করে দেন এবং হিদায়াতের উপকরণ প্রস্তুত করে দেন। আর যে নিজেকে পথভ্রষ্টতার পাত্র বানিয়ে নেয় তাকে তিনি হিদায়াত হতে দূরে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক কাজেই তাঁর পূর্ণ নিপুণতা ও যুক্তি রয়েছে। يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজের রাহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দেন এবং সরল সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে দেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করে থাকেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেননা। তাঁর হিদায়াতকে না কেহ হারিয়ে দিতে পারে এবং না কেহ তাঁর গুমরাহীকে হিদায়াতে পরিবর্তিত করতে পারে। তাঁর শাস্তি পাপী, যালিম এবং অন্যায়কারীর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

সূরা ইনসান/দাহর -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৭ ঃ মুরসালাত, মাক্কী
٧٧ – سورة المرسلات، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫০, রুকূ ২) (اٰيَاتُهَا : ٥٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

মুরসালাত সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করার বিবরণ

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিনার গুহায় ছিলাম এমতাবস্থায় وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সূরাটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন এবং আমি তা শুনে মুখস্থ করছিলাম। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'সাপটিকে মেরে ফেল।' আমরা তাড়াহুড়া করে সাপটিকে মারতে গেলাম, কিন্তু দেখি যে, সে পালিয়ে গেছে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে তোমাদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেয়েছে এবং তোমরাও তার অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেয়েছ।' (ফাতহুল বারী ৪/৪২) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি আমাশ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/১৭৫৫)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মা (উম্মে ফযল রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শোনেন। (আহমাদ ৬/৩৩৮)

অন্য হাদীসে আছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরাটি পড়তে শুনে উম্মে ফযল (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি এই সূরাটি পাঠ করে আমাকে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আমি শেষ বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শুনেছি।' (মুআত্তা ১/৭৮, ফাতহুল বারী ২/২৮৭, মুসলিম ১/৩৩৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর;	١. وَٱلۡمُرۡسَلَـٰتِ عُرۡفًا

২। আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার;	٢. فَٱلْعَـٰصِفَـٰتِ عَصْفًا
৩। শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর;	٣. وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًا
৪। আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর।	٤. فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًا
৫। এবং তার, যে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ -	٥. فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا
৬। অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ।	٦. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا
৭। তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।	٧. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ
৮। যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে,	٨. فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ
৯। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,	٩. وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ
১০। এবং যখন পর্বতমালা উম্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে,	١٠. وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ
১১। এবং রাসূলগণের নিরূপিত সময় উপস্থিত হবে।	١١. وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ
১২। এই সমূদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য?	١٢. لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
১৩। বিচার দিনের জন্য।	١٣. لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ
১৪। বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি জান কি?	١٤. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ

	ٱلْفَصْلِ
১৫। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	١٥. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহর বিভিন্ন বিষয়ের শপথের মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ

কিছু সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত শপথগুলি এসব গুণ বিশিষ্ট মালাইকার নামে করা হয়েছে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا এর عُرْفًا *(উরফা)* এর অর্থ হচ্ছে মালাইকা/ফেরেশতা। আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতেই অন্য এক বর্ণনায় মাসরুক (রহঃ), আবূ দারদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবূ সালিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁরা হলেন নাবী-রাসূলগণ। তারই অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি এর অর্থ করেছেন মালাইকা/ফেরেশতা। তিনি আরও বলেন যে, *'আল আসিফাত'*, *'আন নাশিরাত'*, *'আল ফারিকাত'* এবং *'আল মুলকিয়াত'* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে মালাইকা।

সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) সালামাহ ইব্‌ন কুহাইল (রহঃ) থেকে, তিনি মুসলিম আল বাতিন (রহঃ) থেকে, তিনি আবুল উবাইদাইন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় যে, *'আল মুরসালাত উরফা'* এর অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেন, ইহা হল বায়ু। (তাবারী) তিনি আরও বলেন যে, *'আল আসিফাত'* *'আন্ নাশিরাত'* ইত্যাদিরও অর্থ হচ্ছে বায়ু। (তাবারী ২৪/১২৪, ১২৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ অর্থ করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) *'আল আসিফাত আসফা'* শব্দের ব্যাপারে ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) উক্তিকে এবং যারা তার অনুরূপ মন্তব্য করেছেন তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি (ইব্‌ন জারীর) *'আন নাসিরাত নাসরা'* সম্পর্কে কোন কিছু বলেননি যে, উহা মালাইকা নাকি বায়ু। আবূ সালিহ (রহঃ) হতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন *'আন নাসিরাত নাসরা'* শব্দের

অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি। সঠিক উত্তর খুঁজে পাবার জন্য আমরা নিম্নের আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করতে পারি ঃ

وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ

আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২২) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ

সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৭)

عَاصِفَات দ্বারাও বায়ুকে বুঝানো হয়েছে। (আরাবীয় ভাষায়) এর অর্থ করা হয় যে, এটা সামান্য জোরে প্রবহমান শব্দকারী বায়ু। **نَشِرَات** দ্বারাও উদ্দেশ্য হল বায়ু যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেদিকে হুকুম করেন সেই দিকে মেঘমালাকে আকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَالْفَارِقَات فَرْقًا. فَالْمُلْقِيَات ذِكْرًا. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا** *আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর এবং তার, যে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ, অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ।*

ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মাসরুক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ **فَارِقَات** এবং **مُلْقِيَات** দ্বারা মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১২৮, ১২৯) এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। কারণ তারাই হলেন উত্তম বাণী বাহক যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলদের কাছে অহী নিয়ে আসেন, যাঁরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলদের কাছে অহী নিয়ে আসেন, যার দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং গুমরাহী ও হিদায়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, যাতে লোকদের ওযরের কোন অবকাশ না থাকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সতর্ক হয়ে যায়। এই শপথগুলির পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ যে দিনের তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, যে দিন তোমরা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ কাবর হতে পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের ফল পাবে, সৎ কাজের পুরস্কার ও পাপকর্মের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং এক সমতল

মাইদানে তোমরা সবাই একত্রিত হবে, সেই ওয়াদা নিশ্চিত রূপে সত্য, এটা অবশ্যই হবে। যারা উত্তম আমল করেছে তাদেরকে ঐ দিন উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে এবং যারা খারাপ আমলকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে কঠোর শাস্তি দানের মাধ্যমে।

বিচার দিবসের আলামত

বলা হয়েছে **فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ** ঐ দিন তারকারাজি কিরণহীন হয়ে যাবে এবং ওগুলির ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ

যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। (সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ ঃ ২) অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ

যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ২)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং পবর্তমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে। এমনকি ওর কোন নাম নিশানাও থাকবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব উম্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ রাসূলগণকে যখন নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য? বিচার দিনের জন্য। বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। ঐ রাসূলদেরকে থামিয়ে রাখা হয়েছিল এ জন্য যে, কিয়ামাতের দিন ফাইসালা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক। যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৭-৪৮) ঐ দিনকেই এখানে ফাইসালার দিন বলা হয়েছে। ঐ দিনকে অস্বীকারকারীর জন্য বড়ই দুর্ভোগ!

১৬। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?	١٦. أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ
১৭। অতঃপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করব।	١٧. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ
১৮। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি।	١٨. كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ
১৯। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	١٩. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

২০। আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?	٢٠. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ
২১। অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে।	٢١. فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ
২২। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।	٢٢. إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ
২৩। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা।	٢٣. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ
২৪। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٢٤. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
২৫। আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে -	٢٥. أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا
২৬। জীবিত ও মৃতের জন্য?	٢٦. أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا
২৭। আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।	٢٧. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءً فُرَاتًا
২৮। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٢٨. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ তোমাদের পূর্বেও যারা আমার রাসূলদের রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে আমি নির্মূল করেছি। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ তাদের পরে অন্যেরা এসেছে এবং তারাও অনুরূপ কাজ করছে, ফলে তাদেরকেও আমি ধ্বংস করব।

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ আমি অপরাধীদের প্রতি এরূপই করে থাকি। কিয়ামাতের দিন অবিশ্বাসকারীদের কি দুর্গতিই না হবে!

অতঃপর স্বীয় মাখলূককে মহান আল্লাহ নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং কিয়ামাত অস্বীকারকারীদের সামনে দলীল পেশ করছেন, أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ তিনি তাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করেছেন যা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সামনে ছিল অতি নগণ্য জিনিস। যেমন সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে বিশর ইব্ন জাহহাশ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে কি করে অপারগ মনে করলে? অথচ আমি তোমাকে এরূপ (তুচ্ছ ও নগণ্য) জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি!' (আহমাদ ৪/২১০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। অর্থাৎ ঐ পানিকে আমি রেহেমে জমা করেছি যা ঐ পানির জমা হওয়ার জায়গা। ওটাকে আমি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছি ও নিরাপদে রেখেছি। অর্থাৎ ছয় মাস বা নয় মাস। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, কত নিপুণ স্রষ্টা আমি! এরপরেও যদি ঐ দিনকে বিশ্বাস না কর তাহলে বিশ্বাস রেখ যে, কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে বড়ই আফসোস ও দুঃখ করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ আমি যমীনের উপর কি এই সুযোগ দিইনি যে, সে তোমাদের জীবিতাবস্থায় তোমাদেরকে স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে নিজের পেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে? শা'বী (রহঃ) বলেন যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অংশ ধারণ করছে মৃতকে এবং বহির্ভাগ ধারণ করে আছে জীবিতদেরকে। (তাবারী ২৪/১৩৪) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ যমীন যাতে হেলে-দুলে না পড়ে তজ্জন্যে আমি ওতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তোমাদেরকে দিয়েছি মেঘ হতে বর্ষিত পানি এবং ঝর্ণা হতে প্রবাহিত সুপেয় পানি। এসব নি'আমাত প্রাপ্তির পরেও যদি তোমরা আমার কথাকে অবিশ্বাস কর তাহলে জেনে রেখ যে, এমন এক সময় আসবে যখন তোমরা দুঃখ ও আফসোস করবে, কিন্তু তখন তা কোনই কাজে আসবেনা!

২৯। তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে।	٢٩. ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ
৩০। চল তিন কুন্ডল বিশিষ্ট ছায়ার দিকে।	٣٠. ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ
৩১। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা হতে।	٣١. لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ
৩২। ইহা উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকা তুল্য বৃহৎ স্ফুলিংগ।	٣٢. إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ
৩৩। উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।	٣٣. كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ
৩৪। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٣٤. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৩৫। ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফুর্তি হবেনা।	٣٥. هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ
৩৬। এবং তাদেরকে ওয্‌র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা।	٣٦. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ
৩৭। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٣٧. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৩৮। ইহাই ফাইসালার দিন, আমি একত্রিত করব তোমাদেরকে এবং	٣٨. هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ

جَمَعۡنَـٰكُمۡ وَٱلۡأَوَّلِينَ	পূর্ববর্তীদেরকে।
٣٩. فَإِن كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيدُونِ	৩৯। তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।
٤٠. وَيۡلٌ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِينَ	৪০। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

কাফিরদেরকে তাদের গন্তব্যস্থল জাহান্নামে যেভাবে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে

যে কাফিরেরা কিয়ামাতের দিনকে, পুরস্কার ও শাস্তিকে এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে অবিশ্বাস করত তাদেরকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে ঃ انطَلِقُوا إِلَى انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاث شُعَبٍ.مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ তোমরা দুনিয়ায় যে শাস্তি ও জাহান্নামকে মানতেনা তা আজ বিদ্যমান রয়েছে। তাতে প্রবেশ কর। ওর অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে এবং উঁচু হয়ে হয়ে তাতে তিনটি ভাগ হয়ে গেছে। সাথে সাথে ধুম্রও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে যেন নীচে ছায়া পড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা ছায়া নয় এবং এটা আগুনের তেজস্বিতা বা প্রখরতাকে কিছু কমিয়েও দিচ্ছেনা।

জাহান্নাম এত তেজ, গরম এবং অধিক অগ্নি বিশিষ্ট যে, ওর যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গগুলি উড়ে যায় সেগুলি, ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা মতে, এক একটা দুর্গের মত। (তাবারী ২৪/১৬৩) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিকের (রহঃ) মতে তা যেন বড় বড় গাছের গুঁড়ির মত। (তাবারী ২৪/১৩৮)

كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ *উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।* মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কালো উট। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ অর্থকে সমর্থন করেছেন।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, গৃহ নির্মাণ করার জন্য আমরা যেন তিন হাত অথবা তারচেয়ে বড় কাঠ ব্যবহার করি। আমরা একে বলতাম '*আল কাসর*'। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) جِمَالَتٌ صُفْرٌ এর অর্থ করেছেন জাহাজের রজ্জু বা রশি। জাহাজের রশি পেঁচিয়ে জড়ো করলে যেমন ওগুলি মানুষের শরীরের ভিতরের নাড়ি-ভূঁড়ির মত মনে হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৫৫৬) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ঐ দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

কিয়ামাত দিবসে কাফিরেরা কথা বলতে পারবেনা এবং তাদেরকে কোন অজুহাত পেশ করারও সুযোগ দেয়া হবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ আজকে অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে তারা কিছু বলতেও পারবেনা এবং তাদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমিতও দেয়া হবেনা। কেননা তাদের যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে এবং যালিমদের উপর আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আর তাদের কোন কথা বলার অনুমতি নেই।

কুরআনুল কারীমে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করারও বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং তখন ভাবার্থ হবে এই যে, হুজ্জত বা যুক্তি-প্রমাণ কায়েম হয়ে যাওয়ার পূর্বে তারা ওযর ইত্যাদি পেশ করবে। অতঃপর যখন সবকিছু ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যুক্তি-প্রমাণ পেশ হয়ে যাবে তখন কথা বলার এবং ওযর-আপত্তি পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবেনা। মোট কথা, হাশরের মাইদানের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং জনগণের বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোন সময় এটা হবে এবং কোন সময় ওটা হবে। এ জন্যই এখানে প্রত্যেক কথা বা বাক্যের শেষে অবিশ্বাসকারীদের দুর্ভোগের খবর দেয়া হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. এটাই ফাইসালার দিন। এখানে আমি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একত্রিত করেছি। এখন আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর। এটা সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তাঁর বান্দাদের প্রতি কঠোর ধমক সূচক বাণী। তিনি কিয়ামাতের দিন স্বয়ং কাফিরদেরকে বলবেন ঃ

فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ তোমরা এখন নীরব রয়েছ কেন? আজ তোমাদের চালাকী-চতুরতা, সাহসিকতা এবং চক্রান্ত কোথায় গেল? দেখ, আজ আমি আমার ওয়াদা অনুযায়ী তোমাদের সকলকেই এক মাইদানে একত্রিত করেছি। যদি কোন কৌশল করে আমার হাত হতে ছুটে যাবার কোন পথ বের করতে পার তাহলে তাতে কোন ক্রুটি করনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ

হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা পারবেনা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৩৩) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْـًٔا

এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৭) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই মিলেও যদি আমার জন্য ভাল কিছু করতে চাও তাহলে তোমরা তা পারবেনা এবং তোমরা সবাই মিলে যদি আমার ক্ষতি করতে চাও তাহলে তা করতেও সক্ষম হবেনা। (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৪১। মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে।	٤١. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ
৪২। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।	٤٢. وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ
৪৩। তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির	٤٣. كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَا

সাথে পানাহার কর।	كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৪৪। এভাবে আমি সৎ কর্মপরায়ণ-দেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	٤٤. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
৪৫। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٤٥. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৪৬। তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে লও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো অপরাধী।	٤٦. كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ
৪৭। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٤٧. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৪৮। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ 'আল্লাহর প্রতি নত হও', তারা নত হয়না।	٤٨. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ
৪৯। সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকার-কারীদের জন্য।	٤٩. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৫০। সুতরাং তারা কোন্ কথায় এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?	٥٠. فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ

আল্লাহ-ভীরুদের গন্তব্যস্থল

উপরে অসৎ লোকদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এখন এখানে সৎকর্মশীলদের পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যারা মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিল, আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে সদা লিপ্ত থাকত, ফারায়েয ও ওয়াজিবাতের পাবন্দ

থাকত, আল্লাহর নাফরমানী ও হারাম কার্যাবলী হতে বেঁচে থাকত, তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে থাকবে। এখানে নানা প্রকারের নাহর প্রবাহিত রয়েছে। অপর দিকে পাপী ও অপরাধীরা কালো ও দুর্গন্ধময় ধূম্রের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে। আর সৎ আমলকারীগণ জান্নাতের ঘন, ঠাণ্ডা ও পরিপূর্ণ ছায়ায় আরামে শুইয়ে থাকবে। তাদের সামনে দিয়ে নির্মল প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফলাদি বিদ্যমান থাকবে, যেটা খেতে মন চাবে খেতে পারবে। কোন বাধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা। না কমে যাবার ভয় থাকবে, না ধ্বংস, না শেষ হয়ে যাবার আশংকা থাকবে। তারপর উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ও মনের খুশি বৃদ্ধি করার উদ্দেশে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বার বার বলবেন ঃ হে আমার প্রিয় বান্দারা! হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা মনের আনন্দে তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। তবে হ্যাঁ, মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য আজ বড়ই দুর্ভোগ!

বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

এরপর অবিশ্বাসকারীদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ তোমরা পানাহার কর ও ভোগ করে নাও অল্প কিছু দিন, তোমরাতো অপরাধী। সুতরাং সত্বরই এসব নি'আমাত শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করতে হবে। অতঃপর পরিণামে তোমরা জাহান্নামেই যাবে। তোমাদের দুষ্কর্ম ও অন্যায় কার্যকলাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তৈরী রয়েছে। তাদের জন্য বড়ই দুর্ভোগ! যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذ لِّلْمُكَذِّبِينَ এই অজ্ঞ অস্বীকারকারীদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর সামনে নত হয়ে যাও, জামা'আতের সাথে সালাত আদায় কর, তখন তা হতেও তারা বিমুখ হয়ে যায় এবং ওটাকে ঘৃণার চোখে দেখে ও অহংকারের সাথে অস্বীকার করে। এই মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য কিয়ামাতের দিন বড়ই দুর্ভোগ ও বিপদ রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِأَيِّ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ এ লোকগুলো যখন এই পবিত্র কালামের আহ্বানের প্রতি ঈমান আনছেনা তখন আর কোন্ কালামের উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে! যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে? (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৬)

উনত্রিশতম পারা এবং সূরা মুরসালাত -এর তাফসীর সমাপ্ত।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

অষ্টাদশ খণ্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)

অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

অষ্টাদশ খন্ড (আম্মা পারা)

(সূরা ৭৮ ঃ নাবা থেকে সূরা ১১৪ ঃ নাস)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)

অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.tfsr-ibn-kathr.com

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ২০০/- মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬
obdraj@gmail.com

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন‘আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু’মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ক্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ক্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) জীবনী

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফসীর শাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, ফাকীহ, ধর্মীয় জ্ঞান, তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল পারদর্শিতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই মর-জগতের বুকে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং যেসব মনীষী পবিত্র কুরআন, হাদীস তথা শাশ্বত সুন্নাহ্‌র বিজয় নিকেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তন্মধ্যে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তাঁর প্রকৃত নাম ইসমাঈল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম এবং ইমাদুদ্দীন (ধর্মের স্তম্ভ) তাঁর উপাধি। সুতরাং তাঁর 'শাজরা-ই-নাসাব' বা কুলজীনামাসহ পূরা নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে ঃ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন যার আল-কারশী, আল-বাসরী, আদ্‌ দিমাশকী।

কিন্তু সাধারণ্যে তিনি ইব্‌ন কাসীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ 'আল-বাসরী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে জন্মস্থান বাচক উপাধি এবং 'আদ্‌ দিমাশকী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তা'লীম ও তারবি'য়াত বাচক উপাধি।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ঃ

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) সিরীয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বাসরার অধীন মাজদাল নামক মহল্লায় ৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন কাসীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চার বছর বয়সে শিশু ইব্‌ন কাসীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৫ হিজরী মুতাবিক ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আবদুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) শিক্ষকবৃন্দ

তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রাহমান ফাযারী (মৃত্যু ৭২৯ হিজরী/১৩২৮ খৃষ্টাব্দ) এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌ন কাযী শুহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন।

মুহাদ্দিস হাজ্জার ছাড়া তাঁর সমসাময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইব্‌ন কাসীর একাগ্র চিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

১) বাহাউদ্দীন ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুযাফ্‌ফর ইব্‌ন আসাকির (মৃত্যু ৭২৩ হিজরী/১৩২৩ খৃষ্টাব্দ)

২) শাইখুয্‌ যাহিরিয়া আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃত্যু ৭২৫ হিজরী/১৩২৪খৃষ্টাব্দ)

৩) ঈসা ইবনুল মুত্‌ইম।

৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যারাদ।

৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুয়াইদী (মৃত্যু ৭১১ হিজরী/১৩১১ খৃষ্টাব্দ)

৬) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইব্‌ন তাইমীয়া আল হাররানী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী/ ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ)।

৭) ইব্‌নুর রাযী।

৮) আহমাদ ইব্‌ন আবী তালিব (ইবনুশ শাহনাহ) (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

৯) ইবনুল হাযযার (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

১০) আলী ইব্‌ন উমার আস সুওয়াইনী

১১) আবূ মূসা আল কারাফাই

১২) আবুল ফাত্‌হ আল দাব্বুসী

১৩) ইব্‌নুর রাযী।

১৪) হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মযযী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ)।

১৫) আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩২৭ খৃষ্টাব্দ।

১৬) আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশ-শীরাযী (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী/১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

হাফিয ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে ‘তাহযীবুল কামাল’ প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয

জামালুদ্দিন ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের প্রতি সমসাময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

হাফিয শামসুদ্দীন যাআবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁর 'আল-মুজামুল মুখতাস' এবং 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে বলেন ঃ

'ইব্‌ন কাসীর একজন খ্যাতনামা মুফ্‌তী (ফাতওয়া প্রদানে বিশেষজ্ঞ), বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরকার এবং রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। হাদীসের মতন (মূল অংশ) সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য।

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইব্‌ন কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তিনি হাদীসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম, বক্তৃতায় সুনিপুণ এবং বহু গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী।'

আল্লামা শাইখ ইব্‌ন ইমাদ হাম্বালী (মৃত্যু ১০৮৯ হিজরী/১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) ইমাম ইব্‌ন কাসীরকে (রহঃ) 'আল হাফিযুল কাবীর' বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর বলে আখ্যায়িত করেন।

অনুরূপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইব্‌ন হজ্জি (মৃত্যু ৮১৬ হিজরী/১৪১৩ খৃষ্টাব্দ) স্বীয় শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদ (ইব্‌ন কাসীর) সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেন ঃ

'আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি (ইব্‌ন কাসীর) হাদীসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে, হাদীস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ-দুর্বল হাদীস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সমসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমাতে গিয়ে উপনীত হয়েছি, প্রতিবারই কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন নাসিরুদ্দীন আদ্-দিমাশকী (মৃত্যু ৮৪২ হিজরী/১৪৩৮ খৃষ্টাব্দ) তাঁর (ইব্‌ন কাসীরের) প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের নির্ভর, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা'। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (৮৫২ হিজরী) তাঁর 'আদ্‌দুরারুল কামীনা' গ্রন্থে বলেন ঃ

'হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত-অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, আর তিনি রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজি চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে'।

তিনি যেমন ছিলেন লিখাপড়ায় অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর, তেমনি তার ছিল ক্ষুরধার লেখনী। ফিক্‌হ, তাফসীর এবং হাদীস শাস্ত্রে তার ছিল পূর্ণ দখল। পড়ালেখার সাথে সাথে তিনি বই পুস্ত ক লিখা ও দীনের প্রচার কাজে নিজকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণও ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) সর্বতোমুখী প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন ইমাদ (মৃত্যু ১০৯৮ হিজরী/ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) বলেন ঃ

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বিষয়কে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হত। আর তিনি মেধাবীও কম ছিলেননা। আরাবী সাহিত্যেও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতাও তিনি রচনা করতেন'।

আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ঃ

ইব্‌ন কাসীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিড় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্‌তাদের প্রভাববিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ়ভাবে। ইব্‌ন কাসীর অধিকাংশ মাস্‌য়ালায় হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন কাযী শাহাবা স্বীয় 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরণ করতেন। তিন তালাকের মাস্‌য়ালাতেও তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন। এ কারণে তাঁকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) রচিত গ্রন্থমালা ঃ

১। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত **تَفْسِيْرُ الْقُرْاَنِ الْعَظِيْم** ‘তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম’ যা ‘তাফসীর ইব্‌ন কাসীর’ নামেই বেশি পরিচিত। পবিত্র কুরআনের এই সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ **لَمْ يُؤَلَّفْ عَلَى نَمْطِهِ مِثْلُهُ** অর্থাৎ এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধই হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ ইব্‌ন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন **هُوَ مِنْ اَفْيَدِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ بِالرِّوَايَةِ** ‘রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী’।

২। **التّكْمِيْلُ فِىْ مَعْرِفَةِ الثِّقَاتِ وَالضُّعَـفَاءِ وَالْمَجَاهِيْلِ** আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী মা‘রিফাতিস সিকাত ওয়ায্‌যুআ’ফায়ে ওয়াল মাজাহীল’। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্‌পী তাঁর অমর গ্রন্থ ‘কাশফুয যুনূনে’ এই গ্রন্থখানির ‘আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী আসমাইস সিকাত ওয়ায্‌যুআ’ফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর ‘আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ’ গ্রন্থে এবং ‘ইখতিসারু উলূমিল হাদীস’ নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের (চরিত-অভিধান শাস্ত্র বা রাবীদের জীবনী সংগ্রহ বিজ্ঞান) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা ‘হুসাইনী’ দিমাশকীর আলোচনা মতে এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যীর ‘তাহযীবুল কামাল’ এবং হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ‘মীযানুল ই‘তিদাল’ নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هُوَ اَنْفَعُ شَيْئًا لِلْفَقِيْهِ الْبَارِعِ وَكَذَلِكَ لِلْمُحَدِّثِ

'আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষেও উপকারী।

৩। اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ 'আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া। ইব্‌ন কাসীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক ১৪ খন্ডের এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির প্রাথমিককাল থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। প্রথমে নাবী-রাসূলগণ ও পরে প্রাচীন জাতির তথা বিগত উম্মাতদের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষে সীরাতে নবভীর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর খিলাফাতে রাশেদা থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে এই পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি তথা রোয কিয়ামাতের আলামতসমূহ এবং আখিরাত বা পরজগতের অবস্থার কথাও ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাশফুয্ যুনূন' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অবধারিত মৃত্যুর দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সীরাতুন্নাবী অংশকে বেশ চমৎকার ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৪। اَلْهَدْىُ وَالسُّنَنُ فِىْ اَحَادِيْث الْمَسَانِيْد وَالسُّنَن 'আল-হাদয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান'। এই গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসানীদ' নামেও প্রসিদ্ধ। এতে 'মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল', 'মুসনাদ বায্‌যার, 'মুসনাদ আবূ ইয়ালা', 'মুসনাদ ইব্‌ন আবী শাইবা' এবং সাহিহায়িন এবং সুনান চতুষ্টয়ের রিওয়ায়াতগুলিকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৫। طَبَقَاتُ السَّافعيَّة তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ। এই গ্রন্থে শাফিঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

৬। شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ 'শারহু সাহীহিল বুখারী'। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর বুখারীর এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ কিছুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

৭। اَلاَحْكَامُ الْكَبِيْرُ 'আল-আহ্‌কামুল কাবীর'। এ গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহ্‌কাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলিকে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু 'কিতাবুল হাজ্জ' পর্যন্ত পৌঁছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

৮। اخْتِصَارُ عُلُوْمِ الْحَدِيْث 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর 'মিনহাযুল উসূল ফী ইসতিলাহি আহাদীসির্ রাসূল' গ্রন্থে এর নাম اَلْبَاعِثُ الْحَدِيْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَدِيْث 'আল বা'ইসুল হাদীস 'আলা মা'রিফাতে উলূমিল হাদীস' বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইব্‌নস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরী) লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসূলুল হাদীসের কিতাব 'উলূমিল হাসীস' ওরফে 'মুকাদ্দিমা ইব্‌নুস সালাহ' مُقَدَّمَةُ ابْنُ الصَّلاَحِ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর এর স্থানে স্থানে বহু সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে সংযোজন করেছেন।

৯। مُسْنَدُ الشَّيْخَيْنِ 'মুসনাদুস শাইখাইন'। এতে আবূ বাকর (রাঃ) এবং 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) তাঁর 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে আর একখানি 'মুসনাদে উমর' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না কি উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড তা সঠিকভাবে জানা যায়না।

১০। اَلسِّيْرَةُ النَّبُوِيَّةُ 'আসসীরাতুন নাবভীয়াহ'। এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ।

১১। تَخْرِيجُ اَحَادِيْث اَدِلَّة التَّنْبِيْة 'তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাত তামবীহ'।

১২। مُخْتَصَرُ كِتَابِ الْمَدْخَلِ للاَمَامِ الْبَيْهَقِىْ 'মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লিল ইমাম বাইহাকী'। এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন আল বাইহাকী (৪৫৮ হিজরী) কৃত 'কিতাবুল মাদখালের' সংক্ষিপ্ত সার।

১৩। **رِسَالَةُ الاجْتِهَادِ فِىْ طَلَبِ الْجِهَادِ** 'রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ'। খৃষ্টানরা যখন 'আয়াস' দূর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকাখানি আমীর মনজাকের উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

মোট কথা, তার লিখিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীসে রাসূল (সঃ), সীরাতুন্নবী (সঃ), ইতিহাস, ফিক্‌হ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দলমত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারগণ তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন।

ইব্‌ন কাসীরের মৃত্যু

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষভাগে হাফিয ইব্‌ন কাসীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরীর ২৬ শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার এই মহামনীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অনুবাদক পরিচিতি

১৯৩৬ সালে বাবলাবোনা নামক এক ছায়া ঢাকা নিভৃত গ্রামে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান এর জন্ম। পিতা অধ্যাপক মওঃ আবদুল গণী সাহেবের কাছেই তার প্রথম হাতে খড়ি। প্রথমে রাজশাহী নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং পরে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ও. এল ডিগ্রী নিয়ে তিনি দাদনচকে প্রথম স্তরের ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তার পিতা আবদুল গণী সাহেবও এককালে ওখানে অধ্যাপনা করতেন।

সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রভাষক হন। পরবর্তীতে আরাবী বিভাগের সভাপতি, সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ তিনি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও তিনি কিছু দিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৮১ সালের শুরুতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক শহরে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক।

গতিশীল প্রবন্ধকার হিসাবে ঢাকার ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন ভাষায় তার প্রবন্ধমালা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নয়াদিল্লী, বেনারস ও ইসলামাবাদ থেকে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমানের সাহিত্য কর্ম ও রচনা শৈলীর অধিকাংশই ইসলামী সাহিত্যকে নিয়ে অনুবর্তিত। এ নিয়েই তার নশ্বর জীবন হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেশ-বিদেশের বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং উচ্চতম বিদ্যাপীঠের ম্যাগাজিনে বহু মৌলিক এবং ভাষান্তরিত প্রবন্ধাবলী, নাটিকা, ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশ পায়। বিগত রাষ্ট্র-বিপ্লব ও গণ-আন্দোলন জনিত ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়ে তার বেশ কিছু পান্ডুলিপি বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে।

একাধারে ৪-৫টি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের প্রায় সবটাতেই তার কিছু না কিছু বই পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি শিশু সাহিত্যেরও চর্চা করে থাকেন। তার লিখা “বটগাছের ভূত”, “মৃত্যুর ভয়”, ছোটদের ইব্ন বতুতা প্রভৃতি লিখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তার বইগুলির মধ্যে “মাযামীনে মুজীব” (নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশ) ‘ইমাম বুখারী’ ‘ইমাম মুসলিম’ ‘মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ’ ‘হযরত ইবরাহীম’ ‘আল্লামা জারুল্লাহ’ ‘মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা’ ‘ইসলামী সাহিত্যে তসলিমুদ্দীন’, ‘মিসরের ছোট গল্প’ ‘মার্গারেট’, ‘স্মৃতিময় শৈশব’ ‘কুরআন কণিকা’ ‘তাফসীর ইব্ন কাসীর’ ‘আরবী সাহিত্যের ইতিহাস’ ‘মাদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইউব আনসারী’, ‘কুরআনের চিরন্তন মুজিযা’ ‘বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা’ ‘মওঃ মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ), ‘নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায’, ‘ইদ্রিস মিয়া’, ‘মুহাদ্দিস আযীমাবাদী’ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবীদার। উপরোক্ত বিষয়বস্তুই হচ্ছে তার রচনাশৈলী ও সাহিত্য চর্চার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

স্বীয় মাতৃভাষা বাংলায় রচিত তার অধিকাংশ রচনাশৈলীর মাধ্যমে এই ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী ধারাটিকে সুসমৃদ্ধ ও সরস করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এভাবে মুসলিম মানস ও ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুগুলিকে নতুন আঙ্গিকে প্রথম বারের মতো তিনি বিদগ্ধ পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এসব রচনাশৈলী ও সাহিত্যধারা প্রকৃত প্রস্তাবে তার অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা মূলক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এ সবের মাধ্যমে বহু অজ্ঞাত ইতিহাস এবং দূর্লভ ও অপ্রাপ্তব্য তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটেছে।

একান্তই নিঃস্ব, রিক্ত ও নিঃসহায়দের যুগ যন্ত্রণা বুকের মাঝে পুষে রেখে এক মাত্র আল্লাহর আশীষ ধারাকে রক্ষাকবজ করে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার এই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। প্রায় তিন যুগ ধরে নিরলস শিক্ষাদান ও লাগাতার সাহিত্য সেবাই তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে তথ্যানুসন্ধানের আজন্ম প্রবণতাই তার সম্মুখ পানে হাজির করেছে পরিশীলিত বাণী আর তার সাহিত্য সৃষ্টিতে যুগিয়েছে বিচিত্র ধরণের মাল-মসলা এবং উপাদান উপকরণ। নিরন্তর সাহিত্য সৃষ্টিতে তার বিচিত্র অর্ন্তদৃষ্টি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটেছে উপর্যুপরি প্রকাশিত গ্রন্থমালায়।

অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি প্রথমে উপনীত হয়েছেন গন্ড-গ্রাম-গঞ্জের নিভৃত কোণ থেকে শহরে বন্দরে এবং পরে রাজধানী নগরে, আর সর্বশেষ এসেছেন সুদূর আমেরিকার মাটিতে তথা নিউইয়র্ক নগরীতে। বর্তমানে তিনি এই শহরে এই উচ্চাঙ্গের শিক্ষা কেন্দ্রের (এডুকেশন সেন্টার) পরিচালক।

কিন্তু এই সুদূর প্রবাসের অতি ব্যস্ত এবং সংগ্রাম মুখর জীবনেও তার লেখনী কিংবা সাহিত্য চর্চায় কোন রূপ ছেদ বা ভাটা পড়েনি, বরং তার বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে তা পূর্বের মতোই রয়েছে চির চলমান এবং সদা আগুয়ান।

সূরা ৭৮ ঃ নাবা, মাক্কী

٧٨ – سورة النبأ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪০, রুকূ ২)

(اَيَاتُهَا : ٤٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) তারা পরস্পর কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	١. عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ
(২) সেই মহান সংবাদ সম্বন্ধে -	٢. عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ
(৩) যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে থাকে!	٣. ٱلَّذِى هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ
(৪) কখনই না, তাদের ধারণা অ-বাস্তব, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।	٤. كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ
(৫) আবার বলি, কখনই না, তারা অচিরেই অবগত হবে।	٥. ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ
(৬) আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?	٦. أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَـٰدًا
(৭) এবং পর্বতসমূহকে কীলক রূপে নির্মাণ করিনি?	٧. وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادًا
(৮) আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।	٨. وَخَلَقۡنَـٰكُمۡ أَزۡوَٰجًا
(৯) তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রাম,	٩. وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا
(১০) করেছি রাতকে আবরণ,	١٠. وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسًا

(১১) এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের জন্য (উপযোগী)।	١١. وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا
(১২) আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ,	١٢. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
(১৩) এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ।	١٣. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
(১৪) আর বর্ষণ করেছি মেঘ হতে প্রচুর বৃষ্টি।	١٤. وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا
(১৫) তদ্দ্বারা আমি উদ্গত করি শস্য ও উদ্ভিদ,	١٥. لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّا وَنَبَاتًا
(১৬) এবং বৃক্ষরাজি বিজড়িত উদ্যানসমূহ।	١٦. وَجَنَّٰتٍ أَلْفَافًا

কিয়ামাত সম্পর্কে মূর্তিপূজকদের অস্বীকৃতি এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী

যে মুশরিকরা কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করত এবং ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে পরস্পরকে নানা ধরনের প্রশ্ন করত, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঐ সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এবং কিয়ামাত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা বর্ণনা করে তাদের দাবী খণ্ডন করছেন। তিনি বলেন ঃ 'তারা একে অপরের নিকট কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?' অর্থাৎ তারা কি কিয়ামাত সম্পর্কে একে অপরের নিকট প্রশ্ন করছে? অথচ এটা তো এক মহাসংবাদ! অর্থাৎ এটা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও খারাপ সংবাদ এবং উজ্জ্বল সুস্পষ্ট দিবালোকের মত প্রকাশমান।

اَلَّذِى هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ (যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে), এতে যে মতানৈক্যের কথা বলা হয়েছে তা এই যে, এ বিষয়ে তারা দু'টি দলে বিভক্ত রয়েছে। একটি দল এটা স্বীকার করে যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর অপর দল এটা স্বীকারই করেনা।

কিয়ামাত দিবসে বিচার করাসহ আল্লাহর ক্ষমতার উদাহরণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে ধমকের স্বরে বলছেন ঃ 'কখনই না, তাদের ধারণা অবাস্তব, অলীক, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি ঃ কখনই না, তারা অচিরেই জানবে।' এটা তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার কঠিন ধমক ও ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিস্ময়কর সৃষ্টির সূক্ষ্মতার বর্ণনা দেয়ার পর নিজের আজীমুশ্‌শান ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি এসব জিনিস কোন নমুনা ছাড়াই প্রথমবার যখন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি দ্বিতীয়বারও ওগুলি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। তাই তো তিনি বলেন ঃ 'আমি কি ভূমিকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?' অর্থাৎ আমি সমস্ত সৃষ্টজীবের জন্য এই ভূমিকে কি সমতল করে বিছিয়ে দিইনি? এভাবে যে, ওটা তোমাদের সামনে বিনীত ও অনুগত রয়েছে। নড়াচড়া না করে নীরবে পড়ে রয়েছে। আর পাহাড়কে আমি এই ভূমির জন্য পেরেক বা কীলক করেছি যাতে এটা হেলেদুলে যেতে না পারে এবং ওর উপর বসবাসকারীরা যেন উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا 'আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।' অর্থাৎ তোমরা নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমি তোমাদেরকে নর ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা একে অপর হতে কামবাসনা পূর্ণ করতে পার। আর এভাবেই তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২১)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا** ‘আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম।’ অর্থাৎ তোমাদের নিদ্রাকে আমি হট্টগোল গণ্ডগোল বন্ধ হওয়ার কারণ বানিয়েছি যাতে তোমরা আরাম ও শান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের সারা দিনের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এর অনুরূপ আয়াত সূরা ফুরকানে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا** ‘আমি রাতকে করেছি আবরণ।’ অর্থাৎ রাতের অন্ধকার ও কৃষ্ণতা জনগণের উপর ছেয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (সূরা শাম্‌স, ৯১ ঃ ৪) আরাব কবিরাও তাঁদের কবিতায় রাতকে পোশাক বা আবরণ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমি দিবসকে জীবিকা সংগ্রহের জন্য (উপযোগী) করেছি।’ অর্থাৎ রাতের বিপরীত দিনকে আমি উজ্জ্বল করেছি। দিনের বেলায় আমি অন্ধকার দূরীভূত করেছি যাতে তোমরা জীবিকা আহরণ করতে পার। (তাবারী ২৪/১৫২)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ **وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا** ‘আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ।’ অর্থাৎ সাতটি সুউচ্চ, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত আকাশ তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে নির্মাণ করেছি যেগুলি চমৎকার ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। সেই আকাশে তোমরা হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল

চকচকে নক্ষত্র দেখতে পাও। ওগুলির কোন কোনটি পরিভ্রমণ করে ও কোন কোনটি নিশ্চল ও স্থির থাকে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا** 'আর আমি সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ।' অর্থাৎ আমি সূর্যকে উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়েছি যা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করে থাকে এবং সমস্ত জিনিসকে ঝক্‌ঝকে তকতকে করে তোলে ও সারা দুনিয়াকে আলোকময় করে দেয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًا** 'এবং আমি বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রবাহিত বায়ু মেঘমালাকে এদিক ওদিক নিয়ে যায়। তারপর ঐ মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা ভূমিকে পরিতৃপ্ত করে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ *'মুসিরাত'* শব্দের অর্থ হল মেঘমালা। (তাবারী ২৪/১৫৪) ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং আশ শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/১৫৩, বাগাবী ৪/৪৩৭) আল ফাররা (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল ঐ ধরনের মেঘ যাতে বৃষ্টির কণা জমা আছে, কিন্তু উহা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়না। এর উদাহরণ স্বরূপ ঐ সমস্ত মহিলাদের কথা বলা হয়েছে যাদের মাসিক চক্র উপস্থিত হলেও স্রাব প্রবাহিত হয়না। (বাগাবী ৪/৪৩৭)

আরাবে **امْرَأَة مُعْصِرَة** ঐ নারীকে বলা হয় যার মাসিক ঋতুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু এখনো ঋতু শুরু হয়নি। অনুরূপভাবে এখানেও অর্থ এই যে, আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে কিন্তু এখনও মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِۦ

আল্লাহ! তিনি বায়ু প্রেরণ করেন; ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খন্ড বিখন্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও ওটা হতে নির্গত হয় বারিধারা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৮)

ثَجَّاجًا -এর অর্থ হল ক্রমাগত প্রবাহিত হওয়া এবং অত্যধিক বর্ষিত হওয়া। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, **ثَجَّاجًا** এর অর্থ হল প্রবাহিত হওয়া। (তাবারী ২৪/১৫৫) আশ শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল অনবরত প্রবাহিত হতে থাকা। (তাবারী ২৪/১৫৫) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল প্রচুর পরিমানে। (তাবারী ২৪/১৫৫)

একটি হাদীসে রয়েছে যে, ইসতাহাযাহর মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্নকারিণী একজন সাহাবীয়া মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তুলার পুঁটলী কাছে রাখবে।' মহিলাটি বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার রক্ত যে অনবরত আসতেই থাকে।' এই রিওয়ায়াতেও **ثَجّ** শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ বিরামহীনভাবে রক্ত আসতেই থাকে। সুতরাং এই আয়াতেও উদ্দেশ্য এটাই যে, মেঘ হতে প্রচুর পরিমান অনবরত বৃষ্টি বর্ষিত হতেই থাকে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا** ঐ পবিত্র ও বারাকাতময় বারি দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান। এগুলি মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর আহারের কাজে লাগে। বর্ষিত পানি খালে বিলে জমা রাখা হয়। তারপর ঐ পানি পান করা হয় এবং বাগ-বাগিচা সেই পানি পেয়ে ফুলে-ফলে, রূপে-রসে সুশোভিত হয়। আর বিভিন্ন প্রকারের রঙ, স্বাদ ও গন্ধের ফলমূল মাটি হতে উৎপন্ন হয়, যদিও ভূমির একই খণ্ডে ওগুলি পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বিজ্ঞজন বলেন যে, এর অর্থ হল জমা বা একত্রিত। (তাবারী ২৪/১৫৬) এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعٞ مُّتَجَٰوِرَٰتٞ وَجَنَّٰتٞ مِّنۡ أَعۡنَٰبٖ وَزَرۡعٞ وَنَخِيلٞ صِنۡوَانٞ وَغَيۡرُ صِنۡوَانٖ يُسۡقَىٰ بِمَآءٖ وَٰحِدٖ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلۡأُكُلِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪)

(১৭) নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে মীমাংসা দিবস।	١٧. إِنَّ يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ كَانَ مِيقَٰتٗا
(১৮) সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে,	١٨. يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأۡتُونَ أَفۡوَاجٗا
(১৯) আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।	١٩. وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ أَبۡوَٰبٗا
(২০) এবং সঞ্চালিত করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা বৎ।	٢٠. وَسُيِّرَتِ ٱلۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا
(২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম রয়েছে।	٢١. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادٗا

(২২) (ওটা হচ্ছে) অবাধ্য লোকদের অবস্থিতি স্থল	٢٢. لِّلطَّـٰغِينَ مَـَٔابًا
(২৩) সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে,	٢٣. لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا
(২৪) সেখানে তারা কোন স্নিগ্ধ (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবেনা। এবং না কোন পানীয়ও	٢٤. لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا
(২৫) উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত;	٢٥. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا
(২৬) এটাই সমুচিত প্রতিফল।	٢٦. جَزَآءً وِفَاقًا
(২৭) তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতনা,	٢٧. إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا
(২৮) এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল।	٢٨. وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًا
(২৯) সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।	٢٩. وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًا
(৩০) অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি তো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব।	٣٠. فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

প্রতিফল দিবসের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা يَوْمَ الْفَصْلِ অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে বলেন যে, ওটা বিচারের জন্য একটা নির্ধারিত দিন। ওটা পূর্বেও আসবেনা এবং পরেও আসবেনা, বরং ঠিক নির্ধারিত সময়েই আসবে। কিন্তু কখন আসবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কারও এর জ্ঞান নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১০৪)

ইরশাদ হচ্ছে ঃ ‘সেই দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।’ প্রত্যেক উম্মাত নিজ নিজ নাবীর সাথে পৃথক পৃথক থাকবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সেদিন লোকেরা দলে দলে উপস্থিত হবে। (তাবারী ২৪/১৫৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল প্রত্যেক নাবীর উম্মাতগণ তাদের নাবীর সাথে দলবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হবে। ইহা আল্লাহ তা’আলার নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঃ

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَـٰمِهِمْ

স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭১) (তাবারী ২৪/১৫৮)

يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

এই আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘উভয় শিংগার মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ। সাহাবীগণের কেহ কেহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ উহা কি চল্লিশ দিন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি বলতে পারিনা। তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন ঃ উহা কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাব দিলেন ঃ তা আমি বলতে পারবনা। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ উহা কি চল্লিশ বছর? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি এটাও বলতে পারছিনা। তিনি

বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে যেভাবে উদ্ভিদ মাটি হতে অঙ্কুরিত হয় তদ্রূপ মানুষ ভূ-পৃষ্ঠ হতে উত্থিত হতে থাকবে। মানুষের সারা দেহ পচে গলে গেলেও শুধুমাত্র একটি অংশ বাকী থাকে। তা হল কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি। ঐ অস্থি থেকেই কিয়ামাতের দিন মাখলূককে পুনর্গঠন করা হবে।' (ফাতহুল বারী ৫/৫৫৮)

وَفُتِحَت السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا 'আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।' অর্থাৎ আকাশকে খুলে দেয়া হবে এবং তাতে মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলীর অবতরণের পথ ও দরজা হয়ে যাবে।

وَسُيِّرَت الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا 'আর চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা।' যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, অথচ সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কারি'আ, ১০১ ঃ ৫) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, পর্বতগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা। দর্শকরা মনে করবে যে, ওটা নিশ্চয়ই একটা কিছু। আসলে কিন্তু কিছুই নয়। শেষে ওটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর ওগুলির কোন চিহ্নই দেখা যাবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি

ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫-১০৭) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব উম্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে; (ওটা হবে) সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তন স্থল। যারা উদ্ধত, নাফরমান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী, জাহান্নামই তাদের প্রত্যাবর্তন ও অবস্থান স্থল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।' **اَحْقَاب** শব্দটি **حَقْب** শব্দের বহুবচন। দীর্ঘ যুগকে **حَقْب** বলা হয়। খালিদ ইব্‌ন মা'দান (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি এবং **اِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ** (অর্থাৎ *তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা)* (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৭) এই আয়াতটি একাত্মবাদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৬২)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বাসরীকে (রহঃ) **اَحْقَابًا** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলা হয় যে, এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ের কথা বুঝানো হয়না, বরং সাধারণভাবে বুঝতে হবে যে, জাহান্নামে অবস্থানের কোন সময়-সীমা নেই। অবশ্য তারা উল্লেখ করেন যে, **حُقْب** এর অর্থ হল সত্তর বছর এবং ঐ সত্তর বছরের প্রতিটি দিন তোমাদের হিসাব মতে (বর্তমান পৃথিবীতে) এক হাজার বছরের সমান। (তাবারী ২৪/১৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আহ্‌কাব কখনো শেষ হবার নয়। এক হাকব শেষ হলে অন্য হাকব শুরু হয়ে যাবে। এই আহকাবের সঠিক সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তবে মানুষকে শুধু এতটুকু জানানো হয়েছে যে, আশি বছরে এক **حَقْب** হয়।

এক বছরের মধ্যে রয়েছে তিনশ’ ষাট দিন এবং প্রতিটি দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ সেখানে তারা আস্বাদন করবেনা শৈত্য, না কোন পানীয়। অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে এমন ঠাণ্ডা জিনিস দেয়া হবেনা যার ফলে তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতে পারে এবং ঠাণ্ডা পানীয়ও পান করতে দেয়া হবেনা। বরং এর পরিবর্তে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি রক্ত ও পুঁজ।

حَمِيْم এমন কঠিন গরমকে বলা হয় যার পরে গরম বা উষ্ণতার আর কোন স্তর নেই। আর **غَسَّاق** বলে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত পুঁজ ইত্যাদিকে। এই গরমের মুকাবিলায় এমন শৈত্য দেয়া হবে যে, তা স্বয়ং যেন একটা আযাব এবং তাতে থাকবে অসহনীয় দুর্গন্ধ। সূরা ‘সাদ’ - এর মধ্যে **غَسَّاق** - এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অশেষ রাহমাতের বদৌলতে আমাদেরকে তাঁর সর্বপ্রকারের শাস্তি হতে রক্ষা করুন! আমীন!

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘এটাই উপযুক্ত প্রতিফল।’ অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে যে অন্যায় অপরাধ করেছে সেই অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির কঠোরতা নির্ভর করবে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

এখানে তাদের দুষ্কৃতি লক্ষ্যণীয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হিসাব-নিকাশের কোন ক্ষণ আসবেইনা। আল্লাহ যেসব দলীল প্রমাণ তাঁর নাবীদের উপর অবতীর্ণ করেছেন, তারা এ সব কিছুকেই একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিত। **كِذَّابًا** শব্দটি ‘মাসদার’ বা ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা বা অস্বীকার করা।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ **وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا** ‘সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।’ অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদের সমস্ত আমল অবগত রয়েছি এবং ওগুলিকে লিখে রেখেছি। তাদের সব আমলেরই আমি

প্রতিফল প্রদান করব। ভাল কাজ হলে ভাল প্রতিফল এবং মন্দ কাজ হলে মন্দ প্রতিফল।

জাহান্নামীদেরকে বলা হবে ঃ এখন তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এরকমই এবং এর চেয়েও নিকৃষ্ট শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে।

কাতাদাহ (রহঃ) আবূ আইউব আল আজদি (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামীদের ব্যাপারে এ আয়াতের চেয়ে আরও কঠিন ও নৈরাশ্যজনক কোন আয়াত আল্লাহ তা'আলা আর নাযিল করেননি। তাদের শাস্তি সদা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। (তাবারী ২৪/১৬৯)

(৩১) এবং নিশ্চয়ই সংযমশীল লোকদের জন্যই সফলতা;	٣١. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
(৩২) প্রাচীর বেষ্টিত বাগান ও আঙ্গুর;	٣٢. حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًا
(৩৩) এবং সম বয়স্কা যুবতীবৃন্দ;	٣٣. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا
(৩৪) এবং পূর্ণ পুতঃ পানপাত্র।	٣٤. وَكَأْسًا دِهَاقًا
(৩৫) সেখানে তারা শুনবেনা অসার ও মিথ্যা বাক্য;	٣٥. لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا
(৩৬) এটাই তোমার রবের অনুগ্রহের পূর্ণ প্রতিদান।	٣٦. جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا

আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার

পরহেযগার ও পুণ্যবানদের জন্য আল্লাহ যেসব নি'আমাত ও রাহমাত সংরক্ষণ করে রেখেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলছেন যে, এই লোকগুলি হল সফলকাম। এদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে এবং এরা জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ঐ সফলকাম লোকদের জন্য রয়েছে আনন্দময় জীবন যাপনের জায়গা। (তাবারী ২৪/১৭০, বাগাবী ৪/৪৩৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ঐ সফলকাম ব্যক্তিরা হলেন তারা যাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে। (তাবারী ২৪/১৬৯, ১৭০) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কারণ পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা **حَدَائِقَ** শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে খেজুর গাছ এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে সাজানো বাগান।

حَدَائِقَ বলা হয় খেজুর ইত্যাদির বাগানকে। এই পুণ্যবান ও পরহেযগার লোকেরা আয়তলোচনা, উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী অর্থাৎ হুর লাভ করবে, যারা হবে উঁচু ও স্ফীত বক্ষের অধিকারিণী এবং সমবয়স্কা। (তাবারী ২৪/১৭০) যেমন সূরা ওয়াকিআ'র তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।

তারা পবিত্র শরাবের উপচে পড়া পেয়ালা একটির পর একটি লাভ করবে। তাতে এমন কোন নেশা হবেনা যে, অশ্লীল ও অর্থহীন কথা তাদের মুখ দিয়ে বের হবে যা অন্য কেহ শুনতে পাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

কেহ অসার কথা বলবেনা এবং অসৎ কাজেও লিপ্ত হবেনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২৩) অর্থাৎ তাতে কোন অর্থহীন বাজে কথা এবং অশ্লীল ও পাপের কথা প্রকাশ পাবেনা। সেটা হল দারুস সালাম বা শান্তির ঘর, যেখানে কোন দূষণীয় বা মন্দ কথাই প্রকাশ পাবেনা।

মু'মিনদেরকে এসব নি'আমাত তাদের সৎ কর্মের বিনিময় হিসাবে আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। এটা হল মহান আল্লাহর অশেষ করুণা ও

রাহমাত। আল্লাহ তা'আলার এই করুণা ও অনুগ্রহ সীমাহীন, ব্যাপক ও পরিপূর্ণ, যা কখনো শেষ হবার নয়। আরাবরা বলে থাকে ঃ তিনি আমাকে ইনআম দিয়েছেন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন অনুরূপভাবে বলা হয় ঃ حَسْبِيَ اللَّهُ। অর্থাৎ সর্বদিক দিয়ে আল্লাহই আমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন।

(৩৭) যিনি রাব্ব আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওগুলির অন্তঃবর্তী সব কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবেনা।	٣٧. رَّبِّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَـٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
(৩৮) সেদিন রুহ্ ও মালাইকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে।	٣٨. يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا
(৩৯) এই দিবস সুনিশ্চিত। অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের শরণাপন্ন হোক।	٣٩. ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا
(৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবে ঃ হায়রে	٤٠. إِنَّآ أَنذَرْنَـٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا

হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম!	قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا.

পূর্বানুমতি ছাড়া মালাইকাসহ কেহই আল্লাহর কাছে কথা বলার সাহস পাবেনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি রাহমান বা পরম দয়াময়। তাঁর রাহমাত বা করুণা সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর সামনে কেহ কথা বলার সাহস পাবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৫)

রূহ দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৭৬) জিবরাঈলকে (আঃ) অন্য জায়গায়ও রূহ বলা হয়েছে। যেমন ঃ

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (২৬ ঃ ১৯৩-১৯৪) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত মালাইকা/ফেরেশতার মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত অহী বাহক, আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছেন এমন মালাক হলেন এই জিবরাঈল (আঃ)। (দুররুল মানসুর ৮/৪০০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত (অন্যরা কথা বলবেনা)।’ আল্লাহ তা‘আলার এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতই ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৫) সহীহ হাদীসে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেইদিন রাসূলগণ ছাড়া কেহই কথা বলবেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩০)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَقَالَ صَوَابًا ‘এবং সে যথার্থ সত্যি কথা বলবে।’ সর্বাধিক সত্য কথা হল ঃ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আবূ সালিহ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) উভয়ে একই মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ২৪/১৭৮)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ ‘এই দিবস সুনিশ্চিত।’ অর্থাৎ অবশ্যই এটা সংঘটিত হবে। ‘অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের শরণাপন্ন হোক।’ অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে তার রবের নিকট ফিরে যাবার পথ তৈরী করুক, যে পথে চলে সে সোজাভাবে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে।

বিচার দিবস অতি নিকটে

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ‘আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি হতে সতর্ক করলাম।’ অর্থাৎ কিয়ামাতের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করলাম। যা আসবে তাতো এসেই গেছে মনে করা উচিত। কারণ যা আসার তা আসবেই। সেই দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। ঐদিন নতুন, পুরাতন, ছোট, বড় এবং ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল মানুষের সামনে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا

তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩)

'আর কাফির বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হতাম।' অর্থাৎ দুনিয়ায় যদি আমরা মাটি রূপে থাকতাম, যদি আমাদেরকে সৃষ্টিই না করা হত এবং আমাদের কোন অস্তিত্বই না থাকত তাহলে কতই না ভাল হত! তারা সেদিন আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। নিজেদের মন্দ ও পাপ কাজগুলো সামনে থাকবে যেগুলো পবিত্র মালাইকার ন্যায়পূর্ণ হাত দ্বারা লিখিত হয়েছে।

যখন জীব-জন্তুগুলোর ফাইসালা হয়ে যাবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে, এমন কি যদি শিংবিহীন বকরীকে শিংবিশিষ্ট বকরী মেরে থাকে তাহলে তারও প্রতিশোধ নিয়ে দেয়া হবে। বিচার ফাইসালা শেষ হওয়ার পর ওদেরকে (জন্তুগুলোকে) বলা হবে ঃ তোমরা মাটি হয়ে যাও। ফলে ওরা মাটি হয়ে যাবে। তখন এই কাফির লোকও বলবে ঃ হায়, যদি আমি (এদের মত) মাটি হয়ে যেতাম! অর্থাৎ যদি আমিও জন্তু হতাম এবং এভাবে মাটি হয়ে যেতাম তাহলে কতই না ভাল হত!

শিংগার সুদীর্ঘ হাদীসেও এই বিষয়টি এসেছে এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

সূরা নাবা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৯ ঃ নাযি‘আত, মাক্কী — ٧٩ – سورة النازعات، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৬, রুকূ ২) — (اَيَاتها : ٤٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,	١. وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقًا
(২) এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করে দেয়,	٢. وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطًا
(৩) এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,	٣. وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبۡحًا
(৪) এবং যারা দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়,	٤. فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبۡقًا
(৫) অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।	٥. فَٱلۡمُدَبِّرَٰتِ أَمۡرًا
(৬) সেদিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করবে,	٦. يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ
(৭) ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি।	٧. تَتۡبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ
(৮) কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে,	٨. قُلُوبٌ يَوۡمَئِذٍ وَاجِفَةٌ
(৯) তাদের দৃষ্টি ভীতি বিহ্বলতায় অবনমিত হবে।	٩. أَبۡصَٰرُهَا خَٰشِعَةٌ
(১০) তারা বলে ঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই,	١٠. يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرۡدُودُونَ

فِى ٱلْحَافِرَةِ	
١١. أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً	**(১১) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?**
١٢. قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ	**(১২) তারা বলে ঃ তা’ই যদি হয় তাহলে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন!**
١٣. فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ	**(১৩) এটা তো এক বিকট শব্দ মাত্র;**
١٤. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ	**(১৪) ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে।**

পাঁচটি বিষয়ের শপথ নিয়ে কিয়ামাতের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণনা

এখানে মালাইকা/ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে যাঁরা কোন কোন মানুষের রূহ কঠিনভাবে টেনে বের করেন এবং কারও কারও রূহ এমন সহজভাবে কব্‌য করেন যে, যেন একটা বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ রূপই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৭৮) وَالسَّابِحَات سَبْحًا সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা হলেন আল্লাহর মালাইকা। (দুররুল মানসুর ৮/৪০৪) আলী (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবূ সালিহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৯০, কুরতুবী ১৯/১৯৩)

فَالْمُدَبِّرَات أَمْرًا (অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে)। এর দ্বারাও মালাইকা উদ্দেশ্য। এটা মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ)

এবং সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি। (তাবারী ২৪/১৯০, কুরতুবী ১৯/১৯৪, দুররুল মানসুর ৮/৪০৩-৪০৫) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যে মালাইকা আল্লাহর নির্দেশক্রমে আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সর্বত্র কর্ম নির্বাহকারী।

বিচার দিবস এবং ঐ দিন মানুষের বাক্যালাপ

'সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করবে এবং ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি' এটা দ্বারা দু'টি শিংগাধ্বনি উদ্দেশ্য। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ এই আয়াত দ্বারা দু'বার প্রকম্পিত হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৯১) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৯১, ১৯২) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম শিংগার বর্ণনা يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ (যে দিন যমীন ও পাহাড় প্রকম্পিত হবে) এই আয়াতে রয়েছে, আর দ্বিতীয় শিংগার বর্ণনা রয়েছে নিম্নের আয়াতে ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً

সেই দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ১৪)

وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৪) (তাবারী ২৪/১৯২)

বলা হয়েছে ঃ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে, তাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। কেননা তারা নিজেদের পাপ এবং আল্লাহর আযাব আজ প্রত্যক্ষ করবে।

যে সব মুশরিক পরস্পর বলাবলি করে, কাবরে যাওয়ার পরেও কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে? আজ তারা নিজেদের জীবনের গ্লানি ও অবমাননা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করবে।

حَافِرَةَ কাবরকে বলা হয়। অর্থাৎ কাবরে যাওয়ার পর দেহ পচে-গলে যাবে এবং অস্থি মাটির সাথে মিশে যাবে। এরপরেও কি পুনরুজ্জীবিত করা হবে? কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

‘তারা বলে ঃ তা’ই যদি হয় তাহলে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন! (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১২) মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব বলেন যে, কুরাইশরা বলাবলি করত যে, আল্লাহ যদি সত্যি সত্যি আমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন তাহলে তো দ্বিতীয়বারের এ জীবন অপমানজনক ও ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হবে। কুরাইশ কাফিরেরা এ সব কথা বলাবলি করত। **حَافِرَة** শব্দের অর্থ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ** তারা যে বিষয়টিকে বিরাট ও অসম্ভব বলে মনে করছে সেটা আমার ব্যাপক ক্ষমতার আওতাধীনে খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। এটা তো শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ। দ্বিতীয়বার সাবধান করার উদ্দেশে এর আগে কোন সংকেত দেয়া হবেনা। মানুষেরা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকানো অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা ইসরাফীলকে (আঃ) নির্দেশ দিলে তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন। তাঁর ফুৎকারের সাথে সাথেই আগের ও পরের সবাই জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সামনে এক মাইদানে সমবেত হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত।’(সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

কিয়ামাতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্ত্বর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৭)

سَاهِرَة শব্দের অর্থ হল ভূ-পৃষ্ঠ ও সমতল মাইদান। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَة** *ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **سَاهِرَة** অর্থ সমগ্র পৃথিবী। (তাবারী ২৪/১৯৮) সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবূ সালিহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন **سَاهِرَة** অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগ। (তাবারী ২৪/১৯৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, পৃথিবীর সর্বনিম্নেও যে থাকবে তাকেও পৃথিবীর উপরিভাগে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ **سَاهِرَة** হল উঁচু-নীচুহীন সমতল ভূমি। (তাবারী ২৪/১৯৮, দুররুল মানসুর ৮/৪০৮) যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৮) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি

ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫-১০৭) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭) মোট কথা, সম্পূর্ণ নতুন একটি যমীন হবে, যে যমীনে কখনো কোন অন্যায়, খুনাখুনি এবং পাপাচার সংঘটিত হয়নি।

(১৫) তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?	١٥. هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ
(১৬) যখন তার রাব্ব পবিত্র 'তুওয়া' প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন	١٦. إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى
(১৭) ফির'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমা লংঘন করেছে,	١٧. ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ
(১৮) এবং (তাকে) বল ঃ তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও?	١٨. فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ
(১৯) আর আমি তোমাকে তোমার রবের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।	١٩. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ
(২০) অতঃপর সে তাকে মহা নিদর্শন দেখালো।	٢٠. فَأَرَىٰهُ ٱلْءَايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ

(২১) কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল।	٢١. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ
(২২) অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল।	٢٢. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ
(২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল,	٢٣. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ
(২৪) আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব।	٢٤. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ
(২৫) ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত।	٢٥. فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْـَٔاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ
(২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।	٢٦. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ

মূসার (আঃ) ঘটনায় আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করছেন যে, তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসাকে (আঃ) ফির'আউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং মু'জিযা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফির'আউন ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও কুফরী হতে বিরত হয়নি। অবশেষে তার উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হল এবং সে ধ্বংস হয়ে গেল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তোমার বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফিরদেরও অনুরূপ অবস্থা হবে। এ

জন্যই এই ঘটনার শেষে বলেন ঃ ‘যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।’

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? ঐ সময় মূসা (আঃ) ‘তুওয়া’ নামক একটি পবিত্র প্রান্তরে ছিলেন। তুওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সূরা তা-হা’ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) আহ্বান করে বলেন ঃ ফির‘আউন হঠকারিতা, অহংকার ও সীমালংঘন করেছে। সুতরাং তুমি তার কাছে গমন করে তাকে জিজ্ঞেস কর যে, তোমার কথা শুনে সে সরল, সত্য ও পবিত্র পথে পরিচালিত হতে চায় কি না? তাকে তুমি বলবে ঃ তুমি যদি আমার কথা শ্রবণ কর ও মান্য কর তাহলে তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। আমি তোমাকে আল্লাহর ইবাদাতের এমন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করব যার ফলে তোমার হৃদয় নরম ও উজ্জ্বল হবে। তোমার অন্তরে বিনয় ও আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি হবে। আর তোমার মন হতে কঠোরতা, রূঢ়তা ও নির্মমতা বিদূরিত হয়ে যাবে।

মূসা (আঃ) ফির‘আউনের কাছে গেলেন, তাকে আল্লাহর বাণী শোনালেন, যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করলেন এবং নিজের সত্যতার স্বপক্ষে মু’জিযা দেখালেন। কিন্তু ফির‘আউনের মনে কুফরী বদ্ধমূল ছিল বলে সে মূসার (আঃ) কথা শোনা সত্ত্বেও তার ভিতরে কিংবা বাহিরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলনা। সে বারবার সত্যকে অস্বীকার করে নিজের হঠকারী স্বভাবের উপর অটল থাকল। হক ও সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য ফির‘আউন ঈমান আনতে পারলনা।

ফির‘আউনের মন জানত যে, তার কাছে আল্লাহর বার্তা নিয়ে যিনি এসেছেন তিনি সত্য নাবী এবং তাঁর শিক্ষাও সত্য। কিন্তু তার মন জানলেও সে বিশ্বাস করতে পারলনা। জানা এক কথা এবং ঈমান আনয়ন করা অন্য কথা। মন যা জানে তা বিশ্বাস করাই হল ঈমান, অর্থাৎ সত্যের অনুগত হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রতি আমল করার জন্য আত্মনিয়োগ করা।

ফির‘আউন সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং সত্যবিরোধী তৎপরতা চালাতে শুরু করল। সে যাদুকরদেরকে একত্রিত করে তাদের কাছে মূসাকে (আঃ) হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইল। সে স্বগোত্রকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে ঘোষণা করল ঃ ‘আমিই তোমাদের বড় রাব্ব।’ ফির‘আউন বলেছিল ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮)

‘অতঃপর আল্লাহ তাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তি দেন।’ অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তাকে এমন শাস্তি দেন যে, তা তার মত আল্লাহদ্রোহীদের জন্য চিরকাল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এটা তো দুনিয়ার ব্যাপার। এছাড়া আখিরাতের শাস্তি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأُتْبِعُوا۟ فِى هَـٰذِهِۦ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ

আর আল্লাহর লা’নত তাদের সাথে সাথে রইল এই দুনিয়ায়ও এবং কিয়ামাত দিনেও। কতই না নিকৃষ্ট পুরষ্কার! যা একটির পর আর একটি তাদেরকে দেয়া হবে (দুনিয়ায় ও আখিরাতে)। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৯)

وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪১) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, এতে তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় যারা অন্তরে ভয় পোষণ করে।

(২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন।	٢٧. ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا
(২৮) তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।	٢٨. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا

٢٩. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَـٰهَا	(২৯) এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন।
٣٠. وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَـٰهَآ	(৩০) এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।
٣١. أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَـٰهَا	(৩১) তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ,
٣٢. وَٱلْجِبَالَ أَرْسَـٰهَا	(৩২) আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন;
٣٣. مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَـٰمِكُمْ	(৩৩) এ সবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলির ভোগের জন্য।

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার চেয়ে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা খুবই সহজ

যারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতনা তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা যুক্তি পেশ করছেন যে, আকাশ সৃষ্টি করার চেয়ে মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ ব্যাপার। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১)

তিনি অত্যন্ত উঁচু, প্রশস্ত ও সমতল করে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তারপর অন্ধকার রাত্রে চমকিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ঐ আকাশের গায়ে স্থাপন করেছেন। তিনি অন্ধকার কৃষ্ণকায় রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। দিনকে উজ্জ্বল এবং আলোকমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا** এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু অতঃপর একে অন্ধকারে রূপান্তরিত করেন। (তাবারী ২৪/২০৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ছাড়াও বিজ্ঞজনদের একটি বড় দল একে সমর্থন জানিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২০৭, দুররুল মানসুর ৮/৪১১) **وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি আস্তে আস্তে দিনকে নিস্প্রভ করেন।

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহকে তিনি যেখানে যেটি স্থাপন করতে চেয়েছেন সেটি সেখানে স্থাপিত হয়েছে তাদের ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا এ আয়াতাংশের ভাবার্থ হচ্ছে তিনি ঐ সকলকে স্থাপন করার পর সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে যেখানে যেটি করা দরকার সেখানে স্থায়ী করেছেন। তিনিই সর্বজ্ঞ, সবিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, করুণাময়।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ এসব কিছু তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর উপকারের জন্য ও উপভোগের জন্য (সৃষ্টি করা হয়েছে)। অর্থাৎ

যমীন হতে কূপ ও ঝর্ণা বের করা, গোপনীয় খনি প্রকাশিত করা, ক্ষেতের ফসল ও গাছ-পালা জন্মানো, পাহাড়-পর্বত স্থাপন করা ইত্যাদি, এগুলির ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন যাতে তোমরা যমীন হতে পুরোপুরি লাভবান হতে পার। সবকিছুই মানুষের এবং তাদের পশুদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐসব পশুও তাদেরই উপকারের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তারা কোন পশুর গোশত আহার করে, কোন পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে এবং এই পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে থাকে। তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, যতদিন তারা পৃথিবীতে অবস্থান করে এগুলির প্রয়োজন অনুভব করবে এবং তাদের মৃত্যু না হবে।

(৩৪) অতঃপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে,	٣٤. فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ
(৩৫) সেদিন মানুষ যা করেছে তা স্মরণ করবে,	٣٥. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ
(৩৬) এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম - দর্শকদের জন্য।	٣٦. وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ
(৩৭) অনন্তর যে সীমা লংঘন করে,	٣٧. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ
(৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়,	٣٨. وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

(৩৯) জাহান্নামই হবে তার আবাস স্থল।	٣٩. فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ
(৪০) পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে,	٤٠. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ
(৪১) জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান।	٤١. فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ
(৪২) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে?	٤٢. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا
(৪৩) এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?	٤٣. فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ
(৪৪) এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট।	٤٤. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ
(৪৫) যে ওর ভয় রাখে তুমি শুধু তারই সতর্ককারী।	٤٥. إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا
(৪৬) যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি।	٤٦. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا.

বিচার দিবসের বর্ণনা এবং উহা কবে হবে তা সবার অজানা

طَامَّةُ الْكُبْرَى দ্বারা কিয়ামাতের দিন উদ্দেশ্য। (তাবারী ২৪/২১১) কেননা ঐ দিন হবে খুবই ভয়াবহ ও গোলযোগপূর্ণ দিন। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যে, সে কি করেছে। অর্থাৎ সেদিন আদম সন্তানের কাছে প্রতিভাত হবে যে, সে কি কি ভাল কাজ করেছে এবং কোন্ কোন্ খারাপ কাজ করেছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২৩) অর্থাৎ ঐ সময় উপদেশ গ্রহণে কোনই উপকার হবেনা। মানুষের সামনে জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তারা ঐ জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখবে। পার্থিব জীবনে যারা শুধু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি, পরকালকে প্রাধান্য না দিয়ে পার্থিব চিন্তায় ও তৎপরতায় লিপ্ত ছিল, সেই দিন তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাদের খাদ্য হবে যাককূম নামক গাছ এবং পানীয় হবে হামীম বা ফুটন্ত পানি। কিন্তু যারা আল্লাহ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে, তাদের ঠিকানা হবে সুখ সমৃদ্ধ জান্নাত। সেখানে তারা সর্বপ্রকারের নি'আমাত লাভ করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে একথা তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আমি সেটা জানিনা এবং শুধু আমি কেন, আল্লাহর মাখলূকাতের মধ্যে কেহই তা জানেনা। এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।

ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

তা হবে আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। তুমি যেন এ বিষয় সবিশেষ অবগত, এটা ভেবে তারা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও ঃ এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭)

জিবরাঈল (আঃ) যখন মানুষের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন তখন তিনি সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁকে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন 'জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা বেশী জানেনা।" (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ হে নাবী! তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। কিয়ামাতের ভয়াবহতা এবং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে মানুষদের সাবধান করতে থাক। যারা ঐ ভয়াবহ দিনকে ভয় করে তারাই শুধু তোমাকে অনুসরণ করবে এবং লাভবান হবে। তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে বলে সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা তোমার সতর্কীকরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেনা, বরং তোমার বিরোধিতা করবে তারা সেই দিন নিকৃষ্ট ধরনের ধ্বংসাত্মক আযাবের কবলে পতিত হবে।

মানুষ যখন নিজেদের কাবর থেকে উত্থিত হয়ে হাশরের মাইদানে সমবেত হবে তখন পৃথিবীর জীবনকাল তাদের কাছে খুবই কম বলে অনুভূত হবে। তাদের মনে হবে যে, তারা যেন সকাল বেলার কিছু অংশ অথবা বিকেল বেলার কিছু অংশ পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছে।

যুহরের সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে **عَشِيَّة** বলা হয় এবং সূর্যোদয় থেকে নিয়ে অর্ধ দিন পর্যন্ত সময়কে **ضُحَى** বলা হয়। (দুররুল মানসুর ৮/৪১৩) অর্থাৎ আখিরাতের তুলনায় পৃথিবীর সুদীর্ঘ বয়সকেও অতি অল্পকাল বলে মনে হবে।

সূরা নাযি'আত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮০ ঃ আ'বাসা, মাক্কী
(আয়াত ৪২, রুকূ ১)

٨٠ – سورة عبس ' مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٤٢ ' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল,	١. عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ
(২) যেহেতু তার নিকট এক অন্ধ আগমন করেছিল।	٢. أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ
(৩) তুমি কেমন করে জানবে সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,	٣. وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ
(৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত।	٤. أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ
(৫) পক্ষান্তরে যে পরওয়া করেনা	٥. أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ
(৬) তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ।	٦. فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ
(৭) অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।	٧. وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ
(৮) অন্যপক্ষ যে তোমার নিকট ছুটে এলো	٨. وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ
(৯) তার সেই সশংক চিত্ত,	٩. وَهُوَ يَخۡشَىٰ

(১০) তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে!	١٠. فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ
(১১) না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী;	١١. كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
(১২) যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে,	١٢. فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
(১৩) ওটা মহিমান্বিত পত্রসমূহে (লিখিত) -	١٣. فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
(১৪) (এবং) উন্নত পুতঃ -	١٤. مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ
(১৫) লেখকদের হস্তে (সুরক্ষিত)।	١٥. بِأَيْدِى سَفَرَةٍ
(১৬) (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ।	١٦. كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

সাহাবীকে ভ্রুকুঞ্চন করার জন্য রাসূলকে (সাঃ) ভর্ৎসনা

একাধিক তাফসীরকার লিখেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কুরাইশ নেতাকে ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করছিলেন এবং সেদিকে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আশা করছিলেন যে, হয়ত আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকেও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন। ঐ সময় ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) নামের অন্ধ সাহাবী তাঁর কাছে এলেন। ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রায়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির থাকতেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। সেদিনও তার অভ্যাসমত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানাবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে মনে ভেবেছিলেন যে, কুরাইশ নেতা হয়ত ইসলামের দা'ওয়াত কবূল করবে তাই তিনি আবদুল্লাহর (রাঃ) প্রতি তেমন মনোযোগ দিলেননা। তাঁর প্রতি তিনি কিছুটা বিরক্তও হলেন। ফলে তাঁর কপাল কুঞ্চিত হল এবং ঐ কুরাইশের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এরপর এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে রাসূল! তোমার উন্নত মর্যাদা ও মহান চরিত্রের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, একজন অন্ধ আমার ভয়ে তোমার কাছে ছুটে এলো, ধর্ম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভের আশায়, অথচ তুমি তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অহংকারী ও উদ্ধতদের প্রতি মনোযোগী হয়ে গেলে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার কাছে এসেছিল, তোমার মুখ থেকে আল্লাহর বাণী শুনে পাপ ও অন্যায় হতে বিরত থাকার সম্ভাবনা ছিল তার অনেক বেশী। সে হয়ত ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করত। অথচ তুমি সেই অহংকারী ধনী লোকটির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলে, এ কেমনতর কথা? ওকে সৎ পথে নিয়ে আসতেই হবে এমন দায়িত্ব তো তোমার উপর নেই। ওরা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদের দুষ্কৃতির জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল, আযাদ-গোলাম এবং পুরুষ ও নারী সবাই সমান। তুমি সবাইকে সমান নাসীহাত করবে। হিদায়াত আল্লাহর হাতে রয়েছে। আল্লাহ যদি কেহকে সৎ পথ থেকে দূরে রাখেন তাহলে তার রহস্য তিনিই জানেন, আর যদি কেহকে সৎপথে নিয়ে আসেন সেটার রহস্যও তিনিই ভাল জানেন।

আবূ ইয়ালা (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ যখন ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ "আমাকে দীনের কথা শিক্ষা দিন", তখন কুরাইশদের এক নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধর্মের কথা শোনাচ্ছিলেন আর জিজ্ঞেস করছিলেন ঃ "বল দেখি, আমার কথা সত্য কি-না?" সে উত্তরে বলছিল ঃ 'না, আপনি সত্য বলেননি। এই সময় عَبَسَ وَتَوَلَّى আয়াতটি নাযিল হয়। (তাবারী ২৪/২১৭) ইমাম তিরমিযী

(রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করার কথা উল্লেখ করেননি। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/২৫০)

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ ‘না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী।’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো এই সূরা অথবা ইলমে দীন প্রচারের ব্যাপারে মানুষের মাঝে ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে সমতা রক্ষার উপদেশ, যে, দীনের দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সবাই সমান। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, تَذْكِرَةَ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং সকল কাজ-কর্মে তাঁর ফরমানকেই অগ্রাধিকার দিবে। ক্রিয়া ذَكَرَ সর্বনাম দ্বারা অহীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সূরা, এই নাসীহাত তথা সমগ্র কুরআন সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য সহীফায় সংরক্ষিত রয়েছে, যা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যা অপবিত্রতা হতে মুক্ত এবং যা কমও করা হয়না কিংবা বেশীও করা হয়না।

سَفَرَةَ অর্থ মালাইকা/ফেরেশ্তাগণ, তাঁদের পবিত্র হাতে কুরআন রয়েছে। এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদের (রহঃ) উক্তি। (তাবারী ২৪/২২১, দুররুল মানসুর ৮/৪১৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এখানে سَفَرَةَ দ্বারা মালাইকাকেই বুঝানো হয়েছে যাঁরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে অহী ইত্যাদি নিয়ে আসেন। তাঁরা মানুষের মাঝে শান্তি রক্ষাকারী দূতদেরই মত। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬১)

তাঁদের চেহারা সুন্দর, পবিত্র ও উত্তম এবং তাঁদের চরিত্র ও কাজকর্মও পূত-পবিত্র ও উত্তম। এখান হতে এটাও জানা যায় যে, যে কুরআনের বাণী বহন করে নিয়ে আসে তার আমল-আখলাকও নিশ্চয়ই ভাল।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তাতে ব্যুৎপত্তি

লাভ করে সে মহান ও পূতঃ পবিত্র লিপিকার মালাইকার সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বহু কষ্টে কুরআন পাঠ করে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।" (আহমাদ ৬/৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৬০, মুসলিম ১/৫৪৯, আবূ দাঊদ ২/১৪৮, তিরমিযী ৮/২১৫, নাসাঈ ৬/৫০৬, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪২)

(১৭) মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!	١٧. قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ
(১৮) তিনি তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন?	١٨. مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ
(১৯) শুক্র বিন্দু হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,	١٩. مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ
(২০) অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন;	٢٠. ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ
(২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কাবরস্থ করেন।	٢١. ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ
(২২) এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।	٢٢. ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ
(২৩) তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন, সে তো তা পালন করেনি।	٢٣. كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ
(২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।	٢٤. فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ
(২৫) আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি,	٢٥. أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا

(২৬) অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্ট রূপে বিদীর্ণ করি;	٢٦. ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا
(২৭) এবং ওতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;	٢٧. فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
(২৮) দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,	٢٨. وَعِنَبًا وَقَضْبًا
(২৯) যায়তুন, খেজুর,	٢٩. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
(৩০) বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান,	٣٠. وَحَدَآئِقَ غُلْبًا
(৩১) ফল এবং গবাদির খাদ্য,	٣١. وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا
(৩২) এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলির ভোগের জন্য।	٣٢. مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অস্বীকারকারীদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে যারা বিশ্বাস করেনা এখানে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) قُتِلَ الْاِنْسَانُ - এর অর্থ করেছেন ঃ মানুষের উপর লা'নত বর্ষিত হোক। তারা কতই না অকৃতজ্ঞ! আবূ মালিক বলেন যে, সাধারণভাবে প্রায় সব মানুষই অবিশ্বাসকারী। তারা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে একটি বিষয়কে অসম্ভব মনে করে থাকে। নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতা সত্ত্বেও ঝট্ করে আল্লাহ তা'আলার বাণীকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে বসে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে তাকে কোন্ জিনিস উদ্বুদ্ধ করছে? তারপর মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কেহ কি চিন্তা করে দেখেছে যে, আল্লাহ তাকে কি ঘৃণ্য জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? তিনি কি

তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেননা? শুক্র বিন্দু বা বীর্য দ্বারা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ বয়স, জীবিকা, আমল এবং সৎ ও অসৎ হওয়া। তারপর তাদের জন্য মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখজনও এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (দুররুল মানসুর) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অনুরূপ অন্যত্র একটি আয়াত রয়েছে ঃ

هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৩) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এ অর্থটিকেই সঠিকতর বলেছেন। (তাবারী ২৪/২২৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ** অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কাবরস্থ করেন। আবার যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এটাকেই **بَعْث** এবং **نُشُور** বলা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২০) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

আরও দর্শন কর অস্থিপুঞ্জের দিকে, ওকে কিরূপে আমি সংযুক্ত করি; অতঃপর ওকে মাংসাবৃত করি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৯) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি ছাড়া মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটিতে খেয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! ওটা কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ ওটা একটা সরিষার বীজের সমপরিমাণ জিনিস, ওটা থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৪, মুসলিম ৪/২২৭০)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ** অকৃতজ্ঞ এবং নি'আমাত অস্বীকারকারী মানুষ বলে যে, তাদের জান-মালের মধ্যে আল্লাহর যেসব হক ছিল তা তারা আদায় করেছে। কিন্তু আসলে তারা তা আদায় করেনি। মূলতঃ তারা আল্লাহর ফারায়েয আদায় করা হতে বিমুখ রয়েছে। তাই তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ** তিনি তাদেরকে যা আদেশ করেছেন তা তারা এখনো পূরা করেনি।

আমার (ইব্ন কাসীর) মনে হয় আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, পুনরায় তিনি যখনই ইচ্ছা করবেন তখনই পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেই সময় এখনো আসেনি। অর্থাৎ এখনই তিনি তা করবেননা, বরং নির্ধারিত সময় শেষ হলে এবং বানী আদমের ভাগ্যলিখন সমাপ্ত হলেই তিনি তা করবেন। তাদের ভাগ্যে এই পৃথিবীতে আগমন এবং এখানে ভালমন্দ কাজ করা ইত্যাদি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথমে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন দ্বিতীয়বারও সেভাবেই সৃষ্টি করবেন।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে অহাব ইব্ন মুনাব্বাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উযায়ের (আঃ) বলেন ঃ আমার নিকট একজন ফেরেশ্তা এসে আমাকে বলেন যে, কাবরসমূহ যমীনের পেট এবং যমীন মাখলূকের মাতা। সমস্ত মাখলূক সৃষ্ট হবার পর কাবরে পৌঁছে যাবে। কাবরসমূহ পূর্ণ হবার পর পৃথিবীর সিলসিলা বা ধারা পূর্ণতা লাভ করবে। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু রয়েছে সবই মৃত্যুবরণ করবে। যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে যমীন সেগুলি উগলে ফেলবে। কাবরে যত মৃতদেহ রয়েছে সবাইকেই বাইরে বের করে দেয়া হবে। আমরা এই আয়াতের যে তাফসীর করেছি তা এই উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহান ও পবিত্র আল্লাহই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

বীজ অঙ্কুরসহ অন্যান্য সবকিছু মৃত্যুর পর আবার জীবিত করার উদাহরণ

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রমাণ এর মধ্যেও নিহিত রয়েছে। হে মানুষ! শুষ্ক অনাবাদী জমি থেকে আমি যেমন সবুজ-সতেজ গাছের জন্ম দিয়েছি, সেই জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করেছি, ঠিক তেমনি পচে গলে বিকৃত হয়ে যাওয়া হাড় থেকে আমি একদিন তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, আমি আকাশ থেকে ক্রমাগত বারি বর্ষণ করে ঐ পানি জমিতে পৌঁছেয়েছি। তারপর ঐ পানির স্পর্শ পেয়ে বীজ থেকে শস্য উৎপন্ন হয়েছে। কত রকমারী শস্য, কোথাও আঙ্গুর, কোথাও আবার তরি-তরকারী উৎপন্ন হয়েছে।

حَبّ সর্বপ্রকারের দানা বা বীজকে বলা হয় عِنَب - এর অর্থ হল আঙ্গুর। قَضْب বলা হয় সেই সবুজ চারাকে যেগুলো পশুরা খায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২২৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, قَضْب এর অর্থ হচ্ছে পশুর খাদ্য, ঘাস, বিচালী ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা যাইতুন পয়দা করেছেন যা তরকারী হিসাবে রুটির সাথে খাওয়া হয়। তাছাড়া ওকে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা যায় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায়। তিনি সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের কাঁচা-পাকা, শুকনো এবং সিক্ত খেজুর তোমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাক। সেই খেজুর দিয়ে তোমরা শিরা এবং সিরকাও তৈরী করে থাক। তাছাড়া আল্লাহ বাগান সৃষ্টি করেছেন।

غُلْبًا খেজুরের বড় বড় ফলবান বৃক্ষকেও বলা হয়। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, حَدَائِقَ غُلْبًا এমন বাগানকে বলা হয় যা খুবই ঘন এবং ফলে ফলে সুশোভিত। (তাবারী ২৪/২২৮, ৪২১) ইব্ন

আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু উৎপন্ন হয় এবং সংগ্রহ করা যায়। (তাবারী ২৪/২২৭) আর আল্লাহ তা'আলা মেওয়া সৃষ্টি করেছেন। أَبّ বলা হয় ঘাস-পাতা ইত্যাদিকে যা পশুরা খায়, কিন্তু মানুষ খায়না। মানুষের জন্য যেমন ফল, মেওয়া তেমনি পশুর জন্য ঘাস।

'আতা (রহঃ) বলেন যে, জমিতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকে أَبّ বলা হয়। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, মেওয়া ছাড়া বাকী সবকিছুকে أَبّ বলা হয়।

আবূ ওবাইদা আল কাসিম ইব্ন সাল্লাম (রহঃ) ইবরাহীম আত তায়িমী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বাকর সিদ্দীককে (রাঃ) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ কোন আকাশ আমাকে তার নীচে ছায়া দিবে? কোন্ যমীন আমাকে তার পিঠে তুলবে, যদি আমি আল্লাহর কিতাবের যে বিষয় ভাল জানিনা তা জানি বলে উক্তি করি? (বাগাবী ৪/৪৪৯) অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাফসীর ইব্ন জারীরে উমার ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ রিওয়ায়াত আছে যে, তিনি মিম্বরের উপর সূরা আবাসা পাঠ করতে শুরু করেন এবং বলেন ঃ فَاكِهَة এর অর্থ তো আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু أَبّ -এর অর্থ কি? তারপর তিনি নিজেই বলেন ঃ "হে উমার! এ কষ্ট ছাড়!" এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, أَبّ যমীন থেকে উৎপাদিত জিনিসকে বলা হয়, কিন্তু তার আকার-আকৃতি জানা যায়না। এ বর্ণনাটির ক্রমধারা সহীহ। আনাস (রাঃ) হতে একাধিক ব্যক্তি ইহা বর্ণনা করেছেন। উমার (রাঃ) জানতে চেয়েছিলেন যে, ইহা দেখতে কেমন, ইহার আকৃতি কি ধরনের এবং ইহার গুণাগুণ কেমন। কোন পাঠক যখন এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন এমনিতেই তিনি জেনে যান যে, এটি একটি বৃক্ষ যা ভূমিতে উৎপন্ন হয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের জন্য। কিয়ামাত পর্যন্ত এই সিলসিলা বা ক্রমধারা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তোমরা তা থেকে লাভবান হতে থাকবে।

(৩৩) যখন ঐ ধ্বংস ধ্বনি এসে পড়বে;	٣٣. فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ
(৩৪) সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে,	٣٤. يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
(৩৫) এবং তার মাতা, তার পিতা,	٣٥. وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ
(৩৬) তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে,	٣٦. وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ
(৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থান যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে।	٣٧. لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
(৩৮) সেদিন বহু আনন দীপ্তিমান হবে;	٣٨. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ
(৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল।	٣٩. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ
(৪০) এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত,	٤٠. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
(৪১) সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।	٤١. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
(৪২) তারাই কাফির ও পাপাচারী।	٤٢. أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ.

কিয়ামাত দিবস এবং মানুষের স্বজনদের থেকে পলায়নের চেষ্টা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, صَاخة কিয়ামাতের একটি নাম। (তাবারী ২৪/২২৯) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ সম্ভবতঃ ইহা হল ঐ সময়েরই নাম যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৩১) বাগাবী (রহঃ) বলেন, صَاخَّةُ এর অর্থ হল বিচার দিনের প্রচন্ড বজ্র নিনাদের শব্দ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেককে খালি পায়ে, নগ্ন দেহে এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। বর্ণনা শুনে এক মহিলা জ্জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে কি আমরা একে অপরের নগ্ন দেহ দেখতে পাব এবং তাকাবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে অমুক মহিলা! সেদিন সবাই নিজেকে নিয়ে এত উদ্বিগ্ন থাকবে যে, অন্যদের প্রতি লক্ষ্য করার কোন খেয়ালই থাকবেনা।

'সাখ্‌খাত' নাম করণের কারণ এই যে, কিয়ামাতের শিংগার আওয়াজ ও শোরগোলে কানের পর্দা ফেটে যাবে। (তাবারী ২৪/৪৪৯) সেদিন মানুষ তার নিকটাত্মীয়দেরকে দেখবে কিন্তু তাদেরকে দেখে পালিয়ে যাবে। কেহ কারও কোন কাজে আসবেনা।

সহীহ হাদীসে শাফাআত প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ বড় বড় নাবীগণের কাছে জনগণ শাফাআতের জন্য আবেদন জানাবে, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই বলবেন ঃ 'ইয়া নাফ্‌সী, ইয়া নাফ্‌সী!' এমনকি ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) পর্যন্ত বলবেন ঃ আজ আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের প্রাণ ছাড়া অন্য কারও জন্য আমি কিছুই বলবনা। এমনকি যাঁর গর্ভ থেকে আমি ভূমিষ্ট হয়েছি সেই মা জননী মারইয়ামের (আঃ) জন্যও কিছু বলবনা। (মুসলিম ১/১৮২) মোট কথা, বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে, ছেলে তার মা-বাবার কাছ থেকে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে এবং সন্তানদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত থাকবে। অন্যের প্রতি কেহ ভ্রূক্ষেপ করবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা

খালি পায়ে, নগ্ন দেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর কাছে জমায়েত হবে। এ কথা শুনে তাঁর এক স্ত্রী বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে তো অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি চোখ পড়বে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন! ঐ মহা প্রলয়ের দিন সব মানুষ এত ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ কারও থাকবেনা। (হাকিম ২/২৫১, বুখারী ৬১৬২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সবাইকে খালি পায়ে, নগ্ন দেহে এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত করা হবে। তখন এক মহিলা জানতে চাইলেন ঃ আমরা কি তখন একজনকে অন্যজনে নগ্ন দেহে দেখতে পাব? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হে অমুক মহিলা! ঐ দিনের অবস্থাতো এমন হবে যে, লোকেরা নিজেদের বিষয় নিয়ে এত উদ্বিগ্ন থাকবে যে, অন্যের দিকে তাকানোর কোন খেয়ালই থাকবেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী ৯/২৫১, হাসান সহীহ)

বিচার দিবসে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চেহারার বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ সেখানে লোকদের দু'টি দল হবে। এক দলের চেহারা আনন্দে চমকাতে থাকবে। তাদের মন নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত থাকবে। তাদের মুখমণ্ডল সুদর্শন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারা হবে জান্নাতী দল। আর একটি দল হবে জাহান্নামীদের। তাদের চেহারা মসিলিপ্ত, কালিমাময় ও মলিন থাকবে। (দুররুল মানসুর ৮/৪২৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ওরাই হল অবিশ্বাসী কাফির সম্প্রদায়। ওদের হৃদয় ছিল অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন এবং আমল ছিল শাইতানী কাজ। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

এবং তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৭)

সূরা আবাসা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮১ ঃ তাকভীর, মাক্কী	٨١ – سورة التكوير ، مَكِّيَّةٌ
(আয়াত ২৯, রুকূ ১)	(اَيَاتُهَا : ٢٩ ، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা তাকভীর সম্পর্কে আলোচনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেহ বিচার দিবসের পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখার ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন সূরা তাকভির, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (আহমাদ ২/২৭) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (৯/২৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) সূর্য যখন নিস্প্রভ হবে,	١. إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ
(২) যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে,	٢. وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ
(৩) পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে,	٣. وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ
(৪) যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে,	٤. وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ
(৫) যখন বন্য পশুগুলি একত্রীকৃত হবে;	٥. وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ
(৬) এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উপপ্লাবিত ও উদ্বেলিত করা হবে;	٦. وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ
(৭) দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে,	٧. وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ

(৮) যখন জীবন্ত প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে	٨. وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ
(৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?	٩. بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ
(১০) যখন 'আমলনামা উন্মোচিত হবে,	١٠. وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ
(১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে,	١١. وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ
(১২) জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে,	١٢. وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
(১৩) এবং জান্নাত যখন নিকটবর্তী করা হবে,	١٣. وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
(১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে।	١٤. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ

বিচার দিবসের বর্ণনা

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ এ আয়াতের তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অর্থাৎ সূর্য আলোহীন হবে। (তাবারী ২৪/২৩৭) আউফী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ অর্থাৎ সূর্যের আলো চলে যাবে। (তাবারী ২৪/২৩৮)

সহীহ বুখারীতে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে জড়িয়ে নেয়া হবে। শুধু ইমাম বুখারী একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৩)

নক্ষত্র খসে পড়ার বর্ণনা

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ *'কুয়িরাত'* এর অর্থ হচ্ছে ডুবে যাওয়া। (তাবারী) আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন, *'কুয়িরাত'* শব্দের অর্থ হচ্ছে গভীরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তাকভিরের অর্থ হচ্ছে এক অংশের সাথে অন্য অংশ

জড়িত করা। অর্থাৎ ভাজ করা বা মুড়িয়ে একত্রিত করা। যেমন মাথার পাগড়ী বা কাপড় ভাজ করা। অতএব আল্লাহ বর্ণিত *'কুয়িরাত'* শব্দের অর্থ হচ্ছে এক অংশের সাথে অন্য অংশ জড়িয়ে ফেলা বা মুড়ানো। অতঃপর ওকে ছুড়ে ফেলে দেয়া। যখন এটি করা হবে তখন আলো বিলীন হয়ে যাবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ

যখন নক্ষত্রমন্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ২)

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে। জনগণ বাজারে থাকবে এমতাবস্থায় হঠাৎ সূর্যের আলো হারিয়ে যাবে। তারপর নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়তে থাকবে। এরপর অকস্মাৎ পর্বতরাজি মাটিতে ঢলে পড়বে এবং যমীন ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করবে। মানব, দানব ও বন্য জন্তুসমূহ সবাই পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। শাইতানের ভয়ে মানুষ এবং মানুষের ভয়ে শাইতান পালাতে থাকবে। গৃহপালিত ও বন্য পশু-পাখি সব জড় হয়ে, যে মানুষকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেত, তাদের কাছেই তারা নিরাপত্তার জন্য ছুটে আসবে। মানুষ এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে যে, তারা তাদের প্রিয় ও মূল্যবান গর্ভবতী উষ্ট্রীর খবর পর্যন্তও নিবেনা। জিনেরা বলবে ঃ আমরা যাই, খবর নিয়ে আসি, দেখি কি হচ্ছে? কিন্তু তারা দেখবে যে, সমুদ্রেও আগুন লেগে গেছে। ঐ অবস্থায়ই যমীন ফেটে যাবে এবং আকাশ ফাটতে শুরু করবে। সপ্ত যমীন ও সপ্ত আকাশের একই অবস্থা হবে। এমন অবস্থায় এক দিক থেকে গরম বাতাস প্রবাহিত হবে, যে বাতাসে সব প্রাণী মারা যাবে। (তাবারী ২৪/২৩৭)

পাহাড়, পশু-পাখি ও বন্য প্রাণীর ভয়াবহ অবস্থা

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ এর অর্থ হচ্ছে, যখন উহারা চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে যাবে। পাহাড় নিজ জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়ে নাম নিশানাহীন হয়ে পড়বে। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ সমতল প্রান্তরে পরিণত হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ উট-উষ্ট্রীসমূহের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখবেনা।

(তাবারী ২৪/২৪০) উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ অযত্নে, অনাদরে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৪০) রাবী ইব্‌ন খুছাইয়িম (রহঃ) বলেন ঃ কেহ ওগুলোর দুধও দোহন করবেনা এবং ওগুলোকে সাওয়ারী হিসাবেও ব্যবহার করবেনা। (তাবারী ২৪/২৪০) যাহহাক (রহঃ) বলেন, তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া হবে যে, তাদের দিকে এক নজর তাকিয়েও দেখবেনা। তাবারী ২৪/২৪০)

عِشَار শব্দটি **عُشَرَاء** শব্দের বহুবচন। উষ্ট্রীর মধ্যে ইহা হল সর্বোচ্চ মূল্যের উষ্ট্রী, বিশেষ করে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্টীকে **عُشَرَاء** বলা হয়। উদ্বেগ, ভয়-ভীতি, ত্রাস এবং হতবুদ্ধিতা এত বেশী হবে যে, অতি উত্তম ধন- সম্পদের প্রতিও কেহ ভ্রূক্ষেপ করবেনা। কিয়ামাতের সেই ভয়াবহতা হৃদয়কে প্রকম্পিত করে দিবে। মানুষ এতদূর ভীত-বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিচলিত হয়ে পড়বে যে, কিয়ামাতের এই দিনে এ অবস্থায় কারও কিছু করার কিংবা বলার মত অবস্থা থাকবেনা, যদিও তারা সবই প্রত্যক্ষ করবে।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ **وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ** এবং যখন বন্য পশু একত্রিত করা হবে।’ যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব কিছুর হাশর তাঁরই নিকটে হবে, এমনকি মাছিরও। (কুরতুবী ১৯/২২৯) আল্লাহ তা‘আলা সবারই সুবিচারপূর্ণ ফাইসালা করবেন। কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً

অর্থাৎ *এবং সমবেত বিহংগকূলকেও* (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১৯) এই আয়াতের প্রকৃত অর্থও হল এই যে, বন্য জন্তুগুলোকে সমবেত বা একত্রিত করা হবে।

সমুদ্রে অগ্নিবান

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ) এক ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ জাহান্নাম কোথায়? ইয়াহুদী উত্তরে বলে ঃ "সমুদ্রে।" আলী (রাঃ) তখন বলেন ঃ "আমার মনে হয় এ কথা সত্য।" কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ

'*শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের।* (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৬) আরও রয়েছে ঃ

وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ

'*সমুদ্র যখন আগুনে রূপান্তরিত হবে।* (তাবারী ২৪/২৪২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা উত্তপ্ত বাতাস প্রেরণ করবেন। ঐ বাতাস সমুদ্রের পানি তোলপাড় করে ফেলবে। তারপর তা এক শিখাময় আগুনে পরিণত হবে।

سُجِّرَتْ এর অর্থ 'শুকিয়ে দেয়া হবে' এটাও করা হয়েছে। অর্থাৎ এক বিন্দুও পানি থাকবেনা। আবার 'প্রবাহিত করে দেয়া হবে এবং এদিক-ওদিক প্রবাহিত হয়ে যাবে' এ অর্থও কেহ কেহ করেছেন।

রূহসমূহের একত্রে মিলিত হওয়া

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ** প্রত্যেক প্রকারের লোককে (তাদের সহচরসহ) মিলিত করা হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ

'*(মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত।* (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২)

ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) নুমান ইব্ন বাশির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির হাশর হবে তাদের সাথে যারা তার মতই আমল করে। আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে ঃ

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَٰثَةً. فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ. وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ. وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ.

এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে। ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। এবং বাম দিকের দল! কত হতভাগা বাম দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৭-১০) (তাবারী ২৪/২৪৬)

কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করা হবে

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ

এটা জামহুরের কিরআত। জাহিলিয়াতের যুগে জনগণ কন্যা সন্তানদেরকে অপছন্দ করত এবং তাদেরকে জীবন্ত কাবর দিত। অতএব বিচার দিবসে ঐ সমস্ত শিশু-কন্যাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তারা কি পাপ করেছিল যে জন্য তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। এটি তাদের হত্যাকারীদের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন হুশিয়ারী। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ এর অর্থ হচ্ছে ‘ঐ শিশু কন্যা প্রশ্ন করবে’। যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, ঐ কন্যার প্রশ্ন করার অর্থ হচ্ছে তাকে হত্যা করার জন্য রক্তপণ আদায় করার দাবী জানাবে। (তাবারী ২৪/২৪৬) সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর এটাও জানার বিষয় যে, অত্যাচারীতকে প্রশ্ন করা হলে অত্যাচারী স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হবে।

مَوْؤُودَةُ সর্ম্পকে অনেক হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উকাশার ভগ্নী জুযামাহ্ বিনতু অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেন ঃ আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে জনগণকে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, রোমক ও পারসিকরা গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে থাকে এবং তাতে তাদের সন্তানদেরকে বুকের দুধ পান করালেও সন্তানের কোন ক্ষতি হয়না। তখন জনগণ সহবাসের সময় বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটা গোপনীয়ভাবে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করারই নামান্তর। আর وَاذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ এর মধ্যে এরই বর্ণনা রয়েছে। (আহমাদ ৬/৪৩৪, মুসলিম ২/১০৬৬, ১০৬৭; ইব্ন মাজাহ ১/৬৪৮, আবূ দাঊদ ৩/২১১, তিরমিযী ৬/২৪৯ এবং নাসাঈ ৬/১০৬)

কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কাবর দেয়ার কাফফারা

আবদুর রাযযাক (রহঃ) তার গ্রন্থে ইসরাঈল (রহঃ) হতে, তিনি সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) হতে, তিনি নুমান ইব্ন বাশির (রাঃ) হতে, তিনি উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ আয়াতের বিষয়ে বলেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কায়েস ইব্ন আসিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জাহিলিয়াতের যুগে আমি আমার কয়েকটি কন্যা সন্তানকে জীবিত প্রোথিত করেছি (এখন কি করব)?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও।" তখন কায়েস (রাঃ) বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো উটের মালিক (গোলামের মালিক তো আমি নই?)।" তিনি বললেন ঃ "তাহলে তুমি প্রত্যেকের বিনিময়ে একটি করে উট আল্লাহর নামে কুরবানী করে দাও।" (আবদুর রায্যাক ৩/৩৫১)

আমলনামা পেশ করা হবে

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ‘যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে।’ অর্থাৎ আমলনামা বন্টন করা হবে। যাহহাক বলেন ঃ কারও ডান হাতে দেয়া হবে এবং কারও বাম হাতে দেয়া হবে। কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যা লিখাচ্ছো সেটা কিয়ামাতের দিন একত্রিতাবস্থায় তোমাকে প্রদান করা হবে। সুতরাং মানুষ কি লিখাচ্ছে এটা তার চিন্তা করে দেখা উচিত। (তাবারী ২৪/২৪৯)

আকাশকে সরিয়ে দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ আসমানকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৪৯) সুদ্দী বলেন ঃ তারপর গুটিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হবে। জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে। আল্লাহর গযবে ও বানী আদমের পাপে জাহান্নামের আগুন তেজদীপ্ত হয়ে যাবে। যাহহাক (রহঃ) আবূ মালিক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন খুশাইন (রহঃ) বলেন যে, যারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে তাদের কাছে ইহা নিয়ে আসা হবে।

বিচার দিবসে সবাই জানতে পারবে কে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে

এসব কিছু হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে কি আমল করেছে তা জেনে নিবে। সব আমল তার সামনে বিদ্যমান থাকবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকাজ হতে যা করেছে ও দুস্কর্ম হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে; তখন সে ইচ্ছা করবে - যদি তার মধ্যে এবং ঐ দুস্কর্মের

মধ্যে সুদূর ব্যবধান হত! (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩০) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩)

(১৫) কিন্তু না, আমি প্রত্যাবর্তনকারী তারকাপুঞ্জের শপথ করছি!	١٥. فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
(১৬) যা গতিশীল ও স্থিতিবান;	١٦. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
(১৭) শপথ নিশার যখন ওর আবির্ভাব হয়,	١٧. وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
(১৮) আর উষার যখন ওর আবির্ভাব হয়,	١٨. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
(১৯) নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী।	١٩. إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
(২০) যে সামর্থশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন,	٢٠. ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ
(২১) যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন।	٢١. مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
(২২) এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়,	٢٢. وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ
(২৩) সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে।	٢٣. وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

(২৪) সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়।	٢٤. وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ
(২৫) এবং এটা অভিশপ্ত শাইতানের বাক্য নয়।	٢٥. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ
(২৬) সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ?	٢٦. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
(২৭) এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ -	٢٧. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ
(২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য।	٢٨. لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ
(২৯) তোমরা ইচ্ছা করবেনা, যদি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।	٢٩. وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ.

‘খুন্নাস’ ও ‘কুন্নাস’ এর অর্থ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার তাফসীরে আমর ইব্ন হুরাইশ (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ ‘আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ফাজরের সালাত আদায় করেছি এবং তাঁকে ঐ সালাতে فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

এই اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ – وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ – وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ আয়াতগুলি পাঠ করতে শুনেছি।' (মুসলিম ১/৩৩৬, নাসাঈ ৬/৫০৭)

এখানে নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে যেগুলি দিনের বেলায় পিছনে সরে যায় অর্থাৎ লুকিয়ে যায় এবং রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশ করে।

وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَس এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ ঘন অন্ধকার। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, যখন ইহা শুরু হয়। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, যখন মানুষকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে। (তাবারী ২৪/২৫৬) আতিয়্যিাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬) আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, إِذَا عَسْعَس এর অর্থ হল যখন ইহা অতিক্রান্ত হয়। (তাবারী ২৪/২৫৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার পুত্র আবদুর রাহমানও (রহঃ) অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬)

আমার মতে اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হবে ঃ যখন ওর আবির্ভাব হয়। যদিও اِدْبَار পিছনে সরে যাওয়া অর্থেও এটাকে ব্যবহার করা শুদ্ধ। কিন্তু এখানে এ শব্দকে اِقْبَال এর অর্থে ব্যবহার করাই হবে বেশী যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যেন রাত্রি এবং ওর অন্ধকারের শপথ করেছেন যখন ওটা এগিয়ে আসে বা যখন ওটা আবির্ভূত হয়। আর তিনি শপথ করেছেন ঊষার এবং ওর আলোকের যখন ওটা আবির্ভূত হয় বা যখন ওর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন ঃ

وَٱلضُّحَىٰ. وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ.

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১-২) আর এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে করেছেন বিশ্রামকাল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬) এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। সবগুলিরই ভাবার্থ একই। তবে হ্যাঁ, এ শব্দের একটা অর্থ পশ্চাদপসরণও রয়েছে। উসূলের পণ্ডিতগণ বলেন যে, এ শব্দটি সামনে অগ্রসর হওয়া এবং পিছনে সরে আসা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এরই প্রেক্ষিতে উভয় অর্থই যথার্থ হতে পারে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ সকালের শপথ যখন ওর আবির্ভাব হয়। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ যখন সকাল প্রকাশিত হয়। (তাবারী ২৪/২৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন সকাল আলোকিত হয় এবং এগিয়ে আসে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ দিনের আলো, যখন তা এগিয়ে আসে এবং প্রকাশিত হয়।

জিবরাঈল (আঃ) কুরআনের বাণীসহ অবতরণ করতেন

এই শপথের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ এই কুরআন এক বুযুর্গ, অভিজাত, পবিত্র ও সুদর্শন মালাক/ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে প্রেরিত। এই মালাক সামর্থশালী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আশ শা'বী (রহঃ) মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এরূপ বলেছেন। (কুরতুবী ১৯/২৪০, দুররুল মানসুর ৮/৪৩৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ. ذُو مِرَّةٍ

তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন। (জিবরাঈল আঃ)। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৫-৬)

ঐ মালাক আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। বহু সংখ্যক মালাইকা তাঁর অনুগত রয়েছেন। আকাশে তাঁর নেতৃত্ব রয়েছে। তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর কথা মান্য করার জন্য বহু সংখ্যক মালাইকা রয়েছেন। আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বড়ই বিশ্বাস ভাজন। মানুষের মধ্যে যিনি রাসূল হিসাবে মনোনীত হয়েছেন তিনিও পূত পবিত্র। এ কারণেই এরপর বলা হয়েছে ঃ তোমাদের সাথী (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উন্মাদ বা পাগল নন। শা'বি (রহঃ), মাইমুন ইব্‌ন মিহরান (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, এখানে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। (তাবারী ২৪/২৫৯, দুররুল মানসুর ৮/৪৩৪) এটা বাতহার (মাক্কার এক উপত্যকার) ঘটনা। ওটাই ছিল জিবরাঈলকে (আঃ) আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম দর্শন। নিম্নের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা তারই বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ. ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ. وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ

তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৫-১০) এ আয়াতগুলির তাফসীর সূরা নাজমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই সূরা মি'রাজের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এখানে জিবরাঈলকে (আঃ) শুধু প্রথমবার দেখার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার দেখার কথা নিম্নের আয়াতগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ. عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ. إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ

নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ১৩-১৬) এখানে দ্বিতীয়বার দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ নিশ্চয়ই সে তাকে দিগন্তে দেখেছে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছেন, যিনি আল্লাহর কাছ থেকে বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ জিবরাঈলকে (আঃ) যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সেই আকৃতিতেই দেখতে পেয়েছেন এবং তার ছয় শতটি ডানা রয়েছে। এই আয়াতগুলি শুধুই সূরা নাজ্‌ম -এ’ই উল্লেখ করা হয়েছে যা ‘সূরা ইসরা’ এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) কোন বানোয়াট কথা বলেননি

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যা অবতীর্ণ করেছেন সেই বিষয়ে অতিরঞ্জিত করে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা কোন কিছু বর্ণনা করেননা। কেহ কেহ ‘দানীন’ শব্দটিকে ‘দা’দ’ ‘হিসাবে তিলাওয়াত করেন যার অর্থ হচ্ছে তিনি কষ্টদায়ক ব্যক্তি নন, বরং তিনি সবাইকে সঠিক খবর পৌছে দেন। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, ‘জানীন’ এবং ‘দানীন’ শব্দ দু’টির একই অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী নন, আর না দুষ্ট প্রকৃতির অথবা পাপী। (তাবারী ২৪/২৬১)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, কুরআন ছিল সবার দৃষ্টির অগোচরে, যা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয় এবং তিনি এর কোন কিছুই মানুষের কাছে গোপন রাখেননি, বরং তিনি ইহা মানুষের কাছে প্রচার করেছেন এবং যারা এ বিষয়ে জানতে চেয়েছে তাদেরকে উত্তমভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২৬১) ইকরিমাহ

(রহঃ) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) 'দানীন' তিলাওয়াত করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২৬০, ২৬১; দুররুল মানসুর ৮/৪৩৫)

কুরআন শাইতানের কোন বাণী নয়, বরং বিশ্ববাসীর প্রতি বার্তা

এই কুরআন অভিশপ্ত শাইতানের বাণী নয়। শাইতান এটা ধারণ করতে পারেনা। এটা তার দাবী বা চাহিদার বস্তুও নয় এবং সে এর যোগ্যও নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ. وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

শাইতানরা ইহাসহ (কুরআন) অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১০-২১২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ? অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা, বাস্তবতা ও অলৌকিকতা প্রকাশিত হওয়ার পরও তোমরা এটাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করছ কেন? তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কোথায় গেল?

আবূ বাকর সিদ্দিকীর (রাঃ) কাছে বানু হানীফা গোত্রের লোকেরা মুসলিম হয়ে হাযির হলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ "যে মুসাইলামা নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছে এবং যাকে তোমরা আজ পর্যন্ত মানতে রয়েছ, তার মনগড়া কথাগুলো শুনাও তো?" তারা তা শুনালে দেখা গেল যে, তা অত্যন্ত বাজে শব্দে ফালতু বকবকানি ছাড়া কিছুই নয়। আবূ বাকর (রাঃ) তখন তাদেরকে বললেন ঃ "তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে? বাজে বকবকানিকে তোমরা আল্লাহর বাণী বলে মান্য করছ? এ ধরনের অর্থহীন ও লালিত্যহীন কথন কি আল্লাহর বাণী হতে পারে? এটা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর কিতাব থেকে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে কোথায় পলায়ন করছ?

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ এটা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ এবং নাসীহাত স্বরূপ। হিদায়াত প্রত্যাশী প্রত্যেক মানুষের উচিত এই কুরআনের উপর আমল করা। এই কুরআন সঠিক পথ-প্রদর্শক এবং মুক্তির সনদ। এই বাণী ছাড়া অন্য কোন বাণীতে মুক্তি বা পথনির্দেশ নেই। তোমরা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারনা এবং যাকে ইচ্ছা গুমরাহ্ বা পথভ্রষ্টও করতে পারনা। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি সারা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছাই সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে।

সুলাইমান ইব্ন মূসা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ এই আয়াত শুনে আবূ জাহল বলে ঃ তাহলে তো হিদায়াত ও গুমরাহী আমাদের আয়ত্ত্বাধীন ব্যাপার, আমরা চাইলে সরল-সোজা পথে চলব এবং না চাইলে সরল পথে চলবনা! তার এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ.

তোমরা ইচ্ছা করবেনা, যদি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। (তাবারী ২৪/২৬৪)

সূরা তাকভীর -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮২ ঃ ইনফিতার, মাক্কী — ٨٢ - سورة الانفطار، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৯, রুকূ ১) — (اَيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা ইনফিতার এর বৈশিষ্ট্য

জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআ'য (রাঃ) ইশার সালাতে ইমামতি করেন এবং তাতে তিনি লম্বা কিরআত করেন। (তখন তাঁর বিরুদ্ধে এটার অভিযোগ করা হলে) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ "হে মুআ'য (রাঃ)! তুমি তো বড়ই ক্ষতিকর কাজ করেছ। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَلَى – وَضُّحَى এবং اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ এই সূরাগুলি পাঠ করছনা কেন? (নাসাঈ ৬/৫০৮) এই হাদীসের মূল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৩২, মুসলিম ১/৩৩৯) তবে হ্যাঁ, اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ এর বর্ণনা শুধু সুনান নাসাঈতে রয়েছে। আর ঐ হাদীসটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যাতে রয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি কামনা করে যে, কিয়ামাতকে সে যেন স্বচক্ষে দেখছে, সে যেন اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ, اِذَا السَّمْسُ كُوِّرَتْ এবং اِذَ السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ এই সূরাগুলি পাঠ করে।" (তিরমিযী ৯/২৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে,	١. إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ
(২) যখন নক্ষত্রমন্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,	٢. وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ
(৩) যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হবে,	٣. وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ

(৪) এবং যখন কাবরসমূহ সমুত্থিত হবে;	٤. وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
(৫) যখন প্রত্যেকে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে পরিত্যাগ করেছে তা পরিজ্ঞাত হবে।	٥. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
(৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব (আল্লাহ) হতে প্রতারিত করল?	٦. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ
(৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন,	٧. ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ
(৮) যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন।	٨. فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ
(৯) না, কখনই না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাক;	٩. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ
(১০) অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ;	١٠. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ
(১১) সম্মানিত লেখকবর্গ;	١١. كِرَامًا كَـٰتِبِينَ
(১২) তারা অবগত হয় যা তোমরা কর।	١٢. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

বিচার দিবসে কি ঘটবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ

ওর সাথে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ১৮)

‘আর নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।’ লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির সমুদ্র পরস্পর একাকার হয়ে যাবে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ সমুদ্রের এক অংশ অপর অংশের উপর বিস্ফোরিত হবে। (তাবারী ২৪/২৬৭) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সমুদ্রের এক অংশকে অপর অংশের উপর বিস্ফোরিত করবেন এবং উহার সমস্ত পানি শুকিয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/২৬৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ উহার মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/২১৭) بُعْثِرَتْ এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ কাবরসমূহ ফেটে যাবে এবং ওতে শায়িত লোকেরাও উত্থিত হবে। তারপর সব মানুষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব আমল সম্পর্কে অবহিত হবে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন ঃ হে মানুষ! কিসে তোমাদেরকে রাব্ব হতে প্রতারিত করল?’ আল্লাহ তা‘আলা যে, এ কথার জবাব চান বা শিক্ষা দিচ্ছেন তা নয়। কেহ কেহ এ কথাও বলেন যে, বরং আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিয়েছেন যে, ‘আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ তাদেরকে গাফিল করে ফেলেছে’ এ অর্থ বর্ণনা করা ভুল। সঠিক অর্থ হল ঃ হে আদম সন্তান! নিজেদের সম্মানিত রবের প্রতি তোমরা এতটা উদাসীন হয়ে পড়লে কেন? কোন্ জিনিস তোমাদেরকে তাঁর অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করেছে? কেনই বা তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছ? এটা তো মোটেই সমীচীন হয়নি। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ হে আদম-সন্তান! কোন জিনিস তোমাকে আমার সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে? হে আদম সন্তান! তুমি আমার রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছ? (তুহফাতুল আশরাফ ৭/৭০)

কালবী (রহঃ) এবং মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আসওয়াদ ইব্ন শুরায়েকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এই দুর্বৃত্ত নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আঘাত করেছিল। তৎক্ষণাৎ তার উপর আল্লাহর আযাব না আসায় সে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (বাগাবী ৪/৪৫৫, মুরসাল)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর সুবিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং মধ্যম ধরনের আকার-আকৃতি প্রদান করেছেন ও সুন্দর চেহারা দিয়ে সুদর্শন করেছেন?

বিশর ইব্ন জাহ্হাশ্ আল ফারাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং ওর উপর তাঁর একটি আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এই রকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর ঠিকঠাক করেছি, এরপর সঠিক আকার-আকৃতি দিয়েছি। অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে চলাফিরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে মাটির গর্ভে। অথচ তুমি তো বড়ই বড়াই করছ, আমার পথে দান করা হতে বিরত থেকেছ। তারপর যখন কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস এসে পৌঁছেছে তখন বলেছ ঃ এখন আমি সাদাকাহ বা দান-খাইরাত করছি। কিন্তু এখন আর দান-খাইরাত করার সময় কোথায়? (আহমাদ ৪/২১০, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৩)

এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সেই আকৃতিতেই গঠন করেছেন। অর্থাৎ পিতা, মাতা, মামা, চাচার চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে গঠন করেছেন। (তাবারী ২৪/২৭০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তোমার উট আছে কি? লোকটি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ উটগুলো কি রঙ এর? লোকটি জবাব দিলেন ঃ লাল রংয়ের। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ উটগুলোর মধ্যে সাদা-কালো রঙ বিশিষ্ট কোন উট আছে কি? লোকটি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লাল রঙ বিশিষ্ট নর-মাদী উটের মধ্যে এই রংয়ের উট কিভাবে জন্ম নিল? লোকটি বললেন ঃ সম্ভবতঃ ঊর্ধ্বতন বংশধারায় কোন শিরা সে টেনে নিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বললেন ঃ তোমার সন্তানের কালো রং হওয়ার পিছনেও এ ধরনের কোন কারণ থেকে থাকবে। (ফাতহুল বারী ৯/৩৫১, মুসলিম ২/১১৩৭)

আদম সন্তানদের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে সতর্কী করণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ মহান ও অনুগ্রহশীল আল্লাহর অবাধ্যতায় তোমাদেরকে কিয়ামাতের প্রতি অবিশ্বাসই শুধু উদ্বুদ্ধ করেছে। কিয়ামাত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা তোমাদের মন কিছুতেই বিশ্বাস করছেনা। এ কারণেই তোমরা এ রকম বেপরোয়া মনোভাব ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছ। তোমাদের অবশ্যই এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে ঃ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ; সম্মানিত লেখকবর্গ; তারা অবগত হয় যা তোমরা কর। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ১০-১২) তাঁদের

সম্পর্কে তোমাদের সচেতন হওয়া দরকার। তাঁরা তোমাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করছেন ও সংরক্ষণ করছেন। পাপ, অন্যায় বা মন্দ কাজ করার ব্যাপারে তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

(১৩) সৎ আমলকারীগণ তো থাকবে পরম সুখ সম্পদে;	١٣. إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ
(১৪) এবং দুস্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে;	١٤. وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ
(১৫) তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে;	١٥. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ
(১৬) তারা ওটা হতে অন্তর্হিত হতে পারবেনা।	١٦. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ
(১৭) কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি জান?	١٧. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ
(১৮) আবার বলি ঃ কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি অবগত আছ?	١٨. ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ
(১৯) সেদিন একের অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ থাকবেনা; এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।	١٩. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ.

মু'মিন ও কাফিরদের কর্মফলের প্রতিদান

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর অনুগত, বাধ্যগত এবং যারা পাপকাজ হতে দূরে থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তাদেরকে ‘আবরার’ বলা হয়েছে এই কারণে যে, তারা মাতা-পিতার অনুগত ছিল এবং সন্তানদের সাথে ভাল ব্যবহার করত।’

পাপাচারীরা থাকবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে। হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান লাভ করার দিন তথা কিয়ামাতের দিন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এক ঘন্টা বা মুহূর্তের জন্যও তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয়া হবেনা। তারা মৃত্যু বরণও করবেনা এবং শান্তিও পাবেনা। ক্ষণিকের জন্যও তারা শাস্তি হতে দূরে থাকবেনা।

এরপর কিয়ামাতের বিভীষিকা প্রকাশের জন্য দুই দুইবার আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ** ঐ দিন কেমন তা তোমাদেরকে কোন জিনিস জানিয়েছে? তারপর তিনি নিজেই বলেন ঃ **يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا** কেহ কারও কোন উপকার করতে পারবেনা এবং শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয়ার ক্ষমতা রাখবেনা। তবে হ্যাঁ, কারও জন্য সুপারিশের অনুমতি যদি স্বয়ং আল্লাহ কেহকে প্রদান করেন তাহলে সেটা আলাদা কথা।

অতঃপর আল্লাহ বলেন **يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا** তখন কেহ কারও উপকারে আসবেনা, যে যে অবস্থায় থাকবে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে কেহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেনা, যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তার উপর খুশি হবেন এবং তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়ার ইচ্ছা করবেন। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। তা হল এই যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘হে বানু হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর। (জেনে রেখ যে,) আমি (কিয়ামাতের দিন) তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার কোনই অধিকার রাখবনা। (মুসলিম ১/১৯২)

সূরা শুআ’রার তাফসীরের শেষাংশে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এরপর এখানে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, সেই দিন কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৬) আরো বলেন ঃ **مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ** অর্থাৎ 'যিনি কর্মফল দিবসের মালিক।' আর এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬) এ অর্থ নিম্ন আয়াতেও প্রকাশ পাচ্ছে ঃ

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

যিনি বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এসব আয়াতের আসল বক্তব্য হল এই যে, সেই দিন মালিকানা ও সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র কাহহার ও রাহমানুর রাহীম আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। অবশ্য এখনো তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী বটে, কিন্তু সেই দিন বাহ্যিকভাবেও অন্য কেহই কোন হুকুমাত ও কর্তৃত্বের চেষ্টাও করবেনা। বরং সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।

সূরা ইনফিতার এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৩ ঃ মুতাফফিফীন, মাক্কী

٨٣ – سورة المطففين، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩৬, রুকূ ১)

(اَيَاتُهَا : ٣٦، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়,	١. وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِينَ
(২) যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে।	٢. ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ
(৩) এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়।	٣. وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ
(৪) তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে,	٤. أَلَا يَظُنُّ أُوْلَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ
(৫) সেই মহান দিবসে;	٥. لِيَوۡمٍ عَظِيمٍ
(৬) যে দিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে জগতসমূহের রবের সম্মুখে!	٦. يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

মাপে ও ওযনে কম দেয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ

সুনান নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহয় বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় মাদীনায় আগমন করেন সে সময় মাদীনাবাসীরা মাপে দেয়া/নেয়ার ব্যাপারে খুবই নিকৃষ্ট ধরনের আচরণ করত। এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলে তারা মাপ ও ওযন ঠিক করে নেয়। (নাসাঈ ৬/৫০৮, ইব্ন মাজাহ ২/৭৪৮)

تَطْفِيْف এর অর্থ হল মাপে অথবা ওযনে কম দেয়া। অর্থাৎ অন্যদের নিকট হতে নেয়ার সময় বেশী নেয়া, আর অন্যদেরকে দেয়ার সময় কম দেয়া। এ জন্যই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তারা নিজেদের প্রাপ্য নেয়ার সময় পুরাপুরি নেয়, এমনকি বেশীও নেয়। অথচ অন্যদের প্রাপ্য দেয়ার সময় কম করে দেয়।

মাপ ও ওযনকে ঠিক করার হুকুম কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতগুলিতেও রয়েছে ঃ

وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩৫) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আর আদান-প্রদান, পরিমান-ওযন সঠিকভাবে করবে, আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব/কর্তব্য) অর্পণ করিনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫২) তিনি আরো বলেন ঃ

وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ

ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মিযানে কম করনা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৯)

ওযনে কম দানকারীকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন

শুআইবের (আঃ) কাওমকে আল্লাহ তা'আলা এই মাপের কারণেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। এখানেও আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করছেন যে, জনগণের প্রাপ্য যারা নষ্ট করছে তারা কি কিয়ামাতের দিনকে ভয় করেনা, যেদিন সেই মহান সত্ত্বার সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে, যে সত্ত্বার কাছে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কিছুই গোপন নেই? সেই দিন খুবই বিভীষিকাময়, আশংকাপূর্ণ, ভয়াবহ এবং উদ্বেগজনক দিন হবে। সেই দিন এসব ক্ষতিসাধনকারী লোক জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলা গণগণে আগুনে প্রবেশ করবে। সেই দিন সমস্ত মানুষ নগ্ন পায়ে, নগ্ন দেহে খাৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তারা যেখানে দাঁড়াবে সে জায়গা হবে সংকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, নানা বিপদ-বিভীষিকাময় আপদে পরিপূর্ণ। সেখানে এমন সব বালা-মুসীবাত নাযিল হবে যে, মন অতিশয় বিচলিত ও ভয়কাতর হয়ে পড়বে। হুঁশ-জ্ঞান সব লোপ পেয়ে যাবে।

ইমাম মালিক (রহঃ) না'ফি (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যেদিন সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের রবের নিকট দাঁড়াবে সেই দিন তাদের কেহ কেহ তার ঘামে তার কর্ণদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি মালিক (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আউন (রহঃ) মারফত নাফী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) দু'টি ভিন্ন ধারা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ((ফাতহুল বারী ৮/৫৬৫, মুসলিম ৪/২১৯৫, ২১৯৬)

মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সূর্য বান্দাদের এত নিকটে থাকবে যে, ওর দূরত্ব হবে এক মাইল বা দুই মাইল। ঐ সময় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ হবে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারও পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত ঘাম পৌঁছবে, আবার কারও

কারও ঘাম তার লাগামের মত হয়ে যাবে (অর্থাৎ ঘাম তার নাক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে)।

আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সূর্য এত নিকটে আসবে যে, ওটা মাত্র এক অথবা দুই মাইল উপরে থাকবে। ওর তাপ এত তীব্র ও প্রচণ্ড হবে যে, ওর তাপে মানুষের ঘাম তাদের পাপ অনুপাতে ঢেকে ফেলবে। ঘাম কারও পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে, কারও পৌঁছবে হাটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত। আবার কারও ঘাম তার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (আহমাদ ৬/৩, মুসলিম ২৮৬৪,তিরমিযী ৭/৮৯)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেহ কোন কথা বলবেনা। সৎ আমলকারী এবং পাপী সবাইকে ঘামের লাগাম ঘিরে রাখবে। (তাবারী ২৪/২৮১) ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, তারা একশ' বছর দাঁড়িয়ে থাকবে। (তাবারী ২৪/২৮০)

সুনান আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাহয় আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত শুরু করতেন তখন দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশবার আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন। তারপর বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ.

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিয্ক দিন এবং আমাকে নিরাপদে রাখুন। অতঃপর তিনি কিয়ামাত দিবসে দাঁড়ানোর জায়গার সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (হাদীস নং ১/৪৮৬, ৩/২৯৯ ও ১৪৩১)

(৭) না, না, কখনই না; পাপাচারীদের 'আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে;	٧. كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ

(৮) সিজ্জীন কি তা কি তুমি জান?	٨. وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ
(৯) ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক।	٩. كِتَـٰبٌ مَّرۡقُومٌ
(১০) সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের	١٠. وَيۡلٌ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِينَ
(১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,	١١. ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ
(১২) আর সীমা লংঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারেনা।	١٢. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ
(১৩) তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটা তো পূরাকালীন কাহিনী।	١٣. إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ
(১৪) না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচা রূপে জমে গেছে।	١٤. كَلَّا ۖ بَلۡ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ
(১৫) না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাত হতে অন্ত রীণ থাকবে;	١٥. كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٍ لَّمَحۡجُوبُونَ

(১৬) অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে;	١٦. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ
(১৭) অতঃপর বলা হবে ঃ এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে।	١٧. ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

পাপাচারীদের আমল এবং তাদের পরিণতি

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, পাপাচারী ও মন্দ লোকদের ঠিকানা হল সিজ্জীন। এ শব্দটি **فِعِّيْل** - এর অনুরূপ ওযনে **سِجْن** থেকে নেয়া হয়েছে। **سِجْن** শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সংকীর্ণতা।

বর্ণিত আছে যে, এই জায়গাটি সাত যমীনের তলদেশে অবস্থিত। বারা ইব্ন আযিবের (রাঃ) সুদীর্ঘ হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের রূহ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা (মালাইকা/ফেরশেতাগণকে) বলে থাকেন ঃ তোমরা তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে নাও। আর এই সিজ্জীন সাত যমীনের নীচে অবস্থিত। (তাবারানী ২৩৮, হাকিম ১/৩৭) বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন হল সপ্তম যমীনের নীচে। সপ্তম যমীনের মধ্যবর্তী কেন্দ্র সবচেয়ে সংকীর্ণ। কেননা কাফিরদের প্রত্যাবর্তনের জায়গা সেই জাহান্নাম সবচেয়ে নীচে অবস্থিত। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ (٦) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু’মিন এবং সৎকর্ম পরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৫-৬) মোট কথা সিজ্জীন হল একটা অতি সংকীর্ণ এবং নীচু জায়গা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا

এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১৩)

كِتَابٌ مَّرْقُوْبٌ ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক, এটা সিজ্জীনের একটি বর্ণনা মাত্র, এটা হল তাদের জন্য পরিণতি যা লিখিত রয়েছে। অর্থাৎ পরিণামে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের এই পরিণাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এতে এখন আর কম-বেশী কিছু করা হবেনা। (দুররুল মানসুর ৮/৪৪৪) বলা হচ্ছে ঃ তাদের পরিণাম যে সিজ্জীনে হবে এটা আমার কিতাবে পূর্বেই লিখে দেয়া হয়েছে। এই লিখাকে যারা অবিশ্বাস করবে সেদিন তাদের মন্দ পরিণাম হবে। তারা জাহান্নামের অবমাননাকর শাস্তির সম্মুখীন হবে। মোট কথা, তাদের ধ্বংস ও সর্বনাশ সাধিত হবে। وَيْلٌ শব্দের অর্থ হল সর্বনাশ, ধ্বংস এবং মন্দ পরিণাম। যেমন বলা হয় ঃ ধ্বংস ও মন্দ পরিণাম অমুকের জন্য। আর যেমন মুসনাদ ও সুনানের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ঐ ব্যক্তির জন্য মন্দ পরিণাম যে মানুষকে হাস্য-কৌতুকের জন্য মিথ্যা কথা বলে থাকে; তার জন্য মন্দ পরিণাম, তার জন্য মন্দ পরিনাম। (নাসাঈ ৬/৫০৯) এরপর ঐ অবিশ্বাসী পাপী কাফিরদের সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ এরা এমন লোক যারা আখিরাতের শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্বীকার করে। বিবেক বুদ্ধির বিপরীত বলে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে বিশ্বাস করতনা। যেমন বলা হয়েছে ঃ কিয়ামাতকে মিথ্যা মনে করা ঐ সব লোকেরই কাজ যারা নিজেদের কাজে সীমা ছাড়িয়ে যায়, হারাম কাজ করতে থাকে অথবা বৈধ কাজে সীমা অতিক্রম করে। যেমন পাপীরা নিজেদের কথায় মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, গালাগালি করে ইত্যাদি। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন, যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এগুলি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হতে সংকলন ও সংযোজন করা হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৪) আরও বলেন ঃ

وَقَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

তারা বলে ঃ এগুলি তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫) আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেন ঃ প্রকৃত ঘটনা তাদের কথা ও ধারণার অনুরূপ নয়। বরং এ কুরআন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কালাম। এটা আল্লাহর অহী যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর নাযিল করেছেন। তবে হ্যাঁ, তাদের অন্তরের উপর তাদের মন্দ কাজসমূহ পর্দা স্থাপন করে দিয়েছে। পাপ এবং অন্যায়ের আধিক্যের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। কাফিরদের অন্তরের উপর **رِيْن** হয়। ঈমানদারদের অন্তরে **غِيْم** হয় এবং তারা হয় আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা।

জামে তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'বান্দা যখন পাপ করে তখন তার মনে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। যদি তাওবাহ করে তাহলে ঐ দাগ মুছে যায়। আর যদি ক্রমাগত পাপে লিপ্ত থাকে তা হলে ঐ কালো দাগ বিস্তার লাভ করে। (তাবারী ২৪/২৮৭, তিরমিযী ৯/২৫৩, নাসাঈ ৬/৫০৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৪১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন **كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ** কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে একটি জায়গায় রাখা হবে, সেই জায়গার নাম 'সিজ্জিন'। তাদেরকে তাদের রাব্ব বা সৃষ্টিকর্তা থেকে আড়াল করে রাখা হবে। আবূ আবদুল্লাহ আশ শাফিঈ (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় যে, মু'মিন ব্যক্তিরা ঐ দিন আল্লাহকে দেখতে পাবেন।

ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

অতঃপর বলা হবে ঃ এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ১৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ** অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ কাফিরেরা শুধু আল্লাহর দীদার লাভ থেকেই বঞ্চিত হবেনা, বরং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অর্থাৎ তাদেরকে ধমক, ঘৃণা, তিরস্কার ও ক্রোধের স্বরে বলা হবে ঃ এটাই ঐ জায়গা যা তোমরা অস্বীকার করতে।

(১৮) অবশ্যই পুন্যবানদের 'আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে,	١٨. كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ
(১৯) ইল্লিয়্যীন কি তা কি তুমি জান?	١٩. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ
(২০) (তা হচ্ছে) লিখিত পুস্তক।	٢٠. كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ
(২১) আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তরা ওটা প্রত্যক্ষ করবে।	٢١. يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ
(২২) সৎ আমলকারী তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে।	٢٢. إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ
(২৩) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।	٢٣. عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ
(২৪) তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে,	٢٤. تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ
(২৫) তাদেরকে মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান	٢٥. يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ

مَّخْتُومٍ	করানো হবে,
٢٦. خِتَـٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ	(২৬) ওর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর থাকে যদি কারও কোন আকাংখা বা কামনা, তাহলে তারা এরই কামনা করুক।
٢٧. وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ	(২৭) ওর মিশ্রণ হবে তাসনীমের
٢٨. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ	(২৮) এটি একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করে।

সৎ আমলকারীদের আমলনামা এবং তাদের উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ

পাপীদের পরিণাম অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়ার পর এবার সৎ আমলকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ সৎ আমলকারীদের ঠিকানা হবে ইল্লিয়্যীন যা সিজ্জীনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কা‘বকে (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই সিজ্জীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে কা‘ব (রাঃ) বলেন যে, সপ্তম যমীনকে সিজ্জীন বলা হয়। সেখানে কাফিরদের রূহ অবস্থান করছে। ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ সপ্তম আসমানকে ইল্লিয়্যীন বলা হয় সেখানে মু’মিনদের রূহ অবস্থান করছে। (তাবারী ২৪/২৯১) আলী ইব্ন আবী তালহা বলেন যে, كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল জান্নাত। (তাবারী ২৪/২৯২)

অন্য লোকেরা বলেন ঃ এটা সিদরাতুল মুনতাহার কাছে রয়েছে। (তাবারী ২৪/২৯২) প্রকাশ থাকে যে, এ শব্দটি **عُلُوٌّ** শব্দ হতে গৃহীত হয়েছে। **عُلُوٌّ** শব্দের অর্থ হল উঁচু। যে জিনিস যত উঁচু এবং বুলন্দ হবে তার প্রশস্ততা এবং প্রসারতাও ততো বেশী হবে। এ কারণেই তার বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে ঃ তোমরা এর বিশেষত্ব সম্পর্কে অবগত নও কি? তারপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ মু'মিনরা যে ইল্লিয়্যীনে থাকবে এটা নিশ্চিত ব্যাপার, কিতাবে তা লিখিত হয়েছে। ইল্লিয়্যীনের কাছে আকাশের সকল বিশিষ্ট মালাইকা গমন করে থাকেন। তারপর বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন এই সৎ আমলকারীরা চিরস্থায়ী নি'আমাত রয়েছে এমন বাগানসমূহে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তা'আলার রাহমাতসমূহ তাদের উপর বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হবে। মু'মিন বান্দারা পালংকে বসে থাকবে এবং নিজেদের সাম্রাজ্য ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ করবে। তাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার এসব নি'আমাত অফুরন্ত। তারা নিজেদের আরামালয়ে সম্মানিত উচ্চাসনে বসে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করে ধন্য হবে। এটা কাফির মুশরিকদের সাথে কৃত আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইল্লিয়্যীনবাসীদের প্রতি সব সময় আল্লাহর দীদারের অনুমতি থাকবে।

কেহ তাদের চেহারার প্রতি তাকালে এক দৃষ্টিতেই তাদের পরিতৃপ্তি, আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সজীবতা, মর্যাদার অনুভূতি, বৈশিষ্ট্য এবং আরাম আয়েশের পরিচয় পেয়ে যাবে এবং তাদের গৌরবময় মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবহিত হবে এবং অনুধাবন করবে যে, তারা সুখ সাগরে ডুবে আছে। তাদের মধ্যে জান্নাতী শারাব পরিবেশনের পর্ব চলতে থাকবে। **رَحِيْق** হল জান্নাতের এক প্রকারের শারাব। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৯৬)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, **خِتَامُهُ مِسْكٌ** এর অর্থ হচ্ছে ওর মিশ্রণ হবে মিসক বা কস্তুরী। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শারাবকে

পবিত্র করবেন এবং মিসকের মোহর লাগিয়ে দিবেন। (তাবারী ২৪/২৯৭) এই অর্থও হতে পারে যে, সেই শরাবের সর্বশেষ মিশ্রণ হবে মিশ্‌ক অর্থাৎ তাতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নেই, এবং মিসকের সুগন্ধি থাকবে ।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ** এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। অর্থাৎ প্রতিযোগিতাকারীদের সেই দিকে সর্বাত্মক মনোযোগ দেয়া উচিত। যেমন অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

لِمِثْلِ هَـٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَـٰمِلُونَ

এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন **وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ** এখানে যে মদের কথা বলা হয়েছে তাতে মিশ্রিত রয়েছে তাসনিম নামক উপাদান, যা একমাত্র জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হবে, যার স্বাদ অপূর্ব এবং যা পৃথিবীর কোন পানীয়ের সাথে তুলনা করার নয়। আবূ সালিহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩০১) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে তারাই শুধু ঐ মিশ্রণ জাতীয় পানীয় যখন ইচ্ছা তখন পান করতে পারবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), মাসরুক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩০০, ৩০১)

(২৯) অপরাধীরা মু'মিনদেরকে উপহাস করত,	٢٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ

(৩০) এবং তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেত তখন,	٣٠. وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمۡ يَتَغَامَزُونَ
(৩১) এবং যখন তাদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন.	٣١. وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ
(৩২) এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত ঃ এরাই তো পথভ্রষ্ট।	٣٢. وَإِذَا رَأَوۡهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ
(৩৩) তাদেরকে তো এদের সংরক্ষক রূপে পাঠানো হয়নি!	٣٣. وَمَآ أُرۡسِلُواْ عَلَيۡهِمۡ حَٰفِظِينَ
(৩৪) আজ তাই মু'মিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে,	٣٤. فَٱلۡيَوۡمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّارِ يَضۡحَكُونَ
(৩৫) সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করে।	٣٥. عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ
(৩৬) কাফিরেরা তাদের কৃত কর্মের ফল পেলো তো?	٣٦. هَلۡ ثُوِّبَ ٱلۡكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ.

মু'মিনদের প্রতি পাপীদের বিদ্রুপাত্মক আচরণ ও ব্যঙ্গাত্মক উক্তি

আল্লাহ তা'আলা পাপীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে তো তারা খুব বাহাদুরী দেখায়, মু'মিনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, চলাফিরার সময়

তিরস্কার ভর্ৎসনা করে, ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করে এবং আরও নানা প্রকার অবমাননাকর উক্তি করে নিজেদের দলের লোকদের কাছে গিয়ে তারা আপত্তিজনক নানা কথা বানিয়ে বলে, যা খুশী তাই করে বেড়ায়, কুফরীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিমদেরকে নানা রকম কষ্ট দেয়। মুসলিমরা তাদের কথায় কান না দেয়ায় তারা মুসলিমদেরকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ** তাদেরকে মু'মিনদের জন্য পাহারাদার করে পাঠানো হয়নি। কাজেই কাফিরদের এসব বলার কোনই প্রয়োজন নেই। কাফিরদের কি হয়েছে যে, তারা মু'মিনদের পিছনে লেগে থাকে এবং ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা বলে বেড়ায়? যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱخْسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ. فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ. إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলিসনা। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমার ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি তো দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৮-১১১) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন মু'মিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করবে ও সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করবে।

এটা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ মু'মিনরাই ছিল সুপথ প্রাপ্ত, এরা পথভ্রষ্ট ছিলনা, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে পথভ্রষ্ট। অথচ তোমরা এদেরকে পথভ্রষ্ট বলতে। প্রকৃত পক্ষে এ মু'মিনগণ ছিল আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত। এ জন্যই আজ আল্লাহর দীদার এদের চোখের সামনে রয়েছে, এরা আজ আল্লাহর মেহমান এবং তাঁর দেয়া মর্যাদাসিক্ত উচ্চাসনে সমাসীন।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ এসব কাফির দুনিয়ার এই মুসলিমদের সাথে যে সব দুর্ব্যবহার করেছে, আজ কি তারা তাদের সেই সব ব্যবহারের পুরোপুরি প্রতিফল পায়নি? অবশ্যই পেয়েছে। তাদের পরিহাসের পরিবর্তে আজ তারা পরিহাস লাভ করেছে। এ কাফিরেরা যে সব মুসলিমকে মর্যাদাহীন বলত, আল্লাহ আজ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন।

সূরা মুতাফফিফীন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৪ ঃ ইনশিকাক, মাক্কী — ٨٤ – سورة الانشقاق ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২৫, রুকূ ১) — (اَيَاتُهَا : ٢٥ ، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

এ সূরায় (নং ৮৪) সাজদাহর আয়াত পাঠ

ইমাম মালিকের (রহঃ) মুআত্তা হাদীস গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনগণকে সালাত আদায় করান এবং ঐ সালাতে তিনি اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এ সূরাটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (সাজদাহর আয়াতে সালাতের মধ্যেই) সাজদাহ করেন। সালাত শেষে

তিনি জনগণকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে সালাতের মধ্যে সাজদাহ করেছেন। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতেও বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ১/৪০৬ এবং ৬/৫১০)

আবূ রাফে (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) সাথে ইশার সালাত আদায় করেছি। তিনি সালাতে اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ সূরাটি পাঠ করেন এবং (সাজদাহর আয়াতে) সাজদাহ করেন। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আমি আবূল কাসেমের (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে (সালাত আদায় করেছি এবং তার সাজদাহর সাথে) সাজদাহ করেছি। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পর্যন্ত) এই স্থলে সাজদাহ করতেই থাকব। (ফাতহুল বারী ১/২৯২) সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ এবং اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এই সূরাদ্বয়ে সাজদাহ করেছি।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,	١. إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ
(২) এবং ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে,	٢. وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ
(৩) এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে,	٣. وَإِذَا ٱلۡأَرۡضُ مُدَّتۡ
(৪) এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্য গর্ভ হয়ে যাবে,	٤. وَأَلۡقَتۡ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتۡ

(৫) এবং তার রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে।	٥. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
(৬) হে মানবসকল! তোমরা তোমাদের আমাল অনুযায়ী তোমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে, আর এটাতো অবশ্যম্ভাবি।	٦. يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ
(৭) অতঃপর যাকে ডান হাতে তার কর্মলিপি প্রদত্ত হবে	٧. فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ
(৮) তার হিসাব-নিকাশ তো সহজভাবে গৃহীত হবে,	٨. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
(৯) এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে যাবে।	٩. وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا
(১০) এবং যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে দেয়া হবে	١٠. وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ
(১১) ফলে অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে,	١١. فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا

(১২) এবং জ্বলন্ত আগুনে সে প্রবেশ করবে।	١٢. وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا
(১৩) সে তার স্বজনদের মধ্যে তো সহর্ষে ছিল,	١٣. إِنَّهُۥ كَانَ فِيٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا
(১৪) যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবেনা।	١٤. إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ
(১৫) হ্যাঁ, (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে) নিশ্চয়ই তার রাব্ব তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।	١٥. بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا

আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যমীনকে প্রসারিত করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে যাবে, ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালনের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকবে এবং ফেটে যাওয়ার আদেশ পাওয়া মাত্র ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তার করণীয়ই হল আল্লাহর আদেশ পালন। কেননা এটা ঐ আল্লাহর আদেশ যা কেহ ঠেকাতে পারেনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, সবকিছুই যাঁর সামনে অসহায় ও বাধ্য।

যমীনকে যখন সম্প্রসারিত করে দেয়া হবে। অর্থাৎ যমীনকে প্রসারিত করা হবে, বিছিয়ে দেয়া হবে এবং প্রশস্ত করা হবে।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে অর্থাৎ যমীন তার অভ্যন্তরভাগ থেকে সকল মৃতকে উঠিয়ে ফেলবে এবং এভাবে ও গর্ভশূন্য হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩১০) সেও রবের ফরমানের অপেক্ষায় থাকবে, তার জন্য এটাই করণীয়ও বটে।

প্রতিটি আমলেরই অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের নিকট না পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাক, পরে তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রবের প্রতি অগ্রসর হতে থাকবে, আমল করতে থাকবে, অবশেষে একদিন তাঁর সাথে মিলিত হবে এবং তার সম্মুখে দাঁড়াবে। তখন তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যতদিন ইচ্ছা জীবন যাপন করুন, অবশেষে একদিন আপনার মৃত্যু অনিবার্য। যা কিছুর প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি করার করুন, একদিন তা থেকে বিচ্ছেদ অবধারিত। যা ইচ্ছা আমল করুন, একদিন তার (মৃত্যুর) সাথে সাক্ষাৎ হবে। (মুসনাদ তায়ালিসী ২৪২) مُلَاقِيْهِ শব্দের সর্বনাম দ্বারা রাব্ব বা প্রতিপালককে বুঝানো হয়েছে বলে কেহ কেহ মন্তব্য করেছেন। তখন অর্থ হবে ঃ তোমার সাথে তোমার রবের সাক্ষাৎ হবেই। তিনি তোমাকে তোমার সকল আমলের পারিশ্রমিক দিবেন। তোমার সকল প্রচেষ্টার প্রতিফল তোমাকে প্রদান করবেন। এ উভয় কথাই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তুমি যে কাজই করে থাকনা কেন তা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, তা ভাল কাজই হোক অথবা মন্দ কাজই হোক। (তাবারী ২৪/৩১২)

কিয়ামাত দিবসে আমলনামা দেয়ার বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। অর্থাৎ তার ছোট খাটো পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর খুটিনাটিভাবে যার আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। সে শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবেনা।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ '(কিয়ামাতের দিন) যার হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।' আয়িশা (রাঃ) এ কথা শুনে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেননি যে, অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে তার হিসাব হবে সহজতর? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেটা তো হিসাবের জন্য দৃশ্যতঃ পেশ করা মাত্র (যথার্থ হিসাব নয়)। কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তির হিসাব যাচাই করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।' (আহমাদ ৬/৪৭, ফাতহুল বারী ৮/৫৬৬, মুসলিম ৪/২২০৪, তিরমিযী ৯/২৫৬, নাসাঈ ৬/৫১০ এবং তাবারী ২৪/৩১৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا** অর্থাৎ সে জান্নাতে অবস্থানরত তার পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে যাবে। কাতাদাহ (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তারা *'মাসরুর'* শব্দের অর্থ করেছেন আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন সেই জন্য তারা আনন্দিত ও উল্লসিত। (তাবারী ২৪/৩১৫) আল্লাহ বলেন, **وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ** তাকে তার পিছনে বাকা করানো বাম হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে। তখন সে নিজেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করবে। সে তো পৃথিবীতে তার লোকদের সাথে আমোদ ফুর্তিতে সময় নষ্ট করেছে। পরবর্তী সময়ের পরিণতির কথা সে কখনো মনে করেনি, তার সম্মুখে (পরবর্তী জীবনে) কি অপেক্ষা করছে সেই বিষয়ে মনে ভয় পোষন করেনি। দুনিয়ার আনন্দ আখিরাতে তার সীমাহীন দুঃখ-ক্লেশ বয়ে আনবে। **إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ** সে তো মনে করত যে, তাকে আর কখনো আল্লাহর সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত হতে হবেনা। মৃত্যুর পর আবার তাকে জীবিত করা হবে এ কথা সে মনে করতনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩১৭) আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথমবার তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় বারও সেভাবেই সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে পাপ ও সৎ কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। তিনি তাদের

প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তারা যা কিছু করছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

(১৬) আমি শপথ করি অস্ত-রাগের	١٦. فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ
(১৭) এবং রাতের, আর ওটা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,	١٧. وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ
(১৮) এবং শপথ চন্দ্রের যখন ওটা পরিপূর্ণ হয়,	١٨. وَٱلۡقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ
(১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্ত র হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে,	١٩. لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ
(২০) সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনা?	٢٠. فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ
(২১) এবং তাদের নিকট কুরআন পঠিত হলে তারা সাজদাহ করেনা? [সাজদাহ]	٢١. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَ ۩
(২২) পরন্তু কাফিরেরাই অসত্যারোপ করে,	٢٢. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ
(২৩) অথচ তারা (মনে মনে) যা পোষণ করে আল্লাহ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।	٢٣. وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُوعُونَ

(২৪) সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর।	٢٤. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(২৫) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٢٥. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.

মানুষের জীবন-পথের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহর শপথ

সূর্যাস্তকালীন আকাশের লালিমাকে শাফাক বলা হয়। পশ্চিমাকাশের প্রান্তে এ লালিমার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), শাদদাদ ইব্ন আউস (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), বাকর ইব্ন আবদিল্লাহ মাযানী (রহঃ), বুকায়ের ইব্ন আশাজ (রহঃ), মালিক (রহঃ), ইব্ন আবী যি'ব (রহঃ) এবং আবদুল আযীম ইব্ন আবী সালামা মা'জিশূন (রহঃ) বলেন, ঐ লালিমাকেই শাফাক বলা হয়। (কুরতুবী ১৯/২৭৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, শাফাক হল শুভ্রতা। (আবদুর রায্যাক ৩/৩৫৮) মুজাহিদ বলেছেন, তবে কিনারা বা প্রান্তের লালিমাকে শাফাক বলা হয়, তা সেটা সূর্যোদয়ের পূর্বেই হোক অথবা সূর্যোদয়ের পরেই হোক। (তাবারী ২৪/৩১৮) খলীল ইব্ন আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, ইশার সময় পর্যন্ত এ লালিমা অবশিষ্ট থাকে। জাওহারী (রহঃ) বলেন যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে লালিমা বা আলোক অবশিষ্ট থাকে ওটাকে শাফাক বলা হয়। এটা সন্ধ্যার পর থেকে ইশার সালাতের সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। (কুরতুবী ১৯/২৭৫) ইকরিমাহও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে '*সাফাক*'

হল মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, মাগরিবের সময় থেকে ইশার সময় পর্যন্ত এটা বাকী থাকে।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাগরিবের সময় শাফাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে।' (মুসলিম ১/৪২৬) অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত মাগরিবের সালাত আদায় করা যেতে পারে।' উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণ করে যে, 'শাফাক' হল ঐ সময় যে সর্ম্পকে যাওহারী (রহঃ) এবং খলীল (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন وَمَا وَسَقَ এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু একত্রিত হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ইহা হল তারকারাশি এবং পালিত পশুর একত্রিত হওয়া। (তাবারী ২৪/৩২০) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, রাতের অন্ধকার নেমে আসার ফলে তাড়িত হয়ে যা কিছু নিজ স্থলে ফিরে আসে। (তাবারী ২৪/৩২১) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন চাঁদ বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণতা লাভ করে। (তাবারী ২৪/৩২১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন চাঁদ তার কক্ষপথে পূর্ণ পরিভ্রমন শেষ করে। (তাবারী ২৪/৩২২)

অবিশ্বাসীদের শাস্তিদানের সুসংবাদ ও মু'মিনদের জন্য আল্লাহর অবারিত দান

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনেনা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামাত দিবসের প্রতি? আর কুরআন শুনে বিনীত হৃদয়ে, সম্ভ্রমে ও আশা-আকাংখার সাথে সাজদায় অবনত হতে কে তাদেরকে বিরত রাখে? বরং এই কাফিরেরা তো উল্টা অবিশ্বাস করে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং সত্য ও হকের বিরোধিতা করে। তারা হঠকারিতা এবং মন্দের মধ্যে ডুবে আছে। তারা মনের কথা গোপন রাখলেও আল্লাহ তা'আলা সেই সব ভালভাবেই জানেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি কাফিরদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

তারপর বলেন ঃ সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে উত্তম পুরস্কারের যোগ্য তারাই যারা ঈমান এনে সৎ কাজ করে। অর্থাৎ যারা মনে প্রাণে দীনের দা'ওয়াতকে কবূল করেছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের কথায় ও কাজে তা প্রতিফলিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যা কখনও শেষ হবার নয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা কখনও কমিয়ে দেয়া হবেনা। (তাবারী ২৪/৩২৭) মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, উহা কখনও পরিমাপ করে দেয়া হবেনা। (তাবারী ২৪/৩২৭) তাদের এ বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই প্রতিদানের কোন শেষ নেই কিংবা কমতিও করা হবেনা। যেমনটি অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ওটা হবে অফুরন্ত দান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮)

সূরা ইনশিকাক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৫ ঃ বুরূজ, মাক্কী
(আয়াত ২২, রুকূ ১)

٨٥ – سورة البروج، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٢٢، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ রাশিচক্র সমন্বিত আকাশের,	١. وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ
(২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,	٢. وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ
(৩) শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের।	٣. وَشَاهِدٍ وَمَشۡهُودٍ
(৪) ধ্বংস হয়েছিল কুন্ডের অধিপতিরা	٤. قُتِلَ أَصۡحَـٰبُ ٱلۡأُخۡدُودِ
(৫) ইন্ধনপূর্ণ যে কুন্ডে ছিল আগুন।	٥. ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلۡوَقُودِ
(৬) যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল;	٦. إِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُودٌ
(৭) এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল	٧. وَهُمۡ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ شُهُودٌ
(৮) তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই (অপরাধের) কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।	٨. وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ

(৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।	٩. ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ
(১০) যারা বিশ্বাসী নর নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের যন্ত্রণা ও দহন যন্ত্রণা (নির্ধারিত) রয়েছে।	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ

বুরূজ শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই সূরায় আকাশ ও 'বুরুজ' এর শপথ করেছেন। *বুরুজ* হল বড় বড় নক্ষত্রসমূহ। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, *বুরুজ* হল আকাশের তারকাসমূহ। (কুরতুবী ১৯/২০০) মিনহাল ইব্ন আমর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ উত্তম কারুকার্য সম্পন্ন আকাশ। (কুরতুবী ১৯/২৮৩) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ সূর্য ও চন্দ্রের মনযিলসমূহ। এই মনযিলের সংখ্যা বারো। প্রতি মনযিলে সূর্য এক মাস চলাচল করে এবং চন্দ্র ঐ মনযিলসমূহের প্রত্যেকটিতে দু'দিন ও এক তৃতীয়াংশ দিন চলাচল

করে। এতে আটাশ দিন হয়। আর দু'রাত পর্যন্ত চন্দ্র গোপন থাকে, আত্মপ্রকাশ করেনা। (তাবারী ২৪/৩৩২)

প্রতিশ্রুত দিনের বর্ণনা

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ **يَوْمِ مَوْعُوْد** দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। **شَاهِد** হল জুমু'আর দিন। যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায় সেগুলির মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দিন হল এই জুমু'আর দিন। এই দিনের মধ্যে এক ঘন্টা সময় এমন রয়েছে যে, ঐ সময়ে বান্দা যে কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহ তা কবূল করেন। আর কেহ অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা থেকে পরিত্রাণ করেন। আর **مَشْهُوْد** হল আরাফার দিন। (তাবারী ২৪/৩৩২, ইব্ন খুযাইমাহ ৩/১১৬) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতে উল্লেখিত **شَاهِد** *'শাহিদ'* শব্দ দ্বারা বিচার দিবসকে বুঝানো হয়েছে। বাগাবী (রহঃ) বলেন যে, বেশীর ভাগ লোকই মাশহুদ (**مَشْهُوْدٍ**) বলতে জুমু'আর দিন এবং শাহিদ (**شَاهِد**) বলতে আরাফার দিনকে মনে করতেন। (বাগাবী ৪/৪৬৬)

কাফির কর্তৃক মুসলিমদেরকে অগ্নিকুন্ডে শাস্তিদানের ঘটনা

এই শপথসমূহের পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ **قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْد** 'ধ্বংস করা হয় অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদেরকে।' এরা ছিল একদল কাফির যারা ঈমানদারদেরকে পরাজিত করে তাঁদেরকে ধর্ম হতে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃতি জানালে ঐ কাফিরেরা মাটিতে গর্ত খনন

করে তার মধ্যে কাঠ রেখে আগুন জ্বালিয়ে দেয় তারপর ঈমানদারদেরকে বলে ঃ এখনো তোমাদের এ ধর্মত্যাগ কর। ঈমানদার লোকেরা এতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন ঐ কাফিরেরা তাঁদেরকে ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়। এটাকেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ কাফিরেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। ওরা ইন্ধনপূর্ণ প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঈমানদারদেরকে জ্বলে পুড়ে মৃত্যুবরণের দৃশ্য দেখছিল ও আনন্দে আত্মহারা হচ্ছিল। এ শত্রুতা এবং শাস্তির কারণ শুধু এটাই ছিল যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই সর্বশক্তিমান। তাঁর আশ্রয়ে আশ্রিত লোকেরা কখনো ধ্বংস হয়না, ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। যদি তিনি কখনো নিজের বিশেষ বান্দাদেরকে কাফিরদের দ্বারা কষ্ট দিয়েও থাকেন, সেটাও বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এবং তার রহস্য কারও জানা না'ও থাকতে পারে। কিন্তু সেটা একটা প্রচ্ছন্ন ও বিশেষ অন্তর্নিহিত রাহমাত ও ফাযীলাতের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তিনি যমীন, আসমান এবং সমগ্র মাখলুকাতের মালিক এবং তিনি সকল জিনিসের প্রতি নযর রাখছেন। তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে কোন জিনিসই গোপন নেই।

বিস্ময়কর বালক, যাদুকর ও সাধকের বর্ণনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল এক যাদুকর। সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলে ঃ আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটা ছেলে দিন যাকে আমি ভালভাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।

বাদশাহ একটি মেধাবী বালককে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য যাদুকরের নিকট পাঠায়। বালকটি তার শিক্ষাগুরুর বাড়ী যাওয়ার পথে এক সাধকের আস্তানার পাশ দিয়ে যেত। সাধকও ঐ আস্তানায় বসে কখনো ইবাদাত করতেন, আবার কখনো জনগণের উদ্দেশে ওয়াজ নাসীহাত করতেন।

বালকটিও পথের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদাতের পদ্ধতি দেখত, কখনো ওয়ায নাসীহাত শুনত। এ কারণে যাদুকরের কাছেও সে মার খেত এবং বাড়ীতে বাপ মায়ের কাছেও মার খেত। কারণ যাদুকরের কাছে যেমন দেরীতে পৌঁছত, তেমনি বাড়ীতেও দেরী করে ফিরত। একদিন সে সাধকের কাছে তার এ দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করল। সাধক তাকে বলে দিলেন ঃ যাদুকর দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, মা দেরী করে বাড়ী থেকে আসতে দিয়েছেন, কাজ ছিল। আবার মায়ের কাছে গিয়ে বলবে যে, যাদুকর দেরী করে ছুটি দিয়েছে।

এমনিভাবে এ বালক একদিকে যাদু বিদ্যা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল। একদিন সে দেখল যে, তার চলার পথে এক বিরাট ভয়ংকর জানোয়ার পথ আগলে বসে আছে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বালকটি মনে মনে চিন্তা করল যে, একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেছে। দেখা যাক, আল্লাহর কাছে সাধকের ধর্ম অধিক পছন্দনীয় নাকি যাদুকরের ধর্ম অধিক পছন্দনীয়। এটা চিন্তা করে সে একটা পাথর তুলে জানোয়ারটির প্রতি এই বলে নিক্ষেপ করল ঃ হে আল্লাহ আপনার কাছে যদি যাদুকরের ধর্মের চেয়ে সাধকের ধর্ম অধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে এ পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে ফেলুন যাতে জনসাধারণ এর অপকার থেকে রক্ষা পেয়ে পথ চলতে পারে। পাথর নিক্ষেপের আঘাতে জানোয়ারটি মরে গেল। সুতরাং লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেল। আল্লাহ প্রেমিক সাধক বালকটির ঐ খবর শুনতে পেয়ে শিষ্যকে বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! তুমি আমার চেয়ে উত্তম; আমার মনে হচ্ছে, এবার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সে সব পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার সম্বন্ধে কারও কাছে কিছু প্রকাশ করবেনা।

অতঃপর বালকটির কাছে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসতে শুরু করল। তার দু'আর বারাকাতে জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগল। কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকল এবং এছাড়া আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হতে লাগল। বাদশাহর এক অন্ধ মন্ত্রী এ খবর শুনে বহু মূল্যবান উপহার উপঢৌকনসহ বালকটির নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ যদি তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার তাহলে এসবই তোমাকে আমি দিয়ে দিব।

বালকটি এ কথা শুনে বলল ঃ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি আমার নেই। একমাত্র আমার রাব্ব আল্লাহই তা পারেন। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন তাহলে আমি তাঁর নিকট দু'আ করতে পারি। মন্ত্রী অঙ্গীকার করলে বালক তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল। এতে মন্ত্রী তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

অতঃপর মন্ত্রী বাদশাহর দরবারে গিয়ে যথারীতি কাজ করতে শুরু করলেন। তার চক্ষু ভাল হয়ে গেছে দেখে বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার দৃষ্টিশক্তি কে দিল? মন্ত্রী উত্তরে বললেন ঃ আমার প্রভু। বাদশাহ বলল ঃ হ্যাঁ, অর্থাৎ আমিই। মন্ত্রী বললেন ঃ না, আপনি নন। বরং আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ কথা শুনে বাদশাহ বলল ঃ তাহলে আমি ছাড়াও আপনার কোন প্রভু আছেন কি? মন্ত্রী জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আমার এবং আপনার উভয়েরই প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ। বাদশাহ তখন মন্ত্রীকে নানা প্রকার উৎপীড়ন এবং শাস্তি দিতে শুরু করল এবং জিজ্ঞেস করল ঃ এ শিক্ষা আপনাকে কে দিয়েছে? মন্ত্রী তখন ঐ বালকের কথা বলে ফেললেন এবং জানালেন যে, তিনি তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাদশাহ তখন বালকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বলল ঃ তুমি তো দেখছি যাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছ যে, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছ এবং দুরারোগ্য রোগীদের আরোগ্য দান করছ? বালকটি উত্তরে বলল ঃ এটা ভুল কথা। আমি কেহকেও সুস্থ করতে পারিনা, যাদুও পারেনা; সুস্থতা দান একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন। বাদশাহ বলল ঃ অর্থাৎ আমি, কারণ সবকিছুই তো আমিই করে থাকি। বালক বলল ঃ না, না, এটা কখনই নয়। বাদশাহ বলল ঃ তাহলে কি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে প্রভু বলে স্বীকার কর? বালক উত্তরে বলল ঃ হ্যাঁ, আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ ছাড়া কেহ নয়। বাদশাহ তখন বালককেও নানা প্রকার শাস্তি দিতে শুরু করল। বালকটি অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধকের নাম বলে দিল। অতঃপর সাধককে সামনে নিয়ে আসা হলে বাদশাহ তাকে বলল ঃ তুমি এ ধর্মত্যাগ কর। সাধক অস্বীকার করলেন। তখন বাদশাহ তাঁকে করাত দ্বারা ফেড়ে দু'টুকরা করে দিল। তার যে মন্ত্রী অন্ধ ছিল তাকেও ধর্ম ত্যাগ না

করার জন্য দুই টুকরা করে ফেলল। এরপর বাদশাহ বালকটিকে বলল ঃ তুমি সাধকের প্রদর্শিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ কর। বালক অস্বীকৃতি জানাল। বাদশাহ তখন তার কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দিল ঃ এ বালককে তোমরা অমুক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও, অতঃপর তাকে সাধকের প্রদর্শিত ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে দিতে বল। যদি মেনে নেয় তাহলে তো ভাল কথা, অন্যথায় তাকে সেখান হতে গড়িয়ে নীচে ফেলে দাও। সৈন্যরা বাদশাহর নির্দেশমত বালকটিকে পর্বত চূড়ায় নিয়ে গেল এবং তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলল। বালক অস্বীকার করলে তারা তাকে ঐ পর্বত চূড়া হতে ফেলে দিতে উদ্যত হল। তখন বালক আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! যেভাবেই হোক আপনি আমাকে রক্ষা করুণ! এ প্রার্থনার সাথে সাথেই পাহাড় কেঁপে উঠল এবং ঐ সৈন্যরা গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। বালকটিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। সে তখন আনন্দিত চিত্তে ঐ যালিম বাদশাহর নিকট পৌঁছল। বাদশাহ বিস্মিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ ব্যাপার কি? আমার সৈন্যরা কোথায়? বালকটি জবাবে বলল ঃ আমার আল্লাহ আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। বাদশাহ তখন অন্য কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে বলল ঃ নৌকায় বসিয়ে তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাও, যদি সে পূর্ব ধর্মে ফিরে না আসে তাহলে তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এসো। সৈন্যরা বালককে নিয়ে চলল এবং সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নৌকা হতে ফেলে দিতে উদ্যত হল। বালক সেখানেও মহান আল্লাহর নিকট ঐ একই প্রার্থনা জানাল। সাথে সাথে সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ উঠল এবং সমস্ত সৈন্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। বালক নিরাপদে তীরে উঠল।

অতঃপর সে বাদশাহর দরবারে হাজির হলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি এখানে কিভাবে এলে, আর আমার সৈন্যদেরই বা খবর কি? বালকটি বলল ঃ আমার আল্লাহ আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর কবল হতে রক্ষা করেছেন। হে বাদশাহ! আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেননা। তবে হ্যাঁ, আমি যে পদ্ধতি বলি সেভাবে চেষ্টা করলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বাদশাহ বলল ঃ কি করতে হবে? বালক উত্তরে বলল ঃ সকল মানুষকে একটি মাইদানে সমবেত করুন। তারপর

একটি গাছের গুঁড়ির সাথে আমাকে শক্ত করে বেধে ফেলুন। অতঃপর আমার তুণ হতে একটি তীর বের করে আমার প্রতি সেই তীর নিক্ষেপ করার সময় নিম্নের বাক্যটি পাঠ করুন ঃ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ অর্থাৎ আল্লাহর নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের রাব্ব। তাহলে সেই তীর আমার দেহে বিদ্ধ হবে এবং আমি মারা যাব।

বাদশাহ তাই করল। তীর বালকের কপালের এক পাশে বিদ্ধ হল। তীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বালকটি তার হাত চাপা দিল ও শাহাদাত বরণ করল। সে শহীদ হওয়ার সাথে সমবেত জনতা বালকটির ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করল। সবাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বণি তুলল ঃ আমরা এই বালকের রবের উপর ঈমান আনলাম। এ অবস্থা দেখে বাদশাহর সভাষদবর্গ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বাদশাহকে বলল ঃ আমরা তো এই বালকের ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলামনা, সব মানুষই তার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করল! আমরা তার ধর্মের প্রসার লাভের আশংকায় তাকে হত্যা করলাম, অথচ হিতে বিপরীত ঘটল। আমরা যা আশংকা করছিলাম তাই ঘটে গেল। সবাই যে মুসলিম হয়ে গেল! এখন কি করা যায়?

বাদশাহ তখন তার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দিল ঃ প্রতিটি রাস্তার মোড়ে বড় বড় খন্দক খনন কর এবং ওগুলোতে জ্বালানী কাঠ ভর্তি করে আগুন জ্বালিয়ে দাও। যারা ধর্ম ত্যাগ করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে এই ধর্মে বিশ্বাসী সকলকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। বাদশাহর এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হল। মুসলিমদের সবাই অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। একজন নারী দুধের শিশু কোলে নিয়ে একটি খন্দকের প্রতি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ঐ অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফুটে উঠল। সে বলল ঃ মা! কি করছেন? আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং ধৈর্যের সাথে নিশ্চিন্তে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এ হাদীসটি মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের শেষ দিকেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। সুনান নাসাঈতেও কিছুটা সংক্ষেপে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। (আহমাদ ৬/১৬, মুসলিম ৪/২২৯৯)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদীসটি তার গ্রন্থের শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এই ঘটনাটি

লিপিবদ্ধ করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) তার সিরাত গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তবে তার বর্ণিত উপস্থাপনা কিছুটা ভিন্নতর। এরপর ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, বালকটি হত্যা করার পর নাজরানের অধিবাসীরা ঐ বালকটির ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করে। সে সময় সেখানে খৃষ্টান ধর্ম প্রচলিত ছিল।

নাজরানের অধিবাসীরা সবাই মুসলিম হয়ে গেল এবং ঈসার (আঃ) সত্য দীনে বিশ্বাস স্থাপন করল। ঐ সময় ঈসার (আঃ) ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো নাবী হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেননি। কিছুকাল পর তাদের মধ্যে বিদ‘আতের প্রসার ঘটে এবং সত্য দীনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। নাজরানের খৃষ্ট ধর্ম প্রসারের এটাও ছিল একটা কারণ। এক সময় যু নুওয়াস নামক এক ইয়াহুদী একদল সৈন্য নিয়ে সেই খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের উপর জয়যুক্ত হয়। সে তখন নাজরানবাসী খৃষ্টানদের বলে ঃ তোমরা ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা তখন মৃত্যুর শাস্তি গ্রহণ করতে সম্মত হল, কিন্তু ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হলনা। যুনুওয়াস তখন খন্দক খনন করে ওর মধ্যে কাষ্ঠ ভরে দিল, অতঃপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারপর তাদেরকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল এবং অন্যদেরকে সে তরবারীর আঘাতে হত্যা করে। ঐ নরপিশাচ প্রায় বিশ হাজার লোককে হত্যা করল।

قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। যু নুওয়াসের নাম ছিল যারআহ এবং তার শাসনামলে তাকে ইউসুফও বলা হত। তার পিতার নাম ছিল বায়ান আসআদ আবী কারীব। সে তুব্বা ছিল। সে মাদীনায় যুদ্ধ করে এবং কা‘বাঘরের উপর গিলাফ উঠায়। ইব্ন হিশাম বলেন, তার সাথে দুইজন ইয়াহুদী আলেম ছিলেন। ইয়ামানবাসী তাঁদের হাতে ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। যু নুওয়াস একদিনেই বিশ হাজার মু’মিনকে হত্যা করেছিল। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন লোক রক্ষা পেয়েছিলেন যাঁর নাম ছিল দাউস যু ছা’লাবান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে রোমে পালিয়ে যান। তাঁরও পশ্চাদ্বাবন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি সরাসরি রোমক সম্রাট কায়সারের নিকট

পৌঁছেন। তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র লিখেন। দাউস সেখান হতে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামানে আসেন। এ সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিল আরবাত ও আবরাহা। ইয়াহুদীরা পরাজিত হয় এবং ইয়ামান ইয়াহুদীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। যু নুওয়াস পালিয়ে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে মারা যায়। তারপর দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ইয়ামানে খৃষ্টান শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর সাইফ ইব্ন যী ইয়াযান হিমইয়ারী পারস্যের বাদশাহর নিকট থেকে প্রায় সাতশ' সহায়কবাহিনী নিয়ে ইয়ামানের উপর আক্রমণ চালান এবং জয়লাভ করেন। অতঃপর ইয়ামানে হিমারীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কিছু বর্ণনা সূরা 'ফীল' এর তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

পরিখা খননকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপরের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে فَتَنُوْا শব্দের অর্থ হল ঃ জ্বালিয়ে দেয়া। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন আবযাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩৪৩, ৩৪৪) এখানে বলা হচ্ছে ঃ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ঐ সব লোক যারা মুসলিম নারী-পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা যদি তাওবাহ না করে অর্থাৎ দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, নিজেদের কৃতকর্মে লজ্জিত না হয় তাহলে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। জ্বলে পুড়ে কষ্ট পাওয়ার শাস্তি নিশ্চিত। এতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের যথাযথ শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, মেহেরবানী ও দয়ার অবস্থা দেখুন যে, যে দুষ্কৃতিকারী, পাপী ও হঠকারীরা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তিনি তাদেরকেও তাওবাহ করতে বলছেন এবং তাদের প্রতি ক্ষমা, মাগফিরাত ও রাহমাত প্রদানের অঙ্গীকার করছেন।

বাংলা	আরবি
(১১) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্যই আছে জান্নাত, যার নিম্নে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত; এটাই সুমহান, সফলকাম।	١١. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ
(১২) তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন।	١٢. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
(১৩) তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,	١٣. إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ
(১৪) এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,	١٤. وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ
(১৫) আরশের অধিপতি মহিমময়,	١٥. ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ
(১৬) তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই করে থাকেন,	١٦. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ
(১৭) তোমার নিকট কি পৌঁছেছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত -	١٧. هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ
(১৮) ফির'আউন ও ছামূদের?	١٨. فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ
(১৯) তবু কাফিরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত,	١٩. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى تَكْذِيبٍ

(২০) এবং আল্লাহ তাদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।	٢٠. وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌۢ
(২১) এটা কুরআন,	٢١. بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ
(২২) সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।	٢٢. فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ

সৎ আমলকারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন উত্তম প্রতিদান এবং কাফিরদের জন্য কঠিনতম শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা নিজ শত্রুদের পরিণাম বর্ণনা করার পর তাঁর বন্ধুদের পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে। তাদের মত সফলতা আর কে লাভ করতে পারে? এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তাঁর যে সব শত্রু তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয় তাদেরকে তিনি ব্যাপক শক্তির সাথে পাকড়াও করবেন, যে পাকড়াও থেকে মুক্তির কোন পথ তারা খুঁজে পাবেনা। তিনি বড়ই শক্তিশালী। তিনি যা চান তাই করেন। যা কিছু করার তাঁর ইচ্ছা হয় এক নিমেষের মধ্যে তা করে ফেলেন। তার কুদরাত বা শক্তি এমনই যে, তিনি মানুষকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তারপর মৃত্যুমুখে পতিত করার পর পুনরায় জীবিত করবেন। পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তাঁকে কেহ বাধা দিতে পারবেনা, তাঁর সামনেও কেহ আসতে পারবেনা।

তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন। তবে শর্ত হল যে, তাদেরকে তাঁর কাছে বিনীতভাবে তাওবাহ করতে হবে। যত বড় পাপ বা অন্যায় হোক না কেন তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, *‘আল ওয়াদুদ’* এর অর্থ হল, তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। (তাবারী ২৪/৩৪৬) স্বীয় বান্দাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত

স্নেহশীল। তিনি আরশের মালিক, সেই আরশ সারা মাখলুকাত অপেক্ষা উচ্চতর এবং সকল মাখলুক তথা সৃষ্টির উপরে অবস্থিত।

مَجِيْد শব্দের দু'টি কিরআত রয়েছে। একটি কিরআতে 'মীম' এর উপর যবর দিয়ে অর্থাৎ **مَجِيْد** এবং অপর কিরআতের 'মীম' এর উপর পেশ দিয়ে অর্থাৎ **مُجِيْد** রয়েছে। **مَجِيْد** উচ্চারণ করলে তাতে আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে। আর **مُجِيْد** উচ্চারণ করলে প্রকাশ পাবে আরশের গুণ বৈশিষ্ট্য। উভয় কিরআতই নির্ভুল ও বিশুদ্ধ।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যে কোন কাজ যখন ইচ্ছা করতে পারেন, করার ক্ষমতা রাখেন। শ্রেষ্ঠত্ব, সুবিচার এবং নৈপুণ্যের ভিত্তিতে কেহ তাঁকে বাধা দেয়ার বা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা রাখেনা।

আবূ বাকর (রাঃ) যে রোগে মৃত্যুবরণ করেন ঐ রোগের সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'কোন চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা করেছেন কি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, করেছেন।' জনগণ তখন তাঁকে বললেন ঃ 'চিকিৎসক আপনাকে (রোগের ব্যাপারে) কি বলেছেন?' তিনি জবাব দিলেন ঃ 'চিকিৎসক বলেছেন ঃ **اِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ** অর্থাৎ 'আমি যা ইচ্ছা করি তা'ই করে থাকি।' (কুরতুবী ১৯/২৯৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ** (হে নাবী)! তোমার নিকট কি ফির'আউন ও সামুদের সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? এমন কেহ ছিলনা যে, সেই শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে, তাদেরকে সাহায্য করতে পারে বা শাস্তি প্রত্যাহার করাতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও খুবই কঠিন। যখন তিনি কোন পাপী, অত্যাচারী, দুষ্কৃতিকারী ও দুর্বৃত্তকে পাকড়াও করেন তখন অত্যন্ত ভয়াবহভাবেই পাকড়াও করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তবু কাফিরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত। অর্থাৎ তারা সন্দেহ, কুফরী এবং হঠকারিতায় রত রয়েছে। আর আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ

তা'আলা তাদের উপর বিজয়ী ও শক্তিমান। তারা তাঁর নিকট হতে কোথাও আত্মগোপন করতে পারেনা। অথবা তাঁকে পরাজিত করতে পারেনা। কুরআনুল কারীম সম্মান ও কারামাত সম্পন্ন। তা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুরআন হ্রাস বৃদ্ধি হতে মুক্ত। এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হবেনা।

সূরা বুরূজ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৬ ঃ তারিক, মাক্কী
٨٦ – سورة الطارق، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৭, রুকূ ১)

(اَيَاتُهَا : ١٧، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা 'তারিক' এর গুরুত্ব

সুনান নাসাঈতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআয (রাঃ) মাগরিবের সালাতে সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসা পাঠ করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ "হে মুআয! তুমিতো (জনগণকে) ফিতনায় ফেলবে? وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا–وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ এবং এ ধরনের (ছোট ছোট) সূরা পাঠ করাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলনা?" (নাসাঈ ৬/৫১২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার;	١. وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ
(২) তুমি কী জান রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কি?	٢. وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ

(৩) ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!	٣. ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ
(৪) প্রত্যেক জীবের উপরই সংরক্ষক রয়েছে।	٤. إِن كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌ
(৫) সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	٥. فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ
(৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে,	٦. خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ
(৭) এটা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে।	٧. يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ
(৮) নিশ্চয়ই তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান।	٨. إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٌ
(৯) যেদিন গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশিত হবে	٩. يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ
(১০) সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না।	١٠. فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

আল্লাহর বিভিন্ন অভূতপূর্ব সৃষ্টির শপথ গ্রহণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশ এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজির শপথ করছেন। طَارِق এর তাফসীর করা হয়েছে চমকিত তারকা বা নক্ষত্র।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিজ্ঞেস করেন ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ তুমি কি জান রাতে যা আর্বিভুত হয় তা কি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

আরও বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেন ঃ **النَّجْمُ الثَّاقِبُ** *ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!* কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তারকাকে 'তারিক' নামকরণ করার কারণ হল এই যে, উহাকে শুধু রাতে দেখা যায় এবং দিনের বেলা লুকায়িত থাকে। (তাবারী ২৪/৩৫১) তার এ মতামত প্রকাশের সমর্থনে একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় যে, যেখানে বলা হয়েছে *'তারুক'* অর্থাৎ সে তার পরিবারের কাছে রাত্রিবেলা আগমন করত। (ফাতহুল বারী ৯/২৫১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) *'শাকিব'* (**ثَاقِبُ**) শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রজ্জ্বলিত হওয়া'। (তাবারী ২৪/৩৫২) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং শাইতানকে দগ্ধ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ** প্রত্যেক লোকের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একজন হিফাযাতকারী নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ

মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১)

মানুষকে সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম

এরপর মানুষের দুর্বলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মানুষের এটা চিন্তা করা উচিত যে, তাকে কি জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের সৃষ্টির মূল কি? এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে কিয়ামাতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি কেন পুনরুত্থানে সক্ষম হবেননা? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনি সৃষ্টি অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

মানুষ সবেগে স্খলিত পানি অর্থাৎ নারী-পুরুষের বীর্য দ্বারা আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে। এই বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে এবং নারীর বক্ষদেশ হতে স্খলিত হয়। নারীদের এই বীর্য হলুদ রঙের এবং পাতলা হয়ে থাকে। উভয়ের বীর্যের সংমিশ্রণে শিশুর জন্ম হয়। (দুররুল মানসুর ৮/৪৭৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِه لَقَادِرٌ (নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান)। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হল ঃ বের হওয়া পানি বা বীর্যকে তিনি ওর জায়গায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। এটা মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) প্রভৃতি গুরুজনের উক্তি। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে আখিরাতের দিকে প্রত্যাবৃত্ত করতেও তিনি ক্ষমতাবান। এটা যাহহাকের (রহঃ) উক্তি। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। কেননা দলীল হিসাবে এটা কুরআনুল হাকীমের মধ্যে কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে।

বিচার দিবসে মানুষের পক্ষে কেহকে সাহায্য করার অনুমতি থাকবেনা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন গোপন বিষয়সমূহ খুলে যাবে, রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং লুকায়িত সবকিছুই বের হয়ে যাবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক গাদ্দার-বিশ্বাসঘাতকের পিছনে তার বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা প্রোথিত করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে ঃ 'এই ব্যক্তি হল অমুকের পুত্র অমুক গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাৎকারী।' (বুখারী ৬১৭৭, মুসলিম ৩/১৩৫৯)

সেই দিন মানুষ নিজেও কোন শক্তি লাভ করবেনা এবং তার সাহায্যের জন্য অন্য কেহ এগিয়েও আসবেনা। অর্থাৎ নিজেকে নিজেও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং অন্য কেহও তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেনা।

(১১) শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি,	١١. وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ
(১২) এবং শপথ যমীনের যা বিদীর্ণ হয়,	١٢. وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ
(১৩) নিশ্চয়ই আল কুরআন মীমাংসাকারী বাণী,	١٣. إِنَّهُۥ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ
(১৪) এবং এটা নিরর্থক নয়।	١٤. وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ
(১৫) তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,	١٥. إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدًا
(১৬) আর আমিও ভীষণ কৌশল করি।	١٦. وَأَكِيدُ كَيۡدًا
(১৭) অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।	١٧. فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًۢا.

আল কুরআনের সত্যতা এবং একে অমান্যকারীর শাস্তির প্রতিশ্রুতি

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ رَجْع শব্দের অর্থ হল বৃষ্টি। (তাবারী ২৪/৩৬০) অন্যত্র তিনি বলেছেন যে, বৃষ্টি রয়েছে যে মেঘে সেই মেঘ। এই বাদলের মাধ্যমে প্রতিবছর বান্দাদের রিয্কের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, যে রিয্ক ছাড়া ওরা এবং ওদের পশুগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হত। (তাবারী ২৪/৩৬০) সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহের এদিক ওদিক প্রত্যাবর্তন অর্থেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যমীন চৌচির হয়ে যাবে যেমনভাবে গাছপালা উৎপাদিত হওয়ার সময় ভূমির

অবস্থা হয়। (তাবারী ২৪/৩৬১) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। (দুররুল মানসুর ৮/৪৭৭) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ নিশ্চয়ই আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী। ন্যায় বিচারের কথা এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিরর্থক ও বাজে কথা সম্বলিত কোন কিস্‌সা-কাহিনী এটা নয়। কাফিরেরা এই কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে। নানা রকম ধোঁকা এবং প্রতারণার মাধ্যমে লোকদেরকে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا হে নাবী! তুমি এই কাফিরদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও, তাদের ব্যাপারে ত্বরা করনা, একটু অপেক্ষা কর, তারপর দেখবে যে, অচিরেই তারা নিকৃষ্টতম আযাবের শিকার হবে। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪)

সূরা তারিক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৭ ঃ 'আলা, মাক্কী — ٧٨ – سورة الأعلى، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৯, রুকূ ১) — (اٰيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা আল-'আলা'র মর্যাদা

এ সূরাটি যে মাক্কী সূরা তার প্রমাণ এই যে, বারা' ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে যারা সর্ব প্রথম আমাদের নিকট (মাদীনায়) আসেন তাঁরা হলেন মুসআ'ব ইব্ন উমায়ের (রাঃ) এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ)। তাঁরা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে শুরু করেন। অতঃপর বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ) এবং সা'দ (রাঃ) আগমন করেন। তারপর উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বিশজন সাহাবী সমভিব্যাহারে আমাদের কাছে আসেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসেন। আমি মাদীনাবাসীকে অন্য কোন ব্যাপারে এত বেশী খুশী হতে দেখিনি যতটা খুশী তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে হয়েছিলেন। ছোট ছোট শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকরা পর্যন্ত আনন্দে কোলাহল শুরু করে বলতে থাকেন যে, আমাদের কাছে যিনি এসেছেন তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বেই আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى সূরাটি, এ ধরনের অন্যান্য সূরাগুলির সাথে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ'যকে (রাঃ) বলেন ঃ কেন তুমি সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى এই সূরাগুলি পড়না? (ফাতহুল বারী ২/২৩৪, মুসলিম ১/৩৪০) মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় ঈদের সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى এবং هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ এ সূরা দু'টি পাঠ

করতেন। যদি ঘটনাক্রমে একই দিনে জুমু'আ ও ঈদের সালাত আদায় করতে হত তাহলে তিনি উভয় সালাতেই এই সূরা দু'টি পড়তেন। (আহমাদ ৪/২৭১) এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাহয়ও বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদ আহমাদে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি্তরের সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَفِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরাগুলি পাঠ করতেন। অন্য একটি বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এই সূরা দু'টিও পড়তেন। (আহমাদ ৫/১২৩, ১/২৯৯, ৬/২২৭)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	١. سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى
(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন,	٢. ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ
(৩) এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন,	٣. وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ
(৪) এবং যিনি তৃণাদী উৎপন্ন করেছেন,	٤. وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ
(৫) পরে ওকে বিশুস্ক বিমলিন করেছেন,	٥. فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ

বাংলা অনুবাদ	আরবি আয়াত
(৬) অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা	٦. سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ
(৭) আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন,	٧. إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ
(৮) আমি তোমার জন্য কল্যাণের পথকে সহজ করে দিব।	٨. وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ
(৯) অতএব উপদেশ যদি ফলপ্রসু হয় তাহলে উপদেশ প্রদান কর।	٩. فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ
(১০) যারা ভয় করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।	١٠. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ
(১১) আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা।	١١. وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى
(১২) সে ভীষণ অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করবে।	١٢. ٱلَّذِى يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ
(১৩) অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেওনা।	١٣. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার আদেশ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন

তিনি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলতেন। (আহমাদ ১/২৩২, আবূ দাউদ ৮৮৩) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন ইসহাক আল হামদানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) যখনই سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আমার রবের জন্য যিনি মহান। যখন তিনি لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১) পাঠ করতেন এবং أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৪০) পর্যন্ত পৌঁছতেন তখন বলতেন ঃ নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আপনার। (তাবারী ২৪/৩৬৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আমার রবের যিনি মহান! (তাবারী ২৪/৩৬৮)

আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি জীবের জন্য পরিমিত করে সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যিনি সমস্ত মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকে সুন্দর ও উন্নত আকৃতি দান করেছেন। যিনি মানুষকে সৌভাগ্যের পথ-নির্দেশ করেছেন। যিনি পশুদের চারণভূমিতে তৃণ ও সবুজ ঘাসের ব্যবস্থা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৬৯) যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ

মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫০) যেমন সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভাগ্যলিপি

নির্ধারণ করেছেন। সেই সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।” (মুসলিম ৪/২০৪৪)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى পরে ওকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, উহা শুকিয়ে ফেলা এবং রং পরিবর্তন করা। (তাবারী ২৪/৩৬৯) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৬৯, ৩৭০)

রাসূল (সাঃ) অহীর কোন কিছুই ভুলে যাননি

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি স্বয়ং আল্লাহ কোন আয়াত ভুলিয়ে দিতে চান তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ অর্থই পছন্দ করেন এবং তাতে এ আয়াতের অর্থ হবে ঃ যে কুরআন আমি তোমাকে পড়াচ্ছি তা ভুলে যেওনা। তবে হ্যাঁ, আমি যে অংশ মানসুখ করে দেই সেটা ভিন্ন কথা।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى আল্লাহর কাছে তাঁর বান্দাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল বা কাজ এবং আকীদা বা বিশ্বাস সবই সুস্পষ্ট। হে নাবী! আমি তোমার উপর ভাল কাজ, ভাল কথা, শারীয়াতের হুকুম-আহকাম সহজ করে দিব। এতে কোন প্রকার সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য থাকবেনা। থাকবেনা কোন প্রকার বক্রতা।

মানুষদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য আল্লাহর তা‘আলার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى তুমি এমন জায়গায় উপদেশ দাও যেখানে উপদেশ হয় ফলপ্রসূ। এতে বুঝা যায় যে, অযোগ্য

অবুঝদেরকে শিক্ষাদান করা উচিত নয়। যেমন আমীরুল মু'মিনীন আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'যদি তোমরা কারও সাথে এমন কথা বল যা তার জন্য বোধগম্য নয়, তাহলে তোমাদের কল্যাণকর কথা তার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। তাতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। বরং মানুষের সাথে তোমরা তাদের বোধগম্য বিষয়ে কথা বল, যাতে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে না পারে।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى** এই কুরআন থেকে তারাই নাসীহাত বা উপদেশ লাভ করবে যাদের অন্তরে আল্লাহ ভীতি রয়েছে এবং যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ভয় মনে পোষণ করে। পক্ষান্তরে যারা হতভাগ্য তারা এ কুরআন থেকে কোন শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেনা। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে কোনরূপ আরাম-আয়েশ ও শান্তি-সুখ নেই, বরং আছে চিরস্থায়ী আযাব ও নানা প্রকার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আসল জাহান্নামী তারা না মৃত্যুবরণ করবে, আর না শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে। তবে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করার ইচ্ছা রাখেন তারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হবার সাথে সাথেই পুড়ে মারা যাবে। তারপর সুপারিশকারী লোকেরা গিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে এনে 'জীবনদানকারী ঝর্ণায়' ফেলে দিবেন। তাদের উপর জান্নাতের ঐ ঝর্ণাধারা হতে পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তারা সজীব হয়ে উঠবে যেভাবে বন্যায় নিক্ষেপিত বস্তুর (আবর্জনা স্তূপের) মাঝে বীজ গজিয়ে ওঠে।" তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা দেখনা যে, ঐ উদ্ভিদ প্রথমে সবুজ হয়, তারপর হলদে হয় এবং শেষে পূর্ণ সজীবতা লাভ করে থাকে?" তখন সাহাবীগণের কোন একজন বললেন ঃ "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলি এমনভাবে বললেন যেন তিনি জঙ্গলেই ছিলেন।" (আহমাদ ৩/৫)

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে কুরআন কারীমে বলেন ঃ

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬) এই অর্থ সম্বলিত আরও অনেক আয়াত রয়েছে। ইমাম আহমাদও (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে তারা সেখানে মরবেওনা এবং বাঁচবেওনা। সেখানে একদল লোক থাকবে যাদেরকে তাদের পাপের কারণে, অথবা বলেছেন তাদের খারাবীর কারণে আগুনে দগ্ধ করা হবে। ফলে দগ্ধ হতে হতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং একটি কয়লা খন্ডে পরিণত হবে। অতঃপর তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং একের পর এক দলকে জান্নাতের ঝর্ণার নিকট সমবেত করা হবে। অতঃপর বলা হবে ঃ ওহে জান্নাতীগণ! তাদের উপর (ঝর্ণার পানি) ঢেলে দাও। প্রবাহিত পানির দুই তীরের ভিজা মাটিতে বীজ বপন করলে যেমন চারা গাছ জন্মে, অনুরূপভাবে তারাও পুনরায় সজীব সতেজ হয়ে উঠবে।' তখন এক ব্যক্তি বলে উঠে ঃ মনে হচ্ছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মরু-ভূমির জংগলে বসবাস করেছেন। ইমাম মুসলিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৩/১১, মুসলিম ১/১৭২)

(১৪) নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।	١٤. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
(১৫) এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।	١٥. وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ
(১৬) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক,	١٦. بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
(১৭) অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর।	١٧. وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ
(১৮) নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (বিদ্যমান) আছে।	١٨. إِنَّ هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ

ٱلۡأُولَىٰ	
১৯. صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ.	(১৯) (বিশেষতঃ) ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।

আল্লাহর বান্দার কামিয়াবী হওয়ার দিক নির্দেশনা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى যে ব্যক্তি চরিত্রহীনতা হতে নিজকে পবিত্র করে নিয়েছে এবং রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে সেই হুকুম আহকামের পুরোপুরি তাবেদারী করেছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করেছে শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে, সে মুক্তি ও সাফল্য লাভ করেছে।

মাদীনাবাসী ফিৎরা' আদায় করা এবং পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম কোন সাদাকার কথা জানতেননা। উমার ইব্ন আবদুল আযীযও (রহঃ) লোকদেরকে ফিৎরা' আদায়ের আদেশ করতেন এবং এ আয়াত পাঠ করে শুনাতেন।

আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলতেন ঃ 'যদি তোমাদের মধ্যে কেহ সালাত আদায় করার ইচ্ছা করে এবং এই অবস্থায় কোন ভিক্ষুক এসে পড়ে তাহলে যেন সে তাকে কিছু দান করে।' অতঃপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَ ذَكَرَاسْمَ رَبِّه فَصَلَّى এই আয়াত দু'টি পাঠ করতেন। (তাবারী ২৪/৩৭৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতদ্বয়ের ভাবার্থ হল ঃ যে নিজের সম্পদকে পবিত্র করেছে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করেছে (সে সফলকাম হয়েছে)। (তাবারী ২৪/৩৭৪)

পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবন নিতান্তই মূল্যহীন

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা আখিরাতের উপর পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত

রয়েছে। দুনিয়া তো হল ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর অমর্যাদাকর। পক্ষান্তরে, আখিরাতের জীবন হল চিরস্থায়ী ও মর্যাদাময়। কোন বুদ্ধিমান লোক অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং মর্যাদাহীনকে মর্যাদাসম্পন্নের উপর প্রাধান্য দিতে পারেনা। দুনিয়ার জীবনের জন্য আখিরাতের জীবনের প্রস্তুতি পরিত্যাগ করতে পারেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবেসেছে সে আখিরাতে কষ্ট পাবে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবেসেছে সে দুনিয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। হে জনমণ্ডলী! যা চিরস্থায়ী থাকবে তাকে অস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দাও।' (আহমাদ ৪/৪১২)

ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসাকে (আঃ) সহীফা প্রদান করা হয়েছিল

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى এটা তো পূর্ববর্তী ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসার (আঃ) সহীফাসমূহে রয়েছে। এ আয়াতটি সূরা নাজম এর নিম্ন আয়াতের অনুরূপ ঃ

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ. وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ. ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ

তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা। আর এই যে, মানুষ তা'ই পায় যা সে করে; আর এই যে, তার কাজ অচিরেই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। আর এই যে, সব কিছুর সমাপ্তি তো তোমার রবের নিকট। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৩৬-৪২)

আবার কারও কারও মতে قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى হতে وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى পর্যন্ত আয়াতগুলিতে এর বর্ণনা রয়েছে। প্রথম উক্তিটিই বেশী সবল। এটাকেই হাসান (রহঃ) পছন্দ করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা আ'লা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৮ ঃ গাশিয়াহ, মাক্কী
(আয়াত ২৬, রুকূ ১)

٨٨ - سورة الغاشية، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٢٦، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

জুমু'আর সালাতে সূরা 'আলা এবং গাসিয়া পাঠ করা

নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাতে এবং জুমু'আর দিনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং غَاشِيَة পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তখন তারা বিনীতভাবে কাকুতি মিনতি করতে থাকবে, কিন্তু তা তাদের কোনই কাজে আসবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ তারা হবে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ইমাম মালিকের (রহঃ) মুআত্তা হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, জুমু'আর সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম রাক'আতে সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করতেন। (মুআত্তা ১/১১১, আবূ দাঊদ ১/৬৭০, নাসাঈ ৩/১১২, মুসলিম ২/৫৯৮, ইব্ন মাজাহ ১/৩৫৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) তোমার কাছে কি সমাচ্ছন্নকারী সংবাদ পৌঁছেছে?	١. هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَـٰشِيَةِ
(২) সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে;	٢. وُجُوهٌ يَوۡمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ
(৩) কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে;	٣. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
(৪) তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে;	٤. تَصۡلَىٰ نَارًا حَامِيَةً
(৫) তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে,	٥. تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٍ
(৬) তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই	٦. لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ
(৭) যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা।	٧. لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِى مِن جُوعٍ

বিচার দিবসে জাহান্নামীদের প্রতি আচরণ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদের (রহঃ) মতে গাশিয়াহ হল কিয়ামাতের একটি নাম, কারণ এটা সবার উপর আসবে, সবাইকে ঘিরে ধরবে এবং ঢেকে ফেলবে। (তাবারী ২৪/৩৮১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ *সেইদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কেহ কেহ হবে

নিগৃহীত/অপদস্থ। (তাবারী ২৪/৩৮২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা বিনীত-বিগলিত চিত্তে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে চাইবে। কিন্তু তখন তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ তারা হবে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও পরিশ্রান্ত। তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা বড় বড় কাজ করেছিল, আমলের জন্য কষ্ট করেছিল, কিন্তু আজ তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে।

আবূ ইমরান জাওফী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) এক রাহিবের (খৃষ্টান পাদ্রীর) আশ্রমের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ রাহিবকে ডাক দেন। খৃষ্টান সাধক তাঁর কাছে হাজির হলে তিনি সাধককে দেখে কেঁদে ফেলেন। সাধক তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে উল্লেখিত তাঁর عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ‘عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ এই উক্তি আমার স্মরণে এসেছে এবং ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে। (আবদুর রায্‌যাক ২/২৯৯, হাকিম ২/৫২২) এর ভাবার্থ হল ঃ ইবাদাত, রিয়াযাত করছে, অথচ শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ দ্বারা খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭০) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ দুনিয়ায় তারা পাপের কাজ করছে এবং আখিরাতে তারা শাস্তি এবং প্রহারের কষ্ট ভোগ করবে।

تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে) আয়াত সম্বন্ধে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা হল প্রচন্ড তাপমাত্রা সম্বলিত গরম। অতঃপর বলা হয়েছে যে, تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ঐ তাপের পরিমান বা মাত্রা এত প্রচন্ড হবে যে সবকিছু গলিত করে ফেলবে, যেরূপ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৮৩) لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ এ আয়াতে ضَرِيعٍ সম্পর্কে আলী

ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উহা হল জাহান্নামের একটি গাছ। (তাবারী ২৪/৩৮৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল যাওজা (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা হল *'আশ শিবরিক'* জাতীয় এক ধরনের গাছ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, কুরাইশরা ঐ গাছকে বসন্তকালে বলত *'আশ-শাবরাক'* এবং গ্রীস্মকালে বলত *'আদ-দারী'*। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, উহা এক ধরনের কাটাযুক্ত গাছ যা মাটির সাথে ছড়িয়ে থাকে। (তাবারী ২৪/৩৮৪) ইমাম বুখারীও (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, *'আদ-দারী'* গাছটিকেই *'আশ শিবরিক'* বলা হয়। হিজায এলাকার লোকেরা, ঐ গাছটি যখন শুকিয়ে যায় তখন 'আদ-দারী' বলে এবং ওটি অত্যন্ত বিষাক্তযুক্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭০) মা'মারও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৮৪) সাঈদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহা অত্যন্ত বাজে, বিস্বাদ ও তিক্তময় খাবার। (তাবারী ২৪/৩৮৪) অতঃপর বলা হয়েছে لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ। এতে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবেনা এবং কষ্টও দূর হবেনা। সেখানে ضَرِيْع ছাড়া অন্য কোন খাদ্য মিলবেনা। এটা হবে আগুনের বৃক্ষ, জাহান্নামের পাথর। এতে বিষাক্ত কন্টক বিশিষ্ট ফল ধরে থাকবে। এটা হবে দুর্গন্ধময় খাদ্য ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট আহার্য। এটা খাওয়ায় দেহও পুষ্ট হবেনা, ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবেনা এবং অবস্থারও কোন পরিবর্তন হবেনা।

(৮) বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল	٨. وُجُوهٌ يَوۡمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
(৯) নিজেদের কর্ম সাফল্যে পরিতৃপ্ত,	٩. لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٌ
(১০) সমুন্নত কাননে অবস্থিতি হবে	١٠. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
(১১) সেখানে তারা অবান্তর বাক্য শুনবেনা।	١١. لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً

(১২) সেখানে আছে প্রবহমান ঝর্ণাধারা	١٢. فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
(১৩) তন্মধ্যে রয়েছে সমুচ্চ আসনসমূহ;	١٣. فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ
(১৪) এবং সুরক্ষিত পান পাত্রসমূহ,	١٤. وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ
(১৫) ও সারি সারি তাকিয়াসমূহ,	١٥. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ
(১৬) এবং সম্প্রসারিত গালিচাসমূহ।	١٦. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

বিচার দিবসে জান্নাতীদের বর্ণনা

এর পূর্বে পাপী, দুষ্কৃতিকারী এবং মন্দ লোকদের বর্ণনা এবং তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের পরিণাম ও পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, সেইদিন এমন বহু চেহারা দেখা যাবে যাদের চেহারা থেকে তৃপ্তি ও আনন্দ উল্লাসের নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময় দেখে খুশী হবে। জান্নাতের উঁচু উঁচু অট্টালিকায় তারা অবস্থান করবে। সেখানে কোন প্রকারের বাজে কথা ও অশ্লীল আলাপ থাকবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَـٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবেনা এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬২)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

সেখানে নেই কোন অসার পাপবাক্য। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ।' এখানে শুধুমাত্র একটি ঝর্ণার কথা বুঝানো হয়নি। বরং ঝর্ণাসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ মিশ্কের পাহাড় এবং মিশকের টিলা হতে প্রবাহিত হবে। (ইব্ন হিব্বান ২৬২২)

সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা। অর্থাৎ জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে উঁচু উঁচু পালঙ্ক রয়েছে এবং ঐ সব পালঙ্কে উঁচু উঁচু আরামদায়ক বিছানা তোষকসমূহ রয়েছে। সেই বিছানার পাশে আয়াতলোচনা সুন্দরী হুরগণ বসে থাকবে। এ সব বিছানাগুলি উঁচু উঁচু গদিবিশিষ্ট হলেও যখনই আল্লাহর বন্ধুরা ওগুলিতে বসতে ইচ্ছা করবে তখন ওগুলি নুইয়ে পড়বে। রকমারী সুরা থাকবে, যে রকম সুরা যতটুকু পরিমাণ ইচ্ছা করবে পান করতে পারবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন '*নামারিক*' হল বালিশ। (তাবারী ২৪/৩৮৭) ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), শাউরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। পরবর্তী আয়াতের '*আজ-জারাবী*' সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, উহা হল কার্পেট। যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। আর '*মাবছুছা*' অর্থ হল এখানে ওখানে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় বিছিয়ে রাখা যাতে যে ইচ্ছা করবে সে ওতে (কার্পেটে) উপবেশন করতে পারে।

(১৭) তাহলে কি তারা উষ্ট্র পালের দিকে লক্ষ্য করেনা যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে?	١٧. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
(১৮) এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমুচ্চ করা	١٨. وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ

হয়েছে?	رُفِعَتْ
(১৯) এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটা স্থাপন করা হয়েছে?	١٩. وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
(২০) এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?	٢٠. وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
(২১) অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র।	٢١. فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ
(২২) তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।	٢٢. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ
(২৩) কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে,	٢٣. إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ
(২৪) আল্লাহ তাকে কঠোর দন্ডে দন্ডিত করবেন।	٢٤. فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ
(২৫) নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।	٢٥. إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ
(২৬) অতঃপর আমারই উপর তাদের হিসাব-নিকাশ (গ্রহণের ভার)।	٢٦. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم.

আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করার জন্য তাঁর সৃষ্ট আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বতের দিকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাঁর সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এবং অনুভব করে যে, ঐ সব থেকে স্রষ্টার কি অপরিসীম ক্ষমতাই না প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর কুদরাত, তাঁর ক্ষমতা প্রতিটি জিনিস কিভাবে প্রকাশ করছে! তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ তাহলে কি তারা দৃষ্টিপাত করেনা উটের দিকে যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

উটের প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, ওকে অদ্ভুতভাবে এবং শক্তি ও সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এই জন্তু অতি নম্র ও সহজভাবে বোঝা বহন করে এবং অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে চলাফিরা করে। মানুষ ওর গোশত আহার করে, ওর পশম তাদের কাজে লাগে, তারা ওর দুধ পান করে এবং ওর দ্বারা তারা আরো নানাভাবে উপকৃত হয়। সর্বাগ্রে উটের কথা বলার কারণ এই যে, আরাবের লোকেরা সাধারণতঃ উটের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়ে থাকে। উট আরাববাসীদের নিকট সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রাণী।

কাযী শুরাইহ্ (রহঃ) বলতেন ঃ চল, গিয়ে দেখি উটের সৃষ্টি নৈপুণ্য কিরূপ এবং আকাশের উচ্চতা যমীন হতে কিরূপ! যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৬)

এরপর বলা হচ্ছে ঃ আর তারা কি দৃষ্টিপাত করেনা পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে আমি ওটাকে স্থাপন করেছি? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে এমনভাবে মাটির বুকে প্রোথিত করে দিয়েছেন, যাতে যমীন নড়াচড়া করতে না পারে। আর পর্বতও যেন অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম না হয়। তারপর পৃথিবীতে যেসব উপকারী কল্যাণকর জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেদিকেও মানুষের দৃষ্টিপাত করা উচিত। আর যমীনের দিকে তাকালে

তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে ওটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন! মোট কথা এখানে এমন সব জিনিসের কথা বলা হয়েছে যেগুলি কুরআনের প্রথম ও প্রধান সম্বোধন স্থল আরাববাসীদের চোখের সামনে সব সময় থাকে। একজন বেদুঈন যখন তার উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়ে তখন তার পায়ের তলায় থাকে যমীন, মাথার উপর থাকে আসমান, পাহাড় থাকে তার চোখের সামনে, সে নিজের উটের পিঠে আরোহীরূপে থাকে। এ সব কিছুতে স্রষ্টার সীমাহীন কুদরত, শিল্প নৈপুণ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আরো প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা ও রাব্ব একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কেহ নেই যার কাছে নত হওয়া যায়, অনুনয় বিনয় করা যায়। আমরা যাঁকে বিপদের সময় স্মরণ করি, যাঁর নাম যিক্র করি, যাঁর কাছে মাথা নত করি তিনি একমাত্র স্রষ্টা ও রাব্ব আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেহ নেই।

'যিমাম ইব্ন শালাবাহ' এর বিবরণ

যিমাম ইব্ন শালাবাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলি এ রকম শপথ দিয়েই করেছিলেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার প্রশ্ন করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমরা মনে মনে কামনা করতাম যে, যদি বাইরে থেকে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন করতেন তাহলে তাঁর মুখের জবাব আমরাও শুনতে পেতাম (আর এটা আমাদের জন্য খুব খুশীর বিষয় হত)! আকস্মিকভাবে একদিন এক দূরাগত বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন এ কথা নাকি আপনি বলেছেন?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে সত্য কথাই বলেছে।' লোকটি প্রশ্ন করল ঃ 'আচ্ছা, বলুন তো, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ ‘আল্লাহ।’ লোকটি বলল ঃ ‘যমীন সৃষ্টি করেছেন কে?’ তিনি উত্তর দিলেন ঃ ‘আল্লাহ।’ সে প্রশ্ন করল ঃ ‘এই পাহাড়গুলি কে স্থাপন করেছেন এবং তাতে যা কিছু করার তা করেছেন তিনি কে? তিনি জবাব দিলেন ঃ ‘আল্লাহ।’ লোকটি তখন বলল ঃ ‘আসমান-যমীন যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলি যিনি স্থাপন করেছেন তাঁর শপথ। ঐ আল্লাহই কি আপনাকে তাঁর রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ’ লোকটি প্রশ্ন করল ঃ ‘আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয (এটা কি সত্য)?’ তিনি জবাবে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ’, সে সত্য কথাই বলেছে।’ লোকটি বলল ঃ ‘যে আল্লাহ আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! ঐ আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি জবাব দিলেন ‘হ্যাঁ’। লোকটি বলল ঃ ‘আপনার দূত এ কথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত রয়েছে। (এ কথাও কি সত্য)?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, সে সত্যই বলেছে।’ লোকটি বলল ঃ ‘যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! তিনিই কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি জবাবে বললেন ‘হ্যাঁ।’ লোকটি বলল ঃ ‘আপনার দূত আমাদেরকে এ খবরও দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন হাজ্জ পালন করে (এটাও কি সত্য?)’ তিনি জবাব দিলেন ঃ ‘হ্যাঁ, সে সত্য কথা বলেছে।’ অতঃপর লোকটি যেতে লাগল। যাওয়ার পথে সে বলল ঃ ‘যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি এগুলির কমও আমল করবনা, বেশিও করবনা।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘লোকটি যদি (অন্তর থেকে) সত্য কথা বলে থাকে তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (আহমাদ ৩/১৪৩) এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) ছাড়াও ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ৬৩, মুসলিম ১/৪১, আবূ দাঊদ ৪৮৬, ইমাম তিরমিযী ৬১৯, নাসাঈ ২৪০১-০২, ইব্‌ন মাজাহ ১৪০২)

রাসূলের (সাঃ) দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ হে নাবী! তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো শুধু একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি মানুষের কাছে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা তাদের কাছে পৌঁছে দাও। যেমন অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ 'তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তুমি তাদের উপর জোর জবরদস্তিকারী নও। (তাবারী ২৪/৩৯০) অর্থাৎ তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল তুমি তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করতে পারবেনা। (তাবারী ২৪/৩৯০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যখন তারা এটা বলবে তখন তারা তাদের জান-মাল আমা হতে রক্ষা করতে পারবে, ইসলামের হক ব্যতীত (যেমন ইসলাম গ্রহণের পরেও কেহকে হত্যা করলে কিসাস বা প্রতিশোধ হিসাবে তাকে হত্যা করা হবে)। তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর থাকবে।' অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

'অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।' অনুরূপভাবে এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) কিতাবুল ঈমানে এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ)

তাদের সুনান গ্রন্থের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৩/৩৩০, ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫২-৫৩, তিরমিযী ৯/২৬৫, নাসাঈ ৬/৫১৪)

সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ । তবে কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে সে আল্লাহর নির্ধারিত রোকনসমূহ অনুসরণ করা হতে দূরে সরে যায় এবং সত্য ধর্ম ইসলামকে মনে প্রাণে অর্থাৎ কথায় ও কাজে অস্বীকার করে। এরই অনুরূপ অন্য একটি আয়াত রয়েছে ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ.

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ' আল্লাহ তাকে দিবেন মহাশাস্তি।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ। আমি তাদের কাছ থেকে হিসাব নিকাশ গ্রহণ করব এবং বিনিময় প্রদান করব। সৎ কাজের জন্য পুরস্কার দিব এবং পাপের জন্য দিব শাস্তি।

সূরা গা'শিয়াহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৯ ঃ ফাজ্‌র, মাক্কী

৮৯ - سورة الفجر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩০, রুকূ ১)

(اٰيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সালাতে সূরা ফাজর তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গ

সুনান নাসাঈতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআয (রাঃ) সালাত আদায় করাচ্ছিলেন, একটি লোক এসে ঐ সালাতে শামিল হয়। মুআয (রাঃ) সালাতে কিরআত লম্বা করেন। তখন ঐ আগন্তক জামা'আত ছেড়ে দিয়ে মাসজিদের এক কোণে গিয়ে একাকী সালাত আদায় করে চলে যায়। মুআয (রাঃ) এ ঘটনা জেনে ফেলেন এবং বলেন যে, ঐ ব্যক্তি মুনাফিক। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে অভিযোগের আকারে এ ঘটনা বিবৃত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঐ লোকটিকে ডেকে নিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এ ছাড়া কি করব? আমি তাঁর পিছনে সালাত শুরু করেছিলাম, আর তিনি শুরু করেছিলেন লম্বা সূরা। তখন আমি জামাআত ছেড়ে দিয়ে মাসজিদের এক কোণে একাকী সালাত আদায় করে নিয়েছিলাম। অতঃপর মাসজিদ হতে বের হয়ে এসে আমার উষ্ট্রীকে খাবার দিয়েছিলাম। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযকে (রাঃ) বলেন ঃ হে মুআয! তুমি তো জনগণকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপকারী। তুমি কি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى, وَالشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا, وَالْفَجْرِ এবং وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এই সূরাগুলি পাঠ করতে পারনা? (নাসাঈ ৬/৫৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ ঊষার,	١. وَٱلْفَجْرِ

(২) শপথ দশ রাতের,	٢. وَلَيَالٍ عَشْرٍ
(৩) শপথ জোড় ও বেজোড়ের,	٣. وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ
(৪) এবং শপথ রাতের, যখন ওটা গত হতে থাকে।	٤. وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
(৫) নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ জ্ঞানবান ব্যক্তি জন্য।	٥. هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ
(৬) তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছেন ‘আদ বংশের -	٦. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
(৭) ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?	٧. إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ
(৮) যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি?	٨. ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَٰدِ
(৯) এবং সামুদের প্রতি, যারা উপত্যকার পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?	٩. وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ
(১০) এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফির‘আউনের প্রতি -	١٠. وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْتَادِ

(১১) যারা নগরসমূহে উদ্ধতাচরণ করেছিল।	١١. ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَـٰدِ
(১২) অতঃপর সেখানে তারা বহু বিপ্লব (সংঘটিত) করেছিল।	١٢. فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا ٱلْفَسَادَ
(১৩) সুতরাং তোমার রাব্ব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।	١٣. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
(১৪) নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব সবই দেখেন ও সময়ের প্রতীক্ষায় থাকেন।	١٤. إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

ফাজর শব্দের ব্যাখ্যা

এটা সর্বজন বিদিত যে, ফাজরের অর্থ হল সকাল বেলা। আলী (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) এটা উক্তি। (তাবারী ২৪/৩৯৫, বাগাবী ৪/৪৮১) মাসরুক (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বিশেষভাবে ঈদুল আযহার সকালবেলাকে বুঝানো হয়েছে। আর ওটা হল দশ রাত্রির সমাপ্তি। (কুরতুবী ২০/৩৯)

দশ রাতের দ্বারা যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে, যেমন এ কথা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন যুবায়ের (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং পূর্ব ও পর যুগীয় আরো বহু বিজ্ঞজন বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩৯৬) সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ রূপে বর্ণিত আছে ঃ 'আল্লাহর কাছে কোন ইবাদাতই এই দশ দিনের ইবাদাত হতে উত্তম নয়।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজের জান-মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তারপর ওগুলির কিছুই নিয়ে ফিরেনি (তার কথা স্বতন্ত্র)।' (ফাতহুল বারী ২/৫৩০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে *'বিত্‌র'* হল আরাফাতের দিন, কারণ ইহা হল মাসের নবম দিন। আর *'আশ শাফী'* হল কুরবানীর দিন, কারণ ইহা মাসের দশম দিন। (এ হাদীসটি সহীহ নয়) এ বিষয়ে আরও মতামত পাওয়া যায়। তাই এখানে উল্লেখ করা হলনা।

রাতের শপথের ব্যাখ্যা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ শপথ রাতের যখন তা গত হতে থাকে। আবার এ অর্থও করা হয়েছে যে, রাত্রি যখন আসতে থাকে। এটাই অধিক সমীচীন বলে মনে হয়। এ উক্তিটি وَالْفَجْرِ এর সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। ফাজর বলা হয় যখন রাত্রি শেষ হয়ে যায় এবং দিনের আগমন ঘটে ঐ সময়কে। কাজেই এখানে দিনের বিদায় ও রাতের আগমন অর্থ হওয়াই যুক্তিসংগত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

শপথ রাতের যখন ওর আবির্ভাব হয়, আর উষার যখন ওর আবির্ভাব হয়। (সূরা তাকউইর, ৮১ ঃ ১৭-১৮)

حِجْرٍ এর অর্থ হচ্ছে আকল বা বিবেক। হিজর বলা হয় প্রতিরোধ বা বিরতকরণকে। বিবেক ও ভ্রান্তি, মিথ্যা ও মন্দ থেকে বিরত রাখে বলে ওকে আকল বা বিবেক বলা হয়। حِجْرُ الْبَيْت এ কারণেই বলা হয় যে, কা'বাতুল্লাহর যিয়ারাতকারীদেরকে শামী দেয়াল থেকে এই حِجْر বিরত রাখে। এ থেকেই হিজরে ইয়ামামাহ শব্দ গৃহীত হয়েছে। এ কারণেই আরাবের লোকেরা বলে থাকে حَجَرَ الحَاكِمُ عَلَى فُلاَنٍ অর্থাৎ শাসনকর্তা অমুককে বিরত রেখেছেন। যখন কোন লোককে বাদশাহ বাড়াবাড়ি করতে বিরত রাখেন তখন আরাবরা এ কথা বলে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا

যেদিন তারা মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা এবং তারা বলবে ঃ কোনো বাধা যদি তা আটকে রাখত! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২২) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য। কোথাও ইবাদাত বন্দেগীর শপথ, কোথাও ইবাদাতের সময়ের শপথ, যেমন হাজ্জ, সালাত ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার সৎ আমলকারী বান্দারা তাঁর নৈকট্য লাভ করার জন্য সচেষ্ট থাকে এবং তাঁর সামনে নিজেদের হীনতা প্রকাশ করে অনুনয় বিনয় করতে থাকে।

'আদ জাতি ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা

সৎ আমলকারী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের বিনয় ও ইবাদাত বন্দেগীর কথা উল্লেখ করেছেন, সাথে সাথে বিদ্রোহী, হঠকারী, পাপী ও দুর্বৃত্তদেরও বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে নাবী! তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব স্তম্ভসদৃশ 'আদ জাতির সাথে কি করে ছিলেন? কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? তারা ছিল হঠকারী এবং অহংকারী। তারা আল্লাহর নাফরমানী করত, রাসূলকে অবিশ্বাস করত এবং নিজেদেরকে নানা প্রকারের পাপকাজে নিমজ্জিত রাখত।

এখানে প্রথম 'আদ (আ'দে উলা) এর কথা বলা হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, তারা 'আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন আউস ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহের (আঃ) বংশধর ছিল। (তাবারী ২৪/৪০৪) তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হূদ (আঃ) আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বাকি সব বেঈমানকে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কুরআনে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যাতে বিশ্বাসীগণ এ বর্ণনা পাঠ করে শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ

*আর 'আদ' সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; তখন যদি তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খর্জুর কান্ডের ন্যায়। তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (*সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৮)

ارَمَ ذَاتِ الْعِمَاد (ইরাম গোত্রের প্রতি–যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের) তাদের অতিরিক্ত পরিচয় প্রদানের জন্য এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে **ذَاتِ الْعِمَاد** বলার কারণ এই যে, তারা দৃঢ় ও সুউচ্চ স্ত স্ত বিশিষ্ট গৃহে বসবাস করত। সমসাময়িক যুগের লোকদের তুলনায় তারা ছিল অধিক শক্তিশালী এবং দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। এ কারণেই হুদ (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ بَصْۜطَةًۖ فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةًۖ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً

আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৫) আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যার সমতুল্য (প্রাসাদ) কোন দেশে নির্মিত হয়নি।' তারা খুবই দীর্ঘ দেহ ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিল। সেই যুগে তাদের মত দৈহিক শক্তির অধিকারী আর কেহ ছিলনা।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন *'ইরাম'* হল একটি প্রাচীন জাতি যাদের উপস্থিতি ছিল 'আদ' জাতির পূর্বে। কাতাদাহ ইব্‌ন দীআমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, *'ইরাম'* হল 'আদ' জাতির গৃহসমূহ। দ্বিতীয় অভিমতটিই উত্তম এবং শক্তিশালী বলে মনে হয়। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, তারা পাহাড়ের উপর বড় বড় পিলার (স্তম্ভ বা খুটি) নির্মাণ করেছিল, যা তাদের পূর্বে অন্য কেহ করেনি। (তাবারী ২৪/৪০৬) অবশ্য কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই মতামত ব্যক্ত করেন যে, এর অর্থ হল এই যে, আদ জাতির সম-সাময়িক সময়ে তাদের মত অন্য কোন গোত্র সৃষ্টি করা হয়নি। (তাবারী ২৪/৪০৬) দ্বিতীয় অভিমতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং তার সাথে অন্যান্যরা যা বলেছেন তা যুক্তির দিক থেকে দুর্বল। কারণ তাহলে আল্লাহ তা'আলা বলতেন 'তাদের মত করে যমীনে আর কেহকে তৈরী করা হয়নি।' কিন্তু তিনি বলেছেন, তাদের মত যমীনে আর কেহকে সৃষ্টি করা হয়নি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ** । এই ছামূদ জাতি পাহাড়ের পাথর কেটে নিজেদের গৃহ নির্মাণ করত। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَتَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ

তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করেছ। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৪৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা পাহাড়ের পাথর কেটে বিভিন্ন নক্সা করে ঘর-বাড়ী তৈরী করত। (তাবারী ২৪/৪০৮) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪০৮)

ফির‘আউনের বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আর (তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাব্ব কি করেছিলেন) কীলক ওয়ালা ফির‘আউনের সঙ্গে। **اَوْتَاد** এর অর্থ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বাহিনী বা দল বলে উল্লেখ করেছেন যারা ফির‘আউনের কার্যাবলীর বাস্তবায়ন সুদৃঢ় করত। (তাবারী ২৪/৪০৯) এমনও বর্ণিত আছে যে, ফির‘আউনের ক্রোধের সময় তারা লোকদের হাতে পায়ে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে রাখত।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ** যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। অর্থাৎ যারা নগরসমূহে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার পরে অধিক মাত্রায় উপদ্রব করেছিল। যারা মানুষকে খুবই নিকৃষ্ট মনে করত এবং নানাভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন করত। মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ফির‘আউন লোকদেরকে পেরেকে গেঁথে শাস্তি প্রদান করত। (তাবারী ২৪/৪০৯) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) একই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪০৯) আল্লাহ তা‘আলা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের প্রতি শাস্তির বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন উপায় অবাধ্য দুষ্কৃতিকারীদের ছিলনা।

তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ** হে নাবী! অতঃপর তোমার রাব্ব তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। অর্থাৎ তাদের প্রতি অবশেষে এমন শাস্তি এসেছে যে, তা টলানো যায়নি। ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ সবই পর্যবেক্ষণ করছেন

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই দেখেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (তাবারী ২৪/৪১১) তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন যে, কে কি করে। এই পার্থিব জগতে ও পরকালে তিনি তাদের ঐ আমলের উপর ভিত্তি করে

প্রতিদান দিবেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি প্রত্যেককে ভাল মন্দের বিনিময় প্রদান করবেন। সমস্ত মানুষ অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যাবে এবং সবাই এককভাবে বিচারের জন্য দাঁড়াবে। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা সবারই প্রতি সুবিচার করবেন। তিনি সর্বপ্রকার অত্যাচার হতে মুক্ত ও পবিত্র।

(১৫) মানুষ তো এরূপ যে, তার রাব্ব যখন তাকে পরীক্ষা করেন, পরে তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে ঃ আমার রাব্ব আমাকে সম্মানিত করেছেন।	١٥. فَأَمَّا ٱلْإِنسَـٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ
(১৬) এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তার রিয্‌ক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে ঃ আমার রাব্ব আমাকে হীন করেছেন।	١٦. وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَـٰنَنِ
(১৭) না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমদেরকে সম্মান করনা।	١٧. كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ
(১৮) এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা,	١٨. وَلَا تَحَـٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ
(১৯) এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণ রূপে আহার করে থাক,	١٩. وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ

أَكَلاً لَّمًّا	
٢٠. وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا	**(২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবেসে থাক,**

সম্পদশালী, নিঃস্ব হওয়া কিংবা সম্মান-প্রতিপত্তি সবই পরীক্ষাস্বরূপ

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যে সব লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশস্ততা পেয়ে মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মান করেছেন, তারা ভুল মনে করে। বরং এটা তাদের প্রতি একটা পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬)

আবার যখন তাদেরকে তাদের রাব্ব পরীক্ষা করেন এবং তাদের রিয্ক সংকুচিত করে দেন তখন তারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে হীন করেছেন। অথচ এসবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর পরীক্ষা। এ কারণেই كَلَّا দ্বারা উপরোক্ত উভয় ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। এটা প্রকৃত ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ যার ধন-সম্পদে প্রশস্ততা দান করেছেন তার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং যার ধন সম্পদ সংকুচিত করে দিয়েছেন তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। বরং উভয় দলকেই তিনি প্রদান করেন অথবা স্থগিত রাখেন। এই উভয় অবস্থায় সঠিক কাজ করে যাওয়াই তার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র

উপায়। ধনী হয়ে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দরিদ্র হয়ে ধৈর্য ধারণ করাই বরং আল্লাহর প্রেমিকের পরিচয়। আল্লাহ তা‘আলা উভয় অবস্থায়ই তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।

শাইতানের প্ররোচনায় মানুষ সম্পদের অপব্যবহার করে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ অতঃপর ইয়াতীমদেরকে সম্মান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুনান আবূ দাঊদে সাহল ইব্‌ন সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমি এবং ইয়াতীমদের লালন পালনকারী এভাবে জান্নাতে থাকব। (আবূ দাঊদ ৫/৩৫৬, মুসলিম ২৯৮৩) ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে মিলিত করে ইশারা করলেন।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান ও আদর যত্ন করছনা এবং অভাব গ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে থাক আর তোমরা ধন-দৌলতের প্রতি অতিমাত্রায় ভালবাসা রাখ (কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়)।

(২১) এটা সংগত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে,	٢١. كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكًّا دَكًّا
(২২) এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে	٢٢. وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
(২৩) সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন	٢٣. وَجِاْىٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَ ۚ

মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে?	يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ
(২৪) সে বলবে ঃ হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!	٢٤. يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي
(২৫) সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা,	٢٥. فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ
(২৬) এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করতে পারবেনা।	٢٦. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ
(২৭) বলা হবে ঃ হে প্রশান্ত চিত্ত!	٢٧. يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ
(২৮) তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে,	٢٨. ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ
(২৯) অতঃপর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,	٢٩. فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي
(৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।	٣٠. وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي.

বিচার দিবসে ফাইসালা হবে পার্থিব জীবনের ভাল-মন্দ আমলের উপর

এখানে কিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا নিশ্চয়ই সেদিন যমীনকে নিচু করে দেয়া হবে, উচু নিচু যমীন সব সমান করে দেয়া হবে। সমগ্র যমীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। পাহাড় পবর্তকে মাটির সাথে সমতল করে দেয়া হবে। সকল সৃষ্ট জীব কাবর থেকে বেরিয়ে আসবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের বিচারের জন্য এগিয়ে আসবেন। ইহা হবে যখন সকল আদম সন্তানের নেতা মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করা হবে। এর পূর্বে সমস্ত মাখলুক বড় বড় নাবীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সুপারিশের আবেদন জানাবে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন। তারপর তারা মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশের আবেদন জানাবেন। তিনি বলবেন ঃ হ্যাঁ, আমি ইহা করব।' নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তখন তাঁকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। (আহমাদ ১/২৮২) এটাই প্রথম সুপারিশ। এ আবেদন মাকামে মাহমুদ হতে জানানো হবে। এ বিষয়ে সূরা ইসরায় আলোচিত হয়েছে । অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত ফাইসালার জন্য এগিয়ে আসবেন। তিনি কিভাবে আসবেন সেটা তিনিই ভাল জানেন। মালাইকা/ফেরেশতারাও তাঁর সামনে কাতারবন্দী হয়ে হাযির হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জাহান্নামকেও কাছে নিয়ে আসা হবে।

ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সেদিন জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে এবং ওর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার মালাইকা থাকবে। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে।' ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (রাঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২১৮৪, তিরমিযী ৭/২৯৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَئِذ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ সেদিন মানুষ তার নতুন পুরাতন সকল আমল বা কার্যাবলী স্মরণ করতে থাকবে। মন্দ আমলের জন্য অনুশোচনা করবে, ভাল কাজ না করা বা কম করার কারণে দুঃখ/আফসোস করবে। পাপ কাজের জন্য লজ্জিত হবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমরাহ (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কোন বান্দা যদি জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সাজদায় পড়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ আনুগত্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয় তবুও সে কিয়ামাতের দিন তার সকল সৎ আমলকে তুচ্ছ ও সামান্য মনে করবে। তার একান্ত ইচ্ছা হবে যে, যদি সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আরও অনেক সৎ আমল সঞ্চয় করতে পারত।' (আহমাদ ৪/১৮৫)

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ সেই দিন আল্লাহর দেয়া আযাবের মত আযাব আর কেহ দিতে পারবেনা। তিনি তাঁর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে যে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করবেন ঐরূপ শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধনও কেহ করতে পারেনা। মালাইকা আল্লাহর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শিকল এবং বেড়ী পরিধান করাবেন।

পাপী ও অন্যায়কারীদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা এখন মু'মিনদের অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করছেন। যে সব রূহ তৃপ্ত, শান্ত, পবিত্র এবং সত্যের সহচর, মৃত্যুর সময়ে এবং কাবর হতে উঠার সময় তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের রবের কাছে, জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে ফিরে চল। এই রূহ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও এর প্রতি সন্তুষ্ট। এই রূহকে এত দেয়া হবে যে, সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তাকে বলা হবে ঃ তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। وَادْخُلِي جَنَّتِي 'আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' এই বাক্যটি তখন বলা হয় যখন বান্দা মৃত্যুবরণ করে এবং আরও বলা হবে বিচার দিবসে। বান্দার যখন জান

কবজ করা হয় এবং কাবরে উত্থিত (সাওয়াল জবাবের জন্য) করা হয় তখন মালাইকা মু'মিনদেরকে এই সুসংবাদ দিয়ে থাকেন।

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ... يَاَيَّتُهَا النَّفْــسُ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তখন বলে ওঠেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কি সুন্দর বাণী এটা।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ '(হে আবূ বাকর (রাঃ)!) আপনাকেও এ কথাই বলা হবে।' (দুররুল মানসুর ৮/৫১৩)

সূরা ফাজর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯০ ঃ বালাদ, মাক্কী

(আয়াত ২০, রুকূ ১)

٩٠ – سورة البلد، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٠، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ করছি এই নগরের,	١. لَآ أُقۡسِمُ بِهَـٰذَا ٱلۡبَلَدِ
(২) আর তুমি এই নগরের বৈধ অধিকারী হবে।	٢. وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَـٰذَا ٱلۡبَلَدِ
(৩) শপথ জন্মদাতার এবং যা সে জন্ম দিয়েছে তার।	٣. وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ

(৪) অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ক্লেশের মধ্যে।	٤. لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِى كَبَدٍ
(৫) সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেহ ক্ষমতাবান হবেনা?	٥. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
(৬) সে বলে ঃ আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি।	٦. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا
(৭) সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেহই দেখছেনা?	٧. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ
(৮) আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি চক্ষু যুগল?	٨. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ
(৯) তার জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়?	٩. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
(১০) এবং আমি কি তাকে দু'টি পথই দেখাইনি?	١٠. وَهَدَيْنَـٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

মানব সন্তানকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এখানে নিরাপত্তাপূর্ণ শান্তির শহর মাক্কা মুআয্যমার শপথ করছেন। শাবিব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَد এর অর্থ হচ্ছে 'মাক্কা নগরী' এবং وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَد। এর অর্থ হচ্ছে 'হে মুহাম্মাদ! এই শহরে যুদ্ধ করা তোমার জন্য অনুমোদন দেয়া হল। (কুরতুবী ২০/৬০, দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়াহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ),

সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ২০/৬০, দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা শুধু ঘন্টা খানেকের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কায় যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) উপরোক্ত মনীষীগণ যে সব বক্তব্য রেখেছেন তারই অনুমোদন পাওয়া যায় সবার কাছে গ্রহণীয় একটি সহীহ হাদীসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দিন থেকে এই শহরকে (মাক্কা) পবিত্র করেছেন। অতএব আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে এ শহরটি বিচার দিবস পর্যন্ত পবিত্র থাকবে। এর গাছ, এর লতাপাতা এবং ঘাসসমূহ কখনো কর্তন করবেনা। একমাত্র এক ঘন্টার জন্য এখানে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আজকেই আবার এর পবিত্রতা বহাল করা হয়েছে যেমনটি গতকাল ছিল। অতএব এখানে যারা উপস্থিত আছ তারা তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিবে, যারা এখানে উপস্থিত নেই। (ফাতহুল বারী ৪/৫৬)

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এখানে (মাক্কায়) যুদ্ধ-বিগ্রহের বৈধতা সম্বন্ধে কেহ আমার যুদ্ধকে যুক্তি হিসাবে পেশ করলে তাকে বলে দিতে হবে ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অনুমতি দিয়েছেন, তোমাদের জন্য দেননি।' (ফাতহুল বারী ১/২৩৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ। মুজাহিদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুফিয়ান শাওরী (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), খুসাইফ (রহঃ), শুরাহবিল ইব্‌ন সা'দ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, জন্মদাতা বলতে আদমকে (আঃ) এবং মানব জাতি হল আদম সন্তান। (কুরতুবী ২০/৬১, দুররুল মানসুর ৮/৫১৯, তাবারী ২৪/৪৩২) এই উক্তিটিই উত্তম বলে অনুভূত হচ্ছে। কেননা এর পূর্বে মাক্কাভূমির শপথ করা হয়েছে যা সমস্ত যমীন ও বস্তিসমূহের জননী। অতঃপর মাক্কার অধিবাসীদের শপথ করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষের মূল বা শিকড় আদম (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের শপথ করা হয়েছে। আবূ ইমরান (রহঃ) বলেন যে, এখানে ইবরাহীম (আঃ)

এবং তাঁর সন্তানদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, এখানে সাধারণভাবে সকল পিতা এবং সকল সন্তানের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২৪/৪৩৩)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ক্লেশের মধ্য দিয়ে। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) এবং যুরাইজ (রহঃ) 'আতা (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে কাবাদ (كَبَدٍ) শব্দ সম্পর্কে বলেন যে, মানুষকে কষ্টকর পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে তা কি তোমরা লক্ষ্য করনা? অতঃপর তিনি তার জন্মের সময়ের যন্ত্রনা, বয়ঃবৃদ্ধির সাথে দাঁত গজানো ইত্যাদি উল্লেখ করেন। (তাবারী ২৪/৪৩৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫) মা সন্তানকে দুধ পান করানোয় এবং লালন-পালন করায়ও কঠিন কষ্ট স্বীকার করেছে। কাতাদাহ' (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কঠিন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ঃ কঠিন অবস্থায় এবং দীর্ঘ সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২০)

আল্লাহর রাহমাত ও নি'আমাতরাজী দ্বারা মানুষ পরিব্যাপ্ত

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ তারা কি মনে করে যে, তাদের উপর কেহ ক্ষমতাবান হবেনা? এর ভাবার্থে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, তারা ধারণা করে যে, তাদের ধন-সম্পদ নিতে কেহ সক্ষম নয়? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তারা কি মনে করে যে, তাদের উপর কারও কর্তৃত্ব নেই? তারা কি জিজ্ঞাসিত হবেনা যে, তারা কোথা থেকে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? ((তাবারী ২৪/৪৩৬) নিঃসন্দেহে তাদের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا

لُّبَدًا আদম-সন্তানরা বলে বেড়ায় ঃ আমরা বহু ধন-সম্পদ খরচ করে ফেলেছি। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আদম সন্তান বলে বেড়ায় যে, সে অনেক সম্পদ ব্যয় করেছে। (তাবারী ২৪/৪৩৬) আল্লাহ বলেন ঃ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ তারা কি মনে করে যে, তাদেরকে কেহ দেখছেনা? অর্থাৎ তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য মনে করে?

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ আমি কি মানুষকে দেখার জন্য দু'টি চক্ষু প্রদান করিনি? মনের কথা প্রকাশ করার জন্য কি আমি তাদেরকে জিহ্বা দিইনি? কথা বলার জন্য, পানাহারের জন্য, চেহারা ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কি আমি তাদেরকে দু'টি ওষ্ঠ প্রদান করিনি?

ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতাও আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ আমি তাদেরকে ভাল মন্দ দু'টি পথই দেখিয়েছি।

সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) আসিম (রহঃ) হতে, তিনি জির্‌র (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতে বর্ণিত পথ দু'টি হচ্ছে ভাল পথ ও খারাপ পথ। (তাবারী ৪৩৭) একই কথা বলেছেন আলী (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ ওয়াইল (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা। (তাবারী ২৪/৪৩৭-৩৮, দুররুল মানসুর ৮/৫২১-২২) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ২-৩)

(১১) কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করলনা।	١١. فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ
(১২) তুমি কি জান, গিরি সংকট কি?	١٢. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ
(১৩) এটা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান।	١٣. فَكُّ رَقَبَةٍ
(১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের সময় আহার্য দান	١٤. أَوْ إِطْعَـٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ
(১৫) পিতৃহীন আত্মীয়কে,	١٥. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
(১৬) অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে।	١٦. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
(১৭) অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারনের ও দয়া দাক্ষিণ্যের।	١٧. ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ
(১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী।	١٨. أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ

(১৯) যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই হতভাগ্য।	١٩. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ
(২০) তাদের উপরই অবরুদ্ধ রয়েছে প্রচন্ড আগুন।	٢٠. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ.

সঠিক পথে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ** অর্থাৎ ওরা মুক্তি ও কল্যাণের পথে চলেনি কেন? তারপর মানুষকে সর্তক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা কি জান আকাবা' কি? কোন গোলামকে মুক্ত করা অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ তা'আলা ঐ গোলামের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করে থাকেন। এমন কি, হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা এবং লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান।'

আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ) এ হাদীসটি শোনার পর এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ ইব্ন মারজানাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ "আপনি কি স্বয়ং আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) মুখে এ হাদীসটি শুনেছেন?" তিনি উত্তরে বলেন ঃ "হ্যাঁ।" তখন আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ) তাঁর গোলাম মুতাররিফকে ডেকে বলেন ঃ "যাও, তুমি আল্লাহর নামে মুক্ত।" (আহমাদ ২/৪২২, ফাতহুল বারী ৫/১৭৪, ১১/৬০৮; মুসলিম ২/১১৪৭, তিরমিযী ৫/১৪৪, নাসাঈ ৩/১৬৮)

মুসনাদ আহমাদে আমর ইব্ন আবাসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্রের উদ্দেশে মাসজিদ তৈরী করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর

বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে, আল্লাহ মুক্তকারীর ফিদইয়া (মুক্তিপণ) হিসাবে গণ্য করে তাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করে থাকেন। যে ব্যক্তি দীনী আমল করা অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাকে কিয়ামাতের দিন নূর দেয়া হবে। (আহমাদ ৪/৩৮৬)

অন্য এক রিওয়ায়াতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমামাহ (রহঃ) হতে তিনি আমর ইব্ন আবাসাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আস-সুলাইম (রহঃ) তাকে বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন এমন একটি হাদীস কোন রকম কমানো বাড়ানো ছাড়া আমাদেরকে বর্ণনা করুন। তখন আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

'মুসলিম থাকা অবস্থায় যার তিনটি সন্তান জন্ম লাভ করে এবং সাবালক (বালেগ) হওয়ার পূর্বে যদি তারা মারা যায় তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রতি করুণা করে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে ধূসর বর্ণ ধারণ করে বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা তা আলোকিত করবেন। যে ব্যক্তি জিহাদের মাঠে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি তীরও নিক্ষেপ করে এবং তা যদি শত্রু পর্যন্ত পৌঁছে, তা শত্রুকে আঘাত করুক কিংবা না করুক, সে একটি দাস মুক্ত করার সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। যদি কোন ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের প্রতিটি অংগ প্রত্যঙ্গের জন্য মুক্তকারীর প্রতি অংগ প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। যদি কোন ব্যক্তি জিহাদ করার জন্য আল্লাহর উদ্দেশে দু'টি পশু প্রস্তুত করে রাখে তাহলে জান্নাতের যে আটটি দরজা রয়েছে তার যে কোনটি দিয়ে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে অনুমতি দিবেন।' (আহমাদ ৪/৩৮৬) ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি বিভিন্ন বর্ণনা ধারা থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর প্রতিটি সনদ উত্তম ও মযবূত। সমস্ত প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য।

ذِيْ مَسْغَبَةٍ এর অর্থ হল ক্ষুধাতুর। অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে খাদ্য খাওয়ানো। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) **ذَا مَقْرَبَةٍ** এর অর্থ করেছেন ঐ ব্যক্তি যার

সাথে আত্মীয়তার সর্ম্পক রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২৫) এটাও আবার ঐ শিশু যে ইয়াতীম বা পিতৃহীন হয়েছে। আর তার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। যেমন মুসনাদ আহমাদে সালমান ইব্ন আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "মিসকীনকে সাদাকাহ দেয়া হল শুধু একটি সাদাকা, আর আত্মীয় স্বজনকে সাদাকাহ করলে একই সাথে দু'টি কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সাদাকার সাওয়াব এবং আর একটি হল আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার সাওয়াব।' ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর বর্ণনা ধারা সঠিক। (আহমাদ ৪/২১৪, তিরমিযী ৩/৩২৪, নাসাঈ ৫/৯২)

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **مَتْرَبَةٍ** এর অর্থ করেছেন এমন মিসকিন যে ধূলালুণ্ঠিত, পথের উপর পড়ে আছে, বাড়িঘর নেই, বিছানাপত্র নেই। (তাবারী ২৪/৪৪৪) এ ছাড়া যার ক্ষুধার জ্বালায় পেট মাটির সাথে লেগে আছে। যে নিজের গৃহ হতে দূরে রয়েছে। যে মুসাফির, ফকীর, মিসকীন, পরমুখাপেক্ষী, ঋণী, কপর্দকহীন, খবরাখবর নেয়ার মত যার কেহ নেই। যার পরিবার-সদস্য অনেক অথচ সম্পদ কিছুই নেই। এসবই প্রায় একই অর্থবোধক। তদুপরি এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেইসব কাজের জন্য আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করে। সেই পুরস্কৃত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... وَ مَنْ اَرَادَ لاَخِرَةَ অর্থাৎ *যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে।* (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৯)

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً

মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا

এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৪০)

তারপর তাদের আরো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ** তারা লোকদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার এবং তাদের প্রতি পরস্পর সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ করার জন্য একে অপরকে নাসীহাত করে। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ অনুগ্রহকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করবেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' (আবূ দাঊদ ৫/২৩১) অন্য এক হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেনা তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়না।' (মুসলিম ৪/১৮০৯)

সুনান আবূ দাঊদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করেনা এবং আমাদের বড়দের অধিকার স্বীকার করেনা সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (আবূ দাঊদ ৫/২৩১)

এরপর আল্লাহ বলেন ঃ **أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ** এ সব লোক তারাই যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের অবস্থা

এরপর আল্লাহ বলেন ঃ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ** আর আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলে অবিশ্বাস করেছে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তারা আগুন পরিবেষ্টিত হবে। ঐ অগ্নি হতে কোন দিন মুক্তিও পাবেনা এবং অব্যাহতিও মিলবেনা। ঐ আগুনের দরজা দিয়ে তাদের বের হওয়ার পথ অবরুদ্ধ থাকবে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাজী (রহঃ), আতিয়াহ আল আউফী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন

যে, مُّؤْصَدَةٌ এর অর্থ হচ্ছে বন্ধ। (তাবারী ২৪/৪৪৭, দুররুল মানসুর ৮/৫২৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওর দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২৬) এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা সূরা وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এর মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তার মধ্যে কোন জানালা থাকবেনা, ছিদ্র থাকবেনা, কোন আলোও থাকবেনা। সেই জায়গা হতে কখনো বের হওয়া সম্ভব হবেনা। (তাবারী ২৪/৪৪৭)

সূরা বালাদ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯১ ঃ আশ্‌ শাম্স, মাক্কী — ٩١ – سورة الشمس، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৫, রুকূ ১) (اَيَاتهَا : ١٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ'যকে (রাঃ) বলেন ঃ 'তুমি কি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, وَالشَّمْسِ وَضُحَهَا এবং وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى এসব সূরা দ্বারা সালাত আদায় করতে পারনা? (ফাতহুল বারী ২/২৩৪, মুসলিম ১/৩৪০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ সূর্যের এবং ওর কিরণের,	١. وَٱلشَّمْسِ وَضُحَٰهَا

(২) শপথ চন্দ্রের যখন ওটা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।	٢. وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
(৩) শপথ দিবসের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে।	٣. وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
(৪) শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে।	٤. وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا
(৫) শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তাঁর।	٥. وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি ওকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর।	٦. وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا
(৭) শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন।	٧. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا
(৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন,	٨. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا
(৯) সে'ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে।	٩. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
(১০) এবং সে'ই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।	١٠. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

আল্লাহ্ তা'আলা থেকে আশাবাদ সৎ আমলকারীদের জন্য এবং সাবধান বাণী খারাপ আমলকারীদের জন্য

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ضُحَا শব্দের অর্থ হল আলোক। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণদিন। (তাবারী ২৪/৪৫১) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও দিবসের শপথ করেছেন। আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে চাঁদ চমকায় তার শপথ করেছেন। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, মাসের মধ্যে প্রথম পনেরো দিন চন্দ্র সূর্যের

পিছনে থাকে এবং শেষের পনেরো দিন সূর্যের আগে থাকে। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ লাইলাতুল কাদ্রের চাঁদ। তারপর দিবসের শপথ করা হয়েছে যখন তা আলোকিত হয়। কোন কোন আরাবী ভাষাবিদ বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ দিন যখন অন্ধকারকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, দিগদিগন্তকে যখন সেই সূর্য চমকিত, আলোক উদ্ভাসিত করে দেয়, তাহলে বেশি মানানসই হয় এবং **يَغْشَهَا** এর অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ কারণে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ **وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا** 'দিনের শপথ, যখন সূর্য তাকে আলোকিত করে দেয়' বলতে এখানে সূর্যের কথাই বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে **وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى** *শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়।* (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ২)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের শপথ করছেন। এখানে যে **مَا** ব্যবহার করা হয়েছে, আরাবী ব্যাকরণের পরিভাষায় এটাকে মা মাসদারিয়্যাহও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আসমান ও তার সৃষ্টি কৌশলের শপথ। কাতাদাহ (রহঃ) এ কথাই বলেন। আর এই **مَا** – **مَنْ** অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে ঃ আসমানের শপথ এবং তার স্রষ্টা অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার শপথ। মুজাহিদও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ২৪/৪৫৩) এ দু'টি অর্থ একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। **بَنَا** এর অর্থ হচ্ছে উচ্চ করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَـٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَـٰهِدُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭-৪৮) অতঃপর বলা হয়েছে **وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا** যমীনের, ওকে সমতলকরণের, ওর বিছানোর, ওকে প্রশস্তকরণের, ওর বন্টনের এবং ওর মধ্যকার সৃষ্ট জীবসমূহের শপথ।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, ‘*তাহাহা*’ অর্থ হচ্ছে সমানুপাতিক। (তাবারী ২৪/৪৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), শাওরী (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ‘ইহা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে’। (তাবারী ২৪/৫৫৪, দুররুল মানসুর ৮/৫২৯-৩০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا** শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তাকে সুঠাম করেছেন অর্থাৎ যখন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন সে সঠিক অবস্থায় অর্থাৎ ফিতরাতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা মাজুসী রূপে গড়ে তোলে, যেমন চতুস্পদ জন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তোমরা তাদের কেহকেও অঙ্গহানী কাটা অবস্থায় দেখতে পাও কি?’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৮)

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হিমার মাজাশেঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমি আমার বান্দাদেরকে একাগ্রচিত্ত অবস্থায় (তাওহীদের উপর) সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শাইতানরা এসে ধর্মপথ থেকে সরিয়ে তাদেরকে বিপথে নিয়েছে।’ (মুসলিম ৪/২১৯৭)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا তিনি তাকে অসৎকর্ম এবং সৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন, আর তার ভাগ্যে যা কিছু ছিল সে দিকে তাকে পথ নির্দেশ করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তিনি ভালমন্দ প্রকাশ করে দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৪) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন্টি ভাল এবং কোন্টি খারাপ তা খুজে দেখতে উৎসাহিত করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, তিনি মানুষের ভিতর সৎ কাজ এবং অসৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ মানুষ যা কিছু আমল করে এবং কষ্ট সহ্য করে এসব কি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে? তাদের ভাগ্যে কি এরকমই লিপিবদ্ধ আছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্বভাবগতভাবে আগামীর জন্য করে যাচ্ছে? যেহেতু তাদের কাছে নাবী এসেছেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তাদের উপর পূর্ণ হয়েছে এবং এ জন্য এ সব কিছু এভাবে করছে? আমি জবাবে বললাম ঃ না, না। বরং এ সবই পূর্ব হতে নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হয়ে আছে। ইমরান (রহঃ) তখন বললেন ঃ তাহলে কি এটা যুল্ম হবেনা? এ কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। আতঙ্কিত স্বরে বললাম ঃ সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক তো সেই আল্লাহ। সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁরই হাতে রয়েছে। তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে কারও কিছু জিজ্ঞেস করার শক্তি নেই। তিনিই বরং সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আমার এ জবাব শুনে ইমরান (রহঃ) খুবই খুশী হলেন। তারপর বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সুস্থতা দান করুন। আমি পরীক্ষামূলকভাবেই তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। শোন, মুযাইনা অথবা জুহাইনা গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করে যে প্রশ্ন আমি তোমাকে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তোমার মতই উত্তর দিয়েছিলেন। লোকটি তখন বলেছিল ঃ 'তাহলে আর

আমাদের আমল করে কি হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা যাকে যে জায়গার জন্য সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সেই সেই জায়গার অনুরূপ আমল করা সহজ করে দেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) এ কথার সত্যতা আল্লাহর কিতাবের নিম্নের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا

শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (সূরা শাম্স, ৯১ ঃ ৭-৮) এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا** সে সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র রাখবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। অর্থাৎ যে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবে সে কৃতকার্য হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ১৪-১৫) আর সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে, এ ভাবে যে, সে নিজেকে হিদায়াত থেকে সরিয়ে নিবে, ফলে সে নাফরমানীতে নিয়োজিত থাকবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিবে। পরিণামে সে ব্যর্থ ও নিরাশ হবে। আর এও অর্থ হতে পারে ঃ যে নাফ্সকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র করেছেন সে সফলকাম হয়েছে। আর যে নাফ্সকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিচে নিক্ষেপ করেছেন সে বরবাদ, ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরুপায় হয়েছে। আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন **وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** পাঠ করতেন তখন তিনি থেমে যেতেন। অতঃপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا, أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

'হে আল্লাহ! আমার নাফ্সকে আপনি ধর্মানুরাগ দান করুন! আপনিই ওর অভিভাবক ও প্রভু এবং ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী।' (তাবারানী ১১/১০৬)

যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ, وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْـــبَعُ, وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ, وَدَعْوَةٍ لاَ يُسْـــتَجَابُ لَهَا

'হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, এবং বার্ধক্য, ভীরুতা, কৃপণতা ও কাবরের আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া দান করুন এবং ওকে পবিত্র করে দিন! আপনিই তো ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী। আপনিই ওর ওয়ালী ও মাওলা। হে আল্লাহ! আপনার ভয় নেই এমন অন্তরের অধিকারী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং এমন নাফ্স হতে রক্ষা করুন যা কখনো পরিতৃপ্ত হয়না। এমন ইল্ম হতে রক্ষা করুন যা কোন উপকারে আসেনা। আর এমন দু'আ হতে রক্ষা করুন যা কবূল হয়না।' এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/৩৭১, মুসলিম ৪/২০৮৮)

যায়িদ (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ দু'আটি শিখাতেন এবং আমরা তোমাদেরকে তা শিখাচ্ছি।'

(১১) ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল,	١١. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰىهَآ

١٢. إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا	(১২) সুতরাং তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠল
١٣. فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا	(১৩) তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলল ঃ আল্লাহর উষ্ট্রী ও, ওকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও,
١٤. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا	(১৪) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর ঐ উষ্ট্রিকে কেটে ফেলল। সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের রাব্ব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন, অতঃপর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন,
١٥. وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا.	(১৫) আর তিনি ওর পরিণামকে ভয় করলেননা।

ছামূদ জাতির সত্য প্রত্যাখানের পরিণাম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا অর্থাৎ ছামূদ গোত্রের লোকেরা হঠকারিতা করে এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের রাসূলকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৮) এ হঠকারিতা এবং মিথ্যাচারের কারণে তারা এমন দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার নাম ছিল কিদার ইব্ন সা’লিফ। সে সালিহ্র (আঃ) উষ্ট্রীকে কেটে ফেলে। সে ছিল ছামূদ জাতির নেতা। আল্লাহ সুবহানাহু তার ব্যাপারেই নিচের আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ

অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৯) এ লোকটিও তার কাওমের মধ্যে সম্মানিত ছিল। সে ছিল সদ্বংশজাত, সম্ভ্রান্ত এবং কাওমের নেতা।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন যামআ'হ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর ভাষণে ঐ উষ্ট্রীর এবং ওর হত্যাকারীর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর বলেন ঃ 'ঠিক যেন আবূ যামআ'হ। এ লোকটিও কিদারের মতই নিজের কাওমের নিকট প্রিয়, সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত ছিল।' (আহমাদ ৪/১৭)

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তার 'কিতাবুত তাফসীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে 'জাহান্নামের আযাব' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) উভয়ে তাদের সুনান গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৫, মুসলিম ৪/২১৯১, তিরমিযী ৯/২৬৮, নাসাঈ ৬/৫১৫)

সালিহর (আঃ) কাওমের উষ্ট্রীর ঘটনা

আল্লাহর রাসূল সালিহ্ (আঃ) তাঁর কাওমকে বললেন ঃ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا 'হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর উষ্ট্রীর কোন ক্ষতি করা হতে বিরত থাক। তার পানি পান করার নির্ধারিত দিনে যুল্ম করে তার পানি বন্ধ করনা। তোমাদের এবং তার পানি পানের দিন তারিখ এবং সময় নির্ধারিত রয়েছে।' কিন্তু ঐ দুর্বৃত্তরা নাবীর (আঃ) কথা মোটেই গ্রাহ্য করলনা। তারা ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করল, যাকে আল্লাহ পিতা মাতা ছাড়াই পাথরের একটা টুকরার মধ্য হতে সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ উষ্ট্রীটি ছিল সালিহ্র (আঃ) একটি মু'জিযা এবং আল্লাহর কুদরতের পূর্ণ নিদর্শন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেন। নাবীর (আঃ) উষ্ট্রী হত্যাকারী ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের ছোট বড় নারী পুরুষ সবাই এ ব্যাপারে সমর্থন করেছিল এবং সবারই পরামর্শক্রমেই সেই নরাধম উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। এ কারণে আল্লাহর আযাবে সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।(তাবারী ২৪/২৬০)

وَلاَيَخَافُ শব্দটি فَلاَ يَخَافُ রূপেও পঠিত হয়েছে। এর ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ কারও ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রতিক্রিয়ায় ঐ ব্যক্তি কি করবে সেই ব্যাপারে তিনি কোন পরওয়া করেননা। (তাবারী ২৪/৪৬১) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), বাকর ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আল মুজানী (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ একই বক্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/২৬১)

সূরা আশ্ শাম্‌স এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯২ ঃ লাইল, মাক্কী

٩٢ – سورة الليل، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২১, রুকূ ১)

(اَيَاتُهَا : ٢١، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে,	١. وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
(২) শপথ দিবসের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়,	٢. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
(৩) এবং শপথ নর ও নারীর যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।	٣. وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ
(৪) অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন মুখী,	٤. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

(৫) সুতরাং কেহ দান করলে, সংযত হলে	٥. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
(৬) এবং সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করলে	٦. وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ
(৭) অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।	٧. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ
(৮) পক্ষান্তরে কেহ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে	٨. وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ
(৯) আর সদ্বিষয়ে অসত্যারোপ করলে	٩. وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ
(১০) অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ	١٠. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ
(১১) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে।	١١. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ

বিভিন্ন প্রাণীর উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার শপথ করণ

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ছেয়ে যাওয়া রাতের শপথ করছেন, সব কিছুকে আলোকমণ্ডিত করে দেয়া দিবসের শপথ করছেন এবং সমস্ত নর-নারী এবং মাদী ও নর জীবসমূহের স্রষ্টা হিসাবে নিজের সত্ত্বার শপথ করছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًا

আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে যুগলে যুগলে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৮) আরো বলেছেন ঃ

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৯) এই শপথ করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ **إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى** অবশ্যই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টা এবং আমলসমূহ পরস্পরবিরোধী, একটি অন্যটির বিপরীত। যারা ভাল কাজ করছে তারাও আছে এবং যারা মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে তারাও আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى** যে ব্যক্তি দান করল ও মুত্তাকী হল অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করল, মেপে মেপে পা বাড়ালো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ভয় রাখল, আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কারকে সত্য বলে জানল এবং তাঁর সাওয়াবের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস করল, আর যা উত্তম তা গ্রহণ করল, আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দিব।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল এবং 'হুসন' অর্থাৎ কিয়ামাতের বিনিময়কে অবিশ্বাস করল, তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) প্রত্যেক আমলের বিনিময় যে সেই আমলের অনুরূপ হয়ে থাকে এ সম্পর্কিত আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে বহু রয়েছে। যে ভাল কাজ করতে চায় তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করতে চায় তাকে মন্দ কাজ করার সামর্থ্য প্রদান করা হয়। এ

অর্থের সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে। একটি হাদীস এই যে, একবার আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের আমলসমূহ কি তাকদীরের লিখন অনুযায়ী হয়ে থাকে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, তাকদীরের লিখন অনুযায়ীই আমল হয়ে থাকে।' এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমলের প্রয়োজন কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেই আমল সহজ হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (আহমাদ ১/৫, মুসলিম ১৭)

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমরা বাকী' গারকাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। তিনি বললেন ঃ

'জেনে রেখ যে, তোমাদের প্রত্যেকের স্থানই জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ রয়েছে।' এ কথা শুনে জনগণ বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমরা তো সেই ভরসায় নিস্ক্রীয় হয়ে থাকতে পারি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আমল করে যাও, কারণ প্রত্যেক লোকের জন্য সেই আমলই সহজ করা হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' অতঃপর তিনি **فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى** আয়াতগুলি পাঠ করলেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৮, ৫৭৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) থেকে একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তিনি বলেন, 'আমরা একদা এক ব্যক্তির জানাযা নিয়ে জান্নাতুল বাকীতে উপস্থিত হই এবং সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং বসে পড়েন। সুতরাং আমরাও তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি মাথা নীচু করে ঐ লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছিলেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কেহ নেই, অথবা বলেছিলেন এমন কোন প্রাণী নেই যার ব্যাপারে লিখিত হয়নি যে, তার স্থান জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে হবে, এবং এও লিখিত হয়েছে যে, সে দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে কি আমরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকব এবং কোন ভাল আমল করবনা, কারণ যার তাকদীরে সৌভাগ্য লিখা রয়েছে সেতো সৌভাগ্যশালীদের দলেই অর্ন্তভুক্ত হবে এবং যার তাকদীরে দুর্ভাগ্য লিখা রয়েছে সেতো দুর্ভাগাদের দলেই অন্তর্ভুক্ত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, যারা সৌভাগ্যবান তাদের জন্য সৌভাগ্যশালী দলের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে এবং যারা দুর্ভাগা তাদের জন্য দুর্ভাগা দলের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন **فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى** (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৯, মুসলিম ২০৩৯-৪০, আবূ দাঊদ ৫/৬৮, তিরমিযী ৬/৩৪০, ৯/২৭০; নাসাঈ ৬/৫১৬-১৭ ও ইব্ন মাজাহ ১/৩০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা উমার (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি মনে করেন যে, আমরা যে আমল করি তা আমাদের তাকদীরে পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, নাকি আমরা তা নতুন করে শুরু করছি? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ইহা ঐ ধরনেরই যে তা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, অতএব হে ইবনুল খাত্তাব! আমল করে যাও। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির আমল করা সহজ করা হয়েছে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবানদের দলভুক্ত হবে সে উত্তম কাজ করতে থাকবে, আর যে দুর্ভাগাদের দলভুক্ত হবে সে খারাপ কাজ করতে থাকবে। (আহমাদ ২/৫২, তিরমিযী ৬/৯৩৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আমরা যে আমল করি তা কি আমাদের তাকদীরে পূর্ব হতেই নির্ধারিত রয়েছে বলেই করে থাকি, নাকি আমরা এখন যে আমল করছি তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ফাইসালা হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ইহা অনেকটা পূর্ব নির্ধারণের মতই। তখন সুরাকা (রাঃ) বললেন, তাহলে আমল করার কি প্রয়োজন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যে কাজ করবে তার জন্য সেই কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৭৫, মুসলিম ৪/২০৪১)

ইব্ন জারীর (রহঃ) আমীর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ বাকর (রাঃ) প্রায়ই মাক্কায় যে সমস্ত দাস-দাসী ইসলাম কবূল করত তাদেরকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দিতেন। যারা বয়স্ক এবং মহিলা তারা ইসলাম কবূল করলে তাদেরকেও মুক্ত করে দিতেন। একবার তার পিতা তাকে বললেন ঃ হে আমার পুত্র! আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি দুর্বল শ্রেণীর লোকদেরকেই বেশি মুক্ত করছ, তুমি যদি শক্তি সামর্থবান লোকদেরকে মুক্ত করতে তাহলে তারা তোমার পাশে দাঁড়াত, তোমার কাজে সাহায্য করত এবং প্রয়োজন হলে তোমাকে রক্ষা করার কাজে লাগত। তখন আবূ বাকর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ হে আমার পিতা! আমিতো তা'ই চাই যা আল্লাহর কাছে রয়েছে। আমার (আমীর ইব্ন আবদুল্লাহর) পরিবারের কেহ কেহ বলেন যে, এ সূরার **فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى** (৫-৭) আয়াতসমূহ তার ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। (তাবারী ২৪/৪৭৩)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ **وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى** *'এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে।'* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন সে মারা যায়। (তাবারী ২৪/৪৭৬) আবূ সালিহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ২৪/৪৭৬, কুরতুবী ২০/৮৫)

(১২) আমার কাজ তো শুধু পথ নির্দেশ করা,	١٢. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
(১৩) আমি তো মালিক - পরলোকের ও ইহলোকের।	١٣. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ
(১৪) আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান আগুন হতে সতর্ক করে দিয়েছি।	١٤. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ
(১৫) তাতে প্রবেশ করবে সে'ই যে নিতান্ত হতভাগা	١٥. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
(১৬) যে অসত্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।	١٦. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
(১৭) আর ওটা হতে রক্ষা পাবে সেই পরম মুত্তাকী	١٧. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
(১৮) যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে,	١٨. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ
(১৯) এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়,	١٩. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ
(২০) বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায়,	٢٠. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
(২১) সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।	٢١. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ.

হিদায়াত দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ان علينا للهدى এর ভাবার্থ হল ঃ আমার কাজ তো শুধু হালাল হারাম প্রকাশ করে দেয়া। অন্যান্যরা বলেন যে, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলেছে নিশ্চয়ই তার আল্লাহর সঙ্গে ০সাক্ষাত ঘটবে। তারা মনে করেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটিরই মত ঃ

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ

সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯) (তাবারী ২৪/৪৭৭)

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى। ইহকাল ও পরকালের সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিকতো আমিই। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখার শাস্তি হতে সাবধান করে দিচ্ছি ।

মুসনাদ আহমাদে নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাষণে বলতে শোনেন ঃ '(হে জনমণ্ডলী!) আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি।' তিনি এ কথা উচ্চস্বরে বলছিলেন যে, আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বাজার পর্যন্ত শব্দ পৌঁছে যেত। এ কথা তিনি উচ্চৈঃস্বরে বারবার বলছিলেন, এমন কি তাঁর চাদরটি তাঁর কাঁধ থেকে পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে। (আহমাদ ৪/২৭২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নুমান ইব্ন বাশিরকে (রাঃ) খুতবাহ দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন যে তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'কিয়ামাতের দিন যে জাহান্নামী ব্যক্তি সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত হবে তার পদদ্বয়ের নিচে দু'টি আগুনের কয়লার টুকরা রাখা হবে, ঐ আগুনের তাপে লোকটির মগজ ফুটতে থাকবে।' ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/২৭৪, ফাতহুল বারী ১১/৪২৪)

সহীহ মুসলিমে নুমান ইব্‌ন বাশীর (রাঃ) হতেই আবূ ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে জাহান্নামীকে সবচেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া হবে তার পদদ্বয়ে এক জোড়া সেণ্ডেল পরিয়ে দেয়া হবে যার ফিতা দু'টি হবে আগুনের তৈরী, সেই আগুনের তাপে তার মাথার মগজ চুল্লির উপরে রক্ষিত বড় কড়াইয়ের ফুটন্ত পানির মত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যদিও তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তবুও সে মনে করবে যে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেহকেও দেয়া হচ্ছেনা।' (মুসলিম ১/১৯৬)

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ **لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى** তাতে প্রবেশ করবে সে যে নিতান্ত হতভাগা। অর্থাৎ জাহান্নামে শুধু ঐ লোকদেরকে পরিবেষ্টিত করে শাস্তি দেয়া হবে যারা অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমল করেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার সকল উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু তারা প্রবেশ করবেনা যারা অস্বীকার করে।' জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! অস্বীকারকারী কারা?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যারা আমার আনুগত্য করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমাকে অমান্য করেছে তারাই অস্বীকারকারী।' ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ২/৩৬১, ফাতহুল বারী ১৩/২৬৩)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى. إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى** আর জাহান্নাম হতে বহু দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে নিজেকে ও নিজের ধন সম্পদকে পবিত্র করার জন্য নিজের ধন-সম্পদকে আল্লাহর পথে দান করে এবং এর পরিবর্তে কারও কাছে কোন প্রাপ্তি আশা করেনা। আর সে কারও সাথে এই জন্য সদ্ব্যবহার করেনা যে, তার উপর তার অনুগ্রহ রয়েছে, বরং ঐ ক্ষেত্রেও সে পরকালে জান্নাত লাভের আশা পোষণ করে

এবং সেখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'অচিরেই এই ধরনের গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি সন্তোষ লাভ করবে।'

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং আবূ বাকরের (রাঃ) মর্যাদা

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই আয়াত আবূ বাকরের (রাঃ) শানে নাযিল হয়। এমনকি কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এ ব্যাপারে সবারই মতৈক্য রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবূ বাকর (রাঃ) অবশ্যই রয়েছেন। কিন্তু এখানে সাধারণভাবে সকল উম্মাতের কথা বলা হয়েছে। তবে আবূ বাকর (রাঃ) সবারই প্রথমে রয়েছেন। কেননা তিনি ছিলেন সত্যবাদী, পরহেযগার ও দানশীল। নিজের ধন-সম্পদ তিনি মহান রবের আনুগত্যে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যার্থে মন খুলে দান করেছেন। প্রত্যেকের সাথে তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার আশা করতেননা। কোন বিনিময় তিনি চাইতেননা। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য। ছোট হোক আর বড় হোক, প্রত্যেক গোত্রের উপরই আবূ বাকরের (রাঃ) অনুগ্রহের ছোঁয়া ছিল। শাকীফ গোত্রপতি উরওয়া ইব্‌ন মাসউদকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আবূ বাকর (রাঃ) ধমকে ছিলেন। তখন উরওয়া বলেছিল ঃ 'আমার উপর আপনার এমন কিছু অনুগ্রহ রয়েছে যার প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তা না হত তাহলে অবশ্যই আমি আপনার আহ্বানের সাড়া দিতাম।' এতে আবূ বাকর (রাঃ) তার প্রতি রুষ্ট হলেন যে, কেন সে দানের কথা উল্লেখ করছে। একজন বিশিষ্ট গোত্রপতির উপরও যখন আবূ বাকরের (রাঃ) এমন অনুগ্রহ ছিল যে, তাঁর সামনে তার মাথা উঁচু করে কথা বলার ক্ষমতা ছিলনা, তখন অন্যদের কথা আর কি বলা যাবে?

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া পশু প্রস্তুত করে রাখবে তাকে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের রক্ষকরা ডাক দিয়ে বলবেন ঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! এ দিকে আসুন। এই দরজা সবচেয়ে উত্তম।' তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যাকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে তারতো আর কিছুর দরকার হবেনা! কোন ব্যক্তিকে কি সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আর আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, আপনিও হবেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।' (ফাতহুল বারী ৭/২৩, মুসলিম ২/৭১২)

সূরা লাইল এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৩ ঃ দুহা, মাক্কী

(আয়াত ১১, রুকূ ১)

٩٣ – سورة الضحى مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) শপথ পূর্বাহ্নের	١. وَٱلضُّحَىٰ
(২) শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে ফেলে;	٢. وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ
(৩) তোমার রাব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।	٣. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

(৪) তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয় বা কল্যাণকর।	٤. وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ
(৫) অচিরেই তোমার রাব্ব তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।	٥. وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ
(৬) তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি?	٦. أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ
(৭) তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।	٧. وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ
(৮) তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।	٨. وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغۡنَىٰ
(৯) অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়োনা,	٩. فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ
(১০) আর যাঞ্চাকারীকে ভর্ৎসনা করনা।	١٠. وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ
(১১) তুমি তোমার রবের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাক।	١١. وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ

সূরা দুহা নাযিল করার কারণ

জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি এক বা দুই রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য দাঁড়াতে পারেননি। এটা জেনে এক মহিলা এসে বলল ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তোমার শাইতান পরিত্যাগ করেছে।' তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَالضُّحَى, وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৪/৩১২, ফাতহুল বারী ৩/১১, ৮/৫৮০-৮১, ৬১৯; মুসলিম ৩/১৪২১-৪২২, তিরমিযী ৯/২৭২, নাসাঈ ৬/৫১৭, তাবারী ২৪/৪৮৫-৮৬) এই বর্ণনাকারী জুন্দুব হলেন ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাযালী আল আলাকী (রহঃ)। আল আসওয়াদ ইব্ন কায়িস (রহঃ) থেকে জুন্দুব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিবরাঈলের (আঃ) আসতে কয়েকদিন বিলম্ব হয়েছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি করতে শুরু করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রাব্ব পরিত্যাগ করেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৪/৪৮৬)

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ কুরআন নাযিল হওয়ার পর একবার জিবরাঈলের (আঃ) বাণী নিয়ে আসা নিয়মিত সময়ের বিরতির চেয়ে কিছুদিন দেরী হয়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনেও উদ্বিগ্নতা দেখা দেয়। কাফিরেরা বলতে থাকে যে, তাঁর মালিক তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁকে অপছন্দ করেছেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু এ আয়াতটি (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৩) নাযিল করেন যে, তাঁর রাব্ব আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরিত্যাগ করেননি এবং তাঁর উপর বিরূপও নন। (তাবারী ২৪,৪৮৪, কুরতুবী ২০/৯১) মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, দিনের আলো এবং রাতের অন্ধকার সৃষ্টিকারী তিনি এবং তিনিই ওর নিয়ন্ত্রণকারী। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) তিনি আরও বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنًا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى *তোমার রাব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।*

ইহকালের তুলনায় পরকালের নি'আমাত অনেক উত্তম

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (হে নাবী!) তোমার রাব্ব তোমাকে ছেড়েও দেননি এবং তোমার সাথে শত্রুতাও করেননি। তোমার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ইবাদাত করতেন এবং দুনিয়া বিমুখ জীবন যাপন করতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নিস্প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয় যে, তিনি কি দুনিয়ায় আজীবন বেঁচে থেকে অবশেষে জান্নাতে দাখিল হতে চান, নাকি আল্লাহর সান্নিধ্যে ফিরে যেতে চান, তখন তিনি পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী নিম্ন স্তরের নিঃশেষিত নি'আমাতের চেয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য যে অশেষ নি'আমাত রয়েছে তাকে প্রাধান্য দেন।

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়েছিলেন। ফলে তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘুম থেকে জেগে উঠার পর তিনি তাঁর দেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। তাই আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! চাটাইয়ের উপর আমাকে নরম কোন কিছু বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন! তিনি আমার এ কথা শুনে বললেন ঃ 'পৃথিবীর সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কোথায় এবং দুনিয়া কোথায়? আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো সেই পথচারী পথিকের মত যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে, অতঃপর ঐ স্থান ত্যাগ করে গন্তব্য স্থলের উদ্দেশে চলে যায়।' এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বরাতে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ১/৩৯১, তিরমিযী ৭/৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৬)

আল্লাহ তা'আলার নাবীর (সাঃ) জন্য পরকালে অসংখ্য নি'আমাত জমা করে রাখা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى তোমার রাব্ব তোমাকে আখিরাতে তোমার উম্মাতের জন্য এত নি'আমাত দিবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে। তোমাকে বিশেষ সম্মান দান করা হবে। বিশেষভাবে হাউযে কাওছার দান করা হবে। সেই হাউযে কাওছারের কিনারায় খাঁটি মুক্তার তাঁবু থাকবে। ওর দুই তীরের মাটি হবে নির্ভেজাল মিশ্কের সুগন্ধিযুক্ত। এ সম্পর্কিত হাদীস অচিরেই বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবূ আমর আওযায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'যে সব ধনাগার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলি একে একে তাঁকে দেখানো হয়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। জান্নাতে তাঁকে দশ লক্ষ প্রাসাদ দেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাসাদে যত খুশি চান তত পবিত্র স্ত্রী

এবং উৎকৃষ্ট মানের খাদেম রয়েছে।’ ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি উদ্ধৃতি করে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৮৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রাপ্ত হয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীস সহীহ বলে সাব্যস্ত।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি আল্লাহ সুবহানাহুর দেয়া কতিপয় নি‘আমাত

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নি‘আমাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى হে নাবী! তুমি ইয়াতীম থাকা অবস্থায় আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন, হিফাযাত করেছেন, প্রতিপালন করেছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম লাভের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেছিলেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর স্নেহময়ী মা মারা যান। তারপর তিনি তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তাঁর দাদাও পরপারে চলে যান। অতঃপর তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। আবূ তালিব তাঁকে সর্বাত্মক দেখাশুনা এবং সাহায্য করেন। তিনি তাঁর স্নেহের ভ্রাতুস্পুত্রকে খুবই সম্মান করতেন, মর্যাদা দিতেন এবং স্বজাতির বিরোধিতার মুকাবিলা করতেন। নিজেকে তিনি ঢাল হিসাবে উপস্থাপন করতেন। চল্লিশ বছর বয়সের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত লাভ করেন। কুরাইশরা তখন তাঁর ভীষণ বিরোধী এমনকি প্রাণের দুশমন হয়ে গেল। আবূ তালিব মুশরিক মূর্তিপূজক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহায়তা দান করতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে লড়াই করতেন। এই সুব্যবস্থা আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতেই হয়েছিল। হিজরাতের কিছুদিন পূর্বে আবূ তালিবও ইন্তেকাল করেন। এবার কাফির মুশরিকরা কঠিনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আল্লাহ তা‘আলা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাদীনায় হিজরাত করার অনুমতি দেন এবং মাদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে তাঁর সাহায্যকারী বানিয়ে দেন। ঐ দয়ালু আনসার ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর

সাহাবীগণকে (রাঃ) আশ্রয় দিয়েছেন, জায়গা দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। আর শত্রুদের মুকাবিলায় বীরের মত সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! এ সবই আল্লাহর মেহেরবানী, অনুগ্রহ এবং রহম ও করমের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** তোমাকে আল্লাহ তা'আলা পথহারা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَـٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَـٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ৫২) আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ হে নাবী! তিনি (আল্লাহ) তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করলেন। ফলে ধৈর্যধারণকারী দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধনীর মর্যাদা তুমি লাভ করেছ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন!

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ধন সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত ধনশীলতা নয়, বরং প্রকৃত ধনশীলতা হচ্ছে মনের ধনশীলতা।' (ফাতহুল বারী ১১/২৭৬, মুসলিম ২/৭২৬)

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইসলামকে কবূল করার সুযোগ পেয়েছে, প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তা যথেষ্ট মনে করেছে এবং তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে সে সাফল্য লাভ করেছে।' (মুসলিম ২/৭৩০)

আল্লাহর দেয়া নি‘আমাতের কিভাবে শোকর আদায় করতে হবে

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়োনা। অর্থাৎ আল্লাহ যেমন তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তুমিও তেমনি ইয়াতীমকে ধমক দিওনা এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করনা, বরং তার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিজের ইয়াতীম হওয়ার কথা ভুলে যেওনা।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরো বলেন ঃ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ যাঞ্চাকারীকে ভর্ৎসনা করনা। তুমি যেমন পথহারা ছিলে, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত বা পথের দিশা দিয়েছেন, তেমনি কেহ তোমাকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে রূঢ় ব্যবহার দ্বারা সরিয়ে দিওনা। গরীব, মিসকীন, এবং দুর্বল লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করনা। তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করনা। তাদেরকে কড়া কথা বলনা। ইয়াতীম মিসকীনদেরকে যদি কিছু না দিতে পার তাহলে ভাল ও নরম কথা বলে তাদেরকে বিদায় কর এবং ভালভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দাও।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ নিজের রবের নি‘আমাতসমূহ বর্ণনা করতে থাক। অর্থাৎ যেমন আমি তোমার দারিদ্রতাকে ঐশ্বর্যে পরিবর্তিত করেছি, তেমনই তুমিও আমার এ সব নি‘আমাতের কথা বর্ণনা করতে থাক।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যারা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা তারা আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।’ ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (হাদীস নং ৫/১৫৭ ও ৬/৮৭)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি কোন নি‘আমাত লাভ করার পর তা অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, আর যে তা গোপন করেছে সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দানকারী।’ (আবূ দাঊদ ৫/১৫৯)

সূরা দুহা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৪ ঃ নাশরাহ, মাক্কী

(আয়াত ৮, রুকূ ১)

٩٤ – سورة الشرح، مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে উন্মুক্ত করে দিইনি?	١. أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
(২) আমি তোমা হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার -	٢. وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
(৩) যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করেছিল;	٣. ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
(৪) এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।	٤. وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
(৫) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে.	٥. فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا

(৬) অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।	٦. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا
(৭) অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর,	٧. فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ
(৮) এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর।	٨. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب

বক্ষ উন্মুক্ত করে দেয়ার অর্থ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ **أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ** হে নাবী! আমি তোমার কল্যাণার্থে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছি, দয়ামায়াপূর্ণ এবং অনুগ্রহপুষ্ট করে দিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ

অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃ-করণ উন্মুক্ত করে দেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হে নাবী! তোমার বক্ষ যেমন প্রশস্ত ও প্রসারিত করে দেয়া হয়েছে, তেমনই তোমার শারীয়াতও প্রশস্ততা সম্পন্ন, সহজ সরল ও নম্রতাপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তাতে কোন জটিলতা নেই এবং নেই কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ **وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ** 'আমি তোমার বোঝা অপসারণ করেছি।' এর ভাবার্থ হল আল্লাহ তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ ক্ষমা *করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।* (সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ২)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ** হে নাবী! আমি তোমার উপর থেকে তোমার সেই ভার অপসারিত করেছি যা তোমার মেরুদণ্ডের জন্য খুব ভারী মনে হয়েছিল।

রাসূলের (সাঃ) সম্মান সমুন্নত করার অর্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** 'আর আমি তোমার জন্য তোমার খ্যাতি সমুন্নত করেছি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ যেখানে আমার (আল্লাহর) আলোচনা হবে সেখানে তোমারও আলোচনা হবে। যেমন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لآَّ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُلُ اللَّه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।' (তাবারী ২৪/৪৯৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা বুলন্দ করেছেন। কোন খতীব, কোন বক্তা এবং কোন সালাত আদায়কারী এমন নেই যিনি আল্লাহর একাত্মবাদের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের কথা উচ্চারণ করেননা, অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করেনা। (তাবারী ২৪/৪৯৪)

কষ্টের পরেই রয়েছে শান্তি!

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** 'কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।' আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কষ্ট ও দুঃখের পরেই শান্তি ও সুখ রয়েছে। অতঃপর খবরের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

সময় পেলেই আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ অতএব, হে নাবী! যখনই তুমি অবসর পাবে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হও এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেলেই আমার ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ কর, নিয়ত পরিষ্কার কর, পরিপূর্ণ আগ্রহ সহকারে আমার প্রতি আকৃষ্ট হও। এই অর্থ বিশিষ্ট একটি সহীহ হাদীসও রয়েছে। হাদীসটির মর্ম হল ঃ খাবার সামনে থাকা অথবা পায়খানা প্রস্রাবের বেগ থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নেই। (মুসলিম ১/৩৯৩) অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ ‘সবাই সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া অবস্থায় যদি তোমার সামনে রাতের খাবার আনা হয় তাহলে প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।’ (ফাতহুল বারী ৯/৪৯৮)

মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ দুনিয়ার কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সালাতে দাঁড়াও। অতঃপর আল্লাহর নিকট মনোযোগ সহকারে দু‘আ কর এবং নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত কর ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে স্বীয় রবের প্রতি আকৃষ্ট হও। (তাবারী ২৪/৪৯৭)

সূরা নাশরাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৫ ঃ তীন, মাক্কী — ٩٥ – سورة التين ' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকু ১) — (اٰيَاتُهَا : ٨ ' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

মালিক (রহঃ) এবং শু'বাহ (রহঃ) আদি ইব্ন শাবিত (রহঃ) হতে, তিনি বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক সফরে দুই রাক'আত সালাতের কোন এক রাক'আতে সূরা তীন পাঠ করছিলেন। আমি তাঁর চেয়ে মধুর ও উত্তম কণ্ঠস্বর অথবা কিরআত আর কারও শুনিনি। (ফাতহুল বারী ৮/৫৮৩, মুসলিম ১/৩৩৯, আবূ দাউদ ২/১৯, তিরমিযী ২/২২৬, নাসাঈ ৬/৫১৮, ইব্ন মাজাহ ১/২৭৩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ 'তীন' ও যাইতুন' এর	١. وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ
(২) শপথ 'সিনাই' পর্বতের	٢. وَطُورِ سِينِينَ
(৩) এবং শপথ এই নিরাপদ বা শান্তিময় নগরীর	٣. وَهَـٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ
(৪) আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,	٤. لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٍ
(৫) অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি	٥. ثُمَّ رَدَدۡنَـٰهُ أَسۡفَلَ سَـٰفِلِينَ

(৬) কিন্তু তাদের নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ; তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٦. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
(৭) সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?	٧. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ
(৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন?	٨. أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَـٰكِمِينَ

সূরা তীন এর বর্ণনা

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'তীন' হল জূদী পাহাড়ে অবস্থিত নূহের (আঃ) মাসজিদ। মুজাহিদের (রহঃ) মতে এটা হল সাধারণ আনজীর বা ডুমুর জাতীয় ফল। (তাবারী ২৪/৫০২)

যাইতুনের অর্থ ও বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। কা'ব আল আহবার (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ওটা হল বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদ। মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহর (রহঃ) মতে উহা হল ঐ ফল যাকে চিপে রস অর্থাৎ তেল বের করা হয়। (তাবারী ২৪/৫০১)

কা'ব আল আহবার (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে তূরে সীনীন হল ঐ পাহাড় যেখানে মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেছিলেন। (তাবারী ২৪/৫০৩)

بَلَد الْأَمِيْن দ্বারা পবিত্র মাক্কাকে বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং কা'ব ইব্‌ন আহবার (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৫০৫, ৫০৬) এ ব্যাপারে কারও কোন মতভেদ

নেই। ইমামগণ বলেন যে, এই তিন জায়গায় তিনজন বিশিষ্ট নাবীকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রথমে উল্লেখ করা যাইতুনের স্থান অর্থাৎ জেরুযালেমে ঈসাকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল। তুরে সীনীন এর অর্থ হল তূরে সাইনা অর্থাৎ সিনাই পাহাড়। এই পাহাড়ে আল্লাহ জাল্লাজালালুহু মূসার (আঃ) সাথে বাক্য বিনিময় করেছেন। বালাদুল আমীন হল ঐ নিরাপদ নগরী যেখানে প্রবেশ করলে নিরাপত্তা লাভ হয় অর্থাৎ মাক্কা মুআয্যামা, যেখানে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছে। তারা বলেন যে, তাওরাতের শেষেও এ তিনটি জায়গার নাম উল্লিখিত রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, তূরে সাইনা থেকে আল্লাহ তা'আলা এসেছেন অর্থাৎ তিনি মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছেন, আর সা'ঈর অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের পাহাড় থেকে তিনি নূর চমকিত করেছেন। অর্থাৎ ঈসাকে (আঃ) সেখানে প্রেরণ করেছেন এবং ফারানের শীর্ষে তিনি উন্নীত হয়েছেন অর্থাৎ মাক্কার পাহাড় থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর এই তিনজন বিশিষ্ট নাবীর ভাষা এবং সত্ত্বা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষকে সুন্দরতম করে সৃষ্টি করলেও তারা হয় নিকৃষ্ট স্থানের বাসিন্দা

এসব শপথের পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর ছাঁচে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে আমি অধঃপতিত হীন অবস্থার লোকদের চেয়েও হীনতম করে দিই। মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলীয়াহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াতের এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২৪/১১০, ৫০৯) অতঃপর বলা হয়েছে, তাদেরকে সুন্দর আকৃতি ও সুদর্শন করে সৃষ্টি করার পরেও তাদের স্থান হবে জাহান্নাম, যদি তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং তাঁর নাবীকে মিথ্যাবাদী মনে করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, সুন্দর ও লাবন্যময়ী শরীরকে এরপর জাহান্নামের অধিবাসী করে দিই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করে। এ কারণেই যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ), বলেন যে, এর দ্বারা অতি বৃদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ (রহঃ) এও বলেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন জমা করেছে অর্থাৎ মুখস্ত করেছে সে বার্ধক্য ও হীন অবস্থায় উপনীত হবেনা। (তাবারী ২৪/৫০৮) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ কথা পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২৪/৫১১) কিন্তু অনেক ঈমানদারও তো বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন। কাজেই সঠিক কথা হল ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلْعَصْرِ. إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা ‘আসর, ১০৩ ঃ ১-৩)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ কিসে তোমাকে কর্মফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করছে? অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি যখন তোমার প্রথমবারের সৃষ্টি সম্পর্কে জানো তখন শাস্তি ও পুরস্কারের দিনের আগমনের কথা শুনে এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার অর্থাৎ পুনরুত্থানের কথা শুনে এটাকে বিশ্বাস করছ না কেন? এ অবিশ্বাসের কারণ কি? কোন্ বিষয় তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে অবিশ্বাসী করেছে? যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ?

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ তিনি কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? তিনি কারও প্রতি কোন প্রকার যুল্‌ম বা অত্যাচার করেননা। তিনি অবিচার করেননা। এ কারণেই তিনি কিয়ামাত বা শেষ বিচারের দিনকে অবশ্যই আনয়ন করবেন এবং সেই দিন তিনি প্রত্যেক যালিম, অত্যাচারীর নিকট থেকে যুল্‌ম-অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

সূরা তীন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৬ ঃ আ'লাক, মাক্কী | ٩٦ – سورة العلق ' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৯, রুকু ১) | (اَيَاتُهَا : ١٩ ' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

কুরআনের এই সূরাটির নিম্নের আয়াতগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	١. ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ
(২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে।	٢. خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ
(৩) পাঠ কর ঃ আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত,	٣. ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ
(৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।	٤. ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ
(৫) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা।	٥. عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

নাবুওয়াতের শুরু এবং কুরআনের প্রথম আয়াত

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহীর প্রথম সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যা স্বপ্ন দেখতেন তা প্রভাতের প্রকাশের ন্যায় সঠিকরূপে প্রকাশ পেত। তারপর তিনি হেরাগিরি গুহায় নির্জনে থাকতে পছন্দ করেন। উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার (রাঃ) নিকট থেকে খাদ্য, পানীয় নিয়ে তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং কয়েকদিন সেখানে ইবাদাত বন্দেগী করে কাটিয়ে

দিতেন। তারপর বাসায় এসে খাদ্য, পানীয় নিয়ে পুনরায় গমন করতেন। একদিন হঠাৎ সেখানেই প্রথম অহী অবতীর্ণ হয়। মালাক/ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বলেন ঃ اِقْرَاْ অর্থাৎ 'আপনি পড়ুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক তখন তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন যা সহ্য করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তাতে তাঁর কষ্ট হল। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পাঠ করুন।' এবারও তিনি বললেন ঃ 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক/ফেরেশতা পুনরায় তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এবারও তা সহ্য করতে তাঁর কষ্ট হল। তারপর মালাক তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়ুন।' তিনি পূর্বেরই মত জবাব দিলেন ঃ 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক তাঁকে তৃতীয়বার জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং তিনি কষ্ট পেলেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পাঠ করুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করুন, আর আপনার রাব্ব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন–শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতগুলি স্মরণে রেখে কাঁপতে কাঁপতে খাদীজার (রাঃ) কাছে এলেন এবং বললেন ঃ 'আমাকে চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত কর, 'আমাকে চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত কর।' তখন তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি খাদীজাকে (রাঃ) সব কথা খুলে বললেন এবং তাঁকে জানালেন যে, তিনি তাঁর জীবনের আশংকা করছেন। খাদীজা (রাঃ) তখন তাঁকে (সান্ত্বনার সুরে) বললেন ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেননা। আপনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করে থাকেন, সদা সত্য কথা বলেন, আপনি গরীবদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের বোঝা লাঘব করেন, আপনি অতিথি সেবা করেন এবং সত্যের পথে দুর্দশাগ্রস্তদের ও অন্যদেরকে সাহায্য করেন।'

তারপর খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদিল উয্যা ইব্ন কুসাই এর নিকট গেলেন। আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের

সময়ে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরাবীতে কিতাব লিখতেন এবং আরাবী ভাষায় ইঞ্জিলের অনুবাদ করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'আপনার ভ্রাতুস্পুত্রের ঘটনা শুনুন।' ওয়ারাকা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে ভাতিজা! আপনি কি দেখেছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা ঘটনাটি শুনে বললেন ঃ 'ইনিই সেই রহস্যময় মালাক যিনি আল্লাহর প্রেরিত বার্তা নিয়ে মূসার (আঃ) কাছেও আসতেন। আপনার স্বজাতিরা যখন আপনাকে বের করে দিবে তখন যদি যুবক থাকতাম! হায়, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে বললেন ঃ 'তারা আমাকে বের করে দিবে?' ওয়ারাকা উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, শুধু আপনাকেই নয়, বরং আপনার মত যাঁরাই নাবুওয়াত লাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের সাথেই এরূপ বৈরীতা ও শত্রুতা করা হয়েছিল। ঠিক আছে, আমি যদি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে আমি আপনাকে যথাসাধ্য সমর্থন করব।' এই ঘটনার পর ওয়ারাকা অতি অল্পদিনই বেঁচে ছিলেন। আর এদিকে অহী আসাও বন্ধ হয়ে যায়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানসিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। কয়েকবার তিনি পর্বত চূড়া থেকে ঝাপ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই জিবরাঈল (আঃ) এসে বলতেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সত্যিই আল্লাহ তা'আলার নাবী।' এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্বস্ত হতেন এবং তাঁর মানসিক অস্থিরতা অনেকটা কেটে যেত। তিনি প্রশান্ত চিত্তে বাড়ি ফিরতেন।' এর পর আবার যখন দীর্ঘদিন যাবত তাঁর কাছে অহী আসা বন্ধ থাকে তখন তিনি আগের মত আবারও গুহায় অবস্থান করতে থাকেন। যখন তিনি পাহাড়ের চুড়ায় আরোহন করেন তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে ঐ কথাই বলেন যা পূর্বেও বলেছিলেন। (আহমাদ ৬/২৩২) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও যুহরীর (রহঃ) বরাতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২/৩৬৮, মুসলিম ১/১৩৯)

কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে এই আয়াতগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। নিজের বান্দার উপর এটাই ছিল আল্লাহর প্রথম নি'আমাত এবং রাহমানুর রাহীমের প্রথম রাহমাত।

মানুষের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলারই জানা

মানুষের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন যে, তিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ জমাট রক্তের মধ্যে নিজের অসীম রাহমাতে সুন্দর চেহারা দান করেছেন। তারপর নিজের বিশেষ রাহমাতে জ্ঞান দান করেছেন এবং বান্দা যা জানতনা তা শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞানের কারণেই আদি পিতা আদম (আঃ) সমস্ত মালাইকার মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। জ্ঞান কখনো মনের মধ্যে থাকে, কখনো মুখের মধ্যে থাকে এবং কখনো কিতাবের মধ্যে লিখিতভাবে বিদ্যমান থাকে। কাজেই জ্ঞান যে তিন প্রকার তা প্রতীয়মান হয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধিগত জ্ঞান, কথ্য জ্ঞান এবং লেখ্য জ্ঞান। লেখ্য জ্ঞানের জন্য বুদ্ধিগত এবং কথ্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু কথ্য জ্ঞানের জন্য বাকী দু'টি জ্ঞান না হলেও চলে। এ কারণেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ তুমি পাঠ কর, আর তোমার রাব্ব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। একটি প্রবাদ রয়েছে ঃ 'জ্ঞানকে লিখে সংরক্ষণ কর।

(৬) বস্তুতঃ মানুষ তো সীমা লংঘন করেই থাকে,	٦. كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَيَطْغَىٰٓ
(৭) কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী মনে করে।	٧. أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ
(৮) তোমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।	٨. إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ

(৯) তুমি কি তাকে দেখেছ যে বাধা দেয়	٩. أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ
(১০) এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?	١٠. عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ
(১১) তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে সৎ পথে থাকে?	١١. أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ
(১২) অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়?	١٢. أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ
(১৩) তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?	١٣. أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ
(১৪) তাহলে সে কি অবগত নয় যে, আল্লাহ দেখছেন?	١٤. أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ
(১৫) সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয় তাহলে আমি তাকে অবশ্যই হেচড়িয়ে নিয়ে যাব মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে,	١٥. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ
(১৬) মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।	١٦. نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
(১৭) অতএব সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করুক।	١٧. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ
(১৮) আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।	١٨. سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
(১৯) সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করনা। সাজদাহ কর ও	١٩. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ

আমার নিকটবর্তী হও। [সাজদাহ]	وَٱقْتَرِب ۩

অর্থ সম্পদের জন্য মানুষের সীমা অতিক্রম করায় ভয় প্রদর্শন

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى সত্য সত্যই মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পর সে মনে অহংকার পোষণ করে। অথচ তার ভয় করা উচিত যে, একদিন তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে! সেখানে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে! অর্থ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ অর্থসম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছ এবং কোথায় ব্যয় করেছ?

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'দু'জন এমন লোভী রয়েছে যাদের পেট কখনো ভরেনা। একজন হল জ্ঞান অনুসন্ধানকারী এবং অপরজন হল দুনিয়াদার বা তালেবে দুনিয়া। তবে এ দু'জনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জ্ঞান অনুসন্ধানী শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে অগ্রসর হয়, আর দুনিয়াদার লোভ, হঠকারিতা এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।' তারপর তিনি إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى এ আয়াত দু'টি পাঠ করেন। এর পর জ্ঞান অন্বেষণকারীর ব্যাপারে পাঠ করেন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓؤُا۟

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৮)

অভিশপ্ত আবূ জাহলের সালাতে বাধা দান এবং ওর পরিণতি

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?' এই আয়াত অভিশপ্ত আবূ জাহলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বাগৃহে সালাত আদায় করতে বাধা প্রদান করত। প্রথমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাকে বুঝানোর জন্য নরম সুরে বলেন যে, যাঁকে বাধা দিচ্ছে তিনি যদি সৎপথে থেকে থাকেন, লোকদেরকে তাকওয়ার দিকে আহ্বান করেন অর্থাৎ পরহেযগারী শিক্ষা দেন, আর সে (আবূ জাহল) দাপট দেখিয়ে তাঁকে আল্লাহর ঘর থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাহলে কি তার দুর্ভাগ্যের কোন শেষ আছে? এই হতভাগা কি জানেনা যে, যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বিমুখ হয়, আল্লাহ তা দেখছেন? তার কথা শুনছেন? তার কথা এবং কাজের জন্য তাকে যে আল্লাহ শাস্তি দিবেন তাও কি সে জানেনা? এভাবে বুঝানোর পর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাকে ভয় প্রদর্শন করে ধমকের স্বরে বলছেন ঃ যদি সে এ ধরনের বাধাদান, বিরোধিতা, হঠকারিতা এবং কষ্টদান হতে বিরত না হয় তাহলে আমি তার মুখমন্ডলকে কালিমা লিপ্ত করব। কারণ সে হল মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠ। অতঃপর সে তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করুক, আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। তারপর কে হারে এবং কে জিতে তা দেখা যাবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহল বলল ঃ 'যদি আমি মুহাম্মাদকে কা'বাঘরে সালাত আদায় করতে দেখি তাহলে আমি তার ঘাড়ে আঘাত হানবো।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে বললেন ঃ 'যদি সে এরূপ করে তাহলে আল্লাহর আযাবের মালাইকা তাকে পাকড়াও করবেন।' ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের অনুসরণ করে ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটি নকল করেছেন। (হাদীস নং ৯/২৭৭, ৬/৫১৮ ও ১২/৬৪৯) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহয় মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) কাছে সালাত আদায় করছিলেন, এমন সময় অভিশপ্ত আবূ জাহল এসে বলল ঃ 'আমি তোমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি বিরত হলেনা? এবার যদি আমি তোমাকে কা'বা ঘরে সালাত আদায় করতে দেখি তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কঠোর ভাষায় তার হুমকির জবাব দিলেন এবং তার

হুমকিকে মোটেই গ্রাহ্য করলেননা। বরং তাকে সতর্ক করে দিলেন। তখন ঐ অভিশপ্ত বলতে লাগল ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! এই উপত্যকায় আমার রয়েছে এক বিরাট লোকবল! আমার এক আওয়াযে সমগ্র প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে।' তখন আল্লাহ তা'আলা **فَلْيَدْعُ نَادِيَه, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ** এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আবূ জাহল তার লোকরদেরকে ডাকত তাহলে তখনই আযাবের মালাইকা তাকে ঘিরে ফেলতেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রাঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ জাহল (জনগণকে) জিজ্ঞেস করল ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদের সামনে ধূলা দ্বারা তার মুখমন্ডল ধূসরিত (সাজদাহ) করে?' জনগণ উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ। তখনই ঐ দুর্বৃত্ত বলল ঃ লাত ও উয্‌যার শপথ! সে যদি আমার সামনে ঐভাবে সাজদাহ করে তাহলে আমি অবশ্যই তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব এবং তার মুখ ধূলায় লুণ্ঠিত করব।' একদিকে আবূ জাহল এই ঘৃণ্য উক্তি করল, আর অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করা শুরু করলেন এবং দুর্বৃত্তের অঙ্গীকার পূরণের সুযোগ হল। তিনি সাজদায় যাওয়ার পর আবূ জাহল সামনের দিকে অগ্রসর হল বটে, কিন্তু সাথে সাথেই ভয়ার্তচিত্তে আত্মরক্ষামূলকভাবে পিছনের দিকে সরে এলো এবং হাত দ্বারা মুখাবৃত করতে লাগল। জনগণ অবাক হয়ে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ 'আমার এবং মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের কূপ এবং ভয়াবহ প্রাণী দেখলাম যাদের পাখা রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'আবূ জাহল যদি আরো কিছু অগ্রসর হত তাহলে ফেরেশতা/ফেরেশতারা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক করে দিতেন।' অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াত নাযিল করেন, কিন্তু আমি জানিনা যে, এই হাদীসের আলোকে তা নাযিল হয়েছিল নাকি অন্য কোন বিষয়ে।

আয়াতটি হল كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ১২/৬৪৯, আহমাদ ২/৩৭০, মুসলিম ২৭৯৭, নাসাঈ ১১৬৮৩)

রাসূলের (সাঃ) জন্য আনন্দ

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ كَلَّا لَا تُطِعْهُ সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করনা, বরং তুমি সালাত আদায় করতে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাক। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ইবাদাত কর এবং যেখানে খুশী সালাত আদায় করতে থাক। তাকে পরোয়া করার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী রয়েছেন। তিনি তোমাকে শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করবেন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি সাজদাহ কর এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাক। এরই সমর্থনে একটি হাদীস রয়েছে যা সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতে আবূ সালিহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন সাজদাহ রত হয় তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে পৌঁছে। অতএব তোমরা বেশি বেশি সাজদাহ কর। (মুসলিম ১/৩৫০) পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন তখন সাজদাহ দিতেন ঃ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ১) এবং

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা 'আলাক, ৯৬ ঃ ১) (মুসলিম ১/৪০৬)

সূরা আ'লাক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৭ ঃ কাদ্‌র, মাক্কী

٩٧ – سورة القدر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫, রুকূ ১)

(اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) নিশ্চয়ই আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে;	١. إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ
(২) আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে তুমি কী জান?	٢. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ
(৩) মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।	٣. لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
(৪) ঐ রাতে (মালাইকা) ফিরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে।	٤. تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
(৫) শান্তিই শান্তি! সেই রাত - ফাজরের অভ্যুদয় পর্যন্ত।	٥. سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

কাদরের রাতের মর্যাদা

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন জানিয়ে দিচ্ছেন যে, লাইলাতুল কাদরে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেন। এই রাতকে লাইলাতুল মুবারাকও বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ

আমি তো ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারাক রাতে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৩) কুরআন কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, এ রাত রামাযানুল মুবারাক মাসে রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

রামাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৫)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল কাদরে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুয হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ঘটনা অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা লাইলাতুল কাদরের শান শাওকত ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন ঃ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এই রাতের এক বিরাট বারাকাত হল এই যে, এ রাতে কুরআনুম মাজীদের মত মহান নি'আমাত নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ হে নাবী! লাইলাতুল কাদ্‌র কি তা কি তোমার জানা আছে? লাইলাতুল কাদ্‌র হচ্ছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (তাবারী ২৪/৫৩১, ৫৩২; কুরতুবী ২০/১২৩)

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রামাযান মাস এসে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন '(হে জনমণ্ডলী!) তোমাদের উপর রামাযান মাস এসে পড়েছে। এ মাস খুবই বারাকাত পূর্ণ বা কল্যাণময়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এ মাসের সিয়াম ফারয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং

জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শাইতানদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের কল্যাণ হতে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয় সে প্রকৃতই হতভাগা।' ইমাম নাসাঈও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ২/২৩০, নাসাঈ ৪/১২৯)

কাদরের রাতে ইবাদাত করার সাওয়াব এক হাজার মাস অপেক্ষা অধিক হওয়ার ব্যাপারে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের নিয়াতে কাদ্‌রের রাতে ইবাদাত করে, তার পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।' (ফাতহুল বারী ৪/২৯৪, মুসলিম ১/৫২৩)

কাদরের রাতে মালাইকার উপস্থিতি এবং উত্তম বিষয়ের অবতরণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ এ রাতের বারাকাতের আধিক্যের কারণে এ রাত্রে বহু সংখ্যক মালাইকা অবতীর্ণ হন। এমনিতেই মালাইকা সকল বারাকাত ও রাহমাতের সাথেই অবর্তীণ হন। যেমন কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে অবতীর্ণ হন, যিক্‌রের মাজলিস ঘিরে ফেলেন এবং দীনী ইলম বা বিদ্যা শিক্ষার্থীদের জন্য সানন্দে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন ও তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

রূহ্ দ্বারা এখানে জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে অন্যান্য মালাইকা থেকে আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যান্য মালাইকা থেকে তার যে ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তা প্রকাশ করে দিলেন। পরবর্তী আয়াতাংশ مِن كُلِّ أَمْرٍ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সব কিছুর উপর তখন শান্তি বর্ষিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ ... سَلَامٌ هِيَ কাদ্‌রের রাত আগাগোড়াই শান্তির রাত। সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (রহঃ) বলেন ঃ ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাশ (রহঃ)

আমাদেরকে বলেছেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) سَلَامٌ هِيَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ রাতে শাইতান কোন অনিষ্ট করতে পারেনা, কেহকে কোন কষ্ট দিতে পারেনা। কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এই রাতে সমস্ত কাজের ফাইসালা করা হয়, বয়স, মৃত্যু ও রিয্ক নির্ধারণ করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থিরীকৃত হয়। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪) সাঈদ ইব্ন মানসুর বলেন, হুসাইম (রহঃ) আবূ ইসহাকের (রহঃ) বরাতে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, শাবী (রহঃ) مِّن كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এই রাতে মালাইকা মাসজিদে অবস্থানকারীদের প্রতি সকাল পর্যন্ত সালাম প্রেরণ করতে থাকেন। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এ রাতে শুধুই শান্তি আর শান্তি, কোন খারাবীই এতে নিহিত নেই এবং তা ফাজ্র পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

মর্যাদাপূর্ণ রাত কোন্টি এবং উহার লক্ষণ

মুসনাদ আহমাদে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ '(রামাযান মাসের) শেষ দশ রাতের মধ্যে লাইলাতুল কাদ্র রয়েছে। যে ব্যক্তি এই রাতে সাওয়াবের আশায় ইবাদাত করে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। ইহা হল বেজোড় রাত। অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাত।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ 'লাইলাতুল কাদরের নিদর্শন এই যে, এটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং এমন উজ্জ্বল হয় যে, যেন চন্দ্রোদয় ঘটেছে। এ রাতে শান্তি ও শৈত্য বিরাজ করে। ঠাণ্ডা ও গরম কোনটাই বেশী থাকেনা। সকাল পর্যন্ত নক্ষত্র আকাশে জ্বল জ্বল করে। এ রাতের আর একটি নিদর্শন এই যে, এর শেষ প্রভাতে সূর্য প্রখর কিরণের সাথে উদিত হয়না। বরং চতুর্দশ

রাতের চন্দ্রের মত উদিত হয়। সেদিন ওর সাথে শাইতানেরও আবির্ভাব হয়না।’ (আহমাদ ৫/৩২৪ মুরসাল) এ হাদীসটির সনদ সহীহ বা বিশুদ্ধ, কিন্তু মতন গারীব। কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার বিতর্কিত রয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে কাদরের রাত সম্পর্কে একটি ভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, প্রতি বছর রামাযান মাসে কাদরের রাতের আবির্ভাব হয়। তিনি আরও লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি কাদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন আমিও তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ইহা প্রতি রামাযান মাসেই আবির্ভূত হয়। (হাদীস নং ২/১১১ মাওকুফ) এ হাদীসটি বর্ণনার ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত, কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেছেন যে, শুবাহ (রহঃ) এবং সুফিয়ান (রহঃ) উভয়ে এটি ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তারা মনে করেন যে, আলোচ্য বর্ণনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়, বরং ইব্‌ন উমারের (রাঃ) নিজের।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসের প্রথম দশদিনে ই’তিফাক করেন, আমরাও তাঁর সাথে ই’তিকাফ করতে থাকি। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেন ঃ ‘আপনি যা খুঁজছেন তাতো এখনো সামনে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যভাগের দশদিন ই’তিকাফ করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ই’তিকাফ করি। আবার জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেন ঃ ‘আপনি যা খুঁজছেন তাতো এখনো সামনে রয়েছে।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাযামানের বিশ তারিখের সকালে দাঁড়িয়ে খুতবাহ দেন এবং বলেন ঃ ‘আমার সাথে যারা ই’তিকাফ করছে তারা যেন পুনরায় ই’তিকাফে বসে । আমি কাদ্‌রের রাত দেখেছি, কিন্তু এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে ইহা রামাযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাতে রয়েছে। আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আমি যেন কাদা ও পানির মধ্যে সাজদাহ করছি।’ মাসজিদে নাববীর ছাদ ছিল শুকনা খেজুর পাতার তৈরি। আকাশে তখন মেঘের কোন চিহ্নই ছিলনা। হঠাৎ মেঘ জমা হল এবং বৃষ্টি হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেন এবং আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর কপালে ভিজা মাটি লেগে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৪/৩২৯, মুসলিম ২/৮২৪) এভাবে তাঁর স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হল। ইহা রামাযান মাসের একুশ তারিখের রাতের ঘটনা বলে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি দু'টি ভিন্ন বর্ণনা ধারায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন যে, বর্ণনার দিক দিয়ে এ হাদীসটি সহীহ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস (রহঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, কাদরের রাত হল রামাযানের তেইশতম রাত। (হাদীস নং ২/৮২৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, কাদরের রাত হল রামাযানের পঁচিশতম রাত। ওতে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রামাযানের শেষ দশ রাতে কাদরের রাত অন্বেষন কর। নবম রাতেও থাকতে পারে, সপ্তম রাতেও থাকতে পারে অথবা পঞ্চম রাতেও থাকতে পারে। (ফাতহুল বারী ৪/৩০৬)

নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কাদ্‌রের রাতকে রামাযানের শেষ দশকে খোঁজ কর। প্রথমে নয়, তারপর সাত, তারপর পাঁচ বাকি থাকে।' অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এর দ্বারা বেজোড় রাতকে বুঝানো হয়েছে। এটাই সর্বাধিক সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ উক্তি।

কাদ্‌রের রাত রামাযানের সাতাশতম রাত বলেও উল্লেখ রয়েছে। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এটি সাতাশতম রাত।' (মুসলিম ২/৮২৮)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, যির (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উবাই ইব্‌ন কা'বকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ মুনযির! বলা হল ঃ আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বছরের প্রত্যেক রাতে জেগে থাকবে সে কাদ্‌রের রাত পেয়ে যাবে। এ কথা শুনে উবাই (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, তিনি জানতেন যে, এ রাত রামাযান মাসের মধ্যে রয়েছে এবং আমি শপথ করে বলছি যে, কাদ্‌রের রাত যে রামাযানের সাতাশতম রাত এটাও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ)

জানতেন। উবাই ইব্‌ন কা'বকে (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি এটা কি করে জানলেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে সব নিদর্শনের কথা বলেছেন সে সব দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি। যেমন ঐ দিন রাতের পর সূর্য উদিত হওয়ার সময় কিরণহীন অবস্থায় উদিত হয়। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৫/১৩০, মুসলিম ২/৮২৮)

লাইলাতুল কাদ্‌র রামাযান মাসের ঊনত্রিশতম রাত বলেও উল্লেখ রয়েছে। উবাদা ইব্‌ন সামিতের (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এ রাতে রামাযান মাসের শেষ দশকে বেজোড় রাতসমূহে অনুসন্ধান কর অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, ঊনত্রিশ অথবা শেষ রাতে।' (আহমাদ ৫/৩১৮) মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'লাইলাতুল কাদ্‌র হল সাতাশতম অথবা ঊনত্রিশতম রাত। ঐ রাতে যে মালাইকা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাদের সংখ্যা পৃথিবীর প্রস্তর খণ্ডের সংখ্যার চেয়েও অধিক।' (আহমাদ ২/৫১৯) একমাত্র ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর বর্ণনায় কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়না।

'রামাযানের সর্বশেষ রাতও কাদ্‌রের রাত' এর উপরও একটি বর্ণনা রয়েছে। জামে' তিরমিযী এবং সুনান নাসাঈতে রয়েছে ঃ 'নয়টি রাত যখন বাকী থাকে বা সাত পাঁচ বা তিন অথবা শেষ রাত অর্থাৎ এ রাতগুলিতে কাদ্‌রের রাত তালাশ কর।'

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) আবূ কিলাবা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রামাযানের শেষ দশ দিনের রাতের মধ্যে এ রদবদল হয়ে থাকে। ইমাম মালিক (রহঃ) ইমাম সাওরী (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ), ইমাম ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (রহঃ), ইমাম আবূ সাওর (রহঃ), আল মুযানী (রহঃ), ইমাম আবূ বাকর ইব্‌ন খুযাইমা (রহঃ) প্রমুখ গুরুজনও এ কথাই বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

কাদ্‌রের রাতে পঠিতব্য দু‘আ

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সব সময়েই আল্লাহর কাছে দু‘আ চাওয়া উচিত। তবে রামাযান মাসে আরো বেশী করে দু‘আ করতে হবে, বিশেষ করে রামাযানের শেষ দশকে এবং বেজোড় রাতে। নিম্নের দু‘আটি খুব বেশী পাঠ করতে হবে ঃ

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন!’

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি কাদ্‌রের রাত পেয়ে যাই তাহলে আমি কি দু‘আ পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي এই দু‘আটি পাঠ করবে।’ (আহমাদ ৬/১৮২) এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং নাসাঈও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনান ইব্‌ন মাজাহয়ও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থেও এটি ভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি দুই শায়খের (ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)) শর্তে সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী ৯/৪৯৫, নাসাঈও ৬/২১৮, ইব্‌ন মাজাহয় ২/১২৬৫, হাকিম ১/৫৩০)

সূরা কাদ্‌র এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৮ ঃ বাইয়্যিনাহ, মাদানী

٩٨ – سورة البينة مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকূ ১)

(اَيَاتُهَا : ٨ رُكُوْعَاتُهَا : ١)

রাসূল (সাঃ) উবাই ইব্ন কা'বকে সূরা বাইয়্যিনাহ পাঠ করতে বলেন

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্ন কা'বকে (রাঃ) বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাকে لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ এ সূরাটি পাঠ করে আমাকে শোনাতে বলি। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি (আল্লাহ) কি আমার নাম উল্লেখ করে আপনাকে বলেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তখন উবাই (রহঃ) কেঁদে ফেললেন। (আহমাদ ৩/১৩০) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে সুবাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৭, মুসলিম ১/৫৫০, তিরমিযী ১০/২৯৪, নাসাঈ ৬/৫২০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচল ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমান না আসা পর্যন্ত।	١. لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ
(২) আল্লাহর নিকট হতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র	٢. رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتۡلُواْ

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً	গ্রন্থ,
٣. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ	(৩) যাতে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা-সমূহ রয়েছে।
٤. وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ	(৪) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারাতো বিভক্ত হল তাদের নিকট সু-স্পষ্ট প্রমান আসার পর।
٥. وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ	(৫) তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে; এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

মূর্তিপূজক ও আহলে কিতাবদের বর্ণনা

আহলে কিতাব দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর মুশরিকীন দ্বারা আরাব এবং অনারাব মূর্তি পূজক ও অগ্নিপূজকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলনা যে পর্যন্ত না তাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়। (তাবারী ২৪/৫৩৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলনা যতক্ষণ না তাদের কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়। কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২৪/৫৩৯) এখানে حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ এর الْبَيِّنَةُ শব্দের অর্থ করা হয়েছে এই কুরআন।

আল্লাহর কোন একজন রাসূল যিনি পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে শুনিয়ে দেন, যাতে আছে সঠিক বিধান, এর দ্বারা কুরআনুল হাকীমের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ

ইহা আছে মর্যাদাময় পত্রসমূহে (লিখিত) (এবং) উন্নত ও পুতঃ লেখকদের হাতে (সুরক্ষিত)। (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১৩-১৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ** ইব্ন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, উহা হল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী এবং সরল পথ প্রদর্শনকারী পবিত্রতম কুরআন, যা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। এতে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই, কারণ তাতো নাযিল হয়েছে সর্ব শক্তিমান রাজাধিরাজ আল্লাহর তরফ হতে। (তাবারী ২৪/৫৪০) সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয়নি।

কিতাব প্রাপ্তির পর মতভেদের সূচনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ** আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল। এরই অনুরূপ অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

এবং তাদের মত হয়োনা যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৫)

এ আয়াতে ঐ সমস্ত কিতাবধারীদের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে কুরআন অবতরণের পূর্বে পবিত্র বাণী সম্বলিত সহীফাসমূহ প্রদান করা

হয়েছিল। তাদেরকে হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেয়ার পরেও তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যেমন বিভিন্নভাবে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'ইয়াহূদীরা একাত্তর ফিরকা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে, আর নাসারা বা খৃষ্টানরা বিভক্ত হবে বাহাত্তর ফিরকায়। এই উম্মাতে মুহাম্মাদী তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি মাত্র ফিরকা ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে আদর্শের উপর রয়েছি। (কুরতুবী ৪/১৫৯, ১৬০, তিরমিযী)

আল্লাহর নির্দেশ হল পরিপূর্ণভাবে তাঁরই জন্য ইবাদাত করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** অথচ তাদের প্রতি এই নির্দেশই ছিল যে, তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ একনিষ্ঠ হয়ে অর্থাৎ শির্ক হতে দূরে থেকে এবং তাওহীদ বা একাত্মবাদের মাধ্যমে ইবাদাত কর। যেমন অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ‘তারা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, এটাই সঠিক দীন।’ যাকাত দিবে এর অর্থ এই যে, ফাকীর, মিসকীন এবং অভাবগ্রস্তদের অর্থ দ্বারা সাহায্য করবে। এই দীন অর্থাৎ ইসলাম মযবূত, সরল, সহজ এবং কল্যাণধর্মী। বহু সংখ্যক ইমাম যেমন ইমাম যুহরী (রহঃ), ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই আয়াতের সরলতা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত, সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানকেই দীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।	٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ
(৭) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।	٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ
(৮) তাদের রবের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে;	٨. جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ

জَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ	**আল্লাহ তাদের উপর প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; এটা এ জন্য যে, তারা তাদের রাব্বকে ভয় করে।**

সৃষ্টির অধম ও উত্তমদের বর্ণনা এবং তাদের কাজের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করছেন ঃ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ** কাফির, ইয়াহুদী, নাসারা, মুশরিক, আরাব ও অনারাব যেই হোক না কেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিরোধ এবং আল্লাহর কিতাবকে অবিশ্বাস করে তারা কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে। কোন অবস্থায়ই তারা সেখান থেকে ছাড়া বা মুক্তি পাবেনা। এরাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

এরপর আল্লাহ তা'আলা সৎ কর্মপরায়ন বান্দাদের পরিণাম সম্পর্কে বলেন ঃ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ** নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। এ আয়াত থেকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং একদল আলেম ব্যাখ্যা করেন যে, ঈমানদার মানুষ আল্লাহর মালাইকার চেয়েও উৎকৃষ্টতর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا** তাদের প্রতিদান স্বরূপ তাদের

রবের নিকট সর্বদা অবস্থানের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে, যেগুলির নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাদেরকে এর আগে বা পরে আর যা কিছু দেয়া হোকনা কেন তা হবে তাদের কাছে মূল্যহীন। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টিই হল একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড় অর্জন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের রাব্বকে ভয় করে। অর্থাৎ যার মনে আল্লাহ তা'আলার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়-ভীতি রয়েছে। ইবাদাত করার সময় যে মন প্রাণ দিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে, এমনভাবে ইবাদাত করে যেন চোখের সামনে রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে এবং সে আল্লাহকে দেখতে না পেলেও আল্লাহ তাকে দেখতে পাচ্ছেন।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সর্বোত্তম সৃষ্ট জীব কে এ সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দিবনা?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে আপনি এ খবর দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে ঐ মানুষ সবচেয়ে উত্তম যে জিহাদের ডাক শোনার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় শত্রুদলে প্রবেশ করে বীরত্বের পরিচয় দেয়। আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম সৃষ্টির সংবাদ দিব? তারা বললেন ঃ 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের বকরীর পালের মধ্যে অবস্থান করা সত্ত্বেও সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে । এবার আমি কি তোমাদেরকে এক নিকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিব? সে হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে (কোন অভাবগ্রস্ত) আল্লাহর নামে কিছু চাওয়ার পর, কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।' (আহমাদ ২/৩৯৬)

সূরা বাইয়্যিনাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৯ ঃ যিলযালাহ, মাদানী ٩٩ - سورة الزلزلة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকূ ১) (اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা যিলযালাহর ফাযীলাত

জামে' তিরমিযীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে পাঠ করা শিখিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ الٓر যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ কর।' লোকটি বলল ঃ 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, স্মৃতিশক্তি আমার দুর্বল হয়ে গেছে এবং জিহ্বা মোটা হয়ে গেছে (সুতরাং এই সূরাগুলি পাঠ করা আমার পক্ষে কঠিন)।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আচ্ছা, তাহলে حٰمٓ যুক্ত সূরাগুলি পাঠ কর।" লোকটি পুনরায় একই ওযর পেশ করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ "তাহলে يُسَبِّحُ বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ কর।' লোকটি ঐ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করল এবং বলল ঃ আমাকে একটি সহজ পাঠ্য সূরার সবক দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে اِذَا زُلْزِلَتْ এই সূরাটিই পাঠ করালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাঠ করা শেষ করলেন তখন লোকটি বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমি কখনো এর অতিরিক্ত কিছু করবনা।' এ কথা বলে লোকটি পিছন ফিরে চলে গেল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ লোকটি সাফল্য অর্জন করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে, এ লোকটি সাফল্য অর্জন করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে।'

তারপর তিনি বললেন ঃ 'তাকে আবার একটু ডেকে নিয়ে এসো।' লোকটিকে ডেনে আনা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ আমাকে ঈদুল আযহার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দিনকে

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের জন্য উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।' এ কথা শুনে লোকটি বলল ঃ 'যদি আমার কাছে কুরবানীর পশু না থাকে এবং কেহ আমাকে দুধ পানের জন্য একটা উষ্ট্রী উপঢৌকন দেয় তাহলে কি আমি ঐ উষ্ট্রীটি যবাহ করব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'না, না। (এ কাজ করনা) বরং চুল ছেটে নাও, নখ কেটে নাও, গোঁফ ছোট কর এবং নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার কর, এ কাজই আল্লাহর কাছে তোমার জন্য পুরোপুরি কুরবানী রূপে গণ্য হবে।' (আহমাদ ২/১৬৯) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/১১৯ ও ১৬/৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,	١. إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا
(২) এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমূহ বের করে দিবে,	٢. وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا
(৩) এবং মানুষ বলবে ঃ এর কি হল?	٣. وَقَالَ ٱلۡإِنسَـٰنُ مَا لَهَا
(৪) সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।	٤. يَوۡمَبِذٍ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا
(৫) তোমার রাব্ব তাকে আদেশ করবেন।	٥. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا
(৬) সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।	٦. يَوۡمَبِذٍ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتًا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَـٰلَهُمۡ
(৭) কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে	٧. فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ

خَيْرًا يَرَهُۥ	**পাবে।**
٨. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ.	**(৮) এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।**

বিচার দিবসে পৃথিবী এবং ওর মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ যমীনকে যখন ভীষণ কম্পনে কম্পিত করা হবে তখন এর ভিতরের সমস্ত মৃতকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯২) যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্য গর্ভ হয়ে যাবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ৩-৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যমীন তার কলিজার টুকরাগুলিকে (অর্থাৎ ওর ভিতরের সবকিছু) উগরে দিবে এবং বাইরে নিক্ষেপ করবে। স্বর্ণ ও রৌপ্য স্তম্ভের মত বাইরে বেরিয়ে পড়বে। হত্যাকারী সে সব দেখে বলবে ঃ হায়! আমি এই ধন সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করেছিলাম, অথচ আজ ওগুলো এভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে!' আত্মীয়-স্বজনের

প্রতি সম্পর্ক ছিন্নকারী দুঃখ করে বলবে ঃ 'হায়! এই ধন সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি!' চোর বলবে ঃ 'হায়! এই ধন-সম্পদের জন্য আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছিল!' অতঃপর তারা ওগুলো ফেলে চলে যাবে, তারা কেহই ওগুলো হতে কিছুই গ্রহণ করবেনা।' (মুসলিম ১০১৩)

মানুষ বলবে ঃ এর কি হল? যমীন ও আসমান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। ঐ দৃশ্য সবাই দেখবে এবং সবাইকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। মোট কথা, সেই ধন সম্পদ এমনভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে যে, ওগুলির প্রতি কেহ চোখ তুলেও চাবেনা। মানুষ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে বলবে ঃ হায়! এগুলির তো নড়া-চড়া করার কোন শক্তি ছিলনা। এগুলি তো স্তব্ধ-নিথর হয়ে পড়ে থাকত। আজ এগুলির কি হল যে, এমন থরথর করে কাঁপছে! পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মৃতদেহ যমীন বের করে দিবে। যমীন খোলাখুলি ও সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি তার উপর অমুক অমুক নাফরমানী করেছে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** এই আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ 'যমীনের বৃত্তান্ত কি তা কি তোমরা জান?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'আদম সন্তান যে সব আমল যমীনে করেছে তার সব কিছু যমীন এভাবে প্রকাশ করে দিবে, যে অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক জায়গায় এই এই পাপ ও এই এই সৎ কাজ করেছে।' এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একে মুনকার বলেছেন। (আহমাদ ২/৩৭৪, তিরমিযী ৯/২৮৫, নাসাঈ ১১৬৯৩)

অতঃপর বলা হয়েছে **بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যমীনকে অনুমতি দিবেন। শাবীব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে

বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا এর অর্থ হচ্ছে দিবসকে তার প্রভু কথা বলতে আদেশ করবেন। তখন সে কথা বলবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, বিচার কার্য শেষ হওয়ার পর লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ প্রকার ভেদ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হবে। যেমন জান্নাতী ও জাহান্নামী, সৌভাগ্যবান এবং হতভাগা। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, أَشْتَاتًا '*আশতাত*' অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন দল। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তারা যে ভাল অথবা খারাপ আমল করেছে সেই অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

ছোট-বড় প্রতিটি কাজের প্রতিদান দেয়া হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'কেহ অনু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অনু পরিমান অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঘোড়ার মালিকরা তিন প্রকারের। এক প্রকার হল তারা যারা পুরস্কার ও পারিশ্রমিক লাভকারী। দ্বিতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া রক্ষাবুহ্য। তৃতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া বোঝা স্বরূপ অর্থাৎ তারা পাপী। পুরস্কার বা পারিশ্রমিক লাভকারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে। এ লক্ষ্যে যদি ঐ ঘোড়া সারা জীবন চারণ ভূমিতে অথবা বাগানে বিচরণ করে তাহলে এ জন্যও মালিক সাওয়াব লাভ করবে। যদি ঘোড়ার রশি ছিঁড়ে যায় এবং ঐ ঘোড়াটি এদিক ওদিক চলে যায় তাহলে তার পদচিহ্ন এবং মল মূত্রের জন্যও মালিক সাওয়াব লাভ করবে। মালিকের পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও ঘোড়া যদি অন্যের কোন জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করে তাহলে ঐ মালিকও সাওয়াব পাবে। এই ঘোড়া তার মালিকের জন্য পুরোপুরি সাওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম। দ্বিতীয় হল ঐ ব্যক্তি যে স্বয়ং

সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ঘোড়া পালন করেছে, যাতে প্রয়োজনের সময় অন্যের কাছে ঘোড়া চাইতে না হয়, কিন্তু সে আল্লাহর অধিকারের কথা নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের সাওয়ারীর ক্ষেত্রেও বিস্মৃত হয়না। এই সাওয়ারী ঐ ব্যক্তির জন্য (জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার) ঢাল স্বরূপ। আর তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অহংকার এবং গর্বের কারণে এবং অন্যদের উপর যুল্ম বা অত্যাচার করার উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে, এই পালন তার উপর একটা বোঝা স্বরূপ এবং তার জন্য পাপ স্বরূপ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তখন জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'গাধা সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি তাদের ব্যাপারে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থবহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে, বিন্দুমাত্র সাওয়াব এবং বিন্দুমাত্র পাপও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৮, মুসলিম ২/৬৮০)

আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অর্ধেক খেজুর সাদাকাহ করার মাধ্যমে হলেও এবং একটি ভাল কথার মাধ্যমে হলেও আগুন হতে আত্মরক্ষা কর।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৩২) একইভাবে অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

'সাওয়াবের কাজকে কখনো হালকা মনে করনা, তা যদি নিজের বালতি দিয়ে পানি তুলে কোন পিপাসার্তকে পান করানো অথবা কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখা করাও হয়, তাও সাওয়াবের কাজ বলে মনে করবে।' (মুসলিম ৪/২০২৬)

অন্য একটি সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'হে মু'মিনাদের দল! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের পাঠানো উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে করনা, যদিও তারা মেষের পায়ের গোড়ালীও (খুর) পাঠায়।' (ফাতহুল বারী ১০/৪৫৯) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দাও, আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও দাও।' (আহমাদ ৫/৩৮১)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আয়িশা! পাপকে কখনো তুচ্ছ মনে করনা।

মনে রেখ, আল্লাহ তারও হিসাব নিবেন।' (আহমাদ ৬/১৫১, ইব্‌ন মাজাহ ৪২৪৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাপকে হালকা মনে করনা। সব পাপ একত্রিত হয়ে ধ্বংস করে দেয়।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব পাপের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'যেমন কিছু লোক কোন জায়গায় অবতরণ করল। তারপর তাদের নেতা প্রত্যেককে একটি করে কাঠ কুড়িয়ে জমা করতে বললে এতে কাঠের একটা স্তূপ হয়ে গেল। তারপর ঐ কাঠে অগ্নি সংযোগ করা হল এবং তাতে তারা যা ইচ্ছা করল তা নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেলল।' (আহমাদ ১/৪০২)

সূরা যিলযালাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০০ ঃ 'আদিয়াত, মাক্কী — ١٠٠ – سورة العاديات، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকু ১) — (اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজীর,	١. وَٱلۡعَـٰدِيَـٰتِ ضَبۡحًا
(২) যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে।	٢. فَٱلۡمُورِيَـٰتِ قَدۡحًا
(৩) যারা অভিযান করে প্রভাতকালে,	٣. فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحًا
(৪) এবং যারা ঐ সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।	٤. فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعًا

(৫) অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।	٥. فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا
(৬) মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ,	٦. إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ
(৭) এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী।	٧. وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
(৮) এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন।	٨. وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
(৯) তাহলে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয় যে, কাবরে যা আছে তা কখন উত্থিত হবে?	٩. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ
(১০) এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?	١٠. وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ
(১১) সেদিন তাদের কি ঘটবে, তাদের রাব্ব অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।	١١. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌۢ

জিহাদের ঘোড়া এবং সম্পদের প্রতি মানুষের আসক্তির বর্ণনা

মুজাহিদের ঘোড়া যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশে হাঁপাতে হাঁপাতে এবং হ্রেষাধ্বনি দিতে দিতে দৌড়ায়, আল্লাহ তা'আলা ঐ ঘোড়ার শপথ করছেন। তারপর শপথ করছেন, ঐ ঘোড়াসমূহের যারা পদাঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে। তারপর প্রভাতকালে অভিযান শুরু করে। অনন্তর ধুলি উড়ায়, তারপর শত্রুদলে ঢুকে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি শত্রু পরিবেষ্টিত কোন জনপদে গমন করলে সেখানে রাতে অবস্থান করে আযানের শব্দ কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করতেন। আযানের শব্দ কানে এলে তিনি থেমে যেতেন, আর তা কানে না এলে তিনি সঙ্গীয় সৈন্যদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

অতঃপর সেই ঘোড়াসমূহের ধুলি উড়ানো এবং শত্রু দলের মধ্যে প্রবেশকরণের শপথ করে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা প্রকৃত প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন **فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا** ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশে অশ্ববাহিনী নিয়ে প্রত্যুষে অগ্রাভিযানে বের হওয়া। (তাবারী ২৪/৫৬২) এর পরের আয়াতের অর্থ হচ্ছে অশ্ববাহিনী ক্ষিপ্র গতিতে চলার কারণে ধূলি ধূসরিত হওয়া। এর পরের আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ‘আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারা যেন যুদ্ধাভিযানে অবিশ্বাসী কাফিরদের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছে যায়। (তাবারী ২৪/৫৬৪, ৫৬৫)

এসব শপথের পর এবার যে উদ্দেশে শপথ করা হয়েছে আল্লাহ তা‘আলা সে সব ব্যক্ত করছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং সে এটা নিজেও জানে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবূ আল জাওযা (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), আবূ আদদুহা (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাইস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, *‘আল কানূদ’* অর্থ হচ্ছে অকৃতজ্ঞ যে কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করলে সে দিব্যি মনে রাখে, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার বেহিসাব নি‘আমাতের কথা সে বেমালুম ভুলে যায়। (তাবারী ২৪/৫৬৬) মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে যে, **كَنُوْد** তাকে বলা হয় যে একাকী খায়, ভৃত্যদেরকে প্রহার করে এবং কারও সাথে ভাল ব্যবহার করেনা। তবে এ হাদীসের সনদ উসূলে হাদীসের পরিভাষায় দুর্বল।

এরপর আল্লাহ তাআ’লা বলেন ঃ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ আল্লাহ অবশ্যই সেটা অবহিত আছেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) বলেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ সকল বিষয়ে সাক্ষী। (তাবারী ২৪/৫৭৬) মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব আল কারাযী (রহঃ) বলেন যে, এ অর্থও হতে পারে যে, এটা সে (মানুষ) নিজেও অবহিত আছে। তার অকৃতজ্ঞতা কথা ও কাজে প্রকাশ পায়। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন তো হতে পারেনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে প্রবল। তার কি ঐ সময়টির কথা জানা নেই যখন কাবরে যা আছে তা উত্থিত হবে? তার ধন সম্পদের মোহ খুব বেশী! সেই মোহে পড়ে সে আমার পথে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

পরকালের ব্যাপারে হুশিয়ারী

পরকালের প্রতি আগ্রহী করার উদ্দেশে এবং ইহকালের মোহ ত্যাগ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন ঃ সমাধিস্থ মৃতদেরকে যখন জীবিত করা হবে তখনকার কথা কি তার জানা নেই? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ এর অর্থ হচ্ছে, যা অন্তরসমূহে আছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (তাবারী ২৪/৫৬৯) নিঃসন্দেহে তাদের রাব্ব তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সমস্ত আমলের পূর্ণ প্রতিদান তাদের রাব্ব তাদেরকে প্রদান করবেন। এক বিন্দু পরিমাণও যুল্ম বা অবিচার করা হবেনা। সকলেরই প্রাপ্যের ব্যাপারে তিনি সুবিচারের পরিচয় দিবেন।

সূরা ‘আদিয়াত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০১ ঃ কা'রি'আহ, মাক্কী ١٠١ – سورة القارعة ' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকু ১) (اٰیاتها : ١١ ' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) মহা প্রলয়।	١. ٱلۡقَارِعَةُ
(২) মহা প্রলয় কী?	٢. مَا ٱلۡقَارِعَةُ
(৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?	٣. وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ
(৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত।	٤. يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ
(৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূণিত রঙ্গীন পশমের মত।	٥. وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ
(৬) তখন যার পাল্লা ভারী হবে -	٦. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
(৭) সে তো লাভ করবে প্রীতিপদ জীবন।	٧. فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ
(৮) এবং যার পাল্লা হালকা হবে	٨. وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ

(৯) তার স্থান হবে হা’বিয়াহ।	**٩. فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ**
(১০) ওটা কি, তা কি তুমি জান?	**١٠. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ**
(১১) ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।	**١١. نَارٌ حَامِيَةٌۢ**

قَارِعَة শব্দটিও কিয়ামাত দিবসের একটি নাম। যেমন **طَامَّة, غَاشِيَة** **صَاخَّة** এবং **حَاقَّة** এগুলিও কিয়ামাতের নাম। কিয়ামাতের বিভীষিকা এবং ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তা‘আলা প্রশ্ন করেছেন যে, কা’রি‘আহ কি? আল্লাহ তা‘আলার জানিয়ে দেয়া ছাড়া সেটা জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ তা‘আলা নিজেই বলেন ঃ সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে এবং এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ **كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْـــتَشِرٌ** অর্থাৎ *তারা যেন ছড়িয়ে থাকা পঙ্গপাল।* (৫৪ ঃ ৭)

তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ** পাহাড়সমূহ ধূণিত ও ধূসরিত পশমের ন্যায় হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, **كَالْعِهْنِ** এর অর্থ হচ্ছে ‘পশমী’। (তাবারী ২৪/৫৭৪) অতঃপর যার ঈমান ও আমলের পাল্লা ভারী হবে সে তো বাসনারূপ সুখে অবস্থান করবে। আর যার ঈমান ও আমলের পাল্লা হালকা হবে সে জাহান্নামের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাকে উল্টামুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ** তার স্থান হবে হা’বিয়াহ। **اُمُّه** এর অর্থ হল মা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, সে মুখ থুবড়ে হাবিয়াহ জাহান্নামে

নিক্ষিপ্ত হবে। (তাবারী ২৪/৫৭৬) আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাকে মাথা নিম্নমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এখানে **فَأُمُّهُ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মস্তককে উদ্দেশ্য করে। কারণ মাথার সমস্ত কাজই মস্তক (Brain) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ধরণেরই বর্ণনা পাওয়া যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে। (তাবারী ২৪/৫৭৫, ৫৭৬, কুরতুবী ২০/১৬৭)।

হাবিয়াহ্ জাহান্নামের একটি নাম। এ জন্যই এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ সেটা কি তা তোমার জানা আছে? সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি।

আশ'আস ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, মু'মিনের মৃত্যুর পর তার রূহ ঈমানদারদের রূহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। মালাক ঐ সব রূহকে বলেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের মনোরঞ্জন ও শান্তির ব্যবস্থা কর। পৃথিবীতে সে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে।' ঐ সৎ রূহসমূহ তখন জিজ্ঞেস করে ঃ 'অমুকের খবর কি?' সে কেমন আছে?' নবাগত রূহ তখন উত্তর দেয় ঃ সে তো মারা গেছে। তোমাদের কাছে সে আসেনি? তখন রূহসমূহ বুঝে নেয় এবং বলে ঃ রাখ তার কথা, সে তার মা হাবিয়ায় পৌঁছেছে।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **نَارٌ حَامِيَةٌ** সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি। ঐ আগুনের রয়েছে প্রচন্ড তাপ যা খুবই দাউদাউ করে জ্বলে এবং ক্ষণিকের মধ্যে সবকিছু ভষ্মীভূত করে দেয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদম সন্তান যে আগুন ব্যবহার করে ঐ আগুনের তেজ জাহান্নামের আগুনের তেজের মাত্র সত্তর ভাগের এক ভাগ।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ধ্বংস করার জন্য তো এ আগুনই যথেষ্ট?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তা ঠিক, কিন্তু জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী তেজস্বী।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪) অন্য বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ 'ওর প্রত্যেক অংশ এই আগুনের মত এবং ওর এক অংশ এর মত।'

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাকে সবচেয়ে সহজ ও হালকা শাস্তি দেয়া হবে তাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।' (আহমাদ ২/৪৩২ ও ৩/১৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করল ঃ 'হে আমার প্রতিপালক। আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে।' আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালে তোমরা যে প্রচণ্ড শীত অনুভব কর তা হল জাহান্নামের শীতল নিঃশ্বাস, আর গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড গরম তোমরা অনুভব কর সেটা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ১/৪৩১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'গরমের তীব্রতা যখন প্রখর হয় তখন কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ার পর সালাত আদায় কর। কেননা গরমের প্রখরতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ২/২০, মুসলিম ১/৪৩০)

সূরা কা'রি'আহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০২ ঃ তাকাছুর, মাক্কী

١٠٢ – سورة التكاثر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকু ১)

(اَيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে।	١. أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
(২) যতক্ষণ না তোমরা কাবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ।	٢. حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ
(৩) এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٣. كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
(৪) আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٤. ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
(৫) সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতেনা।	٥. كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ
(৬) তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই।	٦. لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ
(৭) আবার বলি, তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।	٧. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ
(৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।	٨. ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার পরিণাম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, দুনিয়া পাওয়ার প্রচেষ্টা তোমাদেরকে আখিরাতের প্রত্যাশা এবং সৎকাজ থেকে বেপরোয়া করে দিয়েছে। তোমরা এ দুনিয়ার ঝামেলায়ই লিপ্ত থাকবে, হঠাৎ মৃত্যু এসে তোমাদেরকে কাবরে পৌঁছে দিবে এবং ওখানে অনন্তকালের বাসিন্দা হয়ে থাকবে।

সহীহ বুখারীর ‘কিতাবুর রিকাক’ অনুচ্ছেদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রহঃ) উবাই ইব্‌ন কাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ (অর্থাৎ বানী আদমের যদি এক উপত্যকা ভর্তি সোনা থাকে) এ আয়াতকে আমরা কুরআনের আয়াত মনে করতাম, এমতাবস্থায় أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ১১/২৫৮)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শুখায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হই তখন তিনি أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ এ আয়াত পাঠ করছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ ‘বানী আদম বলছে ঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদ শুধু সেগুলি যেগুলি তুমি খেয়ে শেষ করেছ এবং পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ, সাদাকাহ করেছ অথবা ব্যয় করেছ। (আহমাদ ৪/২৪) ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৪/২২৭৩, ৯/২৮৬ ও ৬/৫২১)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে অতিরিক্ত এ কথাও রয়েছে ঃ ‘এ ছাড়া অন্য যা কিছু রয়েছে সেগুলো তুমি মানুষের জন্য রেখে চলে যাবে।’

সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্‌ন মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়, তার মধ্যে দু’টি ফিরে আসে, শুধু একটি সাথে থেকে যায়। (ওগুলি হল) তার আত্মীয়-স্বজন, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল।

তার আত্মীয়-স্বজন এবং তার ধন-সম্পদ ফিরে আসে, শুধু আমল সাথে থেকে যায়।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৬৯) ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২২৭৩, তিরমিযী ৭/৫০, নাসাঈ ৬/৬৩১)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে জড়াগ্রস্ত হয়ে যায়, কিন্তু দু'টি জিনিস তার সাথে অবশিষ্ট থেকে যায় ঃ লোভ ও আকাংখা।' (আহমাদ ৩/১১৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন। (বুখারী ৬৪২১, মুসলিম ১০৪৭)

জাহান্নামের আযাব ও জবাবদিহীতার ভয় প্রদর্শন

এরপর আল্লাহ তা'আলা হুমকির স্বরে দু' দুবার বলেন ঃ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি ঃ কখনো নয়, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। এ অর্থও করা হয়েছে যে, প্রথমবার কাফিরদের উদ্দেশে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার মু'মিনদের উদ্দেশে বলা হয়েছে।

তারপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ কখনো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হতে তাহলে এরূপ দাম্ভিকতার মধ্যে পতিত থাকতেনা। অর্থাৎ মৃত্যুর মুহুর্ত পর্যন্ত নিজেদের শেষ মানযিল আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন থাকতেনা। এরপর প্রথমোক্ত বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। সেই জাহান্নামের ভয়াবহতা এক নযর দেখেই ভয়-ভীতিতে অন্যেরা তো বটেই, আম্বিয়ায়ে কিরামও হাঁটুর ভরে পড়ে যাবেন। ওর কাঠিন্য ও ভীতি প্রত্যেকের অন্তরে ছেয়ে যাবে। এ সম্পর্কে বহু হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ এরপর অবশ্যই সেইদিন তোমাদেরকে নি'আমাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। স্বাস্থ্য,

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, রিয্‌ক ইত্যাদি সকল নি'আমাত সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হবে। এসব নি'আমাতের কতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে তা জিজ্ঞেস করা হবে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুসাইন ইব্‌ন আলী আস সুদাই (রহঃ) তাকে বলেছেন, আস সুদাই (রহঃ) ওয়ালিদ ইব্‌ন কাসিম (রহঃ) থেকে, তিনি ইয়াজিদ ইব্‌ন কাইসান (রহঃ) থেকে, তিনি আবী হাজিম (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে জানতে পেরেছেন ঃ একদা আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) এক জায়গায় বসা ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেন ঃ 'এখানে বসে আছেন কেন?' উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ 'যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাদেরকে ঘর হতে বের করে এনেছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাকেও বের করে এনেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুই সাহাবীকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে এক আনসারীর বাড়িতে গেলেন। আনসারী বাড়িতে ছিলেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার স্বামী কোথায়? মহিলা উত্তরে বললেন ঃ 'তিনি আমাদের পান করানোর জন্য পানি আনতে গেছেন।' ইতোমধ্যে ঐ আনসারী পানির মশক নিয়ে এসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন ঃ 'আমার বাড়িতে আজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, সুতরাং আমার মত ভাগ্যবান আর কেহ নেই।' পানির মশকটি একটি খেজুর গাছে ঝুলিয়ে রেখে আনসারী বাগানে গিয়ে তাজা খেজুরের কাঁদি নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'ও থেকে সামান্য কিছু আনলেই তো হত!' আনসারী বললেন ঃ 'ভাবলাম যে, আপনি পছন্দ মত বাছাই করে গ্রহণ করবেন।' তারপর (একটা বকরী বা মেষ যবাহ্‌ করার জন্য) আনসারী একটি ছুরি হাতে নিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ 'দুগ্ধবতী (কোন বকরী বা মেষ) যবাহ্‌ করনা।' অতঃপর আনসারী তাঁদের জন্য একটা ভেড়া যবাহ্‌

করলেন এবং তাঁরা আহার করলেন। তারপর তিনি সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'এ বিষয়ে কিয়ামাত দিবসে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলে এবং এখন খাবার না খাওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাচ্ছনা। সুতরাং এ সবই আল্লাহর নি'আমাতসমূহ হতে।' (মুসলিম ৩/১৬০৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নি'আমাতের প্রশ্নে কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বলা হবে ঃ 'আমি কি তোমাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করিনি? ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমাকে কি পরিতৃপ্ত করিনি?'

সহীহ বুখারী, সুনান তিরমিযী, সুনান নাসাঈ এবং সুনান ইব্ন মাজাহয় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দু'টি নি'আমাত সম্পর্কে মানুষ খুবই অপব্যবহার করে। নি'আমাত দু'টি হল স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত সময়।' (ফাতহুল বারী ১১/২৩৩, তিরমিযী ৬/৫৮৯, ইবন মাজাহ ২/১৩৯৬) অর্থাৎ মানুষ এ দু'টির পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং এ দু'টির সদ্ব্যবহারও করেনা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এ দু'টি ব্যয় করেনা। অতএব এ দু'টি বিষয়ের হক যে আদায় করেনা সে'ই অন্যায় করল, তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সে পালন করলনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামাতের দিন বলবেন ঃ 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়ায় ও উষ্ট্রে আরোহণ করিয়েছি, নারীদের সাথে বিয়ে দিয়েছি। তোমাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিয়েছি এবং শাসনকার্য চালানোর সুযোগ দিয়েছি। এবার বল তো, এগুলোর জন্য কি ধরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ?' (আহমাদ ২/৪৯২, মুসলিম ৭৪৩৮)

সূরা তাকাছুর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৩ ঃ আস্‌র, মাক্কী ١٠٣ – سورة العصر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩, রুকু ১) (اٰيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

আমর ইবনুল আসের (রাঃ) কুরআনের মুজিযা প্রত্যক্ষ করণ

বর্ণিত আছে যে, আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) মুসলিম হওয়ার পূর্বে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর একবার মুসাইলামা কাযযাবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় মুসাইলামা কাযযাব নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছিল। আমরকে (রাঃ) সে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমাদের বন্ধুর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) উপর এ সময় কোন্ অহী অবতীর্ণ হয়েছে?' আমর (রাঃ) জবাবে বলেন ঃ 'একটি সংক্ষিপ্ত, অথচ অর্থপূর্ণ সূরা নাযিল হয়েছে।' মুসাইলামা কাযযাব জিজ্ঞেস করল ঃ সেটি কি? আমর (রাঃ) তখন وَالْعَصْرِ সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। মুসাইলামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঃ 'জেনে রেখ, আমার উপরও এ রকম সূরা নাযিল হয়েছে।' আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সেটি কি?' সে তখন বলল ঃ

يَا وَبَرُ يَا وَبَرُ وَ اَنَّمَا اَنْتَ اُذْنَان وَصَدْرٌ وَ سَائِرُكَ حَفْرٌ نَقرٌ

হে ওবর! হে ওবর! তুমিতো দু'টি কান ও একটি বুকসহ একটি প্রাণী। দেহের বাকি অংশ খুবই বাজে ও নিকৃষ্ট!

তারপর জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আমর (রাঃ)! বল, তোমার অভিমত কি?' তখন আমর (রাঃ) বললেন ঃ 'তুমি তো নিজেই জান যে, তোমার মিথ্যা ও ভণ্ডামী সম্পর্কে আমি অবহিত রয়েছি।' وَبَر হল বিড়ালের মত আকৃতি বিশিষ্ট একটা পশু। তার কান দু'টি ও বুক কিছুটা প্রশস্ত ও বড়। দেহের অন্যান্য অংশ খুবই নিকৃষ্ট ও বাজে। ভণ্ড, দুর্বৃত্ত ও মিথ্যাবাদী মুসাইলামা এ রকম বাজে কথাকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামের সাথে তুলনা করতে চেয়েছিল। তার এ ধরনের ঘৃণ্য ভণ্ডামী দেখে আরাবের মূর্তি পূজকরাও তাকে মিথ্যাবাদী এবং ফালতু বলে সহজেই বুঝে নিয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিসন আবী মাদীনাহ হতে ইমাম তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখনই দু'জন সাহাবীর পরস্পর সাক্ষাৎ হত তখন একজন এ সূরাটি পড়তেন এবং অপরজন না শোনা পর্যন্ত পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেননা। (আল মুজাম আল আওসাত, মাজমা আল বাহরাউন)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যদি এই একটি মাত্র সূরা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ও মনোযোগের সাথে পাঠ করে এবং অনুধাবন করে তাহলে এই একটি সূরাই যথেষ্ট।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) মহাকালের শপথ!	١. وَٱلۡعَصۡرِ
(২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	٢. إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَفِى خُسۡرٍ
(৩) কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে।	٣. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ

'আসর এর অর্থ হল কাল বা সময়, যে কাল বা সময়ে মানুষ পাপ/সৎ কাজ করে। ইমাম মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আসর এর অর্থ হল আসরের সালাতের সময়। কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তিটিই মাশহুর বা প্রসিদ্ধ। এই কসমের পর আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা ঈমান আনে ও উত্তম কাজ করে এবং وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

একে অন্যকে হক বা সত্যের উপদেশ দেয় অর্থাৎ নিজে সৎকাজ করে ও অন্যকে সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, আর وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ বিপদাপদে নিজে ধৈর্য ধারণ করে ও অন্যকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়, জনগণ কষ্ট দিলে ক্ষমার মাধ্যমে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে যে বাধাবিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হয় তাতেও ধৈর্য ধারণ করে, তারা এই সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

সূরা আসর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৪ ঃ হুমাযাহ, মাক্কী

١٠٤ – سورة الهمزة، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৯, রুকূ ১)

(اَيَاتُهَا : ٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,	١. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
(২) যে অর্থ জমায় ও তা গুণে গুণে রাখে।	٢. ٱلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُۥ
(৩) সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।	٣. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ
(৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।	٤. كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ
(৫) হুতামা কী, তা কি তুমি জান?	٥. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ

(৬) ওটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন -	٦. نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ
(৭) যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।	٧. ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ
(৮) নিশ্চয়ই ওটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে,	٨. إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ
(৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।	٩. فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ

‘*আল-হামায*’ শব্দটি বলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং ‘*আল-লামায*’ শব্দটি তা কার্যকর করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় এবং অন্যের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে। এর বর্ণনা هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ *(পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়)* (সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ১১) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল খোঁটাদানকারী এবং গীবতকারী। (তাবারী ২৪/৫৯৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, هُمَز এর অর্থ হল হাত এবং চোখ দ্বারা কষ্ট দেয়া এবং لُمَز এর অর্থ মুখ বা জিহ্বা দ্বারা কষ্ট দেয়া। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়নি।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ

যে সম্পদ পুঞ্জীভুত এবং সংরক্ষিত করে রাখছিল। (সূরা মা‘আরিজ, ৭০ ঃ ১৮) (তাবারী ২৪/৫৯৮, কুরতুবী ২০/১৩৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ)

বলেন ঃ সারাদিন সে অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্য নিজেকে এখানে ওখানে নিয়োজিত রাখল এবং রাতে পচা গলা লাশের মত পড়ে রইল।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ** সে মনে করে যে, তার ধন সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে। না, কক্ষনো না। সে যা ধারনা করেছে তা নয়। অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। হে নাবী! তুমি কি জান হুতামাহ কি? তা তুমি জাননা। তা হল আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা এর বাসিন্দাকে গ্রাস করবে। জ্বালিয়ে তাদেরকে ভষ্ম করে দিবে, কিন্তু তারা মৃত্যুবরণ করবেনা। সাবিত বানানী (রহঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করে যখন এর অর্থ বর্ণনা করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন ঃ 'আল্লাহর আযাব তাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।' মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ প্রজ্জ্বলিত আগুন বক্ষস্থিত সবকিছু ছেয়ে ফেলে এবং কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার পৌঁছে। (কুরতুবী ২০/১৮৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ. فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ** এ আগুন তাদের উপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে। সূরা 'বালাদ' এর তাফসীরেও এ ধরণের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ এর ব্যাখ্যায় আতিয়া আল আউফী (রহঃ) বলেন, উহা হল লোহার স্তম্ভ বা খুটি। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, উহা আগুনের তৈরী। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ স্তম্ভের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করবেন যেন কোনভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। তাদের ঘাড়সমূহ শিকলে আবদ্ধ থাকবে এবং ওখান (জাহান্নাম) থেকে বের হয়ে আসার পথ তাদের সামনে রুদ্ধ করে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/৬০০)

সূরা হুমাযাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৫ ঃ ফীল, মাক্কী

١٠٥ – سورة الفيل، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫, রুকূ ১)

(اَيَاتهَا : ٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাব্ব হস্তি অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন?	١. أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَـٰبِ ٱلۡفِيلِ
(২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?	٢. أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٍ
(৩) তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকূল প্রেরণ করেছিলেন	٣. وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ
(৪) যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল।	٤. تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
(৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।	٥. فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّأۡكُولِۭ.

আল্লাহ তা‘আলা যে কুরাইশের উপর বিশেষ নি‘আমাত দান করেছিলেন, এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ যে বাহিনী হস্তী সঙ্গে নিয়ে কা‘বা গৃহ ধ্বংস করে ওর নাম নিশানা (অস্তিত্ব) মুছে ফেলার জন্য অভিযান চালিয়েছিল, তারা কা‘বা গৃহের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা নস্যাৎ করে

দিয়েছিলেন। তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। তারা ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ঈসার (আঃ) দীনকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিল। তথাপি তারা মূর্তিপূজক কুরাইশদের চেয়ে সত্যধর্ম ইসলামের কাছাকাছি ছিল। তাদের অশুভ উদ্দেশ্য এবং তৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া ছিল মূলতঃ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ এবং তাঁর আগমনী সুসংবাদ। ঐ বছরই তাঁর জন্ম হয় বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে কুরাইশের দল! আবিসিনিয়ার (হাবশের) ঐ বাহিনীর উপর আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি, তাতে তোমাদের কল্যাণ সাধন আমার উদ্দেশ্য ছিলনা, আমি আমার প্রাচীন গৃহ রক্ষার জন্যই ঐ বিজয় দান করেছি। আমার প্রেরিত সর্বশেষ নিরক্ষর নাবী মুহাম্মাদের নাবুওয়াতের মাধ্যমে সেই গৃহকে আমি আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করব যে হবে সর্বশেষ নাবী।

হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মোট কথা, আসহাবে ফীল বা হস্তী অধিপতিদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এটাই যা উপরে বর্ণনা করা হল। বিস্তারিত বর্ণনা **اَصْحَابِ الْاُخْدُوْد** এর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ যূনুয়াস, যে ছিল মুশরিক, তার সময়ের মুসলিমদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। ঐ সব মুসলিম ছিল ঈসার (আঃ) সত্যিকার অনুসারী। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। দাউস যু সালাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি ইথিওপিয়ার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে চিঠি লিখে পাঠান যে, তিনি যেন দাউস যু সালাবানকে সাহায্য করেন। সেখান থেকে শত্রুদেশ নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ নাজাশী আমীর ইব্ন ইরবাত ও আবরাহা ইব্ন সাহাব আবূ ইয়াকসুমকে সৈন্য পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী যুনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

ঐ সৈন্যদল ইয়ামানে পৌঁছল এবং ইয়ামান ও সেখানকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। যূনুয়াস পালিয়ে যায় এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। যুনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামান হাবশের বাদশাহর কর্তৃত্বে চলে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামানে প্রশাসক হিসাবে শাসনকার্য চালাতে লাগল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। অবশেষে উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু দিন পর উভয় সর্দার পরস্পরকে বলল ঃ 'অযথা রক্তপাত করে কি লাভ, চল আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়ামান এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে।' এ কথা অনুযায়ী উভয়ে মাইদানে অবতীর্ণ হল। তাদের উভয়ের পিছনে পানি-প্রবাহিত পরিখা খনন করা হল যাতে কেহ পালিয়ে যেতে না পারে। আমীর ইব্‌ন ইরবাত আবরাহার উপর আক্রমণ করল এবং তরবারীর এক আঘাতে তার শরীর রক্তাক্ত করে ফেলল। নাক, ঠোঁট এবং মুখমন্ডলের বেশ কিছু অংশ কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার রক্ষী আতূদাহ্ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে। মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভাল হল এবং সে ইয়ামানের শাসনকর্তা হয়ে বসল।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং এক পত্রে জানালেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করব এবং তোমার টিকি কেটে আনব।' আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখল এবং এক দূতকে নানা প্রকারের মূল্যবান উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়ামানের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রেখে ওর মুখ বন্ধ করে দিল। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখল ঃ 'ইয়ামানের মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের শপথ পূর্ণ করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন!' এতে নাজাশী খুশী হলেন এবং ইয়ামানের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখল ঃ 'আমি ইয়ামানে আপনার জন্য এমন একটি গীর্জা তৈরি করছি যে, এরকম গীর্জা ইতোপূর্বে পৃথিবীতে

কখনো তৈরী হয়নি।' অতি যত্ন সহকারে নক্সা খচিত খুবই মযবুত ও অতি উঁচু করে ঐ গীর্জাটি নির্মিত হল। ঐ গীর্জার চূড়া এত উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেত। আরাববাসীরা ঐ গীর্জার নাম দিয়েছিল 'কালীস' অর্থাৎ টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা। এরপর আবরাহা মনে করল যে, জনসাধারণ যেমন কা'বায় হাজ্জ করে তেমনি ঐ গীর্জায় গিয়ে হাজ্জ করবে। সারা ইয়ামানে সে এটা ঘোষণা করে দিল। কিন্তু আরাবের আদনান ও কাহতান গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট হল। বিশেষ করে কুরাইশরা ভীষণ রাগান্বিত হল। অল্প কয়েকদিন পরে তাদের এক ব্যক্তি সেখানে চলে যায় এবং রাতের অন্ধকারে ঐ গীর্জায় প্রবেশ করে পায়খানা করে আসে। পর দিন প্রহরীরা এ অবস্থা দেখে বাদশাহর কাছে খবর পাঠালে এবং আবরাহা এ অভিমত ব্যক্ত করল যে, কুরাইশরাই এ কাজ করেছে, তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেই এ কাণ্ড তারা করেছে। আবরাহা তৎক্ষণাৎ শপথ করে বলল ঃ 'আমি মাক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব এবং কা'বা ঘরের একটির পর একটি ইট খুলে ফেলব।'

মুকাতিল ইব্ন সুলাইমানের (রহঃ) বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরাইশ যুবক ঐ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালভাবে ঐ গীর্জাকে গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধ্বসে পড়েছিল। অতঃপর ক্রুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল যাদের প্রতিরোধ করার সাহস কেহ করছিলনা। তাদের সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতী ছিল। ঐরূপ হাতী ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হাতীটির নাম ছিল মাহমুদ। বাদশাহ নাজাশী মাক্কা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে ঐ হাতিটি আবরাহাকে দিয়েছিল। ঐ হাতীর সাথে আবরাহা আরো আটটি অথবা বারোটি হাতী নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বাইতুল্লাহর খুঁটিতে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতীর গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতীগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধ্বসিয়ে দিবে। মাক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। যে কোন অবস্থায় এর মুকাবিলা করে কা'বাকে রক্ষা করার তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

যু নফর নামক ইয়ামানের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে পাশের বহু সংখ্যক প্রতিপত্তিশালী আরাবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত

আবরাহার মুকাবিলা করলেন। যু নফর পরাজিত হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। যু-নফরকে বন্দী করে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মাক্কার পথে অগ্রসর হল। খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌঁছার পর নুফায়েল ইব্‌ন হাবীব খাশআমী তার গোত্রের সাথে শাহ্‌রান ও নাহিস গোত্রের একদল সৈন্য নিয়ে আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণপণ যুদ্ধ করে তাঁরাও আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ করলেন। নুফায়েল ইব্‌ন হাবীবকেও যু-নফরের মত বন্দী করা হল। আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু পরে মাক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলল। তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছলে সাকীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করল যে, লাত মূর্তিটি যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা ঐ প্রকোষ্ঠের কোন ক্ষতি সাধন করবেনা।

সাকীফ গোত্র আবূ রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য আবরাহার সঙ্গে দিল। মাক্কার কাছে মুগামাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করল। আবরাহার সৈন্যরা আশেপাশের জনপদ এবং চারণভূমি থেকে মাক্কাবাসীদের বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিল। ঐ পশুগুলির দখলকারীদের নেতার নাম ছিল আসওয়াদ ইব্‌ন মাফসুদ। এগুলোর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল। এতে আরাবের কবিরা আবরাহার নিন্দা করে কবিতা রচনা করল। সীরাতে ইব্‌ন ইসহাকে ঐ কবিতার উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হিমাইরীকে বলল ঃ তুমি কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো এবং ঘোষণা করে দাও ঃ আমরা মাক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, মাক্কাবাসীরা যদি কা'বাঘর রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মাক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল যে, আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশেমই মাক্কার বড় নেতা। হানাতাহ আবদুল মুত্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ!

আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও নেই।' ইহা আল্লাহর সম্মানিত ঘর। তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) জীবন্ত স্মৃতি। সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযাত নিজেই করবেন। অন্যথায় তাঁর ঘরকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করার মত শক্তিও আমাদের নেই।' হানাতাহ তখন তাঁকে বলল ঃ 'ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন।'

আবদুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হত। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তাঁর সাথে মেঝেতে উপবেশন করল। সে তার দোভাষীকে বলল ঃ তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কি চান? আবদুল মুত্তালিব জানালেন ঃ 'বাদশাহ আমার দু'শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি।' বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বলল ঃ প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু'শ উটের জন্য আপনার এত চিন্তা অথচ নিজের ও পূর্ব পুরুষের ধর্মের জন্য কোন চিন্তা নেই! আমি আপনাদের ইবাদাতখানা কা'বা ধ্বংস করে ধূলিসাৎ করতে এসেছি।'

এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব জবাবে বললেন ঃ 'উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি। আর কা'বাগৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন।' তখন ঐ নরাধম বলল ঃ 'আজ কেহই কা'বাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেননা।' এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ 'তাহলে তা'ই করুন।'

এও বর্ণিত আছে যে, আবদুল মুত্তালিবসহ মাক্কার জনগণ তাদের ধন সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাযী হয়নি। মোট কথা, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে ফিরে এলেন এবং তিনি মাক্কাবাসীদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা মাক্কাকে সম্পূর্ণ খালি করে দাও এবং সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও।' তারপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহে গিয়ে কা'বার দরজার

আংটা ধরে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে ঐ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা'বাকে পবিত্র রাখার জন্য আবদুল মুত্তালিব নিম্নলিখিত দু'আ করেছিলেন ঃ

'আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযাত করেন। হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয় এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই আপনি তা বাস্তবায়ন করুন।' ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের কড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, একশ'টি পশুকে নিশান লাগিয়ে কা'বার আশে পাশে বেঁধে রাখেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা অবৈধভাবে পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে প্রতিশোধ হিসাবে আল্লাহর গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে আসবে।

পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মাক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ আয়োজন করল। বিশেষ হাতী মাহমুদকে সজ্জিত করা হল। পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইব্ন হাবীব তখন মাহমুদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেন ঃ 'মাহমুদ! তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে এসেছ সেখানে ভালভাবে ফিরে যাও। তুমি আল্লাহর পবিত্র শহরে রয়েছ।' এ কথা বলে নুফায়েল হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং পালিয়ে গিয়ে নিকট এক পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। মাহমুদ নামক হাতীটি নুফায়েলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হলনা। হাতিটির মাথায় কুঠার, বল্লম ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। পরীক্ষামূলক ভাবে ইয়ামানের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পূর্বদিকে চালানোর চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, অতঃপর মাক্কার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালানোর চেষ্টা করতেই সে বসে পড়ল।

এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি কালো মেঘের মত সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে। চোখের পলকে ওগুলি আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দুই পায়ে দু'টি কংকর ছিল। কংকরের ঐটুকরাগুলো ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাই এর সমান। পাখিগুলি কংকরের ঐ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সে'ই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল। সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল, আর নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল। কারণ তারা তাঁকেই পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে এনেছিল। নুফায়েল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশ ও আরাবদের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু আবরাহা ও তার সৈন্যদের উপর যে গযব নাযিল করেছেন সেই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। ঐ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেন ঃ

'এখন তাদের আশ্রয়স্থল কোথায়? স্বয়ং আল্লাহই তো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন! শোন! দুর্বৃত্ত আশরাম পরাজিত হয়েছে, জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ইব্ন ইসহাক বলেন যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুফায়েল তার কবিতায় আরও বলেন ঃ 'হাতী ওয়ালাদের দুরাবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাসসাব প্রান্তরে তাদের উপর আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে। তুমি সে অবস্থা দেখলে আল্লাহর দরবারে সাজদায় পতিত হতে। আমরা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করছিলাম। আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো আমাদের উপরও ঐ কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও দফারফা করে দেয়। পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল, যেন নুফায়েলের উপর হাবশীদের ঋণ রয়েছে।'

'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করার সময় আঘাত করা হয়নি, বরং তাদের কেহ কেহ আক্রমণের সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং অন্যরা ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একটির পর একটি অংগ প্রত্যংগ ধ্বংস হয়েছিল। নরাধম আবরাহা ছিল তাদেরই একজন যার অঙ্গগুলি একটির পর

একটি খসে পড়ে যাচ্ছিল এবং অবশেষে 'খাশাম' এলাকায় তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, তারা মাক্কা হতে পর্যুদস্ত হয়ে পথে ঘাটে ও জলাশয়ের কাছে মৃত্যু বরণ করে। আবরাহার শরীরে পাথর কণার আঘাতের ফলে প্লেগ জাতীয় রোগ দেখা দেয়, তার সেনাবাহিনীর লোকেরা তাকে তাদের সাথে সানা নিয়ে যায় এবং পথিমধ্যে তার এক একটি অংগ খসে খসে পড়ছিল। যখন সে 'সানা' পৌঁছে তখন তার শরীরকে মনে হচ্ছিল একটি মাংস পিন্ড। এরপর তার কলিজা ফেটে যায় এবং কুকুরের মত ছটফট করতে করতে মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাথে সাথে অসংখ্য নি'আমাতসমূহ প্রদান করেন। তাঁর উপস্থিতির কারণে, অনেক অপরাধ করা সত্ত্বেও মাক্কার কুরাইশদের সেখানে কিছু কালের জন্য বসবাস করার সুযোগ প্রদান করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

'তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাব্ব হস্তি অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকূল প্রেরণ করেছিলেন যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।' তিনি আরও বলেন ঃ

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ. إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ. ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীস্ম সফরের, অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

(সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ১-৪) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাগ্যে দুরাবস্থার সৃষ্টি করবেননা, বরং তাদের ভালাই চান যদি তারা তাঁর দা'ওয়াত কবূল করে।

ইব্ন হিশাম (রহঃ) বলেন, আবাবিল হল পাখির একটি দল, আরাবরা একক পাখির বেলায় এ শব্দ ব্যবহার করেনা। তিনি আরও বলেন, যেমন ইউনুস আন নাহবী (রহঃ) এবং আবূ ওবাইদাহ (রহঃ) *'আস সিজ্জিল'* সম্পর্কে তাকে বলেন ঃ উহা হল এক ধরণের বস্তু যা শক্ত এবং মযবূত। তিনি আরও বলেন, কোন কোন ব্যাখ্যাকারক উল্লেখ করেছেন যে, আসলে এটির মূল হল দু'টি ফার্সি শব্দ যা আরাবরা একত্র করে একটি শব্দ তৈরী করেছে। ঐ শব্দ দু'টি হল *'সানজ'* এবং *'জিল'* যার অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে পাথরের টুকরা এবং মাটি। তিনি আরও বলেন যে, *'আল আসফ'* হল শষ্য ক্ষেতের শুকনা পাতাসমূহ যাদের এক একটিকে বলা হয় *'আসফাহ'*। (ইব্ন হিশাম ১/৫১-৫৬)

হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) আসীম (রহঃ) হতে তিনি জির্‌র (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল্লাহ (রহঃ) এবং আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, طَيْرًا أَبَابِيلَ এর অর্থ হচ্ছে পাখির একটি দল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, 'আবাবিল' শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি দলকে অন্য একটি দলের অনুসরণ করা। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, 'আবাবিল' শব্দের অর্থ হচ্ছে অনেক। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, এই শব্দের অর্থ হচ্ছে একের পর এক দল। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, ঐ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে আসা দলসমূহ। (তাবারী ২৪/৫০৫, ৫০৬)

ওবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, طَيْرًا أَبَابِيلَ ছিল এক ধরনের কালো সামুদ্রিক পাখি যাদের ঠোটে ও নখে ছিল পাথরের টুকরা। (তাবারী ২৪/৬০৭) এর বর্ণনাক্রম সহীহ। ওবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) হতে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন হস্তিবাহিনীর লোকদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন তখন সমুদ্র তীর হতে দ্রুতগামী পাখি (আবাবিল) প্রেরণ করেন। প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরা

বয়ে এনেছিল, দু’টি দুই পায়ে এবং একটি তাদের ঠোঁটে করে। হস্তি বাহিনীর প্রত্যেকের মাথার উপর একটি পাখি সারিবদ্ধ হয়ে অবস্থান না করা পর্যন্ত তারা আসতেই থাকে। অতঃপর এক বিকট চিৎকার করে তাদের পায়ে ও ঠোঁটে যে পাথরের টুকরা ছিল তা নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ... এভাবে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ পাখিগুলির চঞ্চু ছিল পাখির মত এবং নখ ছিল কুকুরের মত। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, সবুজ রংয়ের এই পাখিগুলি সমুদ্র হতে বের হয়ে এসেছিল। ওগুলির মাথা ছিল জন্তুর মত। যার মাথায় ঐ কংকর পড়ছিল তা তার পায়খানার দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। একই সাথে ঐ ব্যক্তি দ্বিখণ্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রবল বাতাস বইতে লাগল। এর ফলে আশে পাশের বালুকণা এসে তাদের চোখে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে ঘায়েল করে ফেলল।

عَصْف এর অর্থ হল ভূষি এবং مَأكُوْل অর্থ হল ভক্ষিত বা টুকরা টুকরা কৃত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শস্যদানার উপরের ভূষিকে عَصْف বলা হয়। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, عَصْف হল ক্ষেতের শস্যের ঐ পাতা যেগুলো পশুরা খেয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তছনছ করে দিলেন এবং সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন। তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কোন কল্যাণই তারা লাভ করতে সমর্থ হলনা।

আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকস্ূ ইয়ামানের শাসনভার গ্রহণ করল। তারপর তার অন্য ভাই মাসরুক ইব্‌ন আবরাহা সিংহাসনে আরোহন করল। এ সময়ে যূইয়াযান হুমাইরী কিসরার (পারস্য সম্রাট) কাছে গিয়ে হাবশীদের কবল থেকে ইয়ামানকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করল। কিসরা সাইফের সাথে একদল বাহাদুর সৈন্য পাঠালো। সেই সৈন্যদল হাবশীদেরকে পরাজিত করে আবরাহার বংশধরদের কবল থেকে ইয়ামানের শাসনক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতঃপর হুমাইরীয় গোত্র ইয়ামান শাসন করতে থাকে। আরাবের লোকেরা এই উপলক্ষে উৎসব পালন করে। চারদিক থেকে হুমাইরীয় গোত্রের বাদশাহকে অভিনন্দন জানানো হয়।

সূরা ফাত্হর তাফসীরে আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি টিলার উপর উঠেছিলেন। সেখান থেকে কুরাইশদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উষ্ট্রীটি সেখানে বসে পড়েছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) বহু চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেননা। তখন তাঁরা বললেন যে, উষ্ট্রী (আল কাসওয়া) ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "না, সে ক্লান্তও হয়নি এবং বসে পড়া তার অভ্যাসও নয়। তাকে ঐ আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি হাতীকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মাক্কাবাসীরা যে শর্তে সম্মত হবে আমি সেই শর্তেই তাদের সাথে সন্ধি করব। তবে আল্লাহর অমর্যাদা হতে পারে এমন কোন শর্তে আমি সম্মত হবনা।" তারপর তিনি উষ্ট্রীকে ধমক দেয়া মাত্রই সে উঠে দাঁড়াল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা মাক্কার উপর হাতীওয়ালাদের আধিপত্য বিস্তার করতে দেননি, বরং তিনি তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদার বান্দাদেরকে মাক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। জেনে রেখ যে, মাক্কার মর্যাদা আজ ঐ অবস্থায়ই ফিরে এসেছে যে অবস্থায় গতকাল ছিল। সুতরাং প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (খবর) পৌঁছে দিবে।' (ফাতহুল বারী ১/২৪৮, মুসলিম ২/৯৮৮)

সূরা ফীল এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৬ ঃ কুরাইশ, মাক্কী — ١٠٦ – سورة قريش، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪, রুকূ ১) — (اٰيَاتُهَا : ٤، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে,	١. لِإِيلَـٰفِ قُرَيۡشٍ
(২) আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীস্ম সফরের,	٢. إِۦلَـٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ
(৩) অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের,	٣. فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلۡبَيۡتِ
(৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।	٤. ٱلَّذِىٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ

এ সূরাটিকে সূরা ফীল হতে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। উভয় সূরার মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ সূরাটিও সূরা ‘ফীল’ এরই অনুরূপ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ আমি মাক্কা হতে হাতীদের ফিরিয়ে রেখেছি এবং হাতী ওয়ালাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। কুরাইশদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে মাক্কায় সহঅবস্থানের জন্যও এ সূরার বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে এরূপ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। আবার এই অর্থও লিখিত হয়েছে যে, শীত-গ্রীষ্ম যে কোন

ঋতুতে কুরাইশরা দূর দূরান্তে যেমন ইয়ামান ও সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসায়িক সফর করত। কেননা মাক্কার মত সম্মানিত শহরে বসবাস করার কারণে সবাই তাদের সম্মান করত। তাদের সঙ্গে যারা থাকত তারাও শান্তি পূর্ণভাবে ও সম্মানের সাথে সফর করতে সক্ষম হত। একইভাবে নিজ দেশেও তারা সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। যেমন কুরআনের অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭) কিন্তু সেখানে যারা অবস্থান করে তারা সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, **إِيلَاف** এর মধ্যে প্রথম যে **لَام** টি রয়েছে ওটা বিস্ময় প্রকাশক **لَام** এবং উভয় সূরা অর্থাৎ সূরা ফীল এবং সূরা লিঈলাফি কুরাইশ সম্পূর্ণ পৃথক। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের প্রতি তাঁর নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন ঃ **فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْت** এই গৃহের মালিকের ইবাদাত করা তাদের উচিত, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

(হে নাবী, তুমি বল ঃ) 'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রবের ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৯১) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ যিনি ক্ষুধায় আহার্য

দিয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন তাঁর ইবাদাত কর এবং ছোট বড় কোন কিছুকে তাঁর অংশীদার করনা। আল্লাহ তা'আলার এ আদেশ যে পালন করবে আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করাবেন। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যাচরণ যে করবে তার ইহকালের শান্তিকেও অশান্তিতে পরিণত করা হবে এবং আখিরাতেও সে শান্তির পরিবর্তে ভয়ভীতি ও হতাশার সম্মুখীন হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সব দিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল; ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। তাদের নিকট তো এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১২-১১৩)

সূরা কুরাইশ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৭ ঃ মাউ'ন, মাক্কী
١٠٧ – سورة الماعون، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৭, রুকূ ১)
(اَيَاتُهَا : ٧، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে থাকে?	١. أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ
(২) সে তো সেই, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়,	٢. فَذَٲلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ
(৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করেনা,	٣. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
(৪) সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য -	٤. فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّينَ
(৫) যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী,	٥. ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِہِمۡ سَاهُونَ
(৬) যারা লোক দেখানোর জন্য ওটা করে।	٦. ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ

(৭) এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।	٧. وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি ঐ লোকটিকে দেখেছ যে কর্মফল দিবসকে অবিশ্বাস করে? সেতো ঐ ব্যক্তি ঃ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ. وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ

না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা পিতৃহীনদের সম্মান করনা এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ১৭-১৮) অর্থাৎ ঐ ভিক্ষুক যার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যা দরকার তার কোন কিছুই নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সালাত আদায়কারীদের যারা নিজেদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। অর্থাৎ সর্বনাশ রয়েছে ঐসব মুনাফিকের জন্য যারা লোক দেখানো সালাত আদায় করে, কিন্তু মনোনিবেশ সহকারে সালাত আদায় করেনা। অর্থাৎ লোক দেখানোই তাদের সালাত আদায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ অর্থই করেছেন। (২৪/৬৩২) তিনি এ অর্থও করেছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে তারা ওয়াক্ত পার করে শেষ সময়ে সালাত আদায় করে। মাসরূক (রহঃ) এবং আবুয্ যুহা (রহঃ) এ কথা বলেছেন। (তাবারী ২৪/৬৩১)

'আতা ইব্‌ন দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি عَنْ صَلَاتِهِمْ বলেছেন, فِى صَلَاتِهِمْ বলেননি। (কুরতুবী ২০/২১২) অর্থাৎ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ তারা সালাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, সালাতের মধ্যে গাফিল বা উদাসীন থাকে এরূপ কথা বলেননি।

আবার এ শব্দেই এ অর্থও রয়েছে যে, এমন সালাত আদায়কারীদের জন্যও সর্বনাশ রয়েছে যারা সব সময় শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করে। অথবা আরকান আহকাম আদায়ের ব্যাপারে মনোযোগ দেয়না, আয়াতের অর্থের দিকেও খেয়াল করেনা অথবা রুকু-সাজদাহর ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এসব কিছু যার মধ্যে রয়েছে সে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগা। যার মধ্যে এসব অন্যায় যত বেশী রয়েছে সে তত বেশী সর্বনাশের মধ্যে পতিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ওটা মুনাফিকের সালাত, ওটা মুনাফিকের সালাত, ওটা মুনাফিকের সালাত, যে সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, সূর্য যতক্ষণ না শাইতানের দুই শিংয়ের মাঝে পৌঁছে। তখন সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। তাতে সে আল্লাহর স্মরণ খুব কমই করে।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৮৬, মুসলিম ১/৪৩৪) এখানে আসরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। এ সালাতকে 'সালাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী সালাত বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তি মাকরূহ সময়ে উঠে দাঁড়ায় এবং কাকের মত ঠোকর দেয়। তাতে আরকান, আহকাম, রুকু, সাজদাহ ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করা হয়না এবং আল্লাহর স্মরণও খুব কম থাকে। সে সালাতে শুধু এ জন্যই দাঁড়ায় যে লোকেরা তাকে সালাত আদায়কারী বলবে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাজি খুশির আশা খুব কমই থাকে। এর অর্থ হল, সে যেন সালাতই আদায় করলনা। লোক দেখানো সালাত আদায় করা না করা একই কথা। ঐ মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দন্ডায়মান হয়

তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দন্ডায়মান হয়ে থাকে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪২)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ইমাম আহমাদ (রহঃ) আমর ইব্ন মুররাহ (রহঃ) থেকে বলেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা একদা আবূ উবাইদার (রহঃ) সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, যখন লোকেরা তার সাথে লোক দেখানো আমল করার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। আবূ ইয়াজিদ (রহঃ) নামের এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, সে যা আমল করেছে মানুষ তা শুনুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত আছেন, তিনি তা শুনতে পান এবং ঐ ব্যক্তিকে অপদস্থ করেন ও হেয় করেন। (আহমাদ ২/২১২)

কিন্তু যারা শুধু আল্লাহর উদ্দেশেই উত্তম কাজ করে, কিন্তু লোকেরা তা জেনে যায় এবং আমলকারীও যদি তা জেনে খুশি হয় তাহলে ঐ আমলকে লোক দেখানো আমল বলে গণ্য করা যাবেনা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ অর্থাৎ তারা আল্লাহর খুশির জন্য ইবাদাত করেনা এবং তাঁর সৃষ্টির সাথেও ভাল ব্যবহার করেনা। তারা ছোট খাট জিনিস অপরকে ধার দেয়না, যা থেকে তারা উপকার লাভ করতে পারে, যদিও ঐ সমস্ত জিনিস যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঐ সমস্ত লোকেরা যাকাত প্রদান কিংবা দান সাদাকাহ করার ব্যাপারেও অত্যন্ত কৃপণ। অথচ এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারত। আল মাসূদী (রহঃ) সালামাহ ইব্ন খুহাইল (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ উবাইদিন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) *'আল মাউন'* সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ উহা হল সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস যা একজন অন্যজনকে দিয়ে থাকে। যেমন কুঠার, পাতিল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস। (তাবারী ২৪/৬৩৯)

সূরা মাউন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৮ ঃ কাওছার, মাক্কী ١٠٨ - سورة الكوثر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

আবার এটাকে মাদানী সূরাও বলা হয়েছে।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি,	١. إِنَّآ أَعۡطَيۡنَـٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ
(২) সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।	٢. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ
(৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।	٣. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ.

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে হাসি মুখে তিনি বললেন অথবা তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ ‘এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।’ তারপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা কাওছার পাঠ করলেন। (মুসলিম ১/৩০০, আবূ দাউদ ৫/১১০, নাসাঈ ৬/৫৩৩) তারপর তিনি সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘কাওছার কি তা কি তোমরা জান?’ উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল জানেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘কাওছার হল একটা জান্নাতী নদী। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে এটা দান করেছেন। কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাত সেই কাওছারের ধারে সমবেত হবে। আসমানে যত নক্ষত্র রয়েছে সেই কাওছারের পিয়ালার সংখ্যাও তত পরিমান। আল্লাহর কোন কোন বান্দাকে কাওছার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে তখন আমি বলব ঃ ‘হে আমার রাব্ব! এ আমার উম্মাত!’ তখন তিনি আমাকে বলবেন ঃ ‘তুমি

জাননা, তোমার (ইন্তেকালের) পর সে কত রকম বিদ‘আত আবিষ্কার করেছে!’ (মুসলিম ১/৩০০, আহমাদ ৩/১০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস, (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং একটি নদীর কাছে এলাম যার তীরের তাবুগুলি ছিল মুক্তা খচিত। আমি আমার হাতকে পানির ভিতর প্রবেশ করালাম এবং দেখতে পেলাম যে, উহা মিশক এর সুগন্ধি যুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে জিবরাঈল! ইহা কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ইহা হল আল কাওছার যা আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে দান করেছেন। (আহমাদ ৩/১০৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) বরাতে তাদের গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের বর্ণনায় রয়েছে, আনাস (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল তখন তিনি বললেন ঃ আমি একটি নদীর কাছে পৌঁছলাম যার তীরের অট্টালিকাগুলি ছিল মনি-মুক্তা খচিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে জিবরাঈল! ইহা কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ইহা আল কাউছার। (বুখারী ৪৯৪৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল কাউছার কি ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ইহা হল জান্নাতের একটি নদী যা আমার রাব্ব আমাকে দান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি, এর চারপাশে রয়েছে পাখি যাদের ঘাড়সমূহ পিংগল বর্ণের।

উমার (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নিশ্চয়ই ঐ পাখিগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে উমার! যে ঐ পাখি আহার করবে সে দেখতে তাদের চেয়েও অধিক সুন্দর হবে। (আহমাদ ৩/২২০)

সহীহ বুখারীতে সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাওছারের মধ্যে ঐ কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা আল্লাহ তা‘আলা খাস করে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। আবূ বিশর (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরকে (রাঃ) বলেন ঃ লোকদের তো ধারণা এই যে, কাওছার হল জান্নাতের একটি নদী। তখন

সাঈদ (রহঃ) বললেন ঃ জান্নাতে যে নদীটি রয়েছে সেটা ঐ কল্যাণের অন্ত র্ভুক্ত যা আল্লাহ খাস করে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল কাউছার হল জান্নাতের একটি নদী, যার দুই তীর হল সোনার তৈরী এবং উহা মনি-মুক্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত। উহার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এ হাদীসটি একই ধারা বর্ণনায় তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন মাজাহ (রহঃ), ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ২/৬৭, তিরমিযী ৯/২৯৪, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৫০, তাবারী ২৪/৬৫০)

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ হে নাবী! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। অতএব তুমি স্বীয় রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি নাফল সালাত ও কুরবানীর মাধ্যমে লা-শারীক আল্লাহর ইবাদাত কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

তুমি বলে দাও ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬২-১৬৩)

কুরবানী দ্বারা এখানে উট বা অন্য পশু কুরবানীর কথা বলা হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতের মর্মার্থে কুরবানীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/৬৫৩) কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ),

‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), আল হাকাম (রহঃ), ইসমাঈল ইব্‌ন আবী খালিদ (রহঃ) এবং সালাফগণের আরও অনেকে একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৪/৬৫৪) ইহা হল মূর্তিপূজক কাফিরদের আচরণের বিপরীত পন্থা, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সাজদাহ করে এবং তাঁর নামের পরিবর্তে অন্যের নামে কুরবানী করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ

আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২১)

এটাও বলা হয়েছে যে, اِنْحَرْ এর অর্থ হল সালাতের সময়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকে বাঁধা। এটা আলী (রাঃ) হতে গায়ের সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে। শা’বী (রহঃ) এ শব্দের তাফসীর এটাই করেছেন। نَحَرٌ এর অর্থ কুরবানীর পশু যবাহ করা এ উক্তিটিই হল সঠিক উক্তি।

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাত শেষ করার পরপরই নিজের কুরবানীর পশু যবাহ করতেন এবং বলতেন ঃ ‘যে আমাদের সালাতের মত সালাত আদায় করেছে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করেছে সে শারীয়াত সম্মতভাবে কুরবানী করেছে আর যে ব্যক্তি (ঈদের) সালাতের পূর্বেই কুরবানী করেছে তার কুরবানী আদায় হয়নি।’ এ কথা শুনে আবূ বারদাহ ইব্‌ন দীনার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আজকের দিনে গোশতের চাহিদা বেশী হবে ভেবেই কি আপনি সালাতের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছেন?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘তা হলে তো খাওয়ার গোশতই হয়ে গেল অর্থাৎ কুরবানী হলনা।’ সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বর্তমানে আমার কাছে একটি বকরীর শাবক রয়েছে, কিন্তু ওটা দু’টি বকরীর চেয়েও আমার কাছে অধিক প্রিয়। এ বকরীর শাবকটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে

বটে, কিন্তু তোমার পরে ছয় মাসের বকরী শাবক অন্য কেহ কুরবানী করতে পারবেনা।'

ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ তার কথাই যথার্থ যে বলে যে, এর অর্থ হল নিজের সকল সালাত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আদায় কর, তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য আদায় করনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর যিনি তোমাকে এরকম বুযর্গী ও নি'আমাত দান করেছেন যে রকম বুযুর্গী ও নি'আমাত অন্য কেহকেও দান করেননি। এটা একমাত্র তোমার জন্যই নির্ধারিত করেছেন। এই উক্তিটি খুবই উত্তম। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) একই কথা বলেছেন।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারী নির্বংশ

আল্লাহ তা'আলা সূরার শেষ আয়াতে বলেন ঃ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (হে মুহাম্মাদ!) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারীই তো নির্বংশ। অর্থাৎ যারা তোমার সাথে শত্রুতা করে তারাই অপমানিত, লাঞ্ছিত, তাদেরই লেজ কাটা এবং তাদেরকেই কেহ মনে রাখবেনা।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, এই আয়াত আ'স ইব্‌ন ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৪/৬৫৬, ৬৫৭) এই দুর্বৃত্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা শুনলেই বলত ঃ 'ওর কথা রাখ, ওর কোন পুত্র সন্তান নেই। মৃত্যুর পরই তার নাম নিশানা মুছে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা তখন এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

শামীর ইব্‌ন আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন যে, উকবা ইব্‌ন আবী মুঈত সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ এবং কুরাইশদের একটি দল সম্পর্কে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৪/৬৫৭)

মুসনাদ বায্‌যারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ যখন মাক্কায় আসে তখন কুরাইশরা তাকে বলে ঃ 'আপনি তো তাদের সর্দার, আপনি কি ঐ ছোকরাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) দেখতে পাননা? সে তার সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে আছে,

এতদসত্ত্বেও নিজেকে সবচেয়ে ভাল ও শ্রেষ্ঠ মনে করছে? অথচ আমরা হাজ্জ পালনকারীদের দেখাশোনাকারী, কা'বাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক এবং যমযম কূপের পানি সরবরাহকারী।' দুর্বৃত্ত কা'ব তখন বলল ঃ 'নিঃসন্দেহে তোমরা তার চেয়ে উত্তম।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।' এ হাদীসের সনদ সহীহ বা বিশুদ্ধ।

'আতা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত আবূ লাহাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানের ইন্তিকালের পর এ দুর্ভাগা দুর্বৃত্ত মুশরিকদেরকে বলতে লাগল 'আজ রাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারা বিলোপ করা হয়েছে।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখন কারও পুত্র-সন্তান মারা যায় তখন তাকে 'আবতার' বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের ইন্তিকালের পর শত্রুতার কারণে তারা তাঁকে 'আবতার' বলছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কেও ধারণা করেছিল যে, সন্তান বেঁচে থাকলে তাঁর আলোচনা জাগরুক থাকত। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অথচ তারা জানেনা যে, পৃথিবী টিকে থাকা অবধি আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম টিকিয়ে রাখবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত চিরকাল চলমান থাকবে। কিয়ামাত ও বিচার দিবস পর্যন্ত তাঁর নাম আকাশতলে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান থাকবে। জলে স্থলে সর্বদা তাঁর নাম আলোকিত হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আল ও আসহাবের প্রতি দুরুদ ও সালাম সর্বাধিক পরিমাণে প্রেরণ করুন! আমীন!

সূরা কাওছার এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৯ ঃ কাফিরূন, মাক্কী ١٠٩ – سورة الكافرون ' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٦، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

নাফল সালাতে সূরা কাফিরূন পাঠ করা প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফের পর দুই রাক‘আত সালাতে এই সূরা এবং قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ সূরা পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৮৮৮) সহীহ মুসলিমেই আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাক‘আত সুন্নাত সালাতেও এ সূরা দু’টি পাঠ করতেন। (মুসলিম ১/৫০২)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের পূর্বের দুই রাক‘আতে এবং মাগরিবের পরের দুই রাক‘আতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এই সূরা দু’টি দশ কিংবা বিশেরও অধিক বিভিন্ন সময়ে পাঠ করতেন। (আহমাদ ২/২৪, ৫৮)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমি ফাজর এবং মাগরিবের দুই রাক‘আত সুন্নাত সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এই সূরা দু’টি চব্বিশ অথবা পঁচিশ বিভিন্ন দিনে পড়তে দেখেছি। (আহমাদ ২/৯৯)

মুসনাদ আহমাদেরই অন্য এক রিওয়ায়াতে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মাস ধরে ফাজরের পূর্বের দুই রাক‘আত সালাতে এবং মাগরিবের পরের দুই রাক‘আত সালাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ, قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এ সূরা দু’টি পাঠ করতে দেখেছেন। (আহমাদ ২/৯৪, তিরমিযী ২/৪৭০, ইব্ন মাজাহ ১/৩৬৩, নাসাঈ ২/১৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এই সূরাটি যে কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য এ বর্ণনাটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। اِذَازُلْزِلَت সূরাটিও একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) বল ঃ হে কাফিরেরা!	١. قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَـٰفِرُونَ
(২) আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর,	٢. لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ
(৩) এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি,	٣. وَلَآ أَنتُمۡ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
(৪) এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ,	٤. وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمۡ
(৫) এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি।	٥. وَلَآ أَنتُمۡ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
(৬) তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল।	٦. لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِىَ دِينِ.

শির্ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার প্রসঙ্গ

এই মুবারাক সূরায় আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের আমলের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে মাক্কার কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হলেও পৃথিবীর সমস্ত কাফিরকে এই সম্বোধনের আওতায় আনা হয়েছে। এই সূরার শানে নুযূল এই যে, কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলল ঃ ‘এক বছর আপনি আমাদের মা‘বূদ মূর্তিগুলোর ইবাদাত করুন, পরবর্তী বছর আমরাও এক আল্লাহর ইবাদাত করব।’ তাদের এই প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা এ সূরা নাযিল করেন।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন ঃ **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ** তুমি বলে দাও, হে কাফিরেরা! না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি, না তোমরা আমার মা‘বূদের ইবাদাত কর। আর না আমি তোমাদের উপাস্যদেরকে উপাসনা করব, না তোমরা আমার মাবূদের ইবাদাত করবে। অর্থাৎ আমি শুধু আমার মাবূদের পছন্দনীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরই ইবাদাত করব, তোমাদের ইবাদাতের পদ্ধতি তো তোমরা নতুনভাবে উদ্ভাবন করে নিয়েছ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ

তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ২৩) অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সংস্পর্শ হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে নিয়েছেন এবং তাদের উপাসনা পদ্ধতি ও উপাস্যদের প্রতি সর্বাত্মক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, প্রত্যেক ইবাদাতকারীরই মা‘বূদ বা উপাস্য থাকবে এবং উপাসনার পদ্ধতি থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মাত শুধু আল্লাহ তা‘আলারই ইবাদাত করেন। নাবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা তাঁরই শিক্ষা অনুযায়ী ইবাদাত করে থাকে। এ কারণেই ঈমানের মূলমন্ত্র হল ঃ **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ** (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল।’ এর অর্থ হল, সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু নেই, যার ইবাদাত করা যেতে পারে। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে একমাত্র পথ বাতলে দেয়া হয়েছে এ ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। পক্ষান্তরে কাফির মুশরিকদের উপাস্য বা মা‘বূদ আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন, তাদের

উপাসনার পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের। আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতির সাথে তাদের কোনই মিল নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন ঃ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

(হে নাবী) আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইবরাহীম, ১০ ঃ ৪১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরো বলেন ঃ

لَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ

আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৫, ২৮ ঃ ৫৫) অর্থাৎ আমাদের কর্মের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমাদের কর্মের জন্য আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা।

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে লিখা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন অর্থাৎ কুফর, আর আমার জন্য আমার দীন অর্থাৎ ইসলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৪)

সূরা কাফিরূন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১১০ ঃ নাস্‌র, মাদানী

١١٠ – سورة النصر مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৩, রুকূ ১)

(اٰيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা ‘নাসর’ এর ফাযীলাত

পূর্বের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, এই সূরাটি কুরআনুল হাকীমের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য। এবং সূরা যিলযালাহও কুরআনুল হাকীমের এক চতুর্থাংশের সমান।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উৎবাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘সর্বশেষ কোন সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে তা কি তুমি জান?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, সূরা ইযাজাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু’ (সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে।)’ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন ঃ ‘তুমি সত্য বলেছ।’ (নাসাঈ ৬/৫২৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়,	١. إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ
(২) এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে,	٢. وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا
(৩) তখন তুমি তোমার রবের কৃতজ্ঞতা মূলক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর; তিনি তো সর্বাপেক্ষা অধিক অনুতাপ গ্রহণকারী।	٣. فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا

সূরা 'নাসর' রাসূলের (সাঃ) জীবনাবসানের বার্তা বহন করে

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক মুজাহিদদের সাথে উমার (রাঃ) আমাকেও শামিল করে নিতেন। এ কারণে কারও কারও মনে সম্ভবতঃ অসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকবে। একদা তাদের মধ্যে একজন আমার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ঃ আপনি কেন এ যুবককে আমাদের মাজলিশে নিয়ে আসেন? তার সমবয়সী ছেলে আমাদেরও তো রয়েছে।' তাঁর এ মন্তব্য শুনে উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আপনারা তো তাকে খুব ভাল রূপেই জানেন যে, সে কোন্ লোকদের অন্তর্ভুক্ত!' একদিন তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং আমাকেও ডেকে পাঠালেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, আজ তিনি তাঁদেরকে কিছু দেখাতে চান। আমরা সবাই উপস্থিত হলে তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সূরাটি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি (অর্থাৎ এ সূরাটি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে)। কেহ কেহ বললেন ঃ 'এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এলে এবং আমাদের বিজয় সূচিত হলেই যেন আমরা এইরূপ করি।' আল্লাহ তা'আলার গুণগান করার জন্য এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আমাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেহ কেহ আবার সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন, কিছুই বললেননা। উমার (রাঃ) তখন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার মতামতও কি এদের মতই?' আমি উত্তরে বললাম ঃ না, বরং আমি এই বুঝেছি যে, এ সূরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরলোক গমনের ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর ইহলৌকিক জীবন শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং তিনি যেন তাঁর রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'আমিও এটাই বুঝেছি।' (ফাতহুল বারী ৮/৬০৬)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ এ সূরাটি নাযিল হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমাকে আমার মৃত্যুর খবর

জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ঐ বছরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (আহমাদ ১/২১৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রুকু ও সাজদায় নিম্নলিখিত তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

'হে আল্লাহ! আপনি মহাপবিত্র এবং আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনুল হাকীমের فَسَبِّحْ এ আয়াতের উপর অধিক পরিমাণে আমল করতেন। তিরমিযী ছাড়া অন্য তিনটি সুনান গ্রন্থেও ইহা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৫, মুসলিম ১/৩৫০, আবূ দাঊদ ১/৫৪৬, নাসাঈ ৬/৫২৫, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৮৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) মাশরূক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে নিম্নলিখিত কালেমাগুলি অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاَتُوْبُ إِلَيْهِ

'আল্লাহ মহাপবিত্র, তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তাওবাহ করছি।'

তিনি আরো বলতেন ঃ নিশ্চয়ই আমার রাব্ব আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের ভিতর আমি একটি নিদর্শন দেখতে পাব এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, যখন আমি তা দেখতে পাব তখন যেন আমি আল্লাহর বেশী বেশী প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কারণ তিনিই একমাত্র তাওবাহ কবূলকারী। এখন আমি সেই নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি তোমরাও দেখতে পাচ্ছ যে, এখন দলে দলে লোক আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে। সুতরাং তোমরাও তোমাদের রবের গুণগান কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ কবূলকারী এবং ক্ষমা প্রদানকারী। (আহমাদ ৬/৩৫) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (১/৩৫১)

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এবং আসতে যেতে নিম্নের তাসবীহ পড়তে থাকতেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰه وَبِحَمْدِه অর্থাৎ ‘আল্লাহ মহাপবিত্র এবং তাঁর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।’ উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাস্‌র তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।’

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে প্রায়ই এ সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং রুকূ’তে তিনবার নিম্নের দু‘আ পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ, اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

‘হে আল্লাহ! আপনি মহা পবিত্র। হে আমাদের রাব্ব! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ কবূলকারী, দয়ালু।’

বিজয় অর্থে এখানে মাক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। আরাবের সাধারণ গোত্রগুলির মধ্যে এ ব্যাপারে কোনই মতানৈক্য হয়নি। আরাবের সাধারণ গোত্রগুলি অপেক্ষা করছিল যে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বজাতির উপর জয়যুক্ত হন এবং মাক্কা তাঁর পদানত হয় তাহলে তিনি যে সত্য নাবী এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ থাকবেনা। আল্লাহ তা‘আলা যখন তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহাবিজয় দান করলেন তখন এরা সবাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল। এরপর মাক্কা বিজয়ের দু’বছর অতিক্রম হতে না হতেই সমগ্র আরাব ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করল। অতঃপর এমন কোন গোত্র অবশিষ্ট থাকলনা যারা ইসলামের উপর তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করলনা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

সহীহ বুখারীতেও আমর ইব্‌ন সালমার (রাঃ) এ উক্তি বিদ্যমান রয়েছে যে, মাক্কা বিজয়ের সাথে সকল গোত্র ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে আমর ইব্‌ন সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ যখন মাক্কা বিজিত হয় তখন দলে দলে লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য চলে আসতে থাকে। এর পূর্বে বিভিন্ন এলাকার লোক ইসলাম কবূল করতে বিলম্ব করছিল এ উদ্দেশ্যে যে, দেখা যাক মুসলিম বাহিনী মাক্কার উপর প্রভাব বিস্তার লাভ করতে সম্মত হয় কি না। ঐ সব লোকেরা বলত ঃ তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ছেড়ে দাও, তিনি যদি বিজয় লাভ করেন তাহলে আমরা জেনে যাব যে, তিনি সত্য নাবী। (ফাতহুল বারী ৭/৬১৬) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের প্রাপ্য।

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর (রাঃ) এক প্রতিবেশী সফর থেকে ফিরে আসার পর যাবির (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সেই প্রতিবেশী মুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং নতুন নতুন বিদ'আতের কথা ব্যক্ত করলে জাবিরের (রাঃ) চক্ষুদ্বয় অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তারা দলে দলে এই দীন থেকে বেরিয়ে যাবে।' (আহমাদ ৩/৩৪৩)

সূরা নাস্‌র -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১১১ ঃ মাসাদ/লাহাব, মাক্কী ١١١ – سورة المسد، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫, রুকূ ১) (اَياتها : ٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।	١. تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ
(২) তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসেনি।	٢. مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ
(৩) অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে,	٣. سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ
(৪) এবং তার স্ত্রীও - যে ইন্ধন বহন করে।	٤. وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ
(৫) তার গলদেশে খর্জুর বাকলের রজ্জু রয়েছে।	٥. فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۢ.

সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার কারণ এবং রাসূলের (সাঃ) প্রতি আবূ লাহাবের ঔদ্ধ্যততা

সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতহা' নামক স্থানে গিয়ে একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে 'ইয়া সাবা'হা'হ্, ইয়া সাবা'হা'হ্' (অর্থাৎ 'হে লোকসকল! তোমরা তাড়াতাড়ি এসো' বলে ডাক দিতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুরাইশরা সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ 'যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, সকালে অথবা সন্ধ্যাবেলা শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?' সবাই সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করব।' তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির আগমনের সংবাদ দিচ্ছি।' আবূ লাহাব তার এ কথা শুনে বলল ঃ 'তোমার সর্বনাশ হোক, এ কথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছ?' তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৯)

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে তার হাতের ধূলা-বালি ঝেড়ে নিম্ন লিখিত বাক্য বলতে বলতে চলে গেল ঃ

'তোমার প্রতি সারাদিন অভিশাপ বর্ষিত হোক। তুমি কি এ জন্য আমাদেরকে ডেকেছ?' সূরাটির প্রথম অংশ হচ্ছে আবূ লাহাবের বিরুদ্ধে বদ দু'আ এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ওর পরিচিতি। আবূ লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। তার নাম ছিল আবদুল উয্যা ইব্ন আবদিল মুত্তালিব। তার কুনইয়াত বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম ছিল আবূ উৎবাহ। তার সুদর্শন ও কান্তিময় চেহারার জন্য তাকে আবূ লাহাব অর্থাৎ শিখা বিশিষ্ট বলা হত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকৃষ্টতম শত্রু। সব সময় সে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং তাঁর ক্ষতি সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকত।

রাবীআ'হ্ ইব্ন আব্বাদ (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'যুল মাজায' বাজারে দেখেছি, সেই সময় তিনি বলছিলেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা বল ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে।' বহু লোক তাঁর চার পাশে জড় হত। আমি লক্ষ্য করতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনেই গৌরকান্তি ও সুডোল দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী ট্যারা চোখ বিশিষ্ট এক লোক, যার মাথার চুল দুপাশে সিঁথি করা, সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলল ঃ 'হে লোকসকল! এ লোক বে-দীন ও মিথ্যাবাদী।' মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন সেখানেই এই সুদর্শন

লোকটি তাঁর বিরুদ্ধে বলতে থাকত। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বলল ঃ 'এ লোকটি হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ লাহাব।' (আহমাদ ৪/৩৪১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় সুরাইয (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আবূ জিনাদ (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা আবূ জিনাদ (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ঐ বর্ণনায় আবূ জিনাদ (রহঃ) বলেন, আমি রাবিয়াহকে (রাঃ) বললাম ঃ আপনি কি তখন খুব ছোট ছিলেন? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর শপথ! আমি তখন অনেক বুদ্ধিমান ছিলাম, ফ্লুট বাঁশি বাজানোয় আমি ছিলাম একজন শক্তিশালী ব্যক্তি। (আহমাদ ৪/৩৪১)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন **مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ** ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন, '*কাসাব*' অর্থ হচ্ছে শিশু-সন্তান। আয়িশা (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন সীরীন (রহঃ) অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/৬৭৭)

আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় বলছেন ঃ **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ** আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক! না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে, আর না তার সন্তান তার কোন উপকারে আসবে।

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানালেন তখন আবূ লাহাব বলতে লাগল ঃ 'যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয় তাহলে আমি কিয়ামাতের দিন আমার ধন-সম্পদ ও সন্তানদেরকে আল্লাহকে ফিদিয়া হিসাবে দিয়ে তাঁর আযাব থেকে আত্মরক্ষা করব।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তার ধন সম্পদ ও তার সন্তান তার কোন কাজে আসবেনা।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের আবাস স্থল জাহান্নাম

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ** অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবূ লাহাব তার স্ত্রীসহ জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে। আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরাইশ নারীদের নেত্রী। তার কুনিয়াত ছিল উম্মু জামীল, নাম ছিল আরওয়া

বিন্ত হারব ইব্ন উমাইয়া। সে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এর বোন ছিল। তার স্বামীর কুফরী, হঠকারিতা এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল সহকারিণী, সহযোগিনী। এ কারণে কিয়ামাতের দিন সেও স্বামীর সঙ্গে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। কাঠ বহন করে সে তা ঐ আগুনে নিক্ষেপ করবে যে আগুনে তার স্বামী জ্বলবে। তার গলায় থাকবে আগুনের পাকানো রশি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকানো রজ্জু। অর্থাৎ সে স্বামীর ইন্ধন সংগ্রহ করবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **مَسَد** শব্দের অর্থ হল খেজুর গাছের আঁশের দ্বারা তৈরী জাহান্নামের রশি। (দুররুল মানসুর ৮/৬৬৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আতিয়াহ আল জাদালী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথ দিয়ে চলতেন সেই পথে ঐ দুষ্টা রমনী কাঁটা বিছিয়ে রাখত। আল জাওহারী (রহঃ) বলেন, *'মাসাদ'* অর্থ হচ্ছে আঁশ, ইহা খেজুর গাছের আঁশের তৈরী রশি। উটের চামড়া দিয়ে এবং মোটা পশম দিয়ে তৈরী করা রশিকেও *মাসাদ* বলা হত। **فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ** এর বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হল লোহার বেড়ি বা শিকল। (তাবারী ২৪/৬৮১)

রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আবূ লাহাবের স্ত্রীর কষ্ট দেয়া

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা এবং আবূ জারাহ (রহঃ) বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর আল হুমাইদি (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, সুফিয়ান (রহঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, ওয়ালিদ ইব্ন কাসীর (রহঃ) ইব্ন তাদরুস (রহঃ) থেকে, তিনি আসমা বিন্ত আবূ বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ** আয়াতটি নাযিল হয় তখন এক চোখ কানা বিশিষ্ট উম্মে জামিল বিন্তে হারব বিড়বিড় করতে করতে এবং হাতে একটি পাথর নিয়ে এগিয়ে আসছিল। ঐ দুষ্টা মহিলা বলছিল ঃ 'সে আমার বাবার সমালোচনা করেছে, তাঁর ধর্মকে আমরা ঘৃণা করি এবং তাঁর সমস্ত আদেশ আমরা প্রত্যাখ্যান

করি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় কা’বা ঘরে বসা ছিলেন। তাঁর সাথে আমার আব্বা আবূ বাকরও (রাঃ) ছিলেন। আমার আব্বা তাকে এ অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আসছে, আপনাকে আবার দেখে না ফেলে!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ ‘হে আবূ বাকর! নিশ্চিন্ত থাকুন, সে আমাকে দেখতেই পাবেনা।’ তারপর তিনি ঐ দুষ্টা নারীকে এড়ানোর উদ্দেশে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৫) ডাইনী নারী আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলনা। ঐ ডাইনী নারী আবূ বাকরকে (রাঃ) বলল ঃ ‘আমি শুনেছি যে, তোমার বন্ধু (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দুর্নাম করেছে অর্থাৎ কবিতার ভাষায় আমার বদনাম ও নিন্দা করেছে।’ আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ ‘কা’বার রবের শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কোন নিন্দা করেননি।’ আবূ লাহাবের স্ত্রী তখন ফিরে যেতে যেতে বলল ঃ ‘কুরাইশরা জানে যে, আমি তাদের সর্দারের মেয়ে।’

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ একবার ঐ দুষ্টা মহিলা নিজের লম্বা চাদর গায়ে জড়িয়ে তাওয়াফ করছিল। হঠাৎ পায়ে চাদর জড়িয়ে পিছলে পড়ে গেল। তখন বলল ঃ ‘মুযাম্মাম ধ্বংস হোক।’ তখন উম্মে হাকীম বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব বলল ঃ ‘আমি একজন পূত পবিত্র রমনী। আমি মুখের ভাষা খারাপ করবনা। আমি বন্ধুত্ব স্থাপনকারিণী, কাজেই আমি কলঙ্কিনী হবনা এবং আমরা সবাই একই দাদার সন্তান, আর কুরাইশরাই এটা সবচেয়ে বেশী জানে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৬১০)

সূরা লাহাব এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১১২ ঃ ইখলাস, মাক্কী ١١٢ – سورة الإخلاص، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪, রুকূ ১) (اَيَاتها : ٤، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা ইখলাসের ফাযীলাত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

মুসনাদ আহমাদে উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আমাদের সামনে তোমার রবের গুণাবলী বর্ণনা কর।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ এ সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৫/১৩৩)

صَمَد শব্দের অর্থ হল যিনি সৃষ্ট হননি এবং যাঁর সন্তান সন্ততি নেই। কেননা যে সৃষ্ট হয়েছে সে এক সময় মৃত্যুবরণ করবে এবং অন্যেরা তার উত্তরাধিকারী হবে। আর আল্লাহ তা‘আলা মৃত্যুবরণও করবেননা এবং তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও হবেনা। তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই। وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ এর অর্থ হল তাঁর মত কেহ নেই, তাঁর সমকক্ষও কেহ নেই এবং তাঁর সাথে অন্য কারও তুলনা হতে পারেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৯/২৯৯, ৩০১ মুরসাল, তাবারী ২৪/৬৯১)

সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোকের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যাঁকে আপনি আমাদের নেতা মনোনীত করেছেন তিনি প্রত্যেক সালাতে কিরআতের শেষে قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ সূরাটি পাঠ করতেন।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ 'সে কেন এরূপ করত তা তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করতো?' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'এ সূরায় আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, এ কারণে এ সূরা পড়তে আমি খুব ভালবাসি।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৬০, মুসলিম ১/৫৫৭, নাসাঈ ৬/১৭৭)

সহীহ বুখারীর কিতাবুস সালাতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী মাসজিদে কুবার ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তারপর কুরআনের অন্য অংশ পছন্দমত পড়তেন। একদিন মুক্তাদী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আপনি সূরা ইখলাস পাঠ করেন, তারপর অন্য সূরাও এর সাথে মিলিয়ে দেন, কি ব্যাপার? আপনি কি মনে করেন যে, সূরা ইখলাসের সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ না করলে সালাত শুদ্ধ হবেনা? হয় শুধু সূরা ইখলাস পড়ুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করুন।' আনসারী জবাব দিলেন ঃ 'আমি যেমন করছি তেমনি করব, তোমাদের পছন্দ না হলে বল, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিচ্ছি।' মুসল্লীরা দেখলেন যে, এটা মুশকিলের ব্যাপার! কারণ উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁরা অন্য কারও ইমামতি মেনে নিতে পারলেননা (সুতরাং তিনিই ইমাম থেকে গেলেন)। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গমন করলে মুসল্লীরা তাঁর কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি মুসল্লীদের কথা মাননা কেন? প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ইখলাস পড় কেন?' ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ সূরার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে।' তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ 'এ সূরার প্রতি তোমার আসক্তি ও ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছে।' (ফাতহুল বারী ২/২৯৮)

সূরা ইখলাসের মর্যাদা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান

সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক অন্য একটি লোককে রাতে বারবার قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এ সূরাটি পড়তে শুনে সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। লোকটি সম্ভবতঃ ঐ লোকটির এ সূরা পাঠকে হালকা সাওয়াবের কাজ মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।' (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৬, আবূ দাঊদ ২/১৫২, নাসাঈ ৫/১৬)

সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ 'তোমরা কেহ কি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে?' সাহাবীগণের কাছে এটা খুবই কষ্ট সাধ্য মনে হল। তাই তাঁরা বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কার এ ক্ষমতা আছে?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।' (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৬)

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ), উবাইদ ইব্ন হুনাইন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই এবং তিনি পথে এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সূরাটি পাঠ করতে শোনেন। তখন তিনি বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কি ওয়াজিব হয়েছে? তিনি বললেন ঃ জান্নাত। (মুয়াত্তা মালিক ১/২০৮, তিরমিযী ৮/২০৯, নাসাঈ ৬/১৭৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ, গারীব বলেছেন। আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এর প্রতি (সূরা ইখলাস) তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (ফাতহুল বারী ২/২৯৮)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ কি রাতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সূরাটি তিনবার পড়ার ক্ষমতা রাখেনা? এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতূল্য।' এ হাদীসটি হাসিম আবূ ইয়ালা মুসিলী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল।

আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (রহঃ) মুয়ায ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন খুবাইব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ আমরা খুব পিপাসার্ত ছিলাম এবং অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল বলে সালাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং আমার হাত দু'টি তাঁর হাতে নিয়ে বললেন ঃ পড়। এরপর তিনি নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি আবার বললেন ঃ পড়। আমি বললাম ঃ কি পড়ব? তিনি বললেন ঃ 'প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে। প্রতিদিন তোমার জন্য দুই বারই যথেষ্ট।' (আহমাদ ৫/৩১২, আবূ দাউদ ৫/৩২০, তিরমিযী ১০/২৮, নাসাঈ ৮/২৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে ঃ এ তিনটি সূরা পাঠ করলে তোমার জন্য তা যথেষ্ট হবে। (নাসাঈ ৮/২৫১)

সুনান নাসাঈতে এই সূরার তাফসীরে আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাসজিদে প্রবেশ কালে দেখেন যে, একটি লোক সালাত আদায় করছে এবং নিম্নলিখিত দু'আ করছে ঃ

اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَاۤ اِلَهَ اِلَّاۤ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ সাক্ষ্যসহ আবেদন করছি যে, আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আপনি কারও মুখাপেক্ষী নন, আপনি এমন সত্ত্বা যাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং যাঁর সমতুল্য কেহ নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই সত্ত্বার শপথ! এ ব্যক্তি ইস্‌মে আযমের সাথে দু'আ করেছে। আল্লাহর এই মহান নামের সাথে তাঁর কাছে কিছু যাঞ্চা করলে তিনি তা দান করেন এবং এই নামের সাথে দু'আ করলে তিনি তা কবূল করে থাকেন।" (আবূ দাঊদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইব্‌ন মাজাহ ৩৮৫৭, নাসাঈ ২/৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস- এ তিনটি সূরা পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে, এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৯, আবূ দাঊদ ৫/৩২৩, তিরমিযী ৯/৩৪৭, নাসাঈ ৬/১৯৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৭৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) বল ঃ তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়।	١. قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ
(২) আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।	٢. ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ
(৩) তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন,	٣. لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
(৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।	٤. وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ.

এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (শানে নুযূল) পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা বলত ঃ 'আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করি।' আর খৃষ্টানরা বলত ঃ 'আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) ঈসার (আঃ) পূজা করি।' মাজূসীরা

বলত ঃ 'আমরা চন্দ্র সূর্যের উপাসনা করি।' আবার মুশরিকরা বলত ঃ 'আমরা মূর্তি পূজা করি।' আল্লাহ তা'আলা তখন এই সূরা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (হে নাবী!) বল ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর মত আর কেহই নেই। তাঁর কোন উপদেষ্টা অথবা উযীর নেই। তাঁর সমান কেহ নেই যার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি একমাত্র ইলাহ্ বা মাবূদ হওয়ার যোগ্য। নিজের গুণ বিশিষ্ট ও হিকমাত সমৃদ্ধ কাজের মধ্যে তিনি একক ও বে-নযীর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَللَّهُ الصَّمَدُ. তিনি সামাদ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী। সমস্ত মাখলুক, সমগ্র বিশ্বজাহান তাঁর মুখাপেক্ষী।

ইকরিমাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'সামাদ' তাঁকেই বলে যাঁর কাছে সৃষ্টির সকল কিছুর চাওয়া পাওয়া নির্ভর করে এবং যিনি একমাত্র অনুরোধ পাবার যোগ্য। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'সামাদ' হল ঐ সত্ত্বা যিনি নিজের নেতৃত্বে, নিজের মর্যাদায়, বৈশিষ্ট্যে, নিজের বুযর্গীতে, শ্রেষ্ঠত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিকমাতে, বুদ্ধিমত্তায় সবারই চেয়ে অগ্রগণ্য। এই সব গুণ শুধুমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ আর কেহ নেই। তিনি পূতঃ পবিত্র মহান সত্ত্বা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবারই উপর বিজয়ী, তিনি বেনিয়ায। 'সামাদ' এর একটা অর্থ এও করা হয়েছে যে, 'সামাদ' হলেন তিনি যিনি সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকেন। যিনি চিরন্তন ও চিরবিদ্যমান। যাঁর লয় ও ক্ষয় নেই এবং যিনি সব কিছু হিফাযাতকারী, যাঁর সত্ত্বা অবিনশ্বর এবং অক্ষয়। আল আমাশ (রহঃ) শাকীক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে 'সামাদ' হলেন ঐ সত্ত্বা যিনি পৃথিবীর সবকিছু নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখেন, কেহ তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। (তাবারী ২৪/৬৯২)

আল্লাহ তা'আলা সন্তান-সন্ততি হতে পবিত্র

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. আল্লাহর সন্তান সন্ততি নেই, পিতা মাতা নেই, স্ত্রী নেই। যেমন কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে ঃ

بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনীই কেহ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০১) অর্থাৎ তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক, এমতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টি ও মালিকানায় সমকক্ষতার দাবীদার কে হতে পারে? অর্থাৎ তিনি উপরোক্ত সমস্ত দোষ-ত্রুটি/কলঙ্ক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন কুরআনের অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তারা সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ

তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলেনা; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৬-২৭) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.

سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে; অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৫৮-১৫৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কষ্টদায়ক কথা শুনে এত বেশী ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নেই। মানুষ বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে, তবুও তিনি তাকে অন্ন দান করছেন, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আদম সন্তান আমাকে অবিশ্বাস করে, অথচ এটা তার জন্য সমীচীন নয়। সে আমাকে গালি দেয়, অথচ এটাও তার জন্য সমীচীন ও সঙ্গত নয়। সে আমাকে অবিশ্বাস করে বলে যে, আমি নাকি প্রথমে তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছি পরে আবার সেভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবনা। অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাতো প্রথমবার সৃষ্টি করা থেকে সহজ।' আর 'সে আমাকে গালি দেয়' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে আমার নাকি সন্তান রয়েছে, অথচ আমি একক, আমি অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। আমার কোন সন্তান নেই, আমার পিতা-মাতা নেই এবং আমার সমতুল্যও কেহ নেই।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১১, ৬১২)

সূরা ইখলাস এর তাফসীর সমাপ্ত।

سُوْرَتِى الْمُعَوَّذَتَيْنِ

আশ্রয় প্রার্থনা করার দু'টি সূরা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যির ইব্ন জায়েশ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) তাকে বলেন ঃ 'ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) এ সূরা দু'টিকে (সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে) কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেননি।' তখন উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ বলুন।' সুতরাং তিনি তা বললেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'আপনি قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলুন।' সুতরাং তিনি তাও বললেন। অতএব আমরা ওটাই বলি যা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।' (আহমাদ ৫/১২৯)

সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফাযীলাত

সহীহ মুসলিমে উকবা ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি দেখনি যে, আজ রাতে আমার উপর এমন কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যেমন আয়াত আর কখনো অবতীর্ণ হয়নি।' তারপর তিনি قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এ সূরা দু'টি তিলাওয়াত করেন। (মুসলিম ১/৫৫৮, আহমাদ ৪/১৪৪, তিরমিযী ৯/৩০৩, নাসাঈ ৮/২৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদে উকবাহ ইব্ন আ'মির (রাঃ) হতেই আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'আমি মাদীনার গলি পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর উটের লাগাম ধরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি আমাকে বললেন ঃ 'এসো এবার তুমি আরোহণ কর।' আমি মনে করলাম যে, তাঁর কথা না শোনা অবাধ্যতা হবে, তাই আরোহণ

করতে সম্মত হলাম। কিছুক্ষণ পর আমি নেমে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরোহণ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ 'হে উকবাহ! মানুষ যা পাঠ করে তা থেকে আমি কি তোমাকে দু'টি উৎকৃষ্ট সূরা শিখিয়ে দিবনা?' আমি বললাম ঃ ' হ্যাঁ অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে তা শিখিয়ে দিন! তখন তিনি আমাকে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পাঠ করে শোনালেন। অতঃপর আযান দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করলেন এবং সালাতে এ সূরা দু'টি পাঠ করলেন। তারপর তিনি আমাকে অতিক্রম করে চলে যাবার সময় বললেন ঃ 'হে উকবাহ! আমি সূরা দু'টি পাঠ করেছি তা তুমি লক্ষ্য করেছ কি? শোন! ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে উঠার সময় এ সূরা দু'টি পাঠ করবে।' (আহমাদ ৪/১৪৪, আবূ দাঊদ ২/১৫২, নাসাঈ ৮/২৫২, ২৫৩)

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) উকবাহ ইব্ন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাটছিলাম, তিনি বললেন ঃ হে উকবাহ! বল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি বলব? তিনি চুপ থাকলেন এবং আমার কথার কোন জবাব দিলেননা। অতঃপর তিনি আবার বললেন ঃ বল। আমি উত্তর দিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি বলব? তিনি বললেন ঃ বল قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ সুতরাং আমি এই সূরাটি (প্রথম থেকে) শেষ পর্যন্ত পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ বল। আমি উত্তরে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কি বলব? তিনি বললেন ঃ বল قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ সুতরাং এ সূরাটিও আমি (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এ দু'টি সূরার মত আর কোন সূরা নেই। (নাসাঈ ৮/২৫৩)

অন্য একটি হাদীস ঃ ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইব্ন আবিস আল জুহানি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ হে ইব্ন আবিস! কোন কিছু হতে রক্ষা পাবার জন্য যে সর্বোত্তম

রক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা কি আমি তোমাকে বলে দিব? তিনি বললেন ঃ জি হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ এ সূরা দু'টি পাঠ কর। (নাসাঈ ৮/২৫১)

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন তিনি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে হাতের উভয় তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা দেহের যতটুকু উভয় হাতের নাগালে পাওয়া যায় ততটুকু পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাত ফিরাতেন। (মুয়াত্তা ২/৯৪২)

ইমাম মালিকের (রহঃ) 'মুআত্তা' গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন তখন এ দু'টি সূরা পাঠ করে তিনি সারা দেহে ফুঁ দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা যখন মারাত্মক হয়ে যেত তখন আয়িশা (রাঃ) সূরা দু'টি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্তদ্বয় তাঁরই সারা দেহে ফিরাতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৯, মুসলিম ৪/১৭২৩, আবূ দাঊদ ৪/২২০, নাসাঈ ৪/৮৬৭, ৮৬৮; ইব্ন মাজাহ২/১১৬৬)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এ দু'টি সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এ সূরা দু'টিকে গ্রহণ করেন এবং বাকি সব ছেড়ে দেন। (তিরমিযী ৬/২১৮, নাসাঈ ৮/২৭১, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬১) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সূরা ১১৩ ঃ ফালাক, মাক্কী
١١٣ – سورة الفلق، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) বল ঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার স্রষ্টার।	١. قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ
(২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন উহার অনিষ্টতা হতে।	٢. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
(৩) অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।	٣. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
(৪) এবং ঐ সব নারীর অনিষ্টতা হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়,	٤. وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلۡعُقَدِ
(৫) এবং অনিষ্টতা হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।	٥. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, فَلَق সকাল বেলাকে বলা হয়। (তাবারী ২৪/৭০০) আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকিল (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিকও (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/৭০১) আল কারাজী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহা নিম্ন আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৬) (তাবারী ২৪/৭০১)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **مِن شَرِّ مَا خَلَقَ** অর্থাৎ সৃষ্টির সমস্ত খারাবী থেকে। ছাবিত আল বুনানি (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতার মধ্যে জাহান্নাম, ইবলীস ও ইবলীসের সন্তান সন্ততিও রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বলেন যে, **غَاسِقٍ** এর অর্থ হল রাত এবং **اذَا وَقَبْ** এর অর্থ হল সূর্যাস্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৬১৩) অর্থাৎ যখন অন্ধকার রাত উপস্থিত হয়। ইব্ন নাযিহও (রহঃ) মুজাহিদের (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ** অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), খুসাইফ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন ঃ নিশ্চয়ই ইহা ঐ রাত যখন ঘন অন্ধকারসহ এগিয়ে আসে। (তাবারী ১২/৭৪৮) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আরাবের লোকেরা সুরাইয়া নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়াকে **غَاسِقٍ** বলে। অসুখ এবং বিপদ আপদ সুরাইয়া নক্ষত্র উদিত হওয়ার পর বৃদ্ধি পায় এবং ঐ নক্ষত্র অস্তমিত হওয়ার পর অসুখ বিপদ আপদ কেটে যায়।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, **غَاسِقٍ** এর অর্থ হল চাঁদ। তাফসীরকারদের দলীল হল মুসনাদ আহমাদে হারিশ ইব্ন আবী সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশার (রাঃ) হাত ধরে চাঁদের প্রতি ইশারা করে বললেন ঃ ‘আল্লাহর কাছে ঐ **غَاسِقٍ** এর অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।’ (আহমাদ ৬/৬১, তিরমিযী ৩৩৬৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহা হল তন্ত্র-মন্ত্র। (তাবারী ১২/৭৫০, ৭৫১) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেছেন যে, যখন তারা যাদু-মন্ত্র পাঠ করে এবং গিঁড়ায় ফুঁক দেয়।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ 'আপনি কি রোগাক্রান্ত?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।' জিবরাঈল (আঃ) তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করেন ঃ

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيٍّءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ. اَللَّهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ

'আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি সেই সব রোগের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্টতা ও কুদৃষ্টি হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন।' (মুসলিম ২১৮৬)

রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) যাদু করার বর্ণনা

সহীহ বুখারীতে 'কিতাবুত তিব্ব' -এ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদু করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ভেবেছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গিয়েছেন, অথচ তিনি তাঁদের কাছে যাননি। সুফইয়ান (রহঃ) বলেন যে, এটাই যাদুর সবচেয়ে বড় প্রভাব। এ অবস্থা হওয়ার পর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে আয়িশা! আমি আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছি এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন। দু'জন লোক আমার কাছে আসেন। একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসেন। আমার মাথার কাছে যিনি বসেছিলেন তিনি দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এর অবস্থা কি?' দ্বিতীয়জন উত্তরে বললেন ঃ 'এর উপর যাদু করা হয়েছে।' প্রথম জন প্রশ্ন করলেন ঃ 'কে যাদু করেছে?' দ্বিতীয়জন জবাব দিলেন ঃ 'লাবীদ ইব্ন আ'সাম। সে বানূ যুরাইক গোত্রের লোক। সে

ইয়াহুদীদের মিত্র এবং মুনাফিক।' প্রথম জন জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কিসের মধ্যে যাদু করেছে?' দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন ঃ 'মাথার চুলে ও চিরুণীতে।' প্রথমজন প্রশ্ন করলেন ঃ 'কোথায়, তা দেখাও।' দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন ঃ 'খেজুর গাছের শুকনা বাকলে এবং যারওয়ান কূপের ভিতর পাথরের নিচে।' আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কূপের কাছে গমন করলেন এবং তা থেকে ওসব বের করলেন। ঐ কূপের পানি ছিল যেন মেহদীর রং এবং ওর পাশের খেজুর গাছগুলোকে ঠিক শাইতানের মাথার মত মনে হচ্ছিল। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ কাজের জন্য তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে নিরাময় করেছেন ও সুস্থতা দিয়েছেন। আমি মানুষের মধ্যে মন্দ ছড়ানো পছন্দ করিনা।' (ফাতহুল বারী ১০/২৪৩)

সূরা ফালাক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১১৪ ঃ নাস, মাক্কী ١١٤ – سورة الناس، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٦، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ	(১) বল ঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের,
٢. مَلِكِ ٱلنَّاسِ	(২) যিনি মানবমন্ডলীর মালিক বা অধিপতি।
٣. إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ	(৩) যিনি মানবমন্ডলীর উপাস্য।
٤. مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ	(৪) আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণা দাতার অনিষ্টতা হতে।
٥. ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ	(৫) যে কু-মন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
٦. مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ.	(৬) জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।

এ সূরায় মহামহিমান্বিত আল্লাহর তিনটি গুণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি হলেন পালনকর্তা, শাহানশাহ এবং মা'বূদ বা পূজনীয়। সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর মালিকানাধীন এবং সবাই তাঁর আনুগত্য করছে। তিনি তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মা'বূদের, পশ্চাদাপসরণকারীর অনিষ্টতা হতে যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তা সে জিন হোক

অথবা মানুষ হোক। অর্থাৎ যারা অন্যায় ও খারাপ কাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে মানুষের চোখের সামনে হাযির করে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করার কাজে অতুলনীয়। এমন কাজ নেই যা করতে তারা এতটুকু দ্বিধাবোধ করে। আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই শুধু তাদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেতে পারে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যার সাথে একজন করে শাইতান না রয়েছে।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথেও কি শাইতান রয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ আমার সঙ্গেও শাইতান রয়েছে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঐ শাইতানের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করছেন, কাজেই আমি নিরাপদ থাকি। ফলে সে আমাকে সৎ আমল ও কল্যাণের শিক্ষা দেয়।' (মুসলিম ২১৬৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া (রাঃ) তাঁর সাথে রাতের বেলায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে এগিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। পথে দু'জন আনসারীর সাথে দেখা হল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রীকে দেখে দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে থামালেন এবং বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, আমার সাথে যে মহিলাটি রয়েছেন তিনি আমার স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুইয়াই (রাঃ)।" তখন আনসারী দু'জন বললেন ঃ "আল্লাহ পবিত্র। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ কথা আমাদেরকে বলার প্রয়োজনই বা কি ছিল?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'মানুষের রক্ত প্রবাহের মত শাইতান ঘুরাফিরা করে থাকে। সুতরাং আমি আশংকা করছিলাম যে, শাইতান তোমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিতে পারে।' (ফাতহুল বারী ৪/৩২৬)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, শাইতান আদম সন্তানের মনে তার থাবা বসিয়ে রাখে। মানুষ যখনই অন্য মনস্ক থাকে কিংবা বেখেয়াল থাকে তখনই শাইতান কুমন্ত্রণা

দিতে শুরু করে। আর যখনই মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে পশ্চাদাপসরণ করে। (তাবারী ২৪/৭০৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ২৪/৭১০)

সুখ-শান্তি এবং দুঃখ কষ্টের সময় এবং অতি সুখের সময়েও শাইতান মানুষের মনে ছিদ্র করতে চায়। অর্থাৎ তাকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। এ সময়ে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে শাইতান পালিয়ে যায়। (তাবারী ২৪/৭১০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শাইতানকে মানুষ যেখানে প্রশ্রয় দেয় সেখানে সে মানুষকে অন্যায় অপকর্ম শিক্ষা দেয়, তারপর কেটে পড়ে। (তাবারী ২৪/৭১০)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ** মানব মণ্ডলীর অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়। **نَاس** শব্দের অর্থ মানুষ। তবে এর অর্থ জিনও হতে পারে। কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে ঃ **بِرَجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ** অর্থাৎ জিনের মধ্য হতে কতকগুলো লোক। কাজেই জিনসমূহকে **نَاس** শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত নয়। মোট কথা, শাইতান জিন এবং মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে)। অর্থাৎ এরা কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে, তা সে জিন হোক অথবা মানুষ হোক। এর তাফসীর এরূপও করা হয়েছে। মানব ও দানব শাইতানরা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি

মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১২)

মুসনাদ আহমাদে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মনে এমন সব চিন্তা আসে যেগুলো প্রকাশ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় (সুতরাং এ অবস্থায় আমি কি করব?)। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘(তুমি বলবে) ঃ

اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ رَدَّ كَيْدَهُ اِلَى الْوَسْوَسَةِ

‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ তা‘আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি শাইতানের প্রতারণাকে ওয়াস্‌ওয়াসা অর্থাৎ শুধু কুমন্ত্রণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, বাস্তবে কাজে পরিণত করেননি।’ (আহমাদ ১/২৩৫, আবূ দাঊদ ৫/৩৩৬, নাসাঈ ৬/১৭১০)

সূরা নাস এর তাফসীর সমাপ্ত।

আম্মাপারাসহ সম্পূর্ণ ‘তাফসীর ইব্‌ন কাসীর’ শেষ হল। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমীন!!